ধর্ম্মপুস্তক

অর্থাৎ

পুরাতন ও নূতন নিয়ম।

ভারতের বাইবেল সোসাইটী
২০ মহাত্মা গান্ধী রোড্
বাঙ্গালোর

THE HOLY BIBLE

Bengali

(Old Testament OV)
(New Testament RV)

1960.

The Bible Society of India
20 Mahatma Gandhi Road
Bangalore

পুস্তকের নির্ঘণ্ট।

পুরাতন নিয়ম।

আদিপুস্তক।

জগৎ-সৃষ্টির বিবরণ।

১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।

২ পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি ৩ করিতেছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। ৪ তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক্ ৫ করিলেন। আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুই ভাগে ৭ পৃথক্ করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের ঊর্দ্ধস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক্ করিলেন; ৮ তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

৯ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে ১০ সেইরূপ হইল। তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি, ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, ১১ তাহা উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি তৃণ, বীজোৎপাদক ওষধি, ও সবীজ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; ১২ তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ভূমি তৃণ, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজোৎপাদক ওষধি, ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ, উৎপন্ন করিল; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল ১৩ উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।

১৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও ১৫ বৎসরের জন্য হউক; এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেই- ১৬ রূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর দিনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতিঃ, ও রাত্রির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ, এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ, এবং নক্ষত্রসমূহ নির্ম্মাণ করি- ১৭ লেন। আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য, এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্ত্তৃত্ব ১৮ করণার্থে, এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিঃ-

সমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন, এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে
১৯ সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

২০ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং ভূমির ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডলের বিতানে
২১ পক্ষিগণ উড়ুক। তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের, ও যে নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে, সে সকলের, এবং নানাজাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে,
২২ সে সকল উত্তম। আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক।
২৩ আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

২৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ
২৫ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বন্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্ম্মাণ করিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।

২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয়
২৭ সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।
২৮ পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর।
২৯ ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমা-
৩০ দের খাদ্য হইবে। আর ভূচর যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল।
৩১ পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

২ এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল।
২ পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে
৩ বিশ্রাম করিলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।

প্রথম নরনারীর বিবরণ।

৪ সৃষ্টিকালে যে দিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন, তখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত ৫ এই। সেই সময়ে পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন উদ্ভিজ্জ হইত না, আর ক্ষেত্রের কোন ওষধি উৎপন্ন হইত না, কেননা সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষান নাই, আর ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিতে মনুষ্য ৬ ছিল না। আর পৃথিবী হইতে কুজ্‌-ঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলসিক্ত ৭ করিল। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে [অর্থাৎ মনুষ্যকে] নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।

৮ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্ব্বদিকে, এদনে, এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন, এবং সেই স্থানে আপনার নির্ম্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখি-৯ লেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য-দায়ক বৃক্ষ, এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসদ্‌-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ, উৎপন্ন ১০ করিলেন। আর উদ্যানে জলসেচনার্থে এদন হইতে এক নদী নির্গত হইল, উহা তথা হইতে বিভিন্ন হইয়া চতুর্ম্মুখ ১১ হইল। প্রথম নদীর নাম পীশোন; ইহা সমস্ত হবীলা দেশ বেষ্টন করে, ১২ তথায় স্বর্ণ পাওয়া যায়, আর সেই দেশের স্বর্ণ উত্তম, এবং সেই স্থানে ১৩ গুগ্‌গুলু ও গোমেদকমণি জন্মে। দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন; ইহা সমস্ত কূশ ১৪ দেশ বেষ্টন করে। তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকল, ইহা অশূরিয়া দেশের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়। চতুর্থ নদী ফরাৎ।

১৫ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষার্থে ১৬ তথায় রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ১৭ ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ্‌-জ্ঞান-দায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে।

১৮ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী ১৯ নির্ম্মাণ করি। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্ম্মাণ করিলেন; পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখি-বেন, তাহা জানিতে সেই সকলকে তাঁহার নিকটে আনিলেন, তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, ২০ তাহার সেই নাম হইল। আদম যাবতীয় গ্রাম্য পশুর ও খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু মনুষ্যের জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী পাওয়া ২১ গেল না। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখান লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান ২২ পূরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে ২৩ আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার [হইয়াছে]; ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; ইঁহার নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত ২৪ হইয়াছেন। এই কারণ মনুষ্য আপন

পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং তাহারা একাঙ্গ ২৫ হইবে। ঐ সময়ে আদম ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিতেন, আর তাঁহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।

মানবজাতির পাপে পতন।

৩ সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্ম্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সর্ব্বাপেক্ষা খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন ২ বৃক্ষের ফল খাইও না? নারী সর্পকে কহিলেন, আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ ৩ সকলের ফল খাইতে পারি; কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের বিষয় ঈশ্বর বলিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, স্পর্শও ৪ করিও না, করিলে মরিবে। তখন সর্প নারীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবে ৫ না; কেননা ঈশ্বর জানেন, যে দিন তোমরা তাহা খাইবে, সেই দিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসদ্‌-জ্ঞান প্রাপ্ত ৬ হইবে। নারী যখন দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন; পরে আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলেন, আর তিনিও ভোজন ৭ করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল, এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা উলঙ্গ; আর ডুমুর-বৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করিয়া লইলেন।

৮ পরে তাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করিতেছিলেন: তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষ-৯ সমূহের মধ্যে লুকাইলেন। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, ১০ তুমি কোথায়? তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে ১১ লুকাইয়াছি। তিনি কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ, ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ১২ ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়া-১৩ ছিল, তাই খাইয়াছি। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, তুমি এ কি করিলে? নারী কহিলেন, সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাই খাইয়াছি।

১৪ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্য গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত; তুমি বুকে হাঁটিবে, এবং যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করিবে। ১৫ আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।

১৬ পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।

১৭ আর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা ভোজন করিও না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ, এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাব-
১৮ জ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি
১৯ ভোজন করিবে। তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্য্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি ত তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।

২০ পরে আদম আপন স্ত্রীর নাম হবা [জীবিত] রাখিলেন, কেননা তিনি
২১ জীবিত সকলের মাতা হইলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাইলেন।

২২ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার বিষয়ে আমাদের একের মত হইল; এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার কবিয়া জীবনবৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অনন্তজীবী হয়।
২৩ এই নিমিত্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁহাকে এদনের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন, যেন, তিনি যাহা হইতে গৃহীত,
২৪ সেই মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম করেন। এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদনস্থ উদ্যানের পূর্ব্বদিকে করূবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন।

কয়িন ও হেবলের বিবরণ।

৪ পরে আদম আপন স্ত্রী হবার পরিচয় লইলে তিনি গর্ব্ভবতী হইয়া কয়িনকে প্রসব করিয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর সহায়-
২ তায় আমার নরলাভ হইল। পরে তিনি হেবল নামে তাহার সহোদরকে প্রসব করিলেন। হেবল মেষপালক ছিল, ও
৩ কয়িন ভূমিকর্ষক ছিল। পরে কালানুক্রমে কয়িন উপহাররূপে সদাপ্রভুর
৪ উদ্দেশে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল। আর হেবলও আপন পালের প্রথমজাত কএকটী পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল। তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও
৫ তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন; কিন্তু কয়িনকে ও তাহার উপহাব গ্রাহ্য করিলেন না; এই নিমিত্ত কয়িন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল।
৬ তাহাতে সদাপ্রভু কয়িনকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ? তোমার মুখ কেন
৭ বিষণ্ণ হইয়াছে? যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, এবং তুমি তাহার উপরে কর্ত্তৃত্ব
৮ করিবে। আর কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের সহিত কথোপকথন করিল; পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে
৯ বধ করিল। পরে সদাপ্রভু কয়িনকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা হেবল কোথায়? সে উত্তর করিল, আমি জানি না; আমার
১০ ভ্রাতার রক্ষক কি আমি? তিনি কহিলেন, তুমি কি করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমার কাছে ক্রন্দন করি-
১১ তেছে। আর এখন, যে ভূমি তোমার

হস্ত হইতে তোমার ভ্রাতার রক্ত গ্রহণার্থে আপন মুখ খুলিয়াছে, সেই ভূমিতে
১২ তুমি শাপগ্রস্ত হইলে। ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিলেও তাহা আপন শক্তি দিয়া তোমার সেবা আর করিবে না; তুমি পৃথিবীতে পলাতক ও ভ্রমণকারী হইবে।
১৩ তাহাতে কয়িন সদাপ্রভুকে কহিল, আমার
১৪ অপরাধের ভার অসহ্য। দেখ, অদ্য তুমি ভূতল হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিলে, আর তোমার দৃষ্টি হইতে আমি লুক্কায়িত হইব। আমি পৃথিবীতে পলাতক ও ভ্রমণকারী হইব, আর আমাকে যে
১৫ পাইবে, সেই বধ করিবে। তাহাতে সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, এই জন্য কয়িনকে যে বধ করিবে, সে সাত গুণ প্রতিফল পাইবে। আর সদাপ্রভু কয়িনের নিমিত্ত এক চিহ্ন রাখিলেন, পাছে কেহ তাহাকে পাইলে বধ করে।

১৬ পরে কয়িন সদাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইতে প্রস্থান করিয়া এদনের পূর্ব্বদিকে নোদ
১৭ দেশে বাস করিল। আর কয়িন আপন স্ত্রীর পরিচয় লইলে সে গর্ব্ভবতী হইয়া হনোককে প্রসব করিল। আর কয়িন এক নগর পত্তন করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে তাহার নাম হনোক রাখিল।
১৮ হনোকের পুত্র ঈরদ, ঈরদের পুত্র মহূয়ায়েল, মহূয়ায়েলের পুত্র মথূশায়েল ও
১৯ মথূশায়েলের পুত্র লেমক। লেমক দুই স্ত্রী গ্রহণ করিল, এক স্ত্রীর নাম আদা,
২০ অন্যার নাম সিল্লা। আদার গর্ব্ভে যাবল জন্মিল, সে তাম্বুবাসী পশুপালকদের আদিপুরুষ ছিল। তাহার ভ্রাতার নাম
২১ যূবল; সে বীণা ও বংশীধারী সকলের
২২ আদিপুরুষ ছিল। আর সিল্লার গর্ব্ভে তূবল-কয়িন জন্মিল, সে পিত্তলের ও লৌহের নানা প্রকার অস্ত্র গঠন করিত; তূবল-কয়িনের ভগিনীর নাম নয়মা।
২৩ আর লেমক আপন দুই স্ত্রীকে কহিল,

আদে, সিল্লে, তোমরা আমার কথা শুন,
লেমকের ভার্য্যাদ্বয়, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর;
কারণ আমি আঘাতের পরিশোধে পুরুষকে,
প্রহারের পরিশোধে যুবাকে বধ করিয়াছি।
২৪ যদি কয়িনের বধের প্রতিফল সাত গুণ হয়,
লেমকের বধের প্রতিফল সাতাত্তর গুণ হইবে।

২৫ আর আদম পুনর্ব্বার আপন স্ত্রীর পরিচয় লইলে তিনি পুত্র প্রসব করিলেন, ও তাহার নাম শেথ রাখিলেন। কেননা [তিনি কহিলেন,] কয়িন কর্ত্তৃক হত হেবলের পরিবর্ত্তে ঈশ্বর আমাকে আর
২৬ এক সন্তান দিলেন। পরে শেথেরও পুত্র জন্মিল, আর তিনি তাহার নাম ইনোশ রাখিলেন। তৎকালে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

আদম-বংশের বিবরণ।

৫ আদমের বংশাবলি-পত্র এই। যে দিন ঈশ্বর মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে ঈশ্বরের সাদৃশ্যেই তাঁহাকে নির্ম্মাণ করি-
২ লেন; পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাঁহাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এবং সেই সৃষ্টিদিনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আদম,
৩ এই নাম দিলেন। পরে আদম এক শত ত্রিশ বৎসর বয়সে আপনার সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্ত্তিতে পুত্রের *জন্ম দিয়া* তাহার
৪ নাম শেথ রাখিলেন। শেথের জন্ম দিলে

পর আদম আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া ৫ আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ আদমের নয় শত ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

৬ শেথ এক শত পাঁচ বৎসর বয়সে ৭ ইনোশের জন্ম দিলেন। ইনোশের জন্ম দিলে পর শেথ আট শত সাত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম ৮ দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ শেথের নয় শত বারো বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

৯ ইনোশ নব্বই বৎসর বয়সে কৈননের ১০ জন্ম দিলেন। কৈননের জন্ম দিলে পর ইনোশ আট শত পনের বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। ১১ সর্ব্বশুদ্ধ ইনোশের নয় শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

১২ কৈনন সত্তর বৎসর বয়সে মহললেলের ১৩ জন্ম দিলেন। মহললেলের জন্ম দিলে পর কৈনন আট শত চল্লিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। ১৪ সর্ব্বশুদ্ধ কৈননের নয় শত দশ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

১৫ মহললেল পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে যের- ১৬ দের জন্ম দিলেন। যেরদের জন্ম দিলে পর মহললেল আট শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম ১৭ দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ মহললেলের আট শত পঁচানব্বই বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

১৮ যেরদ এক শত বাষট্টি বৎসর বয়সে ১৯ হনোকের জন্ম দিলেন। হনোকের জন্ম দিলে পর যেরদ আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। ২০ সর্ব্বশুদ্ধ যেরদের নয় শত বাষট্টি বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

২১ হনোক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মথূশেল- ২২ হের জন্ম দিলেন। মথূশেলহের জন্ম দিলে পর হনোক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন, এবং আরও ২৩ পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ হনোক তিন শত পঁয়ষট্টি বৎসর রহিলেন। ২৪ হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

২৫ মথূশেলহ এক শত সাতাশী বৎসর ২৬ বয়সে লেমকের জন্ম দিলেন। লেমকের জন্ম দিলে পর মথূশেলহ সাত শত বিরাশী বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার ২৭ জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ মথূশেলহের নয় শত ঊনসত্তর বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

২৮ লেমক এক শত বিরাশী বৎসর বয়সে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম নোহ ২৯ [বিশ্রাম] রাখিলেন; কেননা তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ভূমি হইতে আমাদের যে শ্রম ও হস্তের ক্লেশ হয়, তদ্বিষয়ে এ আমাদিগকে সান্ত্বনা ৩০ করিবে। নোহের জন্ম দিলে পর লেমক পাঁচ শত পঁচানব্বই বৎসর জীবৎ থাকিয়া ৩১ আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ লেমকের সাত শত সাতাত্তর বৎসর ৩২ বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল। পরে নোহ পাঁচ শত বৎসর বয়সে শেম, হাম ও যেফতের জন্ম দিলেন।

নোহ ও জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত।

৬ এইরূপে যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অনেক ২ কন্যা জন্মিল, তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া,

যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ ৩ করিতে লাগিল। তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবেন না, তাহাদের বিপথগমনে তাহারা মাংসমাত্র; পরন্তু তাহাদের সময় এক শত বিংশতি বৎসর ৪ হইবে। তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল, এবং তৎপরেও ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাদের কাছে গমন করিলে তাহাদের গর্ব্ভে সন্তান জন্মিল, তাহারাই ৫ সেকালের প্রসিদ্ধ বীর। আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড়, এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার ৬ সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। তাই সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্ম্মাণ প্রযুক্ত অনুশোচনা করিলেন, ও মনঃ- ৭ পীড়া পাইলেন। আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব; মনুষ্যের সহিত পশু, সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছিন্ন করিব; কেননা তাহাদের নির্ম্মাণ প্রযুক্ত আমার ৮ অনুশোচনা হইতেছে। কিন্তু নোহ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন।

৯ নোহের বংশ-বৃত্তান্ত এই। নোহ তাৎকালিক লোকদের মধ্যে ধার্ম্মিক ও সিদ্ধ লোক ছিলেন, নোহ ঈশ্বরের সহিত ১০ গমনাগমন করিতেন। নোহ শেম, হাম ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন। ১১ তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্ট, ১২ পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ছিল। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, সে ভ্রষ্ট হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল।

১৩ তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আমার গোচরে সকল প্রাণীর অন্তিমকাল উপস্থিত, কেননা তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে; আর দেখ, আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনষ্ট ১৪ করিব। তুমি গোফর কাষ্ঠ দ্বারা এক জাহাজ নির্ম্মাণ কর; সেই জাহাজের মধ্যে কুঠরী নির্ম্মাণ করিবে, ও তাহার ভিতরে ও বাহিরে ধূনা দিয়া লেপন ১৫ করিবে। এই প্রকারে তাহা নির্ম্মাণ করিবে। জাহাজ দীর্ঘে তিন শত হাত, প্রস্থে পঞ্চাশ হাত ও উচ্চতায় ত্রিশ ১৬ হাত হইবে। আর তাহার ছাদের এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, ও জাহাজের পার্শ্বে দ্বার রাখিবে; তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালা নির্ম্মাণ ১৭ করিবে। আর দেখ, আকাশের নীচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে, সকলকে বিনষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীর উপরে জলপ্লাবন আনিব, পৃথিবীস্থ সকলে ১৮ প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু তোমার সহিত আমি আপনার নিয়ম স্থির করিব; তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ ১৯ করিবে। আর মাংসবিশিষ্ট সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রীপুরুষ যোড়া যোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে আপনার সহিত ২০ সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবে; সর্ব্বজাতীয় পক্ষী ও সর্ব্বজাতীয় পশু ও সর্ব্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ যোড়া যোড়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ ২১ করিবে। আর তোমার ও তাহাদের আহারার্থে তুমি সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয় করিবে। ২২ তাহাতে নোহ সেইরূপ করিলেন, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম্ম করিলেন।

৭ আর সদাপ্রভু নোহকে কহিলেন, তুমি সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ কর, কেননা এই কালের লোকদের মধ্যে আমার সাক্ষাতে তোমাকেই ধার্ম্মিক দেখিয়াছি। ২ তুমি শুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত যোড়া, এবং অশুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির ৩ এক এক যোড়া, এবং আকাশের পক্ষীদিগেরও স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত যোড়া, সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদের বংশ রক্ষার্থে আপনার সঙ্গে রাখ। ৪ কেননা সাত দিনের পর আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র বৃষ্টি বর্ষাইয়া আমার নির্ম্মিত যাবতীয় প্রাণীকে ভূমণ্ডল হইতে ৫ উচ্ছিন্ন করিব। তখন নোহ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম্ম করিলেন।

৬ নোহের ছয় শত বৎসর বয়সে পৃথি- ৭ বীতে জলপ্লাবন হইল। জলপ্লাবনের অপেক্ষাতে নোহ ও তাহার পুত্রগণ এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ জাহাজে প্রবেশ ৮ করিলেন। নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা- ৯ নুসারে শুচি অশুচি পশুর, এবং পক্ষীর ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবের স্ত্রীপুরুষ যোড়া যোড়া জাহাজে নোহের ১০ নিকটে প্রবেশ করিল। পরে সেই সাত দিন গত হইলে পৃথিবীতে জলপ্লাবন ১১ হইল। নোহের বয়সের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহাজলধির সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং আকা- ১২ শের বাতায়ন সকল মুক্ত হইল; তাহাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র মহাবৃষ্টি হইল। ১৩ সেই দিন নোহ, এবং শেম, হাম ও যেফৎ নামে নোহের পুত্রগণ, এবং তাঁহাদের সহিত নোহের স্ত্রী ও তিন ১৪ পুত্রবধূ জাহাজে প্রবেশ করিলেন। আর তাঁহাদের সহিত সর্ব্বজাতীয় বন্য পশু, সর্ব্বজাতীয় গ্রাম্য পশু, সর্ব্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ জীব ও সর্ব্বজাতীয় পক্ষী, সর্ব্ব- ১৫ জাতীয় খেচর, প্রাণবায়ুবিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু যোড়া যোড়া জাহাজে নোহের ১৬ নিকটে প্রবেশ করিল। ফলতঃ তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রাণীর স্ত্রীপুরুষ প্রবেশ করিল। পরে সদাপ্রভু তাঁহার পশ্চাৎ দ্বার বন্ধ করিলেন।

১৭ আর চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল, তাহাতে জল বৃদ্ধি পাইয়া জাহাজ ভাসাইলে তাহা মৃত্তিকা ১৮ ছাড়িয়া উঠিল। পরে জল প্রবল হইয়া পৃথিবীতে অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, এবং জাহাজ জলের উপরে ভাসিয়া গেল। ১৯ আর পৃথিবীতে জল অত্যন্ত প্রবল হইল, আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সকল মহা- ২০ পর্ব্বত মগ্ন হইল। তাহার উপরে পনের হাত জল উঠিয়া প্রবল হইল, পর্ব্বত ২১ সকল মগ্ন হইল। তাহাতে ভূচর যাবতীয় প্রাণী—পক্ষী, গ্রাম্য ও বন্য পশু, ভূচর সরীসৃপ সকল এবং মনুষ্য সকল মরিল। ২২ স্থলচর যত প্রাণীর নাসিকাতে প্রাণবায়ুর ২৩ সঞ্চার ছিল, সকলে মরিল। এইরূপে ভূমণ্ডল-নিবাসী সমস্ত প্রাণী—মনুষ্য, পশু, সরীসৃপ জীব ও আকাশীয় পক্ষী সকল উচ্ছিন্ন হইল, পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন হইল, কেবল নোহ ও তাঁহার ২৪ সঙ্গী জাহাজস্থ প্রাণীরা বাঁচিলেন। আর জল পৃথিবীর উপরে এক শত পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত প্রবল থাকিল।

৮ আর ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজে স্থিত তাঁহার সঙ্গী পশ্বাদি যাবতীয় প্রাণীকে স্মরণ করিলেন, ঈশ্বর পৃথিবীতে বায়ু ২ বহাইলেন, তাহাতে জল থামিল। আর

জলধির উন্মুই ও আকাশের বাতায়ন সকল বন্ধ এবং আকাশের মহাবৃষ্টি ৩ নিবৃত্ত হইল। আর জল ক্রমশঃ ভূমির উপর হইতে সরিয়া গিয়া এক শত পঞ্চাশ দিনের শেষে হ্রাস পাইল। ৪ তাহাতে সপ্তম মাসে, সপ্তদশ দিনে অরারটের পর্ব্বতের উপরে জাহাজ ৫ লাগিয়া রহিল। পরে দশম মাস পর্য্যন্ত জল ক্রমশঃ সরিয়া হ্রাস পাইল; ঐ দশম মাসের প্রথম দিনে পর্ব্বতগণের শৃঙ্গ দেখা গেল।

৬ আর চল্লিশ দিন গত হইলে নোহ আপনার নির্ম্মিত জাহাজের বাতায়ন ৭ খুলিয়া, একটা দাঁড়কাক ছাড়িয়া দিলেন; তাহাতে সে উড়িয়া ভূমির উপরিস্থ জল শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ গতায়াত ৮ করিল। আর ভূমির উপরে জল হ্রাস পাইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তিনি আপনার নিকট হইতে এক কপোত ৯ ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে সমস্ত পৃথিবী জলে আচ্ছাদিত থাকাতে কপোত পদার্পণের স্থান পাইল না, তাই জাহাজে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিলেন ও জাহাজের ভিতরে আপনার নিকটে রাখি- ১০ লেন। পরে তিনি আর সাত দিন বিলম্ব করিয়া জাহাজ হইতে সেই কপোত ১১ পুনর্ব্বার ছাড়িয়া দিলেন, এবং কপোতটী সন্ধ্যাকালে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিল; আর দেখ, তাহার চঞ্চুতে জিত-বৃক্ষের একটী নবীন পত্র ছিল; ইহাতে নোহ বুঝিলেন, ভূমির উপরে জল হ্রাস ১২ পাইয়াছে। পরে তিনি আর সাত দিন বিলম্ব করিয়া সেই কপোত ছাড়িয়া দিলেন, তখন সে তাঁহার নিকটে আর ১৩ ফিরিয়া আসিল না। [নোহের বয়সের] ছয় শত এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরে জল শুষ্ক হইল; তাহাতে নোহ জাহাজের ছাদ খুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, ১৪ ভূতল নির্জ্জল। পরে দ্বিতীয় মাসের সাতাইশ দিনে ভূমি শুষ্ক হইল।

নোহের সহিত কৃত ঈশ্বরের নিয়ম।

১৫,১৬ পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি আপনার স্ত্রী, পুত্ত্রগণ ও পুত্ত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ হইতে বাহিরে যাও। ১৭ আর তোমার সঙ্গী পশু, পক্ষী, ও ভূচর সরীসৃপ প্রভৃতি মাংসময় যত জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে তোমার সঙ্গে বাহিরে আন, তাহারা পৃথিবীকে প্রাণিময় করুক, এবং পৃথিবীতে প্রজাবন্ত ও ১৮ বহুবংশ হউক। তখন নোহ আপনার পুত্ত্রগণ এবং আপনার স্ত্রী ও পুত্ত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। ১৯ আর স্ব স্ব জাতি অনুসারে প্রত্যেক পশু, সরীসৃপ জীব ও পক্ষী, সমস্ত ভূচর প্রাণী জাহাজ হইতে বাহির হইল।

২০ পরে নোহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার শুচি পশুর ও সর্ব্বপ্রকার শুচি পক্ষীর মধ্যে কতকগুলি লইয়া বেদির উপরে ২১ হোম করিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিলেন, আর সদাপ্রভু মনে মনে কহিলেন, আমি মনুষ্যের জন্য ভূমিকে আর অভিশাপ দিব না, কারণ বাল্যকাল অবধি মনুষ্যের মনস্কল্পনা দুষ্ট; যেমন করিলাম, তেমন আর কখনও সকল প্রাণীকে সংহার

২২ করিব না। যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ শস্য বপনের ও শস্য ছেদনের সময়, এবং শীত ও উত্তাপ, এবং গ্রীষ্ম-কাল ও হেমন্তকাল, এবং দিবা ও রাত্রি, এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না।

৯ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাঁহার পুত্র-গণকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, পৃথিবী পরি-২ পূর্ণ কর। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী তোমাদের হইতে ভীত ও ত্রাসযুক্ত হইবে ; সমস্ত ভূচর জীব ও সমুদ্রের সমস্ত মৎস্যশুদ্ধ সে সকল তোমাদেরই হস্তে সমর্পিত। ৩ প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে ; আমি হরিৎ ওষধির ন্যায় সে ৪ সকল তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু সপ্রাণ অর্থাৎ সরক্ত মাংস ভোজন করিও না। ৫ আর তোমাদের রক্তপাত হইলে আমি তোমাদের প্রাণের পক্ষে তাহার পরিশোধ অবশ্য লইব ; সকল পশুর নিকটে তাহার পরিশোধ লইব, এবং মনুষ্যের ভ্রাতা মনুষ্যের নিকটে আমি মনুষ্যের প্রাণের ৬ পরিশোধ লইব। যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্য কর্ত্তৃক তাহার রক্তপাত করা যাইবে ; কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ ৭ করিয়াছেন। তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু-বংশ হও, পৃথিবীকে প্রাণিময় কর, ও তন্মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু হও।

৮ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাঁহার সঙ্গী ৯ পুত্রগণকে কহিলেন, দেখ, তোমাদের সহিত, তোমাদের ভাবী বংশের সহিত ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সহিত, ১০ পক্ষী এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু, পৃথিবীস্থ যত প্রাণী জাহাজ হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের সহিত আমি আমার নিয়ম স্থির ১১ করি। আমি তোমাদের সহিত আমার নিয়ম স্থির করি ; জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত প্রাণী আর উচ্ছিন্ন হইবে না ; এবং পৃথিবীর বিনাশার্থ জলপ্লাবন আর হইবে ১২ না। ঈশ্বর আরও কহিলেন, আমি তোমাদের সহিত ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সহিত চিরস্থায়ী পুরুষ-পরম্পরার জন্য যে নিয়ম স্থির করিলাম, ১৩ তাহার চিহ্ন এই। আমি মেঘে আপন ধনু স্থাপন করি, তাহাই পৃথিবীর সহিত ১৪ আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। যখন আমি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মেঘের সঞ্চার করিব, তখন সেই ধনু মেঘে দৃষ্ট হইবে ; ১৫ তাহাতে তোমাদের সহিত ও মাংসময় সমস্ত প্রাণীর সহিত আমার যে নিয়ম আছে, তাহা আমার স্মরণ হইবে, এবং সকল প্রাণীর বিনাশার্থ জলপ্লাবন আর ১৬ হইবে না। আর মেঘধনুক হইলে আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব ; তাহাতে মাংসময় যত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাহাদের সহিত ঈশ্বরের যে চিরস্থায়ী ১৭ নিয়ম, তাহা আমি স্মরণ করিব। ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর সহিত আমার স্থাপিত নিয়মের এই চিহ্ন হইবে।

নোহের তিন পুত্রের বিবরণ।

১৮ নোহের যে পুত্রেরা জাহাজ হইতে বাহির হইলেন, তাঁহাদের নাম শেম, হাম ও যেফৎ ; সেই হাম কনানের পিতা। ১৯ এই তিন জন নোহের পুত্র ; ইহাঁদেরই বংশ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল।

২০ পরে নোহ কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ২১ দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেন। আর তিনি দ্রাক্ষা-

রস পান করিয়া মত্ত হইলেন, এবং তাম্বুর
২২ মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িলেন। তখন কনানের পিতা হাম আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে আপন দুই
২৩ ভ্রাতাকে সমাচার দিল। তাহাতে শেম ও যেফৎ বস্ত্র লইয়া আপনাদের স্কন্ধে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিলেন; পশ্চাদ্দিকে মুখ থাকাতে তাঁহারা পিতার উলঙ্গতা দেখি-
২৪ লেন না। পরে নোহ দ্রাক্ষারসের নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া আপনার প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ অবগত হইলেন।
২৫ আর তিনি কহিলেন,
কনান অভিশপ্ত হউক,
সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে।
২৬ তিনি আরও কহিলেন,
শেমের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য,
কনান তাহার দাস হউক।
২৭ ঈশ্বর যেফৎকে বিস্তীর্ণ করুন;
সে শেমের তাম্বুতে বাস করুক,
আর কনান তাহার দাস হউক।
২৮ জলপ্লাবনের পরে নোহ তিন শত
২৯ পঞ্চাশ বৎসর জীবৎ থাকিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ নোহের নয় শত পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

নোহের বংশের বিবরণ।

১০ নোহের পুত্র শেম, হাম ও যেফতের বংশবৃত্তান্ত এই। জলপ্লাবনের পরে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি জন্মিল।
২ যেফতের সন্তান—গোমর, মাগোগ, মাদয়, যবন, তূবল, মেশক ও তীরস।
৩ গোমরের সন্তান—অস্কিনস, রীফৎ ও
৪ তোগর্ম। যবনের সন্তান—ইলীশা, তর্শীশ,
৫ কিত্তীম ও দোদানীম। এই সকল হইতে জাতিগণের দ্বীপনিবাসীরা আপন আপন দেশে স্ব স্ব ভাষানুসারে আপন আপন জাতির নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইল।
৬ আর হামের সন্তান—কূশ, মিসর, পূট ও কনান। কূশের সন্তান—সবা, হবীলা,
৭ সপ্তা, রয়মা ও সপ্তকা। রয়মার
৮ সন্তান—শিবা ও দদান। নিম্রোদ কূশের পুত্র; তিনি পৃথিবীতে পরাক্রমী হইতে
৯ লাগিলেন। তিনি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ হইলেন; তজ্জন্য লোকে বলে, সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ
১০ নিম্রোদের তুল্য। শিনিয়র দেশে বাবিল, এরক, অক্কদ ও কল্নী, এই সকল স্থান
১১ তাহার রাজ্যের প্রথম অংশ ছিল। সেই দেশ হইতে তিনি অশূরে গিয়া নীনবী,
১২ রহোবোৎ-পুরী, কেলহ, এবং নীনবী ও কেলহের মধ্যস্থিত রেষণ পত্তন করিলেন;
১৩ উহা মহানগর। আর লূদীয়, অনামীয়,
১৪ লহাবীয়, নপ্তুহীয়, পথ্রোষীয়, পলেষ্টীয়দের আদিপুরুষ কস্লূহীয়, এবং কপ্তোরীয়,
১৫ এই সকল মিসরের সন্তান। এবং কনানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীদোন, তাহার পর
১৬ হেৎ, যিবূষীয়, ইমোরীয়, গির্গাশীয়,
১৭ হিব্বীয়, অর্কীয়, সীনীয়, অর্বদীয়, সমারীয়
১৮ ও হমাতীয়। পরে কনানীয়দের গোষ্ঠী সকল বিস্তারিত হইল। সীদোন হইতে
১৯ গরারের দিকে ঘসা পর্য্যন্ত, এবং সদোম, ঘমোরা, অদ্মা ও সবোয়ীমের দিকে লাশা পর্য্যন্ত কনানীয়দের সীমা ছিল।
২০ আপন আপন গোষ্ঠী, ভাষা, দেশ ও জাতি অনুসারে এই সকল হামের সন্তান।
২১ যে শেম এবরের সকল সন্তানের আদিপুরুষ, আর যেফতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
২২ তাঁহারও সন্তান সন্ততি ছিল। শেমের

এই সকল সন্তান—এলম, অশূর, অর্ফক্-
২৩ ষদ, লূদ ও অরাম। অরামের সন্তান—
২৪ ঊষ, হূল, গেথর ও মশ। আর অর্ফক্-
ষদ শেলহের জন্ম দিলেন, ও শেলহ
২৫ এবরের জন্ম দিলেন। এবরের দুই
পুত্র; একের নাম পেলগ [বিভাগ],
কেননা তৎকালে পৃথিবী বিভক্ত হইল;
২৬ তাঁহার ভ্রাতার নাম যক্তন। আর যক্তন
২৭ অল্‌মোদদ, শেলফ, হৎসর্মাবৎ, যেরহ,
২৮ হদোরাম ঊষল, দিক্ল, ওবল, অবীমায়েল,
শিবা, ওফীর, হবীলা ও যোববের জন্ম
২৯ দিলেন; এই সকলে যক্তনের সন্তান।
৩০ মেষা অবধি পূর্ব্বদিকের সফার পর্ব্বত
৩১ পর্য্যন্ত তাহাদের বসতি ছিল। আপন
আপন গোষ্ঠী, ভাষা, দেশ, ও জাতি
অনুসারে এই সকল শেমের সন্তান।

৩২ আপন আপন বংশ ও জাতি অনুসারে
ইহারা নোহের সন্তানদের গোষ্ঠী; এবং
জলপ্লাবনের পরে ইহাদের হইতে উৎপন্ন
নানা জাতি পৃথিবীতে বিভক্ত হইল।

বাবিলে ভাষা-ভেদ।

১১ সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও
২ একরূপ কথা ছিল। পরে লোকেরা
পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শিনিয়র
দেশে এক সমস্থলী পাইয়া সে স্থানে
৩ বসতি করিল; আর পরস্পর কহিল,
আইস, আমরা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া
অগ্নিতে দগ্ধ করি; তাহাতে ইষ্টক
তাহাদের প্রস্তর ও মেটিয়া তৈল চূণ
৪ হইল। পরে তাহারা কহিল, আইস,
আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও
গগনস্পর্শী এক উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া
আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, পাছে
৫ সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন হই। পরে
মনুষ্য-সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ
নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে সদা-
৬ প্রভু নামিয়া আসিলেন। আর সদাপ্রভু
কহিলেন, দেখ, তাহারা সকলে এক জাতি
ও এক ভাষাবাদী; এখন এই কর্ম্মে
প্রবৃত্ত হইল; ইহার পরে যে কিছু
করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহা হইতে নিবা-
রিত হইবে না। আইস, আমরা নীচে
গিয়া, সেই স্থানে তাহাদের ভাষার ভেদ
জন্মাই, যেন তাহারা এক জন অন্যের
ভাষা বুঝিতে না পারে। আর সদাপ্রভু
তথা হইতে সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদিগকে
ছিন্নভিন্ন করিলেন, এবং তাহারা নগর
পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। এই জন্য
সেই নগরের নাম বাবিল [ভেদ] থাকিল;
কেননা সেই স্থানে সদাপ্রভু সমস্ত পৃথি-
বীর ভাষার ভেদ জন্মাইয়াছিলেন, এবং
তথা হইতে সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমস্ত
ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন।

শেম-বংশের বিবরণ।

১০ শেমের বংশ-বৃত্তান্ত এই। শেম
এক শত বৎসর বয়সে, জলপ্লাবনের দুই
বৎসর পরে, অর্ফক্ষদের জন্ম দিলেন।
১১ অর্ফক্ষদের জন্ম দিলে পর শেম পাঁচ
শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্র-
কন্যার জন্ম দিলেন।

১২ অর্ফক্ষদ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেল-
১৩ হের জন্ম দিলেন। শেলহের জন্ম দিলে
পর অর্ফক্ষদ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ
থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

১৪ শেলহ ত্রিশ বৎসর বয়সে এবরের
১৫ জন্ম দিলেন। এবরের জন্ম দিলে পর
শেলহ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ
থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

১৬ এবর চৌত্রিশ বৎসর বয়সে পেলগের ১৭ জন্ম দিলেন। পেলগের জন্ম দিলে পর এবর চারি শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

১৮ পেলগ ত্রিশ বৎসর বয়সে রিয়ূর জন্ম ১৯ দিলেন। রিয়ূর জন্ম দিলে পর পেলগ দুই শত নয় বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

২০ রিয়ূ বত্রিশ বৎসর বয়সে সরূগের ২১ জন্ম দিলেন। সরূগের জন্ম দিলে পর রিয়ূ দুই শত সপ্ত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

২২ সরূগ ত্রিশ বৎসর বয়সে নাহোরের ২৩ জন্ম দিলেন। নাহোরের জন্ম দিলে পর সরূগ দুই শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

২৪ নাহোর উনত্রিশ বৎসর বয়সে তেরহের ২৫ জন্ম দিলেন। তেরহের জন্ম দিলে পর নাহোর এক শত উনিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

২৬ তেরহ সত্তর বৎসর বয়সে অব্রাম, নাহোর ও হারণের জন্ম দিলেন।

২৭ তেরহের বংশ-বৃত্তান্ত এই। তেরহ অব্রাম, নাহোর ও হারণের জন্ম দিলেন। ২৮ আর হারণ লোটের জন্ম দিলেন। কিন্তু হারণ আপন পিতা তেরহের সাক্ষাতে আপন জন্মস্থান কল্‌দীয় দেশের উরে ২৯ প্রাণত্যাগ করিলেন। অব্রাম ও নাহোর উভয়েই বিবাহ করিলেন; অব্রামের স্ত্রীর নাম সারী, ও নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্‌কা। এই স্ত্রী হারণের কন্যা; ৩০ হারণ মিল্‌কার ও যিস্কার পিতা। সারী বন্ধ্যা ছিলেন, তাঁহার সন্তান হইল না।

৩১ আর তেরহ আপন পুত্র অব্রামকে ও হারণের পুত্র আপন পৌত্র লোটকে এবং অব্রামের স্ত্রী সারী নাম্নী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইলেন; তাঁহারা একসঙ্গে কনান দেশে যাইবার নিমিত্তে কল্‌দীয় দেশের উর হইতে যাত্রা করিলেন; আর হারণ নগর পর্য্যন্ত গিয়া তথায় বসতি ৩২ করিলেন। পরে তেরহের দুই শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে ঐ হারণে তাঁহার মৃত্যু হইল।

অব্রামের বিবরণ।

১২ সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। ২ আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি ৩ আশীর্ব্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

৪ পরে অব্রাম সদাপ্রভুর সেই বাক্যানুসারে যাত্রা করিলেন; এবং লোটও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। হারণ হইতে প্রস্থান কালে অব্রামের পঁচাত্তর বৎসর ৫ বয়স ছিল। অব্রাম আপন স্ত্রী সারীকে ও ভ্রাতুষ্পুত্র লোটকে এবং হারণে তাঁহারা যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ও যে প্রাণিগণকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত লইয়া কনান দেশে গমনার্থে যাত্রা করিলেন, এবং কনান দেশে আসিলেন। ৬ আর অব্রাম দেশ দিয়া যাইতে যাইতে শিখিম স্থানে, মোরির এলোন বৃক্ষের

নিকটে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে কনানীয়েরা সেই দেশে বাস করিত।

৭ পরে সদাপ্রভু অব্রামকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব; আর সেই স্থানে অব্রাম সেই সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন, যিনি তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

৮ পরে তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে গিয়া বৈথেলের পূর্ব্বদিকে আপনার তাম্বু স্থাপন করিলেন; তাহার পশ্চিমে বৈথেল ও পূর্ব্বদিকে অয় ছিল; তিনি সে স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন, ও সদাপ্রভুর নামে ৯ ডাকিলেন। পরে অব্রাম ক্রমে ক্রমে দক্ষিণে গমন করিলেন।

১০ আর দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, তখন অব্রাম মিসরে প্রবাস করিতে যাত্রা করিলেন; কেননা [কনান] দেশে ভারী দুর্ভিক্ষ ১১ হইয়াছিল। আর অব্রাম যখন মিসরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, তখন আপন স্ত্রী সারীকে কহিলেন, দেখ, আমি জানি, ১২ তুমি দেখিতে সুন্দরী; এ কারণ মিস্রীয়েরা যখন তোমাকে দেখিবে, তখন তুমি আমার স্ত্রী বলিয়া আমাকে বধ করিবে, ১৩ আর তোমাকে জীবিত রাখিবে। বিনয় করি, এই কথা বলিও যে, তুমি আমার ভগিনী; যেন তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হয়, ও তোমাহেতু আমার প্রাণ বাঁচে।

১৪ পরে অব্রাম মিসরে প্রবেশ করিলে মিস্রীয়েরা ঐ স্ত্রীকে পরমসুন্দরী দেখিল। ১৫ আর ফরৌণের অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে দেখিয়া ফরৌণের সাক্ষাতে তাঁহার প্রশংসা করিলেন; তাঁহাতে সেই স্ত্রী ফরৌণের বাটীতে ১৬ নীত হইলেন। আর তাঁহার অনুরোধে তিনি অব্রামকে আদর করিলেন; তাহাতে অব্রাম মেষ, গোরু, গর্দ্দভ এবং দাস দাসী, ১৭ গর্দ্দভী ও উষ্ট্র পাইলেন। কিন্তু অব্রামের স্ত্রী সারীর জন্য সদাপ্রভু ফরৌণ ও তাঁহার পরিবারের উপরে ভারী ভারী ১৮ উৎপাত ঘটাইলেন। তাহাতে ফরৌণ অব্রামকে ডাকিয়া কহিলেন, আপনি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন? উনি আপনার স্ত্রী, এ কথা আমাকে কেন ১৯ বলেন নাই? উহাঁকে আপনার ভগিনী কেন বলিলেন? আমি ত উহাঁকে বিবাহ করিতে লইয়াছিলাম। এখন আপনার ২০ স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া যাউন। তখন ফরৌণ লোকদিগকে তাঁহার বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন, আর তাহারা সর্ব্বস্বের সহিত তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে বিদায় করিল।

অব্রাম ও লোটের বিবরণ।

১৩ পরে অব্রাম ও তাঁহার স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তি লইয়া লোটের সঙ্গে মিসর হইতে [কনান দেশের] দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রা করি-২ লেন। অব্রাম পশুধনে ও স্বর্ণ রৌপ্যে ৩ অতিশয় ধনবান্ ছিলেন। পরে তিনি দক্ষিণ হইতে বৈথেলের দিকে যাইতে যাইতে বৈথেলের ও অয়ের মধ্যবর্ত্তী যে স্থানে পূর্ব্বে তাঁহার তাম্বু স্থাপিত ছিল, ৪ সেই স্থানে আপনার পূর্ব্বনির্ম্মিত যজ্ঞবেদির নিকটে উপস্থিত হইলেন; তথায় ৫ অব্রাম সদাপ্রভুর নামে ডাকিলেন। আর অব্রামের সহযাত্রী লোটেরও অনেক মেষ ৬ ও গো এবং তাম্বু ছিল। আর সেই দেশে একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না, কেননা তাঁহাদের প্রচুর সম্পত্তি থাকাতে তাঁহারা একত্র বাস করিতে পারিলেন না। ৭ আর অব্রামের পশুপালকদের ও লোটের

পশুপালকদের পরস্পর বিবাদ হইল।—তৎকালে সেই দেশে কনানীয়েরা ও পরি-৮ ষীয়েরা বসতি করিত।—তাহাতে অব্রাম লোটকে কহিলেন, বিনয় করি, তোমাতে ও আমাতে এবং তোমার পশুপালকগণে ও আমার পশুপালকগণে বিবাদ না হউক; ৯ কেননা আমরা পরস্পর জ্ঞাতি। তোমার সম্মুখে কি সমস্ত দেশ নাই? বিনয় করি, আমা হইতে পৃথক্ হও; হয়, তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই; নয়, তুমি দক্ষিণে যাও, আমি বামে যাই।

১০ তখন লোট চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন, যর্দ্দনের সমস্ত অঞ্চল সোয়র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সজল, সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায়, মিসর দেশের ন্যায়, কেননা তৎকালে সদাপ্রভু সদোম ও ঘমোরা বিনষ্ট করেন নাই। ১১ অতএব লোট আপনার নিমিত্তে যর্দ্দনের সমস্ত অঞ্চল মনোনীত করিয়া পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিলেন; এইরূপে তাঁহারা ১২ পরস্পর পৃথক্ হইলেন। অব্রাম কনান দেশে থাকিলেন, এবং লোট সেই অঞ্চল-স্থিত নগরসমূহের মধ্যে থাকিয়া সদোমের নিকট পর্য্যন্ত তাম্বু স্থাপন করিতে লাগি-১৩ লেন। সদোমের লোকেরা অতি দুষ্ট ও সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অতি পাপিষ্ঠ ছিল।

১৪ অব্রাম হইতে লোট পৃথক্ হইলে পর সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, চক্ষু তুলিয়া এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান হইতে উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব্ব পশ্চিমে দৃষ্টিপাত ১৫ কর; কেননা এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি তোমাকে ১৬ ও যুগে যুগে তোমার বংশকে দিব। আর পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিব; কেহ যদি পৃথিবীস্থ ধূলি গণিতে পারে, তবে তোমার বংশও গণা যাইবে। ১৭ উঠ, এই দেশের দীর্ঘপ্রস্থে পর্য্যটন কর, কেননা আমি তোমাকেই ইহা দিব।

১৮ তখন অব্রাম তাম্বু তুলিয়া হিব্রোণে স্থিত মম্রির এলোন বনের নিকটে গিয়া বাস করিলেন, এবং সেখানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন।

লোটের বন্দিত্ব ও পুনরুদ্ধার।

১৪ শিনিয়রের অম্রাফল রাজা, ইল্লাসরের অরিয়োক রাজা, এলমের কদর্লায়োমর ২ রাজা এবং গোয়ীমের তিদিয়ল রাজার সময়ে ঐ রাজগণ সদোমের রাজা বিরা, ঘমোরার রাজা বির্শা, অদ্মার রাজা শিনাব, সবোয়িমের রাজা শিমেবর ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজার সহিত যুদ্ধ ৩ করিলেন। ইঁহারা সকলে সিদ্দীম তল-ভূমিতে অর্থাৎ লবণসমুদ্রে একত্র হইয়া-৪ ছিলেন। ইঁহারা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কদর্লায়োমরের দাসত্বে থাকিয়া ত্রয়োদশ ৫ বৎসরে বিদ্রোহী হন। পরে চতুর্দ্দশ বৎসরে কদর্লায়োমর ও তাঁহার সহায় রাজগণ আসিয়া অস্তরোৎ-কর্ণয়িমে রফা-য়ীয়দিগকে, হমে সুষীয়দিগকে, শাবি-৬ কিরিয়াথয়িমে এমীয়দিগকে ও প্রান্তরের পার্শ্বস্থ এল-পারণ পর্য্যন্ত সেয়ীর পর্ব্বতে তথাকার হোরীয়দিগকে আঘাত করিলেন। ৭ পরে তথা হইতে ফিরিয়া ঐনমিস্পটে অর্থাৎ কাদেশে গিয়া অমালেকীয়দের সমস্ত দেশকে এবং হৎসসোন-তামর নিবাসী ইমোরীয়দিগকে আঘাত করিলেন। ৮ আর সদোমের রাজা, ঘমোরার রাজা, অদ্মার রাজা, সবোয়িমের রাজা ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজা বাহির হইয়া ৯ এলমের কদর্লায়োমর রাজার, গোয়ীমের তিদিয়ল রাজার, শিনিয়রের অম্রাফল

রাজার ও ইল্লাসরের অরিয়োক রাজার সহিত, পাঁচ জন রাজা চারি জন রাজার সহিত, যুদ্ধ করণার্থে সিদ্দীম তলভূমিতে
১০ সেনা স্থাপন করিলেন। ঐ সিদ্দীম তলভূমিতে মেটিয়া তৈলের অনেক খাত ছিল; আর সদোম ও ঘমোরার রাজগণ পলায়ন করিলেন ও তাহার মধ্যে পতিত হইলেন, এবং অবশিষ্টেরা পর্ব্বতে পলায়ন করি-
১১ লেন। আর শত্রুরা সদোম ও ঘমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া প্রস্থান
১২ করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারা অব্রামের ভ্রাতুষ্পুত্র লোটকে ও তাঁহার সম্পত্তি লইয়া গেলেন, কেননা তিনি সদোমে বাস করিতেছিলেন।

১৩ তখন এক জন পলাতক ইব্রীয় অব্রামকে সমাচার দিল; ঐ সময়ে তিনি ইষ্কোলের ভ্রাতা ও আনেরের ভ্রাতা ইমোরীয় মম্রির এলোন বনে বাস করিতেছিলেন, এবং তাঁহারা অব্রামের সহায় ছিলেন।
১৪ অব্রাম যখন শুনিলেন, তাঁহার জ্ঞাতি ধৃত হইয়াছেন, তখন তিনি আপন গৃহজাত তিন শত আঠার জন অভ্যস্ত দাসকে লইয়া দান পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া গেলেন।
১৫ পরে রাত্রিকালে আপন দাসদিগকে দুই দল করিয়া তিনি শত্রুগণকে আঘাত করিলেন, এবং দম্মেশকের উত্তরে স্থিত হোবা
১৬ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। এবং সকল সম্পত্তি, আর আপন জ্ঞাতি লোট ও তাঁহার সম্পত্তি এবং স্ত্রীলোকদিগকে ও লোক সকলকে ফিরাইয়া আনিলেন।

১৭ অব্রাম কদলায়োমরকে ও তাঁহার সঙ্গী রাজগণকে জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর, সদোমের রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শাবী তলভূমিতে অর্থাৎ রাজার
১৮ তলভূমিতে গমন করিলেন। এবং শালেমের রাজা মল্কীষেদক রুটী ও দ্রাক্ষারস বাহির করিয়া আনিলেন, তিনি পরাৎপর
১৯ ঈশ্বরের যাজক। তিনি অব্রামকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন, অব্রাম স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিকারী পরাৎপর ঈশ্বরের
২০ আশীর্ব্বাদপাত্র হউন, আর পরাৎপর ঈশ্বর ধন্য হউন, যিনি তোমার বিপক্ষগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তখন অব্রাম সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তাহাকে
২১ দিলেন। আর সদোমের রাজা অব্রামকে কহিলেন, মনুষ্য সকল আমাকে দিউন,
২২ সম্পত্তি আপনার জন্য লউন। তখন অব্রাম সদোমের রাজাকে উত্তর করিলেন, আমি স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিকারী পরাৎপর ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে হস্ত উঠাইয়া কহি-
২৩ তেছি, আমি আপনার কিছুই লইব না, এক গাছি সূতা কি পাদুকার বন্ধনীও লইব না; পাছে আপনি বলেন, আমি
২৪ অব্রামকে ধনবান্ করিয়াছি। কেবল [আমার] যুবগণ যাহা খাইয়াছে তাহা লইব, এবং যে ব্যক্তিরা আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন, আনের, ইষ্কোল ও মম্রি, তাঁহারা আপন আপন প্রাপ্তব্য অংশ গ্রহণ করুন।

অব্রামের সহিত ঈশ্বরের নিয়ম স্থাপন।

১৫ ঐ ঘটনার পরে দর্শনযোগে সদাপ্রভুর বাক্য অব্রামের নিকটে উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, অব্রাম, ভয় করিও না, আমিই তোমার ঢাল ও তোমার মহা-
২ পুরস্কার। অব্রাম কহিলেন, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আমাকে কি দিবে? আমি ত নিঃসন্তান হইয়া প্রয়াণ করিতেছি, এবং এই দম্মেশকীয় ইলীয়েষর আমার গৃহের

৩ ধনাধিকারী। আর অব্রাম কহিলেন, দেখ, তুমি আমাকে সন্তান দিলে না, এবং আমার গৃহজাত এক জন আমার উত্তরাধি-
৪ কারী হইবে। তখন দেখ, তাঁহার কাছে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, ঐ ব্যক্তি তোমার উত্তরাধিকারী হইবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরসে জন্মিবে, সেই
৫ তোমার উত্তরাধিকারী হইবে। পরে তিনি তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, তুমি আকাশে দৃষ্টি করিয়া যদি তারা গণিতে পার, তবে গণিয়া বল; তিনি তাঁহাকে আরও বলিলেন, এইরূপ তোমার বংশ
৬ হইবে। তখন তিনি সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলেন, আর সদাপ্রভু তাঁহার পক্ষে তাহা ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণনা করিলেন।
৭ আর তাঁহাকে কহিলেন, যিনি তোমার অধিকারার্থে এই দেশ দিবার জন্য কল্‌দীয় দেশের ঊর হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু
৮ আমি। তখন তিনি কহিলেন, হে প্রভু সদাপ্রভু, আমি যে ইহার অধিকারী হইব,
৯ তাহা কিসে জানিব? তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তিন বৎসরের এক গাভী, তিন বৎসরের এক ছাগী, তিন বৎসরের এক মেষ এবং এক ঘুঘু ও এক কপোত-
১০ শাবক আমার নিকটে আন। পরে তিনি ঐ সকল তাঁহার নিকটে আনিয়া দুই দুই খণ্ড করিলেন, এবং এক এক খণ্ডের অগ্রে অন্য অন্য খণ্ড রাখিলেন, কিন্তু পক্ষি-
১১ গণকে দ্বিখণ্ড করিলেন না। পরে হিংস্র পক্ষিগণ সেই মৃত পশুদের উপরে পড়িলে অব্রাম তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন।
১২ পরে সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে অব্রাম ঘোর নিদ্রাগত হইলেন; আর দেখ, তিনি ত্রাসে ও অন্ধকারে মগ্ন হইলেন।
১৩ তখন তিনি অব্রামকে কহিলেন, নিশ্চয় জানিও, তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্রবাসী থাকিবে, এবং বিদেশী লোকদের দাস্যকর্ম্ম করিবে, ও লোকে তাহাদিগকে দুঃখ দিবে—চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত;
১৪ আবার তাহারা যে জাতির দাস হইবে, আমিই তাহার বিচার করিব; তৎপরে তাহারা যথেষ্ট সম্পত্তি লইয়া বাহির
১৫ হইবে। আর তুমি শান্তিতে আপন পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে যাইবে, ও শুভ
১৬ বৃদ্ধাবস্থায় কবর প্রাপ্ত হইবে। আর [তোমার বংশের] চতুর্থ পুরুষ এই দেশে ফিরিয়া আসিবে; কেননা ইমোরীয়দের
১৭ অপরাধ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। পরে সূর্য্য অস্তগত ও অন্ধকার হইলে দেখ, ধূমযুক্ত চুলা ও অগ্নিময় উল্কা ঐ দুই
১৮ খণ্ডশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন সদাপ্রভু অব্রামের সহিত নিয়ম স্থির করিয়া কহিলেন, আমি মিসরের নদী অবধি মহানদী, ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত এই
১৯ দেশ তোমার বংশকে দিলাম; কেনীয়,
২০ কনিষীয়, কদ্‌মোনীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়,
২১ রফায়ীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, গির্গাশীয় ও যিবূষীয় লোকদের দেশ দিলাম।

ইশ্মায়েলের জন্ম।

১৬ অব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তানা ছিলেন, এবং হাগার নামে তাঁহার এক মিস্রীয়া
২ দাসী ছিল। তাহাতে সারী অব্রামকে কহিলেন, দেখ, সদাপ্রভু আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; বিনয় করি, তুমি আমার দাসীর কাছে গমন কর; কি জানি, ইহা দ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব। তখন অব্রাম সারীর বাক্যে সম্মত হইলেন।
৩ এইরূপে কনান দেশে অব্রাম দশ বৎসর

বাস করিলে পর অব্রামের স্ত্রী সারী আপন দাসী মিস্রীয়া হাগারকে লইয়া আপন স্বামী অব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন।
৪ পরে অব্রাম হাগারের কাছে গমন করিলে সে গর্ব্ভবতী হইল; এবং আপনার গর্ব্ভ হইয়াছে দেখিয়া নিজ কর্ত্রীকে তুচ্ছ-
৫ জ্ঞান করিতে লাগিল। তাহাতে সারী অব্রামকে কহিলেন, আমার প্রতি কৃত এই অন্যায় তোমাতেই ফলুক; আমি আপনার দাসীকে তোমার ক্রোড়ে দিয়াছিলাম, সে আপনাকে গর্ব্ভবতী দেখিয়া আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে; সদাপ্রভুই
৬ তোমার ও আমার বিচার করুন! তখন অব্রাম সারীকে কহিলেন, দেখ, তোমার দাসী তোমারই হাতে; তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহার প্রতি তাহাই কর। তাহাতে সারী হাগারকে দুঃখ দিলেন, আর সে তাহার নিকট হইতে
৭ পলায়ন করিল। পরে সদাপ্রভুর দূত প্রান্তরের মধ্যে এক জলের উনুইয়ের নিকটে, শূরের পথে যে উনুই আছে, তাহার নিকটে তাহাকে পাইয়া কহিলেন,
৮ হে সারীর দাসি হাগার, তুমি কোথা হইতে আসিলে? এবং কোথায় যাইবে? তাহাতে সে কহিল, আমি আপন কর্ত্রী
৯ সারীর নিকট হইতে পলাইতেছি। তখন সদাপ্রভুর দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন কর্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া গিয়া নম্র ভাবে তাহার হস্তের বশীভূতা হও।
১০ সদাপ্রভুর দূত তাহাকে আরও বলিলেন, আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি করিব
১১ যে, বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে। সদাপ্রভুর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ব্ভ হইয়াছে, তুমি পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইশ্মায়েল [ঈশ্বর শুনেন] রাখিবে, কেননা সদাপ্রভু
১২ তোমার দুঃখ শ্রবণ করিলেন। আর সে বনগর্দ্দভস্বরূপ মনুষ্য হইবে; তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধ ও সকলের হস্ত তাহার বিরুদ্ধ হইবে; সে তাহার সকল ভ্রাতার
১৩ সম্মুখে বসতি করিবে। পরে হাগার, যিনি তাহার সহিত কথা কহিলেন, সেই সদাপ্রভুর এই নাম রাখিল, তুমি দর্শনকারী ঈশ্বর; কেননা সে কহিল, যিনি আমাকে দর্শন করেন, আমি কি এই
১৪ স্থানেই তাঁহার অনুদর্শন করিয়াছি? এই কারণ সেই কূপের নাম বের-লহয়-রোয়ী [জীবৎ সন্দর্শকের কূপ] হইল; দেখ, তাহা কাদেশ ও বেরদের মধ্যে রহিয়াছে।
১৫ পরে হাগার অব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল; আর অব্রাম হাগারের গর্ব্ভজাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইশ্মায়েল
১৬ রাখিলেন। অব্রামের ছেয়াশী বৎসর বয়সে হাগার অব্রামের নিমিত্তে ইশ্মায়েলকে প্রসব করিল।

ত্বক্‌ছেদের নিয়ম স্থাপন।

১৭ অব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিলেন ও কহিলেন, আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ
২ হও। আর আমি তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব, ও তোমার অতিশয়
৩ বংশবৃদ্ধি করিব। তখন অব্রাম উবুড় হইয়া পড়িলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহার সহিত
৪ আলাপ করিয়া কহিলেন, দেখ, আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহুজাতির আদিপিতা হইবে।
৫ তোমার নাম অব্রাম [মহাপিতা] আর থাকিবে না, কিন্তু তোমার নাম অব্রাহাম

[বহুলোকের পিতা] হইবে; কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির আদিপিতা ৬ করিলাম। আমি তোমাকে অতিশয় ফলবান্ করিব, এবং তোমা হইতে বহুজাতি জন্মাইব; আর রাজারা তোমা ৭ হইতে উৎপন্ন হইবে। আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা চিরকালের নিয়ম হইবে; ফলতঃ আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী ৮ বংশের ঈশ্বর হইব। আর তুমি এই যে কনান দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দিব, আর ৯ আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। ঈশ্বর অব্রাহামকে আরও কহিলেন, তুমিও আমার নিয়ম পালন করিবে; তুমি ও তোমার ভাবী বংশ পুরুষানুক্রমে তাহা ১০ পালন করিবে। তোমাদের সহিত ও তোমার ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবে, তাহা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্‌ছেদ ১১ হইবে। তোমরা আপন আপন লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিবে; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। ১২ পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের আট দিন বয়সে ত্বক্‌ছেদ হইবে, এবং যাহারা তোমার বংশ নয়, এমন পরজাতীয়দের মধ্যে তোমাদের গৃহে জাত কিম্বা মূল্য দ্বারা ক্রীত লোকেরও ত্বক্- ১৩ ছেদ হইবে। তোমার গৃহজাত কিম্বা মূল্য দ্বারা ক্রীত লোকের ত্বক্‌ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য; আর তোমাদের মাংসে বিদ্যমান আমার নিয়ম চিরকালের নিয়ম হইবে। ১৪ কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন না হইবে, এমন অচ্ছিন্নত্বক্ পুরুষ আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে; সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে।

১৫ আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা [রাণী] ১৬ হইল। আর আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, তাহাতে সে জাতিগণের [আদিমাতা] হইবে, তাহা হইতে লোকবৃন্দের ১৭ রাজগণ উৎপন্ন হইবে। তখন অব্রাহাম উবুড় হইয়া পড়িয়া হাসিলেন, মনে মনে কহিলেন, শতবর্ষবয়স্ক পুরুষের কি সন্তান হইবে? আর নব্বই বৎসর বয়স্কা সারা ১৮ কি প্রসব করিবে? পরে অব্রাহাম ঈশ্বরকে কহিলেন, ইশ্মায়েলই তোমার গোচরে ১৯ বাঁচিয়া থাকুক। তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইস্‌হাক [হাস্য] রাখিবে, আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী ২০ নিয়ম হইবে। আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান্ করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে ২১ বড় জাতি করিব। কিন্তু আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, সেই ইস্‌হাকের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থাপন করিব। ২২ পরে কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া ঈশ্বর অব্রাহামের নিকট হইতে ঊর্দ্ধগমন করিলেন।

২৩ পরে অব্রাহাম আপন পুত্র ইশ্মায়েলকে ও আপন গৃহজাত ও মূল্য দ্বারা ক্রীত সকল লোককে, অব্রাহামের গৃহে যত পুরুষ ছিল, সেই সকলকে লইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই দিনে তাহাদের লিঙ্গাগ্র-
২৪ চর্ম্ম ছেদন করিলেন। অব্রাহামের লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদন কালে তাঁহার বয়স
২৫ নিরানব্বই বৎসর। আর তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েলের লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদন কালে
২৬ তাহার বয়স তের বৎসর। সেই দিনেই অব্রাহাম ও তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েল,
২৭ উভয়ের ত্বক্‌ছেদ হইল। আর তাঁহার গৃহজাত এবং পরজাতীয়দের নিকটে মূল্য দ্বারা ক্রীত তাঁহার গৃহের সকল পুরুষেরও ত্বক্‌ছেদ সেই সময়ে হইল।

অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

সদোমের জন্য অব্রাহামের প্রার্থনা।

১৮ পরে সদাপ্রভু মম্রির এলোন বনের নিকটে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তিনি দিনের উত্তাপ সময়ে তাম্বুদ্বারে বসিয়া-
২ ছিলেন; আর চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, তিনটী পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিবামাত্র তিনি তাম্বুদ্বার হইতে তাঁহাদের নিকট দৌড়িয়া গিয়া ভূমিতে
৩ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে প্রভো, বিনয় করি, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি, তবে আপনার এই দাসের নিকট হইতে অগ্রসর
৪ হইবেন না। বিনয় করি, কিঞ্চিৎ জল আনাইয়া দিই, আপনারা পা ধুইয়া এই
৫ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন, এবং কিছু খাদ্য আনিয়া দিই, তাহা দ্বারা প্রাণ আপ্যায়িত করুন, পরে পথে অগ্রসর হইবেন; কেননা ইহারই নিমিত্তে আপন দাসের নিকটে আগত হইলেন। তখন তাঁহারা কহিলেন, যাহা বলিলে, তাহাই কর।
৬ তাহাতে অব্রাহাম ত্বরা করিয়া তাম্বুতে সারার নিকটে গিয়া কহিলেন, শীঘ্র তিন মাণ উত্তম ময়দা লইয়া ছানিয়া পিষ্টক
৭ প্রস্তুত কর। পরে অব্রাহাম ত্বরায় বাথানে গিয়া উৎকৃষ্ট কোমল এক গোবৎস লইয়া দাসকে দিলে সে তাহা
৮ শীঘ্র পাক করিল। তখন তিনি দধি, দুগ্ধ ও পক্ক মাংস লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দিলেন, এবং তাঁহাদের নিকটে বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন, ও তাঁহারা ভোজন করিলেন।
৯ আর তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রী সারা কোথায়? তিনি কহিলেন, দেখুন, তিনি তাম্বুতে আছেন।
১০ তাহাতে তাঁহাদের এক ব্যক্তি কহিলেন, এই ঋতু পুনরায় উপস্থিত হইলে আমি অবশ্য তোমার কাছে ফিরিয়া আসিব; আর দেখ, তোমার স্ত্রী সারার এক পুত্র হইবে। এই কথা সারা তাম্বুদ্বারে তাঁহার
১১ পশ্চাৎ থাকিয়া শুনিলেন। সেই সময়ে অব্রাহাম ও সারা বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক ছিলেন; সারার স্ত্রীধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়াছিল।
১২ অতএব সারা মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, আমার এই শীর্ণ দশার পরে কি এমন আনন্দ হইবে? আমার প্রভুও ত বৃদ্ধ।
১৩ তখন সদাপ্রভু অব্রাহামকে কহিলেন, সারা কেন এই বলিয়া হাসিল যে, আমি কি সত্যই প্রসব করিব, আমি যে বুড়ী?
১৪ কোন কর্ম্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য? নিরূপিত সময়ে এই ঋতু আবার উপস্থিত হইলে আমি তোমার কাছে ফিরিয়া আসিব, আর সারার পুত্র হইবে।

১৫ তাহাতে সারা অস্বীকার করিয়া কহিলেন, আমি হাসি নাই ; কেননা তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কহিলেন, অবশ্য হাসিয়াছিলে।

১৬ পরে সেই ব্যক্তিরা তথা হইতে উঠিয়া সদোমের দিকে দৃষ্টি করিলেন, আর অব্রাহাম তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে তাঁহা- ১৭ দের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যাহা করিব, তাহা কি অব্রাহাম হইতে লুকাইব ? ১৮ অব্রাহাম হইতে মহতী ও বলবতী এক জাতি উৎপন্ন হইবে, এবং পৃথিবীর যাবতীয় জাতি তাহাতেই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত ১৯ হইবে। কেননা আমি তাহাকে জানিয়াছি, যেন সে আপন ভাবী সন্তানগণকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করে, যেন তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায্য আচরণ করিতে করিতে সদাপ্রভুর পথে চলে ; এইরূপে সদাপ্রভু যেন অব্রাহামের বিষয়ে কথিত ২০ আপনার বাক্য সফল করেন। পরে সদাপ্রভু কহিলেন, সদোমের ও ঘমোরার ক্রন্দন আতান্তিক, এবং তাহাদের পাপ ২১ অতিশয় ভারী ; আমি নীচে গিয়া দেখিব, আমার নিকটে আগত ক্রন্দনানুসারে তাহারা সর্ব্বতোভাবে করিয়াছে কি না ; যদি না করিয়া থাকে, তাহা জানিব।

২২ পরে সেই ব্যক্তিরা তথা হইতে ফিরিয়া সদোমের দিকে গমন করিলেন ; কিন্তু অব্রাহাম তখনও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ২৩ দণ্ডায়মান থাকিলেন। পরে অব্রাহাম নিকটে গিয়া কহিলেন, আপনি কি দুষ্টের সহিত ধার্ম্মিককেও সংহার করিবেন ? ২৪ সেই নগরের মধ্যে যদি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক পাওয়া যায়, তবে আপনি কি তথাকার পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের অনুরোধে সেই স্থানের প্রতি দয়া না করিয়া তাহা ২৫ বিনষ্ট করিবেন ? দুষ্টের সহিত ধার্ম্মিকের বিনাশ করা, এই প্রকার কর্ম্ম আপনা হইতে দূরে থাকুক ; ধার্ম্মিককে দুষ্টের সমান করা আপনা হইতে দূরে থাকুক। সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা কি ২৬ ন্যায়বিচার করিবেন না ? সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যদি সদোমের মধ্যে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক দেখি, তবে তাহাদের অনুরোধে সেই সমস্ত স্থানের প্রতি দয়া ২৭ করিব। অব্রাহাম উত্তর করিয়া কহিলেন, দেখুন, ধূলি ও ভস্মমাত্র যে আমি, আমি প্রভুর সঙ্গে কথা কহিতে সাহসী হইয়াছি। ২৮ কি জানি, পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের পাঁচ জন ন্যূন হইবে ; সেই পাঁচ জনের অভাব প্রযুক্ত আপনি কি সমস্ত নগর বিনষ্ট করিবেন ? তিনি কহিলেন, সেই স্থানে পঁয়তাল্লিশ জন পাইলে আমি তাহা বিনষ্ট করিব না। তিনি তাঁহাকে আবার কহিলেন, বলিলেন, সে স্থানে যদি চল্লিশ জন পাওয়া যায় ? তিনি কহিলেন, সেই চল্লিশ জনের অনুরোধে তাহা করিব না। আবার তিনি কহিলেন, প্রভু বিরক্ত হইবেন না, আমি আরও কহি ; যদি সেখানে ত্রিশ জন পাওয়া যায় ? তিনি কহিলেন, সেখানে ত্রিশ জন পাইলে তাহা করিব না। তিনি কহিলেন, দেখুন, প্রভুর কাছে আমি সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার বলি, যদি সেখানে বিংশতি জন পাওয়া যায় ? তিনি কহিলেন, সেই বিংশতি জনের অনুরোধে তাহা বিনষ্ট করিব না। ৩২ তিনি কহিলেন, প্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি কেবল আর এই এক বার বলি ; যদি সেখানে দশ জন পাওয়া যায় ? তিনি কহিলেন, সেই দশ জনের অনু-

৩৩ রোধে তাহা বিনষ্ট করিব না। তখন সদাপ্রভু অব্রাহামের সহিত কথোপকথন সমাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন; এবং অব্রাহাম স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

সদোম ও ঘমোরার বিনাশ। লোটের শেষগতি।

১৯ পরে সন্ধ্যাকালে ঐ দুই দূত সদোমে আসিলেন। তখন লোট সদোমের দ্বারে বসিয়া ছিলেন, আর তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের নিকট যাইবার জন্য উঠিলেন, এবং ভূমিতে মুখ দিয়া প্রণিপাত করিয়া ২ কহিলেন, হে আমার প্রভুরা, দেখুন, বিনয় করি, আপনাদের এই দাসের গৃহে পদার্পণ করিয়া রাত্রি বাস করুন ও পা ধুউন; পরে প্রত্যূষে উঠিয়া স্বযাত্রায় অগ্রসর হইবেন। তাঁহারা কহিলেন, না, আমরা চকেই রাত্রি যাপন করিব। ৩ কিন্তু লোট অতিশয় আগ্রহ দেখাইলে তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে গেলেন, ও তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে তিনি তাঁহাদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করিলেন, ও তাড়ীশূন্য রুটী পাক করিলেন, আর ৪ তাঁহারা ভোজন করিলেন। পরে তাঁহাদের শয়নের পূর্ব্বে ঐ নগরের পুরুষেরা, সদোমের আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোক চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহার বাটী ঘেরিল, এবং লোটকে ডাকিয়া কহিল, ৫ অদ্য রাত্রিতে যে দুই ব্যক্তি তোমার বাটীতে আসিল, তাহারা কোথায়? তাহাদিগকে বাহির করিয়া আমাদের নিকটে আন, আমরা তাহাদের পরিচয় লইব। ৬ তখন লোট গৃহদ্বারের বাহিরে তাহাদের নিকটে আসিয়া আপনার পশ্চাৎ কবাট ৭ বন্ধ করিয়া কহিলেন, ভাই সকল, বিনয় ৮ করি, এমন কুব্যবহার করিও না। দেখ, পুরুষের পরিচয় অপ্রাপ্তা আমার দুইটী কন্যা আছে, তাহাদিগকে তোমাদের নিকটে আনি, তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহা কর, কিন্তু সেই ব্যক্তিদের প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এই নিমিত্তে তাঁহারা আমার গৃহের ছায়া ৯ আশ্রয় করিলেন। তখন তাহারা কহিল, সরিয়া যা। আরও কহিল, এ একাকী প্রবাস করিতে আসিয়া আমাদের বিচারকর্ত্তা হইল; এখন তাহাদের অপেক্ষা তোর প্রতি আরও কুব্যবহার করিব। ইহা বলিয়া তাহারা লোটের উপরে ভারী ১০ চড়াও হইয়া কবাট ভাঙ্গিতে গেল। তখন সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া ১১ লইয়া কবাট বন্ধ করিলেন; এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ও মহান্ সকল লোককে অন্ধতায় আহত করিলেন; তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে খুঁজিতে ১২ পরিশ্রান্ত হইল। পরে সেই ব্যক্তিরা লোটকে কহিলেন, এই স্থানে তোমার আর কে কে আছে? তোমার জামাতা ও পুত্ত্র কন্যা যত জন এই নগরে আছে, সে সকলকে এই স্থান হইতে লইয়া ১৩ যাও। কেননা আমরা এই স্থান উচ্ছিন্ন করিব; কারণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে এই লোকদের বিপরীতে মহাক্রন্দন উঠিয়াছে, তাই সদাপ্রভু ইহা উচ্ছিন্ন করিতে আমা১৪ দিগকে পাঠাইয়াছেন। তখন লোট বাহিরে গিয়া, যাহারা তাঁহার কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছিল, আপনার সেই জামাতাদিগকে কহিলেন, উঠ, এ স্থান হইতে বাহির হও, কেননা সদাপ্রভু এই নগর উচ্ছিন্ন করিবেন। কিন্তু তাঁহার

জামাতারা তাঁহাকে উপহাসকারী বলিয়া জ্ঞান করিল।

১৫ পরে প্রভাত হইলে সেই দূতেরা লোটকে সত্বর করিলেন, কহিলেন, উঠ, তোমার স্ত্রীকে ও এই যে কন্যা দুইটী এখানে আছে, ইহাদিগকে লইয়া যাও, পাছে তোমরা নগরের অপরাধে বিনষ্ট ১৬ হও। কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন ; তাহাতে তাঁহার প্রতি সদাপ্রভুর স্নেহ প্রযুক্ত সেই ব্যক্তিরা তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর ও কন্যা দুইটীর হস্ত ধরিয়া ১৭ নগরের বাহিরে লইয়া রাখিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া তিনি লোটকে কহিলেন, প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন কর, পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিও না ; এই সমস্ত অঞ্চলের মধ্যেও দাঁড়াইয়া থাকিও না ; পর্ব্বতে পলায়ন কর, পাছে ১৮ বিনষ্ট হও। তাহাতে লোট তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে আমার প্রভো, এমন না ১৯ হউক। দেখুন, আপনার দাস আপনার কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে ; আমার প্রাণরক্ষা করাতে আপনি আমার প্রতি আপনার মহাদয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু আমি পর্ব্বতে পলায়ন করিতে পারি না ; কি জানি, সেই বিপদ আসিয়া ২০ পড়িলে আমিও মরিব। দেখুন, পলায়ন জন্য ঐ নগর নিকটবর্ত্তী, উহা ক্ষুদ্র ; ওখানে পলাইবার অনুমতি দিউন, তাহা হইলে আমার প্রাণ বাঁচিবে ; উহা কি ২১ ক্ষুদ্র নয় ? তিনি কহিলেন, ভাল, আমি এ বিষয়েও তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, ঐ যে নগরের কথা কহিলে, উহা উৎ- ২২ পাটন করিব না। শীঘ্রই ঐ স্থানে পলায়ন কর, কেননা তুমি ঐ স্থানে না পঁহুছিলে আমি কিছু করিতে পারি না। এই হেতু সেই স্থানের নাম সোয়র, ক্ষুদ্র, ২৩ হইল। দেশের উপরে সূর্য্য উদিত হইলে লোট সোয়রে প্রবেশ করিলেন, ২৪ এমন সময়ে সদাপ্রভু আপনার নিকট হইতে, গগন হইতে, সদোমের ও ঘমো- ২৫ রার উপরে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষাইয়া সেই সমুদয় নগর, সমস্ত অঞ্চল নগরনিবাসী সকল লোক ও সেই ভূমিতে জাত সমস্ত ২৬ বস্তু উৎপাটন করিলেন। আর লোটের স্ত্রী তাঁহার পিছন হইতে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিল, আর লবণস্তম্ভ হইয়া গেল।

২৭ আর অব্রাহাম প্রত্যূষে উঠিয়া, পূর্ব্বে যে স্থানে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া- ২৮ ছিলেন, তথায় গমন করিলেন ; এবং সদোম ও ঘমোরার দিকে ও সেই অঞ্চলের সমস্ত ভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আর দেখ, ভাটীর ধূমের ন্যায় ২৯ সেই দেশের ধূম উঠিতেছে। এইরূপে সেই অঞ্চলে স্থিত সমস্ত নগরের বিনাশকালে ঈশ্বর অব্রাহামকে স্মরণ করিয়া, যে যে নগরে লোট বাস করিতেন, সেই সেই নগরের উৎপাটনকালে উৎপাটনের মধ্য হইতে লোটকে প্রেরণ করিলেন।

৩০ পরে লোট ও তাঁহার দুইটী কন্যা সোয়র হইতে পর্ব্বতে উঠিয়া গিয়া তথায় থাকিলেন ; কেননা তিনি সোয়রে বাস করিতে ভয় করিলেন আর তিনি ও তাঁহার সেই দুই কন্যা গুহামধ্যে বসতি ৩১ করিলেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎসংসারের ব্যবহার অনুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এ দেশে ৩২ কোন পুরুষ নাই ; আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ

৩৩ রক্ষা করিব। তাহাতে তাহারা সেই রাত্রিতে আপনাদের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট ৩৪ টের পাইলেন না। আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ, গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম; আইস, আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি যাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন কর, এইরূপে পিতার ৩৫ বংশ রক্ষা করিব। এইরূপে তাহারা সেই রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে কনিষ্ঠা উঠিয়া তাঁহার সহিত শয়ন করিল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন ৩৬ না। এইরূপে লোটের দুই কন্যাই আপনাদের পিতা হইতে গর্ব্ভবতী হইল। ৩৭ পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম মোয়াব রাখিল; সে এখন- ৩৮ কার মোয়াবীয়দের আদিপিতা। আর কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিন্-অম্মি রাখিল, সে এখনকার অম্মোন-সন্তানদের আদিপিতা।

অব্রাহাম আবার ভার্য্যা অস্বীকার করেন।

২০ আর অব্রাহাম তথা হইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়া কাদেশ ও শূরের মধ্য-স্থানে থাকিলেন, ও গরারে প্রবাস করি- ২ লেন। আর অব্রাহাম আপন স্ত্রী সারার বিষয়ে কহিলেন, এ আমার ভগিনী; তাহাতে গরারের রাজা অবীমেলক লোক ৩ পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবীমেলকের নিকটে আসিয়া কহিলেন, দেখ, ঐ যে নারীকে গ্রহণ করিয়াছ, তাহার জন্য তুমি মৃত্যুর পাত্র, কেননা সে এক ব্যক্তির স্ত্রী। ৪ তখন অবীমেলক তাঁহার কাছে যান নাই; তাই তিনি কহিলেন, হে প্রভো, যে জাতি নির্দ্দোষ, তাহাকেও কি আপনি বধ ৫ করিবেন? সেই ব্যক্তি কি আমাকে বলে নাই, এ আমার ভগিনী? এবং সেই স্ত্রীও কি বলে নাই, এ আমার ভ্রাতা? আমি যাহা করিয়াছি, তাহা অন্তঃকরণের সরলতায় ও হস্তের নির্দ্দোষতায় করিয়াছি। ৬ তখন ঈশ্বর স্বপ্নযোগে তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অন্তঃকরণের সরলতায় এ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমিও জানি, তাই আমার বিরুদ্ধে পাপ করিতে আমি তোমাকে বারণ করিলাম; এই জন্য তাহাকে স্পর্শ ৭ করিতে দিলাম না। অতএব এখন সেই ব্যক্তির স্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়া দেও, কেননা সে ভাববাদী; আর সে তোমার জন্য প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি বাঁচিবে; কিন্তু যদি তাহাকে ফিরাইয়া না দেও, তবে জানিও, তুমি ও তোমার ৮ সকলেই নিশ্চয় মরিবে। পরে অবীমেলক প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার সকল দাসকে ডাকিয়া ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদের কর্ণগোচরে কহিলেন; তাহাতে ৯ তাহারা অতিশয় ভীত হইল। পরে অবীমেলক অব্রাহামকে ডাকাইয়া কহিলেন, আপনি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন? আমি আপনার কাছে কি দোষ করিয়াছি যে, আপনি আমাকে ও আমার রাজ্যকে এমন মহাপাপগ্রস্ত করিলেন? আপনি আমার প্রতি অনুচিত ১০ কর্ম্ম করিলেন। অবীমেলক অব্রাহামকে আরও কহিলেন, আপনি কি দেখিয়া-

১১ ছিলেন যে, এমন কর্ম্ম করিলেন? তখন অব্রাহাম কহিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, এই স্থানে আদবে ঈশ্বর-ভয় নাই, অতএব ইহারা আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে বধ ১২ করিবে। আর সে আমার ভগিনী, ইহাও সত্য বটে; কেননা সে আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, পরে আমার ভার্য্যা ১৩ হইল। আর যখন ঈশ্বর আমাকে পৈতৃক বাটী হইতে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমার প্রতি তোমার এই দয়া করিতে হইবে, আমরা যে যে স্থানে যাইব, সেই সেই স্থানে তুমি আমার বিষয়ে বলিও, এ আমার ভ্রাতা। ১৪ তখন অবীমেলক মেষ, গোরু ও দাস দাসী আনাইয়া অব্রাহামকে দান করিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী সারাকেও ফিরাইয়া ১৫ দিলেন; আর অবীমেলক কহিলেন, দেখুন, আমার দেশ আপনার সমক্ষে আছে আপ- ১৬ নার যথা ইচ্ছা, বসতি করুন। আর তিনি সারাকে কহিলেন, দেখুন, আমি আপনার ভ্রাতাকে সহস্র খান রৌপ্য দিলাম; দেখুন, আপনার সঙ্গী সকলের নিকটে তাহা আপনার চক্ষুর আবরণ-স্বরূপ; সকল বিষয়ে আপনার বিচার ১৭ নিষ্পত্তি হইল। পরে অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন, আর ঈশ্বর অবী-মেলককে ও তাঁহার স্ত্রীকে ও তাঁহার দাসী-গণকে সুস্থ করিলেন; তাহাতে তাহারা ১৮ প্রসব করিল। কেননা অব্রাহামের স্ত্রী সারার নিমিত্ত সদাপ্রভু অবীমেলকের গৃহে সমস্ত গর্ব্ভ রোধ করিয়াছিলেন।

ইস্‌হাকের জন্ম। ইশ্মায়েল

।

২১ পরে সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে সারার তত্ত্বাবধান করিলেন; সদাপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, সারার প্রতি তাহা করি- ২ লেন। আর সারা গর্ব্ভবতী হইয়া ঈশ্বরের উক্ত নিরূপিত সময়ে অব্রাহামের বৃদ্ধ-কালে তাঁহার নিমিত্ত পুত্র প্রসব করিলেন। ৩ তখন অব্রাহাম সারার গর্ব্ভজাত নিজ পুত্রের নাম ইস্‌হাক, হাস্য, রাখিলেন। ৪ পরে ঐ পুত্র ইস্‌হাকের আট দিন বয়সে অব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহার ৫ ত্বক্‌ছেদ করিলেন। অব্রাহামের এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইস্‌হাকের জন্ম ৬ হয়। আর সারা কহিলেন, ঈশ্বর আমাকে হাস্য করাইলেন; যে কেহ ইহা শুনিবে, ৭ সে আমার সহিত হাস্য করিবে। তিনি আরও কহিলেন, সারা বালকদিগকে স্তন পান করাইবে, এমন কথা অব্রাহামকে কে বলিতে পারিত? কেননা আমি তাঁহার বৃদ্ধকালে তাঁহার নিমিত্ত পুত্র প্রসব করিলাম।

৮ পরে বালকটী বড় হইয়া স্তন পান ত্যাগ করিল; এবং যে দিন ইস্‌হাক স্তন পান ত্যাগ করিল, সেই দিন অব্রাহাম ৯ মহাভোজ প্রস্তুত করিলেন। আর মিস্রীয়া হাগার অব্রাহামের নিমিত্ত যে পুত্র প্রসব করিয়াছিল, সারা তাহাকে ১০ পরিহাস করিতে দেখিলেন। তাহাতে তিনি অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে দূর করিয়া দেও; কেননা আমার পুত্র ইস্‌হাকের সহিত ঐ দাসীপুত্র উত্তরাধিকারী হইবে ১১ না। এই কথায় অব্রাহাম আপন পুত্রের ১২ বিষয়ে অতি অসন্তুষ্ট হইলেন। আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, ঐ বালকের বিষয়ে ও তোমার ঐ দাসীর বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইও না; সারা তোমাকে যাহা বলিতেছে, তাহার সেই কথা শুন; কেননা

ইস্‌হাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে।
১৩ আর ঐ দাসীপুত্র হইতেও আমি এক জাতি উৎপন্ন করিব, কারণ সে তোমার
১৪ বংশীয়। পরে অব্রাহাম প্রত্যূষে উঠিয়া রুটী ও জলপূর্ণ কুপা লইয়া হাগারের স্কন্ধে দিয়া বালকটীকে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া বের্-শেবা প্রান্তরে ঘূরিয়া
১৫ বেড়াইল। পরে কুপার জল শেষ হইল, তাহাতে সে এক ঝোপের নীচে বালকটীকে
১৬ ফেলিয়া রাখিল; আর আপনি তাহার সম্মুখ হইতে অনেকটা দূরে, অনুমান এক তীর দূরে গিয়া বসিল, কারণ সে কহিল, বালকটীর মৃত্যু আমি দেখিব না। আর সে তাহার সম্মুখ হইতে দূরে বসিয়া
১৭ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর বালকটীর রব শুনিলেন; আর ঈশ্বরের দূত আকাশ হইতে ডাকিয়া হাগারকে কহিলেন, হাগার, তোমার কি হইল? ভয় করিও না, বালকটী যেখানে আছে, ঈশ্বর তথা হইতে উহার রব শুনি-
১৮ লেন; তুমি উঠিয়া বালকটীকে তুলিয়া তোমার হাতে ধর; কারণ আমি উহাকে
১৯ এক মহাজাতি করিব। তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু খুলিয়া দিলেন, তাহাতে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইল, আর তথায় গিয়া কুপাতে জল পূরিয়া বালক-
২০ টীকে পান করাইল। পরে ঈশ্বর বালকটীর সহবর্ত্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর
২১ হইল। সে পারণ প্রান্তরে বসতি করিল। আর তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসর দেশ হইতে এক কন্যা আনিল।

২২ ঐ সময়ে অবীমেলক এবং তাঁহার সেনাপতি ফীখোল অব্রাহামকে কহিলেন, আপনি যে কিছু করেন, সে সকলেতেই
২৩ ঈশ্বর আপনার সহবর্ত্তী। অতএব আপনি এখন এই স্থানে ঈশ্বরের দিব্য করিয়া আমাকে বলুন যে, আমার প্রতি ও আমার পুত্র পৌত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না; এবং আমি আপনার প্রতি যেরূপ দয়া করিয়াছি, আপনিও আমার প্রতি ও আপনার প্রবাসস্থান এই দেশের
২৪ প্রতি তদ্রূপ দয়া করিবেন। তখন
২৫ অব্রাহাম কহিলেন, দিব্য করিব। কিন্তু অবীমেলকের দাসগণ এক সজল কূপ সবলে অধিকার করিয়াছিল, এই জন্য অব্রাহাম অবীমেলককে অনুযোগ করি-
২৬ লেন: তাহাতে অবীমেলক কহিলেন, এই কর্ম্ম কে করিয়াছে, তাহা আমি জানি না; আপনিও আমাকে জানান নাই, এবং আমিও কেবল অদ্য এ কথা শুনিলাম।
২৭ পরে অব্রাহাম মেষ ও গোরু লইয়া অবীমেলককে দিলেন, এবং উভয়ে এক নিয়ম
২৮ স্থির করিলেন। আর অব্রাহাম পাল হইতে সাতটা মেষবৎসা পৃথক্ করিয়া
২৯ রাখিলেন। অবীমেলক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি অভিপ্রায়ে এই সাত মেষবৎসা পৃথক্ করিয়া রাখিলেন?
৩০ তিনি কহিলেন, আমি যে এই কূপ খনন করিয়াছি, তাহার প্রমাণার্থে আমা হইতে এই সাত মেষবৎসা আপনাকে গ্রহণ
৩১ করিতে হইবে। এজন্য তিনি সেই স্থানের নাম বের্-শেবা [দিব্যের কূপ] রাখিলেন, কেননা সেই স্থানে তাঁহারা উভয়ে দিব্য
৩২ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা বের্-শেবাতে নিয়ম স্থির করিলেন; পরে অবীমেলক ও তাঁহার সেনাপতি ফীখোল উঠিয়া পলেষ্টীয়দের দেশে ফিরিয়া গেলেন।

৩৩ পরে অব্রাহাম বের্-শেবায় ঝাউ গাছ

রোপন করিয়া সেই স্থানে অনাদি অনন্ত
৩৪ ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে ডাকিলেন। আর অব্রাহাম পলেষ্টীয়দের দেশে অনেক দিন প্রবাস করিলেন।

অব্রাহামের মহাপরীক্ষা।

২২ এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে অব্রাহাম; তিনি উত্তর
২ করিলেন, দেখুন, এই আমি। তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভাল বাস, সেই ইস্‌হাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং তথাকার যে এক পর্ব্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর।
৩ পরে অব্রাহাম প্রত্যূষে উঠিয়া গর্দ্দভ সাজাইয়া দুই জন দাস ও আপন পুত্র ইস্‌হাককে সঙ্গে লইলেন, হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ কাটিলেন, আর উঠিয়া ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে গমন করিলেন।
৪ তৃতীয় দিবসে অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া দূর
৫ হইতে সেই স্থান দেখিলেন। তখন অব্রাহাম আপন দাসদিগকে কহিলেন, তোমরা এই স্থানে গর্দ্দভের সহিত থাক; আমি ও যুবক, আমরা ঐ স্থানে গিয়া প্রণিপাত করি, পরে তোমাদের কাছে ফিরিয়া
৬ আসিব। তখন অব্রাহাম হোমের কাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র ইস্‌হাকের স্কন্ধে দিলেন, এবং নিজ হস্তে অগ্নি ও খড়্গ লইলেন; পরে উভয়ে একত্র চলিয়া
৭ গেলেন। আর ইস্‌হাক আপন পিতা অব্রাহামকে কহিলেন, হে আমার পিতঃ। তিনি কহিলেন, হে বৎস, দেখ, এই আমি। তখন তিনি কহিলেন, এই দেখুন, অগ্নি ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের নিমিত্তে
৮ মেষশাবক কোথায়? অব্রাহাম কহিলেন, বৎস, ঈশ্বর আপনি হোমের জন্য মেষশাবক যোগাইবেন। পরে উভয়ে একসঙ্গে চলিয়া গেলেন।

৯ ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে অব্রাহাম সেখানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া কাষ্ঠ সাজাইলেন, পরে আপন পুত্র ইস্‌হাককে বাঁধিয়া বেদিতে কাষ্ঠের উপরে
১০ রাখিলেন। পরে অব্রাহাম হস্ত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ
১১ গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে আকাশ হইতে সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে ডাকিলেন, কহিলেন, অব্রাহাম, অব্রাহাম। তিনি
১২ কহিলেন, দেখুন, এই আমি। তখন তিনি বলিলেন, যুবকের প্রতি তোমার হস্ত বিস্তার করিও না, উহার প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এখন আমি বুঝিলাম, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত
১৩ নও। তখন অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, তাঁহার পশ্চাৎ দিকে একটী মেষ, তাহার শৃঙ্গ ঝোপে বদ্ধ; পরে অব্রাহাম গিয়া সেই মেষটী লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্ত্তে হোমার্থ বলিদান
১৪ করিলেন। আর অব্রাহাম সেই স্থানের নাম যিহোবা-যিরি [সদাপ্রভু যোগাইবেন] রাখিলেন। এই জন্য অদ্যাপি লোকে বলে, সদাপ্রভুর পর্ব্বতে যোগান হইবে।

১৫ পরে সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার আকাশ হইতে অব্রাহামকে ডাকিয়া কহিলেন,
১৬ সদাপ্রভু বলিতেছেন, তুমি এই কার্য্য করিলে, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলে না, এই হেতু আমি
১৭ আমারই দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমি

অবশ্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং আকাশের তারাগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তোমার বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার ১৮ অধিকার করিবে, আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে; কারণ তুমি আমার বাক্যে অব-১৯ধান করিয়াছ। পরে অব্রাহাম আপন দাসদের নিকটে ফিরিয়া গেলেন, আর সকলে উঠিয়া একত্র বের-শেবাতে গেলেন; এবং অব্রাহাম বের-শেবাতে বসতি করিলেন।

২০ ঐ ঘটনার পরে অব্রাহামের নিকটে এই সমাচার আসিল, দেখুন, আপনার ভ্রাতা নাহোরের জন্য মিল্কাও পুত্রগণকে ২১ প্রসব করিযাছেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উষ ও তাহার ভ্রাতা বূষ ও অরামের ২২ পিতা কমূয়েল, এবং কেষদ, হসো, পিল্‌দশ, যিদলফ ও বথূয়েল। বথূয়েলের ২৩ কন্যা রিবিকা। অব্রাহামের ভ্রাতা নাহো-রের জন্য মিল্কা এই আট জনকে প্রসব ২৪ করেন। আর রূমা নামে তাঁহার উপ-পত্নী টেবহ, গহম, তহশ এবং মাখা, এই সকলকে প্রসব করিল।

সারার মৃত্যু ও সমাধি।

২৩ সারার বয়স এক শত সাতাইশ বৎসর হইয়াছিল; সারার জীবনকাল এত বৎ-২ সর। পরে সারা কনান দেশস্থ কিরিয়-থর্ব্বে অর্থাৎ হিব্রোণে মরিলেন। আর অব্রাহাম সারার নিমিত্তে শোক ও রোদন ৩ করিতে আসিলেন। পরে অব্রাহাম আপন মৃতের সম্মুখ হইতে উঠিয়া গিয়া ৪ হেতের সন্তানদিগকে কহিলেন, আমি আপনাদের মধ্যে বিদেশী ও প্রবাসী; আপনাদের মধ্যে আমাকে কবরস্থানের অধিকার দিউন; আমি আমার সম্মুখ ৫ হইতে আমার মৃতকে কবর দিই। তখন হেতের সন্তানেরা অব্রাহামকে উত্তর করি-৬ লেন, হে প্রভো, আমাদের কথা শুনুন; আপনি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরনিযুক্ত রাজাস্বরূপ; আপনার মৃতকে আমাদের কবরস্থানের মধ্যে আপনার অভীষ্ট কবরে রাখুন, আপনার মৃতকে কবর দিবার জন্য আমাদের কেহ নিজ কবর অস্বীকার করিবে ৭ না। তখন অব্রাহাম উঠিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগের, অর্থাৎ হেতের সন্তানগণের কাছে প্রণিপাত করিলেন, ও সম্ভাষণ ৮ করিয়া কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে আমার মৃতকে কবরে রাখিতে যদি আপনা-দের সম্মতি হয়, তবে আমার কথা শুনুন। আপনারা আমার জন্য সোহরের পুত্র ৯ ইফ্রোণের কাছে নিবেদন করুন; তাঁহার ক্ষেত্রের প্রান্তে মক্‌পেলা গুহা আছে, আপনাদের মধ্যে আমার কবরস্থানের অধিকারার্থে তিনি আমাকে তাহাই দিউন; ১০ সম্পূর্ণ মূল্য লইয়া দিউন। তখন ইফ্রোণ হেতের সন্তানদের মধ্যে বসিয়া ছিলেন; আর হেতের যত সন্তান তাঁহার নগরদ্বারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের কর্ণগোচরে সেই হিত্তীয় ইফ্রোণ অব্রাহামকে উত্তর ১১ করিলেন, হে আমার প্রভো, তাহা হইবে না; আমার কথা শুনুন, আমি সেই ক্ষেত্র ও তথাকার গুহা আপনাকে দান করিলাম; আমি নিজ জাতির সন্তানদের সাক্ষাতেই আপনাকে তাহা দিলাম, ১২ আপনার মৃতকে কবর দিউন। তখন অব্রাহাম তদ্দেশীয় লোকদের সাক্ষাতে ১৩ প্রণিপাত করিলেন, আর তদ্দেশীয় সকলের কর্ণগোচরে ইফ্রোণকে কহিলেন, যদি

আপনার ইচ্ছা হয়, নিবেদন করি, আমার কথা শুনুন, আমি সেই ক্ষেত্রের মূল্য দিই, আপনি আমার নিকটে তাহা গ্রহণ করুন, পরে আমি সে স্থানে আমার মৃতকে ১৪ কবর দিব। তখন ইফ্রোণ উত্তর দিয়া ১৫ অব্রাহামকে কহিলেন, হে আমার প্রভো, আমার কথা শুনুন, সেই ভূমির মূল্য চারি শত শেকল রৌপ্যমাত্র; ইহাতে আপনার ও আমার কি আইসে যায়? ১৬ আপনি নিজ মৃতকে কবর দিউন। তখন অব্রাহাম ইফ্রোণের বাক্যে অবধান করিলেন; ইফ্রোণ হেতের সন্তানদের কর্ণগোচরে যে রৌপ্যের কথা বলিয়াছিলেন, অব্রাহাম তাহা, অর্থাৎ বণিক্‌দের মধ্যে প্রচলিত চারি শত শেকল রৌপ্য তৌল করিয়া ইফ্রোণকে দিলেন।

১৭ এইরূপে মম্রির সম্মুখে মক্‌পেলায় ইফ্রোণের যে ক্ষেত্র ছিল, সেই ক্ষেত্র, তথাকার গুহা ও সেই ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকল, তাহার চতুঃসীমার অন্তর্গত বৃক্ষ- ১৮ সমূহ, এই সকলেতে হেতের সন্তানদের সাক্ষাতে, তাঁহার নগরদ্বারে প্রবেশকারী সকলের সাক্ষাতে, অব্রাহামের স্বত্বাধিকার ১৯ স্থিরীকৃত হইল। তৎপরে অব্রাহাম কনান দেশস্থ মম্রির, অর্থাৎ হিব্রোণের সম্মুখে মক্‌পেলা ক্ষেত্রে স্থিত গুহাতে ২০ আপন স্ত্রী সারার কবর দিলেন। এইরূপে কবরস্থানের অধিকারার্থে সেই ক্ষেত্রে ও তথাকার গুহাতে অব্রাহামের অধিকার হেতের সন্তানগণ স্থিরীকৃত হইল।

ইস্‌হাকের বিবাহ।

২৪ তৎকালে অব্রাহাম বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক ছিলেন; এবং সদাপ্রভু অব্রাহামকে সর্ব্ববিষয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ২ তখন অব্রাহাম আপন দাসকে, তাঁহার সমস্ত বিষয়ের অধ্যক্ষ, গৃহের প্রাচীনকে কহিলেন, বিনয় করি, তুমি আমার জঙ্ঘার ৩ নীচে হস্ত দেও; আমি তোমাকে স্বর্গ মর্ত্ত্যের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে এই দিব্য করাই, যে কনানীয় লোকদের মধ্যে আমি বাস করিতেছি, তুমি আমার পুত্রের বিবাহের জন্য তাহাদের কোন কন্যা গ্রহণ ৪ করিবে না, কিন্তু আমার দেশে আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া আমার পুত্র ৫ ইস্‌হাকের জন্য কন্যা আনিবে। তখন সেই দাস তাঁহাকে কহিলেন, কি জানি, আমার সহিত এই দেশে আসিতে কোন কন্যা সম্মত হইবে না; আপনি যে দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছেন, আপনার পুত্রকে কি ৬ আবার সেই দেশে লইয়া যাইব? তখন অব্রাহাম তাঁহাকে কহিলেন, সাবধান, কোন ক্রমে আমার পুত্রকে আবার সেখানে ৭ লইয়া যাইও না। সদাপ্রভু, স্বর্গের ঈশ্বর, যিনি আমাকে পৈতৃক বাটী ও জন্মদেশের মধ্য হইতে আনিয়াছেন, আমার সহিত আলাপ করিয়াছেন, এবং এমন দিব্য করিয়াছেন যে, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব, তিনিই তোমার অগ্রে আপন দূত পাঠাইবেন; তাহাতে তুমি আমার পুত্রের জন্য তথা হইতে ৮ একটী কন্যা আনিতে পারিবে। যদি কোন কন্যা তোমার সহিত আসিতে সম্মত না হয়, তবে তুমি আমার এই দিব্য হইতে মুক্ত হইবে; কিন্তু কোন ক্রমে আমার পুত্রকে আবার সে দেশে লইয়া ৯ যাইও না। তাহাতে সেই দাস আপন প্রভু অব্রাহামের জঙ্ঘার নীচে হস্ত দিয়া তদ্বিষয়ে দিব্য করিলেন।

১০ পরে সেই দাস আপন প্রভুর উষ্ট্রদের মধ্য হইতে দশটা উষ্ট্র ও আপন প্রভুর সর্ব্ববিধ উত্তম দ্রব্য হস্তে লইয়া প্রস্থান করিলেন, অরাম-নহরয়িম দেশে, নাহো-
১১ রের নগরে যাত্রা করিলেন। আর সন্ধ্যা-কালে যে সময়ে স্ত্রীলোকেরা জল তুলিতে বাহির হয়, তৎকালে তিনি নগরের বাহিরে সজল কূপের নিকটে উষ্ট্রদিগকে বসাইয়া
১২ রাখিলেন, এবং কহিলেন, হে সদাপ্রভো, আমার কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর, বিনয় করি, অদ্য আমার সম্মুখে শুভফল উপ-স্থিত কর, আমার প্রভু অব্রাহামের প্রতি
১৩ দয়া কর। দেখ, আমি এই সজল কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি, এবং এই নগর-বাসীদের কন্যাগণ জল তুলিতে বাহিরে
১৪ আসিতেছে ; অতএব যে কন্যাকে আমি বলিব, আপনার কলশ নামাইয়া আমাকে জল পান করাউন, সে যদি বলে, পান কর, তোমার উষ্ট্রদিগকেও পান করাইব, তবে তোমার দাস ইস্‌হাকের জন্য তোমার নিরূপিত কন্যা সেই হউক ; ইহাতে আমি জানিব যে, তুমি আমার প্রভুর প্রতি দয়া করিলে।

১৫ এই কথা কহিতে না কহিতে, দেখ, রিবিকা কলশ স্কন্ধে করিয়া বাহিরে আসিলেন ; তিনি অব্রাহামের নাহোর নামক ভ্রাতার স্ত্রী মিল্কার পুত্র বথূয়েলের
১৬ কন্যা। সেই কন্যা দেখিতে বড়ই সুন্দরী এবং অবিবাহিতা ও পুরুষের পরিচয় অপ্রাপ্তা ছিলেন। তিনি কূপে নামিয়া
১৭ কলশ পূরিয়া উঠিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে সেই দাস দৌড়িয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনার কলশ হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ
১৮ জল পান করিতে দিউন। তিনি কহি-লেন, মহাশয়, পান করুন ; ইহা বলিয়া তিনি শীঘ্র কলশ হাতের উপরে নামাইয়া
১৯ তাঁহাকে পান করিতে দিলেন। আর তাঁহাকে পান করাইবার পর কহিলেন, যাবৎ আপনার উষ্ট্র সকলের পান সমাপ্ত না হয়, তাবৎ আমি উহাদের জন্যও জল
২০ তুলিব। পরে তিনি শীঘ্র নিপানে কল-শের জল ঢালিয়া পুনশ্চ জল তুলিতে কূপের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার উষ্ট্র সকলের নিমিত্ত জল তুলিলেন।
২১ তাহাতে সেই পুরুষ তাঁহার প্রতি এক-দৃষ্টে চাহিয়া, সদাপ্রভু তাঁহার যাত্রা সফল করেন কি না, তাহা জানিবার জন্য নীরব
২২ রহিলেন। উষ্ট্র সকল জল পান করিলে পর সেই পুরুষ অর্দ্ধ তোলা পরিমিত সোণার নথ, এবং দশ তোলা পরিমিত দুই হাতের সোণার বালা লইয়া কহিলেন,
২৩ আপনি কাহার কন্যা ? বিনয় করি, আমাকে বলুন, আপনার পিতার বাটীতে কি আমাদের রাত্রি যাপনের স্থান আছে ?
২৪ তিনি উত্তর করিলেন, আমি সেই বথূ-য়েলের কন্যা, যিনি মিল্কার পুত্র, যাঁহাকে তিনি নাহোরের জন্য প্রসব করিয়াছিলেন।
২৫ তিনি আরও কহিলেন, পোয়াল ও কলাই আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে, এবং
২৬ রাত্রি যাপনের স্থানও আছে। তখন সে ব্যক্তি মস্তক নমন করিয়া সদাপ্রভুর
২৭ উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন, আর কহি-লেন, আমার কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য হউন, তিনি আমার কর্ত্তার সহিত আপন দয়া ও সত্য ব্যবহার নিবৃত্ত করেন নাই ; সদাপ্রভু আমাকেও পথ-ঘটনাতে আমার কর্ত্তার জ্ঞাতিদের বাটীতে আনিলেন।

২৮ পরে সেই কন্যা দৌড়িয়া গিয়া আপন

মাতার গৃহের লোকদিগকে এই সকল
২৯ কথা জানাইলেন। আর রিবিকার এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম লাবন ; সেই লাবন বাহিরে ঐ ব্যক্তির উদ্দেশে কূপের
৩০ নিকটে দৌড়িয়া গেলেন। নথ ও ভগিনীর হাতে বালা দেখিয়া, এবং 'সেই ব্যক্তি আমাকে এই এই কথা কহিলেন,' আপন ভগিনী রিবিকার মুখে ইহা শুনিয়া, তিনি সেই পুরুষের নিকটে গেলেন, আর দেখ, তিনি কূপের নিকটে
৩১ উষ্ট্রদের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন ; আর লাবন কহিলেন, হে সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্র, আইস্থন, কেন বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন ? আমি ত ঘর এবং উষ্ট্রদের জন্যও স্থান প্রস্তুত করিয়াছি।
৩২ তখন ঐ ব্যক্তি বাটীতে প্রবেশ করিয়া উষ্ট্রদের সজ্জা খুলিলে তিনি উষ্ট্রদের জন্য পোয়াল ও কলাই দিলেন, এবং তাঁহার ও তৎসঙ্গী লোকদের পা ধুইবার
৩৩ জল দিলেন। পরে তাঁহার সম্মুখে আহারীয় দ্রব্য স্থাপন করা হইল, কিন্তু তিনি কহিলেন, বক্তব্য কথা না বলিয়া আমি আহার করিব না। লাবন কহিলেন, বলুন।

৩৪ তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি
৩৫ অব্রাহামের দাস ; সদাপ্রভু আমার কর্ত্তাকে বিলক্ষণ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আর তিনি বড় মানুষ হইয়াছেন, এবং [সদাপ্রভু] তাঁহাকে মেষ ও গবাদি পাল এবং রৌপ্য ও স্বর্ণ এবং দাস ও দাসী
৩৬ এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভ দিয়াছেন। আর আমার কর্ত্তার ভার্য্যা সারা বৃদ্ধকালে তাঁহার জন্য এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তাঁহাকেই তিনি আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া-
৩৭ ছেন। আর আমার কর্ত্তা আমাকে দিব্য করাইয়া কহিলেন, আমি যাহাদের দেশে বাস করিতেছি, তুমি আমার পুত্রের জন্য সেই কনানীয়দের কোন কন্যা আনিও
৩৮ না ; কিন্তু আমার পিতৃকুলের ও আমার গোষ্ঠীর নিকটে গিয়া আমার পুত্রের
৩৯ জন্য কন্যা আনিও। তখন আমি কর্ত্তাকে কহিলাম, কি জানি, কোন কন্যা আমার
৪০ সঙ্গে আসিবে না। তিনি কহিলেন, আমি যাঁহার সাক্ষাতে গমনাগমন করি, সেই সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে আপন দূত পাঠাইয়া তোমার যাত্রা সফল করিবেন ; এবং তুমি আমার গোষ্ঠী ও আমার পিতৃকুল হইতে আমার পুত্রের জন্য কন্যা
৪১ আনিবে। তাহা করিলে এই দিব্য হইতে মুক্ত হইবে; আমার গোষ্ঠীর নিকটে গেলে যদি তাহারা [কন্যা] না দেয়, তবে তুমি এই দিব্য হইতে মুক্ত
৪২ হইবে। আর অদ্য আমি ঐ কূপের নিকটে উপস্থিত হইলাম, আর বলিলাম, হে সদাপ্রভো, আমার কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর, তুমি যদি আমার এই যাত্রা সফল
৪৩ কর, তবে দেখ, আমি এই সজল কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি ; অতএব জল তুলিবার নিমিত্তে আগত যে কন্যাকে আমি বলিব, আপনার কলশ হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দিউন,
৪৪ তিনি যদি বলেন, তুমিও পান কর, এবং তোমার উষ্ট্রদের জন্যও আমি জল তুলিয়া দিব ; তবে তিনি সেই কন্যা হউন, যাঁহাকে সদাপ্রভু আমার কর্ত্তার পুত্রের
৪৫ জন্য নিরূপণ করিয়াছেন। এই কথা আমি মনে মনে বলিতে না বলিতে, দেখ, রিবিকা কলশ স্কন্ধে করিয়া বাহিরে আসিলেন ; পরে তিনি কূপে নামিয়া জল তুলিলে আমি কহিলাম, বিনয় করি,

৪৬ আমাকে জল পান করাউন। তখন তিনি শীঘ্র স্কন্ধ হইতে কলশ নামাইয়া কহিলেন, পান করুন, আমি আপনার উষ্ট্রদিগকেও পান করাইব। তখন আমি পান করিলাম ; আর তিনি উষ্ট্রগণকেও
৪৭ পান করাইলেন। পরে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কাহার কন্যা ? তিনি উত্তর করিলেন, আমি বথূয়েলের কন্যা, তিনি নাহোরের পুত্র, যাঁহাকে মিল্কা তাঁহার জন্য প্রসব করিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার নাকে নথ ও হাতে
৪৮ বালা পরাইয়া দিলাম। আর মস্তক নমন করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করিলাম, এবং যিনি আমার কর্ত্তার পুত্রের জন্য তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা গ্রহণার্থে আমাকে প্রকৃত পথে আনিলেন, আমার কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুর
৪৯ ধন্যবাদ করিলাম। অতএব আপনারা যদি এখন আমার কর্ত্তার সহিত দয়া ও সত্য ব্যবহার করিতে সম্মত হন, তাহা বলুন ; আর যদি না হন, তাহাও বলুন ; তাহাতে আমি দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিতে পারিব।

৫০ তখন লাবন ও বথূয়েল উত্তর করিলেন, কহিলেন, সদাপ্রভু হইতে এই ঘটনা হইল, আমরা ভাল মন্দ কিছুই
৫১ বলিতে পারি না। ঐ দেখুন, রিবিকা আপনার সম্মুখে আছে ; উহাকে লইয়া প্রস্থান করুন ; এ আপনার কর্ত্তার পুত্রের ভার্য্যা হউক, যেমন সদাপ্রভু
৫২ বলিয়াছেন। তাঁহাদের কথা শুনিবামাত্র অব্রাহামের দাস সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৫৩ ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন। পরে সেই দাস রৌপ্যের ও সুবর্ণের আভরণ ও বস্ত্র বাহির করিয়া রিবিকাকে দিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতাকে ও মাতাকে বহুমূল্য
৫৪ দ্রব্য দিলেন। আর তিনি ও তাঁহার সঙ্গিগণ ভোজন পান করিয়া তথায় রাত্রিবাস করিলেন ; পরে তাঁহারা প্রাতঃকালে উঠিলে তিনি কহিলেন, আমার কর্ত্তার নিকটে যাইতে আমাকে বিদায়
৫৫ করুন। তাহাতে রিবিকার ভ্রাতা ও মাতা কহিলেন, কন্যাটী আমাদের নিকটে কিছু দিন থাকুক, ন্যূনকল্পে দশ দিন
৫৬ থাকুক, পরে যাইবে। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমাকে বিলম্ব করাইবেন না, কেননা সদাপ্রভু আমার যাত্রা সফল করিলেন ; আমাকে বিদায় করুন ; আমি নিজ কর্ত্তার নিকটে যাই।
৫৭ তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, আমরা কন্যাকে ডাকিয়া তাহাকে সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করি।
৫৮ পরে তাঁহারা রিবিকাকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কি এই ব্যক্তির সহিত যাইবে ? তিনি কহিলেন, যাইব।
৫৯ তখন তাঁহারা আপনাদের ভগিনী রিবিকাকে ও তাহার ধাত্রীকে এবং অব্রাহামের দাসকে ও তাঁহার লোকদিগকে বিদায়
৬০ করিলেন। আর রিবিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তুমি আমাদের ভগিনী, সহস্র সহস্র অযুতের জননী হও ; তোমার বংশ আপন শত্রুগণের পুরদ্বার
৬১ অধিকার করুক। পরে রিবিকা ও তাঁহার দাসীগণ উঠিলেন, এবং উষ্ট্রে চড়িয়া সেই মনুষ্যের পশ্চাৎ গমন করিলেন। এইরূপে সেই দাস রিবিকাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

৬২ আর ইস্‌হাক বের্-লহয়্-রোয়ী নামক স্থানে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কেননা তিনি দক্ষিণ দেশে বাস করিতে-
৬৩ ছিলেন। ইস্‌হাক সন্ধ্যাকালে ধ্যান

করিতে ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, পরে চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, উষ্ট্র আসি-
৬৪ তেছে। আর রিবিকা চক্ষু তুলিয়া
৬৫ যখন ইস্‌হাককে দেখিলেন, তখন উষ্ট্র হইতে নামিয়া সেই দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আসিতেছেন, ঐ পুরুষ কে? দাস কহিলেন, উনি আমার কর্ত্তা। তখন রিবিকা আবরক লইয়া আপনাকে আচ্ছাদন করিলেন।
৬৬ পরে সেই দাস ইস্‌হাককে আপনার কৃত
৬৭ সমস্ত কর্ম্মের বিবরণ কহিলেন। তখন ইস্‌হাক রিবিকাকে গ্রহণ করিয়া সারা মাতার তাম্বুতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রেম করিলেন। তাহাতে ইস্‌হাক মাতৃ-বিয়োগের শোক হইতে সান্ত্বনা পাইলেন।

অব্রাহামের আরও বিবাহ ও মৃত্যু।

২৫ আর অব্রাহাম কটূরা নাম্নী আর এক
২ স্ত্রীকে বিবাহ করেন। তিনি তাঁহার জন্য সিম্রণ, যক্‌ষণ, মদান, মিদিয়ন, যিশ্‌বক ও শূহ, এই সকলকে প্রসব করিলেন।
৩ যক্‌ষণ হইতে শিবা ও দদান জন্মে। অশূরীয়, লটূশীয় ও লিয়ুম্মীয় লোকেরা
৪ দদানের সন্তান। এবং মিদিয়নের সন্তান ঐফা, এফর, হনোক, অবীদ ও ইল্‌দায়া; এই সকল কটূরার সন্তান।
৫ আর অব্রাহাম ইস্‌হাককে আপনার
৬ সর্ব্বস্ব দিলেন। কিন্তু আপন উপপত্নীদের সন্তানদিগকে অব্রাহাম ভিন্ন ভিন্ন দান দিয়া আপনার জীবদ্দশাতেই আপন পুত্র ইস্‌হাকের নিকট হইতে তাহাদিগকে পূর্ব্বদিকে, পূর্ব্বদেশে প্রেরণ করিলেন।
৭ অব্রাহামের জীবনকাল এক শত পঁচাত্তর বৎসর; তিনি এত বৎসর
৮ জীবিত ছিলেন। পরে অব্রাহাম বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত
৯ হইলেন। আর তাঁহার পুত্র ইস্‌হাক ও ইশ্মায়েল মম্রির সম্মুখে হেতীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত মক্‌পেলা
১০ গুহাতে তাঁহার কবর দিলেন। অব্রাহাম হেতের সন্তানদের কাছে সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই স্থানে অব্রাহামের ও তাঁহার স্ত্রী সারার কবর দেওয়া
১১ হয়। অব্রাহামের মৃত্যু হইলে পর ঈশ্বর তাঁহার পুত্র ইস্‌হাককে আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং ইস্‌হাক বের্‌-লহয়্‌-রোয়ীর নিকটে বসতি করিলেন।
১২ অব্রাহামের পুত্র ইশ্মায়েলের বংশ-বৃত্তান্ত এই। সারার দাসী মিস্রীয়া হাগার অব্রাহামের জন্য তাঁহাকে প্রসব
১৩ করিয়াছিল। আপন আপন নাম ও গোষ্ঠী অনুসারে ইশ্মায়েলের সন্তানদের নাম এই। ইশ্মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র
১৪ নবায়োৎ, পরে কেদর, অদ্‌বেল, মিব্‌সম,
১৫ মিশ্‌ম, দূমা, মসা, হদদ, তেমা, যিটূর,
১৬ নাফীশ ও কেদমা। এই সকল ইশ্মায়েলের সন্তান; এবং তাঁহাদের গ্রাম ও তাম্বুপল্লী অনুসারে তাঁহাদের এই এই নাম; তাঁহারা আপন আপন জাতি অনুসারে দ্বাদশ জন অধ্যক্ষ ছিলেন।
১৭ ইশ্মায়েলের জীবনকাল এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল; পরে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত
১৮ হইলেন। আর তাঁহার সন্তানগণ হবীলা অবধি অশূরিয়ার দিকে মিসরের সম্মুখস্থ শূর পর্য্যন্ত বসতি করিল; তিনি

তাঁহার সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতিস্থান পাইলেন।

ইস্‌হাকের বৃত্তান্ত।

১৯ অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাকের বংশ-বৃত্তান্ত এই। অব্রাহাম ইস্‌হাকের জন্ম ২০ দিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে ইস্‌হাক অরামীয় বথূয়েলের কন্যা অরামীয় লাবনের ভগিনী রিবিকাকে পদ্দন্-অরাম হইতে আনাইয়া বিবাহ করেন। ২১ ইস্‌হাকের স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে তিনি তাঁহার নিমিত্তে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন, তাঁহার স্ত্রী রিবিকা ২২ গর্ব্ভবতী হইলেন। পরে তাঁহার গর্ব্ভমধ্যে শিশুরা জড়াজড়ি করিল, তাহাতে তিনি কহিলেন, যদি এরূপ হয়, তবে আমি কেন বাঁচিয়া আছি? আর তিনি সদা-প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন। ২৩ তখন সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন,

তোমার জঠরে দুই জাতি আছে,
ও তোমার উদর হইতে দুই বংশ
বিভিন্ন হইবে ;
এক বংশ অন্য বংশ অপেক্ষা বলবান্
হইবে,
ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে।

২৪ পরে প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইল, আর দেখ, ২৫ তাঁহার গর্ব্ভে যমজ পুত্র। যে প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইল, সে রক্তবর্ণ এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোমশ বস্ত্রের সদৃশ ছিল। তাহার নাম ২৬ এষৌ [লোমশ] রাখা গেল। পরে তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার হস্ত এষৌর পাদমূল ধরিয়াছিল, আর তাহার নাম যাকোব [পাদগ্রাহী] হইল ; ইস্‌হাকের ষাট বৎসর বয়সে এই যমজ পুত্র হইল।

২৭ পরে সেই বালকেরা বড় হইলে এষৌ নিপুণ শিকারী ও প্রান্তরবিহারী হইলেন ; কিন্তু যাকোব শান্ত ছিলেন, তিনি তাম্বুতে ২৮ বাস করিতেন। ইস্‌হাক এষৌকে ভাল বাসিতেন, কেননা তাঁহার মুখে মৃগমাংস ভাল লাগিত ; কিন্তু রিবিকা যাকোবকে ২৯ ভাল বাসিতেন। একদা যাকোব দাইল পাক করিয়াছেন, এমন সময়ে এষৌ ক্লান্ত হইয়া প্রান্তর হইতে আসিয়া যাকোবকে ৩০ কহিলেন, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা, ঐ রাঙ্গা দ্বারা আমার উদর পূর্ণ কর। এই জন্য তাঁহার নাম ৩১ ইদোম [রাঙ্গা] খ্যাত হইল। তখন যাকোব কহিলেন, অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠা-৩২ধিকার আমার কাছে বিক্রয় কর। এষৌ বলিলেন, দেখ, আমি মৃতপ্রায়, জ্যেষ্ঠা-৩৩ধিকারে আমার কি লাভ? যাকোব কহিলেন, তুমি অদ্য আমার কাছে দিব্য কর। তাহাতে তিনি তাঁহার কাছে দিব্য করিলেন। এইরূপে তিনি আপন জ্যেষ্ঠা-ধিকার যাকোবের কাছে বিক্রয় করিলেন। ৩৪ আর যাকোব এষৌকে রুটী ও মসূরের রান্ধা দাইল দিলেন ; এবং তিনি ভোজন পান করিলেন, পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে এষৌ আপন জ্যেষ্ঠা-ধিকার তুচ্ছ করিলেন।

২৬ পূর্ব্বে অব্রাহামের সময়ে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা ছাড়া দেশে আর এক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। তখন ইস্‌হাক গরারে পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের কাছে ২ গেলেন। আর সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি মিসর দেশে নামিয়া যাইও না, আমি তোমাকে যে দেশের ৩ কথা বলিব, তথায় থাক। এই দেশে প্রবাস কর ; আমি তোমার সহবর্ত্তী

হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, কেননা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দিব, এবং তোমার পিতা অব্রাহামের নিকটে যে দিব্য করিয়া-
৪ ছিলাম, তাহা সফল করিব। আমি আকাশের তারাগণের ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব, তোমার বংশকে এই সকল দেশ দিব, ও তোমার বংশে পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।
৫ কারণ অব্রাহাম আমার বাক্য মানিয়া আমার আদেশ, আমার আজ্ঞা, আমার বিধি ও আমার ব্যবস্থা সকল পালন করিয়াছে।

৬ পরে ইস্‌হাক গরারে বাস করিলেন।
৭ আর সে স্থানের লোকেরা তাঁহার স্ত্রীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, উনি আমার ভগিনী; কারণ, এ আমার স্ত্রী, এই কথা বলিতে তিনি ভীত হইলেন, ভাবিলেন, কি জানি এই স্থানের লোকেরা রিবিকার নিমিত্তে আমাকে বধ করিবে; কেননা তিনি দেখিতে সুন্দরী
৮ ছিলেন। কিন্তু সে স্থানে বহুকাল বাস করিলে পর কোন সময়ে পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলক বাতায়ন দিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, ইস্‌হাক আপন স্ত্রী রিবিকার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।
৯ তখন অবীমেলক ইস্‌হাককে ডাকাইয়া কহিলেন, দেখুন, ঐ স্ত্রী অবশ্য আপনার ভার্য্যা; তবে আপনি ভগিনী বলিয়া তাঁহার পরিচয় কেন দিয়াছিলেন? ইস্‌হাক উত্তর করিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, কি জানি, তাঁহার জন্য আমার মৃত্যু
১০ হইবে। তখন অবীমেলক কহিলেন, আপনি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন? কোন লোক আপনার ভার্য্যার সহিত অনায়াসে শয়ন করিতে পারিত; তাহা হইলে আপনি আমা-
১১ দিগকে দোষগ্রস্ত করিতেন। পরে অবীমেলক সকল লোককে এই আজ্ঞা দিলেন, যে কেহ এই ব্যক্তিকে কিম্বা ইহার স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

১২ আর ইস্‌হাক সেই দেশে চাসকর্ম্ম করিয়া সেই বৎসর শত গুণ শস্য পাইলেন, এবং সদাপ্রভু তাঁহাকে আশী-
১৩ র্ব্বাদ করিলেন। আর তিনি বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন, এবং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া
১৪ অতি বড় লোক হইলেন; আর তাঁহার মেষধন ও গোধন এবং অনেক দাস দাসী হইল; আর পলেষ্টীয়েরা তাঁহার
১৫ প্রতি ঈর্ষা করিতে লাগিল। এবং তাঁহার পিতা অব্রাহামের সময়ে তাঁহার দাসগণ যে যে কূপ খুঁড়িয়াছিল, পলেষ্টীয়েরা সে সমস্ত বুজাইয়া ফেলিয়াছিল ও
১৬ ধূলিতে পরিপূর্ণ করিয়াছিল। পরে অবীমেলক ইস্‌হাককে কহিলেন, আমাদের নিকট হইতে প্রস্থান করুন, কেননা আপনি আমাদের অপেক্ষা অতি বলবান্ হইয়াছেন।

১৭ পরে ইস্‌হাক তথা হইতে যাত্রা করিলেন, ও গরারের উপত্যকাতে তাম্বু স্থাপন করিয়া সে স্থানে বাস করিলেন।
১৮ আর ইস্‌হাক আপনার পিতা অব্রাহামের সময়ে খনিত কূপ সকল আবার খুঁড়িলেন; কারণ অব্রাহামের মৃত্যুর পরে পলেষ্টীয়েরা সে সকল বুজাইয়া ফেলিয়াছিল; আর তাঁহার পিতা সেই সকলের যে যে নাম রাখিয়াছিলেন, তিনিও সেই
১৯ সেই নাম রাখিলেন। সেই উপত্যকায় ইসহাকের দাসগণ খুঁড়িয়া জলের উনুই-

২০ নিশিষ্ট এক কূপ পাইল। তাহাতে গরারীয় পশুপালকেরা ইস্‌হাকের পশুপালকদের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, এ জল আমাদের; অতএব তিনি সেই কূপের নাম এষক [বিবাদ] রাখিলেন, যেহেতু তাহারা তাঁহার সহিত বিবাদ
২১ করিয়াছিল। পরে তাঁহার দাসগণ আর এক কূপ খনন করিলে তাহারা সেটার জন্যও বিবাদ করিল; তাহাতে তিনি সেটার নাম সিট্‌না [বিপক্ষতা] রাখি-
২২ লেন। তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অন্য এক কূপ খনন করিলেন; সেটার নিমিত্ত তাহারা বিবাদ করিল না; তাই তিনি সেটার নাম রহোবোৎ [প্রশস্ত স্থান] রাখিয়া কহিলেন, এখন সদাপ্রভু আমাদিগকে প্রশস্ত স্থান দিলেন, আমরা
২৩ দেশে ফলবন্ত হইব। পরে তিনি তথা হইতে বের-শেবাতে উঠিয়া গেলেন।
২৪ সেই রাত্রিতে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর, ভয় করিও না, কেননা আমি আপন দাস অব্রাহামের অনুরোধে তোমার সহবর্ত্তী, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব ও তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব।
২৫ পরে ইস্‌হাক সে স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সদাপ্রভুর নামে ডাকিলেন, আর সেই স্থানে তিনি তাম্বু স্থাপন করিলেন; ও তাঁহার দাসগণ তথায় এক কূপ খুঁড়িল।
২৬ আর অবীমেলক আপন মিত্র অহূষৎকে ও সেনাপতি ফীকোলকে সঙ্গে লইয়া গরার হইতে ইস্‌হাকের নিকটে গমন
২৭ করিলেন। তখন ইস্‌হাক তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা আমার কাছে কি নিমিত্ত আসিলেন? আপনারা ত আমাকে দ্বেষ করিয়া আপনাদের মধ্য হইতে দূর
২৮ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা স্পষ্টই দেখিলাম, সদাপ্রভু আপনার সহবর্ত্তী, এই জন্য বলিলাম, আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ আমাদের ও আপনার মধ্যে এক শপথ হউক, আর আমরা এক
২৯ নিয়ম স্থির করি। আমরা যেমন আপনাকে স্পর্শ করি নাই, ও আপনার মঙ্গল ব্যতিরেকে আর কিছুই করি নাই, বরং আপনাকে শান্তিতে বিদায় করিয়াছি, তদ্রূপ আপনিও আমাদের উপর হিংসা করিবেন না; আপনিই এখন সদাপ্রভুর
৩০ আশীর্ব্বাদের পাত্র। তখন ইস্‌হাক তাহাদের নিমিত্তে ভোজ প্রস্তুত করিলে
৩১ তাঁহারা ভোজন পান করিলেন। পরে তাঁহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পরস্পর দিব্য করিলেন; তখন ইসহাক তাঁহাদিগকে বিদায় করিলে তাঁহারা শান্তিতে তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।
৩২ সেই দিন ইসহাকের দাসগণ আসিয়া আপনাদের খনিত কূপের বিষয়ে সংবাদ দিয়া তাঁহাকে কহিল, জল পাইয়াছি।
৩৩ আর তিনি তাহার নাম শিবিয়া [দিব্য] রাখিলেন, এই জন্য অদ্য পর্য্যন্ত সেই নগরের নাম বের্‌-শেবা রহিয়াছে।
৩৪ আর এষৌ চল্লিশ বৎসর বয়সে হিত্তীয় বেরির যিহূদীৎ নাম্নী কন্যাকে এবং হিত্তীয় এলোনের বাসমৎ নাম্নী কন্যাকে
৩৫ বিবাহ করিলেন। ইহারা ইস্‌হাকের ও রিবিকার মনের দুঃখদায়িকা হইল।

যাকোব ছলপূর্ব্বক পিতার আশীর্ব্বাদ লন।

২৭ পরে ইস্‌হাক বৃদ্ধ হইলে চক্ষু নিস্তেজ হওয়ায় আর দেখিতে পাইতেন না; তখন তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে

২ ডাকিয়া কহিলেন, বৎস। তিনি উত্তর করিলেন, দেখুন, এই আমি। তখন ইস্‌হাক কহিলেন, দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; কোন্‌ দিন আমার মৃত্যু হয়, ৩ জানি না। এখন বিনয় করি, তোমার শস্ত্র, তোমার তূণ ও ধনুক লইয়া প্রান্তরে যাও, আমার জন্য মৃগ শিকার করিয়া ৪ আন। আর আমি যেরূপ ভাল বাসি, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমার নিকটে আন, আমি ভোজন করিব; যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে।

৫ যখন ইস্‌হাক আপন পুত্র এষৌকে এই কথা বলেন, তখন রিবিকা তাহা শুনিয়াছিলেন। অতএব এষৌ মৃগ শিকার করিয়া আনিবার জন্য প্রান্তরে গমন করিলে পর রিবিকা আপন পুত্র ৬ যাকোবকে কহিলেন, দেখ, তোমার ভ্রাতা এষৌকে তোমার পিতা যাহা বলিয়াছেন, ৭ আমি শুনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন, তুমি আমার জন্য মৃগ শিকার করিয়া আনিয়া সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত কর, তাহাতে আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। ৮ হে আমার পুত্র, এখন আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি, আমার সেই কথা ৯ শুন। তুমি পালে গিয়া তথা হইতে উত্তম দুইটী ছাগ-বৎস আন, তোমার পিতা যেরূপ ভাল বাসেন, তদ্রূপ সুস্বাদু ১০ খাদ্য আমি প্রস্তুত করিয়া দিই; পরে তুমি আপন পিতার নিকটে তাহা লইয়া যাও, তিনি তাহা ভোজন করুন; যেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে আশীর্ব্বাদ ১১ করেন। তখন যাকোব আপন মাতা রিবিকাকে কহিলেন, দেখ, আমার ভ্রাতা এষৌ লোমশ, কিন্তু আমি নির্লোম। ১২ কি জানি, পিতা আমাকে স্পর্শ করিবেন, আর আমি তাঁহার দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক বলিয়া গণ্য হইব; তাহা হইলে আমি আমার প্রতি আশীর্ব্বাদ না বর্ত্তাইয়া অভিশাপ ১৩ বর্ত্তাইব। কিন্তু তাঁহার মাতা কহিলেন, বৎস, সেই অভিশাপ আমাতেই বর্ত্তুক, কেবল আমার কথা শুন, ছাগ-বৎস লইয়া আইস।

১৪ পরে যাকোব গিয়া তাহা লইয়া মাতার নিকটে আনিলেন, আর তাঁহার পিতা যেরূপ ভাল বাসিতেন, মাতা সেইরূপ ১৫ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিলেন। আর ঘরে আপনার কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর যে যে মনোহর বস্ত্র ছিল, রিবিকা তাহা লইয়া কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে পরাইয়া ১৬ দিলেন। আর ঐ দুই ছাগ-বৎসের চর্ম্ম লইয়া তাঁহার হস্তে ও গলদেশের নির্লোম ১৭ স্থানে জড়াইয়া দিলেন। আর তিনি যে সুস্বাদু খাদ্য ও রুটী পাক করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্র যাকোবের হস্তে দিলেন।

১৮ পরে তিনি আপন পিতার নিকট গিয়া কহিলেন, পিতঃ। তিনি উত্তর করিলেন, দেখ, এই আমি; বৎস, তুমি কে? ১৯ যাকোব আপন পিতাকে কহিলেন, আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ; আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা করিয়াছি। বিনয় করি, আপনি উঠিয়া বসিয়া আমার আনীত মৃগমাংস ভোজন করুন, যেন আপনার প্রাণ আমাকে ২০ আশীর্ব্বাদ করে। তখন ইস্‌হাক আপন পুত্রকে কহিলেন, বৎস, কেমন করিয়া এত শীঘ্র উহা পাইলে? তিনি কহিলেন, আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার সম্মুখে ২১ শুভফল উপস্থিত করিলেন। ইস্‌হাক

যাকোবকে কহিলেন, বৎস, নিকটে আইস; আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া বুঝি, তুমি নিশ্চয় আমার পুত্র এষৌ
২২ কি না। তখন যাকোব আপন পিতা ইস্‌হাকের নিকটে গেলে তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, স্বর ত যাকোবের
২৩ স্বর, কিন্তু হস্ত এষৌর হস্ত। বাস্তবিক তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ ভ্রাতা এষৌর হস্তের ন্যায় তাঁহার হস্ত লোমযুক্ত ছিল; অতএব তিনি
২৪ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি কহিলেন, তুমি কি নিশ্চয়ই আমার পুত্র
২৫ এষৌ? তিনি কহিলেন, হাঁ। তখন ইস্‌হাক কহিলেন, আমার কাছে আন; আমি পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করি, যেন আমার প্রাণ তোমাকে আশী-র্ব্বাদ করে। তখন তিনি মাংস আনিলে ইস্‌হাক ভোজন করিলেন, এবং দ্রাক্ষা-রস আনিয়া দিলে তাহা পান করিলেন।
২৬ পরে তাঁহার পিতা ইস্‌হাক কহিলেন, বৎস, বিনয় করি, নিকটে আসিয়া আমাকে চুম্বন
২৭ কর। তখন তিনি নিকটে গিয়া চুম্বন করি-লেন, আর ইস্‌হাক তাঁহার বস্ত্রের গন্ধ লইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,

দেখ, আমার পুত্রের সুগন্ধ
সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদযুক্ত ক্ষেত্রের সুগন্ধের ন্যায়।
২৮ ঈশ্বর আকাশের শিশির হইতে ও ভূমির সরসতা হইতে তোমাকে দিউন;
প্রচুর শস্য ও দ্রাক্ষারস তোমাকে দিউন।
২৯ লোকবৃন্দ তোমার দাস হউক,
জাতিগণ তোমার কাছে প্রণিপাত করুক;
তুমি আপন জ্ঞাতিদের কর্ত্তা হও,
তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমার কাছে প্রণিপাত করুক।
যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হউক;
যে কেহ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশীর্ব্বাদযুক্ত হউক।

৩০ ইস্‌হাক যখন যাকোবের প্রতি আশীর্ব্বাদ শেষ করিলেন, তখন যাকোব আপন পিতা ইস্‌হাকের সম্মুখ হইতে যাইতে না যাইতেই তাঁহার ভ্রাতা এষৌ
৩১ মৃগয়া করিয়া ঘরে আসিলেন। তিনিও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পিতার নিকটে আনিয়া কহিলেন, পিতঃ, আপনি উঠিয়া পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করুন, যেন আপনার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ
৩২ করে। তখন তাঁহার পিতা ইস্‌হাক কহি-লেন, তুমি কে? তিনি কহিলেন, আমি
৩৩ আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ। তখন ইস্-হাক মহাকম্পনে অতিশয় কম্পিত হইয়া কহিলেন, তবে সে কে, যে মৃগয়া করিয়া আমার নিকটে মৃগমাংস আনিয়াছিল? আমি তোমার আসিবার পূর্ব্বেই তাহা ভোজন করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করি-য়াছি, আর সেই আশীর্ব্বাদযুক্ত থাকিবে।
৩৪ পিতার এই কথা শুনিবামাত্র এষৌ সাতি-শয় ব্যাকুলচিত্তে মহাচীৎকার শব্দ করিতে লাগিলেন, এবং আপন পিতাকে কহিলেন, হে পিতঃ, আমাকে, আমাকেও আশীর্ব্বাদ
৩৫ করুন। ইস্‌হাক কহিলেন, তোমার ভ্রাতা ছল ভাবে আসিয়া তোমার আশীর্ব্বাদ হরণ
৩৬ করিয়াছে। এষৌ কহিলেন, তাহার নাম কি যাকোব [বঞ্চক] নয়? বাস্তবিক সে দুই বার আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে; সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার হরণ করিয়াছিল, এবং দেখুন, এখন আমার আশীর্ব্বাদও

হরণ করিয়াছে। তিনি আবার কহিলেন, আপনি কি আমার জন্য কিছুই আশীর্ব্বাদ ৩৭ রাখেন নাই? তখন ইস্‌হাক উত্তর করিয়া এষৌকে কহিলেন, দেখ, আমি তাহাকে তোমার কর্ত্তা করিয়াছি, এবং তাহার জ্ঞাতি সকলকে তাহারই দাস করিয়াছি, এবং তাহাকে শস্য ও দ্রাক্ষারস দিয়া সবল করিয়াছি; বৎস, এখন তোমার জন্য আর ৩৮ কি করিতে পারি? এষৌ আবার আপন পিতাকে কহিলেন, হে পিতঃ, আপনার কি কেবল ঐ একটী আশীর্ব্বাদ ছিল? হে পিতঃ, আমাকে, আমাকেও আশীর্ব্বাদ করুন। ইহা বলিয়া এষৌ উচ্চৈঃস্বরে ৩৯ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পিতা ইস্‌হাক উত্তর করিয়া কহিলেন,

দেখ, তোমার বসতি ভূমির সরসতা-
বিহীন হইবে,
উপরিস্থ আকাশের শিশিরবিহীন
হইবে।

৪০ তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার
দাস হইবে;
কিন্তু যখন তুমি আস্ফালন করিবে,
আপন গ্রীবা হইতে তাহার যোঁয়ালি
ভাঙ্গিবে।

যাকোব হারণে যান।

৪১ যাকোব আপন পিতা হইতে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন বলিয়া এষৌ যাকোবকে দ্বেষ করিতে লাগিলেন। আর এষৌ মনে মনে কহিলেন, আমার পিতৃশোকের কাল প্রায় উপস্থিত, তৎপরে আমার ভাই ৪২ যাকোবকে বধ করিব। জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর এরূপ কথা রিবিকার কর্ণগোচর হইল, তাহাতে তিনি লোক পাঠাইয়া কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে ডাকাইলেন, কহিলেন, দেখ, তোমার ভ্রাতা এষৌ তোমাকে বধ করিবার আশাতেই মনকে প্রবোধ ৪৩ দিতেছে। এখন, হে বৎস, আমার কথা শুন; উঠ, হারণে আমার ভ্রাতা লাবনের ৪৪ নিকট পলাইয়া যাও; এবং সেখানে কিছু কাল থাক, যে পর্য্যন্ত তোমার ভ্রাতার ৪৫ ক্রোধ নিবৃত্ত না হয়। তোমার প্রতি ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, এবং তুমি তাহার প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা সে ভুলিয়া গেলে আমি লোক পাঠাইয়া তথা হইতে তোমাকে আনাইব; এক দিনে তোমাদের দুই জনকেই কেন হারাইব?

৪৬ আর রিবিকা ইস্‌হাককে কহিলেন, এই হিত্তীয়দের কন্যাদের বিষয় আমার প্রাণে ঘৃণা হইতেছে; যদি যাকোবও ইহাদের মত কোন হিত্তীয় কন্যাকে, এতদ্দেশীয় কন্যাদের মধ্যে কোন কন্যাকে বিবাহ করে, তবে প্রাণধারণে আমার কি লাভ?

২৮ তখন ইস্‌হাক যাকোবকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং এই আজ্ঞা দিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কনান দেশীয় ২ কোন কন্যাকে বিবাহ করিও না। উঠ, পদ্দন-অরামে আপন মাতামহ বথূয়েলের বাটীতে গিয়া সে স্থানে আপন মাতুল ৩ লাবনের কোন কন্যাকে বিবাহ কর। আর সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফলবান্‌ ও বহুপ্রজ করুন, যেন ৪ তুমি জাতিসমাজ হইয়া উঠ। তিনি অব্রাহামের আশীর্ব্বাদ তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার বংশকে দিউন; যেন তোমার প্রবাসস্থান এই যে দেশ ঈশ্বর অব্রাহামকে দিয়াছেন, ইহাতে তোমার ৫ অধিকার হয়। পরে ইস্‌হাক যাকোবকে বিদায় করিলে তিনি পদ্দন-অরামে অরামীয় বথূয়েলের পুত্র লাবনের নিকট যাত্রা

করিলেন ; সেই ব্যক্তি যাকোবের ও এষৌর মাতা রিবিকার ভ্রাতা।

৬ এষৌ যখন দেখিলেন, ইস্‌হাক যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহার্থ কন্যা গ্রহণজন্য পদ্দন-অরামে বিদায় করিয়াছেন, এবং আশীর্ব্বাদের সময় কনানীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ ৭ করিয়াছেন, এবং যাকোব মাতা পিতার আজ্ঞা মানিয়া পদ্দন-অরামে যাত্রা করিয়া- ৮ ছেন, তখন এষৌ দেখিলেন যে, কনানীয় কন্যারা তাঁহার পিতা ইস্‌হাকের অসন্তোষ- ৯ পাত্রী ; অতএব দুই স্ত্রী থাকিলেও এষৌ ইশ্মায়েলের নিকট গিয়া অব্রাহামের পুত্র ইশ্মায়েলের কন্যা, নবায়োতের ভগিনী, মহলৎকে বিবাহ করিলেন।

১০ আর যাকোব বের্‌-শেবা হইতে বাহির ১১ হইয়া হারণের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং কোন এক স্থানে পঁহুছিলে সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে তথায় রাত্রিযাপন করিলেন। আর তিনি তথাকার প্রস্তর লইয়া বালিশ করিয়া সেই স্থানে নিদ্রা যাইবার জন্য ১২ শয়ন করিলেন। পরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, আর দেখ, পৃথিবীর উপরে এক সিঁড়ি স্থাপিত, তাহার মস্তক গগনস্পর্শী, আর দেখ, তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ ১৩ উঠিতেছেন ও নামিতেছেন। আর দেখ, সদাপ্রভু তাহার উপরে দণ্ডায়মান ; তিনি কহিলেন, আমি সদাপ্রভু, তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর ; এই যে ভূমিতে তুমি শয়ন করিয়া আছ, ইহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে ১৪ দিব। তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায় [অসংখ্য] হইবে, এবং তুমি পশ্চিম ও পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইবে, এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত ১৫ হইবে। আর দেখ, আমি তোমার সহবর্ত্তী, যে যে স্থানে তুমি যাইবে, সেই সেই স্থানে তোমাকে রক্ষা করিব, ও পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব ; কেননা আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা যাবৎ সফল না করি, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ ১৬ করিব না। পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকোব কহিলেন, অবশ্য এই স্থানে সদাপ্রভু আছেন, আর আমি তাহা জ্ঞাত ছিলাম ১৭ না। আর তিনি ভীত হইয়া কহিলেন, এ কেমন ভয়াবহ স্থান! এ নিতান্তই ঈশ্বরের গৃহ, এ স্বর্গের দ্বার।

১৮ পরে যাকোব প্রত্যূষে উঠিয়া বালিশের নিমিত্ত যে প্রস্তর রাখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়া তাহার ১৯ উপর তৈল ঢালিয়া দিলেন। আর সেই স্থানের নাম বৈথেল [ঈশ্বরের গৃহ] রাখিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে ঐ নগরের নাম ২০ লূস ছিল। আর যাকোব মানত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি ঈশ্বর আমার সহবর্ত্তী হন, আমার এই গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবং আহারার্থ ২১ খাদ্য ও পরিধানার্থ বস্ত্র দেন, আর আমি যদি কুশলে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিতে পাই, তবে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর হইবেন, ২২ এবং এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে ; আর তুমি আমাকে যে কিছু দিবে, তাহার দশমাংশ আমি তোমাকে অবশ্য দিব।

যাকোবের বিবাহ ও পরিবারের বিবরণ।

২৯ পরে যাকোব চরণ তুলিয়া পূর্ব্বদিকস্থ ২ বংশীয়দের দেশে গমন করিলেন। তথায়

দেখিলেন, মাঠের মধ্যে এক কূপ আছে, আর দেখ, তাহার নিকটে মেষের তিনটী পাল শয়ন করিয়া রহিয়াছে; কারণ লোকে মেষপাল সকলকে সেই কূপের জল পান করাইত; আর সেই কূপের ৩ মুখে এক বৃহৎ প্রস্তর ছিল। সেই স্থানে পাল সকল একত্র করা হইলে লোকে কূপের মুখ হইতে প্রস্তরখান সরাইয়া মেষগণকে জল পান করাইত, পরে পুনর্ব্বার কূপের মুখে যথাস্থানে সেই প্রস্তর ৪ রাখিত। আর যাকোব তাহাদিগকে বলিলেন, ভাই সকল, তোমরা কোন্ স্থানের লোক? তাহারা কহিল, আমরা ৫ হারণ-নিবাসী। তখন তিনি বলিলেন, নাহোরের পৌত্র লাবনকে চিন কি না? ৬ তাহারা কহিল, চিনি। তিনি বলিলেন, তাঁহার মঙ্গল ত? তাহারা কহিল, মঙ্গল; দেখ, তাঁহার কন্যা রাহেল মেষপাল লইয়া ৭ আসিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন, দেখ, এখনও অনেক বেলা আছে; পশুপাল একত্র করণের সময় হয় নাই; তোমরা মেষগণকে জল পান করাইয়া পুনর্ব্বার ৮ চরাইতে লইয়া যাও। তাহারা কহিল, যতক্ষণ পাল সকল একত্র না হয়, ততক্ষণ আমরা তাহা করিতে পারি না; পরে কূপের মুখ হইতে প্রস্তরখান সরান যায়; তখন আমরা মেষদিগকে জল পান করাই।

৯ যাকোব তাহাদের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে রাহেল আপন পিতার মেষপাল লইয়া উপস্থিত হইলেন, কেননা তিনি মেষপালিকা ১০ ছিলেন। তখন যাকোব আপন মাতুল লাবনের কন্যা রাহেলকে ও মাতুলের মেষপালকে দেখিবামাত্র নিকটে গিয়া কূপের মুখ হইতে প্রস্তরখান সরাইয়া তাঁহার মাতুল লাবনের মেষপালকে জল পান ১১ করাইলেন। পরে যাকোব রাহেলকে চুম্বন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে ১২ লাগিলেন। আর আপনি যে তাঁহার পিতার কুটুম্ব ও রিবিকার পুত্র, যাকোব রাহেলকে এই পরিচয় দিলে রাহেল দৌড়িয়া গিয়া আপন পিতাকে সংবাদ ১৩ দিলেন। তাহাতে লাবন আপন ভাগিনেয় যাকোবের সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন, ও আপন বাটীতে লইয়া গেলেন; পরে তিনি লাবনকে উক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করি১৪ লেন। তাহাতে লাবন কহিলেন, তুমি নিতান্তই আমার অস্থি ও আমার মাংস। পরে যাকোব তাঁহার গৃহে এক মাস কাল বাস করিলেন।

১৫ পরে লাবন যাকোবকে কহিলেন, তুমি কুটুম্ব বলিয়া কি বিনা বেতনে আমার দাস্যকর্ম্ম করিবে? বল দেখি, কি বেতন ১৬ লইবে? লাবনের দুই কন্যা ছিলেন; জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও কনিষ্ঠার নাম ১৭ রাহেল। লেয়া মৃদুলোচনা, কিন্তু রাহেল ১৮ রূপবতী ও সুন্দরী ছিলেন। আর যাকোব রাহেলকে ভাল বাসিতেন, এজন্য তিনি উত্তর করিলেন, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের জন্য আমি সাত বৎসর আপনার ১৯ দাস্যকর্ম্ম করিব। লাবন কহিলেন, অন্য পাত্রকে দান করা অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম বটে; আমার নিকটে থাক। ২০ এইরূপে যাকোব রাহেলের জন্য সাত বৎসর দাস্যকর্ম্ম করিলেন; রাহেলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রযুক্ত এক এক বৎসর তাঁহার কাছে এক এক দিন মনে হইল।

২১ পরে যাকোব লাবনকে কহিলেন, আমার নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হইল, এখন আমার ভার্য্যা আমাকে দিউন, আমি ২২ তাহার কাছে গমন করিব। তখন লাবন ঐ স্থানের সকল লোককে একত্র করিয়া ২৩ ভোজ প্রস্তুত করিলেন। আর সন্ধ্যা-কালে তিনি আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া তাঁহার নিকট আনিয়া দিলেন, আর যাকোব তাঁহার কাছে গমন করিলেন। ২৪ আর লাবন সিল্পা নাম্নী আপন দাসীকে আপন কন্যা লেয়ার দাসী বলিয়া তাঁহাকে ২৫ দিলেন। আর প্রভাত হইলে, দেখ, তিনি লেয়া। তাহাতে যাকোব লাবনকে কহিলেন, আপনি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন? আমি কি রাহেলের জন্য আপনার দাস্যকর্ম্ম করি নাই? তবে ২৬ কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিলেন? তখন লাবন কহিলেন, জ্যেষ্ঠার অগ্রে কনিষ্ঠা-কে দান করা আমাদের এই স্থানে ২৭ অকর্ত্তব্য। তুমি ইহার সপ্তাহ পূর্ণ কর; পরে আরও সাত বৎসর আমার দাস্যকর্ম্ম স্বীকার করিবে, সেজন্য আমরা উহাকেও ২৮ তোমাকে দান করিব। তাহাতে যাকোব সেই প্রকার করিলেন, তাঁহার সপ্তাহ পূর্ণ করিলেন; পরে লাবন তাঁহার সহিত আপন কন্যা রাহেলের বিবাহ দিলেন। ২৯ আর লাবন বিল্‌হা নাম্নী আপন দাসীকে রাহেলের দাসী বলিয়া তাঁহাকে দিলেন। ৩০ তখন তিনি রাহেলের কাছেও গমন করি-লেন, এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে অধিক ভাল বাসিলেন; এবং আর সাত বৎসর লাবনের নিকট দাস্যকর্ম্ম করিলেন।

৩১ পরে সদাপ্রভু লেয়াকে অবজ্ঞাতা দেখিয়া তাঁহার গর্ব্ভ মুক্ত করিলেন, কিন্তু ৩২ রাহেল বন্ধ্যা হইলেন। আর লেয়া গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলেন, ও তাহার নাম রূবেণ [পুত্রকে দেখ] রাখি-লেন; কেননা তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু আমার দুঃখ দেখিয়াছেন; এখন আমার ৩৩ স্বামী আমাকে ভাল বাসিবেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু শুনিয়াছেন যে, আমি ঘৃণার পাত্রী, তাই আমাকে এই পুত্রও দিলেন; আর তাহার নাম ৩৪ শিমিয়োন [শ্রবণ] রাখিলেন। আবার তিনি গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিলেন, এ বার আমার স্বামী আমাতে আসক্ত হইবেন, কেননা আমি তাঁহার জন্য তিন পুত্র প্রসব করিয়াছি; অতএব তাহার নাম লেবি [আসক্ত] রাখা গেল। ৩৫ পরে পুনর্ব্বার তাঁহার গর্ব্ভ হইলে তিনি পুত্র প্রসব করিয়া কহিলেন, এ বার আমি সদাপ্রভুর স্তব গান করি; অতএব তিনি তাহার নাম যিহূদা [স্তব] রাখি-লেন। তৎপরে তাঁহার গর্ব্ভনিবৃত্তি হইল।

৩০ রাহেল যখন দেখিলেন, তাঁহা হইতে যাকোবের সন্তান জন্মে নাই, তখন তিনি ভগিনীর প্রতি ঈর্ষা করিলেন, ও যাকোব-কে কহিলেন, আমাকে সন্তান দেও, নতুবা ২ আমি মরিব। তাহাতে রাহেলের প্রতি যাকোবের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; তিনি কহিলেন, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি? তিনিই তোমাকে গর্ব্ভফল দিতে অস্বীকার ৩ করিয়াছেন। তখন রাহেল কহিলেন, দেখ, আমার দাসী বিল্‌হা আছে, উহার কাছে গমন কর; যেন ও পুত্র প্রসব করিয়া আমার কোলে দেয়, এবং উহার ৪ দ্বারা আমিও পুত্রবতী হই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহার সহিত আপন দাসী বিল্‌হার ৫ বিবাহ দিলেন। তখন যাকোব তাহার

কাছে গমন করিলেন, আর বিল্‌হা গর্ব্ভবতী হইয়া যাকোবের জন্য পুত্র প্রসব ৬ করিল। তখন রাহেল কহিলেন, ঈশ্বর আমার বিচার করিলেন, এবং আমার রবও শুনিয়া আমাকে পুত্র দিলেন; অতএব তিনি তাহার নাম দান [বিচার] ৭ রাখিলেন। পরে রাহেলের বিল্‌হা দাসী পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করিয়া যাকোবের জন্য ৮ দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। তখন রাহেল কহিলেন, আমি ভগিনীর সহিত ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় মল্লযুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলাম; আর তিনি তাহার নাম নপ্তালি [মল্লযুদ্ধ] ৯ রাখিলেন। পরে লেয়া আপনার গর্ব্ভনিবৃত্তি হইল বুঝিয়া আপনার দাসী সিল্পাকে লইয়া যাকোবের সহিত বিবাহ ১০ দিলেন। তাহাতে লেয়ার দাসী সিল্পা যাকোবের জন্য এক পুত্র প্রসব করিল। ১১ তখন লেয়া কহিলেন, সৌভাগ্য হইল; আর তাহার নাম গাদ [সৌভাগ্য] রাখি- ১২ লেন। পরে লেয়ার দাসী সিল্পা যাকোবের জন্য দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। ১৩ তখন লেয়া কহিলেন, আমি ধন্যা, যুবতীগণ আমাকে ধন্যা বলিবে; আর তিনি তাহার নাম আশের [ধন্য] রাখিলেন।

১৪ আর গোম কাটার সময়ে রূবেণ বাহিরে গিয়া ক্ষেত্রে দূদাফল পাইয়া আপন মাতা লেয়াকে আনিয়া দিল; তাহাতে রাহেল লেয়াকে কহিলেন, তোমার পুত্রের কতকগুলি দূদাফল আমাকে দেও না। ১৫ তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি আমার স্বামীকে হরণ করিয়াছ, এ কি ক্ষুদ্র বিষয়? আমার পুত্রের দূদাফলও কি হরণ করিবে? তখন রাহেল কহিলেন, তবে তোমার পুত্রের দূদাফলের পরিবর্ত্তে তিনি অদ্য রাত্রিতে তোমার সহিত শয়ন করিবেন। ১৬ পরে সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্র হইতে যাকোবের আগমন সময়ে লেয়া বাহিরে তাঁহার কাছে গিয়া কহিলেন, আমার কাছে আসিতে হইবে, কেননা আমি আপন পুত্রের দূদাফল দিয়া তোমাকে ভাড়া করিয়াছি, তাই সেই রাত্রিতে তিনি তাঁহার সহিত ১৭ শয়ন করিলেন। আর ঈশ্বর লেয়ার প্রার্থনা শ্রবণ করাতে তিনি গর্ব্ভবতী হইয়া যাকোবের জন্য পঞ্চম পুত্র প্রসব করি- ১৮ লেন। তখন লেয়া কহিলেন, আমি স্বামীকে আপন দাসী দিয়াছিলাম, তাহার বেতন ঈশ্বর আমাকে দিলেন; আর তিনি তাহার নাম ইষাখর [বেতন] রাখিলেন।

১৯ পরে লেয়া পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করিয়া যাকোবের জন্য ষষ্ঠ পুত্র প্রসব করিলেন। ২০ তখন লেয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমাকে উত্তম যৌতুক দিলেন, এখন আমার স্বামী আমার সহিত বাস করিবেন, কেননা আমি তাঁহার জন্য ছয় পুত্র প্রসব করিয়াছি, আর তিনি তাহার নাম সবূলূন [বাস] ২১ রাখিলেন। তৎপরে তাঁহার এক কন্যা জন্মিল, আর তিনি তাহার নাম দীণা রাখিলেন।

২২ আর ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করিলেন, ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন, তাঁহার ২৩ গর্ব্ভ মুক্ত করিলেন। তখন তাঁহার গর্ব্ভ হইলে তিনি পুত্র প্রসব করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমার অপযশ হরণ করিয়াছেন। ২৪ আর তিনি তাহার নাম যোষেফ [বৃদ্ধি] রাখিলেন, কহিলেন, সদাপ্রভু আমাকে আরও এক পুত্র দিউন।

২৫ আর রাহেলের গর্ব্ভে যোষেফ জন্মিলে পর যাকোব লাবনকে কহিলেন, আমাকে বিদায় করুন, আমি স্বস্থানে, নিজ দেশে, ২৬ প্রস্থান করি; আমি যাহাদের জন্য আপ-

নার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, আমার সেই স্ত্রীদিগকে ও সন্তানগণকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাকে যাইতে দিউন; কেননা আমি যেরূপ পরিশ্রমে আপনার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা আপনি জ্ঞাত
২৭ আছেন। তখন লাবন তাঁহাকে কহিলেন, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি [তবে থাক]; কেননা আমি অনুভবে জানিলাম, তোমার অনুরোধে সদাপ্রভু আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।
২৮ তিনি আরও কহিলেন, তোমার বেতন স্থির করিয়া আমাকে বল, আমি দিব।
২৯ তখন যাকোব তাঁহাকে কহিলেন, আমি যেরূপ আপনার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, এবং আমার নিকটে আপনার যেরূপ পশুধন
৩০ হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন। কেননা আমার আসিবার পূর্ব্বে আপনার অল্প সম্পত্তি ছিল, এখন বৃদ্ধি পাইয়া প্রচুর হইয়াছে; আমার যত্নে সদাপ্রভু আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন; কিন্তু আমি নিজ পরিবারের জন্য কবে সঞ্চয় করিব?
৩১ তাহাতে লাবন কহিলেন, আমি তোমাকে কি দিব? যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আর কিছুই না দিয়া যদি আমার জন্য এক কর্ম্ম করেন, তবে আমি আপনার পশুদিগকে পুনর্ব্বার চরাইব ও
৩২ পালন করিব। অদ্য আমি আপনার সমস্ত পশুপালের মধ্য দিয়া গমন করিব; আমি মেষদের মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ ও কৃষ্ণবর্ণ সকল, এবং ছাগদের মধ্যে চিত্রাঙ্গ ও বিন্দুচিহ্নিত সকলকে পৃথক্ করি;
৩৩ সেইগুলি আমার বেতন হইবে। ইহার পরে যখন আপনার সম্মুখে উপস্থিত বেতনের নিমিত্ত আপনি আসিবেন, তখন আমার ধার্ম্মিকতা আমার পক্ষে উত্তর দিবে; ফলতঃ ছাগদের বিন্দুচিহ্নিত কি চিত্রাঙ্গ ভিন্ন ও মেষদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন যাহা থাকিবে, তাহা আমার চৌর্য্য-
৩৪ রূপে গণ্য হইবে। তখন লাবন কহিলেন, দেখ, তোমার বাক্যানুসারেই হউক।
৩৫ পরে তিনি সেই দিন রেখাঙ্কিত ও চিত্রাঙ্গ ছাগ সকল এবং বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ, যাহাতে যাহাতে কিঞ্চিৎ শুক্লবর্ণ ছিল, এমন ছাগী সকল এবং কৃষ্ণবর্ণ মেষ সকল পৃথক্ করিয়া আপন পুত্রদের হস্তে সম-
৩৬ র্পণ করিলেন, এবং আপনার ও যাকোবের মধ্যে তিন দিনের পথ ব্যবধান রাখিলেন। আর যাকোব লাবনের অবশিষ্ট পশুপাল চরাইতে লাগিলেন।
৩৭ আর যাকোব লিব্‌নী, লূস ও আর্মোণ বৃক্ষের সরস শাখা কাটিয়া তাহার ছাল খুলিয়া কাষ্ঠের শুক্ল রেখা বাহির করি-
৩৮ লেন। পরে যে স্থানে পশুপাল জল পানার্থে আইসে, সেই স্থানে পালের সম্মুখে নিপানের মধ্যে ঐ ত্বক্‌শূন্য রেখাবিশিষ্ট শাখা সকল রাখিতে লাগিলেন; তাহাতে জল পান করিবার সময়ে তাহারা
৩৯ গর্ভ ধারণ করিত। আর সেই শাখার নিকটে তাহাদের গর্ভধারণ প্রযুক্ত রেখাঙ্কিত ও বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ বৎস
৪০ জন্মিত। পরে যাকোব সেই সকল বৎস পৃথক্ করিতেন, এবং লাবনের রেখাঙ্কিত ও কৃষ্ণবর্ণ মেষের প্রতি মেষীদের দৃষ্টি রাখিতেন; এইরূপে তিনি লাবনের পালের সহিত না রাখিয়া আপন পালকে পৃথক্
৪১ করিতেন। আর বলবান্ পশুগণ যেন শাখার নিকটে গর্ভধারণ করে, এই জন্য নিপানের মধ্যে পশুদের সম্মুখে ঐ শাখা
৪২ রাখিতেন; কিন্তু দুর্ব্বল পশুদের সম্মুখে রাখিতেন না। তাহাতে দুর্ব্বল পশুগণ

লাবনের ও বলবান্ পশুগণ যাকোবের
৪৩ হইত। আর যাকোব অতি বৰ্দ্ধিষ্ণু হইলেন, এবং তাঁহার পশু ও দাস দাসী এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভ যথেষ্ট হইল।

হারণ হইতে যাকোবের পলায়ন।

৩১ পরে তিনি লাবনের পুত্রদের এই কথা শুনিতে পাইলেন, যাকোব আমাদের পিতার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, আমাদের পিতার ধন হইতে তাহার এই সমস্ত
২ ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। আর যাকোব লাবনের মুখ দেখিলেন, আর দেখ, উহা আর তাঁহার প্রতি পূর্ব্বকার মত নয়।
৩ আর সদাপ্রভু যাকোবকে কহিলেন, তুমি আপন পৈতৃক দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে ফিরিয়া যাও, আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব।
৪ অতএব যাকোব লোক পাঠাইয়া মাঠে পশুদের নিকটে রাহেল ও লেয়াকে ডাকা-
৫ ইয়া কহিলেন, আমি তোমাদের পিতার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, উহা আর আমার প্রতি পূর্ব্বকার মত নয়, কিন্তু আমার পিতার ঈশ্বর আমার সহবর্ত্তী
৬ রহিয়াছেন। আর তোমরা আপনারা জান, আমি যথাশক্তি তোমাদের পিতার
৭ দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি। তথাপি তোমাদের পিতা আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া দশ বার আমার বেতন অন্যথা করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে আমার ক্ষতি করিতে দেন
৮ নাই। কেননা যখন তিনি কহিতেন, বিন্দুচিহ্নিত পশুগণ তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, তখন সমস্ত পাল বিন্দুচিহ্নিত শাবক প্রসব করিত; এবং যখন কহিতেন, রেখাঙ্কিত পশু সকল তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, তখন মেষাদি সকলে
৯ রেখাঙ্কিত শাবক প্রসব করিত। এইরূপে ঈশ্বর তোমাদের পিতার পশুধন
১০ লইয়া আমাকে দিয়াছেন। পশুদের গর্ব্ভধারণকালে আমি স্বপ্নে চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম, আর দেখ, পালের মধ্যে স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলেই রেখাঙ্কিত, বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্র-
১১ বিচিত্র। তখন ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে বলিলেন, হে যাকোব; আর আমি কহিলাম, দেখুন, এই আমি।
১২ তিনি বলিলেন, তোমার চক্ষু তুলিয়া দেখ, স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলেই রেখাঙ্কিত, চিত্রাঙ্গ ও চিত্রবিচিত্র; কেননা, লাবন তোমার প্রতি যাহা যাহা করে, তাহা সকলই
১৩ আমি দেখিলাম। যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভিষেক ও আমার নিকটে মানত করিয়াছ, সেই বৈথেলের ঈশ্বর আমি; এখন উঠ, এই দেশ ত্যাগ করিয়া আপন জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাও।
১৪ তখন রাহেল ও লেয়া উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পিতার বাটীতে আমাদের কি আর কিছু অংশ ও অধিকার
১৫ আছে? আমরা কি তাঁহার কাছে বিদেশিনীরূপে গণ্য নহি? তিনি ত আমাদিগকে বিক্রয় করিয়াছেন এবং আমাদের রৌপ্য আপনি ভোগ করিয়া-
১৬ ছেন। ঈশ্বর আমাদের পিতা হইতে যে সকল ধন হরণ করিয়াছেন, সে সকলই আমাদের ও আমাদের সন্তানদের। অতএব ঈশ্বর তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তুমি তাহাই কর।
১৭ তখন যাকোব উঠিয়া আপন সন্তানগণ
১৮ ও স্ত্রীদিগকে উটে চড়াইয়া আপনার উপার্জ্জিত পশ্বাদি সকল ধন, অর্থাৎ

পদ্দন-অরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া কনান দেশে আপন পিতা ইস্‌হাকের
১৯ নিকটে যাত্রা করিলেন। তৎকালে লাবন মেষলোম ছেদন করিতে গিয়াছিলেন ; তখন রাহেল আপন পিতার
২০ ঠাকুরগুলাকে হরণ করিলেন। আর যাকোব আপন পলায়নের কোন সংবাদ না দিয়া অরামীয় লাবনকে বঞ্চনা
২১ করিলেন। তিনি আপনার সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিলেন, এবং উঠিয়া [ফরাৎ] নদী পার হইয়া গিলিয়দ পর্ব্বত সম্মুখে রাখিয়া চলিলেন।

২২ পরে তৃতীয় দিনে লাবন যাকোবের
২৩ পলায়নের সংবাদ পাইলেন, এবং আপন কুটুম্বদিগকে সঙ্গে লইয়া সাত দিনের পথ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, ও গিলিয়দ পর্ব্বতে তাঁহার দেখা পাইলেন।
২৪ কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে অরামীয় লাবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সাবধান, যাকোবকে ভাল মন্দ কিছুই বলিও না।

২৫ লাবন যখন যাকোবের দেখা পাইলেন, তখন যাকোবের তাম্বু পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত ছিল; তাহাতে লাবনও কুটুম্বদের সহিত গিলিয়দ পর্ব্বতের উপরে
২৬ তাম্বু স্থাপন করিলেন। পরে লাবন যাকোবকে কহিলেন, তুমি কেন এমন কর্ম্ম করিলে ? আমাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কন্যাদিগকে কেন খড়গধৃত বন্দি-
২৭ গণের ন্যায় লইয়া আসিলে ? তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া কেন গোপনে পলাইলে ? কেন আমাকে সংবাদ দিলে না ? দিলে আমি তোমাকে আহ্লাদ ও গান এবং তবলের ও বীণার বাদ্য পুরঃসর
২৮ বিদায় করিতাম। তুমি আমার পুত্র কন্যাগণকে চুম্বন করিতেও আমাকে দিলে না ; এ অজ্ঞানের কর্ম্ম করিয়াছ।
২৯ তোমাদের হিংসা করিতে আমার হস্ত সমর্থ ; কিন্তু গত রাত্রিতে তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, সাবধান, যাকোবকে ভাল মন্দ কিছুই বলিও না।
৩০ এখন পিত্রালয়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় ম্লানবদন হওয়াতে তুমি যাত্রা করিলে বটে ; কিন্তু আমার দেবতাদিগকে কেন
৩১ চুরি করিলে ? যাকোব লাবনকে উত্তর করিলেন, আমি ভীত হইয়াছিলাম ; কারণ ভাবিয়াছিলাম, পাছে আপনি আমা হইতে আপনার কন্যাগণকে বলে কাড়িয়া
৩২ লন। আপনি যাহার কাছে আপনার দেবতাদিগকে পাইবেন, সে বাঁচিবে না। আমাদের কুটুম্বদের সাক্ষাতে অন্বেষণ করিয়া আমার কাছে আপনার যাহা আছে, তাহা লউন। বাস্তবিক যাকোব জানিতেন না যে, রাহেল সেগুলা চুরি করিয়াছেন।
৩৩ তখন লাবন যাকোবের তাম্বুতে ও লেয়ার তাম্বুতে ও দুই দাসীর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। পরে তিনি লেয়ার তাম্বু হইতে রাহেলের তাম্বুতে
৩৪ প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাহেল সেই ঠাকুরগুলাকে লইয়া উষ্ট্রের গদীর ভিতরে রাখিয়া তাহাদের উপরে বসিয়াছিলেন ; সেই জন্য লাবন তাঁহার তাম্বুর সকল স্থান হাঁতড়াইলেও তাহাদিগকে পাইলেন না।
৩৫ তখন রাহেল পিতাকে কহিলেন, কর্ত্তা, আপনার সাক্ষাতে আমি উঠিতে পারিলাম না, ইহাতে বিরক্ত হইবেন না, কেননা আমি স্ত্রীধর্ম্মিণী আছি। এইরূপে তিনি অন্বেষণ করিলেও সেই ঠাকুরগুলাকে পাইলেন না।

৩৬ তখন যাকোব ক্রুদ্ধ হইয়া লাবনের সহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন। যাকোব লাবনকে কহিলেন, আমার অধর্ম্ম কি, ও আমার পাপ কি যে, তুমি প্রজ্বলিত হইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
৩৭ দৌড়িয়া আসিয়াছ? তুমি আমার সকল সামগ্রী হাতড়াইয়া তোমার বাটীর কোন্ দ্রব্য পাইলে? আমার ও তোমার এই কুটুম্বদের সাক্ষাতে তাহা রাখ, ইঁহারা
৩৮ উভয় পক্ষের বিচার করুন। এই বিংশতি বৎসর আমি তোমার নিকটে আছি; তোমার মেষীদের কি ছাগীদের গর্ব্ভপাত হয় নাই, এবং আমি তোমার
৩৯ পালের মেষদিগকে খাই নাই; বিদীর্ণ মেষ তোমার নিকটে আনিতাম না; সে ক্ষতি আপনি স্বীকার করিতাম; দিনে কিম্বা রাত্রিতে যাহা চুরি হইত, তাহার পরিবর্ত্ত তুমি আমা হইতে লইতে।
৪০ আমার এরূপ দশা হইত, আমি দিবাতে উত্তাপের ও রাত্রিতে শীতের গ্রাসে পতিত হইতাম; নিদ্রা আমার চক্ষু
৪১ হইতে দূরে পলায়ন করিত। এই বিংশতি বৎসর আমি তোমার বাটীতে রহিয়াছি; তোমার দুই কন্যার জন্য চৌদ্দ বৎসর, ও তোমার পশুপালের জন্য ছয় বৎসর দাস্যবৃত্তি করিয়াছি; ইহার মধ্যে তুমি দশ বার আমার বেতন
৪২ অন্যথা করিয়াছ। আমার পৈতৃক ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ভয়স্থান যদি আমার পক্ষ না হইতেন, তবে অবশ্য এখন তুমি আমাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিতে। ঈশ্বর আমার দুঃখ ও হস্তের পরিশ্রম দেখিয়াছেন, এই জন্য গত রাত্রিতে তোমাকে ধম্‌কাইলেন।
৪৩ তখন লাবন উত্তর করিয়া যাকোবকে কহিলেন, এই কন্যাগণ আমারই কন্যা, এই বালকেরা আমারই বালক, এবং এই পশুপাল আমারই পশুপাল; যাহা যাহা দেখিতেছ, এ সকলই আমার। এখন আমার এই কন্যাদিগকে ও ইহাদের প্রসূত এই বালকদিগকে আমি কি
৪৪ করিব? আইস, তোমাতে ও আমাতে নিয়ম স্থির করি, তাহা তোমার ও আমার
৪৫ সাক্ষী থাকিবে। তখন যাকোব এক প্রস্তর লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিলেন।
৪৬ আর যাকোব আপন কুটুম্বদিগকে কহিলেন, আপনারাও প্রস্তর সংগ্রহ করুন। তাহাতে তাহারা প্রস্তর আনিয়া এক রাশি করিলেন, এবং সেই স্থানে ঐ
৪৭ রাশির নিকটে ভোজন করিলেন। আর লাবন তাহার নাম যিগর-সাহদূথা [সাক্ষি-রাশি] রাখিলেন, কিন্তু যাকোব তাহার নাম গল্‌-এদ [সাক্ষি-রাশি] রাখিলেন।
৪৮ তখন লাবন কহিলেন, এই রাশি অদ্য
৪৯ তোমার ও আমার সাক্ষী থাকিল। এই জন্য তাহার নাম গিলিয়দ, এবং মিস্পা [প্রহরি স্থান] রাখা গেল, কেননা তিনি কহিলেন, আমরা পরস্পর অদৃশ্য হইলে সদাপ্রভু আমার ও তোমার প্রহরী
৫০ থাকিবেন। তুমি যদি আমার কন্যাদিগকে দুঃখ দেও, আর যদি আমার কন্যা ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ কর, তবে কোন মনুষ্য আমাদের নিকটে থাকিবে না বটে, কিন্তু দেখ, ঈশ্বর আমার
৫১ ও তোমার সাক্ষী হইবেন। লাবন যাকোবকে আরও কহিলেন, এই রাশি দেখ, এবং এই স্তম্ভ দেখ, আমার ও তোমার মধ্যে আমি ইহা স্থাপন করিলাম।
৫২ হিংসাভাবে আমিও এই রাশি পার হইয়া তোমার নিকটে যাইব না, এবং

তুমিও এই রাশি ও এই স্তম্ভ পার হইয়া আমার নিকটে আসিবে না, ইহার সাক্ষী এই রাশি ও ইহার সাক্ষী এই ৫৩ স্তম্ভ ; অব্রাহামের ঈশ্বর, নাহোরের ঈশ্বর ও তাঁহাদের পিতার ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিচার করিবেন। তখন যাকোব আপন পিতা ইস্‌হাকের ভয়স্থানের দিব্য ৫৪ করিলেন। পরে যাকোব সেই পর্ব্বতে বলিদান করিয়া আহার করিতে আপন কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহাতে তাঁহারা ভোজন করিয়া পর্ব্বতে রাত্রি ৫৫ যাপন করিলেন। পরে লাবন প্রত্যূষে উঠিয়া আপন পুত্র কন্যাগণকে চুম্বনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর লাবন স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

যাকোবের প্রার্থনা ও এষৌর সহিত পুনর্ম্মিলন।

৩২ আর যাকোব আপন পথে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরের দূতগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ২ করিলেন। তখন যাকোব তাঁহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, এ ঈশ্বরের সেনাদল, অতএব সেই স্থানের নাম মহনয়িম [দুই ৩ সেনাদল] রাখিলেন। তাহার পর যাকোব আপনার অগ্রে সেয়ীর দেশের ইদোম অঞ্চলে তাঁহার ভ্রাতা এষৌর নিকটে ৪ দূতগণকে পাঠাইলেন। তিনি তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা আমার প্রভু এষৌকে বলিবে, আপনার দাস যাকোব আপনাকে জানাইলেন, আমি লাবনের কাছে প্রবাস করিতেছিলাম, এ ৫ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছি। আমার গোরু, গর্দ্দভ, মেষপাল ও দাস দাসী আছে, আর আমি প্রভুর অনুগ্রহদৃষ্টি পাইবার জন্য আপনাকে সংবাদ পাঠাইলাম।

৬ পরে দূতগণ যাকোবের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমরা আপনার ভ্রাতা এষৌর কাছে গিয়াছিলাম ; আর তিনি চারি শত লোক সঙ্গে লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে- ৭ ছেন। তখন যাকোব অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, আর যে সকল লোক তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহাদিগকে ও গোমেষাদির সমস্ত পাল ও উষ্ট্রগণকে বিভক্ত করিয়া দুই দল করিলেন, ৮ কহিলেন, এষৌ আসিয়া যদ্যপি এক দলকে প্রহার করেন, তথাপি অন্য দল ৯ অবশিষ্ট থাকিয়া রক্ষা পাইবে। তখন যাকোব কহিলেন, হে আমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও আমার পিতা ইস্‌হাকের ঈশ্বর, তুমি সদাপ্রভু আপনি আমাকে বলিয়াছিলে, তোমার দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে ফিরিয়া যাও, তাহাতে ১০ আমি তোমার মঙ্গল করিব। তুমি এই দাসের প্রতি যে সমস্ত দয়া ও যে সমস্ত সত্যাচরণ করিয়াছ, আমি তাহার কিছুরই যোগ্য নই ; কেননা আমি নিজ যষ্টিখানি লইয়া এই যর্দ্দন পার হইয়াছিলাম, ১১ এখন দুই দল হইয়াছি। বিনয় করি, আমার ভ্রাতার হস্ত হইতে, এষৌর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর, কেননা আমি তাহাকে ভয় করি, পাছে সে আসিয়া আমাকে, ছেলেদের সহিত মাতাকে বধ ১২ করে। তুমিই ত বলিয়াছ, আমি অবশ্য তোমার মঙ্গল করিব, এবং সমুদ্রতীরস্থ যে বালি বাহুল্য প্রযুক্ত গণনা করা যায় না, তাহার ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব।

১৩ পরে যাকোব সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন ; ও তাঁহার নিকটে যাহা ছিল, তাহার কতক লইয়া তাঁহার ভ্রাতা এষৌর

জন্য এই উপঢৌকন প্রস্তুত করিলেন ;
১৪ দুই শত ছাগী ও বিংশতি ছাগ, দুই শত
১৫ মেষী ও বিংশতি মেষ, সবৎসা দুগ্ধবতী ত্রিশ উষ্ট্রী, চল্লিশ গাভী ও দশ বৃষ, এবং বিংশতি গর্দ্দভী ও দশ গর্দ্দভশাবক।
১৬ পরে তিনি আপনার এক এক দাসের হস্তে এক এক পাল সমর্পণ করিয়া দাসদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা আমার অগ্রে পার হইয়া যাও, এবং মধ্যে মধ্যে স্থান রাখিয়া প্রত্যেক পাল পৃথক্
১৭ কর। পরে তিনি অগ্রবর্ত্তী দাসকে এই আজ্ঞা দিলেন, আমার ভ্রাতা এষৌর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কাহার দাস? কোথায় যাইতেছ? আর তোমার অগ্রস্থিত এই
১৮ সমস্ত কাহার? তখন তুমি উত্তর করিবে, এই সকল আপনার দাস যাকোবের; তিনি উপঢৌকনরূপে এই সকল আমার প্রভু এষৌর জন্য প্রেরণ করিলেন; আর দেখুন, তিনিও আমাদের পশ্চাৎ
১৯ আসিতেছেন। পরে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি পালের পশ্চাদ্‌গামী দাস সকলকেও আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এষৌর সহিত দেখা হইলে তোমরা এই এই
২০ প্রকার কথা বলিও। আরও বলিও, দেখুন, আপনার দাস যাকোবও আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছেন। কেননা তিনি বলিলেন, আমি অগ্রে উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিব, পশ্চাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাতে তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেও করিতে
২১ পারেন। অতএব তাঁহার অগ্রে উপঢৌকন দ্রব্য পার হইয়া গেল, কিন্তু আপনি সেই রাত্রিতে দলের মধ্যে থাকিলেন।

পরে তিনি রাত্রিতে উঠিয়া আপনার দুই স্ত্রী, দুই দাসী ও একাদশ পুত্ত্রকে লইয়া তরণস্থানে যব্বোক নদী পার হই-
২৩ লেন। তিনি তাঁহাদিগকে নদী পার করাইয়া আপনার সমস্ত দ্রব্য পারে পাঠাইয়া
২৪ দিলেন। আর যাকোব তথায় একাকী রহিলেন, এবং এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত
২৫ তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি যাকোবের শ্রোণিফলকে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের উরুফলক স্থান-
২৬ চ্যুত হইল। পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব
২৭ না। পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব।
২৮ তিনি কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল [ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী] নামে আখ্যাত হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।
২৯ তখন যাকোব জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনার নাম কি? বলুন। তিনি বলিলেন, কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন যাকোব সেই স্থানের নাম পনূয়েল [ঈশ্বরের মুখ] রাখিলেন; কেননা তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।
৩১ পরে তিনি পনূয়েল পার হইলে সূর্য্যোদয় হইল। আর তিনি উরুতে খোঁড়াইতে
৩২ লাগিলেন। এই কারণ ইস্রায়েল-

সন্তানেরা অদ্যাপি শ্রোণিফলকের উপরিস্থ উরুসন্ধির শিরা ভোজন করে না, কেননা তিনি যাকোবের শ্রোণিফলক অর্থাৎ উরুসন্ধির শিরা স্পর্শ করিয়াছিলেন।

৩৩ পরে যাকোব চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, এষৌ আসিতেছেন, ও তাঁহার সহিত চারি শত লোক। তখন তিনি বালকদিগকে বিভাগ করিয়া লেয়াকে, রাহেলকে ও দুই দাসীকে সমর্পণ করি-
২ লেন; সকলের অগ্রে দুই দাসী ও তাহাদের সন্তানদিগকে, তৎপশ্চাৎ লেয়া ও তাঁহার সন্তানদিগকে, সকলের পশ্চাৎ
৩ রাহেল ও যোষেফকে রাখিলেন। পরে আপনি সকলের অগ্রে গিয়া সাত বার ভূমিতে প্রণিপাত করিতে করিতে আপন
৪ ভ্রাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন এষৌ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন, এবং উভয়েই রোদন
৫ করিলেন। পরে এষৌ চক্ষু তুলিয়া নারীগণকে ও বালকগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা তোমার কে? তিনি কহিলেন, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আপনার দাসকে এই সকল সন্তান দিয়াছেন।
৬ তখন দাসীরা ও তাহাদের সন্তানগণ
৭ নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করিল; পরে লেয়া ও তাঁহার সন্তানগণ নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করিলেন; শেষে যোষেফ ও রাহেল নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করি-
৮ লেন। পরে এষৌ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে সকল সমারোহের সহিত মিলিলাম, সে সমস্ত কিসের নিমিত্ত? তিনি কহিলেন, প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইবার
৯ জন্য। তখন এষৌ কহিলেন, আমার যথেষ্ট আছে, ভাই, তোমার যাহা তাহা
১০ তোমার থাকুক। যাকোব কহিলেন, তাহা নয়, বিনয় করি, আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আমার হস্ত হইতে উপঢৌকন গ্রহণ করুন; কেননা আমি ঈশ্বরের মুখ দর্শনের ন্যায় আপনার মুখ দর্শন করিলাম, আপনিও
১১ আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। বিনয় করি, আপনার কাছে যে উপঢৌকন আনা হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করুন; কেননা ঈশ্বর আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং আমার সকলই আছে। এইরূপ সাধ্যসাধনা করিলে এষৌ তাহা গ্রহণ করিলেন।
১২ পরে এষৌ কহিলেন, আইস, আমরা যাই;
১৩ আমি তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার প্রভু জানেন, এই বালকগণ কোমল, এবং দুগ্ধবতী মেষী ও গাভী সকল আমার সঙ্গে আছে; এক দিন মাত্র বেগে চালাইলে সকল পালই
১৪ মরিবে। নিবেদন করি, হে আমার প্রভু, আপনি আপন দাসের অগ্রে গমন করুন; আর আমি যাবৎ সেয়ীরে আমার প্রভুর নিকটে উপস্থিত না হই, তাবৎ আমার অগ্রবর্ত্তী পশুগণের চলিবার শক্তি অনুসারে এবং এই বালকগণের চলিবার শক্তি অনু-
১৫ সারে ধীরে ধীরে চালাই। এষৌ কহিলেন, তবে আমার সঙ্গী কতক লোক তোমার নিকটে রাখিয়া যাই। তিনি কহিলেন, তাহাতেই বা প্রয়োজন কি? আমার প্রভুর দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাইলেই হইল।
১৬ আর এষৌ সেই দিন সেয়ীরের পথে
১৭ ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু যাকোব সুক্কোতে গমন করিয়া আপনার জন্য গৃহ ও পশুদের জন্য কয়েকটী কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন, এই জন্য সেই স্থান সুক্কোৎ [কুটীর সকল] নামে আখ্যাত আছে।

যাকোবের শিখিমে বাস।

১৮ পরে যাকোব পদ্দন্-অরাম হইতে আসিয়া, কুশলে কনান দেশস্থ শিখিমের নগরে উপস্থিত হইয়া, নগরের বাহিরে
১৯ তাম্বু স্থাপন করিলেন। পরে শিখিমের পিতা যে হমোর, তাহার সন্তানদিগকে রৌপ্যের এক শত কসীতা [মুদ্রা] দিয়া তিনি আপন তাম্বু স্থাপনের ভূমিখণ্ড ক্রয়
২০ করিলেন; এবং তথায় এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম এল্-ইলোহে-ইস্রায়েল [ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর] রাখিলেন।

৩৪ আর লেয়ার কন্যা দীণা, যাহাকে তিনি যাকোবের জন্য প্রসব করিয়াছিলেন, সেই দেশের কন্যাদের সঙ্গে দেখা করিতে
২ বাহিরে গেল। আর হিব্বীয় হমোর নামক দেশাধিপতির পুত্র শিখিম তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং তাহাকে হরণ করিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল, তাহাকে
৩ ভ্রষ্ট করিল। আর যাকোবের কন্যা দীণার প্রতি তাহার প্রাণ অনুরক্ত হওয়াতে সে সেই যুবতীকে প্রেম করিল
৪ ও তাহাকে মিষ্ট কথা বলিল। পরে শিখিম আপন পিতা হমোরকে কহিল, তুমি আমার সহিত বিবাহ দিবার জন্য
৫ এই কন্যাকে গ্রহণ কর। আর যাকোব শুনিলেন, সে তাঁহার কন্যা দীণাকে ভ্রষ্ট করিয়াছে; ঐ সময়ে তাঁহার পুত্রগণ মাঠে পশুপালের সঙ্গে ছিল; আর যাকোব তাহাদের আগমন পর্য্যন্ত মৌনী
৬ থাকিলেন। পরে শিখিমের পিতা হমোর যাকোবের সহিত কথোপকথন করিতে
৭ গেল। যাকোবের পুত্রগণও ঐ সংবাদ পাইয়া মাঠ হইতে আসিয়াছিল; তাহারা ক্ষুব্ধ ও অতি ক্রোধান্বিত হইয়াছিল, কেননা যাকোবের কন্যার সহিত শয়ন করাতে শিখিম ইস্রায়েলের মধ্যে মূঢ়তার
৮ ক্রিয়া ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিল। তখন হমোর তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল, তোমাদের সেই কন্যার প্রতি আমার পুত্র শিখিমের প্রাণ আসক্ত হইয়াছে; নিবেদন করি, আমার পুত্রের
৯ সহিত তাহার বিবাহ দেও। এবং আমাদের সহিত কুটুম্বতা কর; তোমাদের কন্যাগণ আমাদিগকে দান কর, এবং আমাদের কন্যাদিগকে তোমরা গ্রহণ কর।
১০ আর আমাদের সহিত বাস কর; এই দেশ তোমাদের সম্মুখে রহিল, তোমরা এখানে বসতি ও বাণিজ্য কর, এখানে অধিকার
১১ গ্রহণ কর। আর শিখিম দীণার পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহদৃষ্টি হউক; তাহা
১২ হইলে যাহা বলিবে, তাহাই দিব। যৌতুক ও দান যত অধিক চাহিবে, তোমাদের কথানুসারে তাহাই দিব; কোন মতে আমার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেও।
১৩ কিন্তু সে তাহাদের ভগিনী দীণাকে ভ্রষ্ট করিয়াছিল বলিয়া যাকোবের পুত্রগণ ছলপূর্ব্বক আলাপ করিয়া শিখিমকে ও তাহার পিতা হমোরকে উত্তর দিল;
১৪ তাহারা তাহাদিগকে কহিল, অচ্ছিন্নত্বক লোককে যে আমাদের ভগিনী দিই, এমন কর্ম্ম আমরা করিতে পারি না; করিলে
১৫ আমাদের দুর্নাম হইবে। কেবল এই কর্ম্মটী করিলে আমরা তোমাদের কথায় সম্মত হইব; আমাদের ন্যায় তোমরা
১৬ প্রত্যেক পুরুষ যদি ছিন্নত্বক হও, তবে আমরা তোমাদিগকে আপনাদের কন্যাগণ দিব, এবং তোমাদের কন্যাগণকে

গ্রহণ করিব, ও তোমাদের সহিত বাস
১৭ করিয়া এক জাতি হইব। কিন্তু যদি ত্বক্‌ছেদের বিষয়ে আমাদের কথা না শুন, তবে আমরা আপনাদের ঐ কন্যাকে লইয়া
১৮ চলিয়া যাইব। তখন তাহাদের এই কথায় হমোর ও তাহার পুত্র শিখিম
১৯ সন্তুষ্ট হইল। আর সেই যুবা অবিলম্বে সেই কর্ম্ম করিল, কেননা সে যাকোবের কন্যাতে প্রীত হইয়াছিল; আর সে আপন পিতৃকুলে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ছিল।

২০ পরে হমোর ও তাহার পুত্র শিখিম আপন নগরের দ্বারে আসিয়া নগরনিবাসী- দের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল,
২১ সেই লোকেরা আমাদের সহিত নির্ব্বি রোধে রহিয়াছে; অতএব তাহারা এই দেশে বাস ও বাণিজ্য করুক; কেননা দেখ, তাহাদের সম্মুখে দেশটী সুপ্রশস্ত; আইস, আমরা তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করি, ও আমাদের কন্যাগণ তাহা-
২২ দিগকে দিই। কিন্তু তাহাদের এই এক পণ আছে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ যদি তাহাদের মত ছিন্নত্বক হয়, তবে তাহারা আমাদের সহিত বাস করিয়া এক
২৩ জাতি হইতে সম্মত আছে। আর তাহা- দের ধন, সম্পত্তি ও পশু সকল কি আমা- দের হইবে না? আমরা তাহাদের কথায় সম্মত হইলেই তাহারা আমাদের সহিত
২৪ বাস করিবে। তখন হমোরের ও তাহার পুত্র শিখিমের কথায় তাহার নগরের দ্বার দিয়া যে সকল লোক বাহিরে যাইত, তাহারা সম্মত হইল, আর তাহার নগরদ্বার দিয়া যে সকল পুরুষ বাহিরে যাইত,
২৫ তাহাদের ত্বক্‌ছেদ করা হইল। পরে তৃতীয় দিবসে তাহারা পীড়িত হইলে দীণার সহোদর শিমিয়োন ও লেবি, যাকোবের এই দুই পুত্র আপন আপন খড়্গ গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে নগর আক্রমণ
২৬ করতঃ সকল পুরুষকে বধ করিল। এবং হমোর ও তাহার পুত্র শিখিমকে খড়্গা- ঘাতে বধ করিয়া শিখিমের বাটী হইতে
২৭ দীণাকে লইয়া চলিয়া আসিল। উহারা তাহাদের ভগিনীকে ভ্রষ্ট করিয়াছিল, এই জন্য যাকোবের পুত্রগণ হত লোকদের
২৮ নিকটে গিয়া নগর লুট করিল। তাহারা উহাদের মেষ, গোরু ও গর্দ্দভ সকল এবং নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ যাবতীয় দ্রব্য
২৯ হরণ করিল; আর উহাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করিয়া উহাদের সমস্ত ধন
৩০ ও গৃহের সর্ব্বস্ব লুট করিল। তখন যাকোব শিমিয়োন ও লেবিকে কহিলেন, তোমরা এই দেশনিবাসী কনানীয় ও পরিষীয়দের নিকটে আমাকে দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া ব্যাকুল করিলে; আমার লোক অল্প, তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া আমাকে আঘাত করিবে; আর
৩১ আমি সপরিবারে বিনষ্ট হইব। তাহারা উত্তর করিল, যেমন বেশ্যার সহিত, তেমনি আমাদের ভগিনীর সহিত ব্যবহার করা কি তাহার উচিত ছিল?

যাকোবের বৈথেলে গমন। রাহেলের মৃত্যু।

৩৫ পরে ঈশ্বর যাকোবকে কহিলেন, তুমি উঠ, বৈথেলে গিয়া সে স্থানে বাস কর; এবং তোমার ভ্রাতা এষৌর সম্মুখ হইতে তোমার পলায়নকালে যে ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ
২ কর। তখন যাকোব আপন পরিজন ও সঙ্গী লোক সকলকে কহিলেন,

তোমাদের কাছে যে সকল ইতর দেবতা আছে, তাহাদিগকে দূর কর, এবং শুচি ৩ হও, ও অন্য বস্ত্র পর। আর আইস, আমরা উঠিয়া বৈথেলে যাই ; যে ঈশ্বর আমার সঙ্কটের দিনে আমাকে প্রার্থনার উত্তর দিয়াছিলেন, এবং আমার গমনপথে সহবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে আমি সেই স্থানে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিব। ৪ তাহাতে তাহারা আপনাদের হস্তগত ইতর দেবতা ও কর্ণকুণ্ডল সকল যাকোবকে দিল, এবং তিনি ঐ সকল শিখিমের নিকটবর্ত্তী এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া ৫ রাখিলেন। পরে তাঁহারা তথা হইতে যাত্রা করিলেন। তখন চারি দিকের নগরসমূহে ঈশ্বর হইতে ত্রাস উপস্থিত হইল, তাই তথাকার লোকেরা যাকোবের পুত্রদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল না।

৬ পরে যাকোব ও তাঁহার সঙ্গীরা সকলে কনান দেশস্থ লূসে অর্থাৎ বৈথেলে ৭ উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানের নাম এল্-বৈথেল [বৈথেলের ঈশ্বর] রাখিলেন ; কারণ ভ্রাতার সম্মুখ হইতে তাঁহার পলায়নকালে ঈশ্বর সেই স্থানে ৮ তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। আর রিবিকার দবোরা নাম্নী ধাত্রীর মৃত্যু হইল, এবং বৈথেলের অধঃস্থিত অলোন বৃক্ষের তলে তাহার কবর হইল, এবং সেই স্থানের নাম অলোন্-বাখুৎ [রোদন-বৃক্ষ] হইল।

৯ পদ্দন্-অরাম হইতে যাকোব ফিরিয়া আসিলে ঈশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার দর্শন ১০ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ফলতঃ ঈশ্বর তাঁহাকে কহিলেন, তোমার নাম যাকোব ; লোকে তোমাকে আর যাকোব বলিবে না, তোমার নাম ইস্রায়েল হইবে ; আর তিনি তাঁহার নাম ইস্রা- ১১ য়েল রাখিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে আরও কহিলেন, আমিই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি প্রজাবান্ ও বহুবংশ হও ; তোমা হইতে এক জাতি, এমন কি, জাতিসমাজ উৎপন্ন হইবে, আর তোমার কটি হইতে ১২ রাজগণ উৎপন্ন হইবে। আর আমি অব্রাহামকে ও ইস্‌হাককে যে দেশ দান করিয়াছি, সেই দেশ তোমাকে ও ১৩ তোমার ভাবী বংশকে দিব। সেই স্থানে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া ঈশ্বর তাঁহার নিকট হইতে ঊর্দ্ধগমন করিলেন। ১৪ আর যাকোব সেই কথোপকথন স্থানে এক স্তম্ভ, প্রস্তরের স্তম্ভ, স্থাপন করিয়া তাহার উপরে পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন ও তৈল ঢালিয়া দিলেন। ১৫ এবং যে স্থানে ঈশ্বর তাঁহার সহিত কথা কহিলেন, যাকোব সেই স্থানের নাম বৈথেল রাখিলেন।

১৬ পরে তাঁহারা বৈথেল হইতে প্রস্থান করিলেন, আর ইফ্রাথে উপস্থিত হইবার অল্প পথ অবশিষ্ট থাকিতে রাহেলের প্রসব-বেদনা হইল ; এবং তাঁহার প্রসব ১৭ করিতে বড় কষ্ট হইল। আর প্রসব-ব্যথা কঠিন হইলে ধাত্রী তাঁহাকে কহিল, ভয় করিও না, কারণ এ বারও তোমার ১৮ পুত্রসন্তান হইবে। পরে তাঁহার মৃত্যু হইল, আর প্রাণবিয়োগ সময়ে তিনি পুত্রের নাম বিনোনী [আমার কষ্টের পুত্র] রাখিলেন, কিন্তু তাহার পিতা তাহার নাম বিন্যামীন [দক্ষিণ হস্তের ১৯ পুত্র] রাখিলেন। এইরূপে রাহেলের মৃত্যু হইল, এবং ইফ্রাথ্ অর্থাৎ বৈৎলেহমের পথের পার্শ্বে তাঁহার কবর হইল। ২০ পরে যাকোব তাঁহার কবরের উপরে এক

স্তম্ভ স্থাপন করিলেন, রাহেলের সেই কবর-স্তম্ভ অদ্যাপি আছে।

২১ পরে ইস্রায়েল তথা হইতে যাত্রা করিলেন, এবং মিগ্‌দল-এদরের ওপার্শ্বে
২২ তাম্বু স্থাপন করিলেন। সেই দেশে ইস্রায়েলের অবস্থিতি কালে রূবেণ গিয়া আপন পিতার বিল্‌হা নাম্নী উপপত্নীর সহিত শয়ন করিল, এবং ইস্রায়েল তাহা শুনিতে পাইলেন।

২৩ যাকোবের দ্বাদশ পুত্র। লেয়ার সন্তান ; যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণ, এবং শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর
২৪ ও সবূলূন। রাহেলের সন্তান ; যোষেফ
২৫ ও বিন্যামীন। রাহেলের দাসী বিল্‌হার
২৬ সন্তান ; দান ও নপ্তালি। লেয়ার দাসী সিল্পার সন্তান ; গাদ ও আশের। ইহারা যাকোবের পুত্র, পদ্দন্-অরামে জন্মে।

ইস্‌হাকের মৃত্যু। এষৌর বংশাবলি।

২৭ পরে কিরিয়থর্ব্বের অর্থাৎ হিব্রোণের নিকটবর্ত্তী মম্রি নামক যে স্থানে অব্রাহাম ও ইস্‌হাক প্রবাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাকোব আপন পিতা ইস্‌হাকের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

২৮ ইস্‌হাকের বয়স এক শত আশী বৎসর
২৯ হইয়াছিল। পরে ইস্‌হাক বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলেন ; এবং তাঁহার পুত্র এষৌ ও যাকোব তাঁহার কবর দিলেন।

৩৬ এষৌর অর্থাৎ ইদোমের বংশ-বৃত্তান্ত
২ এই। এষৌ কনানীয়দের দুই কন্যাকে, অর্থাৎ হিত্তীয় এলোনের কন্যা আদাকে, ও হিব্বীয় সিবিয়োনের পৌত্রী অনার
৩ কন্যা অহলীবামাকে, তদ্ভিন্ন নবায়োতের ভগিনীকে, অর্থাৎ ইশ্মায়েলের বাসমৎ
৪ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। আর এষৌর জন্য আদা ইলীফসকে, ও বাসমৎ
৫ রূয়েলকে প্রসব করে। এবং অহলীবামা যিয়ূশ, যালম ও কোরহকে প্রসব করে ; ইহারা এষৌর পুত্র, কনান দেশে জন্মে।

৬ পরে এষৌ আপন স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ ও গৃহস্থিত অন্য সকল প্রাণীকে, এবং আপন পশ্বাদি সমস্ত ধন ও কনান দেশে উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি লইয়া যাকোব ভ্রাতার সম্মুখ হইতে আর এক দেশে
৭ প্রস্থান করিলেন। কেননা তাঁহাদের প্রচুর সম্পত্তি থাকাতে একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না, এবং পশুধন প্রযুক্ত তাঁহাদের সেই প্রবাস-দেশে স্থান কুলাইল
৮ না। এইরূপে এষৌ সেয়ীর পর্ব্বতে বাস করিলেন ; তিনিই ইদোম।

৯ সেয়ীর পর্ব্বতস্থ ইদোমীয়দের পূর্ব্ব-
১০ পুরুষ এষৌর বংশ-বৃত্তান্ত এই। এষৌর সন্তানদের নাম এই এই। এষৌর স্ত্রী আদার পুত্র ইলীফস, ও এষৌর স্ত্রী
১১ বাসমতের পুত্র রূয়েল। আর ইলীফসের পুত্র তৈমন, ওমার, সফো, গয়িতম ও
১২ কনস। আর এষৌর পুত্র ইলীফসের তিম্না নাম্নী এক উপপত্নী ছিল, সে ইলীফসের জন্য অমালেককে প্রসব করিল।
১৩ ইহারা এষৌর স্ত্রী আদার সন্তান। আর রূয়েলের পুত্র নহৎ, সেরহ, শম্ম ও মিসা ; ইহারা এষৌর স্ত্রী বাসমতের
১৪ সন্তান। আর সিবিয়োনের পৌত্রী অনার কন্যা যে অহলীবামা এষৌর স্ত্রী ছিল, তাহার সন্তান যিয়ূশ, যালম ও কোরহ।

১৫ এষৌর সন্তানদের দলপতিগণ এই। এষৌর জ্যেষ্ঠ পুত্র যে ইলীফস, তাহার

পুত্র দলপতি তৈমন, দলপতি ওমার,
১৬ দলপতি সফো, দলপতি কনস, দলপতি কোরহ, দলপতি গয়িতম ও দলপতি অমালেক ; ইদোম দেশের ইলীফস বংশীয় এই দলপতিগণ আদার সন্তান।
১৭ এষৌর পুত্র রূয়েলের সন্তান দলপতি নহৎ, দলপতি সেরহ, দলপতি শম্ম ও দলপতি মিসা ; ইদোম দেশের রূয়েল বংশীয় এই দলপতিগণ এষৌর স্ত্রী বাস-
১৮ মতের সন্তান। আর এষৌর স্ত্রী অহলীবামার সন্তান দলপতি যিয়ূশ, দলপতি যালম ও দলপতি কোরহ ; অনার কন্যা যে অহলীবামা এষৌর স্ত্রী ছিল, এই
১৯ দলপতিরা তাহার সন্তান। ইহারা এষৌর অর্থাৎ ইদোমের সন্তান, ও ইহারা তাহাদের দলপতি।

২০ তদ্দেশনিবাসী হোরীয় সেয়ীরের সন্তান
২১ লোটন, শোবল, শিবিয়োন, অনা, দিশোন, এৎসর ও দীশন ; সেয়ীরের এই পুত্রগণ ইদোম দেশের হোরীয়
২২ বংশোদ্ভব দলপতি ছিলেন। লোটনের পুত্র হোরি ও হেমম, এবং তিম্না লোটনের
২৩ ভগিনী ছিল। আর শোবলের পুত্র অল্‌বন, মানহৎ, এবল, শফো ও ওনম।
২৪ আর সিবিয়োনের পুত্র অয়া ও অনা ; এই অনা আপন পিতা সিবিয়োনের গর্দ্দভ চরাইবার সময়ে প্রান্তরে উষ্ণজলের উনুই আবিষ্কার করিয়াছিল।
২৫ অনার পুত্র দিশোন ও অনার কন্যা
২৬ অহলীবামা। আর দিশোনের পুত্র
২৭ হিম্‌দন, ইশ্‌বন, যিত্রণ ও করাণ। আর এৎসরের পুত্র বিল্‌হন, সাবন ও আকন।
২৮ আর দীশনের পুত্র উষ ও অরাণ।
২৯ হোরীয় বংশোদ্ভব দলপতিগণ এই ; দলপতি লোটন দলপতি শোবল, দলপতি
৩০ সিবিয়োন, দলপতি অনা, দলপতি দিশোন, দলপতি এৎসর ও দলপতি দীশন। ইহাঁরা সেয়ীর দেশের হোরীয় বংশোদ্ভব দলপতি।

৩১ ইস্রায়েল-সন্তানদের উপরে কোন রাজা রাজত্ব করিবার পূর্ব্বে ইহাঁরা ইদোম
৩২ দেশের রাজা ছিলেন। বিয়োরের পুত্র বেলা ইদোম দেশে রাজত্ব করেন, তাঁহার
৩৩ রাজধানীর নাম দিন্‌হাবা। আর বেলা মরিলে পর তাঁহার পদে বস্রা-নিবাসী সেরহের পুত্র যোবব রাজত্ব করেন।
৩৪ আর যোবব মরিলে পর তৈমন দেশীয়
৩৫ হূশম তাঁহার পদে রাজত্ব করেন। আর হূশম মরিলে পর বদদের পুত্র যে হদদ মোয়াব-ক্ষেত্রে মিদিয়নকে আঘাত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পদে রাজত্ব করেন ;
৩৬ তাঁহার রাজধানীর নাম অবীৎ। আর হদদ মরিলে পর মস্রেকা-নিবাসী সম্ল
৩৭ তাঁহার পদে রাজত্ব করেন। আর সম্ল মরিলে পর [ফরাৎ] নদীর নিকটবর্ত্তী রহোবোৎ-নিবাসী শৌল তাঁহার পদে
৩৮ রাজত্ব করেন। আর শৌল মরিলে পর অক্‌বোরের পুত্র বাল্‌হানন তাঁহার পদে
৩৯ রাজত্ব করেন। আর অক্‌বোরের পুত্র বাল্‌হানন মরিলে পর হদর তাঁহার পদে রাজত্ব করেন ; তাঁহার রাজধানীর নাম পায়ূ, ও ভার্য্যার নাম মহেটবেল, সে মট্রেদের কন্যা ও মেষাহবের দৌহিত্রী।

৪০ গোষ্ঠী, স্থান ও নাম ভেদে এষৌ হইতে উৎপন্ন যে সকল দলপতি ছিলেন,
৪১ তাঁহাদের নাম এই এই ; দলপতি তিম্ন, দলপতি অল্‌বা, দলপতি যিথেৎ, দলপতি
৪২ অহলীবামা, দলপতি এলা, দলপতি
৪৩ পীনোন, দলপতি কনস, দলপতি তৈমন, দলপতি মিব্‌সর, দলপতি মগদীয়েল ও

দলপতি ঈরম। ইহাঁরা আপন আপন অধিকার দেশে, আপন আপন বসতিস্থান ভেদে ইদোমের দলপতি ছিলেন। ইদোমীয়দের আদিপুরুষ এষৌর বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

যোষেফের বিবরণ।

৩৭ তৎকালে যাকোব আপন পিতার প্রবাস-দেশে, কনান দেশে বাস করিতেছিলেন।

২ যাকোবের বংশ-বৃত্তান্ত এই। যোষেফ সতের বৎসর বয়সে আপন ভ্রাতৃগণের সহিত পশুপাল চরাইত; সে বাল্যকালে আপন পিতৃভার্য্যা বিল্‌হার ও সিল্পার পুত্ত্রগণের সহচর ছিল, এবং যোষেফ তাহাদের কুব্যবহারের বার্ত্তা পিতার ৩ নিকটে আনিত। যোষেফ ইস্রায়েলের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান, এই জন্য ইস্রায়েল সকল পুত্ত্র অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল বাসিতেন, এবং তাহাকে একখানি চোগা ৪ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পিতা তাহার সকল ভ্রাতা অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল বাসেন, ইহা দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে দ্বেষ করিত, তাহার সঙ্গে প্রণয়ভাবে কথা কহিতে পারিত না।

৫ আর যোষেফ স্বপ্ন দেখিয়া আপন ভ্রাতাদিগকে তাহা কহিল; ইহাতে তাহারা তাহাকে আরও অধিক দ্বেষ ৬ করিল। সে তাহাদিগকে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, নিবেদন করি, তাহা ৭ শুন। দেখ, আমরা ক্ষেত্রে আটি বাঁধিতেছিলাম, আর দেখ, আমার আটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং দেখ, তোমাদের আটি সকল আমার আটিকে চারিদিকে ঘেরিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করিল। ৮ ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে কহিল, তুই কি বাস্তবিক আমাদের রাজা হইবি? আমাদের উপরে বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব করিবি? ফলে তাহারা তাহার স্বপ্ন ও তাহার বাক্য প্রযুক্ত তাহাকে আরও দ্বেষ করিল।

৯ পরে সে আরও এক স্বপ্ন দেখিয়া ভ্রাতৃগণকে তাহার বৃত্তান্ত কহিল। সে বলিল, দেখ, আমি আর এক স্বপ্ন দেখিলাম; দেখ, সূর্য্য, চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্র ১০ আমাকে প্রণিপাত করিল। সে আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণকে ইহার বৃত্তান্ত কহিল, তাহাতে তাহার পিতা তাহাকে ধমকাইয়া কহিলেন, তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখিলে? আমি, তোমার মাতা ও তোমার ভ্রাতৃগণ, আমরা কি বাস্তবিক তোমার কাছে ভূমিতে ১১ প্রণিপাত করিতে আসিব? আর তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি ঈর্ষা করিল, কিন্তু তাহার পিতা সেই কথা মনে রাখিলেন।

১২ একদা তাহার ভ্রাতৃগণ পিতার পশু- ১৩ পাল চরাইতে শিখিমে গিয়াছিল। তখন ইস্রায়েল যোষেফকে কহিলেন, তোমার ভ্রাতৃগণ কি শিখিমে পশুপাল চরাইতেছে না? আইস, আমি তাহাদের কাছে ১৪ তোমাকে পাঠাই। সে কহিল, দেখুন, এই আমি। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, তুমি গিয়া তোমার ভ্রাতৃগণের কুশল ও পশুপালের কুশল জানিয়া আমাকে সংবাদ আনিয়া দেও। এইরূপে তিনি হিব্রোণের তলভূমি হইতে যোষেফকে পাঠাইলে সে শিখিমে উপস্থিত হইল। ১৫ তখন এক জন লোক তাহাকে দেখিতে পাইল, আর দেখ, সে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেছে; সেই লোকটী তাহাকে জিজ্ঞাসা ১৬ করিল, কিসের অন্বেষণ করিতেছ? সে কহিল, আমার ভ্রাতৃগণের অন্বেষণ করিতেছি; অনুগ্রহ করিয়া আমাকে

বল, তাঁহারা কোথায় পাল চরাইতেছেন।
১৭ সে ব্যক্তি কহিল, তাহারা এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে, কেননা 'চল, দোথনে যাই,' তাহাদের এই কথা শুনিয়াছিলাম। পরে যোষেফ আপন ভ্রাতাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দোথনে তাহাদের উদ্দেশ
১৮ পাইল। তাহারা দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং সে নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে বধ করি-
১৯ বার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা পরস্পর কহিল, ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক মহাশয়
২০ আসিতেছেন; এখন আইস, আমরা উহাকে বধ করিয়া একটা গর্ত্তে ফেলিয়া দিই; পরে বলিব, কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে; তাহাতে
২১ দেখিব, উহার স্বপ্নের কি হয়। রূবেণ ইহা শুনিয়া তাহাদের হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিল, কহিল, না, আমরা উহাকে
২২ প্রাণে মারিব না। আর রূবেণ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা রক্তপাত করিও না, উহাকে প্রান্তরের এই গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দেও, কিন্তু উহার উপরে হস্ত তুলিও না। এইরূপে রূবেণ তাহাদের হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিল।
২৩ পরে যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে আসিলে তাহারা তাহার গাত্র হইতে সেই বস্ত্র, সেই চোগাখানি খুলিয়া লইল;
২৪ আর তাহাকে ধরিয়া গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দিল; সেই গর্ত্ত শূন্য ছিল, তাহাতে জল
২৫ ছিল না। পরে তাহারা আহার করিতে বসিল; এবং চক্ষু তুলিয়া চাহিল, আর দেখ, গিলিয়দ হইতে এক দল ইশ্মায়েলীয় ব্যবসায়ী লোক আসিতেছে; তাহারা উষ্ট্রবাহনে সুগন্ধি দ্রব্য, গুগ্‌গুলু ও গন্ধরস লইয়া মিসর দেশে যাইতেছিল।
২৬ তখন যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমাদের ভ্রাতাকে বধ করিয়া তাহার রক্ত গোপন করিলে আমাদের কি লাভ?
২৭ আইস, আমরা ঐ ইশ্মায়েলীয়দের কাছে তাহাকে বিক্রয় করি, আমরা তাহার উপরে হাত তুলিব না; কেননা সে আমাদের ভ্রাতা, আমাদের মাংস। ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ সম্মত হইল।
২৮ পরে মিদিয়নীয় বণিকেরা নিকটে আসিলে উহারা যোষেফকে গর্ত্ত হইতে টানিয়া তুলিল; এবং বিংশতি রৌপ্যমুদ্রায় সেই ইশ্মায়েলীয়দের কাছে যোষেফকে বিক্রয় করিল; আর তাহারা যোষেফকে মিসর দেশে লইয়া গেল।
২৯ পরে রূবেণ গর্ত্তের নিকটে ফিরিয়া গেল, আর দেখ, যোষেফ সেখানে নাই; তখন সে আপন বস্ত্র চিরিল, আর ভ্রাতাদের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,
৩০ যুবকটী নাই, আর আমি! আমি কোথায়
৩১ যাই? পরে তাহারা যোষেফের বস্ত্র লইয়া একটা ছাগ মারিয়া তাহার রক্তে তাহা
৩২ ডুবাইল; আর লোক পাঠাইয়া সেই চোগাখানি পিতার নিকটে উপস্থিত করিয়া কহিল, আমরা এইমাত্র পাইলাম, নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, ইহা তোমার পুত্রের
৩৩ বস্ত্র কি না? তিনি চিনিতে পারিয়া কহিলেন, এ ত আমার পুত্রেরই বস্ত্র; কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, যোষেফ অবশ্য খণ্ড খণ্ড হইয়াছে।
৩৪ তখন যাকোব আপন বস্ত্র চিরিয়া কটিদেশে চট পরিধান করিয়া পুত্রের জন্য
৩৫ অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিলেন। আর তাঁহার সমস্ত পুত্রকন্যা উঠিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলেও তিনি প্রবোধ

না মানিয়া কহিলেন, আমি শোক করিতে করিতে পুত্রের নিকটে পাতালে নামিব। এইরূপে তাহার পিতা তাহার জন্য রোদন ৩৬ করিলেন। আর ঐ মিদিয়নীয়েরা যোষেফকে মিসরে লইয়া গিয়া ফরৌণের কর্ম্মচারী রক্ষক-সেনাপতি পোটীফরের নিকটে বিক্রয় করিল।

যিহূদার বিবরণ।

৩৮ ঐ সময়ে যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া অদুল্লমীয় হীরা নামে একটী লোকের কাছে গেল। ২ সে স্থানে শূয় নামে এক কনানীয় পুরুষের কন্যাকে দেখিয়া যিহূদা তাহাকে গ্রহণ ৩ করিয়া তাহার কাছে গমন করিল। পরে সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিল, ও ৪ যিহূদা তাহার নাম এর রাখিল। পরে পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম ওনন রাখিল। ৫ পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শেলা রাখিল; ইহার জন্মকালে যিহূদা কষীবে ছিল। ৬ পরে যিহূদা তামর নাম্নী একটী কন্যাকে আনিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের সঙ্গে ৭ বিবাহ দিল। কিন্তু যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দুষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। ৮ তাহাতে যিহূদা ওননকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর, ও তাহার প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর। ৯ কিন্তু ঐ বংশ আপনার হইবে না, ইহা বুঝিয়া ওনন ভ্রাতৃজায়ার কাছে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করিবার অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করিল।

১০ তাহার সেই কার্য্য সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হওয়াতে তিনি তাহাকেও বধ করিলেন। ১১ তখন যিহূদা পুত্রবধূ তামরকে কহিল, যে পর্য্যন্ত আমার পুত্র শেলা বড় না হয়, তাবৎ তুমি আপন পিত্রালয়ে গিয়া বিধবাই থাক। কেননা সে বলিল, পাছে ভ্রাতাদের ন্যায় সেও মরে। অতএব তামর পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিল।

১২ পরে বহু দিবস গত হইলে শূয়ের কন্যা যিহূদার স্ত্রী মরিয়া গেল, পরে যিহূদা সান্ত্বনাযুক্ত হইয়া আপন বন্ধু অদুল্লমীয় হীরার সহিত তিম্নায়, যাহারা তাঁহার মেষগণের লোম কাটিতেছিল, ১৩ তাহাদের নিকটে চলিল। তখন কেহ তামরকে বলিল, দেখ, তোমার শ্বশুর আপন মেষগণের লোম কাটিতে তিম্নায় ১৪ যাইতেছেন। তখন সে বৈধব্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আবরণ দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিল, ও গায়ে কাপড় দিয়া তিম্নার পথের পার্শ্বস্থিত ঐনয়িমের প্রবেশস্থানে বসিয়া রহিল; কারণ সে দেখিল, শেলা বড় হইলেও তাহার সহিত তাহার বিবাহ ১৫ হইল না। পরে যিহূদা তাহাকে দেখিয়া বেশ্যা মনে করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছা- ১৬ দন করিয়াছিল। অতএব সে পুত্রবধূকে চিনিতে না পারাতে পথের পার্শ্বে তাহার নিকটে গিয়া কহিল, আইস, আমি তোমার কাছে গমন করি। তামর কহিল, আমার কাছে আসিবার জন্য আমাকে কি দিবে? ১৭ সে কহিল, পাল হইতে একটী ছাগবৎস পাঠাইয়া দিব। তামর কহিল, যাবৎ তাহা না পাঠাও, তাবৎ আমার কাছে কি ১৮ কিছু বন্ধক রাখিবে? সে কহিল, কি বন্ধক রাখিব? তামর কহিল, তোমার এই মোহর ও সূত্র ও হস্তের যষ্টি।

তখন সে তাহাকে সেইগুলি দিয়া তাহার কাছে গমন করিল; তাহাতে সে তাহা ১৯ হইতে গর্ব্ভবতী হইল। পরে সে উঠিয়া চলিয়া গেল, এবং সেই আবরণ ত্যাগ করিয়া আপনার বৈধব্য বস্ত্র পরিধান ২০ করিল। পরে যিহূদা সেই স্ত্রীলোকের নিকট হইতে বন্ধক দ্রব্য লইবার জন্য আপন অদুল্লমীয় বন্ধুর হাতে ছাগবৎসটী পাঠাইয়া দিল, কিন্তু সে তাহাকে পাইল ২১ না। তখন সে তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐনয়িমে পথের পার্শ্বে যে বেশ্যা ছিল, সে কোথায়? তাহারা কহিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা আইসে নাই। ২২ পরে সে যিহূদার নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, আমি তাহাকে পাইলাম না, এবং তথাকার লোকেরাও বলিল, এ স্থানে ২৩ কোন বেশ্যা আইসে নাই। তখন যিহূদা কহিল, তাহার কাছে যাহা আছে, সে তাহা রাখুক, নতুবা আমরা লজ্জায় পড়িব। দেখ, আমি এই ছাগবৎসটী পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহাকে পাইলে না।

২৪ প্রায় তিন মাস পরে কেহ যিহূদাকে কহিল, তোমার পুত্রবধূ তামর ব্যভিচারিণী হইয়াছে, আরও দেখ, ব্যভিচারহেতু তাহার গর্ব্ভ হইয়াছে। তখন যিহূদা কহিল, তাহাকে বাহিরে আনিয়া পোড়া- ২৫ ইয়া দেও। পরে বাহিরে আনীত হইবার সময়ে সে শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইল, যাহার এই সকল বস্তু, সেই পুরুষ হইতে আমার গর্ব্ভ হইয়াছে। সে আরও কহিল, এই মোহর, সূত্র ও যষ্টি কাহার? চিনিয়া ২৬ দেখ। তখন যিহূদা সেগুলি চিনিয়া কহিল, সে আমা হইতেও অধিক ধার্ম্মিকা, কেননা আমি তাহাকে আপন পুত্র শেলাকে দিই নাই। আর যিহূদা তাহাতে আর উপগত হইল না।

২৭ পরে তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হইল, আর দেখ, তাহার উদরে যমজ ২৮ সন্তান। তাহার প্রসবকালে একটী বালক হস্ত বাহির করিল; তাহাতে ধাত্রী তাহার সেই হস্ত ধরিয়া রক্তবর্ণ সূত্র বাঁধিয়া কহিল, এই প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইল। ২৯ কিন্তু সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে দেখ, তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইল; তখন ধাত্রী কহিল, তুমি কি প্রকারে আপনার জন্য ভেদ করিয়া আসিলে? অতএব ৩০ তাহার নাম পেরস [ভেদ] হইল। পরে হস্তে রক্তবর্ণ সূত্রবদ্ধ তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাম সেরহ হইল।

যোষেফের দাসত্ব ও কারাবাস।

৩৯ যোষেফ মিসর দেশে আনীত হইলে পর, যে ইশ্মায়েলীয়েরা তাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের নিকটে ফরৌণের কর্ম্মচারী পোটীফর তাঁহাকে ক্রয় করিলেন; ইনি রক্ষক-সেনাপতি, ২ এক জন মিস্রীয় লোক। আর সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী ছিলেন, এবং তিনি সফলকর্ম্মা হইলেন, ও আপন মিস্রীয় ৩ প্রভুর গৃহে রহিলেন। আর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী আছেন, এবং তিনি যে কিছু করেন, সদাপ্রভু তাঁহার হস্তে তাহা সফল করিতেছেন, ইহা তাঁহার প্রভু ৪ দেখিলেন। অতএব যোষেফ তাঁহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন, ও তাঁহার পরিচারক হইলেন, এবং তিনি যোষেফকে আপন বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার হস্তে ৫ আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন। যে অবধি তিনি যোষেফকে আপন বাটীর

ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিলেন, সেই অবধি সদাপ্রভু যোষেফের অনুরোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিলেন; বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাঁহার সমস্ত সম্পদের প্রতি সদাপ্রভুর ৬ আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল। অতএব তিনি যোষেফের হস্তে আপনার সর্ব্বস্বের ভার দিলেন, আপনি নিজ আহারীয় দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্ব লইতেন না। যোষেফ রূপবান্ ও সুন্দর ছিলেন।

৭ এই সকল ঘটনার পর তাঁহার প্রভুর স্ত্রী যোষেফের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; আর তাঁহাকে কহিল, আমার সহিত শয়ন ৮ কর। কিন্তু তিনি অস্বীকার করতঃ আপন প্রভুর স্ত্রীকে কহিলেন, দেখুন, এই বাটীতে আমার হস্তে কি কি আছে, আমার প্রভু তাহা জানেন না; আমারই ৯ হস্তে সর্ব্বস্ব রাখিয়াছেন; এই বাটীতে আমা অপেক্ষা বড় কেহই নাই; তিনি সমুদয়ের মধ্যে কেবল আপনাকেই আমার অধীনা করেন নাই, কারণ আপনি তাঁহার ভার্য্যা। অতএব আমি কিরূপে এই মহা দুষ্কর্ম্ম করিতে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ১০ পাপ করিতে পারি? সে দিন দিন যোষেফকে সেই কথা কহিলেও তিনি তাহার সহিত শয়ন করিতে কিম্বা সঙ্গে থাকিতে তাহার কথায় সম্মত হইতেন ১১ না। পরে এক দিন যোষেফ কার্য্য করিবার জন্য গৃহমধ্যে গেলেন, বাটীর লোকদের মধ্যে অন্য কেহ তথায় ছিল না, তখন সে যোষেফের বস্ত্র ধরিয়া ১২ বলিল, আমার সহিত শয়ন কর; কিন্তু যোষেফ তাহার হস্তে আপন বস্ত্র ফেলিয়া ১৩ বাহিরে পলাইয়া গেলেন। তখন যোষেফ তাহার হস্তে বস্ত্র ফেলিয়া বাহিরে পলাইলেন দেখিয়া, সে নিজ ১৪ ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, তিনি আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতে এক জন ইব্রীয় পুরুষকে আনিয়াছেন; সে আমার সঙ্গে শয়ন করিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাতে আমি ১৫ চীৎকার করিয়া উঠিলাম; আমার চীৎকার শুনিয়া সে আমার নিকটে নিজ বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। ১৬ আর যে পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ত্তা ঘরে না আসিলেন, সে পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীলোক তাঁহার বস্ত্র আপনার কাছে রাখিয়া ১৭ দিল। পরে সেই বাক্যানুসারে তাঁহাকে কহিল, তুমি যে ইব্রীয় দাসকে আমাদের কাছে আনিয়াছ, সে আমার সহিত ঠাট্টা ১৮ করিতে আমার কাছে আসিয়াছিল; পরে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলে সে আমার নিকটে তাহার বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল।

১৯ তাঁহার প্রভু যখন আপন স্ত্রীর এই কথা শুনিলেন যে, 'তোমার দাস আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে,' তখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ২০ অতএব যোষেফের প্রভু তাঁহাকে লইয়া কারাগারে রাখিলেন, যে স্থানে রাজার বন্দিগণ বদ্ধ থাকিত; তাহাতে তিনি সেখানে, সেই কারাগারে থাকিলেন। ২১ কিন্তু সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি দয়া করিলেন; ও তাঁহাকে কারারক্ষকের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ- ২২ পাত্র করিলেন। তাহাতে কারারক্ষক কারাস্থিত সমস্ত বন্দির ভার যোষেফের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তথাকার লোকদের সমস্ত কর্ম্ম যোষেফের আজ্ঞা- ২৩ নুসারে চলিতে লাগিল। কারারক্ষক

তাঁহার হস্তগত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেন না, কেননা সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন, এবং তিনি যাহা কিছু করিতেন, সদাপ্রভু তাহা সফল করিতেন।

৪০ ঐ সকল ঘটনার পরে মিসর-রাজের পানপাত্রবাহক ও মোদক আপনাদের প্রভু মিসর-রাজের বিরুদ্ধে দোষ করিল। ২ তাহাতে ফরৌণ আপনার সেই দুই কর্ম্মচারীর প্রতি, ঐ প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের প্রতি, ক্রুদ্ধ ৩ হইলেন, এবং তাহাদিগকে বন্দি করিয়া রক্ষক-সেনাপতির বাটীতে, কারাগারে, যোষেফ যে স্থানে বদ্ধ ছিলেন, সেই ৪ স্থানে রাখিলেন। তাহাতে রক্ষক-সেনাপতি তাহাদের কাছে যোষেফকে নিযুক্ত করিলেন, আর তিনি তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহারা কিছু দিন কারাগারে রহিল।

৫ পরে মিসর-রাজের পানপাত্রবাহক ও মোদক, যাহারা কারাবদ্ধ হইয়াছিল, সেই দুই জনে এক রাত্রিতে দুই প্রকার অর্থ-৬ বিশিষ্ট দুই স্বপ্ন দেখিল। আর যোষেফ প্রত্যূষে তাহাদের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিলেন, আর দেখ, তাহারা ৭ বিষণ্ণ। তখন তাঁহার সঙ্গে ফরৌণের ঐ যে দুই কর্ম্মচারী তাঁহার প্রভুর বাটীতে কারাবদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য আপনাদের মুখ ৮ বিষণ্ণ কেন? তাহারা উত্তর করিল, আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু অর্থকারক কেহ নাই। যোষেফ তাহাদিগকে কহিলেন, অর্থ করিবার শক্তি কি ঈশ্বর হইতে হয় না? বিনয় করি, স্বপ্নবৃত্তান্ত আমাকে বলুন।

৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে আপন স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইল, তাঁহাকে কহিল, আমার স্বপ্নে, দেখ, আমার ১০ সম্মুখে এক দ্রাক্ষালতা। সেই দ্রাক্ষালতার তিনটী শাখা; তাহা যেন পল্লবিত হইল ও তাহাতে পুষ্প হইল, এবং স্তবকে স্তবকে তাহার ফল হইয়া পক্ক হইল। ১১ তখন আমার হস্তে ফরৌণের পানপাত্র ছিল, আর আমি সেই দ্রাক্ষাফল লইয়া ফরৌণের পাত্রে নিঙ্গড়াইয়া ফরৌণের ১২ হস্তে সেই পাত্র দিলাম। যোষেফ তাহাকে কহিলেন, ইহার অর্থ এই; ঐ তিন ১৩ শাখায় তিন দিন বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে ফরৌণ আপনার মস্তক উঠাইয়া আপনাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিবেন; আর আপনি পূর্ব্বরীতি অনুসারে পানপাত্রবাহক হইয়া পুনর্ব্বার ফরৌণের ১৪ হস্তে পানপাত্র দিবেন। কিন্তু বিনয় করি, যখন আপনার মঙ্গল হইবে, তখন আমাকে স্মরণে রাখিবেন, এবং আমার প্রতি দয়া করিয়া ফরৌণের কাছে আমার কথা বলিয়া আমাকে এই গৃহ ১৫ হইতে উদ্ধার করিবেন। কেননা ইব্রীয়দের দেশ হইতে আমাকে নিতান্তই চুরি করিয়া আনা হইয়াছে; আর এ স্থানেও আমি কিছুই করি নাই, যাহার জন্য এই কারাকূপে বদ্ধ হই।

১৬ প্রধান মোদক যখন দেখিল, অর্থ ভাল, তখন সে যোষেফকে কহিল, আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি; দেখ, আমার মস্তকের উপরে শুক্ল পিষ্টকের তিনটী ১৭ ডালী। তাহার উপরের ডালীতে ফরৌণের জন্য সকল প্রকার পক্কান্ন ছিল; আর পক্ষিগণ আমার মস্তকের উপরিস্থ ডালী হইতে তাহা লইয়া খাইয়া ফেলিল। ১৮ যোষেফ উত্তর করিলেন, ইহার অর্থ এই,

১৯ সেই তিন ডালীতে তিন দিন বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে ফরৌণ আপনার দেহ হইতে মস্তক উঠাইয়া আপনাকে গাছে টাঙ্গাইয়া দিবেন, এবং পক্ষিগণ আপনার দেহ হইতে মাংস ভক্ষণ করিবে।

২০ পরে তৃতীয় দিনে ফরৌণের জন্মদিন হইল, আর তিনি আপনার সকল দাসের জন্য ভোজ প্রস্তুত করিলেন, এবং আপনার দাসগণের মধ্যে প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের মস্তক ২১ উঠাইলেন। তিনি প্রধান পানপাত্রবাহককে তাহার নিজ পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিলেন, তাহাতে সে ফরৌণের ২২ হস্তে পানপাত্র দিতে লাগিল; কিন্তু তিনি প্রধান মোদককে টাঙ্গাইয়া দিলেন; যেমন যোষেফ তাহাদিগকে অর্থ বলিয়া- ২৩ ছিলেন। তথাপি প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে স্মরণ করিল না, ভুলিয়া গেল।

যোষেফের উন্নতি ও বিবাহ।

৪১ দুই বৎসর পরে ফরৌণ স্বপ্ন দেখি- ২ লেন। দেখ, তিনি নদীকূলে দাঁড়াইয়া আছেন, আর দেখ, নদী হইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভী উঠিল, ও খাগড়া ৩ বনে চরিতে লাগিল। সেগুলির পরে, দেখ, আর সাতটা কৃশ ও বিশ্রী গাভী নদী হইতে উঠিল, ও নদীর তীরে ঐ ৪ গাভীদের নিকটে দাঁড়াইল। পরে সেই কৃশ বিশ্রী গাভীরা ঐ সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভীকে খাইয়া ফেলিল। তখন ৫ ফরৌণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার পরে তিনি নিদ্রিত হইয়া দ্বিতীয় বার স্বপ্ন দেখিলেন; দেখ, এক বোঁটাতে সাতটী ৬ স্থূলাকার উত্তম শীষ উঠিল। সেগুলির পরে, দেখ, পূর্ব্বীয় বায়ুতে শোষিত অন্য ৭ সাতটী ক্ষীণ শীষ উঠিল। আর এই ক্ষীণ শীষগুলি ঐ সাতটা স্থূলাকার পূর্ণ শীষ গ্রাস করিল। পরে ফরৌণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, আর দেখ, উহা স্বপ্নমাত্র।

৮ পরে প্রাতঃকালে তাঁহার মন অস্থির হইল; আর তিনি লোক পাঠাইয়া মিসরের সকল মন্ত্রবেত্তা ও তথাকার সকল জ্ঞানীকে ডাকাইলেন; আর ফরৌণ তাঁহাদের কাছে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই ফরৌণকে তাহার অর্থ বলিতে পারিলেন না।

৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক ফরৌণকে নিবেদন করিল, অদ্য আমার দোষ মনে ১০ পড়িতেছে। ফরৌণ আপন দুই দাসের প্রতি, আমার ও প্রধান মোদকের প্রতি, ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষক-সেনাপতির বাটীতে কারাবদ্ধ করিয়া- ১১ ছিলেন। আর সে ও আমি এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম; এবং দুই জনের ১২ স্বপ্নের দুই প্রকার অর্থ হইল। তখন সে স্থানে রক্ষক-সেনাপতির দাস এক জন ইব্রীয় যুবক আমাদের সহিত ছিল; তাহাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিলে সে আমাদিগকে তাহার অর্থ বলিল; উভয়েরই ১৩ স্বপ্নের অর্থ বলিল। আর সে আমাদিগকে যেরূপ অর্থ বলিয়াছিল, তদ্রূপই ঘটিল; মহারাজ আমাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহাকে টাঙ্গাইয়া দিলেন।

১৪ তখন ফরৌণ যোষেফকে ডাকিয়া পাঠাইলে লোকেরা কারাকূপ হইতে তাঁহাকে শীঘ্র আনিল। পরে তিনি ক্ষৌরী হইয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া ফরৌণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ১৫ তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অর্থ করিতে

পারে, এমন কেহ নাই। কিন্তু তোমার বিষয়ে আমি শুনিয়াছি যে, তুমি ১৬ স্বপ্ন শুনিলে অর্থ করিতে পার। যোষেফ ফরৌণকে উত্তর করিলেন, তাহা আমার অসাধ্য, ঈশ্বরই ফরৌণকে মঙ্গলযুক্ত ১৭ উত্তর দিবেন। তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, দেখ, আমি স্বপ্নে নদীর তীরে ১৮ দাঁড়াইয়াছিলাম। আর দেখ, নদী হইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভী উঠিয়া খাগড়া বনে চরিতে লাগিল। ১৯ সেগুলির পরে, দেখ, কৃশ ও অতিশয় বিশ্রী ও শুষ্কাঙ্গ অন্য সাতটা গাভী উঠিল; আমি সমস্ত মিসর দেশে তাদৃশ ২০ বিশ্রী গাভী কখনও দেখি নাই। আর এই কৃশ ও বিশ্রী গাভীরা সেই পূর্ব্বের হৃষ্টপুষ্ট সাতটা গাভীকে খাইয়া ফেলিল। ২১ কিন্তু তাহারা ইহাদের উদরস্থ হইলে পর, উদরস্থ যে হইয়াছে, এমন বোধ হইল না, কেননা ইহারা পূর্ব্বকার ন্যায় ২২ বিশ্রীই রহিল। তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে আমি আর এক স্বপ্ন দেখিলাম; আর দেখ, এক বোঁটায় ২৩ স্থূলাকার উত্তম সাতটী শীষ উঠিল। আর দেখ, সেগুলির পরে ম্লান, ক্ষীণ ও পূর্ব্বীয় ২৪ বায়ুতে শোষিত সাতটী শীষ উঠিল। আর এই ক্ষীণ শীষগুলি সেই উত্তম সাতটী শীষকে গ্রাস করিল। এই স্বপ্ন আমি মন্ত্রবেত্তাদিগকে কহিলাম, কিন্তু কেহই ইহার অর্থ আমাকে বলিতে পারিল না।

২৫ তখন যোষেফ ফরৌণকে বলিলেন, ফরৌণের স্বপ্ন এক; ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাই ফরৌণকে জ্ঞাত ২৬ করিয়াছেন। ঐ সাতটী উত্তম গাভী সাত বৎসর, এবং ঐ সাতটী উত্তম শীষও ২৭ সাত বৎসর; স্বপ্ন এক। আর তাহার পশ্চাৎ যে সাতটা কৃশ ও বিশ্রী গাভী উঠিল, তাহারাও সাত বৎসর; এবং পূর্ব্বীয় বায়ুতে শোষিত যে সাতটা কৃশ শীষ উঠিল, তাহা দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর ২৮ হইবে। আমি ফরৌণকে ইহাই বলিলাম; ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা ফরৌণকে দেখাইয়াছেন। ২৯ দেখুন, সমস্ত মিসর দেশে সাত বৎসর ৩০ অতিশয় শস্যবাহুল্য হইবে। তাহার পরে সাত বৎসর এমন দুর্ভিক্ষ হইবে যে, মিসর দেশে সমস্ত শস্যবাহুল্যের বিস্মৃতি হইবে, এবং সেই দুর্ভিক্ষে দেশ ৩১ নষ্ট হইবে। আর সেই পশ্চাদ্বর্ত্তী দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত দেশে পূর্ব্বকার শস্যবাহুল্যের কথা মনে পড়িবে না; কারণ তাহা অতীব ৩২ কষ্টকর হইবে। আর ফরৌণের নিকটে দুই বার স্বপ্ন দেখাইবার ভাব এই; ঈশ্বর ইহা স্থির করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর ইহা ৩৩ শীঘ্র ঘটাইবেন। অতএব এখন ফরৌণ এক জন সুবুদ্ধি ও জ্ঞানবান্ পুরুষের চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে মিসর দেশের ৩৪ উপরে নিযুক্ত করুন। আর ফরৌণ এই কর্ম্ম করুন; দেশে অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত করিয়া যে সাত বৎসর শস্যবাহুল্য হইবে, সেই সময়ে মিসর দেশ হইতে শস্যের ৩৫ পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন। তাঁহারা সেই আগামী শুভ বৎসরসমূহের ভক্ষ্য সংগ্রহ করুন, ও ফরৌণের অধীনে নগরে নগরে খাদ্যের জন্য শস্য সঞ্চয় করুন, ও রক্ষা ৩৬ করুন। এইরূপে মিসর দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইবে, সেই দুর্ভিক্ষের সাত বৎসরের নিমিত্ত সেই ভক্ষ্য দেশের জন্য সঞ্চিত থাকিবে, তাহাতে দুর্ভিক্ষে দেশ উচ্ছিন্ন হইবে না।

৩৭ তখন ফরৌণের ও তাঁহার সকল দাসের

৩৮ দৃষ্টিতে এই কথা উত্তম বোধ হইল। আর ফরৌণ আপন দাসদিগকে কহিলেন, ইঁহার তুল্য পুরুষ, যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা আছেন, এমন আর কাহাকে পাইব? ৩৯ তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত করিয়াছেন, অতএব তোমার তুল্য সুবুদ্ধি ও জ্ঞানবান্ ৪০ কেহই নাই। তুমিই আমার বাটীর অধ্যক্ষ হও; আমার সমস্ত প্রজা তোমার বাক্য শিরোধার্য্য করিবে, কেবল সিংহাসনে আমি তোমা হইতে বড় থাকিব। ৪১ ফরৌণ যোষেফকে আরও কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত মিসর দেশের ৪২ উপরে নিযুক্ত করিলাম। পরে ফরৌণ হস্ত হইতে নিজ অঙ্গুরীয় খুলিয়া যোষেফের হস্তে দিলেন, তাঁহাকে কার্পাসের শুভ্র বসন পরিধান করাইলেন, এবং ৪৩ তাঁহার কণ্ঠদেশে সুবর্ণহার দিলেন। আর তাঁহাকে আপনার দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাইলেন, এবং লোকেরা তাঁহার অগ্রে অগ্রে 'হাঁটু পাত, হাঁটু পাত' বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপে তিনি সমস্ত মিসর দেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হই- ৪৪ লেন। আর ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, আমি ফরৌণ, তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে সমস্ত মিসর দেশে কোন লোক হাত কি ৪৫ পা তুলিতে পারিবে না। আর ফরৌণ যোষেফের নাম সাফনৎ-পানেহ রাখিলেন। এবং তাঁহার সঙ্গে ওন নগর-নিবাসী পোটীফেরঃ নামক যাজকের আসনৎ নাম্নী কন্যার বিবাহ দিলেন। পরে যোষেফ মিসর দেশের মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

৪৬ যোষেফ ত্রিশ বৎসর বয়সে মিসর-রাজ ফরৌণের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। পরে যোষেফ ফরৌণের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া মিসর দেশের ৪৭ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলেন। আর সেই শস্যবাহুল্যের সপ্ত বৎসর ভূমিতে অপর্য্যাপ্ত ৪৮ শস্য জন্মিল। মিসর দেশে উপস্থিত সেই সপ্ত বৎসরে সকল শস্য সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রতিনগরে সঞ্চয় করিলেন; যে নগরের চারি সীমায় যে শস্য হইল, ৪৯ সেই নগরে তাহা সঞ্চয় করিলেন। এইরূপে যোষেফ সমুদ্রের বালুকার ন্যায় এমন প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিলেন যে, তাহা মাপিতে নিবৃত্ত হইলেন, কেননা তাহা অপরিমেয় ছিল।

৫০ দুর্ভিক্ষ বৎসরের পূর্ব্বে যোষেফের দুই পুত্র জন্মিল; ওন্-নিবাসী পোটীফেরঃ যাজকের কন্যা আসনৎ তাঁহার জন্য তাহা- ৫১ দিগকে প্রসব করিলেন। আর যোষেফ তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম মনঃশি [বিস্মৃতি-জনক] রাখিলেন, কেননা তিনি কহিলেন, ঈশ্বর আমার সমস্ত ক্লেশের ও আমার সমস্ত পিতৃকুলের বিস্মৃতি জন্মাইয়াছেন। ৫২ পরে দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম [ফলবান্] রাখিলেন, কেননা তিনি কহিলেন, আমার দুঃখভোগের দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান্ করিয়াছেন।

৫৩ পরে মিসর দেশে উপস্থিত শস্য- ৫৪ বাহুল্যের সাত বৎসর শেষ হইল, এবং যোষেফ যেমন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর আরম্ভ হইল। সকল দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, কিন্তু সমস্ত ৫৫ মিসর দেশে ভক্ষ্য ছিল। পরে সমস্ত মিসর দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে প্রজারা ফরৌণের নিকটে ভক্ষ্যের জন্য ক্রন্দন করিল তাহাতে ফরৌণ মিস্রীয়দের সকলকে কহিলেন, তোমরা যোষেফের

নিকটে যাও ; তিনি তোমাদিগকে যাহা ৫৬ বলেন, তাহাই কর। তখন সমস্ত দেশেই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। আর যোষেফ সকল স্থানের গোলা খুলিয়া মিস্রীয়দের কাছে শস্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন ; আর মিসর দেশে দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়া উঠিল। ৫৭ এবং সর্ব্বদেশীয় লোকে মিসর দেশে যোষেফের নিকটে শস্য ক্রয় করিতে আসিল, কেননা সর্ব্বদেশেই দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়াছিল।

যোষেফের ভ্রাতৃগণের মিসরযাত্রা।

৪২ আর যাকোব দেখিলেন যে, মিসর দেশে শস্য আছে, তাই যাকোব আপন পুত্রদিগকে কহিলেন, তোমরা পরস্পর ২ মুখ দেখাদেখি করিতেছ কেন? তিনি আরও কহিলেন, দেখ, আমি শুনিলাম, মিসরে শস্য আছে, তোমরা তথায় যাও, আমাদের জন্য শস্য ক্রয় করিয়া আন ; তাহা হইলে আমরা বাঁচিব, মরিব না। ৩ পরে যোষেফের দশ জন ভ্রাতা শস্য ক্রয় ৪ করিতে মিসরে নামিয়া গেলেন। কিন্তু য়াকোব যোষেফের সহোদর বিন্যামীনকে ভাইদের সঙ্গে পাঠাইলেন না ; কেননা তিনি কহিলেন, পাছে ইহার বিপদ ঘটে।

৫ যাহারা তথায় গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ইস্রায়েলের পুত্রগণও শস্য কিনিবার জন্য গেলেন, কেননা কনান দেশেও ৬ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তৎকালে যোষেফই ঐ দেশের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনিই দেশীয় লোক সকলের নিকটে শস্য বিক্রয় করিতেছিলেন ; অতএব যোষেফের ভ্রাতারা তাঁহার কাছে গিয়া ভূমিতে মুখ ৭ দিয়া প্রণিপাত করিলেন। তখন যোষেফ আপন ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া চিনিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাছে অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিলেন, ও কর্কশভাবে তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিলেন ; তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তাঁহারা কহিলেন, কনান দেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য কিনিতে আসিয়াছি। ৮ বাস্তবিক যোষেফ আপন ভ্রাতাদিগকে চিনিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে ৯ পারিলেন না। আর যোষেফ তাঁহাদের বিষয়ে যে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল ; এবং তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা চর, দেশের ১০ ছিদ্র দেখিতে আসিয়াছ। তাঁহারা কহিলেন, না, প্রভো, আপনার এই দাসেরা ১১ খাদ্য দ্রব্য কিনিতে আসিয়াছে ; আমরা সকলে এক পিতার সন্তান ; আমরা সৎলোক, আপনার এই দাসেরা চর নহে। ১২ কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, না, না, তোমরা দেশের ছিদ্র দেখিতে আসিয়াছ। ১৩ তাঁহারা কহিলেন, আপনার এই দাসেরা বারো ভাই, কনান দেশনিবাসী এক জনের পুত্র ; দেখুন, আমাদের ছোট ভাই অদ্য পিতার কাছে আছে, এবং এক জন নাই। ১৪ তখন যোষেফ তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি যে তোমাদিগকে বলিলাম, তোমরা ১৫ চর, তাহাই বটে। ইহা দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করা যাইবে ; আমি ফরৌণের প্রাণের দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোমাদের ছোট ভাই এখানে না আসিলে তোমরা এখান হইতে বাহির হইতে ১৬ পারিবে না। তোমাদের এক জনকে পাঠাইয়া তোমাদের সেই ভাইকে আনাও, তোমরা বদ্ধ থাক ; এইরূপে তোমাদের কথার পরীক্ষা হইবে, তোমরা সত্যবাদী

কি না, তাহা জানা যাইবে; নতুবা আমি ফরৌণের প্রাণের দিব্য করিয়া কহি-
১৭ তেছি, তোমরা অবশ্যই চর। পরে তিনি তাঁহাদিগকে তিন দিন কারাগারে বদ্ধ রাখিলেন।

১৮ পরে তৃতীয় দিনে যোষেফ তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই কর্ম্ম কর, তাহাতে বাঁচিবে;
১৯ আমি ঈশ্বরকে ভয় করি। তোমরা যদি সৎলোক হও, তবে তোমাদের এক ভাই তোমাদের এই কারাগারে বদ্ধ থাকুক; তোমরা আপন আপন গৃহের দুর্ভিক্ষের
২০ জন্য শস্য লইয়া যাও; পরে তোমাদের ছোট ভাইকে আমার নিকটে আনিও; এইরূপে তোমাদের কথা সপ্রমাণ হইলে তোমরা মারা যাইবে না। তাঁহারা তাহাই
২১ করিলেন। আর তাঁহারা পরস্পর কহিলেন, নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের ভাইয়ের বিষয়ে অপরাধী, কেননা সে আমাদের কাছে বিনতি করিলে আমরা তাহার প্রাণের কষ্ট দেখিয়াও তাহা শুনি নাই; এই জন্য আমাদের উপরে এই সঙ্কট
২২ উপস্থিত হইয়াছে। তখন রূবেণ উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি না তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম, বালকটীর বিরুদ্ধে পাপ করিও না? কিন্তু তোমরা তাহা শুন নাই; দেখ, এখন তাহার
২৩ রক্তেরও নিকাশ দিতে হইতেছে। কিন্তু যোষেফ যে তাঁহাদের এই কথা বুঝিলেন, ইহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না, কেননা দ্বিভাষী দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে কথাবার্ত্তা
২৪ হইতেছিল। তখন তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া রোদন করিলেন; পরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিলেন, ও তাঁহাদের মধ্যে শিমিয়োনকে ধরিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতেই বাঁধিলেন।

২৫ পরে যোষেফ তাঁহাদের সকল ছালায় শস্য ভরিতে, প্রত্যেক জনের ছালায় টাকা ফিরাইয়া দিতে ও তাঁহাদিগকে পাথেয় দ্রব্য দিতে আজ্ঞা দিলেন; আর তাঁহাদের
২৬ জন্য তদ্রূপ করা গেল। পরে তাঁহারা আপন আপন গর্দ্দভের উপরে শস্য চাপাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।
২৭ কিন্তু উত্তরণ স্থানে যখন এক জন আপন গর্দ্দভকে আহার দিতে ছালা খুলিলেন, তখন আপনার টাকা দেখিলেন, আর দেখ,
২৮ ছালার মুখেই টাকা। তাহাতে তিনি ভাইদের কহিলেন, আমার টাকা ফিরিয়াছে; দেখ, আমার ছালাতেই রহিয়াছে। তখন তাঁহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল, ও সকলে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, ঈশ্বর আমাদের প্রতি এ কি করিলেন?

২৯ পরে তাঁহারা কনান দেশে আপনাদের পিতা যাকোবের নিকটে উপস্থিত হইলেন, ও তাঁহাদের প্রতি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,
৩০ সে সমস্ত তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, কহিলেন, যে ব্যক্তি সেই দেশের অধ্যক্ষ, তিনি আমাদিগকে কর্কশ কথা কহিলেন, আর দেশ অনুসন্ধানকারী চর মনে করি-
৩১ লেন। আমরা তাঁহাকে বলিলাম, আমরা
৩২ সৎলোক, চর নহি; আমরা বারো ভাই, সকলেই এক পিতার সন্তান; কিন্তু এক জন নাই, এবং ছোটটী অদ্য কনান দেশে
৩৩ পিতার কাছে আছে। তখন সেই ব্যক্তি, সেই দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিলেন, ইহাতেই জানিতে পারিব যে, তোমরা সৎলোক; তোমাদের এক ভাইকে আমার নিকটে রাখিয়া তোমাদের গৃহের
৩৪ দুর্ভিক্ষের জন্য শস্য লইয়া যাও। পরে তোমাদের ছোট ভাইকে আমার নিকটে আনিও, তাহাতে বুঝিতে পারিব যে,

তোমরা চর নও, তোমরা সৎলোক; আর আমি তোমাদের ভাইকে তোমাদের কাছে দিব, এবং তোমরা দেশে বাণিজ্য করিতে পাইবে।

৩৫ পরে তাঁহারা ছালা হইতে শস্য ঢালিলে দেখ, প্রত্যেক জন আপন আপন ছালায় আপন আপন টাকার গ্রন্থি পাইলেন। তখন সেই সকল টাকার গ্রন্থি দেখিয়া তাঁহারা ও তাঁহাদের পিতা ভীত হইলেন। ৩৬ আর তাঁহাদের পিতা যাকোব কহিলেন, তোমরা আমাকে পুত্রহীন করিয়াছ; যোষেফ নাই, শিমিয়োন নাই, আবার বিন্যামীনকেও লইয়া যাইতে চাহিতেছ; ৩৭ এই সকলই আমার প্রতিকূল। তখন রূবেণ আপন পিতাকে কহিলেন, আমি যদি তোমার নিকটে তাহাকে না আনি, তবে আমার দুই পুত্রকে বধ করিও; আমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ কর; আমি তোমার কাছে তাহাকে পুনর্ব্বার আনিয়া ৩৮ দিব। তখন তিনি কহিলেন, আমার পুত্র তোমাদের সঙ্গে যাইবে না, কেননা তাহার সহোদর মরিয়া গিয়াছে, সে একা রহিয়াছে; তোমরা যে পথে যাইবে, সেই পথে যদি ইহার কোন বিপদ ঘটে, তবে শোকে এই পাকা চুলে আমাকে পাতালে নামাইয়া দিবে।

যোষেফের ভ্রাতৃগণ দ্বিতীয় বার মিসরে যান।

যোষেফ আত্ম-পরিচয় দেন।

৪৩ তখন দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ছিল। ২ আর তাঁহারা মিসর হইতে যে শস্য আনিয়াছিলেন, সে সমস্ত ভক্ষিত হইলে তাহাদের পিতা তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আবার যাও, আমাদের জন্য কিছু ভক্ষ্য ৩ কিনিয়া আন। তখন যিহূদা তাঁহাকে কহিলেন, সেই ব্যক্তি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদের ভাই তোমাদের সঙ্গে না আসিলে তোমরা ৪ আমার মুখ দেখিতে পাইবে না। যদি তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাইকে পাঠাও, তবে আমরা গিয়া তোমার জন্য ৫ ভক্ষ্য কিনিয়া আনিব। কিন্তু যদি না পাঠাও, তবে যাইব না; কেননা সে ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদের ভাই তোমাদের সঙ্গে না আসিলে তোমরা ৬ আমার মুখ দেখিতে পাইবে না। তখন ইস্রায়েল কহিলেন, আমার সহিত এমন কুব্যবহার কেন করিয়াছ? ঐ ব্যক্তিকে কেন বলিয়াছ যে, তোমাদের আর এক ৭ ভাই আছে? তাঁহারা কহিলেন, তিনি আমাদের বিষয়ে ও আমাদের বংশের বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন, তোমাদের পিতা কি এখনও জীবিত আছেন? তোমাদের কি আরও ভাই আছে? তাহাতে আমরা সেই কথা অনুসারে উত্তর করিয়াছিলাম। আমরা কি প্রকারে জানিব যে, তিনি বলিবেন, ৮ তোমাদের ভাইকে এখানে আন? যিহূদা আপন পিতা ইস্রায়েলকে আরও কহিলেন, বালকটীকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেও; আমরা উঠিয়া প্রস্থান করি, তাহাতে তুমি ও আমাদের বালকেরা ও আমরা বাঁচিব; কেহ মরিব না। ৯ আমিই তাহার জামিন হইলাম, আমারই হস্ত হইতে তাহাকে লইও, আমি যদি তোমার কাছে তাহাকে না আনি, তোমার সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত না করি, তবে আমি যাবজ্জীবন তোমার নিকটে অপ-

১০ রাঁধা থাকিব। এত বিলম্ব না করিলে আমরা ইহার মধ্যে দ্বিতীয় বার ফিরিয়া
১১ আসিতে পারিতাম। তখন তাঁহাদের পিতা ইস্রায়েল তাঁহাদিগকে কহিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে এক কর্ম্ম কর; তোমরা আপন আপন পাত্রে এই দেশের প্রশংসিত দ্রব্য,—গুগ্‌গুলু, মধু, সুগন্ধি দ্রব্য, গন্ধরস, পেস্তা ও বাদাম কিছু কিছু লইয়া গিয়া সেই ব্যক্তিকে
১২ উপঢৌকন দেও। আর আপন আপন হস্তে দ্বিগুণ টাকা লও, এবং তোমাদের ছালার মুখে যে টাকা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও হস্তে করিয়া পুনরায় লইয়া যাও;
১৩ কি জানি বা ভ্রান্তি হইয়াছিল। আর তোমাদের ভাইকে লও, উঠ, পুনর্ব্বার
১৪ সেই ব্যক্তির নিকটে যাও। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই ব্যক্তির কাছে করুণার পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের অন্য ভাইকে ও বিন্যামীনকে ছাড়িয়া দেন। আর যদি আমাকে পুত্রহীন হইতে হয়, তবে পুত্রহীন হইলাম।

১৫ তখন তাঁহারা সেই উপঢৌকন দ্রব্য লইলেন, আর হাতে দ্বিগুণ টাকা ও বিন্যামীনকে লইয়া যাত্রা করিলেন, এবং মিসরে গিয়া যোষেফের সম্মুখে দাঁড়াই-
১৬ লেন। যোষেফ তাঁহাদের সঙ্গে বিন্যামীনকে দেখিয়া আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিলেন, এই কয়েকটী লোককে বাটীর ভিতরে লইয়া যাও, আর পশু মারিয়া আয়োজন কর; কেননা ইহারা মধ্যাহ্নে
১৭ আমার সঙ্গে আহার করিবে। তাহাতে সেই ব্যক্তি, যোষেফ যেমন বলিলেন, সেইরূপ করিল, তাঁহাদিগকে যোষেফের
১৮ বাটীতে লইয়া গেল। কিন্তু যোষেফের বাটীতে নীত হওয়াতে তাঁহারা ভীত হইলেন, ও পরস্পর কহিলেন, পূর্ব্বে আমাদের ছালায় যে টাকা ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারই জন্য ইনি আমাদিগকে এখানে আনিতেছেন; এখন আমাদের উপরে পড়িয়া আক্রমণ করিবেন ও আমাদের গর্দ্দভ লইয়া আমাদিগকে দাস করিয়া
১৯ রাখিবেন। অতএব তাঁহারা যোষেফের গৃহাধ্যক্ষের কাছে গিয়া বাটীর দ্বারে তাহার
২০ সঙ্গে কথা কহিলেন, বলিলেন, মহাশয়, আমরা পূর্ব্বে ভক্ষ্য কিনিতে আসিয়া-
২১ ছিলাম; পরে উত্তরণ স্থানে গিয়া আপন আপন ছালা খুলিলাম, আর দেখুন, প্রত্যেক জনের ছালার মুখে তাহার টাকা, যথাতৌল আমাদের টাকা আছে; তাহা আমরা পুনরায় হস্তে করিয়া আনিয়াছি;
২২ এবং ভক্ষ্য কিনিবার নিমিত্তে আরও টাকা আনিয়াছি; আমাদের সেই টাকা আমাদের ছালায় কে রাখিয়াছিল, তাহা
২৩ আমরা জানি না। সেই ব্যক্তি কহিল, তোমাদের মঙ্গল হউক, ভয় করিও না; তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর তোমাদের ছালায় তোমাদিগকে গুপ্ত ধন দিয়াছেন; আমি তোমাদের টাকা পাইয়াছি। পরে সে শিমিয়োনকে তাঁহাদের
২৪ নিকটে আনিল। আর সে তাঁহাদিগকে যোষেফের বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া জল দিল, তাহাতে তাঁহারা পা ধুইলেন, এবং সে তাঁহাদের গর্দ্দভদিগকে আহার
২৫ দিল। আর মধ্যাহ্নে যোষেফ আসিবেন বলিয়া তাঁহারা উপঢৌকন সাজাইলেন, কেননা তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, সেখানে তাঁহাদিগকে আহার করিতে হইবে।

২৬ পরে যোষেফ গৃহে আসিলে তাঁহারা হস্তস্থিত উপঢৌকন গৃহমধ্যে তাঁহার কাছে আনিলেন, ও তাঁহার সাক্ষাতে ভূমিতে

২৭ প্রণিপাত করিলেন। তখন তিনি কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের যে বৃদ্ধ পিতার কথা বলিয়াছিলে, তাঁহার কুশল ত? তিনি কি এখনও ২৮ জীবিত আছেন? তাঁহারা কহিলেন, আপনার দাস আমাদের পিতা কুশলে আছেন, তিনি এখনও জীবিত আছেন। পরে তাঁহারা মস্তক নমনপূর্ব্বক প্রণিপাত ২৯ করিলেন। তখন যোষেফ চক্ষু তুলিয়া আপন ভাই বিন্যামীনকে, আপন সহোদরকে দেখিয়া কহিলেন, তোমাদের যে ছোট ভাইয়ের কথা আমাকে বলিয়াছিলে, সে কি এই? আর তিনি কহিলেন, বৎস, ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। ৩০ তখন যোষেফ ত্বরা করিলেন, কেননা তাঁহার ভাইয়ের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছিল, তাই তিনি রোদন করিবার স্থান অন্বেষণ করিলেন, আর আপন কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া সেখানে রোদন করিলেন। ৩১ পরে তিনি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিলেন, ও আত্মসম্বরণপূর্ব্বক খাদ্য পরিবেষণ ৩২ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন তাঁহার জন্য পৃথক্ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের জন্য পৃথক্, এবং তাঁহার সঙ্গে ভোজনকারী মিস্রীয়দের জন্য পৃথক্ পরিবেষণ করা হইল, কেননা ইব্রীয়দের সহিত মিস্রীয়েরা আহার ব্যবহার করে না; কারণ তাহা ৩৩ মিস্রীয়দের ঘৃণিত কর্ম্ম। আর তাঁহারা যোষেফের সম্মুখে জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের স্থানে ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের স্থানে বসিলেন; তখন তাঁহারা পরস্পর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। ৩৪ আর তিনি আপনার সম্মুখ হইতে ভক্ষ্যের অংশ তুলিয়া তাঁহাদিগকে পরিবেষণ করাইলেন; কিন্তু সকলের অংশ হইতে বিন্যামীনের অংশ পাঁচ গুণ অধিক ছিল। পরে তাঁহারা পান করিলেন, ও তাঁহার সহিত হৃষ্টচিত্ত হইলেন।

৪৪ আর যোষেফ আপন গৃহাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন, এই লোকদের ছালায় যত শস্য ধরে, ভরিয়া দেও, এবং প্রতিজনের টাকা তাহার ছালার মুখে রাখ। ২ আর কনিষ্ঠের ছালার মুখে তাহার শস্যক্রয়ের টাকার সহিত আমার বাটি অর্থাৎ রৌপ্যের বাটি রাখ। তখন সে যোষেফের উক্ত কথানুসারে কার্য্য করিল। ৩ আর প্রভাত হইবামাত্র তাঁহারা গর্দ্দভ- ৪ দিগের সহিত বিদায় পাইলেন। তাঁহারা নগর হইতে বাহির হইয়া বিস্তর দূরে যাইতে না যাইতে যোষেফ আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিলেন, উঠ, ঐ লোকদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের সঙ্গ ধরিয়া বল, তোমরা উপকারের পরিবর্ত্তে ৫ কেন অপকার করিলে? আমার প্রভু যাহাতে পান করেন ও যদ্দ্বারা গণনা করেন, এ কি সেই বাটি নয়? এই কর্ম্ম করায় তোমরা দোষ করিয়াছ।

৬ পরে সে তাঁহাদিগের লাগাইল পাইয়া ৭ সেই কথা কহিল। তাঁহারা বলিলেন, মহাশয়, কেন এমন কথা বলেন? আপনার দাসেরা যে এমন কর্ম্ম করিবে, তাহা ৮ দূরে থাকুক। দেখুন, আমরা আপন আপন ছালার মুখে যে টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা কনান দেশ হইতে পুনর্ব্বার আপনার কাছে আনিয়াছি; তবে আমরা কি কোন মতে আপনার প্রভুর গৃহ হইতে ৯ রৌপ্য বা স্বর্ণ চুরি করিব? আপনার দাসদের মধ্যে যাহার নিকটে তাহা পাওয়া যায়, সে মরুক, এবং আমরাও প্রভুর ১০ দাস হইব। সে কহিল, ভাল, এক্ষণে তোমাদের কথানুসারেই হউক; যাহার

কাছে তাহা পাওয়া যাইবে, সে আমার দাস হইবে, কিন্তু আর সকলে নির্দ্দোষ ১১ হইবে। তখন তাঁহারা শীঘ্র করিয়া আপনাদের ছালাগুলি ভূমিতে নামাইয়া প্রত্যেকে আপন আপন ছালা খুলিলেন। ১২ আর সে জ্যেষ্ঠ অবধি আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত খুঁজিল; আর বিন্যামীনের ১৩ ছালায় সেই বাটি পাওয়া গেল। তখন তাঁহারা আপন আপন বস্ত্র চিরিলেন, ও আপন আপন গর্দ্দভে ছালা চাপাইয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন।

১৪ পরে যিহূদা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ যোষেফের বাটীতে আসিলেন; তিনি তখনও তথায় ছিলেন; আর তাঁহারা তাঁহার অগ্রে ১৫ ভূতলে পড়িলেন। তখন যোষেফ তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এ কেমন কার্য্য করিলে? আমার মত পুরুষ অবশ্য গণনা করিতে পারে, ইহা কি তোমরা জান না? ১৬ যিহূদা কহিলেন, আমরা প্রভুর নিকটে কি উত্তর দিব? কি কথা কহিব? কিসেই বা আপনাদিগকে নির্দ্দোষ দেখাইব? ঈশ্বর আপনার দাসদের অপরাধ প্রকাশ করিয়াছেন, দেখুন, আমরা ও যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সকলেই ১৭ প্রভুর দাস হইলাম। যোষেফ কহিলেন, এমন কর্ম্ম আমা হইতে দূরে থাকুক; যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সেই আমার দাস হইবে, কিন্তু তোমরা কুশলে পিতার নিকটে প্রস্থান কর।

১৮ তখন যিহূদা নিকটে গিয়া কহিলেন, হে প্রভো, বিনয় করি, আপনার দাসকে প্রভুর কর্ণগোচরে একটী কথা বলিতে অনুমতি দিউন; এই দাসের প্রতি আপনার ক্রোধ প্রজ্বলিত না হউক, ১৯ কারণ আপনি ফরৌণের তুল্য। প্রভু এই দাসদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমাদের পিতা কি ভ্রাতা আছে? ২০ আমরা প্রভুকে উত্তর করিয়াছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আছেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার এক কনিষ্ঠ পুত্র আছে; তাহার সহোদর মরিয়াছে; সেইমাত্র তাহার মাতার অবশিষ্ট পুত্র; এবং তাহার পিতা তাহাকে স্নেহ করেন। ২১ পরে আপনি এই দাসদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার কাছে তাহাকে আন, আমি তাহাকে স্বচক্ষে দেখিব। ২২ তখন আমরা প্রভুকে বলিয়াছিলাম, সেই যুবক পিতাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিবে না, সে পিতাকে ছাড়িয়া আসিলে পিতা মরিয়া যাইবেন। ২৩ তাহাতে আপনি এই দাসদিগকে বলিয়াছিলেন, সেই ছোট ভাইটী তোমাদের সঙ্গে না আসিলে তোমরা আমার মুখ ২৪ আর দেখিতে পাইবে না। আমরা আপনার দাস যে আমার পিতা, তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রভুর সেই সকল কথা ২৫ কহিলাম। পরে আমাদের পিতা কহিলেন, তোমরা আবার যাও, আমাদের ২৬ জন্য কিছু ভক্ষ্য কিনিয়া আন। আমরা কহিলাম, যাইতে পারিব না; যদি ছোট ভাই আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে যাই; কেননা ছোট ভাইটী সঙ্গে না থাকিলে আমরা সেই ব্যক্তির মুখ দেখিতে পাইব ২৭ না। তাহাতে আপনার দাস আমার পিতা কহিলেন, তোমরা জান, আমার সেই স্ত্রী হইতে দুইটী মাত্র সন্তান ২৮ জন্মে। তাহাদের মধ্যে এক জন আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিল, আর আমি কহিলাম, সে নিশ্চয় খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, এবং সেই অবধি আমি তাহাকে আর

২৯ দেখিতে পাই নাই। এখন আমার নিকট হইতে ইহাকেও লইয়া গেলে যদি ইহার কোন বিপদ ঘটে, তবে তোমরা শোকে এই পাকা চুলে আমাকে পাতালে নামাইয়া
৩০ দিবে। অতএব আপনার দাস যে আমার পিতা, আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে আমাদের সঙ্গে যদি এই
৩১ যুবক না থাকে, তবে এই যুবকের প্রাণে তাঁহার প্রাণ বাঁধা আছে বলিয়া, যুবকটী নাই দেখিলে তিনি মারা পড়িবেন; এইরূপে আপনার এই দাসেরা শোকে পাকা চুলে আপনার দাস আমাদের
৩২ পিতাকে পাতালে নামাইয়া দিবে। আবার আপনার দাস আমি পিতার নিকটে এই যুবকটীর জামিন হইয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি তাহাকে তোমার নিকটে না আনি, তবে যাবজ্জীবন পিতার কাছে
৩৩ অপরাধী থাকিব। অতএব বিনয় করি, প্রভুর নিকটে এই যুবকটীর পরিবর্ত্তে আপনার দাস আমি প্রভুর দাস হইয়া থাকি, কিন্তু এই যুবককে আপনি তাহার
৩৪ ভাইদের সঙ্গে যাইতে দিউন। কেননা এই যুবকটী আমার সহিত না থাকিলে আমি কি প্রকারে পিতার নিকটে যাইতে পারি? পাছে পিতার যে আপদ ঘটিবে, তাহাই আমাকে দেখিতে হয়।

৪৫ তখন যোষেফ আপনার নিকটে দণ্ডায়মান লোকদের সাক্ষাতে আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে সব লোককে বাহির কর। তাহাতে কেহ তাঁহার কাছে দাঁড়াইল না, আর তখনই যোষেফ ভাইদের কাছে আপনার পরিচয়
২ দিতে লাগিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন; মিস্রীয়েরা তাহা শুনিতে পাইল ও ফরৌণের গৃহস্থিত
৩ লোকেরাও শুনিতে পাইল। পরে যোষেফ আপন ভাইদের কহিলেন, আমি যোষেফ; আমার পিতা কি এখনও জীবিত আছেন? ইহাতে তাঁহার ভাইরা তাঁহার সাক্ষাতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন,
৪ উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে যোষেফ আপন ভাইদের কহিলেন, বিনয় করি, আমার নিকটে আইস। তাঁহারা নিকটে গেলেন। তিনি কহিলেন, আমি যোষেফ, তোমাদের ভাই, যাহাকে তোমরা মিসরগামীদের কাছে বিক্রয় করিয়াছিলে।
৫ কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছ বলিয়া এখন দুঃখিত কি বিরক্ত হইও না; কেননা প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যই ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে
৬ পাঠাইয়াছেন। কারণ দুই বৎসরাবধি দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে; আরও পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চাস কি ফসল হইবে
৭ না। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশ রক্ষা করিতে ও মহৎ উদ্ধারের দ্বারা তোমাদিগকে বাঁচাইতে তোমাদের
৮ অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। অতএব তোমরাই আমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছ, তাহা নয়, ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন, এবং আমাকে ফরৌণের পিতৃস্থানীয়, তাঁহার সমস্ত বাটীর প্রভু ও সমস্ত মিসর দেশের
৯ উপরে শাসনকর্ত্তা করিয়াছেন। তোমরা শীঘ্র করিয়া আমার পিতার নিকটে যাও, তাঁহাকে বল, 'তোমার পুত্ত্র যোষেফ এইরূপ কহিল, ঈশ্বর আমাকে সমস্ত মিসর দেশের কর্ত্তা করিয়াছেন; তুমি আমার নিকটে চলিয়া আইস, বিলম্ব
১০ করিও না। তুমি পুত্ত্র পৌত্ত্রাদির ও গোমেষাদি সর্ব্বস্বের সহিত গোশন

প্রদেশে বাস করিবে ; তুমি আমার
১১ নিকটেই থাকিবে। সে স্থানে আমি
তোমাকে প্রতিপালন করিব, কেননা আর
পাঁচ বৎসর দুর্ভিক্ষ থাকিবে ; পাছে
তোমার ও তোমার পরিজনের ও তোমার
১২ সকল লোকের দৈন্যদশা ঘটে।' আর
দেখ, তোমরা ও আমার সহোদর বিন্যামীন
চাক্ষুষ দেখিতেছ যে, আমি নিজ মুখে
তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি।
১৩ অতএব এই মিসর দেশে আমার প্রতাপ
ও তোমরা যাহা যাহা দেখিয়াছ, সে
সকল আমার পিতাকে জ্ঞাত করিবে, এবং
১৪ তাঁহাকে শীঘ্র এই স্থানে আনিবে। পরে
যোষেফ আপন ভাই বিন্যামীনের গলা
ধরিয়া রোদন করিলেন, এবং বিন্যামীনও
তাঁহার গলা ধরিয়া রোদন করিলেন।
১৫ আর যোষেফ অন্য সকল ভাইকেও চুম্বন
করিলেন, ও তাঁহাদের গলা ধরিয়া
রোদন করিলেন ; তাহার পরে তাঁহার
ভ্রাতারা তাঁহার সহিত আলাপ করিতে
লাগিলেন।

১৬ আর যোষেফের ভাইরা আসিয়াছে,
ফরৌণের বাটীতে এই কথা উপস্থিত
হইলে ফরৌণ ও তাঁহার দাসগণ সকলে
১৭ সন্তুষ্ট হইলেন। আর ফরৌণ যোষেফকে
কহিলেন, তুমি তোমার ভাইদের বল,
তোমরা এই কর্ম্ম কর ; তোমাদের পশু-
গণের পৃষ্ঠে শস্য চাপাইয়া কনান দেশে
১৮ গমন কর, এবং তোমাদের পিতাকে ও
আপন আপন পরিবারকে আমার নিকটে
লইয়া আইস ; আমি তোমাদিগকে মিসর
দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য দিব, আর তোমরা
১৯ দেশের সারাংশ ভোগ করিবে। এখন
তোমার প্রতি আমার আজ্ঞা এই, তোমরা
এই কর্ম্ম কর, তোমরা আপন আপন
বালক বালিকা ও স্ত্রীদের নিমিত্তে মিসর
দেশ হইতে শকট লইয়া গিয়া তাহা-
দিগকে ও আপনাদের পিতাকে লইয়া
২০ আইস ; আর আপন আপন দ্রব্য
সামগ্রীর মমতা করিও না, কেননা সমুদয়
মিসর দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য তোমাদেরই।

২১ তখন ইস্রায়েলের পুত্রগণ তাহাই করি-
লেন। এবং যোষেফ ফরৌণের আজ্ঞানু-
সারে তাহাদিগকে শকট দিলেন, এবং
২২ পাথেয় দ্রব্যও দিলেন ; তিনি প্রত্যেক
জনকে এক এক যোড়া বস্ত্র দিলেন,
কিন্তু বিন্যামীনকে তিন শত রৌপ্যমুদ্রা
২৩ ও পাঁচ যোড়া বস্ত্র দিলেন। আর পিতার
জন্য এই সকল দ্রব্য পাঠাইলেন, দশ
গর্দ্দভে চাপাইয়া মিসরের উৎকৃষ্ট দ্রব্য
এবং পিতার পাথেয়ের জন্য দশ গর্দ্দভীতে
চাপাইয়া শস্য ও রুটী প্রভৃতি ভক্ষ্য
২৪ দ্রব্য। এইরূপে তিনি আপন ভ্রাতা-
দিগকে বিদায় করিলে তাঁহারা প্রস্থান
করিলেন ; তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়া
দিলেন, পথে বিবাদ করিও না।

২৫ পরে তাঁহারা মিসর হইতে যাত্রা
করিয়া কনান দেশে তাঁহাদের পিতা
২৬ যাকোবের নিকটে উপস্থিত হইলেন, ও
তাঁহাকে কহিলেন, যোষেফ এখনও জীবিত
আছে, আবার সমস্ত মিসর দেশের উপরে
সেই শাসনকর্ত্তা হইয়াছে। তথাপি
তাঁহার হৃদয় জড়বৎ থাকিল, কারণ
তাঁহাদের কথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল
২৭ না। কিন্তু যোষেফ তাঁহাদিগকে যে
সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে সকল যখন
তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, এবং তাঁহাকে
লইয়া যাইবার নিমিত্তে যোষেফ যে
সকল শকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও যখন
তিনি দেখিলেন, তখন তাঁহাদের পিতা

যাকোবের আত্মা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। ২৮ আর ইস্রায়েল কহিলেন, এই যথেষ্ট; আমার পুত্র যোষেফ এখনও জীবিত আছে; আমি গিয়া মরিবার পূর্ব্বে তাহাকে দেখিব।

যাকোব সবংশে মিসরে যান।

৪৬ পরে ইস্রায়েল আপনার সর্ব্বস্বের সহিত যাত্রা করিয়া বের্-শেবাতে আসিলেন, এবং আপন পিতা ইস্হাকের ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিলেন। ২ পরে ঈশ্বর রাত্রিতে ইস্রায়েলকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে যাকোব, হে যাকোব। তিনি উত্তর করিলেন, দেখ, এই আমি। ৩ তখন তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার ঈশ্বর; তুমি মিসরে যাইতে ভয় করিও না, কেননা আমি সেই স্থানে তোমাকে বৃহৎ জাতি করিব। ৪ আমিই তোমার সঙ্গে মিসরে যাইব, এবং আমিই তথা হইতে তোমাকে ফিরাইয়াও আনিব, আর যোষেফ তোমার চক্ষে হস্তার্পণ করিবে।

৫ পরে যাকোব বের্-শেবা হইতে যাত্রা করিলেন। ইস্রায়েলের পুত্রগণ আপনাদের পিতা যাকোবকে এবং আপন আপন বালক বালিকা ও স্ত্রীদিগকে সেই সকল শকটে করিয়া লইয়া গেলেন, যাহা ফরৌণ তাঁহাদের বহনার্থে পাঠাইয়া- ৬ ছিলেন। পরে তাঁহারা, যাকোব ও তাঁহার সমস্ত বংশ, আপনাদের পশুগণ ও কনান দেশে উপার্জ্জিত সকল সম্পত্তি ৭ লইয়া মিসর দেশে পঁহুছিলেন। এইরূপে যাকোব আপন পুত্র পৌত্র, পুত্রী পৌত্রী প্রভৃতি সমস্ত বংশকে সঙ্গে করিয়া মিসরে লইয়া গেলেন।

৮ ইস্রায়েল-সন্তানগণ, যাকোব ও তাঁহার সন্তানগণ, যাঁহারা মিসরে গেলেন, তাঁহাদের নাম। যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণ। ৯ রূবেণের পুত্র হনোক, পল্লু, হিষ্রোণ ও ১০ কর্ম্মি। শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল, যামীন, ওহদ, যাখীন, সোহর ও তাহার ১১ কনানীয়া স্ত্রীজাত পুত্র শৌল। লেবির ১২ পুত্র গের্শোন, কহাৎ ও মরারি। যিহূদার পুত্র এর, ওনন, শেলা, পেরস ও সেরহ। কিন্তু এর ও ওনন কনান দেশে মরিয়াছিল; এবং পেরসের পুত্র হিষ্রোণ ও ১৩ হামূল। ইষাখরের পুত্র তোলয়, পূয়, ১৪ যোব ও শিম্রোণ। আর সবূলূনের পুত্র ১৫ সেরদ, এলোন ও যহলেল। ইহারা লেয়ার সন্তান; তিনি পদ্দন্-অরামে যাকোবের জন্য ইহাদিগকে ও তাঁহার কন্যা দীণাকে প্রসব করেন। যাকোবের এই পুত্র কন্যারা সর্ব্বশুদ্ধ তেত্রিশ প্রাণী।

১৬ আর গাদের পুত্র সিফিয়োন, হগি, শূনী, ইষ্বোন, এরি, অরোদী ও অরেলী। ১৭ আশেরের পুত্র যিম্না, যিশ্বা, যিশ্বি, বরিয় ও তাহাদের ভগিনী সেরহ। ১৮ বরিয়ের পুত্র হেবর ও মল্কীয়েল। ইহারা সেই সিল্পার সন্তান, যাহাকে লাবন আপন কন্যা লেয়াকে দিয়াছিলেন; সে যাকোবের জন্য ইহাদিগকে প্রসব করিয়াছিল। ইহারা ষোল প্রাণী।

১৯ আর যাকোবের স্ত্রী রাহেলের পুত্র ২০ যোষেফ ও বিন্যামীন। যোষেফের পুত্র মনঃশি ও ইফ্রয়িম মিসর দেশে জন্মিয়াছিল; ওন নগরের পোটীফেরঃ যাজকের কন্যা আসনৎ তাঁহার জন্য তাহাদিগকে ২১ প্রসব করিয়াছিলেন। বিন্যামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অস্বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম ও অর্দ।

২২ এই চৌদ্দ প্রাণী যাকোব হইতে জাত ২৩ রাহেলের সন্তান। আর দানের পুত্র ২৪ হূশীম। নপ্তালির পুত্র যহসিয়েল, গূনি, ২৫ যেৎসর ও শিল্লেম। ইহারা সেই বিল্‌হার সন্তান, যাহাকে লাবন আপন কন্যা রাহেলকে দিয়াছিলেন। সে যাকোবের জন্য ইহাদিগকে প্রসব করিয়াছিল; ইহারা সর্ব্বশুদ্ধ সাত প্রাণী।

২৬ যাকোবের কটি হইতে উৎপন্ন যে প্রাণিগণ তাঁহার সঙ্গে মিসরে উপস্থিত হইল, যাকোবের পুত্রবধূরা ছাড়া তাহারা সর্ব্ব- ২৭ শুদ্ধ ছেষট্টি প্রাণী। মিসরে যোষেফের যে পুত্রেরা জন্মিয়াছিল, তাহারা দুই প্রাণী। যাকোবের পরিজন, যাহারা মিসরে গেল, তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ সত্তর প্রাণী।

২৮ পরে আগে আগে গোশনের পথ দেখাইবার নিমিত্তে যাকোব আপনার অগ্রে যিহূদাকে যোষেফের নিকটে পাঠাইলেন; আর তাঁহারা গোশন ২৯ প্রদেশে পঁহুছিলেন। তখন যোষেফ আপন রথ সাজাইয়া গোশনে আপন পিতা ইস্রায়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন; আর তাঁহাকে দেখা দিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া অনেকক্ষণ রোদন ৩০ করিলেন। তখন ইস্রায়েল যোষেফকে কহিলেন, এখন স্বচ্ছন্দে মরিব, কেননা তোমার মুখ দেখিতে পাইলাম, তুমি ৩১ এখনও জীবিত আছ। পরে যোষেফ আপন ভ্রাতাদিগকে ও পিতার পরিজনকে কহিলেন, আমি গিয়া ফরৌণকে সংবাদ দিব, তাঁহাকে বলিব, আমার ভ্রাতারা ও পিতার সমস্ত পরিজন কনান দেশ হইতে ৩২ আমার নিকটে আসিয়াছেন; তাঁহারা মেষপালক, তাঁহারা পশুপাল রাখিয়া থাকেন; আর তাঁহাদের গোমেষাদি ৩৩ পাল এবং সর্ব্বস্ব আনিয়াছেন। তাহাতে ফরৌণ তোমাদিগকে ডাকিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের ব্যবসায় ৩৪ কি? তখন তোমরা বলিবে, আপনার এই দাসগণ পিতৃপুরুষানুক্রমে বাল্যাবধি অদ্য পর্য্যন্ত পশুপাল রাখিয়া আসিতেছে; তাহাতে তোমরা গোশন প্রদেশে বাস করিতে পাইবে; কেননা পশুপালক মাত্রেই মিস্রীয়দের ঘৃণাস্পদ।

৪৭ পরে যোষেফ গিয়া ফরৌণকে সংবাদ দিলেন, বলিলেন, আমার পিতা ও ভ্রাতারা আপন আপন গোমেষাদির পাল এবং সর্ব্বস্ব কনান দেশ হইতে লইয়া আসিয়াছেন; আর দেখুন, তাঁহারা ২ গোশন প্রদেশে আছেন। আর তিনি আপন ভ্রাতাদের মধ্যে পাঁচ জনকে লইয়া ফরৌণের সম্মুখে উপস্থিত করি- ৩ লেন। তাহাতে ফরৌণ যোষেফের ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ব্যবসায় কি? তাঁহারা ফরৌণকে কহিলেন, আপনার এই দাসগণ পিতৃ- ৪ পুরুষানুক্রমে পশুপালক। তাঁহারা ফরৌণকে আরও কহিলেন, আমরা এই দেশে প্রবাস করিতে আসিয়াছি, কারণ আপনার এই দাসদের পশুপালের চরাণী হয় না, কারণ কনান দেশে অতি ভারী দুর্ভিক্ষ হইয়াছে; অতএব বিনয় করি, আপনার এই দাসদিগকে গোশন ৫ প্রদেশে বাস করিতে দিউন। ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, তোমার পিতা ও ভ্রাতারা তোমার কাছে আসিয়াছে; ৬ মিসর দেশ তোমার সম্মুখে রহিয়াছে; দেশের উত্তম স্থানে আপন পিতা ও ভ্রাতাদিগকে বাস করাও; তাহারা গোশন প্রদেশে বাস করুক; আর যদি

তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও কার্য্যদক্ষ লোক বলিয়া জান, তবে তাহাদিগকে আমার পশুপালের অধ্যক্ষ পদে ৭ নিযুক্ত কর। পরে যোষেফ আপন পিতা যাকোবকে আনাইয়া ফরৌণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, আর যাকোব ৮ ফরৌণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন ফরৌণ যাকোবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কত বৎসর বয়স হইয়াছে? ৯ যাকোব ফরৌণকে কহিলেন, আমার প্রবাসকালের এক শত ত্রিশ বৎসর হইয়াছে; আমার আয়ুর দিন অল্প ও কষ্টকর হইয়াছে, এবং আমার পিতৃপুরুষদের প্রবাসকালের আয়ুর তুল্য হয় ১০ নাই। পরে যাকোব ফরৌণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে বিদায় ১১ হইলেন। তখন যোষেফ ফরৌণের আজ্ঞানুসারে মিসর দেশের উত্তম অঞ্চলে, রামিষেষ প্রদেশে, অধিকার দিয়া আপন পিতা, ও ভ্রাতাদিগকে বসাইয়া দিলেন। ১২ আর যোষেফ আপন পিতা ও ভ্রাতাদিগকে এবং পিতার সমস্ত পরিজনকে তাঁহাদের পরিবারানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া প্রতিপালন করিলেন।

যোষেফের মিসর দেশ শাসন।

১৩ তৎকালে সমগ্র দেশে ভক্ষ্য দ্রব্য ছিল না, কারণ অতি ভারী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে মিসর দেশ ও কনান দেশ দুর্ভিক্ষপ্রযুক্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। ১৪ আর মিসর দেশে ও কনান দেশে যত রৌপ্য ছিল, লোকে তাহা দিয়া শস্য ক্রয় করাতে যোষেফ সেই সমস্ত রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া ফরৌণের ভাণ্ডারে ১৫ আনিলেন। মিসর দেশে ও কনান দেশে রৌপ্য ব্যয় হইয়া গেলে মিস্রীয়েরা সকলে যোষেফের নিকটে আসিয়া কহিল, আমাদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিউন, আমাদের রৌপ্য শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা কি আপনার ১৬ সম্মুখে মরিব? যোষেফ কহিলেন, তোমাদের পশু দেও; যদি রৌপ্য শেষ হইয়া থাকে, তবে তোমাদের পশুর পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে ভক্ষ্য দিব। ১৭ তখন তাহারা যোষেফের কাছে আপন আপন পশু আনিলে যোষেফ অশ্ব, মেষপাল, গোপাল ও গর্দ্দভদিগকে পরিবর্ত্ত লইয়া তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতে লাগিলেন; এইরূপে যোষেফ তাহাদের সমস্ত পশু লইয়া সেই বৎসর ভক্ষ্য দিয়া তাহাদের চালাইয়া দিলেন।

১৮ আর সেই বৎসর অতীত হইলে দ্বিতীয় বৎসরে তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা প্রভু হইতে কিছু গোপন করিব না; আমাদের সমস্ত রৌপ্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং পশুধনও প্রভুরই হইয়াছে; এখন প্রভুর সাক্ষাতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, কেবল আমাদের ১৯ শরীর ও ভূমি রহিয়াছে। আমরা আপন আপন ভূমির সহিত আপনার চক্ষুর্গোচরে কেন মারা যাইব? আপনি ভক্ষ্য দিয়া আমাদিগকে ও আমাদের ভূমি ক্রয় করিয়া লউন; আমরা আপন আপন ভূমির সহিত ফরৌণের দাস হইব; আর আমাদিগকে বীজ দিউন, তাহা হইলে আমরা বাঁচিব, মারা পড়িব না, ২০ ভূমিও নষ্ট হইবে না। তখন যোষেফ মিসরের সমস্ত ভূমি ফরৌণের নিমিত্তে ক্রয় করিলেন, কেননা দুর্ভিক্ষ তাহাদের অসহ্য হওয়াতে মিস্রীয়েরা প্রত্যেকে

আপন আপন ক্ষেত্র বিক্রয় করিল।
২১ অতএব মাটি ফরৌণের হইল। আর তিনি মিসরের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত প্রজাদিগকে নগরে নগরে প্রবাস
২২ করাইলেন। তিনি কেবল যাজকদের ভূমি ক্রয় করিলেন না, কারণ ফরৌণ যাজকদিগকে বৃত্তি দিতেন, এবং তাহারা ফরৌণের দত্ত বৃত্তি ভোগ করিত; এই জন্য আপন আপন ভূমি বিক্রয় করিল না।
২৩ পরে যোষেফ প্রজাগণকে কহিলেন, দেখ, আমি অদ্য তোমাদিগকে ও তোমাদের ভূমি ফরৌণের নিমিত্তে ক্রয় করিলাম। দেখ, এই বীজ লইয়া
২৪ ভূমিতে বপন কর; তাহাতে যাহা যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহার পঞ্চমাংশ ফরৌণকে দিও, অন্য চারি অংশ ক্ষেত্রের বীজের নিমিত্তে এবং আপনাদের ও পরিজনদের ও শিশুগণের খাদ্যের নিমিত্তে তোমাদেরই
২৫ থাকিবে। তাহাতে তাহারা কহিল, আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিলেন; আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহদৃষ্টি হউক,
২৬ আমরা ফরৌণের দাস হইব। মিসরের ভূমির সম্বন্ধে যোষেফ এই ব্যবস্থা স্থাপন করেন, আর ইহা অদ্যাবধি চলিতেছে যে, পঞ্চমাংশ ফরৌণ পাইবেন; কেবল যাজকদের ভূমি ফরৌণের হয় নাই।
২৭ আর ইস্রায়েল মিসর দেশে, গোশন অঞ্চলে, বাস করিল, তাহারা তথায় অধিকার পাইয়া ফলবন্ত ও অতি বহুবংশ হইয়া উঠিল।

যাকোব যোষেফের দুই পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন।

২৮ মিসর দেশে যাকোব সতের বৎসর জীবিত রহিলেন; যাকোবের আয়ুর পরিমাণ এক শত সাতচল্লিশ বৎসর
২৯ হইল। পরে ইস্রায়েলের মরণ দিন সন্নিকট হইল। তখন তিনি আপন পুত্র যোষেফকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, তুমি আমার জঙ্ঘার নীচে হস্ত দেও, এবং আমার প্রতি সদয় ও সত্য ব্যবহার কর;
৩০ মিসরে আমাকে কবর দিও না। আমি যখন আপন পিতৃপুরুষদের নিকটে শয়ন করিব, তখন তুমি আমাকে মিসর হইতে লইয়া গিয়া তাঁহাদের কবরস্থানে কবর-শায়ী করিও। যোষেফ কহিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই করিব।
৩১ আর যাকোব তাঁহাকে দিব্য করিতে কহিলে তিনি তাঁহার নিকটে দিব্য করিলেন। তখন ইস্রায়েল শয্যার শিয়রের দিকে প্রণিপাত করিলেন।

৪৮ এই সকল ঘটনা হইলে পর কেহ যোষেফকে বলিল, দেখুন, আপনার পিতা পীড়িত; তাহাতে তিনি আপনার দুই পুত্র মনঃশি ও ইফ্রয়িমকে সঙ্গে
২ লইয়া গেলেন। তখন কেহ যাকোবকে সংবাদ দিয়া কহিল, দেখুন, আপনার পুত্র যোষেফ আসিয়াছেন; তাহাতে ইস্রায়েল আপনাকে সবল করিয়া শয্যায়
৩ উঠিয়া বসিলেন। আর যাকোব যোষেফকে কহিলেন, কনান দেশে, লূস নামক স্থানে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, ও
৪ বলিয়াছিলেন, দেখ, আমি তোমাকে ফলবান্ ও বহুবংশ করিব, আর তোমা হইতে জাতিসমাজ উৎপন্ন করিব, এবং তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধি-
৫ কারার্থে এই দেশ দিব। আর মিসরে

তোমার কাছে আমার আসিবার পূর্ব্বে তোমার যে দুই পুত্র মিসর দেশে জন্মিয়াছে, তাহারা আমারই; রূবেণ ও শিমিয়োনের ন্যায় ইফ্রয়িম ও মনঃশিও ৬ আমারই হইবে। কিন্তু তুমি ইহাদের পরে যাহাদের জন্ম দিয়াছ, তোমার সেই সন্তানেরা তোমারই হইবে, এবং এই দুই ভ্রাতার নামে ইহাদেরই অধিকারে ৭ আখ্যাত হইবে। আর পদ্দন হইতে আমার আসিবার সময়ে কনান দেশে রাহেল ইফ্রাথে পঁহুছিবার অল্প পথ থাকিতে পথিমধ্যে আমার কাছে মরিলেন; তাহাতে আমি তথায়, ইফ্রাথের, অর্থাৎ বৈৎলেহমের, পথের পার্শ্বে তাঁহার কবর দিলাম।

৮ পরে ইস্রায়েল যোষেফের দুই পুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কে? ৯ যোষেফ পিতাকে কহিলেন, ইহারা আমার পুত্র, যাহাদিগকে ঈশ্বর এই দেশে আমাকে দিয়াছেন। তখন তিনি কহিলেন, বিনয় করি, ইহাদিগকে আমার কাছে আন, আমি ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ ১০ করিব। তখন ইস্রায়েল বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত ক্ষীণ-দৃষ্টি হওয়াতে দেখিতে পাইলেন না; আর তাহারা নিকটে আনীত হইলে তিনি তাহাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন ১১ করিলেন। পরে ইস্রায়েল যোষেফকে কহিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না; কিন্তু দেখ, ঈশ্বর আমাকে তোমার বংশও ১২ দেখাইলেন। তখন যোষেফ দুই জানুর মধ্য হইতে তাহাদিগকে বাহির করিলেন, ও ভূমিতে মুখ দিয়া প্রণিপাত করিলেন। ১৩ পরে যোষেফ দুই জনকে লইয়া আপন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ইফ্রয়িমকে ধরিয়া ইস্রায়েলের বামদিকে, ও বাম হস্ত দ্বারা মনঃশিকে ধরিয়া ইস্রায়েলের দক্ষিণদিকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিলেন। ১৪ তখন ইস্রায়েল দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া কনিষ্ঠ ইফ্রয়িমের মস্তকে দিলেন, এবং বাম হস্ত মনঃশির মস্তকে রাখিলেন। এ তাঁহার বিবেচনাসিদ্ধ বাহুচালন, কারণ মনঃশি প্রথমজাত।

১৫ পরে তিনি যোষেফকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, সেই ঈশ্বর, যাঁহার সাক্ষাতে আমার পিতৃপুরুষ অব্রাহাম ও ইস্‌হাক গমনাগমন করিতেন—সেই ঈশ্বর, যিনি প্রথমাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমার ১৬ পালক হইয়া আসিতেছেন—সেই দূত, যিনি আমাকে সমস্ত আপদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন—তিনিই এই বালক দুইটীকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইহাদের দ্বারা আমার নাম ও আমার পিতৃপুরুষ অব্রাহামের ও ইস্‌হাকের নাম আখ্যাত হউক, এবং ইহারা দেশের মধ্যে বহুগোষ্ঠীক হউক। ১৭ তখন ইফ্রয়িমের মস্তকে পিতা দক্ষিণ হস্ত দিয়াছেন দেখিয়া যোষেফ অসন্তুষ্ট হইলেন, আর তিনি ইফ্রয়িমের মস্তক হইতে মনঃশির মস্তকে স্থাপনার্থে পিতার হস্ত ১৮ তুলিয়া ধরিলেন। যোষেফ পিতাকে কহিলেন, পিতঃ, এমন নয়, এই প্রথমজাত, ইহারই মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দিউন। ১৯ কিন্তু তাঁহার পিতা অসম্মত হইয়া কহিলেন, বৎস, তাহা আমি জানি, আমি জানি; এও এক জাতি হইবে, এবং মহান্‌ও হইবে, তথাপি ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইহা অপেক্ষাও মহান্ হইবে, ও তাহার ২০ বংশ বহুগোষ্ঠীক হইবে। সেই দিন তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল তোমার নাম করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে, বলিবে, ঈশ্বর তোমাকে ইফ্রয়িমের

ও মনঃশির তুল্য করুন। এইরূপে তিনি মনঃশি হইতে ইফ্রয়িমকে অগ্রগণ্য করি-
২১ লেন। পরে ইস্রায়েল যোষেফকে কহিলেন, দেখ, আমি মরিতেছি ; কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী থাকিবেন, ও তোমাদিগকে আবার তোমাদের পিতৃপুরুষদের
২২ দেশে লইয়া যাইবেন। আর তোমার ভ্রাতাদের অপেক্ষা এক অংশ তোমাকে বেশী দিলাম ; তাহা আমি আপন খড়্গ ও ধনুর দ্বারা ইমোরীয়দের হস্ত হইতে লইয়াছি।

যাকোব পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করেন।

৪৯ পরে যাকোব আপন পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা একত্র হও, উত্তর কালে তোমাদের প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি।

২ যাকোবের পুত্রগণ, সমবেত হও, শুন,
তোমাদের পিতা ইস্রায়েলের বাক্য শুন।

৩ রূবেণ, তুমি আমার প্রথমজাত,
আমার বল ও আমার শক্তির প্রথম ফল,
মহিমার প্রাধান্য ও পরাক্রমের প্রাধান্য।

৪ তুমি [তপ্ত] জলবৎ চপল, তোমার প্রাধান্য থাকিবে না ;
কেননা তুমি আপন পিতার শয্যায় গিয়াছিলে ;
তখন অপবিত্র কর্ম্ম করিয়াছিলে ; সে আমার শয্যায় গিয়াছিল।

৫ শিমিয়োন ও লেবি দুই সহোদর ;
তাহাদের খড়্গ দৌরাত্ম্যের অস্ত্র।

৬ হে মম প্রাণ! তাহাদের সভায় যাইও না ;
হে মম গৌরব! তাহাদের সমাজে যোগ দিও না ;
কেননা তাহারা ক্রোধে নরহত্যা করিল,
স্বেচ্ছাচারিতায় বৃষের শিরা ছেদন করিল।

৭ অভিশপ্ত তাহাদের ক্রোধ, কেননা তাহা প্রচণ্ড ;
তাহাদের কোপ, কেননা তাহা নিষ্ঠুর ;
আমি তাহাদিগকে যাকোবের মধ্যে বিভাগ করিব,
ইস্রায়েলের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব।

৮ যিহূদা, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই স্তব করিবে ;
তোমার হস্ত তোমার শত্রুগণের ঘাড় ধরিবে ;
তব পিতৃসন্তানেরা তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করিবে।

৯ যিহূদা সিংহশাবক ;
বৎস, তুমি মৃগবিদারণ হইতে উঠিয়া আসিলে ;
সে শয়ন করিল, গুঁড়ি মারিল, সিংহের ন্যায়,
ও সিংহীর ন্যায় ; কে তাহাকে উঠাইবে?

১০ যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না,
তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে বিচারদণ্ড যাইবে না,
যে পর্য্যন্ত শীলো * না আইসেন ;
জাতিগণ তাঁহারই আজ্ঞাবহতা স্বীকার করিবে।

১১ সে দ্রাক্ষালতায় আপন গর্দ্দভ বাঁধিবে,
উত্তম দ্রাক্ষালতায় আপন খরশাবক বাঁধিবে ;
সে দ্রাক্ষারসে আপন পরিচ্ছদ কাচিয়াছে,
দ্রাক্ষার রক্তে আপন কাপড় কাচিয়াছে।

১২ তাহার চক্ষু দ্রাক্ষারসে রক্তবর্ণ,
তাহার দন্ত দুগ্ধে শ্বেতবর্ণ।

১৩ সবূলূন সমুদ্র-তীরে বাস করিবে,
তাহা পোতাশ্রয়ের তীর হইবে,

* (বা) যাঁহার অধিকার আছে, তিনি।

সীদোন পর্য্যন্ত তাহার সীমা হইবে।

১৪ ইষাখর বলবান্ গর্দ্দভ,
সে খোঁয়াড়ের মধ্যে শয়ন করে।

১৫ সে দেখিল, বিশ্রামস্থান উত্তম,
দেখিল, এই দেশ রমণীয়,
তাই ভার বহিতে কাঁধ পাতিয়া দিল,
আর করাধীন দাস হইল।

১৬ দান আপন প্রজাবৃন্দের বিচার করিবে,
ইস্রায়েলের এক বংশের ন্যায়।

১৭ দান পথে অবস্থিত সর্প,
সে মার্গে অবস্থিত ফণী,
যে ঘোটকের চরণে দংশন করে,
আর তদারূঢ় ব্যক্তি পশ্চাতে পতিত হয়।

১৮ সদাপ্রভো, আমি তোমার পরিত্রাণের অপেক্ষায় রহিয়াছি।

১৯ গাদকে সৈন্যদল আঘাত করিবে ;
কিন্তু সে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করিবে।

২০ আশের হইতে অতি উত্তম খাদ্য জন্মিবে ;
সে রাজার উপাদেয় ভক্ষ্য যোগাইয়া দিবে।

২১ নপ্তালি উন্মুক্তা হরিণী,
সে মনোহর বাক্য বলে।

২২ যোষেফ ফলবান্ তরু-পল্লব,
জলপ্রবাহের পার্শ্বস্থিত ফলবান্ তরু-পল্লব ;
তাহার শাখা সকল প্রাচীর অতিক্রম করে।

২৩ ধনুর্দ্ধরেরা তাহাকে কঠোর ক্লেশ দিয়াছিল,
বাণাঘাতে তাহাকে উৎপীড়ন করিয়াছিল ;

২৪ কিন্তু তাহার ধনুক দৃঢ় থাকিল,
তাহার হস্তের বাহুযুগল বলবান্ রহিল,
যাকোবের একবীরের হস্ত দ্বারা,
যিনি ইস্রায়েলের পালক ও শৈল, তাঁহার দ্বারা,

২৫ তোমার পিতার সেই ঈশ্বরের দ্বারা,—
যিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন,—
সেই সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারা,—যিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
উপরিস্থ আকাশ হইতে নিঃসৃত আশীর্ব্বাদে,
অধোবিস্তীর্ণ জলধি হইতে নিঃসৃত আশীর্ব্বাদে,
স্তন ও গর্ভ হইতে নিঃসৃত আশীর্ব্বাদে।

২৬ আমার পিতৃপুরুষদের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ উৎকৃষ্ট।
তাহা চিরন্তন গিরিমালার সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ;
তাহা বর্ত্তিবে যোষেফের মস্তকে,
ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক্কৃতের মস্তকের তালুতে।

২৭ বিন্যামীন বিদারক নেকড়িয়ার তুল্য ;
প্রাতঃকালে সে শিকার ভক্ষণ করিবে,
সন্ধ্যাকালে সে লুট দ্রব্য বণ্টন করিবে।

২৮ ইঁহারা সকলে ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশ ; ইঁহাদের পিতা আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ে এই কথা কহিলেন ; ইঁহাদের প্রত্যেক জনকে বিশেষ বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যাকোবের ও যোষেফের মৃত্যু।

২৯ পরে যাকোব তাঁহাদিগকে আদেশ দিয়া কহিলেন, আমি আপন লোকদের ৩০ নিকটে সংগৃহীত হইতে উদ্যত। হেতীয় ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত গুহাতে আমার পিতৃপুরুষদের নিকটে আমার কবর দিও ; সেই গুহা কনান দেশে মম্রির সম্মুখস্থ মক্‌পেলা ক্ষেত্রে স্থিত ; অব্রাহাম হেতীয় ইফ্রোণের কাছে তাহা কবরস্থানের অধিকার জন্য কিনিয়াছিলেন। সেই স্থানে অব্রাহামের ও তাঁহার ভার্য্যা সারার কবর

হইয়াছে, সেই স্থানে ইস্‌হাকের ও তাঁহার ভার্য্যা রিবিকার কবর হইয়াছে, এবং সেই ৩২ স্থানে আমিও লেয়ার কবর দিয়াছি; সেই ক্ষেত্র ও তাহার মধ্যবর্ত্তী গুহা হেতের সন্তানদের কাছে কেনা হইয়াছিল। ৩৩ যাকোব আপন পুত্রদের প্রতি আদেশ সমাপ্ত করিলে পর শয্যাতে দুই চরণ একত্র করিলেন, ও প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলেন।

৫০ তখন যোষেফ আপন পিতার মুখে মুখ দিয়া রোদন করিলেন, ও তাঁহাকে ২ চুম্বন করিলেন। আর যোষেফ আপন পিতার দেহে ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দিতে আপন দাস চিকিৎসকগণকে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে চিকিৎসকেরা ইস্রায়েলের ৩ দেহে ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দিল। তাহারা সেই কার্য্যে চল্লিশ দিন যাপন করিল, কেননা সেই ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দিতে চল্লিশ দিবস লাগে; আর মিস্রীয়েরা তাঁহার নিমিত্তে সত্তর দিন যাবৎ শোক ৪ করিল। সেই শোকের দিন অতীত হইলে যোষেফ ফরৌণের পরিজনকে কহিলেন, যদি আমি আপনাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে ফরৌণের কর্ণগোচরে ৫ এই কথা বলুন, আমার পিতা আমাকে দিব্য করাইয়া বলিয়াছেন, দেখ, আমি মরিতেছি, কনান দেশে আমার জন্য যে কবর খনন করিয়াছি, তুমি আমাকে সেই কবরে রাখিও। অতএব বিনয় করি, আমাকে যাইতে দিউন; আমি পিতাকে ৬ কবর দিয়া আবার আসিব। ফরৌণ কহিলেন, যাও, তোমার পিতা তোমাকে যে দিব্য করাইয়াছেন, তুমি তদনুসারে তাঁহার কবর দেও।

৭ পরে যোষেফ আপন পিতার কবর দিতে যাত্রা করিলেন; আর ফরৌণের দাসগণ সকলে—তাঁহার গৃহের প্রাচীনগণ ও মিসর দেশের প্রাচীনেরা সকলে— ৮ এবং যোষেফের সকল পরিবার, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও তাঁহার পিতৃকুল তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন; তাঁহারা গোশন প্রদেশে কেবল তাঁহাদের বালক বালিকাগণ, মেষ- ৯ পাল ও গোপাল রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত রথ ও অশ্বারোহিগণ গমন করিল; ১০ অতি ভারী সমারোহ হইল। পরে তাঁহারা যর্দ্দনের পারস্থ আটদের খামারে উপস্থিত হইয়া তথায় মহাবিলাপ করিয়া রোদন করিলেন; যোষেফ সেই স্থানে পিতার উদ্দেশে সাত দিন শোক করিলেন। ১১ আটদের খামারে তাঁহাদের তাদৃশ শোক দেখিয়া সেই দেশনিবাসী কনানীয়েরা কহিল, মিস্রীয়দের এ অতি দারুণ শোক; এই নিমিত্তে যর্দ্দনপারস্থ সেই স্থান আবেল্-মিস্রয়ীম [মিস্রীয়দের শোক] ১২ নামে আখ্যাত হইল। যাকোব আপন পুত্রগণকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাঁহারা তদনুসারে তাঁহার সৎকার করি- ১৩ লেন। ফলতঃ তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে কনান দেশে লইয়া গেলেন, এবং মম্রির সম্মুখস্থ মক্‌পেলা ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী গুহাতে তাঁহার কবর দিলেন, যাহা অব্রাহাম ক্ষেত্রসহ কবরস্থানের অধিকারার্থে হেতীয় ইফ্রোণের কাছে ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৪ পিতার কবর হইলে পর যোষেফ, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, এবং যত লোক তাঁহার পিতার কবর দিতে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, সকলে মিসরে ফিরিয়া আসিলেন।

১৫ আর পিতার মৃত্যু হইল দেখিয়া যোষেফের ভ্রাতৃগণ কহিলেন, হয় ত

যোষেফ আমাদিগকে ঘৃণা করিবে, আর আমরা তাহার যে সকল অপকার করিয়াছি, তাহার সম্পূর্ণ প্রতিফল আমাদিগকে ১৬ দিবে। আর তাঁহারা যোষেফের নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে এই আদেশ দিয়া- ১৭ ছিলেন, তোমরা যোষেফকে এই কথা বলিও, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার অপকার করিয়াছে, কিন্তু বিনয় করি, তুমি তাহাদের সেই অধর্ম্ম ও পাপ ক্ষমা কর। অতএব এখন আমরা বিনয় করি, তোমার পিতার ঈশ্বরের এই দাসদের অধর্ম্ম ক্ষমা কর। তাঁহাদের এই কথায় যোষেফ ১৮ রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতৃগণ আপনারা গিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেখ, আমরা ১৯ তোমার দাস। তখন যোষেফ তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, আমি ২০ কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি? তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গলের কল্পনা করিলেন; অদ্য যেরূপ দেখিতেছ, এইরূপে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁহার ২১ অভিপ্রায় ছিল। তোমরা এখন ভীত হইও না, আমিই তোমাদিগকে ও তোমাদের বালক বালিকাগণকে প্রতিপালন করিব। এইরূপে তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, ও চিত্ততোষক কথা কহিলেন।

২২ পরে যোষেফ ও তাঁহার পিতৃকুল মিসরে বাস করিতে থাকিলেন: এবং যোষেফ এক শত দশ বৎসর জীবিত ২৩ রহিলেন। যোষেফ ইফ্রয়িমের পৌত্র পর্য্যন্ত দেখিলেন; মনঃশির মাখীর নামক পুত্রের শিশুসন্তানেরাও যোষেফের ২৪ ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হইল। পরে যোষেফ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, আমি মরিতেছি, কিন্তু ঈশ্বর অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধান করিবেন, এবং অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের নিকটে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছেন, তোমাদিগকে এই দেশ হইতে সেই দেশে লইয়া ২৫ যাইবেন। আর যোষেফ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই দিব্য করাইলেন, কহিলেন, ঈশ্বর অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধান করিবেন, আর তোমরা এ স্থান হইতে ২৬ আমার অস্থি লইয়া যাইবে। যোষেফ এক শত দশ বৎসর বয়সে মরিলেন; আর লোকেরা তাঁহার দেহে ক্ষয়-নিবারক দ্রব্য দিয়া তাহা মিসর দেশে এক শবাধারের মধ্যে রাখিল।

যাত্রাপুস্তক

ইস্রায়েলীয়দের বৃদ্ধি ও দৌরাত্ম্যভোগ।

১ ইস্রায়েলের পুত্রগণ, যাঁহারা মিসর দেশে গিয়াছিলেন, সপরিবারে যাকোবের সহিত গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এই ২ এই;—রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি ও ৩,৪ যিহূদা, ইষাখর, সবূলূন ও বিন্যামীন, দান ও নপ্তালি, গাদ ও আশের। ৫ যাকোবের কটি হইতে উৎপন্ন প্রাণী সর্ব্বশুদ্ধ সত্তর জন ছিল; আর যোষেফ ৬ মিসরেই ছিলেন। পরে যোষেফ, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও তাৎকালিক সমস্ত লোক মরিয়া

৭ গেলেন। আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা ফলবন্ত, অতি বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুবংশ হইয়া উঠিল, ও অতিশয় প্রবল হইল এবং তাহাদের দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইল।

৮ পরে মিসরের উপরে এক নূতন রাজা উঠিলেন, তিনি যোষেফকে জানিতেন না।
৯ তিনি আপন প্রজাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমাদের অপেক্ষা ইস্রায়েল-সন্তানদের
১০ জাতি বহুসংখ্যক ও বলবান্; আইস, আমরা তাহাদের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করি, পাছে তাহারা বাড়িয়া উঠে, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারাও শত্রু-পক্ষে যোগ দিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, এবং এ দেশ হইতে প্রস্থান করে।
১১ অতএব তাহারা ভার বহন দ্বারা উহাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য উহাদের উপরে কার্য্যশাসকদিগকে নিযুক্ত করিল। আর উহারা ফরৌণের নিমিত্ত ভাণ্ডারের নগর
১২ পিথোম ও রামিষেষ গাঁথিল। কিন্তু উহারা তাহাদের দ্বারা যত দুঃখ পাইল, ততই বৃদ্ধি পাইতে ও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল; তাই ইস্রায়েল-সন্তানদের বিষয়ে
১৩ তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। আর মিস্রীয়েরা নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক ইস্রায়েল-
১৪ সন্তানদিগকে দাস্যকর্ম্ম করাইল; তাহারা কর্দ্দম, ইষ্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কার্য্যে কঠিন দাস্যকর্ম্ম দ্বারা উহাদের প্রাণ তিক্ত করিতে লাগিল। তাহারা উহাদের দ্বারা যে যে দাস্যকর্ম্ম করাইত, সে সমস্ত নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক করাইত।

১৫ পরে মিসরের রাজা শিফ্রা নামে ও পূয়া নামে দুই ইব্রীয়া ধাত্রীকে এই কথা
১৬ কহিলেন, যে সময়ে তোমরা ইব্রীয় স্ত্রীলোকদের ধাত্রীকার্য্য করিবে, ও তাহাদিগকে প্রসব-আধারে দেখিবে, যদি পুত্রসন্তান হয়, তাহাকে বধ করিবে; আর যদি কন্যা হয়, তাহাকে জীবিত রাখিবে।
১৭ কিন্তু ঐ ধাত্রীরা ঈশ্বরকে ভয় করিত, সুতরাং মিসর-রাজের আজ্ঞানুসারে না করিয়া পুত্রসন্তানদিগকে জীবিত রাখিত।
১৮ তাই মিসর-রাজ সেই ধাত্রীদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, এ কর্ম্ম কেন করিয়াছ? পুত্রসন্তানগণকে কেন জীবিত রাখিয়াছ?
১৯ ধাত্রীরা ফরৌণকে উত্তর করিল, ইব্রীয় স্ত্রীলোকেরা মিস্রীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় নহে; তাহারা বলবতী, তাহাদের কাছে ধাত্রী যাইবার পূর্ব্বেই তাহারা প্রসব হয়।
২০ অতএব ঈশ্বর ঐ ধাত্রীদের মঙ্গল করিলেন; এবং লোকেরা বৃদ্ধি পাইয়া অতি-
২১ শয় বলবান্ হইল। সেই ধাত্রীরা ঈশ্বরকে ভয় করিত বলিয়া তিনি তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিলেন।

২২ পরে ফরৌণ আপনার সকল প্রজাকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা [ইব্রীয়দের] নবজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু প্রত্যেক কন্যাকে জীবিত রাখিবে।

মোশির বিবরণ।

২ আর লেবির কুলের এক পুরুষ গিয়া এক লেবীয় কন্যাকে বিবাহ করিলেন।
২ আর সেই স্ত্রী গর্ভ ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন, ও শিশুটীকে সুশ্রী দেখিয়া তিন মাস গোপনে রাখিলেন।
৩ পরে আর গোপন করিতে না পারাতে তিনি এক নলের পেটরা লইয়া মেটিয়া তৈল ও আলকাতারা লেপন করিয়া তাহার মধ্যে বালকটীকে রাখিলেন, ও নদীতীরস্থ নলবনে তাহা স্থাপন করিলেন।
৪ আর তাহার কি দশা ঘটে, তাহা

দেখিবার জন্য তাহার ভগিনী দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

৫ পরে ফরৌণের কন্যা স্নানার্থে নদীতে আসিলেন, এবং তাঁহার সহচরীগণ নদী-তীরে বেড়াইতেছিল; আর তিনি নল-বনের মধ্যে ঐ পেটরা দেখিয়া আপন দাসীকে তাহা আনিতে পাঠাইলেন। ৬ পরে পেটরা খুলিয়া শিশুটীকে দেখিলেন; আর দেখ, ছেলেটী কাঁদিতেছে; তিনি তাহার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন, ৭ এটী ইব্রীয়দের ছেলে। তখন তাহার ভগিনী ফরৌণের কন্যাকে কহিল, আমি গিয়া কি আপনার নিমিত্ত এই ছেলেকে দুদ দিবার জন্য স্তন্যদাত্রী একটী ইব্রীয় স্ত্রীলোককে আপনার নিকটে ডাকিয়া আনিব? ফরৌণের কন্যা কহিলেন, যাও। ৮ তখন সেই মেয়েটী গিয়া ছেলের মাকে ৯ ডাকিয়া আনিল। ফরৌণের কন্যা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এই ছেলেটীকে লইয়া আমার নিমিত্ত দুগ্ধ পান করাও; আমি তোমাকে বেতন দিব। তাহাতে সেই স্ত্রী ছেলেটীকে লইয়া দুগ্ধ পান ১০ করাইতে লাগিলেন। পরে ছেলেটী বড় হইলে তিনি তাহাকে লইয়া ফরৌণের কন্যাকে দিলেন; তাহাতে সে তাঁহারই পুত্র হইল; আর তিনি তাহার নাম মোশি [টানিয়া তোলা] রাখিলেন, কেননা তিনি কহিলেন, আমি তাহাকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়াছি।

১১ সেকালে এই ঘটনা হইল; মোশি বড় হইলে পর এক দিন আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহাদিগের ভার বহন দেখিতে লাগিলেন; আর দেখিলেন, এক জন মিস্রীয় এক জন ইব্রীয়কে, তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনকে ১২ মারিতেছে। তখন তিনি এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিস্রীয়কে বধ করিয়া বালির মধ্যে ১৩ পুতিয়া রাখিলেন। পরে দ্বিতীয় দিন তিনি বাহিরে গেলেন, আর দেখ, দুই জন ইব্রীয় পরস্পর বিবাদ করিতেছে; তিনি দোষী ব্যক্তিকে কহিলেন, তোমার ১৪ ভাইকে কেন মারিতেছ? সে কহিল, তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? তুমি যেমন সেই মিস্রীয়কে বধ করিয়াছ, তদ্রূপ কি আমাকেও বধ করিতে চাহ? তখন মোশি ভীত হইয়া কহিলেন, কথাটা অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

১৫ পরে ফরৌণ ঐ কথা শুনিয়া মোশিকে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মোশি ফরৌণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন, এবং মিদিয়ন দেশে বাস করিতে গিয়া এক কূপের নিকটে বসি- ১৬ লেন। মিদিয়নীয় যাজকের সাতটী কন্যা ছিল; তাহারা সেই স্থানে আসিয়া পিতার মেষপালকে জল পান করাইবার জন্য জল তুলিয়া নিপানগুলি পরিপূর্ণ ১৭ করিল। তখন মেষপালকেরা আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল, কিন্তু মোশি উঠিয়া তাহাদের সাহায্য করিলেন, ও তাহাদের মেষপালকে জল পান করাই- ১৮ লেন। পরে তাহারা আপনাদের পিতা রূয়েলের কাছে গেলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য তোমরা কি ১৯ প্রকারে এত শীঘ্র আসিলে? তাহারা কহিল, এক জন মিস্রীয় আমাদিগকে মেষপালকদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন, আরও তিনি আমাদের নিমিত্তে যথেষ্ট জল তুলিয়া মেষপালকে জল পান

২০ করাইলেন। তখন তিনি আপন কন্যা-দিগকে কহিলেন, সে লোকটী কোথায়? তোমরা তাঁহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলে? তাঁহাকে ডাক; তিনি আহার করুন।
২১ পরে মোশি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে বাস করিতে সম্মত হইলেন, আর তিনি মোশির সহিত আপন কন্যা সিপ্পোরার বিবাহ দিলেন।
২২ পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিলেন, আর মোশি তাহার নাম গের্শোম [তত্রপ্রবাসী] রাখিলেন, কেননা তিনি কহিলেন, আমি বিদেশে প্রবাসী হইয়াছি।

মোশির কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ।

২৩ অনেক দিন পরে মিসর-রাজের মৃত্যু হইল, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ দাস্যকর্ম্ম প্রযুক্ত কাতরোক্তি ও ক্রন্দন করিল, এবং দাস্যকর্ম্ম জন্য তাহাদের আর্ত্তনাদ
২৪ ঈশ্বরের নিকটে উঠিল। আর ঈশ্বর তাহাদের আর্ত্তস্বর শুনিলেন, এবং ঈশ্বর অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের সহিত কৃত আপনার নিয়ম স্মরণ করি-
২৫ লেন; ফলতঃ ঈশ্বর ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; আর ঈশ্বর তাহাদের তত্ত্ব লইলেন।

৩ মোশি আপন শ্বশুর যিথ্রো নামক মিদিয়নীয় যাজকের মেষপাল চরাইতেন। একদা তিনি প্রান্তরের পশ্চাদ্ভাগে মেষ-পাল লইয়া গিয়া হোরেবে, ঈশ্বরের
২ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। আর ঝোপের মধ্য হইতে অগ্নিশিখাতে সদা-প্রভুর দূত তাঁহাকে দর্শন দিলেন; তখন তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, ঝোপ অগ্নিতে জ্বলিতেছে, তথাপি ঝোপ
৩ বিনষ্ট হইতেছে না। তাই মোশি কহিলেন আমি এক পার্শ্বে গিয়া এই মহাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখি, ঝোপ দগ্ধ হয় না,
৪ ইহার কারণ কি? কিন্তু সদাপ্রভু যখন দেখিলেন যে, তিনি দেখিবার জন্য এক পার্শ্বে যাইতেছেন, তখন ঝোপের মধ্য হইতে ঈশ্বর তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, মোশি, মোশি। তিনি কহিলেন, দেখুন,
৫ এই আমি। তখন তিনি কহিলেন, এ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইও না, তোমার পদ হইতে জুতা খুলিয়া ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, উহা পবিত্র
৬ ভূমি। তিনি আরও কহিলেন, আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর। তখন মোশি আপন মুখ আচ্ছাদন করি-লেন, কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি
৭ করিতে ভীত হইয়াছিলেন। পরে সদাপ্রভু কহিলেন, সত্যই আমি মিসরস্থ আপন প্রজাদের কষ্ট দেখিয়াছি, এবং কার্য্যশাসকদের সমক্ষে তাহাদের ক্রন্দনও শুনিয়াছি; ফলতঃ আমি তাহাদের দুঃখ
৮ জানি। আর মিস্রীয়দের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, এবং সেই দেশ হইতে উঠাইয়া লইয়া উত্তম ও প্রশস্ত এক দেশে, অর্থাৎ কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকেরা যে স্থানে থাকে, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে তাহাদিগকে আনি-
৯ বার জন্য নামিয়া আসিয়াছি। এখন দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানগণের ক্রন্দন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, এবং মিস্রীয়েরা তাহাদের প্রতি যে দৌরাত্ম্য
১০ করে, তাহা আমি দেখিয়াছি। অতএব এখন আইস, আমি তোমাকে ফরৌণের নিকটে প্রেরণ করি, তুমি মিসর হইতে

আমার প্রজা ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে
১১ বাহির করিও। মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, আমি কে, যে ফরৌণের নিকটে যাই, ও মিসর হইতে ইস্রায়েল-সন্তান-
১২ দিগকে বাহির করি? তিনি কহিলেন, নিশ্চয় আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব; এবং আমি যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম, তোমার পক্ষে তাহার এই চিহ্ন হইবে; তুমি মিসর হইতে লোকসমূহকে বাহির করিয়া আনিলে পর তোমরা এই পর্ব্বতে ঈশ্বরের সেবা করিবে।

১৩ পরে মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, দেখ, আমি যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকটে গিয়া বলিব, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁহার নাম কি? তবে তাহা-
১৪ দিগকে কি বলিব? ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, "আমি যে আছি সেই আছি";* আরও কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এইরূপ বলিও, "আছি" তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ
১৫ করিয়াছেন। ঈশ্বর মোশিকে আরও কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এই কথা বলিও, যিহোবা [সদাপ্রভু], তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন; আমার এই নাম অনন্তকালস্থায়ী, এবং এতদ্দ্বারা
১৬ আমি পুরুষে পুরুষে স্মরণীয়। তুমি যাও, ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে একত্র কর, তাহাদিগকে এই কথা বল, সদাপ্রভু, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, সত্যই আমি তোমাদিগের তত্ত্ব লইয়াছি, এবং মিসরে তোমাদের প্রতি যাহা করা হইতেছে,
১৭ তাহা দেখিয়াছি। আর আমি বলিয়াছি, আমি মিসরের কষ্ট হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া কনানীয়দের, হিত্তীয়দের, ইমোরীয়দের, পরিষীয়দের, হিব্বীয়দের, ও যিবূষীয়দের দেশে, দুগ্ধমধুপ্রবাহী
১৮ দেশে, লইয়া যাইব। তাহারা তোমার রবে মনোযোগ করিবে; তখন তুমি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ মিসরের রাজার নিকটে যাইবে, তাহাকে বলিবে, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদিগকে দেখা দিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে
১৯ যাইবার অনুমতি দিউন। কিন্তু আমি জানি, মিসরের রাজা তোমাদিগকে যাইতে দিবে না, পরাক্রান্ত হস্ত দেখাই-
২০ লেও দিবে না। পরন্তু আমি হস্ত বিস্তার করিব, এবং দেশের মধ্যে যে সমস্ত আশ্চর্য্য কার্য্য করিব, তদ্দ্বারা মিসরকে আঘাত করিব, তৎপরে সে
২১ তোমাদিগকে যাইতে দিবে। আর আমি মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে এই লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিব; তাহাতে তোমরা যাত্রাকালে রিক্ত হস্তে যাইবে না;
২২ কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিবে; এবং তোমরা তাহা আপন আপন পুত্ত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবে; এইরূপে তোমরা মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে।

* (বা) আমি আছি, কারণ আছি। (বা) আমি আছি, যে আছি। (বা) আমি যে হইব, সেই হইব।

৪ মোশি উত্তর করিলেন, কিন্তু দেখুন, তাহারা আমাকে বিশ্বাস করিবে না, ও আমার রবে মনোযোগ করিবে না, কেননা তাহারা বলিবে, সদাপ্রভু তোমাকে দর্শন ২ দেন নাই। তখন সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার হস্তে ওখানি কি? তিনি বলিলেন, যষ্টি। তখন তিনি ৩ কহিলেন, উহা ভূমিতে ফেল। পরে তিনি ভূমিতে ফেলিলে তাহা সর্প হইল; আর মোশি তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন ৪ করিলেন। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, 'হস্ত বিস্তার করিয়া উহার লেজ ধর',—তাহাতে তিনি হস্ত বিস্তার করিয়া ধরিলে উহা তাঁহার হস্তে যষ্টি ৫ হইল,—'যেন তাহারা বিশ্বাস করে যে, সদাপ্রভু, তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছেন।'

৬ পরে সদাপ্রভু তাঁহাকে আরও কহিলেন, তুমি তোমার হস্ত বক্ষঃস্থলে দেও; তিনি বক্ষঃস্থলে হস্ত দিলেন; পরে তাহা বাহির করিলে দেখ, তাঁহার হস্ত হিমের ৭ ন্যায় কুষ্ঠযুক্ত হইয়াছে। পরে তিনি কহিলেন, 'তোমার হস্ত আবার বক্ষঃস্থলে দেও'। তিনি আবার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিলেন, পরে বক্ষঃস্থল হইতে হস্ত বাহির করিলে দেখ, তাহা পুনরায় তাঁহার ৮ মাংসের ন্যায় হইল। 'তাহারা যদি তোমাকে বিশ্বাস না করে, এবং ঐ প্রথম চিহ্নেও মনোযোগ না করে, তবে ৯ দ্বিতীয় চিহ্নে বিশ্বাস করিবে। আর এই দুই চিহ্নেও যদি বিশ্বাস না করে, ও তোমার রবে মনোযোগ না করে, তবে তুমি নদীর কিছু জল লইয়া শুষ্ক ভূমিতে ঢালিয়া দিও; তাহাতে তুমি নদী হইতে যে জল তুলিবে, তাহা শুষ্ক ভূমিতে রক্ত হইয়া যাইবে।'

১০ পরে মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, হায় প্রভু! আমি বাক্‌পটু নহি, ইহার পূর্ব্বেও ছিলাম না, বা এই দাসের সহিত তোমার আলাপ করিবার পরেও নহি; ১১ কারণ আমি জড়মুখ ও জড়জিহ্ব। সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্যের মুখ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? আর বোবা, বধির, মুক্তচক্ষু বা অন্ধকে কে নির্ম্মাণ করে? ১২ আমি সদাপ্রভুই কি করি না? এখন তুমি যাও; আমি তোমার মুখের সহবর্ত্তী হইব, ও কি বলিতে হইবে, তোমাকে ১৩ জানাইব। তিনি কহিলেন, হে আমার প্রভু, বিনয় করি, যাহার হাতে পাঠাইতে ১৪ চাও, পাঠাও। তখন মোশির প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; তিনি কহিলেন, তোমার ভ্রাতা লেবীয় হারোণ কি নাই? আমি জানি, সে সুবক্তা; আরও দেখ, সে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে; তোমাকে দেখিয়া ১৫ হৃষ্টচিত্ত হইবে। তুমি তাহাকে বলিবে, ও তাহার মুখে বাক্য দিবে; এবং আমি তোমার মুখের ও তাহার মুখের সহবর্ত্তী হইব, ও কি করিতে হইবে, তোমাদিগকে ১৬ জানাইব। তোমার পরিবর্ত্তে সে লোকদের কাছে বক্তা হইবে; ফলতঃ সে তোমার মুখস্বরূপ হইবে, এবং তুমি তাহার ১৭ ঈশ্বরস্বরূপ হইবে। আর তুমি এই যষ্টি হস্তে করিবে, ইহা দ্বারাই তোমাকে সেই সকল চিহ্ন-কার্য্য করিতে হইবে।

মোশি মিসর দেশে ফিরিয়া গিয়া ফরৌণকে ঈশ্বরের কথা জানান।

১৮ পরে মোশি আপন শ্বশুর যিথ্রোর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, বিনয়

করি, মিসরে স্থিত আমার ভ্রাতৃগণের নিকটে ফিরিয়া যাইতে, এবং তাহারা এখনও জীবিত আছে কি না, তাহা দেখিতে আমাকে বিদায় দিউন। যিথ্রো মোশিকে কহিলেন, কুশলে যাও।
১৯ আর সদাপ্রভু মিদিয়নে মোশিকে বলিলেন, তুমি মিসরে ফিরিয়া যাও; কেননা যে লোকেরা তোমার প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল, তাহারা সকলে মরিয়া
২০ গিয়াছে। তখন মোশি আপন স্ত্রী ও পুত্রদিগকে গর্দ্দভে চড়াইয়া মিসর দেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং মোশি আপন
২১ হস্তে ঈশ্বরের সেই যষ্টি লইলেন। আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি যখন মিসরে ফিরিয়া যাইবে, দেখিও, আমি তোমার হস্তে যে সকল অদ্ভুত কর্ম্মের ভার দিয়াছি, ফরৌণের সাক্ষাতে সে সকল করিও; কিন্তু আমি তাহার হৃদয় কঠিন করিব, সে লোকদিগকে ছাড়িয়া
২২ দিবে না। আর তুমি ফরৌণকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল
২৩ আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত। আর আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার সেবা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও; কিন্তু তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলে; দেখ, আমি তোমার পুত্রকে, তোমার প্রথমজাতকে, বধ করিব।
২৪ পরে পথে পান্থশালায় সদাপ্রভু তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা
২৫ করিলেন। তখন সিপ্পোরা একখানি পাথরের ছুরি লইয়া আপন পুত্রের ত্বক্ ছেদন করিলেন ও তাঁহার চরণের নিকটে তাহা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন,
২৬ আমার পক্ষে তুমি রক্তের বর। আর ঈশ্বর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন; তখন সিপ্পোরা কহিলেন, ত্বক্‌ছেদ সম্বন্ধে তুমি রক্তের বর।
২৭ আর সদাপ্রভু হারোণকে বলিলেন, তুমি মোশির সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রান্তরে যাও। তাহাতে তিনি গিয়া ঈশ্বরের পর্ব্বতে তাঁহার দেখা পাইলেন,
২৮ ও তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। তখন মোশি প্রেরণকর্ত্তা সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য ও তাঁহার আজ্ঞাপিত সমস্ত চিহ্নের বিষয় হারোণকে জ্ঞাত করিলেন।
২৯ পরে মোশি ও হারোণ গিয়া ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত প্রাচীনকে একত্র করি-
৩০ লেন। আর হারোণ মোশির প্রতি সদাপ্রভুর কথিত সমস্ত বাক্য তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন, এবং তিনি লোকদের দৃষ্টিতে সেই সকল চিহ্ন-কার্য্য করিলেন।
৩১ তাহাতে লোকেরা বিশ্বাস করিল; এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদিগের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, ও তাহাদের দুঃখ দেখিয়াছেন, ইহা শুনিয়া তাহারা মস্তক নমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিল।

৫ পরে মোশি ও হারোণ গিয়া ফরৌণকে কহিলেন, সদাপ্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, প্রান্তরে আমার উদ্দেশে উৎসব করণার্থে আমার প্রজাদিগকে
২ ছাড়িয়া দেও। ফরৌণ কহিলেন, সদাপ্রভু কে, যে আমি তাহার কথা শুনিয়া ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিব? আমি সদাপ্রভুকে জানি না, ইস্রায়েলকেও
৩ ছাড়িয়া দিব না। তাঁহারা কহিলেন, ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন; আমরা বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইতে দিউন, পাছে তিনি মহামারী কি

খড়গ দ্বারা আমাদিগকে আক্রমণ করেন।
৪ মিসররাজ তাঁহাদিগকে কহিলেন, ওহে মোশি ও হারোণ, তোমরা লোকদিগকে কেন তাহাদের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত কর? যাও, তোমাদের ভার বহন কর গিয়া।
৫ ফরৌণ আরও কহিলেন, দেখ, দেশের লোক এখন অনেক, আর তোমরা তাহাদিগকে ভার বহন হইতে নিবৃত্ত করিতেছ।
৬ আর ফরৌণ সেই দিন লোকদের কার্য্যশাসক ও অধ্যক্ষগণকে এই আজ্ঞা
৭ দিলেন, তোমরা ইষ্টক নির্ম্মাণার্থে পূর্ব্বের মত এই লোকদিগকে আর পলাল দিও না; তাহারা গিয়া আপনারাই আপনাদের
৮ পলাল সংগ্রহ করুক। কিন্তু পূর্ব্বে তাহাদের যত ইষ্টক নির্ম্মাণের ভার ছিল, এখনও সেই ভার দেও; তাহার কিছুই কম করিও না; কেননা তাহারা অলস, এই জন্য ক্রন্দন করিয়া বলিতেছে, আমরা আপনাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে
৯ যাই। সেই লোকদের উপরে আরও কঠিন কার্য্য চাপান হউক, তাহারা তাহাতেই ব্যস্ত থাকুক, এবং মিথ্যা কথায় অবধান না করুক।
১০ আর লোকদের কার্য্যশাসকেরা ও অধ্যক্ষেরা বাহিরে গিয়া তাহাদিগকে কহিল, ফরৌণ এই কথা কহেন, আমি
১১ তোমাদিগকে পলাল দিব না। আপনারা যেখানে পাও, সেইখানে গিয়া পলাল সংগ্রহ কর; কিন্তু তোমাদের কার্য্য
১২ কিছুই কম হইবে না। তাহাতে লোকেরা পলালের চেষ্টায় নাড়া সংগ্রহ করিতে সমস্ত মিসর দেশে ছড়াইয়া পড়িল।
১৩ আর কার্য্যশাসকেরা ত্বরা করাইয়া কহিল, পলাল পাইলে যেমন করিতে, তদ্রূপ এখনও তোমাদের কার্য্য, নিরূপিত দৈবসিক কর্ম্ম, প্রতিদিন সম্পূর্ণ কর।
১৪ আর ফরৌণের কার্য্যশাসকেরা ইস্রায়েল-সন্তানদের যে অধ্যক্ষদিগকে তাহাদের উপরে রাখিয়াছিল, তাহারাও প্রহারিত হইল, আর বলিয়া দেওয়া হইল, তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় ইষ্টক গঠন বিষয়ে নিরূপিত কর্ম্ম আজকাল কেন সম্পূর্ণ কর না?
১৫ তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানদের অধ্যক্ষেরা আসিয়া ফরৌণের নিকটে ক্রন্দন করিয়া কহিল, আপনার দাসদের সহিত আপনি এমন ব্যবহার কেন করিতেছেন?
১৬ লোকেরা আপনার দাসদিগকে পলাল দেয় না, তথাপি আমাদিগকে বলে, ইষ্টক নির্ম্মাণ কর; আর দেখুন, আপনার এই দাসেরা প্রহারিত হয়, কিন্তু আপনারই
১৭ লোকদের দোষ। ফরৌণ কহিলেন, তোমরা অলস, তাই বলিতেছ, আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে যাই।
১৮ এখন যাও, কর্ম্ম কর, তোমাদিগকে পলাল দেওয়া যাইবে না, তথাপি ইষ্টকের
১৯ পূর্ণ সংখ্যা দিতে হইবে। তখন ইস্রায়েল-সন্তানদের অধ্যক্ষেরা দেখিল, তাহারা বিপাকে পড়িয়াছে, কারণ বলা হইয়াছিল, তোমরা প্রত্যেক দিনের কার্য্যের, নিরূপিত ইষ্টকের, কিছু কম করিতে পাইবে না।
২০ পরে ফরৌণের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময়ে তাহারা মোশির ও হারোণের সাক্ষাৎ পাইল, তাঁহারা
২১ পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাদিগকে কহিল, সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার করুন, কেননা তোমরা ফরৌণের দৃষ্টিতে ও তাঁহার দাসগণের দৃষ্টিতে আমাদিগকে দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া

আমাদের প্রাণনাশার্থে তাহাদের হস্তে ২২ খড়্গ দিয়াছ। পরে মোশি সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভু, তুমি এই লোকদিগের ২৩ অমঙ্গল কেন করিলে? আমাকে কেন পাঠাইলে? যে অবধি আমি তোমার নামে কথা কহিতে ফরৌণের কাছে উপস্থিত হইয়াছি, সেই অবধি তিনি এই লোকদের অমঙ্গল করিতেছেন, আর তুমি আপন প্রজাদের উদ্ধার কিছুই কর ৬ নাই। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, আমি ফরৌণের প্রতি যাহা করিব, তাহা তুমি এখন দেখিবে; কেননা পরাক্রান্ত হস্ত দেখান হইলে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে, এবং পরাক্রান্ত হস্ত দেখান হইলে আপন দেশ হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবে।

২ ঈশ্বর মোশির সহিত আলাপ করিয়া আরও কহিলেন, আমি যিহোবা [সদা- ৩ প্রভু]; আমি অব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে 'সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর' বলিয়া দর্শন দিতাম, কিন্তু আমার যিহোবা [সদাপ্রভু] নাম লইয়া তাহাদিগকে ৪ আমার পরিচয় দিতাম না। আর আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করিয়াছি, আমি তাহাদিগকে কনান দেশ দিব, যে দেশে তাহারা প্রবাস করিত, তাহা- ৫ দের সেই প্রবাস-দেশ দিব। অধিকন্তু মিস্রীয়দের দ্বারা দাসত্বে নিযুক্ত ইস্রায়েল-সন্তানদের কাতরোক্তি শুনিয়া আমার ৬ সেই নিয়ম স্মরণ করিলাম। অতএব ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বল, আমি যিহোবা, আমি তোমাদিগকে মিস্রীয়দের ভারের নীচে হইতে বাহির করিয়া আনিব, ও তাহাদের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিব, এবং প্রসারিত বাহু ও মহৎ শাসন দ্বারা ৭ তোমাদিগকে মুক্ত করিব। আর আমি তোমাদিগকে আপন প্রজারূপে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের ঈশ্বর হইব; তাহাতে তোমরা জানিতে পারিবে যে, আমি যিহোবা, তোমাদের ঈশ্বর, যিনি তোমাদিগকে মিস্রীয়দের ভারের নীচে হইতে ৮ বাহির করিয়া আনিতেছেন। আর আমি অব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে দিবার জন্য যে দেশের বিষয়ে হস্ত উঠাইয়াছি, সেই দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, ও তোমাদের অধিকারার্থে ৯ তাহা দিব; আমিই সদাপ্রভু। পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে তদনুসারে কহিলেন, কিন্তু তাহারা মনের অধৈর্য্য ও কঠিন দাস্যকর্ম্ম হেতু মোশির বাক্যে মনোযোগ করিল না।

১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১১ তুমি যাও, মিসর-রাজ ফরৌণকে বল, যেন সে আপন দেশ হইতে ইস্রায়েল- ১২ সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দেয়। তখন মোশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কহিলেন, দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানেরা আমার বাক্যে মনোযোগ করিল না; তবে ফরৌণ কি প্রকারে শুনিবেন? আমি ত অচ্ছিন্নত্বক-ওষ্ঠ। ১৩ আর সদাপ্রভু মোশির ও হারোণের সহিত আলাপ করিলেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য ইস্রায়েল-সন্তানদিগের নিকটে এবং মিসর-রাজ ফরৌণের নিকটে যাহা বক্তব্য, তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন।

মোশির পিতৃকুল।

১৪ এই সকল লোক আপন আপন পিতৃকুলের পতি। ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র

রূবেণের সন্তান হনোক, পল্লু, হিষ্রোণ ও কর্ম্মি ; ইহারা রূবেণের গোষ্ঠী।
১৫ শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল, যামীন, ওহদ, যাখীন, সোহর ও কনানীয়া স্ত্রীর পুত্র শৌল ; ইহারা শিমিয়োনের গোষ্ঠী।
১৬ বংশাবলি অনুসারে লেবির পুত্রদের নাম গের্শোন, কহাৎ ও মরারি ; লেবির বয়স এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর
১৭ হইয়াছিল। আর আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে গের্শোনের সন্তান লিব্‌নি ও
১৮ শিমিয়ি। কহাতের সন্তান অম্রম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ ও উষীয়েল ; কহাতের বয়স এক শত তেত্রিশ বৎসর হইয়াছিল।
১৯ মরারির সন্তান মহলি ও মূশি ; ইহারা
২০ বংশাবলি অনুসারে লেবির গোষ্ঠী। আর অম্রম আপন পিসী যোকেবদকে বিবাহ করিলেন, আর ইনি তাঁহার জন্য হারোণকে ও মোশিকে প্রসব করিলেন। অম্রমের বয়স এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর
২১ হইয়াছিল। যিষ্‌হরের সন্তান কোরহ,
২২ নেফগ ও সিখ্রি। আর উষীয়েলের সন্তান
২৩ মীশায়েল, ইল্‌সাফন ও সিখ্রি। আর হারোণ অম্মীনাদবের কন্যা নহোশনের ভগিনী ইলীশেবাকে বিবাহ করিলেন, আর ইনি তাঁহার জন্য নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামরকে প্রসব করিলেন।
২৪ আর কোরহের সন্তান অসীর, ইল্‌কানা অবীয়াসফ ; ইহারা কোরহীয়দের গোষ্ঠী।
২৫ আর হারোণের পুত্র ইলিয়াসর পূটীয়েলের এক কন্যাকে বিবাহ করিলে তিনি তাঁহার জন্য পীনহসকে প্রসব করিলেন ; ইহাঁরা লেবীয়দের গোষ্ঠী অনুসারে তাহাদের
২৬ পিতৃকুলপতি ছিলেন। এই যে হারোণ ও মোশি, ইহাঁদিগকেই সদাপ্রভু কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে সৈন্যশ্রেণীক্রমে মিসর দেশ হইতে বাহির
২৭ কর। ইহাঁরাই ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য মিসর-রাজ ফরৌণের সহিত আলাপ করিলেন। ইহাঁরা সেই মোশি ও হারোণ।

মিসরের উপর প্রথম আঘাত।

২৮ আর মিসর দেশে যে দিন সদাপ্রভু
২৯ মোশির সহিত আলাপ করেন, সেই দিন সদাপ্রভু মোশিকে বলিলেন, আমিই সদাপ্রভু, আমি তোমাকে যাহা যাহা বলি, সে সকলই তুমি মিসর-রাজ ফরৌণকে
৩০ বলিও। আর মোশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে বলিলেন, দেখ, আমি অচ্ছিন্নত্বক-ওষ্ঠ, ফরৌণ কি প্রকারে আমার কথা শুনিবেন?
৭ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি ফরৌণের কাছে তোমাকে ঈশ্বর-স্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিলাম, আর তোমার ভ্রাতা হারোণ তোমার ভাববাদী
২ হইবে। আমি তোমাকে যাহা যাহা আদেশ করি, সে সকলই তুমি বলিবে ; এবং তোমার ভ্রাতা হারোণ ফরৌণকে তাহা বলিবে, যেন সে ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে আপন দেশ হইতে ছাড়িয়া দেয়।
৩ কিন্তু আমি ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিব, এবং মিসর দেশে আমি বহুসংখ্যক চিহ্ন
৪ ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইব। তথাপি ফরৌণ তোমাদের কথায় মনোযোগ করিবে না ; আর আমি মিসরে হস্তার্পণ করিয়া মহাশাসন দ্বারা মিসর দেশ হইতে আপন সৈন্যসামন্তকে, আপন প্রজা ইস্রায়েল-
৫ সন্তানগণকে, বাহির করিব। আমি মিসরের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া মিস্রীয়দের মধ্য হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বাহির করিয়া আনিলে, উহারা

৬ জানিবে, আমিই সদাপ্রভু। পরে মোশি ও হারোণ সেইরূপ করিলেন; সদাপ্রভুর ৭ আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলেন। ফরৌণের সহিত আলাপ করিবার সময়ে মোশির আশী ও হারোণের তিরাশী বৎসর বয়স হইয়াছিল।

৮ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, ফরৌণ যখন তোমাদিগকে বলে, ৯ তোমরা আপনাদের পক্ষে কোন অদ্ভুত লক্ষণ দেখাও, তখন তুমি হারোণকে বলিও, তোমার যষ্টি লইয়া ফরৌণের সম্মুখে নিক্ষেপ কর; তাহাতে তাহা সর্প ১০ হইবে। তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটে গিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলেন; হারোণ ফরৌণের ও তাঁহার দাসগণের সম্মুখে আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে তাহা সর্প হইল। ১১ তখন ফরৌণও বিদ্বান্‌দিগকে ও গুণিগণকে ডাকিলেন; তাহাতে তাহারা অর্থাৎ মিস্রীয় মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের ১২ মায়াবলে সেইরূপ করিল। ফলতঃ তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে সকল সর্প হইল, কিন্তু হারোণের যষ্টি তাহাদের সকল যষ্টিকে ১৩ গ্রাস করিল। আর ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইল, তিনি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ করিলেন না; যেমন সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন।

১৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ফরৌণের হৃদয় ভারী হইয়াছে; সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার ১৫ করে। তুমি প্রাতঃকালে ফরৌণের নিকটে যাও; দেখ, সে জলের দিকে যাইবে; তুমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে নদীতীরে দাঁড়াইও; এবং যে যষ্টি সর্প হইয়া গিয়াছিল, তাহাও হস্তে গ্রহণ করিও। ১৬ আর তাহাকে বলিও, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাকে দিয়া, আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তুমি আমার প্রজাদিগকে প্রান্তরে আমার সেবা করণার্থে ছাড়িয়া দেও; কিন্তু দেখ, তুমি এ পর্য্যন্ত মনো- ১৭ যোগ কর নাই। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তুমি ইহাতে জ্ঞাত হইবে; দেখ, আমি আপন হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা নদীর জলে প্রহার করিব, তাহাতে তাহা রক্ত হইয়া যাইবে; ১৮ আর নদীতে যে সকল মৎস্য আছে, তাহারা মরিয়া যাইবে, এবং নদীতে দুর্গন্ধ হইবে; আর নদীর জল পান করিতে মিস্রীয়দের ঘৃণা জন্মিবে।

১৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণকে এই কথা বল, তুমি আপন যষ্টি লইয়া মিসরের জলের উপরে, দেশের নদী, খাল, বিল ও সমস্ত জলাশয়ের উপরে তোমার হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে সকল জল রক্ত হইবে, এবং মিসর দেশের সর্ব্বত্র কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় ২০ পাত্রেও রক্ত হইবে। তখন মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সেইরূপ করিলেন, তিনি যষ্টি তুলিয়া ফরৌণের ও তাঁহার দাসগণের সম্মুখে নদীর জলে প্রহার করিলেন; তাহাতে নদীর সমস্ত জল ২১ রক্ত হইল। আর নদীর মৎস্য সকল মরিল, ও নদীতে দুর্গন্ধ হইল; তাহাতে মিস্রীয়েরা নদীর জল পান করিতে পারিল না, এবং মিসর দেশের সর্ব্বত্র রক্ত হইল। ২২ আর মিস্রীয় মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের মায়াবলে সেইরূপ করিল; তাহাতে ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইল, এবং তিনি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ করিলেন না;

২৩ যেমন সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন। পরে ফরৌণ আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন, ২৪ ইহাতেও মনোযোগ করিলেন না। আর মিস্রীয়েরা সকলে নদীর জল পান করিতে না পারাতে পানীয় জলের চেষ্টায় নদীর আশে পাশে চারিদিকে খনন করিল।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আঘাত।

৮ নদীতে সদাপ্রভুর আঘাত করিবার পর সাত দিন গত হইল। পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে যাও, তাহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার সেবা করণার্থে ২ আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। যদি ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, তবে দেখ, আমি ভেক দ্বারা তোমার সমস্ত প্রদেশকে ৩ আঘাত করিব। নদী ভেকে পরিপূর্ণ হইবে; সে সকল ভেক উঠিয়া তোমার গৃহে, শয়নাগারে ও শয্যায়, এবং তোমার দাসগণের গৃহে, তোমার প্রজাদের মধ্যে, তোমার তুন্দুরে ও তোমার আটা ছানিবার ৪ কাঠুয়াতে প্রবেশ করিবে; আর তোমার, তোমার প্রজাদের ও দাসগণের অঙ্গে ভেক ৫ উঠিবে। পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণকে বল, তুমি নদী, খাল ও বিল সকলের উপরে যষ্টিসহ হস্ত বিস্তার করিয়া মিসর দেশের উপরে ভেক আনাও। ৬ তাহাতে হারোণ মিসরের সকল জলের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে ভেকেরা ৭ উঠিয়া মিসর দেশ ব্যাপিল। আর মন্ত্রবেত্তারাও মায়াবলে সেইরূপ করিয়া মিসর দেশের উপরে ভেক আনিল।

৮ পরে ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর কাছে বিনতি কর, যেন তিনি আমা হইতে ও আমার প্রজাদিগের হইতে এই সকল ভেক দূর করিয়া দেন, তাহাতে আমি লোকদিগকে ছাড়িয়া দিব, যেন তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে পারে। ৯ তখন মোশি ফরৌণকে কহিলেন, আমার উপরে দর্প করিয়া বলুন; ভেক সকল যেন আপনা হইতে ও আপনার গৃহ সকল হইতে উচ্ছিন্ন হয়, কেবল নদীতে থাকে, আপনার ও আপনার দাসগণের ও প্রজা সকলের নিমিত্তে কোন্ সময়ের জন্য এমন বিনতি করিব? তিনি কহিলেন, ১০ কল্যকার জন্য। তখন মোশি কহিলেন, আপনার বাক্যানুসারেই হউক, যেন আপনি জানিতে পারেন যে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর তুল্য কেহ নাই; ১১ ভেকেরা আপনা হইতে ও আপনার গৃহ, দাস ও প্রজা সকল হইতে দূর হইয়া ১২ কেবল নদীতেই থাকিবে। পরে মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকট হইতে বাহিরে গেলেন, এবং মোশি ফরৌণের বিরুদ্ধে যে সকল ভেক আনিয়াছিলেন, সেই সকলের বিষয়ে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন ১৩ করিলেন। আর সদাপ্রভু মোশির বাক্যানুসারে করিলেন, তাহাতে গৃহে, প্রাঙ্গণে ও ক্ষেত্রে সকল ভেক মরিল। ১৪ তখন লোকেরা সে সকল একত্র করিয়া ১৫ ঢিবি করিলে দেশে দুর্গন্ধ হইল। কিন্তু ফরৌণ যখন দেখিলেন, নিবৃত্তি হইল, তখন আপন হৃদয় ভারী করিলেন, তাঁহাদের বাক্যে মনোযোগ করিলেন না; যেমন সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন।

১৬ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণকে বল, তুমি আপন যষ্টি বিস্তার করিয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার কর, তাহাতে ১৭ সমুদয় মিসর দেশে পিশু হইবে। তখন

তাঁহারা সেইরূপ করিলেন ; হারোণ আপন যষ্টিসহ হস্ত বিস্তার করিয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার করিলেন, তাহাতে মনুষ্যে ও পশুতে পিশু হইল, মিসর দেশের সর্ব্বত্র ভূমির সকল ধূলি পিশু হইয়া

১৮ গেল। তখন মন্ত্রবেত্তারা আপনাদের মায়াবলে পিশু উৎপন্ন করিবার জন্য সেইরূপ করিল বটে, কিন্তু পারিল না, আর মনুষ্যে ও পশুতে পিশু হইল।

১৯ তখন মন্ত্রবেত্তারা ফরৌণকে কহিল, এ ঈশ্বরের অঙ্গুলি। তথাপি ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইল, তিনি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ করিলেন না ; যেমন সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন।

২০ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি প্রত্যূষে উঠিয়া গিয়া ফরৌণের সম্মুখে দাঁড়াও ; দেখ, সে জলের কাছে আসিবে ; তুমি তাহাকে এই কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার সেবা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া

২১ দেও। যদি আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া না দেও, তবে দেখ, আমি তোমাতে, তোমার দাসগণে, প্রজাদিগেতে ও গৃহ সকলে দংশকের ঝাঁক প্রেরণ করিব ; মিস্রীয়দের গৃহ সকল, এমন কি, তাহাদের

২২ বাসভূমিও দংশকে পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তু আমি সেই দিন আমার প্রজাদের নিবাসস্থান গোশন প্রদেশ ভিন্ন করিব ; সে স্থানে দংশক হইবে না ; যেন তুমি জানিতে পার যে, পৃথিবীর মধ্যে আমিই

২৩ সদাপ্রভু। আমি আমার প্রজাদের ও তোমার প্রজাদের মধ্যে প্রভেদ করিব ;

২৪ কল্য এই চিহ্ন হইবে। পরে সদাপ্রভু সেইরূপ করিলেন, ফরৌণের ও তাঁহার দাসগণের গৃহে দংশকের বৃহৎ ঝাঁক উপস্থিত হইল ; তাহাতে সমস্ত মিসর দেশে দংশকের ঝাঁক হেতু দেশ উৎসন্ন হইল।

২৫ তখন ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা যাও, দেশের মধ্যে তোমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ

২৬ কর। মোশি কহিলেন, তাহা করা উপযুক্ত নয়, কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে মিস্রীয়দের ঘৃণাজনক বলিদান করিতে হইবে ; দেখুন, মিস্রীয়দের সাক্ষাতে তাহাদের ঘৃণাজনক বলিদান করিলে তাহারা কি আমাদিগকে

২৭ প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে না ? আমরা তিন দিনের পথ প্রান্তরে গিয়া, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে আজ্ঞা দিবেন, তদনুসারে

২৮ তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিব। ফরৌণ কহিলেন, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা প্রান্তরে গিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ কর ; কিন্তু বহুদূর যাইও না ; তোমরা আমার

২৯ জন্য বিনতি কর। তখন মোশি কহিলেন, দেখুন, আমি আপনার নিকট হইতে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিব, তাহাতে ফরৌণের, তাঁহার দাসগণের ও তাঁহার প্রজাদের নিকট হইতে কল্য দংশকের ঝাঁক সকল দূরে যাইবে ; কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করণার্থে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে ফরৌণ

৩০ পুনর্ব্বার প্রবঞ্চনা না করুন। পরে মোশি ফরৌণের নিকট হইতে বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিলেন।

৩১ আর সদাপ্রভু মোশির বাক্যানুসারে করিলেন ; ফরৌণ, তাঁহার দাসগণ ও প্রজা সকল হইতে দংশকের সমস্ত ঝাঁক দূর করিলেন ; একটীও অবশিষ্ট রহিল

৩২ না। আর এবারও ফরৌণ আপন হৃদয়

ভারী করিলেন, লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আঘাত।

৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে গিয়া তাহাকে বল, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, আমার সেবা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ২ ছাড়িয়া দেও। যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, এখনও বাধা দেও, ৩ তবে দেখ, ক্ষেত্রস্থ তোমার পশুধনের উপর, অশ্বদের, গর্দ্দভদের উষ্ট্রদের, গোপালের ও মেষপালের উপর সদাপ্রভুর হস্ত রহিয়াছে; ভারী মহামারী হইবে। ৪ কিন্তু সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পশুতে ও মিসরের পশুতে প্রভেদ করিবেন; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানদের কোন পশু ৫ মরিবে না। আর সদাপ্রভু সময় নিরূপণ করিয়া কহিলেন, কল্য সদাপ্রভু দেশে ৬ এই কর্ম্ম করিবেন। পরদিন সদাপ্রভু তাহাই করিলেন, তাহাতে মিসরের সকল পশু মরিল, কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানদের ৭ পশুদের মধ্যে একটীও মরিল না। তখন ফরৌণ লোক পাঠাইলেন, আর দেখ, ইস্রায়েলের একটী পশুও মরে নাই; তথাপি ফরৌণের হৃদয় ভারী হইল, এবং তিনি লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না।

৮ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা মুষ্টি পূর্ণ করিয়া ভাটীর ভস্ম লও, পরে মোশি ফরৌণের সাক্ষাতে তাহা আকাশের দিকে ছড়াইয়া দিউক। ৯ তাহা সমস্ত মিসর দেশব্যাপী সূক্ষ্ম ধূলি হইয়া মিসর দেশের সর্ব্বত্র মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক জন্মাইবে। ১০ তখন তাঁহারা ভাটীর ভস্ম লইয়া ফরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং মোশি আকাশের দিকে তাহা ছড়াইয়া দিলেন, তাহাতে মনুষ্যদের ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত ১১ স্ফোটক হইল। সেই স্ফোটক প্রযুক্ত মন্ত্রবেত্তারা মোশির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না, কারণ মন্ত্রবেত্তাদের ও সমস্ত মিস্রীয়ের ১২ গাত্রে স্ফোটক জন্মিল। আর সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন। তিনি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ করিলেন না, যেমন সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছিলেন।

১৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি প্রত্যূষে উঠিয়া ফরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে এই কথা বলিও, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, আমার সেবা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ১৪ ছাড়িয়া দেও; নতুবা এই বার আমি তোমার হৃদয়ের বিরুদ্ধে এবং তোমার দাসগণের ও প্রজাদের মধ্যে আমার সর্ব্বপ্রকার আঘাত প্রেরণ করিব; যেন তুমি জানিতে পার, সমস্ত পৃথিবীতে ১৫ আমার তুল্য কেহই নাই। কেননা এত দিন আমি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া মহামারী দ্বারা তোমাকে ও তোমার প্রজাদিগকে আঘাত করিতে পারিতাম; তাহা করিলে তুমি পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন ১৬ হইতে। কিন্তু বাস্তবিক আমি এই জন্যই তোমাকে স্থাপন করিয়াছি, যেন আমার প্রভাব তোমাকে দেখাই ও সমস্ত পৃথিবীতে আমার নাম কীর্ত্তিত হয়। ১৭ এখনও তুমি আমার প্রজাগণের উপর দর্প করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে চাহি- ১৮ তেছ না। দেখ, মিসরের পত্তনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাদৃশ কখন হয় নাই, এমন অতিশয় ভারী শিলাবৃষ্টি আমি কল্য এই ১৯ সময়ে বর্ষাইব। অতএব তুমি এখন লোক

পাঠাইয়া ক্ষেত্রে তোমার পশু ও আর যাহা কিছু আছে, সে সকল ত্বরায় আনাও; যে মনুষ্য ও পশু গৃহমধ্যে আনিত না হইয়া ক্ষেত্রে থাকিবে, তাহাদের উপরে শিলাবৃষ্টি হইবে, আর তাহারা মরিবে। ২০ তখন ফরৌণের দাসগণের মধ্যে যে কেহ সদাপ্রভুর বাক্যে ভীত হইল, সে শীঘ্র আপন দাস ও পশুদিগকে গৃহমধ্যে ২১ আনিল; আর যে কেহ সদাপ্রভুর বাক্যে মনোযোগ করিল না, সে আপন দাস ও পশুদিগকে ক্ষেত্রে থাকিতে দিল।

২২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আকাশের দিকে আপন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে মিসর দেশের সর্ব্বত্র শিলাবৃষ্টি হইবে, মিসর দেশের মনুষ্য, পশু ও ক্ষেত্রস্থ সমস্ত ওষধির উপরে তাহা ২৩ হইবে। পরে মোশি আপন যষ্টি আকাশের দিকে বিস্তার করিলে সদাপ্রভু মেঘগর্জ্জন করাইলেন, ও শিলাবৃষ্টি বর্ষাইলেন, এবং অগ্নি ভূমির উপরে বেগে আসিয়া পড়িল; এইরূপে সদাপ্রভু মিসর দেশে শিলাবৃষ্টি বর্ষাইলেন। ২৪ তাহাতে শিলা, এবং শিলার সহিত মিশ্রিত অগ্নিবৃষ্টিও হওয়াতে তাহা অতি দুঃসহ হইল; এরূপ শিলাবৃষ্টি মিসর দেশে রাজ্য স্থাপনাবধি কখনও হয় নাই। ২৫ তাহাতে সমস্ত মিসর দেশের ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু সকলই শিলা দ্বারা আহত হইল, ও ক্ষেত্রের সমস্ত ওষধি শিলাবৃষ্টি দ্বারা আহত হইল, আর ক্ষেত্রের সমস্ত ২৬ বৃক্ষ ভগ্ন হইল। কেবল ইস্রায়েল-সন্তানদের বাসস্থান গোশন প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হইল না।

২৭ পরে ফরৌণ লোক পাঠাইয়া মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, এই বার আমি পাপ করিয়াছি; সদাপ্রভু ধর্ম্মময়, কিন্তু আমি ও আমার প্রজারা দোষী। ২৮ তোমরা সদাপ্রভুর কাছে বিনতি কর; দেবগর্জ্জন ও শিলাবৃষ্টি যথেষ্ট হইয়াছে? আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব, তোমা- ২৯ দের আর বিলম্ব হইবে না। তখন মোশি তাঁহাকে কহিলেন, আমি নগর হইতে বাহিরে গিয়াই সদাপ্রভুর দিকে অঞ্জলি বিস্তার করিব, তাহাতে মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত হইবে ও শিলাবৃষ্টি আর হইবে না, যেন আপনি জানিতে পারেন ৩০ যে, পৃথিবী সদাপ্রভুরই। কিন্তু আমি জানি, আপনি ও আপনার দাসগণ, আপনারা এখনও সদাপ্রভু ঈশ্বর হইতে ৩১ ভীত হইবেন না। তৎকালে মসিনা ও যব সকলই আহত হইল, কেননা যব শীষযুক্ত ও মসিনা পুষ্পিত হইয়াছিল। ৩২ কিন্তু গোম ও জনার বড় না হওয়াতে ৩৩ আহত হইল না। পরে মোশি ফরৌণের নিকট হইতে নগরের বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর দিকে অঞ্জলি বিস্তার করিলেন, তাহাতে মেঘগর্জ্জন ও শিলাপতন নিবৃত্ত হইল, এবং ভূমিতে আর জলধারা বর্ষিল ৩৪ না। তখন বৃষ্টি, শিলাপাত ও মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত দেখিয়া ফরৌণ আরও পাপ করিলেন, তিনি ও তাঁহার দাসগণ আপন আপন হৃদয় ভারী করিলেন। ৩৫ আর ফরৌণের হৃদয় কঠিন হওয়াতে তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে যাইতে দিলেন না; যেমন সদাপ্রভু মোশি দ্বারা বলিয়াছিলেন।

অষ্টম ও নবম আঘাত।

১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে যাও; কেননা

আমি তাহার ও তাহার দাসগণের হৃদয় ভারী করিলাম, যেন আমি তাহাদের মধ্যে আমার এই সকল চিহ্ন প্রদর্শন ২ করি, এবং আমি মিস্রীয়দের প্রতি যাহা যাহা করিয়াছি, ও তাহাদের মধ্যে আমার যে যে চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছি, তাহার বৃত্তান্ত যেন তুমি আপন পুত্রের ও পৌত্রের কর্ণগোচরে বল, এবং আমি যে সদাপ্রভু, ইহা তোমরা জ্ঞাত হও।

৩ তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটে গিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তুমি আমার সম্মুখে নম্র হইতে কত কাল অসম্মত থাকিবে? আমার সেবা করণার্থে আমার ৪ প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। কিন্তু যদি আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, তবে দেখ, আমি কল্য ৫ তোমার সীমাতে পঙ্গপাল আনিব। তাহারা ভূতল এমন আচ্ছন্ন করিবে যে, কেহ ভূমি দেখিতে পাইবে না; এবং শিলা-বৃষ্টি হইতে রক্ষিত ও অবশিষ্ট তোমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা তাহারা খাইয়া ফেলিবে, এবং ক্ষেত্রোৎপন্ন ৬ তোমাদের বৃক্ষ সকলও খাইবে। আর তোমার গৃহ ও তোমার সমস্ত দাসের গৃহ ও সমস্ত মিস্রীয় লোকের গৃহ সকল পরিপূর্ণ হইবে; পৃথিবীতে তোমার পিতৃ-পুরুষদের ও তাহাদের পিতৃপুরুষদের জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত কখনও তদ্রূপ দেখা যায় নাই। তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া ফরৌণের নিকট হইতে বাহিরে গেলেন।

৭ আর ফরৌণের দাসগণ তাঁহাকে কহিল, এ ব্যক্তি কত কাল আমাদের ফাঁদ হইয়া থাকিবে? এই লোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা করণার্থে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিউন; আপনি কি এখনও বুঝিতেছেন না যে, মিসর দেশ ৮ ছারখার হইল? তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটে পুনর্ব্বার আনীত হইলেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, যাও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা কর গিয়া; কিন্তু কে কে যাইবে? ৯ মোশি কহিলেন, আমরা আমাদের শিশু ও বৃদ্ধদিগকে, আমাদের পুত্রকন্যাগণকে এবং গোমেষাদি পালও সঙ্গে লইয়া যাইব, কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আমা-১০ দের উৎসব করিতে হইবে। তখন ফরৌণ তাঁহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমাদের সেইরূপ সহবর্ত্তী হউন, যেরূপ আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের শিশু-গণকে ছাড়িয়া দিব; দেখ, অনিষ্ট ১১ তোমাদের সম্মুখে। তাহা হইবে না; তোমাদের পুরুষেরা গিয়া সদাপ্রভুর সেবা করুক; কারণ তোমরা ত ইহাই চাহিতেছ। পরে তাঁহারা ফরৌণের সম্মুখ হইতে দূরীকৃত হইলেন।

১২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি মিসর দেশের উপরে পঙ্গপালের জন্য হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে তাহারা মিসর দেশে আসিয়া ভূমির সমস্ত ওষধি খাইবে, শিলাবৃষ্টি যাহা কিছু রাখিয়া ১৩ গিয়াছে, সকলই খাইবে। তখন মোশি মিসর দেশের উপরে আপন যষ্টি বিস্তার করিলেন, তাহাতে সদাপ্রভু সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি দেশে পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইলেন; আর প্রাতঃকাল হইলে পূর্ব্বীয় ১৪ বায়ু পঙ্গপাল উঠাইয়া আনিল। তাহাতে সমুদয় মিসর দেশের উপরে পঙ্গপাল ব্যাপ্ত হইল; ও মিসরের সমস্ত সীমাতে পঙ্গপাল পড়িল। তাহা অত্যন্ত ভয়ানক

হইল; তদ্রূপ পঙ্গপাল পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, এবং পরেও কখনও হইবে না।

১৫ তাহারা সমস্ত ভূমিতল আচ্ছন্ন করিল, তাহাতে দেশ অন্ধকার হইল, এবং ভূমির যে ওষধি ও বৃক্ষাদির যে ফল শিলাবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সে সমস্ত তাহারা খাইয়া ফেলিল; সমস্ত মিসর দেশে বৃক্ষ বা ক্ষেত্রের ওষধি, হরিদ্বর্ণ কিছুই রহিল না।

১৬ তখন ফরৌণ সত্বর মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে ও তোমাদের

১৭ বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। বিনয় করি, কেবল এই বার আমার পাপ ক্ষমা কর, এবং আমা হইতে এই কালস্বরূপকে দূর করিবার জন্য তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর

১৮ কাছে বিনতি কর। তখন তিনি ফরৌণের নিকট হইতে বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিলেন;

১৯ আর সদাপ্রভু অতি প্রবল পশ্চিম বায়ু আনিলেন; তাহা পঙ্গপালদিগকে উঠাইয়া লইয়া সূফসাগরে তাড়াইয়া দিল, তাহাতে মিসরের সমস্ত সীমাতে একটাও পঙ্গপাল

২০ থাকিল না। কিন্তু সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না।

২১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আকাশের দিকে হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে মিসর দেশে অন্ধকার হইবে, ও

২২ সেই অন্ধকার স্পর্শনীয় হইবে। পরে মোশি আকাশের দিকে হস্ত বিস্তার করিলে তিন দিন পর্য্যন্ত সমস্ত মিসর

২৩ দেশে গাঢ় অন্ধকার হইল। তিন দিন পর্য্যন্ত কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইল না, এবং কেহ আপন স্থান হইতে উঠিল না; কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তান সকলের নিমিত্তে তাহাদের বাসস্থানে আলো ছিল।

২৪ তখন ফরৌণ মোশিকে ডাকাইয়া কহিলেন, যাও, সদাপ্রভুর সেবা কর গিয়া; কেবল তোমাদের মেষপাল ও গোপাল থাকুক; তোমাদের শিশুগণও

২৫ তোমাদের সঙ্গে যাউক। মোশি কহিলেন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করণার্থে আমাদের হস্তে বলি ও হোমদ্রব্য সমর্পণ করা আপনার কর্ত্তব্য।

২৬ আমাদের সহিত আমাদের পশুগণও যাইবে, একটী খুরও অবশিষ্ট থাকিবে না; কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবার্থে তাহাদের মধ্য হইতে বলি লইতে হইবে, এবং কি কি দিয়া সদাপ্রভুর সেবা করিব, তাহা সে স্থানে উপস্থিত না

২৭ হইলে আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, আর তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া

২৮ দিতে সম্মত হইলেন না। তখন ফরৌণ তাঁহাকে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও; সাবধান, আমার মুখ আর কখনও দেখিও না; কেননা যে দিন আমার মুখ দেখিবে, সেই দিন মরিবে।

২৯ মোশি কহিলেন, ভালই বলিয়াছেন, আমি আপনার মুখ আর কখনও দেখিব না।

১১ আর সদাপ্রভু মোশিকে বলিলেন, আমি ফরৌণের ও মিসরের উপরে আর এক উৎপাত আনিব, তৎপরে সে তোমাদিগকে এ স্থান হইতে ছাড়িয়া দিবে, এবং ছাড়িয়া দিবার সময়ে তোমাদিগকে নিশ্চয়ই এখান হইতে একেবারে তাড়া-

২ ইয়া দিবে। তুমি লোকদের কর্ণগোচরে বল, আর প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতিবাসী হইতে, ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন

আপন প্রতিবাসিনী হইতে রৌপ্যালঙ্কার
৩ ও স্বর্ণালঙ্কার চাহিয়া লউক। আর
সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে লোকদিগকে
অনুগ্রহের পাত্র করিলেন। আবার
মিসর দেশে মোশি ফরৌণের দাসদের ও
প্রজাদের দৃষ্টিতে অতি মহান্ ব্যক্তি
হইয়া উঠিলেন।

৪ মোশি আরও কহিলেন, সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, আমি অর্দ্ধরাত্রে মিসরের
৫ মধ্য দিয়া গমন করিব। তাহাতে
সিংহাসনে উপবিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত
অবধি যাঁতা পেষণকারিণী দাসীর প্রথম-
জাত পর্য্যন্ত মিসর দেশস্থিত সকল প্রথম-
জাত মরিবে, এবং পশুদেরও সকল
৬ প্রথমজাত মরিবে। আর যাদৃশ কখনও
হয় নাই ও হইবে না, সমস্ত মিসর দেশে
৭ এমন মহাক্রন্দন হইবে। কিন্তু সমস্ত
ইস্রায়েল-সন্তানের মধ্যে মনুষ্যের কি
পশুর বিরুদ্ধে একটা কুকুরও জিহ্বা
দোলাইবে না, যেন আপনারা জানিতে
পারেন যে, সদাপ্রভু মিস্রীয়দিগেতে ও
৮ ইস্রায়েলে প্রভেদ করেন। আর আপ-
নার এই দাসেরা সকলে আমার নিকটে
নামিয়া আসিবে, ও প্রণিপাত করিয়া
আমাকে বলিবে, তুমি ও তোমার অনু-
গামী সকল প্রজা বাহির হও; তাহার
পর আমি বাহির হইব। তখন তিনি
মহা ক্রোধভরে ফরৌণের নিকট হইতে
বাহিরে গেলেন।

৯ আর সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছিলেন,
ফরৌণ তোমার কথায় মনোযোগ করিবে
না, যেন মিসর দেশে আমার অদ্ভুত লক্ষণ
১০ বহুসংখ্যক হয়। ফলে মোশি ও হারোণ
ফরৌণের সাক্ষাতে এই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম
করিয়াছিলেন; আর সদাপ্রভু ফরৌণের
হৃদয় কঠিন করিলেন, আর তিনি আপন
দেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে
ছাড়িয়া দিলেন না।

নিস্তারপর্ব্ব স্থাপন। ঈশ্বরীয় দশম আঘাত।

১২ আর মিসর দেশে সদাপ্রভু মোশি ও
২ হারোণকে কহিলেন, এই মাস তোমাদের
আদি মাস হইবে; বৎসরের সকল মাসের
৩ মধ্যে প্রথম হইবে। সমস্ত ইস্রায়েল-
মণ্ডলীকে এই কথা বল, তোমরা এই
মাসের দশম দিনে তোমাদের পিতৃকুলানু-
সারে প্রত্যেক গৃহস্থ এক এক বাটীর
৪ জন্য এক একটী মেষশাবক লইবে। আর
মেষশাবক ভোজন করিতে যদি কাহারও
পরিজন অল্প হয়, তবে সে ও তাহার
গৃহের নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসী প্রাণিগণের
সংখ্যানুসারে একটী মেষশাবক লইবে।
তোমরা এক এক জনের ভোজনশক্তি
অনুসারে মেষশাবকের জন্য গণনা করিবে।
৫ তোমাদের সেই শাবকটী নির্দ্দোষ ও
প্রথম বৎসরের পুংশাবক হইবে; তোমরা
মেষপালের কিম্বা ছাগপালের মধ্য হইতে
৬ তাহা লইবে; আর এই মাসের চতুর্দ্দশ
দিন পর্য্যন্ত রাখিবে; পরে ইস্রায়েল-
মণ্ডলীর সমস্ত সমাজ সন্ধ্যাকালে সেই
৭ শাবকটী হনন করিবে। আর তাহারা
তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইবে, এবং যে যে
গৃহমধ্যে মেষশাবক ভোজন করিবে, সেই
সেই গৃহের দ্বারের দুই বাজুতে ও কপা-
৮ লীতে তাহা লেপিয়া দিবে। পরে সেই
রাত্রিতে তাহার মাংস ভোজন করিবে;
অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাড়ীশূন্য রুটী ও
তিক্ত শাকের সহিত তাহা ভোজন করিবে।
৯ তোমরা তাহার মাংস কাঁচা কিম্বা জলে

সিদ্ধ করিয়া খাইও না, কিন্তু অগ্নিতে দগ্ধ করিও; তাহার মুণ্ড, জঙ্ঘা ও অন্তরস্থ
১০ ভাগ। আর প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই রাখিও না; কিন্তু প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলিও।

১১ আর তোমরা এইরূপে তাহা ভোজন করিবে; কটিবন্ধন করিবে, চরণে পাদুকা দিবে, হস্তে যষ্টি লইবে ও ত্বরান্বিত হইয়া তাহা ভোজন করিবে; ইহা সদাপ্রভুর
১২ নিস্তারপর্ব্ব। কেননা সেই রাত্রিতে আমি মিসর দেশের মধ্য দিয়া যাইব, এবং মিসর দেশস্থ মনুষ্যের ও পশুর যাবতীয় প্রথমজাতকে আঘাত করিব, এবং মিসরের যাবতীয় দেবের বিচার করিয়া দণ্ড দিব;
১৩ আমিই সদাপ্রভু। অতএব তোমরা যে যে গৃহে থাক, তোমাদের পক্ষে ঐ রক্ত চিহ্নস্বরূপে সেই সেই গৃহের উপরে থাকিবে; তাহাতে আমি যখন মিসর দেশকে আঘাত করিব, তখন সেই রক্ত দেখিলে তোমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রে যাইব, সংহারের আঘাত তোমাদের উপরে
১৪ পড়িবে না। আর এই দিন তোমাদের স্মরণীয় হইবে, এবং তোমরা এই দিনকে সদাপ্রভুর উৎসব বলিয়া পালন করিবে; পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধিমতে এই
১৫ উৎসব পালন করিবে। তোমরা সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী খাইবে; প্রথম দিনেই আপন আপন গৃহ হইতে তাড়ী দূর করিবে, কেননা যে কেহ প্রথম দিন হইতে সপ্তম দিন পর্য্যন্ত তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য খাইবে, সেই প্রাণী ইস্রায়েল হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।
১৬ আর প্রথম দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে, এবং সপ্তম দিনেও তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; সেই দুই দিন প্রত্যেক প্রাণীর খাদ্য আয়োজন ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ম্ম করিবে না, কেবল সেই কর্ম্ম
১৭ করিতে পারিবে। এইরূপে তোমরা তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব পালন করিবে, কেননা এই দিনে আমি তোমাদের বাহিনীদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিলাম; অতএব তোমরা পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধিমতে এই দিন পালন করিবে।

১৮ তোমরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সন্ধ্যাকাল হইতে একবিংশ দিনের সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন
১৯ করিও। সাত দিন তোমাদের গৃহে যেন তাড়ীর লেশ না থাকে; কেননা কি প্রবাসী কি দেশজাত, যে কোন প্রাণী তাড়ীমিশ্রিত দ্রব্য খাইবে, সে ইস্রায়েল-
২০ মণ্ডলী হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। তোমরা তাড়ীযুক্ত কোন দ্রব্য খাইও না; তোমরা আপনাদের সমস্ত বাসস্থানে তাড়ীশূন্য রুটী খাইও।

২১ তখন মোশি ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে এক একটী মেষশাবক বাহির করিয়া লও, নিস্তারপর্ব্বীয়
২২ বলি হনন কর। আর এক আটি এসোব লইয়া ডাবরে স্থিত রক্তে ডুবাইয়া দ্বারের কপালীতে ও দুই বাজুতে ডাবরে স্থিত রক্তের কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিবে, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত তোমরা কেহই গৃহদ্বারের
২৩ বাহিরে যাইবে না। কেননা সদাপ্রভু মিস্রীয়দিগকে আঘাত করিবার জন্য তোমাদের নিকট দিয়া গমন করিবেন, তাহাতে দ্বারের কপালীতে ও দুই বাজুতে সেই রক্ত দেখিলে সদাপ্রভু সেই দ্বার ছাড়িয়া অগ্রে যাইবেন, তোমাদের গৃহে সংহারকর্ত্তাকে প্রবেশ করিয়া আঘাত

২৪ করিতে দিবেন না। আর তোমরা ও যুগানুক্রমে তোমাদের সন্তানেরা বিধি ২৫ বলিয়া এই রীতি পালন করিবে। আর সদাপ্রভু আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদিগকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখনও এই সেবার ২৬ অনুষ্ঠান করিবে। আর তোমাদের সন্তানগণ যখন তোমাদিগকে বলিবে, তোমাদের ২৭ এই সেবার তাৎপর্য্য কি? তোমরা কহিবে, ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্বীয় যজ্ঞ, মিস্রীয়দিগকে আঘাত করিবার সময়ে তিনি মিসরে ইস্রায়েল-সন্তানদের গৃহ সকল ছাড়িয়া অগ্রে গিয়াছিলেন, আমাদের গৃহ রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন লোকেরা মস্তক নমনপূর্ব্বক প্রণিপাত ২৮ করিল। পরে ইস্রায়েল-সন্তানেরা গিয়া, সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিল।

২৯ পরে অর্দ্ধরাত্রে এই ঘটনা হইল, সদাপ্রভু সিংহাসনে উপবিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারাকূপস্থ বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্য্যন্ত মিসর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে নিহনন করিলেন। ৩০ তাহাতে ফরৌণ ও তাঁহার দাসগণ এবং সমস্ত মিস্রীয় লোক রাত্রিতে উঠিল, এবং মিসরে মহাক্রন্দন হইল; কেননা যে ঘরে কেহ মরে নাই, এমন ঘরই ছিল না।

৩১ তখন রাত্রিকালেই ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা উঠ, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে লইয়া আমার প্রজাদের মধ্য হইতে বাহির হও, তোমরা যাও, তোমাদের কথানুসারে সদাপ্রভুর ৩২ সেবা কর গিয়া। তোমাদের কথানুসারে মেষপাল ও গোপাল সকল সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাও, এবং আমাকেও আশীর্ব্বাদ ৩৩ কর। তখন লোকদিগকে শীঘ্র দেশ হইতে বিদায় করণার্থে মিস্রীয়েরা ব্যগ্র হইল; কেননা তাহারা কহিল, আমরা ৩৪ সকলে মারা পড়িলাম। তাহাতে ময়দার তালে তাড়ী মিশাইবার পূর্ব্বে লোকেরা তাহা লইয়া কাঠুয়া সকল আপন আপন ৩৫ বস্ত্রে বাঁধিয়া স্কন্ধে করিল। আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে কার্য্য করিল; ফলে তাহারা মিস্রীয়দের কাছে রৌপ্যালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিল; ৩৬ আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহপাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল, মিস্রীয়েরা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিস্রীয়দের ধন হরণ করিল।

মিসর হইতে ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা।

৩৭ তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা বালক ছাড়া কমবেশ ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ রামিষেষ ৩৮ হইতে সুক্কোতে যাত্রা করিল। আর তাহাদের সহিত মিশ্রিত লোকদের মহাজনতা এবং মেষ ও গো, অতি বিস্তর ৩৯ পশু প্রস্থান করিল। পরে তাহারা মিসর হইতে আনীত ছানা ময়দার তাল দিয়া তাড়ীশূন্য পিষ্টক প্রস্তুত করিল, কেননা তাহাতে তাড়ী মিশান হয় নাই, কারণ তাহারা মিসর হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সুতরাং বিলম্ব করিতে না পারাতে আপনাদের জন্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে নাই।

৪০ ইস্রায়েল-সন্তানেরা চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল মিসরে প্রবাস করিয়াছিল। ৪১ সেই চারি শত ত্রিশ বৎসরের শেষে, ঐ দিনে, সদাপ্রভুর সমস্ত বাহিনী মিসর দেশ

৪২ হইতে বাহির হইল। মিসর দেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনা হেতু এ সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতীব পালনীয় রাত্রি। সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের পুরুষানুক্রমে এই রাত্রি সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতীব পালনীয়।

৪৩ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, নিস্তারপর্ব্বীয় বলির বিধি এই ; অন্য জাতীয় কোন লোক তাহা ভোজন ৪৪ করিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তির যে দাস রৌপ্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছে, সে যদি ছিন্নত্বক হয়, তবে খাইতে পাইবে। ৪৫ প্রবাসী কিম্বা বেতনজীবী তাহা খাইতে ৪৬ পাইবে না। তোমরা এক গৃহমধ্যে তাহা ভোজন করিও ; সেই মাংসের কিছুই গৃহের বাহিরে লইয়া যাইও না ; এবং তাহার এক অস্থিও ভগ্ন করিও না। ৪৭ সমস্ত ইস্রায়েল-মণ্ডলী ইহা পালন ৪৮ করিবে। আর তোমার সহিত প্রবাসী কোন বিদেশী লোক যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে চাহে, তবে সে নিজ পুরুষ পরিবারের সহিত ছিন্নত্বক হইয়া ইহা পালনার্থে আগমন করুক, সে দেশজাত লোকের তুল্য হইবে ; কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক কোন লোক তাহা ৪৯ ভোজন করিবে না। দেশজাত লোকের নিমিত্তে ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশীয় লোকের নিমিত্তে একই বিধি হইবে।

৫০ সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান সেইরূপ করিল, সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারেই করিল। ৫১ এইরূপে সদাপ্রভু সেই দিন বাহিনীক্রমে ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

১৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হউক, গর্ব্ভ উন্মোচক সমস্ত প্রথমজাত ফল আমার উদ্দেশে পবিত্র কর ; তাহা আমারই।

৩ আর মোশি লোকদিগকে কহিলেন, এই দিন স্মরণে রাখিও, যে দিনে তোমরা মিসর হইতে, দাসগৃহ হইতে, বহির্গত হইলে, কারণ সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা তথা হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন ; কোন তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য ৪ খাওয়া হইবে না। আবীব মাসের এই ৫ দিনে তোমরা বাহির হইলে। আর কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, হিব্বীয় ও য়ের যে দেশ তোমাকে দিতে সদাপ্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে যখন তিনি তোমাকে আনিবেন, তখন তুমি এই মাসে এই সেবার অনুষ্ঠান করিবে। ৬ সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী খাইও, ও সপ্তম দিনে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব করিও। ৭ সেই সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী খাইতে হইবে, তোমার নিকটে তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য দৃষ্ট না হউক, তোমার সমস্ত সীমার মধ্যে ৮ তাড়ী দৃষ্ট না হউক। সেই দিনে তুমি আপন পুত্রকে ইহা জ্ঞাত করিও, মিসর হইতে আমার বাহির হইবার সময়ে সদাপ্রভু আমার প্রতি যাহা করিলেন, ইহা সেই ৯ জন্য। আর ইহা চিহ্নের জন্য তোমার হস্তে ও স্মরণের জন্য তোমার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে থাকিবে ; যেন সদাপ্রভুর ব্যবস্থা তোমার মুখে থাকে, কেননা সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা মিসর হইতে তোমাকে ১০ বাহির করিয়াছেন। অতএব তুমি বৎসর বৎসর যথাসময়ে এই বিধি পালন করিবে।

১১ সদাপ্রভু তোমার কাছে ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, তদনুসারে যখন কনানীয়ের দেশে প্রবেশ করাইয়া তোমাকে সেই দেশ দিবেন, ১২ তখন তুমি গর্ব্ভ উন্মোচক সমস্ত প্রথম ফল সদাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত করিবে; এবং তোমার পশুগণেরও সকল প্রথম গর্ব্ভফলের মধ্যে পুংসন্তান সদাপ্রভুর ১৩ হইবে। আর গর্দ্দভের প্রত্যেক প্রথম ফলের মুক্তির জন্য তাহার পরিবর্ত্তে মেষ-শাবক দিবে; যদি মুক্ত না কর, তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবে; তোমার পুত্ত্রগণের মধ্যে মনুষ্যের প্রথমজাত সকলকে মুক্ত করিতে হইবে।

১৪ আর তোমার পুত্ত্র ভাবিকালে যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, এ কি? তুমি বলিবে, সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা আমাদিগকে মিসর হইতে, দাস-গৃহ ১৫ হইতে বাহির করিলেন। তৎকালে ফরৌণ আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে নিষ্ঠুর হইলে সদাপ্রভু মিসর দেশে সমস্ত প্রথমজাত ফলকে, মনুষ্যের প্রথম-জাত ও পশুর প্রথমজাত ফল সকলকে বধ করিলেন, এই নিমিত্তে আমি গর্ব্ভ উন্মোচক পুংসন্তান সকলকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করি, কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্ত্র সকলকে মুক্ত করি। ১৬ ইহা চিহ্নস্বরূপ তোমার হস্তে ও ভূষণ-স্বরূপ তোমার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে থাকিবে, কেননা সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা আমাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

১৭ আর ফরৌণ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলে, পলেষ্টীয়দের দেশ দিয়া সোজা পথ থাকিলেও ঈশ্বর সেই পথে তাহা-দিগকে চালাইলেন না, কেননা ঈশ্বর কহিলেন, যুদ্ধ দেখিলে পাছে লোকেরা অনুতাপ করিয়া মিসরে ফিরিয়া যায়। ১৮ অতএব ঈশ্বর লোকদিগকে সূফসাগরের প্রান্তরময় পথ দিয়া গমন করাইলেন; আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা সসজ্জ হইয়া মিসর দেশ হইতে যাত্রা করিল। আর ১৯ মোশি যোষেফের অস্থি আপনার সঙ্গে লইলেন, কেননা তিনি ইস্রায়েল-সন্তান-দিগকে দৃঢ় দিব্য করাইয়া বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধান করি-বেন, আর তোমরা আপনাদের সঙ্গে আমার অস্থি এ স্থান হইতে লইয়া যাইবে।

২০ পরে তাহারা সুক্কোৎ হইতে যাত্রা করিয়া প্রান্তরের প্রান্তে স্থিত এথমে ২১ শিবির স্থাপন করিল। আর সদাপ্রভু দিবাতে পথ দেখাইবার জন্য মেঘস্তম্ভে থাকিয়া, এবং রাত্রিতে দীপ্তি দিবার জন্য অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, যেন তাহারা দিবারাত্র ২২ গমন করিতে পারে। লোকদের সম্মুখ হইতে দিবাতে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ স্থানান্তর হইত না।

১৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বল, তোমরা ফির, পী-হহীরোতের অগ্রে মিগ্‌দোলের ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে বাল্‌সফোনের অগ্রে শিবির স্থাপন কর; তোমরা তাহার সম্মুখে সমুদ্রের নিকটে শিবির স্থাপন কর। ৩ তাহাতে ফরৌণ ইস্রায়েল-সন্তানদের বিষয়ে কহিবে, তাহারা দেশের মধ্যে অবরুদ্ধ হইল, প্রান্তর তাহাদের পথ রুদ্ধ ৪ করিল। আর আমি ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিব, আর সে তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবে, এবং আমি ফরৌণ ও

তাহার সমস্ত সৈন্য দ্বারা গৌরবান্বিত হইব; আর মিস্রীয়েরা জানিতে পারিবে যে, আমিই সদাপ্রভু। তখন তাহারা সেইরূপ করিল।

ফরৌণের সৈন্যসামন্তের বিনাশ।

৫ পরে লোকেরা পলাইয়াছে, মিসর-রাজকে এই সংবাদ দেওয়া হইলে লোকদের বিষয়ে ফরৌণ ও তাঁহার দাসগণের অন্তঃকরণ বিকারপ্রাপ্ত হইল; তাঁহারা কহিলেন, আমরা এ কি করিলাম? আমাদের দাসত্ব হইতে ইস্রায়েলকে কেন ৬ ছাড়িয়া দিলাম? তখন তিনি আপন রথ প্রস্তুত করাইলেন, ও আপন লোকদিগকে ৭ সঙ্গে লইলেন। আর মনোনীত ছয় শত রথ, এবং মিসরের সমস্ত রথ ও তৎসমুদয়ের উপরে নিযুক্ত সেনানীদিগকে ৮ লইলেন। আর সদাপ্রভু মিসর-রাজ ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, তাহাতে তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা ঊর্দ্ধহস্তে বহির্গমন করিতে- ৯ ছিল। আর মিস্রীয়েরা, ফরৌণের সকল অশ্ব ও রথ, এবং তাঁহার অশ্বারূঢ়গণ ও সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; আর উহারা বাল্‌-সফোনের সম্মুখে পী-হহীরোতের নিকটে সমুদ্রতীরে শিবির স্থাপন করিলে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল।

১০ ফরৌণ যখন নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা চক্ষু তুলিয়া চাহিল, আর দেখ, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিস্রীয়েরা আসিতেছে; তাই তাহারা অতিশয় ভীত হইল, আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন ১১ করিল। আর তাহারা মোশিকে কহিল, মিসরে কবর নাই বলিয়া তুমি কি আমাদিগকে লইয়া আসিলে, যেন আমরা প্রান্তরে মরিয়া যাই? তুমি আমাদের সহিত এ কেমন ব্যবহার করিলে? কেন আমাদিগকে মিসর হইতে বাহির করিলে? ১২ আমরা কি মিসর দেশে তোমাকে এই কথা কহি নাই, আমাদিগকে থাকিতে দেও, আমরা মিস্রীয়দের দাস্যকর্ম্ম করি? কেননা প্রান্তরে মরণাপেক্ষা মিস্রীয়দের ১৩ দাস্যকর্ম্ম করা আমাদের মঙ্গল। তখন মোশি লোকদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াও। সদাপ্রভু অদ্য তোমাদের যে নিস্তার করেন, তাহা দেখ; কেননা এই যে মিস্রীয়দিগকে অদ্য দেখিতেছ, ইহাদিগকে আর ১৪ কখনই দেখিবে না। সদাপ্রভু তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তোমরা নীরব থাকিবে।

১৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আমার কাছে কেন ক্রন্দন করিতেছ? ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে অগ্রসর ১৬ হইতে বল। আর তুমি আপন যষ্টি তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর, সমুদ্রকে দুই ভাগ কর; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে ১৭ প্রবেশ করিবে। আর দেখ, আমিই মিস্রীয়দের হৃদয় কঠিন করিব, তাহাতে তাহারা ইহাদের পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে, এবং আমি ফরৌণের, তাহার সকল সৈন্যের, তাহার রথ সকলের ও তাহার অশ্বারূঢ়গণের দ্বারা গৌরবান্বিত হইব। ১৮ আর ফরৌণ ও তাহার রথ সকল ও তাহার অশ্বারূঢ়গণ দ্বারা আমার গৌরব-

লাভ হইলে মিস্রীয়েরা জানিতে পারিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

১৯ তখন ইস্রায়েলীয় সৈন্যের অগ্রগামী ঈশ্বরের দূত সরিয়া গিয়া তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিলেন, এবং মেঘস্তম্ভ তাহাদের অগ্র হইতে সরিয়া গিয়া তাহা-

২০ দের পশ্চাৎ দাঁড়াইল; তাহা মিসরের শিবির ও ইস্রায়েলের শিবির, এই উভয়ের মধ্যে আসিল; আর সেই মেঘ ও অন্ধকার থাকিল, তথাপি উহা রাত্রিতে আলোক প্রদান করিল; এবং সমস্ত রাত্রি এক দল অন্য দলের নিকটে আসিল

২১ না। মোশি সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলেন, তাহাতে সদাপ্রভু সেই সমস্ত রাত্রি প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ু দ্বারা সমুদ্রকে সরাইয়া দিলেন, ও তাহা শুষ্ক ভূমি করিলেন, তাহাতে জল দুই ভাগ

২২ হইল। আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীর-

২৩ স্বরূপ হইল। পরে মিস্রীয়েরা, ফরৌণের সকল অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারূঢ়গণ ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ

২৪ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু রাত্রির শেষ প্রহরে সদাপ্রভু অগ্নি ও মেঘস্তম্ভে থাকিয়া মিস্রীয়দের সৈন্যের উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন, ও মিস্রীয়দের

২৫ সৈন্যকে উদ্বিগ্ন করিলেন। আর তিনি তাহাদের রথের চক্র সরাইলেন, তাহাতে তাহারা অতি কষ্টে রথ চালাইল; তখন মিস্রীয়েরা কহিল, চল, আমরা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করি, কেননা সদাপ্রভু তাহাদের পক্ষে মিস্রীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন।

২৬ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে জল ফিরিয়া মিস্রীয়দের উপরে ও তাহাদের রথের উপরে ও অশ্বারূঢ়দের

২৭ উপরে আসিবে। তখন মোশি সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করিলেন, আর প্রাতঃকাল হইতে না হইতে সমুদ্র পুনরায় সমান হইয়া গেল; তাহাতে মিস্রীয়েরা তাহার দিকেই পলায়ন করিল; আর সদাপ্রভু সমুদ্রের মধ্যে মিস্রীয়দিগকে

২৮ ঠেলিয়া দিলেন। জল ফিরিয়া আসিল, ও তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফরৌণের যে সকল সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের এক জনও

২৯ অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে

৩০ জল প্রাচীরস্বরূপ হইল। এইরূপে সেই দিন সদাপ্রভু মিস্রীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার করিলেন, ও ইস্রায়েল মিস্রীয়দিগকে সমুদ্রের ধারে

৩১ মৃত দেখিল। আর ইস্রায়েল মিস্রীয়দের প্রতি কৃত সদাপ্রভুর মহৎ কর্ম্ম দেখিল; তাহাতে লোকেরা সদাপ্রভুকে ভয় করিল, এবং সদাপ্রভুতে ও তাঁহার দাস মোশিতে বিশ্বাস করিল।

ইস্রায়েলের বিজয়-সঙ্গীত।

১৫ তখন মোশি ও ইস্রায়েল-সন্তানেরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই গীত গান করিলেন; তাঁহারা বলিলেন,

আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করিব;
কেননা তিনি মহিমান্বিত হইলেন,
তিনি অশ্ব ও তদারোহীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ
করিলেন।

২ সদাপ্রভু আমার বল ও গান,
তিনি আমার পরিত্রাণ হইলেন;
এই আমার ঈশ্বর, আমি তাঁহার প্রশংসা করিব;
আমার পৈতৃক ঈশ্বর, আমি তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিব।
৩ সদাপ্রভু যুদ্ধবীর;
সদাপ্রভু তাঁহার নাম।
৪ তিনি ফরৌণের রথসমূহ ও সৈন্যদলকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন;
তাঁহার মনোনীত সেনানিগণ সূফসাগরে নিমগ্ন হইল।
৫ জলরাশি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল;
তাহারা অগাধ জলে প্রস্তরবৎ তলাইয়া গেল।
৬ হে সদাপ্রভু, তোমার দক্ষিণ হস্ত বলে গৌরবান্বিত;
হে সদাপ্রভু, তোমার দক্ষিণ হস্ত শত্রু চূর্ণকারী।
৭ তুমি নিজ মহিমার মহত্ত্বে, যাহারা তোমার বিরুদ্ধে উঠে, তাহাদিগকে নিপাত করিয়া থাক;
তোমার প্রেরিত কোপাগ্নি নাড়ার ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করে।
৮ তোমার নাসিকার নিশ্বাসে জল রাশীকৃত হইল;
স্রোত সকল স্তূপের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল;
সমুদ্র-গর্ব্ভে জলরাশি ঘনীভূত হইল।
৯ শত্রু বলিয়াছিল, আমি পশ্চাৎ ধাবিত হইব, উহাদের সঙ্গ ধরিব, লুট বিভাগ করিয়া লইব;
উহাদিগেতে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে;
আমি খড়গ নিষ্কোষ করিব, আমার হস্ত উহাদিগকে বিনাশ করিবে।
১০ তুমি নিজ বায়ু দ্বারা ফুঁ দিলে, সমুদ্র তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল;
তাহারা প্রবল জলে সীসাবৎ তলাইয়া গেল।
১১ হে সদাপ্রভু, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য?
কে তোমার ন্যায় পবিত্রতায় আদরণীয়,
প্রশংসায় ভয়ার্হ, আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী?
১২ তুমি আপন দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলে,
পৃথিবী উহাদিগকে গ্রাস করিল।
১৩ তুমি যে লোকদিগকে মুক্ত করিয়াছ, তাহাদিগকে নিজ দয়াতে চালাইতেছ,
তুমি নিজ পরাক্রমে তাহাদিগকে তোমার পবিত্র নিবাসে লইয়া যাইতেছ।
১৪ জাতি সকল ইহা শুনিল, কম্পান্বিত হইল,
পলেষ্টিয়া-বাসিগণ ব্যথাগ্রস্ত হইয়া পড়িল।
১৫ তখন ইদোমের দলপতিগণ বিহ্বল হইল;
মোয়াবের মেড়ারা কম্পগ্রস্ত হইল;
কনান-নিবাসী সকলে গলিয়া গেল।
১৬ ত্রাস ও আশঙ্কা তাহাদের উপরে পড়িতেছে;
তোমার বাহুবলে তাহারা প্রস্তরবৎ স্তব্ধ হইয়া আছে;
যাবৎ, হে সদাপ্রভু, তোমার প্রজাগণ উত্তীর্ণ না হয়,
যাবৎ তোমার ক্রীত প্রজাগণ উত্তীর্ণ না হয়।
১৭ তুমি তাহাদিগকে লইয়া যাইবে, আপন অধিকার-পর্ব্বতে রোপণ করিবে;
হে সদাপ্রভু, তথায় তুমি আপন নিবাসার্থ স্থান প্রস্তুত করিয়াছ;
হে প্রভু, তথায় তোমার হস্ত ধর্ম্মধাম স্থাপন করিয়াছে।

১৮ সদাপ্রভু যুগে যুগে অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন।

১৯ কেননা ফরৌণের অশ্বগণ তাঁহার রথ সকল ও অশ্বারোহিগণসহ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল, আর সদাপ্রভু সমুদ্রের জল তাহাদের উপরে ফিরাইয়া আনিলেন; কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক পথে

২০ সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল। পরে হারোণের ভগিনী মরিয়ম ভাববাদিনী হস্তে মৃদঙ্গ লইলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্য স্ত্রীলোকেরা সকলে মৃদঙ্গ লইয়া নৃত্য

২১ করিতে করিতে বাহির হইল। তখন মরিয়ম লোকদের কাছে এই ধুয়া গাইলেন,—

তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান কর;
　　কেননা তিনি মহামহিমান্বিত
　　হইলেন,
তিনি অশ্ব ও তদারোহীকে সমুদ্রে
　　নিক্ষেপ করিলেন।

ঈশ্বর প্রান্তরে খাদ্য ও পেয় যোগান।

২২ আর মোশি ইস্রায়েলকে সূফসাগর হইতে অগ্রে চালাইলেন, তাহাতে তাহারা শূর প্রান্তরে গমন করিল; আর তিন দিন প্রান্তরে যাইতে যাইতে জল পাইল না।

২৩ পরে তাহারা মারাতে উপস্থিত হইল, কিন্তু মারার জল পান করিতে পারিল না, কারণ সেই জল তিক্ত; এই জন্য তাহার নাম

২৪ মারা [তিক্ততা] রাখা হইল। তখন লোকেরা মোশির বিরুদ্ধে বচসা করিয়া

২৫ কহিল, আমরা কি পান করিব? তাহাতে তিনি সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিলেন, আর সদাপ্রভু তাঁহাকে একটা গাছ দেখাইলেন; তিনি তাহা লইয়া জলে নিক্ষেপ করিলে জল মিষ্ট হইল। সেই স্থানে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের নিমিত্ত বিধি ও শাসন নিরূপণ করিলেন, এবং তাহার

২৬ পরীক্ষা লইলেন, আর কহিলেন, তুমি যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ কর, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই কর, তাঁহার আজ্ঞাতে কর্ণ দেও, ও তাঁহার বিধি সকল পালন কর, তবে আমি মিস্রীয়দিগকে যে সকল রোগে আক্রান্ত করিলাম, সেই সকলেতে তোমাকে আক্রমণ করিতে দিব না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্য-

২৭ কারী। পরে তাহারা এলীমে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে জলের বারোটী উনুই ও সত্তরটী খর্জ্জুরবৃক্ষ ছিল; তাহারা সেই স্থানে জলের নিকটে শিবির স্থাপন করিল।

১৬ পরে তাহারা এলীম হইতে যাত্রা করিল। আর মিসর দেশ হইতে প্রস্থান করিবার পর দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী সীন প্রান্তরে উপস্থিত হইল, তাহা এলীমের

২ ও সীনয়ের মধ্যবর্ত্তী। তখন ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলী মোশির ও হারোণের বিরুদ্ধে প্রান্তরে বচসা করিল;

৩ আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা তাঁহাদিগকে কহিল, হায়, হায়, আমরা মিসর দেশে সদাপ্রভুর হস্তে কেন মরি নাই? তখন মাংসের হাঁড়ীর কাছে বসিতাম, তৃপ্তি পর্য্যন্ত রুটী ভোজন করিতাম; তোমরা ত এই সমস্ত সমাজকে ক্ষুধায় মারিয়া ফেলিতে আমাদিগকে বাহির করিয়া এই

৪ প্রান্তরে আনিয়াছ। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ

করিব; লোকেরা বাহিরে গিয়া প্রতিদিন দিনের খাদ্য কুড়াইবে; যেন আমি তাহাদের এই পরীক্ষা লই যে, তাহারা
৫ আমার ব্যবস্থাতে চলিবে কি না। ষষ্ঠ দিনে তাহারা যাহা আনিবে, তাহা প্রস্তুত করিলে প্রতিদিন যাহা কুড়ায়, তাহার
৬ দ্বিগুণ হইবে। পরে মোশি ও হারোণ সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে কহিলেন, সায়ংকাল হইলে তোমরা জানিবে যে, সদাপ্রভু তোমাদিগকে মিসর দেশ হইতে
৭ বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আর প্রাতঃকাল হইলে তোমরা সদাপ্রভুর প্রতাপ দেখিতে পাইবে, কেননা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে তোমাদের যে বচসা, তাহা তিনি শুনিয়াছেন। আমরা কে যে, তোমরা
৮ আমাদের বিরুদ্ধে বচসা কর? পরে মোশি কহিলেন, সদাপ্রভু সায়ংকালে ভোজনার্থে তোমাদিগকে মাংস দিবেন, ও প্রাতঃকালে তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন দিবেন; সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে তোমরা যে বচসা করিতেছ, তাহা তিনি শুনিতেছেন; আমরা কে? তোমরা যে বচসা করিতেছ, উহা আমাদের বিরুদ্ধে নয়, সদাপ্রভুরই বিরুদ্ধে করা হইতেছে।
৯ পরে মোশি হারোণকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীকে বল, তোমরা সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হও; কেননা তিনি তোমাদের বচসা
১০ শুনিয়াছেন। পরে হারোণ যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীকে ইহা কহিতেছিলেন, তখন তাহারা প্রান্তরের দিকে মুখ ফিরাইল; আর দেখ, মেঘস্তম্ভের মধ্যে সদাপ্রভুর প্রতাপ দৃষ্ট
১১ হইল। আর সদাপ্রভু মোশিকে কহি-
১২ লেন, আমি ইস্রায়েল-সন্তানদের বচসা শুনিয়াছি; তুমি তাহাদিগকে বল, সায়ংকালে তোমরা মাংস ভোজন করিবে, ও প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হইবে; তখন জানিতে পারিবে যে, আমি সদাপ্রভু,
১৩ তোমাদের ঈশ্বর। পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষী উড়িয়া আসিয়া শিবিরস্থান আচ্ছাদন করিল, এবং প্রাতঃকালে শিবিরের চারিদিকে শিশির পড়িল।
১৪ পরে পতিত শিশির ঊর্দ্ধগত হইলে, দেখ, ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তুবিশেষ প্রান্তরের উপরে পড়িয়া
১৫ রহিল। আর তাহা দেখিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ পরস্পর কহিল, উহা কি? কেননা তাহা কি, তাহারা জানিল না। তখন মোশি কহিলেন, উহা সেই অন্ন, যাহা সদাপ্রভু তোমাদিগকে আহারার্থে
১৬ দিয়াছেন। উহারই বিষয়ে সদাপ্রভু এই আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন ভোজনশক্তি অনুসারে তাহা কুড়াও; তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন তাম্বুতে স্থিত লোকদের সংখ্যানুসারে এক এক জনের নিমিত্তে এক এক
১৭ ওমর পরিমাণে উহা কুড়াও। তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা সেইরূপ করিল;
১৮ কেহ অধিক, কেহ অল্প কুড়াইল। পরে ওমরে তাহা পরিমাণ করিলে, যে অধিক সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অতিরিক্ত হইল না, এবং যে অল্প সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অভাব হইল না; তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন ভোজনশক্তি অনুসারে
১৯ কুড়াইয়াছিল। আর মোশি কহিলেন, তোমরা কেহ প্রাতঃকালের জন্য ইহার
২০ কিছু রাখিও না। তথাপি কেহ কেহ মোশির কথা না মানিয়া প্রাতঃকালের নিমিত্তে কিছু কিছু রাখিল, তখন তাহাতে

কীট জন্মিল ও দুর্গন্ধ হইল ; আর মোশি
২১ তাহাদের উপরে ক্রোধ করিলেন। আর প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহারা আপন আপন ভোজনশক্তি অনুসারে কুড়াইত, কিন্তু প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা গলিয়া যাইত।

২২ পরে ষষ্ঠ দিনে তাহারা দ্বিগুণ খাদ্য, প্রতিজনের নিমিত্তে দুই দুই ওমর, কুড়াইল, আর মণ্ডলীর অধ্যক্ষেরা সকলে আসিয়া মোশিকে জ্ঞাত করিলেন।
২৩ তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু তাহাই বলিয়াছিলেন ; কল্য বিশ্রাম-পর্ব্ব, সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বিশ্রামবার ; তোমাদের যাহা ভাজিবার ভাজ, ও যাহা পাক করিবার পাক কর ; এবং যাহা অতিরিক্ত, তাহা প্রাতঃকালের
২৪ জন্য তুলিয়া রাখ। তাহাতে তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহা রাখিল, তখন তাহাতে দুর্গন্ধ হইল
২৫ না, কীটও জন্মিল না। পরে মোশি কহিলেন, অদ্য তোমরা ইহা ভোজন কর, কেননা অদ্য সদাপ্রভুর বিশ্রামবার ;
২৬ অদ্য মাঠে ইহা পাইবে না। তোমরা ছয় দিন তাহা কুড়াইবে, কিন্তু সপ্তম দিন বিশ্রামবার, সে দিন তাহা মিলিবে না।
২৭ তথাচ সপ্তম দিনেও লোকদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা কুড়াইবার জন্য বাহির
২৮ হইল ; কিন্তু কিছুই পাইল না। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিতে
২৯ কত কাল অসম্মত থাকিবে ? দেখ, সদাপ্রভুই তোমাদিগকে বিশ্রামবার দিয়াছেন, তাই তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের খাদ্য তোমাদিগকে দিয়া থাকেন ; তোমরা প্রতিজন স্ব স্ব স্থানে থাক ; সপ্তম দিনে কেহ নিজ স্থান হইতে
৩০ বাহিরে না যাউক। তাহাতে লোকেরা
৩১ সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিল। আর ইস্রায়েল-কুল ঐ খাদ্যের নাম মান্না রাখিল ; তাহা ধনিয়া বীজের মত, শুক্লবর্ণ, এবং তাহার আস্বাদ মধুমিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল।

৩২ পরে মোশি কহিলেন, সদাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা পুরুষ-পরম্পরার জন্য উহার এক ওমর পরিমাণ তুলিয়া রাখিও, যেন আমি তোমাদিগকে মিসর দেশ হইতে আনয়নকালে প্রান্তরের মধ্যে যে অন্ন ভোজন করাইতাম, তাহারা
৩৩ তাহা দেখিতে পায়। তখন মোশি হারোণকে কহিলেন, তুমি একটা পাত্র লইয়া পূর্ণ এক ওমর পরিমাণ মান্না সদাপ্রভুর সম্মুখে রাখ ; তাহা তোমাদের পুরুষপরম্পরার নিমিত্ত রাখা যাইবে।
৩৪ তখন, সদাপ্রভু মোশিকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে হারোণ সাক্ষ্য-সিন্দুকের নিকটে থাকিবার জন্য তাহা
৩৫ তুলিয়া রাখিলেন। ইস্রায়েল-সন্তানেরা চল্লিশ বৎসর, যাবৎ নিবাস-দেশে উপস্থিত না হইল, তাবৎ সেই মান্না ভোজন করিল ; কনান দেশের সীমাতে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা মান্না খাইত।
৩৬ এক ওমর ঐফার দশমাংশ।

১৭ পরে ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলী সীন প্রান্তর হইতে যাত্রা করিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে নিরূপিত সকল উত্তরণস্থান দিয়া রফীদীমে গিয়া শিবির স্থাপন করিল ; আর সে স্থানে লোকদের
২ পানার্থ জল ছিল না। এই জন্য লোকেরা মোশির সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, আমাদিগকে জল দেও, আমরা

পান করিব। মোশি তাহাদিগকে কহিলেন, কেন আমার সহিত বিবাদ করিতেছ? কেন সদাপ্রভুর পরীক্ষা করি-
৩ তেছ? তখন লোকেরা সেই স্থানে জলপিপাসায় ব্যাকুল হইল, আর মোশির বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিল, তুমি আমাদিগকে এবং আমাদের সন্তানগণকে ও পশুগণকে তৃষ্ণা দ্বারা বধ করিতে
৪ মিসর হইতে কেন আনিলে? আর মোশি সদাপ্রভুর কাছে কাঁদিয়া কহিলেন, আমি এই লোকদের নিমিত্ত কি করিব? ক্ষণকালের মধ্যে ইহারা আমাকে প্রস্তরা-
৫ ঘাতে বধ করিবে। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদের অগ্রে যাও, ইস্রায়েলের জন কতক প্রাচীনকে সঙ্গে লইয়া, আর যাহা দিয়া নদীতে আঘাত করিয়াছিলে, সেই যষ্টি হস্তে
৬ লইয়া যাও। দেখ, আমি হোরেবে সেই শৈলের উপরে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইব; তুমি শৈলে আঘাত করিবে, তাহাতে তাহা হইতে জল নির্গত হইবে, আর লোকেরা পান করিবে। তখন মোশি ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের দৃষ্টিতে সেইরূপ
৭ করিলেন। তিনি সেই স্থানের নাম মঃসা ও মরীবা [পরীক্ষা ও বিবাদ] রাখিলেন, কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ বিবাদ করিয়াছিল এবং সদাপ্রভুর পরীক্ষা করিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'সদাপ্রভু আমাদের মধ্যে আছেন কি না?'

অমালেকের সহিত যুদ্ধ।

৮ ঐ সময়ে অমালেক আসিয়া রফীদীমে ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।
৯ তাহাতে মোশি যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি আমাদের জন্য লোক মনোনীত করিয়া লও, যাও, অমালেকের সহিত যুদ্ধ কর; কল্য আমি ঈশ্বরের যষ্টি হস্তে
১০ লইয়া পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইব। পরে যিহোশূয় মোশির আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলেন, অমালেকের সহিত যুদ্ধ করিলেন; এবং মোশি, হারোণ ও হূর পর্ব্বতের
১১ শৃঙ্গে উঠিলেন। আর এইরূপ হইল, মোশি যখন আপন হস্ত তুলিয়া ধরেন, তখন ইস্রায়েল জয়ী হয়, কিন্তু মোশি আপন হস্ত নামাইলে অমালেক জয়ী হয়।
১২ আর মোশির হস্ত ভারী হইতে লাগিল, তখন উহাঁরা একখানি প্রস্তর আনিয়া তাঁহার নীচে রাখিলেন, আর তিনি তাহার উপরে বসিলেন; এবং হারোণ ও হূর এক জন এক দিকে ও অন্য জন অন্য দিকে তাঁহার হস্ত ধরিয়া রাখিলেন, তাহাতে সূর্য্য অস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত
১৩ তাঁহার হস্ত স্থির থাকিল। আর যিহোশূয় অমালেককে ও তাহার লোকদিগকে খড়্গধারে পরাজয় করিলেন।
১৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই কথা স্মরণার্থে পুস্তকে লিখ, এবং যিহোশূয়ের কর্ণগোচরে শুনাইয়া দেও; কেননা আমি আকাশের নীচে হইতে অমা-
১৫ লেকের নাম নিঃশেষে লোপ করিব। পরে মোশি এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম যিহোবা-নিঃষি [সদাপ্রভু আমার
১৬ পতাকা] রাখিলেন। আর তিনি কহিলেন, সদাপ্রভুর সিংহাসনের উপরে হস্ত [উত্তোলিত হইয়াছে]; পুরুষানুক্রমে অমালেকের সহিত সদাপ্রভুর যুদ্ধ হইবে।

মোশির শ্বশুর যিথ্রোর পরামর্শ।

১৮ আর, ঈশ্বর মোশির পক্ষে ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের পক্ষে যে সকল কর্ম্ম

করিয়াছেন, সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এই সকল কথা মোশির শ্বশুর মিদিয়নীয় ২ যাজক যিথ্রো শুনিতে পাইলেন। তখন মোশির শ্বশুর যিথ্রো মোশির স্ত্রীকে, পিত্রালয়ে প্রেরিতা সিপ্পোরাকে, ও ৩ তাঁহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইলেন। ঐ দুই পুত্রের মধ্যে এক জনের নাম গের্শোম [তত্রপ্রবাসী], কেননা তিনি বলিয়াছিলেন, ৪ আমি পরদেশে প্রবাসী হইয়াছি। আর এক জনের নাম ইলীয়েষর [ঈশ্বর-সহকারী], কেননা তিনি বলিয়াছিলেন, আমার পিতার ঈশ্বর আমার সহকারী হইয়া ফরৌণের খড়্গ হইতে আমাকে ৫ উদ্ধার করিয়াছেন। মোশির শ্বশুর যিথ্রো তাঁহার দুই পুত্র ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া প্রান্তরে মোশির নিকটে, ঈশ্বরের পর্ব্বতে যে স্থানে তিনি শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিলেন। ৬ আর তিনি মোশিকে কহিলেন, তোমার শ্বশুর যিথ্রো আমি, এবং তোমার স্ত্রী ও তাঁহার সহিত তাঁহার দুই পুত্র, আমরা ৭ তোমার নিকটে আসিয়াছি। তখন মোশি আপন শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করিতে বাহিরে গেলেন, ও প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে চুম্বন করিলেন, এবং পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাঁহারা ৮ তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন। আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের জন্য ফরৌণের প্রতি ও মিস্রীয়দের প্রতি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এবং পথে তাহাদের যে যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, ও সদাপ্রভু যে প্রকারে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত মোশি আপন শ্বশুরকে ৯ কহিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু মিস্রীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত যিথ্রো আহ্লাদিত হইলেন।

১০ আর যিথ্রো কহিলেন, ধন্য সদাপ্রভু, যিনি মিস্রীয়দের হস্ত হইতে ও ফরৌণের হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি মিস্রীয়দের হস্তের অধীনতা হইতে এই লোকদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। ১১ এখন আমি জানি, সকল দেব হইতে সদাপ্রভু মহান্; সেই বিষয়ে মহান্, যে বিষয়ে উহারা ইহাদের বিপক্ষে গর্ব্ব ১২ করিত। পরে মোশির শ্বশুর যিথ্রো ঈশ্বরের উদ্দেশে হোমদ্রব্য ও বলি উপস্থিত করিলেন, এবং হারোণ ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ আসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে মোশির শ্বশুরের সহিত আহার করিলেন।

১৩ পরদিন মোশি লোকদের বিচার করিতে বসিলেন, আর প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকেরা মোশির কাছে ১৪ দাঁড়াইয়া রহিল। তখন লোকদের প্রতি মোশি যাহা যাহা করিতেছেন, তাঁহার শ্বশুর তাহা দেখিয়া কহিলেন, তুমি লোকদের প্রতি এ কেমন ব্যবহার করিতেছ? কেন তুমি একাকী বসিয়া থাক, আর সমস্ত লোক প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার কাছে দাঁড়াইয়া ১৫ থাকে? মোশি আপন শ্বশুরকে কহিলেন, লোকেরা ঈশ্বরীয় বিচার জিজ্ঞাসা ১৬ করিতে আমার কাছে আইসে; তাহাদের কোন বিবাদ হইলে তাহা আমার কাছে উপস্থিত হয়; আর আমি বাদী প্রতিবাদীর বিচার করি, এবং ঈশ্বরের বিধি ও ব্যবস্থা সকল তাহা-১৭ দিগকে জ্ঞাত করি। তখন মোশির

শ্বশুর কহিলেন, তোমার এই কর্ম্ম ভাল ১৮ নয়। ইহাতে তুমি এবং তোমার সঙ্গী এই লোকেরাও ক্ষীণবল হইবে, কেননা এ কার্য্য তোমার ক্ষমতা হইতে গুরুতর; ইহা একাকী সম্পন্ন করা তোমার অসাধ্য। ১৯ এখন আমার কথায় মনোযোগ কর; আমি তোমাকে পরামর্শ দিই, আর ঈশ্বর তোমার সহবর্ত্তী হউন; তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে লোকদের পক্ষে হও, এবং তাহাদের বিচার ঈশ্বরের কাছে ২০ উপস্থিত কর, আর তাহাদিগকে বিধি ও ব্যবস্থার উপদেশ দেও, এবং তাহাদের গন্তব্য পথ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞাত কর। ২১ অধিকন্তু তুমি এই লোকসমূহের মধ্য হইতে কার্য্যদক্ষ পুরুষদিগকে, ঈশ্বরভীত, সত্যবাদী ও অন্যায়-লাভ-ঘৃণাকারী ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিয়া লোকদের উপরে সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশৎপতি ২২ ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত কর। তাঁহারা সকল সময়ে লোকদের বিচার করিবেন; বড় বড় বিচার সকল তোমার নিকটে আনিবেন, কিন্তু ক্ষুদ্র বিচার সকল তাঁহারাই করিবেন; তাহাতে তোমার কর্ম্ম লঘু হইবে, আর তাঁহারা তোমার ২৩ সহিত ভার বহিবেন। তুমি যদি এরূপ কর, এবং ঈশ্বর তোমাকে এরূপ আজ্ঞা দেন, তবে তুমি সহিতে পারিবে, এবং এই সকল লোকও কুশলে আপনাদের ২৪ স্থানে গমন করিবে। তাহাতে মোশি আপন শ্বশুরের কথায় মনোযোগ করিয়া, তিনি যাহা কিছু বলিলেন, তদনুসারে ২৫ কর্ম্ম করিলেন। ফলতঃ মোশি সমস্ত ইস্রায়েল হইতে কার্য্যদক্ষ পুরুষদিগকে মনোনীত করিয়া লোকদের উপরে প্রধান, অর্থাৎ সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত করিলেন। ২৬ তাঁহারা সকল সময়ে লোকদের বিচার করিতেন; কঠিন বিচার সকল মোশির কাছে আনিতেন, কিন্তু ক্ষুদ্র কথা সকলের বিচার আপনারাই করিতেন।

২৭ পরে মোশি আপন শ্বশুরকে বিদায় করিলে তিনি স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

সীনয় পর্ব্বতের তলে ইস্রায়েলের আগমন।

১৯ মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদের বাহির হইবার পর তৃতীয় মাসে, [প্রথম] দিনেই তাহারা সীনয় প্রান্তরে ২ উপস্থিত হইল। তাহারা রফীদীম হইতে যাত্রা করিয়া সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত হইলে সেই প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল; ইস্রায়েল সেই স্থানে পর্ব্বতের ৩ সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল। পরে মোশি ঈশ্বরের নিকটে উঠিয়া গেলেন, আর সদাপ্রভু পর্ব্বত হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি যাকোবের কুলকে এই কথা কহ, ও ইস্রায়েল সন্তানগণকে ৪ ইহা জ্ঞাত কর। আমি মিস্রীয়দের প্রতি যাহা করিয়াছি, এবং যেমন ঈগল পক্ষী পক্ষ দ্বারা, তেমনি তোমাদিগকে বহিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছি, তাহা ৫ তোমরা দেখিয়াছ। এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান কর ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা আমার নিজস্ব অধিকার হইবে, ৬ কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার; আর আমার নিমিত্তে তোমরাই যাজকদের এক রাজ্য ও পবিত্র এক জাতি হইবে। এই সকল কথা তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বল।

৭ তখন মোশি আসিয়া লোকদের প্রাচীনবর্গকে ডাকাইলেন ও সদাপ্রভু তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা তাহাদের সম্মুখে প্রস্তাব ৮ করিলেন। তাহাতে লোকেরা সকলেই এক সঙ্গে উত্তর করিয়া কহিল, সদাপ্রভু যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমরা সমস্তই করিব। তখন মোশি সদাপ্রভুর কাছে ৯ লোকদের কথা নিবেদন করিলেন। আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি নিবিড় মেঘে তোমার নিকটে আসিব, যেন লোকেরা তোমার সহিত আমার আলাপ শুনিতে পায়, এবং তোমাতেও চিরকাল বিশ্বাস করে। পরে মোশি লোকদের কথা সদাপ্রভুকে বলিলেন।

১০ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদের নিকটে গিয়া অদ্য ও কল্য তাহাদিগকে পবিত্র কর, এবং তাহারা আপন আপন বস্ত্র ধৌত করুক, ১১ আর তৃতীয় দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হউক; কেননা তৃতীয় দিনে সদাপ্রভু সকল লোকের সাক্ষাতে সীনয় পর্ব্বতের ১২ উপরে নামিয়া আসিবেন। আর তুমি লোকদের চারিদিকে সীমা নিরূপণ করিয়া এই কথা বলিও, তোমরা সাবধান, পর্ব্বতে আরোহণ কিম্বা তাহার সীমা স্পর্শ করিও না; যে কেহ পর্ব্বত স্পর্শ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। ১৩ কোন হস্ত তাহাকে স্পর্শ করিবে না, কিন্তু সে অবশ্য প্রস্তরাঘাতে হত, কিম্বা বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইবে; পশু হউক কি মনুষ্য হউক, সে বাঁচিবে না। অধিকক্ষণ তূরীবাদ্য হইলে তাহারা পর্ব্বতে উঠিবে।

১৪ পরে মোশি পর্ব্বত হইতে নামিয়া লোকদের নিকটে আসিয়া লোকদিগকে পবিত্র করিলেন, এবং তাহারা আপন ১৫ আপন বস্ত্র ধৌত করিল। পরে তিনি লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা তৃতীয় দিনের জন্য প্রস্তুত হও; কোন স্ত্রী-১৬ লোকের কাছে যাইও না। পরে তৃতীয় দিন প্রভাত হইলে মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ এবং পর্ব্বতের উপরে নিবিড় মেঘ হইল, আর অতিশয় উচ্চরবে তূরীধ্বনি হইতে লাগিল; তাহাতে শিবিরস্থ সমস্ত লোক ১৭ কাঁপিতে লাগিল। পরে মোশি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য লোকদিগকে শিবির হইতে বাহির করিলেন, আর তাহারা পর্ব্বতের তলে দণ্ডায়মান হইল। ১৮ তখন সমস্ত সীনয় পর্ব্বত ধূমময় ছিল; কেননা সদাপ্রভু অগ্নিসহ তাহার উপরে নামিয়া আসিলেন, আর ভাটীর ধূমের ন্যায় তাহা হইতে ধূম উঠিতে লাগিল, এবং সমস্ত পর্ব্বত অতিশয় কাঁপিতে ১৯ লাগিল। আর তূরীর শব্দ ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তখন মোশি কথা কহিলেন, এবং ঈশ্বর বাণী ২০ দ্বারা তাঁহাকে উত্তর দিলেন। আর সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে, পর্ব্বতের শিখরে, নামিয়া আসিলেন, এবং সদাপ্রভু মোশিকে সেই পর্ব্বত-শিখরে ডাকিলেন; ২১ তাহাতে মোশি উঠিয়া গেলেন। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি নামিয়া গিয়া লোকদিগকে দৃঢ় আদেশ কর, পাছে তাহারা দেখিবার জন্য সীমা লঙ্ঘন করিয়া সদাপ্রভুর দিকে যায়, ও তাহাদের ২২ অনেকে পতিত হয়। আর যাজকগণ, যাহারা সদাপ্রভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহারাও আপনাদিগকে পবিত্র করুক, পাছে সদাপ্রভু তাহাদিগকে আক্রমণ ২৩ করেন। তখন মোশি সদাপ্রভুকে

কহিলেন, লোকেরা সীনয় পর্ব্বতে উঠিয়া আসিতে পারে না, কেননা তুমি দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া আমাদিগকে বলিয়াছ, পর্ব্বতের সীমা নিরূপণ কর, ও তাহা পবিত্র
২৪ কর। আর সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, যাও, নাম গিয়া; পরে হারোণকে সঙ্গে করিয়া তুমি উঠিয়া আসিও, কিন্তু যাজকগণ ও লোকেরা সদাপ্রভুর নিকটে উঠিয়া আসিবার জন্য সীমা লঙ্ঘন না করুক, পাছে তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ
২৫ করেন। তখন মোশি লোকদের কাছে নামিয়া গিয়া তাহাদিগকে এই সকল কথা বলিলেন।

দশ আজ্ঞা প্রদান।

২০ আর ঈশ্বর এই সকল কথা কহিলেন,
২ আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন।
৩ আমার সাক্ষাতে* তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।
৪ তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না;
৫ তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর; আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপরে বর্ত্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ-পুরুষ
৬ পর্য্যন্ত বর্ত্তাই; কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে, আমি তাহাদের সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়া করি।
৭ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না।
৮ তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র
৯ করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার
১০ সমস্ত কার্য্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন; সে দিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও
১১ না; কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন; এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ও পবিত্র করিলেন।
১২ তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়।
১৩ নরহত্যা করিও না।
১৪ ব্যভিচার করিও না।
১৫ চুরি করিও না।
১৬ তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।
১৭ তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিম্বা তাহার গোরুতে কি গর্দ্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।

* (বা) ব্যতিরেকে।

১৮ তখন সমস্ত লোক মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ, তূরীধ্বনি ও ধূমময় পর্ব্বত দেখিল; দেখিয়া লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইল, এবং ১৯ দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। আর তাহারা মোশিকে কহিল, তুমিই আমাদের সহিত কথা বল, আমরা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না বলুন, পাছে ২০ আমরা মারা পড়ি। মোশি লোকদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না; কেননা তোমাদের পরীক্ষা করণার্থে, এবং তোমরা যেন পাপ না কর, এই নিমিত্তে আপন ভয়ানকতা তোমাদের চক্ষুর্গোচর ২১ করণার্থে ঈশ্বর আসিয়াছেন। তখন লোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল; আর মোশি সেই ঘোর অন্ধকারের নিকটে গমন করিলেন, যেখানে ঈশ্বর ছিলেন।

নানাবিধ আজ্ঞা।

২২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা কহ, তোমরা আপনারাই দেখিলে, আমি আকাশ হইতে তোমাদের সহিত কথা ২৩ কহিলাম। তোমরা আমার প্রতিযোগী কিছু নির্ম্মাণ করিও না; আপনাদের নিমিত্তে রৌপ্যময় দেবতা কি স্বর্ণময় দেবতা নির্ম্মাণ করিও না।

২৪ তুমি আমার নিমিত্তে মৃত্তিকার এক বেদি নির্ম্মাণ করিবে, এবং তাহার উপরে তোমার হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি, তোমার মেষ ও তোমার গোরু উৎসর্গ করিবে। আমি যে যে স্থানে আপন নাম স্মরণ করাইব, সেই সেই স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে ২৫ আশীর্ব্বাদ করিব। তুমি যদি আমার নিমিত্তে প্রস্তরের বেদি নির্ম্মাণ কর, তবে খোদিত প্রস্তরে তাহা নির্ম্মাণ করিও না, কেননা তাহার উপরে অস্ত্র তুলিলে ২৬ তুমি তাহা অপবিত্র করিবে। আর আমার বেদির উপরে সোপান দিয়া উঠিও না, পাছে তাহার উপরে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হয়।

২১ আর তুমি এই সকল শাসন তাহাদের সম্মুখে রাখিবে।

২ তুমি ইব্রীয় দাস ক্রয় করিলে সে ছয় বৎসর দাসত্ব করিবে, পরে সপ্তম বৎসরে বিনামূল্যে মুক্ত হইয়া চলিয়া ৩ যাইবে। সে যদি একাকী আইসে, তবে একাকী যাইবে; আর যদি সস্ত্রীক আইসে, তবে তাহার স্ত্রীও তাহার সহিত ৪ যাইবে। যদি তাহার প্রভু তাহার বিবাহ দেয়, এবং সেই স্ত্রী তাহার জন্য পুত্র কি কন্যা প্রসব করে, তবে সেই স্ত্রীতে ও তাহার সন্তানগণে তাহার প্রভুর স্বত্ব থাকিবে, সে একাকী চলিয়া যাইবে। ৫ কিন্তু ঐ দাস যদি স্পষ্টরূপে বলে, আমি আপন প্রভুকে এবং আপন স্ত্রী ও সন্তানগণকে ভালবাসি, মুক্ত হইয়া ৬ চলিয়া যাইব না, তাহা হইলে তাহার প্রভু তাহাকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যাইবে, এবং সে তাহাকে কপাটের কিম্বা বাজুর নিকটে উপস্থিত করিবে, তথায় তাহার প্রভু গুঁজি দ্বারা তাহার কর্ণ বিদ্ধ করিবে; তাহাতে সে চিরকাল সেই প্রভুর দাস থাকিবে।

৭ আর কেহ যদি আপন কন্যাকে দাসী-রূপে বিক্রয় করে, তবে দাসেরা যেমন ৮ যায়, সে তদ্রূপ যাইবে না। তাহার প্রভু তাহাকে আপনার জন্য নিরূপণ করিলেও যদি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে তাহাকে মুক্ত হইতে দিবে;

তাহার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করাতে অন্য জাতির কাছে তাহাকে বিক্রয় করিবার ৯ অধিকার তাহার হইবে না। আর যদি সে আপন পুত্রের জন্য তাহাকে নিরূপণ করে, তবে সে তাহার প্রতি কন্যাগণ সম্বন্ধীয় নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করিবে। ১০ যদি সে অন্য স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দেয়, তবে উহার অন্নের ও বস্ত্রের এবং সহবাসের বিষয়ে ত্রুটি করিতে ১১ পারিবে না। আর যদি সে তাহার প্রতি এই তিনটী কর্ত্তব্য না করে, তবে সে স্ত্রী অমনি মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইবে; রৌপ্য লাগিবে না।

১২ কেহ যদি কোন মনুষ্যকে এমন আঘাত করে যে, তাহার মৃত্যু হয়, তবে ১৩ অবশ্য প্রাণদণ্ড হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে বধ করিতে চেষ্টা না পায়, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন, তবে যে স্থানে সে পলাইতে পারে, এমন স্থান তোমার নিমিত্ত আমি নিরূপণ ১৪ করিব। কিন্তু যদি কেহ দুঃসাহস করিয়া ছলে আপন প্রতিবাসীকে বধ করণার্থ তাহার উপর চড়াউ হয়, তবে সে ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করণার্থে তাহাকে আমার বেদির নিকট হইতেও লইয়া যাইবে।

১৫ আর যে কেহ আপন পিতাকে কি আপন মাতাকে প্রহার করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

১৬ আর কেহ যদি কোন মনুষ্যকে চুরি করিয়া বিক্রয় করে, কিম্বা তাহার হস্তে যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

১৭ আর যে কেহ আপন পিতাকে কি আপন মাতাকে শাপ দেয়, তাহার প্রাণ-দণ্ড অবশ্য হইবে।

১৮ আর মনুষ্যেরা বিবাদ করিয়া এক জন অন্যকে প্রস্তরাঘাত কিম্বা মুষ্ট্যাঘাত করিলে সে যদি না মরিয়া শয্যাগত ১৯ হয়, পশ্চাৎ উঠিয়া যষ্টি অবলম্বন করিয়া বাহিরে বেড়ায়, তবে সেই প্রহারক দণ্ড পাইবে না; কেবল তাহার কর্ম্মক্ষতির ও চিকিৎসার ব্যয় তাহাকে দিতে হইবে।

২০ আর কেহ আপন দাসকে কিম্বা দাসীকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করিলে সে যদি তাহার হস্তে মরে, তবে সে অবশ্য ২১ দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু সে যদি দুই এক দিন বাঁচে, তবে তাহার প্রভু দণ্ডার্হ হইবে না, কেননা সে তাহার রৌপ্যস্বরূপ।

২২ আর পুরুষেরা বিবাদ করিয়া কোন গর্ব্ভবতী স্ত্রীকে প্রহার করিলে যদি তাহার গর্ব্ভপাত হয়, কিন্তু পরে আর কোন আপদ না ঘটে, তবে ঐ স্ত্রীর স্বামীর দাবী অনুসারে তাহার অর্থদণ্ড অবশ্য হইবে, ও সে বিচারকর্ত্তাদের বিচারমতে ২৩ টাকা দিবে। কিন্তু যদি কোন আপদ ঘটে, তবে তোমাকে এই পরিশোধ দিতে ২৪ হইবে; প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে দন্ত, হস্তের পরিশোধে হস্ত, চরণের পরিশোধে ২৫ চরণ, দাহের পরিশোধে দাহ, ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত, কালশিরার পরিশোধে কালশিরা।

২৬ আর কেহ আপন দাস কি দাসীর চক্ষুতে আঘাত করিলে যদি তাহা নষ্ট হয়, তবে তাহার চক্ষুনাশের জন্য সে ২৭ তাহাকে মুক্ত করিবে। আর আঘাত দ্বারা আপন দাস কিম্বা দাসীর দন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঐ দন্তের জন্য সে তাহাকে মুক্ত করিবে।

২৮ আর গোরু কোন পুরুষ কি স্ত্রীকে

শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে, তবে ঐ গোরু অবশ্য প্রস্তরাঘাতে বধ্য হইবে, এবং তাহার মাংস অখাদ্য হইবে ; কিন্তু ২৯ গোরুর স্বামী দণ্ড পাইবে না। পরন্তু ঐ গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত, ইহার প্রমাণ পাইলেও তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানে না রাখাতে যদি সে কোন পুরুষকে কিম্বা স্ত্রীকে বধ করে, তবে সে গোরু প্রস্তরাঘাতে বধ করা যাইবে ; এবং তাহার স্বামীরও প্রাণদণ্ড হইবে। ৩০ যদি তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হয়, তবে সে প্রাণমুক্তির নিমিত্তে নিরূ- ৩১ পিত সমস্ত মূল্য দিবে। তাহার গোরু যদি কাহারও পুত্রকে কি কন্যাকে শৃঙ্গা- ঘাত করে, তবে ঐ বিচারানুসারে তাহার ৩২ প্রতি করা যাইবে। আর তাহার গোরু যদি কাহারও দাস কিম্বা দাসীকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে সে তাহার প্রভুকে ত্রিশ শেকল রৌপ্য দিবে ; এবং গোরু প্রস্তরাঘাতে বধ্য হইবে।

৩৩ আর কেহ যদি কোন কূপ অনাবৃত করে, কিম্বা কূপ খনন করিয়া তাহা আবৃত না করে, তবে তাহার মধ্যে কোন ৩৪ গোরু কিম্বা গর্দ্দভ পড়িলে সেই কূপের স্বামী ক্ষতিপূরণ করিবে, সে পশুর স্বামীকে রৌপ্যমূল্য দিবে, কিন্তু ঐ মৃত পশু তাহারই হইবে।

৩৫ আর, এক জনের গোরু অন্য জনের গোরুকে শৃঙ্গাঘাত করিলে সেটা যদি মরে, তবে তাহারা জীবিত গোরু বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দুই অংশ করিবে, এবং ঐ মৃত গোরুও দুই অংশ করিয়া ৩৬ লইবে। কিন্তু যদি জানা যায়, সেই গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত, ও তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানে রাখে নাই, তবে সে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য গোরু দিবে, কিন্তু মৃত গোরু তাহারই হইবে।

২২ যে কেহ গোরু কিম্বা মেষ চুরি করিয়া বধ করে, কিম্বা বিক্রয় করে, সে এক গোরুর পরিশোধে পাঁচ গোরু, ও এক মেষের পরিশোধে চারি মেষ ২ দিবে। আর চোর যদি সিঁধ কাটিবার সময়ে ধরা পড়িয়া আহত হয়, ও মারা পড়ে, তবে তাহার জন্য রক্তপাতের ৩ দোষ হইবে না। যদি তাহার উপরে সূর্য্য উদিত হয়, তবে রক্তপাতের দোষ হইবে ; ক্ষতিপূরণ করা চোরের কর্ত্তব্য ; যদি তাহার কিছু না থাকে, তবে চৌর্য্য ৪ হেতু সে বিক্রীত হইবে। গোরু, গর্দ্দভ বা মেষ, চুরির কোন বস্তু যদি চোরের হস্তে জীবৎ পাওয়া যায়, তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে।

৫ কেহ যদি শস্যক্ষেত্রে কিম্বা দ্রাক্ষা- ক্ষেত্রে পশু চরায়, আর আপন পশু ছাড়িয়া দিলে যদি তাহা অন্যের ক্ষেত্রে চরে, তবে সে ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রের উত্তম শস্য কিম্বা আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উত্তম ফল দিয়া ক্ষতিপূরণ করিবে।

৬ অগ্নি ধরিয়া উঠিয়া কণ্টকবনে লাগিলে যদি কাহারও শস্যরাশি কিম্বা শস্যের ঝাড় কিম্বা ক্ষেত্র দগ্ধ হয়, তবে সেই দাহকারী অবশ্য ক্ষতিপূরণ করিবে।

৭ কেহ মুদ্রা কিম্বা জিনিসপত্র আপন প্রতিবাসীর কাছে গচ্ছিত রাখিলে যদি তাহার গৃহ হইতে কেহ তাহা চুরি করে, এবং সেই চোর ধরা পড়ে, তবে সে ৮ তাহার দ্বিগুণ দিবে। যদি চোর ধরা না পড়ে, তবে গৃহস্বামী প্রতিবাসীর দ্রব্যে হাত দিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আনীত হইবে।

৯ সর্ব্বপ্রকার অপরাধের বিষয়ে, অর্থাৎ গোরু কিম্বা গর্দ্দভ কিম্বা মেষ কিম্বা বস্ত্র, বা কোন হারাণ বস্তুর বিষয়ে যদি কেহ বলে, এ সেই দ্রব্য, তবে উভয়ের কথা ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবে; ঈশ্বর যাহাকে দোষী করিবেন, সে আপন প্রতিবাসীকে তাহার দ্বিগুণ দিবে।

১০ কেহ যদি আপন গর্দ্দভ কিম্বা গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা কোন পশু প্রতিবাসীর কাছে পালনার্থে রাখে, এবং লোকের অগোচরে সে পশু মরিয়া যায়, বা ভগ্নাঙ্গ ১১ হয়, কিম্বা তাড়িত হয়, তবে 'আমি প্রতিবাসীর দ্রব্যে হস্তার্পণ করি নাই', ইহা বলিয়া এক জন অন্য জনের কাছে সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিবে; আর পশুর স্বামী সেই দিব্য গ্রাহ্য করিবে, ঐ ব্যক্তি ১২ ক্ষতিপূরণ করিবে না। কিন্তু যদি তাহার নিকট হইতে উহা চুরি যায়, তবে সে তাহার স্বামীর কাছে ক্ষতিপূরণ করিবে। ১৩ যদি সেটী বিদীর্ণ হয়, তবে সে প্রমাণার্থে তাহা উপস্থিত করুক; সেই বিদীর্ণ পশুর জন্য সে ক্ষতিপূরণ করিবে না।

১৪ আর কেহ যদি আপন প্রতিবাসীর পশু চাহিয়া লয়, ও তাহার স্বামী তাহার সহিত না থাকিবার সময়ে সে ভগ্নাঙ্গ হয় কিম্বা মরিয়া যায়, তবে সে অবশ্য ক্ষতি- ১৫ পূরণ করিবে। যদি তাহার স্বামী তাহার কাছে থাকে, তবে সে ক্ষতিপূরণ করিবে না; তাহা যদি ভাড়া করা পশু হয়, তবে তাহার ভাড়াতে শোধ হইল।

১৬ আর কেহ যদি অবাগদত্তা কুমারীকে ভুলাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে সে অবশ্য কন্যাপণ দিয়া তাহাকে বিবাহ ১৭ করিবে। যদি সেই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রৌপ্য দিতে হইবে।

১৮ তুমি মায়াবিনীকে জীবিত রাখিও না।

১৯ পশুর সহিত শৃঙ্গারকারী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

২০ যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন দেবতার কাছে বলিদান করে, সে ২১ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে। তুমি বিদেশীর প্রতি অন্যায় করিও না, তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা মিসর ২২ দেশে তোমরা বিদেশী ছিলে। তোমরা কোন বিধবাকে কিম্বা পিতৃহীনকে দুঃখ ২৩ দিও না। তাহাদিগকে কোন মতে দুঃখ দিলে যদি তাহারা আমার নিকটে ক্রন্দন করে, তবে আমি অবশ্য তাহাদের ক্রন্দন ২৪ শুনিব; আর আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, এবং আমি তোমাদিগকে খড়্গ দ্বারা বধ করিব, তাহাতে তোমাদের স্ত্রীরা বিধবা ও তোমাদের সন্তানগণ পিতৃহীন হইবে।

২৫ তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন দুঃখীকে টাকা ধার দেও, তবে তাহার কাছে সুদগ্রাহীর ন্যায় হইও না; তোমরা ২৬ তাহার উপরে সুদ চাপাইবে না। যদি তুমি আপন প্রতিবাসীর বস্ত্র বন্ধক রাখ, তবে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা ফিরাইয়া ২৭ দিও; কেননা তাহা তাহার একমাত্র আচ্ছাদন, তাহার গাত্রের বস্ত্র; সে কিসে শয়ন করিবে? আর যদি সে আমার কাছে ক্রন্দন করে, তবে আমি তাহা শুনিব, কেননা আমি কৃপাবান্‌।

২৮ তুমি ঈশ্বরকে ধিক্কার দিও না, এবং স্বজাতীয় লোকদের অধ্যক্ষকে শাপ দিও না।

২৯ তোমার পক্ক শস্য ও দ্রাক্ষারস নিবেদন করিতে বিলম্ব করিও না। তোমার প্রথমজাত পুত্রগণ আমাকে দিও। ৩০ তোমার গো ও মেষ সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিও ; তাহা সাত দিন আপন মাতার সহিত থাকিবে, অষ্টম দিনে তুমি তাহা আমাকে দিও।

৩১ আর তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র লোক হইবে ; ক্ষেত্রে বিদীর্ণ কোন মাংস খাইবে না ; তাহা কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দিবে।

২৩ তুমি মিথ্যা জনরব উত্থাপন করিও না ; অন্যায় সাক্ষী হইয়া দুর্জ্জনের সহায়তা করিও না।

২ তুমি দুষ্কর্ম্ম করিতে বহু লোকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইও না, এবং বিচারে অন্যায় করণার্থে বহু লোকের পক্ষ হইয়া ৩ প্রতিবাদ করিও না। দরিদ্রের বিচারে তাহারও পক্ষপাত করিও না।

৪ তোমার শত্রুর গোরু কিম্বা গর্দ্দভকে পথহারা দেখিলে তুমি অবশ্য তাহার ৫ নিকটে তাহাকে লইয়া যাইবে। তুমি আপন শত্রুর গর্দ্দভকে ভারের নীচে পতিত দেখিলে যদ্যপি তাহাকে ভারমুক্ত করিতে অনিচ্ছুক হও, তথাপি অবশ্য উহার সঙ্গে তাহাকে ভারমুক্ত করিবে। ৬ দরিদ্র প্রতিবাসীর বিচারে তাহার প্রতি ৭ অন্যায় করিও না। মিথ্যা বিষয় হইতে দূরে থাকিও, এবং নির্দ্দোষের কি ধার্ম্মিকের প্রাণ নষ্ট করিও না, কেননা ৮ আমি দুষ্টকে নির্দ্দোষ করিব না। আর তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিও না, কেননা উৎকোচ মুক্তচক্ষুদিগকে অন্ধ করে, এবং ৯ ধার্ম্মিকদের কথা সকল উল্টায়। আর তুমি বিদেশীর প্রতি উপদ্রব করিও না ; তোমরা ত বিদেশীর হৃদয় জান, কেননা তোমরা মিসর দেশে বিদেশী ছিলে।

১০ তুমি আপন ভূমিতে ছয় বৎসর যাবৎ বীজ বপন করিও, ও উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ ১১ করিও। কিন্তু সপ্তম বৎসরে তাহাকে বিশ্রাম দিও, ফেলিয়া রাখিও ; তাহাতে তোমার স্বজাতীয় দরিদ্রগণ খাইতে পাইবে, আর তাহারা যাহা অবশিষ্ট রাখে, তাহা বনপশুতে খাইবে ; এবং তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ও জিতবৃক্ষের ১২ বিষয়েও সেইরূপ করিও। তুমি ছয় দিন আপন কর্ম্ম করিও, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিও ; যেন তোমার গোরু ও গর্দ্দভ বিশ্রাম পায়, এবং তোমার দাসীপুত্র ও বিদেশী লোক প্রাণ ১৩ জুড়ায়। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা কহিলাম, সকল বিষয়ে সাবধান থাকিও ; ইতর দেবগণের নাম উল্লেখ করিও না, তোমাদের মুখে যেন তাহা শুনা না যায়।

১৪ তুমি বৎসরের মধ্যে তিন বার আমার ১৫ উদ্দেশে উৎসব করিও। তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিও ; আমার আজ্ঞানুসারে, নিরূপিত সময়ে, আবীব মাসে, সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিও, কেননা এই মাসে তুমি মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ। আর কেহ রিক্তহস্তে আমার নিকটে ১৬ উপস্থিত না হউক। আর তুমি শস্য-চ্ছেদনের উৎসব, অর্থাৎ ক্ষেত্রে যাহা যাহা বুনিয়াছ, তাহার আশুপক্ক ফলের উৎসব পালন করিও। আর বৎসরের শেষে ক্ষেত্র হইতে ফল সংগ্রহ করণ কালে ফলসঞ্চয়ের উৎসব পালন করিও। ১৭ বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমার সমস্ত

পুংজাতি, প্রভু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে।

১৮ তুমি আমার বলির রক্ত তাড়ীযুক্ত দ্রব্যের সহিত নিবেদন করিও না; আর আমার উৎসব সম্পর্কীয় মেদ প্রাতঃকাল ১৯ পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি না থাকুক। তোমার ভূমির আশুপক্ক ফলের অগ্রিমাংশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও। ছাগবৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে পাক করিও না।

ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম স্থাপন।

২০ দেখ, আমি পথে তোমাকে রক্ষা করিতে, এবং আমি যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছি, সেই স্থানে তোমাকে লইয়া যাইতে তোমার অগ্রে অগ্রে এক দূত ২১ প্রেরণ করিতেছি। তাঁহা হইতে সাবধান থাকিও, এবং তাঁহার রবে অবধান করিও, তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না; কেননা তিনি তোমাদের অধর্ম্ম ক্ষমা করিবেন না; কারণ তাঁহার অন্তরে ২২ আমার নাম রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যদি নিশ্চয় তাঁহার রবে অবধান কর, এবং আমি যাহা যাহা বলি, সে সমস্ত কর, তবে আমি তোমার শত্রুদের শত্রু ও তোমার বিপক্ষদের বিপক্ষ হইব। ২৩ কেননা আমার দূত তোমার অগ্রে অগ্রে যাইবেন, এবং ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, কনানীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়ের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাইবেন; আর আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। ২৪ তুমি তাহাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না, ও তাহাদের ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিও না; কিন্তু তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিও, এবং তাহাদের স্তম্ভ ২৫ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিও। তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা করিও; তাহাতে তিনি তোমার অন্নজলে আশীর্ব্বাদ করিবেন, এবং আমি তোমার মধ্য ২৬ হইতে রোগ দূর করিব। তোমার দেশে কাহারও গর্ব্ভপাত হইবে না, এবং কেহ বন্ধ্যা হইবে না; আমি তোমার আয়ুর ২৭ পরিমাণ পূর্ণ করিব। আমি তোমার অগ্রে অগ্রে আমাবিষয়ক ত্রাস প্রেরণ করিব; এবং তুমি যে সকল জাতির নিকটে উপস্থিত হইবে, তাহাদিগকে ব্যাকুল করিব, ও তোমার শত্রুগণকে ২৮ তোমা হইতে ফিরাইয়া দিব। আর আমি তোমার অগ্রে অগ্রে ভিমরুল পাঠাইব; তাহারা হিব্বীয়, কনানীয় ও হিত্তীয়কে তোমার সম্মুখ হইতে খেদাইয়া ২৯ দিবে। কিন্তু দেশ যেন ধ্বংসস্থান না হয়, ও তোমার বিরুদ্ধে বন্য পশুর সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায়, এই জন্য আমি এক বৎসরেই তোমার সম্মুখ হইতে তাহা- ৩০ দিগকে খেদাইয়া দিব না। তুমি যে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া দেশ অধিকার না কর, তাবৎ তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে খেদাইয়া দিব। ৩১ আর সূফসাগর অবধি পলেষ্টীয়দের সমুদ্র পর্য্যন্ত, এবং প্রান্তর অবধি [ফরাৎ] নদী পর্য্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করিব; কেননা আমি সেই দেশনিবাসীদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, এবং তুমি তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে ৩২ খেদাইয়া দিবে। তাহাদের সহিত কিম্বা তাহাদের দেবগণের সহিত কোন নিয়ম ৩৩ স্থির করিবে না। তাহারা তোমার দেশে বাস করিবে না, পাছে তাহারা আমার

বিরুদ্ধে তোমাকে পাপ করায় ; কেননা তুমি যদি তাহাদের দেবগণের সেবা কর, তবে তাহা অবশ্য তোমার ফাঁদস্বরূপ হইবে।

২৪ আর তিনি মোশিকে কহিলেন, তুমি ও হারোণ, নাদব ও অবীহূ এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের সত্তর জন, তোমরা সদাপ্রভুর নিকটে উঠিয়া আইস, আর ২ দূরে থাকিয়া প্রণিপাত কর। কেবল মোশি সদাপ্রভুর নিকটে আসিবে, কিন্তু উহারা নিকটে আসিবে না ; আর লোকেরা তাহার সহিত উপরে উঠিবে না।

৩ তখন মোশি আসিয়া লোকদিগকে সদাপ্রভুর সকল বাক্য ও সকল শাসন কহিলেন, তাহাতে সমস্ত লোক একস্বরে উত্তর করিল, সদাপ্রভু যে যে কথা কহিলেন, আমরা সমস্তই পালন করিব। ৪ পরে মোশি সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য লিখিলেন, এবং প্রত্যূষে উঠিয়া পর্ব্বতের তলে এক যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশানুসারে দ্বাদশ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। ৫ আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণের যুবকদিগকে পাঠাইলে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থক ও মঙ্গলার্থক বলিরূপে ৬ বৃষদিগকে বলিদান করিল। তখন মোশি তাহার অর্দ্ধেক রক্ত লইয়া থালে রাখিলেন, এবং অর্দ্ধেক রক্ত বেদির ৭ উপরে প্রক্ষেপ করিলেন। আর তিনি নিয়মপুস্তকখানি লইয়া লোকদের কর্ণগোচরে পাঠ করিলেন ; তাহাতে তাহারা কহিল, সদাপ্রভু যাহা যাহা কহিলেন, আমরা সমস্তই পালন করিব ও আজ্ঞাবহ ৮ হইব। পরে মোশি সেই রক্ত লইয়া লোকদের উপরে প্রক্ষেপ করিয়া কহিলেন, দেখ, এ সেই নিয়মের রক্ত, যাহা সদাপ্রভু তোমাদের সহিত এই সকল বাক্য সম্বন্ধে স্থির করিয়াছেন।

৯ তখন মোশি ও হারোণ, নাদব ও অবীহূ, এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের ১০ মধ্যে সত্তর জন উঠিয়া গেলেন ; আর তাঁহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দর্শন করিলেন ; তাঁহার চরণতলের স্থান নীলকান্তমণি-নির্ম্মিত শিলাস্তরের কার্য্যবৎ, এবং নির্ম্মলতায় সাক্ষাৎ আকাশের তুল্য ১১ ছিল। আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের অধ্যক্ষগণের উপরে হস্তার্পণ করিলেন না, বরং তাঁহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া ভোজন পান করিলেন।

১২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি পর্ব্বতে আমার নিকটে উঠিয়া আসিয়া এই স্থানে থাক, তাহাতে আমি দুই খানা প্রস্তরফলক, এবং আমার লিখিত ব্যবস্থা ও আজ্ঞা তোমাকে দিব, যেন তুমি ১৩ লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পার। পরে মোশি ও তাঁহার পরিচারক যিহোশূয় উঠিলেন, এবং মোশি ঈশ্বরের পর্ব্বতে ১৪ উঠিলেন। আর তিনি প্রাচীনবর্গকে কহিলেন, আমরা যাবৎ তোমাদের নিকটে ফিরিয়া না আসি, তাবৎ তোমরা আমাদের অপেক্ষায় এই স্থানে থাক ; আর দেখ, হারোণ ও হূর তোমাদের কাছে রহিলেন ; কাহারও কোন বিবাদের কথা উপস্থিত হইলে সে তাঁহাদের কাছে যাউক। ১৫ মোশি যখন পর্ব্বতে উঠিলেন, তখন মেঘে ১৬ পর্ব্বত আচ্ছন্ন ছিল। আর সীনয় পর্ব্বতের উপরে সদাপ্রভুর প্রতাপ অবস্থিতি করিতেছিল ; উহা ছয় দিন মেঘাচ্ছন্ন রহিল ; পরে সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্য হইতে মোশিকে ডাকিলেন। ১৭ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের দৃষ্টিতে

সদাপ্রভুর প্রতাপ পর্ব্বতশৃঙ্গে গ্রাসকারী
১৮ অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইল। আর মোশি মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতে উঠিলেন। মোশি চল্লিশ দিবারাত্র সেই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিলেন।

ঈশ্বরীয় তাম্বু ও পাত্রাদি নির্ম্মাণ বিষয়ক আদেশ।

২৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে আমার নিমিত্তে উপহার সংগ্রহ করিতে বল;
২ হৃদয়ের ইচ্ছায় যে নিবেদন করে, তাহা হইতে তোমরা আমার সেই উপহার
৩ গ্রহণ করিও। এই সকল উপহার
৪ তাহাদের হইতে গ্রহণ করিবে; স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল; এবং নীল, বেগুনে ও লাল, এবং সাদা মসীনা সূত্র ও ছাগলোম;
৫ ও রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম, তহশ চর্ম্ম, ও
৬ শিটীম কাষ্ঠ; দীপার্থ তৈল, এবং অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্তে
৭ গন্ধদ্রব্য; এবং এফোদের ও বুকপাটার জন্য গোমেদক মণি প্রভৃতি খচনীয়
৮ প্রস্তর। আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করুক, তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব।
৯ আবাসের ও তাহার সকল দ্রব্যের যে আদর্শ আমি তোমাকে দেখাই, তদনুসারে তোমরা সকলই করিবে।

সাক্ষ্য সিন্দুক ও পাপাবরণ।

১০ তাহারা শিটীম কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিবে; তাহা আড়াই হস্ত দীর্ঘ, দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ হইবে।
১১ পরে তুমি নির্ম্মল সুবর্ণে তাহা মুড়িবে; তাহার ভিতর ও বাহির মুড়িবে, এবং তাহার উপরে চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল
১২ গড়িয়া দিবে। আর তাহার জন্য সুবর্ণের চারি কড়া ছাঁচে ঢালিয়া তাহার চারি পায়াতে দিবে; তাহার এক পার্শ্বে দুই কড়া, ও অন্য পার্শ্বে দুই কড়া থাকিবে।
১৩ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠের দুইটী বহন-দণ্ড
১৪ করিয়া স্বর্ণে মুড়িবে। আর সিন্দুক বহনার্থে ঐ বহন-দণ্ড সিন্দুকের দুই
১৫ পার্শ্বস্থ কড়াতে দিবে। সেই বহন-দণ্ড সিন্দুকের কড়াতে থাকিবে, তাহা হইতে
১৬ বহিষ্কৃত হইবে না। আর আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকে রাখিবে।
১৭ পরে তুমি নির্ম্মল স্বর্ণে আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাবরণ প্রস্তুত
১৮ করিবে। আর তুমি স্বর্ণের দুই করূব নির্ম্মাণ করিবে; পাপাবরণের দুই মুড়াতে পিটান কার্য্য দ্বারা তাহাদিগকে নির্ম্মাণ
১৯ করিবে। এক মুড়াতে এক করূব ও অন্য মুড়াতে অন্য করূব, পাপাবরণের দুই মুড়াতে তৎসহিত অখণ্ড দুই করূব
২০ করিবে। আর সেই দুই করূব ঊর্দ্ধে পক্ষ বিস্তার করিয়া ঐ পক্ষ দ্বারা পাপাবরণকে আচ্ছাদন করিবে, এবং তাহাদের মুখ পরস্পরের দিকে থাকিবে, করূবদের
২১ দৃষ্টি পাপাবরণের দিকে থাকিবে। তুমি এই পাপাবরণ সেই সিন্দুকের উপরে রাখিবে, এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকের মধ্যে
২২ রাখিবে। আর আমি সেই স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং পাপাবরণের উপরিভাগ হইতে, সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরিস্থ দুই করূবের মধ্য হইতে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রতি আমার সমস্ত আজ্ঞা তোমাকে জ্ঞাত করিব।

মেজ।

২৩ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠের এক মেজ নির্ম্মাণ করিবে; তাহা দুই হস্ত দীর্ঘ, এক হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ হইবে।
২৪ আর নির্ম্মল স্বর্ণে তাহা মুড়িবে, এবং তাহার চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া
২৫ দিবে। আর তাহার চারিদিকে চারি অঙ্গুলি পরিমিত এক পার্শ্বকাষ্ঠ করিবে, এবং পার্শ্বকাষ্ঠের চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল
২৬ গড়িয়া দিবে। আর স্বর্ণের চারিটী কড়া করিয়া চারি পায়ার চারি কোণে রাখিবে।
২৭ মেজ বহনার্থ বহন-দণ্ডের ঘর হইবার নিমিত্তে ঐ কড়া পার্শ্বকাষ্ঠের নিকটে
২৮ থাকিবে। আর ঐ মেজ বহনার্থে শিটীম কাষ্ঠের দুই বহন-দণ্ড করিয়া তাহা স্বর্ণে
২৯ মুড়িবে। আর মেজের থাল, চমস, শ্রুব ও ঢালিবার জন্য সেকপাত্র গড়িবে; এই
৩০ সকল নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা গড়িবে। আর তুমি সেই মেজের উপরে আমার সম্মুখে নিয়ত দর্শন-রুটী রাখিবে।

দীপবৃক্ষ।

৩১ আর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণের এক দীপবৃক্ষ প্রস্তুত করিবে; পিটান কার্য্যে সেই দীপবৃক্ষ প্রস্তুত হইবে; তাহার কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, কলিকা ও পুষ্প তৎ-
৩২ সহিত অখণ্ড হইবে। দীপবৃক্ষের এক পার্শ্ব হইতে তিন শাখা ও দীপবৃক্ষের অন্য পার্শ্ব হইতে তিন শাখা, এই ছয় শাখা তাহার পার্শ্ব হইতে নির্গত হইবে।
৩৩ এক শাখায় বাদামপুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার, এক কলিকা ও এক পুষ্প থাকিবে; এবং অন্য শাখায় বাদামপুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার, এক কলিকা ও এক পুষ্প থাকিবে; দীপবৃক্ষ হইতে
৩৪ নির্গত ছয় শাখায় এইরূপ হইবে। দীপবৃক্ষে বাদামপুষ্পের ন্যায় চারি গোলাধার, ও তাহাদের কলিকা ও পুষ্প থাকিবে।
৩৫ আর দীপবৃক্ষের যে ছয়টী শাখা নির্গত হইবে, তাহাদের এক শাখাদ্বয়ের নীচে তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা, অন্য শাখা-দ্বয়ের নীচে তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা ও অপর শাখাদ্বয়ের নীচে তৎসহ অখণ্ড এক
৩৬ কলিকা থাকিবে। কলিকা ও শাখা তৎ-সহ অখণ্ড হইবে; সমস্তই পিটান নির্ম্মল
৩৭ স্বর্ণের একই বস্তু হইবে। আর তুমি তাহার সাতটী প্রদীপ নির্ম্মাণ করিবে; এবং লোকেরা সেই সকল প্রদীপ জ্বালাইলে তাহার সম্মুখে আলো হইবে।
৩৮ আর তাহার চিমটা ও গুলতরাশ সকল নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে।
৩৯ এই দীপবৃক্ষ এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী এক তালন্ত পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত
৪০ হইবে। দেখিও, পর্ব্বতে তোমাকে এই সকলের যেরূপ আদর্শ দেখান গেল, সেইরূপ সকলই করিও।

যবনিকা সমূহ।

২৬ আর তুমি দশ যবনিকা দ্বারা এক আবাস প্রস্তুত করিবে; সেগুলি পাকান সাদা মসীনা এবং নীল, বেগুনে ও লাল সূত্রে নির্ম্মাণ করিবে; সেই যবনিকা সমূহে শিল্পিত করূবগণের আকৃতি
২ থাকিবে। প্রত্যেক যবনিকা দীর্ঘে আটাইশ হস্ত ও প্রত্যেক যবনিকা প্রস্থে চারি হস্ত হইবে; সমস্ত যবনিকার এক
৩ পরিমাণ হইবে। আর একত্র পাঁচ যবনিকার পরস্পর যোগ থাকিবে, এবং অন্য পাঁচ যবনিকার পরস্পর যোগ
৪ থাকিবে। আর যোড়স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে নীলসূত্রের ঘুন্টিঘরা করিয়া দিবে, এবং যোড়স্থানে দ্বিতীয়

অন্ত্য যবনিকার মুড়াতেও তদ্রূপ করিবে। ৫ প্রথম যবনিকাতে পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিয়া দিবে; এবং যোড়স্থানের দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিয়া দিবে; সেই দুই ঘুণ্টিঘরাশ্রেণী পরস্পর সম্মুখীন ৬ হইবে। আর পঞ্চাশ স্বর্ণঘুণ্টি গড়িয়া ঘুণ্টিতে যবনিকা সকল পরস্পর বদ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা একই আবাস হইবে।

৭ আর তুমি আবাসের উপরে আচ্ছাদনার্থ তাম্বুর নিমিত্তে ছাগলোমজাত যবনিকা সকল প্রস্তুত করিবে, একাদশ যবনিকা ৮ প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক যবনিকা দীর্ঘে ত্রিশ হস্ত ও প্রত্যেক যবনিকা প্রস্থে চারি হস্ত হইবে; এই একাদশ যবনিকার ৯ একই পরিমাণ হইবে। পরে পাঁচ যবনিকা পরস্পর যোড়া দিয়া পৃথক্ রাখিবে, অন্য ছয় যবনিকাও পৃথক্ রাখিবে, এবং ইহাদের ষষ্ঠ যবনিকা দোহারা করিয়া তাম্বুর সম্মুখে রাখিবে। ১০ আর যোড়স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিয়া দিবে, এবং সংযোক্তব্য দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিয়া দিবে। ১১ পরে পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুণ্টি গড়িয়া সেই ঘুণ্টিঘরাতে তাহা প্রবেশ করাইয়া তাম্বু ১২ সংযুক্ত করিবে; তাহাতে তাহা একই তাম্বু হইবে; তাম্বুর যবনিকার অতিরিক্ত অংশ, অর্থাৎ যে অর্দ্ধযবনিকা অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা আবাসের পশ্চাৎপার্শ্বে ১৩ ঝুলিয়া থাকিবে। আর তাম্বুর যবনিকার দীর্ঘতার যে অংশ এপার্শ্বে এক হস্ত, ওপার্শ্বে এক হস্ত অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা আচ্ছাদন জন্য আবাসের উপরে ১৪ এপার্শ্বে ওপার্শ্বে ঝুলিয়া থাকিবে। পরে তুমি তাম্বুর জন্য রক্তীকৃত মেষচর্ম্মের এক ছাদ প্রস্তুত করিবে, আবার তাহার উপরে তহশচর্ম্মের এক ছাদ প্রস্তুত করিবে।

তক্তা ও অর্গল সমূহ।

১৫ পরে তুমি আবাসের জন্য শিটীম কাষ্ঠের দাঁড় করান তক্তা প্রস্তুত করিবে। ১৬ প্রত্যেক তক্তা দীর্ঘে দশ হস্ত ও প্রস্থে ১৭ দেড় হস্ত হইবে। প্রত্যেক তক্তার পরস্পর সংযুক্ত দুই দুই পায়া থাকিবে; এইরূপে আবাসের সকল তক্তা প্রস্তুত ১৮ করিবে। আবাসের নিমিত্তে তক্তা প্রস্তুত করিবে, দক্ষিণদিকে দক্ষিণ ১৯ পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি তক্তা। আর সেই বিংশতি তক্তার নীচে চল্লিশ রৌপ্যের চুঙ্গি গড়িয়া দিবে; এক তক্তার নীচে তাহার দুই পায়ার নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, এবং অন্য অন্য তক্তার নীচেও তাহাদের দুই দুই পায়ার নিমিত্তে দুই দুই চুঙ্গি ২০ হইবে। আর আবাসের দ্বিতীয় পার্শ্বের ২১ নিমিত্তে উত্তরদিকে বিংশতি তক্তা; আর সেইগুলির জন্য রৌপ্যের চল্লিশ চুঙ্গি; এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি ও অন্য অন্য ২২ তক্তার নীচেও দুই দুই চুঙ্গি; আর আবাসের পশ্চিমদিকের পশ্চাদ্ভাগের ২৩ নিমিত্তে ছয়খানি তক্তা করিবে। আর আবাসের সেই পশ্চাদ্ভাগের দুই কোণের ২৪ জন্য দুইখানি তক্তা করিবে। সেই দুই তক্তার নীচে যোড় হইবে, এবং সেইরূপ মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে যোড় হইবে; এইরূপ উভয়েতেই হইবে; তাহা দুই কোণের নিমিত্ত হইবে। ২৫ তক্তা আটখানা হইবে, ও সেইগুলির রৌপ্যের চুঙ্গি যোলটী হইবে; এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি, ও অন্য তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি থাকিবে।

২৬ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠের অর্গল প্রস্তুত ২৭ করিবে, আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, ও আবাসের অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, এবং আবাসের পশ্চিমদিকের পশ্চাদ্ভাগের তক্তাতে পাঁচ ২৮ অর্গল দিবে। এবং মধ্যবর্ত্তী অর্গল তক্তা-গুলির মধ্যস্থান দিয়া এক প্রান্ত অবধি ২৯ অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইবে। আর ঐ তক্তা-গুলি স্বর্ণে মুড়িবে, এবং অর্গলের ঘর হইবার জন্য স্বর্ণকড়া গড়িবে, এবং অর্গল ৩০ সকল স্বর্ণ দিয়া মুড়িবে। আবাসের যে আদর্শ পর্ব্বতে তোমাকে দেখান গেল, তদনুসারে তাহা স্থাপন করিবে।

তিরস্করিণী ও পর্দ্দা।

৩১ আর তুমি নীল, বেগুনে ও লাল এবং পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করিবে; তাহা শিল্প-কারের কর্ম্ম হইবে, তাহাতে করূবগণের ৩২ আকৃতি থাকিবে। তুমি তাহা স্বর্ণে মুড়ান শিটীম কাষ্ঠের চারি স্তম্ভের উপরে খাটাইবে; সেইগুলির আঁকড়া স্বর্ণময় হইবে, এবং সেইগুলি রৌপ্যের চারি ৩৩ চুঙ্গির উপরে বসিবে। আর ঘুণ্টি সকলের নীচে তিরস্করিণী খাটাইয়া দিবে, এবং তথায় তিরস্করিণীর ভিতরে সাক্ষ্য-সিন্দুক আনিবে; এবং সেই তিরস্করিণী পবিত্র স্থানের ও অতি পবিত্র স্থানের মধ্যে তোমাদের জন্য প্রভেদ রাখিবে। ৩৪ আর অতি পবিত্র স্থানে সাক্ষ্য-সিন্দুকের ৩৫ উপরে পাপাবরণ রাখিবে। আর তিরস্করিণীর বাহিরে মেজ রাখিবে, ও মেজের সম্মুখে আবাসের পার্শ্বে, দক্ষিণ-দিকে দীপবৃক্ষ রাখিবে; এবং উত্তরদিকে ৩৬ মেজ রাখিবে। আর তাম্বুর দ্বারের নিমিত্তে নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রনির্ম্মিত শিল্পকারের কৃত এক পর্দ্দা ৩৭ প্রস্তুত করিবে। আর সেই পর্দ্দার নিমিত্তে শিটীম কাষ্ঠের পাঁচটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িবে, ও স্বর্ণ দ্বারা তাহার আঁকড়া প্রস্তুত করিবে, এবং তাহার নিমিত্তে পিত্তলের পাঁচ চুঙ্গি ঢালিবে।

হোমার্থক বেদি।

২৭ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা পাঁচ হস্ত দীর্ঘ, পাঁচ হস্ত প্রস্থ বেদি নির্ম্মাণ করিবে। সেই বেদি চতুষ্কোণ এবং ২ তিন হস্ত উচ্চ হইবে। আর তাহার চারি কোণের উপরে শৃঙ্গ করিবে, সেই বেদির শৃঙ্গ সকল তৎসহ অখণ্ড হইবে, ৩ এবং তুমি তাহা পিত্তলে মুড়িবে। আর তাহার ভস্ম লইবার নিমিত্তে হাঁড়ী প্রস্তুত করিবে, এবং তাহার হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও অঙ্গারধানী গড়িবে; তাহার সমস্ত ৪ পাত্র পিত্তল দিয়া গড়িবে। আর জালের ন্যায় পিত্তলের এক ঝাঁঝরী গড়িবে, এবং সেই ঝাঁঝরীর উপরে চারি কোণে পিত্তলের চারি কড়া প্রস্তুত করিবে। ৫ এই ঝাঁঝরী নিম্নভাগে বেদির বেড়ের নীচে রাখিবে, এবং ঝাঁঝরী বেদির মধ্য ৬ পর্য্যন্ত থাকিবে। আর বেদির নিমিত্তে শিটীম কাষ্ঠের বহন-দণ্ড করিবে, ও তাহা ৭ পিত্তলে মুড়িবে। আর কড়ার মধ্যে ঐ বহন-দণ্ড দিবে; বেদি বহনকালে তাহার দুই পার্শ্বে সেই বহন-দণ্ড থাকিবে। ৮ তুমি ফাঁপা করিয়া তক্তা দিয়া তাহা গড়িবে; পর্ব্বতে তোমাকে যেরূপ দেখান গেল, লোকেরা সেইরূপে তাহা করিবে।

প্রাঙ্গণ।

৯ আর তুমি আবাসের প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিবে; দক্ষিণ পার্শ্বে, দক্ষিণদিকে পাকান সাদা মসীনা সূত্রনির্ম্মিত যবনিকা

থাকিবে; তাহার এক পার্শ্বের দীর্ঘতা এক
১০ শত হস্ত হইবে। তাহার বিংশতি স্তম্ভ
ও বিংশতি চুঙ্গি পিত্তলের হইবে, এবং
স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা সকল রৌপ্যের
১১ হইবে। তদ্রূপ উত্তর পার্শ্বে এক শত
হস্ত দীর্ঘ যবনিকা হইবে, আর তাহার
বিংশতি স্তম্ভ ও বিংশতি চুঙ্গি পিত্তলের
হইবে; এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা
১২ সকল রৌপ্যের হইবে। আর প্রাঙ্গণের
প্রস্থের নিমিত্তে পশ্চিমদিকে পঞ্চাশ হস্ত
যবনিকা ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ চুঙ্গি
১৩ হইবে। আর প্রাঙ্গণের প্রস্থ পূর্ব্ব পার্শ্বে
১৪ পূর্ব্বদিকে পঞ্চাশ হস্ত হইবে। [দ্বারের]
এক পার্শ্বের জন্য পনর হস্ত যবনিকা,
১৫ তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। আর
অন্য পার্শ্বের জন্যও পনর হস্ত যবনিকা,
১৬ তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। আর
প্রাঙ্গণের দ্বারের নিমিত্তে নীল, বেগুনে,
লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রে শিল্প-
কারের কৃত বিংশতি হস্ত এক পর্দ্দা ও
তাহার চারি স্তম্ভ ও চারি চুঙ্গি হইবে।
১৭ প্রাঙ্গণের চারিদিকের স্তম্ভ সকল রৌপ্য-
শলাকাতে বদ্ধ হইবে, ও সেগুলির
আঁকড়া রৌপ্যময়, ও চুঙ্গি পিত্তলের
হইবে।

১৮ প্রাঙ্গণের দীর্ঘতা এক শত হস্ত, প্রস্থ
সর্ব্বত্র পঞ্চাশ হস্ত, এবং উচ্চতা পাঁচ
হস্ত হইবে, সকলই পাকান সাদা মসীনা
সূত্রে করা যাইবে, ও তাহার পিত্তলের
১৯ চুঙ্গি হইবে। আবাসের যাবতীয় কার্য্য
সম্বন্ধীয় সমস্ত দ্রব্য ও গোঁজ এবং
প্রাঙ্গণের সকল গোঁজ পিত্তলের হইবে।

২০ আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই
আদেশ করিবে, যেন তাহারা আলোর
জন্য উখলিতে প্রস্তুত জিততৈল তোমার
নিকটে আনে, যাহাতে নিয়ত প্রদীপ
২১ জ্বালান থাকে। আর সমাগম-তাম্বুতে
সাক্ষ্য-সিন্দুকের সম্মুখে স্থিত তিরস্করিণীর
বাহিরে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সন্ধ্যা
অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে
তাহা প্রস্তুত রাখিবে; ইহা ইস্রায়েল-
সন্তানদের পুরুষানুক্রমে পালনীয়
চিরস্থায়ী বিধি।

যাজকীয় বস্ত্র।

২৮ আর তুমি আমার যাজনার্থে ইস্রায়েল-
সন্তানগণের মধ্য হইতে তোমার ভ্রাতা
হারোণকে ও তাহার সঙ্গে তাহার পুত্র-
গণকে আপনার নিকটে উপস্থিত করিবে;
হারোণ এবং হারোণের পুত্র নাদব,
অবীহূ, ইলীয়াসর ও ঈথামরকে উপস্থিত
করিবে।

২ আর তোমার ভ্রাতা হারোণের জন্য,
গৌরব ও শোভার নিমিত্তে তুমি পবিত্র
৩ বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। আর আমি যাহা-
দিগকে বিজ্ঞতার আত্মায় পূর্ণ করিয়াছি,
সেই সকল বিজ্ঞমনা লোকদিগকে বল;
যেন আমার যাজনার্থে হারোণকে পবিত্র
করিতে তাহারা তাহার বস্ত্র প্রস্তুত করে।
৪ এই সকল বস্ত্র তাহারা প্রস্তুত করিবে;
বুকপাটা, এফোদ, পরিচ্ছদ, চিত্রিত
অঙ্গরক্ষক বস্ত্র, উষ্ণীষ ও কটিবন্ধন;
তাহারা আমার যাজনার্থে তোমার ভ্রাতা
হারোণের ও তাহার পুত্রগণের নিমিত্তে
৫ পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। তাহারা
স্বর্ণ এবং নীল, বেগুনে ও লাল এবং
সাদা মসীনা সূত্র লইবে।

৬ আর তাহারা স্বর্ণ এবং নীল, বেগুনে,
লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রে শিল্প-
কারের কর্ম্ম দ্বারা এফোদ প্রস্তুত করিবে।

৭ তাহার দুই মুড়াতে পরস্পর সংযুক্ত দুই স্কন্ধপটি থাকিবে; এইরূপে তাহা যুক্ত ৮ হইবে; এবং তাহা বন্ধ করিবার জন্য বুনানি করা যে পটুকা তাহার উপরে থাকিবে, তাহা তৎসহিত অখণ্ড এবং সেই বস্ত্রের তুল্য হইবে; অর্থাৎ স্বর্ণে এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা ৯ মসীনা সূত্রে হইবে। পরে তুমি দুই গোমেদক মণি লইয়া তাহার উপরে ইস্রা- ১০ য়েলের পুত্রদের নাম খুদিবে। তাহাদের জন্মক্রম অনুসারে ছয় নাম এক মণির উপরে, ও অবশিষ্ট ছয় নাম অন্য মণির ১১ উপরে খুদিবে। শিল্পকর্ম্ম ও মুদ্রা খুদনের ন্যায় সেই দুই মণির উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খুদিবে, এবং তাহা দুই স্বর্ণস্থালীতে বন্ধ করিবে। ১২ আর ইস্রায়েল-সন্তানদের স্মরণার্থক মণি-স্বরূপে তুমি সেই দুই মণি এফোদের দুই স্কন্ধপটিতে দিবে; তাহাতে হারোণ স্মরণ করাইবার নিমিত্তে সদাপ্রভুর সম্মুখে আপনার দুই স্কন্ধে তাহাদের নাম বহিবে।

১৩ আর তুমি দুই স্বর্ণস্থালী করিবে, এবং ১৪ নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা পাকান দুই মাল্যবৎ শৃঙ্খল করিয়া সেই পাকান শৃঙ্খল সেই ১৫ দুই স্থালীতে বন্ধ করিবে। আর শিল্পকারের কর্ম্মে বিচারার্থক বুকপাটা করিবে; এফোদের কর্ম্মানুসারে করিবে; স্বর্ণ এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রের দ্বারা তাহা প্রস্তুত করিবে। ১৬ তাহা চতুষ্কোণ ও দোহারা হইবে; তাহার দীর্ঘতা এক বিঘত ও প্রস্থ এক বিঘত ১৭ হইবে। আর তাহা চারি পংক্তি মণিতে খচিত করিবে; তাহার প্রথম পংক্তিতে ১৮ চুণী, পীতমণি ও মরকত; দ্বিতীয় পংক্তিতে ১৯ পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও হীরক; তৃতীয় পংক্তিতে পেরোজ, যিস্ম ও কটাহেলা; ২০ এবং চতুর্থ পংক্তিতে বৈদূর্য্য, গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত; এই সকল স্ব স্ব পংক্তিতে ২১ স্বর্ণে আঁটা হইবে। এই মণি ইস্রা-য়েলের পুত্রদের নামানুযায়ী হইবে, তাহাদের নামানুসারে দ্বাদশটী হইবে; মুদ্রার ন্যায় খোদিত প্রত্যেক মণিতে ঐ দ্বাদশ বংশের জন্য এক এক পুত্রের নাম ২২ থাকিবে। আর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া বুকপাটার উপরে মাল্যবৎ পাকান দুই ২৩ শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। আর বুক-পাটার উপরে স্বর্ণের দুই কড়া গড়িয়া দিবে, এবং বুকপাটার দুই প্রান্তে ঐ ২৪ দুই কড়া বাঁধিবে। আর বুকপাটার দুই প্রান্তস্থিত দুই কড়ার মধ্যে পাকান স্বর্ণের ২৫ ঐ দুই শৃঙ্খল রাখিবে। আর পাকান শৃঙ্খলের দুই মুড়া সেই দুই স্থালীতে বদ্ধ করিয়া এফোদের সম্মুখে দুই স্কন্ধপটির ২৬ উপরে রাখিবে। তুমি স্বর্ণের দুই কড়া গড়িয়া বুকপাটার দুই প্রান্তে এফোদের ২৭ সম্মুখস্থ ভিতরভাগে রাখিবে। আরও দুই স্বর্ণকড়া গড়িয়া এফোদের দুই স্কন্ধপটির নীচে তাহার সম্মুখভাগে যোড়-স্থানে এফোদের বুনানি করা পটুকার ২৮ উপরে তাহা রাখিবে। তাহাতে বুকপাটা যেন এফোদের বুনানি করা পটুকার উপরে থাকে, এফোদ হইতে খসিয়া না পড়ে, এই জন্য তাহারা কড়াতে নীলসূত্র দিয়া এফোদের কড়ার সহিত বুকপাটা ২৯ বদ্ধ করিয়া রাখিবে। যে সময়ে হারোণ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে, তৎকালে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিয়ত স্মরণ করাইবার জন্য সে বিচারার্থক বুকপাটাতে ইস্রা-য়েলের পুত্রদের নাম আপন হৃদয়ের উপরে বহন করিবে।

৩০ আর সেই বিচারার্থক বুকপাটায় তুমি ঊরীম ও তুম্মীম [দীপ্তি ও সিদ্ধতা] দিবে ; তাহাতে হারোণ যে সময়ে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রবেশ করিবে, তৎকালে হারোণের হৃদয়ের উপরে তাহা থাকিবে, এবং হারোণ সদাপ্রভুর সম্মুখে ইস্রায়েল-সন্তানদের বিচার নিয়ত আপন হৃদয়ের উপরে বহিবে।

৩১ আর তুমি এফোদের সমুদয় পরিচ্ছদ ৩২ নীলবর্ণ করিবে। তাহার মধ্যস্থলে শিরঃপ্রবেশার্থে এক ছিদ্র থাকিবে ; বর্ম্মের গলার ন্যায় সেই ছিদ্রের চারিদিকে তন্তুবায়ের কৃত ধারি থাকিবে, তাহাতে তাহা ৩৩ ছিঁড়িবে না। আর তুমি তাহার আঁচলায় চারিদিকে নীল, বেগুনে ও লাল দাড়িম করিবে, এবং চারিদিকে তাহার মধ্যে ৩৪ মধ্যে স্বর্ণের কিঙ্কিণী থাকিবে। ঐ পরিচ্ছদের আঁচলায় চারিদিকে এক স্বর্ণ-কিঙ্কিণী ও এক দাড়িম এবং এক স্বর্ণ-৩৫ কিঙ্কিণী ও এক দাড়িম থাকিবে। আর হারোণ পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্তে তাহা পরিধান করিবে ; তাহাতে সে যখন সদাপ্রভুর সম্মুখে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে, ও সেখান হইতে যখন বাহির হইবে, তখন কিঙ্কিণীর শব্দ শুনা যাইবে ; তাহাতে সে মরিবে না।

৩৬ আর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণের এক পাত প্রস্তুত করিয়া মুদ্রার ন্যায় তাহার উপরে 'সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র' এই কথা ৩৭ খুদিবে। তুমি তাহা নীল সূত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিবে ; তাহা উষ্ণীষের উপরে থাকিবে, উষ্ণীষের সম্মুখভাগেই থাকিবে। ৩৮ আর তাহা হারোণের কপালের উপরে থাকিবে, তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা আপনাদের সমস্ত পবিত্র দানে যে সকল দ্রব্য পবিত্র করিবে, হারোণ সেই সকল পবিত্র দ্রব্যের অপরাধ বহন করিবে, এবং তাহারা যেন সদাপ্রভুর কাছে গ্রাহ্য হয়, এই জন্য উহা নিয়ত তাহার কপালের উপরে থাকিবে।

৩৯ আর তুমি চিত্রিত সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা অঙ্গরক্ষিণী বুনিবে, এবং সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা উষ্ণীষ প্রস্তুত করিবে ; এবং কটিবন্ধন সূচী দ্বারা শিল্পিত করিবে।

৪০ আর হারোণের পুত্রগণের জন্য অঙ্গরক্ষক বস্ত্র ও কটিবন্ধন প্রস্তুত করিবে, এবং গৌরব ও শোভার জন্য শিরোভূষণ ৪১ করিয়া দিবে। আর তোমার ভ্রাতা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের গাত্রে সে সকল পরাইবে, এবং তাহাদের অভিষেক ও হস্তপূরণ করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিবে, তাহাতে তাহারা আমার যাজন-৪২ কর্ম্ম করিবে। তুমি তাহাদের উলঙ্গতার আচ্ছাদনার্থে কটি অবধি জঙ্ঘা পর্য্যন্ত ৪৩ শুক্ল জাঙ্গিয়া প্রস্তুত করিবে। আর যখন হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিবে, কিম্বা পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থে বেদির নিকটবর্ত্তী হইবে, তৎকালে যেন অপরাধ বহিয়া না মরে, এই জন্য তাহারা এই বস্ত্র পরিধান করিবে ; ইহা হারোণ ও তাহার ভাবী বংশের পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।

যাজকদের নিয়োগ বিষয়ক আদেশ।

২৯ আর আমার যাজন কর্ম্ম করণার্থে তাহাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য তুমি তাহাদের প্রতি এই সকল কর্ম্ম করিবে ; নির্দ্দোষ একটী পুংগোবৎস ও দুইটী মেষ ২ লইবে ; আর তাড়ীশূন্য রুটী, তৈলমিশ্রিত

তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী গোমের ময়দা দ্বারা প্রস্তুত ৩ করিবে; এবং সেইগুলি এক ডালিতে রাখিবে, আর সেই ডালিতে করিয়া আনিবে, এবং ঐ গোবৎস ও দুই মেষ ৪ আনিবে। আর হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে সমাগম-তাম্বুর দ্বার-সমীপে ৫ আনিয়া জলে স্নান করাইবে। আর সেই সকল বস্ত্র লইয়া হারোণকে অঙ্গরক্ষিণী, এফোদের পরিচ্ছদ, এফোদ ও বুকপাটা পরাইবে, এবং এফোদের বুনানি করা ৬ পটুকা তাহাতে আবদ্ধ করিবে। আর তাহার মস্তকে উষ্ণীষ দিবে, ও উষ্ণীষের ৭ উপরে পবিত্র মুকুট দিবে। পরে অভিষেকার্থ তৈল লইয়া তাহার মস্তকের উপরে ঢালিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিবে। ৮ আর তুমি তাহার পুত্রগণকে আনিয়া ৯ অঙ্গরক্ষক বস্ত্র পরাইবে। আর হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কটিবন্ধন পরাইবে, ও তাহাদের মস্তকে শিরোভূষণ বাঁধিয়া দিবে; তাহাতে যাজকত্বপদে তাহাদের চিরস্থায়ী অধিকার থাকিবে। আর তুমি হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তপূরণ ১০ করিবে। পরে তুমি সমাগম-তাম্বুর সম্মুখে সেই গোবৎসকে আনাইবে, এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ গোবৎসটীর ১১ মস্তকে হস্তার্পণ করিবে। তখন তুমি সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর ১২ সম্মুখে ঐ গোবৎস হনন করিবে। পরে গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা বেদির শৃঙ্গের উপরে দিবে, এবং বেদির মূলে সমস্ত রক্ত ঢালিয়া দিবে। ১৩ আর তাহার অন্ত্রের উপরিস্থিত সমস্ত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ মেদ লইয়া বেদিতে ১৪ দগ্ধ করিবে। কিন্তু গোবৎসটীর মাংস ও তাহার চর্ম্ম ও গোময় শিবিরের বাহিরে অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে; তাহা পাপার্থক বলি।

১৫ পরে তুমি প্রথম মেষটী আনিবে, এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সেই মেষের ১৬ মস্তকে হস্তার্পণ করিবে। পরে তুমি সেই মেষ হনন করিয়া তাহার রক্ত লইয়া বেদির উপরে চারিদিকে ছিটাইয়া দিবে। ১৭ পরে তুমি মেষটী খণ্ড খণ্ড করিবে, তাহার অন্ত্র ও পদ ধৌত করিবে, আর ঐ খণ্ড সকলের ও মস্তকের উপরে ১৮ রাখিবে। পরে সমস্ত মেষটী বেদিতে দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার।

১৯ পরে তুমি দ্বিতীয় মেষটী লইবে, এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ঐ মেষের ২০ মস্তকে হস্তার্পণ করিবে। পরে তুমি সেই মেষ হনন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হারোণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার পুত্রগণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপরে ও দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠের উপরে দিবে, এবং বেদির উপরে চারিদিকে রক্ত ২১ ছিটাইয়া দিবে। পরে বেদির উপরিস্থিত রক্তের ও অভিষেকার্থ তৈলের কিঞ্চিৎ লইয়া হারোণের উপরে ও তাহার বস্ত্রের উপরে এবং তাহার সহিত তাহার পুত্রদের উপরে ও তাহাদের বস্ত্রের উপরে ছিটাইয়া দিবে; তাহাতে সে ও তাহার বস্ত্র এবং তাহার সহিত তাহার পুত্রগণ ও তাহাদের ২২ বস্ত্র পবিত্র হইবে। পরে তুমি সেই মেষের মেদ, লাঙ্গুল ও অন্ত্রের উপরিস্থ মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক ও

দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ মেদ ও দক্ষিণ জঙ্ঘা লইবে, কেননা সে হস্তপূরণার্থক
২৩ মেষ। পরে তুমি সদাপ্রভুর সম্মুখস্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর ডালি হইতে এক রুটী ও তৈলমিশ্রিত এক পিষ্টক ও এক সরু-
২৪ চাকলী লইবে; এবং হারোণের হস্তে ও তাহার পুত্রগণের হস্তে তৎসমুদয় দিয়া দোলনীয় উপহারার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে
২৫ তাহা দোলাইবে। পরে তুমি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে সৌরভার্থে বেদিতে হোমার্থক বলির উপরে দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

২৬ পরে তুমি হারোণের হস্তপূরণার্থক মেষের বক্ষঃস্থল লইয়া দোলনীয় উপহারার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলাইবে;
২৭ তাহা তোমার অংশ হইবে। পরে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তপূরণার্থক মেষের যে দোলনীয় উপহার বক্ষঃস্থল দোলায়িত ও যে উত্তোলনীয় উপহার জঙ্ঘা উত্তোলিত হইল, তাহা তুমি পবিত্র
২৮ করিবে। তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে তাহা হারোণের ও তাহার সন্তানগণের চিরস্থায়ী অধিকার হইবে, কেননা তাহাই উত্তোলনীয় উপহার; ইস্রায়েল-সন্তানগণের এই উত্তোলনীয় উপহার তাহাদের মঙ্গলার্থক বলি হইতে দেয়; ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহাদের উত্তোলনীয় উপহার।

২৯ আর হারোণের পরে তাহার পবিত্র বস্ত্র সকল তাহার পুত্রগণের হইবে; অভিষেক ও হস্তপূরণ সময়ে তাহারা
৩০ তাহা পরিধান করিবে। তাহার পুত্রদের মধ্যে যে তাহার পদে যাজক হইয়া পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করিতে সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিবে, সে সেই বস্ত্র সাত দিন পরিবে।

৩১ পরে তুমি সেই হস্তপূরণার্থক মেষের মাংস লইয়া কোন পবিত্র স্থানে পাক
৩২ করিবে, এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সমাগম-তাম্বুর দ্বারে সেই মেষমাংস ও ডালিতে স্থিত সেই রুটী ভোজন করিবে।
৩৩ আর হস্তপূরণ দ্বারা তাহাদিগকে পবিত্র করণার্থে যাহা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা হইল, তাহা তাহারা ভোজন করিবে; কিন্তু অপর কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না, কারণ সে সকল পবিত্র বস্তু।
৩৪ আর ঐ হস্তপূরণার্থক মাংস ও রুটী হইতে যদি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট অংশ অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে; কেহ তাহা ভোজন করিবে না, কারণ তাহা পবিত্র
৩৫ বস্তু। আমি তোমাকে এই যে সকল আজ্ঞা করিলাম, তদনুসারে হারোণের প্রতি ও তাহার পুত্রগণের প্রতি করিবে; সাত দিন তাহাদের হস্তপূরণ করিবে।
৩৬ আর তুমি প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রতিদিন পাপার্থক বলিরূপে এক একটী পুংগোবৎস উৎসর্গ করিবে, এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বেদিকে মুক্ত-পাপ করিবে, আর তাহা পবিত্র করণার্থে অভিষেক করিবে।
৩৭ তুমি বেদির নিমিত্তে সাত দিন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পবিত্র করিবে; তাহাতে বেদি অতি পবিত্র হইবে; যে কেহ বেদি স্পর্শ করে, তাহার পবিত্র হওয়া চাই।

দৈনিক উপহার।

৩৮ সেই বেদির উপরে তুমি এই বলি
৩৯ উৎসর্গ করিবে; নিয়ত প্রতিদিন এক-বর্ষীয় দুইটী মেষশাবক; একটী মেষশাবক

প্রাতঃকালে উৎসর্গ করিবে, ও অন্যটী
৪০ সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবে। আর প্রথম মেষশাবকের সহিত উখলিতে প্রস্তুত হিন পাত্রের চতুর্থাংশ তৈলে মিশ্রিত [ঐফা] পাত্রের দশমাংশ ময়দা, এবং পেয় নৈবেদ্যের কারণ হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষা-
৪১ রস দিবে। পরে দ্বিতীয় মেষশাবকটী সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবে, এবং প্রাতঃ-কালের মতানুসারে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত তাহাও সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার
৪২ বলিয়া উৎসর্গ করিবে। ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিয়ত [কর্ত্তব্য] হোম; সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে, যে স্থানে আমি তোমার সহিত আলাপ করিতে তোমাদের কাছে দেখা
৪৩ দিব, সেই স্থানে [ইহা কর্ত্তব্য]। সেখানে আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে দেখা দিব, এবং আমার প্রতাপে তাম্বু পবিত্রী-
৪৪ কৃত হইবে। আর আমি সমাগম-তাম্বু ও বেদি পবিত্র করিব, এবং আমার যাজন-কর্ম্ম করণার্থে হারোণকে ও তাহার পুত্র-
৪৫ গণকে পবিত্র করিব। আর আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে বাস করিব,
৪৬ ও তাহাদের ঈশ্বর হইব। তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু, তাহাদের ঈশ্বর, আমি তাহাদের মধ্যে বাস করণার্থে মিসর দেশ হইতে তাহা-দিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি; আমিই সদাপ্রভু, তাহাদের ঈশ্বর।

তাম্বু সম্বন্ধীয় পাত্রাদির বিষয়।

ধূপবেদি।

৩০ আর তুমি ধূপদাহ করিবার জন্য এক বেদি নির্ম্মাণ করিবে; শিটীম কাষ্ঠ দিয়া
২ তাহা নির্ম্মাণ করিবে। তাহা এক হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ চতুষ্কোণ হইবে, এবং দুই হস্ত উচ্চ হইবে, তাহার শৃঙ্গ
৩ সকল তাহার সহিত অখণ্ড হইবে। আর তুমি সেই বেদি, তাহার পৃষ্ঠ ও চারি পার্শ্ব ও শৃঙ্গ নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িবে, এবং তাহার চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া
৪ দিবে। আর তাহার নিকালের নীচে দুই কোণের নিকটে স্বর্ণের দুই দুই কড়া গড়িয়া দিবে, দুই পার্শ্বে গড়িয়া দিবে; তাহা বেদি বহনার্থ বহন-দণ্ডের ঘর
৫ হইবে। আর ঐ বহন-দণ্ড শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণ দিয়া
৬ মুড়িবে। আর সাক্ষ্য-সিন্দুকের নিকটস্থ তিরস্করিণীর অগ্রদিকে, সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরিস্থ পাপাবরণের সম্মুখে তাহা রাখিবে, সেই স্থানে আমি তোমার
৭ কাছে দেখা দিব। আর হারোণ তাহার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইবে; প্রতি প্রভাতে প্রদীপ পরিষ্কার করিবার
৮ সময়ে সে ঐ ধূপ জ্বালাইবে। আর সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালাইবার সময়ে হারোণ ধূপ জ্বালাইবে, তাহাতে তোমা-দের পুরুষানুক্রমে সদাপ্রভুর সম্মুখে
৯ নিয়ত ধূপদাহ হইবে। তোমরা তাহার উপরে ইতর ধূপ, কিম্বা হোমবলি, কিম্বা ভক্ষ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও না ও তাহার উপরে পেয় নৈবেদ্য ঢালিও
১০ না। আর বৎসরের মধ্যে এক বার হারোণ তাহার শৃঙ্গের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তোমাদের পুরুষানুক্রমে বৎসরের মধ্যে এক বার প্রায়শ্চিত্তার্থক পাপবলির রক্ত দিয়া তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে; এই বেদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতি পবিত্র।

প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত।

১১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে এই কথা ১২ কহিলেন, তুমি যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের সংখ্যা গ্রহণ কর, তখন যাহাদিগকে গণনা করা যায়, তাহারা প্রত্যেকে গণনা-কালে সদাপ্রভুর কাছে আপন আপন প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, যেন তাহাদের মধ্যে গণনাকালে আঘাত না ১৩ হয়। তাহাদের দেয় এই; যে কেহ গণিত লোকদের মধ্যে আসিবে, সে পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে অর্দ্ধশেকল দিবে; বিংশতি গেরাতে এক শেকল হয়; সেই অর্দ্ধশেকল সদাপ্রভুর উদ্দেশে ১৪ উপহার হইবে। বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তাহার অধিক বয়স্ক যে কেহ গণিত লোকদের মধ্যে আসিবে, সে সদাপ্রভুকে ১৫ ঐ উপহার দিবে। তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুকে সেই উপহার দিবার সময়ে ধনবান্ অর্দ্ধ শেকলের অধিক দিবে না, এবং ১৬ দরিদ্র তাহার কম দিবে না। আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে সেই প্রায়শ্চিত্তের রৌপ্য লইয়া সমাগম-তাম্বুর কার্য্যের জন্য দিবে; তোমাদের প্রাণের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে তাহা ইস্রায়েল-সন্তানদের স্মরণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে থাকিবে।

প্রক্ষালন-পাত্র।

১৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১৮ তুমি প্রক্ষালন কার্য্যের জন্য পিত্তলময় এক প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার পিত্তলময় খুরা প্রস্তুত করিবে; এবং সমাগম-তাম্বুর ও বেদির মধ্যস্থানে রাখিবে, ও তাহার ১৯ মধ্যে জল দিবে। হারোণ ও তাহার পুত্রগণ তাহাতে আপন আপন হস্ত ও ২০ পদ ধৌত করিবে। তাহারা যেন না মরে, এই জন্য সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ কালে জলে আপনাদিগকে ধৌত করিবে; কিম্বা পরিচর্য্যা করণার্থে, সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার দগ্ধ করণার্থে বেদির ২১ নিকটে আগমন কালে আপন আপন হস্ত ও পদ ধৌত করিবে, তাহারা যেন না মরে, এই জন্য করিবে; ইহা তাহাদের পক্ষে চিরস্থায়ী বিধি, পুরুষানুক্রমে হারোণ ও তাহার বংশের নিমিত্ত।

পবিত্র তৈল ও ধূপ।

২২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৩ তুমি আপনার নিকটে উত্তম উত্তম সুগন্ধি দ্রব্য, অর্থাৎ পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে পাঁচ শত শেকল নির্ম্মল গন্ধরস, তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ আড়াই শত শেকল সুগন্ধি দারুচিনি, আড়াই শত ২৪ শেকল সুগন্ধি বচ, পাঁচ শত শেকল সূক্ষ্ম দারুচিনি ও এক হিন জিতৈল ২৫ লইবে। এই সকলের দ্বারা তুমি অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল গন্ধবণিকের প্রক্রিয়া মতে কৃত তৈল, প্রস্তুত করিবে, তাহা অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল হইবে। ২৬ আর তদ্দ্বারা তুমি সমাগম-তাম্বু, সাক্ষ্য-২৭ সিন্দুক, মেজ ও তাহার সকল পাত্র, ২৮ দীপবৃক্ষ ও তাহার সকল পাত্র, ধূপবেদি, হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র, এবং প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার খুরা অভিষেক ২৯ করিবে। আর এই সকল বস্তু পবিত্র করিবে, তাহাতে তাহা অতি পবিত্র হইবে; যে কেহ তাহা স্পর্শ করে, ৩০ তাহার পবিত্র হওয়া চাই। আর তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে অভিষেক করিয়া ৩১ পবিত্র করিবে। আর ইস্রায়েল-সন্তান-

গণকে বলিবে, তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার নিমিত্তে তাহা পবিত্র অভিষেকার্থ ৩২ তৈল হইবে। মনুষ্যের গাত্রে তাহা ঢালা যাইবে না; এবং তোমরা তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে তৎসদৃশ আর কোন তৈল প্রস্তুত করিবে না; তাহা পবিত্র, তোমাদের পক্ষে পবিত্র হইবে। ৩৩ যে কেহ তাহার মত তৈল প্রস্তুত করে, ও যে কেহ পরের গাত্রে তাহার কিঞ্চিৎ দেয়, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

৩৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আপনার নিকটে সুগন্ধি দ্রব্য লইবে,—গুগ্‌গুলু, নখী, কুন্দুরু; এই সকল সুগন্ধি দ্রব্যের ও নির্ম্মল লবানের ৩৫ প্রত্যেকটী সমভাগ করিয়া লইবে। আর উহা দ্বারা গন্ধবণিকের প্রক্রিয়া মতে কৃত ও লবণমিশ্রিত এক নির্ম্মল পবিত্র সুগন্ধি ৩৬ ধূপ প্রস্তুত করিবে। তাহার কিঞ্চিৎ চূর্ণ করিয়া, যে সমাগম-তাম্বুতে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহার মধ্যে সাক্ষ্য-সিন্দুকের সম্মুখে তাহা রাখিবে; তাহা তোমাদের জ্ঞানে অতি পবিত্র হইবে। ৩৭ এবং তুমি যে সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত করিবে, তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে তোমরা আপনাদের জন্য তাহা করিও না, তাহা তোমার জ্ঞানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র ৩৮ হইবে। যে কেহ আঘ্রাণ জন্য তাহার সদৃশ ধূপ প্রস্তুত করিবে, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

দুই জন প্রধান শিল্পকার।

৩১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ দেখ, আমি যিহূদা-বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেলের নাম ধরিয়া ৩ ডাকিলাম। আর আমি তাহাকে ঈশ্বরের আত্মায়—জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কৌশলে—পরিপূর্ণ করি-৪ লাম; যাহাতে সে কৌশলের কার্য্য কল্পনা করিতে পারে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও ৫ পিত্তলের কার্য্য করিতে পারে, খচনার্থক মণি কাটিতে, কাষ্ঠ খুদিতে ও সর্ব্বপ্রকার ৬ শিল্পকার্য্য করিতে পারে। আর দেখ, আমি দান-বংশজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবকে তাহার সহকারী করিয়া দিলাম, এবং সকল বিজ্ঞমনা লোকের হৃদয়ে বিজ্ঞতা দিলাম; অতএব আমি তোমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত তাহারা নির্ম্মাণ করিবে; ৭ সমাগম-তাম্বু, সাক্ষ্য-সিন্দুক, তাহার উপরিস্থ পাপাবরণ, এবং তাম্বুর সমস্ত ৮ পাত্র; আর মেজ ও তাহার পাত্র সকল, নির্ম্মল দীপবৃক্ষ ও তাহার পাত্র সকল, ৯ এবং ধূপবেদি; আর হোমবেদি ও তাহার পাত্র সকল, এবং প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার ১০ খুরা; এবং সূক্ষ্মশিল্পিত বস্ত্র, যাজনকর্ম্ম করণার্থে হারোণ যাজকের পবিত্র বস্ত্র, ও ১১ তাহার পুত্রদের বস্ত্র; এবং অভিষেকার্থ তৈল ও পবিত্র স্থানের জন্য সুগন্ধি ধূপ; আমি তোমাকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে তাহারা সমস্তই করিবে।

বিশ্রামদিন।

১২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আরও এই ১৩ কথা বল, তোমরা অবশ্য আমার বিশ্রাম-দিন পালন করিবে; কেননা তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার ও তোমাদের মধ্যে ইহা এক চিহ্ন রহিল, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমিই তোমাদের ১৪ পবিত্রকারী সদাপ্রভু। অতএব তোমরা বিশ্রামদিন পালন করিবে, কেননা

তোমাদের নিমিত্তে সেই দিন পবিত্র; যে কেহ সেই দিন অপবিত্র করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; কারণ যে কেহ ঐ দিনে কার্য্য করিবে, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন
১৫ হইবে। ছয় দিন কার্য্য করা হইবে, কিন্তু সপ্তম দিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামার্থক পবিত্র বিশ্রামদিন, সেই বিশ্রামদিনে যে কেহ কার্য্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড
১৬ অবশ্য হইবে। ইস্রায়েল-সন্তানগণ চির-স্থায়ী নিয়ম বলিয়া পুরুষানুক্রমে বিশ্রাম-দিন মান্য করিবার জন্য বিশ্রামদিন
১৭ পালন করিবে। আমার ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে ইহা চিরস্থায়ী চিহ্ন; কেননা সদাপ্রভু ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

১৮ পরে তিনি সীনয় পর্ব্বতে মোশির সহিত কথা সাঙ্গ করিয়া সাক্ষ্যের দুই ফলক, ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা লিখিত দুই প্রস্তরফলক, তাঁহাকে দিলেন।

ইস্রায়েলের প্রতিমাপূজা ও মোশির ক্রোধ।

৩২ পর্ব্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাঁহাকে কহিল, উঠুন, আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্ম্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা
২ জানি না। তখন হারোণ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন আপন স্ত্রী ও পুত্ত্রকন্যাগণের কর্ণের স্বর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া
৩ আমার কাছে আন। তাহাতে সমস্ত লোক তাহাদের কর্ণ হইতে স্বর্ণ কুণ্ডল সকল খুলিয়া হারোণের নিকটে আনিল।
৪ তখন তিনি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া শিল্পাস্ত্রে গঠন করিলেন, এবং একটী ঢালা গোবৎস নির্ম্মাণ করিলেন; তখন লোকেরা বলিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে
৫ বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আর হারোণ তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং হারোণ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বলিলেন, কল্য
৬ সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব হইবে। আর লোকেরা পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া হোমবলি উৎসর্গ করিল, এবং মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য আনিল; আর লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল।

৭ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি নামিয়া যাও, কেননা তোমার যে লোকদিগকে তুমি মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে।
৮ আমি তাহাদিগকে যে পথে চলিবার আজ্ঞা দিয়াছি, তাহারা শীঘ্রই সেই পথ হইতে ফিরিয়াছে; তাহারা আপনাদের নিমিত্তে এক ছাঁচে ঢালা গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, এবং তাহার উদ্দেশে বলিদান করিয়াছে ও বলিয়াছে, হে ইস্রায়েল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে
৯ বাহির করিয়া আনিয়াছেন। সদাপ্রভু মোশিকে আরও কহিলেন, আমি সেই লোকদিগকে দেখিলাম; দেখ, তাহারা
১০ শক্তগ্রীব জাতি। এখন তুমি ক্ষান্ত

হও, তাহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হউক, আমি তাহাদিগকে সংহার করি, আর তোমা হইতে এক বড় জাতি
১১ উৎপন্ন করি। তখন মোশি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিনয় করিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, তোমার যে প্রজাদিগকে তুমি মহাপরাক্রম ও বলবান হস্ত দ্বারা মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়াছ, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ কেন
১২ প্রজ্বলিত হইবে? মিস্রীয়েরা কেন বলিবে, অনিষ্টের নিমিত্তে, পর্ব্বতময় অঞ্চলে তাহাদিগকে নষ্ট করিতে ও ভূতল হইতে লোপ করিতে, তিনি তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন? তুমি নিজ প্রচণ্ড ক্রোধ সংবরণ কর, ও আপন প্রজাদের অনিষ্টকরণ বিষয়ে
১৩ ক্ষান্ত হও। তুমি নিজ দাস অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবকে স্মরণ কর, যাহাদের কাছে তুমি নিজ নামের দিব্য করিয়া বলিয়াছিলে, আমি আকাশের তারাগণের ন্যায় তোমাদের বংশবৃদ্ধি করিব, এবং এই যে সমস্ত দেশের কথা কহিলাম, ইহা তোমাদের বংশকে দিব, তাহারা চিরকালের জন্য ইহা অধিকার করিবে।
১৪ তখন সদাপ্রভু আপন প্রজাদের যে অনিষ্ট করিবার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

১৫ পরে মোশি মুখ ফিরাইলেন, সাক্ষ্যের সেই দুই প্রস্তরফলক হস্তে লইয়া পর্ব্বত হইতে নামিলেন; সেই প্রস্তরফলকের এপৃষ্ঠে ওপৃষ্ঠে, দুই পৃষ্ঠেই লেখা ছিল।
১৬ সেই প্রস্তরফলক ঈশ্বরের নির্ম্মিত, এবং সেই লেখা ঈশ্বরের লেখা, ফলকে
১৭ খোদিত। পরে যিহোশূয় কোলাহলকারী লোকদের রব শুনিয়া মোশিকে কহিলেন, শিবিরে যুদ্ধের শব্দ হইতেছে।
১৮ তিনি কহিলেন, উহা ত জয়ধ্বনির শব্দ নয়, পরাজয়ধ্বনিরও শব্দ নয়; আমি গানের শব্দ শুনিতে পাইতেছি।

১৯ পরে তিনি শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ গোবৎস এবং নৃত্য দেখিলেন; তাহাতে মোশি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বতের তলে আপন হস্ত হইতে সেই দুইখানা প্রস্তরফলক নিক্ষেপ
২০ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আর তাহাদের নির্ম্মিত গোবৎস লইয়া আগুনে পোড়াইয়া দিলেন, এবং তাহা ধূলিবৎ পিষিয়া জলের উপরে ছড়াইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণকে পান করাইলেন।

২১ পরে মোশি হারোণকে কহিলেন, ঐ লোকেরা তোমার কি করিয়াছিল যে, তুমি উহাদের উপরে এমন মহাপাপ
২২ বর্ত্তাইলে? হারোণ কহিলেন, আমার প্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত না হউক। আপনি লোকদিগকে জানেন যে, তাহারা
২৩ দুষ্টতায় আসক্ত। তাহারা আমাকে কহিল, আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা
২৪ জানি না। তখন আমি কহিলাম, তোমাদের মধ্যে যাহার যে স্বর্ণ থাকে, সে তাহা খুলিয়া দিউক; তাহারা আমাকে দিল; পরে আমি তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ঐ বৎসটী নির্গত হইল।

২৫ পরে মোশি দেখিলেন, লোকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে, কেননা হারোণ শত্রুদের মধ্যে বিদ্রূপের জন্য তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিয়াছিলেন।

২৬ তখন মোশি শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর পক্ষ কে? সে আমার নিকটে আইসুক। তাহাতে লেবির সন্তানেরা সকলে তাঁহার নিকটে ২৭ একত্র হইল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন উরুতে খড়্গ বাঁধ, ও শিবিরের মধ্য দিয়া এক দ্বার অবধি অন্য দ্বার পর্য্যন্ত যাতায়াত কর, এবং প্রতিজন আপন আপন ভ্রাতা, মিত্র ও প্রতিবাসীকে ২৮ বধ কর। তাহাতে লেবির সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে তদ্রূপ করিল, আর সেই দিন লোকদের মধ্যে ন্যূনাধিক তিন ২৯ সহস্র লোক মারা পড়িল। কেননা মোশি বলিয়াছিলেন, অদ্য তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন পুত্র ও ভ্রাতার বিপক্ষ হইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনাদের হস্তপূরণ কর, তাহাতে তিনি এই দিনে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

ইস্রায়েলের জন্য মোশির সাধ্যসাধনা।

৩০ পরদিন মোশি লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা মহাপাপ করিলে, এখন আমি সদাপ্রভুর নিকটে উঠিয়া যাইতেছি; যদি সম্ভব হয়, তোমাদের পাপের ৩১ প্রায়শ্চিত্ত করিব। পরে মোশি সদাপ্রভুর নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিলেন, হায় হায়, এই লোকেরা মহাপাপ করিয়াছে, আপনাদের জন্য স্বর্ণ-দেবতা ৩২ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আহা! এখন যদি ইহাদের পাপ ক্ষমা কর—; আর যদি না কর, তবে আমি বিনয় করিতেছি, তোমার লিখিত পুস্তক হইতে আমার ৩৩ নাম কাটিয়া ফেল। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহারই নাম আমি আপন পুস্তক হইতে কাটিয়া ৩৪ ফেলিব। এখন যাও, আমি যে দেশের বিষয়ে তোমাকে বলিয়াছি, সেই দেশে লোকদিগকে লইয়া যাও; দেখ, আমার দূত তোমার অগ্রে অগ্রে যাইবেন, কিন্তু আমি প্রতিফলের দিনে তাহাদের পাপের ৩৫ প্রতিফল দিব। সদাপ্রভু লোকদিগকে আঘাত করিলেন, কেননা লোকেরা হারোণের কৃত সেই গোবৎস নির্ম্মাণ করাইয়াছিল।

৩৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, আমি অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের কাছে দিব্য করিয়া যে দেশ তাহাদের বংশকে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই দেশে যাও, তুমি মিসর দেশ হইতে যে লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছ, তাহাদের সহিত এখান হইতে প্রস্থান কর। ২ আমি তোমার অগ্রে এক দূত পাঠাইয়া দিব, এবং কনানীয়, ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়কে দূর করিয়া ৩ দিব। দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে যাও; কিন্তু আমি তোমার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যাইব না, কেননা তুমি শক্তগ্রীব জাতি; পাছে পথের মধ্যে তোমাকে সংহার করি।

৪ এই অশুভ বাক্য শুনিয়া লোকেরা শোক করিল, কেহ গাত্রে আভরণ পরিধান ৫ করিল না। সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা বল, তোমরা শক্তগ্রীব জাতি, এক নিমিষের জন্য তোমাদের মধ্যে গেলে আমি তোমাদিগকে সংহার করিতে পারি;

তোমরা এখন আপন আপন গাত্র হইতে আভরণ দূর কর, তাহাতে জানিতে পারিব, তোমাদের বিষয়ে আমার কি করা কর্ত্তব্য। ৬ তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ হোরেব পর্ব্বত অবধি যাত্রাপথে আপন আপন সমস্ত আভরণ দূর করিল।

৭ আর মোশি তাম্বু লইয়া শিবিরের বাহিরে ও শিবির হইতে দূরে স্থাপন করিলেন, এবং সেই তাম্বুর নাম সমাগম-তাম্বু রাখিলেন; আর সদাপ্রভুর অন্বেষণ-কারী প্রত্যেক জন শিবিরের বাহিরে স্থিত সেই সমাগম-তাম্বুর নিকটে গমন করিত। ৮ আর মোশি যখন বাহির হইয়া সেই তাম্বুর নিকটে যাইতেন, তখন সমস্ত লোক উঠিয়া প্রত্যেকে আপন আপন তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইত, এবং যাবৎ মোশি ঐ তাম্বুতে প্রবেশ না করিতেন, তাবৎ তাঁহার ৯ পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে থাকিত। আর মোশি তাম্বুতে প্রবেশ করিলে পর মেঘস্তম্ভ নামিয়া তাম্বুর দ্বারে অবস্থিতি করিত, এবং [সদাপ্রভু] মোশির সহিত ১০ আলাপ করিতেন। সমস্ত লোক তাম্বুর দ্বারে অবস্থিত মেঘস্তম্ভ দেখিত; ও সমস্ত লোক উঠিয়া প্রত্যেকে আপন আপন তাম্বুর দ্বারে থাকিয়া প্রণিপাত ১১ করিত। আর মনুষ্য যেমন মিত্রের সহিত আলাপ করে, তদ্রূপ সদাপ্রভু মোশির সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া আলাপ করিতেন। পরে মোশি শিবিরে ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে তাঁহার যুব পরিচারক তাম্বুর মধ্য হইতে বাহিরে যাইতেন না।

১২ আর মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, দেখ, তুমি আমাকে বলিতেছ, এই লোক-দিগকে লইয়া যাও, কিন্তু আমার সঙ্গী করিয়া যাঁহাকে প্রেরণ করিবে, তাঁহার পরিচয় আমাকে দেও নাই; তথাপি বলিতেছ, আমি নাম দ্বারা তোমাকে জানি, এবং তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত ১৩ হইয়াছ। ভাল, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, আমি যেন তোমাকে জানিয়া তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্য আমাকে তোমার পথ সকল জ্ঞাত কর; এবং এই জাতি যে তোমার প্রজা, ইহা ১৪ বিবেচনা কর। তখন তিনি কহিলেন, আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত গমন করিবেন, এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম ১৫ দিব। তাহাতে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তোমার শ্রীমুখ যদি সঙ্গে না যান, তবে এখান হইতে আমাদিগকে লইয়া যাইও ১৬ না। কেননা আমি ও তোমার এই প্রজাগণ যে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা কিসে জানা যাইবে? আমাদের সহিত তোমার গমন দ্বারা কি নয়? তদ্দারাই আমি ও তোমার প্রজা-গণ ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় জাতি হইতে ১৭ বিশিষ্ট। পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই যে কথা তুমি বলিলে তাহাও আমি করিব, কেননা তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং আমি নাম দ্বারা তোমাকে জানি।

১৮ তখন তিনি কহিলেন, বিনয় করি, তুমি আমাকে তোমার প্রতাপ দেখিতে ১৯ দেও। ঈশ্বর কহিলেন, আমি তোমার সম্মুখ দিয়া আপনার সমস্ত উত্তমতা গমন করাইব, ও তোমার সম্মুখে সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিব; আর আমি যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া করিব; ও যাহার প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি করুণা

২০ করিব। আরও কহিলেন, তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না।
২১ সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, আমার নিকটে এক স্থান আছে; তুমি ঐ শৈলের উপরে
২২ দাঁড়াইবে। তাহাতে তোমার নিকট দিয়া আমার প্রতাপের গমন সময়ে আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটালে রাখিব, ও আমার গমনের শেষ পর্য্যন্ত করতল দিয়া
২৩ তোমাকে আচ্ছন্ন করিব; পরে আমি করতল উঠাইলে তুমি আমার পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইবে, কিন্তু আমার মুখের দর্শন পাওয়া যাইবে না।

ঈশ্বরীয় নিয়মের পুনঃস্থাপন।

৩৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় দুই প্রস্তরফলক খুদ; প্রথম যে দুই ফলক তুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, তাহাতে যাহা যাহা লিখিত ছিল, সেই সকল কথা আমি এই দুই
২ ফলকে লিখিব। আর তুমি প্রাতঃকালে প্রস্তুত হইও, প্রাতঃকালে সীনয় পর্ব্বতে উঠিয়া আসিও, ও তথায় পর্ব্বতশৃঙ্গে
৩ আমার নিকটে উপস্থিত হইও। কিন্তু তোমার সহিত কোন মনুষ্য উপরে না আইসুক, এবং এই পর্ব্বতে কোথাও কোন মনুষ্য দৃষ্ট না হউক, আর গোমেষাদি পালও এই পর্ব্বতের সম্মুখে না চরুক।
৪ পরে মোশি প্রথম প্রস্তরের ন্যায় দুই প্রস্তরফলক খুদিলেন, এবং সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকালে উঠিয়া সীনয় পর্ব্বতের উপরে গেলেন, ও সেই দুই প্রস্তরফলক হস্তে করিয়া লইলেন।
৫ তখন সদাপ্রভু মেঘে নামিয়া সে স্থানে তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া সদাপ্রভুর
৬ নাম ঘোষণা করিলেন। ফলতঃ সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন,

'সদাপ্রভু, সদাপ্রভু,
স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর,
ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্;
৭ সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়ারক্ষক,
অপরাধের, অধর্ম্মের ও পাপের ক্ষমাকারী;
তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন;
পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত,
তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্ত্তান।'

৮ তখন মোশি ত্বরা করিলেন, ভূমিতে নতমস্তক হইয়া প্রণিপাত করিলেন, আর
৯ কহিলেন, হে প্রভু, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, প্রভু, আমাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গমন করুন, কারণ ইহারা শক্তগ্রীব জাতি; আপনি আমাদের অপরাধ ও পাপ মোচন করিয়া আমাদিগকে আপন অধিকারার্থে গ্রহণ করুন।
১০ তখন তিনি কহিলেন, দেখ, আমি এক নিয়ম করি; সমস্ত পৃথিবীতে ও যাবতীয় জাতির মধ্যে যাদৃশ কখনও করা হয় নাই, এমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য আমি তোমার সমস্ত লোকের সাক্ষাতে করিব; তাহাতে যে সকল লোকের মধ্যে তুমি আছ, তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য দেখিবে, কেননা তোমার নিকটে যাহা করিব,
১১ তাহা ভয়ঙ্কর। অদ্য আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি, তাহাতে মনোযোগ কর;

দেখ, আমি ইমোরীয়, কনানীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়কে তোমার
১২ সম্মুখ হইতে খেদাইয়া দিব। সাবধান, যে দেশে তুমি যাইতেছ, সেই দেশ-নিবাসীদের সহিত নিয়ম স্থির করিও না, পাছে তাহা তোমার মধ্যবর্ত্তী ফাঁদস্বরূপ
১৩ হয়। কিন্তু তোমরা তাহাদের বেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করিবে, ও তথাকার আশেরা-মূর্ত্তি সকল কাটিয়া ফেলিবে।
১৪ তুমি অন্য দেবতার কাছে প্রণিপাত করিও না, কেননা সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী নাম ধারণ করেন; তিনি
১৫ স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। কি জানি, তুমি তদ্দেশনিবাসী লোকদের সহিত নিয়ম করিবে; করিলে যে সময়ে তাহারা নিজ দেবগণের অনুগমনে ব্যভি-চার করে, ও নিজ দেবগণের কাছে বলিদান করে, সে সময়ে কেহ তোমাকে ডাকিলে তুমি তাহার বলিদ্রব্য খাইবে;
১৬ কিম্বা তুমি আপন পুত্ত্রদের জন্য তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিলে তাহাদের কন্যারা নিজ দেবতাদের অনুগমনে ব্যভি-চার করিয়া তোমার পুত্ত্রদিগকে আপনাদের দেবগণের অনুগামী করিয়া
১৭ ব্যভিচার করাইবে। তুমি আপনার নিমিত্তে ছাঁচে ঢালা কোন দেবতা নির্ম্মাণ করিও না।

১৮ তুমি তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিবে। আবীব মাসের যে নিরূপিত সময়ে যেরূপ করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছি, সেইরূপে তুমি সেই সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী খাইবে, কেননা সেই আবীব মাসে তুমি মিসর দেশ হইতে
১৯ বাহির হইয়া আসিয়াছিলে। গর্ব্ভ উন্মোচক সকলে এবং গোমেষাদি পালের মধ্যে প্রথমজাত পুংপশু সকল আমার।
২০ প্রথমজাত গর্দ্দভের পরিবর্ত্তে তুমি মেষের বৎস দিয়া তাহাকে মুক্ত করিবে; যদি মুক্ত না কর, তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবে। তোমার প্রথমজাত পুত্ত্র সকলকে তুমি মুক্ত করিবে। আর কেহ রিক্তহস্তে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে না।

২১ তুমি ছয় দিন পরিশ্রম করিবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিবে; চাসের ও ফসল কাটিবার সময়েও বিশ্রাম করিবে।

২২ তুমি সাত সপ্তাহের উৎসব, অর্থাৎ কাটা গোমের আশুপক্ক ফলের উৎসব, এবং বৎসরের শেষভাগে ফলসংগ্রহের উৎসব পালন করিবে।

২৩ বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমাদের সমস্ত পুরুষলোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে।
২৪ কেননা আমি তোমার সম্মুখ হইতে জাতি-গণকে দূর করিয়া দিব, ও তোমার সীমা বিস্তার করিব, এবং তুমি বৎসরের মধ্যে তিন বার আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য গমন করিলে তোমার ভূমিতে কেহ লোভ করিবে না।

২৫ তুমি আমার বলির রক্ত তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্যের সহিত উৎসর্গ করিবে না, ও নিস্তারপর্ব্বীয় উৎসবের বলিদ্রব্য প্রাতঃ-
২৬ কাল পর্য্যন্ত রাখা যাইবে না। তুমি নিজ ভূমির আশুপক্ক ফলের অগ্রিমাংশ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিবে। তুমি ছাগবৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে না।

২৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এই সকল বাক্য লিপিবদ্ধ কর, কেননা আমি এই সকল বাক্যানুসারে

তোমার ও ইস্রায়েলের সহিত নিয়ম ২৮ স্থির করিলাম। সেই সময়ে মোশি চল্লিশ দিবারাত্র সেখানে সদাপ্রভুর সহিত অবস্থিতি করিলেন, অন্ন ভোজন ও জল পান করিলেন না। আর তিনি সেই দুই প্রস্তরে নিয়মের বাক্যগুলি অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লিখিলেন।

২৯ পরে মোশি দুই সাক্ষ্যপ্রস্তর হস্তে লইয়া সীনয় পর্ব্বত হইতে নামিলেন; যখন পর্ব্বত হইতে নামিলেন, তখন, সদাপ্রভুর সহিত আলাপে তাঁহার মুখের চর্ম্ম যে উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা মোশি ৩০ জানিতে পারিলেন না। পরে যখন হারোণ ও সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান মোশিকে দেখিতে পাইল, তখন দেখ, তাঁহার মুখের চর্ম্ম উজ্জ্বল, আর তাহারা তাঁহার নিকটে আসিতে ভীত হইল। ৩১ কিন্তু মোশি তাহাদিগকে ডাকিলে হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ সকল তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন, আর মোশি তাঁহাদের ৩২ সহিত আলাপ করিলেন। তৎপরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সকলে তাঁহার নিকটে আসিল; তাহাতে তিনি সীনয় পর্ব্বতে কথিত সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল তাহা- ৩৩ দিগকে জানাইলেন। পরে তাহাদের সহিত কথোপকথন সমাপ্ত হইলে মোশি ৩৪ আপন মুখে আবরণ দিলেন। কিন্তু মোশি যখন সদাপ্রভুর সহিত কথা কহিতে ভিতরে তাঁহার সম্মুখে যাইতেন, তখন, যাবৎ বাহিরে আসিতেন, তাবৎ সেই আবরণ খুলিয়া রাখিতেন; পরে যে সকল আজ্ঞা পাইতেন, বাহির হইয়া ইস্রায়েল- ৩৫ সন্তানগণকে তাহা বলিতেন। মোশির মুখের চর্ম্ম উজ্জ্বল, ইহা ইস্রায়েল-সন্তান-গণ তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিত; পরে মোশি সদাপ্রভুর সহিত কথা কহিতে যে পর্য্যন্ত না যাইতেন, তাবৎ আপন মুখে পুনর্ব্বার আবরণ দিয়া রাখিতেন।

তাম্বুর জন্য ইস্রায়েলের স্বেচ্ছাদত্ত উপহার।

৩৫ পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিয়া তাহা-দিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই সকল বাক্য পালন করিতে আজ্ঞা ২ দিয়াছেন। ছয় দিন কার্য্য করা যাইবে, কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের পক্ষে পবিত্র দিন হইবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন হইবে; যে কেহ সেই দিনে কার্য্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড ৩ হইবে। তোমরা বিশ্রামদিনে আপনা-দের কোন বাসস্থানে অগ্নি জ্বালিও না।

৪ আর মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই ৫ আজ্ঞা দিয়াছেন;—তোমরা সদাপ্রভুর নিমিত্তে আপনাদের নিকট হইতে উপহার লও; যে কেহ মনে ইচ্ছুক, সে সদা-প্রভুর উপহারস্বরূপ এই সকল দ্রব্য ৬ আনিবে; স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তল, এবং নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সূত্র ৭ ও ছাগের লোম, এবং রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ৮ ও তহশচর্ম্ম, শিটীম কাষ্ঠ, এবং দীপার্থ তৈল, আর অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ৯ ধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য, এবং এফোদের ও বুকপাটার জন্য গোমেদকাদি খচনার্থক ১০ মণি। আর তোমাদের প্রত্যেক বিজ্ঞ-মনা লোক আসিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত ১১ সকল বস্তু নির্ম্মাণ করুক;—আবাস, আবাসের তাম্বু, ছাদ, ঘুণ্টী, তক্তা, অর্গল,

১২ স্তম্ভ ও চুঙ্গি, আর সিন্দুক ও তাহার বহন-দণ্ড, পাপাবরণ ও ব্যবধানের তির-
১৩ স্করিণী, মেজ, তাহার বহন-দণ্ড ও সমস্ত
১৪ পাত্র, দর্শন-রুটী, এবং দীপ্তির জন্য দীপ-বৃক্ষ ও তাহার পাত্র সকল, প্রদীপ ও
১৫ দীপার্থ তৈল, এবং ধূপের বেদি ও তাহার বহন-দণ্ড, এবং অভিষেকার্থ তৈল ও
১৬ সুগন্ধি ধূপ, আবাসের প্রবেশদ্বারের পর্দ্দা, হোমবেদি, তাহার পিত্তলের জাল, বহন-দণ্ড ও সমস্ত পাত্র, এবং প্রক্ষালন-পাত্র
১৭ ও তাহার খুরা, প্রাঙ্গণের যবনিকা, তাহার স্তম্ভ ও চুঙ্গি এবং প্রাঙ্গণের দ্বারের পর্দ্দা,
১৮ এবং আবাসের গোঁজ, প্রাঙ্গণের গোঁজ
১৯ ও উভয়ের রজ্জু, এবং পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্তে সূক্ষ্মশিল্পিত বস্ত্র, অর্থাৎ হারোণ যাজকের জন্য পবিত্র বস্ত্র ও যাজন-কর্ম্ম করণার্থে তাহার পুত্ত্রদের বস্ত্র।

২০ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী মোশির সম্মুখ হইতে প্রস্থান
২১ করিল। আর যাহাদের হৃদয়ে প্রবৃত্তি ও মনে ইচ্ছা হইল, তাহারা সকলে সমাগম-তাম্বু নির্ম্মাণ জন্য এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের ও পবিত্র বস্ত্রের জন্য সদাপ্রভুর
২২ উদ্দেশে উপহার আনিল। পুরুষ ও স্ত্রী যত লোক মনে ইচ্ছুক হইল, তাহারা সকলে আসিয়া বলয়, কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক ও হার, স্বর্ণময় সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার আনিল। যে কেহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্বর্ণের উপহার আনিতে চাহিল, সে
২৩ আনিল। আর যাহাদের নিকটে নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সূত্র, ছাগলোম, রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও তহশচর্ম্ম ছিল,
২৪ তাহারা প্রত্যেকে তাহা আনিল। যে কেহ রৌপ্য ও পিত্তলের উপহার উপস্থিত করিল, সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে সেই উপহার আনিল; এবং যাহার নিকটে কোন কার্য্যে প্রয়োগের নিমিত্তে শিটীম
২৫ কাষ্ঠ ছিল, সে তাহা আনিল। আর বিজ্ঞমনা স্ত্রীলোকেরা আপন আপন হস্তে সূতা কাটিয়া, তাহাদের কাটা নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সূত্র আনিল।
২৬ আর বিজ্ঞানে প্রবৃত্তমনা স্ত্রীলোকেরা
২৭ সকলে ছাগলোমের সূতা কাটিল। আর অধ্যক্ষগণ এফোদের ও বুকপাটার জন্য
২৮ গোমেদকাদি খচনার্থক মণি, এবং দীপের, অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্ত গন্ধদ্রব্য ও তৈল আনিলেন।
২৯ ইস্রায়েল-সন্তানগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার আনিল, সদাপ্রভু মোশি দ্বারা যাহা যাহা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রকার কর্ম্ম করণার্থে যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ে ইচ্ছা হইল, তাহারা প্রত্যেকে উপহার আনিল।

৩০ পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলেন, দেখ, সদাপ্রভু যিহূদা-বংশীয় হূরের পৌত্ত্র ঊরির পুত্ত্র বৎসলেলের
৩১ নাম ধরিয়া ডাকিলেন; আর তিনি তাঁহাকে ঈশ্বরের আত্মায়—জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, ও সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কৌশলে পরিপূর্ণ
৩২ করিলেন, যাহাতে তিনি কৌশলের কার্য্য কল্পনা করিতে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তলের
৩৩ কার্য্য করিতে, খচনার্থক মণি কাটিতে, কাষ্ঠ খুদিতে ও সর্ব্বপ্রকার কৌশলযুক্ত
৩৪ শিল্পকর্ম্ম করিতে পারেন। আর এই সকলের শিক্ষা দিতে তাঁহার ও দান-বংশীয় অহীষামকের পুত্ত্র অহলীয়াবের
৩৫ হৃদয়ে প্রবৃত্তি দিলেন। তিনি খুদিতে ও শিল্পকর্ম্ম করিতে এবং নীল, বেগুনে,

লাল ও সাদা মসীনা সূত্রে সূচিকর্ম্ম করিতে ও তাঁতির কর্ম্ম করিতে, অর্থাৎ যাবতীয় শিল্পকর্ম্ম ও চিত্রকর্ম্ম করিতে তাঁহাদের হৃদয় বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করিলেন।

৩৬ অতএব সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে পবিত্র স্থানের কার্য্য সকল কিরূপে করিতে হইবে, তাহা জানিতে সদাপ্রভু বৎসলেল ও অহলীয়াব এবং আর যাঁহাদিগকে বিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দিয়াছেন, সেই সকল বিজ্ঞমনা লোক কর্ম্ম করিবেন।

তাম্বু ও তৎসংক্রান্ত পাত্রাদি নির্ম্মাণ।

২ পরে মোশি বৎসলেল ও অহলীয়াবকে এবং সদাপ্রভু যাঁহাদের হৃদয়ে বিজ্ঞতা দিয়াছিলেন, সেই অন্য সকল বিজ্ঞমনা লোককে ডাকিলেন, অর্থাৎ সেই কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে উপস্থিত হইতে যাঁহাদের মনে প্রবৃত্তি জন্মিল, তাঁহাদিগকে ৩ ডাকিলেন। তাহাতে তাঁহারা পবিত্র স্থানের কার্য্যের উপাদান সম্পন্ন করণার্থে ইস্রায়েল-সন্তানগণের আনীত সমস্ত উপহার মোশির নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। আর লোকেরা তখনও প্রতি-প্রভাতে তাঁহার নিকটে ইচ্ছাপূর্ব্বক আরও দ্রব্য ৪ আনিতেছিল। তখন পবিত্র স্থানের সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত বিজ্ঞ লোক সকল আপন আপন কর্ম্ম হইতে আসিয়া মোশিকে ৫ কহিলেন, সদাপ্রভু যাহা যাহা রচনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, লোকেরা সেই রচনাকার্য্যের জন্য অতিরিক্ত অধিক ৬ বস্তু আনিতেছে। তাহাতে মোশি আজ্ঞা দিয়া শিবিরের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক পবিত্র স্থানের জন্য আর উপহার প্রস্তুত না ৭ করুক। তাহাতে লোকেরা আনিতে নিবৃত্ত হইল। কেননা সকল কর্ম্ম করণার্থে তাহাদের যথেষ্ট, এমন কি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য প্রস্তুত ছিল।

৮ পরে কর্ম্মকারী বিজ্ঞমনা লোক সকল পাকান সাদা মসীনা সূত্র, নীল, বেগুনে ও লাল সূত্রনির্ম্মিত দশ যবনিকা দ্বারা আবাস প্রস্তুত করিলেন; এবং সেই যবনিকা সমূহে শিল্পকারের কৃত করূব- ৯ গণের আকৃতি ছিল। প্রত্যেক যবনিকা আটাইশ হস্ত দীর্ঘ, ও প্রত্যেক যবনিকা চারি হস্ত প্রস্থ, সমস্ত যবনিকার একই ১০ পরিমাণ ছিল। পরে তিনি তাহার পাঁচ যবনিকা একত্র যোগ করিলেন, এবং অন্য পাঁচ যবনিকাও একত্র যোগ করিলেন। ১১ আর যোড়স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে নীলবর্ণ ঘুণ্টীঘরা করিলেন, এবং যোড়স্থানের দ্বিতীয় অন্ত্য যবনিকার ১২ মুড়াতেও তদ্রূপ করিলেন। প্রথম যবনিকাতে পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিলেন, এবং যোড়স্থানের দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিলেন; সেই দুই ঘুণ্টীঘরাশ্রেণী পরস্পর সম্মুখীন হইল। ১৩ পরে তিনি স্বর্ণের পঞ্চাশটী ঘুণ্টী গড়িয়া সেই ঘুণ্টীতে যবনিকা সকল পরস্পর যোড়া দিলেন; তাহাতে একই আবাস হইল।

১৪ পরে তিনি আবাসের উপরে আচ্ছাদনার্থক তাম্বুর নিমিত্তে ছাগলোমজাত যবনিকা সকল প্রস্তুত করিলেন; একাদশ ১৫ যবনিকা প্রস্তুত করিলেন। তাহার প্রত্যেক যবনিকা ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ, ও প্রত্যেক যবনিকা চারি হস্ত প্রস্থ; একাদশ যবনিকার একই পরিমাণ ছিল। ১৬ পরে তিনি পাঁচ যবনিকা পৃথক্ যোড়া

দিলেন, ও ছয় যবনিকা পৃথক্ যোড়া
১৭ দিলেন। আর যোড়স্থানের অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিলেন, এবং দ্বিতীয় যোড়স্থানের অন্ত্য যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিলেন।
১৮ আর যোড় দিয়া একই তাম্বু করণার্থে
১৯ পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুণ্টী গড়িলেন। পরে রক্তীকৃত মেষচর্ম্মে তাম্বুর এক ছাদ, আবার তাহার উপরে তহশচর্ম্মের এক ছাদ প্রস্তুত করিলেন।

২০ পরে তিনি আবাসের জন্য শিটীম কাষ্ঠের দাঁড় করান তক্তা সকল নির্ম্মাণ
২১ করিলেন। এক এক তক্তা দীর্ঘে দশ হস্ত ও প্রত্যেক তক্তা প্রস্থে দেড় হস্ত।
২২ প্রত্যেক তক্তাতে পরস্পর সংযুক্ত দুই দুই পায়া ছিল; এইরূপে তিনি আবাসের
২৩ সকল তক্তা প্রস্তুত করিলেন। তিনি আবাসের নিমিত্তে তক্তা প্রস্তুত করিলেন, দক্ষিণদিকে দক্ষিণ পার্শ্বের নিমিত্তে
২৪ বিংশতি তক্তা; আর সেই বিংশতি তক্তার নীচে রৌপ্যের চল্লিশ চুঙ্গি গড়িলেন, এক তক্তার নীচে তাহার দুই পায়ার নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, এবং অন্য অন্য তক্তার নীচেও তাহাদের দুই দুই পায়ার
২৫ নিমিত্তে দুই দুই চুঙ্গি গড়িলেন। আর আবাসের দ্বিতীয় পার্শ্বের নিমিত্তে উত্তর-
২৬ দিকে বিংশতি তক্তা করিলেন, ও সেইগুলির জন্য চল্লিশটী রৌপ্যের চুঙ্গি গড়িয়া দিলেন; এক তক্তার নীচে দুই দুই চুঙ্গি, ও অন্য অন্য তক্তার নীচেও
২৭ দুই দুই চুঙ্গি হইল। আর পশ্চিমদিকে আবাসের পশ্চাৎ পার্শ্বের নিমিত্তে ছয়
২৮ খানি তক্তা করিলেন। আর আবাসের সেই পশ্চাৎ ভাগে দুই কোণে দুই খানি
২৯ তক্তা রাখিলেন। সেই দুই তক্তার নীচে দোহারা ছিল, এবং সেইরূপে মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে অখণ্ড ছিল; এইরূপে তিনি দুই কোণের তক্তা
৩০ বদ্ধ করিলেন। তাহাতে আটখানি তক্তা, এবং সে গুলির রৌপ্যের ষোলটী চুঙ্গি হইল, এক এক তক্তার নীচে দুই দুই চুঙ্গি হইল।

৩১ পরে তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা অর্গল
৩২ প্রস্তুত করিলেন; আবাসের এক পার্শ্বের তক্তার জন্য পাঁচ অর্গল, আবাসের অন্য পার্শ্বের তক্তার জন্য পাঁচ অর্গল, এবং পশ্চিমদিকে আবাসের পশ্চাৎ পার্শ্বের
৩৩ তক্তার জন্য পাঁচ অর্গল। আর মধ্যবর্ত্তী অর্গলটীকে তক্তাগুলির মধ্যস্থান দিয়া এক প্রান্ত অবধি অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত
৩৪ বিস্তার করিলেন। পরে তিনি তক্তাগুলি স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং অর্গলের ঘর হইবার জন্য স্বর্ণের কড়া গড়িয়া অর্গলও স্বর্ণে মুড়িলেন।

৩৫ আর তিনি নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দিয়া তিরস্করিণী প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে করূবাকৃতি
৩৬ করিলেন, তাহা শিল্পকারের কর্ম্ম। আর তাহার নিমিত্তে শিটীম কাষ্ঠের চারি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং তাহাদের আঁকড়াও স্বর্ণের করিলেন, এবং তাহার জন্য রৌপ্যের চারি চুঙ্গি ঢালিলেন।

৩৭ পরে তিনি তাম্বুর দ্বারের নিমিত্তে নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা সূচি-ক্রিয়াবিশিষ্ট এক
৩৮ পর্দ্দা নির্ম্মাণ করিলেন। আর তাহার পাঁচ স্তম্ভ ও সেগুলির আঁকড়া করিলেন এবং ঐ সকলের মাথলা ও শলাকা স্বর্ণে মুড়িলেন, কিন্তু সেগুলির পাঁচ চুঙ্গি পিত্তল দিয়া গড়িলেন।

৩৭ আর বৎসলেল শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা সিন্দুক নির্ম্মাণ করিলেন; তাহা আড়াই হস্ত দীর্ঘ, দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত ২ উচ্চ করা হইল; আর ভিতর ও বাহির নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং তাহার চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিলেন। ৩ আর তাহার চারি পায়ার জন্য স্বর্ণের চারি কড়া ঢালিলেন; তাহার এক পার্শ্বে দুই কড়া ও অন্য পার্শ্বে দুই কড়া দিলেন। ৪ আর তিনি শিটীম কাষ্ঠের দুইটী বহন- ৫ দণ্ড করিয়া স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং সিন্দুক বহনার্থে ঐ বহন-দণ্ড সিন্দুকের দুই পার্শ্বস্থ কড়াতে প্রবেশ করাইলেন।

৬ পরে তিনি নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা পাপাবরণ প্রস্তুত করিলেন; তাহা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ করা হইল। ৭ আর পিটান স্বর্ণ দ্বারা দুই করূব নির্ম্মাণ করিয়া পাপাবরণের দুই মুড়াতে দিলেন। ৮ তাহার এক মুড়াতে এক করূব ও অন্য মুড়াতে অন্য করূব, পাপাবরণের দুই মুড়াতে তৎসহিত অখণ্ড দুই করূব ৯ দিলেন। তাহাতে সেই দুই করূব ঊর্দ্ধে পক্ষ বিস্তার করিয়া ঐ পক্ষ দ্বারা পাপা-বরণ আচ্ছাদন করিল, এবং তাহাদের মুখ পরস্পরের দিকে রহিল; করূবদের দৃষ্টি পাপাবরণের দিকে রহিল।

১০ পরে তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা মেজ নির্ম্মাণ করিলেন; তাহা দুই হস্ত দীর্ঘ, এক হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ করা ১১ হইল। আর তাহা নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িলেন, ও তাহার চারি দিকে স্বর্ণের নিকাল ১২ গড়িয়া দিলেন। আর তিনি তাহার নিমিত্তে চারিদিকে চারি অঙ্গুলি পরিমিত এক পার্শ্বকাষ্ঠ করিলেন, ও পার্শ্বকাষ্ঠের চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিলেন। ১৩ আর তাহার জন্য স্বর্ণের চারি কড়া ঢালিয়া তাহার চারি পায়ার চারি কোণে ১৪ রাখিলেন। সেই কড়া পার্শ্বকাষ্ঠের নিকটে ছিল, এবং মেজ বহনার্থ বহন- ১৫ দণ্ডের ঘর হইল। পরে তিনি মেজ বহনার্থ শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা দুই বহন-দণ্ড ১৬ করিয়া স্বর্ণে মুড়িলেন। আর মেজের উপরিস্থিত পাত্র সকল নির্ম্মাণ করিলেন, অর্থাৎ তাহার থাল, চমস, ঢালিবার জন্য সেকপাত্র ও শ্রুব সকল নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া নির্ম্মাণ করিলেন।

১৭ পরে তিনি নির্ম্মল পিটান স্বর্ণ দ্বারা দীপবৃক্ষ নির্ম্মাণ করিলেন; তাহার কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, কলিকা ও পুষ্প তৎ- ১৮ সহিত অখণ্ড ছিল। সেই দীপবৃক্ষের এক পার্শ্ব হইতে তিন শাখা, ও দীপ-বৃক্ষের অন্য পার্শ্ব হইতে তিন শাখা, এই ছয় শাখা তাহার পার্শ্ব হইতে নির্গত ১৯ হইল। এক শাখায় বাদাম পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার, এক কলিকা ও এক পুষ্প, এবং অন্য শাখায় বাদাম পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার, এক কলিকা ও এক পুষ্প, দীপবৃক্ষ হইতে ২০ নির্গত ছয় শাখায় এইরূপ হইল। আর দীপবৃক্ষের বাদাম পুষ্পের ন্যায় চারি গোলাধার ও তাহাদের কলিকা ও পুষ্প ২১ ছিল। আর দীপবৃক্ষের যে ছয়টী শাখা নির্গত হইল, সেগুলির এক শাখাদ্বয়ের নীচে তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা, অন্য শাখাদ্বয়ের নীচে তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা, ও অপর শাখাদ্বয়ের নীচে তৎ- ২২ সহ অখণ্ড এক কলিকা ছিল। এই কলিকা ও শাখা তৎসহিত অখণ্ড ছিল, এবং সমস্তই পিটান নির্ম্মল সুবর্ণের ২৩ একই বস্তু ছিল। আর তিনি তাহার

সাতটী প্রদীপ এবং তাহার চিমটা ও শীষধানী নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া নির্ম্মাণ করি-
২৪ লেন। তিনি এই দীপবৃক্ষ এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী এক তালন্ত পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিলেন।

২৫ পরে তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা ধূপবেদি নির্ম্মাণ করিলেন; তাহা এক হস্ত দীর্ঘ, এক হস্ত প্রস্থ ও দুই হস্ত উচ্চ চতুষ্কোণ; তাহার শৃঙ্গ সকল তাহার সহিত অখণ্ড
২৬ ছিল। পরে সেই বেদি, তাহার পৃষ্ঠ, তাহার চারি পার্শ্ব ও তাহার শৃঙ্গ সকল নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং তাহার চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিলেন।
২৭ আর তাহা বহিবার জন্য বহন-দণ্ডের ঘর করিয়া দিতে তাহার নিকালের নীচে দুই পার্শ্বের দুই কোণের নিকটে স্বর্ণের দুই
২৮ দুই কড়া গড়িয়া দিলেন। আর শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা বহন-দণ্ড প্রস্তুত করিলেন ও তাহা স্বর্ণে মুড়িলেন।

২৯ পরে তিনি গন্ধবণিকের প্রক্রিয়ানুসারে অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্যের নির্ম্মল ধূপ প্রস্তুত করিলেন।

৩৮ আর তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা হোম-বেদি নির্ম্মাণ করিলেন; তাহা পাঁচ হস্ত দীর্ঘ, পাঁচ হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ
২ চতুষ্কোণ করা হইল। আর তাহার চারি কোণের উপরে শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন; সেই শৃঙ্গ সকল তাহার সহিত অখণ্ড ছিল; তিনি তাহা পিত্তলে মুড়িলেন।
৩ পরে তিনি বেদির সমস্ত পাত্র, অর্থাৎ হাঁড়ী, হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও অঙ্গারধানী, এই সকল পাত্র পিত্তল দিয়া গড়িলেন।
৪ আর বেদির জন্য বেড়ের নীচে অধঃ অবধি মধ্য পর্য্যন্ত জালবৎ কাজ করা
৫ পিত্তলের ঝাঁঝরী প্রস্তুত করিলেন। তিনি বহন-দণ্ডের ঘর করিয়া দিতে সেই পিত্তলময় ঝাঁঝরীর চারি কোণে চারি কড়া
৬ ঢালিলেন। পরে তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা বহন-দণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া পিত্তলে
৭ মুড়িলেন। আর বেদি বহনার্থে তাহার পার্শ্বস্থ কড়াতে ঐ বহন-দণ্ড পরাইলেন; তিনি ফাঁপা রাখিয়া তাহা দিয়া বেদি নির্ম্মাণ করিলেন।

৮ আর যাহারা সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সেবার্থে শ্রেণীভূত হইত, সেই শ্রেণীভূত স্ত্রীলোকদের পিত্তলনির্ম্মিত দর্পণ দ্বারা তিনি প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার খুরা নির্ম্মাণ করিলেন।

৯ আর তিনি প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিলেন; দক্ষিণদিকে প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পার্শ্বে পাকান সাদা মসীনা সূত্রে এক শত হস্ত
১০ পরিমিত যবনিকা ছিল। তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও বিংশতি চুঙ্গি পিত্তলের এবং সেই স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা সকল
১১ রৌপ্যের ছিল। আর উত্তর দিকের যবনিকা এক শত হস্ত, ও তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও বিংশতি চুঙ্গি পিত্তলের, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা সকল রৌপ্যের
১২ ছিল। আর পশ্চিম পার্শ্বের যবনিকা পঞ্চাশ হস্ত, ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ চুঙ্গি, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা
১৩ সকল রৌপ্যের ছিল। আর পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ব পার্শ্বের দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ছিল।
১৪ প্রাঙ্গণের দ্বারের এক পার্শ্বের নিমিত্তে পনর হস্ত যবনিকা, তাহার তিন স্তম্ভ ও
১৫ তিন চুঙ্গি, এবং অন্য পার্শ্বের জন্যও সেইরূপ; প্রাঙ্গণের দ্বারের এদিক্ ওদিক্ পনর হস্ত যবনিকা ও তাহার তিন স্তম্ভ
১৬ ও তিন চুঙ্গি ছিল। প্রাঙ্গণের চারিদিকের সকল যবনিকা পাকান সাদা মসীনা

১৭ সূত্রে নির্ম্মিত। আর স্তম্ভের চুঙ্গি সকল পিত্তলময়, স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা সকল রৌপ্যময়, ও তাহার মাথলা রৌপ্য-মণ্ডিত, এবং প্রাঙ্গণের সকল স্তম্ভ
১৮ রৌপ্যের শলাকায় সংযুক্ত ছিল। আর প্রাঙ্গণের দ্বারের পর্দ্দা নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রের সূচিকর্ম্মে- প্রস্তুত, এবং তাহার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত, আর প্রাঙ্গণের যবনিকার ন্যায় উচ্চতা প্রস্থপরিমাণে পঞ্চ হস্ত।
১৯ আর তাহার চারি স্তম্ভ ও চারি চুঙ্গি পিত্তলের ও আঁকড়া রৌপ্যের, এবং তাহার মাথলা রৌপ্যমণ্ডিত ও শলাকা
২০ রৌপ্যময় ছিল। আর আবাসের ও প্রাঙ্গণের চারিদিকের গোঁজ সকল পিত্তল-ময় ছিল।

২১ আবাসের, সাক্ষ্যের আবাসের, দ্রব্য-সংখ্যার বিবরণ এই। মোশির আজ্ঞা-নুসারে সেই সমস্ত গণনা করা হইল; লেবীয়দের কার্য্য বলিয়া তাহা হারোণ যাজকের পুত্ত্র ঈথামরের দ্বারা করা
২২ হইল। আর সদাপ্রভু মোশিকে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে যিহূদা-বংশজাত হূরের পৌত্ত্র ঊরির পুত্ত্র বৎসলেল সকলই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।
২৩ আর দান-বংশজাত অহীষামকের পুত্ত্র অহলীয়াব তাঁহার সহকারী ছিলেন; তিনি খোদক ও শিল্পকুশল, এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রের শিল্পকার ছিলেন।

২৪ পবিত্র আবাস নির্ম্মাণের সমস্ত কর্ম্মে এই সকল স্বর্ণ লাগিল, উপহারের সমস্ত স্বর্ণ পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে ঊনত্রিশ তালন্ত সাত শত ত্রিশ শেকল
২৫ ছিল। আর মণ্ডলীর গণিত লোকদের রৌপ্য পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত তালন্ত এক সহস্র সাত শত
২৬ পঁচাত্তর শেকল ছিল। গণিত প্রত্যেক লোকের জন্য, অর্থাৎ যাহারা বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিল, সেই ছয় লক্ষ তিন সহস্র সাড়ে পাঁচ শত লোকের মধ্যে প্রত্যেক জনের জন্য এক এক বেকা, অর্থাৎ পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে অৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধ
২৭ শেকল দিতে হইয়াছিল। সেই এক শত তালন্ত রৌপ্যে পবিত্র স্থানের চুঙ্গি ও তিরস্করিণীর চুঙ্গি ঢালা গিয়াছিল; এক শত চুঙ্গির কারণ এক শত তালন্ত, এক এক চুঙ্গির কারণ এক এক তালন্ত ব্যয়
২৮ হইয়াছিল। আর ঐ এক সহস্র সাত শত পঁচাত্তর শেকলে তিনি স্তম্ভ সকলের জন্য আঁকড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ও তাহাদের মাথলা মণ্ডিত ও শলাকায়
২৯ সংযুক্ত করিয়াছিলেন। আর উপহারের পিত্তল সত্তর তালন্ত দুই সহস্র চারি
৩০ শত শেকল ছিল। তাহা দ্বারা তিনি সমাগম-তাম্বুর দ্বারের চুঙ্গি, পিত্তলময় বেদি ও তাহার পিত্তলময় ঝাঁঝরী ও
৩১ বেদির সকল পাত্র, এবং প্রাঙ্গণের চারি-দিকের চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের দ্বারের চুঙ্গি ও আবাসের সকল গোঁজ ও প্রাঙ্গণের চারি-দিকের গোঁজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৩৯ পরে শিল্পীরা নীল, বেগুনে ও লাল সূত্র দ্বারা পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থ সূক্ষ্মশিল্পিত বস্ত্র প্রস্তুত করিলেন, বিশে-ষতঃ হারোণের জন্য পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে
২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণ দ্বারা এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা এফোদ নির্ম্মাণ করি-

৩ লেন। ফলতঃ তাঁহারা স্বর্ণ পিটাইয়া পাত করিয়া শিল্পকর্ম্মের নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সূত্রের মধ্যে বুনিবার জন্য তাহা কাটিয়া তার প্রস্তুত ৪ করিলেন। আর তাঁহারা যোড়া দিবার জন্য তাহার দুই স্কন্ধপটি প্রস্তুত করিলেন; দুই মুড়াতে পরস্পর যোড়া দেওয়া ৫ গেল; আর তাহা বন্ধ করিবার জন্য শিল্পকর্ম্মে বোনা যে পটুকা তাহার উপরে ছিল, তাহা তৎসহিত অখণ্ড, এবং সেই বস্ত্রের তুল্য ছিল, তাহা স্বর্ণ দ্বারা এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা প্রস্তুত হইল; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৬ পরে তাঁহারা ক্ষোদিত মুদ্রার ন্যায় ইস্রায়েলের পুত্রদের নামে ক্ষোদিত স্বর্ণময় স্থালীতে খচিত দুই গোমেদক মণি খুদি- ৭ লেন। আর এফোদের দুই স্কন্ধপটির উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের স্মরণার্থক মণিস্বরূপে তাহা বসাইলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৮ পরে এফোদের কর্ম্মের ন্যায় তিনি স্বর্ণ দ্বারা এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা শিল্প- ৯ কর্ম্মের বুকপাটা প্রস্তুত করিলেন। তাহা চতুষ্কোণ; তাঁহারা সেই বুকপাটা দোহারা করিলেন; তাহা এক বিঘত দীর্ঘ ও এক বিঘত প্রস্থ ও দোহারা করিলেন। ১০ আর তাহা চারি পঙ্ক্তি মণিতে খচিত করিলেন; তাহার প্রথম পঙ্ক্তিতে চুণী, ১১ পীতমণি ও মরকত, দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে ১২ পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও হীরক, তৃতীয় পঙ্ক্তিতে পেরোজ, যিস্ম ও কটাহেলা, ১৩ এবং চতুর্থ পঙ্ক্তিতে বৈদূর্য্য, গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত ছিল; স্বর্ণস্থালী এই সকল ১৪ মণিতে খচিত হইল। এই সকল মণি ইস্রায়েলের পুত্রদের নামানুসারে হইল, তাঁহাদের নামানুসারে দ্বাদশটী হইল; মুদ্রার ন্যায় ক্ষোদিত প্রত্যেক মণিতে দ্বাদশ বংশের জন্য এক এক পুত্রের ১৫ নাম হইল। পরে তাঁহারা বুকপাটায় নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা মালাবৎ পাকান দুই ১৬ শৃঙ্খল গড়িলেন। আর স্বর্ণের দুই স্থালী ও স্বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া বুকপাটার দুই প্রান্তে সেই দুই কড়া ১৭ বদ্ধ করিলেন। আর বুকপাটার প্রান্তস্থিত দুই কড়ার মধ্যে পাকান স্বর্ণের ১৮ সেই দুই শৃঙ্খল রাখিলেন। এবং পাকান শৃঙ্খলের দুই মুড়া দুই স্থালীতে বদ্ধ করিয়া এফোদের সম্মুখে দুই স্কন্ধ- ১৯ পটির উপরে রাখিলেন। আর স্বর্ণের দুইটী কড়া গড়িয়া বুকপাটার দুই প্রান্তে ভিতরভাগে এফোদের সম্মুখস্থ মুড়াতে ২০ রাখিলেন। এবং স্বর্ণের দুইটী কড়া গড়িয়া এফোদের দুই স্কন্ধপটির নীচে তাহার সম্মুখভাগে তাহার যোড়ের স্থানে এফোদের বুনানি করা পটুকার উপরে ২১ রাখিলেন। আর বুকপাটা যেন এফোদের শিল্পিত পটুকার উপরে থাকে, এফোদ হইতে খসিয়া না যায়, এই জন্য তাঁহারা কড়াতে নীল সূত্র দিয়া এফোদের কড়ার সহিত বুকপাটা বদ্ধ করিয়া রাখিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

২২ পরে তিনি এফোদের পরিচ্ছদ বুনিলেন; তাহা তন্তুবায়ের কৃত ও সমুদয় ২৩ নীলবর্ণ। আর সেই পরিচ্ছদের গলা তাহার মধ্যস্থানে ছিল; তাহা বর্ম্মের গলার সদৃশ; তাহা যেন ছিঁড়িয়া না যায়, এই জন্য সেই গলার চারিদিকে

২৪ ধারি ছিল। আর তাঁহারা ঐ পরিচ্ছদের আঁচলে নীল, বেগুনে ও লাল পাকান
২৫ সূত্রে দাড়িম নির্ম্মাণ করিলেন। পরে তাঁহারা নির্ম্মল স্বর্ণের কিঙ্কিণী গড়িলেন ও সেই কিঙ্কিণীগুলি দাড়িমের মধ্যে মধ্যে পরিচ্ছদের আঁচলের চারিদিকে
২৬ দাড়িমের মধ্যে মধ্যে দিলেন। পরিচর্য্যার্থক পরিচ্ছদের আঁচলে চারিদিকে এক কিঙ্কিণী ও এক দাড়িম, এক কিঙ্কিণী ও এক দাড়িম, এইরূপ করিলেন ; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

২৭ পরে তাঁহারা হারোণের ও তাঁহার পুত্রগণের জন্য সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা
২৮ তন্তুবায়ের নির্ম্মিত অঙ্গরক্ষিণী, ও সাদা মসীনা সূত্রনির্ম্মিত উষ্ণীষ ও সাদা মসীনা সূত্রনির্ম্মিত শিরোভূষণ ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রনির্ম্মিত শুক্ল জাঙ্ঘিয়া প্রস্তুত
২৯ করিলেন। আর পাকান সাদা মসীনা সূত্রে, এবং নীল, বেগুনে ও লাল সূত্রে সূচিকর্ম্ম দ্বারা এক কটিবন্ধন প্রস্তুত করিলেন ; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৩০ পরে তাঁহারা নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা পবিত্র মুকুটের পাত প্রস্তুত করিলেন, এবং ক্ষোদিত মুদ্রার ন্যায় তাহার উপরে লিখিলেন, 'সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র'।
৩১ পরে ঊর্দ্ধে উষ্ণীষের উপরে রাখিবার জন্য তাহা নীল সূত্র দিয়া বাঁধিলেন ; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৩২ এই প্রকারে সমাগম-তাম্বুরূপ আবাসের সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইল ; মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-
৩৩ সন্তানগণ সমস্ত কর্ম্ম করিল। পরে তাহারা মোশির নিকটে ঐ আবাস আনিল, তাম্বু, তৎসংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্য, এবং ঘুণ্টী, তক্তা, অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি,
৩৪ রক্তীকৃত মেষ-চর্ম্মনির্ম্মিত ছাদ, তহশ-চর্ম্মনির্ম্মিত ছাদ ও ব্যবধানের তিরস্করিণী,
৩৫ এবং সাক্ষ্য-সিন্দুক ও তাহার বহন-দণ্ড,
৩৬ পাপাবরণ এবং মেজ, তাহার সমস্ত পাত্র
৩৭ ও দর্শন-রুটী, নির্ম্মল দীপবৃক্ষ, তাহার প্রদীপ সকল অর্থাৎ প্রদীপাবলি, তাহার
৩৮ সমস্ত পাত্র ও দীপার্থ তৈল, এবং স্বর্ণময় বেদি, অভিষেকার্থ তৈল, ধূপার্থ সুগন্ধি
৩৯ দ্রব্য ও তাম্বু-দ্বারের পর্দ্দা, পিত্তলময় বেদি, তাহার পিত্তলময় ঝাঁঝরী, তাহার বহন-দণ্ড ও সমস্ত পাত্র, প্রক্ষালন-পাত্র
৪০ ও তাহার খুরা, এবং প্রাঙ্গণের যবনিকা, তাহার স্তম্ভ ও চুঙ্গি এবং প্রাঙ্গণ-দ্বারের পর্দ্দা, ও তাহার রজ্জু, গোঁজ ও সমাগম-তাম্বুর জন্য আবাসের কার্য্যের সমস্ত
৪১ পাত্র, পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থ সূক্ষ্মশিল্পিত বস্ত্র, হারোণ যাজকের পবিত্র বস্ত্র ও তাঁহার পুত্রদের যাজনকর্ম্ম সম্বন্ধীয়
৪২ বস্ত্র। সদাপ্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েল-
৪৩ সন্তানগণ সমস্তই সম্পন্ন করিল। পরে মোশি ঐ সকল কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, তাহারা করিয়াছে ; সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই করিয়াছে ; আর মোশি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাম্বুর স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা।

৪০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২ তুমি প্রথম মাসের প্রথম দিনে সমাগম-
৩ তাম্বুরূপ আবাস স্থাপন করিবে। আর তাহার মধ্যে সাক্ষ্য-সিন্দুক রাখিয়া তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সেই সিন্দুক আড়াল
৪ করিবে। পরে মেজ ভিতরে আনিয়া

তাহার উপরে সাজাইবার দ্রব্য সাজাইয়া রাখিবে, এবং দীপবৃক্ষ ভিতরে আনিয়া তাহার প্রদীপ সকল জ্বালিয়া দিবে।
৫ আর স্বর্ণময় ধূপবেদি সাক্ষ্য-সিন্দুকের সম্মুখে রাখিবে, এবং আবাস-দ্বারের
৬ পর্দ্দা টাঙ্গাইবে। আর সমাগম-তাম্বুরূপ আবাসের দ্বারের সম্মুখে হোমবেদি
৭ রাখিবে। আর সমাগম-তাম্বু ও বেদির মধ্যে প্রক্ষালন-পাত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে
৮ জল দিবে। আর চারিদিকে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিবে ও প্রাঙ্গণের দ্বারে পর্দ্দা
৯ টাঙ্গাইবে। পরে অভিষেকার্থ তৈল লইয়া আবাস ও তাহার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বস্তু অভিষেক করিয়া তাহা ও তৎ-সংক্রান্ত সকল দ্রব্য পবিত্র করিবে;
১০ তাহাতে তাহা পবিত্র হইবে। আর তুমি হোমবেদি ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত পাত্র অভিষেক করিয়া, হোমবেদি পবিত্র করিবে; তাহাতে সেই বেদি অতি
১১ পবিত্র হইবে। আর তুমি প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার খুরা অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবে।

১২ পরে তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্র-গণকে সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে আনিয়া
১৩ জলে স্নান করাইবে। আর হারোণকে পবিত্র বস্ত্র সকল পরাইবে এবং অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবে, তাহাতে তাহারা
১৪ আমার যাজনকর্ম্ম করিবে। আর তাহার পুত্রগণকে আনিয়া অঙ্গরক্ষিণী পরাইবে।
১৫ আর তাহাদের পিতাকে যেমন অভিষেক করিয়াছ, তদ্রূপ তাহাদিগকেও অভিষেক করিবে, তাহাতে তাহারা আমার যাজন-কর্ম্ম করিবে; তাহাদের সেই অভিষেক পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী যাজকত্বের জন্য
১৬ হইবে। মোশি এইরূপ করিলেন; তিনি সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলেন।

১৭ পরে দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাস স্থাপিত হইল।
১৮ মোশি আবাস স্থাপন করিলেন, তাহার চুঙ্গি দিলেন, তক্তা বসাইলেন, অর্গল ভিতরে দিলেন ও তাহার স্তম্ভ সকল
১৯ তুলিলেন। পরে ঐ আবাসের উপরে তাম্বু বিস্তার করিলেন, এবং তাম্বুর উপরে ছাদ দিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

২০ পরে তিনি সাক্ষ্যলিপি লইয়া সিন্দুকের মধ্যে রাখিলেন, সিন্দুকে বহন-দণ্ড দিলেন, এবং সিন্দুকের উপরে পাপাবরণ রাখি-
২১ লেন, আর আবাসের মধ্যে সিন্দুক আনিলেন এবং ব্যবধানের তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সাক্ষ্য-সিন্দুক আড়াল করিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়া-ছিলেন।

২২ পরে তিনি আবাসের উত্তর পার্শ্বে তিরস্করিণীর বাহিরে সমাগম-তাম্বুতে মেজ
২৩ রাখিলেন, এবং তাহার উপরে সদাপ্রভুর সম্মুখে রুটী সাজাইয়া রাখিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

২৪ পরে তিনি সমাগম-তাম্বুতে মেজের সম্মুখে আবাসের পার্শ্বে দক্ষিণদিকে দীপ-
২৫ বৃক্ষ রাখিলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

২৬ পরে তিনি সমাগম-তাম্বুতে তির-
২৭ স্করিণীর সম্মুখে স্বর্ণবেদি রাখিলেন, এবং তাহার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়া-ছিলেন।

২৮ পরে তিনি আবাসের দ্বারে পর্দ্দা

২৯ টাঙ্গাইলেন। আর তিনি সমাগম-তাম্বুরূপ আবাসের দ্বারসমীপে হোমবেদি রাখিয়া তাহার উপরে হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৩০ পরে তিনি সমাগম-তাম্বু ও বেদির মধ্যস্থানে প্রক্ষালন-পাত্র রাখিয়া তাহার ৩১ মধ্যে প্রক্ষালনার্থ জল দিলেন। তাহা হইতে মোশি, হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণ আপন আপন হস্ত পদ ধৌত করিতেন; ৩২ যখন তাঁহারা সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিতেন, কিম্বা বেদির নিকটবর্ত্তী হইতেন, তৎকালে ধৌত করিতেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ৩৩ পরে তিনি আবাসের ও বেদির চারিদিকে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিলেন, এবং প্রাঙ্গণের দ্বারের পর্দ্দা টাঙ্গাইলেন। এইরূপে মোশি কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

৩৪ তখন মেঘ সমাগম-তাম্বু আচ্ছাদন করিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস ৩৫ পরিপূর্ণ করিল। তাহাতে মোশি সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, কারণ মেঘ তাহার উপরে অবস্থিতি করিতেছিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ করিয়াছিল।

৩৬ আর আবাসের উপর হইতে মেঘ নীত হইলে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের প্রত্যেক যাত্রায় অগ্রসর হইত। ৩৭ কিন্তু মেঘ যদি ঊর্দ্ধে নীত না হইত, তবে যে দিন ঊর্দ্ধে নীত না হইত, সে দিন পর্য্যন্ত তাহারা যাত্রা করিত না। ৩৮ কেননা সমস্ত ইস্রায়েল-কুলের দৃষ্টিগোচরে তাহাদের সমস্ত যাত্রাতে দিবাতে সদাপ্রভুর মেঘ এবং রাত্রিতে অগ্নি আবাসের উপরে অবস্থিতি করিত।

লেবীয় পুস্তক।

হোমবলির নিয়ম।

১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে ডাকিয়া সমাগম-তাম্বু হইতে এই কথা কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, তোমাদের কেহ যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করে, তবে সে পশুপাল হইতে অর্থাৎ গোরু কিম্বা মেষপাল হইতে আপন উপহার লইয়া উৎসর্গ করুক।

৩ সে যদি গোপাল হইতে হোমবলির উপহার দেয়, তবে নির্দ্দোষ এক পুংপশু আনিবে; সদাপ্রভুর সম্মুখে গ্রাহ্য হইবার জন্য সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে আনয়ন ৪ করিবে। পরে হোমবলির মস্তকে হস্তার্পণ করিবে; আর তাহা তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহার পক্ষে গ্রাহ্য হইবে। ৫ পরে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই গোবৎস হনন করিবে, ও হারোণের পুত্র যাজকগণ তাহার রক্ত নিকটে আনিবে, এবং সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে স্থিত বেদির উপরে সেই রক্ত চারিদিকে প্রক্ষেপ ৬ করিবে। আর সে ঐ হোমবলির চর্ম্ম খুলিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। ৭ পরে হারোণ যাজকের পুত্রগণ বেদির

উপরে অগ্নি রাখিবে, ও অগ্নির উপরে ৮ কাষ্ঠ সাজাইবে। আর হারোণের পুত্র্র যাজকেরা সেই বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে তাহার খণ্ড সকল এবং ৯ মস্তক ও মেদ রাখিবে। কিন্তু তাহার অন্ত্র ও পদ জলে ধৌত করিবে; পরে যাজক বেদির উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে; ইহা হোমবলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার।

১০ আর যদি সে মেষের কিম্বা ছাগের পাল হইতে হোমবলিরূপে উপহার দেয়, তবে নির্দ্দোষ এক পুংপশু আনিবে। ১১ আর তাহা বেদির পার্শ্বে উত্তরদিকে সদাপ্রভুর সম্মুখে হনন করিবে, এবং হারোণের পুত্র্র যাজকেরা বেদির উপরে চারিদিকে তাহার রক্ত প্রক্ষেপ করিবে। ১২ পরে সে তাহা খণ্ড খণ্ড করিবে, আর যাজক মস্তক ও মেদশুদ্ধ তাহা বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে ১৩ সাজাইবে। কিন্তু তাহার অন্ত্র ও পদ জলে ধৌত করিবে; পরে যাজক সমস্তটা উৎসর্গ করিয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিবে; তাহা হোমবলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার।

১৪ আর যদি সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পক্ষিগণ হইতে হোমবলির উপহার দেয়, তবে ঘুঘু কিম্বা কপোতশাবকদের মধ্য ১৫ হইতে আপন উপহার দিবে। পরে যাজক তাহা বেদির নিকটে আনিয়া তাহার মস্তক মুচড়াইয়া তাহাকে বেদিতে দগ্ধ করিবে, এবং তাহার রক্ত বেদির ১৬ পার্শ্বে নিষ্পীড়ন করিবে। পরে সে তাহার মলের সহিত আমাশয় লইয়া বেদির পূর্ব্ব পার্শ্বে ভস্মের স্থানে নিক্ষেপ ১৭ করিবে। পরে উহার পক্ষ ভাঙ্গিবে, কিন্তু পক্ষীটী ছিঁড়িয়া ফেলিবে না; এবং যাজক বেদির উপরে, অগ্নির উপরিস্থ কাষ্ঠের উপরে তাহাকে দগ্ধ করিবে; তাহা হোমবলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার।

ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের নিয়ম।

২ আর কেহ যখন সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভক্ষ্য-নৈবেদ্য উপহার দেয়, তখন সূক্ষ্ম সূজি তাহার উপহার হইবে, এবং সে তাহার উপরে তৈল ঢালিবে ও কুন্দুরু ২ দিবে; আর হারোণের পুত্র্র যাজকদের নিকটে সে তাহা আনিবে, এবং সে তাহা হইতে এক মুষ্টি সূক্ষ্ম সূজি ও তৈল এবং সমস্ত কুন্দুরু লইবে; পরে যাজক সেই নৈবেদ্যের স্মরণার্থক অংশ বলিয়া তাহা বেদির উপরে দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত ৩ উপহার। এই ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের অবশিষ্ট অংশ হারোণের ও তাহার পুত্র্রগণের হইবে; সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া ইহা অতি পবিত্র।

৪ আর যদি তুমি তুন্দুরে পক্ব ভক্ষ্য-নৈবেদ্য উপহার দেও, তবে তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম সূজির পিষ্টক বা তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী দিতে হইবে। ৫ আর যদি তুমি ভর্জ্জনপাত্রে ভর্জ্জিত ভক্ষ্য-নৈবেদ্য উপহার দেও, তবে তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম সূজি দিতে ৬ হইবে। তুমি তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার উপরে তৈল ঢালিবে; ইহা ভক্ষ্য-নৈবেদ্য।

৭ আর যদি তুমি কটাহে পক্ব ভক্ষ্য-নৈবেদ্য উপহার দেও, তবে তৈলপক্ব সূক্ষ্ম ৮ সূজি দিতে হইবে। এই সকল দ্রব্যের

যে ভক্ষ্য-নৈবেদ্য তুমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে দিবে; তাহা আনিয়া যাজককে দিও, সে ৯ তাহা বেদির নিকটে আনিবে। এবং যাজক সেই ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের স্মরণার্থক অংশ লইয়া বেদিতে দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত ১০ উপহার। আর সেই ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের অবশিষ্ট অংশ হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে; সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া তাহা অতি পবিত্র।

১১ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে কোন ভক্ষ্য-নৈবেদ্য আনিবে, তাহা তাড়ীতে প্রস্তুত হইবে না, কেননা তোমরা তাড়ী কিম্বা মধু, ইহার কিছুই সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া দগ্ধ ১২ করিবে না। তোমরা অগ্রিমাংশের উপহার বলিয়া তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিতে পার, কিন্তু সৌরভার্থে বেদির উপরে তাহা রাখা যাইবে না। ১৩ আর তুমি আপন ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের প্রত্যেক উপহার লবণাক্ত করিবে; তুমি আপন ভক্ষ্য-নৈবেদ্যে আপন ঈশ্বরের নিয়মের লবণদানে ত্রুটি করিবে না; তোমার যাবতীয় উপহারের সহিত লবণ দিবে।

১৪ আর যদি তুমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে আশুপক্ক শস্যের ভক্ষ্য-নৈবেদ্য নিবেদন কর, তবে তোমার আশুপক্ক শস্যের ভক্ষ্য-নৈবেদ্যরূপে অগ্নিতে ঝল্‌সান শীষ অর্থাৎ মর্দ্দিত কোমল শীষ নিবেদন ১৫ করিবে। এবং তাহার উপরে তৈল দিবে ও কুন্দুরু রাখিবে; ইহা ভক্ষ্য-১৬ নৈবেদ্য। পরে যাজক তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে কিছু মর্দ্দিত শস্য, কিছু তৈল ও সমস্ত কুন্দুরু দগ্ধ করিবে; ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

মঙ্গলার্থক বলিদানের নিয়ম।

৩ কাহারও উপহার যদি মঙ্গলার্থক বলিদান হয়, এবং সে গোপাল হইতে পুং কিম্বা স্ত্রী গোরু দেয়, তবে সে সদাপ্রভুর ২ সম্মুখে নির্দ্দোষ পশু আনিবে। সে আপন উপহারের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে তাহাকে হনন করিবে; পরে হারোণের পুত্র যাজকগণ তাহার রক্ত বেদির উপরে চারিদিকে ৩ প্রক্ষেপ করিবে। পরে সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে সেই মঙ্গলার্থক বলি সম্বন্ধীয় অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে, তাহার আঁতড়িঢাকা মেদ ও অন্ত্রোপরিস্থিত সমস্ত ৪ মেদ, এবং দুই মেটিয়া, তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার সহিত ছাড়াইয়া লইবে। ৫ পরে হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরিস্থ অগ্নির, কাষ্ঠের ও হব্যের উপরে তাহা দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার।

৬ আর যদি সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলিদানের উপহার মেষাদিপাল হইতে দেয়, তবে সে নির্দ্দোষ পুং কিম্বা ৭ স্ত্রী পশু উৎসর্গ করিবে। কেহ যদি উপহারার্থে মেষশাবক দেয়, তবে সে ৮ সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা আনিবে; আর আপন উপহারের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সমাগম-তাম্বুর সম্মুখে তাহাকে হনন করিবে, এবং হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরে চারিদিকে তাহার রক্ত প্রক্ষেপ ৯ করিবে। আর মঙ্গলার্থক বলি হইতে কিছু লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে; ফলতঃ তাহার মেদ ও সমস্ত লাঙ্গুল মেরুদণ্ডের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইবে, আর আঁতড়ি-

ঢাকা মেদ ও অন্ত্রের উপরিস্থ সমস্ত মেদ,
১০ এবং দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ, এবং যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার সহিত ছাড়াইয়া লইবে।
১১ পরে যাজক তাহা বেদির উপরে দগ্ধ করিবে; ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপ ভক্ষ্য।
১২ আর যদি সে উপহারার্থে ছাগল দেয়, তবে সে তাহা সদাপ্রভুর সম্মুখে আনিবে;
১৩ তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সমাগম-তাম্বুর সম্মুখে তাহাকে হনন করিবে, এবং হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরে চারিদিকে তাহার রক্ত প্রক্ষেপ করিবে।
১৪ পরে সে তাহা হইতে আপনার উপহার, সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে, অর্থাৎ আঁতড়িঢাকা মেদ ও অন্ত্রের উপরিস্থ সমস্ত মেদ এবং
১৫ দুই মেটিয়া, তাহার উপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ, ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক
১৬ মেটিয়ার সহিত ছাড়াইয়া লইবে। পরে যাজক বেদির উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে; তাহা সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহাররূপ ভক্ষ্য; সমস্ত মেদ সদাপ্রভুর।
১৭ তোমাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের সকল নিবাসে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি এই, তোমরা মেদ ও রক্ত কিছুই ভোজন করিবে না।

পাপার্থক ও দোষার্থক বলিদানের নিয়ম।

৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, কেহ যদি প্রমাদবশতঃ পাপ করে, অর্থাৎ সদাপ্রভুর আজ্ঞানিষিদ্ধ কর্ম্মের কোন
৩ এক কর্ম্ম যদি করে; বিশেষতঃ অভিষিক্ত যাজক যদি এমন পাপ করে, যাহাতে লোকদের উপরে দোষ অর্শে, তবে সে স্বকৃত পাপের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে নির্দ্দোষ এক গোবৎস পাপার্থক বলিরূপে
৪ উৎসর্গ করিবে। পরে সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই গোবৎস আনিবে; তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন
৫ করিবে। আর অভিষিক্ত যাজক সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া সমাগম-
৬ তাম্বুর মধ্যে আনিবে। আর যাজক সেই রক্তে আপন অঙ্গুলি ডুবাইয়া পবিত্র স্থানের তিরস্করিণীর অগ্রভাগে সদাপ্রভুর সম্মুখে সাত বার তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত
৭ ছিটাইয়া দিবে। পরে যাজক সেই রক্তের কিছু লইয়া সমাগম-তাম্বুর মধ্যে সদাপ্রভুর সম্মুখে স্থিত সুগন্ধি ধূপের বেদির শৃঙ্গে দিবে, পরে গোবৎসের সমস্ত রক্ত লইয়া সমাগম-তাম্বুর দ্বারে স্থিত হোমবেদির
৮ মূলে ঢালিবে। আর পাপার্থক বলির গোবৎসের সমস্ত মেদ, অর্থাৎ আঁতড়িঢাকা মেদ, অন্ত্রের উপরিস্থিত সমস্ত মেদ,
৯ এবং দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার সহিত ছাড়াইয়া লইবে।
১০ মঙ্গলার্থক বলির গোবৎস হইতে যেমন লইতে হয়, তদ্রূপ লইবে; এবং যাজক হোমবেদির উপরে তাহা দগ্ধ করিবে।
১১ পরে ঐ গোবৎসের চর্ম্ম, সমস্ত মাংস,
১২ মস্তক ও পদ, অন্ত্র ও গোময়, সর্ব্বশুদ্ধ বৎসটী লইয়া শিবিরের বাহিরে কোন শুচি স্থানে, ভস্ম ফেলিয়া দিবার স্থানে, আনিয়া কাষ্ঠের উপরে অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে; ভস্ম ফেলিয়া দিবার স্থানেই তাহা পোড়াইতে হইবে।

১৩ আর ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলী যদি প্রমাদবশতঃ পাপ করে, এবং তাহা সমাজের দৃষ্টির অগোচর থাকে, এবং সদাপ্রভুর আজ্ঞানিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিয়া ১৪ যদি দোষী হয়, তবে তাহাদের কৃত সেই পাপ যখন জ্ঞাত হইবে, তৎকালে সমাজ পাপার্থক বলিরূপে এক গোবৎস উৎসর্গ করিবে; লোকেরা সমাগম-তাম্বুর ১৫ সম্মুখে তাহাকে আনিবে। পরে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গ সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই গোবৎসের মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন ১৬ করা যাইবে। পরে অভিষিক্ত যাজক সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত সমাগম- ১৭ তাম্বুমধ্যে আনিবে। আর যাজক সেই রক্তে আপন অঙ্গুলি ডুবাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ তিরস্করিণীর অগ্রে, সদাপ্রভুর ১৮ সম্মুখে সাত বার ছিটাইবে। এবং সেই রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া সমাগম-তাম্বুর মধ্যে সদাপ্রভুর সম্মুখে স্থিত বেদির শৃঙ্গের উপরে দিবে; পরে সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে স্থিত হোমবেদির মূলে ১৯ অন্য সমস্ত রক্ত ঢালিয়া দিবে। আর বলি হইতে তাহার সমস্ত মেদ লইয়া বেদির ২০ উপরে দগ্ধ করিবে। সে ঐ পাপার্থক বলির বৎসকে যেরূপ করে, ইহাকেও তদ্রূপ করিবে; এইরূপে যাজক তাহাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে ২১ তাহাদের পাপের ক্ষমা হইবে। পরে সে গোবৎসকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রথম বৎসটী যেমন পোড়াইয়াছিল, তেমনি তাহাকেও পোড়াইয়া দিবে; ইহা সমাজের পাপার্থক বলিদান।

২২ আর যদি কোন অধ্যক্ষ পাপ করে, অর্থাৎ প্রমাদবশতঃ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিয়া ২৩ দোষী হয়, তবে তাহার কৃত সেই পাপ যখন সে জ্ঞাত হইবে, তৎকালে আপনার উপহার বলিয়া এক নির্দ্দোষ পুংছাগ ২৪ আনিবে। পরে ঐ ছাগের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হোমবলি হননের স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন করিবে; ২৫ ইহা পাপার্থক বলিদান। পরে যাজক আপন অঙ্গুলি দ্বারা সেই পাপার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হোমবেদির শৃঙ্গের উপরে দিবে, এবং তাহার রক্ত হোম- ২৬ বেদির মূলে ঢালিয়া দিবে। আর মঙ্গলার্থক বলিদানের মেদের ন্যায় তাহার সমস্ত মেদ লইয়া বেদিতে দগ্ধ করিবে; এইরূপে যাজক তাহার পাপমোচনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।

২৭ আর সাধারণ লোকদের মধ্যে যদি কেহ প্রমাদবশতঃ সদাপ্রভুর কোন আজ্ঞানিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা পাপ করিয়া ২৮ দোষী হয়, তবে সে যখন আপনার কৃত পাপ জ্ঞাত হইবে, তখন আপনার কৃত সেই পাপের জন্য আপনার উপহার বলিয়া পালের মধ্য হইতে এক নির্দ্দোষ ২৯ ছাগী আনিবে। পরে ঐ পাপার্থক বলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হোমবলিস্থানে সেই পাপার্থক বলি হনন করিবে। ৩০ পরে যাজক অঙ্গুলি দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হোমবেদির শৃঙ্গের উপরে দিবে, এবং তাহার সমস্ত রক্ত বেদির ৩১ মূলে ঢালিয়া দিবে। আর মঙ্গলার্থক বলি হইতে নীত মেদের ন্যায় তাহার সকল মেদ ছাড়াইয়া লইবে; পরে যাজক সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থে বেদির উপরে তাহা দগ্ধ করিবে; এইরূপে

যাজক তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।

৩২ যদি সে পাপার্থক বলির উপহারার্থে মেষশাবক আনে, তবে একটী নির্দ্দোষ ৩৩ মেষবৎসা আনিবে। আর সেই পাপার্থক বলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হোমবলি হননের স্থানে সেই পাপার্থক বলি হনন ৩৪ করিবে। পরে যাজক অঙ্গুলি দ্বারা সেই পাপার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হোমবেদির শৃঙ্গগুলির উপরে দিবে, ও ৩৫ সমস্ত রক্ত বেদির মূলে ঢালিবে। পরে মঙ্গলার্থক বলির যে মেষশাবক, তাহার মেদ যেমন ছাড়ান যায়, তেমনি যাজক ইহার সকল মেদ ছাড়াইয়া লইবে, এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের রীতি অনুসারে তাহা বেদিতে দগ্ধ করিবে ; এইরূপে যাজক তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে ; তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।

৫ আর যদি কেহ এইরূপে পাপ করে, সাক্ষী হইয়া, দিব্য করাইবার কথা শুনিলেও, যাহা দেখিয়াছে কিম্বা জানে, তাহা সে প্রকাশ না করে, তবে সে ২ আপন অপরাধ বহন করিবে। কিম্বা যদি কেহ কোন অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করে, অশুচি জন্তুর শব হউক, কিম্বা অশুচি গোমেষাদির শব হউক, কিম্বা অশুচি সরীসৃপের শব হউক ; যদি সে তাহা জানিতে না পায় ও অশুচি হয়, ৩ তবে সে দোষী হইবে। কিম্বা মনুষ্যের কোন অশৌচ, অর্থাৎ যাহা দ্বারা মনুষ্য অশুচি হয়, এমন কিছু যদি কেহ স্পর্শ করে, ও তাহা জানিতে না পায়, তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে দোষী হইবে। ৪ আর কেহ অবিবেচনাপূর্ব্বক যে কোন বিষয়ে শপথ করুক না কেন, যদি কেহ আপন ওষ্ঠে অবিবেচনাপূর্ব্বক ভাল বা মন্দ কার্য্য করিব বলিয়া শপথ করে, ও তাহা জানিতে না পায়, তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে তদ্বিষয়ে দোষী হইবে। ৫ আর তদ্রূপ কোন বিষয়ে দোষী হইলে ৬ সে নিজকৃত পাপ স্বীকার করিবে। পরে সে পাপার্থক বলির নিমিত্তে পাল হইতে মেষবৎসা কিম্বা ছাগবৎসা লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনার কৃত পাপের উপযুক্ত দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে ; তাহাতে যাজক তাহার পাপমোচনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

৭ আর সে যদি মেষবৎসা আনিতে অসমর্থ হয়, তবে আপনার কৃত পাপের জন্য দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক, এই দোষার্থক বলি সদাপ্রভুর নিকটে আনিবে ; তাহার একটী পাপার্থ, অন্যটী ৮ হোমার্থ হইবে। সে তাহাদিগকে যাজকের নিকটে আনিবে; ও যাজক অগ্রে পাপার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া তাহার গলা মুচড়াইবে, কিন্তু ছিঁড়িয়া ফেলিবে ৯ না। পরে পাপার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া বেদির গাত্রে ছিটাইবে, এবং অবশিষ্ট রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া দেওয়া যাইবে ; ইহা পাপার্থক বলি। ১০ পরে সে বিধিমতে দ্বিতীয়টী হোমার্থে উৎসর্গ করিবে ; এইরূপে যাজক তাহার কৃত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।

১১ আর সে যদি দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক আনিতেও অসমর্থ হয়, তবে তাহার কৃত পাপের জন্য তাহার উপহার বলিয়া ঐফার দশমাংশ সূজি পাপার্থক বলিরূপে আনিবে ; তাহার

উপরে তৈল দিবে না, ও কুন্দুরু রাখিবে না, কেননা তাহা পাপার্থক বলি। ১২ পরে সে তাহা যাজকের নিকটে আনিলে যাজক তাহার স্মরণার্থক অংশ বলিয়া তাহা হইতে এক মুষ্টি লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের রীতি অনুসারে বেদিতে দগ্ধ করিবে ; ইহা ১৩ পাপার্থক বলি। যাজক এই সকলের মধ্যে তাহার কৃত কোন পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে ; এবং [অবশিষ্ট দ্রব্য] ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের মত যাজকের হইবে।

১৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, যদি কেহ সদাপ্রভুর পবিত্র বস্তুর বিষয়ে ১৫ প্রমাদবশতঃ সত্য লঙ্ঘন করিয়া পাপ করে, তবে সে সদাপ্রভুর নিকটে দোষার্থক বলি আনিবে, পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে তোমার নিরূপিত পরিমাণে রৌপ্য দিয়া পাল হইতে এক নির্দ্দোষ মেষ আনিয়া দোষার্থক বলি ১৬ উপস্থিত করিবে। আর সে পবিত্র বস্তুর বিষয়ে যে পাপ করিয়াছে, তাহার পরিশোধ করিবে, তদ্ভিন্ন পাঁচ অংশের এক অংশও দিবে, এবং যাজকের নিকটে তাহা আনিবে ; পরে যাজক সেই দোষার্থক মেষবলি দ্বারা তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।

১৭ আর যদি কেহ সদাপ্রভুর আজ্ঞা-নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিয়া পাপ করে, তবে সে তাহা না জানিলেও দোষী, সে ১৮ আপন অপরাধ বহন করিবে। সে তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়া পাল হইতে এক নির্দ্দোষ মেষ আনিয়া দোষার্থক বলিরূপে যাজকের নিকটে উপস্থিত করিবে, এবং সে প্রমাদবশতঃ অজ্ঞাতসারে যে দোষ করিয়াছে, যাজক তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে ১৯ তাহার পাপের ক্ষমা হইবে। ইহাই দোষার্থক বলি, সে অবশ্য সদাপ্রভুর কাছে দোষী।

৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ কেহ যদি পাপ করিয়া সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে সত্য লঙ্ঘন করে, যদি গচ্ছিত অথবা বন্ধকরূপে দত্ত কিম্বা অপহৃত বস্তুর বিষয়ে সজাতীয়ের কাছে মিথ্যা কথা ৩ কহে, কিম্বা সজাতীয়ের প্রতি অন্যায় করে, কিম্বা হারাণ দ্রব্য পাইয়া তদ্বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে ও মিথ্যা দিব্য করে, ইহার যে কোন কর্ম্ম দ্বারা কোন ব্যক্তি ৪ তদ্বিষয়ে পাপ করে, যদি সে এরূপ পাপ করিয়া দোষী হইয়া থাকে, তবে সে যাহা সবলে হরণ করিয়াছে, অথবা অন্যায় দ্বারা পাইয়াছে, কিম্বা যে গচ্ছিত বস্তু তাহার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, কিম্বা সে যে হারাণ বস্তু পাইয়া রাখি-৫ য়াছে, কিম্বা যে কোন বিষয়ে সে মিথ্যা দিব্য করিয়াছে, সেই বস্তু সম্পূর্ণ ফিরাইয়া দিবে, এবং তাহার পাঁচ অংশের এক অংশ অধিক ফিরাইয়া দিবে ; তাহার দোষ প্রকাশের দিবসে ৬ সে দ্রব্যস্বামীকে তাহা দিবে। আর সে সদাপ্রভুর নিকটে আপনার দোষার্থক বলি উপস্থিত করিবে, ফলতঃ তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়া পাল হইতে এক নির্দ্দোষ মেষবলি দোষার্থে যাজকের ৭ নিকটে আনিবে। পরে যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে ; তাহাতে যে কোন কর্ম্ম দ্বারা সে দোষী হইয়াছে, তাহার ক্ষমা পাইবে।

বিবিধ বলি বিষয়ক নিয়ম।

৮ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৯ তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে এই আজ্ঞা কর। হোমের এই ব্যবস্থা ; হোম বলি প্রভাত পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি বেদির অগ্নিকুণ্ডের উপরে থাকিবে, এবং ১০ বেদির অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে। আর যাজক নিজ গাত্রীয় মসীনা-বস্ত্র পরিবে, ও মসীনা-বস্ত্রের জাঙ্গিয়া শরীরে পরিধান করিবে, এবং বেদির উপরে অগ্নিকৃত হোমের যে ভস্ম আছে, তাহা তুলিয়া ১১ বেদির পার্শ্বে রাখিবে। পরে সে আপনার বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক শিবিরের বাহিরে কোন শুচি ১২ স্থানে ভস্ম লইয়া যাইবে। আর বেদির উপরিস্থ অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে, নির্ব্বাণ হইবে না ; যাজক প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহার উপরে কাষ্ঠ দিয়া জ্বালিবে, এবং তাহার উপরে হোমবলি সাজাইয়া দিবে, ও মঙ্গলার্থক বলির মেদ তাহাতে দগ্ধ ১৩ করিবে। বেদির উপরে অগ্নি সর্ব্বদা জ্বালিয়া রাখিতে হইবে ; নির্ব্বাণ হইবে না।

১৪ আর ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের এই ব্যবস্থা ; হারোণের পুত্রগণ বেদির অগ্রে সদা-১৫ প্রভুর সম্মুখে তাহা আনিবে। পরে যাজক তাহা হইতে আপন মুষ্টি পূর্ণ করিয়া, নৈবেদ্যের কিঞ্চিৎ সূজি ও কিঞ্চিৎ তৈল এবং নৈবেদ্যের উপরিস্থ সমস্ত কুন্দুরু লইয়া তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থে ১৬ বেদিতে দগ্ধ করিবে। আর হারোণ ও তাহার পুত্রগণ তাহার অবশিষ্ট অংশ ভোজন করিবে ; বিনা তাড়ীতে কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিতে হইবে ; তাহারা সমাগম-তাম্বুর প্রাঙ্গণে ১৭ তাহা ভোজন করিবে। তাড়ীর সহিত তাহা পাক করা হইবে না। আমি আপনার অগ্নিকৃত উপহার হইতে তাহাদের প্রাপ্য অংশ বলিয়া তাহা দিলাম ; পাপার্থক বলির ও দোষার্থক বলির ন্যায় ১৮ তাহা অতি পবিত্র। হারোণের সন্তানগণের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তাহা ভোজন করিবে ; সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার হইতে ইহা পুরুষানুক্রমে চিরকাল তোমাদের অধিকার ; যে কেহ তাহা স্পর্শ করিবে, তাহার পবিত্র হওয়া চাই।

১৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২০ অভিষেক দিনে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই উপহার উৎসর্গ করিবে, নিত্য ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের জন্য ঐফার দশমাংশ সূক্ষ্ম সূজি, প্রাতঃকালে ২১ অর্দ্ধেক ও সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধেক। তাহারা ভর্জ্জন-পাত্রে তৈল দিয়া তাহা ভাজিবে ; উহা তৈলসিক্ত হইলে তুমি তাহা আনিয়া ঐ ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের খণ্ড খণ্ড পক্কান্ন সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থে উৎসর্গ ২২ করিবে। পরে হারোণের পুত্রগণের মধ্যে যে তাহার পদে অভিষিক্ত যাজক হইবে, সে তাহা উৎসর্গ করিবে ; চিরস্থায়ী বিধিমতে তাহা সদাপ্রভুর ২৩ উদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইবে। আর যাজকের প্রত্যেক ভক্ষ্য-নৈবেদ্য সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিতে হইবে ; তাহার কিছু খাইতে হইবে না।

২৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৫ তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে বল, পাপার্থক বলির এই ব্যবস্থা ; যে স্থানে হোমবলির হনন হয়, সেই স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে পাপার্থক বলিরও হনন

২৬ হইবে ; তাহা অতি পবিত্র। যে যাজক পাপার্থে তাহা উৎসর্গ করে, সে তাহা ভোজন করিবে ; সমাগম-তাম্বুর প্রাঙ্গণে কোন পবিত্র স্থানে তাহা খাইতে হইবে।
২৭ যে কেহ তাহার মাংস স্পর্শ করে, তাহার পবিত্র হওয়া চাই ; এবং তাহার রক্তের ছিটা যদি কোন বস্ত্রে লাগে, তবে তুমি, যাহাতে ঐ রক্তের ছিটা লাগে, তাহা
২৮ পবিত্র স্থানে ধৌত করিবে। আর যে মৃৎপাত্রে তাহা পাক করা যায়, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে ; যদি পিত্তলের পাত্রে তাহা পাক করা যায়, তবে তাহা জলে মাজিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।
২৯ যাজকদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তাহা ভোজন করিতে পারিবে ; তাহা অতি পবিত্র।
৩০ কিন্তু পবিত্র স্থানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে যে কোন পাপার্থক বলির রক্ত সমাগম-তাম্বুর ভিতরে আনীত হইবে, তাহা ভোজন করিতে হইবে না, অগ্নিতে পোড়াইয়া দিতে হইবে।

৭ আর দোষার্থক বলির এই ব্যবস্থা ;
২ তাহা অতি পবিত্র। যে স্থানে লোকেরা হোমবলি হনন করে, সেই স্থানে দোষার্থক বলি হনন করিবে, এবং যাজক বেদির উপরে চারিদিকে তাহার রক্ত প্রক্ষেপ
৩ করিবে। আর বলির সমস্ত মেদ উৎসর্গ
৪ করিবে, লাঙ্গুল ও আঁতড়িঢাকা মেদ, এবং দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ, ও দুই মেটিয়ার সহিত যকৃতের উপরিস্থ
৫ অন্ত্রাপ্লাবক ছাড়াইয়া লইবে। আর যাজক সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারার্থে বেদির উপরে এই সকল দগ্ধ করিবে ;
৬ ইহা দোষার্থক বলি। যাজকগণের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তাহা ভোজন করিবে, কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিতে হইবে ;
৭ তাহা অতি পবিত্র। পাপার্থক বলি যেরূপ, দোষার্থক বলিও সেইরূপ ; উভয়েরই এক ব্যবস্থা ; যে যাজক তাহা দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহা তাহারই
৮ হইবে। আর যে যাজক কাহারও হোম-বলি উৎসর্গ করে, সেই যাজক তাহার
৯ উৎসৃষ্ট হোমবলির চর্ম্ম পাইবে। এবং তুন্দুরে কিম্বা কটাহে কিম্বা ভর্জ্জনপাত্রে পক্ব যত ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, সে সকল উৎসর্গ-
১০ কারী যাজকের হইবে। তৈলমিশ্রিত কিম্বা শুষ্ক ভক্ষ্য-নৈবেদ্য সকল সমানরূপে হারোণের সকল পুত্রের হইবে।
১১ আর সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসৃজ্য
১২ মঙ্গলার্থক বলির এই ব্যবস্থা। কেহ যদি স্তবার্থক বলি আনে, তবে সে স্তব-বলির সহিত তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য রুটী, তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী, তৈলসিক্ত সূক্ষ্ম সূজি ও তৈলাক্ত পিষ্টক নিবেদন
১৩ করিবে। সে মঙ্গলার্থক স্তববলির সহিত তাড়ীযুক্ত রুটী লইয়া উপহার দিবে।
১৪ আর সে তাহা হইতে, অর্থাৎ প্রত্যেক উপহার হইতে, এক একখানি পিষ্টক লইয়া উত্তোলনীয় উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিবে ; যে যাজক মঙ্গলার্থক বলির রক্ত প্রক্ষেপ করে,
১৫ সে তাহা পাইবে। আর মঙ্গলার্থক স্তববলির মাংস উৎসর্গের দিনেই ভোজন করিতে হইবে ; তাহার কিছুই প্রাতঃকাল
১৬ পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে না। কিন্তু তাহার উপহারের বলি যদি মানত অথবা স্বেচ্ছাকৃত উপহার হয়, তবে বলি উৎসর্গের দিনে তাহা ভোজন করিতে হইবে, এবং পরদিনেও তাহার অবশিষ্ট
১৭ অংশ ভোজন করা যাইবে। কিন্তু তৃতীয় দিনে বলির অবশিষ্ট মাংস অগ্নিতে

১৮ পোড়াইয়া দিতে হইবে। যদি তৃতীয় দিনে তাহার মঙ্গলার্থক বলির কিঞ্চিৎ মাংস ভোজন করা যায়, তবে সেই বলি গ্রাহ্য হইবে না, এবং সেই বলি উৎসর্গ-কারীর পক্ষে গণ্য হইবে না, তাহা ঘৃণার্হ হইবে; এবং যে জন তাহা ভোজন করে, সে আপন অপরাধ বহন
১৯ করিবে। আর কোন অশুচি বস্তুতে যে মাংস স্পৃষ্ট হয়, তাহা ভক্ষ্য হইবে না, অগ্নিতে পোড়াইয়া দিতে হইবে। অন্য মাংস প্রত্যেক শুচি লোকের
২০ খাদ্য। কিন্তু যে কেহ অশুচি থাকিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির মাংস ভোজন করে, সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন
২১ হইবে। আর যদি কেহ কোন অশুচি বস্তু, অর্থাৎ মনুষ্যের অশুচি বস্তু কিম্বা অশুচি পশু কিম্বা কোন অশুচি ঘৃণার্হ বস্তু স্পর্শ করিয়া সদাপ্রভু সম্বন্ধীয় মঙ্গলার্থক বলির মাংস ভোজন করে, তবে সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

২২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২৩ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, তোমরা গোরুর কিম্বা মেষের কিম্বা ছাগের মেদ
২৪ ভোজন করিও না। এবং স্বয়ংমৃত কিম্বা পশু দ্বারা বিদীর্ণ পশুর মেদ অন্যান্য কর্ম্মে ব্যবহার করিবে; কিন্তু কোন মতে
২৫ তাহা ভোজন করিবে না; কেননা যে কোন পশু হইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করা যায়, সেই পশুর মেদ যে কেহ ভোজন করিবে সেই ভোক্তা আপন লোকদের মধ্য
২৬ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। আর তোমাদের কোন বাসস্থানে তোমরা কোন পশুর কিম্বা পক্ষীর রক্ত ভোজন করিও না।
২৭ যে কেহ কোন প্রকারের রক্ত ভোজন করে, সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

২৮ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২৯ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, যে ব্যক্তি সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে, সেই ব্যক্তি আপন মঙ্গলার্থক বলি হইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৩০ নিজ উপহার আনিবে। ফলতঃ সদা-প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার অর্থাৎ বক্ষের সহিত মেদ স্বহস্তে আনিবে; তাহাতে সেই বক্ষঃ দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলায়িত হইবে।
৩১ আর যাজক বেদির উপরে সেই মেদ দগ্ধ করিবে, কিন্তু বক্ষঃ হারোণের ও
৩২ তাহার পুত্রগণের হইবে। আর তোমরা আপন আপন মঙ্গলার্থক বলির দক্ষিণ জঙ্ঘা উত্তোলনীয় উপহাররূপে যাজককে
৩৩ দিবে। হারোণের পুত্রগণের মধ্যে যে কেহ মঙ্গলার্থক বলির রক্ত ও মেদ উৎ-সর্গ করে, সে আপন অংশরূপে তাহার
৩৪ দক্ষিণ জঙ্ঘা পাইবে। কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে আমি মঙ্গলার্থক বলির দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে বক্ষঃ ও উত্তোলনীয় নৈবেদ্যার্থে জঙ্ঘা লইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণের দেয় বলিয়া চির-স্থায়ী অধিকাররূপে তাহা হারোণ যাজক ও তাহার পুত্রগণকে দিলাম।

৩৫ যে দিনে তাহারা সদাপ্রভুর যাজনকর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হয়, সেই দিনাবধি সদা-প্রভুর অগ্নিকৃত উপহার হইতে ইহাই হারোণের ও তাহার পুত্রগণের অভিষেক
৩৬ জন্য অধিকার। সদাপ্রভু তাহাদের অভিষেক দিনে পুরুষানুক্রমে ইস্রায়েল-

সন্তানগণের দেয় বলিয়া চিরস্থায়ী অধিকাররূপে ইহা তাহাদিগকে দিতে আজ্ঞা
৩৭ করিলেন। হোমের, ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের, পাপার্থক বলির, দোষার্থক বলির, হস্ত-পূরণের ও মঙ্গলার্থক বলির এই ব্যবস্থা।
৩৮ সদাপ্রভু যে দিন সীনয় প্রান্তরে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন আপন উপহার উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন, সেই দিন সীনয় পর্ব্বতে মোশিকে এই বিষয়ের আজ্ঞা দিলেন।

হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণের হস্তপূরণ।

৮ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২ তুমি হারোণকে ও তাহার সহিত তাহার পুত্রগণকে, এবং বস্ত্র সকল, অভিষেকার্থক তৈল ও পাপার্থক বলির গোবৎস, দুই মেষ ও তাড়ীশূন্য রুটীর
৩ ডালি সঙ্গে লও, আর সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র কর।
৪ তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সেইরূপ করিলেন ; এবং সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে মণ্ডলী সমবেত হইল।
৫ তখন মোশি মণ্ডলীকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলেন।
৬ পরে মোশি হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণকে নিকটে আনিয়া জলে স্নান করাইলেন।
৭ আর হারোণকে অঙ্গরক্ষিণী পরাইলেন, কটিবন্ধনে বদ্ধকটি করিলেন, তাঁহার গাত্রে পরিচ্ছদ, ও তাঁহার উপরে এফোদ দিলেন, এবং এফোদের বুনানি করা পটুকাতে গাত্র বেষ্টন করিয়া তাহার
৮ সঙ্গে এফোদখানি বদ্ধ করিলেন। আর তাঁহার বক্ষে বুকপাটা দিলেন, এবং বুক-পাটায় ঊরীম ও তুম্মীম বদ্ধ করিলেন।
৯ আর তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ দিলেন, ও তাঁহার কপালে উষ্ণীষের উপরে স্বর্ণময় পাতের পবিত্র মুকুট দিলেন ; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়া-
১০ ছিলেন। পরে মোশি অভিষেকার্থ তৈল লইয়া আবাস ও তাহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু অভিষেক করিয়া পবিত্র করিলেন।
১১ আর তাহার কিছু লইয়া বেদির উপরে সাত বার ছিটাইয়া দিলেন, এবং বেদি ও তৎসংক্রান্ত সকল পাত্র, প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার খুরা পবিত্র করণার্থে
১২ অভিষেক করিলেন। পরে অভিষেকার্থ তৈলের কিঞ্চিৎ হারোণের মস্তকে ঢালিয়া তাঁহাকে পবিত্র করণার্থে অভিষেক
১৩ করিলেন। পরে মোশি হারোণের পুত্র-গণকে নিকটে আনিয়া তাহাদিগকেও অঙ্গরক্ষিণী পরাইলেন, কটিবন্ধনে বদ্ধকটি করিলেন, ও তাহাদের মাথায় শিরোভূষণ বাঁধিয়া দিলেন ; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
১৪ পরে মোশি পাপার্থক বলির গোবৎস আনিলেন, এবং হারোণ ও তাঁহার পুত্র-গণ সেই পাপার্থক বলির গোবৎসের
১৫ মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। তখন তিনি তাহা হনন করিলেন, এবং মোশি তাহার রক্ত লইয়া, অঙ্গুলি দ্বারা বেদির চারি-দিকে শৃঙ্গে দিয়া বেদিকে মুক্তপাপ করিলেন, এবং বেদির মূলে রক্ত ঢালিয়া দিলেন, ও তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত
১৬ করণার্থে তাহা পবিত্র করিলেন। পরে তিনি অন্ত্রের উপরিস্থ সমস্ত মেদ, ও যকৃতের অন্ত্রাপ্লাবক এবং দুই মেটিয়া ও তাহার মেদ লইলেন, ও মোশি
১৭ তাহা বেদির উপরে দগ্ধ করিলেন। আর তিনি চর্ম্ম, মাংস ও গোময়শুদ্ধ

গোবৎসটী লইয়া গিয়া শিবিরের বাহিরে অগ্নিতে পোড়াইয়া দিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

১৮ পরে তিনি হোমার্থক মেষটী আনিলেন ; আর হারোণ ও তাঁহার পুত্ত্রগণ সেই মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। ১৯ আর তিনি তাহা হনন করিলেন, এবং মোশি বেদির উপরে চারিদিকে তাহার ২০ রক্ত প্রক্ষেপ করিলেন। আর তিনি মেষটী খণ্ড খণ্ড করিলেন, এবং মোশি তাহার মস্তক, মাংসখণ্ডসমূহ ও মেদ ২১ দগ্ধ করিলেন। পরে তিনি তাহার অন্ত্র ও পদ জলে ধৌত করিলেন, এবং মোশি সমস্ত মেষটী বেদির উপরে দগ্ধ করিলেন ; ইহা সৌরভার্থক হোমবলি ; ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

২২ পরে তিনি দ্বিতীয় মেষ অর্থাৎ হস্তপূরণার্থক মেষটী আনিলেন ; এবং হারোণ ও তাঁহার পুত্ত্রগণ ঐ মেষের ২৩ মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। আর তিনি তাহাকে হনন করিলেন, এবং মোশি তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হারোণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপরে ও দক্ষিণ পাদের ২৪ অঙ্গুষ্ঠের উপরে দিলেন। পরে তিনি হারোণের পুত্ত্রগণকে নিকটে আনিলেন, ও মোশি সেই রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া তাহাদের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপরে ও দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠের উপরে দিলেন, এবং মোশি অবশিষ্ট রক্ত বেদির উপরে চারিদিকে ২৫ প্রক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি মেদ ও লাঙ্গুল এবং অন্ত্রোপরিস্থ সমস্ত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক এবং দুই মেটিয়া, তাহার মেদ ও দক্ষিণ জঙ্ঘা ২৬ লইলেন। পরে সদাপ্রভুর সম্মুখে স্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর ডালি হইতে একখানি তাড়ীশূন্য পিষ্টক, তৈলপক্ব রুটীর একখানি পিষ্টক ও একখানি সরুচাকলী লইয়া ঐ মেদের ও দক্ষিণ জঙ্ঘার উপরে ২৭ রাখিলেন। আর হারোণের ও তাঁহার পুত্ত্রগণের হস্তে সে সকল দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলনীয় নৈবেদ্যের জন্য ২৮ দোলাইলেন। পরে মোশি তাঁহাদের হস্ত হইতে সে সকল লইয়া বেদিতে হোমবলির উপরে দগ্ধ করিলেন ; এই সকল সৌরভার্থক, হস্তপূরণের নৈবেদ্য, ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার ২৯ হইল। পরে মোশি বক্ষঃ লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলনীয় নৈবেদ্যের জন্য দোলাইলেন ; ইহা হস্তপূরণার্থক মেষ হইতে মোশির অংশ হইল ; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৩০ পরে মোশি অভিষেকার্থ তৈল হইতে ও বেদির উপরিস্থ রক্ত হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া হারোণের উপরে, তাঁহার বস্ত্রের উপরে, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পুত্ত্রগণের উপরে ও তাঁহাদের বস্ত্রের উপরে ছিটাইয়া দিয়া হারোণকে ও তাঁহার বস্ত্র সকল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পুত্ত্রগণকে ও তাঁহাদের বস্ত্র সকল পবিত্র করিলেন।

৩১ পরে মোশি হারোণ ও তাঁহার পুত্ত্রগণকে কহিলেন, তোমরা সমাগম-তাম্বুর দ্বারে [বলির] মাংস সিদ্ধ কর ; এবং "হারোণ ও তাঁহার পুত্ত্রগণ তাহা ভোজন করিবেন," আমার এই আজ্ঞানুসারে তোমরা সেই স্থানে তাহা এবং হস্তপূরণার্থক ডালিতে স্থিত রুটী ভোজন

৩২ কর। পরে অবশিষ্ট মাংস ও রুটী
৩৩ লইয়া অগ্নিতে পোড়াইয়া দেও। আর তোমরা সাত দিন, অর্থাৎ তোমাদের হস্তপূরণের সমাপ্তিদিন পর্য্যন্ত, সমাগম-তাম্বুর দ্বার হইতে বাহির হইও না; কারণ তিনি সাত দিন তোমাদের হস্তপূরণ
৩৪ করিবেন। অদ্য যেরূপ করা গিয়াছে, তোমাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তদ্রূপ করিবার আজ্ঞা সদাপ্রভু দিয়া-
৩৫ ছেন। তোমরা যেন মারা না পড়, এই জন্য সাত দিন পর্য্যন্ত সমাগম-তাম্বুর দ্বারে দিবারাত্র থাকিবে, এবং সদাপ্রভুর রক্ষণীয় রক্ষা করিবে; কেননা আমি
৩৬ এইরূপ আজ্ঞা পাইয়াছি। সদাপ্রভু মোশি দ্বারা যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, হারোণ ও তাঁহার পুত্ত্রগণ সে সমস্তই পালন করিলেন।

৯ পরে অষ্টম দিনে মোশি হারোণ ও তাঁহার পুত্ত্রগণকে এবং ইস্রায়েলের
২ প্রাচীনবর্গকে ডাকিলেন। তখন তিনি হারোণকে কহিলেন, তুমি পাপার্থক বলির নিমিত্তে নির্দ্দোষ এক পুংগোবৎস, ও হোমবলির নিমিত্তে নির্দ্দোষ এক মেষ লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত কর।
৩ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, তোমরা সদাপ্রভুর সম্মুখে বলিদানার্থে পাপার্থক বলির নিমিত্তে এক ছাগ, হোমবলির নিমিত্তে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক গোবৎস
৪ ও এক মেষবৎস, এবং মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে এক বৃষ ও এক মেষ, এবং তৈলমিশ্রিত ভক্ষ্য-নৈবেদ্য লইবে; কেননা অদ্য সদাপ্রভু তোমাদিগকে
৫ দর্শন দিবেন। তখন তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে এই সকল সমাগম-তাম্বুর সম্মুখে আনিল, আর সমস্ত মণ্ডলী নিকটবর্ত্তী হইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল।
৬ পরে মোশি কহিলেন, সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, ইহা করিলে তোমাদের প্রতি সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে।
৭ তখন মোশি হারোণকে কহিলেন, তুমি বেদির নিকটে যাও, তোমার পাপার্থক বলি ও হোমবলি উৎসর্গ কর, আপনার ও লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর; আর লোকদের উপহার নিবেদন করিয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত কর; যেমন সদাপ্রভু আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
৮ তাহাতে হারোণ বেদির নিকটে গিয়া আপনার জন্য পাপার্থক বলির গোবৎস
৯ হনন করিলেন। পরে হারোণের পুত্ত্রগণ তাঁহার নিকটে তাহার রক্ত আনিলেন; ও তিনি আপন অঙ্গুলি রক্তে ডুবাইয়া বেদির শৃঙ্গের উপরে দিলেন, এবং অবশিষ্ট রক্ত বেদির মূলে ঢালি-
১০ লেন। আর পাপার্থক বলির মেদ, মেটিয়া ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক বেদির উপরে দগ্ধ করিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
১১ কিন্তু তাহার মাংস ও চর্ম্ম শিবিরের বাহিরে অগ্নিতে পোড়াইয়া দিলেন।
১২ পরে তিনি হোমার্থক বলি হনন করিলেন, এবং হারোণের পুত্ত্রগণ তাঁহার নিকটে তাহার রক্ত আনিলে তিনি বেদির উপরে চারিদিকে তাহা প্রক্ষেপ করিলেন।
১৩ পরে তাঁহারা হোমবলির মাংসখণ্ড সকল ও মস্তক তাঁহার নিকটে আনিলেন; ও তিনি সেই সকল বেদির উপরে দগ্ধ
১৪ করিলেন। পরে তাহার অন্ত্র ও পদ ধৌত করিয়া বেদিতে হোমবলির উপরে দগ্ধ করিলেন।

১৫ পরে তিনি লোকদের উপহার নিকটে আনিলেন, এবং লোকদের জন্য পাপার্থক বলির ছাগ লইয়া প্রথমটীর ন্যায় হনন করিয়া পাপের জন্য উৎসর্গ করিলেন। ১৬ পরে তিনি হোমবলি আনিয়া বিধিমতে ১৭ উৎসর্গ করিলেন। আর ভক্ষ্য-নৈবেদ্য আনিয়া তাহার এক মুষ্টি লইয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিলেন। ইহা ছাড়া তিনি প্রাতঃকালীয় হোমবলি দান করিলেন। ১৮ পরে তিনি লোকদের জন্য মঙ্গলার্থক বলি ঐ বৃষ ও মেষ হনন করিলেন, এবং হারোণের পুত্ত্রগণ তাঁহার নিকটে তাহার রক্ত আনিলে তিনি বেদির উপরে চারি- ১৯ দিকে তাহা প্রক্ষেপ করিলেন। পরে বৃষের মেদ ও মেষের লাঙ্গুল এবং অন্ত্রের ও মেটিয়ার উপরিস্থ মেদ ও যকৃতের ২০ উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক, এই সমস্ত মেদ লইয়া দুই বক্ষের উপরে রাখিলেন, ও বেদির উপরে সেই মেদ দগ্ধ করিলেন। ২১ আর হারোণ সদাপ্রভুর সম্মুখে দুই বক্ষঃ ও দক্ষিণ জঙ্ঘা দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে দোলাইলেন; যেমন মোশি আজ্ঞা ২২ দিয়াছিলেন। পরে হারোণ লোকদের দিকে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহা- দিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; আর তিনি পাপার্থক বলি, হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া নামিয়া আসিলেন।

২৩ আর মোশি ও হারোণ সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, পরে বাহির হইয়া লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তখন সমস্ত লোকের কাছে সদাপ্রভুর ২৪ প্রতাপ প্রকাশ পাইল। আর সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া বেদির উপরিস্থ হোমবলি ও মেদ ভস্ম করিল; তাহা দেখিয়া সমস্ত লোক আনন্দ-রব করিয়া উবুড় হইয়া পড়িল।

নাদব ও অবীহূর পাপ ও দণ্ড।

১০ আর হারোণের পুত্ত্র নাদব ও অবীহূ আপন আপন অঙ্গারধানী লইয়া তাহাতে অগ্নি রাখিল, ও তাহার উপরে ধূপ দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীতে ইতর অগ্নি উৎসর্গ করিল। ২ তাহাতে সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল, তাহারা সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ ৩ করিল। তখন মোশি হারোণকে কহি- লেন, সদাপ্রভু ত ইহাই বলিয়াছিলেন, তিনি কহিয়াছিলেন, যাহারা আমার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাদের মধ্যে আমি অবশ্য পবিত্ররূপে মান্য হইব, ও সকল লোকের সম্মুখে গৌরবান্বিত হইব। তখন হারোণ নীরব হইয়া রহিলেন। ৪ পরে মোশি হারোণের পিতৃব্য উষীয়েলের পুত্ত্র মীশায়েল ও ইলীষাফণকে ডাকিয়া কহিলেন, নিকটে আসিয়া তোমাদের ঐ দুই জন জ্ঞাতিকে তুলিয়া পবিত্র স্থানের সম্মুখ হইতে শিবিরের বাহিরে লইয়া ৫ যাও। তাহাতে তাহারা নিকটে গিয়া অঙ্গরক্ষিণী সমেত তাহাদিগকে তুলিয়া শিবিরের বাহিরে লইয়া গেল; যেমন ৬ মোশি বলিয়াছিলেন। পরে মোশি হারোণকে ও তাঁহার দুই পুত্ত্র ইলীয়াসর ও ঈথামরকে কহিলেন, তোমরা যেন মারা না পড়, ও সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ প্রজ্বলিত না হয়, এই জন্য তোমরা আপন আপন মস্তক মুক্তকেশ করিও না, ও আপন আপন বস্ত্র চিরিও না; কিন্তু তোমাদের ভ্রাতৃগণ, অর্থাৎ

সমস্ত ইস্রায়েল-কুল, সদাপ্রভুর কৃত দাহ ৭ প্রযুক্ত রোদন করুক। আর তোমরা যেন মারা না পড়, এই জন্য সমাগম-তাম্বুর দ্বারের বাহির হইও না, কেননা তোমাদের গাত্রে সদাপ্রভুর অভিষেক-তৈল আছে। তাহাতে তাঁহারা মোশির বাক্যানুসারে সেইরূপ করিলেন।

৮ পরে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, ৯ তোমরা যেন মারা না পড়, এই জন্য যে সময়ে তুমি কিম্বা তোমার পুত্ত্রগণ সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিবে, তৎকালে দ্রাক্ষারস কি মদ্য পান করিও না ; ইহা পুরুষানুক্রমে তোমাদের পালনীয় চির-১০ স্থায়ী বিধি। তাহাতে তোমরা পবিত্র ও সামান্য বিষয়ের এবং শুচি ও অশুচি ১১ বিষয়ের প্রভেদ করিতে, এবং সদাপ্রভু মোশি দ্বারা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবে।

১২ পরে মোশি হারোণকে ও তাঁহার অবশিষ্ট দুই পুত্ত্র ইলীয়াসর ও ঈথামরকে কহিলেন, সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের অবশিষ্ট যে ভক্ষ্য-নৈবেদ্য আছে, তাহা লইয়া গিয়া তোমরা বেদির পার্শ্বে বিনা তাড়ীতে ভোজন কর, কেননা তাহা অতি পবিত্র। ১৩ কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিবে ; কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহাই তোমার ও তোমার পুত্ত্রগণের প্রাপ্তব্য অংশ ; কারণ আমি এই আজ্ঞা পাইয়াছি। ১৪ আর দোলনীয় বক্ষঃ ও উত্তোলনীয় জঙ্ঘা তুমি ও তোমার পুত্ত্র কন্যাগণ কোন শুচি স্থানে ভোজন করিবে, কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মঙ্গলার্থক বলিদান হইতে তাহা তোমার ও তোমার সন্তান-গণের প্রাপ্তব্য অংশ বলিয়া দত্ত ১৫ হইয়াছে। তাহারা হবনীয় মেদের সহিত উত্তোলনীয় জঙ্ঘা ও দোলনীয় বক্ষঃ দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলাইবার জন্য আনিবে ; তাহা তোমার ও তোমার সন্তানগণের চির-স্থায়ী অধিকার হইবে ; যেমন সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন।

১৬ পরে মোশি যত্নপূর্ব্বক পাপার্থক ছাগের অন্বেষণ করিলেন, আর দেখ, তাহা পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল ; সেই জন্য তিনি হারোণের অবশিষ্ট দুই পুত্ত্র ইলী-য়াসর ও ঈথামরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ১৭ কহিলেন, সেই পাপার্থক বলি তোমরা পবিত্র স্থানে ভোজন কর নাই কেন ? তাহা ত অতি পবিত্র, এবং মণ্ডলীর অপরাধ বহন করতঃ সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা তিনি তোমা-১৮ দিগকে দিয়াছেন। দেখ, ভিতরে পবিত্র স্থানে তাহার রক্ত আনীত হয় নাই ; আমার আজ্ঞানুসারে পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করা তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল। ১৯ তখন হারোণ মোশিকে কহিলেন, দেখ, উহারা অদ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন আপন পাপার্থক বলি ও আপন আপন হোমবলি উৎসর্গ করিয়াছে, আর আমার প্রতি এরূপ ঘটিল ; যদি আমি অদ্য পাপার্থক বলি ভোজন করিতাম, তবে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তাহা কি ভাল বোধ ২০ হইত ? মোশি যখন ইহা শুনিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ভাল বোধ হইল।

খাদ্য অখাদ্য জীবের নির্ণয়।

১১ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে ২ কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে

বল, ভূচর সমস্ত পশুর মধ্যে এই সকল
৩ জীব তোমাদের খাদ্য হইবে। পশুগণের
মধ্যে যে কোন পশু সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুর-
বিশিষ্ট ও জাওর কাটে, তাহা তোমরা
৪ ভোজন করিতে পার। কিন্তু যাহারা
জাওর কাটে, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট,
তাহাদের মধ্যে তোমরা এই এই পশু
ভোজন করিবে না। উষ্ট্র তোমাদের
পক্ষে অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে
বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়।
৫ আর শাফন তোমাদের পক্ষে অশুচি,
কেননা সে জাওর কাটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড
৬ খুরবিশিষ্ট নয়। আর শশক তোমাদের
পক্ষে অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে,
৭ কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়। আর
শূকর তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা
সে সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট বটে,
৮ কিন্তু জাওর কাটে না। তোমরা
তাহাদের মাংস ভোজন করিও না, এবং
তাহাদের শবও স্পর্শ করিও না; তাহারা
তোমাদের পক্ষে অশুচি।

৯ জলজন্তুদের মধ্যে তোমরা এই সকল
ভোজন করিতে পার; জলাশয়ে, সমুদ্রে
কি নদীতে স্থিত জন্তুর মধ্যে ডানা ও
আঁইসবিশিষ্ট জন্তু তোমাদের খাদ্য।
১০ কিন্তু সমুদ্রে কি নদীতে স্থিত জলচরদের
মধ্যে, জলে অবস্থিত যাবতীয় প্রাণীর
মধ্যে যাহারা ডানা ও আঁইসবিশিষ্ট নয়,
১১ তাহারা তোমাদের পক্ষে ঘৃণার্হ। তাহারা
তোমাদের পক্ষে ঘৃণার্হ হইবে; তোমরা
তাহাদের মাংস ভোজন করিবে না,
১২ তাহাদের শবও ঘৃণা করিবে। জলজন্তুর
মধ্যে যাহাদের ডানা ও আঁইস নাই, সে
সকলই তোমাদের পক্ষে ঘৃণার্হ।

১৩ আর পক্ষিগণের মধ্যে এই সকল
তোমাদের পক্ষে ঘৃণার্হ হইবে; এ সকল
১৪ অখাদ্য, এ সকল ঘৃণার্হ; ঈগল, হাড়-
গিলা, ও কুরল, চিল, ও আপন আপন
১৫ জাতি অনুসারে গৃধ্র, এবং আপন আপন
জাতি অনুসারে যাবতীয় কাক, উষ্ট্রপক্ষী,
১৬ রাত্রিশ্যেন ও গাংচিল এবং আপন আপন
১৭ জাতি অনুসারে শ্যেন, পেচক, মাছরাঙ্গা ও
১৮ মহাপেচক, দীর্ঘগল হংস, পানিভেলা ও
১৯ শকুনী, সারস এবং আপন আপন জাতি
অনুসারে বক, টিট্টিভ ও বাদুড়।

২০ চারি চরণে গমনশীল পতঙ্গ সকল
২১ তোমাদের পক্ষে ঘৃণার্হ। তথাপি চারি
চরণে গমনশীল পক্ষবিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে
ভূমিতে উল্লম্ফনের নিমিত্তে যাহাদের
পদের নলী দীর্ঘ, তাহারা তোমাদের খাদ্য
২২ হইবে। ফলতঃ আপন আপন জাতি
অনুসারে পঙ্গপাল, আপন আপন জাতি
অনুসারে বাঘাফড়িঙ্গ, আপন আপন
জাতি অনুসারে, ঝিঁঝি, এবং আপন
আপন জাতি অনুসারে অন্য ফড়িঙ্গ, এই
২৩ সকল তোমাদের খাদ্য হইবে। কিন্তু
আর সমস্ত চতুষ্পদ উড্ডীয়মান পতঙ্গ
তোমাদের পক্ষে ঘৃণার্হ।

২৪ এই সকল দ্বারা তোমরা অশুচি
হইবে; যে কেহ তাহাদের শব স্পর্শ
করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
২৫ আর যে কেহ তাহাদের শবের কোন অংশ
বহন করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে,
এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।

২৬ যে সকল জন্তু কিঞ্চিৎ ছিন্ন খুরবিশিষ্ট,
সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়, এবং
জাওর কাটে না, তাহারা তোমাদের পক্ষে
অশুচি; যে কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ
২৭ করে, সে অশুচি হইবে। আর সমস্ত
চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যে যে জন্তু থাবা

দ্বারা চলে, তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি; যে কেহ তাহাদের শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
২৮ যে কেহ তাহাদের শব বহন করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।

২৯ আর ভূচর সরীসৃপের মধ্যে এই সকল তোমাদের পক্ষে অশুচি; আপন আপন জাতি অনুসারে বেজি, ইন্দুর ও টিকটিকী,
৩০ এবং গোসাপ, নীল টিকটিকী, মেটে গিড়্গিড়ি, হরিৎ টিকটিকী ও কাঁকলাশ।
৩১ সরীসৃপের মধ্যে এই সকল তোমাদের পক্ষে অশুচি; এই সকল মরিলে যে কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে, সে
৩২ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর তাহাদের মধ্যে কাহারও শব যে দ্রব্যের উপরে পড়িবে, তাহাও অশুচি হইবে; কাষ্ঠের পাত্র কিম্বা বস্ত্র কিম্বা চর্ম্ম কিম্বা ছালা, যে কোন কর্ম্মযোগ্য পাত্র হউক, তাহা জলে ডুবাইতে হইবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; পরে শুচি
৩৩ হইবে। কোন মৃৎপাত্রের মধ্যে তাহাদের শব পড়িলে তাহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু অশুচি হইবে, ও তোমরা তাহা
৩৪ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। [তাহার মধ্যস্থিত] যে কোন খাদ্য সামগ্রীর উপরে জল দেওয়া যায়, তাহা অশুচি হইবে; এবং এই প্রকার সকল পাত্রে সর্ব্ব প্রকার
৩৫ পানীয় দ্রব্য অশুচি হইবে। যে কোন দ্রব্যের উপরে তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ পড়ে, তাহা অশুচি হইবে; এবং যদি তুন্দুরে কিম্বা চুলাতে পড়ে, তবে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; তাহা অশুচি,
৩৬ তোমাদের পক্ষে অশুচি থাকিবে। কেবল উনুই কিম্বা যে কূপে অনেক জল থাকে, তাহা শুচি হইবে; কিন্তু যাহাতে তাহাদের শব স্পৃষ্ট হইবে, তাহাই অশুচি
৩৭ হইবে। আর তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ যদি কোন বপনীয় বীজে পড়ে, তবে
৩৮ তাহা শুচি থাকিবে। কিন্তু বীজের উপরে জল থাকিলে যদি তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ তাহার উপরে পড়ে, তবে তাহা
৩৯ তোমাদের পক্ষে অশুচি। আর তোমাদের খাদ্য কোন পশু মরিলে, যে কেহ তাহার শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা
৪০ পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর যে কেহ তাহার শবের মাংস ভক্ষণ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; আর যে কেহ সেই শব বহন করিবে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।

৪১ আর ভূচর প্রত্যেক কীট ঘৃণার্হ; তাহা
৪২ অখাদ্য হইবে। উরোগামী হউক কিম্বা চারি পদে কিম্বা ততোধিক পদে গমনকারী হউক, যে কোন ভূচর কীট হউক, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, তাহা
৪৩ ঘৃণার্হ। কোন উরোগামী কীট দ্বারা তোমরা আপনাদিগকে ঘৃণার্হ করিও না, ও সেই সকলের দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না, পাছে তদ্দ্বারা অশুচি
৪৪ হও। কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর; অতএব তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র কর; পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র; তোমরা ভূমির উপরে গমনশীল কোন প্রকার উরোগামী জীব দ্বারা আপনা-
৪৫ দিগকে অপবিত্র করিও না। কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্য মিসর দেশ হইতে তোমাদিগকে

আনিয়াছি; অতএব তোমরা পবিত্র ৪৬ হইবে, কারণ আমি পবিত্র। পশু, পক্ষী, জলচর সমস্ত প্রাণীর ও উরোগামী ভূচর সমস্ত প্রাণীর বিষয়ে এই ব্যবস্থা; ৪৭ ইহাতে শুচি অশুচি দ্রব্যের ও খাদ্য অখাদ্য প্রাণীর প্রভেদ জানা যায়।

প্রসূতির শুচি হইবার বিধান।

১২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, যে স্ত্রী গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করে, সে সাত দিন অশুচি থাকিবে, যেমন রজস্বলার অশৌচকালে, তেমনি সে অশুচি ৩ থাকিবে। পরে অষ্টম দিনে বালকটীর ৪ পুরুষাঙ্গের ত্বক্‌ছেদ হইবে। আর সে স্ত্রী তেত্রিশ দিন পর্য্যন্ত আপনার শৌচার্থ রক্তস্রাব অবস্থায় থাকিবে; যাবৎ শৌচার্থ দিন পূর্ণ না হয়, তাবৎ সে কোন পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না, এবং ধর্ম্মধামে ৫ প্রবেশ করিবে না। আর যদি সে কন্যা প্রসব করে, তবে যেমন অশৌচকালে, তেমনি দুই সপ্তাহ অশুচি থাকিবে; পরে সে ছেষট্টি দিবস আপনার শৌচার্থ ৬ রক্তস্রাব অবস্থায় থাকিবে। পরে পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসবের শৌচার্থক দিন সম্পূর্ণ হইলে সে হোমবলির জন্য এক-বর্ষীয় একটী মেষবৎস, এবং পাপার্থক বলির জন্য একটী কপোতশাবক কিম্বা একটী ঘুঘু সমাগম-তাম্বুর দ্বারে যাজকের ৭ নিকটে আনিবে। আর যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা উৎসর্গ করিয়া সেই স্ত্রীর নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে সে আপন রক্তস্রাব হইতে শুচি হইবে। পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসবকারিণীর জন্য এই ৮ ব্যবস্থা। যদি সে মেষবৎস আনিতে অক্ষম হয়, তবে দুইটী ঘুঘু কিম্বা দুইটী কপোতশাবক লইয়া তাহার একটী হোমার্থে, অন্যটী পাপার্থে দিবে; আর যাজক তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে সে শুচি হইবে।

কুষ্ঠরোগ-বিষয়ক নিয়ম।

১৩ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে ২ কহিলেন, যদি কোন মনুষ্যের শরীরের চর্ম্মে শোথ কিম্বা পামা কিম্বা চিক্কণ চিহ্ন হয়, আর তাহা শরীরের চর্ম্মে কুষ্ঠ-রোগের ঘায়ের ন্যায় হয়, তবে সে হারোণ যাজকের নিকটে কিম্বা তাহার পুত্র যাজকগণের মধ্যে কাহারও নিকটে ৩ আনীত হইবে। পরে যাজক তাহার শরীরের চর্ম্মস্থিত ঘা দেখিবে; যদি ঘায়ের লোম শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে, এবং ঘা যদি দেখিতে শরীরের চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে তাহা কুষ্ঠরোগের ঘা, তাহা দেখিয়া যাজক তাহাকে অশুচি ৪ বলিবে। আর চিক্কণ চিহ্ন যদি তাহার শরীরের চর্ম্মে শুক্লবর্ণ হয়, কিন্তু দেখিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হয়, এবং তাহার লোম শুক্লবর্ণ না হইয়া থাকে, তবে যাহার ঘা হইয়াছে, যাজক তাহাকে সাত ৫ দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে সপ্তম দিবসে যাজক তাহাকে দেখিবে; আর দেখ, যদি তাহার দৃষ্টিতে ঘা সেইরূপ থাকে, চর্ম্মে ঘা ব্যাপিয়া না থাকে, তবে যাজক তাহাকে আরও সাত দিন রুদ্ধ ৬ করিয়া রাখিবে। আর সপ্তম দিনে যাজক তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিবে; আর দেখ, যদি সেই ঘা মলিন হইয়া থাকে, ও চর্ম্মে ব্যাপিয়া না থাকে, তবে যাজক তাহাকে শুচি বলিবে; সে পামা; পরে

সে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া শুচি হইবে। ৭ কিন্তু তাহার শৌচার্থে যাজককে দেখান হইলে পর যদি তাহার পামা চর্ম্মে ব্যাপিয়া থাকে, তবে আবার যাজককে ৮ দেখাইতে হইবে। তাহাতে যাজক দেখিবে, আর দেখ, যদি তাহার পামা চর্ম্মে ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি বলিবে তাহা কুষ্ঠরোগ।

৯ কোন মনুষ্যে কুষ্ঠরোগের ঘা হইলে সে ১০ যাজকের নিকটে আনীত হইবে। পরে যাজক দেখিবে; যদি তাহার চর্ম্মে শুক্লবর্ণ শোথ থাকে, এবং তাহার লোম শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে, ও শোথে কাঁচা ১১ মাংস থাকে, তবে তাহা তাহার শরীরের চর্ম্মে পুরাতন কুষ্ঠ, আর যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে; রুদ্ধ করিবে না; ১২ কেননা সে অশুচি। আর চর্ম্মের সর্ব্বত্র কুষ্ঠরোগ ব্যাপিলে যদি যাজকের দৃষ্টিগোচরে ঘা বিশিষ্ট ব্যক্তির মস্তকাবধি পাদ পর্য্যন্ত সমস্ত চর্ম্ম কুষ্ঠরোগে আচ্ছন্ন ১৩ হইয়া থাকে, তবে যাজক তাহা দেখিবে; আর দেখ, যদি তাহার সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠরোগে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তবে সে, যাহার ঘা হইয়াছে, তাহাকে শুচি কহিবে; তাহার ১৪ সর্ব্বাঙ্গই শুক্ল হইল, সে শুচি। কিন্তু যখন তাহার শরীরে কাঁচা মাংস প্রকাশ ১৫ পায়, তখন সে অশুচি হইবে। যাজক তাহার কাঁচা মাংস দেখিয়া তাহাকে অশুচি কহিবে; সেই কাঁচা মাংস অশুচি; তাহা ১৬ কুষ্ঠ। আর সে কাঁচা মাংস যদি পুনর্ব্বার শ্বেতবর্ণ হয়, তবে সে যাজকের কাছে যাইবে, আর যাজক তাহাকে দেখিবে; ১৭ আর দেখ, যদি তাহার ঘা শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে, তবে যাজক, যাহার ঘা হইয়াছে, তাহাকে শুচি বলিবে; সে শুচি।

১৮ আর শরীরের চর্ম্মে স্ফোটক হইয়া ১৯ ভাল হইলে পর, যদি সেই স্ফোটকের স্থানে শ্বেতবর্ণ শোথ কিম্বা শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ চিক্কণ চিহ্ন হয়, তবে যাজকের ২০ নিকটে তাহা দেখাইতে হইবে। আর যাজক তাহা দেখিবে, আর দেখ, যদি তাহার দৃষ্টিতে তাহা চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ও তাহার লোম শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে, তবে, যাজক তাহাকে অশুচি বলিবে; তাহা স্ফোটকে উৎপন্ন কুষ্ঠ২১ রোগের ঘা। কিন্তু যদি যাজক তাহাতে শ্বেতবর্ণ লোম না দেখে, এবং তাহা চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ না হয়, ও মলিন হয়, তবে যাজক তাহাকে সাত দিন ২২ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে তাহা যদি চর্ম্মে ব্যাপে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি ২৩ বলিবে; উহা ঘা। কিন্তু যদি চিক্কণ চিহ্ন স্বস্থানে থাকে, ও না বাড়ে, তবে তাহা স্ফোটকের দাগ; যাজক তাহাকে শুচি বলিবে।

২৪ আর যদি শরীরের চর্ম্মে অগ্নিদাহ হয়, ও সেই দাহের কাঁচা স্থানে ঈষৎ রক্তমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ কিম্বা কেবল শ্বেতবর্ণ চিক্কণ চিহ্ন হয়, তবে যাজক তাহা ২৫ দেখিবে; আর দেখ, চিক্কণ চিহ্নে স্থিত লোম যদি শ্বেতবর্ণ হয়, ও দেখিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে তাহা অগ্নিদাহে উৎপন্ন কুষ্ঠরোগ; অতএব যাজক তাহাকে অশুচি বলিবে, তাহা ২৬ কুষ্ঠরোগের ঘা। কিন্তু যদি যাজক দেখে, চিক্কণ চিহ্নে স্থিত লোম শ্বেতবর্ণ নয়, ও চিহ্ন চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন নয়, কিন্তু মলিন, তবে যাজক তাহাকে সাত দিন ২৭ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে সপ্তম দিনে যাজক তাহাকে দেখিবে; যদি চর্ম্মে

ঐ রোগ ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি বলিবে; তাহা কুষ্ঠ-
২৮ রোগের ঘা। আর যদি চিক্কণ চিহ্ন স্বস্থানে থাকে, চর্ম্মে বৃদ্ধি না পায়, কিন্তু মলিন হয়, তবে তাহা দগ্ধ স্থানের শোথ; যাজক তাহাকে শুচি বলিবে, কেননা তাহা অগ্নিকৃত ক্ষতের চিহ্ন।

২৯ আর পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর মস্তকে বা দাড়িতে ঘা হইলে যাজক সেই ঘা
৩০ দেখিবে; আর দেখ, যদি তাহা দেখিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ও হরিদ্রাবর্ণ সূক্ষ্ম লোম থাকে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি বলিবে; উহা ছুলি, উহা মস্তকের
৩১ বা দাড়ির কুষ্ঠ। আর যাজক যদি ছুলির ঘা দেখে, আর দেখ, তাহার দৃষ্টিতে তাহা চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হয়, ও তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ লোম নাই, তবে যাজক সেই ছুলির ঘা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাত দিন
৩২ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে সপ্তম দিনে যাজক ঘা দেখিবে; আর দেখ, যদি সেই ছুলি বাড়িয়া না থাকে, ও তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ লোম না হইয়া থাকে, এবং দেখিতে চর্ম্মাপেক্ষা ছুলি নিম্ন বোধ না
৩৩ হয়, তবে সে মুণ্ডিত হইবে, কিন্তু ছুলির স্থান মুণ্ডন করা যাইবে না; পরে যাজক ঐ ছুলি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আর সাত
৩৪ দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। আর সপ্তম দিনে যাজক সেই ছুলি দেখিবে; আর দেখ, যদি সেই ছুলি চর্ম্মে বাড়িয়া না থাকে, ও দেখিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হইয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে শুচি বলিবে; পরে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া শুচি হইবে।

৩৫ আর শুচি হইলে পর যদি তাহার চর্ম্মে সেই ছুলি ব্যাপিয়া যায়, তবে
৩৬ যাজক তাহাকে দেখিবে; আর দেখ, যদি তাহার চর্ম্মে ছুলি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে যাজক হরিদ্রাবর্ণ লোমের
৩৭ অন্বেষণ করিবে না; সে অশুচি। কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে যদি ছুলি না বাড়িয়া থাকে, ও তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ লোম উঠিয়া থাকে, তবে সেই ছুলির উপশম হইয়াছে, সে শুচি; যাজক তাহাকে শুচি বলিবে।

৩৮ আর যদি কোন পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর শরীরের চর্ম্মে স্থানে স্থানে চিক্কণ চিহ্ন অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ চিক্কণ চিহ্ন হয়, তবে
৩৯ যাজক তাহা দেখিবে; আর দেখ, যদি তাহার চর্ম্মনির্গত চিক্কণ চিহ্ন মলিন শ্বেতবর্ণ হয়, তবে তাহা চর্ম্মে উৎপন্ন
৪০ নির্দ্দোষ স্ফোটক; সে শুচি। আর যে মনুষ্যের কেশ মস্তক হইতে খসিয়া পড়ে,
৪১ সে নেড়া, সে শুচি। আর যাহার কেশ মস্তকের প্রান্ত হইতে খসিয়া পড়ে,
৪২ সে কপালে নেড়া, সে শুচি। কিন্তু যদি নেড়া মাথায় কি নেড়া কপালে ঈষৎ রক্তমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ঘা হয়, তবে তাহা তাহার নেড়া মাথায় কিম্বা নেড়া
৪৩ কপালে উৎপন্ন কুষ্ঠ। যাজক তাহাকে দেখিবে; আর দেখ, যদি শরীরের চর্ম্মস্থিত কুষ্ঠের ন্যায় নেড়া মাথায় কিম্বা নেড়া কপালে ঈষৎ রক্তমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ঘা হইয়া থাকে, তবে সে কুষ্ঠী, সে
৪৪ অশুচি; যাজক তাহাকে অবশ্য অশুচি বলিবে; তাহার ঘা তাহার মস্তকে।

৪৫ আর যে কুষ্ঠীর ঘা হইয়াছে, তাহার বস্ত্র চেরা যাইবে, ও তাহার মস্তক মুক্তকেশ থাকিবে, ও সে আপনার ওষ্ঠ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া 'অশুচি, অশুচি'
৪৬ এই শব্দ করিবে। যত দিন তাহার গাত্রে ঘা থাকিবে, তত দিন সে অশুচি

থাকিবে; সে অশুচি; সে একাকী বাস করিবে, শিবিরের বাহিরে তাহার বাসস্থান হইবে।

৪৭ আর লোমের বস্ত্রে কিম্বা মসীনার ৪৮ বস্ত্রে যদি কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক হয়, লোমের কিম্বা মসীনার তানাতে বা পড়িয়ানেতে যদি হয়, কিম্বা চর্ম্মে কি চর্ম্মনির্ম্মিত ৪৯ কোন দ্রব্যে যদি হয়; এবং বস্ত্রে কিম্বা চর্ম্মে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে যদি ঈষৎ শ্যামবর্ণ কিম্বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ কলঙ্ক হয়, তবে তাহা কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক; ৫০ তাহা যাজককে দেখাইতে হইবে; পরে যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিয়া কলঙ্কযুক্ত ৫১ বস্তু সাত দিন রুদ্ধ করিযা রাখিবে। পরে সপ্তম দিনে যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিবে, যদি বস্ত্রে কিম্বা তানাতে কিম্বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মে কিম্বা চর্ম্ম-নির্ম্মিত দ্রব্যে সেই কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে তাহা সংহারক কুষ্ঠ; তাহা অশুচি। ৫২ অতএব বস্ত্র কিম্বা লোমকৃত কি মসীনা-কৃত তানা বা পড়িয়ান কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্য, যে কিছুতে সেই কলঙ্ক হয়, তাহা সে পোড়াইয়া দিবে; কারণ তাহা সংহারক কুষ্ঠ, তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া ৫৩ দিতে হইবে। কিন্তু যাজক দেখিবে; আর দেখ, যদি সেই কলঙ্ক বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মের ৫৪ কোন দ্রব্যে বাড়িয়া না উঠে, তবে যাজক সেই কলঙ্কবিশিষ্ট দ্রব্য ধৌত করিতে আজ্ঞা দিবে, এবং আর সাত দিন তাহা ৫৫ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ধৌত হইলে পর যাজক সেই কলঙ্ক দেখিবে; আর দেখ, সেই কলঙ্ক যদি অন্যবর্ণ না হইয়া থাকে ও সেই কলঙ্ক যদি বাড়িয়া না থাকে, তবে তাহা অশুচি, তুমি তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে; উহা ভিতরে কিম্বা ৫৬ বাহিরে উৎপন্ন ক্ষত। কিন্তু যদি যাজক দেখে, আর দেখ, ধৌত করিবার পরে যাজকের দৃষ্টিতে যদি সেই কলঙ্ক মলিন হয়, তবে সে ঐ বস্ত্র হইতে কিম্বা চর্ম্ম হইতে কিম্বা তানা বা পড়িয়ান ৫৭ হইতে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তথাপি যদি সেই বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে তাহা পুনরায় দৃষ্ট হয়, তবে তাহা ব্যাপক কুষ্ঠ; যাহাতে সেই কলঙ্ক থাকে, তাহা তুমি অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে। ৫৮ আর যে বস্ত্র কিম্বা বস্ত্রের তানা বা পড়িয়ান কিম্বা চর্ম্মের যে কোন দ্রব্য ধৌত করিবে, তাহা হইতে যদি সেই কলঙ্ক দূর হয়, তবে দ্বিতীয় বার তাহা ধৌত করিবে; তাহাতে তাহা শুচি ৫৯ হইবে। লোমের কিম্বা মসীনাকৃত বস্ত্রের কিম্বা তানার বা পড়িয়ানের কিম্বা চর্ম্ম-নির্ম্মিত কোন পাত্রের শৌচাশৌচ কথন বিষয়ে কুষ্ঠ জন্য কলঙ্কের এই ব্যবস্থা।

১৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ কুষ্ঠরোগীর শুচি হইবার দিবসে তাহার পক্ষে এই ব্যবস্থা হইবে; সে যাজকের ৩ নিকটে আনীত হইবে। যাজক শিবিরের বাহিরে গিয়া দেখিবে; আর দেখ, যদি কুষ্ঠীর কুষ্ঠরোগের ঘায়ের উপশম হইয়া ৪ থাকে, তবে যাজক সেই শোধ্যমান ব্যক্তির নিমিত্তে দুইটী জীবৎ শুচি পক্ষী, এরস কাষ্ঠ, লোহিতবর্ণ লোম ও এসোব, ৫ এই সকল লইতে আজ্ঞা করিবে। আর যাজক মাটীর পাত্রে স্রোতোজলের* উপরে একটী পক্ষী হনন করিতে আজ্ঞা

* (ইব্র) জীবিত জলের।

৬ করিবে। পরে সে ঐ জীবিত পক্ষী, এরস কাষ্ঠ, লোহিতবর্ণ লোম ও এসোব লইয়া ঐ স্রোতোজলের * উপরে হত পক্ষীর রক্তে জীবিত পক্ষীর সহিত সে ৭ সকল ডুবাইবে, এবং কুষ্ঠ হইতে শোধ্যমান ব্যক্তির উপরে সাত বার ছিটাইয়া তাহাকে শুচি বলিবে, এবং ঐ জীবিত পক্ষীকে মাঠের দিকে ছাড়িয়া দিবে। ৮ তখন সেই শোধ্যমান ব্যক্তি আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া ও সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিয়া জলে স্নান করিবে, তাহাতে সে শুচি হইবে; তৎপরে সে শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিবে, কিন্তু সাত দিন আপন ৯ তাম্বুর বাহিরে থাকিবে। পরে সপ্তম দিনে সে আপন মস্তকের কেশ, দাড়ি, ভ্রূ ও সর্ব্বাঙ্গের লোম মুণ্ডন করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া আপনি ১০ জলে স্নান করিয়া শুচি হইবে। পরে অষ্টম দিনে সে নির্দ্দোষ দুইটী মেষশাবক, একবর্ষীয়া নির্দ্দোষ একটী মেষবৎসা ও ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের জন্য তৈলমিশ্রিত [এক ঐফা] সূজির দশ অংশের তিন অংশ ও এক লোগ তৈল ১১ লইবে। পরে শুচিকারী যাজক ঐ শোধ্যমান লোকটীকে এবং ঐ সকল বস্তু লইয়া সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে ১২ সদাপ্রভুর সম্মুখে স্থাপন করিবে। পরে যাজক একটী মেষশাবক লইয়া দোষার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এবং তাহা ও সেই এক লোগ তৈল দোলনীয় নৈবেদ্য রূপে সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলাইবে। ১৩ যে স্থানে পাপার্থক বলি ও হোমবলি হনন করা যায়, সেই পবিত্র স্থানে ঐ মেষশাবকটীকে হনন করিবে, কেননা দোষার্থক বলি পাপার্থক বলির ন্যায় যাজকের অংশ; তাহা অতি পবিত্র। ১৪ পরে যাজক ঐ দোষার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া ঐ শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ১৫ ও দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠে দিবে। আর যাজক সেই এক লোগ তৈলের কিয়দংশ লইয়া আপনার বাম হস্তের তালুতে ১৬ ঢালিবে। পরে যাজক সেই বাম হস্তস্থিত তৈলে আপন দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলি ডুবাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা সেই তৈল হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাত বার সদাপ্রভুর ১৭ সম্মুখে ছিটাইয়া দিবে। আর আপন হস্তস্থিত অবশিষ্ট তৈলের কিয়দংশ লইয়া যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠে ঐ দোষার্থক ১৮ বলির রক্তের উপরে দিবে। পরে যাজক আপন হস্তস্থিত অবশিষ্ট তৈল লইয়া ঐ শোধ্যমান ব্যক্তির মস্তকে দিবে, এবং যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১৯ আর যাজক পাপার্থক বলিদান করিবে, এবং সেই শোধ্যমান ব্যক্তির অশৌচের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তৎপরে হোমবলি ২০ হনন করিবে। আর যাজক হোমবলি ও ভক্ষ্য-নৈবেদ্য বেদিতে উৎসর্গ করিবে, এবং যাজক তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে সে শুচি হইবে।

২১ আর সে ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়, এত আনিতে তাহার সঙ্গতি না থাকে, তবে সে আপনার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে দোলনীয় দোষার্থক বলির নিমিত্তে একটী মেষবৎস, ও ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, তৈলমিশ্রিত [এক ঐফা] সূজির দশ অংশের এক ২২ অংশ ও এক লোগ তৈল; এবং আপন

সঙ্গতি অনুসারে দুইটী ঘুঘু কিম্বা দুইটী কপোতশাবক আনিবে; তাহার একটী পাপার্থক বলি, অন্যটী হোমবলি হইবে।
২৩ পরে অষ্টম দিনে সে আপনার শৌচার্থে সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে যাজকের কাছে তাহাদিগকে
২৪ আনিবে। পরে যাজক দোষার্থক বলির মেষশাবক ও উক্ত এক লোগ তৈল লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলনীয়
২৫ নৈবেদ্যার্থে তাহা দোলাইবে। পরে সে দোষার্থক বলির মেষশাবক হনন করিবে, এবং যাজক দোষার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠে দিবে।
২৬ পরে যাজক সেই তৈল হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া আপন বাম হস্তের তালুতে
২৭ ঢালিবে। আর যাজক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দিয়া বাম হস্তস্থিত তৈল হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাত বার সদাপ্রভুর
২৮ সম্মুখে ছিটাইয়া দিবে। আর যাজক আপন হস্তস্থিত তৈল হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠে দোষার্থক বলির রক্তের
২৯ স্থানের উপরে দিবে। আর যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির নিমিত্তে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আপন হস্তস্থিত অবশিষ্ট তৈল তাহার মস্তকে
৩০ দিবে। পরে সে সঙ্গতি অনুসারে [দত্ত] দুইটী ঘুঘুর কিম্বা দুইটী কপোত-শাবকের মধ্যে একটী উৎসর্গ করিবে;
৩১ অর্থাৎ তাহার সঙ্গতি অনুসারে ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের সহিত একটী পাপার্থক বলি, অন্যটী হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এবং যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির নিমিত্তে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
৩২ কুষ্ঠরোগের ঘা বিশিষ্ট যে ব্যক্তি আপন শুদ্ধির সম্বন্ধে সঙ্গতিহীন, তাহার জন্য এই ব্যবস্থা।

৩৩ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে
৩৪ কহিলেন, আমি যে দেশ অধিকারার্থে তোমাদিগকে দিব, সেই কনান দেশে তোমাদের প্রবেশের পর যদি আমি তোমাদের অধিকৃত দেশের কোন গৃহে
৩৫ কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক উৎপন্ন করি, তবে সে গৃহের স্বামী আসিয়া যাজককে এই সংবাদ দিবে, আমার দৃষ্টিতে গৃহে কলঙ্কের
৩৬ মত দেখা দিতেছে। তৎপরে গৃহের সকল বস্তু যেন অশুচি না হয়, এই নিমিত্তে ঐ কলঙ্ক দেখিবার জন্য যাজকের প্রবেশের পূর্ব্বে গৃহ শূন্য করিতে যাজক আজ্ঞা করিবে; পরে যাজক গৃহ দেখিতে
৩৭ প্রবেশ করিবে। আর সে সেই কলঙ্ক দেখিবে; আর দেখ, যদি গৃহের ভিত্তিতে কলঙ্ক নিম্ন ও ঈষৎ হরিৎ কিম্বা লোহিত-বর্ণ হয়, এবং তাহার দৃষ্টিতে ভিত্তি
৩৮ অপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে যাজক গৃহ হইতে বাহির হইয়া গৃহদ্বারে গিয়া সাত
৩৯ দিন ঐ গৃহ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। সপ্তম দিনে যাজক পুনর্ব্বার আসিয়া দৃষ্টি করিবে; আর দেখ, গৃহের ভিত্তিতে
৪০ সেই কলঙ্ক যদি বাড়িয়া থাকে, তবে যাজক আজ্ঞা করিবে, যেন কলঙ্কবিশিষ্ট প্রস্তর সকল উৎপাটন করিয়া লোকেরা নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে নিক্ষেপ
৪১ করে। পরে সে গৃহের ভিতরের চারিদিক্ ঘর্ষণ করাইবে, ও তাহারা সেই ঘর্ষণের ধূলা নগরের বাহিরে অশুচি
৪২ স্থানে ফেলিয়া দিবে। আর তাহারা

অন্য প্রস্তর লইয়া সেই প্রস্তরের স্থানে বসাইবে, ও অন্য প্রলেপ লইয়া গৃহ ৪৩ লেপন করিবে। এইরূপে প্রস্তর উৎপাটন এবং গৃহ ঘর্ষণ ও লেপন করিলে পর যদি পুনর্ব্বার কলঙ্ক জন্মিয়া গৃহে বিস্তৃত হয়, তবে যাজক আসিয়া দেখিবে; ৪৪ আর দেখ, যদি ঐ গৃহে কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে সেই গৃহে সংহারক কুষ্ঠ ৪৫ আছে, সেই গৃহ অশুচি। লোকেরা ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং গৃহের প্রস্তর, কাষ্ঠ ও প্রলেপ সকল নগরের বাহিরে ৪৬ অশুচি স্থানে লইয়া যাইবে। আর ঐ গৃহ যাবৎ রুদ্ধ থাকে, তাবৎ যে কেহ তাহার ভিতরে যায়, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ৪৭ অশুচি থাকিবে। আর যে কেহ সেই গৃহে শয়ন করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে; এবং যে কেহ সেই গৃহে আহার করে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে।

৪৮ আর যদি যাজক প্রবেশ করিয়া দেখে, আর দেখ, সেই গৃহ লেপনের পর কলঙ্ক আর বাড়ে নাই, তবে যাজক সেই গৃহকে শুচি বলিবে, কেননা কলঙ্কের উপশম ৪৯ হইয়াছে। পরে সে ঐ গৃহ মুক্তপাপ করণার্থে দুইটী পক্ষী, এরসকাষ্ঠ, লোহিত- ৫০ বর্ণ লোম ও এসোব লইবে; এবং মাটীর পাত্রে স্রোতোজলের* উপরে একটী ৫১ পক্ষী হনন করিবে। পরে সে ঐ এরসকাষ্ঠ, এসোব, লোহিতবর্ণ লোম ও জীবিত পক্ষী, এই সকল লইয়া হত পক্ষীর রক্তে ও স্রোতোজলে† ডুবাইয়া সাত বার ৫২ গৃহে ছিটাইয়া দিবে। এইরূপে পক্ষীর রক্ত, স্রোতোজল,‡ জীবিত পক্ষী, এরসকাষ্ঠ, এসোব ও লোহিতবর্ণ লোম, এই সকলের দ্বারা সেই গৃহ মুক্তপাপ করিবে। ৫৩ পরে ঐ জীবিত পক্ষীকে নগরের বাহিরে মাঠের দিকে ছাড়িয়া দিবে, এবং গৃহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহা শুচি হইবে।

৫৪ এই ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগের, ৫৫ শ্বিত্ররোগের, বস্ত্রস্থিত কুষ্ঠের, ও গৃহের, ৫৬ এবং শোথ, পামা ও চিক্কণ চিহ্নের; ৫৭ এই সকল কোন্ দিনে অশুচি ও কোন্ দিনে শুচি, তাহা জানাইবার জন্য; কুষ্ঠরোগের এই ব্যবস্থা।

শৌচাশৌচ বিষয়ক নানা বিধি।

১৫ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে ২ কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে এই কথা বল, পুরুষের শরীরে প্রমেহ হইলে সেই প্রমেহে সে ৩ অশুচি হইবে। তাহার প্রমেহ জন্য অশৌচের বিধি এই; তাহার শরীর হইতে প্রমেহ ক্ষরুক, কিম্বা শরীরে বদ্ধ ৪ হউক, এ তাহার অশৌচ। প্রমেহী লোক যে কোন শয্যায় শয়ন করে, তাহা অশুচি; ও যাহা কিছুর উপরে বসে, ৫ তাহা অশুচি হইবে। আর যে কেহ তাহার শয্যা স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে, এবং ৬ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর যে কোন বস্তুর উপরে প্রমেহী বসে, তাহার উপরে যদি কেহ বসে, তবে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে, এবং ৭ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর যে কেহ প্রমেহীর গাত্র স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ৮ আর প্রমেহী যদি শুচি ব্যক্তির গাত্রে

* (ইব্র) জীবিত জলের। † (ইব্র) জীবিত জলে। ‡ (ইব্র) জীবিত জল।

থুথু ফেলে, তবে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা ৯ পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর প্রমেহী যে কোন যানের উপরে আরোহণ করে, ১০ তাহা অশুচি হইবে। আর যে কেহ তাহার নীচস্থ কোন বস্তু স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; এবং যে কেহ তাহা তুলে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা ১১ পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর প্রমেহী আপন হস্ত জলে ধৌত না করিয়া যাহাকে স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ১২ অশুচি থাকিবে। আর প্রমেহী যে কোন মাটীর পাত্র স্পর্শ করে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, ও সকল কাষ্ঠপাত্র ১৩ জলে ধৌত হইবে। আর প্রমেহী যখন আপন প্রমেহ হইতে শুচি হয়, তখন সে আপন শুচিত্বের নিমিত্তে সাত দিন গণনা করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও স্রোতোজলে স্নান করিবে; পরে ১৪ শুচি হইবে। আর অষ্টম দিবসে সে আপনার নিমিত্তে দুইটী ঘুঘু কিম্বা দুইটী কপোতশাবক লইয়া সমাগম-তাম্বুর দ্বারে সদাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে ১৫ যাজকের হস্তে দিবে। যাজক তাহার একটী পাপার্থক বলি, অন্যটী হোমবলি-রূপে উৎসর্গ করিবে, এইরূপে যাজক তাহার প্রমেহ হেতু তাহার জন্য সদা-প্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

১৬ আর যদি কোন পুরুষের রেতঃপাত হয়, তবে সে আপনার সমস্ত শরীর জলে ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি ১৭ থাকিবে। আর যে কোন বস্ত্রে কি চর্ম্মে রেতঃপাত হয়, তাহা জলে ধৌত করিতে হইবে; এবং তাহা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ১৮ অশুচি থাকিবে। আর স্ত্রীর সহিত পুরুষ রেতঃশুদ্ধ শয়ন করিলে তাহারা উভয়ে জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।

১৯ আর যে স্ত্রী রজস্বলা হয়, তাহার শরীরস্থ রক্ত ক্ষরিলে সাত দিবস তাহার অশৌচ থাকিবে, এবং যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি ২০ থাকিবে। আর অশৌচকালে সে যে কোন শয্যায় শয়ন করিবে তাহা অশুচি হইবে; ও যাহার উপরে বসিবে, তাহা ২১ অশুচি হইবে। আর যে কেহ তাহার শয্যা স্পর্শ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা ২২ পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর যে কেহ তাহার বসিবার কোন আসন স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি ২৩ থাকিবে। আর তাহার শয্যার কিম্বা আসনের উপরে কোন কিছু থাকিলে যে কেহ তাহা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ২৪ অশুচি থাকিবে। আর অশৌচকালে যে পুরুষ তাহার সহিত শয়ন করে, ও তাহার রজঃ তাহার গাত্রে লাগে, সে সাত দিবস অশুচি থাকিবে; এবং যে কোন শয্যায় সে শয়ন করিবে, তাহাও অশুচি হইবে।

২৫ আর অশৌচকাল ব্যতিরেকে যদি কোন স্ত্রীলোকের বহুদিন পর্য্যন্ত রক্ত-স্রাব হয়, কিম্বা অশৌচকালের পর যদি রক্ত ক্ষরে, তবে সেই অশুচি রক্তস্রাবের সকল দিন সে অশৌচকালের ন্যায় ২৬ থাকিবে, সে অশুচি। সেই রক্তস্রাবের সমস্ত কাল যে কোন শয্যায় সে শয়ন

করিবে, তাহা তাহার পক্ষে অশৌচ-কালের শয্যার ন্যায় হইবে; এবং যে কোন আসনের উপরে সে বসিবে, তাহা
২৭ অশৌচকালের মত অশুচি হইবে। আর যে কেহ সেই সকল স্পর্শ করিবে, সে অশুচি হইবে, বস্ত্র ধৌত করিয়া জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি
২৮ থাকিবে। আর সেই স্ত্রীর রক্তস্রাব রহিত হইলে সে আপনার নিমিত্তে সাত দিন গণনা করিবে, তৎপরে সে শুচি
২৯ হইবে। পরে অষ্টম দিবসে সে আপনার জন্য দুইটী ঘুঘু কিম্বা দুইটী কপোত-শাবক লইয়া সমাগম-তাম্বুর দ্বারে যাজকের
৩০ নিকটে আসিবে। যাজক তাহার একটী পাপার্থক বলি ও অন্যটী হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, তাহার রক্তস্রাবের অশৌচ প্রযুক্ত যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

৩১ এই প্রকারে তোমরা ইস্রায়েল-সন্তান-গণকে তাহাদের অশৌচ হইতে পৃথক্ করিবে, পাছে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী আমার আবাস অশুচি করিলে তাহারা আপন আপন অশৌচ প্রযুক্ত মারা পড়ে।
৩২ প্রমেহী ও রেতঃপাতে অশুচি ব্যক্তি,
৩৩ এবং অশৌচার্ত্তা স্ত্রী, প্রমেহবিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী এবং অশুচি স্ত্রীর সহিত সংসর্গ-কারী পুরুষ, এই সকলের জন্য এই ব্যবস্থা।

মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিনের ব্যবস্থা।

১৬ হারোণের দুই পুত্র সদাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া মারা পড়িলে পর, সদা-প্রভু মোশির সহিত আলাপ করিলেন।
২ সদাপ্রভু মোশিকে এই কথা কহিলেন, তুমি আপন ভ্রাতা হারোণকে বল, যেন সে অতি পবিত্র স্থানে তিরস্করিণীর ভিতরে, সিন্দুকের উপরিস্থ পাপাবরণের সম্মুখে সর্ব্ব সময়ে প্রবেশ না করে, পাছে তাহার মৃত্যু হয়; কেননা আমি পাপা-
৩ বরণের উপরে মেঘে দর্শন দিব। হারোণ পাপার্থে একটী গোবৎস ও হোমার্থে একটী মেষ সঙ্গে লইয়া, এইরূপে অতি
৪ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে। সে মসীনার পবিত্র অঙ্গরক্ষিণী পরিধান করিবে, মসীনার জাঙ্ঘিয়া পরিধান করিবে, মসীনার কটিবন্ধন পরিবে, এবং মসীনার উষ্ণীষে বিভূষিত হইবে; এ সকল পবিত্র বস্ত্র; সে জলে আপন শরীর ধৌত করিয়া
৫ এই সকল পরিধান করিবে। পরে সে ইস্রায়েল-সন্তানগণের মণ্ডলীর নিকটে পাপার্থক বলিরূপে দুইটী ছাগ ও হোমার্থে
৬ একটী মেষ লইবে। আর হারোণ আপনার জন্য পাপার্থক বলির গোবৎস আনয়ন করিয়া নিজের ও নিজ কুলের
৭ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পরে সেই দুইটী ছাগ লইয়া সমাগম-তাম্বুর দ্বার-সমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবে।
৮ পরে হারোণ ঐ দুইটী ছাগের বিষয়ে গুলিবাঁট করিবে; এক গুলি সদাপ্রভুর নিমিত্তে, ও অন্য গুলি ত্যাগের * নিমিত্তে
৯ হইবে। গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ সদা-প্রভুর নিমিত্তে হয়, হারোণ তাহাকে লইয়া
১০ পাপার্থে বলিদান করিবে। কিন্তু গুলি-বাঁট দ্বারা যে ছাগ ত্যাগের * নিমিত্তে হয়, সে যেন ত্যাগের * নিমিত্তে প্রান্তরে প্রেরিত হইতে পারে, তন্নিমিত্ত তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে জীবিত উপস্থিত করিতে হইবে।
১১ পরে হারোণ আপনার পাপার্থক বলির

* (ইব্র) অজাজেলের:

গোবৎস আনিয়া নিজের ও নিজ কুলের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ফলতঃ সে আপনার পাপার্থক বলি সেই গোবৎসকে ১২ হনন করিবে; আর সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে, বেদির উপর হইতে, প্রজ্বলিত অঙ্গারে পূর্ণ অঙ্গারধানী ও এক মুষ্টি চূর্ণীকৃত সুগন্ধি ধূপ লইয়া তিরস্করিণীর ১৩ ভিতরে যাইবে। আর ঐ ধূপ সদাপ্রভুর সম্মুখে অগ্নিতে দিবে; তাহাতে সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরিস্থ পাপাবরণ ধূপের ধূম-মেঘে আচ্ছন্ন হইলে সে মরিবে না। ১৪ পরে সে ঐ গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া পাপাবরণের পূর্ব্বপার্শ্বে অঙ্গুলি দ্বারা ছিটাইয়া দিবে, এবং অঙ্গুলি দ্বারা পাপাবরণের সম্মুখে ঐ রক্ত সাত বার ছিটাইয়া দিবে।

১৫ পরে সে লোকদের পাপার্থক বলির ছাগটী হনন করিয়া তাহার রক্ত তিরস্করিণীর ভিতরে আনিয়া যেমন গোবৎসের রক্ত ছিটাইয়া দিয়াছিল, সেইরূপ তাহারও রক্ত লইয়া করিবে, পাপাবরণের উপরে ও পাপাবরণের সম্মুখে তাহা ছিটা- ১৬ ইয়া দিবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের নানাবিধ অশুচিতা ও অধর্ম্ম, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ পাপপ্রযুক্ত সে পবিত্র স্থানের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং যে সমাগম-তাম্বু তাহাদের সহিত, তাহাদের নানাবিধ অশৌচের মধ্যে বসতি করে, তাহার ১৭ নিমিত্তে সে তদ্রূপ করিবে। আর প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পবিত্র স্থানে প্রবেশ করা অবধি যে পর্য্যন্ত সে বাহির না হয়, এবং আপনার ও নিজ কুলের এবং সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত না করে, সেই পর্য্যন্ত সমাগম-তাম্বুতে কোন মনুষ্য থাকিবে না। ১৮ সে নির্গত হইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখবর্ত্তী বেদীর নিকটে গিয়া তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত ও ছাগের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া বেদির চারিদিকে শৃঙ্গের উপরে ১৯ দিবে। আর সে রক্তের কিয়দংশ লইয়া আপন অঙ্গুলি দ্বারা তাহার উপরে সাত বার ছিটাইয়া দিয়া তাহা শুচি করিবে, ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের অশৌচ হইতে তাহা পবিত্র করিবে।

২০ এইরূপে সে পবিত্র স্থানের, সমাগম-তাম্বুর ও বেদির জন্য প্রায়শ্চিত্তকার্য্য সমাপ্ত করিলে পর সেই জীবিত ছাগটী ২১ আনিবে; পরে হারোণ সেই জীবিত ছাগের মস্তকে আপনার দুই হস্ত অর্পণ করিবে, এবং ইস্রায়েল সন্তানগণের সমস্ত অপরাধ ও তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম অর্থাৎ তাহাদের সর্ব্ববিধ পাপ তাহার উপরে স্বীকার করিয়া সে সমস্ত ঐ ছাগের মস্তকে অর্পণ করিবে; পরে যে প্রস্তুত হইয়াছে, এমন লোকের হস্ত দ্বারা ২২ তাহাকে প্রান্তরে পাঠাইয়া দিবে। আর ঐ ছাগ নিজের উপরে তাহাদের সমস্ত অপরাধ বিচ্ছিন্ন ভূমিতে বহিয়া লইয়া যাইবে; আর সেই ব্যক্তি ছাগটীকে ২৩ প্রান্তরে ছাড়িয়া দিবে। আর হারোণ সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিবে, এবং পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবার সময়ে যে সকল মসীনা-বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে রাখিবে। ২৪ পরে সে কোন পবিত্র স্থানে আপন শরীর জলে ধৌত করিয়া নিজ বস্ত্র পরিধান করতঃ বাহিরে আসিবে, এবং আপনার হোমবলি ও লোকদের হোম-বলি উৎসর্গ করিয়া আপনার নিমিত্তে ও

লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
২৫ আর সে পাপার্থক বলির মেদ বেদিতে
২৬ দগ্ধ করিবে। আর যে ব্যক্তি ত্যাগের ছাগটী ছাড়িয়া দিয়াছিল, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও আপন গাত্র জলে ধৌত করিবে, তৎপরে শিবিরে
২৭ আসিবে। আর পাপার্থক বলির গোবৎস ও পাপার্থক বলির ছাগ, যাহাদের রক্ত প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পবিত্র স্থানে আনীত হইয়াছিল, লোকেরা তাহাদিগকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া তাহাদের চর্ম্ম, মাংস ও মল অগ্নিতে পোড়াইয়া
২৮ দিবে। আর যে জন তাহা পোড়াইয়া দিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও আপন গাত্র জলে ধৌত করিবে, তৎপরে শিবিরে আসিবে।

২৯ তোমাদের নিমিত্ত ইহা চিরস্থায়ী বিধি হইবে; সপ্তম মাসের দশম দিনে স্বদেশী কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশী, তোমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিবে ও কোন ব্যবসায় কর্ম্ম করিবে না।
৩০ কেননা সেই দিন তোমাদিগকে শুচি করণার্থে তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা যাইবে; তোমরা সদাপ্রভুর সম্মুখে আপনাদের সকল পাপ হইতে শুচি
৩১ হইবে। তাহা তোমাদের বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন; এবং তোমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিবে; ইহা চিরস্থায়ী
৩২ বিধি। পিতার স্থানে যাজন কর্ম্ম করিতে যাহাকে অভিষেক ও হস্তপূরণ দ্বারা নিযুক্ত করা যাইবে, সেই যাজক প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং মসীনা বস্ত্র অর্থাৎ পবিত্র বস্ত্র সকল পরিধান করিবে।
৩৩ আর সে পবিত্র ধর্ম্মধামের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং সমাগম-তাম্বুর ও বেদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং যাজকগণের ও সমাজের সমস্ত লোকের জন্য প্রায়-
৩৪ শ্চিত্ত করিবে। ইস্রায়েল-সন্তানগণের জন্য তাহাদের সমস্ত পাপপ্রযুক্ত বৎসরের মধ্যে এক বার প্রায়শ্চিত্ত করা তোমাদের পক্ষে চিরস্থায়ী বিধি হইবে।

তখন [হারোণ] মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলেন।

বলিদান ও রক্ত বিষয়ক বিধি।

১৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২ তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে এবং সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে কহ, তাহাদিগকে এই কথা বল, সদাপ্রভু এই
৩ আজ্ঞা করেন; ইস্রায়েল-কুলজাত যে কেহ শিবিরের মধ্যে কিম্বা শিবিরের বাহিরে গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা ছাগ
৪ হনন করে, কিন্তু সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করিতে সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে তাহা না আনে, তাহার উপর রক্তপাতের পাপ গণিত হইবে; সে রক্তপাত করিয়াছে, সে ব্যক্তি আপন লোকদের মধ্য হইতে
৫ উচ্ছিন্ন হইবে। কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের যে যে যজ্ঞীয় পশু মাঠে লইয়া গিয়া বলিদান করে, সে সমস্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে সমাগম-তাম্বুর দ্বারে যাজকের নিকটে আনিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলি বলিয়া বলিদান
৬ করিতে হইবে। আর যাজক সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর বেদির উপরে তাহাদের রক্ত প্রক্ষেপ করিবে, এবং মেদ সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থে দগ্ধ
৭ করিবে। তাহাতে তাহারা যে ছাগদের অনুগমনে ব্যভিচার করিয়া আসিতেছে,

তাহাদের উদ্দেশে আর বলিদান করিবে না। ইহা তাহাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি হইবে।

৮ আর তুমি তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েল-কুলজাত কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী লোক ৯ যদি হোম কিম্বা বলিদান করে, কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবার জন্য তাহা সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে না আনে, তবে সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

১০ আর ইস্রায়েল-কুলজাত কোন ব্যক্তি, কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী লোক যদি কোন প্রকার রক্ত ভোজন করে, তবে আমি সেই রক্ত-ভোক্তার প্রতি বিমুখ হইব, ও তাহার লোকদের মধ্য হইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন ১১ করিব। কেননা রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে, এবং তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থ আমি তাহা বেদির উপরে তোমাদিগকে দিয়াছি; কারণ প্রাণের গুণে রক্তই প্রায়শ্চিত্ত-১২ সাধক। এই জন্য আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলাম, তোমাদের মধ্যে কেহ রক্ত ভোজন করিবে না, ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশীও রক্ত ভোজন করিবে না।

১৩ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী লোক যদি মৃগয়াতে কোন খাদ্য পশু কিম্বা পক্ষী বধ করে, তবে সে তাহার রক্ত ঢালিয়া দিয়া ধূলাতে আচ্ছাদন ১৪ করিবে। কেননা প্রত্যেক প্রাণীর রক্তই প্রাণ, তাহাই তাহার প্রাণস্বরূপ; এই জন্য আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলাম, তোমরা কোন প্রাণীর রক্ত ভোজন করিবে না, কেননা প্রত্যেক প্রাণীর রক্তই তাহার প্রাণ; যে কেহ তাহা ভোজন ১৫ করিবে, সে উচ্ছিন্ন হইবে। আর স্বদেশী কি বিদেশীর মধ্যে যে কেহ স্বয়ংমৃত কিম্বা বিদীর্ণ পশু ভোজন করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি ১৬ থাকিবে; পরে শুচি হইবে। কিন্তু যদি বস্ত্র ধৌত না করে ও স্নান না করে, তবে সে আপন অপরাধ বহন করিবে।

অশুচি সহবাস সম্বন্ধে নিষেধ বিধি।

১৮ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি সদাপ্রভু ৩ তোমাদের ঈশ্বর। তোমরা যেখানে বাস করিয়াছ, সেই মিসর দেশের আচারানুযায়ী আচরণ করিও না; এবং যে কনান দেশে আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি, তত্রাকারও আচারানুযায়ী আচরণ করিও না, ও তাহাদের বিধি ৪ অনুসারে চলিও না। তোমরা আমারই শাসন সকল মান্য করিও, আমারই বিধি সকল পালন করিও, এবং সেই পথে চলিও; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর। ৫ অতএব তোমরা আমার বিধি সকল ও আমার শাসন সকল পালন করিবে; যে কেহ এই সকল পালন করে, সে এই সকলের দ্বারা বাঁচিবে; আমি সদাপ্রভু।

৬ তোমরা কেহ আত্মীয় কোন ব্যক্তির আবরণীয় অনাবৃত করিবার জন্য তাহার নিকটে যাইও না; আমি সদাপ্রভু। ৭ তুমি আপন পিতার আবরণীয় অর্থাৎ

আপন মাতার আবরণীয় অনাবৃত করিও না; সে তোমার মাতা; তাহার আবরণীয় ৮ অনাবৃত করিও না। তোমার পিতৃ-ভার্য্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না। ৯ তাহা তোমার পিতার আবরণীয়। তোমার ভগিনী, তোমার পিতৃকন্যা কিম্বা তোমার মাতৃকন্যা, গৃহজাতা হউক কিম্বা অন্যত্র জাতা হউক, তাহাদের আবরণীয় অনাবৃত ১০ করিও না। তোমার পৌত্রীর কিম্বা দৌহিত্রীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা তাহা তোমারই আবরণীয়। ১১ তোমার বিমাতৃকন্যার আবরণীয়, যে তোমার পিতা হইতে জন্মিয়াছে, যে তোমার ভগিনী, তাহার আবরণীয় অনাবৃত ১২ করিও না। তোমার পিতৃস্বসার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার ১৩ পিতার আত্মীয়া। তোমার মাতৃস্বসার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার ১৪ মাতার আত্মীয়া। তোমার পিতৃব্যের আবরণীয় অনাবৃত করিও না, তাহার পত্নীর নিকট গমন করিও না, সে তোমার ১৫ পিতৃব্যা। তোমার পুত্রবধূর আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার পুত্রের ভার্য্যা, তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিও ১৬ না। তোমার ভ্রাতৃপত্নীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; তাহা তোমার ভ্রাতার ১৭ আবরণীয়। কোন স্ত্রীর ও তাহার কন্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, এবং আবরণীয় অনাবৃত করিবার জন্য তাহার পৌত্রীকে বা দৌহিত্রীকে লইও না; তাহারা পরস্পর আত্মীয়া; এ কুকর্ম্ম। ১৮ আর স্ত্রীর সপত্নী হইবার জন্য তাহার জীবৎকালে আবরণীয় অনাবৃত করণার্থে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিও না। ১৯ এবং কোন স্ত্রীর অশৌচকালে তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার নিকটে ২০ যাইও না। আর তুমি আপন স্বজাতীয়ের স্ত্রীতে গমন করিয়া আপনাকে অশুচি ২১ করিও না। আর তোমার বংশজাত কাহাকেও মোলক দেবের উদ্দেশে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইও না, এবং তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করিও না; আমি ২২ সদাপ্রভু। স্ত্রীর ন্যায় পুরুষের সহিত সংসর্গ করিও না, তাহা ঘৃণার্হ কর্ম্ম। ২৩ আর তুমি কোন পশুর সহিত শয়ন করিয়া আপনাকে অশুচি করিও না; এবং কোন স্ত্রী কোন পশুর সহিত শয়ন করিতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে না; ইহা বিপরীত কর্ম্ম।

২৪ তোমরা এ সমস্ত দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না; কেননা যে যে জাতিকে আমি তোমাদের সম্মুখ হইতে দূর করিব, তাহারা এই সমস্ত দ্বারা অশুচি হইয়াছে; এবং দেশও অশুচি ২৫ হইয়াছে; অতএব আমি উহার অপরাধ উহাকে ভোগ করাইব, এবং দেশ আপন ২৬ নিবাসীদিগকে উদ্গীরণ করিবে। অতএব তোমরা আমার বিধি ও আমার শাসন সকল পালন করিও; স্বদেশীয় কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশীয় হউক, তোমরা ঐ সকল ঘৃণার্হ ক্রিয়ার মধ্যে কোন কার্য্য করিও না। ২৭ কেননা তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, ঐ দেশের সেই লোকেরা এইরূপ ঘৃণার্হ ক্রিয়া করাতে দেশ অশুচি ২৮ হইয়াছে—সেই দেশ যেমন তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐ জাতিকে উদ্গীরণ করিল, তদ্রূপ যেন তোমাদের কর্ত্তৃক অশুচি হইয়া তোমাদিগকেও উদ্গীরণ না করে। ২৯ কেননা যে কেহ ঐ সকলের মধ্যে

কোন ঘৃণার্হ ক্রিয়া করে, সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন ৩০ হইবে। অতএব তোমরা আমার আদেশ পালন করিও; তোমাদের পূর্ব্বে যে সকল ঘৃণার্হ কার্য্য প্রচলিত ছিল, তাহার কিছুই তোমরা করিও না, এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

পবিত্র আচরণ সম্বন্ধীয় বিধি।

১৯ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে কহ তাহাদিগকে বল, তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর পবিত্র।

৩ তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন মাতাকে ও আপন আপন পিতাকে ভয় করিও, এবং আমার বিশ্রামদিন সকল পালন করিও; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ৪ ঈশ্বর। তোমরা অবস্তু প্রতিমাগণের অভিমুখ হইও না, ও আপনাদের নিমিত্তে ছাঁচে ঢালা দেবতা নির্ম্মাণ করিও না; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

৫ আর যখন তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলিদান কর, তখন গ্রাহ্য ৬ হইবার নিমিত্ত বলিদান করিও। তোমাদের বলিদানের দিবসে ও তাহার পর দিবসে তাহা ভোজন করিতে হইবে; তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে। ৭ তৃতীয় দিবসে যদি কেহ তাহার কিঞ্চিৎ ভোজন করে, তবে তাহা ঘৃণার্হ; তাহা ৮ অগ্রাহ্য হইবে; এবং যে তাহা খায়, তাহাকে নিজ অপরাধ বহন করিতে হইবে; কেননা সে সদাপ্রভুর পবিত্র বস্তু অপবিত্র করিয়াছে; সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

৯ আর তোমরা যখন আপন আপন ভূমির শস্য কাট, তখন তুমি ক্ষেত্রের কোণস্থ শস্য নিঃশেষে কাটিও না, এবং তোমার ক্ষেত্রে পতিত শস্য কুড়াইও না। ১০ আর তুমি আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পরিত্যক্ত দ্রাক্ষাফল চয়ন করিও না, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পতিত দ্রাক্ষাফল কুড়াইও না; তুমি দুঃখী ও বিদেশীদের জন্য তাহা ত্যাগ করিও; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

১১ তোমরা চুরি করিও না, এবং আপন আপন স্বজাতীয়কে বঞ্চনা করিও না, ও ১২ মিথ্যা কথা কহিও না। আর আমার নাম লইয়া মিথ্যা দিব্য করিও না, করিলে তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করা হয়; ১৩ আমি সদাপ্রভু। তুমি আপন প্রতিবাসীর উপর অত্যাচার করিও না, এবং তাহার দ্রব্য অপহরণ করিও না। বেতনজীবীর বেতন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি রাখিও না।

১৪ তুমি বধিরকে শাপ দিও না, ও অন্ধের সম্মুখে বাধাজনক বস্তু রাখিও না, কিন্তু তোমার ঈশ্বরকে ভয় করিও; আমি সদাপ্রভু।

১৫ তোমরা বিচারে অন্যায় করিও না। তুমি দরিদ্রের মুখাপেক্ষা করিও না, ও ধনবানের সমাদর করিও না; তুমি ধার্ম্মিকতায় স্বজাতীয়ের বিচার নিষ্পন্ন করিও।

১৬ তুমি কর্ণেজপ হইয়া আপন লোকদের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিও না, এবং তোমার প্রতিবাসীর রক্তপাতের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইও না; আমি সদাপ্রভু।

১৭ তুমি হৃদয়মধ্যে আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না; তুমি অবশ্য আপন স্বজাতীয়কে অনুযোগ করিবে, তাহাতে তাহার জন্য পাপ বহন করিবে না। ১৮ তুমি আপন জাতির সন্তানদের উপরে প্রতিহিংসা কি দ্বেষ করিও না, বরং আপন প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে; আমি সদাপ্রভু।

১৯ তোমরা আমার বিধি সকল পালন করিও। তুমি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পশুর সহিত আপন পশুদিগকে সংসর্গ করিতে দিও না; তোমার এক ক্ষেত্রে দুই প্রকার বীজ বুনিও না; এবং দুই প্রকার সূত্রে মিশ্রিত বস্ত্র গাত্রে দিও না।

২০ আর মূল্য দ্বারা কিম্বা অন্যরূপে মুক্তা হয় নাই, এমন যে বাগ্দত্তা দাসী, তাহার সহিত যদি কেহ সংসর্গ করে, তবে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে; তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কেননা সে মুক্তা নহে। ২১ আর সেই পুরুষ সমাগম-তাম্বুর দ্বারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনার দোষার্থক বলি অর্থাৎ দোষার্থক বলির জন্য মেষ ২২ আনিবে; আর যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই দোষার্থক বলির মেষ দ্বারা তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার কৃত পাপের ক্ষমা হইবে।

২৩ আর তোমরা দেশে প্রবেশ করিলে যখন ফল ভক্ষণার্থ সকল প্রকার বৃক্ষ রোপণ করিবে, তখন তাহার ফল অচ্ছিন্নত্বক বলিয়া গণ্য করিবে; তিন বৎসর কাল তাহা তোমাদের জ্ঞানে অচ্ছিন্নত্বক ২৪ থাকিবে, তাহা ভোজন করিও না। পরে চতুর্থ বৎসরে তাহার সমস্ত ফল সদাপ্রভুর প্রশংসার্থক উপহাররূপে পবিত্র হইবে। ২৫ আর পঞ্চম বৎসরে তোমরা তাহার ফল ভোজন করিবে; তাহাতে তোমাদের নিমিত্তে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইবে; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

২৬ তোমরা রক্তের সহিত কোন বস্তু ভোজন করিও না; মোহকের কিম্বা গণকের বিদ্যা ব্যবহার করিও না। ২৭ তোমরা আপন আপন মস্তকপ্রান্তের কেশ মণ্ডলাকার করিও না, ও আপন আপন দাড়ির কোণ মুণ্ডন করিও না। ২৮ মৃত লোকের জন্য আপন আপন অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিও না, ও শরীরে গোদানী ২৯ দিও না; আমি সদাপ্রভু। তুমি আপন কন্যাকে বেশ্যা হইতে দিয়া অপবিত্র করিও না, পাছে দেশ ব্যভিচারী হইয়া পড়ে, ও দেশ কুকার্য্যে পূর্ণ হয়।

৩০ তোমরা আমার বিশ্রামদিন সকল পালন করিও, এবং আমার ধর্ম্মধামের সমাদর করিও; আমি সদাপ্রভু।

৩১ তোমরা ভূতড়িয়াদের ও গুণীদের অভিমুখ হইও না, তাহাদের কাছে অন্বেষণ করিও না, করিলে আপনাদিগকে অশুচি করিবে; আমি সদাপ্রভু তোমা- ৩২ দের ঈশ্বর। তুমি পক্বকেশ প্রাচীনের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইবে, বৃদ্ধ লোককে সমাদর করিবে, ও আপন ঈশ্বরের প্রতি ৩৩ ভয় রাখিবে; আমি সদাপ্রভু। আর কোন বিদেশী লোক যদি তোমাদের দেশে তোমাদের সহিত বাস করে, তোমরা ৩৪ তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না। তোমাদের নিকটে তোমাদের স্বদেশীয় লোক যেমন, তোমাদের সহপ্রবাসী বিদেশী লোকও তেমনি হইবে; তুমি তাহাকে আপনার মত প্রেম করিও; কেননা মিসর দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

৩৫ তোমরা বিচার কিম্বা পরিমাণ কিম্বা বাটখারা কিম্বা কাঠার বিষয়ে অন্যায় ৩৬ করিও না। তোমরা ন্যায্য দাঁড়ি, ন্যায্য বাটখারা, ন্যায্য ঐফা ও ন্যায্য হিন রাখিবে; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। ৩৭ আর তোমরা আমার সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত শাসন মান্য করিও, পালন করিও; আমি সদাপ্রভু।

২০ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আরও বল, ইস্রায়েল-সন্তানগণের কোন ব্যক্তি কিম্বা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী লোক যদি আপন বংশের কাহাকেও মোলক দেবের উদ্দেশে উৎসর্গ করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, দেশের লোকেরা তাহাকে ৩ প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। আর আমিও সেই ব্যক্তির প্রতি বিমুখ হইয়া তাহার লোকদের মধ্য হইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব; কেননা মোলক দেবের উদ্দেশে আপন বংশজাতকে দেওয়াতে সে আমার ধর্ম্মধাম অশুচি করে, ও আমার পবিত্র ৪ নাম অপবিত্র করে। আর যে সময়ে সেই ব্যক্তি আপন বংশের কাহাকেও মোলক দেবের উদ্দেশে উৎসর্গ করে, তৎকালে যদি দেশীয় লোকেরা চক্ষু ৫ মুদ্রিত করে, তাহাকে বধ না করে, তবে আমি সেই ব্যক্তির প্রতি ও তাহার গোষ্ঠীর প্রতি বিমুখ হইয়া তাহাকে ও মোলক দেবের সহিত ব্যভিচার করণার্থে তাহার অনুগামী ব্যভিচারী সকলকে তাহাদের লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন ৬ করিব। আর যে কোন প্রাণী ভূতড়িয়া কিম্বা গুণীদের অনুগমনে ব্যভিচার করিবার জন্য তাহাদের অভিমুখ হয়, আমি সেই প্রাণীর প্রতি বিমুখ হইয়া তাহার লোকদের মধ্য হইতে তাহাকে ৭ উচ্ছিন্ন করিব। তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র কর, পবিত্র হও; কেননা আমি ৮ সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর। আর তোমরা আমার বিধি মান্য করিও, পালন করিও; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ৯ পবিত্রকারী। যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে শাপ দেয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; পিতামাতাকে শাপ দেওয়াতে তাহার রক্ত তাহারই উপরে ১০ বর্ত্তিবে। আর যে ব্যক্তি পরের ভার্য্যার সহিত ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর ভার্য্যার সহিত ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিণী, ১১ উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। আর যে ব্যক্তি আপন পিতৃভার্য্যার সহিত শয়ন করে, সে আপন পিতার আবরণীয় অনাবৃত করে; তাহাদের দুই জনেরই প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, তাহাদের রক্ত ১২ তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে। এবং যদি কেহ নিজ পুত্রবধূর সহিত শয়ন করে, তবে তাহাদের দুই জনের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; তাহারা বিপরীত কর্ম্ম করিয়াছে; তাহাদের রক্ত তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে। ১৩ আর যেমন স্ত্রীর সহিত, তেমনি পুরুষ যদি পুরুষের সহিত শয়ন করে, তবে তাহারা দুই জনে ঘৃণার্হ ক্রিয়া করে; তাহাদের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; তাহাদের রক্ত তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে। ১৪ আর যদি কেহ কোন স্ত্রীকে ও তাহার মাতাকে রাখে, তবে তাহা কুকর্ম্ম; তাহাদিগকে অগ্নিতে পোড়াইয়া দিতে

হইবে, তাহাকে ও তাহাদের উভয়কে দিতে হইবে; যেন তোমাদের মধ্যে
১৫ কুকার্য্য না হয়। আর যে কেহ কোন পশুর সহিত শয়ন করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; এবং তোমরা সেই
১৬ পশুকেও বধ করিবে। আর কোন স্ত্রী যদি পশুর কাছে গিয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তুমি সেই স্ত্রীকে ও সেই পশুকে বধ করিবে; তাহাদের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, তাহাদের রক্ত
১৭ তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে। আর যদি কেহ আপন ভগিনীকে, পিতৃকন্যাকে কিম্বা মাতৃকন্যাকে, গ্রহণ করে, ও উভয়ে উভয়ের আবরণীয় দেখে, তবে তাহা লজ্জাকর বিষয়; তাহারা আপন জাতির সন্তানদের সাক্ষাতে উচ্ছিন্ন হইবে; আপন ভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে আপন অপরাধ বহন
১৮ করিবে। আর যদি কেহ রজস্বলা স্ত্রীর সহিত শয়ন করে ও তাহার আবরণীয় অনাবৃত করে, তবে সেই পুরুষ তাহার রক্তাকর প্রকাশ করাতে, ও সেই স্ত্রী আপন রক্তাকর অনাবৃত করাতে তাহারা উভয়ে আপন লোকদের মধ্য হইতে
১৯ উচ্ছিন্ন হইবে। আর তুমি আপন মাসীর কিম্বা পিসীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; তাহা করিলে আপনার নিকটবর্ত্তী কুটুম্বের আবরণীয় অনাবৃত করা হয়, তাহারা উভয়েই আপন আপন
২০ অপরাধ বহন করিবে। আর যদি কেহ আপন পিতৃব্যার সহিত শয়ন করে, তবে আপন পিতৃব্যের আবরণীয় অনাবৃত করে; তাহারা আপন আপন পাপ বহন
২১ করিবে, নিঃসন্তান হইয়া মরিবে। আর যদি কেহ আপন ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করে, তাহা অশুচি কর্ম্ম; আপন ভ্রাতৃপত্নীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে তাহারা নিঃসন্তান থাকিবে।

২২ তোমরা আমার সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত শাসন মান্য করিও, পালন করিও; যেন আমি তোমাদের বাসার্থে তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতেছি, সেই দেশ তোমাদিগকে উদ্গীরণ না
২৩ করে। আর আমি তোমাদের সম্মুখ হইতে যে জাতিকে দূর করিতে উদ্যত, তাহার আচারানুযায়ী আচরণ করিও না; কেননা তাহারা ঐ সকল ক্রিয়া করিত, এই জন্য
২৪ আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করিলাম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, তোমরাই তাহাদের দেশ অধিকার করিবে, আমি তোমাদিগকে অধিকারার্থে সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ দিব; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর; আমি অন্য জাতি সকল হইতে তোমাদিগকে পৃথক্ করি-
২৫ য়াছি। অতএব তোমরা শুচি অশুচি পশুর ও শুচি অশুচি পক্ষীর প্রভেদ করিবে; আমি যে যে পশু, পক্ষী ও ভূচর কীটাদি জন্তুকে অশুচি বলিয়া তোমাদের হইতে পৃথক্ করিলাম, সে সকলের দ্বারা তোমরা আপনাদের প্রাণকে
২৬ ঘৃণার্হ করিও না। আর তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হও, কেননা আমি সদাপ্রভু পবিত্র, এবং আমি তোমাদিগকে জাতিগণ হইতে পৃথক্ করিয়াছি, যেন তোমরা আমারই হও।

২৭ আর পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর মধ্যে যে কেহ ভূতড়িয়া কিম্বা গুণী হয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; লোকে তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে; তাহাদের রক্ত তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে।

যাজকগণ ও বলিদান সম্বন্ধীয় নানা বিধি।

২১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি হারোণের পুত্ত্র যাজকগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, স্বজাতীয় মৃতের জন্য ২ তাহারা কেহ অশুচি হইবে না। কেবল আপনার নিকটবর্ত্তী গোত্র অর্থাৎ আপন মাতা, কি পিতা, কি পুত্ত্র, কি কন্যা, কি ৩ ভ্রাতা মরিলে অশুচি হইবে। আর নিকটস্থ যে অনূঢ়া ভগিনীর স্বামী হয় নাই, এমন ভগিনী মরিলে সে অশুচি ৪ হইবে। আপন লোকদের মধ্যে প্রধান বলিয়া সে আপনাকে অপবিত্র করণার্থে ৫ অশুচি হইবে না। তাহারা আপন আপন মস্তক মুণ্ডন করিবে না, আপন আপন দাড়ির কোণও মুণ্ডন করিবে না, ও আপন আপন শরীরে অস্ত্রাঘাত করিবে ৬ না। তাহারা আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে, ও আপন ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করিবে না; কেননা তাহারা সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার, আপনাদের ঈশ্বরের ভক্ষ্য, উৎসর্গ করে; অতএব ৭ তাহারা পবিত্র হইবে। তাহারা বেশ্যা কিম্বা ভ্রষ্টা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না, এবং স্বামিত্যক্তা স্ত্রীকেও বিবাহ করিবে না, কেননা যাজক আপন ঈশ্বরের ৮ উদ্দেশে পবিত্র। অতএব তুমি তাহাকে পবিত্র রাখিবে; কারণ সে তোমার ঈশ্বরের ভক্ষ্য উৎসর্গ করে; সে তোমার নিকটে পবিত্র হইবে; কেননা তোমাদের ৯ পবিত্রকারী সদাপ্রভু আমি পবিত্র। আর কোন যাজকের কন্যা যদি ব্যভিচার ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে অপবিত্রা করে, তবে সে আপন পিতাকে অপবিত্র করে; তাহাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া দিতে হইবে।

১০ আর আপন ভ্রাতাদের মধ্যে প্রধান যাজক, যাহার মস্তকে অভিষেক-তৈল ঢালা গিয়াছে, যে ব্যক্তি হস্তপূরণ দ্বারা পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবার অধিকারী হইয়াছে, সে আপন মস্তক মুক্তকেশ করিবে না ও আপন বস্ত্র চিরিবে না। ১১ আর সে কোন শবের নিকটে যাইবে না, আপন পিতার কি আপন মাতার জন্যও ১২ সে আপনাকে অশুচি করিবে না, এবং ধর্ম্মধাম হইতে বাহিরে যাইবে না, এবং আপন ঈশ্বরের ধর্ম্মধাম অপবিত্র করিবে না, কেননা তাহার ঈশ্বরের অভিষেক-তৈলের সংস্কার তাহার উপরে আছে; ১৩ আমি সদাপ্রভু। আর সে কেবল ১৪ অনূঢ়াকে বিবাহ করিবে। বিধবা, কি ত্যক্তা, কি ভ্রষ্টা স্ত্রী, কি বেশ্যা, ইহাদের কাহাকেও বিবাহ করিবে না; সে আপন লোকদের মধ্যে এক কুমারীকে বিবাহ ১৫ করিবে। সে আপন লোকদের মধ্যে আপন বংশ অপবিত্র করিবে না, কেননা আমি সদাপ্রভু তাহার পবিত্রকারী।

১৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১৭ তুমি হারোণকে বল, পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের মধ্যে যাহার গাত্রে দোষ থাকে, সে আপন ঈশ্বরের ভক্ষ্য উৎসর্গ করিতে ১৮ নিকটবর্ত্তী না হউক। যে কোন ব্যক্তির দোষ আছে, সে নিকটবর্ত্তী হইবে না; ১৯ অন্ধ, কি খঞ্জ, কি খাঁদা, কি অধিকাঙ্গ, কি ভগ্নপদ, কি ভগ্নহস্ত, কি কুব্জ, কি ২০ বামন, কি ছানিপড়া, কি শ্বিত্ররোগী, কি ২১ পামাবিশিষ্ট, কি ভগ্নমুষ্ক; কোন দোষ-বিশিষ্ট যে পুরুষ হারোণ যাজকের বংশের মধ্যে আছে, সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিতে নিকট-বর্ত্তী হইবে না; তাহার দোষ আছে, সে

আপন ঈশ্বরের ভক্ষ্য উৎসর্গ করিতে ২২ নিকটবর্ত্তী হইবে না। সে আপন ঈশ্বরের ভক্ষ্য, অতি পবিত্র বস্তু ও পবিত্র বস্তু ২৩ ভোজন করিতে পারিবে; কিন্তু তিরস্করিণীর নিকটে প্রবেশ করিবে না, ও বেদির নিকটবর্ত্তী হইবে না, কেননা তাহার দোষ আছে; সে আমার পবিত্র স্থান সকল অপবিত্র করিবে না, কেননা আমি ২৪ সদাপ্রভু সে সকলের পবিত্রকারী। মোশি হারোণকে, তাঁহার পুত্রগণকে ও সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে এই কথা কহিলেন।

২২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে বল, ইস্রায়েল-সন্তানগণ আমার উদ্দেশে যাহা পবিত্র করে, তাহাদের সেই পবিত্র বস্তু সকল হইতে যেন উহারা স্বতন্ত্র থাকে, এবং যেন আমার পবিত্র নাম অপবিত্র ৩ না করে; আমি সদাপ্রভু। তুমি উহাদিগকে বল, পুরুষানুক্রমে তোমাদের বংশের মধ্যে যে কেহ অশুচি হইয়া পবিত্র বস্তুর নিকটে, অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণ কর্ত্তৃক সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত বস্তুর নিকটে যাইবে, সেই প্রাণী আমার সম্মুখ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে; ৪ আমি সদাপ্রভু। হারোণ বংশের যে কেহ কুষ্ঠী কিম্বা প্রমেহী হয়, সে শুচি না হওয়া পর্য্যন্ত পবিত্র বস্তু ভোজন ৫ করিবে না। আর যে কেহ মৃত দেহ ঘটিত অশুচি বস্তু, কিম্বা যাহার রেতঃপাত হয় তাহাকে, স্পর্শ করে, কিম্বা যে ব্যক্তি অশৌচজনক কীটাদি জন্তুকে কিম্বা কোন প্রকার অশৌচবিশিষ্ট ৬ মনুষ্যকে স্পর্শ করে, সেই স্পর্শকারী ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, এবং জলে আপন গাত্র ধৌত না করিলে ৭ পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। সূর্য্য অস্তগত হইলে সে শুচি হইবে; পরে পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে, কেননা ৮ তাহা তাহার আহারীয় দ্রব্য। যাজক স্বয়ংমৃত কিম্বা বিদীর্ণ পশুর মাংস ভোজন ৯ করিবে না; আমি সদাপ্রভু। অতএব তাহারা আমার আদেশ পালন করুক; পাছে তাহা অপবিত্র করিলে তাহারা তৎপ্রযুক্ত পাপ বহন করে ও মারা পড়ে; আমি সদাপ্রভু তাহাদের পবিত্রকারী।

১০ অন্য বংশীয় কোন লোক পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না; যাজকের গৃহপ্রবাসী কিম্বা বেতনজীবী কেহ পবিত্র বস্তু ১১ ভোজন করিবে না। কিন্তু যাজক নিজ রৌপ্য দিয়া যে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় করে, সে তাহা ভোজন করিবে; এবং তাহার গৃহজাত লোকেরাও তাহার অন্ন ১২ ভোজন করিবে। আর যাজকের কন্যা যদি অন্য বংশীয় লোকের সহিত বিবাহিতা হয়, তবে সে পবিত্র বস্তুর উত্তোলনীয় ১৩ উপহার ভোজন করিবে না। কিন্তু যাজকের কন্যা যদি বিধবা কিম্বা ত্যক্তা হয়, আর তাহার সন্তান না থাকে, এবং সে পুনর্ব্বার আসিয়া বাল্যাবস্থার ন্যায় পিতৃগৃহে বাস করে, তবে সে পিতার অন্ন ভোজন করিবে, কিন্তু অন্য বংশীয় কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না। ১৪ আর যদি কেহ প্রমাদ বশতঃ পবিত্র বস্তু ভোজন করে, তবে সে সেইরূপ পবিত্র বস্তু ও তাহার পঞ্চমাংশ অধিক ১৫ করিয়া যাজককে দিবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের যে যে পবিত্র বস্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করে, [যাজকেরা] তাহা অপবিত্র করিবে না; ১৬ এবং তাহাদিগকে উহাদের পবিত্র বস্তু

ভক্ষণ দ্বারা দোষজনক অপরাধরূপ ভারে ভারগ্রস্ত করিবে না; কেননা আমি সদাপ্রভু তাহাদের পবিত্রকারী।

১৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১৮ তুমি হারোণকে, তাহার পুত্রগণকে ও সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে কহ, তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েল-জাত কিম্বা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাসকারী যে কেহ আপন উপহার উৎসর্গ করে, তাহাদের কোন মানতের বলি হউক, বা স্ব ইচ্ছায় দত্ত বলি হউক, যাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ১৯ হোমবলিরূপে উৎসর্গ করে; যেন তোমরা গ্রাহ্য হইতে পার, তাই গোরুর কিম্বা মেষের কিম্বা ছাগের মধ্য হইতে ২০ নির্দ্দোষ পুংপশু উৎসর্গ করিবে। তোমরা সদোষ কিছু উৎসর্গ করিও না, কেননা তাহা তোমাদের পক্ষে গ্রাহ্য হইবে না। ২১ আর কোন লোক যদি মানত পূর্ণ করিবার জন্য কিম্বা স্ব ইচ্ছায় দত্ত উপহারের জন্য গোমেষাদি পাল হইতে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে, তবে গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে তাহা নির্দ্দোষ হইবে; ২২ তাহাতে কোন দোষ থাকিবে না। অন্ধ, কি ভগ্ন, কি ক্ষতবিক্ষত, কি আবযুক্ত, কি শ্বিত্রযুক্ত, কি পামাযুক্ত হইলে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহা উৎসর্গ করিও না, এবং তাহার কিছুই সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া ২৩ বেদির উপরে স্থাপন করিও না। আর তুমি অধিকাঙ্গ কি হীনাঙ্গ গোরু কিম্বা মেষ স্ব ইচ্ছায় দত্ত উপহাররূপে উৎসর্গ করিতে পার, কিন্তু মানতের ২৪ কারণ তাহা গ্রাহ্য হইবে না। আর মর্দ্দিত কিম্বা পিষিত কিম্বা ভগ্ন কিম্বা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিও না; তোমাদের দেশে ২৫ এইরূপ করিও না। আর বিদেশীর হস্ত হইতেও এ সকলের মধ্যে কিছু লইয়া ঈশ্বরের ভক্ষ্যরূপে উৎসর্গ করিও না, কেননা তাহাদের অঙ্গের দোষ আছে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে দোষ আছে; তাহারা তোমাদের পক্ষে গ্রাহ্য হইবে না।

২৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৭ গোরু, কি মেষ, কি ছাগল জন্মিলে পর সাত দিন পর্য্যন্ত মাতার সহিত থাকিবে; পরে অষ্টম দিবসাবধি তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের ২৮ নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবে। গাভী কিম্বা মেষী হউক, তাহাকে ও তাহার বৎসকে এক দিনে হনন করিও না।

২৯ আর যে সময়ে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্তবার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তৎকালে গ্রাহ্য হইবার জন্যই তাহা ৩০ উৎসর্গ করিও। সেই দিনে তাহা ভোজন করিতে হইবে; তোমরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিও না; ৩১ আমি সদাপ্রভু। অতএব তোমরা আমার আজ্ঞা সকল মান্য করিবে, পালন করিবে; ৩২ আমি সদাপ্রভু। আর তোমরা আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিও না; কিন্তু আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে পবিত্ররূপে মান্য হইব; আমি সদাপ্রভু ৩৩ তোমাদের পবিত্রকারী; আমি তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্য মিসর দেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি; আমি সদাপ্রভু।

ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব সম্বন্ধীয় নিয়ম।

২৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহা-

দিগকে বল, তোমরা সদাপ্রভুর যে সকল পর্ব্ব পবিত্র সভা বলিয়া ঘোষণা করিবে, আমার সেই সকল পর্ব্ব এই ।

৩ ছয় দিন কার্য্য করিতে হইবে, কিন্তু সপ্তম দিবসে বিশ্রামার্থক বিশ্রামপর্ব্ব, পবিত্র সভা হইবে, তোমরা কোন কার্য্য করিবে না ; সে দিন তোমাদের সকল নিবাসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন ।

৪ তোমরা নিরূপিত সময়ে যে সকল পবিত্র সভা ঘোষণা করিবে, সদাপ্রভুর ৫ সেই সকল পর্ব্ব এই । প্রথম মাসে, মাসের চতুর্দ্দশ দিবস সন্ধ্যাকালে সদা- ৬ প্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব হইবে । এবং সেই মাসের পঞ্চদশ দিবসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব হইবে ; তোমরা সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন ৭ করিবে । প্রথম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে ; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য ৮ কর্ম্ম করিবে না । কিন্তু সাত দিন সদা- প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করিবে ; সপ্তম দিবসে পবিত্র সভা হইবে ; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না ।

৯ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১০ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহা- দিগকে বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব, সেই দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তোমরা যখন তদুৎপন্ন শস্য ছেদন করিবে, তখন তোমাদের কাটা শস্যের অগ্রিমাংশ বলিয়া এক আটি যাজকের নিকটে ১১ আনিবে । সে সদাপ্রভুর সম্মুখে ঐ আটি দোলাইবে, যেন তোমাদের জন্য তাহা গ্রাহ্য হয় ; বিশ্রামবারের পরদিন ১২ যাজক তাহা দোলাইবে । আর যে দিন তোমরা ঐ আটি দোলাইবে, সে দিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষশাবক উৎসর্গ করিবে । ১৩ তাহার ভক্ষ্য-নৈবেদ্য [এক ঐফার] দুই দশমাংশ তৈলে মিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজি ; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার হইবে ; ও তাহার পেয় নৈবেদ্য এক হিন দ্রাক্ষারসের ১৪ চতুর্থাংশ হইবে । আর তোমরা যাবৎ আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে এই উপহার না আন, সেই দিন পর্য্যন্ত রুটী কি ভাজা শস্য কি তাজা শীষ ভোজন করিবে না ; তোমাদের সকল নিবাসে ইহা পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি ।

১৫ আর সেই বিশ্রামবারের পরদিন হইতে, দোলনীয় নৈবেদ্যরূপ আটি আনিবার দিন হইতে, তোমরা পূর্ণ সাত বিশ্রামবার ১৬ গণনা করিবে । এইরূপে সপ্তম বিশ্রাম- বারের পরদিন পর্য্যন্ত তোমরা পঞ্চাশ দিবস গণনা করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন ভক্ষ্যের উপহার নিবেদন করিবে । ১৭ তোমরা আপন আপন নিবাস হইতে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে [এক ঐফার] দুই দশমাংশের দুই খান রুটী আনিবে ; সূক্ষ্ম সূজি দ্বারা তাহা প্রস্তুত করিও, ও তাড়ীতে পাক করিও ; তাহা সদাপ্রভুর ১৮ উদ্দেশে আশুপক্বাংশ হইবে । আর তোমরা সেই রুটীর সহিত একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষশাবক, এক যুব বৃষ ও দুই মেষ উৎসর্গ করিবে ; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি হইবে, এবং তৎসম্বন্ধীয় ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত ১৯ উপহার হইবে । পরে তোমরা পাপার্থক বলির জন্য এক ছাগবৎস, ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য একবর্ষীয় দুই মেষশাবক

২০ বলিদান করিবে। আর যাজক ঐ আশু-পক্কাংশের রুটীর সহিত ও দুই মেষশাবকের সহিত সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে তাহাদিগকে দোলাইবে; সে সকল যাজকের জন্য সদাপ্রভুর
২১ উদ্দেশে পবিত্র হইবে। আর সেই দিনেই তোমরা ঘোষণা করিবে; তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না; ইহা তোমাদের সকল নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।

২২ আর তোমাদের ভূমির শস্য ছেদন কালে তোমরা কেহ আপন ক্ষেত্রের কোণস্থ শস্য নিঃশেষে ছেদন করিবে না, ও আপন শস্য ছেদনের পরে পতিত শস্য সংগ্রহ করিবে না; তাহা দুঃখী ও বিদেশীর জন্য ত্যাগ করিবে; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

২৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২৪ তুমি ইস্রায়েল সন্তানগণকে বল, সপ্তম মাসে, সেই মাসের প্রথম দিনে তোমাদের বিশ্রামপর্ব্ব এবং তূরীধ্বনি-সহযুক্ত স্মরণার্থক পবিত্র সভা হইবে।
২৫ তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না, কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে।

২৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২৭ আবার ঐ সপ্তম মাসের দশম দিন প্রায়শ্চিত্তদিন; সেই দিন তোমাদের পবিত্র সভা হইবে, ও তোমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিবে, এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ
২৮ করিবে। আর সেই দিন তোমরা কোন কার্য্য করিবে না; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা প্রায়শ্চিত্তদিন
২৯ হইবে। সেই দিন যে কেহ আপন প্রাণকে দুঃখ না দেয়, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।
৩০ আর সেই দিন যে কোন প্রাণী কোন কার্য্য করে, তাহাকে আমি তাহার লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিব।
৩১ তোমরা কোন কার্য্য করিও না; ইহা তোমাদের সমস্ত নিবাসে পুরুষানুক্রমে
৩২ পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি। সেই দিন তোমাদের বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন হইবে, আর তোমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিবে; মাসের নবম দিবস সন্ধ্যাকালে, এক সন্ধ্যা অবধি অপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, আপনাদের বিশ্রামদিন পালন করিবে।

৩৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
৩৪ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, ঐ সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসাবধি সাত দিন পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে কুটীরোৎসব
৩৫ হইবে। প্রথম দিবসে পবিত্র সভা হইবে; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম
৩৬ করিবে না। সাত দিন তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে; পরে অষ্টম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; আর তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে; এটী পর্ব্বসভা; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না।

৩৭ এই সকল সদাপ্রভুর পর্ব্ব। এই সকল পর্ব্ব তোমরা পবিত্র সভা বলিয়া ঘোষণা করিবে, এবং প্রতিদিন যেমন কর্ত্তব্য, তদনুসারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার, হোমবলি, ভক্ষ্য-নৈবেদ্য এবং বলি ও পেয় নৈবেদ্য
৩৮ উৎসর্গ করিবে। সদাপ্রভুর বিশ্রামদিন

হইতে, সদাপ্রভুর উদ্দেশে দাতব্য তোমাদের দান হইতে, তোমাদের সমস্ত মানত হইতে ও তোমাদের স্ব ইচ্ছায় দত্ত সমস্ত নৈবেদ্য হইতে এই সকল ভিন্ন।

৩৯ আবার সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে ভূমির ফল সংগ্রহ করিলে পর তোমরা সাত দিন সদাপ্রভুর উৎসব পালন করিবে; প্রথম দিবস বিশ্রামপর্ব্ব ও ৪০ অষ্টম দিবস বিশ্রামপর্ব্ব হইবে। আর প্রথম দিবসে তোমরা শোভাদায়ক বৃক্ষের ফল, খর্জ্জুর-পত্র, জড়ান গাছের শাখা এবং নদীতীরস্থ বাইসী-বৃক্ষ লইয়া তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে সাত দিন ৪১ আনন্দ করিবে। আর তোমরা বৎসরের মধ্যে সাত দিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে সেই উৎসব পালন করিবে; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি; সপ্তম মাসে তোমরা সেই উৎসব পালন ৪২ করিবে। তোমরা সাত দিন কুটীরে বাস করিও; ইস্রায়েল-বংশজাত সকলে ৪৩ কুটীরে বাস করিবে। ইহাতে তোমাদের ভাবী বংশ জানিতে পারিবে যে, আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া কুটীরে বাস করাইয়াছিলাম; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

৪৪ তখন মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে সদাপ্রভুর পর্ব্বগুলির কথা কহিলেন।

নানা বিষয় সম্বন্ধীয় আদেশ।

২৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই আজ্ঞা কর; তাহারা আলোর জন্য তোমার নিকটে উখলিতে প্রস্তুত নির্ম্মল জিত-তৈল আনিবে, তদ্দ্বারা নিয়ত প্রদীপ ৩ জ্বালান থাকিবে। হারোণ সমাগম-তাম্বুর মধ্যে সাক্ষ্য-সিন্দুকের তিরস্করিণীর বাহিরে সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে নিয়ত তাহা সাজাইয়া রাখিবে; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় ৪ চিরস্থায়ী বিধি। সে নির্ম্মল দীপবৃক্ষের উপরে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিয়ত ঐ প্রদীপ সকল সাজাইয়া রাখিবে।

৫ আর তুমি সূক্ষ্ম সূজি লইয়া বারখানি পিষ্টক পাক করিবে; তাহার প্রত্যেক পিষ্টক [এক ঐফার] দুই দশমাংশ ৬ হইবে। পরে তুমি এক এক পংক্তিতে ছয় ছয়খানি, এইরূপে দুই পংক্তি করিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে নির্ম্মল মেজের উপরে ৭ তাহা রাখিবে। প্রত্যেক পংক্তির উপরে বিশুদ্ধ কুন্দুরু দিবে; তাহা সেই রুটীর স্মরণার্থক অংশ বলিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে ৮ অগ্নিকৃত উপহার হইবে। যাজক নিয়ত প্রতি বিশ্রামবারে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা সাজাইয়া রাখিবে, তাহা ইস্রায়েল-সন্তান-৯ গণের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম। আর তাহা হারোণের ও তাহার পুত্ত্রগণের হইবে; তাহারা কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিবে; কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহা তাহার জন্য অতি পবিত্র; এ চিরস্থায়ী বিধি।

১০ আর ইস্রায়েলীয়েরা স্ত্রীর, কিন্তু মিস্রীয় পুরুষের এক পুত্ত্র বাহির হইয়া ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে গেল, এবং শিবিরের মধ্যে সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর পুত্ত্র ও ইস্রায়েলের কোন পুরুষ বিবাদ করিল। ১১ তখন সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর পুত্ত্র [সদাপ্রভুর] নামের নিন্দা করিয়া শাপ দিল, তাহাতে লোকেরা তাহাকে মোশির

নিকটে লইয়া গেল। তাহার মাতার নাম শালোমীৎ, সে দান-বংশীয় দিব্রির কন্যা।
১২ লোকেরা সদাপ্রভুর মুখে স্পষ্ট আদেশ পাইবার অপেক্ষায় তাহাকে রুদ্ধ করিয়া
১৩ রাখিল। পরে সদাপ্রভু মোশিকে
১৪ কহিলেন, তুমি ঐ শাপদায়ীকে শিবিরের বাহিরে লইয়া যাও; পরে যাহারা তাহার কথা শুনিয়াছে, তাহারা সকলে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করুক, এবং সমস্ত মণ্ডলী
১৫ প্রস্তরাঘাতে তাহাকে বধ করুক। আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, যে কেহ আপন ঈশ্বরকে শাপ দেয়, সে আপন
১৬ পাপ বহন করিবে। আর যে সদাপ্রভুর নামের নিন্দা করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে; বিদেশীয় হউক বা স্বদেশীয় হউক, সেই নামের নিন্দা
১৭ করিলে উহার প্রাণদণ্ড হইবে। আর যে কেহ কোন মনুষ্যকে বধ করে, তাহার
১৮ প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; আর যে কেহ পশু বধ করে, সে তাহার শোধ দিবে;
১৯ প্রাণের পরিশোধে প্রাণ। যদি কেহ স্বজাতীয়ের গাত্রে ক্ষত করে, তবে সে যেমন করিয়াছে, তাহার প্রতি তেমনি
২০ করা যাইবে। ভঙ্গের পরিশোধে ভঙ্গ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে দন্ত; মনুষ্যের যে যেমন ক্ষত করে,
২১ তাহার প্রতি তেমনি করা যাইবে। যে জন পশু বধ করে, সে তাহার শোধ দিবে; কিন্তু যে জন মনুষ্যকে বধ করে,
২২ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তোমাদের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয়েরই জন্য একরূপ শাসন হইবে; কেননা আমি
২৩ সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর। পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা বলিলেন, তাহাতে তাহারা সেই শাপদায়ীকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিল; মোশিকে সদাপ্রভু যেমন আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ করিল।

বিশ্রাম বৎসর ও যোবেল বৎসরের নিয়ম।

২৫ আর সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে মোশিকে
২ কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করিলে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমি বিশ্রাম
৩ ভোগ করিবে। ছয় বৎসর কাল তুমি আপন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে, ছয় বৎসর কাল আপন দ্রাক্ষালতা ঝুড়িবে,
৪ ও তাহার ফল সংগ্রহ করিবে। কিন্তু সপ্তম বৎসর ভূমির বিশ্রামার্থক বিশ্রাম-কাল, সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামকাল হইবে; তুমি আপন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিও না, ও আপন দ্রাক্ষালতা ঝুড়িও
৫ না; তুমি আপন ক্ষেত্রের স্বতঃ উৎপন্ন শস্য কাটিবে না, ও আঝোড়া দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিবে না; উহা ভূমির
৬ বিশ্রামার্থক বৎসর হইবে। আর ভূমির বিশ্রাম তোমাদের ভক্ষ্যের জন্য হইবে; ভূমির সমস্ত দ্রব্যই তোমার, তোমার দাসের ও দাসীর, তোমার বেতনজীবী ভৃত্যের ও তোমার সহবাসী বিদেশীর,
৭ এবং তোমার পশুর ও তোমার দেশের বনপশুর ভক্ষ্যের জন্য হইবে।

৮ আর তুমি আপনার জন্য সাত বিশ্রাম-বৎসর, সাত গুণ সাত বৎসর, গণনা করিবে; তাহাতে তোমার গণিত সেই সাত গুণ সাত বিশ্রামবৎসরে উনপঞ্চাশ

৯ বৎসর হইবে। তখন সপ্তম মাসের দশম দিনে তুমি জয়ধ্বনির তূরীবাদ্য করিবে; প্রায়শ্চিত্তদিনে তোমাদের সমস্ত দেশে ১০ তূরী বাজাইবে। আর তোমরা পঞ্চাশত্তম বৎসরকে পবিত্র করিবে, এবং সমস্ত দেশে তথাকার সমস্ত নিবাসীর কাছে মুক্তি ঘোষণা করিবে; উহা তোমাদের জন্য যোবেল [তূরীধ্বনির মহোৎসব] হইবে; এবং তোমরা প্রতিজন আপন আপন অধিকারে ফিরিয়া যাইবে, ও প্রতিজন আপন আপন গোষ্ঠীর নিকটে ১১ ফিরিয়া যাইবে। তোমাদের নিমিত্ত পঞ্চাশত্তম বৎসর যোবেল হইবে; তোমরা বীজ বুনিও না, স্বতঃ উৎপন্ন শস্য ছেদন করিও না, এবং আঝোড়া দ্রাক্ষালতার ১২ ফল সংগ্রহ করিও না। কেননা উহাই যোবেল, উহা তোমাদের পক্ষে পবিত্র হইবে; তোমরা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদি ১৩ ভক্ষণ করিতে পারিবে। ঐ যোবেল বৎসরে তোমরা প্রতিজন আপন আপন অধিকারে ফিরিয়া যাইবে।

১৪ যদি তুমি সজাতীয়ের নিকটে কোন কিছু বিক্রয় কর, কিম্বা আপন সজাতীয়ের হস্ত হইতে ক্রয় কর, তবে তোমরা পর- ১৫ স্পর অন্যায় করিও না। তুমি যোবেলের পরে বৎসর-সংখ্যানুসারে সজাতীয় হইতে ক্রয় করিবে, এবং ফলোৎপত্তির বৎসর-সংখ্যানুসারে তোমার কাছে সে বিক্রয় ১৬ করিবে। তুমি বৎসরের আধিক্য অনু-সারে তাহার মূল্য অধিক করিবে, ও বৎসরের ন্যূনতা অনুসারে মূল্য ন্যূন করিবে; কেননা সে তোমার কাছে ফলোৎপত্তি-কালের সংখ্যানুসারে বিক্রয় ১৭ করে। তোমরা তোমাদের সজাতীয়ের প্রতি অন্যায় করিও না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিও, কেননা আমি সদা-প্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

১৮ আর তোমরা আমার বিধি অনুসারে আচরণ করিবে, আমার শাসন সকল মানিবে, ও তাহা পালন করিবে; তাহাতে ১৯ দেশে নির্ভয়ে বাস করিবে। আর ভূমি নিজ ফল উৎপন্ন করিবে, তাহাতে তোমরা তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করিবে, ও দেশে ২০ নির্ভয়ে বাস করিবে। আর যদি তোমরা বল, দেখ, আমরা সপ্তম বৎসরে কি খাইব? দেখ, আমরা ত ক্ষেত্রে বপন করিব না, ও উৎপন্ন ফল সংগ্রহ করিব ২১ না; তবে আমি ষষ্ঠ বৎসরে তোমা-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিব; তাহাতে তিন ২২ বৎসরের জন্য শস্য উৎপন্ন হইবে। পরে অষ্টম বৎসরে তোমরা বপন করিবে, ও নবম বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন শস্য ভোজন করিবে; যাবৎ ফল না হয়, তাবৎ পুরাতন শস্য ভোজন করিবে। ২৩ আর ভূমি চিরকালের নিমিত্ত বিক্রীত হইবে না, কেননা ভূমি আমারই; তোমরা ত আমার সহিত বিদেশী ও প্রবাসী। ২৪ আর তোমরা আপনাদের অধিকৃত দেশের সর্ব্বত্র ভূমি মুক্ত করিতে দিও।

২৫ তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া আপন অধিকারের কিঞ্চিৎ বিক্রয় করে, তবে তাহার মুক্তিকর্ত্তা নিকটস্থ জ্ঞাতি আসিয়া আপন ভ্রাতার বিক্রীত ভূমি মুক্ত করিয়া ২৬ লইবে। যাহার মুক্তিকর্ত্তা নাই, সে যদি ধনবান্ হইয়া আপনি তাহা মুক্ত করিতে ২৭ সমর্থ হয়, তবে সে তাহার বিক্রয়ের বৎসর গণনা করিয়া তদনুসারে অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতাকে ফিরাইয়া দিবে; এইরূপে সে ২৮ আপন অধিকারে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সে তাহা ফিরাইয়া লইতে অসমর্থ

হয়, তবে সেই বিক্রীত অধিকার যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত ক্রেতার হস্তে থাকিবে; যোবেলে তাহা মুক্ত হইবে, এবং সে আপন অধিকারে ফিরিয়া যাইবে।

২৯ আর যদি কেহ প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যস্থিত বাসগৃহ বিক্রয় করে, তবে সে বিক্রয়-বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তাহা মুক্ত করিতে পারিবে, পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে তাহা মুক্ত করিবার অধিকারী ৩০ থাকিবে। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ এক বৎসর কালের মধ্যে তাহা মুক্ত না হয়, তবে প্রাচীরবেষ্টিত নগরে স্থিত সেই গৃহ পুরুষ-পরম্পরায় ক্রয়কর্ত্তার চিরস্থায়ী অধিকার হইবে; তাহা যোবেলে মুক্ত হইবে না। ৩১ কিন্তু প্রাচীরহীন গ্রামে স্থিত গৃহ দেশের ভূমির মধ্যে গণ্য হইবে; তাহা মুক্ত করা যাইতে পারে, এবং যোবেলে তাহা ৩২ মুক্ত হইবে। কিন্তু লেবীয়দের নগর সকল, তাহাদের অধিকৃত নগরের গৃহ সকল মুক্ত করিবার অধিকার লেবীয়দের ৩৩ সর্ব্বদাই থাকিবে। যদি লেবীয়দের কেহ মুক্ত করে, তবে সেই বিক্রীত গৃহ এবং তাহার অধিকারস্থ নগর যোবেলে মুক্ত হইবে; কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে লেবীয়দের নগরস্থ গৃহ সকল তাহা- ৩৪ দের অধিকার। আর তাহাদের নগরের চরাণিভূমি বিক্রীত হইবে না; কেননা তাহাই তাহাদের চিরস্থায়ী অধিকার।

৩৫ আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হয়, ও তোমার নিকটে শূন্যহস্ত হয়, তবে তুমি তাহার উপকার করিবে; সে বিদেশী ও প্রবাসীর ন্যায় তোমার সহিত জীবন ৩৬ ধারণ করিবে। তুমি তাহা হইতে সুদ কিম্বা বৃদ্ধি লইবে না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিবে, তোমার ভ্রাতাকে তোমার সহিত জীবন ধারণ করিতে দিবে। ৩৭ তুমি সুদের জন্য তাহাকে টাকা দিবে না, ও বৃদ্ধির জন্য তাহাকে অন্ন দিবে ৩৮ না। আমি সদাপ্রভু তোমাদের সেই ঈশ্বর, যিনি তোমাদিগকে কনান দেশ দিবার জন্য ও তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্য তোমাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন।

৩৯ আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া তোমার নিকটে আপনাকে বিক্রয় করে, তবে তুমি তাহাকে দাসের ন্যায় দাস্যকর্ম্ম ৪০ করাইও না। সে বেতনজীবী ভৃত্যের ন্যায় কিম্বা প্রবাসীর ন্যায় তোমার সঙ্গে থাকিবে, যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত তোমার ৪১ দাস্যকর্ম্ম করিবে। পরে সে আপন সন্তানগণের সহিত তোমার নিকট হইতে মুক্ত হইয়া আপন গোষ্ঠীর কাছে ফিরিয়া যাইবে, ও আপন পৈতৃক অধিকারে ৪২ ফিরিয়া যাইবে। কেননা তাহারা আমারই দাস, যাহাদিগকে আমি মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি; তাহারা ৪৩ দাসের ন্যায় বিক্রীত হইবে না। তুমি তাহার উপরে কঠিন কর্ত্তৃত্ব করিও না, ৪৪ কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিও। তোমাদের চতুর্দ্দিকস্থ জাতিগণের মধ্য হইতে তোমরা দাস ও দাসী রাখিতে পারিবে; তাহাদের হইতেই তোমরা দাস ও দাসী ৪৫ ক্রয় করিও। আর তোমাদের মধ্যে প্রবাসী বিদেশীদের সন্তানগণের হইতে, এবং তোমাদের দেশে তাহাদের হইতে উৎপন্ন তাহাদের যে যে গোষ্ঠী তোমাদের সঙ্গে আছে, তাহাদের হইতেও ক্রয় করিও; তাহারা তোমাদের অধিকার ৪৬ হইবে। আর তোমরা আপন আপন ভাবী সন্তানদের অধিকারের নিমিত্তে

দায়ভাগ দ্বারা তাহাদিগকে দিতে পার, এবং নিত্য আপনাদের দাস্যকর্ম্ম তাহাদিগকে দিয়া করাইতে পার; কিন্তু তোমাদের ভ্রাতা ইস্রায়েল-সন্তানদিগের মধ্যে তোমরা কেহ কাহারও উপরে কঠিন কর্ত্তৃত্ব করিবে না।

৪৭ আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিদেশী কিম্বা প্রবাসী ধনবান্ হয়, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী তোমার ভ্রাতা দরিদ্র হইয়া যদি তোমার সহবর্ত্তী প্রবাসী, বিদেশী কিম্বা বিদেশীয় গোত্রস্থ কোন লোকের কাছে আপনাকে বিক্রয় করে, ৪৮ তবে সে বিক্রীত হইবার পরে মুক্ত হইতে পারিবে; তাহার জ্ঞাতির মধ্যে কেহ ৪৯ তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে; তাহার পিতৃব্য কিম্বা পিতৃব্যের পুত্র তাহাকে মুক্ত করিবে, কিম্বা তাহার গোষ্ঠীভুক্ত নিকটবর্ত্তী কোন জ্ঞাতি তাহাকে মুক্ত করিবে; কিম্বা যদি সে ধনবান্ হইয়া উঠে, তবে আপনাকে মুক্ত করিবে। ৫০ তাহাতে তাহার বিক্রয়-বৎসর অবধি যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত ক্রেতার সহিত হিসাব হইলে বৎসরের সংখ্যানুসারে তাহার মূল্য হইবে; উহার কাছে তাহার থাকিবার সময় বেতনজীবীর দিনের ন্যায় ৫১ হইবে। যদি অনেক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে তদনুসারে সে ক্রয়-মূল্য হইতে আপনার মোচনের মূল্য ফিরাইয়া ৫২ দিবে। যদি যোবেল বৎসরের অল্প বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে সে তাহার সহিত হিসাব করিয়া সেই কয়েক বৎসরানুসারে আপনার মোচনের মূল্য ফিরাইয়া ৫৩ দিবে। বৎসর-বৈতনিক ভৃত্যের ন্যায় সে তাহার সহিত থাকিবে; তোমার সাক্ষাতে সে তাহার উপরে কঠিন কর্ত্তৃত্ব ৫৪ করিবে না। আর যদি সে ঐ সকল বৎসরে মুক্ত না হয়, তবে যোবেল বৎসরে আপন সন্তানগণের সহিত মুক্ত হইয়া ৫৫ যাইবে। কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ আমারই দাস; তাহারা আমার দাস, যাহাদিগকে আমি মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

ঈশ্বরীয় নানা প্রতিজ্ঞা ও চেতনা-বাক্য।

২৬ তোমরা আপনাদের জন্য অবস্তু প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না, এবং ক্ষোদিত প্রতিমা কিম্বা স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার কাছে প্রণিপাত করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন ক্ষোদিত প্রস্তর রাখিও না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ২ ঈশ্বর। তোমরা আমার বিশ্রামবার সকল পালন করিও, ও আমার ধর্ম্মধামের সমাদর করিও; আমি সদাপ্রভু।

৩ যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার আজ্ঞা সকল মান ও সে সমস্ত ৪ পালন কর, তবে আমি যথাকালে তোমাদিগকে বৃষ্টি দান করিব; তাহাতে ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে, ও ক্ষেত্রের বৃক্ষ ৫ সকল স্ব স্ব ফল দিবে। তোমাদের শস্যমর্দ্দনকাল দ্রাক্ষাচয়নকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, ও দ্রাক্ষাচয়নকাল বীজবপনকাল পর্য্যন্ত থাকিবে; এবং তোমরা তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিবে, ও নিরাপদে ৬ নিজ দেশে বাস করিবে। আর আমি দেশে শান্তি প্রদান করিব; তোমরা শয়ন করিলে কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না; এবং আমি তোমাদের দেশ হইতে হিংস্র জন্তুদিগকে দূর করিয়া

দিব ; ও তোমাদের দেশে খড়্গ ভ্রমণ
৭ করিবে না। আর তোমরা আপনাদের শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিবে, ও তাহারা তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত হইবে।
৮ আর তোমাদের পাঁচ জন তাহাদের এক শত জনকে তাড়াইয়া দিবে, তোমাদের এক শত জন দশ সহস্র লোককে তাড়াইয়া দিবে, এবং তোমাদের শত্রুগণ তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত
৯ হইবে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্নবদন হইব, তোমাদিগকে ফলবন্ত ও বহুবংশ করিব, ও তোমাদের সহিত
১০ আমার নিয়ম স্থির করিব। আর তোমরা সঞ্চিত পুরাতন শস্য ভোজন করিবে, ও নূতনের সম্মুখ হইতে পুরাতন শস্য
১১ বাহির করিবে। আর আমি তোমাদের মধ্যে আপন আবাস রাখিব, আমার প্রাণ
১২ তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে না। আর আমি তোমাদের মধ্যে গমনাগমন করিব, ও তোমাদের ঈশ্বর হইব, এবং তোমরা
১৩ আমার প্রজা হইবে। আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর; আমি মিসর দেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের দাস থাকিতে দিই নাই; আমি তোমাদের যোঁয়ালি-কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া সোজা ভাবে তোমাদিগকে গমন করাইয়াছি।

১৪ কিন্তু যদি তোমরা আমার কথা না শুন, আমার এই সকল আজ্ঞা পালন
১৫ না কর, যদি আমার বিধি অগ্রাহ্য কর, ও তোমাদের প্রাণ আমার শাসন সকল ঘৃণা করে, এইরূপে তোমরা আমার আজ্ঞা পালন না করিয়া আমার নিয়ম ভঙ্গ কর, তবে আমিও তোমাদের প্রতি
১৬ এই ব্যবহার করিব; তোমাদের জন্য বিহ্বলতা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর নিরূপণ করিব, যাহাতে তোমাদের চক্ষু ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, ও প্রাণ ব্যথা পাইবে, এবং তোমাদের বীজ বপন বৃথা হইবে, কেননা তোমাদের শত্রুগণ তাহা ভক্ষণ
১৭ করিবে। আর আমি তোমাদের প্রতি বিমুখ হইব; তাহাতে তোমরা আপন শত্রুগণের সম্মুখে আহত হইবে; যাহারা তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহারা তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে, এবং কেহ তোমাদিগকে না তাড়াইলেও তোমরা
১৮ পলায়ন করিবে। আর যদি তোমরা ইহাতেও আমার বাক্যে মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের পাপপ্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ অধিক শাস্তি
১৯ দিব। আমি তোমাদের বলের গর্ব্ব চূর্ণ করিব, ও তোমাদের আকাশ লৌহের মত ও তোমাদের ভূমি পিত্তলের মত
২০ করিব। তাহাতে তোমাদের বল নিরর্থক নিঃশেষিত হইবে, কেননা তোমাদের ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে না, ও দেশস্থ বৃক্ষ
২১ সকল স্ব স্ব ফল দিবে না। আর যদি তোমরা আমার বিপরীত আচরণ কর, ও আমার কথা শুনিতে না চাও, তবে আমি তোমাদের পাপানুসারে তোমাদিগকে আরও সাত গুণ আঘাত করিব।
২২ আর তোমাদের মধ্যে বনপশু পাঠাইব; তাহারা তোমাদের সন্তান হরণ করিবে, তোমাদের পশুপাল বিনষ্ট করিবে, তোমাদিগকে সংখ্যায় ন্যূন করিবে; আর তোমাদের রাজপথ সকল ধ্বংসিত
২৩ হইবে। ইহাতেও যদি আমার উদ্দেশে শাসিত না হও, কিন্তু আমার বিপরীত
২৪ আচরণ কর, তবে আমিও তোমাদের বিপরীত আচরণ করিব, ও তোমাদের

পাপপ্রযুক্ত আমিই তোমাদিগকে সাত ২৫ বার আঘাত করিব। আমি নিয়মলঙ্ঘনের প্রতিফল দিবার জন্য তোমাদের উপরে খড়্গ আনিব, তোমরা আপন আপন নগরমধ্যে একত্রীভূত হইবে, আমি তোমাদের মধ্যে মহামারী পাঠাইব, এবং ২৬ তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পিত হইবে। আমি তোমাদের অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিলে দশ জন স্ত্রীলোক এক তুন্দুরে তোমাদের রুটী পাক করিবে, ও তোমাদের রুটী তৌল করিয়া তোমাদিগকে দিবে, কিন্তু তোমরা তাহা খাইয়া তৃপ্ত হইবে না।

২৭ আর এই সকলেতেও যদি তোমরা আমার কথা না শুন, আমার বিপরীত ২৮ আচরণ কর, তবে আমি ক্রোধে তোমাদের বিপরীত আচরণ করিব, এবং আমিই তোমাদের পাপপ্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত ২৯ গুণ শাস্তি দিব। আর তোমরা আপন আপন পুত্রগণের মাংস ভোজন করিবে, ও আপন আপন কন্যাগণের মাংস ভোজন ৩০ করিবে। আর আমি তোমাদের উচ্চস্থল সকল ভগ্ন করিব, তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা সকল নষ্ট করিব, ও তোমাদের পুত্তলিকাদের শবের উপরে তোমাদের শব ফেলিয়া দিব; এবং আমার প্রাণ তোমাদিগকে ৩১ ঘৃণা করিবে। আর আমি তোমাদের নগর সকল উৎসন্ন করিব, তোমাদের ধর্ম্মধাম সকল ধ্বংস করিব, ও তোমাদের ৩২ সৌরভের আঘ্রাণ লইব না। আর আমি দেশ ধ্বংস করিব, ও তত্রবাসী তোমাদের ৩৩ শত্রুগণ তদ্বিষয়ে চমৎকৃত হইবে। আর আমি তোমাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব, ও তোমাদের পশ্চাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিব, তাহাতে তোমাদের দেশ সকল ধ্বংসস্থান ও তোমাদের নগর ৩৪ সকল উৎসন্ন হইবে। তখন যত দিন দেশ ধ্বংসস্থান থাকিবে ও তোমরা শত্রুগণের দেশে বাস করিবে, তত দিন ভূমি স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ করিবে; তৎকালে ভূমি বিশ্রাম পাইবে, ও স্বীয় ৩৫ বিশ্রামকাল ভোগ করিবে। যত কাল দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া থাকিবে, তত কাল বিশ্রাম করিবে; কেননা যখন তোমরা দেশে বাস করিতে, তখন দেশ তোমাদের বিশ্রামকালে বিশ্রাম ভোগ করিত ৩৬ না। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, আমি শত্রুদেশে তাহাদের হৃদয়ে বিষণ্নতা প্রেরণ করিব, এবং চালিত পত্রের শব্দ তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে; লোকে যেমন খড়্গের মুখ হইতে পলায়, তাহারা তদ্রূপ পলাইবে, এবং কেহ না তাড়াইলেও ৩৭ পতিত হইবে। কেহ না তাড়াইলেও তাহারা যেমন খড়্গের সম্মুখে, তেমনি এক জন অন্যের উপরে পতিত হইবে; এবং শত্রুদের সম্মুখে দাঁড়াইতে তোমাদের ৩৮ ক্ষমতা হইবে না। আর তোমরা জাতিগণের মধ্যে বিনষ্ট হইবে, ও তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদিগকে গ্রাস করিবে। ৩৯ আর তোমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা আপন আপন অপরাধে শত্রুদেশে ক্ষয় পাইবে; এবং আপনাদের পিতৃপুরুষদেরও অপরাধে তাহাদের সহিত ৪০ ক্ষয় পাইবে। আর তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন এবং আমার বিপরীত আচরণ করাতে তাহাদের অপরাধ ও তাহা- ৪১ দের পিতৃপুরুষদের অপরাধ হইয়াছে, এবং আমিও তাহাদের বিপরীত আচরণ করিয়াছি, আর তাহাদিগকে শত্রুদেশে

আনিয়াছি। তখন যদি তাহাদের অচ্ছিন্নত্বক হৃদয় নম্র হয়, ও তাহারা আপন ৪২ আপন অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য করে, তবে আমি যাকোবের সহিত কৃত আমার নিয়ম স্মরণ করিব, এবং ইস্‌হাকের সহিত কৃত আমার নিয়ম ও অব্রাহামের সহিত কৃত আমার নিয়মও স্মরণ করিব, ৪৩ আর দেশকেও স্মরণ করিব। দেশও তাহাদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত থকিবে, ও তাহাদের অবর্ত্তমানে ধ্বংসস্থান হইয়া আপন বিশ্রাম ভোগ করিবে, এবং তাহারা আপনাদের অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য করিবে; কারণ এই যে, তাহারা আমার শাসন অগ্রাহ্য করিত ও তাহাদের প্রাণ আমার ৪৪ বিধি ঘৃণা করিত। তথাপি যখন তাহারা শত্রুদের দেশে থাকিবে, তখন আমি নিঃশেষে বিনাশ জন্য কিম্বা তাহাদের সহিত আমার নিয়ম ভঙ্গ করণার্থে তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিব না, এবং ঘৃণাও করিব না; কেননা আমি সদাপ্রভু তাহা- ৪৫ দের ঈশ্বর। আর আমি তাহাদের ঈশ্বর হইবার জন্য যাহাদিগকে জাতিগণের সাক্ষাতে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের সেই পিতৃপুরুষদের সহিত কৃত আমার নিয়ম তাহাদের জন্য স্মরণ করিব; আমি সদাপ্রভু।

৪৬ সীনয় পর্ব্বতে সদাপ্রভু মোশির হস্ত দ্বারা আপনার ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে এই সকল বিধি, শাসন ও ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

মানত বিষয়ক ব্যবস্থা।

২৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, যদি কেহ বিশেষ মানত করে, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্যানুসারে ৩ প্রাণী সকল সদাপ্রভুর হইবে। তোমার নিরূপণীয় মূল্য এই; বিংশতি বৎসর বয়স অবধি ষাট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষ হইলে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে পঞ্চাশ ৪ শেকল রৌপ্য। কিন্তু যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য ত্রিশ ৫ শেকল হইবে। যদি পাঁচ বৎসর বয়স অবধি বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে বিংশতি শেকল ও স্ত্রীর পক্ষে ৬ দশ শেকল হইবে। যদি এক মাস বয়স অবধি পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পাঁচ শেকল রৌপ্য, ও তোমার নিরূপণীয় মূল্য স্ত্রীর পক্ষে তিন শেকল ৭ রৌপ্য হইবে। যদি ষাট বৎসর কিম্বা তাহার অধিক বয়স হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পনর শেকল ও স্ত্রীর পক্ষে দশ শেকল হইবে। ৮ কিন্তু যদি দরিদ্রতা প্রযুক্ত তোমার নিরূপণীয় মূল্য দিতে সে অক্ষম হয়, তবে যাজকের নিকটে আনীত হইবে, এবং যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে; মানতকারী ব্যক্তির সংস্থান অনুসারে যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে।

৯ আর যদি কেহ সদাপ্রভুর কাছে উৎসর্গের জন্য পশু দান করে, তবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে দত্ত তাদৃশ সমস্ত পশু পবিত্র ১০ বস্তু হইবে। সে তাহার অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করিবে না, মন্দের পরিবর্ত্তে ভাল, কিম্বা ভালর পরিবর্ত্তে মন্দ দিবে না; যদি সে কোন প্রকারে পশুর সহিত পশুর পরিবর্ত্তন করে, তবে তাহা এবং

তাহার বিনিময় উভয়ই পবিত্র হইবে।
১১ আর যাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার-রূপে উৎসর্গ করা যায় না, এমন কোন অশুচি পশু যদি কেহ দান করে, তবে সে ঐ পশুকে যাজকের সম্মুখে উপস্থিত
১২ করিবে। ঐ পশু ভাল কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে; তোমার অর্থাৎ যাজকের নিরূপণানুসারেই
১৩ মূল্য হইবে। কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে তাহা মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে।

১৪ আর যদি কোন ব্যক্তি সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন গৃহ পবিত্র করে, তবে তাহা ভাল কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে; যাজক তাহার যে মূল্য নিরূপণ করিবে, তাহাই
১৫ স্থির হইবে। আর যে তাহা পবিত্র করিয়াছে, সে যদি আপন গৃহ মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে; তাহা
১৬ করিলে গৃহ তাহার হইবে। আর যদি কেহ আপনার অধিকৃত ক্ষেত্রের কোন অংশ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করে, তবে তাহার বপনীয় বীজানুসারে তাহার মূল্য তোমার নিরূপণীয় হইবে; এক এক তোমর পরিমিত যবের বীজের প্রতি পঞ্চাশ পঞ্চাশ শেকল করিয়া রৌপ্য।
১৭ যদি সে যোবেল বৎসরাবধি আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে, তবে তোমার নিরূপণীয় সেই মূল্যানুসারে তাহা স্থির হইবে।
১৮ কিন্তু যদি সে যোবেলের পরে আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে, তবে যাজক আগামী যোবেল পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৎসরের সংখ্যা-নুসারে তাহার দেয় রৌপ্য গণনা করিবে, এবং তদনুসারে তোমার নিরূপণীয় মূল্য
১৯ ন্যূন করা যাইবে। আর যে তাহা পবিত্র করিয়াছে, সে যদি কোন প্রকারে আপন ক্ষেত্র মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূপণীয় রৌপ্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিলে
২০ তাহা তাহারই হইবে। কিন্তু যদি সে সেই ক্ষেত্র মুক্ত না করে, কিম্বা যদি অন্য কাহারও কাছে সেই ক্ষেত্র বিক্রয় করে, তবে তাহা আর কখনও মুক্ত হইবে না;
২১ সেই ক্ষেত্র যোবেল বৎসরে ক্রেতার হস্ত হইতে গিয়া বর্জ্জিত ভূমির ন্যায় সদা-প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে, তাহাতে
২২ যাজকেরই অধিকার হইবে। আর যদি কেহ আপন পৈতৃক ক্ষেত্র ব্যতিরেকে আপনার ক্রীত ক্ষেত্র সদাপ্রভুর উদ্দেশে
২৩ পবিত্র করে, তবে যাজক তোমার নিরূপ-ণীয় মূল্যানুসারে যোবেল বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দেয় রৌপ্য গণনা করিবে, আর সেই দিনে সে তোমার নিরূপিত মূল্য দিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র।
২৪ যোবেল বৎসরে সেই ক্ষেত্র বিক্রেতার হস্তে, অর্থাৎ সেই ভূমি যাহার পৈতৃক অধিকার, তাহার হস্তে ফিরিয়া আসিবে।
২৫ আর তোমার নিরূপণীয় সমস্ত মূল্য পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে হইবে; বিংশতি গেরাতে এক শেকল হয়।

২৬ কেবল প্রথমজাত পশুবৎস সকল সদা-প্রভুর উদ্দেশে প্রথমজাত হওয়াতে কেহই তাহা পবিত্র করিতে পারিবে না; গোরু
২৭ হউক, মেষ হউক, তাহা সদাপ্রভুর। যদি সেই পশু অশুচি হয়, তবে সে তোমার নিরূপণীয় মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিয়া তাহা মুক্ত করিতে পারে, মুক্ত না হইলে তাহা তোমার নিরূপণীয় মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

২৮ আর কোন ব্যক্তি আপনার সর্ব্বস্ব হইতে, মনুষ্য কি পশু কি অধিকৃত ক্ষেত্র হইতে, যে কিছু সদাপ্রভুর উদ্দেশে বর্জ্জিত করে, তাহা বিক্রীত কিম্বা মুক্ত হইবে না; প্রত্যেক বর্জ্জিত বস্তু সদা-
২৯ প্রভুর উদ্দেশে অতি পবিত্র। মনুষ্যদের মধ্যে যে কেহ বর্জ্জিত হয়, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে না; সে নিতান্ত বধ্য হইবে।

৩০ আর ভূমির শস্য কিম্বা বৃক্ষের ফল হউক, ভূমির উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ সদাপ্রভুর; তাহা সদাপ্রভুর
৩১ উদ্দেশে পবিত্র। আর যদি কেহ আপন দশমাংশ হইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তাহার পঞ্চমাংশ অধিক
৩২ দিবে। আর গোমেষপালের দশমাংশ, পাঁচনির নীচে দিয়া যাহা কিছু যায়, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দশম পশু সদা-
৩৩ প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে। তাহা ভাল কি মন্দ, ইহার অনুসন্ধান সে করিবে না, ও তাহার পরিবর্ত্তন করিবে না; কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে তাহার পরিবর্ত্তন করে, তবে তাহা ও তাহার বিনিময় উভয়ই পবিত্র হইবে; তাহা মুক্ত করা যাইবে না।

৩৪ সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের জন্য মোশিকে এই সকল আদেশ করিলেন।

গণনাপুস্তক

ইস্রায়েলীয়দের গোষ্ঠী গণনা।

মিসর দেশ হইতে লোকদের বাহির হইয়া আসিবার পর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবসে সদাপ্রভু সীনয় প্রান্তরে সমাগম-তাম্বুতে মোশিকে কহিলেন, তোমরা লোকদের গোষ্ঠী অনুসারে, পিতৃকুলানুসারে, নাম-সংখ্যানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর, প্রত্যেক পুরুষের মস্তকের সংখ্যা গ্রহণ
৩ কর। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যত পুরুষ ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য, তাহাদের সৈন্য অনুসারে তুমি ও হারোণ তাহাদিগকে গণনা কর। আর প্রত্যেক বংশ হইতে এক এক জন, আপন আপন পিতৃকুলের প্রধান ব্যক্তি, তোমাদের সহকারী হইবে।

৫ আর যে ব্যক্তিরা তোমাদের সহকারী হইবে, তাহাদের এই এই নাম। রূবেণের
৬ পক্ষে শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর। শিমি-য়োনের পক্ষে সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলু-
৭ মীয়েল। যিহূদার পক্ষে অম্মীনাদবের
৮ পুত্র নহশোন। ইষাখরের পক্ষে সূয়ারের
৯ পুত্র নথনেল। সবূলূনের পক্ষে হেলো-
১০ নের পুত্র ইলীয়াব। যোষেফের পুত্রদের মধ্যে ইফ্রয়িমের পক্ষে অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা, মনঃশির পক্ষে পদাহসূরের
১১ পুত্র গমলীয়েল। বিন্যামীনের পক্ষে
১২ গিদিয়োনির পুত্র অবীদান। দানের পক্ষে অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর।
১৩ আশেরের পক্ষে অক্রণের পুত্র পগীয়েল।
১৪ গাদের পক্ষে দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ।
১৫ নপ্তালীর পক্ষে ঐননের পুত্র অহীরঃ।

১৬ ইহারা মণ্ডলীর সমাহূত লোক, আপন আপন পিতৃবংশের অধ্যক্ষ; ইহারা ইস্রায়েলের সহস্রপতি ছিল।

১৭ তখন মোশি ও হারোণ উল্লিখিত নামা ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইলেন।

১৮ আর দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবসে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিয়া মস্তকের সংখ্যামতে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লোকদের নাম-সংখ্যানুসারে তাহাদের ১৯ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল লিখিলেন। এইরূপে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সীনয় প্রান্তরে তাহাদিগকে গণনা করিলেন।

২০ ইস্রায়েলের প্রথমজাত যে রূবেণ, তাহার সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক ও নাম-সংখ্যানুসারে ২১ রূবেণ বংশের গণিত লোক ছেচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত।

২২ শিমিয়োন-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক ও নাম-সংখ্যানুসারে ২৩ শিমিয়োন বংশের গণিত লোক ঊনষাট সহস্র তিন শত।

২৪ গাদ-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত ২৫ পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে গাদ বংশের গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ।

২৬ যিহূদা-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য ২৭ সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে যিহূদা বংশের গণিত লোক চুয়াত্তর সহস্র ছয় শত।

২৮ ইষাখর-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমন- ২৯ যোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে ইষাখর বংশের গণিত লোক চুয়ান্ন সহস্র চারি শত।

৩০ সবূলূন-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য ৩১ সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে সবূলূন বংশের গণিত লোক সাতান্ন সহস্র চারি শত।

৩২ যোষেফ-সন্তানগণের মধ্যে ইফ্রয়িম-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের ৩৩ নাম-সংখ্যানুসারে ইফ্রয়িম বংশের গণিত লোক চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত।

৩৪ মনঃশি-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য ৩৫ সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে মনঃশি বংশের গণিত লোক বত্রিশ সহস্র দুই শত।

৩৬ বিন্যামীন-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য ৩৭ সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে বিন্যামীন বংশের গণিত লোক পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত।

৩৮ দান-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত

৩৯ পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে দান বংশের গণিত লোক বাষট্টি সহস্র সাত শত।

৪০ আশের-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য ৪১ সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে আশের বংশের গণিত লোক একচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত।

৪২ নপ্তালি-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য ৪৩ সমস্ত পুরুষের নাম-সংখ্যানুসারে নপ্তালি বংশের গণিত লোক তিপান্ন সহস্র চারি শত।

৪৪ এই সকল লোক মোশি ও হারোণ কর্তৃক, এবং ইস্রায়েলের বারো জন অধ্যক্ষ অর্থাৎ আপন আপন পিতৃকুলের এক এক জন অধ্যক্ষ কর্তৃক গণিত হইল। ৪৫ স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য ৪৬ সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ হইল।

৪৭ আর লেবীয়েরা আপন পিতৃবংশানুসারে তাহাদিগের মধ্যে গণিত হইল না। ৪৮ কেননা সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছিলেন, ৪৯ তুমি কেবল লেবি বংশের গণনা করিও না, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে ৫০ তাহাদের সংখ্যা গ্রহণ করিও না। কিন্তু সাক্ষ্যের আবাস ও তাহার সকল দ্রব্য ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান জন্য লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করিও; তাহারা আবাস ও তাহার সমস্ত দ্রব্য বহিবে, এবং তাহারা তৎসংক্রান্ত পরিচর্য্যা করিবে, ও আবাসের চারিদিকে সন্নি- ৫১ বেশিত হইবে। আর আবাস তুলিবার সময়ে লেবীয়েরা তাহা ভাঙ্গিবে; এবং আবাস স্থাপনের সময়ে লেবীয়েরা তাহা স্থাপন করিবে; অন্য গোষ্ঠীর লোক তাহার নিকটে গেলে তাহার প্রাণদণ্ড ৫২ হইবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপন আপন সৈন্য অনুসারে আপন আপন শিবিরে আপন আপন পতাকার সমীপে ৫৩ সন্নিবেশিত হইবে। কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণের মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ না বর্ত্তে, এই নিমিত্ত সাক্ষ্যের আবাসের চতুর্দ্দিকে লেবীয়েরা সন্নিবেশিত হইবে, এবং লেবীয়েরা সাক্ষ্যের আবাসের রক্ষণীয় রক্ষা করিবে।

৫৪ ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ করিল; সদাপ্রভু মোশিকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা সকলই করিল।

শিবিরে থাকিবার ও যাত্রা করিবার নিয়ম।

২ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে ২ কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব পিতৃকুলের চিহ্নের সহিত পতাকার নিকটে সন্নিবেশিত হইবে; তাহারা সমাগম-তাম্বুর অভিমুখে চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত হইবে।

৩ পূর্ব্ব পার্শ্বে সূর্য্যোদয়ের দিকে আপন সৈন্য অনুসারে যিহূদার শিবিরের পতাকা সম্বন্ধীয় লোকেরা সন্নিবেশিত হইবে; এবং অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন যিহূদা- ৪ সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহাদের গণিত লোক চুয়াত্তর সহস্র ছয় ৫ শত জন। তাহার পার্শ্বে ইষাখর বংশ

সন্নিবেশিত হইবে, এবং সূয়ারের পুত্র নথনেল ইষাখর-সন্তানগণের অধ্যক্ষ ৬ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহার গণিত ৭ লোক চুয়ান্ন সহস্র চারি শত জন। আর সবূলূন বংশ তথায় থাকিবে; হেলোনের পুত্র ইলীয়াব সবূলূন-সন্তানগণের অধ্যক্ষ ৮ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহার গণিত লোক সাতান্ন সহস্র চারি শত জন। ৯ যিহূদার শিবিরের গণিত লোকেরা আপন আপন সৈন্য অনুসারে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ ছেয়াশী সহস্র চারি শত জন। তাহারা প্রথমতঃ অগ্রসর হইবে।

১০ দক্ষিণ পার্শ্বে আপন সৈন্য অনুসারে রূবেণের শিবিরের পতাকা থাকিবে, এবং শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর রূবেণ-সন্তান- ১১ গণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহার গণিত লোক ছেচল্লিশ সহস্র ১২ পাঁচ শত জন। তাহার পার্শ্বে শিমি-য়োন বংশ সন্নিবেশিত হইবে, এবং সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল শিমিয়োনের ১৩ সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহাদের গণিত লোক উনষাট সহস্র ১৪ তিন শত জন। গাদ বংশও তথায় থাকিবে, এবং দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ ১৫ গাদ-সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহাদের গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ ১৬ সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ জন। রূবেণের শিবিরের গণিত লোকেরা আপন আপন সৈন্য অনুসারে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ একান্ন সহস্র চারি শত পঞ্চাশ জন। তাহারা দ্বিতীয়তঃ অগ্রসর হইবে।

১৭ পরে সমাগম-তাম্বু লেবীয়দের শিবিরের সহিত সমস্ত শিবিরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইবে; যাহারা যেমন সন্নি-বেশিত হয়, তাহারা তেমনি আপন আপন শ্রেণীতে আপন আপন পতাকার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া চলিবে।

১৮ পশ্চিম পার্শ্বে আপন সৈন্য অনুসারে ইফ্রয়িমের শিবিরের পতাকা থাকিবে, এবং অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা ইফ্রয়িম- ১৯ সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহাদের গণিত লোক চল্লিশ সহস্র ২০ পাঁচ শত জন। তাহাদের পার্শ্বে মনঃশি বংশ থাকিবে, এবং পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল মনঃশি-সন্তানগণের অধ্যক্ষ- ২১ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহাদের গণিত ২২ লোক বত্রিশ সহস্র দুই শত জন। আর বিন্যামীন বংশ তথায় থাকিবে, এবং গিদিয়োনির পুত্র অবীদান বিন্যামীন- ২৩ সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহাদের গণিত লোক পঁয়ত্রিশ সহস্র ২৪ চারি শত জন। ইফ্রয়িমের শিবিরের গণিত লোকেরা আপন আপন সৈন্য অনুসারে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ আট সহস্র এক শত জন। তাহারা তৃতীয়তঃ অগ্র-সর হইবে।

২৫ উত্তর পার্শ্বে আপন সৈন্য অনুসারে দানের শিবিরের পতাকা থাকিবে, এবং অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর দান-সন্তান- ২৬ গণের অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহাদের গণিত লোক বাষট্টি সহস্র সাত ২৭ শত জন। তাহাদের পার্শ্বে আশের বংশ সন্নিবেশিত হইবে, এবং অক্রণের পুত্র পগীয়েল আশের-সন্তানগণের অধ্যক্ষ ২৮ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহাদের গণিত লোক একচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন। ২৯ নপ্তালি বংশও তথায় থাকিবে, এবং ঐননের পুত্র অহীরঃ নপ্তালি-সন্তানগণের ৩০ অধ্যক্ষ হইবে। তাহার সৈন্য, তাহাদের গণিত লোক তিপান্ন সহস্র চারি শত

৩১ জন। দানের শিবিরের গণিত লোকেরা সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ সাতান্ন সহস্র ছয় শত জন। তাহারা আপন আপন পতাকা লইয়া শেষে অগ্রসর হইবে।

৩২ ইহারা ইস্রায়েল-সন্তানগণের পিতৃকুলানুসারে গণিত লোক; সৈন্য অনুসারে শিবিরের গণিত লোক সর্ব্বশুদ্ধ ছয় লক্ষ তিন সহস্র সাড়ে পাঁচ শত।

৩৩ কিন্তু লেবীয়েরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে গণিত হইল না, যেমন সদাপ্রভু ৩৪ মোশিকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির প্রতি দত্ত সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিত, আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে আপন আপন পতাকার নিকটে সন্নিবেশিত হইত ও যাত্রা করিত।

লেবীয়দের উপরে অর্পিত ভার।

৩ সীনয় পর্ব্বতে যে দিন সদাপ্রভু মোশির সঙ্গে কথা কহিলেন, সেই দিন হারোণের ২ ও মোশির বংশাবলি এই। হারোণের পুত্রগণের এই এই নাম; প্রথমজাত নাদব, পরে অবীহূ, ইলীয়াসর ও ঈথামর। ৩ হারোণের যে পুত্রেরা অভিষিক্ত যাজক এবং হস্তপূরণ দ্বারা যাজনকর্ম্মে নিযুক্ত ৪ হইল, তাহাদের এই এই নাম। কিন্তু নাদব ও অবীহূ সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ইতর অগ্নি নিবেদন করাতে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তান ছিল না; আর ইলীয়াসর ও ঈথামর তাহাদের পিতা হারোণের সাক্ষাতে যাজনকর্ম্ম করিত।

৫ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৬ তুমি লেবি বংশকে আনিয়া হারোণ যাজকের সম্মুখে উপস্থিত কর; তাহারা ৭ তাহার পরিচর্য্যা করিবে; আর আবাসের সেবাকর্ম্ম করিবার জন্য সমাগম-তাম্বুর সম্মুখে তাহার ও সমস্ত মণ্ডলীর রক্ষণীয় ৮ রক্ষা করিবে। আর আবাসের সেবাকর্ম্ম করিবার জন্য সমাগম-তাম্বুর সমস্ত দ্রব্য ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের রক্ষণীয় রক্ষা ৯ করিবে। আর তুমি লেবীয়দিগকে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তে প্রদান করিবে; তাহারা দত্ত, ইস্রায়েল-১০ সন্তানগণের পক্ষে তাহাকে দত্ত। আর তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে নিযুক্ত করিবে, এবং তাহারা আপনাদের যাজকত্বপদ রক্ষা করিবে। অন্য গোষ্ঠী-ভুক্ত যে কেহ নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

১১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১২ দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে গর্ভ উন্মোচক সমস্ত প্রথমজাতের পরিবর্ত্তে আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য হইতে লেবীয়দিগকে গ্রহণ করিলাম; অতএব ১৩ লেবীয়েরা আমারই হইবে। কেননা প্রথমজাত সকলে আমার; যে দিন আমি মিসর দেশে সমস্ত প্রথমজাতকে আঘাত করি, সেই দিন মনুষ্য অবধি পশু পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত প্রথমজাতকে আমার উদ্দেশে পবিত্র করিয়াছি; তাহারা আমারই হইবে; আমি সদাপ্রভু।

১৪ আর সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভু মোশিকে ১৫ কহিলেন, তুমি লেবির সন্তানগণকে তাহাদের পিতৃকুল অনুসারে ও গোষ্ঠী অনুসারে গণনা কর; এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষকেই গণনা ১৬ কর। তখন মোশি যেমন আদেশ পাইলেন, তেমনি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ১৭ তাহাদিগকে গণনা করিলেন। লেবির

সন্তানদের নাম গের্শোন, কহাৎ ও মরারি। ১৮ আর আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে গের্শোনের সন্তানদের নাম লিব্‌নি ও ১৯ শিমিয়ি। আর আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে কহাতের সন্তানদের নাম অম্রাম, ২০ যিষ্‌হর, হিব্রোণ ও উষীয়েল। আর আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে মরারির সন্তানদের নাম মহলি ও মূশি। এই সকলে স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে লেবীয়দের গোষ্ঠী।

২১ গের্শোন হইতে লিব্‌নি-গোষ্ঠী ও শিমিয়ি গোষ্ঠী উৎপন্ন হইল; ইহারা ২২ গের্শোনীয়দের গোষ্ঠী। এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষকে গণনা করিলে ইহাদের গণিত লোক সংখ্যায় সাত সহস্র পাঁচ শত জন হইল। ২৩ গের্শোনীয়দের গোষ্ঠী সকল পশ্চিমদিকে আবাসের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত হইত। ২৪ লায়েলের পুত্র ইলীয়াসফ গের্শোনীয়দের ২৫ পিতৃকুলাধ্যক্ষ ছিলেন। সমাগম-তাম্বুর এই সমস্ত গের্শোনের সন্তানদিগের রক্ষণীয় হইল; আবাস, তাম্বু, তাম্বুর আব- ২৬ রণ, সমাগম-তাম্বু-দ্বারের পর্দ্দা, প্রাঙ্গনের পর্দ্দা, আবাসের ও বেদীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রাঙ্গণ-দ্বারের পর্দ্দা এবং সমস্ত সেবাকার্য্য নিমিত্তক রজ্জু।

২৭ আর কহাৎ হইতে অম্রামীয় গোষ্ঠী, যিষ্‌হরীয় গোষ্ঠী, হিব্রোণীয় গোষ্ঠী ও উষীয়েলীয় গোষ্ঠী উৎপন্ন হইল; ইহারা ২৮ কহাতীয়দের গোষ্ঠী। এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষের সংখ্যানুসারে ইহারা আট সহস্র ছয় শত জন, ২৯ ইহারা পবিত্র স্থানের রক্ষক। কহাতের সন্তানগণের গোষ্ঠী সকল দক্ষিণদিকে ৩০ আবাসের পার্শ্বে সন্নিবেশিত হইত। আর উষীয়েলের পুত্র ইলীষাফণ কহাতীয় গোষ্ঠী ৩১ সকলের পিতৃকুলাধ্যক্ষ ছিলেন। আর এই সকল তাহাদের রক্ষণীয়; সিন্দুক, মেজ, দীপবৃক্ষ, দুই বেদি, পবিত্র স্থানের পরিচর্য্যার্থক সমস্ত পাত্র, তিরস্করিণী ও ৩২ তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত সেবাকর্ম্ম। হারোণ যাজকের পুত্র ইলীয়াসর লেবীয়দের অধ্যক্ষগণের অধ্যক্ষ হইয়া পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় রক্ষকদের উপরে নিযুক্ত ছিলেন।

৩৩ মরারি হইতে মহলীয় গোষ্ঠী ও মূশীয় গোষ্ঠী উৎপন্ন হইল; ইহারা মরারীয়দের ৩৪ গোষ্ঠী। এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষ গণনা করিলে ইহাদের গণিত লোক সংখ্যায় ছয় সহস্র দুই শত জন ৩৫ হইল। আর অবীহয়িলের পুত্র সূরীয়েল মরারি-গোষ্ঠী সকলের পিতৃকুলাধ্যক্ষ ছিলেন; তাহারা আবাসের উত্তরদিকে ৩৬ সন্নিবেশিত হইত। আর মরারির সন্তানগণ এই সকলের রক্ষায় নিযুক্ত হইল; আবাসের তক্তা, অর্গল, স্তম্ভ, চুঙ্গি ও তাহার সমস্ত দ্রব্য, এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ৩৭ সেবাকর্ম্ম, আর প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থিত স্তম্ভ সকল ও তাহাদের চুঙ্গি, গোঁজ ও ৩৮ রজ্জু। আর সমাগম-তাম্বুর সম্মুখে, পূর্ব্ব পার্শ্বে, সূর্য্যোদয়ের দিকে, মোশি, হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণ সন্নিবেশিত ছিলেন; তাঁহারা ইস্রায়েল-সন্তানগণের রক্ষণীয় বলিয়া ধর্ম্মধামের রক্ষণীয় রক্ষা করিতেন; কিন্তু অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে কোন ব্যক্তি তাহার নিকটবর্ত্তী হইত, সে বধ্য হইত।

৩৯ মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে লেবীয়দিগকে স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে গণনা করিলে তাহাদের গণিত এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক পুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ বাইশ সহস্র জন হইল।

৪০ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,

তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক প্রথমজাত সমস্ত পুরুষকে গণনা কর, ও তাহাদের নামের ৪১ সংখ্যা গ্রহণ কর। আমি সদাপ্রভু, আমারই অধিকারার্থে তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাতের পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত পশুর পরিবর্ত্তে ৪২ লেবীয়দের পশুধন গ্রহণ কর। তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাতকে গণনা ৪৩ করিলেন; তাহাদের এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক সমস্ত প্রথমজাত পুরুষ নাম-সংখ্যানুসারে বাইশ সহস্র দুই শত তেয়াত্তর জন গণিত হইল।

৪৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৪৫ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাতের পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে, ও তাহাদের পশুধনের পরিবর্ত্তে লেবীয়দের পশুধন গ্রহণ কর; লেবীয়েরা আমারই ৪৬ হইবে; আমি সদাপ্রভু। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রথমজাতদের মধ্যে লেবীয়দের সংখ্যাতিরিক্ত যে দুই শত তেয়াত্তর ৪৭ জন মোক্তব্য লোক, তাহাদের এক এক জনের নিমিত্তে পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে পাঁচ পাঁচ শেকল লইবে; বিংশতি গেরাতে এক শেকল হয়। ৪৮ আর তাহাদের সংখ্যাতিরিক্ত সেই মোক্তব্য লোকদের রৌপ্যমূল্য তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে দিবে। ৪৯ তাহাতে লেবীয়দের দ্বারা মুক্ত লোক ব্যতিরেকে যাহারা অবশিষ্ট থাকিল, তাহাদের মুক্তির মূল্য মোশি লইলেন। ৫০ তিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রথমজাত লোক হইতে পবিত্র স্থানের শেকলের পরিমাণে এক সহস্র তিন শত পঁয়ষট্টি ৫১ [শেকল] রৌপ্য লইলেন। সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে মোশি সেই মুক্ত লোকদের রৌপ্য লইয়া হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে দিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৪ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে ২ কহিলেন, তোমরা লেবির সন্তানগণের মধ্যে আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলা- ৩ নুসারে কহাতের সন্তানগণকে, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যত লোক সমাগম-তাম্বুতে কর্ম্মচারীদের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা কর।

৪ সমাগম-তাম্বুতে কহাতের সন্তানগণের সেবাকর্ম্ম অতি পবিত্র স্থান [সংক্রান্ত]। ৫ যখন শিবির অগ্রসর হইবে, তখন হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ভিতরে যাইবে, এবং ব্যবধানের তিরস্করিণী নামাইয়া তদ্দ্বারা ৬ সাক্ষ্য-সিন্দুক ঢাকিবে, তাহার উপরে তহশ-চর্ম্মের আচ্ছাদন দিবে, ও তাহার উপরে সম্পূর্ণ নীলবর্ণ এক বস্ত্র পাতিবে, এবং তাহার বহন-দণ্ড পরাইবে। ৭ আর দর্শন-রুটীর মেজের উপরে এক নীলবর্ণ বস্ত্র পাতিবে, ও তাহার উপরে থাল, চমস, সেকপাত্র ও ঢালিবার জন্য শ্রুব সকল রাখিবে, এবং নিত্য রুটী ৮ তাহার উপরে থাকিবে। সেই সকলের উপরে তাহারা এক লোহিতবর্ণ বস্ত্র পাতিবে, এবং তহশ-চর্ম্মের আচ্ছাদন দিয়া তাহা ঢাকিবে, এবং তাহার বহন- ৯ দণ্ড পরাইবে। আর এক নীলবর্ণ বস্ত্র লইয়া দীপবৃক্ষ ও তাহার দীপ সকল, চিমটা এবং গুল্‌তরাশ ও সেই সমস্তের পরিচর্য্যার্থক সমস্ত তৈলপাত্র আচ্ছাদন

১০ করিবে। আর তাহা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত পাত্র তহশ-চর্ম্মের এক আচ্ছাদনে
১১ রাখিয়া দণ্ডের উপরে রাখিবে। পরে তাহারা স্বর্ণময় বেদীর উপরে নীলবর্ণ বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপরে তহশ-চর্ম্মের আচ্ছাদন দিবে, এবং তাহার বহন-দণ্ড
১২ পরাইবে। আর তাহারা পবিত্র স্থানের পরিচর্য্যার্থক সমস্ত পাত্র লইয়া নীলবর্ণ বস্ত্রের মধ্যে রাখিবে, এবং তহশ-চর্ম্ম দিয়া তাহা ঢাকিয়া দণ্ডের উপরে রাখিবে।
১৩ আর বেদি হইতে ভস্ম ফেলিয়া তাহার উপরে বেগুনে রঙ্গের বস্ত্র পাতিবে।
১৪ আর তাহার উপরে তাহার পরিচর্য্যার্থক সমস্ত পাত্র, অঙ্গারধানী, ত্রিশূল, হাতা ও বাটি, বেদির সমস্ত পাত্র রাখিবে; আর তাহারা তাহার উপরে তহশ-চর্ম্মের আচ্ছাদন দিবে, এবং তাহার বহন-দণ্ড পরা-
১৫ ইবে। এইরূপে শিবিরের অগ্রসর হইবার সময়ে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ পবিত্র স্থান ও পবিত্র স্থানের সমস্ত পাত্রের আচ্ছাদন সাঙ্গ করিলে পর কহাতের সন্তানগণ তাহা বহন করিতে আসিবে; কিন্তু তাহারা পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না, পাছে তাহাদের মৃত্যু হয়। এই সকল সমাগম-তাম্বুতে কহাতের
১৬ সন্তানগণের বহনীয় হইবে। আর দীপার্থক তৈল ও ধূপার্থক সুগন্ধি দ্রব্য, নিত্য ভক্ষ্য-নৈবেদ্য ও অভিষেকার্থ তৈলের তত্ত্বাবধান, সমস্ত আবাস এবং যে কিছু তাহার মধ্যে আছে, পবিত্র স্থান ও তাহার দ্রব্য সকলের তত্ত্বাবধান করা হারোণের পুত্র ইলীয়াসর যাজকের কার্য্য হইবে।
১৭ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে
১৮ কহিলেন, তোমরা লেবীয়দের মধ্য হইতে কহাতীয় গোষ্ঠীসমূহের বংশকে উচ্ছেদ
১৯ করিও না। কিন্তু যখন তাহারা অতি পবিত্র বস্তুর নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহারা যেন বাঁচিয়া থাকে, মারা না পড়ে, এই নিমিত্ত তোমরা তাহাদের প্রতি এইরূপ করিও; হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ভিতরে গিয়া উহাদের প্রত্যেক জনকে আপন আপন সেবাকর্ম্মে ও ভার
২০ বহনে নিযুক্ত করিবে। কিন্তু উহারা এক নিমিষের জন্যও পবিত্র বস্তু দেখিতে ভিতরে যাইবে না, পাছে মারা পড়ে।
২১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২২ তুমি গের্শোন-সন্তানগণের পিতৃকুল ও গোষ্ঠী অনুসারে তাহাদেরও সংখ্যা গ্রহণ
২৩ কর। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগম-তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম করণার্থে শ্রেণীভুক্ত
২৪ হয়, তাহাদিগকে গণনা কর। সেবাকর্ম্মের ও ভার বহনের মধ্যে গের্শোনীয় গোষ্ঠী-
২৫ দের সেবাকর্ম্ম এই। তাহারা আবাসের পর্দ্দা সকল, এবং সমাগম-তাম্বু, তাম্বুর আবরণ, তদুপরিস্থিত তহশ-চর্ম্মের ছাদ,
২৬ সমাগম-তাম্বুদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র; প্রাঙ্গণের পর্দ্দা সকল, এবং আবাসের ও বেদির চতুর্দ্দিক্‌স্থিত প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, তাহার রজ্জু ও সেবার্থক সমস্ত দ্রব্য বহিবে; এবং এই সকলের সম্বন্ধে যে কিছু করিতে হয়, তাহাও
২৭ করিবে। হারোণের ও তাহার পুত্রগণের আজ্ঞানুসারে গের্শোন-সন্তানগণ আপন আপন ভার বহন ও সেবাকর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম্ম করিবে; তোমরা তাহাদের সমস্ত ভার বহনে তাহাদিগকে নিযুক্ত
২৮ করিবে। সমাগম-তাম্বুতে ইহাই গের্শোন-সন্তানগণের গোষ্ঠীদের সেবাকর্ম্ম; এবং

তাহাদের রক্ষণীয় হারোণ যাজকের পুত্ত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।

২৯ আর তুমি মরারি-সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে তাহাদিগকে গণনা ৩০ কর। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগম-তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম করণার্থে শ্রেণীভুক্ত ৩১ হয়, তাহাদিগকে গণনা কর। আর সমাগম-তাম্বুতে তাহাদের সমস্ত সেবাকর্ম্ম সম্বন্ধীয় এই ভার তাহাদের বহনীয় হইবে, আবাসের তক্তা সকল, সে সকলের অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি এবং ৩২ প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত স্তম্ভ সকল, সে সকলের চুঙ্গি, গোঁজ, রজ্জু ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত দ্রব্য ও কার্য্য। তোমরা নামে নামে তাহাদের বহনীয় ভারের সমস্ত ৩৩ দ্রব্য গণনা করিবে। সমাগম-তাম্বুতে ইহা মরারি-সন্তানদের গোষ্ঠীদের সমস্ত সেবাকর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য ; ইহা হারোণ যাজকের পুত্ত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।

৩৪ পরে মোশি, হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ, কহাতীয় সন্তানগণের গোষ্ঠী ৩৫ ও পিতৃকুলানুসারে তাহাদের মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগম-তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম করিবার জন্য শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহা- ৩৬ দিগকে গণনা করিলেন। আর তাহাদের গোষ্ঠী অনুসারে গণিত লোক দুই সহস্র ৩৭ সাত শত পঞ্চাশ জন হইল। ইহারা কহাতীয় গোষ্ঠীদের গণিত এবং সমাগম-তাম্বুতে সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত লোক ; মোশির দ্বারা দত্ত সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি ও হারোণ ইহাদিগকে গণনা করিলেন।

৩৮ আর গের্শোন-সন্তানগণের মধ্যে যাহারা আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে ৩৯ গণিত হইল, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগম-তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম করিবার জন্য ৪০ শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহারা আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইলে দুই সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন হইল। ৪১ ইহারা গের্শোন সন্তানগণের গোষ্ঠীদের গণিত এবং সমাগম-তাম্বুতে সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত লোক ; মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইহাদিগকে গণনা করিলেন।

৪২ আর মরারি-সন্তানগণের গোষ্ঠীদের মধ্যে যাহারা আপন আপন গোষ্ঠী ও ৪৩ পিতৃকুলানুসারে গণিত হইল, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগম-তাম্বুতে সেবাকর্ম্মার্থে ৪৪ শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহারা আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইলে ৪৫ তিন সহস্র দুই শত জন হইল। ইহারা মরারি-সন্তানগণের গোষ্ঠীদের গণিত লোক ; মোশির দ্বারা দত্ত সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি ও হারোণ ইহাদিগকে গণনা করিলেন।

৪৬ এইরূপে মোশি, হারোণ ও ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক যে লেবীয়েরা আপন আপন গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে ৪৭ গণিত হইল, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগম-তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম ও ভার বহন ৪৮ কার্য্য করিতে প্রবেশ করিত, তাহারা গণিত হইলে আট সহস্র পাঁচ শত আশী ৪৯ জন হইল। সদাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারেই তাহারা প্রত্যেক জন মোশি দ্বারা আপন আপন সেবাকর্ম্ম ও ভার বহন অনুসারে

গণিত হইল ; এইরূপে মোশির প্রতি দত্ত সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা তাঁহার দ্বারা গণিত হইল।

নানা বিষয়ের বিধি।

৫ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আদেশ কর, যেন তাহারা প্রত্যেক কুষ্ঠীকে, প্রত্যেক প্রমেহীকে ও মৃতের দ্বারা অশুচি প্রত্যেক জনকে শিবির হইতে বাহির করিয়া দেয়। ৩ তোমরা পুরুষ ও স্ত্রীলোককে বাহির কর, তাহাদিগকে শিবির হইতে বাহির কর। উহাদের যে শিবিরের মধ্যে আমি বাস করি, তাহারা তাহা অশুচি না ৪ করুক। তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ কর্ম্ম করিল, তাহাদিগকে শিবিরের বাহির করিয়া দিল ; সদাপ্রভু মোশিকে যেমন বলিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেইরূপ করিল।

৫ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৬ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী হউক, যখন কেহ মনুষ্যদের মধ্যে চলিত কোন পাপ করিয়া সদাপ্রভুর কাছে সত্যলঙ্ঘন করে, আর সেই প্রাণী ৭ দণ্ডনীয় হয়, তখন সে যে পাপ করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিবে, ও আপন দোষপ্রযুক্ত তাহার মূল দ্রব্য ও তাহার পঞ্চমাংশের এক অংশ অধিক, যাহার বিরুদ্ধে দোষ করিয়াছে, তাহাকে দিবে। ৮ কিন্তু যাহাকে দোষের পরিশোধ দেওয়া যাইতে পারে, এমন মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি যদি সেই ব্যক্তির না থাকে, তবে দোষের পরিশোধ সদাপ্রভুর উদ্দেশে যাজককে দিতে হইবে ; তদ্ভিন্ন যদ্দারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেই প্রায়শ্চিত্তার্থক ৯ মেষও দিতে হইবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের পবিত্র বস্তুর মধ্যে যত উত্তোলনীয় উপহার যাজকের কাছে আনে, সেই সকল তাহার হইবে। ১০ যে পবিত্র বস্তু যাহা কর্ত্তৃক নিবেদিত হয়, তাহা তাহারই হইবে ; কোন ব্যক্তি যে কোন বস্তু যাজককে দেয়, তাহা তাহার হইবে।

১১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, কোন ব্যক্তির স্ত্রী যদি বিপথগামিনী হইয়া তাহার বিরুদ্ধে সত্য ১৩ লঙ্ঘন করে, সে যদি স্বামীর দৃষ্টির অগোচরে কোন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়া গোপনে অশুচি হয়, ও তাহার বিপক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে, ও সে ১৪ ধরা না পড়ে ; এবং স্ত্রী অশুচি হইলে স্বামী যদি অন্তর্জ্বালাজনক আত্মার আবেশে তাহার প্রতি অন্তর্জ্বালাবিশিষ্ট হয় ; অথবা স্ত্রী অশুচি না হইলেও যদি সে অন্তর্জ্বালাজনক আত্মার আবেশে তাহার ১৫ প্রতি অন্তর্জ্বালাবিশিষ্ট হয় ; তবে সেই স্বামী আপন স্ত্রীকে যাজকের কাছে আনিবে, এবং তাহার নিমিত্তে তাহার উপহার, অর্থাৎ এক ঐফার দশমাংশ যবের সূজি আনিবে, কিন্তু তাহার উপরে তৈল ঢালিবে না ও কুন্দুরু দিবে না ; কেননা তাহা অন্তর্জ্বালার ভক্ষ্য নৈবেদ্য, স্মরণার্থক ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, যদ্দারা অপরাধ ১৬ স্মরণ হয়। পরে যাজক সেই স্ত্রীকে লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবে। ১৭ আর যাজক মাটির পাত্রে পবিত্র জল রাখিয়া আবাসের মেঝিয়ার কিঞ্চিৎ ধূলি ১৮ লইয়া সেই জলে দিবে। পরে যাজক ঐ স্ত্রীকে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত

করিবে, ও তাহার মস্তকের চুল খুলিয়া দিয়া ঐ স্মরণার্থক ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, অর্থাৎ অন্তর্জ্বালার ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, তাহার হস্তে দিবে; এবং যাজকের হস্তে শাপজনক ১৯ তিক্ত জল থাকিবে। আর যাজক ঐ স্ত্রীকে দিব্য করাইয়া বলিবে, কোন পুরুষ যদি তোমার সহিত শয়ন না করিয়া থাকে, এবং তুমি আপন স্বামীর অধীনা থাকিয়া থাক, ও বিপথ-গমনপূর্ব্বক যদি অশুচি ক্রিয়া না করিয়া থাক, তবে এই শাপজনক তিক্ত জল ২০ তোমাতে নিষ্ফল হউক। কিন্তু তুমি আপন স্বামীর অধীনা হইয়াও যদি বিপথগামিনী হইয়া থাক, যদি অশুচি ক্রিয়া করিয়া থাক, ও তোমার স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ যদি তোমার সহিত ২১ শয়ন করিয়া থাকে—তবে যাজক শাপজনক দিব্যে সেই স্ত্রীকে দিব্য করাইবে, ও যাজক সেই স্ত্রীকে বলিবে—সদাপ্রভু তোমার ঊরু অবশ ও তোমার উদর স্ফীত করিয়া তোমার লোকদের মধ্যে তোমাকে শাপের ও দিব্যের আস্পদ ২২ করিবেন; আর এই শাপজনক জল তোমার উদরে প্রবেশ করিয়া তোমার উদর স্ফীত ও ঊরু অবশ করিবে। তখন সে স্ত্রী কহিবে, "আমেন, আমেন"।

২৩ আর যাজক সেই শাপের কথা পুস্তকে লিখিয়া ঐ তিক্ত জলে মুছিয়া ফেলিবে। ২৪ পরে সেই শাপজনক তিক্ত জল ঐ স্ত্রীকে পান করাইবে; তাহাতে সেই শাপজনক জল তিক্তরূপে তাহার মধ্যে ২৫ প্রবিষ্ট হইবে। আর যাজক ঐ স্ত্রীর হস্ত হইতে সেই অন্তর্জ্বালার ভক্ষ্য-নৈবেদ্য লইবে, এবং সেই ভক্ষ্য-নৈবেদ্য সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলাইয়া বেদির ২৬ উপরে উপস্থিত করিবে। এবং যাজক তৎস্মরণার্থে সেই ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের এক মুষ্টি গ্রহণ করিয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিবে, তৎপরে ঐ স্ত্রীকে সেই জল ২৭ পান করাইবে। আর সেই স্ত্রীকে জল পান করাইলে সে যদি আপন স্বামীর বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করিয়া অশুচি হইয়া থাকে, তবে সেই শাপজনক জল তাহার মধ্যে তিক্তরূপে প্রবিষ্ট হইবে, এবং তাহার উদর স্ফীত ও ঊরু অবশ হইয়া পড়িবে; এইরূপে সেই স্ত্রী আপন লোকদের মধ্যে শাপের আস্পদ হইবে। ২৮ আর যদি সেই স্ত্রী অশুচি না হইয়া শুচি থাকে, তবে সে মুক্তা হইবে, ও ২৯ গর্ব্ভধারণ করিবে। ইহা অন্তর্জ্বালা বিষয়ক ব্যবস্থা; স্ত্রীলোক স্বামীর অধীনা হইয়াও ৩০ বিপথ-গমনপূর্ব্বক অশুচি হইলে, কিম্বা স্বামী অন্তর্জ্বালাজনক আত্মার আবেশে আপন স্ত্রীর প্রতি অন্তর্জ্বালাবিশিষ্ট হইলে সে সেই স্ত্রীকে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবে, এবং যাজক তদ্বিষয়ে এই সমস্ত ৩১ ব্যবস্থা পালন করিবে। তাহাতে স্বামী অপরাধ হইতে মুক্ত হইবে, এবং সেই স্ত্রী আপন অপরাধ বহন করিবে।

নাসরীয়দের ব্যবস্থা।

৬ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক সদাপ্রভুর উদ্দেশে পৃথক্‌কৃত হইবার জন্য যখন বিশেষ ব্রত, নাসরীয় ব্রত, করিবে, ৩ তখন সে দ্রাক্ষারস ও সুরা হইতে পৃথক্ থাকিবে, দ্রাক্ষারসের সিরকা বা সুরার সিরকা পান করিবে না, এবং দ্রাক্ষাফলোৎপন্ন কোন পেয় পান করিবে না,

আর কাঁচা কি শুষ্ক দ্রাক্ষাফল খাইবে
৪ না। তাহার পৃথক্‌স্থিতির সমস্ত কাল
সে বীজ অবধি ত্বক্ পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাফলে
৫ প্রস্তুত কিছুই খাইবে না। তাহার পৃথক্-
স্থিতি-ব্রতের সমস্ত কাল তাহার মস্তকে
ক্ষুর স্পর্শ হইবে না; সদাপ্রভুর উদ্দেশে
তাহার পৃথক্‌স্থিতির দিন-সংখ্যা যাবৎ
সম্পূর্ণ না হয়, তাবৎ সে পবিত্র থাকিবে,
সে আপন কেশগুচ্ছ বৃদ্ধি পাইতে দিবে।
৬ সে যাবৎ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পৃথক্ থাকে,
তাবৎ কোন শবের নিকটে যাইবে না।
৭ যদ্যপি তাহার পিতা কিম্বা মাতা কিম্বা
ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী মরে, তথাপি সে
তাহাদের জন্য আপনাকে অশুচি করিবে
না; কেননা তাহার মস্তকে তাহার ঈশ্বরের
উদ্দেশে পৃথক্‌স্থিতির চিহ্ন আছে।
৮ তাহার পৃথক্‌স্থিতির সমস্ত কাল সে সদা-
৯ প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। আর যদি কোন
মনুষ্য হঠাৎ তাহার নিকটে মরাতে সে
আপনার পৃথক্‌স্থিতির চিহ্নবিশিষ্ট মস্তক
অশুচি করে, তবে সে শুচি হইবার দিনে
আপন মস্তক মুণ্ডন করিবে, সপ্তম দিবসে
১০ তাহা মুণ্ডন করিবে। আর অষ্টম
দিবসে সে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোত-
শাবক সমাগম-তাম্বুর দ্বারে যাজকের
১১ কাছে আনিবে। যাজক তাহাদের একটী
পাপার্থে, অন্যটী হোমার্থে নিবেদন করিয়া
শব জন্য তাহার কৃত পাপপ্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
করিবে; আর সেই দিনে তাহার মস্তক
১২ পবিত্র, করিবে। আবার সে আপনার
পৃথক্‌স্থিতির কালে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
পৃথক্ থাকিবে; এবং দোষার্থক বলিরূপে
একবর্ষীয় এক মেষবৎস আনিবে। আর
তাহার পৃথক্‌স্থিতি অশুচি হওয়াতে তাহার
পূর্ব্বগত দিন সকল নিরর্থক হইবে।

১৩ আর নাসরীয়ের এই ব্যবস্থা; তাহার
পৃথক্‌স্থিতির দিন সম্পূর্ণ হইলে পর সে
সমাগম-তাম্বুর দ্বারে আনীত হইবে।
১৪ পরে সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন
উপহার উৎসর্গ করিবে; হোমার্থে এক-
বর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষবৎস, ও পাপার্থে
একবর্ষীয়া নির্দ্দোষ এক মেষবৎসা ও
১৫ মঙ্গলার্থে নির্দ্দোষ এক মেষ, আর এক
চুপড়ি তাড়ীশূন্য রুটী, তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম
সূজির পিষ্টক, তাড়ীশূন্য তৈলাক্ত সরু-
চাকলী ও তাহার উপযুক্ত ভক্ষ্য এবং
১৬ পেয় নৈবেদ্য, এই সকল আনিবে। আর
যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে এই সকল
উপস্থিত করিয়া তাহার পাপার্থক বলি ও
১৭ হোমবলি উৎসর্গ করিবে। পরে তাড়ী-
শূন্য রুটীর চুপড়ির সহিত মঙ্গলার্থক
মেষবলি সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ
করিবে; এবং যাজক তৎসম্বন্ধীয় ভক্ষ্য
১৮ ও পেয় নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। পরে
নাসরীয় সমাগম-তাম্বুর দ্বারে তাহার
পৃথক্‌স্থিতির চিহ্নস্বরূপ মস্তক মুণ্ডন
করিবে, ও তাহার পৃথক্‌স্থিতির চিহ্ন যে
মস্তকের কেশ, তাহা লইয়া মঙ্গলার্থক
১৯ বলির অধঃস্থিত অগ্নিতে রাখিবে। আর
নাসরীয়ের পৃথক্‌স্থিতির মস্তক মুণ্ডনের
পরে যাজক ঐ মেষের জলসিদ্ধ স্কন্ধ ও
চুপড়ি হইতে তাড়ীশূন্য একখান পিষ্টক
ও একখান তাড়ীশূন্য সরুচাকলী লইয়া
২০ তাহার হস্তে দিবে। আর যাজক সে
সকল দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর
সম্মুখে দোলাইবে; তাহাতে দোলনীয়
বক্ষঃ ও উত্তোলনীয় জঙ্ঘা সমেত তাহা
যাজকের জন্য পবিত্র হইবে; তৎপরে
নাসরীয় ব্যক্তি দ্রাক্ষারস পান করিতে
২১ পারিবে। ব্রতকারী নাসরীয়ের এবং

পৃথক্স্থিতির জন্য সদাপ্রভুকে দেয় তাহার উপহারের এই ব্যবস্থা; ইহা ছাড়া সে আপন সংস্থান অনুসারে দিবে; যে কিছু দিতে মানত করিয়াছে তাহা দিবে, তাহার পৃথক্স্থিতির ব্যবস্থানুসারে করিবে।

২২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৩ তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে বল; তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিবে; তাহাদিগকে বলিবে,

২৪ সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ও তোমাকে রক্ষা করুন;

২৫ সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ উজ্জ্বল করুন, ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন;

২৬ সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ উত্তোলন করুন, ও তোমাকে শান্তি দান করুন।

২৭ এইরূপে তাহারা ইস্রায়েল-সন্তানগণের উপরে আমার নাম স্থাপন করিবে; আর আমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব।

কুলপতিদের উপঢৌকন।

৭ আর যে দিন মোশি আবাস স্থাপন সমাপ্ত করিলেন, এবং তাহা অভিষেক ও পবিত্র করিলেন, আর তৎসংক্রান্ত সকল দ্রব্য এবং বেদি ও তৎসংক্রান্ত সকল পাত্র অভিষেক ও পবিত্র করিলেন, ২ সেই দিন ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ, পিতৃকুলপতিগণ উপহার আনিলেন; ইহাঁরা বংশ সকলের অধ্যক্ষ, ইহাঁরা গণিত লোকদের উপরে নিযুক্ত ছিলেন। ৩ তাঁহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহারার্থে ছয়টী আচ্ছাদিত শকট ও বারটী বলদ, দুই দুই অধ্যক্ষ এক এক শকট ও এক এক জন এক একটী বলদ আনিয়া আবাসের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

৪ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৫ তুমি তাহাদের হইতে উহা গ্রহণ কর; সে সকল সমাগম-তাম্বুর সেবাকর্ম্ম করিবার জন্য হইবে, আর তুমি সে সকল লেবীয়দিগকে দিবে; এক এক জনকে আপন আপন সেবাকর্ম্মানুসারে দিবে। ৬ পরে মোশি সেই সমস্ত শকট ও বলদ গ্রহণ করিয়া লেবীয়দিগকে দিলেন। ৭ গের্শোনের সন্তানগণকে তাহাদের সেবাকর্ম্মানুসারে দুই শকট ও চারি বলদ, ৮ এবং মরারির সন্তানগণকে তাহাদের সেবাকর্ম্মানুসারে চারি শকট ও আট বলদ দিয়া হারোণ যাজকের পুত্র ঈথা- ৯ মরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কহাতের সন্তানগণকে কিছুই দিলেন না, কেননা পবিত্র স্থানের সেবাকর্ম্মের ভার তাহাদের উপরে ছিল; তাহারা স্কন্ধে করিয়া ভার বহন করিত।

১০ পরে বেদির অভিষেক-দিনে অধ্যক্ষগণ বেদি-প্রতিষ্ঠার উপহার আনিলেন; ফলতঃ সেই অধ্যক্ষগণ বেদির সম্মুখে আপন ১১ আপন উপহার আনিলেন। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এক এক জন অধ্যক্ষ এক এক দিন বেদি-প্রতিষ্ঠার্থক আপন আপন উপহার আনিবে।

১২ প্রথম দিবসে যিহূদা বংশজাত অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন আপন উপহার ১৩ আনিলেন। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে ১৪ তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] পরিমাণ স্বর্ণের ১৫ এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস,

এক মেষ, একবর্ষীয় এক মেষবৎস ;
১৬ পাপার্থক বলিদানের জন্য এক ছাগ ;
১৭ ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস ; ইহা অম্মীনাদবের পুত্র নহশোনের উপহার।

১৮ দ্বিতীয় দিবসে ইষাখরের অধ্যক্ষ সূয়ারের পুত্র নথনেল উপহার আনিলেন।
১৯ তিনি আপন উপহার বলিয়া পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে
২০ তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] পরিমাণ স্বর্ণের
২১ এক চমস ; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় এক মেষবৎস ;
২২ পাপার্থক বলিদানের জন্য এক ছাগ ;
২৩ ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস ; ইহা সূয়ারের পুত্র নথনেলের উপহার।

২৪ তৃতীয় দিবসে সবূলূন-সন্তানদের অধ্যক্ষ
২৫ হেলোনের পুত্র ইলীয়াব। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে
২৬ পূর্ণ ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] পরি-
২৭ মাণ স্বর্ণের এক চমস ; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় এক
২৮ মেষবৎস ; পাপার্থক বলিদানের জন্য এক
২৯ ছাগ ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস ; ইহা হেলোনের পুত্র ইলীয়াবের উপহার।

৩০ চতুর্থ দিবসে রূবেণ-সন্তানদের অধ্যক্ষ
৩১ শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে
৩২ পূর্ণ ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] পরি-
৩৩ মাণ স্বর্ণের এক চমস ; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় এক
৩৪ মেষবৎস ; পাপার্থক বলিদানের জন্য
৩৫ এক ছাগ ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস ; ইহা শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূরের উপহার।

৩৬ পঞ্চম দিবসে শিমিয়োন-সন্তানদের অধ্যক্ষ সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল।
৩৭ তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম
৩৮ সূজিতে পূর্ণ ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল]
৩৯ পরিমাণ স্বর্ণের এক চমস ; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় এক
৪০ মেষবৎস ; পাপার্থক বলিদানের জন্য
৪১ এক ছাগ ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস ; ইহা সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েলের উপহার।

৪২ ষষ্ঠ দিবসে গাদ-সন্তানদের অধ্যক্ষ
৪৩ দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক

শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে ৪৪ পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] পরি-৪৫ মাণ স্বর্ণের এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় এক ৪৬ মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের জন্য এক ৪৭ ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফের উপহার।

৪৮ সপ্তম দিবসে ইফ্রয়িম-সন্তানদের অধ্যক্ষ ৪৯ অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রত সূক্ষ্ম সূজিতে ৫০ পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] পরি-৫১ মাণ স্বর্ণের এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় এক মেষ-৫২ বৎস; পাপার্থক বলিদানের জন্য এক ৫৩ ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামার উপহার।

৫৪ অষ্টম দিবসে মনঃশি-সন্তানদের অধ্যক্ষ ৫৫ পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম ৫৬ সূজিতে পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] ৫৭ পরিমাণ স্বর্ণের এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় ৫৮ এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের ৫৯ জন্য এক ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েলের উপহার।

৬০ নবম দিবসে বিন্যামীন-সন্তানদের অধ্যক্ষ গিদিয়োনির পুত্র অবীদান।

৬১ তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে তৈল-৬২ মিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] পরিমাণ স্বর্ণের ৬৩ এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৬৪ পাপার্থক বলিদানের জন্য এক ছাগ; ৬৫ ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা গিদিয়োনির পুত্র অবীদানের উপহার।

৬৬ দশম দিবসে দান-সন্তানদের অধ্যক্ষ ৬৭ অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম ৬৮ সূজিতে পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] ৬৯ পরিমাণ স্বর্ণের এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় ৭০ এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের ৭১ জন্য এক ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য

দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষরের উপহার।

৭২ একাদশ দিবসে আশের-সন্তানদের ৭৩ অধ্যক্ষ অক্রণের পুত্র পগীয়েল। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম ৭৪ সূজিতে পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] ৭৫ পরিমাণ স্বর্ণের এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় ৭৬ এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের ৭৭ জন্য এক ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা অক্রণের পুত্র পগীয়েলের উপহার।

৭৮ দ্বাদশ দিবসে নপ্তালি-সন্তানদের অধ্যক্ষ ৭৯ ঐননের পুত্র অহীরঃ। তাঁহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ [শেকল] পরিমাণ রৌপ্যের এক থাল, ও সত্তর শেকল পরিমাণ রৌপ্যের এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য-নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে ৮০ পূর্ণ; ধূপে পরিপূর্ণ দশ [শেকল] ৮১ পরিমাণ স্বর্ণের এক চমস; হোমের জন্য এক গোবৎস, এক মেষ, একবর্ষীয় ৮২ এক মেষবৎস; পাপার্থক বলিদানের জন্য ৮৩ এক ছাগ; ও মঙ্গলার্থক বলির জন্য দুই গোরু, পাঁচ মেষ, পাঁচ ছাগ, একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা ঐননের পুত্র অহীরের উপহার।

৮৪ বেদির অভিষেক-দিনে বেদি-প্রতিষ্ঠার জন্য এই উপহার ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক দত্ত হইল; রৌপ্যের বারো থাল, রৌপ্যের বারো বাটি, স্বর্ণের বারো চমস। ৮৫ তাহার প্রত্যেক থাল এক শত ত্রিশ [শেকল], এবং প্রত্যেক বাটি সত্তর [শেকল]; সর্ব্বশুদ্ধ এই সকল পাত্রের রৌপ্য পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে দুই সহস্র চারি শত [শেকল] পরিমিত। ৮৬ ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণের বারো চমস, প্রত্যেক চমস পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে দশ [শেকল] পরিমিত; সর্ব্বশুদ্ধ এই সকল চমসের স্বর্ণ এক শত বিংশতি ৮৭ [শেকল] পরিমিত। হোমার্থে সাকল্যে বারো গোরু, বারো মেষ, একবর্ষীয় বারো মেষবৎস, ও তাহাদের ভক্ষ্য-নৈবেদ্য; এবং পাপার্থক বলিদানের ৮৮ নিমিত্তে বারো ছাগ। আর মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ গোরু, ষাট মেষ, ষাট ছাগ, একবর্ষীয় ষাট মেষবৎস; ইহা বেদির অভিষেকের পরে বেদি-প্রতিষ্ঠার উপহার।

৮৯ আর মোশি যখন ঈশ্বরের সহিত কথা কহিতে সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি সেই রব শুনিতেন; তাহা সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরিস্থ পাপাবরণ হইতে, সেই দুই করূবের মধ্য হইতে, তাঁহার কাছে কথা কহিত; আর তিনি তাঁহার সহিত কথা কহিতেন।

দীপবৃক্ষ ও লেবীয়দের বিষয়।

৮ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি হারোণকে কহ, তাহাকে বল, তুমি প্রদীপগুলি জ্বালিলে সেই সাতটী প্রদীপ যেন দীপবৃক্ষের সম্মুখদিকে আলো দেয়। ৩ তাহাতে হারোণ সেইরূপ করিলেন, দীপবৃক্ষের সম্মুখদিকে [আলো দিবার

জন্য] সেই সকল প্রদীপ জ্বালিলেন, যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা করিয়া-৪ ছিলেন। ঐ দীপবৃক্ষের গঠন এই, উহা পিটান স্বর্ণে নির্ম্মিত; কাণ্ড অবধি পুষ্প পর্য্যন্ত তাহা পিটান কর্ম্ম ছিল। সদাপ্রভু মোশিকে যে আকার দেখাইয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি দীপবৃক্ষটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৫ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৬ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য হইতে ৭ লেবীয়দিগকে লইয়া শুচি কর। তাহাদিগকে শুচি করণার্থে এইরূপ কর, তাহাদের উপরে পাপমোচনের জল ছিটাইয়া দেও, এবং তাহারা আপনাদের সমস্ত গাত্রে ক্ষুর বুলাইয়া বস্ত্র ধৌত করিয়া আপনাদিগকে শুচি করুক। ৮ পরে তাহারা এক গোবৎস ও তৎসম্বন্ধীয় তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজির ভক্ষ্য-নৈবেদ্য আনয়ন করুক, এবং তুমি পাপার্থক বলিদান জন্য আর এক গোবৎস গ্রহণ ৯ কর। আর লেবীয়দিগকে সমাগম-তাম্বুর সম্মুখে আন, ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের ১০ সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র কর। আর তুমি লেবীয়দিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে আনিলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের গাত্রে ১১ হস্তার্পণ করুক। পরে হারোণ ইস্রায়েল-সন্তানগণের দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া লেবীয়দিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিবেদন করিবে; তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর ১২ সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। পরে লেবীয়েরা ঐ দুই গোবৎসের মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, আর তুমি লেবীয়দের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটী গোবৎস পাপার্থক বলিরূপে, এবং অন্যটী হোমার্থক বলিরূপে উৎসর্গ ১৩ করিবে। আর হারোণের ও তাহার পুত্রগণের সম্মুখে লেবীয়দিগকে সংস্থাপন করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া তাহাদিগকে নিবেদন ১৪ করিবে। এইরূপে তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে লেবীয়দিগকে পৃথক্ করিও; তাহাতে লেবীয়েরা আমারই ১৫ হইবে। তাহার পরে লেবীয়েরা সমাগম-তাম্বুর সেবাকর্ম্ম করিতে প্রবেশ করিবে। এইরূপে তুমি তাহাদিগকে শুচি করিয়া দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া নিবেদন ১৬ করিবে; কেননা তাহারা দত্ত হইয়াছে, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য হইতে তাহারা আমার উদ্দেশে দত্ত হইয়াছে; আমি যাবতীয় গর্ভ উন্মোচকের, সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের প্রথমজাতদের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে আপনার জন্য গ্রহণ করিয়াছি। ১৭ কেননা মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হউক, ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত আমার; যে দিবসে আমি মিসর দেশের সমস্ত প্রথমজাতকে আঘাত করিয়াছিলাম, সেই দিবসে আপনার নিমিত্তে ১৮ তাহাদিগকে পবিত্র করিয়াছিলাম। আর আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাতের পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে গ্রহণ ১৯ করিয়াছি। আর সমাগম-তাম্বুতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের করণীয় সেবাকর্ম্ম করিতে ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে লেবীয়দিগকে ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য হইতে হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে দানরূপে দিয়াছি; যেন ইস্রায়েল-সন্তানগণ পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হওয়া প্রযুক্ত মারী ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে না হয়।

২০ পরে মোশি, হারোণ ও ইস্রায়েল-

সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী লেবীয়দের প্রতি তদ্রূপ করিল ; সদাপ্রভু লেবীয়দের বিষয়ে মোশিকে যে সমস্ত আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েল-
২১ সন্তানগণ তাহাদের প্রতি করিল। ফলতঃ লেবীয়েরা আপনাদিগকে মুক্তপাপ করিল, ও আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিল, এবং হারোণ তাহাদিগকে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করিলেন, আর হারোণ তাহাদিগকে শুচি করণার্থে তাহাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।
২২ তাহার পর লেবীয়েরা হারোণের সম্মুখে ও তাঁহার পুত্ত্রগণের সম্মুখে আপন আপন সেবাকর্ম্ম করণার্থে সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিতে লাগিল। লেবীয়দের বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহাদের প্রতি করা হইল।

২৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২৪ লেবীয়দের বিষয়ে এই ব্যবস্থা। পঁচিশ বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লেবীয়েরা সমাগম-তাম্বুতে সেবাকর্ম্ম করিবার জন্য
২৫ শ্রেণীভুক্ত হইবে ; আর পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইলে পর সেই সেবাকর্ম্মকারীদের শ্রেণী হইতে ফিরিয়া আসিবে, আর
২৬ সেবাকর্ম্ম করিবে না। রক্ষণীয় রক্ষা করণার্থে তাহারা সমাগম-তাম্বুতে আপন আপন ভ্রাতাদের সঙ্গে পরিচর্য্যা করিবে, সেবাকর্ম্ম আর করিবে না। লেবীয়দের রক্ষণীয় বিষয়ে তাহাদের প্রতি তুমি এইরূপ করিবে।

নিস্তারপর্ব্ব পালন।

৯ ইস্রায়েল মিসর দেশ হইতে বাহির হইলে পর দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসে সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভু মোশিকে
২ কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যথাসময়ে
৩ নিস্তারপর্ব্ব পালন করুক। এই মাসের চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাকালে যথাসময়ে তোমরা তাহা পালন করিও, পর্ব্বের সমস্ত বিধি ও সমস্ত শাসন অনুসারে
৪ তাহা পালন করিবে। তখন মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে নিস্তারপর্ব্ব পালন
৫ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে তাহারা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে সন্ধ্যাকালে সীনয় প্রান্তরে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল ; সদাপ্রভু মোশিকে যে সমস্ত আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারেই ইস্রায়েল-সন্তানগণ করিল।

৬ কিন্তু কয়েক জন লোক একটী মানুষের শব স্পর্শ করায় অশুচি হওয়া প্রযুক্ত সেই দিন নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে পারিল না ; অতএব তাহারা সেই দিন মোশির ও হারোণের সম্মুখে
৭ উপস্থিত হইল। আর সেই লোকগুলি তাঁহাকে কহিল, আমরা একটী মানুষের শব স্পর্শ করিয়া অশুচি হইয়াছি, ইহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে যথাসময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার নিবেদন
৮ করিতে কেন নিবারিত হইতেছি ? মোশি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের বিষয়ে সদাপ্রভু কি আজ্ঞা
৯ করেন, তাহা শুনি। পরে সদাপ্রভু
১০ মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, তোমাদের মধ্যে কিম্বা তোমাদের ভাবী সন্তানদের মধ্যে যদ্যপি কেহ শব স্পর্শ করিয়া অশুচি হয়, কিম্বা দূরস্থ পথে থাকে, তথাপি সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন
১১ করিবে। দ্বিতীয় মাসে চতুর্দ্দশ দিবসের

সন্ধ্যাকালে তাহারা তাহা পালন করিবে; তাহারা তাড়ীশূন্য রুটী ও তিক্ত শাকের সহিত [মেষশাবক] ভক্ষণ করিবে;
১২ তাহারা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না, ও তাহার কোন অস্থি ভাঙ্গিবে না; নিস্তারপর্ব্বের সমস্ত বিধি অনুসারে তাহারা তাহা পালন
১৩ করিবে। কিন্তু যে কেহ শুচি থাকে, ও পথিক না হয়, সে যদি নিস্তারপর্ব্ব পালন না করে, তবে সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে; কারণ যথাসময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার না আনাতে সে আপনার পাপ
১৪ আপনি বহন করিবে। আর যদি কোন বিদেশীয় লোক তোমাদের মধ্যে প্রবাস করে, আর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তার-পর্ব্ব পালন করে; তবে সে নিস্তার-পর্ব্বের বিধিমতে ও পর্ব্বের শাসনানুসারে তাহা পালন করিবে; বিদেশীয় কি দেশজাত উভয়েরই জন্য তোমাদের পক্ষে একমাত্র বিধি হইবে।

সীনয় হইতে ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা।

১৫ আর যে দিন আবাস স্থাপিত হইল, সেই দিন মেঘ আবাস অর্থাৎ সাক্ষ্য-তাম্বু আচ্ছাদন করিল; এবং সন্ধ্যাকালে উহা আবাসের উপরে অগ্নির আকারবৎ রহিল, উহা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিল।
১৬ এইরূপ নিত্য হইত; মেঘ উহা আচ্ছাদন করিত, আর রাত্রিতে অগ্নির
১৭ আকার দেখা যাইত। আর যে কোন সময়ে তাম্বুর উপর হইতে মেঘ ঊর্দ্ধে নীত হইত, তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিত; এবং মেঘ যে স্থানে অবস্থিতি করিত, ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিত।
১৮ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিত, সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই শিবির স্থাপন করিত; মেঘ যাবৎ আবাসের উপরে অবস্থিতি করিত, তাবৎ তাহারা শিবিরে থাকিত।
১৯ আর মেঘ যখন আবাসের উপরে অধিক দিন বিলম্ব করিত, তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর আদেশ পালন
২০ করিত; যাত্রা করিত না। আর মেঘ কখন কখন আবাসের উপরে অল্প দিন থাকিত; তখন সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে তাহারা শিবিরে থাকিত, আর সদাপ্রভুর
২১ আজ্ঞাতেই যাত্রা করিত। আর কখন কখন মেঘ সন্ধ্যাকাল অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিত; আর মেঘ প্রাতঃকালে ঊর্দ্ধে নীত হইলে তাহারা যাত্রা করিত; অথবা দিবা কি রাত্রি হউক, মেঘ ঊর্দ্ধে নীত হইলেই তাহারা যাত্রা করিত।
২২ দুই দিন কিম্বা এক মাস কিম্বা সম্বৎসর হউক, আবাসের উপরে মেঘ যত কাল অবস্থিতি করিত, ইস্রায়েল-সন্তানগণও তত কাল শিবিরে বাস করিত; যাত্রা করিত না; কিন্তু উহা ঊর্দ্ধে নীত হইলেই তাহারা যাত্রা করিত। সদাপ্রভুর
২৩ আজ্ঞাতেই তাহারা শিবিরে থাকিত, সদা-প্রভুর আজ্ঞাতেই যাত্রা করিত; তাহারা মোশির দ্বারা দত্ত সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর আদেশ পালন করিত।

১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২ তুমি দুইটী রৌপ্যময় তূরী নির্ম্মাণ কর; পিটান রৌপ্যে তাহা নির্ম্মাণ কর; তুমি তাহা মণ্ডলীকে আহ্বান করিবার জন্য ও শিবির সকলের যাত্রার জন্য ব্যবহার

৩ করিবে। সেই দুই তূরী বাজিলে সমস্ত মণ্ডলী সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে তোমার ৪ নিকটে একত্র হইবে। কিন্তু একটী তূরী বাজাইলে অধ্যক্ষগণ, ইস্রায়েলের সহস্রপতিগণ, তোমার নিকটে একত্র ৫ হইবে। তোমরা রণবাদ্য বাজাইলে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকেরা শিবির ৬ উঠাইবে। তোমরা দ্বিতীয় বার রণবাদ্য বাজাইলে দক্ষিণদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকেরা শিবির উঠাইবে; তাহাদের প্রস্থানার্থ রণবাদ্য বাজাইতে হইবে। ৭ কিন্তু সমাজের সমাগমার্থে তূরী বাজাই-বার সময়ে তোমরা রণবাদ্য বাজাইও ৮ না। হারোণের সন্তান যাজকেরা সেই তূরী বাজাইবে, তোমাদের পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধির নিমিত্ত তোমরা তাহা ৯ রাখিবে। আর যে সময়ে তোমরা আপন দেশে তোমাদের ক্লেশদায়ক বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইবে, তৎকালে এই তূরীতে রণবাদ্য বাজাইবে; তাহাতে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তোমা-দিগকে স্মরণ করা যাইবে, ও তোমরা আপনাদের শত্রুগণ হইতে নিস্তার ১০ পাইবে। আর তোমাদের আনন্দের দিনে, পর্ব্বদিনে ও মাসারম্ভে তোমাদের হোমের ও তোমাদের মঙ্গলার্থক বলি-দানের উপলক্ষে তোমরা সেই তূরী বাজাইবে; তাহাতে তাহা তোমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে তোমাদের স্মরণার্থক হইবে। আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

১১ পরে দ্বিতীয় বৎসর দ্বিতীয় মাসে, মাসের বিংশতিতম দিবসে সেই মেঘ সাক্ষ্যের আবাসের উপর হইতে ঊর্দ্ধে ১২ নীত হইল। তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের যাত্রার নিয়মানুসারে সীনয় প্রান্তর হইতে যাত্রা করিল, পরে সেই মেঘ পারণ প্রান্তরে অবস্থিতি করিল। ১৩ মোশি দ্বারা দত্ত সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা এই প্রথম বার যাত্রা করিল। ১৪ প্রথমে আপন সৈন্যগণের সহিত যিহূদা-সন্তানগণের শিবিরের পতাকা চলিল; অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন তাহাদের ১৫ সেনাপতি ছিলেন। আর সূয়ারের পুত্র নথনেল ইষাখর-সন্তানগণের বংশের সেনা-১৬ পতি ছিলেন। আর হেলোনের পুত্র ইলীয়াব সবূলূন-সন্তানগণের বংশের সেনা-১৭ পতি ছিলেন। পরে আবাস তোলা হইল, এবং গের্শোনের সন্তানগণ ও মরারির সন্তানগণ সেই আবাস বহন ১৮ করিয়া অগ্রসর হইল। তৎপরে আপন সৈন্যগণের সহিত রূবেণের শিবিরের পতাকা চলিল; শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর ১৯ তাহাদের সেনাপতি ছিলেন। আর সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল শিমিয়োন-সন্তানগণের বংশের সেনাপতি ছিলেন। ২০ দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ গাদ্‌-সন্তান-২১ গণের বংশের সেনাপতি ছিলেন। পরে কহাতীয়েরা ধর্ম্মধাম বহন করতঃ যাত্রা করিল; এবং গন্তব্য স্থানে উহাদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আবাস স্থাপিত ২২ হইল। পরে আপন সৈন্যগণের সহিত ইফ্রয়িম-সন্তানগণের শিবিরের পতাকা চলিল; অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা তাহা-২৩ দের সেনাপতি ছিলেন। আর পদাহ-সূরের পুত্র গমলীয়েল মনঃশি-সন্তানগণের ২৪ বংশের সেনাপতি ছিলেন। গিদিয়োনির পুত্র অবীদান বিন্যামীন-সন্তানগণের ২৫ বংশের সেনাপতি ছিলেন। পরে সমস্ত শিবিরের পশ্চাতে আপন সৈন্যের সহিত দান-সন্তানগণের শিবিরের পতাকা চলিল;

অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর তাহাদের ২৬ সেনাপতি ছিলেন। আর অক্রণের পুত্র পগীয়েল আশের-সন্তানগণের বংশের ২৭ সেনাপতি ছিলেন। ঐননের পুত্র অহীরঃ নপ্তালি-সন্তানগণের বংশের সেনাপতি ২৮ ছিলেন। ইস্রায়েল-সন্তানগণের যাত্রার এই নিয়ম ছিল; তাহারা এইরূপে যাত্রা করিত।

২৯ আর মোশি আপন শ্বশুর মিদিয়োনীয় রূয়েলের পুত্র হোববকে কহিলেন, সদাপ্রভু আমাদিগকে যে স্থান দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা সেই স্থানে যাত্রা করিতেছি; তুমিও আমাদের সহিত আইস, আমরা তোমার মঙ্গল করিব, কেননা সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে মঙ্গল ৩০ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমি যাইব না, আমি আপন দেশে ও আপন জ্ঞাতিদের নিকটে যাইব। ৩১ মোশি কহিলেন, বিনয় করি, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না, কেননা প্রান্তরের মধ্যে আমাদের শিবির স্থাপনের বিষয় তুমি জান, আর তুমি আমাদের চক্ষুঃস্বরূপ ৩২ হইবে। আর যদি তুমি আমাদের সঙ্গে যাও, তবে এই ফল হইবে, সদাপ্রভু আমাদের প্রতি যে মঙ্গল করিবেন, আমরা তোমার প্রতি তাহাই করিব।

৩৩ পরে তাহারা সদাপ্রভুর পর্ব্বত হইতে তিন দিনের পথ গমন করিল, এবং সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক তাহাদের জন্য বিশ্রাম-স্থানের অন্বেষণার্থে তিন দিনের ৩৪ পথ তাহাদের অগ্রগামী হইল। আর শিবির হইতে স্থানান্তরে গমন সময়ে সদাপ্রভুর মেঘ দিবসে তাহাদের উপরে ৩৫ থাকিত। আর সিন্দুকের অগ্রসর হইবার সময়ে মোশি বলিতেন, হে সদাপ্রভু, উঠ, তোমার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হউক, তোমার বিদ্বেষিগণ তোমার সম্মুখ হইতে ৩৬ পলায়ন করুক। আর উহার বিশ্রাম-কালে তিনি বলিতেন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের সহস্র সহস্রের অযুত অযুতের কাছে ফিরিয়া আইস।

লোকদের বচসা ও দণ্ড।

১১ আর লোকেরা বচসাকারীদের মত সদাপ্রভুর কর্ণগোচরে মন্দ কথা কহিতে লাগিল: আর সদাপ্রভু তাহা শুনিলেন, ও তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তাহাতে তাহাদের মধ্যে সদাপ্রভুর অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া শিবিরের প্রান্তভাগ গ্রাস ২ করিতে লাগিল। তখন লোকেরা মোশির নিকটে ক্রন্দন করিল; তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিলে সেই ৩ অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। তখন তিনি ঐ স্থানের নাম তবেরা [জ্বলন] রাখিলেন, কেননা সদাপ্রভুর অগ্নি তাহাদের মধ্যে জ্বলিয়াছিল।

৪ আর তাহাদের মধ্যবর্ত্তী মিশ্রিত লোকেরা লোভাক্রান্ত হইয়া উঠিল; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণও পুনর্ব্বার রোদন করিয়া কহিল, কে আমাদিগকে ৫ ভক্ষণার্থে মাংস দিবে? আমরা মিসর দেশে বিনামূল্যে যে যে মাছ খাইতাম, তাহা এবং সশা, খরবুজ, পরু, পলাণ্ডু ৬ ও লশুন মনে পড়িতেছে। এখন আমাদের প্রাণ শুষ্ক হইল; কিছুই নাই; আমাদের সম্মুখে এই মান্না ব্যতীত আর ৭ কিছু নাই।—ঐ মান্না ধনিয়া বীজের ন্যায়, ও তাহা দেখিতে গুগ্‌গুলের ন্যায় ৮ ছিল। লোকেরা ভ্রমণ করিয়া তাহা কুড়াইত, এবং যাঁতায় পিষিয়া কিম্বা

উথ্‌লিতে চূর্ণ করিয়া বহুগুণাতে সিদ্ধ করিত, ও তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিত ; তৈলপক্ক পিষ্টকের ন্যায় তাহার আস্বাদ
৯ ছিল। রাত্রিতে শিবিরের উপরে শিশির পড়িলে ঐ মান্না তাহার উপরে পড়িয়া
১০ থাকিত।—মোশি লোকদের রোদন শুনিলেন, তাহারা গোষ্ঠী সকলের মধ্যে প্রত্যেকে আপন আপন তাম্বু-দ্বারে কাঁদিতেছিল ; আর সদাপ্রভুর ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হইল ; মোশিও
১১ অসন্তুষ্ট হইলেন। আর মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আপন দাসকে এত ক্লেশ দিয়াছ ? কি নিমিত্তই বা আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই নাই যে, তুমি এই সকল লোকের ভার আমার উপরে দিতেছ ?
১২ আমি কি এই সমস্ত লোক গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছি ? আমি কি ইহাদিগকে প্রসব করিয়াছি ? সেই জন্য তুমি ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছিলে, সেই দেশ পর্য্যন্ত আমাকে কি দুগ্ধপোষ্য শিশু বহনকারী পালকের ন্যায় ইহাদিগকে বক্ষে করিয়া
১৩ বহন করিতে বলিতেছ ? এই সমস্ত লোককে দিবার জন্য আমি কোথায় মাংস পাইব ? ইহারা ত আমার কাছে রোদন করিয়া বলিতেছে, আমাদিগকে
১৪ মাংস দেও, আমরা খাইব। এত লোকের ভার সহ্য করা একাকী আমার অসাধ্য ; কেননা তাহা আমার শক্তির
১৫ অতিরিক্ত। তুমি যদি আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কর, তবে বিনয় করি, আমি তোমার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, আমাকে একবারে বধ কর ; আমি যেন আমার দুর্গতি না দেখি।

১৬ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি যাহাদিগকে লোকদের প্রাচীন ও অধ্যক্ষ বলিয়া জ্ঞান, ইস্রায়েলের এমন সত্তর জন প্রাচীন লোককে আমার কাছে সংগ্রহ কর ; তাহাদিগকে সমাগম-তাম্বুর নিকটে আন ; তাহারা তোমার সহিত
১৭ সেই স্থানে দাঁড়াইবে। পরে আমি সেই স্থানে নামিয়া তোমার সহিত কথা কহিব, এবং তোমার উপরে যে আত্মা অধিষ্ঠান করেন, তাঁহার কিয়দংশ লইয়া তাহাদের উপরে অধিষ্ঠান করাইব, তাহাতে তুমি যেন একাকী লোকদের ভার বহন না কর, এই জন্য তাহারা তোমার সহিত লোকদের ভার বহিবে।
১৮ আর তুমি লোকদিগকে বল, তোমরা কল্যের জন্য আপনাদিগকে পবিত্র কর, মাংস ভোজন করিতে পাইবে ; কেননা তোমরা সদাপ্রভুর কর্ণগোচরে রোদন করিয়াছ, বলিয়াছ, 'আমাদিগকে মাংস ভোজন করিতে কে দিবে ? বরং মিসর দেশে আমাদের মঙ্গল ছিল ;' অতএব সদাপ্রভু তোমাদিগকে মাংস দিবেন,
১৯ তোমরা খাইবে। এক দিন কি দুই দিন কি পাঁচ দিন কি দশ দিন কি বিশ
২০ দিন তাহা খাইবে, এমন নয় ; সম্পূর্ণ এক মাস পর্য্যন্ত, যাবৎ তাহা তোমাদের নাসিকা হইতে নির্গত না হয় ও তোমাদের ঘৃণিত না হয়, তাবৎ খাইবে ; কেননা তোমরা আপনাদের মধ্যবর্ত্তী সদাপ্রভুকে অগ্রাহ্য করিয়াছ, এবং তাঁহার সম্মুখে রোদন করিয়া এই কথা বলিয়াছ, 'আমরা কেন মিসর হইতে বাহির হইয়া আসি-
২১ য়াছি ?' তখন মোশি কহিলেন, আমি যে লোকদের মধ্যে আছি, তাহারা ছয় লক্ষ পদাতিক ; আর তুমি কহিতেছ,

আমি সম্পূর্ণ এক মাস খাইবার মাংস ২২ তাহাদিগকে দিব। তাহাদের পর্য্যাপ্তি জন্য কি মেষপাল ও গোপাল মারিতে হইবে? না তাহাদের পর্য্যাপ্তি জন্য সমুদ্রের সমস্ত মৎস্য সংগ্রহ করিতে ২৩ হইবে? সদাপ্রভু, মোশিকে কহিলেন, সদাপ্রভুর হস্ত কি সঙ্কুচিত হইয়াছে? তোমার কাছে আমার বাক্য ফলিবে কি না, এখন দেখিবে।

২৪ তখন মোশি বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর বাক্য লোকদিগকে কহিলেন; এবং লোকদের প্রাচীনবর্গের মধ্যে সত্তর জনকে একত্র করিয়া তাম্বুর চতুষ্পার্শ্বে ২৫ উপস্থিত করিলেন। আর সদাপ্রভু মেঘে নামিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলেন, এবং যে আত্মা তাঁহার উপরে ছিলেন, তাঁহার কিয়দংশ লইয়া সেই সত্তর জন প্রাচীনের উপরে অধিষ্ঠান করাইলেন; তাহাতে আত্মা তাঁহাদের উপরে অধিষ্ঠান করিলে তাঁহারা ভাবোক্তি প্রচার করিলেন, কিন্তু তৎপশ্চাৎ আর ২৬ করিলেন না। কিন্তু শিবিরমধ্যে দুইটী লোক অবশিষ্ট ছিলেন, এক জনের নাম ইল্‌দদ, আর এক জনের নাম মেদদ; আত্মা তাঁহাদের উপরে অধিষ্ঠান করিলেন; তাঁহারা ঐ লিখিত লোকদের মধ্যে ছিলেন বটে, কিন্তু বাহিরে তাম্বুর নিকটে যান নাই; তাঁহারা শিবিরমধ্যে ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন। ২৭ তাহাতে এক যুবা দৌড়িয়া গিয়া মোশিকে কহিল, ইল্‌দদ ও মেদদ শিবিরে ২৮ ভাবোক্তি প্রচার করিতেছে। তখন নূনের পুত্র যিহোশূয়, মোশির পরিচারক, যিনি তাঁহার এক জন মনোনীত লোক, তিনি কহিলেন, হে আমার প্রভু মোশি, ২৯ তাহাদিগকে বারণ করুন। মোশি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি আমার পক্ষে ঈর্ষা করিতেছ? সদাপ্রভুর যাবতীয় প্রজা ভাববাদী হউক, ও সদাপ্রভু তাহাদের উপরে আপন আত্মা অধিষ্ঠান করাউন। ৩০ পরে মোশি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণ শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

৩১ পরে সদাপ্রভুর নিকট হইতে বায়ু নির্গত হইয়া সমুদ্র হইতে ভারুই পক্ষী আনিয়া শিবিরের উপরে ফেলিল; শিবিরের চারিদিকে এপার্শ্বে এক দিবসের পথ, ওপার্শ্বে এক দিবসের পথ পর্য্যন্ত ফেলিল, সেগুলি ভূমির উপরে দুই হস্ত ৩২ ঊর্দ্ধ হইয়া রহিল। আর লোকেরা সেই সমস্ত দিবারাত্র ও পরদিন সমস্ত দিবস উঠিয়া ভারুই পক্ষী সংগ্রহ করিল; তাহাদের মধ্যে কেহ দশ হোমরের ন্যূন সংগ্রহ করিল না; পরে আপনাদের নিমিত্তে শিবিরের চারিদিকে তাহা ৩৩ ছড়াইয়া রাখিল। কিন্তু মাংস তাহাদের দন্তের মধ্যে থাকিতে, কাটিবার পূর্ব্বেই লোকদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; আর সদাপ্রভু লোকদিগকে ভারী মহামারী দ্বারা আঘাত ৩৪ করিলেন। আর [মোশি] সেই স্থানের নাম কিব্রোৎ-হত্তাবা [লোভের কবরসমূহ] রাখিলেন, কেননা সেই স্থানে তাহারা লোভীদিগকে কবর দিল। ৩৫ কিব্রোৎ-হত্তাবা হইতে লোকেরা হৎসেরোতে যাত্রা করিল; এবং তাহারা হৎসেরোতে অবস্থিতি করিল।

হারোণ ও মরিয়মের বচসা।

১২ মোশি যে কূশীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার নিমিত্তে মরিয়ম ও

হারোণ মোশির বিপরীতে কথা কহিতে লাগিলেন, কেননা তিনি এক কূশীয়া ২ স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কহিলেন, সদাপ্রভু কি কেবল মোশির সহিত কথা কহিয়াছেন? আমাদের সহিত কি কহেন নাই? আর এ কথা ৩ সদাপ্রভু শুনিলেন। ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্য-দের মধ্যে সকল অপেক্ষা মোশি লোকটী অতিশয় মৃদুশীল ছিলেন।

৪ পরে সদাপ্রভু হঠাৎ মোশি, হারোণ ও মরিয়মকে কহিলেন, তোমরা তিন জন বাহির হইয়া সমাগম-তাম্বুর নিকটে আইস; তাঁহারা তিন জন বাহির হইয়া ৫ আসিলেন। তখন প্রভু মেঘস্তম্ভে নামিয়া তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইলেন, এবং হারোণ ও মরিয়মকে ডাকিলেন; তাহাতে তাঁহারা উভয়ে বাহির হইয়া আসিলেন। ৬ তিনি কহিলেন, তোমরা আমার বাক্য শুন; তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ভাববাদী হয়, তবে আমি সদাপ্রভু তাহার নিকটে কোন দর্শন দ্বারা আপনার পরিচয় দিব, স্বপ্নে তাহার সহিত কথা কহিব। ৭ আমার দাস মোশি তদ্রূপ নয়, সে আমার সমস্ত বাটীর মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র। ৮ তাহার সহিত আমি সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথা কহি, গূঢ় বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে; এবং সে সদাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিবে; অতএব আমার দাসের প্রতিকূলে, মোশির প্রতিকূলে, কথা কহিতে তোমরা কেন ভীত হইলে না? ৯ ফলে তাঁহাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; ও তিনি প্রস্থান ১০ করিলেন। আর তাম্বুর উপর হইতে মেঘ প্রস্থান করিল; আর দেখ, মরিয়মের হিমবৎ কুষ্ঠ হইয়াছে; এবং হারোণ মরিয়মের দিকে মুখ ফিরাইলেন, আর ১১ দেখ, তিনি কুষ্ঠগ্রস্তা। তখন হারোণ মোশিকে কহিলেন, হায়, আমার প্রভু, বিনয় করি, পাপের ফল আমাদিগকে দিবেন না, এ বিষয়ে আমরা নির্ব্বোধের কর্ম্ম করিয়াছি, এ বিষয়ে পাপ করিয়াছি। ১২ মাতৃগর্ব্ভ হইতে নিঃসরণ কালে যাহার মাংস অর্দ্ধনষ্ট, তাদৃশ মৃতের ন্যায় এ ১৩ যেন না হয়। পরে মোশি সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, হে ঈশ্বর, ১৪ বিনয় করি, ইহাকে সুস্থ কর। সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, যদি ইহার পিতা ইহার মুখে থুথু দিত, তাহা হইলে এ কি সাত দিবস লজ্জিত থাকিত না? এ সাত দিবস পর্য্যন্ত শিবিরের বাহিরে রুদ্ধা থাকুক; তৎপরে পুনর্ব্বার ভিতরে ১৫ আনীতা হইবে। তাহাতে মরিয়ম সাত দিবস শিবিরের বাহিরে রুদ্ধা থাকিলেন, এবং যাবৎ মরিয়ম ভিতরে আনীতা না হইলেন, তাবৎ লোকেরা যাত্রা করিল ১৬ না। পরে লোকেরা হৎসেরোৎ হইতে যাত্রা করিয়া পারণ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল।

কনান দেশ দেখিবার জন্য লোক প্রেরণ। ইস্রায়েলীয়দের অবিশ্বাস।

১৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে কনান দেশ দিব, তুমি তাহা নিরীক্ষণ করিবার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে প্রেরণ কর; তাহাদের স্ব স্ব পিতৃকুল সম্পর্কীয় এক এক বংশের মধ্যে এক এক জন অধ্যক্ষকে ৩ প্রেরণ কর। তাহাতে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি পারণ প্রান্তর হইতে

তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন; তাঁহারা সকলে ইস্রায়েল-সন্তানগণের অধ্যক্ষ ৪ ছিলেন। তাঁহাদের নাম এই এই; রূবেণ বংশের মধ্যে সক্কূরের পুত্র শম্মূয়; ৫ শিমিয়োন বংশের মধ্যে হোরির পুত্র ৬ শাফট; যিহূদা বংশের মধ্যে যিফুন্নির ৭ পুত্র কালেব; ইষাখর বংশের মধ্যে ৮ যোষেফের পুত্র যিগাল; ইফ্রয়িম বংশের ৯ মধ্যে নূনের পুত্র হোশেয়; বিন্যামীন ১০ বংশের মধ্যে রাফূর পুত্র পল্‌টি; সবূলূন বংশের মধ্যে সোদির পুত্র গদ্দীয়েল; ১১ যোষেফ বংশের অর্থাৎ মনঃশি বংশের ১২ মধ্যে সূষির পুত্র গদ্দি; দান বংশের ১৩ মধ্যে গমল্লির পুত্র অম্মীয়েল; আশের বংশের মধ্যে মীখায়েলের পুত্র সথুর; ১৪ নপ্তালি বংশের মধ্যে বপ্সির পুত্র নহ্‌বি; ১৫ গাদ বংশের মধ্যে মাখির পুত্র গূয়েল। ১৬ মোশি যাঁহাদিগকে দেশ নিরীক্ষণ করিতে পাঠাইলেন, সেই লোকদের নাম এই। আর মোশি নূনের পুত্র হোশেয়ের নাম যিহোশূয় রাখিলেন।

১৭ কনান দেশ নিরীক্ষণ করিতে পাঠাইবার সময়ে মোশি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা দক্ষিণদিক্ দিয়া এই পথে গিয়া ১৮ উঠ, পাহাড় অঞ্চলে গিয়া উঠ; এবং গিয়া দেখ, সে দেশ কেমন, ও তথাকার নিবাসী লোকেরা বলবান্ কি দুর্ব্বল, অল্প ১৯ কি অনেক; এবং তাহারা যে দেশে বাস করে সে দেশ কেমন, ভাল কি মন্দ; ও যে সকল নগরে বাস করে, সে সকল কি প্রকার; তাহারা তাম্বুতে কি গড়ে, ২০ কিসে বাস করে; এবং ভূমি কি প্রকার, সতেজ কি নিস্তেজ, তাহাতে বৃক্ষ আছে কি না। আর তোমরা সাহসী হইয়া সেই দেশের কিছু ফল সঙ্গে করিয়া ২১ আনিও। তখন আশুপক্ক দ্রাক্ষাফলের সময় ছিল। তাঁহারা যাত্রা করিয়া সীন প্রান্তর অবধি হমাতের প্রবেশ স্থানে স্থিত রহোব পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ নিরীক্ষণ ২২ করিলেন। বিশেষতঃ দক্ষিণদিক্ দিয়া উঠিয়া গেলেন, ও হিব্রোণে উপস্থিত হইলেন; সেই স্থানে অহীমান, শেশয় ও তল্‌ময়, অনাকের এই তিন সন্তান ছিল। মিসরস্থ সোয়নের পত্তনের সাত বৎসর পূর্ব্বে হিব্রোণের পত্তন হইয়া- ২৩ ছিল। পরে তাঁহারা ইষ্কোল উপত্যকাতে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে এক থলুয়া ফলযুক্ত দ্রাক্ষালতার এক শাখা কাটিয়া তাহা দণ্ডে করিয়া দুই জন বহিলেন, এবং তাঁহারা কতকগুলি দাড়িম ও ডুমুর- ২৪ ফলও সঙ্গে আনিলেন। ইস্রায়েল-সন্তানেরা ঐ স্থানে সেই দ্রাক্ষার থলুয়া কাটিয়াছিলেন, এই জন্য সেই উপত্যকা ইষ্কোল [থলুয়া] নামে খ্যাত হইল। ২৫ তাঁহারা দেশ নিরীক্ষণ করিয়া চল্লিশ দিনের পর ফিরিয়া আসিলেন।

২৬ পরে তাঁহারা আসিয়া পারণ প্রান্তরস্থ কাদেশ নামক স্থানে মোশির ও হারোণের এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া উঁহাদিগকে ও সমস্ত মণ্ডলীকে সংবাদ দিলেন; এবং সেই দেশের ফল তাঁহাদিগকে দেখাই- ২৭ লেন। আর তাঁহাকে বৃত্তান্ত কহিলেন, বলিলেন, আপনি আমাদিগকে যে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমরা তথায় গিয়াছিলাম; দেশটী দুগ্ধমধুপ্রবাহী বটে; ২৮ আর এই দেখুন, তাহার ফল। যাহা হউক, তদ্দেশনিবাসী লোকেরা বলবান্, ও তথাকার নগর সকল প্রাচীরবেষ্টিত ও অতি বৃহৎ; এবং সে স্থানে আমরা

অনাকের সন্তানগণকেও দেখিয়াছি। ২৯ দক্ষিণ দেশে অমালেক বাস করে; এবং পাহাড় অঞ্চলে হিত্তীয়, যিবূষীয় ও ইমোরীয়েরা বাস করে; এবং সমুদ্রের নিকটে ও যর্দ্দনের তীরে কনানীয়েরা ৩০ বাস করে। আর কালেব মোশির সাক্ষাতে লোকদিগকে ক্ষান্ত করণার্থে কহিলেন, আইস, আমরা একেবারে উঠিয়া গিয়া দেশ অধিকার করি; কেননা ৩১ আমরা উহা জয় করিতে সমর্থ। কিন্তু যে ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাইতে সমর্থ নহি, কেননা আমাদের অপেক্ষা তাহারা বলবান্। ৩২ এইরূপে তাঁহারা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণের সাক্ষাতে সেই দেশের অখ্যাতি করিয়া কহিলেন, আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে স্থানে স্থানে গিয়াছিলাম, সে দেশ আপন অধিবাসীদিগকে গ্রাস করে; এবং তাহার মধ্যে আমরা যত লোককে দেখিয়াছি, তাহারা সকলে ৩৩ ভীমকায়। বিশেষতঃ তথায় বীরজাত অনাকের সন্তান বীরদিগকে দেখিয়া আমরা আপনাদের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায়, এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও তদ্রূপ হইলাম।

১৪ পরে সমস্ত মণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিল, এবং লোকেরা সেই রাত্রিতে ২ রোদন করিল। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সকলে মোশির বিপরীতে ও হারোণের বিপরীতে বচসা করিল, ও সমস্ত মণ্ডলী তাঁহাদিগকে কহিল, হায় হায়, আমরা ৩ কেন মিসর দেশে মরি নাই; এই প্রান্তরেই বা কেন মরি নাই? সদাপ্রভু আমাদিগকে খড়্গ-ধারে নিপাত করাইতে এ দেশে কেন আনিলেন? আমাদের ৪ স্ত্রী ও বালকগণ ত লুটিত হইবে। মিসরে ফিরিয়া যাওয়া কি আমাদের ভাল নয়? পরে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল, আইস, আমরা এক জনকে সেনাপতি ৫ করিয়া মিসরে ফিরিয়া যাই। তাহাতে মোশি ও হারোণ ইস্রায়েল-সন্তানগণের মণ্ডলীর সমস্ত সমাজের সম্মুখে উবুড় ৬ হইয়া পড়িলেন। আর যাঁহারা দেশ নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফুন্নির পুত্র কালেব আপন আপন বস্ত্র চিরি-৭ লেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে কহিলেন, আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিলাম, সে যার ৮ পর নাই উত্তম দেশ। সদাপ্রভু যদি আমাদিগেতে প্রীত হন, তবে তিনি আমাদিগকে সেই দেশে প্রবেশ করাই-বেন, ও সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ আমা-৯ দিগকে দিবেন। কিন্তু তোমরা কোন মতে সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইও না, ও সে দেশের লোকদিগকে ভয় করিও না; কেননা তাহারা আমাদের ভক্ষ্যস্বরূপ, তাহাদের আশ্রয়-ছত্র তাহাদের উপর হইতে নীত হইল, সদাপ্রভু আমাদের সহবর্ত্তী; তাহাদিগকে ভয় করিও না। ১০ কিন্তু সমস্ত মণ্ডলী সেই দুই জনকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে বলিল। তখন সমাগম-তাম্বুতে সদাপ্রভুর প্রতাপ সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের প্রত্যক্ষ হইল।

১১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই লোকেরা কত কাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে? এবং আমি ইহাদের মধ্যে যে সকল চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছি, তাহা

দেখিয়াও ইহারা কত কাল আমার প্রতি
১২ অবিশ্বাসী থাকিবে? আমি মহামারী দ্বারা ইহাদিগকে আঘাত করিব, ইহাদিগকে অধিকার-বঞ্চিত করিব, এবং তোমাকেই ইহাদের অপেক্ষা বৃহৎ ও
১৩ বলবান্ জাতি করিব। তাহাতে মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, তাহা করিলে মিস্রীয়েরা তাহা শুনিবে, কেননা তাহাদেরই মধ্য হইতে তুমি আপন শক্তি দ্বারা
১৪ এই লোকদিগকে আনিয়াছ; আর তাহারা এই দেশনিবাসী লোকদিগকেও তাহার সংবাদ দিবে। তাহারা শুনিয়াছে যে, তুমি সদাপ্রভু এই লোকদের মধ্যবর্ত্তী, কারণ তুমি সদাপ্রভু ইহাদিগকে প্রত্যক্ষে দর্শন দিয়া থাক, আর তোমার মেঘ ইহাদের উপরে অবস্থিতি করিতেছে, এবং তুমি দিবাতে মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া ইহাদের অগ্রে অগ্রে
১৫ গমন করিতেছ। এখন যদি তুমি এই লোকদিগকে এক ব্যক্তির ন্যায় বধ কর, তবে ঐ যে জাতিগণ তোমার খ্যাতি
১৬ শুনিয়াছে, তাহারা বলিবে, সদাপ্রভু এই লোকদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছিলেন, সেই দেশে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইতে অপারক হইলেন; এই জন্য প্রান্তরে তাহাদিগকে সংহার করি-
১৭ লেন। এখন নিবেদন করি, তোমার বাক্যানুসারে প্রভুর প্রভাব মহিমান্বিত
১৮ হউক; তুমি ত বলিয়াছ, সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অধর্ম্মের ও অপরাধের ক্ষমাকারী, তথাপি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন, তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানদের উপরে পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্ত্তান।
১৯ বিনয় করি, তোমার দয়ার মহত্ত্বানুসারে, এবং মিসর দেশ হইতে এ পর্য্যন্ত এই লোকদিগকে যেমন ক্ষমা করিয়া আসিতেছ, তদনুসারে এই লোকদের
২০ অপরাধ ক্ষমা কর। তখন সদাপ্রভু কহিলেন, তোমার বাক্যানুসারে আমি
২১ ক্ষমা করিলাম। সত্যই আমি জীবন্ত, এবং সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুর প্রতাপে
২২ পরিপূর্ণ হইবে; তাই যত লোক আমার প্রতাপ এবং মিসরে ও প্রান্তরে কৃত আমার চিহ্ন-কার্য্যসমূহ দেখিয়াছে, তথাচ এই দশ বার আমার পরীক্ষা করিয়াছে
২৩ ও আমার রবে মনোযোগ করে নাই; আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছি, তাহারা সেই দেশ দেখিতে পাইবেই না; যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে
২৪ কেহই তাহা দেখিতে পাইবে না। কিন্তু আমার দাস কালেবের অন্তরে অন্য আত্মা ছিল, এবং সে সম্পূর্ণরূপে আমার অনুগত হইয়া চলিয়াছে, এই নিমিত্তে সে যে দেশে গিয়াছিল, সেই দেশে আমি তাহাকে প্রবেশ করাইব, ও তাহার বংশ
২৫ তাহা অধিকার করিবে। পরন্তু অমালেকীয়েরা ও কনানীয়েরা তলভূমিতে রহিয়াছে; কল্য তোমরা ফিরিয়া সূফ-সাগরের পথ দিয়া প্রান্তরে গমন কর।
২৬ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে
২৭ কহিলেন, আমার প্রতিকূলে বচসাকারী এই দুষ্ট মণ্ডলীর ভার আমি কত কাল সহ্য করিব? ইস্রায়েল-সন্তানগণ আমার প্রতিকূলে যে যে বচসা করে, তাহা
২৮ আমি শুনিয়াছি। তুমি তাহাদিগকে বল, সদাপ্রভু কহেন, আমি জীবন্ত, আমার কর্ণগোচরে তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহাই আমি তোমাদের প্রতি করিব;

২৯ এই প্রান্তরে তোমাদের শব পতিত হইবে ; তোমাদের সম্পূর্ণ সংখ্যানুসারে গণিত বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক তোমরা যে সমস্ত লোক আমার
৩০ বিপরীতে বচসা করিয়াছ, আমি তোমাদিগকে যে দেশে বাস করাইব বলিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলাম, সেই দেশে তোমরা প্রবেশ করিবে না, কেবল যিফুন্নির পুত্র কালেব ও নূনের পুত্র
৩১ যিহোশূয় প্রবেশ করিবে। কিন্তু তোমরা আপনাদের যে বালকদের বিষয়ে বলিয়াছিলে, ইহারা লুটিত হইবে, তাহাদিগকে আমি তথায় প্রবেশ করাইব ; ও তোমরা যে দেশ অগ্রাহ্য করিয়াছ, তাহারা
৩২ তাহার পরিচয় পাইবে। কিন্তু তোমাদের
৩৩ শব এই প্রান্তরে পতিত হইবে। আর তোমাদের সন্তানগণ চল্লিশ বৎসর এই প্রান্তরে পশু চরাইবে, এবং এই প্রান্তরে তোমাদের শবের সংখ্যা যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদের
৩৪ ব্যভিচারের ফল ভোগ করিবে। তোমরা যে চল্লিশ দিন দেশ নিরীক্ষণ করিয়াছ, সেই দিনের সংখ্যানুসারে চল্লিশ বৎসর, এক এক দিনের জন্য এক এক বৎসর, তোমরা আপনাদের অপরাধ বহন করিবে, আর আমার বিপক্ষতা কেমন, তাহা জ্ঞাত
৩৫ হইবে। আমি সদাপ্রভু বলিয়াছি, আমার বিপরীতে চক্রান্তকারী এই সমগ্র দুষ্ট মণ্ডলীর প্রতি আমি ইহা অবশ্য করিব ; এই প্রান্তরে তাহারা নিঃশেষিত হইবে, এখানেই তাহারা মরিবে।

৩৬ আর দেশ নিরীক্ষণ করিতে মোশি যে লোকদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, যাহারা ফিরিয়া আসিয়া ঐ দেশের অখ্যাতি করিয়া তাঁহার প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে
৩৭ দিয়া বচসা করাইয়াছিল, দেশের অখ্যাতিকারী সেই ব্যক্তিরা সদাপ্রভুর সম্মুখে
৩৮ মহামারীতে মরিল। যে ব্যক্তিরা দেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফুন্নির পুত্র কালেব জীবিত থাকিলেন।
৩৯ তখন মোশি সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে সেই কথা কহিলেন, এবং লোকেরা অতিশয় শোক করিল।

৪০ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়া কহিল, দেখ, এই আমরা, সদাপ্রভু যে স্থানের কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই স্থানে যাই, কেননা আমরা পাপ করিয়াছি।
৪১ তাহাতে মোশি কহিলেন, এখন সদাপ্রভুর আজ্ঞালঙ্ঘন কেন করিতেছ? ইহা ত
৪২ সফল হইবে না। তোমরা উঠিয়া যাইও না, কারণ সদাপ্রভু তোমাদের মধ্যে নাই, গেলে তোমরা শত্রুসম্মুখে পরাস্ত হইবে।
৪৩ কেননা অমালেকীয়েরা ও কনানীয়েরা সে স্থানে তোমাদের সম্মুখে আছে ; তোমরা খড়েগ পতিত হইবে, কেননা তোমরা সদাপ্রভুর পশ্চাৎ হইতে ফিরিয়াছ, তাই সদাপ্রভু তোমাদের সহবর্ত্তী হইবেন না।
৪৪ তথাপি তাহারা দুঃসাহসী হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে অরোহণ করিতে লাগিল ; কিন্তু সদাপ্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুক ও মোশি শিবির
৪৫ হইতে সরিলেন না। তখন ঐ পর্ব্বতবাসী অমালেকীয়েরা ও কনানীয়েরা নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিল ও হর্মা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল।

ভিন্ন ভিন্ন আদেশ।

১৫ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহা-

দিগকে বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব, তোমাদের সেই নিবাসদেশে ৩ প্রবেশ করিলে পর যখন তোমরা মানত পূর্ণ করণার্থে কিম্বা স্ব ইচ্ছায় দত্ত নৈবেদ্যার্থে কিম্বা তোমাদের নিরূপিত পর্ব্বে গোমেষাদি পাল হইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভ করিবার জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপে হোম ৪ কিম্বা বলি উৎসর্গ করিবে; তখন উপহার উৎসর্গকারী ব্যক্তি সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক হিনের চতুর্থাংশ তৈলে মিশ্রিত সূজির [এক ঐফার] দশমাংশ ভক্ষ্য-নৈবেদ্য আনিবে, এবং তুমি হোম-বলির সহিত অথবা বলির জন্য, প্রত্যেক ৫ মেষশাবকের জন্য, পেয় নৈবেদ্য বলিয়া এক হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস প্রস্তুত ৬ করিবে। অথবা এক মেষের জন্য তুমি ভক্ষ্য-নৈবেদ্য বলিয়া এক হিনের তৃতীয়াংশ তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজির [এক ঐফার] দুই দশমাংশ প্রস্তুত ৭ করিবে, এবং পেয় নৈবেদ্যের জন্য এক হিনের তৃতীয়াংশ দ্রাক্ষারস সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থে উৎসর্গ করিবে। ৮ আর যখন তুমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম-বলির জন্য বা মানত পূরণ জন্য বলি-দানার্থে, কিম্বা মঙ্গলার্থক বলির জন্য ৯ গোবৎস উৎসর্গ করিবে, তখন গোবৎসের সহিত অর্দ্ধ হিন তৈলে মিশ্রিত [এক ঐফার] তিন দশমাংশ সূজির ভক্ষ্য-১০ নৈবেদ্য আনিবে। আর পেয় নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার জন্য অর্দ্ধ হিন দ্রাক্ষারস আনিবে। ১১ এক এক গোবৎস, মেষ, মেষবৎস ও ছাগবৎসের জন্য এইরূপ করিতে হইবে। ১২ তোমরা যত পশু উৎসর্গ করিবে, তাহা-দের সংখ্যানুসারে প্রত্যেকের জন্য এই-১৩ রূপ করিবে। দেশজাত লোক সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করিবার সময়ে এই নিয়মানুসারে এই সকল প্রস্তুত করিবে। ১৪ আর তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী কিম্বা তোমাদের মধ্যে তোমাদের পুরুষানুক্রমে বাসকারী কোন ব্যক্তি যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থে অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করিতে চাহে, তবে তোমরা যেরূপ, সেও তদ্রূপ করিবে। ১৫ সমাজের জন্য, তোমরা এবং তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশী লোক, উভয়ের জন্য একই ব্যবস্থা হইবে; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি; সদাপ্রভুর সমক্ষে তোমরা ও বিদেশীয়েরা, ১৬ উভয়ে সমান। তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশীয়দের জন্য একই ব্যবস্থা ও একই শাসন হইবে।

১৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১৮ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহা-দিগকে বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতেছি, সে দেশে প্রবেশ ১৯ করিলে পর তোমরা সেই দেশের খাদ্য ভক্ষণ কালে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোল-২০ নীয় উপহার নিবেদন করিবে। তোমরা উত্তোলনীয় উপহারের জন্য তোমাদের ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ বলিয়া এক এক পিষ্টক নিবেদন করিবে; যেমন খামারের উত্তোলনীয় উপহার উত্তোলন করিয়া থাক, ইহাও সেইরূপ করিবে। ২১ তোমরা পুরুষানুক্রমে আপন আপন ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ হইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবে।

২২ আর তোমরা যদি প্রমাদবশতঃ পাপ কর, মোশির কাছে সদাপ্রভু এই যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন, এই সকল যদি ২৩ পালন না কর, এমন কি, সদাপ্রভু যে দিনে তোমাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তদবধি তোমাদের পুরুষপরম্পরার জন্য সদাপ্রভু মোশির হস্তে তোমাদিগকে যত আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই সকল যদি পালন ২৪ না কর, এবং তাহা যদি মণ্ডলীর অগোচরে প্রমাদবশতঃ হইয়া থাকে, তবে সমস্ত মণ্ডলী সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক হোমের জন্য এক গোবৎস ও বিধিমতে তাহার সহিত ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলির জন্য এক ছাগ ২৫ উৎসর্গ করিবে। আর যাজক ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহাদিগকে ক্ষমা করা যাইবে, কেননা উহা প্রমাদ, এবং তাহারা সেই প্রমাদ প্রযুক্ত আপনাদের উপহার, সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার, ও সদাপ্রভুর সম্মুখে পাপার্থক বলি আনিল। ২৬ তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসী বিদেশীদিগকে ক্ষমা করা যাইবে; কেননা সকল লোক প্রমাদবশতঃ ঐ কর্ম্ম করিল।

২৭ আর যদি কোন এক ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ পাপ করে, তবে সে পাপার্থক বলিরূপে একবর্ষীয়া এক ছাগবৎসা আনিবে। ২৮ আর যাজক সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঐ প্রমাদী ব্যক্তির জন্য তাহার প্রমাদকৃত পাপপ্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইলে তাহার পাপ ২৯ ক্ষমা হইবে। ইস্রায়েল-সন্তানগণের স্বজাতীয় হউক, কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসী বিদেশী হউক, তোমাদের জন্য ৩০ প্রমাদীর একই ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু স্বজাতীয় কি বিদেশী যে ব্যক্তি উৰ্দ্ধহস্তে পাপ করে, সে সদাপ্রভুর নিন্দা করে; সেই ব্যক্তি আপন লোকদের মধ্য হইতে ৩১ উচ্ছিন্ন হইবে। কেননা সে সদাপ্রভুর বাক্য অবজ্ঞা করিল ও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল; সেই ব্যক্তি একেবারে উচ্ছিন্ন হইবে, তাহার অপরাধ তাহারই উপরে বর্ত্তিবে।

৩২ ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন প্রান্তরে ছিল, তখন বিশ্রামদিনে এক জনকে ৩৩ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে দেখিল। যাহারা তাহাকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছিল, তাহারা মোশি, হারোণ ও সমস্ত মণ্ডলীর ৩৪ নিকটে তাহাকে আনিল। আর তাহারা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিল; কেননা তাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহা ব্যক্ত হয় ৩৫ নাই। পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বাহিরে ৩৬ প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাত করিল; তাহাতে সে মরিয়া গেল।

৩৭ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৩৮ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, তাহারা পুরুষানুক্রমে আপন আপন বস্ত্রের কোণে থোপ দিউক, ও কোণস্থ থোপে নীল সূত্র বদ্ধ করুক। ৩৯ তোমাদের জন্য সেই থোপ থাকিবে, যেন তাহা দেখিয়া তোমরা সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং আপনাদের যে হৃদয় ও চক্ষুর অনুগমনে তোমরা ব্যভিচারী হইয়া থাক, তদনুগমনে

৪০ ভ্রমণ না কর; যেন আমার সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ কর, ও পালন কর, এবং আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হও।
৪১ আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর; আমি তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্য তোমাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

কোরহ ও তাহার দলের বিদ্রোহ ও বিনাশ।

১৬ লেবির সন্তান কহাৎ, তাঁহার সন্তান যিষ্‌হর, সেই যিষ্‌হরের সন্তান যে কোরহ, সে এবং রূবেণ-সন্তানগণের মধ্যে ইলীয়াবের পুত্র দাথন ও অবীরাম, এবং ২ পেলতের পুত্র ওন দল বাঁধিল; আর ইস্রায়েল-সন্তানদের দুই শত পঞ্চাশ জনের সহিত মোশির সম্মুখে উঠিল; ইহারা মণ্ডলীর অধ্যক্ষ, সমাজে সমাহূত ৩ ও প্রসিদ্ধ লোক ছিল। তাহারা মোশি ও হারোণের বিরুদ্ধে একত্র হইয়া তাঁহাদিগকে কহিল, তোমরা বড়ই অভিমানী; কেননা সমস্ত মণ্ডলীর প্রত্যেক জনই পবিত্র, এবং সদাপ্রভু তাহাদের মধ্যবর্ত্তী; তবে তোমরা কেন সদাপ্রভুর সমাজের উপরে আপনাদিগকে উন্নত করিতেছ?
৪ তখন মোশি তাহা শুনিয়া উবুড় হইয়া ৫ পড়িলেন। আর তিনি কোরহকে ও তাহার দলস্থ সকলকে কহিলেন, কে সদাপ্রভুর লোক, ও কে পবিত্র, কাহাকে তিনি আপনার নিকটবর্ত্তী করেন, তাহা সদাপ্রভু প্রাতঃকালে জানাইবেন; তিনি যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাহাকেই ৬ আপনার নিকটবর্ত্তী করিবেন। হে কোরহ ও কোরহের দলস্থ সকলে, এক কর্ম্ম ৭ কর; তোমরা অঙ্গারধানী লও, এবং তাহাতে অগ্নি দিয়া কল্য সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার উপরে ধূপ দেও; তাহাতে সাদাপ্রভু যাহাকে মনোনীত করিবেন, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে; হে লেবির ৮ সন্তানগণ, তোমরা বড়ই অভিমানী। পরে মোশি কোরহকে কহিলেন, হে লেবির সন্তানগণ, বিনয় করি, আমার কথা শুন।
৯ ইহা কি তোমাদের কাছে ক্ষুদ্র বিষয় যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদিগকে ইস্রায়েল-মণ্ডলী হইতে পৃথক্ করিয়া সদাপ্রভুর আবাসের সেবাকর্ম্ম করণার্থে ও মণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার পরিচর্য্যা করণার্থে আপনার নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন;
১০ আর তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার সমস্ত ভ্রাতাকে অর্থাৎ লেবির সন্তানগণকে আপনার নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন? আর তোমরা কি যাজকত্বেরও চেষ্টা ১১ করিতেছ? অতএব তুমি ও তোমার সমস্ত দল সদাপ্রভুরই প্রতিকূলে একত্র হইয়াছ; আর হারোণ কে যে তোমরা তাঁহার প্রতিকূলে বচসা কর?
১২ পরে মোশি ইলীয়াবের পুত্র দাথন ও অবীরামকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা কহিল, আমরা যাইব না;
১৩ ইহা কি ক্ষুদ্র বিষয় যে, তুমি আমাদিগকে প্রান্তরে মারিবার জন্য দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ হইতে আনিয়াছ? তুমি কি আমাদের উপরে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তৃত্বও করিবে?
১৪ আর, তুমি ত আমাদিগকে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে আন নাই, শস্যক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধিকারও দেও নাই। তুমি কি এই লোকদের চক্ষু উৎপাটন করিবে?
১৫ আমরা যাইব না। তখন মোশি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সদাপ্রভুকে কহিলেন, উহা-

দের নৈবেদ্য গ্রাহ্য করিও না ; আমি উহাদের হইতে একটী গৰ্দ্দভও লই নাই, আর উহাদের এক জনেরও হিংসা করি নাই ।

১৬ পরে মোশি কোরহকে কহিলেন, তুমি ও তোমার দলস্থ সকলে, তোমরা কল্য হারোণের সহিত সদাপ্রভুর সম্মুখে উপ-
১৭ স্থিত হইবে ; প্রত্যেক জন অঙ্গারধানী লইয়া তাহার উপরে ধূপ দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে আপন আপন অঙ্গারধানী উপস্থিত করিবে ; দুই শত পঞ্চাশটী অঙ্গারধানী উপস্থিত করিবে ; এবং তুমি ও হারোণ
১৮ আপন আপন অঙ্গারধানী লইবে । পরে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন অঙ্গার-ধানী লইয়া তাহার মধ্যে অগ্নি রাখিয়া ধূপ দিয়া মোশি ও হারোণের সহিত
১৯ সমাগম-তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইল । আর কোরহ সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে তাঁহা-দের প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে সমবেত করিল । তখন সদাপ্রভুর প্রতাপ সমস্ত মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ হইল ।

২০ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্য
২১ হইতে পৃথক্ হও ; আমি এক নিমিষে
২২ ইহাদিগকে সংহার করি । তাঁহারা উবুড় হইয়া পড়িলেন, ও কহিলেন, হে ঈশ্বর, হে যাবতীয় শরীরস্থ আত্মার ঈশ্বর, এক জন পাপ করিলে তুমি কি সমস্ত মণ্ডলীর
২৩ উপরে কোপাবিষ্ট হইবে ? তখন সদাপ্রভু
২৪ মোশিকে কহিলেন, তুমি মণ্ডলীকে বল, তোমরা কোরহের, দাথনের ও অবী-রামের আবাসের চতুর্দ্দিক্ হইতে উঠিয়া
২৫ যাও । আর মোশি উঠিয়া দাথনের ও অবীরামের নিকটে গেলেন, এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ তাঁহার পশ্চাৎ
২৬ গেলেন । পরে তিনি মণ্ডলীকে কহিলেন, বিনয় করি, তোমরা এই দুষ্ট লোকদের তাম্বুর নিকট হইতে উঠিয়া যাও, ইহাদের কিছুই স্পর্শ করিও না, পাছে ইহাদের
২৭ সমস্ত পাপে বিনষ্ট হও । তাহাতে তাহারা কোরহের, দাথনের ও অবীরামের আবা-সের চারিদিক্ হইতে উঠিয়া গেল, আর দাথন ও অবীরাম বাহির হইয়া আপন আপন স্ত্রী, পুত্র ও শিশুগণের সহিত আপন আপন তাম্বুদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল ।

২৮ পরে মোশি কহিলেন, সদাপ্রভু আমাকে এই সমস্ত কাৰ্য্য করিতে পাঠাইয়াছেন, আমি স্বেচ্ছানুসারে করি নাই, তাহা তোমরা ইহাতেই জানিতে
২৯ পারিবে । সাধারণ লোকদের মরণের ন্যায় যদি এই মনুষ্যেরা মরে, কিম্বা সাধারণ লোকের শাস্তির ন্যায় যদি ইহাদের শাস্তি হয়, তবে সদাপ্রভু
৩০ আমাকে পাঠান নাই । কিন্তু সদাপ্রভু যদি অঘটন ঘটান এবং ভূমি আপন মুখ বিস্তার করিয়া ইহাদিগকে ও ইহাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করে, আর ইহারা জীবদ্দশায় পাতালে নামে, তবে ইহারা যে সদা-প্রভুকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাহা তোমরা জানিতে পারিবে ।

৩১ পরে মোশির এই সমস্ত কথা সমাপ্ত হইবামাত্র তাহাদের অধঃস্থিত ভূমি
৩২ বিদীর্ণ হইল, আর পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে, তাহাদের পরিজনগণকে ও কোরহের সপক্ষ সমস্ত লোককে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি
৩৩ গ্রাস করিল । তাহাতে তাহারা ও তাহা-দের সমস্ত পরিজন জীবদ্দশায় পাতালে নামিল, এবং পৃথিবী তাহাদের উপরে চাপিয়া পড়িল ; এইরূপে তাহারা

৩৪ সমাজের মধ্য হইতে লুপ্ত হইল। আর তাহাদের রবে চারিদিকের সমস্ত ইস্রায়েল পলায়ন করিল, কেননা তাহারা বলিল, পাছে পৃথিবী আমাদিগকে গ্রাস ৩৫ করে। আর সদাপ্রভু হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া যাহারা ধূপ নিবেদন করিয়াছিল, সেই দুই শত পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করিল।

৩৬ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৩৭ তুমি হারোণ যাজকের পুত্র ইলীয়াসরকে বল, সে দাহস্থান হইতে ঐ সকল অঙ্গারধানী উঠাইয়া লউক, এবং তাহার অগ্নি দূরে ঝাড়িয়া ফেলুক, কেননা সেই সকল ৩৮ অঙ্গারধানী পবিত্র। আর ঐ যে পাপীরা আপন আপন প্রাণের প্রতিকূলে পাপ করিয়াছিল, তাহাদের অঙ্গারধানী সকল পিটাইয়া যজ্ঞবেদির আচ্ছাদনার্থ পাত প্রস্তুত করা হউক, কেননা তাহারা সদাপ্রভুর সম্মুখে সে সকল নিবেদন করিয়াছিল; অতএব সে সকল পবিত্র; আর সে সকল ইস্রায়েল-সন্তানগণের পক্ষে ৩৯ চিহ্ন হইবে। তাহাতে যাহারা পুড়িয়া মরিল, তাহারা পিত্তলের যে যে অঙ্গারধানী নিবেদন করিয়াছিল, ইলীয়াসর যাজক সে সকল গ্রহণ করিলেন; এবং তাহা পিটাইয়া যজ্ঞবেদির আচ্ছাদনার্থ ৪০ পাত প্রস্তুত করা গেল; উহা ইস্রায়েল-সন্তানগণের স্মরণার্থে হইল, যেন হারোণ বংশজাত ভিন্ন অন্য গোষ্ঠীভুক্ত কোন মনুষ্য সদাপ্রভুর সম্মুখে ধূপ উৎসর্গ করিতে নিকটে না যায়, এবং কোরহের ও তাহার দলের মত না হয়; সদাপ্রভু মোশির দ্বারা তাহাকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৪১ তথাপি পর দিনে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে বচসা করিয়া কহিল, তোমরাই সদাপ্রভুর প্রজাদিগকে বধ করিলে। ৪২ আর মণ্ডলী মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইলে তাহারা সমাগম-তাম্বুর দিকে মুখ ফিরাইল, আর দেখ, মেঘ তাহা আচ্ছাদন করিয়াছে, এবং সদাপ্রভুর ৪৩ প্রতাপ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। তখন মোশি ও হারোণ সমাগম-তাম্বুর সম্মুখে উপস্থিত ৪৪ হইলেন। আর সদাপ্রভু মোশিকে ৪৫ কহিলেন, তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্য হইতে উঠিয়া যাও, আমি এক নিমিষে ৪৬ ইহাদিগকে সংহার করিব। তখন তাঁহারা উবুড় হইয়া পড়িলেন। আর মোশি হারোণকে কহিলেন, তোমার অঙ্গারধানী লও, ও যজ্ঞবেদির উপর হইতে অগ্নি লইয়া তাহার মধ্যে দেও, এবং তাহাতে ধূপ দিয়া শীঘ্র মণ্ডলীর নিকটে গিয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত কর; কেননা সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে ক্রোধ নির্গত ৪৭ হইল, মহামারী আরম্ভ হইল। আর মোশি যেমন বলিলেন, অমনি হারোণ [অঙ্গারধানী] লইয়া সমাজের মধ্যে দৌড়িয়া গেলেন; আর দেখ, লোকদের মধ্যে মহামারী আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ধূপ দিয়া লোকদের নিমিত্তে প্রায়৪৮ শ্চিত্ত করিলেন। তিনি মৃত ও জীবিত লোকদের মধ্যে দাঁড়াইলেন; তাহাতে ৪৯ মহামারী নিবৃত্ত হইল। যাহারা কোরহের ব্যাপারে মারা পড়ে, তাহারা ছাড়া আর চৌদ্দ সহস্র সাত শত লোক ঐ মহা৫০ মারীতে মারা পড়িল। পরে হারোণ সমাগম-তাম্বুর দ্বারে মোশির নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে মহামারী নিবৃত্ত হইল।

লেবীয় ও যাজকদের বিষয়ে বিধি।

১৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিয়া তাহাদের পিতৃকুলানুসারে সমস্ত অধ্যক্ষ হইতে এক এক পিতৃকুলের জন্য এক এক যষ্টি, এইরূপে বারো যষ্টি গ্রহণ কর; প্রত্যেকের যষ্টিতে তাহার নাম লেখ। ৩ আর লেবির যষ্টিতে হারোণের নাম লেখ; কেননা তাহাদের এক এক পিতৃকুলাধ্যক্ষের নিমিত্ত এক এক যষ্টি হইবে। ৪ আর সমাগম-তাম্বুতে যে স্থানে আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করি, সেই স্থানে সাক্ষ্য-সিন্দুকের সম্মুখে সে সকল ৫ রাখিবে। পরে এইরূপ হইবে, যে ব্যক্তি আমার মনোনীত, তাহার যষ্টি মুকুলিত হইবে, তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ তোমাদের প্রতিকূলে যে যে বচসা করে, তাহা আমি আপনার নিকট হইতে নিবৃত্ত করিব।

৬ পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই সকল কহিলে তাহাদের বংশাধ্যক্ষগণ তাহাদের পিতৃকুলানুসারে এক এক অধ্যক্ষের নিমিত্তে এক এক যষ্টি, এইরূপে বারো যষ্টি, তাঁহাকে দিলেন; এবং হারোণের যষ্টি তাঁহাদের যষ্টি সকলের ৭ মধ্যে ছিল। তাহাতে মোশি ঐ সকল যষ্টি লইয়া সাক্ষ্য-তাম্বুতে সদাপ্রভুর ৮ সম্মুখে রাখিলেন। পরদিবসে মোশি সাক্ষ্য-তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, আর দেখ, লেবি বংশ সম্পর্কীয় হারোণের যষ্টি অঙ্কুরিত, মুকুলিত ও পুষ্পিত হইয়া ৯ বাদাম ফল ধরিয়াছে। তখন মোশি সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে ঐ সকল যষ্টি বাহির করিয়া সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের সাক্ষাতে আনিলেন, এবং তাঁহারা তাহা দেখিয়া প্রত্যেকে আপন আপন যষ্টি ১০ গ্রহণ করিলেন। পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি হারোণের যষ্টি পুনর্ব্বার সাক্ষ্য-সিন্দুকের সম্মুখে রাখ, তাহা বিদ্রোহ-সন্তানদের বিরুদ্ধে চিহ্নের জন্য রাখা যাউক; এইরূপে আমার বিরুদ্ধে ইহাদের বচসা নিবৃত্ত কর, যেন ইহারা ১১ না মরে। মোশি তাহা করিলেন; সদাপ্রভু তাঁহাকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপই করিলেন।

১২ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশিকে কহিল, দেখ, আমরা মারা পড়ি, বিনষ্ট ১৩ হই, সকলেই বিনষ্ট হই। যে কেহ নিকটে যায়, সদাপ্রভুর আবাসের নিকটে যায়, সেই মরে; আমরা কি সকলেই মারা পড়িব?

১৮ তখন সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্ত্রগণ ও তোমার পিতৃকুল, তোমরা ধর্ম্মধাম-ঘটিত অপরাধ বহন করিবে, এবং তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্ত্রগণ তোমাদের যাজকত্বপদ-ঘটিত অপরাধ বহন ২ করিবে। আর তোমার ভ্রাতৃগণ, যে লেবি বংশ তোমার পিতৃবংশ, তাহাদিগকেও সঙ্গে আনিবে, তাহারা তোমার সহিত যোগ দিয়া তোমার পরিচর্য্যা করিবে; কিন্তু তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্ত্রগণ, তোমরা সাক্ষ্য-তাম্বুর ৩ সম্মুখে থাকিবে। আর তাহারা তোমার রক্ষণীয় ও সমস্ত তাম্বুর রক্ষণীয় রক্ষা করিবে; কিন্তু তাহাদের ও তোমাদের যেন মৃত্যু না হয়, এই জন্য তাহারা পবিত্র স্থানের পাত্রের ও বেদির নিকটে ৪ যাইবে না। তাহারা তোমার সহিত

যোগ দিয়া তাম্বুর সমস্ত সেবাকর্ম্মের জন্য সমাগম-তাম্বুর রক্ষণীয় রক্ষা করিবে, এবং অন্য গোষ্ঠীভুক্ত কেহ তোমাদের ৫ নিকটে যাইবে না। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রতি যেন আর ক্রোধ উপস্থিত না হয়, এই জন্য তোমরা পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় ও বেদির রক্ষণীয় রক্ষা ৬ করিবে। আর দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য হইতে আমি তোমাদের ভ্রাতা লেবীয়দিগকে গ্রহণ করিলাম; তাহারা তোমাদের জন্য দানরূপে সমাগম-তাম্বুর সেবাকর্ম্ম করণার্থে সদাপ্রভুকে দত্ত ৭ হইয়াছে। অতএব তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ তোমরা বেদি সম্পর্কীয় সকল বিষয়ে ও তিরস্করিণীর ভিতরের বিষয়ে নিজ যাজকত্ব পালন করিবে ও সেবাকর্ম্ম করিবে, আমি দানরূপে যাজকত্বপদ তোমাদিগকে দিলাম, কিন্তু যে অন্য গোষ্ঠীভুক্ত লোক নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

৮ আর সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, দেখ, আমার উত্তোলনীয় উপহারের, এমন কি, ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত পবিত্রীকৃত দ্রব্যের ভার আমি তোমাকে দিলাম; অভিষেক প্রযুক্ত তোমাকে ও তোমার সন্তানগণকে চিরস্থায়ী অধি- ৯ কারার্থে সে সমস্ত দিলাম। অগ্নিকৃত অতি পবিত্র উপহারের মধ্যে এই সকল তোমার হইবে; আমার উদ্দেশে তাহাদের আনীত প্রত্যেক ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, প্রত্যেক পাপার্থক বলি ও দোষার্থক বলি সকল তোমার ও তোমার পুত্রগণের পক্ষে অতি ১০ পবিত্র হইবে। তুমি তাহা অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া ভক্ষণ করিবে, প্রত্যেক পুরুষ তাহা ভক্ষণ করিবে, তাহা তোমার ১১ পক্ষে পবিত্র হইবে। এই সমস্তও তোমার হইবে; ইস্রায়েল-সন্তানগণের দানরূপ উত্তোলনীয় উপহার, তাহাদের সমস্ত দোলনীয় উপহার; আমি চিরস্থায়ী অধিকারার্থে সে সমস্ত তোমাকে ও তোমার পুত্রগণকে ও তোমার কন্যাগণকে দিলাম; তোমার কুলের প্রত্যেক ১২ শুচি ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করিবে। তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনাদের সকল উত্তম তৈল, দ্রাক্ষারস ও গোম প্রভৃতি যে যে অগ্রিমাংশ উৎসর্গ করে, তাহা ১৩ আমি তোমাকে দিলাম। তাহাদের দেশোৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার ফলের যে আশুপক্বাংশ তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপস্থিত করে, সে সমস্ত তোমার হইবে। ১৪ ইস্রায়েলের মধ্যে বর্জ্জিত বস্তু সকল ১৫ তোমার হইবে। মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হউক, যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে গর্ভ উন্মোচক যে সকল অপত্য, তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিবে, সে সকলই তোমার হইবে; কিন্তু মনুষ্যের প্রথমজাতকে তুমি অবশ্য মুক্ত করিবে, এবং অশুচি পশুর প্রথমজাতকেও মুক্ত ১৬ করিবে। তুমি এক মাস বয়স্ক অবধি মোচনীয় সকলকে মুক্ত করিবে, তোমার নিরূপণীয় মূল্যে পবিত্র স্থানের বিংশতি গেরা পরিমিত শেকল অনুসারে পাঁচ ১৭ শেকল রৌপ্য দিবে। কিন্তু গোরুর প্রথমজাতকে কিম্বা মেষের প্রথমজাতকে কিম্বা ছাগলের প্রথমজাতকে তুমি মুক্ত করিবে না, তাহারা পবিত্র; তুমি বেদির উপরে তাহাদের রক্ত প্রক্ষেপ করিবে, এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহারের নিমিত্তে তাহাদের ১৮ মেদ দগ্ধ করিবে; পরে দোলনীয় বক্ষঃ

ও দক্ষিণ জঙ্ঘা যেমন তোমার, তেমনি ১৯ তাহাদের মাংসও তোমার হইবে। ইস্রায়েল-সন্তানগণ যে সমস্ত পবিত্র বস্তু উত্তোলনীয় উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করে, সে সকল আমি চিরস্থায়ী অধিকারার্থে তোমাকে ও তোমার পুত্রগণকে ও তোমার কন্যাগণকে দিলাম; তোমার ও তোমার বংশের পক্ষে ইহা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে চিরস্থায়ী লবণ-নিয়ম।

২০ পরে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, তাহাদের ভূমিতে তোমার কোন অধিকার থাকিবে না, ও তাহাদের মধ্যে তোমার কোন অংশ থাকিবে না; ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আমিই তোমার অংশ ও অধিকার।

২১ আর দেখ, লেবির সন্তানগণ যে সেবাকর্ম্ম করিতেছে, সমাগম-তাম্বু সম্বন্ধীয় তাহাদের সেই সেবাকর্ম্মের বেতনরূপে আমি তাহাদের অধিকারার্থে ইস্রায়েলের ২২ মধ্যে সমস্ত দশমাংশ দিলাম। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ পাপ বহন করতঃ যেন না মরে, এই জন্য তাহারা আর ২৩ সমাগম-তাম্বুর নিকটে আসিবে না। কিন্তু লেবীয়েরাই সমাগম-তাম্বু সম্বন্ধীয় সেবাকর্ম্ম করিবে, এবং তাহারা আপন আপন অপরাধ বহন করিবে, ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধি; ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে তাহারা কোন ২৪ অধিকার পাইবে না। কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহাররূপে যে দশমাংশ উৎসর্গ করে, তাহা আমি লেবীয়দিগকে অধিকারার্থে দিলাম; এই জন্য তাহাদের উদ্দেশে কহিলাম, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে তাহারা কোন অধিকার পাইবে না।

২৫ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৬ আবার তুমি লেবীয়দিগকে কহিবে, তাহাদিগকে বলিবে, আমি তোমাদের অধিকারার্থে ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে যে দশমাংশ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা যখন তোমরা তাহাদের হইতে গ্রহণ করিবে, তৎকালে তোমরা সদাপ্রভুর জন্য উত্তোলনীয় উপহাররূপে সেই দশমাংশের ২৭ দশমাংশ নিবেদন করিবে। তোমাদের উত্তোলনীয় উপহার খামারের শস্যের ন্যায় ও দ্রাক্ষাকুণ্ডের পূর্ণতার ন্যায় ২৮ তোমাদের পক্ষে গণিত হইবে। এইরূপে, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে যে সমস্ত দশমাংশ গ্রহণ করিবে, তাহা হইতে তোমরাও সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবে; এবং তাহা হইতে সদাপ্রভুর সেই উত্তোলনীয় উপহার হারোণ যাজককে ২৯ দিবে। তোমাদের প্রাপ্ত সমস্ত দান হইতে তোমরা সদাপ্রভুর সেই উত্তোলনীয় উপহার, তাহার সমস্ত উত্তম বস্তু হইতে তাহার পবিত্র অংশ, নিবেদন ৩০ করিবে। অতএব তুমি তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা যখন তাহা হইতে উত্তম বস্তু উত্তোলনীয় উপহাররূপে নিবেদন করিবে, তৎকালে তাহা লেবীয়দের পক্ষে খামারের উৎপন্ন দ্রব্য ও দ্রাক্ষাকুণ্ডের ৩১ উৎপন্ন দ্রব্য বলিয়া গণিত হইবে। আর তোমরা ও তোমাদের পরিজনগণ সর্ব্বস্থানে তাহা ভক্ষণ করিবে; কেননা তাহা সমাগম-তাম্বুতে কৃত কর্ম্মের জন্য ৩২ তোমাদের বেতনস্বরূপ। আর তাহা হইতে সেই উত্তম বস্তু উপহাররূপে নিবেদন করিলে তোমরা তদ্ঘটিত পাপ বহন করিবে না; এবং ইস্রায়েল-সন্তান-

গণের পবিত্র বস্তু অপবিত্র করিবে না, ও মারা পড়িবে না।

অশৌচঘ্ন জলের বিধি।

১৯ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে ২ কহিলেন, সদাপ্রভু যে শাস্ত্রীয় বিধি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা এই, ইস্রায়েল-সন্তান-গণকে বল, তাহারা নির্দ্দোষা ও নিষ্কলঙ্কা, যোঁয়ালি বহন করে নাই, এমন এক রক্তবর্ণা গাভী তোমার নিকটে আনুক। ৩ পরে তোমরা ইলীয়াসর যাজককে সেই গাভী দিবে, এবং সে তাহাকে শিবিরের বাহিরে লইয়া যাইবে, এবং তাহার সম্মুখে তাহাকে হনন করা যাইবে। ৪ পরে ইলীয়াসর যাজক আপন অঙ্গুলি দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া সমাগম-তাম্বুর সম্মুখে সাত বার সেই রক্ত ৫ ছিটাইয়া দিবে। আর তাহার দৃষ্টি-গোচরে সেই গাভী পোড়াইয়া দেওয়া যাইবে; তাহার গোময়ের সহিত চর্ম্ম, মাংস ও রক্ত পোড়াইয়া দেওয়া যাইবে। ৬ পরে যাজক এরসকাষ্ঠ, এসোব ও লালবর্ণ লোম লইয়া ঐ গোদাহের অগ্নিমধ্যে ৭ ফেলিয়া দিবে। পরে যাজক আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও শরীর জলে ধুইবে; পরে শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিবে; তথাপি যাজক সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি ৮ থাকিবে। আর যে ব্যক্তি সেই গাভী পোড়াইয়া দিবে, সেও আপন বস্ত্র জলে ধৌত করিবে ও শরীর জলে ধুইবে, এবং ৯ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। পরে কোন শুচি ব্যক্তি ঐ গাভীর ভস্ম সংগ্রহ করিয়া শিবিরের বাহিরে কোন শুচি স্থানে রাখিবে; তাহা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মণ্ডলীর কারণ অশৌচঘ্ন জলের নিমিত্তে রাখা যাইবে; এটী পাপার্থক বলি। ১০ আর যে ব্যক্তি ঐ গাভীর ভস্ম সংগ্রহ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; ইহা ইস্রায়েল-সন্তানগণের এবং তাহা-দের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশীর পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি হইবে।

১১ যে কেহ কোন মনুষ্যের মৃত দেহ স্পর্শ করে, সে সাত দিন অশুচি ১২ থাকিবে। সে তৃতীয় দিবসে ও সপ্তম দিবসে ঐ জল দ্বারা আপনাকে মুক্ত-পাপ করিবে, পরে শুচি হইবে; কিন্তু যদি তৃতীয় দিবসে ও সপ্তম দিবসে আপনাকে মুক্তপাপ না করে, তবে শুচি ১৩ হইবে না। যে কেহ কোন মনুষ্যের মৃত দেহ স্পর্শ করিয়া আপনাকে মুক্ত-পাপ না করে, সে সদাপ্রভুর আবাস অশুচি করে; সেই প্রাণী ইস্রায়েলের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে; কেননা তাহার উপরে অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, এই নিমিত্তে সে অশুচি হইবে; তাহার অশুচিতা তাহাতে লগ্ন রহিয়াছে। ১৪ ব্যবস্থা এই; কোন মনুষ্য যখন তাম্বুর মধ্যে মরে, তখন সেই তাম্বুতে প্রবেশ-কারী সমস্ত লোক এবং সেই তাম্বুর মধ্যস্থিত সমস্ত লোক সাত দিন অশুচি ১৫ থাকিবে। আর যাবতীয় খোলা পাত্র, সূত্রাবদ্ধ ঢাকনীরহিত পাত্র, অশুচি ১৬ হইবে। আর যে কেহ ক্ষেত্রে খড়গহত কিম্বা মৃত লোকের দেহ কিম্বা মনুষ্যের অস্থি কিম্বা কবর স্পর্শ করে, সে সাত ১৭ দিন অশুচি থাকিবে। লোকেরা সেই অশুচি ব্যক্তির জন্য পাপার্থক বলি দাহনের কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া পাত্রে রাখিয়া তাহার

১৮ উপরে স্রোতের জল* দিবে। পরে কোন শুচি ব্যক্তি এসোব লইয়া সেই জলে মগ্ন করিয়া ঐ তাম্বুর উপরে, ও সেই স্থানের সমস্ত সামগ্রীর ও সমস্ত প্রাণীর উপরে, এবং অস্থির কিম্বা হত বা মৃত লোকের দেহ কিম্বা কবর স্পর্শকারী ব্যক্তির উপরে তাহা ছিটাইয়া ১৯ দিবে। আর ঐ শুচি ব্যক্তি তৃতীয় দিবসে ও সপ্তম দিবসে অশুচির উপরে সেই জল ছিটাইয়া দিবে; পরে সপ্তম দিবসে সে তাহাকে মুক্তপাপ করিবে, এবং ঐ ব্যক্তি আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও জলে স্নান করিবে; পরে সন্ধ্যাকালে ২০ শুচি হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অশুচি হইয়া আপনাকে মুক্তপাপ না করে, সে সমাজের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে, কেননা সে সদাপ্রভুর ধর্ম্মধাম অশুচি করিয়াছে; তাহার উপরে অশৌচঘ্ন জল ২১ প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, সে অশুচি। ইহা তাহাদের পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি হইবে; এবং যে কেহ সেই অশৌচঘ্ন জল ছিটাইয়া দেয়, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে; এবং যে জন সেই অশৌচঘ্ন জল স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি ২২ থাকিবে। আর সেই অশুচি ব্যক্তি যে কিছু স্পর্শ করে, তাহা অশুচি হইবে; এবং যে প্রাণী তাহা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।

জলাভাবে ইস্রায়েলীদের বচসা।

২০ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ, অর্থাৎ সমস্ত মণ্ডলী প্রথম মাসে সীন প্রান্তরে উপস্থিত হইল, এবং লোকেরা কাদেশে বাস করিল; আর সেই স্থানে মরিয়মের মৃত্যু হইল ও সেই স্থানে তাঁহার কবর হইল।

২ সেই স্থানে মণ্ডলীর জন্য জল ছিল না; তাহাতে লোকেরা মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইল। ৩ আর তাহারা মোশির সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, হায়, আমাদের ভ্রাতৃগণ যখন সদাপ্রভুর সম্মুখে মরিয়া গেল, তখন ৪ কেন আমাদের মৃত্যু হইল না? আর তোমরা আমাদের ও আমাদের পশুদের মৃত্যুর জন্য সদাপ্রভুর সমাজকে কেন এই ৫ প্রান্তরে আনিলে? এই কুস্থানে আনিবার জন্য আমাদিগকে মিসর হইতে কেন বাহির করিয়া লইয়া আসিলে? এই স্থানে চাস কি ডুমুর কি দ্রাক্ষা কি দাড়িম্ব হয় না, এবং পান করিবার জলও নাই। ৬ তখন মোশি ও হারোণ সমাজের সাক্ষাৎ হইতে সমাগম-তাম্বুর দ্বারে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িলেন; আর সদাপ্রভুর প্রতাপ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

৭ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৮ তুমি যষ্টি লও, এবং তুমি ও তোমার ভ্রাতা হারোণ মণ্ডলীকে একত্র করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে ঐ শৈলকে বল, তাহাতে সে নিজ জল প্রদান করিবে; এইরূপে তুমি তাহাদের নিমিত্তে শৈল হইতে জল বাহির করিয়া মণ্ডলীকে ও তাহাদের পশুগণকে পান করাইবে। ৯ তখন মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহার সম্মুখ হইতে ঐ যষ্টি লইলেন। ১০ আর মোশি ও হারোণ সেই শৈলের সম্মুখে সমাজকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে বিদ্রোহিগণ, শুন; আমরা তোমাদের নিমিত্তে কি এই শৈল

* (ইব্রি) জীবিত জল।

১১ হইতে জল বাহির করিব? পরে মোশি আপন হস্ত তুলিয়া ঐ যষ্টি দ্বারা শৈলে দুই বার আঘাত করিলেন, তাহাতে প্রচুর জল বাহির হইল, এবং মণ্ডলী ও তাহাদের পশুগণ পান করিল।

১২ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের সাক্ষাতে আমাকে পবিত্র বলিয়া মান্য করিতে আমার বাক্যে বিশ্বাস করিলে না, এই জন্য আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তোমরা এই ১৩ মণ্ডলীকে প্রবেশ করাইবে না। সেই জলের নাম মরীবা [বিবাদ]; যেহেতুক ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর সহিত বিবাদ করিল, আর তিনি তাহাদের মধ্যে পবিত্ররূপে মান্য হইলেন।

১৪ পরে মোশি কাদেশ হইতে ইদোমীয় রাজার নিকটে দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ভ্রাতা ইস্রায়েল কহিতেছে, আমাদের যে সমস্ত কষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা ১৫ তুমি জ্ঞাত আছ। আমাদের পিতৃপুরুষেরা মিসরে নামিয়া গিয়াছিলেন, সেই মিসরে আমরা অনেক দিন বাস করিয়াছিলাম; পরে মিস্রীয়েরা আমাদের প্রতি ও আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি অসদ্- ১৬ ব্যবহার করিতে লাগিল। তখন আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিলাম, আর তিনি আমাদের রব শুনিলেন, এবং দূত প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন; আর দেখ, আমরা তোমার দেশের প্রান্তস্থিত ১৭ কাদেশ নগরে আছি। আমি বিনয় করি, তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে দেও; আমরা শস্যক্ষেত্র কি দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিয়া যাইব না, কূপের জলও পান করিব না; কেবল রাজপথ দিয়া যাইব; যাবৎ তোমার সীমা উত্তীর্ণ না হই, তাবৎ দক্ষিণে ১৮ কি বামে ফিরিব না। ইদোম তাঁহাকে কহিল, তুমি আমার [দেশের] মধ্য দিয়া যাইতে পাইবে না, গেলে আমি খড়্গ লইয়া তোমার বিরুদ্ধে বাহির হইব। ১৯ তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাকে কহিল, আমরা রাজপথ দিয়া যাইব; আমি কি আমার পশুগণ, আমরা যদি তোমার জল পান করি, তবে আমি তাহার মূল্য দিব; আর কিছু নয়, কেবল আমাকে পায়ে ২০ হাঁটিয়া যাইতে দেও। সে উত্তর করিল, তুমি যাইতে পাইবে না। পরে ইদোম অনেক লোক সঙ্গে লইয়া মহাবলে তাহা- ২১ দের প্রতিকূলে বাহির হইল। এইরূপে ইদোম ইস্রায়েলকে আপন সীমার মধ্য দিয়া যাইতে দিতে অসম্মত হইল; অতএব ইস্রায়েল তাহার নিকট হইতে অন্য পথে গমন করিল।

হারোণের মৃত্যু।

২২ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ অর্থাৎ সমস্ত মণ্ডলী কাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া ২৩ হোর পর্ব্বতে উপস্থিত হইল। তখন ইদোম দেশের সীমার নিকটস্থ হোর পর্ব্বতে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে ২৪ কহিলেন, হারোণ আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইবে; কেননা আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে সে প্রবেশ করিবে না; কারণ মরীবা জলের নিকটে তোমরা আমার ২৫ আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলে। তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্র ইলীয়াসরকে হোর পর্ব্বতের উপরে লইয়া যাও।

২৬ আর হারোণকে তাহার বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাহার পুত্র ইলীয়াসরকে তাহা পরিধান করাও; হারোণ সে স্থানে [আপন লোকদের কাছে] সংগৃহীত হইবে, ২৭ সেখানে মরিবে। তখন মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন; তাঁহারা সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে হোর ২৮ পর্ব্বতে উঠিলেন। পরে মোশি হারোণকে তাঁহার বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাঁহার পুত্র ইলীয়াসরকে তাহা পরিধান করাইলেন; এবং হারোণ সে স্থানে পর্ব্বতশৃঙ্গে মরিলেন; পরে মোশি ও ইলীয়াসর পর্ব্বত ২৯ হইতে নামিয়া আসিলেন। আর যখন সমস্ত মণ্ডলী দেখিল যে, হারোণ মরিয়া গিয়াছেন, তখন সমস্ত ইস্রায়েল-কুল হারোণের জন্য ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত শোক করিল।

সর্পাঘাতে বিনাশ ও তৎপ্রতীকার।

২১ আর দক্ষিণ প্রদেশনিবাসী কনান বংশীয় অরাদের রাজা শুনিতে পাইলেন যে, ইস্রায়েল অথারীমের পথ দিয়া আসিতেছে; তখন তিনি ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিলেন, ও তাহাদের কতকগুলি লোককে ধরিয়া বন্দি করিলেন। ২ তাহাতে ইস্রায়েল সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করিয়া কহিল, যদি তুমি এই লোকদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, তবে আমি তাহাদের নগর সকল নিঃশেষে ৩ বিনষ্ট করিব। তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রবে কর্ণপাত করিয়া সেই কনানীয়দিগকে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে ইস্রায়েল তাহাদিগকে ও তাহাদের সমস্ত নগর নিঃশেষে বিনষ্ট করিল, এবং সেই স্থানের নাম হর্মা [বিনষ্ট] রাখিল।

৪ পরে তাহারা হোর পর্ব্বত হইতে প্রস্থান করিয়া ইদোম দেশ প্রদক্ষিণ জন্য সূফসাগরের দিকে যাত্রা করিল; আর পথের মধ্যে লোকদের প্রাণ বিরক্ত ৫ হইল। আর লোকেরা ঈশ্বরের প্রতিকূলে ও মোশির প্রতিকূলে কহিতে লাগিল, তোমরা কেন আমাদিগকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিলে, যেন আমরা প্রান্তরে মরিয়া যাই? রুটীও নাই, জলও নাই; আর আমাদের প্রাণ ৬ এই লঘু ভক্ষ্য ঘৃণা করে। তখন সদাপ্রভু লোকদের মধ্যে জ্বালাদায়ী সর্প প্রেরণ করিলেন; তাহারা লোকদিগকে দংশন করিলে ইস্রায়েলের অনেক লোক ৭ মারা পড়িল। আর লোকেরা মোশির নিকটে আসিয়া কহিল, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া আমরা পাপ করিয়াছি; তুমি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের নিকট হইতে এই সকল সর্প দূর করেন। তাহাতে মোশি লোকদের জন্য প্রার্থনা ৮ করিলেন। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এক জ্বালাদায়ী সর্প নির্ম্মাণ করিয়া পতাকার ঊর্দ্ধে রাখ; সর্পদষ্ট যে কোন ব্যক্তি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত ৯ করিবে, সে বাঁচিবে। তখন মোশি পিত্তলের এক সর্প নির্ম্মাণ করিয়া পতাকার ঊর্দ্ধে রাখিলেন; তাহাতে এইরূপ হইল, সর্প কোন মনুষ্যকে দংশন করিলে যখন সে ঐ পিত্তলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টি করিল, তখন বাঁচিল।

ইস্রায়েলীয়দের নানা স্থানে যাত্রা।

১০ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিয়া ১১ ওবোতে শিবির স্থাপন করিল। আর

ওবোৎ হইতে যাত্রা করিয়া সূর্য্যোদয়ের দিকে মোয়াবের সম্মুখস্থিত প্রান্তরে ইয়ী-
১২ অবারীমে শিবির স্থাপন করিল। তথা হইতে যাত্রা করিয়া সেরদ উপত্যকাতে
১৩ শিবির স্থাপন করিল। তথা হইতে যাত্রা করিয়া ইমোরীয়দের সীমা হইতে নির্গত অর্ণোনের অন্য পারে প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল; কেননা মোয়াবের ও ইমোরীয়দের মধ্যবর্ত্তী অর্ণোন মোয়াবের সীমা।
১৪ এই জন্য সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তকে উক্ত আছে,

শূফাতে বাহেব, আর অর্ণোনের উপত্যকা সকল,
১৫ এবং উপত্যকা সকলের পার্শ্ব-ভূমি,
যাহা আর্ নামক লোকালয়ের অভিমুখী,
এবং মোয়াবের সীমার পার্শ্বে অবস্থিত।

১৬ তথা হইতে তাহারা বের [কূপ] নামক স্থানে আসিল। এ সেই কূপ, যাহার বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদিগকে একত্র কর, আমি তাহাদিগকে জল দিব।
১৭ তৎকালে ইস্রায়েল এই গীত গান করিল,

হে কূপ, উত্থিত হও; তোমরা ইহার উদ্দেশে গান কর;
১৮ এ অধ্যক্ষগণের খনিত কূপ,
রাজদণ্ড ও আপনাদের যষ্টি দিয়া
লোকদের কুলীনেরা ইহা খনন করিয়াছেন।

১৯ পরে তাহারা প্রান্তর হইতে মত্তানায়, ও
২০ মত্তানা হইতে নহলীয়েলে, ও নহলীয়েল হইতে বামোতে, ও বামোৎ হইতে মোয়াব-ক্ষেত্রস্থ উপত্যকা দিয়া মরুভূমির অভিমুখ পিস্‌গা শৃঙ্গে গমন করিল।

২১ আর ইস্রায়েল দূত পাঠাইয়া ইমোরীয়-
২২ দের রাজা সীহোনকে বলিল, তোমার দেশের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে দেও; আমরা পথ ছাড়িয়া শস্যক্ষেত্রে কি দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না, কূপের জলও পান করিব না; যাবৎ তোমার সীমা উত্তীর্ণ না হই, তাবৎ রাজপথ দিয়া
২৩ যাইব। তথাপি সীহোন আপন সীমা দিয়া ইস্রায়েলকে যাইতে দিল না; কিন্তু সীহোন আপনার সমস্ত প্রজাকে একত্র করিয়া ইস্রায়েলের প্রতিকূলে প্রান্তরে বাহির হইল, এবং যহসে উপস্থিত হইয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ
২৪ করিল। তাহাতে ইস্রায়েল খড়্গধারে তাহাকে আঘাত করিয়া অর্ণোন অবধি যব্বোক পর্য্যন্ত অর্থাৎ অম্মোন-সন্তানদের নিকট পর্য্যন্ত তাহার দেশ অধিকার করিল; কারণ অম্মোন-সন্তানদের সীমা
২৫ দৃঢ় ছিল। ইস্রায়েল ঐ সমস্ত নগর হস্তগত করিল; এবং ইস্রায়েল ইমোরীয়দের সমস্ত নগরে, হিষ্‌বোনে ও তথাকার সমস্ত উপনগরে, বাস করিতে
২৬ লাগিল। কেননা হিষ্‌বোন ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের নগর ছিল; তিনি মোয়াবের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া তাহার হস্ত হইতে অর্ণোন পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত দেশ লইয়াছিলেন।
২৭ এই জন্য কবিগণ কহেন,

তোমরা হিষ্‌বোনে আইস,
সীহোনের নগর নির্ম্মিত ও দৃঢ়ীকৃত হউক;
২৮ কেননা হিষ্‌বোন হইতে অগ্নি,
সীহোনের নগর হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়াছে;
তাহা মোয়াবের আর্ নগরকে,

অর্ণোনস্থ উচ্চস্থলীর নাথগণকে গ্রাস করিয়াছে।

২৯ হে মোয়াব, ধিক্ তোমাকে।
হে কমোশের প্রজাগণ, তোমরা বিনষ্ট হইলে।
সে আপন পুত্রগণকে পলাতকরূপে, আপন কন্যাগণকে বন্দিত্বে সমর্পণ করিল,—
ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের হস্তে।

৩০ আমরা তাহাদিগকে বাণ মারিয়াছি;
হিষ্‌বোন দীবোন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে;
আর আমরা নোফঃ পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়াছি,
যাহা মেদবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৩১ এইরূপে ইস্রায়েল ইমোরীয়দের ৩২ দেশে বাস করিতে লাগিল। পরে মোশি যাসের অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন, আর তাহারা তথাকার পুরী সকল হস্তগত করিল, এবং সেখানে যে ইমোরীয়েরা ছিল, তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিল।

৩৩ পরে তাহারা ফিরিয়া বাশনের পথ দিয়া উঠিয়া গেল; তাহাতে বাশনের রাজা ওগ ও তাহার সমস্ত প্রজা বাহির হইয়া তাহাদের সহিত ইদ্রিয়ীতে যুদ্ধ ৩৪ করিতে গমন করিল। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইহা হইতে ভীত হইও না, কেননা আমি ইহাকে, ইহার সমস্ত প্রজাকে ও ইহার দেশ তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তুমি হিষ্‌বোন-বাসী ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের প্রতি যেমন করিলে, ইহার প্রতি তদ্রূপ ৩৫ করিবে। পরে যাবৎ তাহার কেহ অবশিষ্ট না থাকিল, তাবৎ তাহারা তাহাকে, তাহার পুত্রগণকে ও তাহার সমস্ত লোককে আঘাত করিল, আর তাহার দেশ অধিকার করিয়া লইল।

বালাক ও বিলিয়মের বিবরণ।

২২ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিয়া যিরীহোর নিকটস্থিত যর্দ্দনের পরপারে মোয়াবের তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিল।

২ আর ইস্রায়েল ইমোরীয়দের প্রতি যাহা যাহা করিয়াছিল, সে সমস্ত সিপ্পো- ৩ রের পুত্র বালাক দেখিয়াছিলেন। আর লোকদের বহুত্ব প্রযুক্ত মোয়াব তাহাদের হইতে অতিশয় ভীত হইল; ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে মোয়াব উদ্বিগ্ন হইল। ৪ পরে মোয়াব মিদিয়নের প্রাচীনগণকে কহিল, গোরু যেমন মাঠের নবীন তৃণ চাটিয়া খায়, তেমনি এই জনসমাজ আমাদের চারিদিকের সকলই চাটিয়া খাইবে। তৎকালে সিপ্পোরের পুত্র বালাক মোয়াবের রাজা ছিলেন। ৫ অতএব তিনি বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে ডাকিয়া আনিতে তাহার স্বজাতীয় লোকদের দেশে [ফরাৎ] নদীতীরে অবস্থিত পথোর নগরে দূত পাঠাইয়া তাহাকে কহিলেন, দেখুন, মিসর হইতে এক জাতি বাহির হইয়া আসিয়াছে, দেখুন, তাহারা ভূতল আচ্ছন্ন করিয়া আমার সম্মুখে ৬ অবস্থিতি করিতেছে। এখন নিবেদন করি, আপনি আসিয়া আমার নিমিত্তে সেই লোকদিগকে শাপ দিউন; কেননা আমা হইতে তাহারা বলবান্; হয় ত আমি তাহাদিগকে আঘাত করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিতে পারিব; কেননা আমি জানি, আপনি যাহাকে আশীর্ব্বাদ

করেন, সে আশীঃপ্রাপ্ত হয়, ও যাহাকে শাপ দেন, সে শাপগ্রস্ত হয়।

৭ পরে মোয়াবের প্রাচীনবর্গ ও মিদিয়নের প্রাচীনবর্গ মন্ত্রের পুরস্কার হস্তে লইয়া প্রস্থান করিল, এবং বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া বালাকের কথা ৮ তাহাকে কহিল। সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এই স্থানে রাত্রি যাপন কর; পরে সদাপ্রভু আমাকে যাহা বলিবেন, তদনুযায়ী কথা আমি তোমাদিগকে বলিব; তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগণ বিলিয়মের সহিত রাত্রিবাস ৯ করিল। পরে ঈশ্বর বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমার সঙ্গে ১০ এই লোকেরা কে? তাহাতে বিলিয়ম ঈশ্বরকে কহিল, মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক আমার নিকটে ১১ বলিয়া পাঠাইয়াছেন; দেখ, মিসর হইতে বহির্গত ঐ জাতি ভূতল আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন তুমি আসিয়া আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দেও, হয় ত আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতে পারিব। ১২ তাহাতে ঈশ্বর বিলিয়মকে কহিলেন, তুমি তাহাদের সঙ্গে যাইও না, সেই জাতিকে শাপ দিও না, কেননা তাহারা ১৩ আশীর্ব্বাদযুক্ত। পরে বিলিয়ম প্রাতঃকালে উঠিয়া বালাকের অধ্যক্ষগণকে কহিল, তোমরা স্বদেশে চলিয়া যাও, কেননা তোমাদের সহিত আমার যাত্রায় ১৪ সদাপ্রভু অসম্মত হইলেন। তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগণ উঠিয়া বালাকের নিকটে গিয়া কহিল, আমাদের সহিত আসিতে বিলিয়ম অসম্মত হইলেন।

১৫ পরে বালাক আবার তাহাদের অপেক্ষা বহুসংখ্যক ও সম্ভ্রান্ত অন্য অধ্যক্ষগণকে ১৬ প্রেরণ করিলেন। তাহারা বিলিয়মের নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, সিপ্পোরের পুত্র বালাক এই কথা বলেন, বিনয় করি, আমার নিকটে আসিতে আপনি ১৭ কিছুতেই নিবারিত হইবেন না। কেননা আমি আপনাকে অতিশয় সম্মানিত করিব; আপনি আমাকে যাহা যাহা বলিবেন, আমি সকলই করিব; অতএব বিনয় করি, আপনি আসিয়া আমার নিমিত্তে সেই লোকদিগকে শাপ দিউন। ১৮ তখন বিলিয়ম বালাকের দাসদিগকে উত্তর করিল, যদ্যপি বালাক রৌপ্যে ও স্বর্ণে পরিপূর্ণ আপন গৃহ আমাকে দেন, তথাপি আমি অল্প কি অধিক কিছু করিবার জন্য আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। ১৯ এক্ষণে বিনয় করি, তোমরাও এই স্থানে রাত্রি যাপন কর, সদাপ্রভু আমাকে আবার যাহা বলিবেন, তাহা আমি জানিব। ২০ পরে ঈশ্বর রাত্রিকালে বিলিয়মের নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, ঐ লোকেরা যদি তোমাকে ডাকিতে আসিয়া থাকে, তুমি উঠ, তাহাদের সহিত যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যাহা বলিব, কেবল ২১ তাহাই তুমি করিবে। তাহাতে বিলিয়ম প্রাতঃকালে উঠিয়া আপন গর্দ্দভী সাজাইয়া মোয়াবের অধ্যক্ষদের সহিত গমন করিল।

২২ পরে তাহার গমনে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, এবং সদাপ্রভুর দূত তাহার বিপক্ষরূপে পথের মধ্যে দাঁড়াইলেন। সে আপন গর্দ্দভীতে চড়িয়া যাইতেছিল, এবং তাহার দুই দাস তাহার ২৩ সঙ্গে ছিল। আর সেই গর্দ্দভী দেখিল,

সদাপ্রভুর দূত নিষ্কোষ খড়্গহস্তে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন ; অতএব গর্দ্দভী পথ ছাড়িয়া ক্ষেত্রে গমন করিল ; তাহাতে বিলিয়ম গর্দ্দভীকে পথে আনিবার জন্য
২৪ প্রহার করিল। পরে সদাপ্রভুর দূত দুই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের গলি-পথে দাঁড়াইলেন, এ পার্শ্বে প্রাচীর, ও পার্শ্বে প্রাচীর ছিল।
২৫ তখন গর্দ্দভী সদাপ্রভুর দূতকে দেখিয়া প্রাচীরে গাত্র ঘেঁষিয়া গেল, আর প্রাচীরে বিলিয়মের পদঘর্ষণ হইল ; তাহাতে সে
২৬ আবার তাহাকে প্রহার করিল। পরে সদাপ্রভুর দূত আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার পথ নাই, এমন এক সঙ্কুচিত স্থানে দাঁড়াই-
২৭ লেন। তখন গর্দ্দভী সদাপ্রভুর দূতকে দেখিয়া বিলিয়মের নীচে ভুমিতে বসিয়া পড়িল ; তাহাতে বিলিয়মের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সে গর্দ্দভীকে যষ্টি দ্বারা
২৮ প্রহার করিল। তখন সদাপ্রভু গর্দ্দভীর মুখ খুলিয়া দিলেন, এবং সে বিলিয়মকে কহিল, আমি তোমার কি করিলাম যে তুমি এই তিন বার আমাকে প্রহার
২৯ করিলে ? বিলিময় গর্দ্দভীকে কহিল, তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছ ; আমার হস্তে যদি খড়্গ থাকিত, তবে আমি
৩০ এখনই তোমাকে বধ করিতাম। পরে গর্দ্দভী বিলিয়মকে কহিল, তুমি জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহার উপরে চড়িয়া থাক, আমি কি তোমার সেই গর্দ্দভী নহি ? আমি কি তোমার প্রতি এমন ব্যবহার
৩১ করিয়া থাকি ? সে কহিল, না। তখন সদাপ্রভু বিলিয়মের চক্ষু খুলিয়া দিলেন, তাহাতে সে দেখিল, সদাপ্রভুর দূত নিষ্কোষ খড়্গহস্তে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন ; তখন সে মস্তক নমনপূর্ব্বক
৩২ উবুড় হইয়া পড়িল। তখন সদাপ্রভুর দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি এই তিন বার তোমার গর্দ্দভীকে কেন প্রহার করিলে ? দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ-রূপে বাহির হইয়াছি, কেননা আমার
৩৩ সাক্ষাতে তুমি বিপথে যাইতেছ ; আর গর্দ্দভী আমাকে দেখিয়া এই তিন বার আমার সম্মুখ হইতে ফিরিল ; সে যদি আমার সম্মুখ হইতে না ফিরিত, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বধ করিতাম,
৩৪ আর উহাকে জীবিত রাখিতাম। তাহাতে বিলিয়ম সদাপ্রভুর দূতকে কহিল, আমি পাপ করিয়াছি ; কেননা আপনি যে আমার বিপরীতে পথে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা আমি জানি নাই , কিন্তু এক্ষণে যদি ইহাতে আপনার অসন্তোষ হয়,
৩৫ তবে আমি ফিরিয়া যাই। তাহাতে সদাপ্রভুর দূত বিলিয়মকে কহিলেন, ঐ লোকদের সঙ্গে যাও, কিন্তু আমি যে কথা তোমাকে বলিব, তুমি কেবল তাহাই বলিবে। পরে বিলিয়ম বালাকের অধ্যক্ষদের সহিত গমন করিল।
৩৬ বিলিয়ম আসিয়াছে শুনিয়া বালাক তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মোয়াবের নগরে গমন করিলেন। তাহা দেশ-সীমার প্রান্তস্থিত অর্ণোনের সীমায় অব-
৩৭ স্থিত। আর বালাক বিলিয়মকে কহি-লেন, আমি আপনাকে ডাকিয়া আনিতে কি অতি যত্নপূর্ব্বক লোক পাঠাই নাই ? আপনি আমার নিকটে কেন আইসেন নাই ? আপনাকে সম্মানিত করিতে আমি
৩৮ কি সত্যই অসমর্থ ? তাহাতে বিলিয়ম বালাককে কহিল, দেখুন, আমি আপনার নিকটে আসিলাম, কিন্তু এখনও কোন কথা কহিতে কি আমার ক্ষমতা আছে ?

ঈশ্বর আমার মুখে যে বাক্য দেন, তাহাই ৩৯ বলিব। পরে বিলিয়ম বালাকের সহিত গমন করিল, আর তাঁহারা কিরিয়ৎ-৪০ হুষোতে উপস্থিত হইলেন। আর বালাক কতকগুলি গোরু ও মেষ বলিদান করিয়া বিলিয়মের ও তাহার সঙ্গী অধ্যক্ষদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

ইস্রায়েলের বিষয়ে বিলিয়মের ভাববাণী।

২৩ পরে প্রত্যূষে বালাক বিলিয়মকে লইয়া গিয়া বালের উচ্চস্থলীতে উঠাইলেন; তথা হইতে সে [ইস্রায়েল] জাতির প্রান্তভাগ দেখিতে পাইল। আর বিলিয়ম বালাককে কহিল, আপনি এই স্থানে আমার জন্য সাতটী বেদি নির্ম্মাণ করুন, এবং এই স্থানে আমার নিমিত্তে সাতটী গোবৎসের ও সাতটী মেষের ২ আয়োজন করুন। তাহাতে বালাক বিলিয়মের বাক্যানুসারে সেইরূপ করিলেন; তখন বালাক ও বিলিয়ম এক এক বেদিতে এক একটী গোবৎস ও এক ৩ একটী মেষ উৎসর্গ করিলেন। পরে বিলিয়ম বালাককে কহিল, আপনি আপনার হোমবলির নিকটে দাঁড়াইয়া থাকুন। আমি যাই, হয় ত সদাপ্রভু আমার কাছে দেখা দিবেন; তাহা হইলে তিনি আমাকে যাহা জ্ঞাত করিবেন, তাহা আমি আপনাকে বলিব। পরে সে পর্ব্বতাগ্রে গমন ৪ করিল। তখন ঈশ্বর বিলিয়মের কাছে দেখা দিলেন, আর সে তাঁহাকে কহিল, আমি সাতটী বেদি প্রস্তুত করিয়াছি; আর এক এক বেদিতে এক একটী গোবৎস ও এক একটী মেষ উৎসর্গ ৫ করিয়াছি। তখন সদাপ্রভু বিলিয়মের মুখে এক বাক্য দিলেন, আর কহিলেন, তুমি বালাকের নিকটে ফিরিয়া গিয়া ৬ এইরূপ কথা বল। তাহাতে সে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া গেল; আর দেখ, মোয়াবের অধ্যক্ষগণের সহিত বালাক আপন ৭ হোমের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তখন সে আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বলিল,

বালাক অরাম হইতে আমাকে আনাইলেন,
মোয়াব-রাজ পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতমালা হইতে আনাইলেন;
আইস, আমার নিমিত্ত যাকোবকে শাপ দেও,
আইস, ইস্রায়েলের উপর কুপিত হও।
৮ ঈশ্বর যাহাকে শাপ দেন নাই, আমি কিরূপে তাহাকে শাপ দিব?
সদাপ্রভু যাহার উপর কুপিত হন নাই, আমি কি প্রকারে তাহার উপর কুপিত হইব?
৯ আমি শৈলের শৃঙ্গ হইতে উহাকে দেখিতেছি,
গিরিমালা হইতে উহাকে দর্শন করিতেছি;
দেখ, ঐ লোকসমূহ স্বতন্ত্র বাস করে,
উহারা জাতিগণের মধ্যে গণিত হইবে না।
১০ যাকোবের ধূলি কে গণনা করিতে পারে?
ইস্রায়েলের চতুর্থাংশের সংখ্যা কে করিতে পারে?
ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক,
তাহার শেষ গতির তুল্য আমার শেষ গতি হউক।
১১ তখন বালাক বিলিয়মকে কহিলেন, আপনি আমার প্রতি এ কি করিলেন?

আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে আপনাকে আনাইলাম; কিন্তু দেখুন, আপনি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আশীর্ব্বাদ করি- ১২ লেন। সে উত্তর করিল, সদাপ্রভু আমার মুখে যে কথা দেন, সাবধান হইয়া তাহাই বলা কি আমার উচিত ১৩ নহে? বালাক কহিলেন, বিনয় করি, অন্য স্থানে আমার সহিত আইসুন, আপনি সে স্থান হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবেন; আপনি তাহাদের প্রান্তভাগমাত্র দেখিতে পাইবেন, সকলই দেখিতে পাইবেন না; ঐ স্থানে থাকিয়া আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দিউন।

১৪ তখন বালাক তাহাকে পিস্‌গার শৃঙ্গস্থিত সোফীমক্ষেত্রে লইয়া গিয়া সেই স্থানে সাতটী বেদি নির্ম্মাণ করিলেন, আর প্রত্যেক বেদিতে এক একটী গোবৎস ও এক একটী মেষ উৎসর্গ করিলেন। ১৫ পরে সে বালাককে কহিল, আমি যাবৎ ঐ স্থানে [সদাপ্রভুর সহিত] সাক্ষাৎ করি, তাবৎ আপনি এই স্থানে আপনার হোমবলির নিকটে দাঁড়াইয়া থাকুন। ১৬ পরে সদাপ্রভু বিলিয়মের কাছে দেখা দিয়া তাহার মুখে এক বাক্য দিলেন, এবং কহিলেন, তুমি বালাকের নিকটে ১৭ ফিরিয়া গিয়া এইরূপ কথা বল। তাহাতে সে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; আর দেখ, মোয়াবের অধ্যক্ষগণের সহিত বালাক আপন হোমবলির নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর বালাক তাহাকে জিজ্ঞাসা ১৮ করিলেন, সদাপ্রভু কি কহিলেন? তখন সে আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল,

উঠ, বালাক, শ্রবণ কর;
হে সিপ্পোরের পুত্র, আমার কথায় কর্ণ দেও;

১৯ ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন;
তিনি মনুষ্য-সন্তান নহেন যে অনুশোচনা করিবেন;
তিনি কহিয়া কি কার্য্য করিবেন না?
তিনি বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না?

২০ দেখ, আমি আশীর্ব্বাদ করিবার আজ্ঞা পাইলাম,
তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আমি অন্যথা করিতে পারি না।

২১ তিনি যাকোবে অধর্ম্ম দেখিতে পান নাই,
ইস্রায়েলে উপদ্রব দেখেন নাই;
উহার ঈশ্বর সদাপ্রভু উহার সহবর্ত্তী,
রাজার জয়ধ্বনি উহাদের মধ্যবর্ত্তী।

২২ ঈশ্বর মিসর হইতে উহাদিগকে আনিতেছেন;
সে গবয়ের ন্যায় শক্তিশালী।

২৩ নিশ্চয়ই যাকোবে* মায়াশক্তি নাই,
ইস্রায়েলে* মন্ত্র নাই;
এক্ষণে যাকোবের ও ইস্রায়েলের বিষয় বলা যাইবে,
ঈশ্বর কি না সাধন করিয়াছেন।

২৪ দেখ, ঐ জাতি সিংহীর ন্যায় উঠিতেছে,
সে সিংহের ন্যায় গাত্রোত্থান করিতেছে;
সে শয়ন করিবে না, যাবৎ বিদীর্ণ পশু ভোজন না করে,
যাবৎ হত লোকদের রক্ত পান না করে।

২৫ তখন বালাক বিলিয়মকে কহিলেন, আপনি উহাদিগকে শাপও দিবেন না, আশীর্ব্বাদও ২৬ করিবেন না। কিন্তু বিলিয়ম উত্তর করিয়া বালাককে কহিল, সদাপ্রভু আমাকে যে কিছু কহিবেন, তাহাই করিব, এ কথা কি আপনাকে বলি নাই?

* (বা) যাকোবের বিরুদ্ধে .... ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে।

২৭ পরে বালাক বিলিয়মকে কহিলেন, বিনয় করি, আইস্থন, আমি আপনাকে অন্য স্থানে লইয়া যাই; হয় ত সেই স্থানে থাকিয়া আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে আপনার শাপ দেওয়া ঈশ্বরের ২৮ দৃষ্টিতে তুষ্টিকর হইবে। পরে বালাক মরুভূমির অভিমুখে পিয়োর-শৃঙ্গে বিলি- ২৯ য়মকে লইয়া গেলেন। বিলিয়ম বালাককে কহিল, এই স্থানে আমার নিমিত্তে সাতটী বেদি নির্ম্মাণ করুন, এবং এই স্থানে আমার জন্য সাতটী গোবৎসের ও ৩০ সাতটী মেষের আয়োজন করুন। তখন বালাক বিলিয়মের কথানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন, এবং প্রত্যেক বেদিতে এক একটী গোবৎস ও এক একটী মেষ উৎসর্গ করিলেন।

২৪ বিলিয়ম যখন দেখিল, ইস্রায়েলকে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভুর তুষ্টি আছে, তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্র পাইবার জন্য গমন করিল না, কিন্তু প্রান্তরের ২ দিকে মুখ করিল। আর বিলিয়ম চক্ষু তুলিয়া দেখিল, ইস্রায়েল বংশশ্রেণীক্রমে বাস করিতেছে; এবং ঈশ্বরের আত্মা ৩ তাহার উপরে আসিলেন। তখন সে আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল,

বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম কহিতেছে,
যাহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল, সেই পুরুষ কহিতেছে;

৪ যে ঈশ্বরের বাক্য সকল শুনে,
যে সর্ব্বশক্তিমানের দর্শন পায়,
সে পতিত ও উন্মীলিতচক্ষু হইয়া কহিতেছে;

৫ হে যাকোব, তোমার তাম্বু সকল,
হে ইস্রায়েল, তোমার আবাস সকল কেমন মনোহর।

৬ সেগুলি উপত্যকার ন্যায় বিস্তারিত,
নদী-তীরস্থ উদ্যানের তুল্য,
সদাপ্রভুর রোপিত অগুরু বৃক্ষ-রাজির সদৃশ,
জল-পার্শ্বস্থ এরস বৃক্ষ-রাজির ন্যায়।

৭ উহার কলস হইতে জল উথলিয়া উঠিবে,
উহার বীজ অনেক জলে সিক্ত হইবে,
উহার রাজা অগাগ অপেক্ষাও উচ্চ হইবেন,
উহার রাজ্য উন্নত হইবে।

৮ ঈশ্বর মিসর হইতে উহাকে আনিতেছেন,
সে গবয়ের ন্যায় শক্তিশালী;
সে আপনার বিপক্ষ জাতিগণকে গ্রাস করিবে,
তাহাদের অস্থি চূরমার করিবে,
আপন বাণ দ্বারা তাহাদিগকে ভেদ করিবে।

৯ সে শয়ন করিল, গুঁড়ি মারিল, সিংহের ন্যায়,
ও সিংহীর ন্যায়; কে তাহাকে উঠাইবে?
যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশীঃপ্রাপ্ত,
যে তোমাকে শাপ দেয়, সে শাপগ্রস্ত।

১০ তখন বিলিয়মের প্রতি বালাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি আপন করে করপ্রহার করিলেন; বালাক বিলিয়মকে কহিলেন, আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে আমি আপনাকে আনাইয়াছিলাম, আর দেখুন, এই তিন বার আপনি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি- ১১ লেন। এখন স্বস্থানে পলায়ন করুন; আমি বলিয়াছিলাম, আপনাকে অতিশয়

গৌরবান্বিত করিব, কিন্তু দেখুন, সদাপ্রভু
১২ আপনাকে গৌরব-বিরহিত করিলেন। তাহাতে বিলিয়ম বালাককে কহিল, আমি কি আপনার প্রেরিত দূতগণের সাক্ষাতেই
১৩ বলি নাই, যদ্যপি বালাক স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিপূর্ণ আপন গৃহ আমাকে দেন, তথাপি আমি আপন ইচ্ছায় ভাল কি মন্দ করিবার জন্য সদাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না, সদাপ্রভু যাহা বলি-
১৪ বেন, আমি তাহাই বলিব; এখন দেখুন, আমি স্বজাতীয়দের নিকটে যাই; আইসুন, এই জাতি উত্তরকালে আপনার জাতির প্রতি কি করিবে, তাহা আপনাকে
১৫ জ্ঞাত করি। পরে সে আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল;

বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম কহিতেছে,
যাহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল, সেই পুরুষ কহিতেছে;
১৬ যে ঈশ্বরের বাক্য সকল শুনে,
যে পরাৎপরের তত্ত্ব জানে,
যে সর্ব্বশক্তিমানের দর্শন পায়,
সে পতিত ও উন্মীলিতচক্ষু হইয়া কহিতেছে;
১৭ আমি তাঁহাকে দেখিব, কিন্তু এক্ষণে নয়,
তাঁহাকে দর্শন করিব কিন্তু নিকটে নয়;
যাকোব হইতে এক তারা উদিত হইবে,
ইস্রায়েল হইতে এক রাজদণ্ড উঠিবে,
তাহা মোয়াবের দুই পার্শ্ব ভগ্ন করিবে,
কলহের সন্তান সকলকে সংহার করিবে।
১৮ আর ইদোম এক অধিকার হইবে,
তাহার শত্রু সেয়ীরও এক অধিকার হইবে,
আর ইস্রায়েল বীরের কর্ম্ম করিবে।
১৯ যাকোব হইতে উৎপন্ন এক জন কর্ত্তৃত্ব করিবেন,
নগরের অবশিষ্ট লোকদিগকে বিনষ্ট করিবেন।

২০ পরে সে অমালেকের প্রতি দৃষ্টি করিল, এবং আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল,
অমালেক জাতিগণের মধ্যে প্রথম ছিল,
কিন্তু বিনাশ ইহার শেষ দশা হইবে।

২১ পরে সে কেনীয়দের প্রতি দৃষ্টি করিল এবং আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল,
তোমার নিবাস অতি দৃঢ়,
তোমার বাসা শৈলে স্থাপিত।
২২ তথাপি কেন ক্ষয় পাইবে,
শেষে অশূর তোমাকে বন্দি করিয়া লইয়া যাইবে,

২৩ পরে সে আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল,
হায়, যখন ঈশ্বর ইহা করেন, তখন কে বাঁচিবে?
২৪ কিন্তু কিত্তীমের তীর হইতে জাহাজ আসিবে,
তাহারা অশূরকে দুঃখ দিবে, এবরকে দুঃখ দিবে,
কিন্তু তাহারও বিনাশ ঘটিবে।

২৫ পরে বিলিয়ম উঠিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল, এবং বালাকও আপন পথে চলিয়া গেলেন।

ইস্রায়েলীয়দের দেবপূজা ও ব্যভিচার।

২৫ পরে ইস্রায়েল শিটীমে বাস করিল, আর লোকেরা মোয়াবের কন্যাদের সহিত
২ ব্যভিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই কন্যারা তাহাদিগকে আপনাদের দেব-

প্রসাদ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল, এবং লোকেরা ভোজন করিয়া তাহাদের দেব-
৩ গণের কাছে প্রণিপাত করিল। আর ইস্রায়েল বাল্-পিয়োর [দেবের] প্রতি আসক্ত হইতে লাগিল; অতএব ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত
৪ হইল। সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদের সমস্ত অধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে সূর্য্যের সম্মুখে উহাদিগকে টাঙ্গাইয়া দেও; তাহাতে ইস্রায়েল হইতে সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ
৫ নিবৃত্ত হইবে। তখন মোশি ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তৃগণকে কহিলেন, তোমরা প্রত্যেকে বাল্-পিয়োরের প্রতি আসক্ত আপন আপন লোকদিগকে বধ কর।

৬ আর দেখ, মোশির ও ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে এক পুরুষ আপন জ্ঞাতিগণের নিকটে এক মিদিয়নীয়া স্ত্রীকে আনিল, তৎকালে লোকেরা সমাগম-তাম্বুর দ্বারে রোদন করিতেছিল।
৭ তাহা দেখিয়া হারোণ যাজকের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস মণ্ডলীর মধ্য হইতে উঠিয়া হস্তে বড়শা লইলেন;
৮ আর সেই ইস্রায়েলীয় পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া ঐ দুই জনকে, সেই ইস্রায়েলীয় পুরুষকে এবং পেট দিয়া সেই স্ত্রীকে, বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে মারী
৯ নিবৃত্ত হইল। যাহারা ঐ মারীতে মরিয়াছিল, তাহারা চব্বিশ সহস্র লোক।

১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
১১ লোকদের মধ্যে আমার পক্ষে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করাতে হারোণ যাজকের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে আমার ক্রোধ নিবৃত্ত করিল; এই জন্য আমি অন্তর্জ্বালায় ইস্রায়েল-সন্তানগণকে সংহার করিলাম
১২ না। অতএব তুমি এই কথা বল, দেখ, আমি তাহাকে আমার শান্তিকর নিয়ম
১৩ দিয়াছি; তাহা তাহার পক্ষে ও তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী যাজকত্বের নিয়ম হইবে; কেননা সে আপন ঈশ্বরের পক্ষে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিয়াছে, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত
১৪ করিয়াছে। ইস্রায়েলীয় যে পুরুষ ঐ মিদিয়নীয়া স্ত্রীর সহিত হত হইয়াছিল, তাহার নাম সিম্রি, সে সালূর পুত্র; সে শিমিয়োনীয়দের এক জন পিতৃকুলা-
১৫ ধ্যক্ষ ছিল। আর ঐ হতা মিদিয়নীয়া স্ত্রীর নাম কস্‌বী, সে সূরের কন্যা; ঐ সূর মিদিয়নের মধ্যে এক পিতৃকুলস্থ লোকদিগের অধ্যক্ষ ছিল।

১৬ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
১৭ তুমি মিদিয়নীয়দিগকে ক্লেশ দেও ও
১৮ আঘাত কর। কেননা পিয়োর বিষয়ক ছলে এবং সেই পিয়োর জন্য মারীর দিবসে হতা তাহাদের আত্মীয়া কস্‌বী নাম্নী মিদিয়নীয়া অধ্যক্ষের কন্যা বিষয়ক ছলে তাহারা তোমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া ক্লেশ দিয়াছে।

ইস্রায়েলীয়দের দ্বিতীয় বার গণনা।

২৬ মারীর পরে সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণের পুত্র ইলিয়াসর যাজককে
২ কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে আপন আপন পিতৃকুলানুসারে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লোকদিগকে, ইস্রায়েলের যুদ্ধে

গমনযোগ্য সমস্ত লোককে, গণনা কর।
৩ তাহাতে মোশি ও ইলিয়াসর যাজক যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন-সমীপে মোয়াবের তলভূমিতে তাহাদিগকে কহিলেন,
৪ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লোকদিগকে [গণনা কর]; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে ও মিসর দেশ হইতে নির্গত ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৫ রূবেণ ইস্রায়েলের প্রথমজাত। রূবেণের সন্তানগণ; হনোক হইতে হনোকীয় গোষ্ঠী; পল্লু হইতে পল্লুয়ীয়
৬ গোষ্ঠী; হিষ্রোণ হইতে হিষ্রোণীয় গোষ্ঠী;
৭ কর্ম্মি হইতে কর্ম্মীয় গোষ্ঠী। ইহারা রূবেণীয় গোষ্ঠী; ইহাদের মধ্যে গণিত লোক তেতাল্লিশ সহস্র সাত শত ত্রিশ
৮ জন। আর পল্লুর সন্তান ইলীয়াব।
৯ ইলীয়াবের সন্তান নমূয়েল, দাথন ও অবীরাম; কোরহের দল যখন সদাপ্রভুর সহিত বিবাদ করিয়াছিল, তৎকালে তাহার মধ্যে মণ্ডলীর সমাহূত লোক যে দাথন ও অবীরাম মোশির ও হারোণের সহিত বিবাদ করিয়াছিল, তাহারা এই
১০ দুই জন। সেই সময়ে পৃথিবী মুখ খুলিয়া তাহাদিগকে ও কোরহকে গ্রাস করিয়াছিল, তাহাতে সেই দল মারা পড়িল, এবং অগ্নি দুই শত পঞ্চাশ জনকে গ্রাস করিল, আর তাহারা নিদর্শন-
১১ স্বরূপ হইল। কিন্তু কোরহের সন্তানেরা মরে নাই।

১২ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে শিমিয়োনের সন্তানগণ; নমূয়েল হইতে নমূয়েলীয় গোষ্ঠী; যামীন হইতে যামীনীয় গোষ্ঠী; যাখীন হইতে যাখীনীয় গোষ্ঠী;
১৩ সেরহ হইতে সেরহীয় গোষ্ঠী; শৌল
১৪ হইতে শৌলীয় গোষ্ঠী। শিমিয়োনীয়দের এই সকল গোষ্ঠীতে বাইশ সহস্র দুই শত লোক ছিল।

১৫ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে গাদের সন্তানগণ; সিফোন হইতে সিফোনীয়
১৬ গোষ্ঠী; হগি হইতে হগীয় গোষ্ঠী; শূনি হইতে শূনীয় গোষ্ঠী; ওষ্ণি হইতে
১৭ ওষ্ণীয় গোষ্ঠী; এরি হইতে এরীয় গোষ্ঠী; আরোদ হইতে আরোদীয় গোষ্ঠী; অরেলি হইতে অরেলীয় গোষ্ঠী।
১৮ গাদের সন্তানদের এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত লোক হইল।

১৯ যিহূদার পুত্র এর ও ওনন; এর ও
২০ ওনন কনান দেশে মরিয়াছিল। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে যিহূদার সন্তানগণ; শেলা হইতে শেলায়ীয় গোষ্ঠী; পেরস হইতে পেরসীয় গোষ্ঠী; সেরহ হইতে
২১ সেরহীয় গোষ্ঠী। আর পেরসের এই সকল সন্তান; হিষ্রোণ হইতে হিষ্রোণীয় গোষ্ঠী; হামূল হইতে হামূলীয় গোষ্ঠী।
২২ যিহূদার এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে ছেয়াত্তর সহস্র পাঁচ শত লোক হইল।

২৩ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইষাখরের সন্তানগণ; তোলয় হইতে তোলয়ীয় গোষ্ঠী; পূয় হইতে পূনীয়
২৪ গোষ্ঠী; যাশূব হইতে যাশূবীয় গোষ্ঠী; শিম্রোণ হইতে শিম্রোণীয় গোষ্ঠী।
২৫ ইষাখরের এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে চৌষট্টি সহস্র তিন শত লোক হইল।

২৬ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে সবূলূনের সন্তানগণ; সেরদ হইতে সেরদীয় গোষ্ঠী; এলোন হইতে এলোনীয় গোষ্ঠী; যহলেল হইতে যহলেলীয় গোষ্ঠী।
২৭ সবূলূনীয়দের এই সকল গোষ্ঠী গণিত

হইলে ষষ্টি সহস্র পাঁচ শত লোক হইল।
২৮ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে যোষেফের পুত্র মনঃশি ও ইফ্রয়িম।
২৯ মনঃশির সন্তানগণ; মাখীর হইতে মাখীরীয় গোষ্ঠী; মাখীরের পুত্র গিলিয়দ; গিলিয়দ হইতে গিলিয়দীয় গোষ্ঠী।
৩০ গিলিয়দের সন্তানগণ; ঈয়েষর হইতে ঈয়েষরীয় গোষ্ঠী; হেলক হইতে হেল-
৩১ কীয় গোষ্ঠী; অস্রীয়েল হইতে অস্রীয়েলীয় গোষ্ঠী; শেখম হইতে শেখমীয়
৩২ গোষ্ঠী; শিমীদা হইতে শিমীদায়ীয় গোষ্ঠী; হেফর হইতে হেফরীয় গোষ্ঠী।
৩৩ হেফরের পুত্র যে সলফাদ, তাহার পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল; সেই সলফাদের কন্যাদের নাম মহলা, নোয়া,
৩৪ হগ্‌লা, মিল্‌কা, ও তির্সা। ইহারা মনঃশির গোষ্ঠী; ইহাদের গণিত লোক বাহান্ন সহস্র সাত শত জন।
৩৫ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইফ্রয়িমের সন্তানগণ এই; শূথলহ হইতে শূথলহীয় গোষ্ঠী; বেখর হইতে বেখরীয় গোষ্ঠী; তহন হইতে তহনীয়
৩৬ গোষ্ঠী। আর ইহারা শূথলহের সন্তান;
৩৭ এরণ হইতে এরণীয় গোষ্ঠী। ইফ্রয়িমের সন্তানদের এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে বত্রিশ সহস্র পাঁচ শত লোক হইল; আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইহারা যোষেফের সন্তান।
৩৮ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে বিন্যামীনের সন্তানগণ; বেলা হইতে বেলায়ীয় গোষ্ঠী; অস্‌বেল হইতে অস্‌বেলীয় গোষ্ঠী; অহীরাম হইতে অহীরামীয়
৩৯ গোষ্ঠী; শূফম হইতে শূফমীয় গোষ্ঠী;
৪০ হূফম হইতে হূফমীয় গোষ্ঠী। আর বেলার সন্তান অর্দ ও নামান; [অর্দ হইতে] অর্দীয় গোষ্ঠী; নামান হইতে
৪১ নামানীয় গোষ্ঠী। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইহারা বিন্যামীনের সন্তান। ইহাদের গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত জন।
৪২ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে দানের এই সকল সন্তান; শূহম হইতে শূহমীয় গোষ্ঠী; ইহারা আপন আপন গোষ্ঠী
৪৩ অনুসারে দানের গোষ্ঠী। শূহমীয় সমস্ত গোষ্ঠী গণিত হইলে চৌষট্টি সহস্র চারি শত লোক হইল।
৪৪ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে আশেরের সন্তানগণ; যিম্ন হইতে যিম্নীয় গোষ্ঠী; যিস্‌বি হইতে যিস্‌বীয় গোষ্ঠী;
৪৫ বরিয় হইতে বরিয়ীয় গোষ্ঠী। ইহারা বরিয়ের সন্তান; হেবর হইতে হেবরীয় গোষ্ঠী; মল্কীয়েল হইতে মল্কীয়েলীয়
৪৬ গোষ্ঠী। আশেরের কন্যার নাম সারহ।
৪৭ আশেরের সন্তানদের এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে তিপান্ন সহস্র চারি শত লোক হইল।
৪৮ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে নপ্তালির সন্তানগণ; যহসীয়েল হইতে যহসীয়েলীয় গোষ্ঠী; গূনি হইতে গূনীয় গোষ্ঠী;
৪৯ যেৎসর হইতে যেৎসরীয় গোষ্ঠী; শিল্লেম
৫০ হইতে শিল্লেমীয় গোষ্ঠী। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে এই সকল নপ্তালির গোষ্ঠী। ইহাদের গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র চারি শত জন।
৫১ ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে গণিত এই সকল লোকের সংখ্যা ছয় লক্ষ এক সহস্র সাত শত ত্রিশ।
৫২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
৫৩ নাম-সংখ্যানুসারে অধিকারার্থে ইহাদের
৫৪ মধ্যে দেশ বিভক্ত হইবে। যাহার লোক

অধিক, তুমি তাহাকে অধিক অধিকার দিবে, ও যাহার লোক অল্প, তাহাকে অল্প অধিকার দিবে, যাহার যত গণিত লোক, তাহাকে তত অধিকার দেওয়া যাইবে। ৫৫ তথাপি দেশ গুলিবাঁট দ্বারা বিভক্ত হইবে; তাহারা আপন আপন পিতৃবংশের নামানুসারে অধিকার পাইবে। ৫৬ অধিকার অধিক কি অল্প হউক, গুলিবাঁট দ্বারাই বিভক্ত হইবে।

৫৭ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে লেবীয়দের মধ্যে এই সকল লোক গণিত হইল; গের্শোন হইতে গের্শোনীয় গোষ্ঠী, কহাৎ হইতে কহাতীয় গোষ্ঠী, ৫৮ মরারি হইতে মরারীয় গোষ্ঠী। লেবীয় গোষ্ঠী এই সকল; লিব্‌নীয় গোষ্ঠী, হিব্রোণীয় গোষ্ঠী, মহলীয় গোষ্ঠী, মূশীয় ৫৯ গোষ্ঠী, কোরহীয় গোষ্ঠী। ঐ কহাতের পুত্র অম্রাম। অম্রামের স্ত্রীর নাম যোকেবদ, তিনি লেবির কন্যা, মিসরে লেবির ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অম্রামের জন্য হারোণ, মোশি ও তাঁহাদের ভগিনী মরিয়মকে প্রসব করিয়া-৬০ ছিলেন। হারোণ হইতে নাদব ও অবীহূ, এবং ইলিয়াসর ও ঈথামর জন্মিয়াছিল। ৬১ কিন্তু সদাপ্রভুর সম্মুখে ইতর অগ্নি নিবেদন করাতে নাদব ও অবীহূ মারা ৬২ পড়ে। এই সকলের মধ্যে এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক পুরুষ গণিত হইলে তেইশ সহস্র জন হইল; ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে তাহাদিগকে কোন অধিকার দত্ত না হওয়াতে তাহারা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে গণিত হয় নাই।

৬৩ এই সকল লোক মোশি ও ইলিয়াসর যাজক কর্ত্তৃক গণিত হইল। তাঁহারা যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন-সমীপে মোয়াবের তলভূমিতে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে গণনা ৬৪ করিলেন। কিন্তু মোশি ও হারোণ যাজক যখন সীনয় প্রান্তরে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে গণনা করিয়াছিলেন, তখন যাহারা তাঁহাদের কর্ত্তৃক গণিত হইয়াছিল, তাহাদের এক জনও ইহাদের মধ্যে ছিল ৬৫ না। কারণ সদাপ্রভু তাহাদের বিষয়ে বলিয়াছিলেন, তাহারা প্রান্তরে মরিবেই মরিবে; আর তাহাদের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেব ও নূনের পুত্র যিহোশূয় ব্যতিরেকে এক জনও অবশিষ্ট রহিল না।

পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকার।

২৭ পরে যোষেফের পুত্র মনঃশির গোষ্ঠীভুক্ত সলফাদের কন্যাগণ আসিল। সলফাদ হেফরের সন্তান, হেফর গিলিয়দের সন্তান, গিলিয়দ মাখীরের সন্তান, মাখীর মনঃশির সন্তান। সেই কন্যাদের নাম এই এই, মহলা, নোয়া, হগ্‌লা, ২ মিল্কা ও তির্সা। তাহারা মোশির সম্মুখে ও ইলিয়াসর যাজকের সম্মুখে এবং অধ্যক্ষগণের ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে সমাগম-তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইয়া এই কথা ৩ কহিল; আমাদের পিতা প্রান্তরে মরিয়াছেন; তিনি কোরহের দলের মধ্যে, সদাপ্রভুর প্রতিকূলে চক্রান্তকারীদের দলের মধ্যে ছিলেন না; কিন্তু তিনি নিজ পাপে মরিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্র ৪ হয় নাই। আমাদের পিতার পুত্র নাই বলিয়া তাঁহার গোষ্ঠী হইতে তাঁহার নাম কেন লোপ পাইবে? আমাদের পিতৃকুলের ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমাদিগকে ৫ অধিকার দিউন। তখন মোশি সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাদের বিচার উপস্থিত

৬ করিলেন। আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, সলফাদের কন্যাগণ যথার্থ ৭ কহিতেছে; তুমি উহাদের পিতৃকুলের ভ্রাতাদিগের মধ্যে অবশ্য উহাদিগকে স্বত্বাধিকার দিবে, ও উহাদের পিতার অধিকার উহাদিগকে সমর্পণ করিবে। ৮ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, কেহ যদি অপুত্রক হইয়া মরে, তবে তোমরা তাহার অধিকার তাহার কন্যাকে দিবে। ৯ যদি তাহার কন্যা না থাকে, তবে তাহার ১০ ভ্রাতৃগণকে তাহার অধিকার দিবে। যদি তাহার ভ্রাতা না থাকে, তবে তাহার পিতৃব্যদিগকে তাহার অধিকার দিবে। ১১ যদি তাহার পিতৃব্য না থাকে, তবে তাহার গোষ্ঠীর মধ্যে নিকটস্থ জ্ঞাতিকে তাহার অধিকার দিবে, সে তাহা অধিকার করিবে; সদাপ্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে ইহা ইস্রায়েল-সন্তানগণের পক্ষে বিচার বিধি হইবে।

মোশি ও যিহোশূয়ের বিষয়।

১২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এই অবারীম পর্ব্বতে উঠ, আর যে দেশ আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে ১৩ দিয়াছি, তাহা দেখ। দেখিলে পর তোমার ভ্রাতা হারোণের ন্যায় তুমিও আপন পিতৃগণের নিকটে সংগৃহীত ১৪ হইবে। কেননা সীন প্রান্তরে মণ্ডলীর বিবাদে তোমরা জলের বিষয়ে লোকদের সাক্ষাতে আমাকে পবিত্ররূপে মান্য না করিয়া আমার কথার বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলে। এ সীন প্রান্তরের কাদেশস্থ মরীবার জল।

১৫ আর মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, ১৬ সর্ব্বশরীরস্থ আত্মাদিগের ঈশ্বর সদাপ্রভু মণ্ডলীর উপরে এমন এক ব্যক্তিকে ১৭ নিযুক্ত করুন, যে তাহাদের সম্মুখে বাহিরে যায়, ও তাহাদের সম্মুখে ভিতরে আইসে, এবং তাহাদিগকে বাহিরে লইয়া যায়, ও ভিতরে লইয়া আইসে; যেন সদাপ্রভুর মণ্ডলী অরক্ষক মেষপালের ১৮ ন্যায় না হয়। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, নূনের পুত্র যিহোশূয় আত্মাবিষ্ট লোক; তুমি তাহাকে লইয়া তাহার ১৯ মস্তকে হস্তার্পণ কর; এবং ইলিয়াসর যাজকের ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিয়া তাহাদের ২০ সাক্ষাতে তাহাকে আদেশ দেও। আর তাহাকে তোমার সম্মানের ভাগী কর, যেন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী ২১ আজ্ঞাবহ হয়। আর সে ইলিয়াসর যাজকের সম্মুখে দাঁড়াইবে, এবং ইলিয়াসর তাহার জন্য সদাপ্রভুর সম্মুখে ঊরীমের বিচার দ্বারা জিজ্ঞাসা করিবে; সে ও তাহার সহিত সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান, অর্থাৎ সমস্ত মণ্ডলী তাহার আজ্ঞায় বাহিরে যাইবে, ও তাহার আজ্ঞায় ভিতরে ২২ আসিবে। পরে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিলেন, তিনি যিহোশূয়কে লইয়া ইলিয়াসর যাজকের সম্মুখে ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত ২৩ করিলেন; এবং তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে আদেশ দিলেন; যেমন মোশির দ্বারা সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন।

নিত্য নৈমিত্তিক বলিদানাদির নিয়ম।

২৮ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আজ্ঞা কর, তাহাদিগকে বল, আমার উপহার, আমার

উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত আমার ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, যথাসময়ে আমার উদ্দেশে
৩ নিবেদন করিতে হইবে। আর তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া এই সকল নিবেদন করিবে ; প্রতিদিন নিত্যহোমার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ দুইটী
৪ মেষবৎস ; একটী মেষবৎস প্রাতঃকালে উৎসর্গ করিবে, আর একটী মেষবৎস
৫ সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবে। আর ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের জন্য হিনের চতুর্থাংশ উখলিতে প্রস্তুত তৈলে মিশ্রিত ঐফার দশমাংশ
৬ সূজি দিবে। ইহা নিত্য হোমবলি; সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া ইহা সীনয় পর্ব্বতে
৭ নিরূপিত হইয়াছিল। আর তাহার একটী মেষবৎসের জন্য হিনের চতুর্থাংশ পেয় নৈবেদ্য হইবে ; তুমি পবিত্র স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে মদিরার পেয় নৈবেদ্য
৮ ঢালিয়া দিবে। আর একটী মেষবৎস সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবে ; প্রাতঃকালের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের ন্যায় তাহাও সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভাথক অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া উৎসর্গ করিবে।

৯ আর বিশ্রামদিনে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ দুইটী মেষবৎস ও তৈলমিশ্রিত [এক ঐফার] দুই দশমাংশ সূজির ভক্ষ্য-নৈবেদ্য ও তৎসম্বন্ধীয় পেয় নৈবেদ্য
১০ নিবেদন করিবে। নিত্য হোম ও তৎসংক্রান্ত পেয় নৈবেদ্য ভিন্ন প্রতি-বিশ্রামবারের হোম এই।

১১ আর প্রতিমাসের আরম্ভে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমের জন্য নির্দ্দোষ দুইটী পুংগোবৎস, একটী মেষ ও এক-বর্ষীয় সাতটী মেষবৎস উৎসর্গ করিবে।
১২ এক একটী গোবৎসের জন্য তিন দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজির ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, এবং সেই মেষের জন্য দুই দশমাংশ তৈল-
১৩ মিশ্রিত সূজির ভক্ষ-নৈবেদ্য ; এবং এক একটী মেষবৎসের জন্য এক এক দশ-মাংশ তৈলমিশ্রিত সূজির ভক্ষ্য-নৈবেদ্য হইবে ; তাহাতে সেই হোমবলি সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত
১৪ উপহার হইবে। এক একটী গোবৎসের জন্য হিনের অর্দ্ধেক, ও সেই মেষের জন্য হিনের তৃতীয়াংশ, ও এক একটী মেষ-বৎসের জন্য হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস তাহার পেয় নৈবেদ্য হইবে। ইহা সম্বৎসরের প্রতিমাসের মাসিক হোম।
১৫ আর পাপার্থক বলির জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটী ছাগ ; নিত্য হোম ও তাহার পেয় নৈবেদ্য ভিন্ন ইহা উৎসর্গ করিতে হইবে।

১৬ আর প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে
১৭ সদাপ্রভুর নিস্তারপর্ব্ব। এই মাসের পঞ্চদশ দিবসে উৎসব হইবে ; সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিতে হইবে।
১৮ প্রথম দিবসে পবিত্র সভা হইবে ; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না।
১৯ কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া হোমার্থে দুইটী পুংগোবৎস, একটী মেষ ও একবর্ষীয় সাতটী মেষবৎস উৎসর্গ করিবে, তোমাদের জন্য সেগুলি
২০ নির্দ্দোষ হওয়া চাই ; এবং এক একটী গোবৎসের জন্য তিন দশমাংশ, ও সেই
২১ মেষের জন্য দুই দশমাংশ, এবং সাতটী মেষবৎসের মধ্যে এক এক বৎসের জন্য এক এক দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজির
২২ ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, এবং তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত পাপার্থক

২৩ বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোমের প্রাতঃকালীন হোম ভিন্ন ২৪ নিবেদন করিবে। এই বিধি অনুসারে তোমরা সাত দিন যাবৎ প্রতিদিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহাররূপ ভক্ষ্য নিবেদন করিবে; নিত্য হোম ও তাহার পেয় নৈবেদ্য ভিন্ন ইহা ২৫ নিবেদিত হইবে। আর সপ্তম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না।

২৬ আবার অগ্রিমাংশের দিবসে, যখন তোমরা আপনাদের সাত সপ্তাহের উৎসবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন ভক্ষ্য-নৈবেদ্য আনিবে, তখন তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য ২৭ কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক হোমবলিরূপে দুইটী পুংগোবৎস, একটী মেষ ও একবর্ষীয় ২৮ সাতটী মেষবৎস উৎসর্গ করিবে; এবং তাহাদের ভক্ষ্য-নৈবেদ্য বলিয়া এক এক গোবৎসের জন্য তিন দশমাংস, এক ২৯ মেষের জন্য দুই দশমাংশ, এবং সাতটী মেষবৎসের মধ্যে এক এক বৎসের জন্য এক এক দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজি; ৩০ তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে একটী ৩১ ছাগ। এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য-নৈবেদ্য ভিন্ন নিবেদন করিবে; এই সকল নির্দ্দোষ এবং স্ব স্ব পেয় নৈবেদ্যযুক্ত হওয়া চাই।

২৯ আর সপ্তম মাসে, মাসের প্রথম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না; সেই দিন তোমাদের তূরীধ্বনির দিন ২ হইবে। তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক হোমবলিরূপে নির্দ্দোষ একটী পুংগোবৎস, একটী মেষ ও একবর্ষীয় ৩ সাতটী মেষবৎস, এবং তাহাদের ভক্ষ্য-নৈবেদ্য বলিয়া সেই গোবৎসের জন্য তিন দশমাংশ, মেষের জন্য দুই দশমাংশ, ৪ ও সাতটী মেষবৎসের মধ্যে এক এক বৎসের জন্য এক এক দশমাংশ তৈল- ৫ মিশ্রিত সূজি; এবং তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত নিবেদন ৬ করিবে। অমাবস্যার হোম ও তাহার ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, এবং নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য-নৈবেদ্য এবং বিধিমতে উভয়ের পেয় নৈবেদ্য ভিন্ন তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে।

৭ আর সেই সপ্তম মাসের দশম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; আর তোমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিবে, এবং কোন কার্য্য করিবে না। ৮ কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক হোমবলিরূপে তোমরা একটী পুংগোবৎস, একটী মেষ ও একবর্ষীয় সাতটী মেষবৎস উৎসর্গ করিবে; তোমাদের জন্য এই সকল নির্দ্দোষ হওয়া চাই; ৯ এবং তাহাদের ভক্ষ্য-নৈবেদ্য বলিয়া সেই গোবৎসের জন্য তিন দশমাংশ, সেই ১০ মেষের জন্য দুই দশমাংশ, ও সাতটী মেষবৎসের মধ্যে এক এক বৎসের জন্য এক এক দশমাংশে তৈলমিশ্রিত সূজি; ১১ এবং পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। পাপার্থক প্রায়শ্চিত্তবলি, নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।

১২ আর সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তোমরা

কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবে না; এবং সাত দিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব ১৩ পালন করিবে। আর সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত হোমবলিরূপে তেরটী পুংগোবৎস, দুইটী মেষ, ও এক-বর্ষীয় চৌদ্দটী মেষবৎস উৎসর্গ করিবে; ১৪ এই সকল নির্দ্দোষ হওয়া চাই; এবং তাহাদের ভক্ষ্য-নৈবেদ্য বলিয়া তেরটী পুংগোবৎসের মধ্যে প্রত্যেক বৎসের জন্য তিন তিন দশমাংশ, দুইটী মেষের মধ্যে এক এক মেষের জন্য দুই দুই দশমাংস, ১৫ এবং চৌদ্দটী মেষবৎসের মধ্যে এক এক বৎসের জন্য এক এক দশমাংশ তৈল-১৬ মিশ্রিত সূজি, এবং পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।

১৭ আর দ্বিতীয় দিবসে তোমরা নির্দ্দোষ বারটী পুংগোবৎস, দুইটী মেষ ও এক-১৮ বর্ষীয় চৌদ্দটী মেষবৎস, এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের জন্য তাহাদের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও ১৯ পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।

২০ আর তৃতীয় দিবসে তোমরা নির্দ্দোষ এগারটী গোবৎস, দুইটী মেষ ও এক-২১ বর্ষীয় চৌদ্দটী মেষবৎস, এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের জন্য তাহাদের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও ২২ পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।

২৩ আর চতুর্থ দিবসে তোমরা নির্দ্দোষ দশটী গোবৎস, দুইটী মেষ ও একবর্ষীয় ২৪ চৌদ্দটী মেষবৎস, এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের জন্য তাহাদের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও ২৫ পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।

২৬ আর পঞ্চম দিবসে তোমরা নির্দ্দোষ নয়টী গোবৎস, দুইটী মেষ ও একবর্ষীয় ২৭ চৌদ্দটী মেষবৎস, এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের জন্য তাহাদের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও ২৮ পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।

২৯ আর ষষ্ঠ দিবসে তোমরা নির্দ্দোষ আটটী গোবৎস, দুইটী মেষ ও একবর্ষীয় ৩০ চৌদ্দটী মেষবৎস, এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের জন্য তাহাদের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও ৩১ পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।

৩২ আর সপ্তম দিবসে তোমরা নির্দ্দোষ সাতটী গোবৎস, দুইটী মেষ ও একবর্ষীয় ৩৩ চৌদ্দটী মেষবৎস, এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের জন্য তাহাদের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও ৩৪ পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।

৩৫ আর অষ্টম দিবসে তোমাদের উৎসব হইবে; তোমরা কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম ৩৬ করিবে না। কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত হোমবলিরূপে নির্দ্দোষ একটী গোবৎস, একটী মেষ ও ৩৭ একবর্ষীয় সাতটী মেষবৎস, এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের জন্য তাহাদের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ৩৮ ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলিরূপে একটী ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবে। নিত্য হোম এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য হইতে ইহা ভিন্ন।

৩৯ এই সমস্ত তোমরা আপনাদের নিরূপিত পর্ব্বসমূহে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। তোমাদের হোম, ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য এবং মঙ্গলার্থক বলিদানযুক্ত যে মানত ও স্বইচ্ছায় দত্ত উপহার, ৪০ তাহা হইতে ইহা ভিন্ন। মোশি সদাপ্রভু হইতে প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে সকল কথা কহিলেন।

ব্রতবিষয়ক আদেশ।

৩০ পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের বংশাধ্যক্ষগণকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই ২ বিষয় আজ্ঞা করিয়াছেন। কোন পুরুষ যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করে, কিম্বা ব্রতবন্ধনে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিবার জন্য দিব্য করে, তবে সে আপন বাক্য ব্যর্থ না করুক, আপন মুখ হইতে নির্গত সমস্ত বাক্যানুসারে কার্য্য করুক। ৩ আর কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবন কালে আপন পিতৃগৃহে বাস করিবার সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করে ও ব্রত৪ বন্ধনে আপনাকে বদ্ধ করে, এবং তাহার পিতা যদি তাহার মানত, ও যদ্দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধনের কথা শুনিয়া তাহাকে কিছু না বলে, তবে তাহার সকল মানত স্থির থাকিবে, এবং যদ্দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির ৫ থাকিবে। কিন্তু শ্রবণদিনে যদি তাহার পিতা তাহাকে নিষেধ করে, তবে তাহার কোন মানত, ও যদ্দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির থাকিবে না; আর তাহার পিতার নিষেধ প্রযুক্ত সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা ৬ করিবেন। আর যদি সে কোন পুরুষের স্ত্রী হইয়া মানতের অধীনা হয়, কিম্বা যদ্দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, ওষ্ঠ-নির্গত এমন চপল বাক্যের অধীনা ৭ হয়, এবং যদি তাহার স্বামী তাহা শুনিলেও শ্রবণদিনে তাহাকে কিছু না বলে, তবে তাহার মানত স্থির থাকিবে, এবং যদ্দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির থাকিবে। ৮ কিন্তু শ্রবণদিনে যদি তাহার স্বামী তাহাকে নিষেধ করে, তবে সে যে মানত করিয়াছে, ও আপন ওষ্ঠ-নির্গত যে চপল বাক্য দ্বারা আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, [স্বামী] তাহা ব্যর্থ করিবে, আর সদাপ্রভু ৯ তাহাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু বিধবা কিম্বা স্বামীত্যক্তা স্ত্রী যদ্দ্বারা আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতের সমস্ত বাক্য তাহার নিমিত্তে স্থির থাকিবে। ১০ আর সে যদি স্বামীর গৃহে থাকিবার সময়ে মানত করিয়া থাকে, কিম্বা দিব্য দ্বারা আপন প্রাণকে ব্রতবন্ধনে বদ্ধ ১১ করিয়া থাকে, এবং তাহার স্বামী তাহা শুনিয়া তাহাকে নিষেধ না করিয়া নীরব হইয়া থাকে, তবে তাহার সমস্ত মানত

স্থির থাকিবে; এবং সে যদ্দ্বারা আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই সমস্ত ব্রত-
১২ বন্ধন স্থির থাকিবে। কিন্তু শ্রবণদিনে তাহার স্বামী যদি সে সকল ব্যর্থ করিয়া থাকে, তবে তাহার মানত বিষয়ে ও তাহার ব্রতবন্ধন বিষয়ে তাহার ওষ্ঠ হইতে যে বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা স্থির থাকিবে না; তাহার স্বামী তাহা ব্যর্থ করিয়াছে; আর সদাপ্রভু সেই স্ত্রীকে ক্ষমা করিবেন।
১৩ স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও প্রাণকে দুঃখ দিবার প্রতিজ্ঞাযুক্ত প্রত্যেক দিব্য তাহার স্বামী স্থির করিতেও পারে, তাহার স্বামী
১৪ ব্যর্থ করিতেও পারে। তাহার স্বামী যদি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে নীরব থাকে, তবে সে তাহার সমস্ত মানত কিম্বা সমস্ত ব্রতবন্ধন স্থির করে; শ্রবণদিনে নীরব থাকাতেই সে
১৫ তাহা স্থির করিয়াছে। কিন্তু তাহা শুনিলে পর যদি কোন প্রকারে স্বামী তাহা ব্যর্থ করে, তবে স্ত্রীর অপরাধ বহন
১৬ করিবে। পুরুষ ও স্ত্রীর বিষয়ে এবং পিতা ও যৌবন কালে পিতৃগৃহস্থিত কন্যার বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে এই সকল আজ্ঞা করিলেন।

মিদিয়নীয়দের পরাজয় ও বিনাশ।

৩১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের জন্য মিদিয়নীয়দিগকে প্রতিফল দেও; তৎপরে তুমি আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত
৩ হইবে। তখন মোশি লোকদিগকে কহিলেন, তোমাদের কতক লোক যুদ্ধার্থে সজ্জিত হউক, সদাপ্রভুর জন্য মিদিয়নকে প্রতিফল দিতে মিদিয়নের বিরুদ্ধে যাত্রা
৪ করুক। তোমরা ইস্রায়েল-বংশসমূহের প্রত্যেক বংশ হইতে এক এক সহস্র
৫ লোক যুদ্ধে প্রেরণ করিবে। তাহাতে ইস্রায়েলের সহস্র সহস্রের মধ্যে এক এক বংশ হইতে এক এক সহস্র মনোনীত হইলে যুদ্ধার্থে বারো সহস্র লোক
৬ সজ্জিত হইল। এইরূপে মোশি এক এক বংশের এক এক সহস্র লোককে এবং ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পীনহসকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন; এবং পবিত্র স্থানের পাত্র সকল ও রণবাদ্যের তূরী
৭ পীনহসের হস্তগত ছিল। পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর দত্ত আজ্ঞানুসারে তাহারা মিদিয়নের সহিত যুদ্ধ করিল, ও সমস্ত
৮ পুরুষকে বধ করিল। আর তাহারা মিদিয়নের রাজগণকে তাহাদের অন্য নিহত লোকদের সহিত বধ করিল; ইবি, রেকম, সূর, হূর ও রেবা, মিদিয়নের এই পাঁচ রাজাকে বধ করিল; বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকেও খড়্গ দ্বারা বধ করিল।
৯ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিদিয়নের সকল স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদের সমস্ত পশু, সমস্ত মেষপাল ও সমস্ত সম্পত্তি
১০ লুটিয়া লইল; আর তাহাদের সমস্ত নিবাস-নগর ও সমস্ত ছাউনী পোড়াইয়া
১১ দিল। আর তাহারা লুটিত দ্রব্য, এবং মনুষ্য কি পশু, সমস্ত ধৃত জীব সঙ্গে
১২ লইয়া চলিল। তাহারা যিরীহোর নিকটবর্ত্তী যর্দ্দনতীরস্থ মোয়াবের তলভূমিতে মোশির, ইলিয়াসর যাজকের ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে বন্দিগণকে ও যুদ্ধে ধৃত জীবগণকে এবং লুটিত দ্রব্য সকল শিবিরে লইয়া গেল।
১৩ আর মোশি, ইলিয়াসর যাজক ও

মণ্ডলীর সমস্ত অধ্যক্ষ তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে শিবিরের বাহিরে গেলেন। ১৪ তখন যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সেনাপতিদের, অর্থাৎ সহস্রপতিদের ও শতপতিদের ১৫ উপরে মোশি ক্রুদ্ধ হইলেন। মোশি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি সমস্ত ১৬ স্ত্রীলোককে জীবিত রাখিয়াছ? দেখ, বিলিয়মের পরামর্শে তাহারাই পিয়োর দেবের বিষয়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে সদাপ্রভুর বিপরীতে সত্যলঙ্ঘন করাইয়াছিল, তন্নিমিত্তই সদাপ্রভুর মণ্ডলীতে ১৭ মহামারী হইয়াছিল। অতএব তোমরা এখন বালকবালিকাদের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং শয়নে পুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ ১৮ কর; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহাদিগকে আপনাদের ১৯ জন্য জীবিত রাখ। আর তোমরা সাত দিন শিবিরের বাহিরে ছাউনী করিয়া থাক; তোমরা যত লোক মনুষ্যহত্যা করিয়াছ ও হত লোককে স্পর্শ করিয়াছ, সকলে তৃতীয় দিবসে ও সপ্তম দিবসে আপনাদিগকে ও আপন আপন বন্দি- ২০ গণকে মুক্তপাপ কর; আর যাবতীয় বস্ত্র, চর্ম্মনির্ম্মিত যাবতীয় বস্তু, ছাগলোম নির্ম্মিত যাবতীয় বস্তু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত যাবতীয় বস্তুর বিষয় আপনাদিগকে মুক্তপাপ কর।

২১ আর যাহারা যুদ্ধে গিয়াছিল, ইলিয়াসর যাজক সেই যোদ্ধাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু কর্ত্তৃক মোশিকে দত্ত ব্যবস্থার এই ২২ বিধি; কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ, ২৩ রাঙ্গ ও সীসা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয় না, সে সকল অগ্নির মধ্য দিয়া চালাইবে, তাহাতে তাহা শুচি হইবে; তথাপি তাহা অশৌচঘ্ন জলে মুক্তপাপ করিতে হইবে; কিন্তু যে যে দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয়, তাহা তোমরা ২৪ জলের মধ্য দিয়া চালাইবে। আর সপ্তম দিবসে তোমরা আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিবে; তাহাতে শুচি হইবে; পরে শিবিরে প্রবেশ করিবে।

২৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৬ তুমি ও ইলিয়াসর যাজক এবং মণ্ডলীর পিতৃকুলপতিগণ যুদ্ধে ধৃত জীবগণের, অর্থাৎ বন্দি মনুষ্যদের ও পশুদের সংখ্যা ২৭ গ্রহণ কর। আর যুদ্ধে ধৃত সেই জীবগণকে দুই অংশ করিয়া, যে যোদ্ধারা যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহাদের ও সমস্ত ২৮ মণ্ডলীর মধ্যে বিভাগ কর। আর যুদ্ধে গমনকারী যোদ্ধাদের নিকট হইতে সদাপ্রভুর নিমিত্তে কর গ্রহণ কর; মনুষ্য, গোরু, গর্দ্দভ ও মেষ, এই সকলের ২৯ মধ্যে পাঁচ পাঁচ শত জীবের প্রতি এক এক জীব তাহাদের অর্দ্ধাংশ হইতে লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার বলিয়া ইলিয়াসর যাজককে ৩০ দেও। আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের অর্দ্ধাংশের মধ্যে মনুষ্য, গোরু, গর্দ্দভ ও মেষাদি সমস্ত পশুর মধ্য হইতে পঞ্চাশ পঞ্চাশ জীবের প্রতি এক এক জীব লও, এবং সদাপ্রভুর আবাসের রক্ষণীয় রক্ষা- ৩১ কারী লেবীয়দিগকে দেও। মোশিকে সদাপ্রভু যেমন আজ্ঞা করিলেন, মোশি ও ইলিয়াসর যাজক সেইরূপ করিলেন। ৩২ যোদ্ধৃগণ কর্ত্তৃক লুটিত বস্তু সকল ছাড়া ঐ ধৃত জীবসমূহ ছয় লক্ষ পঁচাত্তর ৩৩,৩৪ সহস্র মেষ, ও বাহাত্তর সহস্র গোরু, ৩৫ ও একষট্টি সহস্র গর্দ্দভ, আর বত্রিশ সহস্র মনুষ্য, অর্থাৎ শয়নে পুরুষের

৩৬ পরিচয় অপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক ছিল। তাহাতে যাহারা যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহাদের প্রাপ্য অর্দ্ধাংশের সংখ্যা হইল তিন লক্ষ সাঁই-
৩৭ ত্রিশ সহস্র পাঁচ শত মেষ; সেই মেষ হইতে সদাপ্রভুর লভ্য কর হইল ছয়
৩৮ শত পঁচাত্তরটী মেষ। আর গোরু ছিল ছত্রিশ সহস্র, তাহাদের মধ্যে সদাপ্রভুর
৩৯ কর হইল বাহাত্তরটী। আর গর্দ্দভ ছিল ত্রিশ সহস্র পাঁচ শত, তাহাদের মধ্যে
৪০ সদাপ্রভুর কর হইল একষট্টিটী। আর মনুষ্য ছিল ষোল সহস্র, তাহাদের মধ্যে সদাপ্রভুর কর হইল বত্রিশটী প্রাণী।
৪১ সদাপ্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা করিলেন, তদনুসারে মোশি সেই কর অর্থাৎ সদাপ্রভুর উত্তোলনীয় উপহার
৪২ ইলিয়াসর যাজককে দিলেন। আর মোশি যে অর্দ্ধাংশ যোদ্ধাদের নিকট হইতে লইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণকে
৪৩ দিয়াছিলেন, মণ্ডলীর সেই অর্দ্ধাংশ সংখ্যাতে তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ সহস্র
৪৪ পাঁচ শত মেষ, ছত্রিশ সহস্র গোরু,
৪৫,৪৬ ত্রিশ সহস্র পাঁচ শত গর্দ্দভ, ও ষোল
৪৭ সহস্র মনুষ্য ছিল। পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সেই অর্দ্ধাংশ হইতে মনুষ্যের ও পশুর মধ্যে পঞ্চাশ পঞ্চাশ জীবের প্রতি এক এক জীব লইয়া সদাপ্রভুর আবাসের রক্ষণীয় রক্ষাকারী লেবীয়দিগকে দিলেন, যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা করিলেন।
৪৮ পরে সৈন্যসাহস্রের উপরে কর্ত্তৃত্বকারী সহস্রপতিরা ও শতপতিরা মোশির
৪৯ নিকটে আসিলেন; আর তাঁহারা মোশিকে কহিলেন, আপনার এই দাসগণ আমাদের অধীন যোদ্ধাদের সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছে, আমাদের মধ্যে এক
৫০ জনও কমে নাই। আর আমরা প্রতিজন স্বর্ণাভরণ, নূপুর, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, কুণ্ডল ও হার, এই যে সকল পাইয়াছি, তাহা হইতে সদাপ্রভুর সম্মুখে আমাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার আনিয়াছি।
৫১ তখন মোশি ও ইলিয়াসর যাজক তাঁহাদের হইতে সেই স্বর্ণ, শিল্পিকৃত আভরণ,
৫২ লইলেন। আর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত, সহস্রপতিদের ও শতপতিদের উত্তোলনীয় উপহারের সমস্ত স্বর্ণ ষোল সহস্র সাত শত পঞ্চাশ শেকল পরিমিত
৫৩ হইল। যোদ্ধারা প্রত্যেকে আপনাদের
৫৪ নিমিত্ত লুটিত দ্রব্য লইয়াছিল। পরে মোশি ও ইলিয়াসর যাজক সহস্রপতিদের ও শতপতিদের নিকট হইতে সেই স্বর্ণ গ্রহণ করিলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে ইস্রায়েল-সন্তানগণের স্মরণার্থক চিহ্ন রূপে তাহা সমাগম-তাম্বুতে আনিলেন।

যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ দেশের বিভাগ।

৩২ রূবেণ-সন্তানগণের ও গাদ-সন্তানগণের অতি বিস্তর পশুধন ছিল; তাহারা যাসের দেশ ও গিলিয়দ দেশ নিরীক্ষণ করিল, আর দেখ, সে স্থান পশুপালনের
২ স্থান। পরে গাদ-সন্তানগণ ও রূবেণ-সন্তানগণ আসিয়া মোশিকে, ইলিয়াসর যাজককে ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণকে কহিল,
৩ অটারোৎ, দীবোন, যাসের, নিম্রা, হিষ্‌বোন, ইলিয়ালী, সেবাম, নবো ও
৪ বিয়োন, এই যে দেশকে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-মণ্ডলীর সম্মুখে আঘাত করিয়াছেন, ইহা পশুপালনের উপযুক্ত দেশ, আর আপনার এই দাসগণের পশু

৫ আছে। তাহারা আরও বলিল, আমরা যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আপনার দাসদিগকে অধিকারার্থে এই দেশ দিতে আজ্ঞা হউক, আমাদিগকে যর্দ্দনের পারে লইয়া যাইবেন
৬ না। তখন মোশি গাদ-সন্তানগণকে ও রূবেণ-সন্তানগণকে কহিলেন, তোমাদের ভ্রাতৃগণ যুদ্ধ করিতে যাইবে, আর তোমরা
৭ কি এই স্থানে বসিযা থাকিবে? আর সদাপ্রভুর দত্ত দেশে পার হইয়া যাইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের মন কেন নিরাশ
৮ করিতেছ? তোমাদের পিতারা, যখন আমি দেশ দেখিতে কাদেশ-বর্ণেয় হইতে তাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম তখন তাহাই
৯ করিয়াছিল; তাহারা ইষ্কোলের উপত্যকা পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেশ দেখিয়া সদাপ্রভুর দত্ত দেশে যাইতে ইস্রায়েল সন্তানগণের মন নিরাশ করিয়াছিল।
১০ আর সেই দিন সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি শপথ করিয়া বলিয়া-
১১ ছিলেন, আমি অব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছি, মিসর হইতে আগত পুরুষদের মধ্যে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক কেহই সেই দেশ দেখিতে পাইবে না; কেননা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আমার
১২ অনুগত হয় নাই; কেবল কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেব ও নূনের পুত্র যিহোশূয় উহা দেখিবে, কারণ তাহারাই সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগত হইয়াছে।
১৩ তখন ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, আর তিনি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে কুকর্ম্মকারী সমস্ত লোকের নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাদিগকে প্রান্তরে ভ্রমণ করাইলেন।
১৪ আর দেখ, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ভয়ানক ক্রোধ আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য, পাপিষ্ঠ লোকদিগের বংশ যে তোমরা, তোমরা আপনাদের পিতৃগণের স্থলে
১৫ উঠিয়াছ। কেননা যদি তোমরা তাঁহার পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিয়া যাও, তবে তিনি পুনর্ব্বার ইস্রায়েলকে প্রান্তরে পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে তোমরা এই সকল লোককে বিনষ্ট করিবে।
১৬ তখন তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা এই স্থানে আমাদের পশুগণের জন্য মেষবাথান ও আমাদের বালকবালিকাদের জন্য নগর নির্ম্মাণ
১৭ করিব। আর আমরা যাবৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে স্বস্থানপ্রাপ্ত না করি, তাবৎ সসজ্জ হইয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিব; কেবল আমাদের বালকবালিকারা দেশনিবাসীদের ভয়ে প্রাচীরবেষ্টিত
১৮ নগরে বাস করিবে। ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে যাবৎ আপন আপন অধিকার না পায়, তাবৎ আমরা আপন আপন পরিবারের নিকটে ফিরিয়া আসিব না।
১৯ কিন্তু আমরা যর্দ্দনের পারে বা তাহার ওদিকে উহাদের সহিত অধিকার গ্রহণ করিব না, কারণ যর্দ্দনের এই পূর্ব্বপারে
২০ আমাদের অধিকার মিলিয়াছে। মোশি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যদি এই কার্য্য কর, যদি সসজ্জ হইয়া সদাপ্রভুর
২১ সম্মুখে যুদ্ধার্থে গমন কর; এবং তিনি যাবৎ আপন শত্রুগণকে আপনার সম্মুখ হইতে অধিকারচ্যুত না করেন, তাবৎ যদি তোমরা প্রত্যেকে সসজ্জ হইয়া
২২ সদাপ্রভুর সম্মুখে যর্দ্দন পার হও; তবে দেশ সদাপ্রভুর বশীভূত হইলে পর তোমরা ফিরিয়া আসিবে, এবং সদাপ্রভুর

ও ইস্রায়েলের নিকটে নির্দ্দোষ হইবে, আর সদাপ্রভুর সম্মুখে এই দেশ তোমাদের অধিকার হইবে। কিন্তু যদি তদ্রূপ না কর, তবে, দেখ, তোমরা সদাপ্রভুর কাছে পাপ করিলে, এবং নিশ্চয় জানিও, তোমাদের পাপ তোমাদিগকে ধরিবে।
২৪ তোমরা আপন আপন বালকবালিকাদের জন্য নগর, ও মেষদের জন্য বাথান নির্ম্মাণ কর, এবং আপনাদের ওষ্ঠ-নির্গত বাক্যা-
২৫ নুসারে কর্ম্ম কর। তখন গাদ-সন্তানগণ ও রূবেণ-সন্তানগণ মোশিকে কহিল, আমাদের প্রভু যে আজ্ঞা করিলেন, আপনার দাস আমরা তাহাই করিব।
২৬ আমাদের বালকবালিকারা, আমাদের স্ত্রীলোকেরা, আমাদের পাল সকল ও আমাদের সমস্ত পশুধন এই স্থানে গিলিয়দের
২৭ নগরসমূহে থাকিবে। আর আমাদের প্রভুর বাক্যানুসারে আপনার এই দাসেরা, সসজ্জ প্রত্যেক জন যুদ্ধ করিতে সদাপ্রভুর সম্মুখে পার হইয়া যাইবে।
২৮ তখন মোশি তাহাদের বিষয়ে ইলিয়াসর যাজককে, নূনের পুত্র যিহোশূয়কে ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের বংশ সকলের পিতৃকুলপতিগণকে আজ্ঞা করিলেন।
২৯ মোশি তাহাদিগকে কহিলেন, গাদ-সন্তানগণ ও রূবেণ-সন্তানগণ, যুদ্ধের নিমিত্ত সসজ্জ প্রত্যেক জন যদি তোমাদের সহিত সদাপ্রভুর সম্মুখে যর্দ্দন পার হয়, তবে তোমাদের সম্মুখে দেশ বশীভূত হইলে পর তোমরা অধিকারার্থে তাহাদিগকে
৩০ গিলিয়দ দেশ দিবে। কিন্তু যদি তাহারা সসজ্জ হইয়া তোমাদের সহিত পার না হয়, তবে তাহারা তোমাদের মধ্যে কনান
৩১ দেশে অধিকার পাইবে। পরে গাদ-সন্তানগণ ও রূবেণ-সন্তানগণ উত্তর করিল, সদাপ্রভু আপনার এই দাসদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা করিব।
৩২ আমরা সসজ্জ হইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে পার হইয়া কনান দেশে যাইব; আর যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে আমাদের অধিকারে
৩৩ আমাদের স্বত্ব স্থির রহিল। পরে মোশি তাহাদিগকে, অর্থাৎ গাদ-সন্তানগণকে, রূবেণ-সন্তানগণকে ও যোষেফের পুত্র মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের রাজ্য ও বাশনের রাজা ওগের রাজ্য, সেই দেশ, পরিসীমাশুদ্ধ তথাকার নগর সকল অর্থাৎ দেশের চতুর্দ্দিকস্থ
৩৪ নগরসমূহ দিলেন। আর গাদ-সন্তানগণ
৩৫ দীবোন, অটারোৎ ও অরোয়ের, এবং
৩৬ অট্রোৎ-শোফন, যাসের ও যগ্বিহ, এবং বৈৎ-নিম্রা ও বৈৎ-হারণ, এই সকল প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও মেষবাথান নির্ম্মাণ
৩৭ করিল। আর রূবেণ-সন্তানগণ হিষ্‌বোন,
৩৮ ইলিয়ালী ও কিরিয়াথয়িম, এবং পরিবর্ত্তিতনামা নবো ও বাল্‌মিয়োন, এবং সিব্‌মা, এই সকল নগর নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের নির্ম্মিত নগরগুলির অন্য নাম
৩৯ রাখিল। আর মনঃশির পুত্র মাখীরের সন্তানগণ গিলিয়দে গিয়া তাহা হস্তগত করিল, এবং সেই স্থাননিবাসী ইমোরীয়
৪০ দিগকে অধিকারচ্যুত করিল। আর মোশি মনঃশির পুত্র মাখীরকে গিলিয়দ দিলেন, এবং সে তথায় বাস করিল।
৪১ আর মনঃশির সন্তান যায়ীর গিয়া তথাকার গ্রাম সকল হস্তগত করিল, এবং তাহাদের নাম হব্বোৎ-যায়ীর [যায়ীরের গ্রামসমূহ]
৪২ রাখিল। আর নোবহ গিয়া কনাৎ ও তাহার পল্লী সকল হস্তগত করিল, এবং আপন নামানুসারে তাহার নাম নোবহ রাখিল।

ইস্রায়েলীয়দের উত্তরণ-স্থানাবলির নাম।

৩৩ ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির ও হারোণের অধীনে আপন আপন সৈন্য শ্রেণী ক্রমে মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাদের উত্তরণ-স্থান ২ সকলের বিবরণ এই। মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞায় তাহাদের যাত্রানুসারে সেই উত্তরণ-স্থানগুলির বিবরণ লিখিলেন। তাহাদের যাত্রানুসারে উত্তরণ-স্থান ৩ সকলের বিবরণ এই। প্রথম মাসে, প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবসে তাহারা রামিষেষ হইতে প্রস্থান করিল; নিস্তার পর্ব্বের পরদিন ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিস্রীয় সকল লোকের সাক্ষাতে ঊর্দ্ধহস্তে ৪ বাহির হইল। সেই সময়ে মিস্রীয়েরা, তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে সদাপ্রভু আঘাত করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় প্রথমজাতকে কবর দিতেছিল; আর সদাপ্রভু তাহাদের দেবগণকেও দণ্ড ৫ দিয়াছিলেন। রামিষেষ হইতে যাত্রা করিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ সুক্কোতে ৬ শিবির স্থাপন করিল। সুক্কোৎ হইতে যাত্রা করিয়া প্রান্তরের সীমাস্থিত এথমে ৭ শিবির স্থাপন করিল। এথম হইতে যাত্রা করিয়া বাল-সফোনের সম্মুখস্থ পী-হহীরোতে ফিরিয়া মিগ্‌দোলের সম্মুখে ৮ শিবির স্থাপন করিল। হহীরোতের সম্মুখ হইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্রের মধ্য দিয়া প্রান্তরে প্রবেশ করিল, এবং এথম প্রান্তরে তিন দিবসের পথ গিয়া মারাতে ৯ শিবির স্থাপন করিল। মারা হইতে যাত্রা করিয়া এলীমে উপস্থিত হইল; এলীমে জলের বারোটী উনুই ও সত্তরটী খর্জ্জূর বৃক্ষ ছিল; তাহারা সে স্থানে ১০ শিবির স্থাপন করিল। এলীম হইতে যাত্রা করিয়া সূফসাগরের সমীপে শিবির ১১ স্থাপন করিল। সূফসাগর হইতে যাত্রা করিয়া সীন প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল। ১২ সীন প্রান্তর হইতে যাত্রা করিয়া দপ্‌কাতে ১৩ শিবির স্থাপন করিল। দপ্‌কা হইতে যাত্রা করিয়া আলূশে শিবির স্থাপন ১৪ করিল। আলূশ হইতে যাত্রা করিয়া রফীদীমে শিবির স্থাপন করিল; সে স্থানে ১৫ লোকদের পানার্থে জল ছিল না। তাহারা রফীদীম হইতে যাত্রা করিয়া সীনয় প্রান্তরে ১৬ শিবির স্থাপন করিল। সীনয় প্রান্তর হইতে যাত্রা করিয়া কিব্রোৎ-হত্তাবাতে ১৭ শিবির স্থাপন করিল। কিব্রোৎ-হত্তাবা হইতে যাত্রা করিয়া হৎসেরোতে শিবির ১৮ স্থাপন করিল। হৎসেরোৎ হইতে যাত্রা করিয়া রিৎমাতে শিবির স্থাপন করিল। ১৯ রিৎমা হইতে যাত্রা করিয়া রিম্মোণ-২০ পেরসে শিবির স্থাপন করিল। রিম্মোণ-পেরস হইতে যাত্রা করিয়া লিব্‌নাতে ২১ শিবির স্থাপন করিল। লিব্‌না হইতে যাত্রা করিয়া রিস্‌সাতে শিবির স্থাপন ২২ করিল। রিস্‌সা হইতে যাত্রা করিয়া কহেলাথায় শিবির স্থাপন করিল। ২৩ কহেলাথা হইতে যাত্রা করিয়া শেফর ২৪ পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। শেফর পর্ব্বত হইতে যাত্রা করিয়া হরাদাতে ২৫ শিবির স্থাপন করিল। হরাদা হইতে যাত্রা করিয়া মখেলোতে শিবির স্থাপন ২৬ করিল। মখেলোৎ হইতে যাত্রা করিয়া ২৭ তহতে শিবির স্থাপন করিল। তহৎ হইতে যাত্রা করিয়া তেরহে শিবির স্থাপন ২৮ করিল। তেরহ হইতে যাত্রা করিয়া ২৯ মিৎকাতে শিবির স্থাপন করিল। মিৎকা হইতে যাত্রা করিয়া হশ্‌মোনাতে শিবির

৩০ স্থাপন করিল। হশ্‌মোনা হইতে যাত্রা করিয়া মোষেরোতে শিবির স্থাপন করিল।
৩১ মোষেরোৎ হইতে যাত্রা করিয়া বনে-
৩২ য়াকনে শিবির স্থাপন করিল। বনে-য়াকন হইতে যাত্রা করিয়া হোর-হগিদ্-
৩৩ গদে শিবির স্থাপন করিল। হোর-হগিদ্‌গদ হইতে যাত্রা করিয়া যট্‌বাথাতে
৩৪ শিবির স্থাপন করিল। যট্‌বাথা হইতে যাত্রা করিয়া অব্রোণাতে শিবির স্থাপন
৩৫ করিল। অব্রোণা হইতে যাত্রা করিয়া ইৎসিয়োন-গেবরে শিবির স্থাপন করিল।
৩৬ ইৎসিয়োন-গেবর হইতে যাত্রা করিয়া সিন প্রান্তরে অর্থাৎ কাদেশে শিবির
৩৭ স্থাপন করিল। কাদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ইদোম দেশের প্রান্তস্থিত হোর
৩৮ পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। আর হারোণ যাজক সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে হোর পর্ব্বতে উঠিয়া মিসর হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বাহির হইবার চল্লিশ বৎসরের পঞ্চম মাসে, সেই মাসের প্রথম
৩৯ দিনে সে স্থানে মরিলেন। হোর পর্ব্বতে হারোণের মৃত্যুকালে তাঁহার এক শত তেইশ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

৪০ আর কনান দেশের দক্ষিণ অঞ্চল-নিবাসী কনানীয় অরাদের রাজা ইস্রায়েল-সন্তানগণের আগমন সংবাদ শুনিলেন।
৪১ পরে তাহারা হোর পর্ব্বত হইতে যাত্রা করিয়া সল্‌মোনাতে শিবির স্থাপন করিল।
৪২ সল্‌মোনা হইতে যাত্রা করিয়া পূনোনে
৪৩ শিবির স্থাপন করিল। পূনোন হইতে যাত্রা করিয়া ওবোতে শিবির স্থাপন
৪৪ করিল। ওবোৎ হইতে যাত্রা করিয়া মোয়াবের প্রান্তস্থিত ইয়ী-অবারীমে শিবির
৪৫ স্থাপন করিল। ইয়ীম হইতে যাত্রা করিয়া দীবোন-গাদে শিবির স্থাপন
৪৬ করিল। দীবোন-গাদ হইতে যাত্রা করিয়া অল্‌মোন-দিব্লাথয়িমে শিবির
৪৭ স্থাপন করিল। অল্‌মোন-দিব্লাথয়িম হইতে যাত্রা করিয়া নবোর সম্মুখস্থিত পর্ব্বতময় অবারীম অঞ্চলে শিবির স্থাপন
৪৮ করিল। পর্ব্বতময় অবারীম অঞ্চল হইতে যাত্রা করিয়া যিরীহোর নিকটবর্ত্তী যর্দ্দনসমীপস্থ মোয়াবের তলভূমিতে শিবির
৪৯ স্থাপন করিল; আর তথায় যর্দ্দনের নিকটে বৈৎ যিশীমোৎ অবধি আবেল-শিটীম পর্য্যন্ত মোয়াবের তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়া রহিল।

৫০ তখন যিরীহোর নিকটবর্ত্তী যর্দ্দন-সমীপস্থ মোয়াবের তলভূমিতে সদাপ্রভু
৫১ মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, তোমরা যখন যর্দ্দন পার হইয়া কনান
৫২ দেশে উপস্থিত হইবে, তখন তোমাদের সম্মুখ হইতে সেই দেশনিবাসী সকলকে অধিকারচ্যুত করিবে, এবং তাহাদের সমস্ত প্রতিমা ভগ্ন করিবে, সমস্ত ছাঁচে ঢালা বিগ্রহ বিনষ্ট করিবে, ও সমস্ত
৫৩ উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন করিবে। তোমরা সেই দেশ অধিকার করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিবে; কেননা আমি অধিকারার্থে সেই
৫৪ দেশ তোমাদিগকে দিয়াছি। আর তোমরা গুলিবাঁট দ্বারা আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে দেশাধিকার বিভাগ করিয়া লইবে; অধিক লোককে অধিক অংশ, ও অল্প লোককে অল্প অংশ দিবে; যাহার অংশ যে স্থানে পড়ে, তাহার অংশ সেই স্থানে হইবে; তোমরা আপন আপন পিতৃবংশানুসারে অধিকার পাইবে।
৫৫ কিন্তু যদি তোমরা আপনাদের সম্মুখ হইতে সেই দেশনিবাসীদিগকে অধিকার-

চ্যুত না কর, তবে যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিবে তাহারা তোমাদের চক্ষে কণ্টক ও তোমাদের কক্ষে অঙ্কুশস্বরূপ হইবে, এবং তোমাদের সেই নিবাসদেশে তোমা-৫৬ দিগকে ক্লেশ দিবে। আর আমি তাহাদের প্রতি যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের প্রতি করিব।

কনান দেশের সীমা নিরূপণ ও বিভাগ।

৩৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আজ্ঞা কর, তাহাদিগকে বল, তোমরা কনান দেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত আছ, তোমরা অধিকারার্থে যে দেশ পাইবে, চতুঃসীমা-৩ নুসারে সেই কনান দেশ এই। ইদোমের নিকটস্থিত সিন প্রান্তর অবধি তোমাদের দক্ষিণ অঞ্চল হইবে, ও পূর্ব্বদিকে লবণ-সমুদ্রের প্রান্ত হইতে তোমাদের দক্ষিণ ৪ সীমা হইবে। আর তোমাদের সীমা অক্রব্বীম আরোহণ-পথের দক্ষিণদিকে ফিরিয়া সিন পর্য্যন্ত যাইবে, ও তথা হইতে কাদেশ-বর্ণেয়ের দক্ষিণদিকে যাইবে; এবং হৎসর-অদরে আসিয়া ৫ অস্‌মোন পর্য্যন্ত যাইবে। পরে ঐ সীমা অস্‌মোন হইতে মিসরের নদী পর্য্যন্ত বেড়িয়া আসিবে, এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত এই ৬ সীমার শেষ হইবে। পশ্চিম সীমার জন্য মহাসমুদ্র তোমাদের পক্ষে রহিল, ইহাই ৭ তোমাদের পশ্চিম সীমা হইবে। আর তোমাদের উত্তর সীমা এই; তোমরা মহাসমুদ্র হইতে আপনাদের জন্য হোর ৮ পর্ব্বত লক্ষ্য করিবে। হোর পর্ব্বত হইতে হমাতের প্রবেশস্থান লক্ষ্য করিবে তথা হইতে সেই সীমা সদাদ পর্য্যন্ত ৯ বিস্তৃত হইবে। আর সেই সীমা সিফ্রোণ পর্য্যন্ত যাইবে, ও হৎসর-ঐনন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে; ইহাই তোমাদের উত্তর ১০ সীমা হইবে। আর পূর্ব্ব সীমার নিমিত্ত তোমরা হৎসর-ঐনন হইতে শফাম লক্ষ্য ১১ করিবে। পরে সে সীমা শফাম হইতে ঐনের পূর্ব্বদিক হইয়া রিব্লা পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে, সে সীমা নামিয়া পূর্ব্ব-দিকে কিন্নেরৎ হ্রদের তট পর্য্যন্ত যাইবে। ১২ পরে সে সীমা যর্দ্দন দিয়া যাইবে, এবং লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে; চতুঃসীমানুসারে এই তোমাদের দেশ হইবে। ১৩ আর মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই আজ্ঞা করিলেন, যে দেশ তোমরা গুলি-বাঁট দ্বারা অধিকার করিবে, সদাপ্রভু সাড়ে নয় বংশকে যে দেশ দিতে আজ্ঞা ১৪ করিয়াছেন, এ সেই দেশ। কেননা আপন আপন পিতৃকুলানুসারে রূবেণ-সন্তানদের বংশ, আপন আপন পিতৃ-কুলানুসারে গাদ-সন্তানদের বংশ আপন অধিকার পাইয়াছে ও মনঃশির অর্দ্ধবংশও ১৫ পাইয়াছে। যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয়-দিকে সেই আড়াই বংশ আপন আপন অধিকার পাইয়াছে।

১৬ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১৭ যাহারা তোমাদের অধিকারের জন্য দেশ বিভাগ করিয়া দিবে, তাহাদের এই এই নাম; ইলিয়াসর যাজক ও নূনের পুত্র ১৮ যিহোশূয়। আর তোমরা প্রত্যেক বংশ হইতে এক এক জন অধ্যক্ষকে দেশ ১৯ বিভাগ করণার্থে গ্রহণ করিবে। সেই ব্যক্তিদের নাম এই এই, যিহূদা বংশের ২০ যিফুন্নির পুত্র কালেব। শিমিয়োন-সন্তানদের বংশের অম্মীহূদের পুত্র শমূ-২১ য়েল। বিন্যামীন বংশের কিশ্‌লোনের

২২ পুত্র ইলীদদ। দান-সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ
২৩ যগ্‌লির পুত্র বুক্কি। যোষেফের পুত্রদের মধ্যে মনঃশি-সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ এফো
২৪ দের পুত্র হন্নীয়েল। ইফ্রয়িম-সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ শিপ্তনের পুত্র কমূয়েল।
২৫ সবূলূন-সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ পর্ণকের পুত্র
২৬ ইলীষাফণ। ইষাখর-সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ
২৭ অসসনের পুত্র পল্‌টিয়েল। আশের-সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ শলোমির পুত্র
২৮ অহীহূদ। নপ্তালি সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ
২৯ অম্মীহূদের পুত্র পদহেল। কনান দেশে ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিমিত্ত অধিকার বিভাগ করিয়া দিতে সদাপ্রভু এই সকল লোককে আজ্ঞা করিলেন।

লেবীয়দের নগর ও আশ্রয়-নগর নিরূপণ।

৩৫ পরে সদাপ্রভু মোয়াবের তলভূমিতে যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের নিকটে
২ মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আজ্ঞা কর, যেন তাহারা আপন আপন অধিকৃত অংশ হইতে বাস করিবার জন্য কতকগুলি নগর লেবীয়দিগকে দেয়; তোমরা সেই সকল নগরের সহিত চারিদিকের পরিসরভূমিও লেবীয়-
৩ দিগকে দিবে। সে সকল নগর তাহাদের নিবাসের জন্য হইবে, ও নগরগুলির পরিসরভূমি তাহাদের পশুগণ, সম্পত্তি
৪ ও জীব সকলের নিমিত্ত হইবে। আর তোমরা নগরগুলির যে সকল পরিসরভূমি লেবীয়দিগকে দিবে, তাহার পরিমাণ নগর-প্রাচীরের বাহিরে চতুর্দ্দিকে সহস্র
৫ হস্ত হইবে। আর তোমরা নগরের বাহিরে তাহার পূর্ব্ব সীমা দুই সহস্র হস্ত, দক্ষিণ সীমা দুই সহস্র হস্ত, পশ্চিম সীমা দুই সহস্র হস্ত ও উত্তর সীমা দুই সহস্র হস্ত পরিমাণ করিবে; মধ্যস্থলে নগরটী থাকিবে। তাহাদের জন্য উহা
৬ নগরের পরিসরভূমি হইবে। নরহন্তাদের পলায়নার্থে যে ছয়টী আশ্রয়-নগর তোমরা দিবে, সেই সকল এবং তাহা ছাড়া আরও বেয়াল্লিশটী নগর তোমরা লেবীয়
৭ দিগকে দিবে। সর্ব্বশুদ্ধ আটচল্লিশ নগর ও সেইগুলির পরিসরভূমি লেবীয়দিগকে
৮ দিবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের অধিকার হইতে সেই সকল নগর দিবার সময়ে তোমরা অধিক হইতে অধিক ও অল্প হইতে অল্প লইবে; প্রত্যেক বংশ আপনার প্রাপ্ত অধিকারানুসারে কতকগুলি নগর লেবীয়দিগকে দিবে।
৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
১০ তুমি ইস্রায়েল সন্তানগণকে কহ, তাহাদিগকে বল, যখন তোমরা যর্দ্দন পার
১১ হইয়া কনান দেশে উপস্থিত হইবে, তখন তোমাদের আশ্রয়-নগর হইবার জন্য কতকগুলি নগর নিরূপণ করিবে; যে জন প্রমাদবশতঃ কাহারও প্রাণ নষ্ট করে, এমন নরহন্তা যেন তথায় পলায়ন
১২ করিতে পারে। ফলতঃ সেই সকল নগর প্রতিশোধদাতার হস্ত হইতে তোমাদের আশ্রয়স্থান হইবে; যেন নরহন্তা বিচারার্থে মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইবার
১৩ পূর্ব্বে মারা না পড়ে। তোমরা যে সকল নগর দিবে, তাহার মধ্যে ছয়টী আশ্রয়
১৪ নগর হইবে। তোমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে তিন নগর ও কনান দেশে তিন নগর দিবে; সেগুলি আশ্রয় নগর হইবে।
১৫ ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য, এবং তাহাদের মধ্যে প্রবাসী ও বিদেশীর জন্য এই ছয়টী নগর আশ্রয়স্থান হইবে; যেন কেহ

প্রমাদবশতঃ মনুষ্যকে বধ করিলে সেই স্থানে পলাইতে পারে।

১৬ পরন্তু যদি কেহ লৌহাস্ত্র দ্বারা কাহাকেও এমন আঘাত করে যে, তাহাতে সে মরে, তবে সেই ব্যক্তি নরহন্তা; সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। ১৭ আর যাহা দ্বারা মরিতে পারে, এমন প্রস্তর হস্তে লইয়া যদি সে কাহাকেও আঘাত করে, ও তাহাতে সে মরে, তবে সে নরহন্তা; সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড ১৮ অবশ্য হইবে। কিম্বা যাহা দ্বারা মরিতে পারে, এমন কোন কাষ্ঠময় বস্তু হস্তে লইয়া যদি সে কাহাকেও আঘাত করে, আর তাহাতে সে মরে, তবে সে নরহন্তা; সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। ১৯ রক্তের প্রতিশোধদাতা আপনি নরহন্তাকে বধ করিবে; তাহার দেখা পাই-২০ লেই তাহাকে বধ করিবে। আর যদি দ্বেষ করিয়া কেহ কাহাকেও আঘাত করে, কিম্বা লক্ষ্য করিয়া তাহার উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করে ও তাহাতে সে ২১ মরে; কিম্বা শত্রুতা করিয়া যদি কেহ কাহাকেও আপন হস্তে আঘাত করে ও তাহাতে সে মরে; তবে যে তাহাকে আঘাত করিয়াছে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; সে নরহন্তা; রক্তের প্রতিশোধদাতা তাহার দেখা পাইলেই সেই নরহন্তাকে বধ করিবে।

২২ কিন্তু যদি শত্রুতা ব্যতিরেকে হঠাৎ কেহ কাহাকেও আঘাত করে, কিম্বা লক্ষ্য না করিয়া তাহার গাত্রে অস্ত্র ২৩ নিক্ষেপ করে, কিম্বা যাহা দ্বারা মরিতে পারে, এমন প্রস্তর কাহারও উপরে না দেখিয়া ফেলে, আর তাহাতেই সে মরে, অথচ সে তাহার শত্রু বা অনিষ্টচেষ্টা-২৪ কারী ছিল না; তবে মণ্ডলী সেই নরহন্তার এবং রক্তের প্রতিশোধদাতার বিষয়ে এই সকল বিচারমতে বিচার ২৫ করিবে; আর মণ্ডলী রক্তের প্রতিশোধদাতার হস্ত হইতে সেই নরহন্তাকে উদ্ধার করিবে; এবং সে যেখানে পলাইয়াছিল, তাহার সেই আশ্রয়-নগরে মণ্ডলী তাহাকে পুনর্ব্বার পৌঁছাইয়া দিবে; আর যে পর্য্যন্ত পবিত্র তৈলে অভিষিক্ত মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, তাবৎ সে সেই ২৬ নগরে থাকিবে। কিন্তু সেই নরহন্তা যে আশ্রয়-নগরে পলাইয়াছে, কোন সময়ে যদি তাহার সীমার বহির্ভূত হয়, ২৭ এবং রক্তের প্রতিশোধদাতা আশ্রয়-নগরের সীমার বাহিরে তাহাকে পায়, তবে সেই রক্তের প্রতিশোধদাতা তাহাকে বধ করিলেও রক্তপাতের অপরাধী হইবে ২৮ না। কেননা মহাযাজকের মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন আশ্রয়-নগরে থাকা তাহার উচিত ছিল; কিন্তু মহাযাজকের মৃত্যু হইলে পর সেই নরহন্তা আপন অধিকার-ভূমিতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

২৯ তোমাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের সকল নিবাসে এই সমস্ত তোমাদের পক্ষে ৩০ বিচার-বিধি হইবে। যে ব্যক্তি কোন লোককে বধ করে, সেই নরহন্তা সাক্ষীদের কথায় হত হইবে; কিন্তু কোন লোকের প্রতিকূলে একমাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রাণদণ্ডার্থে গ্রাহ্য হইবে না। ৩১ আর প্রাণদণ্ডের অপরাধী নরহন্তার প্রাণের জন্য তোমরা কোন প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবে না; তাহার প্রাণদণ্ড ৩২ অবশ্য হইবে। আর যে কেহ আপন আশ্রয়-নগরে পলাইয়াছে, সে যেন যাজকের মরণের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার দেশে

আসিয়া বাস করিতে পায়, এই জন্য তাহা হইতে কোন প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ ৩৩ করিবে না। এইরূপে তোমরা আপনাদের নিবাস-দেশ অপবিত্র করিবে না; কেননা রক্ত দেশকে অপবিত্র করে; এবং তথায় যে রক্তপাত হয়, তাহার জন্য রক্তপাতীর রক্তপাত ব্যতিরেকে দেশের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। ৩৪ আর তোমরা যে দেশ অধিকার করিবে, ও যাহার মধ্যে আমি বাস করি, তুমি তাহা অশুচি করিবে না; কেননা আমি সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে বাস করি।

পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীদের নিয়ম।

৩৬ পরে যোষেফ-সন্তানদের গোষ্ঠী সকলের মধ্যে মনঃশির পৌত্র মাখীরের পুত্র গিলিয়দের সন্তানদের গোষ্ঠীর পিতৃকুলপতিগণ আসিয়া মোশির ও অধ্যক্ষগণের সম্মুখে, ইস্রায়েল-সন্তানদের পিতৃকুলপতিগণের সম্মুখে, কথা কহি- ২ লেন। তাঁহারা বলিলেন, সদাপ্রভু গুলিবাঁট দ্বারা অধিকারার্থে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে দেশ দিতে আমার প্রভুকে আজ্ঞা করিয়াছেন, এবং আপনি আমাদের ভ্রাতা সলফাদের অধিকার তাঁহার কন্যাদিগকে দিবার আজ্ঞা সদাপ্রভু হইতে ৩ পাইয়াছেন। কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণের অন্য কোন বংশের সন্তানদের মধ্যে কাহারও সহিত যদি তাহাদের বিবাহ হয়, তবে আমাদের পিতৃগণের অধিকার হইতে তাহাদের অধিকার কাটা যাইবে, ও তাহারা যে বংশে গৃহীতা হইবে, সেই বংশের অধিকারে তাহা যুক্ত হইবে; এইরূপে তাহা আমাদের অধিকারের অংশ হইতে কাটা ৪ যাইবে। আর যখন ইস্রায়েল-সন্তানগণের যোবেল উপস্থিত হইবে, তৎকালে তাহারা যাহাদের মধ্যে গৃহীতা, সেই বংশের অধিকারে তাহাদের অধিকার যুক্ত হইবে; এইরূপে আমাদের পিতৃবংশের অধিকার হইতে তাহাদের অধিকার কাটা ৫ যাইবে। তখন মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আজ্ঞা করিলেন, বলিলেন, যোষেফ-সন্তানদের বংশ ৬ যথার্থ কহিতেছে। সদাপ্রভু সলফাদের কন্যাগণের বিষয়ে এই আজ্ঞা করিতেছেন, তাহারা যাহাকে মনোনীত করিবে, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে; কিন্তু কেবল আপনাদের পিতৃবংশের কোন ৭ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করিবে। এইরূপে ইস্রায়েল-সন্তানগণের অধিকার এক বংশ হইতে অন্য বংশে যাইবে না; ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে আপন আপন পিতৃবংশের অধিকারভুক্ত ৮ থাকিবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে যেন আপন আপন পৈতৃক অধিকার ভোগ করে, এই জন্য ইস্রায়েল-সন্তানগণের কোন বংশের মধ্যে অধিকারিণী প্রত্যেক কন্যা আপন পিতৃবংশীয় গোষ্ঠীর মধ্যে কোন এক পুরুষের ৯ স্ত্রী হইবে। এইরূপে এক বংশ হইতে অন্য বংশে অধিকার যাইবে না, কারণ ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রত্যেক বংশ আপন আপন অধিকারভুক্ত থাকিবে।

১০ মোশিকে সদাপ্রভু যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, সলফাদের কন্যাগণ তদ্রূপ ১১ কর্ম্ম করিল। ফলতঃ মহলা, তির্সা, হগ্‌লা মিল্কা ও নোয়া, সলফাদের এই

কন্যাগণ আপন আপন পিতৃব্য-পুত্রদের
১২ সহিত বিবাহিতা হইল। যোষেফের
পুত্র মনঃশির সন্তানদের গোষ্ঠীর মধ্যে
তাহাদের বিবাহ হইল ; তাহাতে তাহা-
দের অধিকার তাহাদের পিতৃগোষ্ঠীর
সম্পর্কীয় বংশেই রহিল।

১৩ সদাপ্রভু যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের
সমীপে মোয়াবের তলভূমিতে মোশি
দ্বারা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই সমস্ত
আজ্ঞা ও বিচার আদেশ করিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ।

মোশির প্রথম বক্তৃতা

প্রান্তরযাত্রী ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাস।

১ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থিত প্রান্তরে, সূফের
সম্মুখস্থিত অরাবা তলভূমিতে, পারণ,
তোফল, লাবন, হৎসেরোৎ ও দীষাহবের
মধ্যস্থানে মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে এই
২ সকল কথা কহিলেন। সেয়ীর পর্ব্বত
দিয়া হোরেব অবধি কাদেশ-বর্ণেয়
পর্য্যন্ত যাইতে এগার দিন লাগে।
৩ সদাপ্রভু যে যে কথা ইস্রায়েল-সন্তান-
গণকে বলিতে মোশিকে আজ্ঞা দিয়া-
ছিলেন, তদনুসারে মোশি চল্লিশ বৎ-
সরের একাদশ মাসে, মাসের প্রথম
দিনে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন।
৪ হিষ্‌বোন-নিবাসী ইমোরীয়দের রাজা
সীহোনকে, এবং ইদ্রিয়ীতে অষ্টারোৎ-
নিবাসী বাশনের রাজা ওগকে আঘাত
৫ করিলে পর, যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে মোয়াব
দেশে মোশি এই ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতে
লাগিলেন ; তিনি বলিলেন,

৬ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হোরেবে
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা এই
পর্ব্বতে অনেক দিন অবস্থিতি করিয়াছ ;
৭ এখন ফির, তোমরা যাত্রা কর, ইমোরীয়
দের পর্ব্বতময় দেশ এবং তন্নিকটবর্ত্তী
সকল স্থান, অরাবা তলভূমি, পাহাড়
অঞ্চল, নিম্নভূমি, দক্ষিণ প্রদেশ ও
সমুদ্রতীর, মহানদী ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত
কনানীয়দের দেশে ও লিবানোনে প্রবেশ
৮ কর। দেখ, আমি সেই দেশ তোমা
দের সম্মুখে দিয়াছি ; তোমাদের পিতৃ-
পুরুষ অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবকে
এবং তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে
যে দেশ দিতে সদাপ্রভু দিব্য করিয়া-
ছিলেন, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ
করিয়া তাহা অধিকার কর।

৯ তৎকালে আমি তোমাদিগকে এই
কথা বলিয়াছিলাম, তোমাদের ভার
বহন করা একা আমার অসাধ্য।
১০ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের
বৃদ্ধি করিয়াছেন, আর দেখ, তোমরা
অদ্য আকাশের তারার ন্যায় বহুসংখ্যক
১১ হইয়াছ ; তোমরা যেরূপ আছ, তোমা-
দের পিতৃগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা
হইতে তোমাদের আরও সহস্র গুণ
বৃদ্ধি করুন, আর তোমাদিগকে যেরূপ

বলিয়াছেন, তদ্রূপ আশীর্ব্বাদ করুন। ১২ আমি কেমন করিয়া একা তোমাদের বোঝা, তোমাদের ভার ও তোমাদের ১৩ বিবাদ সহ্য করিতে পারি? তোমরা আপন আপন বংশের মধ্যে জ্ঞানবান্, বুদ্ধিমান্ ও পরিচিত লোকদিগকে মনোনীত কর, আমি তাহাদিগকে তোমাদের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিব। ১৪ তোমরা আমাকে উত্তর করিলে, বলিলে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করা ভাল। ১৫ তাই আমি তোমাদের বংশসমূহের প্রধান, জ্ঞানবান্ ও পরিচিত লোকদিগকে গ্রহণ করিয়া তোমাদের উপরে প্রধান, তোমাদের বংশানুসারে সহস্রপতি, শতপতি পঞ্চাশৎপতি, দশপতি ও কর্ম্মচারী ১৬ করিয়া নিযুক্ত করিলাম। আর তৎকালে তোমাদের বিচারকর্ত্তাদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম, তোমরা তোমাদের ভ্রাতাদের কথা শুনিয়া বাদীর ও তাহার ভ্রাতার কি সঙ্গবাসী বিদেশীর মধ্যে ন্যায্য বিচার ১৭ করিও। তোমরা বিচারে কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না; সমভাবে ক্ষুদ্র ও মহান্ উভয়ের কথা শুনিবে; মনুষ্যের মুখ দেখিয়া ভয় করিবে না, কেননা বিচার ঈশ্বরের; এবং যে কথা তোমাদের পক্ষে কঠিন, তাহা আমার ১৮ কাছে আনিবে, আমি তাহা শুনিব। সেই সময়ে তোমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয়ে আমি আজ্ঞা করিয়াছিলাম।

১৯ পরে আমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে হোরেব হইতে প্রস্থান করিলাম, এবং ইমোরীয়দের পর্ব্বতময় দেশে যাইবার পথে তোমরা সেই যে বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর প্রান্তর দেখিয়াছ, তাহার মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া কাদেশ-২০ বর্ণেয়ে পৌঁছিলাম। পরে আমি তোমাদিগকে কহিলাম, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, ইমোরীয়দের সেই পর্ব্বতময় দেশে ২১ তোমরা উপস্থিত হইলে। দেখ, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই দেশ তোমার সম্মুখে দিয়াছেন; তুমি আপন পিতৃপুরুষগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে উঠিয়া উহা অধিকার কর; ভীত ও নিরাশ হইও না।

২২ তখন তোমরা সকলে আমার নিকটে আসিয়া কহিলে, অগ্রে আমরা সে স্থানে লোক পাঠাই; তাহারা আমাদের জন্য দেশ অনুসন্ধান করুক, এবং আমাদিগকে কোন পথ দিয়া উঠিয়া যাইতে হইবে, ও কোন্ কোন্ নগরে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহার সংবাদ লইয়া আইসুক। ২৩ তখন আমি সে কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের প্রত্যেক বংশ হইতে এক এক জন করিয়া বারো জনকে গ্রহণ করিলাম। ২৪ পরে তাহারা যাত্রা করিয়া পর্ব্বতে উঠিল, এবং ইষ্কোল উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া ২৫ দেশ অনুসন্ধান করিল। আর সেই দেশের কতকগুলি ফল হস্তে লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া সংবাদ দিল, কহিল, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, সে উত্তম ২৬ দেশ। তথাপি তোমরা সেই স্থানে যাইতে অসম্মত হইলে; ও তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী ২৭ হইলে; আর আপন আপন তাম্বুতে বচসা করিয়া কহিলে, সদাপ্রভু আমাদিগকে ঘৃণা করিলেন বলিয়া আমরা যেন বিনষ্ট হই, তাই ইমোরীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে

মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনি-
২৮ লেন। আমরা কোথায় যাইতেছি? আমাদের ভ্রাতৃগণ আমাদের মনোভঙ্গ করিল, বলিল, আমাদের অপেক্ষা সেই জাতি মহৎ ও দীর্ঘকায়, এবং নগরগুলি অতি বৃহৎ ও গগনস্পর্শী প্রাচীরে বেষ্টিত; আরও সে স্থানে আমরা অনাকীয়দের সন্তানদিগকেও দেখিয়াছি।
২৯ তখন আমি তোমাদিগকে কহিলাম, উদ্বিগ্ন হইও না, তাহাদের হইতে ভীত
৩০ হইও না। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যিনি তোমাদের অগ্রগামী, তিনি মিসর দেশে তোমাদের চক্ষুর্গোচরে তোমাদের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, তদনুসারে তোমাদের জন্য যুদ্ধ করিবেন।
৩১ এই প্রান্তরেও তুমি তদ্রূপ দেখিয়াছ; যেহেতুক পিতা যেমন আপন পুত্রকে বহন করে, তেমনি এই স্থানে তোমাদের আগমন পর্য্যন্ত যে পথে তোমরা আসিয়াছ, সেই সমস্ত পথে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে বহন করিয়াছেন।
৩২ তথাপি এই কথায় তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলে
৩৩ না, যিনি তোমাদের শিবির রাখিবার স্থান অন্বেষণ করণার্থে যাত্রাকালে তোমাদের অগ্রগামী হইয়া রাত্রিতে অগ্নি দ্বারা ও দিবসে মেঘ দ্বারা তোমাদের গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিতেন।

৩৪ আর সদাপ্রভু তোমাদের বাক্যের রব শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, ও এই দিব্য
৩৫ করিলেন, আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছি, এই দুষ্ট বংশীয় মনুষ্যদের মধ্যে কেহই সেই উত্তম দেশ দেখিতে পাইবে না,
৩৬ কেবল যিফুন্নির পুত্র কালেব তাহা দেখিবে; এবং সে যে ভূমিতে পদার্পণ করিয়া আসিয়াছে, সেই ভূমি আমি তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে দিব; কেননা সে সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনু-
৩৭ গমন করিয়াছে। (সদাপ্রভু তোমাদের নিমিত্ত আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি আমাকে এই কথা কহিলেন, তুমিও
৩৮ সে স্থানে প্রবেশ করিবে না। তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান নূনের পুত্র যিহোশূয় সেই দেশে প্রবেশ করিবে; তুমি তাহাকেই আশ্বাস দেও, কেননা সে ইস্রায়েলকে তাহা অধিকার করাইবে।)
৩৯ আর ইহারা লুটিত হইবে, এই কথা তোমরা আপনাদের যে বালকগণের বিষয়ে কহিলে, এবং তোমাদের যে সন্তানগণের ভাল মন্দ জ্ঞান অদ্যাপি হয় নাই, তাহারাই সেই স্থানে প্রবেশ করিবে; তাহাদিগকেই আমি সেই দেশ দিব, এবং তাহারাই তাহা অধিকার
৪০ করিবে। কিন্তু তোমরা ফির, সূফসাগরের
৪১ পথ দিয়া প্রান্তরে গমন কর। তখন তোমরা উত্তর করিয়া আমাকে বলিলে, আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি; আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে উঠিয়া গিয়া যুদ্ধ করিব। পরে তোমরা প্রত্যেক জন যুদ্ধাস্ত্রে সসজ্জ হইলে, এবং পর্ব্বতে উঠা লঘু বিষয় মনে
৪২ করিলে। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি তাহাদিগকে বল, তোমরা উঠিও না, যুদ্ধ করিও না, কেননা আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী নহি; পাছে শত্রুদের
৪৩ সম্মুখে আহত হও। আমি তোমাদিগকে সেই কথা কহিলাম, কিন্তু তোমরা সে কথায় কান দিলে না; বরং সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী ও দুঃসাহসী হইয়া

৪৪ পর্ব্বতে উঠিতেছিলে। আর সেই পর্ব্বতবাসী ইমোরীয়েরা তোমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া, মধুমক্ষিকা যেমন করে, তেমনি তোমাদিগকে তাড়া করিল, এবং সেয়ীরে হর্মা পর্য্যন্ত আঘাত করিল।
৪৫ তখন তোমরা ফিরিয়া আসিলে ও সদাপ্রভুর কাছে রোদন করিলে; কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদের রবে কর্ণপাত করিলেন না, তোমাদের কথায় কান দিলেন না।
৪৬ আর তোমরা অবস্থিতি-কালানুসারে কাদেশে অনেক দিন বাস করিলে।

২ পরে সদাপ্রভু আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমরা ফিরিয়া সূফসাগরের পথে প্রান্তর দিয়া যাত্রা করিলাম, এবং অনেক দিন যাবৎ সেয়ীর পর্ব্বত
২ প্রদক্ষিণ করিলাম। পরে সদাপ্রভু
৩ আমাকে কহিলেন, তোমরা অনেক দিন এই পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতেছ; এখন
৪ উত্তরদিকে ফির। আর তুমি লোকসমূহকে এই আজ্ঞা কর, সেয়ীর-নিবাসী তোমাদের ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ এষৌ-সন্তানদের সীমার নিকট দিয়া তোমাদিগকে যাইতে হইবে, আর তাহারা তোমাদের হইতে ভীত হইবে; অতএব তোমরা
৫ অতি সাবধান হইবে। তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না, কেননা আমি তোমাদিগকে তাহাদের দেশের অংশ দিব না, এক পাদ পরিমিত ভূমিও দিব না; কেননা সেয়ীর পর্ব্বত অধিকারার্থে আমি
৬ এষৌকে দিয়াছি। তোমরা তাহাদের নিকটে টাকা দিয়া খাদ্য ক্রয় করিয়া ভোজন করিবে; ও টাকা দিয়া জলও
৭ ক্রয় করিয়া পান করিবে। কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তের সমস্ত কর্ম্মে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন; এই মহাপ্রান্তরে তোমার গমন তিনি জানেন; এই চল্লিশ বৎসর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী আছেন; তোমার কিছুরই অভাব হয় নাই।
৮ পরে আমরা অরাবা তলভূমির পথ হইতে, এলৎ ও ইৎসিয়োন-গেবর হইতে, সেয়ীর-নিবাসী আমাদের ভ্রাতৃগণ এষৌসন্তানদের সম্মুখ দিয়া গমন করিলাম। আর আমরা মোয়াবের প্রান্তরের পথে
৯ ফিরিয়া যাত্রা করিলাম। আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি মোয়াবীয়দিগকে ক্লেশ দিও না, এবং যুদ্ধ দ্বারা তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; কারণ আমি অধিকারার্থে তাহাদের দেশের কোন অংশ তোমাকে দিব না; কেননা আমি লোটের সন্তানগণকে আর্ নগর
১০ অধিকার করিতে দিয়াছি। (পূর্ব্বে ঐ স্থানে এমীয়েরা বাস করিত, তাহারা অনাকীয়দের ন্যায় মহৎ, বহুসংখ্যক ও
১১ দীর্ঘকায় জাতি। অনাকীয়দের ন্যায় তাহারাও রফায়ীয়দের মধ্যে গণিত, কিন্তু মোয়াবীয়েরা তাহাদিগকে এমীয় বলে।
১২ আর পূর্ব্বে হোরীয়েরাও সেয়ীরে বাস করিত, কিন্তু এষৌর সন্তানগণ তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত ও আপনাদের সম্মুখ হইতে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্থানে বাস করিল; যেমন ইস্রায়েল সদাপ্রভুর দত্ত
১৩ আপন অধিকার-ভূমিতে করিল।) এক্ষণে তোমরা উঠ সেরদ নদী পার হও।
১৪ তখন আমরা সেরদ নদী পার হইলাম। কাদেশ-বর্ণেয় অবধি সেরদ নদী পার হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের যাত্রাকাল আটত্রিশ বৎসর ব্যাপী; সেই সময়ের মধ্যে শিবিরের মধ্য হইতে তৎকালীন যোদ্ধৃগণ সকলে উচ্ছিন্ন হইল, যেমন সদাপ্রভু

তাহাদের সম্বন্ধে শপথ করিয়াছিলেন।
১৫ আবার শিবিরের মধ্য হইতে তাহাদিগকে নিঃশেষে লোপ করণার্থে সদাপ্রভুর হস্ত
১৬ তাহাদের বিরুদ্ধে ছিল। সেই সমস্ত যোদ্ধা মরিয়া লোকদের মধ্য হইতে
১৭ উচ্ছিন্ন হইলে পর সদাপ্রভু আমাকে
১৮ কহিলেন, অদ্য তুমি মোয়াবের সীমা
১৯ অর্থাৎ আর পার হইতেছ; যখন তুমি অম্মোন-সন্তানগণের সম্মুখে উপস্থিত হও, তখন তাহাদিগকে ক্লেশ দিও না, তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; কারণ আমি তোমাকে অধিকারার্থে অম্মোন-সন্তানদের দেশের অংশ দিব না, কেননা আমি লোটের সন্তানগণকে তাহা অধি-
২০ কার করিতে দিয়াছি। (সেই দেশও রফায়ীয়দের দেশ বলিয়া গণিত; রফায়ীয়েরা পূর্ব্বকালে সে স্থানে বাস করিত; কিন্তু অম্মোনীয়েরা তাহাদিগকে সম্-
২১ সুম্মীয় বলে। তাহারা অনাকীয়দের ন্যায় মহৎ, বহুসংখ্যক ও দীর্ঘকায় এক জাতি ছিল, কিন্তু সদাপ্রভু উহাদের সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন; আর উহারা তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের স্থানে বসতি করিল।
২২ তিনি সেয়ীর-নিবাসী এষৌর সন্তানগণের নিমিত্তও তদ্রূপ কর্ম্ম করিলেন, ফলতঃ তাহাদের সম্মুখ হইতে হোরীয়দিগকে বিনষ্ট করিলেন, তাহাতে উহারা তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া অদ্যাপি
২৩ তাহাদের স্থানে বাস করিতেছে। আর অব্বীয়গণ, যাহারা ঘসা পর্য্যন্ত গ্রামসমূহে বাস করিত, তাহাদিগকে কপ্তোর হইতে আগত কপ্তোরীয়েরা বিনষ্ট করিয়া
২৪ তাহাদের স্থানে বাস করিল।) তোমরা উঠ, যাত্রা কর, অর্ণোন উপত্যকা পার হও; দেখ, আমি হিষ্‌বোনের রাজা ইমোরীয় সীহোনকে ও তাহার দেশ তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তুমি উহা অধিকার করিতে আরম্ভ কর, ও যুদ্ধ দ্বারা তাহার সহিত বিরোধ কর।
২৫ অদ্যাবধি আমি সমস্ত আকাশমণ্ডলের নীচে স্থিত জাতিগণের উপরে তোমা হইতে আশঙ্কা ও ভয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করিব; তাহারা তোমার সমাচার পাইবে, ও তোমার ভয়ে কম্পমান ও ব্যথিত হইবে।

২৬ পরে আমি কদেমোৎ প্রান্তর হইতে হিষ্‌বোনের রাজা সীহোনের নিকটে দূত দ্বারা এই শান্তির বাক্য বলিয়া পাঠাই-
২৭ লাম, তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে দেও, আমি পথ ধরিয়াই যাইব, দক্ষিণে কি বামে ফিরিব না।
২৮ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, আমরা যর্দ্দন পার হইয়া যাবৎ সেই দেশে উপস্থিত না হই, তাবৎ তুমি টাকা লইয়া আমাকে ভোজনার্থ খাদ্য দিবে, ও টাকা লইয়া পানার্থক জল দিবে; আমি কেবল পদব্রজে পার
২৯ হইয়া যাইব; সেয়ীর-নিবাসী এষৌ-সন্তানগণ ও আর-নিবাসী মোয়াবীয়েরাও আমার
৩০ প্রতি সেইরূপ করিয়াছে। কিন্তু হিষ্‌বোনের রাজা সীহোন তাঁহার নিকট দিয়া যাইবার অনুমতি আমাদিগকে দেন নাই, কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁহার মন কঠিন করিলেন ও তাঁহার হৃদয় শক্ত করিলেন, যেন তোমার হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করেন, যেমন অদ্য পর্য্যন্ত
৩১ রহিয়াছে। আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি সীহোনকে ও তাহার দেশকে তোমার সম্মুখে দিতে আরম্ভ

করিলাম ; তুমিও তাহার দেশ অধিকারার্থে লইতে আরম্ভ কর। ৩২ তখন সীহোন ও তাঁহার সমস্ত প্রজা আমাদের প্রতিকূলে বাহির হইয়া যহসে ৩৩ যুদ্ধ করিতে আসিলেন। আর আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের সম্মুখে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন ; আমরা তাঁহাকে, তাঁহার পুত্রগণকে ও সমস্ত প্রজাকে ৩৪ আঘাত করিলাম। আর সেই সময়ে তাঁহার সমস্ত নগর হস্তগত করিলাম, এবং স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা শুদ্ধ সমস্ত বসতি-নগর নিঃশেষে বিনষ্ট করিলাম ; ৩৫ কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলাম না ; কেবল পশুগণকে ও যে যে নগর হস্তগত করিয়াছিলাম, তাহার লুটিত বস্তু সকল আমরা ৩৬ আপনাদের জন্য গ্রহণ করিলাম। অর্ণোন উপত্যকার সীমাস্থ অরোয়ের অবধি ও উপত্যকার মধ্যস্থিত নগর অবধি গিলিয়দ পর্য্যন্ত এক নগরও আমাদের অজেয় হইল না ; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু সে সমস্ত আমাদের সম্মুখে দিলেন। ৩৭ কেবল অম্মোন-সন্তানদের দেশ, যব্বোক নদীর পার্শ্বস্থ সকল প্রদেশ ও পর্ব্বতময় দেশস্থ নগর সকল, এবং যে কোন স্থানের বিষয়ে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই সকলের নিকটে তুমি উপস্থিত হইলে না।

৩ পরে আমরা ফিরিয়া বাশনের পথে উঠিয়া চলিলাম ; তাহাতে বাশনের রাজা ওগ এবং তাঁহার সমস্ত প্রজা আমাদের সহিত যুদ্ধ করণার্থে বাহির ২ হইয়া ইদ্রিয়ীতে আসিলেন। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি উহাকে ভয় করিও না, কেননা আমি উহাকে, উহার সমস্ত প্রজাকে ও উহার দেশ তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম ; তুমি যেমন হিষ্‌বোন-নিবাসী ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের প্রতি করিয়াছ, তেমনি ৩ উহার প্রতিও করিবে। এইরূপে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু বাশনের রাজা ওগকে ও তাঁহার সমস্ত প্রজাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন ; তাহাতে আমরা তাঁহাকে এমন আঘাত করিলাম যে, তাঁহার কেহ অবশিষ্ট থাকিল ৪ না। সেই সময়ে আমরা তাঁহার সমস্ত নগর হস্তগত করিলাম ; এমন এক নগরও থাকিল না, যাহা তাহাদের হইতে লই নাই ; ষষ্টি নগর, অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল, বাশনস্থ ওগের রাজ্য ৫ লইলাম। সেই সমস্ত নগর উচ্চ প্রাচীর, দ্বার ও অর্গল দ্বারা সুরক্ষিত ছিল ; আর প্রাচীরবিহীন অনেক নগরও ৬ ছিল। আমরা হিষ্‌বোনের রাজা সীহোনের প্রতি যেমন করিয়াছিলাম, সেইরূপ তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলাম, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা শুদ্ধ তাহাদের সমস্ত বসতি নগর বিনষ্ট ৭ করিলাম। কিন্তু তাহাদের সমস্ত পশু ও নগরের দ্রব্যাদি লুট করিয়া আপনাদের ৮ জন্য গ্রহণ করিলাম। সেই সময়ে আমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ ইমোরীয়দের দুই রাজার হস্ত হইতে অর্ণোন উপত্যকা অবধি হর্ম্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ৯ হস্তগত করিলাম। (সীদোনীয়েরা ঐ হর্ম্মোণকে সিরিয়োণ বলে, এবং ইমোরী- ১০ য়েরা তাহাকে সনীর বলে।) আমরা সমভূমির সমস্ত নগর, সল্‌খা ও ইদ্রিয়ী পর্য্যন্ত সমস্ত গিলিয়দ এবং সমস্ত বাশন, বাশনস্থিত ওগ-রাজ্যের নগরসমূহ হস্তগত ১১ করিলাম। (ফলতঃ অবশিষ্ট রফায়ীয়দের

মধ্যে কেবল বাশনের রাজা ওগ মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন ; দেখ, তাঁহার খট্টা লৌহময় ; তাহা কি অম্মোন-সন্তানগণের রব্বা নগরে নাই ? মনুষ্যের হস্তের পরিমাণানুসারে তাহা দীর্ঘে নয় হস্ত ও প্রস্থে চারি হস্ত।)

১২ সেই সময়ে আমরা এই দেশ অধিকার করিলাম ; অর্ণোন উপত্যকাস্থ অরোয়েরের অবধি, এবং পর্ব্বতময় গিলিয়দ দেশের অর্দ্ধেক ও তথাকার নগর সকল রূবেণীয় ১৩ ও গাদীয়দিগকে দিলাম। আর গিলিয়দের অবশিষ্ট অংশ ও সমস্ত বাশন অর্থাৎ ওগের রাজ্য, সমস্ত বাশনের সহিত অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল আমি মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে দিলাম। (তাহাই ১৪ রফায়ীয় দেশ বলিয়া বিখ্যাত। মনঃশির সন্তান যায়ীর গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্য্যন্ত অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল লইয়া আপন নামানুসারে বাশন দেশের সেই সকল স্থানের নাম হবোৎ-যায়ীর রাখিল ; অদ্য পর্য্যন্ত [সেই নাম চলিত ১৫ আছে]।) আর আমি মাখীরকে গিলিয়দ ১৬ দিলাম। আর গিলিয়দ হইতে অর্ণোন উপত্যকা পর্য্যন্ত, উপত্যকার মধ্যস্থান ও তৎপরিসীমা, এবং অম্মোন-সন্তানগণের ১৭ সীমা যব্বোক নদী পর্য্যন্ত ; আর অরাবা তলভূমি, যর্দ্দন ও তৎপরিসীমা, কিন্নেরৎ হইতে অরাবার সমুদ্র, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে পিস্‌গা-পার্শ্বের নীচে লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত ১৮ রূবেণীয় ও গাদীয়দিগকে দিলাম। আর সেই সময়ে তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে এই দেশ তোমাদিগকে দিয়াছেন। তোমাদের সমস্ত যোদ্ধা সসজ্জ হইয়া তোমাদের ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে ১৯ পার হইয়া যাইবে। আমি তোমাদিগকে যে সকল নগর দিলাম, তোমাদের সেই সকল নগরে তোমাদের স্ত্রীলোক, বালকবালিকা ও পশুগণ বাস করিবে ; আমি জানি, তোমাদের অনেক পশু ২০ আছে। পরে সদাপ্রভু তোমাদের ভ্রাতৃগণকে তোমাদের ন্যায় বিশ্রাম দিলে, যর্দ্দনের ওপারে যে দেশ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে দিতেছেন, তাহারাও সেই দেশ অধিকার করিবে ; তখন তোমরা প্রত্যেকে আমার দত্ত আপন আপন অধিকারে ফিরিয়া আসিবে।

২১ আর সেই সময়ে আমি যিহোশূয়কে আজ্ঞা করিলাম, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই দুই রাজার প্রতি যাহা করিয়াছেন, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ ; তুমি পার হইয়া যে যে রাজ্যের বিরুদ্ধে যাইবে, সে সমস্ত রাজ্যের প্রতি সদাপ্রভু ২২ তদ্রূপ করিবেন। তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না ; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমাদের জন্য যুদ্ধ করিবেন।

২৩ সেই সময়ে আমি সদাপ্রভুকে সাধ্য-২৪ সাধনা করিয়া কহিলাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আপন দাসের কাছে আপন মহিমা ও বলবান হস্ত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে ; তোমার কার্য্যের মত কার্য্য ও তোমার বিক্রম-কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিতে পারে, স্বর্গে কি পৃথিবীতে ২৫ এমন ঈশ্বর কে আছে ? বিনয় করি, আমাকে ওপারে গিয়া যর্দ্দনপারস্থ সেই উত্তম দেশ, সেই রমণীয় গিরিপ্রদেশ ও ২৬ লিবানোন দেখিতে দেও। কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদের জন্য আমার প্রতিকূলে

ক্রুদ্ধ হওয়াতে আমার কথা শুনিলেন না ; সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তোমার পক্ষে এই যথেষ্ট, এ বিষয়ের কথা ২৭ আমাকে আর বলিও না। পিস্‌গার শৃঙ্গে উঠ, এবং পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত কর ; আপন চক্ষে নিরীক্ষণ কর, কেননা তুমি এই ২৮ যর্দ্দন পার হইতে পাইবে না। কিন্তু তুমি যিহোশূয়কে আজ্ঞা কর, তাহাকে আশ্বাস দেও, এবং তাহাকে বীর্য্যবান্ কর, কেননা সে এই লোকদের অগ্রগামী হইয়া পার হইবে, আর যে দেশ তুমি দেখিবে, সেই দেশ সে তাহাদিগকে ২৯ অধিকার করাইবে। এইরূপে আমরা বৈৎ-পিয়োরের সম্মুখস্থিত উপত্যকায় বাস করিলাম।

৪ এক্ষণে, হে ইস্রায়েল, আমি যে যে বিধি ও শাসন পালন করিতে তোমাদিগকে শিক্ষা দিই, তাহা শ্রবণ কর ; যেন তোমরা বাঁচিতে পার, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার ২ করিতে পার। আমি তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করি, সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহার কিছু হ্রাস করিবে না। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আদেশ করিতেছি, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই সকল ৩ আজ্ঞা পালন করিবে। বাল-পিয়োরের বিষয়ে সদাপ্রভু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ ; ফলতঃ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বাল-পিয়োরের অনুগামী প্রত্যেক জনকে তোমার মধ্য ৪ হইতে বিনষ্ট করিয়াছিলেন ; কিন্তু তোমরা যত লোক তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আসক্ত ছিলে, সকলেই অদ্য ৫ জীবিত আছ। দেখ, আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে সেইরূপ বিধি ও শাসন শিক্ষা দিয়াছি ; যেন, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশের মধ্যে তদনুসারে ৬ ব্যবহার কর। অতএব তোমরা সে সমস্ত মান্য করিও, ও পালন করিও ; কেননা জাতি সকলের সমক্ষে তাহাই তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিস্বরূপ হইবে ; এই সকল বিধি শুনিয়া তাহারা বলিবে, সত্যই, এই মহাজাতি জ্ঞানবান্ ও ৭ বুদ্ধিমান্ লোক ; কেননা কোন্ বড় জাতির এমন নিকটবর্ত্তী ঈশ্বর আছেন, যেমন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ? যখনই আমরা তাঁহাকে ডাকি, তিনি নিকটবর্ত্তী। ৮ আর আমি অদ্য তোমাদের সাক্ষাতে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তাহার মত যথার্থ বিধি ও শাসন কোন্ বড় জাতির ৯ আছে ? কিন্তু তুমি নিজের বিষয়ে সাবধান, তোমার প্রাণের বিষয়ে অতি সাবধান থাক ; পাছে তুমি যে সকল ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছ, তাহা ভুলিয়া যাও ; আর পাছে জীবন থাকিতে তোমার হৃদয় হইতে তাহা লুপ্ত হয় ; তুমি আপন পুত্র পৌত্রদিগকে তাহা ১০ শিক্ষা দেও। সেই দিন, যে দিন তুমি হোরেবে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলে, সেই দিন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার নিকটে লোকদিগকে একত্র কর, আমি আপন বাক্য সকল তাহাদিগকে শুনাইব ; তাহারা পৃথিবীতে যত দিন জীবিত থাকে,

তত দিন যেন আমাকে ভয় করে, এই বিষয় তাহারা শিখিবে, এবং আপন ১১ সন্তানগণকেও শিখাইবে। তাহাতে তোমরা নিকটবর্ত্তী হইয়া পর্ব্বতের তলে দাঁড়াইয়াছিলে; এবং সেই পর্ব্বত গগনের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অগ্নিতে জ্বলিতেছিল, অন্ধকার, মেঘ ও ঘোর তিমির ১২ ব্যাপ্ত ছিল। তখন অগ্নির মধ্য হইতে সদাপ্রভু তোমাদের কাছে কথা কহিলেন; তোমরা বাক্যের রব শুনিতেছিলে, কিন্তু কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে না, কেবল ১৩ রব হইতেছিল। আর তিনি আপনার যে নিয়ম পালন করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, সেই নিয়ম অর্থাৎ দশ আজ্ঞা তোমাদিগকে আদেশ করিলেন, এবং দুইখান প্রস্তরফলকে লিখিলেন।

১৪ তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে তোমাদের পালনীয় বিধি ও শাসন সকল তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে সদাপ্রভু সেই ১৫ সময়ে আমাকে আজ্ঞা করিলেন। যে দিন সদাপ্রভু হোরেবে অগ্নির মধ্য হইতে তোমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই দিন তোমরা কোন মূর্ত্তি দেখ নাই; অতএব আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও; ১৬ পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য কোন আকারের মূর্ত্তিতে ক্ষোদিত ১৭ প্রতিমা নির্ম্মাণ কর, পাছে পুরুষের বা স্ত্রীর প্রতিকৃতি, পৃথিবীস্থ কোন পশুর প্রতিকৃতি, আকাশে উড্ডীয়মান কোন পক্ষীর প্রতিকৃতি, ভূচর কোন ১৮ সরীসৃপের প্রতিকৃতি, অথবা ভূমির নীচস্থ জলচর কোন জন্তুর প্রতিকৃতি ১৯ নির্ম্মাণ কর আর আকাশের প্রতি চক্ষু তুলিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও তারা, আকাশের সমস্ত বাহিনী দেখিলে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহাদিগকে সমস্ত আকাশমণ্ডলের নীচে স্থিত সমস্ত জাতির জন্য বণ্টন করিয়াছেন, পাছে ভ্রান্ত হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর ও ২০ তাহাদের সেবা কর। কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, লৌহের হাফর হইতে, মিসর হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার অধিকারস্বরূপ প্রজা হও, যেমন ২১ অদ্য আছ। আর তোমাদের জন্য সদাপ্রভু আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া এই দিব্য করিয়াছেন যে, তিনি আমাকে যর্দ্দন পার হইতে দিবেন না, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ অধিকারার্থে দিতেছেন, সেই উত্তম দেশে আমাকে প্রবেশ করিতে দিবেন ২২ না। বাস্তবিক এই দেশেই আমাকে মরিতে হইবে; আমি যর্দ্দন পার হইয়া যাইব না; কিন্তু তোমরা পার হইয়া সেই উত্তম দেশ অধিকার করিবে। ২৩ তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাইও না, কোন বস্তুর মূর্ত্তিবিশিষ্ট ক্ষোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না; উহা তোমার ঈশ্বর ২৪ সদাপ্রভুর নিষিদ্ধ। কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ; তিনি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর।

২৫ সেই দেশে পুত্র পৌত্রগণের জন্ম দিয়া বহুকাল বাস করিলে পর যদি তোমরা ভ্রষ্ট হও, ও কোন বস্তুর মূর্ত্তিবিশিষ্ট ক্ষোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ কর,

এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহা করিয়া তাঁহাকে অসন্তুষ্ট ২৬ কর; তবে, আমি অদ্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যর্দ্দন পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশ হইতে শীঘ্র নিঃশেষে বিনষ্ট হইবে, তথায় বহুকাল অবস্থিতি করিবে না, কিন্তু নিঃশেষে ২৭ উচ্ছিন্ন হইবে। আর সদাপ্রভু জাতিগণের মধ্যে তোমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন; যেখানে সদাপ্রভু তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, সেই জাতিগণের মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক হইয়া অবশিষ্ট ২৮ থাকিবে। আর তোমরা সেখানে মনুষ্যের হস্তকৃত দেবগণের—দর্শনে, শ্রবণে, ভোজনে ও আঘ্রাণে অসমর্থ কাষ্ঠ ও ২৯ প্রস্তরখণ্ডের—সেবা করিবে। কিন্তু সেখানে থাকিয়া যদি তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, তবে তাঁহার উদ্দেশ পাইবে; সমস্ত হৃদয়ের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার অন্বেষণ ৩০ করিলেই পাইবে। যখন তোমার সঙ্কট উপস্থিত হয়, এবং এই সমস্ত তোমার প্রতি ঘটে, তখন সেই ভাবী কালে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবে, ও ৩১ তাঁহার রবে অবধান করিবে। কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কৃপাময় ঈশ্বর; তিনি তোমাকে ত্যাগ করিবেন না, তোমাকে বিনাশ করিবেন না, এবং দিব্য দ্বারা তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাইবেন ৩২ না। কারণ, পৃথিবীতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনুষ্যের সৃষ্টিদিনাবধি তোমার পূর্ব্বে যে কাল গিয়াছে, সেই পুরাতন কালকে এবং আকাশমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তকে জিজ্ঞাসা কর, এই মহাকার্য্যের তুল্য কার্য্য কি আর কখনও হইয়াছে? ৩৩ কিম্বা এমন কি শুনা গিয়াছে? তোমার মত কি আর কোন জাতি অগ্নির মধ্য হইতে বাক্যবাদী ঈশ্বরের রব শুনিয়া ৩৪ বাঁচিয়াছে? কিম্বা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু মিসরে তোমাদের সাক্ষাতে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, ঈশ্বর কি তদনুসারে গিয়া পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ, চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ, যুদ্ধ, বলবান্ হস্ত, বিস্তারিত বাহু ও ভয়ঙ্কর মহামহাকর্ম্ম দ্বারা অন্য জাতির মধ্য হইতে আপনার জন্য এক জাতি গ্রহণ ৩৫ করিতে উপক্রম করিয়াছেন? সদাপ্রভুই ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই, ইহা যেন তুমি জ্ঞাত হও, তন্নিমিত্তে ঐ সকল ৩৬ তোমাকেই প্রদর্শিত হইল। উপদেশ দিবার জন্য তিনি স্বর্গ হইতে তোমাকে আপন রব শুনাইলেন, ও পৃথিবীতে তোমাকে আপন মহা অগ্নি দেখাইলেন, এবং তুমি অগ্নির মধ্য হইতে তাঁহার বাক্য ৩৭ শুনিতে পাইলে। তিনি তোমার পিতৃপুরুষদিগকে প্রেম করিতেন, তাই তাঁহাদের পরে তাঁহাদের বংশকেও মনোনীত করিলেন, এবং আপন শ্রীমুখ ও মহাপরাক্রম দ্বারা তোমাকে মিসর দেশ হইতে ৩৮ বাহির করিয়া আনিলেন; যেন তোমা অপেক্ষা মহান্ ও বিক্রমী জাতিদিগকে তোমার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া তাহাদের দেশে তোমাকে প্রবেশ করান, ও অধিকারার্থে তোমাকে সে দেশ দেন, যেমন ৩৯ অদ্য [দেখিতেছ]। অতএব অদ্য জ্ঞাত হও, মনে রাখ যে, উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে সদাপ্রভুই ঈশ্বর, অন্য ৪০ কেহ নাই। আর তোমার মঙ্গল ও তোমার ভাবী সন্তানগণের মঙ্গল যেন

হয়, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে ভূমি চিরকালের জন্য দিতেছেন, তাহার উপরে যেন তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়, এই জন্য আমি তাঁহার যে সকল বিধি ও আজ্ঞা অদ্য তোমাকে আদেশ করিলাম, তাহা পালন করিও।

৪১ তৎকালে মোশি যর্দ্দনের পারে সূর্য্যোদয়ের দিকে তিনটী নগর পৃথক করিলেন; ৪২ যেন নরহন্তা সেখানে পলায়ন করিতে পারে; যে কেহ আপন প্রতিবাসীকে পূর্ব্বে দ্বেষ না করিয়া অজ্ঞানতঃ বধ করে, সে যেন এই সকলের মধ্যে কোন নগরে ৪৩ পলাইয়া বাঁচিতে পারে; নগর তিনটী এই এই, রূবেণীয়দের জন্য সমভূমিতে প্রান্তরস্থ বেৎসর, গাদীয়দের জন্য গিলিয়দস্থিত রামোৎ, এবং মনঃশীয়দের জন্য বাশনস্থিত গোলন।

মোশির দ্বিতীয় বক্তৃতা।

দশ আজ্ঞার পুনরুক্তি।

৪৪ মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে এই ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন; ৪৫ মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিলে মোশি যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে, বৈৎ-পিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে, হিষ্‌বোন-নিবাসী ইমোরীয় রাজা সীহোনের দেশে ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে এই সকল প্রমাণবাক্য, বিধি ও শাসন বিবৃত করিয়াছিলেন। ৪৬ মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিলে মোশি ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেই রাজাকে ৪৭ আঘাত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার ও বাশনের রাজা ওগের দেশ, যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয়ের দিকে ইমোরীয়দের ৪৮ এই দুই রাজার দেশ, অর্ণোন উপত্যকার সীমাস্থ অরোয়েরর অবধি সীওন পর্ব্বত ৪৯ অর্থাৎ হর্ম্মোণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ, এবং পিস্‌গা-পার্শ্বের অধঃস্থিত অরাবা তলভূমির সমুদ্র পর্য্যন্ত যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ সমস্ত অরাবা তলভূমি অধিকার করিয়াছিলেন।

৫ তখন মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে ডাকিলেন, ও তাহাদিগকে কহিলেন, হে ইস্রায়েল, আমি তোমাদের কর্ণগোচরে অদ্য যে সকল বিধি ও শাসন বলি, সে সকল শুন, তোমরা তাহা শিক্ষা কর, ও ২ যত্নপূর্ব্বক পালন কর। আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হোরেবে আমাদের সহিত এক ৩ নিয়ম করিয়াছেন। সদাপ্রভু আমাদের পিতৃপুরুষদের সহিত সেই নিয়ম করেন নাই, কিন্তু অদ্য এই স্থানে সকলে জীবিত আছি যে আমরা, আমাদেরই সহিত ৪ করিয়াছেন। সদাপ্রভু পর্ব্বতে অগ্নির মধ্য হইতে তোমাদের সহিত সম্মুখাসম্মুখি ৫ হইয়া কথা বলিলেন। সেই সময়ে আমিই তোমাদিগকে সদাপ্রভুর বাক্য জ্ঞাত করিবার জন্য সদাপ্রভুর ও তোমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলাম; কেননা অগ্নি হইতে ভীত হওয়াতে তোমরা পর্ব্বতে উঠ নাই। তিনি বলিলেন,

৬ আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন।

৭ আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।

৮ তুমি আপনার নিমিত্তে ক্ষোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলে, যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ৯ করিও না; তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা

করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর; আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপরে বর্ত্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের ১০ তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তাই; কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে, ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে, আমি তাহাদের সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়া করি।

১১ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না।

১২ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে বিশ্রামদিন পালন করিয়া পবিত্র করিও। ১৩ ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত ১৪ কার্য্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন; সেই দিন তুমি, কি তোমার পুত্র, কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার গোরু, কি গর্দ্দভ, কি অন্য কোন পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না; তোমার দাস ও তোমার দাসী যেন তোমার ১৫ ন্যায় বিশ্রাম পায়। স্মরণে রাখিও, মিসর দেশে তুমি দাস ছিলে, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বলবান্ হস্ত ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা তথা হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন; এই জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বিশ্রামদিন পালন করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন।

১৬ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও; যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয় ও তুমি মঙ্গল প্রাপ্ত হও।

১৭ নরহত্যা করিও না।

১৮ ব্যভিচার করিও না।

১৯ চুরি করিও না।

২০ তুমি প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

২১ তোমার প্রতিবাসীর স্ত্রীতে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর গৃহে কি ক্ষেত্রে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিম্বা তাহার গোরুতে কি গর্দ্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।

২২ সদাপ্রভু পর্ব্বতে অগ্নির, মেঘের ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতে তোমাদের সমস্ত সমাজের নিকটে এই সমস্ত বাক্য মহারবে বলিয়াছিলেন, আর কিছুই বলেন নাই। পরে তিনি এই সমস্ত কথা দুইখান প্রস্তরফলকে লিখিয়া আমাকে ২৩ দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তোমরা অন্ধকারের মধ্য হইতে সেই রব শুনিতে পাইলে, এবং অগ্নিতে পর্ব্বত জ্বলিতেছিল, তখন তোমরা, তোমাদের বংশাধ্যক্ষগণ ও প্রাচীনগণ সকলে আমার নিকটে ২৪ আসিয়া কহিলে, দেখ, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের কাছে আপন প্রতাপ ও মহিমা প্রদর্শন করিলেন, এবং আমরা অগ্নির মধ্য হইতে তাঁহার রব শুনিতে পাইলাম; মনুষ্যের সহিত ঈশ্বর কথা কহিলেও সে বাঁচিতে পারে, ইহা আমরা ২৫ অদ্য দেখিলাম। কিন্তু আমরা এখন কেন মরিব? ঐ মহা-অগ্নি ত আমাদিগকে গ্রাস করিবে; আমরা যদি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব আবার শুনি, তবে ২৬ মারা পড়িব। কেননা যাহারা মাংসময়, তাহাদের মধ্যে এমন কে আছে যে,

আমাদের স্থায় অগ্নির মধ্য হইতে বাক্য-বাদী জীবৎ ঈশ্বরের রব শুনিয়া বাঁচি-
২৭ য়াছে? তুমিই নিকটে গিয়া আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে সমস্ত কথা কহেন, তাহা শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত কথা তুমি আমাদিগকে বলিও; আমরা তাহা শুনিয়া পালন করিব।

২৮ তোমরা যখন আমাকে এই কথা কহিলে, তখন সদাপ্রভু তোমাদের সেই বাক্যের রব শুনিলেন; আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, এই লোকেরা তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছে, সেই বাক্যের রব আমি শুনিলাম; উহারা যাহা যাহা বলিয়াছে, সে সমস্ত ভালই
২৯ বলিয়াছে। আহা, সর্ব্বদা আমাকে ভয় করিতে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করিতে যদি উহাদের এইরূপ মন থাকে, তবে উহাদের ও উহাদের সন্তানদের
৩০ চিরস্থায়ী মঙ্গল হইবে। তুমি যাও, উহাদিগকে আপন আপন তাম্বুতে ফিরিয়া
৩১ যাইতে বল। কিন্তু তুমি আমার নিকটে এই স্থানে দাঁড়াও, তুমি উহাদিগকে যাহা যাহা শিক্ষা দিবে, আমি তোমাকে সেই সমস্ত আজ্ঞা, বিধি ও শাসন বলিয়া দিই; যেন আমি যে দেশ অধিকারার্থে উহাদিগকে দিতেছি, সেই দেশে উহারা
৩২ তাহা পালন করে। অতএব তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যেমন আজ্ঞা করিলেন, তাহা যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে, তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিবে না।
৩৩ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে যে পথে চলিবার আজ্ঞা দিলেন, সেই সমস্ত পথে চলিবে; যেন তোমরা বাঁচিতে পার ও তোমাদের মঙ্গল হয়, এবং যে দেশ তোমরা অধিকার করিবে, তথায় তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু হয়।

আজ্ঞাবহ হইতে অনুরোধ।

৬ তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে এই অজ্ঞা, ও এই এই বিধি ও শাসন আদেশ করিয়াছেন; যেন তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পার হইয়া যাইতেছ,
২ সেই দেশে সে সমস্ত পালন কর; যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিয়া তুমি, তোমার পুত্র ও তোমার পৌত্রাদি যাবজ্জীবন আমার আজ্ঞাপিত তাঁহার এই আজ্ঞা ও বিধি সকল পালন কর, এইরূপে যেন তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়।
৩ অতএব হে ইস্রায়েল, শুন, এ সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পালন করিও, তাহাতে তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে দুগ্ধমধু-প্রবাহী দেশে তোমার মঙ্গল হইবে ও তোমরা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইবে।

৪ হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর
৫ সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন
৬ ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে। আর এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক।
৭ আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানগণকে এ সকল যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবে, এবং গৃহে বসিবার কিম্বা পথে চলিবার সময়ে এবং শয়ন কিম্বা গাত্রো-ত্থান কালে ঐ সমস্তের কথোপকথন
৮ করিবে। আর তোমার হস্তে চিহ্নস্বরূপে সে সকল বাঁধিয়া রাখিবে, ও সে সকল

ভূষণস্বরূপে তোমার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে ৯ থাকিবে। আর তোমার গৃহদ্বারের কপালে ও তোমার বহির্দ্বারে তাহা লিখিয়া রাখিবে।

১০ তোমার পিতৃপুরুষ অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের কাছে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি তোমাকে উপস্থিত করিলে পর তুমি যাহা গাঁথ নাই, এমন বৃহৎ বৃহৎ ও ১১ সুন্দর সুন্দর নগর, এবং যাহাতে কিছুই সঞ্চয় কর নাই, উত্তম উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ এমন সকল গৃহ, ও যাহা খুদ নাই, এমন সকল খনিত কূপ, এবং যাহা প্রস্তুত কর নাই, এমন সকল দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতক্ষেত্র পাইয়া যখন তুমি ভোজন ১২ করিয়া তৃপ্ত হইবে, তৎকালে আপনার বিষয়ে সাবধান থাকিও, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই সদাপ্রভুকে ১৩ ভুলিয়া যাইও না। তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে, তাঁহারই সেবা করিবে, ও তাঁহারই নাম লইয়া দিব্য ১৪ করিবে। তোমরা অন্য দেবগণের, চারিদিকের জাতিদের দেবগণের অনুগামী ১৫ হইও না; কেননা তোমার মধ্যবর্ত্তী তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। সাবধান, পাছে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ক্রোধ তোমার প্রতিকূলে প্রজ্বলিত হয়, আর তিনি ভূমণ্ডল হইতে তোমাকে উচ্ছিন্ন করেন।

১৬ তোমরা মঃসাতে যেমন করিয়াছিলে, তেমনি আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ১৭ পরীক্ষা করিও না। তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আদিষ্ট আজ্ঞা, প্রমাণবাক্য ও বিধি সকল যত্নপূর্ব্বক পালন ১৮ করিবে। আর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য ও উত্তম, তাহাই করিবে, যেন তোমার মঙ্গল হয়; এবং সদাপ্রভু যে দেশের বিষয়ে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে এই দিব্য করিয়াছেন যে, তিনি তোমার সম্মুখ হইতে তোমার সমুদয় শত্রু ১৯ দূরীকৃত করিবেন, যেন তুমি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই উত্তম দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিতে পার।

২০ ভাবী কালে যখন তোমার সন্তান জিজ্ঞাসা করিবে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে সকল প্রমাণবাক্য, বিধি ও শাসন দিয়াছেন, সে সকল কি? ২১ তখন তুমি আপন সন্তানকে বলিবে, আমরা মিসর দেশে ফরৌণের দাস ছিলাম, আর সদাপ্রভু বলবান্ হস্ত দ্বারা মিসর হইতে আমাদিগকে বাহির ২২ করিয়া আনিলেন; এবং আমাদের সাক্ষাতে সদাপ্রভু মিসরে, ফরৌণে ও তাঁহার সমস্ত কুলে মহৎ ও ক্লেশদায়ক নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইলেন। ২৩ আর তিনি আমাদিগকে তথা হইতে বাহির করিয়া আনিলেন, যেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয় দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশ আমাদিগকে দিবার জন্য তথায় পৌঁছাইয়া ২৪ দেন। আর সদাপ্রভু আমাদিগকে এই সমস্ত বিধি পালন করিতে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিতে আজ্ঞা করিলেন, যেন যাবজ্জীবন আমাদের মঙ্গল হয়, আর তিনি অদ্যকার মত যেন ২৫ আমাদিগকে জীবিত রাখেন। আর আমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহার সম্মুখে এই সমস্ত

বিধি যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে আমাদের ধার্ম্মিকতা হইবে।

কানানীয়দের হইতে পৃথক্ থাকিতে আদেশ।

৭ তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে যখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে লইয়া যাইবেন, ও তোমার সম্মুখ হইতে অনেক জাতিকে, হিত্তীয়, গির্গাশীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়, তোমা হইতে বৃহৎ ও বলবান্ এই সাত ২ জাতিকে, দূর করিবেন; আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন, এবং তুমি তাহাদিগকে আঘাত করিবে, তখন তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে; তাহাদের সহিত কোন নিয়ম করিবে না, বা ৩ তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না। আর তাহাদের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ করিবে না; তুমি তাহার পুত্রকে আপনার কন্যা দিবে না, ও আপন পুত্রের জন্য তাহার ৪ কন্যা গ্রহণ করিবে না। কেননা সে তোমার সন্তানকে আমার অনুগমন হইতে ফিরাইবে, আর তাহারা অন্য দেবগণের সেবা করিবে; তাই তোমাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, এবং তিনি ৫ তোমাকে শীঘ্র বিনষ্ট করিবেন। কিন্তু তোমরা তাহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে; তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের আশেরা-মূর্ত্তি সকল ছেদন করিবে, এবং তাহাদের ক্ষোদিত প্রতিমা সকল অগ্নিতে পোড়া- ৬ ইয়া দিবে। কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা; ভূতলে যত জাতি আছে, সে সকলের মধ্যে আপনাব নিজস্ব প্রজা করিবার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকেই মনোনীত করিয়া- ৭ ছেন। অন্য সকল জাতি অপেক্ষা তোমরা সংখ্যাতে অধিক, এই জন্য যে সদাপ্রভু তোমাদিগকে স্নেহ করিয়াছেন ও মনোনীত করিয়াছেন, তাহা নয়; কেননা সমস্ত জাতির মধ্যে তোমরা ৮ অল্পসংখ্যক ছিলে। কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদিগকে প্রেম করেন, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করেন, তন্নিমিত্তে সদাপ্রভু বলবান্ হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এবং দাস-গৃহ হইতে, মিসর-রাজ ফরৌণের হস্ত হইতে, তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। ৯ অতএব তুমি জ্ঞাত হও, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুই ঈশ্বর; তিনি বিশ্বসনীয় ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের পক্ষে সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত নিয়ম ও দয়া রক্ষা ১০ করেন। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে দ্বেষ করে, তাহাদিগকে সংহার করিতে তাহাদের সাক্ষাতেই তাহাদিগকে প্রতিফল দেন; তিনি তাঁহার বিদ্বেষীর বিষয়ে বিলম্ব করেন না, তাহার সাক্ষাতেই ১১ তাহাকে প্রতিফল দেন। অতএব আমি অদ্য তোমাকে যে আজ্ঞা, ও যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা বলি, সে সকল যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে।

১২ তোমরা যদি এই সকল শাসন শুন, এ সমস্ত রক্ষা ও পালন কর, তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে নিয়ম ও দয়ার বিষয়ে দিব্য

করিয়াছেন, তোমার পক্ষে তাহা রক্ষা
১৩ করিবেন; এবং তিনি তোমাকে প্রেম
করিবেন, আশীর্ব্বাদ করিবেন ও বর্দ্ধিষ্ণু
করিবেন; আর তিনি যে দেশ তোমাকে
দিতে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য
করিয়াছেন, সেই দেশে তোমার শরীরের
ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার শস্য,
তোমার দ্রাক্ষারস, তোমার তৈল, তোমার
গোরুদের বৎস ও তোমার মেষীদের
শাবক, এই সকলেতে আশীর্ব্বাদ করিবেন।
১৪ সকল জাতির মধ্যে তুমি আশীঃপ্রাপ্ত
হইবে, তোমার মধ্যে কি তোমার পশু-
গণের মধ্যে কোন পুরুষ কিম্বা কোন
১৫ স্ত্রী নিঃসন্তান হইবে না। আর সদা-
প্রভু তোমা হইতে সমস্ত ব্যাধি দূর
করিবেন; এবং মিস্রীয়দের যে সকল
উৎকট রোগ তুমি জ্ঞাত আছ, তাহা
তোমাকে দিবেন না, কিন্তু তোমার সমুদয়
১৬ বিদ্বেষীকে দিবেন। আর তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু তোমার হস্তে যে সমস্ত জাতিকে
সমর্পণ করিবেন, তুমি তাহাদিগকে কব-
লিত করিবে; তোমার চক্ষু তাহাদের
প্রতি দয়া না করুক, এবং তুমি তাহাদের
দেবগণের সেবা করিও না, কেননা
১৭ তাহা তোমার ফাঁদস্বরূপ। যদি তুমি
মনে মনে বল, এই জাতিগণ আমা
হইতেও বহুসংখ্যক, আমি কেমন করিয়া
১৮ ইহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব? তুমি
তাহাদের হইতে ভীত হইও না;
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু ফরৌণের ও
সমস্ত মিসরের প্রতি যাহা করিয়াছেন,
১৯ আর পরীক্ষাসিদ্ধ যে সকল প্রমাণ তুমি
স্বচক্ষে দেখিয়াছ, এবং যে সকল চিহ্ন,
অদ্ভুত লক্ষণ, এবং যে বলবান্ হস্ত ও
বিস্তারিত বাহু দ্বারা তোমার ঈশ্বর সদা-
প্রভু তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন,
সেই সকল নিশ্চয়ই স্মরণে রাখিবে;
তুমি যাহাদিগকে ভয় করিতেছ, সেই
সমস্ত জাতির প্রতি তোমার ঈশ্বর সদা-
২০ প্রভু তদ্রূপ করিবেন। তদ্ভিন্ন যাহারা
অবশিষ্ট থাকিয়া তোমা হইতে আপনা-
দিগকে গোপন করিবে, যাবৎ তাহাদের
বিনাশ না হয়, তাবৎ তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু তাহাদের মধ্যে ভিমরুল প্রেরণ
২১ করিবেন। তুমি তাহাদের হইতে ত্রাস-
যুক্ত হইও না, কেননা তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্ত্তী, তিনি মহান্
২২ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর। আর তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু তোমার সম্মুখ হইতে ঐ জাতি-
গণকে অল্পে অল্পে দূর করিবেন; তুমি
তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে
পারিবে না, পাছে তোমার প্রতিকূলে
২৩ বন্যপশুগণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখে তাহা-
দিগকে সমর্পণ করিবেন; এবং যে
পর্য্যন্ত তাহারা বিনষ্ট না হয়, তাবৎ
মহাব্যাকুলতায় তাহাদিগকে ব্যাকুল করি-
২৪ বেন। আর তিনি তাহাদের রাজগণকে
তোমার হস্তগত করিবেন, এবং তুমি
আকাশমণ্ডলের নীচে হইতে তাহাদের
নাম লোপ করিবে; যে পর্য্যন্ত তাহা-
দিগকে বিনষ্ট না করিবে, তাবৎ তোমার
সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না।
২৫ তোমরা তাহাদের ক্ষোদিত দেবপ্রতিমা
সকল অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে; তুমি
যেন ফাঁদে না পড়, এই জন্য তাহাদের
গাত্রের রৌপ্যে কি স্বর্ণে লোভ করিবে
না, ও আপনার জন্য তাহা গ্রহণ করিবে
না, কেননা তাহা তোমার ঈশ্বর সদা-
২৬ প্রভুর ঘৃণিত বস্তু; আর তুমি ঘৃণিত

বস্তু আপন গৃহে আনিবে না, পাছে তাহার মত বর্জ্জিত হও; কিন্তু তাহা অতিশয় ঘৃণা করিবে, ও অতিশয় অবজ্ঞা করিবে, যেহেতুক তাহা বর্জ্জনীয় বস্তু।

ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের দয়া।

৮ অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা যত্নপূর্ব্বক সে সকল পালন করিবে, যেন বাঁচিতে পার ও বৃদ্ধি পাও, এবং সদাপ্রভু যে দেশের বিষয়ে তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে প্রবেশ ২ করিয়া তাহা অধিকার কর। আর তুমি সেই সমস্ত পথ স্মরণে রাখিবে, যে পথে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে এই চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে যাত্রা করাইয়াছেন, যেন তোমার পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে, অর্থাৎ তুমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে কি না, এই বিষয়ে তোমার মনে কি আছে জানিবার নিমিত্তে তোমাকে নত করেন। ৩ তিনি তোমাকে নত করিলেন, ও তোমাকে ক্ষুধিত করিয়া তোমার অজ্ঞাত ও তোমার পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত মান্না দিয়া প্রতিপালন করিলেন; যেন তিনি তোমাকে জানাইতে পারেন যে, মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু সদাপ্রভুর মুখ হইতে যাহা যাহা নির্গত হয়, তাহাতেই মনুষ্য ৪ বাঁচে। এই চল্লিশ বৎসর তোমার গাত্রে তোমার বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই, ও তোমার ৫ পা ফুলে নাই। আর মনে বুঝিয়া দেখ, মনুষ্য যেমন আপন পুত্রকে শাসন করে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তদ্রূপ ৬ শাসন করেন। আর তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল পালন করিয়া তাঁহার পথে গমন করিবে, ও তাঁহাকে ৭ ভয় করিবে। কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে এক উত্তম দেশে লইয়া যাইতেছেন, সেই দেশে উপত্যকা ও পর্ব্বত হইতে নির্গত জলস্রোত, উনুই ৮ ও গভীর জলাশয় আছে; সেই দেশে গোধূম, যব, দ্রাক্ষালতা, ডুমুর গাছ ও দাড়িম্ব, এবং তৈলদায়ক জিতবৃক্ষ ও মধু ৯ উৎপন্ন হয়; সেই দেশে আহারের বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠ হইতে হইবে না, তোমার কোন বস্তুর অভাব হইবে না; সেই দেশের প্রস্তর লৌহ, ও তথাকার পর্ব্বত হইতে ১০ তুমি পিত্তল খুদিবে। আর তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত সেই উত্তম দেশের নিমিত্ত ১১ তাঁহার ধন্যবাদ করিবে। সাবধান, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাইও না; আমি অদ্য তাঁহার যে সকল আজ্ঞা, শাসন ও বিধি তোমাকে দিতেছি, সে সকল ১২ পালন করিতে ত্রুটি করিও না। তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে, উত্তম গৃহ ১৩ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে, তোমার গোমেষাদির পাল বৃদ্ধি পাইলে, তোমার স্বর্ণ ও রৌপ্য বৃদ্ধি পাইলে, এবং তোমার ১৪ সকল সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইলে, তোমার চিত্তকে দর্পিত হইতে দিও না; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাইও না, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়া- ১৫ ছেন; যিনি সেই ভয়ানক মহাপ্রান্তর দিয়া, জ্বালাদায়ী বিষধর ও বৃশ্চিকে পরিপূর্ণ নির্জ্জল মরুভূমি দিয়া তোমাকে গমন করাইলেন, এবং চকমকিপ্রস্তরময় শৈল হইতে তোমার নিমিত্তে জল নির্গত ১৬ করিলেন; যিনি তোমার পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত মান্না দ্বারা প্রান্তরে তোমাকে

প্রতিপালন করিলেন; যেন তিনি তোমার ভাবী মঙ্গলার্থে তোমাকে নত করিতে ও ১৭ তোমার পরীক্ষা করিতে পারেন। আর মনে মনে বলিও না যে, আমারই পরাক্রমে ও বাহুবলে আমি এই সকল ঐশ্বর্য্য ১৮ পাইয়াছি। কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্মরণে রাখিবে, কেননা তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে আপনার যে নিয়ম বিষয়ক দিব্য করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার মত স্থির করণার্থে তিনিই তোমাকে ঐশ্বর্য্য লাভের সামর্থ্য দিলেন। ১৯ আর যদি তুমি কোন প্রকারে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাও, অন্য দেবগণের পশ্চাদ্গামী হও, তাহাদের সেবা কর, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অদ্য এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা নিশ্চয়ই ২০ বিনষ্ট হইবে। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না করিলে, তোমাদের সম্মুখে সদাপ্রভু যে জাতিগণকে বিনষ্ট করিতেছেন, তাহাদেরই ন্যায় তোমরা বিনষ্ট হইবে।

ইস্রায়েলীয়দের পুনঃ পুনঃ বচসা ও অবাধ্যতার বিবরণ।

৯ হে ইস্রায়েল, শুন, তুমি আপনা হইতে মহান্ ও বলবান্ জাতিগণকে, গগনস্পর্শী প্রাচীরে বেষ্টিত বৃহৎ নগর সকলকে, অধিকারচ্যুত করিতে অদ্য যর্দ্দন পার ২ হইয়া যাইতেছ; সেই জাতি বৃহৎ ও দীর্ঘকায়, তাহারা অনাকীয়দের সন্তান; তুমি তাহাদিগকে জান, আর তাহাদের বিষয়ে তুমি ত এ কথা শুনিয়াছ যে, অনাক-সন্তানদের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে ৩ পারে? কিন্তু অদ্য তুমি ইহা জ্ঞাত হও যে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপে তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন; তিনি তাহাদিগকে সংহার করিবেন, তাহাদিগকে তোমার সম্মুখে নত করিবেন; তাহাতে সদাপ্রভু তোমাকে যেমন বলিয়াছেন, তেমনি তুমি তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত ও ত্বরায় বিনষ্ট ৪ করিবে। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন, তখন মনে মনে এমন ভাবিও না যে, আমার ধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত সদাপ্রভু আমাকে এই দেশ অধিকার করাইতে আনিয়াছেন। বাস্তবিক সেই জাতিদের দুষ্টতা প্রযুক্তই সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমার সম্মুখে অধিকার- ৫ চ্যুত করিবেন। তোমার ধার্ম্মিকতা কিম্বা হৃদয়ের সরলতা প্রযুক্ত তুমি যে তাহাদের দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহা নয়; কিন্তু সেই জাতিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত, এবং তোমার পিতৃপুরুষ অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের কাছে দিব্য দ্বারা প্রতিশ্রুত আপনার বাক্য সফল করিবার অভিপ্রায়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে অধি- ৬ কারচ্যুত করিবেন। অতএব জানিও যে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে তোমার ধার্ম্মিকতার জন্য অধিকারার্থে তোমাকে এই উত্তম দেশ দিবেন, তাহা নয়; কেননা তুমি শক্তগ্রীব জাতি।

৭ তুমি প্রান্তরের মধ্যে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে যেরূপ অসন্তুষ্ট করিয়াছিলে, তাহা স্মরণে রাখিও, ভুলিয়া যাইও না; মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিবার দিন অবধি এই স্থানে আগমন পর্য্যন্ত তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়া

৮ আসিতেছ। তোমরা হোরেবেও সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলে, এবং সদাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদিগকে বিনাশ
৯ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যখন আমি সেই দুই প্রস্তরফলক, অর্থাৎ তোমাদের সহিত সদাপ্রভুর কৃত নিয়মের দুই প্রস্তরফলক, গ্রহণার্থে পর্ব্বতে উঠিয়াছিলাম, তখন চল্লিশ দিবারাত্র পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, অন্ন ভক্ষণ কি
১০ জল পান করি নাই। আর সদাপ্রভু আমাকে ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা লিখিত সেই দুই প্রস্তর ফলক দিয়াছিলেন; পর্ব্বতে সমাজের দিবসে অগ্নির মধ্য হইতে সদাপ্রভু তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বাক্য ঐ দুই
১১ প্রস্তরে লিখিত ছিল। সেই চল্লিশ দিবারাত্রের শেষে সদাপ্রভু ঐ দুইখান প্রস্তরফলক অর্থাৎ নিয়মের প্রস্তরফলক
১২ আমাকে দিলেন। আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উঠ, এ স্থান হইতে শীঘ্র নামিয়া যাও; কেননা তোমার যে প্রজাদিগকে তুমি মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে; আমার আজ্ঞাপিত পথ হইতে শীঘ্রই বিপথগামী হইয়াছে, আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা এক
১৩ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে। সদাপ্রভু আমাকে আরও কহিলেন, আমি এই লোকদিগকে দেখিয়াছি, আর দেখ,
১৪ ইহারা শক্তগ্রীব জাতি; তুমি আমার নিকট হইতে সর, আমি ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আকাশমণ্ডলের নীচে হইতে ইহাদের নাম লোপ করি; আর আমি তোমাকে ইহাদের অপেক্ষা বলবান্
১৫ ও বৃহৎ জাতি করিব। তখন আমি ফিরিয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলাম, পর্ব্বত অগ্নিতে জ্বলিতেছিল। তখন আমার দুই হস্তে নিয়মের দুইখান প্রস্তর-
১৬ ফলক ছিল। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছিলে, আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা এক গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়াছিলে; সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত পথ হইতে শীঘ্রই বিপথগামী
১৭ হইয়াছিলে। তাহাতে আমি সেই দুইখান প্রস্তরফলক ধরিয়া আপনার দুই হস্ত হইতে ফেলিয়া তোমাদের সাক্ষাতে
১৮ ভাঙ্গিলাম। আর তোমরা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহা করিয়া যে পাপ করিয়াছিলে, তাঁহার অসন্তোষজনক তোমাদের সেই সমস্ত পাপের জন্য আমি পূর্ব্বকার ন্যায় চল্লিশ দিবারাত্র সদাপ্রভুর সম্মুখে উবুড় হইয়া রহিলাম, অন্ন ভক্ষণ
১৯ কি জল পান করি নাই। কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে বিনষ্ট করিতে কোপাবিষ্ট হওয়াতে আমি তাঁহার ক্রোধে ও প্রচণ্ডতায় ভীত হইয়াছিলাম; কিন্তু সেই বারেও সদাপ্রভু আমার নিবেদন
২০ শুনিলেন। আর সদাপ্রভু হারোণকে বিনষ্ট করণার্থে তাঁহার উপরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি সেই সময়ে হারোণের জন্যও প্রার্থনা করিলাম।
২১ আর তোমাদের পাপ, সেই যে গোবৎস তোমরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, তাহা লইয়া অগ্নিতে পোড়াইয়া দিলাম, ও যে পর্য্যন্ত তাহা ধূলিবৎ সূক্ষ্ম না হইল, তাবৎ পিষিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিলাম; পরে পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত জলস্রোতে তাহার ধূলি নিক্ষেপ করিলাম।

২২ আর তোমরা তবিয়েরাতে, মঃসাতে ও কিব্রোৎহত্তাবাতে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট

২৩ করিলে। তাহার পর সদাপ্রভু যে সময়ে কাদেশ-বর্ণেয় হইতে তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, তোমরা উঠিয়া যাও, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তাহা অধিকার কর ; তৎকালে তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইলে, তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে না, ও তাঁহার রবে কর্ণপাত করিলে না। ২৪ তোমাদের সহিত আমার পরিচয়-দিন অবধি তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়া আসিতেছ।

২৫ যাহা হউক, আমি উবুড় হইয়া রহিলাম ; ঐ চল্লিশ দিবারাত্র আমি সদাপ্রভুর সম্মুখে উবুড় হইয়া রহিলাম ; কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে বিনষ্ট ২৬ করিবার কথা বলিয়াছিলেন। আর আমি সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিলাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আপনার অধিকার-স্বরূপ যে প্রজাদিগকে আপন মহত্ত্বে মুক্ত করিয়াছ ও বলবান্ হস্ত দ্বারা মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ, তাহা-২৭ দিগকে বিনষ্ট করিও না। তোমার দাসগণকে, অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবকে স্মরণ কর ; এই লোকদের কঠিনতার, দুষ্টতার ও পাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও ২৮ না ; পাছে তুমি আমাদিগকে যে দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ, সেই দেশীয় লোকেরা এই কথা বলে, সদাপ্রভু উহাদিগকে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে দেশে লইয়া যাইতে পারেন নাই, এবং তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়াছেন বলিয়াই তিনি প্রান্তরে বধ করিবার নিমিত্তে তাহাদিগকে বাহির ২৯ করিয়া আনিয়াছেন। ইহারাই ত তোমার প্রজা ও তোমার অধিকার ; ইহাদিগকে তুমি আপন মহাশক্তি ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা বাহির করিয়া আনিয়াছ।

১০ সেই সময়ে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি প্রথমের মত দুইখান প্রস্তর-ফলক তক্ষণ করিয়া আমার নিকটে পর্ব্বতে উঠিয়া আইস, এবং কাষ্ঠের এক সিন্দুক ২ নির্ম্মাণ কর। তোমা কর্ত্তৃক ভগ্ন প্রথম দুই প্রস্তরফলকে যে যে বাক্য ছিল, তাহা আমি এই দুই প্রস্তরফলকে লিখিব, পরে তুমি তাহা সেই সিন্দুকে রাখিবে। ৩ তাহাতে আমি শিটীম কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিলাম, এবং প্রথমের ন্যায় দুইখান প্রস্তরফলক তক্ষণ করিয়া সেই দুইখান প্রস্তরফলক হস্তে লইয়া পর্ব্বতে ৪ উঠিলাম। আর সদাপ্রভু সমাজের দিবসে পর্ব্বতে অগ্নির মধ্য হইতে যে দশ আজ্ঞা তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাহা প্রথম লিখনানুসারে ঐ দুইখান প্রস্তরফলকে লিখিয়া আমাকে দিলেন। ৫ পরে আমি মুখ ফিরাইয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া আমার প্রতি সদাপ্রভুর দত্ত আজ্ঞানুসারে সেই দুই প্রস্তরফলক আমার নির্ম্মিত সেই সিন্দুকে রাখিলাম, তদবধি তাহা সেই স্থানে রহিয়াছে।

৬ (ইস্রায়েল-সন্তানগণ বেরোৎ-বেনেয়াকন হইতে মোষেরোতে যাত্রা করিলে হারোণ সে স্থানে মরিলেন, এবং সেই স্থানে তাঁহার কবর হইল ; এবং তাঁহার পুত্র ইলিয়াসর তাঁহার পরিবর্ত্তে যাজক ৭ হইলেন। সে স্থান হইতে তাহারা গুধগোদায় যাত্রা করিল, এবং গুধগোদা হইতে যট্‌বাথায় প্রস্থান করিল ; এই ৮ স্থান জলস্রোতের দেশ। সেই সময়ে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক বহন করিতে, সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিবার জন্য তাঁহার

সাক্ষাতে দাঁড়াইতে এবং তাঁহার নামে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু লেবির বংশকে পৃথক্ করিলেন, অদ্যাপি সেইরূপ ৯ চলিয়া আসিতেছে। এই জন্য আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ কিম্বা অধিকার হয় নাই; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে সদাপ্রভুই তাহাদের অধিকার।)

১০ আর আমি প্রথম বারের ন্যায় চল্লিশ দিবারাত্র পর্ব্বতে থাকিলাম; এবং সেই বারেও সদাপ্রভু আমার নিবেদন শুনিলেন; সদাপ্রভু তোমাকে বিনষ্ট করিতে ১১ চাহিলেন না। পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উঠ, তুমি যাত্রার নিমিত্তে লোকদের অগ্রগামী হও, আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিতে তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছি, তাহারা সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করুক।

আজ্ঞাবহ হইবার উপদেশ।

১২ এখন হে ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার কাছে কি চাহেন? কেবল এই, যেন তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় কর, তাঁহার সকল পথে চল ও তাঁহাকে প্রেম কর, এবং তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা ১৩ কর, অদ্য আমি তোমার মঙ্গলার্থে সদাপ্রভুর যে যে আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিতেছি, সেই সকল যেন ১৪ পালন কর। দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু ১৫ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর। কেবল তোমার পিতৃপুরুষদিগকে প্রেম করিতে সদাপ্রভুর সন্তোষ ছিল, আর তিনি তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে অর্থাৎ অদ্যকার মত সর্ব্বজাতির মধ্যে তোমা- ১৬ দিগকে মনোনীত করিলেন। অতএব তোমরা আপন আপন হৃদয়ের ত্বগগ্র ছেদন কর, এবং আর শক্তগ্রীব হইও ১৭ না। কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুই ঈশ্বরগণের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই মহান্, বীর্য্যবান্ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, ও উৎকোচ গ্রহণ করেন ১৮ না। তিনি পিতৃহীনের ও বিধবার বিচার নিষ্পন্ন করেন, এবং বিদেশীকে ১৯ প্রেম করিয়া অন্ন বস্ত্র দেন। অতএব তোমরা বিদেশীকে প্রেম করিও, কেননা মিসর দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে। ২০ তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিবে; তাঁহারই সেবা করিবে, তাঁহাতেই আসক্ত থাকিবে, ও তাঁহারই ২১ নামে দিব্য করিবে। তিনি তোমার প্রশংসা-ভূমি, তিনি তোমার ঈশ্বর; তুমি স্বচক্ষে যাহা যাহা দেখিয়াছ, সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সকল তিনিই ২২ তোমার জন্য করিয়াছেন। তোমার পিতৃপুরুষেরা কেবল সত্তর প্রাণী মিসরে নামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে আকাশের তারার মত বহুসংখ্যক করিয়াছেন।

১১ অতএব তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে, এবং তাঁহার রক্ষণীয়, তাঁহার বিধি, তাঁহার শাসন ও তাঁহার আজ্ঞা সকল নিত্য নিত্য পালন করিবে। ২ আর অদ্য জ্ঞাত হও, যেহেতুক তোমাদের বালকগণকে বলিতেছি না; তাহারা

তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কৃত শাস্তি জানে নাই ও দেখে নাই ; তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার বলবান্ হস্ত ও বিস্তারিত ৩ বাহু, এবং তাঁহার চিহ্ন সকল ও মিসরের মধ্যে মিসর-রাজ ফরৌণের প্রতি ও তাঁহার সমস্ত দেশের প্রতি তিনি যাহা যাহা করিলেন, তাঁহার সেই সকল কার্য্য ; ৪ এবং মিস্রীয় সৈন্যের, অশ্বের ও রথের প্রতি তিনি যাহা করিলেন, তাহারা যখন তোমাদের পশ্চাতে ধাবিত হইল, তিনি যেরূপে সূফসাগরের জল তাহাদের উপরে বহাইলেন, এবং সদাপ্রভু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন, অদ্য তাহারা ৫ নাই ; এবং এ স্থানে তোমাদের আগমন পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি তিনি প্রান্তরে ৬ যাহা যাহা করিয়াছেন ; আর তিনি রূবেণের পুত্ত্র ইলীয়াবের সন্তান দাথন ও অবীরামের প্রতি যাহা যাহা করিয়াছেন, ফলতঃ পৃথিবী যেরূপে আপন মুখ বিস্তার করিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে তাহাদিগকে, তাহাদের পরিজনগণকে, তাহাদের তাম্বু ও তাহাদের অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিল, এ সকল ৭ তাহারা দেখে নাই ; কিন্তু সদাপ্রভুর কৃত সমস্ত মহৎ কর্ম্ম তোমরা স্বচক্ষে ৮ দেখিয়াছ। অতএব অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, সেই সমস্ত আজ্ঞা পালন করিও, যেন তোমরা বলবান্ হও, এবং যে দেশ অধিকার করিবার জন্য পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে প্রবেশ করিয়া ৯ তাহা অধিকার কর ; আর যেন সদাপ্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে ও তাঁহাদের বংশকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে তোমাদের দীর্ঘকাল অবস্থিতি হয়।

১০ কারণ তোমরা যে মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ, সেই দেশে তুমি বীজ বুনিয়া শাকের উদ্যানের ন্যায় পদ দ্বারা জল সেচন করিতে ; কিন্তু তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, ১১ তাহা তদ্রূপ নয়। তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পার হইয়া যাইতেছ, সে পর্ব্বত ও উপত্যকা-বিশিষ্ট দেশ, এবং আকাশের বৃষ্টির জল পান করে ; ১২ সেই দেশের প্রতি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোযোগ আছে ; বৎসরের আরম্ভ অবধি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তাহার প্রতি নিরন্তর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টি থাকে।

১৩ আর আমি অদ্য তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা যদি যত্নপূর্ব্বক তাহা শুনিয়া তোমাদের সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম ও তাঁহার সেবা ১৪ কর, তবে আমি যথাসময়ে অর্থাৎ প্রথম ও শেষ বর্ষায় তোমাদের দেশে বৃষ্টি দান করিব, তাহাতে তুমি আপন শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈল সংগ্রহ করিতে ১৫ পারিবে। আর আমি তোমার পশুগণের জন্য তোমার ক্ষেত্রে তৃণ দিব, এবং তুমি ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইবে। ১৬ আপনাদের বিষয়ে সাবধান, পাছে তোমাদের হৃদয় ভ্রান্ত হয়, এবং তোমরা পথ ছাড়িয়া অন্য দেবগণের সেবা কর ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর ; ১৭ করিলে তোমাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, ও তিনি আকাশ রোধ করিবেন, তাহাতে বৃষ্টি হইবে না, ও ভূমি নিজ ফল প্রদান করিবে না,

এবং সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, সেই উত্তম দেশ হইতে তোমরা ত্বরায় উচ্ছিন্ন হইবে।

১৮ অতএব তোমরা আমার এই সকল বাক্য আপন আপন হৃদয়ে ও প্রাণে রাখিও, এবং চিহ্নরূপে আপন আপন হস্তে বাঁধিয়া রাখিও, এবং সে সকল ভূষণরূপে তোমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে ১৯ থাকিবে। আর তোমরা গৃহে উপবেশন ও পথে গমন কালে এবং শয়ন ও গাত্রোত্থান কালে ঐ সকল কথার প্রসঙ্গ করিয়া আপন আপন সন্তানদিগকে শিক্ষা ২০ দিও। আর তুমি আপন গৃহ-দ্বারের পার্শ্বকাষ্ঠে ও আপন দ্বারে তাহা লিখিয়া ২১ রাখিও। তাহাতে সদাপ্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে ভূমি দিতে দিব্য করিয়াছেন, সেই ভূমিতে তোমাদের আয়ুঃ ও তোমাদের সন্তানদের আয়ুঃ ভূমণ্ডলের উপরে আকাশমণ্ডলের আয়ুর ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে।

২২ এই যে সমস্ত আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা যদি যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন করিয়া তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর, তাঁহার সমস্ত পথে চল, ও তাঁহাতে আসক্ত থাক; ২৩ তবে সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখ হইতে এই সমস্ত জাতিকে অধিকারচ্যুত করিবেন; এবং তোমরা আপনাদের হইতে বৃহৎ ও বলবান্ জাতিদের উত্তরাধিকারী ২৪ হইবে। তোমাদের পা যে যে স্থানে পড়িবে, সেই সেই স্থান তোমাদের হইবে; প্রান্তর ও লিবানোন অবধি, নদী অর্থাৎ ফরাৎ নদী অবধি পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত তোমাদের সীমা হইবে। ২৫ তোমাদের সম্মুখে কেহই দাঁড়াইতে পারিবে না; তোমরা যে দেশে পাদবিক্ষেপ করিবে, সেই দেশের সর্ব্বত্র তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে তোমাদের হইতে লোকদের ভয় ও ত্রাস উপস্থিত করিবেন।

২৬ দেখ, অদ্য আমি তোমাদের সম্মুখে আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ রাখিলাম। ২৭ অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা জানাইলাম, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই সকল আজ্ঞাতে যদি কর্ণপাত কর, ২৮ তবে আশীর্ব্বাদ পাইবে। আর যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে কর্ণপাত না কর, এবং আমি অদ্য তোমাদিগকে যে পথের বিষয়ে আজ্ঞা করিলাম, যদি সেই পথ ছাড়িয়া তোমাদের অজ্ঞাত অন্য দেবগণের পশ্চাতে গমন কর, তবে অভিশাপগ্রস্ত হইবে।

২৯ আর তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমাকে প্রবেশ করাইবেন, তখন তুমি গরিষীম পর্ব্বতে ঐ আশীর্ব্বাদ, এবং এবল পর্ব্বতে ঐ অভিশাপ স্থাপন ৩০ করিবে। সেই দুই পর্ব্বত যর্দ্দনের ওপারে, সূর্য্যাস্তপথের ওদিকে, অরাবা তলভূমিনিবাসী কনানীয়দের দেশে, গিল্গলের সম্মুখে, মোরির এলোন বনের ৩১ নিকটে কি নয়? কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, সে দেশ অধিকার করণার্থে তোমরা তথায় প্রবেশ করিবার জন্য যর্দ্দন পার হইয়া যাইবে, দেশ অধিকার ৩২ করিবে, ও তথায় বাস করিবে। আর আমি অদ্য তোমাদের সম্মুখে যে সকল বিধি ও শাসন রাখিলাম সে সকল যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে।

ঈশ্বরীয় ব্যবস্থার পুনরুক্তি।

ঈশ্বরের বিশেষ আরাধনাস্থান নিরূপণ।

১২ তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ অধিকারার্থে দিয়াছেন, সেই দেশে এই সকল বিধি ও শাসন, যত দিন পৃথিবীতে জীবিত থাকিবে, যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে হইবে। ২ তোমরা যে যে জাতিকে অধিকারচ্যুত করিবে, তাহারা উচ্চ পর্ব্বতের উপরে, পাহাড়ের উপরে ও হরিৎপর্ণ প্রত্যেক বৃক্ষের তলে যে যে স্থানে আপন আপন দেবতাদের সেবা করিয়াছে, সেই সকল স্থান তোমরা একেবারে বিনষ্ট করিবে। ৩ তোমরা তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল ভগ্ন করিবে, তাহাদের আশেরা-মূর্ত্তি সকল অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে, তাহাদের ক্ষোদিত দেবপ্রতিমা সকল ছেদন করিবে, এবং সেই স্থান হইতে তাহাদের ৪ নাম লোপ করিবে। তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তদ্রূপ করিবে ৫ না। কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে তোমাদের সমস্ত বংশের মধ্যে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাঁহার সেই নিবাসস্থান তোমরা অন্বেষণ করিবে, ও সেই স্থানে উপস্থিত হইবে। ৬ আর আপন আপন হোম, বলি, দশমাংশ, হস্তের উত্তোলনীয় উপহার, মানতের দ্রব্য, স্ব-ইচ্ছায় দত্ত নৈবেদ্য ও গোমেষাদি পালের প্রথমজাতদিগকে সেই স্থানে ৭ আনয়ন করিবে; আর সেই স্থানে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে ভোজন করিবে; এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদানুসারে যে কিছুতে হস্তার্পণ করিবে, তাহাতেই সপরিবারে ৮ আনন্দ করিবে। এই স্থানে আমরা এখন প্রত্যেকে আপন আপন দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহা করিতেছি, তোমরা তদ্রূপ ৯ করিবে না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে বিশ্রামস্থান ও অধিকার দিতেছেন, তথায় তোমরা এখনও উপস্থিত ১০ হও নাই। কিন্তু যখন তোমরা যর্দ্দন পার হইয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত অধিকৃত দেশে বাস করিবে, এবং চারিদিকের সমস্ত শত্রু হইতে তিনি বিশ্রাম দিলে যখন তোমরা নির্ভয়ে বাস করিবে; ১১ তৎকালে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমরা আমার আদিষ্ট সমস্ত দ্রব্য, আপন আপন হোম, বলি, দশমাংশ, হস্তের উত্তোলনীয় উপহার ও সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রতিশ্রুত মানতের ১২ উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল আনিবে। আর তোমরা, তোমাদের পুত্রকন্যাগণ ও তোমাদের দাসদাসীগণ, আর তোমাদের নগরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী লেবীয়, যাহার অংশ ও অধিকার তোমাদের মধ্যে নাই, তোমরা সকলে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে ১৩ আনন্দ করিবে। সাবধান, যে কোন স্থান দেখ, সেই স্থানেই তোমার হোমবলি ১৪ উৎসর্গ করিও না; কিন্তু তোমার কোন এক বংশের মধ্যে যে স্থান সদাপ্রভু মনোনীত করিবেন, সেই স্থানেই তোমার হোমবলি উৎসর্গ করিবে ও সেই স্থানে আমার আদিষ্ট সকল কর্ম্ম করিবে। ১৫ তথাপি যখন তোমার প্রাণের অভিলাষ হইবে, তখন তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত আশীর্ব্বাদানুসারে আপনার সমস্ত

নগর-দ্বারের ভিতরে পশু বধ করিয়া মাংস ভোজন করিতে পারিবে; অশুচি কি শুচি লোক সকলেই কৃষ্ণসারের ও হরিণের মাংসের মত তাহা ভোজন ১৬ করিতে পারিবে। কেবল তোমরা রক্ত ভোজন করিবে না; তুমি তাহা জলের ন্যায় ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিবে।

১৭ তোমার শস্যের, দ্রাক্ষারসের ও তৈলের দশমাংশ, গোমেষাদির প্রথমজাত, এবং যাহা মানত করিবে, সেই মানত-দ্রব্য, স্ব-ইচ্ছায় দত্ত নৈবেদ্য ও হস্তের উত্তোলনীয় উপহার, এই সকল তুমি আপন নগর-দ্বারের মধ্যে ভোজন করিতে পারিবে ১৮ না। কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তুমি, তোমার পুত্রকন্যা, তোমার দাসদাসী ও তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্ত্তী লেবীয়, সকলে তাহা ভোজন করিবে, এবং তুমি যে কিছুতে হস্তার্পণ করিবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাতেই আনন্দ ১৯ করিবে। সাবধান, তোমার দেশে যতকাল জীবিত থাক, লেবীয়কে ত্যাগ করিও না।

২০ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদনুসারে যখন তোমার সীমা বিস্তার করিবেন, এবং মাংস ভক্ষণে তোমার প্রাণের অভিলাষ হইলে তুমি বলিবে, মাংস ভক্ষণ করিব, তখন তুমি প্রাণের অভিলাষানুসারে মাংস ভক্ষণ ২১ করিবে। আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাহা যদি তোমা হইতে বহু দূর হয়, তবে আমি যেমন বলিয়াছি, তদনুসারে তুমি সদাপ্রভুর দত্ত গোমেষাদি পাল হইতে পশু লইয়া বধ করিবে, ও আপন প্রাণের অভিলাষানুসারে নগর-দ্বারের ভিতরে ভোজন করিতে পারিবে। ২২ যেমন কৃষ্ণসার ও হরিণ ভক্ষণ করা যায়, তেমনি তাহা ভক্ষণ করিবে; অশুচি কি শুচি লোক, সকলেই তাহা ভক্ষণ করিবে। ২৩ কেবল রক্তভোজন হইতে অতি সাবধান থাকিও, কেননা রক্তই প্রাণ; তুমি মাংসের সহিত প্রাণ ভোজন করিবে না। ২৪ তুমি তাহা ভোজন করিবে না, জলের ন্যায় ২৫ ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিবে। তুমি তাহা ভোজন করিবে না; যেন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহা করিলে তোমার মঙ্গল ও তোমার ভাবী সন্তানদের মঙ্গল হয়। ২৬ কেবল তোমার যত পবিত্র বস্তু থাকে, এবং তোমার যত মানতের বস্তু থাকে, সেই সকল লইয়া সদাপ্রভুর মনোনীত ২৭ স্থানে যাইবে; আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে তোমার হোমবলি, মাংস ও রক্ত উৎসর্গ করিবে, আর তোমার বলিসমূহের রক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে ঢালা যাইবে, পরে তাহার মাংস ভোজন করিতে ২৮ পারিবে। সাবধান হইয়া আমার আদিষ্ট এই সমস্ত বাক্য মান্য করিও, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গোচরে যাহা উত্তম ও ন্যায্য, তাহা করিলে তোমার ও যুগানুক্রমে তোমার ভাবী সন্তানদের মঙ্গল হয়।

২৯ তুমি যে জাতিগণকে অধিকারচ্যুত করিতে যাইতেছ, তাহাদিগকে যখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখ হইতে উচ্ছিন্ন করিবেন, ও তুমি তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের ৩০ দেশে বাস করিবে; তখন সাবধান থাকিও, পাছে তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদের

বিনাশ হইলে পর তুমি তাহাদের অনুগামী হইয়া ফাঁদে পড় ; এবং পাছে তাহাদের দেবগণের অন্বেষণ করিয়া বল, এই জাতিগণ আপন আপন দেবগণের সেবা কিরূপে করে? আমিও সেইরূপ করিব।
৩১ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তদ্রূপ করিবে না ; কেননা তাহারা আপন আপন দেবগণের উদ্দেশে সদাপ্রভুর ঘৃণিত যাবতীয় কুকার্য্য করিয়া আসিয়াছে ; এমন কি, তাহারা সেই দেবগণের উদ্দেশে আপন আপন পুত্রকন্যাগণকেও অগ্নিতে পোড়ায়।
৩২ আমি যে কোন বিষয় তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, তোমরা তাহাই যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে ; তুমি তাহাতে আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহা হইতে কিছু হ্রাস করিবে না।

দেবপূজা এবং অখাদ্যভোজন নিষেধ।

১৩ তোমার মধ্যে কোন ভাববাদী কিম্বা স্বপ্নদর্শক উঠিয়া যদি তোমার জন্য কোন চিহ্ন কিম্বা অদ্ভুত লক্ষণ নিরূপণ করে ;
২ এবং সেই চিহ্ন কিম্বা অদ্ভুত লক্ষণ সফল হয়, যাহার সম্বন্ধে সে তোমার অজ্ঞাত অন্য দেবতাদের বিষয়ে তোমাদিগকে বলিয়াছিল, আইস, আমরা তাহাদের অনুগামী হই, ও তাহাদের সেবা করি,
৩ তবে তুমি সেই ভাববাদীর কিম্বা সেই স্বপ্নদর্শকের বাক্যে কর্ণপাত করিও না ; কেননা তোমরা তোমাদের সমস্ত হৃদয়ের ও তোমাদের সমস্ত প্রাণের সহিত আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর কি না, তাহা জানিবার জন্য তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের পরীক্ষা করেন।
৪ তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুরই অনুগামী হও, তাঁহাকেই ভয় কর, তাঁহারই আজ্ঞা পালন কর, তাঁহারই রবে অবধান কর, তাঁহারই সেবা কর, ও
৫ তাঁহাতেই আসক্ত থাক। আর সেই ভাববাদীর কিম্বা সেই স্বপ্নদর্শকের প্রাণদণ্ড করিতে হইবে ; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, দাসগৃহ হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে সে বিপথগমনের কথা কহিয়াছে ; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে পথে গমন করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমাকে ভ্রষ্ট করা তাহার অভিপ্রায়। অতএব তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।
৬ তোমার ভ্রাতা, তোমার সহোদর কিম্বা তোমার পুত্র কি কন্যা কিম্বা তোমার বক্ষের ভার্য্যা কিম্বা তোমার প্রাণতুল্য মিত্র যদি গোপনে তোমাকে প্রবৃত্তি দিয়া বলে, আইস, আমরা গিয়া অন্য দেবতাদের
৭ সেবা করি, তোমার অজ্ঞাত ও তোমার পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত কোন দেবতা, তোমার চতুর্দ্দিক্স্থিত নিকটবর্ত্তী কিম্বা তোমা হইতে দূরবর্ত্তী, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে কোন জাতির যে কোন দেবতা হউক,
৮ তাহার বিষয়ে যদি এই কথা বলে, তবে তুমি সেই ব্যক্তির প্রস্তাবে সম্মত হইও না, তাহার কথায় কাণ দিও না ; তোমার চক্ষু তাহার প্রতি দয়া করিবে না, তাহাকে কৃপা করিবে না, তাহাকে লুকাইয়া রাখিবে
৯ না। কিন্তু অবশ্য তুমি তাহাকে বধ করিবে ; তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রথমে

তুমিই তাহার উপরে হস্তার্পণ করিবে, পরে সমস্ত লোক হস্তার্পণ করিবে। ১০ তুমি তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবে, যেন সে মরিয়া যায়; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহার অনুগমন হইতে সে তোমাকে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ১১ তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল তাহা শুনিবে, ভয় পাইবে, এবং তোমার মধ্যে তাদৃশ দুষ্কর্ম্ম আর করিবে না।

১২ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে যে নিবাসনগর দিবেন, তাহার কোন নগর ১৩ সম্বন্ধে যদি শুনিতে পাও যে, কতকগুলি পাষণ্ড তোমার মধ্য হইতে নির্গত হইয়া এই কথা বলিয়া আপন নগরনিবাসী-দিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে, আইস, আমরা গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করি, যাহা-১৪ দিগকে তোমরা জান না, তবে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, অনুসন্ধান করিবে, ও যত্নপূর্ব্বক প্রশ্ন করিবে; আর দেখ, তোমার মধ্যে ঈদৃশ ঘৃণার্হ দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে, ১৫ ইহা যদি সত্য ও নিশ্চিত হয়, তবে তুমি খড়গধারে সেই নগরের নিবাসীদিগকে আঘাত করিবে, এবং নগর ও তাহার মধ্যস্থিত পশুশুদ্ধ সকলই খড়গধারে ১৬ নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে; আর তাহার লুটিত দ্রব্য সকল তাহার চকের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সেই নগর ও সেই সকল দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে; তাহাতে সেই নগর চিরকালীন ঢিবি হইয়া থাকিবে, তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মিত ১৭ হইবে না। আর সেই বর্জ্জিত দ্রব্যের কিছুই তোমার হস্তে লগ্ন না থাকুক; যেন সদাপ্রভু আপন প্রচণ্ড ক্রোধ হইতে ফিরেন, এবং তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করিয়াছেন, তদনুসারে তোমার প্রতি কৃপা ও করুণা করেন, ও ১৮ তোমার বৃদ্ধি করেন; যখন তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিয়া, আমি অদ্য তোমাকে যে যে আজ্ঞা দিতেছি, তাঁহার সেই সমস্ত আজ্ঞা পালন করিবে, ও তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যথার্থ আচরণ করিবে।

১৪ তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সন্তান; তোমরা মৃত লোকদের জন্য আপন আপন শরীর কাটকুট করিবে না, এবং ভ্রূমধ্যস্থল ক্ষৌরি করিবে না। ২ কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা; ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জাতির মধ্য হইতে সদাপ্রভু আপনার নিজস্ব প্রজা করণার্থে তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন।

৩ তুমি কোন ঘৃণার্হ দ্রব্য ভোজন করিবে ৪ না। এই সকল পশু ভোজন করিতে পার; গোরু, মেষ এবং ছাগল, হরিণ, ৫ কৃষ্ণসার এবং বনগোরু, বনছাগল, বাত-৬ প্রমী, পৃষত এবং সম্বর। আর পশু-গণের মধ্যে যত পশু সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে, সেই সকল ৭ তোমরা ভোজন করিতে পার। কিন্তু যাহারা জাওর কাটে, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুর-বিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে এইগুলি ভোজন করিবে না; উষ্ট্র, শশক ও শাফন; কেননা তাহারা জাওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়, তাহারা তোমাদের ৮ পক্ষে অশুচি; আর শূকর দ্বিখণ্ড খুর-বিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না, সে তোমাদের পক্ষে অশুচি; তোমরা

তাহাদের মাংস ভোজন করিবে না, তাহাদের শব স্পর্শও করিবে না।

৯ জলচর সকলের মধ্যে এই সকল তোমাদের খাদ্য; যাহাদের ডেনা ও আঁইস আছে, তাহাদিগকে ভোজন করিতে ১০ পার। কিন্তু যাহাদের ডেনা ও আঁইস নাই, তাহাদিগকে ভোজন করিবে না, তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।

১১ তোমরা সকল প্রকার শুচি পক্ষী ১২ ভোজন করিতে পার। কিন্তু এইগুলি ভোজন করিবে না; ঈগল, হাড়গিলা ও ১৩ কূরল, গৃধ্র, চিল ও আপন আপন জাতি ১৪ অনুসারে শঙ্করচিল, আর আপন আপন ১৫ জাতি অনুসারে সকল প্রকার কাক, আর উষ্ট্রপক্ষী, রাত্রিশ্যেন, গাংচিল ও আপন ১৬ আপন জাতি অনুসারে শ্যেন, এবং পেচক ১৭ মহাপেচক ও দীর্ঘগল হংস; ক্ষুদ্র পানি- ১৮ ভেলা, শকুনী ও মাছরাঙ্গা, এবং সারস ও আপন আপন জাতি অনুসারে বক, ১৯ টিট্টিভ ও বাদুড়। আর পক্ষবিশিষ্ট যাবতীয় পোকাও তোমাদের পক্ষে ২০ অশুচি; এ সকল অখাদ্য। তোমরা সমস্ত শুচি পক্ষী ভোজন করিতে পার।

২১ তোমরা স্বয়ংমৃত কোন প্রাণীর মাংস ভোজন করিবে না; তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্ত্তী কোন বিদেশীকে ভোজনার্থে তাহা দিতে পার, কিম্বা বিজাতীয় লোকের কাছে বিক্রয় করিতে পার; কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা। তুমি ছাগবৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে পাক করিবে না।

দশমাংস, অগ্রিমাংস ও মোচন-বৎসরের নিয়ম।

২২ তুমি তোমার বীজ হইতে উৎপন্ন যাবতীয় শস্যের, বৎসর বৎসর যাহা ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়, তাহার দশমাংশ পৃথক্ ২৩ করিবে। আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সে স্থানে তুমি আপন শস্যের, দ্রাক্ষারসের, ও তৈলের দশমাংশ, এবং গোমেষাদি পালের প্রথমজাতদিগকে তাঁহার সম্মুখে ভোজন করিবে; এইরূপে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে সর্ব্বদা ভয় ২৪ করিতে শিক্ষা করিবে। সেই যাত্রা যদি তোমার পক্ষে বড় দীর্ঘ হয় তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাহার দূরত্ব প্রযুক্ত যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে প্রাপ্ত দ্রব্য তথায় লইয়া ২৫ যাইতে না পার, তবে সেই দ্রব্যে টাকা করিয়া সেই টাকা বাঁধিয়া হস্তে লইয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে ২৬ যাইবে। পরে সেই টাকা দিয়া তোমার প্রাণের অভিলষিত গোরু কি মেষ কি দ্রাক্ষারস কি মদ্য, বা যে কোন দ্রব্যে তোমার প্রাণের বাঞ্ছা হয়, তাহা ক্রয় করিয়া সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর সদা-প্রভুর সম্মুখে ভোজন করিয়া সপরিবারে ২৭ আনন্দ করিবে। আর তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্ত্তী লেবীয়কে ত্যাগ করিবে না, কেননা তোমার সহিত তাহার কোন অংশ কি অধিকার নাই।

২৮ তৃতীয় বৎসরের শেষে তুমি সেই বৎসরে উৎপন্ন আপন শস্যাদির যাবতীয় দশমাংশ বাহির করিয়া আনিয়া আপন নগর-দ্বারের ভিতরে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে; ২৯ তাহাতে তোমার সহিত যাহার কোন অংশ কি অধিকার নাই, সেই লেবীয় এবং বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবা, তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্ত্তী এই সকল লোক

আসিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে; এইরূপে যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

১৫ তুমি সাত বৎসরের শেষে ঋণ ক্ষমা ২ করিবে। সেই ঋণক্ষমার এই ব্যবস্থা; যে কোন মহাজন আপন প্রতিবাসীকে ঋণ দিয়াছে, সে আপনার দত্ত সেই ঋণ ক্ষমা করিবে, আপন প্রতিবাসী কিম্বা ভ্রাতার নিকট হইতে ঋণ আদায় করিবে না, কেননা সদাপ্রভুর [আদেশে] ৩ ঋণক্ষমার ঘোষণা হইয়াছে। তুমি বিজাতীয়ের কাছে আদায় করিতে পার; কিন্তু তোমার ভ্রাতার নিকটে তোমার যাহা আছে, তাহা তোমার হস্ত ক্ষমা ৪ করিবে। বাস্তবিক তোমার মধ্যে কাহারও দরিদ্র হওয়া অনুপযুক্ত; কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার অধিকারার্থে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে সদাপ্রভু তোমাকে নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ ৫ করিবেন; কেবল আমি অদ্য তোমাকে এই যে সমস্ত আজ্ঞা দিতেছি, ইহা যত্নপূর্ব্বক পালনার্থে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিতে হইবে। ৬ কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তেমনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন; আর তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না; এবং অনেক জাতির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে, কিন্তু তাহারা তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না।

৭ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তথাকার কোন নগরদ্বারের ভিতরে যদি তোমার নিকটস্থ কোন ভ্রাতা দরিদ্র হয়, তবে তুমি আপন হৃদয় কঠিন করিও না, বা দরিদ্র ভ্রাতার ৮ প্রতি আপন হস্ত রুদ্ধ করিও না; কিন্তু তাহার প্রতি মুক্তহস্ত হইয়া তাহার অভাবজন্য প্রয়োজনানুসারে তাহাকে ৯ অবশ্য ঋণ দিও। সাবধান, সপ্তম বৎসর অর্থাৎ ক্ষমার বৎসর নিকটবর্ত্তী, ইহা বলিয়া তোমার হৃদয়ে যেন অধম চিন্তার উদয় না হয়; তুমি যদি আপন দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি অশুভ দৃষ্টি করিয়া তাহাকে কিছু না দেও, তবে সে তোমার বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলে ১০ তোমার পাপ হইবে। তুমি তাহাকে অবশ্য দিবে, দিবার সময়ে হৃদয়ে দুঃখিত হইবে না; কেননা এই কার্য্য প্রযুক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সমস্ত কর্ম্মে, এবং তুমি যাহাতে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে, সেই সকলেতে তোমাকে ১১ আশীর্ব্বাদ করিবেন। কেননা তোমার দেশমধ্যে দরিদ্রের অভাব হইবে না; অতএব আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি, তুমি আপন দেশে তোমার ভ্রাতার প্রতি, তোমার দুঃখী ও দীনহীনের প্রতি, তোমার হাত অবশ্য খুলিয়া রাখিবে।

১২ তোমার ভ্রাতা অর্থাৎ কোন ইব্রীয় পুরুষ কিম্বা ইব্রীয় স্ত্রীলোক যদি তোমার নিকটে বিক্রীত হয়, এবং ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তোমার দাস্যকর্ম্ম করে; তবে সপ্তম বৎসরে তুমি তাহাকে মুক্ত করিয়া ১৩ আপনার নিকট হইতে বিদায় দিবে। আর মুক্ত করিয়া তোমার নিকট হইতে বিদায় দিবার সময়ে তুমি তাহাকে রিক্তহস্তে ১৪ বিদায় করিবে না; তুমি আপন পাল, শস্য ও দ্রাক্ষারস হইতে তাহাকে প্রচুর

পুরস্কার দিবে ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যেমন আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, ১৫ তদনুসারে তাহাকে দিবে। আর স্মরণে রাখিবে, তুমি মিসর দেশে দাস ছিলে, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন ; এই জন্য আমি অদ্য ১৬ তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি। পরন্তু তোমার নিকটে সুখে থাকাতে সে তোমাকে ও তোমার পরিজনগণকে ভাল বাসে বলিয়া যদি বলে, আমি তোমাকে ১৭ ছাড়িয়া যাইব না ; তবে তুমি এক গুঁজি লইয়া কপাটের সহিত তাহার কর্ণ বিঁধিয়া দিবে, তাহাতে সে নিত্য তোমার দাস থাকিবে ; আর দাসীর প্রতিও তদ্রূপ ১৮ করিবে। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সে তোমার কাছে বেতনজীবীর বেতন অপেক্ষা দ্বিগুণ দাস্যকর্ম্ম করিয়াছে, এই কারণ তাহাকে মুক্ত করিয়া বিদায় দেওয়া কঠিন মনে করিবে না ; তাহাতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সকল কার্য্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

১৯ তুমি আপন গোমেষাদি পশুপাল হইতে উৎপন্ন সমস্ত প্রথমজাত পুং-পশুকে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করিবে ; তুমি গোরুর প্রথমজাত দ্বারা কোন কর্ম্ম করিবে না, এবং তোমার প্রথমজাত মেষের লোম ছেদন করিবে ২০ না। সদাপ্রভু যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তুমি সপরিবারে প্রতি বৎসর ২১ তাহা ভোজন করিবে। যদি তাহাতে কোন দোষ থাকে, অর্থাৎ সে যদি খঞ্জ কিম্বা অন্ধ হয়, কোন প্রকারে দোষযুক্ত হয়, তবে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহা বলিদান করিবে না। ২২ আপন নগর-দ্বারের ভিতরে তাহা ভোজন করিও ; অশুচি কি শুচি উভয় লোকই কৃষ্ণসারের কিম্বা হরিণের ন্যায় তাহা ২৩ ভোজন করিতে পারে। তুমি কেবল তাহার রক্ত ভোজন করিবে না, তাহা জলের ন্যায় ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিবে।

বার্ষিক প্রধান তিনটী পর্ব্বের নিয়ম।

১৬ তুমি আবীব মাস পালন করিবে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তার-পর্ব্ব পালন করিবে ; কেননা আবীব মাসে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে রাত্রিকালে মিসর হইতে বাহির করিয়া ২ আনিয়াছিলেন। আর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে মেষাদি পাল ও গোপাল হইতে পশু লইয়া নিস্তারপর্ব্বের ৩ বলিদান করিবে। তুমি তাহার সহিত তাড়ীযুক্ত রুটী খাইবে না ; কেননা তুমি ত্বরান্বিত হইয়াই মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়াছিলে ; এই জন্য সাত দিবস সেই বলির সহিত তাড়ীশূন্য রুটী, দুঃখাবস্থার রুটী, ভোজন করিবে ; যেন মিসর দেশ হইতে তোমার নির্গমনের দিন যাবজ্জীবন তোমার স্মরণে থাকে। ৪ সাত দিন তোমার সীমার মধ্যে তাড়ী দৃষ্ট না হউক ; এবং প্রথম দিবসের সন্ধ্যা-কালে তুমি যে বলিদান কর, তাহার মাংস কিছুই, সমস্ত রাত্রি প্রাতঃকাল ৫ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট না থাকুক। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল নগর দিবেন, তাহার কোন নগরের দ্বারের ভিতরে নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিতে

৬ পারিবে না ; কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে মিসর দেশ হইতে তোমার বাহির হইয়া আসিবার ঋতুতে, সন্ধ্যাকালে, সূর্য্যাস্ত সময়ে নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিবে। ৭ আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তাহা পাক করিয়া ভোজন করিবে ; পরে প্রাতঃকালে আপন তাম্বুতে ফিরিয়া ৮ যাইবে। তুমি ছয় দিন তাড়ীশূন্য রুটী খাইবে, এবং সপ্তম দিবসে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পর্ব্বসভা হইবে ; তুমি কোন কার্য্য করিবে না।

৯ তুমি সাত সপ্তাহ গণনা করিবে ; ক্ষেত্রস্থ শস্যে প্রথম কাস্ত্যা দেওয়া অবধি সাত সপ্তাহ গণনা করিতে আরম্ভ ১০ করিবে। পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদানুযায়ী সঙ্গতি হইতে স্ব-ইচ্ছায় দত্ত উপহার দ্বারা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে সাত সপ্তাহের উৎসব ১১ পালন করিবে। আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তুমি, তোমার পুত্রকন্যা, তোমার দাসদাসী, তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্ত্তী লেবীয় ও তোমার মধ্যনিবাসী বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবা ১২ সকলে আনন্দ করিবে। আর তুমি স্মরণে রাখিবে যে, তুমি মিসর দেশে দাস ছিলে, এবং এই সকল বিধি যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে।

১৩ তোমার খামার ও দ্রাক্ষাকুণ্ড হইতে যাহা সংগ্রহ করিবার, তাহা সংগ্রহ করিলে পর তুমি সাত দিন কুটীরের ১৪ উৎসব পালন করিবে। আর সেই উৎসবে তুমি, তোমার পুত্রকন্যা, তোমার দাসদাসী ও তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্ত্তী লেবীয় ও বিদেশী এবং পিতৃহীন ও বিধবা ১৫ সকলে আনন্দ করিবে। সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে সাত দিন উৎসব পালন করিবে ; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যে ও হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, আর তুমি সম্পূর্ণরূপে আনন্দিত হইবে।

১৬ তোমার প্রত্যেক পুরুষ বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তাঁহার মনোনীত স্থানে দেখা দিবে ; তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসবে, সাত সপ্তাহের উৎসবে ও কুটীরের উৎসবে ; আর তাহারা সদাপ্রভুর সম্মুখে রিক্তহস্তে দেখা ১৭ দিবে না ; প্রত্যেক জন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত আশীর্ব্বাদানুসারে আপন আপন সঙ্গতি অনুযায়ী উপহার দিবে।

বিচারক ও রাজগণের কর্ত্তব্য।

১৮ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সকল বংশানুসারে তোমাকে যে সমস্ত নগর দিবেন, সেই সকল নগরের দ্বারদেশে তুমি আপনার জন্য বিচারকর্ত্তৃগণকে ও শাসনকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিবে ; আর তাহারা ন্যায্য বিচারে লোকদের বিচার ১৯ করিবে। তুমি অন্যায় বিচার করিবে না, কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না, ও উৎকোচ লইবে না ; কেননা উৎকোচ জ্ঞানীদের চক্ষু অন্ধ করে ও ধার্ম্মিকদের ২০ বাক্য বিপরীত করে। সর্ব্বতোভাবে যাহা ন্যায্য, তাহারই অনুগামী হইবে, তাহাতে তুমি জীবিত থাকিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত দেশ অধিকার করিবে।

২১ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিবে, তাহার কাছে কোন প্রকার কাষ্ঠের আশেরা
২২ মূর্ত্তি স্থাপন করিবে না। কোন স্তম্ভও উত্থাপন করিবে না, কেননা তাহা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ।

১৭ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোষযুক্ত, কোন প্রকার কলঙ্কযুক্ত গোরু কিম্বা মেষ বলিদান করিবে না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা ঘৃণা করেন।
২ তোমার মধ্যে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল নগর দিবেন, তাহার কোন নগরের দ্বারের ভিতরে যদি এমন কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক পাওয়া যায়, যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই
৩ করিয়াছে; গিয়া অন্য দেবতাদের সেবা করিয়াছে, ও আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে তাহাদের কাছে অথবা সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিম্বা আকাশবাহিনীর কাহারো কাছে
৪ প্রণিপাত করিয়াছে; আর তোমাকে তাহা বলা হইয়াছে, ও তুমি শুনিয়াছ, তবে যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিবে, আর দেখ, যদি ইহা সত্য ও নিশ্চিত হয় যে, ইস্রায়েলের মধ্যে এইরূপ ঘৃণার্হ-
৫ কার্য্য হইয়াছে, তবে তুমি সেই দুষ্কর্ম্মকারী পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া আপন নগর-দ্বারের সমীপে আনিবে; পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক হউক, তুমি প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড
৬ করিবে। প্রাণদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দুই সাক্ষীর কিম্বা তিন সাক্ষীর প্রমাণে হইবে; একমাত্র সাক্ষীর প্রমাণে
৭ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে না। তাহাকে বধ করিতে প্রথমে সাক্ষীরা, পশ্চাতে সমস্ত প্রজা তাহার উপরে হাত উঠাইবে। এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।
৮ রক্তপাতের কিম্বা বিরোধের কিম্বা আঘাতের বিষয়ে দুই জনের বিবাদ তোমার কোন নগর-দ্বারে উপস্থিত হইলে যদি তাহার বিচার তোমার পক্ষে অতি কঠিন হয়, তবে তুমি উঠিয়া আপন ঈশ্বর
৯ সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে যাইবে; আর লেবীয় যাজকদের ও তাৎকালিক বিচারকর্ত্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাতে তাহারা তোমাকে বিচারাজ্ঞা
১০ জ্ঞাত করিবে। পরে সদাপ্রভুর মনোনীত সেই স্থানে তাহারা যে বিচারাজ্ঞা তোমাকে জ্ঞাত করিবে, তুমি সেই আজ্ঞার মর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিবে; তাহারা তোমাকে যাহা শিক্ষা দিবে, সমস্তই যত্নপূর্ব্বক করিবে।
১১ তাহারা তোমাকে যে ব্যবস্থা শিক্ষা দিবে, তাহার মর্ম্মানুসারে ও তোমাকে যে বিচার বলিবে, তদনুসারে তুমি করিবে; তাহাদের আদিষ্ট বাক্যের দক্ষিণে কি বামে
১২ ফিরিবে না; কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃসাহসপূর্ব্বক আচরণ করে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর পরিচর্য্যার্থে সেই স্থানে দণ্ডায়মান যাজকের কিম্বা বিচারকর্ত্তার কথায় কর্ণপাত না করে, সেই মনুষ্য হত হইবে; ফলে তুমি ইস্রায়েলের মধ্য হইতে দুষ্টা-
১৩ চার লোপ করিবে। তাহাতে সমস্ত প্রজা তাহা শুনিয়া ভয় পাইবে, এবং দুঃসাহসের কার্য্য আর করিবে না।
১৪ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তুমি যখন তথায় গিয়া দেশ অধিকারপূর্ব্বক সেখানে বাস করিবে; আর বলিবে, আমার চারিদিকের সকল জাতির ন্যায় আমিও আপনার উপরে

১৫ এক জন রাজা নিযুক্ত করিব, তখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাহাকেই আপনার উপরে রাজা নিযুক্ত করিবে; তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আপনার উপরে রাজা নিযুক্ত করিবে; যে তোমার ভ্রাতা নয়, এমন বিজাতীয় ব্যক্তিকে আপনার উপরে
১৬ রাজা করিতে পারিবে না। আর সেই রাজা আপনার জন্য অনেক অশ্ব রাখিবে না, এবং অনেক অশ্বের চেষ্টায় প্রজাদিগকে পুনর্ব্বার মিসর দেশে গমন করাইবে না; কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে বলিয়াছেন, ইহার পরে তোমরা সেই পথে আর ফিরিয়া যাইবে না।
১৭ আর সে অনেক স্ত্রী গ্রহণ করিবে না, পাছে তাহার হৃদয় বিপথগামী হয়; এবং সে আপনার জন্য রৌপ্য কিম্বা স্বর্ণ
১৮ অতিশয় বৃদ্ধি করিবে না। আর স্বীয় রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন কালে সে আপনার নিমিত্ত একখানি পুস্তকে লেবীয় যাজকদের সম্মুখস্থিত এই ব্যবস্থার অনু-
১৯ লিপি লিখিবে। তাহা তাহার নিকটে থাকিবে, এবং সে যাবজ্জীবন তাহা পাঠ করিবে; যেন সে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিতে ও এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য ও এই সকল বিধি পালন করিতে শিখে;
২০ যেন আপন ভ্রাতাদের উপরে তাহার চিত্ত উদ্ধত না হয়, এবং সে আজ্ঞার দক্ষিণে কি বামে না ফিরে; এইরূপে যেন ইস্রায়েলের মধ্যে তাহার ও তাহার সন্তানদের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

নানাবিধ আদেশ।

১৮ লেবীয় যাজকগণ, লেবির সমস্ত বংশ, ইস্রায়েলের সহিত কোন অংশ কি অধিকার পাইবে না, তাহারা সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার ও তাঁহার অধিকৃত বস্তু
২ ভোগ করিবে। তাহারা আপন ভ্রাতাদের মধ্যে কোন অধিকার পাইবে না; সদাপ্রভুই তাহাদের অধিকার, যেমন তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছেন।
৩ আর প্রজাদের হইতে যাজকগণের প্রাপ্য বিষয়ের এই বিধি; যাহারা গোরু কিম্বা মেষ বলিদান করে, তাহারা বলির স্কন্ধ, দুই গাল ও পাকস্থলী যাজককে
৪ দিবে। তুমি আপন শস্যের, দ্রাক্ষারসের ও তৈলের অগ্রিমাংশ, এবং মেষলোমের
৫ অগ্রিমাংশ তাহাকে দিবে। কেননা সদাপ্রভুর নামে পরিচর্য্যা করিতে নিত্য দণ্ডায়মান হইবার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সকল বংশের মধ্য হইতে তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে মনোনীত করিয়াছেন।
৬ আর সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার কোন নগর-দ্বারে যে লেবীয় প্রবাস করে, সে যদি আপন প্রাণের সম্পূর্ণ বাসনায় তথা হইতে সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে
৭ আইসে, তবে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান আপন লেবীয় ভ্রাতাদের ন্যায় আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে পরিচর্য্যা
৮ করিবে। তাহারা ভোজনার্থে সমান অংশ পাইবে; তাহা ছাড়া সে আপন পৈতৃক অধিকার বিক্রয়ের মূল্যও ভোগ করিবে।
৯ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে উপস্থিত হইলে তুমি তথাকার জাতিগণের ঘৃণার্হ কার্য্যের ন্যায় কার্য্য করিতে শিখিও না।
১০ তোমার মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, যে পুত্র বা কন্যাকে
১১ অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করায়, যে মন্ত্র

ব্যবহার করে, বা গণক, বা মোহক, বা মায়াবী, বা ঐন্দ্রজালিক, বা ভূতড়িয়া, বা ১২ গুণী বা প্রেতসাধক। কেননা সদাপ্রভু এই সকল কার্য্যকারীকে ঘৃণা করেন; আর সেই ঘৃণার্হ কার্য্য প্রযুক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন। ১৩ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে ১৪ সিদ্ধ হও। কেননা তুমি যে জাতিগণকে অধিকারচ্যুত করিবে, তাহারা গণক ও মন্ত্রব্যবহারীদের কথায় কর্ণপাত করে, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকেই তাহা করিতে দেন নাই।

১৫ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা ১৬ কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্ব্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে ১৭ আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলি- ১৮ য়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা ১৯ তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ ২০ লইব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্ব্বক তাহা বলে, কিম্বা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে ২১ হইবে। আর তুমি যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই, তাহা ২২ আমরা কি প্রকারে জানিব? [তবে শুন,] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয়, ও তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন নাই; ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্ব্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।

১৯ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে জাতিগণের দেশ তোমাকে দিতেছেন, তাহাদিগকে তিনি উচ্ছিন্ন করিলে পর যখন তুমি তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের নগরে ও গৃহে বাস করিবে, ২ তৎকালে, যে দেশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিতেছেন, তোমার সেই দেশের মধ্যে তুমি আপনার ৩ জন্য তিনটী নগর পৃথক্ করিবে। তুমি আপনার জন্য পথ প্রস্তুত করিবে, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে দেশের অধিকার তোমাকে দেন, তোমার সেই দেশের ভূমি তিন ভাগ করিবে; তাহাতে প্রত্যেক নরহন্তা সেই নগরে পলাইয়া ৪ যাইতে পারিবে। যে নরহন্তা সেই স্থানে পলাইয়া বাঁচিতে পারে, তাহার বিবরণ এই; কেহ যদি পূর্ব্বে প্রতিবাসীকে দ্বেষ না করিয়া অজ্ঞানতঃ তাহাকে বধ ৫ করে; যথা, কেহ আপন প্রতিবাসীর সহিত কাষ্ঠ কাটিতে বনে গিয়া গাছ কাটিবার জন্য কুড়ালি তুলিলে যদি ফলক বাঁট হইতে খসিয়া প্রতিবাসীর গায় এমন

লাগে যে, তাহাতেই সে মারা পড়ে, তবে সে ঐ তিনটীর মধ্যে কোন একটী নগরে ৬ পলাইয়া বাঁচিতে পারিবে ; পাছে রক্তের প্রতিশোধদাতা অন্তরে উষ্ণ হওয়াতে নরহন্তার পশ্চাৎ ধাবমান্ হইয়া পথের দূরত্ব প্রযুক্ত তাহাকে ধরিয়া সাংঘাতিক আঘাত করে। সে লোক ত প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, কারণ সে পূর্ব্বে উহাকে দ্বেষ ৭ করে নাই। এই হেতু আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি তোমার জন্য ৮ তিনটী নগর পৃথক্ করিবে। আর আমি অদ্য তোমাকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, তুমি তাহা পালন করিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিলে ও যাবজ্জীবন ৯ তাঁহার পথে চলিলে যদি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে কৃত আপন দিব্যানুসারে তোমার সীমা বৃদ্ধি করেন, ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দেশ তোমাকে দেন; তবে তুমি সেই তিন নগর ভিন্ন আরও তিনটী নগর নিরূপণ করিবে; ১০ যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তোমার সেই দেশের মধ্যে নির্দ্দোষের রক্তপাত না হয়, আর তোমার উপরে রক্তপাতের অপরাধ না বর্ত্তে।

১১ কিন্তু যদি কেহ আপন প্রতিবাসীকে দ্বেষ করিয়া তাহার জন্য ঘাঁটি বসায় ও তাহার প্রতিকূলে উঠিয়া তাহাকে সাংঘাতিক আঘাত করে, আর সে মরিয়া যায়, পরে ঐ ব্যক্তি যদি ঐ সকল নগরের মধ্যে কোন একটী নগরে ১২ পলায়ন করে ; তবে তাহার নিবাস-নগরের প্রাচীনবর্গ লোক পাঠাইয়া তথা হইতে তাহাকে আনাইবে, ও তাহাকে বধ করিবার জন্য রক্তের প্রতিশোধদাতার ১৩ হস্তে সমর্পণ করিবে। তোমার চক্ষু তাহার প্রতি দয়া না করুক, কিন্তু তুমি ইস্রায়েলের মধ্য হইতে নিরপরাধের রক্তপাতের দোষ দূর করিবে ; তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।

১৪ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে দেশ তোমাকে দিতেছেন, সেই দেশে তোমার প্রাপ্য ভূমিতে পূর্ব্ব-কালের লোকেরা যে সীমার চিহ্ন নিরূপণ করিয়াছে, তোমার প্রতিবাসীর সেই চিহ্ন স্থানান্তর করিবে না।

১৫ কেহ কোন প্রকার অপরাধ কি পাপ, যে কোন পাপ করিলে, তাহার বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষী উঠিবে না ; দুই কিম্বা তিন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা বিচার নিষ্পন্ন হইবে।

১৬ কোন অন্যায়ী সাক্ষী যদি কাহারো বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহার বিষয়ে অন্যায় ১৭ কার্য্যের সাক্ষ্য দেয়, তবে সেই বাদী প্রতিবাদী উভয়ে সদাপ্রভুর সম্মুখে, তাৎকালিক যাজকদের ও বিচারকর্ত্তাদের ১৮ সম্মুখে, দাঁড়াইবে। পরে বিচারকর্ত্তারা সযত্নে অনুসন্ধান করিবে, আর দেখ, সে সাক্ষী যদি মিথ্যাসাক্ষী হয়, ও তাহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া থাকে ; ১৯ তবে সে তাহার ভ্রাতার প্রতি যেরূপ করিতে কল্পনা করিয়াছিল, তাহার প্রতি তোমরা তদ্রূপ করিবে ; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ ২০ করিবে। তাহা শুনিয়া অবশিষ্ট লোকেরা ভয় পাইয়া তোমার মধ্যে সেরূপ দুষ্কর্ম্ম ২১ আর করিবে না। তোমার চক্ষু দয়া না করুক ; প্রাণের পরিশোধ প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধ চক্ষু, দন্তের পরিশোধ

দন্ত, হস্তের পরিশোধ হস্ত, পদের পরিশোধ পদ ।

যুদ্ধ বিষয়ক ব্যবস্থা ।

২০ তুমি তোমার শত্রুদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে গিয়া যদি আপনার অপেক্ষা অধিক অশ্ব, রথ ও লোক দেখ, তবে সেই সকল হইতে ভীত হইও না, কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে উঠাইয়া আনিয়াছেন, তিনিই তোমার সহবর্ত্তী। ২ আর তোমরা যুদ্ধার্থে নিকটবর্ত্তী হইলে যাজক আসিয়া লোকদের কাছে কথা ৩ কহিবে, তাহাদিগকে বলিবে, হে ইস্রায়েল, শুন, তোমরা অদ্য তোমাদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিকটে যাইতেছ ; তোমাদের হৃদয় দুর্ব্বল না হউক ; ভয় করিও না, কম্পমান হইও না, বা উহাদের হইতে মহাভয়ে ভীত হইও ৪ না। কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুই তোমাদের নিস্তারার্থে তোমাদের পক্ষে তোমাদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। ৫ পরে অধ্যক্ষগণ লোকদিগকে এই কথা কহিবে, তোমাদের মধ্যে কে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করে নাই ? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক তাহার প্রতিষ্ঠা করে, এই জন্য সে আপন গৃহে ৬ ফিরিয়া যাউক। আর কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রথম ফল ভোগ করে নাই ? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক তাহার প্রথম ফল ভোগ করে, এই জন্য সে আপন গৃহে ফিরিয়া ৭ যাউক। আর বাগ্‌দান হইলেও কে বিবাহ করে নাই ? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক সেই কন্যাকে গ্রহণ করে, এই জন্য সে আপন গৃহে ফিরিয়া ৮ যাউক। অধ্যক্ষগণ লোকদের কাছে আরও কথা কহিবে, তাহারা বলিবে, ভীত ও দুর্ব্বলহৃদয় লোক কে আছে ? সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক, পাছে তাহার হৃদয়ের ন্যায় তাহার ভ্রাতাদের ৯ হৃদয় গলিয়া যায়। পরে অধ্যক্ষগণ লোকদের কাছে কথা সাঙ্গ করিলে পর তাহারা লোকদের উপরে সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত করিবে।

১০ যখন তুমি কোন নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার কাছে সন্ধির কথা ১১ ঘোষণা করিবে। তাহাতে যদি সে সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া যায়, তাহারা তোমাকে কর দিবে, ও তোমার দাস ১২ হইবে। কিন্তু যদি সে সন্ধি না করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই ১৩ নগর অবরোধ করিবে। পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে ১৪ খড়গধারে আঘাত করিবে, কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও পশুগণ প্রভৃতি নগরের সর্ব্বস্ব, সমস্ত লুটদ্রব্য আপনার জন্য লুটস্বরূপে গ্রহণ করিবে, আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত শত্রুদের লুট ভোগ ১৫ করিবে। এই নিকটবর্ত্তী জাতিদের নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমাহইতে অতি দূরে আছে, তাহাদেরই প্রতি এই১৬ রূপ করিবে। কিন্তু এই জাতিদের যে সকল নগর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিবেন, সেই সকলের

মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও জীবিত ১৭ রাখিবে না; তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে—হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দিগকে—নিঃশেষে ১৮ বিনষ্ট করিবে; পাছে তাহারা আপন আপন দেবতাদের উদ্দেশে যে সকল ঘৃণার্হ কর্ম্ম করে, তদ্রূপ করিতে তোমাদিগকেও শিখায়, আর পাছে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ কর।

১৯ যখন তুমি কোন নগর হস্তগত করণার্থে যুদ্ধ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তাহা অবরোধ কর, তখন কুড়ালি দিয়া তথাকার বৃক্ষ ছেদন করিবে না; তুমি তাহার ফল খাইতে পার, কিন্তু তাহা কাটিবে না; কেননা ক্ষেত্রের বৃক্ষ কি মানুষ যে, তাহাও তোমার অবরোধের ২০ যোগ্য হইবে? কিন্তু এই এই বৃক্ষ হইতে খাদ্য জন্মে না, ইহা যে সকল বৃক্ষের বিষয়ে জ্ঞাত আছ, সে সকল তুমি নষ্ট করিতে ও কাটিতে পারিবে; এবং তোমার সহিত যুদ্ধকারী নগর যাবৎ পতিত না হয়, তাবৎ সেই নগরের বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিতে পারিবে।

নানা বিষয়ে আদেশ।

২১ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে দেশ তোমাকে দিতেছেন, তাহার মধ্যে যদি ক্ষেত্রে পতিত কোন হত লোককে পাওয়া যায়, এবং তাহাকে কে বধ করিল, তাহা জানা না যায়; ২ তবে তোমার প্রাচীনবর্গ ও বিচারকর্ত্তৃগণ বাহিরে গিয়া সেই শবের চারিদিকে কোন্ নগর কত দূর, তাহা মাপিবে। ৩ তাহাতে যে নগর ঐ হত লোকের নিকটস্থ হইবে, তথাকার প্রাচীনবর্গ পাল হইতে এমন একটী গোবৎসা লইবে, যাহা দ্বারা কোন কার্য্য হয় নাই, যে ৪ যোঁয়ালি বহন করে নাই। পরে সেই নগরের প্রাচীনবর্গ সেই গোবৎসাকে এমন কোন একটী উপত্যকায় আনিবে, যেখানে জলস্রোত নিত্য বহে, এবং চাস বা বীজবপন হয় না, ও সেই উপত্যকায় তাহার গ্রীবা ভাঙ্গিয়া ৫ ফেলিবে। পরে লেবির সন্তান যাজকেরা নিকটে আসিবে, কেননা তাহাদিগকেই তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার পরিচর্য্যার্থে ও সদাপ্রভুর নামে আশীর্ব্বাদ করণার্থে মনোনীত করিয়াছেন; এবং তাহাদের বাক্যানুসারে প্রত্যেক বিবাদের ৬ ও আঘাতের বিচার হইবে। পরে শবের নিকটস্থ ঐ নগরের সমস্ত প্রাচীন উপত্যকাতে ভগ্নগ্রীবা গোবৎসার উপরে ৭ আপন আপন হস্ত ধুইয়া দিবে। আর তাহারা উত্তর করিয়া বলিবে, আমাদের হস্ত এই রক্তপাত করে নাই, আমাদের ৮ চক্ষু ইহা দেখে নাই; হে সদাপ্রভু, তুমি আপনার প্রজা যে ইস্রায়েলকে মুক্ত করিয়াছ, তাহাকে ক্ষমা কর; আপনার প্রজা ইস্রায়েলের মধ্যে নিরপরাধের রক্তপাতজন্য দোষ থাকিতে দিও না। তাহাতে তাহাদের পক্ষে সেই ৯ রক্তপাতের দোষ ক্ষমা হইবে। এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে নিরপরাধের রক্তপাতের দোষ দূর করিবে; কেননা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা যথার্থ, তাহাই তুমি করিবে।

১০ তুমি আপন শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে যদি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করেন,

ও তুমি তাহাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া ১১ যাও ; এবং সেই বন্দিদের মধ্যে কোন সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইয়া যদি তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাও ; ১২ তবে তাহাকে আপন গৃহমধ্যে আনিবে, এবং সে আপন মস্তক মুণ্ডন করিবে, ১৩ ও নখ কাটিবে ; আর আপনার বন্দিত্ব-দশার বস্ত্র ত্যাগ করিবে ; পরে তোমার গৃহে থাকিয়া আপন পিতামাতার জন্য সম্পূর্ণ এক মাস বিলাপ করিবে ; তাহার পরে তুমি তাহার কাছে গমন করিতে পারিবে, তুমি তাহার স্বামী হইবে ও ১৪ সে তোমার স্ত্রী হইবে। আর যদি তাহাতে তোমার প্রীতি না হয়, তবে যে স্থানে তাহার ইচ্ছা, সেই স্থানে তাহাকে যাইতে দিবে ; কিন্তু কোন প্রকারে টাকা লইয়া তাহাকে বিক্রয় করিবে না ; তাহার প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিবে না, কেননা তুমি তাহাকে মান-ভ্রষ্টা করিয়াছ।

১৫ যদি কোন পুরুষের প্রিয়া অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে, এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে তাহার জন্য পুত্র প্রসব করে, আর জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রিয়ার সন্তান হয় ; ১৬ তবে আপন পুত্রদিগকে সর্ব্বস্বের অধি-কার দিবার সময়ে অপ্রিয়াজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিতে সে প্রিয়াজাত পুত্রকে ১৭ জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারিবে না। কিন্তু সে অপ্রিয়ার পুত্রকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার করিয়া আপন সর্ব্বস্বের দুই অংশ তাহাকে দিবে ; কারণ সে তাহার শক্তির প্রথম ফল, জ্যেষ্ঠাধিকার তাহারই।

১৮ যদি কাহারো পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী হয়, পিতামাতার কথা না শুনে, এবং শাসন করিলেও তাহাদিগকে অমান্য ১৯ করে ; তবে তাহার পিতামাতা তাহাকে ধরিয়া নগরের প্রাচীনবর্গের নিকটে ও তাহার নিবাস-স্থানের নগর-দ্বারে লইয়া ২০ যাইবে ; আর তাহারা নগরের প্রাচীন-বর্গকে বলিবে, আমাদের এই পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী, আমাদের কথা মানে না, সে ২১ অপব্যয়ী ও মদ্যপায়ী। তাহাতে সেই নগরের সমস্ত পুরুষ তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে ; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে, আর সমস্ত ইস্রায়েল শুনিয়া ভয় পাইবে।

২২ যদি কোন মনুষ্য প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাপ করে, আর তাহার প্রাণদণ্ড হয়, এবং ২৩ তুমি তাহাকে গাছে টাঙ্গাইয়া দেও, তবে তাহার শব রাত্রিতে গাছের উপরে থাকিতে দিবে না, কিন্তু নিশ্চয় সেই দিনই তাহাকে কবর দিবে ; কেননা যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে ভূমি তোমাকে দিতে-ছেন, তুমি তোমার সেই ভূমি অশুচি করিবে না।

২২ তোমার কোন ভ্রাতার বলদ কিম্বা মেষকে পথহারা হইতে দেখিলে তুমি তাহাদের হইতে গা ঢাকা দিও না ; অবশ্য আপন ভ্রাতার নিকটে তাহাদিগকে ২ ফিরাইয়া আনিবে। যদি তোমার সেই ভ্রাতা তোমার নিকটস্থ কিম্বা পরিচিত না হয়, তবে তুমি সেই পশুকে আপন বাটীতে আনিয়া যাবৎ সেই ভ্রাতা তাহার অন্বেষণ না করে, তাবৎ আপনার নিকটে রাখিবে, পরে তাহা ফিরাইয়া দিবে। ৩ তুমি তাহার গর্দ্দভের সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিবে, এবং তাহার বস্ত্রের সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিবে, তোমার ভ্রাতার হারাণ যে

কোন দ্রব্য তুমি পাও, সেই সকলের বিষয়ে তদ্রূপ করিবে ; তোমার গা ঢাকা দেওয়া অকর্ত্তব্য ।

৪ তোমার ভ্রাতার গর্দ্দভ কিম্বা বলদকে পথে পতিত দেখিলে তাহাদের হইতে গা ঢাকা দিও না ; অবশ্য তুমি তাহাদিগকে তুলিতে তাহার সাহায্য করিবে ।

৫ স্ত্রীলোক পুরুষের পরিধেয়, কিম্বা পুরুষ স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান করিবে না ; কেননা যে কেহ তাহা করে, সে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র ।

৬ পথের পার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষে কিম্বা ভূমির উপরে তোমার সম্মুখে যদি কোন পক্ষীর বাসাতে শাবক কিম্বা ডিম্ব থাকে, এবং সেই শাবকের কিম্বা ডিম্বের উপরে পক্ষিণী বসিয়া থাকে, তবে তুমি শাবকগণের ৭ সহিত পক্ষিণীকে ধরিও না । তুমি আপনার জন্য শাবকগুলিকে লইতে পার, কিন্তু নিশ্চয় পক্ষিণীকে ছাড়িয়া দিবে ; যেন তোমার মঙ্গল ও দীর্ঘ পরমায়ু হয় ।

৮ নূতন গৃহ প্রস্তুত করিলে তাহার ছাদে আলিসিয়া নির্ম্মাণ করিবে, পাছে তাহার উপর হইতে কোন মনুষ্য পড়িলে তুমি আপন গৃহে রক্তপাতের অপরাধ বর্ত্তাও ।

৯ তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মিশ্রিত বীজ বপন করিবে না ; পাছে সমস্ত ফলে—তোমার উপ্ত বীজে ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফলে—তুমি স্বত্বহীন হও ।

১০ বলদে ও গর্দ্দভে একত্র যুড়িয়া চাস ১১ করিবে না । লোম ও মসীনা-মিশ্রিত সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিও না ।

১২ আপনার আবরণার্থক গাত্রীয় বস্ত্রের চারি কোণে থোপ দিও ।

১৩ কোন পুরুষ যদি বিবাহ করিয়া স্ত্রীর কাছে গমন করে, পরে তাহাকে ঘৃণা ১৪ করে, এবং তাহার নামে অপবাদ দেয়, ও তাহার দুর্নাম করিয়া বলে, আমি এই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু সঙ্গকালে ইহার কৌমার্য্যের চিহ্ন পাইলাম ১৫ না ; তবে সেই কন্যার পিতামাতা তাহার কৌমার্য্যের চিহ্ন লইয়া নগরের প্রাচীনবর্গের নিকটে নগর-দ্বারে উপস্থিত ১৬ করিবে । আর কন্যার পিতা প্রাচীনবর্গকে বলিবে, আমি এই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলাম, কিন্তু ১৭ এ তাহাকে ঘৃণা করে ; আর দেখ, এ অপবাদ দিয়া বলে, আমি তোমার কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন পাই নাই ; কিন্তু আমার কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন এই দেখুন। আর তাহারা নগরের প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে ১৮ সেই বস্ত্র বিস্তার করিবে । পরে নগরের প্রাচীনবর্গ সেই পুরুষকে ধরিয়া শাস্তি ১৯ দিবে । আর তাহার এক শত [শেকল] রৌপ্য দণ্ড করিয়া কন্যার পিতাকে দিবে, কেননা সেই ব্যক্তি ইস্রায়েলীয় এক কুমারীর উপরে দুর্নাম আনিয়াছে ; আর সে তাহার স্ত্রী হইবে, ঐ পুরুষ যাবজ্জীবন তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না ।

২০ কিন্তু সেই কথা যদি সত্য হয়, কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন যদি না পাওয়া যায় ; ২১ তবে তাহারা সেই কন্যাকে বাহির করিয়া তাহার পিতৃগৃহের দ্বারসমীপে আনিবে, এবং সেই কন্যার নগরের পুরুষেরা প্রস্তরাঘাতে তাহাকে বধ করিবে ; কেননা পিতৃগৃহে ব্যভিচার করাতে সে ইস্রায়েলের মধ্যে মূঢ়তার কর্ম্ম করিয়াছে ; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে ।

২২ কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়ন কালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত

শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে; এইরূপে তুমি ইস্রায়েলের মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।

২৩ যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগদত্তা কোন কুমারীকে নগরমধ্যে পাইয়া তাহার ২৪ সহিত শয়ন করে; তবে তোমরা সেই দুই জনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে; সেই কন্যাকে বধ করিবে, কেননা নগরের মধ্যে থাকিলেও সে চীৎকার করে নাই, এবং সেই পুরুষকে বধ করিবে, কেননা সে আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করিয়াছে; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।

২৫ কিন্তু যদি কোন পুরুষ বাগদত্তা কন্যাকে মাঠে পাইয়া বলপূর্ব্বক তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী ২৬ সেই পুরুষমাত্র হত হইবে; কিন্তু কন্যার প্রতি তুমি কিছুই করিবে না; সে কন্যাতে প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাপ নাই; ফলতঃ যেমন কোন মনুষ্য আপন প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে প্রাণে বধ ২৭ করে, ইহাও তদ্রূপ। কেননা সেই পুরুষ মাঠে তাহাকে পাইয়াছিল; ঐ বাগদত্তা কন্যা চীৎকার করিলেও তাহার নিস্তারকর্ত্তা কেহ ছিল না।

২৮ যদি কেহ অবাগদত্তা কুমারী কন্যাকে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার সহিত ২৯ শয়ন করে, ও তাহারা ধরা পড়ে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ [শেকল] রৌপ্য দিবে, এবং তাহাকে মানভ্রষ্টা করিয়াছে বলিয়া সে তাহার স্ত্রী হইবে; সেই পুরুষ তাহাকে যাবজ্জীবন ত্যাগ করিতে পারিবে না।

৩০ কোন পুরুষ আপন পিতৃভার্য্যাকে গ্রহণ করিবে না, ও আপন পিতার আবরণীয় অনাবৃত করিবে না।

২৩ চূর্ণাণ্ড কিম্বা ছিন্নলিঙ্গ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না।

২ জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না; তাহার দশম পুরুষ পর্য্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

৩ অম্মোনীয় কিম্বা মোয়াবীয় কেহ সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না; দশম পুরুষ পর্য্যন্ত তাহাদের কেহ সদাপ্রভুর সমাজে কখনও প্রবেশ করিতে ৪ পাইবে না। কেননা মিসর হইতে তোমাদের আসিবার সময়ে তাহারা পথে অন্ন জল লইয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই; আবার তোমাকে শাপ দিবার জন্য তোমার বিরুদ্ধে অরাম-নহরয়িমস্থ পথোরনিবাসী বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে ৫ উৎকোচ দিয়াছিল। তথাপি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বিলিয়মের কথায় কর্ণপাত করিতে সম্মত হন নাই; বরং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পক্ষে সেই অভিশাপ আশীর্ব্বাদে পরিণত করিলেন; কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে ৬ প্রেম করেন। তুমি যাবজ্জীবন কখনও তাহাদের শান্তি কি মঙ্গল অন্বেষণ করিবে না।

৭ তুমি ইদোমীয়কে ঘৃণা করিবে না, কেননা সে তোমার ভ্রাতা; মিস্রীয়কে ঘৃণা করিবে না, কেননা তুমি তাহার ৮ দেশে প্রবাসী ছিলে। তাহাদের হইতে যে সন্তানগণ উৎপন্ন হইবে, তাহারা তৃতীয় পুরুষে সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে।

৯ তোমার শত্রুগণের বিরুদ্ধে শিবিরে যাত্রাকালে যাবতীয় মন্দ বিষয়ে সাবধান ১০ থাকিবে। তোমার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি রাত্রিঘটিত কোন অশুচিতায় অশুচি হয়, তবে সে শিবির হইতে বাহিরে যাইবে, শিবিরের মধ্যে প্রবেশ ১১ করিবে না। পরে বেলা অবসান হইলে সে জলে স্নান করিবে, ও সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। ১২ তুমি শিবিরের বাহিরে এক স্থান নিরূপণ করিয়া বহির্দ্দেশ বলিয়া সেই স্থানে ১৩ যাইবে; আর তোমার অস্ত্রশস্ত্র মধ্যে একখানি খুন্তি থাকিবে; বহির্দ্দেশে গমন সময়ে তুমি তদ্দারা গর্ত্ত করিয়া ফিরিয়া আপনার নির্গত মল ঢাকিয়া ফেলিবে। ১৪ কেননা তোমাকে রক্ষা করিতে ও তোমার শত্রুগণকে তোমার সম্মুখে সমর্পণ করিতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার শিবিরের মধ্যে গমনাগমন করেন; অতএব তোমার শিবির পবিত্র হউক; পাছে তোমাতে কোন অশুচি বিষয় দেখিয়া তিনি তোমা হইতে বিমুখ হন।

১৫ যে দাস আপন স্বামীর নিকট হইতে পলাইয়া তোমার নিকটে আইসে, তুমি তাহাকে সেই স্বামীর হস্তে সমর্পণ ১৬ করিবে না। সে তোমার কোন এক নগর-দ্বারের ভিতরে, যেখানে তাহার ভাল লাগে, সেই মনোনীত স্থানে তোমার সঙ্গে তোমার মধ্যে বাস করিবে; তুমি তাহার উপরে দৌরাত্ম্য করিবে না।

১৭ ইস্রায়েল-বংশীয়া কোন কন্যা যেন বেশ্যা না হয়, আর ইস্রায়েল-বংশীয় কোন পুরুষ যেন পুংগামী না হয়। ১৮ কোন মানতের জন্য বেশ্যার বেতন কিম্বা কুকুরের মূল্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিবে না, কেননা সে উভয়ই তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ঘৃণার্হ।

১৯ তুমি সুদের জন্য, রৌপ্যের সুদ, খাদ্য সামগ্রীর সুদ, কোন দ্রব্যের সুদ পাইবার জন্য, আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না। ২০ সুদের জন্য বিদেশীকে ঋণ দিতে পার, কিন্তু সুদের জন্য আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না; যেন তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সে দেশে তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

২১ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে কিছু মানত করিলে তাহা দিতে বিলম্ব করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অবশ্য তাহা তোমা হইতে আদায় করিবেন; না দিলে তোমার পাপ ২২ হইবে। কিন্তু যদি মানত না কর, তবে তাহাতে তোমার পাপ হইবে ২৩ না। তোমার ওষ্ঠ নির্গত বাক্য সযত্নে পালন করিবে; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে তোমার মুখ হইতে যেমন স্ব-ইচ্ছায় দত্ত মানতের কথা নির্গত হয়, তদনুসারে করিবে।

২৪ প্রতিবাসীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গেলে তুমি আপন ইচ্ছানুসারে তৃপ্তি পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাফল ভোজন করিতে পারিবে, কিন্তু পাত্রে করিয়া কিছু লইবে না।

২৫ প্রতিবাসীর শস্যক্ষেত্রে গেলে তুমি আপন হস্তে শীষ ছিঁড়িতে পারিবে, কিন্তু আপন প্রতিবাসীর শস্যক্ষেত্রে কাস্ত্যা দিবে না।

২৪ কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবার পর যদি তাহাতে কোন প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তাহার

দৃষ্টিতে প্রীতিপাত্র না হয়, তবে সেই পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটী হইতে ২ তাহাকে বিদায় করিতে পারিবে। আর সে স্ত্রী তাহার বাটী হইতে বাহির হইবার পর গিয়া অন্য পুরুষের ভার্য্যা হইতে ৩ পারে। আর ঐ পশ্চাতের স্বামীও যদি তাহাকে ঘৃণা করে, এবং তাহার জন্য ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটী হইতে তাহাকে বিদায় করে, কিম্বা বিবাহকারী ঐ পশ্চাতের ৪ স্বামী যদি মরিয়া যায়; তবে যে প্রথম স্বামী তাহাকে বিদায় করিয়াছিল, সে তাহার অশুচি হইবার পরে তাহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে না; কেননা তাহা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঘৃণার্হ কর্ম্ম; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে দেশ তোমাকে দিতেছেন, তুমি তাহা পাপলিপ্ত করিবে না।

৫ কোন ব্যক্তি নূতন বিবাহ করিলে সৈন্যদলে গমন করিবে না, এবং তাহাকে কোন কর্ম্মের ভার দেওয়া যাইবে না; সে এক বৎসর পর্য্যন্ত আপন গৃহে নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া, যে স্ত্রীকে সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার চিত্তরঞ্জন করিবে।

৬ কেহ কাহারো যাঁতা কিম্বা তাহার উপরের পাট বন্ধক রাখিবে না; তাহা করিলে প্রাণ বন্ধক রাখা হয়।

৭ কোন মনুষ্য যদি আপন ভ্রাতৃগণের— ইস্রায়েল-সন্তানদের— মধ্যে কোন প্রাণীকে চুরি করে, এবং তাহার প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করে, বা বিক্রয় করে, এবং ধরা পড়ে, তবে সেই চোর হত হইবে; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।

৮ তুমি কুষ্ঠরোগের ঘায়ের বিষয়ে সাবধান হইয়া, লেবীয় যাজকেরা যে সকল উপদেশ দিবে, অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তদনুসারে কর্ম্ম করিও; আমি তাহাদিগকে যে যে আজ্ঞা দিয়াছি, তাহা ৯ পালন করিতে যত্ন করিবে। মিসর হইতে তোমাদের বাহির হইয়া আসিবার সময়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু পথে মরিয়মের প্রতি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে রাখিবে।

১০ তোমার প্রতিবাসীকে কোন প্রকার কিছু ঋণ দিলে তুমি বন্ধকী দ্রব্য লইবার জন্য তাহার গৃহে প্রবেশ করিবে না। ১১ তুমি বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এবং ঋণী ব্যক্তি বন্ধকী দ্রব্য বাহির করিয়া ১২ তোমার নিকটে আনিবে। আর সে যদি দরিদ্র হয়, তবে তুমি তাহার বন্ধকী ১৩ দ্রব্য রাখিয়া নিদ্রা যাইবে না। সূর্য্যাস্তকালে তাহার বন্ধকী দ্রব্য তাহাকে অবশ্য ফিরাইয়া দিবে; তাহাতে সে আপন বস্ত্রে শয়ন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে; আর তাহা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমার ধার্ম্মিকতার কার্য্য হইবে।

১৪ তোমার ভ্রাতা হউক, কিম্বা তোমার দেশের নগরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী হউক, দীন দুঃখী বেতনজীবীর প্রতি উপদ্রব ১৫ করিবে না। কার্য্যের দিবসে তাহার বেতন তাহাকে দিবে; সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত তাহা রাখিবে না; কেননা সে দরিদ্র, এবং সেই বেতনের উপরে তাহার মন পড়িয়া থাকে; পাছে সে তোমার বিরুদ্ধে সদাপ্রভুকে ডাকে, আর এই বিষয়ে তোমার পাপ হয়।

১৬ সন্তানের জন্য পিতার, কিম্বা পিতার

জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন পাপপ্রযুক্তই প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে।

১৭ বিদেশীর কিম্বা পিতৃহীনের বিচারে অন্যায় করিবে না, এবং বিধবার বস্ত্র বন্ধক ১৮ লইবে না। স্মরণে রাখিবে, তুমি মিসর দেশে দাস ছিলে, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তথা হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন, এই জন্য আমি তোমাকে এই কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা দিতেছি।

১৯ তুমি ক্ষেত্রে আপন শস্য ছেদন কালে যদি এক আটি ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়া থাক, তবে তাহা লইয়া আসিতে ফিরিয়া যাইও না; তাহা বিদেশীর, পিতৃহীনের ও বিধবার জন্য থাকিবে; যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

২০ যখন তোমার জিতবৃক্ষের ফল পাড়, তখন শাখাতে আবার অবশিষ্টের অন্বেষণ করিবে না; তাহা বিদেশীর, পিতৃহীনের ২১ ও বিধবার জন্য থাকিবে। যখন তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্রাক্ষাফল চয়ন কর, তখন চয়নের পরে আবার কুড়াইও না; তাহা বিদেশীর, পিতৃহীনের ও বিধবার জন্য ২২ থাকিবে। স্মরণে রাখিবে, তুমি মিসর দেশে দাস ছিলে, এই জন্য আমি তোমাকে এই কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা দিতেছি।

২৫ মনুষ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে উহারা যদি বিচারকর্ত্তাদের নিকটে যায়, আর তাহারা বিচার করে, তবে নির্দ্দোষকে ২ নির্দ্দোষ ও দোষীকে দোষী করিবে। আর যদি দুষ্টলোক প্রহারের যোগ্য হয়, তবে বিচারকর্ত্তা তাহাকে শয়ন করাইয়া তাহার অপরাধানুসারে আঘাতের সংখ্যা নিশ্চয় করিয়া আপনার সাক্ষাতে তাহাকে প্রহার ৩ করাইবে। সে চল্লিশ আঘাত করিতে পারে, তাহার অধিক নয়; পাছে সে অধিক আঘাত দ্বারা ভারী প্রহার করাইলে তোমার ভ্রাতা তোমার সাক্ষাতে তুচ্ছনীয় হয়।

৪ শস্যমর্দ্দন কালে বলদের মুখে জাল্‌তি বান্ধিবে না।

৫ যদি ভ্রাতৃগণ একত্র হইয়া বাস করে, এবং তাহাদের মধ্যে এক জন অপুত্রক হইয়া মরে, তবে সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাহিরের অন্য গোষ্ঠীভুক্ত পুরুষকে বিবাহ করিবে না; তাহার দেবর তাহার কাছে যাইবে, তাহাকে বিবাহ করিবে, এবং তাহার প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য সাধন ৬ করিবে। পরে সেই স্ত্রী যে প্রথম পুত্র প্রসব করিবে, সে ঐ মৃত ভ্রাতার নামে উত্তরাধিকারী হইবে; তাহাতে ইস্রায়েল হইতে তাহার নাম লুপ্ত হইবে না। ৭ আর সেই পুরুষ যদি আপন ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করিতে সম্মত না হয়, তবে সেই ভ্রাতৃপত্নী নগরদ্বারে প্রাচীনবর্গের কাছে গিয়া বলিবে, আমার দেবর ইস্রায়েলের মধ্যে আপন ভ্রাতার নাম রক্ষা করিতে অসম্মত, সে আমার প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য ৮ সাধন করিতে চাহে না। তখন তাহার নগরের প্রাচীনবর্গ তাহাকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিবে; যদি সে দাঁড়াইয়া বলে, উহাকে গ্রহণ করিতে ৯ আমার ইচ্ছা নাই; তবে তাহার ভ্রাতৃপত্নী প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে তাহার নিকটে আসিয়া তাহার পদ হইতে পাদুকা খুলিবে, এবং তাহার মুখে থুথু দিবে, আর উত্তমরূপে এই কথা কহিবে, যে কেহ আপন ভ্রাতার কুল রক্ষা না করে, তাহার প্রতি এইরূপ করা যাইবে।

১০ আর ইস্রায়েলের মধ্যে তাহার নাম হইবে, 'মুক্তপাদুকের কুল'।

১১ পুরুষেরা পরস্পর বিরোধ করিলে তাহাদের এক জনের স্ত্রী যদি প্রহারকের হস্ত হইতে আপন স্বামীকে মুক্ত করিতে আসিয়া হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক প্রহারকের ১২ পুরুষাঙ্গ ধরে, তবে তুমি তাহার হস্ত কাটিয়া ফেলিবে, চক্ষুলজ্জা করিবে না।

১৩ তোমার থলিয়াতে ছোট বড় দুই ১৪ প্রকার বাট্‌খারা না থাকুক। তোমার গৃহে ছোট বড় দুই প্রকার পরিমাণপাত্র ১৫ না থাকুক। তুমি যথার্থ ও ন্যায্য বাট্‌খারা রাখিবে, যথার্থ ও ন্যায্য পরিমাণ-পাত্র রাখিবে; যেন তোমার ঈশ্বর সদা-প্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, সেই ১৬ দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়। কারণ যে কেহ ঐ প্রকার কার্য্য করে, যে কেহ অন্যায় করে, সে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণিত।

১৭ স্মরণে রাখিও, মিসর হইতে তোমরা যখন বাহির হইয়া আসিয়াছিলে, তখন পথে তোমার প্রতি অমালেক কি করিল; ১৮ তোমার শ্রান্তি ও ক্লান্তির সময়ে সে কি প্রকারে তোমার সহিত পথে মিলিয়া তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী দুর্ব্বল লোক সকলকে আক্রমণ করিল; আর সে ঈশ্বরকে ১৯ ভয় করিল না। অতএব তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে দেশ স্বত্বাধিকারের জন্য তোমাকে দিতেছেন, সেই দেশে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু চারিদিকের সকল শত্রু হইতে তোমাকে বিশ্রাম দিলে পর তুমি আকাশ-মণ্ডলের নীচে হইতে অমালেকের স্মৃতি লোপ করিবে; ইহা ভুলিয়া যাইও না।

অগ্রিমাংশ ও দশমাংশ-বিষয়ক নিয়ম।

২৬ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে দেশ তোমাকে দিতেছেন, তুমি যখন সেই দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা অধিকার ২ করিবে, ও তথায় বাস করিবে; তৎকালে তুমি ভূমির যাবতীয় ফলের, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে দেশ তোমাকে দিতেছেন, সেই দেশে উৎপন্ন ফলের অগ্রিমাংশ হইতে কিছু কিছু লইয়া চুপড়িতে করিয়া তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, ৩ সেই স্থানে গমন করিবে। আর তাৎ-কালিক যাজকের কাছে গিয়া তাহাকে বলিবে, সদাপ্রভু আমাদিগকে যে দেশ দিতে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে আমি আসিয়াছি; ইহা অদ্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে নিবেদন করিতেছি। ৪ আর যাজক তোমার হস্ত হইতে সেই চুপড়ি লইয়া তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ৫ যজ্ঞবেদির সম্মুখে রাখিবে। আর তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে এই কথা কহিবে, এক জন নষ্টকল্প অরামীয় আমার পিতৃপুরুষ ছিলেন; তিনি অল্প সংখ্যায় মিসরে নামিয়া গিয়া প্রবাস করিলেন; এবং সে স্থানে মহৎ, পরাক্রান্ত ও ৬ বহুপ্রজ জাতি হইয়া উঠিলেন। পরে মিস্রীয়েরা আমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল, আমাদিগকে দুঃখ দিল ও কঠিন ৭ দাসত্ব করাইল; তাহাতে আমরা আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলাম; আর সদাপ্রভু আমাদের রব শুনিয়া আমাদের কষ্ট, শ্রম ও ৮ উপদ্রবের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। সদাপ্রভু

বলবান্ হস্ত, বিস্তারিত বাহু ও মহাভয়ঙ্করতা এবং নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দ্বারা মিসর হইতে আমাদিগকে ৯ বাহির করিয়া আনিলেন। আর তিনি আমাদিগকে এই স্থানে আনিয়াছেন, এবং এই দেশ, দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ ১০ দিয়াছেন। এখন, হে সদাপ্রভু, দেখ, তুমি আমাকে যে ভূমি দিয়াছ, তাহার ফলের অগ্রিমাংশ আমি আনিয়াছি। এই বলিয়া তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা রাখিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রণিপাত করিবে। ১১ আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে ও তোমার পরিবারকে যে যে মঙ্গল দান করিয়াছেন, সেই সকলেতে তুমি ও লেবীয় ও তোমার মধ্যবর্ত্তী বিদেশী, তোমরা সকলে আনন্দ করিবে।

১২ তৃতীয় বৎসরে, অর্থাৎ দশমাংশের বৎসরে, তোমার উৎপন্ন দ্রব্যের সমস্ত দশমাংশ পৃথক্করণ সমাপ্ত করিলে পর তুমি লেবীয়কে, বিদেশীকে, পিতৃহীনকে ও বিধবাকে তাহা দিবে, তাহাতে তাহারা তোমার নগরদ্বারের মধ্যে ভোজন করিয়া ১৩ তৃপ্ত হইবে। পরে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে এই কথা কহিবে, তোমার আজ্ঞাপিত সমস্ত বাক্যানুসারে আমি আপন গৃহ হইতে পবিত্র বস্তু বাহির করিয়া লেবীয়কে, বিদেশীকে, পিতৃহীনকে ও বিধবাকে দিয়াছি; তোমার কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই ও ভুলিয়া ১৪ যাই নাই; আমার শোকের সময় আমি তাহার কিছুই ভোজন করি নাই, অশুচি অবস্থায় তাহার কিছুই বাহির করি নাই, এবং মৃত লোকের উদ্দেশে তাহার কিছুই দিই নাই, আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিয়াছি; তোমার আজ্ঞা-১৫ নুসারেই সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছি। তুমি আপন পবিত্র নিবাস হইতে, স্বর্গ হইতে, দৃষ্টিপাত কর, তোমার প্রজা ইস্রায়েলকে আশীর্ব্বাদ কর, এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে কৃত তোমার দিব্যানুসারে যে ভূমি আমাদিগকে দিয়াছ, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশকেও আশীর্ব্বাদ কর।

১৬ এই সকল বিধি ও শাসন পালন করিতে অদ্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে আজ্ঞা করিতেছেন, তুমি যত্নপূর্ব্বক তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণের সহিত এ সমস্ত রক্ষা ও ১৭ পালন করিবে। অদ্য তুমি এই অঙ্গীকার করিয়াছ যে, সদাপ্রভুই তোমার ঈশ্বর হইবেন, এবং তুমি তাঁহার পথে চলিবে, তাঁহার বিধি, তাঁহার আজ্ঞা ও তাঁহার শাসন সকল পালন করিবে, এবং তাঁহার ১৮ রবে কর্ণপাত করিবে। আর অদ্য সদাপ্রভুও এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে তুমি তাঁহার নিজস্ব প্রজা হইবে ও তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা ১৯ পালন করিবে; আর তিনি আপনার রচিত সমস্ত জাতি অপেক্ষা তোমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া প্রশংসা, কীর্ত্তি ও মর্য্যাদাস্বরূপ করিবেন, এবং তিনি যেমন বলিয়াছেন, তদনুসারে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র প্রজা হইবে।

মোশির তৃতীয় বক্তৃতা।

কনান দেশে ব্যবস্থা ঘোষণা করিবার আদেশ।

২৭ পরে মোশি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, বলিলেন, অদ্য আমি তোমাদিগকে যে

সকল আজ্ঞা দিই, তোমরা সে সমস্ত
২ পালন করিও। আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তুমি যখন যর্দ্দন পার হইয়া সেই দেশে উপস্থিত হইবে, তখন আপনার জন্য কতকগুলি বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন করিবে
৩ ও তাহা চূণ দিয়া লেপন করিবে। আর পার হইলে পর তুমি সেই প্রস্তরগুলির উপরে এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা লিখিবে; যেন তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদনুসারে যে দেশ, যে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে দিতেছেন, তথায় প্রবেশ করিতে
৪ পার। আর আমি অদ্য যে প্রস্তরগুলির বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করিলাম, তোমরা যর্দ্দন পার হইলে পর এবল পর্ব্বতে সেই সকল প্রস্তর স্থাপন করিবে,
৫ ও তাহা চূণ দিয়া লেপন করিবে। আর সে স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি, প্রস্তরের এক বেদি গাঁথিবে, তাহার উপরে লৌহাস্ত্র
৬ তুলিবে না। তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই বেদি অতক্ষিত প্রস্তর দিয়া গাঁথিবে; এবং তাহার উপরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি উৎ-
৭ সর্গ করিবে; এবং মঙ্গলার্থক বলি দান করিবে, আর সেই স্থানে ভোজন করিবে; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে
৮ আনন্দ করিবে। আর সেই প্রস্তরের উপরে এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য অতি স্পষ্টরূপে লিখিবে।

৯ আর মোশি ও লেবীয় যাজকগণ সমস্ত ইস্রায়েলকে কহিলেন, হে ইস্রায়েল, নীরব হও, শ্রবণ কর, অদ্য তুমি তোমার
১০ ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রজা হইলে। অতএব তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান করিবে, এবং অদ্য আমি তোমাদিগকে তাঁহার যে সকল আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করিলাম, সে সকল পালন করিবে।

১১ সেই দিবসে মোশি লোকদিগকে এই
১২ আজ্ঞা করিলেন, বলিলেন, তোমরা যর্দ্দন পার হইলে পর শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর, যোষেফ ও বিন্যামীন, ইহারা লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য
১৩ গরিষীম পর্ব্বতে দাঁড়াইবে। আর রূবেণ, গাদ, আশের, সবূলূন, দান ও নপ্তালি, ইহারা শাপ দিবার জন্য এবল পর্ব্বতে
১৪ দাঁড়াইবে। পরে লেবীয়গণ কথা আরম্ভ করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে উচ্চৈঃস্বরে বলিবে,

১৫ যে ব্যক্তি কোন ক্ষোদিত কিম্বা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা, সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু, শিল্পকরের হস্তনির্ম্মিত বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া গোপনে স্থাপন করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক উত্তর করিয়া বলিবে, আমেন।

১৬ যে কেহ আপন পিতাকে কি মাতাকে অবজ্ঞা করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

১৭ যে কেহ আপন প্রতিবাসীর ভূমিচিহ্ন স্থানান্তর করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

১৮ যে কেহ অন্ধকে পথভ্রষ্ট করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

১৯ যে কেহ বিদেশীর, পিতৃহীনের, কি বিধবার বিচারে অন্যায় করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

২০ যে কেহ পিতৃভার্য্যার সহিত শয়ন করে, আপন পিতার আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

২১ যে কেহ কোন পশুর সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

২২ যে কেহ আপন ভগিনীর সহিত, অর্থাৎ পিতৃকন্যার কিম্বা মাতৃকন্যার সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

২৩ যে কেহ আপন শাশুড়ীর সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

২৪ যে কেহ আপন প্রতিবাসীকে গোপনে বধ করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

২৫ যে কেহ নিরপরাধের প্রাণ হত্যা করিবার জন্য উৎকোচ গ্রহণ করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

২৬ যে কেহ এই ব্যবস্থার কথা সকল পালন করিবার জন্য সেই সকল অটল না রাখে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

ঈশ্বরীয় আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ।

২৮ আমি তোমাকে অদ্য যে সকল আজ্ঞা আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্ব্বক সেই সকল পালন করিবার জন্য যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত কর, তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির উপরে ২ তোমাকে উন্নত করিবেন; আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিলে এই সকল আশীর্ব্বাদ তোমার উপরে বর্ত্তিবে ৩ ও তোমাকে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে ও ক্ষেত্রে ৪ আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে। তোমার শরীরের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার পশুর ফল, তোমার গোরুদের বৎস ও তোমার মেষীদের শাবক আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে। ৫ তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া ৬ আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে। ভিতরে আসিবার সময়ে তুমি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে, এবং বাহিরে যাইবার সময়ে তুমি আশীর্ব্বাদ- ৭ যুক্ত হইবে। তোমার যে শত্রুগণ তোমার বিরুদ্ধে উঠে, তাহাদিগকে সদাপ্রভু তোমার সম্মুখে আঘাত করাইবেন; তাহারা এক পথ দিয়া তোমার বিরুদ্ধে আসিবে, কিন্তু সাত পথ দিয়া তোমার ৮ সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে। সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়া তোমার গোলাঘর সম্বন্ধে ও তুমি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর, তৎসম্বন্ধে আশীর্ব্বাদকে তোমার সহচর করিবেন; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তথায় ৯ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সদাপ্রভু আপন দিব্যানুসারে তোমাকে আপন পবিত্র প্রজা বলিয়া স্থাপন করিবেন; কেবল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন ও তাঁহার পথে গমন করিতে ১০ হইবে। আর পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি দেখিতে পাইবে যে, তোমার উপরে সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং ১১ তাহারা তোমা হইতে ভীত হইবে। আর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি মঙ্গলার্থেই তোমার শরীরের ফলে, তোমার পশুর ফলে ও

তোমার ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্য্য-
১২ শালী করিবেন। যথাকালে তোমার ভূমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার হস্তের সমস্ত কর্ম্মে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন ; এবং তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না।
১৩ আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তকস্বরূপ করিবেন, পুচ্ছস্বরূপ করিবেন না ; তুমি অবনত না হইয়া কেবল উন্নত হইবে ; কেবল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর এই যে সকল আজ্ঞা যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে আমি তোমাকে অদ্য আদেশ করিতেছি, এই সকলেতে কর্ণপাত করিতে হইবে ;
১৪ আর অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা আজ্ঞা করিতেছি, অন্য দেবগণের সেবা করণার্থে তাহাদের অনুগামী হইবার জন্য তোমাকে সেই সকল কথার দক্ষিণে কি বামে ফিরিতে হইবে না।

১৫ কিন্তু যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না কর, আমি অদ্য তোমাকে তাঁহার যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্ব্বক সেই সকল পালন না কর, তবে এই সমস্ত অভিশাপ তোমার প্রতি বর্ত্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে।
১৬ তুমি নগরে শাপগ্রস্ত হইবে ও ক্ষেত্রে
১৭ শাপগ্রস্ত হইবে। তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া শাপগ্রস্ত হইবে।
১৮ তোমার শরীরের ফল, তোমার ভূমির ফল এবং তোমার গোরুর বৎস ও তোমার মেষীদের শাবক শাপগ্রস্ত হইবে।
১৯ ভিতরে আসিবার সময়ে তুমি শাপগ্রস্ত হইবে, ও বাহিরে যাইবার সময়ে তুমি
২০ শাপগ্রস্ত হইবে। যে পর্য্যন্ত তোমার সংহার ও হঠাৎ বিনাশ না হয়, তাবৎ যে কোন কার্য্যে তুমি হস্তক্ষেপ কর, সেই কার্য্যে সদাপ্রভু তোমার উপরে অভিশাপ, উদ্বেগ ও ভর্ৎসনা প্রেরণ করিবেন ; ইহার কারণ তোমার দুষ্ট কার্য্য সকল, যদ্দারা তুমি আমাকে পরি-
২১ ত্যাগ করিয়াছ। তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশ হইতে যাবৎ উচ্ছিন্ন না হও, তাবৎ সদাপ্রভু তোমাকে
২২ মহামারীর আশ্রয় করিবেন। সদাপ্রভু ক্ষয়রোগ, জ্বর, জ্বালা, প্রচণ্ড উত্তাপ ও খড়্গ এবং শস্যের শোষ ও ম্লানি দ্বারা তোমাকে আঘাত করিবেন ; তোমার বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সে সকল তোমার
২৩ অনুধাবন করিবে। আর তোমার মস্তকের উপরিস্থিত আকাশ পিত্তল, ও নিম্নস্থিত
২৪ ভূমি লৌহস্বরূপ হইবে। সদাপ্রভু তোমার দেশে জলের পরিবর্ত্তে ধূলি ও বালি বর্ষণ করিবেন ; যে পর্য্যন্ত তোমার বিনাশ না হয়, তাবৎ তাহা আকাশ হইতে
২৫ নামিয়া তোমার উপরে পড়িবে। সদাপ্রভু তোমার শত্রুদের সম্মুখে তোমাকে আঘাত করাইবেন ; তুমি এক পথ দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যাইবে, কিন্তু সাত পথ দিয়া তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে ; এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের মধ্যে ভাসিয়া
২৬ বেড়াইবে। আর তোমার শব খেচর পক্ষীসমূহের ও ভূচর পশুগণের ভক্ষ্য হইবে ; কেহ তাহাদিগকে খেদাইয়া
২৭ দিবে না। সদাপ্রভু তোমাকে মিস্রীয় স্ফোটক, এবং মহামারীর স্ফোটক, পামা ও খুজলি, এই সকল রোগ দ্বারা এমন আঘাত করিবেন যে, তুমি আরোগ্য
২৮ পাইতে পারিবে না। সদাপ্রভু উন্মাদ, অন্ধতা ও চিত্তের স্তব্ধতাদ্বারা তোমাকে
২৯ আঘাত করিবেন। অন্ধ যেমন অন্ধকারে

হাঁতড়িয়া বেড়ায়, তদ্রূপ তুমি মধ্যাহ্ন-কালে হাঁতড়িয়া বেড়াইবে, ও আপন পথে কৃতকার্য্য হইবে না, এবং সর্ব্বদা কেবল উপদ্রুত ও লুণ্ঠিত হইবে, কেহ
৩০ তোমাকে নিস্তার করিবে না। তোমার প্রতি কন্যার বাগ্‌দান হইবে, কিন্তু অন্য পুরুষ তাহাতে উপগত হইবে; তুমি গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু তাহাতে বাস করিতে পাইবে না; দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে, কিন্তু তাহার ফল ভোগ করিবে না।
৩১ তোমার গোরু তোমার সম্মুখে হত হইবে, আর তুমি তাহার মাংস ভোজন করিতে পাইবে না; তোমার গর্দ্দভ তোমার সাক্ষাতে সবলে অপহৃত হইবে, তাহা তোমাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে না; তোমার মেষপাল তোমার শত্রুগণকে দত্ত হইবে, তোমার পক্ষে নিস্তারকর্ত্তা কেহ
৩২ থাকিবে না। তোমার পুত্রকন্যাগণ অন্য এক জাতিকে দত্ত হইবে, ও সমস্ত দিন তাহাদের অপেক্ষায় চাহিতে চাহিতে তোমার চক্ষু ক্ষীণ হইবে, এবং তোমার
৩৩ হস্তের কোন শক্তি থাকিবে না। তোমার অজ্ঞাত এক জাতি তোমার ভূমির ফল ও তোমার শ্রমের সমস্ত ফল ভোগ করিবে; এবং তুমি সর্ব্বদা কেবল উপ-
৩৪ দ্রুত ও চূর্ণ হইবে; আর তোমার চক্ষু যাহা দেখিবে, তৎপ্রযুক্ত তুমি উন্মত্ত
৩৫ হইবে। সদাপ্রভু তোমার জানু, জংঘা ও পায়ের তলা হইতে মাথার তালু পর্য্যন্ত অপ্রতীকার্য্য দুষ্ট স্ফোটক দ্বারা আঘাত
৩৬ করিবেন। সদাপ্রভু তোমাকে এবং যে রাজাকে তুমি আপনার উপরে নিযুক্ত করিবে, তাহাকে তোমার অজ্ঞাত এবং তোমার পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত এক জাতির কাছে লইয়া যাইবেন; সেই স্থানে তুমি অন্য দেবগণের, কাষ্ঠ ও
৩৭ প্রস্তরের, সেবা করিবে। আর সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল জাতির মধ্যে লইয়া যাইবেন, তাহাদের কাছে তুমি বিস্ময়ের, প্রবাদের ও উপহাসের আস্পদ হইবে।
৩৮ তুমি বহু বীজ বহিয়া ক্ষেত্রে লইয়া যাইবে, কিন্তু অল্প সংগ্রহ করিবে; কেননা পঙ্গপাল তাহা বিনষ্ট করিবে।
৩৯ তুমি দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার পাইট করিবে, কিন্তু দ্রাক্ষারস পান করিতে কি দ্রাক্ষাফল চয়ন করিতে পাইবে না; কেননা কীটে তাহা খাইয়া ফেলিবে।
৪০ তোমার সকল অঞ্চলে জিতবৃক্ষ হইবে, কিন্তু তুমি তৈল মর্দ্দন করিতে পাইবে না; কেননা তোমার জিতবৃক্ষের ফল
৪১ ঝরিয়া পড়িবে। তুমি পুত্রকন্যাগণের জন্ম দিবে, কিন্তু তাহারা তোমার হইবে না; কেননা তাহারা বন্দি হইয়া যাইবে।
৪২ পঙ্গপাল তোমার সমস্ত বৃক্ষ ও ভূমির
৪৩ ফল অধিকার করিবে। তোমার মধ্যবর্ত্তী বিদেশী তোমা হইতে উত্তর উত্তর উন্নত হইবে, ও তুমি উত্তর উত্তর অবনত
৪৪ হইবে। সে তোমাকে ঋণ দিবে, কিন্তু তুমি তাহাকে ঋণ দিবে না; সে মস্তক স্বরূপ হইবে, ও তুমি পুচ্ছস্বরূপ হইবে।
৪৫ এই সমস্ত অভিশাপ তোমার উপরে আসিবে, তোমার অনুধাবন করিয়া তোমার বিনাশ পর্য্যন্ত তোমাকে আশ্রয় করিবে; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল আজ্ঞা ও বিধি দিয়াছেন, তুমি সে সকল পালনার্থে
৪৬ তাঁহার রবে কর্ণপাত করিলে না। এ সমস্ত তোমার ও যুগে যুগে তোমার বংশের উপরে চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ-
৪৭ স্বরূপ থাকিবে। যেহেতুক সর্ব্বপ্রকার

সম্পত্তির বাহুল্যপ্রযুক্ত তুমি আনন্দপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে আপন ঈশ্বর সদা-
৪৮ প্রভুর দাসত্ব করিতে না; এই জন্য সদাপ্রভু তোমার বিরুদ্ধে যে শত্রুগণকে পাঠাইবেন, তুমি ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, উলঙ্গতায়, ও সকল বিষয়ের অভাব ভোগ করিতে করিতে তাহাদের দাসত্ব করিবে; এবং যে পর্য্যন্ত তিনি তোমার বিনাশ না করেন, সে পর্য্যন্ত তোমার গ্রীবাতে
৪৯ লৌহের যোঁয়ালি দিয়া রাখিবেন। সদাপ্রভু তোমার বিরুদ্ধে অতি দূর হইতে, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে এক জাতিকে আনিবেন; যেমন ঈগল পক্ষী উড়িয়া আইসে, [সে সেইরূপ আসিবে]; সেই জাতির ভাষা তুমি বুঝিতে পারিবে না।
৫০ সেই জাতি ভয়ঙ্কর-বদন, সে বৃদ্ধের মুখাপেক্ষা করিবে না, ও বালকের প্রতি
৫১ কৃপা করিবে না। আর যে পর্য্যন্ত তোমার বিনাশ না হইবে, তাবৎ সে তোমার পশুর ফল ও তোমার ভূমির ফল ভোজন করিবে; যাবৎ সে তোমার বিনাশ সাধন না করিবে, তাবৎ তোমার জন্য শস্য, দ্রাক্ষারস কিম্বা তৈল, তোমার গোরুর বৎস কিম্বা তোমার মেষীর শাবক
৫২ অবশিষ্ট রাখিবে না। আর তোমার সমস্ত দেশে যে সকল উচ্চ ও সুরক্ষিত প্রাচীরে তুমি বিশ্বাস করিতে, সে সকল যাবৎ ভূমিসাৎ না হইবে, তাবৎ সে তোমার সমস্ত নগর-দ্বারে তোমাকে অবরোধ করিবে; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত তোমার সমস্ত দেশে সমস্ত নগরদ্বারে সে তোমাকে অবরোধ করিবে।
৫৩ আর যখন তোমার শত্রুগণ কর্ত্তৃক তুমি অবরুদ্ধ ও ক্লিষ্ট হইবে, তখন তুমি আপন শরীরের ফল, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত নিজ পুত্ত্রকন্যাদিগের মাংস,
৫৪ ভোজন করিবে। যখন সমস্ত নগরদ্বারে শত্রুগণকর্ত্তৃক তুমি অবরুদ্ধ ও ক্লিষ্ট হইবে, তখন তোমার মধ্যে যে পুরুষ কোমল ও অতিশয় সুখভোগী, আপন ভ্রাতার, বক্ষঃস্থিতা ভার্য্যার ও অবশিষ্ট সন্তানদের প্রতি তাহার এমন চক্ষু
৫৫ টাটাইবে যে, সে তাহাদের কাহাকেও আপন সন্তানদের মাংসের কিছুই দিবে না; তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকা
৫৬ প্রযুক্ত সে তাহাদিগকে খাইবে। যখন সমস্ত নগর-দ্বারে শত্রুগণকর্ত্তৃক তুমি অবরুদ্ধ ও ক্লিষ্ট হইবে, তখন যে স্ত্রী কোমলতা ও সুখভোগ প্রযুক্ত আপন পদতল ভূমিতে রাখিতে সাহস করিত না, তোমার মধ্যবর্ত্তিনী এমন কোমলাঙ্গী ও সুখভোগিনী মহিলার চক্ষু আপন বক্ষঃস্থিত স্বামীর, আপন পুত্ত্রের ও কন্যার
৫৭ উপরে, এমন কি, আপনার দুই পায়ের মধ্য হইতে নির্গত গর্ভপুষ্পের ও আপনার প্রসবিত শিশুদের উপরে টাটাইবে; কারণ সমস্তের অভাব প্রযুক্ত সে ইহাদিগকে গোপনে খাইবে।

৫৮ তুমি যদি এই পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থার সমস্ত কথা যত্নপূর্ব্বক পালন না কর; এইরূপে যদি "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু" এই গৌরবান্বিত ও ভয়াবহ নামকে ভয়
৫৯ না কর; তবে সদাপ্রভু তোমাকে ও তোমার বংশকে আশ্চর্য্য আঘাত করিবেন; ফলতঃ বহুকালস্থায়ী মহাঘাত ও বহুকালস্থায়ী ব্যথাজনক রোগ দ্বারা
৬০ আঘাত করিবেন। আর তুমি যাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইতে, সেই মিস্রীয় সমস্ত ব্যাধি আবার তোমার উপরে আনিবেন; সে সকল তোমার সঙ্গের সাথী হইবে।

৬১ আরও যাহা এই ব্যবস্থাপুস্তকে লিখিত নাই, এমন প্রত্যেক রোগ ও আঘাত সদাপ্রভু তোমার বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার উপরে আনিবেন। ৬২ তাহাতে আকাশের তারার ন্যায় বহুসংখ্যক ছিলে যে তোমরা, তোমরা অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট থাকিবে; কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিতে ৬৩ না। আর তোমাদের মঙ্গল ও বৃদ্ধি করিতে যেমন সদাপ্রভু তোমাদের সম্বন্ধে আনন্দ করিতেন, সেইরূপ তোমাদের বিনাশ ও লোপ করিতে সদাপ্রভু তোমাদের সম্বন্ধে আনন্দ করিবেন; এবং তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তথা ৬৪ হইতে তোমরা উন্মূলিত হইবে। আর সদাপ্রভু তোমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিবেন; সেই স্থানে তুমি আপনার ও আপন পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত অন্য দেবগণের, কাষ্ঠ ও প্রস্তরের, ৬৫ সেবা করিবে। আর তুমি সেই জাতিগণের মধ্যে কিছু সুখ পাইবে না, ও তোমার পদতলের জন্য বিশ্রামস্থান থাকিবে না, কিন্তু সদাপ্রভু সেই স্থানে তোমাকে হৃৎকম্প, চক্ষুর ক্ষীণতা ও ৬৬ প্রাণের শুষ্কতা দিবেন। আর তোমার জীবন তোমার দৃষ্টিতে সংশয়ে দোলায়মান হইবে, এবং তুমি দিবারাত্র শঙ্কা করিবে, ও আপন জীবনের বিষয়ে তোমার বিশ্বাস ৬৭ থাকিবে না। তুমি হৃদয়ে যে শঙ্কা করিবে ও চক্ষুতে যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিবে, তৎপ্রযুক্ত প্রাতঃকালে বলিবে, হায় হায়, কখন্ সন্ধ্যা হইবে? এবং সন্ধ্যাকালে বলিবে, হায় হায়, কখন্ প্রাতঃকাল ৬৮ হইবে? আর যে পথের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছি, তুমি তাহা আর দেখিবে না, সদাপ্রভু সেই মিসর দেশের পথে জাহাজে করিয়া তোমাকে পুনর্ব্বার লইয়া যাইবেন; এবং সেই স্থানে তোমরা দাসদাসীরূপে আপন শত্রুদের কাছে বিক্রীত হইতে চাহিবে; কিন্তু কেহ তোমাদিগকে ক্রয় করিবে না।

২৯ সদাপ্রভু হোরেবে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন মোয়াব দেশে তাহাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিতে মোশিকে আজ্ঞা করিলেন, এই সকল সেই নিয়মের বাক্য।

মোশির চতুর্থ বক্তৃতা।

ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বরীয় নিয়ম গ্রহণ।

২ মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে ডাকিলেন, এবং তাহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু মিসর দেশে ফরৌণের, তাঁহার সমস্ত দাসের ও সমস্ত দেশের প্রতি যে সকল কর্ম্ম তোমাদের দৃষ্টিগোচরে করিয়াছিলেন, ৩ তাহা তোমরা দেখিয়াছ; পরীক্ষাসিদ্ধ সেই সকল মহৎ প্রমাণ, সেই সকল চিহ্ন ও সেই সকল মহৎ অদ্ভুত লক্ষণ ৪ তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ; তথাচ সদাপ্রভু অদ্যাপি তোমাদিগকে জানিবার হৃদয়, দেখিবার চক্ষু ও শুনিবার কর্ণ ৫ দেন নাই। আমি চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে তোমাদিগকে গমন করাইয়াছি; তোমাদের গাত্রে তোমাদের বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই, ও তোমার পায়ে তোমার জুতা পুরাতন ৬ হয় নাই; তোমরা রুটী ভোজন কর নাই, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা পান কর নাই; যেন তোমরা জানিতে পার যে,

আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।
৭ আর তোমরা যখন এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তখন হিষ্‌বোনের রাজা সীহোন ও বাশনের রাজা ওগ আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে আমরা তাঁহা-
৮ দিগকে আঘাত করিলাম; আর তাঁহাদের দেশ লইয়া অধিকারার্থে রূবেণীয় ও গাদীয়দিগকে এবং মনঃশীয়দের অর্দ্ধ
৯ বংশকে দিলাম। অতএব তোমরা যাহা যাহা করিবে, সমস্ত বিষয়ে যেন বুদ্ধি-পূর্ব্বক চলিতে পার, এই নিমিত্ত এই নিয়মের কথা সকল পালন করিও, এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিও।

১০ তোমরা সকলে অদ্য তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ— তোমাদের অধ্যক্ষগণ, তোমাদের বংশ সকল, তোমাদের প্রাচীনগণ, তোমাদের
১১ শাসকগণ, এমন কি, ইস্রায়েলের সমস্ত পুরুষ, তোমাদের বালক বালিকারা, তোমাদের স্ত্রীরা, এবং তোমার শিবিরের মধ্যবর্ত্তী তোমার কাষ্ঠচ্ছেদক অবধি জল-বাহক পর্য্যন্ত বিদেশী, সকলেই আছ;
১২ যেন তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই নিয়মে ও সেই দিব্যে আবদ্ধ হও, যাহা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অদ্য তোমার
১৩ সহিত করিতেছেন; এই জন্য করিতে-ছেন, যেন তিনি অদ্য তোমাকে আপন প্রজারূপে স্থাপন করেন, ও তোমার ঈশ্বর হন, যেমন তিনি তোমাকে বলিয়াছেন, আর যেমন তিনি তোমার পিতৃপুরুষ অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের কাছে
১৪ দিব্য করিয়াছেন। আর আমি এই নিয়ম ও এই দিব্য কেবল তোমাদেরই
১৫ সহিত করিতেছি, তাহা নয়; বরং আমা-দের সঙ্গে অদ্য এই স্থানে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে যে কেহ দাঁড়াইয়া আছে, ও আমাদের সঙ্গে অদ্য যে নাই, সেই সকলের সহিত করিতেছি।—
১৬ (কেননা আমরা মিসর দেশে যেরূপে বাস করিয়াছি, এবং জাতিগণের মধ্য দিয়া যেরূপে আসিয়াছি, তাহা তোমরা
১৭ জ্ঞাত আছ; এবং তাহাদের ঘৃণার্হ বস্তু সকল, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠময়, পাষাণ-ময়, রৌপ্যময় ও স্বর্ণময় পুত্তলি সকল
১৮ দেখিয়াছ।)—এই জাতিদের দেবগণের সেবা করিতে যাইবার জন্য অদ্য আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে যাহার হৃদয় পরাঙ্মুখ হয়, এমন কোন পুরুষ, কিম্বা স্ত্রী, কিম্বা গোষ্ঠী, কিম্বা বংশ তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে, বিষবৃক্ষের কি নাগদানার মূল তোমাদের মধ্যে যেন না
১৯ থাকে; এবং এই শাপের কথা শ্রবণ-কালে কেহ যেন মনে মনে আপনার ধন্যবাদ করিয়া না বলে, আমি সিক্তের সহিত শুষ্কের ধ্বংস করিবার জন্য আপন হৃদয়ের কঠিনতায় চলিলেও আমার শান্তি
২০ হইবে। সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবেন না, কিন্তু সেই মনুষ্যের উপরে তখন সদাপ্রভুর ক্রোধ ও তাঁহার অন্তর্জ্বালা প্রধূমিত হইবে, এবং এই পুস্তকে লিখিত সমস্ত শাপ তাহার উপরে শুইয়া থাকিবে, এবং সদাপ্রভু আকাশ-মণ্ডলের নীচে হইতে তাহার নাম লোপ
২১ করিবেন। আর এই ব্যবস্থাপুস্তকে লিখিত নিয়মের সমস্ত শাপানুসারে সদা-প্রভু তাহাকে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ হইতে অমঙ্গলের জন্য পৃথক্‌ করিবেন।
২২ আর সদাপ্রভু সেই দেশের উপরে যে সকল আঘাত ও রোগ আনিবেন, তাহা যখন ভাবী বংশ, তোমাদের পরে উৎপন্ন

তোমাদের সন্তানগণ, এবং দূরদেশ হইতে
২৩ আগত বিদেশী দেখিবে; ফলতঃ সদাপ্রভু আপন ক্রোধে ও রোষে যে সদোম, ঘমোরা, অদ্‌মা ও সবোয়িম নগর উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার মত এই দেশের সমস্ত ভূমি গন্ধক, লবণ ও দহনে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কিছুই বুনা যায় না, ও তাহা ফল উৎপন্ন করে না, ও তাহাতে কোন তৃণ হয় না, এ সকল যখন দেখিবে; তখন তাহারা বলিবে,
২৪ এমন কি, সকল জাতি বলিবে, সদাপ্রভু এ দেশের প্রতি কেন এমন করিলেন? এরূপ মহাক্রোধ প্রজ্বলিত হই-
২৫ বার কারণ কি? তখন লোকে বলিবে, কারণ এই, তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু মিসর দেশ হইতে সেই পিতৃপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিবার সময়ে তাহাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করেন, সেই নিয়ম তাহারা ত্যাগ করিয়া-
২৬ ছিল; আর গিয়া অন্য দেবগণের সেবা করিয়াছিল, যে দেবগণকে তাহারা জানিত না, যাহাদিগকে তিনি তাহাদের জন্য নিরূপণ করেন নাই, সেই দেবগণের
২৭ কাছে প্রণিপাত করিয়াছিল; তাই এই পুস্তকে লিখিত সমস্ত শাপ দেশের উপর আনিতে এই দেশের বিরুদ্ধে
২৮ সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, এবং সদাপ্রভু ক্রোধে, রোষে ও মহাকোপে তাহাদিগকে তাহাদের দেশ হইতে উৎপাটনপূর্ব্বক অন্য দেশে নিক্ষেপ করিয়াছেন, যেমন অদ্য দেখা যাই-
২৯ তেছে। নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের-ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করিতে পারি।

৩০ আমি তোমার সম্মুখে এই যে আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ স্থাপন করিলাম, ইহার সমস্ত কথা যখন তোমাতে ফলিবে, তখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে সকল জাতির মধ্যে তোমাকে দূর করিবেন,
২ সেখানে যদি তুমি মনে চেতনা পাও, এবং তুমি ও তোমার সন্তানগণ যদি সমস্ত হৃদয়ের ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে ফিরিয়া আইস, এবং অদ্য আমি তোমাকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, তদনুসারে যদি
৩ তাঁহার রবে অবধান কর; তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার বন্দিত্ব ফিরাইবেন,* তোমার প্রতি করুণা করিবেন, ও যে সকল জাতির মধ্যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন, তথা হইতে আবার তোমাকে
৪ সংগ্রহ করিবেন। যদ্যপি তোমরা কেহ দূরীকৃত হইয়া আকাশমণ্ডলের প্রান্তে থাক, তথাপি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তথা হইতে তোমাকে সংগ্রহ করিবেন,
৫ ও তথা হইতে লইয়া আসিবেন। আর তোমার পিতৃপুরুষেরা যে দেশ অধিকার করিয়াছিল, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই দেশে তোমাকে আনিবেন, ও তুমি তাহা অধিকার করিবে, এবং তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন, ও তোমার পিতৃপুরুষদের
৬ অপেক্ষাও তোমার বৃদ্ধি করিবেন। আর তুমি যেন সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিয়া জীবন লাভ কর, এই জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হৃদয় ও

* (বা) তোমার দুর্দ্দশা পরিবর্ত্তন করিবেন।

তোমার বংশের হৃদয় ছিন্নত্বক্‌ করিবেন। ৭ আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার শত্রুগণের উপরে, ও যাহারা তোমাকে দ্বেষপূর্ব্বক তাড়না করিয়াছে, তাহাদের উপরে এই সমস্ত শাপ বর্ত্তাইবেন। ৮ আর তুমি ফিরিয়া সদাপ্রভুর রবে অবধান করিবে, এবং আমি অদ্য তোমাকে তাঁহার যে সমস্ত আজ্ঞা জানাইতেছি, ৯ তাহা পালন করিবে। আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু মঙ্গলার্থেই তোমার হস্তকৃত সকল কর্ম্মে, তোমার শরীরের ফলে, তোমার পশুর ফলে ও তোমার ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবেন; যেহেতুক সদাপ্রভু তোমার পিতৃপুরুষদিগেতে যেমন আনন্দ করিতেন, মঙ্গলার্থে আবার তোমাতে তদ্রূপ আনন্দ করিবেন; ১০ কেবল যদি তুমি এই ব্যবস্থাপুস্তকে লিখিত তাঁহার আজ্ঞা সকল ও তাঁহার বিধি সকল পালনার্থে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান কর, যদি সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফির।

১১ কারণ আমি অদ্য তোমাকে এই যে আজ্ঞা দিতেছি, তাহা তোমার বোধের ১২ অগম্য নয়, এবং দূরবর্ত্তীও নয়। তাহা স্বর্গে নয় যে, তুমি বলিবে, আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্য কে আমাদের নিমিত্ত স্বর্গারোহণ করিয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে? ১৩ আর তাহা সমুদ্রপারেও নয় যে, তুমি বলিবে, আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্য কে আমাদের নিমিত্ত সমুদ্র পার হইয়া তাহা আনিয়া আমা- ১৪ দিগকে শুনাইবে? কিন্তু সেই বাক্য তোমার অতি নিকটবর্ত্তী, তাহা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে, যেন তুমি তাহা পালন করিতে পার।

১৫ দেখ, আমি অদ্য তোমার সম্মুখে জীবন ও মঙ্গল এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল ১৬ রাখিলাম; ফলতঃ আমি অদ্য তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি যে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিতে, তাঁহার পথে চলিতে এবং তাঁহার আজ্ঞা, তাঁহার বিধি ও তাঁহার শাসন পালন করিতে হইবে; তাহা করিলে তুমি বাঁচিবে ও বৃদ্ধি পাইবে; এবং যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ১৭ কিন্তু যদি তোমার হৃদয় পরাঙ্মুখ হয়, ও তুমি কথা না শুনিয়া ভ্রষ্ট হইয়া অন্য দেবগণের কাছে প্রণিপাত কর ও তাহাদের ১৮ সেবা কর; তবে অদ্য আমি তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি, তোমরা একেবারে বিনষ্ট হইবে, তোমরা অধিকারার্থে যে দেশে প্রবেশ করিতে যর্দ্দন পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে তোমাদের জীবনকাল দীর্ঘ ১৯ হইবে না। আমি অদ্য তোমাদের বিরুদ্ধে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি তোমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু, আশীর্ব্বাদ ও শাপ রাখিলাম। অতএব জীবন মনোনীত কর, যেন ২০ তুমি সবংশে বাঁচিতে পার; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর, তাঁহার রবে অবধান কর, ও তাঁহাতে আসক্ত হও; কেননা তিনিই তোমার জীবন ও তোমার দীর্ঘ পরমায়ুস্বরূপ; তাহা হইলে সদাপ্রভু তোমার পিতৃপুরুষদিগকে, অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবকে, যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে তুমি বাস করিতে পাইবে।

যিহোশূয়ের প্রতি ঈশ্বরীয় আশ্বাস-বাক্য।

৩১ পরে মোশি গিয়া সমস্ত ইস্রায়েলকে ২ এই সকল কথা কহিলেন। আর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, অদ্য আমার বয়স এক শত বিংশতি বৎসর, আমি আর বাহিরে যাইতে ও ভিতরে আসিতে পারি না ; এবং সদাপ্রভু আমাকে বলিয়াছেন, তুমি এই যর্দ্দন পার হইবে না। ৩ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমার অগ্রগামী হইয়া পার হইয়া যাইবেন ; তিনিই তোমার সম্মুখ হইতে সেই জাতিগণকে বিনষ্ট করিবেন, তাহাতে তুমি তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবে ; সদাপ্রভু যেমন বলিয়াছেন, তেমনি যিহোশূয়ই তোমার অগ্রগামী হইয়া পার ৪ হইবে। আর সদাপ্রভু ইমোরীয়দের সীহোন ও ওগ নামক দুই রাজাকে বিনাশ করিয়া তাহাদের প্রতি ও তাহাদের দেশের প্রতি যেমন করিয়াছেন, উহা- ৫ দের প্রতিও তদ্রূপ করিবেন। সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমাদের সম্মুখে সমর্পণ করিবেন, তখন তোমরা আমার আদিষ্ট সমস্ত আজ্ঞানুসারে তাহাদের প্রতি ব্যব- ৬ হার করিবে। তোমরা বলবান হও ও সাহস কর, ভয় করিও না, তাহাদের হইতে মহাভয়ে ভীত হইও না ; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমার সহিত যাইতেছেন, তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না, তোমাকে ত্যাগ করিবেন না।

৭ আর মোশি যিহোশূয়কে ডাকিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে কহিলেন, তুমি বলবান হও, ও সাহস কর, কেননা সদাপ্রভু ইহাদিগকে যে দেশ দিতে ইহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে এই লোকদের সহিত তুমি প্রবেশ করিবে, এবং তুমি ইহাদিগকে সেই দেশ অধিকার করাইবে। ৮ আর সদাপ্রভু আপনি তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন ; তিনিই তোমার সহবর্ত্তী থাকিবেন ; তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না, তোমাকে ত্যাগ করিবেন না ; ভয় করিও না, নিরাশ হইও না।

৯ পরে মোশি এই ব্যবস্থা লিখিলেন, এবং লেবি-বংশজাত যাজকগণ, যাহারা সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক বহন করিত, তাহাদিগকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীন- ১০ বর্গকে সমর্পণ করিলেন। আর মোশি তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, সাত সাত বৎসরের পরে, মোচন বৎসরের ১১ কালে, কুটীরোৎসব পর্ব্বে, যখন সমস্ত ইস্রায়েল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তৎকালে তুমি সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তাহাদের কর্ণগোচরে ১২ এই ব্যবস্থা পাঠ করিবে। তুমি লোকদিগকে, পুরুষ, স্ত্রী, বালক-বালিকা ও তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী সকলকে একত্র করিবে, যেন তাহারা শুনিয়া শিক্ষা পায়, ও তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করে, এবং এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা যত্নপূর্ব্বক পালন করে ; ১৩ আর তাহাদের যে সন্তানগণ এই সকল জানে না, তাহারা যেন শুনে, এবং যে দেশ অধিকার করিতে তোমরা যর্দ্দন পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে যত কাল প্রাণধারণ করে, তাহারা তত কাল যেন তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিতে শিখে।

১৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,

দেখ, তোমার মৃত্যুদিন আসন্ন, তুমি যিহোশূয়কে ডাক, এবং তোমরা উভয়ে সমাগম-তাম্বুতে উপস্থিত হও, আমি তাহাকে আজ্ঞা দিব। তাহাতে মোশি ও যিহোশূয় গিয়া সমাগম-তাম্বুতে উপ-
১৫ স্থিত হইলেন। আর সদাপ্রভু সেই তাম্বুতে মেঘস্তম্ভে দর্শন দিলেন; সেই মেঘস্তম্ভ তাম্বুদ্বারের উপরে স্থির থাকিল।
১৬ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, তুমি আপন পিতৃপুরুষদের সহিত শয়ন করিবে, আর এই লোকেরা উঠিবে, এবং যে দেশে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, সেই দেশের বিজাতীয় দেবগণের অনু-গমনে ব্যভিচার করিবে, এবং আমাকে ত্যাগ করিবে, ও তাহাদের সহিত কৃত
১৭ আমার নিয়ম ভঙ্গ করিবে। সেই সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিব ও তাহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিব; আর তাহারা কবলিত হইবে, এবং তাহাদের উপরে বহুবিধ অমঙ্গল ও সঙ্কট ঘটিবে; সেই সময়ে তাহারা বলিবে, আমাদের উপর এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটিয়াছে, ইহার কারণ কি ইহাই নয়, যে আমাদের ঈশ্বর আমাদের মধ্যবর্ত্তী
১৮ নহেন? বাস্তবিক তাহারা অন্য দেব-গণের কাছে ফিরিয়া যে সকল অপকর্ম্ম করিবে, তন্নিমিত্ত সেই সময়ে আমি অবশ্য তাহাদের হইতে আপন মুখ
১৯ আচ্ছাদন করিব। এখন তোমরা আপনা-দের জন্য এই গীত লিপিবদ্ধ কর, এবং তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে ইহা শিক্ষা দেও, ও তাহাদিগকে মুখস্থ করাও; যেন এই গীত ইস্রায়েল-সন্তানগণের
২০ বিরুদ্ধে আমার সাক্ষী হয়। কেননা আমি যে দেশ দিতে তাহাদের পিতৃ-পুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছি, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে তাহাদিগকে লইয়া গেলে পর যখন তাহারা ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইবে, তখন অন্য দেবগণের কাছে ফিরিবে, এবং তাহাদের সেবা করিবে, আমাকে অবজ্ঞা করিবে,
২১ ও আমার নিয়ম ভঙ্গ করিবে। আর যখন তাহাদের উপরে বহুবিধ অমঙ্গল ও সঙ্কট ঘটিবে, তৎকালে এই গীত সাক্ষিস্বরূপে তাহাদের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবে; কেননা তাহাদের বংশ মুখের এই গান বিস্মৃত হইবে না; বাস্তবিক আমি যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তাহাদিগকে আনিবার পূর্ব্বেও এক্ষণে তাহারা যে মনস্কল্পনা করিতেছে,
২২ তাহা আমি জানি। পরে মোশি সেই দিবসে ঐ গীত লিপিবদ্ধ করিয়া ইস্রায়েল-
২৩ সন্তানগণকে শিক্ষা দিলেন। আর তিনি নূনের পুত্র যিহোশূয়কে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তুমি বলবান হও ও সাহস কর; কেননা আমি ইস্রায়েল সন্তানগণকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তুমি তাহাদিগকে লইয়া যাইবে, এবং আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব।

২৪ আর মোশি সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থার কথা সকল পুস্তকে লিখিবার
২৫ পর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকবাহী লেবীয়-
২৬ দিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই ব্যবস্থাপুস্তক লইয়া তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের পার্শ্বে রাখ; ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীর জন্য
২৭ সেই স্থানে থাকিবে। কেননা তোমার বিরুদ্ধাচারিতা ও তোমার শক্তগ্রীবতা আমি জানি; দেখ, তোমাদের সহিত

আমি জীবিত থাকিতেই অদ্য তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইলে, তবে আমার মরণের পরে কি না করিবে? ২৮ তোমরা আপন আপন বংশের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে ও কর্ম্মচারীকে আমার নিকটে একত্র কর; আমি তাহাদের কর্ণগোচরে এই সকল কথা বলি, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আকাশমণ্ডল ও ২৯ পৃথিবীকে সাক্ষী করি। কেননা আমি জানি, আমার মরণের পরে তোমরা একেবারে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে, এবং আমার আদিষ্ট পথ হইতে বিপথ-গামী হইবে; আর উত্তরকালে তোমাদের অমঙ্গল ঘটিবে, কারণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহা করিয়া তোমরা আপনাদের হস্তকৃত কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিবে।

৩০ পরে মোশি সমাপ্তি পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজের কর্ণগোচরে এই গীতের কথাগুলি বলিতে লাগিলেন।

মোশির গীত।

৩২ আকাশমণ্ডল। কর্ণ দেও, আমি বলি;
পৃথিবীও আমার মুখের কথা শুনুক।
২ আমার উপদেশ বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিবে,
আমার কথা শিশিরের ন্যায় ক্ষরিবে,
তৃণের উপরে পতিত বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির ন্যায়,
শাকের উপরে পতিত জলধারার ন্যায়।
৩ কেননা আমি সদাপ্রভুর নাম প্রচার করিব;
তোমরা আমাদের ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন কর।
৪ তিনি শৈল, তাঁহার কর্ম্ম সিদ্ধ,
কেননা তাঁহার সমস্ত পথ ন্যায্য;
তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর, তাঁহাতে অন্যায় নাই;
তিনিই ধর্ম্মময় ও সরল।
৫ ইহারা তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রষ্টাচারী, তাঁহার সন্তান নয়, এই ইহাদের কলঙ্ক;
ইহারা বিপথগামী ও কুটিল বংশ।
৬ তোমরা কি সদাপ্রভুকে এই প্রতিশোধ দিতেছ?
হে মূঢ় ও অজ্ঞান জাতি।
তিনি কি তোমার পিতা নহেন, যিনি তোমাকে লাভ করিলেন।
তিনিই তোমার নির্ম্মাতা ও স্থিতিকর্ত্তা।
৭ পুরাকালের দিন সকল স্মরণ কর,
বহুপুরুষের বৎসর সকল আলোচনা কর;
তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, সে জানাইবে;
তোমার প্রাচীনদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবে।
৮ পরাৎপর যখন জাতিগণকে অধিকার প্রদান করিলেন,
যখন মনুষ্য-সন্তানগণকে পৃথক্ করিলেন,
তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যানুসারেই
সেই লোকবৃন্দের সীমা নিরূপণ করিলেন।
৯ কেননা সদাপ্রভুর প্রজাই তাঁহার দায়াংশ;
যাকোবই তাঁহার রিক্থ অধিকার।
১০ তিনি তাহাকে পাইলেন প্রান্তর-দেশে,
পশুগর্জ্জনময় ঘোর মরুভূমিতে;
তিনি তাহাকে বেষ্টন করিলেন, তাহার তত্ত্ব লইলেন,
নয়ন-তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন।
১১ ঈগল যেমন আপন বাসা জাগাইয়া তুলে,
আপন শাবকগণের উপরে পাখা দোলায়,
পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তুলে,
পালখের উপরে তাহাদিগকে বহন করে;

১২ তদ্রূপ সদাপ্রভু একাকী তাহাকে লইয়া গেলেন ;
তাঁহার সহিত কোন বিজাতীয় দেবতা ছিল না।
১৩ তিনি পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া তাহাকে আরোহণ করাইলেন,
সে ক্ষেত্রের শস্য ভোজন করিল ;
তিনি তাহাকে পাষাণ হইতে মধু পান করাইলেন,
চকমকি প্রস্তরময় শৈল হইতে তৈল [দিলেন] ;
১৪ তিনি গোরুর নবনীত, মেষীর দুগ্ধ,
মেষশাবকের মেদ সহ,
বাশন দেশজাত মেষ, ও ছাগ,
এবং উত্তম গোমের সার তাহাকে দিলেন;
তুমি দ্রাক্ষার রক্ত দ্রাক্ষারস পান করিলে।
১৫ কিন্তু যিশুরূণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পদাঘাত করিল।
তুমি হৃষ্টপুষ্ট, স্থূল ও তৃপ্ত হইলে ;
অমনি সে আপন নির্ম্মাতা ঈশ্বরকে ছাড়িল,
আপন পরিত্রাণের শৈলকে লঘু জ্ঞান করিল।
১৬ তাহারা বিজাতীয় দেবগণ দ্বারা তাঁহার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল,
ঘৃণার্হ বস্তু দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিল।
১৭ তাহারা বলিদান করিল ভূতগণের উদ্দেশে, যাহারা ঈশ্বর নয়,
দেবগণের উদ্দেশে, যাহাদিগকে তাহারা জানিত না,
নূতন, নবজাত দেবগণের উদ্দেশে,
যাহাদিগকে তোমাদের পিতৃগণ ভয় করিত না।
১৮ তুমি আপন জন্মদাতা শৈলের প্রতি উদাসীন,
আপন জনক ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলে।
১৯ সদাপ্রভু দেখিলেন, ঘৃণা করিলেন,
নিজ পুত্রকন্যাদের কৃত অসন্তোষজনক কার্য্য প্রযুক্ত।
২০ তিনি কহিলেন, আমি উহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিব ;
উহাদের শেষদশা কি হইবে, দেখিব ;
কেননা উহারা বিপরীতাচারী বংশ,
উহারা বিশ্বাসঘাতক সন্তান।
২১ উহারা অনীশ্বর দ্বারা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল,
স্ব স্ব অসার বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিল ;
আমিও নজাতি দ্বারা উহাদের অন্তর্জ্বালা জন্মাইব,
মূঢ় জাতি দ্বারা উহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব।
২২ কেননা আমার ক্রোধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল,
তাহা অধঃস্থ পাতাল পর্য্যন্ত দগ্ধ করে,
পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তু গ্রাস করে,
পর্ব্বত সকলের মূলে আগুন লাগায়।
২৩ আমি তাহাদের উপরে অমঙ্গল রাশি করিব,
তাহাদের প্রতি আমার বাণ সকল ছুড়িব।
২৪ তাহারা ক্ষুধাতে ক্ষীণ হইবে,
জ্বলন্ত অঙ্গারে ও উগ্র সংহারে কবলিত হইবে ;
আমি তাহাদের কাছে জন্তুদের দন্ত পাঠাইব,
ধূলিস্থ উরোগামীদের বিষ সহকারে।
২৫ বাহিরে খড়্গ, গৃহমধ্যে মহাভয় বিনাশ করিবে ;
যুবক ও কুমারীকে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও শুক্লকেশ বৃদ্ধকে মারিবে।
২৬ আমি বলিলাম, তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব,

মনুষ্যদের মধ্য হইতে তাহাদের স্মৃতি
লোপ করিব।
২৭ কিন্তু ভয় করি, পাছে শত্রু বিরক্ত করে,
পাছে তাহাদের বিপক্ষগণ বিপরীত বিচার
করে,
পাছে তাহারা বলে, আমাদেরই হস্ত
উন্নত,
এ সকল কার্য্য সদাপ্রভু করেন নাই।
২৮ কেননা উহারা যুক্তিবিহীন জাতি,
উহাদের মধ্যে বিবেচনা নাই।
২৯ আহা, কেন তাহারা জ্ঞানবান হইয়া এই
কথা বুঝে না?
কেন আপনাদের শেষদশা বিবেচনা করে
না?
৩০ এক জন কিরূপে সহস্র লোককে
তাড়াইয়া দেয়,
দুই জন দশ সহস্রকে পলাতক করে?
না, তাহাদের শৈল তাহাদিগকে বিক্রয়
করিলেন,
সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন।
৩১ কেননা উহাদের শৈল আমাদের শৈলের
তুল্য নয়,
আমাদের শত্রুরাও এইরূপ বিচার করে।
৩২ কারণ তাহাদের দ্রাক্ষালতা সদোমের
দ্রাক্ষালতা হইতে উৎপন্ন;
ঘমোরার ক্ষেত্রস্থ দ্রাক্ষালতা হইতে
উৎপন্ন;
তাহাদের দ্রাক্ষাফল বিষময়,
তাহাদের গুচ্ছ তিক্ত;
৩৩ তাহাদের দ্রাক্ষারস নাগদিগের গরল,
তাহা কালসর্পের উৎকট হলাহল।
৩৪ ইহা কি আমার কাছে সঞ্চিত নহে?
আমার ধনাগারে মুদ্রাঙ্ক দ্বারা রক্ষিত
নহে?
৩৫ প্রতিশোধ ও প্রতিফলদান আমারই কর্ম্ম,
যে সময়ে তাহাদের পা পিছলিয়া যাইবে;
কেননা তাহাদের বিপদের দিন নিকটবর্ত্তী,
তাহাদের জন্য যাহা যাহা নিরূপিত,
শীঘ্রই আসিবে।
৩৬ কারণ সদাপ্রভু আপন প্রজাদের বিচার
করিবেন,
আপন দাসদের উপরে সদয় হইবেন;
যেহেতু তিনি দেখিবেন, তাহাদের শক্তি
গিয়াছে,
বদ্ধ কি মুক্ত কেহই নাই।
৩৭ তিনি বলিবেন, কোথায় তাহাদের দেবগণ,
কোথায় সেই শৈল, যাহার শরণ
লইয়াছিল,
৩৮ যাহা তাহাদের বলির মেদ ভোজন করিত,
তাহাদের পেয় নৈবেদ্যের দ্রাক্ষারস পান
করিত?
তাহারাই উঠিয়া তোমাদের সাহায্য করুক,
তাহারাই তোমাদের আশ্রয় হউক।
৩৯ এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি;
আমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই;
আমি বধ করি, আমিই সঞ্জীব করি;
আমি আঘাত করিয়াছি, আমিই সুস্থ
করি;
আমার হস্ত হইতে উদ্ধারকারী কেহই
নাই।
৪০ কেননা আমি আকাশের দিকে হস্ত
উঠাই,
আর বলি, আমি অনন্তজীবী,
৪১ আমি যদি আপন খড়্গবজ্রে শাণ দিই,
যদি বিচারসাধনে হস্তক্ষেপ করি,
তবে আমার বিপক্ষগণের প্রতিশোধ
লইব,
আমার বিদ্বেষীদিগকে প্রতিফল দিব।
৪২ আমি নিজ বাণ সকল মত্ত করিব রক্ত-
পানে,

হত ও বন্দি লোকদের রক্তপানে ;
আমার খড়গ মাংস ভক্ষণ করিবে,
শত্রু-সেনানিগণের মস্তক [খাইবে] ।
৪৩ জাতিগণ, তাঁহার প্রজাদের সহিত হর্ষনাদ কর ;
কেননা তিনি আপন দাসদের রক্তের প্রতিফল দিবেন,
আপন বিপক্ষগণের প্রতিশোধ লইবেন,
আপন দেশের জন্য, আপন প্রজাগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবেন ।

৪৪ আর মোশি ও নূনের পুত্র হোশেয় আসিয়া লোকদের কর্ণগোচরে এই ৪৫ গীতের সমস্ত কথা কহিলেন। মোশি সমস্ত ইস্রায়েলের কাছে এই সকল কথা ৪৬ সমাপ্ত করিলেন ; আর তাহাদিগকে কহিলেন, আমি অদ্য তোমাদের কাছে সাক্ষ্যরূপে যাহা যাহা কহিলাম, তোমরা সেই সমস্ত কথায় মনোযোগ কর, আর তোমাদের সন্তানগণ যেন এই ব্যবস্থার সকল কথা পালন করিতে যত্নবান হয়, এই জন্য তাহাদিগকে তাহা আদেশ ৪৭ করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইহা তোমাদের পক্ষে নিরর্থক বাক্য নহে, কেননা ইহা তোমাদের জীবন, এবং তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যর্দ্দন পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে এই বাক্য দ্বারা দীর্ঘায়ু হইবে ।

৪৮ সেই দিবসে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এই অবারীম পর্ব্বতে, ৪৯ অর্থাৎ যিরীহোর সম্মুখে অবস্থিত মোয়াব দেশস্থ নবো পর্ব্বতে উঠ, এবং আমি অধিকারার্থে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ দিতেছি, সেই কনান দেশ দর্শন ৫০ কর। আর তোমার ভ্রাতা হারোণ যেমন হোর পর্ব্বতে মরিয়া আপন লোকদের নিকট সংগৃহীত হইল, তদ্রূপ তুমি যে পর্ব্বতে উঠিবে, তোমাকে তথায় মরিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত ৫১ হইতে হইবে ; কেননা সিন প্রান্তরে কাদেশস্থ মরীবা জলের নিকটে তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করিয়াছিলে, ফলতঃ ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আমাকে ৫২ পবিত্র বলিয়া মান্য কর নাই। তুমি আপনার সম্মুখে দেশ দেখিবে, কিন্তু আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ দিতেছি, তথায় প্রবেশ করিতে পাইবে না।

ইস্রায়েলের প্রতি মোশির আশীর্ব্বাদ ।

৩৩ আর ঈশ্বরের লোক মোশি মৃত্যুর পূর্ব্বে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে আশীর্ব্বাদে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা এই ।
২ তিনি কহিলেন,
সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন,
সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন ;
পারণ পর্ব্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন,
অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন ;
তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল ।
৩ নিশ্চয় তিনি গোষ্ঠীদিগকে প্রেম করেন,
তাঁহার পবিত্রগণ সকলে তোমার হস্তগত ;
তাহারা তোমার চরণতলে বসিল,
প্রত্যেকে তোমার বাক্য গ্রহণ করিল ।
৪ মোশি আমাদিগকে ব্যবস্থা আদেশ করিলেন ।
তাহা যাকোবের সমাজের অধিকার ।

৫ যখন জনাধ্যক্ষেরা সমাগত হইল,
ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ একত্র হইল,
তখন যিশুরূণে এক রাজা ছিলেন।
৬ রূবেণ বাঁচিয়া থাকুক, তাহার মৃত্যু না হউক,
তথাপি তাহার লোক অল্পসংখ্যক হউক।
৭ আর যিহূদার বিষয়ে তিনি কহিলেন,
হে সদাপ্রভু, যিহূদার রব শুন,
তাহার লোকদের নিকটে তাহাকে আন ;
সে স্বহস্তে আপনার পক্ষে যুদ্ধ করিল,
তুমি শত্রুদের বিরুদ্ধে তাহার সাহায্যকারী হইবে।
৮ আর লেবির বিষয়ে তিনি কহিলেন,
তোমার সেই সাধুর* সহিত তোমার তুম্মীম ও ঊরীম রহিয়াছে ;
যাহার পরীক্ষা তুমি মঃসাতে করিলে,
যাহার সহিত মরীবার জল সমীপে বিবাদ করিলে।
৯ সে আপন পিতার ও আপন মাতার বিষয়ে বলিল, আমি তাহাকে দেখি নাই ;
সে আপন ভ্রাতাদিগকে স্বীকার করিল না,
আপন সন্তানগণকেও চিনিল না ;
কেননা তাহারা তোমার বাক্য রক্ষা করিয়াছে,
এবং তোমার নিয়ম পালন করে।
১০ তাহারা যাকোবকে তোমার শাসন,
ইস্রায়েলকে তোমার ব্যবস্থা শিক্ষা দিবে ;
তাহারা তোমার সম্মুখে ধূপ রাখিবে,
তোমার বেদির উপরে পূর্ণাহুতি রাখিবে।
১১ সদাপ্রভো, তাহার সম্পত্তিতে আশীর্ব্বাদ কর,
তাহার হস্তের কর্ম্ম গ্রাহ্য কর ;
তাহাদের কটিদেশে আঘাত কর, যাহারা তাহার বিরুদ্ধে উঠে,
যাহারা তাহাকে দ্বেষ করে, যেন তাহারা আর উঠিতে না পারে।
১২ বিন্যামীনের বিষয়ে তিনি কহিলেন,
সদাপ্রভুর প্রিয় জন তাঁহার নিকটে নির্ভয়ে বাস করিবে ;
তিনি সমস্ত দিন তাহাকে আচ্ছাদন করেন,
সে তাঁহার বগলে বাস করে।
১৩ আর যোষেফের বিষয়ে তিনি কহিলেন,
তাহার দেশ সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদযুক্ত হউক,
আকাশের উত্তম উত্তম দ্রব্য ও শিশির দ্বারা,
অধোবিস্তীর্ণ জলধি দ্বারা,
১৪ সূর্য্যপক্ব ফলের উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা,
চান্দ্রমাসের পালায় পক্ব উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা,
১৫ পুরাতন পর্ব্বতগণের প্রধান প্রধান দ্রব্য দ্বারা,
চিরন্তন গিরিমালার উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা,
১৬ পৃথিবীর উত্তম উত্তম দ্রব্য ও তৎপূর্ণতা দ্বারা ;
আর যিনি ঝোপবাসী, তাঁহার সন্তোষ হউক ;
সেই আশীর্ব্বাদ বর্ত্তুক যোষেফের মস্তকে ;
ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক্কৃতের মস্তকের তালুতে।
১৭ তাহার প্রথমজাত বৃষভ শোভাযুক্ত,
তাহার শৃঙ্গযুগল গবয়ের শৃঙ্গ ;
তদ্দ্বারা সে পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিকে গুতাইবে ;
সেই শৃঙ্গযুগল ইফ্রয়িমের অযুত অযুত লোক,
মনঃশির সহস্র সহস্র লোক।

* (বা) প্রিয় পাত্রের।

১৮ আর সবূলূনের বিষয়ে তিনি কহিলেন,
সবূলূন! তুমি আপন যাত্রাতে আনন্দ কর,
ইষাখর! তুমি আপন তাম্বুতে আনন্দ কর।
১৯ ইহারা গোষ্ঠীদিগকে পর্ব্বতে আহ্বান করিবে;
সে স্থানে ধার্ম্মিকতার বলি উৎসর্গ করিবে,
কেননা ইহারা সমুদ্রের বহুল দ্রব্য,
এবং বালুকার গুপ্ত ধন সকল শোষণ করিবে।
২০ আর গাদের বিষয়ে তিনি কহিলেন,
ধন্য তিনি, যিনি গাদকে বিস্তার করেন;
সে সিংহীর ন্যায় বসতি করে,
সে বাহু এবং মস্তকের তালুও বিদীর্ণ করে।
২১ সে আপনার জন্য অগ্রিমাংশ নিরীক্ষণ করিল;
কারণ তথায় অধিপতির অধিকার রক্ষিত হইল;
আর সে লোকদের অধ্যক্ষগণের সঙ্গে আসিল;
সদাপ্রভুর ধার্ম্মিকতা সিদ্ধ করিল,
ইস্রায়েল সম্বন্ধে তাঁহার শাসন সিদ্ধ করিল।
২২ আর দানের বিষয়ে তিনি কহিলেন,
দান সিংহশাবক,
যে বাশন হইতে লম্ফ দেয়।
২৩ আর নপ্তালির বিষয়ে তিনি কহিলেন,
নপ্তালি! তুমি অনুগ্রহে তৃপ্ত,
আর সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে পরিপূর্ণ;
তুমি সমুদ্র ও দক্ষিণ অধিকার কর।
২৪ আর আশেরের বিষয়ে তিনি কহিলেন,
পুত্রগণে আশের আশীর্ব্বাদযুক্ত হউক,
সে আপন ভ্রাতাদের কাছে অনুগৃহীত হউক,
সে আপন চরণ তৈলে মগ্ন করুক।
২৫ তোমার অর্গল লৌহ ও পিত্তলময় হইবে,
তোমার যেমন দিন, তেমনি শক্তি হইবে।
২৬ হে যিশুরূণ, ঈশ্বরের তুল্য কেহ নাই;
তিনি তোমার সাহায্যার্থে আকাশরথে,
নিজ গৌরবে গগনরথে যাতায়াত করেন।
২৭ অনাদি ঈশ্বর তোমার বাসস্থান,
নিম্নে অনন্তস্থায়ী বাহুযুগল;
তিনি তোমার সম্মুখ হইতে শত্রুকে দূর করিলেন,
আর বলিলেন, বিনাশ কর।
২৮ তাই ইস্রায়েল নির্ভয়ে বাস করে,
যাকোবের উৎস একাকী থাকে,
শস্যের ও দ্রাক্ষারসের দেশে বাস করে;
আর তাহার আকাশ হইতেও শিশির ক্ষরে।
২৯ হে ইস্রায়েল! ধন্য তুমি, তোমার তুল্য কে?
তুমি সদাপ্রভু কর্ত্তৃক নিস্তারপ্রাপ্ত জাতি,
তিনি তোমার সাহায্যের ঢাল, তোমার ঔৎকর্ষ্যের খড়্গ।
তোমার শত্রুগণ তোমার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিবে,
আর তুমিই তাহাদের উচ্চস্থলী সকল দলন করিবে।

মোশির মৃত্যু।

৩৪ পরে মোশি মোয়াবের তলভূমি হইতে নবো পর্ব্বতে, যিরীহোর সম্মুখস্থিত পিস্‌গা-শৃঙ্গে, উঠিলেন। আর সদাপ্রভু তাঁহাকে সমস্ত দেশ, দান পর্য্যন্ত গিলিয়দ, ২ এবং সমস্ত নপ্তালি, আর ইফ্রয়িম ও মনঃশির দেশ, এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ৩ যিহূদার সমস্ত দেশ, এবং দক্ষিণ দেশ, ও সোয়র পর্য্যন্ত খর্জ্জুরপুর যিরীহোর

৪ তলভূমির অঞ্চল দেখাইলেন। আর সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, আমি যে দেশের বিষয়ে শপথ করিয়া অব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে বলিয়াছিলাম, আমি তোমার বংশকে সেই দেশ দিব, এ সেই দেশ; আমি উহা তোমাকে চাক্ষুষ দেখাইলাম, কিন্তু তুমি পার হইয়া ৫ ঐ স্থানে যাইবে না। তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। ৬ আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন; কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি ৭ কেহ জানে না। মরণকালে মোশির বয়স এক শত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল; তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, ও তাঁহার ৮ তেজের হ্রাস হয় নাই। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির নিমিত্ত মোয়াবের তল-ভূমিতে ত্রিশ দিন রোদন করিল; এই-রূপে মোশির শোকে তাহাদের রোদনের দিন সম্পূর্ণ হইল।

৯ আর নূনের পুত্র যিহোশূয় বিজ্ঞতার আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, কারণ মোশি তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহার কথায় মনোযোগ করিয়া মোশির প্রতি সদা-প্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিল। ১০ মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রা-য়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই; সদাপ্রভু তাঁহার সঙ্গে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া ১১ আলাপ করিতেন; বস্তুতঃ সদাপ্রভু তাঁহাকে পাঠাইলে তিনি মিসর দেশে, ফরৌণের, তাঁহার সমস্ত দাসের ও তাঁহার সমস্ত দেশের প্রতি সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন ও ১২ অদ্ভুত লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের দৃষ্টিতে মোশি পরা-ক্রান্ত হস্তের ও ভয়ঙ্করতার কত না কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

যিহোশূয়ের পুস্তক।

যিহোশূয়ের নিয়োগ।

১ সদাপ্রভুর দাস মোশির মৃত্যু হইলে পর সদাপ্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে ২ মোশির পরিচারককে কহিলেন, আমার দাস মোশির মৃত্যু হইয়াছে; এখন উঠ, তুমি এই সমস্ত লোক লইয়া এই যর্দ্দন পার হও, এবং তাহাদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আমি যে দেশ ৩ দিতেছি, সেই দেশে যাত্রা কর। যে সকল স্থানে তোমরা পদার্পণ করিবে, আমি মোশিকে যেমন বলিয়াছিলাম, তদনুসারে সেই সকল স্থান তোমাদিগকে ৪ দিয়াছি। প্রান্তর ও এই লিবানোন হইতে মহানদী, ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত হিত্তীয়-দের সমস্ত দেশ, এবং সূর্য্যের অস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত তোমাদের সীমা ৫ হইবে। তোমার সমস্ত জীবনকালে কেহ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না; আমি যেমন মোশির সহবর্ত্তী ছিলাম, তদ্রূপ তোমার সহবর্ত্তী থাকিব; আমি তোমাকে ছাড়িব না, তোমাকে ত্যাগ ৬ করিব না। বলবান হও ও সাহস কর;

কেননা যে দেশ দিতে ইহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আমি দিব্য করিয়াছি, তাহা তুমি এই লোকদিগকে অধিকার ৭ করাইবে। তুমি কেবল বলবান হও ও অতিশয় সাহস কর; আমার দাস মোশি তোমাকে যে ব্যবস্থা আদেশ করিয়াছে, তুমি সেই সমস্ত ব্যবস্থা যত্নপূর্ব্বক পালন কর; তাহা হইতে দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না; যেন তুমি যে কোন স্থানে যাও, সেই স্থানে বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতে ৮ পার। তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা-পুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্ব্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি ৯ বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবে। আমি কি তোমাকে আজ্ঞা দিই নাই? তুমি বলবান হও ও সাহস কর, মহাভয়ে ভীত কি নিরাশ হইও না; কেননা তুমি যে কোন স্থানে যাও, সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী।

১০ তখন যিহোশূয় লোকদের অধ্যক্ষগণকে ১১ আজ্ঞা করিলেন, তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়া যাও, লোকদিগকে এই কথা বল, তোমরা আপনাদের জন্য পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবার জন্য তিন দিনের মধ্যে তোমাদিগকে এই ১২ যর্দ্দন পার হইয়া যাইতে হইবে। পরে যিহোশূয় রূবেণীয়দিগকে, গাদীয়দিগকে ১৩ ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে কহিলেন, সদাপ্রভুর দাস মোশি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর; তিনি বলিয়াছিলেন, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে বিশ্রাম দিতেছেন, আর এই দেশ তোমাদিগকে দিবেন। ১৪ মোশি যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে তোমাদিগকে যে দেশ দিয়াছেন, তোমাদের স্ত্রীলোক, বালকবালিকা ও পশুগণ সেই দেশে থাকিবে; কিন্তু তোমরা, সমস্ত বলবান বীর, সসজ্জ হইয়া তোমাদের ভ্রাতৃগণের অগ্রে অগ্রে পার হইয়া যাইবে ও তাহা১৫দের সাহায্য করিবে। পরে যখন সদাপ্রভু তোমাদের ন্যায় তোমাদের ভ্রাতৃগণকে বিশ্রাম দিবেন, অর্থাৎ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, তাহারাও যখন সেই দেশ অধিকার করিবে, তখন তোমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয়-দিকে সদাপ্রভুর দাস মোশির দত্ত আপনাদের অধিকারে ফিরিয়া আসিয়া তাহা ভোগ করিবে। ১৬ তাহারা যিহোশূয়কে উত্তর করিল, আপনি আমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, সে সকল আমরা করিব; আপনি আমাদিগকে যে কোন স্থানে পাঠাইবেন, ১৭ সেইখানে আমরা যাইব। আমরা সর্ব্ববিষয়ে যেমন মোশির কথা শুনিতাম, তেমনি আপনার কথা শুনিব; কেবল আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন মোশির সহবর্ত্তী ছিলেন, তেমনি আপনারও সহ১৮বর্ত্তী হউন। যে কেহ আপনার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, এবং আপনার আজ্ঞাপিত সকল কথা না শুনিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; আপনি কেবল বলবান হউন ও সাহস করুন।

দেশ দেখিবার জন্য দুই জন চর পাঠান হয়।

২ আর নূনের পুত্র যিহোশূয় শিটীম হইতে দুই জন চরকে গোপনে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তোমরা যাও, ঐ দেশ ও যিরীহো নগর নিরীক্ষণ কর। তখন তাহারা গিয়া রাহব নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে
২ শয়ন করিল। আর লোকেরা যিরীহোর রাজাকে কহিল, দেখুন, দেশ অনুসন্ধান করিতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে কয়েকটী লোক আজ রাত্রিতে এস্থানে
৩ আসিয়াছে। তখন যিরীহোর রাজা রাহবের নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে লোকেরা তোমার কাছে আসিয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন, কেননা তাহারা সমস্ত দেশ অনুসন্ধান করিতে
৪ আসিয়াছে। তখন সে স্ত্রীলোকটী ঐ দুই জনকে লইয়া লুকাইয়া রাখিল, আর বলিল, সত্য, সেই লোকেরা আমার কাছে আসিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহারা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানিতাম না।
৫ অন্ধকার হইলে নগর-দ্বার বন্ধ করিবার একটু আগে সেই লোকেরা চলিয়া গিয়াছে; তাহারা কোথায় গিয়াছে, আমি জানি না; শীঘ্র তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে যাও, গেলে তাহাদের সঙ্গ
৬ ধরিবে। কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাহাদিগকে ছাদের উপরে লইয়া গিয়া ছাদের উপরে আপনার সাজান মসিনার ডাঁটার মধ্যে
৭ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ঐ লোকেরা তাহাদের পশ্চাতে যর্দ্দনের পথে পারঘাটা পর্য্যন্ত দৌড়িয়া গেল; এবং যাহারা তাহাদের পশ্চাতে দৌড়িয়া গেল, সেই লোকেরা বাহির হইবামাত্র নগর-দ্বার বন্ধ হইল।
৮ সেই দুই জন চর শয়ন করিবার পূর্ব্বে ঐ স্ত্রীলোকটী ছাদের উপরে
৯ তাহাদের নিকটে আসিল, আর তাহাদিগকে কহিল, আমি জানি, সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই দেশ দিয়াছেন, আর তোমাদের হইতে আমাদের উপরে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, ও তোমাদের সম্মুখে এই দেশনিবাসী সমস্ত লোক গলিয়া
১০ গিয়াছে। কেননা মিসর হইতে তোমরা বাহির হইয়া আসিলে সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখে কি প্রকারে সূফসাগরের জল শুষ্ক করিয়াছিলেন, এবং তোমরা যর্দ্দনের ও-পারস্থ সীহোন ও ওগ নামে ইমোরীয়দের দুই রাজার প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহাদিগকে যে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছ,
১১ তাহা আমরা শুনিলাম; আর শুনিবামাত্র আমাদের হৃদয় গলিয়া গেল; তোমাদের হেতু কাহারো মনে সাহস রহিল না, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে
১২ ঈশ্বর। অতএব এখন, বিনয় করি, তোমরা আমার কাছে সদাপ্রভুর নামে দিব্য কর; আমি তোমাদের উপরে দয়া করিলাম, এই জন্য তোমরাও আমার পিতৃকুলের উপরে দয়া করিবে, এবং
১৩ একটী সত্য চিহ্ন আমাকে দেও; ফলতঃ তোমরা আমার পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনীগণ ও তাহাদের সমস্ত পরিজনকে বাঁচাইবে, ও মৃত্যু হইতে আমাদের প্রাণ
১৪ উদ্ধার করিবে। সেই দুই জন তাহাকে বলিল, তোমরা যদি আমাদের এই কার্য্য প্রকাশ না কর, তোমাদের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রাণ যাউক; যে সময়ে সদা-

প্রভু আমাদিগকে এই দেশ দিবেন, তৎকালে আমরা তোমার প্রতি দয়া ১৫ ও সত্য ব্যবহার করিব। পরে সে বাতায়ন দিয়া রজ্জু দ্বারা তাহাদিগকে নামাইয়া দিল, কেননা তাহার গৃহ নগর-প্রাচীরের গাত্রে ছিল, সে প্রাচীরের ১৬ উপরে বাস করিত। আর সে তাহাদিগকে কহিল, যাহারা পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়াছে, তাহারা যেন তোমাদের সঙ্গ না ধরে, এই জন্য তোমরা পর্ব্বতে যাও, তিন দিন সে স্থানে লুকাইয়া থাক, তাহার পর যাহারা পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়াছে, তাহারা ফিরিয়া আসিলে তোমরা আপন ১৭ পথে চলিয়া যাইও। সেই লোকেরা তাহাকে কহিল, তুমি আমাদিগকে যে দিব্য করাইয়াছ, সে বিষয়ে আমরা ১৮ নির্দ্দোষ হইব। দেখ, তুমি যে বাতায়ন দিয়া আমাদিগকে নামাইয়া দিলে, আমাদের এই দেশে আসিবার সময়ে সেই বাতায়নে এই সিন্দুরবর্ণ সূত্রনির্ম্মিত রজ্জু বাঁধিয়া রাখিবে, এবং তোমার পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ এবং তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে তোমার গৃহে একত্র করিবে। ১৯ তখন এইরূপ হইবে, যে কেহ তোমার গৃহদ্বার হইতে বাহির হইয়া পথে যাইবে, তাহার রক্তপাতের অপরাধ তাহার মস্তকে বর্ত্তিবে, এবং আমরা নির্দ্দোষ হইব; কিন্তু যে কেহ তোমার সহিত গৃহমধ্যে থাকে, তাহার উপরে যদি কেহ হস্তার্পণ করে, তবে তাহার রক্তপাতের অপরাধ ২০ আমাদের মস্তকে বর্ত্তিবে। কিন্তু তুমি যদি আমাদের এই কার্য্য প্রকাশ কর, তবে তুমি আমাদিগকে যে দিব্য করাইয়াছ, তাহা হইতে আমরা নির্দ্দোষ হইব। ২১ তখন সে কহিল, তোমরা যেমন বলিলে, তেমনি হউক। পরে সে তাহাদিগকে বিদায় করিলে তাহারা প্রস্থান করিল, এবং সে ঐ সিন্দূরবর্ণ রজ্জু বাতায়নে ২২ বাঁধিয়া রাখিল। আর তাহারা গিয়া পর্ব্বতে উপস্থিত হইল, যাহারা পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়াছিল, তাহাদের ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তিন দিন তথায় রহিল; তাহাতে যাহারা পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা সমস্ত পথে অন্বেষণ করিলেও তাহাদের উদ্দেশ পাইল না।

২৩ পরে ঐ দুই ব্যক্তি ফিরিয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিল, ও পার হইয়া নূনের পুত্র যিহোশূয়ের নিকটে আসিল, এবং আপনাদের প্রতি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে ২৪ কহিল। তাহারা যিহোশূয়কে কহিল, সত্যই সদাপ্রভু এই সমস্ত দেশ আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, আবার দেশের সমস্ত লোক আমাদের সম্মুখে গলিয়া গিয়াছে।

ইস্রায়েলীয়েরা যর্দ্দন নদী পার হয়।

৩ পরে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের সহিত শিটীম হইতে যাত্রা করিয়া যর্দ্দন সমীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তখন পার না হইয়া সে স্থানে ২ রাত্রি যাপন করিলেন। তিন দিনের পর অধ্যক্ষগণ শিবিরের মধ্য দিয়া ৩ গেলেন; তাঁহারা লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন; তোমরা যে সময়ে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক, ও লেবীয় যাজকগণকে তাহা বহন করিতে দেখিবে, তৎকালে আপন আপন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া তাহার পশ্চাতে

৪ পশ্চাতে গমন করিবে। তথাপি তাহার ও তোমাদের মধ্যে অনুমান দুই সহস্র হস্ত পরিমিত ভূমি ব্যবধান থাকিবে; তাহার আর নিকটবর্ত্তী হইবে না; যেন তোমরা আপনাদের গন্তব্য পথ জানিতে পার, কেননা ইতিপূর্ব্বে তোমরা এই পথ দিয়া ৫ যাও নাই। পরে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র কর, কেননা কল্য সদাপ্রভু তোমাদের ৬ মধ্যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবেন। পরে যিহোশূয় যাজকদিগকে বলিলেন, তোমরা নিয়ম-সিন্দুক তুলিয়া লইয়া লোকদের অগ্রে অগ্রে চল; তাহাতে তাহারা নিয়ম-সিন্দুক তুলিয়া লইয়া লোকদের অগ্রে ৭ অগ্রে গমন করিতে লাগিল। তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, অদ্য আমি সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তোমাকে মহিমান্বিত করিতে আরম্ভ করিব, যেন তাহারা জানিতে পারে যে আমি যেমন মোশির সহবর্ত্তী ছিলাম, ৮ তেমনি তোমার সহবর্ত্তী থাকিব। তুমি নিয়ম-সিন্দুকবাহক যাজকগণকে এই আজ্ঞা কর, যর্দ্দনের জলের ধারে উপস্থিত হইলে তোমরা যর্দ্দনে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

৯ তখন যিহোশূয় ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলেন, তোমরা এখানে আইস, তোমা-১০ দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য শুন। আর যিহোশূয় কহিলেন, জীবন্ত ঈশ্বর যে তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান, এবং কনানীয়, হিত্তীয়, হিব্বীয়, পরিষীয়, গির্গাশীয়, ইমোরীয় ও যিবূষীয়দিগকে তোমাদের সম্মুখ হইতে নিশ্চয়ই অধিকারচ্যুত করিবেন, তাহা তোমরা ইহা দ্বারা জানিতে ১১ পারিবে। দেখ, সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রভুর নিয়ম-সিন্দুক তোমাদের অগ্রে অগ্রে ১২ যর্দ্দনে যাইতেছে। এখন তোমরা ইস্রায়েলের এক এক বংশ হইতে এক এক জন, এইরূপে বারো বংশ হইতে বারো ১৩ জনকে গ্রহণ কর। পরে এইরূপ হইবে, সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রভু সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকবাহক যাজকদের পদতল যর্দ্দনের জলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র যর্দ্দনের জল, অর্থাৎ উপর হইতে যে জল বহিয়া আসিতেছে, তাহা ছিন্ন হইবে, এবং এক ১৪ রাশি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। তখন লোকেরা যর্দ্দন পার হইবার জন্য আপন আপন তাম্বু হইতে যাত্রা করিল, আর যাজকগণ নিয়ম-সিন্দুক বহন করতঃ ১৫ লোকদের অগ্রবর্ত্তী হইল। আর সিন্দুকবাহকেরা যখন যর্দ্দন-সমীপে উপস্থিত হইল, এবং জলের ধারে সিন্দুকবাহক যাজকগণের চরণ জলমগ্ন হইল,—বাস্তবিক ফসল কাটার সমস্ত সময় যর্দ্দনের ১৬ জল সমস্ত তীরের উপরে থাকে,—তখন উপর হইতে আগত সমস্ত জল দাঁড়াইল, অতিদূরে সর্ত্তনের নিকটবর্ত্তী আদম নগরের কাছে এক রাশি হইয়া উঠিয়া রহিল, এবং অরাবা তলভূমির সমুদ্রে অর্থাৎ লবণ সমুদ্রে যে জল নামিয়া যাইতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ ছিন্ন হইল; তাহাতে লোকেরা যিরীহোর সম্মুখেই ১৭ পার হইল। আর যে পর্য্যন্ত সমস্ত লোক নিঃশেষে যর্দ্দন পার না হইল, সেই পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকবাহক যাজকগণ যর্দ্দন-মধ্যে শুষ্কভূমিতে দাঁড়াইয়া থাকিল; এবং সমস্ত ইস্রায়েল ক্রমশঃ শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইয়া গেল।

৪ এইরূপে সমস্ত লোক নিঃশেষে যর্দ্দন পার হইলে পর সদাপ্রভু যিহোশূয়কে ২ কহিলেন, তোমরা এক এক বংশের মধ্য

হইতে এক এক জন, এইরূপে লোকদের ৩ বারো জনকে গ্রহণ কর, আর তাহাদিগকে এই আজ্ঞা কর, তোমরা যর্দ্দনের মধ্যবর্ত্তী ঐ স্থান হইতে, যে স্থানে যাজকদের চরণ স্থির ছিল, তথা হইতে বারোখানি প্রস্তর গ্রহণ করিয়া আপনাদের সঙ্গে পারে লইয়া যাও, অদ্য যে স্থানে রাত্রি যাপন করিবে, সেই স্থানে সেগুলি ৪ রাখিও। তাহাতে যিহোশূয় ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রত্যেক বংশ হইতে এক এক জন করিয়া যে বারো জনকে নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ডাকিলেন; ৫ আর যিহোশূয় তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে যর্দ্দন-মধ্যে গিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণের বংশ-সংখ্যানুসারে প্রত্যেক জন এক একখানি প্রস্তর ৬ তুলিয়া স্কন্ধে কর; যেন তাহা চিহ্নরূপে তোমাদের মধ্যে থাকিতে পারে; ভাবী কালে যখন তোমাদের সন্তানগণ জিজ্ঞাসা করিবে, এই প্রস্তরগুলির তাৎপর্য্য কি? ৭ তোমরা তাহাদিগকে বলিবে, সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের সম্মুখে যর্দ্দনের জল ছিন্ন হইয়াছিল, সিন্দুক যখন যর্দ্দন পার হয়, সেই সময়ে যর্দ্দনের জল ছিন্ন হইয়াছিল; তাই এই প্রস্তরগুলি চিরকাল ইস্রায়েল- ৮ সন্তানগণের স্মরণার্থে থাকিবে। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ যিহোশূয়ের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল, সদাপ্রভু যিহোশূয়কে যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি ইস্রায়েল-সন্তানগণের বংশ-সংখ্যানুসারে যর্দ্দনের মধ্য হইতে বারোখানি প্রস্তর তুলিয়া লইল; এবং আপনাদের সঙ্গে পারে রাত্রি যাপনের স্থানে লইয়া গিয়া সেখানে ৯ রাখিল। আর যে স্থানে নিয়ম-সিন্দুক বাহক যাজকগণের চরণ স্থির ছিল, সেই স্থানে যর্দ্দন-মধ্যে যিহোশূয় বারোখানি প্রস্তর স্থাপন করিলেন; সে সকল ১০ অদ্যাপি সে স্থানে আছে। যিহোশূয়ের প্রতি মোশির আদেশানুযায়ী যে সমস্ত কথা লোকদিগকে বলিবার আজ্ঞা সদাপ্রভু যিহোশূয়কে দিয়াছিলেন, তাহা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সিন্দুক-বাহক যাজকগণ যর্দ্দন-মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিল, এবং লোকেরা ত্বরা করিয়া পার হইয়া ১১ গেল। এইরূপে সমস্ত লোক নিঃশেষে পার হইলে পর সদাপ্রভুর সিন্দুক ও যাজকগণ লোকদের সাক্ষাতে পার হইয়া ১২ গেল। আর রূবেণ-সন্তানগণ, গাদ-সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ তাহাদের প্রতি মোশির বাক্যানুসারে সসজ্জ হইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে পার হইয়া ১৩ গেল; যুদ্ধার্থে প্রস্তুত অনুমান চল্লিশ সহস্র লোক যুদ্ধের জন্য সদাপ্রভুর সম্মুখে পার হইয়া যিরীহোর তলভূমিতে গেল। ১৪ সেই দিবসে সদাপ্রভু সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে যিহোশূয়কে মহিমান্বিত করিলেন; তাহাতে লোকেরা যেমন মোশিকে ভয় করিত, তদ্রূপ যিহোশূয়ের জীবন কালে তাঁহাকেও ভয় করিতে লাগিল।

১৫ সদাপ্রভু যিহোশূয়কে বলিয়াছিলেন, ১৬ তুমি সাক্ষ্য-সিন্দুকবাহক যাজকগণকে যর্দ্দন হইতে উঠিয়া আসিতে আজ্ঞা কর। ১৭ তাহাতে যিহোশূয় যাজকগণকে এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যর্দ্দন হইতে ১৮ উঠিয়া আইস। পরে যর্দ্দনের মধ্য হইতে সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুকবাহক যাজকগণের উঠিয়া আসিবার সময়ে যখন যাজকদের পদতল শুষ্কভূমি স্পর্শ করিল, তখনই যর্দ্দনের জল স্বস্থানে ফিরিয়া

আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত তীরের উপরে
১৯ উঠিল। এইরূপে লোকেরা প্রথম মাসের দশম দিবসে যর্দ্দন হইতে উঠিয়া আসিয়া যিরীহোর পূর্ব্ব-সীমায়, গিল্‌গলে
২০ শিবির স্থাপন করিল। আর তাহারা যে বারোখানি প্রস্তর যর্দ্দন হইতে আনিয়াছিল, সে সকল যিহোশূয় গিল্‌গলে
২১ স্থাপন করিলেন। আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলেন, ভাবী কালে যখন তোমাদের সন্তানগণ আপন আপন পিতৃগণকে জিজ্ঞাসা করিবে, এই প্রস্তর-
২২ গুলির তাৎপর্য্য কি? তখন তোমরা আপন আপন সন্তানগণকে জ্ঞাত করিবে, বলিবে, ইস্রায়েল শুষ্কভূমি দিয়া এই
২৩ যর্দ্দন পার হইয়া আসিয়াছিল। কারণ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু সূফসাগরের প্রতি যেমন করিয়াছিলেন, আমাদের পার না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন তাহা শুষ্ক করিয়াছিলেন, তেমনি তোমাদের পার না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখে যর্দ্দনের জল শুষ্ক
২৪ করিলেন; যেন পৃথিবীর সমস্ত জাতি জানিতে পায় যে, সদাপ্রভুর হস্ত বলবান, এবং তাহারা যেন সর্ব্বদা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় কর।

ইস্রায়েলীয়দের ত্বক্‌ছেদ ও নিস্তার-পর্ব্ব পালন।

৫ আর যখন যর্দ্দনের পশ্চিম পারস্থ ইমোরীয়দের সকল রাজা ও সমুদ্রের নিকটস্থ কনানীয়দের সকল রাজা শুনিতে পাইলেন যে, আমরা যাবৎ পার না হইলাম, তাবৎ সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে যর্দ্দনের জল শুষ্ক করিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় গলিয়া গেল, ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের হেতু তাঁহাদের আর সাহস রহিল না।
২ সেই সময়ে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি চকমকি পাথরের কতকগুলি ছুরী প্রস্তুত করিয়া দ্বিতীয় বার ইস্রায়েল-সন্তানগণের ত্বক্‌ছেদ করাও।
৩ তাহাতে যিহোশূয় চকমকি পাথরের ছুরী প্রস্তুত করিয়া ত্বক্-পর্ব্বতের সমীপে ইস্রায়েল-সন্তানগণের ত্বক্‌ছেদ করাই-
৪ লেন। যিহোশূয় যে ত্বক্‌ছেদ করাইলেন, তাহার কারণ এই; মিসর হইতে যে সমস্ত পুরুষ লোক, যত যোদ্ধা বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা মিসর হইতে বাহির হইবার পর পথের মধ্যে প্রান্তরে
৫ মরিয়াছিল। যাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সকলে ছিন্নত্বক্ ছিল বটে, কিন্তু মিসর হইতে বাহির হইবার পর যে সকল লোক পথের মধ্যে প্রান্তরে জন্মিয়াছিল, তাহাদের ত্বক্‌ছেদ হয় নাই।
৬ ফলতঃ যে সমস্ত লোক, যে যোদ্ধারা মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিত না, তজ্জন্য তাহাদের সংহার না হওয়া পর্য্যন্ত ইস্রায়েল-সন্তানগণ চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিল; কেননা আমাদিগকে দুগ্ধমধুপ্রবাহী যে দেশ দিবার বিষয়ে সদাপ্রভু উহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছিলেন, সদাপ্রভু উহাদিগকে সেই দেশ দেখিতে দিবেন না, এমন দিব্য উহাদের কাছে
৭ করিয়াছিলেন। উহাদের স্থানে উহাদের যে সন্তানদিগকে তিনি উৎপন্ন করিলেন, যিহোশূয় তাহাদেরই ত্বক্‌ছেদ করাইলেন; কেননা তাহারা অচ্ছিন্নত্বক্ ছিল; কারণ পথের মধ্যে তাহাদের ত্বক্‌ছেদ করা যায়

৮ নাই। সেই সমস্ত লোকের ত্বক্‌ছেদ সমাপ্ত হইলে পর যাবৎ তাহারা সুস্থ না হইল, তাবৎ শিবিরের মধ্যে স্ব স্ব স্থানে ৯ থাকিল। পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, অদ্য আমি তোমাদের হইতে মিসরের দুর্নাম গড়াইয়া দিলাম। আর অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের নাম গিল্‌গল [গড়ান] আখ্যাত হইয়াছে।

১০ ইস্রায়েল-সন্তানগণ গিল্‌গলে শিবির স্থাপন করিল; আর সেই মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সায়ংকালে যিরীহোর তলভূমিতে ১১ নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল। সেই নিস্তার-পর্ব্বের পরদিবসে তাহারা দেশোৎপন্ন শস্য ভোজন করিতে লাগিল, সেই দিনে তাড়ীশূন্য রুটী ও ভাজা শস্য ভোজন ১২ করিল। আর সেই পরদিবসে তাহাদের দেশোৎপন্ন শস্য ভোজনের পরে মান্না নিবৃত্ত হইল; সেই অবধি ইস্রায়েল-সন্তানগণ আর মান্না পাইল না, কিন্তু সেই বৎসরে তাহারা কনান দেশের ফল ভোজন করিল।

যিরীহোর পতন ও বিনাশ।

১৩ যিরীহোর নিকটে অবস্থিতি-কালে যিহোশূয় চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, এক পুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়-মান, তাঁহার হস্তে একখানা নিষ্কোষ খড়্গ; যিহোশূয় তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাদের ১৪ পক্ষ, কি আমাদের শত্রুদের পক্ষ? তিনি কহিলেন, না; কিন্তু আমি সদাপ্রভুর সৈন্যের অধ্যক্ষ, এখনই আসিলাম। তখন যিহোশূয় ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন, ও তাঁহাকে কহিলেন, হে আমার প্রভু, আপনার ১৫ এ দাসকে কি আজ্ঞা করেন? সদা-প্রভুর সৈন্যের অধ্যক্ষ যিহোশূয়কে কহি-লেন, তোমার পদ হইতে পাদুকা খুলিয়া ফেল, কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, ঐ স্থান পবিত্র।

৬ তখন যিহোশূয় সেইরূপ করিলেন। (সেই সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণের হেতু যিরীহো নগর রুদ্ধ ও সংরুদ্ধ ছিল, কেহ ভিতরে আসিত না, কেহ বাহিরে ২ যাইত না।) আর সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, দেখ, আমি যিরীহো, ইহার রাজাকে ও বলবান বীর সকলকে তোমার ৩ হস্তে সমর্পণ করিলাম। তোমরা সমস্ত যোদ্ধা এই নগর বেষ্টন করিয়া এক এক বার প্রদক্ষিণ করিবে; এইরূপ ছয় দিন ৪ করিবে। আর সাত জন যাজক সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে মহাশব্দকারী সাত তূরী বহন করিবে; পরে সপ্তম দিবসে তোমরা সাত বার নগর প্রদক্ষিণ করিবে, ও ৫ যাজকগণ তূরী বাজাইবে। আর তাহারা উচ্চৈঃস্বরে মহাশব্দকারী শিঙ্গা বাজাইলে যখন তোমরা সেই তূরীধ্বনি শুনিবে, তখন সমস্ত লোক অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিবে, তাহাতে নগরের প্রাচীর স্বস্থানে পড়িয়া যাইবে, এবং লোকেরা প্রত্যেক জন সম্মুখপথে উঠিয়া যাইবে।

৬ পরে নূনের পুত্র যিহোশূয় যাজকগণকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা নিয়ম-সিন্দুক তুল, এবং সাত জন যাজক সদাপ্রভুর সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে মহাশব্দকারী সাত ৭ তূরী বহন করুক। আর তিনি লোক-দিগকে কহিলেন, তোমরা অগ্রসর হইয়া নগর বেষ্টন কর, এবং সসজ্জ সৈন্য সদাপ্রভুর সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে গমন

৮ করুক। তখন লোকদের কাছে যিহোশূয়ের বাক্য সাঙ্গ হইলে সেই সাত জন যাজক সদাপ্রভুর অগ্রে অগ্রে মহাশব্দকারী সাত তূরী বহন করতঃ তূরী বাজাইতে বাজাইতে চলিতে লাগিল, ও সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক তাহাদের পশ্চাতে ৯ পশ্চাতে চলিল। আর সসজ্জ সৈন্য তূরীবাদক যাজকদের অগ্রে অগ্রে চলিল, এবং পশ্চাদ্দিকের সৈন্য সিন্দুকের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিল, [যাজকগণ] ১০ তূরীধ্বনি করিতে করিতে চলিল। আর যিহোশূয় লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা সিংহনাদ করিও না, আপন আপন রব শুনাইও না, তোমাদের মুখ হইতে বাক্য নির্গত না হউক; পরে আমি যে দিন সিংহনাদ করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিব, সেই দিন তোমরা সিংহনাদ ১১ করিবে। এইরূপে তিনি নগরের চারিদিকে এক বার সদাপ্রভুর সিন্দুক প্রদক্ষিণ করাইলেন; আর তাহারা শিবিরে আসিয়া শিবিরে রাত্রি যাপন করিল।

১২ আর যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিলেন, এবং যাজকগণ সদাপ্রভুর সিন্দুক তুলিয়া ১৩ লইল। আর সেই সাত জন যাজক সদাপ্রভুর সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে মহাশব্দকারী সাত তূরী বহন করিতে করিতে, অনবরত চলিল ও তূরী বাজাইতে লাগিল; এবং সসজ্জ সৈন্য তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, এবং পশ্চাদ্দিকের সৈন্য সদাপ্রভুর সিন্দুকের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিল, [যাজকগণ] তূরীধ্বনি করিতে করিতে ১৪ চলিল। আর তাহারা দ্বিতীয় দিবসে এক বার নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিল; তাহারা ছয় দিন ১৫ এইরূপ করিল। পরে সপ্তম দিবসে তাহারা প্রত্যূষে অরুণোদয় কালে উঠিয়া সাত বার সেই প্রকারে নগর প্রদক্ষিণ করিল; কেবল সেই দিবসে সাত বার ১৬ নগর প্রদক্ষিণ করিল। পরে যাজকগণ সপ্তম বার তূরী বাজাইলে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা সিংহনাদ কর, কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই ১৭ নগর দিয়াছেন। আর নগর ও তথাকার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে বর্জ্জিত হইবে; কেবল রাহব বেশ্যা ও তাহার সহিত যাহারা গৃহে আছে, সমস্ত লোক বাঁচিবে, কেননা সে আমাদের প্রেরিত ১৮ দূতগণকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। আর তোমরা সেই বর্জ্জিত দ্রব্য হইতে আপনাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিও, নতুবা বর্জ্জিত করিবার পর বর্জ্জিত দ্রব্যের কিছু লইলে তোমরা ইস্রায়েলের শিবির বর্জ্জিত ১৯ করিয়া ব্যাকুল করিবে। কিন্তু সমুদয় রৌপ্য ও স্বর্ণ এবং পিত্তলের ও লৌহের সমস্ত পাত্র সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র; সে সকল সদাপ্রভুর ভাণ্ডারে যাইবে।

২০ পরে লোকেরা সিংহনাদ করিল; ও [যাজকেরা] তূরি বাজাইল; আর লোকেরা তূরীধ্বনি শুনিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল, তাহাতে প্রাচীর স্বস্থানে পড়িয়া গেল; পরে লোকেরা প্রত্যেক জন সম্মুখপথে নগরে ২১ উঠিয়া গিয়া নগর হস্তগত করিল। আর তাহারা খড়গধারে নগরের স্ত্রী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ এবং গো, মেষ ও গর্দ্দভ ২২ সকলই নিঃশেষে বিনষ্ট করিল। কিন্তু যে দুই ব্যক্তি দেশ নিরীক্ষণ করিয়াছিল, যিহোশূয় তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সেই বেশ্যার গৃহে গমন কর, এবং তাহার কাছে যে দিব্য করিয়াছ, তদনুসারে সেই

স্ত্রীলোককে ও তাহার সমস্ত লোককে
২৩ বাহির করিয়া আন। তাহাতে সেই দুই যুবা চর প্রবেশ করিয়া রাহবকে এবং তাহার পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ ও তাহার সমস্ত লোককে বাহির করিয়া আনিল; তাহার সমস্ত গোষ্ঠীকেও বাহির করিয়া আনিল; তাহারা ইস্রায়েলের শিবিরের
২৪ বাহিরে তাহাদিগকে রাখিল। আর লোকেরা নগর ও তথাকার সমস্ত বস্তু আগুনে পোড়াইয়া দিল, কেবল রৌপ্য ও স্বর্ণ, এবং পিত্তলের ও লৌহের পাত্র সকল সদাপ্রভুর গৃহের ভাণ্ডারে রাখিল।
২৫ কিন্তু যিহোশূয় রাহব বেশ্যাকে, তাহার পিতৃকুলকে ও তাহার স্বজন সকলকে জীবিত রাখিলেন; সে অদ্যাপি ইস্রায়েলের মধ্যে বসতি করিতেছে; কারণ যিরীহো নিরীক্ষণ করিবার জন্য যিহোশূয়ের প্রেরিত দুই দূতকে সে লুকাইয়া
২৬ রাখিয়াছিল। সেই সময়ে যিহোশূয় শপথ করিয়া লোকদিগকে কহিলেন, যে কেহ উঠিয়া এই যিরীহো নগর পত্তন করিবে, সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শাপগ্রস্ত হউক; নগরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ডরূপে সে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, ও নগরদ্বার সকল স্থাপনের দণ্ডরূপে আপন
২৭ কনিষ্ঠ পুত্রকে দিবে। এইরূপে সদাপ্রভু যিহোশূয়ের সহবর্ত্তী ছিলেন, আর তাঁহার যশ সমুদয় দেশে ব্যাপিল।

আখনের লোভ ও তাহার দণ্ড।

৭ কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণ বর্জ্জিত বস্তু সম্বন্ধে সত্যলঙ্ঘন করিল; ফলতঃ যিহূদাবংশীয় সেরহের সন্তান সব্দির সন্তান কর্ম্মির পুত্র আখন বর্জ্জিত বস্তুর কিছু হরণ করিল; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল।
২ আর যিহোশূয় যিরীহো হইতে বৈথেলের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত বৈৎ-আবনের পার্শ্বস্থ অয়ে লোক প্রেরণ করিলেন, তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা উঠিয়া গিয়া দেশ নিরীক্ষণ কর। তাহাতে তাহারা গিয়া
৩ অয় নিরীক্ষণ করিল। পরে তাহারা যিহোশূয়ের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, সে স্থানে সকল লোক না গেলেও হয়, দুই কিম্বা তিন সহস্র লোক উঠিয়া গিয়া অয় পরাজয় করুক; সে স্থানে সকল লোক কষ্ট না করিলেও হয়,
৪ কেননা তথাকার লোক অল্প। অতএব লোকদের মধ্য হইতে অনুমান তিন সহস্র জন সে স্থানে যাত্রা করিল, কিন্তু তাহারা অয়ের লোকদের সম্মুখ হইতে পলায়ন
৫ করিল। আর অয়ের লোকেরা তাহাদের মধ্যে প্রায় ছত্রিশ জনকে আঘাত করিল; নগর-দ্বার হইতে শবারীম পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়না করিয়া অবরোহণের পথে আঘাত করিল, তাহাতে লোকদের হৃদয় গলিয়া গিয়া জলের ন্যায় হইল।
৬ তখন যিহোশূয় ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ আপন আপন বস্ত্র চিরিয়া সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে অধোমুখ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভূমিতে পড়িয়া থাকিলেন, এবং আপন আপন মস্তকে ধূলা ছড়াইলেন।
৭ আর যিহোশূয় কহিলেন, হায় হায়, হে প্রভু সদাপ্রভু, বিনাশার্থে ইমোরীয়দের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিবার জন্য তুমি কেন এই লোকদিগকে যর্দ্দন পার করিয়া আনিলে? হায় হায়, আমরা কেন সন্তুষ্ট হইয়া যর্দ্দনের ওপারে থাকি
৮ নাই! হে প্রভু, ইস্রায়েল আপন শত্রু-

গণের সম্মুখে হটিয়া গেলে পর আমি ৯ কি বলিব? কনানীয়েরা এবং দেশ-নিবাসী সমস্ত লোক এই কথা শুনিবে, আর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী হইতে আমাদের নাম উচ্ছেদ করিবে, তাহা হইলে তুমি আপন মহা-নামের নিমিত্ত কি করিবে?

১০ তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি উঠ, কেন তুমি অধোমুখ হইয়া ১১ পড়িয়া আছ? ইস্রায়েল পাপ করিয়াছে, এমন কি, তাহারা আমার আজ্ঞাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে; এমন কি, তাহারা সেই বর্জ্জিত দ্রব্যের কিছু লইয়াছে; আবার চুরি করিয়াছে, আবার প্রতারণা করিয়াছে, আবার আপনাদের সামগ্রীর ১২ মধ্যে তাহা রাখিয়াছে। এই জন্য ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপন শত্রুগণের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না, শত্রুগণের সম্মুখ হইতে হটিয়া যায়, কেননা তাহারা বর্জ্জিত হইয়াছে; তোমাদের মধ্য হইতে সেই বর্জ্জিত বস্তু উৎপাটন না করিলে আমি ১৩ আর তোমাদের সঙ্গে থাকিব না। উঠ, লোকদিগকে পবিত্র কর, বল, তোমরা কল্যের জন্য পবিত্র হও, কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল, তোমার মধ্যে বর্জ্জিত বস্তু আছে; আপনাদের মধ্য হইতে সেই বর্জ্জিত বস্তু দূর না করিলে তুমি আপন শত্রুদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। ১৪ অতএব প্রাতঃকালে আপন আপন বংশানুসারে তোমরা নিকটে আনীত হইবে; তাহাতে সদাপ্রভু কর্ত্তৃক যে বংশ নির্ণীত হইবে, সেই বংশের এক এক গোষ্ঠী নিকটে আসিবে; ও সদাপ্রভু কর্ত্তৃক যে গোষ্ঠী নির্ণীত হইবে, তাহার এক এক কুল নিকটে আসিবে; ও সদাপ্রভু কর্ত্তৃক যে কুল নির্ণীত হইবে, তাহার এক এক ১৫ পুরুষ নিকটে আসিবে। আর যে ব্যক্তি বর্জ্জিত দ্রব্য রাখিয়াছে বলিয়া ধরা পড়িবে, তাহাকে ও তাহার সম্পর্কীয় সকলকেই আগুনে পোড়াইয়া দিতে হইবে, কেননা সে সদাপ্রভুর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, ও ইস্রায়েলের মধ্যে মূঢ়তার কার্য্য করিয়াছে।

১৬ পরে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া ইস্রায়েলকে স্ব স্ব বংশানুসারে নিকটে আনাইলেন; তাহাতে যিহূদা-বংশ ধরা পড়িল; ১৭ পরে তিনি যিহূদার গোষ্ঠী সকলকে নিকটে আনাইলে সেরহীয় গোষ্ঠী ধরা পড়িল; পরে তিনি সেরহীয় গোষ্ঠীকে পুরুষানুসারে আনাইলে সব্দি ধরা পড়িল। ১৮ পরে তিনি তাহার কুলকে পুরুষানুসারে আনাইলে যিহূদা-বংশীয় সেরহের সন্তান সব্দির সন্তান কর্ম্মির পুত্র আখন ধরা ১৯ পড়িল। তখন যিহোশূয় আখনকে কহিলেন, হে আমার বৎস, বিনয় করি, তুমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মহিমা স্বীকার কর, তাঁহার স্তব কর; এবং তুমি কি করিয়াছ, আমাকে বল; আমা ২০ হইতে গোপন করিও না। আখন উত্তর করিয়া যিহোশূয়কে কহিল, সত্য, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, আমি এই এই কার্য্য ২১ করিয়াছি; আমি লুটিত দ্রব্যের মধ্যে উত্তম একখানি বাবিলীয় শাল, দুই শত শেকল রৌপ্য ও পঞ্চাশ শেকল পরিমিত এক থান স্বর্ণ দেখিয়া লোভে পড়িয়া হরণ করিয়াছি; আর দেখুন, সে সকল আমার তাম্বুর মধ্যে ভূমিতে লুকান রহিয়াছে, আর নীচে রৌপ্য আছে।

২২ তখন যিহোশূয় দূত প্রেরণ করিলে তাহারা তাহার তাম্বুতে দৌড়িয়া গেল, আর দেখ, তাহার তাম্বুর মধ্যে তাহা লুকান রহিয়াছে, আর নীচে রৌপ্য ছিল।
২৩ আর তাহারা তাম্বুর মধ্য হইতে সে সকল লইয়া যিহোশূয়ের ও সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের কাছে আনিল, এবং সদাপ্রভুর
২৪ সম্মুখে তাহা বিস্তার করিল। পরে যিহোশূয় ও সমস্ত ইস্রায়েল সেরহের সন্তান আখনকে ও সেই রৌপ্য, শাল, স্বর্ণের থান ও তাহার পুত্ত্রকন্যাগণ এবং তাহার গোরু, গর্দ্দভ, মেষ ও তাম্বু, এবং তাহার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই লইলেন; আর আখোর তলভূমিতে আনিলেন।
২৫ পরে যিহোশূয় কহিলেন, তুমি আমাদিগকে কেন ব্যাকুল করিলে? অদ্য সদাপ্রভু তোমাকে ব্যাকুল করিবেন। পরে সমস্ত ইস্রায়েল তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল; তাহারা তাহাদিগকে আগুনে
২৬ পোড়াইল ও প্রস্তরাঘাত করিল। পরে তাহারা তাহার উপরে প্রস্তরের বৃহৎ রাশি করিল, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। এইরূপে সদাপ্রভু আপন প্রচণ্ড ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অতএব সেই স্থান অদ্যাপি আখোর [ব্যাকুলতা] তলভূমি নামে আখ্যাত রহিয়াছে।

অয় নগরের বিনাশ।

৮ পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি ভীত কি নিরাশ হইও না; সমস্ত সৈন্যকে সঙ্গে করিয়া লও, উঠ, অয়ে যাত্রা কর; দেখ, আমি অয়ের রাজাকে ও তাহার প্রজাদিগকে এবং তাহার নগর ও তাহার দেশ তোমার হস্তে সমর্পণ
২ করিয়াছি। তুমি যিরীহোর ও তথাকার রাজার প্রতি যেরূপ করিলে, অয়ের ও তথাকার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিবে, কিন্তু তাহার লুটদ্রব্য ও পশু তোমরা আপনাদের জন্য লইবে। তুমি নগরের বিরুদ্ধে পশ্চাৎ দিকে আপনার এক দল সৈন্য গোপনে রাখ।
৩ তখন যিহোশূয় ও সমস্ত যোদ্ধা উঠিয়া অয়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন; যিহোশূয় তিন সহস্র বলবান বীর মনোনীত করিলেন, এবং তাহাদিগকে রাত্রিতে পাঠাইয়া
৪ দিলেন। তিনি এই আজ্ঞা করিলেন, দেখ, তোমরা নগরের পশ্চাতে নগরের বিরুদ্ধে লুকাইয়া থাকিবে; নগর হইতে বেশী দূরে যাইবে না, কিন্তু সকলেই
৫ প্রস্তুত থাকিবে। পরে আমি ও আমার সঙ্গী সমস্ত লোক নগরের নিকটে উপস্থিত হইব; আর তাহারা যখন পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া আসিবে, তখন আমরা তাহাদের সম্মুখ
৬ হইতে পলায়ন করিব। আর তাহারা বাহির হইয়া আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিবে, শেষে আমরা তাহাদিগকে নগর হইতে দূরে আকর্ষণ করিব; কেননা তাহারা বলিবে, ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে; এইরূপে আমরা তাহাদের সম্মুখ
৭ হইতে পলায়ন করিব; আর তোমরা গুপ্ত স্থান হইতে উঠিয়া নগর অধিকার করিবে; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমাদের হস্তে সমর্পণ করি-
৮ বেন। নগর আক্রমণ করিবামাত্র তোমরা নগরে আগুন লাগাইয়া দিবে; তোমরা সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে কার্য্য করিবে; দেখ, আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা করিলাম।
৯ এইরূপে যিহোশূয় তাহাদিগকে প্রেরণ

করিলেন ; আর তাহারা গিয়া অয়ের পশ্চিমে বৈথেলের ও অয়ের মধ্যস্থানে লুকাইয়া থাকিল ; কিন্তু যিহোশূয় লোকদের মধ্যে সেই রাত্রি যাপন করিলেন।
১০ পরে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া লোক সংগ্রহ করিলেন, আর তিনি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ লোকদের অগ্রে অগ্রে
১১ অয়ে যাত্রা করিলেন। আর তাঁহার সঙ্গী সমস্ত যোদ্ধা চলিল, এবং নিকটবর্ত্তী হইয়া নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইল, আর অয়ের উত্তরদিকে শিবির স্থাপন করিল ; তাঁহার ও অয়ের মধ্যস্থানে এক
১২ উপত্যকা ছিল। আর তিনি অনুমান পাঁচ সহস্র লোক লইয়া নগরের পশ্চিমদিকে বৈথেলের ও অয়ের মধ্যস্থানে
১৩ লুকাইয়া রাখিলেন। এইরূপে লোকেরা নগরের উত্তরদিকস্থ সমস্ত শিবিরকে ও নগরের পশ্চিমদিকে আপনাদের গুপ্ত দলকে স্থাপন করিল ; এবং যিহোশূয় ঐ রাত্রিতে তলভূমির মধ্যে গমন করিলেন।
১৪ পরে যখন অয়ের রাজা তাহা দেখিলেন, তখন নগরস্থ লোকেরা, রাজা ও তাঁহার সকল লোক, সত্বর প্রত্যূষে উঠিয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইয়া নিরূপিত স্থানে অরাবা তলভূমির সম্মুখে গেলেন ; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য নগরের পশ্চাতে লুকাইয়া
১৫ আছে, ইহা তিনি জানিতেন না। যিহোশূয় ও সমস্ত ইস্রায়েল তাঁহাদের সম্মুখে আপনাদিগকে পরাজিতের ন্যায় দেখাইয়া প্রান্তরের পথ দিয়া পলায়ন করিলেন।
১৬ তাহাতে নগরে অবস্থিত সকল লোককে ডাকা হইল, যেন তাহারা তাহাদের পশ্চাতে দৌড়িয়া যায়। আর তাহারা যিহোশূয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে করিতে নগর হইতে দূরে আকর্ষিত হইল ;
১৭ বাহির হইয়া ইস্রায়েলের পশ্চাতে না গেল, এমন এক জনও অয়ে বা বৈথেলে অবশিষ্ট থাকিল না ; সকলে, নগরের দ্বার খোলা রাখিয়া ইস্রায়েলের পশ্চাতে
১৮ পশ্চাতে দৌড়িল। তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি আপন হস্তস্থিত শল্য অয়ের দিকে বিস্তার কর ; কেননা আমি সেই নগর তোমার হস্তে দিব। তখন যিহোশূয় আপন হস্তস্থিত শল্য
১৯ নগরের দিকে বিস্তার করিলেন। তিনি হস্ত বিস্তার করিবামাত্র গোপনে স্থিত সৈন্যদল অমনি স্বস্থান হইতে উঠিয়া বেগে গমন করিল, ও নগরে প্রবেশ করিয়া তাহা হস্তগত করিল, এবং শীঘ্র করিয়া নগরে আগুন লাগাইয়া দিল।
২০ পরে অয়ের লোকেরা পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, আর দেখ, নগরের ধূম আকাশে উঠিতেছে, কিন্তু তাহারা এদিকে কি ওদিকে কোন দিকেই পলাইবার উপায় পাইল না ; আর প্রান্তরে পলায়মান লোকেরা তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান লোকদের দিকে ফিরিয়া আক্রমণ করিতে
২১ লাগিল। ফলতঃ গোপনে স্থিত সৈন্যদল নগর হস্তগত করিয়াছে ও নগরের ধূম উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া যিহোশূয় ও সমস্ত ইস্রায়েল ফিরিয়া অয়ের লোকদিগকে
২২ সংহার করিতে লাগিলেন ; আর অন্য দলও নগর হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে আসিতেছিল ; সুতরাং তাহারা ইস্রায়েলের মধ্যে পড়িল, কতক এপার্শ্বে কতক ওপার্শ্বে ; আর তাহারা তাহাদিগকে এমন আঘাত করিল যে, তাহাদের অবশিষ্ট বা
২৩ রক্ষাপ্রাপ্ত কেহ রহিল না। আর তাহারা অয়ের রাজাকে জীবিত ধরিয়া যিহোশূয়ের

২৪ নিকটে আনিল। এইরূপে ইস্রায়েল তাহাদের সকলকে ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে প্রান্তরে অয়নিবাসিগণ তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছিল, সেখানে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সংহার করিল; তাহারা সকলে নিঃশেষে খড়গধারে পতিত হইল, পরে সমস্ত ইস্রায়েল ফিরিয়া অয়ে আসিয়া খড়গধারে তথাকার লোকদিগকেও
২৫ আঘাত করিল। সেই দিবসে অয়নিবাসী সমস্ত লোক অর্থাৎ স্ত্রী, পুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ
২৬ বারো সহস্র লোক পতিত হইল। কেননা অয়নিবাসী সকলে যাবৎ নিঃশেষে বিনষ্ট না হইল, তাবৎ যিহোশূয় আপনার বিস্তারিত শল্যধারী হস্ত সঙ্কুচিত করিলেন
২৭ না। যিহোশূয়ের প্রতি সদাপ্রভুর আদিষ্ট বাক্যানুসারে ইস্রায়েল কেবল ঐ নগরের পশু ও লুটদ্রব্য সকল আপনাদের জন্য
২৮ গ্রহণ করিল। আর যিহোশূয় অয় নগর পোড়াইয়া দিয়া চিরস্থায়ী ঢিবি এবং উৎসন্ন স্থান করিলেন, তাহা অদ্যাপি
২৯ সেইরূপ আছে। আর তিনি অয়ের রাজাকে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত গাছে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন, পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে লোকেরা যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে তাঁহার শব গাছ হইতে নামাইয়া নগরের দ্বার-প্রবেশের স্থানে ফেলিয়া তাহার উপরে প্রস্তরের এক বৃহৎ ঢিবি করিল; তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে।

৩০ তৎকালে যিহোশূয় এবল পর্ব্বতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৩১ এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন। সদাপ্রভুর দাস মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তেমনি তাহারা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আদেশানুসারে অতক্ষিত প্রস্তরে, যাহার উপরে কেহ লৌহ উঠায় নাই, এমন প্রস্তরে ঐ যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহার উপরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম করিল, ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল।
৩২ আর তথায় প্রস্তরগুলির উপরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে তিনি মোশির লিখিত
৩৩ ব্যবস্থার এক অনুলিপি লিখিলেন। আর ইস্রায়েল লোকদিগকে সর্ব্বপ্রথমে আশীর্ব্বাদ করণার্থে, সদাপ্রভুর দাস মোশি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সমস্ত ইস্রায়েল, তাহাদের প্রাচীনগণ, কর্ম্মচারিগণ ও বিচারকর্ত্তৃগণ, স্বজাতীয় কি প্রবাসী সমস্ত লোক সিন্দুকের এদিকে ওদিকে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক-বাহক লেবীয় যাজকগণের সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহাদের অর্দ্ধাংশ গরিষীম পর্ব্বতের সম্মুখে, অর্দ্ধাংশ এবল পর্ব্বতের সম্মুখে
৩৪ রহিল। পরে ব্যবস্থাগ্রন্থে যাহা যাহা লিখিত আছে, তদনুসারে তিনি ব্যবস্থার সমস্ত কথা, আশীর্ব্বাদের ও শাপের কথা
৩৫ পাঠ করিলেন। মোশি যাহা যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, যিহোশূয় ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজের এবং স্ত্রীলোকদের, বালক-বালিকাদের ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী প্রবাসিগণের সম্মুখে সেই সমস্ত পাঠ করিলেন, একটী বাক্যেরও ত্রুটি করিলেন না।

ইস্রায়েলের সহিত গিবিয়োনীয়দের সন্ধি স্থাপন।

৯ আর যর্দ্দনের পারস্থ সমুদয় রাজা, পর্ব্বতময় প্রদেশ ও নিম্নভূমিনিবাসী এবং লিবানোনের সম্মুখস্থ মহাসমুদ্রের সমস্ত তীরনিবাসী হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় রাজগণ এই কথা শুনিতে পাইয়া,

২ একযোগে যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে একত্র হইলেন।
৩ কিন্তু যিরীহোর প্রতি ও অয়ের প্রতি যিহোশূয় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যখন
৪ গিবিয়োন-নিবাসীরা শুনিল, তখন তাহারা-ও চতুরতার সহিত কার্য্য করিল; ফলতঃ তাহারা গিয়া রাজদূতের বেশ ধারণ করিয়া আপন আপন গর্দ্দভের উপরে পুরাতন ছালা এবং দ্রাক্ষারসের পুরাতন, জীর্ণ ও
৫ তালীযুক্ত কুপা চাপাইল। আর পায়ে পুরাতন ও তালীযুক্ত পাদুকা ও গাত্রে পুরাতন বস্ত্র দিল, এবং সমস্ত শুষ্ক ও
৬ ছাতাপড়া রুটী পাথেয় লইল। পরে তাহারা গিল্‌গলস্থিত শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে গিয়া তাঁহাকে ও ইস্রায়েল লোকদিগকে কহিল, আমরা দূরদেশ হইতে আসিলাম; অতএব এখন আপনারা আমাদের সহিত নিয়ম স্থির করুন।
৭ তখন ইস্রায়েল লোকেরা সেই হিব্বীয়-দিগকে কহিল, কি জানি, তোমরা আমা-দেরই মধ্যে বাস করিতেছ; তাহা হইলে আমরা তোমাদের সহিত কি প্রকারে নিয়ম
৮ স্থির করিতে পারি? তাহারা যিহোশূয়কে কহিল, আমরা আপনার দাস। তখন যিহোশূয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? কোথা হইতে আসিলে?
৯ তাহারা কহিল, আপনার দাস আমরা আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম শুনিয়া অতি দূরদেশ হইতে আসিলাম, কেননা তাঁহার কীর্ত্তি, এবং তিনি মিসর দেশে
১০ যে কার্য্য করিয়াছেন, আর যর্দ্দনের ওপারস্থ দুই ইমোরীয় রাজার প্রতি, হিষ্‌-বোনের রাজা সীহোনের ও বাশনের রাজা অষ্টারোৎ-নিবাসী ওগের প্রতি যে কার্য্য করিয়াছেন, সমস্তই আমরা শুনি-
১১ য়াছি। আর আমাদের প্রাচীনবর্গ ও দেশনিবাসী লোক সকল আমাদিগকে কহিল, তোমরা যাত্রার জন্য হস্তে পাথেয় দ্রব্য লইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, এবং তাহাদিগকে বল, আমরা আপনাদের দাস; অতএব এখন আপনারা আমাদের সহিত নিয়ম স্থির
১২ করুন। আপনাদের নিকটে আসিবার নিমিত্ত যে দিন যাত্রা করি, সেই দিন আমরা গৃহ হইতে যে তপ্ত রুটী পাথেয় আনিয়াছিলাম, এই দেখুন, আমাদের সেই রুটী এখন শুষ্ক ও ছাতাপড়া।
১৩ আর যে সকল কুপা দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করিয়াছিলাম, সেগুলি নূতন ছিল, এই দেখুন, সে সকল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর আমাদের এই সকল বস্ত্র ও পাদুকা পুরাতন হইয়াছে, কেননা পথ অতি দূর।
১৪ তাহাতে লোকেরা তাহাদের খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিল, কিন্তু সদাপ্রভুর অভিমত
১৫ জিজ্ঞাসা করিল না। আর যিহোশূয় তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া যাহাতে তাহারা বাঁচে, এমন নিয়ম করিলেন, এবং মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ তাহাদের কাছে শপথ করিলেন।
১৬ এইরূপে তাহাদের সহিত নিয়ম স্থির করিবার পরে তিন দিন গত হইলে উহারা শুনিতে পাইল, উহারা আমাদের নিকটস্থ এবং আমাদের মধ্যে বাস করি-
১৭ তেছে। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিয়া তৃতীয় দিবসে তাহাদের নগর সকলের কাছে উপস্থিত হইল। সেই সকল নগরের নাম গিবিয়োন, কফীরা,
১৮ বেরোৎ ও কিরিয়ৎ-যিয়ারীম। মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে তাহাদের কাছে দিব্য করিয়াছিলেন

বলিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদিগকে আঘাত করিল না, কিন্তু সমস্ত মণ্ডলী অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে বচসা করিতে ১৯ লাগিল। তাহাতে অধ্যক্ষেরা সকলে সমস্ত মণ্ডলীকে কহিলেন, আমরা উহাদের কাছে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিয়াছি, অতএব এখন উহাদিগকে ২০ স্পর্শ করিতে পারি না। আমরা উহাদের প্রতি ইহাই করিব, উহাদিগকে জীবিত রাখিব, নতুবা উহাদের কাছে যে দিব্য করিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত আমাদের প্রতি ২১ ক্রোধ উপস্থিত হইবে। অতএব অধ্যক্ষগণ তাহাদিগকে কহিলেন, উহারা জীবিত থাকুক; কিন্তু অধ্যক্ষগণের কথানুসারে তাহারা সমস্ত মণ্ডলীর নিমিত্ত কাষ্ঠছেদক ও জলবাহক হইল।

২২ আর যিহোশূয় তাহাদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা ত আমাদেরই মধ্যে বাস করিতেছ; তবে আমরা তোমাদের হইতে অতি দূরে থাকি, এই কথা বলিয়া ২৩ কেন আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিলে? এই নিমিত্ত তোমরা শাপগ্রস্ত হইলে; আমার ঈশ্বরের গৃহের নিমিত্তে কাষ্ঠছেদন ও জলবহন, এই দাস্যকর্ম্ম হইতে তোমরা ২৪ কখনও মুক্তি পাইবে না। তাহারা যিহোশূয়কে উত্তর করিয়া বলিল, আপনাদিগকে এই সমস্ত দেশ দিবার জন্য ও আপনাদের সম্মুখ হইতে এই দেশনিবাসী সমস্ত লোককে বিনাশ করিবার জন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে আপন দাস মোশিকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার নিশ্চিত সংবাদ আপনার দাস আমরা পাইয়াছিলাম, তজ্জন্য আমরা আপনাদের হইতে প্রাণভয়ে অতিশয় ভীত হইয়া ২৫ এই কার্য্য করিয়াছি। এখন দেখুন, আমরা আপনারই হস্তগত, আমাদের প্রতি যাহা করা আপনার ভাল ও ন্যায্য ২৬ বোধ হয়, তাহাই করুন। পরে তিনি তাহাদের প্রতি তাহাই করিলেন, ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, তাহাতে তাহারা ২৭ তাহাদিগকে বধ করিল না। আর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে মণ্ডলীর ও সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির নিমিত্ত কাষ্ঠছেদন ও জলবহন কর্ম্মে যিহোশূয় সেই দিবসে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত তাহা করিতেছে।

পাঁচ রাজার পরাজয় ও বিনাশ।

১০ যিরূশালেমের রাজা অদোনী-ষেদক যখন শুনিলেন, যিহোশূয় অয় হস্তগত করিয়া নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছেন, যিরীহো ও তথাকার রাজার প্রতি যেমন করিয়াছিলেন, অয়ের ও তথাকার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিয়াছেন, এবং গিবিয়োন-নিবাসীরা ইস্রায়েলের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে; ২ তখন লোকেরা অতিশয় ভীত হইল, কেননা গিবিয়োন নগর রাজধানীর ন্যায় বৃহৎ এবং অয় অপেক্ষাও বড়, আর তথাকার সমস্ত লোক বলবান ছিল। ৩ আর যিরূশালেমের রাজা অদোনী-ষেদক হিব্রোণের রাজা হোহমের, যর্মূতের রাজা পিরামের, লাখীশের রাজা যাফিয়ের ও ইগ্লোনের রাজা দবীরের নিকটে দূত ৪ পাঠাইয়া এই কথা কহিলেন; আমার কাছে উঠিয়া আইসুন, আমার সাহায্য করুন, চলুন আমরা গিবিয়োনীয়দিগকে আঘাত করি; কেননা তাহারা যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত

৫ সন্ধি করিয়াছে। অতএব ইমোরীয়দের ঐ পাঁচ রাজা, অর্থাৎ যিরূশালেমের রাজা, হিব্রোণের রাজা, যর্মূতের রাজা, লাখীশের রাজা ও ইগ্লোনের রাজা আপন আপন সমস্ত সৈন্যের সহিত একত্র হইলেন, এবং উঠিয়া গিয়া গিবিয়োনের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া তাহার ৬ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে গিবিয়োনীয়েরা গিল্‌গলস্থিত শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিল, আপনার এই দাসদের প্রতি হস্ত শিথিল করিবেন না, ত্বরায় আসিয়া আমাদের নিস্তার ও সাহায্য করুন, কেননা পর্ব্বতময় প্রদেশনিবাসী ইমোরীয়দের সমস্ত রাজা আমাদের বিরুদ্ধে ৭ একত্র হইয়াছেন। তখন যিহোশূয় সমস্ত যোদ্ধা ও সমস্ত বলবান বীর সঙ্গে লইয়া গিল্‌গল হইতে যাত্রা করিলেন।

৮ তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি তাহাদিগকে ভয় করিও না; কেননা আমি তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছি, তাহাদের কেহ তোমার ৯ সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। পরে যিহোশূয় হঠাৎ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন; তিনি সমস্ত রাত্রি গিল্‌গল হইতে উপরের দিকে উঠিতে- ১০ ছিলেন। তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিলেন, তাহাতে তিনি গিবিয়োনে মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিয়া বৈৎ-হোরোণের আরোহণ-পথ দিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিলেন, এবং অসেকা ও মক্কেদা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত ১১ করিলেন। আর ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়নকালে যখন তাহারা বৈৎ-হোরোণের অবরোহণ-পথে ছিল, তখন সদাপ্রভু অসেকা পর্য্যন্ত আকাশ হইতে তাহাদের উপরে মহাশিলা বর্ষাইলেন, তাহাতে তাহারা মারা পড়িল; ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাহাদিগকে খড়্গ দ্বারা বধ করিল, তদপেক্ষা অধিক লোক শিলাপাতে মরিল।

১২ তৎকালে যে যিন সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে ইমোরীয়দিগকে সমর্পণ করেন, সেই দিন যিহোশূয় সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিলেন; আর তিনি ইস্রায়েলের সাক্ষাতে কহিলেন,

সূর্য্য, তুমি স্থগিত হও গিবিয়োনে,
আর চন্দ্র, তুমি অয়ালোন তলভূমিতে।
১৩ তখন সূর্য্য স্থগিত হইল, ও চন্দ্র স্থির থাকিল,
যাবৎ সেই জাতি শত্রুদিগের প্রতিশোধ না লইল।

এই কথা কি যাশের গ্রন্থে লিখিত নাই? আর আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য্য স্থির থাকিল, অস্তগমন করিতে প্রায় সম্পূর্ণ ১৪ এক দিবস ত্বরা করিল না। তাহার পূর্ব্বে কি পরে সদাপ্রভু যে মনুষ্যের রবে এইরূপ কর্ণপাত করিলেন, এমন আর কোন দিন হয় নাই; কেননা সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন।

১৫ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া গিল্‌গলস্থ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

১৬ আর ঐ পাঁচ রাজা পলায়ন করিয়া ১৭ মক্কেদার গুহাতে লুকাইয়াছিলেন। পরে সেই পাঁচ রাজাকে মক্কেদার গুহাতে লুক্কায়িত পাওয়া গিয়াছে, এই সংবাদ ১৮ যিহোশূয়কে দেওয়া হইল। যিহোশূয় কহিলেন, তোমরা সেই গুহার মুখে

কয়েকখানা বড় বড় পাথর গড়াইয়া দিয়া সেগুলি রক্ষা করিবার জন্য তথায় লোক ১৯ নিযুক্ত কর, কিন্তু আপনারা বিলম্ব করিও না, শত্রুগণের পশ্চাতে ধাবমান হও, ও তাহাদের সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে আঘাত কর, তাহাদিগকে আপন আপন নগরে প্রবেশ করিতে দিও না ; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমা- ২০ দের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। পরে যিহোশূয় ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলেন, উহাদের কতিপয় মাত্র অবশিষ্ট লোক পলাইয়া প্রাচীর-বেষ্টিত ২১ কোন কোন নগরে প্রবেশ করিল। পরে সমস্ত লোক মক্কেদায় যিহোশূয়ের নিকটে শিবিরে কুশলে ফিরিয়া আসিল ; ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে কাহারো বিরুদ্ধে কেহ জিহ্বা দোলাইল না।

২২ পরে যিহোশূয় বলিলেন, তোমরা ঐ গুহার মুখ খুল, এবং তথা হইতে সেই পাঁচ জন রাজাকে বাহির করিয়া আমার ২৩ নিকটে আন। তাহারা সেইরূপ করিল, ফলতঃ যিরূশালেমের রাজা, হিব্রোণের রাজা, যর্মূতের রাজা, লাখীশের রাজা ও ইগ্লোনের রাজা, এই পাঁচ জন রাজাকে সেই গুহা হইতে বাহির করিয়া তাঁহার ২৪ নিকটে আনিল। এইরূপে তাহারা ঐ রাজগণকে যিহোশূয়ের নিকটে আনিলে পর যিহোশূয় ইস্রায়েলের সমস্ত পুরুষকে ডাকিলেন, এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহাদের অধ্যক্ষদিগকে বলিলেন, তোমরা কাছে আইস, এই রাজগণের ঘাড়ে পা দেও ; তাহাতে তাহারা নিকটে আসিয়া তাহাদের ঘাড়ে ২৫ পা দিল। আর যিহোশূয় তাহাদিগকে কহিলেন, ভীত ও নিরাশ হইও না, বলবান হও, ও সাহস কর ; কেননা তোমরা যে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাদের সকলের প্রতি সদাপ্রভু এইরূপ ২৬ করিবেন। তৎপরে যিহোশূয় আঘাত করিয়া সেই পাঁচ জন রাজাকে বধ করিলেন, ও পাঁচটা গাছে টাঙ্গাইয়া দিলেন ; তাহাতে তাঁহারা সন্ধ্যাকাল ২৭ পর্য্যন্ত গাছে টাঙ্গান রহিলেন। পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে লোকেরা যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে তাঁহাদিগকে গাছ হইতে নামাইয়া, যে গুহাতে তাঁহারা লুকাইয়াছিলেন, সেই গুহায় নিক্ষেপ করিল, ও গুহার মুখে কয়েকখানা বড় বড় পাথর দিয়া রাখিল ; তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে।

২৮ আর সেই দিবসে যিহোশূয় মক্কেদা হস্তগত করিলেন, এবং মক্কেদা ও তথাকার রাজাকে খড়গধারে আঘাত করিলেন ; তথাকার সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন, কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না ; যেমন যিরীহোর রাজার প্রতি করিয়াছিলেন, মক্কেদার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিলেন।

২৯ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে করিয়া মক্কেদা হইতে লিব্‌নাতে গিয়া লিব্‌নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। ৩০ তাহাতে সদাপ্রভু লিব্‌না ও তথাকার রাজাকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিলেন ; তাহারা লিব্‌না ও তথাকার সমস্ত প্রাণীকে খড়গধারে আঘাত করিল, তাহার মধ্যে কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না ; যেমন যিরীহোর রাজার প্রতি করিয়াছিল, তথাকার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল।

৩১ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে

সঙ্গে লইয়া লিব্‌না হইতে লাখীশে গিয়া তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া ৩২ যুদ্ধ করিলেন। আর সদাপ্রভু লাখীশকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিলেন, ও তাহারা দ্বিতীয় দিবসে তাহা হস্তগত করিয়া যেমন লিব্‌নার প্রতি করিয়াছিল, তদ্রূপ লাখীশ ও তথাকার সমস্ত প্রাণীকে খড়্গধারে আঘাত করিল।

৩৩ তৎকালে গেষরের রাজা হোরম লাখীশের সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন; আর যিহোশূয় তাঁহাকে ও তাঁহার লোকদিগকে আঘাত করিলেন; তাঁহার কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না।

৩৪ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া লাখীশ হইতে ইগ্লোনে যাত্রা করিলেন, আর তাহারা সেই স্থানের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া তাহার ৩৫ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। আর সেই দিন তাহা হস্তগত করিয়া, যেমন লাখীশের প্রতি করিয়াছিল, তদ্রূপ খড়্গধারে তাহা আঘাত করিয়া সেই দিন তথাকার সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিল।

৩৬ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া ইগ্লোন হইতে হিব্রোণে যাত্রা করিলেন, আর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে ৩৭ যুদ্ধ করিল। আর তাহা হস্তগত করিয়া সেই নগর ও তথাকার রাজাকে ও অধীন নগর সকলকে ও সমস্ত প্রাণীকে খড়্গধারে আঘাত করিল; যেমন তিনি ইগ্লোনের প্রতি করিয়াছিলেন, সেইরূপ কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না; হিব্রোণ ও তথাকার সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন।

৩৮ পরে যিহোশূয় ফিরিয়া সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া দবীরে আসিয়া ৩৯ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। আর সেই নগর ও তথাকার রাজাকে ও অধীন নগর সকল হস্তগত করিলেন; এবং তাহারা খড়্গধারে আঘাত করিয়া তথাকার সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিল; তিনি কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না; যেমন তিনি হিব্রোণের প্রতি এবং লিব্‌নার ও তথাকার রাজার প্রতি করিয়াছিলেন, দবীরের ও তথাকার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিলেন।

৪০ এইরূপে যিহোশূয় সমস্ত দেশ, পর্ব্বতময় প্রদেশ, দক্ষিণ অঞ্চল, নিম্নভুমি ও পর্ব্বত-পার্শ্ব, এবং সেই সকল অঞ্চলের সমস্ত রাজাকে আঘাত করিলেন, কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না; তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্বাসবিশিষ্ট সকলকেই নিঃশেষে বিনষ্ট ৪১ করিলেন। এইরূপে যিহোশূয় কাদেশ-বর্ণেয় হইতে ঘসা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এবং গিবিয়োন পর্য্যন্ত গোশনের সমস্ত ৪২ দেশকে আঘাত করিলেন। যিহোশূয় এই সমস্ত দেশ ও রাজগণকে এক কালেই হস্তগত করিলেন, কারণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে ৪৩ যুদ্ধ করিতেছিলেন। পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া গিল্‌গলস্থিত শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

উত্তরাঞ্চলবাসী কনানীয়দের পরাজয়।

১১ পরে যখন হাৎসোরের রাজা যাবীন সেই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি মাদোনের রাজা যোববের, শিম্রোণের ২ রাজার ও অক্‌ষফের রাজার নিকটে, এবং উত্তরে, পর্ব্বতময় প্রদেশে, কিন্নেরতের

দক্ষিণস্থ অরাবা তলভূমিতে, নিম্নভূমিতে ও পশ্চিমে দোর নামক উপগিরিতে ৩ স্থিত রাজগণের নিকটে; পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় কনানীয়দের, এবং পর্ব্বতময় প্রদেশস্থ ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয় ও যিবূষীয়দের, এবং হার্মোণের অধঃস্থিত মিস্পাদেশীয় হিব্বীয়দের নিকটে দূত ৪ প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তাঁহারা আপন আপন সমস্ত সৈন্য, সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য লোক এবং অতি বিস্তর অশ্ব ও রথ সঙ্গে লইয়া বাহির ৫ হইলেন। আর এই রাজারা সকলে নিরূপণানুসারে একত্র হইলেন; তাঁহারা ইস্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য মেরোম জলাশয়ের নিকটে আসিয়া একত্র শিবির স্থাপন করিলেন।

৬ তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি উহাদের হইতে ভীত হইও না; কেননা কল্য এমন সময়ে আমি ইস্রায়েলের সম্মুখে উহাদের সকলকেই নিহত করিয়া সমর্পণ করিব; তুমি উহাদের ঘোড়ার পায়ের শিরা ছেদন করিবে ও রথ সকল আগুনে পোড়াইয়া দিবে। ৭ তখন যিহোশূয় সমস্ত সৈন্য সঙ্গে লইয়া মেরোম জলাশয়ের নিকটে তাহাদের বিরুদ্ধে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ৮ আক্রমণ করিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু তাহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তাহারা তাহাদিগকে আঘাত করিল, আর মহাসীদোন ও মিষ্রফোৎ-ময়িম পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বদিকে মিস্পীর তলভূমি পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেল; এবং তাহাদিগকে আঘাত করিয়া কাহাকেও অবশিষ্ট ৯ রাখিল না। আর যিহোশূয় তাহাদের প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলেন; তিনি তাহাদের ঘোড়ার পায়ের শিরা ছেদন করিলেন, ও তাহাদের রথ সকল আগুনে পোড়াইয়া দিলেন।

১০ ঐ সময়ে যিহোশূয় ফিরিয়া আসিয়া হাৎসোর হস্তগত করিলেন, ও খড়্গ দ্বারা তথাকার রাজাকে আঘাত করিলেন, কেননা পূর্ব্বাবধি হাৎসোর সেই সকল ১১ রাজ্যের মস্তক ছিল। আর লোকেরা তথাকার সমস্ত প্রাণীকে খড়্গধারে আঘাত করিয়া নিঃশেষে বিনষ্ট করিল; তাহার মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না; এবং তিনি হাৎসোর আগুনে ১২ পোড়াইয়া দিলেন। আর যিহোশূয় ঐ রাজগণের সমস্ত নগর ও সেই সকল নগরের সমস্ত রাজাকে হস্তগত করিলেন, এবং সদাপ্রভুর দাস মোশির আজ্ঞানুসারে খড়্গধারে তাহাদিগকে আঘাত করিয়া ১৩ নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন। কিন্তু যে সকল নগর আপন আপন ঢিকরের উপরে স্থাপিত ছিল, ইস্রায়েল সেগুলির একটীও পোড়াইল না; কেবল যিহোশূয় হাৎ- ১৪ সোর পোড়াইয়া দিলেন। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেই সকল নগরের সমস্ত দ্রব্য ও পশুগণকে আপনাদের নিমিত্ত লুট করিয়া লইল, কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যকে খড়্গধারে আঘাত করিয়া সংহার করিল; তাহাদের মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও ১৫ অবশিষ্ট রাখিল না। সদাপ্রভু আপন দাস মোশিকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, মোশি যিহোশূয়কে সেইরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর যিহোশূয় সেইরূপ কর্ম্ম করিলেন; তিনি মোশির প্রতি উক্ত সদাপ্রভুর সমস্ত আদেশের একটী কথাও অন্যথা করিলেন না।

১৬ এইরূপে যিহোশূয় সেই সমস্ত প্রদেশ, পর্ব্বতময় প্রদেশ, সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল, সমস্ত গোশন দেশ, নিম্নভূমি, অরাবা তলভূমি, ইস্রায়েলের পর্ব্বতময় প্রদেশ
১৭ ও তাহার নিম্নভূমি, সেয়ীরগামী হালক পর্ব্বত হইতে হর্মোণ পর্ব্বতের তলস্থ লিবানোনের তলভূমিতে স্থিত বাল্‌গাদ পর্য্যন্ত হস্তগত করিলেন, এবং তাহাদের সমস্ত রাজাকে ধরিয়া আঘাতপূর্ব্বক বধ
১৮ করিলেন। যিহোশূয় বহুকাল পর্য্যন্ত সেই রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন।
১৯ গিবিয়োন-নিবাসী হিব্বীয়েরা ব্যতিরেকে আর কোন নগরের লোক ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত সন্ধি করিল না; ইহারা সমস্তকেই যুদ্ধে হস্তগত করিল।
২০ কারণ তাহাদের হৃদয়ের কঠিনীকরণ সদাপ্রভু হইতে হইয়াছিল, যেন তাহারা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করে, আর তিনি তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করেন, তাহাদের প্রতি দয়া না করেন, কিন্তু তাহাদিগকে সংহার করেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

২১ আর সেই সময়ে যিহোশূয় আসিয়া পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে—হিব্রোণ, দবীর ও অনাব হইতে, যিহূদার সমস্ত পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে, আর ইস্রায়েলের সমস্ত পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে—অনাকীয়দিগকে উচ্ছেদ করিলেন; যিহোশূয় তাহাদের নগরগুলির সহিত তাহাদিগকে
২২ নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন। ইস্রায়েল-সন্তানগণের দেশে অনাকীয়দের কেহ অবশিষ্ট থাকিল না; কেবল ঘসাতে, গাতে ও অস্‌দোদে কতকগুলি অবশিষ্ট
২৩ থাকিল। এইরূপে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্যানুসারে যিহোশূয় সমস্ত দেশ হস্তগত করিলেন; আর যিহোশূয় প্রত্যেক বংশানুযায়ী বিভাগানুসারে তাহা অধিকার জন্য ইস্রায়েলকে দিলেন। পরে দেশে যুদ্ধবিরাম হইল।

পরাভূত রাজগণের তালিকা।

১২ যর্দ্দনের পারে সূর্য্যোদয়ের দিকে ইস্রায়েল-সন্তানগণ দেশের যে দুই রাজাকে আঘাত করিয়া তাঁহাদের দেশ, অর্থাৎ অর্ণোন উপত্যকা অবধি হর্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বদিকস্থিত সমস্ত অরাবা তলভূমি, এই দেশ অধিকার করিয়াছিল, সেই দুই রাজা এই।
২ হিষ্‌বোন-নিবাসী ইমোরীয়দের সীহোন রাজা; তিনি অর্ণোন উপত্যকার সীমাস্থ অরোয়ের উপত্যকার মধ্যস্থিত নগর অবধি, এবং অর্দ্ধ গিলিয়দ, অম্মোন-সন্তানদের সীমা যব্বোক নদী পর্য্যন্ত,
৩ এবং কিন্নেরৎ হ্রদ পর্য্যন্ত অরাবা তলভূমিতে, পূর্ব্বদিকে, ও বৈৎ-যিশীমোতের পথে আরাবা তলভূমিস্থ লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব দিকে, এবং পিস্‌গা-পার্শ্বের নিম্নস্থিত দক্ষিণ দেশে কর্ত্তৃত্ব করিতে-
৪ ছিলেন। আর বাশনের রাজা ওগের অঞ্চল; তিনি অবশিষ্ট রফায়ীয় বংশোদ্ভব ছিলেন, এবং অষ্টারোতে ও ইদ্রিয়ীতে
৫ বাস করিতেন; আর হর্মোণ পর্ব্বতে সল্‌খাতে এবং গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্য্যন্ত সমুদয় বাশন দেশে, এবং হিষ্‌বোনের সীহোন রাজার সীমা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ গিলিয়দ দেশে কর্ত্তৃত্ব
৬ করিতেছিলেন। সদাপ্রভুর দাস মোশি ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ ইহাঁদিগকে আঘাত করিয়াছিলেন, এবং সদাপ্রভুর দাস মোশি সেই দেশ অধিকারার্থে রূবেণীয়

ও গাদীয়দিগকে এবং মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে দিয়াছিলেন।

৭ যর্দ্দনের এপারে পশ্চিমদিকে লিবানোনের তলভূমিতে স্থিত বাল্‌গাদ হইতে সেয়ীরগামী হালক পর্ব্বত পর্য্যন্ত যিহোশূয় ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ দেশের যে যে রাজাকে আঘাত করিলেন, ও যিহোশূয় যাহাদের দেশ অধিকারার্থে স্ব স্ব বিভাগানুসারে ইস্রায়েলের বংশসমূহকে ৮ দিলেন, সেই সকল রাজা, অর্থাৎ পর্ব্বতময় দেশ, নিম্নভূমি, অরাবা তলভূমি, পর্ব্বত-পার্শ্ব, প্রান্তর ও দক্ষিণাঞ্চল-নিবাসী হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরীষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় [সকল রাজা] এই ৯ এই। যিরীহোর এক রাজা, বৈথেলের ১০ নিকটস্থ অয়ের এক রাজা, যিরূশালেমের এক রাজা, হিব্রোণের এক রাজা, যর্মূতের ১১ এক রাজা, লাখীশের এক রাজা, ইগ্লোনের ১২ এক রাজা, গেষরের এক রাজা, দবীরের ১৩ এক রাজা, গেদরের এক রাজা, হর্মার ১৪ এক রাজা, অরাদের এক রাজা, লিব্‌নার ১৫ এক রাজা, অদুল্লমের এক রাজা, মক্কে- ১৬ দার এক রাজা, বৈথেলের এক রাজা, ১৭ তপূহের এক রাজা, হেফরের এক রাজা, ১৮ অফেকের এক রাজা, লশারোণের এক রাজা, মাদোনের এক রাজা, হাৎসোরের ১৯ এক রাজা, শিম্রোণ-মরোণের এক রাজা, ২০ অক্‌ষফের এক রাজা, তানকের এক রাজা, মগিদ্দোর এক রাজা, কেদশের ২১ এক রাজা, কর্ম্মিলস্থ যক্নিয়ামের এক ২২ রাজা, দোর উপগিরিতে স্থিত দোরের ২৩ এক রাজা, গিল্‌গলস্থ গোয়ীমের এক ২৪ রাজা, তির্সার এক রাজা ; সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিশ রাজা।

যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ গোষ্ঠিদের সীমা নিরূপণ।

১৩ যিহোশূয় বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইয়াছিলেন ; আর সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইলে ; কিন্তু এখনও অধিকার করিতে বিস্তর ২ দেশ অবশিষ্ট আছে। এই দেশ এখনও অবশিষ্ট রহিল—পলেষ্টীয়দের সমস্ত প্রদেশ এবং গশূরীয়দের সমস্ত ৩ অঞ্চল ; মিসরের সম্মুখস্থ সীহোর নদী হইতে ইক্রোণের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত, যাহা কনানীয়দের অধিকাররূপে গণনীয় ; ঘসাতীয়, অস্‌দোদীয়, অস্কিলোনীয়, গাতীয় ও ইক্রোণীয়, পলেষ্টীয়দের এই ৪ পাঁচ ভূপালের দেশ, আর দক্ষিণদিক্‌স্থ অব্বীয়দের দেশ, কনানীয়দের সমস্ত দেশ, ও ইমোরীয়দের সীমাস্থিত অফেক পর্য্যন্ত সীদোনীয়দের অধীন মিয়ারা ; ৫ গিব্‌লীয়দের দেশ ও হর্মোণ পর্ব্বতের তলস্থিত বাল্‌গাদ হইতে হমাতের প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয় দিক্‌স্থ সমস্ত ৬ লিবানোন ; লিবানোন হইতে মিষ্রফোৎ-ময়িম পর্য্যন্ত পর্ব্বতময় প্রদেশ-নিবাসী সীদোনীয়দের সমস্ত দেশ। আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব ; তুমি কেবল তাহা অধিকারার্থে ইস্রায়েলের জন্য নিরূপণ কর, যেমন আমি তোমাকে ৭ আজ্ঞা করিলাম। এক্ষণে অধিকারার্থে নয় বংশকে ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে এই দেশ অংশ করিয়া দেও।

৮ মনঃশির সহিত রূবেণীয় ও গাদীয়েরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে মোশির দত্ত আপন আপন অধিকার পাইয়াছিল, যেমন সদাপ্রভুর দাস মোশি তাহাদিগকে দান

৯ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ অর্ণোন উপত্যকার সীমাস্থ আরোয়ের ও উপত্যকার মধ্যস্থিত নগর অবধি, এবং দীবোন পর্য্যন্ত মেদবার
১০ সমস্ত সমভূমি; এবং অম্মোন-সন্তানগণের সীমা পর্য্যন্ত হিষ্‌বোনে রাজত্বকারী ইমোরীয়দের সীহোন রাজার সমস্ত নগর,
১১ এবং গিলিয়দ ও গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের অঞ্চল ও সমস্ত হর্ম্মোণ পর্ব্বত
১২ এবং সল্‌খা পর্য্যন্ত সমস্ত বাশন, অর্থাৎ রফায়ীয়দের মধ্যে অবশিষ্ট যে ওগ অষ্টারোতে ও ইদ্রিয়ীতে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার সমস্ত বাশন রাজ্য দিয়াছিলেন, কেননা মোশি ইহাদিগকে আঘাত করিয়া
১৩ অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন। তথাপি ইস্রায়েল-সন্তানগণ গশূরীয়দিগকে ও মাখাথীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করে নাই, গশূর ও মাখাৎ অদ্যাপি ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করিতেছে।

১৪ কেবল লেবি বংশকে মোশি কিছু অধিকার দেন নাই, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার তাহার অধিকার, যেমন তিনি মোশিকে বলিয়াছিলেন।

১৫ মোশি রূবেণ-সন্তানগণের বংশকে তাহাদের গোষ্ঠী অনুসারে অধিকার
১৬ দিয়াছিলেন। অর্ণোন উপত্যকার সীমাস্থ অরোয়ের অবধি তাহাদের সীমা ছিল, এবং উপত্যকার মধ্যস্থিত নগর ও মেদবার
১৭ নিকটস্থ সমস্ত সমভূমি; হিষ্‌বোন ও সমভূমিস্থ তাহার সমস্ত নগর, দীবোন,
১৮ বামোৎ-বাল ও বৈৎ-বাল্‌-মিয়োন, যহস,
১৯ কদেমোৎ ও মেফাৎ, কিরিয়াথয়িম, সিব্‌মা ও তলভূমির পর্ব্বতস্থ সেরৎ-
২০ শহর, বৈৎ-পিয়োর, পিস্‌গা-পার্শ্ব ও
২১ বৈৎ-যিশীমোৎ; এবং সমভূমিস্থ সমস্ত নগর ও হিষ্‌বোনে রাজত্বকারী ইমোরীয়দের সীহোন রাজার সমুদয় রাজ্য; মোশি তাঁহাকে এবং মিদিয়নের অধ্যক্ষগণকে, অর্থাৎ সেই দেশনিবাসী ইবি, রেকম, সুর, হূর ও রেবা নামে সীহোনের রাজন্য-
২২ দিগকে আঘাত করিয়াছিলেন। ইস্রায়েল-সন্তানগণ খড়গ দ্বারা যাহাদিগকে বধ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিয়োরের পুত্র মন্ত্রজ্ঞ বিলিয়মকেও বধ করিয়াছিল।
২৩ আর যর্দ্দন ও তাহার সীমা রূবেণ-সন্তানদের সীমা ছিল, রূবেণ-সন্তানদের গোষ্ঠী অনুসারে স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই সকল নগর তাহাদের অধিকার হইল।

২৪ আর মোশি গাদ-সন্তানদের গোষ্ঠী অনুসারে গাদ বংশকে অধিকার দিয়া
২৫ ছিলেন। যাসের ও গিলিয়দের সমস্ত নগর, এবং রব্বার সম্মুখস্থ অরোয়ের পর্য্যন্ত অম্মোন-সন্তানগণের অর্দ্ধ দেশ
২৬ তাহাদের অঞ্চল হইল। আর হিষ্‌বোন হইতে রামৎ-মিস্‌পী ও বটোনীম পর্য্যন্ত এবং মহনয়িম হইতে দবীরের সীমা
২৭ পর্য্যন্ত; আর তলভূমিতে বৈৎ-হারম, বৈৎ-নিম্রা, সুক্কোৎ, সাফোন, হিষ্‌বোনের সীহোন রাজার অবশিষ্ট রাজ্য, এবং যর্দ্দনের পূর্ব্বতীর অর্থাৎ কিন্নেরৎ হ্রদের প্রান্ত পর্য্যন্ত যর্দ্দন ও তাহার অঞ্চল।
২৮ গাদ-সন্তানগণের গোষ্ঠী অনুসারে স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই সকল নগর তাহাদের অধিকার হইল।

২৯ আর মোশি মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে অধিকার দিয়াছিলেন; তাহা মনঃশি-সন্তানগণের অর্দ্ধ বংশের জন্য তাহাদের গোষ্ঠী অনুসারে দেওয়া হইয়াছিল।
৩০ তাহাদের সীমা মহনয়িম অবধি সমস্ত বাশন, বাশনের রাজা ওগের সমস্ত রাজ্য

ও বাশনস্থ যায়ীরের সমস্ত নগর অর্থাৎ
৩১ ষাইট নগর ; এবং অৰ্দ্ধ গিলিয়দ, অষ্টা-
রোৎ ও ইদ্রিয়ী, ওগের বাশনস্থ রাজ্যের
এই সকল নগর মনঃশির পুত্র মাখীরের
সন্তানগণের, অর্থাৎ গোষ্ঠী অনুসারে
মাখীরের সন্তানগণের অৰ্দ্ধ-সংখ্যার অধি-
কার হইল।

৩২ যিরীহোর সমীপে যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে
মোয়াবের তলভূমিতে মোশি এই সকল
৩৩ অধিকার অংশ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু
লেবির বংশকে মোশি কোন অধিকার
দেন নাই ; ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু
তাহাদের অধিকার, যেমন তিনি তাহা-
দিগকে বলিয়াছিলেন।

যিহূদা-সন্তানদের দেশ নিরূপণ।

১৪ কনান দেশে ইস্রায়েল-সন্তানগণ এই
এই অধিকার গ্রহণ করিল ; ইলীয়াসর
যাজক ও নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং
ইস্রায়েল-সন্তানগণের বংশসমূহের পিতৃ-
কুলপতিগণ এই সকল তাহাদিগকে অংশ
২ করিয়া দিলেন ; সদাপ্রভু মোশি দ্বারা
যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে
তাঁহারা গুলিবাঁট দ্বারা সাড়ে নয় বংশের
৩ অংশ নিরূপণ করিলেন। কেননা যৰ্দ্দনের
ওপারে মোশি আড়াই বংশকে অধিকার
দিয়াছিলেন, কিন্তু লেবীয়দিগকে লোক-
৪ দের মধ্যে অধিকার দেন নাই। কেননা
যোষেফ-সন্তানগণ দুই বংশ হইল, মনঃশি
ও ইফ্রয়িম ; আর লেবীয়দিগকে দেশে
কোন অংশ দেওয়া গেল না, কেবল
বাস করিবার জন্য কতকগুলি নগর,
এবং তাহাদের পশুপালের ও তাহাদের
সম্পত্তির জন্য সেই সকল নগরের
৫ পরিসরভূমি দেওয়া গেল। সদাপ্রভু
মোশিকে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ তদনুসারে কার্য্য করিল,
এবং দেশ বিভাগ করিয়া লইল।

৬ আর যিহূদা-সন্তানগণ গিলগলে
যিহোশূয়ের নিকটে আসিল ; আর
কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেব তাঁহাকে
কহিলেন, সদাপ্রভু আমার ও তোমার
বিষয়ে কাদেশ-বর্ণেয়ে ঈশ্বরের লোক
মোশিকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা
৭ তুমি জ্ঞাত আছ। আমার চল্লিশ বৎসর
বয়সের সময়ে সদাপ্রভুর দাস মোশি
দেশ অনুসন্ধান করিতে কাদেশ-বর্ণেয়
হইতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন,
আর আমি সরল অন্তঃকরণে তাঁহার
নিকটে সংবাদ আনিয়া দিয়াছিলাম।
৮ আমার যে ভ্রাতৃগণ আমার সহিত গিয়া-
ছিল, তাহারা লোকদের হৃদয় [ভয়ে]
গলাইয়া দিয়াছিল ; কিন্তু আমি সম্পূর্ণ-
রূপে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগামী
৯ ছিলাম। আর মোশি ঐ দিবসে দিব্য
করিয়া বলিয়াছিলেন, যে ভূমির উপরে
তোমার পাদবিক্ষেপ হইয়াছে, সেই ভূমি
তোমার ও চিরকাল তোমার সন্তানগণের
অধিকার হইবে ; কেননা তুমি সম্পূর্ণ-
রূপে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগমন
১০ করিয়াছ। আর এখন, দেখ, প্রান্তরে
ইস্রায়েলের ভ্রমণকালে যে সময়ে সদা-
প্রভু মোশিকে সেই কথা বলিয়াছিলেন,
সেই অবধি সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে
এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর আমাকে জীবিত
রাখিয়াছেন ; আর এখন, দেখ, অদ্য
১১ আমার বয়স পঁচাশী বৎসর। মোশি যে
দিন আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই
দিন আমি যেমন বলবান ছিলাম, অদ্যাপি
তদ্রূপ আছি ; যুদ্ধের জন্য এবং বাহিরে

যাইবার ও ভিতরে আসিবার জন্য আমার তখন যেমন শক্তি ছিল, এখনও সেইরূপ ১২ শক্তি আছে। অতএব সেই দিন সদাপ্রভু এই যে পর্ব্বতের বিষয় বলিয়াছিলেন, এখন ইহা আমাকে দেও; কেননা তুমি সেই দিন শুনিয়াছিলে যে, অনাকীয়েরা সেখানে থাকে, এবং নগর সকল বৃহৎ ও প্রাচীরবেষ্টিত; হয় ত, সদাপ্রভু আমার সহবর্ত্তী থাকিবেন, আর আমি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অধি- ১৩ কারচ্যুত করিব। তখন যিহোশূয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং যিফুন্নির পুত্র কালেবকে অধিকারার্থে হিব্রোণ দিলেন। ১৪ এই জন্য অদ্য পর্য্যন্ত হিব্রোণে কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেবের অধিকার রহিয়াছে; কেননা তিনি সম্পূর্ণরূপে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগামী ছিলেন। ১৫ পূর্ব্বকালে হিব্রোণের নাম কিরিয়ৎ-অর্ব [অর্বপুর] ছিল, ঐ অর্ব অনাকীয়দের মধ্যে মহল্লোক ছিলেন। পরে দেশে যুদ্ধবিরাম হইল।

১৫ পরে গুলিবাঁটক্রমে আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে যিহূদা-সন্তানগণের বংশের অংশ নিরূপিত হইল; ইদোমের সীমা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে, সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে সিন প্রান্তর পর্য্যন্ত। ২ আর তাহাদের দক্ষিণ সীমা লবণসমুদ্রের প্রান্ত হইতে অর্থাৎ দক্ষিণাভিমুখ বঙ্ক ৩ হইতে আরম্ভ হইল; আর তাহা দক্ষিণদিকে অক্রব্বীম আরোহণ-পথ দিয়া সিন পর্য্যন্ত গেল, এবং কাদেশ-বর্ণেয়ের দক্ষিণ দিক্ হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইল; পরে হিষ্রোণে গিয়া অদ্দরের দিকে ঊর্দ্ধগামী ৪ হইয়া কর্ক্কা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গেল। পরে অস্মোন হইয়া মিসরের স্রোত পর্য্যন্ত বাহির হইয়া গেল; আর ঐ সীমার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল; এই তোমাদের দক্ষিণ ৫ সীমা হইবে। আর পূর্ব্ব সীমা যর্দ্দনের মুহানা পর্য্যন্ত লবণসমুদ্র। আর উত্তর দিকের সীমা যর্দ্দনের মুহানায় সমুদ্রের বঙ্ক ৬ হইতে বৈৎ-হগ্লায় ঊর্দ্ধগমন করিয়া বৈৎ-অরাবার উত্তর দিক্ হইয়া গেল, পরে সে সীমা রূবেণ-সন্তান বোহনের প্রস্তর ৭ পর্য্যন্ত উঠিয়া গেল। পরে সে সীমা আখোর তলভূমি হইতে দবীরের দিকে গেল; পরে স্রোতের দক্ষিণ পারস্থ অদুম্মীম আরোহণ-পথের সম্মুখস্থ গিল্গলের দিকে মুখ করিয়া উত্তর দিকে গেল, ও ঐন্-শেমশ নামক জলাশয়ের দিকে চলিয়া গেল, আর তাহার অন্তভাগ ৮ ঐন্-রোগেলে ছিল। সে সীমা হিন্নোম্-সন্তানের উপত্যকা দিয়া উঠিয়া যিবূষের অর্থাৎ যিরূশালেমের দক্ষিণ পার্শ্বে গেল; পরে ঐ সীমা পশ্চিমে হিন্নোম উপত্যকার সম্মুখস্থ অথচ রফায়ীম তলভূমির উত্তর-প্রান্তে স্থিত পর্ব্বত-শৃঙ্গ পর্য্যন্ত গেল। ৯ পরে ঐ সীমা সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গ অবধি নিপ্তোহের জলের উনুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, এবং ইফ্রোণ পর্ব্বতস্থ নগরগুলি পর্য্যন্ত বাহির হইয়া গেল। আর সে সীমা বালা অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম ১০ পর্য্যন্ত গেল; পরে সে সীমা বালা হইতে সেয়ীর পর্ব্বত পর্য্যন্ত পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া যিয়ারীম পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্ব অর্থাৎ কসালোন পর্য্যন্ত গেল; পরে বৈৎ-শেমশে অধোগামী হইয়া ১১ তিম্নার নিকট দিয়া গেল। আর সে সীমা ইক্রোণের উত্তর পার্শ্ব পর্য্যন্ত গমন করিল; পরে সে সীমা শিক্করোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, এবং বালা পর্ব্বত হইয়া

যব্‌নিয়েলে গেল; ঐ সীমার অন্তভাগ ১২ সমুদ্রে ছিল। আর পশ্চিম সীমা মহা-সমুদ্র ও তাহার অঞ্চল পর্য্যন্ত। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে যিহূদা-সন্তান-গণের চতুর্দ্দিক্‌স্থ সীমা এই।

১৩ আর যিহোশূয়ের প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তিনি যিহূদা-সন্তানগণের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেবের অংশ কিরিয়ৎ-অর্ব [অর্বপুর] অর্থাৎ হিব্রোণ ১৪ দিলেন, ঐ অর্ব অনাকের পিতা। আর কালেব তথা হইতে অনাকের সন্তান-গণকে, শেশয়, অহীমান ও তল্‌ময় নামে অনাকের তিন পুত্রকে অধিকারচ্যুত ১৫ করিলেন। তথা হইতে তিনি দবীর-নিবাসীদের বিরুদ্ধে গমন করিলেন; পূর্ব্বে দবীরের নাম কিরিয়ৎ-সেফর ছিল। ১৬ আর কালেব বলিলেন, যে কেহ কিরিয়ৎ-সেফরকে আঘাত করিয়া হস্তগত করিবে, তাহার সহিত আমি আপন কন্যা অক্‌ষার ১৭ বিবাহ দিব। আর কালেবের ভ্রাতা কনষের পুত্র অৎনীয়েল তাহা হস্তগত করিলে তিনি তাঁহার সহিত আপন কন্যা ১৮ অক্‌ষার বিবাহ দিলেন। আর ঐ কন্যা আসিয়া তাহার পিতার কাছে একটী ক্ষেত্র চাহিতে স্বামীকে প্রবৃত্তি দিল; এবং সে আপন গর্দ্দভ হইতে নামিল; কালেব তাহাকে কহিলেন, তুমি কি ১৯ চাও? সে বলিল, আপনি আমাকে এক উপহার দিউন, দক্ষিণাঞ্চলস্থ ভূমি আমাকে দিয়াছেন, জলের উনুইগুলিও আমাকে দিউন। তাহাতে তিনি তাহাকে উচ্চতর উনুইগুলি ও নিম্নতর উনুই-গুলি দিলেন।

২০ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে যিহূদা-সন্তানদের বংশের এই অধিকার।

২১ দক্ষিণ অঞ্চলে ইদোমের সীমার নিকটে যিহূদা-সন্তানদের বংশের প্রান্তস্থিত নগর ২২ কব্‌সেল, এদর, যাগুর, কীনা, দীমোনা, ২৩ অদাদা কেদশ, হাৎসোর, যিৎনন, সীফ, ২৪,২৫ টেলম, বালোৎ, হাৎসোর-হদত্তা, ২৬ করিয়োৎ-হিষ্রোণ অর্থাৎ হাৎসোর, অমাম, ২৭ শমা, মোলদা, হৎসর-গদ্দা, হিষ্‌মোন, ২৮,২৯ বৈৎ-পেলট, হৎসর-শূয়াল, বের্‌-৩০ শেবা, বিষিয়োথিয়া, বালা, ইয়ীম, এৎসম, ৩১ ইল্‌তোলদ, কসীল, হর্মা, সিক্লগ, মদ্‌মন্না ও সন্‌সন্না, লবায়োৎ, শিল্‌হীম, ঐন ও ৩২ রিম্মোণ; স্ব স্ব গ্রামের সহিত সর্ব্বশুদ্ধ উনত্রিশটী নগর।

৩৩ নিম্নভূমিতে ইষ্টায়োল, সরা, অশ্‌না, ৩৪ সানোহ, ঐন্‌-গন্নীম, তপূহ, ঐনম, যর্মুৎ, ৩৫ অদুল্লম, সোখো, অসেকা, শারয়িম, অদী-৩৬ থয়িম, গদেরা ও গদেরোথয়িম; স্ব স্ব গ্রামের সহিত চৌদ্দটী নগর।

৩৭,৩৮ সনান, হদাশা, মিগদল্‌-গাদ, দিলি-৩৯ য়ন, মিস্‌পী, যক্তেল, লাখীশ, বস্কৎ, ইগ্লোন, কব্বোন, লহমম, কিৎলীশ, ৪০ গদেরোৎ, বৈৎ-দাগোন, নয়মা ও মক্কেদা; ৪১ স্ব স্ব গ্রামের সহিত ষোলটী নগর।

৪২ লিব্‌না, এথর, আশন, যিপ্তহ, অশ্‌না, ৪৩ নৎসীব, কিয়িলা, অক্‌ষীব ও মারেশা; ৪৪ স্ব স্ব গ্রামের সহিত নয়টী নগর।

৪৫ ইক্রোণ, এবং তথাকার উপনগর ও ৪৬ গ্রাম সকল; ইক্রোণ অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত অস্‌দোদের নিকটস্থ সমস্ত স্থান ও গ্রাম।

৪৭ অস্‌দোদ, তাহার উপনগর ও গ্রাম সকল; ঘসা, তাহার উপনগর ও গ্রাম সকল; মিসরের স্রোত ও মহাসমুদ্র ও তাহার সীমা পর্য্যন্ত।

৪৮ আর পর্ব্বতময় দেশে শামীর, যত্তীর, ৪৯ সোখো, দন্না, কিরিয়ৎ-সন্না অর্থাৎ দবীর,

৫০ অনাব, ইষ্টিমোয়, আনীম, গোশন,।
৫১ হোলোন ও গীলো; স্ব স্ব গ্রামের সহিত এগারটী নগর।

৫২ অরাব, দূমা, ইশিয়ন, যানীম, বৈৎ-
৫৩ তপূহ, অফেকা, হুমটা, কিরিয়ৎ-অর্ব
৫৪ অর্থাৎ হিব্রোণ ও সীয়োর; স্ব স্ব গ্রামের সহিত নয়টী নগর।

৫৫ মায়োন, কর্ম্মিল, সীফ, যুটা, যিষ্রিয়েল,
৫৬ যর্কদিয়াম, সানোহ, কয়িন, গিবিয়া ও
৫৭ তিম্না; স্ব স্ব গ্রামের সহিত দশটী নগর।

৫৮ হল্‌হূল বৈৎ সূর, গদোর, মারৎ, বৈৎ-
৫৯ অনোৎ ইল্‌তকোন; স্ব স্ব গ্রামের সহিত ছয়টী নগর।

৬০ কিরিয়ৎ-বাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারিম, ও রব্বা; স্ব স্ব গ্রামের সহিত দুইটী নগর।

৬১ প্রান্তরে বৈৎ অরাবা, মিদ্দীন, সকাখা,
৬২ নিবশন, লবণ-নগর ও ঐন্‌ গদী; স্ব স্ব গ্রামের সহিত ছয়টী নগর।

৬৩ পরন্তু যিহূদা সন্তানগণ যিরূশালেম নিবাসী যিবূষীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না; যিবূষীয়েরা অদ্যাপি যিহূদা-সন্তানগণের সহিত যিরূশালেমে বাস করিতেছে।

যোষেফ-সন্তানদের দেশ নিরূপণ।

১৬ আর গুলিবাঁটক্রমে যোষেফ-সন্তানদের অংশ যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন, অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকস্থিত যিরীহোর জল অবধি, যিরীহো হইতে পর্ব্বতময় দেশ দিয়া ঊর্দ্ধগামী প্রান্তরে বৈথেলে গেল;
২ আর বৈথেল হইতে লূসে গমন করিল, এবং সেই স্থান হইয়া অর্কীয়দের সীমা
৩ পর্য্যন্ত অটারোতে গমন করিল। আর পশ্চিম দিকে যফ্‌লেটীয়দের সীমার দিকে নিম্নতর বৈৎ-হোরোণের সীমা পর্য্যন্ত, গেষর পর্য্যন্ত গমন করিল, এবং তাহার
৪ সীমান্তভাগ সমুদ্রে ছিল। এইরূপে যোষেফ-সন্তান মনঃশি ও ইফ্রয়িম আপন আপন অধিকার গ্রহণ করিল।

৫ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইফ্রয়িম-সন্তানগণের সীমা এই; পূর্ব্ব দিকে উচ্চতর বৈৎ-হোরোণ পর্য্যন্ত অটারোৎ-অদ্দর তাহাদের অধিকারের সীমা হইল;
৬ পরে ঐ সীমা পশ্চিম দিকে মিক্‌মথতের উত্তরে নির্গত হইল; পরে সে সীমা পূর্ব্ব দিকে ঘুরিয়া তানৎ-শীলো পর্য্যন্ত গিয়া তাহার নিকট হইয়া যানোহের পূর্ব্ব
৭ দিকে গেল। পরে যানোহ হইতে অটারোৎ ও নারঃ হইয়া যিরীহো পর্য্যন্ত
৮ গিয়া যর্দ্দনে নির্গত হইল। পরে সে সীমা তপূহ হইতে পশ্চিম দিক্ হইয়া কানা স্রোতে গেল, ও তাহার সীমান্তভাগ সমুদ্রে ছিল। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে ইফ্রয়িম-সন্তানগণের বংশের
৯ এই অধিকার। ইহা ছাড়া মনঃশি-সন্তানগণের অধিকারের মধ্যে ইফ্রয়িম-সন্তানগণের জন্য পৃথককৃত নানা নগর ও
১০ সে সকলের গ্রাম ছিল। কিন্তু তাহারা গেষরবাসী কনানীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল না, কিন্তু কনানীয়েরা অদ্য পর্য্যন্ত ইফ্রয়িমের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের কর্ম্মাধীন দাস হইয়া রহিয়াছে।

১৭ আর গুলিবাঁটক্রমে মনঃশি বংশের অংশ নিরূপিত হইল, সে যোষেফের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু গিলিয়দের পিতা, অর্থাৎ মনঃশির জ্যেষ্ঠ পুত্র মাখীর যোদ্ধা বলিয়া গিলিয়দ ও বাশন পাইয়াছিল।
২ আর [ঐ অংশ] আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে মনঃশির অন্য অন্য সন্তানদের

হইল; তাহারা এই এই, অবীয়েষরের সন্তানগণ, হেলকের সন্তানগণ, অস্রীয়েলের সন্তানগণ, শেখমের সন্তানগণ, হেফরের সন্তানগণ ও শমীদার সন্তানগণ: ইহারা আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে যোষেফের পুত্র মনঃশির পুত্রসন্তান।

৩ পরন্তু মনঃশির সন্তান মাখীরের সন্তান গিলিয়দের সন্তান হেফরের পুত্র সল্ফাদের পুত্রসন্তান ছিল না; কেবল কতিপয় কন্যা ছিল; তাহার কন্যাদের নাম মহলা,
৪ নোয়া, হগ্লা, মিল্কা ও তির্সা। ইহারা ইলিয়াসর যাজকের, নূনের পুত্র যিহোশূয়ের সম্মুখে ও অধ্যক্ষগণের সম্মুখে আসিয়া কহিল, আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমাদিগকে এক অধিকার দিতে সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। অতএব সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তিনি তাহাদের পিতার ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহা-
৫ দিগকে এক অধিকার দেন। তাহাতে যর্দ্দনের পরপারস্থ গিলিয়দ ও বাশন দেশ ভিন্ন মনঃশির দিকে দশ ভাগ পড়িল;
৬ কেননা মনঃশির পুত্রদের মধ্যে তাহার কন্যাদেরও অধিকার ছিল; এবং মনঃশির অবশিষ্ট পুত্রগণ গিলিয়দ দেশ পাইল।
৭ মনঃশির সীমা আশের হইতে শিখিমের সম্মুখস্থ মিক্‌মথৎ পর্য্যন্ত ছিল; পরে ঐ সীমা দক্ষিণ পার্শ্বে ঐন্‌-তপূহ-নিবাসীদের
৮ নিকট পর্য্যন্ত গেল। মনঃশি তপূহ দেশ পাইল, কিন্তু মনঃশির সীমাস্থ তপূহ [নগর] ইফ্রয়িম-সন্তানগণের অধিকার
৯ হইল; ঐ সীমা কান্না স্রোত পর্য্যন্ত, স্রোতের দক্ষিণ তীরে নামিয়া গেল; মনঃশির নগর সকলের মধ্যে স্থিত এই সকল নগর ইফ্রয়িমের ছিল; মনঃশির সীমা স্রোতের উত্তরদিকে ছিল, এবং
১০ তাহার সীমান্তভাগ সমুদ্রে ছিল। দক্ষিণদিকে ইফ্রয়িমের ও উত্তরদিকে মনঃশির অধিকার ছিল, এবং সমুদ্র তাহার সীমা ছিল; তাহারা উত্তরদিকে আশেরের ও পূর্ব্বদিকে ইষাখরের পার্শ্ববর্ত্তী ছিল।
১১ আর ইষাখরের ও আশেরের মধ্যে উপনগরের সহিত বৈৎ-শান ও উপনগরের সহিত যিব্‌লিয়ম ও উপনগরের সহিত দোর-নিবাসীরা এবং উপনগরের সহিত ঐন্‌-দোর-নিবাসীরা ও উপনগরের সহিত তানক-নিবাসীরা ও উপনগরের সহিত মগিদ্দো-নিবাসীরা, এই তিনটী
১২ উপগিরি মনঃশির অধিকার ছিল। তথাপি মনঃশি-সন্তানগণ সেই সেই নগরনিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না; কনানীয়েরা সেই দেশে বাস করিতে
১৩ স্থিরসঙ্কল্প ছিল। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন প্রবল হইল, তখন কনানীয়দিগকে কর্ম্মাধীন দাস করিল, সম্পূর্ণরূপে অধিকারচ্যুত করিল না।

১৪ পরে যোষেফ-সন্তানগণ যিহোশূয়কে কহিল, আপনি অধিকারার্থে আমাকে কেবল এক অংশ ও এক ভাগ কেন দিলেন? এ যাবৎ সদাপ্রভু আমাকে আশীর্ব্বাদ করাতে আমি বড় জাতি
১৫ হইয়াছি। যিহোশূয় তাহাদিগকে কহিলেন, যদি তুমি বড় জাতি হইয়া থাক, তবে ঐ অরণ্যে উঠিয়া যাও; ঐ স্থানে পরিষীয়দের ও রফায়ীয়দের দেশে আপনার জন্যে বন কাটিয়া ফেল, কেননা পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশ তোমার পক্ষে
১৬ সঙ্কীর্ণ। যোষেফ-সন্তানগণ কহিল, এই পর্ব্বতময় দেশে আমাদের সম্পোষ্য হয় না, এবং যে সমস্ত কনানীয় তলভূমিতে বাস করে, বিশেষতঃ বৈৎ-শানে ও

তথাকার উপনগরসমূহে এবং যিষ্রিয়েল তলভূমিতে বাস করে, তাহাদের লৌহ-
১৭ রথ আছে। তখন যিহোশূয় যোষেফ-কুলকে অর্থাৎ ইফ্রয়িম ও মনঃশিকে কহিলেন, তুমি বড় জাতি, তোমার পরাক্রমও মহৎ; তুমি কেবল এক অংশ
১৮ পাইবে না; কিন্তু পর্ব্বতময় দেশ তোমার হইবে; উহা বনাকীর্ণ বটে, কিন্তু সেই বন কাটিয়া ফেলিলে তাহার নীচের ভাগ তোমার হইবে; কেননা কনানীয়দের লৌহরথ থাকিলেও এবং তাহারা পরাক্রান্ত হইলেও তুমি তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবে।

শীলোতে সমাগম-তাম্বু স্থাপন ও গোষ্ঠীদের মধ্যে দেশ বিভাগ।

১৮ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী শীলোতে সমাগত হইয়া সেই স্থানে সমাগম-তাম্বু স্থাপন করিল; দেশ
২ তাহাদের সম্মুখে পরাজিত ছিল। ঐ সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে সাত বংশ অবশিষ্ট ছিল, যাহারা আপন আপন অধিকার ভাগ করিয়া লয় নাই।
৩ যিহোশূয় ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলেন, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে দেশ দিয়াছেন, সেই দেশে গিয়া তাহা অধিকার করিতে তোমরা আর কত কাল শিথিল থাকিবে?
৪ তোমরা আপনাদের এক এক বংশের মধ্য হইতে তিন তিন জনকে দেও; আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করিব, তাহারা উঠিয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে, এবং প্রত্যেকের অধিকারানুসারে তাহার বর্ণনা লিখিয়া লইয়া আমার নিকটে
৫ ফিরিয়া আসিবে। তাহারা তাহা সাত অংশ করিবে; দক্ষিণদিকে আপন সীমাতে যিহূদা থাকিবে, এবং উত্তরদিকে আপন সীমাতে যোষেফের কুল থাকিবে।
৬ তোমরা দেশটী সাত অংশ করিয়া তাহার বর্ণনা লিখিয়া আমার কাছে আনিবে; আমি এই স্থানে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের নিমিত্তে
৭ গুলিবাঁট করিব। কারণ তোমাদের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ নাই, কেননা সদাপ্রভুর যাজকত্বপদ তাহাদের অধিকার; আর গাদ ও রূবেণ, এবং মনঃশির অর্দ্ধ বংশ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে সদাপ্রভুর দাস মোশির দত্ত আপনাদের অধিকার পাইয়াছে।
৮ পরে সেই লোকেরা উঠিয়া যাত্রা করিল; আর যাহারা সেই দেশের বর্ণনা লিখিতে গেল, যিহোশূয় তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা গিয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেশের বর্ণনা লিখিয়া লইয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আইস; তাহাতে আমি এই শীলোতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের জন্য গুলিবাঁট করিব।
৯ পরে ঐ লোকেরা গিয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল, এবং নগরানুসারে সাত অংশ করিয়া পুস্তকে তাহার বর্ণনা লিখিল; পরে শীলোস্থিত শিবিরে যিহো-
১০ শূয়ের নিকটে ফিরিয়া আসিল। আর যিহোশূয় শীলোতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাহাদের জন্য গুলিবাঁট করিলেন; যিহোশূয় সেই স্থানে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বিভাগানুসারে দেশ তাহাদিগকে অংশ করিয়া দিলেন।
১১ আর গুলিবাঁটক্রমে এক অংশ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে বিন্যামীন-সন্তানগণের বংশের নামে উঠিল। গুলিবাঁটে

নির্দ্দিষ্ট তাহাদের সীমা যিহূদা-সন্তান-গণের ও যোষেফ-সন্তানগণের মধ্যে
১২ হইল। তাহাদের উত্তর পার্শ্বের সীমা যর্দ্দন হইতে যিরীহোর উত্তর পার্শ্ব দিয়া গেল, পরে পর্ব্বতময় প্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে বৈৎ-আবনের প্রান্তর পর্য্যন্ত
১৩ গেল। তথা হইতে ঐ সীমা লূসে, দক্ষিণদিকে লূসের অর্থাৎ বৈথেলের পার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল; এবং নিম্নতর বৈৎ-হোরোণের দক্ষিণে স্থিত পর্ব্বত দিয়া অটারোৎ-অদ্দরের দিকে নামিয়া গেল।
১৪ তথা হইতে ঐ সীমা ফিরিয়া পশ্চিম পার্শ্বে, বৈৎ-হোরোণের দক্ষিণে স্থিত পর্ব্বত হইতে দক্ষিণদিকে গেল; আর যিহূদা-সন্তানগণের কিরিয়ৎ-বাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম নামক নগর পর্য্যন্ত
১৫ গেল; ইহা পশ্চিম পার্শ্ব। আর দক্ষিণ পার্শ্ব কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইল, এবং সে সীমা পশ্চিমদিকে নির্গত হইয়া নিপ্তোহের জলের উন্মুই
১৬ পর্য্যন্ত গমন করিল। আর ঐ সীমা হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকার সম্মুখস্থ ও রফায়ীম তলভূমির উত্তরদিকস্থ পর্ব্বতের প্রান্ত পর্য্যন্ত নামিয়া গেল, এবং হিন্নোমের উপত্যকায়, যিবূষের দক্ষিণ পার্শ্বে নামিয়া আসিয়া ঐন্-রোগেলে
১৭ গেল। আর উত্তরদিকে ফিরিয়া ঐন্-শেমশে গমন করিল, এবং অদুম্মীম আরোহণ-পথের সম্মুখস্থ গলীলোতের দিকে নির্গত হইয়া রূবেণ-সন্তান বোহনের
১৮ প্রস্তর পর্য্যন্ত নামিয়া গেল। আর উত্তরদিকে অরাবা তলভূমির সম্মুখস্থ পার্শ্বে গিয়া অরাবা তলভূমিতে নামিয়া
১৯ গেল। আর ঐ সীমা উত্তরদিকে বৈৎ-হগ্লার পার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল; যর্দ্দনের দক্ষিণ প্রান্তস্থ লবণ-সমুদ্রের উত্তর খাড়ী সেই সীমার প্রান্ত ছিল; ইহা দক্ষিণ সীমা।
২০ আর পূর্ব্ব পার্শ্বে যর্দ্দন তাহার সীমা ছিল। চারিদিকে আপন সীমা অনুসারে, আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে, বিন্যামীন-সন্তান-
২১ গণের এই অধিকার ছিল। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে বিন্যামীন-সন্তান-
২২ গণের বংশের নগর যিরীহো বৈৎ-হগ্লা, এমক-কশিশ, বৈৎ-অরাবা, সমারয়িম,
২৩ বৈথেল, অব্বীম, পারা, অফ্রা, কফর-
২৪ অম্মোনী, অফ্‌নি ও গেবা; স্ব স্ব গ্রামের
২৫ সহিত বারোটী নগর। গিবিয়োন, রামা,
২৬ বেরোৎ, মিস্‌পী, কফীরা, মোৎসা, রেকম,
২৭,২৮ যির্পেল, তরলা, সেলা, এলফ, যিবূষ অর্থাৎ যিরূশালেম, গিবিয়াৎ ও কিরিয়ৎ; স্ব স্ব গ্রামের সহিত চৌদ্দটী নগর।
আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে বিন্যা-মীন-সন্তানগণের এই অধিকার।

১৯ আর গুলিবাঁটক্রমে দ্বিতীয় অংশ শিমিয়োনের নামে, আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে শিমিয়োন-সন্তানগণের বংশের নামে উঠিল; তাহাদের অধিকার যিহূদা-সন্তানগণের অধিকারের মধ্যে হইল।
২ তাহাদের অধিকার হইল বের্-শেবা,
৩ (বা শেবা), মোলাদা, হৎসর-শূয়াল,
৪ বালা, এৎসম, ইল্‌তোলদ, বথূল, হর্মা,
৫,৬ সিক্লগ, বৈৎ-মর্কাবোৎ, হৎসর-সুষা,
৭ বৈৎ-লবায়োৎ ও শারূহণ; স্ব স্ব গ্রামের সহিত তেরটী নগর। ঐন, রিম্মোণ, এথর ও আশন; স্ব স্ব গ্রামের সহিত
৮ চারিটী নগর; আর বালৎ-বের, [অর্থাৎ] দক্ষিণ দেশস্থ রামা পর্য্যন্ত ঐ ঐ নগরের চারিদিকের সমস্ত গ্রাম। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে শিমিয়োন-সন্তানগণের
৯ বংশের এই অধিকার। শিমিয়োন-

সন্তানগণের [illegible] সন্তানগণের
অধিকারের [illegible] কেননা
যিহূদা-সন্তান[illegible]
প্রয়োজন অপেক্ষা [illegible]
শিমিয়োন-[illegible]
মধ্যে অধিকার [illegible]

১০ পরে [illegible]
আপন আপন [illegible]
সন্তানদের [illegible]
তাহাদের অধিকারের [illegible] হইল।
১১ তাহাদের সীমা [illegible] অর্থাৎ
মারালায় উঠিয়া গেল, [illegible] দাব্বেশৎ
পর্যন্ত গেল, যক্নিয়ামের [illegible] স্রোত
১২ পর্যন্ত গেল। আর সারীদ হইতে
পূর্বদিকে, সূর্যোদয় দিক ফিরিয়া
কিশলোৎ-তাবোরের সীমা পর্যন্ত গেল;
পরে দাবরৎ পর্যন্ত নির্গত হইয়া যাফিয়ে
১৩ উঠিয়া গেল। আর তথা হইতে পূর্ব-
দিক, সূর্যোদয়ের দিক, হইয়া গাৎ-হেফর
দিয়া এৎ-কাৎসীন পর্যন্ত গেল; এবং
নেয়ের দিকে বিস্তৃত রিম্মোণে গেল।
১৪ আর ঐ সীমা হন্নাথোনের উত্তরদিকে
উহা বেষ্টন করিল, আর যিপ্তহেল
১৫ উপত্যকা পর্যন্ত গেল। আর কটৎ,
নহলাল, শিম্রোণ, যিদালা ও বৈৎ-লেহম;
স্ব স্ব গ্রামের সহিত বারোটী নগর।
১৬ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে সবূলূন-
সন্তানদের এই অধিকার; স্ব স্ব গ্রামের
সহিত এই সকল নগর।

১৭ পরে গুলিবাঁটক্রমে চতুর্থ অংশ ইষা-
খরের নামে, আপন আপন গোষ্ঠী অনু-
সারে ইষাখর-সন্তানগণের নামে উঠিল।
১৮,১৯ যিষ্রিয়েল, কসুল্লোৎ, শূনেম, হফারয়িম,
২০ শীয়োন, অনহরৎ, রব্বীৎ, কিশিয়োন,
২১ এবস, রেমৎ, ঐন্‌-গন্নীম, ঐন্‌-হদ্দা ও
[illegible] তাহাদের অধিকার হইল;
[illegible] সীমা [illegible] শহৎসূমা ও
[illegible] গেল, আর যদ্দন
[illegible] হইল; স্ব স্ব
[illegible] সহিত [illegible] নগর। [illegible]
[illegible] গোষ্ঠী অনুসারে ইষাখর-সন্তান
[illegible] বংশের এই অধিকার; স্ব স্ব
গ্রামের সহিত এই সকল নগর।

২৪ পরে গুলিবাঁট[illegible] পঞ্চম অংশ আপন
আপন গোষ্ঠী অনুসারে আশের-সন্তান-
২৫ [illegible] হইল। তাহাদের
[illegible] হিল্কৎ, হলী, বেটন, অক্ষফ,
২৬ অলম্মেলক, অমাদ [illegible] মিশাল, এবং
পশ্চিমদিকে কর্মিল [illegible] শীহোর-লিবনৎ
২৭ পর্যন্ত গেল। আর সূর্যোদয় দিকে
বৈৎ-দাগোনের অভিমুখে ফিরিয়া সবূলূন
ও উত্তরদিকে যিপ্তহেল উপত্যকা, বৈৎ-
এমক ও নীয়েল পর্যন্ত গেল, পরে
২৮ বামদিকে কাবূলে, এবং এব্রোণে, রহোবে,
হম্মোনে ও কান্নাতে, এবং মহাসীদোন
২৯ পর্যন্ত গেল। পরে সে সীমা ঘুরিয়া
রামায় ও প্রাচীর-বেষ্টিত সোর নগরে
গেল, পরে সে সীমা ঘুরিয়া হোষাতে
গেল, এবং অক্ষীব প্রদেশস্থ সমুদ্রতীর,
৩০ আর উম্মা, অফেক ও রহোব তাহার
প্রান্ত হইল; স্ব স্ব গ্রামের সহিত
৩১ বাইশটী নগর। আপন আপন গোষ্ঠী
অনুসারে আশের-সন্তানগণের বংশের
এই অধিকার; স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই
সকল নগর।

৩২ পরে গুলিবাঁটক্রমে ষষ্ঠ অংশ নপ্তালি-
সন্তানগণের নামে, আপন আপন গোষ্ঠী
অনুসারে নপ্তালি-সন্তানগণের নামে
৩৩ উঠিল। তাহাদের সীমা হেলফ অবধি,
সাননীমস্থ অলোন বৃক্ষ অবধি, অদামী-

নেকব ও যব্‌নিয়েল দিয়া লক্কুম পর্য্যন্ত গেল, ও তাহার অন্তভাগ যর্দ্দনে ছিল।
৩৪ আর ঐ সীমা পশ্চিমদিকে ফিরিয়া অস্‌নোৎ-তাবোর পর্য্যন্ত গেল, এবং তথা হইতে হুক্কোক পর্য্যন্ত গেল; আর দক্ষিণে সবূলূন পর্য্যন্ত, ও পশ্চিমে আশের পর্য্যন্ত, ও সূর্য্যোদয় দিকে যর্দ্দন সমীপস্থ
৩৫ যিহূদা পর্য্যন্ত গেল। আর প্রাচীর-
৩৬ বেষ্টিত নগর সিদ্দীম, সের, হম্মৎ, রক্কৎ,
৩৭ কিন্নেরৎ, অদামা, রামা, হাৎসোর, কেদশ,
৩৮ ইদ্রিয়ী, ঐন্-হাৎসোর, যিরোণ, মিগ্‌দল-এল, হোরেম, বৈৎ-অনাৎ ও বৈৎশেমশ; স্ব স্ব গ্রামের সহিত উনিশটী নগর।
৩৯ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে নপ্তালি-সন্তানগণের বংশের এই অধিকার; স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই সকল নগর।

৪০ আর গুলিবাঁটক্রমে সপ্তম অংশ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে দান-সন্তানগণের
৪১ বংশের নামে উঠিল। তাহাদের অধিকারের সীমা সরা, ইষ্টায়োল, ঈর্-শেমশ,
৪২,৪৩ শালবীন, অয়ালোন, যিৎলা, এলোন,
৪৪ তিম্না, ইক্রোণ, ইল্‌তকী, গিব্বথোন,
৪৫ বালৎ, যিহূদ, বনে-বরক, গাৎ-রিম্মোণ,
৪৬ মেয়র্কোন, রক্কোন ও যাফোর সম্মুখস্থ
৪৭ অঞ্চল। আর দান-সন্তানগণের সীমা সেই সকল স্থান অতিক্রম করিল; কারণ দান-সন্তানগণ লেশম নগরের বিরুদ্ধে গিয়া যুদ্ধ করিল, এবং তাহা হস্তগত করিয়া খড়্গ-ধারে আঘাত করিল, আর অধিকারপূর্ব্বক তাহার মধ্যে বাস করিল, এবং আপনাদের পিতৃপুরুষ দানের নামানুসারে লেশমের নাম দান রাখিল।
৪৮ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে দান-সন্তানগণের বংশের এই অধিকার; স্ব স্ব গ্রামের সহিত এই সকল নগর।

৪৯ এইরূপে আপন আপন সীমানুসারে অধিকার জন্য তাহারা দেশ বিভাগ কার্য্য সমাপ্ত করিল; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের মধ্যে নূনের পুত্র যিহোশূয়কে
৫০ এক অধিকার দিল। তাহারা সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাঁহার যাচিত নগর অর্থাৎ পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশস্থ তিম্নৎ-সেরহ তাঁহাকে দিল; তাহাতে তিনি ঐ নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিলেন।

৫১ এই সকল অধিকার ইলিয়াসর যাজক, নূনের পুত্র যিহোশূয় ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের বংশ সকলের পিতৃকুলপতিগণ শীলোতে সদাপ্রভুর সম্মুখে সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে গুলিবাঁট দ্বারা দিলেন। এইরূপে তাঁহারা দেশ বিভাগ কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

ছয়টী আশ্রয়-নগর নির্ণয়।

২০ পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন,
২ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, আমি মোশি দ্বারা তোমাদের কাছে যে যে নগরের কথা বলিয়াছি, তোমরা আপনাদের জন্য সেই সকল আশ্রয়-নগর
৩ নিরূপণ কর। তাহাতে যে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ অজ্ঞাতসারে কাহাকেও বধ করে, সেই নরহন্তা তথায় পলাইতে পারিবে, এবং সেই নগরগুলি রক্তের প্রতিশোধদাতা হইতে তোমাদের রক্ষার
৪ স্থান হইবে। আর সে তাহার মধ্যে কোন এক নগরে পলায়ন করিবে, এবং নগরদ্বারের প্রবেশ স্থানে দাঁড়াইয়া নগরের প্রাচীনবর্গের কর্ণগোচরে আপনার কথা বলিবে; পরে তাহারা নগরমধ্যে আপনাদের নিকটে তাহাকে আনিয়া আপনাদের মধ্যে বাস করিতে স্থান

৫ দিবে। আর রক্তের প্রতিশোধদাতা দৌড়িয়া তাহার পশ্চাৎ আসিলে তাহারা তাহার হস্তে সেই নরহন্তাকে সমর্পণ করিবে না; কেননা সে অজ্ঞাতসারে আপন প্রতিবাসীকে আঘাত করিয়াছিল, সে পূর্ব্বে তাহার প্রতি দ্বেষ করে নাই।
৬ অতএব যাবৎ সে বিচারার্থে মণ্ডলীর সাক্ষাতে না দাঁড়ায়, এবং তাৎকালিক মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, তাবৎ সে ঐ নগরে বাস করিবে; পরে সেই নরহন্তা আপন নগরে ও আপন বাটীতে, যে নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিল, সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবে।

৭ তাহাতে তাহারা পর্ব্বতময় নপ্তালি প্রদেশস্থ গালীলের কেদশ, পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশস্থ শিখিম, ও পর্ব্বতময় যিহূদা প্রদেশস্থ কিরিয়ৎ-অর্ব অর্থাৎ
৮ হিব্রোণ পৃথক্ করিল। আর যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে তাহারা রূবেণ বংশের অধিকার হইতে সমভূমির প্রান্তরে স্থিত বেৎসর, গাদ বংশের অধিকার হইতে গিলিয়দস্থিত রামোৎ, ও মনঃশি বংশের অধিকার হইতে বাশনস্থ গোলন
৯ নিরূপণ করিল। কেহ প্রমাদবশতঃ নরহত্যা করিলে যাবৎ মণ্ডলীর সম্মুখে না দাঁড়ায়, তাবৎ সেই স্থানে যেন পলাইতে পারে ও রক্তের প্রতিশোধ-দাতার হস্তে না মরে, এই জন্য সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের নিমিত্তে ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশীর নিমিত্তে এই সকল নগর নিরূপিত হইল।

লেবীয়দের প্রাপ্য নগরসমূহ।

২১ পরে লেবীয়দের পিতৃকুলপতিগণ ইলিয়াসর যাজকের, নূনের পুত্র যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের বংশ সকলের পিতৃকুলপতিগণের নিকটে
২ আসিলেন, ও কনান দেশের শীলোতে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমাদের বাসার্থ নগর ও পশুগণের জন্য পরিসরভূমি দিবার আজ্ঞা সদাপ্রভু মোশি দ্বারা দিয়া-
৩ ছিলেন। তাহাতে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপন আপন অধিকার হইতে লেবীয়দিগকে এই এই নগর ও সেগুলির পরিসরভূমি দিল।

৪ কহাতীয় গোষ্ঠীদের নামে গুলি উঠিল; তাহাতে লেবীয়দের মধ্যে হারোণ যাজকের সন্তানগণ গুলিবাঁট দ্বারা যিহূদা বংশ, শিমিয়োনীয়দের বংশ ও বিন্যামীন বংশ হইতে তেরটী নগর পাইল।

৫ আর কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণ গুলিবাঁট দ্বারা ইফ্রয়িম বংশের গোষ্ঠী-সমূহ হইতে, এবং দান বংশ ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ হইতে দশটী নগর পাইল।

৬ আর গের্শোন-সন্তানগণ গুলিবাঁট দ্বারা ইষাখর বংশের গোষ্ঠীসমূহ হইতে, এবং আশের বংশ, নপ্তালি বংশ ও বাশনস্থ মনঃশির অর্দ্ধ বংশ হইতে তেরটী নগর পাইল।

৭ আর মরারি-সন্তানগণ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে রূবেণ বংশ, গাদ বংশ ও সবূলূন বংশ হইতে বারোটী নগর পাইল।

৮ এইরূপে ইস্রায়েল-সন্তানগণ গুলিবাঁট করিয়া লেবীয়দিগকে এই সকল নগর ও সেগুলির পরিসরভূমি দিল, যেমন সদা-প্রভু মোশির দ্বারা আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
৯ তাহারা যিহূদা-সন্তানগণের বংশের ও শিমিয়োন-সন্তানগণের বংশের অধিকার হইতে এই এই নামবিশিষ্ট নগর দিল।
১০ লেবির সন্তান কহাতীয় গোষ্ঠীদের মধ্য-

বর্ত্তী হারোণ-সন্তানদের সে সকল হইল; কেননা তাহাদের নামে প্রথম গুলি
১১ উঠিল। ফলতঃ তাহারা অনাকের পিতা অর্বের কিরিয়ৎ-অর্ব, অর্থাৎ পর্ব্বতময় যিহূদা প্রদেশস্থ হিব্রোণ ও তাহার চারিদিকের পরিসর তাহাদিগকে দিল।
১২ কিন্তু ঐ নগরের ক্ষেত্র ও গ্রাম সকল তাহারা অধিকারার্থে যিফুন্নির পুত্র কালেবকে দিল।

১৩ তাহারা হারোণ যাজকের সন্তানগণকে পরিসরের সহিত নরহন্তার আশ্রয়-নগর
১৪ হিব্রোণ দিল; এবং পরিসরের সহিত
১৫ লিব্‌না, পরিসরের সহিত যত্তীর, পরি-সরের সহিত ইষ্টমোয়, পরিসরের সহিত
১৬ হোলোন, পরিসরের সহিত দবীর, পরি-সরের সহিত ঐন, পরিসরের সহিত যুটা ও পরিসরের সহিত বৈৎ-শেমশ, ঐ দুই বংশের অধিকার হইতে এই
১৭ নয়টী নগর দিল। আর বিন্যামীন বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত গিবি-
১৮ য়োন, পরিসরের সহিত গেবা, পরিসরের সহিত অনাথোৎ ও পরিসরের সহিত অল্‌মোন, এই চারিটী নগর দিল।
১৯ সাকল্যে পরিসরের সহিত তেরটী নগর হারোণ-সন্তান যাজকদের অধিকার হইল।

২০ আর কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণ অর্থাৎ কহাৎ-সন্তান লেবীয়দের গোষ্ঠী সকল ইফ্রয়িম বংশের অধিকার হইতে
২১ আপনাদের অধিকার-নগর পাইল। ফলতঃ নরহন্তার আশ্রয়-নগর পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশস্থ শিখিম, ও তাহার পরিসর,
২২ এবং পরিসরের সহিত গেষর; ও পরি-সরের সহিত কিবসয়িম, ও পরিসরের সহিত বৈৎ-হোরোণ; এই চারিটী নগর
২৩ তাহারা তাহাদিগকে দিল। আর দান বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত ইল্‌তকী, পরিসরের সহিত গিব্বথোন,
২৪ পরিসরের সহিত অয়ালোন, ও পরিসরের সহিত গাৎ-রিম্মোণ, এই চারিটী নগর
২৫ দিল। আর মনঃশির অর্দ্ধ বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত তানক, ও পরিসরের সহিত গাৎ-রিম্মোণ, এই
২৬ দুইটী নগর দিল। কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণের গোষ্ঠীদের নিমিত্তে সর্ব্বশুদ্ধ পরিসরের সহিত এই দশটী নগর দিল।

২৭ পরে তাহারা লেবীয়দের গোষ্ঠীদের মধ্যে গের্শোন-সন্তানগণকে মনঃশির অর্দ্ধ বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত নরহন্তার আশ্রয়-নগর বাশনস্থ গোলন, এবং পরিসরের সহিত বীষ্টরা, এই
২৮ দুইটী নগর দিল। আর ইষাখর বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত
২৯ কিশিয়োন, পরিসরের সহিত দাবরৎ, পরিসরের সহিত যর্মূৎ, ও পরিসরের সহিত ঐন্-গন্নীম; এই চারিটী নগর
৩০ দিল। আর আশের বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত মিশাল, পরি-
৩১ সরের সহিত আব্দোন, পরিসরের সহিত হিল্‌কৎ, ও পরিসরের সহিত রহোব;
৩২ এই চারিটী নগর দিল। আর নপ্তালি বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত নরহন্তার আশ্রয়-নগর গালীলস্থ কেদশ, এবং পরিসরের সহিত হম্মোৎ-দোর, ও পরিসরের সহিত কর্ত্তন, এই তিনটী নগর
৩৩ দিল। আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে গের্শোনীয়েরা সর্ব্বশুদ্ধ পরিসরের সহিত এই তেরোটী নগর পাইল।

৩৪ পরে তাহারা মরারি-সন্তানগণেব গোষ্ঠীদিগকে অর্থাৎ অবশিষ্ট লেবীয়-দিগকে সবূলূন বংশের অধিকার হইতে

পরিসরের সহিত যক্রিয়াম, পরিসরের
৩৫ সহিত কার্ত্তা, পরিসরের সহিত দিম্না, ও পরিসরের সহিত নহলোল এই চারিটী
৩৬ নগর দিল। আর রূবেণ বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত বেৎসর,
৩৭ পরিসরের সহিত যহস, পরিসরের সহিত কদেমোৎ ও পরিসরের সহিত মেফাৎ,
৩৮ এই চারিটী নগর দিল। আর গাদ বংশের অধিকার হইতে পরিসরের সহিত নরহন্তার আশ্রয় নগর গিলিয়দস্থ রামোৎ,
৩৯ এবং পরিসরের সহিত মহনয়িম, পরিসরের সহিত হিষ্‌বোণ ও পরিসরের সহিত যাসের, সাকল্যে এই চারিটী নগর দিল।
৪০ এইরূপে লেবীয়দের অবশিষ্ট গোষ্ঠী সকল, অর্থাৎ মরারি-সন্তানগণ আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে গুলিবাঁট দ্বারা সর্ব্বশুদ্ধ বারোটী নগর পাইল।

৪১ ইস্রায়েল-সন্তানগণের অধিকারের মধ্যে পরিসরের সহিত সর্ব্বশুদ্ধ আট-
৪২ চল্লিশটী নগর লেবীয়দের হইল। সেই সকল নগরের মধ্যে প্রত্যেক নগরের চারিদিকে পরিসর ছিল; সেই সমস্ত নগরেরই এইরূপ ছিল।

৪৩ সদাপ্রভু লোকদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয় দিব্য করিয়াছিলেন, সেই সমগ্র দেশ তিনি ইস্রায়েলকে দিলেন, এবং তাহারা তাহা অধি-
৪৪ কার করিয়া তথায় বাস করিল। সদাপ্রভু তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে কৃত আপনার সমস্ত দিব্যানুসারে চারিদিকে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিলেন; তাহাদের সমস্ত শত্রুর মধ্যে কেহই তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না; সদাপ্রভু তাহাদের সমস্ত শত্রুকে তাহাদের হস্তে
৪৫ সমর্পণ করিলেন। সদাপ্রভু ইস্রায়েল-কুলের কাছে যে সকল মঙ্গলবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী বাক্যও নিষ্ফল হইল না; সকলই সফল হইল।

যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারস্থ গোষ্ঠীদের স্বদেশ যাত্রা।

২২ তৎকালে যিহোশূয় রূবেণীয় ও গাদীয়দিগকে এবং মনঃশির অৰ্দ্ধ বংশকে
২ ডাকিয়া কহিলেন; সদাপ্রভুর দাস মোশি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সে সমস্তই তোমরা পালন করিয়াছ; এবং আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে আমার কথায়ও
৩ কর্ণপাত করিয়াছ। বহুদিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তোমরা আপন আপন ভ্রাতৃগণকে ছাড়িয়া যাও নাই, কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া আসিয়াছ।
৪ সম্প্রতি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের ভ্রাতৃগণকে বিশ্রাম দিয়াছেন; অতএব এখন তোমরা আপন আপন তাম্বুতে, অর্থাৎ সদাপ্রভুর দাস মোশি যর্দ্দনের পরপারে যে দেশ তোমাদিগকে দিয়াছেন, আপনাদের সেই
৫ অধিকার-দেশে ফিরিয়া যাও। কেবল এই এই বিষয়ে খুব যত্নবান্ থাকিও, সদাপ্রভুর দাস মোশি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা ও ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা পালন করিও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিও, তাঁহার সমস্ত পথে চলিও, তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করিও, তাঁহাতে আসক্ত থাকিও, এবং সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার সেবা করিও।
৬ পরে যিহোশূয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন; তাহারা আপন
৭ আপন তাম্বুতে প্রস্থান করিল। মোশি

মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে বাশনে অধিকার দিয়াছিলেন, এবং যিহোশূয় তাহার অন্য অর্দ্ধ বংশকে যর্দ্দনের পশ্চিম পারে তাহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে অধিকার দিয়াছিলেন। আর আপন আপন তাম্বুতে বিদায় করিবার সময়ে যিহোশূয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর কহি-৮ লেন, তোমরা প্রচুর সম্পত্তি, পাল পাল পশু এবং রৌপ্য, স্বর্ণ, পিত্তল, লৌহ ও অনেক বস্ত্র সঙ্গে লইয়া আপন আপন তাম্বুতে ফিরিয়া যাও, তোমাদের শত্রুগণ হইতে লুটিত দ্রব্য তোমাদের ভ্রাতাদের সহিত বিভাগ করিয়া লও।

৯ পরে রূবেণ-সন্তানগণ, গাদ-সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ কনান দেশস্থ শীলোতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকট হইতে ফিরিয়া গেল, মোশি দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে প্রাপ্ত গিলিয়দ দেশের, তাহাদের অধিকার-দেশের দিকে ১০ যাইবার জন্য যাত্রা করিল। আর কনান দেশস্থ যর্দ্দন অঞ্চলে উপস্থিত হইলে রূবেণ-সন্তানগণ, গাদ-সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ সেই স্থানে যর্দ্দনের ধারে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল, সেই বেদি দেখিতে বৃহৎ।

১১ তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ শুনিতে পাইল, দেখ, রূবেণ-সন্তানগণ, গাদ-সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ কনান দেশের সম্মুখে যর্দ্দন অঞ্চলে, ইস্রায়েল-সন্তানগণের পারে, এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ ১২ করিয়াছে। ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন এই কথা শুনিল, তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিতে শীলোতে একত্র হইল।

১৩ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ রূবেণ-সন্তানগণের, গাদ-সন্তানগণের ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশের নিকটে গিলিয়দ দেশে ১৪ ইলিয়াসরের যাজকের পুত্র পীনহসকে, এবং তাঁহার সঙ্গে দশ জন অধ্যক্ষকে, ইস্রায়েলের প্রত্যেক বংশ হইতে এক এক জন পিতৃকুলাধ্যক্ষকে, প্রেরণ করিল; তাহারা এক এক জন ইস্রায়েলের সহস্র-গণের মধ্যে আপন আপন পিতৃকুলের ১৫ পতি ছিলেন। তাহারা গিলিয়দ দেশে রূবেণ-সন্তানগণের, গাদ-সন্তানগণের ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশের নিকটে আসিয়া ১৬ তাহাদিগকে এই কথা কহিলেন, সদাপ্রভুর সমস্ত মণ্ডলী এই কথা বলিতেছে, অদ্য সদাপ্রভুর বিপরীতে বিদ্রোহী হইবার জন্য আপনাদের নিমিত্তে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাতে তোমরা অদ্য সদাপ্রভুর অনুগমন হইতে ফিরিবার জন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এই যে সত্যলঙ্ঘন করিলে, এ ১৭ কি? সেই অপরাধ প্রযুক্ত সদাপ্রভুর মণ্ডলীর মধ্যে মহামারী হইয়াছিল, এবং যাহা হইতে আমরা অদ্যাপি শুচীকৃত হই নাই, পিয়োর বিষয়ক সেই অপরাধ ১৮ কি আমাদের পক্ষে ক্ষুদ্র? এই কারণ কি অদ্য সদাপ্রভুর পশ্চাদগমন হইতে ফিরিয়া যাইতে চাহ? তোমরা অদ্য সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইলে তিনি কল্য ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি ক্রুদ্ধ ১৯ হইবেন। যাহা হউক, তোমাদের অধিকার-দেশ যদি অশুচি হয়, তবে পার হইয়া সদাপ্রভুর অধিকার দেশে, যেখানে সদাপ্রভুর আবাস রহিয়াছে, সেখানে আসিয়া আমাদেরই মধ্যে অধিকার গ্রহণ কর; কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদি ভিন্ন আপনাদের জন্য অন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ দ্বারা সদাপ্রভুর বিদ্রোহী

ও আমাদের বিদ্রোহী হইও না।
২০ সেরহের পুত্র আখন বর্জ্জিত বস্তু সম্বন্ধে সত্যলঙ্ঘন করিলে ঈশ্বরের ক্রোধ কি ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি উপস্থিত হইল না? সে ব্যক্তি ত আপন অপরাধে একাকী বিনষ্ট হয় নাই।
২১ তখন রূবেণ-সন্তানগণ, গাদ-সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ ইস্রায়েলের সেই
২২ সহস্রপতিদিগকে এই উত্তর দিল; ঈশ্বরদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, ঈশ্বরদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তিনিই জানেন, এবং ইস্রায়েল, সেও জানিবে; যদি আমরা সদাপ্রভুর বিপরীতে বিদ্রোহ-ভাবে কিম্বা সত্যলঙ্ঘনের ভাবে ইহা করিয়া থাকি, তবে অদ্য আমাদিগকে রক্ষা করিও না।
২৩ আমরা আপনাদের জন্য যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহা যদি সদাপ্রভুর পশ্চাদ্‌গমন হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য, কিম্বা তাহার উপরে হোম বা ভক্ষ্য-নৈবেদ্য উৎসর্গ করণার্থে অথবা মঙ্গলার্থক বলিদান উৎসর্গ করণার্থে নির্ম্মাণ করিয়া থাকি, তবে সদাপ্রভু স্বয়ং তাহার প্রতি-
২৪ ফল দিউন। আমরা বরং ভয় করিয়া, একটী বিশেষ উদ্দেশ্যে ইহা করিয়াছি, ফলতঃ কি জানি, ভাবী কালে তোমাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানগণকে এই কথা কহিবে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
২৫ সহিত তোমাদের সম্পর্ক কি? হে রূবেণ-সন্তানগণ, গাদ-সন্তানগণ, তোমাদের ও আমাদের উভয়ের মধ্যে সদাপ্রভু যর্দ্দনকে সীমা করিয়া রাখিয়াছেন; সদাপ্রভুতে তোমাদের কোন অধিকার নাই। এইরূপে পাছে তোমাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানগণকে সদাপ্রভুর ভয় ত্যাগ করায়।
২৬ এই জন্য আমরা কহিলাম, আইস, আমরা এক বেদি নির্ম্মাণের উদ্‌যোগ করি,
২৭ হোমের বা বলিদানের জন্য নয়; কিন্তু আমাদের হোম, আমাদের বলি ও আমাদের মঙ্গলার্থক উপহার দ্বারা সদাপ্রভুর সম্মুখে তাঁহার সেবা করিতে আমাদের অধিকার আছে, ইহার প্রমাণার্থে তাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এবং আমাদের পরে আমাদের ভাবী বংশের মধ্যে সাক্ষী হইবে; তাহাতে ভাবী কালে তোমাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানগণকে বলিতে পারিবে না যে, সদাপ্রভুতে
২৮ তোমাদের কোন অংশ নাই। আর আমরা কহিলাম, তাহারা যদি ভাবী কালে আমাদিগকে কিম্বা আমাদের বংশকে এই কথা বলে, তবে আমরা বলিব, তোমরা সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির ঐ প্রতিরূপ দেখ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ উহা নির্ম্মাণ করিয়াছে; হোমের বা বলিদানের জন্য নয়, কিন্তু উহা আমাদের ও
২৯ তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমরা যে হোমের, ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের কিম্বা বলিদানের নিমিত্তে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখস্থিত তাঁহার যজ্ঞবেদি ব্যতীত অন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ দ্বারা সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইব, কিম্বা আমরা যে সদাপ্রভুর পশ্চাদ্‌গমন হইতে অদ্য ফিরিয়া যাইব, তাহা দূরে থাকুক।
৩০ তখন পীনহস যাজক, তাঁহার সহবর্ত্তী মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ও ইস্রায়েলের সহস্রপতিগণ রূবেণ-সন্তানগণের, গাদ-সন্তানগণের ও মনঃশি-সন্তানগণের এই কথা
৩১ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। আর ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পীনহস রূবেণ-সন্তানগণকে, গাদ-সন্তানগণকে ও মনঃশি-সন্তানগণকে কহিলেন, অদ্য আমরা

জানিলাম যে, সদাপ্রভু আমাদের মধ্যে আছেন, কেননা তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এই সত্যলঙ্ঘন কর নাই ; এখন তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে সদাপ্রভুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিলে।

৩২ পরে ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পীনহস ও অধ্যক্ষগণ রূবেণ-সন্তানগণের ও গাদ-সন্তানগণের নিকট হইতে, গিলিয়দ দেশ হইতে, কনান দেশে ইস্রায়েল সন্তান-গণের কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ৩৩ সংবাদ দিলেন। তখন ইস্রায়েল-সন্তান-গণ ঐ বিষয়ে সন্তুষ্ট হইল ; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল, এবং রূবেণ-সন্তানগণের ও গাদ-সন্তানগণের নিবাসদেশ বিনাশ করিবার জন্য যুদ্ধে যাইবার সম্বন্ধে আর কিছু ৩৪ কহিল না। পরে রূবেণ-সন্তানগণ ও গাদ-সন্তানগণ সেই বেদির নাম [এদ] রাখিল, কেননা [তাহারা কহিল], সদা-প্রভুই যে ঈশ্বর, ইহা আমাদের মধ্যে তাহার সাক্ষী [এদ] হইবে।

ইস্রায়েলীয়দের প্রতি যিহোশূয়ের প্রবোধ বাক্য।

২৩ অনেক দিন পরে, যখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে তাহাদের চারিদিকের সমস্ত শত্রু হইতে বিশ্রাম দিলেন, এবং যিহো-২ শূয় বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইলেন ; তখন যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে, তাহাদের প্রাচীনবর্গ, অধ্যক্ষগণ, বিচারকর্তৃগণ ও শাসকগণকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি ৩ বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইয়াছি। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের নিমিত্তে এই সকল জাতির প্রতি যে যে কর্ম্ম করিয়া-ছেন, তাহা তোমরা দেখিয়াছ ; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমা-৪ দের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। দেখ, যে যে জাতি অবশিষ্ট আছে, এবং যর্দ্দন অবধি সূর্য্যাস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত যে সকল জাতিকে আমি উচ্ছিন্ন করিয়াছি, তাহাদের দেশ আমি তোমাদের বংশ সকলের অধিকারার্থে গুলিবাঁট দ্বারা ৫ বিভাগ করিয়াছি। আর তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমাদের সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবেন, তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে তাড়াইয়া দিবেন, তাহাতে তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহাদের দেশ অধিকার করিবে। ৬ অতএব তোমরা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত বাক্য পালন ও রক্ষণ করিবার জন্য সাহস কর ; তাহার দক্ষিণে ৭ কিম্বা বামে ফিরিও না। আর এই জাতিগণের যে অবশিষ্ট লোক তোমাদের মধ্যে রহিল, তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিও না, তাহাদের দেবতাদের নাম লইও না, তাহাদের নামে দিব্য করিও না, এবং তাহাদের সেবা ও তাহাদের ৮ কাছে প্রণিপাত করিও না ; কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত যেমন করিয়া আসিতেছ, তদ্রূপ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আসক্ত ৯ থাক। কেননা সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখ হইতে বৃহৎ ও বলবান্ জাতিদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন ; কিন্তু তোমাদের সম্মুখে অদ্য পর্য্যন্ত কেহ দাঁড়াইতে পারে ১০ নাই। তোমাদের এক জন সহস্র জনকে তাড়াইয়া দেয় ; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যেমন বলিয়াছেন, তদনুসারে তিনি আপনি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন।

১১ অতএব তোমরা আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতি সাবধান হইয়া আপনাদের
১২ ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিও। নতুবা যদি কোন প্রকারে পশ্চাতে ফিরিয়া যাও, এবং এই জাতিগণের শেষ যে লোকেরা তোমাদের অবশিষ্ট আছে, তাহাদিগেতে আসক্ত হও, তাহাদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন কর, এবং তাহাদের নিকটে তোমাদের ও তোমাদের নিকটে তাহাদের
১৩ সমাগম হয়; তবে নিশ্চয় জানিবে, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে এই জাতিদিগকে আর তাড়াইয়া দিবেন না, কিন্তু তাহারা তোমাদের ফাঁদ ও পাশ এবং তোমাদের কক্ষে কশাঘাত ও তোমাদের চক্ষুর কণ্টকস্বরূপ হইয়া থাকিবে, যে পর্য্যন্ত তোমরা এই উত্তম ভূমি হইতে বিনষ্ট না হও, যে ভূমি তোমাদের ঈশ্বর সদা-
১৪ প্রভু তোমাদিগকে দিয়াছেন। আর দেখ, সমস্ত জগতের যে পথ, অদ্য আমি সেই পথে যাইতেছি; আর তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণে ও সমস্ত প্রাণে ইহা জ্ঞাত হও যে, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের বিষয়ে যত মঙ্গলবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটীও বিফল হয় নাই; তোমাদের পক্ষে সকলই সফল হইয়াছে, তাহার একটীও বিফল হয়
১৫ নাই। কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের কাছে যে সকল মঙ্গলবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা যেমন তোমাদের পক্ষে সফল হইল, সেইরূপ সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি সমস্ত অমঙ্গলবাক্যও সফল করিবেন, যে পর্য্যন্ত না তিনি তোমাদিগকে এই উত্তম ভূমি হইতে বিনষ্ট করেন, যে ভূমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে দিয়াছেন।
১৬ তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আদিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন কর, গিয়া অন্য দেবগণের সেবা কর ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, তবে তোমাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, এবং তাঁহার দত্ত এই উত্তম দেশ হইতে তোমরা ত্বরায় বিনষ্ট হইবে।

২৪ যিহোশূয় ইস্রায়েলের সকল বংশকে শিখিমে একত্র করিলেন, ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ, অধ্যক্ষগণ, বিচারকর্ত্তৃগণ ও শাসকগণকে ডাকাইলেন, তাহাতে তাঁহারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন।
২ তখন যিহোশূয় সকল লোককে কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, পুরাকালে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা, অব্রাহামের পিতা ও নাহোরের পিতা তেরহ [ফরাৎ] নদীর ওপারে বাস করিত; আর তাহারা অন্য দেবগণের
৩ সেবা করিত। পরে আমি তোমাদের পিতা অব্রাহামকে সেই নদীর ওপার হইতে আনিয়া কনান দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করাইলাম, এবং তাহার বংশ বৃদ্ধি করিলাম, আর তাহাকে ইস্‌হাককে
৪ দিলাম। আর ইস্‌হাককে যাকোব ও এষৌকে দিলাম; আর আমি এষৌকে অধিকারার্থে সেয়ীর পর্ব্বত দিলাম; কিন্তু যাকোব ও তাহার সন্তানগণ মিসরে
৫ নামিয়া গেল। পরে আমি মোশি ও হারোণকে প্রেরণ করিলাম, এবং মিসরের মধ্যে যে কার্য্য করিলাম, তদ্দ্বারা সেই দেশকে দণ্ড দিলাম; তৎপরে তোমাদিগকে বাহির করিয়া
৬ আনিলাম। আমি মিসর হইতে তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে বাহির করিলে পর

তোমরা সমুদ্রের কাছে উপস্থিত হইলে ; তখন মিস্রীয়গণ অনেক রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সূফসাগর পর্য্যন্ত তোমাদের পিতৃপুরুষগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান ৭ হইয়া আসিল। তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিল, ও তিনি মিস্রীয়দের ও তোমাদের মধ্যে অন্ধকার স্থাপন করিলেন, এবং তাহাদের উপরে সমুদ্রকে আনিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন ; আমি মিসরে কি করিয়াছি, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ ; পরে ৮ বহুকাল প্রান্তরে বাস করিলে। তাহার পর আমি তোমাদিগকে যর্দ্দনের পরপারনিবাসী ইমোরীয়দের দেশে আনিলাম ; তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিল ; আর আমি তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলাম, তাহাতে তোমরা তাহাদের দেশ অধিকার করিলে ; এইরূপে আমি তোমাদের সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে ৯ বিনষ্ট করিলাম। পরে সিপ্পোরের পুত্র মোয়াবরাজ বালাক উঠিয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিল, এবং লোক পাঠাইয়া তোমাদিগকে শাপ দিবার জন্য বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে ডাকাইয়া আনিল। ১০ কিন্তু আমি বিলিয়মের কথায় কর্ণপাত করিতে অসম্মত হইলাম, তাহাতে সে তোমাদিগকে কেবল আশীর্ব্বাদই করিল ; এইরূপে আমি তাহার হস্ত হইতে ১১ তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম। পরে তোমরা যর্দ্দন পার হইয়া যিরীহোতে উপস্থিত হইলে ; আর যিরীহোর লোকেরা, ইমোরীয়, পরিষীয়, কনানীয়, হিত্তীয়, গির্গাশীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়েরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিল, আর আমি তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ ১২ করিলাম। আর তোমাদের অগ্রে অগ্রে ভিমরুল প্রেরণ করিলাম ; তাহারা তোমাদের সম্মুখ হইতে সেই জনগণকে, ইমোরীয়দের সেই দুই রাজাকে দূর করিয়া দিল ; তোমার খড়্গ বা ধনুকে ১৩ উহা হইল না। আর তোমরা যে স্থানে শ্রম কর নাই, এমন এক দেশ, ও যাহার পত্তন কর নাই, এমন অনেক নগর আমি তোমাদিগকে দিলাম ; তোমরা তথায় বাস করিতেছ ; তোমরা যে দ্রাক্ষালতা ও জিতবৃক্ষ রোপণ কর নাই, তাহার ফল ভোগ করিতেছ।

১৪ অতএব এখন তোমরা সদাপ্রভুকে ভয় কর, সরলতায় ও সত্যে তাঁহার সেবা কর, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা [ফরাৎ] নদীর ওপারে ও মিসরে যে দেবগণের সেবা করিত, তাহাদিগকে দূর করিয়া দেও ; এবং সদাপ্রভুর সেবা ১৫ কর। যদি সদাপ্রভুর সেবা করা তোমাদের মন্দ বোধ হয়, তবে যাহার সেবা করিবে, তাহাকে অদ্য মনোনীত কর ; নদীর ওপারস্থ তোমাদের পিতৃপুরুষদের সেবিত দেবগণ হয় হউক, কিম্বা যাহাদের দেশে তোমরা বাস করিতেছ, সেই ইমোরীয়দের দেবগণ হয় হউক ; কিন্তু আমি ও আমার পরিজন আমরা সদাপ্রভুর সেবা করিব। ১৬ লোকেরা উত্তর করিল, আমরা যে সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের ১৭ সেবা করিব, তাহা দূরে থাকুক। কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তিনিই আমাদিগকে ও আমাদের পিতৃপুরুষগণকে মিসর দেশ হইতে, দাসগৃহ হইতে, বাহির করিয়া আনিয়াছেন, ও আমাদের দৃষ্টিগোচরে সেই সকল মহৎ চিহ্ন-কার্য্য

করিয়াছেন, এবং আমরা যে পথে আসিয়াছি, সেই সমুদয় পথে ও যে সমস্ত জাতির মধ্য দিয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন;
১৮ আর সদাপ্রভু এ দেশনিবাসী ইমোরীয় প্রভৃতি সমস্ত জাতিকে আমাদের সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন; অতএব আমরাও সদাপ্রভুর সেবা করিব; কেননা
১৯ তিনিই আমাদের ঈশ্বর। যিহোশূয় লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা সদাপ্রভুর সেবা করিতে পার না; কেননা তিনি পবিত্র ঈশ্বর, স্বগৌরবরক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর; তিনি তোমাদের অধর্ম্ম
২০ ও পাপ ক্ষমা করিবেন না। তোমরা যদি সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় দেবগণের সেবা কর, তবে পূর্ব্বে তোমাদের মঙ্গল করিলেও পশ্চাৎ তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইবেন, তোমাদের অমঙ্গল করিবেন, ও তোমাদিগকে সংহার করি-
২১ বেন। তখন লোকেরা যিহোশূয়কে কহিল, না, আমরা সদাপ্রভুরই সেবা
২২ করিব। যিহোশূয় লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা আপনাদের বিষয়ে আপনারা সাক্ষী হইলে যে, তোমরা সদাপ্রভুর সেবা করণার্থে তাঁহাকেই মনোনীত করিয়াছ। তাহারা বলিল, সাক্ষী হই-
২৩ লাম। [তিনি কহিলেন,] তবে এখন আপনাদের মধ্যস্থিত বিজাতীয় দেবগণকে দূর করিয়া দেও, ও আপন আপন হৃদয় ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
২৪ দিকে রাখ। তখন লোকেরা যিহোশূয়কে কহিল, আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুরই সেবা করিব, ও তাঁহার রবে
২৫ কর্ণপাত করিব। তাহাতে যিহোশূয় সেই দিনে লোকদের সহিত নিয়ম স্থির করিলেন, তিনি শিখিমে তাহাদের জন্য বিধি ও শাসন স্থাপন করিলেন।
২৬ পরে যিহোশূয় ঐ সকল কথা ঈশ্বরের ব্যবস্থা গ্রন্থে লিখিলেন, এবং একখানি বৃহৎ প্রস্তর লইয়া সদাপ্রভুর ধর্ম্মধামের নিকটবর্ত্তী এলা বৃক্ষের তলে
২৭ স্থাপন করিলেন। পরে যিহোশূয় সমস্ত লোককে কহিলেন, দেখ, এই প্রস্তরখানি আমাদের বিষয়ে সাক্ষী হইবে; কেননা সদাপ্রভু আমাদিগকে যে যে কথা কহিলেন, তাঁহার সেই সকল কথা এ শুনিল; অতএব এ তোমাদের বিষয়ে সাক্ষী হইবে, পাছে তোমরা আপনাদের
২৮ ঈশ্বরকে অস্বীকার কর। পরে যিহোশূয় লোকদিগকে আপন আপন অধিকারে বিদায় করিলেন।

যিহোশূয়ের ও ইলিয়াসরের মৃত্যু।

২৯ এই সকল ঘটনার পরে নূনের পুত্র, সদাপ্রভুর দাস যিহোশূয় এক শত দশ
৩০ বৎসর বয়সে মরিলেন। পরে লোকেরা গাশ পর্ব্বতের উত্তরে পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশস্থ তিম্নৎ-সেরহে তাঁহার অধিকারের অঞ্চলে তাঁহার কবর দিল।
৩১ যিহোশূয়ের সমস্ত জীবনকালে, এবং যে প্রাচীনবর্গ যিহোশূয়ের মরণের পরে জীবিত ছিলেন, ও ইস্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর কৃত সমস্ত কার্য্য জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহাদেরও সমস্ত জীবনকালে ইস্রায়েল সদাপ্রভুর সেবা করিল।
৩২ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ যোষেফের অস্থি, যাহা মিসর হইতে আনিয়াছিল, তাহা শিখিমে সেই ভূমিখণ্ডে পুঁতিল, যাহা যাকোব এক শত রৌপ্য-মুদ্রায়

শিখিমের পিতা হমোরের সন্তানগণের কাছে ক্রয় করিয়াছিলেন; আর তাহা যোষেফ-সন্তানগণের অধিকার হইল।
৩৩ পরে হারোণের পুত্র ইলিয়াসর মরিলেন; আর লোকেরা তাঁহাকে তাঁহার পুত্র পীনহসের পাহাড়ে কবর দিল, পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশের সেই পাহাড় তাঁহাকে দত্ত হইয়াছিল।

বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ

যিহূদা প্রভৃতি গোষ্ঠীর বিষয়।

১ যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, কনানীয়দের বিরুদ্ধে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করণার্থে, প্রথমে
২ আমাদের কে যাইবে? সদাপ্রভু কহিলেন, যিহূদা যাইবে; দেখ, আমি তাহার
৩ হস্তে দেশ সমর্পণ করিয়াছি। পরে যিহূদা আপন ভ্রাতা শিমিয়োনকে কহিল, তুমি আমার অংশে আমার সহিত আইস, আমরা কনানীয়দের সহিত যুদ্ধ করি; পরে আমিও তোমার অংশে তোমার সহিত যাইব। তাহাতে শিমিয়োন তাহার
৪ সঙ্গে গেল। যিহূদা যাত্রা করিল, আর সদাপ্রভু তাহাদের হস্তে কনানীয় ও পরিষীয়দিগকে সমর্পণ করিলেন; আর তাহারা বেষকে তাহাদের দশ সহস্র
৫ লোককে বধ করিল। তাহারা বেষকে অদোনী-বেষককে পাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল, এবং কনানীয় ও পরিষীয়
৬ দিগকে আঘাত করিল। তখন অদোনী-বেষক পলায়ন করিলেন; আর তাহারা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিল, এবং তাঁহার হস্তপদের
৭ বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিল। তখন অদোনী-বেষক কহিলেন, যাঁহাদের হস্তপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছিন্ন করা হইয়াছিল, এমন সত্তর জন রাজা আমার মেজের নীচে খাদ্য কুড়াইতেন; আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, ঈশ্বর আমাকে তদনুরূপ প্রতিফল দিয়াছেন। পরে লোকেরা তাঁহাকে যিরূশালেমে আনিলে তিনি সেই স্থানে
৮ মরিলেন। আর যিহূদা-সন্তানগণ যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিল ও খড়্গধারে আঘাত করিল, এবং আগুন দিয়া নগর পোড়াইয়া দিল।

৯ পরে যিহূদা-সন্তানগণ পর্ব্বতময় দেশ, দক্ষিণ দেশ ও নিম্নভূমিনিবাসী কনানীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে নামিয়া গেল।
১০ আর যিহূদা হিব্রোণ-বাসী কনানীয়দের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া শেশয়, অহীমান ও তল্ময়কে আঘাত করিল; পূর্ব্বে ঐ হিব্রোণের নাম কিরিয়ৎ-অর্ব ছিল।
১১ তথা হইতে সে দবীর-নিবাসীদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; পূর্ব্বে দবীরের নাম
১২ কিরিয়ৎ-সেফর ছিল। আর কালেব বলিলেন, যে কেহ কিরিয়ৎ-সেফরকে আঘাত করিয়া হস্তগত করিবে, তাহার সহিত আমি আপন কন্যা অক্ষার বিবাহ
১৩ দিব। আর কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনসের পুত্র অৎনিয়েল তাহা হস্তগত

করিলে তিনি তাঁহার সহিত আপন কন্যা
১৪ অক্ষষার বিবাহ দিলেন। আর ঐ কন্যা আসিয়া তাহার পিতার কাছে একখানি ক্ষেত্র চাহিতে স্বামীকে প্রবৃত্তি দিল; এবং সে আপন গর্দ্দভ হইতে নামিল; কালেব তাহাকে কহিলেন, তুমি কি
১৫ চাও? সে তাঁহাকে বলিল, আপনি আমাকে এক উপহার দিউন; দক্ষিণাঞ্চলস্থ ভূমি আমাকে দিয়াছেন, জলের উন্মুইগুলিও আমাকে দিউন। তাহাতে কালেব তাহাকে উচ্চতর উন্মুইগুলি ও নিম্নতর উন্মুইগুলি দিলেন।

১৬ পরে মোশির সম্বন্ধী কেনীয়ের সন্তানগণ যিহূদার সন্তানগণের সহিত খর্জ্জুরপুর হইতে অরাদের দক্ষিণদিকৃস্থিত যিহূদা প্রান্তরে উঠিয়া গেল; তাহারা গিয়া লোকদের মধ্যে বসতি করিল।
১৭ আর যিহূদা আপন ভ্রাতা শিমিয়োনের সহিত গমন করিল এবং তাহারা সফাৎবাসী কনানীয়দিগকে আঘাত করিয়া ঐ নগর নিঃশেষে বিনষ্ট করিল। আর সেই নগরের নাম হর্মা [বিনষ্ট] হইল।
১৮ আর যিহূদা ঘসা ও তাহার অঞ্চল, অস্কিলোন ও তাহার অঞ্চল, এবং ইক্রোণ
১৯ ও তাহার অঞ্চল হস্তগত করিল। সদাপ্রভু যিহূদার সহবর্ত্তী ছিলেন, সে পর্ব্বতময় দেশের নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিল; কারণ সে তলভূমি-নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না, কেননা
২০ তাহাদের লৌহরথ ছিল। আর মোশি যেমন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা কালেবকে হিব্রোণ দিল, এবং তিনি তথা হইতে অনাকের তিন পুত্রকে অধি-
২১ কারচ্যুত করিলেন। পরন্তু বিন্যামীন-সন্তানগণ যিরূশালেম-নিবাসী যিবূষীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল না; যিবূষীয়েরা অদ্যাপি যিরূশালেমে বিন্যামীন-সন্তানদের সহিত বাস করিতেছে।

২২ আর যোষেফের কুলও বৈথেলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; এবং সদাপ্রভু
২৩ তাহাদের সহবর্ত্তী ছিলেন। তখন যোষেফের কুল বৈথেল নিরীক্ষণ করিতে লোক প্রেরণ করিল। পূর্ব্বে ঐ নগরের
২৪ নাম লূস ছিল। আর সেই প্রহরীরা ঐ নগর হইতে এক জনকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহাকে কহিল, বিনয় করি, নগর-প্রবেশের পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দেও; তাহা হইলে আমরা তোমার
২৫ প্রতি দয়া করিব। তাহাতে সে তাহাদিগকে নগর-প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিল, আর তাহারা খড়্গধারে সেই নগরবাসীদিগকে আঘাত করিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে ও তাহার সমস্ত গোষ্ঠীকে
২৬ ছাড়িয়া দিল। পরে ঐ ব্যক্তি হিত্তীয়দের দেশে গিয়া এক নগর পত্তন করিয়া তাহার নাম লূস রাখিল; তাহা অদ্য পর্য্যন্ত সেই নামে আখ্যাত আছে।

২৭ আর মনঃশি উপনগরের সহিত বৈৎশান, উপনগরের সহিত তানক, উপনগরের সহিত দোর, উপনগরের সহিত যিব্লিয়ম, ও উপনগরের সহিত মগিদ্দো, এই সকল স্থান-নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিল না; কনানীয়েরা সেই দেশে বাস করিতে
২৮ স্থিরসঙ্কল্প ছিল। পরে ইস্রায়েল যখন প্রবল হইল, তখন সেই কনানীয়দিগকে কর্ম্মাধীন দাস করিল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অধিকারচ্যুত করিল না।

২৯ আর ইফ্রয়িম গেষর-নিবসী কনানীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল না; কনা-

নীয়েরা গেষরে তাহাদের মধ্যে বাস করিতে থাকিল।

৩০ সবূলূন কিট্রোণ ও নহলোল নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিল না; কনানীয়েরা তাহাদের মধ্যে বাস করিতে থাকিল, আর কর্ম্মাধীন দাস হইল।

৩১ আশের অক্কো, সীদোন, অহলব, অক্‌ষীব, হেল্‌বা, অফীক ও রহোব-নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিল না।

৩২ আশেরীয়েরা দেশ-নিবাসী কনানীয়দের মধ্যে বাস করিল, কেননা তাহারা তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করে নাই।

৩৩ নপ্তালি বৈৎ-শেমশের ও বৈৎ-অনাতের নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিল না; তাহারা দেশ-নিবাসী কনানীয়দের মধ্যে বাস করিল, আর বৈৎ-শেমশের ও বৈৎ-অনাতের নিবাসীরা তাহাদের কর্ম্মাধীন দাস হইল।

৩৪ আর ইমোরীয়েরা দানের সন্তানগণকে পর্ব্বতময় দেশে রোধ করিল, তলভূমিতে ৩৫ নামিয়া আসিতে দিল না; ইমোরীয়েরা হেরস পর্ব্বতে, অয়ালোনে ও শাল্‌বীমে বাস করিতে থাকিল; কিন্তু যোষেফ-কুলের হস্ত বলবৎ হইয়া উঠিল, তাহাতে ৩৬ উহারা কর্ম্মাধীন দাস হইল। অক্রব্বীম আরোহণ-স্থান এবং সেলা অবধি উপরের দিকে ইমোরীয়দের অঞ্চল ছিল।

ইস্রায়েলীয়দের অবাধ্যতা ও ঈশ্বরীয় শাসন।

২ আর সদাপ্রভুর দূত গিল্‌গল হইতে বোখীমে উঠিয়া আসিলেন। তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি; যে দেশ দিতে তোমাদের কাছে দিব্য করিয়াছিলাম, সেই দেশে তোমাদিগকে আনিয়াছি, আর এই কথা বলিয়াছি, আমি তোমাদের সহিত আপন ২ নিয়ম কখনও ভঙ্গ করিব না; তোমরাও এই দেশ-নিবাসীদের সহিত নিয়ম স্থির করিবে না, তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কিন্তু তোমরা আমার রবে কর্ণপাত কর নাই; কেন এমন কর্ম্ম ৩ করিয়াছ? এই জন্য আমিও কহিলাম, তোমাদের সম্মুখ হইতে আমি এই লোকদিগকে দূর করিব না; তাহারা তোমাদের পার্শ্বে কণ্টকস্বরূপ, ও তাহাদের দেবগণ ৪ তোমাদের ফাঁদস্বরূপ হইবে। তখন সদাপ্রভুর দূত ইস্রায়েল-সন্তান সকলকে এই কথা কহিলে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে ৫ রোদন করিতে লাগিল। আর তাহারা সেই স্থানের নাম বোখীম [রোদনকারিগণ] রাখিল; পরে তাহারা সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিল।

৬ যিহোশূয় লোকদিগকে বিদায় করিলে পর ইস্রায়েল-সন্তানগণ দেশ অধিকার করিবার জন্য প্রত্যেকে আপন আপন ৭ অধিকারে গিয়াছিল। আর যিহোশূয়ের সমস্ত জীবনকালে, এবং যে প্রাচীনবর্গ যিহোশূয়ের মরণের পর জীবিত ছিলেন, ও ইস্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর কৃত সমস্ত মহাকার্য্য দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও সমস্ত জীবনকালে লোকেরা সদাপ্রভুর ৮ সেবা করিল। পরে নূনের পুত্র সদাপ্রভুর দাস যিহোশূয় এক শত দশ বৎসর ৯ বয়সে মরিলেন। তাহাতে লোকেরা গাশ পর্ব্বতের উত্তর পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশস্থ তিম্নৎ-হেরসে তাঁহার অধিকারের ১০ অঞ্চলে তাঁহার কবর দিল। আর সেই কালের অন্য সকল লোকও পিতৃলোকদের

নিকটে সংগৃহীত হইল, এবং তাহাদের পরে নূতন বংশ উৎপন্ন হইল, ইহারা সদাপ্রভুকে জানিত না, এবং ইস্রায়েলের জন্য তাঁহার কৃত কার্য্য জ্ঞাত ছিল না।
১১ ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল; এবং বাল দেবগণের সেবা করিতে
১২ লাগিল। আর যিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, যিনি তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের, অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল, এইরূপে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট
১৩ করিল। তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল দেবের ও অষ্টারোৎ দেবীদের
১৪ সেবা করিত। তাহাতে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, আর তিনি তাহাদিগকে লুটকারিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহারা তাহাদের দ্রব্য লুট করিল; আর তিনি তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুগণের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, তাহাতে তাহারা আপন শত্রুগণের সম্মুখে আর
১৫ দাঁড়াইতে পারিল না। সদাপ্রভু যেমন বলিয়াছিলেন, ও তাহাদের কাছে যেমন দিব্য করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা যে কোন স্থানে যাইত, সেই স্থানে অমঙ্গলার্থে সদাপ্রভুর হস্ত তাহাদের বিরোধী ছিল; এইরূপে তাহারা অতিশয়
১৬ ক্লিষ্ট হইত। তখন সদাপ্রভু বিচারকর্ত্তৃগণকে উৎপন্ন করিতেন, আর তাঁহারা লুটকারিগণের হস্ত হইতে তাহাদিগকে
১৭ নিস্তার করিতেন; তথাপি তাহারা আপনাদের বিচারকর্ত্তাদের বাক্যেও কর্ণপাত করিত না, কিন্তু অন্য দেবগণের অনুগমনে ব্যভিচার করিত, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিত; এইরূপে তাহাদের পিতৃপুরুষেরা সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া যে পথে গমন করিতেন, তাহারা তদনুসারে না করিয়া সেই পথ
১৮ হইতে শীঘ্রই ফিরিল। আর সদাপ্রভু যখন তাহাদের জন্য বিচারকর্ত্তা উৎপন্ন করিতেন, তখন সদাপ্রভু বিচারকর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বিচারকর্ত্তার সমস্ত জীবনকালে শত্রুদের হস্ত হইতে তাহাদিগকে নিস্তার করিতেন, কারণ উপদ্রব ও তাড়নাকারিগণের সমক্ষে তাহাদের কাতরোক্তি প্রযুক্ত সদাপ্রভু করুণাবিষ্ট
১৯ হইতেন। কিন্তু সেই বিচারকর্ত্তা মরিলেই তাহারা ফিরিত, পিতৃপুরুষদের অপেক্ষা আরও ভ্রষ্ট হইয়া পড়িত, অন্য দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের সেবা করিত, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিত; আপন আপন কর্ম্ম ও স্বেচ্ছা-
২০ চারিতার কিছুই ছাড়িত না। তাহাতে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, তিনি কহিলেন, আমি ইহাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে নিয়ম পালনের আজ্ঞা দিয়াছিলাম, এই জাতি তাহা লঙ্ঘন করিয়াছে, আমার রবে কর্ণ-
২১ পাত করে নাই; অতএব যিহোশূয় মরণকালে যে যে জাতিকে অবশিষ্ট রাখিয়াছে, আমিও ইহাদের সম্মুখ হইতে তাহাদের কাহাকেও অধিকারচ্যুত করিব
২২ না। তাহাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন সদাপ্রভুর পথে গমন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত, তাহারাও তদ্রূপ করিবে কি না, এই বিষয়ে ঐ জাতি-

গণের দ্বারা ইস্রায়েলের পরীক্ষা লইব। ২৩ এই জন্য সদাপ্রভু সেই জাতিদিগকে শীঘ্র অধিকারচ্যুত না করিয়া অবশিষ্ট রাখিলেন; যিহোশূয়ের হস্তেও সমর্পণ করেন নাই।

৩ ইস্রায়েলের মধ্যে যাহারা কনানের যুদ্ধ সকল জ্ঞাত ছিল না, সেই লোকদের ২ পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের পুরুষপরম্পরাকে শিক্ষা দানার্থে, অর্থাৎ যাহারা অগ্রে যুদ্ধ জানিত না, তাহাদিগকে তাহা শিখাইবার নিমিত্তে সদাপ্রভু এই সকল জাতিকে অবশিষ্ট ৩ রাখিয়াছিলেন; পলেষ্টীয়দের পাঁচ ভূপাল, এবং বাল্-হর্ম্মোণ পর্ব্বত অবধি হমাতে প্রবেশের পথ পর্য্যন্ত লিবানোন পর্ব্বত-নিবাসী সমস্ত কনানীয়, সীদোনীয় ও ৪ হিব্বীয়গণ। ইহারা ইস্রায়েলের পরীক্ষার্থে, অর্থাৎ সদাপ্রভু তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে মোশি দ্বারা যে সকল আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই সকলেতে তাহারা কর্ণপাত করিবে কি না, তাহা যেন জানা যায়, এই জন্য অবশিষ্ট ৫ রহিল। ফলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়গণের মধ্যে বসতি করিল; ৬ আর তাহারা তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিত, তাহাদের পুত্ত্রগণের সহিত আপন আপন কন্যাদের বিবাহ দিত ও তাহাদের দেবগণের সেবা করিত।

অরামীয় ও মোয়াবীয়দের উপদ্রব হইতে ইস্রায়েলের উদ্ধার।

৭ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিল, ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া গিয়া বাল দেবগণের ও আশেরা দেবী-৮ দের সেবা করিল। অতএব ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, আর তিনি অরাম-নহরয়িমের রাজা কূশন-রিশিয়াথয়িমের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আট বৎসর পর্য্যন্ত কূশন-রিশিয়াথয়িমের দাসত্ব ৯ করিল। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিল। তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের জন্য এক নিস্তারকর্ত্তাকে—কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনসের পুত্ত্র অৎনীয়েলকে—উৎপন্ন করিলেন; তিনি তাহাদিগকে নিস্তার ১০ করিলেন। সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহার উপরে আসিলেন, আর তিনি ইস্রায়েলের বিচার করিতে লাগিলেন; তিনি যুদ্ধার্থে বাহির হইলেন, আর সদাপ্রভু অরাম-রাজ কূশন-রিশিয়াথয়িমকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন; আর কূশন-রিশিয়াথয়িমের বিরুদ্ধে তাঁহার হস্ত প্রবল থাকিল। ১১ এইরূপে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে রহিল; পরে কনসের পুত্ত্র অৎনীয়েলের মৃত্যু হইল।

১২ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, পুনর্ব্বার তাহা করিল; অতএব সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহা করায় সদাপ্রভু ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে মোয়াব-রাজ ইগ্লোনকে সবল করিলেন। ১৩ রাজা অম্মোন-সন্তানগণকে ও অমালেককে আপনার নিকটে একত্র করিলেন, এবং যাত্রা করিয়া ইস্রায়েলকে আঘাত করিলেন ও খর্জ্জুরপুর অধিকার করিলেন। ১৪ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আঠার বৎসর পর্য্যন্ত মোয়াব-রাজ ইগ্লোনের দাসত্ব ১৫ করিল। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদা-

প্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল; আর সদাপ্রভু তাহাদের জন্য এক নিস্তারকর্ত্তাকে, বিন্যামীন বংশীয় গেরার পুত্র এহূদকে, উৎপন্ন করিলেন; তিনি নেটা ছিলেন। ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহার দ্বারা মোয়াব-রাজ ইগ্লোনের নিকটে উপঢৌকন প্রেরণ
১৬ করিল। এহূদ আপনার জন্য এক হস্ত দীর্ঘ একখানি দ্বিধার খড়্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা আপন দক্ষিণ ঊরুদেশে বস্ত্রের ভিতরে বাঁধিয়া রাখি-
১৭ লেন। পরে মোয়াব-রাজ ইগ্লোনের নিকটে উপঢৌকন লইয়া গেলেন; ঐ ইগ্লোন অতি স্থূলকায় লোক ছিলেন।
১৮ পরে উপঢৌকন দেওয়া হইয়া গেলে তিনি ঐ উপঢৌকনবাহক লোকদিগকে
১৯ বিদায় করিলেন। কিন্তু আপনি গিল্গলস্থ প্রস্তরাকর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, হে রাজন্, আপনার নিকটে আমার একটী গোপনীয় কথা আছে। রাজা বলিলেন, চুপ চুপ; তখন যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা সকলে তাঁহার নিকট হইতে বাহিরে গেল।
২০ আর এহূদ তাঁহার নিকটে আসিলেন; তখন রাজা একাকী আপনার উপর তালার শীতল বাটিকাতে বসিয়াছিলেন; এহূদ কহিলেন, আপনার কাছে ঈশ্বরের একটী বাক্য আমার বক্তব্য আছে; তাহাতে তিনি আপন আসন হইতে উঠিলেন।
২১ তখন এহূদ আপন বাম হস্ত বাড়াইয়া দক্ষিণ ঊরু হইতে ঐ খড়্গ লইয়া তাঁহার
২২ উদর বিদ্ধ করিলেন, আর খড়্গের সহিত বাঁটও উদরে প্রবিষ্ট হইল, এবং খড়্গ মেদে রুদ্ধ হইল, কেননা তিনি উদর হইতে তাহা বাহির করিলেন না; আর
২৩ তাহা পশ্চাৎ-দেশে বাহির হইল। পরে এহূদ বাহির হইয়া বারাণ্ডায় আসিলেন; এবং পশ্চাতে শীতল বাটিকার কবাট বন্ধ করিয়া কুলুপ লাগাইয়া দিলেন।
২৪ তিনি বাহির হইয়া গেলে রাজার দাসগণ উপস্থিত হইল, ও চাহিয়া দেখিল, আর দেখ, ঐ শীতল বাটিকার কবাট বন্ধ। তাহারা বলিল, রাজা অবশ্য শীতল বাটি-
২৫ কার কুঠরীতে পা ঢাকিতেছেন। পরে তাহারা লজ্জিত হওয়া পর্য্যন্ত বিলম্ব করিল; আর দেখ, তিনি শীতল বাটিকার কবাট খুলিলেন না; অতএব তাহারা চাবি লইয়া দ্বার খুলিল, আর দেখ, তাহাদের প্রভু মরিয়া ভূতলে পতিত
২৬ রহিয়াছেন। তাহারা যখন বিলম্ব করিতেছিল, তখন এহূদ পলাইয়া সেই প্রস্তরাকর পশ্চাতে ফেলিয়া সিয়ীরাতে উপস্থিত
২৭ হইয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশে তূরী বাজাইলেন; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহার সহিত পর্ব্বতময় দেশ হইতে নামিয়া গেল, তিনি তাহাদের অগ্রগামী হইয়া
২৮ চলিলেন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, কেননা সদাপ্রভু তোমাদের শত্রু মোয়াবীয়দিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে নামিয়া মোয়াবের বিরুদ্ধে যর্দ্দনের পারঘাটা সকল হস্তগত করিল, এক প্রাণীকেও পার হইতে দিল না।
২৯ আর ঐ সময়ে তাহারা মোয়াবের অনুমান দশ সহস্র লোককে আঘাত করিল; তাহারা সকলে বৃহৎকায় ও বলবান বীর, কিন্তু তাহাদের কেহ
৩০ নিস্তার পাইল না। এই প্রকারে মোয়াব সেই দিন ইস্রায়েলের হস্তের

বশীভূত হইল। আর আশী বৎসর দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল।

৩১ তাঁহার পরে অনাতের পুত্র শম্‌গর গোচারণের পাঁচনী দ্বারা পলেষ্টীয়দের ছয় শত লোককে আঘাত করিলেন; ইনিও ইস্রায়েলকে নিস্তার করিলেন।

যাবীন রাজার উপদ্রব হইতে ইস্রায়েলের উদ্ধার।

৪ এহূদের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, পুনর্ব্বার ২ তাহাই করিল। তাহাতে সদাপ্রভু হাৎসোরে রাজত্বকারী কনান-রাজ যাবীনের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন। জাতিগণের হরোশৎ-নিবাসী সীষরা তাঁহার ৩ সেনাপতি ছিলেন। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল, কেননা তাঁহার নয় শত লৌহরথ ছিল; এবং তিনি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের প্রতি কঠোর দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন।

৪ তৎকালে লপ্পীদোতের স্ত্রী দবোরা, এক জন ভাববাদিনী ইস্রায়েলের বিচার ৫ করিতেন। তিনি পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশে রামার ও বৈথেলের মধ্যে স্থিত দবোরার খর্জ্জুর বৃক্ষ তলে অবস্থিতি করিতেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ বিচারার্থে ৬ তাঁহার নিকটে উঠিয়া আসিত। পরে তিনি লোক পাঠাইয়া কেদশ-নপ্তালি হইতে অবীনোয়মের পুত্র বারককে ডাকাইয়া কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কি এই আজ্ঞা করেন নাই, তাবোর পর্ব্বতে লোক লইয়া যাও, নপ্তালি-সন্তানগণের ও সবূলূন-সন্তানগণের দশ সহস্র লোক সঙ্গে করিয়া ৭ লও; তাহাতে আমি যাবীনের সেনাপতি সীষরাকে এবং তাহার রথ সকল ও লোকসমূহকে কীশোন নদীর সমীপে তোমার নিকটে আকর্ষণ করিব; এবং তাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব? ৮ তখন বারক তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে আমি যাইব; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি ৯ যাইব না। দবোরা কহিলেন, আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে যাইব, কিন্তু এই যাত্রায় তোমার যশ হইবে না; কেননা সদাপ্রভু সীষরাকে একটী স্ত্রীলোকের হস্তে বিক্রয় করিবেন। পরে দবোরা উঠিয়া বারকের সহিত কেদশে গমন করিলেন।

১০ পরে বারক কেদশে সবূলূন ও নপ্তালিকে ডাকাইলেন; আর দশ সহস্র লোক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাত্রা করিল, এবং দবোরাও তাঁহার সহিত গেলেন। ১১ ঐ সময়ে কেনীয় হেবর কেনীয়দের হইতে, মোশির সম্বন্ধী হোববের সন্তানদের হইতে, পৃথক্ হইয়া কেদশের নিকটবর্ত্তী সানন্নীমস্থ এলোন বৃক্ষ পর্য্যন্ত তাম্বু ১২ স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে সীষরা এই সংবাদ পাইলেন যে, অবীনোয়মের পুত্র ১৩ বারক তাবোর পর্ব্বতে উঠিয়াছে। তখন সীষরা আপন সমস্ত রথ অর্থাৎ নয় শত লৌহরথ এবং আপন সঙ্গী লোক সকলকে একত্র ডাকাইয়া জাতিগণের হরোশৎ হইতে কীশোন নদীর সমীপে ১৪ গমন করিলেন। তখন দবোরা বারককে কহিলেন, উঠ, কেননা অদ্যই সদাপ্রভু তোমার হস্তে সীষরাকে সমর্পণ করিয়াছেন; সদাপ্রভু কি তোমার অগ্রে অগ্রে যান নাই? তখন বারক ও তাঁহার অনু-

গামী দশ সহস্র লোক তাবোর পর্ব্বত
১৫ হইতে নামিলেন। পরে সদাপ্রভু বারকের সম্মুখে সীষরাকে এবং তাঁহার সমস্ত রথ ও সমস্ত সৈন্যকে খড়গধারে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন; আর সীষরা রথ হইতে নামিয়া
১৬ পদব্রজে পলায়ন করিলেন। এবং বারক জাতিগণের হরোশৎ পর্য্যন্ত তাঁহার রথ-সমূহের ও সৈন্যগণের পশ্চাতে ধাবমান হইলে সীষরার সমস্ত সৈন্য খড়গধারে পতিত হইল; এক জনও অবশিষ্ট রহিল না।
১৭ কিন্তু সীষরা পদব্রজে পলাইয়া কেনীয় হেবরের স্ত্রী যায়েলের তাম্বুর দিকে গেলেন; কেননা হাৎসোরের যাবীন রাজাতে ও কেনীয় হেবরের কুলে তখন
১৮ ঐক্য ছিল। আর যায়েল সীষরার সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে আমার প্রভু, ফিরিয়া আইসুন, আমার এখানে আইসুন, ভীত হইবেন না। তখন তিনি তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাম্বুমধ্যে গেলে সেই স্ত্রী এক কম্বল দিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিলেন।
১৯ আর সীষরা তাঁহাকে কহিলেন, বিনয় করি, আমাকে একটু খাবার জল দেও, আমি পিপাসিত হইয়াছি। তাহাতে তিনি দুগ্ধের কুপা খুলিয়া পান করিতে দিলেন ও তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিলেন।
২০ পরে সীষরা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তাম্বুদ্বারে দাঁড়াইয়া থাক; যদি কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, এখানে কি কোন মানুষ আছে? তবে বলিও, কেহ নাই।
২১ পরে হেবরের স্ত্রী যায়েল তাম্বুর এক গোঁজ লইলেন, ও মুদ্গর হস্তে করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার কর্ণমূলে গোঁজ এমন বিদ্ধ করিলেন যে, তাহা মৃত্তিকায় প্রবেশ করিল; কারণ তিনি নিদ্রাগত ছিলেন; এইরূপে তিনি
২২ মূর্চ্ছিত হইয়া মরিয়া গেলেন। আর দেখ, বারক সীষরার পশ্চাতে তাড়া করিয়া যাইতে ছিলেন; তখন যায়েল তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বাহিরে আসিয়া কহিলেন, আইস, তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছ, সেই মানুষ আমি তোমাকে দেখাই, তাহাতে তিনি তাঁহার তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, আর দেখ, সীষরা মৃত পড়িয়া আছেন, ও তাঁহার কর্ণমূলে গোঁজ
২৩ বিদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপে ঈশ্বর সেই দিন কনান-রাজ যাবীনকে ইস্রায়েল-সন্তান-
২৪ গণের সাক্ষাতে নত করিলেন। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ যে পর্য্যন্ত কনান-রাজ যাবীনকে বিনষ্ট না করিল, সে পর্য্যন্ত কনান-রাজ যাবীনের বিরুদ্ধে তাহাদের হস্ত উত্তর উত্তর প্রবল হইয়া উঠিল।

দবোরার বিজয়-সঙ্গীত।

৫ সেই দিন দবোরা ও অবীনোয়মের পুত্র বারক এই গান করিলেন।

২ ইস্রায়েলে নায়কগণ নেতৃত্ব করিলেন,
প্রজারা স্ব-ইচ্ছায় আপনাদিগকে উৎসর্গ করিল,
এজন্য তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।

৩ রাজগণ, শ্রবণ কর; নৃপগণ, কর্ণ দেও;
আমি, আমিই সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করিব,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত করিব,

৪ হে সদাপ্রভু, তুমি যখন সেয়ীর হইতে নির্গমন করিলে,
ইদোম-ক্ষেত্র হইতে অগ্রসর হইলে,
ভূমি কাঁপিল, আকাশও বর্ষিল,

মেঘমালা জল বরিষণ করিল।
৫ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ কম্পমান
হইল,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
ঐ সীনয় কম্পমান হইল।
৬ অনাতের পুত্র শম্‌গরের সময়ে,
যায়েলের সময়ে, রাজপথ শূন্য হইল,
পথিকেরা বক্র পথ দিয়া গমন করিত।
৭ নায়কগণ ইস্রায়েলের মধ্যে ক্ষান্ত ছিলেন,
তাঁহারা ক্ষান্ত ছিলেন;
শেষে আমি দবোরা উঠিলাম,
ইস্রায়েলের মধ্যে মাতৃস্থানীয় হইয়া
উঠিলাম।
৮ তাহারা নূতন দেবতা মনোনীত করিয়াছিল;
তৎকালে নগরদ্বারে যুদ্ধ হইল;
ইস্রায়েলের চল্লিশ সহস্র লোকের মধ্যে
কি একখানা ঢাল বা শল্য দৃষ্ট হইল?
৯ আমার হৃদয় ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের
অভিমুখ,
যাঁহারা প্রজাদের মধ্যে স্ব-ইচ্ছায় আপনা-
দিগকে উৎসর্গ করিলেন;
তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
১০ তোমরা যাহারা শুভ্র গর্দ্দভীতে চড়িয়া
থাক,
যাহারা দুলিচার উপরে বসিয়া থাক,
যাহারা পথে ভ্রমণ কর, তোমরাই উহার
সংবাদ দেও।
১১ ধনুর্দ্ধরদের রব হইতে দূরে, জল তুলিবার
স্থান সকলে,
সেখানে কীর্ত্তিত হইতেছে সদাপ্রভুর
ধর্ম্মক্রিয়া,
ইস্রায়েলে তাঁহার শাসন সংক্রান্ত ধর্ম্ম-
ক্রিয়া সমূহ;
তখন সদাপ্রভুর প্রজাগণ নগরদ্বারে
নামিয়া যাইত।
১২ দবোরে, জাগ্রত হও, জাগ্রত হও;
জাগ্রত হও, জাগ্রত হও, গীত গান কর;
বারক, উঠ; অবীনোয়মের পুত্র, তোমার
বন্দিগণকে বন্দি কর।
১৩ তখন নরেন্দ্রদের অবশিষ্টেরা ও জনগণ
নামিল;
সদাপ্রভু আমার পক্ষে সেই বিক্রমীদের
বিরুদ্ধে নামিলেন।
১৪ ইফ্রয়িম হইতে অমালেক-নিবাসীরা
[আসিল];
বিন্যামীন তোমার লোকদের মধ্যে তোমার
পশ্চাতে [আসিল];
মাখীর হইতে অধ্যক্ষগণ নামিলেন,
সবূলূন হইতে রণ-দণ্ডধারিগণ নামিলেন।
১৫ ইষাখরের অধ্যক্ষগণ দবোরার সঙ্গী
ছিলেন,
ইষাখর যেমন বারকও তেমনি,
তাঁহার পশ্চাতে তাঁহারা বেগে তলভূমিতে
গেলেন।
রূবেণের স্রোতঃসমূহের নিকটে
গুরুতর চিত্তসংকল্প হইল।
১৬ তুমি কেন মেষবাথানের মধ্যে বসিলে?
কি মেষপালকগণের বংশীবাদ্য শুনিবার
জন্য?
রূবেণের স্রোতঃসমূহের নিকটে
গুরুতর চিত্তপরীক্ষা হইল।
১৭ গিলিয়দ যর্দ্দনের ওপারে বাস করিল,
আর দান কেন জাহাজে রহিল?
আশের সমুদ্রের পোতাশ্রয়ে বসিয়া
থাকিল,
নিজ খালের ধারে বাস করিল।
১৮ সবূলূন-প্রজাগণ প্রাণ তুচ্ছ করিল মৃত্যু
পর্য্যন্ত,
নপ্তালিও করিল ক্ষেত্রের উচ্চ উচ্চ
স্থানে।

১৯ রাজগণ অসিয়া যুদ্ধ করিলেন,
তখন কনানের রাজগণ যুদ্ধ করিলেন,
মগিদ্দোর জলতীরস্থ তানকে যুদ্ধ করিলেন;
তাঁহারা একখণ্ড রৌপ্যও লইলেন না।
২০ আকাশমণ্ডল হইতে যুদ্ধ হইল,
স্ব স্ব অয়নে তারাগণ সীষরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল।
২১ কীশোন নদী তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল;
সেই প্রাচীন নদী, কীশোন নদী।
হে আমার প্রাণ, সবলে অগ্রসর হও।
২২ তখন অশ্বদের খুর ভূমি পেষণ করিল
ধাবন হেতু, তাহাদের পরাক্রমীদের ধাবন হেতু।
২৩ সদাপ্রভুর দূত বলেন, মেরোসকে শাপ দেও,
তথাকার নিবাসীদিগকে দারুণ শাপ দেও;
কেননা তাহারা আসিল না সদাপ্রভুর সাহায্যের জন্য,
সদাপ্রভুর সাহায্যের জন্য, বিক্রমীদের বিরুদ্ধে।
২৪ মহিলাদের মধ্যে যায়েল ধন্যা,
কেনীয় হেবরের পত্নী ধন্যা,
তাম্বুবাসিনী স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনি ধন্যা।
২৫ সে জল চাহিল, তিনি তাহাকে দুগ্ধ দিলেন।
রাজোপযোগী পাত্রে ক্ষীর আনিয়া দিলেন।
২৬ তিনি গোঁজে হস্ত দিলেন।
কর্ম্মকারের মুদ্গরে দক্ষিণ হস্ত দিলেন;
তিনি সীষরাকে মুদ্গর মারিলেন, তাহার মস্তক বিদ্ধ করিলেন,
তাহার কাণপাটি ভাঙ্গিলেন, বিদ্ধ করিলেন।
২৭ সে তাঁহার চরণে হেঁট হইয়া পড়িল, লম্বমান হইল;
তাঁহার চরণে হেঁট হইয়া পড়িল;
যেখানে হেঁট হইল, তথায় মরিয়া পড়িল।
২৮ সীষরার মাতা গবাক্ষ দিয়া চাহিল,
সে বাতায়ন হইতে ডাকিয়া কহিল,
তাহার রথ আসিতে কেন বিলম্ব করে?
তাহার রথচক্র কেন মন্দ মন্দ চলে?
২৯ তাহার জ্ঞানবতী সহচরীগণ উত্তর করিল,
সে আপনিও আপনার কথার উত্তর দিল,
৩০ তাহারা কি পায় নাই? লুট অংশ করিয়া লয় নাই?
প্রত্যেক পুরুষ একটী কামিনী, দুইটী কামিনী,
আর সীষরা চিত্রিত বস্ত্র পাইয়াছে,
চিত্রিত সূচিকার্য্যের বস্ত্র পাইয়াছে,
চিত্রিত দুই ধারি বাঁধা বস্ত্র লুটকারীর কণ্ঠে।
৩১ হে সদাপ্রভু, তোমার সর্ব্ব শত্রু এইরূপে বিনষ্ট হউক,
কিন্তু তোমার প্রেমকারিগণ সপ্রতাপে গমনকারী সূর্য্যের সদৃশ হউক।
পরে চল্লিশ বৎসর দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল।

মিদিয়নীয়দের দৌরাত্ম্য। গিদিয়োনের বিবরণ।

৬ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা মন্দ, তাহাই করিল, আর সদাপ্রভু তাহাদিগকে সাত বৎসর পর্য্যন্ত ২ মিদিয়নের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আর ইস্রায়েলের উপরে মিদিয়নের হস্ত প্রবল হইল, তাই ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিদিয়নের ভয়ে পর্ব্বতে গহ্বর, এবং গুহা ও দুর্গম স্থান প্রস্তুত করিল।

৩ আর এইরূপ হইত, ইস্রায়েল বীজ বপন করিলে পর মিদিয়নীয় ও অমালেকীয়েরা এবং পূর্ব্বদেশের লোকেরা আসিত, ৪ তাহাদের বিরুদ্ধে আসিত, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া ঘসার নিকট পর্য্যন্ত ভূমির ফসল বিনষ্ট করিত, আর ইস্রায়েলের জন্য খাদ্য দ্রব্য, কিম্বা মেষ, গরু বা গর্দ্দভ কিছুই রাখিত ৫ না। কারণ তাহারা আপনাদের পশু-পাল ও তাম্বু সঙ্গে করিয়া আসিত, বাহুল্যপ্রযুক্ত পঙ্গপালের ন্যায় আসিত; তাহারা ও তাহাদের উষ্ট্র অগণ্য ছিল; আর তাহারা দেশ উচ্ছিন্ন করিবার জন্যই ৬ তথায় আসিত। তাহাতে ইস্রায়েল মিদিয়নের সম্মুখে অতিশয় ক্ষীণ হইল, আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল।

৭ যখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিদিয়নের ভয়ে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল, ৮ তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে এক জন ভাববাদীকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাদিগকে মিসর হইতে উঠাইয়া আনিয়াছি, দাস-গৃহ হইতে ৯ বাহির করিয়া আনিয়াছি, এবং মিস্রীয়দের হস্ত হইতে ও যাহারা তোমাদের উপরে উপদ্রব করিত, তাহাদের সকলের হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি, আর তোমাদের সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের দেশ তোমা-১০ দিগকে দিয়াছি। আর আমি তোমা-দিগকে বলিয়াছি, আমি সদাপ্রভু তোমা-দের ঈশ্বর; তোমরা যে ইমোরীয়দের দেশে বাস করিতেছ, তাহাদের দেব-গণকে ভয় করিও না। কিন্তু তোমরা আমার রবে কর্ণপাত কর নাই।

১১ পরে সদাপ্রভুর দূত আসিয়া অবী-য়েষ্রীয় যোয়াশের অধিকারভুক্ত অফ্রাতে স্থিত এলা গাছের তলে বসিলেন; আর তাঁহার পুত্র গিদিয়োন দ্রাক্ষা মাড়িবার কুণ্ডে গোম মাড়িতেছিলেন, যেন মিদিয়-নীয়দের হইতে তাহা লুকাইতে পারেন। ১২ তখন সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে বলবান বীর, সদাপ্রভু ১৩ তোমার সহবর্ত্তী। গিদিয়োন তাঁহাকে বলিলেন, নিবেদন করি, হে আমার প্রভু, যদি সদাপ্রভু আমাদের সহবর্ত্তী হন, তবে আমাদের প্রতি এ সমস্ত কেন ঘটিল? এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁহার যে সমস্ত আশ্চর্য্য কার্য্যের বৃত্তান্ত আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত কোথায়? তাঁহারা কহিতেন, সদাপ্রভু কি আমাদিগকে মিসর হইতে আনয়ন করে নাই? কিন্তু সম্প্রতি সদাপ্রভু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, মিদিয়নের ১৪ হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তখন সদা-প্রভু তাঁহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, তুমি তোমার এই বলেতেই গমন কর, মিদিয়নের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার কর; আমি কি তোমাকে প্রেরণ ১৫ করি নাই? তিনি তাঁহাকে কহিলেন, বিনয় করি, হে প্রভু, ইস্রায়েলকে কি-রূপে নিস্তার করিব? দেখুন, মনঃশির মধ্যে আমার গোষ্ঠী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং আমার পিতৃকুলে আমি কনিষ্ঠ। ১৬ তখন সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব; আর তুমি মিদিয়নীয়দিগকে এক মনুষ্যবৎ আঘাত ১৭ করিবে। তিনি কহিলেন, আমি যদি

আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আপনিই যে আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তাহার কোন চিহ্ন আমাকে ১৮ দেখাউন। বিনয় করি, আমি যাবৎ আমার নৈবেদ্য আনিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত না করি, তাবৎ আপনি এখান হইতে যাইবেন না। তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি যাবৎ ফিরিয়া না আসিবে, ১৯ তাবৎ আমি বিলম্ব করিব। তখন গিদিয়োন ভিতরে গিয়া এক ছাগবৎস ও এক ঐফা পরিমিত সূজির তাড়ীশূন্য পিষ্টক প্রস্তুত করিলেন, এবং মাংস ডালিতে রাখিয়া ঝোল বহুগুণাতে করিয়া লইয়া বাহির হইয়া সেই এলা গাছের তলে তাঁহার কাছে আনিয়া উপস্থিত ২০ করিলেন। ঈশ্বরের দূত তাঁহাকে কহিলেন, মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টকগুলি লইয়া এই শৈলের উপরে রাখ, এবং ঝোল ঢালিয়া দেও। তিনি তাহাই ২১ করিলেন। তখন সদাপ্রভুর দূত আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগ বাড়াইয়া দিয়া সেই মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টকগুলি স্পর্শ করিলেন; তখন শৈল হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া সেই মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টকগুলি গ্রাস করিল; আর সদাপ্রভুর দূত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে ২২ প্রস্থান করিলেন। তখন গিদিয়োন দেখিলেন যে তিনি সদাপ্রভুর দূত; আর গিদিয়োন কহিলেন, হায় হায়, হে প্রভু সদাপ্রভু, কারণ আমি সম্মুখাসম্মুখি হইয়া ২৩ সদাপ্রভুর দূতকে দেখিলাম। সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার শান্তি হউক, ২৪ ভয় করিও না; তুমি মরিবে না। পরে গিদিয়োন সে স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন, ও তাহার নাম যিহোবাশালোম [সদাপ্রভু শান্তি] রাখিলেন; তাহা অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে অদ্যাপি আছে।

২৫ পরে সেই রাত্রিতে সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তোমার পিতার বৃষ, অর্থাৎ সাত বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় বৃষটী গ্রহণ কর, এবং বাল দেবের যে যজ্ঞবেদি তোমার পিতার আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেল, ও তাহার পার্শ্বস্থ আশেরা ছেদন ২৬ কর; আর এই দুর্গের শিখরদেশে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পরিপাটীরূপে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর, আর সেই দ্বিতীয় বৃষটী লইয়া, যে আশেরা ছেদন করিবে, তাহারই কাষ্ঠ দ্বারা হোম কর। ২৭ পরে গিদিয়োন আপন দাসগণের মধ্যে দশ জনকে সঙ্গে লইয়া, সদাপ্রভু তাঁহাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ করিলেন; কিন্তু আপন পিতৃকুল ও নগরস্থ লোকদিগকে ভয় করাতে তিনি দিবাভাগে তাহা না করিয়া রাত্রিতে করিলেন।

২৮ পরে প্রত্যূষে যখন নগরের লোকেরা উঠিল, তখন, দেখ, বালের যজ্ঞবেদি ভগ্ন ও তাহার পার্শ্বস্থ আশেরা ছিন্ন হইয়াছে, এবং নূতন যজ্ঞবেদির উপরে দ্বিতীয় ২৯ বৃষটী উৎসর্গ করা হইয়াছে। তখন তাহারা পরস্পর কহিল, এ কাজ কে করিল? পরে অনুসন্ধান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে লোকেরা কহিল, যোয়াশের পুত্র ৩০ গিদিয়োন উহা করিয়াছে। তাহাতে নগরের লোকেরা যোয়াশকে কহিল, তোমার পুত্রকে বাহির করিয়া আন, সে হত হউক; কেননা সে বালের যজ্ঞবেদি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, ও তাহার পার্শ্বস্থ ৩১ আশেরা ছেদন করিয়াছে। তখন যোয়াশ আপনার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান লোক

সকলকে কহিলেন, তোমরাই কি বালের পক্ষে বিবাদ করিবে? তোমরাই কি তাহাকে নিস্তার করিবে? যে কেহ তাহার পক্ষে বিবাদ করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত [থাক]; বাল যদি দেবতা হয়, তবে সে আপনার পক্ষে আপনি বিবাদ করুক; যেহেতুক ৩২ তাহারই যজ্ঞবেদি ভগ্ন হইয়াছে। অতএব তিনি সেই দিন তাঁহার নাম যিরুব্বাল [বাল বিবাদ করুক] রাখিলেন, বলিলেন, বাল তাহার সহিত বিবাদ করুক, কারণ সে তাহার বেদি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

৩৩ ঐ সময়ে সমস্ত মিদিয়নীয়, অমালেকীয় ও পূর্ব্বদেশের লোকেরা একত্র হইল, এবং পার হইয়া যিষ্রিয়েলের তল- ৩৪ ভূমিতে শিবির স্থাপন করিল। কিন্তু সদাপ্রভুর আত্মা গিদিয়োনে আবেশ করিলেন, ও তিনি তূরি বাজাইলেন, আর অবীয়েষ্রীয়েরা তাঁহার পশ্চাতে সমাগত ৩৫ হইল। আর তিনি মনঃশি প্রদেশের সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলেন, আর তাহারাও তাঁহার পশ্চাতে সমাগত হইল; পরে তিনি আশের, সবূলূন ও নপ্তালির কাছে দূত প্রেরণ করিলেন, আর তাহারা উহাদের কাছে আসিল।

৩৬ পরে গিদিয়োন ঈশ্বরকে কহিলেন, আপনার বাক্য অনুসারে আপনি যদি আমার হস্ত দ্বারা ইস্রায়েলকে নিস্তার ৩৭ করেন, তবে দেখুন, আমি খামারে ছিন্ন মেষলোম রাখিব, যদি কেবল সেই লোমের উপরে শিশির পড়ে, এবং সমস্ত ভূমি শুষ্ক থাকে, তবে আমি জানিব যে, আপনার বাক্যানুসারে আপনি আমার হস্ত দ্বারা ইস্রায়েলকে নিস্তার করিবেন। ৩৮ পরে সেইরূপ ঘটিল, পরদিন তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া সেই লোম চাপিয়া তাহা হইতে শিশিরপূর্ণ এক বাটি জল ৩৯ নিঙ্গড়িয়া ফেলিলেন। আর গিদিয়োন ঈশ্বরকে কহিলেন, আমার প্রতিকূলে আপনার ক্রোধ প্রজ্বলিত না হউক, আমি কেবল আর একটী বার কথা কহি; বিনয় করি, লোম দ্বারা আমাকে আর একটী বার পরীক্ষা লইতে দিউন; এখন কেবল লোমের উপরে শুষ্কতা হউক, আর সকল ভূমির উপরে শিশির ৪০ পড়ুক। পরে ঈশ্বর সেই রাত্রিতে তদ্রূপ করিলেন; তাহাতে কেবল লোমের উপর শুষ্কতা হইল, আর সকল ভূমিতে শিশির পড়িল।

মিদিয়নীয়দের উপরে গিদিয়োনের জয়লাভ।

৭ পরে যিরুব্বাল অর্থাৎ গিদিয়োন ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক প্রত্যূষে উঠিয়া হারোদ নামক উনুইর নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন; তখন মিদিয়নের শিবির তাঁহাদের উত্তরদিকে মোরি পর্ব্বতের ২ নিকটে তলভূমিতে ছিল। পরে সদাপ্রভু গিদিয়োনকে কহিলেন, তোমার সঙ্গী লোকদের সংখ্যা এত অধিক যে, আমি মিদিয়নীয়দিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিব না; পাছে ইস্রায়েল আমার প্রতিকূলে গর্ব্ব করিয়া বলে, আমি আপন ৩ বাহুবলে নিস্তার পাইলাম। অতএব তুমি এক্ষণে লোকদের কর্ণগোচরে এই কথা ঘোষণা কর, যে কেহ ভীত ও ত্রাসযুক্ত, সে ফিরিয়া গিলিয়দ পর্ব্বত হইতে প্রস্থান করুক। তাহাতে লোকদের মধ্য হইতে বাইশ সহস্র লোক ফিরিয়া গেল, দশ সহস্র অবশিষ্ট থাকিল।

৪ পরে সদাপ্রভু গিদিয়োনকে কহিলেন, লোক এখনও অধিক আছে; তুমি তাহাদিগকে লইয়া ঐ জলের কাছে নামিয়া যাও; সেখানে আমি তোমার জন্য তাহাদের পরীক্ষা লইব; তাহাতে যাহার বিষয়ে তোমাকে বলি, এ তোমার সহিত যাইবে, সেই তোমার সহিত যাইবে; এবং যাহার বিষয়ে তোমাকে বলি, এ তোমার সহিত যাইবে না, সে ৫ যাইবে না। পরে তিনি লোকদিগকে জলের নিকটে লইয়া গেলে সদাপ্রভু গিদিয়োনকে কহিলেন, যে কেহ কুকুরের ন্যায় জিহ্বা দ্বারা জল চাটিয়া খায়, তাহাকে, ও যে কেহ জল পান করিবার জন্য হাঁটুর উপরে উবুড় হয়, তাহাকে ৬ পৃথক্ করিয়া রাখ। তাহাতে সংখ্যায় তিন শত লোক মুখে অঞ্জলি তুলিয়া জল চাটিয়া খাইল, কিন্তু অন্য সমস্ত লোক পান করিবার জন্য হাঁটুর উপরে উবুড় ৭ হইল। তখন সদাপ্রভু গিদিয়োনকে কহিলেন, এই যে তিন শত লোক জল চাটিয়া খাইল, ইহাদের দ্বারা আমি তোমাদিগকে নিস্তার করিব, ও মিদিয়নীয়দিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব; অন্য সমস্ত লোক স্ব স্ব স্থানে গমন ৮ করুক। পরে লোকেরা আপন আপন হস্তে খাদ্য দ্রব্য ও তূরী গ্রহণ করিল, আর তিনি ইস্রায়েলের লোকসমূহকে স্ব স্ব তাম্বুতে বিদায় করিয়া ঐ তিন শত লোককে রাখিলেন; তৎকালে মিদিয়নের শিবির তাঁহার নীচে তলভূমিতে ছিল।

৯ আর সেই রাত্রিতে সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, উঠ, তুমি নামিয়া শিবিরের মধ্যে যাও; কেননা আমি তোমার হস্তে ১০ তাহা সমর্পণ করিয়াছি। আর যদি তুমি যাইতে ভীত হও, তবে তোমার চাকর ফুরাকে সঙ্গে লইয়া নামিয়া শিবিরে যাও, ১১ এবং উহারা যাহা বলে, তাহা শুন; তাহার পরে তোমার হস্ত বলবান হইবে, তাহাতে তুমি ঐ শিবিরের বিরুদ্ধে নামিয়া যাইবে। তখন তিনি আপন চাকর ফুরাকে সঙ্গে করিয়া শিবিরস্থ সসজ্জ লোকদের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত নামিয়া ১২ গেলেন। তখন মিদিয়নীয়, অমালেকীয় ও পূর্ব্বদেশের সমস্ত লোক বাহুল্য প্রযুক্ত পঙ্গপালের ন্যায় তলভূমিতে পড়িয়াছিল, এবং তাহাদের উষ্ট্রও বাহুল্য প্রযুক্ত সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য ছিল। ১৩ পরে গিদিয়োন আসিলেন, আর দেখ, তাহাদের মধ্যে এক জন আপন বন্ধুকে এই স্বপ্নকথা বলিল, দেখ, আমি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি, আর দেখ, যেন যবের একখান রুটী মিদিয়নের শিবিরের মধ্য দিয়া গড়াইয়া গেল, এবং তাম্বুর নিকটে উপস্থিত হইয়া আঘাত করিল; তাহাতে তাম্বুখানি উল্টিয়া লম্বমান হইয়া পড়িল। ১৪ তখন তাহার বন্ধু উত্তর করিল, উহা আর কিছু নয়, ইস্রায়েলীয় যোয়াশের পুত্র গিদিয়োনের খড়গ; ঈশ্বর মিদিয়নকে ও সমস্ত শিবিরকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

১৫ তখন গিদিয়োন ঐ স্বপ্নের কথা ও তাহার অর্থ শুনিয়া প্রণিপাত করিলেন; পরে ইস্রায়েলের শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, উঠ, কেননা সদাপ্রভু তোমাদের হস্তে মিদিয়নের শিবির সমর্পণ ১৬ করিয়াছেন। পরে তিনি ঐ তিন শত লোককে তিন দলে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের হস্তে এক এক তূরী, এবং এক এক শূন্য ঘট, ও ঘটের মধ্যে মশাল

১৭ দিলেন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার মত কর্ম্ম কর; দেখ, আমি শিবিরের-প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে যেরূপ করিব, তোমরাও সেইরূপ করিবে।
১৮ আমি ও আমার সঙ্গীরা সকলে তূরী বাজাইলে তোমরাও সমস্ত শিবিরের চারিদিকে থাকিয়া তূরী বাজাইবে, আর বলিবে, "সদাপ্রভুর জন্য ও গিদিয়োনের জন্য।"

১৯ পরে মধ্যপ্রহরের প্রথমে নূতন প্রহরী স্থাপিত হইবামাত্র গিদিয়োন ও তাঁহার সঙ্গী এক শত লোক শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া তূরী বাজাইলেন, এবং আপন আপন হস্তস্থিত ঘট ভাঙ্গিয়া
২০ ফেলিলেন। এইরূপে তিন দলেই তূরী বাজাইল ও ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং বাম হস্তে মশাল ও দক্ষিণ হস্তে বাজাইবার তূরী ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "সদাপ্রভুর ও গিদিয়োনের
২১ খড়গ।" আর শিবিরের চারিদিকে প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহাতে শিবিরের সমস্ত লোক দৌড়াদৌড়ি করিয়া চীৎকার শব্দ করিতে
২২ করিতে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন উহারা ঐ তিন শত তূরী বাজাইল, আর সদাপ্রভু শিবিরের প্রত্যেক জনের খড়গ তাহার বন্ধুর ও সমস্ত সৈন্যের বিরুদ্ধে চালনা করাইলেন; তাহাতে সৈন্যগণ সরোরার দিকে বৈৎ-শিট্টা পর্য্যন্ত, টব্বতের নিকটবর্ত্তী আবেল-মহোলার সীমা পর্য্যন্ত পলায়ন করিল।

২৩ পরে নপ্তালি, আশের ও সমস্ত মনঃশি হইতে ইস্রায়েলের লোকেরা সমাহূত হইয়া মিদিয়নের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া
২৪ করিয়া গেল। আর গিদিয়োন পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশের সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিলেন, তোমরা মিদিয়নের বিরুদ্ধে নামিয়া আইস, এবং তাহাদের অগ্রে বৈৎ-বারা ও যর্দ্দন পর্য্যন্ত জলাশয় সকল হস্তগত কর। তাহাতে ইফ্রয়িমের সমস্ত লোক সমাহূত হইয়া বৈৎ-বারা ও যর্দ্দন পর্য্যন্ত জলাশয়
২৫ সকল হস্তগত করিল। আর তাহারা ওরেব ও সেব নামে মিদিয়নের দুই অধ্যক্ষকে ধরিল; আর ওরেব নামক শৈলে ওরেবকে বধ করিল, এবং সেব নামক দ্রাক্ষাকুণ্ডের নিকটে সেবকে বধ করিল, এবং মিদিয়নের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া গেল; আর ওরেবের ও সেবের মস্তক যর্দ্দন-পারে গিদিয়নের নিকটে লইয়া গেল।

৮ পরে ইফ্রয়িমের লোকেরা তাঁহাকে কহিল, তুমি মিদিয়নের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময়ে আমাদিগকে যে আহ্বান কর নাই, আমাদের প্রতি এ কেমন ব্যবহার করিলে? এইরূপে তাহারা তাঁহার সহিত অত্যন্ত বিবাদ করিল।
২ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এখন তোমাদের কর্ম্মের তুল্য কোন কর্ম্ম আমি করিয়াছি? অবীয়েষ্রের দ্রাক্ষা চয়ন অপেক্ষা ইফ্রয়িমের পরিত্যক্ত দ্রাক্ষা-
৩ ফল কুড়ান কি ভাল নয়? তোমাদেরই হস্তে ত ঈশ্বর মিদিয়নের দুই রাজাকে, ওরেব ও সেবকে, সমর্পণ করিয়াছেন; আমি তোমাদের এই কর্ম্মের তুল্য কোন কর্ম্ম করিতে পারিয়াছি? তখন তাঁহার এই কথায় তাঁহার প্রতি তাহাদের ক্রোধ নিবৃত্ত হইল।

৪ গিদিয়োন ও তাঁহার সঙ্গী তিন শত

লোক যর্দ্দনে আসিয়া পার হইলেন; তাঁহারা শ্রান্ত হইলেও তাড়া করিয়া
৫ যাইতেছিলেন। আর তিনি সুক্কোতের লোকদিগকে কহিলেন, বিনয় করি, তোমরা আমার অনুগামী লোকদিগকে রুটী দেও, কেননা তাহারা শ্রান্ত হইয়াছে; আর আমি সেবহ ও সল্‌মুন্নের, মিদিয়নের দুই রাজার পশ্চাতে পশ্চাতে
৬ তাড়া করিয়া যাইতেছি। তাহাতে সুক্কোতের অধ্যক্ষগণ কহিল, সেবহের ও সল্‌মুন্নের হস্ত কি এখন তোমার হস্তগত হইয়াছে যে, আমরা তোমার সৈন্যগণকে
৭ রুটী দিব? গিদিয়োন কহিলেন, ভাল, যখন সদাপ্রভু সেবহকে ও সল্‌মুন্নকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তখন আমি প্রান্তরের কণ্টক ও শ্যাকুল দ্বারা
৮ তোমাদের মাংস ছিঁড়িব। পরে তিনি তথা হইতে পনূয়েলে উঠিয়া গিয়া তথাকার লোকদের কাছেও সেইরূপ কহিলেন, তাহাতে সুক্কোতের লোকেরা যেরূপ উত্তর করিয়াছিল, পনূয়েলের লোকেরাও তাঁহাকে সেইরূপ উত্তর
৯ করিল। তখন তিনি পনূয়েলের লোকদিগকেও কহিলেন, আমি যখন কুশলে ফিরিয়া আসিব, তখন এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিব।

১০ সেবহ ও সল্‌মুন্ন কর্কোরে ছিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গী সৈন্য অনুমান পনের হাজার লোক ছিল; পূর্ব্বদেশের লোকদের সমস্ত সৈন্যের মধ্যে ইহারাই মাত্র অবশিষ্ট ছিল; আর খড়্গধারী এক লক্ষ
াতিত হইয়াছি
১১ পরে গিদিয়োন নোবহের ও যগ্‌বিহের পূর্ব্বদিকে তাম্বুনিবাসীদের পথ দিয়া উঠিয়া গিয়া সেই সৈন্যগণকে আঘাত করিলেন, যেহেতু সৈন্যগণ নিশ্চিন্ত
১২ ছিল। তখন সেবহ ও সল্‌মুন্ন পলায়ন করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া গেলেন; এবং সেবহ ও সল্‌মুন্নকে, মিদিয়নের সেই দুই রাজাকে, ধরিলেন; আর সমস্ত সৈন্যকে ত্রাসযুক্ত করিলেন।

১৩ পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন হেরসের আরোহণ পথ দিয়া যুদ্ধ হইতে
১৪ ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে সুক্কোৎ-নিবাসীদের এক যুবককে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে সে সুক্কোতের অধ্যক্ষগণের ও তথাকার প্রাচীনদের সাতাত্তর জনের নাম লিখাইয়া
১৫ দিল। পরে তিনি সুক্কোতের লোকদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, সেবহ ও সল্‌মুন্নকে দেখ, যাহাদের বিষয়ে তোমরা আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলে, সেবহের ও সল্‌মুন্নের হস্ত কি এখন তোমার হস্তগত যে, আমরা তোমার
১৬ শ্রান্ত লোকদিগকে রুটী দিব? আর তিনি ঐ নগরের প্রাচীনগণকে ধরিলেন, এবং প্রান্তরের কণ্টক ও শ্যাকুল লইয়া তাহা দ্বারা সুক্কোতের লোকদিগকে শিক্ষা
১৭ দিলেন। পরে তিনি পনূয়েলের দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, ও নগরের লোকদিগকে বধ করিলেন।

১৮ আর তিনি সেবহ ও সল্‌মুন্নকে কহিলেন, তোমরা তাবোরে যে পুরুষদিগকে বধ করিয়াছিলে, তাহারা কি প্রকার লোক? তাঁহারা উত্তর করিলেন, আপনি যেমন, তাহারাও সেইরূপ, প্রত্যেকে
১৯ রাজপুত্র সদৃশ ছিল। তিনি কহিলেন, তাহারা আমার ভ্রাতা, আমারই সহোদর; জীবিত সদাপ্রভুর দিব্য, তোমরা যদি

তাহাদিগকে জীবিত রাখিতে, আমি ২০ তোমাদিগকে বধ করিতাম না। পরে তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্ত্র যেথরকে কহিলেন, উঠ, ইহাদিগকে বধ কর। কিন্তু সেই বালক আপন খড়গ বাহির করিল না, কারণ সে ভয় করিল, কেননা তখনও ২১ সে বালক। তখন সেবহ ও সল্‌মুন্ন কহিলেন, আপনি উঠিয়া আমাদিগকে আঘাত করুন, কেননা যে যেমন পুরুষ, তাহার তেমনি বীরত্ব। তাহাতে গিদিয়োন উঠিয়া সেবহ ও সল্‌মুন্নকে বধ করিলেন, এবং তাঁহাদের উষ্ট্রগুলির গলার সমস্ত চন্দ্রহার লইলেন।

২২ পরে ইস্রায়েলের লোকেরা গিদিয়োনকে কহিল, আপনি পুত্ত্রপৌত্ত্রাদিক্রমে আমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুন, কেননা আপনি আমাদিগকে মিদিয়নের ২৩ হস্ত হইতে নিস্তার করিয়াছেন। তখন গিদিয়োন কহিলেন, আমি তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিব না, এবং আমার পুত্ত্রও তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না; সদাপ্রভুই তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব ২৪ করিবেন। আর গিদিয়োন তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের কাছে একটী নিবেদন করি, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন লুটিত কর্ণকুণ্ডল আমাকে দেও; কেননা শত্রুরা ইশ্মায়েলীয়, এই জন্য তাহাদের সুবর্ণ কর্ণকুণ্ডল ছিল। ২৫ তাহারা উত্তর করিল, অবশ্য দিব; পরে তাহারা একখানি বস্ত্র পাতিয়া প্রত্যেকে তাহাতে আপন আপন লুটিত কর্ণকুণ্ডল ২৬ ফেলিল; তাহাতে তাঁহার যাচিত কর্ণকুণ্ডলের পরিমাণ এক সহস্র সাত শত [শেকল] সুবর্ণ হইল। ইহা ছাড়া চন্দ্রহার, ঝুম্‌কা ও মিদিয়নীয় রাজাদের পরিধেয় বেগুনে রঙ্গের বস্ত্র ও তাঁহাদের ২৭ উষ্ট্রের গলার হার ছিল। পরে গিদিয়োন তাহা দিয়া এক এফোদ প্রস্তুত করিয়া আপন বসতি-নগর অফ্রাতে রাখিলেন; তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল সে স্থানে সেই এফোদের অনুগমনে ব্যভিচারী হইল; আর তাহা গিদিয়োনের ও তাঁহার কুলের ২৮ ফাঁদস্বরূপ হইল। এইরূপে মিদিয়ন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে নত হইল, আর মাথা তুলিতে পারিল না। আর গিদিয়োনের সময়ে চল্লিশ বৎসর দেশ নিষ্কণ্টকে রহিল।

২৯ পরে যোয়াশের পুত্ত্র যিরুব্বাল আপন ৩০ বাটীতে গিয়া বাস করিলেন। গিদিয়োনের ঔরসজাত সত্তরটী পুত্ত্র ছিল, ৩১ কেননা তাঁহার অনেক স্ত্রী ছিল। আর শিখিমে তাঁহার যে এক উপপত্নী ছিল, সেও তাঁহার জন্য এক পুত্ত্র প্রসব করিল, আর তিনি তাহার নাম [illegible] রাখিলেন।

৩২ পরে যোয়াশের পুত্ত্র গিদিয়োন শুভ বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন, আর অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে তাঁহার পিতা যোয়াশের কবরে তাঁহার কবর হইল। ৩৩ গিদিয়োনের মৃত্যুর পরেই ইস্রায়েল-সন্তানগণ পুনর্ব্বার বাল দেবগণের অনুগমনে ব্যভিচারী হইল, আর বাল্‌বরীৎকে ৩৪ আপনাদের ইষ্ট দেবতা করিল। আর যিনি চারিদিকের সমস্ত শত্রুর হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের ঈশ্বর সেই ৩৫ সদাপ্রভুকে ভুলিয়া গেল। আর যিরুব্বাল [গিদিয়োন] ইস্রায়েলের যেরূপ মঙ্গল করিয়াছিলেন, তাহারা তদনুসারে তাঁহার কুলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিল না।

অবীমেলকের বিবরণ।

৯ পরে যিরুব্বালের পুত্র অবীমেলক শিখিমে আপন মাতার আত্মীয়দের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে এবং নিজ মাতার পিতৃকুলের সমস্ত গোষ্ঠীকে এই কথা ২ কহিল; নিবেদন করি, তোমরা শিখিমের সমস্ত গৃহস্থের কর্ণগোচরে এই কথা বল, তোমাদের পক্ষে ভাল কি? তোমাদের উপরে যিরুব্বালের সমুদয় পুত্রের অর্থাৎ সত্তর জনের কর্ত্তৃত্ব ভাল, না এক জনের কর্ত্তৃত্ব ভাল? আর ইহাও স্মরণ কর, আমি তোমাদের অস্থি ও তোমাদের ৩ মাংস। আর তাহার মাতার আত্মীয়েরা তাহার পক্ষে শিখিমের সকল গৃহস্থের কর্ণগোচরে ঐ সমস্ত কথা কহিলে অবীমেলকের অনুগামী হইতে তাহাদের মনে প্রবৃত্তি হইল; কেননা তাহারা ৪ বলিল, উনি আমাদের আত্মীয়। আর তাহারা বাল্-বরীতের মন্দির হইতে তাহাকে সত্তর [থান] রৌপ্য দিল; তাহাতে অবীমেলক অসার ও চপলমতি লোকদিগকে ঐ রৌপ্য বেতন দিলে ৫ তাহারা তাহার অনুগামী হইল। পরে সে অফ্রায় পিতার বাটীতে গিয়া আপন ভ্রাতৃগণকে অর্থাৎ যিরুব্বালের সত্তর জন পুত্রকে এক প্রস্তরের উপরে বধ করিল; কেবল যিরুব্বালের কনিষ্ঠ পুত্র যোথম লুকাইয়া থাকাতে অবশিষ্ট রহিল।

৬ পরে শিখিমের সমস্ত গৃহস্থ এবং মিল্লোর সমস্ত লোক একত্র হইয়া শিখিমস্থ স্তম্ভের এলোন বৃক্ষের কাছে ৭ গিয়া অবীমেলককে রাজা করিল। আর লোকেরা যোথমকে এই সংবাদ দিলে সে গিয়া গরিষীম পর্ব্বতের চূড়াতে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তাহাদিগকে কহিল, হে শিখিমের গৃহস্থ সকল, আমার কথায় কর্ণপাত কর, করিলে ঈশ্বর তোমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন। ৮ একদা বৃক্ষগণ আপনাদের উপরে অভিষেক করণার্থে রাজার অন্বেষণে গমন করিল। তাহারা জিতবৃক্ষকে কহিল, তুমি আমাদের উপরে রাজত্ব কর। ৯ জিতবৃক্ষ তাহাদিগকে কহিল, আমার যে তৈলের নিমিত্ত ঈশ্বর ও মনুষ্যগণ আমার গৌরব করেন, তাহা ত্যাগ করিয়া আমি কি বৃক্ষগণের উপরে দুলিতে ১০ থাকিব? পরে বৃক্ষগণ ডুমুরবৃক্ষকে বলিল, তুমি আসিয়া আমাদের উপরে রাজত্ব ১১ কর। ডুমুরবৃক্ষ তাহাদিগকে কহিল, আমি কি আপন মিষ্টতা ও উত্তম ফল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষগণের উপরে দুলিতে ১২ থাকিব? পরে বৃক্ষগণ দ্রাক্ষালতাকে বলিল, তুমি আসিয়া আমাদের উপরে ১৩ রাজত্ব কর। দ্রাক্ষালতা তাহাদিগকে কহিল, আমার যে রস ঈশ্বর ও মনুষ্যগণকে প্রসন্ন করে, তাহা ত্যাগ করিয়া আমি কি বৃক্ষগণের উপরে দুলিতে ১৪ থাকিব? পরে সমস্ত বৃক্ষ কণ্টকবৃক্ষকে বলিল, তুমি আসিয়া আমাদের উপরে ১৫ রাজত্ব কর। কণ্টকবৃক্ষ সেই বৃক্ষগণকে কহিল, তোমরা যদি আপনাদের উপরে বাস্তবিক আমাকে রাজা বলিয়া অভিষেক কর, তবে আসিয়া আমার ছায়ার শরণ লও; যদি না লও, তবে এই কণ্টকবৃক্ষ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া লিবানোনের ১৬ এরস বৃক্ষগণকে গ্রাস করুক। এখন অবীমেলককে রাজা করাতে তোমরা যদি সত্য ও যথার্থ আচরণ করিয়া থাক, এবং যদি যিরুব্বালের ও তাঁহার কুলের প্রতি সদাচরণ করিয়া থাক, ও তাঁহার

হস্তকৃত উপকারানুসারে তাঁহার প্রতি ১৭ ব্যবহার করিয়া থাক;—কারণ আমার পিতা তোমাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ও প্রাণপণ করিয়া মিদিয়নের হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া- ১৮ ছিলেন; কিন্তু তোমরা অদ্য আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে উঠিয়া এক প্রস্তরের উপরে তাঁহার সত্তর জন পুত্রকে বধ করিলে, ও তাঁহার দাসীপুত্র অবীমেলককে আপনাদের ভ্রাতা বলিয়া শিখিমের ১৯ গৃহস্থদের উপরে রাজা করিলে;—অদ্য যদি তোমরা যিরুব্বালের ও তাঁহার কুলের প্রতি সত্য ও যথার্থ আচরণ করিয়া থাক, তবে অবীমেলকের বিষয়ে আনন্দ কর, এবং সেও তোমাদের বিষয়ে আনন্দ ২০ করুক। কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে অবীমেলক হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া শিখিমের গৃহস্থদিগকে ও মিল্লোর লোকদিগকে গ্রাস করুক; আবার শিখিমের গৃহস্থগণ হইতে ও মিল্লোর লোকদের হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া অবীমেলককে ২১ গ্রাস করুক। পরে যোথম দৌড়িয়া পলায়ন করিল, সে বেরে গেল, এবং তাহার ভ্রাতা অবীমেলকের ভয়ে সেই স্থানে বাস করিল।

২২ অবীমেলক ইস্রায়েলের উপরে তিন ২৩ বৎসর কর্ত্তৃত্ব করিল। পরে ঈশ্বর অবীমেলকের ও শিখিমের গৃহস্থদের মধ্যে এক মন্দ আত্মা প্রেরণ করিলেন, তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা অবীমেলকের ২৪ প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল; যেন যিরুব্বালের সত্তরটী পুত্রের প্রতি কৃত অত্যাচারের প্রতিফল ঘটে, এবং তাহাদের ভ্রাতা অবীমেলক, যে তাহাদিগকে বধ করিয়াছিল, তাহার উপরে, এবং ভ্রাতৃবধে যাহারা তাহার হস্ত সবল করিয়াছিল, সেই শিখিমস্থ গৃহস্থদের উপরে ঐ রক্তপাতের অপরাধ যেন ২৫ বর্ত্তে। আর শিখিমের গৃহস্থেরা তাহার নিমিত্ত কোন কোন পর্ব্বত-শৃঙ্গে গোপনে লোক বসাইয়া দিল, তাহাতে যত লোক তাহাদের নিকটস্থ পথ দিয়া গেল, সকলেরই দ্রব্যাদি তাহারা লুটিয়া লইল; আর অবীমেলক তাহার সংবাদ পাইল।

২৬ পরে এবদের পুত্র গাল আপন ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া শিখিমে আসিল; আর শিখিমের গৃহস্থেরা তাহাকে বিশ্বাস ২৭ করিল। আর তাহারা বাহির হইয়া আপন আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ফল চয়ন করিল ও তাহা মাড়িল এবং উৎসব করিল, আর আপনাদের দেবতার মন্দিরে গিয়া ভোজন পান করিয়া অবীমেলককে ২৮ শাপ দিল। আর এবদের পুত্র গাল কহিল, অবীমেলক কে, সে শিখিমীয় কে, যে আমরা তাহার দাসত্ব করিব? সে কি যিরুব্বালের পুত্র নহে? সবূল কি তাহার সেনাপতি নহে? তোমরা বরং শিখিমের পিতা হমোরের লোকদের দাসত্ব কর; ২৯ আমরা উহার দাসত্ব কেন স্বীকার করিব? আহা, এই সকল লোক আমার হস্তগত হইলে আমি অবীমেলককে দূর করিয়া দিই। পরে সে অবীমেলকের উদ্দেশে কহিল, তুমি দলবল বৃদ্ধি করিয়া বাহির হইয়া আইস দেখি।

৩০ এবদের পুত্র গালের সেই কথা নগরের কর্ত্তা সবূলের কর্ণগোচর হইলে ৩১ সে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; আর সে কৌশলক্রমে অবীমেলকের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, দেখুন, এবদের পুত্র গাল ও তাহার ভ্রাতৃগণ শিখিমে

আসিয়াছে; আর দেখুন, তাহারা আপ-
৩২ নার বিরুদ্ধে নগরে কুপ্রবৃত্তি দিতেছে।
অতএব আপনি ও আপনার সঙ্গে যে
সকল লোক আছে, আপনারা রাত্রিতে
৩৩ উঠিয়া ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকুন। পরে
প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র আপনি
উঠিয়া নগর আক্রমণ করিবেন; আর
দেখুন, সে ও তাহার সঙ্গী লোকেরা
আপনার বিরুদ্ধে নির্গত হইবে, তখন
আপনার হস্ত যাহা করিতে পারিবে,
তাহা করিবেন।

৩৪ পরে অবীমেলক ও তাহার সঙ্গী সমস্ত
লোক রাত্রিতে উঠিয়া চারি দল হইয়া
৩৫ শিখিমের বিরুদ্ধে লুকাইয়া রহিল। আর
এবদের পুত্র গাল বাহিরে গিয়া নগর-
দ্বার-প্রবেশের স্থানে দাঁড়াইল; পরে
অবীমেলক ও তাহার সঙ্গী লোকেরা
৩৬ গুপ্তস্থান হইতে উঠিল। আর গাল
সেই লোকদিগকে দেখিয়া সবূলকে
কহিল, দেখ, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে লোক-
সমূহ নামিয়া আসিতেছে। সবূল তাহাকে
কহিল, তুমি মনুষ্যভ্রমে পর্ব্বতের ছায়া
৩৭ দেখিতেছ। পরে গাল পুনর্ব্বার কহিল,
দেখ, উচ্চ দেশ হইতে লোকসমূহ নামিয়া
আসিতেছে, এবং গণকদের এলোন
বৃক্ষের পথ দিয়া এক দল আসিতেছে।
৩৮ সবূল তাহাকে কহিল, কোথায় এখন
তোমার সেই মুখ, যে মুখে বলিয়াছিলে,
অবীমেলক কে যে আমরা তাহার দাসত্ব
স্বীকার করি? তুমি যে লোকদিগকে
তুচ্ছ করিয়াছিলে, উহারা কি সেই লোক
নয়? এখন যাও, বাহির হইয়া উহার
৩৯ সহিত যুদ্ধ কর। পরে গাল শিখিমের
গৃহস্থদের অগ্রে অগ্রে বাহিরে গিয়া অবী-
৪০ মেলকের সহিত যুদ্ধ করিল। তাহাতে
অবীমেলক তাহাকে তাড়া করিল, ও সে
তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, এবং
দ্বার-প্রবেশ-স্থান পর্য্যন্ত অনেক লোক
৪১ আহত হইয়া পড়িল। পরে অবীমেলক
অরূমায় রহিল, এবং সবূল গালকে ও
তাহার ভ্রাতৃগণকে তাড়াইয়া দিল, তাহারা
আর শিখিমে বাস করিতে পারিল না।
৪২ পর দিন লোকেরা বাহির হইয়া ক্ষেত্রে
যাইতেছিল, আর [অবীমেলক] তাহার
৪৩ সংবাদ পাইল। সে লোকদিগকে লইয়া
তিন দল করিয়া ক্ষেত্রমধ্যে লুকাইয়া
রহিল; পরে সে চাহিয়া দেখিল, আর
দেখ, লোকেরা নগর হইতে বাহির হইয়া
আসিতেছিল; তখন সে তাহাদের বিরুদ্ধে
উঠিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিল।
৪৪ পরে অবীমেলক ও তাহার সঙ্গিদল সকল
ত্বরায় অগ্রসর হইয়া নগর-দ্বার-প্রবেশের
স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং দুই দল
ক্ষেত্রস্থ সকল লোককে আক্রমণ করিয়া
৪৫ আঘাত করিল। আর অবীমেলক সেই
সমস্ত দিন ঐ নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিল; আর নগর হস্তগত করিয়া
তথাকার লোকদিগকে বধ করিল, এবং
নগর সমভূমি করিয়া তাহার উপরে
লবণ ছড়াইয়া দিল।

৪৬ পরে শিখিমের দুর্গস্থিত গৃহস্থ সকল
এই কথা শুনিয়া এল্-বরীৎ দেবের
মন্দিরস্থ এক দৃঢ় গৃহে প্রবেশ করিল।
৪৭ পরে শিখিমের দুর্গস্থিত সমস্ত গৃহস্থ
একত্র হইয়াছে, এই কথা [অবীমেলকের]
৪৮ কর্ণগোচর হইল। তখন অবীমেলক ও
তাহার সঙ্গিগণ সকলে সল্‌মোন পর্ব্বতে
উঠিল। আর অবীমেলক কুঠার হস্তে
লইয়াছিল; সে বৃক্ষ হইতে এক শাখা
কাটিয়া লইয়া আপন স্কন্ধে রাখিল, এবং

আপন সঙ্গী লোকদিগকে কহিল, তোমরা আমাকে যাহা করিতে দেখিলে, শীঘ্র
৪৯ সেইরূপ কর। তাহাতে সমস্ত লোক প্রত্যেক জন এক এক শাখা কাটিয়া লইয়া অবীমেলকের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল; পরে সেই সকল শাখা ঐ দৃঢ় গৃহের গাত্রে রাখিয়া সেই গৃহে আগুন লাগাইয়া দিল; এইরূপে শিখিমের দুর্গস্থিত সমস্ত লোকও মরিল; তাহারা স্ত্রী ও পুরুষ অনুমান সহস্র লোক ছিল।

৫০ পরে অবীমেলক তেবেসে গমন করিল, ও তেবেসের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন
৫১ করিয়া তাহা হস্তগত করিল। কিন্তু ঐ নগরের মধ্যে দুরাক্রম এক দুর্গ ছিল, অতএব সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী, এবং নগরের সকল গৃহস্থ পলাইয়া তাহার মধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুর্গের ছাদের উপরে
৫২ উঠিল। পরে অবীমেলক সেই দুর্গের কাছে উপস্থিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, এবং তাহা অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দিবার জন্য দুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত গেল।
৫৩ তখন একটী স্ত্রীলোক যাঁতার উপরের পাট লইয়া অবীমেলকের মস্তকের উপরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার মাথার খুলি ভগ্ন
৫৪ করিল। তাহাতে সে শীঘ্র আপন অস্ত্রবাহক যুবককে ডাকিয়া কহিল, তুমি খড়্গ খুলিয়া আমাকে বধ কর; পাছে লোকে আমার বিষয়ে বলে, একটা স্ত্রীলোক উহাকে বধ করিয়াছে। তখন সে যুবক তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে মরিয়া গেল।
৫৫ পরে অবীমেলক মরিয়াছে দেখিয়া ইস্রায়েলের লোকেরা প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

৫৬ এইরূপে অবীমেলক আপনার সত্তর জন ভ্রাতাকে বধ করিয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহার সমুচিত দণ্ড তাহাকে দিলেন;
৫৭ আবার শিখিমের লোকদের মস্তকে ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল বর্ত্তাইলেন; তাহাতে। যিরুব্বালের পুত্র যোথমের শাপ তাহাদের উপরে পড়িল।

তোলয়, যায়ীর ও যিপ্তহের বিবরণ।

১০ অবীমেলকের পরে তোলয় ইস্রায়েলের নিস্তারার্থে উৎপন্ন হইলেন; তিনি ইষাখর বংশীয় দোদয়ের পৌত্র পূয়ার পুত্র; তিনি পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম
২ প্রদেশস্থ শামীরে বাস করিতেন। তিনি তেইশ বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করিলেন; পরে তিনি মরিয়া গেলেন, এবং শামীরে তাঁহার কবর হইল।

৩ তাঁহার পরে গিলিয়দীয় যায়ীর উৎপন্ন হইয়া বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের
৪ বিচার করিলেন। তাঁহার ত্রিশটী পুত্র ছিল, তাহারা ত্রিশ গর্দ্দভে চড়িয়া বেড়াইত; এবং তাহাদের ত্রিশ নগর ছিল; গিলিয়দ দেশস্থ সেই সকল নগরকে অদ্যাপি হবোৎ-যায়ীর বলা যায়।
৫ পরে যায়ীর মরিয়া গেলেন, এবং কামোনে তাঁহার কবর হইল।

৬ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই পুনর্ব্বার করিল, এবং বাল দেবগণের, অষ্টারোৎ দেবীদের, অরামের দেবগণের, সীদোনের দেবগণের, মোয়াবের দেবগণের, অম্মোন-সন্তানদের দেবগণের ও পলেষ্টীয়দের দেবগণের সেবা করিতে লাগিল; তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিল, তাঁহার সেবা
৭ করিল না। তখন ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে

সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, আর তিনি পলেষ্টীয়দের হস্তে ও অম্মোন-সন্তানদের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করি-
৮ লেন। আর ইহারা ঐ বৎসর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে পীড়ন ও চূর্ণ করিল; আঠার বৎসর পর্য্যন্ত যর্দ্দন-পারস্থ গিলিয়দের অন্তঃপাতী ইমোরীয় দেশনিবাসী সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে চূর্ণ করিল।
৯ আর অম্মোন-সন্তানগণ যিহূদার ও বিন্যামীনের এবং ইফ্রয়িম কুলের সহিত যুদ্ধ করিতে যর্দ্দন পার হইয়া আসিত; এইরূপে ইস্রায়েল অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল।

১০ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, কেননা আমরা আপনাদের ঈশ্বরকে ত্যাগ এবং
১১ বাল দেবগণের সেবা করিয়াছি। তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলেন, মিস্রীয়দের হইতে, ইমোরীয়দের হইতে, অম্মোন-সন্তানদের হইতে ও পলেষ্টীয়দের হইতে আমি কি তোমাদিগকে [নিস্তার
১২ করি] নাই? আর সীদোনীয়, অমালেকীয় ও মায়োনীয়গণ তোমাদের উপরে উপদ্রব করিয়াছিল, এবং তোমরা আমার কাছে ক্রন্দন করিলে আমি তাহাদের হস্ত হইতে তোমাদিগকে নিস্তার করি-
১৩ লাম। তথাপি তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের সেবা করিলে, অতএব আমি আর তোমাদের নিস্তার
১৪ করিব না; যাও; আপনাদের মনোনীত ঐ দেবগণের কাছে ক্রন্দন কর; সঙ্কটের সময়ে তাহারাই তোমাদিগকে নিস্তার
১৫ করুক। তখন ইস্রায়েল সন্তানগণ সদাপ্রভুকে কহিল, আমরা পাপ করিয়াছি; এখন তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই আমাদের প্রতি কর; বিনয় করি, কেবল অদ্য আমাদিগকে উদ্ধার কর।
১৬ পরে তাহারা আপনাদের মধ্য হইতে বিজাতীয় দেবগণকে দূর করিয়া সদাপ্রভুর সেবা করিল; তাহাতে ইস্রায়েলের কষ্টে তাঁহার প্রাণ দুঃখিত হইল।

১৭ ঐ সময়ে অম্মোন-সন্তানগণ সমাহৃত হইয়া গিলিয়দে শিবির স্থাপন করিল। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ একত্র হইয়া
১৮ মিস্পাতে শিবির স্থাপন করিল। তাহাতে লোকেরা, গিলিয়দের অধ্যক্ষগণ, পরস্পর কহিল, অম্মোন-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন ব্যক্তি আরম্ভ করিবে? সে গিলিয়দ-নিবাসী সমস্ত লোকের প্রধান হইবে।

১১ ঐ সময়ে গিলিয়দীয় যিপ্তহ বলবান বীর ছিলেন; তিনি এক বেশ্যার পুত্র;
২ গিলিয়দ তাঁহার জন্ম দিয়াছিলেন। আর গিলিয়দের স্ত্রী তাঁহার জন্য কয়েকটী পুত্র প্রসব করিল; পরে সেই স্ত্রীজাত পুত্রেরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন যিপ্তহকে তাড়াইয়া দিল, কহিল, আমাদের পিতৃকুলের মধ্যে তুমি অধিকার পাইবে না, কেননা তুমি অপর এক স্ত্রীর পুত্র।
৩ তাহাতে যিপ্তহ আপন ভ্রাতাদের সম্মুখ হইতে পলাইয়া গিয়া টোব দেশে প্রবাস করিলেন; এবং কতকগুলিন অসারচিত্ত লোক যিপ্তহের কাছে একত্র হইল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে বাহিরে যাইত।

৪ কিছু কাল পরে অম্মোন-সন্তানগণ ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।
৫ তখন ইস্রায়েলের সহিত অম্মোন-সন্তানগণ যুদ্ধ করাতে গিলিয়দের প্রাচীনবর্গ যিপ্তহকে টোব দেশ হইতে আনিতে

৬ গেল। তাহারা যিপ্তহকে কহিল, আইস, তুমি আমাদের অধ্যক্ষ হও, আমরা অম্মোন-সন্তানদের সহিত যুদ্ধ করিব। ৭ যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনবর্গকে কহিলেন, তোমরাই কি আমাকে ঘৃণা করিয়া আমার পিতৃকুল হইতে আমাকে তাড়াইয়া দেও নাই? এখন বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছ বলিয়া ৮ আমার কাছে কেন আসিলে? তখন গিলিয়দের প্রাচীনবর্গ যিপ্তহকে কহিল, এখন আমরা তোমার নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছি, যেন তুমি আমাদের সঙ্গে গিয়া অম্মোন-সন্তানদের সহিত যুদ্ধ করিতে পার, এবং আমাদের অর্থাৎ গিলিয়দ-নিবাসী সমস্ত লোকের প্রধান ৯ হও। তখন যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনবর্গকে কহিলেন, তোমরা যদি অম্মোন-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করণার্থে আমাকে পুনর্ব্বার স্বদেশে লইয়া যাও, আর সদাপ্রভু যদি আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করেন, তবে আমিই কি তোমাদের ১০ প্রধান হইব? তখন গিলিয়দের প্রাচীনবর্গ যিপ্তহকে কহিল, সদাপ্রভু আমাদের মধ্যে সাক্ষী; আমরা অবশ্য তোমার কথা ১১ অনুসারে কার্য্য করিব। পরে যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনবর্গের সহিত গেলেন; তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে আপনাদের প্রধান ও শাসনকর্ত্তা করিল; পরে যিপ্তহ মিস্‌পাতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনার সমস্ত কথা কহিলেন।

১২ পরে যিপ্তহ অম্মোন-সন্তানদের রাজার নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিলেন, আমার সহিত তোমার বিষয় কি যে, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার দেশে ১৩ আসিলে? তাহাতে অম্মোন-সন্তানগণের রাজা যিপ্তহের দূতগণকে কহিলেন, কারণ এই, ইস্রায়েল যখন মিসর হইতে আইসে, তখন, অর্ণোন অবধি যব্বোক ও যর্দ্দন পর্য্যন্ত আমার ভূমি হরণ করিয়াছিল; অতএব এখন নির্ব্বিরোধে তাহা ফিরাইয়া ১৪ দেও। তাহাতে যিপ্তহ অম্মোন-সন্তানগণের রাজার নিকটে পুনর্ব্বার দূত পাঠাই- ১৫ লেন; তিনি তাঁহাকে কহিলেন, যিপ্তহ এই কথা কহেন, মোয়াবের ভূমি কিম্বা অম্মোন-সন্তানগণের ভূমি ইস্রায়েল হরণ ১৬ করে নাই। কিন্তু মিসর হইতে আসিবার সময়ে ইস্রায়েল সূফসাগর পর্য্যন্ত প্রান্তরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া যখন কাদেশে ১৭ উপস্থিত হয়, তখন ইদোমের রাজার নিকটে দূত পাঠাইয়া বলিয়াছিল, বিনয় করি, আপনি নিজ দেশের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে দিউন, কিন্তু ইদোমের রাজা সে কথায় কাণ দিলেন না; আর সেইরূপ মোয়াবের রাজার নিকটে বলিয়া পাঠাইলে তিনিও সম্মত হইলেন না; ১৮ অতএব ইস্রায়েল কাদেশে রহিল। পরে তাহারা প্রান্তরের মধ্য দিয়া গিয়া ইদোম দেশ ও মোয়াব দেশ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মোয়াব দেশের পূর্ব্বদিক্ দিয়া আসিয়া অর্ণোনের ওপারে শিবির স্থাপন করিল, মোয়াবের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিল না, ১৯ কেননা অর্ণোন মোয়াবের সীমা। পরে ইস্রায়েল হিষ্‌বোনের রাজা, ইমোরীয়দের রাজা, সীহোনের নিকটে দূত পাঠাইল; ইস্রায়েল তাঁহাকে কহিল, বিনয় করি, আপনি নিজ দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে নিজ স্থানে যাইতে দিউন। ২০ কিন্তু সীহোন ইস্রায়েলকে বিশ্বাস করিয়া আপন সীমার মধ্য দিয়া যাইতে দিলেন না; সীহোন আপনার সমস্ত লোক একত্র করিয়া যহসে শিবির স্থাপন

করিলেন; ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করি-
২১ লেন। আর ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু সীহোনকে ও তাঁহার সমস্ত লোককে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিলেন, ও তাহারা তাহাদিগকে আঘাত করিল; এইরূপে ইস্রায়েল সেই দেশনিবাসী ইমোরীয়দের সমস্ত দেশ অধিকার করিল।
২২ তাহারা অর্ণোন অবধি যব্বোক পর্য্যন্ত ও প্রান্তর অবধি যর্দ্দন পর্য্যন্ত ইমোরীয়দের
২৩ সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিল। সুতরাং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রজা ইস্রায়েলের সম্মুখে ইমোরীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিলেন; এখন আপনি কি তাহাদের দেশ অধিকার করিবেন?
২৪ আপনার কমোশ দেব আপনাকে অধিকারার্থে যাহা দেন, আপনি কি তাহারই অধিকারী নহেন? আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের সম্মুখে যাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছেন, সে সমস্তের অধি-
২৫ কারী আমরাই আছি। বলুন দেখি, মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক হইতে আপনি কি শ্রেষ্ঠ? তিনি কি ইস্রায়েলের সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন, না তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন?
২৬ হিষ্‌বোনে ও তাহার উপনগরসমূহে, অরোয়েরে ও তাহার উপনগরসমূহে এবং অর্ণোন তটসমীপস্থ সমস্ত নগরে তিন শত বৎসরাবধি ইস্রায়েল বাস করিতেছে; এত দিনের মধ্যে আপনারা কেন সে
২৭ সমস্ত ফিরাইয়া লন নাই? আমি ত আপনাদের বিরুদ্ধে কোন দোষ করি নাই; কিন্তু আমার সহিত যুদ্ধ করাতে আপনি আমার প্রতি অন্যায় করিতেছেন; বিচারকর্ত্তা সদাপ্রভু অদ্য ইস্রায়েল-সন্তানগণের ও অম্মোন-সন্তানগণের মধ্যে
২৮ বিচার করুন। কিন্তু যিপ্তহের প্রেরিত এই সকল কথায় অম্মোন-সন্তানগণের রাজা কাণ দিলেন না।

২৯ পরে সদাপ্রভুর আত্মা যিপ্তহের উপরে আসিলেন, আর তিনি গিলিয়দ ও মনঃশি প্রদেশ দিয়া গিলিয়দের মিস্‌পীতে গমন করিলেন; এবং গিলিয়দের মিস্‌পী হইতে অম্মোন-সন্তানগণের নিকটে গেলেন।
৩০ আর যিপ্তহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করিয়া কহিলেন, তুমি যদি অম্মোন-সন্তানগণকে নিশ্চয় আমার হস্তে সমর্পণ
৩১ কর, তবে অম্মোন-সন্তানগণের নিকট হইতে যখন আমি কুশলে ফিরিয়া আসিব, তখন যে কিছু আমার গৃহের কবাট হইতে নির্গত হইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, তাহা নিশ্চয় সদাপ্রভুরই হইবে, আর আমি তাহা হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিব।

৩২ পরে যিপ্তহ অম্মোন-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করণার্থে তাহাদের নিকটে পার হইয়া গেলে সদাপ্রভু তাহাদিগকে তাঁহার
৩৩ হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহাতে তিনি অরোয়েরের অবধি মিন্নীতের নিকট পর্য্যন্ত বিংশতি নগরে এবং আবেল-করামীম পর্য্যন্ত অতি মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলেন। এইরূপে অম্মোন-সন্তানগণ ইস্রায়েল-সন্তানগণের সাক্ষাতে নত হইল।

৩৪ পরে যিপ্তহ মিস্‌পায় আপন বাটীতে আসিলেন, আর দেখ, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার কন্যা তবল হস্তে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাহিরে আসিতেছিল। সে তাঁহার একমাত্র সন্ততি, সে ছাড়া তাঁহার পুত্র কি কন্যা
৩৫ ছিল না। তখন তাহাকে দেখিবামাত্র

তিনি বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, হায় হায়, আমার বৎসে, তুমি আমাকে বড় ব্যাকুল করিলে; আমার ক্লেশদায়কদের মধ্যে তুমি এক জন হইলে; কিন্তু আমি সদাপ্রভুর কাছে মুখ খুলিয়াছি, আর ৩৬ অন্যথা করিতে পারিব না। সে তাঁহাকে কহিল, হে আমার পিতঃ, তুমি সদাপ্রভুর কাছে মুখ খুলিয়াছ, তোমার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইয়াছে, তদনুসারে আমার প্রতি কর, কেননা সদাপ্রভু তোমার জন্য তোমার শত্রুগণের, অম্মোন-সন্তানগণের, কাছে প্রতিশোধ লইয়াছেন। ৩৭ পরে সে আপন পিতাকে কহিল, আমার জন্য একটী কাজ করা হউক; দুই মাসের জন্য আমাকে বিদায় দেও; আমি যাই, পর্ব্বতে গমন করি, এবং আমার কুমারীত্বের বিষয়ে সখীগণকে ৩৮ লইয়া বিলাপ করি। তিনি কহিলেন, যাও; আর তাহাকে দুই মাসের জন্য পাঠাইয়া দিলেন; তখন সে আপন সখীগণের সহিত গিয়া পর্ব্বতের উপরে আপন কুমারীত্ব বিষয়ে বিলাপ করিল। ৩৯ পরে দুই মাস গত হইলে সে পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিল; পিতা যে মানত করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহার প্রতি করিলেন; সে পুরুষের পরিচয় পায় নাই। আর ইস্রায়েলের মধ্যে এই ৪০ রীতি প্রচলিত হইল যে, বৎসর বৎসর গিলিয়দীয় যিপ্তহের কন্যার যশঃকীর্ত্তন করিতে ইস্রায়েলীয় কন্যাগণ বৎসরের মধ্যে চারি দিবস গমন করে।

১২ পরে ইফ্রয়িমের লোকেরা সমাহূত হইয়া সাফোনে গমন করিল; তাহারা যিপ্তহকে কহিল, তোমার সহিত গমন করিতে আমাদিগকে না ডাকিয়া তুমি অম্মোন-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কেন পার হইয়া গিয়াছিলে? আমরা তোমাকে শুদ্ধ তোমার বাটী আগুন দিয়া ২ পোড়াইয়া দিব। যিপ্তহ তাহাদিগকে কহিলেন, অম্মোন-সন্তানগণের সহিত আমার ও আমার লোকদের বড় বিরোধ ছিল, তাই আমি তোমাদিগকে ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাদের হস্ত হইতে আমাকে নিস্তার কর নাই। ৩ তোমরা আমাকে নিস্তার করিলে না দেখিয়া আমি প্রাণ হাতে করিয়া অম্মোন-সন্তানগণের বিরুদ্ধে পার হইয়া গিয়াছিলাম, আর সদাপ্রভু আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন, অতএব তোমরা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অদ্য ৪ কেন আমার নিকটে আসিলে? পরে যিপ্তহ গিলিয়দের সমস্ত লোককে একত্র করিয়া ইফ্রয়িমের সহিত যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে গিলিয়দের লোকেরা ইফ্রয়িমের লোকদিগকে আঘাত করিল; কেননা তাহারা বলিয়াছিল, রে গিলিয়দীয়েরা, তোরা ইফ্রয়িমের মধ্যে ও মনঃশির মধ্যে ৫ ইফ্রয়িমের পলাতক। পরে গিলিয়দীয়েরা ইফ্রয়িমীয়দের বিরুদ্ধে যর্দ্দনের পার ঘাট সকল হস্তগত করিল; তাহাতে ইফ্রয়িমের কোন পলাতক যখন বলিত, আমাকে পার হইতে দেও, তখন গিলিয়দের লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কি ইফ্র-৬ য়িমীয়? সে যদি বলিত, না, তবে তাহারা বলিত, "শিব্বোলেৎ" বল দেখি; সে বলিত, "সিব্বোলেৎ," কারণ সে শুদ্ধরূপে তাহা উচ্চারণ করিতে পারিত না; তখন তাহারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যর্দ্দনের পার ঘাটে বধ করিত। সেই সময়ে ইফ্রয়িমের বিয়াল্লিশ সহস্র লোক হত হইল।

৭ যিপ্তহ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার করিলেন। পরে গিলিয়দীয় যিপ্তহ মরিয়া গেলেন, এবং গিলিয়দের এক নগরে তাঁহার কবর হইল।

৮ তাঁহার পরে বৈৎলেহমীয় ইব্‌সন ৯ ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তা হইলেন। তাঁহার ত্রিশটী পুত্র ছিল, এবং তিনি ত্রিশটী কন্যা বাহিরে দিলেন, ও নিজ পুত্রগণের জন্য বাহির হইতে ত্রিশটী কন্যা আনিলেন; তিনি সাত বৎসর ইস্রায়েলের বিচার ১০ করিলেন। পরে ইব্‌সন মরিয়া গেলেন, এবং বৈৎলেহমে তাঁহার কবর হইল।

১১ তাঁহার পরে সবূলূনীয় এলোন ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তা হইলেন; তিনি দশ বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করিলেন। ১২ পরে সবূলূনীয় এলোন মরিয়া গেলেন, এবং সবূলূন দেশস্থ অয়ালোনে তাঁহার কবর হইল।

১৩ তাঁহার পরে পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের পুত্র অব্দোন ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তা ১৪ হইলেন। তাঁহার চল্লিশটী পুত্র ও ত্রিশটী পৌত্র সত্তরটী গর্দ্দভে চড়িয়া বেড়াইত; তিনি আট বৎসর ইস্রায়েলের বিচার ১৫ করিলেন। পরে পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের পুত্র অব্দোন মরিয়া গেলেন, এবং ইফ্রয়িম দেশে অমালেকীয়দের পর্ব্বতময় প্রদেশে পিরিয়াথোনে তাঁহার কবর হইল।

শিম্‌শোনের জন্মের বিবরণ।

১৩ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই পুনর্ব্বার করিল; তাহাতে সদাপ্রভু চল্লিশ বৎসর তাহাদিগকে পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

২ তৎকালে দানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সরানিবাসী মানোহ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে সন্তান হয় ৩ নাই। পরে সদাপ্রভুর দূত সেই স্ত্রীকে দর্শন দিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি বন্ধ্যা, তোমার সন্তান হয় না, কিন্তু গর্ব্ভধারণ ৪ করিয়া পুত্র প্রসব করিবে। অতএব সাবধান, দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিও না, এবং কোন অশুচি বস্তু ভোজন ৫ করিও না। কারণ দেখ, তুমি গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবে; আর তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবে না, কেননা সেই বালক গর্ব্ভহইতেই ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয় হইবে, এবং সে পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার করিতে ৬ আরম্ভ করিবে। তখন সেই স্ত্রী আসিয়া আপন স্বামীকে কহিলেন, ঈশ্বরের এক জন লোক আমার কাছে আসিয়াছিলেন, তাঁহার রূপ ঈশ্বরীয় দূতের রূপের ন্যায়, অতি ভয়ঙ্কর; তিনি কোথা হইতে আসিলেন, তাহা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, আর তিনিও আমাকে তাঁহার ৭ নাম বলেন নাই। কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, তুমি গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবে; এখন দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরা পান করিও না, এবং কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না, কেননা, সেই বালক গর্ব্ভহইতে মরণ দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয় হইবে।

৮ তখন মানোহ সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিয়া কহিলেন, হে প্রভু, ঈশ্বরের যে লোককে আপনি আমাদের কাছে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার আমাদের কাছে আসিতে দিউন, এবং যে বালকটী জন্মিবে, তাহার প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া

৯ দিউন। তখন ঈশ্বর মানোহের রবে কর্ণপাত করিলেন; ঈশ্বরের সেই দূত পুনর্ব্বার সেই স্ত্রীর কাছে আসিলেন; সেই সময়ে তিনি ক্ষেত্রে বসিয়াছিলেন; তখন তাঁহার স্বামী মানোহ তাঁহার সঙ্গে ১০ ছিলেন না। সেই স্ত্রী শীঘ্র দৌড়িয়া গিয়া আপন স্বামীকে সংবাদ দিলেন, তাঁহাকে কহিলেন, দেখ, সে দিন যে লোকটী আমার কাছে আসিয়াছিলেন, ১১ তিনি আমাকে দর্শন দিয়াছেন। মানোহ উঠিয়া আপন স্ত্রীর পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন, এবং সেই ব্যক্তির কাছে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্ত্রীর সঙ্গে যিনি কথা বলিয়াছিলেন, আপনি কি সেই ব্যক্তি? তিনি কহিলেন, ১২ আমিই সেই। মানোহ কহিলেন, এখন আপনার বাক্য সফল হউক; সেই বালকের প্রতি কি বিধি ও কি কর্ত্তব্য? ১৩ সদাপ্রভুর দূত মানোহকে কহিলেন, আমি ঐ স্ত্রীকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি সে সকল বিষয়ে সে সাবধান থাকুক। ১৪ সে দ্রাক্ষালতাজাত কোন বস্তু ভোজন করিবে না, দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিবে না, এবং কোন অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে না; আমি তাহাকে যাহা কিছু আজ্ঞা করিয়াছি, সে তাহা পালন করুক।

১৫ পরে মানোহ সদাপ্রভুর দূতকে কহিলেন, বিনয় করি, কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, আমরা আপনার জন্য একটী ছাগবৎস ১৬ প্রস্তুত করি। সদাপ্রভুর দূত মানোহকে কহিলেন, তুমি আমাকে বিলম্ব করাইলেও আমি তোমার খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিব না; আর তুমি যদি হোমবলি উৎসর্গ কর, তবে সদাপ্রভুরই উদ্দেশে তাহা কর। বস্তুতঃ তিনি যে সদাপ্রভুর দূত, তাহা মানোহ জানিতে পারেন নাই। ১৭ পরে মানোহ সদাপ্রভুর দূতকে কহিলেন, আপনার নাম কি? আপনার বাক্য সফল হইলে আমরা আপনার গৌরব ১৮ করিব। সদাপ্রভুর দূত কহিলেন, কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তাহা ১৯ ত আশ্চর্য্য। পরে মানোহ ঐ ছাগবৎস ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে শৈলের উপরে উৎসর্গ করিলেন; তাহাতে ঐ দূত, আশ্চর্য্য ব্যাপার সাধন করিলেন, মানোহ ও তাঁহার ২০ স্ত্রী তাহা দেখিতেছিলেন। যখন অগ্নিশিখা বেদি হইতে আকাশের দিকে উঠিল, তখন সদাপ্রভুর দূত ঐ বেদির শিখাতে উঠিলেন; আর মানোহ ও তাঁহার স্ত্রী দৃষ্টিপাত করিলেন; এবং তাঁহারা ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িলেন। ২১ তৎপরে সদাপ্রভুর দূত মানোহকে ও তাঁহার স্ত্রীকে আর দর্শন দিলেন না; তখন তিনি যে সদাপ্রভুর দূত, ইহা ২২ মানোহ জানিতে পারিলেন। পরে মানোহ আপন স্ত্রীকে কহিলেন আমরা অবশ্য মারা ২৩ পড়িব, কারণ ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কহিলেন, আমাদিগকে বধ করা যদি সদাপ্রভুর অভিরুচি হইত, তবে তিনি আমাদের হস্ত হইতে হোম ও ভক্ষ্য-নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেন না, এবং এই সকল আমাদিগকে দেখাইতেন না, আর এই সময় আমাদিগকে এমন সকল ২৪ কথাও শুনাইতেন না। পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিয়া তাঁহার নাম শিম্‌শোন রাখিলেন। আর বালকটী বাড়িয়া উঠিলেন, ও সদাপ্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ২৫ করিলেন। আর সদাপ্রভুর আত্মা প্রথমে

সরার ও ইষ্টায়োলের মধ্যস্থানে, মহনেদানে, তাঁহাকে চালাইতে লাগিলেন।

শিম্‌শোনের জীবন চরিত্র।

১৪ আর শিম্‌শোন তিম্নায় নামিয়া গেলেন, ও তিম্নায় পলেষ্টীয়দের কন্যাদের মধ্যে ২ একটী রমণীকে দেখিতে পাইলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আপন পিতামাতাকে সংবাদ দিয়া কহিলেন, আমি তিম্নায় পলেষ্টীয়দের কন্যাদের মধ্যে একটী রমণীকে দেখিয়াছি; তোমরা তাহাকে আনিয়া আমার সহিত বিবাহ দেও। ৩ তখন তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে কহিলেন, তোমার জ্ঞাতিগণের মধ্যে ও আমার সমস্ত স্বজাতির মধ্যে কি কন্যা নাই যে, তুমি অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয়দের কন্যা বিবাহ করিতে যাইতেছ? শিম্‌শোন পিতাকে কহিলেন, তুমি আমার জন্য তাহাকেই আনাও, কেননা আমার দৃষ্টিতে ৪ সে মনোহরা। কিন্তু তাঁহার পিতামাতা জানিতেন না যে, উহা সদাপ্রভু হইতে হইয়াছে, কারণ তিনি পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তৎকালে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত।

৫ পরে শিম্‌শোন ও তাঁহার পিতামাতা তিম্নায় নামিয়া গেলেন, তিম্নাস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে দেখ, এক যুবা সিংহ শিম্‌শোনের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ৬ গর্জ্জিয়া উঠিল। তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহার উপরে সবলে আসিলেন, তাহাতে তাঁহার হস্তে কিছু না থাকিলেও তিনি ছাগবৎস ছিঁড়িবার মত ঐ সিংহকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু কি করিয়াছেন, ৭ তাহা পিতামাতাকে কহিলেন না। পরে তিনি গিয়া সেই কন্যার সহিত আলাপ করিলেন; আর সে শিম্‌শোনের দৃষ্টিতে মনোহরা হইল।

৮ কিছুকাল পরে তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে সেই স্থানে ফিরিয়া গেলেন, এবং সেই সিংহের শব দেখিবার জন্য পথ ছাড়িয়া গেলেন; আর দেখ, সিংহের দেহে এক ঝাঁক মধুমক্ষিকা ও মধুর চাক ৯ রহিয়াছে। তখন তিনি তাহা হস্তে লইয়া চলিলেন, ভোজন করিতে করিতে চলিলেন, এবং পিতামাতার নিকটে গিয়া তাঁহাদিগকেও কিছু দিলে তাঁহারাও ভোজন করিলেন; কিন্তু সেই মধু যে সিংহের দেহ হইতে আনিয়াছেন, ইহা তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন না।

১০ পরে তাঁহার পিতা সেই রমণীর নিকটে গেলে শিম্‌শোন সে স্থানে ভোজ প্রস্তুত করিলেন, কেননা যুবালোকদের তদ্রূপ ১১ ব্যবহার ছিল। আর তাঁহাকে দেখিয়া পলেষ্টীয়েরা তাঁহার নিকটে থাকিতে ত্রিশ ১২ জন সহচরকে আনিল। শিম্‌শোন তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের কাছে একটী প্রহেলিকা বলি, তোমরা যদি এই উৎসবের সাত দিনের মধ্যে তাহার অর্থ বুঝিয়া আমাকে বলিয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে ত্রিশটী জামা ও ১৩ ত্রিশ যোড়া বস্ত্র দিব। কিন্তু যদি আমাকে তাহার অর্থ বলিতে না পার, তবে তোমরা আমাকে ত্রিশটী জামা ও ত্রিশ যোড়া বস্ত্র দিবে। তাহারা কহিল, তোমার প্রহেলিকাটা বল, আমরা শুনি। ১৪ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,

"খাদক হইতে নির্গত হইল খাদ্য,
বলবান হইতে নির্গত হইল মিষ্ট দ্রব্য।"

তাহারা তিন দিনে সেই প্রহেলিকার ১৫ অর্থ করিতে পারিল না। পরে সপ্তম দিবস হইলে তাহারা শিম্‌শোনের স্ত্রীকে কহিল, তুমি আপনার স্বামীকে ফুস্‌লাও, যাহাতে তিনি প্রহেলিকার অর্থ আমাদিগকে বলেন; নতুবা আমরা তোমাকে ও তোমার পিতৃকুলকে আগুনে পোড়াইয়া মারিব। তোমরা কি আমাদিগকে দরিদ্র করণার্থেই এ স্থানে নিমন্ত্রণ ১৬ করিয়াছ? ইহাই কি নয়? তখন শিম্‌শোনের স্ত্রী স্বামীর কাছে রোদন করিয়া কহিল, তুমি আমাকে কেবল ঘৃণা করিতেছ, ভালবাস না; আমার স্বজাতীয়দিগকে একটী প্রহেলিকা বলিলে, কিন্তু আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিলে না। তিনি তাহাকে কহিলেন দেখ, আমার পিতামাতাকেও তাহা বুঝাইয়া দিই নাই, তবে ১৭ তোমাকে কি বুঝাইব? তাঁহার স্ত্রী উৎসব-সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে রোদন করিল; পরে তিনি সপ্তম দিবসে তাহাকে বলিয়া দিলেন; কেননা সে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। পরে ঐ স্ত্রী স্বজাতীয়দিগকে প্রহেলিকার ১৮ অর্থ বলিয়া দিল। পরে সপ্তম দিবসে সূর্য্য অস্তগত হইবার পূর্ব্বে ঐ নগরস্থ লোকেরা তাঁহাকে কহিল, মধু অপেক্ষা মিষ্ট কি? আর সিংহ অপেক্ষা বলবান কি? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,

তোমরা যদি আমার গাভী দ্বারা চাষ
না করিতে,
আমার প্রহেলিকার অর্থ খুঁজিয়া
পাইতে না।

১৯ পরে সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহার উপরে সবলে আসিলেন, আর তিনি অস্কিলোনে নামিয়া গিয়া তথাকার ত্রিশ জনকে আঘাত করিয়া তাহাদের বস্ত্র খুলিয়া লইয়া প্রহেলিকার অর্থকারীদিগকে যোড়া যোড়া বস্ত্র দিলেন। আর তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; তিনি পিতার বাটীতে ২০ উঠিয়া গেলেন। পরে শিম্‌শোনের যে সখা তাঁহার মিত্র ছিল, তাহাকে তাঁহার স্ত্রী দত্তা হইল।

১৫ কিছু কাল পরে গোম কাটার সময়ে শিম্‌শোন এক ছাগবৎস সঙ্গে লইয়া আপন স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন; তিনি কহিলেন, আমি আপন স্ত্রীর নিকটে অন্তঃপুরে যাইব; কিন্তু সেই স্ত্রীর পিতা তাঁহাকে ভিতরে যাইতে ২ দিল না। তাহার পিতা কহিল, আমি নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম, তুমি তাহাকে নিতান্তই ঘৃণা করিলে, তাই আমি তাহাকে তোমার সখাকে দিয়াছি; তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী কি তাহা হইতে সুন্দরী নয়? বিনয় করি, ইহার পরিবর্ত্তে ৩ তাহাকেই গ্রহণ কর। শিম্‌শোন তাহাদিগকে কহিলেন, এবার আমি পলেষ্টীয়দের অনিষ্ট করিলেও তাহাদের সম্বন্ধে ৪ নির্দ্দোষ হইব। পরে শিম্‌শোন গিয়া তিন শত শৃগাল ধরিয়া মশাল লইয়া তাহাদের লেজে লেজে যোগ করিয়া দুই দুই লেজে এক এক মশাল বাঁধিলেন। ৫ পরে সেই মশালে অগ্নি দিয়া পলেষ্টীয়দের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলেন; তাহাতে বাঁধা আটি, ক্ষেত্রের শস্য ও জিতবৃক্ষের ৬ উদ্যান সকলই পুড়িয়া গেল। তখন পলেষ্টীয়েরা জিজ্ঞাসা করিল, এ কাজ কে করিল? লোকেরা কহিল, তিম্নীয়ের জামাতা শিম্‌শোন করিয়াছে; যেহেতু তাহার শ্বশুর তাহার স্ত্রীকে লইয়া তাহার সখাকে দিয়াছে। তাহাতে

পলেষ্টীয়েরা আসিয়া সেই স্ত্রীকে ও তাহার পিতাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিল। ৭ শিম্‌শোন তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যদি এ প্রকার কাজ কর, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিশোধ লইব, ৮ তাহার পর ক্ষান্ত হইব। পরে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিলেন, কটিদেশের উপরে জঙ্ঘায় মহা আঘাত করিলেন; আর নামিয়া গিয়া ঐটম শৈলের ফাটালে বাস করিলেন।

৯ আর পলেষ্টীয়েরা উঠিয়া গিয়া যিহূদা দেশে শিবির স্থাপন করিয়া লিহীতে ১০ ব্যাপিয়া রহিল। তাহাতে যিহূদার লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন আসিলে? তাহারা কহিল, শিম্‌শোনকে বাঁধিতে আসিয়াছি; সে আমাদের প্রতি যেমন করিয়াছে, আমরাও তাহার প্রতি তদ্রূপ করিব। ১১ তখন যিহূদার তিন সহস্র লোক ঐটম শৈলের ফাটালে নামিয়া গিয়া শিম্‌শোনকে কহিল, পলেষ্টীয়েরা যে আমাদের কর্ত্তা, তাহা তুমি কি জান না? তবে আমাদের প্রতি তুমি এ কি করিলে? তিনি কহিলেন, তাহারা আমার প্রতি যেরূপ করিয়াছে, আমিও তাহাদের প্রতি ১২ তদ্রূপ করিয়াছি। তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য তোমাকে বাঁধিতে আসিয়াছি। শিম্‌শোন তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমাকে আক্রমণ করিবে না, ১৩ আমার কাছে এই দিব্য কর। তাহারা কহিল, না, কেবল তোমাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া তাহাদের হস্তে সমপণ করিব; কিন্তু আমরা যে তোমাকে বধ করিব, তাহা নয়। পরে তাহারা দুই গাছা নূতন রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিয়া ঐ ১৪ শৈল হইতে লইয়া গেল। তিনি লিহীতে উপস্থিত হইলে পলেষ্টীয়েরা তাঁহার কাছে গিয়া জয়ধ্বনি করিল। তখন সদাপ্রভুর আত্মা সবলে তাঁহার উপরে আসিলেন, আর তাঁহার দুই বাহুস্থিত দুই রজ্জু অগ্নিদগ্ধ শণের ন্যায় হইল, এবং তাঁহার দুই হস্ত হইতে বেড়ি খসিয়া পড়িল। ১৫ পরে তিনি এক গর্দ্দভের কাঁচা হনূ দেখিতে পাইয়া হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক তাহা লইয়া তদ্দারা সহস্র লোককে আঘাত ১৬ করিলেন। আর শিম্‌শোন কহিলেন,

গর্দ্দভের হনূ দ্বারা রাশির উপরে
রাশি হইল,
গর্দ্দভের হনূ দ্বারা সহস্র জনকে
হানিলাম।

১৭ পরে তিনি কথা সমাপ্ত করিয়া হস্ত হইতে ঐ হনূ নিক্ষেপ করিলেন, আর সেই স্থানের নাম রামৎ-লিহী [হনূ-১৮ গিরি] রাখিলেন। পরে তিনি অতিশয় তৃষ্ণাতুর হওয়াতে সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি আপন দাসের হস্ত দ্বারা এই মহানিস্তার সাধন করিয়াছ, এখন আমি তৃষ্ণা হেতু মারা পড়ি, ও অচ্ছিন্নত্বক্‌ লোকদের হাতে পড়ি। ১৯ তাহাতে ঈশ্বর লিহীস্থিত শূন্যগর্ভ স্থান বিদীর্ণ করিলেন, ও তাহা হইতে জল নির্গত হইল; তখন তিনি জল পান করিলে তাঁহার প্রাণ ফিরিয়া আসিল, ও তিনি সজীব হইলেন; অতএব তাহার নাম ঐন্‌-হক্কোরী [আহ্বানকারীর উন্মুই] রাখা হইল; তাহা অদ্যাপি ২০ লিহীতে আছে। পলেষ্টীয়দের সময়ে তিনি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার করিলেন।

১৬ আর শিম্‌শোন ঘসাতে গিয়া সেখানে একটা বেশ্যাকে দেখিয়া তাহার কাছে ২ গমন করিলেন। তাহাতে, শিম্‌শোন এই স্থানে আসিয়াছে, এই কথা শুনিয়া ঘসাতীয়েরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত রাত্রি তাঁহার জন্য নগর-দ্বারে লুকাইয়া থাকিল, সমস্ত রাত্রি চুপ করিয়া রহিল, বলিল, প্রাতঃকালে দিন হইলে আমরা ৩ তাহাকে বধ করিব। কিন্তু শিম্‌শোন অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত শয়ন করিলেন, অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া তিনি নগর-দ্বারের অর্গলশুদ্ধ দুই কবাট ও দুই বাজু ধরিয়া উপড়াইলেন, এবং স্কন্ধে করিয়া হিব্রোণের সম্মুখস্থ পর্ব্বত-শৃঙ্গে লইয়া গেলেন।

৪ তৎপরে তিনি সোরেক উপত্যকার একটা স্ত্রীলোককে ভালবাসিলেন, তাহার ৫ নাম দলীলা। তাহাতে পলেষ্টীয়দের ভূপালেরা সেই স্ত্রীর নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি তাহাকে ফুস্‌লাইয়া দেখ, কিসে তাহার এমন মহাবল হয়, ও কিসে আমরা তাহাকে জয় করিয়া ক্লেশ দিবার জন্য রাখিতে পারিব; তাহাতে আমরা প্রত্যেকে তোমাকে এগার ৬ শত রৌপ্য মুদ্রা দিব। তখন দলীলা শিম্‌শোনকে কহিল, বিনয় করি, তোমার এমন মহাবল কিসে হয়, আর ক্লেশ দিবার জন্য কিসে তোমাকে বাঁধিতে পারা ৭ যায়, তাহা আমাকে বল। শিম্‌শোন তাহাকে কহিলেন, শুষ্ক হয় নাই, এমন সাত গাছা কাঁচা তাঁইত দিয়া যদি তাহারা আমাকে বাঁধে, তবে আমি দুর্ব্বল হইয়া ৮ অন্য লোকের সমান হইব। পলেষ্টীয়দের ভূপালেরা অশুষ্ক সাত গাছা কাঁচা তাঁইত আনিয়া সেই স্ত্রীকে দিলেন; আর সে তাহা দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিল। ৯ তখন তাহার অন্তরাগারে গুপ্তভাবে লোক বসিয়াছিল। পরে দলীলা তাঁহাকে কহিল, হে শিম্‌শোন, পলেষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল। তাহাতে অগ্নির গন্ধে শণসূত্র যেমন ছিন্ন হয়, তদ্রূপ তিনি ঐ তাঁইত সকল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; এইরূপে ১০ তাঁহার বল জানা গেল না। পরে দলীলা শিম্‌শোনকে কহিল, দেখ, তুমি আমাকে উপহাস করিলে, আমাকে মিথ্যা কথা কহিলে; এক্ষণে বিনয় করি, কিসে তোমাকে বাঁধিতে পারা যায়, তাহা ১১ আমাকে বল। তিনি তাহাকে কহিলেন, যে রজ্জু দিয়া কোন কর্ম্ম করা হয় নাই, এমন কয়েক গাছা নূতন রজ্জু দ্বারা যদি তাহারা আমাকে বাঁধে, তবে আমি দুর্ব্বল হইয়া অন্য লোকের সমান হইব। ১২ তাহাতে দলীলা নূতন রজ্জু লইয়া তাহা দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিল; পরে তাঁহাকে কহিল, হে শিম্‌শোন, পলেষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল। তখন অন্তরাগারে গুপ্তভাবে লোক বসিয়াছিল। কিন্তু তিনি আপন বাহু হইতে সূত্রের ন্যায় ১৩ ঐ সকল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরে দলীলা শিম্‌শোনকে কহিল, এ যাবৎ তুমি আমাকে উপহাস করিলে, আমাকে মিথ্যা কথা কহিলে; কিসে তোমাকে বাঁধিতে পারা যায়, আমাকে বল না। তিনি কহিলেন, তুমি যদি আমার মাথার সাত গুচ্ছ চুল তানার সহিত বুন, তবে ১৪ হইতে পারে। তাহাতে সে তাঁতের গোঁজের সহিত তাহা বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে শিম্‌শোন, পলেষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল। তখন তিনি নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া তানা শুদ্ধ তাঁতের গোঁজ উপড়াইয়া ফেলিলেন।

১৫ পরে দলীলা তাঁহাকে কহিল, তুমি কি প্রকারে বলিতে পার যে, তুমি আমাকে ভালবাস? তোমার মন ত আমাতে নাই; এই তিন বার তুমি আমাকে উপহাস করিলে; কিসে তোমার এমন মহাবল হয়, তাহা আমাকে কহিলে ১৬ না। এইরূপে সে প্রতিদিন বাক্য দ্বারা তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া এমন ব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, প্রাণধারণে তাঁহার ১৭ বিরক্তি বোধ হইল। তাই তিনি মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন, তাহাকে কহিলেন, আমার মস্তকে কখনও ক্ষুর উঠে নাই, কেননা মাতার গর্ব্ভহইতে আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয়; ক্ষৌরি হইলে আমার বল আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং আমি দুর্ব্বল হইয়া অন্য ১৮ সকল লোকের সমান হইব। তখন, এ আমাকে মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছে বুঝিয়া, দলীলা লোক পাঠাইয়া পলেষ্টীয়দের ভূপালদিগকে ডাকাইয়া কহিল, এই বার আইস্থন, কেননা সে আমাকে মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছে। তাহাতে পলেষ্টীয়দের ভূপালেরা টাকা হাতে করিয়া তাহার নিকটে ১৯ আসিলেন। পরে সে আপনার জানুর উপরে তাঁহাকে নিদ্রিত করিল, এবং এক জনকে ডাকাইয়া তাঁহার মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ ক্ষৌরি করাইল; এইরূপে সে তাঁহাকে ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল, আর তাঁহার বল তাঁহাকে ছাড়িয়া ২০ গেল। পরে সে কহিল, হে শিম্‌শোন, পলেষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল। তখন তিনি নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া কহিলেন, অন্যান্য সময়ের ন্যায় বাহিরে গিয়া গা ঝাড়া দিব। কিন্তু সদাপ্রভু যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তিনি ২১ বুঝিলেন না। তখন পলেষ্টীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিল; এবং তাঁহাকে ঘসাতে আনিয়া পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল; তিনি কারাগারে ২২ যাঁতা পেষণ করিতে থাকিলেন। তথাপি ক্ষৌরি হইবার পর তাঁহার মস্তকের কেশ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

২৩ পরে পলেষ্টীয়দের ভূপালেরা আপনাদের দেবতা দাগোনের উদ্দেশে মহাযজ্ঞ ও আমোদ প্রমোদ করিতে একত্র হইলেন; কেননা তাঁহারা কহিলেন, আমাদের দেবতা আমাদের শত্রু শিম্‌শোনকে আমা- ২৪ দের হস্তে দিয়াছেন। আর তাঁহাকে দেখিয়া লোকেরা আপনাদের দেবতার প্রশংসা করিতে লাগিল; কেননা তাহারা কহিল, এই যে ব্যক্তি আমাদের শত্রু ও আমাদের দেশনাশক, যে আমাদের অনেক লোক বধ করিয়াছে, ইহাকে আমাদের দেবতা আমাদের হস্তে দিয়া- ২৫ ছেন। তাহাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইলে তাহারা কহিল, শিম্‌শোনকে ডাক, সে আমাদের কাছে কৌতুক করুক। তাহাতে লোকেরা কারাগৃহ হইতে শিম্‌শোনকে ডাকিয়া আনিল, আর তিনি তাহাদের সম্মুখে কৌতুক করিতে লাগিলেন। তাহারা স্তম্ভ সকলের মধ্যে ২৬ তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছিল। পরে যে বালক হস্ত দিয়া শিম্‌শোনকে ধরিয়াছিল, তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে ছাড়িয়া দেও, যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহের ভার আছে, তাহা আমাকে স্পর্শ করিতে দেও; আমি উহাতে হেলান দিয়া ২৭ দাঁড়াইব। পুরুষে ও স্ত্রীলোকে সেই গৃহ পরিপূর্ণ ছিল, আর পলেষ্টীয়দের

সমস্ত ভূপাল সেখানে ছিলেন, এবং ছাদের উপরে স্ত্রী পুরুষ প্রায় তিন সহস্র লোক শিম্‌শোনের কৌতুক দেখিতেছিল।
২৮ তখন শিম্‌শোন সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, হে প্রভু সদাপ্রভু, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ করুন; হে ঈশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া কেবল এই একটী বার আমাকে বলবান করুন, যেন আমি পলেষ্টীয়দিগকে আমার দুই চক্ষুর নিমিত্ত একেবারেই প্রতিশোধ দিতে পারি।
২৯ পরে শিম্‌শোন, মধ্যস্থিত যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহের ভার ছিল, তাহা ধরিয়া তাহার একটীর উপরে দক্ষিণ বাহু দ্বারা, অন্যটীর উপরে বাম বাহু দ্বারা নির্ভর
৩০ করিলেন। আর পলেষ্টীয়দের সহিত আমার প্রাণ যাউক, ইহা বলিয়া শিম্‌শোন আপনার সমস্ত বলে নত হইয়া পড়িলেন; তাহাতে ঐ গৃহ ভূপালগণের ও যত লোক ভিতরে ছিল, সমস্ত লোকের উপরে পড়িল; এইরূপে তিনি জীবনকালে যত লোক বধ করিয়াছিলেন, মরণকালে তদপেক্ষা অধিক লোককে বধ
৩১ করিলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও তাঁহার সমস্ত পিতৃকুল নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে লইয়া সরা ও ইষ্টায়োলের মধ্য-স্থানে তাঁহার পিতা মানোহের কবরস্থানে তাঁহার কবর দিল। তিনি বিংশতি বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করিয়াছিলেন।

মীখা ও দানীয়দের বিবরণ।

১৭ পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশে মীখা
২ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে আপন মাতাকে কহিল, যে এগার শত রৌপ্য মুদ্রা তোমার নিকট হইতে চুরি গিয়াছিল, যে বিষয়ে তুমি শাপ দিয়াছিলে ও আমার কাণে তুলিয়াছিলে, দেখ, সেই রৌপ্য আমার কাছে আছে, আমিই তাহা লইয়াছিলাম। তাহার মাতা কহিল, বৎস, তুমি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্র
৩ হও। পরে সে ঐ এগার শত রৌপ্য মুদ্রা মাতাকে ফিরাইয়া দিলে তাহার মাতা কহিল, আমি এই রৌপ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করিতেছি, আমার পুত্র ইহা আমার হস্ত হইতে লইয়া এক ছাঁচে ঢালা ও এক ক্ষোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করুক। অতএব এখন ইহা তোমাকে
৪ ফিরাইয়া দিলাম। সে আপন মাতাকে ঐ রৌপ্য ফিরাইয়া দিলে তাহার মাতা দুই শত রৌপ্য মুদ্রা লইয়া স্বর্ণকারকে দিল; আর সে এক ছাঁচে ঢালা ও এক ক্ষোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে তাহা
৫ মীখার গৃহে থাকিল। ঐ মীখার এক দেবালয় ছিল; আর সে এক এফোদ ও কয়েকটী ঠাকুর নির্ম্মাণ করিল, এবং আপনার এক পুত্রের হস্তপূরণ করিলে
৬ সে তাহার পুরোহিত হইল। ঐ সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না, যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইত, সে তাহাই করিত।

৭ তৎকালে যিহূদা গোষ্ঠীর বৈৎলেহম-যিহূদার একটী লোক ছিল, সে লেবীয়,
৮ ও সে তথায় প্রবাস করিতেছিল। সেই ব্যক্তি যেখানে স্থান পাইতে পারে, তথায় প্রবাস করিবার জন্য নগর হইতে, বৈৎ-লেহম-যিহূদা হইতে, প্রস্থানপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশে ঐ মীখার বাটীতে উপস্থিত হইল।
৯ মীখা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথা হইতে আসিলে? সে তাহাকে কহিল, আমি বৈৎলেহম-যিহূদার এক

জন লেবীয়; যেখানে স্থান পাই, তথায় ১০ প্রবাস করিতে যাইতেছি। মীখা তাহাকে কহিল, তুমি আমার এখানে থাক, আমার পিতা ও পুরোহিত হও, আমি বৎসরে তোমাকে দশটা রৌপ্য মুদ্রা, এক যোড়া বস্ত্র ও তোমার খাদ্য দ্রব্য দিব। তাহাতে ১১ সেই লেবীয় ভিতরে গেল। সেই লেবীয় তাহার সেখানে থাকিতে সম্মত হইল; আর এই যুবক তাহার এক পুত্রের ন্যায় ১২ হইল। পরে মীখা সেই লেবীয়ের হস্ত-পূরণ করিল, আর সেই যুবক মীখার পুরোহিত হইয়া তাহার বাটীতে থাকিল। ১৩ তখন মীখা কহিল, এখন আমি জানিলাম যে, সদাপ্রভু আমার মঙ্গল করিবেন, যেহেতু এক জন লেবীয় আমার পুরোহিত হইয়াছে।

১৮ তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না; আর তৎকালে দানীয় বংশ আপনাদের বাসার্থ অধিকারের চেষ্টা করিতেছিল, কেননা সেই দিন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল-বংশ সমূহের মধ্যে তাহারা ২ অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। তখন দান-সন্তানগণ আপনাদের পূর্ণ সংখ্যা হইতে আপনাদের গোষ্ঠীর পাঁচ জন বীর পুরুষকে দেশ নিরীক্ষণ ও অনুসন্ধান করিবার জন্য সরা ও ইষ্টায়োল হইতে প্রেরণ করিল; তাহাদিগকে বলিল, তোমরা যাও, দেশ অনুসন্ধান কর; তাহাতে তাহারা পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশে মীখার বাটী পর্য্যন্ত গিয়া সেই স্থানে রাত্রি ৩ যাপন করিল। তাহারা যখন মীখার বাটীতে ছিল, তখন সেই লেবীয় যুবকের স্বর চিনিয়া নিকটে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এখানে তোমাকে কে আনিয়াছে? এবং এ স্থানে তুমি কি করিতেছ? আর এখানে তোমার কি ৪ আছে? সে তাহাদিগকে কহিল, মীখা আমার প্রতি এই এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি আমাকে বেতন দিতেছেন, আর আমি তাঁহার পুরোহিত ৫ হইয়াছি। তখন তাহারা কহিল, বিনয় করি, ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা কর, যেন আমাদের গন্তব্য পথে মঙ্গল হইবে ৬ কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি। পুরোহিত তাহাদিগকে কহিল, কুশলে যাও, তোমরা যেখানে যাইবে, তোমাদের পথ সদাপ্রভুর সম্মুখবর্ত্তী।

৭ পরে সেই পাঁচ জন যাত্রা করিয়া লয়িশে আসিল। তাহারা দেখিল তথাকার লোকেরা সীদোনীয়দের রীতি অনুসারে সুস্থির ও নিশ্চিন্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছে, এবং সে দেশে কোন বিষয়ে তাহাদিগকে অপ্রতিভ করিতে পারে, কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট এমন কেহ নাই, আর সীদোনীয়দের হইতে তাহারা দূরস্থ, এবং অন্য কাহারও সহিত তাহাদের ৮ সম্বন্ধ নাই। পরে উহারা সরা ও ইষ্টায়োলে আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে আসিল; তাহাদের ভ্রাতৃগণ জিজ্ঞাসা ৯ করিল, তোমরা কি বল? তাহারা কহিল, উঠ, আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাই; আমরা সেই দেশ দেখিয়াছি; আর দেখ, তাহা অতি উত্তম, তোমরা কেন চুপ করিয়া আছ? সেই দেশ অধিকার করিবার জন্য সেখানে যাইতে আলস্য ১০ করিও না। তোমরা গেলেই নির্ব্বিঘ্ন এক লোক সমাজের কাছে পৌঁছিবে, আর দেশ বিস্তীর্ণ; ঈশ্বর তোমাদের হস্তে সেই দেশ সমর্পণ করিয়াছেন; আর তথায় পৃথিবীস্থ কোন বস্তুর অভাব নাই।

১১ তখন দানীয় গোষ্ঠীর ছয় শত লোক যুদ্ধাস্ত্রে সসজ্জ হইয়া তথা হইতে অর্থাৎ সরা ও ইষ্টায়োল হইতে যাত্রা করিল।
১২ তাহারা যিহূদার কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে উঠিয়া গিয়া তথায় শিবির স্থাপন করিল। এই কারণ অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানকে মহনে-দান [দানের শিবির] বলে; দেখ, তাহা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পশ্চাতে আছে।
১৩ পরে তাহারা তথা হইতে পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশে গেল, ও মীখার বাটী
১৪ পর্য্যন্ত আসিল। তখন, যে পাঁচ জন লয়িশ প্রদেশ অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিল, তাহারা আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, তোমরা কি জান যে, এই বাটীতে এক এফোদ, কয়েকটী ঠাকুর, এক ক্ষোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা এক প্রতিমা আছে? এখন তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য,
১৫ তাহা বিবেচনা কর। পরে তাহারা সেই দিকে ফিরিয়া মীখার বাটীতে ঐ লেবীয় যুবকের গৃহে আসিয়া তাহার মঙ্গল
১৬ জিজ্ঞাসা করিল। আর দান-সন্তানগণের মধ্যে যুদ্ধাস্ত্রে সসজ্জ সেই ছয় শত পুরুষ
১৭ দ্বার-প্রবেশ-স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। আর দেশ নিরীক্ষণার্থে যাহারা গিয়াছিল, সেই পাঁচ জন উঠিয়া গেল; তাহারা তথায় প্রবেশ করিয়া ঐ ক্ষোদিত প্রতিমা, এফোদ, ঠাকুরগুলা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা তুলিয়া লইল; এবং ঐ পুরোহিত যুদ্ধাস্ত্রে সসজ্জ ঐ ছয় শত পুরুষের সঙ্গে
১৮ দ্বার-প্রবেশ-স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল। যখন উহারা মীখার বাটীতে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষোদিত প্রতিমা, এফোদ, ঠাকুর-গুলা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা তুলিয়া লইল, তখন পুরোহিত তাহাদিগকে
১৯ কহিল, তোমরা কি করিতেছ? তাহারা উত্তর করিল, চুপ কর, মুখে হাত দিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল, এবং আমাদের পিতা ও পুরোহিত হও। তোমার পক্ষে কোনটা ভাল, এক জনের কুলের পুরোহিত হওয়া, না ইস্রায়েলের এক বংশের
২০ ও গোষ্ঠীর পুরোহিত হওয়া? তাহাতে পুরোহিতের মন প্রফুল্ল হইল, সে ঐ এফোদ, ঠাকুরগুলা ও ক্ষোদিত প্রতিমা লইয়া সেই লোকদের মধ্যবর্ত্তী হইল।
২১ আর তাহারা মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান করিল, এবং বালকবালিকা, পশু ও দ্রব্য সামগ্রী আপনাদের সম্মুখে রাখিল।
২২ তাহারা মীখার বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গেলে পর মীখার বাটীর নিকটস্থ বাটীসমূহের লোকেরা একত্র হইয়া দান-সন্তানগণের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল; এবং দান-সন্তানদিগকে ডাকিতে লাগিল।
২৩ তাহাতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া মীখাকে কহিল, তোমার কি হইয়াছে যে, তুমি
২৪ এত লোক সঙ্গে করিয়া আসিতেছ? সে কহিল, তোমরা আমার নির্ম্মিত দেবগণ ও পুরোহিতকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছ, এখন আমার আর কি আছে? অতএব "তোমার কি হইয়াছে?" ইহা
২৫ আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? দান-সন্তানগণ তাহাকে কহিল, আমাদের মধ্যে যেন তোমার রব শুনা না যায়; পাছে গোঁয়ারেরা তোমাদের উপর পড়ে, এবং
২৬ তুমি সপরিবারে প্রাণ হারাও। পরে দান-সন্তানগণ আপন পথে গমন করিল, এবং মীখা তাহাদিগকে আপনা হইতে অধিক বলবান দেখিয়া ফিরিল, আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিল।
২৭ পরে তাহারা মীখার নির্ম্মিত বস্তু সকল ও তাহার পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া

লয়িশে সেই সুস্থির ও নিশ্চিন্ত লোকসমাজের নিকটে উপস্থিত হইল; এবং খড়্গধারে তাহাদিগকে বধ করিল, আর ২৮ নগর আগুনে পোড়াইয়া দিল। উদ্ধারকর্ত্তা কেহ ছিল না, কেননা সেই নগর সীদোন হইতে দূরে ছিল, এবং অন্য কাহারও সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিল না। আর তাহা বৈৎ-রহোবের নিকটস্থ তলভূমিতে ছিল। পরে তাহারা ঐ নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিল। ২৯ আর তাহাদের পিতৃপুরুষ যে দান ইস্রায়েলের পুত্র, তাঁহার নামানুসারে সেই নগরের নাম দান রাখিল; কিন্তু পূর্ব্বে সেই নগরের নাম লয়িশ ছিল।

৩০ আর দান-সন্তানগণ আপনাদের জন্য সেই ক্ষোদিত প্রতিমা স্থাপন করিল, এবং তদ্দেশীয় লোকদের বন্দিত্বের সময় পর্য্যন্ত মোশির পুত্র গের্শোমের সন্তান যোনাথন এবং তাহার সন্তানগণ দানীয় ৩১ বংশের পুরোহিত হইল। আর যত দিন শীলোতে ঈশ্বরের গৃহ থাকিল, তাহারা আপনাদের জন্য মীখার নির্ম্মিত ঐ ক্ষোদিত প্রতিমা স্থাপন করিয়া রাখিল।

গিবিয়া-নিবাসীদের দুষ্টামি ও তাহার তিক্ত ফল।

১৯ তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না। আর পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশের প্রান্তভাগে এক জন লেবীয় প্রবাস করিত; সে বৈৎলেহম-যিহূদা হইতে এক উপপত্নী গ্রহণ করিয়াছিল। ২ পরে সেই উপপত্নী তাহার বিরুদ্ধে বেশ্যাচার করিল, এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া বৈৎলেহম-যিহূদায় আপন পিতার বাটীতে গিয়া চারি মাস কাল সে স্থানে থাকিল। ৩ পরে তাহার পুরুষ উঠিয়া তাহাকে চিত্তপ্রবোধক কথা কহিতে ও ফিরাইয়া আনিতে তাহার কাছে গেল, তাহার সঙ্গে তাহার চাকর ও দুইটী গর্দ্দভ ছিল। তাহার উপপত্নী তাহাকে পিতার বাটীর মধ্যে লইয়া গেলে সেই যুবতীর পিতা তাহাকে দেখিয়া আনন্দ সহকারে তাহার ৪ সহিত সাক্ষাৎ করিল; তাহার শ্বশুর ঐ যুবতীর পিতা আগ্রহ করিয়া তাহাকে রাখিলে সে তাহার সহিত তিন দিন বাস করিল; এবং তাহারা সেই স্থানে ভোজন পান ও রাত্রি যাপন করিল। ৫ পরে চতুর্থ দিবসে তাহারা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিল, আর সে যাইবার জন্য উঠিল। তখন সেই যুবতীর পিতা জামাতাকে কহিল, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া তোমার অন্তঃকরণ সুস্থির কর, পরে ৬ আপন পথে যাইও। তাহাতে তাহারা দুই জন একত্র বসিয়া ভোজন পান করিল; পরে যুবতীর পিতা সেই ব্যক্তিকে কহিল, বিনয় করি, সম্মত হও, এই রাত্রিটুকু বিলম্ব কর, প্রফুল্লচিত্ত হও। ৭ তথাপি সেই ব্যক্তি যাইবার জন্য উঠিল; কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহাকে সাধ্যসাধনা করিলে সে সেই রাত্রিও তথায় যাপন ৮ করিল। পরে পঞ্চম দিবসে সে যাইবার জন্য প্রত্যূষে উঠিল; আর যুবতীর পিতা তাহাকে কহিল, বিনয় করি, তোমার অন্তঃকরণ সুস্থির কর, বৈকাল পর্য্যন্ত তোমরা বিলম্ব কর; তাহাতে তাহারা ৯ উভয়ে আহার করিল। পরে সেই পুরুষ, তাহার উপপত্নী ও চাকর যাইবার জন্য উঠিলে তাহার শ্বশুর ঐ যুবতীর পিতা তাহাকে কহিল, দেখ, প্রায় দিবাবসান হইল, বিনয় করি, তোমরা এই রাত্রিটুকু

বিলম্ব কর ; দেখ, বেলা শেষ হইয়াছে ; তুমি এই স্থানে রাত্রিবাস কর, প্রফুল্লচিত্ত হও ; কল্য তোমরা প্রত্যূষে উঠিলেই তুমি তোমার তাম্বুতে যাইতে পারিবে।
১০ কিন্তু ঐ ব্যক্তি সেই রাত্রি বিলম্ব করিতে অসম্মত হইল ; সে উঠিয়া যাত্রা করিয়া যিবূষের অর্থাৎ যিরূশালেমের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ; তাহার সঙ্গে দুইটী সজ্জিত গর্দ্দভ ছিল ; আর
১১ তাহার উপপত্নীও সঙ্গে ছিল। যিবূষের কাছে উপস্থিত হইলে দিবা প্রায় একেবারে অবসান হইল ; তাহাতে চাকরটী আপন কর্ত্তাকে কহিল, বিনয় করি, আইসুন, আমবা যিবূষীয়দের এই নগরে
১২ প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করি। কিন্তু তাহার কর্ত্তা তাহাকে কহিল, যাহারা ইস্রায়েল-সন্তান নয়, এমন বিজাতীয়দের নগরে আমরা প্রবেশ করিব না ; আমরা বরং অগ্রসর হইয়া গিবিয়াতে
১৩ যাইব। সে চাকরটীকে আরও কহিল, আইস, আমরা এই অঞ্চলের কোন স্থানে যাই, গিবিয়াতে কিম্বা রামাতে রাত্রি
১৪ যাপন করি। এইরূপে তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিল ; পরে বিন্যামীনের অধিকারস্থ গিবিয়ার নিকটে উপস্থিত হইলে
১৫ সূর্য্য অস্তগত হইল। তখন তাহারা গিবিয়াতে প্রবেশ ও রত্রিবাস করণার্থে পথ ছাড়িয়া তথায় গেল ; সে প্রবেশ করিয়া ঐ নগরের চকে বসিয়া রহিল ; কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে আপন বাটীতে রাত্রিবাসার্থে গ্রহণ করিল না।

১৬ আর দেখ, এক জন বৃদ্ধ সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্র হইতে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিলেন ; সেই ব্যক্তি পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম দেশের লোক ; আর তিনি গিবিয়াতে প্রবাস করিতেছিলেন, কিন্তু নগরের লোকেরা
১৭ বিন্যামীনীয় ছিল। সেই ব্যক্তি চক্ষু তুলিয়া নগরের চকে ঐ পথিককে দেখিলেন ; আর বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় যাইতেছ ? কোথা হইতে
১৮ আসিতেছ ? সে তাঁহাকে কহিল, আমরা বৈৎলেহম-যিহূদা হইতে পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশের প্রান্তভাগে যাইতেছি ; আমি সেই স্থানের লোক ; বৈৎলেহম-যিহূদা পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম ; আমি সদাপ্রভুর গৃহে যাইতেছি। আর আমাকে কোন ব্যক্তি বাটীতে গ্রহণ করে না।
১৯ আমাদের সঙ্গে গর্দ্দভদের জন্য পোয়াল ও কলাই, এবং আমার জন্য, আপনার এই দাসীর জন্য এবং আপনার দাসদাসীর সঙ্গী এই যুবকের জন্য রুটী ও দ্রাক্ষারস
২০ আছে, কোন দ্রব্যের অভাব নাই। বৃদ্ধ কহিলেন, তোমার শান্তি হউক, তোমার যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহার ভার আমার উপরে থাকুক ; তুমি কোন ক্রমে এই চকে রাত্রি যাপন করিও না।
২১ পরে বৃদ্ধ তাহাকে আপন বাটীতে আনিয়া গর্দ্দভদিগকে তৃণ দিলেন, এবং তাহারা
২২ পা ধুইয়া ভোজন পান করিল। তাহারা আপন আপন অন্তঃকরণ আপ্যায়িত করিতেছে, এমন সময়ে, দেখ, নগরের লোকেরা, কতকগুলি পাষণ্ড, সেই বাটীর চারিদিকে ঘেরিয়া কবাটে আঘাত করিতে লাগিল, এবং বাটীর কর্ত্তাকে, ঐ বৃদ্ধকে, কহিল, তোমার বাটীতে যে পুরুষ আসিয়াছে, তাহাকে বাহির করিয়া আন ;
২৩ আমরা তাহার পরিচয় লইব। তাহাতে সেই ব্যক্তি, বাটীর কর্ত্তা, বাহির হইয়া তাহাদের নিকটে গিয়া কহিলেন, হে আমার ভ্রাতৃগণ, না, না ; বিনয় করি,

এমন দুষ্কর্ম্ম করিও না; ঐ পুরুষ আমার বাটীতে আসিয়াছে, অতএব এমন ২৪ মূঢ়তার কর্ম্ম করিও না। দেখ, আমার অনূঢ়া কন্যা এবং তাহার উপপত্নী; ইহাদিগকে বাহির করিয়া আনি; তোমরা তাহাদিগকে মানভ্রষ্ট কর, ও তাহাদের প্রতি তোমাদের যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর; কিন্তু সেই পুরুষের প্রতি ২৫ এমন মূঢ়তার কর্ম্ম করিও না। তথাপি তাহারা তাঁহার কথা শুনিতে অস্বীকার করিল; তখন ঐ পুরুষ আপন উপপত্নীকে ধরিয়া তাহাদের নিকটে বাহির করিয়া আনিল; আর তাহারা তাহার পরিচয় লইল, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি তাহার প্রতি অত্যাচার করিল; পরে আলো হইয়া আসিলে তাহাকে ছাড়িয়া ২৬ দিল। তখন রাত্রি পোহাইলে ঐ স্ত্রী পতির আতিথ্যকারী বৃদ্ধের বাটীর দ্বারে আসিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিল। ২৭ প্রাতঃকাল হইলে তাহার পতি উঠিয়া পথে যাইবার জন্য গৃহের কবাট খুলিয়া বাহির হইল, আর দেখ, সেই স্ত্রীলোক, তাহার উপপত্নী, গৃহের দ্বারে গোবরাটের উপরে হস্ত রাখিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ২৮ তাহাতে সে তাহাকে কহিল, গা তুল, চল, আমরা যাই; কিন্তু সে কিছুই উত্তর দিল না। পরে ঐ পুরুষ গর্দ্দভের উপরে তাহাকে তুলিয়া লইল, এবং উঠিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

২৯ পরে সে আপন বাটীতে আসিয়া একখানা ছুরী লইয়া আপনার উপপত্নীকে ধরিয়া অস্থি অনুসারে দ্বাদশ খণ্ড করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে পাঠাইয়া ৩০ দিল। যাহারা তাহা দেখিল সকলে কহিল, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিবার দিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত এমন কর্ম্ম কখনও হয় নাই, দেখাও যায় নাই; এ বিষয়ে বিবেচনা কর, মন্ত্রণা কর, কি কর্ত্তব্য বল।

২০ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সকলে বাহির হইল, দান অবধি বের্-শেবা পর্য্যন্ত ও গিলিয়দ দেশ সমেত সমস্ত মণ্ডলী এক মানুষের ন্যায় মিস্‌পাতে সদা- ২ প্রভুর কাছে সমবেত হইল। ঈশ্বরের প্রজাদের সেই সমাজে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের সমস্ত জনসমাজের অধ্যক্ষ ও চারি লক্ষ খড়্গধারী পদাতিক উপস্থিত হইল। ৩ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিস্‌পাতে উঠিয়া গিয়াছে, এই কথা বিন্যামীন-সন্তানগণ শুনিতে পাইল। পরে ইস্রায়েল সন্তানগণ কহিল, বল দেখি, এই দুষ্কর্ম্ম কি ৪ প্রকারে হইল? সেই লেবীয়, নিহতা স্ত্রীর পুরুষ উত্তর করিয়া কহিল, আমি ও আমার উপপত্নী রাত্রি যাপন করিবার জন্য বিন্যামীনের অধিকারস্থ গিবিয়াতে ৫ প্রবেশ করিয়াছিলাম। আর গিবিয়ার গৃহস্থেরা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া রাত্রিকালে আমার জন্য গৃহের চারিদিক্ বেষ্টন করিল। তাহারা আমাকে বধ করিবার কল্পনা করিয়াছিল, আর আমার উপপত্নীকে বলাৎকার করায় সে মরিয়া ৬ গেল। পরে আমি নিজ উপপত্নীকে লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ইস্রায়েলের অধিকারস্থ প্রদেশের সর্ব্বত্র পাঠাইলাম, কেননা তাহারা ইস্রায়েলের মধ্যে কুকর্ম্ম ৭ ও মূঢ়তার কার্য্য করিয়াছে। দেখ, তোমরা সকলেই ইস্রায়েল-সন্তান; অতএব এ বিষয়ে আপন আপন মত বলিয়া মন্ত্রণা স্থির কর।

৮ তখন সকল লোক এক মানুষের ন্যায়

কহিল, আমরা কেহ আপন তাম্বুতে যাইব না, কেহ আপন বাটীতে ৯ ফিরিয়া যাইব না; কিন্তু এখন গিবিয়ার প্রতি এই কার্য্য করিব, আমরা গুলিবাঁট- ১০ পূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে যাইব। আর আমরা লোকদের জন্য খাদ্য দ্রব্য আনিতে ইস্রায়েল-বংশসমূহের মধ্যে এক শত লোকের প্রতি দশ, এক সহস্রের প্রতি এক শত, ও দশ সহস্রের প্রতি এক সহস্র লোক সংগ্রহ করিব, যেন আমরা বিন্যা- মীনের গিবিয়াতে গিয়া ইস্রায়েলের মধ্যে কৃত সমস্ত মূঢ়তার কর্ম্ম অনুসারে প্রতি- ১১ ফল দিতে পারি। এইরূপে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক এক মানুষের ন্যায় একযোগ হইয়া ঐ নগরের প্রতিকূলে একত্র হইল।

১২ পরে ইস্রায়েলের বংশসমূহ বিন্যামীন বংশের সর্ব্বত্র লোক প্রেরণ করিয়া কহিল, তোমাদের মধ্যে এ কি দুষ্কর্ম্ম ১৩ হইয়াছে? তোমরা এখন ঐ লোক- দিগকে, গিবিয়া-নিবাসী পাষণ্ডদিগকে, সমর্পণ কর, আমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া ইস্রায়েল হইতে দুষ্টাচার লোপ করিব। কিন্তু বিন্যামীন আপন ভ্রাতা দের অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণের কথা ১৪ শুনিতে সম্মত হইল না। বরং ইস্রা- য়েল-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করণার্থে বিন্যামীন-সন্তানগণ নানা নগর হইতে ১৫ গিবিয়াতে গিয়া একত্র হইল। সেই দিন নানা নগর হইতে আগত বিন্যামীন- সন্তানদের ছাব্বিশ সহস্র খড়্গধারী লোক গণিত হইল; ইহারা গিবিয়া-নিবাসীগণ হইতে ভিন্ন; তাহারাও সাত শত মনো- ১৬ নীত লোক গণিত হইল। আবার এই সকল লোকের মধ্যে সাত শত মনোনীত লোক ন্যাটা ছিল; তাহাদের প্রত্যেক জন কেশ লক্ষ্যে ফিঙ্গার পাথর মারিতে পারিত, লক্ষ্যচ্যুত হইত না।

১৭ বিন্যামীন ভিন্ন ইস্রায়েলের খড়্গধারী চারি লক্ষ লোক গণিত হইল; ইহারা ১৮ সকলেই যোদ্ধা ছিল। ইস্রায়েল-সন্তান- গণ উঠিয়া বৈথেলে গিয়া ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিল; তাহারা কহিল, বিন্যা- মীন-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমাদের মধ্যে প্রথমে কে যাইবে? সদাপ্রভু কহিলেন, প্রথমে যিহূদা যাইবে। ১৯ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গিবিয়ার সম্মুখে শিবির স্থাপন ২০ করিল। পরে ইস্রায়েল-লোকেরা বিন্যা- মীনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইয়া গেল; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইস্রায়েল-লোকেরা গিবিয়ার সমীপে সৈন্য ২১ রচনা করিল। তখন বিন্যামীন-সন্তানগণ গিবিয়া হইতে বাহির হইয়া ঐ দিবসে ইস্রায়েলের মধ্যে বাইশ সহস্র লোককে সংহার করিয়া ভূতলশায়ী করিল।

২২ পরে ইস্রায়েল-লোকেরা আপনা- দিগকে আশ্বাস দিয়া, প্রথম দিবসে যে স্থানে সৈন্য রচনা করিয়াছিল, পুনর্ব্বার ২৩ সেই স্থানে সৈন্য রচনা করিল। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ উঠিয়া গিয়া সন্ধ্যা- কাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সাক্ষাতে রোদন করিল, এবং সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আপন ভ্রাতা বিন্যামীন- সন্তানদের সহিত যুদ্ধ করিতে কি পুনর্ব্বার যাইব? সদাপ্রভু কহিলেন, তাহার ২৪ বিরুদ্ধে যাও। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ দ্বিতীয় দিবসে বিন্যামীন-সন্তানগণের প্রতি- ২৫ কূলে উপস্থিত হইল। আর বিন্যামীন সেই দ্বিতীয় দিবসে তাহাদের বিরুদ্ধে গিবিয়া হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার

ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আঠার সহস্র লোককে সংহার করিয়া ভূতলশায়ী করিল, ইহারা সকলেই খড়্গধারী ছিল।

২৬ পরে সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান, সমস্ত লোক, গিয়া বৈথেলে উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে রোদন করিল ও বসিয়া রহিল, এবং সেই দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ ২৭ করিল। সেই সময়ে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক ঐস্থানে ছিল, এবং হারোণের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস তৎ-২৮ সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন; অতএব ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আপন ভ্রাতা বিন্যামীন-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে এখনও কি পুনর্ব্বার যাইব? না ক্ষান্ত হইব? সদাপ্রভু কহিলেন, যাও, কেননা কল্য আমি তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে ২৯ সমর্পণ করিব। পরে ইস্রায়েল গিবিয়ার চারিদিকে ঘাঁটি বসাইল।

৩০ পরে তৃতীয় দিবসে ইস্রায়েল-সন্তানগণ বিন্যামীন-সন্তানগণের বিরুদ্ধে উঠিয়া গিয়া অন্যান্য সময়ের ন্যায় গিবিয়ার ৩১ নিকটে সৈন্য রচনা করিল। তখন বিন্যামীন-সন্তানগণ ঐ লোকদের বিরুদ্ধে বাহির হইল, এবং নগর হইতে দূরে আকর্ষিত হইয়া প্রথম বারের ন্যায় লোকদিগকে আঘাত ও বধ করিতে লাগিল, বিশেষতঃ বৈথেলে যাইবার ও ক্ষেত্রস্থ গিবিয়াতে যাইবার দুই রাজপথে তাহারা ইস্রায়েলের মধ্যে অনুমান ত্রিশ জনকে ৩২ বধ করিল। তাহাতে বিন্যামীন-সন্তানগণ কহিল, উহারা আমাদের সম্মুখে পূর্ব্বমত পরাজিত হইতেছে। কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণ বলিয়াছিল, আইস, আমরা পলাইয়া উহাদিগকে নগর হইতে ৩৩ রাজপথে আকর্ষণ করি। অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত লোক আপন আপন স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া বাল্-তামরে সৈন্য রচনা করিল; ইতিমধ্যে ইস্রায়েলের লুক্কায়িত লোকেরা আপনাদের স্থান হইতে অর্থাৎ মারে-গেবা হইতে নির্গত ৩৪ হইল। পরে সমস্ত ইস্রায়েল হইতে দশ সহস্র মনোনীত লোক গিবিয়ার সম্মুখে আসিল, তাহাতে ঘোরতর সংগ্রাম হইল; কিন্তু উহারা জানিত না যে, ৩৫ অমঙ্গল উহাদের নিকটবর্ত্তী। তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সম্মুখে বিন্যামীনকে আঘাত করিলেন, আর সেই দিন ইস্রায়েল-সন্তানগণ বিন্যামীনের পঁচিশ সহস্র এক শত লোককে সংহার করিল, ইহারা সকলেই খড়্গধারী ছিল।

৩৬ এইরূপে বিন্যামীন-সন্তানগণ দেখিল যে, তাহারা আহত হইয়াছে; কারণ ইস্রায়েলের লোকেরা বিন্যামীনের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিল, যেহেতু তাহারা যাহাদিগকে গিবিয়ার বিরুদ্ধে স্থাপন করিয়াছিল, সেই লুক্কায়িত লোকদের উপরে ৩৭ নির্ভর করিতেছিল। ইতিমধ্যে ঐ লুক্কায়িত লোকেরা সত্বর গিবিয়া আক্রমণ করিল, আর প্রবেশ করিয়া খড়্গধারে সমস্ত নগরকে আঘাত করিল। ইস্রা-৩৮ য়েল-লোকদের ও লুক্কায়িত লোকদের মধ্যে এই চিহ্ন স্থির করা হইয়াছিল যে, লুক্কায়িত লোকেরা নগর হইতে ধূমের মেঘ ৩৯ উঠাইবে। অতএব ইস্রায়েল-লোকেরা সংগ্রাম করিতে করিতে মুখ ফিরাইল। তখন বিন্যামীন তাহাদের অনুমান ত্রিশ জনকে আঘাত ও বধ করিয়াছিল, কেননা

তাহারা বলিয়াছিল, প্রথম যুদ্ধের ন্যায় এবারেও উহারা আমাদের সম্মুখে আহত ৪০ হইল। কিন্তু যখন নগর হইতে স্তম্ভাকারে ধূমময় মেঘ উঠিতে লাগিল, তখন বিন্যামীন পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, আর দেখ, সমস্ত নগর ধূমময় হইয়া আকাশে ৪১ উড়িয়া যাইতেছে। আর ইস্রায়েল-লোকেরাও মুখ ফিরাইল; তাহাতে অমঙ্গল আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল দেখিয়া বিন্যামীনের লোকেরা বিহ্বল ৪২ হইল। অতএব তাহারা ইস্রায়েল-লোকদের সম্মুখে প্রান্তরের পথের দিকে ফিরিল; কিন্তু সেই স্থানেও যুদ্ধ তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল; এবং নগর সকল হইতে আগত লোকেরা তথায় তাহা- ৪৩ দিগকে সংহার করিল। তাহারা চারিদিকে বিন্যামীনকে ঘেরিয়া তাড়াইতে লাগিল, এবং সূর্য্যোদয়-দিকে গিবিয়ার সম্মুখস্থ স্থান পর্য্যন্ত তাহাদের বিশ্রাম-স্থানে তাহাদিগকে দলিত করিতে লাগিল। ৪৪ তাহাতে বিন্যামীনের আঠার সহস্র লোক হত হইল, তাহারা সকলেই যোদ্ধা ছিল। ৪৫ পরে অবশিষ্ট লোকেরা প্রান্তরের দিকে ফিরিয়া রিম্মোণ শৈলে পলায়ন করিতে লাগিল, আর উহারা রাজপথে তাহাদের অন্য পাঁচ সহস্র লোককে বধ করিল; পরে বেগে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া গিদোম পর্য্যন্ত গিয়া তাহাদের দুই সহস্র লোককে আঘাত করিল। ৪৬ অতএব সেই দিন বিন্যামীনের মধ্যে খড়্‌গধারী পঁচিশ সহস্র লোক হত হইল; তাহারা সকলেই বলবান লোক ছিল। ৪৭ কিন্তু ছয় শত লোক প্রান্তরের দিকে ফিরিয়া রিম্মোণ শৈলে পলায়ন করিয়া সেই রিম্মোণ শৈলে চারি মাস বাস ৪৮ করিল। পরে ইস্রায়েল-লোকেরা বিন্যামীন-সন্তানগণের প্রতিকূলে ফিরিয়া নগরস্থ মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি যাহা যাহা পাওয়া গেল, সে সকলকে খড়্‌গধারে আঘাত করিল; তাহারা যত নগর পাইল, সে সকল আগুনে পোড়াইয়া দিল।

২১ মিস্‌পাতে ইস্রায়েল-লোকেরা এই দিব্য করিয়াছিল, আমরা কেহ বিন্যামীনের মধ্যে কাহারও সহিত আপন কন্যার ২ বিবাহ দিব না। পরে লোকেরা বৈথেলে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই স্থানে ঈশ্বরের সম্মুখে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় রোদন ৩ করিল। তাহারা কহিল, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, অদ্য ইস্রায়েলের মধ্যে এক বংশের লোপ হইল, ইস্রায়েলের ৪ মধ্যে কেন এমন ঘটিল? পরদিবসে লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং হোমবলি ৫ ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ কহিল, সমাজে সদাপ্রভুর নিকটে আইসে নাই, ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে এমন কে আছে? কেননা মিস্‌পাতে সদাপ্রভুর নিকটে যে না আসিবে, সে অবশ্য হত হইবে, এই ৬ মহাদিব্য তাহারা করিয়াছিল। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের ভ্রাতা বিন্যামীনের জন্য অনুতাপ করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের মধ্য হইতে অদ্য এক বংশ ৭ উচ্ছিন্ন হইল। এখন তাহার অবশিষ্ট লোকদের বিবাহের বিষয়ে কি কর্ত্তব্য? আমরা ত সদাপ্রভুর নামে এই দিব্য করিয়াছি যে, আমরা তাহাদের সহিত আমাদের কন্যাদের বিবাহ দিব না।

৮ অতএব তাহারা কহিল, মিস্‌পাতে সদাপ্রভুর নিকটে আইসে নাই, ইস্রায়েলের

এমন কোন বংশ কি আছে? আর দেখ, যাবেশ-গিলিয়দ হইতে কেহ শিবিরস্থ ৯ ঐ সমাজে আইসে নাই। লোক সকল গণিত হইল, কিন্তু দেখ, যাবেশ-গিলিয়দ-নিবাসীদের এক জনও সে স্থানে নাই। ১০ তাহাতে মণ্ডলী বলবান লোকদের মধ্য হইতে বারো সহস্র লোককে সেই স্থানে পাঠাইল, আর তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিল, তোমরা যাও, যাবেশ-গিলিয়দ-নিবাসীদিগকে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা-১১ শুদ্ধ খড়্গধারে আঘাত কর। আর এই কর্ম্ম করিবে; প্রত্যেক পুরুষকে এবং পুরুষের সহিত শয়নজ্ঞাতা প্রত্যেক স্ত্রীকে ১২ নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে। আর তাহারা যাবেশ-গিলিয়দ-নিবাসীদের মধ্যে এমন চারি শত কুমারী পাইল, যাহারা পুরুষের সহিত শয়ন করিয়া তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা কনান দেশস্থ শীলোর ১৩ শিবিরে তাহাদিগকে আনিল। পরে সমস্ত মণ্ডলী লোক পাঠাইয়া রিম্মোণ শৈলে অবস্থিত বিন্যামীন-সন্তানদের সহিত আলাপ করিল ও তাহাদের কাছে ১৪ সন্ধি ঘোষণা করিল। সেই সময়ে বিন্যামীনের লোকেরা ফিরিয়া আসিল, আর তাহারা যাবেশ-গিলিয়দস্থ যে কন্যাদিগকে জীবিত রাখিয়াছিল, উহাদের সহিত তাহাদের বিবাহ দিল; তথাপি উহাদের ১৫ অকুলান হইল। আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল-বংশসমূহের মধ্যে ছিদ্র করিয়াছিলেন; এই কারণ লোকেরা বিন্যামীনের জন্য অনুতাপ করিল।

১৬ পরে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গ কহিলেন, বিন্যামীন হইতে স্ত্রীজাতি উচ্ছিন্ন হইয়াছে, অতএব অবশিষ্ট লোকদের বিবাহ ১৭ দিবার জন্য আমাদের কি কর্ত্তব্য? আরও কহিলেন ইস্রায়েলের মধ্যে এক বংশের লোপ যেন না হয়, তজ্জন্য বিন্যামীনের ঐ রক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের একটী অধিকার ১৮ থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমরা উহাদের সহিত আমাদের কন্যাদের বিবাহ দিতে পারি না; কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ এই দিব্য করিয়াছে, যে কেহ বিন্যামীনকে কন্যা দিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে। ১৯ শেষে তাঁহারা কহিলেন, দেখ, শীলোতে প্রতিবৎসর সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক উৎসব হইয়া থাকে। উহা বৈথেলের উত্তরদিকে, বৈথেল হইতে যে রাজপথ শিখিমের দিকে গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বদিকে, এবং লবোনার দক্ষিণদিকে অব-২০ স্থিত। তাহাতে তাঁহারা বিন্যামীন-সন্তানগণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা ২১ গিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রে লুকাইয়া থাক; নিরীক্ষণ কর, আর দেখ, যদি শীলোর কন্যাগণ দলের মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইয়া আইসে, তবে তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া প্রত্যেকে শীলোর কন্যাদের মধ্য হইতে আপন আপন স্ত্রী ধরিয়া লইয়া বিন্যামীন দেশে প্রস্থান ২২ করিও। আর তাহাদের পিতা কিম্বা ভ্রাতৃগণ যদি বিবাদ করিবার জন্য আমাদের নিকটে আইসে, তবে আমরা তাহাদিগকে বলিব, তোমরা আমাদের অনুরোধে তাহাদিগকে দান কর; কেননা যুদ্ধের সময়ে আমরা তাহাদের প্রত্যেক জনের জন্য স্ত্রী পাই নাই; আর তোমরাও তাহাদিগকে দেও নাই, দিলে এখন ২৩ অপরাধী হইতে। তখন বিন্যামীন-সন্তানগণ তদ্রূপ করিয়া আপনাদের সংখ্যানুসারে নৃত্যকারিণী কন্যাদের মধ্য হইতে স্ত্রী ধরিয়া গ্রহণ করিল; পরে আপন

আপন অধিকারে ফিরিয়া গেল, এবং পুনর্ব্বার নগরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা- ২৪ দের মধ্যে বাস করিল। আর সেই সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণ তথা হইতে প্রত্যেকে আপন আপন বংশের ও গোষ্ঠীর কাছে প্রস্থান করিল; তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া আপন আপন অধি- ২৫ কারে গেল। তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না; যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইত, সে তাহাই করিত।

রূতের বিবরণ

নয়মী ও রূৎ বৈৎলেহমে যান।

১ আর বিচারকর্ত্তৃগণের কর্ত্তৃত্বকালে দেশে এক বার দুর্ভিক্ষ হয়। আর বৈৎলেহম-যিহূদার একটী পুরুষ, তাহার স্ত্রী ও দুই পুত্র মোয়াব দেশে প্রবাস করিতে যায়। ২ সেই পুরুষটীর নাম ইলীমেলক, তাহার স্ত্রীর নাম নয়মী, এবং তাহার দুই পুত্রের নাম মহলোন ও কিলিয়োন; ইহারা বৈৎলেহম-যিহূদানিবাসী ইফ্রাথীয়। ইহারা মোয়াব দেশে গিয়া সেখানে ৩ থাকিয়া গেল। পরে নয়মীর স্বামী ইলীমেলক মরিল, তাহাতে সে ও তাহার ৪ দুই পুত্র অবশিষ্ট থাকিল। পরে সেই দুই জনে দুই মোয়াবীয়া কন্যাকে বিবাহ করিল। এক জনের নাম অর্পা, আর এক জনের নাম রূৎ। আর তাহারা অনুমান দশ বৎসর কাল সেই স্থানে ৫ বাস করিল। পরে মহলোন ও কিলিয়োন এই দুই জনও মরিয়া গেল, তাহাতে নয়মী পতিহীনা ও উভয়পুত্রবিহীনা হইয়া অবশিষ্টা রহিল।

৬ তখন সে দুইটী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া মোয়াব দেশ হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য উঠিল; কারণ সে মোয়াব দেশে শুনিতে পাইয়াছিল যে, সদাপ্রভু আপন প্রজাদের তত্ত্বাবধান করিয়া তাহাদিগকে ৭ খাদ্য দ্রব্য দিয়াছেন। সে ও তাহার দুই পুত্রবধূ আপনাদের বাসস্থান হইতে বাহির হইল, এবং যিহূদা দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য পথে চলিতে লাগিল। ৮ তখন নয়মী দুই পুত্রবধূকে কহিল, তোমরা আপন আপন মাতার বাটীতে ফিরিয়া যাও; মৃতদের প্রতি ও আমার প্রতি তোমরা যেরূপ দয়া করিয়াছ, সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি তদ্রূপ দয়া ৯ করুন। তোমরা উভয়ে যেন স্বামীর বাটীতে বিশ্রাম পাও, সদাপ্রভু তোমা-দিগকে এই বর দিউন। পরে সে তাহা-দিগকে চুম্বন করিল; তাহাতে তাহারা ১০ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল। আর তাহারা তাহাকে কহিল, না, আমরা তোমারই সহিত তোমার লোকদের নিকটে ফিরিয়া ১১ যাইব। নয়মী কহিল, হে আমার বৎসারা, ফিরিয়া যাও; তোমরা আমার সহিত কেন যাইবে? তোমাদের স্বামী হইবার জন্য এখনও কি আমার গর্ব্ভে ১২ সন্তান আছে? হে আমার বৎসারা, ফির, চলিয়া যাও; কেননা আমি বৃদ্ধা, পুনরায় বিবাহ করিতে পারি না; আর আমার প্রত্যাশা আছে, ইহা বলিয়া যদি

আমি অদ্য রাত্রিতে বিবাহ করি, আর ১৩ যদি পুত্রও প্রসব করি, তবে তোমরা কি তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে? তোমরা কি সে জন্য বিবাহ করিতে নিবৃত্তা থাকিবে? হে আমার বৎসারা, তাহা নয়, তোমাদের জন্য আমার বড়ই দুঃখ হইয়াছে; কেননা সদাপ্রভুর হস্ত আমার বিরুদ্ধে প্রসারিত হইয়াছে।

১৪ পরে তাহারা পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এবং অর্পা আপন শাশুড়ীকে চুম্বন করিল, কিন্তু রূৎ ১৫ তাহার প্রতি অনুরক্তা রহিল। তখন সে কহিল, ঐ দেখ, তোমার যা আপন লোকদের ও আপন দেবতার নিকটে ফিরিয়া গেল, তুমিও তোমার যার পিছে ১৬ পিছে ফিরিয়া যাও। কিন্তু রূৎ কহিল, তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে, তোমার পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিয়া যাইতে, আমাকে অনুরোধ করিও না; তুমি যেখানে যাইবে, আমিও তথায় যাইব; এবং তুমি যেখানে থাকিবে, আমিও তথায় থাকিব; তোমার লোকই আমার লোক, ১৭ তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর; তুমি যেখানে মরিবে, আমিও তথায় মরিব, সেই স্থানেই কবরপ্রাপ্ত হইব; কেবল মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই যদি আমাকে ও তোমাকে পৃথক্ করিতে পারে, তবে সদাপ্রভু আমাকে অমুক ও ততোধিক ১৮ দণ্ড দিউন। যখন সে দেখিল, তাহার সহিত যাইতে রূতের দৃঢ় মনস্থ আছে, তখন সে তাহাকে আর কিছু বলিল না।

১৯ পরে তাহারা দুই জন চলিতে চলিতে শেষে বৈৎলেহমে উপস্থিত হইল। যখন বৈৎলেহমে উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের বিষয়ে সমস্ত নগরে জনরব হইল; স্ত্রীলোকেরা কহিল, এ কি নয়মী? ২০ সে তাহাদিগকে কহিল, আমাকে নয়মী [মনোরমা] বলিও না, বরং মারা [তিক্তা] বলিয়া ডাক, কেননা সর্ব্বশক্তিমান আমার প্রতি অতিশয় তিক্ত ২১ ব্যবহার করিয়াছেন। আমি পরিপূর্ণা হইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, এখন সদাপ্রভু আমাকে শূন্যা করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। তোমরা কেন আমাকে নয়মী বলিয়া ডাকিতেছ? সদাপ্রভু ত আমার বিপক্ষে প্রমাণ দিয়াছেন, সর্ব্বশক্তিমান আমাকে নিগ্রহ করিয়াছেন।

২২ এইরূপে নয়মী ফিরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে তাহার পুত্রবধূ মোয়াবীয়া রূৎ মোয়াব দেশ হইতে আসিল; যব কাটা আরম্ভ হইলেই তাহারা বৈৎলেহমে উপস্থিত হইল।

রূতের প্রতি বোয়সের সদয় ব্যবহার।

২ নয়মীর স্বামী ইলীমেলকের গোষ্ঠীর এক জন ভদ্র ধনবান জ্ঞাতি ছিলেন; তাঁহার নাম বোয়স।

২ পরে মোয়াবীয়া রূৎ নয়মীকে কহিল, নিবেদন করি, আমি ক্ষেত্রে গিয়া যাহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, তাহার পিছে পিছে শস্যের পতিত শীষ কুড়াই। নয়মী ৩ কহিল, বৎসে, যাও। পরে সে গিয়া এক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ছেদকদের পশ্চাতে পশ্চাতে পতিত শীষ কুড়াইতে লাগিল; আর ঘটনাক্রমে সে ইলীমেলকের গোষ্ঠীর ঐ বোয়সের ভূমিখণ্ডেই ৪ গিয়া পড়িল। আর দেখ, বোয়স বৈৎলেহম হইতে আসিয়া ছেদকদিগকে

কহিলেন, সদাপ্রভু তোমাদের সহবর্ত্তী হউন। তাহারা উত্তর করিল, সদাপ্রভু ৫ আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন। পরে বোয়স ছেদকদের উপরে নিযুক্ত আপন চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ যুবতী ৬ কাহার? তখন ছেদকদের উপরে নিযুক্ত চাকর কহিল, এ সেই মোয়াবীয়া যুবতী, যে নয়মীর সহিত মোয়াব দেশ হইতে ৭ আসিয়াছে; সে বলিল, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ছেদকদের পশ্চাতে পশ্চাতে আটির মধ্যে মধ্যে শীষ কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতে দেও; অতএব সে আসিয়া প্রাতঃকাল অবধি এখন পর্য্যন্ত রহিয়াছে; ৮ কেবল ঘরে অল্পক্ষণ ছিল। পরে বোয়স রূৎকে কহিলেন, বৎসে, বলি শুন; তুমি কুড়াইতে অন্য ক্ষেত্রে যাইও না, এখান হইতে চলিয়া যাইও না, কিন্তু এখানে আমার যুবতী দাসীদের সঙ্গে ৯ সঙ্গে থাক। ছেদকেরা যে ক্ষেত্রের শস্য কাটিবে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তুমি দাসীদের পশ্চাতে যাইও; তোমাকে স্পর্শ করিতে আমি কি যুবকদিগকে নিষেধ করি নাই? আর পিপাসা পাইলে তুমি পাত্রের নিকটে গিয়া, যুবকগণ যে জল তুলিয়াছে, তাহা হইতে পান করিও। ১০ তাহাতে সে উবুড় হইয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে কহিল, আমি বিদেশিনী, আপনি আমার তত্ত্ব লইতেছেন, আপনার দৃষ্টিতে এ অনুগ্রহ আমি কিসে ১১ পাইলাম? বোয়স উত্তর করিলেন, তোমার স্বামীর মৃত্যুর পরে তুমি তোমার শাশুড়ীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, এবং আপন পিতামাতা ও জন্মদেশ ছাড়িয়া, পূর্ব্বে যাহাদিগকে জানিতে না, এমন লোকদের নিকটে আসিয়াছ, এ সকল কথা আমার শুনা হইয়াছে। ১২ সদাপ্রভু তোমার কর্ম্মের উপযোগী ফল দিউন; তুমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর যে সদাপ্রভুর পক্ষের নীচে শরণ লইতে আসিয়াছ, তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ পুরস্কার ১৩ দিউন। সে কহিল, হে আমার প্রভু, আপনার দৃষ্টিতে যেন আমি অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই; আপনি আমাকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং আপনার এই দাসীর কাছে চিত্তপ্রবোধক কথা কহিলেন; আমি ত আপনার একটী দাসীর তুল্যও ১৪ নহি। পরে ভোজন সময়ে বোয়স তাহাকে কহিলেন, তুমি এই স্থানে আসিয়া রুটী ভোজন কর, এবং তোমার রুটীখণ্ড সিরকায় ডুবাইয়া লও। তখন সে ছেদকদের পার্শ্বে বসিলে তাহারা তাহাকে ভাজা শস্য দিল; তাহাতে সে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং কিছু ১৫ অবশিষ্ট রাখিল। পরে সে কুড়াইতে উঠিলে বোয়স আপন চাকরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, উহাকে আটির মধ্যেও কুড়াইতে দেও, এবং উহাকে তিরস্কার করিও না; ১৬ আবার উহার জন্য বাঁধা আটি হইতে কতক টানিয়া রাখিয়া দেও, উহাকে ১৭ কুড়াইতে দেও, ধমকাইও না। আর সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রে কুড়াইল; পরে সে আপনার কুড়ান শস্য মাড়িলে প্রায় এক ঐফা যব হইল।

১৮ পরে সে তাহা তুলিয়া লইয়া নগরে গেল, এবং তাহার শাশুড়ী তাহার কুড়ান শস্য দেখিল; আর সে আহার করিয়া তৃপ্ত হইলে পর যাহা রাখিয়াছিল, তাহা ১৯ বাহির করিয়া তাহাকে দিল। তখন তাহার শাশুড়ী তাহাকে কহিল, তুমি অদ্য কোথায় কুড়াইয়াছ? কোথায়

কর্ম্ম করিয়াছ? যে ব্যক্তি তোমার তত্ত্ব লইয়াছেন, তিনি ধন্য হউন। তখন সে কাহার নিকটে কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা শাশুড়ীকে জানাইয়া কহিল, যে ব্যক্তির নিকটে অদ্য কর্ম্ম করিয়াছি, তাঁহার নাম ২০ বোয়স। তাহাতে নয়মী আপন পুত্রবধূকে কহিল, তিনি সেই সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ লাভ করুন, যিনি জীবিত ও মৃতদের প্রতি দয়া নিবৃত্ত করেন নাই। নয়মী আরও কহিল, সেই ব্যক্তি আমাদের নিকট-সম্বন্ধীয়; তিনি আমাদের মুক্তি- ২১ কর্ত্তা জ্ঞাতিদের মধ্যে এক জন। আর মোয়াবীয়া রূৎ কহিল, তিনি আমাকে ইহাও কহিলেন, আমার সমস্ত ফসল কাটা সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আমার ২২ চাকরদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। তাহাতে নয়মী আপন পুত্রবধূ রূৎকে কহিল, বৎসে, তুমি যে তাঁহার দাসীদের সহিত যাও, এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে কেহ যে তোমার দেখা না পায়, সে ভাল। ২৩ অতএব যব ও গোম কাটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সে কুড়াইবার জন্য বোয়সের দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিল, এবং আপন শাশুড়ীর সহিত বাস করিল।

৩ পরে তাহার শাশুড়ী নয়মী তাহাকে কহিল, বৎসে, তোমার যাহাতে মঙ্গল হয়, এমন বিশ্রামস্থান আমি কি তোমার ২ জন্য চেষ্টা করিব না? সম্প্রতি যে বোয়সের দাসীদের সহিত তুমি ছিলে, তিনি কি আমাদের জ্ঞাতি নহেন? দেখ, তিনি অদ্য রাত্রিতে খামারে যব ঝাড়িবেন। ৩ অতএব তুমি এখন স্নান কর, তৈল মর্দ্দন কর, তোমার পরিচ্ছদ পরিধান কর, এবং সেই খামারে নামিয়া যাও; কিন্তু সেই ব্যক্তি ভোজন পান সমাপ্ত না করিলে তাঁহাকে আপনার পরিচয় দিও ৪ না। তিনি যখন শয়ন করিবেন, তখন তুমি তাঁহার শয়ন স্থান দেখিয়া নিশ্চয় করিও; পরে সেই স্থানে গিয়া তাঁহার চরণ অনাবৃত করিয়া শয়ন করিও; তাহাতে তিনি আপনি তোমার কর্ত্তব্য ৫ তোমাকে কহিবেন। সে উত্তর করিল, তুমি যাহা বলিতেছ, সে সমস্তই আমি ৬ করিব। পরে সে ঐ খামারে নামিয়া গিয়া তাহার শাশুড়ী যাহা যাহা আদেশ ৭ করিয়াছিল, সমস্তই করিল। ফলত বোয়স ভোজন পান করিলেন, ও তাঁহার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইলে তিনি শস্যরাশির প্রান্তে শয়ন করিতে গেলেন; আর রূৎ ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার চরণ অনাবৃত করিয়া শয়ন করিল।

৮ পরে মধ্যরাত্রে ঐ পুরুষ চকিত হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন; আর দেখ, এক স্ত্রী তাঁহার চরণসমীপে শুইয়া আছে। ৯ তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে গা? সে উত্তর করিল, আমি আপনার দাসী রূৎ; আপনার এই দাসীর উপরে আপনি নিজ পক্ষ বিস্তার করুন, ১০ কারণ আপনি মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি। তিনি কহিলেন, অয়ি বৎসে, তুমি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্রী, কেননা ধনবান কি দরিদ্র কোন যুবা পুরুষের অনুগামিনী না হওয়াতে তুমি প্রথমাপেক্ষা শেষে অধিক ১১ সুশীলতা দেখাইলে। এখন বৎসে, ভয় করিও না, তুমি যাহা বলিবে, আমি তোমার জন্য সে সমস্ত করিব; কেননা তুমি যে সাধ্বী, ইহা আমার স্বজাতীয়দের ১২ নগর-দ্বারের সকলেই জানে। আর আমি মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি, ইহা সত্য; কিন্তু আমা হইতেও নিকট-সম্পর্কীয় আর এক জন

১৩ জ্ঞাতি আছে। অদ্য রাত্রি থাক, প্রাতঃকালে সে যদি তোমাকে মুক্ত করে, তবে ভাল, সে মুক্ত করুক ; কিন্তু তোমাকে মুক্ত করিতে যদি তাহার ইচ্ছা না হয়, তবে জীবিত সদাপ্রভুর দিব্য, আমিই তোমাকে মুক্ত করিব ; তুমি প্রাতঃকাল
১৪ পর্য্যন্ত শুইয়া থাক। তাহাতে রূৎ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চরণসমীপে শুইয়া রহিল, পরে কেহ তাহাকে চিনিতে পারে, এমন সময় না হইতে উঠিল ; কারণ বোয়স　　　　খামারে এ স্ত্রীলোকটী যে আসিয়াছে, ইহা লোকে
১৫ জ্ঞাত না হউক। তিনি আরও কহিলেন, তোমার আবরণীয় বস্ত্র আন, পাতিয়া ধর ; রূৎ তাহা পাতিয়া ধরিলে তিনি ছয় [মাণ] যব মাপিয়া তাহার মস্তকে দিয়া
১৬ নগরে চলিয়া গেলেন। পরে রূৎ আপন শাশুড়ীর নিকটে আসিলে তাহার শাশুড়ী কহিল, বৎসে, কি হইল? তাহাতে সে আপনার প্রতি সেই ব্যক্তির কৃত সমস্ত
১৭ কর্ম্ম তাহাকে জ্ঞাত করিল। আরও কহিল, শাশুড়ীর কাছে সুধু হাতে যাইও না ; ইহা বলিয়া তিনি আমাকে এই ছয়
১৮ [মাণ] যব দিয়াছেন। পরে তাহার শাশুড়ী তাহাকে কহিল, হে বৎসে, এ বিষয়ে কি হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত জানিতে না পার, সে পর্য্যন্ত বসিয়া থাক ; কেননা সে ব্যক্তি অদ্য এ কর্ম্ম সাঙ্গ না করিয়া বিশ্রাম করিবেন না।

রূতের সহিত বোয়সের বিবাহ।

৪ পরে বোয়স নগর-দ্বারে উঠিয়া গিয়া সেই স্থানে বসিলেন। আর দেখ, যে মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতির কথা বোয়স বলিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি পথ দিয়া আসিতেছিল ; তাহাতে বোয়স তাহাকে বলিলেন, ওহে অমুক, পথ ছাড়িয়া এই স্থানে আসিয়া বস ; তখন সে পথ ছাড়িয়া
২ আসিয়া বসিল। পরে বোয়স নগরের দশ জন প্রাচীনকে লইয়া কহিলেন, আপনারাও এই স্থানে বসুন। তাহারা
৩ বসিলেন। তখন বোয়স ঐ মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতিকে কহিলেন, আমাদের ভ্রাতা ইলীমেলকের যে ভূমিখণ্ড ছিল, তাহা মোয়াব দেশ হইতে আগতা নয়মী বিক্রয়
৪ করিতেছেন। অতএব আমি তোমাকে এই কথা জানাইতে মনস্থ করিয়াছি ; তুমি এই সমাসীন লোকদের সাক্ষাতে ও আমার স্বজাতীয়দের প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে তাহা ক্রয় কর। যদি তুমি মুক্ত করিতে চাও, মুক্ত কর ; কিন্তু যদি মুক্ত করিতে না চাও, আমাকে বল, আমি জানিতে চাই ; কেননা তুমি মুক্ত করিলে আর কেহ করিতে পারে না ; কিন্তু তোমার পরে আমি পারি। সে
৫ কহিল, আমি মুক্ত করিব। তখন বোয়স কহিলেন, তুমি যে দিবসে নয়মীর হস্ত হইতে সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিবে, সেই দিবসে মৃত ব্যক্তির অধিকারে তাহার নাম উদ্ধারার্থে তাহার স্ত্রী মোয়াবীয়া রূৎ হইতেও তাহা ক্রয় করিতে হইবে।
৬ তখন ঐ মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি কহিল, আমি আপনার জন্য তাহা মুক্ত করিতে পারি না, করিলে নিজ অধিকার নষ্ট করিব ; আমার মুক্ত করিবার বস্তু তুমি মুক্ত কর, কেননা আমি মুক্ত করিতে পারি
৭ না। মুক্তি ও বিনিময় বিষয়ক সকল কথা স্থির করিবার জন্য পূর্ব্বকালে ইস্রায়েলের মধ্যে এইরূপ রীতি ছিল ; লোকে আপন পাদুকা খুলিয়া প্রতি

বাসীকে দিত ; ইহা ইস্রায়েলের মধ্যে ৮ সাক্ষ্যস্বরূপ হইত। অতএব সেই মুক্তি-কর্ত্তা জ্ঞাতি যখন বোয়সকে কহিল, তুমি আপনি তাহা ক্রয় কর, তখন সে আপনার পাদুকা খুলিয়া দিল। ৯ পরে বোয়স প্রাচীনবর্গকে ও সকল লোককে কহিলেন, অদ্য আপনারা সাক্ষী হইলেন, ইলীমেলকের যাহা যাহা ছিল, এবং কিলিয়োনের ও মহলোনের যাহা যাহা ছিল, সে সমস্ত আমি নয়মীর হস্ত ১০ হইতে ক্রয় করিলাম। আর আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে ও আপন বসতিস্থানের দ্বারে সেই মৃত ব্যক্তির নাম যেন লুপ্ত না হয়, এই জন্য সেই মৃত ব্যক্তির অধিকারে তাহার নাম উদ্ধারার্থে আমি আপন স্ত্রীরূপে মহলোনের স্ত্রী মোয়াবীয়া রূৎকেও ক্রয় করিলাম ; অদ্য আপনারা ১১ সাক্ষী হইলেন। তাহাতে নগরদ্বারবর্ত্তী সমস্ত লোক ও প্রাচীনবর্গ কহিলেন, আমরা সাক্ষী হইলাম। যে স্ত্রী তোমার কুলে প্রবিষ্ট হইল, সদাপ্রভু তাহাকে রাহেল ও লেয়ার তুল্যা করুন, যে দুই জন ইস্রায়েলের কুল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; আর ইফ্রাথায় তোমার ঐশ্বর্য্য ও বৈৎলেহমে তোমার সুখ্যাতি হউক। ১২ সদাপ্রভু সেই যুবতীর গর্ব্ভ হইতে যে সন্তান তোমাকে দিবেন, তাহা দ্বারা তামরের গর্ব্ভজাত যিহূদার পুত্ত্র পেরসের কুলের ন্যায় তোমার কুল হউক।

১৩ পরে বোয়স রূৎকে বিবাহ করিলে তিনি তাঁহার স্ত্রী হইলেন, এবং বোয়স তাঁহার কাছে গমন করিলে তিনি সদাপ্রভু হইতে গর্ব্ভধারণশক্তি পাইয়া পুত্ত্র প্রসব ১৪ করিলেন। পরে স্ত্রীলোকেরা নয়মীকে কহিল, ধন্য সদাপ্রভু, তিনি অদ্য তোমাকে মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি হইতে বঞ্চিত করেন নাই ; তাঁহার নাম ইস্রায়েলের মধ্যে ১৫ বিখ্যাত হইক। [এই বালকটী] তোমার প্রাণ পুনরায় স্বস্থ করিবে, ও বৃদ্ধাবস্থায় তোমার প্রতিপালক হইবে ; কেননা যে তোমাকে ভালবাসে ও তোমার পক্ষে সাত পুত্ত্র হইতেও উত্তমা, তোমার সেই ১৬ পুত্ত্রবধূই ইহাকে প্রসব করিয়াছে। তখন নয়মী বালকটীকে লইয়া নিজের কোলে ১৭ রাখিল, ও তাহার ধাত্রী হইল। পরে 'নয়মীর এক পুত্ত্র জন্মিল', এই বলিয়া তাহার প্রতিবাসিনীগণ তাহার নাম রাখিল ; তাহারা তাহার নাম ওবেদ রাখিল। সে যিশয়ের পিতা, আর যিশয় দায়ূদের পিতা।

১৮ পেরসের বংশাবলি এই। পেরসের ১৯ পুত্ত্র হিষ্রোণ ; হিষ্রোণের পুত্ত্র রাম ; রামের পুত্ত্র অম্মীনাদব ; অম্মীনাদবের ২০ পুত্ত্র নহশোন ; নহশোনের পুত্ত্র সল্- ২১ মোন ; সল্মোনের পুত্ত্র বোয়স ; বোয়-সের পুত্ত্র ওবেদ ; ওবেদের পুত্ত্র যিশয় ; ২২ ও যিশয়ের পুত্ত্র দায়ূদ।

শমূয়েলের প্রথম পুস্তক

শমূয়েলের জন্ম।

১ পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশস্থ রামাথয়িম-সোফীম-নিবাসী ইল্‌কানা নামে এক জন ইফ্রয়িমীয় ছিলেন; তিনি সুফের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, তোহের প্রপৌত্র, ইলীহূর পৌত্র, ২ যিরোহমের পুত্র। তাঁহার দুই স্ত্রী; এক জনের নাম হান্না, আর এক জনের নাম পনিন্না; পনিন্নার সন্তান হইয়াছিল, ৩ কিন্তু হান্নার সন্তান হয় নাই। এই ব্যক্তি প্রতিবৎসর আপন নগর হইতে শীলোতে গিয়া বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত ও বলিদান করিতেন। সেই স্থানে এলির দুই পুত্র হফ্‌নি ও পীনহস সদাপ্রভুর যাজক ছিল।

৪ আর যজ্ঞের দিনে ইল্‌কানা আপন স্ত্রী পনিন্নাকে ও তাঁহার সমস্ত পুত্র-৫ কন্যাকে অংশ দিতেন; কিন্তু হান্নাকে দ্বিগুণ অংশ দিতেন; কেননা তিনি হান্নাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু সদাপ্রভু ৬ হান্নার গর্ব্ভ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। সদাপ্রভু তাঁহার গর্ব্ভ রুদ্ধ করাতে সপত্নী তাঁহার মনস্তাপ জন্মাইবার চেষ্টায় তাঁহাকে ৭ বিরক্ত করিতেন। বৎসর বৎসর যখন হান্না সদাপ্রভুর গৃহে যাইতেন, তখন তাঁহার স্বামী ঐরূপ করিতেন, এবং পনিন্নাও ঐ প্রকারে তাঁহাকে বিরক্ত করিতেন; তাই তিনি ভোজন না করিয়া ৮ ক্রন্দন করিতেন। তাহাতে তাঁহার স্বামী ইল্‌কানা তাঁহাকে কহিতেন, হান্না, কেন কাঁদিতেছ? কেন ভোজন করিতেছ না? তোমার মন শোকাকুল কেন? তোমার কাছে দশ পুত্র হইতেও কি আমি উত্তম নহি?

৯ একদা শীলোতে ভোজন পান সাঙ্গ হইলে হান্না উঠিলেন। তখন সদাপ্রভুর মন্দির-দ্বারের কাছে এলি যাজক আসনের ১০ উপরে বসিয়া ছিলেন। আর হান্না তিক্তপ্রাণা হইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে ও অনেক রোদন করিতে ১১ লাগিলেন। তিনি মানত করিয়া কহিলেন, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, যদি তুমি তোমার এই দাসীর দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আমাকে স্মরণ কর, ও আপন দাসীকে ভুলিয়া না গিয়া আপন দাসীকে পুত্রসন্তান দেও, তবে আমি চিরদিনের জন্য তাহাকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিব; তাহার মস্তকে ১২ ক্ষুর উঠিবে না। যতক্ষণ হান্না সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দীর্ঘ প্রার্থনা করিলেন, ততক্ষণ এলি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ১৩ রহিলেন। কেননা হান্না মনে মনে কথা কহিতেছিলেন, কেবল তাঁহার ওষ্ঠাধর নড়িতেছিল, কিন্তু তাঁহার স্বর শুনা গেল না; এই জন্য এলি তাঁহাকে মত্তা জ্ঞান ১৪ করিলেন। তাই এলি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কতক্ষণ মত্ত হইয়া থাকিবে? তোমার দ্রাক্ষারস তোমা হইতে দূর কর। ১৫ হান্না উত্তর করিলেন, হে আমার প্রভু, তাহা নয়, আমি দুঃখিনী স্ত্রী, দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরা পান করি নাই, কিন্তু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আমার মনের কথা ১৬ ভাঙ্গিয়া বলিয়াছি। আপনার এই দাসীকে আপনি পাষণ্ড মনে করিবেন

না; বস্তুতঃ আমার চিন্তার ও মনস্তাপের বাহুল্য প্রযুক্ত আমি এই পর্য্যন্ত কথা ১৭ কহিতেছিলাম। তখন এলি উত্তর করিলেন, তুমি শান্তিতে যাও; ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে যাহা যাচ্ঞা করিলে, তাহা তিনি তোমাকে দিউন। ১৮ হান্না কহিলেন, আপনার দৃষ্টিতে আপনার এই দাসী অনুগ্রহ প্রাপ্ত হউক। পরে সেই স্ত্রী আপন পথে চলিয়া গেলেন, এবং ভোজন করিলেন; তাঁহার মুখ আর বিষণ্ণ রহিল না।

১৯ পরে তাঁহারা প্রত্যূষে উঠিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রণিপাত করিলেন, এবং ফিরিয়া রামায় আপন বাটীতে আসিলেন। আর ইল্‌কানা আপন স্ত্রী হান্নার পরিচয় লইলে সদাপ্রভু তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। ২০ তাহাতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে হান্না গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন; আর 'আমি সদাপ্রভুর কাছে ইহাকে যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছি' এই বলিয়া ২১ তাহার নাম শমূয়েল রাখিলেন। পরে তাঁহার স্বামী ইল্‌কানা ও তাঁহার সমস্ত পরিবার সদাপ্রভুর উদ্দেশে বার্ষিক বলিদান ও মানত নিবেদন করিতে গেলেন; ২২ কিন্তু হান্না গেলেন না; কারণ তিনি স্বামীকে কহিলেন, বালকটী স্তন্য ত্যাগ করিলেই আমি তাহাকে লইয়া যাইব, তাহাতে সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নীত ২৩ হইয়া নিত্য সে স্থানে থাকিবে। তাঁহার স্বামী ইল্‌কানা তাঁহাকে কহিলেন, তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর; তাহার স্তন্য ত্যাগ পর্য্যন্ত বিলম্ব কর; সদাপ্রভু কেবল আপন বাক্য স্থির করুন। অতএব সে স্ত্রী গৃহে রহিলেন, এবং বালকটী যাবৎ স্তন্য ত্যাগ না করিল, তাবৎ তাহাকে স্তন্যপান করাইলেন।

২৪ পরে তাহার স্তন্য ত্যাগ হইলে তিনি তিনটী বৃষ, এক ঐফা সূজী ও এক কুপা দ্রাক্ষারসের সহিত তাহাকে শীলোতে সদাপ্রভুর গৃহে লইয়া গেলেন; তখন ২৫ বালকটী অল্পবয়স্ক ছিল। পরে তাঁহারা বৃষ বলিদান করিলেন ও বালকটীকে ২৬ এলির কাছে আনিলেন। আর হান্না কহিলেন, হে আমার প্রভু, আপনার প্রাণের দিব্য, হে আমার প্রভু, যে স্ত্রী সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে করিতে এই স্থানে আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে ২৭ আমি। আমি এই বালকের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম; আর সদাপ্রভুর কাছে যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা তিনি আমাকে ২৮ দিয়াছেন। এই জন্য আমিও ইহাকে সদাপ্রভুকে দিলাম; এ চিরজীবনের জন্য সদাপ্রভুকে দত্ত। পরে তাঁহারা সেই স্থানে সদাপ্রভুকে প্রণিপাত করিলেন।

হান্নার প্রশংসা-গীত।

২ পরে হান্না প্রার্থনা করিয়া কহিলেন,
আমার অন্তঃকরণ সদাপ্রভুতে উল্লাসিত,
আমার শৃঙ্গ সদাপ্রভুতে উন্নত হইল;
শত্রুগণের কাছে আমার মুখ বিকশিত হইল;
কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিতা।
২ সদাপ্রভুর ন্যায় পবিত্র কেহ নাই,
তুমি ব্যতীত আর কেহ নাই,
আমাদের ঈশ্বরের তুল্য শৈল নাই।
৩ তোমরা এমন মহাশ্লাঘার কথা আর কহিও না,
তোমাদের মুখ হইতে দর্প নির্গত না হউক;
কেননা সদাপ্রভু জ্ঞানের ঈশ্বর,

তাঁহাকর্ত্তৃক কর্ম্ম সকল তুলাতে পরিমিত হয় ।
৪ বিক্রমীদের ধনুক ভগ্ন হইল,
স্খলিতেরা পরাক্রমে বদ্ধকটি হইল ।
৫ পরিতৃপ্তেরা খাদ্যের জন্য বেতনগ্রাহী হইল,
ক্ষুধিতেরা বিশ্রাম প্রাপ্ত হইল ;
এমন কি, বন্ধ্যা স্ত্রী সপ্ত পুত্র প্রসব করিল,
আর বহুপুত্রা ক্ষীণা হইল ।
৬ সদাপ্রভু মারেন ও বাঁচান,
তিনি পাতালে নামান ও ঊর্দ্ধে তুলেন ।
৭ সদাপ্রভু দরিদ্র করেন ও ধনী করেন,
তিনি নত করেন ও উন্নত করেন ।
৮ তিনি ধূলি হইতে দীনহীনকে তুলেন,
সারের ঢিবি হইতে দরিদ্রকে উঠান,
কুলীনদের সঙ্গে বসাইয়া দেন,
প্রতাপ-সিংহাসনের অধিকারী করেন ।
কেননা পৃথিবীর স্তম্ভ সকল সদাপ্রভুর ;
তিনি সেই সকলের উপরে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন ।
৯ তিনি আপন সাধুদিগের চরণ রক্ষা করিবেন,
কিন্তু দুষ্টগণ অন্ধকারে স্তব্ধীকৃত হইবে ;
কেননা বলে কোন মনুষ্য জয়ী হইবে না ।
১০ সদাপ্রভুর সহিত বিবাদকারিগণ ভগ্ন হইবে ;
তিনি স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের উপরে বজ্রনাদ করিবেন ;
সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত শাসন করিবেন,
তিনি আপন রাজাকে বল দিবেন,
আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির শৃঙ্গ উন্নত করিবেন ।

১১ পরে ইল্‌কানা রামায় আপন বাটীতে গেলেন । আর বালকটী এলি যাজকের সম্মুখে সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ।

এলির দুই পুত্রের দুষ্টতা ও তাহার ফল ।

১২ এলির দুই পুত্র পাষণ্ড ছিল, তাহারা ১৩ সদাপ্রভুকে জানিত না । বাস্তবিক ঐ যাজকেরা লোকদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিত ; কেহ বলিদান করিলে যখন তাহার মাংস সিদ্ধ করা যাইত, তখন যাজকের চাকর ত্রিকণ্টক শূল হস্তে করিয়া ১৪ আসিত ; এবং ডাবরে কিম্বা হাঁড়িতে কিম্বা কটাহে কিম্বা বহুগুণাতে তাহা মারিত ; আর সেই শূলে যাহা উঠিত, তাহা সকলই যাজক শূলে করিয়া লইয়া যাইত ; ইস্রায়েলের যত লোক শীলোতে আসিত, সেই সকলের প্রতি তাহারা ১৫ এইরূপ ব্যবহার করিত । আবার মেদ দগ্ধ না হইতে যাজকের চাকর আসিয়া যজমানকে কহিত, যাজককে শূল্য মাংস দেও ; সে তোমা হইতে সিদ্ধ মাংস ১৬ লইবে না, কাঁচাই লইবে । আর ঐ ব্যক্তি যখন বলিত, প্রথমে মেদ দগ্ধ করিতে হইবে, তৎপরে তোমার প্রাণের অভিলাষ অনুসারে গ্রহণ করিও, তখন সে উত্তর করিয়া বলিত, না, এখনই দেও, ১৭ নতুবা কাড়িয়া লইব । এইরূপে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঐ যুবকদের পাপ অতিশয় ভারী হইল, কেননা লোকেরা সদাপ্রভুর নৈবেদ্য অবজ্ঞা করিত ।

১৮ কিন্তু বালক শমূয়েল মসীনা-সূত্রের এফোদ পরিহিত হইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে ১৯ পরিচর্য্যা করিতেন । আর তাঁহার মাতা প্রতিবৎসর এক একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া স্বামির সহিত বার্ষিক

বলিদানার্থে আসিবার সময়ে তাহা আনিয়া ২০ তাঁহাকে দিতেন। আর. এলি ইল্‌কানাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, সদাপ্রভুকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে তিনি এই স্ত্রী হইতে তোমাকে আরও সন্তান দিউন। ২১ পরে তাঁহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আর সদাপ্রভু হান্নার তত্ত্বাবধান করিলেন; তাহাতে তিনি গর্ব্ভবতী হইলেন, আর তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা প্রসব করিলেন। ইতিমধ্যে বালক শমূয়েল সদাপ্রভুর সাক্ষাতে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন।

২২ আর এলি অতিশয় বৃদ্ধ হইলেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের প্রতি তাঁহার পুত্রেরা যাহা যাহা করে, সে সমস্ত কথা, এবং সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সেবার্থে শ্রেণীভূতা স্ত্রীলোকদের সহিত তাহারা শয়ন করে, সে কথা তিনি শুনিতে পাইলেন। ২৩ তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কেন এমন ব্যবহার করিতেছ? আমি এই সমস্ত লোকের নিকটে তোমাদের ২৪ মন্দ আচরণের কথা শুনিতেছি। হে আমার পুত্রগণ, না না, আমি যে জনরব শুনিতে পাইতেছি, তাহা ভাল নয়; তোমরা সদাপ্রভুর প্রজাদিগকে আজ্ঞা২৫ লঙ্ঘন করাইতেছ। মনুষ্য যদি মনুষ্যের বিরুদ্ধে পাপ করে, তবে ঈশ্বর তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু মনুষ্য যদি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করে, তবে তাহার জন্য কে বিনতি করিবে? তথাপি তাহারা পিতার বাক্যে কর্ণপাত করিত না, কেননা তাহাদিগকে বধ করা সদাপ্রভুর অভি২৬ প্রেত ছিল। কিন্তু বালক শমূয়েল উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সদাপ্রভুর কাছে ও মনুষ্যদের কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেন।

২৭ পরে ঈশ্বরের এক জন লোক এলির নিকটে আসিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে সময়ে তোমার পিতার কুল মিসরে ফরৌণ-কুলের অধীন ছিল, তখন আমি না প্রত্যক্ষরূপে তাহাদিগকে দর্শন ২৮ দিয়াছিলাম? আমার যাজক হইতে, আমার যজ্ঞবেদির উপরে বলি উৎসর্গ করিতে ও ধূপ জ্বালাইতে, আমার সাক্ষাতে এফোদ পরিধান করিতে আমি না ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ হইতে তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলাম? আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের অগ্নিকৃত সমস্ত উপহার না ২৯ তোমার পিতৃকুলকে দিয়াছিলাম? অতএব আমি [আপন] নিবাসে যাহা উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা করিয়াছি, আমার সেই বলি ও নৈবেদ্যের উপরে তোমরা কেন পদাঘাত করিতেছ? এবং আমার প্রজা ইস্রায়েলের সমস্ত নৈবেদ্যের অগ্রিমাংশ দ্বারা যাহাতে তোমরা হৃষ্টপুষ্ট হও, এই আশয়ে তুমি কেন আমা অপেক্ষা আপন পুত্রদিগকে অধিক গৌরবান্বিত করি৩০ তেছ? অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, আমি নিশ্চয় বলিয়াছিলাম; তোমার কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগে যুগে আমার সম্মুখে গমনাগমন করিবে, কিন্তু এখন সদাপ্রভু কহেন, তাহা আমা হইতে দূরে থাকুক। কেননা যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, তাহাদিগকে আমি গৌরবান্বিত করিব; কিন্তু যাহারা আমাকে তুচ্ছ করে, তাহারা তুচ্ছীকৃত ৩১ হইবে। দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি তোমার বাহু ও তোমার পিতৃকুলের বাহু ছেদন করিব, তোমার ৩২ কুলে একটী বৃদ্ধও থাকিবে না। আর ঈশ্বর ইস্রায়েলকে যে সমস্ত মঙ্গল

দিবেন, তাহাতে তুমি [আমার] নিবাসের সঙ্কট দেখিবে, এবং তোমার কুলে কেহ ৩৩ কখনও বৃদ্ধ হইবে না। আর আমি আপন যজ্ঞবেদি হইতে তোমার যে লোককে ছেদন না করিব, সে তোমার চক্ষুর ক্ষয় ও প্রাণের ব্যথা জন্মাইবার জন্য থাকিবে, এবং তোমার কুলে উৎপন্ন ৩৪ সমস্ত লোক যৌবনাবস্থায় মরিবে। আর তোমার দুই পুত্রের উপরে, হফ্‌নি ও পীনহসের উপরে যাহা ঘটিবে, তাহা তোমার জন্য চিহ্ন হইবে; তাহারা দুই ৩৫ জন এক দিবসে মরিবে। আর আমি আপনার নিমিত্ত এক বিশ্বস্ত যাজককে উৎপন্ন করিব, সে আমার হৃদয়ের ও আমার মনের মত কর্ম্ম করিবে; আর আমি তাহার এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করিব; সে নিয়ত আমার অভিষিক্ত ব্যক্তির ৩৬ সম্মুখে গমনাগমন করিবে। আর তোমার কুলের মধ্যে অবশিষ্ট প্রত্যেক জন এক রৌপ্যমুদ্রা ও এক খণ্ড রুটীর নিমিত্ত তাহার কাছে প্রণিপাত করিতে আসিবে, আর বলিবে, বিনয় করি, আমি যাহাতে এক খণ্ড রুটী খাইতে পাই, সে জন্য একটী যাজকের পদে আমাকে নিযুক্ত করুন।

শমূয়েলের দর্শনপ্রাপ্তি।

৩ আর বালক শমূয়েল এলির সম্মুখে সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিতেন। আর তৎকালে সদাপ্রভুর বাক্য দুর্লভ ছিল, ২ দর্শন যখন তখন হইত না। আর তৎকালে ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে এলি আর ৩ দেখিতে পাইতেন না। এক দিন এলি স্বস্থানে শয়ন করিয়া আছেন, ঈশ্বরীয় প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় নাই, এবং ঈশ্বরীয় সিন্দুক যে স্থানে ছিল, শমূয়েল সেই স্থানে অর্থাৎ সদাপ্রভুর মন্দিরমধ্যে শুইয়া ৪ আছেন; এমন সময়ে সদাপ্রভু শমূয়েলকে ডাকিলেন; আর তিনি উত্তর করিলেন, ৫ এই যে আমি। পরে তিনি এলির নিকটে দৌড়িয়া গিয়া কহিলেন, এই যে আমি; আপনি ত আমাকে ডাকিয়াছেন। তিনি কহিলেন, আমি ডাকি নাই, তুমি ফিরিয়া গিয়া শয়ন কর। তখন তিনি ৬ গিয়া শয়ন করিলেন। পরে সদাপ্রভু পুনর্ব্বার ডাকিলেন, শমূয়েল; তাহাতে শমূয়েল উঠিয়া এলির নিকটে গিয়া কহিলেন, এই যে আমি; আপনি ত আমাকে ডাকিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন, বৎস, আমি ডাকি নাই, তুমি ফিরিয়া ৭ গিয়া শয়ন কর। সেই সময়ে শমূয়েল সদাপ্রভুর পরিচয় পান নাই, এবং তাঁহার কাছে সদাপ্রভুর বাক্যও প্রকাশিত হয় ৮ নাই। পরে সদাপ্রভু তৃতীয় বার শমূয়েলকে ডাকিলেন; তাহাতে তিনি উঠিয়া এলির নিকটে গিয়া কহিলেন, এই যে আমি; আপনি ত আমাকে ডাকিয়াছেন। তখন এলি বুঝিলেন, সদাপ্রভুই বালককে ৯ ডাকিতেছেন। অতএব এলি শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি গিয়া শয়ন কর; যদি তিনি আবার তোমাকে ডাকেন, তবে বলিও, হে সদাপ্রভু, বলুন, আপনার দাস শুনিতেছে। তখন শমূয়েল গিয়া ১০ স্বস্থানে শয়ন করিলেন। পরে সদাপ্রভু আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অন্য অন্য বারের ন্যায় ডাকিয়া কহিলেন, শমূয়েল, শমূয়েল; আর শমূয়েল উত্তর করিলেন, ১১ বলুন, আপনার দাস শুনিতেছে। তখন সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, দেখ, আমি ইস্রায়েলের মধ্যে এক কর্ম্ম করিব, তাহা যে শুনিবে, তাহার দুই কর্ণ

১২ শিহরিয়া উঠিবে। আমি এলির কুলের বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সমস্ত সেই দিন তাহার বিরুদ্ধে প্রথমাবধি শেষ
১৩ পর্য্যন্ত সফল করিব। বস্তুতঃ আমি তাহাকে বলিয়াছি, সে যে অপরাধ জানে, সেই অপরাধের জন্য আমি যুগানুক্রমে তাহার কুলকে দণ্ড দিব; কেননা তাহার পুত্রেরা আপনাদিগকে শাপগ্রস্ত করিতেছে, তথাপি সে তাহাদিগকে নিবৃত্ত
১৪ করে নাই। অতএব এলির কুলের বিষয়ে আমি এই শপথ করিয়াছি যে, এলির কুলের অপরাধ বলিদান কি নৈবেদ্য দ্বারা কখনই পরিষ্কৃত হইবে না।

১৫ শমূয়েল প্রভাত পর্য্যন্ত শুইয়া রহিলেন, পরে সদাপ্রভুর গৃহের কবাট মুক্ত করিলেন, কিন্তু শমূয়েল এলিকে ঐ দর্শনের বিষয় জানাইতে ভীত হইলেন।
১৬ পরে এলি শমূয়েলকে ডাকিলেন, কহিলেন, হে আমার বৎস, শমূয়েল! তিনি
১৭ উত্তর করিলেন, এই যে আমি। এলি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তোমাকে কি কথা কহিলেন? বিনয় করি, আমা হইতে তাহা গোপন করিও না; ঈশ্বর যে যে কথা তোমাকে বলিয়াছেন, তাহার কোন কথা যদি আমা হইতে গোপন কর, তবে তিনি তোমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড
১৮ দিউন। তখন শমূয়েল তাঁহাকে সেই সমস্ত কথা কহিলেন, কিছুই গোপন করিলেন না। তখন এলি কহিলেন, তিনি সদাপ্রভু; তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন।

১৯ পরে শমূয়েল বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন, এবং সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহার কোন কথা ভূমিতে
২০ পড়িতে দিতেন না। তাহাতে দান অবধি বের্-শেবা পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েল জানিতে পাইল যে, শমূয়েল সদাপ্রভুর ভাববাদী হইবার জন্য বিশ্বাসের পাত্র
২১ হইয়াছেন। আর সদাপ্রভু শীলোতে পুনরায় দর্শন দিলেন, কেননা সদাপ্রভু শীলোতে শমূয়েলের কাছে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করিতেন। আর সমস্ত ইস্রায়েলের কাছে শমূয়েলের বাক্য উপস্থিত হইত।

ঈশ্বরীয় সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হয়। এলির মৃত্যু।

৪ পরে ইস্রায়েল যুদ্ধার্থে পলেষ্টীয়দের বিপরীতে বাহির হইয়া এবন্-এষরে শিবির স্থাপন করিল, এবং পলেষ্টীয়েরা অফেকে
২ শিবির স্থাপন করিল। আর পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সৈন্যরচনা করিল; যখন যুদ্ধ বাধিয়া গেল, তখন ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের সম্মুখে আহত হইল; তাহারা ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যশ্রেণীর অনুমান চারি সহস্র লোককে নিহনন করিল।
৩ পরে লোকেরা শিবিরে প্রবেশ করিলে ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ কহিলেন, সদাপ্রভু অদ্য পলেষ্টীয়দের সম্মুখে আমাদিগকে কেন আঘাত করিলেন? আইস, আমরা শীলো হইতে আপনাদের নিকটে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক আনাই, যেন তাহা আমাদের মধ্যে আসিয়া শত্রুগণের হস্ত হইতে আমাদিগকে নিস্তার করে।
৪ অতএব লোকেরা শীলোতে দূত পাঠাইয়া বাহিনীগণের সদাপ্রভু, যিনি করূবদ্বয়ে আসীন, তাঁহার নিয়ম-সিন্দুক তথা হইতে আনাইল। তখন এলির দুই পুত্র, হফ্নি ও পীনহস, সে স্থানে ঈশ্বরের
৫ নিয়ম-সিন্দুকের সহিত ছিল। পরে

সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক শিবিরে উপস্থিত হইলে সমস্ত ইস্রায়েল এমন মহাসিংহ-নাদ করিয়া উঠিল যে, পৃথিবী কাঁপিতে ৬ লাগিল। তখন পলেষ্টীয়েরা ঐ সিংহ-নাদের ধ্বনি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইব্রীয়দের শিবিরে মহাসিংহনাদের ঐ ধ্বনি হইতেছে কেন? পরে তাহারা বুঝিল, সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক শিবিরে ৭ আসিয়াছে। তখন পলেষ্টীয়েরা ভীত হইয়া কহিল, শিবিরে ঈশ্বর আসিয়াছেন। আরও কহিল, হায়, হায়, ইহার ৮ পূর্ব্বে ত কখনও এমন হয় নাই। হায়, হায়, এই পরাক্রমী দেবগণের হস্ত হইতে আমাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? ইহাঁরা সেই দেবতা, যাঁহারা প্রান্তরে সর্ব্বপ্রকার আঘাতে মিস্রীয়দিগকে বধ করিয়াছিলেন। ৯ হে পলেষ্টীয়েরা, বলবান হও, পুরুষত্ব দেখাও; ঐ ইব্রীয়েরা যেমন তোমাদের দাস হইল, তদ্রূপ তোমরা যেন উহাদের দাস না হও; পুরুষত্ব দেখাও, যুদ্ধ কর। ১০ তখন পলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিলেন, এবং ইস্রায়েল আহত হইয়া প্রত্যেক জন আপন আপন তাম্বুতে পলায়ন করিল। আর মহাসংহার হইল, কেননা ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রিশ সহস্র পদাতিক মারা ১১ পড়িল। আর ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রু-হস্তগত হইল, এবং এলির দুই পুত্ত্র, হফ্‌নি ও পীনহস, মারা পড়িল।

১২ তখন বিন্যামীনীয় এক জন লোক সৈন্যশ্রেণী হইতে দৌড়িয়া গিয়া সেই দিবসে শীলোতে উপস্থিত হইল; তাহার বস্ত্র ছিন্ন ও মস্তকে মৃত্তিকা ছিল। ১৩ যখন সে আসিতেছিল, দেখ, পথের পার্শ্বে এলি আপন আসনে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কেননা তাঁহার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্য থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। পরে সেই লোকটী নগরে উপস্থিত হইয়া ঐ সংবাদ দিলে নগরস্থ সকল লোক ক্রন্দন করিতে লাগিল। ১৪ আর এলি সেই ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কলরবের কারণ কি? তখন সেই লোকটী শীঘ্র আসিয়া ১৫ এলিকে সংবাদ দিল। ঐ সময়ে এলি আটানব্বই বৎসর বয়স্ক ছিলেন, এবং ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে দেখিতে পাইতেন না। ১৬ সেই ব্যক্তি এলিকে বলিল, আমি সৈন্য-শ্রেণী হইতে আসিয়াছি, অদ্যই সৈন্য-শ্রেণী হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। এলি ১৭ জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, সমাচার কি? যে সংবাদ আনিয়াছিল, সে উত্তর করিল, ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছে, আবার লোকদের মধ্যে মহাসংহার হইয়াছে; আবার আপনার দুই পুত্ত্র হফ্‌নি ও পীনহসও মরিয়াছে, এবং ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রু-১৮ হস্তগত হইয়াছে। তখন সে ঈশ্বরের সিন্দুকের নাম করিবামাত্র এলি দ্বারের পার্শ্বে আসন হইতে পশ্চাতে পতিত হইলেন; এবং তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি মরিয়া গেলেন, কেননা তিনি বৃদ্ধ ও ভারী ছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করিয়াছিলেন।

১৯ তখন তাঁহার পুত্ত্রবধূ, পীনহসের স্ত্রী, গর্ব্ভবতী ছিল, প্রসবকাল সন্নিকট হইয়াছিল; ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইয়াছে, এবং তাহার শ্বশুর ও স্বামী মরিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া সে নত হইয়া প্রসব করিল; কারণ তাহার প্রসববেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। ২০ তখন তাহার মরণ সময়ে যে স্ত্রীলোকেরা

নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা কহিল, ভয় নাই, তুমি ত পুত্র প্রসব করিলে। কিন্তু সে কিছুই উত্তর দিল না, কিছুই ২১ মনোযোগ করিল না। পরে সে বালকটীর নাম ঈখাবোদ [হীনপ্রতাপ] রাখিয়া কহিল, ইস্রায়েল হইতে প্রতাপ গেল; কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইয়াছিল, এবং তাহার শ্বশুরের ও ২২ স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। সে কহিল, ইস্রায়েল হইতে প্রতাপ গেল, কারণ ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইয়াছে।

সিন্দুক পুনরায় ইস্রায়েলীয়দের হস্তগত হয়।

৫ পলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্দুক লইয়া এবন্-এষর হইতে অস্‌দোদে আনিয়া- ২ ছিল। পরে পলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্দুক দাগোন দেবের গৃহে লইয়া গিয়া দাগো- ৩ নের পার্শ্বে স্থাপন করিল। পরদিবসে অস্‌দোদের লোকেরা প্রত্যূষে উঠিল, আর দেখ, সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে দাগোন ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে; তাহাতে তাহারা দাগোনকে তুলিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে স্থাপন করিল। ৪ তাহার পরদিবসেও লোকেরা প্রত্যূষে উঠিল, আর দেখ, সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে দাগোন ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, এবং গোবরাটে দাগোনের মুণ্ড ও দুই কর ছিন্ন হইয়া পতিত আছে, ৫ কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই নিমিত্ত দাগোনের পুরোহিত এবং আর যত লোক দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহাদের মধ্যে অদ্য পর্য্যন্ত কেহ অস্‌দোদে স্থিত দাগোনের গোবরাটে পা দেয় না।

৬ আর অস্‌দোদীয়দের উপরে সদাপ্রভুর হস্ত ভারী হইল, এবং তিনি তাহাদিগকে সংহার করিলেন, অস্‌দোদের ও আসপাশের লোকদিগকে স্ফোটক দ্বারা ৭ আঘাত করিলেন। পরে অস্‌দোদীয়েরা এইরূপ দেখিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক আমাদের কাছে থাকিবে না; কেননা আমাদের উপরে ও আমাদের দেবতা দাগোনের উপরে তাঁহার হস্ত ৮ ক্লেশদায়ক হইয়াছে। অতএব তাহারা লোক পাঠাইয়া পলেষ্টীয়দের ভূপালদিগকে আপনাদের নিকটে একত্র করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুকের বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য? ভূপালেরা কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক গাতে নীত হউক। তাহাতে তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক তথায় লইয়া ৯ গেল। তাহারা লইয়া গেলে পর ঐ নগরের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর হস্ত অত্যন্ত ত্রাসজনক হইল, এবং তিনি নগরের ছোট কি বড় সকল লোককে আঘাত করিলেন, তাহাদের স্ফোটক হইল।

১০ পরে তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণে প্রেরণ করিল। কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণে উপস্থিত হইলে ইক্রোণীয়েরা ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমাদিগকে ও আমাদের লোকদিগকে বধ করিবার জন্য উহারা আমাদের কাছে ইস্রায়েলের ১১ ঈশ্বরের সিন্দুক আনিয়াছে। পরে তাহারা লোক পাঠাইয়া পলেষ্টীয়দের সমস্ত ভূপালকে একত্র করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক পাঠাইয়া দিউন, তাহা স্বস্থানে ফিরিয়া যাউক, আমাদিগকে ও আমাদের লোকদিগকে বধ না করুক। কারণ মারীভয়ে নগরের

সর্ব্বত্র ত্রাস হইয়াছিল; সেই স্থানে ঈশ্বরের হস্ত অতিশয় ভারী হইয়াছিল। ১২ যে লোকেরা মারা না পড়িল, তাহারা স্ফোটকে আহত হইল; আর নগরের আর্ত্তনাদ গগন পর্য্যন্ত উঠিল।

৬ সদাপ্রভুর সিন্দুক পলেষ্টীয়দের দেশে ২ সাত মাস থাকিল। পরে পলেষ্টীয়েরা যাজক ও মন্ত্রজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া কহিল, সদাপ্রভুর সিন্দুকের বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য? বল দেখি, আমরা কি দিয়া তাহা ৩ স্বস্থানে পাঠাইয়া দিব? তাহারা কহিল, তোমরা যদি ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক পাঠাইয়া দেও, তবে শূন্য পাঠাইও না, কোন প্রকারে দোষার্থক উপহার তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেও; তাহাতে সুস্থ হইতে পারিবে, এবং তোমাদের হইতে তাঁহার হস্ত কেন অন্তরিত হইতেছে ৪ না, তাহা জানিতে পারিবে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, দোষার্থক উপহাররূপে তাঁহার কাছে কি পাঠাইয়া দিব? তাহারা কহিল, পলেষ্টীয়দের ভূপালগণের সংখ্যানুসারে স্বর্ণময় পাঁচটা স্ফোটক ও স্বর্ণময় পাঁচটা মূষিক দেও, কেননা তোমাদের সকলের উপরে ও তোমাদের ভূপালগণের উপরে একই রূপ আঘাত পড়িয়াছে। ৫ অতএব তোমরা আপনাদের স্ফোটকের প্রতিমা ও দেশনাশকারী মূষিকের প্রতিমা নির্ম্মাণ কর, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর; হয় ত তিনি তোমাদের উপর হইতে, তোমাদের দেবগণের ও দেশের উপর হইতে, আপনার ৬ হস্ত লঘু করিবেন। আর তোমরা কেন আপন আপন হৃদয় ভারী করিবে? মিস্রীয়েরা ও ফরৌণ এইরূপে আপন আপন হৃদয় ভারী করিয়াছিল; তিনি যখন তাহাদের মধ্যে মহৎ কার্য্য করিলেন, তখন তাহারা কি লোকদিগকে বিদায় ৭ করিয়া চলিয়া যাইতে দিল না? অতএব সম্প্রতি [কাষ্ঠ] লইয়া এক নূতন শকট নির্ম্মাণ কর, এবং কখনও যোঁয়ালি বহন করে নাই, এমন দুইটী দুগ্ধবতী গাভী লইয়া সেই শকটে যুড়, কিন্তু তাহাদের বৎস, তাহাদের নিকট হইতে ঘরে লইয়া ৮ আইস। আর সদাপ্রভুর সিন্দুক লইয়া সেই শকটের উপরে রাখ, এবং ঐ যে স্বর্ণময় বস্তুগুলি দোষার্থক উপহাররূপে তাঁহাকে দিবে, তাহা তাহার পার্শ্বে আধারে রাখ; পরে বিদায় কর, তাহা যাউক। ৯ আর দেখিও, সিন্দুক যদি নিজ সীমার পথ দিয়া বৈৎ-শেমশে যায়, তবে তিনিই আমাদের এই মহৎ অমঙ্গল ঘটাইয়াছেন; নতুবা জানিব, আমাদিগকে যে হস্ত আঘাত করিয়াছে সে তাঁহার নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি আকস্মিক ঘটনা হইয়াছে।

১০ লোকেরা সেইরূপ করিল; দুগ্ধবতী দুইটা গাভী লইয়া শকটে যুড়িল, ও তাহাদের বৎস দুইটী ঘরে বদ্ধ করিয়া ১১ রাখিল। পরে সদাপ্রভুর সিন্দুক এবং ঐ স্বর্ণময় মূষিক ও স্ফোটক প্রতিমাধারী আধার লইয়া শকটের উপরে স্থাপন ১২ করিল। আর সেই দুই গাভী বৈৎ-শেমশের সোজা পথ ধরিয়া চলিল, রাজপথ দিয়া হাম্বারব করিতে করিতে চলিল, দক্ষিণে কি বামে ফিরিল না; এবং পলেষ্টীয়দের ভূপালগণ বৈৎ-শেমশের অঞ্চল পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ১৩ গেলেন। ঐ সময়ে বৈৎ-শেমশ-নিবাসীরা তলভূমিতে গোম কাটিতেছিল; তাহারা চক্ষু তুলিয়া সিন্দুকটী দেখিল, দেখিয়া ১৪ আহ্লাদিত হইল। পরে ঐ শকট বৈৎ-

শেমশীয় যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্থগিত হইল; সেই স্থানে একখানা বৃহৎ প্রস্তর ছিল; পরে তাহারা শকটের কাষ্ঠ চিরিয়া ঐ গাভীদিগকে হোমার্থে ১৫ সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিল। আর লেবীয়েরা সদাপ্রভুর সিন্দুক এবং তৎসহ ঐ স্বর্ণময় বস্তুগুলি-সম্বলিত আধার নামাইয়া ঐ মহৎ প্রস্তরের উপরে রাখিল, এবং বৈৎ-শেমশের লোকেরা সেই দিবসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম ও বলিদান ১৬ করিল। তখন পলেষ্টীয়দের সেই পাঁচ জন ভূপাল তাহা দেখিয়া সেই দিবসে ইক্রোণে ফিরিয়া গেলেন।

১৭ পলেষ্টীয়েরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোষার্থক উপহার বলিয়া এই এই স্বর্ণময় স্ফোটক উৎসর্গ করিয়াছিল, অস্‌দোদের জন্য এক, ঘসার জন্য এক, অস্কিলোনের জন্য এক, গাতের জন্য এক, ও ইক্রোণের ১৮ জন্য এক, এবং প্রাচীরবেষ্টিত নগর হউক, কিম্বা পল্লীগ্রাম হউক, পাঁচ জন ভূপালের অধীন পলেষ্টীয়দের যত নগর ছিল, তত স্বর্ণমূষিক। সদাপ্রভুর সিন্দুক যাহার উপরে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই বৃহৎ প্রস্তর সাক্ষী, তাহা বৈৎ-শেমশীয় যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

১৯ পরে তিনি বৈৎ-শেমশের লোকদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আঘাত করিলেন, কারণ তাহারা সদাপ্রভুর সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, ফলতঃ তিনি লোকদের মধ্যে সত্তর জনকে, [এবং] পঞ্চাশ সহস্র জনকে আঘাত করিলেন, তাহাতে লোকেরা বিলাপ করিল, কেননা সদাপ্রভু মহা আঘাতে লোকদিগকে আঘাত ২০ করিয়াছিলেন। আর বৈৎ-শেমশের লোকেরা কহিল, সদাপ্রভুর সাক্ষাতে, এই পবিত্র ঈশ্বরের সাক্ষাতে, কে দাঁড়াইতে পারে? আর তিনি আমাদের ২১ হইতে কাহার কাছে যাইবেন? পরে তাহারা কিরিয়ৎ-যিয়ারীম-নিবাসীদের কাছে দূত পাঠাইয়া বলিল, পলেষ্টীয়েরা সদাপ্রভুর সিন্দুক ফিরাইয়া আনিয়াছে, তোমরা নামিয়া আইস, আপনাদের নিকটে তাহা তুলিয়া লইয়া যাও।

৭ তাহাতে কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকেরা আসিয়া সদাপ্রভুর সিন্দুক তুলিয়া লইয়া গিয়া পর্ব্বতস্থিত অবীনাদবের বাটীতে রাখিল, এবং সদাপ্রভুর সিন্দুক রক্ষার্থে তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে পবিত্র করিল।

পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার।

২ সদাপ্রভুর সিন্দুক কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে স্থাপন দিনাবধি দীর্ঘকাল গেল, বিংশতি বৎসর গেল, আর সমস্ত ইস্রায়েল-কুল সদাপ্রভুর পশ্চাতে বিলাপ করিতে ৩ লাগিল। তাহাতে শমূয়েল সমস্ত ইস্রায়েল-কুলকে কহিলেন, তোমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস, তবে আপনাদের মধ্য হইতে বিজাতীয় দেবগণকে ও অষ্টারোৎ দেবীগণকে দূর কর, ও সদাপ্রভুর দিকে আপন আপন অন্তঃকরণ সুস্থির কর, কেবল তাঁহারই সেবা কর; তাহা হইলে তিনি পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে তোমা- ৪ দিগকে উদ্ধার করিবেন। তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ বাল দেবগণকে ও অষ্টারোৎ দেবীগণকে দূর করিয়া কেবল সদাপ্রভুর সেবা করিতে লাগিল।

৫ পরে শমূয়েল কহিলেন, তোমরা সমস্ত ইস্রায়েলকে মিস্‌পাতে একত্র কর;

আমি তোমাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে ৬ প্রার্থনা করিব। তাহাতে তাহারা মিস্‌পাতে একত্র হইয়া জল তুলিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে ঢালিল, এবং সেই দিবস উপবাস করিয়া সে স্থানে কহিল, আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। আর শমূয়েল মিস্‌পাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বিচার করিতে লাগিলেন।

৭ পরে পলেষ্টীয়েরা যখন শুনিতে পাইল যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিস্‌পাতে একত্র হইয়াছে, তখন পলেষ্টীয়দের ভূপালগণ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে উঠিয়া আসিলেন; তাহা শুনিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ পলে-৮ ষ্টীয়দের হইতে ভীত হইল। আর ইস্রায়েল সন্তানগণ শমূয়েলকে কহিল, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে যেন আমাদিগকে নিস্তার করেন, এই জন্য আপনি তাঁহার কাছে আমাদের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে বিরত হইবেন না।

৯ তখন শমূয়েল দুগ্ধপোষ্য এক মেষবৎস লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে সর্ব্বাঙ্গ হোমবলি উৎসর্গ করিলেন, এবং শমূয়েল ইস্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলেন; আর সদাপ্রভু তাঁহাকে উত্তর ১০ দিলেন। যে সময়ে শমূয়েল ঐ হোমবলি উৎসর্গ করিতেছিলেন, তখন পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু ঐ দিবসে সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দের উপরে মহাবজ্রনাদে গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন; তাহাতে তাহারা ১১ ইস্রায়েলের সম্মুখে আহত হইল। আর ইস্রায়েল লোকেরা মিস্‌পা হইতে বাহির হইয়া পলেষ্টীয়দের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া বৈৎ-করের নীচে পর্য্যন্ত ১২ তাহাদিগকে আঘাত করিল। তখন শমূয়েল একখানা প্রস্তর লইয়া মিস্‌পার ও শেনের মধ্যস্থানে স্থাপন করিলেন, এবং এ পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, এই বলিয়া তাহার নাম এবন-এষর [সাহায্যের প্রস্তর] রাখিলেন।

১৩ এই প্রকারে পলেষ্টীয়েরা নত হইল, এবং ইস্রায়েলের অঞ্চলে আর আসিল না। আর শমূয়েলের সমস্ত কালে সদাপ্রভুর হস্ত পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ১৪ ছিল। আর পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল হইতে যে সমস্ত নগর হরণ করিয়াছিল, ইক্রোণ অবধি গাৎ পর্য্যন্ত সেই সকল পুনর্ব্বার ইস্রায়েলের হাতে ফিরিয়া আসিল; এবং ইস্রায়েল সেই সমস্তের অঞ্চল পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে উদ্ধার করিল। আর ইমোরীয়দের সহিত ১৫ ইস্রায়েলের সন্ধি হইল। শমূয়েল যাবজ্জীবন ইস্রায়েলের বিচার করিলেন। ১৬ তিনি প্রতিবৎসর বৈথেলে, গিল্‌গলে ও মিস্‌পাতে পরিভ্রমণ করিয়া সেই সকল ১৭ স্থানে ইস্রায়েলের বিচার করিতেন। পরে তিনি রামাতে ফিরিয়া আসিতেন, কেননা সেই স্থানে তাঁহার বাটী ছিল, এবং সেই স্থানে তিনি ইস্রায়েলের বিচার করিতেন; আর তিনি সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করেন।

ইস্রায়েলীয়েরা রাজা চাহে।

৮ পরে শমূয়েল যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন আপন পুত্রদিগকে বিচারকর্ত্তা করিয়া ইস্রায়েলের উপরে নিযুক্ত ২ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম

যোয়েল, দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবিয়; তাহারা বের্-শেবাতে বিচার করিত। ৩ কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার পথে চলিত না; তাহারা ধনলোভে বিপথে গেল, উৎকোচ লইত, ও বিচার বিপরীত ৪ করিত। অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ একত্র হইয়া রামাতে শমূ- ৫ য়েলের নিকটে আসিলেন; আর তাঁহাকে কহিলেন, দেখুন, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং আপনার পুত্রেরা আপনার পথে চলে না; এখন অন্য সকল জাতির ন্যায় আমাদের বিচার করিতে আপনি আমাদের উপরে এক জন রাজা নিযুক্ত করুন। ৬ কিন্তু, 'আমাদের বিচার করিতে আমা- দিগকে এক জন রাজা দিউন;' তাঁহাদের এই কথা শমূয়েলের মন্দ বোধ হইল; তাহাতে শমূয়েল সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা ৭ করিলেন। তখন সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যাহা যাহা বলিতেছে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত কর; কেননা তাহারা তোমাকে অগ্রাহ্য করিল, এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করিল, যেন আমি ৮ তাহাদের উপরে রাজত্ব না করি। যে দিন মিসর হইতে আমি তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম, সেই দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, অন্য দেবগণের সেবা করণার্থে আমাকে ত্যাগ করিয়া আসি- তেছে, তদ্রূপ ব্যবহার তোমার প্রতিও ৯ করিতেছে। এখন তাহাদের বাক্যে কর্ণ- পাত কর; কিন্তু তাহাদের বিপক্ষে দৃঢ়- রূপে সাক্ষ্য দেও, এবং তাহাদের উপরে যে রাজত্ব করিবে, সেই রাজার নিয়ম তাহাদিগকে জ্ঞাত কর।

১০ পরে যে লোকেরা শমূয়েলের কাছে রাজা যাচ্ঞা করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি সদাপ্রভুর ঐ সমস্ত কথা কহিলেন। ১১ আরও কহিলেন, তোমাদের উপরে রাজত্বকারী রাজার এইরূপ নিয়ম হইবে; তিনি তোমাদের পুত্রগণকে লইয়া আপ- নার রথের ও অশ্বের উপরে নিযুক্ত করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার রথের ১২ অগ্রে অগ্রে দৌড়িবে। আর তিনি তাহাদিগকে আপনার সহস্রপতি ও পঞ্চাশৎপতি নিযুক্ত করিবেন, এবং কাহাকে কাহাকে তাঁহার ভূমি চাষ ও শস্য ছেদন করিতে এবং যুদ্ধের অস্ত্র ও রথের সজ্জা নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত ১৩ করিবেন। আর তিনি তোমাদের কন্যা- গণকে লইয়া সুগন্ধিদ্রব্য-প্রস্তুতকারিণী, ১৪ পাচিকা ও রুটীওয়ালী করিবেন। আর তিনি তোমাদের উৎকৃষ্ট শস্যক্ষেত্র, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ সকল লইয়া ১৫ আপন দাসদিগকে দিবেন। আর তোমাদের শস্যের ও দ্রাক্ষার দশমাংশ লইয়া আপন কর্ম্মচারীদিগকে ও দাস- ১৬ দিগকে দিবেন। আর তিনি তোমাদের দাস দাসী ও সর্ব্বোত্তম যুবা পুরুষদিগকে ও তোমাদের গর্দ্দভ সকল লইয়া আপন ১৭ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। তিনি তোমা- দের মেষগণের দশমাংশ লইবেন ও ১৮ তোমরা তাঁহার দাস হইবে। সেই দিন তোমরা আপনাদের মনোনীত রাজা হেতু ক্রন্দন করিবে; কিন্তু সদাপ্রভু সেই দিন তোমাদিগকে উত্তর দিবেন না। ১৯ তথাপি লোকেরা শমূয়েলের বাক্যে কর্ণপাত করিতে অসম্মত হইয়া কহিল, না, আমাদের উপরে এক জন রাজা ২০ চাই; তাহাতে আমরাও আর সকল

জাতির সমান হইব, এবং আমাদের রাজা আমাদের বিচার করিবেন ও আমাদের ২১ অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবেন। তখন শমূয়েল লোকদের সমস্ত কথা শুনিয়া সদাপ্রভুর কর্ণগোচরে নিবেদন করিলেন। ২২ তাহাতে সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত কর, তাহাদের নিমিত্ত এক জনকে রাজা কর। পরে শমূয়েল ইস্রায়েল লোক-দিগকে কহিলেন, তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন নগরে যাও।

শৌল রাজপদে নিযুক্ত হন।

৯ আর বিন্যামীন বংশীয় এক লোক ছিলেন, তাঁহার নাম কীশ। তিনি অবীয়েলের পুত্র, ইনি সরোরের পুত্র, ইনি বখোরতের পুত্র, ইনি অফীহের পুত্র। কীশ এক জন বিন্যামীনীয় ২ বলবান বীর ছিলেন। আর শৌল নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন; তিনি সুন্দর যুবা পুরুষ; ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে তদপেক্ষা সুন্দর কোন পুরুষ ছিল না, এবং তিনি অন্য সমস্ত লোক হইতে এক ৩ মস্তক দীর্ঘ ছিলেন। একদা শৌলের পিতা কীশের গর্দ্দভীগুলি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহাতে কীশ আপন পুত্র শৌলকে কহিলেন, তুমি এক জন চাকর সঙ্গে লও, উঠ, গর্দ্দভীদের অন্বেষণ ৪ করিতে যাও। তাহাতে তিনি পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশ দিয়া ভ্রমণ করিয়া শালিশা প্রদেশ দিয়া গমন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাহাদের উদ্দেশ পাইলেন না। পরে তাঁহারা শালীম প্রদেশ দিয়া গমন করিলেন; সেখানেও নাই। পরে তিনি বিন্যামীনীয়দের দেশ দিয়া গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেখানেও ৫ পাইলেন না। পরে সূফ প্রদেশে উপস্থিত হইলে শৌল আপনার সঙ্গী চাকরটীকে কহিলেন, আইস, আমরা ফিরিয়া যাই; কি জানি, আমার পিতা গর্দ্দভীদের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের ৬ জন্য ভাবিত হইবেন। সে তাঁহাকে কহিল, দেখুন, এই নগরে ঈশ্বরের এক জন লোক আছেন; তিনি অতি সম্মানিত; তিনি যাহা যাহা বলেন, সকলই সিদ্ধ হয়; চলুন, আমরা এখন সেই স্থানে যাই; হয় ত তিনি আমাদের গন্তব্য পথ ৭ বলিয়া দিতে পারিবেন। তখন শৌল আপন চাকরকে কহিলেন, কিন্তু দেখ, যদি আমরা যাই, তবে সেই ব্যক্তির কাছে কি লইয়া যাইব? আমাদের পাত্রে ত খাদ্যের শেষ হইয়াছে; ঈশ্বরের লোকের কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমাদের উপহার নাই; আমাদের কাছে ৮ কি আছে? তখন চাকরটী শৌলকে উত্তর করিল, দেখুন, আমার হস্তে শেকলের চতুর্থাংশ রৌপ্য আছে; আমি ঈশ্বরের লোককে ইহাই দিব, আর তিনি ৯ আমাদিগকে পথ বলিয়া দিবেন।—পূর্ব্ব-কালে ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করণার্থে যাইতে হইলে লোকে এইরূপ বলিত, চল, আমরা দর্শকের নিকটে যাই; কেননা সম্প্রতি যাঁহাকে ভাববাদী বলা যায়, পূর্ব্বকালে তাঁহাকে ১০ দর্শক বলা যাইত।—তখন শৌল আপন চাকরটীকে কহিলেন, ভালই বলিলে; চল, আমরা যাই। আর ঈশ্বরের লোক যেখানে ছিলেন, সেই নগরে তাঁহারা গমন করিলেন।

১১ যখন তাঁহারা নগরের দিকে ঊর্দ্ধগামী

পথে উঠিতেছিলেন, তখন জল তুলিবার জন্য কয়েকটী যুবতী বাহিরে আসিয়াছিল, তাঁহারা তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দর্শক কি এই স্থানে আছেন?
১২ তাহারা তাঁহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিল, হাঁ, আছেন; দেখ তিনি তোমাদের সম্মুখে আছেন; শীঘ্র এখনই যাও, তিনি অদ্য নগরে আসিয়াছেন, কারণ ঐ উচ্চস্থলীতে অদ্য লোকদের এক যজ্ঞ হইবে।
১৩ তোমরা নগরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, তিনি উচ্চস্থলীতে আহার করিতে যাইবার পূর্ব্বে, তাঁহার দেখা পাইবে; কেননা তিনি যাবৎ উপস্থিত না হইবেন, তাবৎ লোকেরা ভোজন করিবে না, কারণ তিনি যজ্ঞীয় দ্রব্যে আশীর্ব্বাদ করেন, পরে নিমন্ত্রিত লোকেরা ভোজন করে; অতএব তোমরা এক্ষণে গিয়া উঠ; এই সময়ে
১৪ তাঁহার দেখা পাইবে। তখন তাঁহারা নগরে উঠিলেন; তাঁহারা নগরমধ্যে উপস্থিত হইলে দেখ, শমূয়েল উচ্চস্থলীতে যাইবার জন্য বাহির হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।
১৫ আর শৌলের উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব দিবসে সদাপ্রভু শমূয়েলের কর্ণগোচরে
১৬ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কল্য এমন সময়ে আমি বিন্যামীন প্রদেশ হইতে এক জন লোককে তোমার নিকটে প্রেরণ করিব; তুমি তাহাকে আমার প্রজা ইস্রায়েলের নায়ক করিবার জন্য অভিষেক করিবে; আর সে পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে আমার প্রজাদিগকে নিস্তার করিবে; কেননা আমার প্রজাদের ক্রন্দন আমার কর্ণগোচর হওয়াতে আমি তাহাদের প্রতি
১৭ দৃষ্টিপাত করিলাম। পরে শমূয়েল শৌলকে দেখিলে সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, দেখ, এ সেই ব্যক্তি, যাহার বিষয়ে আমি তোমার কাছে বলিয়াছিলাম, সেই আমার প্রজাদের উপরে
১৮ কর্ত্তৃত্ব করিবে। তখন শৌল দ্বারদেশে শমূয়েলের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনয় করি, দর্শকের গৃহ কোথায়, আমাকে বলিয়া দিউন।
১৯ তখন শমূয়েল শৌলকে উত্তর করিলেন, আমিই দর্শক, আমার অগ্রে অগ্রে উচ্চস্থলীতে চল; কেননা অদ্য তোমরা আমার সহিত ভোজন করিবে; প্রাতে আমি তোমাকে বিদায় করিব, এবং তোমার মনের সমস্ত কথা তোমাকে
২০ জ্ঞাত করিব। আর অদ্য তিন দিন হইল, তোমার যে সকল গর্দ্দভী হারাইয়াছে, তাহাদের জন্য মনে ভাবিত হইও না; সে সকল পাওয়া গিয়াছে। আর ইস্রায়েলের সমস্ত বাঞ্ছনীয় দ্রব্য কাহার? সে সকল কি তোমার এবং
২১ তোমার সমস্ত পিতৃকুলের নয়? শৌল উত্তর করিলেন, আমি কি ইস্রায়েল-বংশ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম বিন্যামীন বংশীয় নহি? আবার বিন্যামীন বংশের মধ্যে আমার গোষ্ঠী কি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র নয়? তবে আপনি আমাকে কেন এই প্রকার
২২ কথা কহেন? পরে শমূয়েল শৌলকে ও তাঁহার চাকরটীকে লইয়া ভোজনশালায় গেলেন, অনুমান ত্রিশ জন নিমন্ত্রিতলোকদের মধ্যে তাঁহাদিগকে উত্তম স্থানে
২৩ বসাইলেন। পরে শমূয়েল পাচককে কহিলেন, আমি যে অংশ তোমাকে দিয়া তোমার কাছে রাখিতে বলিয়াছিলাম, তাহা আন। তাহাতে পাচক উরু ও
২৪ তাহার উপরে যাহা ছিল, তাহা আনিয়া শৌলের সম্মুখে স্থাপন করিল। আর

[শমূয়েল] কহিলেন, দেখ, ইহা রাখা গিয়াছিল; তুমি ইহা আপনার সম্মুখে রাখ, ভোজন কর; কেননা নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষাতে ইহা তোমার জন্য রাখা গিয়াছে, আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। তাহাতে সে দিন শৌল শমূয়েলের সহিত আহার করিলেন।

২৫ পরে তাঁহারা উচ্চস্থলী হইতে নগরে নামিয়া গেলে শমূয়েল গৃহের ছাদের উপরে শৌলের সহিত কথোপকথন করি-

২৬ লেন। পরে তাঁহারা প্রভাতে উঠিলেন, আর আলো হইয়া আসিলে শমূয়েল গৃহের ছাদের উপরে শৌলকে ডাকিয়া কহিলেন, উঠ, আমি তোমাকে বিদায় করি। তখন শৌল উঠিলেন, আর তিনি ও শমূয়েল দুই জন বাহিরে গেলেন।

২৭ পরে তাঁহারা নামিয়া নগরের প্রান্তভাগ দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শমূয়েল শৌলকে কহিলেন, তোমার চাকরটীকে অগ্রে যাইতে বল, কিন্তু তুমি কিছু কাল দাঁড়াও, আমি তোমাকে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করাই। তাহাতে চাকর অগ্রে চলিল।

১০ আর শমূয়েল তৈলের শিশি লইয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিলেন, এবং তাঁহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু কি তোমাকে আপন অধিকারের নায়ক করি-

২ বার জন্য অভিষেক করিলেন না? অদ্য তুমি যখন আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিবে, তখন বিন্যামীনের সীমাস্থিত সেল্‌সহে রাহেলের কবরের নিকটে দুই জন পুরুষের দেখা পাইবে; তাহারা তোমাকে বলিবে, তুমি যে সকল গর্দ্দভীর অন্বেষণে গিয়াছিলে, সে সকল পাওয়া গিয়াছে; আর দেখ, তোমার পিতা গর্দ্দভীদের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া তোমার জন্য চিন্তা করিতেছেন, বলিতেছেন,

৩ আমার পুত্রের জন্য কি করিব? পরে তুমি তথা হইতে অগ্রসর হইয়া তাবোরের এলোন বৃক্ষের নিকটে আসিবে, সে স্থানে বৈথেলে ঈশ্বরের নিকট যাইতেছে, এমন তিন জন পুরুষের দেখা পাইবে, দেখিবে, তাহাদের মধ্যে এক জন তিনটী ছাগবৎস, আর এক জন তিনখানা রুটী, আর এক জন এক কুপা দ্রাক্ষারস বহন

৪ করিতেছে। তাহারা তোমাকে মঙ্গলবাদ করিবে ও দুইখানা রুটী তোমাকে দিবে, এবং তুমি তাহাদের হস্ত হইতে

৫ তাহা গ্রহণ করিবে। পরে পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদল যেখানে আছে, তুমি ঈশ্বরের সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইবে, তথায় নগরে পৌঁছিলে, এমন এক দল ভাববাদীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, যাহারা নেবল, তবল, বাঁশী ও বীণা লইয়া উচ্চস্থলী হইতে নামিয়া আসিতেছে, আর ভাবোক্তি প্রচার করিতেছে।

৬ তখন সদাপ্রভুর আত্মা সবলে তোমার উপরে আসিবেন, তাহাতে তুমিও তাহাদের সহিত ভাবোক্তি প্রচার করিবে, এবং অন্য প্রকার মনুষ্য হইয়া উঠিবে।

৭ এই সকল চিহ্ন তোমার প্রতি ঘটিলে পর তোমার হস্ত যাহা করিতে পায়, তাহা করিও, কেননা ঈশ্বর তোমার সহ-

৮ বর্ত্তী। আর তুমি আমার অগ্রে অগ্রে গিল্‌গলে নামিয়া যাইবে, আর দেখ, হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবার জন্য আমি তোমার নিকটে যাইব; আমি যাবৎ তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে

জ্ঞাত না করি, তাবৎ সাত দিন বিলম্ব করিবে।

৯ পরে তিনি শমূয়েলের নিকট হইতে যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলে ঈশ্বর তাঁহাকে অন্য মন দিলেন, এবং সেই দিন ঐ সমস্ত চিহ্ন সফল হইল। ১০ তাঁহারা সেখানে, সেই পর্ব্বতে, উপস্থিত হইলে, দেখ, এক দল ভাববাদী তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন; এবং ঈশ্বরের আত্মা সবলে তাঁহার উপরে আসিলেন, ও তাঁহাদের মধ্যে তিনি ভাবোক্তি প্রচার ১১ করিতে লাগিলেন। আর যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে জানিত, তাহারা সকলে যখন দেখিল, দেখ, তিনি ভাববাদীদের সহিত ভাবোক্তি প্রচার করিতেছেন, তখন লোকেরা পরস্পর কহিল, কীশের পুত্রের কি হইল? শৌলও কি ভাববাদিগণের ১২ মধ্যে এক জন? তাহাতে তথাকার এক জন উত্তর করিল, ভাল, উহাদের পিতা কে? এইরূপে, 'শৌলও কি ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন?' এই কথা ১৩ প্রবাদ হইয়া উঠিল। পরে তিনি ভাবোক্তি প্রচার সাঙ্গ করিয়া উচ্চস্থলীতে গেলেন।

১৪ পরে শৌলের পিতৃব্য তাঁহাকে ও তাঁহার চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় গিয়াছিলে? তিনি কহিলেন, গর্দ্দভীদের অন্বেষণে; কিন্তু গর্দ্দভীরা কোন স্থানে নাই, ইহা দেখিয়া আমরা ১৫ শমূয়েলের নিকটে গিয়াছিলাম। শৌলের পিতৃব্য কহিলেন, বল দেখি, শমূয়েল ১৬ তোমাদিগকে কি কহিলেন? তখন শৌল আপন পিতৃব্যকে বলিলেন, তিনি আমাদিগকে স্পষ্টরূপে কহিলেন, গর্দ্দভী সকল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজত্বের বিষয় যে কথা শমূয়েল বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহাকে বলিলেন না।

১৭ পরে শমূয়েল লোকদিগকে মিস্‌পাতে ১৮ সদাপ্রভুর নিকটে ডাকাইলেন; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলেন, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এইরূপ কহেন, আমিই ইস্রায়েলকে মিসর হইতে আনিয়াছি, এবং মিস্রীয়দের হস্ত হইতে, ও তোমাদের প্রতি যে সমস্ত রাজ্য উপদ্রব করিত, তাহাদের হস্ত হইতে তোমা- ১৯ দিগকে উদ্ধার করিয়াছি। কিন্তু তোমরা অদ্য তোমাদের ঈশ্বরকে, যিনি সমস্ত দুর্দ্দশা ও সঙ্কট হইতে তোমাদের নিস্তার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করিলে, এবং তাঁহাকে বলিলে যে, আমাদের উপরে এক জন রাজা নিযুক্ত কর; অতএব তোমরা এখন আপন আপন বংশ অনুসারে ও সহস্র সহস্র অনুসারে ২০ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হও। পরে শমূয়েল ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে নিকটে আনাইলে বিন্যামীন বংশ নিশ্চিত ২১ হইল। আর এক এক গোষ্ঠী অনুসারে বিন্যামীন বংশকে নিকটে আনাইলে মট্রীয়দের গোষ্ঠী নিশ্চিত হইল, এবং তাহার মধ্যে কীশের পুত্র শৌল নিশ্চিত হইলেন; কিন্তু অন্বেষণ করিলে তাঁহার ২২ উদ্দেশ পাওয়া গেল না। অতএব তাহারা পুনরায় সদাপ্রভুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিল, আর কেহ কি এই স্থানে আসিয়াছে? সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, সেই ব্যক্তি জিনিসপত্রের মধ্যে লুকাইয়া ২৩ আছে। পরে তাহারা দৌড়িয়া তথা হইতে তাঁহাকে আনিল। আর তিনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াইলে অন্য সকল লোক অপেক্ষা এক মস্তক দীর্ঘ হইলেন।

২৪ পরে শমূয়েল সমস্ত লোককে কহিলেন, তোমরা কি ইহাঁকে দেখিতেছ? ইনি সদাপ্রভুর মনোনীত; সমস্ত লোকের মধ্যে ইহাঁর তুল্য কেহ নাই। তখন সমস্ত লোক জয়ধ্বনি করিয়া কহিল, ২৫ রাজা চিরজীবী হউন। পরে শমূয়েল লোকদিগকে রাজনীতি কহিলেন, এবং তাহা পুস্তকে লিখিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। আর শমূয়েল সমস্ত লোককে আপন আপন বাটীতে বিদায় করিলেন। ২৬ আর শৌলও গিবিয়ায় আপন বাটীতে গেলেন; এবং ঈশ্বর যাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিলেন, এমন এক দল সৈন্য ২৭ তাঁহার সহিত গমন করিল। কিন্তু পাষণ্ডেরা কেহ কেহ বলিল, এই ব্যক্তি আমাদিগকে কিরূপে নিস্তার করিবে? তাহারা তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দর্শনীয় দিল না; তথাপি তিনি বধিরের ন্যায় থাকিলেন।

শৌলের বীরত্ব।

১১ পরে অম্মোনীয় নাহশ আসিয়া যাবেশ-গিলিয়দের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন; আর যাবেশের সমস্ত লোক নাহশকে কহিল, আপনি আমাদের সহিত নিয়ম স্থির করুন; আমরা আপনার দাস ২ হইব। অম্মোনীয় নাহশ তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন, আমি এই পণে তোমাদের সহিত নিয়ম স্থির করিব যে, তোমাদের সকলের দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করিতে হইবে, এবং তদ্দ্বারা আমি সমস্ত ইস্রা৩ য়েলে কলঙ্ক লাগাইব। তখন যাবেশের প্রাচীনবর্গ কহিলেন, আপনি সাত দিবস আমাদের প্রতি ক্ষান্ত থাকুন; আমরা ইস্রায়েল দেশের সকল অঞ্চলে দূত প্রেরণ করি; তাহাতে কেহ যদি আমাদিগকে নিস্তার না করে, তবে আমরা বাহির হইয়া আপনার নিকটে যাইব।

৪ পরে দূতগণ শৌলের [বাসস্থান] গিবিয়ায় আসিয়া লোকদের কর্ণগোচরে ঐ কথা কহিল, তাহাতে সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ৫ পরে দেখ, শৌল ক্ষেত্র হইতে বলদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছেন। শৌল জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকদের কি হইয়াছে? উহারা কেন রোদন করিতেছে? লোকেরা যাবেশের লোকদের কথা ৬ তাঁহাকে কহিল। ঐ কথা শুনিলে পর ঈশ্বরের আত্মা শৌলের উপরে সবলে আসিলেন, এবং তাঁহার ক্রোধ অতিশয় ৭ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি এক জোড়া বলদ লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ দূতগণ দ্বারা ইস্রায়েল দেশের সকল অঞ্চলে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, যে কেহ শৌলের ও শমূয়েলের পশ্চাতে বাহিরে না আসিবে, তাহার বলদ সকলের প্রতি এইরূপ করা যাইবে; তাহাতে সদাপ্রভুর প্রতি লোকদের ভয় উপস্থিত হওয়াতে তাহারা এক মনুষ্যের ন্যায় ৮ বাহির হইল। পরে তিনি বেষকে তাহাদিগকে গণনা করিলেন; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের তিন লক্ষ ও যিহূদার ত্রিশ সহস্র লোক হইল।

৯ পরে তাহারা সেই আগত দূতগণকে কহিল, তোমরা যাবেশ-গিলিয়দের লোকদিগকে বলিবে, কল্য প্রখর রৌদ্রের সময়ে তোমরা উদ্ধার পাইবে। তখন দূতগণ আসিয়া যাবেশের লোকদিগকে ঐ সমাচার দিল, ও তাহারা আনন্দিত ১০ হইল। পরে যাবেশের লোকেরা

[নাহশকে] কহিল, কল্য আমরা আপনাদের কাছে বাহির হইয়া যাইব; আপনাদের দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়,
১১ আমাদের প্রতি তাহাই করিবেন। পর দিবসে শৌল আপন লোকদিগকে তিন দল করিয়া প্রভাতীয় প্রহরে [শত্রুদের] শিবিরমধ্যে আসিয়া প্রচণ্ড রৌদ্র পর্য্যন্ত অম্মোনীয়দিগকে সংহার করিলেন; আর তাহাদের অবশিষ্ট লোকেরা এমন ছিন্নভিন্ন হইল যে, তাহাদের দুই জন এক স্থানে থাকিল না।

১২ পরে লোকেরা শমূয়েলকে কহিল, কে বলিয়াছে, শৌল কি আমাদের উপরে রাজা হইবে? সেই লোকদিগকে আন,
১৩ আমরা তাহাদিগকে বধ করি। কিন্তু শৌল কহিলেন, অদ্য কাহারও প্রাণদণ্ড হইবে না, কেননা অদ্য সদাপ্রভু ইস্রায়েলের মধ্যে নিস্তার সাধন করিলেন।
১৪ পরে শমূয়েল লোকদিগকে কহিলেন, চল, আমরা গিল্‌গলে গিয়া সেখানে
১৫ রাজত্ব পুনর্ব্বার স্থির করি। তাহাতে সমস্ত লোক গিল্‌গলে গিয়া সেই গিল্‌গলে সদাপ্রভুর সম্মুখে শৌলকে রাজা করিল, এবং সে স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল; আর সে স্থানে শৌল ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহা আনন্দ করিল।

ইস্রায়েলীয়দের প্রতি শমূয়েলের প্রবোধ বাক্য।

১২ পরে শমূয়েল সমস্ত ইস্রায়েলকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে যাহা যাহা কহিলে, আমি তোমাদের সেই সমস্ত বাক্যে কর্ণপাত করিয়া তোমাদের উপরে এক জনকে রাজা করিলাম।
২ এখন দেখ, রাজা তোমাদের সম্মুখে গমনাগমন করিতেছেন; কিন্তু আমি বৃদ্ধ ও পক্ককেশ হইয়াছি; আর দেখ, আমার পুত্রগণ তোমাদের সহিত আছে, এবং আমি বাল্যকাল অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদের সম্মুখে গমনাগমন করিয়া
৩ আসিতেছি। আমি এই স্থানে আছি; তোমরা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া বল দেখি, আমি কাহার গোরু লইয়াছি? কাহার গর্দ্দভ লইয়াছি? কাহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছি? কাহার উপরেই বা উৎপীড়ন করিয়াছি? কিম্বা আপন চক্ষু অন্ধ করিবার জন্য কাহার হস্ত হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছি? আমি তোমা-
৪ দিগকে তাহা ফিরাইয়া দিব। তাহারা কহিল, আপনি আমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করেন নাই, আমাদের উপরে উৎপীড়ন করেন নাই, কাহারও হস্ত হইতে কিছু
৫ গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার হস্তে কোন দ্রব্য পাও নাই, এ বিষয়ে অদ্য তোমাদের বিপক্ষে সদাপ্রভু সাক্ষী, এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তি সাক্ষী। তাহারা উত্তর করিল, তিনি সাক্ষী।

৬ পরে শমূয়েল লোকদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভুই মোশি ও হারোণকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির
৭ করিয়া আনিয়াছেন। তোমরা এখন দাঁড়াও; তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি সদাপ্রভু যে সমস্ত সাধু কার্য্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের সহিত

৮ আলোচনা করিব। যাকোব মিসরে গেলে পর যখন তোমাদের পিতৃপুরুষেরা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়াছিল, তখন সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে প্রেরণ করেন; আর তাঁহারা মিসর হইতে তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন, এবং এই স্থানে তাহা-
৯ দিগকে বাস করাইলেন। কিন্তু লোকেরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া গেল, আর তিনি হাৎসোরের সেনাপতি সীষরার হস্তে, পলেষ্টীয়দের হস্তে ও মোয়াবরাজের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, এবং ইহারা তাহাদের সহিত
১০ যুদ্ধ করিল। তখন তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমরা পাপ করিয়াছি, আমরা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বালদেবগণের ও অষ্টারোৎ দেবী-গণের সেবা করিয়াছি; কিন্তু এখন তুমি শত্রুগণের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, আমরা তোমার সেবা করিব।
১১ পরে সদাপ্রভু যিরুব্বাল, বদান, যিপ্তহ ও শমূয়েলকে প্রেরণ করিয়া তোমাদের চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুদের হস্ত হইতে তোমা-দিগকে উদ্ধার করিলেন; তাহাতে
১২ তোমরা নির্ভয়ে বাস করিলে। পরে যখন তোমরা দেখিলে অম্মোন-সন্তানদের রাজা নাহশ তোমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া আসিতেছে, তখন, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের রাজা থাকিতেও তোমরা আমাকে কহিলে, না, আমাদের উপরে এক জন রাজা রাজত্ব করুন।
১৩ অতএব এই দেখ, সেই রাজা, যাঁহাকে তোমারা মনোনীত করিয়াছ ও যাচ্ঞা করিয়াছ; দেখ, সদাপ্রভু তোমাদের উপরে এক জন রাজা নিযুক্ত করিয়াছেন।
১৪ যদি তোমরা সদাপ্রভুকে ভয় কর, তাঁহার সেবা কর, ও তাঁহার রবে কর্ণপাত কর, এবং সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না কর, আর তোমরা ও তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্বপ্রাপ্ত রাজা, উভয়ে যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুবর্ত্তী হও, [তবে
১৫ ভাল]। কিন্তু তোমরা যদি সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না কর, এবং সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে সদাপ্রভুর হস্ত যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিরুদ্ধ ছিল, তদ্রূপ তোমাদেরও বিরুদ্ধ
১৬ হইবে। অতএব তোমরা দাঁড়াও; সদাপ্রভু তোমাদের সাক্ষাতে যে মহৎ
১৭ কর্ম্ম করিবেন, তাহা দেখ। অদ্য কি গোম কাটার সময় নয়? আমি সদা-প্রভুকে ডাকিব, যেন তিনি মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টি দেন; তাহাতে তোমরা জানিবে ও বুঝিবে যে, তোমরা আপনাদের জন্য রাজা যাচ্ঞা করিয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে
১৮ ভারী দুষ্কার্য্য করিয়াছ। তখন শমূয়েল সদাপ্রভুকে ডাকিলে সদাপ্রভু ঐ দিবসে মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টি দিলেন; তাহাতে সমস্ত লোক সদাপ্রভু হইতে ও শমূয়েল
১৯ হইতে অতিশয় ভীত হইল। আর সমস্ত লোক শমূয়েলকে কহিল, আমরা যেন না মরি, এই জন্য আপনি আপন দাসদের নিমিত্ত আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন; কেননা আমরা আমাদের সকল পাপের উপরে এই দুষ্কার্য্য করি-য়াছি যে, আমাদের জন্য রাজা যাচ্ঞা করিয়াছি।
২০ পরে শমূয়েল লোকদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না; তোমরা এই সমস্ত দুষ্কার্য্য করিয়াছ বটে, কিন্তু কোন মতে সদাপ্রভুর পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাইও

না, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুর
২১ সেবা কর। সরিয়া যাইও না, গেলে সেই সকল অবস্তুর অনুগামী হইবে, যাহারা অবস্তু বলিয়া উপকার ও উদ্ধার
২২ করিতে পারে না। কারণ সদাপ্রভু আপন মহানামের গুণে আপন প্রজা-দিগকে ত্যাগ করিবেন না; কেননা তোমাদিগকে আপন প্রজা করিতে সদা-
২৩ প্রভুর অভিমত হইয়াছে। আর আমিই যে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করিতে বিরত হইয়া সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিব, তাহা দূরে থাকুক; আমি তোমাদিগকে
২৪ উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা দিব; তোমরা কেবল সদাপ্রভুকে ভয় কর, ও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সত্যে তাঁহার সেবা কর; কেননা দেখ, তিনি তোমাদের জন্য
২৫ কেমন মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিলেন। কিন্তু তোমরা যদি মন্দ আচরণ কর, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা উভয়ে বিনষ্ট হইবে।

পলেষ্টীয়দের দৌরাত্ম্য। শৌলের অনাজ্ঞাবহতা।

১৩ শৌল [ত্রিশ] বৎসর বয়সে রাজা হন। দুই বৎসর ইস্রায়েলের উপরে
২ রাজত্ব করিলে পর শৌল আপনার জন্য ইস্রায়েলের মধ্যে তিন সহস্র লোক মনোনীত করিলেন; তাহার দুই সহস্র মিক্‌মসে ও বৈথেল পর্ব্বতে শৌলের সহিত থাকিল; এবং এক সহস্র বিন্যা-মীন প্রদেশস্থ গিবিয়াতে যোনাথনের সহিত থাকিল; আর অন্য সকল লোককে তিনি আপন আপন তাম্বুতে বিদায়
৩ করিলেন। পরে যোনাথন গেবাতে স্থিত পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদলকে আঘাত করিলেন, ও পলেষ্টীয়েরা তাহা শুনিল; তখন শৌল দেশের সর্ব্বত্র তূরী বাজাইয়া কহিলেন, ইব্রীয়েরা শুনুক। তখন সমস্ত
৪ ইস্রায়েল এই কথা শুনিল যে, শৌল পলেষ্টীয়দের সেই প্রহরী সৈন্যদলকে আঘাত করিয়াছেন, আর ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের নিকটে ঘৃণাস্পদ হইয়াছে। পরে লোকেরা শৌলের পশ্চাতে গিল্‌গলে সমাহূত হইল।

৫ পরে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে একত্র হইল; ত্রিশ সহস্র রথ, ছয় সহস্র অশ্বারোহী ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য লোক আসিল; তাহারা আসিয়া বৈৎ-আবনের পূর্ব্বদিকে
৬ মিক্‌মসে শিবির স্থাপন করিল। তখন ইস্রায়েল লোকেরা আপনাদিগকে বিপদ্‌-গ্রস্ত দেখিল, কেননা লোকেরা উপদ্রুত হইতেছিল; তখন লোকেরা গুহাতে, ঝোপে, শৈলে, দৃঢ় গৃহে ও গর্ত্তে লুকা-
৭ ইল। আর কতকগুলি ইব্রীয় যর্দ্দন পার হইয়া গাদ ও গিলিয়দ দেশে গেল। কিন্তু তৎকালেও শৌল গিল্‌গলে ছিলেন; এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী লোক সকল কম্পান্বিত হইতে লাগিল।

৮ পরে শৌল শমূয়েলের নিরূপিত সময়ানুসারে সাত দিন অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু শমূয়েল গিল্‌গলে আগমন করিলেন না, এবং লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে
৯ ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। তাহাতে শৌল কহিলেন, এই স্থানে আমার নিকটে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি আন।
১০ পরে তিনি হোমবলি উৎসর্গ করিলেন। হোমবলির উৎসর্গ সমাপ্ত করিবামাত্র দেখ, শমূয়েল উপস্থিত হইলেন; তাহাতে শৌল তাঁহাকে মঙ্গলবাদ করণার্থে তাঁহার

১১ সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। পরে শমূয়েল কহিলেন, তুমি কি করিলে? শৌল কহিলেন, আমি দেখিলাম, লোকেরা আমার নিকট হইতে ছিন্নভিন্ন হইতেছে, এবং নিরূপিত দিনের মধ্যে আপনিও আইসেন নাই, আর পলেষ্টীয়েরা
১২ মিক্‌মসে একত্র হইয়াছে; তাই আমি মনে মনে কহিলাম, পলেষ্টীয়েরা এখনই আমার বিরুদ্ধে গিল্‌গলে নামিয়া আসিবে, আর আমি সদাপ্রভুর অনুগ্রহ যাচ্ঞা করি নাই; এই জন্য ইচ্ছা না থাকিলেও আমি হোমবলি উৎসর্গ
১৩ করিলাম। শমূয়েল শৌলকে কহিলেন, তুমি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিয়াছ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা পালন কর নাই; করিলে সদাপ্রভু এখন ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজত্ব চিরকাল স্থায়ী করিতেন।
১৪ কিন্তু এখন তোমার রাজত্ব স্থির থাকিবে না; সদাপ্রভু আপন মনের মত এক জনের অন্বেষণ করিয়া তাহাকেই আপন প্রজাদের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছেন; কেননা সদাপ্রভু তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তুমি তাহা পালন কর নাই।

১৫ পরে শমূয়েল উঠিয়া গিল্‌গল হইতে বিন্যামীনের গিবিয়াতে প্রস্থান করিলেন; তখন শৌল আপনার নিকটে বর্ত্তমান লোকদিগকে গণনা করিলেন, তাহারা
১৬ অনুমান ছয় শত। শৌল, তাঁহার পুত্র যোনাথন ও তাঁহাদের নিকটে বর্ত্তমান লোকেরা। বিন্যামীনের গেবাতে থাকিলেন, এবং পলেষ্টীয়েরা মিক্‌মসে শিবির স্থাপন
১৭ করিয়া রহিল। পরে পলেষ্টীয়দের শিবির হইতে তিন দল বিনাশক সৈন্য বাহির হইল, তাহার এক দল অফ্রার পথে গমন করিয়া শূয়াল প্রদেশে গেল।
১৮ আর এক দল বৈৎ-হোরোণের পথের দিকে ফিরিল; এবং আর এক দল প্রান্তরের দিকে সিবোয়িম উপত্যকার অভিমুখী সীমার পথ দিয়া গমন করিল।

১৯ ঐ সময়ে সমস্ত ইস্রায়েল দেশে কর্ম্মকার পাওয়া যাইত না; কারণ পলেষ্টীয়েরা কহিত, পাছে ইব্রীয়েরা আপনাদের জন্য খড়্‌গ কি বড়শা নির্ম্মাণ
২০ করে। এই জন্য আপন আপন হলমুখ বা ফাল বা কুড়ালি বা কুদাল শাণ দিবার জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে পলেষ্টীয়দের কাছে নামিয়া যাইতে হইত।
২১ সুতরাং সকলের কুদাল, ফাল, বিদা, কুড়ালির ধার এবং শস্ত্রের কাঁটা ভোঁতা
২২ ছিল; আর যুদ্ধের দিনে শৌলের ও যোনাথনের সঙ্গী লোকদের কাহারও হস্তে খড়্‌গ বা বড়শা পাওয়া গেল না, কেবল শৌলের ও তাঁহার পুত্র যোনা-
২৩ থনের হস্তে পাওয়া গেল। পরে পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদল বাহির হইয়া মিক্‌মসের গিরিপথে আসিল।

পলেষ্টীদের পরাজয়। শৌলের শপথ।

১৪ এক দিবস এই ঘটনা হইল, শৌলের পুত্র যোনাথন আপন অস্ত্রবাহক যুবককে কহিলেন, চল, আমরা ঐ দিকে পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদলের নিকটে যাই; কিন্তু তিনি এ কথা আপন পিতাকে
২ জ্ঞাত করিলেন না। তখন শৌল গিবিয়ার প্রান্তভাগে মিগ্রোণস্থ দাড়িম্ব বৃক্ষের তলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে অনুমান ছয় শত লোক

৩ ছিল। আর এলি, যিনি শীলোতে সদাপ্রভুর যাজক ছিলেন, তাঁহার সন্তান পীনহসের সন্তান ঈখাবোদের ভ্রাতা অহীটূবের পুত্র যে অহিয়, তিনি এফোদ বস্ত্রধারী ছিলেন। আর যোনাথন যে বাহির হইয়া গিয়াছেন, সে কথা লোকেরা জানিত না।

৪ যোনাথন যে গিরিপথ দিয়া পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদলের নিকটে যাইতে চেষ্টা করিলেন, সেই ঘাটের মধ্যস্থলে এক পার্শ্বে দন্তাকার এক শৈল, এবং অন্য পার্শ্বে দন্তাকার আর এক শৈল ছিল; তাহার একটীর নাম বোৎসেস ৫ ও আর একটীর নাম সেনি। তাহার মধ্যে একটী শৈল উত্তরদিকে মিক্‌মসের অভিমুখে, আর একটী দক্ষিণদিকে ৬ গেবার অভিমুখে ছিল। আর যোনাথন আপন অস্ত্রবাহক যুবককে কহিলেন, চল, আমরা ঐ দিকে অচ্ছিন্নত্বক্‌দের প্রহরিদলের নিকটে যাই; হয় ত সদাপ্রভু আমাদের জন্য কর্ম্ম করিবেন; কেননা অনেকের দ্বারা হউক বা অল্পের দ্বারা হউক, নিস্তার করিতে সদাপ্রভুর কোন ৭ প্রতিবন্ধক নাই। তখন তাঁহার অস্ত্রবাহক কহিল, আপনার যাহা মনে লয়, তাহাই করুন; সেই দিকে ফিরুন, দেখুন, আপনার মনের বাঞ্ছানুসারে আমি ৮ আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছি। যোনাথন কহিলেন, দেখ, আমরা ঐ লোকদের দিকে অগ্রসর হইব, উহাদের কাছে ৯ দেখা দিব। যদি তাহারা আমাদিগকে এই কথা বলে, থাক, আমরা তোমাদের নিকটে আসিব, তবে আমরা আপনাদের স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিব, তাহাদের কাছে ১০ উঠিয়া যাইব না। কিন্তু যদি এই কথা বলে, আমাদের নিকটে আইস, তবে আমরা উঠিয়া যাইব, কেননা সদাপ্রভু আমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন; ইহাই ১১ আমাদের চিহ্ন হইবে। পরে তাঁহারা দুই জন পলেষ্টীয়দের প্রহরিদলের নিকটে দেখা দিলে পলেষ্টীয়েরা কহিল, দেখ, ইব্রীয়গণ যে সকল গর্ত্তে লুকাইয়া ছিল, তাহা হইতে এখন বাহির হইয়া আসি-১২ তেছে। পরে সেই প্রহরিদলের লোকেরা যোনাথনকে ও তাঁহার অস্ত্রবাহককে কহিল, আমাদের নিকটে উঠিয়া আইস, আমরা তোমাদিগকে কিছু দেখাইব। যোনাথন আপন অস্ত্রবাহককে কহিলেন, আমার পশ্চাতে আইস, কারণ সদাপ্রভু উহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তগত করিয়া-১৩ ছেন। পরে যোনাথন হামাগুড়ি দিয়া উঠিয়া গেলেন, এবং তাঁহার অস্ত্রবাহক তাঁহার পশ্চাতে গেল; তাহাতে সেই লোকেরা যোনাথনের সম্মুখে পতিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার অস্ত্রবাহক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তাহাদিগকে বধ ১৪ করিতে লাগিল। যোনাথনের ও তাঁহার অস্ত্রবাহকের কৃত এই প্রথম হত্যাকাণ্ডে এক বিঘার প্রায় অর্দ্ধ হালখাত পরিমিত ভূমিতে কমবেশ বিশ জন হত হইল। ১৫ আর শিবিরমধ্যে, ক্ষেত্রে, ও সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কম্প উপস্থিত হইল, প্রহরী ও বিনাশক-দল সকলও কম্পান্বিত হইল; আর ভূমিকম্প হইল; এইরূপে ঈশ্বর হইতে মহাকম্প উপস্থিত হইল।

১৬ তখন বিন্যামীনের গিবিয়াতে স্থিত শৌলের প্রহরিগণ চাহিয়া দেখিল; আর দেখ, লোকের ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল, ১৭ তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন

শৌল আপন সঙ্গীদিগকে কহিলেন, এক বার লোক গণনা করিয়া দেখ, আমাদের মধ্য হইতে কে গিয়াছে? পরে তাহারা লোকদিগকে গণনা করিল, আর দেখ, যোনাথন ও তাঁহার অস্ত্রবাহক তথায় ১৮ নাই। তখন শৌল অহিয়কে কহিলেন, ঈশ্বরের সিন্দুক এই স্থানে আন; কেননা সেই দিনে ঈশ্বরের সিন্দুক ইস্রায়েল-১৯ সন্তানগণের মধ্যে ছিল। পরে যখন শৌল যাজকের সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন পলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্যে উত্তর উত্তর কোলাহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাতে শৌল যাজককে ২০ কহিলেন, হাত টানিয়া লও। আর শৌল ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক সমাগত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন; আর দেখ, প্রত্যেক জনের খড়্গ তাহার বন্ধুর প্রতিকূল হওয়াতে অতিশয় কোলাহল ২১ হইতেছিল। আর যে ইব্রীয়গণ পূর্ব্বে পলেষ্টীয়দের পক্ষ হইয়াছিল, যাহারা চারিদিক্ হইতে তাহাদের সঙ্গে শিবিরের মধ্যে আসিয়াছিল, তাহারাও শৌলের ও যোনাথনের সঙ্গী ইস্রায়েলের পক্ষ হইল। ২২ আর ইস্রায়েলের যে সমস্ত লোক পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশে লুকাইয়া ছিল, তাহারাও পলেষ্টীদের পলায়ন সংবাদ শুনিয়া যুদ্ধে তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান ২৩ হইতে লাগিল। এই প্রকারে সদাপ্রভু ঐ দিবসে ইস্রায়েলকে নিস্তার করিলেন, এবং বৈৎ-আবনের পার পর্য্যন্ত যুদ্ধ ব্যাপিয়া গেল।

২৪ ঐ দিবসে ইস্রায়েল লোকেরা দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু শৌল লোকদিগকে এই দিব্য করাইয়াছিলেন, সায়ংকালের পূর্ব্বে, আমি যে পর্য্যন্ত আমার শত্রুগণকে প্রতিফল না দিই, সে পর্য্যন্ত যে কেহ খাদ্য গ্রহণ করিবে, সে শাপগ্রস্ত হউক। এই জন্য লোকদের মধ্যে কেহই খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিল না। ২৫ পরে সকলে বনমধ্যে গেল, সেখানে ২৬ ভূমির উপরে মধু ছিল। আর লোকেরা যখন বনে উপস্থিত হইল, দেখ, মধু ক্ষরিতেছে, কিন্তু কেহ মুখে হস্ত তুলিল না, কারণ লোকেরা ঐ দিব্যে ভীত ২৭ হইয়াছিল; কিন্তু যোনাথনের পিতা লোকদিগকে যে দিব্য করাইয়াছিলেন, যোনাথন তাহা শুনেন নাই, তাই তিনি আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগ বাড়াইয়া দিয়া এক মধুর চাকে ডুবাইয়া হাতে করিয়া মুখে দিলেন; তাহাতে ২৮ তাঁহার চক্ষু সতেজ হইল। তখন লোকদের মধ্যে এক জন কহিল, তোমার পিতা শপথসহকারে লোকদিগকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিয়াছেন, যে ব্যক্তি অদ্য খাদ্য গ্রহণ করিবে, সে শাপগ্রস্ত হউক; কিন্তু লোক সকল ক্লান্ত হইয়াছে। ২৯ যোনাথন কহিলেন, আমার পিতা লোকদিগকে ব্যাকুল করিয়াছেন; বিনয় করি, দেখ, এই যৎকিঞ্চিৎ মধু আস্বাদন করাতে আমার চক্ষু কেমন সতেজ হইল। ৩০ অদ্য যদি লোকেরা শত্রুদের হইতে প্রাপ্ত লুটদ্রব্য হইতে যথেষ্ট আহার করিতে পাইত, তবে আরও সতেজ হইত। কেননা এখন পলেষ্টীয়দের মধ্যে মহাহত্যা হয় নাই।

৩১ ঐ দিবসে তাহারা মিক্‌মস অবধি অয়ালোন পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিল; আর লোকেরা অতিশয় ক্লান্ত ৩২ হইয়া পড়িল। পরে লোকেরা লুটদ্রব্যের দিকে দৌড়িয়া মেষ, গোরু ও

বাছুর ধরিয়া ভূমিতে বধ করিতে ও রক্ত-
৩৩ শুদ্ধ খাইতে লাগিল। তখন কেহ কেহ শৌলকে বলিল, দেখুন, লোকেরা রক্ত-শুদ্ধ ভোজন করিয়া সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিতেছে। তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরা সত্যলঙ্ঘন করিয়াছ; আজ আমার নিকটে একখানা বৃহৎ
৩৪ প্রস্তর গড়াইয়া আন। শৌল আরও কহিলেন, তোমরা লোকদের মধ্যে চারিদিকে গিয়া তাহাদিগকে বল, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন গোরু ও প্রত্যেক জন আপন আপন মেষ আমার নিকটে আন, আর এই স্থানে বধ করিয়া ভোজন কর; রক্তশুদ্ধ ভোজন করিয়া সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিও না। তাহাতে সমস্ত লোক সেই রাত্রিতে প্রত্যেকে আপন আপন গোরু সঙ্গে করিয়া আনিয়া সেই স্থানে বধ করিল।
৩৫ আর শৌল সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁহার নির্ম্মিত প্রথম বেদি।

৩৬ পরে শৌল কহিলেন, চল, আমরা রাত্রিতে পলেষ্টীয়দের পশ্চাতে নামিয়া গিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত তাহাদের দ্রব্য লুট করি, এবং তাহাদের এক জনকেও অবশিষ্ট রাখিব না। তাহারা কহিল, আপনার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন। পরে যাজক কহিল, আইস, আমরা এই স্থানে ঈশ্বরের নিকটে
৩৭ উপস্থিত হই। তাহাতে শৌল ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি পলেষ্টীয়দের পশ্চাতে নামিয়া যাইব? তুমি কি তাহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিবে? কিন্তু সেই দিন তিনি
৩৮ তাঁহাকে উত্তর দিলেন না। তখন শৌল কহিলেন, হে লোকদের অধ্যক্ষ সকল, তোমরা নিকটে আইস, এবং অদ্যকার এই পাপ কিসে হইল, তাহা জ্ঞাত হও,
৩৯ বুঝিয়া দেখ। ইস্রায়েলের নিস্তারকর্ত্তা জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যদ্যপি আমার পুত্ত্র যোনাথনেরই দোষে তাহা হইয়া থাকে, তবু সে অবশ্য মরিবে। কিন্তু সমস্ত লোকের মধ্যে কেহই তাঁহাকে
৪০ উত্তর দিল না। পরে তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে কহিলেন, তোমরা এক দিকে থাক, এবং আমি ও আমার পুত্ত্র যোনাথন অন্য দিকে থাকি। তাহাতে লোকেরা শৌলকে কহিল, আপনার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই
৪১ করুন। পরে শৌল সদাপ্রভুকে কহিলেন, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, যথার্থ কি, দেখাইয়া দিউন; তখন যোনাথন ও শৌল ধরা পড়িলেন, কিন্তু লোকেরা
৪২ মুক্ত হইল। পরে শৌল কহিলেন, আমার ও আমার পুত্ত্র যোনাথনের মধ্যে গুলিবাঁট কর; তাহাতে যোনাথন ধরা
৪৩ পড়িলেন। তখন শৌল যোনাথনকে কহিলেন, বল দেখি, তুমি কি করিয়াছ? যোনাথন বলিলেন, আমি আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগে একটু মধু লইয়া চাকিয়াছিলাম; দেখুন, আমি
৪৪ মরিব। শৌল কহিলেন, ঈশ্বর অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন; যোনাথন,
৪৫ তুমি অবশ্য মরিবে। কিন্তু লোকেরা শৌলকে কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে যিনি এমন মহানিস্তার সাধন করিয়াছেন, সেই যোনাথন কি মরিবেন? এমন না হউক, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, উহাঁর মস্তকের একটী কেশও মৃত্তিকাতে পড়িবে না, কেননা উনি অদ্য ঈশ্বরের সহিত কার্য্য

করিয়াছেন। এইরূপে লোকেরা যোনাথনকে রক্ষা করিল, তাঁহার মৃত্যু হইল ৪৬ না। পরে শৌল পলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিয়া আসিলেন, আর পলেষ্টীয়েরা স্বস্থানে গমন করিল।

৪৭ ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব গ্রহণ করিবার পর শৌল সকল দিকে সমস্ত শত্রুর সহিত, মোয়াবের, অম্মোন-সন্তানগণের, ইদোমের, সোবার রাজগণের ও পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিলেন; তিনি যে কোন দিকে ফিরিতেন, ব্যতিব্যস্ত করিয়া ৪৮ তুলিতেন। তিনি বীরত্বের সহিত কার্য্য করিতেন, অমালেককে আঘাত করিলেন, এবং লুটকারীদের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করিলেন।

৪৯ যোনাথন, যিশ্‌বি ও মল্কীশূয় নামে শৌলের তিন পুত্র ছিলেন; আর তাঁহার দুইটী কন্যার নাম এই, জ্যেষ্ঠার নাম ৫০ মেরব, কনিষ্ঠার নাম মীখল; আর শৌলের স্ত্রীর নাম অহীনোয়ম, তিনি অহীমাসের কন্যা; এবং তাঁহার সেনাপতির নাম অব্‌নের; ইনি শৌলের ৫১ পিতৃব্য নেরের পুত্র। আর কীশ শৌলের পিতা, এবং অব্‌নেরের পিতা নের অবী- ৫২ য়েলের পুত্র। শৌলের জীবন কাল ব্যাপিয়া পলেষ্টীয়দের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। আর শৌল কোন বলবান পুরুষ বা কোন বীর পুরুষকে দেখিলে গ্রহণ করিতেন।

অমালেকীয়দের সহিত যুদ্ধ। শৌলের অবাধ্যতা।

১৫ আর শমূয়েল শৌলকে কহিলেন, সদাপ্রভু আপন প্রজাদের উপরে, ইস্রায়েলের উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষেক করিতে আমাকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন; অতএব এখন তুমি সদাপ্রভুর ২ বাক্যের রবে কর্ণপাত কর। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের প্রতি অমালেক যাহা করিয়াছিল, মিসর হইতে উহার আসিবার সময়ে সে পথের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে যেরূপ ঘাঁটি বসাইয়াছিল, আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। ৩ এখন তুমি গিয়া অমালেককে আঘাত কর, ও তাহার যাহা কিছু আছে, নিঃশেষে বিনষ্ট কর, তাহার প্রতি দয়া করিও না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালকবালিকা ও স্তন্যপায়ী শিশু, গোরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকেই বধ কর।

৪ পরে শৌল লোকদিগকে ডাকাইয়া টলায়ীমে তাহাদিগকে গণনা করিলেন; দুই লক্ষ পদাতিক ও যিহূদার দশ সহস্র ৫ লোক হইল। পরে শৌল অমালেকের নগর পর্য্যন্ত গিয়া উপত্যকায় লুকাইয়া ৬ থাকিলেন। আর শৌল কেনীয়দিগকে কহিলেন, যাও, স্থানান্তরে যাও, আমালেকীয়দের মধ্য হইতে প্রস্থান কর, পাছে আমি তাহাদের সহিত তোমাদিগকেও বিনষ্ট করি; যখন মিসর হইতে সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তখন তোমরা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়াছিলে। অতএব কেনীয়গণ অমালেকের মধ্য হইতে প্রস্থান করিল।

৭ পরে শৌল হবীলা অবধি মিসরের সম্মুখস্থ শূর পর্য্যন্ত অমালেককে আঘাত ৮ করিলেন। তিনি অমালেকের রাজা অগাগকে জীবিত ধরিলেন, এবং সমস্ত প্রজাকে খড়্গধারে নিঃশেষে বিনষ্ট ৯ করিলেন। কিন্তু শৌল ও লোকেরা অগাগের প্রতি এবং উত্তম উত্তম মেষ ও

গোরুর প্রতি ও পুষ্ট গোবৎসের এবং মেষশাবকগুলির প্রতি ও সমস্ত উত্তম বস্তুর প্রতি দয়া করিলেন, সেই সকলকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে চাহিলেন না; কিন্তু যে কিছু তুচ্ছনীয় ও রোগা, তাহাই নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন।

১০ পরে শমূয়েলের কাছে সদাপ্রভুর এই ১১ বাক্য উপস্থিত হইল, আমি শৌলকে রাজা করিয়াছি বলিয়া আমার অনুশোচনা হইতেছে, যেহেতু সে আমার অনুগমন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আমার বাক্য পালন করে নাই। তখন শমূয়েল ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সমস্ত রাত্রি সদাপ্রভুর ১২ কাছে ক্রন্দন করিলেন। পরে শমূয়েল শৌলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রত্যূষে উঠিলেন; তখন শমূয়েলকে এই সংবাদ দেওয়া হইল, শৌল কর্ম্মিলে আসিয়াছিলেন, আর দেখুন, তিনি নিজের জন্য একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করাইয়াছেন, পরে তথা হইতে ফিরিয়া, ঘুরিয়া গিল্‌গলে ১৩ নামিয়া গেলেন। আর শমূয়েল শৌলের নিকটে আসিলে শৌল তাঁহাকে কহিলেন, আপনি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র; আমি সদাপ্রভুর বাক্য পালন করিয়াছি। ১৪ শমূয়েল কহিলেন, তবে আমার কর্ণগোচরে এই মেষের রব হইতেছে কেন? আর এই গোরুর ডাক আমি শুনিতেছি ১৫ কেন? শৌল কহিলেন, সে সকল অমালেকীয়দের হইতে আনীত হইয়াছে; ফলতঃ আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিবার জন্য লোকেরা উত্তম উত্তম মেষের ও গোরুর প্রতি দয়া করিয়াছে; কিন্তু আমরা অবশিষ্ট লোকসকলকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছি। ১৬ তখন শমূয়েল শৌলকে কহিলেন, ক্ষান্ত হও; গত রাত্রিতে সদাপ্রভু আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে বলি। ১৭ শৌল কহিলেন, বলুন। শমূয়েল কহিলেন, যদিও তুমি আপনার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ছিলে, তথাপি তোমাকে কি ইস্রায়েল বংশ সকলের মস্তক করা হয় নাই? আর সদাপ্রভু তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৮ পরে সদাপ্রভু তোমাকে যাত্রাপথে পাঠাইলেন, কহিলেন, যাও, সেই পাপিষ্ঠ অমালেকীয়দিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট কর; এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা উচ্ছিন্ন না হয়, ১৯ তাবৎ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তবে তুমি সদাপ্রভুর রবে অবধান না করিয়া কেন লুটের উপরে পড়িয়া সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিয়াছ? ২০ শৌল শমূয়েলকে কহিলেন, আমি ত সদাপ্রভুর রবে অবধান করিয়াছি, যে পথে সদাপ্রভু আমাকে পাঠাইয়াছেন, সেই পথে গিয়াছি, আর অমালেকের রাজা অগাগকে আনিয়াছি, ও অমালেকীয়দিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছি। ২১ কিন্তু গিল্‌গলে আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিবার জন্য লোকেরা বর্জ্জিত দ্রব্যের অগ্রিমাংশ বলিয়া লুটের মধ্য হইতে কতকগুলি ২২ মেষ ও গোরু আনিয়াছে। শমূয়েল কহিলেন, সদাপ্রভুর রবে অবধান করিলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভু প্রসন্ন হন? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের ২৩ মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম। কারণ আজ্ঞালঙ্ঘন করা মন্ত্রপাঠ জন্য পাপের তুল্য, এবং অবাধ্যতা, পৌত্তলিকতা ও ঠাকুরপূজার সমান। তুমি সদাপ্রভুর বাক্য

অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন।
২৪ তখন শৌল শমূয়েলকে কহিলেন, আমি পাপ করিয়াছি ; ফলতঃ সদাপ্রভুর আজ্ঞা ও আপনার বাক্য লঙ্ঘন করিয়াছি ; কারণ আমি লোকদিগকে ভয় করিয়া তাহাদের বাক্যে অবধান করিয়াছি।
২৫ এখন বিনয় করি, আমার পাপ ক্ষমা করুন, ও আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইস্থন ; আমি সদাপ্রভুকে প্রণিপাত করিব।
২৬ শমূয়েল শৌলকে কহিলেন, আমি তোমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইব না ; কেননা তুমি সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, আর সদাপ্রভু তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া ইস্রা-
২৭ য়েলের রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন। এই বলিয়া শমূয়েল চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শৌল তাঁহার বস্ত্রের অঞ্চল ধরিলেন, তাহাতে তাহা
২৮ ছিঁড়িয়া গেল। তখন শমূয়েল তাঁহাকে কহিলেন, সদাপ্রভু অদ্য তোমা হইতে ইস্রায়েলের রাজ্য টানিয়া ছিঁড়িলেন, এবং তোমা হইতে উত্তম তোমার এক প্রতি-
২৯ বাসীকে তাহা দিলেন। আবার ইস্রায়েলের বিশ্বাসভূমি মিথ্যাকথা কহেন না ও অনুশোচনা করেন না ; কেননা তিনি মনুষ্য নহেন যে, অনুশোচনা করিবেন।
৩০ তখন শৌল কহিলেন, আমি পাপ করিয়াছি ; তবু বিনয় করি, এখন আমার প্রজাদের প্রাচীনবর্গের ও ইস্রায়েলের সম্মুখে আমার সম্মান রাখুন, আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইস্থন ; আমি আপনার
৩১ ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রণিপাত করিব। তাহাতে শমূয়েল শৌলের পশ্চাতে ফিরিয়া গেলেন ; আর শৌল সদাপ্রভুকে প্রণিপাত করিলেন।

৩২ পরে শমূয়েল কহিলেন, তোমরা অমালেকের রাজা অগাগকে এই স্থানে আমার নিকটে আন। তাহাতে অগাগ পুলকিত মনে তাঁহার নিকটে আসিলেন, তিনি বলিলেন, অবশ্য মৃত্যুর তিক্ততা
৩৩ অতীত হইল। কিন্তু শমূয়েল কহিলেন, তোমার খড়্গ দ্বারা স্ত্রীলোকেরা যেমন সন্তানহীনা হইয়াছে, তদ্রূপ স্ত্রীলোকদের মধ্যে তোমার মাতাও সন্তানহীনা হইবে ; তখন শমূয়েল গিল্‌গলে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে অগাগকে খণ্ডবিখণ্ড করিলেন।
৩৪ পরে শমূয়েল রামাতে গেলেন, এবং শৌল শৌলের গিবিয়াস্থিত আপন
৩৫ বাটীতে গেলেন। আর মরণ দিন পর্য্যন্ত শমূয়েল শৌলের সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না। শমূয়েল শৌলের জন্য শোক করিতেন। আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে শৌলকে রাজা করিয়াছেন বলিয়া অনুশোচনা করিলেন।

শমূয়েল দায়ূদকে অভিষেক করেন।

১৬ পরে সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি কত কাল শৌলের জন্য শোক করিবে? আমি ত তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ইস্রায়েলের রাজ্যচ্যুত করিয়াছি। তুমি তোমার শৃঙ্গ তৈলে পূর্ণ কর, যাও, আমি তোমাকে বৈৎলেহমীয় যিশয়ের নিকটে প্রেরণ করি, কেননা তাহার পুত্রগণের মধ্যে আমি আপনার জন্য এক
২ রাজাকে দেখিয়া রাখিয়াছি। শমূয়েল কহিলেন, আমি কি প্রকারে যাইতে পারি? শৌল যদি এই কথা শুনে, তবে আমাকে বধ করিবে। সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি এক গোবৎসা সঙ্গে লইয়া

বল, সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে ৩ আসিলাম। আর যিশয়কে সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিও, পরে তুমি কি করিবে, তাহা আমি তোমাকে জানাইব; এবং আমি তোমার কাছে যাহার নাম করিব, তুমি আমার জন্য তাহাকে অভিষেক ৪ করিবে। পরে শমূয়েল সদাপ্রভুর সেই বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিলেন, তিনি বৈৎ-লেহমে উপস্থিত হইলেন। তখন নগরের প্রাচীনবর্গ কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, আর বলিলেন, আপনি শান্তিভাবে ৫ আসিয়াছেন ত? তিনি কহিলেন, শান্তিভাবে আসিয়াছি; আমি সদা-প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে আসিয়াছি; তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া আমার সহিত যজ্ঞে আইস। আর তিনি যিশয়কে ও তাঁহার পুত্রগণকে পবিত্র করিয়া যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিলেন।

৬ পরে তাঁহারা আসিলে তিনি ইলীয়াবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনে মনে কহিলেন, অবশ্য সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তি তাঁহার ৭ সম্মুখে। কিন্তু সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি উহার মুখশ্রীর বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি করিও না; কারণ আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম। কেননা মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয়; যেহেতু মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের ৮ প্রতি দৃষ্টি করেন। পরে যিশয় অবী-নাদবকে ডাকিয়া শমূয়েলের সম্মুখ দিয়া গমন করাইলেন; শমূয়েল কহিলেন, সদাপ্রভু ইহাকেও মনোনীত করেন নাই; ৯ পরে যিশয় শম্মকে তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করাইলেন; তিনি কহিলেন, সদা-প্রভু ইহাকেও মনোনীত করেন নাই। ১০ এইরূপে যিশয় আপনার সাত পুত্রকে শমূয়েলের সম্মুখ দিয়া গমন করাইলেন। পরে শমূয়েল যিশয়কে কহিলেন, সদা-প্রভু ইহাদিগকে মনোনীত করেন নাই। ১১ পরে শমূয়েল যিশয়কে কহিলেন, এই কি তোমার সমস্ত সন্তান? তিনি কহিলেন, কেবল কনিষ্ঠ অবশিষ্ট আছে, দেখুন, সে মেষ চরাইতেছে। তখন শমূয়েল যিশয়কে কহিলেন, লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাও; সে না আসিলে আমরা ভোজনে বসিব না। ১২ পরে তিনি লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আনাইলেন। তিনি ঈষৎ রক্তবর্ণ, সুনয়ন ও দেখিতে সুন্দর ছিলেন। তখন সদাপ্রভু কহিলেন, উঠ, ইহাকে অভিষেক ১৩ কর, কেননা এ সেই ব্যক্তি। অতএব শমূয়েল তৈলশৃঙ্গ লইয়া তাঁহার ভ্রাতৃ-গণের মধ্যে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। আর সেই দিন হইতে সদাপ্রভুর আত্মা দায়ূদের উপরে আসিলেন। পরে শমূ-য়েল উঠিয়া রামাতে চলিয়া গেলেন।

১৪ তখন সদাপ্রভুর আত্মা শৌলকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আর সদাপ্রভু হইতে এক দুষ্ট আত্মা আসিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে ১৫ লাগিল। পরে শৌলের দাসগণ তাঁহাকে কহিল, দেখুন, ঈশ্বর হইতে এক দুষ্ট আত্মা আসিয়া আপনাকে উদ্বিগ্ন করি-১৬ তেছে। আমাদের প্রভু আজ্ঞা করুন, যেন আপনার সম্মুখস্থ এই দাসেরা এক জন নিপুণ বীণাবাদকের অন্বেষণ করে; পরে যে সময়ে ঈশ্বর হইতে সেই দুষ্ট আত্মা আপনার উপরে আসিবে, তৎ-কালে সেই ব্যক্তি হস্ত দ্বারা বীণা বাজাইলে আপনি উপশম পাইবেন।

১৭ তখন শৌল আপন দাসদিগকে আজ্ঞা করিলেন, ভাল, তোমরা এক জন নিপুণ বাদকের অন্বেষণ করিয়া আমার নিকটে ১৮ তাহাকে আন। যুবকদের এক জন কহিল, দেখুন, আমি বৈৎলেহমীয় যিশয়ের এক পুত্রকে দেখিয়াছি; সে বীণা বাদনে নিপুণ, বলবান বীর, যোদ্ধা, বাক্‌পটু ও রূপবান, আর সদাপ্রভু তাহার সহবর্ত্তী।

১৯ পরে শৌল যিশয়ের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিলেন, তোমার পুত্র দায়ূদ, যে মেষ চরাইতেছে, তাহাকে আমার ২০ কাছে পাঠাইয়া দেও। তখন যিশয় একটা গর্দ্দভে রুটী ও এক কুপা দ্রাক্ষারস চাপাইয়া, এবং একটী ছাগবৎস লইয়া আপন পুত্র দায়ূদের হস্তে দিয়া ২১ শৌলের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পরে দায়ূদ শৌলের নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে তিনি তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলেন, আর তিনি তাঁহার ২২ শস্ত্রবাহক হইলেন। পরে শৌল যিশয়কে বলিয়া পাঠাইলেন, বিনয় করি, দায়ূদকে আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে দেও; কেননা সে আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়াছে।

২৩ পরে ঈশ্বর হইতে সেই আত্মা যখন শৌলের কাছে আসিত, তখন দায়ূদ বীণা লইয়া আপন হস্তে বাজাইতেন; তাহাতে শৌল স্বস্থ হইতেন, উপশম পাইতেন, এবং সেই দুষ্ট আত্মা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইত।

দায়ূদ গলিয়াৎ বীরকে বধ করেন।

১৭ পরে পলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া যিহূদার অধিকারস্থ সোখোতে একত্র হইল, এবং সোখোর ও অসেকার মধ্যে এফস্‌দম্মীমে শিবির স্থাপন করিল। আর শৌল ও ইস্রায়েল লোকেরা একত্র হইয়া এলা তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়া পলেষ্টীয়দের প্রতিকূলে সৈন্য রচনা করিলেন। ৩ এইরূপে পলেষ্টীয়েরা এক দিকে এক পর্ব্বতে, ও ইস্রায়েল অন্য দিকে অন্য পর্ব্বতে দাঁড়াইল; উভয়ের মধ্যে একটী উপত্যকা ছিল।

পরে গাৎ-নিবাসী এক বীর পলেষ্টীয়দের শিবির হইতে বাহির হইল, তাহার নাম গলিয়াৎ, সে সাড়ে ছয় হস্ত দীর্ঘ। তাহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র ছিল, এবং সে আঁইসের মত বর্ম্মে সজ্জিত ছিল; সেই বর্ম্ম পিত্তলময়, তাহার ৬ পরিমাণ পাঁচ সহস্র শেকল। আর তাহার পা পিত্তলের পত্রে আবৃত, ও তাহার স্কন্ধে পিত্তলের শল্য ছিল। তাহার বড়শার দণ্ড তন্তুবায়ের নরাজের সমান, ও বড়শার ফলা ছয় শত শেকল লৌহময় ছিল, এবং তাহার ঢালী তাহার অগ্রে অগ্রে চলিত। সে দাঁড়াইয়া ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, তোমরা কেন যুদ্ধার্থে সৈন্য রচনা করিতে বাহির হইয়া আসিয়াছ? আমি কি পলেষ্টীয় নহি, আর তোমরা কি শৌলের দাস নহ? তোমরা আপনাদের জন্য এক জনকে মনোনীত কর; সে আমার নিকটে নামিয়া আইসুক। সে যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়, আমাকে বধ করে, তবে আমরা তোমাদের দাস হইব; কিন্তু যদি আমি তাহাকে পরাজয় করিয়া বধ করিতে পারি, তবে তোমরা আমাদের দাস হইবে, ১০ আমাদের দাস্যকর্ম্ম করিবে। সেই

পলেষ্টীয় আরও কহিল, অদ্য আমি ইস্রায়েলের সৈন্যগণকে টিট্‌কারি দিতেছি; তোমরা এক জনকে দেও, আমরা পর-
১১ স্পর যুদ্ধ করি। তখন শৌল ও সমস্ত ইস্রায়েল সেই পলেষ্টীয়ের এই সকল কথা শুনিয়া হতাশ ও অতিশয় ভীত হইলেন।

১২ দায়ূদ বৈৎলেহম-যিহূদা-নিবাসী সেই ইফ্রাথীয় পুরুষের পুত্র, যাঁহার নাম যিশয়; সেই ব্যক্তির আটটী পুত্র, আর শৌলের সময়ে তিনি বৃদ্ধ, মনুষ্যদের মধ্যে গত-
১৩ বয়স্ক হইয়াছিলেন। সেই যিশয়ের বড় তিন পুত্র শৌলের পশ্চাতে যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে গত তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ইলীয়াব; দ্বিতীয়ের নাম অবীনাদব; আর তৃতীয়ের
১৪ নাম শম্ম। দায়ূদ কনিষ্ঠ ছিলেন; আর সেই বড় তিন জন শৌলের অনুগামী
১৫ হইয়াছিলেন। কিন্তু দায়ূদ শৌলের নিকট হইতে বৈৎলেহমে আপন পিতার মেষ চরাইবার জন্য যাতায়াত করিতেন।
১৬ আর সেই পলেষ্টীয় চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে নিকটে আসিয়া আপনাকে দেখাইত।

১৭ আর যিশয় আপন পুত্র দায়ূদকে কহিলেন, তুমি আপন ভ্রাতাদের জন্য এই এক ঐফা ভাজা শস্য ও দশখানা রুটী লইয়া শিবিরে ভ্রাতাদের কাছে দৌড়িয়া যাও।
১৮ আর এই দশ তাল পনীর তাহাদের সহস্রপতির নিকটে লইয়া যাও; এবং তোমার ভ্রাতারা কেমন আছে, দেখিয়া আইস, তাহাদের হইতে কোন চিহ্ন
১৯ আনিও। শৌল ও তাহারা এবং সমস্ত ইস্রায়েল এলা তলভূমিতে আছে, পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

২০ পরে দায়ূদ প্রত্যূষে উঠিয়া মেষগণকে এক জন রক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং যিশয়ের আজ্ঞানুসারে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া গমন করিলেন। তিনি যে সময়ে শকটমণ্ডলের নিকটে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে সৈন্যগণ যুদ্ধে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল, এবং সংগ্রামের জন্য সিংহনাদ করিতেছিল।
২১ পরে ইস্রায়েল এবং পলেষ্টীয়েরা পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া সৈন্য রচনা করিল।
২২ তখন দায়ূদ দ্রব্যরক্ষকের হস্তে আপনার দ্রব্য সকল রাখিয়া সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া আপন ভ্রাতৃগণের মঙ্গল
২৩ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখ, গাৎ-নিবাসী পলেষ্টীয় গলিয়াৎ নামক সেই বীর পলেষ্টীয়দের সৈন্যশ্রেণী হইতে উঠিয়া আসিয়া পূর্ব্বমত কথা কহিল;
২৪ আর দায়ূদ তাহা শুনিলেন। কিন্তু ইস্রায়েলের সমস্ত লোক সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, তাহারা অতিশয় ভীত হইয়াছিল।
২৫ আর ইস্রায়েল লোকেরা পরস্পর কহিল, এই যে ব্যক্তি উঠিয়া আসিল, ইহাকে তোমরা দেখিতেছ ত? এ ত ইস্রায়েলকে টিট্‌কারি দিতে আসিয়াছে। ইহাকে যে বধ করিবে, রাজা তাহাকে প্রচুর ধনে ধনবান করিবেন, ও তাহাকে আপন কন্যা দিবেন, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে তাহার
২৬ পিতৃকুলকে নিষ্কর করিবেন। তখন দায়ূদ, নিকটে যে লোকেরা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পলেষ্টীয়কে বধ করিয়া যে ব্যক্তি ইস্রায়েলের কলঙ্ক খণ্ডন করিবে, তাহার প্রতি কি করা যাইবে? এই অচ্ছিন্নত্বক্

পলেষ্টীয়টা কে যে, জীবন্ত ঈশ্বরের
২৭ সৈন্যগণকে টিট্‌কারি দিয়াছে? তাহাতে লোকেরা এই প্রকারে তাঁহাকে উত্তর করিল, উহাকে যে বধ করিবে, সে অমুক পুরস্কার পাইবে।

২৮ সেই লোকদের সহিত তাঁহার কথোপকথন কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইলীয়াব সকলই শুনিলেন; তাই ইলীয়াব দায়ূদের উপরে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, তুই কেন নামিয়া আসিলি? প্রান্তরের মধ্যে সেই মেষকয়টী কার কাছে রাখিয়া আসিলি? তোর অহঙ্কার ও তোর মনের দুষ্টতা আমি জানি; তুই যুদ্ধ দেখিতে
২৯ আসিয়াছিস্‌। দায়ূদ কহিলেন, আমি কি করিলাম? এ কি বাক্যমাত্র নহে?
৩০ পরে তিনি তাঁহার নিকট হইতে আর এক জনের দিকে ফিরিয়া সেইরূপ কথা কহিলেন; তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে
৩১ পূর্ব্বমত উত্তর দিল। তখন দায়ূদ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, ও শৌলের কাছে তাহার সংবাদ উপস্থিত হইল; তাহাতে তিনি আপনার নিকটে তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইলেন।
৩২ তখন দায়ূদ শৌলকে কহিলেন, উহার জন্য কাহারও অন্তঃকরণ হতাশ না হউক; আপনার এই দাস গিয়া এই পলেষ্টীয়ের
৩৩ সহিত যুদ্ধ করিবে। তখন শৌল দায়ূদকে কহিলেন, তুমি ঐ পলেষ্টীয়ের বিরুদ্ধে গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না, কেননা তুমি বালক, এবং সে বাল্য-
৩৪ কাল অবধি যোদ্ধা। দায়ূদ শৌলকে কহিলেন, আপনার এই দাস পিতার মেষ রক্ষা করিতেছিল, ইতিমধ্যে এক সিংহ ও এক ভল্লুক আসিয়া পালের মধ্য
৩৫ হইতে মেষ ধরিয়া লইল; আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার মুখ হইতে তাহা উদ্ধার করিলাম; পরে সে আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইলে আমি তাহার দাড়ি ধরিয়া প্রহার করিয়া তাহাকে বধ করিলাম।
৩৬ আপনার দাস সেই সিংহ ও সেই ভল্লুক উভয়কেই বধ করিয়াছে; আর এই অচ্ছিন্নত্বক্‌ পলেষ্টীয় সেই দুইয়ের মধ্যে একের মত হইবে, কারণ এ জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যগণকে টিট্‌কারি দিয়াছে।
৩৭ দায়ূদ আরও কহিলেন, যে সদাপ্রভু সিংহের থাবা ও ভল্লুকের থাবা হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি এই পলেষ্টীয়ের হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। তখন শৌল দায়ূদকে কহিলেন, যাও, সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী হইবেন।

৩৮ পরে শৌল আপনার সজ্জায় দায়ূদকে সাজাইয়া তাঁহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র
৩৯ ও গাত্রে বর্ম্ম দিলেন। তখন দায়ূদ সজ্জার উপরে তাঁহার খড়্গ বাঁধিয়া চলিতে চেষ্টা করিলেন; কেননা পূর্ব্বে তাহা অভ্যাস করেন নাই। তখন দায়ূদ শৌলকে কহিলেন, এই বেশে আমি যাইতে পারিব না, কেননা ইহা অভ্যাস করি নাই। পরে দায়ূদ তাহা খুলিয়া
৪০ রাখিলেন। আর তিনি আপন যষ্টি হস্তে লইলেন, এবং স্রোতোমার্গ হইতে পাঁচখানি চিক্কণ পাথর বাছিয়া লইয়া, আপনার যে মেষপালকের পাত্র অর্থাৎ ঝুলি ছিল, তাহাতে রাখিলেন, এবং নিজের ফিঙ্গাটী হস্তে করিয়া ঐ পলেষ্টী-
৪১ য়ের নিকটে গমন করিলেন। আর সেই পলেষ্টীয় আসিতে লাগিল, এবং দায়ূদের নিকটবর্ত্তী হইল, আর সেই

ঢালবাহী লোকটী তাহার অগ্রে অগ্রে ৪২ চলিল। পরে পলেষ্টীয় চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, আর দায়ূদকে দেখিতে পাইয়া তুচ্ছজ্ঞান করিল; কেননা তিনি বালক, ঈষৎ রক্তবর্ণ ও দেখিতে সুন্দর ছিলেন। ৪৩ পরে ঐ পলেষ্টীয় দায়ূদকে কহিল, আমি কি কুকুর যে, তুই দণ্ড লইয়া আমার কাছে আসিতেছিস্? আর সেই পলেষ্টীয় আপন দেবগণের নাম লইয়া দায়ূদকে ৪৪ শাপ দিল। পলেষ্টীয় দায়ূদকে আরও কহিল, তুই আমার কাছে আয়, আমি তোর মাংস আকাশের পক্ষিগণকে ও ৪৫ মাঠের পশুদিগকে দিই। তখন দায়ূদ ঐ পলেষ্টীয়কে কহিলেন, তুমি খড়্গ, বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু আমি বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, ইস্রায়েলের সৈন্যগণের ঈশ্বরের নামে, তুমি যাঁহাকে টিট্‌কারি দিয়াছ তাঁহারই নামে, তোমার নিকটে আসি-৪৬ তেছি। অদ্য সদাপ্রভু তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন; আর আমি তোমাকে আঘাত করিব, তোমার দেহ হইতে মুণ্ড তুলিয়া লইব, এবং পলেষ্টীয়দের সৈন্যের শব অদ্য শূন্যের পক্ষিগণকে ও ভূমির পশুদিগকে দিব; তাহাতে ইস্রায়েলে এক ঈশ্বর আছেন, ইহা সমস্ত ৪৭ পৃথিবী জানিতে পারিবে। আর সদাপ্রভু খড়্গ ও বড়শা দ্বারা নিস্তার করেন না, ইহাও এই সমস্ত সমাজ জানিবে; কেননা এই যুদ্ধ সদাপ্রভুর, আর তিনি তোমাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

৪৮ পরে ঐ পলেষ্টীয় উঠিয়া দায়ূদের সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইলে দায়ূদ সত্বর ঐ পলেষ্টীয়ের সম্মুখীন হইবার জন্য সৈন্যশ্রেণীর দিকে দৌড়ি-৪৯ লেন। পরে দায়ূদ আপন ঝুলিতে হস্ত দিয়া একখানি পাথর বাহির করিলেন, এবং ফিঙ্গাতে পাক দিয়া ঐ পলেষ্টীয়ের কপালে আঘাত করিলেন; সেই পাথরখানি তাহার কপালে বসিয়া গেল; তাহাতে সে ভূমিতে অধোমুখ হইয়া ৫০ পড়িল। এই প্রকারে দায়ূদ ফিঙ্গা ও পাথর দিয়া ঐ পলেষ্টীয়কে পরাজয় করিলেন, এবং তাহাকে আঘাত করিয়া বধ করিলেন; কিন্তু দায়ূদের হস্তে খড়্গ ৫১ ছিল না। তাই দায়ূদ দৌড়িয়া ঐ পলেষ্টীয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহারই খড়্গ লইয়া খাপ খুলিয়া তাহাকে বধ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। পলেষ্টীয়েরা যখন দেখিতে পাইল, তাহাদের বীর মরিয়া গিয়াছে, ৫২ তখন তাহারা পলায়ন করিল। আর ইস্রায়েলের ও যিহূদার লোকেরা উঠিয়া জয়ধ্বনি করিল, এবং গয় পর্য্যন্ত ও ইক্রোণের দ্বার পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া গেল; তাহাতে পলেষ্টীয়দের আহতগণ শারয়িমের পথে গাৎ ও ইক্রোণ পর্য্যন্ত ৫৩ পড়িল। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ পলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ ধাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের শিবির লুট করিল। ৫৪ পরে দায়ূদ সেই পলেষ্টীয়ের মুণ্ড তুলিয়া যিরূশালেমে লইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার সজ্জা আপনার তাম্বুতে রাখিলেন।

৫৫ আর শৌল যখন ঐ পলেষ্টীয়ের বিরুদ্ধে দায়ূদকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, তখন সেনাপতি অব্‌নেরকে বলিয়াছিলেন, অব্‌নের, এ যুবক কাহার পুত্র? অব্‌নের বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! আপনার

জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি তাহা বলিতে
৫৬ পারি না। পরে রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি জিজ্ঞাসা কর, ঐ বালকটী কাহার
৫৭ পুত্র? পরে দায়ূদ যখন পলেষ্টীয়কে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন অব্‌নের তাঁহাকে ধরিয়া শৌলের কাছে লইয়া গেলেন; তাঁহার হস্তে ঐ পলে-
৫৮ ষ্টীয়ের মুণ্ড ছিল। শৌল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক, তুমি কাহার পুত্র? দায়ূদ উত্তর করিলেন, আমি আপনার দাস বৈৎলেহমীয় যিশয়ের পুত্র।

১৮ শৌলের সহিত তাঁহার কথা সাঙ্গ হইলে যোনাথনের প্রাণ দায়ূদের প্রাণে সংসক্ত হইল, এবং যোনাথন আপন প্রাণের মত তাঁহাকে ভালবাসিতে
২ লাগিলেন। আর শৌল ঐ দিবসে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার পিতার বাটীতে ফিরিয়া যাইতে দিলেন না।
৩ আর যোনাথন ও দায়ূদ এক নিয়ম করিলেন, কেননা যোনাথন তাঁহাকে প্রাণ-
৪ তুল্য ভালবাসিলেন। আর যোনাথন আপন গাত্রের পরিচ্ছদ খুলিয়া দায়ূদকে দিলেন, নিজের সজ্জা, এমন কি, নিজের খড়্গ, ধনুক ও কটিবন্ধনও দিলেন।
৫ পরে শৌল দায়ূদকে যে কোন স্থানে প্রেরণ করেন, দায়ূদ সেই স্থানে যান ও বুদ্ধিপূর্ব্বক চলেন, এই জন্য শৌল যোদ্ধাদের উপরে কর্ত্তৃত্বপদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন, আর তাহা সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে এবং শৌলের দাসগণের দৃষ্টিতেও ভাল বোধ হইল।
৬ পরে লোকেরা ফিরিয়া আসিলে যখন দায়ূদ পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন শৌল রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইস্রায়েলের সমস্ত নগর হইতে স্ত্রীলোকেরা তবলধ্বনি, আমোদ ও ত্রিতন্ত্রীবাদ্য পুরঃসর গান ও নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইয়া
৭ আসিল। সেই স্ত্রীলোকেরা অভিনয়-ক্রমে পরস্পর গান করিয়া বলিল,

শৌল বধিলেন সহস্র সহস্র,
আর দায়ূদ বধিলেন অযুত অযুত।

৮ তাহাতে শৌল অতি ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি এই কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, উহারা দায়ূদের বিষয়ে অযুত অযুতের কথা বলিল, ও আমার বিষয়ে কেবল সহস্র সহস্রের কথা বলিল; ইহাতে রাজত্ব ব্যতীত সে আর কি পাইবে?
৯ সেই দিন অবধি শৌল দায়ূদের উপরে দৃষ্টি রাখিলেন।

দায়ূদের প্রতি শৌলের ঈর্ষা।

১০ পরদিবসে ঈশ্বর হইতে এক দুষ্ট আত্মা সবলে শৌলের উপরে আসিল, এবং তিনি গৃহমধ্যে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, আর দায়ূদ প্রত্যহ যেমন করিতেন, সেইরূপ হস্ত দ্বারা বাদ্য বাজাইতেছিলেন; তখন শৌলের হস্তে তাঁহার বড়শা ছিল।
১১ শৌল সেই বড়শা নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন, আমি দায়ূদকে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিব; কিন্তু দায়ূদ দুই বার তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন।
১২ আর শৌল দায়ূদের বিষয়ে ভীত হইতে লাগিলেন, কারণ সদাপ্রভু দায়ূদের সহবর্ত্তী ছিলেন, কিন্তু শৌলকে ত্যাগ
১৩ করিয়াছিলেন। সেই জন্য শৌল আপনার নিকট হইতে তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন, ও সহস্রপতি পদে নিযুক্ত করিলেন; তাহাতে তিনি লোকদের সাক্ষাতে ভিতরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

১৪ আর দায়ূদ আপন সমস্ত পথে বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতেন, এবং সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী ১৫ ছিলেন। তিনি বেশ বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতেছেন দেখিয়া শৌল তাঁহার বিষয়ে ত্রাস-১৬ যুক্ত হইলেন। কিন্তু সমস্ত ইস্রায়েল ও যিহূদা দায়ূদকে ভালবাসিত, কেননা তিনি তাহাদের সাক্ষাতে ভিতরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেন।

১৭ পরে শৌল দায়ূদকে কহিলেন, দেখ, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরব, আমি তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিব; তুমি কেবল আমার পক্ষে বিক্রমী হইয়া সদাপ্রভুর জন্য সংগ্রাম কর। কারণ শৌল কহিলেন, আমার হস্ত তাহার উপরে না উঠুক, কিন্তু পলেষ্টীয়দের হস্ত তাহার ১৮ উপরে উঠুক। আর দায়ূদ শৌলকে কহিলেন, আমি কে, এবং আমার প্রাণ কি, ইস্রায়েলের মধ্যে আমার পিতার গোষ্ঠীই বা কি যে, আমি রাজার জামাতা হই? ১৯ কিন্তু শৌলের কন্যা মেরবকে দায়ূদের সহিত বিবাহ দিবার সময় উপস্থিত হইলে সে মহোলাতীয় অদ্রীয়েলকে দত্তা হইল।

২০ পরে শৌলের কন্যা মীখল দায়ূদকে প্রেম করিতে লাগিলেন; তখন লোকেরা শৌলকে তাহা জানাইলে তিনি তাহাতে ২১ সন্তুষ্ট হইলেন। শৌল কহিলেন, আমি তাহাকে সেই কন্যা দিব; সে তাহার ফাঁদস্বরূপ হউক, ও পলেষ্টীয়দের হস্ত তাহার উপরে উঠুক। অতএব শৌল দায়ূদকে কহিলেন, তুমি অদ্য দ্বিতীয় বার ২২ আমার জামাতা হও। পরে শৌল আপন দাসগণকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা গোপনে দায়ূদের সহিত আলাপ করিয়া এই কথা বল, দেখ, তোমার প্রতি রাজা সন্তুষ্ট, এবং তাঁহার সমস্ত দাস তোমাকে ভালবাসে; অতএব এখন তুমি রাজার ২৩ জামাতা হও। শৌলের দাসগণ দায়ূদের কর্ণগোচরে এই কথা কহিল। দায়ূদ কহিলেন, রাজার জামাতা হওয়া কি তোমাদের কাছে লঘু বিষয় বোধ হয়? আমি ত দরিদ্র লোক, তুচ্ছের পাত্র। ২৪ পরে শৌলের দাসগণ তাঁহাকে সমাচার দিয়া কহিল, দায়ূদ এই প্রকার কথা ২৫ বলেন। শৌল কহিলেন, তোমরা দায়ূদকে এই কথা বল, রাজা কিছু পণ চাহেন না, কেবল রাজার শত্রুদের প্রতিশোধের জন্য পলেষ্টীয়দের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক্‌ চাহেন। শৌল মনে করিলেন, পলেষ্টীয়দের হস্ত দ্বারা দায়ূদকে ২৬ নিপাত করা যাইবে। পরে তাঁহার দাসগণ দায়ূদকে সেই কথা জানাইলে দায়ূদ রাজ-জামাতা হইতে তুষ্ট হইলেন। ২৭ তখন কাল সম্পূর্ণ হয় নাই; দায়ূদ আপন লোকদের সহিত উঠিয়া গিয়া পলেষ্টীয়দের দুই শত জনকে বধ করিলেন, এবং রাজার জামাতা হইবার জন্য দায়ূদ পূর্ণ সংখ্যানুসারে তাহাদের লিঙ্গাগ্রত্বক্‌ আনিয়া রাজাকে দিলেন; পরে শৌল তাঁহার সহিত আপন কন্যা মীখলের বিবাহ দিলেন।

২৮ আর শৌল দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে, সদাপ্রভু দায়ূদের সহবর্ত্তী, এবং শৌলের কন্যা মীখল তাঁহাকে প্রেম ২৯ করেন। তাহাতে শৌল দায়ূদের বিষয়ে আরও ভীত হইলেন, আর শৌল সর্ব্ব-৩০ দাই দায়ূদের শত্রু থাকিলেন। পরে পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ বাহির হইতে লাগিলেন; কিন্তু যত বার বাহির হইলেন, তত বার শৌলের দাসগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দায়ূদ অধিক বুদ্ধিপূর্ব্বক

চলিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম অতিশয় সম্মানিত হইল।

১৯ পরে শৌল আপন পুত্র যোনাথনকে ও আপনার সমস্ত দাসকে বলিয়া দিলেন, ২ যেন তাহারা দায়ূদকে বধ করে। কিন্তু শৌলের পুত্র যোনাথন দায়ূদের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। যোনাথন দায়ূদকে কহিলেন, আমার পিতা শৌল তোমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; অতএব বিনয় করি, তুমি প্রাতঃকালে সাবধান হইবে, একটী গুপ্ত স্থান আশ্রয় ৩ করিয়া লুকাইয়া থাকিও। তুমি যে ক্ষেত্রে থাকিবে, সেই স্থানে আমি গিয়া আপন পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইব, ও তোমার বিষয়ে পিতার সহিত কথোপকথন করিব, আর যদি তেমন কিছু বুঝিতে পারি, তোমাকে বলিয়া দিব।

৪ পরে যোনাথন আপন পিতা শৌলের কাছে দায়ূদের পক্ষে ভাল কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, রাজা আপন দাস দায়ূদের বিষয়ে পাপ না করুন, কেননা সে আপনার বিরুদ্ধে পাপ করে নাই, বরং তাহার কর্ম্ম সকল আপনার পক্ষে অতি মঙ্গল- ৫ জনক। সে ত প্রাণ হাতে করিয়া সেই পলেষ্টীয়কে আঘাত করিল, আর সদাপ্রভু সমস্ত ইস্রায়েলের পক্ষে মহানিস্তার সাধন করিলেন; আপনি তাহা দেখিয়া আনন্দ করিয়াছিলেন; অতএব এখন অকারণে দায়ূদকে বধ করিয়া কেন নির্দ্দোষের রক্তপাতরূপ পাপ করিবেন? ৬ তখন শৌল যোনাথনের রবে কর্ণপাত করিলেন, এবং শৌল দিব্য করিয়া কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, সে হত ৭ হইবে না। পরে যোনাথন দায়ূদকে ডাকিলেন, এবং যোনাথন ঐ সমস্ত কথা তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। আর যোনাথন দায়ূদকে শৌলের কাছে আনিলেন, তাহাতে তিনি পূর্ব্বের মত তাঁহার কাছে থাকিলেন।

শৌলের নিকট হইতে দায়ূদের পলায়ন।

৮ পরে পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দায়ূদ বাহির হইয়া পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিলেন, তিনি মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলেন, এবং তাহারা তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। ৯ আর সদাপ্রভু হইতে এক দুষ্ট আত্মা সবলে শৌলের উপরে আসিল; তখন শৌল আপন গৃহে বসিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তে তাঁহার বড়শা ছিল; আর দায়ূদ ১০ হস্ত দ্বারা বাদ্য করিতেছিলেন। এমন সময় শৌল বড়শা দিয়া দায়ূদকে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি শৌলের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাওয়াতে তাঁহার বড়শা ভিত্তিতে ঢুকিয়া গেল, এবং দায়ূদ সে রাত্রিতে পলাইয়া ১১ রক্ষা পাইলেন। পরে শৌল দায়ূদের গৃহের নিকটে দূতগণকে পাঠাইলেন, যেন তাহারা তাঁহার উপরে চক্ষু রাখে, আর প্রাতঃকালে তাঁহাকে বধ করে। কিন্তু দায়ূদের স্ত্রী মীখল তাঁহাকে সংবাদ দিয়া কহিলেন, তুমি যদি এই রাত্রিতে আপন প্রাণ রক্ষা না কর, তবে কাল মারা ১২ পড়িবে। আর মীখল বাতায়ন দিয়া দায়ূদকে নামাইয়া দিলেন; তাহাতে তিনি গিয়া পলায়ন করিয়া রক্ষা পাই- ১৩ লেন। আর মীখল ঠাকুর-প্রতিমা লইয়া শয্যাতে শয়ন করাইলেন, এবং ছাগ-লোমের একটা লেপ তাহার মস্তকে

দিয়া বস্ত্র দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিলেন। ১৪ পরে শৌল দায়ূদকে ধরিতে দূতগণকে পাঠাইলে মীখল কহিলেন, তিনি পীড়িত ১৫ আছেন। তাহাতে শৌল দায়ূদকে দেখিবার জন্য সেই দূতগণকে পাঠাইয়া দিলেন, কহিলেন, তাহাকে খট্টাতে করিয়া আমার কাছে আন, আমি তাহাকে বধ ১৬ করিব। পরে দূতগণ যখন ভিতরে গেল, দেখ, খট্টাতে সেই ঠাকুর-প্রতিমা ও তাহার মস্তকে ছাগলোমের লেপ রহি- ১৭ য়াছে। তখন শৌল মীখলকে কহিলেন, তুমি আমাকে কেন এইরূপে প্রবঞ্চনা করিলে? তুমি আমার শত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়াতে সে পলায়ন করিয়াছে। তাহাতে মীখল শৌলকে উত্তর করিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে যাইতে দেও, আমি তোমাকে কেন বধ করিব?

১৮ ইতিমধ্যে দায়ূদ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন, এবং রামাতে শমূয়েলের কাছে গিয়া আপনার প্রতি শৌলের কৃত সমস্ত ব্যবহারের কথা জানাইলেন; পরে তিনি ও শমূয়েল গিয়া নায়োতে বাস করিলেন। ১৯ পরে কেহ শৌলকে কহিল, দেখুন, দায়ূদ ২০ রামাস্থ নায়োতে আছেন। তখন শৌল দায়ূদকে ধরিবার জন্য দূতগণকে পাঠাই- লেন; তাহাতে যখন দূতগণ ভাবোক্তি প্রচারকারী ভাববাদীর দলকে ও তাহাদের অধ্যক্ষরূপে দণ্ডায়মান শমূয়েলকে দেখিল, তখন ঈশ্বরের আত্মা শৌলের দূতগণের উপরে আসিলেন, তাহাতে তাহারাও ২১ ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। এই সংবাদ শৌলকে দেওয়া হইলে তিনি অন্য দূতদিগকে প্রেরণ করিলেন, আর তাহারাও ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। পরে শৌল তৃতীয় বার দূত- গণকে প্রেরণ করিলেন, আর তাহারাও ২২ ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। তখন শৌল আপনিও রামাতে গমন করিলেন; আর সেখূস্থ বৃহৎ কূপের নিকটে উপ- স্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শমূয়েল ও দায়ূদ কোথায়? এক জন কহিল, দেখুন, তাঁহারা রামাস্থ নায়োতে রহিয়া- ছেন। তখন শৌল রামাস্থিত নায়োতে ২৩ গেলেন। আর ঈশ্বরের আত্মা তাঁহার উপরেও আসিলেন, তাহাতে তিনি রামা- স্থিত নায়োতে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে ভাবোক্তি প্রচার করি- ২৪ লেন। আর তিনিও আপন বস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন, এবং তিনিও শমূয়েলের সম্মুখে ভাবোক্তি প্রচার করিলেন, আর সমস্ত দিবারাত্রি বিবস্ত্র হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই জন্য লোকে বলে, শৌলও কি ভাববাদীদের মধ্যে এক জন?

দায়ূদ ও যোনাথনের মিত্রতা।

২০ পরে দায়ূদ রামাস্থ নায়োৎ হইতে পলাইয়া যোনাথনের নিকটে আসিয়া কহিলেন, আমি কি করিয়াছি? আমার অপরাধ কি? তোমার পিতার কাছে আমার দোষ কি যে, তিনি আমার প্রাণ ২ লইতে চেষ্টা করিতেছেন? যোনাথন তাঁহাকে কহিলেন, এমন না হউক, তুমি মরিবে না; দেখ, আমার পিতা আমার কর্ণগোচর না করিয়া ক্ষুদ্র কি মহৎ কোন কর্ম্ম করেন না; তবে আমার পিতা আমা হইতে এই কথা কেন গোপন করিবেন? এ কথা কিছু নয়। ৩ তাহাতে দায়ূদ দিব্য করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়াছি, ইহা তোমার পিতা বিলক্ষণ

জানেন ; এই জন্য কহিলেন, যোনাথন এ বিষয় জ্ঞাত না হউক, পাছে দুঃখিত হয় । কিন্তু জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, ও তোমার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমার ও মৃত্যুর মধ্যে নিতান্ত এক পাদমাত্র অন্তর।
৪ যোনাথন দায়ূদকে কহিলেন, তোমার প্রাণে যাহা বলে, আমি তোমার জন্য
৫ তাহাই করিব। তখন দায়ূদ যোনাথনকে কহিলেন, দেখ, কাল অমাবস্যা, আমাকে রাজার সহিত ভোজনে বসিতেই হইবে ; কিন্তু তুমি আমাকে যাইতে দেও, আমি তৃতীয় দিবস সায়ংকাল পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে
৬ লুকাইয়া থাকি। যদি তোমার পিতা আমার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন, তবে তুমি বলিবে, দায়ূদ আপন নগর বৈৎলেহমে তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য আমার অনুমতি যাচ্ঞা করিল, কেননা সে স্থানে তাহাদের সমস্ত গোষ্ঠীর জন্য বার্ষিক যজ্ঞ হইতেছে।
৭ তিনি যদি বলেন, ভাল, তবে তোমার এই দাসের কুশল ; নতুবা যদি বাস্তবিক তিনি ক্রুদ্ধ হন, তবে তুমি জানিবে, তিনি অমঙ্গল করিবেন, স্থির করিয়াছেন।
৮ অতএব, তুমি তোমার এই দাসের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, কেননা তুমি তোমার সহিত তোমার এই দাসকে সদাপ্রভুর এক নিয়মে বদ্ধ করিয়াছ। কিন্তু যদি আমার কোন অপরাধ থাকে, তবে তুমিই আমাকে বধ কর ; তুমি কেন তোমার পিতার নিকটে আমাকে লইয়া যাইবে?
৯ যোনাথন কহিলেন, তোমার প্রতি এমন না ঘটুক ; বরঞ্চ আমার পিতা তোমার প্রতি অমঙ্গল ঘটাইতে স্থির করিয়াছেন, ইহা যদি আমি নিশ্চয় জানিতে পারি, তবে কি তোমাকে বলিয়া দিব না?
১০ দায়ূদ যোনাথনকে কহিলেন, তোমার পিতা যদি তোমাকে কর্কশ ভাবে উত্তর
১১ দেন, কে আমাকে জানাইবে? যোনাথন দায়ূদকে কহিলেন, চল, আমরা বাহির হইয়া ক্ষেত্রে যাই। তাহাতে তাঁহারা দুই জন বাহির হইয়া ক্ষেত্রে গেলেন।
১২ পরে যোনাথন দায়ূদকে কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু [সাক্ষী], কল্য বা পরশ্ব অনুমান এই সময়ে পিতার কাছে কথা পাড়িয়া দেখিব ; দেখ, দায়ূদের পক্ষে ভাল বুঝিলে আমি কি তখনই তোমার কাছে লোক পাঠাইয়া তাহা তোমার কর্ণগোচর করিব না?
১৩ যদি তোমার অমঙ্গল করিতে আমার পিতার মনোরথ থাকে, আর আমি তাহা তোমার কর্ণগোচর না করি, সদাপ্রভু যোনাথনকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন ; আর আমি তোমাকে পাঠাইয়া দিব, তাহাতে তুমি কুশলে যাইবে ; সদাপ্রভু যেমন আমার পিতার সহবর্ত্তী হইয়াছেন, তদ্রূপ তোমারও সহবর্ত্তী
১৪ থাকুন। আর আমি যেন না মরি, এই জন্য আমি যত দিন জীবিত থাকি, তুমি কেবল আমাকেই সদাপ্রভুর দয়া
১৫ দেখাইবে, এমন নয়, কিন্তু তুমি আমার কুলের প্রতিও দয়ার ত্রুটি কখন করিবে না ; যখন সদাপ্রভু দায়ূদের প্রত্যেক শত্রুকে ভূতল হইতে উচ্ছিন্ন করিবেন,
১৬ তখনও করিবে না। এইরূপে যোনাথন দায়ূদের কুলের সহিত নিয়ম করিলেন ; বলিলেন, আর সদাপ্রভু দায়ূদের শত্রু-
১৭ গণের কাছে পরিশোধ লইবেন। পরে যোনাথন, দায়ূদের প্রতি তাঁহার যে প্রেম ছিল, তৎপ্রযুক্ত পুনর্ব্বার তাঁহাকে শপথ করাইলেন, কেননা তিনি আপন প্রাণের
১৮ মত তাঁহাকে ভালবাসিতেন। পরে

যোনাথন দায়ূদকে কহিলেন, কাল অমাবস্যা; কাল তোমার আসন শূন্য থাকায় ১৯ তোমার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা হইবে; তুমি পরশ্ব পর্য্যন্ত থাকিয়া, সেই দিন অতি ত্বরায় নামিয়া আসিয়া পূর্ব্ব কার্য্যের দিন যে স্থানে লুকাইয়া ছিলে, সেই স্থানে এষল নামক প্রস্তরের নিকটে থাকিবে। ২০ আমি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার ছলে তিনটী ২১ তীর তাহার পার্শ্বে ক্ষেপণ করিব। আর দেখ, আমার বালকটীকে পাঠাইব, বলিব, যাও, তীর কুড়াইয়া আন; আমি যদি বালকটীকে বলি, দেখ, তোমার এদিকে তীর আছে, তুলিয়া লও, তবে তুমি আসিও; জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, তোমার ২২ মঙ্গল, কোন ভয় নাই। কিন্তু আমি যদি বালকটীকে বলি, দেখ, তোমার ওদিকে তীর আছে, তবে তুমি চলিয়া যাইও, কেননা সদাপ্রভু তোমাকে বিদায় ২৩ করিলেন। আর দেখ, তোমার ও আমার এই কথোপকথনের বিষয়ে সদাপ্রভু যুগে যুগে আমার ও তোমার মধ্যবর্ত্তী।

২৪ পরে দায়ূদ ক্ষেত্রে লুকাইয়া রহিলেন, ইতিমধ্যে অমাবস্যা উপস্থিত হইলে রাজা ২৫ ভোজনে বসিলেন। রাজা অন্য সময়ের ন্যায় আপন আসনে অর্থাৎ ভিত্তির নিকটস্থ আসনে বসিলেন। যোনাথন দাঁড়াইলেন, এবং অব্নের শৌলের পার্শ্বে বসিলেন; কিন্তু দায়ূদের স্থান শূন্য ২৬ থাকিল। তথাপি সে দিন শৌল কিছুই বলিলেন না, কেননা মনে মনে ভাবিলেন, তাহার কিছু হইয়াছে, সে শুচি নয়, ২৭ সে অবশ্য অশুচি হইয়া থাকিবে। কিন্তু পরদিবসে, মাসের দ্বিতীয় দিবসে, দায়ূদের স্থান শূন্য থাকাতে শৌল আপন পুত্র যোনাথনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যিশয়ের পুত্র কল্য ও অদ্য ভোজনে কেন আসি- ২৮ তেছে না? যোনাথন শৌলকে উত্তর করিলেন, দায়ূদ বৈৎলেহমে যাইবার জন্য আমার কাছে অনেক বিনতি করিয়াছিল; ২৯ সে কহিল, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যাইতে দেও, কেননা নগরে আমাদের গোষ্ঠীর এক যজ্ঞ আছে, এবং আমার ভ্রাতাই আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আমি গিয়া আমার জ্ঞাতিদিগকে দেখিয়া আসি। এই জন্য সে রাজার ৩০ মেজে আইসে নাই। তখন যোনাথনের প্রতি শৌলের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, তিনি তাঁহাকে কহিলেন, অরে বক্রশীলা বিদ্রোহিণী স্ত্রীর পুত্র, আমি কি জানি না যে, তুই আপনার লজ্জা ও মাতার আবরণীয়ের লজ্জা জন্মাইতে যিশয়ের ৩১ পুত্রকে মনোনীত করিয়াছিস্? ফলে যিশয়ের পুত্র যাবৎ ভূতলে থাকিবে, তাবৎ তুই স্থির থাকিবি না, তোর রাজ্যও স্থির থাকিবে না। অতএব এখন লোক পাঠাইয়া তাহাকে আমার কাছে আন্, কেননা সে মৃত্যুর সন্তান। ৩২ তাহাতে যোনাথন উত্তর করিয়া আপন পিতা শৌলকে কহিলেন, সে কেন হত ৩৩ হইবে? সে কি করিয়াছে? তখন শৌল তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য তাঁহার দিকে আপন বড়শা নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে যোনাথন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতা দায়ূদকে বধ করিতে মনস্থ ৩৪ করিয়াছেন। তখন যোনাথন মহাক্রুদ্ধ হইয়া মেজ হইতে উঠিলেন, মাসের দ্বিতীয় দিবসে আহার করিলেন না; কেননা দায়ূদের জন্য তাঁহার দুঃখ হইল,

কারণ তাঁহার পিতা তাঁহার অপমান করিয়াছিলেন।

৩৫ পরে প্রাতঃকালে যোনাথন একটী ক্ষুদ্র বালককে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রে, দায়ূদের সহিত যে স্থান নিরূপিত হইয়াছিল, ৩৬ তথায় গেলেন। পরে তিনি বালকটীকে কহিলেন, আমি যে কয়েকটী তীর নিক্ষেপ করিব, তুমি দৌড়িয়া গিয়া তাহা কুড়াইয়া আন। তাহাতে বালকটী দৌড়িলে তিনি তাহার ওদিকে পড়িবার মত তীর নিক্ষেপ ৩৭ করিলেন। আর বালকটী যোনাথনের নিক্ষিপ্ত তীরের কাছে উপস্থিত হইলে যোনাথন বালকটীকে ডাকিয়া কহিলেন, ৩৮ তোমার ওদিকে কি তীর নাই? আবার যোনাথন বালককে ডাকিয়া কহিলেন, শীঘ্র দৌড়িয়া আইস, বিলম্ব করিও না। তখন যোনাথনের সেই বালক তীরগুলি কুড়াইয়া লইয়া আপন কর্ত্তার কাছে ৩৯ আসিল। কিন্তু বালকটী কিছুই বুঝিল না, কেবল যোনাথন ও দায়ূদ সেই ৪০ বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। পরে যোনাথন আপন তীর ধনুকাদি বালকটীকে দিয়া কহিলেন, এগুলি নগরে লইয়া যাও।

৪১ বালকটী যাইবামাত্র দায়ূদ দক্ষিণ-দিক্‌স্থ কোন স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া তিন বার ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন, এবং তাঁহারা দুই জনে পরস্পর চুম্বন ও রোদন করিলেন, কিন্তু দায়ূদ অধিক রোদন করিলেন। ৪২ পরে যোনাথন দায়ূদকে কহিলেন, কুশলে যাও, আমরা ত দুই জন সদাপ্রভুর নামে এই দিব্য করিয়াছি যে, সদাপ্রভু যুগে যুগে আমার ও তোমার মধ্যবর্ত্তী, এবং আমার বংশের ও তোমার বংশের মধ্যবর্ত্তী থাকিবেন। পরে তিনি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, আর যোনাথন নগরে চলিয়া গেলেন।

নোব, গাৎ ও অদুল্লমে দায়ূদের পলায়ন।

২১ পরে দায়ূদ নোবে অহীমেলক যাজকের নিকটে উপস্থিত হইলেন; আর অহীমেলক কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাঁহাকে কহিলেন, আপনি একা কেন? আপনার ২ সঙ্গে কেহ নাই কেন? দায়ূদ অহীমেলক যাজককে কহিলেন, রাজা একটী কর্ম্মের ভার দিয়া আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করিলাম ও যাহা আদেশ করিলাম, তাহার কিছুই যেন কেহ না জানে; আর আমি নিজের সঙ্গী যুবকদিগকে অমুক অমুক স্থানে ৩ আসিতে বলিয়াছি। এখন আপনার কাছে কি আছে? পাঁচখানা রুটী হউক, কিম্বা যাহা থাকে, আমার হাতে দিউন। ৪ যাজক দায়ূদকে উত্তর করিলেন, আমার কাছে সাধারণ রুটী নাই, কেবল পবিত্র রুটী আছে—যদি সেই যুবকেরা কেবল ৫ স্ত্রী হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। দায়ূদ যাজককে উত্তর দিলেন, সত্যই তিন দিন আমাদের হইতে স্ত্রীলোক পৃথক্ রহিয়াছে; আমি যখন বাহির হইয়া আসি, তখন যাত্রা সাধারণ হইলেও যুবকদিগের পাত্র সকল পবিত্র ছিল; অতএব অদ্য তাহাদের পাত্র সকল ৬ আরও কত না পবিত্র। তখন যাজক তাঁহাকে পবিত্র রুটী দিলেন; কেননা সেই স্থানে অন্য রুটী ছিল না, কেবল উহা তুলিয়া লইবার দিনে তপ্ত রুটী রাখিবার জন্য যে দর্শন-রুটী সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে স্থানান্তরীকৃত হইয়াছিল,

৭ তাহাই মাত্র ছিল। সেই দিন শৌলের দাসগণের মধ্যে ইদোমীয় দোয়েগ নামে এক জন সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নিবদ্ধ হইয়া সেই স্থানে ছিল, সে শৌলের প্রধান পশুপালক।

৮ পরে দায়ূদ অহীমেলককে কহিলেন, এই স্থানে আপনার কাছে কি বড়শা বা খড়্গ নাই? কেননা রাজকার্য্যের তাড়াতাড়িতে আমি আপন খড়্গ বা অস্ত্র সঙ্গে ৯ আনি নাই। যাজক কহিলেন, এলা তলভূমিতে আপনি যাহাকে বধ করিয়াছিলেন, সেই পলেষ্টীয় গলিয়াতের খড়্গ আছে; দেখুন, ইহা এফোদের পশ্চাদ্দিকে এখানে কাপড়ে জড়ান আছে; ইহা যদি লইতে চাহেন, লউন, কেননা ইহা ছাড়া আর কোন খড়্গ এখানে নাই। দায়ূদ কহিলেন, সেখানির তুল্য আর নাই; সেখানি আমাকে দিউন।

১০ পরে দায়ূদ উঠিয়া সেই দিন শৌলের ভয়ে পলাইয়া গাতের রাজা আখীশের ১১ কাছে গেলেন। তাহাতে আখীশের দাসগণ তাঁহাকে কহিল, এ ব্যক্তি কি দেশের রাজা দায়ূদ নয়? লোকেরা কি নাচিতে নাচিতে উহার বিষয় পরস্পর গাহিয়া বলে নাই,

"শৌল বধিলেন সহস্র সহস্র,
আর দায়ূদ বধিলেন অযুত অযুত"?

১২ আর দায়ূদ সে কথা মনে রাখিলেন, এবং গাতের রাজা আখীশ হইতে অতিশয় ১৩ ভীত হইলেন। আর তিনি উহাদের সাক্ষাতে বুদ্ধির বৈকল্য দেখাইলেন; তিনি তাহাদের কাছে ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, দ্বারের কবাট আঁচড়াইতেন, ও আপন দাড়ির উপরে লালা ১৪ ক্ষরিতে দিতেন। তখন আখীশ আপন দাসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা দেখিতে পাইতেছ, এ ক্ষিপ্ত; তবে ইহাকে আমার নিকটে কেন আনিলে? ১৫ আমার কি ক্ষিপ্ত লোকের অভাব আছে যে, তোমরা ইহাকে আমার কাছে ক্ষিপ্তের ব্যবহার করিতে আনিয়াছ? এ কি আমার গৃহে আসিবে?

২২ পরে দায়ূদ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অদুল্লম গুহাতে পলাইয়া গেলেন; আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও তাঁহার সমস্ত পিতৃকুল তাহা শুনিয়া সেই স্থানে তাঁহার নিকটে ২ নামিয়া গেল। আর ক্লিষ্ট, ঋণী ও তিক্তপ্রাণ সমস্ত লোক তাঁহার নিকটে একত্র হইল, আর তিনি তাহাদের সেনাপতি হইলেন; এইরূপে অনুমান চারি শত লোক তাঁহার সঙ্গী হইল।

৩ পরে দায়ূদ তথা হইতে মোয়াবের মিস্পীতে গিয়া মোয়াব-রাজকে কহিলেন, বিনয় করি, ঈশ্বর আমার প্রতি কি করিবেন, তাহা যে পর্য্যন্ত আমি জ্ঞাত না হই, তাবৎ আমার পিতামাতা আসিয়া আপনা- ৪ দের কাছে থাকুন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে মোয়াব-রাজের সম্মুখে আনিলেন; আর যাবৎ দায়ূদ সেই দুর্গম স্থানে থাকিলেন, তাবৎ তাঁহারা ঐ রাজার সহিত বাস করিলেন।

৫ পরে গাদ ভাববাদী দায়ূদকে কহিলেন, তুমি আর এই দুর্গম স্থানে থাকিও না, প্রস্থান করিয়া যিহূদা দেশে যাও। তখন দায়ূদ যাত্রা করিয়া হেরৎ বনে উপস্থিত হইলেন।

শৌলের আজ্ঞায় যাজকদের বধ।

৬ পরে শৌল শুনিতে পাইলেন যে, দায়ূদের ও তাঁহার সঙ্গীদের উদ্দেশ

পাওয়া গিয়াছে সেই সময়ে শৌল শল্যহস্তে গিবিয়ায়, রামাস্থ ঝাউ গাছের তলে বসিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার চারিদিকে তাঁহার সমস্ত দাস দাঁড়াইয়াছিল। ৭ তখন শৌল আপনার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আপন দাসগণকে কহিলেন, হে বিন্যামীনীয়েরা, শ্রবণ কর। যিশয়ের পুত্র কি তোমাদের প্রত্যেক জনকেই ক্ষেত্র ও দ্রাক্ষার উদ্যান দিবে? সে কি তোমাদের সকলকেই সহস্রপতি ও শতপতি ৮ করিবে? এই জন্য তোমরা সকলে কি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছ? যিশয়ের পুত্রের সহিত আমার পুত্র যে নিয়ম করিয়াছে, তাহা কেহ আমার কর্ণগোচর করে নাই; এবং আমার পুত্র অদ্যকার মত আমার বিরুদ্ধে ঘাঁটি বসাইবার জন্য আমার দাসকে যে উস্কাইয়া দিয়াছে, ইহাতেও তোমাদের মধ্যে কেহ আমার জন্য দুঃখিত হয় নাই বা আমাকে ৯ তাহা জ্ঞাত করে নাই। তখন ইদোমীয় দোয়েগ—যে শৌলের দাসগণের নিকটে দাঁড়াইয়াছিল—সে উত্তর করিল, আমি নোবে অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের নিকটে যিশয়ের পুত্রকে যাইতে দেখিয়া- ১০ ছিলাম। সেই ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ও তাহাকে খাদ্য দ্রব্য দিয়াছিল, এবং পলেষ্টীয় গলিয়াতের খড়্গ তাহাকে দিয়াছিল।

১১ তখন রাজা লোক পাঠাইয়া অহীটূবের পুত্র অহীমেলক যাজককে ও তাঁহার সমস্ত পিতৃকুলকে, নোবনিবাসী যাজকদিগকে ডাকাইলেন; আর তাঁহারা ১২ সকলে রাজার নিকটে আসিলেন। তখন শৌল কহিলেন, হে অহীটূবের পুত্র, শুন। তিনি উত্তর করিলেন, হে আমার প্রভু, ১৩ দেখুন, এই আমি। শৌল তাঁহাকে কহিলেন, তুমি ও যিশয়ের পুত্র আমার বিরুদ্ধে কেন চক্রান্ত করিলে? সে যেন অদ্যকার মত আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া ঘাঁটি বসায়, সেই জন্য তুমি তাহাকে রুটী ও খড়্গ দিয়াছ, এবং তাহার জন্য ঈশ্বরের ১৪ কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। অহীমেলক রাজাকে উত্তর করিলেন, আপনার সমস্ত দাসের মধ্যে কে দায়ূদের তুল্য বিশ্বস্ত? তিনি ত মহারাজের জামাতা, আপনার গুপ্ত মন্ত্রণা জানিবার অধিকারী, ও ১৫ আপনার বাটীতে সম্ভ্রান্ত। আমি কি এই প্রথম বার তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছি? কখনই নয়; মহারাজ আপনার এই দাসকে ও আমার সমস্ত পিতৃকুলকে দোষ দিবেন না, কেননা আপনার দাস এ বিষয়ের অল্প কি অধিক কিছুমাত্র জ্ঞাত নহে। ১৬ কিন্তু রাজা কহিলেন, হে অহীমেলক, তোমাকে ও তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে ১৭ মরিতে হইবে। তখন রাজা আপনার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ধাবকগণকে কহিলেন, তোমরা ফিরিয়া দাঁড়াও, সদাপ্রভুর এই যাজকগণকে বধ কর; কেননা ইহারাও দায়ূদের সাহায্য করে, এবং তাহার পলায়নের কথা জানিয়াও আমার কর্ণগোচর করে নাই। কিন্তু সদাপ্রভুর যাজকদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য হস্ত বিস্তার করিতে রাজার দাসগণ সম্মত ১৮ হইল না। পরে রাজা দোয়েগকে কহিলেন, তুমি ফিরিয়া এই যাজকগণকে আক্রমণ কর। তখন ইদোমীয় দোয়েগ ফিরিয়া দাঁড়াইল, ও যাজকগণকে আক্রমণ করিয়া সেই দিবসে মসীনা-সূত্রের

এফোদ পরিধায়ী পঁচাশী জনকে বধ
১৯ করিল। পরে সে খড়্‌গধারে যাজকদের নোব নগরে আঘাত করিল; সে স্ত্রী, পুরুষ, বালকবালিকা ও স্তন্যপায়ী শিশু এবং গোরু, গর্দ্দভ ও মেষ সকল খড়্‌গধারে বধ করিল।

২০ ঐ সময়ে অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের একটী মাত্র পুত্র রক্ষা পাইলেন; তাঁহার নাম অবিয়াথর; তিনি দায়ূদের কাছে
২১ পলাইয়া গেলেন। অবিয়াথর দায়ূদকে এই সংবাদ দিলেন যে, শৌল সদাপ্রভুর
২২ যাজকগণকে বধ করিয়াছেন। দায়ূদ অবিয়াথরকে কহিলেন, ইদোমীয় দোয়েগ সে স্থানে থাকাতে আমি সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম যে, সে নিশ্চয়ই শৌলকে সংবাদ দিবে। আমিই তোমার পিতৃকুলের সমস্ত প্রাণীর বধের কারণ।
২৩ তুমি আমার সহিত থাক, ভীত হইও না; কেননা যে আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করে; সেই তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি সুরক্ষিত থাকিবে।

দায়ূদের প্রতি শৌলের তাড়না ও শৌলের প্রতি দায়ূদের দয়া।

২৩ আর লোকেরা দায়ূদকে এই সংবাদ দিল, দেখ, পলেষ্টীয়েরা কিয়ীলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, আর খামার সকলের শস্য
২ লুটিতেছে। তখন দায়ূদ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি গিয়া ঐ পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিব? সদাপ্রভু দায়ূদকে কহিলেন, যাও, সেই পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত কর, ও কিয়ীলা
৩ রক্ষা কর। দায়ূদের লোকেরা তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আমাদের এই যিহূদা দেশে থাকাই ভয়ের বিষয়; তবে কিয়ীলাতে পলেষ্টীয়দের সৈন্যগণের বিরুদ্ধে যাওয়া আরও কত না ভয়ের বিষয়?
৪ তখন দায়ূদ পুনর্ব্বার সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন; আর সদাপ্রভু উত্তর করিলেন, উঠ, কিয়ীলাতে যাও, কেননা আমি পলেষ্টীয়দিগকে তোমার হস্তে
৫ সমর্পণ করিব। তখন দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা কিয়ীলাতে গেলেন, এবং পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পশুগণকে লইয়া আসিলেন, আর তাহাদিগকে মহাসংহারে সংহার করিলেন; এইরূপে দায়ূদ কিয়ীলা-নিবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন।

৬ অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর যখন কিয়ীলাতে দায়ূদের নিকটে পলায়ন করেন, তখন তিনি এক এফোদ হস্তে করিয়া আসিয়াছিলেন।

৭ পরে দায়ূদ কিয়ীলাতে আসিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া শৌল কহিলেন, ঈশ্বর তাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, কেননা দ্বার ও অর্গলযুক্ত নগরে
৮ প্রবেশ করাতে সে আবদ্ধ হইয়াছে। পরে দায়ূদকে ও তাঁহার লোকদিগকে অবরোধ করিবার জন্য শৌল যুদ্ধার্থে কিয়ীলাতে যাইবার নিমিত্ত সমস্ত লোককে ডাকি-
৯ লেন। দায়ূদ জানিতে পারিলেন যে, শৌল তাঁহার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিতেছেন, তাই তিনি অবিয়াথর যাজককে কহিলেন, এই স্থানে এফোদ আন।
১০ পরে দায়ূদ কহিলেন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, শৌল কিয়ীলাতে আসিয়া আমার নিমিত্ত এই নগর উচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তোমার দাস আমি
১১ ইহা শুনিলাম। কিয়ীলার গৃহস্থেরা কি

তাঁহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিবে? তোমার দাস আমি যেরূপ শুনিলাম, সেইরূপ শৌল কি আসিবেন? হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বিনয় করি, ১২ তোমার দাসকে তাহা বল। সদাপ্রভু কহিলেন, সে আসিবে। দায়ূদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিয়ীলার গৃহস্থেরা কি আমাকে ও আমার লোকদিগকে শৌলের হস্তে সমর্পণ করিবে? সদাপ্রভু কহিলেন, সমর্পণ করিবে।

১৩ তখন দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা, অনুমান ছয় শত লোক, উঠিয়া কিয়ীলা হইতে বাহির হইয়া যে কোন স্থানে যাইতে পারিলেন, গেলেন; আর শৌলকে যখন বলা হইল যে, দায়ূদ কিয়ীলা হইতে পলাইয়া গিয়াছে, তখন তিনি যাইতে ১৪ ক্ষান্ত হইলেন। পরে দায়ূদ প্রান্তরে নানা দুরাক্রম স্থানে বাস করিলেন, সীফ প্রান্তরে পাহাড় অঞ্চলে রহিলেন। আর শৌল প্রতিদিন তাঁহার অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ ১৫ করিলেন না। আর দায়ূদ দেখিলেন যে, শৌল আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় বাহির হইয়া আসিয়াছেন। তৎকালে ১৬ দায়ূদ সীফ প্রান্তরে বনে ছিলেন। আর শৌলের পুত্র যোনাথন উঠিয়া বনে দায়ূদের নিকটে গিয়া ঈশ্বরেতে তাঁহার ১৭ হস্ত সবল করিলেন। আর তিনি তাঁহাকে কহিলেন, ভয় করিও না, আমার পিতা শৌলের হস্ত তোমাকে পাইবে না, আর তুমি ইস্রায়েলের উপরে রাজা হইবে, এবং আমি তোমার দ্বিতীয় হইব, ইহা আমার পিতা শৌলও ১৮ জানেন। পরে তাঁহারা দুই জন সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করিলেন। আর দায়ূদ বনে থাকিলেন; কিন্তু যোনাথন গৃহে গেলেন।

১৯ পরে সীফীয়েরা গিবিয়াতে শৌলের নিকটে গিয়া কহিল, দায়ূদ কি আমাদের নিকটে মরুভূমির দক্ষিণে হখীলা পাহাড়ের বনে কোন দুরাক্রম স্থানে লুকাইয়া নাই? ২০ অতএব হে রাজন্! নামিয়া আসিবার জন্য আপনার প্রাণে যত ইচ্ছা, তদনুসারে নামিয়া আইসুন; রাজার হস্তে তাহাকে ২১ সমর্পণ করা আমাদের কাজ। শৌল কহিলেন, তোমরা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হও, কেননা তোমরা আমার প্রতি ২২ কৃপা করিলে। তোমরা যাও, আরও সন্ধান কর, জ্ঞাত হও, দেখিয়া লও, তাহার পা রাখিবার স্থান কোথায়? আর সেখানে তাহাকে কে দেখিয়াছে? কেননা দেখ, লোকে আমাকে বলিয়াছে, সে ২৩ অতিশয় চাতুরীর সহিত চলে। অতএব যে সমস্ত গুপ্ত স্থানে সে লুকাইয়া থাকে, তাহার কোন্ স্থানে সে আছে, তাহা দেখ, লক্ষ্য কর, পরে আমার নিকটে আবার নিশ্চয় সমাচার লইয়া আইস, আসিলে আমি তোমাদের সহিত যাইব; সে যদি দেশে থাকে, তবে আমি যিহূদার সমস্ত সহস্রের মধ্যে তাহার সন্ধান করিব। ২৪ তাহাতে তাহারা উঠিয়া শৌলের অগ্রে সীফে গেল; কিন্তু দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা মরুভূমির দক্ষিণে অরাবায়, ২৫ মায়োন প্রান্তরে, ছিলেন। পরে শৌল ও তাঁহার লোকেরা তাঁহার অন্বেষণে গেলেন, আর লোকেরা দায়ূদকে তাহার সংবাদ দিলে তিনি শৈলে নামিয়া আসিলেন, এবং মায়োন প্রান্তরে রহিলেন। তাহা শুনিয়া শৌল মায়োন প্রান্তরে দায়ূদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া

২৬ গেলেন। আর শৌল পর্ব্বতের এক পার্শ্বে গেলেন, এবং দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা পর্ব্বতের অন্য পার্শ্বে গেলেন। আর দায়ূদ শৌলের ভয়ে স্থানান্তরে যাইবার জন্য ত্বরান্বিত হইলেন; কেননা তাঁহাকে ও তাঁহার লোকদিগকে ধরিবার জন্য শৌল আপন লোকদের সহিত
২৭ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক জন দূত শৌলের নিকটে আসিয়া কহিল, আপনি শীঘ্র আইস্থন, কেননা পলেষ্টীয়েরা দেশ আক্রমণ করিয়াছে।
২৮ তখন শৌল দায়ূদের পশ্চাৎ ধাবন হইতে ফিরিয়া পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এই নিমিত্ত সেই স্থানের নাম সেলা-হম্মলকোৎ [রক্ষা-
২৯ শৈল] হইল। পরে দায়ূদ তথা হইতে উঠিয়া গিয়া ঐন্-গদীস্থ নানা দুরাক্রম স্থানে বাস করিলেন।

২৪ পরে শৌল পলেষ্টীয়দের পশ্চাদগমন হইতে ফিরিয়া আসিলে লোকে তাঁহাকে এই সংবাদ দিল, দেখুন, দায়ূদ ঐন্-
২ গদীর প্রান্তরে আছে। তাহাতে শৌল সমস্ত ইস্রায়েল হইতে মনোনীত তিন সহস্র লোক লইয়া বনচ্ছাগের শৈল সকলের উপরে দায়ূদের ও তাঁহার লোকদের অন্বেষণে গমন করিলেন।
৩ পথের মধ্যে তিনি মেষবাথানে উপস্থিত হইলেন; তথায় এক গুহা ছিল; আর শৌল পা ঢাকিবার জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা সেই গুহার অন্তঃপ্রদেশে বসিয়াছিলেন।
৪ তখন দায়ূদের লোকেরা তাঁহাকে কহিল, দেখুন, এ সেই দিন, যে দিনের বিষয়ে সদাপ্রভু আপনাকে বলিয়াছেন, দেখ, আমিই তোমার শত্রুকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তখন তুমি তাহার প্রতি যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করিবে। তাহাতে দায়ূদ উঠিয়া গুপ্তরূপে শৌলের বস্ত্রের অগ্রভাগ কাটিয়া লইলেন। তৎপরে, শৌলের বস্ত্রের অঞ্চল ছেদন করাতে দায়ূদের অন্তঃকরণ ধুক্ ধুক্
৬ করিতে লাগিল; আর তিনি আপন লোকদিগকে কহিলেন, আমার প্রভুর প্রতি, সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি এমন কর্ম্ম করিতে, তাঁহার বিরুদ্ধে আমার হস্ত বিস্তার করিতে সদাপ্রভু আমাকে না দিউন; কেননা তিনি সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তি। এইরূপ কথা দ্বারা দায়ূদ আপন লোকদিগকে শাসন করিলেন, শৌলের বিরুদ্ধে উঠিতে দিলেন না। পরে শৌল উঠিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া আপন পথে গমন করিলেন।

তৎপরে দায়ূদও উঠিয়া গুহা হইতে বাহির হইলেন, এবং শৌলের পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া কহিলেন, হে আমার প্রভু মহারাজ; আর শৌল পশ্চাতে দৃষ্টি করিলে দায়ূদ ভূমিতে মস্তক নমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন। আর দায়ূদ শৌলকে কহিলেন, মানুষের এমন কথা আপনি কেন শুনেন যে, দেখুন, দায়ূদ আপনার
১০ অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে? দেখুন, আপনি অদ্য চাক্ষুষ দেখিতেছেন, অদ্য এই গুহার মধ্যে সদাপ্রভু আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং কেহ আপনাকে বধ করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু আপনার উপরে আমার মমতা হইল, আমি কহিলাম, আমার প্রভুর বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিব না, কেননা তিনি
১১ সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তি। আর হে আমার পিতঃ, দেখুন; হাঁ, আমার হস্তে

আপনার বস্ত্রের এই অঞ্চল দেখুন; কেননা আমি আপনার বস্ত্রের অগ্রভাগ কাটিয়া লইয়াছি, তথাপি আপনাকে বধ করি নাই, ইহাতে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আমি হিংসায় কি অধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি নাই, এবং আপনার বিরুদ্ধে পাপ করি নাই; তথাপি আপনি আমার প্রাণ হরণ করিবার জন্য মৃগয়া ১২ করিতেছেন। সদাপ্রভু আমার ও আপনার মধ্যে বিচার করিবেন, আপনার কৃত অন্যায় হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন, কিন্তু আমার হস্ত আপনার বিরুদ্ধ হইবে ১৩ না। প্রাচীনদের প্রবাদে বলে, "দুষ্টদেরই হইতে দুষ্টতা জন্মে," কিন্তু আমার হস্ত আপনার বিরুদ্ধ হইবে না। ১৪ ইস্রায়েলের রাজা কাহার পশ্চাতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন? আপনি কাহার পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া আসিতেছেন? একটা মৃত কুকুরের পশ্চাতে, ১৫ একটা পিশুর পশ্চাতে। কিন্তু সদাপ্রভু বিচারকর্ত্তা হউন, তিনি আমার ও আপনার মধ্যে বিচার করুন; আর তিনি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আমার বিবাদ নিষ্পত্তি করুন, এবং আপনার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করুন।

১৬ দায়ূদ শৌলের কাছে এই সকল কথা সাঙ্গ করিলে শৌল জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার বৎস দায়ূদ, এ কি তোমার স্বর? আর শৌল উচ্চৈঃস্বরে রোদন ১৭ করিলেন। পরে তিনি দায়ূদকে কহিলেন, আমা অপেক্ষা তুমি ধার্ম্মিক, কেননা তুমি আমার মঙ্গল করিয়াছ, কিন্তু আমি ১৮ তোমার অমঙ্গল করিয়াছি। তুমি আমার প্রতি কেমন মঙ্গল ব্যবহার করিয়া আসিতেছ, তাহা অদ্য দেখাইলে; সদাপ্রভু আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলেও তুমি আমাকে বধ করিলে না। ১৯ মনুষ্য আপন শত্রুকে পাইলে কি তাহাকে মঙ্গলের পথে ছাড়িয়া দেয়? অদ্য তুমি আমার প্রতি যাহা করিলে, তাহার প্রতিশোধে সদাপ্রভু তোমার মঙ্গল ২০ করুন। এখন দেখ, আমি জানি, তুমি অবশ্যই রাজা হইবে, আর ইস্রায়েলের রাজ্য তোমার হস্তে স্থির থাকিবে। ২১ অতএব এখন সদাপ্রভুর নামে আমার কাছে দিব্য কর যে, তুমি আমার পরে আমার বংশ উচ্ছিন্ন করিবে না, ও আমার পিতৃকুল হইতে আমার নাম ২২ লোপ করিবে না। তখন দায়ূদ শৌলের নিকটে দিব্য করিলেন। পরে শৌল বাটী চলিয়া গেলেন, কিন্তু দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা দুরাক্রম স্থানে উঠিয়া গেলেন।

শমূয়েলের মৃত্যু। নাবলের বিবরণ।

২৫ পরে শমূয়েলের মৃত্যু হইল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল একত্র হইয়া তাঁহার জন্য শোক করিল, আর রামায় তাঁহার বাটীতে তাঁহার কবর দিল। পরে দায়ূদ উঠিয়া পারণ প্রান্তরে গমন করিলেন।

২ তৎকালে মায়োনে এক ব্যক্তি ছিল, কর্ম্মিলে তাহার বিষয়-আশয় ছিল; সে অতি বড় মানুষ; তাহার তিন সহস্র মেষ ও এক সহস্র ছাগী ছিল। সেই ব্যক্তি কর্ম্মিলে আপন মেষদিগের লোম ৩ ছেদন করিতেছিল। সেই পুরুষের নাম নাবল ও তাহার স্ত্রীর নাম অবীগল; ঐ স্ত্রী সুবুদ্ধি ও সুবদনা, কিন্তু ঐ পুরুষ কঠিন ও দুর্বৃত্ত ছিল; সে কালেবের বংশজাত।

৪ আর নাবল আপন মেষগণের লোম ছেদন করিতেছে, দায়ূদ প্রান্তরে এই ৫ কথা শুনিলেন। পরে দায়ূদ দশ জন যুবককে পাঠাইলেন ; দায়ূদ সেই যুবকদিগকে কহিলেন, তোমরা কর্ম্মিলে উঠিয়া নাবলের কাছে যাও, এবং আমার নামে ৬ তাহাকে মঙ্গলবাদ কর ; আর তাহাকে এই কথা বল, চিরজীবী হউন ; আপনার কুশল, আপনার বাটীর কুশল, ও আপনার ৭ সর্ব্বস্বের কুশল হউক। সম্প্রতি আমি শুনিলাম, আপনার কাছে লোমচ্ছেদকগণ আছে ; ইতিমধ্যে আপনার মেষপালকগণ আমাদের সহিত ছিল, আমরা তাহাদের অপকার করি নাই ; এবং যাবৎ তাহারা কর্ম্মিলে ছিল, তাবৎ তাহাদের কিছুই ৮ হারায়ও নাই। আপনার যুবকদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা আপনাকে বলিবে ; অতএব এই যুবকগণের প্রতি আপনার অনুগ্রহদৃষ্টি হউক, কেননা আমরা শুভ দিনে আসিলাম। বিনয় করি, আপন দাসদিগকে ও আপন পুত্র দায়ূদকে, যাহা আপনার হাতে উঠে, দান করুন।

৯ তখন দায়ূদের যুবকগণ গিয়া দায়ূদের নাম করিয়া নাবলকে সেই সকল কথা কহিল, পরে তাহারা চুপ করিয়া রহিল।
১০ নাবল উত্তর করিয়া দায়ূদের দাসদিগকে কহিল, দায়ূদ কে? যিশয়ের পুত্র কে? এই সময়ে অনেক দাস আপন আপন প্রভু হইতে পৃথক্ হইয়া বেড়াইতেছে।
১১ আমি কি আপনার রুটী, জল ও আপন মেষ-লোমচ্ছেদকদের জন্য সে সকল পশু মারিয়াছি, তাহাদের মাংস লইয়া অজ্ঞাত
১২ কোথাকার লোকদিগকে দিব? তখন দায়ূদের যুবকগণ মুখ ফিরাইয়া আপনাদের পথে চলিয়া আসিল, এবং তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া ঐ সমস্ত কথা
১৩ তাঁহাকে বলিল। তখন দায়ূদ আপন লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা প্রত্যেক জন খড়্গ বাঁধ। তাহাতে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন খড়্গ বাঁধিল, এবং দায়ূদও আপন খড়্গ বাঁধিলেন। পরে দায়ূদের পশ্চাতে অনুমান চারি শত লোক গেল, এবং দ্রব্যসামগ্রী রক্ষার্থে দুই শত লোক রহিল।

১৪ ইতিমধ্যে যুবকদের এক জন নাবলের স্ত্রী অবীগলকে সংবাদ দিয়া কহিল, দেখুন, দায়ূদ আমাদের কর্ত্তাকে মঙ্গলবাদ করিতে প্রান্তর হইতে দূতগণকে পাঠাইয়াছিলেন, আর তিনি তাহাদিগকে
১৫ লাঞ্ছনা করিলেন। কিন্তু সেই লোকেরা আমাদের পক্ষে বড় ভালই ছিল ; যখন আমরা মাঠে ছিলাম, তখন যাবৎ তাহাদের সঙ্গে ছিলাম, তাবৎ আমাদের অপকার
১৬ হয় নাই, কিছুই হারায়ও নাই। আমরা যত দিন তাহাদের কাছে থাকিয়া মেষ রক্ষা করিতেছিলাম, তাহারা দিবারাত্র আমাদের চারিদিকে প্রাচীরস্বরূপ ছিল।
১৭ অতএব এখন আপনার কি কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করিয়া বুঝুন, কেননা আমাদের কর্ত্তার ও তাঁহার সমস্ত কুলের বিরুদ্ধে অমঙ্গল স্থির হইয়াছে ; কিন্তু তিনি এমন পাষণ্ড যে, তাঁহাকে কোন কথা কহিতে পারা যায় না।

১৮ তখন অবীগল শীঘ্র দুই শত রুটী, দুই কুপা দ্রাক্ষারস, পাঁচটা প্রস্তুত মেষ, পাঁচ কাঠা ভাজা শস্য, এক শত গুচ্ছ শুষ্ক দ্রাক্ষাফল ও দুই শত ডুমুর-চাক
১৯ লইয়া গর্দ্দভের উপরে চাপাইল। আর সে আপন চাকরদিগকে কহিল, তোমরা

আমার অগ্রে অগ্রে চল, দেখ, আমি তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছি। কিন্তু সে আপন স্বামী নাবলকে তাহা ২০ জানাইল না। পরে সে গর্দ্দভে চড়িয়া পর্ব্বতের অন্তরাল দিয়া নামিয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে দেখ, দায়ূদ আপন লোকদের সহিত তাহার সম্মুখে নামিয়া আসিলেন, তাহাতে সে তাঁহাদের সহিত ২১ মিলিল। দায়ূদ বলিয়াছিলেন, প্রান্তরস্থিত উহার সমস্ত বস্তু আমি বৃথাই রক্ষা করিয়াছি, উহার সমস্ত দ্রব্যের কিছুই হারায় নাই; আর সে উপকারের পরি- ২২ বর্ত্তে আমার অপকার করিয়াছে। যদি আমি উহার সম্পর্কীয় পুরুষদের মধ্যে এক জনকেও রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত অবশিষ্ট রাখি, তবে ঈশ্বর দায়ূদের শত্রুদের প্রতি অমুক ও ততোধিক দণ্ড ২৩ দিউন। পরে অবীগল দায়ূদকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি গর্দ্দভ হইতে নামিয়া দায়ূদের সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িয়া ২৪ ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন। আর তাঁহার চরণে পড়িয়া কহিলেন, হে আমার প্রভু, আমার উপরে, আমারই উপরে এই অপরাধ বর্ত্তুক। বিনয় করি, আপনার দাসীকে আপনার কর্ণগোচরে কথা কহিবার অনুমতি দিউন; আর আপনি আপনার দাসীর কথা শ্রবণ করুন। ২৫ বিনয় করি, আমার প্রভু সেই পাষণ্ডকে অর্থাৎ নাবলকে গণনার মধ্যে ধরিবেন না; তাহার যেমন নাম, সেও তেমনি। তাহার নাম নাবল [মূর্খ], তাহার অন্তরে মূর্খতা। কিন্তু আপনার এই দাসী আমি আমার প্রভুর প্রেরিত যুবকদিগকে দেখি ২৬ নাই। অতএব হে আমার প্রভু, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, সদাপ্রভুই আপনাকে রক্তপাতে লিপ্ত হইতে ও আপন হস্তে প্রতিশোধ লইতে বারণ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার শত্রুগণ ও যাহারা আমার প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহারা ২৭ নাবলের তুল্য হউক। এখন আপনার দাসী এই যে উপহার প্রভুর নিমিত্ত আনিয়াছে, ইহা প্রভুর পশ্চাদ্গামী যুবকদিগকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক। ২৮ বিনয় করি, আপনার দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন, কেননা সদাপ্রভু নিশ্চয়ই আমার প্রভুর কুল স্থির করিবেন; কারণ সদাপ্রভুরই জন্য আমার প্রভু যুদ্ধ করিতেছেন, যাবজ্জীবন আপনাতে কোন ২৯ অনিষ্ট দেখা যাইবে না। মনুষ্য উঠিয়া আপনার তাড়না ও প্রাণনাশের চেষ্টা করিলেও আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে আমার প্রভুর প্রাণ জীবন-বোচ্কাতে বদ্ধ থাকিবে, কিন্তু আপনার শত্রুদের প্রাণ তিনি ফিঙ্গার জালে দিয়া নিক্ষেপ ৩০ করিবেন। সদাপ্রভু আমার প্রভুর বিষয়ে যে সমস্ত মঙ্গলের কথা কহিয়াছেন, তাহা যখন সফল করিবেন, আপনাকে ইস্রায়েলের উপরে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ৩১ করিবেন, তখন অকারণে রক্তপাত করাতে কিম্বা আপনি প্রতিশোধ লওয়া হেতু আমার প্রভুর শোক বা হৃদয়ে বিঘ্ন জন্মিবে না। আর যখন সদাপ্রভু আমার প্রভুর মঙ্গল করিবেন, তখন আপনার ৩২ এই দাসীকে স্মরণ করিবেন। পরে দায়ূদ অবীগলকে কহিলেন, ধন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইতে তোমাকে প্রেরণ ৩৩ করিলেন। আর ধন্য তোমার সুবিচার, এবং ধন্যা তুমি, কারণ অদ্য তুমি রক্ত-

পাত ও স্বহস্তে প্রতিশোধ লইতে আমাকে ৩৪ নিবৃত্ত করিলে। কারণ তোমার হিংসা করিতে যিনি আমাকে বারণ করিয়াছেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যদি তুমি শীঘ্র না আসিতে, তবে নাবলের সম্পর্কীয় পুরুষদের মধ্যে এক জনও ৩৫ প্রভাত পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিত না। পরে দায়ূদ আপনার জন্য আনীত ঐ সকল দ্রব্য তাহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি কুশলে ঘরে যাও; দেখ, আমি তোমার রবে কর্ণপাত করিয়া তোমাকে গ্রাহ্য করিলাম।

৩৬ পরে অবীগল নাবলের নিকটে আসিল; আর দেখ, রাজভোজের মত তাহার গৃহে ভোজ হইতেছিল, এবং নাবল প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল, সে অতিশয় মত্ত হইয়াছিল; এই জন্য অবীগল রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের অল্প কি অধিক কিছুই ৩৭ তাহাকে কহিল না। কিন্তু প্রাতঃকালে নাবলের মত্ততা দূর হইলে তাহার স্ত্রী তাহাকে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল; তখন তাহার অন্তর মধ্যে হৃদয় ম্রিয়মাণ হইল, এবং সে প্রস্তরবৎ হইয়া পড়িল। ৩৮ আর দিন দশেক পরে সদাপ্রভু নাবলকে আঘাত করাতে সে মরিয়া গেল।

৩৯ পরে নাবল মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া দায়ূদ কহিলেন, ধন্য সদাপ্রভু, তিনি নাবলের হস্তে আমার দুর্নাম-বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তি করিলেন, এবং আপন দাসকে অনিষ্ট কার্য্য হইতে রক্ষা করিলেন; আর নাবলের হিংসা সদাপ্রভু তাহারই মস্তকে বর্ত্তাইলেন। পরে দায়ূদ লোক পাঠাইয়া অবীগলকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব তাহাকে জানাইলেন। ৪০ দায়ূদের দাসগণ কর্ম্মিলে অবীগলের নিকটে গিয়া তাহাকে কহিল, দায়ূদ আপনাকে বিবাহের জন্য লইয়া যাইতে আপনার নিকটে আমাদিগকে পাঠাইয়া-৪১ ছেন। তখন সে উঠিয়া উবুড় হইয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া কহিল, দেখুন, আপনার এই দাসী আমার প্রভুর দাসদের ৪২ পা ধোয়াইবার দাসী। পরে অবীগল শীঘ্র উঠিয়া গর্দ্দভে চড়িয়া আপনার পাঁচ জন অনুচরী যুবতীর সহিত দায়ূদের দূত-গণের পশ্চাতে গেল, গিয়া দায়ূদের স্ত্রী ৪৩ হইল। আর দায়ূদ যিষ্রিয়েলীয়া অহী-নোয়মকেও বিবাহ করিলেন; তাহাতে ৪৪ তাহারা উভয়েই তাঁহার স্ত্রী হইল। কিন্তু শৌল মীখল নামে আপন কন্যা দায়ূদের স্ত্রীকে লইয়া গল্লীম-নিবাসী লয়িশের পুত্র পল্‌টিকে দিয়াছিলেন।

শৌলের দৌরাত্ম্য। তাঁহার প্রতি দায়ূদের দয়া।

২৬ পরে সীফীয়েরা গিবিয়াতে শৌলের নিকটে গিয়া কহিল, দায়ূদ কি মরুভূমির সম্মুখস্থ হখীলা পাহাড়ে লুকাইয়া নাই? ২ তখন শৌল উঠিলেন ও সীফ প্রান্তরে দায়ূদের অন্বেষণার্থে ইস্রায়েলের তিন সহস্র মনোনীত লোককে সঙ্গে লইয়া ৩ সীফ প্রান্তরে নামিয়া গেলেন। আর শৌল মরুভূমির সম্মুখস্থ হখীলা পাহাড়ে পথের পার্শ্বে শিবির স্থাপন করিলেন। কিন্তু দায়ূদ প্রান্তর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন; আর তিনি দেখিতে পাইলেন, শৌল তাঁহার পশ্চাতে প্রান্তরে ৪ আসিতেছেন। তখন দায়ূদ চর পাঠাইয়া, শৌল নিশ্চয় আসিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত ৫ হইলেন। পরে দায়ূদ উঠিয়া শৌলের

শিবির-স্থানের নিকটে গেলেন, এবং দায়ূদ, শৌলের ও তাঁহার সেনাপতি নেরের পুত্র অব্নেরের শয়ন-স্থান দেখিলেন; শৌল শকটমণ্ডলের মধ্যে শুইয়াছিলেন, এবং লোকেরা তাঁহার চারিদিকে ৬ ছাউনি করিয়াছিল। পরে দায়ূদ হিত্তীয় অহীমেলককে ও সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয়কে বলিলেন, ঐ শিবিরে শৌলের নিকটে আমার সঙ্গে কে নামিয়া যাইবে? অবীশয় কহিলেন, আমি ৭ আপনার সঙ্গে যাইব। পরে রাত্রিকালে দায়ূদ ও অবীশয় লোকদের নিকটে আসিলেন, আর দেখ, শৌল শকটমণ্ডলের মধ্যে নিদ্রিত আছেন, তাঁহার শিয়রের কাছে তাঁহার বড়শা ভূমিতে পোঁতা, এবং চারিদিকে অব্নের ও সমস্ত লোক শুইয়া ৮ আছে। তখন অবীশয় দায়ূদকে কহিলেন, অদ্য ঈশ্বর আপনার শত্রুকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব এখন বিনয় করি, বড়শা দ্বারা উহাঁকে এক আঘাতে ভূমির সহিত গাঁথিবার অনুমতি দিউন, আমি উহাঁকে দুই ৯ বার আঘাত করিব না। কিন্তু দায়ূদ অবীশয়কে কহিলেন, উহাঁকে বিনষ্ট করিও না; কেননা সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কে হস্ত বিস্তার করিয়া ১০ নির্দ্দোষ হইতে পারে? দায়ূদ আরও কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, সদাপ্রভুই উহাঁকে আঘাত করিবেন, কিম্বা উহাঁর দিন উপস্থিত হইলে উনি মরিবেন, কিম্বা সংগ্রামে গিয়া হত হইবেন। ১১ আমি যে সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করি, সদাপ্রভু এমন না করুন; কিন্তু উহাঁর শিয়রের নিকটস্থ বড়শা ও জলের ভাঁড় তুলিয়া লইয়া আইস; পরে আমরা চলিয়া যাইব। ১২ এইরূপে দায়ূদ শৌলের শিয়র হইতে তাঁহার বড়শা ও জলের ভাঁড় লইলেন, আর চলিয়া গেলেন, কিন্তু কেহ তাহা দেখিল না, জানিল না, কেহ জাগিলও না, কেননা সকলে নিদ্রিত ছিল; কারণ সদাপ্রভু তাহাদিগকে অগাধ নিদ্রায় মগ্ন করিয়াছিলেন।

১৩ পরে দায়ূদ অন্য পারে গিয়া দূরে পর্ব্বতের শৃঙ্গে দাঁড়াইলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকটা স্থান ব্যবধান ছিল। ১৪ তখন দায়ূদ লোকদিগকে ও নেরের পুত্র অব্নেরকে ডাকিয়া কহিলেন, হে অব্নের, তুমি কি উত্তর দিবে না? তখন অব্নের উত্তর করিলেন, রাজার কাছে ১৫ চেঁচাইতেছ তুমি কে? দায়ূদ অব্নেরকে কহিলেন, তুমি কি পুরুষ নহ? আর ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার তুল্য কে? তবে তুমি আপন প্রভু রাজাকে কেন সাবধানে রাখিলে না? দেখ, তোমার প্রভু রাজাকে বিনষ্ট করিতে লোকদের ১৬ মধ্যে এক জন আসিল। তুমি এ কাজ ভাল কর নাই। জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, তোমরা মৃত্যুর সন্তান, কেননা সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তি তোমাদের প্রভুকে সাবধানে রাখ নাই। তুমি একবার দেখ, রাজার শিয়রের নিকটস্থ বড়শা ও জলের ১৭ ভাঁড় কোথায়? তখন শৌল দায়ূদের স্বর বুঝিয়া কহিলেন, হে আমার বৎস দায়ূদ, এ কি তোমার স্বর? দায়ূদ কহিলেন, হাঁ প্রভু মহারাজ, এ আমারই স্বর। ১৮ তিনি আরও কহিলেন, আমার প্রভু আপন দাসের পশ্চাতে পশ্চাতে কেন ১৯ ধাবমান হন? আমি কি করিয়াছি? আমার হস্তে কি অনিষ্ট আছে? এখন

বিনয় করি, আমার প্রভু মহারাজ আপন দাসের কথা শুনুন ; যদি সদাপ্রভু আমার বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজনা করিয়া থাকেন, তবে তিনি নৈবেদ্যের সৌরভ গ্রহণ করুন ; কিন্তু যদি মনুষ্য-সন্তানেরা করিয়া থাকে, তবে তাহারা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শাপগ্রস্ত হউক ; কেননা অদ্য তাহারা আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, যেন সদাপ্রভুর অধিকারে আমার অংশ না থাকে ; তাহারা বলিয়াছে, তুমি গিয়া ২০ অন্য দেবগণের সেবা কর। অতএব এখন আমার রক্ত সদাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইতে দূরে মৃত্তিকায় পতিত না হউক। ইস্রায়েলের রাজা একটী পিশুর অন্বেষণে বাহিরে আসিয়াছেন, যেমন কেহ পর্ব্বতে তিতির পক্ষীর পিছনে দৌড়িয়া যায়।

২১ তখন শৌল কহিলেন, আমি পাপ করিয়াছি ; বৎস দায়ূদ, ফিরিয়া আইস ; আমি তোমার হিংসা আর করিব না, কেননা অদ্য আমার প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে মহামূল্য ছিল। দেখ, আমি নির্ব্বোধের কর্ম্ম করিয়াছি, ও বড়ই ভ্রান্ত হইয়াছি। ২২ দায়ূদ উত্তর করিলেন, হে রাজন্। এই দেখুন বড়শা ; কোন যুবক পার হইয়া ২৩ আসিয়া ইহা লইয়া যাউক। সদাপ্রভু প্রত্যেক জনকে তাহার ধার্ম্মিকতা ও বিশ্বস্ততার ফল দিবেন ; বাস্তবিক সদা-প্রভু অদ্য আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার ২৪ করিতে চাহিলাম না। অতএব দেখুন, অদ্য যেমন আমার সাক্ষাতে আপনার প্রাণ মহামূল্য হইল, তেমনি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আমার প্রাণ মহামূল্য হউক ; আর তিনি সমস্ত সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার ২৫ করুন। পরে শৌল দায়ূদকে কহিলেন, বৎস দায়ূদ, তুমি ধন্য ; তুমি অবশ্য মহৎ কর্ম্ম করিবে, আর বিজয়ী হইবে। পরে দায়ূদ আপন পথে চলিয়া গেলেন, শৌলও স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

দায়ূদ গাৎ নগরে আশ্রয় লন।

২৭ পরে দায়ূদ মনে মনে কহিলেন, ইহার মধ্যে কোন এক দিন আমি শৌলের হস্তে বিনষ্ট হইব। পলেষ্টীয়দের দেশে পলায়ন ব্যতিরেকে আমার আর মঙ্গল নাই ; তথায় গেলে শৌল ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে আমার অন্বেষণ করিতে ক্ষান্ত হইবেন, এবং আমি তাঁহার হস্ত ২ হইতে রক্ষা পাইব। অতএব দায়ূদ উঠিয়া আপনার সঙ্গী ছয় শত লোক লইয়া মায়োকের পুত্র আখীশ নামক ৩ গাতের রাজার নিকটে গেলেন। আর দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা আপন আপন পরিবারের সহিত গাতে আখীশের নিকটে বাস করিলেন, বিশেষতঃ দায়ূদ ও তাঁহার দুই স্ত্রী, অর্থাৎ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম ও নাবলের বিধবা কর্ম্মিলীয়া অবীগল তথায় ৪ বাস করিলেন। পরে দায়ূদ পলাইয়া গাতে গিয়াছেন, এই সংবাদ শৌলের কর্ণগোচর হইলে তিনি আর তাঁহার অন্বেষণ করিলেন না।

৫ পরে দায়ূদ আখীশকে কহিলেন, আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে জনপদের কোন নগরে আমাকে স্থান দিউন, আমি তথায় বাস করিব ; আপনার এই দাস আপনার সহিত রাজধানীতে কেন ৬ বসতি করিবে ? তখন আখীশ সেই দিন সিক্লগ নগর তাঁহাকে দিলেন ;

এই কারণ অদ্যাপি সিক্লগ যিহূদার রাজাদের অধিকারে আছে।

৭ পলেষ্টীয়দের জনপদে দায়ূদের অবস্থিতি দিনের সংখ্যা এক বৎসর চারি ৮ মাস। ঐ সময়ে দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা যাইয়া গশূরীয়, গির্ষীয় ও অমালেকীয়দিগকে আক্রমণ করিতেন, কেননা শূরের সন্নিকট ও মিসর পর্য্যন্ত যে দেশ, তথায় পুরাকাল হইতে সেই ৯ জাতিরা বাস করিত। আর দায়ূদ সেই দেশবাসীদিগকে আঘাত করিতেন, পুরুষ কি স্ত্রী কাহাকেও জীবিত রাখিতেন না; মেষ, গোরু, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বস্ত্র লুট করিতেন, পরে আখীশের কাছে ফিরিয়া ১০ আসিতেন। আর অদ্য তোমরা কোথায় চড়াউ হইলে? আখীশ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে দায়ূদ বলিতেন, যিহূদার দক্ষিণাঞ্চলে, কিম্বা যিরহমেলীয়দের দক্ষিণাঞ্চলে, অথবা কেনীয়দের দক্ষিণাঞ্চলে। ১১ কিন্তু দায়ূদ কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে গাতে আনিবার জন্য জীবিত রাখিতেন না, বলিতেন, পাছে কেহ আমাদের বিপক্ষে এমন সংবাদ দেয়, দায়ূদ এই প্রকার কর্ম্ম করিয়াছেন, আর তিনি যতদিন পলেষ্টীয়দের জনপদে বাস করিতেছেন, ততদিন ঐ প্রকার ব্যবহার ১২ করিয়া আসিতেছেন। আর আখীশ দায়ূদকে বিশ্বাস করিয়া বলিতেন, দায়ূদ নিজ জাতি ইস্রায়েলের নিকটে আপনাকে নিতান্ত ঘৃণাস্পদ করিয়াছে; অতএব সে চিরকাল আমার দাস থাকিবে।

শৌলের নৈরাশ্য।

২৮ সেই সময়ে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত সংগ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধের নিমিত্ত আপনাদের সৈন্যদল সংগ্রহ করিল। আর আখীশ দায়ূদকে কহিলেন, নিশ্চয় জানিবে, তোমাকে ও তোমার লোকদিগকে সৈন্যদলভুক্ত হইয়া আমার ২ সহিত যাইতে হইবে। দায়ূদ আখীশকে কহিলেন, ভাল, আপনার এই দাস কি করিতে পারে, তাহা আপনি জানিতে পারিবেন। আখীশ দায়ূদকে কহিলেন, ভাল, আমি তোমাকে যাবজ্জীবন আমার মস্তক-রক্ষক করিয়া নিযুক্ত করিব।

৩ তখন শমূয়েল মরিয়া গিয়াছিলেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েল তাঁহার জন্য শোক করিয়াছিল, এবং রামায়, তাঁহার নিজ নগরে, তাঁহাকে কবর দিয়াছিল। আর শৌল ভূতড়িয়া ও গুণীদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

৪ পরে পলেষ্টীয়েরা একত্র হইল, এবং আসিয়া শূনেমে শিবির স্থাপন করিল, আর শৌল সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্র করিয়া গিল্‌বোয়ে শিবির স্থাপন করি- ৫ লেন। কিন্তু শৌল পলেষ্টীয়দের সৈন্য দেখিয়া ভীত হইলেন, তাঁহার অতিশয় ৬ হৃৎকম্প হইল। তখন শৌল সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সদাপ্রভু তাঁহাকে উত্তর দিলেন না; স্বপ্ন দ্বারাও নয়, ঊরীম দ্বারাও নয়, ভাববাদিগণ দ্বারাও ৭ নয়। তখন শৌল আপন দাসগণকে কহিলেন, আমার জন্য একটী ভূতড়িয়া স্ত্রীলোকের অন্বেষণ কর; আমি তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব। তাঁহার দাসগণ কহিল, দেখুন, ঐন্‌দোরে একটা ৮ ভূতড়িয়া স্ত্রীলোক আছে। তখন শৌল ছদ্মবেশ ধরিলেন, অন্য বস্ত্র পরিলেন ও দুই জন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন, এবং রাত্রিতে সেই স্ত্রীলোকটার

কাছে আসিয়া কহিলেন, বিনয় করি, তুমি আমার জন্য ভূতের দ্বারা মন্ত্র পড়িয়া, যাঁহার নাম আমি তোমাকে ৯ বলিব, তাঁহাকে উঠাইয়া আন। সে স্ত্রীলোক তাঁহাকে কহিল, দেখ, শৌল যাহা করিয়াছেন, তিনি যে ভূতড়িয়াদিগকে ও গুণীদিগকে দেশের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ ; অতএব আমাকে বধ করিতে আমার প্রাণের বিরুদ্ধে কেন ফাঁদ ১০ পাতিতেছ ? তখন শৌল তাহার কাছে সদাপ্রভুর দিব্য করিয়া কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, এজন্য তোমার উপরে ১১ দোষ আসিবে না। তখন সেই স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, আমি তোমার কাছে কাহাকে উঠাইয়া আনিব ? তিনি কহি- ১২ লেন, শমূয়েলকে উঠাইয়া আন। পরে সেই স্ত্রীলোক শমূয়েলকে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল ; আর সেই স্ত্রীলোক শৌলকে কহিল, আপনি কেন আমাকে প্রতারণা করিলেন ? ১৩ আপনি শৌল। রাজা তাহাকে কহিলেন, ভয় নাই ; তুমি কি দেখিতেছ ? স্ত্রীলোকটা শৌলকে কহিল, আমি দেখিতেছি, দেবতা ভূমি হইতে উঠিয়া ১৪ আসিতেছেন। শৌল জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার আকার কেমন ? সে কহিল, এক জন বৃদ্ধ উঠিতেছেন, তিনি পরিচ্ছদে আবৃত। তাহাতে শৌল বুঝিতে পারিলেন, তিনি শমূয়েল, আর মস্তক নমনপূর্ব্বক ভূমিতে অধোমুখ হইয়া প্রণিপাত করিলেন।

১৫ পরে শমূয়েল শৌলকে বলিলেন, কি জন্য আমাকে উঠাইয়া কষ্ট দিলে ? শৌল বলিলেন, আমি মহাসঙ্কটে পড়িয়াছি, পলেষ্টীয়েরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, ঈশ্বরও আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমাকে আর উত্তর দেন না, ভাববাদিগণ দ্বারাও নয়, স্বপ্ন দ্বারাও নয়। অতএব আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে জানাইবার নিমিত্ত আপ- ১৬ নাকে ডাকাইলাম। শমূয়েল কহিলেন, যখন সদাপ্রভু তোমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার বিপক্ষ হইয়াছেন, তখন আমাকে ১৭ কেন জিজ্ঞাসা কর ? সদাপ্রভু আমা দ্বারা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনার জন্য করিলেন ; ফলতঃ সদাপ্রভু তোমার হস্ত হইতে রাজ্য টানিয়া ছিঁড়িয়াছেন ও তোমার প্রতিবাসী, দায়ূদকে ১৮ দিয়াছেন। যেহেতু তুমি সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত কর নাই, এবং অমালেকের প্রতি তাঁহার প্রচণ্ড কোপ সফল কর নাই, এই হেতু অদ্য সদাপ্রভু তোমার ১৯ প্রতি এইরূপ করিলেন। আর সদাপ্রভু তোমার সহিত ইস্রায়েলকেও পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কল্য তুমি ও তোমার পুত্রগণ আমার সঙ্গী হইবে ; আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সৈন্যদলকেও পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ২০ তখন শৌল অমনি ভূমিতে লম্বমান হইয়া পড়িলেন ; শমূয়েলের বাক্যে তিনি বড় ভীত হইলেন, এবং সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি অনাহারে থাকাতে তিনি শক্তিহীন ২১ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে সেই স্ত্রীলোক শৌলের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অতিশয় বিহ্বল দেখিয়া কহিলেন, দেখুন, আপনার দাসী আমি আপনার কথা রাখিয়াছি, আপনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, প্রাণ হাতে করিয়া আপনার ২২ সেই কথা রাখিয়াছি। অতএব বিনয়

করি, এখন আপনিও এই দাসীর কথা রাখুন; আমি আপনার সম্মুখে কিঞ্চিৎ খাদ্য রাখি, আপনি ভোজন করুন, তাহা হইলে পথে চলিবার সময়ে শক্তি ২৩ পাইবেন। কিন্তু তিনি অসম্মত হইয়া কহিলেন, আমি ভোজন করিব না; তথাচ তাঁহার দাসগণ ও সেই স্ত্রীলোকটী আগ্রহপূর্ব্বক বিনয় করিলে তিনি তাহাদের কথা শুনিয়া ভূমি হইতে উঠিয়া ২৪ খট্টায় বসিলেন। তখন সে স্ত্রীলোকের গৃহে একটা পুষ্ট গোবৎস ছিল, আর সে তাড়াতাড়ি সেইটা মারিল, এবং সূজী লইয়া ঠাসিয়া তাড়ীশূন্য রুটী প্রস্তুত ২৫ করিল। পরে শৌলের ও তাহার দাসগণের সম্মুখে তাহা আনিল, আর তাঁহারা ভোজন করিলেন; পরে সেই রাত্রিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

অমালেকীয়দের উপরে দায়ূদের জয়লাভ।

২৯ পরে পলেষ্টীয়েরা আপনাদের সমস্ত সৈন্যদল অফেকে একত্র করিল, এবং ইস্রায়েলীয়েরা যিষ্রিয়েলস্থ উনুইর নিকটে ২ শিবির স্থাপন করিল। পলেষ্টীয়দের ভূপালেরা শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আর সকলের শেষে আখীশের সহিত দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা অগ্রসর হই- ৩ লেন। তখন পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ইব্রীয়েরা এখানে কি করে? আখীশ পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষদিগকে উত্তর করিলেন, এই ব্যক্তি কি ইস্রায়েলের রাজা শৌলের দাস দায়ূদ নয়? সে এত দিন ও এত বৎসর আমার সঙ্গে বাস করিতেছে; এবং যে দিন আমার পক্ষ হইয়াছে, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহার কোন ত্রুটি দেখি নাই। ৪ তাহাতে পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ তাঁহার উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন; আর পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দেও; সে তোমার নিরূপিত আপন স্থানে ফিরিয়া যাউক, আমাদের সহিত যুদ্ধে না আইসুক, পাছে সে যুদ্ধে আমাদের বিপক্ষ হয়; কেননা এই সব লোকের মুণ্ড ছাড়া আর কিসে সে আপন কর্ত্তাকে প্রসন্ন করিবে? ৫ এ কি সেই দায়ূদ নয়, যাহার বিষয়ে লোকেরা নাচিয়া নাচিয়া পরস্পর গাহিত,

"শৌল বধিলেন সহস্র সহস্র,
আর দায়ূদ বধিলেন অযুত অযুত"?

৬ তখন আখীশ দায়ূদকে ডাকাইয়া কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, তুমি সরল লোক, এবং সৈন্যের মধ্যে আমার সহিত তোমার গমনাগমন আমার দৃষ্টিতে ভাল, কেননা তোমার আসিবার দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি তোমার কোন দোষ পাই নাই, তথাচ ভূপালগণ তোমার ৭ উপরে তুষ্ট নন। অতএব এখন কুশলে ফিরিয়া যাও, পলেষ্টীয়দের ভূপালগণের দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহা করিও না। ৮ তখন দায়ূদ আখীশকে কহিলেন, কিন্তু আমি কি করিয়াছি? অদ্য পর্য্যন্ত যত দিন আপনার সমক্ষে আছি, আপনি এই দাসের কি দোষ পাইয়াছেন যে, আমি আপন প্রভু মহারাজের শত্রুদের সহিত ৯ যুদ্ধ করিতে যাইতে পারিব না? তাহাতে আখীশ উত্তর করিয়া দায়ূদকে কহিলেন, আমি জানি, ঈশ্বরের দূতের ন্যায় তুমি আমার দৃষ্টিতে উত্তম, কিন্তু পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি

আমাদের সহিত যুদ্ধে যাইতে পাইবে না। ১০ অতএব তোমার সঙ্গে তোমার প্রভুর যে দাসগণ আসিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া প্রত্যূষে উঠিও; আর প্রত্যূষে উঠিবামাত্র আলো হইলে প্রস্থান করিও। ১১ তাহাতে দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া পলেষ্টীয়দের দেশে ফিরিয়া গেলেন। আর পলেষ্টীয়েরা যিষ্রিয়েলে গমন করিল।

৩০ পরে দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা তৃতীয় দিবসে সিক্লগে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে অমালেকীয়েরা দক্ষিণ অঞ্চলে ও সিক্লগে চড়াউ হইয়াছিল, সিক্লগে আঘাত করিয়া তাহা আগুনে পোড়াইয়া দিয়া- ২ ছিল। তাহারা তথাকার স্ত্রীলোক প্রভৃতি ছোট বড় সকলকে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছিল; তাহারা কাহাকেও বধ করে নাই, কিন্তু সকলকে লইয়া আপনাদের ৩ পথে চলিয়া গিয়াছিল। পরে দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা যখন সেই নগরে উপস্থিত হইলেন, দেখ, নগর আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, ও তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র ৪ কন্যা বন্দিরূপে নীত হইয়াছে। তখন দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গী লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, শেষে রোদন করিতে তাঁহাদের আর শক্তি ৫ রহিল না। ঐ সময়ে দায়ূদের দুই স্ত্রী, যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম ও কর্ম্মিলীয় নাবলের বিধবা অবীগল বন্দি হইয়া- ৬ ছিলেন। তখন দায়ূদ অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, কারণ প্রত্যেক জনের মন আপন আপন পুত্র কন্যার জন্য শোকাকুল হওয়াতে লোকেরা দায়ূদকে প্রস্তরাঘাত করিবার কথা কহিতে লাগিল; তথাপি দায়ূদ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আপনাকে সবল করিলেন।

৭ পরে দায়ূদ অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর যাজককে কহিলেন, বিনয় করি, এখানে আমার কাছে এফোদ আন; তাহাতে অবিয়াথর দায়ূদের নিকটে ৮ এফোদ আনিলেন। তখন দায়ূদ সদাপ্রভুর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সৈন্যদলের পশ্চাতে পশ্চাতে গেলে আমি কি তাহাদের লাগাল পাইব? তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া যাও, নিশ্চয়ই তাহাদের লাগাল পাইবে, ও সকলকে উদ্ধার করিবে।

৯ তখন দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গী ছয় শত লোক গিয়া বিষোর স্রোতে উপস্থিত হইলে কতক লোককে সেখানে রাখা ১০ হইল; কিন্তু দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গী চারি শত লোক শত্রুদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া গেলেন; কারণ দুই শত লোক ক্লান্তি প্রযুক্ত বিষোর স্রোত পার হইতে না পারাতে সেই ১১ স্থানে রহিল। পরে তাহারা মাঠের মধ্যে এক জন মিস্রীয়কে পাইয়া তাহাকে দায়ূদের নিকটে আনিল, এবং তাহাকে রুটী দিলে সে ভোজন করিল, আর তাহারা তাহাকে জল পান করিতে দিল; ১২ আর তাহারা ডুমুরচাকের এক খণ্ড ও দুই থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষা তাহাকে দিল; তাহা খাইলে পর তাহার প্রাণ স্বস্থ হইল, কেননা তিন দিবারাত্র সে রুটী ১৩ ভোজন কি জল পান করে নাই। পরে দায়ূদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার লোক? কোথা হইতে আসিলে? সে কহিল, আমি এক জন মিস্রীয় যুবক,

এক জন অমালেকীয়ের দাস; অদ্য তিন দিন হইল, আমি পীড়িত হইয়াছিলাম বলিয়া আমার কর্ত্তা আমাকে ত্যাগ ১৪ করিয়া গেলেন। আমরা করেথীয়দের দক্ষিণাঞ্চলে, যিহূদার অধিকারে ও কালেবের অধিকারের দক্ষিণাঞ্চলে চড়াউ হইয়াছিলাম, আর সিক্লগ আগুনে ১৫ পোড়াইয়া দিয়াছিলাম। পরে দায়ূদ তাহাকে বলিলেন, সেই দলের নিকটে কি আমাকে পৌঁছাইয়া দিবে? সে কহিল, আপনি আমার কাছে ঈশ্বরের নামে দিব্য করুন যে, আমাকে বধ করিবেন না, বা আমার কর্ত্তার হাতে আমাকে সমর্পণ করিবেন না, তাহা হইলে আমি সেই দলের নিকটে আপনাকে পৌঁছাইয়া দিব।

১৬ পরে যখন সে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিল, দেখ, তাহারা সমস্ত ভূমি ব্যাপিয়াছিল, ভোজন পান ও উৎসব করিতেছিল, কারণ পলেষ্টীয়দের দেশ ও যিহূদার দেশ হইতে তাহারা প্রচুর লুটদ্রব্য আনিয়া১৭ ছিল। দায়ূদ সন্ধ্যাকাল অবধি পরদিনের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিলেন; তাহাদের মধ্যে এক জনও রক্ষা পাইল না, কেবল চারি শত যুবক উটে ১৮ চড়িয়া পলায়ন করিল। আর অমালেকীয়েরা যাহা কিছু লইয়া গিয়াছিল, দায়ূদ সে সমস্ত উদ্ধার করিলেন, বিশেষতঃ দায়ূদ আপনার দুই স্ত্রীকেও মুক্ত করি১৯ লেন। তাহাদের ছোট কি বড়, পুত্র কি কন্যা, অথবা দ্রব্য-সামগ্রী প্রভৃতি যাহা কিছু উহারা লইয়া গিয়াছিল, তাহার কিছুরই ত্রুটি হইল না; দায়ূদ সমস্তই ২০ ফিরাইয়া আনিলেন। আর দায়ূদ সমস্ত মেষপাল ও গোপাল লইলেন; এবং লোকেরা সে গুলিকে [উদ্ধৃত] পশুপালের অগ্রে অগ্রে গমন করাইল, আর কহিল, ইহা দায়ূদের লুটদ্রব্য।

২১ পরে যে দুই শত লোক ক্লান্তি প্রযুক্ত দায়ূদের পশ্চাতে গমন করিতে পারে নাই, যাহাদিগকে তাঁহারা বিষোর স্রোতের ধারে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের নিকটে দায়ূদ আসিলেন; তাহারা দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গী লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল; আর দায়ূদ লোকদের সহিত নিকটে আসিয়া তাহাদের কুশল ২২ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু দায়ূদের সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুষ্ট পাষণ্ডেরা সকলে কহিল, উহারা আমাদের সহিত গমন করে নাই; অতএব আমরা যে লুটদ্রব্য উদ্ধার করিয়াছি, উহাদিগকে তাহা হইতে কিছুই দিব না, উহারা প্রত্যেকে কেবল আপন আপন স্ত্রী ও সন্তানগণকে লইয়া চলিয়া যাউক। ২৩ তখন দায়ূদ উত্তর করিলেন, হে আমার ভ্রাতৃগণ, যে সদাপ্রভু আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে আগত সৈন্যদলকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে যাহা দিলেন, তাহা ২৪ লইয়া তোমরা এরূপ করিও না। কেই বা এ বিষয়ে তোমাদের কথা শুনিবে? যে যুদ্ধে যায়, সে যেমন অংশ পাইবে, যে জিনিস পত্রের নিকটে থাকে, সেও তদ্রূপ অংশ পাইবে; উভয়ের সমান ২৫ অংশ হইবে। সেই দিন অবধি দায়ূদ ইস্রায়েলের জন্য এই বিধি ও শাসন স্থির করিলেন, ইহা অদ্য পর্য্যন্ত চলিতেছে।

২৬ পরে দায়ূদ যখন সিক্লগে উপস্থিত হইলেন, তখন আপনার প্রণয়ী যিহূদার প্রাচীনগণের নিকটে লুটিত দ্রব্যের কিছু কিছু পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, দেখ, সদা-

প্রভুর শত্রুগণ হইতে আনীত লুটিত দ্রব্যের মধ্যে ইহা তোমাদের জন্য ২৭ উপহার। বৈথেল, দক্ষিণাঞ্চলস্থ রামোৎ, ২৮ যত্তীর, অরোয়ের, শিফমোৎ, ইষ্টিমোয়, ২৯ রাখল, যিরহমেলীয়দের নগর সকল, কেনীয়দের নগর সকল, হর্ম্মা, কোর- ৩০ আশন, অথাক, ও হিব্রোণ, যে যে স্থানে দায়ূদের ও তাঁহার লোকদের গমনাগমন ৩১ হইত, সেই সকল স্থানের লোকদের কাছে [তিনি তাহা পাঠাইলেন]।

শৌল ও যোনাথনের মৃত্যু।

৩১ ইতিমধ্যে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিলে ইস্রায়েল-লোকেরা পলেষ্টীয়দের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, এবং গিল্‌বোয় পর্ব্বতে আহত হইয়া ২ পড়িতে লাগিল। আর পলেষ্টীয়েরা শৌলের ও তাঁহার পুত্ত্রগণের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িল, এবং পলেষ্টীয়েরা যোনাথন, অবীনাদব ও মল্‌কী-শূয়, শৌলের এই পুত্ত্রদিগকে বধ করিল। ৩ পরে শৌলের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম হইল, আর ধনুর্ধরেরা তাঁহার লাগাল পাইল; সেই ধনুর্ধারিগণ হইতে শৌল ৪ অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইলেন। আর শৌল আপন অস্ত্রবাহককে কহিলেন, তোমার খড়্গ খুল, উহা দ্বারা আমাকে বিদ্ধ কর; নতুবা কি জানি, ঐ অচ্ছিন্নত্বকেরা আসিয়া আমাকে বিদ্ধ করিয়া আমার অপমান করিবে। কিন্তু তাঁহার অস্ত্রবাহক তাহা করিতে চাহিল না, কারণ সে অতিশয় ভীত হইয়াছিল; অতএব শৌল খড়্গ লইয়া আপনি তাহার উপরে পড়িলেন। ৫ আর শৌল মরিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার অস্ত্রবাহকও আপন খড়্গের উপরে পড়িয়া ৬ তাঁহার সহিত মরিল। এই প্রকারে সেই দিন শৌল, তাঁহার তিন পুত্ত্র, তাঁহার অস্ত্রবাহক ও তাঁহার সমস্ত লোক এক সঙ্গে মারা পড়েন।

৭ পরে ইস্রায়েলের যে লোকেরা তল-ভূমির ওপারে ও যর্দ্দনের ওপারে ছিল, তাহারা যখন দেখিতে পাইল যে, ইস্রায়েল লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, এবং শৌল ও তাঁহার পুত্ত্রগণ মরিয়াছেন, তখন তাহারা নগর সকল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, আর পলেষ্টীয়েরা আসিয়া সেই সকল নগর মধ্যে বাস করিতে লাগিল।

৮ পরদিবসে পলেষ্টীয়েরা হত লোকদের সজ্জাদি খুলিয়া লইতে আসিয়া গিল্‌বোয় পর্ব্বতে পতিত শৌল ও তাঁহার তিন ৯ পুত্ত্রকে দেখিতে পাইল; তখন তাহারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া সজ্জা খুলিয়া লইল, এবং আপনাদের দেবালয়ে ও লোকদের মধ্যে সেই বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থে পলেষ্টীয়দের দেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ ১০ করিল। পরে তাঁহার সজ্জা অষ্টারোৎ দেবীদের গৃহে রাখিল, এবং তাঁহার শব বৈৎ-শানের প্রাচীরে টাঙ্গাইয়া দিল।

১১ পরে যখন যাবেশ-গিলিয়দ নিবাসিগণ শৌলের প্রতি পলেষ্টীয়দের কৃত সেই ১২ কর্ম্মের সংবাদ পাইল, তখন সমস্ত বিক্রম-শালী লোক উঠিল, এবং সমস্ত রাত্রি হাঁটিয়া গিয়া শৌলের ও তাঁহার পুত্ত্রগণের শরীর বৈৎ-শানের প্রাচীর হইতে নামাইল, আর যাবেশে আসিয়া তথায় তাঁহাদের ১৩ শব পোড়াইয়া দিল। আর তাহারা তাঁহাদের অস্থি লইয়া যাবেশস্থ ঝাউ গাছের তলায় পুঁতিয়া রাখিল; পরে সাত দিবস উপবাস করিল।

শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক

শৌল ও যোনাথনের জন্য দায়ূদের বিলাপ-গাথা।

১ শৌলের মৃত্যুর পরে এই ঘটনা হইল; দায়ূদ অমালেকীয়দিগকে বধ করিয়া ২ ফিরিয়া আসিলেন; আর দায়ূদ সিক্লগে দুই দিবস থাকিলেন; পরে তৃতীয় দিবসে, দেখ, শৌলের শিবির হইতে একটী লোক আসিল, তাহার কাপড় ছেঁড়া ও মাথায় মাটী ছিল, দায়ূদের নিকটে আসিয়া সে ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিল। ৩ দায়ূদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? সে কহিল, আমি ইস্রায়েলের শিবির হইতে পলাইয়া ৪ আসিয়াছি? দায়ূদ জিজ্ঞাসা করিলেন, সমাচার কি? আমাকে বল দেখি। সে উত্তর করিল, লোকেরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়াছে; আবার লোকদের মধ্যেও অনেকে পতিত হইয়াছে, মারা পড়িয়াছে, এবং শৌল ও তাঁহার পুত্র ৫ যোনাথনও মারা পড়িয়াছেন। পরে দায়ূদ সেই সংবাদদাতা যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, শৌল ও তাঁহার পুত্র যোনাথন যে মারা পড়িয়াছেন, ইহা তুমি কি ৬ প্রকারে জানিলে? তাহাতে সেই সংবাদ-দাতা যুবক তাঁহাকে কহিল, আমি ঘটনা-ক্রমে গিল্‌বোয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া-ছিলাম, আর দেখ, শৌল বড়শার উপরে নির্ভর দিয়াছিলেন, এবং দেখ, রথ, ও অশ্বারোহিগণ চাপাচাপি করিয়া তাঁহার ৭ খুব কাছে আসিয়াছিল' ইতিমধ্যে তিনি পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া আমাকে দেখিয়া ৮ ডাকিলেন। আমি বলিলাম, এই যে আমি। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি কে? আমি কহিলাম, আমি এক জন ৯ অমালেকীয়। তিনি আমাকে কহিলেন, বিনয় করি, আমার নিকটে দাঁড়াইয়া আমাকে বধ কর, কেননা আমার মাথা ঘূরিতেছে, আর এখনও প্রাণ আমাতে ১০ সম্পূর্ণ রহিয়াছে। তাহাতে আমি নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে বধ করিলাম; কেননা পতনের পরে তিনি যে জীবিত থাকিবেন না, ইহা নিশ্চয় বুঝিলাম; আর তাঁহার মস্তকে যে মুকুট ছিল, ও হস্তে যে বলয় ছিল, তাহা লইয়া এই স্থানে আমার ১১ প্রভুর নিকটে আসিয়াছি। তখন দায়ূদ আপন বস্ত্র ধরিয়া ছিঁড়িলেন, এবং তাঁহার সঙ্গীরাও সকলে তদ্রূপ করিল, আর ১২ শৌল, তাঁহার পুত্র যোনাথন, সদাপ্রভুর প্রজাগণ ও ইস্রায়েলের কুল খড়্গে পতিত হওয়াতে তাহাদের বিষয়ে তাঁহারা শোক ও বিলাপ এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপ-১৩ বাস করিলেন। পরে দায়ূদ ঐ সংবাদ-দাতা যুবককে কহিলেন, তুমি কোথাকার লোক? সে কহিল, আমি এক জন ১৪ প্রবাসীর পুত্র, অমালেকীয়। দায়ূদ তাহাকে কহিলেন, সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে সংহার করণার্থে আপন হস্ত বিস্তার করিতে তুমি কেন ভীত হইলে ১৫ না? পরে দায়ূদ যুবকদের এক জনকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, তুমি নিকটে গিয়া ইহাকে আক্রমণ কর। তাহাতে সে তাহাকে আঘাত করিলে সে মরিল।

১৬ আর দায়ূদ তাহাকে কহিলেন, তোমার রক্তপাতের অপরাধ তোমার মস্তকে বর্ত্তুক; কেননা তোমারই মুখ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে, তুমিই বলিয়াছ, আমিই সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে বধ করিয়াছি।

১৭ পরে দায়ূদ শৌলের ও তাঁহার পুত্র যোনাথনের বিষয়ে এই বিলাপ-গাথায়
১৮ বিলাপ করিলেন; এবং যিহূদার সন্তান-দিগকে এই ধনুর্গীত শিখাইতে আজ্ঞা দিলেন; দেখ, তাহা যাশের গ্রন্থে লিখিত আছে।

১৯ হে ইস্রায়েল, তোমার উচ্চস্থলীতে তব তেজ নিহত হইল!
হায়! বীরগণ নিপতিত হইলেন।
২০ গাতে সংবাদ দিও না,
অস্কিলোনের পথে প্রকাশ করিও না;
পাছে পলেষ্টীয়দের কন্যাগণ আনন্দ করে,
পাছে অচ্ছিন্নত্বক্‌দের কন্যাগণ উল্লাস করে।
২১ হে গিল্‌বোয়ের পর্ব্বতমালা,
তোমাদের উপরে শিশির কি বৃষ্টি না পড়ুক, উপহারের ক্ষেত্র না থাকুক;
কেননা তথায় বীরদের ঢাল অশুদ্ধ হইল,
শৌলের ঢাল তৈলে অভিষিক্ত হইল না।
২২ নিহতগণের রক্ত ও বীরদের মেদ না পাইলে
যোনাথনের ধনুক পরাঙ্মুখ হইত না,
শৌলের খড়্‌গও অমনি ফিরিয়া আসিত না।
২৩ শৌল ও যোনাথন জীবনকালে প্রিয় ও মনোহর ছিলেন,
তাঁহারা মরণেও বিচ্ছিন্ন হইলেন না;
তাঁহারা ঈগল অপেক্ষা বেগবান ছিলেন,
সিংহ অপেক্ষা বলবান ছিলেন।
২৪ ইস্রায়েল-কন্যাগণ! শৌলের জন্য রোদন কর,
তিনি কৃমিজ বর্ণের রমণীয় পরিচ্ছদে তোমাদিগকে ভূষিত করিতেন,
তোমাদের পরিচ্ছদের উপরে স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করাইতেন।
২৫ হায়! সংগ্রামের মধ্যে' বীরগণ পতিত হইলেন।
যোনাথন তব উচ্চস্থলিতে হত হইলেন।
২৬ হা, ভ্রাতা যোনাথন! তোমার জন্য আমি ব্যাকুল।
তুমি আমার কাছে অতিশয় মনোহর ছিলে;
তোমার ভালবাসা আমার পক্ষে চমৎকার ছিল,
রমণীগণের ভালবাসা অপেক্ষাও অধিক ছিল!
২৭ হায়! বীরগণ নিপতিত হইলেন,
যুদ্ধের অস্ত্র সকল বিনষ্ট হইল।

দায়ূদ যিহূদা কুলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত' হন।

২ তৎপরে দায়ূদ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি যিহূদার কোন এক নগরে উঠিয়া যাইব? সদাপ্রভু কহিলেন, যাও। পরে দায়ূদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইব? তিনি কহিলেন,
২ হিব্রোণে। অতএব দায়ূদ আর তাঁহার দুই স্ত্রী, যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম ও কর্ম্মিলীয় নাবলের বিধবা অবীগল, সেই
৩ স্থানে গমন করিলেন। আর দায়ূদ প্রত্যেকের পরিবারের সহিত আপন সঙ্গি-গণকেও লইয়া গেলেন, তাহাতে তাহারা হিব্রোণের নগর সমূহে বাস করিল।
৪ পরে যিহূদার লোকেরা আসিয়া সেই

স্থানে দায়ূদকে যিহূদার কুলের উপরে রাজপদে অভিষেক করিল।

পরে যাবেশ-গিলিয়দের লোকেরা শৌলের কবর দিয়াছে, লোকে দায়ূদকে ৫ এই সংবাদ দিল। তখন দায়ূদ যাবেশ-গিলিয়দের লোকদের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, তোমরা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র, কেননা তোমরা আপন প্রভুর প্রতি, শৌলের প্রতি, এই দয়া করিয়াছ, তাঁহার কবর দিয়াছ। ৬ অতএব সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি দয়া ও সত্য ব্যবহার করুন; এবং তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্য আমিও তোমাদের প্রতি সদয়াচরণ করিব। ৭ অতএব এখন তোমাদের হস্ত সবল হউক, ও তোমরা বিক্রমশালী হও, কেননা তোমাদের প্রভু শৌল মরিয়াছেন, আর যিহূদার কুল আপনাদের উপরে আমাকে রাজপদে অভিষেক করিয়াছে।

৮ ইতিমধ্যে নেরের পুত্র অব্নের শৌলের সেনাপতি, শৌলের পুত্র ঈশ্-বোশৎকে ওপারে মহনয়িমে লইয়া ৯ গেলেন; আর গিলিয়দের, অশূরীয়দের, যিষ্রিয়েলের, ইফ্রয়িমের ও বিন্যামীনের এবং সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা ১০ করিলেন।—শৌলের পুত্র ঈশ্বোশৎ চল্লিশ বৎসর বয়সে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং দুই বৎসর রাজত্ব করেন।—কিন্তু যিহূদা-কুল ১১ দায়ূদের পশ্চাদ্গামী ছিল। আর দায়ূদ সাত বৎসর ছয় মাস হিব্রোণে যিহূদা-কুলের উপরে রাজত্ব করিলেন।

১২ একদা নেরের পুত্র অব্নের, এবং শৌলের পুত্র ঈশ্বোশতের দাসগণ মহনয়িম হইতে গিবিয়োনে গমন করি- ১৩ লেন। তখন সরূয়ার পুত্র যোয়াব ও দায়ূদের দাসগণও বাহির হইলেন, আর গিবিয়োনের পুষ্করিণীর নিকটে তাঁহারা পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, এক দল পুষ্করিণীর এপারে, অন্য দল পুষ্করিণীর ১৪ ওপারে বসিল। পরে অব্নের যোয়াবকে কহিলেন, বিনয় করি, যুবকগণ উঠিয়া আমাদের সম্মুখে যুদ্ধক্রীড়া করুক। ১৫ যোয়াব কহিলেন, উহারা উঠুক। অতএব লোকেরা সংখ্যানুসারে উঠিয়া অগ্রসর হইল; শৌলের পুত্র ঈশ্বোশতের ও বিন্যামীনের পক্ষে বারো জন, এবং দায়ূদের দাসগণের মধ্যে বারো জন। ১৬ আর তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিযোদ্ধার মাথা ধরিয়া কোঁকে খড়্গ বিদ্ধ করিয়া সকলে একত্র পতিত হইল। এই জন্য সেই স্থানের নাম হিল্কৎ-হৎসূরীম [ছুরিকা-ভূমি] হইল; তাহা ১৭ গিবিয়োনে আছে। আর সেই দিবসে ঘোরতর সংগ্রাম হইল; এবং অব্নের ও ইস্রায়েল লোকেরা দায়ূদের দাসগণের সম্মুখে পরাজিত হইল।

১৮ সে স্থানে যোয়াব, অবীশয় ও অসাহেল নামে সরূয়ার তিন পুত্র ছিলেন, সেই অসাহেল বন্য মৃগের ন্যায় চরণে দ্রুতগামী ১৯ ছিলেন। আর অসাহেল অব্নেরের পশ্চাতে দৌড়িতে লাগিলেন, যাইতে যাইতে অব্নেরের পশ্চাদ্গমন হইতে ২০ দক্ষিণে কি বামে ফিরিলেন না। পরে অব্নের পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি কি অসাহেল? তিনি উত্তর করিলেন, ২১ আমি সেই। অব্নের তাঁহাকে কহিলেন, তুমি দক্ষিণে কি বামে ফিরিয়া এই যুবকগণের কোন এক জনকে ধরিয়া তাহার সজ্জা গ্রহণ কর। কিন্তু অসাহেল

তাঁহার পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিতে সম্মত
২২ হইলেন না। পরে অব্নের অসাহেলকে পুনর্ব্বার কহিলেন, আমার পশ্চাদ্গমন হইতে ফির; আমি কেন তোমাকে আঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিব? করিলে তোমার ভ্রাতা যোয়াবের সাক্ষাতে
২৩ কি করিয়া মুখ দেখাইব? তথাপি তিনি ফিরিতে সম্মত হইলেন না; অতএব অব্নের বড়শার গোড়া তাঁহার উদরে এমন বিদ্ধ করিলেন যে, বড়শা তাঁহার পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইল; তাহাতে তিনি সেখানে পড়িয়া গেলেন, সেই স্থানেই মরিলেন, এবং যত লোক অসাহেলের পতন ও মরণ স্থানে উপস্থিত হইল,
২৪ সকলেই দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যোয়াব ও অবীশয় অব্নেরের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া গেলেন; সূর্য্যাস্তকালে গিবিয়োন প্রান্তরগামী পথের নিকটবর্ত্তী গীহের সম্মুখস্থ অম্মা গিরির কাছে উপ-
২৫ স্থিত হইলেন। আর বিন্যামীন-সন্তানগণ অব্নেরের পশ্চাতে একত্র দলবদ্ধ হইয়া এক গিরির শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া রহিল।
২৬ তখন অব্নের যোয়াবকে ডাকিয়া কহিলেন, খড়্গ কি চিরকাল গ্রাস করিবে? অবশেষে তিক্ততা হইবে, ইহা কি জান না? অতএব তুমি আপন ভ্রাতৃগণের পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিতে আপন লোকদিগকে কত কাল আজ্ঞা না
২৭ দিয়া থাকিবে? যোয়াব কহিলেন, জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্য, তুমি যদি কথা না বলিতে, তবে লোকে প্রাতঃকালেই চলিয়া যাইত, আপন আপন ভ্রাতার পশ্চাতে পশ্চাতে
২৮ যাইত না। পরে যোয়াব তূরী বাজাইলেন; তাহাতে সমস্ত লোক স্থগিত হইল, ইস্রায়েলের পশ্চাতে আর তাড়া
২৯ করিল না, যুদ্ধও আর করিল না। পরে অব্নের ও তাঁহার লোকেরা অরাবা তলভূমি দিয়া সেই সমস্ত রাত্রি চলিয়া যর্দ্দন পার হইলেন, এবং সমুদয় বিথোণ
৩০ দিয়া মহনয়িমে উপস্থিত হইলেন। আর যোয়াব অব্নেরের পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিলেন; পরে সমস্ত লোককে একত্র করিলে দায়ূদের দাসগণের মধ্যে ঊনিশ জনের ও অসাহেলের অভাব হইল।
৩১ কিন্তু দায়ূদের দাসগণের আঘাতে বিন্যামীনের ও অব্নেরের লোকদের তিন শত
৩২ ষাট জন মরিয়াছিল। পরে লোকেরা অসাহেলকে তুলিয়া লইয়া বৈৎলেহমে তাঁহার পিতার কবরে কবর দিল। পরে যোয়াব ও তাঁহার লোকেরা সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া প্রভাতকালে হিব্রোণে উপস্থিত হইলেন।

দায়ূদের বলবৃদ্ধি। অব্নেরের মৃত্যু।

৩ শৌলের কুলে ও দায়ূদের কুলে পরস্পর অনেক দিন যুদ্ধ হইল; তাহাতে দায়ূদ বলবান হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কিন্তু শৌলের কুল ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল।
২ আর হিব্রোণে দায়ূদের কয়েকটী পুত্র জন্মিল; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র
৩ অম্নোন, সে যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়মের সন্তান; তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কিলাব, সে কর্ম্মিলীয় নাবলের বিধবা অবীগলের সন্তান; তৃতীয় অবশালোম, সে গশূরের তল্ময় রাজার কন্যা মাখার সন্তান;
৪ চতুর্থ আদোনিয়, সে হগীতের সন্তান; পঞ্চম শফটিয়, সে অবীটলের সন্তান;
৫ এবং ষষ্ঠ যিত্রিয়ম, সে দায়ূদের স্ত্রী

ইথ্রার সন্তান; দায়ূদের এই সকল পুত্রের জন্ম হিব্রোণে হইল।

৬ যে সময়ে শৌলের কুলে ও দায়ূদের কুলে পরস্পর যুদ্ধ হইল, সেই সময়ে অব্‌নের শৌলের কুলের পক্ষে বীরত্ব ৭ দেখাইলেন। কিন্তু অয়ার কন্যা রিস্‌পা নাম্নী এক স্ত্রী শৌলের উপপত্নী ছিল; [ঈশ্‌বোশৎ] অব্‌নেরকে কহিলেন, তুমি আমার পিতার উপপত্নীর কাছে কেন ৮ গমন করিয়াছ? ঈশ্‌বোশতের এই কথায় অব্‌নের অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি কি যিহূদার পক্ষীয় কুকুর-মুণ্ড? অদ্য পর্য্যন্ত আমি তোমার পিতা শৌলের কুলের প্রতি, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের প্রতি দয়া করিতেছি, এবং তোমাকে দায়ূদের হস্তে সমর্পণ করি নাই; তবু তুমি অদ্য ঐ স্ত্রীলোকের বিষয়ে আমাকে অপরাধী করিতেছ? ৯ ঈশ্বর অব্‌নেরকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন, যদি দায়ূদের বিষয়ে সদাপ্রভু যে দিব্য করিয়াছেন, আমি তদনুসারে ১০ কর্ম্ম না করি, শৌলের কুল হইতে রাজ্য লইয়া দান অবধি বের্‌-শেবা পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে ও যিহূদার উপরে দায়ূদের সিংহাসন স্থাপনের চেষ্টা না ১১ করি। তখন তিনি অব্‌নেরকে আর এক কথাও কহিতে পারিলেন না, কারণ তিনি তাঁহাকে ভয় করিলেন।

১২ পরে অব্‌নের আপনার পক্ষে দায়ূদের নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিলেন, এই দেশ কাহার? আরও কহিলেন, আপনি আমার সহিত নিয়ম করুন, আর দেখুন, সমস্ত ইস্রায়েলকে আপনার পক্ষে আনিতে আমার হস্ত আপনার সহকারী ১৩ হইবে। দায়ূদ কহিলেন, ভাল; আমি তোমার সহিত নিয়ম করিব; কেবল একটী বিষয় আমি তোমার কাছে চাই; যখন তুমি আমার মুখ দেখিতে আসিবে, তখন শৌলের কন্যা মীখলকে না আনিলে ১৪ আমার মুখ দেখিতে পাইবে না। আর দায়ূদ শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিলেন, আমি পলেষ্টীয়দের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক্‌ পণ দিয়া যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, আমার সেই স্ত্রী ১৫ মীখলকে দেও। তাহাতে ঈশ্‌বোশৎ লোক পাঠাইয়া তাঁহার স্বামীর অর্থাৎ লয়িশের পুত্র পল্‌টিয়েলের নিকট হইতে ১৬ মীখলকে লইয়া আসিলেন। তখন তাঁহার স্বামী তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে রোদন করিতে করিতে বহুরীম পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরে অব্‌নের তাহাকে কহিলেন, যাও, ফিরিয়া যাও; তাহাতে সে ফিরিয়া গেল।

১৭ পরে অব্‌নের ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিলেন, তোমরা ইতিপূর্ব্বেই আপনাদের উপরে দায়ূদকে রাজা করিবার চেষ্টা করিয়া- ১৮ ছিলে। এখন তাহাই কর, কেননা সদাপ্রভু দায়ূদের বিষয়ে বলিয়াছেন, আমি আপন দাস দায়ূদের হস্ত দ্বারা আপন প্রজা ইস্রায়েলকে পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে ও সকল শত্রুর হস্ত হইতে ১৯ নিস্তার করিব। আর অব্‌নের বিন্যামীন বংশের কর্ণগোচরেও সেই কথা কহিলেন। আর ইস্রায়েলের ও বিন্যামীনের সমস্ত কুলের দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইল, অব্‌নের সেই সকল কথা দায়ূদের কর্ণগোচরে বলিবার জন্য হিব্রোণে যাত্রা ২০ করিলেন। তখন অব্‌নের বিংশতি জনকে সঙ্গে লইয়া হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে

উপস্থিত হইলে দায়ূদ অব্নেরের ও তাঁহার সঙ্গী লোকদের জন্য ভোজ প্রস্তুত
২১ করিলেন। পরে অব্নের দায়ূদকে কহিলেন, আমি উঠিয়া গিয়া সমস্ত ইস্রায়েলকে আমার প্রভু মহারাজের নিকটে সংগ্রহ করি; যেন তাহারা আপনার সহিত নিয়ম করে, আর আপনি আপন প্রাণের ইচ্ছামত সকলের উপরে রাজত্ব করেন। পরে দায়ূদ অব্নেরকে বিদায় করিলে তিনি কুশলে প্রস্থান করিলেন।

২২ আর দেখ, দায়ূদের দাসগণ ও যোয়াব চড়াউ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, প্রচুর লুটদ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তখন অব্নের হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে ছিলেন না, কারণ দায়ূদ তাঁহাকে বিদায় করিয়াছিলেন, তিনি কুশলে গমন করিয়াছিলেন।
২৩ পরে যোয়াব ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত সৈন্য আসিলে লোকেরা যোয়াবকে কহিল, নেরের পুত্র অব্নের রাজার নিকটে আসিয়াছিলেন, রাজা তাঁহাকে বিদায় করিয়াছেন, তিনি কুশলে চলিয়া গিয়া-
২৪ ছেন। তখন যোয়াব রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন, আপনি কি করিয়াছেন? দেখুন, অব্নের আপনার নিকটে আসিয়াছিল, আপনি কেন তাহাকে বিদায় করিয়া একেবারে চলিয়া যাইতে দিয়াছেন?
২৫ আপনি ত নেরের পুত্র অব্নেরকে জানেন; আপনাকে ভুলাইবার জন্য, আপনার বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন জানিবার জন্য, আর আপনি যাহা যাহা করিতেছেন, সে সমস্ত অবগত হইবার জন্য
২৬ সে আসিয়াছিল। পরে যোয়াব দায়ূদের নিকট হইতে বহির্গত হইয়া অব্নেরের পশ্চাতে দূতগণকে প্রেরণ করিলেন; তাহারা সিরা কূপের নিকট হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল; কিন্তু দায়ূদ
২৭ তাহা জানিতেন না। পরে অব্নের হিব্রোণে ফিরিয়া আসিলে যোয়াব তাঁহার সহিত বিরলে আলাপ করিবার ছলে নগর-দ্বারের ভিতরে তাঁহাকে লইয়া গেলেন, পরে আপন ভ্রাতা অসাহেলের রক্তের প্রতিশোধার্থে সেই স্থানে তাঁহার উদরে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি মরিয়া গেলেন।

২৮ তৎপরে যখন দায়ূদ সেই কথা শুনিলেন, তখন তিনি কহিলেন, নেরের পুত্র অব্নেরের রক্তপাত বিষয়ে আমি ও আমার রাজ্য সদাপ্রভুর সাক্ষাতে চিরকাল
২৯ নির্দ্দোষ। সেই রক্ত যোয়াবের ও তাহার সমস্ত পিতৃকুলের উপরে বর্ত্তুক, এবং যোয়াবের কুলে প্রমেহী কিম্বা কুষ্ঠী কিম্বা যষ্টি অবলম্বী কিম্বা খড়্গে পতিত কিম্বা ভক্ষ্যহীন লোকের অভাব না হউক।
৩০ এইরূপে যোয়াব ও তাঁহার ভ্রাতা অবীশয় অব্নেরকে বধ করিলেন, কেননা তিনি গিবিয়োনে যুদ্ধকালে তাঁহাদের ভ্রাতা অসাহেলকে বধ করিয়াছিলেন।

৩১ পরে দায়ূদ যোয়াবকে ও তাঁহার সঙ্গী সকল লোককে কহিলেন, তোমরা আপন আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া চট পরিধান কর, এবং শোক করিতে করিতে অব্নেরের অগ্রে অগ্রে চল। আর দায়ূদ রাজাও শবাধারের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।
৩২ আর হিব্রোণে অব্নেরকে কবর দেওয়া হইল; তখন রাজা অব্নেরের কবরের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন,
৩৩ সমস্ত লোকও রোদন করিল। রাজা অব্নেরের বিষয়ে বিলাপ করিয়া কহিলেন,

যেমন মূঢ় মরে, তেমনি কি মরিলেন
অব্নের?

৩৪ তোমার হস্ত ছিল না বদ্ধ, চরণও
ছিল না নিগড়বদ্ধ ; যেমন কেহ
অন্যায়ীদের সম্মুখে পড়ে, তেমনি
পড়িলে তুমি !

তখন সমস্ত লোক তাঁহার বিষয়ে
৩৫ আবার রোদন করিল। পরে কিছু বেলা থাকিতে সমস্ত লোক দায়ূদকে আহার করাইতে আসিল, কিন্তু দায়ূদ এই শপথ করিলেন, ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন, যদি সূর্য্য অস্তগত না হইলে আমি রুটী কিম্বা অন্য কোন
৩৬ দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করি। তখন সমস্ত লোক তাহা লক্ষ্য করিল, ও সন্তুষ্ট হইল ; রাজা যাহা কিছু করিলেন, তাহা-
৩৭ তেই সকল লোক সন্তুষ্ট হইল। আর নেরের পুত্র অব্নেরের বধ রাজা হইতে হয় নাই, ইহা সমস্ত লোক ও সমস্ত ইস্রায়েল, সেই দিবসে জানিতে পারিল।
৩৮ আর রাজা আপন দাসগণকে কহিলেন, তোমরা কি জান না যে, অদ্য ইস্রায়েলের মধ্যে প্রধান ও মহান্ এক জন পতিত হইলেন ? আর রাজপদে অভিষিক্ত
৩৯ হইলেও অদ্য আমি দুর্ব্বল ; এই কয়টা লোক, সরূয়ার পুত্রেরা, আমার অবাধ্য। সদাপ্রভু দুষ্ক্রিয়াকারীকে তাহার দুষ্টতানুরূপ প্রতিফল দিউন।

ঈশ্‌বোশতের মৃত্যু।

৪ পরে যখন শৌলের পুত্র শুনিলেন যে, অব্নের হিব্রোণে মরিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার হস্ত দুর্ব্বল হইল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল বিহ্বল হইল।

২ শৌলের পুত্রের দুই জন দলপতি ছিল, এক জনের নাম বানা, আর এক জনের নাম রেখব ; তাহারা বিন্যামীন বংশজাত
৩ বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র। বস্তুতঃ বেরোৎও বিন্যামীনের অধিকারের মধ্যে গণিত, কিন্তু বেরোতীয়েরা গিত্তয়িমে পলায়ন করে, আর সে স্থানে অদ্য পর্য্যন্ত
৪ প্রবাসী রহিয়াছে। আর শৌলের পুত্র যোনাথনের এক পুত্র ছিল, সে উভয় চরণে খঞ্জ ; যিষ্রিয়েল হইতে যখন শৌলের ও যোনাথনের সংবাদ আসিয়াছিল, তখন তাহার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর ; তাহার ধাত্রী তাহাকে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু ধাত্রী শীঘ্র পলাইতে যাওয়ায় সে পতিত হইয়া খঞ্জ হইয়াছিল ; তাহার নাম মফীবোশৎ।

৫ একদা বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রেখব ও বানা গিয়া দিবসের উত্তাপকালে ঈশ্‌বোশতের বাটীতে উপস্থিত হইল ; তখন তিনি মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম করিতে-
৬ ছিলেন। আর উহারা প্রবেশ করিয়া গোম লইবার ছলে বাটীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত গিয়া তথায় তাঁহার উদরে আঘাত করিল; পরে রেখব ও তাহার ভ্রাতা বানা পলায়ন
৭ করিল। তিনি যে সময়ে শয়নাগারে আপন খট্টাতে শুইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাহারা ভিতরে গিয়া আঘাতপূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করিল ; পরে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া মুণ্ডটী লইয়া অরাবা তলভূমির পথ ধরিয়া সমস্ত রাত্রি গমন
৮ করিল। তাহারা ঈশ্‌বোশতের মুণ্ড হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে আনিয়া রাজাকে কহিল, দেখুন, আপনার শত্রু শৌল, যে আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করিত, তাহার পুত্র ঈশ্‌বোশতের মুণ্ড ; সদাপ্রভু অদ্য আমাদের প্রভু মহারাজের পক্ষে শৌলকে ও তাহার বংশকে অন্যায়ের
৯ প্রতিফল দিলেন। কিন্তু দায়ূদ বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রেখব ও তাহার

ভ্রাতা বানাকে এই উত্তর করিলেন, যিনি সর্ব্বসঙ্কট হইতে আমার প্রাণ মুক্ত ১০ করিয়াছেন, সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যে ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিল, দেখ, শৌল মরিয়াছে, সে শুভ সংবাদ আনিয়াছে মনে করিলেও আমি তাহাকে ধরিয়া সিক্লগে বধ করিয়াছিলাম, তাহার সংবাদের জন্য আমি তাহাকে এই ১১ পুরস্কার দিয়াছিলাম। এখন যাহারা ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে তাঁহারই গৃহমধ্যে তাঁহার খট্টার উপরে হত্যা করিয়াছে, সেই দুষ্ট লোক যে তোমরা, আমি তোমাদের হইতে তাহার রক্তের প্রতিশোধ কি আরও লইব না? পৃথিবী হইতে কি ১২ তোমাদিগকে উচ্ছেদ করিব না? পরে দায়ূদ আপন যুবকদিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা তাহাদিগকে বধ করিল, এবং তাহাদের হস্তপদ ছেদন করিয়া হিব্রোণস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে টাঙ্গাইয়া দিল; কিন্তু ঈশ্‌বোশতের মস্তক লইয়া হিব্রোণে অব্‌নেরের কবরে পুঁতিয়া রাখিল।

যিরূশালেমে দায়ূদের শ্রীবৃদ্ধি।

৫ পরে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে আসিয়া কহিল, দেখুন, ২ আমরা আপনার অস্থি ও মাংস। পূর্ব্বে যখন শৌল আমাদের রাজা ছিলেন, তখনও আপনিই ইস্রায়েলকে বাহিরে লইয়া যাইতেন ও ভিতরে আনিতেন। আর সদাপ্রভু আপনাকে বলিয়াছিলেন, তুমিই আমার প্রজা ইস্রায়েলকে চরাইবে ৩ ও ইস্রায়েলের নায়ক হইবে। এইরূপে ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা সকলে হিব্রোণে রাজার নিকটে আসিলেন; তাহাতে দায়ূদ রাজা হিব্রোণে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাঁহাদের সহিত নিয়ম করিলেন, এবং তাঁহারা ইস্রায়েলের উপরে দায়ূদকে রাজপদে অভিষেক করিলেন।

৪ দায়ূদ ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং চল্লিশ বৎসর ৫ রাজত্ব করেন। তিনি হিব্রোণে যিহূদার উপরে সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন; পরে যিরূশালেমে সমস্ত ইস্রায়েলের ও যিহূদার উপরে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

৬ পরে রাজা ও তাঁহার লোকেরা দেশনিবাসী যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে যিরূশালেমে যাত্রা করিলেন; তাহাতে তাহারা দায়ূদকে কহিল, তুমি এই স্থানে প্রবেশ করিতে পাইবে না, অন্ধেরা ও খঞ্জেরাই তোমাকে তাড়াইয়া দিবে। তাহারা ভাবিয়াছিল, দায়ূদ এই স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন ৭ না। কিন্তু দায়ূদ সিয়োনের দুর্গ হস্তগত করিলেন; তাহাই দায়ূদ-নগর। ঐ ৮ দিবসে দায়ূদ কহিলেন, যে কেহ যিবূষীয়দিগকে আঘাত করে, সে জলপ্রণালীতে গিয়া দায়ূদের প্রাণের ঘৃণিত খঞ্জ ও অন্ধদিগকে আঘাত করুক। এই কারণ লোকে বলে, অন্ধ ও খঞ্জেরা রহিয়াছে, সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে ৯ না। আর দায়ূদ সেই দুর্গে বসতি করিয়া তাহার নাম দায়ূদ-নগর রাখিলেন; এবং দায়ূদ মিল্লো অবধি ভিতর পর্য্যন্ত ১০ চারিদিকে [প্রাচীর] গাঁথিলেন। পরে দায়ূদ উত্তরোত্তর মহান্‌ হইয়া উঠিলেন, কারণ সদাপ্রভু বাহিনীগণের ঈশ্বর, তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।

১১ আর সোরের রাজা হীরম দায়ূদের নিকটে দূতগণকে এবং এরস কাষ্ঠ, সূত্রধর ও ভাস্করদিগকে পাঠাইলেন;

তাহারা দায়ূদের জন্য এক বাটী নির্ম্মাণ ১২ করিল। তখন দায়ূদ বুঝিলেন যে, সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রাজপদে তাঁহাকে সুস্থির করিয়াছেন, এবং আপন প্রজা ইস্রায়েলের নিমিত্ত তাঁহার রাজ্যের উন্নতি করিয়াছেন।

১৩ আর দায়ূদ হিব্রোণ হইতে আসিলে পর যিরূশালেমে আরও উপপত্নী ও ভার্য্যা গ্রহণ করিলেন, তাহাতে দায়ূদের আরও ১৪ পুত্র কন্যা জন্মিল। যিরূশালেমে তাঁহার যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম·; ১৫ সম্মূয়, শোবব, নাথন, শলোমন, যিভর, ১৬ ইলীশূয়, নেফগ, যাফিয়, ইলীশামা, ইলিয়াদা ও ইলীফেলট।

১৭ পলেষ্টীয়েরা যখন শুনিল যে, দায়ূদ ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তখন পলেষ্টীয় সমস্ত লোক দায়ূদের অন্বেষণে উঠিয়া আসিল; দায়ূদ তাহা শুনিয়া দুর্গে নামিয়া গেলেন। ১৮ আর পলেষ্টীয়েরা আসিয়া রফায়ীম তল- ১৯ ভূমিতে ব্যাপ্ত হইল। তখন দায়ূদ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে উঠিয়া যাইব? তুমি কি আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে? সদাপ্রভু দায়ূদকে কহিলেন, যাও, আমি অবশ্য তোমার হস্তে পলেষ্টীয়দিগকে সমর্পণ ২০ করিব। পরে দায়ূদ বাল্‌-পরাসীমে আসিলেন, ও দায়ূদ তাহাদিগকে আঘাত করিলেন, আর কহিলেন, সদাপ্রভু আমার সম্মুখে আমার শত্রুগণকে সেতুভঙ্গের ন্যায় ভগ্ন করিলেন, এই জন্য সেই স্থানের নাম বাল্‌-পরাসীম [ভঙ্গ-স্থান] ২১ রাখিলেন। সেই স্থানে তাহারা আপনাদের প্রতিমা সকল ফেলিয়া গিয়াছিল, আর দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা সেগুলি তুলিয়া লইয়া গেলেন।

২২ পরে পলেষ্টীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া রফায়ীম তলভূমিতে ব্যাপ্ত হইল। ২৩ তাহাতে দায়ূদ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর তিনি কহিলেন, তুমি যাইও না, কিন্তু উহাদের পশ্চাতে ঘুরিয়া আসিয়া বাকা বৃক্ষরাজির সম্মুখে উহা- ২৪ দিগকে আক্রমণ কর। সেই সকল বাকা বৃক্ষের শিখরে সৈন্যগমনের মত শব্দ শুনিলে তুমি উদ্যোগ করিবে; কেননা তখনই সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দের সৈন্যকে আঘাত করিবার জন্য তোমার সম্মুখে ২৫ অগ্রসর হইয়াছেন। দায়ূদ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিলেন; গেবা হইতে গেষরের নিকট পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিলেন।

নিয়ম-সিন্দুক যিরূশালেমে আনীত হয়।

৬ পরে দায়ূদ পুনরায় ইস্রায়েলের সমস্ত মনোনীত লোককে, ত্রিশ সহস্র জনকে, ২ একত্র করিলেন। আর দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক উঠিয়া ঈশ্বরের সিন্দুক, যাহার উপরে সেই নাম,—বাহিনীগণের সদাপ্রভু, যিনি করূবদ্বয়ে আসীন, তাঁহার নাম—কীর্ত্তিত, তাহা বালি-যিহূদা হইতে ৩ আনিতে যাত্রা করিলেন। পরে তাঁহারা ঈশ্বরের সিন্দুক এক নূতন শকটে চড়াইয়া পাহাড়ে স্থিত অবীনাদবের বাটী হইতে বাহির করিলেন, আর অবীনাদবের পুত্র উষ ও অহিয়ো সেই নূতন শকট ৪ চালাইল। তাহারা পাহাড়ে স্থিত অবীনাদবের বাটী হইতে ঈশ্বরের সিন্দুকসহ শকট বাহির করিয়া আনিল; এবং

অহিয়ো সিন্দুকটীর অগ্রে অগ্রে চলিল।
৫ আর দায়ূদ ও ইস্রায়েলের সমস্ত কুল সদাপ্রভুর সম্মুখে দেবদারু কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সর্ব্ব প্রকার বাদ্য-যন্ত্র, এবং বীণা, নেবল, তবল, জয়শৃঙ্গ ও করতাল বাজাইলেন।
৬ পরে তাহারা নাখোনের খামার পর্য্যন্ত গেলে উষ হস্ত বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের সিন্দুক ধরিল, কেননা বলদযুগল পিছলা-
৭ ইয়া পড়িয়াছিল। তখন উষের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, ও তাহার হঠকারিতা প্রযুক্ত ঈশ্বর সেই স্থানে তাহাকে আঘাত করিলেন; তাহাতে সে তথায় ঈশ্বরের সিন্দুকের পার্শ্বে মরিয়া
৮ গেল। সদাপ্রভু উষকে আক্রমণ করায় দায়ূদ অসন্তুষ্ট হইলেন, আর সেই স্থানের নাম পেরস-উষ [উষ-ভঙ্গ] রাখিলেন;
৯ অদ্যাপি সেই নাম চলিত আছে। আর দায়ূদ সেই দিন সদাপ্রভু হইতে ভীত হইয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর সিন্দুক কি
১০ প্রকারে আমার নিকটে আসিবে? তাই দায়ূদ সদাপ্রভুর সিন্দুক দায়ূদ-নগরে আপনার কাছে আনিতে অনিচ্ছুক হইলেন, কিন্তু দায়ূদ পথের পার্শ্বস্থ গাতীয় ওবেদ-ইদোমের বাটীতে লইয়া রাখিলেন।
১১ সদাপ্রভুর সিন্দুক গাতীয় ওবেদ-ইদোমের বাটীতে তিন মাস থাকিল; আর সদাপ্রভু ওবেদ-ইদোমকে ও তাহার সমস্ত বাটীকে আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন।
১২ পরে দায়ূদ রাজা শুনিলেন, ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্য সদাপ্রভু ওবেদ-ইদোমের বাটী ও তাহার সর্ব্বস্ব আশীর্ব্বাদযুক্ত করিয়াছেন; তাহাতে দায়ূদ গিয়া ওবেদ-ইদোমের বাটী হইতে আনন্দসহকারে ঈশ্বরের সিন্দুক দায়ূদ-নগরে আনিলেন।
১৩ আর এইরূপ হইল, সদাপ্রভুর সিন্দুক-বাহকেরা ছয় পদ গমন করিলে তিনি এক গোরু ও এক পুষ্ট গোবৎস
১৪ বলিদান করিলেন। আর দায়ূদ সদাপ্রভুর সম্মুখে যথাশক্তি নৃত্য করিলেন; তখন দায়ূদ শুক্ল এফোদ পরিধান করিয়া-
১৫ ছিলেন। এইরূপে দায়ূদ ও ইস্রায়েলের সমস্ত কুল জয়ধ্বনি ও তূরীধ্বনি পুরঃসর
১৬ সদাপ্রভুর সিন্দুক আনিলেন। আর দায়ূদ-নগরে সদাপ্রভুর সিন্দুকের প্রবেশ কালে শৌলের কন্যা মীখল বাতায়ন দিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে দায়ূদ রাজাকে লম্ফ দিতে ও নৃত্য করিতে দেখিয়া মনে মনে তুচ্ছ করিলেন।
১৭ পরে লোকেরা সদাপ্রভুর সিন্দুক ভিতরে আনিয়া স্বস্থানে, অর্থাৎ সিন্দুকের জন্য দায়ূদ যে তাম্বু স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রাখিল, এবং দায়ূদ সদাপ্রভুর সম্মুখে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক
১৮ বলি উৎসর্গ করিলেন। আর হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলির উৎসর্গ সাঙ্গ করিলে পর দায়ূদ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নামে
১৯ লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর তিনি সকল লোকের মধ্যে অর্থাৎ ইস্রায়েলের সমস্ত লোকারণ্যের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ও প্রত্যেক স্ত্রীকে এক এক খানা রুটী ও এক এক ভাগ [মাংস] ও এক এক খানা দ্রাক্ষাপিষ্টক দিলেন; পরে সকল লোক আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।
২০ পরে দায়ূদ আপন পরিজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করণার্থে ফিরিয়া আসিলেন; তখন শৌলের কন্যা মীখল দায়ূদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আসিয়া কহিলেন, অদ্য ইস্রায়েলের রাজা কেমন সমাদৃত হইলেন; কোন অসারচিত্ত লোক যেমন

প্রকাশ্যরূপে বিবস্ত্র হয়, তদ্রূপ তিনি অদ্য আপন দাসগণের দাসীদিগের সাক্ষাতে ২১ বিবস্ত্র হইলেন। তখন দায়ূদ মীখলকে কহিলেন, সদাপ্রভুর প্রজার উপরে, ইস্রায়েলের উপরে অধ্যক্ষ-পদে আমাকে নিযুক্ত করিবার জন্য যিনি তোমার পিতা ও তাঁহার সমস্ত কুল অপেক্ষা আমাকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই [তাহা করিয়াছি]; অতএব আমি সদাপ্রভুরই সাক্ষাতে আমোদ ২২ করিব। আর ইহা অপেক্ষা আরও লঘু হইব, এবং আমার নিজের দৃষ্টিতে আরও নীচ হইব; কিন্তু তুমি যে দাসীদের কথা কহিলে, তাহাদের কাছে সমাদৃত হইব। ২৩ আর শৌলের কন্যা মীখলের মরণকাল পর্য্যন্ত সন্তান হইল না।

দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

৭ পরে রাজা যখন আপন গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, এবং সদাপ্রভু চারিদিকের সমস্ত শত্রু হইতে তাঁহাকে ২ বিশ্রাম দিলেন, তখন রাজা নাথন ভাববাদীকে কহিলেন, দেখুন, আমি এরস কাষ্ঠের গৃহে বাস করিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক যবনিকার মধ্যে বাস ৩ করিতেছে। নাথন রাজাকে কহিলেন, ভাল, যাহা কিছু আপনার মনে আছে, তাহাই করুন; কেননা সদাপ্রভু আপনার সহবর্ত্তী।

৪ কিন্তু সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর এই বাক্য নাথনের নিকটে উপস্থিত হইল, ৫ তুমি যাও, আমার দাস দায়ূদকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি কি আমার বাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিবে? ৬ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিবার দিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমি ত কোন গৃহে বাস করি নাই, কেবল তাম্বুতে ও আবাসে থাকিয়া ৭ যাতায়াত করিতেছি। সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের মধ্যে যাতায়াত কালে আমি যাহাকে আপন প্রজা ইস্রায়েলকে পালন করিবার ভার দিয়াছিলাম, ইস্রায়েলের এমন কোন বংশকে কি কখনও এই কথা বলিয়াছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরস কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ কর নাই? ৮ অতএব এখন তুমি আমার দাস দায়ূদকে এই কথা বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার প্রজার উপরে, ইস্রায়েলের উপরে নায়ক করিবার জন্য আমিই তোমাকে মেষবাথান হইতে ও মেষের পশ্চাৎ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ৯ আর তুমি যে কোন স্থানে গমন করিয়াছ, সেই স্থানে তোমার সহবর্ত্তী থাকিয়া তোমার সম্মুখ হইতে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করিয়াছি। আর আমি পৃথিবীস্থ মহাপুরুষদের নামের মত ১০ তোমার নাম মহৎ করিব। আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের জন্য একটী স্থান নিরূপণ করিব ও তাহাদিগকে রোপণ করিব; যেন আপনাদের সেই স্থানে তাহারা বাস করে, এবং আর বিচলিত না হয়। দুষ্ট লোকেরা তাহাদিগকে আর দুঃখ দিবে না, যেমন ১১ পূর্ব্বে দিত, এবং যে অবধি আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের উপরে বিচারকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেই অবধি যেমন দিত। আর আমি যাবতীয় শত্রু হইতে তোমাকে বিশ্রাম করাইব। আরও সদাপ্রভু তোমাকে বলিতেছেন যে, তোমার জন্য সদাপ্রভু এক কুল* নির্ম্মাণ

* (ইব্র) গৃহ।

১২ করিবেন। তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, যে তোমার ঔরসে জন্মিবে তাহাকে স্থাপন করিব, এবং ১৩ তাহার রাজ্য সুস্থির করিব। আমার নামের নিমিত্ত সে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন ১৪ চিরস্থায়ী করিব। আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধ করিলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্য-সন্তানদের প্রহার দ্বারা তাহাকে ১৫ শাস্তি দিব। কিন্তু আমি তোমার সম্মুখ হইতে যাহাকে দূর করিলাম, সেই শৌল হইতে আমি যেমন আপন দয়া অপসারণ করিলাম, তেমনি আমার দয়া তাহা ১৬ হইতে দূরে যাইবে না। আর তোমার কুল ও তোমার রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহা- ১৭ সন চিরস্থায়ী হইবে। নাথন দায়ূদকে এই সমস্ত বাক্য অনুসারে ও এই সমস্ত দর্শন অনুসারে কথা কহিলেন।

১৮ তখন দায়ূদ রাজা ভিতরে গিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে বসিলেন, আর কহিলেন, হে প্রভু সদাপ্রভু, আমি কে, আমার কুলই বা কি যে, তুমি আমাকে এ পর্য্যন্ত ১৯ আনিয়াছ? আর হে প্রভু সদাপ্রভু, তোমার দৃষ্টিতে ইহাও ক্ষুদ্র বিষয় হইল; তুমি আপন দাসের কুলের বিষয়েও সুদীর্ঘ কালের উদ্দেশে কথা কহিলে; হে প্রভু সদাপ্রভু, এ কি মনুষ্যের নিয়ম? ২০ আর দায়ূদ তোমাকে আর কি বলিবে? হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি ত আপন দাসকে ২১ জ্ঞাত আছ। তুমি আপন বাক্যের অনুরোধে ও নিজ হৃদয়ানুসারে এই সমস্ত মহৎকার্য্য সাধন করিয়া আপন ২২ দাসকে জ্ঞাত করিয়াছ। অতএব, হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, তুমি মহান্; কারণ তোমার তুল্য কেহই নাই, ও তুমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই; আমরা স্বকর্ণে যাহা যাহা শুনিয়াছি, তদনুসারে ইহা ২৩ জানি। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ একটী জাতি তোমার প্রজা ইস্রায়েলের তুল্য? ঈশ্বর তাহাকে আপন প্রজা করিবার জন্য এবং আপন নাম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মুক্ত করিতে গিয়াছিলেন, তুমি আমাদের পক্ষে মহৎ মহৎ কার্য্য ও তোমার দেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কার্য্য তোমার প্রজাদের সম্মুখে সাধন করিয়াছিলে, তাহাদিগকে তুমি মিসর, জাতিগণ ও ২৪ দেবগণ হইতে মুক্ত করিয়াছিলে। তুমি আপনার জন্য আপন প্রজা ইস্রায়েলকে স্থাপন করিয়া চিরকালের জন্য আপনার প্রজা করিয়াছ; আর হে সদাপ্রভু, তুমি ২৫ তাহাদের ঈশ্বর হইয়াছ। এখন হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, তুমি আপন দাসের ও তাহার কুলের বিষয়ে যে বাক্য বলিয়াছ, তাহা চিরকালের জন্য স্থির কর; যেমন ২৬ বলিয়াছ, তদনুসারে কর। তোমার নাম চিরকাল মহিমান্বিত হউক; লোকে বলুক, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বর; আর তোমার দাস দায়ূদের কুল তোমার সাক্ষাতে সুস্থির ২৭ হইবে। হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমিই আপন দাসের কাছে প্রকাশ করিয়াছ, বলিয়াছ, 'আমি তোমার জন্য এক কুল* নির্ম্মাণ করিব,' এই কারণ তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতে তোমার দাসের মনে সাহস

* (ইব্র) গৃহ।

২৮ জন্মিল। আর এখন, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমিই ঈশ্বর, তোমারই বাক্য সত্য, আর তুমি আপন দাসের কাছে এই মঙ্গল
২৯ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসের কুলকে আশীর্ব্বাদ কর; তাহা যেন তোমার সম্মুখে চিরকাল থাকে; কেননা হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আপনি ইহা বলিয়াছ; আর তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার এই দাসের কুল চিরকাল আশীঃপ্রাপ্ত থাকুক।

দায়ূদের দিগ্বিজয়।

৮ তৎপরে দায়ূদ পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়া নত করিলেন, আর দায়ূদ পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে প্রধান নগরের কর্ত্তৃত্ব
২ হরণ করিলেন। আর তিনি মোয়াবীয়দিগকে আঘাত করিয়া রজ্জুতে মাপিলেন, ভূমিতে শয়ন করাইয়া বধ করণার্থে দুই রজ্জু এবং জীবিত রাখিবার জন্য সম্পূর্ণ এক রজ্জু দিয়া মাপিলেন; তাহাতে মোয়াবীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল।

৩ আর যে সময়ে সোবার রাজা রহোবের পুত্র হদদেষর ফরাৎ নদীর নিকটে আপন কর্ত্তৃত্ব পুনরায় স্থাপন করিতে যান, তৎকালে দায়ূদ তাঁহাকে আঘাত করেন।
৪ দায়ূদ তাঁহার নিকট হইতে সতের শত অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিলেন, আর দায়ূদ তাঁহার রথের অশ্বগণের পাদশিরা ছেদন করিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এক শত
৫ রথের অশ্ব রাখিলেন। পরে দম্মেশকের অরামীয়েরা সোবার হদদেষর রাজার সাহায্য করিতে আসিলে দায়ূদ সেই অরামীয়দের মধ্যে বাইশ সহস্র জনকে
৬ আঘাত করিলেন। আর দায়ূদ দম্মেশকের অরাম দেশে সৈন্যদল স্থাপন করিলেন, তাহাতে অরামীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল। এই প্রকারে দায়ূদ যে কোন স্থানে যাইতেন, সেই স্থানে সদাপ্রভু তাঁহাকে বিজয়ী
৭ করিতেন। আর দায়ূদ হদদেষরের দাসদের স্বর্ণঢাল সকল খুলিয়া যিরূশালেমে
৮ আনিলেন। আর দায়ূদ রাজা হদদেষরের বেটহ ও বেরোথা নগর হইতে বিস্তর পিত্তল আনিলেন।

৯ আর দায়ূদ হদদেষরের সমস্ত সৈন্য-
১০ দলকে আঘাত করিয়াছেন শুনিয়া হমাতের রাজা তয়ি দায়ূদ রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, এবং তিনি হদদেষরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ধন্যবাদ করিবার জন্য আপন পুত্র যোরামকে তাঁহার কাছে প্রেরণ করিলেন; কেননা হদদেষরের সহিত তয়িরও যুদ্ধ হইয়াছিল। যোরাম রৌপ্যের পাত্র, স্বর্ণের পাত্র ও পিত্তলের
১১ পাত্র সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তাহাতে দায়ূদ রাজা সে সমস্তও সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করিলেন; ফলতঃ অরাম, মোয়াব, অম্মোন-সন্তানগণ এবং পলেষ্টীয় ও অমালেক প্রভৃতি যে সমস্ত জাতিকে
১২ তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন, তাহাদের হইতে লব্ধ দ্রব্যের মধ্যে রৌপ্য ও স্বর্ণ, এবং সোবার রাজা রহোবের পুত্র হদদেষর হইতে নীত লুটদ্রব্য সকল
১৩ তিনি পবিত্র করিয়াছিলেন। আর দায়ূদ অরামকে* আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় লবণ-তলভূমিতে অষ্টাদশ সহস্র জনকে বধ করিয়া অতিশয় নামলব্ধ
১৪ হইলেন। পরে দায়ূদ ইদোমে সৈন্যদল

* (বা) ইদোমকে।

স্থাপন করিলেন, সমস্ত ইদোমে সৈন্যদল রাখিলেন, এবং ইদোমীয় সকল লোক দায়ূদের দাস হইল। আর দায়ূদ যে কোন স্থানে যাইতেন, সেই স্থানে সদাপ্রভু তাঁহাকে বিজয়ী করিতেন।

১৫ দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিলেন; দায়ূদ আপন সমস্ত প্রজা লোকের পক্ষে বিচার ও ন্যায় সাধন ১৬ করিতেন। আর সরূয়ার পুত্র যোয়াব প্রধান সেনাপতি ছিলেন; এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট ইতিহাসকর্ত্তা ১৭ ছিলেন; আর অহীটূবের পুত্র সাদোক ও অবিয়াথরের পুত্র অহীমেলক যাজক ছিলেন; এবং সরায় লেখক ছিলেন; ১৮ আর যিহোয়াদার পুত্র বনায় করেথীয় ও পলেথীয়দের [উপরে নিযুক্ত ছিলেন]; এবং দায়ূদের পুত্রগণ যাজক* ছিলেন।

মফীবোশতের প্রতি দায়ূদের দয়া।

৯ পরে দায়ূদ কহিলেন, আমি যোনাথনের নিমিত্ত যাহার প্রতি দয়া করিতে পারি, এমন কেহ কি শৌলের কুলে অবশিষ্ট ২ আছে? সীবঃ নামে শৌলের কুলের এক দাস ছিল, তাহাকে দায়ূদের নিকটে ডাকা হইলে রাজা তাহাকে কহিলেন, তুমি কি সীবঃ? সে কহিল, আপনার ৩ দাস সেই বটে। রাজা কহিলেন, আমি যাহার প্রতি ঈশ্বরের দয়া প্রদর্শন করিতে পারি, শৌলের কুলে এমন কেহই কি অবশিষ্ট নাই? সীবঃ রাজাকে কহিল, যোনাথনের এক পুত্র এখনও অবশিষ্ট ৪ আছেন, তিনি চরণে খঞ্জ। রাজা কহিলেন, সে কোথায়? সীবঃ রাজাকে কহিল, দেখুন, তিনি লো-দবারে অম্মীয়েলের ৫ পুত্র মাখীরের বাটীতে আছেন। পরে দায়ূদ রাজা লো-দবারে লোক প্রেরণ করিয়া অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাটী ৬ হইতে তাঁহাকে আনাইলেন। তখন শৌলের পৌত্র যোনাথনের পুত্র মফীবোশৎ দায়ূদের নিকটে আসিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন। তখন দায়ূদ কহিলেন, মফীবোশৎ! তিনি উত্তর করিলেন, দেখুন, এই আপনার ৭ দাস। দায়ূদ তাঁহাকে কহিলেন, ভয় করিও না, আমি তোমার পিতা যোনাথনের নিমিত্ত অবশ্য তোমার প্রতি দয়া করিব, আমি তোমার পিতামহ শৌলের সমস্ত ভূমি তোমাকে ফিরাইয়া দিব, আর তুমি নিত্য আমার মেজে ভোজন ৮ করিবে। তাহাতে তিনি প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, আপনার এ দাস কে যে, আপনি আমার মত মৃত কুকুরের প্রতি ৯ দৃষ্টি করিতেছেন? পরে রাজা শৌলের ভৃত্য সীবঃকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি তোমার কর্ত্তার পুত্রকে শৌলের ও তাঁহার ১০ সমস্ত কুলের সর্ব্বস্ব দিলাম। আর তুমি, তোমার পুত্রগণ ও দাসগণ তাঁহার জন্য ভূমি কর্ষণ করিবে, এবং তোমার কর্ত্তার পুত্রের খাদ্যের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য আনিয়া দিবে; কিন্তু তোমার কর্ত্তার পুত্র মফীবোশৎ নিত্য আমার মেজে ভোজন করিবেন। ঐ সীবের পঞ্চদশ ১১ পুত্র ও বিংশতি দাস ছিল। তখন সীবঃ রাজাকে কহিল, আমার প্রভু মহারাজ আপন দাসকে যে যে আজ্ঞা করিলেন, তদনুসারে আপনার এই দাস সমস্তই করিবে। আর মফীবোশৎ রাজপুত্রদের এক জনের মত রাজার মেজে ভোজন করিতে লাগিলেন।

---

* (বা) রাজমন্ত্রী।

১২ মফীবোশতের মীখা নামে এক শিশু-সন্তান ছিল। আর সীবের গৃহে বাস-কারী সমস্ত লোক মফীবোশতের দাস ১৩ ছিল। মফীবোশৎ যিরূশালেমে বাস করিলেন, কেননা তিনি নিত্য নিত্য রাজার মেজে ভোজন করিতেন; তিনি উভয় চরণে খঞ্জ ছিলেন।

অম্মোনীয় ও অরামীয়দের পরাজয়।

১০ তৎপরে অম্মোন-সন্তানদের রাজা মরিলে তাঁহার পুত্র হানূন তাঁহার পদে ২ রাজা হইলেন। তখন দায়ূদ কহিলেন, হানূনের পিতা নাহশ আমার প্রতি যেমন সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমিও হানূনের প্রতি তেমনি সদয় ব্যবহার করিব। পরে দায়ূদ তাঁহাকে পিতৃশোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আপনার কয়েক জন দাসকে প্রেরণ করিলেন। তখন দায়ূদের দাসগণ অম্মোন-সন্তানদের দেশে উপ-৩ স্থিত হইল। কিন্তু অম্মোন-সন্তানদের অধ্যক্ষগণ আপনাদের প্রভু হানূনকে কহিলেন, আপনি কি মনে করিতেছেন যে, দায়ূদ আপনার পিতার সম্মান করে বলিয়া আপনার নিকটে সান্ত্বনাকারি-গণকে পাঠাইয়াছে? দায়ূদ কি নগরের সন্ধান লইবার ও নগর নিরীক্ষণপূর্ব্বক নষ্ট করিবার জন্য আপন দাসগণকে ৪ পাঠায় নাই? তখন হানূন দায়ূদের দাসগণকে ধরিয়া তাহাদের দাড়ির অর্দ্ধেক ক্ষৌরি করাইয়া দিলেন, ও বস্ত্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত কাটিয়া তাহা-৫ দিগকে বিদায় করিলেন। পরে তাহারা দায়ূদকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলে, তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোক পাঠাইলেন; কেননা তাহারা অতিশয় লজ্জিত হইয়াছিল। রাজা বলিয়া পাঠাইলেন, যাবৎ তোমাদের দাড়ি না বাড়ে, তাবৎ তোমরা যিরীহোতে থাক, তৎপরে ফিরিয়া আসিও।

৬ অম্মোন-সন্তানেরা যখন দেখিতে পাইল যে, তাহারা দায়ূদের কাছে ঘৃণিত হইয়াছে, তখন অম্মোন-সন্তানেরা লোক পাঠাইয়া বৈৎ-রহোবস্থ ও সোবাস্থিত অরামীয় বিশ সহস্র পদাতিককে, এক সহস্র লোকশুদ্ধ মাখার রাজাকে, এবং টোবের বারো সহস্র লোককে বেতন দিয়া ৭ আনাইল। এই সংবাদ পাইয়া দায়ূদ যোয়াবকে ও বিক্রমশালী সমস্ত সৈন্যকে ৮ তথায় প্রেরণ করিলেন। অম্মোন-সন্তানেরা বাহিরে আসিয়া নগর-দ্বারের প্রবেশস্থানে যুদ্ধার্থ সৈন্য রচনা করিল, এবং সোবার ও রহোবের অরামীয়েরা, আর টোবের ও মাখার লোকেরা মাঠে ৯ স্বতন্ত্র থাকিল। এইরূপে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দিকেই তাঁহার প্রতিকূলে যুদ্ধ হইবে দেখিয়া যোয়াব ইস্রায়েলের সমস্ত মনোনীত লোকের মধ্য হইতে লোক বাছিয়া লইয়া অরামীয়দের সম্মুখে ১০ সৈন্য রচনা করিলেন; আর অবশিষ্ট লোকদিগকে তিনি আপন ভ্রাতা অবী-শয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন; আর তিনি অম্মোন-সন্তানদের সম্মুখে সৈন্য ১১ রচনা করিলেন। তিনি কহিলেন, যদি অরামীয়েরা আমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে তুমি আমার সাহায্য করিবে; আর যদি অম্মোন-সন্তানগণ তোমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে আমি গিয়া তোমার ১২ সাহায্য করিব। সাহস কর; আমাদের জাতির জন্য ও আমাদের ঈশ্বরের সকল

নগরের জন্য আমরা আপনাদিগকে বলবান করিব; আর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ১৩ ভাল, তিনি তাহাই করুন। পরে যোয়াব ও তাঁহার সঙ্গী লোকেরা অরামীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্মুখীন হইলে তাহারা তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। ১৪ আর অরামীয়েরা পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া অম্মোন-সন্তানগণও অবীশয়ের সম্মুখ হইতে পলাইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পরে যোয়াব অম্মোন-সন্তানদের নিকট হইতে যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিলেন।

১৫ অরামীয়েরা যখন দেখিতে পাইল যে, তাহারা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত ১৬ হইল, তখন তাহারা একত্র হইল। আর হদরেষর লোক পাঠাইয়া [ফরাৎ] নদীর পারস্থ অরামীয়দিগকে বাহির করিয়া আনিলেন; তাহারা হেলমে আসিল; হদরেষরের দলের সেনাপতি শোবক ১৭ তাহাদের অগ্রণী ছিলেন। পরে দায়ূদকে এই সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্র করিলেন, এবং যর্দ্দন পার হইয়া হেলমে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে অরামীয়েরা দায়ূদের সম্মুখে সৈন্য রচনা করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ ১৮ করিল। আর অরামীয়েরা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল; আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত শত রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বধ করিলেন, এবং তাহাদের দলের সেনাপতি শোবককেও আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি ১৯ সেই স্থানে মারা পড়িলেন। হদরেষরের অধীন সমস্ত রাজা যখন দেখিলেন যে, তাঁহারা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা ইস্রায়েলের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদের দাস হইলেন; সেই অবধি অরামীয়েরা অম্মোন-সন্তানদের সাহায্য করিতে ভীত হইল।

দায়ূদের মহাপাপের বিবরণ।

১১ পরে বৎসর ফিরিয়া আসিলে রাজবর্গের যুদ্ধে গমন সময়ে দায়ূদ যোয়াবকে, তাঁহার সহিত আপন দাসদিগকে ও সমস্ত ইস্রায়েলকে পাঠাইলেন; তাহারা গিয়া অম্মোন-সন্তানদিগকে সংহার করিয়া রব্বা নগর অবরোধ করিল; কিন্তু দায়ূদ যিরূশালেমে থাকিলেন।

২ একদা বৈকালে দায়ূদ শয্যা হইতে উঠিয়া রাজবাটীর ছাদে বেড়াইতেছিলেন, আর ছাদ হইতে দেখিতে পাইলেন যে, একটী স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে; স্ত্রীলোকটী দেখিতে বড়ই সুন্দরী ছিল। ৩ দায়ূদ তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইলেন। এক জন কহিল, এ কি ইলিয়ামের কন্যা, হিত্তীয় ঊরিয়ের ৪ স্ত্রী বৎশেবা নয়? তখন দায়ূদ দূত পাঠাইয়া তাহাকে আনাইলেন, এবং সে তাঁহার নিকটে আসিলে দায়ূদ তাহার সহিত শয়ন করিলেন; সে স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়া শুচি হইয়াছিল। পরে সে আপন ৫ ঘরে ফিরিয়া গেল। পরে সে স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইল; আর লোক পাঠাইয়া দায়ূদকে এই সমাচার দিল, আমার গর্ব্ভ হইয়াছে।

৬ তখন দায়ূদ যোয়াবের নিকটে লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিলেন, হিত্তীয় ঊরিয়কে আমার নিকটে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে যোয়াব দায়ূদের নিকটে ঊরিয়কে ৭ পাঠাইলেন। ঊরিয় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে দায়ূদ তাহাকে যোয়াবের কুশল, লোকদের কুশল ও যুদ্ধের কুশল

৮ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে দায়ূদ ঊরিয়কে কহিলেন, তুমি আপন বাটীতে গিয়া পা ধোও। তখন ঊরিয় রাজবাটী হইতে বাহির হইল, আর রাজার নিকট হইতে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভেট গেল। ৯ কিন্তু ঊরিয় আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে রাজবাটীর দ্বারে শয়ন করিল, ঘরে গেল ১০ না। পরে এই কথা দায়ূদকে বলা হইল যে, ঊরিয় ঘরে যায় নাই। দায়ূদ ঊরিয়কে কহিলেন, তুমি কি পথভ্রমণ করিয়া আইস নাই? তবে কেন বাটীতে ১১ গেলে না? ঊরিয় দায়ূদকে কহিল, সিন্দুক, ইস্রায়েল ও যিহূদা কুটীরে বাস করিতেছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব ও আমার প্রভুর দাসগণ খোলা মাঠে ছাউনী করিয়া আছেন; তবে আমি কি ভোজন পান করিতে ও স্ত্রীর সহিত শয়ন করিতে আপন গৃহে যাইতে পারি? আপনার জীবনের ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, ১২ আমি এমন কর্ম্ম করিব না। তখন দায়ূদ ঊরিয়কে কহিলেন, অদ্যও তুমি এই স্থানে থাক, কল্য তোমাকে বিদায় করিব। তাহাতে ঊরিয় সে দিবস ও ১৩ পরদিবস যিরূশালেমে রহিল। আর দায়ূদ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলে সে তাঁহার সাক্ষাতে ভোজন পান করিল; আর তিনি তাহাকে মত্ত করিলেন; কিন্তু সে সন্ধ্যা-কালে আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে আপন শয্যায় শয়ন করিবার জন্য বাহিরে ১৪ গেল, ঘরে গেল না। প্রাতঃকালে দায়ূদ যোয়াবের নিকটে এক পত্র লিখিয়া ১৫ ঊরিয়ের হাতে দিয়া পাঠাইলেন। পত্র-খানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তোমরা এই ঊরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে ইহার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাও, যেন এ আহত হইয়া মারা পড়ে। ১৬ পরে কোন্ স্থানে বিক্রমশালী লোক আছে, তাহা জানাতে যোয়াব নগর অবরোধ-কালে সেই স্থানে ঊরিয়কে ১৭ নিযুক্ত করিলেন। পরে নগরস্থ লোকেরা বাহির হইয়া যোয়াবের সহিত যুদ্ধ করিলে কয়েক জন লোক, দায়ূদের দাসদের মধ্যে কয়েক জন, পতিত হইল, বিশেষতঃ হিত্তীয় ঊরিয়ও মারা পড়িল।

১৮ পরে যোয়াব লোক পাঠাইয়া যুদ্ধের ১৯ সমস্ত বৃত্তান্ত দায়ূদকে জানাইলেন, আর দূতকে আদেশ করিলেন, তুমি রাজার সাক্ষাতে যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত সমাপ্ত ২০ করিলে, যদি রাজার ক্রোধ জন্মে, আর যদি তিনি বলেন, তোমরা যুদ্ধ করিতে নগরের এত নিকটে কেন গিয়াছিলে? তাহারা প্রাচীর হইতে বাণ মারিবে, ইহা ২১ কি জানিতে না? যিরুব্বেশতের পুত্র অবীমেলককে কে আঘাত করিয়াছিল? তেবেষে একটা স্ত্রীলোক যাঁতার একখানা উপরের পাট প্রাচীর হইতে তাহার উপরে ফেলিয়া দিলে সে কি তাহাতেই মরে নাই? তোমরা কেন প্রাচীরের এত নিকটে গিয়াছিলে? তাহা হইলে তুমি বলিবে, আপনার দাস হিত্তীয় ঊরিয়ও মারা পড়িয়াছে।

২২ পরে সেই দূত প্রস্থান করিয়া যোয়া-বের প্রেরিত সমস্ত কথা দায়ূদকে জ্ঞাত ২৩ করিল। দূত দায়ূদকে কহিল, সেই লোকেরা আমাদের বিপক্ষে প্রবল হইয়া মাঠে আমাদের নিকটে বাহিরে আসিয়া-ছিল; তখন আমরা দ্বারের প্রবেশ-স্থান পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া ২৪ করিয়াছিলাম। তখন ধনুর্দ্ধরেরা প্রাচীর হইতে আপনার দাসদের উপরে বাণ

নিক্ষেপ করিল ; তাই মহারাজের কতক দাস মারা পড়িয়াছে ; আর আপনার দাস ২৫ হিত্তীয় উরিয়ও মরিয়াছে। তখন দায়ূদ দূতকে কহিলেন, যোয়াবকে এই কথা বলিও, তুমি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইও না, কেননা খড়্গ যেমন এক জনকে তেমনি আর এক জনকেও গ্রাস করে; তুমি নগরের বিরুদ্ধে আরও সপরাক্রমে যুদ্ধ কর, নগর উচ্ছিন্ন কর ; এইরূপে তাহাকে আশ্বাস দিবে।

২৬ আর উরিয়ের স্ত্রী আপন স্বামী উরিয়ের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া স্বামীর জন্য শোক ২৭ করিল। পরে শোক অতীত হইলে দায়ূদ লোক পাঠাইয়া তাহাকে আপন বাটীতে আনাইলেন, তাহাতে সে তাঁহার স্ত্রী হইল, ও তাঁহার জন্য পুত্র প্রসব করিল। কিন্তু দায়ূদের কৃত এই কর্ম্ম সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হইল।

১২ পরে সদাপ্রভু দায়ূদের নিকটে নাথনকে প্রেরণ করিলেন। আর তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—এক নগরে দুইটী লোক ছিল ; তাহাদের মধ্যে এক জন ধনবান, আর ২ এক জন দরিদ্র। ধনবানের অতি বিস্তর ৩ মেষাদি পাল ও গোপাল ছিল। কিন্তু সেই দরিদ্রের আর কিছুই ছিল না, কেবল একটী ক্ষুদ্র মেষবৎসা ছিল, সে তাহাকে কিনিয়া পুষিতেছিল ; আর সেটী তাহার সঙ্গে ও তাহার সন্তানদের সঙ্গে থাকিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল ; সে তাহারই খাদ্য খাইত, ও তাহারই পাত্রে পান করিত, আর তাহার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিত, ও তাহার কন্যার মত ছিল। ৪ পরে ঐ ধনবানের গৃহে এক জন পথিক আসিল, তাহাতে বাটীতে আগত অতিথির জন্য পাক করণার্থে সে আপন মেষাদি পাল ও গোপাল হইতে কিছু লইতে কাতর হইল, কিন্তু সেই দরিদ্রের মেষবৎসাটী লইয়া, যে অতিথি আসিয়াছিল, ৫ তাহার জন্য তাহাই পাক করিল। তাহাতে দায়ূদ সেই ধনবানের প্রতি অতিশয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ; তিনি নাথনকে কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যে ব্যক্তি সেই কর্ম্ম করিয়াছে, ৬ সে মৃত্যুর সন্তান ; সে কিছু দয়া না করিয়া এ কর্ম্ম করিয়াছে, এই জন্য সেই মেষবৎসার চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিবে।

৭ তখন নাথন দায়ূদকে কহিলেন, আপনিই সেই ব্যক্তি। ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষেক করিয়াছি, এবং শৌলের হস্ত ৮ হইতে উদ্ধার করিয়াছি ; আর তোমার প্রভুর বাটী তোমাকে দিয়াছি, ও তোমার প্রভুর স্ত্রীগণকে তোমার বক্ষঃস্থলে দিয়াছি, এবং ইস্রায়েলের ও যিহূদার কুল তোমাকে দিয়াছি ; আর তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে আরও অমুক ৯ অমুক বস্তু দিতাম। তুমি কেন সদাপ্রভুর বাক্য তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিয়াছ? তুমি হিত্তীয় উরিয়কে খড়্গ দ্বারা আঘাত করাইয়াছ ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া আপনার স্ত্রী করিয়াছ, অম্মোন-সন্তানদের খড়্গ দ্বারা উরিয়কে মারিয়া ফেলিয়াছ। ১০ অতএব খড়্গ কখনও তোমার কুলকে ছাড়িয়া যাইবে না ; কেননা তুমি আমাকে তুচ্ছ করিয়া হিত্তীয় উরিয়ের স্ত্রীকে লইয়া ১১ আপনার স্ত্রী করিয়াছ। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার কুল

হইতেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন করিব, এবং তোমার সাক্ষাতে তোমার স্ত্রীগণকে লইয়া তোমার আত্মীয়কে দিব; তাহাতে সে এই সূর্য্যের সাক্ষাতে তোমার ১২ স্ত্রীগণের সহিত শয়ন করিবে। বস্তুতঃ তুমি গোপনে এই কর্ম্ম করিয়াছ, কিন্তু আমি সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে ও সূর্য্যের সাক্ষাতে এই কার্য্য করিব।

১৩ তখন দায়ূদ নাথনকে কহিলেন, আমি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। নাথন দায়ূদকে কহিলেন, সদাপ্রভুও আপনার পাপ দূর করিলেন, আপনি ১৪ মরিবেন না। কিন্তু এই কর্ম্ম দ্বারা আপনি সদাপ্রভুর শত্রুগণকে নিন্দা করিবার বড় সুযোগ দিয়াছেন, এই জন্য আপনার নবজাত পুত্রটী অবশ্য মরিবে। ১৫ পরে নাথন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন।

আর সদাপ্রভু ঊরিয়ের স্ত্রীর গর্ব্ভজাত দায়ূদের পুত্রটীকে আঘাত করিলে সে ১৬ অতিশয় পীড়িত হইল। পরে দায়ূদ বালকটীর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি করিলেন; আর দায়ূদ উপবাস করিলেন, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি ১৭ ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। তখন তাঁহার বাটীর প্রাচীনেরা উঠিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে তুলিবার জন্য তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না, এবং তাঁহাদের সহিত ভোজনও ১৮ করিলেন না। পরে সপ্তম দিবসে বালকটী মরিল; তাহাতে বালকটী মরিয়াছে, এই কথা দায়ূদকে বলিতে তাঁহার দাসগণ ভয় করিল, কেননা তাহারা কহিল, দেখ, বালকটী জীবিত থাকিতে আমরা তাঁহাকে বলিলেও তিনি আমাদের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই; এখন বালকটী মরিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া তাঁহাকে বলিব? বলিলে তিনি আপনার অনিষ্ট করিবেন। ১৯ কিন্তু দাসেরা কাণাকাণি করিতেছে দেখিয়া দায়ূদ বুঝিলেন, বালকটী মরিয়া গিয়াছে; দায়ূদ আপনি দাসগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকটী কি মরিয়াছে? তাহারা কহিল, মরিয়াছে। ২০ তখন দায়ূদ ভূমি হইতে উঠিয়া স্নান, তৈলমর্দ্দন ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রণিপাত করিলেন; পরে আপন গৃহে আসিয়া আজ্ঞা করিলে তাহারা তাঁহার সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য রাখিল; আর তিনি ২১ ভোজন করিলেন। তখন তাঁহার দাসগণ তাঁহাকে কহিল, আপনি এ কেমন কাজ করিলেন? বালকটী জীবিত থাকিতে আপনি তাহার জন্য উপবাস ও রোদন করিতেছিলেন, কিন্তু বালকটী মরিয়া গেলেই উঠিয়া ভোজন করিলেন। ২২ তিনি কহিলেন, বালকটী জীবিত থাকিতে আমি উপবাস ও রোদন করিতেছিলাম; কারণ ভাবিয়াছিলাম, কি জানি, সদাপ্রভু আমার প্রতি কৃপা করিলে বালকটী ২৩ বাঁচিতে পারে। কিন্তু এখন সে মরিয়া গিয়াছে, তবে আমি কি জন্য উপবাস করিব? আমি কি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি? আমি তাহার কাছে যাইব, কিন্তু সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না।

২৪ পরে দায়ূদ আপন স্ত্রী বৎশেবাকে সান্ত্বনা করিলেন, ও তাহার কাছে গমন করিয়া তাহার সহিত শয়ন করিলেন; এবং সে পুত্র প্রসব করিলে দায়ূদ তাহার নাম শলোমন রাখিলেন; আর সদাপ্রভু ২৫ তাহাকে প্রেম করিলেন। আর তিনি

নাথন ভাববাদীকে প্রেরণ করিলেন, আর তিনি সদাপ্রভুর জন্য তাহার নাম যিদীদীয় [সদাপ্রভুর প্রিয়] রাখিলেন।

২৬ ইতিমধ্যে যোয়াব অম্মোন-সন্তানদের রব্বা নগরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া রাজ-২৭ নগর হস্তগত করিলেন। তখন যোয়াব দায়ূদের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, আমি রব্বার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ২৮ জলনগর হস্তগত করিয়াছি। এখন আপনি অবশিষ্ট লোকদিগকে একত্র করিয়া নগরের কাছে শিবির স্থাপন করুন, তাহা হস্তগত করুন, নতুবা কি জানি, আমি ঐ নগর হস্তগত করিলে তাহার উপরে আমারই নাম কীর্ত্তিত ২৯ হইবে। তখন দায়ূদ সমস্ত লোককে একত্র করিলেন, ও রব্বাতে গিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করি-৩০ লেন। আর তিনি তথাকার রাজার মস্তক হইতে তাঁহার মুকুট লইলেন ; তাহাতে এক তালন্ত পরিমাণ স্বর্ণ ও মণি ছিল ; আর তাহা দায়ূদের মস্তকে অর্পিত হইল ; এবং তিনি ঐ নগর হইতে অতি প্রচুর ৩১ লুটদ্রব্য বাহির করিয়া আনিলেন। আর দায়ূদ তথাকার লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করাতের, লৌহের মইর ও লৌহের কুড়ালির মুখে রাখিলেন, এবং ইটের পাঁজার মধ্য দিয়া গমন করাই-লেন। তিনি অম্মোন-সন্তানদের সমস্ত নগরের প্রতি এইরূপ করিলেন। পরে দায়ূদ ও সমস্ত লোক যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন।

অম্নোনের ঘৃণার্হ কাণ্ড ও তাহার ফল।

১৩ তৎপরে এই ঘটনা হইল ; দায়ূদের পুত্র অবশালোমের তামর নামে সুন্দরী এক সহোদরা ছিল ; দায়ূদের পুত্র অম্নোন ২ তাহাকে ভালবাসিল। অম্নোন এমন আকুল হইল যে, আপন ভগিনী তামরের জন্য পীড়িত হইয়া পড়িল, কেননা সে কুমারী ছিল, এবং অম্নোন তাহার প্রতি ৩ কিছু করা দুঃসাধ্য বোধ করিল। কিন্তু দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাদব নামে অম্নোনের এক বন্ধু ছিল ; সেই ৪ যোনাদব অতিশয় চতুর ছিল। সে অম্নোনকে কহিল, রাজপুত্র! তুমি দিন দিন এমন কৃশ হইতেছ কেন? আমাকে কি বলিবে না? অম্নোন তাহাকে কহিল, আমি আপন ভ্রাতা অবশালোমের সহো-৫ দরা তামরকে ভালবাসি। যোনাদব কহিল, তুমি আপন খট্টার উপরে শয়ন করিয়া পীড়ার ভাণ কর ; পরে তোমার পিতা তোমাকে দেখিতে আসিলে তাঁহাকে বলিও, অনুগ্রহ করিয়া আমার ভগিনী তামরকে আমার নিকটে আসিতে আজ্ঞা করুন, সে আমাকে রুটী খাইতে দিউক, এবং আমি দেখিয়া যেন তাহার হস্তে ভোজন করি, এই জন্য আমার সাক্ষাতেই খাদ্য পাক করুক।

৬ পরে অম্নোন পীড়ার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল ; তাহাতে রাজা তাহাকে দেখিতে আসিলে অম্নোন রাজাকে কহিল, বিনয় করি, আমার ভগিনী তামর আসিয়া আমার সাক্ষাতে খান দুই পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া দিউক, আমি তাহার হস্তে ভোজন ৭ করিব। তখন দায়ূদ তামরের গৃহে লোক পাঠাইয়া কহিলেন, তুমি এক বার তোমার ভ্রাতা অম্নোনের গৃহে গিয়া তাহাকে কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেও। ৮ অতএব তামর আপন ভ্রাতা অম্নোনের গৃহে গেল ; তখন সে শুইয়াছিল।

পরে তামর সূজী লইয়া ছানিয়া তাহার সাক্ষাতে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া পাক ৯ করিল ; আর তাওয়া লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে ঢালিয়া দিল, কিন্তু সে ভোজনে অসম্মত হইল। অম্নোন কহিল, আমার নিকট হইতে সকল লোক বাহিরে যাউক। তাহাতে সকলে তাহার নিকট হইতে ১০ বাহিরে গেল। তখন অম্নোন তামরকে কহিল, খাদ্য সামগ্রী এই কুঠরীর মধ্যে আন ; আমি তোমার হস্তে ভোজন করিব। তাহাতে তামর আপনার কৃত ঐ পিস্টক লইয়া কুঠরীর মধ্যে আপন ১১ ভ্রাতা অম্নোনের কাছে গেল। পরে সে তাহাকে ভোজন করাইতে তাহার নিকটে তাহা আনিলে অম্নোন তাহাকে ধরিয়া কহিল, হে আমার ভগিনি, আইস, ১২ আমার সহিত শয়ন কর। সে উত্তর করিল, হে আমার ভ্রাতা, না, না, আমাকে মানভ্রষ্ট করিও না, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নয় ; তুমি ১৩ এ মূঢ়তার কর্ম্ম করিও না। আমি কোথায় আমার কলঙ্ক বহন করিব? আর তুমিও ইস্রায়েলের মধ্যে এক জন মূঢ়ের সমান হইবে। অতএব বিনয় করি, বরং রাজার কাছে বল, তিনি তোমার হাতে আমাকে দিতে অসম্মত হইবেন না। ১৪ কিন্তু অম্নোন তাহার কথা শুনিতে চাহিল না ; আপনি তাহা অপেক্ষা বলবান হওয়াতে তাহাকে মানভ্রষ্ট করিল, তাহার ১৫ সহিত শয়ন করিল। পরে অম্নোন তাহাকে অতিশয় ঘৃণা করিতে লাগিল ; বস্তুতঃ সে তাহাকে যেরূপ প্রেম করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিতে লাগিল ; আর অম্নোন তাহাকে কহিল, ১৬ গা তুল, চলিয়া যাও। সে তাহাকে কহিল, তাহা করিও না, কেননা আমার সঙ্গে কৃত তোমার প্রথম দোষ অপেক্ষা আমাকে বাহির করিয়া দেওয়া, এই মহাদোষ আরও মন্দ। কিন্তু অম্নোন ১৭ তাহার কথা শুনিতে চাহিল না। সে আপন পরিচারক যুবককে ডাকিয়া কহিল, ইহাকে আমার নিকট হইতে বাহির করিয়া দেও, পরে দুয়ারে হুড়কা লাগাইয়া ১৮ দেও। সেই কন্যার গায়ে লম্বা কাপড় ছিল, কেননা অনূঢ়া রাজকুমারীরা ঐ প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত। অম্নোনের পরিচারক তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া ১৯ পরে দ্বারে হুড়কা লাগাইয়া দিল। তখন তামর আপন মস্তকে ভস্ম দিল, এবং আপনার গায়ের ঐ লম্বা কাপড় ছিঁড়িয়া মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ২০ চলিয়া গেল। আর তাহার সহোদর অবশালোম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ভ্রাতা অম্নোন কি তোমার সহিত সংসর্গ করিয়াছে? কিন্তু এখন হে আমার ভগিনি, চুপ থাক, সে তোমার ভ্রাতা ; তুমি এ বিষয়ে বিমনা হইও না। তদবধি তামর বিষণ্ণ ভাবে আপন সহোদর অব- ২১ শালোমের গৃহে থাকিল। কিন্তু দায়ূদ রাজা এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় ২২ ক্রুদ্ধ হইলেন। আর অবশালোম অম্নোনের কাছে ভাল মন্দ কিছুই বলিল না, কেননা তাহার সহোদরা তামরকে সে মানভ্রষ্ট করাতে অবশালোম অম্নোনকে ঘৃণা করিল।

২৩ সম্পূর্ণ দুই বৎসর পরে ইফ্রয়িমের নিকটস্থ বাল্-হাৎসোরে অবশালোমের মেষগুলির লোমকাটা হইল ; এবং অবশালোম সমস্ত রাজপুত্রকে নিমন্ত্রণ ২৪ করিল। আর অবশালোম রাজার নিকটে

আসিয়া কহিল, দেখুন, আপনার এই দাসের মেষগুলির লোমকাটা হইতেছে; অতএব বিনয় করি, মহারাজ ও রাজার দাসগণ আপনার দাসের সঙ্গে আগমন ২৫ করুন। রাজা অবশালোমকে কহিলেন, হে আমার পুত্ত্র, তাহা নয়, আমরা সকলে যাইব না, পাছে তোমার ভারস্বরূপ হই। তথাপি সে পীড়াপীড়ি করিল, তবু রাজা যাইতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু তাহাকে ২৬ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন অবশালোম কহিল, যদ্যপি তাহা না হয়, তবে আমার ভ্রাতা অম্নোনকে আমাদের সঙ্গে যাইতে দিউন; রাজা তাহাকে কহিলেন, সে ২৭ কেন তোমার সঙ্গে যাইবে? কিন্তু অবশালোম তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিলে রাজা অম্নোনকে ও তাহার সহিত সমস্ত রাজপুত্ত্রকে যাইতে দিলেন।

২৮ পরে অবশালোম আপন চাকরদিগকে এই আজ্ঞা দিল, দেখিও, দ্রাক্ষারসে অম্নোনের চিত্ত প্রফুল্ল হইলে যখন আমি তোমাদিগকে বলিব, অম্নোনকে মার, তখন তোমরা তাহাকে বধ করিও, ভীত হইও না। আমি কি তোমাদিগকে আজ্ঞা দিই নাই? তোমরা সাহস কর, ২৯ বীর্য্যবান হও। পরে অবশালোমের চাকরেরা অম্নোনের প্রতি অবশালোমের আজ্ঞামত কর্ম্ম করিল। তখন রাজপুত্ত্রগণ সকলে উঠিয়া আপন আপন খচরে চড়িয়া পলায়ন করিল।

৩০ তাহারা পথে ছিল, এমন সময়ে দায়ূদের নিকটে এই সংবাদ পৌঁছিল, অবশালোম সমস্ত রাজপুত্ত্রকে বধ করিয়াছে; তাহাদের ৩১ এক জনও অবশিষ্ট নাই। তখন রাজা উঠিয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া ভূমিতে লম্বমান হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার দাসেরা সকলে আপন আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া তাঁহার ৩২ নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্ত্র যোনাদব কহিল, আমার প্রভু মনে করিবেন না যে, সমস্ত রাজকুমার হত হইয়াছে; কেবল অম্নোন মরিয়াছে, কেননা যে দিন সে অবশালোমের সহোদরা তামরকে মানভ্রষ্ট করিয়াছে, সেই দিন হইতে অবশালোম ৩৩ কর্ত্তৃক ইহা স্থির হইয়াছিল। অতএব সমস্ত রাজপুত্ত্র মরিয়াছে ভাবিয়া আমার প্রভু মহারাজ শোক করিবেন না; কেবল ৩৪ অম্নোন মরিয়াছে। কিন্তু অবশালোম পলায়ন করিয়াছিল। আর যুবক প্রহরী চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিল, আর দেখ, পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে তাহার পশ্চাৎ দিকের পথ দিয়া অনেক লোক আসি-৩৫ তেছে। আর যোনাদব রাজাকে কহিল, দেখুন, রাজপুত্ত্রগণ আসিতেছে, আপনার দাস যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক ৩৬ হইল। তাহার কথা শেষ হইবামাত্র, দেখ, রাজপুত্ত্রগণ উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এবং রাজা ও তাঁহার সমস্ত দাসও অতিশয় রোদন করিলেন।

অবশালোমের পলায়ন ও যিরূশালেমে পুনরাগমন।

৩৭ কিন্তু অবশালোম পলাইয়া গশূরের রাজা অম্মীহূরের পুত্ত্র তল্ময়ের নিকটে গেল, আর দায়ূদ প্রতিদিন আপন পুত্ত্রের ৩৮ জন্য শোক করিতে লাগিলেন। অবশালোম পলাইয়া গশূরে গিয়া সে স্থানে ৩৯ তিন বৎসর প্রবাস করিল। পরে দায়ূদ রাজা অবশালোমের কাছে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন; কেননা অম্নোন

মরিয়া গিয়াছে জানিয়া তিনি তাহার বিষয়ে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৪ পরে সরূয়ার পুত্র যোয়াব রাজার অন্তঃকরণ অবশালোমের বিষয়ে ব্যগ্র দেখিয়া, তকোয়ে দূত পাঠাইয়া তথা হইতে এক চতুরা স্ত্রীকে আনাইয়া ২ তাহাকে কহিলেন, তুমি এক বার ছল করিয়া শোকান্বিতা হও, এবং শোকসূচক বস্ত্র পরিধান কর; গাত্রে তৈলমর্দ্দন করিও না, কিন্তু মৃতের জন্য বহুকাল ৩ শোককারিণী স্ত্রীর ন্যায় হও; আর রাজার নিকটে গিয়া তাঁহাকে এই প্রকার কথা বল। আর কি বলিতে হইবে, যোয়াব তাহাকে শিখাইয়া দিলেন।

৪ পরে তকোয়ের সেই স্ত্রীলোকটী রাজার কাছে কথা বলিতে গিয়া উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, ৫ মহারাজ, রক্ষা করুন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? স্ত্রীলোকটী কহিল, সত্য বলিতেছি, আমি ৬ বিধবা; আমার স্বামী মরিয়াছেন। আর আপনার দাসীর দুইটী পুত্র ছিল, তাহারা ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধ করিল; তখন তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিবার কেহ না থাকাতে এক জন অন্য জনকে আঘাত ৭ করিয়া মারিয়া ফেলিল। আর দেখুন, সমুদয় গোষ্ঠী আপনার দাসীর বিরুদ্ধে উঠিয়া বলিতেছে, তুমি সেই ভ্রাতৃঘাতককে সমর্পণ কর, আমরা তাহার নিহত ভ্রাতার প্রাণের পরিবর্ত্তে তাহার প্রাণ লইব, আমরা উত্তরাধিকারীকেও উচ্ছিন্ন করিব। এই প্রকারে তাহারা আমার অবশিষ্ট অঙ্গারখানি নির্ব্বাণ করিতে চাহে, এবং ভূমণ্ডলে আমার স্বামীর নামাদি কিছু অবশিষ্ট রাখিতে ৮ চাহে না। তখন রাজা স্ত্রীলোকটীকে কহিলেন, তুমি ঘরে যাও, আমি তোমার ৯ বিষয়ে আজ্ঞা দিব। পরে ঐ তকোয়ীয়া স্ত্রী রাজাকে কহিল, হে আমার প্রভু! হে মহারাজ! আমারই প্রতি ও আমার পিতৃকুলের প্রতি এই অপরাধ বর্ত্তুক; মহারাজ ও তাঁহার সিংহাসন নির্দ্দোষ ১০ হউন। রাজা কহিলেন, যে কেহ তোমাকে কিছু বলে, তাহাকে আমার নিকটে আন, সে তোমাকে আর স্পর্শ ১১ করিবে না। পরে সে স্ত্রী কহিল, নিবেদন করি, মহারাজ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্মরণ করুন, যেন রক্তের প্রতিশোধদাতা আর বিনাশ না করে; নতুবা তাহারা আমার পুত্রকে বিনষ্ট করিবে। রাজা কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, তোমার পুত্রের একটী ১২ কেশও ভূমিতে পড়িবে না। তখন সে স্ত্রী কহিল, নিবেদন করি, আপনার দাসীকে আমার প্রভু মহারাজের কাছে একটী কথা বলিতে দিউন। রাজা ১৩ কহিলেন, বল। সে স্ত্রী কহিল, তবে ঈশ্বরের প্রজার বিপক্ষে আপনি কেন সেইরূপ সঙ্কল্প করিতেছেন? ফলে এই কথা বলাতে মহারাজ এক প্রকার দোষী হইয়া পড়িলেন, যেহেতু মহারাজ আপনার নির্ব্বাসিত [সন্তানটী] ফিরাইয়া ১৪ আনিতেছেন না। আমরা ত নিশ্চয়ই মরিব, এবং যাহা একবার ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিলে পরে তুলিয়া লওয়া যায় না, এমন জলের ন্যায় হইব; পরন্তু ঈশ্বরও প্রাণ হরণ করেন না, কিন্তু নির্ব্বাসিত লোক যাহাতে তাঁহা হইতে নির্ব্বাসিত না থাকে, তাহার উপায় চিন্তা করেন। ১৫ এখন আমি যে আপন প্রভু মহারাজের

কাছে নিবেদন করিতে আসিলাম, তাহার কারণ এই; লোকেরা আমার ভয় জন্মাইয়াছিল; তাই আপনার দাসী কহিল, আমি মহারাজের কাছে নিবেদন করিব; হইতে পারে, মহারাজ আপন দাসীর নিবেদনানুসারে কার্য্য করিবেন।
১৬ আমার পুত্রের সহিত আমাকে ঈশ্বরের অধিকার হইতে উচ্ছিন্ন করিতে যে চেষ্টা করে, তাহার হস্ত হইতে আপনার দাসীকে উদ্ধার করিতে মহারাজ অবশ্য মনোযোগ
১৭ করিবেন। আপনার দাসী কহিল, আমার প্রভু মহারাজের বাক্য শান্তিকর হউক, কেননা ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে আমার প্রভু মহারাজ ঈশ্বরের দূতের তুল্য; আর আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার সহবর্ত্তী থাকুন।

১৮ তখন রাজা উত্তর করিয়া স্ত্রীলোকটীকে কহিলেন, বিনয় করি, তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা আমা হইতে গোপন করিও না। সে স্ত্রী কহিল,
১৯ আমার প্রভু মহারাজ বলুন। রাজা কহিলেন, এই সমস্ত ব্যাপারে তোমার সহিত কি যোয়াবের হাত আছে? সে স্ত্রী উত্তর করিয়া কহিল, হে আমার প্রভু, মহারাজ, আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমার প্রভু মহারাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার যো নাই; আপনার দাস যোয়াবই আমাকে আদেশ করিয়াছেন, এই সমস্ত কথা আপনার দাসীকে শিখাইয়া দিয়াছেন।
২০ এই বিষয়ের নূতন আকার দেখাইবার জন্য আপনার দাস যোয়াব এই কর্ম্ম করিয়াছেন; যাহা হউক, আমার প্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত বিষয় জানিতে ঈশ্বরের দূতের ন্যায় বুদ্ধিমান।

২১ পরে রাজা যোয়াবকে কহিলেন, এখন দেখ, আমিই এ কার্য্য করিয়াছি; অতএব যাও, সেই যুবক, অবশালোমকে
২২ আবার আন। তাহাতে যোয়াব উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন, এবং রাজার ধন্যবাদ করিলেন, আর যোয়াব কহিলেন, হে আমার প্রভু, মহারাজ, আপনি আপনার দাসের নিবেদন সিদ্ধ করিলেন, ইহাতে আমি যে আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইলাম, তাহা অদ্য আপনার এই দাস জ্ঞাত
২৩ হইল। পরে যোয়াব উঠিয়া গশূরে গিয়া অবশালোমকে যিরূশালেমে আনিলেন।
২৪ পরে রাজা কহিলেন, সে ফিরিয়া আপন বাটীতে যাউক, সে আমার মুখ না দেখুক। তাহাতে অবশালোম আপন বাটীতে ফিরিয়া গেল, রাজার মুখ দেখিতে পাইল না।

২৫ সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে অবশালোমের তুল্য সৌন্দর্য্যে অতি প্রশংসনীয় কেহ ছিল না; তাহার পায়ের তালু হইতে
২৬ মাথার তালু পর্য্যন্ত নির্দ্দোষ ছিল। আর তাহার মস্তকের কেশ ভারী বোধ হইলে সে তাহা ছেদন করিত; বৎসরান্তর ছেদন করিত; মস্তক মুণ্ডন-সময়ে মস্তকের কেশ তৌল করিত; তাহাতে রাজপরিমাণ অনুসারে তাহা দুই শত
২৭ শেকল পরিমিত হইত। অবশালোমের তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল, কন্যাটীর নাম তামর; সে দেখিতে সুন্দরী ছিল।

২৮ আর অবশালোম সম্পূর্ণ দুই বৎসর যিরূশালেমে বাস করিল, কিন্তু রাজার
২৯ মুখ দেখিতে পাইল না। পরে অবশালোম রাজার নিকটে পাঠাইবার জন্য

যোয়াবকে ডাকাইল, কিন্তু তিনি তাহার নিকটে আসিতে সম্মত হইলেন না; পরে দ্বিতীয় বার লোক পাঠাইল, তখনও তিনি আসিতে সম্মত হইলেন না। ৩০ অতএব সে আপন দাসদিগকে কহিল, দেখ, আমার ভূমির পার্শ্বে যোয়াবের ক্ষেত্র আছে, সে স্থানে তাহার যে যব আছে, তোমরা গিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেও। তাহাতে অবশালোমের দাসগণ সেই ক্ষেত্রে আগুন লাগাইয়া দিল। ৩১ তখন যোয়াব উঠিয়া অবশালোমের নিকটে তাহার গৃহে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, তোমার দাসগণ আমার ক্ষেত্রে ৩২ কেন আগুন দিয়াছে? অবশালোম যোয়াবকে কহিল, দেখ, আমি তোমার কাছে লোক পাঠাইয়া এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম, ফলতঃ রাজার কাছে এই কথা নিবেদন করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইব বলিয়াছিলাম যে, 'আমি গশূর হইতে কেন আসিলাম? সেই স্থানে থাকিলে আমার আরও ভাল হইত। এখন আমাকে রাজার মুখ দেখিতে দিউন, আর যদি আমাতে অপরাধ থাকে, তবে ৩৩ তিনি আমাকে বধ করুন।' পরে যোয়াব রাজার নিকটে গিয়া তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিলে রাজা অবশালোমকে ডাকাইলেন; তাহাতে সে রাজার নিকটে গিয়া রাজার সম্মুখে উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিল, আর রাজা অবশালোমকে চুম্বন করিলেন।

অবশালোমের বিদ্রোহ। দায়ূদের পলায়ন।

১৫ তৎপরে অবশালোম আপনার নিমিত্ত রথ, অশ্ব ও আপনার অগ্রে অগ্রে দৌড়িবার জন্য পঞ্চাশ জন লোক রাখিল। ২ আর অবশালোম প্রত্যুষে উঠিয়া রাজদ্বারের পথিপার্শ্বে দাঁড়াইত; এবং যে কেহ বিচারার্থে রাজার নিকটে বিবাদ উপস্থিত করিতে উদ্যত হইত, অবশালোম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কোন্ নগরের লোক? সে বলিত, আপনার দাস আমি ইস্রায়েলের অমুক ৩ বংশের লোক। তখন অবশালোম তাহাকে বলিত, দেখ, তোমার বিবাদের কথা ভাল ও যথার্থ; কিন্তু তোমার কথা শ্রবণ করিতে রাজার কোন লোক নাই। ৪ অবশালোম আরও কহিত, হায়, আমাকে কেন দেশের বিচারকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করা হয় নাই? তাহা করিলে যে কোন ব্যক্তির বিবাদ বা বিচারের কোন কথা থাকে, সে আমার নিকটে আসিলে আমি তাহার বিষয়ে ন্যায্য বিচার করিতাম। ৫ আর যে কেহ তাহার কাছে প্রণিপাত করিতে তাহার নিকটে আসিত, সে তাহাকে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক ধরিয়া চুম্বন ৬ করিত। ইস্রায়েলের যত লোক বিচারার্থে রাজার নিকটে যাইত, সকলের প্রতি অবশালোম এইরূপ ব্যবহার করিত। এই প্রকারে অবশালোম ইস্রায়েল লোকদের চিত্ত হরণ করিল।

৭ পরে চারি বৎসর অতীত হইলে অবশালোম রাজাকে কহিল, বিনয় করি, আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে যাহা মানত করিয়াছি, তাহা পরিশোধ করিতে আমাকে হিব্রোণে যাইতে দিউন। ৮ কেননা আপনার দাস আমি যখন অরামস্থ গশূরে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন মানত করিয়া বলিয়াছিলাম, যদি সদাপ্রভু আমাকে যিরূশালেমে ফিরাইয়া আনেন,

তবে আমি সদাপ্রভুর সেবা করিব।
৯ রাজা কহিলেন, কুশলে যাও। তখন সে উঠিয়া হিব্রোণে গমন করিল।

১০ কিন্তু অবশালোম ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের কাছে চর পাঠাইয়া বলিল, তূরী-ধ্বনি শুনিবামাত্র তোমরা বলিও, অব-
১১ শালোম হিব্রোণে রাজা হইলেন। আর যিরূশালেম হইতে দুই শত লোক অবশালোমের সহিত গেল; ইহারা আহূত হইয়াছিল, এবং সরল মনে গেল, কিছুই
১২ জ্ঞাত ছিল না। পরে অবশালোম বলিদান কালে দায়ূদের মন্ত্রী গীলোনীয় অহীথোফলকে তাহার নগর হইতে, গীলো হইতে, ডাকিয়া পাঠাইল। আর চক্রান্ত দৃঢ় হইল, কারণ অবশালোমের পক্ষীয় লোক উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১৩ পরে এক জন দায়ূদের কাছে আসিয়া এই সংবাদ দিল, ইস্রায়েল লোকদের অন্তঃকরণ অবশালোমের অনুগামী হই-
১৪ য়াছে। তখন দায়ূদের যে সকল দাস যিরূশালেমে তাঁহার নিকটে ছিল, তাহাদিগকে তিনি কহিলেন, আইস, আমরা উঠিয়া পলায়ন করি, কেননা অবশালোম হইতে আমাদের কাহারও বাঁচিবার যো নাই; শীঘ্র করিয়া চল, নতুবা সে সত্বর আমাদের সঙ্গ ধরিয়া আমাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে, ও খড়্গধারে নগরে আঘাত
১৫ করিবে। তাহাতে রাজার দাসগণ রাজাকে কহিল, দেখুন, আমাদের প্রভু মহারাজের যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই করিতে আপনার দাসেরা প্রস্তুত আছে।
১৬ পরে রাজা প্রস্থান করিলেন; এবং তাঁহার সমস্ত পরিজন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল; আর রাজা বাটী রক্ষার্থে দশটী উপপত্নীকে রাখিয়া গেলেন।
১৭ রাজা প্রস্থান করিলেন, ও সমস্ত লোক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল, তাঁহারা
১৮ বৈৎমির্হকে স্থগিত হইলেন। পরে তাঁহার সকল দাস তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে অগ্রসর হইল, এবং করেথীয় ও পলেথীয় সমস্ত লোক, আর গাতীয় সমস্ত লোক, তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গাৎ হইতে আগত ছয় শত লোক, রাজার সম্মুখে অগ্রসর হইল।

১৯ তখন রাজা গাতীয় ইত্তয়কে কহিলেন, আমাদের সঙ্গে তুমিও কেন যাইবে? তুমি ফিরিয়া গিয়া রাজার সহিত বাস কর, কেননা তুমি বিদেশী এবং নির্ব্বাসিত
২০ লোক, তুমি স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। তুমি কল্যমাত্র আসিয়াছ, অদ্য আমি কি তোমাকে আমাদের সহিত ভ্রমণ করাইব? আমি যেখানে পারি, সেখানে যাইব; তুমি ফিরিয়া যাও; আপন ভ্রাতৃগণকেও লইয়া যাও; দয়া ও সত্য তোমার সহ-
২১ বর্ত্তী হউক। ইত্তয় রাজাকে উত্তর করিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, এবং আমার প্রভু মহারাজের প্রাণের দিব্য, জীবনের জন্য হউক, কিম্বা মরণের জন্য হউক, আমার প্রভু মহারাজ যে স্থানে থাকিবেন, আপনার দাসও সেই স্থানে
২২ অবশ্য থাকিবে। দায়ূদ ইত্তয়কে কহিলেন, তবে চল, অগ্রসর হও। তখন গাতীয় ইত্তয়, তাঁহার সমস্ত লোক ও সঙ্গী সমস্ত বালকবালিকা অগ্রসর হইয়া
২৩ গেল। দেশশুদ্ধ লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, ও সমস্ত লোক অগ্রসর হইল। রাজাও কিদ্রোণ স্রোত পার হইলেন, এবং সমস্ত লোক প্রান্তরের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল।

২৪ আর দেখ, সাদোকও আসিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে লেবীয়েরা সকলে আসিল,

তাহারা ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক বহন করিতেছিল ; পরে নগর হইতে সমস্ত লোকের বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক নামাইয়া রাখিল, এবং
২৫ অবিয়াথর উঠিয়া গেলেন। পরে রাজা সাদোককে কহিলেন, তুমি ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায় নগরে লইয়া যাও ; যদি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তবে তিনি আমাকে পুনর্ব্বার আনিয়া তাহা ও তাঁহার নিবাস দেখাইবেন।
২৬ কিন্তু যদি তিনি এই কথা বলেন, তোমাতে আমার সন্তোষ নাই, তবে দেখ, এই আমি, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, আমার
২৭ প্রতি তাহাই করুন। রাজা সাদোক যাজককে আরও কহিলেন, তুমি দেখিতেছ ? তুমি কুশলে নগরে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার পুত্র অহীমাস ও অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন, তোমাদের এই
২৮ দুই পুত্র তোমাদের সহিত যাউক। দেখ, যাবৎ তোমাদের নিকট হইতে আমার কাছে ঠিক সমাচার না আইসে, তাবৎ আমি প্রান্তরের পারঘাটায় থাকিয়া বিলম্ব
২৯ করিব। অতএব সাদোক ও অবিয়াথর ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায় যিরূশালেমে লইয়া গিয়া সেই স্থানে রহিলেন।
৩০ পরে দায়ূদ জৈতুন পর্ব্বতের ঊর্দ্ধগামী পথ দিয়া উঠিলেন ; তিনি উঠিবার সময়ে ক্রন্দন করিতে করিতে চলিলেন ; তাঁহার মুখ আচ্ছাদিত ও পদ অনাবৃত ছিল, এবং তাঁহার সঙ্গী লোকেরা প্রত্যেকে আপন আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল, এবং উঠিবার সময়ে রোদন করিতে
৩১ করিতে চলিল। পরে কেহ দায়ূদকে কহিল, অবশালোমের সঙ্গে চক্রান্তকারীদের মধ্যে অহীথোফলও আছে ; তখন দায়ূদ কহিলেন, হে সদাপ্রভু, অনুগ্রহ করিয়া অহীথোফলের মন্ত্রণাকে মূর্খতায় পরিণত কর।
৩২ পরে যে স্থানে লোকেরা ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করিত, দায়ূদ পর্ব্বতের সেই শিখরে উপস্থিত হইলে দেখ, অর্কীয় হূশয় ছেঁড়া আঙ্গরাখা পরিয়া মাথায় মৃত্তিকা দিয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ
৩৩ করিতে আসিলেন। দায়ূদ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যদি আমার সহিত অগ্রসর হও, তবে আমাকে ভারগ্রস্ত করিবে।
৩৪ কিন্তু যদি নগরে ফিরিয়া গিয়া অবশালোমকে বল, হে রাজন্‌, আমি আপনার দাস হইব, ইতিপূর্ব্বে যেমন আপনার পিতার দাস ছিলাম, তেমনি এখন আপনার দাস হইব, তাহা হইলে তুমি আমার জন্য অহীথোফলের মন্ত্রণা ব্যর্থ করিতে
৩৫ পারিবে। সে স্থানে সাদোক ও অবিয়াথর, এই দুই যাজক কি তোমার সহিত থাকিবেন না ? অতএব তুমি রাজবাটীর যে কোন কথা শুনিবে, তাহা সাদোক
৩৬ ও অবিয়াথর যাজককে বলিবে। দেখ, সে স্থানে তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের দুই পুত্র, সাদোকের পুত্র অহীমাস ও অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন, আছে ; তোমরা যে কোন কথা শুনিবে, তাহাদের দ্বারা আমার নিকটে তাহার সমাচার
৩৭ পাঠাইয়া দিবে। অতএব দায়ূদের মিত্র হূশয় নগরে গেলেন ; আর অবশালোম যিরূশালেমে প্রবেশ করিলেন।

১৬ পরে দায়ূদ পর্ব্বত-শিখর পশ্চাতে ফেলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে দেখ, মফীবোশতের দাস সীবঃ সজ্জিত দুই গর্দ্দভ সঙ্গে করিয়া তাঁহার সহিত মিলিল। সেই গর্দ্দভদের পৃষ্ঠে দুই শত রুটী ও

এক শত থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষাফল ও এক শত চাপ গ্রীষ্মকালের ফল ও এক কুপা ২ দ্রাক্ষারস ছিল। রাজা সীবঃকে কহিলেন, তোমার এ সকলের অভিপ্রায় কি? সীবঃ কহিল, এই দুই গৰ্দ্দভ রাজপরিজনের বাহন হইবে, আর এই রুটী ও ফল যুবকদের আহারীয় এবং দ্রাক্ষারস প্রান্তরে ৩ ক্লান্ত লোকদের পানীয় হইবে। পরে রাজা কহিলেন, তোমার কর্ত্তার পুত্র কোথায়? সীবঃ রাজাকে কহিল, দেখুন, তিনি যিরূশালেমে অবস্থিতি করিতেছেন, কেননা তিনি বলিলেন, ইস্রায়েলের কুল অদ্য আমার পৈতৃক রাজ্য আমাকে ৪ ফিরাইয়া দিবে। রাজা সীবঃকে কহিলেন, দেখ, মফীবোশতের সর্ব্বস্ব তোমার। সীবঃ কহিল, হে আমার প্রভু মহারাজ, প্রণিপাত করি; বিনয় করি, যেন আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই।

৫ পরে দায়ূদ রাজা বহুরীমে উপস্থিত হইলে দেখ, শৌলকুলের গোষ্ঠীভুক্ত গেরার পুত্র শিমিয়ি নামে এক ব্যক্তি তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতে আসিতে ৬ শাপ দিল। আর সে দায়ূদের ও দায়ূদ রাজার সমস্ত দাসদের দিকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিল; তখন সমস্ত লোক ও সমস্ত বীর তাঁহার দক্ষিণে ও বামে ছিল। ৭ শিমিয়ি শাপ দিতে দিতে এই কথা কহিল, যা, যা, তুই রক্তপাতী, তুই পাষণ্ড। ৮ তুই যাহার পদে রাজত্ব করিয়াছিস্, সেই শৌলের কুলের সমস্ত রক্তপাতের প্রতিফল সদাপ্রভু তোকে দিতেছেন, এবং সদাপ্রভু তোর পুত্র অবশালোমের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন; দেখ্, তুই নিজ দুষ্টতায় আট্‌কা পড়িয়াছিস্, কেননা ৯ তুই রক্তপাতী। তখন সরূয়ার পুত্র অবীশয় রাজাকে কহিলেন, ঐ মৃত কুকুর কেন আমার প্রভু মহারাজকে শাপ দেয়? আপনি অনুমতি করিলে আমি পার হইয়া গিয়া উহার মাথা কাটিয়া ফেলি। ১০ কিন্তু রাজা কহিলেন, হে সরূয়ার পুত্ত্রগণ, তোমাদের সহিত আমার বিষয় কি? ও যখন শাপ দেয়, এবং সদাপ্রভু যখন উহাকে বলিয়া দেন, দায়ূদকে শাপ দেও, তখন কে বলিবে, এমন কৰ্ম্ম কেন ১১ করিতেছ? দায়ূদ অবীশয়কে ও আপনার সমস্ত দাসকে আরও কহিলেন, দেখ, আমার ঔরসজাত পুত্র আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে, তবে ঐ বিন্যামীনীয় কি না করিবে? উহাকে থাকিতে দেও; ও শাপ দিউক, কেননা সদাপ্রভু উহাকে ১২ অনুমতি দিয়াছেন। হয় ত সদাপ্রভু আমার উপরে কৃত অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, এবং অদ্য আমাকে দত্ত শাপের পরিবর্ত্তে সদাপ্রভু আমার মঙ্গল ১৩ করিবেন। এইরূপে দায়ূদ ও তাঁহার লোকেরা পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, আর শিমিয়ি তাঁহার আড়পারে পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া চলিতে চলিতে শাপ দিতে লাগিল, এবং আড়পার হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিল ও ধূলা ছড়াইয়া দিল। ১৪ পরে রাজা ও তাঁহার সঙ্গীরা সকলে অয়েফীমে [শ্রান্তদের স্থানে] আসিলেন, আর তিনি সেই স্থানে বিশ্রাম করিলেন।

১৫ আর অবশালোম ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক যিরূশালেমে প্রবেশ করিল, অহী- ১৬ থোফলও তাহার সঙ্গে আসিল। তখন দায়ূদের মিত্র অর্কীয় হূশয় অবশালোমের নিকটে আসিলেন। হূশয় অবশালোমকে কহিলেন, মহারাজ চিরঞ্জীবী হউন, ১৭ মহারাজ চিরঞ্জীবী হউন। অবশালোম

হূশয়কে কহিল, এই কি মিত্রের প্রতি তোমার দয়া? তুমি আপন মিত্রের
১৮ সহিত কেন গমন করিলে না? হূশয় অবশালোমকে কহিলেন, তাহা নয়; কিন্তু সদাপ্রভু, এই জাতি ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন আমি তাঁহারই হইব, তাঁহারই
১৯ সহিত থাকিব। আর পুনশ্চ, আমি কাহার সেবা করিব? তাঁহার পুত্রের সাক্ষাতে কি নয়? যেমন আপনার পিতার সাক্ষাতে সেবা করিয়াছি, তেমনি আপনার সাক্ষাতেও করিব।

২০ পরে অবশালোম অহীথোফলকে কহিল, এখন কি কর্ত্তব্য? তোমরা মন্ত্রণা দেও।
২১ তখন অহীথোফল অবশালোমকে কহিল, তোমার পিতা বাটী রক্ষার্থে যাহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন, তুমি আপন পিতার সেই উপপত্নীদের কাছে গমন কর; তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল শুনিবে যে, তুমি পিতার ঘৃণাস্পদ হইয়াছ, তখন তোমার সঙ্গী সমস্ত লোকের হস্ত সবল
২২ হইবে। পরে লোকেরা অবশালোমের নিমিত্ত প্রাসাদের ছাদে একটা তাম্বু স্থাপন করিল, তাহাতে অবশালোম সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে আপন পিতার
২৩ উপপত্নীদের কাছে গমন করিল। ঐ সময়ে অহীথোফল যে মন্ত্রণা দিত, সেই মন্ত্রণা ঈশ্বরের বাক্যে উত্তরপ্রাপ্তির তুল্য ছিল; দায়ূদের ও অবশালোমের, উভয়ের বোধে অহীথোফলের যাবতীয় মন্ত্রণা তাদৃশ ছিল।

১৭ অহীথোফল অবশালোমকে আরও কহিল, আমি বারো সহস্র লোক মনোনীত করিয়া অদ্য রাত্রিতে উঠিয়া দায়ূদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া যাই;
২ যখন তিনি শ্রান্ত ও শিথিলহস্ত হইবেন, সেই সময়ে হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ভয় দেখাইব; তাহাতে তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক পলায়ন করিবে, আর আমি কেবল রাজাকে আঘাত করিব।
৩ এইরূপে সমস্ত লোককে তোমার পক্ষে আনিব; তুমি যাঁহার অন্বেষণ করিতেছ, তাঁহারই মরণ এবং সকলের প্রত্যাগমন দুই সমান; সমস্ত লোক শান্তিতে
৪ থাকিবে। এই কথা অবশালোমের ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গের তুষ্টিজনক হইল।

৫ তখন অবশালোম কহিল, এক বার অর্কীয় হূশয়কেও ডাক; তিনি কি বলেন,
৬ আমরা তাহাও শুনি। পরে হূশয় অবশালোমের নিকটে আসিলে অবশালোম তাঁহাকে কহিল, অহীথোফল এই প্রকার কথা বলিয়াছে, এখন তাহার কথানুসারে কার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য কি না?
৭ যদি না হয়, তুমি বল। হূশয় অবশালোমকে কহিলেন, এই বার অহী-
৮ থোফল ভাল পরামর্শ দেন নাই। হূশয় আরও কহিলেন, আপনি আপন পিতাকে ও তাঁহার লোকদিগকে জানেন, তাঁহারা বীর ও তিক্তপ্রাণ এবং মাঠের হৃতবৎসা-ভল্লুকীর তুল্য, আর আপনার পিতা যোদ্ধা; তিনি লোকদের সহিত রাত্রি
৯ যাপন করিবেন না। দেখুন, এখন তিনি কোন গর্ত্তে কিম্বা আর কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন; আর প্রথমে তিনি ঐ লোকদিগকে আক্রমণ করিলে যে কেহ তাহা শুনিবে, সে বলিবে, অবশালোমের অনুগামী লোকদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড
১০ হইতেছে। তাহা হইলে যে বীর্য্যবান ব্যক্তি সিংহ-হৃদয়ের ন্যায় হৃদয়বিশিষ্ট,

সেও একান্ত গলিয়া যাইবে; কারণ সমস্ত ইস্রায়েল জানে যে, আপনার পিতা বিক্রমশালী, ও তাঁহার সঙ্গিগণ ১১ বীর্য্যবান লোক। কিন্তু আমার পরামর্শ এই; দান অবধি বের্-শেবা পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থ বালির ন্যায় অসংখ্য সমস্ত ইস্রায়েল অপনার নিকটে সংগৃহীত হউক, পরে আপনি স্বয়ং যুদ্ধে গমন করুন। ১২ তাহাতে যে কোন স্থানে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, সেই স্থানে আমরা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে শিশির পতনের ন্যায় তাঁহার উপরে চাপিয়া পড়িব; তাঁহাকে বা তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোকের ১৩ মধ্যে এক জনকেও রাখিব না। আর যদি তিনি কোন নগরে প্রস্থান করেন, তবে সমস্ত ইস্রায়েল সেই নগরে রজ্জু বাঁধিবে, আর আমরা স্রোত পর্য্যন্ত তাহা টানিয়া লইয়া যাইব, শেষে সেখানে একখানি পাথর কুচিও আর পাওয়া ১৪ যাইবে না। পরে অবশালোম ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক কহিল, অহীথোফলের মন্ত্রণা অপেক্ষা অর্কীয় হূশয়ের মন্ত্রণা ভাল। বস্তুতঃ সদাপ্রভু যেন অবশালোমের প্রতি অমঙ্গল ঘটান, তজ্জন্য অহীথোফলের ভাল মন্ত্রণা ব্যর্থ করণার্থে সদাপ্রভুই ইহা স্থির করিয়াছেন।

১৫ পরে হূশয় সাদোক ও অবিয়াথর এই দুই যাজককে কহিলেন, অহীথোফল অবশালোমকে ও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে অমুক অমুক মন্ত্রণা দিয়াছিল, কিন্তু আমি অমুক অমুক মন্ত্রণা দিয়াছি। ১৬ অতএব তোমরা শীঘ্র দায়ূদের কাছে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে বল, আপনি প্রান্তরস্থ পারঘাটায় অদ্যকার রাত্রি যাপন করিবেন না, কোন মতে পার হইয়া যাইবেন; পাছে মহারাজ ও আপনার সঙ্গী সমস্ত লোক সংহারপ্রাপ্ত হন। ১৭ তৎকালে যোনাথন ও অহীমাস ঐন্-রোগেলে ছিল; এক দাসী গিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিত, পরে তাহারা গিয়া দায়ূদ রাজাকে সংবাদ দিত; কেননা তাহারা নগরে আসিয়া দেখা দিতে পারিত ১৮ না। কিন্তু এক জন যুবক তাহাদিগকে দেখিয়া অবশালোমকে জ্ঞাত করিল; আর তাহারা দুই জন শীঘ্র গিয়া বহূরীমে এক জন লোকের বাটীতে প্রবেশ করিল, এবং তাহার প্রাঙ্গণমধ্যে এক কূপ থাকাতে ১৯ সেই কূপে নামিল। পরে গৃহিণী কূপটীর মুখে আচ্ছাদন দিয়া তাহার উপরে মাড়া শস্য মেলিয়া দিল, তাহাতে কেহ কিছু ২০ জানিতে পারিল না। পরে অবশালোমের দাসগণ সেই স্ত্রীলোকটীর বাটীতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অহীমাস ও যোনাথন কোথায়? স্ত্রীলোকটী তাহাদিগকে কহিল, তাহারা ঐ জলস্রোত পার হইয়া গেল। পরে তাহারা অন্বেষণ করিয়া উদ্দেশ না পাওয়াতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল। ২১ তাহারা চলিয়া গেলে পর ঐ দুই জন কূপ হইতে উঠিয়া গিয়া দায়ূদ রাজাকে সংবাদ দিল; আর তাহারা দায়ূদকে কহিল, আপনারা উঠুন, শীঘ্র জল পার হইয়া যাউন, কেননা অহীথোফল আপনাদের বিরুদ্ধে অমুক মন্ত্রণা দিয়াছে। ২২ তাহাতে দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক উঠিয়া যর্দ্দন পার হইলেন; যর্দ্দন পার হন নাই, তাহাদের এমন এক জনও প্রভাতের আলো পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিল না।

২৩ আর অহীথোফল যখন দেখিল যে, তাহার মন্ত্রণানুযায়ী কাজ করা হইল না,

তখন সে গর্দ্দভ সাজাইল, এবং উঠিয়া নিজ বাটীতে, আপন নগরে গেল, এবং আপন বাটীর বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া আপনি গলায় দড়ি দিয়া মরিল ; পরে তাহার পিতার কবরে সে কবর প্রাপ্ত হইল।

অবশালোমের পরাজয় ও মৃত্যু।

২৪ পরে দায়ূদ মহনয়িমে আসিলেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েল লোকের সহিত অব-
২৫ শালোম যর্দ্দন পার হইল। আর অবশালোম যোয়াবের স্থলে অমাসাকে সৈন্য-দলের উপরে নিযুক্ত করিয়াছিল। ঐ অমাসা ইস্রায়েলীয় যিথ্র নামক এক ব্যক্তির পুত্র ; সেই ব্যক্তি নাহশের কন্যা অবীগলের কাছে গমন করিয়াছিল ; উক্ত স্ত্রী যোয়াবের মাতা সরূয়ার ভগিনী।
২৬ পরে ইস্রায়েল ও অবশালোম গিলিয়দ দেশে শিবির স্থাপন করিল।

২৭ দায়ূদ মহনয়িমে উপস্থিত হইলে পর অম্মোন-সন্তানদিগের রব্বা-নিবাসী নাহশের পুত্র শোবি, আর লোদবার-নিবাসী অম্মীয়েলের পুত্র মাখীর, এবং রোগলীম-নিবাসী গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় দায়ূদের ও তাঁহার সঙ্গী লোকদের জন্য শয্যা, ডাবর,
২৮ মৃৎপাত্র এবং আহারার্থে গোম, যব, সূজী, ভাজা শস্য, শিম, মসূর, ভাজা
২৯ কলাই, মধু ও দধি এবং মেষপাল ও গোদুগ্ধের পনীর আনিলেন ; কেননা তাঁহারা কহিলেন, লোকেরা প্রান্তরে ক্ষুধিত, শ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছে।

১৮ পরে দায়ূদ আপন সঙ্গী লোকদিগকে গণনা করিয়া তাহাদের উপরে সহস্র-পতি ও শতপতিগণকে নিযুক্ত করিলেন।
২ আর দায়ূদ যোয়াবের হস্তে লোকদের তৃতীয়াংশ, ও যোয়াবের সহোদর সরূয়ার পুত্র অবীশয়ের হস্তে তৃতীয়াংশ, এবং গাতীয় ইত্তয়ের হস্তে তৃতীয়াংশ সমর্পণ করিয়া প্রেরণ করিলেন। আর রাজা লোকদিগকে কহিলেন, আমিও তোমা-
৩ দের সঙ্গে যাইব। কিন্তু লোকেরা কহিল, অপনি যাইবেন না ; কেননা যদি আমরা পলাই, তবে আমাদের বিষয়ে তাহারা মনে করিবে না, আমাদের অর্দ্ধেক লোক মরিলেও আমাদের বিষয় মনে করিবে না ; কিন্তু আপনি আমাদের দশ সহস্রের সমান ; অতএব নগর হইতে আমাদের সাহায্য করণার্থে আপনি
৪ প্রস্তুত থাকিলে ভাল হয়। তখন রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাহা ভাল বুঝ, আমি তাহাই করিব। পরে রাজা নগর-দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং সমস্ত লোক শত শত ও সহস্র সহস্র হইয়া বাহির হইল।
৫ তখন রাজা যোয়াব, অবীশয় ও ইত্তয়কে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা আমার অনুরোধে সেই যুবকের প্রতি, অবশালোমের প্রতি, কোমল ব্যবহার করিও। অবশালোমের বিষয়ে সমস্ত সেনাপতিকে রাজার এই আজ্ঞা দিবার সময়ে সমস্ত লোকই তাহা শুনিল।

৬ পরে লোকেরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ক্ষেত্রে বাহির হইয়া গেল ; ইফ্রয়িম
৭ অরণ্যে যুদ্ধ হইল। সে স্থানে ইস্রায়েল লোকেরা দায়ূদের দাসদের সম্মুখে আহত হইল, আর সেই দিন তথায় মহাসংহার হইল, বিংশতি সহস্র লোক মারা পড়িল।
৮ ফলতঃ যুদ্ধ তথাকার সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইল ; এবং সেই দিন খড়্গ যত লোককে গ্রাস করিল, অরণ্য তদপেক্ষা অধিক লোককে গ্রাস করিল।

৯ আর অবশালোম হঠাৎ দায়ূদের দাসগণের সম্মুখে পড়িল; অবশালোম আপন খচরে চড়িয়াছিল, সেই খচর তথাকার বড় একটা এলা বৃক্ষের শাখার নীচে দিয়া গমন করাতে সেই এলা বৃক্ষে অবশালোমের মস্তক বদ্ধ হইল; তাহাতে সে আকাশের ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলিয়া রহিল, এবং যে খচরটী তাহার নীচে ছিল, ১০ সেটী প্রস্থান করিল। আর এক পুরুষ তাহা দেখিয়া যোয়াবকে কহিল, দেখুন, আমি দেখিলাম, অবশালোম এলা বৃক্ষে ১১ ঝুলিতেছে। তখন যোয়াব সেই সংবাদদাতাকে কহিলেন, দেখ, তুমি ত দেখিয়াছিলে, তবে কেন সে স্থানে তাহাকে মারিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলে না? তাহা করিলে আমি তোমাকে দশ [শেকল] ১২ রৌপ্য ও একটী কটিবন্ধ দিতাম। সেই ব্যক্তি যোয়াবকে কহিল, আমি যদ্যপি সহস্র [শেকল] রৌপ্য এই করতলে পাইতাম, তথাপি রাজপুত্রের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিতাম না; কেননা আমাদেরই কর্ণগোচরে রাজা আপনাকে, অবীশয়কে ও ইত্তয়কে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তোমরা যে কেহ হও, সেই যুবক অবশালোমের বিষয়ে সাবধান থাকিবে। ১৩ আর যদি আমি উহাঁর প্রাণের বিপরীতে বিশ্বাসঘাতকতা করিতাম—রাজা হইতে ত কোন বিষয় গুপ্ত থাকে না—তবে ১৪ আপনি আমার বিপক্ষ হইতেন। তখন যোয়াব কহিলেন, তোমার সম্মুখে আমার এরূপ বিলম্ব করা অনুচিত। পরে তিনি হস্তে তিনটী খোঁচা লইয়া অবশালোমের বক্ষঃ বিদ্ধ করিলেন; তখনও সে এলা ১৫ বৃক্ষের মধ্যে জীবিত ছিল। আর যোয়াবের অস্ত্রবাহক দশ জন যুবক অবশালোমকে বেষ্টন করিল ও আঘাত ১৬ করিয়া বধ করিল। পরে যোয়াব তূরী বাজাইলেন, তাহাতে লোকেরা ইস্রায়েলের পশ্চাৎ ধাবন হইতে ফিরিল; কেননা যোয়াব লোকদিগকে ফিরাইয়া ১৭ রাখিলেন। আর তাহারা অবশালোমকে লইয়া অরণ্যের এক বৃহৎ গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া তাহার উপরে প্রস্তরের অতি প্রকাণ্ড এক রাশি করিল। ইতিমধ্যে সমস্ত ইস্রায়েল আপন আপন তাম্বুতে পলায়ন করিল।

১৮ রাজার তলভূমিতে যে স্তম্ভ আছে, অবশালোম জীবনকালে তাহা নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার জন্য স্থাপন করিয়াছিল, কেননা সে বলিয়াছিল, আমার নাম রক্ষা করিতে আমার পুত্র নাই; এই জন্য সে আপন নামানুসারে ঐ স্তম্ভের নাম রাখিয়াছিল; অদ্যাপি তাহা অবশালোমের স্তম্ভ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

১৯ পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস কহিল, আমি দৌড়িয়া গিয়া, সদাপ্রভু কি রূপে শত্রুগণের হস্ত হইতে রাজার বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন, এই সমাচার রাজাকে ২০ দিই। কিন্তু যোয়াব তাহাকে কহিলেন, আজ তুমি সমাচারদাতা হইবে না, অন্য দিন সমাচার দিবে; রাজপুত্র মরিয়াছে, এই জন্য আজ তুমি সমাচার দিবে না। ২১ পরে যোয়াব কূশীয়কে কহিলেন, যাও, যাহা দেখিলে, রাজাকে গিয়া বল। তাহাতে কূশীয় যোয়াবের কাছে প্রণিপাত ২২ করিয়া দৌড়িয়া চলিল। পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস আবার যোয়াবকে কহিল, যাহা হয় হউক, বিনয় করি, কূশীয়ের পশ্চাতে আমাকেও দৌড়িতে দিউন। যোয়াব কহিলেন, বৎস, তুমি কেন

দৌড়িবে? তুমি ত এই সমাচারের ২৩ জন্য পুরস্কার পাইবে না? [সে বলিল,] যাহা হয় হউক, আমি দৌড়িব। তাহাতে তিনি কহিলেন, দৌড়। তখন অহীমাস সমভূমির পথ দিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে কূশীয়কে পশ্চাতে ফেলিল।

২৪ সেই সময়ে দায়ূদ দুই নগর-দ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসিয়াছিলেন। আর প্রহরী নগর-দ্বারের উপরিভাগে, প্রাচীরে উঠিল, আর চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিল, আর দেখ, এক জন একা দৌড়িয়া ২৫ আসিতেছে। তাহাতে প্রহরী উচ্চৈঃস্বরে রাজাকে তাহা বলিল; রাজা কহিলেন, সে যদি একা হয়, তবে তাহার মুখে সমাচার আছে। পরে সে আসিতে ২৬ আসিতে নিকটবর্ত্তী হইল। প্রহরী আর এক জনকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে দ্বারীকে বলিল, দেখ, আর এক জন একা দৌড়িয়া আসিতেছে। তখন রাজা কহিলেন, সেও সমাচার ২৭ আনিতেছে। পরে প্রহরী কহিল, প্রথম ব্যক্তির দৌড় সাদোকের পুত্র অহীমাসের দৌড় বলিয়া বোধ হয়। রাজা কহিলেন, সে ভাল মানুষ, ভাল সমাচার লইয়া ২৮ আসিতেছে। তখন অহীমাস উচ্চৈঃস্বরে রাজাকে কহিল, মঙ্গল। পরে সে রাজার সম্মুখে উবুড় হইয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া কহিল, আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, আমার প্রভু মহারাজের বিরুদ্ধে যে লোকেরা হস্ত তুলিয়াছিল, তাহাদিগকে ২৯ তিনি সমর্পণ করিয়াছেন। পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবক অবশালোমের কি মঙ্গল? অহীমাস কহিল, যে সময়ে যোয়াব মহারাজের দাসকে, আপনার দাস আমাকে পাঠান, সেই সময়ে বড় লোকারণ্য দেখিলাম, কিন্তু কি হইয়াছিল, তাহা ৩০ জানি না। রাজা কহিলেন, এক পার্শ্বে যাও, এখানে দাঁড়াও; তাহাতে সে এক ৩১ পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। আর দেখ, কূশীয় আসিল, ও কূশীয় কহিল, আমার প্রভু মহারাজের জন্য সমাচার আনিয়াছি; আপনার বিরুদ্ধে যাহারা উঠিয়াছিল, সেই সকলের হস্ত হইতে সদাপ্রভু অদ্য আপ- ৩২ নার বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। রাজা কূশীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবক অবশালোমের কি মঙ্গল? কূশীয় কহিল, আমার প্রভু মহারাজের শত্রুগণ ও যাহারা অমঙ্গলার্থে আপনার বিরুদ্ধে উঠে, তাহারা সকলে সেই যুবকের মত হউক।

৩৩ তখন রাজা অধৈর্য্য হইয়া নগর-দ্বারের ছাদের উপরিস্থ কুঠরীতে উঠিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; এবং গমন করিতে করিতে কহিলেন, হায়! আমার পুত্র অবশালোম! আমার পুত্র, আমার পুত্র অবশালোম! কেন তোমার পরিবর্ত্তে আমি মরি নাই? হায় অবশালোম! আমার পুত্র! আমার পুত্র!

১৯ পরে কেহ যোয়াবকে কহিল, দেখ, রাজা অবশালোমের জন্য ক্রন্দন ও ২ শোক করিতেছেন। আর সেই দিবসে সমস্ত লোকের পক্ষে বিজয় শোকের বিষয় হইয়া পড়িল, কারণ রাজা আপন পুত্রের বিষয়ে ব্যথিত হইয়াছেন, ইহা ৩ লোকে সেই দিন শুনিল। আর রণস্থল হইতে পলায়নকালে লোকেরা যেমন বিষণ্ণ হইয়া চোরের ন্যায় চলে, তদ্রূপ লোকেরা ঐ দিবসে চোরের ন্যায় নগরে ৪ প্রবেশ করিল। আর রাজা আপন মুখ ঢাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার পুত্র

অবশালোম! হায় অবশালোম! আমার পুত্র! আমার পুত্র!

৫ পরে যোয়াব গৃহের মধ্যে রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন, যাহারা আজ আপনার প্রাণ, আপনার পুত্র কন্যাদের প্রাণ ও আপনার ভার্য্যাদের প্রাণ ও আপনার উপপত্নীদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, আপনার সেই দাসগণকে আপনি ৬ আজ বিষণ্নবদন করিলেন। বস্তুতঃ আপনি আপন বিদ্বেষিগণকে প্রেম ও আপন প্রেমকারিগণকে দ্বেষ করিতেছেন; ফলে আপনি আজ প্রকাশ করিতেছেন যে, অধ্যক্ষেরা ও দাসেরা আপনার কাছে কিছুই নয়; কেননা আজ আমি দেখিতে পাইতেছি, যদি অবশালোম বাঁচিয়া থাকিত, আর আমরা সকলে আজ মরিতাম, তাহা হইলে আপনি সন্তুষ্ট হইতেন। ৭ অতএব আপনি এখন উঠিয়া বাহিরে গিয়া আপন দাসগণকে চিত্ততোষক কথা বলুন। আমি সদাপ্রভুর নামে শপথ করিতেছি, যদি আপনি বাহিরে না যান, তবে এই রাত্রি আপনার সহিত এক জনও থাকিবে না; এবং আপনার যৌবনকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যত অমঙ্গল ঘটিয়াছে, সে সকল অপেক্ষাও আপনার এই অমঙ্গল ৮ অধিক হইবে। তখন রাজা উঠিয়া নগর-দ্বারে বসিলেন; আর সমস্ত লোককে বলা হইল, দেখ, রাজা দ্বারে বসিয়া আছেন; তাহাতে সমস্ত লোক রাজার সম্মুখে আসিল।

দায়ূদের যিরূশালেমে পুনরাগমন।

৯ ইস্রায়েল লোকেরা প্রত্যেকে আপন আপন তাম্বুতে পলায়ন করিয়াছিল। পরে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে সমস্ত লোক কলহ করিয়া বলিতে লাগিল, রাজা শত্রুগণের হস্ত হইতে আমাদিগকে নিস্তার করিয়াছিলেন, ও পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; সম্প্রতি তিনি অবশালোমের ভয়ে দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। ১০ আর আমরা যে অবশালোমকে আপনাদের উপরে অভিষেক করিয়াছিলাম, তিনি যুদ্ধে মরিয়াছেন; অতএব তোমরা এখন রাজাকে ফিরাইয়া আনিবার বিষয়ে একটী কথাও বলিতেছ না কেন?

১১ পরে দায়ূদ রাজা সাদোক ও অবিয়াথর এই দুই যাজকের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিলেন, তোমরা যিহূদার প্রাচীনবর্গকে বল, রাজাকে আপন বাটীতে ফিরাইয়া আনিতে তোমরা কেন সকলের শেষে পড়িতেছ? রাজাকে আপন বাটীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সমস্ত ইস্রায়েলের নিবেদন তাঁহার নিকটে উপস্থিত ১২ হইয়াছে। তোমরাই আমার ভ্রাতা, তোমরাই আমার অস্থি ও আমার মাংস; অতএব রাজাকে ফিরাইয়া আনিতে ১৩ কেন সকলের শেষে পড়িতেছ? তোমরা অমাসাকেও বল, তুমি কি আমার অস্থি ও আমার মাংস নও? যদি তুমি নিয়ত আমার সাক্ষাতে যোয়াবের পদে সৈন্যদলের সেনাপতি না হও, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ১৪ এইরূপে তিনি যিহূদার সমস্ত লোকের হৃদয়কে এক জনের হৃদয়ের ন্যায় নমন করিলেন, তাহাতে তাহারা লোক পাঠাইয়া রাজাকে কহিল, আপনি ও আপনার ১৫ সকল দাস পুনরাগমন করুন। পরে রাজা প্রত্যাগমন করিয়া যর্দ্দন পর্য্যন্ত আসিলেন। আর যিহূদার লোকেরা রাজার

সঙ্গে দেখা করিতে ও তাঁহাকে যর্দ্দন পার করিয়া আনিতে গিল্‌গলে গেল।

১৬ তখন দায়ূদ রাজার সঙ্গে দেখা করিতে বহুরীম-নিবাসী গেরার পুত্র বিন্যামীনীয় শিমিয়ি ত্বরা করিয়া যিহূদার লোকদের ১৭ সহিত আসিল। আর বিন্যামীনীয় এক সহস্র লোক তাহার সঙ্গে ছিল, এবং শৌলের কুলের ভৃত্য সীবঃ ও তাহার পঞ্চদশ পুত্র ও বিংশতি দাস তাহার সহিত ছিল, তাহারা রাজার সাক্ষাতে জল ১৮ ভাঙ্গিয়া যর্দ্দন পার হইল। তখন খেয়ার নৌকা রাজার পরিজনদিগকে পার করিতে ও তাঁহার বাসনামত কর্ম্ম করিতে অন্য পারে গিয়াছিল। রাজার যর্দ্দন পার হইবার সময়ে গেরার পুত্র শিমিয়ি রাজার ১৯ সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িল। সে রাজাকে কহিল, আমার প্রভু আমার অপরাধ গণনা করিবেন না; যে দিন আমার প্রভু মহারাজ যিরূশালেম হইতে বাহির হন, সেই দিন আপনার দাস আমি যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণে রাখিবেন না, মহারাজ কিছু মনে করিবেন ২০ না। আপনার দাস আমি জানি, আমি পাপ করিয়াছি, এই জন্য দেখুন, যোষেফের সমস্ত কুলের মধ্যে প্রথমে আমিই অদ্য আমার প্রভু মহারাজের সঙ্গে দেখা ২১ করিতে নামিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সরূয়ার পুত্র অবীশয় উত্তর করিলেন, এজন্য কি শিমিয়ির প্রাণদণ্ড হইবে না যে, সে সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে শাপ ২২ দিয়াছিল? দায়ূদ কহিলেন, হে সরূয়ার পুত্রগণ! তোমাদের সহিত আমার বিষয় কি যে, তোমরা অদ্য আমার বিপক্ষ হইতেছ? অদ্য কি ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারও প্রাণদণ্ড হইতে পারে? কারণ আমি কি জানি না যে, অদ্য আমি ২৩ ইস্রায়েলের উপরে রাজা? পরে রাজা শিমিয়িকে কহিলেন, তোমার প্রাণদণ্ড হইবে না; ফলতঃ রাজা তাহার কাছে শপথ করিলেন।

২৪ পরে শৌলের পৌত্র মফীবোশৎ রাজার সঙ্গে দেখা করিতে নামিয়া আসিলেন; রাজার প্রস্থান দিনাবধি কুশলে প্রত্যাগমন দিন পর্য্যন্ত তিনি আপন পায়ের প্রতি যত্ন করেন নাই, দাড়ি পরিষ্কার করেন নাই, ও বস্ত্র ধৌত করান নাই। ২৫ আর যখন তিনি যিরূশালেমে রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে কহিলেন, হে মফীবোশৎ, তুমি কেন আমার সহিত ২৬ যাও নাই? তিনি উত্তর করিলেন, হে আমার প্রভু, হে রাজন্, আমার দাস আমাকে বঞ্চনা করিয়াছিল; কেননা আপনার দাস আমি বলিয়াছিলাম, আমি গর্দ্দভ সাজাইয়া তাহার উপরে চড়িয়া মহারাজের সহিত যাইব, কেননা আপনার ২৭ দাস আমি খঞ্জ। সে আমার প্রভু মহারাজের নিকটে আপনার এই দাসের নিন্দাবাদ করিয়াছে; কিন্তু আমার প্রভু মহারাজ ঈশ্বরের দূতের তুল্য; অতএব আপনার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, ২৮ তাহাই করুন। আমার প্রভু মহারাজের সাক্ষাতে আমার সমস্ত পিতৃকুল নিতান্ত মৃত্যুর পাত্র ছিল, তথাপি যাহারা আপনার মেজে ভোজন করে, আপনি তাহাদের সহিত বসিতে আপনার এই দাসকে স্থান দিয়াছিলেন; অতএব আমার আর কি অধিকার আছে যে, মহারাজের কাছে ২৯ পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিব? রাজা তাহাকে কহিলেন, তোমার বিষয়ে অধিক কথায়

কি প্রয়োজন? আমি বলিতেছি তুমি ও সীবঃ উভয়ে সেই ভূমি অংশ করিয়া ৩০ লও। তখন মফীবোশৎ রাজাকে কহিলেন, সে সমস্তই গ্রহণ করুক, কারণ আমার প্রভু মহারাজ কুশলে আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

৩১ আর গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় রোগলীম হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি রাজাকে যর্দ্দনের পারে রাখিয়া যাইবার আশয়ে তাঁহার সহিত যর্দ্দন পার হইয়া- ৩২ ছিলেন। বর্সিল্লয় অতি বৃদ্ধ, আশী বৎসর বয়স্ক ছিলেন; আর মহনয়িমে রাজার অবস্থিতিকালে তিনি রাজার খাদ্য যোগাইয়াছিলেন, কারণ তিনি এক জন ৩৩ খুব বড় মানুষ ছিলেন। রাজা বর্সিল্লয়কে কহিলেন, তুমি আমার সহিত পার হইয়া আইস, আমি তোমাকে যিরূশালেমে ৩৪ আমার সঙ্গে প্রতিপালন করিব। কিন্তু বর্সিল্লয় রাজাকে কহিলেন, আমার আয়ুর আর কত দিন আছে যে, আমি মহারাজের সহিত যিরূশালেমে উঠিয়া যাইব? ৩৫ অদ্য আমার বয়স আশী বৎসর; এখন কি ভাল মন্দের বিশেষ বুঝিতে পারি? যাহা ভোজন করি বা যাহা পান করি, আপনার দাস আমি কি তাহার আস্বাদ বুঝিতে পারি? এখন কি আর গায়ক ও গায়িকাদের গানের শব্দ শুনিতে পাই? তবে কেন আপনার এই দাস আমার প্রভু মহারাজের ভারস্বরূপ হইবে? ৩৬ আপনার দাস মহারাজের সহিত কেবল যর্দ্দন পার হইয়া যাইবে, এই মাত্র; মহারাজ কেন এমন পুরস্কারে আমাকে ৩৭ পুরস্কৃত করিবেন? অনুগ্রহ করিয়া আপনার এই দাসকে ফিরিয়া যাইতে দিউন; আমি আপন নগরে আপন পিতামাতার কবরের নিকটে মরিব। কিন্তু দেখুন, এই আপনার দাস কিম্‌হম; এ আমার প্রভু মহারাজের সহিত পার হইয়া যাউক; আপনার যাহা ভাল ৩৮ বোধ হয়, ইহার প্রতি করিবেন। রাজা উত্তর করিলেন, কিম্‌হম আমার সহিত পার হইয়া যাইবে; তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, আমি তাহার প্রতি তাহাই করিব; এবং তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে, তোমার জন্য আমি ৩৯ তাহাই করিব। পরে সমস্ত লোক যর্দ্দন পার হইল, রাজাও পার হইলেন; এবং রাজা বর্সিল্লয়কে চুম্বন করিলেন, ও আশীর্ব্বাদ করিলেন; পরে তিনি স্বস্থানে ৪০ ফিরিয়া গেলেন। আর রাজা পার হইয়া গিল্‌গলে গেলেন; এবং কিম্‌হম তাঁহার সহিত গেল, এবং যিহূদার সমস্ত লোক ও ইস্রায়েলের অর্দ্ধেক লোক গিয়া রাজাকে পার করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

শেবের বিদ্রোহ ও মৃত্যু।

৪১ আর দেখ, ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার নিকটে আসিয়া রাজাকে কহিল, আমাদের ভ্রাতা যিহূদার লোকেরা কেন আপনাকে চুরি করিয়া আনিল? মহারাজকে আপনার পরিজনদিগকে ও দায়ূদের সঙ্গে তাঁহার সমস্ত লোককে, ৪২ যর্দ্দন পার করিয়া কেন আনিল? তখন যিহূদার সমস্ত লোক ইস্রায়েল লোকদিগকে উত্তর করিল, রাজা ত আমাদের নিকট কুটুম্ব, তবে তোমরা এ বিষয়ে কেন ক্রুদ্ধ হও? আমরা কি রাজার কিছু খাইয়াছি? অথবা তিনি কি আমাদিগকে ৪৩ কিছু ভেট দিয়াছেন? তখন ইস্রায়েল লোকেরা উত্তর করিয়া যিহূদার লোক-

দিগকে কহিল, রাজাতে আমাদের দশ অংশ অধিকার আছে, আরও দায়ূদে তোমাদের অপেক্ষা আমাদের অধিকার অধিক; অতএব আমাদিগকে কেন তুচ্ছ-বোধ করিলে; আর আমাদের রাজাকে ফিরাইয়া আনিবার প্রস্তাব কি প্রথমে আমরাই করি নাই? তখন ইস্রায়েল লোকদের বাক্য অপেক্ষা যিহূদার লোক-দের বাক্য অধিক কঠিন হইল।

২০ ঐ সময়ে সেই স্থানে বিন্যামীনীয় বিখ্রির পুত্র শেবঃ নামে এক জন পাষণ্ড ছিল; সে তূরী বাজাইয়া কহিল, দায়ূদে আমাদের কোন অংশ নাই, যিশয়ের পুত্রে আমাদের অধিকার নাই; হে ইস্রায়েল, তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন ২ তাম্বুতে যাও। তাহাতে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক দায়ূদের পশ্চাৎ হইতে ফিরিয়া বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাতে গেল; কিন্তু যর্দ্দন অবধি যিরূশালেম পর্য্যন্ত যিহূদার লোকেরা আপনাদের রাজাতে আসক্ত থাকিল।

৩ পরে দায়ূদ যিরূশালেমে আপন গৃহে আসিলেন। আর রাজবাটী রক্ষার্থে আপ-নার যে দশটী উপপত্নীকে রাখিয়া গিয়া-ছিলেন, তাহাদিগকে লইয়া কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু তাহাদের কাছে আর গমন করিলেন না; অতএব তাহারা মরণ দিন পর্য্যন্ত বৈধব্য-অবস্থায় রুদ্ধ রহিল।

৪ পরে রাজা অমাসাকে কহিলেন, তুমি তিন দিনের মধ্যে যিহূদার লোকদিগকে ডাকাইয়া আমার জন্য একত্র কর, আর ৫ তুমিও এই স্থানে উপস্থিত হও। তখন অমাসা যিহূদার লোকদিগকে ডাকাইয়া একত্র করিতে গেলেন, কিন্তু রাজা যে সময় নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে তিনি অধিক বিলম্ব ৬ করিলেন। তাহাতে দায়ূদ অবীশয়কে কহিলেন, অবশালোম যাহা করিয়াছিল, তদপেক্ষা বিখ্রির পুত্র শেবঃ এখন আমাদের অধিক অনিষ্ট করিবে; তুমি আপন প্রভুর দাসদিগকে লইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া যাও, নতুবা সে প্রাচীরবেষ্টিত কোন কোন নগর হাত করিয়া আমাদের দৃষ্টি এড়াইবে। ৭ তাহাতে যোয়াবের লোক জন, আর করেথীয় ও পলেথীয়গণ এবং সমস্ত বীর তাঁহার সহিত বাহির হইল; তাহারা বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিবার জন্য যিরূশালেম হইতে ৮ প্রস্থান করিল। তাহারা গিবিয়োনস্থ মহাপ্রস্তরের নিকটে উপস্থিত হইলে অমাসা তাহাদের সম্মুখে আসিলেন। তখন যোয়াব সৈনিক বেশ কটিবন্ধন-পূর্ব্বক পরিধান করিয়াছিলেন, তাহার উপরে খড়্গের কটিবন্ধন ছিল; সকোষ খড়্গখানি তাঁহার কটিদেশে আবদ্ধ ছিল, পরে বাহিরে আসিতে আসিতে তিনি ৯ খড়্গখানি খুলিয়া পড়িতে দিলেন। আর যোয়াব অমাসাকে কহিলেন, হে আমার ভ্রাতঃ, তোমার মঙ্গল ত? পরে যোয়াব অমাসাকে চুম্বন করিবার জন্য দক্ষিণ হস্ত ১০ দিয়া তাঁহার দাড়ি ধরিলেন। কিন্তু যোয়াবের হস্তস্থিত খড়্গের প্রতি অমা-সার লক্ষ্য না থাকাতে তিনি তদ্দারা তাঁহার উদরে আঘাত করিলেন, তাঁহার ভুঁড়ি বাহির হইয়া ভূমিতে পড়িল; যোয়াব দ্বিতীয় বার তাঁহাকে আঘাত করিলেন না, তিনি মরিয়া গেলেন। পরে যোয়াব ও তাঁহার ভ্রাতা অবীশয়

বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাতে পশ্চাতে
১১ ধাবমান হইলেন। ইতিমধ্যে শেবের
নিকটে যোয়াবের এক জন যুবক দাঁড়াইয়া
কহিতে লাগিল, যে যোয়াবকে ভালবাসে
ও দায়ূদের পক্ষীয়, সে যোয়াবের পশ্চাদ্বর্ত্তী
১২ হউক। তখনও অমাসা রাজপথের মধ্যে
আপন রক্তে গড়াগড়ি দিতেছিলেন;
অতএব সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া রহিল
দেখিয়া ঐ ব্যক্তি অমাসাকে রাজপথ
হইতে ক্ষেত্রে সরাইয়া দিয়া তাঁহার
উপরে একখান বস্ত্র ফেলিয়া দিল;
কেননা সে দেখিল, যে কেহ তাঁহার
নিকট দিয়া যায়, সে দাঁড়াইয়া থাকে।
১৩ তখন অমাসা রাজপথ হইতে সরান হইলে
সমস্ত লোক বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাতে
পশ্চাতে তাড়া করিবার জন্য যোয়াবের
অনুগামী হইল।

১৪ আর তিনি ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের
মধ্য দিয়া আবেল ও বৈৎমাখায় এবং
বেরীয়দের সমস্ত অঞ্চল পর্য্যন্ত গমন
করিলেন, তাহাতে লোকেরা একত্র হইয়া
১৫ শেবের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। পরে
তাহারা আবেল-বৈৎমাখাতে আসিয়া
তাহাকে রুদ্ধ করিয়া নগরের নিকটে
জাঙ্গাল প্রস্তুত করিল, এবং তাহা
প্রাচীরের সমান হইল; আর যোয়াবের
সঙ্গী সমস্ত লোক প্রাচীর ভূমিসাৎ করি-
১৬ বার জন্য তাহা ভাঙ্গিতে লাগিল। পরে
নগরের মধ্য হইতে একটী বুদ্ধিমতী স্ত্রী-
লোক উচ্চৈঃস্বরে কহিল, শুন শুন,
অনুগ্রহ করিয়া যোয়াবকে এই স্থান
পর্য্যন্ত আসিতে বল, আমি তাঁহার সহিত
১৭ কথা কহিব। পরে যোয়াব তাহার
নিকটে গেলে সে স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা
করিল, আপনি কি যোয়াব? তিনি
উত্তর করিলেন, আমি যোয়াব। সে
স্ত্রীলোকটী কহিল, আপনার দাসীর কথা
শুনুন; তিনি উত্তর করিলেন, শুনিতেছি।
১৮ পরে স্ত্রীলোকটী এই কথা কহিল, সেকালে
লোকে বলিত, তাহারা আবেলে মন্ত্রণা
জানিতে চাহিবেই চাহিবে, এইরূপে
১৯ তাহারা কার্য্য সমাপন করিত। আমি
ইস্রায়েলের শান্তিপ্রিয় ও বিশ্বস্ত লোক-
দের এক জন, কিন্তু আপনি ইস্রায়েলের
মাতৃস্থানীয় একটী নগর বিনষ্ট করিতে
চেষ্টা করিতেছেন; আপনি কেন সদা-
২০ প্রভুর অধিকার গ্রাস করিবেন? যোয়াব
উত্তর করিলেন, গ্রাস করা কিম্বা বিনাশ
করা আমা হইতে দূরে থাকুক, দূরে
২১ থাকুক। ব্যাপার এরূপ নয়। কিন্তু
বিখ্রির পুত্র শেবঃ নামে পর্ব্বতময় ইফ্র-
য়িম প্রদেশের এক জন লোক রাজার
বিরুদ্ধে, দায়ূদের বিরুদ্ধে হস্ত তুলিয়াছে;
তোমরা কেবল তাহাকে সমর্পণ কর,
তাহাতে আমি এই নগর হইতে প্রস্থান
করিব। তখন সে স্ত্রী যোয়াবকে কহিল,
দেখুন, প্রাচীরের উপর দিয়া তাহার মুণ্ড
আপনার নিকটে নিক্ষেপ করা যাইবে।
২২ পরে সে স্ত্রী বুদ্ধিপূর্ব্বক সকল লোকের
নিকটে গেল। তাহাতে লোকেরা বিখ্রির
পুত্র শেবের মস্তক ছেদন করিয়া যোয়া-
বের নিকটে বাহিরে ফেলিয়া দিল।
তখন তিনি তূরী বাজাইলে লোকেরা
নগর হইতে ছিন্নভিন্ন হইয়া আপন আপন
তাম্বুতে গেল, এবং যোয়াব যিরূশালেমে
রাজার নিকটে ফিরিয়া গেলেন।

২৩ ঐ সময়ে যোয়াব ইস্রায়েলের সমস্ত
সেনার অধ্যক্ষ ছিলেন; এবং যিহোয়াদার
পুত্র বনায় করেথীয় ও পলেথীয়দের
২৪ অধ্যক্ষ ছিলেন; আর অদোরাম [রাজার]

কর্ম্মাধীন দাসদের অধ্যক্ষ, এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট ইতিহাসকর্ত্তা, ২৫ আর শবা লেখক ছিলেন; এবং সাদোক ২৬ ও অবিয়াথর যাজক ছিলেন। আর যায়ীরীয় ঈরাও দায়ূদের যাজক* ছিলেন।

দুর্ভিক্ষের বিবরণ।

২১ দায়ূদের সময়ে ক্রমাগত তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ হয়; তাহাতে দায়ূদ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে সদাপ্রভু উত্তর করিলেন, শৌলে ও তাহার কুলে রক্তপাতের দোষ রহিয়াছে, কেননা সে গিবি- ২ য়োনীয়দিগকে বধ করিয়াছিল। তাহাতে রাজা গিবিয়োনীয়দিগকে ডাকাইয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিলেন। গিবিয়োনীয়েরা ইস্রায়েল-সন্তান নয়, ইহারা ইমোরীয়দের অবশিষ্টাংশের লোক, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের কাছে দিব্য করিয়াছিল, কিন্তু শৌল ইস্রায়েল ও যিহূদা-সন্তানদের পক্ষে উদ্যোগী হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতে চেষ্টা করিয়া- ৩ ছিলেন। দায়ূদ গিবিয়োনীয়দিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের জন্য কি করিব? তোমরা যেন সদাপ্রভুর অধিকারকে আশীর্ব্বাদ কর, এই জন্য আমি ৪ কি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব? গিবিয়োনীয়েরা তাঁহাকে কহিল, শৌলের সহিত কিম্বা তাহার কুলের সহিত আমাদের রৌপ্য কি স্বর্ণ বিষয়ক বিবাদ নাই, আবার ইস্রায়েলের মধ্যে কাহাকেও বধ করা আমাদের কার্য্য নয়। পরে তিনি কহিলেন, তবে তোমরা কি বল? আমি ৫ তোমাদের জন্য কি করিব? তাহারা রাজাকে কহিল, যে ব্যক্তি আমাদের সংহার করিয়াছে, ও আমারা যেন ইস্রায়েলের সীমার মধ্যে কোথাও তিষ্ঠিতে না পারি, বিনষ্ট হই, এই জন্য কুমন্ত্রণা ৬ করিয়াছিল, তাহার সন্তানদের মধ্যে সাত জন পুরুষ আমাদের কাছে সমর্পিত হউক; আমরা সদাপ্রভুর মনোনীত শৌলের গিবিয়াতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহাদিগকে ফাঁশি দিব। তখন রাজা ৭ কহিলেন, সমর্পণ করিব। তথাপি দায়ূদের ও শৌলের পুত্র যোনাথনের মধ্যে সদাপ্রভুর নামে যে শপথ হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত রাজা শৌলের পৌত্র, যোনাথনের পুত্র মফীবোশতের প্রতি করুণা ৮ করিলেন। কিন্তু অয়ার কন্যা রিস্পা শৌলের জন্য অর্মোণি ও মফীবোশৎ নামে যে দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছিল, এবং মহোলাতীয় বর্সিল্লয়ের পুত্র অস্ত্রীয়েলের জন্য শৌলের কন্যা মীখল যে পাঁচটী পুত্র প্রসব করিয়াছিল, তাহাদিগকে লইয়া রাজা গিবিয়োনীয়দের ৯ হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তাহারা ঐ পর্ব্বতে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাদিগকে ফাঁশি দিল। সে সাত জন একেবারে মারা পড়িল; তাহারা প্রথম ফসল কাটার সময়ে অর্থাৎ যব কাটার আরম্ভকালে নিহত হইল।

১০ পরে অয়ার কন্যা রিস্পা চট লইয়া ফসল কাটার আরম্ভাবধি যে পর্য্যন্ত আকাশ হইতে তাহাদের উপরে জল না বর্ষিল, সে পর্য্যন্ত পাষাণের উপরে আপনার শয্যারূপে সেই চটখানি পাতিয়া রাখিল, এবং দিবসে আকাশের পক্ষিগণকে ও রাত্রিতে বনপশুগণকে তাহাদের উপরে বিশ্রাম করিতে দিত না। ১১ পরে অয়ার কন্যা রিস্পা, শৌলের

* (বা) রাজমন্ত্রী।

উপপত্নী, সেই যে কর্ম্ম করিল, তাহা দায়ূদ
১২ রাজাকে জ্ঞাত করা হইল। তখন দায়ূদ
গমন করিয়া যাবেশ-গিলিয়দের গৃহস্থ-
গণের নিকট হইতে শৌলের অস্থি ও
তাঁহার পুত্ত্র যোনাথনের অস্থি গ্রহণ
করিলেন; কেননা গিল্‌বোয়ে পলেষ্টীয়-
গণ কর্ত্তৃক শৌলের হত হইবার সময়ে
তাঁহাদের দুই জনের শব পলেষ্টীয়গণ
কর্ত্তৃক বৈৎশানের চকে টাঙ্গান হইলে
পর উহারা সেই স্থান হইতে তাহা চুরি
১৩ করিয়া আনিয়াছিল। তিনি তথা হইতে
শৌলের অস্থি ও তাঁহার পুত্ত্র যোনাথনের
অস্থি আনিলেন, এবং লোকেরা সেই
ফাঁশি দেওয়া লোকদের অস্থিও সংগ্রহ
১৪ করিল। পরে তাহারা শৌলের ও
তাঁহার পুত্ত্র যোনাথনের অস্থি বিন্যামীন
দেশের সেলাতে তাঁহার পিতা কীশের
কবরের মধ্যে রাখিল; তাহারা রাজার
আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিল। তৎ-
পরে দেশের জন্য ঈশ্বরের কাছে নিবেদন
করা হইলে তিনি প্রসন্ন হইলেন।

পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ।

১৫ পলেষ্টীয়দের সহিত ইস্রায়েলের আবার
যুদ্ধ বাধিল; তাহাতে দায়ূদ আপন দাস-
গণের সঙ্গে গিয়া পলেষ্টীয়দের সহিত
যুদ্ধ করিলেন; আর দায়ূদ ক্লান্ত হইলেন।
১৬ তখন তিন শত [শেকল] পরিমিত
পিত্তলময় বড়শাধারী যিশ্‌বী-বনোব নামে
রফার এক সন্তান নবসজ্জায় সজ্জিত
হইয়া দায়ূদকে আঘাত করিতে মনস্থ
১৭ করিল। কিন্তু সরূয়ার পুত্ত্র অবীশয়
তাঁহার সাহায্য করিয়া সেই পলেষ্টীয়কে
আঘাত ও বধ করিলেন। তখন দায়ূদের
লোকেরা তাঁহার নিকটে দিব্য করিয়া
কহিল, আপনি আর আমাদের সহিত যুদ্ধে
যাইবেন না, ইস্রায়েলের প্রদীপ নির্ব্বাণ
১৮ করিবেন না। তৎপরে আর এক বার
গোবে পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ হইল;
তখন হূশাতীয় সিব্বখয় রফার সন্তান
১৯ সফকে বধ করিল। আবার পলেষ্টীয়দের
সহিত গোবে যুদ্ধ হইল; আর যারে-
ওরগীমের পুত্ত্র বৈৎলেহমীয় ইল্‌হানন
তাঁতের নরাজের ন্যায় বড়শাধারী গাতীয়
গলিয়াৎকে বধ করিল, ইহার বড়শা
২০ তাঁতের নরাজের ন্যায় ছিল। আর এক
বার গাতে যুদ্ধ হইল; আর তথায় অতি
দীর্ঘকায় এক জন ছিল, প্রতিহস্তপদে
তাহার ছয় ছয় অঙ্গুলি, সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ
২১ অঙ্গুলি ছিল, সেও রফার সন্তান। সে
ইস্রায়েলকে টিট্‌কারি দিলে দায়ূদের
ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্ত্র যোনাথন তাহাকে
২২ বধ করিল। রফার এই চারি সন্তান গাতে
জন্মিয়াছিল, ইহারা দায়ূদ ও তাঁহার দাস-
গণের হাতে নিপতিত হইল।

দায়ূদের প্রশংসা-গীত।

২২ যে দিন সদাপ্রভু সমস্ত শত্রুর হস্ত
হইতে এবং শৌলের হস্ত হইতে দায়ূদকে
উদ্ধার করিলেন, সেই দিন তিনি সদা-
প্রভুর উদ্দেশে এই গীতের কথা নিবেদন
২ করিলেন। তিনি কহিলেন,

সদাপ্রভু মম শৈল, মম দুর্গ ও মম
রক্ষাকর্ত্তা,
৩ মম শৈলরূপ ঈশ্বর, আমি তাঁহার
শরণাগত;
মম ঢাল, মম ত্রাণ-শৃঙ্গ, মম উচ্চ দুর্গ,
মম আশ্রয়স্থান,
মম ত্রাতা, উপদ্রব হইতে আমার
ত্রাণকারী।

৪ আমি কীর্ত্তনীয় সদাপ্রভুকে ডাকিব,
এইরূপে আমার শত্রুগণ হইতে ত্রাণ পাইব।
৫ কেননা আমি মৃত্যুর তরঙ্গে বেষ্টিত,
পাষণ্ডের বন্যাতে আশঙ্কিত ছিলাম ;
৬ আমি পাতালের রজ্জুতে বেষ্টিত,
মৃত্যুর পাশে জড়িত ছিলাম।
৭ সঙ্কটে আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলাম,
আমার ঈশ্বরকে আহ্বান করিলাম ;
তিনি নিজ মন্দির হইতে আমার রব শুনিলেন,
আমার আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল।
৮ তখন পৃথিবী টলিল, কম্পিত হইল,
গগনমণ্ডলের ভিত্তি সকল বিচলিত হইল,
ও টলিল, কারণ তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন।
৯ তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম উদ্গত হইল,
তাঁহার মুখনির্গত অগ্নি গ্রাস করিল ;
তদ্দ্বারা অঙ্গার সকল প্রজ্বলিত হইল।
১০ তিনি গগনকে নোয়াইয়া নামিলেন,
অন্ধকার তাঁহার পদতলে ছিল ;
১১ তিনি করূব আরোহণে উড্ডীন হইলেন,
বায়ুর পক্ষযুগলের উপরে দর্শন দিলেন।
১২ তিনি তাম্বুর ন্যায় আপনার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার,
জলরাশি ও ঘন মেঘমালা স্থাপন করিলেন।
১৩ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী তেজ হইতে
জ্বলন্ত অঙ্গার সকল প্রজ্বলিত হইল।
১৪ সদাপ্রভু আকাশ হইতে বজ্রনাদ করিলেন,
পরাৎপর আপন রব শুনাইলেন।
১৫ তিনি বাণ ছাড়িলেন, তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন,
বজ্র দ্বারা তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিলেন।
১৬ তখন সদাপ্রভুর তর্জ্জনে,
তাঁহার নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে,
সমুদ্রের প্রণালী সকল প্রকাশ পাইল,
ভূমণ্ডলের মূল সকল অনাবৃত হইল।
১৭ তিনি ঊর্দ্ধ হইতে [হস্ত] বিস্তার করিলেন, আমাকে ধরিলেন,
মহাজলরাশি হইতে আমাকে টানিয়া তুলিলেন ;
১৮ আমাকে উদ্ধার করিলেন, আমার বলবান শত্রু হইতে,
আমার বিদ্বেষীগণ হইতে, কারণ তাহারা আমা অপেক্ষা শক্তিমান্।
১৯ আমার বিপদের দিনে তাহারা আমার কাছে আসিল,
কিন্তু সদাপ্রভু আমার অবলম্বন হইলেন।
২০ তিনি আমাকে বাহিরে প্রশস্ত স্থানে আনিলেন,
আমাকে উদ্ধার করিলেন, কেননা তিনি আমাতে সন্তুষ্ট ছিলেন।
২১ সদাপ্রভু আমার ধার্ম্মিকতা-অনুযায়ী পুরস্কার দিলেন,
আমার হস্তের শুচিতানুযায়ী ফল দিলেন।
২২ কেননা আমি সদাপ্রভুর পথে চলিয়াছি,
দুষ্টতাপূর্ব্বক আমার ঈশ্বরকে ছাড়ি নাই।
২৩ কারণ তাঁহার সমস্ত শাসন আমার সম্মুখে ছিল,
আমি তাঁহার বিধিপথ হইতে দূরে যাই নাই।
২৪ আর আমি তাঁহার উদ্দেশে সিদ্ধ ছিলাম,
নিজ অপরাধ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম।
২৫ তাই সদাপ্রভু আমাকে আমার ধার্ম্মিকতা অনুসারে,
তাঁহার সাক্ষাতে আমার শুচিতানুসারে ফল দিলেন।
২৬ তুমি দয়াবানের সহিত সদয় ব্যবহার করিবে,

উপপত্নী, সেই যে কর্ম্ম করিল, তাহা দায়ূদ ১২ রাজাকে জ্ঞাত করা হইল। তখন দায়ূদ গমন করিয়া যাবেশ-গিলিয়দের গৃহস্থগণের নিকট হইতে শৌলের অস্থি ও তাঁহার পুত্র যোনাথনের অস্থি গ্রহণ করিলেন; কেননা গিল্‌বোয়ে পলেষ্টীয়গণ কর্ত্তৃক শৌলের হত হইবার সময়ে তাঁহাদের দুই জনের শব পলেষ্টীয়গণ কর্ত্তৃক বৈৎশানের চকে টাঙ্গান হইলে পর উহারা সেই স্থান হইতে তাহা চুরি ১৩ করিয়া আনিয়াছিল। তিনি তথা হইতে শৌলের অস্থি ও তাঁহার পুত্র যোনাথনের অস্থি আনিলেন, এবং লোকেরা সেই ফাঁশি দেওয়া লোকদের অস্থিও সংগ্রহ ১৪ করিল। পরে তাহারা শৌলের ও তাঁহার পুত্র যোনাথনের অস্থি বিন্যামীন দেশের সেলাতে তাঁহার পিতা কীশের কবরের মধ্যে রাখিল; তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিল। তৎপরে দেশের জন্য ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা হইলে তিনি প্রসন্ন হইলেন।

পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ।

১৫ পলেষ্টীয়দের সহিত ইস্রায়েলের আবার যুদ্ধ বাধিল; তাহাতে দায়ূদ আপন দাসগণের সঙ্গে গিয়া পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিলেন; আর দায়ূদ ক্লান্ত হইলেন। ১৬ তখন তিন শত [শেকল] পরিমিত পিত্তলময় বড়শাধারী যিশ্‌বী-বনোব নামে রফার এক সন্তান নবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দায়ূদকে আঘাত করিতে মনস্থ ১৭ করিল। কিন্তু সরূয়ার পুত্র অবীশয় তাঁহার সাহায্য করিয়া সেই পলেষ্টীয়কে আঘাত ও বধ করিলেন। তখন দায়ূদের লোকেরা তাঁহার নিকটে দিব্য করিয়া কহিল, আপনি আর আমাদের সহিত যুদ্ধে যাইবেন না, ইস্রায়েলের প্রদীপ নির্ব্বাণ ১৮ করিবেন না। তৎপরে আর এক বার গোবে পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ হইল; তখন হূশাতীয় সিব্বখয় রফার সন্তান ১৯ সফকে বধ করিল। আবার পলেষ্টীয়দের সহিত গোবে যুদ্ধ হইল; আর যারে-ওরগীমের পুত্র বৈৎলেহমীয় ইল্‌হানন তাঁতের নরাজের ন্যায় বড়শাধারী গাতীয় গলিয়াৎকে বধ করিল, ইহার বড়শা ২০ তাঁতের নরাজের ন্যায় ছিল। আর এক বার গাতে যুদ্ধ হইল; আর তথায় অতি দীর্ঘকায় এক জন ছিল, প্রতিহস্তপদে তাহার ছয় ছয় অঙ্গুলি, সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ ২১ অঙ্গুলি ছিল, সেও রফার সন্তান। সে ইস্রায়েলকে টিট্‌কারি দিলে দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাথন তাহাকে ২২ বধ করিল। রফার এই চারি সন্তান গাতে জন্মিয়াছিল, ইহারা দায়ূদ ও তাঁহার দাসগণের হাতে নিপতিত হইল।

দায়ূদের প্রশংসা-গীত।

২২ যে দিন সদাপ্রভু সমস্ত শত্রুর হস্ত হইতে এবং শৌলের হস্ত হইতে দায়ূদকে উদ্ধার করিলেন, সেই দিন তিনি সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই গীতের কথা নিবেদন ২ করিলেন। তিনি কহিলেন,

সদাপ্রভু মম শৈল, মম দুর্গ ও মম রক্ষাকর্ত্তা,
৩ মম শৈলরূপ ঈশ্বর, আমি তাঁহার শরণাগত;
মম ঢাল, মম ত্রাণ-শৃঙ্গ, মম উচ্চ দুর্গ, মম আশ্রয়স্থান,
মম ত্রাতা, উপদ্রব হইতে আমার ত্রাণকারী।

৪ আমি কীর্ত্তনীয় সদাপ্রভুকে ডাকিব,
এইরূপে আমার শত্রুগণ হইতে ত্রাণ পাইব।
৫ কেননা আমি মৃত্যুর তরঙ্গে বেষ্টিত,
পাষণ্ডের বন্যাতে আশঙ্কিত ছিলাম ;
৬ আমি পাতালের রজ্জুতে বেষ্টিত,
মৃত্যুর পাশে জড়িত ছিলাম।
৭ সঙ্কটে আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলাম,
আমার ঈশ্বরকে আহ্বান করিলাম ;
তিনি নিজ মন্দির হইতে আমার রব শুনিলেন,
আমার আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল।
৮ তখন পৃথিবী টলিল, কম্পিত হইল,
গগনমণ্ডলের ভিত্তি সকল বিচলিত হইল,
ও টলিল, কারণ তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন।
৯ তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম উদ্গত হইল,
তাঁহার মুখনির্গত অগ্নি গ্রাস করিল ;
তদ্দ্বারা অঙ্গার সকল প্রজ্বলিত হইল।
১০ তিনি গগনকে নোয়াইয়া নামিলেন,
অন্ধকার তাঁহার পদতলে ছিল ;
১১ তিনি করূব আরোহণে উড্ডীন হইলেন,
বায়ুর পক্ষযুগলের উপরে দর্শন দিলেন।
১২ তিনি তাম্বুর ন্যায় আপনার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার,
জলরাশি ও ঘন মেঘমালা স্থাপন করিলেন।
১৩ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী তেজ হইতে
জ্বলন্ত অঙ্গার সকল প্রজ্বলিত হইল।
১৪ সদাপ্রভু আকাশ হইতে বজ্রনাদ করিলেন,
পরাৎপর আপন রব শুনাইলেন।
১৫ তিনি বাণ ছাড়িলেন, তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন,
বজ্র দ্বারা তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিলেন।
১৬ তখন সদাপ্রভুর তর্জ্জনে,
তাঁহার নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে,
সমুদ্রের প্রণালী সকল প্রকাশ পাইল,
ভূমণ্ডলের মূল সকল অনাবৃত হইল।
১৭ তিনি ঊর্দ্ধ হইতে [হস্ত] বিস্তার করি-লেন, আমাকে ধরিলেন,
মহাজলরাশি হইতে আমাকে টানিয়া তুলিলেন ;
১৮ আমাকে উদ্ধার করিলেন, আমার বলবান শত্রু হইতে,
আমার বিদ্বেষীগণ হইতে, কারণ তাহারা আমা অপেক্ষা শক্তিমান্।
১৯ আমার বিপদের দিনে তাহারা আমার কাছে আসিল,
কিন্তু সদাপ্রভু আমার অবলম্বন হইলেন।
২০ তিনি আমাকে বাহিরে প্রশস্ত স্থানে আনিলেন,
আমাকে উদ্ধার করিলেন, কেননা তিনি আমাতে সন্তুষ্ট ছিলেন।
২১ সদাপ্রভু আমার ধার্ম্মিকতা-অনুযায়ী পুরস্কার দিলেন,
আমার হস্তের শুচিতানুযায়ী ফল দিলেন।
২২ কেননা আমি সদাপ্রভুর পথে চলিয়াছি,
দুষ্টতাপূর্ব্বক আমার ঈশ্বরকে ছাড়ি নাই।
২৩ কারণ তাঁহার সমস্ত শাসন আমার সম্মুখে ছিল,
আমি তাঁহার বিধিপথ হইতে দূরে যাই নাই।
২৪ আর আমি তাঁহার উদ্দেশে সিদ্ধ ছিলাম,
নিজ অপরাধ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম।
২৫ তাই সদাপ্রভু আমাকে আমার ধার্ম্মিকতা অনুসারে,
তাঁহার সাক্ষাতে আমার শুচিতানুসারে ফল দিলেন।
২৬ তুমি দয়াবানের সহিত সদয় ব্যবহার করিবে,

সিদ্ধের সহিত সিদ্ধ ব্যবহার করিবে।
২৭ তুমি শুচির সহিত শুচি ব্যবহার করিবে,
কুটিলের সহিত চতুরের ব্যবহার করিবে।
২৮ তুমি দুঃখীদিগকে নিস্তার করিবে,
কিন্তু গর্ব্বীদের উপরে তোমার দৃষ্টি আছে,
তুমি তাহাদিগকে অবনত করিবে।
২৯ হে সদাপ্রভু, তুমি আমার প্রদীপ ;
সদাপ্রভুই আমার অন্ধকার আলোকময় করেন।
৩০ কেননা তোমার দ্বারা আমি সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দৌড়ি,
আমার ঈশ্বরের দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করি।
৩১ তিনিই ঈশ্বর, তাঁহার পথ সিদ্ধ ;
সদাপ্রভুর বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ,
তিনি নিজ শরণাগত সকলের ঢাল।
৩২ কারণ সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বর কে আছে?
আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর শৈল কে আছে?
৩৩ ঈশ্বর আমার দৃঢ় দুর্গ ;
তিনি সিদ্ধকে আপন পথে চালান ;
৩৪ তিনি তাহার চরণ হরিণীর চরণবৎ করেন ;
আমার উচ্চস্থলীতে আমাকে সংস্থাপন করেন।
৩৫ তিনি আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন,
তাই আমার বাহু তাম্রময় ধনুকে চাড়া দেয়।
৩৬ তুমি আমাকে নিজ পরিত্রাণ-ঢাল দিয়াছ,
তব কোমলতা আমাকে মহান করিয়াছে।
৩৭ তুমি আমার নীচে পাদসঞ্চারের স্থান প্রশস্ত করিয়াছ,
আর আমার গুল্‌ফ বিচলিত হয় নাই।
৩৮ আমি আপন শত্রুগণের পশ্চাতে দৌড়িয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি,
সংহার না করিয়া ফিরিয়া আসি নাই।
৩৯ আমি তাহাদিগকে সংহার করিয়া চূর্ণ করিয়াছি, তাই তাহারা উঠিতে পারে না,
তাহারা আমার পদতলে পতিত হইয়াছে।
৪০ কারণ তুমি যুদ্ধার্থে বল দিয়া আমার কটিবন্ধন করিয়াছ,
যাহারা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে তুমি আমার অধীনে নত করিয়াছ।
৪১ তুমি আমার শত্রুগণকে আমা হইতে ফিরাইয়া দিয়াছ ;
আমি আপন বিদ্বেষীদিগকে সংহার করিয়াছি।
৪২ তাহারা চাহিয়া রহিল, কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাই ;
তাহারা সদাপ্রভুর দিকে চাহিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিলেন না।
৪৩ তখন আমি পৃথিবীর ধূলির ন্যায় তাহাদিগকে চূর্ণ করিলাম,
পথের কর্দ্দমের ন্যায় তাহাদিগকে দলিত করিলাম, এবং ছড়াইয়া ফেলিলাম।
৪৪ তুমিও আমাকে প্রজাদের দ্রোহ হইতে উদ্ধার করিয়াছ ;
জাতিগণের মস্তক হইবার জন্য রাখিয়াছ,
আমার অপরিচিত জাতি আমার দাস হইবে।
৪৫ বিজাতি-সন্তানেরা আমার কর্তৃত্ব স্বীকার করিবে,
শ্রবণমাত্র তাহারা আমার আজ্ঞাকারী হইবে।
৪৬ বিজাতি-সন্তানেরা ম্লান হইবে,
সকম্পে স্ব স্ব গোপনীয় স্থান হইতে আসিবে।

৪৭ সদাপ্রভু জীবিত, মম শৈল ধন্য হউন ;
মম ত্রাণ-শৈল ঈশ্বর উন্নত হউন।
৪৮ সেই ঈশ্বর আমার পক্ষে প্রতিশোধ দেন,
জাতিগণকে আমার অধীনে নত করেন ;
৪৯ আমার শত্রুগণ হইতে আমাকে উদ্ধার করেন ;
যাহারা আমার বিরুদ্ধে উঠে, তুমি তাহাদের উপরেও আমাকে উন্নত করিতেছ ;
তুমি দুর্বৃত্ত লোক হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া থাক।
৫০ এই কারণ, হে সদাপ্রভু, আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব করিব,
তব নামের উদ্দেশে স্তোত্র গান করিব।
৫১ তিনি আপন রাজাকে মহাপরিত্রাণ দেন,
আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন,
যুগে যুগে দায়ূদের ও তাহার বংশের প্রতি দয়া করেন।

দায়ূদের অন্তিমকালের বাক্য।

২৩ দায়ূদের শেষ বাক্য এই।
যিশয়ের পুত্র দায়ূদ কহিতেছে,
সেই উচ্চীকৃত পুরুষ কহিতেছে,
যে যাকোবের ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিষিক্ত,
যে ইস্রায়েলের মধুর গায়ক, সে কহিতেছে,
২ আমার দ্বারা সদাপ্রভুর আত্মা বলিয়াছেন,
তাঁহার বাণী আমার জিহ্বাগ্রে রহিয়াছে।
৩ ইস্রায়েলের ঈশ্বর কহিয়াছেন,
ইস্রায়েলের শৈল আমাকে বলিয়াছেন,
যিনি মনুষ্যদের উপরে ধার্ম্মিকতায় কর্ত্তৃত্ব করেন,
যিনি ঈশ্বর-ভয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন,
৪ তিনি প্রাতঃকালের, সূর্য্যোদয় কালের,
মেঘরহিত প্রাতঃকালের দীপ্তির ন্যায় হইবেন ;
যখন বৃষ্টির পরবর্ত্তী তেজঃপ্রযুক্ত
ভূতল হইতে নবীন তৃণ বহির্গত হয়।
৫ ঈশ্বরের নিকটে আমার কুল কি তাদৃশ নয় ?
হাঁ, তিনি আমার সহিত এক চিরস্থায়ী নিয়ম করিয়াছেন ;
তাহা সর্ব্ববিষয়ে সুসম্পন্ন ও সুরক্ষিত ;
ইহা ত আমার সম্পূর্ণ ত্রাণ ও সম্পূর্ণ অভীষ্ট ;
তিনি কি তাহা অঙ্কুরিত করাইবেন না ?
৬ কিন্তু পাষণ্ডেরা সকলে উৎপাটনীয় কণ্টক ;
কণ্টক ত হস্তে ধরা যায় না।
৭ যে পুরুষ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন,
তিনি প্রেক ও বড়শাদণ্ডে পূর্ণ হইবেন ;
পরে তাহারা স্বস্থানে অগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে।

দায়ূদের প্রধান প্রধান বীরের তালিকা।

৮ দায়ূদের বীরগণের নামাবলী। তখ্‌মোনীয় যোশেব-বশেবৎ সেনানীবর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন ; ইস্‌নীয় আদীনো, তিনি এককালে নিহত আটশত লোকের ৯ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার পরে এক জন অহোহীয়ের সন্তান দোদয়ের পুত্র ইলিয়াসর ; তিনি দায়ূদের সঙ্গী বীরত্রয়ের এক জন ; তাঁহারা পলেষ্টীয়দিগকে টিট্‌কারি দিলে পলেষ্টীয়েরা যুদ্ধার্থে তথায় একত্র হইল, এবং ইস্রায়েল লোকেরা নিকটে আসিতেছিল, ১০ ইতিমধ্যে তিনি দাঁড়াইয়া যে পর্য্যন্ত তাঁহার হস্ত শ্রান্ত না হইল, তাবৎ পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিলেন ; শেষে খড়্গে তাঁহার হস্ত যোড়া লাগিয়া গেল ;

আর সদাপ্রভু সেই দিনে মহানিস্তার করিলেন, এবং লোকেরা কেবল লুট করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ১১ গেল। তাঁহার পরে হরারীয় আগির পুত্র শম্ম; পলেষ্টীয়েরা এক মসূর-ক্ষেত্রের নিকটে একত্র হইয়া দল বাঁধিলে যখন লোকেরা পলেষ্টীয়দের হইতে ১২ পলায়ন করিল, তখন শম্ম সেই ক্ষেত্র-মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহা উদ্ধার করিলেন, এবং পলেষ্টীয়দিগকে বধ করিলেন; আর সদাপ্রভু মহানিস্তারে তাহাদিগকে নিস্তার ১৩ করিলেন। আর ত্রিশ জন প্রধানের মধ্যে তিন জন ফসল কাটার সময়ে অদুল্লম গুহাতে দায়ূদের নিকটে আসি-লেন; তখন পলেষ্টীয়দের সৈন্য রফায়ীম তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। ১৪ আর দায়ূদ দুর্গম স্থানে ছিলেন, এবং পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদল বৈৎলেহমে ১৫ ছিল। পরে দায়ূদ পিপাসাতুর হইয়া কহি-লেন, হায়! কে আমাকে বৈৎলেহমের দ্বারের নিকটস্থ কূপের জল আনিয়া পান ১৬ করিতে দিবে? তাহাতে ঐ বীরত্রয় পলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্য দিয়া গিয়া বৈৎলে-হমের দ্বারের নিকটস্থ কূপের জল তুলিয়া লইয়া দায়ূদের নিকটে আসিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পান করিতে সম্মত হইলেন না, সদাপ্রভুর উদ্দেশে ঢালিয়া ফেলি-১৭ লেন; তিনি কহিলেন, হে সদাপ্রভু, এমন কর্ম্ম যেন আমি না করি; ইহা কি সেই মনুষ্যদের রক্ত নয়, যাহারা প্রাণ-পণে গিয়াছিল; অতএব তিনি তাহা পান করিতে সম্মত হইলেন না। ঐ বীরত্রয় এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮ আর সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয় সেই তিন জনের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি তিন শত লোকের উপরে আপন বড়শা চালাইয়া তাহা-দিগকে বধ করিলেন ও নরত্রয়ের মধ্যে ১৯ খ্যাতনামা হইলেন। তিনি কি সেই তিন জনের মধ্যে অধিক [illegible] ছিলেন না? এই জন্য তাঁহাদের সেনা-পতি হইলেন, তথাচ [প্রথম] নরত্রয়ের ২০ তুল্য ছিলেন না। আর অনেক বিক্রমের কার্য্যকারী কব্‌সেলীয় এক বীরের সন্তান যিহোয়াদার পুত্র যে বনায়, তিনি মোয়া-বীয় [illegible] দুই পুত্রকে বধ করিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি হিমানীর সময়ে গিয়া গর্ত্তের ২১ মধ্যে একটা সিংহকে মারিলেন। আর তিনি এক জন সুপুরুষ মিস্রীয়কে বধ করিলেন। সেই মিস্রীয়ের হস্তে এক বড়শা, এবং ইহাঁর হস্তে এক দণ্ড ছিল; পরে ইনি গিয়া সেই মিস্রীয়ের হস্ত হইতে বড়শাটী কাড়িয়া লইয়া তাহারই বড়শা দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন। ২২ যিহোয়াদার পুত্র বনায় এই সকল কার্য্য করিলেন, তাহাতে তিনি বীরত্রয়ের মধ্যে ২৩ নামলব্ধ হইলেন। তিনি ঐ ত্রিশ জন অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন, কিন্তু [প্রথম] নর-ত্রয়ের তুল্য ছিলেন না; দায়ূদ তাঁহাকে আপন [illegible] অধ্যক্ষ করিলেন।

২৪ যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল ঐ ত্রিশের মধ্যে এক জন ছিলেন; বৈৎলেহমস্থ ২৫ দোদয়ের পুত্র ইল্‌হানন, হরোদীয় শম্ম, ২৬ হরোদীয় ইলীকা, পল্টীয় হেলস, তকোয়ীয় ২৭ ইক্কেশের পুত্র ঈরা, অনাথোতীয় অবী-২৮ য়েষর, হূশাতীয় মবুন্নয়, অহোহীয় সল্‌-২৯ মোন, নটোফাতীয় মহরয়, নটোফাতীয় বানার পুত্র হেলব, বিন্যামীন-সন্তানদের গিবিয়া-নিবাসী রীবয়ের পুত্র ইত্তয়, ৩০ পিরিয়াথোনীয় বনায়, গাশ উপত্যকা-

৩১ নিবাসী হিদ্দয়, অর্বতীয় অবি-য়লবোন,
৩২ বরহূমীয় অস্মাবৎ, শাল্‌বোনীয় ইলিয়-
৩৩ হবা, যাশেনের পুত্ত্র যোনাথন, হরারীয়
শম্ম, অরারীয় সাররের পুত্ত্র অহীয়াম,
৩৪ মাখাথীয়ের পৌত্ত্র অহস্‌বয়ের পুত্ত্র ইলী-
ফেলট, গীলোনীয় অহীথোফলের পুত্ত্র
৩৫ ইলীয়াম, কর্ম্মিলীয় হিষ্রয়, অর্ব্বীয় পারয়,
৩৬ সোবানিবাসী নাথনের পুত্ত্র যিগাল,
৩৭ গাদীয় বানী, অম্মোনীয় সেলক, সরূয়ার
পুত্ত্র যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেরোতীয়
৩৮ নহরয়, যিত্রীয় ঈরা, যিত্রীয় গারেব,
৩৯ হিত্তীয় ঊরিয় ; সর্ব্বশুদ্ধ সাঁইত্রিশ জন।

দায়ূদের প্রজাগণনা ও তাহার ফল।

২৪ আর ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইল, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে দায়ূদকে প্রবৃত্তি দিলেন, কহিলেন, যাও, ইস্রায়েল ও যিহূদাকে
২ গণনা কর। তখন রাজা আপন সৈন্য-দলের সেনাপতি যোয়াব, যিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি দান অবধি বের্‌-শেবা পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশ-মধ্যে পর্য্যটন কর, তোমরা লোকদিগকে গণনা কর,
৩ আমি প্রজাগণের সংখ্যা জানিব। যোয়াব রাজাকে কহিলেন, এখন যত লোক আছে, আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার শত গুণ বৃদ্ধি করুন, এবং আমার প্রভু মহারাজ তাহা স্বচক্ষে দেখুন ; কিন্তু এই কর্ম্মে আমার প্রভু মহারাজের অভিরুচি কেন
৪ হইল? তথাপি যোয়াবের উপরে ও সেনাপতিদের উপরে রাজার কথাই প্রবল হইল। পরে যোয়াব ও সেনাপতিগণ ইস্রায়েল লোকদিগকে গণনা করিবার জন্য রাজার সম্মুখ হইতে গমন করিলেন।
৫ তাঁহারা যর্দ্দন পার হইয়া গাদ দেশস্থ উপত্যকার মধ্যস্থিত নগরের দক্ষিণ পার্শ্বে অরোয়েরে এবং যাসেরে শিবির স্থাপন
৬ করিলেন। পরে তাঁহারা গিলিয়দে ও তহ্‌তীম-হদ্‌শি দেশে আসিলেন ; তাহার পর দান-যানে গিয়া ঘুরিয়া সীদোনে
৭ উপস্থিত হইলেন। পরে সোরদুর্গে এবং হিব্বীয়দের ও কনানীয়দের সমস্ত নগরে গমন করিলেন, আর শেষে যিহূদার দক্ষিণাঞ্চলে বের-শেবাতে উপস্থিত হই-
৮ লেন। এই প্রকারে সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিবার পর তাঁহারা নয় মাস বিশ দিনের শেষে যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিলেন।
৯ পরে যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা রাজার কাছে দিলেন ; ইস্রায়েলে খড়্‌গ-ধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল ; আর যিহূদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।
১০ দায়ূদ লোকদিগকে গণনা করাইলে পর তাঁহার হৃদয় ধুক্‌ ধুক্‌ করিতে লাগিল। দায়ূদ সদাপ্রভুকে কহিলেন, এই কার্য্য করিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি ; এখন, হে সদাপ্রভু, বিনয় করি, নিজ দাসের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা আমি বড়ই
১১ অজ্ঞানের কর্ম্ম করিয়াছি। পরে যখন দায়ূদ প্রত্যূষে উঠিলেন, তখন দায়ূদের দর্শক গাদ ভাববাদীর নিকটে সদাপ্রভুর
১২ এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি গিয়া দায়ূদকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার সম্মুখে তিনটী [দণ্ড] রাখি, তাহার মধ্যে তুমি একটী মনোনীত কর, আমি তাহাই তোমার প্রতি করিব। পরে
১৩ গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, কহিলেন, আপনার দেশে সাত বৎসর ব্যাপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে?

না আপনার বিপক্ষগণ যাবৎ আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করে, তাবৎ আপনি তিন মাস পর্য্যন্ত তাহাদের অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিবেন? না তিন দিবস পর্য্যন্ত আপনার দেশে মহামারী হইবে? যিনি আমাকে পাঠাইলেন, তাঁহাকে কি উত্তর দিব, তাহা এখন বিবেচনা করিয়া
১৪ দেখুন। দায়ূদ গাদকে কহিলেন, আমি বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম; আইস্থন, আমরা সদাপ্রভুর হস্তে পড়ি, কেননা তাঁহার করুণা প্রচুর; কিন্তু আমি মনুষ্যের
১৫ হস্তে পড়িতে চাহি না। পরে প্রাতঃকাল অবধি নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে মহামারী পাঠাইলেন; আর দান অবধি বের্‌-শেবা পর্য্যন্ত লোকদের মধ্যে সত্তর সহস্র লোক মরিল।

১৬ আর যখন দূত যিরূশালেম বিনষ্ট করিতে তৎপ্রতি হস্ত বিস্তার করিলেন, তখন সদাপ্রভু সেই বিপদের জন্য অনুশোচনা করিয়া সেই লোকবিনাশক দূতকে কহিলেন, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন তোমার হস্ত সঙ্কুচিত কর। তখন সদাপ্রভুর দূত যিবূষীয় অরৌণার খামারের নিকটে
১৭ ছিলেন। পরে দায়ূদ সেই লোকঘাতী দূতকে দেখিয়া সদাপ্রভুকে কহিলেন, দেখ, আমিই পাপ করিয়াছি, আমিই অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই মেষগণ কি করিল? বিনয় করি, আমারই বিরুদ্ধে ও আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার কর।

১৮ সেই দিন গাদ দায়ূদের কাছে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি উঠিয়া গিয়া যিবূষীয় অরৌণার খামারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি স্থাপন করুন।
১৯ অতএব দায়ূদ সদাপ্রভুর আজ্ঞামতে গাদের বাক্যানুসারে উঠিয়া গেলেন।
২০ তখন অরৌণা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল, রাজা ও তাঁহার দাসগণ তাঁহার কাছে আসিতেছেন; তাহাতে অরৌণা বাহিরে আসিয়া রাজার সম্মুখে ভূমিতে
২১ উবুড় হইয়া প্রণিপাত করিল। আর অরৌণা কহিল, আমার প্রভু মহারাজ আপন দাসের নিকটে কি জন্য আসিয়াছেন? দায়ূদ কহিলেন, লোকদের উপর হইতে মহামারী যেন নিবৃত্ত হয়, এই জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিব বলিয়া আমি তোমার কাছে এই খামার কিনিতে আসিয়াছি।
২২ তখন অরৌণা দায়ূদকে কহিল, আমার প্রভু মহারাজের দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই লইয়া উৎসর্গ করুন; দেখুন, হোমবলির নিমিত্ত এই বৃষগুলি এবং কাষ্ঠের নিমিত্ত এই মর্দ্দনযন্ত্র ও বৃষদের
২৩ সজ্জা আছে; হে রাজন্‌, অরৌণা রাজাকে এই সমস্ত দিতেছে। অরৌণা রাজাকে আরও কহিল, সদাপ্রভু আপনার ঈশ্বর
২৪ আপনাকে গ্রাহ্য করুন। কিন্তু রাজা অরৌণাকে কহিলেন, তাহা নয়, আমি অবশ্য মূল্য দিয়া তোমার কাছে এই সমস্ত ক্রয় করিব; আমি আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিনামূল্যে হোমবলি উৎসর্গ করিব না। পরে দায়ূদ পঞ্চাশ শেকল রৌপ্যে সেই খামার ও বৃষগুলি
২৫ ক্রয় করিয়া লইলেন। আর দায়ূদ সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে দেশের জন্য সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিলে তিনি প্রসন্ন হইলেন, এবং ইস্রায়েলের উপর হইতে মহামারী নিবৃত্ত হইল।

রাজাবলির প্রথম খণ্ড

দায়ূদের বার্দ্ধক্য। শলোমনের রাজ্যাভিষেক।

১ দায়ূদ রাজা বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইয়াছিলেন; এবং লোকেরা তাঁহার গাত্রে অনেক বস্ত্র দিলেও তাহা উষ্ণ হইত না। ২ এই জন্য তাঁহার দাসগণ তাঁহাকে কহিল, আমাদের প্রভু মহারাজের নিমিত্ত একটী যুবতী কুমারীর অন্বেষণ করা যাউক; সে মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করুক; এবং আমাদের প্রভু মহারাজের গাত্র যেন উষ্ণ হয়, তজ্জন্য ৩ আপনার বক্ষঃস্থলে শয়ন করুক। পরে লোকেরা ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে সুন্দরী যুবতীর অন্বেষণ করিল, ও শূনেমীয়া অবীশগকে পাইয়া রাজার নিকটে আনিল। ৪ সেই যুবতী অতি সুন্দরী ছিল, আর সে রাজার শুশ্রূষা ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিত, কিন্তু রাজা তাহার পরিচয় লইলেন না।

৫ আর হগীতের পুত্র আদোনিয়, আমিই রাজা হইব, বলিয়া বড়াই করিতে লাগিল, এবং আপনার নিমিত্ত রথ, অশ্বারোহী ও আপনার অগ্রে অগ্রে দৌড়িবার জন্য ৬ পঞ্চাশ জন লোক প্রস্তুত করিল। তাহার পিতা কোন সময়ে তাহাকে এ কথা বলিয়া অসন্তুষ্ট করেন নাই যে, তুমি কেন এমন করিয়াছ? এবং সেও পরম সুন্দর পুরুষ ছিল; আর অবশালোমের ৭ পরে তাহার জন্ম হয়। সে সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ও অবিয়াথর যাজকের সহিত পরামর্শ করিল; আর তাঁহারা আদোনিয়ের অনুগামী হইয়া তাহার ৮ সাহায্য করিলেন। কিন্তু সাদোক যাজক, যিহোয়াদার পুত্র বনায়, নাথন ভাববাদী, শিমিয়ি, রেয়ি ও দায়ূদের বীরগণ ৯ আদোনিয়ের পক্ষে হন নাই। পরে আদোনিয় ঐন্‌-রোগেলের পার্শ্বস্থ সোহেলৎ প্রস্তরের নিকটে অনেক মেষ, বৃষ ও হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস বলিদান করিল, এবং আপনার ভ্রাতৃগণ সমস্ত রাজপুত্রকে ও রাজার দাস যিহূদার সমস্ত ১০ লোককে নিমন্ত্রণ করিল; কিন্তু নাথন ভাববাদীকে, বনায়কে, বীরগণকে ও আপন ভ্রাতা শলোমনকে নিমন্ত্রণ করিল না।

১১ তখন নাথন শলোমনের মাতা বৎশেবাকে কহিলেন, আপনি কি শুনেন নাই যে, হগীতের পুত্র আদোনিয় রাজত্ব করিতেছে, আর আমাদের প্রভু দায়ূদ ১২ রাজা তাহা জানেন না? এক্ষণে আইসুন, বিনয় করি, আমি আপনাকে পরামর্শ দিই, যেন আপনি নিজের প্রাণ ও আপন পুত্র শলোমনের প্রাণ বাঁচাইতে পারেন। ১৩ চলুন, দায়ূদ রাজার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলুন, হে আমার প্রভু মহারাজ, আপনি কি শপথ করিয়া আপন দাসীকে বলেন নাই, আমার পরে তোমার পুত্র শলোমন রাজত্ব করিবে, সেই আমার সিংহাসনে ১৪ বসিবে? তবে আদোনিয় রাজত্ব করে কেন? দেখুন, সেই স্থানে রাজার সঙ্গে আপনার কথা শেষ না হইতে হইতে আমিও আপনার পশ্চাতে আসিয়া আপনার কথার পোষকতা করিব।

১৫ পরে বৎশেবা অন্তরাগারে রাজার নিকটে গেলেন; তৎকালে রাজা অতি

বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং শূনেমীয়া অবীশগ ১৬ রাজার পরিচর্য্যা করিতেছিল। তখন বৎশেবা মস্তক নমন করিয়া রাজার কাছে ১৭ প্রণিপাত করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাঞ্ছা কি? তিনি কহিলেন, হে আমার প্রভু, আপনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে শপথ করিয়া আপন দাসীকে বলিয়াছিলেন, 'আমার পরে তোমার পুত্র শলোমন রাজত্ব করিবে, ১৮ সেই আমার সিংহাসনে বসিবে'। কিন্তু এখন, দেখুন, আদোনিয় রাজত্ব করিতেছে, আর হে আমার প্রভু মহারাজ, আপনি ১৯ তাহা জানেন না। সে বিস্তর বৃষ, হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস ও মেষ বলিদান করিয়া সমস্ত রাজপুত্রকে, অবিয়াথর যাজককে ও যোয়াব সেনাপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, কিন্তু আপনার দাস শলোমনকে নিমন্ত্রণ ২০ করে নাই। হে আমার প্রভু মহারাজ, সমস্ত ইস্রায়েলের দৃষ্টি আপনারই উপরে আছে, আপনার পরে আমার প্রভু মহারাজের সিংহাসনে কে বসিবে, তাহা ২১ আপনি লোকদিগকে জ্ঞাত করুন; নতুবা আমার প্রভু মহারাজ পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে আমি ও আমার পুত্র শলোমন অপরাধী গণিত হইব।

২২ আর দেখ, তিনি রাজার সহিত কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে নাথন ভাববাদী ২৩ আসিলেন। তখন কেহ রাজাকে কহিল, দেখুন, নাথন ভাববাদী। পরে নাথন রাজার সম্মুখে আসিয়া ভূমিতে উবুড় হইয়া রাজার সম্মুখে প্রণিপাত করিলেন। ২৪ আর নাথন কহিলেন, হে আমার প্রভু মহারাজ, আপনি কি এমন কথা বলিয়াছেন যে, আমার পরে আদোনিয় রাজত্ব করিবে, ও আমার সিংহাসনে সেই ২৫ বসিবে? সে ত আজই গিয়া বিস্তর বৃষ, হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস ও মেষ বলিদান করিয়া সমস্ত রাজপুত্রকে, সেনাপতিগণকে ও অবিয়াথর যাজককে নিমন্ত্রণ করিয়াছে; আর দেখুন, তাহারা তাহার সাক্ষাতে ভোজন পান করিতেছে, ও বলিতেছে, ২৬ রাজা আদোনিয় চিরজীবী হউন। কিন্তু আপনার দাস যে আমি, আমাকে ও সাদোক যাজককে এবং যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে ও আপনার দাস শলোমনকে সে ২৭ নিমন্ত্রণ করে নাই। এ কর্ম্ম কি আমার প্রভু মহারাজের আদেশে হইয়াছে? আর আমার প্রভু মহারাজের পরে কে আপনার সিংহাসনে বসিবে, তাহা আপনার দাসদিগকে জ্ঞাত করেন নাই?

২৮ তখন দায়ূদ রাজা উত্তর করিলেন, বৎশেবাকে আমার নিকটে ডাকিয়া আন। তিনি রাজার নিকটে আসিয়া রাজার ২৯ সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাজা শপথ করিয়া কহিলেন, যিনি সমস্ত সঙ্কট হইতে আমার প্রাণ মুক্ত করিয়াছেন, সেই জীবিত সদা- ৩০ প্রভুর দিব্য, আমার পরে তোমার পুত্র শলোমন রাজত্ব করিবে, সেই আমার পদে আমার সিংহাসনে বসিবে, তোমার নিকটে আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম লইয়া এই যে শপথ করিয়াছি, ৩১ অদ্যই তদনুরূপ কর্ম্ম করিব। তখন বৎশেবা মস্তক নমন করিয়া, ভূমিতে মুখ দিয়া, রাজার কাছে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, আমার প্রভু দায়ূদ রাজা নিত্যজীবী হউন।

৩২ পরে দায়ূদ রাজা কহিলেন, সাদোক যাজককে, নাথন ভাববাদীকে ও যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে আমার কাছে ডাকিয়া আন। তাঁহারা রাজার সম্মুখে আসিলেন।

৩৩ রাজা তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন প্রভুর দাসগণকে সঙ্গে লইয়া আমার পুত্র শলোমনকে আমার নিজের অশ্বতরে আরোহণ করাইয়া গীহোনে ৩৪ নামিয়া যাও। সেই স্থানে সাদোক যাজক ও নাথন ভাববাদী তাহাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষেক করুন, এবং তোমরা সকলে তূরী বাজাইয়া বল, ৩৫ রাজা শলোমন চিরজীবী হউন। পরে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে উঠিয়া আইস; সে আসিয়া আমার সিংহাসনে বসিবে, কেননা সে আমার পদে রাজা হইবে; আমি ইস্রায়েলের ও যিহূদার উপরে তাহাকে নায়ক করিয়া নিযুক্ত করিলাম। ৩৬ তাহাতে যিহোয়াদার পুত্র বনায় রাজাকে উত্তর করিলেন, বলিলেন, আমেন, আমার প্রভু মহারাজের ঈশ্বর সদাপ্রভুও ইহাই ৩৭ বলুন। সদাপ্রভু যেমন আমার প্রভু মহারাজের সহবর্ত্তী থাকিয়া আসিয়াছেন, তেমনি শলোমনের সহবর্ত্তী থাকুন, এবং আমার প্রভু দায়ূদ রাজার সিংহাসন হইতে তাঁহার সিংহাসন বড় করুন।

৩৮ তখন সাদোক যাজক, নাথন ভাববাদী, যিহোয়াদার পুত্র বনায়, এবং করেথীয় ও পলেথীয়গণ গিয়া দায়ূদ রাজার অশ্বতরে শলোমনকে আরোহণ করাইয়া গীহোনে ৩৯ লইয়া গেলেন। পরে সাদোক যাজক [পবিত্র] তাম্বুর মধ্য হইতে তৈলের শৃঙ্গটী লইয়া শলোমনকে অভিষেক করিলেন; আর তূরী বাজাইলে সমস্ত লোক কহিল, রাজা শলোমন চিরজীবী ৪০ হউন। আর সমস্ত লোক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে উঠিয়া আসিল, এবং জনসমূহ এমন বংশীবাদ্য ও মহাহর্ষনাদ করিল যে, তাহার শব্দে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল।

৪১ তখন আদোনিয় ও তাহার সঙ্গী নিমন্ত্রিত লোকেরা ভোজন সাঙ্গ করিবামাত্র সেই ধ্বনি শুনিল। আর যোয়াব তূরীধ্বনি শুনিয়া কহিলেন, নগরে এত কলরব কেন হইতেছে? তিনি এই ৪২ কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে দেখ, অবিয়াথর যাজকের পুত্র যোনাথন উপস্থিত হইল। আদোনিয় কহিল, আইস, তুমি ভদ্রলোক, সুসংবাদ আনি- ৪৩ তেছ। যোনাথন উত্তর করিয়া আদোনিয়কে কহিল, সত্যই আমাদের প্রভু দায়ূদ রাজা শলোমনকে রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছেন; রাজা সাদোক যাজককে, ৪৪ নাথন ভাববাদীকে ও যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে এবং করেথীয় ও পলেথীয়দিগকে তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছেন; আর তাঁহারা তাঁহাকে রাজার অশ্বতরে আরো- ৪৫ হণ করাইলেন; আর সাদোক যাজক ও নাথন ভাববাদী তাঁহাকে গীহোনে রাজপদে অভিষেক করিয়াছেন; এবং তাঁহারা তথা হইতে এমন আনন্দ করিতে করিতে আসিয়াছেন যে, নগর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে; তোমরা যে ধ্বনি শুনিলে, এ ৪৬ সেই ধ্বনি। আর শলোমন রাজ্যের ৪৭ সিংহাসনেও বসিয়াছেন। অধিকন্তু রাজার দাসগণ আসিয়া আমাদের প্রভু দায়ূদ রাজাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছে, আপনার ঈশ্বর শলোমনের নাম আপনার নাম হইতেও শ্রেষ্ঠ করুন, ও তাঁহার সিংহাসন আপনার সিংহাসন হইতেও মহৎ করুন; তখন রাজা শয্যার ৪৮ উপরে প্রণিপাত করিলেন। আরও রাজা এই কথা কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, তিনি অদ্য আমার সিংহাসনে বসিবার জন্য এক ব্যক্তিকে

দিলেন, এবং আমার নেত্রযুগল তাহা
৪৯ দেখিল। তখন আদোনিয়ের সঙ্গী নিমন্ত্রিত লোকেরা সকলে ভীত হইয়া প্রত্যেক জন উঠিয়া আপন আপন পথে চলিয়া গেল।

৫০ আর আদোনিয় শলোমন হইতে ভীত হইল, এবং উঠিয়া গিয়া যজ্ঞবেদির শৃঙ্গ
৫১ অবলম্বন করিল। পরে শলোমনের নিকটে কেহ এই কথা কহিল, দেখুন, আদোনিয় শলোমন রাজা হইতে ভীত হইয়াছে, কেননা দেখ, সে যজ্ঞবেদির শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছে, বলিতেছে, শলোমন রাজা আপনার দাসকে খড়্গ দ্বারা বধ করিবেন না, আমার নিকটে
৫২ অদ্য এই দিব্য করুন। তাহাতে শলোমন কহিলেন, যদি সে আপনাকে ভদ্রলোক দেখায়, তবে তাহার এক কেশও ভূমিতে পতিত হইবে না; কিন্তু যদি তাহার মধ্যে দুষ্টতা পাওয়া যায়, তবে
৫৩ সে মারা পড়িবে। পরে শলোমন রাজা লোক প্রেরণ করিলে তাহারা তাহাকে বেদি হইতে নামাইয়া আনিল; তাহাতে সে আসিয়া শলোমন রাজার কাছে প্রণিপাত করিল, এবং শলোমন তাহাকে কহিলেন, তোমার ঘরে যাও।

দায়ূদের মৃত্যু।

২ পরে দায়ূদের মরণকাল সন্নিকট হইল; আর তিনি আপন পুত্র শলোমনকে
২ আদেশ দিয়া কহিলেন, সমস্ত মর্ত্ত্যলোকের যে পথ, আমি সেই পথে গমন করিতেছি; তুমি বলবান হও ও পুরুষত্ব
৩ প্রকাশ কর। আর আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রক্ষণীয় বিধান রক্ষা করিয়া তাঁহার পথে চল, মোশির ব্যবস্থায় লিখিত তাঁহার বিধি, তাঁহার আজ্ঞা, তাঁহার শাসন ও তাঁহার সাক্ষ্য সকল পালন কর; যেন তুমি যে কোন কার্য্য কর, ও যে কোন দিকে ফির, বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতে পার;
৪ আর যেন, সদাপ্রভু আমার সম্বন্ধে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা সংস্থাপন করেন; তিনি বলিয়াছেন, তোমার সন্তানেরা যদি সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত আমার সম্মুখে সত্য আচরণ করিতে আপনাদের পথে সাবধানে চলে, তবে—তিনি বলেন,—ইস্রায়েলের সিংহাসনে তোমার [বংশে] লোকের অভাব হইবে না।

৫ আর সরূয়ার পুত্র যোয়াব আমার প্রতি যাহা করিয়াছে, ফলতঃ ইস্রায়েলের দুই সেনাপতির প্রতি, নেরের পুত্র অব্নেরের ও যেথরের পুত্র অমাসার প্রতি যাহা করিয়াছে, তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ; সে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া শান্তির সময়ে যুদ্ধের রক্তপাত করিয়াছে, এবং যুদ্ধের রক্ত তাহার কটিদেশস্থ পটুকাতে ও পাদস্থিত পাদুকাতে লাগিয়াছে।
৬ অতএব তুমি বুদ্ধিসহকারে তাহার প্রতি ব্যবহার করিবে; তাহাকে পক্ক কেশে শান্তিতে পাতালে নামিতে দিও না।
৭ কিন্তু গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের পুত্রগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও, এবং তোমার মেজে ভোজনকারী লোকদের মধ্যে তাহাদিগকে স্থান দিও; কেননা তোমার ভ্রাতা অবশালোমের সম্মুখ হইতে আমার পলায়নকালে তাহারা তদ্রূপে আমার
৮ কাছে আসিয়াছিল। আর দেখ, তোমার কাছে বিন্যামীনীয় গেরার পুত্র বহূরীমনিবাসী শিমিয়ি আছে; আমার মহনয়িমে যাইবার দিন সেই ব্যক্তি আমাকে নিদারুণ

শাপ দিয়াছিল ; কিন্তু সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যর্দ্দনে আসিয়াছিল, আর আমি সদাপ্রভুর দিব্য করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমি তোমাকে খড়্গ ৯ দ্বারা বধ করিব না। কিন্তু তুমি এখন তাহাকে নিরপরাধ জ্ঞান করিবে না ; কেননা তুমি বুদ্ধিমান ; তাহার প্রতি তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিবে ; তাহাকে পক্ক কেশে রক্তের সহিত পাতালে নামাইবে।

১০ পরে দায়ূদ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত এবং দায়ূদ-নগরে কবর- ১১ প্রাপ্ত হইলেন। দায়ূদ ইস্রায়েলের উপরে চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন ; তিনি হিব্রোণে সাত বৎসর রাজত্ব করেন ও যিরূশালেমে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব ১২ করেন। পরে শলোমন আপন পিতা দায়ূদের সিংহাসনে বসিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য অতিশয় দৃঢ় হইল।

শলোমনের রাজত্ব দৃঢ়ীকরণ।

১৩ পরে হগীতের পুত্র আদোনিয় শলোমনের মাতা বৎশেবার নিকটে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি শান্তিভাবে আসিয়াছ ত? সে উত্তর করিল, শান্তি- ১৪ ভাবে। সে আরও কহিল, আপনার কাছে আমার কিছু বলিবার আছে। ১৫ বৎশেবা কহিলেন, বল। সে কহিল, আপনি জানেন, রাজ্য আমারই ছিল, এবং আমি রাজা হইব বলিয়া সমস্ত ইস্রায়েল আমার প্রতি উন্মুখ হইয়াছিল ; কিন্তু রাজত্ব ঘূরিয়া গেল, আমার ভ্রাতার হইল ; কেননা তাহা সদাপ্রভু হইতেই ১৬ তাহার হইল। এখন আমি আপনার কাছে একটী বিষয় যাচ্ঞা করি, আপনি ১৭ আমাকে অস্বীকার করিবেন না। তিনি কহিলেন, বল। তখন আদোনিয় কহিল, অনুগ্রহ করিয়া শলোমন রাজাকে বলুন—তিনি ত আপনার কথা অস্বীকার করিবেন না,—তিনি যেন আমার সহিত ১৮ শূনেমীয়া অবীশগের বিবাহ দেন। বৎশেবা কহিলেন, ভাল, আমি তোমার ১৯ নিমিত্ত রাজাকে বলিব। পরে বৎশেবা আদোনিয়ের জন্য বলিতে শলোমন রাজার নিকটে গেলেন ; আর রাজা তাঁহার সম্মুখে উঠিয়া তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিলেন। পরে তিনি আপন সিংহাসনে বসিলেন, এবং রাজমাতার কারণ আসন স্থাপন করাইলে তিনিও ২০ তাঁহার দক্ষিণদিকে বসিলেন। আর তিনি কহিলেন, আমি তোমার কাছে একটী ক্ষুদ্র বিষয় যাচ্ঞা করি, আমার কথা অস্বীকার করিও না। রাজা কহিলেন, মাতা, যাচ্ঞা কর, আমি তোমার ২১ কথা অস্বীকার করিব না। তখন তিনি কহিলেন, তোমার ভ্রাতা আদোনিয়ের সহিত শূনেমীয়া অবীশগের বিবাহ দিতে ২২ হইবে। শলোমন রাজা উত্তর করিয়া মাতাকে কহিলেন, তুমি আদোনিয়ের নিমিত্ত শূনেমীয়া অবীশগকে কেন যাচ্ঞা কর? তাহার নিমিত্ত রাজ্যও যাচ্ঞা কর, কেননা সে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; তাহার ও অবিয়াথর যাজকের ও সরূয়ার পুত্র যোয়াবের নিমিত্ত [রাজ্য যাচ্ঞা ২৩ কর]। পরে শলোমন রাজা সদাপ্রভুর দিব্য করিয়া কহিলেন, আদোনিয় যদি নিজ প্রাণের বিরুদ্ধে এই কথা বলিয়া না থাকে, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ২৪ ততোধিক দণ্ড দিউন। আর এখন যিনি আপন প্রতিজ্ঞানুসারে আমাকে

সুস্থির করিয়া আমার পিতা দায়ূদের সিংহাসনে বসাইয়াছেন ও আমার জন্য কুল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, অদ্যই আদোনিয়ের প্রাণদণ্ড ২৫ হইবে। তখন শলোমন রাজা যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে প্রেরণ করিলে তিনি তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন।

২৬ পরে রাজা অবিয়াথর যাজককে কহিলেন, তুমি অনাথোতে আপন ক্ষেত্রে যাও, কেননা তুমিও মৃত্যুর পাত্র; তথাপি আমি অদ্য তোমার প্রাণদণ্ড করিব না, কারণ তুমি আমার পিতা দায়ূদের সম্মুখে প্রভু সদাপ্রভুর সিন্দুক বহন করিয়াছিলে, এবং আমার পিতার সমস্ত ২৭ দুঃখভোগে দুঃখভোগ করিয়াছিলে। এইরূপে শলোমন অবিয়াথরকে সদাপ্রভুর যাজকের পদ হইতে দূর করিয়া দিলেন; ইহাতে সদাপ্রভুর বাক্য,—শীলোতে এলির কুলের বিপক্ষে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, —তাহা সিদ্ধ হইল।

২৮ পরে সেই ঘটনার বার্ত্তা যোয়াবের কাছে উপস্থিত হইল; যোয়াব যদ্যপি অবশালোমের অনুবর্ত্তী হন নাই, তথাপি আদোনিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এখন যোয়াব সদাপ্রভুর তাম্বুতে পলায়ন ২৯ করিয়া যজ্ঞবেদির শৃঙ্গ ধরিলেন। পরে শলোমন রাজার কাছে এই সংবাদ আসিল যে, যোয়াব সদাপ্রভুর তাম্বুতে পলায়ন করিয়াছেন, আর দেখুন, তিনি বেদির পার্শ্বে আছেন। তাহাতে শলোমন যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে প্রেরণ করিলেন, কহিলেন, যাও, তাহাকে আক্রমণ ৩০ কর। তাহাতে বনায় সদাপ্রভুর তাম্বুতে গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজা এই কথা বলেন, তুমি বাহিরে আইস। তিনি কহিলেন, তাহা হইবে না, আমি এই স্থানে মরিব। তখন বনায় রাজাকে সংবাদ জানাইয়া কহিলেন, যোয়াব অমুক কথা বলিয়াছেন, এবং আমাকে অমুক ৩১ উত্তর দিয়াছেন। তখন রাজা কহিলেন, সে যাহা বলিয়াছে, সেই মত কর, তাহাকে আক্রমণ কর, আর তাহার কবর দেও; তাহা হইলে, যোয়াব অকারণে যে রক্তপাত করিয়াছে, তাহার অপরাধ তুমি আমার পক্ষ হইতে ও আমার পিতৃকুল ৩২ হইতে দূর করিবে। আর সদাপ্রভু তাহার রক্তপাতের অপরাধ তাহারই মস্তকে বর্ত্তাইবেন; কেননা সে আমার পিতা দায়ূদের অজ্ঞাতসারে আপনা হইতে ধার্ম্মিক ও সৎ দুই ব্যক্তিকে, ইস্রায়েলের সেনাপতি নেরের পুত্র অব্‌নেরকে, ও যিহূদার সেনাপতি যেথরের পুত্র অমাসাকে আক্রমণ করিয়া খড়্গ দ্বারা বধ ৩৩ করিয়াছিল। তাহাদের রক্তপাতের অপরাধ যোয়াবের মস্তকে ও যুগে যুগে তাহার বংশের মস্তকে বর্ত্তিবে; কিন্তু দায়ূদের, তাঁহার বংশের, তাঁহার কুলের ও তাঁহার সিংহাসনের প্রতি সদাপ্রভু ৩৪ হইতে যুগে যুগে শান্তি বর্ত্তিবে। তখন যিহোয়াদার পুত্র বনায় উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন; পরে প্রান্তরে তাঁহার বাটীতে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইল।

৩৫ আর রাজা তাঁহার পদে যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে সেনাপতি করিলেন, এবং অবিয়াথরের পদ রাজা সাদোক যাজককে ৩৬ দিলেন। আর রাজা লোক পাঠাইয়া শিমিয়িকে ডাকাইয়া কহিলেন, তুমি যিরূশালেমে আপনার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানে বাস কর,

এখান হইতে বাহির হইয়া অন্য কোন ৩৭ স্থানে যাইও না। তুমি যে দিন বাহির হইয়া কিদ্রোণ স্রোত পার হইবে, সেই দিন অবশ্য হত হইবে; ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও; তোমার রক্তপাতের অপ- ৩৮ রাধ তোমারই মস্তকে বর্ত্তিবে। তাহাতে শিমিয়ি রাজাকে কহিল, এ কথা ভাল; আমার প্রভু মহারাজ যেমন কহিলেন, আপনার এই দাস সেইরূপই করিবে। পরে শিমিয়ি অনেক দিন পর্য্যন্ত যিরূ- ৩৯ শালেমে বাস করিল। কিন্তু তিন বৎসর পরে শিমিয়ির দুই দাস পলায়ন করিয়া মাখার পুত্র আখীশ নামে গাতীয় রাজার নিকটে গেল। তাহাতে কেহ শিমিয়িকে বলিল, দেখ, তোমার দাসেরা গাতে ৪০ রহিয়াছে। তখন শিমিয়ি উঠিয়া গর্দ্দভ সাজাইয়া আপন দাসদের অন্বেষণে গাতে আখীশের নিকটে গেল, গিয়া শিমিয়ি গাৎ হইতে আপন দাসদিগকে আনিল।

৪১ পরে শলোমনকে কেহ সংবাদ দিল, শিমিয়ি যিরূশালেম হইতে গাতে গিয়া- ৪২ ছিল, এখন ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজা লোক পাঠাইয়া শিমিয়িকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি কি তোমাকে সদাপ্রভুর দিব্য করাইয়া তোমার বিপক্ষে এই সাক্ষ্য দিই নাই যে, নিশ্চয় জ্ঞাত হও, তুমি যে দিন বাহিরে যাইবে, স্থানান্তরে ভ্রমণ করিবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে? আর তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, আমি ৪৩ যে কথা শুনিলাম, সে ভাল কথা। তবে তুমি সদাপ্রভুর দিব্য ও তোমাকে দত্ত আমার আজ্ঞা কেন পালন কর নাই? ৪৪ রাজা শিমিয়িকে আরও কহিলেন, আমার পিতা দায়ূদের প্রতি তোমার কৃত যে সমস্ত দুষ্টতার বিষয়ে তোমার মন সাক্ষ্য দেয়, তাহা তুমি জান; অতএব সদা- প্রভু তোমার দুষ্টতার ফল তোমার ৪৫ মস্তকে বর্ত্তাইবেন। কিন্তু শলোমন রাজা আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হইবে, ও সদাপ্রভুর সম্মুখে দায়ূদের সিংহাসন যুগে যুগে ৪৬ স্থির থাকিবে। পরে রাজা যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে আজ্ঞা করিলে তিনি গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করি- লেন। আর শলোমনের হস্তে রাজ্য সুস্থির হইল।

শলোমনের বিবাহ ও প্রার্থনা।

৩ শলোমন মিসর-রাজ ফরৌণের সহিত কুটুম্বিতা করিলেন, তিনি ফরৌণের কন্যাকে বিবাহ করিলেন, এবং যে পর্য্যন্ত আপন গৃহ, এবং সদাপ্রভুর গৃহ ও যিরূশালেমের চারিদিকের প্রাচীর-নির্ম্মাণ সমাপ্ত না করিলেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহাকে দায়ূদ-নগরে আনিয়া রাখিলেন।

২ আর লোকেরা নানা উচ্চস্থলীতে বলি- দান করিত, কেননা তৎকাল পর্য্যন্ত সদা- প্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মিত হয় ৩ নাই। শলোমন সদাপ্রভুকে প্রেম করি- তেন, আপন পিতা দায়ূদের বিধি অনুসারে চলিতেন, তথাপি উচ্চস্থলীতে বলিদান করিতেন ও ধূপ জ্বালাইতেন।

৪ একদা রাজা বলিদান করিবার জন্য গিবিয়োনে যান; কেননা সেই স্থান প্রধান উচ্চস্থলী ছিল; শলোমন তথাকার যজ্ঞবেদিতে এক সহস্র হোমবলি দান ৫ করিলেন। গিবিয়োনে সদাপ্রভু রাত্রি- কালে স্বপ্নযোগে শলোমনকে দর্শন দিলেন। ঈশ্বর কহিলেন, যাচ্ঞা কর, ৬ আমি তোমাকে কি দিব? শলোমন কহিলেন, তোমার দাস আমার পিতা

দায়ূদ সত্যে, ধার্ম্মিকতায় ও তোমার উদ্দেশে হৃদয়ের সরলতায় তোমার সাক্ষাতে যেমন চলিতেন, তুমি তাঁহার প্রতি তদনুরূপ মহাদয়া প্রদর্শন করিয়াছ, আর তাঁহার প্রতি এই মহাদয়া করিয়াছ যে, তাঁহার সিংহাসনে বসিবার জন্য এক পুত্র তাঁহাকে দিয়াছ, যেমন অদ্য ৭ রহিয়াছে। এখন, হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি আমার পিতা দায়ূদের পদে আপনার এই দাসকে রাজা করিলে; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বালকমাত্র, বাহিরে যাইতে ও ভিতরে আসিতে জানি না। ৮ আর তোমার দাস তোমার মনোনীত প্রজাদিগের মধ্যে রহিয়াছে, তাহারা এক মহাজাতি, বাহুল্যপ্রযুক্ত তাহাদের গণনা ৯ ও সংখ্যা করা যায় না। অতএব তোমার প্রজাদের বিচার করিতে ও ভাল মন্দের বিশেষ জানিতে তোমার এই দাসকে বুঝিবার চিত্ত প্রদান কর; কারণ তোমার এমন বৃহৎ প্রজাবৃন্দের বিচার ১০ করা কাহার সাধ্য? তখন প্রভুর দৃষ্টিতে ইহা তুষ্টিকর হইল যে, শলোমন ১১ এই বিষয় যাচ্ঞা করিলেন। আর ঈশ্বর তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এই বিষয় যাচ্ঞা করিয়াছ, আপনার জন্য দীর্ঘায়ু যাচ্ঞা কর নাই, আপনার জন্য ঐশ্বর্য্য যাচ্ঞা কর নাই, এবং আপন শত্রুগণের প্রাণ যাচ্ঞা কর নাই; কিন্তু বিচার শ্রবণার্থে আপনার জন্য বুদ্ধি যাচ্ঞা করিয়াছ; এই কারণ ১২ দেখ, আমি তোমার বাক্যানুসারেই করিলাম। দেখ, আমি তোমাকে এমন জ্ঞানশালী ও বুঝিবার চিত্ত দিলাম যে, তোমার পূর্ব্বে তোমার তুল্য কেহ হয় নাই, এবং পরেও তোমার তুল্য কেহ ১৩ উৎপন্ন হইবে না। আবার তুমি যাহা যাচ্ঞা কর নাই, তাহাও তোমাকে দিলাম, এমন ঐশ্বর্য্য ও গৌরব দিলাম যে, তোমার জীবনকালে রাজবর্গের মধ্যে কেহ ১৪ তোমার তুল্য হইবে না। আর তোমার পিতা দায়ূদ যেমন চলিত, তেমনি তুমি যদি আমার আজ্ঞা সকল ও আমার বিধি সকল পালন করিতে আমার পথে চল, তবে আমি তোমার আয়ু দীর্ঘ করিব। ১৫ পরে শলোমন জাগরিত হইলেন, আর দেখ, উহা স্বপ্ন। পরে তিনি যিরূশালেমে গিয়া সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হোমবলি উৎসর্গ করিলেন, ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিলেন, এবং আপনার সমস্ত দাসকে এক ভোজ দিলেন।

শলোমনের বিজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য।

১৬ সেই সময়ে দুইটী স্ত্রীলোক—তাহারা বেশ্যা—রাজার নিকটে আসিয়া তাঁহার ১৭ সম্মুখে দাঁড়াইল। একটী স্ত্রীলোক কহিল, হে আমার প্রভু, আমি ও এই স্ত্রীলোকটী উভয়ে এক ঘরে থাকি; এবং আমি উহার কাছে ঘরে থাকিয়া প্রসব ১৮ করি। আমার প্রসবের পর তিন দিনের দিন এই স্ত্রীলোকটীও প্রসব করিল; তখন আমরা একত্র ছিলাম, ঘরে আমাদের সঙ্গে কোন অন্য লোক ছিল না, কেবল আমরা দুই জন ঘরে ছিলাম। ১৯ আর রাত্রিতে এই স্ত্রীলোকটীর সন্তানটী মরিয়া গেল, কারণ এ তাহার উপরে শয়ন করিয়াছিল। তাহাতে এ মধ্যরাত্রে ২০ উঠিয়া, যখন আপনার দাসী আমি নিদ্রিতা ছিলাম, তখন আমার পার্শ্ব হইতে আমার সন্তানটীকে লইয়া নিজের কোলে শোয়াইয়া রাখিল, এবং নিজের মরা

সন্তানটীকে আমার কোলে শোয়াইয়া ২১ রাখিল। প্রাতঃকালে আমি আপনার সন্তানটীকে দুধ দিতে উঠিলাম, আর দেখ, মরা ছেলে; কিন্তু সকালে তাহার প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সে আমার প্রসূত সন্তান নয়। ২২ অন্য স্ত্রীলোকটী কহিল, না, জীবিত সন্তান আমার, মৃত সন্তান তোমার। প্রথম স্ত্রী কহিল, না, না, মৃত সন্তান তোমার, জীবিত সন্তান আমার। এই-রূপে তাহারা দুই জনে রাজার সম্মুখে ২৩ বলাবলি করিল। তখন রাজা কহিলেন, এক জন বলিতেছে, এই জীবিত সন্তান আমার, মৃত সন্তান তোমার; অন্য জন বলিতেছে, না, মৃত সন্তান তোমার, জীবিত ২৪ সন্তান আমার। পরে রাজা বলিলেন, আমার কাছে একখানা খড়্গ আন। তাহাতে রাজার কাছে খড়্গ আনা হইল। ২৫ রাজা বলিলেন, এই জীবিত ছেলেটীকে দুই খণ্ড করিয়া ফেল, আর এক জনকে অর্দ্ধেক, এবং অন্য জনকে অর্দ্ধেক দেও। ২৬ তখন জীবিত ছেলেটী যাহার সন্তান, সেই স্ত্রী রাজাকে বলিল, (ফলে সন্তানের জন্য তাহার অন্তঃকরণ স্নেহে উত্তপ্ত হওয়াতে সে বলিল,) হে আমার প্রভু, বিনয় করি, জীবিত ছেলেটী উহাকে দিউন, ছেলে-টীকে কোন মতে বধ করিবেন না। কিন্তু অপর জন কহিল, সে আমারও না হউক, তোমারও না হউক, দুই খণ্ড কর। ২৭ তখন রাজা উত্তর করিয়া কহিলেন, জীবিত ছেলেটী উহাকে দেও, কোন মতে ২৮ বধ করিও না; ঐ উহার মাতা। রাজা বিচারের এই নিষ্পত্তি করিলেন, তাহা শুনিয়া সমস্ত ইস্রায়েল রাজা হইতে ভীত হইল; কেননা তাহারা দেখিতে পাইল, বিচার করণার্থে তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান আছে।

৪ শলোমন রাজা সমস্ত ইস্রায়েলের ২ উপরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অমাত্য-৩ গণের নাম এই এই; সাদোকের পুত্র অসরিয় যাজক ছিলেন। শীশার পুত্র ইলীহোরফ ও অহিয় লেখক ছিলেন; অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট ইতিহাস-৪ কর্ত্তা ছিলেন; আর যিহোয়াদার পুত্র বনায় সেনাপতি, এবং সাদোক ও অবি-য়াথর যাজক ছিলেন; এবং নাথনের পুত্র ৫ অসরিয় অধ্যক্ষদের প্রধান, ও নাথনের পুত্র সাবূদ যাজক,* রাজার মিত্র ৬ ছিলেন। আর অহীশার বাটীর অধ্যক্ষ, এবং অব্দের পুত্র অদোনীরাম [রাজার] কর্ম্মাধীন দাসদের অধ্যক্ষ ছিলেন।

৭ আর সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে শলো-মনের নিযুক্ত বারো জন অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহারা রাজার ও রাজবাটীর জন্য খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিতেন; বৎসরের মধ্যে এক এক মাসের জন্য আয়োজন করিবার ভার এক এক জনের উপরে ৮ ছিল। তাঁহাদের নাম এই এই; পর্ব্বত-৯ ময় ইফ্রয়িম প্রদেশে বিন্-হূর। মাকসে, শালবীমে, বৈৎ-শেমশে ও এলোন-বৈৎ-১০ হাননে বিন্-দেকর। অরুব্বোতে বিন্-হেষদ; সোখো ও সমুদয় হেফর প্রদেশ ১১ তাঁহার অধীন ছিল। সমুদয় দোর উপগিরিতে বিন্-অবীনাদব; তিনি শলো-মনের কন্যা টাফৎকে বিবাহ করেন। ১২ তানকে ও মগিদ্দোতে এবং সর্ত্তনের নিকটে ও যিষ্রিয়েলের নিম্নে স্থিত সমস্ত বৈৎশানে, অর্থাৎ বৈৎ-শান অবধি আবেল-মহোলা ও যক্মিয়ামের পার

* (বা) রাজমন্ত্রী।

১৩ পর্য্যন্ত অহীলূদের পুত্র বানা। রামোৎ-গিলিয়দে বিন্-গেবর; গিলিয়দস্থ মনঃশি-সন্তান যায়ীরের গ্রাম সকল, এবং বাশনস্থ অর্গোব অঞ্চল, প্রাচীরবেষ্টিত ও পিত্তলের অর্গলবিশিষ্ট ষাটটী বৃহৎ
১৪ নগর তাঁহার অধীন ছিল। মহনয়িমে
১৫ ইদ্দোর পুত্র অহীনাদব। নপ্তালিতে অহীমাস; তিনিও শলোমনের এক কন্যাকে, বাসমৎকে, বিবাহ করেন।
১৬ আশেরে ও বালোতে হূশয়ের পুত্র
১৭ বানা। ইষাখরে পারূহের পুত্র যিহো-
১৮ শাফট। বিন্যামীনে এলার পুত্র শিমিয়ি।
১৯ গিলিয়দ দেশে অর্থাৎ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের ও বাশনের রাজা ওগের দেশে ঊরির পুত্র গেবর; উক্ত দেশে তিনিই একমাত্র অধ্যক্ষ ছিলেন।
২০ যিহূদা ও ইস্রায়েল সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় বহুসংখ্যক ছিল, তাহারা
২১ ভোজন পান ও আমোদ করিত। আর [ফরাৎ] নদী অবধি পলেষ্টীয়দের দেশ ও মিসরের সীমা পর্য্যন্ত যাবতীয় রাজ্যের উপরে শলোমন কর্ত্তৃত্ব করিতেন; শলোমনের সমস্ত জীবনকালে তাহারা তাঁহাকে উপঢৌকন দিত, এবং তাঁহার দাসত্ব
২২ করিত। শলোমনের প্রত্যেক দিনের আয়োজনীয় দ্রব্য এই ছিল, ত্রিশ কোর
২৩ সূক্ষ্ম সূজী ও ষাট কোর ময়দা; দশটা পুষ্ট গোরু, ও মাঠ হইতে আনীত কুড়িটা গোরু, ও এক শত মেষ; ইহা ছাড়া হরিণ, মৃগী, কালসাব ও পুষ্ট
২৪ পক্ষী। ফলে, তিনি তিপ্‌সহ অবধি ঘসা পর্য্যন্ত [ফরাৎ] নদীর এ পারস্থ সমস্ত দেশের, নদীর এ পারস্থ সকল রাজার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেন; আর তাঁহার চারিদিকের সমস্ত অঞ্চলে শান্তি ছিল।
২৫ শলোমনের সমস্ত অধিকার-সময়ে দান অবধি বের্-শেবা পর্য্যন্ত যিহূদা ও ইস্রায়েল প্রত্যেক জন আপন আপন দ্রাক্ষালতার ও আপন আপন ডুমুর বৃক্ষের তলে নির্ভয়ে বাস করিত।
২৬ শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী
২৭ ছিল। আর শলোমন রাজার নিমিত্ত ও শলোমন রাজার মেজে ভোজনকারীদের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত অধ্যক্ষেরা প্রত্যেক জন আপন আপন নিরূপিত মাসে খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিতেন, কিছুরই
২৮ ত্রুটী করিতেন না। তাঁহারা প্রত্যেক জন আপন আপন কার্য্যভার অনুসারে অশ্ব ও দ্রুতগামী বাহন সকলের জন্য যথাস্থানে যব ও তৃণ আনিতেন।
২৯ আর ঈশ্বর শলোমনকে বিপুল জ্ঞান ও সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং সমুদ্রতীরস্থ বালুকার
৩০ ন্যায় চিত্তের বিস্তীর্ণতা দিলেন। তাহাতে পূর্ব্বদেশের সমস্ত লোকের জ্ঞান ও মিস্রীয়দের যাবতীয় জ্ঞান হইতে শলো-
৩১ মনের অধিক জ্ঞান হইল। ফলে, তিনি সকল লোক হইতে জ্ঞানবান, ইষ্রাহীয় এথন, এবং মাহোলের পুত্র হেমন, কল্‌কোল ও দর্দা, ইহাঁদের হইতেও অধিক জ্ঞানবান হইলেন; এবং চারিদিকের সমস্ত জাতির মধ্যে
৩২ তাঁহার সুখ্যাতি হইল। তিনি তিন সহস্র প্রবাদ বাক্য বলিতেন, ও তাঁহার এক সহস্র পাঁচটী গীত ছিল। আর
৩৩ তিনি লিবানোনের এরস বৃক্ষ হইতে প্রাচীরের গাত্রে উৎপন্ন এসোব তৃণ পর্য্যন্ত গাছ সকলের বর্ণনা করিতেন, এবং পশু, পক্ষী, উরোগামী জন্তু ও
৩৪ মৎস্যের বর্ণনা করিতেন। আর পৃথিবীস্থ

যে সকল রাজা শলোমনের জ্ঞানের সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সর্ব্বদেশীয় লোক শলোমনের জ্ঞানের উক্তি শুনিতে আসিত।

মন্দির নির্ম্মাণ জন্য শলোমনের আয়োজন।

৫ আর সোরের রাজা হীরম শলোমনের নিকটে আপন দাসগণকে পাঠাইলেন; কেননা লোকেরা তাঁহার পিতার স্থানে তাঁহাকেই রাজপদে অভিষেক করিয়াছে, তিনি এই কথা শুনিয়াছিলেন; বাস্তবিক হীরম দায়ূদকে বরাবর ভালবাসিতেন। ২ পরে শলোমন হীরমকে এই কথা বলিয়া ৩ পাঠাইলেন, আপনি জানেন, আমার পিতা দায়ূদ তাঁহার চারিদিকে যুদ্ধ প্রযুক্ত আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই; কিন্তু শেষে সদাপ্রভু সে সমস্ত ৪ তাঁহার পদতলস্থ করিলেন। আর এখন আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু চারিদিকে আমাকে বিশ্রাম দিয়াছেন; বিপক্ষ কেহ নাই, ৫ বিপদ-ঘটনাও কিছুই নাই। আর দেখুন, আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছি, কেননা সদাপ্রভু তদ্বিষয়ে আমার পিতা দায়ূদকে এই কথা বলিয়াছিলেন, আমি তোমার স্থানে তোমার যে পুত্রকে তোমার সিংহাসনে বসাইব, সেই আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ ৬ করিবে। অতএব এখন আপনি আপনার লোকদিগকে আমার নিমিত্ত লিবানোনে গিয়া এরস বৃক্ষ ছেদন করিতে আজ্ঞা করুন, আর আমার দাসগণ আপনার দাসগণের সহিত থাকিবে; আর আপনি যাহা বলিবেন, তদনুসারেই আমি আপনার দাসদিগকে বেতন দিব; কেননা আপনি জানেন, কাষ্ঠ ছেদন করিতে সীদোনীয়দের ন্যায় দক্ষ লোক আমাদের মধ্যে কেহ নাই।

৭ শলোমনের কথা শুনিয়া হীরম বড় আনন্দিত হইয়া কহিলেন, অদ্য সদাপ্রভু ধন্য, যেহেতু তিনি দায়ূদকে জ্ঞানবান পুত্র দিয়া এই মহাজাতির অধ্যক্ষ ৮ করিয়াছেন। পরে হীরম শলোমনের কাছে লোক পাঠাইয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে যে কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি শুনিলাম; আমি এরসকাষ্ঠ ও দেবদারুকাষ্ঠ সম্বন্ধে আপনার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। ৯ আমার দাসগণ লিবানোন হইতে তাহা নামাইয়া সমুদ্রে আনিবে, পরে আমি মাঁড় বাঁধিয়া সমুদ্রপথে আপনার নিরূপিত স্থানে প্রেরণ করিব, আর সেই স্থানে তাহা খুলিয়া দিব, তখন আপনি তাহা গ্রহণ করিবেন; এবং আমার বাটীর জন্য খাদ্য দ্রব্য যোগাইয়া আমার অভীষ্ট ১০ সিদ্ধ করিবেন। এইরূপে হীরম শলোমনের সমস্ত বাসনানুসারে এরসকাষ্ঠ ১১ ও দেবদারুকাষ্ঠ দিতে লাগিলেন। আর শলোমন হীরমের বাটীর ভক্ষ্যের জন্য তাঁহাকে বিশ সহস্র কোর গোম ও উখলিতে প্রস্তুত বিশ কোর তৈল দিতেন; এইরূপে শলোমন বৎসর ১২ বৎসর হীরমকে দিতেন। আর সদাপ্রভু আপন প্রতিজ্ঞানুসারে শলোমনকে জ্ঞান দিলেন। আর হীরমের ও শলোমনের মধ্যে শান্তি ছিল, এবং তাঁহারা দুই জনে নিয়ম করিলেন।

১৩ আর শলোমন রাজা সমস্ত ইস্রা-

য়েলের মধ্য হইতে আপনার কর্ম্মাধীন দাস সংগ্রহ করিলেন; সেই দাসদের ১৪ সংখ্যা ত্রিশ সহস্র লোক। আর তিনি মাসিক পালাক্রমে তাহাদের দশ সহস্র জনকে লিবানোনে প্রেরণ করিতেন; তাহারা এক এক মাস লিবানোনে থাকিত, ও দুই দুই মাস বাটীতে থাকিত; এবং অদোনীরাম [রাজার] কর্ম্মাধীন সেই ১৫ লোকদের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর শলোমনের সত্তর সহস্র ভারবাহক, ও পর্ব্বতে ১৬ আশী সহস্র প্রস্তরছেদক ছিল। তদ্ভিন্ন শলোমনের কর্ম্মকারী লোকদের উপরে কর্তৃত্বকারী তিন সহস্র তিন শত প্রধান ১৭ কার্য্যাধ্যক্ষ ছিল। আর তক্ষিত প্রস্তর দ্বারা গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনার্থে তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর, ১৮ বহুমূল্য প্রস্তর, কাটিয়া আনিল। পরে শলোমনের রাজেরা ও হীরমের রাজেরা, এবং গিব্লীয়েরা সে সকল তক্ষণ করিল; এইরূপে তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য কাষ্ঠ ও প্রস্তর সকল প্রস্তুত করিল।

শলোমনের মন্দির নির্ম্মাণ।

৬ মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদের বাহির হইয়া আসিবার পর চারি শত আশী বৎসরে, ইস্রায়েলের উপরে শলোমনের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরের সিব মাসে অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসে শলোমন সদাপ্রভুর উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ২ আরম্ভ করিলেন। শলোমন রাজা সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা দীর্ঘে ষাট হস্ত, প্রস্থে কুড়ি, ও ৩ উচ্চে ত্রিশ হস্ত। আর সেই গৃহের মন্দিরের* সম্মুখে এক বারাণ্ডা ছিল, তাহা গৃহের প্রস্থানুসারে কুড়ি হস্ত দীর্ঘ, ৪ ও গৃহের সম্মুখে দশ হস্ত প্রস্থ। আর গৃহের নিমিত্ত তিনি জালবদ্ধ বাতায়ন ৫ প্রস্তুত করিলেন। আর তিনি গৃহের ভিত্তির গাত্রে চারিদিকে, মন্দিরের ও অন্তর্গৃহের ভিত্তির গাত্রে চারিদিকে, থাক করিলেন; এবং চারিদিকে কুঠরী ৬ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার নীচের থাক পাঁচ হস্ত প্রস্থ, ও মধ্যের থাক ছয় হস্ত প্রস্থ, এবং তৃতীয় থাক সাত হস্ত প্রস্থ; কেননা [কড়িকাষ্ঠ] যেন ভিত্তির মধ্যে বদ্ধ না হয়, এই জন্য তিনি গৃহের চারিদিকে ভিত্তির বহির্ভাগ সোপানাকার ৭ করিলেন। আর গৃহের নির্ম্মাণকালে প্রস্তরাকরে প্রস্তুত প্রস্তর সকল দ্বারা তাহা নির্ম্মিত হইল; নির্ম্মাণকালে গৃহের মধ্যে হাতুড়ি, বাটালি বা আর কোন ৮ লৌহাস্ত্রের শব্দ শুনা গেল না। মধ্যের থাকের দ্বার গৃহের দক্ষিণদিকে ছিল, এবং লোকে পেঁচাল সিঁড়ী দিয়া মধ্যতালাতে, ও মধ্যতালা হইতে তৃতীয় ৯ তালাতে উঠিত। এইরূপে তিনি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা সমাপ্ত করিলেন, এবং এরসকাষ্ঠের কড়ি ও সারি সারি [ফলক] দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন ১০ করিলেন। আর গৃহের সর্ব্বগাত্রে পাঁচ পাঁচ হস্ত উচ্চ কুঠরীর থাক করিলেন, তাহা এরসকাষ্ঠ দ্বারা গৃহের সহিত সংযুক্ত ছিল।

১১ পরে শলোমনের নিকটে সদাপ্রভুর ১২ এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি এই গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছ; ভাল, যদি আমার সমস্ত বিধি-পথে চল, আমার শাসন সকল পালন কর, ও আমার সমস্ত আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চল, তবে আমি

* [অর্থাৎ] পবিত্র স্থানের।

তোমার পিতা দায়ূদকে যাহা বলিয়াছি, আমার সেই বাক্য তোমার পক্ষে সফল
১৩ করিব। আর আমি ইস্রায়েল-সন্তান-গণের মধ্যে বাস করিব, আপন প্রজা ইস্রায়েলকে ত্যাগ করিব না।
১৪ এইরূপে শলোমন গৃহ নির্ম্মাণ করি-
১৫ লেন, তাহা সমাপ্ত করিলেন। আর তিনি ভিতরে গৃহের ভিত্তি সকলের গাত্রে এরসকাষ্ঠের তক্তা দিলেন; তিনি ভিতরে গৃহের মেজিয়া অবধি ভিত্তির ছাদ পর্য্যন্ত ঐ কাষ্ঠ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন, এবং গৃহের মেজিয়া দেবদারু-কাষ্ঠের তক্তা দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন।
১৬ আর বিংশতি হস্ত পরিমিত গৃহের যে পশ্চাদ্ভাগ, তাহা মেজিয়া অবধি ভিত্তির ছাদ পর্য্যন্ত এরসকাষ্ঠের তক্তা দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন, এবং ভিতরে অন্ত-র্গৃহের অর্থাৎ মহাপবিত্র স্থানের জন্য
১৭ তাহা প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে গৃহ, অর্থাৎ অগ্রস্থিত মন্দির চল্লিশ হস্ত
১৮ দীর্ঘ হইল। আর গৃহমধ্যে এরসকাষ্ঠে বার্ত্তাকী ও বিকসিত পুষ্প ক্ষোদা হইল; সকলই এরসকাষ্ঠময় হইল, কিছুমাত্র
১৯ প্রস্তর দৃষ্ট হইল না। আর ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক স্থাপনার্থে গৃহের ভিতরে তিনি এক অন্তর্গৃহ প্রস্তুত করিলেন। তিনি অন্তর্গৃহ ভিতরে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও বিংশতি হস্ত প্রস্থ ও বিংশতি হস্ত উচ্চ করিয়া নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়াই-লেন, এবং বেদি এরসকাষ্ঠে মুড়াইলেন।
২১ শলোমন নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা গৃহের ভিতরের ভাগ মুড়াইলেন, এবং অন্তর্গৃহের সম্মুখে স্বর্ণশৃঙ্খল রাখিলেন, আর অন্তর্গৃহ স্বর্ণ
২২ দ্বারা মুড়াইলেন। তিনি সমস্ত গৃহ স্বর্ণে মুড়াইলেন, যে পর্য্যন্ত সমুদয় গৃহ সাঙ্গ না হইল; এবং অন্তর্গৃহের নিকটস্থ সমস্ত বেদিটী স্বর্ণে মুড়াইলেন।
২৩ আর তিনি অন্তর্গৃহের মধ্যে দশ দশ হস্ত উচ্চ জিতকাষ্ঠের দুই করূব
২৪ নির্ম্মাণ করিলেন। এক করূবের এক পক্ষ পাঁচ হস্ত, ও অন্য পক্ষ পাঁচ হস্ত ছিল; এক পক্ষের প্রান্তভাগ হইতে অন্য পক্ষের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত দশ হস্ত
২৫ হইল। আর দ্বিতীয় করূবও দশ হস্ত ছিল; দুই করূবের সম পরিমাণ ও
২৬ সম আকার ছিল। প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই করূবই দশ দশ হস্ত উচ্চ ছিল।
২৭ পরে তিনি সেই দুই করূবকে ভিতরের গৃহে স্থাপন করিলেন, এবং করূবদের পক্ষ এমন প্রসারিত হইল যে, একটীর পক্ষ এক ভিত্তি, অন্যটীর পক্ষ অন্য ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং তাহাদের পক্ষ গৃহমধ্যে পরস্পর স্পর্শ করিল।
২৮ পরে তিনি করূব দুইটীকে স্বর্ণে মুড়াই-
২৯ লেন। আর করূবের, খর্জ্জুর বৃক্ষের ও বিকসিত পুষ্পের মূর্ত্তিতে গৃহের সমস্ত ভিত্তির গাত্র ভিতরে বাহিরে চারিদিকে
৩০ ক্ষোদিত করিলেন; এবং গৃহের মেজিয়া
৩১ ভিতরে বাহিরে স্বর্ণে মুড়াইলেন। আর তিনি অন্তর্গৃহের প্রবেশ-দ্বারে জিতকাষ্ঠের কবাট নির্ম্মাণ করিলেন, এবং কপালি ও বাজু [ভিত্তির] পঞ্চমাংশ হইল।
৩২ ঐ জিতকাষ্ঠময় দুই কবাটে করূবের, খর্জ্জুর বৃক্ষের ও বিকসিত পুষ্পের আকৃতি ক্ষোদিত করিয়া স্বর্ণ দ্বারা তাহা মুড়াইলেন; আর করূব ও খর্জ্জুর বৃক্ষের উপরে স্বর্ণের পাত করিয়া দিলেন।
৩৩ তদ্রূপ তিনি মন্দিরের দ্বারের নিমিত্ত [ভিত্তির] চতুর্থাংশে জিতকাষ্ঠের চৌকাঠ
৩৪ করিলেন। আর দেবদারুকাষ্ঠের দুই

কবাট নির্ম্মাণ করিলেন, এক কবাটের দুই বাইল যেমন কব্‌জাতে খেলিত, অন্য কবাটের দুই বাইলও তদ্রূপ কব্‌জাতে ৩৫ খেলিত। আর তিনি তাহার উপরে করূব, খর্জ্জুর বৃক্ষ ও বিকসিত পুষ্প ক্ষুদিয়া সেই ক্ষোদিত কর্ম্মশুদ্ধ তাহা ৩৬ স্বর্ণ দ্বারা মুড়াইলেন। আর তিনি তিন পংক্তি তক্ষিত প্রস্তর ও এক পংক্তি এরসকাষ্ঠের কড়ি দ্বারা ভিতর প্রাঙ্গণ ৩৭ নির্ম্মাণ করিলেন। চতুর্থ বৎসরের সিব মাসে সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত ৩৮ হয়। আর একাদশ বৎসরের বূল মাসে, অর্থাৎ অষ্টম মাসে নিরূপিত সমস্ত আকারানুসারে সর্ব্বাংশে গৃহের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়; তিনি ঐ গৃহের নির্ম্মাণে সাত বৎসর ব্যাপৃত ছিলেন।

শলোমনের অট্টালিকা নির্ম্মাণ।

৭ আর শলোমন তের বৎসর আপন বাটী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত থাকিলেন; পরে আপনার সমুদয় বাটীর নির্ম্মাণ সমাপন করি- ২ লেন। আর তিনি লিবানোন অরণ্যের বাটী নির্ম্মাণ করিলেন; তাহার দীর্ঘতা এক শত হস্ত, প্রস্থ পঞ্চাশ হস্ত ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত ছিল, তাহা চারি শ্রেণী এরসকাষ্ঠের স্তম্ভের উপরে স্থাপিত এবং স্তম্ভগুলির উপরে এরসকাষ্ঠের কড়ি ৩ বসান ছিল। স্তম্ভগুলির উপরে প্রত্যেক শ্রেণীতে পনের, সর্ব্বশুদ্ধ পঁয়তাল্লিশটী কুঠরী স্থাপিত হইল, তাহার উপরে ৪ এরসকাষ্ঠের ছাদ হইল। আর বাতাযুক্ত [চৌকাঠের] তিন শ্রেণী ছিল, এবং পরস্পর অনুরূপ বাতায়নের তিন ৫ পংক্তি ছিল। আর সমস্ত দ্বার ও চৌকাঠ চতুষ্কোণ ও বাতাযুক্ত, এবং পরস্পর অনুরূপ বাতায়নের তিন পংক্তি ৬ ছিল। আর তিনি স্তম্ভশ্রেণীর এক বারাণ্ডা প্রস্তুত করিলেন, তাহার দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ও প্রস্থ ত্রিশ হস্ত, এবং তাহাদের সম্মুখে আর এক বারাণ্ডা করিলেন, তাহাতেও স্তম্ভশ্রেণী ও তাহার সম্মুখে গোবরাট ছিল। আর সিংহাসনের যে বারাণ্ডাতে তিনি বিচার করিবেন, সেই বিচারের বারাণ্ডা প্রস্তুত করিলেন, ও মেজিয়ার এক দিক্ অবধি অন্য দিক্ পর্য্যন্ত এরসকাষ্ঠ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। আর তাঁহার বাসগৃহ, বারাণ্ডার ভিতরে অন্য প্রাঙ্গণ, সেইরূপ ছিল। আর শলোমন যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই ফরৌণের কন্যার নিমিত্ত ঐ বারাণ্ডার ন্যায় এক গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। এই সকল ভিত্তিমূল অবধি আলিসা পর্য্যন্ত ভিতরে ও বাহিরে তক্ষিত প্রস্তরের পরিমাণ অনুসারে করাত দিয়া কাটা বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং বাহিরে বড় ১০ প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত তদ্রূপ হইল। আর বহুমূল্য প্রস্তরে ভিত্তিমূল নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সকল প্রস্তর বৃহৎ, দশ হাত ১১ প্রস্তর ও আট হাত প্রস্তর। তাহার উপরে বহুমূল্য প্রস্তর, পরিমাণ অনুসারে ১২ তক্ষিত প্রস্তর ও এরসকাষ্ঠ ছিল। আর যেমন সদাপ্রভুর গৃহের মধ্য প্রাঙ্গণে ও গৃহের বারাণ্ডাতে, তদ্রূপ বড় প্রাঙ্গণের চারিদিকে তিন শ্রেণী তক্ষিত প্রস্তর ও এক শ্রেণী এরসকাষ্ঠ ছিল।

মন্দিরের পাত্রাদির বর্ণনা।

১৩ আর শলোমন রাজা লোক প্রেরণ করিয়া সোর হইতে হীরমকে আনাই-

১৪ লেন। সে নপ্তালি বংশীয় এক বিধবার পুত্র, এবং তাহার পিতা সোর নগরস্থ এক জন কাংস্যকার, পিত্তলের সমস্ত কর্ম্ম করিতে সে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যায় পরিপূর্ণ ছিল; সে শলোমন রাজার কাছে আসিয়া তাঁহার সমস্ত কার্য্য করিল।

১৫ সে পিত্তলের দুই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল; তাহার এক এক স্তম্ভ আঠার হস্ত উচ্চ, এবং বারো হস্ত পরিমিত সূত্র দুই স্তম্ভ

১৬ বেষ্টন করিল। আর দুই স্তম্ভের মস্তকে স্থাপনার্থে সে ছাঁচে ঢালা পিত্তলময় দুই মাথলা নির্ম্মাণ করিল, এক মাথলার উচ্চতা পাঁচ হস্ত, দ্বিতীয় মাথলার

১৭ উচ্চতাও পাঁচ হস্ত। স্তম্ভের উপরিস্থ সেই মাথলার জন্য জালকার্য্যের জাল ও শৃঙ্খলের কার্য্যের পাকান রজ্জু ছিল; এক মাথলার জন্য সাতটা, অন্য মাথলার

১৮ জন্যও সাতটা। এইরূপে সে স্তম্ভ দুইটী নির্ম্মাণ করিল; আর স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলা আচ্ছাদন জন্য জাল-কার্য্যের উপরে বেষ্টন করিতে দুই শ্রেণী নির্ম্মাণ করিল; এবং অন্য মাথলার

১৯ জন্যও তদ্রূপ করিল। আর বারাণ্ডাতে দুই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলা চারি হস্ত পর্য্যন্ত শোশন পুষ্পের আকৃতি-বিশিষ্ট

২০ ছিল। আর দুই স্তম্ভের উপরে, জাল-কার্য্যের নিকটস্থ মোটাভাগের কাছে মাথলা ছিল; এবং অন্য মাথলার উপরে চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ দুই শত দাড়িম্ব

২১ ছিল। পরে সে ঐ দুই স্তম্ভ মন্দিরের বারাণ্ডাতে স্থাপন করিল, এবং দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার নাম যাখীন [তিনি সুস্থির করিবেন] রাখিল, এবং বাম স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার নাম

২২ বোয়স [ইহাতেই বল] রাখিল। ঐ দুই স্তম্ভের উপরে শোশন পুষ্পের আকৃতি ছিল; এইরূপে দুই স্তম্ভের কার্য্য সমাপ্ত হইল।

২৩ পরে সে ছাঁচে ঢালা এক গোলাকার সমুদ্র-পাত্র নির্ম্মাণ করিল, তাহা এক কাণা অবধি অন্য কাণা পর্য্যন্ত দশ হস্ত, ও তাহার উচ্চতা পাঁচ হস্ত, এবং তাহার

২৪ পরিধি ত্রিশ হস্ত ছিল। আর চারিদিকে কাণার নীচে সমুদ্র-পাত্র বেষ্টনকারী বার্ত্তাকীর শ্রেণী ছিল, প্রত্যেক হস্ত পরিমাণের মধ্যে দশ দশ বার্ত্তাকী ছিল; বার্ত্তাকীর দুই শ্রেণী ছিল, ঐ পাত্র ঢালিবার সময়ে সেই সকল ছাঁচে ঢালা

২৫ গিয়াছিল। ঐ পাত্র বারোটী গোরুর উপরে স্থাপিত ছিল; তাহাদের তিনটী উত্তরমুখ, তিনটী পশ্চিমমুখ, তিনটী দক্ষিণমুখ, ও তিনটী পূর্ব্বমুখ ছিল; এবং সমুদ্র-পাত্র তাহাদের উপরে রহিল; তাহাদের সকলের পশ্চাদ্‌ভাগ ভিতরে

২৬ থাকিল। ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু, ও তাহার কাণা পানপাত্রের কাণার সদৃশ, শোশন পুষ্পাকার ছিল; তাহাতে দুই সহস্র বাৎ ধরিত।

২৭ পরে সে পিত্তলময় দশ পীঠ নির্ম্মাণ করিল। এক এক পীঠ চারি হস্ত দীর্ঘ, চারি হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ ছিল।

২৮ সেই সকল পীঠের গঠন এইরূপ; তাহাদের পাটা ছিল, সেই সকল পাটা

২৯ বিটের মধ্যে ছিল। আর বিটের পাটায় সিংহ, গোরু ও করূব ছিল, এবং উপরি-ভাগে বিট সকলের উপরে বৈঠক ছিল, এবং সিংহ ও গোরু সকলের নীচে

৩০ ঝুলান মালার মত কাজ ছিল। প্রত্যেক পীঠের পিত্তলময় চারি চক্র ও পিত্তলময় আল ছিল, এবং চারি পায়াতে স্থাপিত

অবলম্বন ছিল, সেই সকল অবলম্বন প্রক্ষালন-পাত্রের নীচে ঢালা ছিল, ও ৩১ প্রত্যেকের পার্শ্বে মালা ছিল। আর মাথলার মধ্যে ও তাহার উপরে তাহার মুখ এক হস্ত, কিন্তু তাহার মুখ বৈঠকের আকৃতির ন্যায় গোল ও দেড় হস্ত পরিমিত; এবং তাহার মুখের উপরেও শিল্পকার্য্য ছিল; এবং তাহার পাটা সকল ৩২ গোল নয়, চতুষ্কোণ ছিল। আর পাটার নীচে চারি চক্র; ঐ চক্রের আল পীঠের সহিত সংযুক্ত ছিল; তাহার প্রত্যেক ৩৩ চক্র দেড় হস্ত উচ্চ। আর চক্র সকলের গঠন রথচক্রের গঠনের ন্যায়, এবং আল, নেমি, আড়া ও নাভি সকল ছাঁচে ৩৪ ঢালা ছিল। আর প্রত্যেক পীঠের চারি কোণে স্থাপিত চারি অবলম্বন ছিল; সেই অবলম্বন স্বয়ং পীঠের সহিত নির্ম্মিত ৩৫ ছিল। ঐ পীঠের উপরিস্থ অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ বর্ত্তুলাকার হাতল এবং পীঠের উপরিস্থ অবলম্বন ও পাটা তাহার সহিত নির্ম্মিত ৩৬ ছিল। আর সে তাহার অবলম্বনের প্রদেশে ও তাহার ধারে প্রত্যেকের স্থান-পরিমাণ অনুসারে করূব, সিংহ ও খর্জ্জুর বৃক্ষ ক্ষুদিল ও চারিদিকে মালা দিল। ৩৭ এইরূপে সে সেই দশটী পীঠ নির্ম্মাণ করিল; সকলগুলিই এক ছাঁচে, এক পরিমাণে ও এক আকারে নির্ম্মিত।

৩৮ পরে সে পিত্তলময় দশটী প্রক্ষালন-পাত্র নির্ম্মাণ করিল, তাহার প্রত্যেক পাত্রে চল্লিশ বাৎ ধরিত, এবং প্রত্যেক পাত্র চারি হস্ত পরিমিত ছিল; আর ঐ দশটী পীঠের মধ্যে এক এক পীঠের উপরে এক এক প্রক্ষালন-পাত্র থাকিত। ৩৯ আর সে গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে পাঁচ পীঠ ও বাম পার্শ্বে পাঁচ পীঠ রাখিল; আর গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব্বদিকে দক্ষিণদিকের ৪০ সম্মুখে সমুদ্র-পাত্র স্থাপন করিল। হীরম ঐ সকল প্রক্ষালন-পাত্র, হাতা ও বাটি নির্ম্মাণ করিল।

এইরূপে হীরম শলোমন রাজার জন্য সদাপ্রভুর গৃহের যে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে সমস্ত সমাপ্ত করিল; ৪১ অর্থাৎ দুই স্তম্ভ, ও সেই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার, ও সেই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার ৪২ আচ্ছাদনার্থক দুই জালকার্য্য; আর দুই জালকার্য্যের জন্য চারি শত দাড়িম্বাকার, অর্থাৎ স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার আচ্ছাদনার্থক এক এক জাল-কার্য্যের জন্য দুই শ্রেণী দাড়িম্বাকার; ৪৩ আর দশটী পীঠ ও পীঠের উপরে দশটী ৪৪ প্রক্ষালন-পাত্র; এবং একটী সমুদ্র-পাত্র ও সমুদ্র-পাত্রের নীচে দ্বাদশ গোরু; ৪৫ এবং স্থালী, হাতা ও বাটি; এই যে সকল পাত্র হীরম শলোমন রাজার নিমিত্ত সদা-প্রভুর গৃহের জন্য প্রস্তুত করিল, সকলই তেজোময় পিত্তল দ্বারা নির্ম্মাণ করিল। ৪৬ রাজা যর্দ্দনের অঞ্চলে সুক্কোৎ ও সর্ত্তনের মধ্যস্থিত কর্দ্দম ভূমিতে তাহা ঢালাইলেন। ৪৭ আর শলোমন অতি বাহুল্যপ্রযুক্ত ঐ সকল পাত্র তৌল করিলেন না; পিত্তলের ৪৮ পরিমাণ নির্ণয় করা গেল না। শলোমন সদাপ্রভুর গৃহস্থিত সমস্ত পাত্র নির্ম্মাণ করাইলেন; স্বর্ণবেদি ও দর্শনরুটী রাখি-৪৯ বার স্বর্ণমেজ; এবং অন্তর্গৃহের সম্মুখে দক্ষিণে পাঁচটী ও বামে পাঁচটী নির্ম্মল স্বর্ণময় দীপবৃক্ষ, এবং স্বর্ণময় পুষ্প, ৫০ প্রদীপ ও চিমটা; আর নির্ম্মল স্বর্ণময় ডাবর, কর্ত্তরী, বাটি, চমস ও অঙ্গার-পাত্র; এবং ভিতরের গৃহের অর্থাৎ মহাপবিত্র

স্থানের কবাটের জন্য এবং গৃহের অর্থাৎ মন্দিরের কবাটের জন্য স্বর্ণময় কব্‌জা করাইলেন।

৫১ এইরূপে সদাপ্রভুর গৃহের জন্য শলোমন রাজার কৃত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইল। আর শলোমন আপন পিতা দায়ূদের পবিত্রীকৃত দ্রব্য সকল, অর্থাৎ রৌপ্য, স্বর্ণ ও পাত্র সকল আনাইয়া সদাপ্রভুর গৃহস্থিত ধনাগার সমূহে রাখিলেন।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা।

৮ পরে শলোমন দায়ূদ-নগর অর্থাৎ সিয়োন হইতে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক উঠাইয়া আনিবার জন্য ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে ও সমস্ত বংশপতিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণের পিতৃকুলাধ্যক্ষদিগকে, যিরূশালেমে শলোমন ২ রাজার নিকটে একত্র করিলেন। তাহাতে এথানীম মাসে, অর্থাৎ সপ্তম মাসে, উৎসব সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক শলোমন রাজার নিকটে একত্র হইল। ৩ পরে ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ উপস্থিত হইলে যাজকগণ সিন্দুকটী উঠাইল। ৪ আর তাহারা সদাপ্রভুর সিন্দুক, সমাগম-তাম্বু ও তাম্বুর মধ্যস্থিত সমস্ত পবিত্র পাত্র উঠাইয়া আনিল; যাজকেরা ও লেবীয়েরা এই সকল উঠাইয়া আনিল। ৫ আর শলোমন রাজা এবং তাঁহার কাছে সমাগত সমস্ত ইস্রায়েলমণ্ডলী তাঁহার সহিত সিন্দুকের সম্মুখে থাকিয়া অনেক মেষ ও গো বলিদান করিলেন; সে সমস্ত বাহুল্যপ্রযুক্ত অসংখ্য ও অগণ্য ৬ ছিল। পরে যাজকেরা সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক লইয়া গিয়া স্বস্থানে, গৃহের অন্তর্গৃহে, মহাপবিত্র স্থানে, দুই করূবের ৭ পক্ষের নীচে স্থাপন করিল। সেই করূবেরা সিন্দুকের স্থানের উপরে পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিল, আর উর্দ্ধে করূবেরা সিন্দুক ও তাহার দুই বহন-দণ্ড আচ্ছাদন ৮ করিয়া রহিল। সেই দুই বহন-দণ্ড এমন লম্বা ছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অন্তর্গৃহের সম্মুখে পবিত্র স্থান হইতে দৃষ্ট হইত, তথাপি তাহা বাহিরে দৃষ্ট হইত না; অদ্য পর্য্যন্ত তাহা সেই স্থানে ৯ আছে। সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল সেই দুইখানা প্রস্তরফলক ছিল, যাহা মোশি হোরেবে তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলেন; সেই সময়ে, মিসর হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বাহির হইয়া আসিবার পর, সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত নিয়ম করিয়াছিলেন। ১০ আর পবিত্র স্থানের মধ্য হইতে যাজকদের বাহির হইবার সময়ে সদাপ্রভুর গৃহ ১১ মেঘে এমন পরিপূর্ণ হইল যে, মেঘ প্রযুক্ত যাজকেরা পরিচর্য্যা করিবার জন্য দাঁড়াইতে পারিল না; কেননা সদাপ্রভুর গৃহ সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

১২ তখন শলোমন কহিলেন, সদাপ্রভু বলিয়াছেন যে, তিনি ঘোর অন্ধকারে ১৩ বাস করিবেন। আমি সত্যই তোমার এক বসতি-গৃহ নির্ম্মাণ করাইলাম; ইহা ১৪ চিরকাল তোমার নিবাসস্থান। পরে রাজা মুখ ফিরাইয়া সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; আর সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজ দণ্ডায়মান হইল। ১৫ আর তিনি কহিলেন, ধন্য সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর। তিনি আমার পিতা দায়ূদের কাছে আপন মুখে এই কথা বলিয়াছিলেন, এবং আপন হস্ত দ্বারা

১৬ ইহা সফল করিয়াছেন, যথা, যে দিন আমার প্রজা ইস্রায়েলকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি, সেই দিন হইতে আমি আপন নাম স্থাপন জন্য গৃহ নির্ম্মাণার্থে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে কোন নগর মনোনীত করি নাই; কিন্তু আমার প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ হইবার জন্য দায়ূদকে মনোনীত করিয়াছি। ১৭ আর ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমার ১৮ পিতা দায়ূদের মনোরথ ছিল। কিন্তু সদাপ্রভু আমার পিতা দায়ূদকে কহিলেন, আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে তোমার মানস হইয়াছে; তোমার এইরূপ মনস্থ করা ভালই বটে। ১৯ তথাপি তুমি সেই গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না, কিন্তু তোমার কটি হইতে উৎপন্ন পুত্রই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ ২০ নির্ম্মাণ করিবে। সদাপ্রভু এই যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সফল করিলেন; সদাপ্রভুর প্রতিজ্ঞানুসারে আমি আপন পিতা দায়ূদের পদে উৎপন্ন ও ইস্রায়েলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে ২১ এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি। আর সদাপ্রভু আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিবার সময়ে তাহাদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহার আধার যে সিন্দুক, সেই সিন্দুকের জন্য আমি এখানে একটী স্থান প্রস্তুত করিয়াছি।

২২ পরে শলোমন সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজের সাক্ষাতে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে অঞ্জলি ২৩ বিস্তার করিলেন; আর তিনি কহিলেন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, উপরিস্থ স্বর্গে বা নীচস্থ পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই। সর্ব্বান্তঃকরণে যাহারা তোমার সাক্ষাতে চলে, তোমার সেই দাসগণের পক্ষে তুমি নিয়ম ও দয়া ২৪ পালন করিয়া থাক; তুমি তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের কাছে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পালন করিয়াছ, যাহা আপন মুখে বলিয়াছিলে, তাহা আপন হস্ত দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছ, যেমন অদ্য ২৫ দেখা যাইতেছে। এখন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি আপন দাস আমার পিতা দায়ূদের নিকটে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা রক্ষা কর; তুমি বলিয়াছিলে, আমার দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসিতে তোমার [বংশে] লোকের অভাব হইবে না; কেবলমাত্র যদি আমার সাক্ষাতে তুমি যেমন চলিয়াছ, তোমার সন্তানগণ আমার সাক্ষাতে তদ্রূপ চলিবার জন্য আপন ২৬ আপন পথে সাবধান থাকে। এখন, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বিনয় করি, তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের কাছে যে কথা তুমি বলিয়াছিলে, তাহা দৃঢ় হউক। ২৭ কিন্তু ঈশ্বর কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে বাস করিবেন? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্ব তোমাকে ধারণ করিতে পারে না, তবে আমার নির্ম্মিত এই গৃহ কি ২৮ পারিবে? তথাপি হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি আপন দাসের প্রার্থনায় ও বিনতিতে মনোযোগ কর, তোমার দাস অদ্য তোমার নিকটে যে কাকূক্তি ও ২৯ প্রার্থনা করিতেছে, তাহা শুন। যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলিয়াছ, 'আমার নাম সেই স্থানে থাকিবে,' সে স্থানের

অর্থাৎ এই গৃহের প্রতি তোমার চক্ষু দিবারাত্র উন্মীলিত থাকুক, এবং এই স্থানের অভিমুখে তোমার দাস যে ৩০ প্রার্থনা করে, তাহা শুনিও। আর তোমার দাস ও তোমার লোক ইস্রায়েল যখন এই স্থানের অভিমুখে প্রার্থনা করিবে, তখন তাহাদের বিনতিতে কর্ণপাত করিও; তোমার নিবাস-স্থান স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং শুনিয়া ক্ষমা করিও।

৩১ কেহ আপন প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে পাপ করিলে যদি তাহাকে দিব্য করাইবার জন্য কোন দিব্য নিশ্চিত হয়, আর সে আসিয়া এই গৃহে তোমার যজ্ঞবেদির ৩২ সম্মুখে সেই দিব্য করে; তবে তুমি স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং নিষ্পত্তি করিয়া আপন দাসদের বিচার করিও; দোষীকে দোষী করিয়া তাহার কর্ম্মের ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইও, এবং ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিয়া তাহার ধার্ম্মিকতানুযায়ী ফল দিও।

৩৩ তোমার প্রজা ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করণ প্রযুক্ত শত্রুর সম্মুখে আহত হইলে পর যদি পুনর্ব্বার তোমার দিকে ফিরে, এবং এই গৃহে তোমার নামের স্তব করিয়া তোমার নিকটে ৩৪ প্রার্থনা ও বিনতি করে; তবে তুমি স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং আপন প্রজা ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা করিও, আর তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই যে দেশ দিয়াছ, এখানে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আনিও।

৩৫ তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পাপ প্রযুক্ত যদি আকাশ রুদ্ধ হয়, বৃষ্টি না হয়, আর লোকেরা যদি এই স্থানের অভিমুখে প্রার্থনা করে, তোমার নামের স্তব করে, এবং তোমা হইতে দুঃখ পাওয়াতে আপন আপন পাপ হইতে ৩৬ ফিরে; তবে তুমি স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং আপন দাসদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা করিও, ও তাহাদের গন্তব্য সৎপথ তাহাদিগকে দেখাইও; এবং তুমি আপন প্রজাদিগকে যে দেশ অধিকারার্থে দিয়াছ, তোমার সেই দেশে বৃষ্টি পাঠাইও।

৩৭ দেশের মধ্যে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি মহামারী হয়, যদি শস্যের শোষ কি ম্লানি, পঙ্গপাল কি কীট হয়, যদি তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের দেশে, নগরে নগরে, তাহাদিগকে অবরোধ করে, যদি কোন মারীর বা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; ৩৮ তাহা হইলে কোন ব্যক্তি বা তোমার সমস্ত প্রজা ইস্রায়েল, যাহারা প্রত্যেকে আপন আপন মনের মারী জানে, এবং এই গৃহের দিকে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া ৩৯ কোন প্রার্থনা কি বিনতি করে; তবে তুমি তোমার নিবাস-স্থান স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং ক্ষমা করিও, কার্য্য করিও, এবং প্রত্যেক জনকে স্ব স্ব পথ অনুযায়ী প্রতিফল দিও—তুমি ত তাহাদের অন্তঃকরণ জান, কেননা একমাত্র তুমিই যাবতীয় মনুষ্য-সন্তানের অন্তঃকরণ জ্ঞাত ৪০ আছ;—যেন আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে তুমি যে দেশ দিয়াছ, এই দেশে তাহারা যত দিন জীবিত থাকিবে, তাবৎ তোমাকে ভয় করে।

৪১ অধিকন্তু তোমার প্রজা ইস্রায়েল গোষ্ঠীয় নয়, এমন কোন বিদেশী যখন তোমার নামের অনুরোধে দূর দেশ ৪২ হইতে আসিবে,—কারণ তাহারা তোমার মহানাম, তোমার বলবান হস্ত ও তোমার বিস্তারিত বাহুর কথা শ্রবণ করিবে;— যখন সে আসিয়া এই গৃহের অভিমুখে

৪৩ প্রার্থনা করিবে, তখন তুমি তোমার নিবাস-স্থান স্বর্গে তাহা শুনিও; এবং সেই বিদেশী তোমার নিকটে যে কিছু প্রার্থনা করিবে, তদনুসারে করিও; যেন তোমার প্রজা ইস্রায়েলের ন্যায় তোমাকে ভয় করণার্থে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি তোমার নাম জ্ঞাত হয়, এবং তাহারা জানিতে পায় যে, আমার নির্ম্মিত এই গৃহের উপরে তোমারই নাম কীর্ত্তিত।

৪৪ তুমি আপন প্রজাদিগকে কোন পথে প্রেরণ করিলে যদি তাহারা আপন শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হয়, এবং তোমার মনোনীত নগরের অভিমুখে ও তোমার নামের জন্য আমার নির্ম্মিত গৃহের অভিমুখে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা ৪৫ করে; তবে তুমি স্বর্গে তাহাদের প্রার্থনা ও বিনতি শুনিও, এবং তাহাদের বিচার ৪৬ নিষ্পত্তি করিও। তাহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে—কেননা পাপ না করে এমন কোন মনুষ্য নাই—এবং তুমি যদি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুর হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ কর, ও শত্রুগণ তাহাদিগকে বন্দি করিয়া দূরস্থ কিম্বা নিকটস্থ শত্রু-দেশে লইয়া যায়; ৪৭ তথাপি যে দেশে তাহারা বন্দিরূপে নীত হইয়াছে, সেই দেশে যদি মনে মনে বিবেচনা করে, ও ফিরে, এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের দেশে যদি তোমার কাছে বিনতি করিয়া বলে, আমরা পাপ করিয়াছি, অপরাধী হইয়াছি, দুষ্টামি ৪৮ করিয়াছি; যে শত্রুগণ তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছে, তাহাদের দেশে যদি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার কাছে ফিরিয়া আইসে এবং তুমি তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, আপনাদের সেই দেশের অভিমুখে, তোমার মনোনীত নগরের অভিমুখে ও তোমার নামের জন্য আমার নির্ম্মিত গৃহের অভিমুখে যদি তোমার কাছে ৪৯ প্রার্থনা করে; তবে তুমি তোমার নিবাস-স্থান স্বর্গে তাহাদের প্রার্থনা ও বিনতি শুনিও, এবং তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি ৫০ করিও; আর তোমার যে প্রজারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিও, এবং তোমার বিরুদ্ধে কৃত তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম মার্জ্জনা করিও; আর যাহারা তাহাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া যায়, তাহাদের করুণার পাত্র করিও, তাহারা যেন ৫১ ইহাদের প্রতি করুণা করে। কেননা ইহারা তোমারই প্রজা ও তোমারই অধিকার; তুমি ইহাদিগকে মিসর হইতে, লৌহের হাপরের মধ্য হইতে, বাহির ৫২ করিয়া আনিয়াছ। এইরূপে তোমার এই দাসের বিনতিতে ও তোমার প্রজা ইস্রায়েলের বিনতিতে তোমার চক্ষু উন্মীলিত হউক, আর তাহারা যে কোন বিষয়ে তোমাকে ডাকে, তুমি তাহাদের ৫৩ কথায় কর্ণপাত করিও। কেননা হে প্রভু সদাপ্রভু, যখন তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনয়াছিলে, তখন আপন দাস মোশি দ্বারা যেমন বলিয়াছিলে, তদ্রূপ তুমিই আপনার অধিকার বলিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ সকল জাতি হইতে পৃথক্ করিয়াছ।

৫৪ সদাপ্রভুর নিকটে এই সমস্ত প্রার্থনা ও বিনতি সাঙ্গ করিয়া শলোমন সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে হাঁটু পাতন ও

স্বর্গের দিকে অঞ্জলি বিস্তার করণ হইতে ৫৫ উঠিলেন। আর তিনি দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজকে আশীর্ব্বাদ ৫৬ করিলেন, বলিলেন; ধন্য সদাপ্রভু, যিনি আপনার সকল প্রতিজ্ঞানুসারে আপন প্রজা ইস্রায়েলকে বিশ্রাম দিয়াছেন; তিনি আপন দাস মোশির দ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই উত্তম প্রতিজ্ঞার একটী কথাও পতিত হয় নাই। ৫৭ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন আমাদের পিতৃপুরুষদের সহবর্ত্তী ছিলেন, তেমনি আমাদেরও সহবর্ত্তী থাকুন, তিনি আমাদিগকে ত্যাগ না করুন, আমাদিগকে ৫৮ ছাড়িয়া না যাউন। তাঁহার সমস্ত পথে চলিতে ও আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে তিনি যাহা যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সকল আজ্ঞা, বিধি ও শাসন পালন করিতে আমাদের চিত্ত আপনার ৫৯ প্রতি আকর্ষণ করুন। আর এই যে সকল কথার দ্বারা আমি সদাপ্রভুর কাছে অনুরোধ করিলাম, আমার এই সকল কথা দিবারাত্র আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে থাকুক; এবং দিন দিন যেমন প্রয়োজন, তেমনি তিনি আপন দাসের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের বিচার সিদ্ধ ৬০ করুন; যেন পৃথিবীর সমস্ত জাতি জানিতে পারে যে, সদাপ্রভুই ঈশ্বর, ৬১ আর কেহ নাই। অতএব তাঁহার বিধিপথে চলিতে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে তোমাদের অন্তঃকরণ একাগ্র হউক, ৬২ যেমন অদ্য দেখা যাইতেছে। পরে রাজা ও তাঁহার সহিত সমস্ত ইস্রায়েল সদা- ৬৩ প্রভুর সম্মুখে যজ্ঞ করিলেন। শলোমন সদাপ্রভুর উদ্দেশে বাইশ সহস্র গোরু ও এক লক্ষ বিশ সহস্র মেষ মঙ্গলার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে রাজা ও সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান সদা- ৬৪ প্রভুর গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই দিন রাজা সদাপ্রভুর গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্র করিলেন, কেননা তিনি সে স্থানে হোমবলি, ও ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদ উৎসর্গ করিলেন; কারণ হোমবলি, ও ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদ গ্রহণ পক্ষে সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ ৬৫ পিত্তলময় যজ্ঞবেদি ছোট ছিল। এইরূপে সেই সময়ে শলোমন ও তাঁহার সঙ্গে সমস্ত ইস্রায়েল, হমাতের প্রবেশস্থান অবধি মিসরের স্রোত পর্য্যন্ত [দেশবাসী] মহাসমাজ, সাত দিন আর সাত দিন, চৌদ্দ দিন আমাদের ঈশ্বর সদা- ৬৬ প্রভুর সম্মুখে উৎসব করিলেন। অষ্টম দিনে তিনি লোকদিগকে বিদায় করিলেন, ও তাহারা রাজাকে ধন্যবাদ করিল, এবং সদাপ্রভু আপন দাস দায়ূদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, সেই সকলের জন্য আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন আপন তাম্বুতে চলিয়া গেল।

শলোমনের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি।

৯ শলোমন সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী নির্ম্মাণ এবং আপন বাসনামত যে সকল কর্ম্ম করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ২ সমাপ্ত করিলে, সদাপ্রভু যেমন গিবিয়োনে দর্শন দিয়াছিলেন, তদ্রূপ শলো- ৩ মনকে দ্বিতীয় বার দর্শন দিলেন। সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার

কাছে যে প্রার্থনা ও বিনতি করিয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি; এই যে গৃহ তুমি নির্ম্মাণ করিয়াছ, ইহার মধ্যে চিরকালের জন্য আমার নাম স্থাপনার্থে আমি ইহা পবিত্র করিলাম, এবং এই স্থানে প্রতিনিয়ত আমার চক্ষু ও আমার চিত্ত ৪ থাকিবে। আর তোমার পিতা দায়ূদ যেমন চলিতেন, তেমনি তুমিও যদি চিত্তের সিদ্ধতায় ও সরলভাবে আমার সাক্ষাতে চল, আমি তোমাকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়াছি, যদি তদনুযায়ী কর্ম্ম কর, এবং আমার বিধি ও শাসন সকল পালন ৫ কর, তবে 'ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসিতে তোমার [বংশে] লোকের অভাব হইবে না,' এই বলিয়া তোমার পিতা দায়ূদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তদনুসারে আমি ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজসিংহাসন চিরকালের জন্য স্থির ৬ করিব। কিন্তু যদি তোমরা, কি তোমাদের সন্তানগণ, কোন ক্রমে আমার পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিয়া যাও, ও তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত আমার আজ্ঞা ও বিধি সকল পালন না কর, কিন্তু গিয়া অন্য দেবগণের সেবা কর, ও তাহাদের কাছে ৭ প্রণিপাত কর, তবে আমি ইস্রায়েলকে যে দেশ দিয়াছি, তাহা হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিব, এবং আপন নামের জন্য এই যে গৃহ পবিত্র করিলাম, ইহা আমার দৃষ্টিপথ হইতে দূর করিব, এবং সমস্ত জাতির মধ্যে ইস্রায়েল প্রবাদের ও উপহাসের আস্পদ হইবে। ৮ আর এই গৃহ যদিও এত উচ্চ, তথাপি যে কেহ ইহার নিকট দিয়া গমন করিবে, সে চমকিয়া উঠিবে, শিশ দিবে, ও জিজ্ঞাসা করিবে, এই দেশের ও এই গৃহের প্রতি সদাপ্রভু এমন কেন করি- ৯ য়াছেন? আর লোকে বলিবে, ইহার কারণ এই, যিনি এই লোকদের পিতৃপুরুষদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, উহারা আপনাদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে, এবং অন্য দেবগণকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, ও তাহাদের সেবা করিয়াছে; এই জন্য সদাপ্রভু তাহাদের উপরে এই সকল অমঙ্গল উপস্থিত করিলেন।

১০ বিশ বৎসর অতীত হইল; এই সময়ের মধ্যে শলোমন সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী, এই দুই গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ১১ সোরের রাজা হীরম শলোমনের সমস্ত বাসনানুসারে এরসকাষ্ঠ, দেবদারুকাষ্ঠ ও স্বর্ণ যোগাইয়াছিলেন, তাই তখন শলোমন রাজা হীরমকে গালীল দেশস্থ ১২ বিশটী নগর দিলেন। আর হীরম শলোমনের দত্ত সেই সকল নগর দেখিবার জন্য সোর হইতে আসিলেন, কিন্তু সেগুলি তাঁহার দৃষ্টিতে তুষ্টিজনক হইল ১৩ না। তিনি কহিলেন, হে আমার ভ্রাতা, এ সকল কেমন নগর আমাকে দিলে? আর তিনি সেগুলির নাম কাবূল দেশ রাখিলেন; অদ্যাপি সেই নাম রহিয়াছে। ১৪ আর হীরম এক শত বিশ তালন্ত স্বর্ণ রাজাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

১৫ আর শলোমন সদাপ্রভুর গৃহ, আপনার বাটী, মিল্লো, যিরূশালেমের প্রাচীর, হাৎসোর, মগিদ্দো ও গেষর গাঁথিবার জন্য আপনার কর্ম্মাধীন দাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত এই। ১৬ মিসর-রাজ ফরৌণ আসিয়া গেষর হস্তগত করিয়া আগুনে পোড়াইয়া দেন, এবং

সেই নগরনিবাসী কনানীয়দিগকে বধ করেন, পরে তাহা যৌতুকরূপে আপন
১৭ কন্যা শলোমনের ভার্য্যাকে দেন। আর শলোমন গেষর ও নিম্নস্থিত বৈৎ-
১৮ হোরোণ, এবং বালৎ, আর দেশের
১৯ প্রান্তরস্থ তামর, এবং শলোমনের সমস্ত ভাণ্ডার-নগর, এবং তাঁহার রথসমূহের ও অশ্বারোহীদের নগর সকল, আর যিরূশালেমে, লিবানোনে ও আপন অধিকার দেশের সর্ব্বত্র যাহা যাহা নির্ম্মাণ করিতে শলোমনের বাসনা ছিল, তিনি সে সমস্ত
২০ নির্ম্মাণ করিলেন। ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় যে সকল
২১ লোক অবশিষ্ট ছিল, যাহারা ইস্রায়েল-সন্তান নয়, যাহাদিগকে ইস্রায়েল-সন্তানগণ নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে পারে নাই, দেশে অবশিষ্ট সেই লোকদের সন্তানদিগকে শলোমন আপনার কর্ম্মাধীন দাস করিয়া সংগ্রহ করিলেন; তাহারা অদ্য
২২ পর্য্যন্ত তাহাই করিতেছে। কিন্তু শলোমন ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে কাহাকেও দাস করিলেন না; তাহারা যোদ্ধা, তাঁহার কর্ম্মচারী, অধ্যক্ষ, সেনানী, এবং তাঁহার রথসমূহের ও অশ্বারোহীদিগের
২৩ অধ্যক্ষ হইল। তাহাদের মধ্যে পাঁচ শত পঞ্চাশ জন শলোমনের কর্ম্মে নিযুক্ত প্রধান অধ্যক্ষ ছিল; তাহারা কর্ম্মকারী
২৪ লোকদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত। আর ফরৌণের কন্যা দায়ূদ-নগর হইতে তাঁহার জন্য নির্ম্মিত বাটীতে উঠিয়া আসিলেন; তৎকালে শলোমন মিল্লো গাঁথিলেন।

২৫ আর শলোমন সদাপ্রভুর জন্য যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার উপরে বৎসরের মধ্যে তিন বার হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিতেন, এবং সে সময়ে সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ বেদিতে ধূপদাহ করিতেন। এইরূপে তিনি গৃহনির্ম্মাণ সমাপ্ত করিলেন।

২৬ আর শলোমন রাজা ইদোম দেশে সূফসাগরের তীরস্থ এলতের নিকটবর্ত্তী ইৎসিয়োন-গেবরে কতকগুলি জাহাজ
২৭ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে হীরম শলোমনের দাসদের সহিত সামুদ্রিক কার্য্যে নিপুণ আপন নাবিক দাসদিগকে সেই
২৮ সকল জাহাজে প্রেরণ করিলেন। তাহারা ওফীরে গিয়া তথা হইতে চারি শত বিশ তালন্ত স্বর্ণ লইয়া শলোমন রাজার নিকটে আনিল।

শলোমনের কাছে শিবা দেশের রাণীর আগমন।

১০ আর শিবার রাণী সদাপ্রভুর নামের পক্ষে শলোমনের কীর্ত্তি শুনিয়া গূঢ়বাক্য দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করিতে আসিলেন।
২ তিনি অতি বিপুল ঐশ্বর্য্যসহ, সুগন্ধি দ্রব্য, অতি বিস্তর স্বর্ণ ও মণিবাহক উষ্ট্রগণ সঙ্গে লইয়া যিরূশালেমে আসিলেন, এবং শলোমনের নিকটে আসিয়া নিজের মনে যাহা ছিল, তাঁহাকে সমস্তই
৩ কহিলেন। আর শলোমন তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিলেন; রাজার বোধের অগম্য কিছুই ছিল না, তিনি তাঁহাকে
৪ সকলই কহিলেন। এই প্রকারে শিবার রাণী শলোমনের সমস্ত জ্ঞান ও তাঁহার
৫ নির্ম্মিত গৃহ, এবং তাঁহার মেজের খাদ্যদ্রব্য ও তাঁহার সেবকদের উপবেশন ও দণ্ডায়মান পরিচারকদের শ্রেণী ও তাহাদের পরিচ্ছদ এবং তাঁহার পানপাত্রবাহকগণ ও সদাপ্রভুর গৃহে উঠিবার জন্য তাঁহার নির্ম্মিত সোপান, এই সকল

৬ দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন। আর তিনি রাজাকে কহিলেন, আমি আপন দেশে থাকিয়া আপনার বাক্য ও জ্ঞানের বিষয় যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। ৭ কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া স্বচক্ষে না দেখিলাম, তাবৎ সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই; আর দেখুন, অর্দ্ধেকও আমাকে বলা হয় নাই; আমি যে খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আপনার ৮ জ্ঞান ও মঙ্গল অধিক। ধন্য আপনার লোকেরা, ধন্য আপনার এই দাসেরা, যাহারা নিয়ত আপনার সম্মুখে দাঁড়ায়, যাহারা আপনার জ্ঞানের উক্তি শুনে। ৯ ধন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি আপনাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসাইবার জন্য আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে চিরকাল প্রেম করেন, এই জন্য বিচার ও ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে আপনাকে রাজা করিয়া- ১০ ছেন। পরে তিনি রাজাকে এক শত বিশ তালন্ত স্বর্ণ ও অতি প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিলেন; শিবার রাণী শলোমন রাজাকে যত সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন, তত প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য আর কখনও আইসে নাই।

১১ আর হীরমের যে সকল জাহাজ ওফীর হইতে স্বর্ণ লইয়া আসিত, সেই সকল জাহাজ ওফীর হইতে বিস্তর ১২ চন্দনকাষ্ঠ ও মণিও আনিত। সেই চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা রাজা সদাপ্রভুর গৃহের ও রাজবাটীর নিমিত্ত গরাদিয়া ও গায়কদের জন্য বীণা এবং নেবল প্রস্তুত করিলেন; তদ্রূপ চন্দনকাষ্ঠ অদ্যাপি আর আইসে নাই, দেখাও যায় নাই। ১৩ আর শলোমন রাজা শিবার রাণীর বাসনানুসারে তাঁহার যাবতীয় বাঞ্ছিত দ্রব্য দিলেন, তাহা ছাড়া শলোমন আপন রাজকীয় দানশীলতা অনুসারে তাঁহাকে আরও দিলেন। পরে তিনি ও তাঁহার দাসগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

শলোমনের ঐশ্বর্য্য।

১৪ এক বৎসর মধ্যে শলোমনের কাছে ছয় শত ছেষট্টি তালন্ত পরিমিত স্বর্ণ ১৫ আসিত। ইহা ছাড়া বণিকদের, ব্যবসায়িগণের ও মিশ্রিত লোকদের সমস্ত রাজার ও দেশাধিপতিগণের নিকট ১৬ হইতে [স্বর্ণের আমদানি হইত]। তাহাতে শলোমন রাজা পিটান স্বর্ণময় দুই শত বৃহৎ ঢাল প্রস্তুত করিলেন; তাহার প্রত্যেক ঢালে ছয় শত শেকল পরিমিত ১৭ স্বর্ণ ছিল। তিনি পিটান স্বর্ণ দ্বারা তিন শত ঢাল প্রস্তুত করিলেন; তাহার প্রত্যেক ঢালে তিন মানি করিয়া স্বর্ণ ছিল; পরে রাজা লিবানোন অরণ্যস্থ বাটীতে সেগুলি রাখিলেন।

১৮ আর রাজা হস্তিদন্তময় এক বৃহৎ সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া উত্তম স্বর্ণে ১৯ মুড়াইলেন। ঐ সিংহাসনের ছয়টী সোপান ছিল, ও সিংহাসনের উপরিস্থ ভাগ পশ্চাৎ দিকে গোলাকার ছিল, এবং আসনের উভয় পার্শ্বে হাতা ছিল, সেই হাতার নিকটে দুই সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ২০ ছিল। আর সেই ছয়টী সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে বারোটী সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল; এইরূপ সিংহাসন আর ২১ কোন রাজ্যে প্রস্তুত হয় নাই। শলোমন রাজার সমস্ত পানপাত্র স্বর্ণময় ছিল, ও লিবানোন অরণ্যস্থ বাটীর যাবতীয় পাত্র নির্ম্মল স্বর্ণময় ছিল; রৌপ্যময় কিছুই

ছিল না ; শলোমনের অধিকারে তাহা
২২ কিছুরই মধ্যে গণ্য ছিল না। কেননা সমুদ্রে হীরমের জাহাজের সহিত রাজারও তর্শীশের জাহাজ ছিল ; সেই তর্শীশের জাহাজ সকল তিন বৎসরান্তে এক বার স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তিদন্ত, কপি ও শিখী
২৩ লইয়া আসিত। এইরূপে ঐশ্বর্য্যে ও জ্ঞানে শলোমন রাজা পৃথিবীস্থ সকল রাজার মধ্যে প্রধান হইলেন।

২৪ আর ঈশ্বর শলোমনের চিত্তে যে জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই জ্ঞানের উক্তি শুনিবার জন্য সর্ব্বদেশীয় লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিত।
২৫ আর প্রত্যেক জন আপন আপন উপঢৌকন, রৌপ্যময় পাত্র, স্বর্ণময় পাত্র, বস্ত্র, অস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য, অশ্ব ও অশ্বতর আনিত; প্রতিবৎসর এইরূপ হইত।

২৬ আর শলোমন অনেক রথ ও অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন; তাঁহার এক সহস্র চারি শত রথ ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল, আর সেই সকল তিনি রথনগরসমূহে, এবং যিরূশালেমে রাজার
২৭ নিকটে রাখিতেন। রাজা যিরূশালেমে রৌপ্যকে প্রস্তরের ন্যায়, ও এরসকাষ্ঠকে নিম্নভূমিস্থ সুকমোর গাছের ন্যায় প্রচুর
২৮ করিলেন। আর শলোমনের অশ্ব সকল মিসর হইতে আনা হইত; রাজার বণিকেরা দল হিসাবে মূল্য দিয়া পালে পালে
২৯ অশ্ব পাইত। আর মিসর হইতে আনীত এক এক রথের মূল্য ছয় শত শেকল রৌপ্য, ও এক এক অশ্বের মূল্য এক শত পঞ্চাশ শেকল ছিল। এই প্রকারে উহাদের দ্বারা হিত্তীয় সমস্ত রাজার জন্য, ও অরামীয় রাজগণের জন্যও অশ্ব আনা হইত।

শলোমনের পাপে পতন ও তাহার ফল।

১১ শলোমন রাজা ফরৌণের কন্যা ব্যতিরেকে আরও অনেক বিদেশীয়া রমণীকে, অর্থাৎ মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া, ইদোমীয়া, সীদোনীয়া ও হিত্তীয়া রমণীকে প্রেম
২ করিতেন। যে জাতিগণের বিষয়ে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা তাহাদের কাছে যাইও না, এবং তাহাদিগকে আপনাদের কাছে আসিতে দিও না, কেননা তাহারা অবশ্য তোমাদের হৃদয়কে আপনাদের দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিবে, শলোমন তাহাদেরই প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন।
৩ সাত শত রমণী তাঁহার পত্নী, ও তিন শত তাঁহার উপপত্নী ছিল ; তাঁহার সেই স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে বিপথগামী করিল।
৪ ফলে এইরূপ ঘটিল, শলোমনের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিল; তাঁহার পিতা দায়ূদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ তেমনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল
৫ না। কিন্তু শলোমন সীদোনীয়দের দেবী অষ্টোরতের ও অম্মোনীয়দের ঘৃণার্হ বস্তু
৬ মিল্‌কমের অনুগামী হইলেন। এইরূপে শলোমন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিলেন ; আপন পিতা দায়ূদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগামী
৭ হইলেন না। সেই সময়ে শলোমন যিরূশালেমের সম্মুখস্থ পর্ব্বতে মোয়াবের ঘৃণার্হ বস্তু কমোশের জন্য ও অম্মোন-সন্তানদের ঘৃণার্হ বস্তু মোলকের জন্য
৮ উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার যত বিদেশীয়া স্ত্রী আপন আপন দেবতার

উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত ও বলিদান করিত, সেই সকলের জন্য তিনি তদ্রূপ করিলেন।

৯ অতএব সদাপ্রভু শলোমনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেননা তাঁহার অন্তঃকরণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে বিপথগামী হইয়াছিল, যিনি দুইবার তাঁহাকে ১০ দর্শন দিয়াছিলেন, এবং এই বিষয় তাঁহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যেন তিনি অন্য দেবগণের অনুগামী না হন; কিন্তু সদাপ্রভু যাহা আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা ১১ তিনি পালন করিলেন না। অতএব সদাপ্রভু শলোমনকে কহিলেন, তোমার ত এই ব্যবহার, তুমি আমার নিয়ম ও আমার আদিষ্ট বিধি সকল পালন কর নাই; এই কারণ আমি অবশ্য তোমা হইতে রাজ্য চিরিয়া লইয়া তোমার ১২ দাসকে দিব। তথাপি তোমার পিতা দায়ূদের জন্য তোমার বর্ত্তমান কালে তাহা করিব না, কিন্তু তোমার পুত্রের ১৩ হস্ত হইতে তাহা চিরিয়া লইব। যাহা হউক, সমুদয় রাজ্য চিরিয়া লইব না; কিন্তু আমার দাস দায়ূদের জন্য ও আমার মনোনীত যিরূশালেমের জন্য তোমার পুত্রকে এক বংশ দিব।

১৪ পরে সদাপ্রভু শলোমনের এক জন বিপক্ষ উৎপন্ন করিলেন; তিনি ইদোমীয় হদদ; ইদোমের রাজবংশে তাঁহার জন্ম ১৫ হয়। দায়ূদ যখন ইদোমে ছিলেন, আর সেনাপতি যোয়াব নিহতদিগকে কবর দিতে উঠিয়া গিয়াছিলেন ও ইদোমের প্রত্যেক পুরুষকে আঘাত করিয়াছিলেন; ১৬ (কারণ যাবৎ যোয়াব ইদোমের সমস্ত পুরুষকে উচ্ছিন্ন না করিলেন, তাবৎ ছয় মাস পর্য্যন্ত তিনি ও সমস্ত ইস্রায়েল ১৭ ইদোমে ছিলেন;) তৎকালে ঐ হদদ ও তাঁহার সহিত তাঁহার পিতার দাস কয়েক জন ইদোমীয় পুরুষ মিসরে পলায়ন করিয়াছিলেন; তখন হদদ ক্ষুদ্র বালক ১৮ ছিলেন। তাঁহারা মিদিয়ন হইতে উঠিয়া পারণে যান; পরে পারণ হইতে লোক সঙ্গে লইয়া মিসরে গিয়া মিসর-রাজ ফরৌণের নিকটে উপস্থিত হন; তিনি তাঁহাকে এক বাটী দেন, এবং তাঁহার জন্য খাদ্য দেন ও তাঁহাকে ভূমি দান ১৯ করেন। আর হদদ ফরৌণের কাছে অতিশয় অনুগ্রহ পান; এবং ফরৌণ তাঁহার সহিত আপন শালীর অর্থাৎ তহ্‌পনেষ রাণীর ভগিনীর বিবাহ দেন। ২০ আর তহ্‌পনেষের ভগিনী তাঁহার জন্য গনুবৎ নামে এক পুত্র প্রসব করেন, এবং তহ্‌পনেষ ফরৌণের বাটীতে তাহার স্তন্য ত্যাগ করান, আর গনুবৎ ফরৌণের বাটীতে ফরৌণের পুত্রদের মধ্যে ছিল। ২১ পরে যখন হদদ মিসরে শুনিলেন যে, দায়ূদ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়াছেন ও যোয়াব সেনাপতি মরিয়াছেন, তখন হদদ ফরৌণকে কহিলেন, আমাকে বিদায় করুন, আমি ২২ স্বদেশে যাই। ফরৌণ তাঁহাকে কহিলেন, আমার এখানে তোমার কিসের অভাব হইয়াছে যে, দেখ, তুমি স্বদেশে যাইতে চেষ্টা করিতেছ। তিনি কহিলেন, অভাব হয় নাই, তথাপি কোন প্রকারে আমাকে বিদায় করুন।

২৩ ঈশ্বর শলোমনের আর এক জন বিপক্ষ উৎপন্ন করিলেন; তিনি ইলিয়াদার পুত্র রষোণ; সেই ব্যক্তি সোবার রাজা হদদেষর নামক আপন প্রভুর নিকট ২৪ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আর যে সময়ে দায়ূদ [সোবার] লোকদিগকে

আঘাত করেন, তৎকালে ইনি আপনার নিকটে লোক সংগ্রহ করিয়া দলপতি হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা দম্মেশকে গিয়া সেখানে বাস করিলেন, এবং দম্মে-
২৫ শকে রাজত্ব করিলেন। হদদের কৃত অপকার ছাড়া ইনি শলোমনের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া ইস্রায়েলের বিপক্ষ ছিলেন, এবং ইস্রায়েলকে দ্বেষ করিলেন, আর অরামের উপরে রাজত্ব করিলেন।
২৬ আর সরেদানিবাসী ইফ্রয়িমীয় নবাটের পুত্র যারবিয়াম শলোমনের দাস ছিলেন; তাঁহার মাতার নাম সরূয়া, তিনি বিধবা; সে ব্যক্তিও রাজার বিরুদ্ধে
২৭ হস্ত তুলিলেন। রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার হস্ত তুলিবার কারণ এই; শলোমন মিল্লো গাঁথিতেছিলেন, ও আপন পিতা দায়ূদের নগরের ভগ্নস্থান বদ্ধ করিয়া
২৮ দিতেছিলেন। আর যারবিয়াম লোকটী বলবান বীর ছিলেন; এবং শলোমন এই যুবা লোকটীকে কার্য্যদক্ষ দেখিয়া যোষেফ-কুলের সমস্ত ভারের অধ্যক্ষ
২৯ করেন। তৎকালে যারবিয়াম যিরূশালেমের বাহিরে গেলে শীলোনীয় অহিয় ভাববাদী পথে তাঁহার দেখা পাইলেন; অহিয় নূতন বস্ত্র পরিহিত ছিলেন, এবং মাঠে কেবল তাঁহারা দুই জন
৩০ ছিলেন। তখন অহিয় আপন গাত্রের নূতন বস্ত্রখানি ধরিয়া ছিঁড়িয়া বারো
৩১ খণ্ড করিলেন। আর তিনি যারবিয়ামকে কহিলেন, দশ খণ্ড তুমি লও, কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি শলোমনের হস্ত হইতে রাজ্য চিরিয়া লইব, ও দশ বংশ তোমাকে
৩২ দিব। (কিন্তু আমার দাস দায়ূদের জন্য এবং ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্য হইতে আমার মনোনীত যিরূশালেম নগরের জন্য অবশিষ্ট এক বংশ উহার
৩৩ থাকিবে।) কারণ তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া সীদোনীয়দের দেবী অষ্টোরতের, মোয়াবের দেব কমোশের ও অম্মোন-সন্তানদের দেব মিল্‌কমের কাছে প্রণিপাত করিয়াছে; উহার পিতা দায়ূদের ন্যায় তাহারা আমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহা করণার্থে এবং আমার বিধি ও শাসন সকল পালনার্থে আমার
৩৪ পথে চলে নাই। তথাচ আমি উহার হস্ত হইতে সমস্ত রাজ্য লইব না, কিন্তু আমার মনোনীত দাস যে দায়ূদ আমার আজ্ঞা ও বিধি সকল পালন করিত, তাহার জন্য উহাকে যাবজ্জীবন অধ্যক্ষ-
৩৫ পদে রাখিব। কিন্তু উহার পুত্রের হস্ত হইতে রাজ্য লইব, এবং তোমাকে দিব,
৩৬ দশ বংশ দিব। আর আমার নাম স্থাপনার্থে আমার মনোনীত যে যিরূশালেম নগর, তন্মধ্যে আমার সম্মুখে যেন আমার দাস দায়ূদের প্রদীপ নিত্য থাকে, এই নিমিত্ত উহার পুত্রকে এক বংশ
৩৭ দিব। আর আমি তোমাকে গ্রহণ করিব, তাহাতে তুমি আপন প্রাণের সমস্ত বাসনানুসারে রাজত্ব করিবে, ইস্রা-
৩৮ য়েলের উপরে রাজা হইবে। আর যদি তুমি আমার দাস দায়ূদের ন্যায় আমার সমস্ত আদেশে কর্ণপাত কর, এবং আমার বিধি ও আজ্ঞা পালনার্থে আমার পথে চল, ও আমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহা কর, তবে আমি তোমার সহবর্ত্তী থাকিব, এবং যেমন দায়ূদের জন্য গাঁথিয়াছি, তেমনি তোমার জন্যও এক দৃঢ় কুল গাঁথিব, এবং ইস্রায়েলকে
৩৯ তোমায় দিব। আর এই কারণ আমি

দায়ূদের বংশকে অবনত করিব, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়।

৪০ অতএব শলোমন যারবিয়ামকে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যারবিয়াম উঠিয়া মিসরে মিসর-রাজ শীশকের নিকটে পলাইয়া গেলেন, এবং শলোমনের মৃত্যু পর্য্যন্ত মিসরে থাকিলেন।

৪১ শলোমনের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত এবং তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিবরণ কি শলোমনের বৃত্তান্ত-পুস্তকে লিখিত ৪২ নাই? শলোমন যিরূশালেমে চল্লিশ বৎসর যাবৎ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে ৪৩ রাজত্ব করিলেন। পরে শলোমন আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, ও আপন পিতা দায়ূদের নগরে কবর-প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র রহবিয়াম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

রহবিয়ামের রাজ্যাভিষেক। দশ গোষ্ঠীর বিদ্রোহ।

১২ রহবিয়াম শিখিমে গেলেন; কেননা তাঁহাকে রাজা করণার্থে সমস্ত ইস্রায়েল ২ শিখিমে উপস্থিত হইয়াছিল। আর যখন নবাটের পুত্র যারবিয়াম এই বিষয় শুনিলেন; (কারণ তিনি তখনও মিসরে ছিলেন, শলোমন রাজার সম্মুখ হইতে তথায় পলাইয়া গিয়াছিলেন; এবং যার-৩ বিয়াম মিসরে বাস করিতেছিলেন; আর লোকেরা দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল;) তখন যারবিয়াম ও সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজ রহবিয়ামের কাছে ৪ আসিয়া এই কথা কহিলেন, আপনার পিতা আমাদেব উপর দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছেন, অতএব আপনার পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন দাস্যকর্ম্ম ও ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন, আপনি তাহা লঘু করুন, করিলে আমরা আপনার দাসত্ব ৫ করিব। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এখন চলিয়া যাও, তিন দিনের পর আবার আমার নিকটে আসিও। তাহাতে লোকেরা চলিয়া গেল।

৬ পরে রহবিয়াম রাজা, তাঁহার পিতা শলোমনের জীবনকালে যে বৃদ্ধগণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেন, তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা করিলেন, কহিলেন, আমি ঐ লোক-দিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা কি ৭ মন্ত্রণা দেও? তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপনি অদ্য ঐ লোকদের সেবক হইয়া উহাদের সেবা করেন, এবং উহা-দিগকে উত্তর দেন, ও প্রিয় বাক্য বলেন, তবে উহারা সর্ব্বদা আপনার সেবক ৮ থাকিবে। কিন্তু তিনি ঐ বৃদ্ধগণের দত্ত মন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া, তাঁহার বয়স্য যে যুবকেরা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত, ৯ তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ঐ লোকেরা বলিতেছে, আপনার পিতা আমাদের উপরে যে যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন, তাহা লঘু করুন; এখন আমরা উহাদিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? ১০ তাঁহার বয়স্য যুবকগণ উত্তর করিল, যে লোকেরা আপনাকে বলিতেছে, আপনার পিতা আমাদের উপরে ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন, আপনি আমাদের পক্ষে তাহা লঘু করুন, তাহাদিগকে এই কথা বলুন, আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি আমার পিতার ১১ কটিদেশ হইতেও স্থূল। এখন, আমার পিতা তোমাদের উপরে ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের যোঁয়ালি আরও ভারী করিব; আমার

পিতা তোমাদিগকে কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বৃশ্চিক ১২ দ্বারা শাস্তি দিব। পরে 'তৃতীয় দিনে আমার নিকটে ফিরিয়া আসিও', রাজার উক্ত এই কথানুসারে যারবিয়াম এবং সমস্ত লোক তৃতীয় দিনে রহবিয়ামের ১৩ নিকটে উপস্থিত হইলেন। আর রাজা লোকদিগকে কঠিন উত্তর দিলেন; বৃদ্ধগণ তাঁহাকে যে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, ১৪ তিনি তাহা ত্যাগ করিলেন; আর সেই যুবকদের মন্ত্রণানুযায়ী কথা তাহাদিগকে বলিলেন; তিনি কহিলেন, আমার পিতা তোমাদের যোঁয়ালি ভারী করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের যোঁয়ালি আরও ভারী করিব; আমার পিতা তোমাদিগকে কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বৃশ্চিক দ্বারা শাস্তি দিব। ১৫ এইরূপে রাজা লোকদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কেননা শীলোনীয় অহিয়ের দ্বারা সদাপ্রভু নবাটের পুত্র যারবিয়ামকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অটল রাখিবার জন্য সদাপ্রভু হইতে এই ঘটনা হইল।

১৬ যখন সমস্ত ইস্রায়েল দেখিল, রাজা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন লোকেরা রাজাকে এই উত্তর দিল, দায়ূদে আমাদের কি অংশ? যিশয়ের পুত্রে আমাদের কোন অধিকার নাই; হে ইস্রায়েল, তোমাদের তাম্বুতে যাও; দায়ূদ! এখন তুমি আপনার কুল দেখ। পরে ইস্রায়েল লোকেরা আপন আপন ১৭ তাম্বুতে চলিয়া গেল। তথাপি যে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যিহূদার সকল নগরে বাস করিত, রহবিয়াম তাহাদের উপরে ১৮ রাজত্ব করিলেন। পরে রহবিয়াম রাজা [আপনার] কর্ম্মাধীন দাসদের অধ্যক্ষ অদোরামকে পাঠাইলেন; কিন্তু সমস্ত ইস্রায়েল তাহাকে পাথর মারিল, তাহাতে সে মরিয়া গেল। আর রহবিয়াম রাজা যিরূশালেমে পলাইবার জন্য তাড়াতাড়ি ১৯ গিয়া রথে উঠিলেন। এইরূপে ইস্রায়েল দায়ূদের কুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল, অদ্য পর্য্যন্ত সেই ভাবেই আছে। ২০ পরে যারবিয়াম ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহা সমস্ত ইস্রায়েল শুনিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে মণ্ডলীর নিকটে ডাকাইল, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিল; কেবল যিহূদা-বংশ ব্যতিরেকে আর কোন বংশ দায়ূদ-কুলের অনুগামী থাকিল না।

২১ যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে পর রহবিয়াম যিহূদার সমস্ত কুল ও বিন্যামীন বংশকে, এক লক্ষ আশী সহস্র মনোনীত যোদ্ধৃপুরুষকে ইস্রায়েল-কুলের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য, শলোমনের পুত্র রহবিয়ামের বশে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবার ২২ জন্য একত্র করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের লোক শময়িয়ের নিকটে ঈশ্বরের এই ২৩ বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি শলোমনের পুত্র যিহূদার রাজা রহবিয়ামকে, যিহূদার ও বিন্যামীনের সমস্ত কুলকে এবং ২৪ অবশিষ্ট লোকদিগকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যাত্রা করিও না, তোমাদের ভ্রাতৃগণের সহিত, ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিও না; প্রত্যেক জন আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাও, কেননা এই ঘটনা আমা হইতে হইল। অতএব তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য মানিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ফিরিয়া গেল।

যারবিয়ামের প্রতিমাপূজা স্থাপন।

২৫ পরে যারবিয়াম পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশস্থ শিখিম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি করিলেন, এবং তথা হইতে যাত্রা
২৬ করিয়া পনূয়েল নির্ম্মাণ করিলেন। আর যারবিয়াম মনে মনে বলিলেন, এখন রাজ্য দায়ূদ-কুলের হাতে ফিরিয়া যাইবে;
২৭ এই লোকেরা যদি যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহে বলিদান করিতে যায়, তবে ইহাদের চিত্ত ইহাদের প্রভু যিহূদার রাজা রহবিয়ামের প্রতি ফিরিবে; আর ইহারা আমাকে বধ করিয়া পুনর্ব্বার যিহূদার রাজা রহবিয়ামের পক্ষ হইবে।
২৮ অতএব রাজা মন্ত্রণা করিয়া স্বর্ণময় দুই গোবৎস নির্ম্মাণ করাইলেন; আর তিনি লোকদিগকে কহিলেন, যিরূশালেমে যাওয়া তোমাদের পক্ষে বাহুল্যমাত্র, হে ইস্রায়েল, দেখ, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির
২৯ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি তাহাদের একটা বৈথেলে স্থাপন করিলেন, আর
৩০ একটা দানে রাখিলেন। এই ব্যাপার পাপস্বরূপ হইল, কেননা তাহার একটার সম্মুখে লোকেরা দান পর্য্যন্তও যাইতে
৩১ লাগিল। পরে তিনি কতকগুলি উচ্চস্থলীর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং যাহারা লেবির সন্তান নয়, এমন সকল লোকের মধ্য হইতে যাজক করিলেন।
৩২ আর যারবিয়াম অষ্টম মাসে, মাসের পঞ্চদশ দিনে যিহূদাস্থ উৎসবের সদৃশ এক উৎসব নিরূপণ করিলেন, এবং যজ্ঞবেদির কাছে উঠিয়া গেলেন; তিনি বৈথেলে এইরূপ করিলেন, নিজ কৃত বৎস-প্রতিমার কাছে বলিদান করিলেন, এবং আপনার কৃত উচ্চস্থলীসমূহের যাজকদিগকে বৈথেলে রাখিলেন।
৩৩ তিনি অষ্টম মাসের,—যে মাস তিনি আপনার মনে কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই মাসের—পঞ্চদশ দিনে আপনার কৃত যজ্ঞবেদির কাছে গেলেন; আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণের জন্য উৎসব নিরূপণ করিলেন, এবং ধূপদাহের জন্য বেদির কাছে উঠিয়া গেলেন।

এক জন ভাববাদীর বিবরণ।

১৩ আর দেখ, ঈশ্বরের এক জন লোক সদাপ্রভুর বাক্যের দ্বারা যিহূদা হইতে বৈথেলে উপস্থিত হইলেন; আর যারবিয়াম ধূপদাহের জন্য বেদির কাছে
২ দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর সেই ব্যক্তি বেদির বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বাক্যের দ্বারা এই কথা ঘোষণা করিলেন, হে বেদি, হে বেদি, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, দায়ূদ-কুলে যোশিয় নামে একটী বালকের জন্ম হইবে; উচ্চস্থলীসমূহের যে যাজকেরা তোমার উপরে ধূপদাহ করে, তাহাদিগকে তিনি তোমার উপরে বলিদান করিবেন, ও তোমার উপরে
৩ মনুষ্যের অস্থি দগ্ধ করা যাইবে। আর সেই দিবসে সেই ব্যক্তি এক চিহ্ন নিরূপণ করিয়া বলিলেন, সদাপ্রভু এই চিহ্নের কথা বলিয়াছেন; দেখ, এই বেদি ফাটিয়া যাইবে, ও ইহার উপরিস্থ ভস্ম পড়িয়া
৪ যাইবে। ঈশ্বরের লোক বৈথেলস্থ বেদির বিরুদ্ধে যে কথা ঘোষণা করিলেন, তাহা শুনিয়া যারবিয়াম রাজা বেদি হইতে হস্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন, উহাকে ধর। কিন্তু তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যে হস্ত বিস্তার করিলেন, তাহা শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি

তাহা আর গুড়াইতে পারিলেন না। ৫ আর ঈশ্বরের লোক সদাপ্রভুর বাক্যের দ্বারা যে চিহ্ন নিরূপণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে বেদি ফাটিয়া গেল, এবং ৬ বেদি হইতে ভস্ম পড়িয়া গেল। তখন রাজা ঈশ্বরের লোককে কহিলেন, আমার হস্ত যেন পুনরায় স্বস্থ হয়, এই জন্য আপনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে অনুগ্রহ যাচ্ঞা করুন, আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করুন। তাহাতে ঈশ্বরের লোক সদাপ্রভুর কাছে যাচ্ঞা করিলেন, আর রাজার হস্ত পুনরায় স্বস্থ হইল, পূর্ব্ব- ৭ কার মত হইল। তখন রাজা ঈশ্বরের লোককে কহিলেন, আপনি আমার সহিত গৃহে আসিয়া আরাম করুন, আর আমি ৮ আপনাকে উপহার দিব। ঈশ্বরের লোক রাজাকে কহিলেন, যদি আপনি আমাকে আপন বাটীর অর্দ্ধেক দেন, তথাপি আপনার সহিত প্রবেশ করিব না, আমি এই স্থানে অন্ন ভোজন বা জল পান ৯ করিব না; কেননা সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা আমি এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, এবং যে পথ দিয়া যাইবে, সেই ১০ পথ দিয়া ফিরিয়া আসিও না। পরে তিনি যে পথ দিয়া বৈথেলে আসিয়াছিলেন, সেই পথে না গিয়া অন্য পথ ধরিয়া প্রস্থান করিলেন।

১১ বৈথেলে এক জন প্রাচীন ভাববাদী বাস করিতেন; তাঁহার এক পুত্র আসিয়া, বৈথেলে ঐ দিবসে ঈশ্বরের লোক যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সমস্তই তাঁহাকে জ্ঞাত করিল; তিনি রাজাকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্তও ১২ পুত্রেরা পিতাকে কহিল। তাহাদের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোন্ পথে গেলেন? যিহূদা হইতে আগত ঈশ্বরের লোক কোন্ পথ ধরিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্রেরা দেখিয়া- ১৩ ছিল। তখন তিনি আপন পুত্রদিগকে কহিলেন, আমার জন্য গর্দ্দভ সাজাও; তাহারা তাঁহার জন্য গর্দ্দভ সাজাইলে ১৪ তিনি তাহার উপরে চড়িলেন। আর তিনি ঈশ্বরের লোকের পশ্চাতে গেলেন, এবং এক এলা বৃক্ষের তলে তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, আপনি কি যিহূদা হইতে আগত ঈশ্বরের লোক? ১৫ তিনি কহিলেন, আমি সেই। তখন তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার সহিত ১৬ গৃহে চলুন, আহার করুন। তিনি কহিলেন, আমি আপনার সহিত ফিরিয়া যাইতে ও আপনার গৃহে প্রবেশ করিতে পারি না; এবং এই স্থানে আপনার সঙ্গে অন্ন ভোজন বা জল পান করিব না; ১৭ কেননা সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা আমাকে বলা হইয়াছে, তুমি সে স্থানে অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, এবং যে পথ দিয়া যাইবে, সেই পথ দিয়া ফিরিয়া ১৮ আসিও না। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যেমন, আমিও তেমনি ভাববাদী; এক জন [স্বর্গীয়] দূত আমাকে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা এই কথা কহিয়াছেন, তুমি উহাকে অন্ন ভোজন ও জল পান করাইবার জন্য সঙ্গে করিয়া তোমার গৃহে ফিরাইয়া আন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে ১৯ মিথ্যা কথা কহিলেন। তখন তিনি তাঁহার সহিত ফিরিয়া গিয়া তাঁহার গৃহে অন্ন ভোজন ও জল পান করিলেন। ২০ তাঁহারা মেজে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, যে ভাববাদী উহাঁকে ফিরাইয়া

আনিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে সদাপ্রভুর
২১ বাক্য উপস্থিত হইল; তখন তিনি যিহূদা হইতে আগত ঈশ্বরের লোককে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি সদাপ্রভুর বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন,
২২ তাহা তুমি পালন কর নাই; তিনি যে স্থানের বিষয়ে বলিয়াছিলেন, তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান করিয়াছ; এই কারণ তোমার শব তোমার পিতৃলোকদের কবরে
২৩ প্রবিষ্ট হইবে না। পরে তাঁহার অন্ন ভোজন ও [জল] পান সাঙ্গ হইলে তিনি তাঁহার জন্য, অর্থাৎ যাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, সেই ভাববাদীর
২৪ জন্য গর্দ্দভ সাজাইলেন। পরে তিনি যাত্রা করিলে, পথিমধ্যে এক সিংহ তাঁহাকে পাইয়া বধ করিল, ও তাঁহার শব পথে পড়িয়া থাকিল, এবং তাহার পার্শ্বে গর্দ্দভ দাঁড়াইয়া রহিল; শবের
২৫ পার্শ্বে সিংহ দাঁড়াইয়া রহিল। আর দেখ, লোকেরা পথ দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিল, শব পথে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং শবের পার্শ্বে সিংহ দাঁড়াইয়া আছে; পরে ঐ প্রাচীন ভাববাদীর নিবাসনগরে আসিয়া সংবাদ দিল।
২৬ আর যে ভাববাদী তাঁহাকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, তিনি ঐ সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, ইনি ঈশ্বরের সেই লোক, যিনি সদাপ্রভুর বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতি সদাপ্রভুর কথিত বাক্যানুসারে সদাপ্রভু তাঁহাকে সিংহের কাছে সমর্পণ করিয়াছেন, আর সিংহ তাঁহাকে বিদীর্ণ করিয়া
২৭ বধ করিয়াছে। পরে তিনি আপন পুত্রগণকে কহিলেন, আমার জন্য গর্দ্দভ
২৮ সাজাও; তাহারা তাহা সাজাইল। আর তিনি গিয়া দেখিলেন, শব পথে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং শবের পার্শ্বে গর্দ্দভ ও সিংহ দাঁড়াইয়া আছে; সিংহ শব খায় নাই, গর্দ্দভকেও বিদীর্ণ করে নাই।
২৯ পরে সেই ভাববাদী ঈশ্বরের লোকের শব তুলিয়া লইলেন, এবং গর্দ্দভের উপরে রাখিয়া ফিরাইয়া আনিলেন; সেই প্রাচীন ভাববাদী তাঁহার বিষয়ে বিলাপ করিতে ও তাঁহাকে কবর দিতে
৩০ আপন নগরে আসিলেন। আর তিনি আপন কবরে ঐ শব রাখিলেন, এবং তাঁহারা হায়, আমার ভ্রাতা! বলিয়া
৩১ তাঁহার জন্য বিলাপ করিলেন। এইরূপে তাঁহাকে কবর দিবার পর তিনি আপন পুত্রগণকে কহিলেন, আমি যখন মরিব, তখন এই যে কবরে ঈশ্বরের লোক কবরপ্রাপ্ত হইলেন, ইহার মধ্যে আমাকে কবর দিও, ইহাঁর অস্থির পার্শ্বে আমার
৩২ অস্থি রাখিও। কেননা বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদির ও শমরিয়ার নানা নগরে স্থিত উচ্চস্থলীর গৃহের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা ইনি যে কথা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য সফল হইবে।

৩৩ এই ঘটনার পরেও যারবিয়াম আপনার কুপথ হইতে ফিরিলেন না, কিন্তু পুনর্ব্বার লোকসাধারণের মধ্য হইতে লোকদিগকে উচ্চস্থলীর যাজক নিযুক্ত করিলেন; যাহার ইচ্ছা হইত, তিনি তাহারই হস্তপূরণ করিতেন, যেন সে
৩৪ উচ্চস্থলীর যাজক হয়। আর এই ব্যাপার যারবিয়ামের কুলের পক্ষে পাপ-

স্বরূপ হইল, যেন তাহা উচ্ছিন্ন ও ভূতল হইতে লুপ্ত হইয়া যায়।

যারবিয়ামের বিরুদ্ধে অহিয়ের ভাববাণী।

১৪ সেই সময়ে যারবিয়ামের পুত্র অবিয় ২ পীড়িত হইল। তাহাতে যারবিয়াম আপন স্ত্রীকে কহিলেন, বিনয় করি, উঠ, ছদ্মবেশ ধারণ কর, তুমি যে যারবিয়ামের স্ত্রী, ইহা যেন টের পাওয়া না যায়; তুমি শীলোতে যাও; দেখ, সেখানে অহিয় ভাববাদী আছেন, তিনিই আমার বিষয় বলিয়াছিলেন যে, আমি এই জাতির ৩ উপরে রাজা হইব। তুমি দশখানা রুটী, কতকগুলি তিলুয়া ও এক ভাঁড় মধু সঙ্গে লইয়া তাঁহার কাছে যাও; বালকটীর কি হইবে, তাহা তিনি তোমাকে ৪ জানাইবেন। যারবিয়ামের স্ত্রী সেইরূপ করিলেন, তিনি উঠিয়া শীলোতে গিয়া অহিয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে অহিয় দেখিতে পাইতেন না, কেননা বৃদ্ধ বয়স প্রযুক্ত তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হইয়াছিল।

৫ আর সদাপ্রভু অহিয়কে কহিলেন, দেখ, যারবিয়ামের স্ত্রী তোমার কাছে আপন পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেছে, কেননা বালকটী পীড়িত; তুমি তাহাকে অমুক অমুক কথা বলিবে; কেননা সে যখন আসিবে, তখন অপরি- ৬ চিতার মত ভাণ করিবে। পরে দ্বারে তাঁহার প্রবেশ সময়ে অহিয় তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিবামাত্র কহিলেন, হে যারবিয়ামের ভার্য্যা, ভিতরে আইস; তুমি কেন অপরিচিতার মত ভাণ করিতেছ? আমি ভারী সংবাদ দিতে ৭ তোমার কাছে প্রেরিত হইলাম। যাও, যারবিয়ামকে বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি প্রজাদের মধ্য হইতে তোমাকে উচ্চ করিয়া আমার প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ করি- ৮ য়াছি, এবং দায়ূদের কুল হইতে রাজ্য চিরিয়া লইয়া তোমাকে দিয়াছি; তথাপি আমার দাস যে দায়ূদ আমার আজ্ঞা পালন করিত, এবং আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃ-করণে আমার অনুগামী ছিল, তুমি ৯ তাহার সদৃশ হও নাই। কিন্তু তোমার পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ; এবং গিয়া আপনার জন্য অন্য দেবতা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা সকল নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছ; এবং আমাকে তোমার পশ্চাতে ফেলিয়াছ। ১০ এই জন্য দেখ, আমি যারবিয়ামের কুলের উপরে অমঙ্গল ঘটাইব; যারবিয়াম-বংশের প্রত্যেক পুরুষকে, ইস্রায়েলের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্ত লোককে, উচ্ছিন্ন করিব; লোকে যেমন ঝাঁটি দিয়া নিঃশেষে মল দূর করে, তদ্রূপ আমি যারবিয়ামের কুলকে একেবারে ঝাঁটি দিয়া ফেলিব। ১১ যারবিয়ামের যে কেহ নগরে মরিবে, তাহাকে কুকুরে খাইবে; ও যে কেহ মাঠে মরিবে, তাহাকে আকাশের পক্ষীরা খাইবে, ১২ কারণ সদাপ্রভু ইহা বলিয়াছেন। অতএব তুমি উঠ, তোমার ঘরে যাও; নগরে তোমার পদার্পণ হইবামাত্র বালকটী ১৩ মরিবে। আর তাহার জন্য সমস্ত ইস্রায়েল বিলাপ করিয়া তাহাকে কবর দিবে; বস্তুতঃ যারবিয়ামের কুলে কেবল সেই কবর পাইবে; কেননা যারবিয়ামের

কুলের মধ্যে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তাহারই কিঞ্চিৎ সদ্ভাব পাওয়া ১৪ গিয়াছে। আর সদাপ্রভু আপনার জন্য ইস্রায়েলের উপরে এক রাজা উৎপন্ন করিবেন; সে যারবিয়ামের কুলকে সেই দিন উচ্ছিন্ন করিবে; আর কি? এখনই ১৫ [করিবে]। বস্তুতঃ সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে আঘাত করিয়া জলকম্পিত নলের সমান করিবেন, এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই যে উত্তম দেশ দিয়াছেন, ইহা হইতে ইস্রায়েলকে উৎপাটন করিয়া [ফরাৎ] নদীর ওপারে ছিন্নভিন্ন করিবেন, কারণ তাহারা আপনাদের জন্য আশেরামূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিয়া সদা- ১৬ প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিয়াছে। যারবিয়াম যে সকল পাপ করিয়াছেন, এবং যে সকল পাপের দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে ত্যাগ করিবেন।

১৭ পরে যারবিয়ামের ভার্য্যা উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং তির্সাতে উপস্থিত হইলেন, তিনি বাটীর দ্বারের গোবরাটে আসিবামাত্র বালকটী মরিয়া গেল। ১৮ আর সদাপ্রভু আপন দাস অহিয় ভাববাদীর দ্বারা যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সমস্ত ইস্রায়েল তাহাকে কবর দিয়া তাহার জন্য বিলাপ করিল।

১৯ যারবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, তিনি কিরূপে যুদ্ধ করিলেন, ও কিরূপে রাজত্ব করিলেন, দেখ, তাহার বিবরণ ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত ২০ আছে। যারবিয়ামের রাজত্বকাল বাইশ বৎসর; পরে তিনি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন; আর তাঁহার পুত্র নাদব তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

যিহূদীয় রহবিয়াম, অবিয় ও আসা রাজার বিবরণ।

২১ শলোমনের পুত্র রহবিয়াম যিহূদা দেশে রাজত্ব করিলেন। রহবিয়াম একচল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্য হইতে যে নগর মনোনীত করিয়াছিলেন, সেই যিরূশালেমে তিনি সতের বৎসর রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম নয়মা, ২২ তিনি অম্মোনীয়া। আর যিহূদা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিত; তাহাদের পিতৃপুরুষেরা যাহা যাহা করিয়াছিল, সেই সকল অপেক্ষা তাহারা আপনাদের অধিক পাপ-কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার ২৩ অন্তর্জ্বালা জন্মাইত। তাহারাও আপনাদের জন্য অনেক উচ্চস্থলী, এবং প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতে ও প্রত্যেক হরিৎ বৃক্ষের তলে স্তম্ভ ও আশেরা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত; আর দেশে পুংগামী লোকও ২৪ ছিল। সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাদের সমস্ত ঘৃণিত ক্রিয়ানুসারে উহারা কার্য্য করিত।

২৫ আর রহবিয়াম রাজার পঞ্চম বৎসরে মিসর-রাজ শীশক যিরূশালেমের বিরুদ্ধে ২৬ আসিলেন; তিনি সদাপ্রভুর গৃহের ধন ও রাজবাটীর ধন লইয়া গেলেন; তিনি সমস্তই লইয়া গেলেন, আর শলোমনের নির্ম্মিত স্বর্ণময় ঢাল সকলও লইয়া ২৭ গেলেন। পরে রহবিয়াম রাজা তৎপরিবর্ত্তে পিত্তলময় ঢাল নির্ম্মাণ করাইয়া দ্বারপাল পদাতিকদিগের অধ্যক্ষগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ২৮ রাজা যখন সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করি-

তেন, তখন ঐ পদাতিকগণ সেই সকল ঢাল ধরিত; পরে পদাতিকদিগের ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইত।

২৯ রহবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত কর্ম্ম-বিবরণ কি যিহূদা-রাজগণের ইতি- ৩০ হাস-পুস্তকে লিখিত নাই? রহবিয়ামের ও যারবিয়ামের মধ্যে নিয়ত যুদ্ধ হইত। ৩১ পরে রহবিয়াম আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং আপন পিতৃলোকদের সহিত দায়ূদ-নগরে কবর-প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মাতার নাম নয়মা, তিনি অম্মোনীয়া। পরে তাঁহার পুত্র অবিয়াম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

১৫ নবাটের পুত্র যারবিয়াম রাজার অষ্টাদশ বৎসরে অবিয়াম যিহূদার উপরে ২ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তিনি তিন বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম মাখা; তিনি অবী- ৩ শালোমের কন্যা। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা যে সকল পাপ করিয়াছিলেন, তিনিও সেই সমস্ত পাপপথে চলিতেন; তাঁহার পিতৃপুরুষ দায়ূদের অন্তঃকরণ যেরূপ ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ তদ্রূপ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে একাগ্র ৪ ছিল না। তথাপি দায়ূদের জন্য তাঁহার পরে তাঁহার সন্তানকে তুলিয়া ধরিবার ও যিরূশালেমকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভু যিরূশালেমে তাঁহাকে এক ৫ প্রদীপ দিলেন। কেননা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, দায়ূদ তাহাই করিতেন; হিত্তীয় ঊরিয়ের ব্যাপার ছাড়া কোন বিষয়ে তিনি তাঁহার আজ্ঞা হইতে ৬ যাবজ্জীবন পরাঙ্মুখ হন নাই। রহ-বিয়ামের ও যারবিয়ামের মধ্যে তাঁহার ৭ সমস্ত [illegible] যুদ্ধ হইত। [illegible] অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত কর্ম্ম-বিবরণ যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে কি লিখিত নাই? আর অবিয়ামের ও যার- ৮ বিয়ামের মধ্যে যুদ্ধ হইত। পরে অবিয়াম আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন; এবং লোকেরা তাঁহাকে দায়ূদ-নগরে কবর দিল; আর তাঁহার পুত্র আসা তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

৯ ইস্রায়েল-রাজ যারবিয়ামের বিংশতি বৎসরে আসা যিহূদার উপরে রাজত্ব ১০ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি একচল্লিশ বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম মাখা, তিনি অবী- ১১ শালোমের কন্যা। আসা আপন পিতৃ-পুরুষ দায়ূদের ন্যায় সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে ১২ যাহা ন্যায্য, তাহাই করিতেন। তিনি দেশ হইতে পুংগামীদিগকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং তাঁহার পিতৃপুরুষদের নির্ম্মিত পুত্তলি সকল দূরীভূত করিলেন। ১৩ আর তাঁহার মাতা মাখা আশেরার জন্য এক ভীষণ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মাতারাণীর পদ হইতে চ্যুত করিলেন, এবং আসা তাঁহার সেই ভীষণ প্রতিমা ছেদন করিয়া কিদ্রোণ স্রোতের ধারে তাহা পোড়াইয়া দিলেন। ১৪ কিন্তু উচ্চস্থলী সকল দূরীকৃত হইল না; তথাপি আসার অন্তঃকরণ [illegible]বন ১৫ সদাপ্রভুর উদ্দেশে একাগ্র ছিল। আর তিনি আপন পিতার পবিত্রীকৃত ও আপনার পবিত্রীকৃত রৌপ্য, স্বর্ণ ও পাত্র সকল সদাপ্রভুর গৃহে আনিলেন।

১৬ আসার এবং ইস্রায়েল-রাজ বাশার ১৭ মধ্যে যাবজ্জীবন যুদ্ধ হইত। আর যিহূদা-রাজ আসার কাছে কোন কাহাকেও যাতায়াত করিতে না দিবার আশয়ে

ইস্রায়েল-রাজ বাশা যিহূদার বিরুদ্ধে
১৮ যাত্রা করিয়া রামা গাঁথাইলেন। তখন আসা সদাপ্রভুর গৃহস্থিত ভাণ্ডারের অবশিষ্ট সমস্ত রৌপ্য ও স্বর্ণ, এবং রাজবাটীর সমস্ত ধন লইয়া আপন দাসদের হস্তে সমর্পণ করিলেন; এবং আসা রাজা তাহাদিগকে হিষিয়োণের পৌত্র টব্রিম্মোণের পুত্র বিন্‌হদদ নামক দম্মেশক-নিবাসী অরাম-রাজের কাছে এই
১৯ বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, আমাতে ও আপনাতে, আমার পিতাতে ও আপনার পিতাতে নিয়ম আছে; দেখুন, আমি আপনার নিকটে রৌপ্য ও স্বর্ণ উপহার পাঠাইলাম; আপনি গিয়া, ইস্রায়েল-রাজ বাশার সহিত আপনার যে নিয়ম আছে, তাহা ভঙ্গ করুন, তাহা হইলে সে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিবে।
২০ তখন বিন্‌হদদ আসা রাজার কথায় কর্ণপাত করিলেন; তিনি ইস্রায়েলের নগরসমূহের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলেন, এবং ইয়োন, দান, আবেল-বৈৎ-মাখা ও সমস্ত কিন্নেরৎ এবং নপ্তালির সমস্ত দেশে আঘাত
২১ করিলেন। তখন বাশা এই সংবাদ পাইয়া রামা নির্ম্মাণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া
২২ তির্সাতে রহিলেন। পরে আসা রাজা সমস্ত যিহূদাকে আহ্বান করিলেন, কাহাকেও বাদ দিলেন না; রামায় বাশা যে প্রস্তর ও কাষ্ঠ দ্বারা গাঁথিয়াছিলেন, তাহারা সে সকল লইয়া গেল; আর আসা রাজা তদ্দ্বারা বিন্যামীনের গেবা ও মিস্পা নগর গাঁথিলেন।

২৩ আসার অবশিষ্ট সমস্ত বৃত্তান্ত ও তাঁহার সকল বিক্রমের কার্য্য, সমস্ত কর্ম্ম বিবরণ, এবং তিনি যে যে নগর গাঁথিলেন, এই সকলের কথা কি যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই? কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার পায়ে রোগ
২৪ হইল। পরে আসা আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন। আর তাঁহার পুত্র যিহোশাফট তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

ইস্রায়েলের নাদব প্রভৃতি চারি জন রাজার বিবরণ।

২৫ যিহূদা-রাজ আসার দ্বিতীয় বৎসরে যারবিয়ামের পুত্র নাদব ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; তিনি দুই বৎসর ইস্রায়েলের উপরে
২৬ রাজত্ব করেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তিনি তাহাই করিতেন, আপন পিতার পথে, তাঁহার পিতা যদ্দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, সেই
২৭ পাপ-পথে চলিতেন। আর ইষাখরকুলজাত অহিয়ের পুত্র বাশা তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন; এবং বাশা পলেষ্টীয়দের অধিকৃত গিব্বথোনে তাঁহাকে আঘাত করিলেন; ঐ সময়ে নাদব ও সমস্ত ইস্রায়েল গিব্বথোন অবরোধ
২৮ করিতেছিলেন। যিহূদা-রাজ আসার তৃতীয় বৎসরে বাশা নাদবকে বধ করিয়া
২৯ তাঁহার পদে রাজা হন। রাজা হইয়াই বাশা যারবিয়ামের সমস্ত কুলকে আঘাত করেন। সদাপ্রভু আপন দাস শীলোনীয় অহিয়ের দ্বারা যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তদনুসারে বাশা যারবিয়ামের সম্পর্কীয় শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন
৩০ না, সকলকেই সংহার করিলেন। ইহার

কারণ এই, যারবিয়াম অনেক পাপ করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন; ফলে এই অসন্তোষজনক কর্ম্ম দ্বারা তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

৩১ নাদবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত কর্ম্ম-বিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজগণের ৩২ ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই? আর আসার ও ইস্রায়েল-রাজ বাশার মধ্যে যাবজ্জীবন যুদ্ধ হইত।

৩৩ যিহূদা-রাজ আসার তৃতীয় বৎসরে অহিয়ের পুত্র বাশা তির্সাতে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ৩৪ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তিনি তাহাই করিতেন, এবং যারবিয়ামের পথে, যদ্দ্বারা তিনি ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপ-পথে চলিতেন।

১৬ পরে হনানির পুত্র যেহূর নিকটে বাশার বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর এই বাক্য ২ উপস্থিত হইল, আমি তোমাকে ধূলির মধ্য হইতে উঠাইলাম, ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ করিলাম, কিন্তু তুমি যারবিয়ামের পথে চলিয়াছ, আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়া তাহাদের পাপ দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছ। ৩ দেখ, আমি বাশাকে ও তাহার কুলকে ঝাঁটি দিব; এবং তোমার কুলকে নবাটের পুত্র যারবিয়ামের কুলের সমান করিব। ৪ বাশার যে কেহ নগরে মরিবে, কুকুরেরা তাহাকে খাইবে; এবং যে কেহ মাঠে মরিবে, আকাশের পক্ষীরা তাহাকে খাইবে।

৫ বাশার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, তাঁহার কর্ম্ম-বিবরণ ও বিক্রমের কার্য্য কি ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই? ৬ পরে বাশা আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, ও তির্সাতে কবরপ্রাপ্ত হইলেন; এবং তাঁহার পুত্র এলা তাঁহার ৭ পদে রাজা হইলেন। আবার হনানির পুত্র যেহূ ভাববাদী দ্বারা বাশার ও তাঁহার কুলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কারণ, একে ত বাশা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যে সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়া আপন হস্তকৃত কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই সকলের দ্বারা যারবিয়ামের কুলের সমান হইয়াছিলেন, আবার সেই কুলকে আঘাত করিয়াছিলেন।

৮ যিহূদা-রাজ আসার ষড়্‌বিংশ বৎসরে বাশার পুত্র এলা তির্সাতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দুই ৯ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে তাঁহার অর্দ্ধসংখ্যক রথের অধ্যক্ষ সিম্রি নামে তাঁহার দাস তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন। এলা তির্সাতে রাজবাটীর অধ্যক্ষ অর্সার গৃহে পান করিয়া মত্ত ১০ হইলেন, আর সিম্রি ভিতরে গিয়া যিহূদা-রাজ আসার সপ্তবিংশ বৎসরে তাঁহাকে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিলেন, ও তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

১১ রাজত্বের আরম্ভকালে তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবামাত্র বাশার সমস্ত কুলকে আঘাত করিলেন; তাঁহার কুলে কোন পুরুষকে, তাঁহার জ্ঞাতি কিম্বা মিত্র ১২ কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না। ফলতঃ সদাপ্রভু যেহূ ভাববাদী দ্বারা বাশার বিরুদ্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সিম্রি বাশার সমস্ত কুল সংহার করিলেন। ১৩ ইহার কারণ বাশার সমস্ত পাপ ও তাঁহার পুত্র এলার পাপাচার; তাঁহারা আপনার

পাপ করিয়াছিলেন, এবং ইস্রায়েলকেও পাপ করাইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা-প্রভুকে আপনাদের অসার প্রতিমার দ্বারা ১৪ অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এলার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের বিবরণ ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে কি লিখিত নাই?

১৫ যিহূদা-রাজ আসার সপ্তবিংশ বৎসরে সিম্রি সাত দিন তির্সাতে রাজত্ব করেন; সেই সময়ে লোকেরা পলেষ্টীয়দের অধি-কৃত গিব্বথোনের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন ১৬ করিয়াছিল। পরে সেই শিবিরস্থ লোকেরা শুনিল যে, সিম্রি চক্রান্ত করিয়াছে ও রাজাকে আঘাত করিয়াছে; তখন সমস্ত ইস্রায়েল সেই দিন শিবিরের মধ্যে অম্রি নামক সেনাপতিকে ইস্রা-১৭ য়েলের উপরে রাজা করিল। পরে অম্রি ও তাঁহার সহিত সমস্ত ইস্রায়েল গিব্বথোন হইতে যাত্রা করিয়া তির্সা ১৮ অবরোধ করিলেন। আর নগর হস্তগত হইল দেখিয়া সিম্রি রাজবাটীর দুর্গে গিয়া আপনার উপরে রাজবাটীতে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিলেন ও পুড়িয়া মরিলেন। ১৯ ইহার কারণ তাঁহার পাপাচার, ফলতঃ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন, যারবিয়ামের পথে চলি-তেন, তিনি নিজে পাপ করিয়া ইস্রায়েলকেও পাপ করাইয়াছিলেন। ২০ সিম্রির অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাঁহার কৃত চক্রান্তের বিষয় ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে কি লিখিত নাই?

২১ তৎকালে ইস্রায়েলের লোকেরা দুই দল হইল; অর্দ্ধেক লোক গীনতের পুত্র তিব্‌নিকে রাজা করিতে তাহার অনুগামী হইল, আর অর্দ্ধেক লোক অম্রির ২২ অনুগামী হইল। কিন্তু অম্রির অনুগামী লোকেরা গীনতের পুত্র তিব্‌নির অনুগামী-দিগকে পরাজয় করিল; আর তিব্‌নি মরিলেন, এবং অম্রি রাজা হইলেন।

অম্রি ও আহাব রাজার বিবরণ।

২৩ যিহূদা-রাজ আসার একত্রিংশ বৎসরে অম্রি ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া বারো বৎসর রাজত্ব করেন; তিনি ছয় বৎসর তির্সাতে রাজত্ব করেন। ২৪ পরে তিনি দুই তালন্ত রৌপ্য মূল্য দিয়া শেমরের কাছে শমরিয়া পাহাড় ক্রয় করিলেন, আর সেই পাহাড়ের উপরে গাঁথিলেন; এবং যে নগর গাঁথিলেন, ঐ পাহাড়ের অধিকারী শেমরের নামানুসারে সেই নগরের নাম শমরিয়া রাখিলেন। ২৫ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, অম্রি তাহাই করিতেন; এবং তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের সকলের হইতে অধিক ২৬ দুষ্কার্য্য করিলেন। বাস্তবিক ইনি নবাটের পুত্র যারবিয়ামের সমস্ত পথে চলিতেন, এবং তিনি যে যে পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে তাহাদের অসার প্রতিমা সকল দ্বারা অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ইনিও সেই সকল পাপের পথে চলিতেন।

২৭ অম্রির অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও তাঁহার সাধিত বিক্রমের কার্য্য ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে কি লিখিত ২৮ নাই? পরে অম্রি আপন পিতৃলোক-দের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, ও শম-রিয়াতে কবরপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র আহাব তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

২৯ যিহূদা-রাজ আসার অষ্টত্রিংশ বৎসরে অম্রির পুত্র আহাব ইস্রায়েলের উপরে

রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; আর অম্রির পুত্র আহাব বাইশ বৎসর শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেন। ৩০ তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের সকলের হইতে অম্রির পুত্র আহাব সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই ৩১ অধিক পরিমাণে করিতেন। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের পাপ-পথে গমন করা যেন তাঁহার পক্ষে লঘু বিষয় বোধ হইত, তাই তিনি সীদোনীয়দের ইৎবাল রাজার কন্যা ঈষেবলকে বিবাহ করিলেন, আর গিয়া বালের সেবা ও তাঁহার কাছে ৩২ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। আর তিনি শমরিয়াতে যে বাল-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে বালের জন্য ৩৩ এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন। আর আহাব আশেরা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ইস্রায়েলে যত রাজা ছিলেন, সেই সকল অপেক্ষা আহাব ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অসন্তোষজনক আরও অধিক কাজ করিলেন।

৩৪ তাঁহার সময়ে বৈথেলীয় হীয়েল যিরীহো নগর নির্ম্মাণ করিল; তাহাতে সদাপ্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয়ের দ্বারা যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহাকে ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অবীরামকে, এবং কবাট স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ আপন কনিষ্ঠ পুত্র সগূবকে দিতে হইল।

এলিয়ের বিবরণ।

১৭ আর গিলিয়দ-প্রবাসীদের মধ্যবর্ত্তী তিশ্‌বীয় এলিয় আহাবকে কহিলেন, আমি যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, এই কয়েক বৎসর শিশির কি বৃষ্টি পড়িবে না; কেবল আমার কথা- ২ নুসারে পড়িবে। পরে তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, ৩ তুমি এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পূর্ব্বদিকে যাও, এবং যর্দ্দনের সম্মুখস্থ করীৎ স্রোতের ধারে লুকাইয়া থাক। ৪ সে স্থানে তুমি স্রোতের জল পান করিতে পাইবে, আর আমি কাকদিগকে তোমার খাদ্য দ্রব্য যোগাইবার আজ্ঞা দিয়াছি। ৫ তখন তিনি গিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিলেন, যর্দ্দনের সম্মুখস্থ করীৎ স্রোতের ধারে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। ৬ আর কাকেরা তাঁহার জন্য প্রাতঃকালে রুটী ও মাংস, এবং সন্ধ্যাকালেও রুটী ও মাংস আনিয়া দিত; আর তিনি ৭ স্রোতের জল পান করিতেন। কিছু কাল পরে দেশে বৃষ্টি না হওয়াতে ঐ স্রোত শুষ্ক হইয়া গেল।

৮ পরে তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর এই ৯ বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি উঠ, সীদোনের অন্তঃপাতী সারিফতে গিয়া সেখানে বাস কর; দেখ, আমি তথায় এক বিধবাকে তোমার খাদ্য দ্রব্য যোগাইবার ১০ আজ্ঞা দিয়াছি। তখন তিনি উঠিয়া সারিফতে যাত্রা করিলেন; আর যখন সেই নগরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দেখ, সেই স্থানে এক বিধবা কাষ্ঠ কুড়াইতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, বিনয় করি, তুমি একটী পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ জল আন, আমি পান ১১ করিব। সে স্ত্রীলোকটী তাহা আনিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে তিনি তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আমার জন্য এক খণ্ড রুটী হাতে করিয়া আনিও।

১২ সে কহিল, তোমার ঈশ্বর জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমার ঘরে একটী পিষ্টকও নাই; কেবল জালায় এক মুষ্টি ময়দা ও ভাঁড়ে কিঞ্চিৎ তৈল আছে; আর দেখ, আমি খান দুই কাষ্ঠ কুড়াইতেছি, তাহা লইয়া গিয়া আমার ও আমার ছেলেটীর জন্য উহা পাক করিব; পরে আমরা ১৩ তাহা খাইয়া মরিব। এলিয় তাহাকে কহিলেন, ভয় করিও না; যাহা বলিলে, তাহা কর গিয়া, কিন্তু প্রথমে তাহা হইতে আমার জন্য একটী ক্ষুদ্র পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া আন; পরে আপনার ও ছেলেটীর ১৪ জন্য প্রস্তুত করিও। কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে দিন পর্য্যন্ত সদাপ্রভু ভূতলে বৃষ্টি না দেন, সেই দিন পর্য্যন্ত তোমার ময়দার জালা শূন্য হইবে না, ও তৈলের ভাঁড় ১৫ শুকাইয়া যাইবে না। তাহাতে সে গিয়া এলিয়ের বাক্যানুসারে করিল; আর সে এবং এলিয়, এবং সেই স্ত্রীলোকের পরিজন অনেক দিন পর্য্যন্ত ভোজন করিল। ১৬ সদাপ্রভু এলিয়ের দ্বারা যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ ময়দার জালা শূন্য হইল না, তৈলের ভাঁড়ও শুকাইল না।

১৭ এই সকল ঘটনার পরে সেই স্ত্রীলোকের, সেই গৃহস্বামিনীর, পুত্র পীড়িত হইল, এবং তাহার পীড়া এমন উৎকট হইল যে, তাহার শরীরে আর শ্বাসবায়ু রহিল ১৮ না। তখন স্ত্রীলোকটী এলিয়কে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, আপনার সহিত আমার বিষয় কি? আপনি আমার অপরাধ স্মরণ করাইতে ও আমার পুত্রকে মারিয়া ফেলিতে আমার এখানে আসিয়াছেন। ১৯ তিনি তাহাকে কহিলেন, তোমার পুত্রটী আমাকে দেও। পরে তিনি তাহার ক্রোড় হইতে ছেলেটীকে লইয়া উপরে আপনার থাকিবার কুঠরীতে গিয়া আপন শয্যায় ২০ শোয়াইয়া দিলেন। আর তিনি সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি যে বিধবার বাটীতে প্রবাস করিতেছি, তুমি কি তাহার পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়া তাহারও উপরে অমঙ্গল ২১ উপস্থিত করিলে? পরে তিনি বালকটীর উপরে তিন বার আপন শরীর লম্বমান করিয়া সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, বিনয় করি, এই বালকের মধ্যে প্রাণ ফিরিয়া আসুক। ২২ তখন সদাপ্রভু এলিয়ের রবে কর্ণপাত করিলেন, তাহাতে বালকটীর প্রাণ তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল, সে পুনর্জীবিত ২৩ হইল। পরে এলিয় বালকটীকে লইয়া উপরিস্থ কুঠরী হইতে গৃহমধ্যে নামিয়া গিয়া তাহার মাতার কাছে সমর্পণ করিলেন; আর এলিয় কহিলেন, দেখ, ২৪ তোমার পুত্র জীবিত। তাহাতে সে স্ত্রী এলিয়কে কহিল, এখন আমি জানিতে পারিলাম, আপনি ঈশ্বরের লোক, এবং সদাপ্রভুর যে বাক্য আপনার মুখে আছে, তাহা সত্য।

বালদেবের যাজকদের লজ্জিত ও নিহত হইবার বৃত্তান্ত।

১৮ অনেক দিনের পর এইরূপ ঘটিল। তৃতীয় বৎসরে এলিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি গিয়া আহাবকে দেখা দেও; পরে আমি ভূতলে ২ বৃষ্টি প্রেরণ করিব। তাহাতে এলিয় আহাবকে দেখা দিতে গেলেন। তৎকালে শমরিয়ায় ভারী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ৩ আর আহাব রাজবাটীর অধ্যক্ষ ওবদিয়কে

ডাকিলেন। ওবদিয় সদাপ্রভুকে অতি-
৪ শয় ভয় করিতেন; আর যে সময়ে ঈষেবল সদাপ্রভুর ভাববাদিগণকে উচ্ছেদ করিতেছিল, সেই সময়ে ওবদিয় এক শত ভাববাদীকে লইয়া পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া গহ্বরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আর তিনি অন্ন জল দিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন।
৫ আহাব ওবদিয়কে কহিলেন, দেশের মধ্যে যত জলের উনুই ও স্রোতমার্গ আছে, তুমি সেইগুলির কাছে যাও; হয় ত আমরা কিছু তৃণ পাইতে পারিব, এবং অশ্ব ও অশ্বতর সকলের প্রাণ রক্ষা করিব, নতুবা সমস্ত পশু হারাইতে
৬ হইবে। আর তাঁহারা দেশে পরিভ্রমণ করণার্থে আপনাদের মধ্যে দেশ দুই ভাগ করিয়া লইলেন; আহাব স্বতন্ত্র এক পথে গেলেন, এবং ওবদিয় স্বতন্ত্র অন্য পথে গেলেন।

৭ ওবদিয় পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে, দেখ, এলিয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত; তখন ওবদিয় তাঁহাকে চিনিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিলেন, আপনি
৮ কি আমার প্রভু এলিয়? তিনি উত্তর করিলেন, আমি সেই; যাও, তোমার প্রভুকে বল, দেখুন, এলিয় উপস্থিত।
৯ তিনি কহিলেন, আমি কি পাপ করিলাম যে, আপনি আপন দাস আমাকে বধ করণার্থে আহাবের হস্তে সমর্পণ
১০ করিতে চাহেন? আপনার ঈশ্বর জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, এমন কোন জাতি কি রাজ্য নাই, যাহার নিকটে আমার প্রভু আপনার অন্বেষণে দূত পাঠান নাই; আর যখন তাহারা বলিল, সে ব্যক্তি নাই; তখন তাহারা আপনাকে পাইতে পারে নাই বলিয়া তিনি সেই সকল রাজ্যের ও জাতির লোকদিগকে শপথও করাইয়াছেন।
১১ এখন আপনি বলিতেছেন, যাও, তোমার প্রভুকে বল, দেখুন, এলিয় উপস্থিত।
১২ আর আমি আপনার নিকট হইতে গেলেই সদাপ্রভুর আত্মা আমার অজ্ঞাত কোন স্থানে আপনাকে লইয়া যাইবেন, তাহাতে আমি গিয়া আহাবকে সংবাদ দিলে যদি তিনি আপনার উদ্দেশ না পান, তবে আমাকে বধ করিবেন; কিন্তু আপনার দাস আমি বাল্যাবধি সদাপ্রভুকে ভয়
১৩ করিয়া আসিতেছি। ঈষেবল যখন সদাপ্রভুর ভাববাদিগণকে বধ করিতেছিলেন, তখন আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহা কি আমার প্রভু শুনেন নাই? আমি পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সদাপ্রভুর এক শত ভাববাদীকে গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়া অন্নজল দিয়া প্রতি-
১৪ পালন করিয়াছি। আর এখন আপনি বলিতেছেন, যাও, তোমার প্রভুকে বল, দেখুন, এলিয় উপস্থিত; তিনি ত আমাকে
১৫ বধ করিবেন। এলিয় কহিলেন, আমি যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, সেই বাহিনীগণের জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমি
১৬ অদ্য অবশ্য তাঁহাকে দেখা দিব। তখন ওবদিয় আহাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন ও তাঁহাকে সংবাদ দিলেন; তাহাতে আহাব এলিয়ের সহিত সাক্ষাৎ
১৭ করিতে গেলেন। এলিয়ের দেখা পাইবামাত্র আহাব তাঁহাকে কহিলেন, হে ইস্রায়েলের কণ্টক, এ কি তুমি?
১৮ এলিয় কহিলেন, আমি ইস্রায়েলের কণ্টক হই নাই, কিন্তু আপনি ও আপনার পিতৃকুল; কেননা আপনারা সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল ত্যাগ করিয়াছেন,

এবং আপনি বালদেবগণের অনুগামী
১৯ হইয়াছেন। এখন লোক পাঠাইয়া সমস্ত
ইস্রায়েলকে কর্ম্মিল পর্ব্বতে আমার
নিকটে একত্র করুন, এবং বালের ভাব-
বাদী সেই চারি শত পঞ্চাশ জনকে ও
আশেরার ভাববাদী সেই চারি শত জন-
কেও উপস্থিত করুন, যাহারা ঈষেবলের
২০ মেজে ভোজন করিয়া থাকে। তাহাতে
আহাব সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের কাছে
লোক পাঠাইলেন, এবং সেই ভাববাদি-
গণকে কর্ম্মিল পর্ব্বতে একত্র করিলেন।
২১ পরে এলিয় সমস্ত লোকের নিকটে
উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমরা কত
কাল দুই নৌকায় পা দিয়া থাকিবে?
সদাপ্রভু যদি ঈশ্বর হন, তবে তাঁহার
অনুগামী হও; আর বাল যদি ঈশ্বর
হয়, তবে তাহার অনুগামী হও। কিন্তু
লোকেরা তাঁহাকে কোন উত্তর দিল না।
২২ তখন এলিয় লোকদিগকে কহিলেন,
আমি, কেবল একা আমিই, সদাপ্রভুর
ভাববাদী অবশিষ্ট আছি; কিন্তু বালের
ভাববাদিগণ চারি শত পঞ্চাশ জন আছে।
২৩ আমাদিগকে দুইটী বৃষ দত্ত হউক;
উহারা আপনাদের জন্য একটী বৃষ মনো-
নীত করুক, ও খণ্ড খণ্ড করিয়া কাষ্ঠের
উপরে রাখুক, কিন্তু তাহাতে আগুন না
দিউক; পরে আমি অন্য বৃষটী প্রস্তুত
করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিব, কিন্তু
২৪ তাহাতে আগুন দিব না। পরে তোমরা
আপনাদের দেবতার নামে ডাকিও, এবং
আমি সদাপ্রভুর নামে ডাকিব; আর যে
ঈশ্বর আগুনের দ্বারা উত্তর দিবেন,
২৫ তিনিই ঈশ্বর হউন। সকল লোক উত্তর
করিল, এ বেশ কথা। পরে এলিয়
বালের ভাববাদিগণকে কহিলেন, তোমরা
ত অনেকে আছ, অগ্রে তোমরাই আপনা-
দের জন্য একটা বৃষ মনোনীত করিয়া
প্রস্তুত কর, এবং আপনাদের দেবতার
নামে ডাক, কিন্তু আগুন দিও না।
২৬ পরে তাহাদিগকে যে বৃষ দত্ত হইল,
তাহা লইয়া তাহারা প্রস্তুত করিল, এবং
প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত এই
বলিয়া বালের নামে ডাকিতে লাগিল,
হে বাল, আমাদিগকে উত্তর দেও।
কিন্তু কোন বাণী হইল না, এবং কেহই
উত্তর দিল না। আর তাহারা নির্ম্মিত
যজ্ঞবেদির কাছে খোঁড়ার ন্যায় নাচিতে
২৭ লাগিল। পরে মধ্যাহ্নকালে এলিয়
তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন,
উচ্চৈঃস্বরে ডাক; কেননা সে দেবতা;
সে ধ্যান করিতেছে, বা কোথাও গিয়াছে,
বা পথে চলিতেছে, কিম্বা হয় ত নিদ্রা
২৮ গিয়াছে, তাহাকে জাগান চাই। তখন
তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, এবং আপনা-
দের ব্যবহারানুসারে গাত্রে রক্তের ধারা
বহন পর্য্যন্ত ছুরিকা ও শলাকা দ্বারা
২৯ আপনাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিল। আর
মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে তাহারা
[বৈকালের] বলিদানের সময় পর্য্যন্ত
ভাবোক্তি প্রচার করিল, তথাপি কোন
বাণীও হইল না, কেহ উত্তরও দিল না,
কেহ মনোযোগও করিল না।
৩০ পরে এলিয় সমস্ত লোককে কহিলেন,
আমার নিকটে আইস; তাহাতে সমস্ত
লোক তাঁহার নিকটে আসিল। আর
তিনি সদাপ্রভুর ভগ্ন যজ্ঞবেদি সারাই-
৩১ লেন। কারণ 'তোমার নাম ইস্রায়েল
হইবে,' ইহা বলিয়া সদাপ্রভুর বাক্য যে
যাকোবের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল,
তাঁহার সন্তানদের বংশ-সংখ্যানুসারে

এলিয় বারোখানা প্রস্তর গ্রহণ করিলেন। ৩২ আর তিনি সেই প্রস্তরগুলি দিয়া সদাপ্রভুর নামে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং বেদির চারিদিকে দুই কাঠা বীজ ধরিতে পারে, এমন এক ৩৩ প্রণালী খুদিলেন। পরে তিনি কাষ্ঠ সাজাইয়া বৃষটী খণ্ড খণ্ড করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিলেন। আর কহিলেন, চারি জালা জল ভরিয়া এই হোমবলির উপরে ও কাষ্ঠের উপরে ঢালিয়া দেও। ৩৪ পরে তিনি কহিলেন, দ্বিতীয় বার উহা কর; তাহারা দ্বিতীয় বার তাহা করিল। পরে তিনি কহিলেন, তৃতীয় বার কর; তাহারা তৃতীয় বার তাহা ৩৫ করিল। তখন বেদির চারিদিকে জল গেল, এবং তিনি ঐ প্রণালীও জলে পরিপূর্ণ করিলেন।

৩৬ পরে [বৈকালের] বলিদান সময়ে এলিয় ভাববাদী নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর, অদ্য জানাইয়া দেও যে, ইস্রায়েলের মধ্যে তুমিই ঈশ্বর, এবং আমি তোমার দাস, ও তোমার বাক্যানুসারেই এই সকল ৩৭ কর্ম্ম করিলাম। হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দেও, আমাকে উত্তর দেও; যেন এই লোকেরা জানিতে পারে যে, হে সদাপ্রভু, তুমিই ঈশ্বর, এবং তুমিই ইহাদের হৃদয় ফিরাইয়া আনিয়াছ। ৩৮ তখন সদাপ্রভুর অগ্নি পতিত হইল, এবং হোমবলি, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধূলি গ্রাস করিল, এবং প্রণালীস্থিত ৩৯ জলও চাটিয়া খাইল। তাহা দেখিয়া সমস্ত লোক উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, সদাপ্রভুই ঈশ্বর, সদাপ্রভুই ৪০ ঈশ্বর। তখন এলিয় তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা বালের ভাববাদিগণকে ধর, তাহাদের এক জনকেও পলাইয়া রক্ষা পাইতে দিও না। তখন তাহারা তাহাদিগকে ধরিল, আর এলিয় তাহাদিগকে লইয়া কীশোন স্রোতোমার্গে নামিয়া গেলেন, এবং সেখানে তাহাদিগকে বধ করিলেন।

৪১ পরে এলিয় আহাবকে কহিলেন, আপনি উঠিয়া গিয়া ভোজন পান করুন, কেননা ভারী বৃষ্টির শব্দ হইতেছে। ৪২ তাহাতে আহাব ভোজন পান করিতে উঠিয়া গেলেন। আর এলিয় কর্ম্মিলের শৃঙ্গে উঠিলেন; এবং ভূমির দিকে নত হইয়া আপন মুখ দুই জানুর মধ্যে ৪৩ রাখিলেন। আর তিনি আপন চাকরকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া যাও, সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর। তাহাতে সে গিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কিছুই নাই। এলিয় কহিলেন, আবার যাও; সাত ৪৪ বার। পরে সপ্তম বারে সে কহিল, দেখুন, মনুষ্যহস্তের ন্যায় ক্ষুদ্র একখানি মেঘ সমুদ্র হইতে উঠিতেছে। তখন এলিয় কহিলেন, উঠিয়া গিয়া আহাবকে বল, [রথে অশ্ব] যুড়িয়া নামিয়া যাউন, পাছে বৃষ্টিতে আপনার গমনের ব্যাঘাত ৪৫ হয়। আর অমনি মেঘে ও বায়ুতে আকাশ ঘোর হইয়া উঠিল ও ভারী বৃষ্টি হইল; তাহাতে আহাব শকটারোহণে ৪৬ যিষ্রিয়েলে গমন করিলেন। আর সদাপ্রভুর হস্ত এলিয়ের উপরে অবস্থিতি করিতেছিল, তাই তিনি কটি বন্ধন করিয়া যিষ্রিয়েলের প্রবেশ-স্থান পর্য্যন্ত আহাবের অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া গেলেন।

এলিয়ের প্রান্তরে পলায়ন। ইলীশায়ের আহ্বান।

১৯ আর এলিয় যাহা যাহা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তিনি সমুদয় ভাববাদীকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত বৃত্তান্ত আহাব ঈষেবলকে জ্ঞাত করি- ২ লেন। তাহাতে ঈষেবল এলিয়ের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, কল্য এমন সময়ে যদি আমি তোমার প্রাণকে তাঁহাদের এক জনের প্রাণের সমান না করি, তবে দেবগণ আমাকে অমুক ও ৩ ততোধিক দণ্ড দিউন। এলিয় তাহা দেখিয়া উঠিলেন, এবং প্রাণরক্ষার্থে চলিয়া গেলেন, আর যিহূদার অন্তঃপাতী বের্‌শেবাতে উপস্থিত হইয়া সেখানে ৪ আপন চাকরটিকে রাখিলেন। কিন্তু তিনি আপনি এক দিনের পথ প্রান্তরে অগ্রসর হইয়া এক রোতম বৃক্ষের কাছে গিয়া তাহার তলে বসিলেন, এবং আপনার মৃত্যু প্রার্থনা করিলেন; কহিলেন, এই যথেষ্ট; হে সদাপ্রভু, এখন আমার প্রাণ লও, কেননা আপন পিতৃপুরুষদের হইতে আমি উত্তম নহি। ৫ পরে তিনি এক রোতম বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন; আর দেখ, এক দূত তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, ৬ উঠ, আহার কর। তিনি চাহিয়া দেখিলেন; আর দেখ, তাঁহার শিয়রে তপ্ত প্রস্তরে পক্ব একখানি পিষ্টক ও এক ভাঁড় জল রহিয়াছে; তখন তিনি ভোজন পান করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন ৭ করিলেন। পরে সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, উঠ, আহার কর, কেননা তোমার শক্তি হইতেও পথ ৮ অধিক। তাহাতে তিনি উঠিয়া ভোজন পান করিলেন, এবং সেই খাদ্যের প্রভাবে চল্লিশ দিবারাত্র গমন করিয়া ঈশ্বরের পর্ব্বত হোরেবে উপস্থিত হইলেন।

৯ পরে তিনি তথায় এক গহ্বরে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। আর দেখ, তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল; তিনি কহিলেন, এলিয়, তুমি এখানে কি করিতেছ? ১০ এলিয় কহিলেন, আমি বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছি; কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিয়াছে, ও তোমার ভাববাদিগণকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়াছে; আর আমি, কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম; আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে। ১১ পরে তিনি কহিলেন, তুমি বাহির হইয়া এই পর্ব্বতে সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াও। আর দেখ, সদাপ্রভু সেই স্থান দিয়া গমন করিলেন; এবং সদাপ্রভুর অগ্রগামী প্রবল প্রচণ্ড বায়ু পর্ব্বতমালা বিদীর্ণ করিল, ও শৈল সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কিন্তু সেই বায়ুতে সদাপ্রভু ছিলেন না। বায়ুর পরে ভূমিকম্প হইল, কিন্তু সেই ভূমিকম্পে সদাপ্রভু ১২ ছিলেন না। ভূমিকম্পের পরে অগ্নি হইল, কিন্তু সেই অগ্নিতে সদাপ্রভু ছিলেন না। অগ্নির পরে ঈষৎ শব্দ- ১৩ কারী ক্ষুদ্র এক স্বর হইল; তাহা শুনিবামাত্র এলিয় শাল দিয়া মুখ ঢাকিলেন, এবং বাহিরে গিয়া গহ্বরের মুখে দাঁড়াইলেন। আর দেখ, তাঁহার প্রতি এই বাণী হইল, এলিয়, তুমি

১৪ এখানে কি করিতেছ? তিনি কহিলেন, আমি বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছি; কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিয়াছে, ও তোমার ভাববাদিগণকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়াছে; আর আমি, কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম; আর তাহারা আমার প্রাণ ১৫ লইতে চেষ্টা করিতেছে। তখন সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাও, আপন পথে ফিরিয়া দম্মেশকের প্রান্তরে গমন কর, পরে গিয়া হসায়েলকে অরামের উপরে রাজপদে অভিষেক কর, ১৬ এবং নিম্‌শির পুত্র যেহূকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষেক কর; আর তোমার পদে ভাববাদী হইবার জন্য আবেলমহোলা-নিবাসী শাফটের পুত্র ১৭ ইলীশায়কে অভিষেক কর। তাহাতে যে কেহ হসায়েলের খড়্গ এড়াইবে, যেহূ তাহাকে বধ করিবে; যে কেহ যেহূর খড়্গ এড়াইবে, ইলীশায় তাহাকে বধ ১৮ করিবে। কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যে আমি আপনার জন্য সাত সহস্র লোককে অবশিষ্ট রাখিব, সেই সকলের জানু বালের সম্মুখে পাতিত হয় নাই, ও সেই সকলের মুখ তাহাকে চুম্বন করে নাই।

১৯ পরে তিনি তথা হইতে গিয়া শাফটের পুত্র ইলীশায়ের দেখা পাইলেন; সেই সময়ে তিনি হাল বহিতেছিলেন; বারো যোড়া বলদ তাঁহার অগ্রে ছিল, এবং শেষ যোড়ার সহিত তিনি আপনি ছিলেন। এলিয় তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আপনার শাল তাঁহার ২০ গাত্রে ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে তিনি বলদ সকল ত্যাগ করিয়া এলিয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বিনয় করি, অনুমতি দিউন, আমি আপন মাতা পিতাকে চুম্বন করিয়া আসি, পরে আপনার পশ্চাদ্গামী হইব। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও, বল দেখি, আমি তোমার কি ২১ করিলাম? পরে তিনি তাঁহার পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিয়া গেলেন, এবং সেই বলদ যোড়া লইয়া বলিদান করিলেন, এবং তাহাদের যোঁয়ালিকাষ্ঠের দ্বারা তাহাদের মাংস পাক করিলেন, পরে লোকদিগকে দিলে তাহারা ভোজন করিল। তখন তিনি উঠিয়া এলিয়ের পশ্চাদ্গামী হইলেন ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

আহাব কর্ত্তৃক অরামীয় রাজার পরাজয়।

২০ আর অরাম-রাজ বিন্‌হদদ আপনার সমস্ত সৈন্য একত্র করিলেন; তাঁহার সঙ্গে বত্রিশ জন রাজা এবং অনেক অশ্ব ও রথ ছিল; তিনি উঠিয়া গিয়া শমরিয়া অবরোধ করিলেন, ও সেই নগরের ২ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। তিনি নগরে ইস্রায়েল-রাজ আহাবের নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিলেন, বিন্‌হদদ এই ৩ কথা কহেন; তোমার রৌপ্য ও তোমার স্বর্ণ আমার, এবং তোমার ভার্য্যা সকল ও তোমার সন্তানদের মধ্যে যাহারা উত্তম, ৪ তাহারা আমার। ইস্রায়েল-রাজ উত্তর করিলেন, হে আমার প্রভু মহারাজ, আপনার কথা যথার্থ, আমি আপনার, ৫ এবং আমার সর্ব্বস্বই আপনার। পরে দূতগণ আবার আসিয়া কহিল, বিন্‌হদদ এই কথা কহেন, আমি তোমার কাছে

দূতগণকে পাঠাইয়া বলিয়াছিলাম, তুমি আপন রৌপ্য ও স্বর্ণ এবং স্ত্রী ও সন্তান সকলকে আমার কাছে সমর্পণ কর। ৬ কিন্তু কল্য এই সময়ে আমি আপন দাসদিগকে তোমার নিকটে পাঠাইব, তাহারা তোমার গৃহে ও তোমার দাসদের গৃহে অনুসন্ধান করিবে, এবং যত দ্রব্য তোমার দৃষ্টিতে রমণীয়, সেই সকল হস্তগত করিয়া ৭ লইয়া আসিবে। তখন ইস্রায়েলের রাজা দেশের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে ডাকিয়া কহিলেন, বিনয় করি, বিবেচনা করিয়া দেখ, এ ব্যক্তি কেবল অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে, কেননা এ আমার স্ত্রী ও পুত্র সকলের জন্য এবং আমার রৌপ্য ও স্বর্ণের জন্য আদেশ পাঠাইলে আমি ৮ অস্বীকার করি নাই। সমস্ত প্রাচীন ও সমস্ত প্রজা তাঁহাকে কহিল, আপনি ৯ শুনিবেন না, সম্মত হইবেন না। তখন তিনি বিন্‌হদদের দূতগণকে কহিলেন, আমার প্রভু মহারাজকে বল, আপনি প্রথমে আপন দাসের নিকটে যাহা কিছু বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে সমস্ত আমি করিব; কিন্তু এই কার্য্য করিতে পারি না। পরে দূতগণ প্রস্থান করিল, এবং ১০ বিন্‌হদদকে সমাচার দিল। তখন তিনি তাঁহার কাছে লোক পাঠাইয়া কহিলেন, শমরিয়ার ধূলি যদি আমার পশ্চাদ্গামী সমস্ত লোকের মুষ্টিপূরণে কুলায়, তবে দেবগণ আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড ১১ দিউন। তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা উত্তর করিলেন, তোমরা তাঁহাকে বল, যে ব্যক্তি সজ্জা ধারণ করে, সে সজ্জা- ১২ ত্যাগীর ন্যায় শ্লাঘা না করুক। এই উত্তর শ্রবণকালে বিন্‌হদদ ও অন্য রাজগণ কুটীরে কুটীরে পান করিতেছিলেন; তিনি আপন দাসদিগকে কহিলেন, সৈন্য রচনা কর। তাহাতে তাহারা নগরের বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিতে লাগিল।

১৩ আর দেখ, এক জন ভাববাদী ইস্রায়েল-রাজ আহাবের নিকটে আসিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি কি ঐ সমস্ত মহালোকারণ্য দেখিয়াছ? দেখ, অদ্য আমি উহাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব; তাহাতে তুমি জানিতে পারিবে যে, আমিই সদা- ১৪ প্রভু। আহাব কহিলেন, কাহার দ্বারা করিবেন? ভাববাদী কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, প্রদেশাধ্যক্ষদের যুবকগণের দ্বারা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যুদ্ধের আরম্ভ কে করিবে? তিনি কহি- ১৫ লেন, আপনি। তখন তিনি প্রদেশাধ্যক্ষদের যুবকগণকে সংগ্রহ করিলেন, তাহারা দুই শত বত্রিশ জন হইল; এবং তাহাদের পশ্চাতে সমস্ত লোককে অর্থাৎ সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে সংগ্রহ করিলে ১৬ সাত সহস্র জন হইল। পরে তাহারা মধ্যাহ্নকালে বাহির হইল। তখন বিন্‌হদদ ও অন্য রাজগণ, তাঁহার সহায় বত্রিশ জন রাজা, কুটীরে কুটীরে পান ১৭ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। প্রদেশাধ্যক্ষদের সেই যুবকগণ প্রথমেই বাহিরে গেল; তখন বিন্‌হদদ লোক পাঠাইলে তাহারা তাঁহাকে এই সমাচার দিল, শমরিয়া হইতে কতকগুলি লোক বাহির ১৮ হইয়া আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহারা যদি সন্ধির নিমিত্ত আসিয়া থাকে, তবে তোমরা তাহাদিগকে জীবন্ত ধর; যদি যুদ্ধের নিমিত্তও আসিয়া থাকে, ১৯ তবু জীবন্ত ধর। ইতিমধ্যে উহারা, অর্থাৎ প্রদেশাধ্যক্ষদের সেই যুবকগণ ও

তাহাদের পশ্চাদগামী সৈন্যদল নগর ২০ হইতে বাহির হইল। আর তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিযোদ্ধাকে বধ করিল, তাহাতে অরামীয়েরা পলায়ন করিল, আর ইস্রায়েল তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া গেল, এবং অরাম-রাজ বিন্‌হদদ অশ্বে উঠিয়া কয়েক জন অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত পলাইয়া রক্ষা ২১ পাইলেন। পরে ইস্রায়েলের রাজা বাহির হইয়া তাহাদের অশ্ব ও রথ সকল বিনষ্ট করিলেন, এবং মহাসংহারে অরা-২২ মীয়দিগকে সংহার করিলেন। পরে সেই ভাববাদী ইস্রায়েলের রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন, আপনি গিয়া আপনাকে বলবান করুন, এবং সাবধান হইয়া আপনার কর্ত্তব্য বিবেচনা করুন, কেননা বৎসর ফিরিলে অরামের রাজা আপনার বিরুদ্ধে উঠিয়া আসিবেন।

২৩ আর অরাম-রাজের দাসগণ তাঁহাকে কহিল, উহাদের দেবতা পর্ব্বতগণের দেবতা, এই জন্য আমাদের অপেক্ষা উহারা বলবান হইয়াছিল; কিন্তু চলুন, আমরা সমভূমিতে উহাদের সহিত যুদ্ধ করি, অবশ্য উহাদের অপেক্ষা বলবান ২৪ হইব। আপনি এই কর্ম্ম করুন, রাজা-দিগকে স্থানচ্যুত করিয়া তাঁহাদের স্থানে ২৫ সেনাপতিগণকে নিযুক্ত করুন। আর আপনার পক্ষীয় যত সৈন্য, যত অশ্ব ও রথ পতিত হইয়াছে, তত সৈন্য, তত অশ্ব ও রথ সংগ্রহ করুন; পরে আমরা সমভূমিতে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিব, করিলে অবশ্য উহাদের অপেক্ষা বলবান হইব। তিনি তাহাদের কথা শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন।

২৬ বৎসর ফিরিয়া আসিলে বিন্‌হদদ অরামীয়দিগকে সংগ্রহ করিয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে অফেকে ২৭ গেলেন। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে সংগ্রহ করা হইল, এবং তাহারা খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ দুইটী ক্ষুদ্র ছাগপালের ন্যায় তাহাদের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল; কিন্তু অরামীয়েরা দেশময় ব্যাপিয়া গেল। ২৮ পরে ঈশ্বরের এক জন লোক আসিয়া ইস্রায়েলের রাজাকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অরামীয়েরা বলিয়াছে, সদাপ্রভু পর্ব্বতগণের দেবতা, তলভূমির দেবতা নহেন; এই জন্য আমি এই সমস্ত মহাজনতাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তখন তোমরা জানিবে যে, আমিই ২৯ সদাপ্রভু। আর তাহারা সাত দিন পর্য্যন্ত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া শিবিরে রহিল, পরে সপ্তম দিবসে যুদ্ধ বাধিয়া গেল; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ এক দিনে অরামের এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যকে ৩০ সংহার করিল। কিন্তু অবশিষ্ট সকলে অফেকে পলাইয়া গেল, নগরে প্রবেশ করিল; আর তাহার প্রাচীর সেই অব-শিষ্ট সাতাশ সহস্র লোকের উপরে পতিত হইল। আর বিন্‌হদদ পলাইয়া নগরে গিয়া এক ভিতরের কুঠরীতে প্রবেশ করিলেন।

৩১ পরে তাঁহার দাসগণ তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আমরা শুনিয়াছি, ইস্রায়েল-কুলের রাজারা দয়ালু রাজা, বিনয় করি, আমরা কটিদেশে চট পরিয়া মাথায় রজ্জু দিয়া বাহির হইয়া ইস্রায়েলের রাজার কাছে যাই; হয় ত তিনি আপনার প্রাণ ৩২ রক্ষা করিবেন। পরে তাহারা কটিদেশে

চট পরিয়া মাথায় রজ্জু দিয়া ইস্রায়েলের রাজার কাছে আসিয়া কহিল, আপনার দাস বিন্‌হদদ কহিতেছেন, বিনয় করি, আমার প্রাণ রক্ষা করুন। তিনি কহিলেন, তিনি কি এখনও জীবিত আছেন?
৩৩ তিনি আমার ভ্রাতা। সেই লোকেরা এইটী শুভ লক্ষণ বিবেচনা করিল, এবং তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য ত্বরান্বিত হইল; তাহারা কহিল, আপনার ভ্রাতা বিন্‌হদদ। তিনি কহিলেন, তোমরা গিয়া তাঁহাকে আন। তাহাতে বিন্‌হদদ বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন, আর তিনি তাঁহাকে রথে উঠাইয়া লই-
৩৪ লেন। তখন [বিন্‌হদদ] তাঁহাকে কহিলেন, আপনার পিতা হইতে আমার পিতা যে সকল নগর হরণ করিয়াছিলেন, সে-গুলি আমি ফিরাইয়া দিব; এবং আমার পিতা যেমন শমরিয়াতে পল্লী করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও দম্মেশকে আপনার জন্য পল্লী করুন। [আহাব কহিলেন,] আমি এই নিয়মে আপনাকে ছাড়িয়া দিব। পরে তিনি তাঁহার সহিত নিয়ম স্থির করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

৩৫ পরে শিষ্য-ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা আপন সহ-শিষ্যকে কহিল, তুমি আমাকে আঘাত কর। কিন্তু সে তাহাকে আঘাত করিতে
৩৬ সম্মত হইল না। তখন সে তাহাকে কহিল, তুমি সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিলে না, এ কারণ দেখ, আমার নিকট হইতে যাইবামাত্র এক সিংহ তোমাকে বধ করিবে। পরে সে তাহার নিকট হইতে যাইবামাত্র এক সিংহ তাহাকে
৩৭ দেখিতে পাইয়া বধ করিল। পরে সে আর এক জনকে দেখিতে পাইয়া কহিল, তুমি আমাকে আঘাত কর। এই ব্যক্তি তাহাকে আঘাত করিল, আঘাত করিয়া
৩৮ ক্ষত করিল। পরে সেই ভাববাদী গিয়া ছদ্মবেশী ভাবে চক্ষুর উর্দ্ধে পাগড়ী বাঁধিয়া পথে রাজার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।
৩৯ পরে যখন রাজা নিকট দিয়া যাইতে লাগিলেন, সে রাজার কাছে কাঁদিয়া কহিল, আপনার দাস আমি যুদ্ধে গিয়াছিলাম, আর দেখুন, এক ব্যক্তি পার্শ্বে ফিরিয়া আমার নিকটে একটা লোককে আনিয়া কহিল, এই ব্যক্তিকে সাবধানে রাখ; ইহাকে যদি কোন ক্রমে না পাওয়া যায়, তবে ইহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ যাইবে, নতুবা তোমাকে এক তালন্ত রৌপ্য দিতে
৪০ হইবে। কিন্তু আপনার দাস আমি এদিকে ওদিকে ব্যস্ত ছিলাম, ইতিমধ্যে সে কোথায় চলিয়া গেল। তখন ইস্রায়েলের রাজা তাহাকে কহিলেন, ঐরূপই তোমার বিচার হইবে; তুমি আপনিই তাহা স্থির করিলে।
৪১ পরে সে শীঘ্র আপন চক্ষুর উর্দ্ধ হইতে পাগড়ীটী উঠাইয়া লইল, তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা চিনিতে পারিলেন যে,
৪২ সে ভাববাদীদের মধ্যে এক জন। পরে সে তাঁহাকে কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে ব্যক্তিকে বিনাশার্থে বর্জ্জনীয় করিয়াছিলাম, তাহাকে তুমি তোমার হস্ত হইতে ছাড়িয়া দিয়াছ; এই জন্য তাহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ, ও তাহার প্রজার
৪৩ পরিবর্ত্তে তোমার প্রজা যাইবে। তখন ইস্রায়েলের রাজা বিষণ্ন ও রুষ্ট হইয়া গৃহে গেলেন, পরে শমরিয়াতে উপস্থিত হইলেন।

নাবোতের বধ ও তজ্জন্য আহাবের দণ্ড নির্ণয়।

২১ তৎপরে এই ঘটনা হইল; যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল, তাহা যিষ্রিয়েলে শমরিয়ার রাজা আহাবের ২ রাজবাটীর পার্শ্বেই ছিল। আহাব নাবোৎকে কহিলেন, তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমাকে দেও; আমি উহা সব্জির ক্ষেত্র করিব, কারণ উহা আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী; উহার পরিবর্ত্তে তোমাকে আরও উত্তম একখানি দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিব; কিম্বা যদি তোমার বিহিত বোধ হয়, তবে তাহার মূল্য রৌপ্য মুদ্রা তোমাকে দিব। ৩ নাবোৎ আহাবকে কহিলেন, আমি যে আপন পৈতৃক অধিকার আপনাকে দিই, ৪ সদাপ্রভু ইহা নিবারণ করুন। তখন, 'আমি পৈতৃক অধিকার আপনাকে দিব না,' যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের উক্ত এই কথায় আহাব বিষণ্ণ ও রুষ্ট হইয়া আপন গৃহে আসিলেন, এবং শয্যাতে পড়িয়া রহিলেন, মুখ ফিরাইয়া থাকিলেন, খাদ্য গ্রহণ করিলেন না।

৫ তখন তাঁহার স্ত্রী ঈষেবল তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তোমার মন এমন বিষণ্ণ কেন যে, তুমি আহার ৬ কর না? তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎকে বলিয়াছিলাম, টাকা লইয়া তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমাকে দেও; কিম্বা যদি সন্তুষ্ট হও, তবে আমি তাহার পরিবর্ত্তে আর একখানি দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব; তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি আমার দ্রাক্ষা- ৭ ক্ষেত্র আপনাকে দিব না। তখন তাঁহার স্ত্রী ঈষেবল তাঁহাকে কহিল, এখন তুমিই না ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতেছ? উঠ, আহার কর; তোমার চিত্ত প্রফুল্ল হউক; আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ৮ দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব। পরে সে আহাবের নাম করিয়া কতকগুলি পত্র লিখিয়া তাঁহার মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত করিল, আর নাবোতের প্রতিবাসিগণের, তাঁহার বসতি-নগরের প্রাচীন ও প্রধান লোকদের, নিকটে সেই সকল পত্র প্রেরণ ৯ করিল। পত্রে সে এই কথা লিখিয়াছিল, তোমরা উপবাস ঘোষণা কর, ও লোকদের মধ্যে নাবোৎকে উচ্চস্থানে ১০ বসাও। আর পাষণ্ড দুই জন পুরুষকে তাহার সম্মুখে বসাইয়া দেও; তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিউক যে, 'তুমি ঈশ্বরকে ও রাজাকে জলাঞ্জলি দিয়াছ'। পরে তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ কর।

১১ পরে তাহার নগরস্থ লোকেরা, নগরবাসী প্রাচীন ও প্রধানবর্গ, ঈষেবলের প্রেরিত আজ্ঞানুসারে, তাহার প্রেরিত পত্রের লিখনানুসারে, কর্ম্ম করিল। ১২ তাহারা উপবাস ঘোষণা করিল, এবং লোকদের মধ্যে নাবোৎকে উচ্চস্থানে ১৩ বসাইল। পরে পাষণ্ড দুই জন পুরুষ আসিয়া তাহার সম্মুখে বসিল; সেই দুই পাষণ্ড পুরুষ লোকদের সাক্ষাতে নাবোতের বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিল যে, নাবোৎ ঈশ্বরকে ও রাজাকে জলাঞ্জলি দিয়াছে। তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ ১৪ করিল। পরে তাহারা ঈষেবলের নিকটে এই সংবাদ পাঠাইল, নাবোৎ ১৫ প্রস্তরাঘাতে মারা পড়িয়াছে। নাবোৎ প্রস্তরাঘাতে মারা পড়িয়াছে, এই কথা শুনিবামাত্র ঈষেবল আহাবকে কহিল,

উঠ, যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎ টাকায় যে দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিতে অসম্মত ছিল, তাহা গিয়া অধিকার কর; কেননা নাবোৎ জীবিত নাই, সে মরিয়াছে। ১৬ তখন নাবোৎ মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া আহাব উঠিয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধিকার করিতে গেলেন।

১৭ আর তিশ্‌বীয় এলিয়ের নিকটে সদা- ১৮ প্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, উঠ, শমরিয়া-নিবাসী ইস্রায়েলরাজ আহাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও; দেখ, সে নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে রহিয়াছে, সে ১৯ তাহা অধিকার করিতে গিয়াছে। তুমি তাহাকে বলিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি কি নরহত্যা করিয়াছ, আবার [পরের] অধিকার কি হরণ করিয়াছ? আর তাহাকে বলিবে, সদা-প্রভু এই কথা কহেন, যে স্থানে কুকুরেরা নাবোতের রক্ত চাটিয়া খাইয়াছে, সেই স্থানে কুকুরেরা তোমার রক্তও চাটিয়া ২০ খাইবে। তখন আহাব এলিয়কে কহি-লেন, হে আমার শত্রু, তুমি কি আমাকে পাইয়াছ? তিনি কহিলেন, তোমাকে পাইয়াছি; কারণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তুমি তাহাই করিবার জন্য ২১ আপনাকে বিক্রয় করিয়াছ। দেখ, আমি তোমার উপরে অমঙ্গল উপস্থিত করিব, ও তোমাকে নিঃশেষে ঝাঁটি দিব; এবং আহাব-বংশের প্রত্যেক পুরুষকে এবং ইস্রায়েলের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্ত সকল ২২ লোককে উচ্ছেদ করিব। আর আমি তোমার কুল নবাটের পুত্র যারবিয়ামের কুলের সমান ও অহিয়ের পুত্র বাশার কুলের সমান করিব; ইহার কারণ তোমার সেই অসন্তোষজনক আচার ব্যবহার, যদ্দ্বারা তুমি আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছ, ২৩ আর ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছ। আবার ঈষেবলের বিষয়েও সদাপ্রভু বলিলেন যে, কুকুরেরা যিষ্রিয়েলের দুর্গ-প্রাচীরের কাছে ঈষেবলকে খাইবে। ২৪ আহাবের যে কেহ নগরে মরিবে, কুকুরেরা তাহাকে খাইবে; এবং যে কেহ মাঠে মরিবে, আকাশের পক্ষীরা তাহাকে ২৫ খাইবে। (আহাব, যিনি আপন স্ত্রী ঈষেবল কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিতে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার তুল্য আর ২৬ কেহ কখনও হয় নাই। আর সদাপ্রভু যে ইমোরীয়দিগকে ইস্রায়েল-সন্তান-গণের সম্মুখ হইতে অধিকারচ্যুত করিয়া-ছিলেন, তাহাদের সমস্ত ক্রিয়ানুসারে তিনি পুত্তলিদের অনুগামী হইয়া অতি-শয় ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিতেন।)

২৭ আহাব যখন ঐ সকল কথা শুনিলেন, তখন আপন বস্ত্র ছিঁড়িলেন, এবং গায়ে চট বাঁধিয়া উপবাস করিলেন, চটে শয়ন করিলেন, এবং ধীরে ধীরে বেড়াইলেন। ২৮ পরে তিশ্‌বীয় এলিয়ের কাছে সদাপ্রভুর ২৯ এই বাক্য উপস্থিত হইল, আহাব আমার সাক্ষাতে আপনাকে অবনত করিয়াছে, ইহা কি তুমি দেখিতেছ? সে আমার সাক্ষাতে আপনাকে অবনত করিয়াছে, এই জন্য আমি তাহার জীবনকালে ঐ অমঙ্গল ঘটাইব না, কিন্তু তাহার পুত্রের জীবনকালে তাহার কুলের উপরে সেই অমঙ্গল উপস্থিত করিব।

আহাবের অবাধ্যতা ও মৃত্যু।

২২ পরে তিন বৎসর পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ ক্ষান্ত রহিল; অরামের ও ইস্রায়েলের

২ মধ্যে যুদ্ধ হইল না। তৃতীয় বৎসরে যিহূদা-রাজ যিহোশাফট ইস্রায়েলের ৩ রাজার নিকটে আসিলেন। আর ইস্রায়েলের রাজা আপন দাসদিগকে কহিলেন, রামোৎ-গিলিয়দ যে আমাদের, ইহা কি তোমরা জান না? কিন্তু আমরা অরামের রাজার হস্ত হইতে তাহা না লইয়া ৪ চুপ করিয়া আছি। আর তিনি যিহোশাফটকে কহিলেন, আপনি কি যুদ্ধার্থে রামোৎ-গিলিয়দে আমার সঙ্গে যাইবেন? যিহোশাফট ইস্রায়েলের রাজাকে কহিলেন, আমি ও আপনি, আমাব লোক ও আপনার লোক, এবং আমার অশ্ব ও ৫ আপনার অশ্ব, সকলই এক। পরে যিহোশাফট ইস্রায়েলের রাজাকে কহিলেন, বিনয় করি, অদ্য সদাপ্রভুর বাক্যের ৬ অন্বেষণ করুন। তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা ভাববাদিগণকে, অনুমান চারি শত জনকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি রামোৎ-গিলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব, না ক্ষান্ত হইব? তখন তাহারা কহিল, যাত্রা করুন; প্রভু তাহা মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ৭ কিন্তু যিহোশাফট কহিলেন, আবার সদাপ্রভুর এমন কোন ভাববাদী কি এস্থানে নাই যে, আমরা তাঁহারই কাছে ৮ অন্বেষণ করিতে পারি? ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিলেন, আমরা যাহার দ্বারা সদাপ্রভুর কাছে অন্বেষণ করিতে পারি, এমন আর এক জন আছে, সে যিম্লের পুত্র মীখায়, কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি, কেননা আমার উদ্দেশে সে মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার করে। যিহোশাফট কহিলেন, ৯ মহারাজ এমন কথা কহিবেন না। তখন ইস্রায়েলের রাজা আপনার এক জন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, যিম্লের পুত্র মীখায়কে শীঘ্র লইয়া আইস। ১০ সেই সময়ে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদা-রাজ যিহোশাফট আপন আপন রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া শমরিয়ার দ্বার-প্রবেশস্থানের কাছে খোলা জায়গায় আপন আপন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সম্মুখে ভাববাদীরা সকলে ১১ ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিল। আর কনানার পুত্র সিদিকিয় লৌহময় শৃঙ্গযুগল নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইহার দ্বারা আপনি অরামের ১২ বিনাশ সাধন পর্য্যন্ত গুঁতাইবেন। আর ভাববাদীরা সকলেই তদ্রূপ ভাবোক্তি প্রচার করিল, কহিল, আপনি রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করুন, কৃতকায্য হউন; কেননা সদাপ্রভু তাহা মহারাজের হস্তে ১৩ সমর্পণ করিবেন। আর যে দূত মীখায়কে ডাকিতে গিয়াছিল, সে তাঁহাকে কহিল, দেখুন, ভাববাদিগণের বাক্য সকল এক মুখে রাজার পক্ষে মঙ্গল সূচনা করে; বিনয় করি, আপনার বাক্য উহাদের কোন এক জনের বাক্যের সমানার্থক হউক; আপনি মঙ্গলসূচক কথা বলুন। ১৪ মীখায় কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, সদাপ্রভু আমাকে যাহা বলেন, আমি তাহাই বলিব।

১৫ পরে তিনি রাজার নিকটে আসিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মীখায়, আমরা রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধ করিতে যাইব, না ক্ষান্ত হইব? তিনি তাঁহাকে কহিলেন, যাত্রা করুন, কৃতকার্য্য হউন; সদাপ্রভু তাহা মহারাজের হস্তে সমর্পণ ১৬ করিবেন। রাজা তাঁহাকে কহিলেন,

তুমি সদাপ্রভুর নামে আমাকে সত্য ব্যতিরেকে আর কিছুই কহিবে না, আমি কত বার তোমাকে এই শপথ করাইব ?
১৭ তখন তিনি কহিলেন, আমি সমস্ত ইস্রায়েলকে অরক্ষক মেষপালের ন্যায় পর্ব্বতগণের উপরে ছিন্নভিন্ন দেখিলাম, এবং সদাপ্রভু কহিলেন, উহাদের স্বামী নাই; উহারা প্রত্যেকে কুশলে আপন আপন
১৮ বাটীতে ফিরিয়া যাউক। তখন ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিলেন, আমি কি অগ্রেই আপনাকে বলি নাই যে, এই ব্যক্তি আমার উদ্দেশে মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার
১৯ করে? আর মীখায় কহিলেন, এজন্য আপনি সদাপ্রভুর বাক্য শুনুন; আমি দেখিলাম, সদাপ্রভু তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁহার দক্ষিণে ও বামে তাঁহার নিকটে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী
২০ দণ্ডায়মান। পরে সদাপ্রভু কহিলেন, আহাব যেন যাত্রা করিয়া রামোৎ-গিলিয়দে পতিত হয়, এই জন্য কে তাহাকে মুগ্ধ করিবে? তাহাতে কেহ এক প্রকারে,
২১ কেহ বা অন্য প্রকারে কহিল। শেষে এক আত্মা গিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আমি তাহাকে মুগ্ধ করিব।
২২ সদাপ্রভু কহিলেন, কিসে? সে কহিল, আমি গিয়া তাহার সমস্ত ভাববাদীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা হইব। তখন তিনি কহিলেন, তুমি তাহাকে মুগ্ধ করিবে, কৃতকার্য্যও হইবে; যাও, সেইরূপ কর।
২৩ অতএব দেখুন, সদাপ্রভু আপনার এই সমস্ত ভাববাদীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা দিয়াছেন; আর সদাপ্রভু আপনার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন।
২৪ তখন কনানার পুত্র সিদিকিয় নিকটে আসিয়া মীখায়ের গালে চড় মারিয়া কহিল, সদাপ্রভুর আত্মা তোর সঙ্গে কথা কহিবার জন্য আমার নিকট হইতে
২৫ কোন্ পথে গিয়াছিলেন? মীখায় কহিলেন, দেখ, যে দিন তুমি লুকাইবার জন্য এক ভিতরের কুঠরীতে যাইবে, সেই দিন
২৬ তাহা জানিবে। পরে ইস্রায়েলের রাজা বলিলেন, মীখায়কে ধরিয়া পুনরায় নগরাধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র যোয়াশের
২৭ নিকটে লইয়া যাও; আর বল, রাজা এই কথা কহেন, ইহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখ, এবং যে পর্য্যন্ত আমি কুশলে ফিরিয়া না আসি, সে পর্য্যন্ত ইহাকে আহারার্থে কষ্টযুক্ত অন্ন ও
২৮ কষ্টযুক্ত জল দেও। মীখায় কহিলেন, যদি আপনি কোন মতে কুশলে ফিরিয়া আইসেন, তবে সদাপ্রভু আমার দ্বারা কথা কহেন নাই। আর তিনি কহিলেন, হে জাতিগণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর।
২৯ পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদা-রাজ যিহোশাফট রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা
৩০ করিলেন। আর ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিলেন, আমি অন্য বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করিব, আপনি রাজবস্ত্র পরিধান করুন। পরে ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধরিয়া যুদ্ধে
৩১ প্রবেশ করিলেন। অরামের রাজা আপন রথাধ্যক্ষ বত্রিশ জন সেনাপতিকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র কি মহান্ আর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিও না।
৩২ পরে রথাধ্যক্ষগণ যিহোশাফটকে দেখিয়া, উনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা, এই বলিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এক পার্শ্বে গেলেন। তখন যিহোশাফট

৩৩ চেঁচাইয়া উঠিলেন। আর রথাধ্যক্ষগণ যখন দেখিলেন, ইনি ইস্রায়েলের রাজা নহেন, তখন তাঁহার পশ্চাদ্গমন হইতে
৩৪ ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু একটা লোক লক্ষ্য ব্যতিরেকে ধনুক আকর্ষণ করিয়া ইস্রায়েলের রাজার উদর-ত্রাণের ও বুক-পাটার সন্ধিস্থানে বাণাঘাত করিল; তাহাতে তিনি আপন সারথিকে কহিলেন, হস্ত ফিরাইয়া সৈন্যদলের মধ্য হইতে আমাকে লইয়া যাও, আমি দারুণ আঘাত
৩৫ পাইয়াছি। সেই দিবস তুমুল যুদ্ধ হইল, আর লোকেরা অরামীয়দের সম্মুখে রাজাকে রথে দণ্ডায়মান রাখিল; কিন্তু সায়ংকালে তিনি মরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার ক্ষতের রক্ত রথের গর্ত্তে পড়িল।
৩৬ পরে সূর্য্যাস্তকালে সৈন্যদলের মধ্যে সর্ব্বত্র এই রব হইল, প্রত্যেক জন আপন আপন নগরে, প্রত্যেক জন আপন
৩৭ আপন দেশে চলিয়া যাউক। এইরূপে রাজা মরিয়া গেলেন ও শমরিয়াতে আনীত হইলেন, আর লোকেরা শম-
৩৮ রিয়াতে রাজাকে কবর দিল। পরে শমরিয়ার পুষ্করিণীর ধারে তাঁহার রথ ধৌত করিলে সদাপ্রভুর কথিত বাক্যানুসারে কুকুরেরা তাঁহার রক্ত চাটিয়া খাইল; বেশ্যারা তথায় স্নান করিত।

৩৯ আহাবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত কর্ম্মের বিবরণ এবং তিনি যে হস্তিদন্তময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর যে সমস্ত নগর নির্ম্মাণ করিলেন, সে সকলের কথা কি ইস্রায়েল রাজগণের
৪০ ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই? এইরূপে আহাব আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন; আর তাঁহার পুত্র অহসিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

যিহোশাফটের মৃত্যু ও অহসিয়ের রাজ্যাভিষেক।

৪১ ইস্রায়েল-রাজ আহাবের চতুর্থ বৎসরে আসার পুত্র যিহোশাফট যিহূদায় রাজত্ব
৪২ করিতে আরম্ভ করেন। যিহোশাফট পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে পঁচিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম
৪৩ অসূবা, তিনি শিল্‌হির কন্যা। যিহোশাফট আপন পিতা আসার সমস্ত পথে চলিতেন, সেই পথ হইতে না ফিরিয়া সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিতেন; কিন্তু উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হয় নাই, লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে
৪৪ বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত। আর যিহোশাফট ইস্রায়েলের রাজার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

৪৫ যিহোশাফটের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, এবং তিনি যে যে বিক্রমের কার্য্য করিলেন, ও যে সকল যুদ্ধ করিলেন, সে সকল কি যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে
৪৬ লিখিত নাই? তাঁহার পিতা আসার সময়ে যে পুংগামীরা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে তিনি দেশ হইতে দূর করিয়া
৪৭ দিলেন। সেই সময়ে ইদোমে রাজা ছিল না, এক জন প্রতিনিধি রাজত্ব
৪৮ করিতেন। যিহোশাফট স্বর্ণের জন্য ওফীরে প্রেরণার্থে তর্শীশের কয়েকখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু সেগুলি গেল না, কেননা সেই জাহাজগুলি
৪৯ ইৎসিয়োন-গেবরে ভগ্ন হইল। তখন আহাবের পুত্র অহসিয় যিহোশাফটকে কহিলেন, আপনার দাসদের সহিত আমার দাসেরা জাহাজে যাউক; কিন্তু
৫০ যিহোশাফট সম্মত হইলেন না। পরে

যিহোশাফট আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন; এবং আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের নগরে পিতৃলোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন; আর তাঁহার পুত্র যিহোরাম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

৫১ যিহূদা-রাজ যিহোশাফটের সতের বৎসরে আহাবের পুত্র অহসিয় শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং তিনি দুই বৎসর ইস্রা-৫২ য়েলের উপরে রাজত্ব করেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন, আপন পিতার পথে ও আপন মাতার পথে, এবং নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার ৫৩ পথে চলিতেন। তিনি বালের সেবা করিতেন, তাহার কাছে প্রণিপাত করিতেন, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিতেন, তাঁহার পিতা যাহা যাহা করিতেন, তিনিও তাহাই করিতেন।

রাজাবলির দ্বিতীয় খণ্ড

এলিয়ের সাহস ও স্বর্গারোহণ।

১ আহাবের মৃত্যুর পরে মোয়াব ইস্রা-২ য়েলের অধীনতা ত্যাগ করিল। আর অহসিয় শমরিয়ায় স্থিত আপন গৃহের উপরিস্থ কুঠরীর সিঁড়ির দ্বার দিয়া পড়িয়া গিয়া পীড়িত হইলেন; তাহাতে তিনি কয়েক জন দূত পাঠাইলেন, তাহাদিগকে বলিলেন, যাও, ইক্রোণের দেবতা বাল্‌-সবূবকে জিজ্ঞাসা কর গিয়া যে, এই পীড়া হইতে আমি সুস্থ হইব কি না?

৩ কিন্তু সদাপ্রভুর দূত তিশ্‌বীয় এলিয়কে কহিলেন, উঠ, শমরিয়া-রাজের দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ কর গিয়া, আর তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েলের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই যে, তোমরা ইক্রোণের দেবতা বাল্‌-সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে ৪ যাইতেছ? অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যে খাটে উঠিয়া শুইয়াছ, তাহা হইতে আর নামিবে না, মরিবেই মরিবে। পরে এলিয় চলিয়া গেলেন।

৫ আর সেই দূতগণ রাজার নিকটে ফিরিয়া গেলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন ফিরিয়া আসিলে?

৬ তাহারা বলিল, এক ব্যক্তি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমাদিগকে কহিলেন, যে রাজা তোমাদিগকে পাঠাইলেন, তোমরা তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাও, তাহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই যে, তুমি ইক্রোণের দেবতা বাল্‌-সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইতেছ? অতএব তুমি যে খাটে উঠিয়া শুইয়াছ, তাহা হইতে আর নামিবে না, ৭ মরিবেই মরিবে। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যে ব্যক্তি এই সকল কথা কহিল, সে কি প্রকার লোক?

৮ তাহারা উত্তর করিল, তিনি লোমশ পুরুষ, এবং তাঁহার কটিদেশে চর্ম্মপটুকা বদ্ধ। রাজা কহিলেন, সে তিশ্‌বীয় এলিয়।

৯ পরে রাজা পঞ্চাশ জন সেনার সহিত এক জন পঞ্চাশৎপতিকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলেন; তখন সে তাঁহার কাছে উঠিয়া গেল; আর, দেখ, এলিয় পর্ব্বতের শৃঙ্গে বসিয়াছিলেন। সে তাঁহাকে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, রাজা বলিয়াছেন, তুমি নামিয়া আইস। ১০ এলিয় সেই পঞ্চাশৎপতিকে উত্তর করিলেন, যদি আমি ঈশ্বরের লোক হই, তবে আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করুক। তখন আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ জন ১১ লোককে গ্রাস করিল। পরে রাজা পুনর্ব্বার পঞ্চাশ জন লোকের সহিত আর এক জন পঞ্চাশৎপতিকে তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। সে গিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, রাজা এই কথা ১২ বলিয়াছেন, শীঘ্র নামিয়া আইস। এলিয় উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যদি আমি ঈশ্বরের লোক হই, তবে আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করুক। তখন আকাশ হইতে ঈশ্বরের অগ্নি নামিয়া তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ জন ১৩ লোককে গ্রাস করিল। পরে রাজা তৃতীয় বার পঞ্চাশ জন লোকের সহিত এক জন পঞ্চাশৎপতিকে পাঠাইলেন। তাহাতে সেই তৃতীয় পঞ্চাশৎপতি উঠিয়া গেল, এবং উপস্থিত হইয়া এলিয়ের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, আমি বিনয় করি, আমার প্রাণ এবং আপনার এই পঞ্চাশ জন দাসের প্রাণ আপনার দৃষ্টিতে বহুমূল্য হউক। ১৪ দেখুন, আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া পূর্ব্বাগত দুই সেনাপতিকে ও তাহাদের পঞ্চাশ পঞ্চাশ জনকে গ্রাস করিয়াছে; কিন্তু এখন আমার প্রাণ আপনার ১৫ দৃষ্টিতে বহুমূল্য হউক। তখন সদাপ্রভুর দূত এলিয়কে কহিলেন, ইহার সহিত নামিয়া যাও, ইহাকে ভয় করিও না। পরে এলিয় উঠিয়া তাহার সহিত রাজার ১৬ নিকটে নামিয়া গেলেন। আর তিনি তাঁহাকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি ইক্রোণের দেবতা বাল্-সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে দূতগণকে পাঠাইয়াছিলে; ইহার কারণ কি এই যে, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন ঈশ্বর নাই, যাঁহার বাক্য জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে? অতএব তুমি যে খাটে উঠিয়া শুইয়াছ, তাহা হইতে আর নামিবে না, ১৭ মরিবেই মরিবে। আর এলিয়ের দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তিনি মরিলেন; এবং তাঁহার পুত্র না থাকাতে যিহোরাম তাঁহার পদে, যিহূদা-রাজ যিহোশাফটের পুত্র যিহোরামের দ্বিতীয় ১৮ বৎসরে, রাজা হইলেন। অহসিয়ের কৃত অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে কি লিখিত নাই?

২ পরে যখন সদাপ্রভু এলিয়কে ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে তুলিয়া লইতে উদ্যত হইলেন, তখন এলিয় ও ইলীশায় গিল্-২ গল হইতে যাত্রা করিলেন। আর এলিয় ইলীশায়কে কহিলেন, বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক, কেননা সদাপ্রভু আমাকে বৈথেল পর্য্যন্ত পাঠাইলেন। ইলীশায় কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি আপনাকে ছাড়িব না। পরে তাঁহারা বৈথেলে নামিয়া গেলেন।

৩ তখন বৈথেলের শিষ্য-ভাববাদিগণ বাহিরে ইলীশায়ের কাছে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, অদ্য সদাপ্রভু আপনার শীর্ষ হইতে আপনার প্রভুকে লইবেন, ইহা কি আপনি জানেন? তিনি কহিলেন, হাঁ, আমি তাহা জানি; তোমরা নীরব ৪ হও। পরে এলিয় তাঁহাকে কহিলেন, হে ইলীশায়, বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক; কেননা সদাপ্রভু আমাকে যিরীহোতে পাঠাইলেন। তিনি কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি আপনাকে ছাড়িব না। পরে তাঁহারা ৫ যিরীহোতে আসিলেন। তখন যিরীহোর শিষ্য-ভাববাদিগণ ইলীশায়ের নিকটে আসিয়া কহিল, অদ্য সদাপ্রভু আপনার শীর্ষ হইতে আপনার প্রভুকে লইবেন, ইহা কি আপনি জানেন? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ, আমি তাহা জানি; ৬ তোমরা নীরব হও। পরে এলিয় তাঁহাকে কহিলেন, বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক, কেননা সদাপ্রভু আমাকে যর্দ্দনে পাঠাইলেন। তিনি কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি আপনাকে ছাড়িব না। পরে তাঁহারা দুই জন ৭ চলিলেন। তখন শিষ্য-ভাববাদিগণের মধ্যে পঞ্চাশ জন লোক গিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দূরে দাঁড়াইল, আর যর্দ্দনের ধারে ৮ ঐ দুই জন দাঁড়াইলেন। পরে এলিয় আপন শাল ধরিয়া গুটাইয়া লইয়া জলে আঘাত করিলেন, তাহাতে জল এদিকে ওদিকে বিভক্ত হইল; এবং তাঁহারা দুই ৯ জন শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইলেন। পার হইলে পর এলিয় ইলীশায়কে কহিলেন, তোমার নিমিত্ত আমি কি করিব? তাহা তোমার নিকট হইতে আমার নীত হইবার পূর্ব্বে যাচ্ঞা কর। ইলীশায় কহিলেন, বিনয় করি, আপনার আত্মার দুই অংশ ১০ আমাতে বর্ত্তুক। তিনি কহিলেন, কঠিন বর যাচ্ঞা করিলে; যদি তোমার নিকট হইতে নীত হইবার সময়ে আমাকে দেখিতে পাও, তবে তোমার প্রতি তাহা বর্ত্তিবে; কিন্তু না দেখিলে বর্ত্তিবে না।

১১ পরে এইরূপ ঘটিল; তাঁহারা যাইতে যাইতে কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখ, অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিল, এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন। ১২ আর ইলীশায় তাহা দেখিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে আমার পিতা, হে আমার পিতা, হে ইস্রায়েলের রথসমূহ ও তাহার অশ্বারোহিগণ। পরে তিনি তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না; তখন আপন বস্ত্র ধরিয়া ছিঁড়িয়া ১৩ দুই খানা করিলেন। আর তিনি এলিয়ের গাত্র হইতে পতিত শালখানি তুলিয়া লইলেন, এবং ফিরিয়া গিয়া যর্দ্দনের ১৪ ধারে দাঁড়াইলেন। পরে তিনি এলিয়ের গাত্র হইতে পতিত সেই শালখানি লইয়া জলে আঘাত করিয়া কহিলেন, এলিয়ের ঈশ্বর সদাপ্রভু কোথায়? আর তিনিও জলে আঘাত করিলে জল এদিকে ওদিকে বিভক্ত হইল, এবং ১৫ ইলীশায় পার হইয়া গেলেন। তখন যিরীহোর শিষ্য-ভাববাদিগণ সম্মুখে [থাকায়] তাহা দেখিয়া কহিল, এলিয়ের আত্মা ইলীশায়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। পরে তাহারা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিতে প্রণিপাত করিল।

১৬ আর তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আপনার দাসগণের এখানে পঞ্চাশ জন বলবান লোক আছে ; বিনয় করি, তাহারা আপনার প্রভুর অন্বেষণে যাউক ; কি জানি, সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহাকে উঠাইয়া কোন পর্ব্বতে কিম্বা কোন উপত্যকাতে ফেলিয়া গিয়াছেন। তিনি কহিলেন, পাঠাইও ১৭ না। তথাপি তাহারা তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া কহিলেন, পাঠাইয়া দেও। অতএব তাহারা পঞ্চাশ জন লোক পাঠাইয়া দিল ; উহারা তিন দিন পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিল, কিন্তু ১৮ তাঁহাকে পাইল না। পরে উহারা ইলীশায়ের নিকটে ফিরিয়া আসিল ; তখনও তিনি যিরীহোতে ছিলেন। তিনি কহিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, যাইও না।

ইলীশায়ের বিবরণ।

১৯ পরে নগরের লোকেরা ইলীশায়কে কহিল, বিনয় করি, দেখুন, এই নগরের স্থান রম্য বটে, ইহা ত প্রভু দেখিতেছেন ; কিন্তু জল মন্দ ও ভূমি ফলনাশক। ২০ তিনি কহিলেন, আমার কাছে নূতন একটী ভাঁড় আনিয়া তাহাতে লবণ রাখ। পরে তাঁহার কাছে তাহা আনীত হইল। ২১ তিনি বাহির হইয়া জলের উন্মুইর নিকট গিয়া তাহাতে লবণ ফেলিলেন, এবং কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি এ জল ভাল করিলাম, অদ্যাবধি ইহা আর মৃত্যুজনক কি ফলনাশক হইবে না। ২২ ইলীশায়ের উক্ত সেই বাক্যানুসারে সেই জল অদ্য পর্য্যন্ত ভাল হইয়া আছে।

২৩ পরে তিনি তথা হইতে বৈথেলে চলিলেন ; আর তিনি পথ দিয়া উপরে যাইতেছেন, এমন সময়ে নগর হইতে কতকগুলি বালক আসিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, রে টাক্‌পড়া, উঠিয়া আয় ; রে টাক্‌পড়া, উঠিয়া আয়। ২৪ তখন তিনি পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে দেখিলেন, এবং সদাপ্রভুর নামে তাহাদিগকে শাপ দিলেন ; আর বন হইতে দুইটা ভল্লুকী আসিয়া তাহাদের মধ্যে বেয়াল্লিশ জন বালককে ছিঁড়িয়া ২৫ ফেলিল। পরে তিনি তথা হইতে কর্ম্মিল পর্ব্বতে গেলেন, এবং তথা হইতে শমরিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন।

ইস্রায়েলীয় ও যিহূদীয় সৈন্য-সামন্তের রক্ষা।

৩ যিহূদা-রাজ যিহোশাফটের অষ্টাদশ বৎসরে আহাবের পুত্র যিহোরাম শমরিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং বারো বৎসর রাজত্ব ২ করেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তিনি তাহাই করিতেন ; তথাপি আপন পিতা মাতার মত ছিলেন না ; কেননা তিনি আপন পিতার নির্ম্মিত বালের স্তম্ভ ৩ দূর করিয়া দিলেন। কিন্তু নবাটের পুত্র যারবিয়াম ইস্রায়েলকে যে সকল পাপের দ্বারা পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই সকল পাপে তিনি আসক্ত থাকিলেন, তাহা হইতে ফিরিলেন না।

৪ মোয়াব-রাজ মেশা মেষাধিকারী ছিলেন ; তিনি ইস্রায়েল-রাজকে কররূপে এক লক্ষ মেষশাবকের এবং এক ৫ লক্ষ মেষের লোম দিতেন। কিন্তু আহাব মরিলে মোয়াবের রাজা ইস্রায়েল-রাজের ৬ অধীনতা ত্যাগ করিলেন। সেই সময় যিহোরাম রাজা শমরিয়া হইতে বাহিরে

গিয়া সমস্ত ইস্রায়েলকে সংগ্রহ করিলেন। ৭ পরে তিনি যাত্রা করিয়া যিহূদা-রাজ যিহোশাফটের কাছে দূত পাঠাইয়া কহিলেন, মোয়াবের রাজা আমার অধীনতা ত্যাগ করিয়াছে, আপনি কি আমার সঙ্গে মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন? তিনি কহিলেন, করিব; আমি ও আপনি, আমার লোক ও আপনার লোক, আমার অশ্ব ও আপনার অশ্ব, সকলই এক। ৮ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কোন্ পথ দিয়া যাইব? ইনি কহিলেন, ৯ ইদোম প্রান্তরের পথ দিয়া। পরে ইস্রায়েলের রাজা, যিহূদার রাজা ও ইদোমের রাজা যাত্রা করিলেন; তাঁহারা সাত দিনের পথ ঘুরিয়া গেলেন; তখন তাঁহাদের সৈন্যের ও পশ্চাদগামী পশুদের ১০ জন্য জল পাওয়া গেল না। ইস্রায়েলের রাজা কহিলেন, হায় হায়! সদাপ্রভু মোয়াবের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য এই তিন রাজাকে এক সঙ্গে আহ্বান করিয়া- ১১ ছেন। কিন্তু যিহোশাফট কহিলেন, সদাপ্রভুর কোন ভাববাদী কি এখানে নাই যে, তাঁহার দ্বারা আমরা সদাপ্রভুর কাছে অন্বেষণ করিতে পারি? ইস্রায়েল-রাজের দাসগণের মধ্যে এক জন উত্তর করিয়া কহিল, শাফটের পুত্র যে ইলীশায় এলিয়ের হস্তের উপরে জল ১২ ঢালিতেন, তিনি এখানে আছেন। যিহোশাফট কহিলেন, সদাপ্রভুর বাক্য তাঁহার কাছে আছে। পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহোশাফট এবং ইদোমের রাজা ১৩ তাঁহার কাছে নামিয়া গেলেন। তখন ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে কহিলেন, আপনার সহিত আমার বিষয় কি? আপনি আপন পিতার ভাববাদীদের ও আপন মাতার ভাববাদীদের নিকট যাউন। ইস্রায়েলের রাজা কহিলেন, তাহা নয়, কেননা মোয়াবের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য সদাপ্রভু এই তিন রাজাকে এক ১৪ সঙ্গে আহ্বান করিয়াছেন। ইলীশায় কহিলেন, আমি যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, সেই বাহিনীগণের জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যদি যিহূদা-রাজ যিহোশাফটের মুখের দিকে না চাহিতাম, তবে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম না, আপনাকে ১৫ দেখিতাম না। যাহা হউক, এখন আমার নিকটে এক জন বীণাবাদককে আনা হউক। পরে বাদক বীণা বাজাইলে সদাপ্রভুর হস্ত ইলীশায়ের উপরে উপ- ১৬ স্থিত হইল। আর তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা এই ১৭ উপত্যকা খাতময় কর। কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা বায়ু দেখিবে না, ও বৃষ্টি দেখিবে না, তথাপি এই উপত্যকা জলে পরিপূর্ণ হইবে; তাহাতে তোমরা, তোমাদের পশুগণ ও ১৮ বাহন সকল পান করিবে। আর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে এটী অতি ক্ষুদ্র বিষয়, তিনি মোয়াবকেও তোমাদের হস্তে ১৯ সমর্পণ করিবেন। তখন তোমরা প্রত্যেক প্রাচীরবেষ্টিত নগরে ও প্রত্যেক উত্তম নগরে আঘাত করিবে, আর প্রত্যেক উত্তম বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবে, ও জলের উন্মুই সকল বুজাইয়া দিবে, এবং উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল প্রস্তরের দ্বারা নষ্ট করিবে। ২০ পরে প্রাতঃকালে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার সময়ে দেখ, ইদোমের পথ দিয়া জল আসিয়া দেশ পরিপূর্ণ করিল।

২১ সমস্ত মোয়াব-বাসী যখন শুনিতে পাইল যে, রাজগণ তাহাদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, তখন যাহারা সজ্জা পরিধান করিতে পারিত, তাহারা সকলে এবং ততোধিক বয়সের লোক সমাহূত হইয়া সীমাতে দাঁড়াইয়া রহিল। ২২ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিল, তখন সূর্য্য জলের উপরে চক্‌মক্ করিতেছিল, তাহাতে মোয়াবীয়েরা সম্মুখে রক্তের ন্যায় রাঙ্গা ২৩ জল দেখিল। তখন তাহারা কহিল, এ যে রক্ত; সেই রাজগণ অবশ্য বিনষ্ট হইয়াছে, আর লোকেরা পরস্পর মারামারি করিয়া মরিয়াছে; অতএব হে ২৪ মোয়াব, এক্ষণে লুট করিতে চল। পরে তাহারা ইস্রায়েলের শিবিরে উপস্থিত হইলে ইস্রায়েলীয়েরা উঠিয়া মোয়াবীয়দিগকে আঘাত করিল, তাহাতে উহারা তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, এবং তাহারা মোয়াবীয়দিগকে আঘাত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া উহাদের ২৫ দেশে প্রবেশ করিল। তাহারা নগর সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ও প্রত্যেক জন প্রত্যেক উর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রস্তর ফেলিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিল, এবং জলের উনুই সকল বুজাইয়া দিল, ও উত্তম উত্তম বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলিল; কেবল কীর্‌-হরাসতে তথাকার প্রস্তর সকল অবশিষ্ট রাখিল, কিন্তু ফিঙ্গাধারীরা নগরের চারিদিকে গিয়া নিবাসীদিগকে আঘাত করিল।

২৬ মোয়াবের রাজা যখন দেখিলেন যে, যুদ্ধ তাঁহার অসহ্য হইতেছে, তখন তিনি ইদোমের রাজার নিকটে ভেদ করিয়া যাইবার জন্য সাত শত খড়্গধারীকে আপনার সঙ্গে লইলেন; কিন্তু তাহারা ২৭ পারিল না। পরে যে তাঁহার পদে রাজা হইত, আপনার সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া তিনি প্রাচীরের উপরে হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিলেন। আর ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অতিশয় ক্রোধ উৎপন্ন হইল; পরে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

ইলীশায়ের কৃত নানা অলৌকিক কার্য্য।

৪ একদা শিষ্য-ভাববাদিগণের মধ্যে এক জনের স্ত্রী ইলীশায়ের কাছে কাঁদিয়া কহিল, আপনার দাস আমার স্বামী মরিয়াছেন; আপনি জানেন, আপনার দাস সদাপ্রভুকে ভয় করিতেন; এখন মহাজন আমার দুইটী সন্তানকে দাস করিবার জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছে। ২ ইলীশায় তাহাকে বলিলেন, আমি তোমার নিমিত্ত কি করিতে পারি? বল দেখি, ঘরে তোমার কি আছে? সে কহিল, এক বাটী তৈল ব্যতিরেকে আপনার দাসীর ৩ আর কিছু নাই। তখন তিনি কহিলেন, যাও, বাহির হইতে তোমার সমস্ত প্রতিবাসীর কাছে শূন্য পাত্র চাহিয়া আন, ৪ অল্প আনিও না। পরে ভিতরে গিয়া তুমি ও তোমার পুত্রেরা ঘরে থাকিয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং সেই সকল পাত্রে তৈল ঢাল; এক এক পাত্র পূর্ণ হইলে ৫ তাহা এক দিকে রাখ। পরে সে স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল, আর সে ও তাহার পুত্রেরা ঘরে থাকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহারা পুনঃপুনঃ তাহাকে পাত্র আনিয়া দিল, এবং সে ৬ তৈল ঢালিল। সমস্ত পাত্র পূর্ণ হইলে পর সে আপন পুত্রকে কহিল, আর পাত্র আন। পুত্র কহিল, আর পাত্র নাই। ৭ তখন তৈলের স্রোত বন্ধ হইল। পরে সে গিয়া ঈশ্বরের লোককে সংবাদ দিল।

তিনি কহিলেন, যাও, সেই তৈল বিক্রয় করিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ কর, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তুমি ও তোমার পুত্রেরা দিনপাত কর।

৮ এক দিন ইলীশায় শূনেমে যান। তথায় এক ধনবতী মহিলা ছিলেন; তিনি আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে যত বার তিনি ঐ পথ দিয়া যাইতেন, তত বার আহার ৯ করণার্থে সেই স্থানে যাইতেন। আর সেই মহিলা আপন স্বামীকে কহিলেন, দেখ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এই যে ব্যক্তি আমাদের নিকট দিয়া যখন তখন যাতায়াত করেন, ইনি ঈশ্বরের এক জন ১০ পবিত্র লোক। বিনয় করি, আইস, আমরা প্রাচীরের উপরে একটী ক্ষুদ্র কুঠরী নির্ম্মাণ করি, এবং তাহার মধ্যে তাঁহার নিমিত্ত একখানি খাট, একখানি মেজ, একখানি আসন ও একটী পিলসুজ রাখি; তিনি আমাদের এখানে ১১ আসিলে সেই স্থানে থাকিবেন। এক দিন ইলীশায় সেখানে আসিলেন; আর সেই কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া শয়ন ১২ করিলেন। পরে তিনি আপন চাকর গেহসিকে কহিলেন, তুমি ঐ শূনেমীয়াকে ডাক। তাহাতে সে তাঁহাকে ডাকিলে সেই স্ত্রীলোকটী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াই- ১৩ লেন। তখন ইলীশায় গেহসিকে কহিলেন, উহাঁকে বল, দেখুন, আমাদের নিমিত্ত আপনি এই সকল চিন্তা করিলেন, এখন আপনার নিমিত্ত কি করিতে হইবে? রাজার কিম্বা সেনাপতির নিকটে আপনার কি কোন নিবেদন আছে? তিনি উত্তর করিলেন, আমি আপন ১৪ লোকদের মধ্যে বাস করিতেছি। পরে ইলীশায় কহিলেন, তবে উহাঁর জন্য কি করিতে হইবে? গেহসি কহিল, নিশ্চয়ই ১৫ উহাঁর পুত্র নাই, স্বামীও বৃদ্ধ। ইলীশায় কহিলেন, উহাঁকে ডাক; পরে তাঁহাকে ১৬ ডাকিলে তিনি দ্বারে দাঁড়াইলেন। তখন ইলীশায় কহিলেন, এই ঋতুতে এই সময় পুনরায় উপস্থিত হইলে আপনি পুত্র ক্রোড়ে করিবেন। কিন্তু তিনি কহিলেন, না; হে প্রভু, হে ঈশ্বরের লোক, আপনার দাসীকে মিথ্যা কথা কহিবেন না। ১৭ পরে ইলীশায়ের বাক্যানুসারে সেই স্ত্রী গর্ব্ভধারণ করিয়া সেই সময় পুনরায় উপস্থিত হইলে, পুত্র প্রসব করিলেন।

১৮ বালকটী বড় হইলে পর সে এক দিন ছেদকদের কাছে আপন পিতার নিকটে ১৯ গেল। পরে সে পিতাকে কহিল, আমার মাথা! আমার মাথা! তখন পিতা চাকরকে কহিলেন, তুমি ইহাকে তুলিয়া ২০ ইহার মাতার কাছে লইয়া যাও। পরে সে তাহাকে তুলিয়া মাতার কাছে আনিলে বালকটী মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া থাকিল, পরে ২১ মরিয়া গেল। তখন মাতা উপরে গিয়া ঈশ্বরের লোকের খাটে তাহাকে শয়ন করাইলেন, পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে ২২ আসিলেন, আর আপন স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, বিনয় করি, তুমি চাকরদের এক জনকে ও একটী গর্দ্দভী আমার কাছে পাঠাইয়া দেও, আমি ঈশ্বরের লোকের কাছে তাড়াতাড়ি গিয়া ফিরিয়া আসিব। ২৩ তিনি কহিলেন, অদ্য তাঁহার নিকটে কেন যাইবে? অদ্য অমাবস্যাও নয়, বিশ্রামবারও নয়। নারী কহিলেন, ২৪ মঙ্গল হইবে। আর তিনি গর্দ্দভী সাজাইয়া আপন চাকরকে কহিলেন, গর্দ্দভী

চালাইয়া চল, আজ্ঞা না পাইলে আমার
২৫ গতি শিথিল করিও না। পরে তিনি কর্ম্মিল পর্ব্বতে ঈশ্বরের লোকের নিকটে চলিলেন। তখন ঈশ্বরের লোক তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া আপন চাকর গেহসিকে কহিলেন, দেখ, ঐ সেই শূনেমীয়া;
২৬ এক বার দৌড়িয়া গিয়া উহাঁর সহিত সাক্ষাৎ কর, আর জিজ্ঞাসা কর, আপনার মঙ্গল? আপনার স্বামীর মঙ্গল? বালকটীর মঙ্গল? তিনি উত্তর করি-
২৭ লেন, মঙ্গল। পরে পর্ব্বতে ঈশ্বরের লোকের কাছে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার চরণ ধরিলেন; তাহাতে গেহসি তাঁহাকে ঠেলিয়া দিবার জন্য নিকটে আসিল, কিন্তু ঈশ্বরের লোক কহিলেন, উহাঁকে থাকিতে দেও, উহাঁর প্রাণ শোকাকুল হইয়াছে, আর সদাপ্রভু আমাহইতে তাহা গোপন করিয়াছেন, আমাকে
২৮ জানান নাই। তখন স্ত্রীলোকটী কহিলেন, আমার প্রভুর কাছে আমি কি পুত্র চাহিয়াছিলাম? আমাকে প্রতারণা করিবেন না, এ কথা কি বলি নাই?
২৯ তখন ইলীশায় গেহসিকে কহিলেন, কটিবন্ধন কর, আমার এই যষ্টি হস্তে লইয়া প্রস্থান কর; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে মঙ্গলবাদ করিও না, এবং কেহ মঙ্গলবাদ করিলে তাহাকে উত্তর দিও না; পরে বালকটীর মুখের
৩০ উপরে আমার এই যষ্টি রাখিও। তখন বালকের মাতা কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি আপনাকে ছাড়িব না। তখন ইলীশায় উঠিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে
৩১ চলিলেন। ইতিমধ্যে গেহসি তাঁহাদের অগ্রে গিয়া বালকটীর মুখে ঐ যষ্টি রাখিল, তথাপি কোন শব্দ হইল না, অবধানের কোন লক্ষণও পাওয়া গেল না। অতএব গেহসি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে
৩২ কহিল, বালকটী জাগে নাই। পরে ইলীশায় সেই গৃহে আসিলেন, আর দেখ, বালকটী মৃত, ও তাঁহার শয্যায়
৩৩ শায়িত। তখন তিনি প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহাদের দুই জনকে বাহিরে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সদাপ্রভুর
৩৪ কাছে প্রার্থনা করিলেন। আর [খাটে] উঠিয়া বালকটীর উপরে শয়ন করিলেন; তিনি তাহার মুখের উপরে আপন মুখ, চক্ষুর উপরে চক্ষু ও করতলের উপরে করতল দিয়া তাহার উপরে আপনি লম্বমান হইলেন; তাহাতে বালকটীর গাত্র উত্তাপযুক্ত হইতে
৩৫ লাগিল। পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া গৃহমধ্যে একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিলেন, আবার উঠিয়া তাহার উপরে লম্বমান হইলেন; তাহাতে বালকটী সাত বার হাঁচিল, ও বালকটী চক্ষু মেলিল।
৩৬ তখন তিনি গেহসিকে ডাকিয়া কহিলেন, ঐ শূনেমীয়াকে ডাক। সে তাঁহাকে ডাকিলে স্ত্রীলোকটী তাঁহার নিকটে আসিলেন। ইলীশায় কহিলেন, আপ-
৩৭ নার পুত্রকে তুলিয়া লউন। তখন সে স্ত্রীলোক নিকটে গিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন, এবং আপন পুত্রকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেলেন।

৩৮ ইলীশায় পুনর্ব্বার গিল্‌গলে উপস্থিত হইলেন; সেই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল। তখন শিষ্য-ভাববাদিগণ তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিল; তিনি আপন

চাকরকে আজ্ঞা দিলেন, বড় চড়াইয়া এই শিষ্য-ভাববাদিগণের জন্য ৩৯ ব্যঞ্জন পাক কর। তখন তাহাদের এক জন তরকারি সংগ্রহ করিতে মাঠে গেল, এবং বনশসার লতা দেখিতে পাইয়া তাহার বুনো ফলে বস্ত্র পূর্ণ করিয়া আনিল, পরে তাহা কুটিয়া পাকের হাঁড়ীতে দিল; কিন্তু সেগুলি কি, তাহা ৪০ তাহারা জানিল না। পরে লোকদের ভোজনার্থে তাহা ঢালিলে তাহারা সেই ব্যঞ্জন খাইতে গিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, হাঁড়ীর মধ্যে মৃত্যু; আর তাহারা তাহা খাইতে ৪১ পারিল না। তখন তিনি কহিলেন, তবে কিছু ময়দা আন। পরে তিনি হাঁড়ীতে তাহা ফেলিয়া কহিলেন, লোকদের জন্য ঢালিয়া দেও, তাহারা ভোজন করুক। তাহাতে হাঁড়ীতে কিছুই মন্দ থাকিল না।

৪২ আর বাল্-শালিশা হইতে এক ব্যক্তি আসিল, সে ঈশ্বরের লোকের কাছে আশুপক্ক শস্যের রুটী, যবের কুড়িখানা রুটী ও ছালায় করিয়া শস্যের তাজা শীষ আনিল; আর তিনি কহিলেন, ইহা লোকদিগকে দেও, তাহারা ভোজন ৪৩ করুক। তখন তাঁহার পরিচারক কহিল, আমি কি এক শত লোককে ইহা পরিবেষণ করিব? কিন্তু তিনি কহিলেন, ইহা লোকদিগকে দেও তাহারা ভোজন করুক; কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহারা ভোজন করিবে, ও উদ্বৃত্ত ৪৪ রাখিবে। অতএব সে তাহাদের সম্মুখে তাহা স্থাপন করিল, আর সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহারা ভোজন করিল, আর উদ্বৃত্তও রাখিল।

কুষ্ঠী নামানের আরোগ্য লাভ।

৫ অরাম-রাজের সেনাপতি নামান আপন প্রভুর সাক্ষাতে মহান্ ও সম্মানিত লোক ছিলেন, কেননা তাঁহারই দ্বারা সদাপ্রভু অরামকে বিজয়ী করিয়াছিলেন; আর তিনি বলবান বীর, কিন্তু কুষ্ঠরোগী ছিলেন। ২ এক সময়ে অরামীয়েরা দলে দলে গমন করিয়াছিল; তাহারা ইস্রায়েল দেশ হইতে একটী ছোট বালিকাকে বন্দি করিয়া আনিলে সে ঐ নামানের পত্নীর ৩ পরিচারিকা হইয়াছিল। সে আপন কর্ত্রীকে কহিল, আহা! শমরিয়ায় যে ভাববাদী আছেন, তাঁহার সহিত যদি আমার প্রভুর সাক্ষাৎ হইত, তবে তিনি তাঁহাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিতেন। ৪ পরে নামান গিয়া আপন প্রভুকে কহিলেন, ইস্রায়েল দেশ হইতে আনীতা সেই বালিকা এই এই কথা কহিতেছে। ৫ অরাম-রাজ কহিলেন, তুমি যাও, সেখানে যাও, আমি ইস্রায়েলের রাজার কাছে পত্র পাঠাই। তখন তিনি আপনার সঙ্গে দশ তালন্ত রৌপ্য, ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও দশ যোড়া বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করি- ৬ লেন। আর তিনি ইস্রায়েলের রাজার কাছে পত্র লইয়া গেলেন, পত্রে এই কথা লিখিত ছিল, এই পত্র যখন আপনার নিকটে পৌঁছিবে, তখন দেখুন, আমি আপন দাস নামানকে আপনার কাছে প্রেরণ করিলাম, আপনি তাঁহাকে ৭ কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিবেন। এই পত্র পাঠ করিয়া ইস্রায়েলের রাজা আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, মারিবার ও বাঁচাইবার ঈশ্বর কি আমি যে, এই ব্যক্তি এক জন মনুষ্যকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করণার্থে আমার কাছে পাঠাইতেছে? বিনয় করি,

তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধে সূত্র অন্বেষণ করিতেছে। ৮ পরে ইস্রায়েলের রাজা আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়াছেন, ইহা শুনিয়া ঈশ্বরের লোক ইলীশায় রাজার কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি কেন বস্ত্র ছিঁড়িলেন? সে ব্যক্তি আমার কাছে আইসুক; তাহাতে জানিতে পারিবে যে, ইস্রায়েলের মধ্যে একজন ভাববাদী আছে। ৯ অতএব নামান আপন অশ্বগণের ও রথসমূহের সহিত আসিয়া ইলীশায়ের গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ১০ তখন ইলীশায় তাঁহার কাছে এক জন দূত পাঠাইয়া কহিলেন, আপনি গিয়া সাত বার যর্দ্দনে স্নান করুন, আপনার নূতন মাংস হইবে, ও আপনি শুচি হইবেন। ১১ তখন নামান ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন, আর কহিলেন, দেখ, আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি অবশ্য বাহির হইয়া আমার নিকটে আসিবেন, এবং দাঁড়াইয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে ডাকিবেন, আর কুষ্ঠ-স্থানের উপর হাত দোলাইয়া কুষ্ঠীকে উদ্ধার করিবেন। ১২ ইস্রায়েলের সমস্ত জলাশয় হইতে দম্মেশকের অবানা ও পর্পর নদী কি উত্তম নয়? আমি কি তাহাতে স্নান করিয়া শুচি হইতে পারি না? আর তিনি মুখ ফিরাইয়া ক্রোধের আবেগে প্রস্থান করিলেন। ১৩ কিন্তু তাঁহার দাসেরা নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, পিতা, ঐ ভাববাদী যদি কোন মহৎ কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা আপনাকে দিতেন, আপনি কি তাহা করিতেন না? তবে স্নান করিয়া শুচি হউন, তাঁহার এই আজ্ঞাটী কি মানিবেন না? ১৪ তখন তিনি ঈশ্বরের লোকের আজ্ঞানুসারে নামিয়া গিয়া সাত বার যর্দ্দনে ডুব দিলেন, তাহাতে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় তাঁহার নূতন মাংস হইল, ও তিনি শুচি হইলেন।

১৫ পরে তিনি আপন সঙ্গী জনগণের সহিত ঈশ্বরের লোকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, আর বলিলেন, দেখুন, আমি এখন জানিতে পারিলাম, সমস্ত পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নাই, কেবল ইস্রায়েলের মধ্যে আছেন; অতএব বিনয় করি, আপনার এই দাসের কাছে উপহার গ্রহণ করুন। ১৬ কিন্তু তিনি কহিলেন, আমি যাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমি কিছু গ্রহণ করিব না। নামান আগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বলিলেও তিনি অস্বীকার করিলেন। ১৭ পরে নামান কহিলেন, তাহা যদি না হয়, তবে বিনয় করি, দুইটী অশ্বতরের ভারযোগ্য মৃত্তিকা আপনার এই দাসকে দেওয়া হউক; কেননা অদ্যাবধি আপনার এই দাস সদাপ্রভু ব্যতিরেকে অন্য দেবতার উদ্দেশে হোম কিম্বা বলিদান আর করিবে না। ১৮ কেবল এই বিষয়ে সদাপ্রভু আপনার দাসকে ক্ষমা করুন; আমার প্রভু প্রণিপাত করিবার জন্য যখন রিম্মোণের মন্দিরে প্রবেশ করেন, এবং আমার হস্তে নির্ভর দেন, তখন যদি আমি রিম্মোণের মন্দিরে প্রণিপাত করি, তবে রিম্মোণের মন্দিরে প্রণিপাত করণ বিষয়ে সদাপ্রভু আপনার দাসকে যেন ক্ষমা করেন। ১৯ ইলীশায় তাঁহাকে কহিলেন, কুশলে গমন করুন। পরে তিনি তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিয়া কিছু দূর গমন করিলেন।

২০ তখন ঈশ্বরের লোক ইলীশায়ের

চাকর গেহসি কহিল, দেখ, আমার প্রভু ঐ অরামীয় নামানকে অমনি ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে তাঁহার আনীত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না; জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার কাছে কিছু ২১ লইব। পরে গেহসি নামানের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া গেল; তাহাতে নামান আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে এক জনকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে রথ হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মঙ্গল ত? সে কহিল, ২২ মঙ্গল। আমার প্রভু এই বলিয়া আমাকে পাঠাইলেন, দেখুন, এক্ষণে পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশ হইতে শিষ্য-ভাববাদী-দের মধ্যে দুই জন যুবক আসিল; বিনয় করি, তাহাদের জন্য এক তালন্ত রৌপ্য ২৩ ও দুই যোড়া বস্ত্র দান করুন। নামান কহিলেন, অনুগ্রহ করিয়া দুই তালন্ত লও। পরে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া দুই থলীতে দুই তালন্ত রৌপ্য বাঁধিয়া দুই যোড়া বস্ত্রের সহিত আপনার দুই জন চাকরকে দিলে তাহারা উহার অগ্রে ২৪ অগ্রে বহিতে লাগিল। পরে পাহাড়ে উপস্থিত হইলে সে তাহাদের হস্ত হইতে সেই সকল লইয়া গৃহ মধ্যে রাখিল, এবং সেই লোকদিগকে বিদায় করিলে ২৫ তাহারা চলিয়া গেল। পরে আপনি ভিতরে গিয়া আপন প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন ইলীশায় তাহাকে কহিলেন, গেহসি, তুমি কোথা হইতে আসিলে? সে কহিল, আপনার দাস কোন স্থানে যায় ২৬ নাই। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, সেই ব্যক্তি যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রথ হইতে নামিলেন, তখন আমার মন কি যায় নাই? রৌপ্য লইবার এবং বস্ত্র, জিতবৃক্ষের উদ্যান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র, মেষ, গোরু ও দাস দাসী ২৭ লইবার সময় কি এই? অতএব নামানের কুষ্ঠরোগ তোমাতে ও তোমার বংশে চিরকাল লাগিয়া থাকিবে। তাহাতে গেহসি হিমের ন্যায় শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

ইলীশায়ের কৃত আরও নানাবিধ কার্য্য।

৬ একদা শিষ্য-ভাববাদিগণ ইলীশায়কে কহিল, দেখুন, আমরা আপনার সাক্ষাতে যে স্থানে বাস করিতেছি, ইহা আমাদের ২ পক্ষে সঙ্কীর্ণ। অনুমতি করুন, আমরা যর্দ্দনে গিয়া প্রত্যেক জন তথা হইতে এক একখানি কড়িকাষ্ঠ লইয়া আমাদের জন্য সেখানে বাসস্থান প্রস্তুত করি। ৩ তিনি কহিলেন, যাও। আর এক জন কহিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার ৪ দাসদের সহিত চলুন। তিনি কহিলেন, যাইব। অতএব তিনি তাহাদের সহিত গেলেন; পরে যর্দ্দনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহারা কাষ্ঠ ছেদন করিতে ৫ লাগিল। কিন্তু এক জন কড়িকাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল, এমন সময়ে কুড়ালির ফলা জলে পড়িয়া গেল; তাহাতে সে কাঁদিয়া কহিল, হায় হায়! প্রভু, আমি ত উহা ধার করিয়া আনিয়াছিলাম। ৬ তখন ঈশ্বরের লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কোথায় পড়িয়াছে? সে তাঁহাকে সেই স্থান দেখাইল। তখন ইলীশায় একখানি কাষ্ঠ কাটিয়া সেই স্থানে ফেলিয়া লৌহখানি ভাসাইয়া উঠাইলেন। ৭ আর তিনি কহিলেন, উহা তুলিয়া

লও। তাহাতে সে হাত বাড়াইয়া তাহা লইল।

৮ এক সময়ে অরামের রাজা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন; আর যখন তিনি আপন দাসদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিতেন, অমুক অমুক স্থানে আমার শিবির স্থাপন করা হইবে, ৯ তখন ঈশ্বরের লোক ইস্রায়েলের রাজার কাছে বলিয়া পাঠাইতেন, সাবধান, অমুক স্থান উপেক্ষা করিবেন না, কেননা সেখানে অরামীয়েরা নামিয়া আসিতেছে। ১০ তাহাতে ঈশ্বরের লোক যে স্থানের বিষয় বলিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন, সেই স্থানে ইস্রায়েলের রাজা সৈন্য পাঠাইয়া আপনাকে রক্ষা করিতেন; ১১ কেবল দুই এক বার নয়। এই বিষয়ের জন্য অরামের রাজার হৃদয় উদ্বিগ্ন হইল, তিনি আপন দাসগণকে ডাকিয়া কহিলেন, আমাদের মধ্যে কে ইস্রায়েলের রাজার পক্ষীয়, তাহা কি তোমরা আমাকে বলিবে ১২ না? তখন তাঁহার দাসদের মধ্যে এক জন কহিল, হে আমার প্রভু মহারাজ, কেহ নয়; কিন্তু আপনি আপন শয়নাগারে যে সকল কথা বলেন, সে সকল ইস্রায়েলস্থ ভাববাদী ইলীশায় ইস্রা- ১৩ য়েলের রাজাকে জ্ঞাত করেন। তখন তিনি কহিলেন, তোমরা গিয়া দেখ, সে কোথায়; আমি লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইব। পরে কেহ তাঁহাকে এই সংবাদ দিল, দেখুন, তিনি দোথনে ১৪ আছেন। তাহাতে তিনি অনেক অশ্ব, রথ ও এক বৃহৎ সৈন্যদল সেখানে পাঠাইলেন। তাহারা রাত্রিতে আসিয়া সেই ১৫ নগর বেষ্টন করিল। আর ঈশ্বরের লোকের পরিচারক প্রত্যূষে উঠিয়া যখন বাহিরে গেল, তখন দেখ, অনেক অশ্ব ও রথসহ এক সৈন্যদল নগর বেষ্টন করিয়া আছে। পরে তাঁহার চাকর তাঁহাকে কহিল, হায় হায়, হে প্রভু! ১৬ আমরা কি করিব? তিনি কহিলেন, ভয় করিও না, উহাদের সঙ্গীদের অপেক্ষা ১৭ আমাদের সঙ্গী অধিক। তখন ইলীশায় প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, বিনয় করি, ইহার চক্ষু খুলিয়া দেও, যেন এ দেখিতে পায়। তখন সদাপ্রভু সেই যুবকটীর চক্ষু খুলিয়া দিলেন, এবং সে দেখিতে পাইল, আর দেখ, ইলীশায়ের চারিদিকে অগ্নিময় অশ্বে ও রথে পর্ব্বত পরিপূর্ণ।

১৮ পরে ঐ সৈন্যগণ তাঁহার নিকটে আসিলে ইলীশায় সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, বিনয় করি, এই দলকে অন্ধতায় আহত কর। তাহাতে তিনি ইলীশায়ের বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অন্ধতায় আহত করিলেন। ১৯ পরে ইলীশায় তাহাদিগকে কহিলেন, এ সে পথ নয়, এবং এ সেই নগর নয়; তোমরা আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আইস; যে ব্যক্তির অন্বেষণ করিতেছ, তাহার নিকট আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইব। আর তিনি তাহাদিগকে শমরিয়ায় লইয়া ২০ গেলেন। তাহারা শমরিয়ায় প্রবিষ্ট হইলে পর ইলীশায় কহিলেন, হে সদাপ্রভু, ইহাদের চক্ষু খুলিয়া দেও, যেন ইহারা দেখিতে পায়। তখন সদাপ্রভু তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিলেন, এবং তাহারা দেখিতে পাইল, আর দেখ, তাহারা শম- ২১ রিয়ার মধ্যে উপস্থিত। আর ইস্রায়েলের রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া ইলীশায়কে কহিলেন, হে পিতা, মারিব? মারিব?

২২ ইলীশায় কহিলেন, মারিও না। তুমি যাহাদিগকে খড়্গ ও ধনুর দ্বারা বন্দি কর, তাহাদিগকে কি মারিয়া থাক? উহাদের সম্মুখে রুটী ও জল রাখ; উহারা ভোজন পান করিয়া উহাদের প্রভুর কাছে চলিয়া ২৩ যাউক। তখন তিনি তাহাদের জন্য মহাভোজ প্রস্তুত করিলেন, এবং তাহারা ভোজন পান করিলে তাহাদিগকে বিদায় করিলেন; তাহারা আপন প্রভুর নিকটে গেল। পরে অরামের সৈন্যদল ইস্রায়েল দেশে আর আসিল না।

২৪ তৎপরে অরাম-রাজ বিন্‌হদদ আপনার সমস্ত সৈন্য একত্র করিলেন, এবং উঠিয়া গিয়া শমরিয়া অবরোধ করিলেন। ২৫ তাহাতে শমরিয়ায় অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল; আর দেখ, তাহারা অবরোধ করিয়া রহিলে শেষে একটা গর্দ্দভের মুণ্ডের মূল্য আশী রৌপ্যমুদ্রা, ও কপোতমলের এক কাবের চতুর্থাংশের মূল্য পাঁচ রৌপ্যমুদ্রা হইল।

২৬ একদা ইস্রায়েলের রাজা প্রাচীরের উপরে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কাঁদিয়া কহিল, হে আমার প্রভু মহারাজ, রক্ষা করুন। ২৭ রাজা কহিলেন, যদি সদাপ্রভু তোমাকে রক্ষা না করেন, আমি কোথা হইতে তোমাকে রক্ষা করিব? কি খামার হইতে? না দ্রাক্ষাপেষণকুণ্ড হইতে? ২৮ রাজা আরও কহিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে উত্তর করিল, এই স্ত্রীলোকটী আমাকে বলিয়াছিল, তোমার ছেলেটীকে দেও, আজ আমরা তাহাকে খাই, কাল আমার ছেলেটীকে খাইব। ২৯ তখন আমরা আমার ছেলেটীকে পাক করিয়া খাইলাম। পরদিন আমি ইহাকে কহিলাম, তোমার ছেলেটীকে দেও, আমরা খাই; কিন্তু এ আপনার ছেলে- ৩০ টীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর এই কথা শুনিয়া রাজা আপন বস্ত্র ছিঁড়িলেন; তখন তিনি প্রাচীরের উপরে বেড়াইতেছিলেন; তাহাতে লোকেরা চাহিয়া দেখিল, আর দেখ, বস্ত্রের নীচে ৩১ তাঁহার গাত্রে চট বাঁধা। পরে তিনি কহিলেন, অদ্য যদি শাফটের পুত্র ইলীশায়ের মস্তক তাহার স্কন্ধে থাকে, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড ৩২ দিউন। তখন ইলীশায় আপন গৃহে বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহিত প্রাচীনবর্গ বসিয়াছিলেন; ইতিমধ্যে রাজা আপনার সম্মুখ হইতে এক জন লোক পাঠাইলেন। কিন্তু সেই দূতের আসিবার পূর্ব্বে ইলীশায় প্রাচীনবর্গকে কহিলেন, সেই নরঘাতকের পুত্র আমার মস্তক ছেদনার্থে লোক পাঠাইয়াছে, তোমরা কি দেখিতেছ? দেখ, সেই দূত আসিলে দ্বার রুদ্ধ করিও, এবং দ্বারশুদ্ধ তাহাকে ঠেলিয়া দিও; তাহার প্রভুর পদশব্দ কি ৩৩ তাহার পশ্চাতে নাই? তিনি তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে দেখ, দূত তাঁহার নিকটে পৌঁছিল, পরে রাজা কহিলেন, দেখ, এই অমঙ্গল সদাপ্রভু হইতে হইল, আমি কেন আর ৭ সদাপ্রভুর অপেক্ষাতে থাকিব? ইলীশায় কহিলেন, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন; সদাপ্রভু এই কথা কহেন, কল্য এই বেলায় শমরিয়ার দ্বারে শেকলে এক পসুরী সূজী ও শেকলে দুই পসুরী যব ২ বিক্রয় হইবে। তখন রাজা যে সেনানীর হস্তে নির্ভর দিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের লোককে উত্তর করিলেন, দেখ, যদি

সদাপ্রভু আকাশে গবাক্ষ করেন, তথাপি কি এমন হইতে পারিবে? তিনি বলিলেন, দেখ, তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিবে, কিন্তু তাহার কিছুই খাইতে পাইবে না।

৩ সেই সময়ে নগর-দ্বারের প্রবেশ-স্থানে চারি জন কুষ্ঠী ছিল। তাহারা পরস্পর কহিল, 'আমরা এখানে বসিয়া বসিয়া ৪ কেন মরিব?' যদি বলি, নগরে প্রবেশ করিব, তবে নগরমধ্যে দুর্ভিক্ষ আছে, সেখানে মরিব; আর যদি এখানে বসিয়া থাকি, তবু মরিব। এখন আইস, আমরা অরামীয়দের শিবিরে গিয়া পড়ি; তাহারা আমাদিগকে বাঁচায় ত বাঁচিব, মারিয়া ৫ ফেলে ত মরিব। তখন তাহারা অরামীয়দের শিবিরে যাইবার জন্য সন্ধ্যাকালে উঠিল; যখন তাহারা অরামীয়দের শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল, ৬ তখন দেখ, সেখানে কেহ নাই। কেননা প্রভু অরামীয়দের সৈন্যদলকে রথের শব্দ ও অশ্বের শব্দ, বৃহৎ সৈন্যদলের শব্দ শ্রবণ করাইয়াছিলেন; তাহাতে তাহারা এক জন অন্যকে বলিয়াছিল, দেখ ইস্রায়েলের রাজা আমাদের বিরুদ্ধে হিত্তীয়দের রাজগণকে ও মিস্রীয়দের রাজগণকে টাকা দিয়াছে, যেন তাহারা আমাদের ৭ উপরে চড়াউ করে। তাই তাহারা সন্ধ্যাকালে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছিল; আপনাদের শিবির অর্থাৎ তাম্বু, অশ্ব ও গর্দ্দভ সকল যেমন ছিল, তেমনি ত্যাগ করিয়া আপন আপন প্রাণরক্ষার্থে পলা- ৮ য়ন করিয়াছিল। পরে ঐ কুষ্ঠীরা শিবিরের প্রান্তভাগে আসিয়া এক তাম্বুর মধ্যে গিয়া ভোজন পান করিল এবং তথা হইতে রৌপ্য, স্বর্ণ ও বস্ত্র লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিল; পরে পুনরায় আসিয়া আর এক তাম্বুর মধ্যে গেল, এবং তথা হইতেও দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া ৯ লুকাইয়া রাখিল। পরে তাহারা পরস্পর কহিল, আমাদের এ কাজ ভাল নয়; অদ্য সুসংবাদের দিন, কিন্তু আমরা চুপ করিয়া আছি; যদি প্রভাত পর্য্যন্ত বিলম্ব করি, তবে আমাদের অপরাধ আমাদিগকে ধরিবে। এখন আইস, আমরা গিয়া ১০ রাজবাটীতে সংবাদ দিই। পরে তাহারা গিয়া নগরের দ্বার-রক্ষকদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিল যে, আমরা অরামীয়দের শিবিরে গিয়াছিলাম; আর দেখ, সেখানে কেহ নাই, মানুষের শব্দও নাই, কেবল ঘোড়াগুলি বাঁধা ও গাধাগুলি বাঁধা, আর তাম্বু সকল যেমন ছিল, ১১ তেমনি আছে। তাহাতে দ্বারপালদিগকে ডাকা হইলে তাহারা ভিতরে রাজবাটীতে সংবাদ দিল।

১২ পরে রাজা রাত্রিতে উঠিয়া আপন দাসগণকে কহিলেন, অরামীয়েরা আমাদের প্রতি যাহা করিয়াছে, তাহা আমি তোমাদিগকে বলি; তাহারা জানে, আমরা ক্ষুধার্ত্ত, তাই তাহারা মাঠে লুকাইয়া থাকিবার জন্য শিবির হইতে বাহিরে গিয়াছে, আর বলিয়াছে, উহারা যখন নগর হইতে বাহিরে আসিবে, তখন আমরা উহাদিগকে জীবন্ত ধরিব ও নগরের ১৩ মধ্যে প্রবেশ করিব। তখন তাঁহার দাসগণের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, তবে বিনয় করি, নগরে যাহা অবশিষ্ট আছে, কয়েক জন সেই অবশিষ্ট অশ্বদের মধ্যে পাঁচটা অশ্ব গ্রহণ করুক— দেখুন, তাহারা এবং নগরের অবশিষ্ট ইস্রায়েলের সমস্ত লোক, এই দুই সমান; দেখুন, তাহারা এবং নষ্টকল্প ইস্রায়েলের

সমস্ত লোক, এই দুই সমান—আমরা
১৪ একবার পাঠাইয়া দেখি। পরে তাহারা অশ্বযুক্ত দুই রথ লইল; রাজা তাহাদিগকে অরামীয়দের সৈন্যের পশ্চাতে পাঠাইলেন, বলিলেন, যাও, দেখ গিয়া।
১৫ তাহাতে তাহারা যর্দ্দন পর্য্যন্ত উহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গেল, আর দেখ, অরামীয়েরা তাড়াতাড়িতে যাহা যাহা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেই সকল বস্ত্রে ও পাত্রে সমস্ত পথ পরিপূর্ণ। তখন দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল।
১৬ আর লোকেরা বাহিরে গিয়া অরামীয়দের শিবির লুট করিল; তাহাতে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে শেকলে এক পস্থরী সূজী, এবং শেকলে দুই পস্থরী যব বিক্রয় হইল।
১৭ আর রাজা যে সেনানীর হস্তে নির্ভর দিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি নগর-দ্বারের অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু লোকেরা দ্বারে তাঁহাকে পদতলে দলিত করিল, তাহাতে তিনি মরিয়া গেলেন; ঈশ্বরের লোকের কাছে যখন রাজা নামিয়া গিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বরের লোক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল।
১৮ ঈশ্বরের লোক রাজাকে বলিয়াছিলেন, কল্য এই বেলায় শমরিয়ার দ্বারে শেকলে দুই পস্থরী যব এবং শেকলে এক-
১৯ পস্থরী সূজী বিক্রয় হইবে; আর ঐ সেনানী ঈশ্বরের লোককে উত্তর করিয়াছিলেন, দেখ, যদি সদাপ্রভু আকাশে গবাক্ষ করেন, তথাপি কি এমন হইতে পারিবে? তিনি বলিয়াছিলেন, দেখ, তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিবে, কিন্তু তাহার কিছুই
২০ খাইতে পাইবে না; উহাঁর, সেই দশা ঘটিল, কারণ লোকেরা দ্বারে তাঁহাকে পদতলে দলিত করাতে তিনি মারা পড়িলেন।

আরও দুই ঘটনা।

৮ ইলীশায় যে স্ত্রীলোকটীর পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি উঠিয়া পরিবারের সহিত যে স্থানে প্রবাস করিতে পার, সেই স্থানে গিয়া প্রবাস কর; কেননা সদাপ্রভু দুর্ভিক্ষ ডাকিয়াছেন, আর তাহা আসিয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেশে থাকিবে।
২ তাহাতে সেই স্ত্রীলোকটী উঠিয়া ঈশ্বরের লোকের বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন; তিনি ও তাঁহার পরিবার গিয়া সাত বৎসর পলেষ্টীয়দের দেশে প্রবাস করি-
৩ লেন। সাত বৎসরের শেষে সেই স্ত্রীলোকটী পলেষ্টীয়দের দেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, আর আপন বাটী ও ভূমির
৪ জন্য রাজার কাছে কাঁদিতে গেলেন। ঐ সময়ে রাজা ঈশ্বরের লোকের চাকর গেহসির সহিত কথা কহিতেছিলেন; তিনি বলিলেন, ইলীশায় যে সকল মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই সমস্তের বৃত্তান্ত আমাকে
৫ বল। তাহাতে ইলীশায় কিরূপে মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সে রাজাকে কহিতেছে, আর দেখ, যাঁহার পুত্রকে তিনি পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই স্ত্রীলোকটী আপন বাটী ও ভূমির জন্য রাজার কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন গেহসি কহিল, হে আমার প্রভু মহারাজ, এ সেই স্ত্রীলোক, এবং এই তাঁহার পুত্র, যাহাকে ইলীশায়
৬ পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। আর রাজা স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে বৃত্তান্ত কহিলেন। আর রাজা তাঁহার পক্ষে এক জন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিয়া কহিলেন, ইহার সর্ব্বস্ব, এবং এ যে দিন দেশ ত্যাগ করিয়াছে,

সেই দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত উৎপন্ন ইহার ক্ষেত্রের সমস্ত উপস্বত্ব ইহাকে ফিরাইয়া দেও।

৭ একদা ইলীশায় দম্মেশকে উপস্থিত হন। তখন অরাম-রাজ বিন্‌হদদ পীড়িত ছিলেন; তিনি সংবাদ পাইলেন যে, ঈশ্বরের লোক এই স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া- ৮ ছেন। তখন রাজা হসায়েলকে কহিলেন, তুমি উপহার সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরের লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, এবং তাঁহার দ্বারা সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, এই পীড়াতে আমি কি বাঁচিব? ৯ পরে হসায়েল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি উপহার সঙ্গে লইয়া, এমন কি, সর্ব্বপ্রকার উত্তম বস্তু চল্লিশটী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে দিয়া দম্মেশকে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, আপনার পুত্র অরাম-রাজ বিন্‌হদদ আপনার কাছে আমাকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই পীড়াতে আমি ১০ কি বাঁচিব? ইলীশায় তাঁহাকে কহিলেন, আপনি গিয়া তাঁহাকে বলুন, অবশ্য বাঁচিতে পারেন; তথাপি ইহা সদাপ্রভু আমাকে জ্ঞাত করিয়াছেন যে, তিনি ১১ অবশ্য মরিবেন। আর হসায়েল যে পর্য্যন্ত লজ্জা না পাইলেন, সে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিলেন; পরে ঈশ্বরের লোক রোদন ১২ করিতে লাগিলেন। হসায়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রভু কেন রোদন করেন? তিনি উত্তর করিলেন, কারণ এই, আপনি ইস্রায়েল-সন্তানগণের যে অনিষ্ট করিবেন, তাহা আমি জানি; আপনি তাহাদের দৃঢ় দুর্গ সকল আগুনে পোড়াইয়া দিবেন, তাহাদের যুবকগণকে খড়্গ দ্বারা বধ করিবেন, তাহাদের শিশুগণকে ধরিয়া আছাড় মারিবেন, ও তাহাদের গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের উদর বিদীর্ণ ১৩ করিবেন। হসায়েল কহিলেন, আপনার এই কুকুর তুল্য দাস কে যে, এমন মহৎ কর্ম্ম করিবে? ইলীশায় কহিলেন, সদাপ্রভু আমাকে দেখাইয়াছেন যে, আপনি ১৪ অরামের রাজা হইবেন। তখন তিনি ইলীশায়ের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া আপন প্রভুর কাছে গেলেন; রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইলীশায় তোমাকে কি কহিলেন? হসায়েল বলিলেন, তিনি আমাকে কহিলেন, আপনি ১৫ অবশ্য বাঁচিবেন। কিন্তু পর দিবসে হসায়েল কম্বল জলে ডুবাইয়া রাজার মুখের উপরে বিস্তার করিলেন, তাহাতে তিনি মরিলেন, এবং হসায়েল তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

যিহূদার যিহোরাম ও অহসিয় রাজার বিবরণ।

১৬ ইস্রায়েল-রাজ আহাবের পুত্র যোরামের পঞ্চম বৎসরে, যখন যিহোশাফট যিহূদার রাজা ছিলেন, তখন যিহূদা-রাজ যিহোশাফটের পুত্র যিহোরাম রাজত্ব ১৭ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে আট বৎসর কাল ১৮ রাজত্ব করেন। আহাবের কুল যেমন করিত, তিনিও তেমনি ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চলিতেন, কারণ তিনি আহাবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ফলে, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই ১৯ তিনি করিতেন। তথাপি আপন দাস দায়ূদের জন্য সদাপ্রভু যিহূদাকে বিনষ্ট

করিতে চাহিলেন না, তিনি ত দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের জন্য নিয়ত এক প্রদীপ দিবেন।

২০ তাঁহার সময়ে ইদোম যিহূদার অধীনতা অস্বীকার করিয়া আপনাদের উপরে এক ২১ জনকে রাজা করিল। অতএব যোরাম আপন সমস্ত রথ সঙ্গে লইয়া সায়ীরে যাত্রা করিলেন; আর রাত্রিকালে তিনি উঠিয়া, যাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, সেই ইদোমীয়দিগকে ও তাহাদের রথের অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করিলেন, আর সেই লোকেরা আপন আপন তাম্বুতে ২২ পলাইয়া গেল। এইরূপে ইদোম অদ্য পর্য্যন্ত যিহূদার অধীনতা অস্বীকার করিয়া রহিয়াছে। আর ঐ সময়ে লিব্‌নাও ২৩ অধীনতা অস্বীকার করিল। যোরামের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কার্য্যের বিবরণ কি যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস- ২৪ পুস্তকে লিখিত নাই? পরে যোরাম আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং দায়ূদ-নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন; আর তাঁহার পুত্র অহসিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

২৫ ইস্রায়েল-রাজ আহাবের পুত্র যোরামের দ্বাদশ বৎসরে যিহূদা-রাজ যিহোরামের পুত্র অহসিয় রাজত্ব করিতে আরম্ভ ২৬ করেন। অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, তিনি ইস্রায়েল- ২৭ রাজ অম্রির পৌত্রী। অহসিয় আহাবকুলের পথে চলিতেন, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, আহাব-কুলের ন্যায় তাহাই করিতেন, কেননা তিনি আহাব-কুলের জামাতা ছিলেন।

২৮ তিনি আহাবের পুত্র যোরামের সঙ্গে অরাম-রাজ হসায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য রামোৎ-গিলিয়দে গেলেন; তাহাতে অরামীয়েরা যোরামকে ক্ষতবিক্ষত ২৯ করিল। অতএব যোরাম রাজা অরাম-রাজ হসায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময়ে রামাতে অরামীয়েরা তাঁহাকে যে সকল আঘাত করে, তাহা হইতে আরোগ্য পাইবার জন্য যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া গেলেন; আর আহাবের পুত্র যোরামের পীড়া প্রযুক্ত যিহূদা-রাজ যিহোরামের পুত্র অহসিয় তাঁহাকে দেখিতে যিষ্রিয়েলে নামিয়া গেলেন।

যেহূর বিবরণ। আহাব বংশের বিনাশ।

৯ তখন ইলীশায় ভাববাদী এক জন শিষ্য-ভাববাদীকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কটিবন্ধন কর, এবং এই তৈলের শিশি হস্তে লইয়া রামোৎ-গিলিয়দে যাও। ২ সেখানে উপস্থিত হইয়া নিম্‌শির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূর অন্বেষণ কর, এবং নিকটে গিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাও, এবং এক ৩ ভিতরের কুঠরীতে লইয়া যাও। পরে তৈলের শিশিটী লইয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিয়া বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষেক করিলাম। পরে তুমি দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিবে, ৪ বিলম্ব করিবে না। তখন সেই যুবক, সেই যুব-ভাববাদী, রামোৎ-গিলিয়দে ৫ গেল। সে সেখানে উপস্থিত হইলে

দেখ, সেনাপতিগণ বসিয়া ছিলেন। সে কহিল, হে সেনাপতি, আপনার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যেহূ বলিলেন, আমাদের সকলের মধ্যে কাহার কাছে? সে কহিল, হে সেনাপতি, ৬ আপনার কাছে। তখন যেহূ উঠিয়া গৃহমধ্যে গেলেন। তাহাতে সে তাঁহার মস্তকে তৈল ঢালিয়া তাঁহাকে বলিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সদাপ্রভুর প্রজাবৃন্দের উপরে, ইস্রায়েলের উপরে, তোমাকে ৭ রাজপদে অভিষেক করিলাম। তুমি আপন প্রভু আহাবের কুলকে আঘাত করিবে; এবং আমি আপন দাস ভাববাদিগণের রক্তের প্রতিশোধ ও সদাপ্রভুর সকল দাসের রক্তের প্রতিশোধ ঈষেবলের হস্ত ৮ হইতে লইব। বস্তুতঃ আহাবের সমুদয় কুল বিনষ্ট হইবে; আমি আহাব-বংশের প্রত্যেক পুরুষকে, ইস্রায়েলের মধ্যে বদ্ধ ৯ ও মুক্ত লোককে, উচ্ছিন্ন করিব। আর আহাবের কুলকে নবাটের পুত্র যারবিয়ামের কুলের ও অহিয়ের পুত্র বাশার ১০ কুলের সমান করিব। আর ঈষেবলকে কুক্কুরেরা যিষ্রিয়েলের ভূমিতে খাইবে, কেহ তাহাকে কবর দিবে না। পরে সেই যুবক দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল।

১১ তখন যেহূ আপন প্রভুর দাসদের নিকটে বাহিরে আসিলেন; এক জন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকলই মঙ্গল ত? ঐ পাগলটা তোমার কাছে কেন আসিয়াছিল? তিনি কহিলেন, তোমরা ত উহাকে চিন, ও কি বলিয়াছে, তাহাও ১২ জান। তাহারা কহিল, এ মিথ্যা কথা; আমাদিগকে [সত্য] বল। তখন তিনি কহিলেন, সে আমাকে এই এই কথা কহিল, বলিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ-১৩ পদে অভিষেক করিলাম। তখন তাহারা শীঘ্র করিয়া প্রত্যেকে আপন আপন বস্ত্র খুলিয়া সোপানের উপরে তাঁহার পদতলে পাতিল, এবং তূরী বাজাইয়া কহিল, ১৪ যেহূ রাজা হইলেন। এইরূপে নিম্‌শির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূ যোরামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন।—তৎকালে যোরাম ও সমস্ত ইস্রায়েল অরামরাজ হসায়েল হইতে রামোৎ-গিলিয়দ ১৫ রক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু অরাম-রাজ হসায়েলের সহিত যোরাম রাজার যুদ্ধকালে অরামীয়েরা তাঁহাকে যে সকল আঘাত করিয়াছিল, তাহা হইতে আরোগ্য পাইবার জন্য তিনি যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।—পরে যেহূ বলিলেন, যদি তোমাদের এই অভিমত হয়, তবে যিষ্রিয়েলে সংবাদ দিবার জন্য কাহাকেও এই নগর হইতে পলাইয়া বাহির হইতে দিও ১৬ না। পরে যেহূ রথে চড়িয়া যিষ্রিয়েলে গমন করিলেন, কেননা সেই স্থানে যোরাম শয্যাগত ছিলেন। আর যিহূদা-রাজ অহসিয় যোরামকে দেখিতে নামিয়া গিয়াছিলেন।

১৭ তখন যিষ্রিয়েলের দুর্গের উপরে প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল; যেহূর আসিবার সময়ে সে তাঁহার দল দেখিয়া কহিল, আমি একটা দল দেখিতেছি। যোরাম কহিলেন, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এক জন অশ্বারোহীকে পাঠাইয়া দেও, সে ১৮ গিয়া বলুক, মঙ্গল ত? পরে এক জন অশ্বারোহী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কহিল, রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মঙ্গল ত? যেহূ কহিলেন, মঙ্গলে তোমার কি কাজ? তুমি আমার পশ্চাতে আইস।

পরে প্রহরী এই সংবাদ দিল, সেই দূত তাহাদের নিকটে গেল বটে, কিন্তু ফিরিয়া ১৯ আসিল না। পরে রাজা আর এক জনকে অশ্বারোহণে পাঠাইলেন; সে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মঙ্গল ত? যেহূ কহিলেন, মঙ্গলে তোমার কি কাজ? ২০ তুমি আমার পশ্চাতে আইস। পরে প্রহরী সংবাদ দিল, এ ব্যক্তি তাহাদের নিকটে গেল, কিন্তু ফিরিয়া অসিল না; আর রথচালন নিমশির সন্তান যেহূর চালনের ন্যায় দেখাইতেছে, কেননা সে উন্মত্তের ২১ ন্যায় চালায়। তখন যোরাম কহিলেন, রথ সাজাও। তখন তাহারা তাঁহার রথ সাজাইল। আর ইস্রায়েল-রাজ যোরাম ও যিহূদা-রাজ অহসিয় আপন আপন রথে চড়িয়া বাহির হইয়া যেহূর কাছে গেলেন, এবং যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ভূমিতে ২২ তাঁহার দেখা পাইলেন। যেহূকে দেখিবা-মাত্র যোরাম কহিলেন, যেহূ, মঙ্গল ত? তিনি উত্তর করিলেন, যে পর্য্যন্ত তোমার মাতা ঈষেবলের এত ব্যভিচার ও মায়া-বিত্ব থাকে, সে পর্য্যন্ত মঙ্গল কোথায়? ২৩ তখন যোরাম আপন হস্ত ফিরাইয়া পলায়ন করিলেন, এবং অহসিয়কে কহিলেন, হে অহসিয়, বিশ্বাসঘাতকতা! ২৪ পরে যেহূ আপনার সমস্ত বলে ধনুক আকর্ষণ করিয়া যোরামের উভয় বাহু-মূলের মধ্যে বাণাঘাত করিলেন, আর বাণ তাঁহার হৃদয় দিয়া বাহির হইল, তাহাতে তিনি আপন রথে নত হইয়া ২৫ পড়িলেন। তখন যেহূ আপন সেনানী বিদ্‌করকে কহিলেন, তুমি উহাকে তুলিয়া লইয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ক্ষেত্রের ভূমিতে ফেলিয়া দেও; কেননা মনে করিয়া দেখ, তুমি ও আমি উভয়ে অশ্বে চড়িয়া পাশাপাশি উহার পিতা আহাবের পশ্চাতে চলিতেছিলাম, এমন সময়ে সদাপ্রভু তাঁহার বিরুদ্ধে এই ভাববাণী ২৬ বলিয়াছিলেন, সত্যই গত কল্য আমি নাবোতের রক্ত ও তাহার পুত্রদের রক্ত দেখিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু কহেন; আর সদাপ্রভু কহেন, এই ভূমিতে আমি তোমাকে প্রতিফল দিব। অতএব এখন তুমি উহাকে তুলিয়া লইয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ঐ ভূমিতে ফেলিয়া দেও।

২৭ তখন যিহূদা-রাজ অহসিয় তাহা দেখিয়া উদ্যানবাটীর পথ ধরিয়া পলায়ন করিলেন; আর যেহূ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া কহিলেন, উহাকেও রথের মধ্যে আঘাত কর; তখন তাহারা যিব্‌-লিয়মের নিকটস্থ গূরের আরোহণ পথে [তাঁহাকে আঘাত করিল]; পরে তিনি মগিদ্দোতে পলাইয়া গিয়া সে স্থানে ২৮ মরিলেন। আর তাঁহার দাসগণ তাঁহাকে রথে করিয়া যিরূশালেমে লইয়া গিয়া দায়ূদ-নগরে তাঁহার পিতৃলোকদের সহিত তাঁহার কবরে তাঁহাকে কবর দিল। ২৯ অহসিয় আহাবের পুত্র যিহোরামের একাদশ বৎসরে যিহূদার উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

৩০ পরে যেহূ যিষ্রিয়েলে উপস্থিত হইলেন; ঈষেবল তাহা শুনিল; আর সে চক্ষে অঞ্জন দিয়া, মাথায় কেশবেশ করিয়া ৩১ বাতায়ন দিয়া দেখিতেছিল, এবং যেহূ দ্বারে প্রবেশ করিলে সে তাঁহাকে কহিল, রে সিম্রি! রে প্রভুঘাতক! মঙ্গল ত? ৩২ যেহূ বাতায়নের দিকে মুখ তুলিয়া কহি-লেন, কে আমার পক্ষে? কে? তখন দুই তিন জন নপুংসক তাঁহার দিকে

৩৩ চাহিল। আর তিনি আজ্ঞা করিলেন, উহাকে নীচে ফেলিয়া দেও। তাহারা তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিল, আর তাহার কতকটা রক্ত ভিত্তিতে ও অশ্বদের গায়ে ছিট্‌কিয়া পড়িল; আর তিনি তাহাকে ৩৪ পদতলে দলিত করিলেন। পরে ভিতরে গিয়া যেহূ ভোজন পান করিলেন; আর কহিলেন, তোমরা গিয়া ঐ শাপগ্রস্তার তত্ত্ব করিয়া তাহাকে কবর দেও, কেননা ৩৫ সে রাজপুত্রী। তাহাতে লোকেরা তাহাকে কবর দিতে গেল, কিন্তু তাহার মাথার খুলি, পা ও করতল ব্যতিরেকে আর ৩৬ কিছুই পাইল না। অতএব তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল। তিনি কহিলেন, ইহা সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে হইল, তিনি আপন দাস তিশ্‌বীয় এলিয়ের দ্বারা এই কথা বলিয়াছিলেন, যিষ্রিয়েলের ভূমিতে কুকুরেরা ৩৭ ঈষেবলের মাংস খাইবে; এবং যিষ্রিয়েলের ভূমিতে ঈষেবলের শব সারের মত ক্ষেত্রে পতিত হইবে; তাহাতে কেহ বলিতে পারিবে না যে, 'এই ঈষেবল'।

১০ শমরিয়ায় আহাবের সত্তর জন পুত্র ছিল। যেহূ শমরিয়ায় যিষ্রিয়েলের অধ্যক্ষদের অর্থাৎ প্রাচীনদের কাছে ও আহাবের [সন্তানদিগের] অভিভাবকদের কাছে কয়েকখানি পত্র লিখিয়া পাঠাই- ২ লেন। তিনি লিখিলেন, তোমাদের প্রভুর পুত্রগণ তোমাদের কাছে আছে, এবং কতকগুলি রথ, অশ্ব ও সুদৃঢ় এক নগর এবং অস্ত্রশস্ত্রও তোমাদের কাছে আছে। ৩ অতএব তোমাদের নিকটে এই পত্র উপস্থিত হইবামাত্র তোমাদের প্রভুর পুত্রদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সৎ ও উপযুক্ত, তাহা নিশ্চয় করিয়া তাহার পিতার সিংহাসনে তাহাকে বসাও, এবং আপন প্রভুর কুলের নিমিত্ত যুদ্ধ কর। ৪ কিন্তু তাহারা যার পর নাই ভীত হইয়া কহিল, দেখ, যাঁহার সম্মুখে দুই জন রাজা দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাঁহার সম্মুখে ৫ আমারা কি প্রকারে দাঁড়াইব? অতএব গৃহাধ্যক্ষ ও নগরাধ্যক্ষ এবং প্রাচীনবর্গ ও অভিভাবকেরা যেহূর নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইল, আমরা আপনার দাস, আপনি আমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সে সমস্তই করিব, কাহাকেও রাজা করিব না; আপনার দৃষ্টিতে যাহা ৬ ভাল, আপনি তাহাই করুন। পরে তিনি তাহাদের কাছে দ্বিতীয় বার এক পত্র লিখিলেন, যথা, তোমরা যদি আমার সপক্ষ হও, ও আমার রবে কর্ণপাত কর, তবে আপন প্রভুর পুত্রদিগের মুণ্ডগুলি লইয়া কল্য এমন সময়ে যিষ্রিয়েলে আমার নিকটে আসিও। সেই রাজকুমারেরা সত্তর জন, তাহারা আপনাদের প্রতিপালনকারী নগরবাসী বড় লোকদের ৭ সঙ্গে ছিল। আর পত্রখানি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে তাহারা সেই সত্তর জন রাজকুমারকে লইয়া বধ করিল, এবং কতকগুলি ডালাতে করিয়া তাহাদের মুণ্ড যিষ্রিয়েলে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া ৮ দিল। পরে এক জন দূত আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়া কহিল, রাজকুমারদের মুণ্ড সকল আনা হইয়াছে। তিনি কহিলেন, দ্বারপ্রবেশের স্থানে দুই রাশি করিয়া সেগুলি প্রাতঃকাল পর্যন্ত রাখ। ৯ পরে প্রাতঃকালে তিনি বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, ও সমস্ত লোককে কহিলেন, তোমরা ত ধার্ম্মিক; দেখ, আমি আপন প্রভুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে

মারিয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু এই সকলকে
১০ কে বধ করিল? এখন তোমরা জানিও, সদাপ্রভু আহাব-কুলের বিপরীতে যাহা বলিয়াছেন, সদাপ্রভুর সেই বাক্যের মধ্যে কিছুই ভূমিতে পতিত হইবার নয়; কারণ সদাপ্রভু আপন দাস এলিয়ের দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিলেন।
১১ পরে যিষ্রিয়েলে আহাব-কুলের যত লোক অবশিষ্ট ছিল, যেহূ তাহাদিগকে, তাঁহার সমস্ত মহৎ লোককে, তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে ও তাঁহার যাজকদিগকে বধ করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধীয় কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না।

১২ পরে তিনি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, শমরিয়ায় গেলেন। পথিমধ্যে মেষপালকদের মেষ-লোমচ্ছেদন-গৃহে উপস্থিত
১৩ হইলে, যিহূদা-রাজ অহসিয়ের ভ্রাতাদের সহিত যেহূর সাক্ষাৎ হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? তাহারা কহিল, আমরা অহসিয়ের ভ্রাতা; রাজার ও মহিষীর সন্তানদিগকে মঙ্গল-
১৪ বাদ করিতে যাইতেছি। তিনি কহিলেন, উহাদিগকে জীবন্ত ধর। তাহাতে লোকেরা তাহাদিগকে জীবন্ত ধরিয়া মেষ-লোমচ্ছেদন-গৃহের কূপের নিকটে বধ করিল, বিয়াল্লিশ জনের মধ্যে এক জনকেও অবশিষ্ট রাখিল না।

১৫ যেহূ তথা হইতে প্রস্থান করিলে রেখবের পুত্র যিহোনাদবের সহিত তাঁহার দেখা হইল; তিনি তাঁহারই কাছে আসিতেছিলেন। যেহূ তাহাকে মঙ্গলবাদ করিয়া কহিলেন, তোমার প্রতি আমার মন যেমন, তেমনি কি তোমার মন সরল? যিহোনাদব কহিলেন, সরল। যদি তাহা হয়, তবে আমাকে হস্ত দেও। পরে তিনি তাঁহাকে হস্ত দিলে যেহূ তাঁহাকে আপনার কাছে রথে চড়াইলেন।
১৬ আর তিনি কহিলেন, আমার সঙ্গে চল, সদাপ্রভুর নিমিত্ত আমার যে উদ্যোগ, তাহা দেখ; এইরূপে তাঁহাকে তাঁহার
১৭ রথে চড়াইয়া লওয়া হইল। পরে শমরিয়ায় উপস্থিত হইলে যেহূ শমরিয়ায় অবশিষ্ট আহাবের সমস্ত লোককে বধ করিলেন, যে পর্য্যন্ত না আহাব-কুলকে একেবারে বিনষ্ট করিলেন; সদাপ্রভু এলিয়কে যে কথা বলিয়াছিলেন, তদনুসারেই করিলেন।

১৮ পরে যেহূ সমস্ত লোককে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আহাব বালের অল্পই সেবা করিতেন, কিন্তু যেহূ
১৯ তাহার অধিক সেবা করিবে। অতএব এখন তোমরা বালের সমস্ত ভাববাদীকে, তাহার সমস্ত পূজককে ও সমস্ত যাজককে আমার কাছে ডাকিয়া আন, কেহই অনুপস্থিত না হউক; কেননা বালের উদ্দেশে আমাকে মহাযজ্ঞ করিতে হইবে; যে কেহ অনুপস্থিত হইবে, সে বাঁচিবে না। কিন্তু যেহূ বালের পূজকদিগকে বিনষ্ট করিবার আশয়ে এই ছল করিয়াছিলেন।
২০ পরে যেহূ বলিলেন, বালের উদ্দেশে পর্ব্বসভা নিরূপণ কর। তাহারা পর্ব্ব
২১ ঘোষণা করিয়া দিল। আর যেহূ ইস্রায়েলের সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলে বালের যত পূজক ছিল, সকলে আসিল, কেহ অনুপস্থিত রহিল না। পরে তাহারা বালের গৃহে প্রবিষ্ট হইলে বালের গৃহ এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত
২২ পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষকে কহিলেন, বালের সমস্ত পূজকের জন্য বস্ত্র বাহির করিয়া আন।

তাহাতে সে তাহাদের জন্য বস্ত্র বাহির ২৩ করিয়া আনিল। পরে যেহূ ও রেখবের পুত্র যিহোনাদব বালের গৃহে গেলেন ; তিনি বালের পূজকদিগকে কহিলেন, তদন্ত করিয়া দেখ, এখানে তোমাদের সঙ্গে বালের পূজক ব্যতিরেকে সদাপ্রভুর দাসদের মধ্যে কেহ যেন না থাকে। ২৪ আর উহারা বলিদান ও হোম করিতে ভিতরে গেল। এ দিকে যেহূ আশী জনকে বাহিরে রাখিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ যে লোকদিগকে আমি তোমাদের হস্তগত করিলাম, উহাদের এক জনও যদি পলাইয়া বাঁচে, তবে [যে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে] উহার প্রাণের জন্য তাহার ২৫ প্রাণ যাইবে। পরে হোম কার্য্য সাঙ্গ হইলে যেহূ ধাবক সেনাদিগকে ও সেনানীগণকে বলিলেন, ভিতরে যাও, উহাদিগকে বধ কর, এক জনকেও বাহিরে আসিতে দিও না। তখন তাহারা খড়্গ-ধারে তাহাদিগকে আঘাত করিল ; পরে ধাবক সেনারা ও সেনানীগণ তাহাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দিল ; পরে তাহারা ২৬ বাল-মন্দিরের পুরীতে গেল ; আর বালের মন্দির হইতে স্তম্ভ সকল বাহির করিয়া ২৭ পোড়াইয়া ফেলিল। তাহারা বালের স্তম্ভটী ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং বালের গৃহ ভাঙ্গিয়া সেখানে এক পায়খানা প্রস্তুত ২৮ করিল, তাহা অদ্যাপি আছে। এইরূপে যেহূ ইস্রায়েলের মধ্য হইতে বালকে ২৯ উচ্ছিন্ন করিলেন। তথাপি নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার পাপবস্তুর অর্থাৎ বৈথেলস্থ ও দানস্থ স্বর্ণময় দুই গোবৎসের অনুগমন হইতে যেহূ ফিরি- ৩০ লেন না। আর সদাপ্রভু যেহূকে কহিলেন, আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহা করিয়া তুমি ভাল কাজ করিয়াছ, এবং আমার মনে যাহা যাহা ছিল, আহাব-কুলের প্রতি সমস্তই করিয়াছ, এই নিমিত্ত চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশ ৩১ ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসিবে। তথাপি যেহূ সর্ব্বান্তঃকরণে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ব্যবস্থানুসারে চলিবার জন্য সতর্ক হইলেন না ; যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই সকল পাপ হইতে তিনি ফিরিলেন না।

৩২ ঐ সময়ে সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে খর্ব্ব করিতে লাগিলেন ; বাস্তবিক, হসায়েল ইস্রায়েলের এই সমস্ত অঞ্চলে তাহা- ৩৩ দিগকে আঘাত করিলেন ;— যর্দ্দনের পূর্ব্বদিকে সমস্ত গিলিয়দ দেশ, অর্ণোন উপত্যকার নিকটস্থ অরোয়ের অবধি গাদীয়, রূবেণীয় ও মনঃশীয়দের দেশ, ৩৪ অর্থাৎ গিলিয়দ ও বাশন। যেহূর অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত, সমস্ত কার্য্যের বিবরণ ও তাঁহার সমস্ত বিক্রমের কথা কি ইস্রায়েল- ৩৫ রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই? পরে যেহূ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, আর শমরিয়াতে তাঁহার কবর দেওয়া হইল ; পরে তাঁহার পুত্র যিহোয়াহস তাঁহার পদে রাজা হইলেন। ৩৬ যেহূ আটাশ বৎসর কাল শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অথলিয়া রাণীর নির্দ্দয়তা ও তাহার প্রতিফল।

১১ ইতিমধ্যে অহসিয়ের মাতা অথলিয়া যখন দেখিল যে, তাহার পুত্র মরিয়াছে, তখন সে উঠিয়া সমস্ত রাজবংশ বিনষ্ট

২ করিল। কিন্তু যোরাম রাজার কন্যা, অহসিয়ের ভগিনী যিহোশেবা, অহসিয়ের পুত্ত্র যোয়াশকে লইয়া, নিহত রাজপুত্ত্রদের মধ্য হইতে চুরি করিয়া, তাঁহার ধাত্রীর সহিত শয্যাগারে রাখিলেন; তাঁহারা অথলিয়া হইতে তাঁহাকে লুকাইলেন, এই জন্য তিনি হত হন নাই।
৩ আর তিনি তাঁহার সহিত সদাপ্রভুর গৃহে ছয় বৎসর যাবৎ লুক্কায়িত রহিলেন; তখন অথলিয়া দেশের উপরে রাজত্ব করিতেছিল।

৪ পরে সপ্তম বৎসরে যিহোয়াদা লোক প্রেরণ করিয়া রক্ষক ও ধাবক সৈন্যের শতপতিদিগকে ডাকাইয়া আপনার নিকটে সদাপ্রভুর গৃহে আনিলেন, এবং তাহাদের সহিত নিয়ম করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে তাহাদিগকে শপথ করাইয়া রাজ-
৫ পুত্ত্রকে দেখাইলেন। আর তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা এই কার্য্য করিবে; তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্রামদিনে প্রবেশ করিবে, তাহাদের তৃতীয়াংশ রাজবাটীর প্রহরীকার্য্য করিবে; তৃতীয়াংশ সূরদ্বারে থাকিবে;
৬ এবং তৃতীয়াংশ ধাবক সৈন্যের পশ্চাতে দ্বারে থাকিবে· এইরূপে তোমরা আক্রমণ নিবারণার্থে গৃহের প্রহরীকার্য্য করিবে।
৭ আর তোমাদের, অর্থাৎ যাহারা বিশ্রামবারে বাহিরে যায়, তাহাদের সকলের, দুই দল রাজার সমীপে সদাপ্রভুর গৃহের
৮ প্রহরীকার্য্য করিবে। তোমরা প্রত্যেক জন স্ব স্ব হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজাকে বেষ্টন করিবে; আর যে কেহ শ্রেণীর ভিতরে আইসে, সে হত হইবে; এবং রাজা যখন বাহিরে যান, কিম্বা ভিতরে আইসেন, তখন তোমরা তাঁহার সঙ্গে
৯ থাকিবে। পরে যিহোয়াদা যাজক যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন, শতপতিরা তদনুসারে সকলই করিল; কারণ তাহারা প্রত্যেক জন আপন আপন লোকদিগকে, যাহারা বিশ্রামবারে ভিতরে যায়, বা বিশ্রামবারে বাহিরে আইসে, তাহাদিগকে লইয়া যিহোয়াদা যাজকের নিকটে
১০ আসিল। পরে দায়ূদ রাজার যে বড়শা ও ঢাল সদাপ্রভুর গৃহে ছিল, তাহা যাজক
১১ শতপতিদিগকে দিলেন। আর গৃহের দক্ষিণ পার্শ্ব অবধি গৃহের বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত যজ্ঞবেদির ও গৃহের নিকটে ধাবক সৈন্য প্রত্যেক জন স্ব স্ব হস্তে অস্ত্র লইয়া
১২ রাজার চারিদিকে দাঁড়াইল। পরে তিনি রাজপুত্ত্রকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার মস্তকে মুকুট দিলেন, ও তাঁহাকে সাক্ষ্যপুস্তক দিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহাকে রাজা করিলেন, ও অভিষেক করিলেন; আর করতালি দিয়া কহিলেন, রাজা চিরজীবী হউন।

১৩ তখন অথলিয়া ধাবক সৈন্যের ও লোকদের কোলাহল শুনিয়া সদাপ্রভুর
১৪ গৃহে লোকদের নিকটে আসিল; আর দৃষ্টিপাত করিল, আর দেখ, রাজা যথারীতি মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং সেনাপতিগণ ও তূরীবাদকগণ রাজার নিকটে আছে, এবং দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করিতেছে ও তূরী বাজাইতেছে। তখন অথলিয়া আপনার বস্ত্র ছিঁড়িয়া 'রাজদ্রোহ, রাজদ্রোহ'
১৫ বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। কিন্তু যিহোয়াদা যাজক সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত শতপতিদিগকে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, উহাকে বাহির করিয়া দুই শ্রেণীর মধ্য দিয়া লইয়া যাও; আর যে উহার

পশ্চাতে যাইবে, তাহাকে খড়্গ দ্বারা বধ কর; কারণ যাজক বলিয়াছিলেন, সে যেন সদাপ্রভুর গৃহমধ্যে হত না হয়। ১৬ পরে লোকেরা তাহার জন্য দুই পংক্তি হইয়া পথ ছাড়িলে সে অশ্বদ্বারের পথ দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিল; এবং সেই স্থানে হত হইল।

১৭ আর যিহোয়াদা সদাপ্রভুর এবং রাজার ও লোকদের মধ্যে এক নিয়ম করিলেন, যেন তাহারা সদাপ্রভুর প্রজা হয়; রাজার ও লোকদের মধ্যেও নিয়ম ১৮ করিলেন। পরে দেশের সমস্ত লোক বালের গৃহে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তাহার যজ্ঞবেদি ও প্রতিমা সকল একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিল, ও বেদি সকলের সম্মুখে বালের যাজক মত্তনকে বধ করিল। পরে যাজক সদাপ্রভুর গৃহের উপরে কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত ১৯ করিলেন। আর তিনি শতপতিদিগকে এবং রক্ষক ও ধাবক সেনাগণকে ও দেশের সমস্ত লোককে সঙ্গে লইলেন; তাহারা সদাপ্রভুর গৃহ হইতে রাজাকে লইয়া ধাবক সৈন্যের দ্বারের পথ দিয়া রাজবাটীতে আসিল; আর তিনি রাজ- ২০ সিংহাসনে বসিলেন। তখন দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করিল, এবং নগর সুস্থির হইল; আর অথলিয়াকে তাহারা রাজবাটীতে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়াছিল। ২১ যিহোয়াশ সাত বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।

১২ যেহূর সপ্তম বৎসরে যিহোয়াশ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে চল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম সিবিয়া, তিনি বের-শেবা- ২ নিবাসিনী। আর যতদিন যিহোয়াদা যাজক যিহোয়াশকে উপদেশ দিতেন, ততদিন তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ৩ ন্যায্য তাহাই করিতেন। তথাপি উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হইল না, লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

৪ পরে যিহোয়াশ যাজকদিগকে কহিলেন, পবিত্র বস্তু সম্বন্ধীয় যে সকল রৌপ্য সদাপ্রভুর গৃহে আনীত হয়, প্রচলিত রৌপ্য, প্রত্যেক গণিত লোকের হিসাবে প্রাণীর মূল্যরূপে নিরূপিত রৌপ্য, ও মনুষ্যের মনের প্রবৃত্তি অনুসারে সদা- ৫ প্রভুর গৃহে আনীত রৌপ্য, এই সমস্ত রৌপ্য যাজকেরা আপন আপন পরিচিত লোকদের হস্ত হইতে গ্রহণ করুক, এবং গৃহের যে কোন স্থান ভগ্ন হইয়াছে, দেখা যাইবে, তাহারা সেই সকল স্থান সারুক। ৬ কিন্তু যিহোয়াশ রাজার তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত যাজকেরা সেই গৃহের ভগ্ন স্থান ৭ সারেন নাই। তাহাতে যিহোয়াশ রাজা যিহোয়াদা যাজককে ও অন্য যাজক- দিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা গৃহের ভগ্ন স্থানগুলি কেন সারিতেছ না? অতএব এখন তোমরা পরিচিত লোকদের নিকট হইতে আর টাকা লইও না, কিন্তু তাহা গৃহের ভগ্ন স্থানের জন্য ৮ দিও। তখন যাজকেরা স্বীকার করিলেন যে, তাঁহারা লোকদের নিকট হইতে আর টাকা লইবেন না, এবং গৃহের ভগ্ন স্থান ৯ সারিবেন না। কিন্তু যিহোয়াদা যাজক একটী সিন্দুক লইলেন, ও তাহার ডালাতে এক ছিদ্র করিয়া যজ্ঞবেদির নিকটে সদাপ্রভুর গৃহের প্রবেশস্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিলেন; আর দ্বার-রক্ষক যাজকেরা সদাপ্রভুর গৃহে আনীত সমস্ত

১০ টাকা তাহার মধ্যে রাখিত। পরে যখন তাহারা দেখিতে পাইল, সিন্দুকে অনেক টাকা জমিয়াছে, তখন রাজার লেখক ও মহাযাজক আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহে প্রাপ্ত ঐ সকল টাকা থলীতে করিয়া গণনা ১১ করিতেন। পরে তাঁহারা সেই পরিমিত টাকা কর্ম্মকারীদের হস্তে, সদাপ্রভুর গৃহের অধ্যক্ষদের হস্তে দিতেন, আর ইহাঁরা সদাপ্রভুর গৃহের কর্ম্মকারী সূত্রধর ১২ ও গাঁথকদিগকে, এবং রাজ ও ভাস্কর-দিগকে তাহা দিতেন, এবং সদাপ্রভুর গৃহের ভগ্ন স্থান সারিবার জন্য কাষ্ঠ ও ক্ষোদিত প্রস্তর ক্রয় করিবার জন্য, ও গৃহ সারিবার নিমিত্তে যাহা যাহা লাগিত, সেই সকলের জন্য তাহা ব্যয় করিতেন। ১৩ কিন্তু সদাপ্রভুর গৃহের জন্য রৌপ্যডাবর, কর্ত্তরী, বাটি, তূরী, কোন স্বর্ণময় পাত্র বা রৌপ্যময় পাত্র সদাপ্রভুর গৃহে আনীত সেই রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত হইল না; ১৪ কারণ তাঁহারা কর্ম্মকারীদিগকেই সেই টাকা দিতেন, এবং তাঁহারা তাহা লইয়া ১৫ সদাপ্রভুর গৃহ সারিলেন। কিন্তু উহাঁরা কর্ম্মকারীদিগকে দিবার নিমিত্তে যাঁহাদের হস্তে টাকা দিতেন, তাঁহাদের সহিত হিসাব করিতেন না, কেননা তাঁহারা ১৬ বিশ্বস্তরূপে কর্ম্ম করিতেন। দোষার্থক ও পাপার্থক বলি সম্বন্ধীয় যে টাকা, তাহা সদাপ্রভুর গৃহে আনীত হইত না; তাহা যাজকদেরই হইত।

১৭ ঐ সময়ে অরাম-রাজ হসায়েল যাত্রা করিয়া গাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন ও তাহা হস্তগত করিলেন; পরে হসায়েল যিরূশালেমের বিরুদ্ধেও যাত্রা করিতে ১৮ উন্মুখ হইলেন। তাহাতে যিহূদা-রাজ যিহোয়াশ আপন পিতৃপুরুষদের অর্থাৎ যিহূদার যিহোশাফট, যিহোরাম ও অহসিয় রাজার পবিত্রীকৃত বস্তু সকল, ও আপনার পবিত্রীকৃত বস্তু সকল, এবং সদাপ্রভুর গৃহের ভাণ্ডারে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে যত স্বর্ণ পাওয়া গেল, সে সমস্ত লইয়া অরাম-রাজ হসায়েলের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে তিনি যিরূশালেমের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া গেলেন।

১৯ যোয়াশের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কার্য্যের বিবরণ কি যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই? ২০ পরে যোয়াশের দাসেরা উঠিয়া চক্রান্ত করিল, এবং সিল্লাগামী পথস্থিত মিল্লো নামক বাটীতে তাঁহাকে আঘাত করিল। ২১ ফলে শিমিয়তের পুত্র যোষাখর ও শোমরের পুত্র যিহোষাবদ, তাঁহার দুই জন দাস, তাঁহাকে আঘাত করিলে তিনি মরিলেন; পরে লোকেরা দায়ূদ-নগরে তাঁহার পিতৃলোকদের সহিত তাঁহাকে কবর দিল, এবং তাঁহার পুত্র অমৎসিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

ইস্রায়েলীয় যিহোয়াহস ও যোয়াশের বিবরণ। ইলীশায়ের মৃত্যু।

১৩ অহসিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যোয়াশের তেইশ বৎসরে যেহূর পুত্র যিহোয়াহস শমরিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং সতের ২ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন, এবং নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই সকল পাপের অনুগামী হইলেন; তাহা হইতে ফিরিলেন

৩ না। তখন ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, আর তিনি অরাম-রাজ হসায়েলের হস্তে ও হসায়েলের পুত্র বিন্‌হদদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন, তাহারা [যিহোয়াহসের] সমস্ত [রাজত্ব] কাল তাঁহাদের অধীন
৪ রহিল। পরে যিহোয়াহস সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিলেন, আর সদাপ্রভু তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন, কেননা অরামের রাজা ইস্রায়েলের উপরে যে উপদ্রব করিতেন, সেই উপদ্রব তিনি
৫ দেখিলেন। (আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে এক জন উদ্ধারকর্ত্তা দিলেন, তাহাতে তাহারা অরামের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইল, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ পূর্ব্বের ন্যায় আপন আপন তাম্বুতে বাস করিল।
৬ তথাপি যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার কুলের সেই সকল পাপ হইতে তাহারা ফিরিল না, সেই পথে চলিত, আর
৭ শমরিয়াতে আশেরা-মূর্ত্তিও রহিল।) বাস্তবিক, অরাম-রাজ কেবল পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী, দশখানি রথ ও দশ সহস্র পদাতিক ছাড়া যিহোয়াহসের নিমিত্ত অন্য কোন সৈন্য অবশিষ্ট রাখেন নাই; তিনি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, দলনীয় ধূলির সমান করিয়াছিলেন।

৮ যিহোয়াহসের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত, সমস্ত কার্য্যের বিবরণ ও তাঁহার বিক্রমের কথা কি ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-
৯ পুস্তকে লিখিত নাই? পরে যিহোয়াহস আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, আর শমরিয়াতে তাঁহার কবর দেওয়া হইল, এবং তাঁহার পুত্র যোয়াশ তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

১০ যিহূদা-রাজ যোয়াশের সাঁইত্রিশ বৎসরে যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশ শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং ষোল বৎসর
১১ কাল রাজত্ব করেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তিনি তাহাই করিতেন; নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই সমস্ত পাপ হইতে ফিরিলেন না,
১২ সেই পথে চলিতেন। যোয়াশের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কার্য্যের, এবং যে বিক্রমের দ্বারা তিনি যিহূদা-রাজ অমৎসিয়ের সহিত যুদ্ধ করিলেন, সেই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজগণের
১৩ ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই? পরে যোয়াশ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন; আর যারবিয়াম তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন; এবং যোয়াশ ইস্রায়েলের রাজাদের সহিত শমরিয়ায় কবরপ্রাপ্ত হইলেন।

১৪ ইলীশায় পীড়িত হইলেন, সেই পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু হয়; আর ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার মুখের উপরে [হেঁট হইয়া] রোদন করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতা, হে আমার পিতা, ইস্রায়েলের রথসমূহ ও
১৫ অশ্বারোহিগণ। তখন ইলীশায় তাঁহাকে কহিলেন, আপনি ধনুর্ব্বাণ লউন। তিনি
১৬ ধনুর্ব্বাণ লইলেন। পরে তিনি ইস্রায়েলের রাজাকে কহিলেন, ধনুকের উপরে হস্ত রাখুন। তিনি হস্ত রাখিলেন। পরে ইলীশায় রাজার হস্তের উপরে
১৭ আপন হস্ত রাখিলেন, আর কহিলেন, পূর্ব্বদিকের বাতায়ন খুলুন। তিনি খুলিলেন। পরে ইলীশায় কহিলেন, বাণ

নিক্ষেপ করুন। তিনি নিক্ষেপ করিলেন। তখন ইলীশায় কহিলেন, এ সদাপ্রভুর বিজয়-বাণ, অরামের বিপক্ষে বিজয়-বাণ, কেননা আপনি অফেকে অরামীয়দিগকে আঘাত করিবেন, করিতে করিতে তাহা-
১৮ দিগকে নিঃশেষ করিবেন। পরে তিনি কহিলেন, ঐ সকল বাণ লউন। রাজা সেগুলি লইলেন। তখন তিনি ইস্রায়েলের রাজাকে কহিলেন, ভূমিতে আঘাত করুন; রাজা তিন বার আঘাত করিয়া
১৯ ক্ষান্ত হইলেন। তখন ঈশ্বরের লোক তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, কহিলেন, পাঁচ ছয় বার আঘাত করিতে হইত, করিলে অরামকে নিঃশেষ করণ পর্য্যন্ত আঘাত করিতেন, কিন্তু এখন অরামকে তিন বার মাত্র আঘাত করিবেন।

২০ পরে ইলীশায়ের মৃত্যু হইল, ও লোকেরা তাঁহার কবর দিল। তখন মোয়াবীয় লুটকারী সৈন্যদল, বৎসর ফিরিয়া আসিলে, দেশে আসিয়া প্রবেশ
২১ করিল। আর লোকেরা একটা লোককে কবর দিতেছিল, আর দেখ, তাহারা এক লুটকারী সৈন্যদল দেখিয়া সেই শব ইলীশায়ের কবরে ফেলিয়া দিল; তখন সেই ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইয়া ইলীশায়ের অস্থি স্পর্শ করিবামাত্র জীবিত হইয়া পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

২২ যিহোয়াহসের সময়ে অরাম-রাজ হসায়েল ইস্রায়েলের উপরে সর্ব্বদাই উপদ্রব
২৩ করিতেন। কিন্তু সদাপ্রভু অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা করিলেন, তাহাদের সপক্ষ রহিলেন, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চাহিলেন না, তখনও আপনার সম্মুখ হইতে নিক্ষেপ করিলেন না।
২৪ পরে অরাম-রাজ হসায়েল মরিলেন, এবং তাঁহার পুত্র বিন্‌হদদ তাঁহার পদে রাজা
২৫ হইলেন। যিহোয়াশের পিতা যিহোয়াহসের হস্ত হইতে হসায়েল যে সকল নগর যুদ্ধে লইয়াছিলেন, সেই সকল নগর যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশ হসায়েলের পুত্র বিন্‌হদদের হস্ত হইতে পুনর্ব্বার লইলেন। যোয়াশ তাঁহাকে তিন বার আঘাত করিয়া ইস্রায়েলের ঐ সকল নগর পুনর্ব্বার লইলেন।

যিহূদা-রাজ অমৎসিয়ের বিবরণ।

১৪ ইস্রায়েল-রাজ যোয়াহসের পুত্র যোয়াশের দ্বিতীয় বৎসরে যিহূদা-রাজ যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় রাজত্ব করিতে
২ আরম্ভ করেন। তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ঊনত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম যিহোয়দ্দিন,
৩ তিনি যিরূশালেম-নিবাসিনী। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, অমৎসিয় তাহা করিতেন, তথাপি আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের ন্যায় করিতেন না; তিনি আপন পিতা যোয়াশের সমস্ত কার্য্যানুসারে কার্য্য করি-
৪ তেন। তথাপি উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হইল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

৫ রাজ্য তাঁহার হস্তে স্থির হইলেই তাঁহার যে দাসেরা তাঁহার পিতা রাজাকে বধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি বধ
৬ করিলেন। কিন্তু তিনি মোশির ব্যবস্থা-গ্রন্থে লিখিত কথানুসারে সেই হত্যাকারীদের সন্তানদিগকে বধ করিলেন না, যেমন সদাপ্রভু আজ্ঞা দিয়াছিলেন,

"সন্তানের জন্য পিতার, কিম্বা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না ; প্রতিজন আপন আপন পাপ প্রযুক্তই ৭ মরিবে।" তিনি লবণোপত্যকায় ইদোমের দশ সহস্র লোককে বধ করিলেন, ও যুদ্ধ দ্বারা সেলা হস্তগত করিয়া তাহার নাম যক্তেল রাখিলেন ; অদ্যাপি তাহা রহিয়াছে।

৮ তৎকালে অমৎসিয় দূত পাঠাইয়া যেহূর পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র ইস্রায়েল-রাজ যিহোয়াশকে কহিলেন, আইস, আমরা পরস্পর মুখ দেখাদেখি করি। ৯ ইস্রায়েল-রাজ যিহোয়াশ যিহূদা-রাজ অমৎসিয়ের নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিলেন, লিবানোনস্থ শিয়ালকাঁটা লিবানোনস্থ এরস বৃক্ষের নিকটে বলিয়া পাঠাইল, আমার পুত্রের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দেও ; ইতিমধ্যে লিবানোনস্থ এক বন্য পশু চলিতে চলিতে সেই শিয়ালকাঁটা দলাইয়া ফেলিল। ১০ তুমি ইদোমকে আঘাত করিয়াছ বলিয়া তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছে ; আপনার বড়াই কর, ও ঘরে বসিয়া থাক ; অমঙ্গলের সহিত বিরোধ করিতে কেন প্রবৃত্ত হইবে ? এবং তুমি ও যিহূদা উভয়ে কেন পতিত হইবে ? কিন্তু ১১ অমৎসিয় কথা শুনিলেন না। অতএব ইস্রায়েল-রাজ যিহোয়াশ যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং যিহূদার অধিকারস্থ বৈৎ-শেমশে তিনি ও যিহূদার অমৎসিয় রাজা ১২ পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিলেন। তখন ইস্রায়েলের সম্মুখে যিহূদা পরাজিত হইল, আর প্রত্যেক জন আপন আপন ১৩ তাম্বুতে পলায়ন করিল। আর ইস্রায়েল-রাজ যিহোয়াশ বৈৎ-শেমশে অহসিয়ের পৌত্র যিহোয়াশের পুত্র যিহূদা-রাজ অমৎসিয়কে ধরিয়া লইয়া যিরূশালেমে আসিলেন, এবং ইফ্রয়িমের দ্বার হইতে কোণের দ্বার পর্য্যন্ত যিরূশালেমের চারি শত হস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ১৪ আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য, ও সমস্ত পাত্র এবং বন্ধকরূপে কতকগুলি মনুষ্যকে লইয়া শমরিয়াতে ফিরিয়া গেলেন।

১৫ যিহোয়াশের কৃত অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত, ও তাঁহার বিক্রম এবং যিহূদা-রাজ অমৎসিয়ের সহিত তিনি কিরূপ যুদ্ধ করিলেন, এই সকল কি ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত ১৬ নাই ? পরে যিহোয়াশ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং শমরিয়াতে ইস্রায়েলের রাজাদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন, আর তাঁহার পুত্র যারবিয়াম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

১৭ ইস্রায়েল-রাজ যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশের মৃত্যুর পর যিহূদা-রাজ যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় আর পনের ১৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। অমৎসিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত কি যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই ? ১৯ পরে লোকেরা যিরূশালেমে তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল, তাহাতে তিনি লাখীশে পলায়ন করিলেন ; কিন্তু তাহারা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে লাখীশে লোক পাঠাইয়া সেখানে তাঁহাকে বধ করাইল। ২০ আর অশ্ব-পৃষ্ঠে করিয়া তাঁহাকে আনিয়া, দায়ূদ-নগরে তাঁহার পিতৃলোকদের সহিত যিরূশালেমে তাঁহার কবর দিল।

২১ আর যিহূদার সমস্ত লোক ষোল

বৎসর বয়স্ক অসরিয়কে লইয়া তাঁহার পিতা অমৎসিয়ের পদে রাজা করিল। ২২ রাজা [অমৎসিয়] পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে পর তিনি এলৎ নগর গাঁথিলেন, এবং তাহা পুনর্ব্বার যিহূদার অধীন করিলেন।

ইস্রায়েলীয় ছয় জন রাজার বিবরণ।

২৩ যিহূদা-রাজ যোয়াশের পুত্র অমৎসিয়ের পনের বৎসরে ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশের পুত্র যারবিয়াম শমরিয়ায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং এক- ২৪ চল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তিনি তাহাই করিতেন; নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সেই সমস্ত ২৫ পাপ ত্যাগ করিলেন না। ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন দাস গাৎ-হেফরীয় অমিত্তয়ের পুত্র যোনা ভাববাদীর দ্বারা যে কথা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি হমাতের প্রবেশস্থান অবধি অরাবার সমুদ্র পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সীমা পুনর্ব্বার ২৬ হস্তগত করিলেন। কারণ সদাপ্রভু দেখিয়াছিলেন যে, ইস্রায়েলের দুঃখ অতিশয় তীব্র; ফলে, বদ্ধ কি মুক্ত কেহ ছিল না, ইস্রায়েলের সাহায্যকারীও কেহ ২৭ ছিল না। আর সদাপ্রভু এমন কথা বলেন নাই যে, তিনি ইস্রায়েলের নাম আকাশের নীচে হইতে লোপ করিবেন; কিন্তু তিনি যোয়াশের পুত্র যারবিয়ামের হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে নিস্তার করিলেন।

২৮ যারবিয়ামের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত এবং সমস্ত কার্য্য, তিনি সবিক্রমে কিরূপে যুদ্ধ করিলেন, এবং যিহূদার [পুরাতন অধিকার] দম্মেশক ও হমাৎ পুনর্ব্বার কিরূপে ইস্রায়েলের হস্তগত করিলেন, এই সকল কি ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই? ২৯ পরে যারবিয়াম আপন পিতৃলোকদের, ইস্রায়েলের রাজাদের, সহিত নিদ্রাগত হইলেন; এবং তাঁহার পুত্র সখরিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

১৫ ইস্রায়েল-রাজ যারবিয়ামের সাতাশ বৎসরে যিহূদা-রাজ অমৎসিয়ের পুত্র অসরিয়* রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ২ তিনি ষোল বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে বাহান্ন বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম যিথলিয়া, তিনি যিরূশালেম-নিবাসিনী। ৩ অসরিয় আপন পিতা অমৎসিয়ের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ৪ ন্যায্য, তাহাই করিতেন। তথাপি উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হইল না, তখনও লোকেরা উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

৫ পরে সদাপ্রভু রাজাকে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি মরণ দিন পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগী হইয়া রহিলেন, ও স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিলেন; আর রাজার পুত্র যোথম বাটীর কর্ত্তা হইয়া দেশের লোকদের ৬ শাসন করিতে লাগিলেন। অসরিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কার্য্যের বিবরণ কি যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস- ৭ পুস্তকে লিখিত নাই? পরে অসরিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, আর দায়ূদ-নগরে তাঁহার পিতৃলোকদের সহিত তাঁহার কবর দেওয়া

* (বা) উষিয়। ১৩, ৩০ ইত্যাদি পদ দেখ।

হইল, এবং তাঁহার পুত্র যোথম তাহার পদে রাজা হইলেন।

৮ যিহূদা-রাজ অসরিয়ের আটত্রিশ বৎসরে যারবিয়ামের পুত্র সখরিয় ছয় মাস কাল শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে ৯ রাজত্ব করিলেন। তাঁহার পিতৃপুরুষেরা যেমন করিতেন, তেমনি তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন; নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সেই সকল পাপ ত্যাগ ১০ করিলেন না। পরে যাবেশের পুত্র শল্লুম তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন, ও লোকদের সম্মুখে তাঁহাকে আঘাত করিয়া বধ করিলেন, এবং তাঁহার পদে ১১ রাজা হইলেন। সখরিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত দেখ, ইস্রায়েল রাজগণের ১২ ইতিহাস পুস্তকে লিখিত আছে। সদাপ্রভু যেহূকে এই কথা বলিয়াছিলেন, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসিবে; তাহা সফল হইল।

১৩ যিহূদা রাজ উষিয়ের ঊনচল্লিশ বৎসরে যাবেশের পুত্র শল্লুম রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং এক মাস কাল শমরিয়াতে ১৪ রাজত্ব করেন। পরে গাদির পুত্র মনহেম তির্সা হইতে উঠিয়া গেলেন, শমরিয়াতে উপস্থিত হইলেন, আর যাবেশের পুত্র শল্লুমকে শমরিয়াতে আঘাত করিয়া বধ করিলেন, এবং তাঁহার পদে রাজা হই- ১৫ লেন। শল্লুমের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও তাঁহার কৃত চক্রান্ত, দেখ, ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত আছে।

১৬ পরে মনহেম তির্সা হইতে গিয়া তিপ্‌সহ ও তাহার মধ্যস্থিত সকলকে ও তাহার অঞ্চল সকলে আঘাত করিলেন; লোকেরা তাঁহার জন্য দ্বার খুলিয়া দেয় নাই, তাই তিনি আঘাত করিলেন ও তথাকার গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোক সকলের উদর বিদীর্ণ করি- ১৭ লেন। যিহূদা-রাজ অসরিয়ের ঊনচল্লিশ বৎসরে গাদির পুত্র মনহেম ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং দশ বৎসর কাল শমরিয়াতে রাজত্ব করেন। ১৮ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন; নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই সকল পাপ হইতে তিনি যাবজ্জীবন ফিরিলেন না। ১৯ অশূর-রাজ পূল দেশের বিরুদ্ধে আসিলেন; তাহাতে পূলের সাহায্যে রাজ্য যেন আপনার হস্তে স্থির থাকে, এই জন্য মনহেম তাঁহাকে এক সহস্র তালন্ত ২০ রৌপ্য দিলেন। আর অশূর-রাজকে দিবার জন্য মনহেম ইস্রায়েল হইতে, সমস্ত ধনশালী ব্যক্তির নিকট হইতে, ঐ রৌপ্য আদায় করিলেন, প্রত্যেকের নিকট হইতে পঞ্চাশ পঞ্চাশ শেকল রৌপ্য লইলেন। তখন অশূর রাজ ফিরিয়া গেলেন, দেশে রহিলেন না।

২১ মনহেমের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কার্য্যের বিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই? ২২ পরে মনহেম আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র পকহিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

২৩ যিহূদা-রাজ অসরিয়ের পঞ্চাশ বৎসরে মনহেমের পুত্র পকহিয় শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং দুই বৎসর কাল রাজত্ব ২৪ করেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন, নবাটের পুত্র

যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সেই সকল পাপ হইতে ফিরিলেন ২৫ না। পরে রমলিয়ের পুত্র পেকহ নামক তাঁহার সেনানী তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন, এবং শমরিয়ায় রাজবাটীর দুর্গে তাঁহাকে, অর্গোবকে ও অরিয়িকে আঘাত করিলেন, আর গিলিয়দীয়দের পঞ্চাশ জন লোক তাঁহার সঙ্গে ছিল; তিনি তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার পদে ২৬ রাজা হইলেন। পকহিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কার্য্যের বিবরণ, দেখ, ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত আছে।

২৭ যিহূদা-রাজ অসরিয়ের বাওয়ান্ন বৎসরে রমলিয়ের পুত্র পেকহ শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। ২৮ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন, নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সেই সকল পাপ হইতে ফিরিলেন না।

২৯ ইস্রায়েল-রাজ পেকহের সময়ে অশূর-রাজ তিগ্লৎপিলেষর আসিয়া ইয়োন, আবেল-বৈৎ-মাখা, যানোহ, কেদশ, হাৎসোর, গিলিয়দ ও গালীল, নপ্তালির সমস্ত দেশ হস্তগত করিলেন, আর লোকদিগকে অশূরে বন্দি করিয়া লইয়া গেলেন।

৩০ পরে উষিয়ের পুত্র যোথমের বিংশতি বৎসরে এলার পুত্র হোশেয় রমলিয়ের পুত্র পেকহের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন, এবং তাঁহাকে আঘাত করিয়া বধ করিলেন, ও তাঁহার পদে রাজা হইলেন। ৩১ পেকহের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কার্য্যের বিবরণ, দেখ, ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত আছে।

যিহূদীয় যোথম ও আহস রাজার বিবরণ।

৩২ রমলিয়ের পুত্র ইস্রায়েল-রাজ পেকহের দ্বিতীয় বৎসরে উষিয়ের পুত্র যোথম ৩৩ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ষোল বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম যিরূশা, ৩৪ তিনি সাদোকের কন্যা। যোথম সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিতেন; আপন পিতা উষিয়ের সমস্ত ৩৫ কার্য্যানুসারে কার্য্য করিতেন। তথাপি উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হয় নাই; লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত। তিনি সদাপ্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার নির্ম্মাণ করি-৩৬ লেন। যোথমের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কার্য্যের বিবরণ যিহূদা-রাজগণের ৩৭ ইতিহাস-পুস্তকে কি লিখিত নাই? ঐ সময়ে সদাপ্রভু অরাম-রাজ রৎসীনকে ও রমলিয়ের পুত্র পেকহকে যিহূদার বিরুদ্ধে ৩৮ পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। পরে যোথম আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, আর আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবর প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র আহস তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

১৬ রমলিয়ের পুত্র পেকহের সপ্তদশ বৎসরে যিহূদা-রাজ যোথমের পুত্র আহস ২ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। আহস বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ষোল বৎসর

কাল রাজত্ব করেন; তিনি আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের ন্যায় আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহা করিতেন ৩ না। কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চলিতেন, এমন কি, সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখ হইতে যে জাতিগণকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাদের ঘৃণিত ক্রিয়ানুসারে আপন পুত্রকেও ৪ অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইলেন। আর তিনি নানা উচ্চস্থলীতে, নানা পাহাড়ের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে বলিদান করিতেন ও ধূপ জ্বালাইতেন।

৫ তৎকালে অরাম-রাজ রৎসীন এবং রমলিয়ের পুত্র ইস্রায়েল-রাজ পেকহ যুদ্ধার্থে যিরূশালেমে যাত্রা করিয়া আহসকে অবরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ৬ যুদ্ধে জয় করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে অরাম-রাজ রৎসীন এলৎ নগর পুনর্ব্বার অরামের বশীভূত করিয়া যিহূদীদিগকে এলৎ হইতে দূর করিয়া দিলেন; আর অরামীয়েরা এলতে আসিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল, অদ্যাপি করিতেছে। ৭ তখন আহস অশূর-রাজ তিগ্লৎ-পিলেষরের নিকটে দূত পাঠাইয়া এই কথা বলিলেন, আমি আপনার দাস ও আপনার পুত্র, আপনি আসিয়া অরামের রাজার হস্ত হইতে ও ইস্রায়েলের রাজার হস্ত হইতে আমাকে নিস্তার করুন, তাহারা আমার ৮ বিরুদ্ধে উঠিয়াছে। আর আহস সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সমস্ত রৌপ্য ও স্বর্ণ লইয়া অশূর-রাজের ৯ নিকটে উপঢৌকন পাঠাইলেন। আর অশূর-রাজ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন; অশূর-রাজ দম্মেশকের বিরুদ্ধে গিয়া তাহা হস্তগত করিলেন, তথাকার লোকদিগকে বন্দি করিয়া কীরে লইয়া গেলেন, এবং রৎসীনকে বধ করিলেন।

১০ পরে আহস রাজা অশূর-রাজ তিগ্লৎ-পিলেষরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দম্মেশকে গেলেন; এবং দম্মেশকস্থ যজ্ঞবেদি দেখিয়া আহস রাজা সেই বেদির আকৃতি ও তাহাতে যে যে শিল্পকর্ম্ম ছিল, তাহার আদর্শ লিখিয়া ঊরিয় ১১ যাজকের নিকটে পাঠাইলেন। তাহাতে ঊরিয় যাজক এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন; আহস রাজা দম্মেশক হইতে যাহা যাহা পাঠাইয়াছিলেন, ঊরিয় যাজক দম্মেশক হইতে আহস রাজার আগমনের পূর্ব্বেই তদনুসারে সকলই করিলেন। ১২ পরে রাজা দম্মেশক হইতে আসিলেন ও রাজা সেই বেদি দেখিলেন; আর রাজা সেই বেদির নিকটে গিয়া তাহার উপরে বলিদান করিতে লাগিলেন। ১৩ তিনি সেই বেদির উপরে আপন হোমবলি ও ভক্ষ্য-নৈবেদ্য দগ্ধ করিলেন, আর পানীয় নৈবেদ্য ঢালিলেন, এবং আপন মঙ্গলার্থক বলি সকলের রক্ত ১৪ প্রক্ষেপ করিলেন। আর সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ যে পিত্তলময় যজ্ঞবেদি, তাহা গৃহের সম্মুখ হইতে অর্থাৎ আপন বেদির ও সদাপ্রভুর গৃহের মধ্যস্থান হইতে সরাইয়া আপন বেদির উত্তরদিকে স্থাপন ১৫ করিলেন। পরে আহস রাজা ঊরিয় যাজককে এই আজ্ঞা দিলেন, বড় বেদির উপরে প্রাতঃকালীন হোমবলি ও সন্ধ্যাকালীন ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, এবং রাজার হোমবলি ও তাঁহার ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, এবং দেশের সমস্ত লোকের হোমবলি এবং তাহাদের ভক্ষ্য ও পানীয় নৈবেদ্য দগ্ধ করিও, আর তাহার উপরে হোমবলির

সকল রক্ত ও অন্য বলির সকল রক্ত প্রক্ষেপ করিও; কিন্তু পিত্তলময় বেদি অন্বেষণার্থে আমার জন্য থাকিবে।
১৬ ঊরিয় যাজক আহস রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করিলেন।

১৭ পরে আহস রাজা পীঠ সকলের পাটা কাটিয়া তাহার উপর হইতে প্রক্ষালন-পাত্র স্থানান্তর করিলেন, আর সমুদ্র-পাত্রের নীচে যে পিত্তলময় বলদগুলি ছিল, তাহার উপর হইতে সেই পাত্র নামাইয়া শিলাস্তরণের উপরে বসাইলেন।
১৮ আর তাহারা বিশ্রামদিনের জন্য গৃহের মধ্যে যে চন্দ্রাতপ এবং রাজার প্রবেশার্থে যে বহির্দ্বার করিয়াছিল, তাহা তিনি অশূর রাজের ভয়ে সদাপ্রভুর গৃহের অন্য স্থানে রাখিলেন।

১৯ আহসের কৃত অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস পুস্তকে কি
২০ লিখিত নাই? পরে আহস আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, আর আপন পিতৃলোকদের সহিত দায়ূদ-নগরে কবরপ্রাপ্ত হইলেন; এবং তাঁহার পুত্র হিষ্কিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

ইস্রায়েল-রাজ্যের বিনাশ।

১৭ যিহূদা-রাজ আহসের দ্বাদশ বৎসরে এলার পুত্র হোশেয় শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং নয় বৎসর কাল রাজত্ব
২ করেন। তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে ইস্রায়েলের যে রাজগণ ছিলেন,
৩ তাঁহাদের ন্যায় নয়। তাঁহার বিরুদ্ধে অশূর-রাজ শল্মনেষর যুদ্ধযাত্রা করিলেন; তাহাতে হোশেয় তাঁহার দাস হইলেন ও তাঁহাকে উপঢৌকন দিতে লাগিলেন।
৪ পরে অশূর-রাজ হোশেয়ের চক্রান্ত জানিতে পারিলেন, কেননা তিনি মিসরের সো রাজার নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং বৎসর বৎসর যেমন করিতেন, অশূর-রাজের কাছে তদ্রূপ উপঢৌকন আর পাঠাইলেন না; এই জন্য অশূর-রাজ তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন, কারাগারে বদ্ধ করিলেন।

৫ পরে অশূর-রাজ সমস্ত দেশ আক্রমণ করিলেন, ও শমরিয়াতে গিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহা অবরোধ করিয়া
৬ রহিলেন। হোশেয়ের নবম বৎসরে অশূর-রাজ শমরিয়া হস্তগত করিয়া ইস্রায়েলকে অশূরে লইয়া গেলেন, এবং হলহে ও হাবোরে, গোষণের নদীতীরে ও মাদীয়-
৭ দের নানা নগরে বসাইয়া দিলেন। ইহার কারণ এই; ইস্রায়েল-সন্তানগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে, মিসরের ফরৌণ রাজার হস্তের অধীনতা হইতে, বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা পাপ করিয়াছিল ও অন্য দেবগণকে ভয়
৮ করিত; আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদেরই বিধি এবং ইস্রায়েলের রাজগণের আদিষ্ট বিধি অনুসারে চলিত।
৯ ইস্রায়েল সন্তানগণ গোপনে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অন্যায় কার্য্য করিত; তাহারা প্রহরীদের উচ্চ গৃহ অবধি প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্য্যন্ত আপনাদের সকল নগরে আপনাদের জন্য উচ্চ-
১০ স্থলী প্রস্তুত করিয়াছিল। আর তাহারা প্রত্যেক উচ্চ পাহাড়ের উপরে ও

প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে স্তম্ভ ও
১১ আশেরা-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল। আর সদাপ্রভু তাহাদের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদের ন্যায় তথাকার সকল উচ্চস্থলীতে ধূপ জ্বালাইত, এবং দুষ্ক্রিয়া করিয়া সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিত।
১২ আর তাহারা পুত্তলিকাদের সেবা করিত, যাহার বিষয়ে সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন,
১৩ তোমরা এমন কর্ম্ম করিবে না। তথাপি সদাপ্রভু সমস্ত ভাববাদীর ও দর্শকের দ্বারা ইস্রায়েলের ও যিহূদার কাছে সাক্ষ্য দিতেন, বলিতেন, তোমরা আপনাদের কুপথ হইতে ফির, এবং আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছি, ও আমার দাস ভাববাদিগণের হস্ত দ্বারা তোমাদের নিকটে যাহা পাঠাইয়াছি, তদনুসারে আমার আজ্ঞা ও বিধি
১৪ সকল পালন কর। কিন্তু তাহারা কথা শুনিল না, তাহাদের যে পিতৃপুরুষেরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিত না, তাহাদের গ্রীবার ন্যায় আপন
১৫ আপন গ্রীবা শক্ত করিত। আর তাঁহার বিধি সকল ও তাহাদের পিতৃপুরুষদের সহিত কৃত তাঁহার নিয়ম, ও তাহাদের কাছে প্রদত্ত তাঁহার সাক্ষ্য সকল অগ্রাহ্য করিয়াছিল; আর অসার বস্তুর অনুগামী হইয়া আপনারাও অসার হইয়াছিল; এবং সদাপ্রভু যাহাদের মত কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই চতুর্দ্দিক্‌স্থ
১৬ জাতিগণের অনুগামী হইয়াছিল। তাহারা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা প্রতিমা, দুই গোবৎস, নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আশেরা-মূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এবং আকাশের সমস্ত বাহিনীর কাছে প্রণিপাত ও বালদেবের সেবা করিত।
১৭ আর তাহারা আপন আপন পুত্রকন্যাদিগকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইত, এবং মন্ত্র ও মায়াক্রিয়ার ব্যবহার করিত, আর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিবার জন্য আপনাদিগকে বিক্রয় করিয়াছিল, এইরূপে তাঁহাকে অসন্তুষ্ট
১৮ করিল। এই জন্য সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আপনার দৃষ্টিগোচর হইতে দূর করিলেন; কেবল যিহূদা বংশ ব্যতীত আর কেহ
১৯ অবশিষ্ট থাকিল না। আর যিহূদাও আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন না করিয়া ইস্রায়েলের আদিষ্ট বিধি অনু-
২০ সারে চলিতে লাগিল। তাই সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে অগ্রাহ্য করিয়া দুঃখ দিলেন, এবং তাহাদিগকে লুটকারীদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, শেষে একেবারে আপনার দৃষ্টিগোচর
২১ হইতে দূরে ফেলিয়া দিলেন। কেননা তিনি দায়ূদের কুল হইতে ইস্রায়েলকে ছিঁড়িয়া লইলে পর তাহারা নবাটের পুত্র যারবিয়ামকে রাজা করিয়াছিল; আর যারবিয়াম সদাপ্রভুর অনুগমন হইতে ইস্রায়েলকে পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদিগকে
২২ মহাপাপ করাইয়াছিলেন। যারবিয়াম যে সকল পাপ করিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহার সেই সমস্ত পাপপথে চলিত, সে সকল হইতে ফিরিল না।
২৩ শেষে সদাপ্রভু আপনার সমুদয় দাস ভাববাদিগণের দ্বারা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েলকে আপনার দৃষ্টিগোচর হইতে দূর করিলেন। আর ইস্রায়েল আপন দেশ হইতে অশূরে

নীত হইল ; অদ্যাপি তাহারা সেই স্থানে আছে।

২৪ পরে অশূরের রাজা বাবিল, কূথা, অব্বা, হমাৎ ও সফর্বয়িম হইতে লোক আনাইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে শমরিয়ার নগরসমূহে বসাইয়া দিলেন ; তাহাতে তাহারা শমরিয়া অধিকার করিয়া তথাকার নগরসমূহে

২৫ বসতি করিল। সেখানে তাহাদের বাসের আরম্ভ কালে তাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত না, এই জন্য সদাপ্রভু তাহাদের মধ্যে সিংহ পাঠাইলেন, এবং সিংহেরা

২৬ কোন কোন লোককে বধ করিল। অতএব লোকেরা অশূরের রাজাকে কহিল, আপনি যে জাতিদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া শমরিয়ার সকল নগরে বসাইয়া দিয়াছেন, তাহারা এদেশীয় ঈশ্বরের বিধান জানে না ; এই জন্য তিনি তাহাদের মধ্যে সিংহ পাঠাইয়াছেন, এবং দেখুন, সিংহেরা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে, কেননা তাহারা এদেশীয় ঈশ্বরের

২৭ বিধান জানে না। পরে অশূর-রাজ এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা তথা হইতে যে যাজকদিগকে আনিয়াছ, তাহাদের এক জনকে সেই দেশে লইয়া যাও ; তাহারা সেখানে গিয়া বাস করুক, এবং সে লোকদিগকে সেই দেশীয় ঈশ্বরের বিধান

২৮ শিক্ষা দিউক। পরে তাহারা শমরিয়া হইতে যে যাজকদিগকে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের এক জন আসিয়া বৈথেলে বাস করিল, এবং কিরূপে সদাপ্রভুকে ভয় করিতে হয়, তাহা লোকদিগকে শিখা-

২৯ ইতে লাগিল। তথাপি তাহাদের প্রত্যেক জাতি আপন আপন দেবতা নির্ম্মাণ করিল, এবং শমরীয়েরা উচ্চস্থলীর যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে এক এক জাতি আপন আপন নিবাস-নগরে আপন আপন দেবতাকে স্থাপন

৩০ করিল। এইরূপে বাবিলের লোকেরা সুক্কোৎ-বনোৎ নির্ম্মাণ করিল, ও কূথের লোকেরা নের্গল নির্ম্মাণ করিল, এবং হমাতের লোকেরা অশীমা নির্ম্মাণ করিল,

৩১ আর অব্বীয়েরা নিভস ও তর্ত্তক নির্ম্মাণ করিল, ও সফর্বীয়েরা সফর্বয়িমের দেবতা অদ্রম্মেলক ও অনম্মেলকের উদ্দেশে আপন আপন সন্তানগণকে আগুনে

৩২ পোড়াইত। তাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, আবার আপনাদের জন্য আপনাদের মধ্য হইতে উচ্চস্থলী সকলের যাজকদিগকে নিযুক্ত করিত ; তাহারাই তাহাদের জন্য উচ্চস্থলীর গৃহে বলিদান করিত।

৩৩ তাহারা সদাপ্রভুকেও ভয় করিত, এবং যে সকল জাতি হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহাদের বিধান অনুসারে আপন আপন

৩৪ দেবতারও সেবা করিত। তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বকার বিধান অনুসারে কর্ম্ম করিতেছে ; তাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে না, নিজ নিজ বিধি ও শাসন অনুসারে আচরণ করে না, এবং সদাপ্রভু যাঁহার নাম ইস্রায়েল রাখিয়াছিলেন, সেই যাকোবের সন্তানগণকে দত্ত তাঁহার ব্যবস্থা ও আজ্ঞানুসারেও চলে

৩৫ না। বাস্তবিক সদাপ্রভু তাহাদের সহিত নিয়ম করিয়া এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তোমরা অন্য দেবগণকে ভয় করিবে না, তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিবে না, তাহাদের সেবা করিবে না, বা তাহাদের

৩৬ উদ্দেশে বলিদান করিবে না ; কিন্তু যিনি মহা-পরাক্রম ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা মিসর দেশ হইতে তোমাদিগকে উঠাইয়া

আনিয়াছেন, তোমরা সেই সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে, তাঁহারই কাছে প্রণিপাত করিবে, ও তাঁহারই উদ্দেশে বলিদান ৩৭ করিবে; আর তিনি তোমাদের জন্য যে সকল বিধি ও শাসন এবং যে ব্যবস্থা ও আজ্ঞা লিখিয়া দিয়াছেন, সে সমস্ত সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে; অন্য দেব- ৩৮ গণকে ভয় করিবে না; আর আমি তোমাদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাইবে না, এবং অন্য দেব- ৩৯ গণকে ভয় করিবে না; কিন্তু আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে; তাহাতে তিনিই তোমাদের সমুদয় শত্রুর হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করি- ৪০ বেন। তথাপি তাহারা কথা শুনিল না; আপনাদের পূর্ব্বকার বিধান অনুসারে ৪১ চলিল। এইরূপে সেই জাতিগণ সদাপ্রভুকেও ভয় করিতেছে, এবং আপনাদের ক্ষোদিত প্রতিমার সেবাও করিয়া আসিতেছে; তাহাদের পিতৃপুরুষেরা যেরূপ করিত, তাহাদের পুত্র পৌত্রেরাও অদ্য পর্য্যন্ত সেইরূপ করিতেছে।

যিহূদার হিষ্কিয় রাজার বিবরণ। অশূরীয়দের হস্ত হইতে রক্ষা।

১৮ এলার পুত্র ইস্রায়েল-রাজ হোশেয়ের তৃতীয় বৎসরে যিহূদা-রাজ আহসের পুত্র হিষ্কিয় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ২ তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং ঊনত্রিশ বৎসর কাল যিরূশালেমে রাজত্ব করেন, তাঁহার মাতার ৩ নাম অবী, তিনি সখরিয়ের কন্যা। হিষ্কিয় আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, ৪ তাহাই করিতেন। তিনি উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন করিলেন, ও স্তম্ভ সকল ভগ্ন করিলেন; এবং আশেরা-মূর্ত্তি ছেদন করিলেন, আর মোশি যে পিত্তলময় সপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, কেননা সেই সময় পর্য্যন্ত ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত; এবং তিনি তাহার নাম ৫ নহুষ্টন [পিত্তলখণ্ড] রাখিলেন। তিনি ইস্রায়েলেব ঈশ্বর সদাপ্রভুতে নির্ভর করিতেন; আর তাঁহার পবে যিহূদার রাজগণের মধ্যে কেহ তাঁহার তুল্য হন ৬ নাই, তাঁহার পূর্ব্বেও ছিলেন না। বাস্তবিক তিনি সদাপ্রভুতে আসক্ত ছিলেন, তাঁহার পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিলেন না, ববং সদাপ্রভু মোশিকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সে সমস্ত পালন করিতেন। ৭ আর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন; তিনি যে কোন স্থানে যাইতেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতেন; আর তিনি অশূর-রাজের অধীনতা অস্বীকার করিলেন, তাঁহার দাসত্বে আর থাকিলেন না। ৮ তিনি ঘসা ও তাহার সীমা পর্য্যন্ত, প্রহরীদের উচ্চ গৃহ অবধি প্রাচীর-বেষ্টিত নগর পর্য্যন্ত, পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিলেন।

৯ হিষ্কিয় রাজার চতুর্থ বৎসরে, অর্থাৎ ইস্রায়েল-রাজ এলার পুত্র হোশেয়ের সপ্তম বৎসরে অশূর-রাজ শলমনেষর শমরিয়ার বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা অব- ১০ রোধ করিলেন। আর তিন বৎসর পরে অশূরীয়েরা তাহা হস্তগত করিল; হিষ্কিয় রাজার ষষ্ঠ বৎসরে, ও ইস্রায়েল-রাজ হোশেয়ের নবম বৎসরে শমরিয়া ১১ পরহস্তগত হইল। পরে অশূর-রাজ ইস্রায়েলকে অশূর দেশে লইয়া গিয়া

হলহে, হাবোরে, গোষণের নদীতীরে এবং মাদীয়দের নানা নগরে স্থাপন করিলেন।
১২ ইহার কারণ এই, তাহারা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য মানিত না; বরং তাঁহার নিয়ম অর্থাৎ সদাপ্রভুর দাস মোশির সমস্ত আজ্ঞা লঙ্ঘন করিত, তাহা শুনিতও না, পালন করিতও না।
১৩ পরে হিষ্কিয় রাজার চতুর্দ্দশ বৎসরে অশূর-রাজ সনহেরীব যিহূদার প্রাচীর-বেষ্টিত সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে আসিয়া সে সকল হস্তগত করিতে লাগিলেন।
১৪ তাহাতে যিহূদা-রাজ হিষ্কিয় লাখীশে অশূর-রাজের নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, আমি দোষ করিয়াছি, আমার নিকট হইতে ফিরিয়া যাউন; আপনি আমাকে যে ভার দিবেন, তাহা আমি বহন করিব। তাহাতে অশূরের রাজা যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের তিন শত তালন্ত রৌপ্য ও ত্রিশ তালন্ত স্বর্ণ দণ্ড নিরূপণ
১৫ করিলেন। তখন হিষ্কিয় সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারসমূহে প্রাপ্ত সমস্ত
১৬ রৌপ্য তাহাকে দিলেন। যিহূদা-রাজ হিষ্কিয় সদাপ্রভুর মন্দিরের যে যে কবাট ও যে যে বাজু মণ্ডিত করিয়াছিলেন, হিষ্কিয় সেই সময়ে তাহা [হইতে স্বর্ণ] কাটিয়া অশূরের রাজাকে দিলেন।
১৭ পরে অশূরের রাজা লাখীশ হইতে তর্ত্তনকে, রব্‌সারীসকে ও রব্‌শাকিকে বৃহৎ সৈন্যদলের সহিত যিরূশালেমে হিষ্কিয় রাজার কাছে প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহারা যাত্রা করিয়া যিরূশালেমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উঠিয়া আসিয়া উচ্চতর পুষ্করিণীর প্রণালীর কাছে রজক-ভূমির রাজপথে অবস্থিতি করিলেন।
১৮ পরে তাঁহারা রাজাকে আহ্বান করিলে হিষ্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ, শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ নামক ইতিহাসরচক বাহির হইয়া তাঁহাদের কাছে গেলেন।
১৯ রব্‌শাকি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা হিষ্কিয়কে এই কথা বল, রাজাধিরাজ অশূর-রাজ এই কথা কহেন, তুমি যে
২০ সাহস করিতেছ, সে কেমন সাহস? তুমি কহিতেছ, সংগ্রামের বুদ্ধি ও পরাক্রম [আমার] আছে, কিন্তু সেটা কেবল ওষ্ঠের কথামাত্র; বল দেখি, তুমি কাহার উপরে নির্ভর করিয়া আমার বিদ্রোহী
২১ হইলে? এখন দেখ, তুমি ঐ থেঁৎলা নলরূপ যষ্টিতে, অর্থাৎ মিসরের উপরে নির্ভর করিতেছ; কিন্তু যে কেহ তাহার উপরে নির্ভর করে, সে তাহার হস্তে ফুটিয়া তাহা বিদ্ধ করে; যত লোক মিসর রাজ ফরৌণের উপরে নির্ভর করে,
২২ সেই সকলের পক্ষে সে তদ্রূপ। আর যদি তোমরা আমাকে বল, আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করি, তবে তিনি কি সেই নহেন, যাঁহার উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল হিষ্কিয় দূর করিয়াছে, এবং যিহূদার ও যিরূশালেমের লোকদিগকে বলিয়াছে, তোমরা যিরূশালেমে এই যজ্ঞবেদির কাছে প্রণিপাত করিবে?
২৩ তুমি এক বার আমার প্রভু অশূর-রাজের কাছে পণ কর, আমি তোমাকে দুই সহস্র অশ্ব দিব, যদি তুমি তদারোহী লোক
২৪ দিতে পার। তবে কেমন করিয়া আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম দাসগণের মধ্যে এক জন সেনাপতিকে হটাইয়া দিবে, এবং রথ সকলের ও অশ্বারোহীদের জন্য মিসরের
২৫ উপরে বিশ্বাস করিবে? বল দেখি, আমি কি সদাপ্রভুর সম্মতি ব্যতিরেকে এ স্থান

ধ্বংস করিতে আসিয়াছি? সদাপ্রভুই আমাকে বলিয়াছেন, তুমি ঐ দেশে গিয়া উহা ধ্বংস কর।

২৬ তখন হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকিম, শিব্ন ও যোয়াহ রব্‌শাকিকে কহিলেন, বিনয় করি, আপনার দাসদিগকে অরামীয় ভাষায় বলুন, কেননা আমরা তাহা বুঝিতে পারি; প্রাচীরের উপরিস্থ লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের সহিত যিহূদী ভাষায় কথা

২৭ বলিবেন না। কিন্তু রব্‌শাকি তাহাদিগকে বলিলেন, আমার প্রভু কি তোমার প্রভুরই কাছে এবং তোমারই কাছে এই কথা কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন? ঐ যে লোকেরা তোমাদের সহিত আপন আপন বিষ্ঠা খাইতে ও আপন আপন মূত্র পান করিতে প্রচীরের উপরে বসিয়া আছে, উহাদেরই কাছে কি তিনি পাঠান

২৮ নাই? পরে রব্‌শাকি দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে যিহূদী ভাষায় বলিতে লাগিলেন, তোমরা রাজাধিরাজ অশূর-রাজের কথা

২৯ শুন। রাজা এই কথা কহিতেছেন, হিষ্কিয় তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মাউক; কেননা তাঁহার হস্ত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা

৩০ করিতে তাহার সাধ্য নাই। আর হিষ্কিয় এই কথা বলিয়া সদাপ্রভুতে তোমাদের বিশ্বাস না জন্মাউক যে, সদাপ্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন, এই নগর কখনও অশূর-রাজের হস্তগত

৩১ হইবে না। তোমরা হিষ্কিয়ের কথা শুনিও না; কেননা অশূর-রাজ এই কথা কহেন, তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধি কর, বাহির হইয়া আমার কাছে আইস; তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন দ্রাক্ষাফল ও ডুমুরফল ভোজন কর, এবং আপন

৩২ আপন কূপের জল পান কর; পরে আমি আসিয়া তোমাদের নিজ দেশের ন্যায় এক দেশে, শস্য ও দ্রাক্ষারসের দেশে, রুটী ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দেশে, এবং তৈলদায়ক জিতবৃক্ষ ও মধুর দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; তাহাতে তোমরা বাঁচিবে, মরিবে না। কিন্তু হিষ্কিয়ের কথা শুনিও না; কেননা সে তোমাদিগকে ভুলায়, বলে, সদাপ্রভু আমাদিগকে উদ্ধার

৩৩ করিবেন। জাতিগণের দেবতারা কি কেহ কখনও অশূর-রাজের হস্ত হইতে আপন আপন দেশ রক্ষা করিয়াছে?

৩৪ হমাতের ও অর্পদের দেবগণ কোথায়? সফর্বয়িমের, হেনার ও ইব্বার দেবগণ কোথায়? উহারা কি আমার হস্ত হইতে

৩৫ শমরিয়াকে রক্ষা করিয়াছে? ভিন্ন ভিন্ন দেশের সমস্ত দেবতার মধ্যে কোন্ দেবগণ আমার হস্ত হইতে আপনাদের দেশ উদ্ধার করিয়াছে? তবে সদাপ্রভু আমার হস্ত হইতে যিরূশালেমকে উদ্ধার করিবেন,

৩৬ ইহা কি সম্ভব? কিন্তু লোকেরা নীরব হইয়া থাকিল, তাঁহার এক কথারও উত্তর করিল না, কারণ রাজার এই আজ্ঞা

৩৭ ছিল যে, তাহাকে উত্তর দিও না। পরে হিল্কিয়ের পুত্র রাজবাটীর অধ্যক্ষ ইলিয়াকীম, শিব্ন লেখক ও আসফের পুত্র ইতিহাস-রচক যোয়াহ আপন আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া হিষ্কিয়ের নিকটে আসিয়া রব্‌শাকির কথা জ্ঞাত করিলেন।

১৯ তাহা শুনিয়া হিষ্কিয় রাজা আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া চট পরিধান করিয়া সদাপ্রভুর

২ গৃহে গমন করিলেন। আর রাজবাটীর অধ্যক্ষ ইলীয়াকীমকে ও শিব্ন লেখককে এবং যাজকদের প্রাচীনবর্গকে চট পরিধান করাইয়া আমোসের পুত্র যিশাইয় ভাব-

৩ বাদীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা

তাঁহাকে বলিলেন, হিষ্কিয় এই কথা বলেন, অদ্যকার দিন সঙ্কটের, অনুযোগের ও অপমানের দিন, কেননা সন্তানগণ প্রসব-দ্বারে উপস্থিত, কিন্তু ৪ প্রসব করিবার শক্তি নাই। জীবন্ত ঈশ্বরকে টিট্‌কারি দিবার জন্য আপন প্রভু অশূর-রাজের প্রেরিত রব্‌শাকি যে সকল কথা কহিয়াছে, হয় ত আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু সে সমস্ত শুনিবেন, এবং তাহাকে সেই সকল কথার জন্য তিরস্কার করিবেন, যাহা আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু শুনিয়াছেন; অতএব যে অবশিষ্টাংশ এখনও আছে, আপনি তাহার নিমিত্ত ৫ প্রার্থনা উৎসর্গ করুন। তখন হিষ্কিয় রাজার দাসগণ যিশাইয়ের নিকটে উপ- ৬ স্থিত হইলেন। যিশাইয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কর্ত্তাকে এই কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যাহা শুনিয়াছ, ও যাহা বলিয়া অশূর-রাজের দাসেরা আমার নিন্দা করিয়াছে, সেই সকল কথায় ভীত হইও না। ৭ দেখ, আমি তাহার মধ্যে এক আত্মা দিব, এবং সে কোন সংবাদ শুনিবে, শুনিয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, পরে আমি তাহারই দেশে তাহাকে খড়্গ দ্বারা নিপাত করিব।

৮ পরে রব্‌শাকি ফিরিয়া গেলেন, গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অশূর-রাজ লিব্‌নার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন; বস্তুতঃ তিনি লাখীশ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, ৯ ইহা রব্‌শাকি শুনিয়াছিলেন। পরে তিনি কূশদেশীয় তির্হকঃ রাজার বিষয়ে এই সংবাদ শুনিলেন, দেখুন, তিনি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার হিষ্কিয়ের নিকটে দূত পাঠাইলেন, ১০ বলিলেন, তোমরা যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়কে এই কথা বলিবে, তোমার বিশ্বাস-ভূমি ঈশ্বর এই বলিয়া তোমার ভ্রান্তি না জন্মাউন যে, যিরূশালেম অশূর-রাজের ১১ হস্তে সমর্পিত হইবে না। দেখ, সমুদয় দেশ নিঃশেষে বিনষ্ট করণ দ্বারা অশূরের রাজারা সমস্ত দেশের প্রতি যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহা তুমি শুনিয়াছ; ১২ তবে তুমি কি উদ্ধার পাইবে? আমার পিতৃপুরুষগণ যে সকল জাতিকে বিনষ্ট করিয়াছেন—গোষণ, হারণ, রেৎসফ এবং তলঃশর-নিবাসী এদন-সন্তানগণ—তাহাদের দেবগণ কি তাহাদিগকে উদ্ধার ১৩ করিয়াছে? হমাতের রাজা, অর্পদের রাজা, এবং সফর্ব্বয়িম নগরের, হেনার ও ইব্বার রাজা কোথায়?

১৪ হিষ্কিয় দূতগণের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া পাঠ করিলেন; পরে হিষ্কিয় সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া গেলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা বিস্তার করিলেন। ১৫ আর হিষ্কিয় সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রার্থনা করিলেন, কহিলেন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, করূবদ্বয়ে আসীন, তুমি, কেবলমাত্র তুমিই পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের ঈশ্বর; তুমিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ১৬ নির্ম্মাণ করিয়াছ। হে সদাপ্রভু, কর্ণপাত করিয়া শুন; হে সদাপ্রভু, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ; জীবন্ত ঈশ্বরকে টিট্‌কারি দিবার জন্য সন্‌হেরীব যে সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়াছে, তাহা শুন। ১৭ সত্য বটে, হে সদাপ্রভু, অশূরের রাজারা জাতিগণকে ও তাহাদের দেশ সকল ১৮ বিনষ্ট করিয়াছে, এবং তাহাদের দেবগণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে,

কারণ তাহারা ঈশ্বর নয়, কিন্তু মনুষ্যের হস্তের কার্য্য, কাষ্ঠ ও প্রস্তর ; এই জন্য উহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে।
১৯ অতএব এখন, হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, বিনতি করি, তুমি তাহার হস্ত হইতে আমাদিগকে নিস্তার কর ; তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য জানিতে পারিবে যে, হে সদাপ্রভু, তুমি কেবল তুমিই ঈশ্বর।

২০ পরে আমোসের পুত্র যিশাইয় হিষ্কিয়ের নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন ; ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি অশূর-রাজ সন্‌হেরীবের বিষয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছ, ২১ তাহা আমি শুনিলাম। সদাপ্রভু তাহার বিষয়ে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা এই, অনূঢ়া সিয়োন-কন্যা তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে ও তোমাকে পরিহাস করিতেছে ; যিরূশালেম-কন্যা তোমার দিকে মাথা ২২ নাড়িতেছে। তুমি কাহাকে টিট্‌কারি দিয়াছ ? কাহার নিন্দা করিয়াছ ? কাহার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ করিয়াছ ও ঊর্দ্ধদিকে চক্ষু তুলিয়াছ ? ইস্রায়েলের ২৩ পবিত্রতমেরই বিরুদ্ধে। তুমি আপন দূতগণের দ্বারা প্রভুকে টিট্‌কারি দিয়াছ, বলিয়াছ, ‘আমি নিজ রথ-বাহুল্য দ্বারা পর্ব্বতগণের উচ্চ মস্তকে, লিবানোনের নিভৃত স্থানে আরোহণ করিয়াছি ; আমি তাহার দীর্ঘকায় এরস বৃক্ষ ও উৎকৃষ্ট দেবদারু সকল ছেদন করিব ; তাহার প্রান্তভাগস্থ বাসস্থানে, উর্ব্বর ক্ষেত্রের ২৪ কাননে, প্রবেশ করিব। আমি তাহা খনন করিয়া অসাধারণ জল পান করিয়াছি, আমি আপন পদতল দ্বারা মিসরের সমস্ত ২৫ খাল শুষ্ক করিব। তুমি কি শুন নাই যে, আমি দীর্ঘকালাবধি ইহা নিরূপণ করিয়াছিলাম, পূর্ব্বকালে ইহা স্থির করিয়াছিলাম ? আমি এখন ইহা সিদ্ধ করিলাম, তোমার দ্বারা দৃঢ় নগর সকল ২৬ বিনাশ করিয়া ঢিবি করিলাম ; আর তন্নিবাসিগণ ক্ষীণহস্ত, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইল ; তাহারা ক্ষেত্রের শাক ও নবীন তৃণ, ছাদের উপরিস্থ ঘাস ও পক্ক না হইতে ২৭ শোষিত শস্যের ন্যায় হইল। কিন্তু তোমার বসিয়া থাকা, তোমার বাহিরে যাওয়া, তোমার ভিতরে আসা, এবং আমার বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ-প্রকাশ, ২৮ এই সকল আমি জানি। আমার বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধপ্রযুক্ত, এবং তোমার যে দর্পকথা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত, আমি তোমার নাসিকায় আমার কড়া, তোমার ওষ্ঠাধরে আমার বল্‌গা দিব, এবং তুমি যে পথ দিয়া আসিয়াছ, সেই পথ দিয়া তোমাকে ফিরাইব।

২৯ আর [হে হিষ্কিয়,] তোমার জন্য এই চিহ্ন হইবে, তোমরা এই বৎসর স্বতঃ উৎপন্ন শস্য ও দ্বিতীয় বৎসর তাহার মূলোৎপন্ন শস্য ভোজন করিবে ; পরে তোমরা তৃতীয় বৎসরে বীজ বপন করিয়া শস্য কাটিবে, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া ৩০ তাহার ফল ভোগ করিবে। আর যিহূদাকুলের যে রক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা অবশিষ্ট আছে, তাহারা আবার নীচে মূল বাঁধিবে, ৩১ ও উপরে ফল দিবে। কেননা যিরূশালেম হইতে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, সিয়োন পর্ব্বত হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা নির্গত হইবে ; বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ৩২ ইহা সাধন করিবে। অতএব অশূররাজের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সে এ নগরে আসিবে না, এখানে বাণ

ছাড়িবে না, ঢাল লইয়া ইহার সম্মুখে আসিবে না, ইহার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল ৩৩ বাঁধিবে না। সে যে পথ দিয়া আসিয়াছে, সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া যাইবে, এ নগরে আসিবে না, ইহা সদাপ্রভু ৩৪ কহেন। কারণ আমি আপনার নিমিত্ত, ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্ত, এই নগরের রক্ষার্থে ইহার ঢালস্বরূপ হইব।

৩৫ পরে সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বধ করিলেন; লোকেরা প্রত্যূষে উঠিল, আর দেখ, ৩৬ সমস্তই মৃত দেহ। অতএব অশূর-রাজ সন্‌হেরীব প্রস্থান করিলেন, এবং নীনবীতে ৩৭ ফিরিয়া গিয়া বাস করিলেন। পরে তিনি যখন আপনার দেবতা নিষ্রোকের গৃহে প্রণিপাত করিতেছিলেন, তখন অদ্রম্মেলক ও শরেৎসর নামক তাঁহার দুই পুত্র খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল; পরে তাহারা অরারট দেশে পলায়ন করিল। আর এসর-হদ্দোন নামক তাঁহার পুত্র তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

হিষ্কিয়ের পীড়াদির বিবরণ।

২০ তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল। আর আমোসের পুত্র যিশাইয় ভাববাদী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন বাটীর ব্যবস্থা করিয়া রাখ, কেননা তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি বাঁচিবে ২ না। তখন তিনি ভিত্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া ৩ কহিলেন, হে সদাপ্রভু, বিনয় করি, তুমি এখন স্মরণ কর, আমি তোমার সাক্ষাতে সত্যে ও একাগ্রচিত্তে চলিয়াছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছি। আর হিষ্কিয় অতিশয় রোদন ৪ করিতে লাগিলেন। যিশায়াহ বাহির হইয়া নগরের মধ্য স্থান পর্য্যন্ত যান নাই, এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর ৫ এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার প্রজাদের অধ্যক্ষ হিষ্কিয়কে বল, তোমার পিতৃপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, আমি তোমার নেত্রজল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করিব; তৃতীয় দিবসে তুমি সদা- ৬ প্রভুর গৃহে উঠিবে। আর আমি তোমার আয়ু পনের বৎসর বৃদ্ধি করিব; এবং অশূরের রাজার হস্ত হইতে তোমাকে ও এই নগরকে উদ্ধার করিব; আর আমি আপনার নিমিত্ত ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্ত এই নগরের ঢালস্বরূপ হইব। ৭ পরে যিশায়াহ কহিলেন, ডুমুরফলের একটা চাপ আন; আর লোকেরা তাহা লইয়া স্ফোটকের উপরে দিলে তিনি বাঁচিলেন।

৮ আর হিষ্কিয় যিশায়াহকে কহিলেন, সদাপ্রভু যে আমাকে সুস্থ করিবেন, এবং আমি যে তৃতীয় দিবসে সদাপ্রভুর গৃহে ৯ উঠিব, ইহার চিহ্ন কি? যিশায়াহ কহিলেন, সদাপ্রভু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা যে সফল করিবেন, তাহার এই চিহ্ন সদাপ্রভু হইতে আপনাকে দেওয়া যাইবে; ছায়াটা কি দশ ধাপ অগ্রসর হইবে, না দশ ধাপ পিছে ফিরিয়া যাইবে? ১০ হিষ্কিয় কহিলেন, ছায়াটা যে দশ ধাপ আগে সরিয়া যায়, এ ক্ষুদ্র বিষয়; ছায়াটা ১১ বরং দশ ধাপ পিছাইয়া পড়ুক। তখন যিশায়াহ ভাববাদী সদাপ্রভুকে ডাকিলেন,

তাহাতে আহসের সোপানে ছায়াটা যত ধাপ নামিয়া গিয়াছিল, তিনি তাহার দশ ধাপ পিছে ফিরাইলেন।

১২ ঐ সময়ে বলদনের পুত্র বাবিল-রাজ বরোদক্‌বলদন্‌ হিষ্কিয়ের নিকটে পত্র ও উপঢৌকনদ্রব্য পাঠাইলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, হিষ্কিয় পীড়িত হইয়া- ১৩ ছেন। তাহাতে হিষ্কিয় দূতদের কথা শুনিলেন, এবং আপনার সমস্ত কোষ, রৌপ্য, স্বর্ণ, সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য তৈল এবং অস্ত্রাগার ও ধনাগার সমূহের সমস্ত বস্তু তাহাদিগকে দেখাইলেন; হিষ্কিয় তাহাদিগকে না দেখাইলেন, এমন কোন সামগ্রী তাঁহার বাটীতে বা তাঁহার ১৪ সমস্ত রাজ্যে ছিল না। পরে যিশায়াহ ভাববাদী হিষ্কিয় রাজার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ লোকেরা কি কহিল? আর উহারা কোথা হইতে আপনার নিকটে আসিল? হিষ্কিয় কহিলেন উহারা দূরদেশ হইতে, বাবিল ১৫ হইতে আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা আপনার বাটীতে কি কি দেখিয়াছে? হিষ্কিয় কহিলেন, আমার বাটীতে যাহা যাহা আছে, সকলই দেখিয়াছে; তাহাদিগকে না দেখাইয়াছি, আমার ধনাগার সমূহের মধ্যে এমন কোন ১৬ দ্রব্য নাই। যিশায়াহ হিষ্কিয়কে কহি- ১৭ লেন, সদাপ্রভুর বাক্য শুনুন। দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যখন তোমার বাটীতে যে কিছু আছে, এবং তোমার পিতৃপুরুষদের সঞ্চিত যাহা যাহা অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে, সকলই বাবিলে নীত হইবে; কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, ১৮ ইহা সদাপ্রভু কহেন। আর যাহারা তোমা হইতে উৎপন্ন হইবে, তোমার সেই সন্তানগণের মধ্যে কয়েক জন নীত হইবে; এবং তাহারা বাবিল রাজের ১৯ প্রাসাদে নপুংসক হইবে। তখন হিষ্কিয় যিশায়াহকে কহিলেন, আপনি সদাপ্রভুর যে বাক্য কহিলেন, তাহা উত্তম। তিনি আরও কহিলেন, যদি আমার সময়ে শান্তি ও সত্য হয়, তবে তাহা কি [উত্তম] নয়?

২০ হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত বিক্রম, এবং কিরূপে পুষ্করিণী ও প্রণালী করিয়া তিনি নগরে জল আনিয়াছিলেন, এই সকল কি যিহূদা-রাজগণের ২১ ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই? পরে হিষ্কিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র মনঃশি তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

মনঃশি ও আমোন রাজদ্বয়ের বিবরণ।

২১ মনঃশি বারো বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং পঞ্চান্ন বৎসরকাল যিরূশালেমে রাজত্ব করেন; তাঁহার ২ মাতার নাম হিফ্‌সীবা। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন; সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের ঘৃণিত ক্রিয়ানু- ৩ সারেই করিতেন। বাস্তবিক তাঁহার পিতা হিষ্কিয় যে সকল উচ্চস্থলী বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি সেগুলি পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিলেন, এবং ইস্রায়েল-রাজ আহাব যেমন করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি বালের জন্য যজ্ঞবেদি প্রস্তুত করিলেন, এবং আশেরামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন, আর আকাশের সমস্ত বাহিনীর কাছে প্রণিপাত ৪ ও তাহাদের সেবা করিতেন। আর

সদাপ্রভু যে গৃহের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন, আমি যিরূশালেমে আপন নাম স্থাপন করিব, সদাপ্রভুর সেই গৃহে তিনি কতক-
৫ গুলি যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন। আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে আকাশের সমস্ত বাহিনীর জন্য যজ্ঞবেদি
৬ নির্ম্মাণ করিলেন। আর তিনি আপন পুত্ত্রকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইলেন, ও গণকতা ও মোহকের ব্যবহার করিতেন, এবং ভূতড়িয়াদিগকে ও গুণীদিগকে রাখিতেন। তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে বহুল কদাচরণ করিয়া তাঁহাকে
৭ অসন্তুষ্ট করিলেন। আর তিনি আশেরার যে ক্ষোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই গৃহে স্থাপন করিলেন, যাহার বিষয়ে সদাপ্রভু দায়ূদকে ও তাঁহার পুত্ত্র শলোমনকে এই কথা বলিয়াছিলেন, আমি এই গৃহে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে আমার মনোনীত এই যিরূশালেমে আপন নাম চিরকালের নিমিত্ত
৮ স্থাপন করিব; আর আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশ হইতে ইস্রায়েলের চরণ আর চালিত হইতে দিব না; কেবল যদি তাহারা, আমি তাহাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছি, এবং আমার দাস মোশি তাহাদিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছে,
৯ তদনুসারে যত্নপূর্ব্বক চলে। কিন্তু তাহারা শুনিল না, আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষা অধিক কদাচরণ করিতে মনঃশি তাহাদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিতেন।

১০ আর সদাপ্রভু আপন দাস ভাববাদি-
১১ গণের দ্বারা এই কথা কহিলেন, যিহূদারাজ মনঃশি এই সকল ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছে; তাহার পূর্ব্বে যে ইমোরীয়েরা ছিল, তাহাদের কৃত সমস্ত কার্য্য হইতেও সে অধিক দুষ্কার্য্য করিয়াছে, এবং আপন পুত্তলিগণ দ্বারা যিহূদাকেও পাপ
১২ করাইয়াছে। অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি যিরূশালেমের ও যিহূদার উপরে এমন অমঙ্গল আনিব যে, তাহা যে কেহ শুনিবে,
১৩ তাহার কর্ণযুগল শিহরিয়া উঠিবে। আর আমি যিরূশালেমের উপরে শমরিয়ার সূত্র ও আহাবকুলের ওলন বিস্তার করিব; যেমন কেহ থালা মুছিয়া ফেলে, এবং মুছিলে পর তাহা উল্টাইয়া উবুড় করে, তদ্রূপ আমি যিরূশালেমকে মুছিয়া
১৪ ফেলিব। আর আমি আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করিব, ও তাহাদের শত্রুগণের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব; তাহারা আপনাদের সমস্ত শত্রুর মৃগয়ার দ্রব্য ও লুটবস্তুস্বরূপ হইবে।
১৫ ইহার কারণ এই, আমার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তাহারা করিয়াছে; এবং যে দিন তাহাদের পিতৃপুরুষেরা মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেই দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়া আসিতেছে।

১৬ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহা করিয়া মনঃশি যিহূদাকে পাপ করাইয়াছিলেন, আপনার এই পাপ ভিন্ন তিনি আবার অনেক নির্দ্দোষের রক্তপাতও করিয়াছিলেন, এমন কি, যিরূশালেমকে এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত
১৭ রক্তে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। মনঃশির অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত, সমস্ত কার্য্যের বিবরণ ও তাঁহার কৃত পাপ কি যিহূদা-

রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত নাই ?
১৮ পরে মনঃশি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং আপন বাটীর উদ্যানে, উষের উদ্যানে কবরপ্রাপ্ত হইলেন ; আর তাঁহার পুত্ত্র আমোন তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

১৯ আমোন বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন ; এবং যিরূশালেমে দুই বৎসরকাল রাজত্ব করেন ; তাঁহার মাতার নাম মশুল্লেমৎ, তিনি ২০ যট্‌বাস্থ হারুষের কন্যা। তাঁহার পিতা মনঃশি যেরূপ করিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, ২১ তাহাই করিতেন। তাঁহার পিতা যে পথে চলিয়াছিলেন, তিনিও সেই সমস্ত পথে চলিতেন, এবং তাঁহার পিতা যে সকল পুত্তলির সেবা করিয়াছিলেন, তিনিও সেই সকলের সেবা করিতেন ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতেন ; ২২ তিনি আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছিলেন ; সদপ্রভুর পথে চলিতেন না।

২৩ পরে আমোনের দাসগণ তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল, আর তাহারা রাজাকে তাঁহার বাটীতে বধ করিল। ২৪ কিন্তু দেশের লোকেরা আমোন রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী সকলকে বধ করিল ; পরে দেশের লোকেরা তাঁহার পুত্ত্র যোশিয়কে তাঁহার পদে রাজা ২৫ করিল। আমোনের কৃত অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে ২৬ কি লিখিত নাই ? তিনি উষের উদ্যানস্থিত নিজ কবরে কবরপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্ত্র যোশিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

যোশিয় রাজার বিবরণ। ধর্ম্মসংশোধন।

২২ যোশিয় আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং একত্রিশ বৎসর কাল যিরূশালেমে রাজত্ব করেন ; তাঁহার মাতার নাম যিদীদা, তিনি বস্কতীয় ২ আদায়ার কন্যা। যোশিয় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিতেন, ও আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের সমস্ত পথে চলিতেন, তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিতেন না।

৩ পরে যোশিয় রাজার অষ্টাদশ বৎসরে রাজা মশুল্লমের পৌত্র অৎসলিয়ের পুত্ত্র শাফন লেখককে এই কথা বলিয়া সদা- ৪ প্রভুর গৃহে পাঠাইয়া দিলেন ; তুমি হিল্কিয় মহাযাজকের নিকটে গিয়া, সদাপ্রভুর গৃহে যে টাকা আনীত হইয়াছে, দ্বারপালেরা লোকদের কাছে যাহা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা প্রস্তুত রাখিতে বল। ৫ আর তাহারা সদাপ্রভুর গৃহের তত্ত্বাবধায়ক কার্য্যকারীদের হস্তে তাহা সমর্পণ করুক, এবং তাহারা গৃহের ভগ্ন স্থান সারিবার জন্য সদাপ্রভুর গৃহের কার্য্যকারীদের হস্তে ৬ তাহা দিউক ; অর্থাৎ সূত্রধর, গাঁথক ও রাজদিগকে, এবং গৃহ সারিবার জন্য কাষ্ঠ ও ক্ষোদিত প্রস্তর ক্রয় করণার্থে তাহা ৭ দিউক। কিন্তু তাহাদের হস্তে যে টাকা সমর্পিত হইল, তাহার বিষয়ে তাহাদের সহিত হিসাব করা হইল না, কেননা তাহারা বিশ্বস্তরূপে কর্ম্ম করিল।

৮ তখন হিল্কিয় মহাযাজক শাফন লেখককে কহিলেন, আমি সদাপ্রভুর গৃহে ব্যবস্থাপুস্তকখানি পাইয়াছি। পরে হিল্কিয় শাফনকে সেই পুস্তক দিলে তিনি ৯ তাহা পাঠ করিলেন। আর শাফন

লেখক রাজার নিকটে গিয়া তাঁহাকে এই সমাচার দিলেন, আপনার দাসগণ সেই গৃহে প্রাপ্ত সমস্ত টাকা একত্র করিয়া সদাপ্রভুর গৃহের তত্ত্বাবধায়ক কার্য্যকারী-
১০ দের হস্তে দিয়াছে। পরে শাফন লেখক রাজাকে কহিলেন, হিল্কিয় যাজক আমাকে একখানি পুস্তক দিয়াছেন। আর শাফন রাজার সাক্ষাতে তাহা পাঠ
১১ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সেই ব্যবস্থাপুস্তকের বাক্য সকল শুনিয়া
১২ আপনার বস্ত্র ছিঁড়িলেন। আর রাজা হিল্কিয় যাজককে, শাফনের পুত্র অহীকামকে, মীখায়ের পুত্র অক্‌বোরকে, শাফন লেখককে ও রাজভৃত্য অসায়কে
১৩ এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যাও, এই যে পুস্তকখানি পাওয়া গিয়াছে, এই পুস্তকের বাক্য সকলের বিষয়ে আমার ও প্রজাদের এবং সমস্ত যিহূদার নিমিত্ত সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা কর; কেননা আমাদের পালনার্থে লিখিত সকল কথানুযায়ী কর্ম্ম করিবার জন্য আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পুস্তকের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, এই জন্য আমাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর অতিশয় ক্রোধ প্রজ্বলিত
১৪ হইয়াছে। তখন হিল্কিয় যাজক, অহীকাম, অক্‌বোর, শাফন ও অসায়, ইঁহারা বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হর্হসের পৌত্র তিক্‌বের পুত্র শল্লুমের স্ত্রী হুল্‌দা ভাববাদিনীর নিকটে গেলেন; তিনি যিরূশালেমের দ্বিতীয় বিভাগে বাস করিতেছিলেন।
১৫ পরে তাঁহারা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি তোমাদিগকে আমার কাছে পাঠাইয়াছে, তাহাকে বল, সদাপ্রভু
১৬ এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানের ও এখানকার নিবাসীদের উপরে অমঙ্গল আনিব, যিহূদা-রাজ যে পুস্তক পাঠ করিয়াছে, তাহাতে লিখিত সকল
১৭ বাক্য বর্ত্তাইব। কারণ তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, এবং অন্য দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়াছে, এইরূপে স্ব স্ব হস্তের কার্য্য দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছে, তজ্জন্য এই স্থানের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, তাহা
১৮ নির্ব্বাণ হইবে না। কিন্তু যিহূদার রাজা, যিনি সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে এই কথা বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই
১৯ কথা কহেন, তুমি যে সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াছ, এই স্থানের ও এখানকার নিবাসীদের বিরুদ্ধে আমি যে সকল বাক্য কহিয়াছি, অর্থাৎ তাহারা যে বিস্ময়ের ও শাপের আস্পদ হইবে, তাহা শ্রবণমাত্র তোমার অন্তঃকরণ কোমল হইয়াছে, তুমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনাকে অবনত করিয়াছ, এবং আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া আমার সম্মুখে রোদন করিয়াছ, এই জন্য সদাপ্রভু কহেন, আমিও তোমার কথা
২০ শুনিলাম। অতএব দেখ, আমি তোমার পিতৃলোকদের কাছে তোমাকে সংগ্রহ করিব; তুমি শান্তিতে আপন কবরে সংগৃহীত হইবে, এবং আমি এই স্থানের উপরে যে সকল অমঙ্গল আনিব, তোমার চক্ষু সে সমস্ত দেখিবে না। পরে তাঁহারা আবার রাজাকে এই কথার সমাচার দিলেন।

২৩ পরে রাজা লোক পাঠাইলে তাহারা যিহূদার ও যিরূশালেমের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে তাঁহার নিকটে একত্র করিল।

২ পরে রাজা সদাপ্রভুর গৃহে গেলেন, এবং যিহূদার সমস্ত লোক, সমস্ত যিরূশালেম-নিবাসী, যাজকগণ ও ভাববাদিগণ এবং ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত প্রজা তাঁহার সহিত গমন করিল; পরে তিনি সদাপ্রভুর গৃহে প্রাপ্ত নিয়মপুস্তকের সমস্ত কথা তাহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করিলেন।

৩ পরে রাজা মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া সদাপ্রভুর অনুগামী হইবার, এবং সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার আজ্ঞা, সাক্ষ্যকথা ও বিধি পালন করিবার জন্য, এই পুস্তকে লিখিত এই নিয়মের বাক্য সকল অটল রাখিবার জন্য সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করিলেন, এবং সমস্ত লোক সেই নিয়মে সায় দিল।

৪ আর রাজা বালের ও আশেরার নিমিত্ত এবং আকাশের সমস্ত বাহিনীর নিমিত্ত নির্ম্মিত সমস্ত সামগ্রী সদাপ্রভুর মন্দির হইতে বাহির করিতে হিল্কিয় মহাযাজককে, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাজকগণকে ও দ্বারপালদিগকে আজ্ঞা করিলেন; পরে তিনি যিরূশালেমের বাহিরে কিদ্রোণের ক্ষেত্রে সে সকল পোড়াইয়া তাহাদের ভস্ম

৫ বৈথেলে লইয়া গেলেন। আর যিহূদার রাজগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত যে পুরোহিতেরা যিহূদা দেশের নগরে নগরে উচ্চস্থলীতে, ও যিরূশালেমের চারিদিকে নানা স্থানে ধূপ জ্বালাইত, এবং যাহারা বালের, সূর্য্যের ও চন্দ্রের এবং গ্রহগণের ও আকাশের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, তাহাদিগকে তিনি নিবৃত্ত

৬ করিলেন। আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহ হইতে আশেরা-মূর্ত্তি বাহির করিয়া যিরূশালেমের বাহিরে কিদ্রোণ স্রোতের কাছে আনিয়া কিদ্রোণ স্রোতের ধারে পোড়াইয়া দিলেন, এবং তাহা পিষিয়া গুঁড়া করিয়া তাহার ধূলি সামান্য লোকদের কবরের উপরে ফেলিয়া দিলেন।

৭ আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহে স্থিত পুংগামীদের সেই কুঠরী সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, যেখানে স্ত্রীলোকেরা আশেরার

৮ জন্য ঘর বুনিত। আর তিনি যিহূদার নগর সকল হইতে সমস্ত যাজককে আনিলেন, এবং গেবা অবধি বের্-শেবা পর্য্যন্ত যে সকল উচ্চস্থলীতে যাজকেরা ধূপ জ্বালাইত, সেই সকল অশুচি করিলেন; আর নগর-দ্বারের যে সকল উচ্চস্থলী নগরাধ্যক্ষ যিহোশূয়ের দ্বারপ্রবেশস্থানের নিকটে ছিল, নগর-দ্বারে প্রবেশকারীর বামদিকে থাকিত, সেই সকল

৯ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিন্তু উচ্চস্থলীর যাজকগণ সদাপ্রভুর যিরূশালেমস্থ যজ্ঞবেদিতে বলিদান করিতে গেল না, তাহারা কেবল আপনাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে থাকিয়া তাড়ী-শূন্য রুটী ভোজন

১০ করিত। আর কেহ যেন মোলকের উদ্দেশে আপন পুত্রকে কিম্বা কন্যাকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন না করায়, এই নিমিত্ত তিনি হিন্নোম সন্তানগণের উপত্যকাস্থিত তোফৎ অশুচি করিলেন।

১১ আর যিহূদার রাজারা যে অশ্বদিগকে সূর্য্যের উদ্দেশে দিয়া সদাপ্রভুর গৃহের প্রবেশস্থানের কাছে, উপপুরীতে অবস্থিত, নথন-মেলক নামক নপুংসকের কুঠরীর কাছে রাখিতেন, তাহাদিগকে তিনি দূর করিলেন, এবং সূর্য্যের রথ সকল আগুনে

১২ পোড়াইয়া দিলেন। আর যিহূদার রাজগণ আহসের উপরিস্থ কুঠরীর ছাদে যে সকল যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং মনঃশি সদাপ্রভুর গৃহের দুই

প্রাঙ্গণে যে যে যজ্ঞবেদি করিয়াছিলেন, রাজা সেই সকল বেদি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, তথা হইতে শীঘ্র চলিয়া গেলেন, এবং তাহাদের ধূলি কিদ্রোণ স্রোতে
১৩ নিক্ষেপ করিলেন। আর বিনাশ-পর্ব্বতের দক্ষিণে যিরূশালেমের সম্মুখে ইস্রায়েল-রাজ শলোমন সীদোনীয়দের ঘৃণার্হ বস্তু অষ্টোরতের জন্য, এবং মোয়াবের ঘৃণার্হ বস্তু কমোশের জন্য ও অম্মোন-সন্তানদের ঘৃণার্হ বস্তু মিল্কমের জন্য যে সকল উচ্চস্থলী করিয়াছিলেন, সে সমস্ত রাজা
১৪ অশুচি করিলেন। আর তিনি স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, ও আশেরা-মূর্ত্তি সকল ছেদন করিয়া তাহাদের স্থান মনুষ্যের অস্থিতে পরিপূর্ণ করিলেন।

১৫ অধিকন্তু বৈথেলে যে যজ্ঞবেদি ছিল, এবং নবাটের পুত্র যারবিয়াম, যিনি ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তিনি যে উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করেন, যোশিয় সেই যজ্ঞবেদি ও সেই উচ্চস্থলীও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, আর সেই উচ্চস্থলী আগুনে পোড়াইয়া দিলেন, ও পিষিয়া গুঁড়া করিলেন, এবং আশেরা পোড়াইয়া দিলেন।
১৬ আর যোশিয় মুখ ফিরাইয়া তথাকার পর্ব্বতস্থ কবর সকল দেখিলেন, এবং লোক পাঠাইয়া সেই সকল কবর হইতে অস্থি আনাইলেন, এবং ঈশ্বরের যে লোক পূর্ব্বে এই সকল ঘটনা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রচারিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই যজ্ঞবেদির উপরে সেই সকল অস্থি পোড়াইয়া বেদি অশুচি
১৭ করিলেন। পরে তিনি বলিলেন, আমি ঐ কোন স্তম্ভ দেখিতেছি? নগরের লোকেরা তাঁহাকে কহিল, ঈশ্বরের যে লোক যিহূদা হইতে আসিয়া বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদির বিরুদ্ধে আপনার কৃত এই সকল ক্রিয়ার কথা প্রচার করিয়াছিলেন,
১৮ ঐ তাঁহারই কবর। রাজা কহিলেন, তাঁহাকে থাকিতে দেও; তাঁহার অস্থি কেহ স্থানান্তর না করুক। অতএব তাহারা তাঁহার অস্থি এবং শমরিয়া হইতে
১৯ আগত ভাববাদীর অস্থি রক্ষা করিল। আর ইস্রায়েল-রাজগণ শমরিয়ার নানা নগরে যে সকল উচ্চস্থলীর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া [সদাপ্রভুকে] অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, সে সকল যোশিয় দূর করিলেন, এবং বৈথেলে যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই সকলের প্রতিও করি-
২০ লেন। আর তথাকার উচ্চস্থলী সকলের সমস্ত যাজককে যজ্ঞবেদিতে বলিদান করিলেন, এবং তাহার উপরে মনুষ্যের অস্থি পোড়াইয়া দিলেন; পরে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন।

২১ পরে রাজা সমস্ত লোককে এই আজ্ঞা করিলেন, এই নিয়মপুস্তকে যেমন লিখিত আছে, তদনুসারে তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তার-পর্ব্ব
২২ পালন কর। বাস্তবিক ইস্রায়েলের বিচারকারী বিচারকর্ত্তাদের সময় অবধি ইস্রায়েল-রাজগণের ও যিহূদা-রাজগণের সমস্ত সময় মধ্যে এরূপ নিস্তার-পর্ব্ব
২৩ পালন করা হয় নাই; কিন্তু যোশিয় রাজার অষ্টাদশ বৎসরে যিরূশালেমে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই নিস্তারপর্ব্ব-পালন করা হইল।

২৪ আর যোশিয় যেন সদাপ্রভুর গৃহে হিল্কিয় যাজকের প্রাপ্ত পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য অটল রাখিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি যিহূদা দেশে ও যিরূশালেমে যে সকল ভূতড়িয়া, গুণী,

ঠাকুর, পুত্তলি ও ঘৃণার্হ বস্তু দেখিতে
২৫ পাইলেন, সে সকল দূর করিলেন। তাঁহার ন্যায় সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দ্বারা মোশির সমস্ত ব্যবস্থানুসারে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিলেন, এমন কোন রাজা তাঁহার পূর্ব্বে ছিলেন না, এবং তাঁহার পরেও তাঁহার তুল্য কেহ
২৬ উঠেন নাই। তথাপি মনঃশি যে সকল অসন্তোষজনক ক্রিয়া দ্বারা সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত যিহূদার বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর যে প্রচণ্ড ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেই ক্রোধ হইতে
২৭ তিনি ফিরিলেন না। আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যেমন ইস্রায়েলকে দূর করিয়াছি, তেমনি আপনার দৃষ্টি হইতে যিহূদাকেও দূর করিব, এবং এই যে যিরূশালেম নগর মনোনীত করিয়াছি, এবং 'এই স্থানে আমার নাম থাকিবে,' এ কথা যে গৃহের বিষয়ে বলিয়াছি,
২৮ তাহাও অগ্রাহ্য করিব। যোশিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কার্য্যের বিবরণ যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে কি লিখিত নাই?

২৯ তাঁহার সময়ে মিসর-রাজ ফরৌণ-নখো অশূর-রাজের বিরুদ্ধে ফরাৎ নদীর দিকে যাত্রা করিলেন, আর যোশিয় রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; তাহাতে ফরৌণ-নখো তাঁহার দেখা পাইবামাত্র মগিদ্দোতে তাঁহাকে বধ করিলেন।
৩০ পরে যোশিয়ের দাসগণ তাঁহার মৃত দেহ রথে করিয়া মগিদ্দো হইতে যিরূশালেমে আনিয়া তাঁহার নিজ কবরে কবর দিল; পরে দেশের লোকেরা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াহসকে লইয়া অভিষেক করিয়া পিতার পদে রাজা করিল।

যিহোয়াহস প্রভৃতি চারি রাজার বিবরণ। যিরূশালেম ও যিহূদা-রাজ্যের বিনাশ।

৩১ যিহোয়াহস তেইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম হমূটল, তিনি লিব্না-
৩২ নিবাসী যিরমিয়ের কন্যা। এই রাজা আপন পিতৃপুরুষদের সমস্ত কর্ম্মানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই
৩৩ করিতেন। আর ফরৌণ-নখো যিরূশালেমে তাঁহার রাজত্ব-প্রাপ্তির পরে হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে তাঁহাকে বদ্ধ করিলেন, এবং দেশের এক [illegible] তালন্ত রৌপ্য ও এক তালন্ত স্বর্ণ দণ্ড স্থির করিলেন।
৩৪ পরে ফরৌণ-নখো যোশিয়ের পুত্র ইলিয়াকীমকে তাঁহার পিতা যোশিয়ের পদে রাজা করিয়া তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক যিহোয়াকীম রাখিলেন, কিন্তু যিহোয়াহসকে লইয়া গেলেন; তাহাতে ইনি মিসর দেশে গিয়া সে স্থানে মরিলেন।
৩৫ পরে যিহোয়াকীম ফরৌণকে সেই সকল রৌপ্য ও স্বর্ণ দিলেন, কিন্তু ফরৌণের আজ্ঞানুসারে সেই রৌপ্যাদি দিবার জন্য তিনি দেশে কর নিরূপণ করিলেন; ফরৌণ-নখোকে দিবার জন্য তিনি প্রতিজনের উপর কর ধার্য্য করিয়া তদনুসারে দেশের লোকদের কাছে ঐ রৌপ্য ও স্বর্ণ আদায় করিলেন।

৩৬ যিহোয়াকীম পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে এগার বৎসর রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম সবীদা, তিনি
৩৭ রূমানিবাসী পদায়ের কন্যা। যিহোয়াকীম আপন পিতৃপুরুষদের সমস্ত

কর্ম্মানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন।

২৪ তাঁহার সময়ে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর আসিলেন; যিহোয়াকীম তিন বৎসর যাবৎ তাঁহার দাস ছিলেন, পরে তিনি ফিরিলেন, ও তাঁহার বিদ্রোহী ২ হইলেন। তখন সদাপ্রভু তাঁহার বিরুদ্ধে কল্‌দীয়দের, অরামীয়দের, মোয়াবীয়দের ও অম্মোন-সন্তানগণের অনেক লুটকারী সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন; সদাপ্রভু আপন দাস ভাববাদিগণের দ্বারা যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তদনুসারে যিহূদাকে বিনষ্ট করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ৩ পাঠাইলেন। বাস্তবিক সদাপ্রভুরই আজ্ঞানুসারে যিহূদার প্রতি এইরূপ ঘটিল, যেন তাহারা তাঁহার সম্মুখ হইতে দূরীকৃত হয়; ইহার কারণ মনঃশির পাপ সকল, ৪ তাঁহার কৃত সমস্ত কার্য্য, এবং তাঁহার কৃত নির্দ্দোষদিগের রক্তপাত; কারণ তিনি নির্দ্দোষদের রক্তে যিরূশালেমকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, আর সদাপ্রভু ক্ষমা করিতে চাহিলেন না।

৫ যিহোয়াকীমের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কার্য্যের বিবরণ যিহূদা-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে কি লিখিত নাই? ৬ পরে যিহোয়াকীম আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র যিহোয়াখীন তাঁহার পদে রাজা ৭ হইলেন। তাহার পরে মিসর-রাজ আপন দেশের বাহিরে আর আসিলেন না, কেননা মিসরের স্রোত অবধি ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত মিসর-রাজের যত অধিকার ছিল, সে সকলই বাবিল-রাজ হরণ করিয়াছিলেন।

৮ যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম নহুষ্টা, তিনি যিরূশালেম-৯ নিবাসী ইল্‌নাথনের কন্যা। যিহোয়াখীন আপন পিতার সমস্ত ক্রিয়ানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন।

১০ ঐ সময়ে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের দাসগণ যিরূশালেমে আসিল, আর নগর ১১ অবরুদ্ধ হইল। যখন তাঁহার দাসগণ নগর অবরোধ করিতেছিল, তখন বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর নগরের নিকটে আসিলেন। ১২ পরে যিহূদা-রাজ যিহোয়াখীন, তাঁহার মাতা, দাসগণ, প্রধানবর্গ ও কর্ম্মচারিগণ বাবিল-রাজের নিকটে বাহিরে গেলেন; আর বাবিল-রাজ আপন রাজত্বের অষ্টম ১৩ বৎসরে তাহাকে ধরিলেন। আর সদাপ্রভু যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি তিনি তথা হইতে সদাপ্রভুর গৃহের সমস্ত ধন ও রাজবাটীর সমস্ত ধন লইয়া গেলেন, এবং ইস্রায়েল-রাজ শলোমন সদাপ্রভুর মন্দিরে যে সকল স্বর্ণময় পাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে সকলও কাটিয়া ফেলিলেন। ১৪ আর তিনি যিরূশালেমের সমস্ত লোক, সমস্ত প্রধান লোক ও সমস্ত বলবান বীর, অর্থাৎ দশ সহস্র বন্দি, এবং সমস্ত শিল্পকার ও কর্ম্মকারকে লইয়া গেলেন; দেশের দীন দরিদ্র লোক ব্যতিরেকে আর ১৫ কেহ অবশিষ্ট থাকিল না। তিনি যিহোয়াখীনকে বাবিলে লইয়া গেলেন; এবং রাজার মাতাকে, রাজার ভার্য্যাদিগকে, তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে ও দেশের পরাক্রমী লোকদিগকে যিরূশালেম হইতে বাবিলে বন্দি করিয়া লইয়া গেলেন। ১৬ আর বাবিল-রাজ সমস্ত পরাক্রমী লোককে অর্থাৎ সপ্ত সহস্র লোককে, এবং শিল্পকার ও কর্ম্মকার এক সহস্রকে বন্দি

করিয়া বাবিলে লইয়া গেলেন ; তাহারা সকলে বীর্য্যবান্ ও রণদক্ষ লোক ছিল।

১৭ পরে বাবিলের রাজা যিহোয়াখীনের পিতৃব্য মত্তনিয়কে তাঁহার পদে রাজা করিলেন, ও তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮ সিদিকিয় রাখিলেন। সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং এগার বৎসর কাল যিরূশালেমে রাজত্ব করেন ; তাঁহার মাতার নাম হমূটল, তিনি লিব্না-নিবাসী যিরমিয়ের কন্যা। ১৯ যিহোয়াকীমের সকল ক্রিয়ানুসারে সিদিকিয়ও সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, ২০ তাহাই করিতেন। কারণ সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রযুক্ত, যাবৎ তিনি তাহাদিগকে আপনার সাক্ষাৎ হইতে দূরে ফেলিয়া না দিলেন, তাবৎ যিরূশালেমে ও যিহূদায় এইরূপ ঘটনা ঘটিল। আর সিদিকিয় বাবিল-রাজের বিদ্রোহী হইলেন।

২৫ পরে তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরে, দশম মাসে, মাসের দশম দিনে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন, ও তাহার বিরুদ্ধে ২ চারিদিকে গড় গাঁথিলেন। সিদিকিয়ের একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ ৩ থাকিল। পরে [চতুর্থ] মাসের নবম দিনে নগরে মহাদুর্ভিক্ষ হইল, দেশের লোকদের জন্য খাদ্য দ্রব্য কিছুই রহিল ৪ না। পরে নগর এক স্থানে ভগ্ন হইল, আর সমস্ত যোদ্ধা রাত্রিতে রাজার উদ্যানের নিকটস্থ দুই প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারের পথ দিয়া পলায়ন করিল ; তখন কল্‌দীয়েরা নগরের বিরুদ্ধে চারিদিকে ছিল। আর [রাজা] অরাবা তলভূমির ৫ পথে গেলেন। কিন্তু কল্‌দীয়দের সৈন্য রাজার পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া যিরীহোর তলভূমিতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, তাহাতে তাঁহার সকল সৈন্য তাঁহার ৬ নিকট হইতে ছিন্নভিন্ন হইল। তখন তাহারা রাজাকে ধরিয়া রিব্‌লাতে বাবিল-রাজের নিকটে লইয়া গেল ; পরে তাঁহার ৭ প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইল। তাহারা সিদিকিয়ের সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্রগণকে বধ করিল, এবং সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিল ও তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেল।

৮ পরে পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে, বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের ঊনবিংশ বৎসরে, বাবিল-রাজের দাস নবূষরদন নামক রক্ষকসেনাপতি যিরূশালেমে আসি- ৯ লেন ; তিনি সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী পোড়াইয়া দিলেন, যিরূশালেমের সকল গৃহ, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাও আগুন দিয়া ১০ পোড়াইয়া দিলেন। আর সেই রক্ষক-সেনাপতির অনুগামী কল্‌দীয় সমস্ত সৈন্য যিরূশালেমের চারিদিকে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ১১ ফেলিল। আর রক্ষকসেনাপতি নবূষরদন নগরের অবশিষ্ট লোকদিগকে ও যাহারা পক্ষান্তরে গিয়াছিল, বাবিল-রাজের পক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং অবশিষ্ট সাধারণ লোকদিগকে বন্দি ১২ করিয়া লইয়া গেলেন। কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্র পালন ও ভূমি কর্ষণার্থে রক্ষক-সেনাপতি কতকগুলি দীন দরিদ্র লোককে দেশে রাখিলেন।

১৩ আর সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় দুই স্তম্ভ ও সদাপ্রভুর গৃহের পীঠ সকল ও পিত্তলময় সমুদ্রপাত্র কল্‌দীয়েরা খণ্ড খণ্ড করিয়া, সে সকল পিত্তল বাবিলে লইয়া ১৪ গেল ; আর স্থালী, হাতা, কর্ত্তরী ও চমস,

আর সমস্ত পরিচর্য্যার্থক পিত্তলময় পাত্র
১৫ লইয়া গেল। আর অঙ্গারধানী ও বাটি সকল, স্বর্ণময় পাত্রের স্বর্ণ ও রৌপ্যময় পাত্রের রৌপ্য, রক্ষকসেনাপতি লইয়া
১৬ গেলেন। যে দুই স্তম্ভ, এক সমুদ্র-পাত্র ও পীঠ সকল শলোমন সদাপ্রভুর গৃহের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে সকল পাত্রের পিত্তল অপরিমিত ছিল।
১৭ তাহার এক স্তম্ভ আঠার হস্ত উচ্চ, ও তাহার উপরে পিত্তলময় এক মাথলা ছিল, আর সেই মাথলা তিন হস্ত উচ্চ, এবং মাথলার উপরে চারিদিকে জালকার্য্য ও দাড়িম্বাকৃতি সকলই পিত্তলময় ছিল; এবং জালকার্য্য শুদ্ধ দ্বিতীয় স্তম্ভও ইহার তুল্য ছিল।

১৮ পরে রক্ষকসেনাপতি প্রধান যাজক সরায়কে, দ্বিতীয় যাজক সফনিয়কে ও
১৯ তিন জন দ্বারপালকে ধরিলেন। আর তিনি নগর হইতে যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত এক জন কর্ম্মচারীকে, এবং যাঁহারা রাজার মুখদর্শন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে নগরে প্রাপ্ত পাঁচ জন লোককে, আর লেখককে, দেশের লোক সংগ্রহকারী সেনাপতিকে এবং নগরে প্রাপ্ত
২০ দেশীয় ষাট জনকে ধরিলেন। নবূষরদন রক্ষকসেনাপতি তাঁহাদিগকে ধরিয়া রিব্লাতে বাবিল-রাজের কাছে লইয়া
২১ গেলেন। আর বাবিল-রাজ হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে তাঁহাদিগকে আঘাত করিয়া বধ করিলেন। এইরূপে যিহূদা আপন দেশ হইতে বন্দি হইয়া নীত হইল।

২২ যিহূদা দেশে যে লোকেরা অবশিষ্ট রহিল, যাহাদিগকে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের উপরে তিনি শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়কে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করি-
২৩ লেন। পরে বাবিল-রাজ গদলিয়কে শাসনকর্ত্তা করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া সেনাপতিগণ ও তাঁহাদের লোকেরা, অর্থাৎ নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল, কারেয়ের পুত্র যোহানন, নটোফাতীয় তন্হূমতের পুত্র সরায়, ও মাখাথীয়ের পুত্র যাসনিয় এবং তাঁহাদের লোকেরা মিস্পাতে গদলিয়ের নিকটে আসিলেন।
২৪ আর গদলিয় তাঁহাদের কাছে ও তাঁহাদের লোকদের কাছে দিব্য করিয়া কহিলেন, তোমরা কল্‌দীয়দের দাসগণ হইতে ভীত হইও না; দেশে বাস করিয়া বাবিল-রাজের দাসত্ব স্বীকার কর, তোমা-
২৫ দের মঙ্গল হইবে। কিন্তু সপ্তম মাসে রাজবংশজাত ইলীশামার পৌত্র নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল ও তাঁহার সঙ্গী দশ জন আসিলেন, আর গদলিয়কে এবং যে যিহূদীরা ও কল্‌দীয়েরা তাঁহার সহিত মিস্পাতে ছিল, তাহাদিগকে আঘাত
২৬ করিয়া বধ করিলেন। পরে ছোট বড় সমস্ত লোক ও সেনাপতিগণ উঠিয়া মিসরে গেলেন, কেননা তাঁহারা কল্‌দীয়দের হইতে ভীত হইলেন।

২৭ পরে যিহূদা-রাজ যিহোয়াখীনের বন্দিত্বের সাঁইত্রিশ বৎসরে, দ্বাদশ মাসে, মাসের সাতাশ দিবসে, বাবিল-রাজ ইবিল-মরোদক যে বৎসরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, সেই বৎসরে তিনি যিহূদা-রাজ যিহোয়াখীনের মস্তক কারাগার
২৮ হইতে উঠাইলেন। আর তিনি তাঁহাকে প্রীতিবাক্য কহিয়া, তাঁহার সহিত বাবিলে যত রাজা ছিলেন, সকলের আসন হইতে তাঁহার আসন উচ্চে স্থাপন করিলেন।
২৯ আর ইনি আপন কারাবাসের বস্ত্র পরি-

বর্ত্তন করিলেন, এবং যাবজ্জীবন প্রতি-নিয়ত তাঁহার সম্মুখে ভোজন পান করিতে ৩০ লাগিলেন। তাঁহার দিনপাতের জন্য রাজার আজ্ঞাতে তাঁহাকে নিয়ত বৃত্তি দেওয়া যাইত, তাঁহার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাঁহাকে দিনের উপযুক্ত দ্রব্য প্রতিদিন দেওয়া যাইত।

বংশাবলির প্রথম খণ্ড।

আদমের বংশাবলি।

১ আদম, শেখ, ইনোশ, কৈনন, মহললেল, যেরদ, হনোক, মথূশেলহ, লেমক, নোহ, শেম, হাম, ও যেফৎ।

৫ যেফতের সন্তান—গোমর, মাগোগ, মাদয়, যবন, তুবল, মেশক ও তীরস। ৬ গোমরের সন্তান—অস্কিনস, দীফৎ ও ৭ তোগর্ম। যবনের সন্তান—ইলীশা, তর্শীশ, কিত্তীম ও রোদানীম।

৮ হামের সন্তান—কূশ, মিসর, পূট ও ৯ কনান। কূশের সন্তান—সবা, হবীলা, ১০ সপ্তা, রয়মা ও সপ্তকা। রয়মার সন্তান—শিবা ও দদান। নিম্রোদ কূশের পুত্র; তিনি পৃথিবীতে পরাক্রমী হইতে ১১ লাগিলেন। আর লূদীয়, অনামীয়, লহা-১২ বীয়, নপ্তুহীয়, পথ্রোষীয়, পলেষ্টীয়দের আদিপুরুষ কস্‌লূহীয়, এবং কপ্তোরীয়, ১৩ এই সকল মিসরের সন্তান। এবং কনা-১৪ নের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীদোন, তাহার পর ১৫ হেৎ, যিবূষীয়, ইমোরীয়, গির্গাশীয়, ১৬ হিব্বীয়, অর্কীয়, সীনীয়, অর্বদীয়, সমারীয় ও হমাতীয়।

১৭ শেমের সন্তান—এলম, অশূর, অর্ফক্ষদ, লূদ ও অরাম এবং ঊষ, হূল, ১৮ গেথর ও মেশেক। আর অর্ফক্ষদ শেলহের জন্ম দিলেন, ও শেলহ এবরের ১৯ জন্ম দিলেন। এবরের দুই পুত্র, একটীর নাম পেলগ [বিভাগ], কেননা তৎকালে পৃথিবী বিভক্ত হইল; তাঁহার ২০ ভ্রাতার নাম যক্তন। আর যক্তন ২১ অল্‌মোদদ, শেলফ, হৎসর্মাবৎ, যেরহ, ২২ হদোরাম, ঊসল, দিক্ল, এবল, অবীমায়েল, ২৩ শিবা, ওফীর, হবীলা, ও যোববের জন্ম দিলেন। ইহারা সকলে যক্তনের সন্তান।

২৪,২৫ শেম, অর্ফক্ষদ, শেলহ, এবর, ২৬ পেলগ, রিয়ূ, সরূগ, নাহোর, তেরহ, ২৭,২৮ অব্রাম, অর্থাৎ অব্রাহাম। অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাক ও ইশ্মায়েল।

২৯ তাঁহাদের বংশাবলি এই। ইশ্মা-৩০ য়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবায়োৎ, পরে কেদর, অদবেল, মিব্‌সম, মিশ্‌ম, দূমা, মসা, হদদ, তেমা, যিটূর, নাফীশ ও কেদমা; ৩১ ইহারা ইশ্মায়েলের সন্তান।

৩২ অব্রাহামের উপপত্নী কটূরার গর্ব্ভজাত সন্তান—সিম্রণ, যক্‌ষণ, মদান, মিদিয়ন, ৩৩ যিশ্‌বক ও শূহ। যক্‌ষণের সন্তান—শিবা ও দদান। মিদিয়নের সন্তান—ঐফা, এফর, হনোক, অবীদ ও ইল্‌দায়া; ইহারা সকলে কটূরার সন্তান।

৩৪ অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাক। ইস্‌হাকের পুত্র—এষৌ ও ইস্রায়েল।

৩৫ এষৌর সন্তান—ইলীফস, রূয়েল,

৩৬ যিয়ূশ, যালম ও কোরহ। ইলীফসের সন্তান—তৈমন, ওমার, সফী, গয়িতম,
৩৭ কনস, তিম্ন ও অমালেক। রূয়েলের সন্তান—নহৎ, সেরহ, শম্ম ও মিসা।
৩৮ সেয়ীরের সন্তান—লোটন, শোবল, সিবিয়োন, অনা, দিশোন, এৎসর ও
৩৯ দীশন। লোটনের সন্তান—হোরি ও হোমম; এবং তিম্না লোটনের ভগিনী।
৪০ শোবলের সন্তান—অলিয়ন, মানহৎ, এবল, শফী ও ওনম। সিবিয়োনের
৪১ সন্তান—অয়া ও অনা। অনার সন্তান দিশোন। দিশোনের সন্তান—হম্রণ,
৪২ ইশ্‌বন, যিত্রণ ও করাণ। এৎসরের সন্তান—বিল্‌হন, সাবন, যাকন। দীশনের সন্তান—ঊষ ও অরাণ।
৪৩ ইস্রায়েল-সন্তানদের উপরে কোন রাজা রাজত্ব করিবার পূর্ব্বে ইহাঁরা ইদোম দেশের রাজা ছিলেন; বিয়োরের পুত্র বেলা; তাঁহার রাজধানীর নাম দিন্‌হাবা।
৪৪ আর বেলা মরিলে পর তাঁহার পদে বস্রা-নিবাসী সেরহের পুত্র যোবব রাজত্ব
৪৫ করেন। আর যোবব মরিলে পর তৈমন দেশীয় হূশম তাঁহার পদে রাজত্ব করেন।
৪৬ আর হূশম মরিলে পর বদদের পুত্র যে হদদ মোয়াব ক্ষেত্রে মিদিয়নকে আঘাত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পদে রাজত্ব করেন; তাঁহার রাজধানীর নাম অবীৎ
৪৭ ছিল। আর হদদ্‌ মরিলে পর মস্রেকা-নিবাসী সম্ল তাঁহার পদে রাজত্ব করেন।
৪৮ আর সম্ল মরিলে পর [ফরাৎ] নদীর নিকটবর্ত্তী রহোবোৎ-নিবাসী শৌল
৪৯ তাঁহার পদে রাজত্ব করেন। আর শৌল মরিলে পর অক্‌বোরের পুত্র বাল্‌-হানন
৫০ তাঁহার পদে রাজত্ব করেন। আর বাল্‌-হানন মরিলে পর হদদ তাঁহার পদে রাজত্ব করেন; তাঁহার রাজধানীর নাম পায়, ও ভার্য্যার নাম মহেটবেল; সে মট্রেদের কন্যা ও মেষাহবের দৌহিত্রী।
৫১ পরে হদদ মরিলেন। ইদোমের দলপতিদের নাম; দলপতি তিম্ন, দলপতি
৫২ অলিয়া, দলপতি যিথেৎ, দলপতি অহলীবামা, দলপতি এলা, দলপতি পীনোন,
৫৩ দলপতি কনস, দলপতি তৈমন, দলপতি
৫৪ মিব্‌সর, দলপতি মগ্‌দীয়েল, দলপতি ঈরম; ইহাঁরা ইদোমের দলপতি।

২ ইস্রায়েলের পুত্রগণ এই; রূবেণ, শিমিয়োন লেবি ও যিহূদা, ইষাখর ও সবূলূন, দান, যোষেফ ও বিন্যামীন, নপ্তালি, গাদ ও আশের।

যিহূদার বংশাবলি।

৩ যিহূদার সন্তান—এর, ওনন ও শেলা; তাঁহার এই তিন পুত্র কনানীয়া বৎ-শূয়ার গর্ব্ভে জন্মিয়াছিল। যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট হওয়াতে
৪ তিনি তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। পরে যিহূদার পুত্রবধূ তামর তাঁহার ঔরসে পেরসকে ও সেরহকে প্রসব করিল;
৫ সর্ব্বশুদ্ধ যিহূদার পাঁচ পুত্র। পেরসের
৬ সন্তান—হিষ্রোণ ও হামূল। সেরহের সন্তান—শিম্রি, এথন, হেমন, কল্‌কোল
৭ ও দারা, সকলে পাঁচ জন। কর্ম্মির পুত্র আখর বর্জ্জিত দ্রব্যের বিষয়ে সত্য-লঙ্ঘন করিয়া ইস্রায়েলের কণ্টক হইয়া-
৮,৯ ছিল। এথনের পুত্র অসরিয়। আর হিষ্রোণের ঔরসজাত পুত্র যিরহমেল,
১০ রাম, ও কালুবায়। রামের সন্তান অম্মীনাদব, ও অম্মীনাদবের পুত্র যিহূদা
১১ সন্তানগণের অধ্যক্ষ নহশোন। আর নহশোনের পুত্র সল্‌মোন, ও সল্‌মোনের

১২ পুত্র বোয়স। বোয়সের পুত্র ওবেদ ও
১৩ ওবেদের পুত্র যিশয়। যিশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলীয়াব, দ্বিতীয় অবীদানব, তৃতীয়
১৪,১৫ শম্ম, চতুর্থ নথনেল, পঞ্চম রদ্দয়, ষষ্ঠ
১৬ ওৎসম, সপ্তম দায়ূদ। আর তাঁহাদের ভগিনী সরূয়া ও অবীগল। সরূয়ার পুত্র—অবীশয়, যোয়াব ও অসাহেল,
১৭ তিন জন। আর অবীগলের পুত্র অমাসা; সেই অমাসার পিতা ইশ্মায়েলীয় যেথর।
১৮ আর হিষ্রোণের পুত্র কালেব আপন স্ত্রী অসূবার গর্ভে ও যিরিয়োতের গর্ভে কয়েকটী সন্তানের জন্ম দিল। অসূবার পুত্রগণ এই; যেশর, শোবব ও অর্দোন।
১৯ পরে অসূবা মরিলে কালেব ইফ্রাথাকে বিবাহ করিল, সে তাহার ঔরসে হূরকে
২০ প্রসব করিল। হূরের পুত্র ঊরি, ঊরির
২১ পুত্র বৎসলেল। পরে হিষ্রোণ গিলিয়দের পিতা মাখীরের কন্যার কাছে গমন করিল, ষাট বৎসর বয়সে সে তাহাকে বিবাহ করিল, তাহাতে সে স্ত্রী তাহার
২২ ঔরসে সগূবকে প্রসব করিল। সগূবের পুত্র যায়ীর, গিলিয়দ দেশে তাঁহার
২৩ তেইশটী নগর ছিল। আর গশূর ও অরাম তাহাদের হইতে যায়ীরের গ্রাম সকল হরণ করিল, এবং তৎসঙ্গে কনাৎ ও তাহার উপনগর সকল, অর্থাৎ ষাট নগর [লইল]। ইহারা সকলে গিলি-
২৪ য়দের পিতা মাখীরের সন্তান। হিষ্রোণ কালেব-ইফ্রাথায় মরিলে পর হিষ্রোণের স্ত্রী অবিয়া তাঁহার জন্য তকোয়ের পিতা অস্হূরকে প্রসব করিল।

২৫ হিষ্রোণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যিরহমেলের এই সকল সন্তান; জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম, পরে বূনা,
২৬ ওরণ, ওৎসম ও অহিয়। অটারা নামে যিরহমেলের অন্য এক স্ত্রী ছিল, সে
২৭ ওনমের মাতা। যিরহমেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের সন্তান—মাষ, যামীন ও একর।
২৮ ওনমের সন্তান শম্ময় ও যাদা, এবং শম্ময়ের সন্তান নাদব ও অবীশূর।
২৯ অবীশূরের স্ত্রীর নাম অবীহয়িল; সে তাহার ঔরসে অহবান ও মোলীদকে
৩০ প্রসব করিল। নাদবের সন্তান সেলদ ও অপ্পয়িম, কিন্তু সেলদ অপুত্রক হইয়া
৩১ মরিল। অপ্পয়িমের পুত্র যিশী, ও যিশীর পুত্র শেশন, ও শেশনের পুত্র অহলয়।
৩২ শম্ময়ের ভ্রাতা যাদার সন্তান যেথর ও যোনাথন; যেথর অপুত্রক হইয়া মরি-
৩৩ লেন। যোনাথনের পুত্র পেলৎ ও সাসা। ইহারা যিরহমেলের সন্তান।
৩৪ শেশনের পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল, আর যার্হা নামে শেশনের এক
৩৫ মিস্রীয় দাস ছিল। পরে শেশন আপনার দাস যার্হার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিল, আর সে তাহার ঔরসে
৩৬ অত্তয়কে প্রসব করিল। অত্তয়ের পুত্র
৩৭ নাথন, নাথনের পুত্র সাবদ; সাবদের পুত্র ইফ্‌লল, ইফ্‌ললের পুত্র ওবেদ;
৩৮ ওবেদের পুত্র যেহূ, যেহূর পুত্র অসরিয়;
৩৯ অসরিয়ের পুত্র হেলস, হেলসের পুত্র
৪০ ইলীয়াসা; ইলীয়াসার পুত্র সিস্‌ময়,
৪১ সিস্‌ময়ের পুত্র শল্লুম; শল্লুমের পুত্র যিকমিয়, ও যিকমিয়ের পুত্র ইলীশামা।
৪২ যিরহমেলের ভ্রাতা কালেবের সন্তান; তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মেশা, সে সীফের পিতা; এবং হিব্রোণের পিতা মারেশার
৪৩ সন্তানগণ। আর হিব্রোণের সন্তান—কোরহ, তপূহ, রেকম ও শেমা।
৪৪ শেমার পুত্র যর্কিয়মের পিতা রহম।
৪৫ রেকমের পুত্র শম্ময়। আর শম্ময়ের পুত্র মায়োন, এবং মায়োন বৈৎ-সূরের পিতা।

৪৬ আর কালেবের উপপত্নী ঐফা হারণকে, মোৎসাকে ও গাসেসকে প্রসব করিল, ৪৭ এবং হারণের সন্তান গাসেস। আর যেহদয়ের সন্তান রেগম, যোথম, গেসন, ৪৮ পেলট, ঐফা ও শাফ। কালেবের উপপত্নী মাখা শেবরকে ও তির্হনঃকে প্রসব ৪৯ করিল। আরও সে মদ্‌মন্নার পিতা শাফকে এবং মক্‌বেনার ও গিবিয়ার পিতা শিবাকে প্রসব করিল; আর কালেবের কন্যার নাম অক্ষা।

৫০ কালেবের এই এই সন্তান; ইফ্রাথার ৫১ জ্যেষ্ঠ পুত্র বিন্‌হূর; কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পিতা শোবল; বৈৎলেহমের পিতা শল্‌ম, ৫২ বৈৎ-গাদেরের পিতা হারেফ। আর কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পিতা শোবলের পুত্র ৫৩ হরোয়া, মনূহোতের অর্দ্ধাংশ। আর কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের গোষ্ঠী, যিত্রীয়, পূথীয়, শূমাথীয় ও মিশ্রায়ীয়গণ, ইহাদের হইতে সরাথীয় ও ইষ্টায়োলীয়েরা উৎ- ৫৪ পন্ন হইল। শল্‌মের সন্তান বৈৎ-লেহম ও নটোফাতীয়গণ, অট্রোৎ-বেৎ-যোয়াব, ও মনহতীয়দের অর্দ্ধাংশ, ৫৫ সরায়ীয়। আর যাবেষ-নিবাসী লেখকদের গোষ্ঠী, তিরিয়াথীয়গণ, শিমিয়থীয়গণ, সূখাথীয়গণ। ইহারা কীনীয় গোষ্ঠী, রেখবকুলের পিতা হম্মতের বংশজাত।

৩ দায়ূদের এই সকল পুত্র হিব্রোণে জন্মিল, জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্নোন, সে যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়মের গর্ব্ভজাত; দ্বিতীয় দানিয়েল, সে কর্ম্মিলীয়া অবীগলের গর্ব্ভ- ২ জাত; তৃতীয় অবশালোম, সে গশূরের তল্‌ময় রাজার কন্যা মাখার গর্ব্ভজাত; ৩ চতুর্থ আদোনিয়, সে হগীতের গর্ব্ভজাত; পঞ্চম শফটিয়, সে অবীটলের গর্ব্ভজাত; ষষ্ঠ যিত্রিয়ম, সে তাঁহার ভার্য্যা ইগ্লার গর্ব্ভজাত। হিব্রোণে তাঁহার ছয় পুত্র জন্মে, এবং দায়ূদ সেই স্থানে সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন, পরে যিরূশালেমে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। আর তাঁহার এই সকল পুত্র যিরূশালেমে জন্মে; শিমিয়, শোবব, নাথন ও শলোমন, এই চারি জন অম্মীয়েলের কন্যা বৎ-সূয়ার সন্তান। আর যিভর, ইলীশামা, ইলীফেলট, নোগহ, নেফগ, যাফিয়, ইলীশামা, ইলীয়াদা ও ইলীফেলট, এই নয় জন। ইহারা সকলে দায়ূদের পুত্র, উপপত্নীদের সন্তানগণ হইতে ইহারা ভিন্ন; আর তামর ইহাদের ভগিনী।

১০ শলোমনের পুত্র রহবিয়াম; তাহার ১১ পুত্র অবিয়; তাহার পুত্র আসা; তাহার পুত্র যিহোশাফট; তাহার পুত্র যোরাম; তাহার পুত্র অহসিয়; তাহার পুত্র ১২ যোয়াশ; তাহার পুত্র অমৎসিয়; তাহার ১৩ পুত্র অসরিয়; তাহার পুত্র যোথম; ১৪ তাহার পুত্র আহস; তাহার পুত্র হিষ্কিয়; তাহার পুত্র মনঃশি; তাহার পুত্র আমোন; তাহার পুত্র যোশিয়। ১৫ যোশিয়ের সন্তান—জ্যেষ্ঠ যোহানন, দ্বিতীয় যিহোয়াকীম, তৃতীয় সিদিকিয়, ১৬ চতুর্থ শল্লুম; এবং যিহোয়াকীমের পুত্র যিকনিয়, অপর পুত্র সিদিকিয়।

১৭ বন্দি যিকনিয়ের সন্তান—তাহার পুত্র ১৮ শল্টীয়েল, আর মল্‌কীরাম, পদায়, শিনৎসর, যিকমিয়, হোশামা ও নদবিয়। ১৯ পদায়ের সন্তান সরুব্বাবিল ও শিমিয়ি; এবং সরুব্বাবিলের সন্তান—মশুল্লম ও হনানিয়, আর শলোমীৎ তাহাদের ভগিনী। আর হশুবা, ওহেল, বেরিখিয়, হসদিয় ও যূশব-হেষদ, এই পাঁচ জন।

২১ আর হনানিয়ের সন্তান—পলটিয় ও যিশায়াহ; রফায়ের পুত্রগণ, অর্ণনের পুত্রগণ, ওবদিয়ের পুত্রগণ, শখনিয়ের
২২ পুত্রগণ। শখনিয়ের সন্তান—শময়িয়; আর শময়িয়ের সন্তান—হটূশ, যিগাল, বারীহ, নিয়রিয়, শাফট, ছয় জন।
২৩ আর নিয়রিয়ের সন্তান—ইলীয়ৈনয়, হিষ্কিয় ও অস্ত্রীকাম, তিন জন।
২৪ আর ইলীয়ৈনয়ের সন্তান—হোদবিয়, ইলীয়াশীব, পলায়ঃ, অক্কুব, যোহানন, দলায় ও অনানি, সাত জন।

৪ যিহূদার সন্তান—পেরস, হিষ্রোণ, কর্ম্মী,
২ হূর ও শোবল। আর শোবলের সন্তান রায়া, রায়ার সন্তান যহৎ ও যহতের সন্তান অহূময় ও লহদ; এই সকল সরা-
৩ থীয় গোষ্ঠী। আর এই সকল ঐটমের পিতার সন্তান—যিষ্রিয়েল, যিশ্মা, যিদ্‌বশ; তাঁহাদের ভগিনীর নাম হৎ-
৪ সলিল-পোনী। আর গাদোরের পিতা পনূয়েল, ও হূশের পিতা এসর। ইহারা বৈৎলেহমের পিতা ইফ্রাথার জ্যেষ্ঠ পুত্র হূরের সন্তান।

৫ তকোয়ের পিতা অস্‌হূরের দুই স্ত্রী
৬ ছিল, হিলা ও নারা। নারা তাহার ঔরসে অহুষমকে, হেফরকে, তৈমিনিকে ও অহষ্টরিকে প্রসব করিল। এই সকল
৭ নারার সন্তান। আর হিলার সন্তান—
৮ সেরৎ, যিৎসোহর ও ইৎনন। আর হক্কোষের সন্তান—আনূব ও সোবেবা, এবং হারুমের পুত্র অহর্হলের গোষ্ঠী
৯ সকল। আর যাবেষ আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ছিলেন; তাঁহার মাতা তাঁহার নাম যাবেষ রাখিয়া বলিয়াছিলেন, আমি ত দুঃখেতে প্রসব করি-
১০ লাম। আর যাবেষ ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ডাকিলেন, বলিলেন, আহা, তুমি সত্যই আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমার অধিকার বৃদ্ধি কর, ও তোমার হস্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক; আর আমি যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হই, এই জন্য মন্দ হইতে আমাকে রক্ষা কর। তাহাতে ঈশ্বর তাঁহার যাচিত বিষয় দান করিলেন।

১১ শূহের ভ্রাতা কলূবের পুত্র মহীর, সে
১২ ইষ্টোনের পিতা। ইষ্টোনের পুত্র বৈৎ-রাফা ও পাসেহ, এবং ঈরনাহসের পিতা তহিন্ন; এই সকলে রেকার লোক।
১৩ আর কনসের পুত্র অৎনীয়েল ও সরায়,
১৪ এবং অৎনীয়েলের পুত্র হথৎ। আর মিয়োনোথয়ের পুত্র অফ্রা সরায়ের পুত্র শিল্পকারদের উপত্যকা-নিবাসিগণের পিতা যোয়াব, কেননা তাহারা শিল্পকার ছিল।
১৫ আর যিফুন্নির পুত্র কালেবের সন্তান—ঈরূ, এলা ও নয়ম, এবং এলার সন্তান-
১৬ গণ, ও কনস। আর যিহলিলেলের সন্তান—সীফ, সীফা, তীরিয় ও অসারেল।
১৭ আর ইষ্রার সন্তান—যেথর, মেরদ, এফর ও যালোন, এবং [মেরদের মিস্রীয়া স্ত্রীর] গর্ব্ভে মরিয়ম, শম্ময় ও ইষ্টিমোয়ের
১৮ পিতা যিশ্‌বহ জন্মিল। আর তাহার যিহূদীয়া স্ত্রী গদোরের পিতা যেরদকে, সোখোর পিতা হেবরকে, ও সানোহের পিতা যিকুথীয়েলকে প্রসব করিল। উহারা ফরৌণের কন্যা বিথিয়ার সন্তান, যাহাকে মেরদ বিবাহ করিয়াছিল।
১৯ নহমের ভগিনী হোদিয়ের স্ত্রীর সন্তান গর্ম্মীয় কিয়ীলার পিতা ও মাখাথীয়
২০ ইষ্টিমোয়। আর শীমোনের সন্তান—অম্নোন, রিন্ন, বিন্‌-হানন, তীলোন। আর যিশীর সন্তান সোহেৎ ও বিন্‌-সোহেৎ।

২১ যিহূদার পুত্র শেলার সন্তান—লেকার পিতা এর, ও মারেশার পিতা লাদা, এবং অসবেয়ের কুলজাত যে লোকেরা মসীনা-
২২ বস্ত্র বুনিত, তাহাদের সকল গোষ্ঠী, আর যোকীম ও কোষেবার লোক এবং যোয়াশ ও সারফ নামে মোয়াবের দুই শাসনকর্ত্তা,
২৩ ও যাশূবিলেহম। এ অতি পুরাতন কথা। ইহারা কুম্ভকার ছিল, এবং নতায়ীমে ও গদেরায় বাস করিত; তাহারা রাজার কার্য্য করণার্থে তথায় তাঁহার নিকটে বাস করিত।

শিমিয়োনের বংশাবলি।

২৪ শিমিয়োনের সন্তান—নমূয়েল, যামীন,
২৫ যারীব, সেরহ, শৌল। তাহার পুত্র শল্লুম, তাহার পুত্র মিব্‌সম, তাহার পুত্র
২৬ মিশ্‌ম। মিশ্‌মের সন্তান—তাহার পুত্র হম্মুয়েল, তাহার পুত্র শক্কূর, তাহার পুত্র
২৭ শিমিয়ি। শিমিয়ির ষোল পুত্র ও ছয় কন্যা ছিল, কিন্তু তাহার ভ্রাতাদের অনেক সন্তান ছিল না, এবং তাহাদের সমস্ত গোষ্ঠী যিহূদা-সন্তানদের ন্যায় বৃদ্ধি
২৮ পাইল না। তাহারা বের-শেবাতে,
২৯ মোলাদাতে, হৎসর-শূয়ালে, বিল্‌হাতে,
৩০ এৎসমে, তোলদে, বথূয়েলে, হর্ম্মাতে, সিক্লগে, বৈৎ-মর্কাবোতে, হৎসর-সূষীমে,
৩১ বৈৎ-বিরীতে ও শারয়িমে বাস করিত; দায়ূদের রাজত্ব পর্য্যন্ত তাহাদের এই
৩২ সকল নগর ছিল। আর তাহাদের গ্রাম ঐটম, ঐন, রিম্মোণ, তোখেন ও আশন,
৩৩ পাঁচ নগর; আর বাল পর্য্যন্ত এই সকল নগরের চতুর্দ্দিকস্থিত সমস্ত গ্রাম তাহাদের ছিল। এই সকল তাহাদের নিবাসস্থান, আর তাহাদের নিজ বংশাবলি আছে।

৩৪ আর মশোবব, যম্লেক, অমৎসিয়ের
৩৫ পুত্র যোশঃ, আর যোয়েল, এবং অসীয়েলের সন্তান সরায়ের সন্তান যোশি-
৩৬ বিয়ের সন্তান যেহূ; আর ইলিয়ৈনয়, যাকোবা, যিশোহায়, অসায়, অদীয়েল,
৩৭ যিশীমীয়েল ও বনায়; এবং শময়িয়ের সন্তান শিম্রির সন্তান যিদয়িয়ের সন্তান অলোনের সন্তান শিফির সন্তান সীষঃ;
৩৮ স্ব স্ব নামে উল্লিখিত এই লোকেরা আপন আপন গোষ্ঠীর মধ্যে অধ্যক্ষ ছিল, এবং ইহাদের সকল পিতৃকুল অতিশয় বৃদ্ধি পাইল।
৩৯ তাহারা আপনাদের পশুপালের জন্য চরাণির অন্বেষণে গদোরের প্রবেশস্থানে উপত্যকার পূর্ব্বপার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল।
৪০ তাহারা বহুতৃণযুক্ত উত্তম চরাণি পাইল, আর সে দেশ প্রশস্ত, প্রশান্ত ও নির্ব্বিরোধ ছিল; কারণ হাম বংশীয়েরা
৪১ পূর্ব্বে সেই স্থানে বাস করিত। যিহূদার হিষ্কিয় রাজার সময়ে স্ব স্ব নামে লিখিত ঐ লোকেরা গিয়া সেই লোকদের তাম্বু ও তথায় প্রাপ্ত মিয়ূনীয়দিগকে আঘাত করিয়া নিঃশেষে বিনষ্ট করিল; অদ্যাপি সেইরূপ আছে; পরে আপনারা উহাদের পরিবর্ত্তে বসতি করিল, কেননা সে স্থানে তাহাদের পালের জন্য চরাণি ছিল।
৪২ আর তাহাদের কতকগুলি লোক, অর্থাৎ শিমিয়োন-সন্তানদের মধ্যে পাঁচ শত লোক যিশীর সন্তান পলটিয়, নিয়রিয়, রফায়িয় ও উষীয়েলকে সেনাপতি করিয়া
৪৩ সেয়ীর পর্ব্বতে গেল। আর অমালেকীয়দের যে লোকেরা পলায়ন দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদিগকে আঘাত করিয়া সেই স্থানে বসতি করিল; অদ্যাপি করিতেছে।

রূবেণ, গাদ ও মনঃশির বংশাবলি।

৫ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের সন্তান—রূবেণ জ্যেষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আপন পিতার শয্যা অশুচি করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠাধিকার ইস্রায়েলের পুত্র যোষেফের সন্তানদিগকে দেওয়া গেল, আর বংশাবলি জ্যেষ্ঠাধিকার অনুসারে উল্লেখ করা হয় না। ২ কারণ যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরাক্রমী হইল, এবং তাহা হইতে নায়ক উৎপন্ন হইলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠাধিকার ৩ যোষেফের হইল। ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের সন্তান—হনোক ও পল্লু, ৪ হিষ্রোণ ও কর্ম্মী। যোয়েলের সন্তান—তাহার পুত্র শিময়িয়, তাহার পুত্র গোগ, ৫ তাহার পুত্র শিমিয়ি; তাহার পুত্র মীখা, তাহার পুত্র রায়া, তাহার পুত্র বাল; ৬ তাহার পুত্র বেরা; ইহাকে অশূর-রাজ তিল্‌গৎ-পিল্‌নেষর বন্দি করিয়া লইয়া গেলেন; সে রূবেণীয়দের অধ্যক্ষ ছিল। ৭ যখন তাহাদের বংশাবলি লেখা গেল, তখন আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে তাহার এই ভ্রাতৃগণ [উল্লিখিত হইল]; ৮ প্রধান যিয়ীয়েল ও সখরিয়, আর যোয়েলের সন্তান শেমার সন্তান আসসের সন্তান বেলা; সে অরোয়েরে নবো ও বাল্‌-মিয়োন পর্য্যন্ত বাস করিত। ৯ আর পূর্ব্বদিকে সে ফরাৎ নদী হইতে [বিস্তৃত] প্রান্তরের প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত বাস করিত; কেননা গিলিয়দ দেশে তাহাদের পশুগণ বৃদ্ধি পাইয়া- ১০ ছিল। আর শৌলের সময়ে তাহারা হাগরীয়দের সহিত যুদ্ধ করিল, এবং ইহারা তাহাদের হস্তে নিপাতিত হইল; আর তাহারা ইহাদের তাম্বুতে গিলিয়দের পূর্ব্বদিকে সর্ব্বত্র বসতি করিল।

১১ আর গাদ-সন্তানগণ তাহাদের সম্মুখে সলখা পর্য্যন্ত বাশন দেশে বাস করিত। ১২ প্রধান যোয়েল, শাফম দ্বিতীয়, আর যানয় ১৩ ও শাফট, ইহারা বাশনে থাকিত। আর তাহাদের পিতৃকুলজাত জ্ঞাতি মীখায়েল, মশুল্লম, শেবা, যোরায়, যাকন, সীয় ও ১৪ এবর, সাত জন। বূষের সন্তান যহদোর সন্তান যিশীশয়ের সন্তান মীখায়েলের সন্তান গিলিয়দের সন্তান যারোহের সন্তান হূরির সন্তান যে অবীহয়িল, তাহারা সেই অবীহয়িলের সন্তান। ১৫ গূনির সন্তান অব্দিয়েলের সন্তান অহি তাহাদের পিতৃকুলের প্রধান ছিল। ১৬ তাহারা গিলিয়দে বাশনে ও তথাকার উপনগর সকলে এবং তাহাদের সীমা পর্য্যন্ত শারোণের সমস্ত পরিসরে বাস ১৭ করিত। যিহূদা-রাজ যোথমের ও ইস্রায়েল-রাজ যারবিয়ামের সময়ে তাহাদের সকলের বংশাবলি লিখিত হইয়াছিল।

১৮ রূবেণ-সন্তানগণের, গাদীয়দের ও মনঃশির অর্দ্ধবংশের মধ্যে ঢাল ও খড়্গ ধারণে এবং ধনুক ব্যবহারে সমর্থ, যুদ্ধে নিপুণ চোয়াল্লিশ সহস্র সাত শত ষাট জন বিক্রমী পুরুষ যুদ্ধযাত্রা-করিতে সমর্থ ১৯ ছিল। তাহারা হাগরীয়দের সহিত এবং যিটূরের, নাফীশের ও নোদবের সহিত ২০ যুদ্ধ করিল। তাহারা তাহাদের বিপরীতে সাহায্য পাইল; তাহাতে হাগরীয়েরা ও তাহাদের সঙ্গী সমস্ত লোক তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইল, কেননা তাহারা সংগ্রামে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করিল, আর তিনি তাহাদের প্রার্থনা শুনিলেন, যেহেতুক তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

২১ আর তাহারা উহাদের পশুধন, অর্থাৎ পঞ্চাশ সহস্র উষ্ট্র, আড়াই লক্ষ মেষ, দুই সহস্র গর্দ্দভ এবং এক লক্ষ মানব-
২২ প্রাণী লইয়া গেল। বাস্তবিক অনেকে হত হইল, কারণ ঐ যুদ্ধ ঈশ্বর হইতে হইয়াছিল। আর তাহারা বন্দিত্বের সময় পর্য্যন্ত উহাদের স্থানে বাস করিল।

২৩ আর মনঃশির অর্দ্ধবংশের সন্তানগণ সেই দেশে বসতি করিত; তাহারা বৃদ্ধি পাইয়া বাশন অবধি বাল-হর্ম্মোণ, সনীর ও হর্ম্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া
২৪ গিয়াছিল। এই সকল লোক তাহাদের পিতৃকুলপতি ছিলেন; এফর, যিশী, ইলীয়েল, অস্রীয়েল, যিরমিয়, হোদবিয় ও যহদীয়েল, এই সকল বলবান বীর ও বিখ্যাত লোক আপন আপন পিতৃ-কুলের পতি ছিলেন।

২৫ ইহারা আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করিল, এবং ঈশ্বর তদ্দেশীয় যে জাতিদিগকে তাহাদের সম্মুখ হইতে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদের দেবগণের অনুগমনে
২৬ ব্যভিচারী হইল। তাহাতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর অশূর-রাজ পূলের মন, অশূর-রাজ তিল্‌গৎ-পিল্‌নেষরের মন উত্তেজিত করিলেন, আর তিনি তাহাদিগকে অর্থাৎ রূবেণীয় ও গাদীয়দিগকে এবং মনঃশির অর্দ্ধবংশকে লইয়া গিয়া হেলহে, হাবোরে, হারাতে ও গোষণ নদীতীরে উপস্থিত করিলেন; অদ্যাপি তাহারা সেই স্থানে আছে।

লেবির বংশাবলি।

৬ লেবির সন্তান—গের্শোন, কহাৎ ও
২ মরারি। কহাতের সন্তান—অম্রাম,
৩ যিষ্‌হর, হিব্রোণ ও উষীয়েল। অম্রামের সন্তান—হারোণ, মোশি এবং মরিয়ম। আর হারোণের সন্তান—নাদব ও অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামর।

৪ ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস, পীনহসের
৫ পুত্র অবিশূয়, অবিশূয়ের পুত্র বুক্কি, বুক্কির
৬ পুত্র উষি, উষির পুত্র সরহিয়, সরহিয়ের পুত্র মরায়োৎ, মরায়োতের পুত্র অমরিয়,
৭ অমরিয়ের পুত্র অহীটূব, অহীটূবের
৮ পুত্র সাদোক, সাদোকের পুত্র অহীমাস,
৯ অহীমাসের পুত্র অসরিয়, অসরিয়ের পুত্র যোহানন, যোহাননের পুত্র অসরিয়;
১০ ইনি যিরূশালেমে শালোমনের নির্ম্মিত
১১ গৃহে যাজকীয় কর্ম্ম করিতেন। আর অসরিয়ের পুত্র অমরিয়, অমরিয়ের পুত্র
১২ অহীটূব, অহীটূবের পুত্র সাদোক, সাদো-
১৩ কের পুত্র শল্লুম, শল্লুমের পুত্র হিল্কিয়,
১৪ হিল্কিয়ের পুত্র অসরিয়, অসরিয়ের পুত্র সরায় ও সরায়ের পুত্র যিহোষাদক।
১৫ যে সময়ে সদাপ্রভু নবূখদ্‌নিৎসরের হস্ত দ্বারা যিহূদা ও যিরূশালেমের লোক-দিগকে লইয়া গেলেন, তৎকালে এই যিহোষাদকও গেলেন।

১৬ লেবির সন্তান—গের্শোম, কহাৎ ও
১৭ মরারি। আর গের্শোমের সন্তানদের
১৮ নাম এই, লিব্‌নি ও শিমিয়ি। আর কহাতের সন্তান অম্রাম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ
১৯ ও উষীয়েল। মরারির সন্তান মহলি ও মূশি। আপন আপন পিতৃকুলানুসারে
২০ এই সকল লেবীয়দের গোষ্ঠী। গের্শো-মের [সন্তান]; তাঁহার পুত্র লিব্‌নি,
২১ তাঁহার পুত্র যহৎ, তাঁহার পুত্র সিম্ম, তাঁহার পুত্র যোয়াহ, তাঁহার পুত্র ইদ্দো, তাঁহার পুত্র সেরহ, তাঁহার পুত্র যিয়ত্রয়।
২২ কহাতের সন্তান—তাঁহার পুত্র অম্মীনাদব,

২৩ তাঁহার পুত্র কোরহ, তাঁহার পুত্র অসীর,
২৪ তাঁহার পুত্র ইল্‌কানা, তাঁহার পুত্র ইবীয়াসফ, তাঁহার পুত্র অসীর, তাঁহার পুত্র
২৫ তহৎ, তাঁহার পুত্র ঊরীয়েল, তাঁহার পুত্র
২৬ ঊষিয়, তাঁহার পুত্র শৌল। ইল্‌কানার
২৭ সন্তান অমাসয় ও অহীমোৎ। ইল্‌কানা; ইল্‌কানার সন্তান—তাঁহার পুত্র সোফী, তাঁহার পুত্র নহৎ, তাঁহার পুত্র ইলীয়াব, তাঁহার পুত্র যিরোহম, তাঁহার পুত্র ইল্‌-
২৮ কানা। শমূয়েলের সন্তান, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র [যোয়েল] ও দ্বিতীয় অবিয়।
২৯ মরারির সন্তান—মহলি, তাঁহার পুত্র
৩০ লিব্‌নি, তাঁহার পুত্র শিমিয়ি, তাঁহার পুত্র উষঃ, তাঁহার পুত্র শিমিয়, তাঁহার পুত্র হগিয়, তাঁহার পুত্র অসায়।

৩১ [নিয়ম-সিন্দুক] বিশ্রামস্থান প্রাপ্ত হইলে পর দায়ূদ যাঁহাদিগকে সদাপ্রভুর গৃহে গানের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন,
৩২ তাঁহাদের নাম। শলোমন যে পর্য্যন্ত যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা সমাগম-তাম্বুরূপ আবাসের সম্মুখে গান দ্বারা পরিচর্য্যা করিতেন ও আপন আপন পালা অনুসারে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন।
৩৩ সেই নিযুক্ত লোকেরা ও তাঁহাদের সন্তানগণ এই ;—কহাতীয়দের সন্তানগণের মধ্যে—হেমন গায়ক, তিনি যোয়ে-
৩৪ লের পুত্র; ইনি শমূয়েলের পুত্র, ইনি ইল্‌কানার পুত্র, ইনি যিরোহমের পুত্র, ইনি ইলীয়েলের পুত্র, ইনি তোহের পুত্র,
৩৫ ইনি সূফের পুত্র, ইনি ইল্‌কানার পুত্র,
৩৬ ইনি মাহতের পুত্র, ইনি অমাসয়ের পুত্র, ইনি ইল্‌কানার পুত্র, ইনি যোয়েলের
৩৭ পুত্র, ইনি অসরিয়ের পুত্র, ইনি সফনিয়ের পুত্র, ইনি তহতের পুত্র, ইনি অসীরের
৩৮ পুত্র, ইনি ইবীয়াসফের পুত্র, ইনি কোরহের পুত্র, ইনি যিষ্‌হরের পুত্র, ইনি কহাতের পুত্র, ইনি লেবির পুত্র, ইনি ইস্রায়েলের পুত্র।

৩৯ হেমনের ভ্রাতা আসফ, তিনি তাঁহার দক্ষিণদিকে দাঁড়াইতেন; সেই আসফ বেরিখিয়ের পুত্র, ইনি শিমিয়ের পুত্র,
৪০ ইনি মীখায়েলের পুত্র, ইনি বাসেয়ের
৪১ পুত্র, ইনি মল্কিয়ের পুত্র, ইনি ইৎনির
৪২ পুত্র, ইনি সেরহের পুত্র, ইনি অদায়ার পুত্র, ইনি এথনের পুত্র, ইনি সিম্মের
৪৩ পুত্র, ইনি শিমিয়ির পুত্র, ইনি যহতের পুত্র, ইনি গের্শোমের পুত্র, ইনি লেবির পুত্র।

৪৪ ইহাঁদের ভ্রাতৃগণ মরারি-সন্তানেরা ইহাঁদের বাম দিকে দাঁড়াইতেন; এথন কীশির পুত্র, ইনি অব্দির পুত্র, ইনি
৪৫ মল্লূকের পুত্র, ইনি হশবিয়ের পুত্র, ইনি
৪৬ অমৎসিয়ের পুত্র, ইনি হিল্কিয়ের পুত্র,
৪৭ ইনি অম্‌সির পুত্র, ইনি বানির পুত্র, ইনি শেমরের পুত্র, ইনি মহলির পুত্র, ইনি মূশির পুত্র, ইনি মরারির পুত্র, ইনি লেবির পুত্র।

৪৮ তাঁহাদের ভ্রাতৃগণ লেবীয়েরা ঈশ্বরের গৃহরূপ আবাসের সমস্ত সেবাকর্ম্মের
৪৯ নিমিত্ত দত্ত হইয়াছিল। কিন্তু হারোণ ও তাঁহার পুত্রগণ হোমীয় যজ্ঞবেদির ও ধূপবেদির উপরে উপহার দাহ করিতেন, ঈশ্বরের দাস মোশির সমস্ত আজ্ঞানুসারে অতিপবিত্র স্থানের সমস্ত কার্য্য এবং ইস্রায়েলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেন।

৫০ হারোণের এই এই সন্তান; তাঁহার পুত্র ইলিয়াসর, তাঁহার পুত্র পীনহস,
৫১ তাঁহার পুত্র অবীশূয়, তাঁহার পুত্র বুক্কি, তাঁহার পুত্র উষি, তাঁহার পুত্র সরাহিয়,

৫২ তাঁহার পুত্র মরায়োৎ, তাঁহার পুত্র
৫৩ অমরিয়, তাঁহার পুত্র অহীটূব, তাঁহার পুত্র সাদোক, তাঁহার পুত্র অহীমাস।

৫৪ আর তাঁহাদের সীমার মধ্যে শিবির সন্নিবেশানুসারে এই সকল তাঁহাদের বাসস্থান; কহাতীয় গোষ্ঠীভুক্ত হারোণ-সন্তানগণের অধিকার এই, বাস্তবিক তাঁহাদের জন্য [প্রথম] গুলিবাঁট হইল।
৫৫ ফলতঃ তাঁহাদিগকে যিহূদা-দেশস্থ হিব্রোণ ও তাহার চারিদিকের পরিসরভূমি দেওয়া
৫৬ গেল। কিন্তু সেই নগরের ক্ষেত্র ও গ্রাম সকল যিফুন্নির পুত্র কালেবকে
৫৭ দেওয়া গেল। আর হারোণ-সন্তানগণকে আশ্রয়-নগর হিব্রোণ, আর পরিসরের সহিত লিব্না, এবং যত্তীর ও পরিসরের
৫৮ সহিত ইষ্টিমোয়, পরিসরের সহিত হিলেন,
৫৯ পরিসরের সহিত দবীর, পরিসরের সহিত আশন, পরিসরের সহিত বৈৎশেমশ;
৬০ এবং বিন্যামীনবংশ হইতে পরিসরের সহিত গেবা, পরিসরের সহিত আলেমৎ ও পরিসরের সহিত অনাথোৎ দেওয়া গেল; সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহাদের গোষ্ঠী অনুসারে তাঁহাদের তেরটী নগর হইল।
৬১ আর কহাতের অবশিষ্ট সন্তানদিগকে বংশের গোষ্ঠী হইতে, অর্দ্ধবংশ অর্থাৎ মনঃশির অর্দ্ধেক হইতে, গুলিবাঁট দ্বারা দশটী নগর দত্ত হইল।

৬২ গের্শোম-সন্তানগণকে স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে ইষাখরবংশ, আশেরবংশ, নপ্তালিবংশ ও বাশনস্থ মনঃশিবংশ হইতে
৬৩ তেরটী নগর দত্ত হইল। মরারি-সন্তানগণকে স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে রূবেণবংশ, গাদবংশ ও সবূলূনবংশ হইতে গুলিবাঁট
৬৪ দ্বারা বারোটী নগর দত্ত হইল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ লেবীয়দিগকে এই সকল নগর ও তাহাদের পরিসর-ভূমি দিল।
৬৫ তাহারা গুলিবাঁট দ্বারা যিহূদা-সন্তানগণের বংশ ও শিমিয়োন-সন্তানগণের বংশ ও বিন্যামীন-সন্তানগনের বংশ হইতে স্ব স্ব নামে উল্লিখিত এই সকল নগর তাহাদিগকে দিল।

৬৬ কহাৎ-সন্তানগণের কোন কোন গোষ্ঠী ইফ্রয়িম বংশ হইতে আপন আপন
৬৭ অধিকারার্থে নগর পাইল। তাহারা তাহাদিগকে পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশস্থ আশ্রয়-নগর শিখিম ও তাহার পরিসর,
৬৮ আর পরিসরের সহিত গেষর, পরিসরের সহিত যক্মিয়াম, পরিসরের সহিত
৬৯ বৈৎ-হোরণ, পরিসরের সহিত অয়ালোন ও পরিসরের সহিত গাৎ-রিম্মোণ;
৭০ এবং মনঃশির অর্দ্ধবংশ হইতে পরিসরের সহিত আনের, পরিসরের সহিত বিলিয়ম, কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণের
৭১ গোষ্ঠীর জন্য দিল। আর গের্শোম-সন্তানগণকে মনঃশির অর্দ্ধবংশের গোষ্ঠী হইতে পরিসরের সহিত বাশনস্থ গোলন
৭২ ও পরিসরের সহিত অষ্টারোৎ; এবং ইষাখরবংশ হইতে পরিসরের সহিত কেদশ, পরিসরের সহিত দাবরৎ, পরি-
৭৩ সরের সহিত রামোৎ ও পরিসরের
৭৪ সহিত আনেম; এবং আশেরবংশ
৭৫ হইতে পরিসরের সহিত মশাল, পরিসরের সহিত আব্দোন, পরিসরের সহিত হূকোক ও পরিসরের সহিত রহোব;
৭৬ এবং নপ্তালিবংশ হইতে পরিসরের সহিত গালীলস্থ কেদশ, পরিসরের সহিত হম্মোন ও পরিসরের সহিত
৭৭ কিরিয়াথয়িম দত্ত হইল। অবশিষ্ট [লেবীয়দিগকে], মরারির সন্তানদিগকে, সবূলূনবংশ হইতে পরিসরের সহিত

রিম্মোণো ও পরিসরের সহিত তাবোর ;
৭৮ এবং যিরীহোর নিকটে যর্দ্দনের ওপারে, অর্থাৎ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে রূবেণবংশ হইতে পরিসরের সহিত প্রান্তরস্থ বেৎসর,
৭৯ পরিসরের সহিত যাহসা, পরিসরের সহিত কদেমোৎ ও পরিসরের সহিত মেফাৎ ;
৮০ এবং গাদবংশ হইতে পরিসরের সহিত গিলিয়দস্থ রামোৎ, পরিসরের সহিত
৮১ মহনয়িম, পরিসরের সহিত হিষ্‌বোণ ও পরিসরের সহিত যাসের দত্ত হইল।

ইষাখর, বিন্যামীন প্রভৃতি ছয় গোষ্ঠীর বংশাবলি।

৭ ইষাখরের সন্তান—তোলয় ও পূয়, যাশূব ও শিম্রোণ, এই চারি জন।
২ তোলয়ের সন্তান উষি, রফায়, যিরীয়েল, যহময়, যিব্‌সম ও শমূয়েল, ইহারা তোলয়ের [বংশজাত], আপন আপন পিতৃকুলের পতি ও আপন আপন সমকালীন লোকদের মধ্যে বলবান বীর ছিল ; দায়ূদের সময়ে তাহারা সংখ্যায়
৩ বাইশ সহস্র ছয় শত জন ছিল। উষির সন্তান যিষ্রাহিয় ; আর যিষ্রাহিয়ের সন্তান—মীখায়েল, ওবদিয়, যোয়েল ও যিশিয়, পাঁচ জন ; ইহাঁরা সকলে প্রধান
৪ লোক ছিলেন। ইহাঁদের সমকালে স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে ইহাঁদের সহিত যুদ্ধার্থ কতকগুলি সৈন্যদল ছিল, তাহাদের জনসংখ্যা ছত্রিশ সহস্র ; কারণ তাহাদের
৫ অনেক স্ত্রী ও সন্তান ছিল। আর ইষাখরের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে তাহাদের ভ্রাতৃগণ বলবান বীর ছিল, সর্ব্বশুদ্ধ বংশাবলিক্রমে গণিত তাহাদের লোক সাতাশী সহস্র ছিল।
৬ বিন্যামীনের [সন্তান]—বেলা, বেখর
৭ ও যিদীয়েল, তিন জন। বেলার সন্তান ইষ্‌বোণ, উষি, উষীয়েল, যিরেমোৎ ও ঈরী, পাঁচ জন ; ইহারা পিতৃকুলের পতি ও বলবান বীর ছিল, এবং বংশাবলিক্রমে লিখিত তাহাদের সংখ্যা বাইশ সহস্র
৮ চৌত্রিশ জন। আর বেখরের সন্তান সমীরাঃ, যোয়াশ, ইলীয়েষর, ইলিয়োঐনয়, অম্রি, যিরেমোৎ, অবিয়, অনাথোৎ ও আলেমৎ ; ইহারা সকলেই বেখরের
৯ সন্তান। বংশাবলিক্রমে লিখিত তাহাদের পিতৃকুলপতিগণ বিংশতি সহস্র
১০ দুই শত বলবান বীর ছিল। আর যিদীয়েলের সন্তান বিল্‌হন ; বিল্‌হনের সন্তান—যিয়ূশ, বিন্যামীন, এহূদ, কনানা,
১১ সেথন, তর্শীশ ও অহীশহর। ইহারা সকলেই যিদীয়েলের সন্তান, আপন আপন পিতৃকুলের পতি অনুসারে বলবান বীর ছিল, সৈন্য দলে যুদ্ধে গমনযোগ্য সপ্তদশ সহস্র দুই শত লোক।
১২ আর ঈরের সন্তান শুপ্পীম ও হুপ্পীম, অহেরের সন্তান হূশীম।
১৩ নপ্তালির সন্তান—যহসিয়েল, গূনি, যেৎসর ও শল্লূম, ইহারা বিল্‌হার সন্তান।
১৪ মনঃশির সন্তান—অস্রীয়েল ; [তাঁহার স্ত্রী] ইহাকে প্রসব করিলেন। তাঁহার অরামীয়া উপপত্নী গিলিয়দের পিতা মাখী-
১৫ রকে প্রসব করিল ; আর মাখীর হুপ্পীম ও শুপ্পীমের সম্বন্ধীয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করিল। আর তাহার ভগিনীর নাম মাখা। দ্বিতীয়ের নাম সলফাদ, সেই
১৬ সলফাদের কয়েকটী কন্যা ছিল। মাখীরের স্ত্রী মাখা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম পেরশ রাখিল, ও তাহার ভ্রাতার নাম শেরশ, এবং ইহার পুত্রদের নাম উলম
১৭ ও রেকম। আর উলমের সন্তান বদান।

এই সকল মনঃশির পৌত্র মাখীরের পুত্র ১৮ গিলিয়দের সন্তান। তাহার ভগিনী হম্মোলেকতের পুত্র ঈশ্‌হোদ, অবীয়েষর ১৯ ও মহলা। আর শমীদার সন্তান অহিয়ন, শেখম, লিক্‌হি ও অনীয়াম।

২০ আর ইফ্রয়িমের সন্তান—শূথেলহ, তাহার পুত্র বেরদ, তাহার পুত্র তহৎ, ২১ তাহার পুত্র ইলিয়াদা, তাহার পুত্র তহৎ, তাহার পুত্র সাবদ, তাহার পুত্র শূথেলহ; আর এৎসর ও ইলিয়দ; দেশজাত গাতের লোকেরা তাহাদিগকে বধ করিল, কেননা তাহারা উহাদের পশু হরণার্থে নামিয়া ২২ আসিয়াছিল। তখন তাহাদের পিতা ইফ্রয়িম অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিলেন, এবং তাহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে ২৩ সান্ত্বনা করিতে আসিলেন। পরে তিনি আপন স্ত্রীর কাছে গমন করিলেন; তাহতে তাঁহার স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে তিনি তাহার নাম বরীয় [অমঙ্গল] রাখিলেন, কেননা তখন ২৪ তাঁহার বাটীতে অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। আর তাঁহার কন্যা শীরা উচ্চতর ও নিম্নতর বৈৎ-হোরোণ ও উষেণ-শীরা পত্তন করাই- ২৫ লেন। [বরীয়ের] পুত্র রেফহ ও রেশফ, ইহার পুত্র তেলহ, তাহার পুত্র ২৬ তহন, তাহার পুত্র লাদন, তাহার পুত্র ২৭ অম্মীহূদ, তাহার পুত্র ইলীশামা; তাহার পুত্র নূন, তাহার পুত্র যিহোশূয়।

২৮ ইহাদের অধিকার ও নিবাসস্থান বৈথেল ও তাহার উপনগর সকল, এবং পূর্ব্বদিকে নারণ ও পশ্চিমদিকে গেষর ও তাহার উপনগর সকল; আর শিখিম ও তাহার উপনগর সকল, ঘসা ও তাহার ২৯ উপনগর সকল পর্য্যন্ত। আর মনঃশি-সন্তানগণের সীমার পার্শ্বস্থ বৈৎশান ও তাহার উপনগর সকল, তানক ও তাহার উপনগর সকল, মগিদ্দো ও তাহার উপ-নগর সকল, দোর ও তাহার উপনগর সকল। এই সকল স্থানে ইস্রায়েলের পুত্র যোষেফের সন্তানগণ বাস করিত।

৩০ আশেরের সন্তান—যিম্ন, যিশ্‌বাঃ, যিশ্‌বী ও বরীয় এবং তাহাদের ভগিনী ৩১ সেরহ। বরীয়ের সন্তান হেবর, ও ৩২ বির্ষোতের পিতা মল্কীয়েল। হেবরের সন্তান যফ্‌লেট, শোমের ও হোথম এবং ৩৩ ইহাদের ভগিনী শূয়া। যফ্‌লেটের সন্তান পাসক, বিম্‌হল ও অশ্বৎ, এই সকল ৩৪ যফ্‌লেটের সন্তান। আর শেমরের সন্তান ৩৫ অহি, রোগহ, যিহুব্ব ও অরাম। তাহার ভ্রাতা হেলমের সন্তান শোফহ, যিম্ন, ৩৬ শেলশ ও আমল। সোফহের সন্তান সূহ, হর্ণেফর, শূয়াল, বেরী ও যিম্র; ৩৭ বেৎসর, হোদ, শম্ম, শিল্‌শ, যিত্রণ ও ৩৮ বেরা। আর যেথরের সন্তান যিফুন্নি, ৩৯ পিস্প ও অরা। আর উল্লের সন্তান ৪০ আরহ, হন্নীয়েল ও রিৎসিয়। এই সকলে আশেরের সন্তান, আপন আপন পিতৃকুলের পতি, মনোনীত ও বলবান বীর, অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রধান লোক ছিল। যুদ্ধে গমনকারীদের মধ্যে বংশা-বলিক্রমে লিখিত ইহাদের জনসংখ্যা ছাব্বিশ সহস্র ছিল।

৮ বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় ২ অস্‌বেল, ও তৃতীয় অহ্রহ, চতুর্থ নোহা, ৩ ও পঞ্চম রাফা। আর বেলার সন্তান ৪ অদ্দর, গেরা, অবীহূদ, অবীশূয়, নামান, ৫ আহোহ, গেরা, শফূফন ও হূরম।

৬ এহূদের সন্তানগণ এই। ইহাঁরা গেবা-নিবাসীদের পিতৃকুলপতি, পরে ইহাঁদিগকে বন্দি করিয়া মানহতে লইয়া

৭ যাওয়া হইল। আর তিনি নামান, অহিয় ও গেরা, ইহাঁদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গেলেন ; তাঁহার পুত্র উষঃ ও অহীহূদ।
৮ আর তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় করিলে পর শহরয়িম মোয়াব-ক্ষেত্রে পুত্রগণকে জন্ম দিলেন, তাঁহার ভার্য্যা হূশীম ও
৯ বারা। আর তাঁহার হোদশ নামিকা স্ত্রীর গর্ব্ভজাত পুত্র যোবব, সিবিয়, মেশা,
১০ মল্কম, যিয়ূশ, শখিয় ও মির্ম; তাঁহার
১১ এই পুত্রেরা পিতৃকুলপতি ছিলেন। আর হূশীমের গর্ব্ভজাত তাঁহার পুত্র অহীটূব ও
১২ ইল্পাল। আর ইল্পালের সন্তান এবর ও মিশিয়ম, এবং ওনো, লোদ ও তাহার
১৩ উপনগর সকলের পত্তনকারী শেমদ, এবং বরীয় ও শেমা ; ইহাঁরা অয়ালোন-নিবাসীদের পিতৃকুলপতি ছিলেন, আর ইহাঁরা গাৎ-নিবাসীদিগকে দূর করিয়া
১৪ দিলেন। আর বরীয়ের সন্তান অহিয়ো,
১৫ শাশক, যিরেমোৎ, সবদিয়, অরাদ,
১৬ এদর, মীখায়েল, যিশ্‌পা ও যোহ।
১৭ আর ইল্পালের সন্তান সবদিয়, মশুল্লম,
১৮ হিষ্কি, হেবর, যিশ্মরয়, যিষ্‌লিয় ও
১৯ যোবব। আর শিমিয়ির সন্তান যাকীম,
২০,২১ সিখ্রি, সব্দি, ইলীয়ৈনয়, সিল্লথয়,
২২ ইলীয়েল, অদায়া, বরায়া ও শিম্রৎ।
২৩ আর শাশকের সন্তান যিশ্‌পন, এবর,
২৪ ইলীয়েল, অব্দোন, সিখ্রি, হানন, হনানিয়,
২৫ এলম, অন্তোথিয়, যিফদিয় ও পনূয়েল।
২৬ আর যিরোহমের সন্তান শিম্‌শরয়,
২৭ শহরিয়, অথলিয়, যারিশিয়, এলিয়
২৮ ও সিখ্রি। ইহাঁরা পিতৃকুলপতি বলিয়া আপন আপন বংশাবলিতে প্রধান ছিলেন, ইহাঁরা যিরূশালেমে বাস করিতেন।
২৯ আর গিবিয়োনের পিতা [যিয়ীয়েল] গিবিয়োনে বাস করিতেন, তাঁহার স্ত্রীর
৩০ নাম মাখা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অব্দোন,
৩১ অপর সূর, কীশ, বাল, নাদব, গদোর,
৩২ অহিয়ো ও সখর। আর মিক্লোতের পুত্র শিমিয়। ইহাঁরাও আপন ভাতৃগণের সম্মুখে যিরূশালেমে আপন ভ্রাতাদের কাছে বাস করিতেন।
৩৩ নেরের পুত্র কীশ, কীশের পুত্র শৌল, শৌলের পুত্র যোনাথন, মল্কীশূয়, অবী-
৩৪ নাদব ও ইশ্‌বাল। আর যোনাথনের পুত্র মরীব্‌-বাল, ও মরীব্‌-বালের পুত্র মীখা।
৩৫ আর মীখার সন্তান পিথোন, মেলক, তরেয়
৩৬ ও আহস। আহসের সন্তান যিহোয়াদা, যিহোয়াদার সন্তান আলেমৎ, অস্‌মাবৎ ও
৩৭ সিম্রি ; সিম্রির সন্তান মোৎসা। মোৎসার পুত্র বিনিয়া, তাহার পুত্র রফায়, তাহার পুত্র ইলীয়াসা, তাহার পুত্র আৎ-
৩৮ সেল। আৎসেলের ছয় পুত্র ; তাহাদের নাম এই এই ; অস্রীকাম, বোখরূ, ইশ্মায়েল, শিয়রিয়, ওবদিয় ও হানান ;
৩৯ ইহারা সকলে আৎসেলের সন্তান। আর তাহার ভ্রাতা এশকের সন্তান—জ্যেষ্ঠ পুত্র ঊলম, দ্বিতীয় যিয়ূশ ও তৃতীয় এলী-
৪০ ফেলট। আর ঊলমের পুত্রগণ বলবান বীর ও ধনুর্দ্ধর ছিল, এবং তাহাদের পুত্র পৌত্র অনেক ছিল, এক শত পঞ্চাশ জন ; ইহারা সকলে বিন্যামীন-সন্তান।

৯ এইরূপে সমস্ত ইস্রায়েলের বংশাবলি লিখিত হইল, আর দেখ, তাহা ইস্রায়েলের রাজগণের পুস্তকে লিখিত রহিয়াছে। পরে যিহূদার লোকেরা আপনাদের সত্যলঙ্ঘন প্রযুক্ত বন্দি হইয়া বাবিলে নীত হইল।

যিরূশালেম-নিবাসীদের তালিকা।

২ আপনাদের নানা নগরে যাহারা প্রথমে আপন আপন অধিকারে বসতি করিল,

তাহারা এই,—ইস্রায়েল, যাজকগণ,
৩ লেবীয়গণ, ও নথীনীয়গণ। আর যিহূদা-সন্তানগণের, বিন্যামীন-সন্তানগণের এবং ইফ্রয়িম ও মনঃশি-সন্তানগণের মধ্যে এই লোকেরা যিরূশালেমে বাস করিতে
৪ লাগিল। উথয়, তিনি অম্মীহূদের পুত্র, ইনি অম্রির পুত্র, ইনি ইম্রির পুত্র, ইনি বানির পুত্র, ইনি যিহূদার পুত্র পেরসের
৫ সন্তানদের মধ্যে এক জন। শীলোনীয়-দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অসায় ও তাহার সন্তান-
৬ গণ। সেরহের সন্তানদের মধ্যে যুয়েল ও তাহাদের ভ্রাতৃগণ, ইহারা ছয় শত
৭ নব্বই জন। বিন্যামীন-সন্তানগণের মধ্যে মশুল্লমের পুত্র সল্লূ, মশুল্লম হোদবিয়ের
৮ পুত্র, ইনি হস্‌নূয়ের পুত্র। আর যিরোহমের পুত্র যিব্‌নিয় ও মিখ্রির পৌত্র উষির পুত্র এলা, এবং যিব্‌নিয়ের প্রপৌত্র রূয়েলের পৌত্র শফটিয়ের পুত্র মশুল্লম;
৯ ইহারা ও ইহাদের ভ্রাতৃগণ আপন আপন বংশ অনুসারে নয় শত ছাপ্পান্ন জন। ইহারা সকলে আপন আপন পিতৃকুলের মধ্যে কুলপতি ছিল।

১০ যাজকদের মধ্যে যিদয়িয়, যিহোয়ারীব
১১ ও যাখীন; আর ঈশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ যে অহীটূব, তাঁহার অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মরায়োতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র সাদোকের প্রপৌত্র মশুল্লমের পৌত্র হিল্কিয়ের পুত্র
১২ অসরিয়; আর মল্কিয়ের প্রপৌত্র পশ্‌হূরের পৌত্র যিরোহমের পুত্র অদায়া; এবং ইম্মেরের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মশিল্ল-মীতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মশুল্লমের প্রপৌত্র যহসেরার পৌত্র অদীয়েলের পুত্র মাসয়;
১৩ ইহারা ও ইহাদের ভ্রাতৃগণ এক সহস্র সাত শত ষাট জন; ইহারা আপন আপন পিতৃকুলের পতি এবং ঈশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম্ম সম্পাদনে অতি দক্ষ লোক।
১৪ আর লেবীয়দের মধ্যে মরারিবংশজাত হশবিয়ের প্রপৌত্র অস্রীকামের পৌত্র
১৫ হশূবের পুত্র শমযিয়; আর বকবকর, হেরশ ও গালল, এবং আসফের প্রপৌত্র
১৬ সিখ্রির পৌত্র মীখার পুত্র মত্তনিয়; আর যিদূথূনের প্রপৌত্র গাললের পৌত্র শমযিয়ের পুত্র ওবদিয়; আর নটো-ফাতীয়দের পল্লীতে বাসকারী ইল্কানার
১৭ পৌত্র আসার পুত্র বেরিখিয়। আর দ্বারপাল শল্লুম, অক্কুব, টল্‌মোন, অহীমান এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ, ইহাদের মধ্যে
১৮ শল্লুম প্রধান। ইহারা এ যাবৎ পূর্ব্ব-দিক্‌স্থিত রাজদ্বারে থাকিত, ইহারাই লেবি-সন্তানদের শিবিরের দ্বারপাল।
১৯ আর শল্লুম কোরহের প্রপৌত্র ইবীয়া-সফের পৌত্র কোরির পুত্র; সে ও তাহার পিতৃকুলজাত কোরহীয় ভ্রাতৃগণ সেবাকর্ম্ম সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়া, তাম্বুর দ্বার সকলের রক্ষক হইল। আর তাহাদের পিতৃপুরুষেরা সদাপ্রভুর শিবিরে নিযুক্ত
২০ হইয়া প্রবেশস্থানের রক্ষক হইল; পুরা-কালে ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস তাহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং সদাপ্রভু তাঁহার
২১ সহবর্ত্তী ছিলেন। মশেলেমিয়ের পুত্র সখরিয় সমাগম-তাম্বুর দ্বাররক্ষক ছিল।
২২ সর্ব্বশুদ্ধ দ্বারপালের কার্য্যার্থে মনোনীত এই লোকেরা দুই শত বারো জন; তাহাদের গ্রামসমূহে তাহাদের বংশাবলি লিখিত হইয়াছিল। দায়ূদ ও শমূয়েল দর্শক তাহাদিগকে তাহাদের নিরূপিত
২৩ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব তাহারা ও তাহাদের সন্তানেরা সদাপ্রভুর গৃহের অর্থাৎ তাম্বুগৃহের দ্বারপালের কর্ম্মে
২৪ প্রহরে প্রহরে নিযুক্ত হইত। এই দ্বার-

পালের পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৫ চারিদিকে থাকিত। আর তাহাদের গ্রামস্থ ভ্রাতৃগণকে সময়ে সময়ে সপ্তাহের নিমিত্ত আসিয়া তাহাদের সঙ্গে থাকিতে ২৬ হইত। কেননা ঐ চারি জন প্রধান দ্বারপাল লেবীয়, তাহারা নিরূপিত কার্য্যে নিযুক্ত, এবং ঈশ্বরের গৃহের কুঠরী ও ২৭ ভাণ্ডার সকলের অধ্যক্ষ ছিল। আর তাহারা ঈশ্বরের গৃহের চতুর্দ্দিকে রাত্রি যাপন করিত; কেননা তাহাদের প্রতি রক্ষার ভার ছিল; এবং তাহাদিগকেই প্রতিদিন প্রাতে দ্বার খুলিতে হইত। ২৮ আর তাহাদের কতক লোক সেবাকর্ম্মার্থক পাত্র সকল রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিল, আর সে সকল সংখ্যানুসারে ভিতরে লইয়া যাওয়া ও সংখ্যানুসারে বাহিরে ২৯ আনা হইত। আর তাহাদের কতক লোক পাত্র সকল, পবিত্র স্থানের সমস্ত পাত্র, এবং সূর্জী, দ্রাক্ষারস, তৈল, কুন্দুরু ও সুগন্ধি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণে ৩০ নিযুক্ত ছিল। যাজক-সন্তানদের মধ্যে কয়েক জন সুগন্ধি দ্রব্যের মিষ্টান্ন ৩১ প্রস্তুত করিত। লেবীয়দের মধ্যে কোর-হীয় শল্লুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র মত্তিথিয় পক্কান্ন সকলের তত্ত্বাবধানে নিরূপিত কার্য্যে ৩২ নিযুক্ত ছিল। আর তাহাদের জ্ঞাতি কহাতীয়দের সন্তানগণের মধ্যে কতক লোক প্রতি বিশ্রামবারে দর্শন-রুটী ৩৩ প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু লেবীয়দের পিতৃকুলপতি যে গায়কগণ, তাঁহারা কুঠরীতে [থাকিতেন, এবং অন্য কার্য্য হইতে] মুক্ত ছিলেন; কেননা তাঁহারা দিবারাত্র আপনাদের কার্য্যে ৩৪ ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহাঁরা আপন আপন বংশানুসারে লেবীয়দের পিতৃকুলপতি, প্রধান লোক; ইহাঁরা যিরূশালেমে বসতি করিতেন।

শৌলের বংশাবলি ও মৃত্যু।

৩৫ আর গিবিয়োনের পিতা যিয়ীয়েল গিবিয়োনে বাস করিতেন, তাঁহার স্ত্রীর ৩৬ নাম মাখা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অব্দোন, ৩৭ পরে সূর, কীশ, বাল, নের, নাদব, গাদোর, ৩৮ অহিয়ো, সখরিয় ও মিক্লোৎ। মিক্লোতের পুত্র শিমিয়াম; ইহাঁরাও আপনাদের ভ্রাতৃগণের সম্মুখে যিরূশালেমে আপন ৩৯ ভ্রাতৃগণের কাছে বাস করিতেন। আর নেরের পুত্র কীশ, কীশের পুত্র শৌল, শৌলের পুত্র যোনাথন, মল্কীশূয়, অবী-৪০ নাদব ও ইশ্‌বাল। যোনাথনের পুত্র মরীব্‌-বাল, মরীব্‌-বালের পুত্র মীখা। ৪১ মীখার-সন্তান—পিথোন, মেলক, তহরেয় ৪২ [ও আহস]। আহসের পুত্র যারঃ, যারের পুত্র আলেমৎ, অস্‌মাবৎ ও সিম্রি ৪৩ এবং সিম্রির পুত্র মোৎসা, মোৎসার পুত্র বিনিয়া, তাহার পুত্র রফায়, তাহার পুত্র ৪৪ ইলীয়াসা, তাহার পুত্র আৎসেল। আৎ-সেলের ছয় পুত্র, তাহাদের নাম এই এই; অস্রীকাম, বোখরূ, ইশ্মায়েল, শিয়রিয়, ওবদিয় ও হানান; ইহারা আৎসেলের সন্তান।

১০ পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, আর ইস্রায়েলের লোকেরা পলেষ্টীয়দের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, এবং গিল্‌বোয় পর্ব্বতে আহত হইয়া ২ পড়িতে লাগিল। আর পলেষ্টীয়েরা শৌলের ও তাঁহার পুত্রগণের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিল; এবং পলেষ্টীয়েরা যোনাথন, অবীনাদব ও মল্কী-শূয়কে, ৩ শৌলের পুত্রদিগকে, বধ করিল। পরে

শৌলের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম হইল, আর ধনুর্দ্ধরেরা তাঁহার লাগাল পাইল; সেই ধনুর্দ্ধরদের হইতে শৌল ত্রাসযুক্ত ৪ হইলেন। আর শৌল আপন অস্ত্র-বাহককে কহিলেন, তোমার খড়্গ খুল, উহা দ্বারা আমাকে বিদ্ধ কর; নতুবা কি জানি, ঐ অচ্ছিন্নত্বকেরা আসিয়া আমার অপমান করিবে। কিন্তু তাঁহার অস্ত্রবাহক তাহা করিতে চাহিল না, কারণ সে অতিশয় ভীত হইয়াছিল; অতএব শৌল তাহার খড়্গ লইয়া আপনি তাহার ৫ উপরে পড়িলেন। আর শৌল মরিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার অস্ত্রবাহকও আপন ৬ খড়্গের উপরে পড়িয়া মরিল। এই প্রকারে শৌল, ও তাঁহার তিন পুত্র মারা পড়েন, তাঁহার সমস্ত পরিজন একসঙ্গে ৭ মারা পড়েন। পরে যে সকল ইস্রায়েল লোক তলভূমিতে ছিল, তাহারা যখন দেখিতে পাইল যে, লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, এবং শৌল ও তাঁহার পুত্রগণও মরিয়াছেন, তখন তাহারা আপনাদের নগর সকল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; আর পলেষ্টীয়েরা আসিয়া সেই সকল নগরে বাস করিতে লাগিল।

৮ পরদিন পলেষ্টীয়েরা নিহত লোকদের সজ্জাদি খুলিয়া লইতে আসিয়া গিল্‌বোয় পর্ব্বতে পতিত শৌলকে ও তাঁহার পুত্র-৯ দিগকে দেখিতে পাইল। তখন তাহারা তাঁহার সজ্জা খুলিয়া তাঁহার মুণ্ড ও সজ্জা লইল, এবং আপনাদের দেব-প্রতিমা-দিগকে ও লোকদিগকে শুভবার্ত্তা জ্ঞাপনার্থে পলেষ্টীয়দের দেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ ১০ করিল। পরে তাঁহার সজ্জা আপনাদের দেবালয়ে রাখিল, এবং তাঁহার মুণ্ড দাগোন দেবের গৃহে টাঙ্গাইয়া দিল। ১১ পরে যখন যাবেশ-গিলিয়দের সমস্ত লোক শৌলের প্রতি কৃত পলেষ্টীয়দের সেই ১২ সমস্ত কর্ম্মের সংবাদ পাইল, তখন সমস্ত বিক্রমশালী লোক উঠিল, এবং শৌলের দেহ ও তাঁহার পুত্রগণের দেহ তুলিয়া যাবেশে লইয়া আসিয়া তাঁহাদের অস্থি যাবেশস্থ এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিল। পরে সাত দিবস উপবাস করিল।

১৩ এইরূপে শৌল সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কৃত সত্যলঙ্ঘন হেতু মরিলেন; কারণ তিনি সদাপ্রভুর বাক্য পালন করেন নাই; আবার তিনি অনুসন্ধান জন্য ভূতড়িয়ার কাছে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ১৪ সদাপ্রভুর কাছে অনুসন্ধান করেন নাই; তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে বধ করিলেন, এবং রাজ্য হস্তান্তর করিয়া যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে দিলেন।

দায়ূদের রাজ্যাভিষেক।

১১ পরে সমস্ত ইস্রায়েল হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে একত্র হইয়া কহিল, দেখুন, আমরা আপনার অস্থি ও মাংস। ২ পূর্ব্বে যখন শৌল রাজা ছিলেন, তখনও আপনিই ইস্রায়েলকে বাহিরে লইয়া যাইতেন ও ভিতরে আনিতেন; আর আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনাকে বলিয়াছিলেন, তুমিই আমার প্রজা ইস্রায়েলকে চরাইবে ও তুমিই আমার প্রজা ৩ ইস্রায়েলের নায়ক হইবে। এইরূপে ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা সকলে হিব্রোণে রাজার নিকটে আসিলেন; তাহাতে দায়ূদ হিব্রোণে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাঁহাদের সহিত নিয়ম করিলেন, এবং শমূয়েলের দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যানু-

সারে তাঁহারা দায়ূদকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ-পদে অভিষেক করিলেন ।

৪ পরে দায়ূদ ও সমস্ত ইস্রায়েল যিরূশালেমে অর্থাৎ যিবূষে গেলেন; দেশনিবাসী যিবূষীয়েরা সেই স্থানে ছিল। ৫ তাহাতে যিবূষের নিবাসীরা দায়ূদকে কহিল, তুমি এই স্থানে প্রবেশ করিতে পাইবে না। তথাপি দায়ূদ সিয়োনের দুর্গ হস্তগত করিলেন; তাহাই দায়ূদ-৬ নগর। আর দায়ূদ বলিলেন, যে কেহ প্রথমে যিবূষীয়দিগকে আঘাত করিবে, সে প্রধান ও সেনাপতি হইবে; তাহাতে সরূয়ার পুত্র যোয়াব প্রথমে উঠিয়া ৭ যাওয়াতে প্রধান হইলেন। পরে দায়ূদ সেই দুর্গে বসতি করিলেন, তজ্জন্য লোকেরা তাহার নাম দায়ূদ-নগর রাখিল। ৮ আর তিনি চারিদিকে অর্থাৎ মিল্লো অবধি চারিদিকে নগর গাঁথিলেন, এবং যোয়াব নগরের অবশিষ্ট স্থান সারিয়া তুলিলেন। ৯ পরে দায়ূদ উত্তরোত্তর মহান্ হইয়া উঠিলেন; কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।

দায়ূদের বীরগণের ও তাঁহার পক্ষীয় ইস্রায়েলীয়দের বর্ণনা।

১০ দায়ূদের বীরগণের মধ্যে এই এই ব্যক্তি প্রধান; ইস্রায়েলের সম্বন্ধে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে দায়ূদকে রাজা করণার্থে ইহাঁরা সমস্ত ইস্রায়েলের সহিত তাঁহার রাজত্বে তাঁহার প্রবল সহকারী ১১ হইলেন। দায়ূদের বীরগণের সংখ্যা এই; এক জন হক্‌মোনীয়ের পুত্র যাশবিয়াম ত্রিশ জনের মধ্যে প্রধান ছিলেন; তিনি তিন শত লোকের উপরে আপন বড়শা চালাইয়া তাহাদিগকে এককালে ১২ বধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে অহোহীয় দোদোর পুত্র ইলিয়াসর, তিনি বীর-১৩ ত্রয়ের এক জন। তিনি পস্-দম্মীমে দায়ূদের সঙ্গে ছিলেন। পলেষ্টীয়েরা তথায় যুদ্ধার্থে একত্র হইয়াছিল; আর তথায় এক খণ্ড ক্ষেত্র যবে পরিপূর্ণ ছিল; আর লোকেরা পলেষ্টীয়দের সম্মুখ হইতে ১৪ পলায়ন করিল। তাঁহারা সেই ক্ষেত্রমধ্যে দাঁড়াইয়া তাহা উদ্ধার করিলেন ও পলেষ্টীয়দিগকে বধ করিলেন, আর সদাপ্রভু মহানিস্তার সাধন করিলেন।

১৫ আর ত্রিশ জন প্রধানের মধ্যে তিন জন শৈলে, অদুল্লম গুহাতে, দায়ূদের নিকটে আসিলেন; তখন পলেষ্টীয়দের সৈন্যগণ রফায়ীম তলভূমিতে শিবির ১৬ স্থাপন করিয়াছিল। আর দায়ূদ তখন দুর্গম স্থানে ছিলেন; এবং পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদল তখন বৈৎলেহমে ছিল। ১৭ পরে দায়ূদ পিপাসাতুর হইয়া কহিলেন, হায়! কে আমাকে বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপের জল আনিয়া পান করিতে ১৮ দিবে? তাহাতে ঐ তিন জন পলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্য দিয়া গিয়া বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপের জল তুলিয়া লইয়া দায়ূদের নিকটে আনিলেন, কিন্তু দায়ূদ তাহা পান করিতে সম্মত হইলেন না, সদাপ্রভুর উদ্দেশে ঢালিয়া ফেলিলেন, ১৯ আর কহিলেন, হে আমার ঈশ্বর, এমন কর্ম্ম যেন আমি না করি। আমি কি এই মনুষ্যদের রক্ত পান করিব, যাহারা প্রাণ পণ করিয়াছে? ইহারা প্রাণ পণ করিয়া এই জল আনিয়াছে। অতএব তিনি তাহা পান করিতে সম্মত হইলেন না। ঐ বীরত্রয় এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন।

২০ আর যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয় তিন জনের মধ্যে প্রধান ছিলেন; তিনি তিন শত লোকের উপরে আপন বড়শা চালাইয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন, ও তিন
২১ জনের মধ্যে খ্যাতনামা হইলেন। এই তিন জনের মধ্যে অন্য দুই জন হইতে তিনি অধিক মর্য্যাদাপন্ন ছিলেন, আর তাঁহাদের সেনাপতি হইলেন, তথাচ [প্রথম] তিন জনের তুল্য ছিলেন না।
২২ আর কব্‌সেলীয় এক বীরের পৌত্র যিহোয়াদার পুত্র যে বনায় অনেক বিক্রমী কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনি মোয়াবীয় অরিয়েলের দুই পুত্রকে বধ করিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি হিমানীর সময়ে গিয়া গর্ত্তের
২৩ মধ্যে একটা সিংহকে মারিলেন। আর তিনি পাঁচ হস্ত দীর্ঘ বৃহৎকায় এক মিস্রীয়কে বধ করিলেন; ঐ মিস্রীয়ের হস্তে তন্তুবায়ের নরাজের ন্যায় এক বড়শা ছিল, ইনি আর এক দণ্ড হস্তে করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া সেই মিস্রীয়ের হস্ত হইতে বড়শাটী কাড়িয়া লইয়া তাহারই বড়শা দ্বারা তাহাকে বধ করি-
২৪ লেন। যিহোয়াদার পুত্র বনায় এই সকল কার্য্য করিলেন, তাহাতে তিনি তিন জন বীরের মধ্যে খ্যাতনামা হইলেন।
২৫ দেখ, তিনি ঐ ত্রিশ জন অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন, কিন্তু [প্রথম] তিন জনের তুল্য ছিলেন না; দায়ূদ তাঁহাকে আপন রক্ষিসেনার অধ্যক্ষ করিলেন।

২৬ সৈন্যবর্গের বীর্য্যবান লোকদের নাম।
২৭ যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল, বৈৎলেহমস্থ
২৮ দোদোর পুত্র ইল্‌হানন, হরোরীয় শম্মোৎ, পলোনীয় হেলস, তকোয়ীয় ইক্কেশের
২৯ পুত্র ঈরা, অনাথোতীয় অবীয়েষর, হূশা-
৩০ তীয় সিব্বখয়, অহোহীয় ঈলয়, নটোফাতীয় মহরয়, নটোফাতীয় বানার পুত্র
৩১ হেলদ, বিন্যামীন-সন্তানগণের গিবিয়া-
৩২ নিবাসী রীবয়ের পুত্র ইথয়, পিরিয়া-
৩৩ থোনীয় বনায়, গাশ উপত্যকা-নিবাসী
৩৪ হূরয়, অর্ব্বতীয় অবীয়েল, বাহরূমীয় অস্‌মাবৎ, শাল্‌বোনীয় ইলিয়হবঃ, গিষো-
৩৫ নীয় হাষেমের পুত্রগণ, হরারীয় শাগির
৩৬ পুত্র যোনাথন, হরারীয় সাখরের পুত্র
৩৭ অহীয়াম, উরের পুত্র ইলীফাল, মখেরাতীয় হেফর, পলোনীয় অহিয়, কর্ম্মিলীয়
৩৮ হিষ্রো, ইষ্‌বয়ের পুত্র নারয়, নাথনের ভ্রাতা
৩৯ যোয়েল, হগ্রির পুত্র মিভর, অম্মোনীয় সেলক, সরূয়ার পুত্র যোয়াবের অস্ত্রবাহক
৪০ বেরোতীয় নহরয়, যিত্রীয় ঈরা, যিত্রীয়
৪১ গারেব, হিত্তীয় ঊরিয়, অহলয়ের পুত্র
৪২ সাবদ, রূবেণীয় শীষার পুত্র অদীনা, তিনি রূবেণীয়দের এক জন প্রধান ছিলেন,
৪৩ ও তাঁহার সঙ্গে ত্রিশ জন ছিল, মাখার
৪৪ পুত্র হানান, মিত্নীয় যোশাফট, অষ্টরোতীয় উষিয়, অরোয়েরীয় হোথমের দুই পুত্র,
৪৫ শাম ও যিয়ীয়েল, শিম্রির পুত্র যিদীয়েল ও তাঁহার ভ্রাতা তীষীয় যোহা, মহবীয়
৪৬ ইলীয়েল, ইল্‌নামের দুই পুত্র যিরীবয় ও
৪৭ যোশবিয়, মোয়াবীয় যিৎমা, ইলীয়েল, ওবেদ ও মসোবায়ীয় যাসীয়েল।

১২ যে সময়ে দায়ূদ কীশের পুত্র শৌলের ভয়ে অবরুদ্ধ থাকিতেন, তৎকালে এই সকল লোক সিক্লগে দায়ূদের নিকটে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা যুদ্ধে তাঁহার সহকারী বীরগণের মধ্যে ছিলেন।
২ তাঁহারা ধনুর্দ্ধর এবং দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্ত দ্বারা ফিঙ্গার প্রস্তর ও ধনুর্ব্বাণ ক্ষেপণে নিপুণ ছিলেন; তাঁহারা শৌলের জ্ঞাতি বিন্যামীনীয় লোক ছিলেন।
৩ অহীয়েষর প্রধান, পরে যোয়াশ, ইহাঁরা

গিবিয়াতীয় শমায়ের পুত্র; আর অস্‌মাবতের পুত্র যিষীয়েল ও পেলট; এবং ৪ বরাখা ও অনাথোতীয় যেহূ; এবং গিবিয়োনীয় যিশ্ময়িয়, ইনি ত্রিশ জনের মধ্যে এক জন বীর ও ত্রিশের উপরে নিযুক্ত ছিলেন; আর যিরমিয়, যহসীয়েল, ৫ যোহানন, গদেরাথীয় যোষাবদ, ইলিয়ূষয়, যিরীমোৎ, বালিয়, শমরিয়, আর হরূফীয় ৬ শফটিয়। ইল্কানা, যিশিয়, অসরেল, যোয়েষর ও যাশবিয়াম, এই কোরহীয়৭ গণ; আর গদোর-নিবাসী যিরোহমের পুত্র যোয়েলা ও সবদিয়।

৮ আর গাদীয়দের মধ্যে কতকগুলি বলবান বীর পৃথক্‌ হইয়া প্রান্তরস্থিত দুর্গম স্থানে দায়ূদের নিকটে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা ঢাল ও বড়শাধারী, যুদ্ধে দীক্ষিত পুরুষ; সিংহ-মুখের ন্যায় তাঁহাদের মুখ ছিল, ও তাঁহারা পর্ব্বতস্থ হরিণের ন্যায় ৯ দ্রুতগামী ছিলেন। প্রধান এষর, দ্বিতীয় ১০ ওবদিয়, তৃতীয় ইলীয়াব, চতুর্থ মিশ্মন্না, ১১ পঞ্চম যিরমিয়, ষষ্ঠ অত্তয়, সপ্তম ১২ ইলীয়েল, অষ্টম যোহানন, নবম ইল্‌সা১৩ বাদ, দশম যিরমিয়, একাদশ মগ্‌বন্নয়। ১৪ গাদ-সন্তানদের এই লোকেরা সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন; ইহাঁদের মধ্যে যিনি ক্ষুদ্র তিনি শত জনের, ও যিনি মহান্‌ তিনি সহস্র জনের সমকক্ষ ছিলেন। ১৫ প্রথম মাসে যে সময়ে যর্দ্দনের জল সমস্ত তীরের উপরে উঠিয়াছিল, সেই সময়ে ইহাঁরা নদী পার হইয়া পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে তলভূমিস্থ সকলকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

১৬ আর বিন্যামীনের ও যিহূদার সন্তানগণের মধ্যে কতকগুলি লোক দায়ূদের ১৭ নিকটে দুর্গম স্থানে আসিয়াছিল। আর দায়ূদ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যদি তোমরা আমার সাহায্য করিতে শান্তিভাবে আমার কাছে অসিয়া থাক, তবে আমার চিত্ত তোমাদের সঙ্গে এক হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার হস্তে কোন দৌরাত্ম্য না থাকিলেও যদি আমাকে ঠকাইয়া বিপক্ষ লোকদের হস্তগত করিবার জন্য আসিয়া থাক, তবে আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তাহা দেখুন ও ১৮ অনুযোগ করুন। তখন আত্মা সেনানীবর্গের অধ্যক্ষ অমাসয়ের উপরে আসিলেন, [আর তিনি কহিলেন], হে দায়ূদ, আমরা তোমারই, হে যিশয়ের পুত্র, আমরা তোমারই পক্ষ; মঙ্গল হউক, তোমার মঙ্গল হউক, ও তোমার সাহায্যকারীদের মঙ্গল হউক, কেননা তোমার ঈশ্বর তোমার সাহায্য করেন। তখন দায়ূদ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সৈন্যদলের সেনাপতি করিলেন।

১৯ আর দায়ূদ যখন শৌলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে পলেষ্টীয়দের সহিত আসিয়াছিলেন, তখন মনঃশিরও কতকগুলি লোক তাঁহার পক্ষে হইল; কিন্তু তাঁহারা উহাদের সাহায্য করেন নাই; কেননা পলেষ্টীয়দের ভূপালেরা মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন, কহিলেন, সেই ব্যক্তি আমাদের মুণ্ড লইয়া আপন প্রভু শৌলের পক্ষে সরিয়া যাইবে। ২০ পরে দায়ূদ সিক্লগে যাইতেছেন, এমন সময়ে মনঃশি-সংক্রান্ত অদ্‌ন, যোষাবদ, যিদীয়েল, মীখায়েল, যোষাবদ, ইলীহূ ও সিল্লথয়, মনঃশিবংশীয় এই সহস্র২১ পতিরা তাঁহার পক্ষে হইলেন। আর তাঁহারা সৈন্যদলের বিপক্ষে দায়ূদের

সাহায্য করিলেন, কারণ তাঁহারা সকলে বলবান বীর ছিলেন, এবং সৈন্যদলের সেনাপতি হইলেন। ২২ বস্তুতঃ সেই সময়ে দায়ূদের সাহায্যার্থে দিন দিন লোক আসিত, তাহাতে ঈশ্বরের সৈন্যদলের ন্যায় মহাসৈন্য হইল।

২৩ যে লোকেরা সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে শৌলের রাজ্য হস্তান্তর করিয়া দায়ূদকে দিবার জন্য যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইয়া হিব্রোণে তাঁহার নিকটে গিয়াছিল, তাহাদের ২৪ সংখ্যা এই। যিহূদা-সন্তানগণ ঢাল ও বড়শাধারী, যুদ্ধার্থে সসজ্জ ছয় সহস্র ২৫ আট শত লোক। শিমিয়োন-সন্তানদের মধ্যে যুদ্ধে বলবান বীর সাত সহস্র এক ২৬ শত লোক। লেবি-সন্তানদের মধ্যে ২৭ চারি সহস্র ছয় শত লোক। আর যিহোয়াদা হারোণবংশের অধ্যক্ষ, এবং তাঁহার সঙ্গে তিন সহস্র সাত শত লোক; ২৮ আর বীর্য্যবান যুবক সাদোক, ও তাঁহার ২৯ পিতৃকুলের বাইশ জন সেনাপতি। আর শৌলের জ্ঞাতি বিন্যামীন-সন্তানদের মধ্যে তিন সহস্র লোক; কারণ সেই সময় পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকাংশ লোক শৌলের কুলের বশ্যতা স্বীকার করিত। ৩০ আর ইফ্রয়িম-সন্তানদের মধ্যে বিংশতি সহস্র আট শত বলবান বীর, তাহারা আপন আপন পিতৃকুলে বিখ্যাত ছিল। ৩১ আর মনঃশির অর্দ্ধবংশের মধ্যে আঠার সহস্র লোক, তাহারা আসিয়া যেন দায়ূদকে রাজা করে, তজ্জন্য আপন ৩২ আপন নামে নির্দ্দিষ্ট হইল। আর ইষাখর-সন্তানদের মধ্যে দুই শত প্রধান লোক, তাহারা কালজ্ঞ লোক, ইস্রায়েলের কি কর্ত্তব্য তাহা জানিত, আর তাহাদের ভ্রাতারা সকলে তাহাদের ৩৩ আজ্ঞাবহ ছিল। সবূলূনের মধ্যে সৈন্যদলে গমনযোগ্য, সর্ব্ববিধ যুদ্ধাস্ত্র লইয়া সৈন্যরচনা করিতে নিপুণ পঞ্চাশ সহস্র লোক ছিল, তাহারা সংগ্রামে দ্বিমনা ৩৪ ছিল না। নপ্তালির মধ্যে এক সহস্র সেনাপতি ও তাহাদের সহিত ঢাল ও বড়শাধারী সাঁইত্রিশ সহস্র লোক। ৩৫ দানীয়দের মধ্যে সৈন্যরচনা করিতে নিপুণ আটাইশ সহস্র ছয় শত লোক। ৩৬ আশেরের মধ্যে সৈন্যদলে গমনযোগ্য, সৈন্যরচনা করিতে নিপুণ চল্লিশ সহস্র ৩৭ লোক। আর যর্দ্দনের ওপারস্থ রূবেণীয়দের, গাদীয়দের ও মনঃশির অর্দ্ধবংশের মধ্যে যুদ্ধার্থে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রধারী এক ৩৮ লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক। যুদ্ধে ও সৈন্যরচনায় নিপুণ এই সকল লোক দায়ূদকে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করণার্থে একাগ্রচিত্তে হিব্রোণে আসিল, এবং ইস্রায়েলের অবশিষ্ট সকল লোকও দায়ূদকে রাজা করণার্থে একচিত্ত হইল। ৩৯ তাহারা তিন দিবস সেখানে দায়ূদের সহিত থাকিয়া ভোজন পান করিল; কেননা তাহাদের ভ্রাতৃগণ তাহাদের জন্য ৪০ আয়োজন করিয়াছিল। অধিকন্তু ইষাখর, সবূলূন ও নপ্তালি প্রদেশ পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতিবাসীরা, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্বতর ও বলদের পৃষ্ঠে খাদ্য দ্রব্য, সূজীতে প্রস্তুত দ্রব্য, ডুমুরের চাপ, শুষ্ক দ্রাক্ষার থলুয়া, দ্রাক্ষারস ও তৈল এবং বলদ ও মেষ অপর্য্যাপ্ত আনিল, কেননা ইস্রায়েলের মধ্যে আনন্দ হইয়াছিল।

যিরূশালেমে নিয়ম-সিন্দুক আনয়ন। পলেষ্টীয়দের পরাজয়, ইত্যাদি।

১৩ পরে দায়ূদ সহস্রপতিগণের ও শত-পতিগণের সহিত, সমস্ত অধ্যক্ষের সহিত, ২ মন্ত্রণা করিলেন। আর দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজকে কহিলেন, যদি তোমাদের বিহিত বোধ হয়, ও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে এ কার্য্য হইয়া থাকে, তবে আইস, আমরা ইস্রায়েলের সমস্ত প্রদেশে আমাদের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণের কাছে লোক পাঠাই, তাহাদের নিকটে যাজকগণ ও লেবীয়েরা আপন আপন পরিসর-বিশিষ্ট নগরে বাস করে, তাহারা যেন আমাদের নিকটে একত্র ৩ হয়; আর আইস, আমাদের ঈশ্বরের সিন্দুক আমাদের কাছে ফিরাইয়া আনি, কেননা শৌলের সময়ে আমরা তাহার ৪ অন্বেষণ করি নাই। তখন সমস্ত সমাজ কহিল, আমরা তাহা করিব; কেননা সকল লোকের দৃষ্টিতে এই কথা ন্যায্য বোধ ৫ হইল। পরে কিরিয়ৎ-যিয়ারীম হইতে ঈশ্বরের সিন্দুক আনিবার জন্য দায়ূদ মিসরের সীহোর নদী অবধি হমাতের প্রবেশ-স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েলকে ৬ একত্র করিলেন। আর ঈশ্বরের সিন্দুক, করূবদ্বয়ে আসীন সদাপ্রভুর সিন্দুক, যাহার উপরে সেই নাম কীর্ত্তিত, তাহা যিহূদার অধিকারস্থ বালা অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম হইতে আনিবার জন্য দায়ূদ ও সমস্ত ইস্রায়েল সেই স্থানে ৭ গেলেন। পরে তাঁহারা ঈশ্বরের সিন্দুক এক নূতন শকটে উঠাইয়া অবীনাদবের বাটী হইতে বাহির করিলেন, এবং উষঃ ৮ ও অহিয়ো ঐ শকট চালাইল। আর দায়ূদ ও সমস্ত ইস্রায়েল সমস্ত শক্তিতে ঈশ্বরের সম্মুখে গীত সহকারে বীণা, নেবল, তবল, করতাল ও তূরী বাজাই-৯ লেন। পরে তাঁহারা কীদোনের খামার পর্য্যন্ত গেলে উষঃ ঐ সিন্দুক ধরিবার জন্য হস্ত বিস্তার করিল, কেননা বলদ-১০ যুগল পিছলিয়া পড়িয়াছিল। তখন উষের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল ও সিন্দুকের প্রতি তাহার হস্ত বিস্তার করণ প্রযুক্ত তিনি তাহাকে আঘাত করিলেন; তাহাতে সে তথায় ১১ ঈশ্বরের সম্মুখে মরিল। সদাপ্রভু উষকে আক্রমণ করায় দায়ূদ অসন্তুষ্ট হইলেন, আর সেই স্থানের নাম পেরস-উষঃ [উষঃ-আক্রমণ] রাখিলেন; অদ্যাপি ১২ সেই নাম চলিত আছে। আর দায়ূদ সেই দিন ঈশ্বর হইতে ভীত হইয়া কহিলেন; ঈশ্বরের সিন্দুক কি প্রকারে ১৩ আমার নিকটে আনিব? তাই দায়ূদ সেই সিন্দুক দায়ূদ-নগরে আপনার নিকটে না আনিয়া [পথের] পার্শ্বস্থ গাতীয় ওবেদ-ইদোমের বাটীতে লইয়া ১৪ রাখিলেন। আর ঈশ্বরের সিন্দুক ওবেদ-ইদোমের বাটীতে তাহার পরিবারের কাছে তিন মাস থাকিল; তাহাতে সদাপ্রভু ওবেদ-ইদোমের বাটী ও তাহার সর্ব্বস্বকে আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন।

১৪ আর সোরের রাজা হীরম দায়ূদের জন্য এক বাটী নির্ম্মাণার্থে তাঁহার নিকটে দূত এবং এরসকাষ্ঠ, ভাস্কর ও সূত্রধর ২ পাঠাইলেন। তখন দায়ূদ বুঝিলেন যে, সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রাজপদে তাঁহাকে সুস্থির করিয়াছেন, কেননা তাঁহার প্রজা ইস্রায়েলের নিমিত্ত তাঁহার রাজ্য উন্নতি-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩ আর দায়ূদ যিরূশালেমে আরও কতকগুলি স্ত্রী গ্রহণ করিলেন ; এবং দায়ূদ আরও পুত্ত্রকন্যার জন্ম দিলেন।
৪ যিরূশালেমে তাঁহার যে সকল পুত্ত্র জন্মিল, তাহাদের নাম ; শম্মূয়, শোবব,
৫ নাথন, শলোমন, যিভর, ইলীশূয়, ইল্পে-
৬ লট, নোগহ, নেফগ, যাফিয়, ইলীশামা,
৭ বীলিয়াদা ও ইলীফেলট।

৮ পলেষ্টীয়েরা যখন শুনিল যে, দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভি-ষিক্ত হইয়াছেন, তখন পলেষ্টীয় সমস্ত লোক দায়ূদের অন্বেষণে উঠিয়া আসিল ; দায়ূদ তাহা শুনিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে
৯ বাহির হইলেন। আর পলেষ্টীয়েরা আসিয়া রফায়ীম তলভূমিতে ব্যাপ্ত হইল।
১০ তখন দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে উঠিয়া যাইব? তুমি কি আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে? সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, যাও, আমি তাহা-দিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।
১১ পরে তাহারা বাল্-পরাসীমে আসিল ; আর দায়ূদ সেই স্থানে তাহাদিগকে আঘাত করিলেন ; এবং দায়ূদ কহিলেন, ঈশ্বর আমার হস্ত দ্বারা আমার শত্রুগণকে সেতুভঙ্গের ন্যায় ভগ্ন করিলেন, এই জন্য সেই স্থানের নাম বাল্-পরাসীম
১২ [ভঙ্গস্থান] রাখা হইল। সেই স্থানে তাহারা আপনাদের দেবগণকে ফেলিয়া গিয়াছিল ; তাহাতে দায়ূদের আজ্ঞা-নুসারে সেগুলি আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হইল।

১৩ পরে পলেষ্টীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া
১৪ সেই তলভূমিতে ব্যাপ্ত হইল। তখন দায়ূদ পুনর্ব্বার ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহাতে ঈশ্বর তাঁহাকে কহি-লেন, তুমি উহাদের পশ্চাতে যাইও না, উহাদের হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাকা বৃক্ষরাজির সম্মুখে উহাদিগকে আক্রমণ
১৫ কর। সেই সকল বাকা বৃক্ষের শিখরে সৈন্যগমনের মত শব্দ শুনিলে তুমি যুদ্ধে অগ্রসর হইবে, কেননা ঈশ্বর পলেষ্টীয়-দের সৈন্যদলকে আঘাত করিবার জন্য তোমার সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছেন।
১৬ দায়ূদ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করি-লেন ; তখন তাঁহার লোকেরা গিবিয়োন অবধি গেষর পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দের সৈন্য-
১৭ দলকে আঘাত করিল। আর দায়ূদের কীর্ত্তি সমস্ত দেশে ব্যাপিল, এবং সদা-প্রভু সর্ব্ব জাতির মধ্যে তাঁহা হইতে ভয় উপস্থিত করিলেন।

১৫ আর দায়ূদ আপনার জন্য দায়ূদ-নগরে [অনেক] গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্য একটী স্থান প্রস্তুত করিলেন, তাহার নিমিত্ত এক তাম্বু স্থাপন করিলেন।

২ সেই সময়ে দায়ূদ কহিলেন, ঈশ্বরের সিন্দুক বহন করা লেবীয়দের ছাড়া আর কাহারও কর্ত্তব্য নয় ; কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক বহিতে ও চিরকাল তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে সদাপ্রভু তাহাদিগকেই মনোনীত
৩ করিয়াছেন। পরে দায়ূদ সদাপ্রভুর সিন্দুকের জন্য যে স্থান প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন, সেই স্থানে তাহা আনিবার নিমিত্ত সমস্ত ইস্রায়েলকে যিরূশালেমে
৪ একত্র করিলেন। আর দায়ূদ হারোণ-সন্তানগণকে ও এই এই লেবীয়দিগকে
৫ একত্র করিলেন ;—কহাতের সন্তান-গণের মধ্যে ঊরীয়েল অধ্যক্ষ, আর তাঁহার
৬ ভ্রাতৃগণ এক শত কুড়ি জন ; মরারির

সন্তানগণের মধ্যে অসায় অধ্যক্ষ, আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ দুই শত কুড়ি জন; ৭ গের্শোমের সন্তানগণের মধ্যে যোয়েল অধ্যক্ষ, আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ এক শত ৮ ত্রিশ জন; ইলীষাফণের সন্তানগণের মধ্যে শময়িয় অধ্যক্ষ, আর তাঁহার ভ্রাতৃ- ৯ গণ দুই শত জন; হিব্রোণের সন্তান- গণের মধ্যে ইলীয়েল অধ্যক্ষ, আর ১০ তাঁহার ভ্রাতৃগণ আশী জন; উষীয়েলের সন্তানগণের মধ্যে অম্মীনাদব অধ্যক্ষ, আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ এক শত বারো জন।

১১ পরে দায়ূদ সাদোক ও অবিয়াথর, এ দুই যাজককে এবং লেবীয়দিগকে, অর্থাৎ ঊরীয়েলকে, অসায়কে, যোয়েলকে, শময়িয়কে, ইলীয়েলকে ও অম্মীনাদবকে ১২ ডাকিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা লেবীয়দের পিতৃকুলপতি, তোমরা ও তোমাদের ভ্রাতারা আপনাদিগকে পবিত্র কর, তাহাতে আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সিন্দুকের জন্য যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছি, সে স্থানে তাহা আনিতে ১৩ পারিবে। কেননা প্রথম বার তোমরা [তাহা বহন কর] নাই, এই জন্য আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কারণ আমরা বিধি ১৪ মতে তাঁহার অন্বেষণ করি নাই। পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সিন্দুক আনিবার নিমিত্ত ১৫ আপনাদিগকে পবিত্র করিলেন। আর লেবির সন্তানগণ বহন-দণ্ডযোগে স্কন্ধে করিয়া ঈশ্বরের সিন্দুক বহন করিল, যেমন সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে মোশি আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

১৬ আর দায়ূদ লেবীয়দের অধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, তোমরা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করণার্থে আপনাদের গায়ক ভ্রাতৃগণকে বাদ্যযন্ত্র সহকারে, নেবল, বীণা ও কর- ১৭ তাল সহকারে নিযুক্ত কর। তাহাতে লেবীয়েরা যোয়েলের পুত্র হেমনকে, তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে বেরিখিয়ের পুত্র আসফকে, ও তাঁহাদের জ্ঞাতি মরারি- সন্তানগণের মধ্যে কূশায়ার পুত্র এথনকে ১৮ নিযুক্ত করিল। আর তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের দ্বিতীয় পদস্থ ভ্রাতাদিগকে, সখরিয়, বেন, যাসীয়েল, শমীরামোৎ, যিহীয়েল, উন্নি, ইলীয়াব, বনায়, মাসেয়, মত্তিথিয়, ইলীফলেহূ ও মিক্‌নেয় এবং ওবেদ-ইদোম ও যিয়ীয়েল, এই দুই দ্বার- পাল; এই সকলকে তাহারা নিযুক্ত ১৯ করিল। অতএব হেমন, আসফ ও এথন, এই গায়কেরা পিত্তলের করতালে ২০ উচ্চধ্বনি করিতে, এবং সখরিয়, অসী- য়েল, শমীরামোৎ, যিহীয়েল, উন্নি, ইলী- য়াব, মাসেয় ও বনায় অলামোৎ [নামক ২১ সুরে] নেবল বাজাইবার পরিচালক, এবং মত্তিথিয়, ইলীফলেহূ, মিক্‌নেয়, ওবেদ- ইদোম, যিয়ীয়েল ও অসসিয় শিমিনীৎ [নামক সুরে] বীণা বাজাইবার পরি- ২২ চালক নিযুক্ত হইলেন। আর লেবীয়দের অধ্যক্ষ কননিয় গান সম্বন্ধে নায়ক হইলেন; তিনি গান শিক্ষা দিলেন, কারণ ২৩ তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। আর বেরিখিয় ও ইল্‌কানা সিন্দুকের দ্বার- ২৪ রক্ষক ছিলেন। শবনিয়, যিহোশাফট, নথনেল, অমাসয়, সখরিয়, বনায় ও ইলীয়েষর, এই সকল যাজক ঈশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে তূরী বাজাইলেন, এবং ওবেদ-ইদোম ও যিহিয় সিন্দুকের দ্বাররক্ষক ছিলেন।

২৫ পরে দায়ূদ, ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ ও

সহস্রপতিগণ আনন্দ সহকারে ওবেদ-ইদোমের বাটী হইতে সদাপ্রভুর নিয়ম-
২৬ সিন্দুক আনিতে গেলেন ; আর যে লেবীয়েরা সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক বহন করিল, ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য করিলেন বলিয়া উহাঁরা সাতটী বলদ ও সাতটী
২৭ মেষ উৎসর্গ করিলেন। আর দায়ূদ এবং সিন্দুকবাহক লেবীয়েরা, গায়কেরা ও গায়কদের সহিত গানের অধ্যক্ষ কননিয়, ইহাঁরা সকলে মসীনার পরিচ্ছদ পরিহিত ছিলেন ; এবং দায়ূদের স্কন্ধে
২৮ মসীনার এক এফোদ ছিল। এই প্রকারে জয়ধ্বনি সহকারে এবং শৃঙ্গ, তূরী, করতাল, নেবল ও বীণাধ্বনি সহকারে সমস্ত ইস্রায়েল সদাপ্রভুর নিয়ম-
২৯ সিন্দুক আনয়ন করিল। আর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক যখন দায়ূদ-নগরে উপস্থিত হইল, তখন শৌলের কন্যা মীখল বাতায়ন দিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং দায়ূদ রাজাকে নৃত্য ও আনন্দ করিতে দেখিয়া মনে মনে তুচ্ছ করিলেন।

১৬ পরে লোকেরা ঈশ্বরের সিন্দুক ভিতরে আনিয়া, দায়ূদ তাহার জন্য যে তাম্বু স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রাখিল, এবং ঈশ্বরের সম্মুখে হোমবলি
২ ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। আর দায়ূদ হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলির উৎসর্গ সাঙ্গ করিবার পর সদাপ্রভুর নামে
৩ লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ও প্রত্যেক স্ত্রীলোককে এক একখানা রুটী ও এক এক ভাগ [অন্য খাদ্য] ও এক একখানা দ্রাক্ষাপিষ্টক দিলেন।

৪ পরে তিনি সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে পরিচর্য্যা করিতে, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্মরণ করিতে, তাঁহার স্তবগান ও প্রশংসা করিতে লেবীয়দের কয়েক জনকে নিযুক্ত করি-
৫ লেন ; আসফ অধ্যক্ষ, দ্বিতীয় সখরিয়, অপর যিয়ীয়েল, শমীরামোৎ, যিহীয়েল, মত্তিথিয়, ইলীয়াব, বনায়, ওবেদ-ইদোম ও যিয়ীয়েল ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের সম্মুখে নেবল ও বীণা, আসফ উচ্চধ্বনির কর-
৬ তাল, আর বনায় ও যহসীয়েল, এই দুই জন যাজক নিত্য তূরী বাজাইতেন।

৭ আর সেই দিন দায়ূদ সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্তবগান করিবার ভার আসফের ও তাঁহার ভ্রাতাদের হস্তে প্রথমে সমর্পণ করিলেন।

ঈশ্বরের প্রশংসার্থক গীত।

৮ সদাপ্রভুর স্তব কর, তাঁহার নামে ডাক,
জাতিগণের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জানাও।
৯ তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও, তাঁহার প্রশংসা গান কর।
তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ধ্যান কর।
১০ তাঁহার পবিত্র নামের শ্লাঘা কর ;
সদাপ্রভুর অন্বেষীদের চিত্ত আনন্দ করুক।
১১ সদাপ্রভুর ও তাঁহার শক্তির অনুসন্ধান কর,
নিয়ত তাঁহার শ্রীমুখের অন্বেষণ কর।
১২ স্মরণ কর তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল,
তাঁহার অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁহার মুখের শাসন সকল ;
১৩ তোমরা ত তাঁহার দাস ইস্রায়েলের বংশ,
তোমরা যাকোব-সন্তান, তাঁহার মনোনীত লোক।
১৪ তিনি আমাদের ঈশ্বর, সদাপ্রভু,

তাঁহার শাসন সকল সমস্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান।
১৫ তোমরা তাঁহার নিয়ম অনন্তকাল স্মরণ করিও,
সেই বাক্য তিনি সহস্র পুরুষপরম্পরার প্রতি আদেশ করিয়াছেন।
১৬ সেই নিয়ম তিনি অব্রাহামের সহিত করিলেন,
সেই শপথ ইস্‌হাকের কাছে করিলেন;
১৭ তিনি তাহা যাকোবের জন্য বিধি বলিয়া,
ইস্রায়েলের জন্য অনন্তকালীন নিয়ম বলিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন;
১৮ তিনি কহিলেন, আমি তোমাকে কনান দেশ দিব,
তাহাই তোমাদের নির্ণীত অধিকার;
১৯ তৎকালে তোমরা সংখ্যাতে অধিক ছিলে না,
অল্পই ছিলে, এবং তথায় প্রবাসী ছিলে।
২০ তাহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতির নিকটে,
এক রাজ্য হইতে অন্য লোকবৃন্দের নিকটে বেড়াইত।
২১ তিনি কোন মনুষ্যকে তাহাদের প্রতি উপদ্রব করিতে দিতেন না,
বরং তাহাদের জন্য রাজগণকেও অনুযোগ করিতেন,—
২২ "আমার অভিষিক্ত ব্যক্তিগণকে স্পর্শ করিও না,
আমার ভাববাদিগণের অপকার করিও না।"
২৩ সমস্ত ভুবন! সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও,
দিন দিন তাঁহার পরিত্রাণ ঘোষণা কর।
২৪ প্রচার কর জাতিগণের মধ্যে তাঁহার গৌরব,
সমস্ত লোক-সমাজে তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল।
২৫ কেননা সদাপ্রভু মহান্‌ ও অতি কীর্ত্তনীয়,
তিনি সমস্ত দেবতা অপেক্ষা ভয়ার্হ।
২৬ কেননা জাতিগণের সমস্ত দেবতা অবস্তুমাত্র,
কিন্তু সদাপ্রভু আকাশমণ্ডলের নির্ম্মাতা।
২৭ প্রভা ও প্রতাপ তাঁহার অগ্রবর্ত্তী,
শক্তি ও আনন্দ তাঁহার বাসস্থানে বিদ্যমান।
২৮ জাতিগণের গোষ্ঠী সকল! সদাপ্রভুর কীর্ত্তন কর,
সদাপ্রভুর গৌরব ও শক্তি কীর্ত্তন কর।
২৯ সদাপ্রভুর নামের গৌরব কীর্ত্তন কর,
নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার সম্মুখে আইস,
পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুকে প্রণিপাত কর।
৩০ সমস্ত ভুবন! তাঁহার সাক্ষাতে কম্পমান হও;
জগৎও সুস্থির, তাহা বিচলিত হইবে না।
৩১ আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী উল্লাসিত হউক;
লোকে জাতিগণের মধ্যে বলুক, সদাপ্রভু রাজত্ব করিতেছেন।
৩২ সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকলে গর্জ্জন করুক,
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্থ সকলই উল্লাসিত হউক।
৩৩ তখন বনের বৃক্ষ সকল সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আনন্দে গান করিবে;
কেননা তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন।
৩৪ সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
৩৫ তোমরা বল, হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, ত্রাণ কর,

আমাদিগকে সংগ্রহ কর, জাতিগণ হইতে
উদ্ধার কর,
যেন আমরা তোমার পবিত্র নামের
স্তব করি,
যেন তোমার প্রশংসায় জয়ধ্বনি করি।
৩৬ ধন্য হউন সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত।
পরে সকল লোক কহিল, আমেন্,
আর সদাপ্রভুর প্রশংসা করিল।

৩৭ আর দিন দিন যেমন প্রয়োজন, তেমনি সিন্দুকের সম্মুখে নিয়ত পরিচর্য্যা করণার্থে তিনি আফসকে ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের ৩৮ সম্মুখে রাখিলেন। ওবেদ-ইদোম ও তাঁহাদের আটষট্টি জন ভ্রাতা এবং যিদূথূনের পুত্র ওবেদ-ইদোম ও হোষা ৩৯ দ্বারপাল হইলেন। আর তিনি সাদোক যাজককে ও তাঁহার যাজক-ভ্রাতৃগণকে গিবিয়োনস্থ উচ্চস্থলীতে সদাপ্রভুর আবা- ৪০ সের সম্মুখে রাখিলেন, যেন তাঁহারা হোমবেদির উপরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিয়ত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে হোম-বলি উৎসর্গ করেন, এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে যে ব্যবস্থা আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত সমস্ত কথানুসারে ৪১ কার্য্য করেন। আর তিনি হেমনকে ও যিদূথূনকে এবং আর যে মনোনীত লোকদের নাম লিখিত হইল, তাহাদিগকে উঁহাদের সঙ্গে রাখিলেন, যেন তাঁহারা সদাপ্রভুর স্তবগান করেন, কেননা তাঁহার ৪২ দয়া অনন্তকালস্থায়ী। আর উচ্চধ্বনির নিমিত্ত তূরী ও করতাল এবং ঈশ্বরীয় সঙ্গীতের নিমিত্ত বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে হেমন ও যিদূথূন উঁহাদের সঙ্গী, এবং যিদূথূনের ৪৩ পুত্রগণ দ্বারপাল হইলেন। পরে সমস্ত লোক আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল; এবং দায়ূদ আপন পরিজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করণার্থে ফিরিয়া আসিলেন।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা হেতু দায়ূদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

১৭ পরে দায়ূদ যখন আপন গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, তখন তিনি নাথন ভাববাদীকে কহিলেন, দেখুন, আমি এরসকাষ্ঠের গৃহে বাস করিতেছি, কিন্তু সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক যবনিকার অন্ত- ২ রালে বাস করিতেছে। নাথন দায়ূদকে কহিলেন, যাহা কিছু আপনার মনে আছে, তাহাই করুন, কেননা ঈশ্বর আপনার সহবর্ত্তী।

৩ কিন্তু সেই রাত্রিতে ঈশ্বরের এই বাক্য ৪ নাথনের নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি যাও, আমার দাস দায়ূদকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আমার জন্য ৫ বসতি-গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না। ইস্রায়েলকে বাহির করিয়া আনিবার দিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমি ত কোন গৃহে বাস করি নাই, কিন্তু এক তাম্বু হইতে অন্য তাম্বুতে ও এক আবাস হইতে ৬ [অন্য আবাসে] গিয়াছি। সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে সকল স্থানে আমার যাতায়াত কালে আমি যাহাকে আমার প্রজাদিগের পালনের ভার দিয়াছিলাম, ইস্রায়েলের এমন কোন বিচারকর্ত্তাকে কি কখনও এই কথা বলিয়াছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাষ্ঠের ৭ গৃহ নির্ম্মাণ কর নাই? অতএব এখন তুমি আমার দাস দায়ূদকে এই কথা বলিবে, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার প্রজা ইস্রায়েলের নায়ক

করিবার জন্য আমিই তোমাকে মেষ-বাথান হইতে ও মেষের পশ্চাৎ হইতে ৮ গ্রহণ করিয়াছি। আর তুমি যে কোন স্থানে গমন করিয়াছ, সেই স্থানে তোমার সহবর্ত্তী থাকিয়া তোমার সম্মুখ হইতে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করিয়াছি, আর আমি তোমার নাম পৃথিবীস্থ মহা-৯ পুরুষদের নামের মত করিব। আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের জন্য একটী স্থান নিরূপণ করিব, ও তাহা-দিগকে রোপণ করিব; যেন তাহারা আপনাদের সেই স্থানে বাস করে, এবং ১০ আর বিচলিত না হয়; দুষ্ট লোকেরা তাহাদিগকে আর নষ্ট করিবে না, যেমন পূর্ব্বে করিত, এবং যে অবধি আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের উপরে বিচার-কর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেই অবধি যেমন হইত। আর আমি তোমার সমস্ত শত্রুকে নত করিব। আরও তোমাকে কহিতেছি, তোমার জন্য সদা-১১ প্রভু এক কুল* নির্ম্মাণ করিবেন। আর তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তোমাকে আপন পিতৃলোকদের নিকটে যাইতে হইবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, তোমার পুত্ত্রগণের মধ্যে এক জনকে, স্থাপন করিব; এবং তাহার ১২ রাজ্য স্থির করিব। সেই আমার নিমিত্ত এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, এবং আমি ১৩ তাহার সিংহাসন চিরস্থায়ী করিব। আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্ত্র হইবে; এবং যে তোমার পূর্ব্বে ছিল, তাহা হইতে যেমন আপন দয়া অপসারণ করিয়াছিলাম, তেমনি ইহা হইতে তাহা ১৪ অপসারণ করিব না। কিন্তু আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে তাহাকে চিরকাল স্থির রাখিব, এবং তাহার সিংহাসন চিরস্থায়ী ১৫ হইবে। নাথন দায়ূদকে এই সমস্ত বাক্যানুসারে ও এই সমস্ত দর্শন অনু-সারে কথা কহিলেন।

১৬ তখন দায়ূদ রাজা ভিতরে গিয়া সদা-প্রভুর সম্মুখে বসিলেন, আর কহিলেন, হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, আমি কে, আমার কুলই বা কি যে, তুমি আমাকে এ পর্য্যন্ত ১৭ আনিয়াছ? আর হে ঈশ্বর, তোমার দৃষ্টিতে ইহাও ক্ষুদ্র বিষয় হইল; তুমি আপন দাসের কুলের বিষয়েও সুদীর্ঘ কালের উদ্দেশে কথা কহিলে, এবং হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, আমাকে উচ্চপদস্থ মনুষ্যের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিলে। ১৮ তোমার দাসের প্রতি কৃত সম্মানের বিষয়ে দায়ূদ তোমাকে আর কি বলিবে? তুমি ত আপন দাসকে জ্ঞাত ১৯ আছ। হে সদাপ্রভু, তুমি আপন দাসের নিমিত্ত, ও নিজ হৃদয় অনুসারে, এই সমস্ত মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া [এই] ২০ সমস্ত মহৎ কর্ম্ম জ্ঞাত করিয়াছ। হে সদাপ্রভু, তোমার তুল্য কেহই নাই, ও তুমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই; আমরা স্বকর্ণে যাহা যাহা শুনিয়াছি, ২১ তদনুসারে [ইহা জানি]। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ একটী জাতি তোমার প্রজা ইস্রায়েলের তুল্য? তুমি ঈশ্বর তাহাকে আপন প্রজা করিবার জন্য মুক্ত করিতে গিয়াছিলে, যেন মিসর হইতে মুক্ত তোমার প্রজাবর্গের সম্মুখ হইতে জাতি-গণকে তাড়াইয়া দিবার সময়ে মহৎ মহৎ ও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কার্য্য দ্বারা আপন নাম ২২ প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি ত তোমার প্রজা ইস্রায়েলকে চিরকালের জন্য আপন

* (ইব্রী) গৃহ।

প্রজা করিয়াছ; আর হে সদাপ্রভু, তুমিই
২৩ তাহাদের ঈশ্বর হইয়াছ। এখন হে সদাপ্রভু, তুমি আপন দাসের ও তাহার কুলের বিষয়ে যে বাক্য বলিয়াছ, তাহা চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত হউক; যেমন
২৪ বলিয়াছ, তদনুসারে কর। তোমার নাম চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত ও মহিমান্বিত হউক; লোকে বলুক, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই ইস্রায়েলের ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পক্ষীয় ঈশ্বর, আর তোমার দাস দায়ূদের
২৫ কুল তোমার সাক্ষাতে সুস্থির। বাস্তবিক, হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমার জন্য এক কুল উৎপন্ন করিবে, এই কথা আপন দাসের কাছে প্রকাশ করিলে; এই কারণ তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতে
২৬ তোমার দাসের মনে সাহস জন্মিল। আর এখন, হে সদাপ্রভু, তুমিই ঈশ্বর, এবং তুমি আপন দাসের কাছে এই মঙ্গল
২৭ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। এখন তুমি অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসের কুলকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছ, যেন সেই কুল তোমার সম্মুখে চিরকাল থাকে; কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমিই আশীর্ব্বাদ করিয়াছ, তাই তাহা চিরকালের জন্য আশীর্ব্বাদযুক্ত।

নানা জাতীয় লোকদিগের উপরে দায়ূদের জয়লাভ।

১৮ তৎপরে দায়ূদ পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়া নত করিলেন, আর পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে গাৎ ও তাহার
২ উপনগর সকল হরণ করিলেন। আর তিনি মোয়াবকে আঘাত করিলেন; তাহাতে মোয়াবীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল।

৩ আর যে সময়ে সোবার রাজা হদরেষর ফরাৎ নদীর নিকটে আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে যান, সেই সময়ে দায়ূদ হমাতে
৪ তাঁহাকে আঘাত করেন। দায়ূদ তাঁহার নিকট হইতে এক সহস্র রথ, সাত সহস্র অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিলেন, আর দায়ূদ তাঁহার রথের অশ্বগণের পাদশিরা ছেদন করিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এক শত
৫ রথের অশ্ব রাখিলেন। আর দম্মেশকের অরামীয়েরা সোবার হদরেষর রাজার সাহায্য করিতে আসিলে দায়ূদ সেই অরামীয়দের মধ্যে বাইশ সহস্র জনকে
৬ আঘাত করিলেন। আর দায়ূদ দম্মেশকের অরাম দেশে [সৈন্যদল] স্থাপন করিলেন; তাহাতে অরাম দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল; এই প্রকারে দায়ূদ যে কোন স্থানে যাইতেন, সেই স্থানে সদাপ্রভু তাঁহাকে বিজয়ী করিতেন।
৭ আর দায়ূদ হদরেষরের দাসদের স্বর্ণঢাল সকল খুলিয়া যিরূশালেমে আনিলেন।
৮ আর দায়ূদ হদরেষরের টিভৎ ও কূন নগর হইতে বিস্তর পিত্তল আনিলেন, শলোমন তাহা দ্বারা পিত্তলময় সমুদ্র, দুই স্তম্ভ ও পিত্তলময় পাত্র সকল নির্ম্মাণ করিলেন।

৯ তখন দায়ূদ সোবার রাজা হদরেষরের সমগ্র সৈন্যদলকে আঘাত করিয়াছেন, শুনিয়া হমাতের রাজা তয়ূ দায়ূদ রাজার
১০ কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, এবং তিনি হদরেষরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ধন্যবাদ করিবার জন্য আপন পুত্র হদোরামকে তাঁহার কাছে প্রেরণ করিলেন; কেননা হদরেষরের সহিত তয়ূরও যুদ্ধ হইয়াছিল। আর [হদোরামের সঙ্গে] রৌপ্যের, স্বর্ণের

ও পিত্তলের নানা প্রকার পাত্র ছিল।
১১ তাহাতে দায়ূদ রাজা সমস্ত জাতি হইতে, ইদোম, মোয়াব, অম্মোন-সন্তানগণ, এবং পলেষ্টীয়গণ ও অমালেক হইতে আনীত রৌপ্যের ও স্বর্ণের সহিত সেই সকল দ্রব্যও সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র
১২ করিলেন। আর সরূয়ার পুত্র অবীশয় লবণ-তলভূমিতে আঠার সহস্র ইদোমীয়কে
১৩ বধ করিলেন। পরে তিনি ইদোমে সৈন্যদল স্থাপন করিলেন; এবং ইদোমীয় সকল লোক দায়ূদের দাস হইল। আর দায়ূদ যে কোন স্থানে যাইতেন, সেই স্থানে সদাপ্রভু তাঁহাকে বিজয়ী করিতেন।

১৪ দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিলেন; তিনি আপনার সমস্ত প্রজার জন্য বিচার ও ন্যায় সাধন করিতেন।
১৫ আর সরূয়ার পুত্র যোয়াব সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন; এবং অহীলূদের পুত্র যিহো-
১৬ শাফট ইতিহাসকর্ত্তা ছিলেন। আর অহীটূবের পুত্র সাদোক ও অবিয়াথরের পুত্র অবীমেলক যাজক ছিলেন; এবং
১৭ শব্‌শ লেখক ছিলেন। আর যিহোয়াদার পুত্র বনায় করেথীয় ও পলেথীয়দের উপরে নিযুক্ত ছিলেন; এবং দায়ূদের পুত্রগণ রাজার প্রধান সভাসদ ছিলেন।

১৯ তৎপরে অম্মোন-সন্তানদের রাজা নাহশ মরিলেন, ও তাঁহার পুত্র তাঁহার
২ পদে রাজা হইলেন। তখন দায়ূদ কহিলেন, আমি নাহশের পুত্র হানূনের প্রতি সদয় ব্যবহার করিব, কেননা তাঁহার পিতা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরে দায়ূদ তাঁহাকে পিতৃশোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। আর দায়ূদের দাসগণ হানূনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অম্মোন-সন্তানদের দেশে তাঁহার কাছে উপস্থিত
৩ হইল। কিন্তু অম্মোন-সন্তানদের অধ্যক্ষগণ হানূনকে কহিলেন, আপনি কি মনে করিতেছেন যে, দায়ূদ আপনার পিতার সম্মান করে বলিয়া আপনার নিকটে সান্ত্বনাকারীগণকে পাঠাইয়াছে? তাহার দাসগণ কি সন্ধান লইবার এবং লণ্ডভণ্ড করিবার ও দেশ নিরীক্ষণ করিবার জন্য
৪ আপনার নিকটে আইসে নাই? তখন হানূন দায়ূদের দাসগণকে ধরিয়া তাহাদিগকে ক্ষৌরি করাইয়া দিলেন, ও বস্ত্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ নিতম্ব দেশ পর্য্যন্ত কাটিয়া
৫ তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। পরে কোন লোক গিয়া সেই ব্যক্তিদের বৃত্তান্ত দায়ূদকে জ্ঞাত করিল। আর তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোক পাঠাইলেন; কেননা তাহারা অতিশয় লজ্জিত হইয়াছিল। রাজা বলিয়া পাঠাইলেন, যাবৎ তোমাদের দাড়ি না উঠে, তাবৎ তোমরা যিরীহোতে থাক, তৎপরে ফিরিয়া আসিও।

৬ অম্মোন-সন্তানগণ যখন দেখিতে পাইল যে, তাহারা দায়ূদের কাছে আপনাদিগকে ঘৃণার পাত্র করিয়াছে, তখন হানূন ও অম্মোন-সন্তানগণ অরাম-নহরয়িম, অরাম-মাখা ও সোবা হইতে রথ ও অশ্বারোহীদিগকে বেতন দিয়া আনিবার জন্য এক
৭ সহস্র তালন্ত রৌপ্য পাঠাইল। আর বত্রিশ সহস্র রথ ও মাখার রাজাকে এবং তাঁহার লোকদিগকে বেতন দিয়া আনাইল; তাহারা আসিয়া মেদবার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল; এবং অম্মোন-সন্তানগণও আপন আপন নগর হইতে একত্র হইয়া যুদ্ধে আসিল।
৮ তখন এই সংবাদ পাইয়া দায়ূদ যোয়াবকে

ও বিক্রমশালী সমস্ত সৈন্যকে প্রেরণ ৯ করিলেন। অম্মোন-সন্তানগণ বাহিরে আসিয়া নগরের প্রবেশ-স্থানে যুদ্ধার্থে সৈন্য রচনা করিল, এবং সমাগত রাজারা ১০ মাঠে স্বতন্ত্র থাকিলেন। এইরূপে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দিকেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইবে দেখিয়া যোয়াব ইস্রায়েলের সমস্ত মনোনীত লোকের মধ্য হইতে লোক বাছিয়া লইয়া অরামীয়দের সম্মুখে ১১ সৈন্য রচনা করিলেন। আর অবশিষ্ট লোকদিগকে তিনি আপন ভ্রাতা অবীশয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তাহারা অম্মোন-সন্তানদের সম্মুখে সৈন্য ১২ রচনা করিল। আর তিনি কহিলেন, যদি অরামীয়েরা আমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে তুমি আমার সাহায্য করিবে; আর যদি অম্মোন-সন্তানগণ তোমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে আমি তোমার ১৩ সাহায্য করিব। সাহস কর, আইস, আমাদের জাতির জন্য ও আমাদের ঈশ্বরের নগর সকলের জন্য আমরা আপনাদিগকে বলবান করি; আর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তিনি তাহাই ১৪ করুন। পরে যোয়াব ও তাঁহার সঙ্গী লোকেরা যুদ্ধার্থে অরামীয়দের সম্মুখীন হইলে তাহারা তাঁহার সম্মুখ হইতে ১৫ পলায়ন করিল। আর অরামীয়েরা পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া অম্মোন-সন্তানগণও তাঁহার ভ্রাতা অবীশয়ের সম্মুখ হইতে পলাইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পরে যোয়াব যিরূশালেমে আসিলেন।

১৬ অরামীয়েরা যখন দেখিতে পাইল যে, তাহারা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত হইয়াছে, তখন দূত পাঠাইয়া [ফরাৎ] নদীর ওপারস্থ অরামীয়দিগকে বাহির করিয়া আনিল; হদরেষরের দলের সেনাপতি শোফক তাহাদের অগ্রণী ১৭ ছিলেন। পরে দায়ূদকে এই সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্র করিলেন, এবং যর্দ্দন পার হইয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন, ও তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলেন; আর দায়ূদ অরামীয়দের বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলে তাহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ ১৮ করিল। আর অরামীয়েরা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল; আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত সহস্র রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য বধ করিলেন, এবং দলের সেনাপতি শোফককে বধ ১৯ করিলেন। পরে হদরেষরের দাসগণ যখন দেখিল, তাহারা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত হইয়াছে, তখন দায়ূদের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহার দাস হইল; এবং অরামীয়েরা আর অম্মোন-সন্তানগণের সাহায্য করিতে সম্মত হইল না।

২০ পরে যখন বৎসর ফিরিয়া আসিল, সেই সময়ে অর্থাৎ রাজবর্গের যুদ্ধে গমন সময়ে যোয়াব সৈন্যবল লইয়া গিয়া অম্মোন-সন্তানদের দেশ উৎসন্ন করিলেন, আর রব্বাতে গিয়া তাহা অবরোধ করিলেন, কিন্তু দায়ূদ যিরূশালেমে থাকিলেন। পরে যোয়াব রব্বাকে আঘাত ২ করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন। আর দায়ূদ তাহাদের রাজার মস্তক হইতে মুকুট লইলেন। আর জানা গেল, তাহা এক তালন্ত স্বর্ণ পরিমিত, এবং মণিতে ভূষিত; আর তাহা দায়ূদের মস্তকে অর্পিত হইল; এবং তিনি ঐ নগর হইতে অতি প্রচুর লুটদ্রব্য বাহির করিয়া ৩ আনিলেন। আর তিনি তথাকার লোক-

দিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করাতের দ্বারা, লৌহের মই দ্বারা ও কুড়ালির দ্বারা ছেদন করিলেন; দায়ূদ অম্মোন-সন্তানদের সমস্ত নগরের প্রতি এইরূপ করিলেন। পরে দায়ূদ ও সমস্ত লোক যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন।

৪ তৎপরে গেষরে পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ হইল; তখন হূশাতীয় সিব্বখয় রফার সন্তান সিপ্পয়কে বধ করিল, ৫ আর তাহারা নত হইল। আবার পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ হইল, আর যায়ীরের পুত্র ইল্‌হানন গাতীয় গলিয়াতের ভ্রাতা লহ্‌মিকে বধ করিল, ইহার বড়শা ৬ তাঁতের নরাজের ন্যায় ছিল। আর একবার গাতে যুদ্ধ হইল; আর তথায় অতি দীর্ঘকায় এক জন ছিল, প্রতিহস্ত-পদে তাহার ছয় ছয় অঙ্গুলি, সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ অঙ্গুলি ছিল, সেও রফার সন্তান। ৭ সে ইস্রায়েলকে টিট্‌কারি দিলে দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাথন তাহাকে ৮ বধ করিল। ইহারা রফার বংশে গাতে জন্মিয়াছিল; ইহারা দায়ূদের হাতে ও তাহার দাসগণের হাতে নিপতিত হইল।

লোকগণনা হেতু ঈশ্বরের কোপ।

২১ আর শয়তান ইস্রায়েলের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া ইস্রায়েলকে গণনা করিতে ২ দায়ূদকে প্রবৃত্তি দিল। তখন দায়ূদ যোয়াবকে ও জনাধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, যাও, তোমরা বের্‌-শেবা হইতে দান পর্য্যন্ত ইস্রায়েলকে গণনা কর, পরে আমার নিকটে সংবাদ আন, আমি ৩ তাহাদের সংখ্যা জানিব। তখন যোয়াব কহিলেন, এখন যত লোক আছে, সদাপ্রভু তাহার শত গুণ অধিক আপন প্রজার বৃদ্ধি করুন; কিন্তু হে আমার প্রভু মহারাজ, তাহারা সকলে কি আমার প্রভুর দাস নহে? আমার প্রভু এ চেষ্টা কেন করিতেছেন? আপনি ইস্রায়েলের ৪ দোষের কারণ কেন হইবেন? তথাপি যোয়াবের উপরে রাজার কথাই প্রবল হইল। তাহাতে যোয়াব প্রস্থান করিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে পর্য্যটন করিলেন, ৫ পরে যিরূশালেমে আসিলেন। আর যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা দায়ূদের কাছে দিলেন। সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্‌গধারী লোক, ও যিহূদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র খড়্‌গধারী লোক ছিল। ৬ কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিনি লেবি ও বিন্যামীন [বংশকে] গণনা করেন নাই, কারণ রাজার কথায় যোয়াবের ঘৃণা ৭ হইয়াছিল। আর ঈশ্বর এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইলেন; তাই তিনি ইস্রায়েলকে ৮ আঘাত করিলেন। পরে দায়ূদ ঈশ্বরকে কহিলেন, এই কার্য্য করিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি; কিন্তু এখন বিনয় করি, নিজ দাসের অপরাধ ক্ষমা কর; কেননা আমি বড়ই অজ্ঞানের কর্ম্ম করিয়াছি। ৯ পরে সদাপ্রভু দায়ূদের দর্শক গাদকে এই ১০ কথা কহিলেন; তুমি গিয়া দায়ূদকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার সম্মুখে তিনটী [দণ্ড] রাখিলাম, তাহার মধ্যে তুমি একটা মনোনীত কর, আমি ১১ তাহাই তোমার প্রতি করিব। পরে গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ১২ তুমি যেটা ইচ্ছা, গ্রহণ কর; হয় তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ, নয় তিন মাস পর্য্যন্ত শত্রুদের খড়্‌গ তোমাকে পাইয়া বসিলে তোমার বিপক্ষ লোকদের সম্মুখে সংহার,

নয় ত তিন দিবস পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর খড়্গ, অর্থাৎ দেশে মহামারী এবং ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে সদাপ্রভুর বিনাশক দূতের ভ্রমণ। যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে কি উত্তর দিব, তাহা এখন ১৩ বিবেচনা করিয়া দেখুন। দায়ূদ গাদকে কহিলেন, আমি বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম; এক্ষণে আমি সদাপ্রভুর হস্তে পড়ি, কেননা তাঁহার করুণা প্রচুর; কিন্তু আমি যেন মনুষ্যের হস্তে না পড়ি।

১৪ পরে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে মহামারী পাঠাইলেন, তাহাতে ইস্রায়েলের ১৫ সত্তর সহস্র লোক মারা পড়িল। আর ঈশ্বর যিরূশালেম বিনষ্ট করিবার জন্য এক দূতকে তথায় প্রেরণ করিলেন; তিনি যখন বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সদাপ্রভু দৃষ্টিপাত করিয়া সেই বিপদের জন্য অনুশোচনা করিলেন, এবং বিনাশক দূতকে কহিলেন, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন তোমার হস্ত সঙ্কুচিত কর। তখন সদাপ্রভুর দূত যিবূষীয় অর্ণানের খামারের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। ১৬ আর দায়ূদ চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন, সদাপ্রভুর দূত পৃথিবীর ও আকাশের মধ্যপথে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার হস্তে যিরূশালেমের উপরে প্রসারিত নিষ্কোষ খড়্গ। তখন দায়ূদ ও প্রাচীনেরা চটপরিহিত ছিলেন, তাঁহারা অমনি ১৭ উবুড় হইয়া পড়িলেন। আর দায়ূদ ঈশ্বরকে কহিলেন, লোকদিগকে গণনা করিতে যে আজ্ঞা দিয়াছিল, সে কি আমি নহি? আমিই পাপ করিয়াছি, আমিই বড় অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই মেষগণ কি করিল? হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, বিনয় করি, আমারই বিরুদ্ধে ও আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে তোমার হস্ত বিস্তারিত হউক; কিন্তু তোমার প্রজাদিগকে প্রহার করিবার জন্য বিস্তারিত না হউক।

১৮ পরে সদাপ্রভুর দূত দায়ূদকে বলিবার জন্য গাদকে কহিলেন, দায়ূদ উঠিয়া গিয়া যিবূষীয় অর্ণানের খামারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি স্থাপন করুক। ১৯ অতএব সদাপ্রভুর নামে কথিত গাদের বাক্যানুসারে দায়ূদ উঠিয়া গেলেন। ২০ পরে অর্ণান মুখ ফিরাইয়া দূতকে দেখিতে পাইল; আর তাহার সঙ্গী চারি পুত্র ২১ লুকাইল। তখন অর্ণান গোম মাড়িতেছিল। কিন্তু দায়ূদ অর্ণানের কাছে আসিলে অর্ণান দৃষ্টি করিয়া দায়ূদকে দেখিয়া খামার হইতে বাহিরে আসিয়া ভূমিতে উবুড় হইয়া দায়ূদকে প্রণিপাত ২২ করিল। তখন দায়ূদ অর্ণানকে কহিলেন, তুমি এই খামারের স্থানটা আমাকে দেও, আমি এই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি; তুমি সম্পূর্ণ মূল্য লইয়া ইহা আমাকে দেও; তাহা হইলে লোকদের মধ্যে মহামারী ২৩ নিবৃত্ত হইবে। তখন অর্ণান দায়ূদকে কহিল, আপনি লউন, আমার প্রভু মহারাজের দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন; দেখুন, আমি হোমবলির নিমিত্ত এই বৃষগুলি, কাষ্ঠের নিমিত্ত এই মর্দ্দনযন্ত্র, ও ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের নিমিত্ত এই ২৪ গোম দিতেছি, সমস্তই দিতেছি। দায়ূদ রাজা অর্ণানকে কহিলেন, তাহা নয়, কিন্তু আমি অবশ্য সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিব; কেননা তোমার যাহা, আমি সদাপ্রভুর জন্য তাহা লইব না, বিনামূল্যে ২৫ হোমবলি উৎসর্গ করিব না। পরে

দায়ূদ সেই স্থানের জন্য ছয় শত শেকল স্বর্ণ তৌল করিয়া অর্ণানকে দিলেন।
২৬ আর দায়ূদ সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিলেন, আর সদাপ্রভুকে ডাকিলেন; তাহাতে তিনি আকাশ হইতে হোমবেদির উপরে অগ্নি-
২৭ পাত দ্বারা তাঁহাকে উত্তর দিলেন। পরে সদাপ্রভু আপন দূতকে আজ্ঞা করিলে তিনি আপন খড়্গ পুনরায় কোষে রাখিলেন।

২৮ সেই সময়ে যখন দায়ূদ দেখিলেন, সদাপ্রভু যিবূষীয় অর্ণানের খামারে তাঁহাকে উত্তর দিলেন, তখন তিনি সেই
২৯ স্থানে বলিদান করিলেন। কেননা সদাপ্রভুর আবাস, যাহা মোশি প্রান্তরে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ও হোমবেদি সেই সময়ে গিবিয়োনস্থ উচ্চস্থলীতে
৩০ ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তৎসম্মুখে গমন করা দায়ূদের অসাধ্য হইল, কারণ সদাপ্রভুর দূতের খড়্গ হইতে তিনি ভীত হইয়া-
৩১ ছিলেন। তখন দায়ূদ কহিলেন, এই সদাপ্রভু ঈশ্বরের গৃহের স্থান, এই ইস্রায়েলের হোমবেদির স্থান।

মন্দির নির্ম্মাণ জন্য দায়ূদের আয়োজন।

২২ পরে দায়ূদ ইস্রায়েল দেশস্থ বিদেশী লোকদিগকে একত্র করিতে আজ্ঞা
২ দিলেন; এবং ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণার্থে তক্ষিত প্রস্তর প্রস্তুত করিতে ভাস্কর-
৩ দিগকে নিযুক্ত করিলেন। আর দ্বার সকলের কবাটের প্রেকের জন্য ও কব্জার জন্য দায়ূদ অপর্য্যাপ্ত লৌহ প্রস্তুত করিলেন, এবং অপর্য্যাপ্ত পিত্তল, যাহা তৌল
৪ করা যায় না, আর অসংখ্য এরসকাষ্ঠ [প্রস্তুত করিলেন], কেননা সীদোনীয় ও সোরীয়েরা দায়ূদের নিকটে অপর্য্যাপ্ত
৫ এরসকাষ্ঠ আনিয়াছিল। আর দায়ূদ কহিলেন, আমার পুত্র শলোমন অল্পবয়স্ক ও কোমল, কিন্তু সদাপ্রভুর জন্য যে গৃহ নির্ম্মাণ করা যাইবে, তাহা অতিশয় প্রতাপান্বিত হইবে, তাহার কীর্ত্তি ও যশ সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইবে; আমি এখন তাহার জন্য আয়োজন করিব। অতএব দায়ূদ আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রচুর দ্রব্যের আয়োজন করিলেন।

৬ পরে তিনি আপন পুত্র শলোমনকে ডাকিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন।
৭ আর দায়ূদ আপন পুত্র শলোমনকে কহিলেন, আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমারই
৮ মনোরথ ছিল; কিন্তু সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি অনেক রক্তপাত করিয়াছ ও বড় বড় যুদ্ধ করিয়াছ; তুমি আমার নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না; কেননা আমার সাক্ষাতে তুমি অনেক রক্ত
৯ মৃত্তিকাতে ঢালিয়াছ। দেখ, তোমার এক পুত্র জন্মিবে, সে বিশ্রামের মনুষ্য হইবে; আমি তাহার চারিদিকের সকল শত্রু হইতে তাহাকে বিশ্রাম দিব, কেননা তাহার নাম শলোমন [শান্ত] হইবে, এবং তাহার সময়ে আমি ইস্রায়েলকে
১০ শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতা দিব। সেই আমার নামের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিবে: আর সে আমার পুত্র হইবে, আমি তাহার পিতা হইব, এবং ইস্রায়েলের উপরে

তাহার রাজসিংহাসন চিরকালের জন্য ১১ স্থির করিব। এখন, হে আমার পুত্র, সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী হউন, এবং তিনি তোমার বিষয়ে যেমন বলিয়াছেন, তদনুসারে তুমি কৃতকার্য্য হও, ও তোমার ১২ ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণ কর। কেবল সদাপ্রভু তোমাকে বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়া ইস্রায়েলের বিষয়ে তোমাকে আজ্ঞা দিউন, যেন তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পালন করিতে পার। ১৩ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের নিমিত্ত মোশিকে যে সকল বিধি ও শাসন দিয়াছেন, সে সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পালন করিলেই তুমি কৃতকার্য্য হইবে; তুমি বলবান হও, ও সাহস কর, ভয় করিও না, নিরাশ হইও ১৪ না। আর দেখ, আমি কষ্টের মধ্যে সদাপ্রভুর গৃহের জন্য এক লক্ষ তালন্ত স্বর্ণ ও দশ লক্ষ তালন্ত রৌপ্য এবং অপরিমেয় পিত্তল ও লৌহ প্রস্তুত করিয়াছি, বাস্তবিক তাহা অপর্য্যাপ্ত; আর কাষ্ঠ ও প্রস্তর প্রস্তুত করিয়াছি; এবং তুমি আরও প্রস্তুত করিতে পারিবে। ১৫ আর তোমার কাছে অনেক শিল্পকার আছে, প্রস্তর ও কাষ্ঠের ছেদক ও তৎকার্য্যকারী এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে নিপুণ ১৬ অনেক লোক আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল ও লৌহ অসংখ্য; উঠ, কর্ম্ম কর, এবং সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী হউন।

১৭ পরে দায়ূদ আপন পুত্ত্র শলোমনের সাহায্য করিতে ইস্রায়েলের সমস্ত অধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন, কহিলেন, ১৮ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কি তোমাদের সহবর্ত্তী নহেন? তিনি কি সর্ব্বদিকে তোমাদিগকে বিশ্রাম দেন নাই? তিনি ত দেশনিবাসী লোকদিগকে আমার হাতে দিয়াছেন, এবং সদাপ্রভুর ও তাঁহার প্রজাবৃন্দের সম্মুখে দেশ বশীভূত ১৯ রহিয়াছে। এখন তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে আপন আপন চিত্ত ও প্রাণ নিবেশ কর, আর উঠ, সদাপ্রভু ঈশ্বরের ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ কর, যেন সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক ও ঈশ্বরের পবিত্র পাত্র সকল সেই গৃহে আনীত হয়, যাহা সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে নির্ম্মাণ করা যাইবে।

লেবীয়দের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।

২৩ আর দায়ূদ বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইলেন; এবং আপন পুত্ত্র শলোমনকে ইস্রা- ২ য়েলের উপরে রাজা করিলেন। তিনি ইস্রায়েলের সমস্ত অধ্যক্ষকে এবং যাজক ও লেবীয়দিগকে একত্র করিলেন। ৩ তখন ত্রিশ ও তদপেক্ষা অধিক বৎসর বয়স্ক লেবীয়েরা গণিত হইল; মস্তক-গণনায় তাহারা আটত্রিশ সহস্র পুরুষ। ৪ তাহাদের মধ্যে চব্বিশ সহস্র লোক সদা-প্রভুর গৃহের কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইল, এবং ছয় সহস্র লোক শাসনকর্ত্তা ৫ ও বিচারকর্ত্তা, আর চারি সহস্র লোক দ্বারপাল; এবং দায়ূদ প্রশংসার্থে যে সকল বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, তাহা দ্বারা চারি সহস্র লোক সদাপ্রভুর প্রশংসা ৬ করিত। আর দায়ূদ তাহাদিগকে গের্শোন, কহাৎ ও মরারি, লেবির এই পুত্ত্রদের বংশানুসারে নানা পালায় বিভক্ত করিলেন।

৭ গের্শোনীয়দের মধ্যে লাদন ও শিমিয়ি। ৮ লাদনের সন্তান; প্রধান যিহীয়েল, অপর ৯ সেথম ও যোয়েল, তিন জন। শিমিয়ির সন্তান শলোমোৎ, হসীয়েল ও হারণ,

তিন জন; ইহারা লাদনের পিতৃকুলপতি।
১০ আর শিমিয়ির সন্তান যহৎ, সীন, যিয়ূশ ও বরীয়; শিমিয়ির এই চারি সন্তান।
১১ তাহাদের মধ্যে প্রধান যহৎ, ও দ্বিতীয় সীষ; কিন্তু যিয়ূশের ও বরীয়ের বহু সন্তান ছিল না, এ কারণ তাহারা একত্র গণিত হইয়া এক পিতৃকুল হইল।
১২ কহাতের পুত্র অম্রাম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ
১৩ ও উষীয়েল, চারি জন। অম্রামের পুত্র হারোণ ও মোশি; আর চিরকাল অতি পবিত্র বস্তু পবিত্র করণার্থে, সদাপ্রভুর সম্মুখে ধূপদাহ, তাঁহার পরিচর্য্যা এবং তাঁহার নামে আশীর্ব্বাদ করণার্থে হারোণকে ও তাঁহার সন্তানগণকে চির-
১৪ কালের জন্য পৃথক্ করা গেল। কিন্তু ঈশ্বরের লোক যে মোশি, তাঁহার পুত্রগণ লেবিবংশের মধ্যে উল্লিখিত হইল।
১৫ মোশির পুত্র গের্শোম ও ইলীয়েষর।
১৬ গের্শোমের সন্তানদের মধ্যে শবূয়েল
১৭ প্রধান। আর ইলীয়েষরের সন্তানদের মধ্যে রহবিয় প্রধান ছিল; এই ইলীয়েষরের আর পুত্র ছিল না, কিন্তু রহবিয়ের সন্তানগণ বহুসংখ্যক হইল।
১৮ যিষ্‌হরের সন্তানদের মধ্যে শলোমীৎ
১৯ প্রধান। হিব্রোণের পুত্রদের মধ্যে প্রধান যিরিয়, দ্বিতীয় অমরিয়, তৃতীয়
২০ যহসীয়েল, চতুর্থ যিকমিয়াম। উষীয়েলের পুত্রদের মধ্যে প্রধান মীখা,
২১ ও দ্বিতীয় যিশিয়। মরারির পুত্র মহলি ও মূশি। মহলির পুত্র ইলিয়াসর ও
২২ কীশ। ইলিয়াসর মরিলেন, তাঁহার পুত্র ছিল না, কেবল কয়েকটী কন্যা ছিল, আর তাহাদের জ্ঞাতি কীশের পুত্রগণ
২৩ তাহাদিগকে বিবাহ করিল। মূশির পুত্র মহলি, এদর ও যিরেমোৎ, তিন জন।

২৪ এই সকলে আপন আপন পিতৃকুলানুসারে লেবির সন্তান, বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যাহারা নাম ও মস্তকানুসারে গণিত হইল, সদাপ্রভুর গৃহের সেবাকর্ম্ম করিত, ইহারা তাহাদের
২৫ পিতৃকুলপতি। কেননা দায়ূদ কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে বিশ্রাম দিয়াছেন, এবং তিনি চিরকালের জন্য যিরূশালেমে বাস
২৬ করেন; আর লেবীয়দিগকেও অদ্যাবধি আবাস কিম্বা তাহার সেবাকর্ম্মার্থক পাত্র
২৭ সকল আর বহিতে হইবে না। কারণ দায়ূদের শেষ আজ্ঞায় লেবির সন্তানদের মধ্যে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক
২৮ লোকেরা গণিত হইল। কেননা ঈশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম্মের জন্য তাহাদের পদ হারোণ-সন্তানদের অধীন; [তাহা এই এই বিষয় সম্বন্ধীয়,] প্রাঙ্গণ ও কুঠরী সকল, পবিত্র বস্তু সকলের শুচীকরণ,
২৯ ঈশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম্ম সম্পাদন, এবং দর্শন-রুটী ও ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, তাড়ীশূন্য সরুচাকলী এবং ভর্জনপাত্রে ভর্জিত দ্রব্য ও রান্ধা দ্রব্য, এই সকলের নিমিত্ত ময়দা,
৩০ এবং সকল পরিমাণ ও তৌল, আর সদাপ্রভুর স্তবগান ও প্রশংসার্থে প্রতি-প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে দণ্ডায়মান
৩১ হওয়া; এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রতি-নিয়ত পালনীয় বিধিমতে বিশ্রামবারে, অমাবস্যায় ও পর্ব্বে সদাপ্রভুর উদ্দেশে
৩২ সংখ্যানুসারে হোমবলিদান করা; আর তাহারা যেন সমাগম-তাম্বুর রক্ষণীয় দ্রব্য, ও পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় দ্রব্য, এবং ঈশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম্মের জন্য আপনাদের জ্ঞাতি হারোণ-সন্তানদের রক্ষণীয় দ্রব্য রক্ষা করে।

২৪ হারোণ-সন্তানদের পালার কথা। হারোণের পুত্র নাদব ও অবীহূ, ইলিয়াসর ২ ও ঈথামর। কিন্তু নাদব ও অবীহূ আপনাদের পিতার অগ্রে মারা পড়িল, এবং তাহাদের পুত্র ছিল না ; অতএব ইলিয়া- ৩ সর ও ঈথামর যাজক হইলেন। আর দায়ূদ এবং ইলিয়াসরের বংশজাত সাদোক ও ঈথামরের বংশজাত অহীমেলক যাজকদিগকে সেবাকর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপন আপন ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে জানা গেল, পুরুষদের সংখ্যাতে ঈথামরের সন্তানগণ অপেক্ষা ইলিয়াসরের সন্তানগণের মধ্যে প্রধান লোক অনেক, আর তাহাদিগকে এইরূপ বিভাগ করা হইল ; ইলিয়াসরের সন্তানগণের মধ্যে ষোল জন পিতৃকুলপতি, ও ঈথামরের সন্তানগণের মধ্যে আট জন পিতৃকুলপতি হইল। ৫ পিতৃকুল নির্ব্বিশেষে গুলিবাঁট দ্বারা তাহাদিগকে বিভাগ করা হইল, কেননা ধর্ম্মধামের অধ্যক্ষগণ ও ঈশ্বরীয় অধ্যক্ষগণ ইলিয়াসর ও ঈথামর, উভয়ের সন্তান- ৬ গণের মধ্য হইতে [গৃহীত] হইল। আর রাজার, অধ্যক্ষদের, সাদোক যাজকের, অবিয়াথরের পুত্র অহীমেলকের এবং যাজকীয় ও লেবীয় পিতৃকুলপতিদের সাক্ষাতে লেবির বংশজাত নথনেলের পুত্র শময়িয় লেখক তাহাদের নাম লিখিলেন ; বস্তুতঃ ইলিয়াসরের জন্য এক, ও ঈথামরের জন্য এক পিতৃকুল গ্রহণ করা হইল।

৭ তখন প্রথম গুলিবাঁট যিহোয়ারীবের ৮ নামে উঠিল ; দ্বিতীয় যিদয়িয়ের, তৃতীয় ৯ হারীমের, চতুর্থ সিয়োরীমের, পঞ্চম ১০ মল্কিয়ের, ষষ্ঠ মিয়ামীনের, সপ্তম হক্কো- ১১ ষের, অষ্টম অবিয়ের, নবম যেশূয়ের, দশম শখনিয়ের, একাদশ ইলীয়াশীবের, ১২, ১৩ দ্বাদশ যাকীমের, ত্রয়োদশ হুপ্পের, ১৪ চতুর্দ্দশ যেশবাবের, পঞ্চদশ বিল্‌গার, ১৫ ষোড়শ ইম্মেরের, সপ্তদশ হেষীরের, ১৬ অষ্টাদশ হপ্পিসেসের, ঊনবিংশ পথা- ১৭ হিয়ের, বিংশ যিহিস্কেলের, একবিংশ ১৮ যাখীনের, দ্বাবিংশ গামূলের, ত্রয়োবিংশ দলায়ের, চতুর্বিংশ মাসিয়ের [নামে ১৯ উঠিল]। ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদের পিতা হারোণ কর্ত্তৃক নিরূপিত যে তাহাদের বিধান, তদনুসারে সদাপ্রভুর গৃহে উপস্থিত হইবার বিষয়ে তাহাদের সেবাকর্ম্মের জন্য এই শ্রেণী হইল।

২০ লেবির অবশিষ্ট সন্তানদের কথা। অম্রামের সন্তানদের মধ্যে শবূয়েল, শবূ- ২১ য়েলের সন্তানদের মধ্যে যেহদিয়। রহবিয়ের কথা ; রহবিয়ের সন্তানদের মধ্যে ২২ যিশিয় প্রধান। যিষ্‌হরীয়দের মধ্যে শলোমোৎ ; শলোমোতের সন্তানদের ২৩ মধ্যে যহৎ। আর [হিব্রোণের] পুত্র যিরিয় [প্রধান], দ্বিতীয় অমরিয়, তৃতীয় ২৪ যহসীয়েল, চতুর্থ যিকমিয়াম। উষীয়েলের পুত্র মীখা ; মীখার পুত্রদের মধ্যে ২৫ শামীর। মীখার ভ্রাতা যিশিয় ; যিশিয়ের পুত্রদের মধ্যে সখরিয়।

২৬ মরারির পুত্র মহলি ও মূশি ; যাসি- ২৭ য়ের পুত্র বিনো। মরারির সন্তান— যাসিয়ের পুত্র বিনো, শোহম, সক্কুর ও ২৮ ইব্রি। মহলির পুত্র ইলিয়াসর, ইহার ২৯ পুত্র ছিল না। কীশের কথা ; কীশের ৩০ পুত্র যিরহমেল। মূশির পুত্র মহলি, এদর ও যিরেমোৎ। ইহারা আপন আপন পিতৃকুলানুসারে লেবির সন্তান। ৩১ আপনাদের ভ্রাতা হারোণ-সন্তানদের ন্যায়

ইহারাও দায়ূদ রাজার, সাদোকের ও অহীমেলকের এবং যাজকীয় ও লেবীয় পিতৃকুলপতিদের সাক্ষাতে গুলিবাঁট করিল, অর্থাৎ প্রতি-পিতৃকুলের মধ্যে প্রধান লোক ও তাহার ছোট ভাই একই রূপ করিল।

গায়ক ও বাদকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।

২৫ আর দায়ূদ ও সেনাপতিগণ সেবা-কর্ম্মের জন্য আসফের, হেমনের ও যিদূথূনের কয়েকটী সন্তানকে পৃথক্ করিয়া বীণা, নেবল ও করতাল সহযোগে ভাবোক্তি গান করিবার ভার [দিলেন]; তাহাদের সেবাকর্ম্মানুসারে কর্ম্মকারীদের ২ সংখ্যা। আসফের সন্তানদের কথা; আসফের সন্তান সক্কুর, যোষেফ, নথনিয় ও অসারেল; আসফের এই সন্তানগণ আসফের অধীন ছিল; ইনি রাজার ৩ অধীনে ভাবোক্তি কহিতেন। যিদূথূনের কথা; যিদূথূনের সন্তান—গদলিয়, সরী ও শিমিয়ি এবং যিশায়াহ, হশবিয় ও মত্তিথিয় ছয় জন; ইহারা বীণাবাদ্যে আপনাদের পিতা যিদূথূনের অধীন ছিল, ইনি সদাপ্রভুর স্তব ও প্রশংসা দ্বারা ৪ ভাবোক্তি কহিতেন। হেমনের কথা; হেমনের সন্তান—বুক্কিয়, মত্তনিয়, উষীয়েল, শবূয়েল্ ও যিরীমোৎ, হনানিয়, হনানি, ইলীয়াথা, গিদ্দল্তি ও রোমাম্তী-এষর, যশ্বকাশা, মল্লোথি, হোথীর, ৫ মহসীয়োৎ। যে হেমন ঈশ্বরীয় বাক্য সম্বন্ধে রাজার দর্শক ছিলেন, উচ্চধ্বনিতে শৃঙ্গ বাজাইবার নিমিত্ত তাঁহার এই সকল সন্তান ছিল। ঈশ্বর হেমনকে চৌদ্দ ৬ পুত্র ও তিন কন্যা দিয়াছিলেন। ইহারা সকলে ঈশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম্মের জন্য করতাল, নেবল ও বীণা দ্বারা সদাপ্রভুর গৃহে গান করিবার জন্য তাহাদের পিতার অধীন ছিলেন; আসফ, যিদূথূন ও হেমন রাজার অধীন ছিলেন। ৭ সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীতগানে শিক্ষিত তাহারা ও তাহাদের ভ্রাতৃগণ সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত অষ্টাশী জন সঙ্গীত-পারদর্শী লোক ছিল।

৮ পরে তাহারা ছোট বড় এবং গুরু শিষ্য সকলে গুলিবাঁট দ্বারা আপন আপন ৯ রক্ষণীয় স্থির করিল। আর আসফের জন্য যোষেফের পক্ষে প্রথম গুলি উঠিল। দ্বিতীয় গদলিয়ের পক্ষে; সে, তাহার ১০ ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ বারো জন। তৃতীয় সক্কুরের পক্ষে; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃ- ১১ গণ বারো জন। চতুর্থ যিষ্রির পক্ষে; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১২ পঞ্চম নথনিয়ের পক্ষে; তাহার পুত্রগণ ১৩ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ষষ্ঠ বুক্কিয়ের পক্ষে; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো ১৪ জন। সপ্তম যিশারেলার পক্ষে; তাহার ১৫ পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। অষ্টম যিশায়াহের পক্ষে; তাহার পুত্রগণ ও ১৬ ভ্রাতৃগণ বারো জন। নবম মত্তনিয়ের পক্ষে; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ ১৭ বারো জন। দশম শিমিয়ির পক্ষে; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১৮ একাদশ অসরেলের পক্ষে; তাহার পুত্র- ১৯ গণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। দ্বাদশ হশবিয়ের পক্ষে; তাহার পুত্রগণ ও ২০ ভ্রাতৃগণ বারো জন। ত্রয়োদশ শবূয়েল; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২১ চতুর্দ্দশ মত্তিথিয়; তাহার পুত্রগণ ও ২২ ভ্রাতৃগণ বারো জন। পঞ্চদশ যিরেমোৎ;

তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন।
২৩ ষোড়শ হনানিয়; তাহার পুত্রগণ ও
২৪ ভ্রাতৃগণ বারো জন। সপ্তদশ যশ্‌বকাশা; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন।
২৫ অষ্টাদশ হনানি; তাহার পুত্রগণ ও
২৬ ভ্রাতৃগণ বারো জন। ঊনবিংশ মল্লোথি; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন।
২৭ বিংশ ইলীয়াথা; তাহার পুত্রগণ ও
২৮ ভ্রাতৃগণ বারো জন। একবিংশ হোথীর; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন।
২৯ দ্বাবিংশ গিদ্দল্‌তি; তাহার পুত্রগণ ও
৩০ ভ্রাতৃগণ বারো জন। ত্রয়োবিংশ মহসীয়োৎ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ
৩১ বারো জন। চতুর্ব্বিংশ রোমামতী-এষর; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন।

দ্বারপাল প্রভৃতি কর্ম্মচারীদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।

২৬ দ্বারপালদের পালার কথা। কোরহীয়দের মধ্যে কোরির পুত্র মশেলিমিয়
২ আসফ-বংশজাত লোক ছিল। মশেলিমিয়ের সন্তান; সখরিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র, দ্বিতীয় যিদীয়েল, তৃতীয় সবদিয়, চতুর্থ
৩ যৎনীয়েল, পঞ্চম এলম, ষষ্ঠ যিহোহানন,
৪ সপ্তম ইলিহৈনয়। আর ওবেদ-ইদোমের পুত্র ছিল; শময়িয় জ্যেষ্ঠ পুত্র, দ্বিতীয় যিহোষাবদ, তৃতীয় যোয়াহ, চতুর্থ সাখর,
৫ পঞ্চম নথনেল, ষষ্ঠ অম্মীয়েল, সপ্তম ইষাখর, অষ্টম পিয়ুল্লতয়; কেননা ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।
৬ তাহার পুত্র শময়িয়েরও কতকগুলি পুত্র জন্মিল, তাহারা আপনাদের পিতৃকুলে কর্ত্তৃত্ব করিল, কারণ তাহারা বলবান বীর
৭ ছিল। শময়িয়ের পুত্র অৎনি, রফায়েল, ওবেদ, ইল্‌সাবদ, এবং ইলীহূ ও সমখিয় নামে তাহার ভ্রাতারা বীরপুরুষ ছিল।
৮ ইহারা সকলে ওবেদ-ইদোমের সন্তান, ইহারা, ইহাদের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ সেবাকর্ম্মের জন্য বীরপুরুষ ছিল। এই ওবেদ-ইদোমের বংশজাত বাষট্টি জন
৯ ছিল। আর মশেলিমিয়ের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ আঠার জন বীরপুরুষ ছিল।
১০ আর মরারি-বংশজাত হোষার পুত্রগণের মধ্যে শিম্রি প্রধান ছিল; সে জ্যেষ্ঠ ছিল না, কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে
১১ প্রধান করিয়াছিল; দ্বিতীয় হিল্কিয়, তৃতীয় টবলিয়, চতুর্থ সখরিয়; হোষার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ সর্ব্বশুদ্ধ তের জন
১২ ছিল। দ্বারপালদের পালা সকল ইহাদের, অর্থাৎ এই প্রধানদের ছিল। আপন ভ্রাতৃগণের ন্যায় ইহারা সদাপ্রভুর গৃহে পরিচর্য্যা করিবার জন্য ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল।
১৩ আর তাহারা ছোট বড় আপন আপন পিতৃকুলানুসারে প্রত্যেক দ্বারের জন্য
১৪ গুলিবাঁট করিল। তাহাতে পূর্ব্বদিকের গুলি শেলিমিয়ের নামে উঠিল; ইহার পুত্র সখরিয় মন্ত্রণাদানে জ্ঞানবান; গুলিবাঁট করিলে উত্তরদিকের গুলি তাহার
১৫ নামে উঠিল। ওবেদ-ইদোমের নামে দক্ষিণদিকের, এবং তাহার পুত্রগণের
১৬ নামে ভাণ্ডারের গুলি উঠিল। শুপ্পীমের ও হোষার নামে পশ্চিমদিকের ঊর্দ্ধগামী পথসমীপস্থ শল্লেখৎ নামক দ্বারের গুলি উঠিল, তাহার প্রহরিদলের অভি-
১৭ মুখে প্রহরিদল দিল। পূর্ব্বদিকে ছয় জন লেবীয় ছিল, উত্তরদিকে প্রতিদিন চারি জন, দক্ষিণদিকে প্রতিদিন চারি জন,
১৮ ও ভাণ্ডারের জন্য দুই দুই জন। পশ্চিমদিকে উপপুরীর [দ্বারে] উচ্চপথে চারি

জন, ও উপপুরীতে দুই জন ছিল।

১৯ কোরহীয় ও মরারীয় বংশজাত লোকদের মধ্যে দ্বারপালদের এই সকল পালা ছিল।

২০ লেবীয়দের কথা। অহিয় সদাপ্রভুর গৃহের কোষাধ্যক্ষ ও পবিত্রীকৃত বস্তু

২১ সকলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। লাদনের সন্তান—লাদন সম্বন্ধীয় গেশোনীয়দের সন্তান। গেশোনীয় লাদনের সন্তান

২২ পিতৃকুলপতি ছিলেন, যিহীয়েলি। যিহীয়েলির পুত্র সেথম ও তাঁহার ভ্রাতা যোয়েল, ইঁহারা সদাপ্রভুর গৃহের কোষা-

২৩ ধ্যক্ষ ছিলেন। অম্রামীয়দের, যিষ্‌হরীয়দের

২৪ হিব্রোণীয়দের ও উষীয়েলীয়দের মধ্যে মোশির পুত্র গেশোনের সন্তান শবূয়েল

২৫ কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ; ইলীয়েষেরের পুত্র রহবিয়, তাঁহার পুত্র যিশায়াহ, তাঁহার পুত্র যোরাম, তাঁহার পুত্র সিখি, তাঁহার পুত্র শলোমোৎ।

২৬ দায়ূদ রাজা এবং পিতৃকুলপতিরা অর্থাৎ সহস্রপতিগণ, শতপতিগণ ও সেনাপতিগণ যে সকল বস্তু পবিত্র করিয়াছিলেন, শলোমোৎ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সেই সকল পবিত্রীকৃত বস্তুর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

২৭ সদাপ্রভুর গৃহ মেরামত করণার্থে উঁহারা যুদ্ধে লব্ধ অনেক বস্তু পবিত্র করিয়া-

২৮ ছিলেন। আর শমূয়েল দর্শক, কীশের পুত্র শৌল, নেরের পুত্র অব্‌নের ও সরূয়ার পুত্র যোয়াব যে সকল বস্তু পবিত্র করিয়াছিলেন, যিনি যাহা পবিত্র করিয়াছিলেন, সে সকল বস্তু শলোমোতের ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের হস্তে রহিল।

২৯ যিষ্‌হরীয়দের মধ্যে কননিয় ও তাঁহার পুত্রগণ শাসক ও বিচারকর্ত্তৃগণের জন্য ইস্রায়েলের উপরে বাহিরের কর্ম্মে

৩০ নিযুক্ত হইলেন। হিব্রোণীয়দের মধ্যে হশবিয় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এক সহস্র সাত শত বীরপুরুষ সদাপ্রভুর সকল কার্য্যে ও রাজার সেবাকর্ম্মে যর্দ্দনের এপারে পশ্চিমদিকে ইস্রায়েলের উপরে নিযুক্ত

৩১ হইল। হিব্রোণীয়দের পিতৃকুলানুযায়ী বংশাবলিতে যিরিয় হিব্রোণীয়দের মধ্যে প্রধান ছিল; দায়ূদের রাজত্বের চল্লিশ বৎসরে অনুসন্ধান করা গেলে তাহাদের মধ্যে গিলিয়দস্থ যাসেরে অনেক বলবান

৩২ বীর পাওয়া গেল। আর তাহার ভ্রাতৃগণ দুই সহস্র সাত শত বীরপুরুষ পিতৃকুলপতি ছিল; তাহাদিগকে দায়ূদ রাজা ঈশ্বরীয় ও রাজকীয় সমস্ত কার্য্য করিতে রূবেণীয়দের, গাদীয়দের ও মনঃশির অর্দ্ধবংশের উপরে নিযুক্ত করিলেন।

সেনাপতি প্রভৃতি অধ্যক্ষদের নাম।

২৭ ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যানুসারে পিতৃকুলপতিগণ, সহস্রপতিগণ, শতপতিগণ ও কর্ম্মচারিগণ রাজার পরিচর্য্যা করিতেন; তাঁহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া বৎসরের সমস্ত মাসের এক এক মাসে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইতেন; প্রত্যেক

২ দলে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। প্রথম দলের উপরে প্রথম মাসের জন্য সব্দীয়েলের পুত্র যাশবিয়াম; তাঁহার দলে

৩ চব্বিশ সহস্র লোক ছিল; তিনি পেরসের সন্তানদের মধ্যবর্ত্তী; তিনি প্রথম মাসের জন্য নিযুক্ত সেনাদলের সমস্ত সেনাপতির

৪ মধ্যে প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয় মাসের দলে অহোহীয় দোদয়, ও তাঁহার দল; অধ্যক্ষ ছিলেন মিক্লোৎ; এবং তাঁহার

৫ দলে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। তৃতীয় মাসের জন্য নিযুক্ত সেনাদলের তৃতীয় সেনাপতি যিহোয়াদা যাজকের পুত্র

বনায়, তিনি প্রধান, তাঁহার দলে চব্বিশ ৬ সহস্র লোক ছিল। এই বনায় সেই ত্রিশ জনের মধ্যে বলবান ও সেই ত্রিশ জনের উপরে ছিলেন, এবং তাঁহার দলে ৭ তাঁহার পুত্র অম্মীষাবাদ ছিল। চতুর্থ মাসের জন্য চতুর্থ সেনাপতি যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল, ও তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র সবদিয়; তাঁহার দলে চব্বিশ ৮ সহস্র লোক ছিল। পঞ্চম মাসের জন্য পঞ্চম সেনাপতি যিম্রাহীয় শমহূৎ; তাঁহার দলে চব্বিশ সহস্র লোক ৯ ছিল। ষষ্ঠ মাসের জন্য ষষ্ঠ সেনাপতি তকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা; তাঁহার দলে চব্বিশ সহস্র লোক ১০ ছিল। সপ্তম মাসের জন্য সপ্তম সেনাপতি ইফ্রয়িম-সন্তানদের কুলজাত পলোনীয় হেলস; তাঁহার দলে চব্বিশ ১১ সহস্র লোক ছিল। অষ্টম মাসের জন্য অষ্টম সেনাপতি সেরহীয় কুলজাত হূশাতীয় সিব্বখয়; তাঁহার দলে চব্বিশ ১২ সহস্র লোক ছিল। নবম মাসের জন্য নবম সেনাপতি বিন্যামীন-বংশজাত অনাথোতীয় অবীয়েষর; তাঁহার দলে চব্বিশ ১৩ সহস্র লোক ছিল। দশম মাসের জন্য দশম সেনাপতি সেরহীয় কুলজাত নটোফাতীয় মহরয়; তাঁহার দলে চব্বিশ ১৪ সহস্র লোক ছিল। একাদশ মাসের জন্য একাদশ সেনাপতি ইফ্রয়িম-সন্তানদের কুলজাত পিরিয়াথোনীয় বনায়; তাঁহার দলে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। ১৫ দ্বাদশ মাসের জন্য দ্বাদশ সেনাপতি অৎনীয়েল-কুলজাত নটোফাতীয় হিল্‌দয়; তাঁহার দলে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল।

১৬ ইস্রায়েলের বংশাধ্যক্ষগণ। রূবেণীয়দের কুলে অধ্যক্ষ সিখ্রির পুত্র ইলীয়েষর; শিমিয়োনীয়দের কুলে মাখার পুত্র শফ- ১৭ টিয়; লেবির কুলে কমূয়েলের পুত্র হশ- ১৮ বিয়; হারোণের কুলে সাদোক; যিহূদার কুলে দায়ূদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে ইলীহূ; ইষাখরের কুলে মীখায়েলের পুত্র অম্রি; ১৯ সবূলূনের কুলে ওবদিয়ের পুত্র যিশ্মায়য়; নপ্তালির কুলে অস্রীয়েলের পুত্র যিরে- ২০ মোৎ; ইফ্রয়িম-সন্তানদের কুলে অসসিয়ের পুত্র হোশেয়; মনঃশির অর্দ্ধবংশের কুলে পদায়ের পুত্র যোয়েল; ২১ গিলিয়দস্থ মনঃশির অর্দ্ধবংশের কুলে ২২ সখরিয়ের পুত্র যিদ্দো; বিন্যামীনের কুলে অব্‌নেরের পুত্র যাসীয়েল; দানের কুলে যিরোহমের পুত্র অসরেল। ইহাঁরা ইস্রায়েলের বংশাধ্যক্ষ ছিলেন।

২৩ কিন্তু দায়ূদ বিংশতি বৎসর ও তদপেক্ষা অল্পবয়স্ক লোকদের সংখ্যা গ্রহণ করিলেন না, কেননা সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন, তিনি আকাশের তারার ন্যায় ২৪ ইস্রায়েলকে বহুসংখ্যক করিবেন। সরূয়ার পুত্র যোয়াব গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করেন নাই; আর গণনা প্রযুক্ত ইস্রায়েলের উপরে কোপ পড়িয়াছিল; এবং তাহাদের সংখ্যা দায়ূদ রাজার ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত হইল না।

২৫ অদীয়েলের পুত্র অস্‌মাবৎ রাজার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন; এবং ক্ষেত্র, নগর, গ্রাম ও দুর্গ সকলে যে যে ভাণ্ডার ছিল, সেই সকলের অধ্যক্ষ উষিয়ের পুত্র ২৬ যোনাথন। ক্ষেত্রের কৃষাণদের অধ্যক্ষ ২৭ কলূবের পুত্র ইষ্রি। দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকলের অধ্যক্ষ রামাথীয় শিমিয়ি; এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রস্থ দ্রাক্ষারসের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ ২৮ শিফমীয় সব্দি। নিম্নভূমিস্থিত জিতবৃক্ষ

ও সুকমোরবৃক্ষ সকলের অধ্যক্ষ গদেরীয় বাল-হানন। তৈল-ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ ২৯ যোয়াশ। শারোণে যে সকল গোরুর পাল চরিত, তাহার অধ্যক্ষ শারোণীয় সিট্রয়। নানা তলভূমিস্থিত গোরুর পালের অধ্যক্ষ অদ্‌লয়ের পুত্র শাফট। ৩০ উষ্ট্রগণের অধ্যক্ষ ইশ্মায়েলীয় ওবীল। গর্দ্দভীগণের অধ্যক্ষ মেরোণোথীয় যেহ- ৩১ দিয়। মেষপালদের অধ্যক্ষ হাগরীয় যাসীষ। ইহাঁরা দায়ূদ রাজার সম্পত্তির ৩২ অধ্যক্ষ ছিলেন। দায়ূদের পিতৃব্য যোনাথন মন্ত্রী ও বুদ্ধিমান্ লোক, আর লেখক ছিলেন; এবং হক্‌মোনির পুত্র যিহীয়েল রাজপুত্রদের বয়স্য ছিলেন। ৩৩ আর অহীথোফল রাজমন্ত্রী, এবং অর্কীয় ৩৪ হূশয় রাজার সুহৃৎ ছিলেন। আর অহী-থোফলের পরে বনায়ের পুত্র যিহোয়াদা ও অবিয়াথর ছিলেন; এবং যোয়াব রাজার সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন।

প্রজাদের ও শলোমনের প্রতি দায়ূদের উপদেশ।

২৮ পরে দায়ূদ ইস্রায়েলের সমস্ত অধ্যক্ষকে অর্থাৎ বংশাধ্যক্ষগণকে, পালানুক্রমে রাজার পরিচর্য্যাকারী দলের অধ্যক্ষগণকে, সহস্রপতি ও শতপতিগণকে এবং রাজার ও রাজপুত্রদের সমস্ত সম্পত্তির ও পশুপালের অধ্যক্ষগণকে, কর্ম্মচারীদিগকে এবং বীরগণকে, এমন কি, সমস্ত বলবান বীরকে যিরূশালেমে একত্র ২ করিলেন। তখন দায়ূদ রাজা চরণে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে আমার ভ্রাতৃগণ ও আমার প্রজাগণ, আমার কথা শুন; সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের জন্য ও আমাদের ঈশ্বরের পাদপীঠের জন্য এক বিশ্রাম-গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতে আমার মনোরথ হইয়াছিল; এবং আমি নির্ম্মাণার্থ আয়োজনও করিয়াছিলাম। ৩ কিন্তু ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি আমার নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না, কেননা তুমি যুদ্ধের লোক, তুমি রক্ত- ৪ পাত করিয়াছ। যাহা হউক, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে নিত্য রাজত্ব করণার্থে আমার সমস্ত পিতৃকুল হইতে আমাকে মনোনীত করিয়াছেন; বস্তুতঃ তিনি নায়করূপে যিহূদাকে ও যিহূদার কুলমধ্যে আমার পিতৃকুলকে মনোনীত করিয়াছেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করণার্থে আমার পিতার পুত্রগণের মধ্যে আমারই উপরে ৫ প্রসন্ন হইয়াছেন। আবার সদাপ্রভু আমাকে অনেক পুত্র দিয়াছেন, কিন্তু আমার পুত্র সকলের মধ্যে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষরূপে সদাপ্রভুর রাজসিংহাসনে বসিবার জন্য আমার পুত্র শলোমনকে ৬ মনোনীত করিয়াছেন। আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তোমার পুত্র শলোমনই আমার গৃহ ও আমার প্রাঙ্গণ সকল নির্ম্মাণ করিবে; কেননা আমি তাহাকেই আমার পুত্র বলিয়া মনোনীত করিয়াছি, আমিই তাহার পিতা হইব। ৭ আর অদ্যকার মত যদি সে আমার আজ্ঞা ও শাসন-কলাপ পালন করিতে তৎপর হয়, তবে আমি তাহার রাজ্য চিরকালের ৮ জন্য স্থির করিব। অতএব এখন সদাপ্রভুর সমাজ সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে ও আমাদের ঈশ্বরের কর্ণগোচরে তোমরা যত্নপূর্ব্বক তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞার অনুশীলন কর; যেন এই উত্তম দেশের স্বত্ব ভোগ করিতে

পার, এবং তোমাদের পরে তোমাদের সন্তানগণের চিরস্থায়ী অধিকারার্থে তাহা রাখিয়া যাও।

৯ আর হে আমার পুত্র শলোমন, তুমি আপন পিতার ঈশ্বরকে জ্ঞাত হও, এবং একাগ্র অন্তঃকরণে ও ইচ্ছুক মনে তাঁহার সেবা কর; কেননা সদাপ্রভু সমস্ত অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করেন, ও চিন্তার সমস্ত কল্পনা বুঝেন; তুমি যদি তাঁহার অন্বেষণ কর, তবে তিনি তোমাকে আপনার উদ্দেশ পাইতে দিবেন; কিন্তু যদি তাঁহাকে ত্যাগ কর, তবে তিনি তোমাকে ১০ চিরকালের জন্য দূর করিবেন। এখন সাবধান হও, কেননা ধর্ম্মধামের জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সদাপ্রভু তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন; তুমি বলবান হইয়া কার্য্য কর।

১১ পরে দায়ূদ আপন পুত্র শলোমনকে বারাণ্ডার, তাহার কক্ষ সকলের, ভাণ্ডার সকলের, উপরিস্থ কুঠরী সকলের, ভিতর-কুঠরী সকলের ও পাপাবরণ-সমন্বিত ১২ গৃহের আদর্শ দিলেন; আত্মার দ্বারা যাহা যাহা তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের আদর্শ দিলেন। [তন্মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বস্তু এই এই,] সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণ সকল, ও চারিদিকের সকল কুঠরী, ঈশ্বরের গৃহের ভাণ্ডার সকল ও পবিত্রীকৃত বস্তুর ভাণ্ডার সকল; ১৩ আর যাজকদের ও লেবীয়দের পালা, এবং সদাপ্রভুর গৃহ সম্পর্কীয় সেবাকর্ম্মার্থক সমস্ত কার্য্য, ও সদাপ্রভুর গৃহ সম্পর্কীয় সেবাকর্ম্মার্থক সমস্ত পাত্র; ১৪ স্বর্ণপাত্র সকলের জন্য সকল প্রকার সেবাকর্ম্মার্থক সমস্ত পাত্রের জন্য পরিমিত স্বর্ণ; সমস্ত রৌপ্যময় পাত্রের সকল প্রকার সেবাকর্ম্মার্থক সমস্ত পাত্রের ১৫ জন্য পরিমিত রৌপ্য; এবং স্বর্ণদীপবৃক্ষের ও স্বর্ণদীপ সকলের জন্য, অর্থাৎ সকল দীপবৃক্ষের ও তৎসম্বন্ধীয় দীপের জন্য পরিমিত স্বর্ণ; এবং রৌপ্যময় দীপবৃক্ষের, প্রত্যেক দীপবৃক্ষের ব্যবহার অনুসারে সকল দীপবৃক্ষের ও তৎসম্বন্ধীয় ১৬ দীপগুলির জন্য পরিমিত রৌপ্য; এবং দর্শন-রুটীর মেজ সকলের মধ্যে প্রত্যেক মেজের জন্য পরিমিত স্বর্ণ, এবং রৌপ্য- ১৭ ময় মেজ সকলের জন্য রৌপ্য; এবং ত্রিকণ্টক শূল, বাটি ও স্রুব সকলের জন্য নির্ম্মল স্বর্ণ; এবং স্বর্ণময় কটোরা সকলের মধ্যে প্রত্যেক কটোরার জন্য পরিমিত স্বর্ণ; এবং রৌপ্যময় কটোরা সকলের মধ্যে প্রত্যেক কটোরার জন্য ১৮ পরিমিত রৌপ্য; এবং ধূপবেদির জন্য পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণ; এবং বাহনের, অর্থাৎ যে করূবদ্বয় পক্ষ বিস্তার করিয়া সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক আচ্ছাদন করিয়াছিল, তাহাদের আদর্শের জন্য স্বর্ণ। ১৯ [দায়ূদ কহিলেন], এ সমস্ত সদাপ্রভুর হস্তচালন ক্রমে রচিত লিপি; তিনি আদর্শের সমস্ত কার্য্য আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

২০ পরে দায়ূদ আপন পুত্র শলোমনকে কহিলেন, তুমি বলবান হও, সাহস কর, কার্য্য কর; ভয় করিও না, নিরাশ হইও না; কেননা সদাপ্রভু ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, তোমার সহবর্ত্তী; সদাপ্রভুর গৃহবিষয়ক কার্য্যের সমস্ত রচনা যাবৎ সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না, তোমাকে ত্যাগ করিবেন ২১ না। আর দেখ, ঈশ্বরের গৃহ সম্পর্কীয় সমস্ত সেবাকর্ম্মের জন্য যাজকদের ও

লেবীয়দের পালা আছে, এবং সমস্ত কার্য্যের জন্য সুনিপুণ স্বতঃপ্রবৃত্ত লোকেরা সমস্ত রচনায় তোমার সহবর্ত্তী হইবে; আর অধ্যক্ষগণ ও সমস্ত প্রজা তোমার সমস্ত বাক্য মানিবে।

২৯ পরে দায়ূদ রাজা সমস্ত সমাজকে কহিলেন, ঈশ্বর কেবল আমার পুত্র শলোমনকে মনোনীত করিয়াছেন; সে এখনও অল্পবয়স্ক ও কোমল, আর এই কার্য্য অতি মহৎ, কেননা এই প্রাসাদ মনুষ্যের নিমিত্ত নয়, কিন্তু ২ সদাপ্রভু ঈশ্বরের নিমিত্ত। আর আমার যতটা ক্ষমতা আছে, তদনুসারে আমি আমার ঈশ্বরের গৃহের নিমিত্ত স্বর্ণময় দ্রব্যের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্যময় দ্রব্যের জন্য রৌপ্য, পিত্তলময় দ্রব্যের জন্য পিত্তল, লৌহময় দ্রব্যের জন্য লৌহ, ও কাষ্ঠময় দ্রব্যের জন্য কাষ্ঠ, এবং গোমেদক মণি, খচনার্থক মণি, তেজস্বী প্রস্তর ও নানাবর্ণের প্রস্তর, এবং সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর ও মর্ম্মর প্রস্তর প্রচুর- ৩ রূপে আয়োজন করিয়াছি। আবার সেই পবিত্র গৃহের নিমিত্ত যাহা যাহা আয়োজন করিয়াছি, তদ্ব্যতীত আমার নিজস্ব স্বর্ণ ও রৌপ্যধনও আছে; আমার ঈশ্বরের গৃহের প্রতি অনুরাগ প্রযুক্ত আমি আপন ঈশ্বরের গৃহের জন্য তাহাও ৪ দিলাম; ফলতঃ গৃহদ্বয়ের ভিত্তি সকল মুড়িবার জন্য তিন সহস্র তালন্ত স্বর্ণ, ওফীরের স্বর্ণ, ও সাত সহস্র তালন্ত ৫ নির্ম্মল রৌপ্য দিলাম; স্বর্ণময় দ্রব্যের জন্য স্বর্ণ, ও রৌপ্যময় দ্রব্যের জন্য রৌপ্য, এবং শিল্পকারদের হস্ত দ্বারা যাহা যাহা করা যাইবে, তাহার জন্যও দিলাম। ভাল, অদ্য কে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনার হস্তপূরণ জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক দান ৬ করে? তখন পিতৃকুলপতিগণ, ইস্রায়েলের বংশাধ্যক্ষগণ, সহস্রপতিগণ, শতপতিগণ ও রাজার কার্য্যাধ্যক্ষগণ ৭ ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরের গৃহের কার্য্যের জন্য পাঁচ সহস্র তালন্ত স্বর্ণ, অদর্কোন নামে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, দশ সহস্র তালন্ত রৌপ্য, আঠার সহস্র তালন্ত পিত্তল, ও এক লক্ষ তালন্ত ৮ লৌহ দিলেন। আর যাহাদের নিকটে মণি পাওয়া গেল, তাহারা গের্শোনীয় যিহীয়েলের হস্তে সদাপ্রভুর গৃহের ৯ ভাণ্ডারের জন্য তাহা দিল। তাহাতে প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করা হেতু আনন্দ করিল, কেননা তাহারা একাগ্রচিত্তে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করিল, এবং দায়ূদ রাজাও মহানন্দে আনন্দ করিলেন।

১০ আর দায়ূদ সমস্ত সমাজের সাক্ষাতে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিলেন। দায়ূদ কহিলেন, হে সদাপ্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষ ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি অনাদি- ১১ কাল অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত ধন্য। হে সদাপ্রভু, মহত্ত্ব, পরাক্রম, গৌরব, জয় ও প্রতাপ তোমারই; কেননা স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলই তোমার; হে সদাপ্রভু, রাজ্য তোমারই, এবং তুমি সকলের মস্তকরূপে উন্নত। ১২ তোমা হইতে ধন ও গৌরব আইসে, এবং তুমি সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছ; তোমারই হস্তে বল ও পরাক্রম, এবং তোমারই হস্তে সকলকে মহত্ত্ব ও ১৩ শক্তি দিবার অধিকার। আর এখন, হে আমাদের ঈশ্বর, আমরা তোমার স্তব করিতেছি, তোমার গৌরবান্বিত নামের

১৪ প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু আমি কে, আমার প্রজারাই বা কে যে, আমরা এই প্রকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করিতে সমর্থ হই? সমস্তই ত তোমা হইতে আইসে, এবং তোমার হস্ত হইতে যাহা পাইয়াছি, ১৫ তাহাই তোমাকে দিলাম। কেননা আমাদের সমস্ত পিতৃপুরুষ যেমন ছিলেন, তেমনি আমরাও তোমার সম্মুখে বিদেশী ও প্রবাসী, পৃথিবীতে আমাদের আয়ু ১৬ ছায়াসদৃশ ও আশাবিহীন। হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তোমার পবিত্র নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমরা এই যে দ্রব্যরাশির আয়োজন করিয়াছি, এ সকল তোমার হস্ত হইতেই ১৭ আসিয়াছে, এবং সকলই তোমার। আর আমি জানি, হে আমার ঈশ্বর, তুমি অন্তঃকরণের পরীক্ষা করিয়া থাক, ও তুমি সরলতায় প্রসন্ন; আমি আপন অন্তঃকরণের সরলতায় ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল দ্রব্য দিলাম, এবং এখন এই স্থানে সমাগত তোমার প্রজাদিগকেও আনন্দ সহকারে তোমার উদ্দেশে ইচ্ছাপূর্ব্বক ১৮ দান করিতে দেখিলাম। হে সদাপ্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি আপন প্রজাদের অন্তঃকরণের চিন্তামানসে এই প্রকার ভাব চিরস্থায়ী করিয়া রাখ, ও আপনার প্রতি তাহাদের অন্তঃকরণ স্থির ১৯ কর। আর আমার পুত্র শলোমনকে একাগ্র চিত্ত প্রদান কর, যেন সে তোমার আজ্ঞা, তোমার প্রমাণবাক্য ও তোমার বিধিকলাপ পালন করিতে ও এই সমস্ত কার্য্য করিতে পারে, এবং আমি যে প্রাসাদের জন্য আয়োজন করিয়াছি, তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারে।

২০ পরে দায়ূদ সমস্ত সমাজকে কহিলেন, এখন তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। তাহাতে সমস্ত সমাজ আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল, এবং মস্তক নমন করিয়া সদাপ্রভুর ও রাজার কাছে ২১ প্রণিপাত করিল। আর তাহারা পর দিবসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিল, ও সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করিল, অর্থাৎ এক সহস্র বলদ, এক সহস্র মেষ, এক সহস্র মেষশাবক, ও সেই সকলের পানীয় নৈবেদ্য ও প্রচুর বলি সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য উৎসর্গ ২২ করিল; এবং সেই দিন মহানন্দে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ভোজন পান করিল। আর তাহারা দায়ূদের পুত্র শলোমনকে দ্বিতীয় বার রাজা করিল, এবং তাঁহাকে নায়ক ও সাদোককে যাজক করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে অভিষেক করিল। ২৩ তাহাতে শলোমন আপন পিতা দায়ূদের পদে রাজা হইয়া সদাপ্রভুর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, ও কৃতকার্য্য হইলেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েল তাঁহার আজ্ঞাবহ ২৪ হইল। আর অধ্যক্ষেরা ও বীরেরা সকলে এবং দায়ূদ রাজার সমস্ত পুত্রও শলোমন রাজার অধীনতা স্বীকার করি- ২৫ লেন। আর সদাপ্রভু সমস্ত ইস্রায়েলের দৃষ্টিতে শলোমনকে অতিশয় মহান্ করিলেন, এবং তাঁহাকে এমন রাজপ্রতাপ দিলেন, যাহা পূর্ব্বে ইস্রায়েলের কোন রাজা প্রাপ্ত হন নাই।

দায়ূদের মৃত্যু।

২৬ যিশয়ের পুত্র দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েলের ২৭ উপরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি

চল্লিশ বৎসর কাল ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিলেন ; সাত বৎসর হিব্রোণে, ও তেত্রিশ বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব ২৮ করেন। পরে তিনি আয়ু, ধন ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থায় মরিলেন, এবং তাঁহার পুত্র শলোমন তাঁহার পদে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ২৯ আর দেখ, শমূয়েল দর্শকের পুস্তকে, নাথন ভাববাদীর পুস্তকে ও গাদ দর্শকের পুস্তকে দায়ূদ রাজার আদ্যোপান্ত কর্ম্মের বৃত্তান্ত, তাঁহার সমস্ত রাজত্বের ৩০ ও বিক্রমের বিবরণ এবং তাঁহার ও ইস্রায়েলের এবং দেশীয় সকল রাজ্যের উপর দিয়া যে সকল কাল বহিয়াছিল, তৎসমুদয়ের কথা লিখিত আছে।

বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড

শলোমনের প্রার্থনার উত্তর। তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি।

১ আর দায়ূদের পুত্র শলোমন আপন রাজ্যে আপনাকে বলবান করিলেন, এবং তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী থাকিয়া তাঁহাকে অতিশয় মহান্ করি- ২ লেন। পরে শলোমন সমস্ত ইস্রায়েলের অর্থাৎ সহস্রপতিদের, শতপতিদের, বিচারকর্ত্তাদের ও সমস্ত ইস্রায়েলের যাবতীয় অধ্যক্ষের—কুলপতিদিগের— ৩ সহিত কথা কহিলেন। তাহাতে শলোমন ও তাঁহার সহিত সমস্ত সমাজ গিবিয়োনস্থ উচ্চস্থলীতে গেলেন ; কেননা সদাপ্রভুর দাস মোশি প্রান্তরে যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরীয় সেই সমা- ৪ গম-তাম্বু সেই স্থানে ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক দায়ূদ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম হইতে, দায়ূদ তাহার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আনিয়াছিলেন, কেননা তিনি তাহার জন্য যিরূশালেমে ৫ এক তাম্বু স্থাপন করিয়াছিলেন। আর হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেল যে পিত্তলময় যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখে ছিল ; আর শলোমন ও সমাজ তাহার কাছে ৬ অন্বেষণ করিলেন। তখন শলোমন ঐ স্থানে সমাগম-তাম্বুর সমীপস্থ পিত্তলময় বেদিতে সদাপ্রভুর সম্মুখে যজ্ঞ করিলেন, এক সহস্র হোমবলি উৎসর্গ করিলেন।

৭ সেই রাত্রিতে ঈশ্বর শলোমনকে দর্শন দিয়া কহিলেন, যাচ্ঞা কর, আমি তোমাকে ৮ কি দিব? তখন শলোমন ঈশ্বরকে কহিলেন, তুমি আমার পিতা দায়ূদের প্রতি মহাদয়া প্রকাশ করিয়াছ, আর তাঁহার ৯ পদে আমাকে রাজা করিয়াছ। এখন, হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, তুমি আমার পিতা দায়ূদের কাছে যে কথা বলিয়াছ, তাহা স্থিরীকৃত হউক ; কেননা তুমিই পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় বহুসংখ্যক এক জাতির ১০ উপরে আমাকে রাজা করিয়াছ। আমি যেন এই লোকদের সাক্ষাতে বাহিরে যাইতে ও ভিতরে আসিতে পারি, সে জন্য এখন আমাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দেও ; কারণ তোমার এমন বৃহৎ প্রজাবৃন্দের বিচার ১১ করা কাহার সাধ্য? তখন ঈশ্বর শলোমনকে কহিলেন, ইহাই তোমার মনে

উদয় হইয়াছে; তুমি ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, গৌরব কিম্বা বৈরীদের প্রাণ যাচ্ঞা কর নাই, দীর্ঘায়ুও যাচ্ঞা কর নাই; কিন্তু আমি আমার যে প্রজাদের উপরে তোমাকে রাজা করিয়াছি, তুমি তাহাদের বিচার করিবার জন্য আপনার নিমিত্ত ১২ বুদ্ধি ও জ্ঞান যাচ্ঞা করিয়াছ। বুদ্ধি ও জ্ঞান তোমাকে দত্ত হইল; অধিকন্তু তোমার পূর্ব্বে কোন রাজার যাদৃশ হয় নাই, এবং তোমার পরেও যাদৃশ হইবে না, তাদৃশ ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি ও গৌরব ১৩ আমি তোমাকে দিব। পরে শলোমন গিবিয়োনের উচ্চস্থলী হইতে, সমাগম-তাম্বুর সম্মুখ হইতে, যিরূশালেমে আসিলেন, আর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে থাকিলেন।

১৪ আর শলোমন অনেক রথ ও অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন; তাঁহার এক সহস্র চারি শত রথ, ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল; আর সেই সকল তিনি রথ-নগরসমূহে; এবং যিরূশালেমে রাজার ১৫ নিকটে রাখিতেন। রাজা যিরূশালেমে রৌপ্য ও স্বর্ণকে প্রস্তরের ন্যায়, এবং এরস কাষ্ঠকে নিম্নভূমিস্থ সুকমোর ১৬ গাছের ন্যায় প্রচুর করিলেন। আর শলোমনের অশ্ব সকল মিসর হইতে আনা হইত, রাজার বণিকেরা দল হিসাবে মূল্য ১৭ দিয়া পালে পালে অশ্ব পাইত। আর মিসর হইতে ক্রীত ও আনীত এক এক রথের মূল্য ছয় শত [শেকল] রৌপ্য, ও এক এক অশ্বের মূল্য এক শত পঞ্চাশ [শেকল] ছিল। এই প্রকারে উহাদের দ্বারা সমস্ত হিত্তীয় রাজার ও অরামীয় রাজার জন্যও অশ্ব আনা হইত।

মন্দির নির্ম্মাণ জন্য আয়োজন।

২ পরে শলোমন সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ ও আপনার রাজ্যের নিমিত্ত এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে স্থির ২ করিলেন; আর শলোমন ভার বহিতে সত্তর সহস্র লোক, পর্ব্বতে [কাষ্ঠাদি] ছেদন করিতে আশী সহস্র লোক ও তাহাদের অধ্যক্ষরূপে তিন সহস্র ছয় শত লোক নিযুক্ত করিলেন।

৩ আর শলোমন সোরের হূরম রাজার নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিলেন, আপনি আমার পিতা দায়ূদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ও তাঁহার বসতিবাটী নির্ম্মাণার্থে তাঁহার কাছে যেরূপ এরস কাষ্ঠ পাঠাইয়াছিলেন, [তদ্রূপ আমার ৪ জন্যও করুন]। দেখুন, আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইয়াছি; তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালাইবার জন্য, নিত্য দর্শন-রুটীর জন্য এবং প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে, বিশ্রামবারে, অমাবস্যায় ও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সকল পর্ব্বে হোম করিবার জন্য তাহা পবিত্র করিব। এ সকল কর্ম্ম ইস্রায়েলের নিত্য কর্ত্তব্য। ৫ আর আমি যে গৃহ নির্ম্মাণ করিব, তাহা মহৎ হইবে, কেননা আমাদের ঈশ্বর ৬ সকল দেবতা হইতে মহান্। কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কে সমর্থ? কেননা স্বর্গ এবং স্বর্গের স্বর্গও তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না; তবে আমি কে যে, তাঁহার উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করি? কেবল তাঁহার সম্মুখে ধূপদাহ করিবার স্থান [নির্ম্মাণ করিতে ৭ পারি]। অতএব আমার পিতা দায়ূদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত যে জ্ঞানবান লোকেরা

যিহূদায় ও যিরূশালেমে আমার নিকটে আছে, তাহাদের সহিত স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ এবং বেগুনে, রক্ত ও নীল-বর্ণ সূত্রের কার্য্য করণে ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষোদন কার্য্যে নিপুণ এক জন লোককে ৮ পাঠাইবেন। আর লিবানোন হইতে এরসকাষ্ঠ, দেবদারুকাষ্ঠ ও আল্‌গুমকাষ্ঠ আমার এখানে পাঠাইবেন; কেননা আমি জানি, আপনার দাসেরা লিবানোনে কাষ্ঠ কাটিতে তৎপর; আর দেখুন, আমার দাসেরাও আপনার দাসদের সহিত ৯ থাকিবে। আমার জন্য প্রচুর কাষ্ঠ প্রস্তুত করিতে হইবে, কেননা আমি যে গৃহ নির্ম্মাণ করিব, তাহা মহৎ ও আশ্চর্য্য ১০ হইবে। আর দেখুন, আমি আপনার দাসদিগকে, যে কাঠুরিয়ারা গাছ কাটিবে, তাহাদিগকে বিংশতি সহস্র কোর্‌ মাড়া গোধূম, বিংশতি সহস্র কোর্‌ যব, বিংশতি সহস্র বাৎ দ্রাক্ষারস ও বিংশতি সহস্র বাৎ তৈল দিব।

১১ পরে সোরের রাজা হূরম শলোমনের কাছে এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে প্রেম করেন, এই জন্য তাহাদের উপরে আপনাকে ১২ রাজা করিয়াছেন। হূরম আরও কহিলেন, ধন্য সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, স্বর্গমর্ত্ত্যের নির্ম্মাণকর্ত্তা, যিনি দায়ূদ রাজাকে সূক্ষ্মদর্শী ও বুদ্ধিমান এক বিজ্ঞ পুত্র দিয়াছেন, সেই পুত্র সদাপ্রভুর জন্য এক গৃহ ও আপন রাজ্যের জন্য এক গৃহ ১৩ নির্ম্মাণ করিবেন। এখন আমি হূরম-আবি নামক এক জন জ্ঞানবান্‌ ও বুদ্ধি-১৪ মান লোককে পাঠাইলাম। সে দান-বংশীয়া এক স্ত্রীর পুত্র, তাহার পিতা সোরের লোক; সে স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ, প্রস্তর ও কাষ্ঠ, এবং বেগুনে, নীল, মসীনা-সূত্রের ও রক্তবর্ণ সূত্রের কার্য্য করিতে তৎপর। আর সে সর্ব্ব-প্রকার ক্ষোদন কার্য্য করিতে ও সর্ব্ববিধ কল্পনার কার্য্য প্রস্তুত করিতে তৎপর। তাহাকে আপনার কার্য্যনিপুণ লোকদের সহিত এবং আপনার পিতা আমার প্রভু দায়ূদের কার্য্যনিপুণ লোকদের ১৫ সহিত স্থান দেওয়া যাউক। অতএব আমার প্রভু যে গোধূম, যব, তৈল ও দ্রাক্ষারসের কথা বলিয়াছেন, তাহা আপন দাসদের নিকটে পাঠাইয়া দিউন। ১৬ আর আপনার যত কাষ্ঠের প্রয়োজন হইবে, আমরা লিবানোনে তত কাষ্ঠ কাটিব, এবং মাড় বাঁধিয়া সমুদ্রপথে যাফোতে আপনার জন্য পেঁছাইয়া দিব; পরে আপনি তাহা যিরূশালেমে তুলিয়া লইয়া যাইবেন।

১৭ আর শলোমন আপন পিতা দায়ূদের গণনার পরে ইস্রায়েল দেশের সমস্ত প্রবাসী লোক গণনা করাইলেন, তাহাতে এক লক্ষ তিপ্পান্ন সহস্র ছয় শত লোক ১৮ পাওয়া গেল। তাহাদের মধ্যে তিনি ভার বহিতে সত্তর সহস্র লোক, পর্ব্বতে [কাষ্ঠাদি] ছেদন করিতে আশী সহস্র লোক ও লোকদিগকে কার্য্য করাইবার জন্য তিন সহস্র ছয় শত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

মন্দির নির্ম্মাণ।

৩ পরে শলোমন যিরূশালেমে মোরিয়া পর্ব্বতে সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন; [সদাপ্রভু] সেই স্থানে তাঁহার পিতা দায়ূদকে দর্শন দিয়াছিলেন, এবং দায়ূদ সেই স্থান নিরূপণ

করিয়াছিলেন; তাহা যিবূষীয় অর্ণানের ২ খামার। তিনি আপন রাজত্বের চতুর্থ বৎসরের দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় দিনে নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

৩ শলোমন ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যে মূল উপদেশ পাইয়াছিলেন, তদনুসারে হস্তের প্রাচীন পরিমাণে গৃহের দীর্ঘতা ষাট হস্ত ও প্রস্থ বিংশতি ৪ হস্ত করা হইল। আর গৃহের সম্মুখস্থ বারাণ্ডা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও এক শত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল; আর তিনি ভিতরে তাহা নির্ম্মল ৫ স্বর্ণে মুড়াইলেন। তিনি বৃহৎ গৃহের গাত্র উত্তম স্বর্ণমণ্ডিত দেবদারু কাষ্ঠে আবৃত করিলেন ও তাহার উপরে খর্জ্জুর- ৬ বৃক্ষ ও শৃঙ্খলাকৃতি করিলেন। আর শোভার নিমিত্ত গৃহটী মূল্যবান প্রস্তরে অলঙ্কৃত করিলেন; ঐ স্বর্ণ পর্বয়িম ৭ দেশের স্বর্ণ। আর তিনি গৃহ, গৃহের কড়িকাষ্ঠ, গোবরাট, ভিত্তি ও কবাট স্বর্ণে মুড়াইলেন, এবং ভিত্তির উপরে ৮ করূবাকৃতি ক্ষুদিলেন। আর তিনি অতি পবিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার দীর্ঘতা গৃহের প্রস্থের ন্যায় বিংশতি হস্ত ও প্রস্থ বিংশতি হস্ত; এবং তিনি ছয় শত তালন্ত উত্তম স্বর্ণ দ্বারা ৯ তাহা মুড়াইলেন। প্রেকের পরিমাণ পঞ্চাশ শেকল স্বর্ণ। তিনি উপরিস্থ কুঠরী সকলও স্বর্ণ দ্বারা মুড়াইলেন।

১০ অতি পবিত্র গৃহের মধ্যে তিনি নিকালকার্য্য দ্বারা দুই করূব নির্ম্মাণ করিলেন; ১১ আর তাহা স্বর্ণে মুড়ান হইল। এই করূব দুইটীর পক্ষ বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, একটীর পাঁচ হস্ত দীর্ঘ এক পক্ষ গৃহের ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং পাঁচ হস্ত দীর্ঘ অন্য পক্ষ দ্বিতীয় করূবের পক্ষ স্পর্শ ১২ করিল। সেই করূবের পাঁচ হস্ত দীর্ঘ প্রথম পক্ষ গৃহের ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং পাঁচ হস্ত দীর্ঘ দ্বিতীয় পক্ষ ঐ করূ- ১৩ বের পক্ষ স্পর্শ করিল। সেই করূব দুইটীর পক্ষ চতুষ্টয় বিংশতি হস্ত বিস্তারিত, তাহারা চরণে দণ্ডায়মান, এবং তাহাদের মুখ গৃহের দিকে ছিল।

১৪ আর তিনি নীল, বেগুনে ও রক্তবর্ণ এবং মসীনা-সূত্র নির্ম্মিত তিরস্করিণী প্রস্তুত করিলেন ও তাহাতে করূবাকৃতি ১৫ করিলেন। আর তিনি গৃহের সম্মুখে পঁয়ত্রিশ হস্ত উচ্চ দুই স্তম্ভ করিলেন, এক এক স্তম্ভের উপরে যে মাথলা তাহা ১৬ পাঁচ হস্ত উচ্চ হইল। আর তিনি অন্তর্গৃহে শৃঙ্খল করিয়া সেই স্তম্ভের মস্তকে দিলেন, এবং এক শত দাড়িম্বাকৃতি করিয়া ঐ শৃঙ্খলের উপরে রাখিলেন। ১৭ সেই দুইটী স্তম্ভ তিনি মন্দিরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন, একটা দক্ষিণে ও অন্যটা বামে রাখিলেন, এবং যেটী দক্ষিণে, সেটীর নাম যাখীন [তিনি স্থির করিবেন] ও যেটী বামে, সেটার নাম বোয়স [ইহাতেই বল] রাখিলেন।

৪ আর তিনি পিত্তলময় এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত, প্রস্থ বিংশতি হস্ত ও উচ্চতা দশ হস্ত।

২ আর তিনি ছাঁচে ঢালা গোলাকার সমুদ্রপাত্র নির্ম্মাণ করিলেন; তাহা এক কাণা অবধি অন্য কাণা পর্য্যন্ত দশ হস্ত ও তাহার উচ্চতা পাঁচ হস্ত, এবং তাহার ৩ পরিধি ত্রিশ হস্ত করিলেন। তাহার চারিদিকে তাহার নীচে সমুদ্রপাত্র বেষ্টনকারী বলদের আকৃতি ছিল, প্রত্যেক হস্ত

পরিমাণের মধ্যে দশ দশ আকৃতি ছিল ; পাত্র ঢালিবার সময়ে সেই গবাকৃতির ৪ দুই শ্রেণী ছাঁচে ঢালা গিয়াছিল। ঐ পাত্র বারোটী গোরুর উপরে স্থাপিত ছিল, তাহাদের তিনটী উত্তরমুখ, তিনটী পশ্চিমমুখ, তিনটী দক্ষিণমুখ ও তিনটী পূর্ব্বমুখ ছিল, এবং সমুদ্রপাত্র তাহাদের উপরে রহিল ; তাহাদের সকলের ৫ পশ্চাদ্ভাগ ভিতরে থাকিল। ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু ও তাহার কাণা পানপাত্রের কাণার সদৃশ, শোষণ পুষ্পাকার ছিল. তাহাতে তিন সহস্র বাৎ ধরিত।

৬ আর তিনি দশটী প্রক্ষালনপাত্র নির্ম্মাণ করিলেন, এবং প্রক্ষালনার্থে তাহার পাঁচটা দক্ষিণে ও পাঁচটা বামে স্থাপন করিলেন ; তাহার মধ্যে তাহারা হোমবলিদানের সামগ্রী প্রক্ষালন করিত, কিন্তু সমুদ্রপাত্র যাজকদের প্রক্ষালনার্থে ছিল। ৭ আর তিনি বিধিমতে স্বর্ণময় দশটী দীপাধার নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরে স্থাপন করিলেন, তাহার পাঁচটী দক্ষিণে ও পাঁচটী ৮ বামে রাখিলেন। আর তিনি দশখানি মেজও নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার পাঁচখানি দক্ষিণে ও পাঁচখানি বামে মন্দিরের মধ্যে রাখিলেন। আর তিনি এক শত ৯ স্বর্ণময় বাটিও নির্ম্মাণ করিলেন। আর তিনি যাজকদের প্রাঙ্গণ, বৃহৎ প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণের দ্বার সকল নির্ম্মাণ করিলেন, ও তাহার কবাটগুলি পিত্তলে মুড়িলেন। ১০ আর সমুদ্রপাত্র দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব্বদিকে দক্ষিণদিকের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

১১ আর হূরম স্থালী, হাতা ও বাটি সকল নির্ম্মাণ করিল। এইরূপে হূরম শলোমন রাজার জন্য ঈশ্বরের গৃহের যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত ১২ করিল ; অর্থাৎ দুই স্তম্ভ ও সেই দুই স্তম্ভের উপরিস্থ গোলাকার ও মাথলা, এবং সেই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার আচ্ছাদনার্থক দুই জালকার্য্য, ১৩ এবং দুই জালকার্য্যের জন্য চারি শত দাড়িম্বাকার, অর্থাৎ স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার আচ্ছাদনার্থক এক এক জালকার্য্যের জন্য দুই শ্রেণী ১৪ দাড়িম্বাকার করিল। আর সে পীঠ সকল নির্ম্মাণ করিল, এবং সেই পীঠের উপরে প্রক্ষালনপাত্র সকল নির্ম্মাণ ১৫ করিল ; এক সমুদ্রপাত্র ও তাহার নীচে ১৬ বারোটী গোরু ; এবং স্থালী, হাতা ও ত্রিকণ্টক শূল এবং অন্য সমস্ত পাত্র হূরম-আবি শলোমন রাজার নিমিত্ত সদাপ্রভুর গৃহের জন্য তেজস্বী পিত্তলে নির্ম্মাণ ১৭ করিল। রাজা যর্দ্দনের অঞ্চলে সুক্কোৎ ও সরেদার মধ্যস্থিত কর্দ্দমভূমিতে তাহা ১৮ ঢালাইলেন। আর শলোমন এই যে সকল পাত্র নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা প্রচুর, কেননা পিত্তলের পরিমাণ নির্ণয় করা গেল না।

১৯ শলোমন ঈশ্বরের গৃহস্থিত সমস্ত পাত্র, এবং স্বর্ণময় বেদি, ও দর্শন-রুটী রাখি- ২০ বার মেজ, এবং অন্তর্গৃহের সম্মুখে বিধিমতে জ্বালাইবার জন্য নির্ম্মল স্বর্ণের দীপ- ২১ বৃক্ষ সকল, এবং পুষ্প, প্রদীপ ও চিমটা সকল স্বর্ণে নির্ম্মাণ করিলেন, সেই স্বর্ণ ২২ বিশুদ্ধ ; আর কর্ত্তরী, বাটি, চমস ও অঙ্গারপাত্র নির্ম্মল স্বর্ণে, এবং গৃহের দ্বার, মহাপবিত্র স্থানের ভিতরের কবাট ও গৃহের অর্থাৎ মন্দিরের কবাট সকল স্বর্ণে নির্ম্মাণ করিলেন।

এইরূপে সদাপ্রভুর গৃহের জন্য শলোমনের কৃত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইল।

আর শলোমন আপন পিতা দায়ূদের পবিত্রীকৃত দ্রব্য সকল অর্থাৎ রৌপ্য, স্বর্ণ ও সকল পাত্র আনাইয়া ঈশ্বরের গৃহস্থিত ভাণ্ডারে রাখিলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠা।

২ পরে শলোমন দায়ূদ-নগর অর্থাৎ সিয়োন হইতে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক উঠাইয়া আনিবার জন্য ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে ও সমস্ত বংশপতিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণের পিতৃকুলাধ্যক্ষদিগকে, যিরূশালেমে একত্র করি-৩ লেন। তাহাতে সপ্তম মাসে, উৎসব সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার ৪ নিকটে একত্র হইল। পরে ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ উপস্থিত হইলে লেবী-৫ য়েরা সিন্দুকটী উঠাইল। আর তাহারা সিন্দুক, সমাগম-তাম্বু ও তাম্বুর মধ্যস্থিত সমস্ত পবিত্র পাত্র উঠাইয়া আনিল; লেবীয় যাজকগণ এই সকল উঠাইয়া ৬ আনিল। আর শলোমন রাজা এবং তাঁহার কাছে সমাগত সমস্ত ইস্রায়েল-মণ্ডলী সিন্দুকের সম্মুখে থাকিয়া অনেক মেষ ও গো বলিদান করিলেন, সে সমস্ত বাহুল্য প্রযুক্ত অসংখ্য ও অগণ্য ছিল। ৭ পরে যাজকেরা সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক লইয়া গিয়া স্বস্থানে, গৃহের অন্তর্গৃহে, মহাপবিত্র স্থানে, দুই করূবের পক্ষের ৮ নীচে স্থাপন করিল। করূব দুইটী সিন্দুকের স্থানের উপরে পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিল, আর ঊর্দ্ধে করূবেরা সিন্দুক ও তাহার দুই বহন-দণ্ড আচ্ছাদন করিয়া ৯ রহিল। সেই দুই বহন-দণ্ড এমন লম্বা ছিল যে, তাহার অগ্রভাগ সিন্দুকের অগ্রে অন্তর্গৃহের সম্মুখে দৃষ্ট হইত, তথাপি তাহা বাহিরে দৃষ্ট হইত না; অদ্য পর্য্যন্ত ১০ তাহা সেই স্থানে আছে। সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল সেই দুইখানা প্রস্তর-ফলক ছিল, যাহা মোশি হোরেবে তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলেন; সেই সময়ে, মিসর হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বাহির হইয়া আসিবার পর, সদাপ্রভু তাহাদের সহিত নিয়ম করিয়াছিলেন।

১১ বাস্তবিক যাজকগণ পবিত্র স্থান হইতে বাহির হইল, তথায় উপস্থিত যাজকেরা সকলেই আপনাদিগকে পবিত্র করিয়াছিল, তাহাদিগকে আপন আপন পালা ১২ রক্ষা করিতে হইল না; এবং গায়ক লেবীয়েরা সকলে, আসফ, হেমন, যিদূথূন ও তাঁহাদের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ, মসীনা-বস্ত্র পরিহিত হইয়া, এবং করতাল, নেবল ও বীণা সহকারে যজ্ঞবেদির পূর্ব্বপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিল, এবং তূরীবাদক এক শত বিংশতি জন যাজক তাহাদের সঙ্গে ১৩ ছিল। সেই তূরীবাদকেরা ও গায়কেরা সকলে একরবে সদাপ্রভুর প্রশংসা ও স্তব করিবার জন্য এক ব্যক্তির ন্যায় উপস্থিত ছিল; এবং যখন তাহারা তূরী ও করতালাদি বাদ্যের সহিত মহাশব্দ করিয়া 'তিনি মঙ্গলময়, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী,' এই কথা বলিয়া সদাপ্রভুর প্রশংসা করিল, তৎকালে গৃহ, ১৪ সদাপ্রভুর গৃহ মেঘে এমন পরিপূর্ণ হইল যে, মেঘ প্রযুক্ত যাজকেরা পরিচর্য্যা করিবার জন্য দাঁড়াইতে পারিল না; কেননা ঈশ্বরের গৃহ সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

৬ তখন শলোমন কহিলেন, সদাপ্রভু বলিয়াছেন যে, তিনি ঘোর অন্ধকারে

২ বাস করিবেন। কিন্তু আমি তোমার এক বসতিগৃহ নির্ম্মাণ করাইলাম; ইহা ৩ চিরকাল তোমার নিবাস-স্থান। পরে রাজা মুখ ফিরাইয়া সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; আর সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজ দণ্ডায়মান হইল। ৪ আর তিনি কহিলেন, ধন্য সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর; তিনি আমার পিতা দায়ূদের কাছে আপন মুখে এই কথা বলিয়াছিলেন, এবং আপন হস্ত দ্বারা ইহা ৫ সফল করিয়াছেন, যথা, যে দিন আমার প্রজাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি, সেই দিন হইতে আমি আপন নাম স্থাপন জন্য গৃহ নির্ম্মাণার্থে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে কোন নগর মনোনীত করি নাই; এবং আপন প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ হইবার জন্য ৬ কোন মনুষ্যকে মনোনীত করি নাই। কিন্তু আপন নাম স্থাপন জন্য আমি যিরূশালেম মনোনীত করিয়াছি ও আমার প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ হইবার জন্য দায়ূদকে ৭ মনোনীত করিয়াছি। আর ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমার পিতা দায়ূদের ৮ মনোরথ ছিল। কিন্তু সদাপ্রভু আমার পিতা দায়ূদকে কহিলেন, আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে তোমার মনোরথ হইয়াছে; তোমার এইরূপ ৯ মনোরথ করা ভালই বটে। তথাপি তুমি সেই গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না, কিন্তু তোমার কটি হইতে উৎপন্ন পুত্রই আমার নামের ১০ উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। সদাপ্রভু এই যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সফল করিলেন; সদাপ্রভুর প্রতিজ্ঞানুসারে আমি আপন পিতা দায়ূদের পদে উৎপন্ন ও ইস্রায়েলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি। ১১ আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহার আধার সিন্দুক ইহার মধ্যে রাখিলাম।

১২ পরে তিনি সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজের সাক্ষাতে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঞ্জলি বিস্তার করিলেন;— ১৩ কেননা শলোমন পাঁচ হস্ত দীর্ঘ, পাঁচ হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ পিত্তলময় এক মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্য-স্থলে রাখিয়াছিলেন; তিনি তাহার উপরে দাঁড়াইলেন, পরে সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া স্বর্গের দিকে অঞ্জলি ১৪ বিস্তার করিলেন;—আর তিনি কহিলেন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, স্বর্গে কি পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই। সর্ব্বান্তঃকরণে যাহারা তোমার সাক্ষাতে চলে, তোমার সেই দাসগণের পক্ষে তুমি ১৫ নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক; তুমি তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের কাছে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পালন করিয়াছ, যাহা আপন মুখে বলিয়াছিলে, তাহা আপন হস্ত দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছ, ১৬ যেমন অদ্য দেখা যাইতেছে। এখন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি আপন দাস আমার পিতা দায়ূদের নিকটে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা রক্ষা কর। তুমি বলিয়াছিলে, আমার দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসিতে তোমার [বংশে] লোকের অভাব হইবে না, কেবলমাত্র যদি আমার সাক্ষাতে তুমি যেমন চলিয়াছ, তোমার সন্তানগণ আমার সাক্ষাতে তদ্রূপ চলিবার জন্য আপন

১৭ আপন পথে সাবধান থাকে। এখন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তোমার দাস দায়ূদের কাছে যে কথা তুমি বলিয়া-
১৮ ছিলে, তাহা দৃঢ় হউক। কিন্তু ঈশ্বর কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে মনুষ্যের সহিত বাস করিবেন? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না, তবে আমার নির্ম্মিত এই গৃহ কি পারিবে?
১৯ তথাপি হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি আপন দাসের প্রার্থনাতে ও বিনতিতে মনোযোগ কর, তোমার দাস তোমার নিকটে যে কাকুক্তি ও প্রার্থনা করিতেছে,
২০ তাহা শুন। যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলিয়াছ যে, তোমার নাম সেই স্থানে রাখিবে, সেই স্থানের অর্থাৎ এই গৃহের প্রতি তোমার চক্ষু দিবারাত্র উন্মীলিত থাকুক, এবং এই স্থানের অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা করে, তাহা
২১ শুনিও। আর তোমার দাস ও তোমার লোক ইস্রায়েল যখন এই স্থানের অভি-মুখে প্রার্থনা করিবে, তখন তাহাদের সকল বিনতিতে কর্ণপাত করিও; তোমার নিবাস-স্থান হইতে, স্বর্গ হইতে, তাহা শুনিও, এবং শুনিয়া ক্ষমা করিও।

২২ কেহ আপন প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে পাপ করিলে যদি তাহাকে দিব্য করাইবার জন্য কোন দিব্য নিশ্চিত হয়, আর সে আসিয়া এই গৃহে তোমার যজ্ঞবেদির
২৩ সম্মুখে সেই দিব্য করে, তবে তুমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিও, এবং নিষ্পত্তি করিয়া আপন দাসদের বিচার করিও; দোষীকে দোষী করিয়া তাহার কর্ম্মের ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইও, এবং ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিয়া তাহার ধার্ম্মিকতানুযায়ী ফল দিও।

২৪ তোমার প্রজা ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করণ প্রযুক্ত শত্রুর সম্মুখে আহত হইলে পর যদি পুনর্ব্বার ফিরে, এবং এই গৃহে তোমার নামের স্তব করিয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা ও
২৫ বিনতি করে; তবে তুমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিও, এবং আপন প্রজা ইস্রা-য়েলের পাপ ক্ষমা করিও, আর তাহা-দিগকে ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই যে দেশ দিয়াছ, এখানে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আনিও।

২৬ তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পাপ প্রযুক্ত যদি আকাশ রুদ্ধ হয়, বৃষ্টি না হয়, আর লোকেরা যদি এই স্থানের অভিমুখে প্রার্থনা করে, তোমার নামের স্তব করে, এবং তোমা হইতে দুঃখ পাওয়াতে আপন
২৭ আপন পাপ হইতে ফিরে, তবে তুমি স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং আপন দাসদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা করিও, ও তাহাদের গন্তব্য সৎপথ তাহা-দিগকে দেখাইও, এবং তুমি আপন প্রজাদিগকে যে দেশ অধিকারার্থে দিয়াছ, তোমার সেই দেশে বৃষ্টি পাঠাইও।

২৮ দেশের মধ্যে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি মহামারী হয়, যদি শস্যের শোষ কি ম্লানি কি পঙ্গপাল কিম্বা কীট হয়, যদি তাহা-দের শত্রুগণ তাহাদের দেশে নগরে নগরে তাহাদিগকে অবরোধ করে, যদি কোন
২৯ মারীর বা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; তাহা হইলে কোন ব্যক্তি বা তোমার সমস্ত প্রজা ইস্রায়েল, যাহারা প্রত্যেকে আপন আপন মনঃপীড়া ও মর্ম্মব্যথা জানে, এবং এই গৃহের দিকে যদি অঞ্জলি বিস্তার করিয়া কোন প্রার্থনা কি বিনতি করে;
৩০ তবে তুমি তোমার নিবাস-স্থান স্বর্গ হইতে তাহা শুনিও, এবং ক্ষমা করিও, এবং

প্রত্যেক জনকে স্ব স্ব সমস্ত পথ অনুযায়ী প্রতিফল দিও;—তুমি ত তাহাদের অন্তঃকরণ জান; কেননা একমাত্র তুমিই মনুষ্য-সন্তানদের অন্তঃকরণ জ্ঞাত ৩১ আছ;—যেন আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে তুমি যে দেশ দিয়াছ, এই দেশে তাহারা যত দিন জীবিত থাকে, তোমার পথে চলিবার জন্য তোমাকে ভয় করে।

৩২ অধিকন্তু তোমার প্রজা ইস্রায়েল-গোষ্ঠীয় নয়, এমন কোন বিদেশী লোক যখন তোমার মহানাম, তোমার বলবান হস্ত ও তোমার বিস্তারিত বাহুর উদ্দেশে দূর দেশ হইতে আসিবে, যখন তাহারা আসিয়া এই গৃহের অভিমুখে প্রার্থনা ৩৩ করিবে, তখন তুমি স্বর্গ হইতে, তোমার নিবাস-স্থান হইতে তাহা শুনিও; এবং সেই বিদেশী লোক তোমার নিকটে যে কিছু প্রার্থনা করিবে, তদনুসারে করিও; যেন তোমার প্রজা ইস্রায়েলের ন্যায় পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি তোমার নাম জ্ঞাত হয়, ও তোমাকে ভয় করে, এবং তাহারা যেন জানিতে পায় যে, আমার নির্ম্মিত এই গৃহের উপরে তোমারই নাম কীর্ত্তিত।

৩৪ তুমি আপন প্রজাদিগকে কোন পথে প্রেরণ করিলে, যদি তাহারা আপন শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হয়, এবং তোমার মনোনীত এই নগরের অভিমুখে ও তোমার নামের জন্য আমার নির্ম্মিত গৃহের অভিমুখে তোমার কাছে ৩৫ প্রার্থনা করে; তবে তুমি স্বর্গ হইতে তাহাদের প্রার্থনা ও বিনতি শুনিও, এবং তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও।

৩৬ তাহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে,—কেননা পাপ না করে, এমন কোন মনুষ্য নাই,—এবং তুমি যদি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুর হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ কর, ও শত্রুগণ তাহাদিগকে বন্দি করিয়া দূরস্থ কিম্বা নিকটস্থ কোন দেশে লইয়া যায়; ৩৭ তথাপি যে দেশে তাহারা বন্দিরূপে নীত হইয়াছে, সেই দেশে যদি মনে মনে বিবেচনা করে ও ফিরে, আপনাদের বন্দিত্বের দেশে তোমার কাছে বিনতি করিয়া যদি বলে, আমরা পাপ করিয়াছি, অপরাধী হইয়াছি ও দুষ্টামি করিয়াছি; ৩৮ এবং যে দেশে বন্দিরূপে নীত হইয়াছে, সেই বন্দিত্বের দেশে যদি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার কাছে ফিরিয়া আইসে, এবং তুমি তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, আপনাদের সেই দেশের অভিমুখে, তোমার মনোনীত নগরের অভিমুখে ও তোমার নামের জন্য আমার নির্ম্মিত গৃহের অভিমুখে যদি প্রার্থনা ৩৯ করে; তবে তুমি স্বর্গ হইতে, তোমার বাসস্থান হইতে তাহাদের প্রার্থনা ও বিনতি শুনিও, এবং তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও; আর তোমার যে প্রজারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহা-৪০ দিগকে ক্ষমা করিও। এখন, হে আমার ঈশ্বর, বিনয় করি, এই স্থানে যে প্রার্থনা হইবে, তৎপ্রতি যেন তোমার চক্ষু ৪১ উন্মীলিত ও কর্ণ অবহিত থাকে। হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, এখন তুমি উঠিয়া তোমার বিশ্রাম-স্থানে গমন কর; তুমি ও তোমার শক্তির সিন্দুক। হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, তোমার যাজকগণ পরিত্রাণ-বস্ত্র পরিধান করুক ও তোমার সাধুগণ মঙ্গলে আনন্দ ৪২ করুক। হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, তুমি আপন অভিষিক্ত লোকের মুখ ফিরাইয়া দিও

না, আপন দাস দায়ূদের [প্রতি কৃত] বিবিধ দয়া স্মরণ কর।

৭ শলোমন প্রার্থনা সাঙ্গ করিলে পর আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া হোম ও বলি সকল গ্রাস করিল, এবং সদাপ্রভুর ২ প্রতাপে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। আর যাজকগণ সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না, কারণ সদাপ্রভুর প্রতাপে ৩ সদাপ্রভুর গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যখন অগ্নি নামিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ গৃহের উপরে [বিরাজমান] হইল, তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ সকলে তাহা দেখিতে পাইল, আর তাহারা নত হইয়া প্রস্তর-বাঁধা ভূমিতে উবুড় হইয়া প্রণিপাত করিল, এবং সদাপ্রভুর স্তব করিয়া কহিল, তিনি মঙ্গলময়, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।

৪ পরে রাজা ও সমস্ত লোক সদাপ্রভুর ৫ সম্মুখে যজ্ঞ করিলেন। শলোমন রাজা বাইশ সহস্র গোরু ও এক লক্ষ বিশ সহস্র মেষ বলিদান করিলেন। এই-রূপে রাজা ও সমস্ত লোক ঈশ্বরের গৃহ ৬ প্রতিষ্ঠা করিলেন। আর যাজকগণ আপন আপন পদানুসারে দণ্ডায়মান ছিল, এবং লেবীয়েরাও সদাপ্রভুর সঙ্গীত জন্য বাদ্যযন্ত্রসহ দাঁড়াইয়াছিল; যখন দায়ূদ তাহাদিগের দ্বারা প্রশংসা করেন, তখন সদাপ্রভুর দয়া অনন্তকালস্থায়ী বলিয়া যেন তাঁহার স্তব করা হয়, এই জন্য দায়ূদ রাজা সেই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; আর তাহাদের সম্মুখে যাজকগণ তূরী বাজাইতেছিল, এবং সমস্ত ৭ ইস্রায়েল দণ্ডায়মান ছিল। আর শলোমন সদাপ্রভুর গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের মধ্য-দেশ পবিত্র করিলেন, কেননা তিনি সে স্থানে হোমবলি সকল, এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদ উৎসর্গ করিলেন, কারণ হোমবলি, ভক্ষ্য-নৈবেদ্য এবং সেই মেদ গ্রহণ পক্ষে শলোমনের নির্ম্মিত পিত্তলময় যজ্ঞবেদি ক্ষুদ্র ছিল।

৮ এইরূপে সেই সময়ে শলোমন ও তাঁহার সঙ্গে সমস্ত ইস্রায়েল, হমাতের প্রবেশ-স্থান অবধি মিসরের স্রোত পর্য্যন্ত [দেশবাসী] অতি মহাসমাজ, সাত দিন ৯ উৎসব করিলেন। পরে তাঁহারা অষ্টম দিনে উৎসব-সভা করিলেন, ফলতঃ তাঁহারা সাত দিন যজ্ঞবেদির প্রতিষ্ঠা ও সাত দিন উৎসব পালন করিলেন। ১০ শলোমন সপ্তম মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে লোকদিগকে স্ব স্ব তাম্বুতে বিদায় করিলেন। সদাপ্রভু দায়ূদের, শলোমনের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহারা ১১ আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল। এই-রূপে শলোমন সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজ-বাটীর নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিলেন; সদাপ্রভুর গৃহে ও আপনার বাটীতে যাহা যাহা করিতে শলোমনের মনোবাঞ্ছা হইয়াছিল, সে সমস্ত তিনি কুশলে সাধন করিলেন।

শলোমনের প্রার্থনা ও ঈশ্বরের উত্তর।

১২ পরে সদাপ্রভু রাত্রিতে শলোমনকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছি ও যজ্ঞ-গৃহ বলিয়া এই স্থান আমার জন্য মনোনীত করিয়াছি। ১৩ আমি যদি আকাশ রুদ্ধ করি, আর বৃষ্টি না হয়, কিম্বা দেশ বিনষ্ট করিতে পঙ্গপালদিগকে আজ্ঞা করি, অথবা আপন প্রজাদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করি,

১৪ আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব। ১৫ এই স্থানে যে প্রার্থনা হইবে, তাহার প্রতি এখন আমার চক্ষু উন্মীলিত ও কর্ণ ১৬ অবহিত থাকিবে। কেননা এই গৃহে যেন আমার নাম চিরকালের জন্য থাকে, এই জন্য আমি এখন ইহা মনোনীত ও পবিত্র করিলাম, এবং এই স্থানে প্রতিনিয়ত আমার চক্ষু ও আমার চিত্ত ১৭ থাকিবে। আর তোমার পিতা দায়ূদ যেমন চলিত, তেমনি তুমিও যদি আমার সাক্ষাতে চল, আমি তোমাকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়াছি, যদি তদনুযায়ী কর্ম্ম কর, এবং আমার বিধি ও শাসন সকল পালন ১৮ কর; তবে 'ইস্রায়েলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে তোমার [বংশে] লোকের অভাব হইবে না,' এই বলিয়া আমি তোমার পিতা দায়ূদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তদনুসারে তোমার রাজসিংহাসন ১৯ স্থির করিব। কিন্তু যদি তোমরা [আমা হইতে] ফির ও তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত আমার বিধি ও আজ্ঞা সকল পরিত্যাগ কর, আর গিয়া অন্য দেবগণের সেবা কর ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, ২০ তবে আমি ইস্রায়েলীয়দিগকে আমার যে দেশ দিয়াছি, তাহা হইতে তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিব, এবং আপন নামের জন্য এই যে গৃহ পবিত্র করিলাম, ইহা আমার দৃষ্টিপথ হইতে দূর করিব, এবং সমস্ত জাতির মধ্যে ইহা প্রবাদের ও উপহাসের আস্পদ করিব। ২১ আর এই গৃহ উচ্চ হইলেও যে কেহ ইহার নিকট দিয়া গমন করিবে, সে চমকিয়া উঠিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে, এই দেশের ও এই গৃহের প্রতি সদাপ্রভু ২২ এমন কেন করিয়াছেন? আর লোকে বলিবে, ইহার কারণ এই, যিনি এই লোকদের পিতৃপুরুষদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, উহারা আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে, এবং অন্য দেবগণকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিয়াছে ও তাহাদের সেবা করিয়াছে, এই জন্য তিনি তাহাদের উপরে এই সকল অমঙ্গল উপস্থিত করিলেন।

শলোমনের ঐশ্বর্য্য।

৮ সদাপ্রভুর মন্দির ও আপনার বাটী, এই দুই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে শলোমনের ২ বিংশতি বৎসর লাগিল। তৎপরে, হূরম শলোমনকে যে যে নগর দিয়াছিলেন, শলোমন সেগুলি পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানে ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বাস ৩ করাইলেন। পরে শলোমন হমাৎ-সোবাতে গিয়া তাহা বশীভূত করিলেন। ৪ আর তিনি প্রান্তরে তদ্‌মোর নগর নির্ম্মাণ করিলেন, এবং হমাতে সমস্ত ভাণ্ডার-৫ নগর নির্ম্মাণ করিলেন। আর তিনি উপরিস্থ বৈৎ-হোরোণ ও নীচস্থ বৈৎ-হোরোণ এই দুই প্রাচীরবেষ্টিত নগর প্রাচীর, দ্বার ও অর্গল দ্বারা দৃঢ় করিলেন। ৬ আর বালৎ এবং শলোমনের সমস্ত ভাণ্ডার-নগর এবং তাঁহার রথসমূহের ও অশ্বারোহীদের নগর সকল, আর

যিরূশালেমে, লিবানোনে ও আপন অধিকার দেশের সর্ব্বত্র যাহা যাহা নির্ম্মাণ করিতে শলোমনের বাসনা ছিল, তিনি সে সমস্ত নির্ম্মাণ করিলেন।

৭ হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, যাহারা ইস্রায়েল নয়, যাহাদিগকে ইস্রায়েল-সন্তানগণ নিঃশেষে বিনষ্ট করে ৮ নাই, দেশে অবশিষ্ট সেই লোকদের সন্তানদিগকে শলোমন আপনার কর্ম্মাধীন দাস করিয়া সংগ্রহ করিলেন; তাহারা ৯ অদ্য পর্য্যন্ত তাহাই করিতেছে। কিন্তু শলোমন আপন কার্য্যের জন্য ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে কাহাকেও দাস করিলেন না; তাহারা যোদ্ধা, তাঁহার প্রধান সেনানী, এবং তাঁহার রথসমূহের ১০ ও অশ্বারোহীদের অধ্যক্ষ হইল। আর তাহাদের মধ্যে শলোমন রাজার নিযুক্ত দুই শত পঞ্চাশ জন প্রধান অধ্যক্ষ প্রজাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত।

১১ পরে শলোমন ফরৌণের কন্যার নিমিত্ত যে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই বাটীতে দায়ূদ-নগর হইতে তাঁহাকে আনাইলেন; কারণ তিনি কহিলেন, আমার ভার্য্যা ইস্রায়েল রাজ দায়ূদের বাটীতে বাস করিবেন না, কেননা যে যে স্থানে সদাপ্রভুর সিন্দুক আসিয়াছে, সে সকল স্থান পবিত্র।

১২ আর শলোমন বারাণ্ডার সম্মুখে সদাপ্রভুর যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার উপরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম ১৩ করিতে লাগিলেন। তিনি মোশির আজ্ঞামতে বিশ্রামবারে, অমাবস্যায় ও বৎসরের মধ্যে নিরূপিত তিন উৎসবে, অর্থাৎ তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসবে, সাত সপ্তাহের উৎসবে ও কুটীরের উৎসবে প্রতিদিনের বিধানানুসারে বলি উৎসর্গ করিতেন।

১৪ আর তিনি আপন পিতা দায়ূদের নিরূপণানুসারে যাজকদের সেবাকর্ম্মার্থে তাহাদের পালা নিরূপণ করিলেন, এবং প্রতিদিনের বিধানানুসারে প্রশংসা ও যাজকদের সম্মুখে পরিচর্য্যা করিতে লেবীয়দিগকে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। আর তিনি পালানুসারে প্রতিদ্বারে দ্বারপালদিগকেও নিযুক্ত করিলেন; কেননা ঈশ্বরের লোক দায়ূদ সেই- ১৫ রূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন। আর রাজা যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে ভাণ্ডার প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে যে আজ্ঞা দিতেন, তাহার অন্যথা তাহারা করিত না। ১৬ সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিবসাবধি তাহার সমাপ্তি পর্য্যন্ত শলোমনের সমস্ত কর্ম্ম নিয়মিতরূপে চলিল—সদাপ্রভুর গৃহ সমাপ্ত হইল।

১৭ তৎকালে শলোমন ইদোম দেশের সমুদ্রতীরস্থ ইৎসিয়োন-গেবরে ও এলতে ১৮ গেলেন। আর হূরম আপন দাসদের দ্বারা তাঁহার নিকটে কয়েকটী জাহাজ ও সামুদ্রিক কার্য্যে বিজ্ঞ দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন; তাহারা শলোমনের দাসদের সহিত ওফীরে গিয়া তথা হইতে চারি শত পঞ্চাশ তালন্ত স্বর্ণ লইয়া শলোমন রাজার নিকটে আনিল।

শিবাদেশের রাণীর আগমন।

৯ আর শিবার রাণী শলোমনের কীর্ত্তি শুনিয়া গূঢ় বাক্য দ্বারা শলোমনের পরীক্ষা করিবার জন্য অতি বিপুল ঐশ্বর্য্যসহ এবং সুগন্ধি দ্রব্য, প্রচুর স্বর্ণ ও মণিবাহক

উষ্ট্রগণ সঙ্গে লইয়া যিরূশালেমে আসিলেন; এবং শলোমনের নিকটে আসিয়া নিজের মনে যাহা ছিল, তাঁহাকে সমস্তই ২ কহিলেন। আর শলোমন তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন; শলোমনের বোধের অগম্য কিছুই ছিল না, তিনি ৩ তাঁহাকে সকলই কহিলেন। এই প্রকারে শিবার রাণী শলোমনের জ্ঞান ও তাঁহার ৪ নির্ম্মিত গৃহ, এবং তাঁহার মেজের খাদ্য দ্রব্য ও তাঁহার সেবকদের উপবেশন ও দণ্ডায়মান পরিচারকদের শ্রেণী ও তাহাদের পরিচ্ছদ, এবং তাঁহার পানপাত্রবাহকগণ ও তাহাদের পরিচ্ছদ, এবং সদাপ্রভুর গৃহে উঠিবার জন্য তাঁহার নির্ম্মিত সোপান, এই সকল দেখিয়া ৫ হতজ্ঞান হইলেন। আর তিনি রাজাকে কহিলেন, আমি আপন দেশে থাকিয়া আপনার বাক্য ও জ্ঞানের বিষয় যে কথা ৬ শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া স্বচক্ষে না দেখিলাম, তাবৎ লোকদের সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই; আর দেখুন, আপনার জ্ঞান-মহত্ত্বের অর্দ্ধেকও আমাকে বলা হয় নাই; আমি যে খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আপনার [গুণ] অধিক। ৭ ধন্য আপনার লোকেরা এবং ধন্য আপনার এই দাসেরা, যাহারা নিয়ত আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার জ্ঞানের উক্তি ৮ শুনে। ধন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিমিত্ত রাজা করণার্থে আপন সিংহাসনে আপনাকে বসাইবার জন্য আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইস্রায়েল লোকদিগকে চিরস্থায়ী করণার্থে আপনার ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন, এই জন্য বিচার ও ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে আপনাকে তাহাদের উপরে রাজা করিয়াছেন। ৯ পরে তিনি রাজাকে এক শত বিশ তালন্ত স্বর্ণ ও অতি প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিলেন। শিবার রাণী শলোমন রাজাকে যাদৃশ সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন, তাদৃশ সুগন্ধি দ্রব্য আর হয় নাই।

১০ আর হূরমের ও শলোমনের যে দাসগণ ওফীর হইতে স্বর্ণ লইয়া আসিত, তাহারা চন্দনকাষ্ঠ ও মণিও আনিত। ১১ সেই চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা রাজা সদাপ্রভুর গৃহের ও রাজবাটীর নিমিত্ত সোপান, গায়কদের জন্য বীণা এবং নেবল প্রস্তুত করাইলেন। পূর্ব্বে যিহূদা দেশে কেহ ১২ কখনও সেইরূপ দেখে নাই। আর শলোমন রাজা শিবার রাণীর বাসনানুসারে তাঁহার যাবতীয় বাঞ্ছিত দ্রব্য দিলেন, তাহা ছাড়া তিনি আপনার কাছে উহাঁর আনীত দ্রব্যের [প্রতিদানও করিলেন]; পরে রাণী ও তাঁহার দাসগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

শলোমনের ঐশ্বর্য্য ও মৃত্যু।

১৩ এক বৎসরের মধ্যে শলোমনের কাছে ছয় শত ছেষট্টি তালন্ত পরিমিত স্বর্ণ ১৪ আসিত। ইহা ছাড়া বণিক ও ব্যবসায়িগণও স্বর্ণ আনিত; এবং আরবীয় সমস্ত রাজা ও দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ শলোমনের নিকটে স্বর্ণ ও রৌপ্য আনিতেন। ১৫ তাহাতে শলোমন রাজা পিটান স্বর্ণময় দুই শত বৃহৎ ঢাল প্রস্তুত করিলেন; তাহার প্রত্যেক ঢালে ছয় শত শেকল ১৬ পরিমিত পিটান স্বর্ণ ছিল। আর তিনি পিটান স্বর্ণ দ্বারা তিন শত ঢাল প্রস্তুত করিলেন; তাহার প্রত্যেক ঢালে তিন

শত শেকল পরিমিত স্বর্ণ ছিল। পরে রাজা লিবানোন অরণ্যস্থ বাটীতে সে-গুলি রাখিলেন।

১৭ আর রাজা হস্তিদন্তময় এক বৃহৎ সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া নির্ম্মল স্বর্ণে ১৮ মুড়াইলেন। ঐ সিংহাসনের ছয়টী সোপান, আর স্বর্ণময় এক পাদপীঠ সিংহাসনে বদ্ধ ছিল, এবং আসনের উভয় পার্শ্বে হাতা ছিল, সেই হাতার নিকটে ১৯ দুই সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল, আর সেই ছয়টী সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে বারোটী সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল; এইরূপ সিংহাসন আর কোন রাজ্যে প্রস্তুত হয় নাই।

২০ শলোমন রাজার সমস্ত পানপাত্র স্বর্ণ-ময় ছিল, ও লিবানোন অরণ্যস্থ বাটীর যাবতীয় পাত্র নির্ম্মল স্বর্ণময় ছিল; শলোমনের অধিকারে রৌপ্য কিছুরই ২১ মধ্যে গণ্য ছিল না। কেননা হূরমের দাসদের সহিত রাজার কতকগুলি জাহাজ তর্শীশে যাইত; সেই তর্শীশের জাহাজ সকল তিন বৎসরান্তে এক বার স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তিদন্ত, কপি ও শিখী লইয়া ২২ আসিত। এইরূপে ঐশ্বর্য্যে ও জ্ঞানে শলোমন রাজা পৃথিবীস্থ সকল রাজার ২৩ মধ্যে প্রধান হইলেন। আর ঈশ্বর শলোমনের চিত্তে যে জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই জ্ঞানের উক্তি শুনিবার জন্য পৃথিবীর সমস্ত রাজা তাঁহার সহিত ২৪ সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিতেন। আর প্রত্যেক জন আপন আপন উপঢৌকন, রৌপ্যময় পাত্র, স্বর্ণময় পাত্র, বস্ত্র, অস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য, অশ্ব ও অশ্বতর আনিতেন; ২৫ প্রতি বৎসর এইরূপ হইত। আর অশ্ব ও রথসমূহের জন্য শলোমনের চারি সহস্র ঘর ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল; তিনি তাহাদিগকে রথ-নগর-সমূহের এবং যিরূশালেমে রাজার নিকটে রাখিতেন। ২৬ আর তিনি [ফরাৎ] নদী অবধি পলেষ্টীয়দের দেশ ও মিসরের সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজার উপরে রাজত্ব করিতেন। ২৭ রাজা যিরূশালেমে রৌপ্যকে প্রস্তরের ন্যায় ও এরস কাষ্ঠকে নিম্নভূমিস্থ সুকমোরকাষ্ঠের ন্যায় প্রচুর করিলেন। ২৮ আর লোকেরা মিসর হইতে ও সকল দেশ হইতে শলোমনের জন্য অশ্ব আনিত।

২৯ শলোমনের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত আদ্যো-পান্ত নাথন ভাববাদীর পুস্তকে ও শীলোনীয় অহীয়ের ভাববাণীতে এবং নবাটের পুত্র যারবিয়ামের বিষয়ে ইদ্দো দর্শকের যে দর্শন, তাহার মধ্যে কি ৩০ লিখিত নাই? শলোমন যিরূশালেমে চল্লিশ বৎসর যাবৎ সমস্ত ইস্রায়েলের ৩১ উপরে রাজত্ব করিলেন। পরে শলোমন আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন ও আপন পিতা দায়ূদের নগরে কবরপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র রহবিয়াম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

রহবিয়াম রাজার বিবরণ।

১০ রহবিয়াম শিখিমে গেলেন, কেননা তাঁহাকে রাজা করণার্থে সমস্ত ইস্রায়েল ২ শিখিমে উপস্থিত হইয়াছিল। আর যখন নবাটের পুত্র যারবিয়াম এই বিষয় শুনিলেন, (কারণ তিনি মিসরে ছিলেন, শলোমন রাজার সম্মুখ হইতে তথায় পলাইয়া গিয়াছিলেন), তখন যারবিয়াম মিসর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ৩ লোকেরা দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল; আর যারবিয়াম ও সমস্ত

ইস্রায়েল রহবিয়ামের কাছে আসিয়া এই ৪ কথা কহিলেন, আপনার পিতা আমাদের উপর দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছেন ; অতএব আপনার পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন দাস্যকর্ম্ম ও ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন, আপনি তাহা লঘু করুন, করিলে আমরা আপনার দাসত্ব করিব। ৫ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তিন দিনের পর আবার আমার নিকটে আসিও ; তাহাতে লোকেরা চলিয়া গেল।

৬ পরে রহবিয়াম রাজা, তাঁহার পিতা শলোমনের জীবনকালে যে বৃদ্ধগণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেন, তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা করিলেন, কহিলেন, আমি ঐ লোকদিগকে কি উত্তর দিব ? তোমরা ৭ কি মন্ত্রণা দেও ? তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপনি ঐ লোকদের উপরে সদয় হইয়া উহাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, এবং উহাদিগকে প্রিয় বাক্য বলেন, তবে উহারা সর্ব্বদা আপনার ৮ সেবক থাকিবে। কিন্তু তিনি ঐ বৃদ্ধগণের দত্ত মন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া, তাঁহার বয়স্য যে যুবকেরা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। ৯ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ঐ লোকেরা বলিতেছে, আপনার পিতা আমাদের উপরে যে যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন, তাহা লঘু করুন ; এখন আমরা উহাদিগকে কি উত্তর দিব ? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও ? ১০ তাঁহার বয়স্য যুবকগণ উত্তর করিল, যে লোকেরা আপনাকে বলিতেছে, আপনার পিতা আমাদের উপরে ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়াছেন, আপনি আমাদের পক্ষে তাহা লঘু করুন, তাহাদিগকে এই কথা বলুন, আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি আমার পিতার ১১ কটিদেশ হইতেও স্থূল ; এখন, আমার পিতা তোমাদের উপরে ভারী যোঁয়ালি চাপাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের যোঁয়ালি আরও ভারী করিব ; আমার পিতা তোমাদিগকে কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বৃশ্চিক দ্বারা দিব।

১২ পরে 'তৃতীয় দিনে আমার নিকটে ফিরিয়া আসিও,' রাজার উক্ত এই কথানুসারে যারবিয়াম এবং সমস্ত লোক তৃতীয় দিনে রহবিয়ামের নিকটে উপস্থিত ১৩ হইলেন। আর রাজা তাহাদিগকে কঠিন উত্তর দিলেন ; ফলে রহবিয়াম রাজা ১৪ বৃদ্ধগণের মন্ত্রণা ত্যাগ করিলেন, এবং সেই যুবকদের মন্ত্রণানুযায়ী কথা তাহাদিগকে বলিলেন ; তিনি কহিলেন, আমার পিতা তোমাদের যোঁয়ালি ভারী করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা আরও ভারী করিব ; আমার পিতা তোমাদিগকে কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বৃশ্চিক ১৫ দ্বারা দিব। এইরূপে রাজা লোকদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কেননা শীলোনীয় অহিয়ের দ্বারা সদাপ্রভু নবাটের পুত্র যারবিয়ামকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অটল রাখিবার জন্য ঈশ্বর হইতে এই ঘটনা হইল।

১৬ যখন সমস্ত ইস্রায়েল দেখিল, রাজা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন লোকেরা রাজাকে এই উত্তর দিল, দায়ূদে আমাদের কি অংশ ? যিশয়ের পুত্রে আমাদের কোন অধিকার নাই ; হে ইস্রায়েল, প্রত্যেকে আপন আপন তাম্বুতে যাও ; দায়ূদ ! এখন তুমি আপনার কুল দেখ। পরে সমস্ত ইস্রায়েল আপন ১৭ আপন তাম্বুতে চলিয়া গেল। তথাপি যে ইস্রায়েলসন্তানগণ যিহূদার নগর

সকলে বাস করিত, রহবিয়াম তাহাদের
১৮ উপরে রাজত্ব করিলেন। পরে রহবিয়াম রাজা [আপনার] কর্ম্মাধীন দাসদের অধ্যক্ষ হদোরামকে পাঠাইলেন, কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাকে পাথর মারিল, তাহাতে সে মরিয়া গেল। আর রহবিয়াম রাজা যিরূশালেমে পলাইবার জন্য
১৯ তাড়াতাড়ি গিয়া রথে উঠিলেন। এইরূপে ইস্রায়েল দায়ূদকুলের বিদ্রোহী হইল; অদ্য পর্য্যন্ত সেই ভাবেই রহিয়াছে।

১১ যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে পর রহবিয়াম যিহূদার ও বিন্যামীনের কুল অর্থাৎ এক লক্ষ আশী সহস্র মনোনীত যোদ্ধৃপুরুষকে ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে, রহবিয়ামের বশে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য, একত্র করিলেন।
২ কিন্তু ঈশ্বরের লোক শময়িয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল,
৩ তুমি শলোমনের পুত্র যিহূদা-রাজ রহবিয়ামকে এবং যিহূদা ও বিন্যামীন-নিবাসী সমস্ত ইস্রায়েলকে বল, সদাপ্রভু এই
৪ কথা কহেন, তোমরা যাত্রা করিও না, তোমাদের ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিও না; প্রত্যেক জন আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাও, কেননা এই ঘটনা আমা হইতে হইল। অতএব তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য মানিয়া যারবিয়ামের বিরুদ্ধে যাত্রা হইতে ফিরিয়া গেল।

৫ পরে রহবিয়াম যিরূশালেমে বাস করিয়া দেশ রক্ষার জন্য যিহূদা দেশস্থ
৬ নগর সকল গাঁথিলেন। কারণ বৈৎ-
৭ লেহম, ঐটম, তকোয়, বৈৎ-সুর, সেখো, অদুল্লম, গাৎ, মারেশা, সীফ, অদো-
৮,৯ রয়িম, লাখীশ, অসেকা, সরা, অয়ালোন
১০ ও হিব্রোণ, এই যে সকল প্রাচীরবেষ্টিত নগর যিহূদা ও বিন্যামীন দেশে আছে,
১১ তিনি এই সকল গাঁথিলেন। আর তিনি দুর্গ সকল দৃঢ় করিয়া তাহার মধ্যে সেনাপতিগণকে রাখিলেন, এবং খাদ্য দ্রব্য, তৈল ও দ্রাক্ষারসের ভাণ্ডার করিলেন।
১২ আর প্রত্যেক নগরে ঢাল ও বড়শা রাখিলেন, ও নগর সকল অতিশয় দৃঢ় করিলেন। আর যিহূদা ও বিন্যামীন তাঁহার অধীনে ছিল।

১৩ আর সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যে যাজক ও লেবীয়গণ ছিল, তাহারা আপন আপন সমস্ত অঞ্চল হইতে তাঁহার নিকটে
১৪ উপস্থিত হইল। অর্থাৎ লেবীয়েরা আপন আপন পরিসরভূমি ও আপন আপন অধিকার ত্যাগ করিয়া যিহূদায় ও যিরূশালেমে আসিল, কেননা যারবিয়াম ও তাঁহার পুত্রগণ সদাপ্রভুর উদ্দেশে যাজনকর্ম্ম করিতে না দিয়া তাহাদিগকে অগ্রাহ্য
১৫ করিয়াছিলেন। আর তিনি উচ্চস্থলী সকলের, ছাগদের ও আপনার নির্ম্মিত গোবৎসদ্বয়ের জন্য আপনি যাজকগণ
১৬ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে যে সকল লোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণে নিবিষ্টমনা ছিল, তাহারা লেবীয়দের পশ্চাদ্গামী হইয়া আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিতে যিরূ-
১৭ শালেমে আসিল। তাহারা তিন বৎসর পর্য্যন্ত যিহূদার রাজ্য দৃঢ় ও শলোমনের পুত্র রহবিয়ামকে বলবান করিল; কেননা তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা দায়ূদের ও শলোমনের পথে চলিল।

১৮ আর রহবিয়াম দায়ূদের পুত্র যিরীমোতের কন্যা মহলৎকে বিবাহ করিলেন; [ইহাঁর মাতা] অবীহয়িল যিশয়ের

১৯ পৌত্রী ইলীয়াবের কন্যা। সেই স্ত্রী তাঁহার জন্য কয়েকটী পুত্র অর্থাৎ যিয়ূশ, শমরিয় ও সহমকে প্রসব করিলেন। ২০ তাহার পরে তিনি অবশালোমের কন্যা মাখাকে বিবাহ করিলেন; এই স্ত্রী তাঁহার জন্য অবিয়, অত্তয়, সীষ ও ২১ শলোমীৎকে প্রসব করিলেন। রহবিয়াম আপনার সকল পত্নী ও উপপত্নীর মধ্যে অবশালোমের কন্যা মাখাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন; তিনি আঠার পত্নী ও ষাট উপপত্নী গ্রহণ করিলেন, এবং আটাশ পুত্রের ও ষাট কন্যার জন্ম ২২ দিলেন। পরে রহবিয়াম মাখার গর্ব্ভজাত অবিয়কে প্রধান, ভ্রাতৃগণের মধ্যে নায়ক করিলেন, কারণ তাঁহাকেই রাজা ২৩ করিতে [তাঁহার মনোরথ ছিল]। আর তিনি সতর্কতা করিয়া চলিলেন, সমুদয় যিহূদা ও বিন্যামীন দেশের প্রাচীরবেষ্টিত প্রতি নগরে আপন পুত্রগণকে নিযুক্ত করিলেন ও তাহাদিগকে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী দিলেন, এবং [তাহাদের জন্য] অনেক কন্যার চেষ্টা করিলেন।

রহবিয়ামের অপরাধের জন্য শাস্তি।

১২ পরে যখন রহবিয়ামের রাজ্য দৃঢ় হইল, এবং তিনি শক্তিমান্ হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি ও তাঁহার সহিত সমস্ত ইস্রায়েল সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পরি- ২ ত্যাগ করিলেন। আর রহবিয়াম রাজার পঞ্চম বৎসরে মিসর-রাজ শীশক যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিলেন, কারণ লোকেরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে সত্য লঙ্ঘন ৩ করিয়াছিল। সেই রাজার সঙ্গে বারো শত রথ ও ছয় সহস্র অশ্বারোহী ছিল; এবং মিসর হইতে তাঁহার সঙ্গে আগত লূবীয়, সুক্কীয় ও কূশীয় লোকেরা অসংখ্য ৪ ছিল। আর তিনি যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকল হস্তগত করিয়া যিরূশালেম পর্য্যন্ত আসিলেন।

৫ তখন শময়িয় ভাববাদী রহবিয়ামের নিকটে এবং যিহূদার যে অধ্যক্ষগণ শীশকের ভয়ে যিরূশালেমে একত্রীভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটে আসিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আমাকে ছাড়িয়াছ, এই জন্য আমিও তোমাদিগকে শীশকের হস্তে ৬ ছাড়িয়া দিলাম। তাহাতে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ ও রাজা আপনাদিগকে অবনত করিলেন, কহিলেন, সদাপ্রভু ধর্ম্মময়। ৭ যখন সদাপ্রভু দেখিলেন যে, তাহারা আপনাদিগকে অবনত করিয়াছে, তখন শময়িয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, তাহারা আপনাদিগকে অবনত করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব না; অল্পকালের মধ্যে তাহাদিগকে উদ্ধার পাইতে দিব; শীশকের হস্ত দ্বারা যিরূশালেমের উপরে আমার ৮ ক্রোধ ঢালা হইবে না। কিন্তু তাহারা উহার দাস হইবে, তাহাতে আমার দাস হওয়া কি, এবং অন্যদেশীয় রাজ্যের দাস হওয়া কি, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিবে।

৯ মিসর-রাজ শীশক যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহের ধন ও রাজবাটীর ধন লইয়া গেলেন; তিনি সমস্তই লইয়া গেলেন; শলোমনের নির্ম্মিত স্বর্ণময় ঢাল সকলও লইয়া ১০ গেলেন। পরে রহবিয়াম রাজা তৎপরিবর্ত্তে পিত্তলময় ঢাল নির্ম্মাণ করাইয়া রাজবাটীর দ্বারপাল পদাতিকদিগের অধ্যক্ষ- ১১ গণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজা

যখন সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিতেন, তখন ঐ পদাতিকগণ আসিয়া সেই সকল ঢাল ধরিত, পরে পদাতিকদিগের ঘরে ১২ ফিরিয়া লইয়া যাইত। রহবিয়াম আপনাকে অবনত করাতে সদাপ্রভুর ক্রোধ তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হইল, সর্ব্বনাশ হইল না। আর যিহূদার মধ্যেও কাহারও কাহারও সাধুভাব ছিল।

১৩ রহবিয়াম রাজা যিরূশালেমে আপনাকে বলবান করিয়া রাজত্ব করিলেন; ফলতঃ রহবিয়াম একচল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্য হইতে যে নগর মনোনীত করিয়াছিলেন, সেই যিরূশালেমে তিনি সতের বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার ১৪ মাতার নাম নয়মা, তিনি অম্মোনীয়া। রহবিয়াম সদাপ্রভুর অন্বেষণ করণার্থে আপন অন্তঃকরণ সুস্থির করেন নাই বলিয়া যাহা মন্দ তাহাই করিতেন।

১৫ রহবিয়ামের আদ্যোপান্ত কর্ম্মের বৃত্তান্ত শময়িয় ভাববাদীর ও ইদ্দো দর্শকের বংশাবলি-পুস্তকে কি লিখিত নাই? রহবিয়ামের ও যারবিয়ামের মধ্যে নিয়ত ১৬ যুদ্ধ হইত। পরে রহবিয়াম আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং দায়ূদ-নগরে কবর প্রাপ্ত হইলেন, আর তাঁহার পুত্র অবিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

অবিয় রাজার বিবরণ।

১৩ যারবিয়াম রাজার অষ্টাদশ বৎসরে অবিয় যিহূদার উপরে রাজত্ব করিতে ২ আরম্ভ করিলেন। তিনি তিন বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব করিলেন; তাঁহার মাতার নাম মীখায়া, তিনি গিবিয়া-নিবাসী ৩ ঊরীয়েলের কন্যা। অবিয়ের ও যারবিয়ামের মধ্যে যুদ্ধ হইত। অবিয় চারি লক্ষ মনোনীত যুদ্ধবীরের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, এবং যারবিয়াম আট লক্ষ মনোনীত বলবান বীরের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলেন।

৪ আর অবিয় পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশের সমারয়িম গিরির উপরে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে যারবিয়াম, তুমি ও সমস্ত ৫ ইস্রায়েল আমার কথা শুন। ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রাজ্যপদ চিরকালের জন্য দায়ূদকে দিয়াছেন; তাঁহাকে ও তাঁহার সন্তানদিগকে লবণ-নিয়ম দ্বারা দিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হওয়া কি ৬ তোমাদের উচিত নয়? তথাপি দায়ূদের পুত্ত্র শলোমনের দাস যে নবাটের পুত্ত্র যারবিয়াম, সে ব্যক্তি উঠিয়া আপন ৭ প্রভুর বিদ্রোহী হইল। আর পাষণ্ড অসারচিত্ত লোকেরা তাহার পক্ষে একত্র হইয়া শলোমনের পুত্ত্র রহবিয়ামের বিরুদ্ধে আপনাদিগকে বীর্য্যবান করিল। তৎকালে রহবিয়াম যুবা ও কোমলান্তঃকরণ ছিলেন, তাহাদের সম্মুখে আপনাকে ৮ বলবান করিতে পারিলেন না। আর এখন তোমরাও দায়ূদের সন্তানগণের হস্তগত যে সদাপ্রভুর রাজ্য, তাহার প্রতিকূলে আপনাদিগকে বলবান করিবার মানস করিতেছ; তোমরা বৃহৎ লোকারণ্য, এবং সেই দুই স্বর্ণময় গোবৎস তোমাদের সহবর্ত্তী, যাহা যারবিয়াম তোমাদের জন্য দেবতারূপে নির্ম্মাণ ৯ করিয়াছে। তোমরা কি সদাপ্রভুর যাজকগণকে,—হারোণের সন্তানগণকে—ও লেবীয়দিগকে দূর কর নাই?

আর অন্যদেশীয় জাতিদের ন্যায় আপনাদের জন্য কি যাজকগণ নিযুক্ত কর নাই ? একটী গোবৎস ও সাতটী মেষ সঙ্গে লইয়া যে কেহ হস্ত পূরণার্থে উপস্থিত হয়, সে উহাদের যাজক হইতে ১০ পারে, যাহারা ঈশ্বর নয়। কিন্তু আমরা [তদ্রূপ নহি]; সদাপ্রভুই আমাদের ঈশ্বর; আমরা তাঁহাকে ত্যাগ করি নাই; এবং যাজকগণ—হারোণ-সন্তানগণ—সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিতেছে, এবং লেবীয়েরা আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত ১১ রহিয়াছে। আর তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে হোম-বলি দগ্ধ করে ও সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, আর শুচি মেজের উপরে দর্শন-রুটী সাজাইয়া রাখে, এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে জ্বালিবার জন্য দীপসমূহের সহিত স্বর্ণময় দীপ-বৃক্ষ প্রস্তুত করে; বস্তুতঃ আমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রক্ষণীয় বস্তু রক্ষা করি; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে ত্যাগ ১২ করিয়াছ। আর দেখ, ঈশ্বর আমাদের সহবর্ত্তী, তিনি আমাদের অগ্রগামী; এবং তাঁহার যাজকগণ তোমাদের বিরুদ্ধে রণবাদ্য বাজাইবার জন্য রণবাদ্যের তূরীসহ আমাদের সঙ্গী। হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না, করিলে কৃতকার্য্য হইবে না।

১৩ পরে যারবিয়াম পশ্চাদ্দিকে তাহাদের আক্রমণার্থে গোপনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন; তাহাতে তাঁহার লোকেরা যিহূদার সম্মুখে ও সেই গুপ্ত ১৪ দল পশ্চাতে ছিল। পরে যিহূদার লোকেরা মুখ ফিরাইল, আর দেখ, তাহাদের অগ্রে ও পশ্চাতে যুদ্ধ; তখন তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল, ১৫ এবং যাজকেরা তূরী বাজাইল। পরে যিহূদার লোকেরা রণনাদ করিয়া উঠিল; তাহাতে যিহূদার লোকদের রণনাদকালে ঈশ্বর অবিয়ের ও যিহূদার সম্মুখে যারবিয়ামকে ও সমস্ত ইস্রায়েলকে আঘাত ১৬ করিলেন। তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ যিহূদার সাক্ষাতে পলায়ন করিল, এবং ঈশ্বর উহাদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ ১৭ করিলেন। আর অবিয় ও তাঁহার লোকেরা মহাসংহারে উহাদিগকে সংহার করিলেন; বস্তুতঃ ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ ১৮ মনোনীত লোক মারা পড়িল। এইরূপে সেই সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণ নত হইল ও যিহূদা-সন্তানগণ বলবান হইল, কেননা তাহারা আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর ১৯ সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করিল। পরে অবিয় যারবিয়ামের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাঁহার কতিপয় নগর, অর্থাৎ বৈথেল ও তাহার উপনগর সকল, যিশানা ও তাহার উপনগর সকল, এবং ইফ্রোণ ও তাহার উপনগর সকল হস্তগত ২০ করিলেন। অবিয়ের সময়ে যারবিয়াম আর বলবান হন নাই; পরে সদাপ্রভু তাঁহাকে আঘাত করিলে তিনি মরিলেন। ২১ কিন্তু অবিয় বলবান হইয়া উঠিলেন, আর তিনি চৌদ্দটী স্ত্রী গ্রহণ করিলেন, এবং বাইশ পুত্র ও ষোল কন্যার জন্ম দিলেন। ২২ অবিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত, সমস্ত ক্রিয়া ও কথা ইদ্দো ভাববাদীর ব্যাখ্যান-গ্রন্থে লিখিত আছে।

আসা রাজার বিবরণ।

১৪ পরে অবিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন; এবং দায়ূদ

নগরে তাঁহার কবর হইল। আর তাঁহার পুত্র আসা তাঁহার পদে রাজা হইলেন; তাঁহার সময়ে দেশ দশ বৎসর সুস্থির ২ থাকিল। আসা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ভাল ও ন্যায্য, তাহাই ৩ করিতেন; তিনি বিজাতীয় যজ্ঞবেদি ও উচ্চস্থলী সকল উঠাইয়া ফেলিলেন, স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন ও আশেরা-মূর্ত্তি ৪ সকল ছেদন করিলেন; আর তিনি যিহূদার লোকদিগকে তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ এবং [তাঁহার] ব্যবস্থা ও আজ্ঞা পালন করিতে ৫ আদেশ করিলেন। আর তিনি যিহূদার সমস্ত নগরের মধ্য হইতে উচ্চস্থলী ও সূর্য্য-প্রতিমা সকল উঠাইয়া ফেলিলেন; আর তাঁহার সম্মুখে রাজ্য সুস্থির হইল।

৬ আর তিনি যিহূদা দেশে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি নগর গাঁথিলেন, কেননা দেশ সুস্থির ছিল, এবং কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল না, কারণ সদাপ্রভু তাঁহাকে বিশ্রাম দিয়াছিলেন। ৭ অতএব তিনি যিহূদাকে কহিলেন, আইস, আমরা এই সকল নগর গাঁথি এবং এই সকলের চারিদিকে প্রাচীর, দুর্গ, দ্বার ও অর্গল নির্ম্মাণ করি; দেশ ত অদ্যাপি আমাদের সম্মুখে আছে; কেননা আমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিয়াছি, আমরা তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছি, আর তিনি সকল দিকে আমাদিগকে বিশ্রাম দিয়াছেন। এইরূপে তাহারা নগরগুলি গাঁথিয়া কুশলে সমাপ্ত করিল। ৮ আসার ঢাল ও বড়শাধারী অনেক সৈন্য ছিল, যিহূদার তিন লক্ষ ও বিন্যামীনের ঢাল ও ধনুর্দ্ধারী দুই লক্ষ আশী সহস্র; তাহারা সকলে বলবান বীর ছিল।

৯ পরে কূশদেশীয় সেরহ দশ লক্ষ সৈন্য ও তিন শত রথ সঙ্গে লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বাহির হইলেন ও মারেশা ১০ পর্য্যন্ত আসিলেন। তাহাতে আসা তাঁহার বিরুদ্ধে বাহির হইয়া আসিলেন। উহারা মারেশার নিকটস্থ সফাথা উপ- ১১ ত্যকায় সৈন্য রচনা করিল। তখন আসা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ডাকিলেন, কহিলেন, হে সদাপ্রভু, তুমি ছাড়া এমন আর কেহ নাই, যে বলবানের ও বলহীনের মধ্যে সাহায্য করে; হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমাদের সাহায্য কর; কেননা আমরা তোমার উপরে নির্ভর করি, এবং তোমারই নামে এই জন-সমারোহের বিরুদ্ধে আসিয়াছি। হে সদাপ্রভু, তুমি আমাদের ঈশ্বর, তোমার বিরুদ্ধে মর্ত্ত্য প্রবল না হউক। ১২ তখন সদাপ্রভু আসার ও যিহূদার সম্মুখে কূশীয়দিগকে আঘাত করিলেন, ১৩ আর কূশীয়েরা পলায়ন করিল। আর আসা ও তাঁহার সঙ্গী লোকেরা গরার পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া চলিলেন, তাহাতে এত কূশীয় পতিত হইল যে, আর তাহারা সবল হইয়া উঠিতে পারিল না; কারণ সদাপ্রভুর ও তাঁহার সৈন্যের সম্মুখে তাহারা ভগ্ন হইয়া পড়িল; এবং লোকেরা অতি প্রচুর লুট দ্রব্য লইয়া ১৪ আসিল। আর তাহারা গরারের চারিদিকে সমস্ত নগরকে আঘাত করিল, কেননা সদাপ্রভুর ভয় উহাদের উপরে পড়িয়াছিল; আরও তাহারা সেই সমস্ত নগর লুট করিল, কেননা সেই সকল ১৫ নগরে প্রচুর লুট দ্রব্য ছিল। আর তাহারা পশুচারকদের তাম্বু সকলেও

আঘাত করিল, এবং বিস্তর মেষ ও উষ্ট্র লইয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিল।

১৫ পরে ঈশ্বরের আত্মা ওদেদের পুত্র অসরিয়ের উপরে আসিলেন, তাহাতে তিনি আসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ২ গেলেন, গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে আসা, এবং হে যিহূদার ও বিন্যামীনের সমস্ত লোক, তোমরা আমার বাক্য শুন; তোমরা যতদিন সদাপ্রভুর সঙ্গে থাক, ততদিন তিনিও তোমাদের সঙ্গে আছেন; আর যদি তোমরা তাঁহার অন্বেষণ কর, তবে তিনি তোমাদিগকে তাঁহার উদ্দেশ পাইতে দিবেন; কিন্তু যদি তাঁহাকে ত্যাগ কর, তবে তিনি তোমাদিগকে ৩ ত্যাগ করিবেন। ইস্রায়েল বহুকাল সত্যময় ঈশ্বর-বিহীন, শিক্ষাদায়ক যাজক-৪ বিহীন ও ব্যবস্থাবিহীন ছিল; কিন্তু সঙ্কটে যখন তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিল, তখন তিনি তাহাদিগকে তাঁহার ৫ উদ্দেশ পাইতে দিলেন। সেই সময়ে যে বাহিরে যাইত ও যে ভিতরে আসিত, উভয়ের কিছুই শান্তি হইত না; দেশ-নিবাসী সকলে অতিশয় ত্রাসযুক্ত ৬ হইয়াছিল। তাহারা চূর্ণ হইত, এক জাতি অন্য জাতিকে ও এক নগর অন্য নগরকে আঘাত করিত; কেননা ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট দ্বারা তাহাদিগকে ত্রাস-৭ যুক্ত করিতেন। কিন্তু তোমরা বলবান হও, তোমাদের হস্ত শিথিল না হউক, কেননা তোমাদের কার্য্য পুরস্কৃত হইবে।

৮ যখন আসা এই সকল বাক্য, অর্থাৎ ওদেদ ভাববাদীর ভাববাণী শুনিলেন, তখন তিনি সাহস পাইয়া যিহূদার ও বিন্যামীনের সমস্ত দেশ হইতে এবং তিনি পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশে যে সকল নগর হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই সকল নগর হইতে ঘৃণার্হ বস্তু সকল দূর করিলেন, এবং সদাপ্রভুর বারাণ্ডার সম্মুখস্থ সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদি সারাইলেন। ৯ পরে তিনি সমস্ত যিহূদা ও বিন্যামীনকে এবং তাহাদের মধ্যে প্রবাসী ইফ্রয়িম, মনঃশি ও শিমিয়োন হইতে [আগত] লোকদিগকে একত্র করিলেন; কেননা তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী আছেন দেখিয়া, ইস্রায়েল হইতে অনেক লোক আসিয়া তাঁহার পক্ষে হইয়াছিল। ১০ আসার রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরের তৃতীয় মাসে লোকেরা যিরূশালেমে একত্র ১১ হইল। আর সেই দিনে তাহারা আনীত লুট দ্রব্য হইতে সাত শত গোরু ও সাত সহস্র মেষ সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান ১২ করিল। আর তাহারা এই নিয়মে আবদ্ধ হইল যে, আপন আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ১৩ অন্বেষণ করিবে; ছোট কি বড়, পুরুষ কি স্ত্রী, যে কেহ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ না করিবে, তাহার ১৪ প্রাণদণ্ড হইবে। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনিপূর্ব্বক তূরী ও শৃঙ্গ বাজাইয়া ১৫ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শপথ করিল। এই শপথে সমস্ত যিহূদা আনন্দ করিল, কেননা তাহারা আপনাদের সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত শপথ করিয়াছিল; এবং সম্পূর্ণ বাসনার সহিত সদাপ্রভুর অন্বেষণ করাতে তিনি তাহাদিগকে তাঁহার উদ্দেশ পাইতে দিলেন; আর তিনি চারিদিকে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিলেন।

১৬ আর আসা রাজার মাতা মাখা

আশেরার এক ভীষণ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া আসা তাঁহাকে মাতারাণীর পদ হইতে চ্যুত করিলেন, এবং আসা তাঁহার সেই ভীষণ প্রতিমা ছেদন করিয়া চূর্ণ করিলেন ও কিদ্রোণ স্রোতের ধারে তাহা পোড়াইয়া দিলেন। ১৭ কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্য হইতে উচ্চস্থলী সকল দূরীকৃত হইল না ; তথাপি আসার ১৮ অন্তঃকরণ যাবজ্জীবন একাগ্র ছিল। আর তিনি আপন পিতার পবিত্রীকৃত ও আপনার পবিত্রীকৃত রৌপ্য, স্বর্ণ ও পাত্র ১৯ সকল ঈশ্বরের গৃহে আনিলেন। আসার রাজত্বের পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত আর যুদ্ধ হইল না।

১৬ আসার রাজত্বের চত্রিশ বৎসরে ইস্রায়েল-রাজ বাশা যিহূদার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এবং তিনি যিহূদা-রাজ আসার কাছে কোন কাহাকে যাতায়াত করিতে না দিবার আশয়ে রামা গাঁথি- ২ লেন। তখন আসা সদাপ্রভুর গৃহের ও রাজবাটীর ভাণ্ডার হইতে রৌপ্য ও স্বর্ণ বাহির করিয়া দম্মেশক-নিবাসী অরাম-রাজ বিন্‌হদদের নিকটে এই বলিয়া ৩ পাঠাইয়া দিলেন, আমাতে ও আপনাতে নিয়ম আছে, যেমন আমার পিতাতে ও আপনার পিতাতে ছিল ; দেখুন, আমি আপনার নিকটে রৌপ্য ও স্বর্ণ পাঠাইলাম। আপনি গিয়া, ইস্রায়েল-রাজ বাশার সহিত আপনার যে নিয়ম আছে, তাহা ভঙ্গ করুন ; তাহা হইলে সে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিবে। ৪ তখন বিন্‌হদদ আসা রাজার কথায় কর্ণপাত করিলেন ; তিনি ইস্রায়েলের নগরসমূহের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহারা ইয়োন, দান, আবেল-ময়িম ও নপ্তালির সমস্ত ৫ ভাণ্ডার-নগরকে আঘাত করিল। তখন বাশা এই সংবাদ পাইয়া রামা নির্ম্মাণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, আপন কার্য্য ৬ হইতে ক্ষান্ত হইলেন। পরে আসা রাজা সমস্ত যিহূদাকে সঙ্গে লইলেন, রামায় বাশা যে প্রস্তর ও কাষ্ঠ দ্বারা গাঁথিয়াছিলেন, তাহারা সে সকল লইয়া গেল। পরে আসা তদ্দ্বারা গেবা ও মিস্পা নগর গাঁথিলেন।

৭ সেই সময়ে হনানি দর্শক যিহূদা-রাজ আসার নিকটে আসিয়া কহিলেন, আপনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর না করিয়া অরাম-রাজের উপরে নির্ভর করিলেন, এই জন্য অরাম-রাজের সৈন্য ৮ আপনার হস্ত এড়াইল। কূশীয় ও লূবীয়দের কি মহাসৈন্য এবং রথ ও অশ্বারোহীর বাহুল্য ছিল না? তথাপি আপনি সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করাতে তিনি তাহাদিগকে আপনার হস্তে সমর্পণ ৯ করিয়াছিলেন। কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইবার জন্য তাঁহার চক্ষু পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। এ বিষয়ে আপনি অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছেন, কেননা ইহার পরে পুনঃপুনঃ আপনার বিপক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। ১০ তখন আসা ঐ দর্শকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারাগৃহে রাখিলেন ; কেননা ঐ কথা প্রযুক্ত তিনি তাঁহার উপরে কোপান্বিত হইয়াছিলেন। আর ঐ সময়ে আসা প্রজাদের মধ্যেও কতকগুলি লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলেন।

১১ আর দেখ, আসার আদ্যোপান্ত কর্ম্মের বৃত্তান্ত যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজাদের

১২ ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত আছে। আসার রাজত্বের ঊনচল্লিশ বৎসরে তাঁহার পায়ে রোগ হইল; তাঁহার রোগ অতি বিষম হইল; তথাপি রোগের সময়েও তিনি সদাপ্রভুর অন্বেষণ না করিয়া বৈদ্যগণেরই ১৩ অন্বেষণ করিলেন। পরে আসা আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, আপন রাজত্বের একচল্লিশ বৎসরে প্রাণ- ১৪ ত্যাগ করিলেন। আর তিনি দায়ূদ-নগরে আপনার জন্য যে কবর খনন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে লোকেরা তাঁহাকে কবর দিল, এবং গন্ধবণিকের প্রক্রিয়াতে প্রস্তুত নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যে পরিপূর্ণ শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইল, আর তাঁহার জন্য অতি বড় দাহ করিল।

যিহোশাফট রাজার বিবরণ।

১৭ পরে তাঁহার পুত্র যিহোশাফট তাঁহার পদে রাজা হইলেন, এবং ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আপনাকে বলবান করিলেন। ২ তিনি যিহূদার সকল প্রাচীরবেষ্টিত নগরে সৈন্য রাখিলেন, এবং যিহূদা দেশে ও তাঁহার পিতা আসা ইফ্রয়িমের যে সকল নগর হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই সকল নগরেও সৈন্যদল স্থাপন করিলেন। ৩ আর সদাপ্রভু যিহোশাফটের সহবর্ত্তী ছিলেন, কারণ তিনি আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের প্রথম আচরণ-পথে চলিতেন, বাল দেবগণের অন্বেষণ করিতেন না; ৪ কিন্তু আপন পৈতৃক ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতেন ও তাঁহার সকল আজ্ঞা-পথে চলিতেন, ইস্রায়েলের কর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম ৫ করিতেন না। অতএব সদাপ্রভু তাঁহার হস্তে রাজ্য দৃঢ় করিলেন; আর সমস্ত যিহূদা যিহোশাফটের কাছে উপঢৌকন আনিল, এবং তাঁহার ধন ও প্রতাপ অতি- ৬ শয় বৃদ্ধি পাইল। আর সদাপ্রভুর পথে তাঁহার অন্তঃকরণ উন্নত হইল; আবার তিনি যিহূদার মধ্য হইতে উচ্চস্থলী ও আশেরা-মূর্ত্তি সকল দূর করিলেন।

৭ পরে তিনি আপন রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে যিহূদার সকল নগরে উপদেশ দিবার জন্য আপনার কয়েক জন প্রধান লোক অর্থাৎ বিন্-হয়িল, ওবদিয়, সখরিয়, নথনেল ও মীখায়কে প্রেরণ করিলেন। ৮ আর তাঁহাদের সহিত কয়েক জন লেবীয়কে অর্থাৎ শময়িয়, নথনিয়, সবদিয়, অসাহেল, শমীরামোৎ, যিহোনাথন, অদোনিয়, টোবিয় ও টোব্-অদোনীয়, এই সকল লেবীয়কে এবং তাঁহাদের সহিত ইলীশামা ও যিহোরাম, এই দুই জন যাজককে পাঠাইলেন। ৯ তাঁহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা-পুস্তক সঙ্গে লইয়া যিহূদা দেশে উপদেশ দিতে লাগিলেন; তাঁহারা যিহূদার সমস্ত নগরে গিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিলেন।

১০ আর যিহূদার চতুর্দ্দিক্‌স্থ দেশের সকল রাজ্যে সদাপ্রভু হইতে এমন ভয় উপস্থিত হইল যে, তাহারা যিহোশাফটের ১১ সহিত যুদ্ধ করিল না। আর পলেষ্টীয়দেরও কেহ কেহ যিহোশাফটের নিকটে করস্বরূপে উপঢৌকন ও রৌপ্য আনিল, এবং আরবীয়েরা তাঁহার নিকটে পশুপাল, সাত সহস্র সাত শত মেষ ও সাত সহস্র ১২ সাত শত ছাগ আনিল। এইরূপে যিহোশাফট অতিশয় মহান্ হইয়া উঠিলেন, এবং যিহূদা দেশে অনেক দুর্গ ও ১৩ ভাণ্ডার-নগর গাঁথিলেন। আর যিহূদার নগর সকলের মধ্যে তাঁহার অনেক কার্য্য ছিল, এবং যিরূশালেমে তাঁহার বলবান

১৪ বীর যোদ্ধারা থাকিত। তাহাদের পিতৃকুলানুসারে তাহাদের সংখ্যা এই; যিহূদার সহস্রপতিগণের মধ্যে অদন সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার সহিত তিন ১৫ লক্ষ বলবান বীর ছিল। তাঁহার পরে যিহোহানন সেনাপতি, তাঁহার সহিত দুই ১৬ লক্ষ আশী সহস্র লোক ছিল। তাঁহার পরে সিখির পুত্র অমসিয়; সেই ব্যক্তি আপনাকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার সহিত ১৭ দুই লক্ষ বলবান বীর ছিল। আর বিন্যামীনের মধ্যে বলবান বীর ইলিয়াদা, তাঁহার সহিত দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধর ও ঢালী ১৮ ছিল। তাঁহার পরে যিহোষাবদ; তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে সসজ্জ এক লক্ষ আশী সহস্র লোক ছিল। ইহাঁরা রাজার ১৯ পরিচর্য্যা করিতেন। ইহাঁদের ছাড়া রাজা যিহূদার সর্ব্বত্র প্রাচীরবেষ্টিত নগরে [কর্ম্মচারী লোক] রাখিতেন।

১৮ যিহোশাফট অতিশয় ঐশ্বর্য্যবান্ ও প্রতাপান্বিত হইলেন, আর তিনি আহাবের ২ সহিত কুটুম্বিতা করিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি শমরিয়াতে আহাবের নিকটে গেলেন; আর আহাব তাঁহার নিমিত্ত ও তাঁহার সঙ্গী লোকদের নিমিত্ত অনেক মেষ ও বলদ মারিলেন, এবং রামোৎ-গিলিয়দে যাইতে তাঁহাকে প্ররোচিত ৩ করিলেন। আর ইস্রায়েল-রাজ আহাব যিহূদা-রাজ যিহোশাফটকে কহিলেন, আপনি কি রামোৎ-গিলিয়দে আমার সঙ্গে যাইবেন? তিনি উত্তর করিলেন, আমি ও আপনি এবং আমার লোক ও আপনার লোক, সকলেই এক, আমরা ৪ যুদ্ধে আপনার সঙ্গী হইব। পরে যিহোশাফট ইস্রায়েলের রাজাকে কহিলেন, বিনয় করি, অদ্য সদাপ্রভুর বাক্যের ৫ অন্বেষণ করুন। তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা ভাববাদিগণকে, চারি শত জনকে, একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধযাত্রা করিব, না আমি ক্ষান্ত হইব? তখন তাহারা কহিল, যাত্রা করুন, ঈশ্বর তাহা মহারাজের হস্তে ৬ সমর্পণ করিবেন। কিন্তু যিহোশাফট কহিলেন, ইহাদের ছাড়া সদাপ্রভুর এমন কোন ভাববাদী কি এ স্থানে নাই যে, আমরা তাঁহারই কাছে অন্বেষণ করিতে ৭ পারি? ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিলেন, আমরা যাহার দ্বারা সদাপ্রভুর কাছে অন্বেষণ করিতে পারি, এমন আর এক জন আছে, কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি, কেননা আমার উদ্দেশে সে কখনই মঙ্গলের নয়, সর্ব্বদাই কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার করে; সে ব্যক্তি যিম্লের পুত্র মীখায়। যিহোশাফট কহিলেন, মহারাজ, এমন কথা ৮ কহিবেন না। তখন ইস্রায়েলের রাজা এক জন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, যিম্লের পুত্র মীখায়কে শীঘ্র ৯ লইয়া আইস। সেই সময়ে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদা-রাজ যিহোশাফট আপন আপন রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া আপন আপন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা শমরিয়ার দ্বার-প্রবেশস্থানের খোলা জায়গায় বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সম্মুখে ভাববাদীরা সকলে ভাবোক্তি প্রচার ১০ করিতেছিল। আর কনানার পুত্র সিদিকিয় লৌহময় শৃঙ্গযুগল নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, 'ইহা দ্বারা আপনি অরামের বিনাশ সাধন পর্য্যন্ত ১১ গুঁতাইবেন'। আর ভাববাদীরা সকলেই

তদ্রূপ ভাবোক্তি প্রচার করিল, কহিল, আপনি রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করুন, কৃতকার্য্য হউন, কেননা সদাপ্রভু তাহা
১২ মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। আর যে দূত মীখায়কে ডাকিতে গিয়াছিল, সে তাঁহাকে কহিল, দেখুন, ভাববাদি-গণের বাক্য সকল এক মুখে রাজার পক্ষে মঙ্গলসূচনা করে; অতএব বিনয় করি, আপনার বাক্য উহাদের কোন এক জনের বাক্যের সমানার্থক হউক, আপনি
১৩ মঙ্গলসূচক কথা বলুন। মীখায় কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমার ঈশ্বর যাহা
১৪ বলেন, আমি তাহাই বলিব। পরে তিনি রাজার নিকটে আসিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মীখায়, আমরা রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধ করিতে যাইব, না আমি ক্ষান্ত হইব? তিনি কহিলেন, আপানারা যাত্রা করুন, কৃতকার্য্য হউন; তথাকার লোকেরা আপনাদের হস্তে
১৫ সমর্পিত হইবে। রাজা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি সদাপ্রভুর নামে আমাকে সত্য ব্যতিরেকে আর কিছুই বলিবে না, আমি কত বার তোমাকে এই শপথ করাইব?
১৬ তখন তিনি কহিলেন, আমি সমস্ত ইস্রা-য়েলকে অরক্ষক মেষপালের ন্যায় পর্ব্বত-গণের উপরে ছিন্নভিন্ন দেখিলাম, এবং সদাপ্রভু কহিলেন, উহাদের স্বামী নাই; উহারা প্রত্যেকে কুশলে আপন আপন
১৭ বাটীতে ফিরিয়া যাউক। তখন ইস্রা-য়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিলেন, আমি কি অগ্রেই আপনাকে বলি নাই যে, এই ব্যক্তি আমার উদ্দেশে মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার করে?
১৮ আর মীখায় কহিলেন, এ জন্য আপনারা সদাপ্রভুর বাক্য শুনুন; আমি দেখিলাম, সদাপ্রভু তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁহার দক্ষিণে ও বামে স্বর্গের সমস্ত
১৯ বাহিনী দণ্ডায়মান। পরে সদাপ্রভু কহিলেন, ইস্রায়েল-রাজ আহাব যেন যাত্রা করিয়া রামোৎ-গিলিয়দে পতিত হয়, এই জন্য কে তাহাকে মুগ্ধ করিবে? তাহাতে কেহ এক প্রকারে, কেহ বা অন্য
২০ প্রকারে কহিল। শেষে এক আত্মা গিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল,
২১ আমি তাহাকে মুগ্ধ করিব। সদাপ্রভু কহিলেন, কিসে? সে কহিল, আমি গিয়া তাহার সমস্ত ভাববাদীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা হইব। তখন তিনি কহিলেন, তুমি তাহাকে মুগ্ধ করিবে, কৃতকার্য্যও হইবে; যাও, সেইরূপ কর।
২২ অতএব দেখুন, সদাপ্রভু আপনার এই সমস্ত ভাববাদীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা দিয়াছেন; আর সদাপ্রভু আপনার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন।

২৩ তখন কনানার পুত্র সিদিকিয় নিকটে আসিয়া মীখায়ের গালে চড় মারিয়া কহিল, সদাপ্রভুর আত্মা তোর সঙ্গে কথা কহিবার জন্য আমার নিকট হইতে কোন্
২৪ পথে গিয়াছিলেন? মীখায় কহিলেন, দেখ, যে দিন তুমি লুকাইবার জন্য এক ভিতরের কুঠরীতে যাইবে, সেই দিন তাহা
২৫ জানিবে। পরে ইস্রায়েলের রাজা বলি-লেন, মীখায়কে ধরিয়া পুনরায় নগরাধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র যোয়াশের নিকটে
২৬ লইয়া যাও। আর বল, রাজা এই কথা কহেন, ইহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখ, এবং যে পর্য্যন্ত আমি কুশলে ফিরিয়া না আসি, সে পর্য্যন্ত ইহাকে আহারার্থে কষ্টযুক্ত অন্ন ও কষ্টযুক্ত জল
২৭ দেও। মীখায় কহিলেন, যদি আপনি

কোন মতে কুশলে ফিরিয়া আইসেন, তবে সদাপ্রভু আমার দ্বারা কথা কহেন নাই। আর তিনি কহিলেন, হে জাতি-গণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর।

২৮ পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদা-রাজ যিহোশাফট রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা ২৯ করিলেন। আর ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিলেন, আমি অন্য বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করিব, আপনি রাজবস্ত্র পরিধান করুন। পরে ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধরিলে ৩০ তাঁহারা যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন। অরামের রাজা আপন রথাধ্যক্ষ সেনাপতিগণকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র কি মহান্ আর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিও ৩১ না। পরে রথাধ্যক্ষগণ যিহোশাফটকে দেখিয়া উনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা, এই বলিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ঘুরিয়া আসিলেন; তখন যিহোশাফট চেঁচাইয়া উঠিলেন, আর সদাপ্রভু তাঁহার সাহায্য করিলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহার নিকট হইতে তাঁহাদিগকে যাইতে প্রবৃত্তি ৩২ দিলেন। বস্তুতঃ রথাধ্যক্ষগণ যখন দেখিলেন, ইনি ইস্রায়েলের রাজা নহেন, তখন তাঁহার পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিয়া ৩৩ গেলেন। কিন্তু একটা লোক লক্ষ্য ব্যতিরেকে ধনুক আকর্ষণ করিয়া ইস্রা-য়েলের রাজার উদর-ত্রাণের ও বুকপাটার সন্ধিস্থানে বাণাঘাত করিল; তাহাতে তিনি আপন সারথিকে কহিলেন, হস্ত ফিরাইয়া সৈন্যদলের মধ্য হইতে আমাকে লইয়া যাও, আমি দারুণ আঘাত পাই-৩৪ য়াছি। সেই দিবস তুমুল যুদ্ধ হইল; আর ইস্রায়েলের রাজা অরামীয়দের সম্মুখে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত রথে আপনাকে দণ্ডায়মান রাখিলেন, কিন্তু সূর্য্যাস্তকালে মরিয়া গেলেন।

১৯ পরে যিহূদা-রাজ যিহোশাফট কুশলে যিরূশালেমে আপন গৃহে ফিরিয়া আসি-২ লেন। আর হনানির পুত্র যেহূ দর্শক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া যিহোশাফট রাজাকে কহিলেন, দুর্জ্জনের সাহায্য করা এবং সদাপ্রভুর বিদ্বেষী-দিগকে প্রেম করা কি আপনার উপযুক্ত? এ জন্য সদাপ্রভু হইতে আপনার উপরে ৩ ক্রোধ বর্ত্তিল। যাহা হউক, আপনার মধ্যে কোন কোন সাধু ভাব পাওয়া গিয়াছে; কেননা আপনি দেশ হইতে আশেরা-মূর্ত্তি সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের অন্বেষণ করিবার জন্য আপন অন্তঃকরণ সুস্থির করিয়াছেন।

৪ আর যিহোশাফট যিরূশালেমে বসতি করিলেন; পরে আবার বের্-শেবা অবধি পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশ পর্য্যন্ত লোক-দের মধ্যে যাতায়াত করিয়া তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে ৫ তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। আর দেশের মধ্যে অর্থাৎ যিহূদার প্রাচীর-বেষ্টিত নগর সকলের মধ্যে নগরে নগরে ৬ বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। তিনি বিচারকর্ত্তাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাহা করিবে, সাবধান হইয়া করিও; কেননা তোমরা মনুষ্যদের জন্য নয়, কিন্তু সদাপ্রভুর জন্য বিচার করিবে, এবং বিচার ব্যাপারে তিনি তোমাদের সহকারী। ৭ অতএব সদাপ্রভুর ভয় তোমাদিগেতে অধিষ্ঠিত হউক; তোমরা সাবধান হইয়া কার্য্য কর, কেননা অন্যায়, কি মুখাপেক্ষা, কি উৎকোচ গ্রহণে আমাদের ঈশ্বর

৮ সদাপ্রভুর সম্মতি নাই। আর যিহোশাফট যিরূশালেমেও সদাপ্রভুর পক্ষে বিচারার্থে এবং বিবাদ নিষ্পত্তি করণার্থে লেবীয়দের, যাজকদের ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের কয়েক জনকে নিযুক্ত করিলেন। আর তাঁহারা যিরূশালেমে ৯ ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা সদাপ্রভুর ভয়ে বিশ্বস্ত ভাবে একাগ্রচিত্তে এইরূপ ১০ কার্য্য কর। রক্তপাতের বিষয়ে, ব্যবস্থা ও আজ্ঞার এবং বিধি ও শাসনের বিষয়ে যে কোন বিচার আপন আপন নগরে বাসকারী তোমাদের ভ্রাতাদের দ্বারা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিবে, পাছে তাহারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে দোষী হয়, আর তোমাদের উপরে ও তোমাদের ভ্রাতাদের উপরে ক্রোধ বর্ত্তে; ইহা করিও, তাহা হইলে তোমরা দোষী হইবে না। ১১ আর দেখ, সদাপ্রভুর সমস্ত বিচারে প্রধান যাজক অমরিয়, এবং রাজার সমস্ত বিচারে যিহূদা-কুলের অধ্যক্ষ ইশ্মায়েলের পুত্র সবদিয় তোমাদের উপরে নিযুক্ত আছেন; কর্ম্মচারী লেবীয়েরাও তোমাদের সম্মুখে আছে। তোমরা সাহসপূর্ব্বক কার্য্য কর, আর সদাপ্রভু সুজনের সহবর্ত্তী হউন।

শত্রুদের হস্ত হইতে ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা।

২০ পরে মোয়াব-সন্তানগণ ও অম্মোন-সন্তানগণ এবং তাহাদের সহিত কতকগুলি মায়োনীয় লোক যিহোশাফটের ২ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিল। তখন কোন কোন লোক আসিয়া যিহোশাফটকে এই সংবাদ দিল, সাগরের ওপারস্থ অরাম হইতে বৃহৎ লোকসমারোহ আপনার বিরুদ্ধে আসিতেছে; দেখুন, তাহারা হৎসসোন-তামরে, অর্থাৎ ৩ ঐন্-গদীতে আছে। তাহাতে যিহোশাফট ভীত হইয়া সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যিহূদার সর্ব্বত্র উপবাস ঘোষণা করাইয়া দিলেন। ৪ আর যিহূদার লোকেরা সদাপ্রভুর কাছে সাহায্য যাচ্ঞা করিবার জন্য একত্র হইল; যিহূদার সমস্ত নগর হইতে লোকেরা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে আসিল।

৫ পরে যিহোশাফট সদাপ্রভুর গৃহে নূতন প্রাঙ্গণের সম্মুখে যিহূদার ও যিরূশালেমের সমাজের মধ্যে দাঁড়াইলেন, ৬ আর কহিলেন, হে আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুমি কি স্বর্গস্থ ঈশ্বর নহ? তুমি কি জাতিগণের সমস্ত রাজ্যের কর্ত্তা নহ? আর শক্তি ও পরাক্রম তোমারই হস্তে, তোমার বিপক্ষে ৭ দাঁড়াইতে কাহারও সাধ্য নাই। হে আমাদের ঈশ্বর, তুমিই কি আপন প্রজা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে এই দেশের নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত কর নাই? এবং তোমার মিত্র অব্রাহামের বংশকে চিরকালের জন্য কি এই দেশ দেও নাই? ৮ আর তাহারা এই দেশে বসতি করিয়াছে, এবং এই দেশে তোমার নামের জন্য এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করিয়া বলিয়াছে, ৯ খড়্গ, কি বিচারসিদ্ধ দণ্ড, কি মহামারী, কি দুর্ভিক্ষস্বরূপ অমঙ্গল যখন আমাদের প্রতি ঘটিবে, তখন আমরা এই গৃহের সম্মুখে, তোমারই সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব—কেননা এই গৃহে তোমার নাম আছে,—এবং আমাদের সঙ্কটে আমরা তোমার

কাছে ক্রন্দন করিব, তাহাতে তুমি তাহা
১০ শুনিয়া নিস্তার করিবে। আর এখন দেখ, অম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণ এবং সেয়ীর পর্ব্বতনিবাসীরা, যাহাদের দেশে তুমি ইস্রায়েলকে মিসর দেশ হইতে আসিবার সময়ে প্রবেশ করিতে দেও নাই, কিন্তু ইহারা উহাদের নিকট হইতে অন্য পথে গিয়াছিল, উহাদিগকে বিনষ্ট করে
১১ নাই; দেখ, উহারা আমাদের কিরূপ অপকার করিতেছে; তুমি যাহা আমাদিগকে ভোগ করিতে দিয়াছ, তোমার সেই অধিকার হইতে আমাদিগকে তাড়াইয়া
১২ দিতে আসিতেছে। হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি কি উহাদের বিচার করিবে না? আমাদের বিরুদ্ধে ঐ যে বৃহৎ দল আসিতেছে, উহাদের বিরুদ্ধে আমাদের ত নিজের কোন সামর্থ্য নাই; কি করিতে হইবে, তাহাও আমরা জানি না; আমরা কেবল তোমার দিকে চাহিয়া আছি।

১৩ এইরূপে শিশু, স্ত্রীলোক ও সন্তানগণের সহিত সমস্ত যিহূদা সদাপ্রভুর
১৪ সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইল। আর সমাজের মধ্যে যহসীয়েল নামে এক জন লেবীয়ের উপরে সদাপ্রভুর আত্মা আসিলেন। তিনি আসফবংশজাত মত্তনিয়ের সন্তান যিয়েলের সন্তান বনায়ের সন্তান সখরিয়ের
১৫ পুত্র। তখন তিনি কহিলেন, হে সমগ্র যিহূদা, হে যিরূশালেম-নিবাসী লোক সকল, আর হে মহারাজ যিহোশাফট, শ্রবণ কর; সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা ঐ বৃহৎ লোকসমারোহ হইতে ভীত কি নিরাশ হইও না, কেননা এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, কিন্তু
১৬ ঈশ্বরের। তোমরা কল্য উহাদের বিরুদ্ধে নামিয়া যাও; দেখ, তাহারা সীস নামক আরোহণ-স্থান দিয়া আসিতেছে; তোমরা যিরূয়েল প্রান্তরের সম্মুখে উপত্যকার
১৭ অন্তভাগে তাহাদিগকে পাইবে। এবার তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না; হে যিহূদা ও যিরূশালেম, তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হও, দাঁড়াইয়া থাক, আর তোমাদের সহবর্ত্তী সদাপ্রভু যে নিস্তার করিবেন, তাহা দেখ; ভীত কি নিরাশ হইও না; কল্য তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা কর; কেননা সদাপ্রভু তোমাদের সহবর্ত্তী।
১৮ তখন যিহোশাফট ভূমিতে অধোমুখ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং সমস্ত যিহূদা ও যিরূশালেম-নিবাসিগণ সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিতে সদাভুর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ
১৯ হইল। পরে কহাৎ-বংশজাত ও কোরহবংশজাত লেবীয়েরা অতি উচ্চৈঃস্বরে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রশংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

২০ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া তকোয় প্রান্তরে যাত্রা করিল; তাহাদের যাত্রাকালে যিহোশাফট দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে যিহূদা, হে যিরূশালেম-নিবাসিগণ, আমার কথা শুন; তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে সুস্থির হইবে; তাঁহার ভাববাদিগণে বিশ্বাস কর,
২১ তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে। আর তিনি লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া লোক নিযুক্ত করিলেন, [যেন তাহারা] সৈন্যশ্রেণীর অগ্রে অগ্রে গিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত ও পবিত্র শোভায় প্রশংসা করে, এবং এই কথা বলে,— "সদাপ্রভুর স্তবগান কর, কেননা তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী"।

২২ যখন তাহারা আনন্দগান ও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল, তখন সদাপ্রভু

যিহূদার বিরুদ্ধে আগত অম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণের ও সেয়ীর পর্ব্বতীয় লোকদের বিরুদ্ধে লুক্কায়িত সৈন্যদিগকে নিযুক্ত করিলেন; তাহাতে তাহারা পরা-
২৩ হত হইল। আর অম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণ নিঃশেষে বধ ও বিনাশ করিবার জন্য সেয়ীর পর্ব্বত-নিবাসীদের বিরুদ্ধে উঠিল; আর সেয়ীর-নিবাসীদিগকে সংহার করিবার পর পরস্পর এক জন অন্যের
২৪ বিনাশ সাধনে সাহায্য করিল। তখন যিহূদার লোকেরা প্রান্তরের প্রহরিদুর্গে উপস্থিত হইয়া লোকসমারোহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, আর দেখ, ভূমিতে কেবলমাত্র শব পতিত আছে, কেহই
২৫ পলাইয়া বাঁচে নাই। তখন যিহোশাফট ও তাঁহার লোকেরা তাহাদের লুট গ্রহণ করিতে গিয়া তাহাদের মধ্যে শবের সহিত প্রচুর সম্পত্তি ও বহুমূল্য রত্ন দেখিতে পাইলেন; তাঁহারা আপনাদের জন্য এত ধন সংগ্রহ করিলেন যে, সমস্ত লইয়া যাইতে পারিলেন না; সেই লুটিত বস্তুর বাহুল্য প্রযুক্ত তাহা লইয়া যাইতে তাঁহাদের তিন দিন লাগিল।

২৬ আর চতুর্থ দিবসে তাঁহারা বরাখা-তলভূমিতে সমাগত হইলেন; কেননা সেই স্থানে তাহারা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল, এই কারণ অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থান বরাখা [ধন্যবাদ] তলভূমি নামে খ্যাত আছে।
২৭ পরে যিহূদার ও যিরূশালেমের সমস্ত লোক, এবং তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমনকারী যিহোশাফট আনন্দপূর্ব্বক যিরূশালেমে যাইবার জন্য ফিরিয়া গেলেন, কেননা সদাপ্রভু তাঁহাদের শত্রুদের উপরে তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিয়া-
২৮ ছিলেন। আর তাঁহারা নেবল, বীণা ও তূরী বাজাইতে বাজাইতে যিরূশালেমে
২৯ আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহে গেলেন। আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, এই জনরব অন্য দেশীয় সকল রাজ্যের লোকে শুনিলে ঈশ্বর হইতে ভয় তাহাদের উপরে আসিল।
৩০ এইরূপে যিহোশাফটের রাজ্য সুস্থির হইল, তাঁহার ঈশ্বর চারিদিকে তাঁহাকে বিশ্রাম দিলেন।

৩১ যিহোশাফট যিহূদার উপরে রাজত্ব করিলেন; তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং পঁচিশ বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব করেন। তাঁহার মাতার নাম অসূবা, তিনি শিল্‌হির কন্যা।
৩২ যিহোশাফট আপন পিতা আসার পথে চলিতেন, সেই পথ হইতে ফিরিতেন না, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই
৩৩ করিতেন। তথাপি উচ্চস্থলী সকল দূরীকৃত হইল না, এবং লোকেরা তখনও আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের প্রতি আপন আপন অন্তঃকরণ সুস্থির করিল
৩৪ না। যিহোশাফটের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত, দেখ, ইস্রায়েল-রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকান্তর্গত হনানির পুত্র যেহূর পুস্তকে লিখিত আছে।

৩৫ পরে যিহূদা-রাজ যিহোশাফট ইস্রায়েল-রাজ অহসিয়ের সহিত যোগ দিলেন,
৩৬ সে ব্যক্তি দুরাচারী; তিনি তর্শীশে যাইবার জাহাজ নির্ম্মাণার্থে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন, আর তাঁহারা ইৎসিয়োন-গেবরে সেই জাহাজগুলি নির্ম্মাণ করি-
৩৭ লেন। তখন মারেশা-নিবাসী দোদাবাহূর পুত্র ইলীয়েষর যিহোশাফটের বিরুদ্ধে এই ভাবোক্তি প্রচার করিলেন, আপনি অহসিয়ের সহিত যোগ দিয়াছেন, এই

জন্য সদাপ্রভু আপনার কর্ম্ম সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আর ঐ সকল জাহাজ ভগ্ন হইল, তর্শীশে যাইতে পারিল না।

যিহোরাম রাজার বিবরণ।

২১ পরে যিহোশাফট আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, এবং দায়ূদ-নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইলেন। আর তাঁহার পুত্র যিহোরাম তাঁহার পদে রাজা হইলেন। ২ যিহোশাফটের ঔরসজাত যিহোরামের কয়েকটী ভ্রাতা ছিল, অসরিয়, যিহীয়েল, সখরিয়, অসরিয়, মীখায়েল, ও শফটিয়, ইহারা সকলে ইস্রায়েল-রাজ যিহোশাফটের পুত্র। ৩ আর তাহাদের পিতা তাহাদিগকে মহাসম্পত্তি অর্থাৎ রৌপ্য, স্বর্ণ ও বহুমূল্য দ্রব্য এবং যিহূদা দেশস্থ প্রাচীরবেষ্টিত নগরগুলি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু যিহোরাম জ্যেষ্ঠ বলিয়া ৪ তাঁহাকে রাজ্য দিয়াছিলেন। যিহোরাম আপন পিতার রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে আপনাকে বলবান করিলেন; আর আপনার সমস্ত ভ্রাতাকে এবং ইস্রায়েলের কতকগুলি অধ্যক্ষকেও খড়্গ দ্বারা বধ করিলেন।

৫ যিহোরাম বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে আট ৬ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। আহাবের কুল যেমন করিত, তিনিও তেমনি ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চলিতেন; কারণ তিনি আহাবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ফলে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ৭ মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন। তথাপি সদাপ্রভু দায়ূদের সহিত আপনার কৃত নিয়ম প্রযুক্ত এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সন্তানগণকে নিয়ত এক প্রদীপ দিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি দায়ূদের কুল বিনষ্ট করিতে চাহিলেন না।

৮ তাঁহার সময়ে ইদোম যিহূদার অধীনতা অস্বীকার করিয়া আপনাদের উপরে এক ৯ জনকে রাজা করিল। অতএব যিহোরাম আপন সেনাপতিগণকে ও সমস্ত রথ সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন; আর রাত্রিকালে তিনি উঠিয়া, যাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, সেই ইদোমীয়দিগকে ও তাহাদের রথের অধ্যক্ষদিগকে আঘাত ১০ করিলেন। এইরূপে ইদোম অদ্য পর্য্যন্ত যিহূদার অধীনতা অস্বীকার করিয়া রহিয়াছে; আর ঐ সময়ে লিব্‌নাও তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিল, কেননা তিনি আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদা- ১১ প্রভুকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। আরও তিনি যিহূদার অনেক পর্ব্বতে উচ্চস্থলী প্রস্তুত করিলেন, এবং যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে ব্যভিচার করাইলেন, ও যিহূদাকে বিপথগামী করিলেন।

১২ পরে তাঁহার কাছে এলিয় ভাববাদীর নিকট হইতে এই কথা সম্বলিত একখানি লিপি আসিল; তোমার পিতা দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন পিতা যিহোশাফটের পথে ও যিহূদা-রাজ আসার পথে গমন কর নাই; ১৩ কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে গমন করিয়াছ, এবং আহাব-কুলের ক্রিয়ানুসারে যিহূদাকে ও যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে ব্যভিচার করাইয়াছ; আরও তোমা হইতে উত্তম যে তোমার পিতৃকুলজাত ভ্রাতৃগণ, তাহাদিগকে বধ

১৪ করিয়াছ; এই কারণ দেখ, সদাপ্রভু তোমার প্রজাদিগকে, তোমার সন্তান-দিগকে, তোমার ভার্য্যাদিগকে ও তোমার সমস্ত সম্পত্তি মহা আঘাতে আহত ১৫ করিবেন। আর তুমি অন্ত্রের পীড়ায় অতিশয় পীড়িত হইবে, শেষে সেই পীড়ায় তোমার অন্ত্র দিন দিন বাহির হইয়া পড়িবে।

১৬ পরে সদাপ্রভু যিহোরামের বিরুদ্ধে পলেষ্টীয়দের মন ও কূশীয়দের নিকটস্থ আরবীয়দের মন উত্তেজিত করিলেন; ১৭ এবং তাহারা যিহূদার বিরুদ্ধে আসিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া রাজার বাটীতে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি, এবং তাঁহার পুত্ত্রদিগকে ও তাঁহার ভার্য্যাদিগকে লইয়া গেল; কনিষ্ঠ পুত্ত্র যিহোয়াহস ব্যতীত তাঁহার একটী পুত্ত্রও অবশিষ্ট থাকিল না। ১৮ এই সকল ঘটনার পরে সদাপ্রভু তাঁহাকে অন্ত্রের অপ্রতিকার্য্য পীড়া দ্বারা আঘাত ১৯ করিলেন। তাহাতে কালক্রমে, দুই বৎসরের শেষে, তাঁহার অন্ত্র সেই রোগে বাহির হইয়া পড়িল, পরে তিনি উৎকট পীড়ায় মারা পড়িলেন। আর তাঁহার প্রজারা তাঁহার জন্য তাঁহার পিতৃলোকদের ২০ রীতি অনুযায়ী দাহ করিল না। তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে আট বৎসরকাল রাজত্ব করেন; তিনি চলিয়া গেলেন, কেহ শোক করিল না। আর লোকেরা দায়ূদ-নগরে তাঁহাকে কবর দিল, কিন্তু রাজাদের কবরস্থানে দিল না।

অহসিয় ও অথলিয়ার বিবরণ।

২২ পরে যিরূশালেম-নিবাসীরা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্ত্র অহসিয়কে তাঁহার পদে রাজা করিল, কারণ আরবীয়দের সহিত শিবিরে যে দল আসিয়াছিল, তাহারা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্ত্র সকলকে বধ করিয়াছিল। অতএব যিহূদা-রাজ যিহোরামের পুত্ত্র অহসিয় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ২ অহসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; এবং যিরূশালেমে এক বৎসরকাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, ইনি অম্রির ৩ পৌত্ত্রী। অহসিয়ের মাতা তাঁহাকে অসদাচরণ করিতে মন্ত্রণা দিতেন, তাই তিনিও আহাব-কুলের পথে চলিতেন। ৪ আহাব-কুল যেমন করিত, তেমনি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা মন্দ, তিনি তাহাই করিতেন; কেননা পিতার মৃত্যুর পরে তাহারাই তাঁহার বিনাশজনক মন্ত্রী হইল। ৫ আর তাহাদেরই মন্ত্রণানুসারে তিনি চলিতেন, আর তিনি ইস্রায়েল-রাজ আহাবের পুত্ত্র যিহোরামের সহায় হইয়া রামোৎ-গিলিয়দে অরাম-রাজ হসায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন; তাহাতে অরামীয়েরা যোরামকে ক্ষতবিক্ষত করিল। ৬ অতএব অরাম-রাজ হসায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময়ে যিহোরাম রামাতে যে সকল আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে আরোগ্য পাইবার জন্য যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া গেলেন; এবং আহাবের পুত্ত্র যিহোরামের পীড়া প্রযুক্ত যিহূদা-রাজ যিহোরামের পুত্ত্র অহসিয় তাঁহাকে দেখিতে ৭ যিষ্রিয়েলে নামিয়া গেলেন। কিন্তু যোরামের নিকটে আসাতে ঈশ্বর হইতে অহসিয়ের নিপাত ঘটিল; কেননা তিনি যখন আসিলেন, তখন যিহোরামের সহিত নিম্শির পুত্ত্র সেই যেহূর বিরুদ্ধে বাহির হইলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর আহাব-কুলের

উচ্ছেদ করিবার জন্য অভিষেক করিয়াছিলেন। ৮ পরে যেহূ যে সময়ে আহাব-কুলকে দণ্ড দিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি যিহূদার অধ্যক্ষগণকে ও অহসিয়ের পরিচর্য্যাকারী তাঁহার ভ্রাতৃপুত্ত্রগণকে পাইয়া ৯ বধ করিলেন। আর তিনি অহসিয়ের অন্বেষণ করিলেন; তৎকালে অহসিয় শমরিয়ায় লুকাইয়া ছিলেন; লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া যেহূর নিকটে আনিয়া বধ করিল, তথাপি তাঁহার কবর দিল, কেননা তাহারা কহিল, যে যিহোশাফট সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতেন, এ তাঁহারই সন্তান। আর অহসিয়ের কুলের মধ্যে রাজত্ব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না।

১০ ইতিমধ্যে অহসিয়ের মাতা অথলিয়া যখন দেখিল যে, তাহার পুত্র মরিয়াছে, তখন সে উঠিয়া যিহূদা-কুলের সমস্ত রাজ-১১ বংশ বিনষ্ট করিল। কিন্তু রাজকন্যা যিহোশাবৎ অহসিয়ের পুত্ত্র যোয়াশকে লইয়া, নিহত রাজপুত্ত্রদের মধ্য হইতে চুরি করিয়া, তাঁহার ধাত্রীর সহিত শয্যাগারে রাখিলেন; এইরূপে যিহোয়াদা যাজকের স্ত্রী, যিহোরাম রাজার কন্যা এবং অহসিয়ের ভগিনী ঐ যিহোশাবৎ অথলিয়া হইতে তাঁহাকে লুকাইলেন, এই জন্য তিনি তাঁহাকে বধ করিতে পারিলেন ১২ না। আর যোয়াশ তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরের গৃহে ছয় বৎসর যাবৎ লুক্কায়িত রহিলেন; তখন অথলিয়া দেশের উপরে রাজত্ব করিতেছিল।

যোয়াশ রাজার বিবরণ।

২৩ পরে সপ্তম বৎসরে যিহোয়াদা আপনাকে বলবান করিয়া শতপতিদিগকে—যিহোরামের পুত্ত্র অসরিয়কে, যিহোহাননের পুত্ত্র ইশ্মায়েলকে, ওবেদের পুত্ত্র অসরিয়কে, অদায়ার পুত্ত্র মাসেয়কে, ও সিখ্রির পুত্ত্র ইলীশাফটকে—লইয়া আপনার সহিত নিয়মে বদ্ধ করিলেন। ২ পরে তাঁহারা যিহূদা দেশে ভ্রমণ করিয়া যিহূদার সমস্ত নগর হইতে লেবীয়দিগকে ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদিগকে একত্র করিলে তাহারাও যিরূশালেমে আসিল। ৩ পরে সমস্ত সমাজ ঈশ্বরের গৃহে রাজার সহিত নিয়ম করিল। আর যিহোয়াদা তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, দায়ূদের সন্তানগণের বিষয়ে সদাপ্রভু যে কথা কহিয়াছেন, তদনুসারে রাজপুত্ত্রই রাজত্ব ৪ করিবেন। তোমরা এই কার্য্য করিবে, তোমাদের অর্থাৎ যাজকদের ও লেবীয়দের যে তৃতীয়াংশ বিশ্রামবারে প্রবেশ ৫ করিবে, তাহারা দ্বারপাল হইবে। অন্য তৃতীয়াংশ রাজবাটীতে থাকিবে, অন্য তৃতীয়াংশ ভিত্তিমূলের দ্বারে থাকিবে, এবং সমস্ত লোক সদাপ্রভুর গৃহের ৬ প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে থাকিবে। কিন্তু যাজকগণ ও পরিচর্য্যাকারী লেবীয়গণ ব্যতিরেকে আর কাহাকেও সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিতে দিও না; উহারা পবিত্র, এই জন্য প্রবেশ করিবে; কিন্তু অন্য সমস্ত লোক সদাপ্রভুর রক্ষণীয় দ্রব্য রক্ষা ৭ করিবে। আর লেবীয়েরা প্রত্যেক জন স্ব স্ব হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজাকে বেষ্টন করিবে, আর যে কেহ গৃহে প্রবেশ করিবে, সে হত হইবে; এবং রাজা যখন ভিতরে আইসেন, কিম্বা বাহিরে যান, তখন তোমরা তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। ৮ পরে যিহোয়াদা যাজক যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন, লেবীয়েরা ও সমস্ত যিহূদা

তদনুসারে সকলই করিল; ফলতঃ তাহারা প্রত্যেক জন আপন আপন লোকদিগকে, যাহারা বিশ্রামবারে ভিতরে যায় বা বিশ্রামবারে বাহিরে আইসে, তাহাদিগকে লইল, কেননা যিহোয়াদা যাজক পালা সকল বিদায় করেন নাই।

৯ আর দায়ূদ রাজার যে বড়শা, ঢাল ও চর্ম্ম ঈশ্বরের গৃহে ছিল, যিহোয়াদা যাজক তাহা শতপতিদিগকে দিলেন।

১০ আর তিনি সমস্ত লোককে স্থাপন করিলেন, প্রত্যেক জন স্ব স্ব হস্তে অস্ত্র লইয়া গৃহের দক্ষিণ পার্শ্ব অবধি গৃহের বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত যজ্ঞবেদির ও গৃহের নিকটে রাজার চারিদিকে দাঁড়াইল।

১১ পরে তাঁহারা রাজপুত্রকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার মস্তকে মুকুট দিলেন, ও তাঁহাকে সাক্ষ্যপুস্তক দিলেন, এবং তাঁহাকে রাজা করিলেন, আর যিহোয়াদা ও তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে অভিষেক করিলেন; পরে তাঁহারা কহিলেন, রাজা চিরজীবী হউন।

১২ আর লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া রাজার প্রশংসা করিলে অথলিয়া সেই কোলাহল শুনিয়া সদাপ্রভুর গৃহে

১৩ লোকদের নিকটে আসিল; আর দৃষ্টিপাত করিল, আর দেখ, প্রবেশ-স্থানে রাজা আপন মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং সেনাপতিগণ ও তূরীবাদকগণ রাজার নিকটে আছে, এবং দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করিতেছে ও তূরী বাজাইতেছে, এবং গায়কেরা বাদ্য যন্ত্র লইয়া প্রশংসার গীত গান করিতেছে; তখন অথলিয়া আপনার বস্ত্র ছিঁড়িয়া

১৪ কহিল, রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ! কিন্তু যিহোয়াদা যাজক সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত শতপতিদিগকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, উহাকে বাহির করিয়া দুই শ্রেণীর মধ্য দিয়া লইয়া যাও; আর যে উহার পশ্চাতে যাইবে, সে খড়্গ দ্বারা নিহত হউক; কারণ যাজক বলিয়াছিলেন, সদাপ্রভুর গৃহমধ্যে উহাকে বধ

১৫ করিও না। পরে লোকেরা তাঁহার জন্য দুই পঙ্‌ক্তি হইয়া পথ ছাড়িলে সে রাজবাটীর অশ্বদ্বারের প্রবেশস্থানে গেল; সেই স্থানে তাহারা তাহাকে বধ করিল।

১৬ আর যিহোয়াদা আপনার এবং সমস্ত লোকের ও রাজার মধ্যে এক নিয়ম করিলেন, যেন তাহারা সদাপ্রভুর প্রজা

১৭ হয়। পরে সমস্ত লোক বালের গৃহে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাহার যজ্ঞবেদি ও প্রতিমা সকল চূর্ণ করিল, এবং বেদি সকলের সম্মুখে বালের যাজক

১৮ মত্তনকে বধ করিল। আর দায়ূদের বিধানমতে আনন্দ ও গানের সহিত মোশির ব্যবস্থার লিখনানুসারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম করিতে দায়ূদ যে লেবীয় যাজকদিগকে বিভাগপূর্ব্বক নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহাদের হস্তে যিহোয়াদা সদাপ্রভুর গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার

১৯ দিলেন। আর কোন প্রকার অশুচি লোক যেন প্রবেশ না করে, এই জন্য তিনি সদাপ্রভুর গৃহের সকল দ্বারে দ্বার-

২০ পালদিগকে নিযুক্ত করিলেন। পরে তিনি শতপতিদিগকে, কুলীনবর্গকে, লোকদের শাসনকর্ত্তাদিগকে ও দেশের সমস্ত লোককে সঙ্গে লইলেন, তাঁহারা সদাপ্রভুর গৃহ হইতে রাজাকে নামাইয়া আনিলেন; পরে তাঁহারা উচ্চতর দ্বার দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া রাজসিংহাসনে রাজাকে বসাইয়া দিলেন।

২১ তখন দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করিল, এবং নগর সুস্থির হইল; আর অথলিয়াকে তাঁহারা খড়্গ দ্বারা বধ করিয়াছিল।

২৪ যোয়াশ সাত বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে চল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম সিবিয়া, তিনি বের্-শেবা-২ নিবাসিনী। যিহোয়াদা যাজকের সমস্ত জীবনকালে যোয়াশ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে ৩ যাহা ন্যায্য, তাহাই করিতেন। আর যিহোয়াদা তাঁহার দুইটী বিবাহ দিলেন; আর তিনি পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন।

৪ তৎপরে সদাপ্রভুর গৃহ সারাইতে ৫ যোয়াশের মনোরথ হইল। তাহাতে তিনি যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, তোমরা যিহূদার নগরে নগরে গমন কর, এবং বৎসর বৎসর আপন ঈশ্বরের গৃহ মেরামৎ করিবার জন্য সমস্ত ইস্রায়েলের নিকট হইতে রৌপ্য সংগ্রহ কর; এই কার্য্য শীঘ্রই কর। কিন্তু লেবীয়েরা তাহা শীঘ্র করিল ৬ না। পরে রাজা প্রধান [যাজক] যিহোয়াদাকে ডাকিয়া কহিলেন, সাক্ষ্য-তাম্বুর জন্য ঈশ্বরের দাস মোশি ও ইস্রায়েল-সমাজ দ্বারা যে কর নিরূপিত হইয়াছে, তাহা যিহূদা ও যিরূশালেম হইতে আনিতে আপনি লেবীয়দিগকে ৭ কেন বলিয়া দেন নাই? কেননা সেই দুষ্টা স্ত্রী অথলিয়ার পুত্রগণ ঈশ্বরের গৃহ ভগ্ন করিয়াছিল, এবং সদাপ্রভুর গৃহস্থিত সমস্ত পবিত্র বস্তু লইয়া বাল দেবগণের ৮ জন্য ব্যয় করিয়াছিল। পরে রাজা আজ্ঞা করিলে তাহারা একটী সিন্দুক নির্ম্মাণ করিয়া সদাপ্রভুর গৃহের দ্বার-৯ সমীপে বাহিরে স্থাপন করিল। আর ঈশ্বরের দাস মোশি যে কর প্রান্তরে ইস্রায়েলের দেয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন, সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহা আনিবার কথা তাহারা যিহূদা ও যিরূশালেমে ১০ ঘোষণা করিল। তাহাতে সমস্ত অধ্যক্ষ ও সমস্ত প্রজা আনন্দপূর্ব্বক তাহা আনিতে লাগিল, এবং যে পর্য্যন্ত না কার্য্য সমাপ্ত হইল, সে পর্য্যন্ত ঐ সিন্দুকে তাহা ১১ রাখিত। আর যে সময়ে লেবীয়দের হস্ত দ্বারা সেই সিন্দুক রাজার নিযুক্ত লোকদের কাছে আনীত হইত, তখন তাহার মধ্যে অনেক রৌপ্য দেখা গেলে রাজ-লেখক এবং প্রধান যাজকের নিযুক্ত এক জন লোক আসিয়া সিন্দুকটী শূন্য করিত, পরে পুনর্ব্বার তুলিয়া স্বস্থানে রাখিত; দিন দিন এইরূপ করাতে তাহারা অনেক ১২ রৌপ্য সঞ্চয় করিল। পরে রাজা ও যিহোয়াদা সদাপ্রভুর গৃহ সম্বন্ধীয় কার্য্য-সম্পাদকদিগকে তাহা দিতেন; তাহারা সদাপ্রভুর গৃহ সারিবার জন্য গাঁথক ও সূত্রধরদিগকে বেতন দিত; এবং সদাপ্রভুর গৃহ মেরামৎ করিবার জন্য লৌহ ও পিত্তলের কর্ম্মকারীদিগকেও [দিত]। ১৩ এইরূপে কার্য্যসম্পাদকগণ কর্ম্ম করিলে তাহাদের হস্তে কার্য্য সুসিদ্ধ হইল; আর তাহারা ঈশ্বরের গৃহ সারিয়া পূর্ব্বের মত ১৪ দৃঢ় করিল। কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাহারা অবশিষ্ট রৌপ্য রাজার ও যিহোয়াদার সম্মুখে আনিত, এবং তদ্দ্বারা সদাপ্রভুর গৃহের জন্য নানা পাত্র, অর্থাৎ পরিচর্য্যার্থক ও হোমীয় পাত্র এবং চমস, আর স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র নির্ম্মিত হইল। আর তাহারা যিহোয়াদার সমস্ত জীবনকালে সদাপ্রভুর গৃহে নিয়ত হোম করিত।

১৫ পরে যিহোয়াদা বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া মরিলেন ; মরণ-সময়ে তাঁহার এক শত ১৬ ত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। লোকেরা দায়ূদ-নগরে রাজগণের সহিত তাঁহার কবর দিল, কেননা তিনি ইস্রায়েলের মধ্যে, এবং ঈশ্বরের ও তাঁহার গৃহের বিষয়ে সাধুকার্য্য, করিয়াছিলেন।

১৭ যিহোয়াদার মৃত্যুর পরে যিহূদার অধ্যক্ষগণ আসিয়া রাজার কাছে প্রণিপাত করিল ; তখন রাজা তাহাদেরই ১৮ কথায় কর্ণপাত করিতে লাগিলেন। পরে তাহারা আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ ত্যাগ করিয়া আশেরা-মূর্ত্তি ও নানা প্রতিমার পূজা করিতে লাগিল ; আর তাহাদের এই দোষ প্রযুক্ত যিহূদার ও যিরূশালেমের উপরে ক্রোধ উপস্থিত ১৯ হইল। তথাপি সদাপ্রভুর দিকে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি তাহাদের নিকটে ভাববাদীদিগকে প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহারা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন ; কিন্তু লোকেরা কাণ দিতে ২০ চাহিল না। পরে ঈশ্বরের আত্মা যিহোয়াদা যাজকের পুত্র সখরিয়ে আবেশ করাতে তিনি লোকদের হইতে উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা কেন সদাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ ? ইহাতে কৃতকার্য্য হইবে না। তোমরা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছ, তিনিও তোমাদিগকে ২১ ত্যাগ করিলেন। তাহাতে লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া রাজার আজ্ঞায় সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে তাঁহাকে ২২ প্রস্তরাঘাতে বধ করিল। তাঁহার পিতা যিহোয়াদা রাজার প্রতি যে দয়া করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ না করিয়া যোয়াশ রাজা তাঁহার পুত্রকে বধ করিলেন ; তিনি মরণকালে কহিলেন, সদাপ্রভু দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার শোধ লইবেন।

২৩ পরে বৎসর ফিরিয়া আসিলে অরামের সৈন্যদল যোয়াশের বিরুদ্ধে আসিল। তাহারা যিহূদায় ও যিরূশালেমে আসিয়া লোকদের মধ্যে জনাধ্যক্ষ সকলকে বিনষ্ট করিল, এবং তাহাদের সমস্ত দ্রব্য লুট করিয়া দম্মেশকের রাজার নিকটে ২৪ পাঠাইয়া দিল। বস্তুতঃ অরামের অল্প লোকবিশিষ্ট সৈন্যদল আসিল, আর সদাপ্রভু তাহাদের হস্তে অতি বৃহৎ সৈন্যদল সমর্পণ করিলেন, কারণ লোকেরা আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছিল। এইরূপে অরামীয়েরা ২৫ যোয়াশের বিচার সাধন করিল। তাহারা তাঁহাকে অতিশয় রুগ্ন অবস্থায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর, তাঁহার দাসেরা যিহোয়াদা যাজকের পুত্রদের রক্তপাত প্রযুক্ত তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার খট্টার উপরে তাঁহাকে বধ করিল, এবং তিনি মরিলে পর দায়ূদ-নগরে তাঁহার কবর দিল বটে, কিন্তু রাজগণের ২৬ কবর-স্থানে দিল না। অম্মোনীয়া শিমিয়তের পুত্র সাবদ ও মোয়াবীয়া শিম্রীতের পুত্র যিহোষাবদ, এই দুই জন তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিল।

২৭ তাঁহার পুত্রদের কথা, তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর ভাববাণীর কথা ও ঈশ্বরের গৃহ সারাইবার বিবরণ, দেখ, এই সকল বিষয় রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকের ব্যাখ্যানগ্রন্থে লিখিত আছে ; পরে তাঁহার পুত্র অমৎসিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

অমৎসিয় রাজার বিবরণ।

২৫ অমৎসিয় পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে উনত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম যিহোয়দ্দন, তিনি ২ যিরূশালেম-নিবাসিনী। অমৎসিয় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিতেন বটে, কিন্তু একাগ্রচিত্তে করিতেন না।

৩ পরে রাজ্য তাঁহার হস্তে স্থির হইলে তাঁহার যে দাসেরা তাঁহার পিতা রাজাকে বধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি বধ ৪ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের সন্তানদিগকে বধ করিলেন না, ব্যবস্থা-গ্রন্থে, মোশির পুস্তকে সদাপ্রভুর যে আজ্ঞা লিখিত আছে, তদনুসারে কার্য্য করিলেন, যথা, সন্তানের জন্য পিতা, কিম্বা পিতার জন্য সন্তান মারা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন পাপ প্রযুক্ত মরিবে।

৫ পরে অমৎসিয় যিহূদাকে একত্র করিয়া, সমস্ত যিহূদা ও সমস্ত বিন্যামীন-সম্বন্ধীয় পিতৃকুলানুসারে সহস্রপতি ও শতপতিগণের অধীনে লোকদিগকে দাঁড় করাইলেন, এবং বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লোকদিগকে গণনা করিয়া দেখিলেন, যুদ্ধে গমনযোগ্য তিন লক্ষ মনোনীত লোক, তাহারা বড়শা ও ঢাল ৬ ধরিতে সক্ষম। আর তিনি এক শত তালন্ত রৌপ্য বেতন দিয়া ইস্রায়েল হইতে ৭ এক লক্ষ বলবান বীর লইলেন। কিন্তু ঈশ্বরের এক জন লোক তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে রাজন্, ইস্রায়েলের সৈন্য আপনার সঙ্গে না যাউক; কারণ ইস্রায়েলের সঙ্গে, অর্থাৎ সমস্ত ইফ্রয়িম-সন্তানের সঙ্গে সদাপ্রভু থাকেন না। ৮ তুমিই গিয়া কার্য্য কর, যুদ্ধার্থে বলবান হও; ঈশ্বর শত্রুর সম্মুখে তোমাকে নিপাত করিবেন, যেহেতু সাহায্য করিতে ও নিপাত করিতে ঈশ্বরের ক্ষমতা ৯ আছে। তাহাতে অমৎসিয় ঈশ্বরের লোককে কহিলেন, ভাল, কিন্তু সেই ইস্রায়েলীয় সৈন্যদলকে যে এক শত তালন্ত রৌপ্য দিয়াছি, তাহার জন্য কি করা যায়? ঈশ্বরের লোক কহিলেন, সদাপ্রভু আপনাকে ইহা অপেক্ষা আরও ১০ প্রচুর দিতে পারেন। তাহাতে অমৎসিয় তাহাদিগকে অর্থাৎ ইফ্রয়িম হইতে তাঁহার নিকটে আগত সেই সৈন্যদিগকে গৃহে পাঠাইবার জন্য পৃথক্ করিলেন; অতএব যিহূদার বিরুদ্ধে তাহাদের ক্রোধ অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল, তাহারা মহা ক্রোধে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল।

১১ পরে অমৎসিয় আপনাকে বলবান করিলেন, এবং আপন লোকদিগকে বাহির করিয়া লবণোপত্যকায় গিয়া সেয়ীর-সন্তানদের দশ সহস্র লোককে ১২ বধ করিলেন। আর যিহূদার সন্তানগণ তাহাদের দশ সহস্র জীবিত লোককে বন্দি করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদিগকে শৈলশিখরে উপস্থিত করিয়া শৈলশিখর হইতে নীচে ফেলিয়া দিল, তাহাতে তাহারা সকলে চূর্ণ হইয়া গেল। ১৩ কিন্তু অমৎসিয় আপনার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিতে না দিয়া যে সৈন্যদল ফিরিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেই দলের লোকেরা শমরিয়া অবধি বৈৎহোরোণ পর্য্যন্ত যিহূদার নগর সকল আক্রমণ করিয়া তাহাদের তিন সহস্র লোককে আঘাত করিল, এবং প্রচুর লুটদ্রব্য গ্রহণ করিল।

১৪ ইদোমীয়দিগকে সংহার করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর অমৎসিয় সেয়ীর-সন্তান-

গণের দেবগণকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন, আপনার দেবতা বলিয়া তাহাদিগকে স্থাপন করিলেন, এবং তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে ও তাহাদের উদ্দেশে
১৫ ধূপ জ্বালাইতে লাগিলেন। তাহাতে অমৎসিয়ের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, তিনি তাঁহার নিকটে এক জন ভাববাদীকে পাঠাইলেন; ভাববাদী তাঁহাকে কহিলেন, ঐ লোকদের যে দেবগণ আপনার হস্ত হইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করে নাই, আপনি তাহাদের অন্বেষণ কেন করিয়াছেন?
১৬ তিনি এই কথা কহিলে রাজা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা কি তোমাকে রাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছি? ক্ষান্ত হও, কেন মার খাইবে? তখন সেই ভাববাদী ক্ষান্ত হইলেন, তথাপি কহিলেন, আমি জানি, ঈশ্বর আপনাকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, কেননা আপনি এই কার্য্য করিয়াছেন, আর আমার পরামর্শে কাণ দেন নাই।

১৭ পরে যিহূদার অমৎসিয় রাজা মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া যেহূর পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশের নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন, আইস, আমরা
১৮ পরস্পর মুখ দেখাদেখি করি। তখন ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ যিহূদা-রাজ অমৎসিয়ের নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিলেন, লিবানোনস্থ শিয়ালকাঁটা লিবানোনস্থ এরস বৃক্ষের নিকটে বলিয়া পাঠাইল, আমার পুত্রের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দেও; ইতিমধ্যে লিবানোনস্থ এক বন্য পশু চলিতে চলিতে সেই
১৯ শিয়ালকাঁটা দলাইয়া ফেলিল। তুমি কহিতেছ, দেখ, আমি ইদোমকে আঘাত করিয়াছি; এই জন্য দর্প করিতে তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছে; তুমি এখন ঘরে বসিয়া থাক, অমঙ্গলের সহিত বিরোধ করিতে কেন প্রবৃত্ত হইবে? এবং তুমি ও যিহূদা, উভয়ে কেন পতিত হইবে?
২০ কিন্তু অমৎসিয় কথা শুনিলেন না, কারণ লোকেরা ইদোমীয় দেবগণের অন্বেষণ করিয়াছিল বলিয়া তাহারা যেন শত্রুহস্তগত হয়, তজ্জন্য ঈশ্বর হইতে এই
২১ ঘটনা হইল। পরে ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং যিহূদার অধিকারস্থ বৈৎ-শেমশে তিনি ও যিহূদার অমৎসিয় রাজা পরস্পর মুখ দেখাদেখি
২২ করিলেন। তখন ইস্রায়েলের সম্মুখে যিহূদা পরাজিত হইল, আর প্রত্যেক জন আপন আপন তাম্বুতে পলায়ন করিল।
২৩ আর ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ বৈৎ-শেমশে যিহোয়াহসের পৌত্র যোয়াশের পুত্র যিহূদা-রাজ অমৎসিয়কে ধরিয়া লইয়া যিরূশালেমে আনিলেন, এবং ইফ্রয়িমের দ্বার হইতে কোণের দ্বার পর্য্যন্ত যিরূশালেমের চারি শত হস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
২৪ ফেলিলেন। আর ঈশ্বরের গৃহে ওবেদ-ইদোমের অধীনে যে সকল স্বর্ণ, রৌপ্য ও পাত্র পাওয়া গিয়াছিল, সে সমস্ত এবং রাজবাটীর ধন সম্পত্তি ও বন্ধকরূপে কতকগুলি মনুষ্যকে লইয়া শমরিয়াতে ফিরিয়া গেলেন।

২৫ ইস্রায়েল-রাজ যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশের মৃত্যুর পরে যিহূদা-রাজ যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় আর পনের বৎসর
২৬ জীবিত থাকিলেন। অমৎসিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত, দেখ, যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে কি লিখিত নাই?

২৭ অমৎসিয় সদাপ্রভুর অনুগমন হইতে বিমুখ হইলে পর লোকেরা যিরূশালেমে তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল, তাহাতে তিনি লাখীশে পলায়ন করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে লাখীশে লোক পাঠাইয়া সেখানে তাঁহাকে বধ ২৮ করাইল। পরে অশ্বপৃষ্ঠে করিয়া তাঁহাকে আনিয়া যিহূদার নগরে তাঁহার পিতৃলোকদের সহিত তাঁহার কবর দিল।

উষিয় রাজার বিবরণ।

২৬ আর যিহূদার সমস্ত লোক ষোড়শ বৎসর বয়স্ক উষিয়কে লইয়া তাঁহার পিতা অমৎসিয়ের পদে রাজা করিল। ২ রাজা [অমৎসিয়] আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে পর তিনি এলৎ [নগর] গাঁথিলেন, এবং তাহা পুনর্ব্বার ৩ যিহূদার অধীন করিলেন। উষিয় ষোড়শ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে বাহান্ন বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম যিখলিয়া, তিনি যিরূশালেম-নিবাসিনী। ৪ উষিয় আপন পিতা অমৎসিয়ের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ৫ ন্যায্য তাহা করিতেন। আর ঈশ্বরীয় দর্শনে বুদ্ধিমান যে সখরিয়, তাঁহার জীবনকালে তিনি ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে থাকিলেন; আর যত কাল সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলেন, তত কাল ঈশ্বর ৬ তাঁহাকে কৃতকার্য্য করিলেন। আর তিনি যাত্রা করিয়া পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং গাতের প্রাচীর, যব্নির প্রাচীর ও অস্‌দোদের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং অস্‌দোদ অঞ্চলে ও পলেষ্টীয়দের মধ্যে কতকগুলি ৭ নগর নির্ম্মাণ করিলেন। আর ঈশ্বর পলেষ্টীয়দের, গূরবাল-নিবাসী আরবীয়দের ও মিয়ূনীয়দের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য ৮ করিলেন। আর অম্মোনীয়েরা উষিয়কে উপঢৌকন দিল, এবং তাঁহার নাম মিসরের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল; কারণ ৯ তিনি অতিশয় শক্তিমান্ হইলেন। আর উষিয় যিরূশালেমের কোণের দ্বারে, উপত্যকার দ্বারে ও প্রাচীরের কোণে ১০ উচ্চ গৃহ গাঁথিয়া দৃঢ় করিলেন। আর তিনি প্রান্তরে কতকগুলি উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন ও অনেক কূপ খুদিলেন, কেননা তাঁহার যথেষ্ট পশু-ধন ছিল, নিম্নদেশে ও সমভূমিতেও তাহাই করিলেন; এবং পর্ব্বতে ও উর্ব্বর ক্ষেত্রসমূহে তাঁহার কৃষকগণ ও দ্রাক্ষাকৃষকগণ ছিল; কারণ তিনি কৃষিকর্ম্ম ভালবাসি- ১১ তেন। আবার উষিয়ের যুদ্ধকারী সৈন্যসামন্ত ছিল; রাজার হনানীয় নামক এক জন সেনাপতির অধীনে যিয়ূয়েল লেখকের ও মাসেয় অধ্যক্ষের হস্তলিখিত সংখ্যানুসারে তাহারা দলে দলে যুদ্ধযাত্রা ১২ করিত। পিতৃকুলপতি, বলবান বীর সর্ব্বশুদ্ধ দুই সহস্র ছয় শত জন ছিল। ১৩ আর তাহাদের অধীনে সৈন্যবল, শত্রুর বিরুদ্ধে রাজার সাহায্য করণার্থে বীরপরাক্রমে যুদ্ধকারী তিন লক্ষ সাত সহস্র ১৪ পাঁচ শত লোক ছিল। উষিয় সেই সকল সৈন্যের নিমিত্ত ঢাল, বড়শা, শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম ও ধনুক এবং ফিঙ্গার প্রস্তর ১৫ প্রস্তুত করিলেন। আর যিরূশালেমে তিনি শিল্পীদের কল্পনাকৃত যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া তদ্দ্বারা বাণ ও বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করণার্থে দুর্গ সকলের পৃষ্ঠে ও প্রাচীরের চূড়াতে তাহা স্থাপন করিলেন।

আর তাঁহার নাম দূরদেশে ব্যাপ্ত হইল, কারণ তিনি আশ্চর্য্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অতীব শক্তিমান্ হইয়া উঠিলেন।
১৬ কিন্তু শক্তিমান্ হইলে পর তাঁহার মন উদ্ধত হইল, তিনি দুরাচরণ করিলেন, আর তিনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করিলেন; কেননা তিনি ধূপবেদির উপরে ধূপ জ্বালাইতে সদাপ্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।
১৭ তাহাতে অসরিয় যাজক ও তাঁহার সহিত সদাপ্রভুর আশী জন বীর্য্যবান্ যাজক তাঁহার পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন।
১৮ তাঁহারা উষিয় রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে উষিয়, সদাপ্রভুর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে আপনার অধিকার নাই, কিন্তু হারোণ-সন্তান যে যাজকেরা ধূপ জ্বালাইবার জন্য পবিত্রীকৃত হইয়াছে, তাহাদেরই অধিকার আছে; আপনি ধর্ম্মধাম হইতে বাহির হউন, কেননা আপনি সত্যলঙ্ঘন করিয়াছেন, এ বিষয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর হইতে আপনার গৌরব
১৯ হইবে না। তখন উষিয় কোপান্বিত হইলেন, আর ধূপ জ্বালাইবার জন্য তাঁহার হস্তে এক ধূনাচি ছিল; কিন্তু তিনি যাজকদের প্রতি কোপাবিষ্ট থাকিতেই সদাপ্রভুর গৃহে যাজকদের সাক্ষাতে ধূপ-বেদির সমীপে তাঁহার কপালে কুষ্ঠরোগ
২০ উদয় হইল। তখন প্রধান যাজক অসরিয় এবং অন্য সকল যাজক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, তাঁহার কপালে কুষ্ঠ হইয়াছে; তখন তাঁহারা তাঁহাকে বেগে তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন, এমন কি, তিনি আপনিও বাহিরে যাইতে ত্বরান্বিত হইলেন, কেননা সদাপ্রভু তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিলেন।
২১ আর উষিয় রাজা মরণ দিন পর্য্যন্ত কুষ্ঠ-রোগী হইয়া রহিলেন; কুষ্ঠী হওয়াতে তিনি স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিলেন, কেননা তিনি সদাপ্রভুর গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার পুত্র যোথম রাজবাটীর কর্ত্তা হইয়া দেশের লোকদের শাসন করিতে লাগিলেন।
২২ উষিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত আমোসের পুত্র যিশাইয়
২৩ ভাববাদী লিখিয়াছেন। পরে উষিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা তাঁহার পিতৃলোকদের সহিত রাজাদের কবর-স্থানের ক্ষেত্রে তাঁহার কবর দিল, কারণ তাহারা কহিল, তিনি কুষ্ঠী। পরে তাঁহার পুত্র যোথম তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

যোথম রাজার বিবরণ।

২৭ যোথম পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে ষোল বৎসর রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম যিরূশা, তিনি সাদোকের
২ কন্যা। যোথম আপন পিতা উষিয়ের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহা করিতেন, কিন্তু সদাপ্রভুর মন্দিরে যাইতেন না; এবং লোকেরা তৎকালেও দুরাচরণ করিত।
৩ তিনি সদাপ্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার গাঁথাইলেন, এবং ওফলের ভিত্তির অনেক
৪ স্থান গাঁথাইলেন; আর তিনি যিহূদার পর্ব্বতময় প্রদেশের নানা স্থানে নগর এবং নানা বনে গড় ও দুর্গ নির্ম্মাণ
৫ করিলেন। আর তিনি অম্মোন-সন্তান-গণের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহা-দিগকে জয় করিলেন; তাহাতে অম্মোন-

সন্তানগণ সেই বৎসরে তাঁহাকে এক শত তালন্ত রৌপ্য, দশ সহস্র কোর গোম ও দশ সহস্র [কোর] যব দিল; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরেও অম্মোন-
৬ সন্তানগণ তাঁহাকে তত দিল। এইরূপে যোথম শক্তিমান্ হইলেন, কেননা তিনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপন পথ ব্যবস্থিত করিয়াছিলেন।

৭ যোথমের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত, তাঁহার সমস্ত যুদ্ধ ও চরিত্র, দেখ, ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজগণের ইতিহাস-
৮ পুস্তকে লিখিত আছে। তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে ষোল বৎসর
৯ রাজত্ব করেন। পরে যোথম আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা তাঁহাকে দায়ূদ-নগরে কবর দিল, এবং তাঁহার পুত্র আহস তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

আহস রাজার বিবরণ।

২৮ আহস বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে ষোল বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তিনি আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের ন্যায় সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহা করিতেন না;
২ কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চলিতেন, আর বাল দেবগণের উদ্দেশে ছাঁচে
৩ ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইলেন। আর তিনি হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকাতে ধূপ জ্বালাইতেন, এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখ হইতে যে জাতিগণকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাদের ঘৃণিত ক্রিয়ানুসারে তিনি আপন সন্তানদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন।
৪ আর তিনি নানা উচ্চস্থলীতে, নানা পাহাড়ের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে বলিদান করিতেন ও ধূপ জ্বালাই-
৫ তেন। অতএব তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁহাকে অরামরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে অরামীয়েরা তাঁহাকে পরাজয় করিল, এবং তাঁহার অনেক লোককে বন্দি করিয়া দম্মেশকে লইয়া গেল। আবার তিনি ইস্রায়েলের রাজার হস্তেও সমর্পিত হইলেন, ইনিও মহাসংহারে
৬ তাঁহাকে পরাজয় করিলেন। কারণ রমলিয়ের পুত্র পেকহ যিহূদায় এক লক্ষ বিংশতি সহস্র বীর্য্যবান্ লোককে এক দিনে বধ করিলেন, যেহেতু তাহারা আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদা-
৭ প্রভুকে ত্যাগ করিয়াছিল। আর সিখ্রি নামে এক জন ইফ্রয়িমীয় বিক্রমশালী লোক রাজার পুত্র মাসেয়কে, বাটীর অধ্যক্ষ অস্রীকামকে ও রাজার প্রধান
৮ অমাত্য ইল্কানাকে বধ করিল। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের ভ্রাতৃগণের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দুই লক্ষ প্রাণীকে বন্দি করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদের অনেক দ্রব্যও লুট করিল, আর সেই সকল লুটিত বস্তু শমরিয়াতে লইয়া
৯ গেল। কিন্তু তথায় ওদেদ নামে সদাপ্রভুর এক জন ভাববাদী ছিলেন; তিনি শমরিয়াতে প্রত্যাগত সৈন্যসামন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যিহূদার উপরে ক্রুদ্ধ হওয়াতে তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন, আর তোমরা গগনস্পর্শী ক্রোধাগ্নি দ্বারা
১০ তাহাদিগকে বধ করিয়াছ। আর এখন

যিহূদার ও যিরূশালেমের লোকদিগকে আপনাদের দাস দাসী করিয়া বশে রাখিবার মানস করিতেছ; কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে তোমাদের ১১ নিজেরও কি দোষ নাই? অতএব এখন আমার কথা শুন; তোমরা আপনাদের ভ্রাতৃগণ হইতে যাহাদিগকে বন্দি করিয়া আনিয়াছ, তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইয়া দেও; কেননা সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ ১২ তোমাদের উপরে রহিয়াছে। তখন ইফ্রয়িম-সন্তানগণের মধ্যে কয়েক জন প্রধান লোক, অর্থাৎ যিহোহাননের পুত্র অসরিয়, মশিল্লেমোতের পুত্র বেরিখিয়, শল্লুমের পুত্র যিহিষ্কিয় ও হদ্‌লয়ের পুত্র অমাসা যুদ্ধযাত্রা হইতে প্রত্যাগত ১৩ লোকদের বিপক্ষে উঠিলেন, এবং তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা বন্দিদিগকে এ স্থানে আনিও না; কেননা আমাদের পাপ ও দোষ সকলের উপরে, তোমরা সদাপ্রভুর নিকটে আমাদিগকে [আরও] দোষগ্রস্ত করিতে মানস করিতেছ; আমাদের ত মহাদোষ হইয়াছে, ও ইস্রায়েলের উপরে সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ ১৪ রহিয়াছে। তখন অস্ত্রধারী লোকেরা সেই বন্দিদিগকে ও লুটিত বস্তু সকল অধ্যক্ষদের ও সমস্ত সমাজের সম্মুখে ১৫ রাখিল। পরে উপরি উক্ত নাম বিশিষ্ট পুরুষেরা উঠিয়া বন্দিদিগকে লইয়া লুটিত বস্তু দ্বারা, তাহাদের মধ্যে যাহারা উলঙ্গ ছিল, সকলকে পরিচ্ছন্ন করিলেন, তাহাদের গাত্রে বস্ত্র ও পায়ে পাদুকা দিলেন, তাহাদিগকে ভোজন পান করাইলেন, তাহাদের গাত্রে তৈল মর্দ্দন করাইলেন, এবং অসমর্থ সকলকে গর্দ্দভে চড়াইয়া খর্জ্জুরপুর যিরীহোতে তাহাদের ভ্রাতাদের নিকটে তাহাদিগকে লইয়া গেলেন; পরে আপনারা শমরিয়াতে ফিরিয়া গেলেন।

১৬ ঐ সময়ে আহস রাজা সাহায্য প্রার্থনা করিতে অশূর-রাজগণের নিকটে লোক ১৭ পাঠাইলেন। কারণ ইদোমীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া যিহূদাকে আঘাত করিয়া অনেক লোক বন্দি করিয়া লইয়া ১৮ গিয়াছিল। আর পলেষ্টীয়েরা নিম্নভূমির ও যিহূদার দক্ষিণাঞ্চলের নগর সকল আক্রমণ করিয়া বৈৎশেমশ, অয়ালোন, গদেরোৎ, সোখো ও তাহার উপনগরগুলি, তিম্না ও তাহার উপনগরগুলি, এবং গিম্‌সো ও তাহার উপনগরগুলি হস্তগত করিয়া সেই সকল ১৯ স্থানে বসতি করিয়াছিল। কেননা ইস্রায়েল-রাজ আহসের জন্য সদাপ্রভু যিহূদাকে নত করিলেন, কারণ তিনি যিহূদায় স্বেচ্ছাচার এবং সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে নিতান্তই সত্যলঙ্ঘন করিয়া২০ ছিলেন। আর অশূর-রাজ তিল্‌গৎপিল্‌নেষর তাঁহার নিকটে আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বলবৃদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে ২১ ক্লেশ দিলেন। বস্তুতঃ আহস সদাপ্রভুর গৃহের, রাজবাটীর ও অধ্যক্ষদের কতক ধন লইয়া অশূর-রাজকে দিলেও তাঁহার ২২ কিছু সাহায্য হইল না। আর ক্লেশের সময়ে তিনি, সেই আহস রাজা, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে আরও সত্যলঙ্ঘন ২৩ করিলেন। কারণ দম্মেশকের যে দেবগণ তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল, তিনি তাহাদের উদ্দেশে বলিদান করিলেন; আর কহিলেন, অরামীয় রাজাদের দেবগণই তাঁহাদের সাহায্য করেন, অতএব আমি তাঁহাদেরই উদ্দেশে বলিদান

করিব, তাহাতে তাঁহারা আমারও সাহায্য করিবেন। কিন্তু তাহারাই তাঁহার ও সমস্ত ইস্রায়েলের বিনাশের কারণ হইল।
২৪ পরে আহস ঈশ্বরের গৃহের পাত্র সকল একত্র করিলেন, ঈশ্বরের গৃহের সেই সকল পাত্র কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন, সদাপ্রভুর গৃহের কবাট সকল রুদ্ধ করিলেন, এবং যিরূশালেমের প্রত্যেক কোণে আপনার জন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ
২৫ করিলেন। আর তিনি অন্য দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইবার নিমিত্ত যিহূদার প্রত্যেক নগরে উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করিলেন; এইরূপে তিনি আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিলেন।
২৬ তাঁহার অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও আদ্যোপান্ত সমস্ত চরিত্র, দেখ, যিহূদা ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে
২৭ লিখিত আছে। পরে আহস আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন, আর লোকেরা তাঁহাকে নগরে অর্থাৎ যিরূশালেমে কবর দিল, ইস্রায়েল-রাজগণের কবরে লইয়া যায় নাই; পরে তাঁহার পুত্র হিষ্কিয় তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

হিষ্কিয় রাজার বিবরণ।

২৯ হিষ্কিয় পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং ঊনত্রিশ বৎসর কাল যিরূশালেমে রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম অবিয়া, তিনি
২ সখরিয়ের কন্যা। হিষ্কিয় আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই করি-
৩ তেন। তিনি আপন রাজত্বের প্রথম বৎসরের প্রথম মাসে সদাপ্রভুর গৃহের কবাট সকল খুলিলেন, এবং মেরামৎ করিলেন।
৪ আর তিনি যাজক ও লেবীয়দিগকে আনাইয়া পূর্ব্বদিকের চকে একত্র করিয়া
৫ কহিলেন, হে লেবীয়েরা, আমার বাক্য শুন; তোমরা এখন আপনাদিগকে পবিত্র কর ও আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ পবিত্র কর, এবং পবিত্র স্থান হইতে অশৌচ দূর করিয়া
৬ দেও। কেননা আমাদের পিতৃপুরুষেরা সত্যলঙ্ঘন করিয়াছেন ও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিয়াছেন, আর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ও সদাপ্রভুর আবাস হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার দিকে পৃষ্ঠদেশ ফিরাইয়া-
৭ ছেন। আর তাঁহারা বারাণ্ডার কবাট সকল বদ্ধ করিয়াছেন, এবং প্রদীপ সকল নির্ব্বাণ করিয়াছেন, ও পবিত্র স্থানে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উদ্দেশে
৮ ধূপদাহ ও হোম করেন নাই। এই জন্য যিহূদার ও যিরূশালেমের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ বর্ত্তিল; তাই তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ যে, তিনি তাহাদিগকে ভাসিয়া বেড়াইবার, বিস্ময়ের ও শীস শব্দের পাত্র হইবার জন্য সমর্পণ করিয়া-
৯ ছেন। আর দেখ, সেই জন্য আমাদের পিতারা খড়্গে পতিত হইয়াছেন, এবং আমাদের পুত্রেরা, আমাদের কন্যারা, আমাদের ভার্য্যারা বন্দি হইয়া রহিয়াছে।
১০ অতএব আমাদের হইতে তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ যেন নিবৃত্ত হয়, এই জন্য আমরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সহিত নিয়ম স্থাপন করিব, ইহাই এখন আমার
১১ মনোরথ। হে আমার বৎসগণ, তোমরা এখন শিথিল হইও না, কেননা তোমরা যেন সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার

পরিচর্য্যা কর, এবং তাঁহার পরিচারক ও ধূপদাহক হও, এই নিমিত্ত তিনি তোমাদিগকেই মনোনীত করিয়াছেন।

১২ তখন লেবীয়েরা উঠিল—কহাতীয়দের সন্তানগণের মধ্যে অমাসয়ের পুত্র মাহৎ ও অসরিয়ের পুত্র যোয়েল, মরারির সন্তানগণের মধ্যে অব্দির পুত্র কীশ ও যিহলিলেলের পুত্র অসরিয়, গের্শোনীয়দের মধ্যে সিম্মের পুত্র যোয়াহ ও ১৩ যোয়াহের পুত্র এদন, ইলীষাফণের সন্তানদের মধ্যে শিম্রি ও যিয়ূয়েল, আর আসফের সন্তানদের মধ্যে সখরিয় ও ১৪ মত্তনিয়, হেমনের সন্তানদের মধ্যে যিহূয়েল ও শিমিয়ি, এবং যিদূথূনের সন্তান- ১৫ দের মধ্যে শময়িয় ও উষীয়েল—এই সকল লোক আপনাদের ভ্রাতৃগণকে একত্র করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিল, এবং সদাপ্রভুর বাক্যমতে রাজাজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর গৃহ শুচি করিতে আসিল। ১৬ যাজকেরা শুচি করণার্থে সদাপ্রভুর গৃহের ভিতরে গিয়া, সদাপ্রভুর মন্দিরের মধ্যে যে সকল অশৌচ পাইল, সে সমস্ত বাহির করিয়া সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে আনিয়া ফেলিল; পরে লেবীয়েরা বাহিরে কিদ্রোণ স্রোতে লইয়া যাইবার জন্য ১৭ তাহা সংগ্রহ করিল। তাহারা প্রথম মাসের প্রথম দিনে পবিত্র করিতে আরম্ভ করিয়া মাসের অষ্টম দিনে সদাপ্রভুর বারাণ্ডাতে আসিল; আর আট দিনের মধ্যে সদাপ্রভুর গৃহ পবিত্র করিল, এবং প্রথম মাসের ষোড়শ দিবসে তাহা ১৮ সাঙ্গ করিল। পরে তাহারা রাজবাটীতে হিষ্কিয় রাজার কাছে গিয়া কহিল, আমরা সদাপ্রভুর সমগ্র গৃহ এবং হোমবেদি ও তাহার পাত্র সকল, দর্শন-রুটীর মেজ ও তাহার পাত্র সকল শুচি ১৯ করিয়াছি। আর আহস রাজা আপনার রাজত্বকালে সত্যলঙ্ঘন করিয়া যে সকল পাত্র ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সে সকল আমরা প্রস্তুত করিয়া পবিত্র করিয়াছি; দেখুন, সে সমস্ত সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে রহিয়াছে।

২০ পরে হিষ্কিয় রাজা প্রত্যূষে উঠিয়া নগরাধ্যক্ষদিগকে একত্র করিয়া সদা- ২১ প্রভুর গৃহে গেলেন। আর তাঁহারা রাজ্যের ধর্ম্মধামের ও যিহূদার জন্য পাপার্থক বলিরূপে সাতটী বৃষ, সাতটী মেষ, সাতটী মেষশাবক ও সাতটী ছাগ উপস্থিত করিলেন। পরে তিনি সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে হোম করিতে হারোণ-সন্তান-যাজকদিগকে আজ্ঞা করি- ২২ লেন। অতএব বৃষদিগকে হনন করা হইলে যাজকেরা তাহাদের রক্ত লইয়া বেদির উপরে প্রক্ষেপ করিল, এবং মেষদিগকে হনন করা হইলে তাহাদের রক্ত বেদির উপরে প্রক্ষেপ করিল, এবং মেষশাবকদিগকে হনন করা হইলে তাহাদের রক্ত বেদির উপরে প্রক্ষেপ ২৩ করিল। পরে পাপার্থক বলি ঐ ছাগ সকল রাজার ও সমাজের সম্মুখে আনীত হইলে তাহারা তাহাদের উপরে ২৪ হস্তার্পণ করিল। আর যাজকেরা সে সকল হনন করিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহাদের রক্ত দ্বারা বেদির উপরে পাপার্থক বলি উৎসর্গ করিল, কেননা রাজার আজ্ঞায় সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য সেই হোম ও পাপার্থক ২৫ বলিদান করিতে হইল। আর তিনি দায়ূদের, রাজার দর্শক গাদের ও নাথন ভাববাদীর আজ্ঞানুসারে করতাল, নেবল

ও বীণাধারী লেবীয়দিগকে সদাপ্রভুর গৃহে স্থাপন করিলেন, যেহেতু সদাপ্রভু আপন ভাববাদীদের দ্বারা এই আজ্ঞা ২৬ করিয়াছিলেন। আর লেবীয়েরা দায়ূদের বাদ্যযন্ত্র এবং যাজকেরা তূরী হস্তে ২৭ করিয়া দাঁড়াইল। পরে হিষ্কিয় বেদিতে হোম করিতে আজ্ঞা করিলেন; আর যখন হোম আরম্ভ হইল, তখন সদাপ্রভুর গানও আরম্ভ হইল, এবং তূরী ও ইস্রায়েল-রাজ দায়ূদের বাদ্যযন্ত্র ২৮ বাজিয়া উঠিল। আর হোম সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত সমাজ প্রণিপাত করিল, গায়কেরা গান করিল ও তূরীবাদকেরা তূরী বাজাইল। ২৯ পরে হোম সাঙ্গ হইলে রাজা ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক হেঁট হইয়া প্রণিপাত করি- ৩০ লেন। পরে হিষ্কিয় রাজা ও অধ্যক্ষগণ দায়ূদের ও আসফ দর্শকের বাক্য দ্বারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রশংসা-গীত গান করিতে লেবীয়দিগকে আজ্ঞা করিলেন। আর তাহারা আনন্দপূর্ব্বক প্রশংসা-গীত গান করিল, এবং মস্তক নমন করিয়া ৩১ প্রণিপাত করিল। তখন হিষ্কিয় উত্তর করিয়া কহিলেন, এখন সদাপ্রভুর উদ্দেশে তোমাদের হস্তপূরণ হইল; নিকটে আইস, সদাপ্রভুর গৃহে বলি ও স্তবার্থক উপহার উপস্থিত কর। তখন সমাজ বলি ও স্তবার্থক উপহার আনিল ও যত লোকের মনে ইচ্ছা হইল, তাহারা ৩২ হোমবলি আনিল। সমাজ হোমার্থে যে সকল বলি আনিল, তাহার সংখ্যা এই; সত্তর বৃষ, এক শত মেষ ও দুই শত মেষশাবক, এই সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশে ৩৩ দত্ত হোমবলি। আর ছয় শত বৃষ ও তিন সহস্র মেষ পবিত্রীকৃত হইল। ৩৪ কিন্তু যাজকগণ অল্প বলিয়া তাহারা হোমার্থক সকল পশুর চর্ম্ম খুলিতে অসমর্থ হইল; অতএব সেই কার্য্য যাবৎ সাঙ্গ না হয়, এবং যাজকেরা যাবৎ আপনাদিগকে পবিত্র না করে, তাবৎ তাহাদের লেবীয় ভ্রাতৃগণ তাহাদের সাহায্য করিল; কেননা আপনাদিগকে পবিত্র করণে যাজকগণ অপেক্ষা লেবী- ৩৫ য়েরা অধিক সরলান্তঃকরণ ছিল। আর মঙ্গলার্থক বলি সকলের মেদ ও হোমবলি সকলের উপযুক্ত পেয় নৈবেদ্যসহ সেই হোমীয় যজ্ঞ প্রচুর হইয়াছিল। এইরূপে সদাপ্রভুর গৃহ সম্বন্ধীয় সেবাকর্ম্ম পরি- ৩৬ পাটীক্রমে চলিল। আর ঈশ্বর লোকদের জন্য এমন পারিপাট্য বিধান করিয়াছেন, ইহাতে হিষ্কিয় ও সমস্ত লোক আনন্দ করিলেন; কেননা অকস্মাৎ সেই কার্য্য করা হইয়াছিল।

৩০ পরে লোকেরা যেন ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিবার জন্য যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহে আইসে, এই জন্য হিষ্কিয় ইস্রায়েলের ও যিহূদার সর্ব্বত্র দূত পাঠাইলেন, এবং ইফ্রয়িম ও মনঃশিকেও পত্র ২ লিখিলেন। কারণ রাজা, তাঁহার অধ্যক্ষগণ ও যিরূশালেমস্থ সমস্ত সমাজ দ্বিতীয় মাসে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে মন্ত্রণা ৩ করিয়াছিলেন; কারণ প্রয়োজন অপেক্ষা অল্প যাজক পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, এবং যিরূশালেমে প্রজারা সমাগত হয় নাই, সুতরাং তখনই তাহা পালন করা তাঁহা- ৪ দের অসাধ্য হইয়াছিল। এই বিষয়টী রাজার ও সমস্ত সমাজের দৃষ্টিতে ন্যায্য ৫ বোধ হইল। অতএব লোকেরা যেন যিরূশালেমে আসিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর

সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করে, এই জন্য তাহারা বের্-শেবা অবধি দান পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে স্থির করিল, কেননা তাহারা [শাস্ত্রে] লিখিত বিধি অনুসারে বহুসংখ্যায় একত্র হইয়া তাহা পালন করে
৬ নাই। পরে ধাবকগণ রাজার ও তাঁহার অধ্যক্ষদের হস্ত হইতে পত্র লইয়া ইস্রায়েলের ও যিহূদার সর্ব্বত্র গমন করিয়া রাজাজ্ঞানুসারে এই কথা কহিল, হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফির; তাহাতে তোমাদের যে অবশিষ্ট লোকেরা অশূর-রাজগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের
৭ প্রতি তিনি ফিরিবেন। তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের ও ভ্রাতৃগণের সদৃশ হইও না, কেননা তোমরা দেখিতেছ, তাহারা আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করাতে তিনি তাহাদিগকে বিস্ময়ে সমর্পণ করিয়াছেন।
৮ এখন তোমাদের পিতৃপুরুষদের ন্যায় তোমরা আপন আপন গ্রীবা শক্ত করিও না, কিন্তু সদাপ্রভুকে হস্ত দেও, এবং তিনি চিরকালের জন্য যে স্থান পবিত্র করিয়াছেন, তাঁহার সেই ধর্ম্মধামে আসিয়া তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা কর, তাহাতে তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ তোমাদের
৯ হইতে নিবৃত্ত হইবে। কেননা তোমরা যদি পুনর্ব্বার সদাপ্রভুর প্রতি ফির, তবে তোমাদের ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ যাহাদের দ্বারা বন্দিরূপে নীত হইয়াছে, তাহাদের কাছে কৃপা প্রাপ্ত হইয়া এই দেশে ফিরিয়া অসিতে পারিবে; কারণ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কৃপাময় ও স্নেহশীল; যদি তোমরা তাঁহার প্রতি ফির, তবে তিনি তোমাদের হইতে মুখ ফিরাইবেন
১০ না। ধাবকগণ ইফ্রয়িম ও মনঃশি দেশের নগরে নগরে ও সবূলূন পর্য্যন্ত গেল; কিন্তু লোকেরা তাহাদিগকে পরিহাস ও
১১ বিদ্রূপ করিল। তথাপি আশেরের, মনঃশির ও সবূলূনের অনেকগুলি লোক আপনাদিগকে অবনত করিয়া যিরূশালেমে
১২ আসিল। আর যিহূদাতেও ঈশ্বরের হস্ত বিদ্যমান হইল, ফলতঃ তিনি তাহাদিগকে এক চিত্ত দিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে রাজার ও অধ্যক্ষদের আজ্ঞা পালন করিতে প্রবৃত্ত করিলেন।
১৩ পরে দ্বিতীয় মাসে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালনার্থে বিস্তর লোক, এক মহাসমাজ, যিরূশালেমে একত্র হইল।
১৪ আর তাহারা উঠিয়া যিরূশালেমস্থ যজ্ঞবেদি সকল দূর করিল, এবং ধূপদাহের নিমিত্ত পাত্র সকলও দূর করিয়া
১৫ কিদ্রোণ স্রোতে নিক্ষেপ করিল। পরে দ্বিতীয় মাসের চতুর্দ্দশ দিনে তাহারা নিস্তারপর্ব্বের বলি হনন করিল; আর যাজকেরা ও লেবীয়েরা লজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিল, এবং সদাপ্রভুর গৃহে হোমবলি উপস্থিত করিল।
১৬ আর তাহারা ঈশ্বরের লোক মোশির ব্যবস্থানুসারে প্রণালীক্রমে আপন আপন স্থানে দাঁড়াইল, যাজকেরা লেবীয়দের হস্ত হইতে রক্ত লইয়া প্রক্ষেপ করিল।
১৭ কেননা যাহারা আপনাদিগকে পবিত্র করে নাই, এমন অনেক লোক সমাজের মধ্যে ছিল; অতএব সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করণার্থে লেবীয়েরা অশুচি সকল লোকের জন্য নিস্তারপর্ব্বের বলিঘাতন-
১৮ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। বস্তুতঃ বিস্তর

লোক, ইফ্রয়িম, মনঃশি, ইষাখর ও সবূলূন হইতে [আগত] অনেক লোক, আপনাদিগকে শুচি করে নাই, কিন্তু লিখিত বিধির বিপরীতে নিস্তারপর্ব্বের ১৯ ভোজ ভোজন করিল। কেননা হিষ্কিয় তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মধামের বিধি অনুসারে শুচি না হইলেও যে কেহ ঈশ্বরের অন্বেষণ, আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিবার জন্য আপন অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিয়াছে, মঙ্গলময় সদাপ্রভু ২০ তাহাকে ক্ষমা করুন। তাহাতে সদাপ্রভু হিষ্কিয়ের বাক্যে কর্ণপাত করিয়া ২১ লোকদিগকে সুস্থ করিলেন। এইরূপে যিরূশালেমে উপস্থিত ইস্রায়েল-সন্তানগণ সাত দিন পর্য্যন্ত মহানন্দে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল, এবং লেবীয়েরা ও যাজকেরা প্রতিদিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে উচ্চধ্বনির বাদ্য বাজাইয়া ২২ সদাপ্রভুর প্রশংসা করিল। আর যে সকল লেবীয় সদাপ্রভুর [সেবাকর্ম্মে] সুদক্ষ ছিল, তাহাদিগকে হিষ্কিয় চিত্ততোষক কথা কহিলেন; এইরূপে তাহারা পর্ব্বের সাত দিন পর্য্যন্ত মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া ভোজন করিল, এবং আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ২৩ ধন্যবাদ করিল। পরে সমস্ত সমাজ আর সাত দিন পালন করিতে পরামর্শ করিল; এবং সেই সাত দিন আনন্দে ২৪ পালন করিল। বস্তুতঃ যিহূদা-রাজ হিষ্কিয় সমাজকে উপহার জন্য এক সহস্র বৃষ ও সাত সহস্র মেষ দিলেন, এবং অধ্যক্ষেরা সমাজকে এক সহস্র বৃষ ও দশ সহস্র মেষ দিলেন, আর যাজকদের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে পবিত্র করিল। ২৫ আর যিহূদার সমস্ত সমাজ, যাজকগণ, লেবীয়গণ ও ইস্রায়েল হইতে আগত সমস্ত সমাজ, এবং ইস্রায়েল দেশ হইতে আগত ও যিহূদায় বাসকারী বিদেশী ২৬ সকলে আনন্দ করিল। এইরূপে যিরূশালেমে বড় আনন্দ হইল; কেননা ইস্রায়েল-রাজ দায়ূদের পুত্র শলোমনের সময়াবধি যিরূশালেমে এই প্রকার হয় ২৭ নাই। পরে লেবীয় যাজকগণ উঠিয়া লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল; এবং তাহাদের রব শুনা গেল, তাহাদের প্রার্থনা তাঁহার পবিত্র বাসস্থান স্বর্গে উপস্থিত হইল।

৩১ এই সমস্ত সাঙ্গ হইলে পর সেখানে উপস্থিত সমস্ত ইস্রায়েল যিহূদার নগরে নগরে গমন করিয়া স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, আশেরা-মূর্ত্তি সকল ছেদন করিল, এবং সমস্ত যিহূদায়, বিন্যামীনে, ইফ্রয়িমে ও মনঃশিতে উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, নিঃশেষে উৎপাটন করিল; পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে আপন আপন অধিকারে ও নগরে ফিরিয়া গেল।

২ আর হিষ্কিয় হোমার্থক ও মঙ্গলার্থক বলিদান, পরিচর্য্যা, এবং সদাপ্রভুর শিবিরের দ্বারসমূহে স্তবগান ও প্রশংসা করিতে যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে পালার অনুক্রমে, প্রত্যেককে স্ব স্ব সেবাকর্ম্ম অনুসারে, নিযুক্ত করিলেন। ৩ আর সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় যেমন লেখা আছে, তদনুসারে তিনি হোমের জন্য, প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন হোমের জন্য, এবং বিশ্রামবার, অমাবস্যা ও উৎসব সম্বন্ধীয় হোমের জন্য, রাজার সম্পত্তি হইতে দেয় অংশ [নিরূপণ

৪ করিলেন]। আর যাজক ও লেবীয়গণ যেন সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় বলবান থাকে, এই জন্য তিনি তাহাদের প্রাপ্য অংশ তাহাদিগকে দিতে যিরূশালেম-নিবাসী লোক-৫ দিগকে আজ্ঞা করিলেন। এই আজ্ঞা দেশে ব্যাপ্ত হইবামাত্র ইস্রায়েল-সন্তানগণ শস্য, দ্রাক্ষারস, তৈল ও মধু এবং ভূমির উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের অগ্রিমাংশ অতি প্রচুররূপে আনিল, এবং সকল দ্রব্যের দশমাংস প্রচুররূপে আনিল। ৬ আর ইস্রায়েলের ও যিহূদার যে সন্তানগণ যিহূদার নগরসমূহে বাস করিত, তাহারাও গো ও মেষের দশমাংশ এবং আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত পবিত্র দ্রব্যের দশমাংশ ৭ আনিয়া রাশি রাশি করিল। তৃতীয় মাসে তাহারা সেই রাশি করিতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম মাসে সমাপ্ত করিল। ৮ পরে হিষ্কিয় ও অধ্যক্ষগণ আসিয়া রাশি সকল দেখিয়া সদাপ্রভুর ও তাঁহার প্রজা ৯ ইস্রায়েলের ধন্যবাদ করিলেন। আর হিষ্কিয় সে সকল রাশির বিষয়ে যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি-১০ লেন। সাদোকের কুলজাত অসরিয় নামে প্রধান যাজক তাঁহাকে এই উত্তর দিলেন, যে অবধি লোকেরা সদাপ্রভুর গৃহে উপহার আনিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই অবধি আমরা ভোজন করিয়াছি, তৃপ্ত হইয়াছি, আর যথেষ্ট বাঁচিয়া গিয়াছে; কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাই এই ১১ বৃহৎ দ্রব্যরাশি বাঁচিয়া গিয়াছে। পরে হিষ্কিয় সদাপ্রভুর গৃহে কতকগুলি কুঠরী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন, তাহাতে ১২ তাহারা কুঠরী প্রস্তুত করিল। আর তাহারা উপহার, দশমাংশ ও পবিত্রীকৃত বস্তু বিশ্বস্তরূপে ভিতরে আনিল; এবং তাহাদের উপরে লেবীয় কনানিয় অধ্যক্ষ ছিলেন ও তাহার ভ্রাতা শিমিয়ি দ্বিতীয় ১৩ ছিলেন। আর যিহীয়েল, অসসিয়, নহৎ, অসাহেল, যিরীমোৎ, যোষাবদ, ইলীয়েল, যিস্মখিয়, মাহৎ ও বনায়, ইহারা হিষ্কিয় রাজার ও ঈশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ অসরিয়ের আজ্ঞাতে কনানিয় ও তাঁহার ভ্রাতা শিমিয়ির অধীনে তত্ত্বাবধায়ক ১৪ নিযুক্ত হইল। আর যিম্নার পুত্র কোরি নামক যে লেবীয় পূর্ব্বদিকের দ্বারপাল ছিল, সদাপ্রভুর প্রাপ্য উপহার ও মহাপবিত্র বস্তু সকল বিতরণ করিবার জন্য সে ঈশ্বরের উদ্দেশে স্বেচ্ছা-দত্ত বস্তু ১৫ সকলের কর্ত্তা হইল। তাহার অধীনে এদন, বিন্যামীন, যেশূয়, শময়িয়, অমরিয় ও শখনিয়, ইহারা যাজকদের নগরে নগরে আপনাদের ছোট বড় ভ্রাতাদিগকে পালানুসারে অংশ দিবার জন্য নিরূপিত ১৬ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ইহাদের ছাড়া তিন বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লোক পুরুষগণের বংশাবলিতে লিখিত হইয়াছিল, তাহারা দিন দিন কে কে আপন আপন পালানুসারে আপন আপন রক্ষণীয়ের মতে আপন আপন সেবাকর্ম্মের জন্য সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিবে, ১৭ [তাহা স্থির হইল]। আর আপন আপন পিতৃকুলানুসারে যাজকদের এবং বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লেবীয়দের বংশাবলি তাহাদের রক্ষণীয় ও ১৮ পালা অনুসারে লেখা গিয়াছিল। আর এক এক জনের সমস্ত শিশু, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাশুদ্ধ [তাহাদের] সমস্ত সমাজের বংশাবলি লেখা গিয়াছিল, কেননা তাহারা

নিরূপিত কার্য্যে পবিত্রতায় আপনাদিগকে ১৯ পবিত্র করিয়াছিল। আর হারোণসন্তান যে যাজকগণ আপন আপন নগরের পরিসরভূমিতে বাস করিত, তাহাদের প্রত্যেক নগরে স্ব স্ব নামে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটা লোক যাজকদের মধ্যে সমস্ত পুরুষকে ও লেবীয়দের মধ্যে বংশাবলিতে লিখিত সমস্ত লোককে অংশ বিতরণ করিত।

২০ হিষ্কিয় যিহূদার সর্ব্বত্র এইরূপ করিলেন, আর তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ভাল, ন্যায্য ও সত্য, তাহাই ২১ করিলেন। আর তিনি আপন ঈশ্বরের অন্বেষণ করিবার জন্য ঈশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম্ম, ব্যবস্থা ও আজ্ঞার সম্বন্ধে যে কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন, তাহা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন।

অশূরীয়দের পরাজয়।

৩২ এই সকল কর্ম্মের ও বিশ্বস্ত আচরণের পরে অশূর-রাজ সন্‌হেরীব আসিয়া যিহূদা দেশে প্রবেশ করিলেন, এবং প্রাচীর-বেষ্টিত নগর সকলের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া সে সমস্ত ভাঙ্গিয়া ২ ফেলিতে মনস্থ করিলেন। যখন হিষ্কিয় দেখিলেন, সন্‌হেরীব আসিয়াছেন, আর তিনি যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ৩ জন্য উন্মুখ হইয়াছেন, তখন তিনি আপন অধ্যক্ষগণের ও বীর্য্যবান্ লোকদের সহিত নগরের বহিঃস্থিত উনুই সকলের জল বন্ধ করিবার মন্ত্রণা করিলেন, এবং ৪ তাঁহারা তাঁহার সাহায্য করিলেন। অতএব অনেক লোক একত্র হইয়া সমস্ত উনুই ও দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত স্রোত বন্ধ করিল, তাহারা কহিল অশূর-রাজগণ আসিয়া কেন অনেক জল ৫ পাইবে? আর তিনি আপনাকে বলবান করিয়া সমস্ত ভগ্ন প্রাচীর গাঁথিয়া দুর্গসমান উচ্চ করিলেন; আবার তাহার বাহিরে আর এক প্রাচীর গাঁথিলেন ও দায়ূদ নগরস্থ মিল্লো দৃঢ় করিলেন, এবং প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র ও ঢাল প্রস্তুত করিলেন। ৬ আর তিনি লোকদের উপরে সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত করিলেন, এবং নগরদ্বারের চকে আপনার নিকটে তাহাদিগকে একত্র করিয়া এই চিত্ততোষক বাক্য কহিলেন, ৭ তোমরা বলবান হও, সাহস কর, অশূর-রাজের সম্মুখে ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক-সমারোহের সম্মুখে ভীত কি নিরাশ হইও না; কারণ তাঁহার সহায় অপেক্ষা ৮ আমাদের সহায় মহান্। মাংসময় বাহু তাঁহার সহায়, কিন্তু আমাদের সাহায্য করিতে ও আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের সহায়। তখন লোকেরা যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের বাক্যে নির্ভর করিল।

৯ তৎপরে অশূর-রাজ সন্‌হেরীব আপনি যৎকালে সৈন্যসামন্তের সহিত লাখীশ অবরোধ করেন, তৎকালে যিরূশালেমে যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের নিকটে ও যিরূশালেমে উপস্থিত সমস্ত যিহূদার নিকটে আপন দাসগণ দ্বারা এই কথা বলিয়া ১০ পাঠাইলেন; অশূর-রাজ সন্‌হেরীব এই কথা কহেন, তোমরা কিসের উপর নির্ভর করিতেছ যে, যিরূশালেমের দুর্গমধ্যে ১১ বাস করিতেছ? হিষ্কিয় কি ক্ষুৎপিপাসায় মরিতে দিবার জন্য তোমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে না? সে বলিতেছে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে

অশূর-রাজের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন। ১২ ঐ হিষ্কিয়ই কি তাঁহার উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল দূর করে নাই? এবং 'তোমাদিগকে একই যজ্ঞবেদির সম্মুখে প্রণিপাত করিতে ও তাহারই উপরে ধূপ জ্বালাইতে হইবে,' এই আজ্ঞা কি যিহূদাকে ও যিরূশালেমকে দেয় নাই? ১৩ আমি ও আমার পিতৃপুরুষেরা আমরা অন্যান্য দেশস্থ সমস্ত লোকসমাজের প্রতি যাহা করিয়াছি, তোমরা কি তাহা জান না? সেই সকল দেশের জাতিগণের দেবতারা কি কোন প্রকারে আমার হস্ত হইতে আপন আপন দেশ উদ্ধার করিতে ১৪ সমর্থ হইয়াছে? আমার পিতৃপুরুষেরা যে সকল জাতিকে নিঃশেষে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাদের সমস্ত দেবতার মধ্যে কে আপন প্রজাদিগকে আমার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল? তবে তোমাদের ঈশ্বর আমার হস্ত হইতে যে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, ১৫ ইহা কি সম্ভব? অতএব হিষ্কিয় তোমাদিগকে না ভুলাউক, ও এইরূপে মুগ্ধ না করুক; তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিও না; কেননা আমার হস্ত হইতে ও আমার পিতৃপুরুষদের হস্ত হইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিতে কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের কোন দেবতারই সাধ্য হয় নাই; তবে তোমাদের ঈশ্বর কি তোমাদিগকে আমার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে?

১৬ আর রাজার দাসগণ সদাপ্রভু ঈশ্বরের ও তাঁহার দাস হিষ্কিয়ের বিরুদ্ধে আরও ১৭ অধিক কথা কহিল। আর তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে টিট্‌কারি দিবার জন্য ও তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলিবার জন্য এইরূপ পত্রও লিখিলেন, অন্যান্য দেশীয় জাতিগণের দেবগণ যেমন আমার হস্ত হইতে আপন আপন লোকদিগকে উদ্ধার করে নাই, তদ্রূপ হিষ্কিয়ের ঈশ্বরও আপন প্রজাদিগকে আমার হস্ত হইতে ১৮ উদ্ধার করিবে না। আর যিরূশালেমের যে লোকেরা প্রাচীরের উপরে ছিল, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার ও ব্যাকুল করিবার জন্য তাহারা অতি উচ্চৈঃস্বরে যিহূদী ভাষায় তাহাদিগের কাছে চেঁচাইতে লাগিল; যেন নগর হস্তগত করিতে ১৯ পারে। পৃথিবীস্থ জাতিগণের যে দেবগণ মনুষ্যহস্ত-নির্ম্মিত, তাহাদের বিষয়ে কথা কহিবার ন্যায় তাহারা যিরূশালেমের ঈশ্বরের বিষয়ে কথা কহিল।

২০ পরে হিষ্কিয় রাজা ও আমোসের পুত্র যিশাইয় ভাববাদী সেই কারণ প্রযুক্ত প্রার্থনা করিলেন, ও স্বর্গের কাছে ক্রন্দন ২১ করিলেন। তখন সদাপ্রভু এক দূত প্রেরণ করিলেন; তিনি অশূর-রাজের শিবিরের মধ্যে সমস্ত বলবান বীরকে, প্রধান লোককে ও সেনাপতিকে উচ্ছেদ করিলেন; তাহাতে সন্‌হেরীব লজ্জিত হইয়া আপন দেশে ফিরিয়া গেলেন। পরে তিনি আপন দেবালয়ে প্রবেশ করিলে তাঁহার নিজ ঔরসজাতেরা সেই স্থানে খড়্‌গ দ্বারা তাঁহাকে নিপাত করিল। ২২ এই প্রকারে সদাপ্রভু হিষ্কিয়কে ও যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে অশূর-রাজ সন্‌হেরীবের হস্ত হইতে ও আর সকলের হস্ত হইতে নিস্তার করিলেন, এবং সর্ব্বদিকে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। ২৩ তাহাতে অনেক লোক যিরূশালেমে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিল, এবং যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের কাছে বহুমূল্য দ্রব্য আনিল; তাহাতে সেই সময় হইতে

তিনি সকল জাতির দৃষ্টিতে উন্নত হইলেন।
২৪ ঐ সময়ে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইল, আর তিনি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে সদাপ্রভু তাঁহাকে উত্তর দিলেন, ও তাঁহাকে এক অদ্ভুত
২৫ লক্ষণ জানাইলেন। কিন্তু হিষ্কিয় প্রাপ্ত উপকারানুসারে প্রতিদান করিলেন না, কারণ তাঁহার মন গর্ব্বিত হইয়াছিল; অতএব তাঁহার এবং যিহূদার ও যিরূশালেমের উপরে ক্রোধ উপস্থিত হইল।
২৬ তখন হিষ্কিয় আপন মনের গর্ব্ব বুঝিয়া আপনাকে অবনত করিলেন, তিনি ও যিরূশালেম-নিবাসীরা তাহা করিলেন। সেই জন্য সদাপ্রভুর ক্রোধ তাহাদের উপরে হিষ্কিয়ের সময়ে উপস্থিত হইল না।
২৭ হিষ্কিয়ের অতি প্রচুর ধন ও প্রতাপ ছিল, তিনি আপনার জন্য রৌপ্যের, স্বর্ণের, মণির, সুগন্ধি দ্রব্যের, ঢালের ও সর্ব্বপ্রকার মনোহর পাত্রের কোষ প্রস্তুত
২৮ করিলেন, আর শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈলের জন্য ভাণ্ডার, এবং সর্ব্বপ্রকার পশুর ঘর
২৯ ও মেষপালের খোঁয়াড় করিলেন। আর তিনি আপনার জন্য নানা নগর ও গোমেষাদি অনেক পশুধন প্রস্তুত করিলেন, যেহেতু ঈশ্বর তাঁহাকে অতি প্রচুর ধন
৩০ দিয়াছিলেন। এই হিষ্কিয় গীহোনের জলের উচ্চতর মুখ বন্ধ করিয়া সরল পথে দায়ূদ-নগরের পশ্চিম পার্শ্বে সেই জল নামাইয়া আনিয়াছিলেন। আর হিষ্কিয় আপনার সকল কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইলেন।
৩১ কিন্তু তাঁহার দেশে যে অদ্ভুত লক্ষণ দেখান হইয়াছিল, তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে বাবিলের অধ্যক্ষগণ দূতদিগকে পাঠাইলে ঈশ্বর তাঁহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, তাঁহার মনে কি আছে, সে সকল জানিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।
৩২ হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও তাঁহার সাধুকার্য্যের বিবরণ, দেখ, আমোসের পুত্র যিশাইয় ভাববাদীর দর্শন-পুস্তকে লিখিত আছে; তাহা যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকান্ত-
৩৩ র্গত। পরে হিষ্কিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন; আর লোকেরা দায়ূদ-সন্তানগণের কবরস্থানের ঊর্দ্ধগামী পথে তাঁহাকে কবর দিল, এবং তাঁহার মরণকালে সমস্ত যিহূদা ও যিরূশালেম-নিবাসীরা তাঁহার সম্মান করিল। পরে তাঁহার পুত্র মনঃশি তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

মনঃশি ও আমোন রাজার বিবরণ।

৩৩ মনঃশি বারো বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; এবং পঞ্চান্ন বৎসরকাল যিরূশালেমে রাজত্ব করেন।
২ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন; সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের ঘৃণিত ক্রিয়ানুসারেই কার্য্য করিতেন।
৩ বস্তুতঃ তাঁহার পিতা হিষ্কিয় যে সকল উচ্চস্থলী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি সেগুলি পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিলেন, বাল দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞবেদি প্রস্তুত করিলেন, এবং আশেরা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন আর আকাশের সমস্ত বাহিনীর কাছে প্রণিপাত ও তাহাদের সেবা
৪ করিলেন। আর সদাপ্রভু যে গৃহের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন, যিরূশালেমে আমার নাম চিরকাল থাকিবে, সদাপ্রভুর

সেই গৃহে তিনি কতকগুলি যজ্ঞবেদি ৫ নির্ম্মাণ করিলেন। আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে আকাশের সমস্ত বাহিনীর জন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন। ৬ আর তিনি আপন সন্তানদিগকে হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকায় অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইলেন; আর গণকতা, মোহকের ব্যবহার ও মায়াক্রিয়া করিতেন, এবং ভূতড়িয়াদিগকে ও গুণীদিগকে রাখিতেন; তিনি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে বহুল কদাচরণ করিয়া তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করি-৭ লেন। আর তিনি আপনার নির্ম্মিত এক ক্ষোদিত প্রতিমা ঈশ্বরের সেই গৃহে স্থাপন করিলেন, যাহার বিষয়ে ঈশ্বর দায়ূদকে ও তাঁহার পুত্র শলোমনকে এই কথা বলিয়াছিলেন, আমি এই গৃহে, ও ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে আমার মনোনীত এই যিরূশালেমে আপন নাম ৮ চিরকালের নিমিত্ত স্থাপন করিব; আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের নিমিত্ত যে দেশ নিরূপণ করিয়াছি, সেই দেশ হইতে ইস্রায়েলের চরণ আর সরাইয়া দিব না; কেবল যদি তাহারা, আমি তাহাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছি, অর্থাৎ আমার দাস মোশির হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থা, বিধি ও শাসন দিয়াছি, তদনুসারে যত্নপূর্ব্বক চলে। ৯ তথাপি মনঃশি যিহূদাকে ও যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে বিপথগামী করিলেন, তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, উহারা তাহাদের অপেক্ষা ১০ অধিক কদাচরণ করিত। আর সদাপ্রভু মনঃশি ও তাঁহার লোকদের কাছে কথা কহিতেন, কিন্তু তাঁহারা কর্ণপাত করিতেন ১১ না। এই জন্য সদাপ্রভু তাঁহাদের বিরুদ্ধে অশূর-রাজের সেনাপতিদিগকে আনিলেন; আর তাহারা মনঃশিকে হাতকড়ী দিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া বাবিলে ১২ লইয়া গেল। তখন সঙ্কটাপন্ন হইয়া তিনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিলেন, ও আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের সম্মুখে আপনাকে অতিশয় অব-১৩ নত করিলেন। এইরূপে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন, তাঁহার বিনতি শুনিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার যিরূশালেমে তাঁহার রাজ্যে আনিলেন। তখন মনঃশি জানিতে পারিলেন যে, সদাপ্রভুই ঈশ্বর।

১৪ তৎপরে তিনি দায়ূদ-নগরের বাহিরে গীহোনের পশ্চিমে উপত্যকামধ্যে মৎস্য-দ্বারের প্রবেশ-স্থান পর্য্যন্ত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন, ওফল ঘেরিয়া অতি উচ্চ করিয়া তুলিলেন, এবং যিহূদা দেশের প্রাচীরবেষ্টিত সমস্ত নগরে বিক্রমী সেনা-১৫ পতিগণকে নিযুক্ত করিলেন। আর তিনি সদাপ্রভুর গৃহ হইতে বিজাতীয় দেবগণকে ও প্রতিমাকে, এবং সদাপ্রভুর গৃহের পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে আপনার নির্ম্মিত যজ্ঞবেদি সকল তুলিয়া লইলেন, এবং নগর হইতে বাহির করিয়া ফেলি-১৬ লেন। আর সদাপ্রভুর বেদি সারাইয়া তাহার উপরে মঙ্গলার্থক বলি ও স্তবার্থক উপহার উৎসর্গ করিলেন, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা করিতে ১৭ যিহূদাকে আজ্ঞা করিলেন। সত্য বটে, তখনও লোকে উচ্চস্থলীতে যজ্ঞ করিত, কিন্তু কেবল আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশেই করিত।

১৮ মনঃশির অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত,

আপন ঈশ্বরের কাছে তাঁহার প্রার্থনা, এবং যে দর্শকেরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে তাঁহার সহিত কথা কহিতেন, তাঁহাদের বাক্য, দেখ, ইস্রায়েল-রাজগণের ১৯ কার্য্যবিবরণমধ্যে লিখিত আছে। আর তাঁহার প্রার্থনা, কিরূপে সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, এবং তাঁহার সমস্ত পাপ ও সত্যলঙ্ঘন, এবং আপনাকে অবনত করিবার পূর্ব্বে তিনি যে যে স্থানে উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ এবং আশেরা-মূর্ত্তি ও ক্ষোদিত প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন, দেখ, সেই সকলের বিবরণ দর্শকদের গ্রন্থে লিখিত ২০ আছে। পরে মনঃশি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন; আর লোকেরা তাঁহার বাটীতে তাঁহাকে কবর দিল, এবং তাঁহার পুত্র আমোন তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

২১ আমোন বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; এবং যিরূশালেমে দুই বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ২২ তাঁহার পিতা মনঃশি যেরূপ করিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতেন; বস্তুতঃ তাঁহার পিতা মনঃশি যে সকল ক্ষোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আমোন তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন ও ২৩ তাহাদের সেবা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পিতা মনঃশি যেমন আপনাকে অবনত করিয়াছিলেন, তিনি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনাকে তেমন অবনত করিলেন না; কিন্তু এই আমোন উত্তর উত্তর অধিক ২৪ দোষ করিলেন। পরে তাঁহার দাসগণ তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল, আর তাঁহার বাটীতে তাঁহাকে বধ করিল। ২৫ কিন্তু দেশের লোকেরা আমোন রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী সকলকে বধ করিল; পরে দেশের লোকেরা তাঁহার পুত্র যোশিয়কে তাঁহার পদে রাজা করিল।

যোশিয় রাজার বিবরণ।

৩৪ যোশিয় আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; এবং একত্রিশ বৎসরকাল যিরূশালেমে রাজত্ব করেন। ২ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য, তিনি তাহাই করিতেন, ও আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের পথে চলিতেন, তাহার দক্ষিণে ৩ কি বামে ফিরিতেন না। ফলতঃ তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং দ্বাদশ বৎসরে উচ্চস্থলী ও আশেরা-মূর্ত্তি, ক্ষোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা হইতে যিহূদা ও যিরূশালেমকে ৪ শুচি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাক্ষাতে লোকেরা বাল দেবগণের যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তিনি তদুপরি স্থাপিত সূর্য্যপ্রতিমা ছেদন করিলেন, আর আশেরা-মূর্ত্তি, ক্ষোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা সকল ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়া, যাহারা তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছিল, তাহাদের কবরের উপরে সেই ধূলা ছড়াইয়া ৫ দিলেন। আর তাহাদের যজ্ঞবেদির উপরে যাজকদের অস্থি পোড়াইলেন, এবং যিহূদা ও যিরূশালেমকে শুচি করি- ৬ লেন। আর মনঃশির, ইফ্রয়িমের ও শিমিয়োনের নগরে নগরে এবং নপ্তালি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কাঁথড়ার মধ্যে এইরূপ ৭ করিলেন। আর তিনি যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং আশেরা-মূর্ত্তি

সকল ও ক্ষোদিত প্রতিমা সকল চূর্ণ করিলেন, ইস্রায়েল দেশের সর্ব্বত্র সমস্ত সূর্য্যপ্রতিমা কাটিয়া ফেলিলেন, পরে যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিলেন।

৮ তাঁহার রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে দেশ ও গৃহ শুচি করিবার পর তিনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ মেরামৎ করিবার জন্য অৎসলিয়ের পুত্র শাফনকে, মাসেয় নগরাধ্যক্ষকে ও যোয়াহসের পুত্র যোয়াহ ৯ ইতিহাসকর্ত্তাকে পাঠাইলেন। আর তাঁহারা হিল্কিয় মহাযাজকের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং ঈশ্বরের গৃহে আনীত সমস্ত রৌপ্য, যাহা দ্বারপাল লেবীয়েরা মনঃশি, ইফ্রয়িম ও ইস্রায়েলের সমস্ত অবশিষ্টাংশের নিকট হইতে, এবং সমস্ত যিহূদা ও বিন্যামীনের নিকট হইতে, আর যিরূশালেম-নিবাসীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই সকল রৌপ্য সমর্পণ করিলেন। ১০ তাঁহারা সদাপ্রভুর গৃহের তত্ত্বাবধায়ক কার্য্যকারীদের হস্তে তাহা সমর্পণ করিলেন, পরে যে কার্য্যকারীরা সদাপ্রভুর গৃহে কর্ম্ম করিত, তাহারা সেই গৃহ সারিবার ও মেরামৎ করিবার জন্য তাহা ১১ দিল, অর্থাৎ যিহূদার রাজগণ যে সকল গৃহ বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই সকলের জন্য ক্ষোদিত প্রস্তর, ও যোড়ের কাষ্ঠ ক্রয় করিতে ও কড়িকাষ্ঠ প্রস্তুত করিতে তাহারা সূত্রধরদিগকে ও গাঁথকদিগকে ১২ তাহা দিল। আর সেই লোকেরা বিশ্বস্তরূপে কার্য্য করিল, এবং মরারিসন্তানদের মধ্যে দুই জন লেবীয়, অর্থাৎ যহৎ ও ওবদিয়, তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিল, এবং কহাৎ-সন্তানদের মধ্যে সখরিয় ও মশুল্লম, এবং অন্য লেবীয়দের মধ্যে বাদ্য বাদনে নিপুণ লোকেরা কর্ম্ম ১৩ চালাইবার জন্য নিযুক্ত ছিল। আর তাহারা ভারবাহকদের অধ্যক্ষ, আর কর্ম্ম চালাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সেবাকর্ম্মকারীদের উপরে নিযুক্ত ছিল, এবং লেবীয়দের মধ্যে কেহ কেহ লেখক, কর্ম্মচারী ও দ্বারপাল ছিল।

১৪ তাহারা যখন সদাপ্রভুর গৃহে আনীত সকল রৌপ্য বাহির করিল, তখন হিল্কিয় যাজক মোশি দ্বারা দত্ত সদাপ্রভুর ব্যবস্থা- ১৫ পুস্তকখানি পাইলেন। পরে হিল্কিয় শাফন লেখককে কহিলেন, আমি সদাপ্রভুর গৃহে ব্যবস্থা-পুস্তকখানি পাইয়াছি; পরে হিল্কিয় শাফনকে সেই পুস্তক ১৬ দিলেন। আর শাফন সেই পুস্তক রাজার কাছে লইয়া গিয়া রাজার কাছে এই নিবেদন করিলেন, আপনার দাসদের প্রতি আদিষ্ট সমস্ত কর্ম্ম করা যাইতেছে; ১৭ তাঁহারা সদাপ্রভুর গৃহে প্রাপ্ত সমস্ত টাকা একত্র করিয়া তত্ত্বাবধায়কদের ও ১৮ কর্ম্মকারীদের হস্তে দিয়াছেন। পরে শাফন লেখক রাজাকে এই কথা জ্ঞাত করিলেন, হিল্কিয় যাজক আমাকে একখানি পুস্তক দিয়াছেন; আর শাফন রাজার সাক্ষাতে তাহা পাঠ করিতে লাগি- ১৯ লেন। তখন রাজা ব্যবস্থার বাক্য সকল ২০ শুনিয়া আপনার বস্ত্র ছিঁড়িলেন। আর রাজা হিল্কিয়কে, শাফনের পুত্র অহীকামকে, মীখায়ের পুত্র অব্দোনকে, শাফন লেখককে ও রাজভৃত্য অসায়কে ২১ এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যাও, যে পুস্তকখানি পাওয়া গিয়াছে, সেই পুস্তকের বাক্য সকলের বিষয়ে আমার নিমিত্ত এবং ইস্রায়েলের ও যিহূদার মধ্যে অবশিষ্ট লোকদের নিমিত্ত সদাপ্রভুকে

জিজ্ঞাসা কর; কেননা ঐ পুস্তকে লিখিত সকল কথানুযায়ী কর্ম্ম করিবার জন্য আমাদের পিতৃপুরুষেরা সদাপ্রভুর বাক্য পালন করেন নাই, এই জন্য আমাদের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধাগ্নি ২২ বর্ষিত হইয়াছে। তখন হিল্কিয় ও রাজার [নিযুক্ত] ঐ লোকেরা বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হস্রহের পৌত্র, তোখতের পুত্র শল্লুমের স্ত্রী হুল্দা ভাববাদিনীর নিকটে গেলেন; তিনি যিরূশালেমে, দ্বিতীয় বিভাগে, বাস করিতেছিলেন। পরে তাঁহারা ঐ ভাবের কথা তাঁহাকে কহি- ২৩ লেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি তোমাদিগকে আমার ২৪ কাছে পাঠাইয়াছে, তাহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানের ও এখানকার নিবাসীদের উপরে অমঙ্গল আনিব, যিহূদা-রাজের সাক্ষাতে যে পুস্তক উহারা পাঠ করিয়াছে, তাহাতে লিখিত সমস্ত অভিশাপ বর্ত্তাইব। ২৫ কারণ তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, এবং অন্য দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়াছে, এইরূপে স্ব স্ব হস্তের সমস্ত কার্য্যদ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছে; তজ্জন্য এই স্থানের উপরে আমার ক্রোধাগ্নি বর্ষিত হইল, নির্ব্বাণ হইবে ২৬ না। কিন্তু যিহূদার রাজা, যিনি সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে এই কথা বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যে সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াছ, তাহার বিষয়ে কথা এই,— ২৭ এই স্থানের ও এখানকার নিবাসীদের বিরুদ্ধে আমি যে সকল বাক্য কহিয়াছি, তাহা শ্রবণমাত্র তোমার অন্তঃকরণ কোমল হইয়াছে, তুমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাকে অবনত করিয়াছ; তুমি আমার সাক্ষাতে আপনাকে অবনত করিয়াছ, এবং আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া আমার সম্মুখে রোদন করিয়াছ, এই জন্য সদাপ্রভু কহেন, আমিও তোমার কথা শুনি- ২৮ লাম। দেখ, আমি তোমার পিতৃলোকদের কাছে তোমাকে সংগ্রহ করিব; তুমি শান্তিতে আপন কবরে সংগৃহীত হইবে; এবং এই স্থানের ও এখানকার নিবাসীদের উপরে আমি যে সকল অমঙ্গল আনিব, তোমার চক্ষু সে সমস্ত দেখিবে না। পরে তাহারা আবার রাজাকে এই কথার সমাচার দিলেন।

২৯ আর রাজা লোক পাঠাইয়া যিহূদার ও যিরূশালেমের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে ৩০ একত্র করিলেন। পরে রাজা সদাপ্রভুর গৃহে গেলেন, এবং যিহূদার সমস্ত লোক, যিরূশালেম-নিবাসীরা, যাজকেরা ও লেবীয়েরা, মহান্ ও ক্ষুদ্র সমস্ত প্রজা গমন করিল; এবং তিনি সদাপ্রভুর গৃহে প্রাপ্ত নিয়ম-পুস্তকের সমস্ত কথা তাহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করিলেন। ৩১ পরে রাজা আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া সদাপ্রভুর অনুগামী হইবার, এবং সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার আজ্ঞা, সাক্ষ্যকথা ও বিধি পালন করিবার জন্য, এই পুস্তকে লিখিত নিয়মের কথানুসারে কার্য্য করিবার জন্য সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করিলেন। ৩২ আর যিরূশালেমের ও বিন্যামীনের যত লোক উপস্থিত ছিল, সেই সকলকে তিনি অঙ্গীকার করাইলেন। তাহাতে যিরূশালেম-নিবাসীরা ঈশ্বরের, আপনাদের

পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের, নিয়মানুসারে ৩৩ কার্য্য করিতে লাগিল। আর যোশিয় ইস্রায়েল-সন্তানগণের অধিকৃত সকল দেশ হইতে সমস্ত ঘৃণার্হ বস্তু দূর করিলেন, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে যত লোক উপস্থিত ছিল, সকলকে সেবা, তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা, করাইলেন। তিনি যত দিন ছিলেন, তত দিন তাহারা আপনাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগমনে নিবৃত্ত হইল না।

৩৫ পরে যোশিয় যিরূশালেমে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিলেন, লোকেরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে ২ নিস্তারপর্ব্বের বলি হনন করিল। আর তিনি যাজকদিগকে তাহাদের নিরূপিত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, এবং সদাপ্রভুর গৃহের সেবাকর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে ৩ আশ্বাস দিলেন। আর যে লেবীয়েরা সমস্ত ইস্রায়েলের শিক্ষক ও সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র ছিল, তাহাদিগকে তিনি কহিলেন, ইস্রায়েল-রাজ দায়ূদের পুত্র শলোমন যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তোমরা পবিত্র সিন্দুক রাখ; তাহার ভার আর তোমাদের স্কন্ধে থাকিবে না; এখন তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ও তাঁহার প্রজা ইস্রায়েলের ৪ সেবা কর। আর আপন আপন পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল-রাজ দায়ূদের লিখনমতে, এবং তাঁহার পুত্র শলোমনের লিখনমতে নিরূপিত আপন আপন পালানুসারে আপনাদিগকে প্রস্তুত কর। ৫ আর তোমাদের ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ প্রজাদের পিতৃকুল সকলের বিভাগানুসারে ও লেবীয়দের পিতৃকুল সকলের অংশানুসারে পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হও। ৬ আর নিস্তারপর্ব্বের বলি হনন কর ও আপনাদিগকে পবিত্র কর, এবং মোশি দ্বারা [কথিত] সদাপ্রভুর বাক্যমতে কার্য্য করণার্থে আপন ভ্রাতাদের জন্য ৭ আয়োজন কর। পরে যোশিয় প্রজাদিগকে, উপস্থিত সকলকে, পাল হইতে কেবল নিস্তারপর্ব্বীয় বলির জন্য সংখ্যায় ত্রিশ সহস্র মেষবৎস ও ছাগবৎস, এবং তিন সহস্র বৃষ দিলেন; এ সকলই রাজার সম্পত্তি হইতে প্রদত্ত হইল। ৮ আর তাঁহার অধ্যক্ষগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকদিগকে, যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে দান করিলেন। হিল্কিয়, সখরিয় ও যিহীয়েল, ঈশ্বরের গৃহের এই অধ্যক্ষেরা যাজকদিগকে নিস্তারপর্ব্বীয় বলির জন্য দুই সহস্র ছয় শত [মেষাদির বৎস] ৯ ও তিন শত বৃষ দিলেন। আর কনানিয় এবং শময়িয় ও নথনেল নামে তাঁহার দুই ভ্রাতা, আর হশবিয়, যীয়ীয়েল ও যোষাবদ, লেবীয়দের এই অধ্যক্ষগণ লেবীয়দিগকে নিস্তারপর্ব্বীয় বলির জন্য পাঁচ সহস্র [মেষাদির বৎস] ও পাঁচ ১০ শত বৃষ দিলেন। এইরূপে সেবাকর্ম্মের আয়োজন হইল, আর রাজার আজ্ঞানুসারে যাজকেরা আপন আপন স্থানে ও লেবীয়েরা আপন আপন পালানুসারে ১১ দাঁড়াইল। আর নিস্তারপর্ব্বীয় বলি সকল হত হইল, এবং যাজকগণ তাহাদের হস্ত হইতে রক্ত লইয়া প্রক্ষেপ করিল ও লেবীয়েরা পশুদের চর্ম্ম ১২ খুলিল। আর মোশির পুস্তকে যেমন লেখা আছে, তদনুসারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে [বলি] উপস্থিত করণার্থে তাহারা লোকদের পিতৃকুলের বিভাগানুসারে সকলকে দিবার জন্য হোমবলি

উঠাইয়া লইল, এবং বৃষদিগের বিষয়েও
১৩ তাহাই করিল। পরে তাহারা বিধিমতে নিস্তারপর্ব্বের বলি অগ্নিতে পাক করিল; আর পবিত্র বলি সকল স্থালীতে, হাঁড়ীতে ও কটাহে পাক করিল, এবং সকল লোককে শীঘ্র শীঘ্র পরিবেষণ করিল।
১৪ তৎপরে আপনাদের ও যাজকদের জন্য আয়োজন করিল, কেননা হারোণ-সন্তান যাজকেরা হোম ও মেদ দগ্ধ করিতে রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিল; অতএব লেবীয়েরা আপনাদের ও হারোণ-সন্তান যাজকদের
১৫ জন্য আয়োজন করিল। আর দায়ূদের, আসফের, হেমনের ও রাজ-দর্শক যিদূথূনের আজ্ঞানুসারে আসফ-সন্তান গায়কেরা আপন আপন স্থানে ছিল, ও দ্বারপালেরা প্রতিদ্বারে ছিল; তাহাদের আপন আপন সেবাকর্ম্ম ছাড়িয়া যাইবার প্রয়োজন হইল না, যেহেতু তাহাদের লেবীয় ভ্রাতারা তাহাদের জন্য আয়োজন করিয়া-
১৬ ছিল। এইরূপে যোশিয় রাজার আজ্ঞানুসারে নিস্তারপর্ব্ব পালনার্থে ও সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে হোম করণার্থে সেই দিন সদাপ্রভুর সমস্ত সেবাকর্ম্মের আয়ো-
১৭ জন হইল। ঐ সময়ে উপস্থিত ইস্রায়েল-সন্তানগণ নিস্তারপর্ব্ব, এবং সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল।
১৮ শমূয়েল ভাববাদীর সময়াবধি ইস্রায়েলে এতাদৃশ নিস্তারপর্ব্ব পালিত হয় নাই; যোশিয়, যাজকেরা, লেবীয়েরা এবং সমস্ত যিহূদা ও ইস্রায়েলের উপস্থিত লোকেরা ও যিরূশালেম-নিবাসীরা যাদৃশ নিস্তার-পর্ব্ব পালন করিল, ইস্রায়েলের কোন রাজা তাদৃশ পর্ব্ব পালন করেন নাই।
১৯ যোশিয়ের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে এই নিস্তারপর্ব্ব পালিত হইল।

২০ এই সকলের পরে, যোশিয় মন্দির ঠিক করিলে পর, মিসর-রাজ নখো ফরাৎ নদীর নিকটস্থ কর্কমীশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিতেছিলেন, আর যোশিয় তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।
২১ তখন তিনি দূত দ্বারা এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, হে যিহূদা-রাজ, তোমার সঙ্গে আমার বিষয় কি? আমি অদ্য তোমার বিরুদ্ধে আসি নাই, কিন্তু যে কুলের সহিত আমার যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে যাইতেছি; আর ঈশ্বর আমাকে ত্বরা করিতে বলিয়াছেন; অতএব তুমি আমার সহবর্ত্তী ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ হইতে ক্ষান্ত হও, নচেৎ তিনি তোমাকে
২২ বিনষ্ট করিবেন। তথাপি যোশিয় তাঁহা হইতে বিমুখ হন নাই, বরং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন; তিনি ঈশ্বরের মুখনির্গত নখোর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া মগিদ্দো
২৩ উপত্যকায় যুদ্ধ করিতে গেলেন। পরে ধনুর্দ্ধরেরা যোশিয় রাজাকে বাণ মারিল; তখন রাজা আপন দাসদিগকে কহিলেন, আমাকে লইয়া যাও, কেননা আমি
২৪ অত্যন্ত আহত হইয়াছি। তাহাতে তাঁহার দাসগণ সেই রথ হইতে তাঁহাকে বাহির করিল, এবং তাঁহার দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাইয়া যিরূশালেমে আনিল, আর তিনি মারা পড়িলেন, এবং আপন পিতৃলোকদের কবরে কবরপ্রাপ্ত হইলেন। পরে সমস্ত যিহূদা ও যিরূশালেম যোশি-
২৫ য়ের নিমিত্তে শোক করিল। আর যিরমিয় যোশিয়ের জন্য বিলাপ-গীত রচনা করিলেন, এবং সকল গায়ক ও গায়িকা আপন আপন বিলাপ-গীতে যোশিয়ের বিষয়ে গান করিল; অদ্যাপি

করে ; ফলতঃ তাহারা তাহা ইস্রায়েলের পালনীয় বিধি করিল ; আর দেখ, তাহা বিলাপ-সংহিতায় লিখিত আছে।
২৬ যোশিয়ের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত ও সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় লিখিত বাক্যানুযায়ী তাঁহার সাধুকার্য্য সকল, এবং তাঁহার
২৭ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত, দেখ, সে সকল ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত আছে।

যিহোয়াহস প্রভৃতি চারি জন রাজার বিবরণ। যিরূশালেমের বিনাশ।

৩৬ পরে দেশের লোকেরা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াহসকে লইয়া তাঁহার পিতার পদে যিরূশালেমে তাঁহাকে রাজা করিল।
২ যোয়াহস তেইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে
৩ তিন মাসকাল রাজত্ব করেন। পরে মিসর-রাজ যিরূশালেমে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দেশের এক শত তালন্ত রৌপ্য ও এক তালন্ত স্বর্ণ অর্থদণ্ড নির্দ্ধারণ
৪ করিলেন। আর মিসর-রাজ তাঁহার ভ্রাতা ইলীয়াকীমকে যিহূদা ও যিরূশালেমের উপরে রাজা করিলেন এবং তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যিহোয়াকীম রাখিলেন; আর নখো তাঁহার ভ্রাতা যোয়াহসকে ধরিয়া মিসরে লইয়া গেলেন।
৫ যিহোয়াকীম পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে এগার বৎসরকাল রাজত্ব করেন; আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা
৬ মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন। তাঁহারই বিরুদ্ধে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর আসিয়া বাবিলে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে
৭ পিত্তল-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন। নবূখদ্‌নিৎসর সদাপ্রভুর গৃহের পাত্রগুলিও বাবিলে লইয়া গিয়া বাবিলস্থ আপন
৮ মন্দিরে রাখিলেন। যিহোয়াকীমের অবশিষ্ট কর্ম্মের বৃত্তান্ত, তাঁহার কৃত ঘৃণার্হ ক্রিয়া সকল ও তাঁহার মধ্যে যাহা পাওয়া গিয়াছিল, দেখ, সে সকল ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজগণের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত আছে। পরে তাঁহার পুত্র যিহোয়াখীন তাঁহার পদে রাজা হইলেন।
৯ যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন; সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি
১০ করিতেন। পরে বৎসর ফিরিয়া আসিলে নবূখদ্‌নিৎসর রাজা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ও সদাপ্রভুর গৃহস্থিত মনোরম পাত্র সকল বাবিলে লইয়া গেলেন, এবং যিহূদা ও যিরূশালেমের উপরে তাঁহার ভ্রাতা সিদিকিয়কে রাজা করিলেন।
১১ সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে
১২ এগার বৎসর রাজত্ব করেন। আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন, সদাপ্রভুর মুখের বাক্য-প্রকাশক যিরমিয় ভাববাদীর সম্মুখে
১৩ আপনাকে অবনত করিলেন না। আর যে নবূখদ্‌নিৎসর রাজা ইহাঁকে ঈশ্বরের নামে দিব্য করাইয়াছিলেন, ইনি তাঁহার বিদ্রোহী হইলেন, এবং আপন গ্রীবা শক্ত ও হৃদয় কঠিন করিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিতে অস্বী-
১৪ কার করিলেন। আর প্রধান যাজকেরা সকলে ও প্রজারা জাতিগণের সমস্ত

ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে বহুল সত্যলঙ্ঘন করিল, এবং সদাপ্রভু যিরূশালেমে আপনার যে গৃহ পবিত্র করিয়াছিলেন, ১৫ তাহা অশুচি করিল। আর তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন দূতদিগকে তাহাদের কাছে পাঠাইতেন, প্রত্যূষে উঠিয়া পাঠাইতেন, কেননা তিনি আপন প্রজাদের ও আপন বাস- ১৬ স্থানের প্রতি মমতা করিতেন। কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের দূতদিগকে পরিহাস করিত, তাঁহার বাক্য তুচ্ছ করিত, ও তাঁহার ভাববাদিগণকে বিদ্রূপ করিত; তন্নিমিত্ত শেষে আপন প্রজাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ উত্থিত হইল, অবশেষে ১৭ আর প্রতীকারের উপায় রহিল না। অতএব তিনি কল্‌দীয়দের রাজাকে তাহাদের বিরুদ্ধে আনিলেন, আর রাজা যুবকগণকে তাহাদের ধর্ম্মধামে খড়্‌গ দ্বারা বধ করিলেন, আর যুবক কি যুবতী, বৃদ্ধ কি জরাজীর্ণ, কাহারও প্রতি দয়া করিলেন না; ঈশ্বর তাঁহার ১৮ হস্তে সকলকে সমর্পণ করিলেন। তিনি ঈশ্বরের গৃহের ছোট বড় সমস্ত পাত্র, সদাপ্রভুর গৃহের ধনকোষ সকল, এবং রাজার ও তাঁহার অধ্যক্ষগণের ধন-কোষ, সমুদয়ই বাবিলে লইয়া গেলেন। ১৯ আর তাঁহার লোকেরা ঈশ্বরের গৃহ পোড়াইয়া দিল, যিরূশালেমের প্রাচীর ভগ্ন করিল, এবং তথাকার অট্টালিকা সকল অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া দিল, তথাকার সমস্ত মনোরম পাত্র বিনষ্ট করিল। ২০ আর তিনি খড়্‌গ হইতে অবশিষ্ট লোকদিগকে বাবিলে লইয়া গেলেন; তাহাতে পারস্য-রাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত লোকেরা তাঁহার ও তাঁহার সন্তানদের ২১ দাস থাকিল। যিরমিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্য সফল করণার্থে যে পর্য্যন্ত দেশ আপনার বিশ্রামকাল সকল ভোগ না করিল, [সে পর্য্যন্ত এইরূপ হইল;] সত্তর বৎসর পূর্ণ করণার্থে নিজ উচ্ছিন্ন দশার সমস্ত কাল দেশ বিশ্রাম ভোগ করিল।

২২ পরে পারস্য-রাজ কোরসের প্রথম বৎসরে যিরমিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সদাপ্রভু পারস্য-রাজ কোরসের মনে প্রবৃত্তি দিলেন, তাই তিনি আপনার রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা দ্বারা এবং লিখিত বিজ্ঞাপন দ্বারা এই ২৩ আজ্ঞা প্রচার করিলেন, পারস্য-রাজ কোরস এই কথা কহেন, স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন, আর তিনি যিহূদা দেশস্থ যিরূশালেমে তাঁহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ভার আমাকে দিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে, তাঁহার সমস্ত প্রজার মধ্যে, যে কেহ হউক, তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার সহবর্ত্তী হউন, সে সেখানে যাউক।

ইষ্রা

যিহূদীদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পত্র।

১ পারস্য-রাজ কোরসের প্রথম বৎসরে যিরমিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সদাপ্রভু পারস্য-রাজ কোরসের মনে প্রবৃত্তি দিলেন, তাই তিনি আপনার রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা দ্বারা এবং লিখিত বিজ্ঞাপন দ্বারা এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, পারস্য-রাজ ২ কোরস এই কথা কহেন, স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন, আর তিনি যিহূদা দেশস্থ যিরূশালেমে তাঁহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ভার আমাকে দিয়াছেন। ৩ তোমাদের মধ্যে, তাঁহার সমস্ত প্রজার মধ্যে, যে কেহ হউক, তাহার ঈশ্বর তাহার সহবর্ত্তী হউন; সে যিহূদা দেশস্থ যিরূশালেমে যাউক, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর যিরূশালেমস্থ গৃহ নির্ম্মাণ ৪ করুক; তিনিই ঈশ্বর। আর যে কোন স্থানে যে কেহ অবশিষ্ট আছে, প্রবাস করিতেছে, সেই স্থানের লোকেরা ঈশ্বরের যিরূশালেমস্থ গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-দত্ত নৈবেদ্য ব্যতিরেকে রৌপ্য, স্বর্ণ, নানা দ্রব্য ও পশু দিয়া তাহার সাহায্য করুক।

৫ তখন যিহূদার ও বিন্যামীনের পিতৃকুলপতিগণ এবং যাজকেরা ও লেবীয়েরা, এমন কি, ঈশ্বরের যে লোকদের মনে সদাপ্রভুর যিরূশালেমস্থ গৃহ নির্ম্মাণার্থে যাত্রা করিতে প্রবৃত্তি দিলেন, সেই ৬ সকলে উঠিল। আর তাহাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থ সমস্ত লোক স্বেচ্ছা-দত্ত সকল নৈবেদ্য ব্যতিরেকে রৌপ্যময় পাত্র, স্বর্ণ, নানা দ্রব্য এবং পশু ও বহুমূল্য দ্রব্য তাহাদিগকে দিয়া তাহাদের হস্ত সবল করিল। ৭ আর নবূখদ্‌নিৎসর সদাপ্রভুর গৃহের যে সকল পাত্র যিরূশালেম হইতে আনিয়া আপন দেবালয়ে রাখিয়াছিলেন, কোরস রাজা সেই সকল বাহির করিয়া দিলেন। ৮ পারস্য-রাজ কোরস সে সকল কোষাধ্যক্ষ মিত্রদাতের হস্ত দ্বারা বাহির করিয়া আনাইলেন, আর যিহূদার অধ্যক্ষ শেশ্‌বসরের কাছে গণনা করিয়া তাহা সমর্পণ ৯ করিলেন। সেই সকল দ্রব্যের সংখ্যা; স্বর্ণময় ত্রিশখানি থাল, রৌপ্যময় সহস্র ১০ থাল, ঊনত্রিশখানি ছুরী, ত্রিশটী স্বর্ণময় পানপাত্র, চারি শত দশটী রৌপ্যময় দ্বিতীয় প্রকার পানপাত্র, এবং এক সহস্র ১১ অন্যান্য পাত্র; সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ সহস্র চারি শত স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র। বন্দিদিগকে বাবিল হইতে যিরূশালেমে উঠাইয়া আনিবার সময়ে শেশ্‌বসর এই সকল দ্রব্য আনিলেন।

প্রথম প্রত্যাগত যিহূদীদের তালিকা।

২ যাহারা বন্দিরূপে নীত হইয়াছিল, বাবিল-রাজ নবূখদনিৎসর যাহাদিগকে বাবিলে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য প্রদেশের এই লোকেরা বন্দিদশা হইতে যাত্রা করিয়া যিরূশালেমে ও যিহূদাতে আপন আপন নগরে ফিরিয়া ২ আসিল; ইহারা সরুব্বাবিল, যেশূয়,

নহিমিয়, সরায়, রিয়েলায়, মর্দখয়, বিল্‌শন, মিস্পর, বিগ্‌রয়, রহূম ও বানা, ইহাঁদের সহিত ফিরিয়া আসিল। সেই ইস্রায়েল লোকদের পুরুষ-সংখ্যা।
৩ পরোশের সন্তান দুই সহস্র এক শত
৪ বাহাত্তর জন। শফটিয়ের সন্তান তিন
৫ শত বাহাত্তর জন। আরহের সন্তান সাত
৬ শত পঁচাত্তর জন। যেশূয় ও যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে পহৎ-মোয়াবের সন্তান দুই সহস্র আট শত বারো জন।
৭ এলমের সন্তান এক সহস্র দুই শত
৮ চুয়ান্ন জন। সত্তূর সন্তান নয় শত
৯ পঁয়তাল্লিশ জন। সক্কয়ের সন্তান সাত
১০ শত ষাট জন। বানির সন্তান ছয় শত
১১ বেয়াল্লিশ জন। বেবয়ের সন্তান ছয়
১২ শত তেইশ জন। অস্‌গদের সন্তান এক
১৩ সহস্র দুই শত বাইশ জন। অদোনীকামের সন্তান ছয় শত ছেষট্টি জন।
১৪ বিগ্‌বয়ের সন্তান দুই সহস্র ছাপ্পান্ন জন।
১৫ আদীনের সন্তান চারি শত চুয়ান্ন জন।
১৬ যিহিষ্কিয়ের বংশজাত আটেরের সন্তান
১৭ আটানব্বই জন। বেৎসয়ের সন্তান
১৮ তিন শত তেইশ জন। যোরাহের সন্তান
১৯ এক শত বারো জন। হশুমের সন্তান
২০ দুই শত তেইশ জন। গিব্বরের সন্তান
২১ পঁচানব্বই জন। বৈৎলেহমের সন্তান
২২ এক শত তেইশ জন। নটোফার লোক
২৩ ছাপ্পান্ন জন। অনাথোতের লোক এক
২৪ শত আটাশ জন। অস্‌মাবতের সন্তান
২৫ বিয়াল্লিশ জন। কিরিয়ৎ-আরীম, কফীরা ও বেরোতের সন্তান সাত শত তেতাল্লিশ
২৬ জন। রামার ও গেবার সন্তান ছয় শত
২৭ একুশ জন। মিক্‌মসের লোক এক শত
২৮ বাইশ জন। বৈথেলের ও অয়ের লোক
২৯ দুই শত তেইশ জন। নবোর সন্তান
৩০ বাহান্ন জন। মগ্‌বীশের সন্তান এক শত
৩১ ছাপ্পান্ন জন। অন্য এলমের সন্তান
৩২ এক সহস্র দুই শত চুয়ান্ন জন। হারীমের সন্তান তিন শত বিংশতি জন।
৩৩ লোদ, হাদীদ ও ওনোর সন্তান সাত শত
৩৪ পঁচিশ জন। যিরিহোর সন্তান তিন শত
৩৫ পঁয়তাল্লিশ জন। সনায়ার সন্তান তিন সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন।
৩৬ যাজকবর্গ; যেশূয় কুলের মধ্যে যিদয়িয়ের সন্তান নয় শত তিয়াত্তর জন।
৩৭ ইম্মেরের সন্তান এক সহস্র বাহান্ন জন।
৩৮ পশ্‌হূরের সন্তান এক সহস্র দুই শত
৩৯ সাতচল্লিশ জন। হারীমের সন্তান এক সহস্র সতের জন।
৪০ লেবীয়বর্গ; হোদবিয়ের সন্তানদের মধ্যে যেশূয় ও কদ্‌মীয়েলের সন্তান চুয়াত্তর জন।
৪১ গায়কবর্গ; আসফের সন্তান এক শত আটাশ জন।
৪২ দ্বারপালদের সন্তানবর্গ; শল্লুমের সন্তান, আটেরের সন্তান, টলমোনের সন্তান, অক্কূবের সন্তান, হটীটার সন্তান, শোবয়ের সন্তান সর্ব্বশুদ্ধ এক শত উনচল্লিশ জন।
৪৩ নথীনীয়বর্গ; সীহের সন্তান, হসূফার
৪৪ সন্তান, টব্বায়োতের সন্তান, কেরোসের সন্তান, সীয়ের সন্তান, পাদোনের সন্তান,
৪৫ লবানার সন্তান, হগাবের সন্তান, অক্কূবের
৪৬ সন্তান, হাগবের সন্তান, শম্‌লয়ের সন্তান,
৪৭ হাননের সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, গহরের
৪৮ সন্তান, রায়ার সন্তান, রৎসীনের সন্তান,
৪৯ নকোদের সন্তান, গসমের সন্তান, উষের সন্তান, পাসেহের সন্তান, বেষয়ের সন্তান,
৫০ অস্নার সন্তান, মিয়ূনীমের সন্তান, নফূ-
৫১ ষীমের সন্তান; বক্‌বূকের সন্তান, হকূফার

৫২ সন্তান, হর্হূরের সন্তান, বসলূতের সন্তান,
৫৩ মহীদার সন্তান, হর্শার সন্তান, বর্কোসের
৫৪ সন্তান, সীষরার সন্তান, তেমহের সন্তান,
নৎসীহের সন্তান, হটীফার সন্তানগণ।
৫৫ শলোমনের দাসদের সন্তানবর্গ; সোটয়ের
সন্তান, হস্সোফেরতের সন্তান, পরূদার
৫৬ সন্তান; যালার সন্তান, দর্কোনের সন্তান,
৫৭ গিদ্দেলের সন্তান, শফটিয়ের সন্তান,
হটীলের সন্তান, পোখেরৎ-হৎসবায়ীমের
সন্তান, আমীর সন্তানগণ। নথীনীয়েরা ও
৫৮ শলোমনের দাসদের সন্তানবর্গ সর্ব্বশুদ্ধ
তিন শত বিরানব্বই জন।

৫৯ আর তেল্-মেলহ, তেল হর্শা, করূব,
অদ্দন ও ইম্মের, এই সকল স্থান হইতে
নিম্নলিখিত লোক সকল আসিল, কিন্তু
তাহারা ইস্রায়েলীয় কি না, এ বিষয়ে
আপন আপন পিতৃকুল কি বংশের প্রমাণ
৬০ দিতে পারিল না; দলায়ের সন্তান,
টোবিয়ের সন্তান, নকোদের সন্তান
৬১ ছয় শত বাহান্ন জন। আর যাজক-
সন্তানদের মধ্যে হবায়ের সন্তান, হক্কো-
সের সন্তান ও বর্সিল্লয়ের সন্তানগণ; এই
বর্সিল্লয় গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের এক
কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাদের নামে
৬২ আখ্যাত হইয়াছিল। বংশাবলিতে গণিত
লোকদের মধ্যে ইহারা আপন আপন
বংশাবলিপত্র অন্বেষণ করিয়া পাইল না,
এই জন্য তাহারা অশুচি বলিয়া যাজকের
৬৩ পদ হইতে ভ্রষ্ট হইল। আর শাসনকর্ত্তা
তাহাদিগকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত ঊরীম
ও তুম্মীমের অধিকারী এক যাজক উৎপন্ন
না হইবে, তাবৎ তোমরা অতি পবিত্র
বস্তু ভোজন করিও না।

৬৪ একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বিয়াল্লিশ
৬৫ সহস্র তিন শত ষাট জন ছিল। তদ্ভিন্ন
তাহাদের সাত সহস্র তিন শত সাঁইত্রিশ
জন দাসদাসী ছিল, আর তাহাদের দুই শত
৬৬ জন গায়ক ও গায়িকা ছিল। তাহাদের
৬৭ সাত শত ছত্রিশ অশ্ব, দুই শত পঁয়তাল্লিশ
অশ্বতর, চারি শত পঁয়ত্রিশ উষ্ট্র, ও ছয়
সহস্র সাত শত বিংশতি গর্দ্দভ ছিল।

৬৮ পরে পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কতক-
গুলি লোক সদাপ্রভুর যিরূশালেমস্থ
গৃহের স্থানে আসিলে ঈশ্বরের সেই গৃহ
স্বস্থানে স্থাপন করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক দান
৬৯ করিল। তাহারা আপন আপন শক্তি
অনুসারে ঐ কর্ম্মের ভাণ্ডারে একষট্টি
সহস্র অদর্কোন স্বর্ণ, ও পাঁচ সহস্র মানি
রৌপ্য, ও যাজকদের জন্য এক শত অঙ্গ-
৭০ রক্ষক বস্ত্র দিল। পরে যাজকেরা, লেবী-
য়েরা ও [অন্য] কোন কোন লোক এবং
গায়কেরা, দ্বারপালেরা ও নথীনীয়েরা
আপন আপন নগরে, এবং সমস্ত ইস্রা-
য়েল আপন আপন নগরে বাস করিল।

যজ্ঞবেদি স্থাপন। মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ।

৩ পরে সপ্তম মাস উপস্থিত হইল, আর
ইস্রায়েল-সন্তানগণ ঐ সকল নগরে
ছিল; তখন লোকেরা এক মানুষের
২ ন্যায় যিরূশালেমে একত্র হইল। আর
যোষাদকের পুত্র যেশূয় ও তাঁহার যাজক
ভ্রাতৃগণ এবং শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বা-
বিল ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ উঠিয়া ঈশ্বরের
লোক মোশির ব্যবস্থাতে লিখিত বিধি
অনুসারে হোমীয় বলি উৎসর্গ করণার্থে
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ
৩ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞবেদি স্বস্থানে
স্থাপন করিলেন, কেননা সেই সকল
দেশের লোক হইতে তাঁহারা ভীত

হইয়াছিলেন; এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহার উপরে হোম অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও
৪ সন্ধ্যাকালে হোম করিতে লাগিলেন। আর তাঁহারা লিখিত বিধি অনুসারে কুটীরোৎসব পালন করিলেন, এবং প্রত্যেক দিনের উপযুক্ত সংখ্যানুসারে বিধিমতে দিন দিন হোমার্থক বলি উৎসর্গ করিলেন।
৫ তদবধি তাঁহারা নিত্য হোম, অমাবস্যার, এবং সদাপ্রভুর পবিত্রীকৃত সমস্ত পর্ব্বের উপহার, এবং যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছা-দত্ত উপহার আনিত, তাহাদের প্রত্যেক জনের উপহার
৬ উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তাঁহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তৎকালে সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত
৭ হয় নাই। আর পারস্য-রাজ কোরস তাঁহাদিগকে যে অনুমতি দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা ভাস্করদিগকে ও সূত্রধরদিগকে রৌপ্য দিলেন, এবং লিবানোন হইতে যাফোস্থ সমুদ্র-তীরে এরসকাষ্ঠ আনিবার জন্য সীদোনীয় ও সোরীয়দিগকে খাদ্য, পানীয় দ্রব্য ও তৈল দিলেন।

৮ আর যিরূশালেমে ঈশ্বরের গৃহের স্থানে আসিলে পর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসে শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল ও যোষাদকের পুত্র যেশূয় এবং তাঁহাদের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ, অর্থাৎ যাজকেরা ও লেবীয়েরা এবং বন্দিদশা হইতে যিরূশালেমে আগত সমস্ত লোক কার্য্য আরম্ভ করিলেন, এবং সদাপ্রভুর গৃহের কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করি-
৯ লেন। তখন যেশূয়, তাঁহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ, যিহূদার সন্তান কদ্‌মীয়েল ও তাঁহার পুত্রগণ ঈশ্বরের গৃহে কর্ম্মকারীদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য একত্র হইয়া দাঁড়াইলেন; লেবীয় হেনাদদের সন্তানগণ ও তাহাদের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ [তদ্রূপ
১০ করিল]। আর গাঁথকেরা যখন সদাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপন করিল, তখন ইস্রায়েল-রাজ দায়ূদের নিরূপণানুসারে সদাপ্রভুর প্রশংসা করণার্থে আপন আপন পরিচ্ছদপরিহিত যাজকগণ তূরী লইয়া ও আসফের সন্তান লেবীয়েরা
১১ করতাল লইয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা সদাপ্রভুর প্রশংসা ও স্তব করিয়া পালানুসারে এই গান করিল; "তিনি মঙ্গলময়, ইস্রায়েলের প্রতি তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী"। আর সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন সময়ে সদাপ্রভুর প্রশংসা করিতে করিতে সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে
১২ জয়ধ্বনি করিল। কিন্তু যাজকদের, লেবীয়দের ও পিতৃকুলপতিদের মধ্যে অনেক লোক, অর্থাৎ যে বৃদ্ধগণ পূর্ব্বকার গৃহ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের চক্ষুর্গোচরে যখন এই গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন, আবার অনেকে আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে
১৩ জয়ধ্বনি করিল। তখন লোকেরা আনন্দ জন্য জয়ধ্বনির শব্দ ও জনতার রোদনের শব্দ বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিল না, যেহেতু লোকেরা এরূপ উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিল যে, তাহার শব্দ দূর হইতে শুনা গেল।

শমরীয়দের দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণের ব্যাঘাত।

৪ পরে যিহূদার ও বিন্যামীনের বিপক্ষগণ শুনিল যে, বন্দিদশা হইতে আগত

লোকেরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ২ উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছে ; তখন তাহারা সরুব্বাবিলের ও পিতৃকুলপতি-দের নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে কহিল, তোমাদের সহিত আমরাও গাঁথি, কেননা তোমাদের ন্যায় আমরাও তোমাদের ঈশ্বরের অন্বেষণ করি ; আর যে অশূর-রাজ এসর-হদ্দোন আমাদিগকে এই স্থানে আনিয়াছিলেন, তাঁহার সময়াবধি আমরা তাঁহারই উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া আসি-৩ তেছি। কিন্তু সরুব্বাবিল, যেশূয় ও ইস্রায়েলের অন্য সকল পিতৃকুলপতি তাহাদিগকে কহিলেন, আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার বিষয়ে আমাদের সহিত তোমাদের সম্পর্ক নাই ; কিন্তু কোরস রাজা, পারস্য-রাজ, আমা-দিগকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তদনু-সারে কেবল আমরাই ইস্রায়েলের ঈশ্বর ৪ সদাপ্রভুর উদ্দেশে নির্ম্মাণ করিব। তখন দেশের লোকেরা যিহূদার লোকদের হস্ত দুর্ব্বল করিতে ও নির্ম্মাণ-ব্যাপারে তাহা-৫ দিগকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল ; এবং তাহাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার জন্য পারস্য-রাজ কোরসের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া ও পারস্য-রাজ দারিয়াবসের রাজত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত টাকা দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণাকারী নিযুক্ত করিত।

পারস্য-রাজের প্রতি নিবেদন।

৬ অহশ্বেরশের রাজত্বকালে, তাঁহার রাজ-ত্বের আরম্ভকালে, লোকেরা যিহূদা ও যিরূশালেম-নিবাসীদের বিরুদ্ধে এক ৭ অভিযোগ-পত্র লিখিল। আর অর্তক্ষস্তের সময়ে বিশ্লম, মিত্রদাৎ, টাবেল ও তাহার অন্য সঙ্গীরা পারস্যের অর্তক্ষস্ত রাজার কাছে এক পত্র লিখিল, তাহা অরামীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ ও অরামীয় ভাষায় ৮ বিরচিত হইয়াছিল। রহূম মন্ত্রী ও শিম্‌শয় লেখক যিরূশালেমের বিরুদ্ধে অর্তক্ষস্ত রাজার নিকটে এই মর্ম্মে পত্র ৯ লিখিল ; “রহূম মন্ত্রী ও শিম্‌শয় লেখক ও তাহাদের সঙ্গী অন্য সকলে, অর্থাৎ দীনীয়, অফর্সৎখীয় টর্পলীয়, অফর্সীয়, অর্কবীয়, বাবিলীয়, শূশন্‌খীয়, দেহবীয়, ১০ ও এলমীয় লোকেরা, এবং মহামহিম সম্ভ্রান্ত অস্নপ্পর কর্ত্তৃক আনীত ও শম-রিয়ার নগরে এবং [ফরাৎ] নদীর পারস্থ অন্য সকল দেশে স্থাপিত অন্য ১১ সকল জাতি, ইত্যাদি।” তাহারা অর্তক্ষস্ত রাজার নিকটে সেই যে পত্র পাঠাইল, তাহার অনুলিপি এই ; “[ফরাৎ] নদীর পারস্থ আপনার দাসেরা, ইত্যাদি। ১২ মহারাজের নিকটে এই নিবেদন ; যিহূ-দীরা আপনার নিকট হইতে আমাদের এখানে যিরূশালেমে আসিয়াছে ; তাহারা সেই বিদ্রোহী মন্দ নগর নির্ম্মাণ করি-তেছে ; প্রাচীর সমাপ্ত করিয়াছে, ভিত্তি-১৩ মূল মেরামৎ করিয়াছে। অতএব মহা-রাজের নিকটে নিবেদন এই, যদি এই নগর নির্ম্মিত ও প্রাচীর স্থাপিত হয়, তবে ঐ লোকেরা কর, রাজস্ব ও মাশুল আর দিবে না, ইহাতে পরিণামে রাজ-১৪ সরকারের ক্ষতি হইবে। আমরা রাজ-বাটীর লবণ খাইয়া থাকি, অতএব মহারাজের অপমান দেখা আমাদের উচিত নয়, এই জন্য লোক পাঠাইয়া মহারাজকে ১৫ জ্ঞাত করিলাম। আপনার পিতৃপুরুষদের ইতিহাস-পুস্তকে অনুসন্ধান করা হউক ; সেই ইতিহাস-পুস্তকে দেখিয়া জানিতে পারিবেন, এই নগর বিদ্রোহী নগর এবং

রাজাদের ও প্রদেশ সকলের পক্ষে অনিষ্টকর, আর এই নগরে পুরাকালাবধি উপপ্লব হইয়া আসিতেছিল, সেই জন্যই
১৬ এই নগর বিনষ্ট হয়। আমরা মহারাজকে জ্ঞাত করিলাম, যদি এই নগর নির্ম্মিত ও ইহার প্রাচীর স্থাপিত হয়, তবে এতদ্দারা নদীর এপারে আপনার কিছু অধিকার থাকিবে না।”

১৭ রাজা রহূম মন্ত্রীকে, শিম্‌শয় লেখককে ও শমরিয়ানিবাসী তাহাদের অন্য সঙ্গী-দিগকে এবং নদী-পারস্থ অন্য লোক-দিগকে উত্তর লিখিলেন, “মঙ্গল হউক
১৮ ইত্যাদি। তোমরা আমাদের কাছে যে পত্র পাঠাইয়াছ, তাহা আমার সম্মুখে
১৯ স্পষ্টরূপে পঠিত হইয়াছে। আমার আজ্ঞায় অনুসন্ধান হইল ও জানা গেল, পুরাকালাবধি সেই নগর রাজদ্রোহ করিয়া আসিতেছিল, এবং তথায় বিদ্রোহ ও
২০ উপপ্লব হইত। আর যিরূশালেমে পরাক্রমী রাজগণও ছিলেন, তাঁহারা নদী-পারস্থ সকলের উপরে রাজত্ব করিতেন, এবং তাঁহাদিগকে কর, রাজস্ব ও মাশুল
২১ দেওয়া হইত। সেই লোকদিগকে নিবৃত্ত থাকিতে, এবং যত দিন আমাহইতে কোন আজ্ঞা প্রচারিত না হয়, তত দিন ঐ নগর নির্ম্মাণ রহিত করিতে আজ্ঞা দেও।
২২ সাবধান, এই কার্য্যে তোমরা শিথিল হইও না; রাজ-সরকারের ক্ষতিজনক অপচয় কেন হইবে?”

২৩ পরে রহূমের, শিম্‌শয় লেখকের ও তাহাদের সঙ্গী লোকদের কাছে অর্তক্ষস্ত রাজার পত্র পাঠ হইবামাত্র তাহারা শীঘ্র যিরূশালেমে যিহূদীদের নিকটে গিয়া হস্ত ও বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে ঐ কর্ম্ম হইতে
২৪ নিবৃত্ত করিল। তখন যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের কার্য্য নিবৃত্ত হইল; পারস্য-রাজ দারিয়াবসের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহা নিবৃত্ত থাকিল।

মন্দিরের নির্ম্মাণ সমাপ্তি।

৫ পরে হগয় ভাববাদী ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়, এই দুই জন ভাববাদী যিহূদা ও যিরূশালেমস্থ যিহূদীদের নিকটে ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন; ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নামে তাহাদের কাছে ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন।
২ তখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল ও যোষাদকের পুত্র যেশূয় উঠিয়া যিরূ-শালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, আর ঈশ্বরের ভাববাদীরা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন।

৩ সেই সময়ে নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয়, শথরবোষণয়, এবং তাঁহাদের সঙ্গী লোকেরা তাঁহাদের নিকটে আসিয়া কহিলেন, এই গৃহ নির্ম্মাণ ও প্রাচীর স্থাপন করিতে তোমাদিগকে কে আজ্ঞা
৪ দিয়াছে? তখন আমরা তাঁহাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিলাম, সেই গাঁথনিকারী
৫ লোকদের নাম কি? কিন্তু যিহূদীদের প্রাচীনবর্গের প্রতি তাঁহাদের ঈশ্বরের দৃষ্টি ছিল, আর যাবৎ দারিয়াবসের নিকটে নিবেদন উপস্থিত করা না যায়, এবং এই কর্ম্মের বিষয়ে পুনরায় পত্র না আইসে, তাবৎ উহাঁরা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন না।

৬ নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয়, শথর-বোষণয় এবং নদী-পারস্থ তাঁহাদের সঙ্গী অফর্সখীয়েরা দারিয়াবস রাজার নিকটে যে পত্র পাঠাইলেন, তাহার অনুলিপি

৭ এই। তাঁহারা এই কথা সম্বলিত এক পত্র পাঠাইলেন, "মহারাজ দারিয়াবসের
৮ সকলই মঙ্গল হউক। মহারাজের নিকটে আমাদের নিবেদন, আমরা যিহূদা প্রদেশে মহান্ ঈশ্বরের গৃহে গিয়াছিলাম, তাহা প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং তাহার ভিত্তিতে কাষ্ঠ বসান হইতেছে; আর এই কার্য্য সযত্নে চলিতেছে, ও তাহাদের
৯ হস্তে তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে। আমরা সেই প্রাচীনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদিগকে এই কথা বলিলাম, এই গৃহ নির্ম্মাণ ও প্রাচীর স্থাপন করিতে তোমা-
১০ দিগকে কে আজ্ঞা দিয়াছে? আর আমরা আপনার জ্ঞাপনার্থে তাহাদের প্রধান লোকদিগের নাম লিখিয়া লইবার জন্য তাহাদের নামও জিজ্ঞাসা করিলাম।
১১ তাহারা আমাদিগকে এই উত্তর দিল, যিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর ঈশ্বর, আমরা তাঁহারই দাস; আর এই যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছি, ইহা বহু বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইস্রায়েলের এক জন মহান্ রাজা তাহা নির্ম্মাণ ও সমাপ্ত করিয়া-
১২ ছিলেন। পরে আমাদের পিতৃপুরুষেরা স্বর্গের ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করাতে, তিনি তাহাদিগকে বাবিল-রাজ কল্দীয় নবূখদ্-নিৎসরের হস্তে সমর্পণ করেন; তিনি এই গৃহ ধ্বংস করেন, এবং লোকদিগকে
১৩ বাবিলে লইয়া যান। কিন্তু বাবিল-রাজ কোরসের প্রথম বৎসরে কোরস রাজা ঈশ্বরের এই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা
১৪ করিলেন। আর নবূখদ্‌নিৎসর ঈশ্বরের গৃহের যে সকল স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র যিরূশালেমস্থ মন্দির হইতে লইয়া গিয়া বাবিলের মন্দিরে রাখিয়াছিলেন, সেই সকল পাত্র কোরস রাজা বাবিলস্থ মন্দির হইতে বাহির করিয়া তাঁহার নিযুক্ত শেশ্‌বসর নামক শাসনকর্ত্তার
১৫ হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এই সকল পাত্র যিরূ-শালেমস্থ মন্দিরে লইয়া গিয়া তথায় রাখ, এবং ঈশ্বরের গৃহ স্বস্থানে নির্ম্মিত
১৬ হউক। তৎকালে সেই শেশ্‌বসর আসিয়া যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করিলেন; তদবধি এখন পর্য্যন্ত ইহার গাঁথনি হইতেছে, তথাপি সাঙ্গ হয়
১৭ নাই। অতএব এখন যদি মহারাজের বিহিত বোধ হয়, তবে কোরস রাজা যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণ করি-বার আজ্ঞা দিয়াছিলেন কি না, তাহা মহারাজের ঐ বাবিলস্থ ধনাগারে অনু-সন্ধান করা হউক; পরে মহারাজ এ বিষয়ে আমাদের নিকটে আপন ইচ্ছা বলিয়া পাঠাইবেন।"

৬ তখন দারিয়াবস রাজা আজ্ঞা করিলে বাবিলস্থ ধনাগারের পুস্তকালয়ে অনু-
২ সন্ধান করা গেল। পরে মাদীয় প্রদেশের অকমথা নামক রাজপুরীতে একখান খাতা পাওয়া গেল; তন্মধ্যে স্মরণার্থে এই
৩ কথা লিখিত ছিল, "কোরস রাজার প্রথম বৎসরে কোরস রাজা যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের বিষয়ে এই আজ্ঞা করি-লেন, সেই গৃহ যজ্ঞ-স্থান বলিয়া নির্ম্মিত হউক; ও তাহার ভিত্তিমূল দৃঢ়রূপে স্থাপিত হউক; তাহার উচ্চতা ষাট হস্ত
৪ ও প্রস্থ ষাট হস্ত হইবে। তাহা তিন তিন সারি প্রকাণ্ড প্রস্তরে ও এক এক সারি নূতন কড়িকাষ্ঠে গাঁথান হউক, এবং রাজবাটী হইতে তাহার ব্যয় প্রদত্ত
৫ হউক। আর ঈশ্বরের গৃহের যে সকল স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র নবূখদ্‌নিৎসর

যিরূশালেমস্থ মন্দির হইতে লইয়া বাবিলে রাখিয়াছিলেন, সে সকলও ফিরিয়া দেওয়া যাউক, এবং প্রত্যেক পাত্র যিরূশালেমস্থ মন্দিরে স্ব স্ব স্থানে নীত হউক, তাহা ঈশ্বরের গৃহে রাখিতে

৬ হইবে। অতএব হে নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয়, শথর-বোষণয় ও নদী-পারস্থ তোমাদের সঙ্গী অফর্সখীয়েরা, তোমরা

৭ এখন তথা হইতে দূরে থাক। ঈশ্বরের সেই গৃহের কার্য্য চলিতে দেও; যিহূদীদের অধ্যক্ষ ও যিহূদীদের প্রাচীনবর্গ ঈশ্বরের সেই গৃহ স্বস্থানে নির্ম্মাণ করুক।

৮ আর ঈশ্বরের সেই গৃহের গাঁথনির জন্য তোমরা যিহূদীদের প্রাচীনবর্গের কিরূপ সাহায্য করিবে, আমি তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিতেছি; তাহাদের যেন বাধা না হয়, এই জন্য রাজার ধন, অর্থাৎ নদীর পারের রাজকর হইতে যত্নপূর্ব্বক সেই লোকদিগকে ব্যয়ানুযায়ী অর্থ দত্ত হউক।

৯ আর তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল অর্থাৎ স্বর্গের ঈশ্বরের উদ্দেশে হোমার্থে যুবা বৃষ, মেষ ও মেষশাবক, এবং গোম, লবণ, দ্রাক্ষারস ও তৈল যিরূশালেমস্থ যাজকদের নিরূপণানুসারে অবাধে দিন

১০ দিন তাহাদিগকে দত্ত হউক, যেন তাহারা স্বর্গের ঈশ্বরের উদ্দেশে সৌরভার্থক উপহার উৎসর্গ করে, এবং রাজার ও তাঁহার পুত্ত্রদের জীবন প্রার্থনা করে।

১১ আরও আমি আজ্ঞা করিলাম, যে কেহ এই কথার অন্যথা করিবে, তাহার গৃহ হইতে একটী কড়িকাষ্ঠ বাহির করিয়া সেই কাষ্ঠে তাহাকে তুলিয়া টাঙ্গাইতে হইবে, এবং সেই দোষ প্রযুক্ত তাহার

১২ গৃহ সারের ঢিবি করা যাউক। আর যে কোন রাজা কিম্বা প্রজা [আজ্ঞার] অন্যথা করিয়া সেই যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের বিনাশ সাধনে হস্তক্ষেপ করিবে, ঈশ্বর যিনি সেই স্থানে আপন নাম স্থাপন করিয়াছেন, তিনি তাহাকে নিপাত করিবেন। আমি দারিয়াবস আজ্ঞা করিলাম ইহা সযত্নে সম্পন্ন হউক।"

১৩ তখন নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয়, শথর-বোষণয় ও তাঁহাদের সঙ্গিগণ যত্নপূর্ব্বক দারিয়াবস রাজার প্রেরিত আজ্ঞা-

১৪ হেতু তদনুযায়ী কর্ম্ম করিলেন। আর যিহূদীদের প্রাচীনবর্গ গাঁথনি করিয়া হগয় ভাববাদীর ও ইদ্দোর পুত্ত্র সখরিয়ের ভাববাণী সহকারে কৃতকার্য্য হইলেন, এবং তাঁহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে ও পারস্য-রাজ কোরসের, দারিয়াবসের ও অর্তক্ষস্তের আদেশানুসারে গাঁথনি করিয়া কার্য্য সমাপ্ত

১৫ করিলেন। দারিয়াবস রাজার রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে অদর মাসের তৃতীয় দিনে গৃহ সমাপ্ত হইল।

১৬ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, যাজকেরা, লেবীয়েরা ও বন্দিদশা হইতে আগত লোকদের অবশিষ্ট লোকেরা আনন্দে ঈশ্বরের সেই গৃহের প্রতিষ্ঠা করিল।

১৭ আর ঈশ্বরের সেই গৃহের প্রতিষ্ঠার সময়ে এক শত বৃষ, দুই শত মেষ, চারি শত মেষশাবক, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য পাপার্থক বলিরূপে ইস্রায়েলের বংশ-সংখ্যানুসারে বারোটী ছাগ উৎসর্গ

১৮ করিল। আর যিরূশালেমে ঈশ্বরের সেবাকর্ম্মের জন্য যাজকদিগকে তাহাদের বিভাগানুসারে ও লেবীয়দিগকে তাহাদের পালানুসারে নিযুক্ত করা হইল; যেমন মোশির পুস্তকে লিখিত আছে।

১৯ পরে প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে

বন্দিদশা হইতে আগত লোকেরা নিস্তার-
২০ পর্ব্ব পালন করিল। কেননা যাজকেরা ও লেবীয়েরা আপনাদিগকে একসঙ্গে শুচি করিয়াছিল; তাহারা সকলেই শুচি হইয়াছিল, এবং বন্দিদশা হইতে আগত সমস্ত লোকের নিমিত্ত, তাহাদের যাজক ভ্রাতাদের ও আপনাদের নিমিত্ত নিস্তার-
২১ পর্ব্বের বলি সকল হনন করিল। আর বন্দিদশা হইতে আগত ইস্রায়েল-সন্তানগণ, এবং যত লোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণার্থে তাহাদের পক্ষ হইয়া দেশ-নিবাসী জাতিগণের অশুচিতা হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়াছিল,
২২ সেই সকলে তাহা ভোজন করিল, এবং সাত দিন পর্য্যন্ত আনন্দে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল, যেহেতু সদাপ্রভু তাহাদিগকে আনন্দিত করিয়াছিলেন, আর ঈশ্বরের, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের, গৃহের কার্য্যে তাহাদের হস্ত দৃঢ় করিবার জন্য অশূররাজের চিত্ত তাহাদের পক্ষে ফিরাইয়াছিলেন।

যিরূশালেমে ইষ্রার যাত্রা।

৭ সেই সকল ঘটনার পরে পারস্য-রাজ অর্তক্ষস্তের রাজত্বকালে সরায়ের পুত্র ইষ্রা বাবিল হইতে যাত্রা করিলেন।
২ উক্ত সরায় অসরিয়ের সন্তান, অসরিয় হিল্কিয়ের সন্তান, হিল্কিয় শল্লুমের সন্তান, শল্লুম সাদোকের সন্তান, সাদোক অহী-
৩ টূবের সন্তান, অহীটূব অমরিয়ের সন্তান,
৪ অমরিয় অসরিয়ের সন্তান, অসরিয় মরায়োতের সন্তান, মরায়োৎ সরহিয়ের
৫ সন্তান, সরহিয় উষির সন্তান, উষি বুক্কির সন্তান, বুক্কি অবীশূয়ের সন্তান, অবীশূয় পীনহসের সন্তান, পীনহস ইলিয়াসরের সন্তান, ইলিয়াসর প্রধান যাজক হারোণের
৬ সন্তান। ইষ্রা মোশির ব্যবস্থায়, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত ব্যবস্থায়, ব্যুৎপন্ন অধ্যাপক ছিলেন, এবং তাঁহার উপরে তাঁহার ঈশ্বর সদাপ্রভুর হস্ত থাকায় রাজা তাঁহার সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয়
৭ তাঁহাকে দিলেন। অর্তক্ষস্ত রাজার সপ্তম বৎসরে ইস্রায়েল-সন্তানদের, যাজকদের, ও লেবীয়দের, গায়কদের, দ্বারপালদের ও নথীনীয়দের কতকগুলি
৮ লোক যিরূশালেমে যাত্রা করিল। আর রাজার ঐ সপ্তম বৎসরের পঞ্চম মাসে ইষ্রা যিরূশালেমে উপস্থিত হইলেন।
৯ প্রথম মাসের প্রথম দিনে তিনি বাবিল হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপরে তাঁহার ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত থাকায় তিনি পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে যিরূশালেমে উপস্থিত হইলেন।
১০ কেননা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা অনুশীলন ও পালন করিতে, এবং ইস্রায়েলে বিধি ও শাসন শিক্ষা দিতে ইষ্রা আপন অন্তঃকরণ সুস্থির করিয়াছিলেন।
১১ অর্তক্ষস্ত রাজা যে পত্র ইষ্রা যাজককে —সেই অধ্যাপককে, যিনি সদাপ্রভুর আদেশবাক্যের ও ইস্রায়েলের প্রতি তাঁহার বিধির অধ্যাপক ছিলেন—
১২ তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তাহার অনুলিপি এই, "রাজাধিরাজ অর্তক্ষস্ত, ইষ্রা যাজক সমীপে, যিনি স্বর্গের ঈশ্বরের ব্যবস্থার
১৩ অধ্যাপক, সিদ্ধ, ইত্যাদি। আমি এই আদেশ করিতেছি, আমার রাজ্যের মধ্যে ইস্রায়েল জাতির যত লোক, তাহাদের যত যাজক ও লেবীয় যিরূশালেমে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা তোমার সহিত
১৪ যাউক। কেননা তুমি রাজা ও তাঁহার

সপ্ত মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে, যেন তোমার ঈশ্বরের যে ব্যবস্থা তোমার হস্তে আছে, তদনুসারে তুমি যিহূদার ও ১৫ যিরূশালেমের তত্ত্বানুসন্ধান কর, এবং যিরূশালেমে যাঁহার আবাস, ইস্রায়েলের সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে রৌপ্য ও স্বর্ণ ১৬ দিয়াছেন, আর তুমি বাবিলের সমস্ত প্রদেশে যত রৌপ্য ও স্বর্ণ পাইতে পার, এবং লোকেরা ও যাজকেরা আপন ঈশ্বরের যিরূশালেমস্থ গৃহের নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা নিবেদন করে, সে সমস্ত যেন সেই স্থানে লইয়া যাও। ১৭ অতএব সেই রৌপ্য দ্বারা তুমি বৃষ, মেষ, মেষশাবক ও তাহাদের উপযুক্ত ভক্ষ্য ও পানীয় নৈবেদ্য যত্নপূর্ব্বক ক্রয় করিয়া তোমাদের ঈশ্বরের যিরূশালেমস্থ গৃহস্থিত যজ্ঞবেদির উপরে উৎসর্গ করিবে। ১৮ আর অবশিষ্ট রৌপ্যে ও স্বর্ণে তোমার ও তোমার ভ্রাতাদের মনে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহা আপনাদের ঈশ্বরের ১৯ ইচ্ছানুসারে করিবে। আর তোমার ঈশ্বরের গৃহের সেবার জন্য যে সকল পাত্র তোমাকে দত্ত হইল, তাহা যিরূশালেমের ঈশ্বরের সম্মুখে সমর্পণ করিবে। ২০ আর তাহা ছাড়া তোমার ঈশ্বরের গৃহের নিমিত্ত কর্ত্তব্য ব্যয়ের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা রাজভাণ্ডার হইতে [লইয়া] ২১ ব্যয় করিবে। আর আমি, অর্তক্ষস্ত রাজা, আমি নদীপারস্থ সমস্ত কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিতেছি, স্বর্গের ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধ্যাপক ইষ্রা যাজক তোমাদের কাছে যাহা যাহা চাহিবেন, সে সমস্ত ২২ যেন সযত্নে দত্ত হয়, এক শত তালন্ত পর্য্যন্ত রৌপ্য, এক শত কোর্ পর্য্যন্ত গোম, এক শত বাৎ পর্য্যন্ত দ্রাক্ষারস, ও এক শত বাৎ পর্য্যন্ত তৈল, এবং ২৩ অনিরূপণীয় পরিমাণে লবণ। স্বর্গের ঈশ্বর যাহা আদেশ করেন, তাহা স্বর্গের ঈশ্বরের গৃহের জন্য যথাযথরূপে করা হউক; রাজার ও তাঁহার পুত্রদের রাজ্যের ২৪ প্রতি কেন ক্রোধ বর্ত্তিবে? আর এই বিজ্ঞাপন তোমাদিগকে দেওয়া যাইতেছে, যাজকদের, লেবীয়দের, গায়কদের, দ্বারপালদের, নথীনীয়দের ও সেই ঈশ্বরীয় গৃহের কর্ম্মে নিযুক্ত অন্য লোকদের মধ্যে কাহারও কাছে কর কি রাজস্ব কি মাশুল ২৫ গ্রহণ করা বিধিসঙ্গত হইবে না। আর হে ইষ্রা, তোমার ঈশ্বরবিষয়ক যে জ্ঞান তোমার করতলে আছে, তদনুসারে নদীপারস্থ সকল লোকের বিচার করিবার জন্য, যাহারা তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা জানে, এমন শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তাদিগকে নিযুক্ত কর; এবং যে তাহা না জানে, তোমরা তাহাকে শিক্ষা দেও। ২৬ আর যে কেহ তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও রাজার ব্যবস্থা পালন করিতে অসম্মত, সযত্নে তাহার শাসন করা হউক; তাহার প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কিম্বা কারাদণ্ড হউক।”

ইষ্রার নিজের কথা।

২৭ আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য; কেননা তিনিই সদাপ্রভুর যিরূশালেমস্থ গৃহ শোভান্বিত করিতে এইরূপ ২৮ প্রবৃত্তি রাজার অন্তঃকরণে দিলেন, এবং রাজার, তাঁহার মন্ত্রীদের ও রাজার সকল পরাক্রমী অধ্যক্ষের সাক্ষাতে আমাকে দয়াপ্রাপ্ত করিলেন। আর আমার উপরে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর হস্ত থাকায়

আমি সবল হইলাম, এবং আমার সহিত যাইবার নিমিত্ত ইস্রায়েলের মধ্য হইতে প্রধান লোকদিগকে একত্র করিলাম।

৮ অর্তক্ষস্ত রাজার রাজত্বকালে তাহাদের যে পিতৃকুলপতিরা আমার সহিত বাবিল হইতে প্রস্থান করিল, তাহাদের নাম ও ২ বংশাবলি এই। পীনহসের সন্তানদের মধ্যে গের্শোম, ঈথামরের সন্তানদের মধ্যে দানিয়েল, দায়ূদের সন্তানদের মধ্যে ৩ হটূশ। শখনিয়ের সন্তানদের মধ্যে; পরোশের সন্তানদের মধ্যে সখরিয়, এবং বংশাবলিতে নির্দ্দিষ্ট তাহার সঙ্গী এক ৪ শত পঞ্চাশ জন পুরুষ। পহৎ-মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে সরহিয়ের পুত্র ইলী-য়ৈনয়, ও তাহার সঙ্গী দুই শত পুরুষ। ৫ শখনিয়ের সন্তানদের মধ্যে যহসীয়েলের পুত্র, ও তাহার সঙ্গী তিন শত পুরুষ। ৬ আদীনের সন্তানদের মধ্যে যোনাথনের পুত্র এবদ, ও তাহার সঙ্গী পঞ্চাশ জন ৭ পুরুষ। এলমের সন্তানদের মধ্যে অথ-লিয়ের পুত্র যিশায়াহ, ও তাহার সঙ্গী ৮ সত্তর জন পুরুষ। শফটিয়ের সন্তানদের মধ্যে মীখায়েলের পুত্র সবদিয়, ও তাহার ৯ সঙ্গী আশী জন পুরুষ। যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে যিহিয়েলের পুত্র ওবদিয়, ও তাহার সঙ্গী দুই শত আঠার জন ১০ পুরুষ। শলোমীতের সন্তানদের মধ্যে যোষিফিয়ের পুত্র, ও তাহার সঙ্গী এক ১১ শত ষাট জন পুরুষ। আর বেবয়ের সন্তানদের মধ্যে বেবয়ের পুত্র সখরিয়, ও তাহার সঙ্গী আটাশ জন পুরুষ। ১২ অস্গদের সন্তানদের মধ্যে হকাটনের পুত্র যোহানন, ও তাহার সঙ্গী এক শত ১৩ দশ জন পুরুষ। অদোনীকামের শেষ সন্তানদের মধ্যে কয়েক জন, তাহাদের নাম ইলীফেলট, যিয়ূয়েল ও শময়িয়, ও ১৪ তাহাদের সঙ্গী ষাট জন পুরুষ। বিগ্-বয়ের সন্তানদের মধ্যে উথয় ও সব্বূদ, ও তাহাদের সঙ্গী সত্তর জন পুরুষ।

১৫ আমি তাহাদিগকে অহবা-গামিনী নদীর কাছে একত্র করিয়াছিলাম; সেই স্থানে আমরা শিবির স্থাপন করিয়া তিন দিন রহিলাম, আর লোকদের ও যাজক-দের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে আমি সে স্থানে লেবির সন্তানদের কাহাকেও ১৬ দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি ইলীয়েষর, অরীয়েল, শময়িয়, ইল্নাথন, যারিব, ইল্নাথন, নাথন, সখরিয়, ও মশুল্লম এই সকল প্রধান লোককে, এবং যোয়ারীব ও ইল্নাথন নামে দুই জন ১৭ শিক্ষককে ডাকিতে পাঠাইলাম। পরে কাসিফিয়া নামক স্থানের প্রধান লোক ইদ্দোর নিকটে তাহাদিগকে প্রেরণ করিলাম; আর 'তোমরা আমাদের ঈশ্বরের গৃহের জন্য পরিচারকদিগকে আমাদের নিকটে আন,' কাসিফিয়া স্থান-প্রবাসী ইদ্দোকে ও তাহার ভ্রাতা নথী-নীয়দিগকে এই কথা কহিতে তাহাদিগকে ১৮ আজ্ঞা করিলাম। আর আমাদের উপরে আমাদের ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত থাকায় তাহারা আমাদের নিকটে ইস্রায়েলের পুত্র লেবির বংশজাত মহলির সন্তানদের মধ্যে এক জন প্রবীণকে, আর শেরে-বিয়কে এবং তাহার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ১৯ আঠার জনকে, আর হশবিয়কে ও তাহার সহিত মরারির সন্তানদের মধ্যে যিশায়-হকে, তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ বিংশতি ২০ জনকে আনিল; আর দায়ূদ ও অধ্যক্ষেরা যাহাদিগকে লেবীয়দের সেবাকর্ম্মের জন্য দিয়াছিলেন, সেই নথীনীয়দের মধ্যে দুই

শত বিংশতি জনকেও আনিল; সেই সকলের নাম লিখিত হইল।

২১ পরে আমাদের নিমিত্ত এবং আমাদের বালকবালিকাদের ও সমস্ত সম্পত্তির নিমিত্ত সরল পথ বাঞ্ছা করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাদিগকে বিনীত করিবার জন্য আমি সেই স্থানে অহবা নদীর নিকটে উপবাস ২২ ঘোষণা করিলাম। কারণ পথে শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করণার্থে রাজার কাছে এক দল সৈন্য কি অশ্বারোহী চাহিতে আমার লজ্জা বোধ হইয়াছিল; বস্তুতঃ আমরা রাজাকে এই কথা বলিয়াছিলাম, আমাদের ঈশ্বরের হস্ত মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার সমস্ত অন্বেষণকারীর উপরে আছে, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করে, তাঁহার পরাক্রম ও ক্রোধ ২৩ সেই সকলের বিরুদ্ধ। অতএব আমরা উপবাস করিলাম, ও আমাদের ঈশ্বরের কাছে সেই বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলাম; তাহাতে তিনি আমাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন।

২৪ পরে আমি যাজকদের মধ্যে বারো জন প্রধানকে, অর্থাৎ শেরেবিয়কে, হশবিয়কে, ও তাহাদের সহিত তাহাদের দশ ২৫ জন ভ্রাতাকে পৃথক্ করিলাম; আর রাজা, তাঁহার মন্ত্রিগণ, অধ্যক্ষগণ ও উপস্থিত সমস্ত ইস্রায়েল আমাদের ঈশ্বরের গৃহের জন্য উপহার বলিয়া যে রৌপ্য, স্বর্ণ ও পাত্র দিয়াছিলেন, উহা- ২৬ দিগকে তাহা তৌল করিয়া দিলাম; আমি ছয় শত পঞ্চাশ তালন্ত রৌপ্য, এক শত তালন্ত পরিমিত রৌপ্যের পাত্র, ২৭ এক শত তালন্ত স্বর্ণ, এক সহস্র অদকোন মূল্যের বিংশতি স্বর্ণময় পাত্র, এবং স্বর্ণের ন্যায় বহুমূল্য উত্তম পরিষ্কৃত তাম্রের দুই পাত্র তৌল করিয়া তাহাদের ২৮ হস্তে দিলাম। আর তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র, এবং এই পাত্র সকলও পবিত্র, এবং এই রৌপ্য ও স্বর্ণ তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছা-দত্ত ২৯ নৈবেদ্য। অতএব তোমরা যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহের কুঠরীতে প্রধান যাজকদের, লেবীয়দের ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের কাছে যে পর্য্যন্ত তাহা তৌল করিয়া না দিবে, সে পর্য্যন্ত সতর্ক ৩০ থাকিয়া রক্ষা করিবে। পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা যিরূশালেমে আমাদের ঈশ্বরের গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সেই তৌল পরিমিত রৌপ্য, স্বর্ণ ও পাত্র গ্রহণ করিল।

৩১ পরে প্রথম মাসের দ্বাদশ দিনে আমরা যিরূশালেমে যাইবার জন্য অহবা নদী হইতে প্রস্থান করিলাম, আর আমাদের উপরে আমাদের ঈশ্বরের হস্ত ছিল, তিনি পথিমধ্যে শত্রুদের ও গুপ্ত দস্যুদলের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার ৩২ করিলেন। পরে আমরা যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে তিন দিন ৩৩ অবস্থিতি করিলাম। পরে চতুর্থ দিনে সেই রৌপ্য, স্বর্ণ ও পাত্র সকল আমাদের ঈশ্বরের গৃহে উরীয়ের পুত্র মরেমোৎ যাজকের হস্তে তৌল করিয়া দেওয়া গেল, আর তাহার সহিত পীনহসের পুত্র ইলিয়াসর এবং তাহাদের সহিত যেশূয়ের পুত্র যোষাবদ ও বিন্নূয়ির পুত্র নোয়দিয়, ৩৪ এই দুই জন লেবীয় ছিল। সমস্ত দ্রব্য গণনা ও তৌল করিয়া দেওয়া হইল, এবং সে সময়ে সমস্ত তৌলের পরিমাণ

৩৫ লিখিত হইল। নির্ব্বাসিত যে লোকেরা বন্দিদশা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করিল; তাহারা সমুদয় ইস্রায়েলের জন্য বারোটী বৃষ, ছিয়ানব্বইটী মেষ, সাতাত্তরটী মেষশাবক, ও পাপার্থক বলির জন্য বারোটী ছাগ, এই সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থে ৩৬ বলিদান করিল। পরে রাজপ্রতিনিধি ক্ষিতিপালদিগের কাছে ও নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষদিগের কাছে রাজার আজ্ঞাপত্র সমর্পিত হইল, আর তাহারা লোকদের, এবং ঈশ্বরের গৃহেরও সাহায্য করিলেন।

যিহূদীদের অপরাধ ও মনঃপরিবর্ত্তন।

৯ সেই কার্য্যের সমাপ্তি হইলে পর অধ্যক্ষগণ আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল লোকেরা, যাজকেরা ও লেবীয়েরা নানা দেশ-নিবাসী জাতিগণের হইতে আপনাদিগকে পৃথক করে নাই; কনানীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, যিবূষীয় অম্মোনীয়, মোয়াবীয়, মিস্রীয় ও ইমোরীয় লোকদের ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে কার্য্য ২ করিতেছে। বস্তুতঃ তাহারা আপনাদের জন্য ও আপন আপন পুত্রদের জন্য তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিয়াছে; এইরূপে পবিত্র বংশ নানা দেশ-নিবাসী জাতিগণের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে; এবং অধ্যক্ষগণ ও শাসনকর্ত্তারাই প্রথমে ৩ এই সত্যলঙ্ঘনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমি আপন বস্ত্র ও পরিচ্ছদ ছিঁড়িলাম এবং আপন মস্তকের কেশ ও দাড়ি ছিঁড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া ৪ বসিয়া রহিলাম। তখন বন্দিদশা হইতে আগত লোকদের সত্যলঙ্ঘন বিষয়ে যাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বাক্যে কম্পান্বিত হইল, তাহারা আমার নিকটে একত্র হইল, এবং আমি সন্ধ্যাকালীন বলিদানের সময় পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

৫ পরে সন্ধ্যাকালীন বলিদানের সময়ে আমি মনোদুঃখ হইতে উঠিলাম, এবং ছিন্ন বস্ত্র ও পরিচ্ছদ না খুলিয়া হাঁটু পাতিয়া আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে ৬ অঞ্জলি বিস্তার করিলাম; আর কহিলাম, হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার দিকে মুখ তুলিতে লজ্জিত ও বিষণ্ণ, কেননা হে আমার ঈশ্বর, আমাদের অপরাধ বহুল হইয়া আমাদের মস্তকের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ও আমাদের দোষ বৃদ্ধি পাইয়া ৭ গগনস্পর্শী হইয়াছে। আমাদের পিতৃপুরুষদের সময় অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমরা মহাদোষগ্রস্ত; আমাদের অপরাধের জন্য আমরা, আমাদের রাজগণ ও আমাদের যাজকগণ নানা দেশীয় রাজাদের হস্তগত, খড়্গে, বন্দিদশায়, লুটে ও মুখের বিবর্ণতায় সমর্পিত হইয়াছি, ইহা অদ্যাপি দেখা ৮ যাইতেছে। আর এখন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ক্ষণকাল জন্য আমাদের কৃপালাভ হইল, যেন তিনি আমাদের কতকগুলি অবশিষ্ট লোককে রক্ষা করেন, আপন পবিত্র স্থানে আমাদিগকে একটী গোঁজ দেন, আমাদের ঈশ্বর যেন আমাদের চক্ষু দীপ্তিময় করেন ও দাসত্বের অবস্থায় একটুকু প্রাণ জুড়াইয়া দেন। ৯ কারণ আমরা দাস, তথাপি আমাদের ঈশ্বর আমাদের দাসত্বে আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু আমাদের প্রাণ জুড়াইবার নিমিত্তে, আমাদের ঈশ্বরের

গৃহ স্থাপন ও তাহার ভগ্ন স্থান মেরামৎ করিবার এবং যিহূদায় ও যিরূশালেমে আমাদিগকে একটী প্রাচীর দিবার নিমিত্ত তিনি পারস্য-রাজগণের দৃষ্টিতে আমা-
১০ দিগকে দয়াপ্রাপ্ত করিলেন। এখন, হে আমাদের ঈশ্বর, ইহার পরে আমরা কি বলিব? কেননা আমরা তোমার আজ্ঞা
১১ সকল ত্যাগ করিয়াছি, যাহা তুমি আপন দাস ভাববাদিগণ দ্বারা প্রদান করিয়াছিলে, ও বলিয়াছিলে, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহা দেশবাসী লোকদের অশৌচ প্রযুক্ত অশুচি হইয়াছে; তাহাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রযুক্ত দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের মালিন্যে পরিপূর্ণ
১২ হইয়াছে। অতএব তোমরা তাহাদের পুত্ত্রগণের সহিত তোমাদের কন্যাগণের বিবাহ দিও না, ও তোমাদের পুত্ত্রগণের জন্য তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিও না, এবং তাহাদের শান্তি ও মঙ্গল কখনও চেষ্টা করিও না; যেন তোমরা বলবান হও, যেন দেশের উত্তম দ্রব্য ভোগ করিতে, ও চিরকালের নিমিত্ত আপন সন্তানদের জন্য অধিকারস্বরূপ
১৩ তাহা রাখিয়া যাইতে পার। কিন্তু আমাদের সকল দুষ্ক্রিয়া ও মহাদোষ প্রযুক্ত আমাদের প্রতি এই সমস্ত ঘটিয়াছে; তথাপি, হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি আমাদের অপরাধের দণ্ড লঘু করিয়াছ, অধিকন্তু কতক লোক আমাদিগকে
১৪ রক্ষিত হইতে দিয়াছ; এই সকলের পরেও আমরা কি পুনর্ব্বার তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ঘৃণার্হ ক্রিয়াতে লিপ্ত এই জাতিদের সহিত কুটুম্বিতা করিব? করিলে তুমি কি আমাদের প্রতি এমন ক্রোধ করিবে না যে, আমরা বিলুপ্ত হইব, আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট কি
১৫ রক্ষিত কেহ থাকিবে না? হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি ধর্ম্মময়, কেননা আমরা রক্ষিত হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত কতকগুলি লোক অবশিষ্ট রহিয়াছি; দেখ, আমরা তোমার সাক্ষাতে দোষগ্রস্ত, তাই তোমার সাক্ষাতে আমাদের কেহই দাঁড়াইতে পারে না।

যিহূদীদের পাপক্ষালন।

১০ ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখে ইষ্রার এইরূপ প্রার্থনা, পাপস্বীকার, রোদন ও প্রণিপাত করিবার সময়ে ইস্রায়েল হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা অতি বৃহৎ সমাজ তাঁহার নিকটে একত্র হইয়াছিল, বস্তুতঃ লোকেরা
২ অতিশয় রোদন করিতেছিল। তখন এলম-সন্তানদের মধ্যে যিহীয়েলের পুত্ত্র শখনিয় ইষ্রাকে উত্তর করিয়া কহিল, আমরা আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করিয়াছি, ও দেশ-নিবাসী লোকদের মধ্য হইতে বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছি; তথাপি এ বিষয়ে ইস্রায়েলের
৩ পক্ষে এখনও প্রত্যাশা আছে। অতএব আইসুন, আমার প্রভুর মন্ত্রণানুসারে ও আমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাতে কম্পান্বিত লোকদের মন্ত্রণানুসারে সেই সকল স্ত্রী ও তাহাদের গর্ব্ভজাত সন্তানদিগকে ত্যাগ করিতে আমরা এখন আমাদের ঈশ্বরের সহিত নিয়ম করি; আর তাহা ব্যবস্থা-
৪ নুসারে করা যাউক। আপনি উঠুন, কেননা এই কার্য্যের ভার আপনারই উপরে রহিয়াছে, এবং আমারও আপনার সহকারী, আপনি সাহসপূর্ব্বক
৫ কার্য্য করুন। তখন ইষ্রা উঠিয়া ঐ

বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে যাজকদের, লেবীয়দের ও সমস্ত ইস্রায়েলের প্রধান লোকদিগকে দিব্য করাইলেন, তাহাতে তাহারা দিব্য করিল।

৬ পরে ইষ্রা ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখ হইতে উঠিয়া ইলিয়াশীবের পুত্র যিহোহাননের কুঠরীতে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সেখানে যাইবার পূর্ব্বে কিছু রুটী ভোজন বা জল পান করেন নাই, কেননা বন্দিদশা হইতে আগত লোকদের সত্যলঙ্ঘনে ৭ তিনি শোকান্বিত হইয়াছিলেন। পরে যিহূদার ও যিরূশালেমের সর্ব্বত্র বন্দিদশা হইতে আগত লোকদের কাছে ঘোষণা করা হইল যে, তাহারা যেন ৮ যিরূশালেমে একত্র হয়, আর যে কেহ অধ্যক্ষদের ও প্রাচীনদের মন্ত্রণানুসারে তিন দিনের মধ্যে না আসিবে, তাহার সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত হইবে, ও বন্দিদশা হইতে আগত লোকদের সমাজ হইতে তাহাকে পৃথক্ করা যাইবে।

৯ পরে যিহূদার ও বিন্যামীনের সমস্ত পুরুষ তিন দিনের মধ্যে যিরূশালেমে একত্র হইল; সেই দিন নবম মাসের ১০ বিংশতিতম দিন। আর সকলে ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখস্থ চকে বসিয়া সেই বিষয়ের জন্য, ও ভারী বৃষ্টি প্রযুক্ত কাঁপিতেছিল। পরে ইষ্রা যাজক উঠিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্যলঙ্ঘন করিয়াছ, বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া ১১ ইস্রায়েলের দোষ বৃদ্ধি করিয়াছ। অতএব এখন তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে দোষ স্বীকার কর, ও তাঁহার তুষ্টিকর কর্ম্ম কর, এবং দেশনিবাসী লোকদের হইতে ও বিজাতীয় স্ত্রীদের হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ ১২ কর। তখন সমস্ত সমাজ উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল, হাঁ; আপনি যেমন কহিলেন, আমাদিগকে তেমনি করিতেই ১৩ হইবে। কিন্তু লোক অনেক, এবং ভারী বর্ষার সময়, বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমাদের শক্তি নাই; এবং ইহা এক দিনের কিম্বা দুই দিনের কর্ম্ম নয়, যেহেতু আমরা এ বিষয়ে মহা অপ-১৪ রাধ করিয়াছি। অতএব সমস্ত সমাজের পক্ষে আমাদের অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হউন, এবং আমাদের নগরে নগরে যাহারা বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তাহারা এবং তাহাদের সহিত প্রত্যেক নগরের প্রাচীনবর্গ ও বিচারকর্ত্তারা আপন আপন নিরূপিত সময়ে আইসুক; তাহাতে এ বিষয়ে আমাদের ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ ১৫ আমাদের হইতে নিবৃত্ত হইবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেবল অসাহেলের পুত্র যোনাথন ও তিক্বের পুত্র যহসিয় উঠিল, এবং মশুল্লম ও লেবীয় শব্বথয় ১৬ তাহাদের সাহায্য করিল। আর বন্দিদশা হইতে আগত লোকেরা ঐ রূপ করিল। আর ইষ্রা যাজক এবং আপন আপন পিতৃকুলানুসারে ও প্রত্যেকের নামানুসারে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কুলপতি পৃথক্কৃত হইয়া দশম মাসের প্রথম দিনে সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বসিলেন। ১৭ প্রথম মাসের প্রথম দিনে তাঁহারা বিজাতীয় কন্যা-গ্রহণকারী পুরুষদের বিচার সাঙ্গ করিলেন।

১৮ যাজক-সন্তানদের মধ্যে বিজাতীয় কন্যাগ্রহণকারী এই সকল লোক ছিল; যিহোষাদকের পুত্র যে যেশূয়, তাঁহার সন্তানদের ও ভ্রাতাদের মধ্যে মাসেয়, ১৯ ইলীয়েষর, যারিব ও গদলিয়। ইহারা

আপন আপন স্ত্রী ত্যাগ করিবে বলিয়া হস্ত দিল, এবং দোষী হওয়াতে দোষার্থে
২০ পালের এক এক মেষ উৎসর্গ করিল। আর ইম্মেরের সন্তানদের মধ্যে হনানি ও
২১ সবদিয়। হারীমের সন্তানদের মধ্যে মাসেয়, এলিয়, শময়িয়, যিহীয়েল ও
২২ উষিয়। পশহূরের সন্তানদের মধ্যে ইলিয়ৈনয়, মাসেয় ইশ্মায়েল, নথনেল,
২৩ যোষাবদ ও ইলিয়াসা। আর লেবীয়দের মধ্যে যোষাবদ, শিমিয়ি, কলায়—অর্থাৎ কলীট,—পথাহিয়, যিহূদা ও ইলিয়েষর।
২৪ আর গায়কদের মধ্যে ইলীয়াশীব; দ্বার-পালদের মধ্যে শল্লুম, টেলম ও ঊরি।
২৫ আর ইস্রায়েলের মধ্যে, পরিয়োশের সন্তানদের মধ্যে রমিয়, যিষিয়, মল্কিয়, মিয়ামীন, ইলিয়াসর, মল্কিয় ও বনায়।
২৬ এলমের সন্তানদের মধ্যে মত্তনিয়, সখরিয়, যিহীয়েল, অব্দি, যিরেমোৎ, ও এলিয়।
২৭ সত্তূর সন্তানদের মধ্যে ইলিয়ৈনয়, ইলিয়াশীব, মত্তনিয়, যিরেমোৎ, সাবদ, ও
২৮ অসীসা। বেবয়ের সন্তানদের মধ্যে যিহোহানন, হনানিয়, সব্বয়, অৎলয়।
২৯ বানির সন্তানদের মধ্যে মশুল্লম, মল্লূক ও অদায়া, যাশূব, শাল ও যিরমোৎ।
৩০ পহৎ-মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে অদ্ন, কলাল, বনায়, মাসেয়, মত্তনিয়, বৎসলেল,
৩১ বিন্নূয়ী ও মনঃশি। হারীমের সন্তানদের মধ্যে ইলিয়েষর, যিশিয়, মল্কিয়, শময়িয়,
৩২ শিমিয়োন, বিন্যামীন, মল্লূক, শমরিয়।
৩৩ হশূমের সন্তানদের মধ্যে মত্তনয়, মত্তত্ত, সাবদ, ইলীফেলট, যিরেময়, মনঃশি,
৩৪ শিমিয়ি। বানির সন্তানদের মধ্যে মাদয়,
৩৫,৩৬ অম্রাম ও ঊয়েল, বনায়, বেদিয়া, কলূহূ, বনিয়, মরেমোৎ, ইলিয়াশীব,
৩৭ মত্তনিয়, মত্তনয়, যাসয়, বানি, বিন্নূয়ী,
৩৮,৩৯ শিমিয়ি, শেলিমিয়, নাথন, অদায়া,
৪০ মক্নদ্বয়, শাশয়, শারয়, অসরেল, শেলি-
৪১,৪২ মিয়, শমরিয়, শল্লুম, অমরিয়,
৪৩ যোষেফ। নবোর সন্তানদের মধ্যে যিয়ীয়েল, মত্তিথিয়, সাবদ, সবীনঃ, যাদয়, ও যোয়েল, বনায়। এই সকলে
৪৪ বিজাতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিল, এবং কাহারও কাহারও স্ত্রীর গর্ব্বে সন্তান হইয়াছিল।

নহিমিয়ের পুস্তক

নহিমিয়ের মনোদুঃখ ও প্রার্থনা।

হখলিয়ের পুত্র নহিমিয়ের বিবরণ।

১ বিংশতিতম বৎসরের কিশ্লেব মাসে
২ আমি শূশন রাজধানীতে ছিলাম। তখন হনানি নামে আমার ভ্রাতাদের এক জন এবং যিহূদা হইতে কতকগুলি লোক আসিলে আমি তাহাদিগকে বন্দিদশা হইতে অবশিষ্ট, রক্ষাপ্রাপ্ত যিহূদীদের, ও যিরূশালেমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি-
৩ লাম। তখন তাহারা আমাকে কহিল, সেই অবশিষ্ট লোকেরা অর্থাৎ যাহারা বন্দিদশা হইতে অবশিষ্ট থাকিয়া সেই প্রদেশে আছে, তাহারা অতিশয় দুরবস্থার ও গ্লানির মধ্যে রহিয়াছে, এবং

যিরূশালেমের প্রাচীর ভগ্ন ও তাহার দ্বার সকল অগ্নিতে দগ্ধ রহিয়াছে।

৪ এই কথা শুনিয়া আমি কিছু দিন বসিয়া রোদন ও শোক করিলাম, এবং স্বর্গের ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপবাস ও ৫ প্রার্থনা করিলাম। আমি কহিলাম, বিনয় করি, হে সদাপ্রভু স্বর্গের ঈশ্বর, তুমি মহান্‌ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; যাহারা তোমাকে প্রেম করে ও তোমার আজ্ঞা সকল পালন করে, তাহাদের পক্ষে তুমি ৬ নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক। এখন তোমার দাসের প্রার্থনা শুনিবার জন্য তোমার কর্ণ অবহিত ও চক্ষু উন্মীলিত হউক। সম্প্রতি আমি তোমার দাস ইস্রায়েল-সন্তানগণের জন্য দিবারাত্র তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের পাপ সকল স্বীকার করিতেছি; বাস্তবিক আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি; আমি ও আমার ৭ পিতৃকুলও পাপ করিয়াছি। আমরা তোমার বিরুদ্ধে অতিশয় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; তুমি আপন দাস মোশিকে যে সকল আজ্ঞা, বিধি ও শাসন আদেশ করিয়াছিলে, তাহা আমরা পালন করি ৮ নাই। বিনয় করি, তুমি আপন দাস মোশির প্রতি আদিষ্ট এই কথা স্মরণ কর, যথা, "তোমরা সত্যলঙ্ঘন করিলে আমি তোমাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ৯ ছিন্নভিন্ন করিব। কিন্তু যদি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আইস, এবং আমার আজ্ঞা পালন ও তদনুযায়ী কর্ম্ম কর, তবে তোমাদের কেহ কেহ আকাশের প্রান্তভাগে দূরীকৃত হইলেও আমি তথা হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, এবং আপন নামের নিবাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিয়াছি, সেই স্থানে তাহাদিগকে ১০ আনিব।" ইহারা তোমার দাস ও তোমার প্রজা, যাহাদিগকে তুমি আপন মহাপরাক্রম ও বলবান হস্ত দ্বারা মুক্ত ১১ করিয়াছ। হে প্রভু, বিনয় করি, তোমার এই দাসের প্রার্থনাতে, এবং যাহারা তোমার নাম ভয় করিতে সন্তুষ্ট, তোমার সেই দাসদের প্রার্থনাতে তোমার কর্ণ অবহিত হউক; আর বিনয় করি, অদ্য তোমার এই দাসকে কৃতকার্য্য কর, ও এই ব্যক্তির সাক্ষাতে করুণাপ্রাপ্ত কর,—আমি রাজার পানপাত্রবাহক ছিলাম।

নহিমিয়ের যিরূশালেম যাত্রা।

২ অর্তক্ষস্ত রাজার অধিকারের বিংশতিতম বৎসরের নীসন মাসে রাজার সম্মুখে দ্রাক্ষারস থাকাতে আমি সেই দ্রাক্ষারস লইয়া রাজাকে দিলাম। [তৎপূর্ব্বে] আমি তাঁহার সাক্ষাতে কখনও বিষণ্ণ হই ২ নাই। রাজা আমাকে কহিলেন, তোমার ত পীড়া হয় নাই, তবে মুখ কেন বিষণ্ণ হইয়াছে? ইহা ত চিত্তের বিষাদ ব্যতিরেকে আর কিছু নয়। তখন আমি ৩ অতিমাত্র ভীত হইলাম। আর আমি রাজাকে কহিলাম, মহারাজ চিরজীবী হউন; আমি কেন বিষণ্ণবদন হইব না? যে নগর আমার পিতৃলোকদের কবরস্থান, তাহা ধ্বংসিত ও তাহার দ্বার সকল অগ্নি-৪ ভক্ষিত হইয়াছে। তখন রাজা আমাকে কহিলেন, তুমি কি ভিক্ষা চাও? তাহাতে আমি স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ৫ করিলাম। আর রাজাকে কহিলাম, যদি মহারাজের তুষ্টি হয়, এবং আপনার দাস যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকে, তবে আপনি আমাকে যিহূদায়,

আমার পিতৃলোকদের কবরের নগরে, বিদায় করুন, যেন আমি তাহা নির্ম্মাণ ৬ করি। তখন রাজা—রাজমহিষীও তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন—আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার যাত্রা কত দিনের জন্য হইবে? আর কবে ফিরিয়া আসিবে? এইরূপে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বিদায় করিলেন, আর আমি তাঁহার কাছে সময় নিরূপণ করিলাম।

৭ আর আমি রাজাকে কহিলাম, যদি মহারাজের তুষ্টি হয়, তবে নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষেরা যেন যিহূদায় আমার উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার যাত্রার সাহায্য করেন, এই জন্য তাঁহাদের নামে আমাকে ৮ পত্র দিতে আজ্ঞা হউক। আর মন্দিরের পার্শ্বস্থ দুর্গ-দ্বারের ও নগর-প্রাচীরের ও আমার প্রবেশ-গৃহের কড়িকাষ্ঠের নিমিত্ত রাজার বন-রক্ষক আসফ যেন আমাকে কাষ্ঠ দেন এই জন্য তাঁহার নামেও একখানি পত্র দিতে আজ্ঞা হউক। তাহাতে আমার উপরে আমার ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত থাকায় রাজা আমাকে সে সমস্ত দিলেন।

৯ পরে আমি নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষদের নিকটে উপস্থিত হইয়া রাজার পত্র তাঁহাদিগকে দিলাম। রাজা সেনাপতিদিগকে ও অশ্বারোহীদিগকে আমার ১০ সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। আর হোরোণীয় সন্‌বল্লট ও অম্মোনীয় দাস টোবিয় যখন সংবাদ পাইল, তখন ইস্রায়েল-সন্তানদের মঙ্গল চেষ্টার জন্য এক জন লোক আসিয়াছে, ইহা বুঝিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল।

১১ আর আমি যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে তিন দিন রহিলাম। ১২ পরে আমি ও আমার সঙ্গী কয়েকটী পুরুষ, আমরা রাত্রিতে উঠিলাম; কিন্তু যিরূশালেমের জন্য যাহা করিতে ঈশ্বর আমার মনে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও বলি নাই; এবং আমি যে পশুর উপরে আরোহণ করিয়াছিলাম, সেটী ছাড়া আর কোন পশু আমার সঙ্গে ১৩ ছিল না। আমি রাত্রিতে উপত্যকার দ্বার দিয়া বাহির হইয়া নাগকূপ ও সার-দ্বার পর্য্যন্ত গেলাম, এবং যিরূশালেমের ভগ্ন প্রাচীর ও অগ্নিভক্ষিত দ্বার সকল ১৪ দর্শন করিলাম। আর উনুইর দ্বার ও রাজার পুষ্করিণী পর্য্যন্ত গেলাম, কিন্তু সেই স্থানে আমার বাহন পশুর যাইবার ১৫ স্থান ছিল না। তখন আমি রাত্রিকালে স্রোতের ধার দিয়া উপরে উঠিয়া প্রাচীর দেখিলাম, আর ফিরিয়া উপত্যকার দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম, পরে ফিরিয়া ১৬ আসিলাম। কিন্তু আমি কোন্ স্থানে গেলাম, কি করিলাম, তাহা অধ্যক্ষেরা জ্ঞাত ছিল না, এবং তৎকাল পর্য্যন্ত আমি যিহূদীদিগকে কি যাজকদিগকে কি প্রধান লোকদিগকে কি অধ্যক্ষদিগকে কি অন্য কর্ম্মচারীদিগকে কাহাকেও তাহা বলি নাই।

১৭ পরে আমি তাহাদিগকে কহিলাম, আমরা কেমন দুরবস্থায় আছি, তাহা তোমরা দেখিতেছ; যিরূশালেম ধ্বংসিত ও তাহার দ্বার সকল অগ্নিতে দগ্ধ রহিয়াছে; আইস, আমরা যিরূশালেমের প্রাচীর নির্ম্মাণ করি, যেন আর গ্লানির ১৮ পাত্র না থাকি। পরে আমার উপরে প্রসারিত ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্তের কথা এবং আমার প্রতি কথিত রাজার বাক্য তাহাদিগকে জানাইলাম। তাহাতে

তাহারা কহিল, চল, আমরা উঠিয়া গিয়া গাঁথি। এইরূপে তাহারা সেই সাধু কার্য্যের জন্য আপন আপন হস্ত সবল করিল।

১৯ কিন্তু হোরোণীয় সন্বল্লট, অম্মোনীয় দাস টোবিয় ও আরবীয় গেশম্ এই কথা শুনিয়া আমাদিগকে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করিয়া কহিল, তোমরা এ কি কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে? তোমরা কি ২০ রাজদ্রোহ করিবে? তখন আমি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, যিনি স্বর্গের ঈশ্বর, তিনিই আমাদিগকে কৃতকার্য্য করিবেন; অতএব তাঁহার দাস আমরা উঠিয়া গাঁথিব; কিন্তু যিরূশালেমে তোমাদের কোন অংশ কি অধিকার কি স্মৃতিচিহ্ন নাই।

যিরূশালেম নগরের পুনর্নির্ম্মাণ।

৩ পরে ইলীয়াশীব মহাযাজক ও তাঁহার ভ্রাতা যাজকগণ উঠিয়া মেষ-দ্বার গাঁথিলেন; তাঁহারা তাহা পবিত্র করিলেন, ও তাহার কবাট স্থাপন করিলেন; আর হম্মেয়া দুর্গ অবধি হননেলের দুর্গ পর্য্যন্ত ২ তাহা পবিত্র করিলেন। তাঁহার নিকটে যিরীহোর লোকেরা গাঁথিল, আর তাহার নিকটে ইম্রির পুত্র সক্কূর গাঁথিল। ৩ হস্সনায়ার সন্তানগণ মৎস্য-দ্বার গাঁথিল; তাহারা তাহার আড়কাটা তুলিল, এবং তাহার কবাট স্থাপন করিল, আর খিল ৪ ও অর্গল দিল। তাহাদের নিকটে হক্কোসের পৌত্র উরিয়ের পুত্র মরেমোৎ মেরামৎ করিল। তাহাদের নিকটে মশেষবেলের পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লম মেরামৎ করিল। তাহাদের নিকটে বানার পুত্র সাদোক মেরামৎ ৫ করিল। তাহাদের নিকটে তকোয়ীয়েরা মেরামৎ করিল, কিন্তু তাহাদের প্রধানবর্গ আপনাদের প্রভুর কর্ম্মে ঘাড় পাতিল ৬ না। আর পাসেহের পুত্র যিহোয়াদা ও বসোদিয়ার পুত্র মশুল্লম পুরাতন দ্বার মেরামৎ করিল; তাহারা তাহার আড়কাটা তুলিল, এবং তাহার কবাট স্থাপন করিল, আর খিল ও অর্গল দিল। ৭ তাহাদের নিকটে গিবিয়োনীয় মলাটিয় ও মেরোণোথীয় যাদোন এবং গিবিয়োনের ও মিস্পার লোকেরা মেরামৎ করিল, ইহারা নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষের সিংহা- ৮ সনের অধীন। তাহার নিকটে স্বর্ণকারদের মধ্যে হর্হয়ের পুত্র উষীয়েল মেরামৎ করিল। আর তাহার নিকটে হনানিয় নামে এক জন গন্ধবণিক মেরামৎ করিল, তাহারা প্রশস্ত প্রাচীর পর্য্যন্ত যিরূশালেম ৯ দৃঢ় করিল। তাহাদের নিকটে যিরূশালেম প্রদেশের অর্দ্ধভাগের অধ্যক্ষ—হূরের পুত্র—রফায় মেরামৎ করিল। ১০ তাহাদের নিকটে হরূমফের পুত্র যিদায় আপন গৃহের সম্মুখে মেরামৎ করিল। তাহার নিকটে হশব্নিয়ের পুত্র হটুশ ১১ মেরামৎ করিল। হারীমের পুত্র মল্কিয় ও পহৎ-মোয়াবের পুত্র হশূব অন্য এক ভাগ ও তুন্দুরের দুর্গ মেরামৎ করিল। ১২ তাহার নিকটে যিরূশালেম প্রদেশের অর্দ্ধভাগের অধ্যক্ষ হলোহেশের পুত্র শল্লুম ও তাহার কন্যারা মেরামৎ করিল। ১৩ হানূন এবং সানোহ-নিবাসীরা উপত্যকার দ্বার মেরামৎ করিল; তাহারা তাহা গাঁথিল, এবং তাহার কবাট স্থাপন করিল, আর খিল ও অর্গল দিল; এবং সারদ্বার পর্য্যন্ত প্রাচীরের এক সহস্র হস্ত ১৪ [মেরামৎ করিল]। আর বৈৎহক্কেরম

প্রদেশের অধ্যক্ষ রেখবের পুত্র মল্কিয় সার-দ্বার মেরামৎ করিল; সে তাহা গাঁথিল, এবং তাহার কবাট স্থাপন করিল, ১৫ আর খিল ও অর্গল দিল। আর মিস্‌পা প্রদেশের অধ্যক্ষ—কল্‌হোষির পুত্র—শল্লুম উন্মুই-দ্বার মেরামৎ করিল; সে তাহা গাঁথিল, তাহার আচ্ছাদন প্রস্তুত করিল, এবং তাহার কবাট স্থাপন করিল, আর খিল ও অর্গল দিল, এবং যে সোপান দিয়া দায়ূদ-নগর হইতে নামে, সেই পর্য্যন্ত রাজার উদ্যানের সম্মুখস্থ শীলোহ পুষ্করিণীর প্রাচীর [মেরামৎ ১৬ করিল]। তাহার নিকটে বৈৎসূর প্রদেশের অর্দ্ধভাগের অধ্যক্ষ—অস্‌বূকের পুত্র—নহিমিয় দায়ূদের কবরের সম্মুখ পর্য্যন্ত, খনিত পুষ্করিণী পর্য্যন্ত ও পরাক্রমীদের গৃহ পর্য্যন্ত মেরামৎ করিল। ১৭ তাহার নিকটে লেবীয়েরা, বিশেষতঃ বানির পুত্র রহূম মেরামৎ করিল। তাহার নিকটে কিয়ীলা প্রদেশের অর্দ্ধভাগের অধ্যক্ষ হশবিয় আপন ভাগ মেরামৎ ১৮ করিল। তাহার পরে তাহাদের ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ কিয়ীলা প্রদেশের অর্দ্ধভাগের অধ্যক্ষ—হেনাদদের পুত্র—ববয় মেরা- ১৯ মৎ করিল। তাহার নিকটে মিস্পার অধ্যক্ষ—যেশূয়ের পুত্র—এসর [প্রাচীরের] বঙ্কে স্থিত অস্ত্রাগারে উঠিবার পথের সম্মুখে আর এক ভাগ মেরামৎ ২০ করিল। তাহার পরে সব্বয়ের পুত্র বারূক যত্ন করিয়া বঙ্ক হইতে মহাযাজক ইলিয়াশীবের গৃহ-দ্বার পর্য্যন্ত আর এক ২১ ভাগ মেরামৎ করিল। তাহার পরে হক্কোসের সন্তান ঊরিয়ের পুত্র মরেমোৎ ইলিয়াশীবের বাটীর দ্বার অবধি ইলিয়াশীবের বাটীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আর এক ২২ ভাগ মেরামৎ করিল। তাহার পরে [যর্দ্দনের] অঞ্চল-নিবাসী যাজকেরা মেরা- ২৩ মৎ করিল। তাহার পরে বিন্যামীন ও হশূব আপন আপন গৃহের সম্মুখে মেরামৎ করিল। তাহার পরে অননিয়ের সন্তান মাসেয়ের পুত্র অসরিয় আপন ২৪ গৃহের পার্শ্বে মেরামৎ করিল। তাহার পরে হেনাদদের পুত্র বিন্নূয়ী অসরিয়ের গৃহ অবধি বঙ্ক ও কোণ পর্য্যন্ত আর ২৫ এক ভাগ মেরামৎ করিল। ঊষয়ের পুত্র পালল বঙ্কের সম্মুখে; রক্ষীদের প্রাঙ্গণের নিকটস্থ রাজার উচ্চতর বাটীর সমীপে বহির্বর্ত্তী দুর্গের সম্মুখে এবং তাহার পরে পরোশের পুত্র পদায় ২৬ [মেরামৎ করিল]। আর নথীনীয়েরা পূর্ব্বদিকে জল-দ্বারের সম্মুখ পর্য্যন্ত ও বহির্বর্ত্তী দুর্গ পর্য্যন্ত ওফলে বাস করিত। ২৭ তাহার পরে তকোয়ীয়েরা বহির্বর্ত্তী বৃহৎ দুর্গ অবধি ওফলের প্রাচীর পর্য্যন্ত আর ২৮ এক ভাগ মেরামৎ করিল। যাজকেরা অশ্ব-দ্বারের উপরের দিকে, প্রত্যেক জন আপন আপন গৃহের সম্মুখে, মেরামৎ ২৯ করিল। তাহার পরে ইম্মেরের পুত্র সাদোক আপন গৃহের সম্মুখে মেরামৎ করিল, এবং তাহার পরে পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক—শখনিয়ের পুত্র—শময়িয় মেরা- ৩০ মৎ করিল। তাহার পরে শেলিমিয়ের পুত্র হনানিয় ও সালফের ষষ্ঠ পুত্র হানূন আর এক ভাগ মেরামৎ করিল; তাহার পরে বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লম আপন ৩১ কুঠরীর সম্মুখে মেরামৎ করিল। তাহার পরে মল্কিয় নামে স্বর্ণকারদের এক জন নথীনীয়দের ও বণিকদের বাড়ী পর্য্যন্ত, এবং কোণে উঠিবার পথ পর্য্যন্ত হম্মিপ্‌কদ দ্বারের সম্মুখে মেরামৎ করিল।

৩২ আর কোণে উঠিবার পথ ও মেষ-দ্বারের মধ্যে স্বর্ণকারেরা ও বণিকেরা মেরামৎ করিল।

শত্রুদের বিরোধ ও তাহার প্রতিকার।

৪ সন্‌বল্লট যখন শুনিতে পাইল যে, আমরা প্রাচীর গাঁথিতেছি, তখন সে কুপিত ও অতিশয় বিরক্ত হইল, আর ২ যিহূদীদিগকে বিদ্রূপ করিল। আর সে আপন ভ্রাতৃগণের ও শমরীয় সৈন্যদলের সাক্ষাতে কহিল, এই নিস্তেজ যিহূদীরা কি করিতেছে? ইহারা কি আপনাদিগকে দৃঢ় করিবে? ইহারা কি যজ্ঞ করিবে? এক দিনে কি সমাপ্ত করিবে? কাঁথড়ার ঢিবি হইতে এই প্রস্তর সকল তুলিয়া ৩ কি সজীব করিবে? এ সব যে পুড়িয়া গিয়াছে! তখন অম্মোনীয় টোবিয় তাহার পার্শ্বে ছিল; সেও কহিল, উহারা যে গাঁথনি করিতেছে, তাহার উপরে যদি শিয়াল উঠে, তবে তাহাদের সেই পাথরের ৪ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে।—হে আমাদের ঈশ্বর, শ্রবণ কর, কেননা আমরা তুচ্ছীকৃত হইলাম; উহাদের টিট্‌কারি উহাদেরই মস্তকে বর্ত্তাও, এবং উহাদিগকে বন্দি হইয়া লুটিত বস্তুর ন্যায় বিদেশে ৫ থাকিতে দেও; উহাদের অপরাধ ঢাকিয়া রাখিও না, ও উহাদের পাপ তোমার সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইতে দিও না; কেননা উহারা গাঁথকদিগের সম্মুখে ৬ [তোমাকে] অসন্তুষ্ট করিয়াছে।—এই রূপে আমরা প্রাচীর গাঁথিলাম, তাহাতে [উচ্চতার] অর্দ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচীর সংযোজিত হইল, কারণ কার্য্য করিতে লোকদের মন ছিল।

৭ আর সন্‌বল্লট ও টোবিয় এবং আরবীয়েরা, অম্মোনীয়েরা ও অস্‌দোদীয়েরা যখন শুনিতে পাইল, যিরূশালেমের প্রাচীরের মেরামৎ সম্পন্ন হইতেছে, ও তাহার ছিদ্র সকল বদ্ধ করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন তাহারা অতিশয় ৮ ক্রুদ্ধ হইল; আর তাহারা সকলে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য ও গোলযোগ উৎপন্ন করিবার জন্য ৯ চক্রান্ত করিল। কিন্তু তাহাদের ভয়ে আমরা আপনাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম, ও দিবারাত্র তাহাদের বিরুদ্ধে ১০ প্রহরিগণকে রাখিলাম। আর যিহূদার লোকেরা কহিল, ভারবাহকেরা দুর্ব্বল হইয়াছে, এবং কাঁথড়া অনেক আছে, ১১ প্রাচীর গাঁথা আমাদের অসাধ্য! আবার আমাদের বিপক্ষগণ কহিল, উহারা জানিবে না, দেখিবে না, অমনি আমরা উহাদের মধ্যে আসিয়া উহাদিগকে বধ ১২ করিয়া কার্য্য বন্ধ করিব। আর তাহাদের নিকটবাসী যিহূদীরা সর্ব্বস্থান হইতে আসিয়া দশ বার আমাদিগকে বলিল, তোমাদিগকে আমাদের কাছে ফিরিয়া ১৩ আসিতে হইবে। অতএব আমি প্রাচীরের পশ্চাৎ দিকে নীচস্থ অনাবৃত স্থানে লোক নিযুক্ত করিলাম, স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে খড়্গ, বড়শা ও ধনুক সমেত ১৪ লোক নিযুক্ত করিলাম। পরে আমি চাহিয়া দেখিলাম, এবং উঠিয়া প্রধান লোকদিগকে, অধ্যক্ষগণকে ও অন্য সকল লোককে কহিলাম, তোমরা উহাদের হইতে ভীত হইও না; মহান্‌ ও ভয়ঙ্কর প্রভুকে স্মরণ কর, এবং আপন আপন ভ্রাতৃগণের, পুত্র ও কন্যাগণের, স্ত্রীদিগের ও গৃহের জন্য যুদ্ধ কর।

১৫ আর যখন আমাদের শত্রুগণ শুনিতে পাইল যে, আমরা জানিতে পারিয়াছি, আর ঈশ্বর তাহাদের মন্ত্রণা বিফল করিয়াছেন, তখন আমরা সকলে প্রাচীরে আপন আপন কার্য্য করিতে পুনর্ব্বার ১৬ গমন করিলাম। আর সেই দিন অবধি আমার যুবকদের অর্দ্ধেক লোক কর্ম্ম করিত, অন্য অর্দ্ধেক লোক বড়শা, ঢাল, ধনু ও বর্ম্ম ধরিয়া থাকিত, এবং সমস্ত যিহূদা কুলের পশ্চাতে অধ্যক্ষগণ থাকিতেন। ১৭ যাহারা প্রাচীর গাঁথিত, আর যাহারা ভার বহিত, তাহারা ভার তুলিয়া দিত, সকলে এক হস্তে কর্ম্ম করিত, অন্য হস্তে অস্ত্র ১৮ ধরিত; আর গাঁথকেরা প্রত্যেক জন কটিদেশে খড়্গ বাঁধিয়া গাঁথিত; এবং ১৯ তূরীবাদক আমার পার্শ্বে থাকিত। আর আমি প্রধান লোকদিগকে, অধ্যক্ষগণকে ও অন্য সকল লোককে কহিলাম, এই কর্ম্ম ভারী ও বিস্তীর্ণ, এবং আমরা প্রাচীরের উপরে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া এক ২০ জন হইতে অন্য জন দূরে আছি; তোমরা যে কোন স্থানে তূরীর শব্দ শুনিবে, সেই স্থানে আমাদের নিকটে একত্র হইবে; আমাদের ঈশ্বর আমাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন।

২১ এইরূপে আমরা কর্ম্ম করিতাম, এবং অরুণোদয় কাল অবধি তারাদর্শন কাল পর্য্যন্ত আমাদের অর্দ্ধেক লোক বড়শা ২২ ধরিয়া থাকিত। সেই সময়ে আমি লোকদিগকে আরও কহিলাম, প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন চাকরের সহিত রাত্রিকালে যিরূশালেমের মধ্যে থাকুক; তাহারা রাত্রিকালে আমাদের রক্ষক ২৩ হইবে, ও দিবসে কর্ম্ম করিবে। অতএব আমি, আমার ভ্রাতৃগণ, যুবকেরা ও আমার অনুবর্ত্তী রক্ষকেরা কেহ বস্ত্র খুলিতাম না, প্রত্যেকে নিজ নিজ অস্ত্রসহ জলের নিকটে যাইতাম।

দরিদ্রদের উপরে দৌরাত্ম্য নিবারণ।

৫ পরে আপনাদের ভ্রাতা যিহূদীদের বিরুদ্ধে প্রজাগণের ও তাহাদের স্ত্রীদিগের ২ মহাক্রন্দন উত্থিত হইল। কেহ কেহ কহিল, আমরা পুত্র কন্যাশুদ্ধ অনেক প্রাণী, আহার করিয়া জীবন ধারণের ৩ নিমিত্ত শস্য লইব। আর কেহ কেহ কহিল, আমরা আপন ভূমি, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও গৃহ বন্ধক দিতেছি দুর্ভিক্ষের সময়ে ৪ শস্য লইব। আর কেহ কেহ কহিল, রাজকরের নিমিত্ত আমরা আপন আপন ভূমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র বন্ধক রাখিয়া রৌপ্য ৫ লইয়াছি। কিন্তু আমাদের মাংস আমাদের ভ্রাতাদের মাংসের সমান, আমাদের সন্তানগণ তাহাদের সন্তানদের সমান; তথাপি দেখুন, আমরা আপন আপন পুত্র কন্যাগণকে দাসত্বে আনিতেছি, আমাদের কন্যাদের মধ্যে কেহ কেহ ত দাসীর অবস্থায় পড়িয়াছে; আমাদের কিছু সঙ্গতি নাই; এবং আমাদের ভূমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকল অন্য লোকদের ৬ হইয়াছে। তখন আমি তাহাদের ক্রন্দন ও এই সকল কথা শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ ৭ হইলাম। আর আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, এবং প্রধান লোকদিগকে ও অধ্যক্ষদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলাম, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন ভ্রাতার কাছে সুদ আদায় করিয়া থাক। পরে তাহাদের বিরুদ্ধে মহাসমাজ একত্র করি-৮ লাম। আর আমি তাহাদিগকে কহিলাম,

জাতিগণের কাছে আমাদের যে যিহূদী ভ্রাতৃগণ বিক্রীত ছিল, তাহাদিগকে আমরা সাধ্যানুসারে মুক্ত করিয়াছি; এখন তোমাদের ভ্রাতৃগণকে তোমরাই কি বিক্রয় করিবে? আমাদের কাছে কি তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইবে? তাহাতে তাহারা নীরব হইল, কিছু উত্তর করিতে ৯ পারিল না। আমি আরও কহিলাম, তোমাদের এই কর্ম্ম ভাল নয়; আমাদের শত্রু জাতিগণের টিট্‌কারি প্রযুক্ত তোমরা কি আমাদের ঈশ্বরের ভয়ে চলিবে ১০ না? আমি, আমার ভ্রাতৃগণ ও যুবকেরা, আমরাও সুদের জন্য উহাদিগকে রৌপ্য ও শস্য ঋণ দিয়া থাকি; আইস, ১১ আমরা এই সুদ ছাড়িয়া দিই। তোমরা উহাদের শস্যক্ষেত্র, দ্রাক্ষাক্ষেত্র, জিতক্ষেত্র ও গৃহ সকল, এবং রৌপ্যের, শস্যের, দ্রাক্ষারসের ও তৈলের শতকরা যে বৃদ্ধি লইয়া তাহাদিগকে ঋণ দিয়াছ, তাহা অদ্যই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেও। ১২ তখন তাহারা কহিল, আমরা তাহা ফিরাইয়া দিব, তাহাদের কাছে কিছুই চাহিব না; আপনি যাহা বলিবেন, তদনুসারে করিব। তখন আমি যাজকদিগকে ডাকিয়া এই প্রতিজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে ১৩ উহাদিগকে দিব্য করাইলাম। আবার আমি আপন কোলের কাপড় ঝাড়িয়া কহিলাম, যে কেহ এই প্রতিজ্ঞা পালন না করে, ঈশ্বর তাহার গৃহ ও পরিশ্রমের ফল হইতে তাহাকে এইরূপ ঝাড়িয়া ফেলুন, এইরূপে সে ঝাড়া ও শূন্য হউক। তাহাতে সমস্ত সমাজ কহিল, আমেন, এবং সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল। পরে লোকেরা সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।

১৪ অধিকন্তু আমি যে সময়ে যিহূদা দেশে তাহাদের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, সেই অবধি অর্থাৎ অর্তক্ষস্ত রাজার বিংশতিতম বৎসরাবধি দ্বাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত, দ্বাদশ বৎসর আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ দেশাধ্যক্ষের বৃত্তি ভোগ করি ১৫ নাই। আমার পূর্ব্বে যে সকল দেশাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহারা লোকদিগকে ভারগ্রস্ত করিতেন, এবং তাহাদের হইতে নগদ চল্লিশ শেকল রৌপ্য ব্যতিরেকে খাদ্য ও দ্রাক্ষারস লইতেন, এমন কি, তাঁহাদের চাকরেরাও লোকদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত; কিন্তু আমি ঈশ্বরভয় প্রযুক্ত ১৬ তাহা করিতাম না। আবার আমি এই প্রাচীরের কর্ম্মেও ব্যাপৃত ছিলাম; আমরা ভূমি ক্রয় করিতাম না, এবং আমার সমস্ত যুবক সেই স্থানে কার্য্যে একত্র ১৭ হইত। আর আমাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত জাতিগণের মধ্য হইতে যাহারা আমাদের নিকটে আসিত, তাহাদের ছাড়া যিহূদী ও অধ্যক্ষ এক শত পঞ্চাশ জন আমার ১৮ মেজে বসিত। সেই সময়ে প্রতিদিন এই সকল আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইত, একটা বলদ ও ছয়টা উত্তম মেষ; কতকগুলি পক্ষীও আমার জন্য পাক করা যাইত; এবং দশ দিন অন্তর সর্ব্বপ্রকার দ্রাক্ষারস; এই সমস্ত সত্ত্বেও লোকদের দাসত্বের ভার গুরুতর হওয়াতে আমি দেশাধ্যক্ষের বৃত্তি চাহিতাম না। ১৯ হে আমার ঈশ্বর, আমি এই লোকদের নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছি, মঙ্গলের নিমিত্ত আমার পক্ষে তাহা স্মরণ কর।

শত্রুদের ষড়্‌যন্ত্র; নহিমিয়ের স্থৈর্য্য।

৬ পরে সন্‌বল্লট, টোবিয়, আরবীয় গেশম ও আমাদের অন্য সকল শত্রু শুনিতে

পাইল যে, আমি প্রাচীর গাঁথিয়াছি, তাহার মধ্যে আর ভগ্ন স্থান নাই ; তথাপি তখনও নগর-দ্বার সকলের কবাট স্থাপন ২ করি নাই। তখন সন্‌বল্লট ও গেশম লোক দ্বারা আমার কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইল, আইস, আমরা ওনো সমস্থলীর কোন পল্লীগ্রামে একত্র হই। কিন্তু তাহারা আমার হিংসা করিতে মনস্থ ৩ করিয়াছিল। তখন আমি দূত দ্বারা তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলাম, আমি এক মহৎ কার্য্য করিতেছি, নামিয়া যাইতে পারি না ; আমি যাবৎ কার্য্য ত্যাগ করিয়া তোমাদের কাছে নামিয়া যাইব, তাবৎ কার্য্য কেন বন্ধ থাকিবে ? ৪ এই প্রকারে তাহারা আমার কাছে চারি বার লোক পাঠাইল, আর আমি তাহা- ৫ দিগকে তদ্রূপ উত্তর দিলাম। পরে সন্‌বল্লট ঐ প্রকারে পঞ্চম বার আমার নিকটে আপন চাকরকে পাঠাইল, তাহার ৬ হস্তে এক মুক্ত পত্র ছিল ; তাহাতে এই কথা লেখা ছিল, জাতিগণের মধ্যে এই জনশ্রুতি হইতেছে, এবং গশ্‌মূও কহিতেছে যে, তুমি ও যিহূদীরা রাজদ্রোহ করিবার সঙ্কল্প করিতেছ, এই জন্য তুমি প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেছ ; আর এই জনশ্রুতির মর্ম্ম এই যে, তুমি তাহাদের ৭ রাজা হইতে উদ্যত। আর যিহূদা দেশে এক জন রাজা আছেন, আপনার বিষয়ে যিরূশালেমে ইহা প্রচার করাইবার জন্য তুমি ভাববাদিগণকেও নিযুক্ত করিয়াছ। এখন এই জনশ্রুতি রাজার কাছে উপস্থিত হইবে ; অতএব আইস, আমরা একত্র ৮ হইয়া মন্ত্রণা করি। তখন আমি তাহাকে বলিয়া পাঠাইলাম, তুমি যে সকল কথা কহিতেছ, সেরূপ কোন কাজ হয় নাই ; কিন্তু তুমি মনগড়া কথা বলিতেছ। ৯ কারণ তাহারা সকলে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে চাহিত, বলিত, এই কর্ম্মে উহাদের হস্ত দুর্ব্বল হউক, তাহাতে তাহা সমাপ্ত হইবে না। কিন্তু এখন, [হে ঈশ্বর,] তুমি আমার হস্ত সবল কর।*

১০ পরে মহেটবেলের সন্তান দলায়ের পুত্র যে শময়িয় রুদ্ধ ছিল, তাহার গৃহে আমি গেলাম ; আর সে কহিল, আইস, আমরা ঈশ্বরের গৃহে, মন্দিরের ভিতরে, একত্র হই, ও মন্দিরের দ্বার সকল রুদ্ধ করি, কেননা লোকে তোমাকে বধ করিতে আসিবে, রাত্রিকালেই তোমাকে বধ ১১ করিতে আসিবে। তখন আমি কহিলাম, আমার মত লোক কি পলায়ন করিবে ? আমার মত কোন্ লোকটা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মন্দিরে আশ্রয় লইবে ? আমি ১২ সেখানে প্রবেশ করিব না। আর আমি টের পাইলাম, দেখ, ঈশ্বর তাহাকে পাঠান নাই, সে আমার বিপক্ষে ভাবোক্তি উচ্চারণ করিয়াছে, এবং টোবিয় ও ১৩ সন্‌বল্লট তাহাকে ঘুষ দিয়াছে। তাহাকে এই জন্য ঘুষ দেওয়া হইয়াছিল, যেন আমি ভীত হইয়া সেই কর্ম্ম করি ও পাপ করি, এবং তাহারা যেন আমার দুর্নাম করিবার সূত্র পাইয়া আমাকে ১৪ টিট্‌কারি দিতে পারে। হে আমার ঈশ্বর, টোবিয় ও সন্‌বল্লটের এই কর্ম্ম অনুসারে তাহাদিগকে এবং নোয়দিয়া ভাববাদিনীকে ও অন্য যে ভাববাদীরা আমাকে ভয় দেখাইতে চাহিত, তাহাদিগকেও স্মরণ কর।

১৫ ইলূল মাসের পঞ্চবিংশ দিনে, বাহান্ন ১৬ দিনের মধ্যে প্রাচীর সমাপ্ত হইল। পরে

* (বা) এখন, আমি আমার হস্ত সবল করিব।

আমাদের সমস্ত শত্রু যখন তাহা শুনিল, তখন আমাদের চারিদিকের জাতিগণ সকলে ভীত হইল, এবং আপনাদের দৃষ্টিতে নিতান্ত লঘু হইল, কেননা এই কার্য্য যে আমাদের ঈশ্বর হইতেই হইল, ১৭ ইহা তাহারা বুঝিল। আবার ঐ সময়ে যিহূদার প্রধান লোকেরা টোবিয়ের নিকটে অনেক পত্র পাঠাইত, এবং টোবিয়ের পত্রও তাহাদের কাছে আসিত। ১৮ কারণ যিহূদার মধ্যে অনেকে তাহার পক্ষে শপথ করিয়াছিল; কারণ সে আরহের পুত্র শখনিয়ের জামাতা ছিল, এবং তাহার পুত্র যিহোহানন বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লমের ১৯ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। আরও তাহারা আমার সাক্ষাতে তাহার সৎকার্য্যের কথা কহিত, এবং আমার কথাও তাহার গোচর করিত। আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য টোবিয় পত্র পাঠাইত।

৭ প্রাচীর নির্ম্মিত হইলে পর আমি দ্বার সকলের কবাট স্থাপন করিলাম, এবং দ্বারপালকেরা, গায়কেরা ও লেবীয়েরা ২ নিযুক্ত হইল। আর আমি আপন ভ্রাতা হনানিকে ও দুর্গের শাসনকর্ত্তা হনানিয়কে যিরূশালেমের উপরে নিযুক্ত করিলাম, কেননা হনানিয় বিশ্বস্ত লোক ছিলেন, এবং অনেক লোক অপেক্ষা ঈশ্বরকে ভয় ৩ করিতেন। আর আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, যাবৎ রৌদ্র প্রচণ্ড না হয়, তাবৎ যিরূশালেমের দ্বার সকল খোলা না হউক; এবং রক্ষকেরা নিকটে দণ্ডায়মান থাকিতে দ্বার সকল রুদ্ধ ও কবাট অর্গলে বদ্ধ হউক; এবং তোমরা যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে প্রহরী নিযুক্ত কর, তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রহরি-স্থানে, আপন আপন গৃহের সম্মুখে, থাকুক।

যিরূশালেমে প্রথম প্রত্যাগত লোকদের তালিকা।

৪ নগর বৃহৎ ও বিস্তারিত, কিন্তু তন্মধ্যে লোক অল্প ছিল, গৃহ সকলও নির্ম্মাণ ৫ করা যায় নাই। পরে আমার ঈশ্বর আমার মনে [প্রবৃত্তি] দিলে আমি প্রধানদিগকে, অধ্যক্ষদিগকে ও লোকদিগকে একত্র করিলাম, যেন তাহাদের বংশাবলি লেখা হয়। আর আমি প্রথমাগত লোকদের বংশাবলি পত্র পাইলাম, তন্মধ্যে এই কথা লিখিত পাইলাম;—

৬ যাহারা বন্দিরূপে নীত হইয়াছিল, বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর যাহাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রদেশের এই লোকেরা বন্দিদশা হইতে যাত্রা করিয়া যিরূশালেমে ও যিহূদাতে আপন আপন নগরে ফিরিয়া ৭ আসিল; তাহারা সরুব্বাবিল, যেশূয়, নহিমিয়, অসরিয়, রয়মিয়া, নহমানি, মর্দখয়, বিল্‌শন, মিস্পরৎ, বিগ্‌বয়, নহূম ও বানা, ইহাঁদের সহিত ফিরিয়া আসিল। সেই ইস্রায়েল লোকদের পুরুষ-সংখ্যা; ৮ পরোশের সন্তান দুই সহস্র এক শত ৯ বাহাত্তর জন। শফটিয়ের সন্তান তিন ১০ শত বাহাত্তর জন। আরহের সন্তান ছয় ১১ শত বাহান্ন জন। যেশূয় ও যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে পহৎ-মোয়াবের সন্তান ১২ দুই সহস্র আট শত আঠার জন। এলমের সন্তান এক সহস্র দুই শত চুয়ান্ন ১৩ জন। সত্তূর সন্তান আট শত পঁয়তাল্লিশ ১৪ জন। সক্কয়ের সন্তান সাত শত ষাট ১৫ জন। বিন্নূয়ির সন্তান ছয় শত আট- ১৬ চল্লিশ জন। বেবয়ের সন্তান ছয় শত ১৭ আটাশ জন। আস্‌গদের সন্তান দুই

১৮ সহস্র তিন শত বাইশ জন। অদোনী-
কামের সন্তান ছয় শত সাতষট্টি জন।
১৯ বিগ্‌বয়ের সন্তান দুই সহস্র সাতষট্টি জন।
২০ আদীনের সন্তান ছয় শত পঞ্চান্ন জন।
২১ যিহিষ্কিয়ের বংশজাত আটেরের সন্তান
২২ আটানব্বই জন। হশুমের সন্তান তিন
২৩ শত আটাশ জন। বেৎসয়ের সন্তান
২৪ তিন শত চব্বিশ জন। হারীফের সন্তান
২৫ এক শত বারো জন। গিবিয়োনের
২৬ সন্তান পঁচানব্বই জন। বৈৎলেহমের
ও নটোফার লোক এক শত অষ্টাশী জন।
২৭ অনাথোতের লোক এক শত আটাশ
২৮ জন। বৈৎ-অস্মাবতের লোক বিয়াল্লিশ
২৯ জন। কিরিয়ৎ-যিয়ারীম, কফীরা ও
বেরোতের লোক সাত শত তেতাল্লিশ
৩০ জন। রামার ও গেবার লোক ছয় শত
৩১ একুশ জন। মিক্‌মসের লোক এক শত
৩২ বাইশ জন। বৈথেলের ও অয়ের লোক
৩৩ এক শত তেইশ জন। অন্য নবোর
৩৪ লোক বাহান্ন জন। অন্য এলমের সন্তান
৩৫ এক সহস্র দুই শত চুয়ান্ন জন। হারী-
৩৬ মের সন্তান তিন শত কুড়ি জন। যিরী-
হোর সন্তান তিন শত পঁয়তাল্লিশ জন।
৩৭ লোদ, হাদীদ ও ওনোর সন্তান সাত
৩৮ শত একুশ জন। সনায়ার সন্তান তিন
৩৯ সহস্র নয় শত ত্রিশ জন। যাজকবর্গ;
যেশূয় কুলের মধ্যে যিদয়িয়ের সন্তান নয়
৪০ শত তিয়াত্তর জন। ইম্মেরের সন্তান
৪১ এক সহস্র বাহান্ন জন। পশ্‌হূরের
সন্তান এক সহস্র দুই শত সাতচল্লিশ
৪২ জন। হারীমের সন্তান এক সহস্র
৪৩ সতের জন। লেবীয়বর্গ; হোদবিয়ের
সন্তানদের মধ্যে যেশূয় ও কদ্মীয়েলের
৪৪ সন্তান চুয়াত্তর জন। গায়কবর্গ; আস-
ফের সন্তান এক শত আটচল্লিশ জন।
৪৫ দ্বারপালবর্গ; শল্লুমের সন্তান, আটেরের
সন্তান, টল্‌মোনের সন্তান, অক্কুবের
সন্তান, হটীটার সন্তান, শোবয়ের সন্তান,
৪৬ এক শত আটত্রিশ জন। নথীনীয়বর্গ;
সীহের সন্তান, হসূফার সন্তান, টব্বা-
৪৭ য়োতের সন্তান, কেরোসের সন্তান, সীয়ের
৪৮ সন্তান, পাদোনের সন্তান, লবানার সন্তান,
৪৯ হগাবের সন্তান, শল্‌ময়ের সন্তান, হাননের
৫০ সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, গহরের সন্তান,
৫১ রায়ার সন্তান, রৎসীনের সন্তান, নকোদের
সন্তান, গসমের সন্তান, উষের সন্তান,
৫২ পাসেহের সন্তান, বেষয়ের সন্তান, মিয়ূনী-
৫৩ মের সন্তান, নফূষষীমের সন্তান, বকবূকের
৫৪ সন্তান, হকূফার সন্তান, হর্হূরের সন্তান,
৫৫ বসলীতের সন্তান, মহীদার সন্তান, হর্শার
সন্তান, বর্কোসের সন্তান, সীষরার সন্তান,
৫৬ তেমহের সন্তান, নৎসীহের সন্তান, হটী-
৫৭ ফার সন্তানবর্গ। শলোমনের দাসদের
৫৮ সন্তানবর্গ; সোটয়ের সন্তান, সোফে-
রতের সন্তান, পরীদার সন্তান, যালার
৫৯ সন্তান, দর্কোনের সন্তান, গিদ্দেলের
সন্তান, শফটিয়ের সন্তান, হটীলের সন্তান,
পোখেরৎ-হৎসবায়ীমের সন্তান, আমো-
৬০ নের সন্তানগণ। নথীনীয়েরা ও শলো-
মনের দাসদের সন্তান সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত
বিরানব্বই জন ছিল।

৬১ আর তেল্‌মেলহ, তেল্‌হর্শা, করূব,
অদ্দন, ও ইম্মের, এই সকল স্থান হইতে
নিম্নলিখিত লোক সকল আসিল; কিন্তু
তাহারা ইস্রায়েলীয় লোক কি না, এ
বিষয়ে আপন আপন পিতৃকুল কি গোত্রের
৬২ প্রমাণ দিতে পারিল না; দলায়ের সন্তান,
টোবিয়ের সন্তান, নকোদের সন্তান ছয়
৬৩ শত বিয়াল্লিশ জন। আর যাজকদের
মধ্যে হবায়ের সন্তান, হক্কোসের সন্তান

ও বর্সিল্লয়ের সন্তানবর্গ; এই বর্সিল্লয় গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাদের নামে আখ্যাত হইয়া-
৬৪ ছিল। বংশাবলিতে বর্ণিত লোকদের মধ্যে ইহারা আপন আপন বংশাবলিপত্র অন্বেষণ করিয়া পাইল না, এই জন্য ইহারা অশুচি গণিত হইয়া যাজকের
৬৫ পদ হইতে ভ্রষ্ট হইল। আর শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত ঊরীম ও তুম্মীমের অধিকারী এক যাজক উৎপন্ন না হইবেন, তাবৎ তোমরা পবিত্র বস্তু ভোজন করিও না।

৬৬ একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বিয়াল্লিশ
৬৭ সহস্র তিন শত ষাট জন ছিল। তদ্ভিন্ন তাহাদের সাত সহস্র তিন শত সাঁইত্রিশ জন দাস দাসী ছিল, আর তাহাদের দুই শত পঁয়তাল্লিশ জন গায়ক ও গায়িকা
৬৮ ছিল। তাহাদের সাত শত ছত্রিশটী
৬৯ অশ্ব, দুই শত পঁয়তাল্লিশটী অশ্বতর, চারি শত পঁয়ত্রিশটী উষ্ট্র ও ছয় সহস্র সাত শত কুড়িটী গর্দ্দভ ছিল।

৭০ পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কেহ কেহ সেই কর্ম্মের জন্য দান করিল। শাসনকর্ত্তা ভাণ্ডারে স্বর্ণের এক সহস্র অদর্কোন ও পঞ্চাশটী বাটী এবং যাজকদের জন্য পাঁচ
৭১ শত ত্রিশটী অঙ্গরক্ষক দিলেন। কয়েক জন পিতৃকুলপতি সেই কর্ম্মের ভাণ্ডারে স্বর্ণের বিংশতি সহস্র অদর্কোন ও দুই সহস্র দুই শত মানি রৌপ্য দিল। অন্য
৭২ লোকেরা স্বর্ণের বিংশতি সহস্র অদর্কোন, দুই সহস্র মানি রৌপ্য ও যাজকদের জন্য সাতষট্টিটী অঙ্গরক্ষক দিল।

৭৩ পরে যাজকেরা, লেবীয়েরা, দ্বারপালেরা ও গায়কেরা, এবং কোন কোন প্রজা ও নথীনীয়েরা এবং সমস্ত ইস্রায়েল আপন আপন নগরে বাস করিতে লাগিল।

ব্যবস্থার প্রকাশ্য পাঠ। কুটীর-পর্ব্ব পালন।

৮ সপ্তম মাস উপস্থিত হইলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপন আপন নগরে ছিল। আর সমস্ত লোক এক মানুষের ন্যায় জল-দ্বারের সম্মুখস্থ চকে একত্র হইল; এবং তাহারা অধ্যাপক ইষ্রাকে ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর আদিষ্ট মোশির
২ ব্যবস্থা-পুস্তক আনিতে কহিল। তাহাতে সপ্তম মাসের প্রথম দিনে ইষ্রা যাজক সমাজের সম্মুখে, স্ত্রী পুরুষ এবং যাহারা শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহাদের সম্মুখে
৩ সেই ব্যবস্থা-পুস্তক আনিলেন। আর জল-দ্বারের সম্মুখস্থ চকে স্ত্রী পুরুষ এবং যত লোক বুঝিতে পারে, তাহাদের নিকটে তিনি প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করিলেন, তাহাতে ব্যবস্থা-পুস্তক শ্রবণে সমস্ত লোকের কর্ণ
৪ নিবিষ্ট হইল। বস্তুতঃ অধ্যাপক ইষ্রা ঐ কার্য্যের জন্য নির্ম্মিত এক কাষ্ঠময় মঞ্চের উপরে দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মত্তিথিয়, শেমা, অনায়, ঊরিয়, হিল্কিয় ও মাসেয়, এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে পদায়, মীশায়েল, মল্কিয়, হশুম, হশবদ্দানা, সখরিয় ও মশুল্লম
৫ দাঁড়াইল। ইষ্রা সমস্ত লোকের সাক্ষাতে পুস্তকখানি খুলিলেন; কেননা তিনি সমস্ত লোক অপেক্ষা উচ্চে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি পুস্তক খুলিবামাত্র সমস্ত
৬ লোক উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে ইষ্রা মহান্ ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিলেন। আর সমস্ত লোক হাত তুলিয়া উত্তর

করিল, আমেন, আমেন, এবং মস্তক নমনপূর্ব্বক ভূমিতে মুখ দিয়া সদাপ্রভুর ৭ কাছে প্রণিপাত করিল। আর যেশূয়, বানি, শেরেবিয়, যামীন, অক্কূব, শব্বথয়, হোদিয়, মাসেয়, কলীট, অসরীয়, যোষাবদ, হানন, পলায় ও লেবীয়েরা লোকদিগকে ব্যবস্থা-পুস্তকের অর্থ বুঝাইয়া দিল; আর লোকেরা স্ব স্ব স্থানে ৮ দাঁড়াইয়া রহিল। এইরূপে তাহারা স্পষ্ট উচ্চারণপূর্ব্বক সেই পুস্তক, ঈশ্বরের ব্যবস্থা, পাঠ করিল, এবং তাহার অর্থ করিয়া লোকদিগকে পাঠ বুঝাইয়া দিল। ৯ আর শাসনকর্ত্তা নহিমিয়, অধ্যাপক ইষ্রা যাজক ও লোকদের শিক্ষক লেবীয়েরা সমস্ত লোককে কহিলেন, অদ্যকার দিন তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র, তোমরা শোক করিও না, রোদন করিও না। কেননা ব্যবস্থা-পুস্তকের বাক্য শ্রবণে সমস্ত লোক রোদন করিতে- ১০ ছিল। আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যাও, পুষ্ট দ্রব্য ভোজন কর, মিষ্ট রস পান কর, এবং যাহার জন্য কিছু প্রস্তুত নাই, তাহাকে অংশ পাঠাইয়া দেও; কারণ অদ্যকার দিন আমাদের প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র, তোমরা বিষণ্ণ হইও না, কেননা সদাপ্রভুতে যে আনন্দ, তাহাই ১১ তোমাদের শক্তি। লেবীয়েরাও লোক সকলকে শান্ত করিয়া কহিল, নীরব হও, কেননা অদ্য পবিত্র দিন, তোমরা বিষণ্ণ ১২ হইও না। তখন সমস্ত লোক ভোজন পান, অংশ প্রেরণ ও অতিশয় আনন্দ করিতে গেল, কেননা যে সকল কথা তাহাদের কাছে বলা গিয়াছিল, তাহারা সে সকল বুঝিতে পারিয়াছিল।

১৩ আর দ্বিতীয় দিনে সমস্ত লোকের পিতৃকুলপতিরা, যাজকেরা ও লেবীয়েরা ব্যবস্থার বাক্যে মনোনিবেশ করিবার জন্য অধ্যাপক ইষ্রার কাছে একত্র হইল। ১৪ আর তাহারা দেখিতে পাইল, ব্যবস্থায় এই কথা লেখা আছে যে, সদাপ্রভু মোশি দ্বারা এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ সপ্তম মাসের উৎ- ১৫ সবকালে কুটীরে বাস করিবে; এবং আপনাদের সকল নগরে ও যিরূশালেমে এই কথা ঘোষণা ও প্রচার করিবে, যেরূপ লেখা আছে, তদনুসারে কুটীর নির্ম্মাণার্থে পর্ব্বতে গিয়া জিত বৃক্ষের শাখা, বন্য জিত বৃক্ষের শাখা, গুলমেঁদির শাখা, খর্জ্জুর বৃক্ষের শাখা ও ঝোপাল বৃক্ষের ১৬ শাখা আন। তাহাতে লোকেরা বাহিরে গেল, ও সেই সকল আনিয়া প্রত্যেক জন আপন আপন গৃহের ছাদে ও প্রাঙ্গণে এবং ঈশ্বরের গৃহের সকল প্রাঙ্গণে, জল-দ্বারের চকে ও ইফ্রয়িম-দ্বারের চকে আপনাদের ১৭ জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিল। বন্দিদশা হইতে প্রত্যাগত লোকদের সমস্ত সমাজ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল; বস্তুতঃ নূনের পুত্র যিহোশূয়ের সময় হইতে সেই দিন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেরূপ করে নাই; তাহাতে ১৮ অতি বড় আনন্দ হইল। আর ইষ্রা প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঈশ্বরের ব্যবস্থা-পুস্তক পাঠ করিলেন। আর লোকেরা সাত দিন পর্ব্ব পালন করিল, এবং বিধি অনুসারে অষ্টম দিনে উৎসব-সভা হইল।

যিহূদীদের উপবাস, পাপ স্বীকার ও নিয়মস্থাপন।

৯ আর ঐ মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে ইস্রায়েল-সন্তানগণ উপবাস, চটপরিধান

ও মস্তকে মৃত্তিকা অর্পণ করিয়া একত্র
২ হইল। আর ইস্রায়েল-বংশ সমস্ত
বিজাতীয় লোক হইতে আপনাদিগকে
পৃথক্ করিল, এবং দাঁড়াইয়া আপনাদের
পাপ ও আপনাদের পিতৃপুরুষদের অপ-
৩ রাধ স্বীকার করিল। আর তাহারা
আপন আপন স্থানে দাঁড়াইল ও দিনের
চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত আপনাদের ঈশ্বর সদা-
প্রভুর ব্যবস্থা-পুস্তক পাঠ করিল, পরে
দিনের [আর এক] চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত
আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে পাপ
৪ স্বীকার ও প্রণিপাত করিল। আর
যেশূয় ও বানি, কদ্মীয়েল, শবনিয়, বুন্নি,
শেরেবিয়, বানি, কনানী, ইহারা লেবীয়-
দের সোপানে দাঁড়াইয়া আপনাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর কাছে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন
৫ করিল। পরে যেশূয় ও কদ্মীয়েল,
বানি, হশব্নিয়, শেরেবিয়, হোদিয়, শব-
নিয়, পথাহিয়, এই কয়েক জন লেবীয়
এই কথা কহিল,

উঠ; তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
ধন্যবাদ কর, যিনি অনাদিকাল হইতে
অনন্তকাল পর্য্যন্ত [ধন্য]। তোমার
প্রতাপান্বিত নামের ধন্যবাদ হউক, যাহা
• যাবতীয় ধন্যবাদ ও প্রশংসার অতীত।
৬ কেবলমাত্র তুমিই সদাপ্রভু; তুমি স্বর্গ
ও স্বর্গের স্বর্গ এবং তাহার সমস্ত বাহিনী,
ও তথাকার সমস্ত এবং সমুদ্র ও
তন্মধ্যস্থ সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছ, আর
তুমি তাহাদের সকলের স্থিতি করিতেছ,
এবং স্বর্গের বাহিনী তোমার কাছে প্রণি-
৭ পাত করে। তুমিই সদাপ্রভু ঈশ্বর;
তুমি অব্রামকে মনোনীত করিয়াছিলে,
কল্দীয় দেশের উর হইতে বাহির করিয়া
আনিয়াছিলে, ও তাঁহার নাম অব্রাহাম
৮ রাখিয়াছিলে; এবং আপনার সাক্ষাতে
তাঁহার অন্তঃকরণ বিশ্বস্ত দেখিয়া কনা-
নীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, যিবূষীয়
ও গির্গাশীয়ের দেশ তাঁহার বংশকে
দিবার জন্য, তাঁহার সহিত নিয়ম করিয়া-
ছিলে, আর তুমি আপনার বাক্য অটল
৯ রাখিয়াছ, কেননা তুমি ধর্ম্মময়। আর
তুমি মিসরে আমাদের পিতৃপুরুষদের
দুঃখ দেখিয়াছিলে, ও সূফসাগরের তীরে
১০ তাহাদের ক্রন্দন শুনিয়াছিলে; এবং
ফরৌণে, তাঁহার সমস্ত দাসগণে ও তাঁহার
দেশের প্রজা সকলে নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত
লক্ষণ দেখাইয়াছিলে; কেননা তুমি
জানিতে যে, মিস্রীয়েরা তাহাদের বিরুদ্ধে
গর্ব্ব করিত; ইহাতে তুমি আপনার নাম
প্রতিষ্ঠিত করিলে, যেমন অদ্য রহিয়াছে।
১১ আর তুমি তাহাদের সম্মুখে সমুদ্রকে
দ্বিভাগ করিলে, তাহাতে তাহারা সমুদ্রের
মধ্যস্থলে শুষ্ক পথ দিয়া অগ্রসর হইল;
কিন্তু প্রবল জলে যেমন প্রস্তর, তেমনি
তুমি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী লোক-
দিগকে অগাধ জলে নিক্ষেপ করিলে।
১২ আর তুমি দিবসে মেঘস্তম্ভ দ্বারা, ও
রাত্রিতে তাহাদের গন্তব্য পথে দীপ্তি
দিবার জন্য অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা তাহাদিগকে
১৩ গমন করাইতে। তুমি সীনয় পর্ব্বতের
উপরে নামিয়া আসিলে, স্বর্গ হইতে তাহা-
দের সহিত কথা বলিলে, আর যথার্থ শাসন,
সত্য ব্যবস্থা, উত্তম বিধি ও আজ্ঞা তাহা-
১৪ দিগকে দিলে; এবং আপনার পবিত্র
বিশ্রামবার তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলে,
এবং আপন দাস মোশি দ্বারা তাহা-
দিগকে আজ্ঞা, বিধি ও ব্যবস্থা দিলে;
১৫ আর তাহাদের ক্ষুধা নিবারণার্থে স্বর্গ
হইতে তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিলে, ও তাহা-

দের পিপাসা নিবারণার্থে শৈল হইতে জল বাহির করিলে; আর তুমি তাহাদিগকে যে দেশ দিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলে, তাহা অধিকার করণার্থে তথায় প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলে।

১৬ তথাপি তাহারা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা গর্ব্ব করিল, আপন আপন গ্রীবা শক্ত করিল, এবং তোমার আজ্ঞায় ১৭ কর্ণপাত করিল না; আর তাহারা কথা শুনিতে অস্বীকার করিল, এবং তুমি তাহাদের মধ্যে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলে, তাহা স্মরণে রাখিল না, কিন্তু আপন আপন গ্রীবা শক্ত করিল, দাসত্বে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্তে বিদ্রোহভাবে এক সেনাপতিকে নিযুক্ত করিল; কিন্তু তুমি ক্ষমাবান্ ঈশ্বর, কৃপাময় ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, তাই তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে না।

১৮ এমন কি, তাহারা যখন আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা এক গোবৎস নির্ম্মাণ করিল, এবং বলিল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এইরূপে যখন মহা অস- ১৯ ন্তোষকর কার্য্য করিল, তখনও তুমি আপন প্রচুর করুণা প্রযুক্ত প্রান্তরে তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে না; দিবসে তাহাদের পথ দেখাইবার জন্য মেঘস্তম্ভ, এবং রাত্রিতে গন্তব্য পথে দীপ্তি দিবার জন্য অগ্নিস্তম্ভ তাহাদের উপর হইতে ২০ সরিয়া গেল না। আর তুমি শিক্ষা দিবার জন্য আপন মঙ্গলময় আত্মা তাহাদিগকে দান করিলে, এবং তাহাদের মুখ হইতে তোমার মান্না নিবৃত্ত করিলে না, ও তাহাদিগকে পিপাসা নিবারণার্থে জল দিলে।

২১ আর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিলে, তাহাদের অভাব হইল না; তাহাদের বস্ত্র জীর্ণ হইল না, ও তাহাদের পা ফুলিল না।

২২ পরে তুমি তাহাদিগকে নানা রাজ্য ও নানা জাতি প্রদান করিয়া সর্ব্বদিকে তাহাদের অংশ নিরূপণ করিলে; তাহাতে তাহারা সীহোনের দেশ, অর্থাৎ হিষ্‌বোণের রাজার দেশ ও বাশন-রাজ ২৩ ওগের দেশ অধিকার করিল। আর তুমি তাহাদের সন্তানদিগকে আকাশের তারার ন্যায় বহুসংখ্যক করিলে, এবং সেই দেশে তাহাদিগকে আনিলে, যে দেশের বিষয়ে তুমি তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে বলিয়াছিলে যে, তাহারা তাহা অধিকার করিবার জন্য তথায় ২৪ প্রবেশ করিবে। পরে সেই সন্তানগণ সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিল, এবং তুমি সেই দেশনিবাসী কনানীয়দিগকে তাহাদের সম্মুখে নত করিলে, এবং উহাদিগকে ও উহাদের রাজগণকে ও দেশস্থ সকল জাতিকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলে, উহাদের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিলে।

২৫ তাহাতে তাহারা প্রাচীরবেষ্টিত অনেক নগর ও উর্ব্বরা ভূমি লইল, এবং সমুদয় উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ গৃহ, খনিত কূপ, দ্রাক্ষাক্ষেত্র, জিতক্ষেত্র ও প্রচুর ফলবৃক্ষ অধিকার করিল, এবং ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও পুষ্ট হইল, এবং তোমার কৃত ২৬ মহা মঙ্গলে আপ্যায়িত হইল। তথাপি তাহারা অবাধ্য হইয়া তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিল, তোমার ব্যবস্থা পশ্চাৎ দিকে ফেলিল, এবং তোমার যে ভাববাদিগণ তোমার প্রতি তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য

দিতেন, তাঁহাদিগকে বধ করিল, ও মহা
২৭ অসন্তোষকর কার্য্য করিল। পরে তুমি তাহাদিগকে বিপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাহাদিগকে কষ্ট দিল; কিন্তু কষ্টের সময়ে যখন তাহারা তোমার কাছে কাঁদিত, তখন তুমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিতে, এবং তোমার প্রচুর করুণা প্রযুক্ত তাহাদিগকে নিস্তারকর্ত্তৃগণ দিতে, যাঁহারা বিপক্ষদের হস্ত হইতে তাহা-
২৮ দিগকে নিস্তার করিতেন। তথাপি বিশ্রাম পাইলে পর তাহারা আবার তোমার সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, তাহাতে তুমি তাহাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে, এবং সেই শত্রুগণ তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত; কিন্তু তাহারা ফিরিলে ও তোমার কাছে ক্রন্দন করিলে তুমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিতে; এবং আপন করুণানুসারে অনেক বার তাহা-
২৯ দিগকে উদ্ধার করিতে; আর আপন ব্যবস্থা-পথে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্তে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে; তথাপি তাহারা গর্ব্ব করিল, ও তোমার আজ্ঞায় কর্ণপাত করিত না, কিন্তু যাহা পালন করিলে মনুষ্য বাঁচে, তোমার সেই সকল শাসনের প্রতিকূলে পাপ করিত, ও স্কন্ধ সরাইত, গ্রীবা শক্ত করিত, কথা শুনিত না।
৩০ তথাপি তুমি বহু বৎসর তাহাদের ব্যবহার সহ্য করিলে ও তোমার ভাববাদিগণের দ্বারা তোমার আত্মাকর্ত্তৃক তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে; কিন্তু তাহারা কর্ণপাত করিল না, তজ্জন্য তুমি তাহা-দিগকে নানাদেশীয় জাতিগণের হস্তে
৩১ সমর্পণ করিলে। তথাপি তোমার প্রচুর করুণা প্রযুক্ত তাহাদিগকে নিঃশেষ কর নাই ও ত্যাগ কর নাই, কারণ তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর।

৩২ অতএব, হে আমাদের ঈশ্বর, মহান্, বিক্রান্ত ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক; অশূর-রাজ-গণের সময়াবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমাদের উপরে, আমাদের রাজাদের, অধ্যক্ষদের, যাজকদের ভাববাদীদের, পিতৃপুরুষদের ও তোমার সকল প্রজার উপরে যে সমস্ত ক্লেশ ঘটিতেছে, সে সকল তোমার দৃষ্টিতে
৩৩ ক্ষুদ্র বোধ না হউক। আমাদের প্রতি এই সকল ঘটিলেও তুমি ধর্ম্মময়; কেননা তুমি সত্য ব্যবহার করিয়াছ, কিন্তু আমরা
৩৪ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আর আমাদের রাজ-গণ, অধ্যক্ষগণ, যাজকগণ ও পিতৃপুরুষেরা তোমার ব্যবস্থা পালন করেন নাই, এবং তোমার আজ্ঞায় ও যদ্দ্বারা তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে, তোমার সেই
৩৫ সাক্ষ্যকথায় কর্ণপাত করেন নাই। আর তাহাদের রাজত্বকালে, তোমার প্রদত্ত প্রচুর মঙ্গল সত্ত্বেও তোমাকর্ত্তৃক তাঁহাদের হস্তে সমর্পিত প্রশস্ত ও উর্ব্বর দেশে তাহারা তোমার সেবা করে নাই, এবং আপন আপন দুষ্ক্রিয়া সকল হইতে
৩৬ নিবৃত্ত হয় নাই। দেখ, অদ্য আমরা দাস, ফলে তুমি আমাদের পিতৃপুরুষ-দিগকে যে দেশ দিয়া তদুৎপন্ন ফলের ও উত্তম দ্রব্যের অধিকারী করিয়াছিলে, দেখ, আমরা এই দেশমধ্যে দাস হইয়া
৩৭ রহিয়াছি। আর তুমি আমাদের পাপ প্রযুক্ত আমাদের উপরে যে রাজগণকে নিযুক্ত করিয়াছ, দেশোৎপন্ন দ্রব্যবাহুল্য তাঁহাদেরই স্বত্ব; আর তাঁহারা আমাদের শরীরের উপরে ও আমাদের পশুগণের উপরে স্বেচ্ছামত প্রভুত্ব করিতেছেন,

আর আমরা মহা সঙ্কটের মধ্যে আছি।
৩৮ এই সকল ঘটিলেও আমরা নিশ্চিত নিয়ম করিয়া লিখিতেছি; এবং আমাদের অধ্যক্ষগণ, আমাদের লেবীয়েরা ও আমাদের যাজকগণ তাহাতে মুদ্রাঙ্ক দিতেছে।

১০ মুদ্রাঙ্ককারীদের নাম, হখলিয়ের পুত্র
২ নহিমিয় শাসনকর্ত্তা, এবং সিদিকিয়,
৩ সরায়, অসরিয়, যিরমিয়, পশ্‌হূর অমরিয়,
৪,৫ মল্কিয়, হটূশ, শবনিয়, মল্লূক, হারীম,
৬ মরেমোৎ, ওবদিয়, দানিয়েল, গিন্নথোন,
৭ বারূক, মশুল্লম, অবিয়, মিয়ামীন, মাসিয়,
৮ বিল্‌গয়, শময়িয়, যাজকগণের মধ্যে
৯ এই সকল লোক। আর লেবীয়দের মধ্যে অসনিয়ের পুত্র যেশূয়, হেনাদদের
১০ সন্তান বিন্নূয়ী, কদ্‌মীয়েল; এবং তাহা-
১১ দের ভ্রাতৃগণ শবনিয়, হোদিয়, কলীট,
১২ পলায় হানন, মীখা, রহোব, হশবিয়,
১৩ সক্কূর, শেরেবিয়, শবনিয়, হোদীয়,
১৪ বানি, বনীনু। প্রজাদের মধ্যে প্রধান
১৫ লোকেরা, পরোশ, পহৎ-মোয়াব, এলম,
১৬ সত্তূ, বানি, বুন্নি, অসগদ, বেবয়,
১৭ অদোনিয়, বিগ্‌বয়, আদীন, আটের,
১৮ হিষ্কিয়, অসূর, হোদিয়, হশুম বেৎসয়,
১৯ হারীফ, অনাথোৎ, নবয়, মগ্‌পীয়শ, মশু-
২০,২১ ল্লম, হেষীর, মশেষবেল, সাদোক,
২২,২৩ যদ্দূয়, পলটিয়, হানন, অনায়,
২৪ হোশেয়, হনানিয়, হশূব, হলোহেশ,
২৫ পিল্‌হ, শোবেক, রহূম, হশব্‌না, মাসেয়,
২৬,২৭ এবং অহিয়, হানন, অনান, মল্লূক, হারীম, বানা।

২৮ আর প্রজাদের অবশিষ্ট লোকেরা, যাজক, লেবীয়, দ্বারপাল, গায়ক, নথীনীয় প্রভৃতি যে সকল লোক নানাদেশীয় জাতিগণ হইতে আপনাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার পক্ষ হইয়াছিল, তাহারা সকলে, তাহাদের স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণ, জ্ঞানবান্‌ ও বুদ্ধিমান্‌ সকলে,
২৯ আপনাদের ভ্রাতৃগণের, আপনাদের প্রধান লোকদের পক্ষে আসক্ত থাকিল, এবং শপথপূর্ব্বক এই দিব্য করিল, আমরা ঈশ্বরের দাস মোশি দ্বারা দত্ত ঈশ্বরের ব্যবস্থা-পথে চলিব, আমাদের প্রভু সদাপ্রভুর আজ্ঞা, শাসন ও বিধি
৩০ সকল যত্নপূর্ব্বক পালন করিব; এবং দেশীয় লোকদের সহিত আপনাদের কন্যাগণের বিবাহ দিব না, ও আমাদের পুত্রগণের জন্য তাহাদের কন্যাগণকে
৩১ গ্রহণ করিব না; আর দেশীয় লোকেরা বিশ্রামবারে বিক্রেয় দ্রব্য কিম্বা ভক্ষ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে আনিলে আমরা বিশ্রামবারে কিম্বা অন্য পবিত্র দিনে তাহাদের কাছে তাহা ক্রয় করিব না, এবং সপ্তম বৎসর ছাড়িয়া দিব, সমস্ত ঋণ আদায় পরিত্যাগ করিব।

৩২ অধিকন্তু আমরা আপনাদের ঈশ্বরের গৃহের সেবাকার্য্যের জন্য, প্রতিবৎসর এক এক শেকলের তৃতীয়াংশ দানের ভার আপনাদের উপরে লইবার বিধান করি-
৩৩ লাম, দর্শন-রুটীর, নিত্য ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের, নিত্য হোমের, বিশ্রামবারের, অমাবস্যার, পর্ব্ব সকলের, পবিত্র বস্তুর ও ইস্রায়েলের প্রায়শ্চিত্তার্থক পাপবলির নিমিত্ত এবং আমাদের ঈশ্বরের গৃহের সমস্ত
৩৪ কর্ম্মের নিমিত্ত তাহা করিলাম। আর কাষ্ঠদানের বিষয়ে, অর্থাৎ ব্যবস্থার লিখনানুসারে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে জ্বালাইবার জন্য আমাদের পিতৃকুলানুসারে বৎসর বৎসর নিরূপিত কালে আমাদের ঈশ্বরের গৃহে কাষ্ঠ আনিবার বিষয়ে আমরা যাজক,

লেবীয় ও প্রজাগণ গুলিবাঁট করিলাম;
৩৫ আর আমাদের ভূমিজাত দ্রব্যের অগ্রিমাংশ ও সমস্ত বৃক্ষোৎপন্ন ফলের অগ্রিমাংশ বৎসর বৎসর সদাপ্রভুর গৃহে
৩৬ আনিবার; এবং ব্যবস্থায় যেমন লেখা আছে, তদনুসারে আমাদের প্রথমজাত পুত্র ও পশুদিগকে, আমাদের গোপাল ও মেষপাল সকলের প্রথমজাতদিগকে ঈশ্বরের গৃহে আমাদের ঈশ্বরের গৃহের পরিচর্য্যাকারী যাজকদের কাছে আনিবার;
৩৭ এবং আমাদের ময়দার অগ্রিমাংশ, আমাদের উত্তোলনীয় উপহার ও সমস্ত বৃক্ষের ফল, দ্রাক্ষারস ও তৈল আমাদের ঈশ্বরের গৃহের কুঠরী সমূহে যাজকদের নিকটে আনিবার; এবং আমাদের ভূমিজাত দ্রব্যের দশমাংশ লেবীয়দের কাছে আনিবার বিষয় স্থির করিলাম; কারণ আমাদের সমস্ত কৃষি-নগরে লেবীয়েরাই
৩৮ দশমাংশ আদায় করে। আর লেবীয়দের দশমাংশ আদায় কালে হারোণের সন্তান যাজক লেবীয়দের সঙ্গে থাকিবে; পরে লেবীয়েরা দশমাংশের দশমাংশ আমাদের ঈশ্বরেব গৃহে, কুঠরী-সমূহে, ভাণ্ডার-
৩৯ গৃহে আনিবে। কারণ পবিত্র স্থানের পাত্র সকল এবং পরিচর্য্যাকারী যাজকেরা, দ্বারপালেরা ও গায়কেরা যে স্থানে থাকে, সেই সকল কুঠরীতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ও লেবি-সন্তানগণ শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈলের উত্তোলনীয় উপহার আনিবে; এবং আমরা আপনাদের ঈশ্বরের গৃহ ত্যাগ করিব না।

যিরূশালেম প্রভৃতি নগর-বাসী যিহূদীদের তালিকা।

১১ আর লোকদের অধ্যক্ষগণ যিরূশালেমে বাস করিল; আর অবশিষ্ট লোকেরাও পবিত্র নগর যিরূশালেমে বাস করণার্থে প্রতি দশ জনের মধ্যে এক জনকে সেখানে আনিবার ও নয় জনকে অন্যান্য নগরে বাস করাইবার জন্য গুলি-
২ বাঁট করিল। আর যে সকল লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক যিরূশালেমে বাস করিতে চাহিল, লোকেরা তাহাদিগের ধন্যবাদ
৩ করিল। প্রদেশের এই সকল প্রধান লোক যিরূশালেমে বসতি করিল। কিন্তু যিহূদার নগরে নগরে ইস্রায়েল, যাজকেরা, লেবীয়েরা, নথীনীয়েরা ও শলোমনের দাসদের সন্তানগণ প্রত্যেকে আপন আপন অধিকারে আপন আপন
৪ নগরে বাস করিল। আর যিহূদা-সন্তানগণের মধ্যে ও বিন্যামীন-সন্তানগণের মধ্যে কতকগুলি লোক যিরূশালেমে বসতি করিল। যিহূদা-সন্তানগণের মধ্যে উষিয়ের পুত্র অথায়; সেই উষিয় সখরিয়ের পুত্র, সখরিয় অমরিয়ের পুত্র, অমরিয় শফটিয়ের পুত্র, শফটিয় মহললেলের পুত্র, সে পেরসের সন্তানদের
৫ মধ্যে এক জন। আর বারূকের পুত্র মাসেয়; সেই বারূক কল্‌হোষির পুত্র, কল্‌হোষি হসায়ের পুত্র, হসায় অদায়ার পুত্র, অদায়া যোয়ারীবের পুত্র, যোয়ারীব সখরিয়ের পুত্র, সখরিয় শীলোনীয়ের
৬ পুত্র। যিরূশালেম-নিবাসী পেরস-সন্তান সর্ব্বশুদ্ধ চারি শত আটষট্টি জন বীরপুরুষ
৭ ছিল। আর বিন্যামীনের এই সকল সন্তান; মশুল্লমের পুত্র সল্লু, সেই মশুল্লম যোয়েদের পুত্র, যোয়েদ পদায়ের পুত্র, পদায় কোলায়ার পুত্র, কোলায়া মাসেয়ের পুত্র, মাসেয় ঈথীয়েলের পুত্র,
৮ ঈথীয়েল যিশায়াহের পুত্র। ইহার পরে গব্বয় ও সল্লয় প্রভৃতি নয় শত আটাশ

৯ জন। আর শিখ্রির পুত্র যোয়েল তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিল, এবং হস্‌সনূয়ার পুত্র, যিহূদা নগরের দ্বিতীয় ১০ কর্ত্তা ছিল। যাজকদের মধ্যে; যোয়ারীবের পুত্র যিদয়িয়, যাখীন, হিল্কিয়ের ১১ পুত্র সরায়; সেই হিল্কিয় মশুল্লমের পুত্র, মশুল্লম সাদোকের পুত্র, সাদোক মরায়োতের পুত্র, মরায়োৎ অহীটূবের পুত্র; অহীটূব ঈশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ। ১২ আর গৃহের কর্ম্মকারী তাহাদের ভ্রাতৃগণ আট শত বাইশ জন; এবং যিরোহমের পুত্র অদায়া; সেই যিরোহম পললিয়ের পুত্র, পললিয় অম্‌সির পুত্র, অম্‌সি সখরিয়ের পুত্র, সখরিয় পশ্‌হূরের পুত্র, ১৩ পশ্‌হূর মল্কিয়ের পুত্র। আর অদায়ার ভ্রাতৃগণ দুই শত বিয়াল্লিশ জন পিতৃকুলপতি ছিল, এবং অসরেলের পুত্র অমশয়; সেই অসরেল অহসয়ের পুত্র, অহসয় মশিল্লেমোতের পুত্র, মশিল্লেমোৎ ১৪ ইম্মেরের পুত্র। আর তাহাদের ভ্রাতৃগণ এক শত আটাশ জন বীরপুরুষ ছিল, এবং তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিল সব্দীয়েল, সে হগ্‌গদোলীমের পুত্র। ১৫ আর লেবীয়দের মধ্যে; হশূবের পুত্র শিময়িয়; সেই হশূব অস্রীকামের পুত্র, অস্রীকাম হশবিয়ের পুত্র, হশবিয় বুন্নির ১৬ পুত্র। আর প্রধান লেবীয়দের মধ্যে শব্বথয় ও যোষাবাদ ঈশ্বরের গৃহের বহিঃস্থ কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। ১৭ আর আসফের সন্তান, সব্দির সন্তান, মীখার পুত্র মত্তনিয় প্রার্থনাকালীন স্তবগান আরম্ভ করণে প্রধান ছিল, এবং তাহার ভ্রাতাদের মধ্যে বক্‌বুকিয় দ্বিতীয় ছিল, এবং যিদূথূনের সন্তান, গাললের ১৮ সন্তান, শম্মুয়ের পুত্র অব্দ। পবিত্র নগরস্থ লেবীয়েরা সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত ১৯ চৌরাশী জন ছিল। আর দ্বারপালেরা—অক্কূব, টল্‌মোন, ও দ্বার সকলের প্রহরী তাহাদের ভ্রাতৃগণ—এক শত বাহাত্তর জন ছিল।

২০ আর ইস্রায়েলের, যাজকদের, লেবীয়দের অবশিষ্ট লোকেরা যিহূদার সমস্ত নগরে আপন আপন অধিকারে থাকিত। ২১ কিন্তু নথীনীয়েরা ওফলে বাস করিত, এবং সীহ ও গীষ্প নথীনীয়দের অধ্যক্ষ ২২ ছিল। আর বানির পুত্র উষি যিরূশালেমস্থ লেবীয়দের তত্ত্বাবধায়ক ছিল; সেই বানি হশবিয়ের পুত্র, হশবিয় মত্তনিয়ের পুত্র, মত্তনীয় মীখার পুত্র; মীখা আসফবংশজাত গায়কদের মধ্যে এক জন। উষি ঈশ্বরের গৃহের কর্ম্মের ২৩ অধ্যক্ষ ছিল। কেননা তাহাদের বিষয়ে রাজার এক আজ্ঞা ছিল, এবং গায়কদের জন্য প্রতিদিন নিরূপিত অংশ দত্ত হইত। ২৪ আর যিহূদার পুত্র সেরহের বংশজাত মশেষবেলের পুত্র যে পথাহিয়, সে লোকদের সমস্ত বিষয়ে রাজার অধীনে নিযুক্ত ছিল।

২৫ আর গ্রাম সকল ও তৎসংক্রান্ত ক্ষেত্রের বিষয়; যিহূদা-সন্তানেরা কেহ কেহ কিরিয়ৎ-অর্ব্বে ও তাহার উপনগরসমূহে, দীবোনে ও তাহার উপনগরসমূহে, ২৬ যিকব্‌সেলে ও তাহার গ্রামসমূহে, আর ২৭ যেশূয়েতে, মোলাদাতে, বৈৎপেলটে, হৎসর-শূয়ালে, বের্‌-শেবাতে ও তাহার ২৮ উপনগরসমূহে, সিক্লগে, মকোনাতে ও ২৯ তাহার উপনগরসমূহে, ঐন্‌-রিম্মোণে, ৩০ সরায় ও যর্ম্মুতে, সানোহে, অদুল্লমে ও তাহাদের গ্রামসমূহে, লাখীশে ও তৎসংক্রান্ত ক্ষেত্রে, অসেকাতে ও তাহার উপ-

নগরসমূহে বাস করিত; বস্তুতঃ তাহারা বের্-শেবা অবধি হিন্নোম উপত্যকা পর্য্যন্ত ৩১ তাম্বুতে বাস করিত। বিন্যামীন-সন্তানেরা গেবা অবধি মিক্‌মসে ও অয়াতে, এবং ৩২ বৈথেলে ও তাহার উপ-নগরসমূহে, অনাথোতে, নোবে, অননিয়াতে, হাৎ- ৩৩,৩৪ সারে, রামাতে, গিত্তয়িমে, হাদীদে, ৩৫ সবোয়িমে, নবল্লাটে, লোদে ও ওনোতে, শিল্পকরদের উপত্যকাতে, বাস করিত। ৩৬ আর যিহূদার সম্পর্কীয় কোন কোন পালাভুক্ত কতকগুলি লেবীয় বিন্যামীনের সহিত সংযুক্ত হইল।

যাজক ও লেবীয়দের তালিকা।

১২ এই যাজকগণ ও লেবীয়েরা শল্‌টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিলের ও যেশূয়ের ২ সহিত আসিয়াছিল, সরায়, যিরমিয়, ৩ ইষ্রা, অমরিয়, মল্লুক, হটূশ, শখনিয়, ৪ রহূম, মরেমোৎ, ইদ্দো, গিন্নথোয়, ৫ অবিয়, মিয়ামীন, মোয়াদিয়, বিল্‌গা, ৬ শময়িয়, যোয়ারীব, যিদয়িয়, সল্লূ, ৭ আমোক, হিল্কিয়, যিদয়িয়,; ইহারা যেশূয়ের সময়ে যাজকদের ও আপন আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রধান ছিল। ৮ আবার লেবীয়বর্গ; যেশূয়, বিন্নূয়ী, কদ্‌মীয়েল, শেরেবিয়, যিহূদা, মত্তনিয়; এই মত্তনিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ স্তব- ৯ গানের অধ্যক্ষ ছিল। আর তাহাদের ভ্রাতৃগণ বক্‌বুকিয় ও উন্নো তাহাদের সম্মুখে প্রহরিকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল।

১০ আর যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীম, যোয়া- ১১ কীমের পুত্র ইলিয়াশীব, ইলিয়াশীবের পুত্র যোয়াদা, যোয়াদার পুত্র যোনাথন, ১২ যোনাথনের পুত্র যদ্দূয়। যোয়াকীমের সময়ে ইহারা পিতৃকুলপতি যাজক ছিল। সরায়ের কুলে মরায়, যিরমিয়ের কুলে ১৩ হনানিয়; ইষ্রার কুলে মশুল্লম, অম- ১৪ রিয়ের কুলে যিহোহানন, মল্লূকীর কুলে ১৫ যোনাথন, শবনিয়ের কুলে যোষেফ, ১৬ হারীমের কুলে অদন, মরায়োতের কুলে হিল্কয়, ইদ্দোর কুলে সখরিয়, ১৭ গিন্নথোনের কুলে মশুল্লম, অবিয়ের কুলে সিখ্রি, মিনিয়ামীনের কুলে [এক জন,] মোয়দিয়ের কুলে পিণ্টয়, বিল্- ১৮ গার কুলে সম্মুয়, শময়িয়ের কুলে ১৯ যিহোনাথন, যোয়ারীবের কুলে মত্তনয়, ২০ যিদয়িয়ের কুলে উষি, সল্লয়ের কুলে ২১ কল্লয়, আমোকের কুলে এবর, হিল্কিয়ের কুলে হশবিয়, যিদয়িয়ের কুলে নথনেল।

২২ ইলিয়াশীবের, যোয়াদার, যোহাননের, ও যদ্দূয়ের সময়ে লেবীয়দের পিতৃকুলপতিগণের, এবং পারসীক দারিয়াবসের রাজত্বকালে যাজকগণের নাম বংশাবলিতে ২৩ লিখিত হইল। লেবীর বংশজাত পিতৃকুলপতিদের নাম বংশাবলি-পুস্তকে ইলিয়াশীবের পুত্র যোহাননের সময় ২৪ পর্য্যন্ত লিখিত হইল। লেবীয়দের প্রধান লোক হশবিয়, শেরেবিয়, ও কদ্‌মীয়েলের পুত্র যেশূয়, এবং তাহাদের সম্মুখস্থ ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের লোক দায়ূদের আজ্ঞানুসারে দলে দলে প্রশংসা ও স্তবগান ২৫ করিতে নিযুক্ত হইল। মত্তনিয় ও বক্‌বুকিয়, ওবদিয়, মশুল্লম, টল্‌মোন, ও অক্কূব দ্বারপাল হইয়া দ্বারসমূহের নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডার সকলের প্রহরি-কর্ম্ম করিত। ২৬ ইহারা যোষাদকের সন্তান যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীমের সময়ে এবং দেশাধ্যক্ষ নহিমিয়ের ও অধ্যাপক ইষ্রা যাজকের সময়ে ছিল।

যিরূশালেমের প্রাচীর প্রতিষ্ঠা।

২৭ আর যিরূশালেমের প্রাচীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লোকেরা লেবীয়দের সকল স্থানে [গিয়া] যিরূশালেমে আনিবার জন্য তাহাদের অন্বেষণ করিল, যেন করতাল, নেবল ও বীণাবাদ্য পুরঃসর স্তব ও গান করিয়া আনন্দ সহকারে প্রতিষ্ঠা ২৮ করা হয়। আর গায়কদের সন্তানগণ যিরূশালেমের চারিদিকের অঞ্চল হইতে ও নটোফাতীয়দের সকল গ্রাম হইতে, ২৯ এবং বৈৎ-গিল্‌গল হইতে এবং গেবার ও অস্মাবতের ক্ষেত্র হইতে একত্র হইল, কেননা গায়কেরা যিরূশালেমের চারিদিকে আপনাদের জন্য গ্রাম পত্তন ৩০ করিয়াছিল। আর যাজকেরা ও লেবীয়েরা আপনারা শুচি হইল, এবং তাহারা লোকদিগকে ও দ্বার সকল ও প্রাচীর ৩১ শুচি করিল। পরে আমি যিহূদার অধ্যক্ষদিগকে প্রাচীরের উপরে আনিলাম, এবং স্তবগানকারী দুই মহা সংকীর্ত্তন-দল নিরূপণ করিলাম; [তাহার এক দল] প্রাচীরের উপর দিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সার-৩২ দ্বারের দিকে গেল; তাহাদের পশ্চাতে ৩৩ হোশয়িয় ও যিহূদার অধ্যক্ষবর্গের অর্দ্ধেক, ৩৪ এবং অসরিয়, ইস্রা, ও মশুল্লম, যিহূদা ও বিন্যামীন এবং শময়িয় ও যিরমিয় গেল। ৩৫ আর তূরীর সহিত যাজক-সন্তানদের মধ্যে কতকগুলি লোক, অর্থাৎ আসফের বংশজাত সক্কুরের সন্তান, মীখায়ের সন্তান, মত্তনিয়ের সন্তান, শময়িয়ের পুত্র যে ৩৬ যোনাথন, তাহার পুত্র সখরিয়, ও ইহার ভ্রাতৃগণ শময়িয় ও অসরেল, মিললয়, গিললয়, মায়য়, নথনেল, যিহূদা ও হনানি, ইহারা ঈশ্বরের লোক দায়ূদের নিরূপিত নানা বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া চলিল, এবং অধ্যাপক ইস্রা তাহাদের ৩৭ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাহারা উনুই-দ্বারের নিকট হইয়া সম্মুখস্থ দায়ূদ-নগরের সোপানে প্রাচীরের ঊর্দ্ধ-গমন স্থান দিয়া উঠিয়া দায়ূদের গৃহের উপর দিয়া জল-দ্বার পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে গমন ৩৮ করিল। আর স্তবগানকারী দ্বিতীয় দল প্রাচীরের উপর দিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিতে গেল; এবং আমি ও লোকদের অর্দ্ধেক তাহাদের পশ্চাতে গমন করিলাম। তাহারা তুন্দুরের দুর্গ অবধি ৩৯ প্রশস্ত প্রাচীর পর্য্যন্ত, এবং ইফ্রয়িমের দ্বার, পুরাতন দ্বার, মৎস্য-দ্বার, হননেলের দুর্গ ও হম্মেয়ার দুর্গ দিয়া মেষ-দ্বার পর্য্যন্ত গেল, এবং রক্ষীদের দ্বারে দাঁড়া-৪০ ইল। এইরূপে ঈশ্বরের গৃহে স্তবগানকারীদের ঐ দুই দল, এবং আমি ও আমার সহিত অধ্যক্ষদের অর্দ্ধেক লোক; ৪১ আর ইলীয়াকীম, মাসেয়, মিনিয়ামীন, মীখায়, ইলিয়ৈনয়, সখরিয়, হনানিয়, এই ৪২ যাজকেরা তূরীসহ, এবং মাসেয়, শময়িয়, ইলিয়াসর, উষি, যিহোহানন, মল্কিয়, এলম ও এষর, আমরা সকলে দাঁড়াইয়া রহিলাম; তখন গায়কেরা উচ্চৈঃস্বরে গান করিল, ও যিষ্রহিয় তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ৪৩ ছিল। সেই দিবস লোকেরা অনেক বলিদান করিয়া আনন্দ করিল, কেননা ঈশ্বর তাহাদিগকে মহানন্দে আনন্দিত করিলেন, এবং স্ত্রী ও বালক বালিকাগণও আনন্দ করিল; তাহাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত যিরূশালেমের আনন্দধ্বনি শুনা গেল।

৪৪ আর সেই দিন কেহ কেহ উত্তোলনীয় উপহারের, অগ্রিমাংশের ও দশমাংশের জন্য ভাণ্ডারার্থক কুঠরীতে কুঠরীতে, ব্যবস্থানুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের

জন্য সমস্ত নগরের ক্ষেত্র হইতে প্রাপ্য অংশ সকল তন্মধ্যে সংগ্রহ করণার্থে নিযুক্ত হইল; কেননা কার্য্যকারী যাজকদের ও লেবীয়দের জন্য যিহূদার আনন্দ ৪৫ জন্মিয়াছিল। আর তাহারা আপনাদের ঈশ্বরের রক্ষণীয় ও শুচিতার রক্ষণীয় রক্ষা করিল, এবং গায়কেরা ও দ্বারপালেরা দায়ূদের ও তাঁহার পুত্র শলোমনের আজ্ঞানুসারে [কর্ম্ম করিল]। ৪৬ কেননা পূর্ব্বকালে দায়ূদের ও আসফের সময়ে গায়কদের প্রধানবর্গ এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসার গান ও স্তবের গান ৪৭ নিরূপিত ছিল। আর সরুব্বাবিলের সময়ে ও নহিমিয়ের সময়ে সমস্ত ইস্রায়েল গায়কদের ও দ্বারপালদের দৈনিক অংশ দিত, আর লোকেরা লেবীয়দের জন্য দ্রব্য পবিত্র করিত, আবার লেবীয়েরা হারোণ-সন্তানদের জন্য দ্রব্য পবিত্র করিত।

১৩ সেই দিন লোকদের কর্ণগোচরে মোশির পুস্তক পাঠ করা হইল; তন্মধ্যে লিখিত এই আজ্ঞা পাওয়া গেল, অম্মোনীয় কিম্বা মোয়াবীয় লোক কখনও ঈশ্বরের সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না; ২ কেননা তাহারা অন্ন জল লইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, বরং তাহাদিগকে শাপ দিতে তাহাদের প্রতিকূলে বিলিয়মকে ঘুষ দিয়াছিল; কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সেই শাপ আশী- ৩ র্ব্বাদে পরিণত করিলেন। তখন তাহারা এই ব্যবস্থা শুনিয়া সমগ্র মিশ্রিত জনতাকে ইস্রায়েল হইতে পৃথক্ করিল।

নহিমিয়ের দ্বিতীয়বার আগমন।

৪ ইহার পূর্ব্বে, আমাদের ঈশ্বরের গৃহের কুঠরী সকলের অধ্যক্ষ ইলিয়াশীব যাজক টোবিয়ের কুটুম্ব হওয়াতে তাহার জন্য এক বৃহৎ কুঠরী প্রস্তুত করিয়াছিল; ৫ পূর্ব্বে লোকেরা সেই স্থানে নিবেদিত ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, কুন্দুরু ও পাত্র সকল এবং লেবীয়দের, গায়কদের ও দ্বারপালদের নিমিত্ত আজ্ঞাপিত শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈলের দশমাংশ এবং যাজকদের প্রাপ্য উত্তোলনীয় উপহার সকল রাখিত। ৬ কিন্তু এই সকল ঘটনার সময়ে আমি যিরূশালেমে ছিলাম না, কেননা বাবিল-রাজ অর্তক্ষস্তের দ্বাত্রিংশ বৎসরে আমি রাজার কাছে গিয়া কিছু দিনের পর রাজার ৭ নিকট হইতে বিদায় লইলাম। পরে আমি যিরূশালেমে আসিলাম, আর ইলিয়াশীব টোবিয়ের জন্য ঈশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে কুঠরী প্রস্তুত করিয়া যে অপকর্ম্ম ৮ করিয়াছে, তাহা অবগত হইলাম। ইহাতে আমার অতিশয় অসন্তোষ জন্মিল; তাই ঐ কুঠরী হইতে টোবিয়ের সমস্ত গৃহ- ৯ সামগ্রী বাহির করিয়া ফেলিলাম। আর আমি আজ্ঞা দিয়া কুঠরী সকল শুচি করাইলাম, এবং সেই স্থানে ঈশ্বরের গৃহের পাত্র সকল, ভক্ষ্য-নৈবেদ্য ও কুন্দুরু পুনর্ব্বার আনাইলাম।

১০ আর আমি জানিতে পাইলাম, লেবীয়দের অংশ তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য কর্ম্মকারী লেবীয়েরা ও গায়কেরা পলাইয়া প্রত্যেকে আপন আপন ভূমিতে ১১ গিয়াছে। তাহাতে আমি অধ্যক্ষদিগকে অনুযোগ করিয়া কহিলাম, ঈশ্বরের গৃহ কেন পরিত্যক্ত হইল? পরে উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব পদে স্থাপন ১২ করিলাম। আর সমস্ত যিহূদা শস্যের, দ্রাক্ষারসের ও তৈলের দশমাংশ ভাণ্ডারে ১৩ আনিতে লাগিল। আর আমি শেলি-

মিয় যাজককে ও সাদোক অধ্যাপককে এবং লেবীয়দের মধ্যে পদায়কে ও তাহাদের অধীনে মত্তনিয়ের পৌত্র সক্কুরের পুত্র হাননকে ভাণ্ডারসমূহের অধ্যক্ষ করিলাম, কেননা তাহারা বিশ্বস্ত গণিত ছিল, আর তাহাদের ভ্রাতৃগণকে অংশ বিতরণ

১৪ করা তাহাদের কার্য্য হইল। হে আমার ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমাকে স্মরণ কর; আমি আপন ঈশ্বরের গৃহের জন্য ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াপদ্ধতির জন্য যে সকল সাধু কার্য্য করিয়াছি, তাহা লুপ্ত করিও না।

১৫ ঐ সময়ে আমি যিহূদার মধ্যে কতকগুলি লোককে বিশ্রামবারে দ্রাক্ষাযন্ত্র মাড়িতে, আটি আনিতে ও গর্দ্দভের উপরে চাপাইতে এবং বিশ্রামবারে দ্রাক্ষারস, দ্রাক্ষাফল ও ডুমুরাদি সকল দ্রব্যের বোঝা যিরূশালেমে আনিতে দেখিলাম; তাহাতে যে দিন তাহারা ভক্ষ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছিল, সেই দিন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম।

১৬ আর সোরের কতকগুলি লোক নগরে বাস করিত, তাহারা মৎস্য ও সর্ব্বপ্রকার বিক্রেয় দ্রব্য আনিয়া বিশ্রামবারে যিহূদা-সন্তানদের কাছে ও যিরূশালেমে বিক্রয়

১৭ করিত। তখন আমি যিহূদার প্রধান লোকদিগকে অনুযোগ করিয়া কহিলাম, তোমরা বিশ্রামবার অপবিত্র কর, এ কি

১৮ কুকার্য্য করিতেছ? তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কি সেইরূপ করিত না? আর তন্নিমিত্ত আমাদের ঈশ্বর কি আমাদের উপরে ও এই নগরের উপরে এই সকল অমঙ্গল ঘটান নাই? আবার তোমরাও বিশ্রামবার অপবিত্র করিয়া ইস্রায়েলের উপরে আরও ক্রোধ বর্ত্তাই-

১৯ তেছ। পরে বিশ্রামবারের পূর্ব্বে যিরূশালেমের দ্বার সকল ছায়াগ্রস্ত হইলে আমি কবাট বন্ধ করিতে আজ্ঞা করিলাম; আরও কহিলাম, বিশ্রামবার অতীত না হইলে এই দ্বার মুক্ত করিও না; আর বিশ্রামবারে যেন কোন বোঝা ভিতরে আনীত না হয়, এই জন্য আমি আপনার কয়েক জন যুবককে দ্বারে নিযুক্ত করিলাম।

২০ তাহাতে বণিকেরা ও সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের বিক্রেতারা দুই এক বার যিরূশালেমের

২১ বাহিরে রাত্রি যাপন করিল। তখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা কেন প্রাচীরের সম্মুখে রাত্রি যাপন কর? যদি আবার এমন কর, তবে আমি তোমাদের উপরে হাত

২২ বাড়াইব। তদবধি তাহারা বিশ্রামবারে আর আসিল না। পরে বিশ্রামবার পবিত্র করিবার জন্য আমি লেবীয়দিগকে শুচি হইতে ও দ্বার সকল রক্ষা করণার্থে আসিতে আজ্ঞা করিলাম। হে আমার ঈশ্বর, এই বিষয়েও আমাকে স্মরণ কর, এবং আপনার দয়ার মহত্ত্বানুসারে আমার প্রতি করুণা কর।

২৩ আবার সেই সময়ে আমি দেখিলাম, যিহূদিগণের কেহ কেহ অস্‌দোদীয়া, অম্মোনীয়া ও মোয়াবীয়া স্ত্রী গ্রহণ করি-

২৪ য়াছে; এবং তাহাদের সন্তানেরা অর্দ্ধ অস্‌দোদীয় ভাষায় কথা কহিতেছে, যিহূদীদের ভাষায় কথা কহিতে জানে না, কিন্তু স্ব স্ব জাতির ভাষানুসারে কথা কহে।

২৫ তাহাতে আমি তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিলাম, তাহাদিগকে তিরস্কার করিলাম, এবং তাহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে প্রহার ও তাহাদের কেশ উৎপাটন করিলাম, এবং ঈশ্বরের নামে তাহাদিগকে [এই বলিয়া] দিব্য করাইলাম, তোমরা উহাদের পুত্র-

দের সহিত আপন আপন কন্যাদের বিবাহ দিবে না, ও আপন আপন পুত্রদের জন্য কিম্বা আপনাদের জন্য উহাদের কন্যা-
২৬ দিগকে গ্রহণ করিবে না। ইস্রায়েল-রাজ শলোমন এই সকল কার্য্য করিয়া কি অপ-রাধী হন নাই? কিন্তু অনেক জাতির মধ্যে তাহার তুল্য কোন রাজা ছিল না; আর তিনি আপন ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র ছিলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাকে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিয়াছিলেন; তথাপি বিজাতীয় স্ত্রীরা তাঁহাকেও পাপ করাইয়া-
২৭ ছিল। অতএব আমরা কি তোমাদের এই কথায় কর্ণপাত করিব যে, তোমরা বিজা-তীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া আমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন কবিবার নিমিত্তে এই সমস্ত মহাপাপ করিবে?

২৮ ইলিয়াশীব মহাযাজকের পুত্র যিহো-য়াদার এক পুত্র হোরোণীয় সন্‌বল্লটের জামাতা ছিল, এই জন্য আমি আপনার নিকট হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম।
২৯ হে আমার ঈশ্বর, তাহাদিগকে স্মরণ কর, কেননা তাহারা যাজকের পদ এবং যাজকের পদের ও লেবীয়দের নিয়ম
৩০ কলঙ্কিত করিয়াছে। এইরূপে আমি বিজাতীয় সকলের হইতে তাহাদিগকে পরিষ্কার করিলাম, এবং প্রত্যেকের কার্য্যানুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের
৩১ রক্ষণীয় স্থির করিলাম; আর নিরূপিত সময়ে কাষ্ঠদান জন্য, ও অগ্রিমাংশ সকলের জন্য [লোক নিযুক্ত করিলাম]। হে আমার ঈশ্বর, মঙ্গলার্থে আমাকে স্মরণ কর।

ইষ্টেরের বিবরণ

অহশ্বেরশের মহাভোজ। বষ্টী রাণীর পদচ্যুতি।

১ অহশ্বেরশের সময়ে এই ঘটনা হইল। ঐ অহশ্বেরশ হিন্দুস্থান হইতে কূশ দেশ পর্য্যন্ত এক শত সাতাশ প্রদেশের
২ উপরে রাজত্ব করিতেন। তৎকালে অহশ্বেরশ রাজা শূশন রাজধানীতে রাজ-
৩ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপন রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে আপনার সমস্ত অধ্যক্ষ ও দাসগণের জন্য এক ভোজ প্রস্তুত করি-লেন; পারস্য ও মাদিয়া দেশের বিক্রমী লোকেরা, প্রধানেরা ও প্রদেশাধ্যক্ষেরা তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন।
৪ তিনি অনেক দিন অর্থাৎ এক শত আশী দিন পর্য্যন্ত আপন প্রতাপান্বিত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও আপন উৎকৃষ্ট মহত্ত্বের গৌরব
৫ প্রদর্শন করিলেন। সেই সকল দিন সম্পূর্ণ হইলে পর রাজা শূশন রাজধানীতে উপস্থিত ক্ষুদ্র কি মহান্ সমস্ত লোকের জন্য রাজবাটীর উদ্যানের প্রাঙ্গণে সপ্তাহ-কালব্যাপী ভোজ প্রস্তুত করিলেন।
৬ তথায় কার্পাসনির্ম্মিত শুক্ল ও নীলবর্ণ চন্দ্রাতপ ছিল, তাহা মসীনা-সূত্রের বেগুনে রজ্জু দ্বারা রৌপ্যময় কড়াতে মর্ম্মরস্তম্ভে নিবদ্ধ ছিল, এবং লাল, সাদা, সবুজ ও কাল মর্ম্মর পাথরে শিল্পিত মেজিয়াতে স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় আসনশ্রেণী স্থাপিত
৭ ছিল। আর রাজার দাতৃত্বানুসারে স্বর্ণ-পাত্রে পানীয় ও প্রচুর রাজকীয় দ্রাক্ষারস দত্ত হইল, সেই সকল পাত্র

৮ নানাবিধ ছিল। তাহাতে যথাবিধানে পান করা হইল, কেহ বল করিল না; কেননা যাহার যেমন ইচ্ছা, তদনুসারে তাহাকে করিতে দেও, এই আজ্ঞা রাজা আপনার গৃহের সমস্ত অধ্যক্ষকে দিয়া-৯ ছিলেন। আর বষ্টী রাণীও অহশ্বেরশের রাজবাটীতে মহিলাগণের জন্য ভোজ প্রস্তুত করিলেন।

১০ সপ্তম দিন যখন রাজা দ্রাক্ষারসে প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, তখন তিনি মহূমন, বিস্থা, হর্বোণা, বিগ্‌থা, অবগথ, সেথর কর্কস, অহশ্বেরশ রাজার সম্মুখে পরি-চর্য্যাকারী এই সপ্ত নপুংসককে আজ্ঞা ১১ করিলেন, যেন তাহারা প্রজাদিগকে ও অধ্যক্ষদিগকে বষ্টী রাণীর সৌন্দর্য্য দেখাই-বার জন্য তাঁহাকে রাজমুকুট পরাইয়া রাজার সাক্ষাতে আনয়ন করে; কেননা ১২ তিনি দেখিতে সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু বষ্টী রাণী নপুংসকদের দ্বারা প্রেরিত রাজার আজ্ঞামতে আসিতে সম্মতা হই-লেন না; তাহাতে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার অন্তরে ক্রোধাগ্নি প্রজ্ব-লিত হইয়া উঠিল।

১৩ পরে রাজা কালজ্ঞ বিদ্বান্‌বর্গকে এই বিষয় কহিলেন; কেননা ব্যবস্থা ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ সকলের কাছে রাজার ১৪ এইরূপ বলিবার প্রথা ছিল। আর কর্শনা, শেথর, অদ্‌মাথা তর্শীশ, মেরস, মর্সনা ও মমূখন, ইহাঁরা তাঁহার নিকটে ছিলেন; এই সাত জন পারস্য ও মাদিয়া দেশের অধ্যক্ষ রাজার মুখ-দর্শন করিতেন, এবং রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ১৫ স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। [রাজা কহি-লেন,] বষ্টী রাণী নপুংসকদের দ্বারা প্রেরিত অহশ্বেরশ রাজার আজ্ঞা মানে নাই, অতএব ব্যবস্থানুসারে তাহার প্রতি ১৬ কি কর্ত্তব্য? তখন মমূখন রাজার ও অধ্যক্ষদের সাক্ষাতে উত্তর করিলেন, বষ্টী রাণী যে কেবল মহারাজের কাছে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা নয়, কিন্তু অহশ্বেরশ রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশের সমস্ত অধ্যক্ষের ও সমস্ত লোকের কাছে অপ-১৭ রাধ করিয়াছেন। কেননা রাণীর এই কর্ম্মের কথা সমস্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে রটিয়া যাইবে; সুতরাং অহশ্বেরশ রাজা বষ্টী রাণীকে আপনার সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিলেও তিনি আসিলেন না, এই কথা শুনিলে তাহারা সচক্ষে আপন ১৮ আপন স্বামীকে অবজ্ঞা করিবে। আর পারস্যের ও মাদিয়ার যে কুলীনা মহিলারা রাণীর এই কার্য্যের সমাচার শুনিলেন, তাঁহারা অদ্যই রাজার সকল অধ্যক্ষকে ঐরূপ বলিবেন, তাহাতে অতিশয় অব-১৯ মাননা ও ক্রোধ জন্মিবে। যদি মহা-রাজের অভিমত হয়, তবে বষ্টী অহশ্বেরশ রাজার সম্মুখে আর আসিতে পাইবেন না, এই রাজাজ্ঞা আপনার শ্রীমুখ হইতে প্রকাশিত হউক; এবং ইহার অন্যথা যেন না হয়, এই জন্য ইহা পারসীকদের ও মাদীয়দের ব্যবস্থার মধ্যে লিখিত হউক; পরে মহারাজ তাঁহার রাজ্ঞীপদ লইয়া তাঁহা হইতে উৎকৃষ্টা আর এক ২০ রাণীকে দিউন। মহারাজ যে আজ্ঞা দিবেন, তাহা যখন তাঁহার বৃহৎ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে, তখন সমস্ত স্ত্রীলোক ক্ষুদ্র কি মহান্ আপন আপন ২১ স্বামীকে মর্য্যাদা করিবে। এই কথা রাজার ও অধ্যক্ষদের তুষ্টিকর হইলে রাজা মমূখনের কথানুযায়ী কর্ম্ম করি-২২ লেন। তিনি এক এক প্রদেশের অক্ষরা-

নুসারে ও এক এক জাতির ভাষানুসারে রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশে এইরূপ পত্র পাঠাইলেন, "প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন গৃহে কর্ত্তৃত্ব করুক, ও স্বজাতীয় ভাষায় ইহা প্রচার করুক।"

ইষ্টেরের রাজ্ঞীপদ প্রাপ্তি।

২ এই সকল ঘটনার পরে অহশ্বেরশ রাজার ক্রোধ শান্ত হইলে তিনি বষ্টীকে, তাঁহার কার্য্য ও তাঁহার প্রতিকূলে যে আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ ২ করিলেন। তখন রাজার পরিচর্য্যাকারী ভৃত্যেরা তাঁহাকে কহিল, মহারাজের জন্য সুন্দরী যুবতী কুমারীদের অন্বেষণ করা ৩ যাউক। মহারাজ আপন রাজ্যের সমস্ত প্রদেশে কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করুন; তাহারা সেই সকল সুন্দরী যুবতী কুমারীদিগকে শূশন রাজধানীতে একত্র করিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের রক্ষক রাজনপুংসক যে হেগয়, তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুক, এবং তাহাদের অঙ্গসংস্কারার্থক ৪ দ্রব্য দত্ত হউক। পরে মহারাজের দৃষ্টিতে যে কন্যা উৎকৃষ্ট হইবেন, তিনি বষ্টীর পদে রাণী হউন। তখন এই কথা রাজার তুষ্টিকর হওয়াতে তিনি তদনুসারে করিলেন।

৫ তৎকালে যায়ীরের পুত্র মর্দখয় নামে এক জন যিহূদী শূশন রাজধানীতে ছিলেন। সেই যায়ীরের পিতা শিমিয়ি, শিমিয়ির পিতা বিন্যামীনীয় কীশ। ৬ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর কর্ত্তৃক বন্দিরূপে নীত যিহূদা-রাজ যিকনিয়ের সঙ্গে যে সকল লোক বন্দি হইয়াছিল, [কীশ] তাহাদের সহিত যিরূশালেম হইতে বন্দি- ৭ রূপে নীত হইয়াছিলেন। মর্দখয় আপন পিতৃব্যের কন্যা হদসাকে অর্থাৎ ইষ্টেরকে প্রতিপালন করিতেন; কারণ তাঁহার পিতা কি মাতা ছিল না। সেই কন্যা সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন; তাঁহার পিতামাতা মরিলে পর মর্দখয় তাঁহাকে পোষ্যপুত্রী করিয়াছিলেন।

৮ পরে রাজার ঐ বাক্য ও আজ্ঞা প্রচারিত হইলে যখন শূশন রাজধানীতে হেগয়ের নিকটে অনেক কন্যা সংগৃহীতা হইল, তখন ইষ্টেরও রাজবাটীতে স্ত্রীরক্ষক হেগয়ের নিকটে নীতা হইলেন। ৯ আর সেই যুবতী হেগয়ের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হইলেন, ও তাঁহার কাছে দয়া পাইলেন, এবং তিনি সত্বর অঙ্গসংস্কারার্থক দ্রব্যগুলি, এবং আরও যে যে দ্রব্যের অংশ তাঁহাকে দিতে হয়, তাহা এবং রাজবাটী হইতে মনোনীত সাতটী দাসী তাঁহাকে দিলেন, এবং সেই দাসীদের সহিত তাঁহাকে অন্তঃপুরের উৎকৃষ্ট স্থানে লইয়া ১০ রাখিলেন। ইষ্টের আপন জাতির কি গোত্রের পরিচয় দিলেন না; কারণ মর্দখয় তাহা জানাইতে তাঁহাকে বারণ ১১ করিয়াছিলেন। পরে ইষ্টের কেমন আছেন ও তাঁহার প্রতি কি করা হয়, তাহা জানিবার জন্য মর্দখয় প্রতিদিন অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের সম্মুখে বেড়াইতে লাগিলেন।

১২ আর দ্বাদশ মাস স্ত্রীলোকদের জন্য নিয়মিত সেবা পাইলে পর অহশ্বেরশ রাজার নিকটে এক এক কন্যার গমনের পালা উপস্থিত হইত; যেহেতু তাহাদের অঙ্গসংস্কারে এত দিন লাগিত, বস্তুতঃ ছয় মাস গন্ধরসের তৈল, ছয় মাস সুগন্ধি ও স্ত্রীলোকের অঙ্গসংস্কারার্থক দ্রব্য ব্যব- ১৩ হৃত হইত; আর রাজার নিকটে যাইতে

হইলে প্রত্যেক যুবতীর জন্য এই নিয়ম ছিল; সে যে কোন দ্রব্য চাহিত, তাহা অন্তঃপুর হইতে রাজবাটীতে গমন সময়ে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্তে তাহাকে ১৪ দেওয়া যাইত। সে সন্ধ্যাকালে যাইত, ও প্রাতঃকালে উপপত্নীদের রক্ষক রাজ-নপুংসক শাশ্‌গসের নিকটে দ্বিতীয় অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিত; রাজা তাহার উপরে প্রসন্ন হইয়া তাহার নাম ধরিয়া না ডাকাইলে সে রাজার নিকটে আর যাইত না।

১৫ পরে মর্দখয় আপন পিতৃব্য অবীহয়িলের যে কন্যাকে পোষ্যপুত্রী করিয়াছিলেন, যখন রাজার নিকটে সেই ইষ্টেরের যাইবার পালা হইল, তখন তিনি কিছুই ভিক্ষা করিলেন না, কেবল স্ত্রীলোকদের রক্ষক রাজনপুংসক হেগয় যাহা যাহা নিরূপণ করিলেন, তাহাই মাত্র [সঙ্গে লইলেন]; আর যে কেহ ইষ্টেরের প্রতি দৃষ্টি করিত, সে তাঁহাকে ১৬ অনুগ্রহ করিত। রাজার রাজত্বের সপ্তম বৎসরের দশম মাসে অর্থাৎ টেবেৎ মাসে ইষ্টের অহশ্বেরশ রাজার নিকটে রাজ-১৭ বাটীতে নীতা হইলেন। আর রাজা অন্য সকল স্ত্রীলোক অপেক্ষা ইষ্টেরকে অধিক ভালবাসিলেন, এবং অন্য সকল কুমারী অপেক্ষা তিনিই রাজার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও দয়া প্রাপ্ত হইলেন; অতএব রাজা তাঁহারই মস্তকে রাজমুকুট দিয়া বষ্টীর ১৮ পদে তাঁহাকে রাণী করিলেন। পরে রাজা আপনার সমস্ত অধ্যক্ষ ও দাসগণের জন্য ইষ্টেরের ভোজ বলিয়া মহাভোজ প্রস্তুত করিলেন, এবং সকল প্রদেশের কর মোচন ও আপন রাজকীয় দাতৃত্বা-১৯ নুসারে দান করিলেন। দ্বিতীয় বার কুমারী সংগ্রহের সময়ে মর্দখয় রাজদ্বারে ২০ বসিতেন। তখনও ইষ্টের মর্দখয়ের আজ্ঞানুসারে আপন গোত্রের কি জাতির পরিচয় দেন নাই; কারণ ইষ্টের মর্দখয়ের নিকটে প্রতিপালিত হইবার সময়ে যেমন করিতেন, তখনও তেমনি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন।

২১ সেই সময়ে অর্থাৎ যখন মর্দখয় রাজদ্বারে বসিতেন, তখন দ্বারপালদের মধ্যে বিগ্‌থন ও তেরশ নামে রাজবাটীর দুই জন নপুংসক ক্রুদ্ধ হইয়া অহশ্বেরশ রাজার উপরে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা ২২ করিল। কিন্তু সেই বিষয় মর্দখয় জ্ঞাত হওয়াতে তিনি ইষ্টের রাণীকে তাহা জানাইলেন; এবং ইষ্টের মর্দখয়ের নাম ২৩ করিয়া রাজাকে তাহা বলিলেন। তাহাতে অনুসন্ধানে সেই কথা সপ্রমাণ হইলে ঐ দুই জনকে গাছে ফাঁশি দেওয়া হইল, এবং সেই কথা রাজার সাক্ষাতে ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত হইল।

হামনের চেষ্টায় যিহূদীদের বিনাশার্থ রাজাজ্ঞা।

৩ ঐ সকল ঘটনার পরে অহশ্বেরশ রাজা অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামনকে উন্নত করিলেন, উচ্চপদান্বিত করিলেন, এবং তাহার সঙ্গী সমস্ত অধ্যক্ষ অপেক্ষা তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিলেন। ২ তাহাতে রাজার যে দাসেরা রাজদ্বারে থাকিত, তাহারা সকলে হামনের কাছে নত হইয়া প্রণিপাত করিতে লাগিল, কারণ রাজা তাহার সম্বন্ধে সেইরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু মর্দখয় নতও হইতেন না, প্রণিপাতও করিতেন না। ৩ তাহাতে রাজার যে দাসগণ রাজদ্বারে

থাকিত, তাহারা মর্দখয়কে কহিল, তুমি রাজার আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন করিতেছ? ৪ এইরূপে তাহারা প্রতিদিন তাঁহাকে বলিত, তথাপি তিনি তাহাদের কথা শুনিতেন না। তাহাতে মর্দখয়ের কথা স্থির থাকে কি না, তাহা জানিবার ইচ্ছাতে তাহারা হামনকে তাহা জ্ঞাত করিল; কেননা মর্দখয় যে যিহূদী, ইহা ৫ তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। আর হামন যখন দেখিল যে, মর্দখয় তাহার কাছে নত হইয়া প্রণিপাত করে না, ৬ তখন সে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু সে কেবল মর্দখয়ের উপরে হস্তক্ষেপ করা লঘু বিষয় মনে করিল, বরং মর্দখয়ের জাতি অবগত হওয়াতে সে অহশ্বেরশ রাজার সমস্ত রাজ্যে সমস্ত যিহূদীকে মর্দখয়ের জাতি বলিয়া বিনষ্ট করিতে ৭ চেষ্টা করিল। আর সেই বিষয়ে অহশ্বেরশ রাজার দ্বাদশ বৎসরের প্রথম মাসে অর্থাৎ নীষণ মাসে হামনের সাক্ষাতে ক্রমাগত প্রত্যেক দিনে ও প্রত্যেক মাসে অদর নামক দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত পূর অর্থাৎ গুলিবাঁট করা হইল।

৮ পরে হামন অহশ্বেরশ রাজাকে কহিল, আপনার রাজ্যের সমস্ত প্রদেশস্থ জাতিগণের মধ্যে বিকীর্ণ অথচ পৃথক্‌কৃত এক জাতি আছে; অন্য সকল জাতির ব্যবস্থা হইতে তাহাদের ব্যবস্থা ভিন্ন, এবং তাহারা মহারাজের ব্যবস্থা পালন করে না; অতএব তাহাদিগকে থাকিতে ৯ দেওয়া মহারাজের অনুপযুক্ত। যদি মহারাজের অভিমত হয়, তবে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লেখা যাউক; তাহাতে আমি রাজ-ভাণ্ডারে রাখিবার জন্য কার্য্যকারী লোকদের হস্তে দশ ১০ সহস্র তালন্ত রৌপ্য দিব। তখন রাজা আপন হস্ত হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া যিহূদীদের শত্রু অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র ১১ হামনকে দিলেন। আর রাজা হামনকে কহিলেন, সেই রৌপ্য ও সেই জাতি তোমাকে দত্ত হইল, তুমি তাহাদের প্রতি ১২ যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর। পরে প্রথম মাসের ত্রয়োদশ দিনে রাজলেখকেরা আহূত হইল; সেই দিন হামনের সমস্ত আজ্ঞানুসারে রাজার নিযুক্ত ক্ষিতিপাল সকলের ও প্রত্যেক প্রদেশের অধ্যক্ষগণের, এবং প্রত্যেক জাতির প্রধানবর্গের কাছে, প্রত্যেক প্রদেশের অক্ষর ও প্রত্যেক জাতির ভাষানুসারে পত্র লিখিত হইল, তাহা অহশ্বেরশ রাজার নামে লিখিত ও রাজার ১৩ অঙ্গুরীয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। আর এই মর্ম্মের পত্র ধাবকগণ দ্বারা রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশে প্রেরিত হইল যে, এক দিনে অর্থাৎ অদর নামক দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে যুবা ও বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রী শুদ্ধ সমস্ত যিহূদী লোককে সংহার, বধ ও বিনাশ, এবং তাহাদের দ্রব্য লুট ১৪ করিতে হইবে। সেই আজ্ঞা যেন প্রত্যেক প্রদেশে প্রদত্ত হয়, এই জন্য সেই লিপির এক অনুলিপি সকল জাতির নিকটে প্রচারিত হইল, যাহাতে সেই ১৫ দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হয়। ধাবকগণ রাজাজ্ঞা পাইয়া সত্বর বাহিরে গেল; এবং সেই আজ্ঞা শূশন রাজধানীতে প্রচারিত হইল; পরে রাজা ও হামন পান করিতে বসিলেন, কিন্তু শূশন নগরের সকল লোক উদ্বিগ্ন হইল।

রাজার কাছে ইষ্টেরের প্রার্থনা।

৪ পরে মর্দখয় এই সকল ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িলেন, এবং চট পরিধান ও ভস্ম লেপন করিয়া নগরের মধ্যে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে তীব্র ক্রন্দন ২ করিলেন। পরে তিনি রাজদ্বারের সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিলেন, কিন্তু চট পরিয়া রাজ-দ্বারে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। ৩ আর প্রত্যেক প্রদেশের যে কোন স্থানে রাজার বাক্য ও আজ্ঞা উপস্থিত হইল, সেই স্থানে যিহূদিগণের মধ্যে মহাশোক, উপবাস, রোদন ও বিলাপ হইল, এবং অনেকে চটে ও ভস্মে শয্যা পাতিল।

৪ পরে ইষ্টেরের দাসীগণ ও নপুংসকেরা আসিয়া ঐ কথা তাঁহাকে জ্ঞাত করিল; তাহাতে রাণী অতিশয় মনস্তাপিতা হইয়া মর্দখয়কে চট পরিত্যাগ ও বস্ত্র পরিধান করাইবার জন্য বস্ত্র প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। ৫ তখন ইষ্টের আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাজ-নপুংসক হথককে ডাকিয়া, কি হই-য়াছে ও কেন হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য মর্দখয়ের কাছে যাইতে আজ্ঞা করি-৬ লেন। পরে হথক রাজদ্বারের সম্মুখস্থ নগরের চকে মর্দখয়ের নিকটে গেলেন। ৭ তাহাতে মর্দখয় আপনার প্রতি যাহা যাহা ঘটিয়াছে, এবং যিহূদীদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য হামন যে পরিমাণের রৌপ্য রাজ-ভাণ্ডারে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ৮ তাহা তাঁহাকে জানাইলেন। আর তাহা-দের বিনাশার্থে যে আজ্ঞাপত্র শূশনে দত্ত হইয়াছে, তাহার একখানি অনুলিপি তাঁহাকে দিয়া ইষ্টেরকে তাহা দেখাইতে ও আজ্ঞা করিতে বলিলেন, এবং তিনি যেন রাজার নিকটে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কাছে বিনতি ও স্বজাতির জন্য অনুরোধ করেন, এমন আদেশ করিতে বলিলেন। ৯ পরে হথক আসিয়া মর্দখয়ের কথা ইষ্টেরকে জ্ঞাত করিলেন।

১০ তখন ইষ্টের হথককে এই কথা বলিয়া মর্দখয়ের কাছে যাইতে আজ্ঞা করিলেন, ১১ রাজার দাসগণ ও রাজার অধীন প্রদেশ-সমূহের প্রজারা সকলেই জানে, পুরুষ কি স্ত্রী, যে কেহ আহূত না হইয়া ভিতরের প্রাঙ্গণে রাজার নিকটে যায়, তাহার জন্য একমাত্র ব্যবস্থা এই যে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; কেবল যে ব্যক্তির প্রতি রাজা স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করেন, সেইমাত্র বাঁচে; আর, ত্রিশ দিন অবধি আমি রাজার নিকটে যাইবার জন্য আহূতা হই ১২ নাই। ইষ্টেরের এই কথা মর্দখয়কে ১৩ জ্ঞাত করা হইল। তখন মর্দখয় ইষ্টেরকে এই উত্তর দিতে কহিলেন, সমস্ত যিহূদীর মধ্যে কেবল তুমি রাজবাটীতে থাকাতে রক্ষা পাইবে, তাহা মনে করিও না। ১৪ ফলে যদি তুমি এ সময়ে সর্ব্বতোভাবে নীরব হইয়া থাক, তবে অন্য কোন স্থান হইতে যিহূদীদের উপকার ও নিস্তার ঘটিবে, কিন্তু তুমি আপন পিতৃকুলের সহিত বিনষ্ট হইবে; আর কে জানে যে, তুমি এই প্রকার সময়ের জন্যই রাজ্ঞীপদ পাও নাই?

১৫ তখন ইষ্টের মর্দখয়কে এই উত্তর ১৬ দিতে আজ্ঞা করিলেন, তুমি যাও, শূশনে উপস্থিত সমস্ত যিহূদীকে একত্র কর, এবং সকলে আমার নিমিত্ত উপবাস কর, তিন দিবস, দিনে কি রাত্রিতে কিছু আহার করিও না, কিছু পানও করিও না, আর আমিও আমার দাসীরাও তদ্রূপ উপবাস করিব; এইরূপে আমি রাজার নিকটে

যাইব, তাহা ব্যবস্থাবিরুদ্ধ হইলেও যাইব, আর যদি বিনষ্ট হইতে হয়, হইব। ১৭ পরে মর্দখয় গিয়া ইষ্টেরের সমস্ত আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলেন।

৫ আর তৃতীয় দিনে ইষ্টের রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজার গৃহের ভিতরে প্রাঙ্গণে রাজার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তৎকালে রাজা রাজবাটীতে গৃহদ্বারের সম্মুখে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ২ আর রাজা যখন দেখিলেন যে ইষ্টের রাণী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন রাজার দৃষ্টিতে ইষ্টের অনুগ্রহ পাইলেন, রাজা ইষ্টেরের প্রতি আপন হস্তস্থিত স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করিলেন; তাহাতে ইষ্টের নিকটে আসিয়া রাজদণ্ডের অগ্রভাগ স্পর্শ করিলেন। ৩ পরে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইষ্টের রাণি, তুমি কি চাও? তোমার অনুরোধ কি? রাজ্যের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হইলেও তাহা তোমাকে দেওয়া যাইবে। ৪ ইষ্টের উত্তর করিলেন, যদি মহারাজের ভাল বোধ হয়, তবে আমি আপনার জন্য যে ভোজ প্রস্তুত করিয়াছি, মহারাজ ও হামন সেই ভোজে অদ্য আগমন করুন। ৫ তখন রাজা কহিলেন, ইষ্টেরের কথামতে যেন কার্য্য হয়, সেই জন্য হামনকে ত্বরা করিতে বল। পরে রাজা ও হামন ইষ্টেরের প্রস্তুত ভোজে গেলেন।

৬ পরে দ্রাক্ষারস সহযুক্ত ভোজের সময়ে রাজা ইষ্টেরকে কহিলেন, তোমার নিবেদন কি? তাহা তোমাকে দেওয়া যাইবে; তোমার অনুরোধ কি? রাজ্যের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হইলেও তাহা সিদ্ধ হইবে। ৭ তাহাতে ইষ্টের উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার নিবেদন ও অনুরোধ এই, ৮ আমি যদি মহারাজের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, এবং আমার নিবেদন গ্রাহ্য করিতে ও আমার অনুরোধ সিদ্ধ করিতে যদি মহারাজের ভাল বোধ হয়, তবে আমি আপনাদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিব, মহারাজ ও হামন সেই ভোজে আগমন করুন; এবং আমি কল্য মহারাজের আজ্ঞানুসারে [উত্তর] করিব।

মর্দখয়ের মর্য্যাদা প্রাপ্তি।

৯ সেই দিন হামন আহ্লাদিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বাহিরে গেল, কিন্তু যখন রাজদ্বারে মর্দখয়ের দেখা পাইল, এবং তিনি তাহার সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন না ও সরিলেন না, তখন হামন মর্দখয়ের ১০ প্রতি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। তথাপি হামন ক্রোধ সম্বরণ করিল, এবং নিজ গৃহে আসিয়া আপন বন্ধুদিগকে ও আপন ১১ স্ত্রী সেরশকে ডাকিয়া আনাইল। আর হামন তাহাদের কাছে আপন ঐশ্বর্য্যের প্রতাপ ও সন্তান-বাহুল্যের কথা, এবং রাজা কিরূপে সকল বিষয়ে তাহাকে উচ্চ পদ দিয়াছেন ও কিরূপে তাহাকে অধ্যক্ষগণ ও রাজার দাসগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন, এই সমস্ত তাহাদের ১২ কাছে বর্ণনা করিল। হামন আরও কহিল, ইষ্টের রাণী আপনার প্রস্তুত ভোজে রাজার সহিত আর কাহাকেও আনান নাই, কেবল আমাকেই আনাইয়াছিলেন; কল্যও আমি রাজার সহিত ১৩ তাঁহার কাছে নিমন্ত্রিত আছি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমি রাজদ্বারে উপবিষ্ট যিহূদী মর্দখয়কে দেখিতে পাই, সে পর্য্যন্ত এই সকলেতেও আমার শান্তি বোধ হয় না।

১৪ তখন তাহার স্ত্রী সেরশ ও সমস্ত বন্ধু তাহাকে কহিল, তুমি পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ এক ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করাও; আর মর্দখয়কে তাহার উপরে ফাঁশি দিবার জন্য কল্য প্রাতঃকালে রাজার কাছে নিবেদন কর; পরে হৃষ্ট হইয়া রাজার সহিত ভোজে যাও। তখন হামন এই কথায় তুষ্ট হইয়া সেই ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করাইল।

৬ সেই রাত্রিতে রাজার নিদ্রা দূর হইল, আর তিনি স্মরণীয় ইতিহাস-পুস্তক আনিতে আজ্ঞা করিলেন; পরে রাজার সাক্ষাতে সেই পুস্তক পাঠ করা হইল। ২ আর তন্মধ্যে লিখিত এই কথা পাওয়া গেল, রাজার নপুংসক বিগ্‌থন ও তেরশ নামে দুই জন দ্বারপাল অহশ্বেরশ রাজার উপরে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে মর্দখয় ৩ তাহার সংবাদ দিয়াছিলেন। রাজা কহিলেন, ইহার নিমিত্ত মর্দখয়ের কি সম্মান ও পদবৃদ্ধি করা গিয়াছে? রাজার পরিচর্য্যাকারী ভৃত্যেরা কহিল, তাঁহার ৪ পক্ষে কিছুই করা যায় নাই। পরে রাজা কহিলেন, প্রাঙ্গণে কে আছে? তখন হামন আপনার প্রস্তুত ফাঁশিকাষ্ঠে মর্দখয়কে ফাঁশি দিবার জন্য রাজার কাছে নিবেদন করিতে রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে ৫ আসিয়াছিল। রাজার ভৃত্যগণ কহিল, দেখুন, হামন প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। রাজা কহিলেন, সে ভিতরে আইসুক। ৬ তখন হামন ভিতরে আসিলে রাজা তাহাকে কহিলেন, রাজা যাহার সমাদর করিতে চাহেন, তাহার প্রতি কি করা কর্ত্তব্য? হামন মনে মনে ভাবিল, রাজা আমা ব্যতিরেকে আর কাহার সমাদর ৭ করিতে চাহিবেন? অতএব হামন রাজাকে কহিল, মহারাজ যাহার সমাদর ৮ করিতে চাহেন, তাহার নিমিত্ত মহারাজের পরিধেয় রাজকীয় পরিচ্ছদ, আর মহারাজ যাহার উপরে আরোহণ করিয়া থাকেন, এবং যাহার মস্তকে একটা রাজমুকুট স্থাপিত হইয়া থাকে, সেই অশ্ব আনীত ৯ হউক; আর সেই পরিচ্ছদ ও অশ্ব মহারাজের এক জন অতি প্রধান অধ্যক্ষের হস্তে সমর্পিত হউক; এবং মহারাজ যাহার সমাদর করিতে চাহেন, সে সেই রাজকীয় পরিচ্ছদপরিহিত হউক; পরে তাহাকে সেই অশ্বারোহণে নগরের চকে লইয়া যাওয়া হউক, এবং তাহার অগ্রে অগ্রে এই কথা ঘোষণা করা হউক, রাজা যাঁহার সমাদর করিতে চাহেন, তাঁহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা যাইবে। ১০ রাজা হামনকে কহিলেন, তুমি সত্বর হও, সেই পরিচ্ছদ ও অশ্ব লইয়া যেমন কহিলে, তেমনি রাজদ্বারে উপবিষ্ট যিহূদী মর্দখয়ের প্রতি কর; তুমি যে সকল কথা কহিলে, তাহার কিছু ত্রুটি করিও না। ১১ তখন হামন সেই পরিচ্ছদ ও অশ্ব লইল, মর্দখয়কে পরিচ্ছদ পরাইয়া দিল, এবং অশ্বারোহণে নগরের চকে গমন করাইল, আর তাঁহার অগ্রে অগ্রে এই কথা ঘোষণা করিল, রাজা যাঁহার সমাদর করিতে চাহেন, তাঁহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা যাইবে।

১২ পরে মর্দখয় রাজদ্বারে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু হামন শোকান্বিত হইয়া বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করিয়া সত্বর আপন ১৩ গৃহে চলিয়া গেল। আর হামন আপন স্ত্রী সেরশকে ও সমস্ত বন্ধুকে আপনার সম্বন্ধীয় সকল ঘটনার কথা কহিল; তাহাতে তাহার জ্ঞানবান লোকেরা ও

তাহার স্ত্রী সেরশ তাহাকে কহিল, যাহার সম্মুখে তোমার এই পতনের আরম্ভ হইল, সেই মর্দ্দখয় যদি যিহূদী বংশীয় লোক হয়, তবে তুমি তাহাকে জয় করিতে পারিবে না, বরং তুমি তাহার সম্মুখে নিশ্চয়ই
১৪ পতিত হইবে। তাহারা তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ইতিমধ্যে রাজ-নপুংসকেরা আসিয়া ইষ্টেরের প্রস্তুত ভোজে হামনকে উপস্থিত করিবার জন্য ত্বরা করিল।

হামনের বিনাশ, মর্দ্দখয়ের পদোন্নতি।

৭ পরে রাজা ও হামন ইষ্টের রাণীর
২ সহিত পান করিতে আসিলেন। আর রাজা সেই দ্বিতীয় দিনে দ্রাক্ষারস সহযুক্ত ভোজের সময়ে ইষ্টেরকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ইষ্টের রাণি, তোমার নিবেদন কি? তাহা তোমাকে দেওয়া যাইবে; এবং তোমার অনুরোধ কি? রাজ্যের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হইলেও তাহা সিদ্ধ করা যাইবে।
৩ তখন ইষ্টের রাণী উত্তর করিলেন, মহারাজ, আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, ও যদি মহারাজের ভাল বোধ হয়, তবে আমার নিবেদনে আমার প্রাণ, ও আমার অনুরোধে আমার জাতি
৪ আমাকে দত্ত হউক; কেননা আমি ও আমার স্বজাতি, আমরা সংহারিত, নিহত ও বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত বিক্রীত হইয়াছি। যদি আমরা কেবল দাস দাসী হইবার জন্য বিক্রীত হইতাম, তবে আমি নীরব থাকিতাম; কিন্তু তাহা হইলেও মহারাজের ক্ষতিপূরণ করা বিপক্ষের
৫ অসাধ্য হইত। তখন অহশ্বেরশ রাজা ইষ্টের রাণীকে কহিলেন, এমন কার্য্য করিবার মানস যাহার অন্তরে জন্মিয়াছে,
৬ সে কে? আর সে কোথায়? ইষ্টের কহিলেন, এক জন বিপক্ষ ও শত্রু, সে এই দুষ্ট হামন। তখন হামন রাজার ও
৭ রাণীর সাক্ষাতে ত্রাসযুক্ত হইল। পরে রাজা ক্রোধবশতঃ দ্রাক্ষারস পান হইতে উঠিয়া রাজবাটীর উদ্যানে গেলেন; আর হামন ইষ্টের রাণীর কাছে আপন প্রাণ ভিক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইল, কেননা সে দেখিল, রাজা হইতে তাহার অমঙ্গল
৮ অবধারিত। পরে রাজা রাজবাটীর উদ্যান হইতে দ্রাক্ষারস সহযুক্ত ভোজের স্থানে ফিরিয়া আসিলেন; তখন ইষ্টের যে আসনে উপবিষ্টা ছিলেন, হামন তাহার উপরে পতিত ছিল; তাহাতে রাজা কহিলেন, এ ব্যক্তি কি গৃহমধ্যে আমার সাক্ষাতে রাণীকে বলাৎকারও করিবে? এই কথা রাজার মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র লোকেরা হামনের মুখ
৯ আচ্ছাদন করিল। পরে রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হর্বোণা নামে এক নপুংসক কহিল, দেখুন, যে মর্দ্দখয় মহারাজের পক্ষে হিত-জনক সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য হামন পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ ফাঁশি-কাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা হামনের বাটীতে স্থাপিত আছে। রাজা কহিলেন, তাহারই উপরে ইহাকে ফাঁশি দেও।
১০ তাহাতে হামন মর্দ্দখয়ের জন্য যে ফাঁশি-কাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছিল, লোকেরা তাহার উপরে হামনকে ফাঁশি দিল; তখন রাজার ক্রোধ প্রশমিত হইল।

৮ সেই দিন অহশ্বেরশ রাজা ইষ্টের রাণীকে যিহূদীদের শত্রু হামনের বাটী দান করিলেন। আর মর্দ্দখয় রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন, কেননা মর্দ্দখয়

ইষ্টেরের কে, তাহা ইষ্টের জানাইয়া-
২ ছিলেন। পরে রাজা হামন হইতে নীত আপনার অঙ্গুরীয় খুলিয়া মর্দখয়কে দিলেন, এবং ইষ্টের হামনের বাটীর উপরে মর্দখয়কে নিযুক্ত করিলেন।

যিহূদীদের নিমিত্ত ইষ্টেরের নিবেদন।

৩ পরে ইষ্টের রাজার কাছে পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন, ও তাঁহার চরণে পড়িয়া রোদন করিতে করিতে অগাগীয় হামনের [অভিপ্রেত] অমঙ্গল, অর্থাৎ যিহূদীদের বিরুদ্ধে তাহার সঙ্কল্পিত কুমন্ত্রণা নিবারণার্থে তাঁহার কাছে সাধ্যসাধনা করিলেন।
৪ তখন রাজা ইষ্টেরের দিকে স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করাতে ইষ্টের উঠিয়া রাজার
৫ সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যদি মহারাজের ভাল বোধ হয়, এবং আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, আর এই কার্য্য মহারাজের দৃষ্টিতে ন্যায্য বোধ হয়, ও আমি আপনার সন্তোষকারিণী হই, তবে মহারাজের অধীন যাবতীয় প্রদেশস্থ যিহূদীদিগকে বিনষ্ট করণার্থে অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামনের কুমন্ত্রণা সম্বলিত যে সকল পত্র লিখিত হইয়াছে, সে সকল ব্যর্থ করিবার জন্য
৬ লেখা হউক। কেননা আমার জাতির প্রতি যে অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা দেখিয়া আমি কিরূপে সহ্য করিতে পারি? আর আপন জ্ঞাতি কুটুম্বের বিনাশ দেখিয়া কিরূপে সহ্য করিতে পারি?

৭ তখন অহশ্বেরশ রাজা ইষ্টের রাণীকে ও যিহূদী মর্দখয়কে কহিলেন, দেখ, আমি ইষ্টেরকে হামনের বাটী দিয়াছি, এবং হামনকে ফাঁশিকাষ্ঠে ফাঁশি দেওয়া হইয়াছে, কেননা সে যিহূদীদের উপরে
৮ হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। এখন তোমরা আপনাদের অভিমতানুসারে রাজার নামে যিহূদীদের পক্ষে পত্র লিখ, ও রাজার অঙ্গুরীয়ে তাহা মুদ্রাঙ্কিত কর; কেননা রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়ে মুদ্রাঙ্কিত পত্র অন্যথা করিবার যো নাই।
৯ তখন তৃতীয় মাসের অর্থাৎ সীবন মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে রাজ-লেখকেরা আহূত হইল, আর মর্দখয়ের সমস্ত আজ্ঞানুসারে যিহূদীদিগকে, ক্ষিতিপালদিগকে, এবং হিন্দুস্থান অবধি কূশ দেশ পর্য্যন্ত এক শত সাতাইশ প্রদেশের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের অক্ষরানুসারে ও প্রত্যেক জাতির ভাষানুসারে দেশাধ্যক্ষগণকে ও প্রদেশ সকলের প্রধানবর্গকে এবং যিহূদীদের অক্ষর ও ভাষানুসারে তাহা-
১০ দিগকে পত্র লেখা গেল। তাহা অহশ্বেরশ রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল, পরে দ্রুতগামী বাহনারূঢ় অর্থাৎ বড়বাজাত রাজকীয় অশ্বে আরূঢ় ধাবকগণের হস্ত দ্বারা সেই
১১ সকল পত্র প্রেরিত হইল। তদ্দ্বারা রাজা যিহূদীদিগকে এই অনুমতি দিলেন যে, অহশ্বেরশ রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশ এক দিনে, অর্থাৎ অদর নামক
১২ দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে, তাহারা প্রত্যেক নগরে একত্র হইয়া আপন আপন প্রাণরক্ষার্থে দণ্ডায়মান হইতে, এবং যে কোন জাতি কি প্রদেশ তাহাদের বিপক্ষতা করে, তাহার সমস্ত বল অর্থাৎ সেই বিপক্ষগণকে ও তাহাদের বালক বালিকা ও স্ত্রী সকলকে সংহার, বধ ও বিনাশ করিতে এবং তাহাদের দ্রব্য
১৩ সকল লুট করিতে পারিবে। আর

প্রত্যেক প্রদেশে রাজাজ্ঞা বলিয়া প্রচারিত হইবার জন্য, এবং যিহূদীরা যেন আপন শত্রুদের প্রতিশোধ দানার্থে সেই দিনের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য সেই লিপির অনুলিপি সমস্ত জাতিকে ১৪ জ্ঞাত করা গেল। পরে দ্রুতগামী রাজকীয় বাহনারূঢ় ধাবকগণ রাজার আজ্ঞায় ত্বরিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়া যাত্রা করিল, এবং সেই আজ্ঞা শূশন রাজধানীতে প্রদত্ত হইল।

১৫ পরে মর্দখয় নীল ও শুক্লবর্ণ রাজকীয় পরিচ্ছদপরিহিত, সুবর্ণময় বৃহৎ মুকুটে ভূষিত, এবং মসীনাসূত্রের বেগুনে বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইয়া রাজার সম্মুখ হইতে বাহিরে গেলেন; আর শূশন রাজধানী ১৬ হর্ষনাদ ও আনন্দ করিল। যিহূদীরা দীপ্তি, আনন্দ, আমোদ ও সম্মান প্রাপ্ত ১৭ হইল। আর প্রতিপ্রদেশে ও প্রতিনগরে যে কোন স্থানে রাজার ঐ বাক্য ও আজ্ঞা উপস্থিত হইল, সেই স্থানে যিহূদীদের আনন্দ, আমোদ, ভোজ ও সুখের দিন হইল। আর দেশীয় জাতি সকলের অনেক লোক যিহূদি-মতাবলম্বী হইল, কেননা যিহূদীদের হইতে তাহাদের ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছিল।

যিহূদীদের রক্ষা।

৯ পরে দ্বাদশ মাসের অর্থাৎ অদর মাসের যে ত্রয়োদশ দিবসে রাজার ঐ বাক্য ও আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, অর্থাৎ যে দিন যিহূদীদের শত্রুগণ তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করিবার অপেক্ষা করিয়াছিল, সেই দিন এমন বিপরীত ঘটনা হইল যে, যিহূদীরাই আপনাদের বিদ্বেষীদের উপরে ২ প্রভুত্ব করিল। যিহূদীরা আপনাদের হিংসাচেষ্টাকারীদের উপরে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অহশ্বেরশ রাজার সমস্ত প্রদেশে আপন আপন নগরে একত্র হইল, এবং তাহাদের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিল না, কেননা তাহাদের হইতে সমস্ত জাতির ত্রাস উৎপন্ন ৩ হইয়াছিল। আর প্রদেশ সকলের প্রধানবর্গ, ক্ষিতিপাল, দেশাধ্যক্ষগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ সকলে যিহূদীদের সাহায্য করিলেন, কারণ মর্দখয় হইতে তাঁহা- ৪ দের ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছিল। কেননা মর্দখয় রাজবাটীর মধ্যে মহান্ ছিলেন, ও তাঁহার যশ সকল প্রদেশে ব্যাপ্ত হইল, বস্তুতঃ সেই মর্দখয় উত্তরোত্তর ৫ মহান্ হইয়া উঠিলেন। আর যিহূদীরা আপনাদের সমস্ত শত্রুকে খড়্গাঘাত, সংহার ও বিনাশ করিল; তাহারা তাহাদের বিদ্বেষীদের প্রতি যাহা ইচ্ছা ৬ তাহাই করিল। আর শূশন রাজধানীতে যিহূদিগণ পাঁচ শত লোককে বধ ৭ ও বিনাশ করিল। আর পর্শন্দাথঃ ৮ দল্‌ফোন, অস্পাথঃ, পোরাথঃ, অদলিয়ঃ, অরীদাথঃ, পর্মস্ত, অরীষয়, অরীদয় ও ৯ বয়িষাথঃ, যিহূদীদের শত্রু হম্মদাথার পুত্র হামনের এই দশ পুত্রকে তাহারা ১০ বধ করিল, কিন্তু লুটে হস্তক্ষেপ করিল না।

১১ যাহারা শূশন রাজধানীতে হত হইল, তাহাদের সংখ্যা সেই দিন রাজার কাছে ১২ আনীত হইল। রাজা ইষ্টের রাণীকে কহিলেন, যিহূদীরা শূশন রাজধানীতে পাঁচ শত লোককে ও হামনের দশ পুত্রকে বধ ও বিনাশ করিয়াছে; না জানি, রাজার অধীন অন্য সকল প্রদেশে

কি করিয়াছে। এখন তোমার নিবেদন কি? তাহা তোমাকে দত্ত হইবে; এবং তোমার আর অনুরোধ কি? তাহা
১৩ করা হইবে। ইষ্টের কহিলেন, যদি রাজার ভাল বোধ হয়, তবে অদ্যকার মত কল্যও করিবার অনুমতি শূশনস্থ যিহূদিগণকে দত্ত হউক, এবং হামনের দশ পুত্রকে ফাঁশিকাষ্ঠে টাঙ্গান যাউক।
১৪ পরে রাজা তাহা করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং সেই আজ্ঞা শূশনে প্রচারিত হইল, তাহাতে লোকেরা হামনের দশ পুত্রকে
১৫ ফাঁশি দিল। আর শূশনস্থ যিহূদীরা অদর মাসের চতুর্দ্দশ দিনেও একত্র হইয়া শূশনে তিন শত লোককে বধ করিল, কিন্তু লুটে হস্তক্ষেপ করিল
১৬ না। আর রাজার নানা প্রদেশ-নিবাসী অন্য সকল যিহূদীরাও একত্র হইয়া আপন আপন প্রাণের জন্য দণ্ডায়মান হইল, এবং আপনাদের শত্রুগণ হইতে বিশ্রাম পাইল, বিদ্বেষীদের পঁচাত্তর সহস্র লোককে বধ করিল, কিন্তু লুটে
১৭ হস্তক্ষেপ করিল না। তাহারা অদর মাসের ত্রয়োদশ দিনে এই কার্য্য করিল, এবং চতুর্দ্দশ দিনে বিশ্রাম করিয়া সেই দিনকে ভোজনপান ও আনন্দের দিন
১৮ করিল। কিন্তু শূশনস্থ যিহূদীরা ঐ মাসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ দিনে একত্র হইল, এবং পঞ্চদশ দিনে বিশ্রাম করিল, ও সেই দিনকে ভোজনপান ও
১৯ আনন্দের দিন করিল। এই কারণ পল্লীগ্রামের অর্থাৎ প্রাচীরবিহীন নগর-সমূহের নিবাসী যিহূদীরা অদর মাসের চতুর্দ্দশ দিনকে আনন্দের, ভোজন-পানের, সুখের ও পরস্পর ভাগ পাঠাই-বার দিন বলিয়া মানে।

পূরীম পর্ব্ব স্থাপন। মর্দখয়ের মহত্ব।

২০ পরে মর্দখয় এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলেন, এবং অহশ্বেরশ রাজার অধীন নিকটস্থ কি দূরস্থ সকল প্রদেশে যে সকল যিহূদী থাকিত, তাহাদের কাছে
২১ পত্র পাঠাইয়া আজ্ঞা করিলেন, যেন তাহারা বৎসর বৎসর অদর মাসের চতুর্দ্দশ ও সেই মাসের পঞ্চদশ দিন
২২ পালন করে, অর্থাৎ যে দুই দিন যিহূদীরা আপনাদের শত্রুগণ হইতে বিশ্রাম পাইয়াছিল, এবং যে মাসে তাহাদের দুঃখ সুখে ও শোক মঙ্গল-দিনে পরিণত হইয়াছিল, সেই মাসের সেই দুই দিন যেন তাহারা ভোজনপান ও আনন্দ এবং আপন আপন বন্ধুর কাছে ভাগ ও দরিদ্রদের কাছে দান পাঠাইবার দিন
২৩ বলিয়া মানে। তাহাতে যিহূদীরা যেমন আরম্ভ করিয়াছিল ও মর্দখয় তাহাদিগকে যেমন লিখিয়াছিলেন, তাহারা সেইরূপ
২৪ করিতে সম্মত হইল; কারণ সমস্ত যিহূদীর শত্রু অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র যে হামন, সে যিহূদীদিগকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহাদিগকে লুপ্ত ও বিনষ্ট করিবার নিমিত্তে পূর
২৫ অর্থাৎ গুলিবাঁট করিয়াছিল; কিন্তু রাজার সাক্ষাতে সেই বিষয় উপস্থিত হইলে তিনি এই আজ্ঞাপত্র দিলেন, হামন যিহূদীদের বিরুদ্ধে যে কুসঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা তাহারই মস্তকে বর্ত্তুক; লোকে তাহাকে ও তাহার পুত্রগণকে
২৬ ফাঁশিকাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া দিউক। তজ্জন্য পূর [গুলিবাঁট] নামানুসারে সেই দুই দিনের নাম পূরীম হইল। অতএব সেই পত্রের সকল কথা প্রযুক্ত, এবং সেই

বিষয়ে তাহারা যাহা দেখিয়াছিল, ও ২৭ তাহাদের প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত যিহূদিগণ আপনাদের ও আপন আপন বংশের ও যিহূদি-মতাবলম্বী সকলের কর্ত্তব্য বলিয়া ইহা স্থির করিল যে, তৎসম্পর্কীয় লিখিত আজ্ঞা ও নিরূপিত সময়ানুসারে তাহারা বৎসর বৎসর ঐ দুই দিন পালন করিবে, কোন রূপে ২৮ তাহার ক্রটি করিবে না। আর পুরুষপরম্পরায় প্রত্যেক গোষ্ঠীতে, প্রত্যেক প্রদেশে ও প্রত্যেক নগরে সেই দুই দিন স্মরণ ও পালন করিতে হইবে; এবং পূরীমের সেই দুই দিন যিহূদীদের মধ্য হইতে কখনও লুপ্ত হইবে না, আব তাহাদের বংশের মধ্য হইতে তাহার স্মৃতির লোপ হইবে না।

২৯ পরে অবীহয়িলের কন্যা ইষ্টের রাণী ও যিহূদী মর্দখয় পূরীম দিন বিষয়ক এই দ্বিতীয় পত্র স্থির করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতার ৩০ সহিত লিখিলেন। আর অহশ্বেরশ রাজার অধিকারস্থ এক শত সাতাইশ প্রদেশে সমস্ত যিহূদীর নিকটে মর্দখয় শান্তির ও সত্যের কথা সম্বলিত পত্র ৩১ পাঠাইয়া, নিরূপিত কালে পূরীমের সেই দুই দিন পালন করিবার বিষয় স্থির করিলেন; যেমন উপবাস ও ক্রন্দনের বিষয়ে যিহূদী মর্দখয় ও ইষ্টের রাণী যিহূদীদের জন্য স্থির করিয়াছিলেন, এবং যেমন তাহারাও আপনাদের জন্য ও আপন আপন বংশের জন্য স্থির করিয়া- ৩২ ছিল। আর ইষ্টেরের আজ্ঞায় পূরীম বিষয়ক এই বিধি স্থির হইল, ও তাহা পুস্তকে লিখিত হইল।

১০ সেই অহশ্বেরশ রাজা স্থলে ও সমুদ্রের দ্বীপসমূহে কর নিরূপণ করি- ২ লেন। আর তাঁহার ক্ষমতার ও পরাক্রমের সকল কথা, এবং রাজা মর্দখয়কে যে মহত্ত্ব দিয়া উচ্চপদান্বিত করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ কি মাদিয়া ও পারস্যের রাজগণের ইতিহাস- ৩ পুস্তকে লিখিত নাই? বস্তুতঃ এই যিহূদী মর্দখয় অহশ্বেরশ রাজার প্রধান অমাত্য এবং যিহূদীদের মধ্যে মহান্, আপন ভ্রাতৃসমূহের মধ্যে প্রিয়পাত্র ও স্বজাতীয় লোকদের হিতৈষী এবং আপন সমস্ত বংশের পক্ষে শান্তিবাদী ছিলেন।

ইয়োবের বিবরণ।

ইয়োবের সম্পদ ও বিপদ।

১ উষ দেশে ইয়োব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন; তিনি সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়- ২ শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী ছিলেন। তাঁহার ৩ সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। তাঁহার সাত সহস্র মেষ, তিন সহস্র উষ্ট্র, পাঁচ শত যোড়া বলদ ও পাঁচ শত গর্দ্দভী, এই পশুধন, এবং অনেক দাস দাসী ছিল; বস্তুতঃ পূর্ব্বদেশের লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ ছিলেন।

৪ তাঁহার পুত্রগণ প্রত্যেকে আপন আপন দিনে গিয়া আপন আপন গৃহে ভোজ প্রস্তুত করিত, এবং লোক পাঠাইয়া আপনাদের তিন ভগিনীকেও আপনাদের

সঙ্গে ভোজনপান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ
৫ করিত। পরে তাহাদের ভোজের দিন-
পর্য্যায় গত হইলে ইয়োব তাহাদিগকে
আনাইয়া পবিত্র করিতেন, আর প্রত্যূষে
উঠিয়া তাহাদের সকলের সংখ্যানুসারে
হোম করিতেন; কারণ ইয়োব বলিতেন,
কি জানি, আমার পুত্রগণ পাপ করিয়া
মনে মনে ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়াছে।
ইয়োব সতত এইরূপ করিতেন।

৬ এক দিন ঈশ্বরের পুত্রেরা সদাপ্রভুর
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত
হন, তাঁহাদের মধ্যে শয়তান*ও উপ-
৭ স্থিত হইল। সদাপ্রভু শয়তানকে কহি-
লেন, তুমি কোথা হইতে আসিলে?
শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কহিল,
আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও তথায় ইতস্ততঃ
৮ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। তাহাতে সদা-
প্রভু শয়তানকে কহিলেন, আমার দাস
ইয়োবের উপরে কি তোমার মন পড়ি-
য়াছে? কেননা তাহার তুল্য সিদ্ধ ও
সরল, ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী
৯ লোক পৃথিবীতে কেহই নাই। শয়তান
উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিল, ইয়োব
কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে?
১০ তুমি তাহার চারিদিকে, তাহার বাটীর
চারিদিকে ও তাহার সর্ব্বস্বের চারিদিকে
কি বেড়া দেও নাই? তুমি তাহার
হস্তের কার্য্য আশীর্ব্বাদযুক্ত করিয়াছ,
এবং তাহার পশুধন দেশময় ব্যাপি-
১১ য়াছে। কিন্তু তুমি একবার হস্ত বিস্তার
করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব স্পর্শ কর, তবে
সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে
১২ জলাঞ্জলি দিবে। তখন সদাপ্রভু শয়-
তানকে কহিলেন, দেখ, তাহার সর্ব্বস্বই
তোমার হস্তগত; তুমি কেবল তাহার
উপরে হস্তক্ষেপ করিও না। তাহাতে
শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে বাহিরে
গেল।

১৩ পরে কোন এক দিন ইয়োবের পুত্র-
কন্যাগণ তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে
ভোজন ও দ্রাক্ষারস পান করিতেছিল,
১৪ এমন সময়ে ইয়োবের নিকটে এক দূত
আসিয়া কহিল, বলদেরা হাল বহিতে-
ছিল, এবং গর্দ্দভীরা তাহাদের পার্শ্বে
১৫ চরিতেছিল, ইতিমধ্যে শিবায়ীয়েরা আক্র-
মণ করিয়া সে সকল লইয়া গেল, এবং
খড়্গধারে যুবকগণকে নষ্ট করিল; আপ-
নাকে সংবাদ দিতে কেবল একা আমি
১৬ রক্ষা পাইয়াছি। সে কথা কহিতেছিল,
ইতিমধ্যে আর এক জন আসিয়া কহিল,
আকাশ হইতে ঈশ্বরের অগ্নি পতিত
হইয়া মেষপাল ও যুবকগণকে দাহ
করিল, তাহাদিগকে গ্রাস করিল; আপ-
নাকে সংবাদ দিতে কেবল একা আমি
১৭ রক্ষা পাইয়াছি। সে কথা কহিতেছিল,
ইতিমধ্যে আর এক জন আসিয়া কহিল,
কল্‌দীয়েরা তিন দল হইয়া উষ্ট্রপাল
আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া
গেল, এবং খড়্গধারে যুবকগণকে বধ
করিল; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল
১৮ একা আমি রক্ষা পাইয়াছি। সে কথা
কহিতেছিল, ইতিমধ্যে আর এক জন
আসিয়া কহিল, আপনার পুত্রকন্যাগণ
তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে ভোজন ও
১৯ দ্রাক্ষারস পান করিতেছিলেন, আর
দেখুন, প্রান্তরের পার হইতে একটা
ভারী ঝড় উঠিয়া গৃহটীর চারি কোণে
লাগিল, আর যুবকগণের উপরে গৃহ
পতিত হইল, তাহাতে তাঁহারা মারা

* (অর্থাৎ) সেই বিপক্ষ।

পড়িলেন; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল একা আমি রক্ষা পাইয়াছি।

২০ তখন ইয়োব উঠিয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িলেন, মস্তক মুণ্ডন করিলেন ও ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন, আর কহি-২১ লেন, আমি মাতার গর্ব্ভ হইতে উলঙ্গ আসিয়াছি, আর উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব; সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, সদাপ্রভুই লইয়াছেন; সদাপ্রভুর নাম ২২ ধন্য হউক। এই সকলেতে ইয়োব পাপ করিলেন না, এবং ঈশ্বরের প্রতি অবিবেচনার দোষারোপ করিলেন না।

২ আর এক দিন ঈশ্বরের পুত্রগণ সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে শয়তানও সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ২ উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিলে? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কহিল, আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও তথায় ইতস্ততঃ ৩ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, আমার দাস ইয়োবের প্রতি কি তোমার মন পড়িয়াছে? কেননা তাহার তুল্য সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই নাই; সে এখনও আপন সিদ্ধতা রক্ষা করিতেছে, যদিও তুমি অকারণে তাহাকে বিনষ্ট করিতে আমাকে প্রবৃত্ত ৪ করিয়াছ। শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কহিল, চর্ম্মের জন্য চর্ম্ম, আর ৫ প্রাণের জন্য লোক সর্ব্বস্ব দিবে। কিন্তু তুমি এক বার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার অস্থি ও মাংস স্পর্শ কর, সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি ৬ দিবে। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, দেখ, সে তোমার হস্তগত; কেবল তাহার প্রাণ থাকিতে দিও।

৭ পরে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া ইয়োবের আপাদমস্তকে আঘাত করিয়া দুষ্ট স্ফোটক জন্মাইল। ৮ তাহাতে তিনি একখানা খাপরা লইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, আর ৯ ভস্মের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি এখনও তোমার সিদ্ধতা রক্ষা করিতেছ? ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণত্যাগ কর। ১০ কিন্তু তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি একটা মূঢ়া স্ত্রীর মত কথা কহিতেছ। বল কি? আমরা ঈশ্বর হইতে কি মঙ্গলই গ্রহণ করিব, অমঙ্গল গ্রহণ করিব না? এই সকলেতে ইয়োব আপন ওষ্ঠাধরে পাপ করিলেন না।

১১ পরে ইয়োবের প্রতি ঘটিত ঐ সকল বিপদের কথা তাঁহার তিন জন মিত্রের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন স্থান হইতে আসিলেন; তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিল্‌দদ ও নামাথীয় সোফর একপরামর্শ হইয়া তাঁহার সহিত শোক ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার নিকটে আগমন করিতে ১২ স্থির করিলেন। পরে তাঁহারা দূর হইতে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, তাহাতে তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন, এবং প্রত্যেকে আপন আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া আপন আপন মস্তকের উপরে আকাশের দিকে ধূলা ছড়াইতে লাগি-১৩ লেন। পরে সাত দিন ও সাত রাত্রি তাঁহার সহিত ভূমিতে বসিয়া থাকিলেন, তাঁহাকে কেহ কিছুই কহিলেন না;

কারণ তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার যাতনা অতি কঠোর।

ইয়োবের বিলাপগীত।

৩ তৎপরে ইয়োব মুখ খুলিয়া আপনার জন্মদিনকে শাপ দিতে লাগিলেন।
২ ইয়োব কহিলেন,
৩ বিলুপ্ত হউক সেই দিন, যে দিন আমার জন্ম হইয়াছিল,
সেই রাত্রি, যে রাত্রি বলিয়াছিল, 'পুত্রসন্তান হইল'।
৪ সেই দিন অন্ধকার ইউক;
ঊর্দ্ধ হইতে ঈশ্বর সে দিনের তত্ত্ব না করুন,
দীপ্তি তাহার উপরে বিরাজমান না হউক;
৫ অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া * তাহাকে আদায় করুক,
মেঘ তাহাকে আচ্ছন্ন করুক,
যাহা কিছু দিন অন্ধকার করে, তাহা তাহাকে ত্রাসযুক্ত করুক।
৬ সেই রাত্রি তিমিরগ্রস্ত হউক,
তাহা বৎসরের দিনশ্রেণীতে ভুক্ত না হউক,
তাহা মাসের সংখ্যার মধ্যে গণ্য না হউক।
৭ দেখ, সেই রাত্রি বন্ধ্যা হউক,
আনন্দগান তাহাতে প্রবেশ না করুক।
৮ তাহারা তারে শাপ দিউক, যাহারা দিনকে শাপ দেয়,
যাহারা লিবিয়াথনকে জাগাইতে নিপুণ।
৯ তাহার সান্ধ্য নক্ষত্র সকল অন্ধকার হউক,
সে যেন দীপ্তির অপেক্ষায় থাকিলেও দীপ্তি না পায়,
সে যেন উষার চক্ষের পাতা দেখিতে না পায়।

* (বা) ঘন তিমির।

১০ কেননা সে মম জননীর জঠরের কবাট বন্ধ করে নাই
আমার চক্ষু হইতে কষ্ট গুপ্ত রাখে নাই।
১১ আমি কেন গর্ব্ভে মরি নাই?
উদর হইতে পড়িবামাত্র কেন প্রাণত্যাগ করি নাই?
১২ জানুযুগল কেন আমাকে গ্রহণ করিয়াছিল?
স্তনযুগই বা কেন আমাকে দুগ্ধ দিয়াছিল?
১৩ তাহা হইলে এখন শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতাম,
নিদ্রিত হইতাম, শান্তি পাইতাম, ;
১৪ রাজগণের ও দেশের মন্ত্রিগণের সহিত থাকিতাম,
যাঁহারা আপনাদের জন্য ধ্বংসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;
১৫ বা অধিপতিদের সহিত থাকিতাম, যাঁহাদের স্বর্ণ ছিল,
যাঁহারা রৌপ্যে স্ব স্ব গৃহ পরিপূর্ণ করিতেন;
১৬ কিম্বা গুপ্ত গর্ব্ভস্রাবের মত প্রাণহীন হইতাম।
আলোক-দর্শন অপ্রাপ্ত শিশুর তুল্য হইতাম।
১৭ সেই স্থানে দুষ্টগণ আর উৎপাত করে না,
সেই স্থানে শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়;
১৮ তথায় বন্দিগণ নিরাপদে একত্র থাকে,
তাহারা উপদ্রবীর রব আর শুনে না;
১৯ সেই স্থানে ছোট বড় একই,
এবং দাস আপন স্বামী হইতে মুক্ত।
২০ দুঃখার্ত্তকে কেন দীপ্তি দেওয়া হয়?
তিক্তপ্রাণকে কেন জীবন দেওয়া হয়?
২১ তাহারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু তাহা আইসে না,

তাহারা গুপ্ত ধন অপেক্ষা তাহার সন্ধান
করে।
২২ কবর পাইতে পারিলে তাহারা আহ্লাদ
করে,
মহানন্দে উল্লাসিত হয়।
২৩ ঈদৃশ লোকের পথ গুপ্ত,
তাহার চতুর্দ্দিকে ঈশ্বর বেড়া দিয়াছেন।
২৪ আমার হাহাকার আমার ভক্ষ্যবৎ হইতেছে,
আমার আর্ত্তনাদ জলের ন্যায় ঢালা
যাইতেছে।
২৫ আমি যাহা ভয় করি, তাহাই আমার ঘটে,
যাহার আশঙ্কা করি, তাহাই উপস্থিত
হয়।
২৬ আমার শান্তি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম
নাই ;
কেবল উদ্বেগ উপস্থিত হয়।

ইলীফসের প্রথম বক্তৃতা।

৪ পরে তৈমনীয় ইলীফস উত্তর করিয়া
কহিলেন,
২ তোমার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিলে
কি তুমি কাতর হইবে ?
কিন্তু কথা কহিতে কে নিবৃত্ত হইতে
পারে ?
৩ দেখ, তুমি অনেককে শিক্ষা দিয়াছ,
তুমি দুর্ব্বল হস্ত সবল করিয়াছ।
৪ তোমার বাক্য পতনোন্মুখ লোককে
উঠাইয়াছে,
তুমি ভগ্ন হাঁটু সবল করিয়াছ।
৫ তবু এক্ষণে [দুঃখ] তোমার নিকটে
আসিলে তুমি কাতর হইতেছ ;
তাহা তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি
বিহ্বল হইতেছ।
৬ তোমার ঈশ্বরভয় কি তোমার প্রত্যাশা
নয় ?
তোমার পথের সিদ্ধতা কি তোমার আশা-
ভূমি নয় ?
৭ মনে করিয়া দেখ, কে নির্দ্দোষ হইয়া
বিনষ্ট হইয়াছে ?
কোথায় সরলাচারিগণ উচ্ছিন্ন হইয়াছে ?
৮ আমি দেখিয়াছি, যাহারা অধর্ম্মরূপ চাষ
করে,
যাহারা অনিষ্ট-বীজ বপন করে, তাহারা
তাহাই কাটে।
৯ তাহারা ঈশ্বরের ফুৎকারে বিনষ্ট হয়,
তাঁহার কোপের নিশ্বাসে সংহার পায়।
১০ সিংহের গর্জ্জন ও মৃগেন্দ্রের হুঙ্কার
[রুদ্ধ হয়],
তরুণ কেশরিগণের দন্ত ভগ্ন হয়।
১১ ভক্ষ্যের অভাবে পশুরাজ প্রাণত্যাগ করে,
সিংহীর শিশুগণ ছিন্নভিন্ন হয়।
১২ আমার কাছে একটী বাক্য গোপনে
পৌঁছিল,
আমার কর্ণকুহরে তাহার ঈষৎ শব্দ
আসিল।
১৩ রাত্রিকালীন স্বপ্নদর্শনে যখন ভাবনা জন্মে,
মনুষ্য সকল যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়,
১৪ এমন সময়ে আমার ত্রাস ও কম্প হইল,
তাহা আমার অস্থি সকল বিকম্পিত
করিল।
১৫ পরে আমার সম্মুখ দিয়া একটা বাতাস
চলিয়া গেল,
আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল।
১৬ তাহা দাঁড়াইয়া থাকিল, কিন্তু আমি
তাহার আকৃতি নির্ণয় করিতে পারি-
লাম না ;
একটী মূর্ত্তি আমার চক্ষুর্গোচর হইল,
আমি মৃদু স্বর ও এই বাণী শুনিলাম ;
১৭ "ঈশ্বর অপেক্ষা মর্ত্ত্য কি ধার্ম্মিক হইতে
পারে ?

নিজ নির্ম্মাতা অপেক্ষা* মনুষ্য কি শুচি
হইতে পারে?
১৮ দেখ, তিনি আপন দাসগণকেও বিশ্বাস
করেন না,
আপন দূতগণেতেও ত্রুটির দোষারোপ
করেন।
১৯ তবে যাহারা মৃণ্ময় গৃহে বাস করে,
যাহাদের গৃহের ভিত্তিমূল ধূলাতে স্থাপিত,
যাহারা কীটের ন্যায় মর্দ্দিত হয়; তাহারা
কি?
২০ তাহারা প্রভাত ও সায়ংকালের মধ্যে
চূর্ণ হয়;
তাহারা চিরতরে বিনষ্ট হয়, কেহ চিন্তা
করে না।
২১ তাহাদের আন্তরিক রজ্জু কি খোলা
যায় না?
তাহারা অজ্ঞানাবস্থায় মরিয়া যায়।"

৫ তুমি ডাক দেখি, কেহ কি তোমাকে
উত্তর দিবে?
পবিত্রগণের মধ্যে তুমি কাহার শরণ
লইবে?
২ কারণ মনস্তাপ অজ্ঞানকে নষ্ট করে,
ঈর্ষা নির্বোধকে বিনাশ করে।
৩ আমি অজ্ঞানকে বদ্ধমূল দেখিয়াছিলাম।
তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহকে শাপ দিয়াছিলাম।
৪ তাহার সন্তানগণ নিস্তার হইতে দূরীকৃত,
তাহারা নগরদ্বারে বিমর্দ্দিত হয়,
উদ্ধারকারী কেহ নাই।
৫ ক্ষুধিত লোক তাহার শস্য খাইয়া ফেলে,
কণ্টকের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাহা হরণ করে,
ফাঁদ তাহার সম্পত্তি গ্রাস করে।
৬ কারণ ধূলি হইতে কষ্ট উৎপন্ন হয় না।
মৃত্তিকা হইতে আয়াস জন্মে না;
৭ কিন্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন ঊর্দ্ধে উঠে,
তেমনি মনুষ্য আয়াসের নিমিত্ত জন্মে।
৮ কিন্তু আমি ত সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতাম,
আপনার নিবেদন ঈশ্বরে সমর্পণ করিতাম।
৯ তিনি মহৎ মহৎ কর্ম্ম করেন, যাহার
সন্ধান করা যায় না,
আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন, যাহার সংখ্যা
নাই।
১০ তিনি ভূতলে বৃষ্টি প্রদান করেন,
তিনি জনপদের উপরে জল বহান।
১১ তিনি নীচ লোকদিগকে উচ্চ করেন,
শোকার্ত্তেরা ত্রাণ দ্বারা উন্নত হয়।
১২ তিনি ধূর্ত্তদের কল্পনা ব্যর্থ করেন,
তাহাদের হস্ত সঙ্কল্প সাধন করিতে পারে
না।
১৩ তিনি জ্ঞানীদিগকে তাহাদের ধূর্ত্ততায়
ধরেন,
কুটিলমনাদের মন্ত্রণা আশু বিফল হইয়া
পড়ে।
১৪ তাহারা দিবসে অন্ধকারে ভ্রমণ করে,
মধ্যাহ্নে রাত্রিকালের ন্যায় হাঁতড়িয়া
বেড়ায়।
১৫ কিন্তু তিনি খড়্গ হইতে, উহাদের কবল
হইতে,
পরাক্রমীদের হস্ত হইতে, দরিদ্রকে
নিস্তার করেন।
১৬ এই কারণ দীনহীন আশাযুক্ত হয়,
অধর্ম্ম নিজ মুখ বন্ধ করে।
১৭ দেখ, ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহাকে ঈশ্বর
অনুযোগ করেন,
অতএব তুমি সর্ব্বশক্তিমানের দত্ত শাস্তি
তুচ্ছ করিও না।
১৮ কেননা তিনি ক্ষত করেন, তিনি বাঁধিয়া
দেন,
তিনি আঘাত করেন, তাঁহারই হস্ত
সুস্থ করে।

* (বা) ঈশ্বরের সম্মুখে..নির্ম্মাতার সম্মুখে।

১৯ তিনি ছয় সঙ্কট হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবেন,
সপ্ত সঙ্কটে অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করিবে না।
২০ তিনি তোমাকে দুর্ভিক্ষ সময়ে মৃত্যু হইতে,
যুদ্ধের সময়ে খড়্গধার হইতে মুক্ত করিবেন।
২১ জিহ্বার কশাঘাত হইতে তুমি গুপ্ত থাকিবে,
বিনাশ আসিলে তোমার শঙ্কা হইবে না।
২২ বিনাশ ও দুর্ভিক্ষে তুমি হাসিবে,
বন্যপশুদের হইতে তোমার শঙ্কা হইবে না।
২৩ কারণ মাঠের প্রস্তরের সহিত তোমার সন্ধি হইবে,
মাঠের পশুগণ তোমার সহিত শান্তিতে থাকিবে।
২৪ আর তুমি জানিবে, তোমার তাম্বু শান্তি-যুক্ত,
তুমি তোমার নিবাসের তত্ত্ব করিলে দেখিবে, কিছুই হারায় নাই।
২৫ তুমি জানিবে, তোমার বংশ বহুসংখ্যক হইবে,
তোমার সন্তানসন্ততি ভূমির তৃণের ন্যায় হইবে।
২৬ যেমন যথাসময়ে শস্যের আটি তুলিয়া লওয়া যায়,
তদ্রূপ তুমি সম্পূর্ণায়ু হইয়া কবর প্রাপ্ত হইবে।
২৭ দেখ, আমরা অনুসন্ধান করিয়াছি ; ইহা নিশ্চিত ;
তুমি ইহা শুন, আপনার জন্য জানিয়া রাখ।

ইয়োবের উত্তর।

৬ পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ হায় যদি আমার মনস্তাপ তৌল করা হইত,
যদি আমার বিপদ তুলায় পরিমিত হইত,
৩ তবে তাহা সমুদ্রের বালি হইতেও ভারী হইত,
এই জন্য আমার বাক্য অসংলগ্ন হইয়া পড়ে।
৪ কারণ সর্ব্বশক্তিমানের বাণ সকল আমার ভিতরে প্রবিষ্ট,
আমার আত্মা সে সকলের বিষ পান করিতেছে,
ঈশ্বরীয় ত্রাসদল আমার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ।
৫ বনগর্দ্দভ ঘাস পাইলে কি চীৎকার করে?
গোরু জাব পাইলে কি রব করে?
৬ যাহার স্বাদ নাই, তাহা কি লবণ বিনা ভোজন করা যায়?
ডিম্বের লালার কি কিছু আস্বাদ আছে?
৭ আমার প্রাণ যাহা স্পর্শ করিতে অসম্মত,
তাহাই আমার ঘৃণিত ভক্ষ্যস্বরূপ হইল।
৮ আঃ! আমি যেন বাঞ্ছনীয় বিষয় পাইতে পারি,
ঈশ্বর যেন আমার অপেক্ষণীয় বিষয় আমাকে দেন,
৯ হাঁ, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাকে চূর্ণ করুন,
হস্ত প্রসারণ করিয়া আমাকে কাটিয়া ফেলুন ;
১০ তবু তখনও আমার সান্ত্বনা থাকিবে,
নির্ম্মম যাতনায়ও আমি উল্লাস করিব,
কারণ আমি পবিত্রতমের বাক্য সকল অস্বীকার করি নাই।
১১ আমার বল কি যে, প্রতীক্ষা করিতে পারি,
আমার পরিণাম কি যে, সহিষ্ণু হইতে পারি ?
১২ আমার বল কি প্রস্তরের বল ?
আমার মাংস কি পিত্তলের ?

১৩ আমার দ্বারা কি আমার আর উপকার
হইতে পারে ?
আমা হইতে কি বুদ্ধিকৌশল দূরীকৃত
হয় নাই ?
১৪ শীর্ণ লোকের প্রতি বন্ধুর দয়া করা কর্ত্তব্য,
পাছে সে সর্ব্বশক্তিমানের ভয় ত্যাগ
করে।
১৫ আমার ভ্রাতৃগণ স্রোতের ন্যায় বিশ্বাস-
ঘাতক,
তাহারা স্রোতমার্গস্থ প্রণালীর ন্যায় চঞ্চল।
১৬ সেই স্রোত হিম হেতু কৃষ্ণবর্ণ হয়,
তুষার পড়িয়া তাহার মধ্যে লীন হয়;
১৭ কিন্তু উত্তপ্ত হইবামাত্র তাহা লুপ্ত হয়,
গ্রীষ্ম হইলে তাহা স্বস্থান হইতে শুষিয়া
যায়।
১৮ সেই পথের বণিক্‌দল পথ ছাড়ে,
তাহারা মরুস্থানে গিয়া বিনষ্ট হয়।
১৯ টেমার বণিক্‌দল দৃষ্টিপাত করিল,
শিবার পথিকদল সেই সকলের অপেক্ষা
করিল।
২০ তাহারা প্রত্যাশা করাতে লজ্জিত হইল,
সেখানে আসিলে তাহারা হতাশ হইল।
২১ বস্তুতঃ এখন তোমরা কিছুই নও;
ত্রাস দেখিয়া ভয় পাইয়াছ।
২২ আমি কি বলিয়াছিলাম, আমাকে কিছু
দেও,
তোমাদের সঙ্গতি হইতে আমার জন্য
ভেট দেও,
২৩ বিপক্ষের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর,
দুর্দ্দান্তদের হস্ত হইতে আমাকে মুক্ত কর ?
২৪ আমাকে শিক্ষা দেও, আমি নীরব হইব;
আমাকে বুঝাইয়া দেও, কিসে আমি
প্রমাদে পড়িয়াছি।
২৫ ন্যায্য বাক্য কেমন প্রবল !
কিন্তু তোমাদের তর্কে কি দোষ ব্যক্ত হয় ?
২৬ তোমরা কি শব্দের দোষ ধরিবার সঙ্কল্প
করিতেছ ?
নিরাশ ব্যক্তির বাক্য ত বায়ুর তুল্য।
২৭ তোমরা ত অনাথের জন্য গুলিবাঁট করিবে,
তোমাদের বন্ধুকে বিক্রয় করিবে।
২৮ এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি
কর,
আমি তোমাদের সাক্ষাতে মিথ্যা কহিব না।
২৯ তোমরা ফিরিয়া যাও, অন্যায় না হউক;
আমি বলি, ফিরিয়া যাও, আমার পক্ষ
ন্যায্য।
৩০ আমার জিহ্বাতে কি অন্যায় আছে ?
আমার রসনা কি বিপাকের স্বাদ বুঝে না ?

৭ পৃথিবীতে কি মর্ত্ত্যকে সৈন্যবৃত্তি করিতে
হয় না ?
তাহার দিনসমূহ কি বেতনজীবীর দিনের
তুল্য নহে ?
২ দাস যেমন ছায়ার আকাঙ্ক্ষা করে,
বেতনজীবী যেমন আপন বেতন অপেক্ষা
করে;
৩ তেমনি অলীকতার মাসপর্য্যায় আমার
দায়াংশ,
কষ্টকর রাত্রি সকল আমার জন্য নিরূপিত।
৪ শয়নকালে আমি বলি, কখন্ উঠিব ?
কিন্তু রাত্রি দীর্ঘ হইয়া পড়ে, প্রভাত পর্য্যন্ত
আমি কেবল ছট্‌ফট্ করিতে থাকি।
৫ কীট ও মাটীর ঢেলা আমার মাংসের
আচ্ছাদন;
আমার চর্ম্ম ফাটিয়াছে ও গলিত হইয়াছে।
৬ তন্তুবায়ের মাকু অপেক্ষা আমার আয়ু
দ্রুতগামী,
তাহা আশাবিহীন হইয়া শেষ হয়।
৭ স্মরণ কর, আমার জীবন শ্বাসমাত্র,
আমার চক্ষু আর মঙ্গল দেখিতে পাইবে
না;

৮ আমার দর্শনকারীর চক্ষু আর আমাকে দেখিবে না;
আমার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়িবে, কিন্তু আমি অনুদ্দিষ্ট হইব।
৯ মেঘ যেমন ক্ষয় পাইয়া অন্তর্হিত হয়, তেমনি যে পাতালে নামে, সে আর উঠিবে না।
১০ সে আপনার গৃহে আর ফিরিয়া আসিবে না, তাহার স্থান আর তাহাকে চিনিবে না।
১১ অতএব আমি আর মুখ বুজিয়া থাকিব না; আমি আত্মার উদ্বেগে কথা বলিব, প্রাণের তিক্ততায় বিলাপ করিব।
১২ আমি কি সমুদ্র না তিমি
যে, আমার উপরে তুমি প্রহরী রাখিতেছ?
১৩ আমি যখন বলি, আমার খট্টা আমাকে সান্ত্বনা করিবে,
আমার শয্যা দুঃখের উপশম করিবে;
১৪ তখন তুমি নানা স্বপ্নে আমাকে উদ্বিগ্ন কর, নানা দর্শনে আমাকে ত্রাসযুক্ত কর।
১৫ তাহাতে আমার প্রাণ শ্বাসরোধ চাহে, আমার এই অস্থিকঙ্কাল অপেক্ষা মরণ চাহে।
১৬ আমার ঘৃণা হইয়াছে, আমি নিত্য বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না;
আমাকে ছাড়, কেননা আমার আয়ু নিশ্বাসবৎ।
১৭ মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে মহান্ জ্ঞান কর,
যে, তাহার উপরে তোমার মন পড়ে,
১৮ যে, প্রতিপ্রভাতে তুমি তাহার তত্ত্ব কর, এবং নিমিষে নিমিষে তাহার পরীক্ষা কর?
১৯ তুমি কত কাল আমা হইতে আপন দৃষ্টি ফিরাইবে না?
আমার ঢোঁকগেলার মধ্যে কি আমাকে ছাড়িবে না?
২০ হে মনুষ্যদর্শক, আমি যদি পাপ করিয়া থাকি,
তবে আমার কর্ম্মে তোমার কি হয়?
তুমি কেন আমাকে তোমার শরলক্ষ্য করিয়াছ?
আমি ত আপনার ভার আপনি হইয়াছি।
২১ তুমি আমার অধর্ম্ম ক্ষমা কর না কেন?
আমার অপরাধ দূর কর না কেন?
আমি ত এক্ষণে ধূলিতে শয়ন করিব,
তুমি সযত্নে আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু আমি অনুদ্দিষ্ট হইব।

বিল্‌দদের প্রথম বক্তৃতা।

৮ পরে শূহীয় বিল্‌দদ উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ তুমি কত ক্ষণ এই সকল কহিবে?
তোমার মুখের বাক্য প্রচণ্ড ঝটিকাবৎ বহিবে?
৩ ঈশ্বর কি বিচারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন?
সর্ব্বশক্তিমান কি ধর্ম্মবিপর্য্যয় করেন?
৪ তোমার সন্তানগণ যদি তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়া থাকে,
আর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অধর্ম্মের হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকেন,
৫ তুমিই যদি সযত্নে ঈশ্বরের অন্বেষণ কর, সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে যদি সাধ্যসাধনা কর,
৬ যদি নির্ম্মল ও সরল হও,
তবে তিনি এখনও তোমার নিমিত্ত জাগিবেন,
ও তোমার ধর্ম্মনিবাস শান্তিযুক্ত করিবেন।
৭ তাহাতে তব অগ্রিম অবস্থা ক্ষুদ্র বোধ হইবে,
তোমার অন্তিম দশা অতিশয় উন্নত হইবে।

৮ বিনয় করি, তুমি পূর্ব্বকালীন লোককে জিজ্ঞাসা কর,
তাহাদের পিতৃগণের অনুসন্ধান-ফলে মনোযোগ কর।
৯ কেননা আমরা কল্যকার লোক, কিছুই জানি না ;
পৃথিবীতে আমাদের আয়ু ছায়াস্বরূপ।
১০ উহারা কি তোমাকে শিক্ষা দিবে না, ও তোমাকে বলিবে না ?
উহাদের অন্তঃকরণ হইতে কি এই বাক্য নিঃসৃত হইবে না ?
১১ "কর্দ্দম বিনা কি নল বৃদ্ধি পাইতে পারে ?
খাগ্ড়া কি জল ব্যতিরেকে বাড়িতে পারে ?
১২ যখন তাহা তেজস্বী থাকে, কাটা না যায়,
তখন অন্য সকল তৃণের পূর্ব্বে শুষ্ক হয়।
১৩ যাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, সেই সকলের সেই গতি ;
পামরের আশা বিনষ্ট হয়।
১৪ তাহার ভরসা উচ্ছিন্ন হয়,
তাহার আশ্রয় মাকড়সার জালমাত্র।
১৫ সে আপন গৃহে নির্ভর করিবে, কিন্তু তাহা স্থির থাকিবে না,
সে শক্ত করিয়া ধরিলেও তাহা থাকিবে না।
১৬ সে সূর্য্যের সাক্ষাতে সতেজ থাকে,
উদ্যানে তাহার কোমল শাখা ব্যাপিয়া যায়।
১৭ প্রস্তররাশিতে তাহার শিকড় জড়িত হয়,
সে পাষাণচয়ের স্থান দেখিতে পায়,
১৮ তবু যখন সে স্বস্থান হইতে উৎপাটিত হয়,
তখন সেই স্থান তাহাকে অস্বীকার করিয়া কহিবে, আমি ত তোমাকে দেখি নাই।
১৯ দেখ, এই তাহার পথের আমোদ ;
পরে ধূলি হইতে অন্যেরা উঠিবে।"
২০ দেখ, ঈশ্বর সিদ্ধকে নিগ্রহ করেন না,
আর তিনি দুরাচারদের হস্ত ধরিয়া রাখেন না।
২১ এখনও তিনি তোমার মুখ হাস্যে পূর্ণ করিবেন,
তোমার ওষ্ঠাধর হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ করিবেন।
২২ তোমার বিদ্বেষিগণ লজ্জাপরিহিত হইবে,
দুষ্টগণের তাম্বু থাকিবে না।

ইয়োবের উত্তর।

৯ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ আমি নিশ্চয় জানি, তাহাই বটে ;
ঈশ্বরের কাছে মর্ত্ত্য কি প্রকারে ধার্ম্মিক হইতে পারে ?
৩ সে যদি তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে চাহে,
তবে সহস্র কথার মধ্যে তাঁহাকে একটা-রও উত্তর দিতে পারে না ?
৪ তিনি চিত্তে জ্ঞানবান ও বলে পরাক্রান্ত ;
তাঁহার প্রতিবোধ করিয়া কে পার পাইয়াছে ?
৫ তিনি পর্ব্বতগণকে স্থানান্তর করেন, তাহারা তাহা জানে না,
তিনি ক্রোধে তাহাদিগকে উল্টাইয়া ফেলেন।
৬ তিনি পৃথিবীকে তাহার স্থান হইতে কম্পমান করেন,
তাহার স্তম্ভ সকল টলটলায়মান হয়।
৭ তিনি সূর্য্যকে বারণ করিলে সে উদিত হয় না,
তিনি তারাগণকে মুদ্রাঙ্কিত করেন।
৮ তিনি একাকী আকাশমণ্ডল বিস্তার করেন,
সাগর-তরঙ্গের উপর পদার্পণ করেন।
৯ তিনি সপ্তর্ষি, মৃগশীর্ষ ও কৃত্তিকার,
এবং দক্ষিণস্থ কক্ষ সকলের নির্ম্মাণকর্ত্তা।

১০ তিনি মহৎ মহৎ কর্ম্ম করেন, যাহা সন্ধানের অতীত,
আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন, যাহার সংখ্যা নাই।
১১ দেখ, তিনি আমার সম্মুখ দিয়া যান, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না;
নিকট দিয়াও চলেন, আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি না।
১২ দেখ, তিনি ধরিয়া লন, কে তাঁহাকে নিবারণ করিবে?
কে বা তাঁহাকে বলিবে, 'তুমি কি করিতেছ?'
১৩ ঈশ্বর আপন ক্রোধ সম্বরণ করিবেন না,
গর্ব্বীর সহায়গণ তাঁহার পদতলে নত হয়।
১৪ তবে আমি কি প্রকারে তাঁহাকে উত্তর দিব?
কেমন করিয়া কথা বাছিয়া তাঁহাকে কহিব?
১৫ ধার্ম্মিক হইলেও আমি উত্তর করিতে পারি না,
আমার প্রতিবাদীর কাছে বিনতি করিতে হয়।
১৬ আমি ডাকিলে যদিস্যাৎ তিনি উত্তর দেন,
তথাপি তিনি যে আমার রবে কর্ণপাত করেন, আমার এমন বিশ্বাস জন্মিবে না।
১৭ কেননা তিনি আমাকে ঝড়ে ভাঙ্গিয়া ফেলেন,
অকারণে পুনঃপুনঃ ক্ষতবিক্ষত করেন।
১৮ তিনি আমাকে শ্বাস টানিতে দেন না,
বরং তিক্তুতায় পরিপূর্ণ করেন।
১৯ বিক্রমীর বলের কথা হইলে, দেখ, তিনি বিক্রমী,
বিচারের কথা হইলে, কে আমার জন্য সময় নিরূপণ করিবে?
২০ যদিও আমি ধার্ম্মিক হই, আমার মুখই আমাকে দোষী করিবে;
যদিও আমি সিদ্ধ হই, তাহাই আমার কুটিলতায় প্রমাণ হইবে।
২১ আমি সিদ্ধ, আমার প্রাণ মান্য করি না,
আপনার জীবনে আমার ঘৃণা লাগে।
২২ সকলই ত সমান, তাই আমি বলি,
তিনি সিদ্ধ ও দুর্জ্জন উভয়কে সংহার করেন।
২৩ কশা যদি হঠাৎ [মনুষ্যকে] মারিয়া ফেলে,
তিনি নির্দ্দোষের পরীক্ষায় হাস্য করিবেন।
২৪ পৃথিবী দুর্জ্জনের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে,
তিনি তাহার বিচারকর্ত্তাদের মুখ আচ্ছাদন করেন;
যদি না করেন, তবে এ কর্ম্ম কে করে?
২৫ আমার দিন সকল ডাক অপেক্ষাও দ্রুতগামী;
সে সকল উড়িয়া যায়, মঙ্গলের দর্শন পায় না।
২৬ সে সকল চলিয়া যায়, যেমন দ্রুতগামী নৌকা চলে,
যেমন ঈগল পক্ষী খাদ্যের উপরে আসিয়া পড়ে।
২৭ যদি বলি, আমি বিলাপ ভুলিয়া যাইব,
মুখের বিষণ্ণতা দূর করিব, প্রসন্নচিত্ত হইব,
২৮ তথাপি আমার সকল ব্যথায় আমি ভীত,
আমি জানি, তুমি আমাকে নির্দ্দোষ জ্ঞান করিবে না।
২৯ আমাকেই দোষী হইতে হইবে,
তবে কেন বৃথা পরিশ্রম করিব?
৩০ যদ্যপি হিমজলে গাত্র মার্জ্জন করি,
যদ্যপি ক্ষার দিয়া হস্ত পরিষ্কার করি,
৩১ তথাপি তুমি আমাকে ডোবায় মগ্ন করিবে,
আমার নিজের বস্ত্রও আমাকে ঘৃণা করিবে।

৩২ কেননা তিনি আমার ন্যায় মনুষ্য নহেন যে, তাঁহাকে উত্তর দিই,
যে, তাঁহার সহিত একই বিচারস্থানে যাইতে পারি;
৩৩ আমাদের মধ্যে এমন কোন মধ্যস্থ নাই, যিনি আমদের উভয়ের উপরে হস্তার্পণ করিবেন।
৩৪ তিনি আমার উপর হইতে আপনার দণ্ড দূর করুন,
তাঁহার ভীষণতা আমাকে ব্যাকুল না করুক;
৩৫ তাহাতে আমি কথা কহিব, তাঁহা হইতে ভীত হইব না।
কেননা আমি অন্তরে তাদৃশ নহি।

১০ আমার প্রাণ জীবনে ক্লান্ত হইয়াছে;
আমি আপন দুঃখের কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব,
আমি প্রাণের তিক্ততায় কথা বলিব।
২ আমি ঈশ্বরকে বলিব, আমাকে দোষী করিও না;
আমার সহিত কি কারণে বিবাদ করিতেছ, তাহা আমাকে জ্ঞাত কর।
৩ এটা কি ভাল যে, তুমি উপদ্রব করিবে?
তোমার হস্তনির্ম্মিত বস্তু তুমি তুচ্ছ করিবে?
দুষ্টগণের মন্ত্রণায় প্রসন্ন হইবে?
৪ তোমার চক্ষু কি মাংসময়?
তোমার দৃষ্টি কি মর্ত্ত্যের দৃষ্টির ন্যায়?
৫ তোমার আয়ু কি মর্ত্ত্যের আয়ুর ন্যায়?
তোমার বৎসরসমূহ কি মনুষ্যের দিনসমূহের ন্যায়?
৬ সেই জন্য কি আমার অপরাধের অনুসন্ধান করিতেছ,
আমার পাপের অন্বেষণ করিতেছ?
৭ তুমি ত জান, আমি দুষ্ট নহি,
এবং তোমার হস্ত হইতে উদ্ধারকারী কেহ নাই।
৮ তোমার হস্ত আমাকে গড়িয়াছে, নিরমিয়াছে,
আমার সর্ব্বাঙ্গ সুসংযুক্ত [করিয়াছে],
তথাপি তুমি আমাকে সংহার করিতেছ।
৯ স্মরণ কর, তুমি মৃৎপাত্রের ন্যায় আমাকে গড়িয়াছ,
আবার আমাকে কি ধূলিতে লীন করিবে?
১০ তুমি কি দুগ্ধের ন্যায় আমাকে ঢাল নাই?
ছানার ন্যায় কি আমাকে ঘনীভূত কর নাই?
১১ তুমি আমাকে চর্ম্ম ও মাংস পরিহিত করিয়াছ,
অস্থি ও শিরা দিয়া আমাকে বুনিয়াছ;
১২ তুমি আমাকে জীবনদান ও দয়া করিয়াছ,
তব তত্ত্বাবধানে মম আত্মার পালন হইতেছে।
১৩ তবু এ সমস্তই মনোমধ্যে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছ;
আমি জানি, ইহা তোমার মনোরথ।
১৪ আমি পাপ করিলে তুমি আমার প্রতি লক্ষ্য করিবে,
আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে না।
১৫ আমি যদি দুষ্ট হই, আমার সন্তাপ হইবে;
যদি ধার্ম্মিক হই, মস্তক তুলিতে পারিব না,
আমি অবমাননায় পরিপূর্ণ হইয়াছি,
আর আপনার দুঃখ দেখিতেছি।*
১৬ [মস্তক] তুলিলে তুমি সিংহের ন্যায় আমাকে মৃগয়া করিবে,
আবার আমাতে তুমি আপনাকে আশ্চর্য্য দেখাইবে।
১৭ তুমি আমার বিপরীতে নূতন নূতন সাক্ষী উপস্থিত করিবে,

* (বা) কিন্তু তুমি আমার দুঃখ দেখ।

আমার প্রতি আপনার বিরক্তি বাড়াইবে ;
নূতন নূতন সৈন্যদল আমার প্রতিকূল।
১৮ কেন আমাকে গর্ব্ভ হইতে বাহির করিয়াছিলে ?
আমি তথায় প্রাণত্যাগ করিতাম, কাহারও নয়নগোচর হইতাম না।
১৯ আমি অজাতের ন্যায় থাকিতাম,
জঠর হইতেই কবরে নীত হইতাম।
২০ আমার দিন কি অল্প নয় ? অতএব ক্ষান্ত হও,
আমাকে ছাড়, ক্ষণকাল সান্ত্বনা লাভ করি,
২১ যে পর্য্যন্ত আমি সেই স্থানে না যাই, যথা হইতে আর ফিরিয়া আসিব না।
তাহা তিমিরের ও মৃত্যুচ্ছায়ার দেশ,
২২ সেই দেশ ঘোর অন্ধকার, তিমিরময়,
তাহা মৃত্যুচ্ছায়াব্যাপ্ত, পারিপাট্য-বিহীন,
তথায় দীপ্তি অন্ধকারের সমান।

সোফরের প্রথম বক্তৃতা।

১১ পরে নামাথীয় সোফর উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ এত কথার কি কিছুই উত্তর দেওয়া যাইবে না ?
বাচালকে কি ধার্ম্মিক বলা যাইবে ?
৩ তোমার দর্পে কি মনুষ্যেরা নীরব থাকিবে ?
তুমি বিদ্রূপ করিলে কি কেহ তোমাকে লজ্জা দিবে না ?
৪ তুমি [ঈশ্বরকে] কহিতেছ, 'আমার বাক্য শুদ্ধ,
আমি তোমার দৃষ্টিতে শুচি।'
৫ আহা ! ঈশ্বর একবার কথা বলুন,
তিনি তোমার বিরুদ্ধে আপন ওষ্ঠ খুলুন,
৬ তিনি প্রজ্ঞার গূঢ় তত্ত্ব তোমাকে জ্ঞাত করুন,
কারণ বুদ্ধিকৌশল বহুবিধ ;
জানিও, ঈশ্বর তোমার অপরাধের অনেকটা ছাড়িয়া দেন।
৭ তুমি কি অনুসন্ধান দ্বারা ঈশ্বরকে পাইতে পার ?
সর্ব্বশক্তিমানের সম্পূর্ণ তত্ত্ব পাইতে পার ?
৮ সে তত্ত্ব গগনবৎ উচ্চ ; তুমি কি করিতে পার ?
পাতাল অপেক্ষাও অগাধ ; তুমি কি জানিতে পার ?
৯ পৃথিবী হইতেও তাহার পরিমাণ দীর্ঘ,
সমুদ্র হইতেও তাহার পরিসর অধিক।
১০ তিনি যদি হঠাৎ আসিয়া বদ্ধ করেন,
যদি বিচারসভা করেন, তবে তাঁহাকে কে নিবারণ করিতে পারে ?
১১ কেননা তিনি অলীক লোকদিগকে জানেন,
আলোচনা না করিয়াও অধর্ম্ম দেখেন।
১২ কিন্তু নিঃসার মনুষ্য জ্ঞানবিহীন,
সে জন্মাবধি বনগর্দ্দভের শাবকের তুল্য।
১৩ তুমি যদি আপনার চিত্ত স্থির কর,
যদি তাঁহার অভিমুখে অঞ্জলি প্রসারণ কর ;
১৪ হস্তে অধর্ম্ম থাকিলে যদি তাহা দূর কর,
অন্যায়কে তব তাম্বুতে বাস করিতে না দেও ;
১৫ তবে তুমি তোমার মুখ বিনা কলঙ্কে তুলিবে,
তুমি সুস্থির থাকিবে, ভয় করিবে না।
১৬ কারণ তুমি তোমার কষ্ট ভুলিয়া যাইবে,
তাহা প্রবাহিত জলের ন্যায় মনে হইবে।
১৭ তোমার জীবন মধ্যাহ্ন হইতেও বিমল হইবে,
অন্ধকার হইলেও তাহা প্রভাতের ন্যায় হইবে।
১৮ তুমি সাহস করিবে, কারণ প্রত্যাশা আছে,

চারিদিকে তত্ত্ব লইয়া নির্ভয়ে শয়ন করিবে।
১৯ আর তুমি শুইবে, কেহ তোমাকে ভয় দেখাইবে না,
বরং অনেকে তোমার কাছে বিনতি করিবে।
২০ কিন্তু দুষ্টদের চক্ষু নিস্তেজ হইবে,
তাহাদের আশ্রয় বিনষ্ট হইবে,
তাহাদের আশা প্রাণত্যাগে পরিণত হইবে।

ইয়োবের উত্তর।

১২ পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ অবশ্য তোমরাই লোক!
প্রজ্ঞা তোমাদের সহিত মরিয়া যাইবে!
৩ কিন্তু তোমাদের ন্যায় আমারও বুদ্ধি আছে;
তোমাদের হইতে আমি নিকৃষ্ট নহি;
বাস্তবিক, এরূপ কথা কে না জানে?
৪ আমি প্রতিবাসীর হাস্যাস্পদ হইয়াছি;
ঈশ্বরকে ডাকিলে তিনি যাহাকে উত্তর দিতেন,
সেই ধার্ম্মিক সিদ্ধ ব্যক্তি হাস্যাস্পদ হইয়াছে।
৫ নিশ্চিন্ত লোকের জ্ঞানে বিপদ অবজ্ঞার বিষয়;
যাহাদের পা পিছলিয়া যায়, তাহাদের জন্য তাহা প্রস্তুত।
৬ দস্যুদের তাম্বু শান্তিযুক্ত,
ঈশ্বরের ক্রোধজনকেরা নির্ব্বিঘ্নে থাকে,
ঈশ্বর তাহাদের হস্তে ধন দেন।
৭ পশুদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে শিক্ষা দিবে;
আকাশের পক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে বলিয়া দিবে;
৮ পৃথিবীকে বল, সে তোমাকে শিক্ষা দিবে,
সমুদ্রের মৎস্যগণ তোমাকে বলিয়া দিবে।
৯ এ সকল দেখিয়া কে না জানে যে,
সদাপ্রভুরই হস্ত ইহা সম্পন্ন করিয়াছে;
১০ তাঁহারই হস্তে সমস্ত জীবের প্রাণ,
সমস্ত মানবজাতির আত্মা রহিয়াছে।
১১ রসনা যেমন খাদ্যের আস্বাদ লয়,
তেমনি কর্ণ কি কথার পরীক্ষা করে না?
১২ প্রাচীনদের নিকটে প্রজ্ঞা আছে,
দীর্ঘায়ু বুদ্ধিসমন্বিত।
১৩ তাঁহারই নিকটে প্রজ্ঞা ও পরাক্রম আছে,
পরামর্শ ও বুদ্ধি তাঁহারই।
১৪ দেখ, তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে আর গড়া যায় না,
তিনি মনুষ্যকে রুদ্ধ করিলে মুক্ত করা যায় না।
১৫ দেখ, তিনি জল বদ্ধ করিলে তাহা শুষ্ক হয়,
জল পাঠাইলে তাহা পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করে।
১৬ বল ও বুদ্ধিকৌশল তাঁহার,
ভ্রান্ত ও ভ্রামক তাঁহার।
১৭ তিনি মন্ত্রিগণকে সর্ব্বস্বহীন করিয়া লইয়া যান,
তিনি বিচারকর্ত্তাদিগকে অবোধ করেন,
১৮ তিনি রাজাদিগের কর্ত্তৃত্ববন্ধন মুক্ত করেন,
তাঁহাদের কটিদেশে পটুকা বদ্ধ করেন,
১৯ যাজকগণকে সর্ব্বস্বহীন করিয়া লইয়া যান,
দৃঢ়মূলদিগকে উন্মূলন করেন।
২০ তিনি বিশ্বস্তদের কথা অন্যথা করেন,
বৃদ্ধগণের বিবেচনা হরণ করেন।
২১ তিনি কর্ত্তাদের উপরে তুচ্ছতা ঢালিয়া দেন,
বিক্রমীদের কটিবন্ধন খুলিয়া ফেলেন।

২২ তিনি অন্ধকার হইতে নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন,
মৃত্যুচ্ছায়াকে আলোর মধ্যে আনয়ন করেন।
২৩ তিনি জাতিগণকে বাড়ান, আবার বিনাশ করেন,
জাতিদিগকে প্রসারিত করেন, আবার লইয়া যান।
২৪ তিনি পৃথিবীর জনাধ্যক্ষদের হৃদয় হরণ করেন,
পথহীন মরুভূমিতে তাহাদিগকে ভ্রমণ করান।
২৫ তাহারা আঁধারে হাঁতড়িয়া বেড়ায়, আলো পায় না ;
তিনি তাহাদিগকে মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করান।

১৩ দেখ, এ সকল আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,
এই সকল স্বকর্ণে শুনিয়া বুঝিয়াছি।
২ তোমরা যাহা জান, আমিও জানি,
আমি তোমাদের হইতে নিকৃষ্ট নহি।
৩ কিন্তু আমি সর্ব্বশক্তিমানের সহিত কথা কহিতে চাই,
ঈশ্বরের সহিত বিচার করিতে বাসনা করি।
৪ কিন্তু তোমরা ত নিতান্ত মিথ্যাবাক্য-রচক,
তোমরা সকলে অকর্ম্মণ্য চিকিৎসক।
৫ আহা! তোমরা একেবারে নীরব হইয়া থাক,
ইহাই তোমাদের প্রজ্ঞা।
৬ বিনয় করি, আমার যুক্তি শ্রবণ কর,
আমার ওষ্ঠাধরের তর্কে মন দেও।
৭ তোমরা কি ঈশ্বরের পক্ষে অন্যায়পূর্ব্বক কথা কহিবে ?
তাঁহার পক্ষে কি প্রতারণাপূর্ব্বক বাক্য বলিবে ?
৮ তোমরা কি তাঁহার মুখাপেক্ষা করিবে ?
ঈশ্বরের পক্ষে কি বিবাদ করিবে ?
৯ তিনি তোমাদের পরীক্ষা করিলে কি মঙ্গল হইবে ?
মনুষ্য যেমন মনুষ্যকে ভুলায়, তেমনি তোমরা কি তাঁহাকে ভুলাইবে ?
১০ তিনি তোমাদিগকে অবশ্য অনুযোগ করিবেন,
যদি তোমরা গোপনে মুখাপেক্ষা কর।
১১ তাঁহার মহত্ত্ব কি তোমাদিগকে ত্রাসযুক্ত করিবে না ?
তাঁহার ভয়ানকতায় কি তোমরা ভীত হও না ?
১২ তোমাদের স্মরণীয় শ্লোকমালা ভস্মপ্রবাদ,
তোমাদের দুর্গ সকল কর্দ্দম-দুর্গ।
১৩ নীরব হও ; আমাকে ছাড়, আমিই বলি,
আমার যাহা হয় হউক।
১৪ আমি কেন আমার মাংস দন্তে গ্রহণ করিব ?
কেন আমার প্রাণ আমার হস্তে রাখিব ?
১৫ যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাঁহার অপেক্ষা করিব,*
কিন্তু তাঁহার সম্মুখে আপন পথের সমর্থন করিব।
১৬ ইহাও আমার পরিত্রাণে পরিণত হইবে ;
কেননা পামর তাঁহার সম্মুখে আইসে না।
১৭ মনোযোগ করিয়া আমার কথা শুন,
আমার নিবেদন তোমাদের কর্ণগোচর হউক।
১৮ দেখ, আমি আমার যুক্তি বিন্যাস করিলাম ;
আমি জানি যে, আমি নির্দ্দোষ হইব।

* (বা) দেখ, তিনি আমাকে বধ করিবেন ; আমি অপেক্ষা করিব না।

১৯ বিচারে কে আমার প্রতিবাদ করিবে ?
করিলে আমি নীরব হইয়া প্রাণত্যাগ করিব।
২০ তুমি কেবল দুইটী কার্য্য আমার প্রতি করিও না,
তাহাতে আমি তোমার সম্মুখ হইতে লুকাইব না ;
২১ তোমার হস্ত আমা হইতে দূরে সরাইয়া লও,
তোমার ভীষণতা আমাকে ভীত না করুক ;
২২ তখন তুমি ডাকিও, আমি উত্তর করিব,
কিম্বা আমি কথা কহিব, তুমি উত্তর দিও।
২৩ আমার অপরাধ ও পাপ কত ?
আমার অধর্ম্ম ও পাপ আমাকে জ্ঞাত কর।
২৪ তুমি কেন আপন মুখ লুকাইতেছ ?
কেন আমাকে তোমার শত্রু বলিয়া ধরিতেছ ?
২৫ তুমি কি বায়ুচালিত পত্র ত্রাসযুক্ত করিবে ?
তুমি কি শুষ্ক তৃণকে তাড়না করিবে ?
২৬ কারণ তুমি আমার বিরুদ্ধে তিক্ত কথা লিখিতেছ,
আমাকে যৌবনের অপরাধের ফলভোগ করাইতেছ ;
২৭ তুমি আমার চরণ নিগড়ে বদ্ধ করিতেছ,
আমার সমস্ত মার্গে লক্ষ্য রাখিতেছ,
আমার পাদমূলের চারিদিকে আলি বাঁধিতেছ।
২৮ আমি ক্ষয়শীল গলিত বস্তুর ন্যায়,
আমি কীটকুট্টিত বস্ত্রের সদৃশ।

১৪ মনুষ্য, অবলাজাত সকলে,
অল্পায়ু ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ।
২ সে পুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া ম্লান হয়,
সে ছায়ার ন্যায় চলিয়া যায়, স্থির থাকে না ;
৩ তবু তুমি কি ঈদৃশ প্রাণীর প্রতি চক্ষু মেলিবে ?
আমাকে তোমার সঙ্গে কি বিচারে আনিবে ?
৪ অশুচি হইতে শুচির উৎপত্তি কে করিতে পারে ?
এক জনও পারে না।
৫ তাহার আয়ুর দিন নিরূপিত, তাহার মাসের সংখ্যা তোমার কাছে আছে,
তুমি তাহার অলঙ্ঘনীয় সীমা স্থাপন করিয়াছ।
৬ অন্যত্র দৃষ্টি কর, সে বিরাম প্রাপ্ত হউক,
বেতনজীবীর ন্যায় আপন দিন ভোগ করুক।
৭ কারণ বৃক্ষের আশা আছে,
ছিন্ন হইলে তাহা পুনর্ব্বার পল্লবিত হইবে,
তাহার কোমল শাখার অভাব হইবে না।
৮ যদ্যপি মৃত্তিকায় তাহার মূল পুরাতন হয়,
ভূমিতে তাহার গুঁড়ি মরিয়া যায়,
৯ তথাচ জলের গন্ধ পাইলে তাহা পল্লবিত হয়,
নবরোপিত বৃক্ষের ন্যায় শাখাবিশিষ্ট হয়।
১০ কিন্তু মানুষ মরিলে ক্ষয় পায় ;
মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিয়া কোথায় থাকে ?
১১ সমুদ্র হইতে জল চলিয়া যায়,
নদী শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায় ;
১২ তদ্রূপ মনুষ্য শয়ন করিলে আর উঠে না,
যাবৎ আকাশ লুপ্ত না হয়, সে জাগিবে না,
নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে না।
১৩ হায়, তুমি আমাকে পাতালে লুকাইয়া রাখিও,
গুপ্ত রাখিও, যাবৎ তোমার ক্রোধ গত না হয় ;

আমার জন্য সময় নিরূপণ কর, আমাকে স্মরণ কর।
১৪ মনুষ্য মরিয়া কি পুনর্জীবিত হইবে?
আমি আপন সৈন্যবৃত্তির সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করিব,
যে পর্য্যন্ত আমার দশান্তর না হয়।
১৫ পরে তুমি আহ্বান করিবে, ও আমি উত্তর দিব।
তুমি আপন হস্তকৃতের প্রতি মমতা করিবে।
১৬ কিন্তু এখন তুমি আমার পাদবিন্যাস গণিতেছ;
আমার পাপের প্রতি কি লক্ষ্য রাখ না?
১৭ আমার অধর্ম্ম থলীতে বদ্ধ ও মুদ্রাঙ্কিত,
তুমি আমার অপরাধ বাঁধিয়া রাখিতেছ।
১৮ সত্যই পর্ব্বত পড়িয়া বিলুপ্ত হয়,
শৈলও আপন স্থান হইতে সরিয়া যায়,
১৯ জল পাষাণকেও ক্ষয় করে,
তাহার বন্যা ভূমির ধূলি ভাসাইয়া লইয়া যায়;
তদ্রূপ তুমি মর্ত্ত্যের আশা ক্ষয় করিতেছ।
২০ তুমি চিরতরে তাহাকে পরাজয় করিতেছ,
তাহাতে সে চলিয়া যায়,
তুমি তাহার মুখের বিকার করিয়া তাহাকে দূর করিতেছ।
২১ তাহার সন্তানগণ গৌরবান্বিত হইলে সে তাহা জানে না,
তাহারা অবনত হইলে সে তাহা টের পায় না।
২২ কেবল তাহার নিজের মাংস ব্যথিত হয়,
তাহার নিজ প্রাণ ব্যাকুল হয়।

ইলীফসের দ্বিতীয় বক্তৃতা।

১৫ পরে তৈমনীয় ইলীফস উত্তর করিয়া কহিলেন

২ জ্ঞানবান কি বায়ুবৎ জ্ঞানসহ উত্তর করিবে?
সে কি পূর্ব্বীয় বায়ুতে উদর পূর্ণ করিবে?
৩ সে কি অনর্থক কথায় বিবাদ করিবে?
সে কি নিষ্ফল বাক্য কহিবে?
৪ তুমি ত ভয় ছাড়িয়া দিতেছ,
ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রার্থনানুরাগ ক্ষীণ করিতেছ।
৫ তোমারই মুখ তোমার অপরাধ ব্যক্ত করে,
তুমি ধূর্ত্তদের জিহ্বা মনোনীত করিতেছ।
৬ তোমারই মুখ তোমাকে দূষিতেছে, আমি নই;
তোমারই ওষ্ঠাধর তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতেছে।
৭ মনুষ্যদের মধ্যে তুমি কি প্রথমজাত?
পর্ব্বতগণের পূর্ব্বে কি তোমার জন্ম হইয়াছিল?
৮ তুমি কি ঈশ্বরের গূঢ় মন্ত্রণা শুনিয়াছ?
সমস্ত প্রজ্ঞা কি আত্মসাৎ করিয়াছ?
৯ আমরা যাহা না জানি, এমন কি জান?
আমাদের যাহা অজ্ঞাত, এমন কি বুঝ?
১০ পক্বকেশ ও বৃদ্ধেরা আমাদের মধ্যে আছেন,
তাঁহারা তোমার পিতা হইতেও বৃদ্ধ।
১১ ঈশ্বরের সান্ত্বনাবাক্য কি তোমার জ্ঞানে ক্ষুদ্র?
তোমার সহিত কোমল আলাপ কি ক্ষুদ্র?
১২ তোমার মন কেন তোমাকে বিপথে টানে?
তোমার চক্ষু কেন মিট্‌মিট্ করে?
১৩ তুমি ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তোমার আত্মা ফিরাইতেছ,
সেইরূপ কথা মুখ হইতে নির্গত করিতেছ।
১৪ মর্ত্ত্য কি যে, সে পবিত্র হইতে পারে?

অবলাজাত মনুষ্য কি ধার্ম্মিক হইতে
পারে ?
১৫ দেখ, তিনি আপনার পবিত্রগণেও বিশ্বাস
করেন না,
তাঁহার দৃষ্টিতে আকাশও নির্ম্মল নহে।
১৬ তবে যে ঘৃণার্হ ও ভ্রষ্ট,
যে জন জলের মত অধর্ম্ম পান করে, সে
কি !
১৭ আমি তোমাকে বলি, আমার কথা শুন,
আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা প্রচার করিব।
১৮ (জ্ঞানিগণ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন,
আপনাদের পিতৃলোক হইতে পাইয়া
গুপ্ত রাখেন নাই ;
১৯ কেবল তাঁহাদিগকেই দেশ দত্ত হইয়াছিল,
তাঁহাদের মধ্যে অপর লোক ভ্রমণ
করিত না।)
২০ দুরাচার যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়,
দুর্দ্দান্তের বৎসর-সংখ্যা নিরূপিত আছে।
২১ তাহার কর্ণকুহরে ত্রাসের শব্দ আছে,
শান্তির সময়ে বিনাশক তাহাকে আক্রমণ
করে।
২২ সে বিশ্বাস করে না যে, অন্ধকার হইতে
সে ফিরিয়া আসিবে,
সে খড়্গের জন্য নির্দ্ধারিত।
২৩ সে খাদ্যের চেষ্টায় ভ্রমণ করে, বলে,
তাহা কোথায় ?
সে জানে, অন্ধকারের দিন তাহার
সন্নিকট।
২৪ সঙ্কট ও মনস্তাপ তাহাকে ভয় দেখায়,
যুদ্ধার্থ সসজ্জ রাজার ন্যায় তাহার বিরুদ্ধে
প্রবল হয়।
২৫ কারণ সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার
করিয়াছে,
সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে আস্ফালন
করিয়াছে ;
২৬ সে উচ্চগ্রীব হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে
দৌড়িতেছে ;
আপনার ঢালের স্থূল অংশ সকল
দেখাইয়া দৌড়িতেছে।
২৭ যেহেতু সে আপন মেদে মুখ ঢাকিত,
সে আপন কটিদেশ হৃষ্টপুষ্ট করিত ;
২৮ সে বাস করিত উৎসন্ন নগরে,
সেই সকল বাটীতে, যাহাতে কেহ বাস
করিত না,
যাহা প্রস্তররাশি হইবার জন্য নিরূপিত
ছিল।
২৯ সে ধনী হইবে না, তাহার সম্পত্তি
থাকিবে না ;
তাহাদের ফল ভূমিতে নুইয়া পড়িবে
না।
৩০ সে অন্ধকার হইতে প্রস্থান করিবে
না ;
অগ্নিশিখা তাহার শাখা শুষ্ক করিবে,
সে তদীয় মুখের নিঃশ্বাসে উড়িয়া
যাইবে।
৩১ সে ভ্রান্ত হইয়া অলীকতায় বিশ্বাস না
করুক,
কেননা অলীকতাই তাহার বেতন হইবে ;
৩২ তাহার কালের পূর্ব্বেই তাহা পরিশোধ
হইবে,
তাহার শাখা সতেজ হইবে না।
৩৩ দ্রাক্ষালতার ন্যায় তাহার অপক্ক ফল
ঝরিয়া পড়িবে,
জিত বৃক্ষের ন্যায় তাহার পুষ্প খসিয়া
পড়িবে।
৩৪ পামরদের মণ্ডলী বন্ধ্যা হইবে,
অগ্নি উৎকোচ-তাম্বু সকল গ্রাস করিবে।
৩৫ তাহারা অনিষ্ট গর্ব্ভে ধারণ করে, অন্যায়
প্রসব করে,
তাহাদের উদরে প্রতারণা প্রস্তুত হয়।

ইয়োবের উত্তর।

১৬ পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ আমি এরূপ অনেক কথা শুনিয়াছি ;
তোমরা সকলে কষ্টজনক সান্ত্বনাকারী।
৩ বায়ুবৎ কথার কি শেষ হয় ?
উত্তর করিতে তোমাকে কিসে উত্তেজনা করে ?
৪ আমিও তোমাদের ন্যায় কথা কহিতে পারি ;
আমার প্রাণের মত যদি তোমাদের প্রাণ হইত,
আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কথা জুড়িতে পারিতাম ;
তোমাদের বিরুদ্ধে মস্তক নাড়িতে পারিতাম।
৫ কিন্তু মুখ দ্বারা তোমাদিগকে সবল করিতাম,
আমার ওষ্ঠের সান্ত্বনায় তোমাদের শান্তি হইত।
৬ কথা কহিলেও আমার ক্লেশ নিবৃত্তি হয় না,
নীরব থাকিলেও কি উপশম হয় ?
৭ কিন্তু তিনি আমাকে অবসন্ন করিয়াছেন ;
তুমি আমার সমস্ত মণ্ডলী উৎসন্ন করিয়াছ।
৮ তুমি আমাকে ধরিয়াছ, আর তাহাই আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিতেছে ;
আমার কৃশতা আমার বিরুদ্ধে উঠিতেছে,
আমার মুখের উপরে প্রমাণ দিতেছে।
৯ সে * ক্রোধে আমাকে বিদীর্ণ করিয়াছে,
ও আমাকে তাড়না করিয়াছে,
সে * আমার প্রতি দন্ত ঘর্ষণ করিয়াছে,
আমার বিপক্ষ আমার বিরুদ্ধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে।

* (বা) তিনি..করিয়াছেন..করেন।

১০ লোকে আমার বিরুদ্ধে মুখ খুলিয়া হা করে,
ধিক্কারপূর্ব্বক আমার গালে চপেটাঘাত করে,
তাহারা আমার বিরুদ্ধে সমাগত হয়।
১১ ঈশ্বর আমাকে অন্যায়ীর কাছে সমর্পণ করেন,
আমাকে দুষ্টদের হস্তে ফেলিয়া দেন।
১২ আমি শান্তিতে ছিলাম, তিনি আমাকে ভাঙ্গিয়াছেন,
ঘাড় ধরিয়া আমাকে আছাড় মারিয়াছেন,
আমাকে নিজ লক্ষ্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন।
১৩ তাঁহার ধনুর্দ্ধরেরা আমাকে বেষ্টন করে,
তিনি আমার যকৃৎ বিদীর্ণ করেন, দয়া করেন না,
তিনি মৃত্তিকায় আমার পিত্ত ঢালেন।
১৪ তিনি ভঙ্গের পর ভঙ্গ দ্বারা আমাকে ভগ্ন করেন,
তিনি বীরবৎ আমার বিরুদ্ধে দৌড়িয়া আইসেন।
১৫ আমি নিজ চর্ম্মের উপরে চট বুনিয়াছি,
ধূলাতে আপন শৃঙ্গ কলুষিত করিয়াছি।
১৬ আমার মুখ রোদনে বিকৃত হইয়াছে,
মৃত্যুচ্ছায়া আমার চক্ষুর পাতার উপরে আছে ;
১৭ তথাপি আমার হস্তে অত্যাচার নাই।
আর আমার প্রার্থনা বিশুদ্ধ।
১৮ পৃথিবি ! আমার রক্ত আচ্ছাদন করিও না ;
আমার ক্রন্দন যেন বিশ্রামস্থান না পায়।
১৯ দেখ, এখনও আমার সাক্ষ্য স্বর্গে আছে,
আমার সাক্ষী ঊর্দ্ধস্থানে থাকেন।
২০ আমার মিত্রবর্গ আমাকে বিদ্রূপ করে ;

ঈশ্বরের উদ্দেশে আমার চক্ষু অশ্রুপাত করে;
২১ যেন তিনি ঈশ্বরের কাছে মনুষ্যের পক্ষে কথা কহেন,
বন্ধুর কাছে মনুষ্য-সন্তানের পক্ষে কথা কহেন।
২২ কেননা আর কয়েক বৎসর গত হইলে
যে পথে গেলে ফিরিব না, সেই পথে যাইব।

১৭ আমার জীবাত্মা শেষ হইয়াছে, আমার আয়ু অবসান,
কবর আমার নিমিত্ত প্রস্তুত।
২ সত্য, বিদ্রূপকারিগণ আমার নিকটস্থ,
তাহাদের বিরোধ আমার চক্ষুর্গোচরে আছে।
৩ বিনয় করি, তুমি অঙ্গীকার কর,
তোমার কাছে তুমিই আমার প্রতিভূ হও;
আর কে আছে যে, আমার হাতে তালী দিবে?
৪ তুমি ইহাদের চিত্ত বুদ্ধিরহিত করিয়াছ,
তাই ইহাদিগকে উন্নত করিবে না।
৫ যে ব্যক্তি লুটরূপে আপনার বন্ধুদিগকে অর্পণ করে,
তাহার সন্তানদের চক্ষু অন্ধ হইবে।
৬ উনি আমাকে লোকদের হাস্যাস্পদ করিয়াছেন,
লোকে যাহার মুখে থুথু ফেলে, আমি এমন হইলাম।
৭ আমার চক্ষু মনস্তাপে নিস্তেজ হইয়াছে,
আমার সর্ব্বাঙ্গ ছায়ার ন্যায় হইয়াছে।
৮ ইহাতে সরলাচারীরা চমৎকৃত হইবে,
পামরের বিরুদ্ধে নির্দ্দোষ উত্তেজিত হইয়া উঠিবে।
৯ কিন্তু ধার্ম্মিক আপন পথে অগ্রসর হইবে,
যে শুচিহস্ত, সে উত্তরোত্তর প্রবল হইবে।
১০ কিন্তু তোমরা সকলে এখন ফিরিয়া আইস,
তোমাদের মধ্যে কাহাকেও জ্ঞানবান দেখি না।
১১ আমার আয়ু গত, আমার অভিপ্রায় সকল ভগ্ন,
আমার মনোরথ সকল ভগ্ন হইয়াছে।
১২ ইহারা রাত্রিকে দিন করে,
আলোকে অন্ধকারের নিকটস্থ বলে।
১৩ যদি আমার ঘর বলিয়া পাতালের অপেক্ষা করি,
যদি অন্ধকারে আমার শয্যা পাতিয়া থাকি,
১৪ যদি ক্ষয়কে বলিয়া থাকি, তুমি আমার পিতা,
কীটকে বলিয়া থাকি, তুমি আমার মাতা ও ভগিনী;
১৫ তবে আমার আশা কোথায়?
আর আমার আশা কে দেখিতে পাইবে?
১৬ তাহা পাতালের অর্গল পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে,
যখন একবার ধূলায় বিশ্রাম পাওয়া যায়।

বিল্‌দদের দ্বিতীয় বক্তৃতা।

১৮ পরে শূহীয় বিল্‌দদ উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ তোমরা কত কাল বাক্য ধরিতে জাল পাতিবে?
বিবেচনা কর, পরে আমরা উত্তর করিব।
৩ আমরা কি নিমিত্ত পশুবৎ গণিত হইয়াছি,
তোমাদের দৃষ্টিতে অশুচি হইয়াছি?
৪ তুমি ত ক্রোধে আপনাকে বিদীর্ণ করিতেছ,
তোমার নিমিত্ত কি পৃথিবী ত্যাগ করা যাইবে?

শৈলকে কি স্বস্থান হইতে সরান যাইবে?
৫ দুষ্টের দীপ্তি ত নির্ব্বাণ হইবে,
তাহার অগ্নিশিখা নিস্তেজ হইবে।
৬ তাহার তাম্বুতে আলোক অন্ধকার হইবে,
তাহার উপরিস্থ প্রদীপ নিবিয়া যাইবে।
৭ তাহার বলের গতি খর্ব্ব করা যাইবে,
সে আপনার পরামর্শ দ্বারাই নিপাতিত হইবে।
৮ সে ত আপন পাদসঞ্চারে জালমধ্যে চালিত হয়,
সে ফাঁশ-কলের উপর দিয়া গমন করে।
৯ তাহার পাদমূল পাশে বদ্ধ হইবে,
সে ফাঁদে ধৃত হইবে।
১০ তাহার জন্য ফাঁশ ভূমিতে লুক্কায়িত আছে,
তাহার জন্য পথে কল পাতা আছে।
১১ চারিদিকে নানাবিধ ত্রাস তাহাকে ভয় দেখাইবে,
পদে পদে তাহাকে তাড়না কারবে।
১২ তাহার বল ক্ষুধায় ক্ষীণ হইবে,
বিপদ তাহার পার্শ্বে অবস্থিত থাকিবে।
১৩ তাহা তাহার দেহের অঙ্গ সকল ভক্ষণ করিবে,
মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ তনয় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভক্ষণ করিবে;
১৪ সে আপন বিশ্বাস-স্থল তাম্বু হইতে উৎ-পাটিত,
এবং ত্রাস-রাজের কাছে নীত হইবে।
১৫ তাহার অসম্পর্কীয়েরা তাহার তাম্বুতে বাস করিবে,
তাহার বাসস্থানে গন্ধক ছড়ান যাইবে।
১৬ নীচে তাহার মূল শুষ্ক হইবে,
উপরে তাহার শাখা ম্লান হইবে।
১৭ পৃথিবী হইতে তাহার স্মৃতি লুপ্ত হইবে,
পথে কেহ তাহার নাম করিবে না।
১৮ সে আলো হইতে অন্ধকারে দূরীকৃত হইবে,
সে সংসার হইতে বিতাড়িত হইবে;
১৯ স্বজাতীয়দের মধ্যে তাহার পুত্র কি পৌত্র থাকিবে না,
তাহার প্রবাস-স্থানে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না,
২০ তাহার দুর্দ্দিনে পশ্চিমদেশীয়েরা স্তম্ভিত হইবে,
পূর্ব্বদেশীয়েরা ভয়ে রোমাঞ্চিত হইবে।
২১ সত্যই, অন্যায়ীদের বসতি এই রূপ;
যে ঈশ্বরকে জানে না, তাহার এই দশা।

ইয়োবের উত্তর।

১৯ পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ তোমরা কত ক্ষণ আমার প্রাণে ক্লেশ দিবে?
বাক্যের আঘাতে আমাকে চূর্ণ করিবে?
৩ এই দশবার আমাকে তিরস্কার করিয়াছ;
আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে তোমাদের লজ্জা নাই।
৪ যাহা হউক, যদি আমি ভ্রম করিয়া থাকি,
তবে সেই ভ্রমের ফল আমারই।
৫ তোমরা কি নিতান্তই আমার উপরে দর্প করিবে?
আমার বিরুদ্ধে আমার গ্লানির দোহাই দিবে?
৬ এখন জান, ঈশ্বর আমার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন,
আপন জালে আমাকে ঘেরিয়াছেন।
৭ দেখ, আমি অন্যায়প্রযুক্ত ক্রন্দন করি, উত্তর পাই না;
আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু বিচার হইতেছে না।
৮ তিনি অলঙ্ঘনীয় বেড়া দ্বারা আমার পথ রুদ্ধ,

এবং আমার মার্গ অন্ধকারাবৃত করিয়াছেন।
৯ তিনি আমার গৌরব-বসন খুলিয়া লইয়াছেন,
আমার মস্তকের মুকুট হরণ করিয়াছেন।
১০ তিনি চারিদিকে আমাকে ভগ্ন করিয়াছেন, আমি গেলাম ;
তিনি বৃক্ষের ন্যায় আমার আশ্বাস উন্মূলন করিয়াছেন।
১১ তিনি আমার বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়াছেন,
আমাকে এক জন বিপক্ষের ন্যায় গণনা করিয়াছেন।
১২ তাঁহার সৈন্য সকল একসঙ্গে আসিতেছে, তাহারা আমার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিতেছে,
আমার তাম্বুর চারিদিকে শিবির স্থাপন করিয়াছে।
১৩ তিনি মম জ্ঞাতিদিগকে আমা হইতে দূরে রাখিয়াছেন,
আমার পরিচিতেরা অপরিচিতের ন্যায় হইয়াছে।
১৪ আমার কুটুম্বগণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, আমার মিত্রগণ আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে।
১৫ আমার গৃহের প্রবাসীরা ও আমার দাসীগণ আমাকে অপরিচিতের ন্যায় জ্ঞান করে,
আমি তাহাদের দৃষ্টিতে বিজাতীয় হইয়াছি।
১৬ আমার দাসকে ডাকি, সে আমাকে উত্তর দেয় না,
যদিও আমি নিজ মুখে তাহাকে বিনতি করি।
১৭ আমার নিঃশ্বাস আমার ভার্য্যার ঘৃণিত,
আমার আর্ত্তস্বর আমার সহোদরগণের ঘৃণিত।
১৮ বালকেরাও আমাকে অবজ্ঞা করে,
আমি উঠিলে তাহারা আমার বিরুদ্ধে কথা কহে।
১৯ আমার সুহৃদ সকলে আমাকে ঘৃণা করে,
আমার প্রিয়পাত্রেরা আমার প্রতি বিমুখ।
২০ আমার চর্ম্মে ও মাংসে অস্থি সংলগ্ন হইয়াছে,
আমি দন্তের চর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া বাঁচিয়া আছি।
২১ হে মম বন্ধুগণ, আমাকে কৃপা কর, কৃপা কর,
কেননা ঈশ্বরের হস্ত আমাকে স্পর্শ করিয়াছে।
২২ ঈশ্বরের ন্যায় কেন আমাকে তাড়না কর ?
আমার মাংস ভক্ষণ করিতে কি ক্ষান্ত হইবে না ?
২৩ আহা, আমার কথা সকল যদি লিখিত হয় ।
সে সকল যদি পুস্তকে বিরচিত হয়
২৪ যদি লৌহ-লেখনী ও সীসা দ্বারা
পাষাণে তক্ষিত হইয়া অনন্ত কাল থাকে।
২৫ কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্ত্তা জীবিত ;
তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন।
২৬ আর আমার চর্ম্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর,
তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া * ঈশ্বরকে দেখিব।
২৭ আমি তাঁহাকে আপনার সপক্ষ দেখিব,
আমারই চক্ষু দেখিবে, অন্যে নয়।
বক্ষোমধ্যে আমার হৃদয় ক্ষীণ হইতেছে।
২৮ তোমরা যদি বল, আমরা কেমন করিয়া উহাকে তাড়না করিব ?

* (বা) মাংসে থাকিয়া।

আমার মধ্যে না কি মূলতত্ত্ব পাওয়া যায়,
২৯ তবে তোমরা খড়্গ হইতে ভীত হও,
কেননা খড়্গের দণ্ড ক্রোধময়,
বিচার আছে, ইহা তোমাদের জানা উচিত।

সোফরের দ্বিতীয় বক্তৃতা।

২০ নামাথীয় সোফর উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ আমার চিন্তা উত্তর দিতে আমাকে উত্তেজনা করে,
কারণ আমি অধৈর্য্য হইলাম।
৩ আমি নিজ অপমানসূচক উপদেশ শুনিলাম,
আমার বুদ্ধি হইতে আত্মা আমাকে উত্তর যোগায়।
৪ তুমি কি ইহা জান না যে, কালের আরম্ভাবধি,
পৃথিবীতে মনুষ্যের স্থাপনাবধি,
৫ দুষ্টগণের আনন্দগান ক্ষণমাত্রস্থায়ী,
পামরের হর্ষ নিমেষমাত্রস্থায়ী ?
৬ তাহার মহত্ত্ব যদি আকাশ পর্য্যন্ত উঠে,
তাহার মস্তক যদি মেঘ স্পর্শ করে,
৭ তথাপি সে আপন বিষ্ঠার ন্যায় চিরতরে বিনষ্ট হইবে ;
যাহারা তাহাকে দেখিত, তাহারা বলিবে, সে কোথায় ?
৮ সে স্বপ্নবৎ লুপ্ত হইবে, নিরুদ্দেশ হইবে ;
সে রাত্রিকালীন দর্শনের ন্যায় দূরীকৃত হইবে।
৯ যে চক্ষু তাহাকে দেখিত, সে আর দেখিবে না,
তাহার বাসস্থান আর তাহাকে দেখিবে না।
১০ তাহার সন্তানগণ দরিদ্রদের কাছে দয়া চাহিবে,
তাহার হস্ত তাহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবে।
১১ তাহার অস্থি যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ,
কিন্তু তাহার সহিত তাহাও ধূলায় শয়ন করিবে।
১২ যদ্যপি দুষ্টতা তাহার মুখে মিষ্ট লাগে,
আর সে তাহা জিহ্বার নীচে লুকাইয়া রাখে,
১৩ যদ্যপি ভালবাসিয়া তাহা ত্যাগ না করে,
কিন্তু মুখের মধ্যে রাখিয়া দেয় ;
১৪ তথাপি তাহার অন্ন উদরে গিয়া বিকৃত হয়,
তাহার অন্তরে কালসর্পের গরলস্বরূপ হয়।
১৫ সে ধন গ্রাস করিয়াছে, আবার তাহা বমন করিবে ;
ঈশ্বর তাহার উদর হইতে তাহা বাহির করিবেন।
১৬ সে সর্পের গরল চুষিবে,
বিষধরের জিহ্বা তাহাকে সংহার করিবে।
১৭ সে নদী সকলের প্রতি দৃষ্টি করিবে না,
মধু ও দধিপ্রবাহী স্রোত সকল দেখিবে না।
১৮ সে আপন পরিশ্রমের ফল ফিরিয়া দিবে, গ্রাস করিবে না,
সে নিজ লব্ধ সম্পত্তি অনুসারে আমোদ করিবে না ;
১৯ কারণ সে দরিদ্রগণকে উৎপীড়ন ও ত্যাগ করিত,
সে যাহা নির্ম্মাণ করে নাই, এমন গৃহ কাড়িয়া লইত।
২০ তাহার উদরে শান্তি হইত না,
সে আপন অভীষ্ট বস্তুর কিছুই রক্ষা করিতে পারিবে না।
২১ তাহার গ্রাসে কিছু অবশিষ্ট থাকিত না,

অতএব তাহার সুদশা থাকিবে না।
২২ সে পূর্ণ প্রাচুর্য্যের সময়ে কষ্টে পড়িবে,
উপদ্রুত সকলের হস্ত তাহাকে আক্রমণ করিবে।
২৩ সে যখন নিজ উদর পূর্ণ করিতে উদ্যত হয়,
[ঈশ্বর] তাহার উপরে আপন ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন,
তাহার ভোজনকালে তাহার উপরে তাহা বর্ষণ করিবেন।
২৪ সে লৌহাস্ত্র হইতে পলায়ন করিবে,
কিন্তু পিত্তলের ধনুর্ব্বাণে বিদ্ধ হইবে।
২৫ সে বাণ টানিলে তাহা তাহার অঙ্গ হইতে বাহির হয়,
তাহার পিত্ত হইতে চক্‌মকে বাণাগ্র নির্গত হয়,
নানাবিধ ত্রাস তাহাকে আক্রমণ করে।
২৬ তাহার ধনরূপে সমুদয় অন্ধকার সঞ্চিত হয়,
বিনা ব্যজনে অগ্নি তাহাকে গ্রাস করিবে।
তাহার তাম্বুতে অবশিষ্ট সকলই ভস্ম করিবে।
২৭ আকাশমণ্ডল তাহার অপরাধ ব্যক্ত করিবে,
পৃথিবী তাহার প্রতিকূলে উঠিবে।
২৮ তাহার বাটীর সম্পত্তি উড়িয়া যাইবে,
তাহা ঈশ্বরের ক্রোধের দিনে গলিয়া যাইবে।
২৯ ইহাই ঈশ্বর হইতে দুষ্ট মনুষ্যের লভ্য অংশ,
ইহাই ঈশ্বর নিরূপিত তাহার অধিকার।

ইয়োবের উত্তর।

২১ পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ তোমরা মন দিয়া আমার কথা শুন,
তাহাই তোমাদের সান্ত্বনা দান হইবে।
৩ আমার প্রতি সহিষ্ণুতা কর, আমিই কথা কহি ;
আমার কথনের পরে তুমি বিদ্রূপ করিও।
৪ আমার কাতরোক্তি কি মনুষ্যের কাছে?
আমার মন অধৈর্য্য হইবে না কেন?
৫ তোমরা আমার প্রতি নিরীক্ষণ কর, স্তব্ধ হও,
তোমাদের মুখে হাত দেও।
৬ মনে পড়িলেই আমি বিহ্বল হই,
আমার মাংস কম্পিত হয়।
৭ দুর্জ্জনেরা কেন জীবিত থাকে,
কেন বৃদ্ধ হয়, আবার ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যবান্‌ হয়?
৮ তাহাদের বংশ তাহাদের সম্মুখে, তাহাদের সঙ্গে,
তাহাদের সন্তান-সন্ততি তাহাদের দৃষ্টিতে স্থিরীকৃত হয়,
৯ তাহাদের বাটী শান্তিযুক্ত, ভয়রহিত,
তাহাদের উপরে ঈশ্বরের দণ্ড নাই।
১০ তাহাদের বৃষ সঙ্গম করিলে তাহা ব্যর্থ হয় না ;
গাভী গাভীন হইলে তাহার গর্ব্ভপাত হয় না।
১১ তাহারা আপন আপন শিশুদিগকে মেষ-পালের ন্যায় বাহিরে চালায়,
তাহাদের সন্তানগণ নৃত্য করে।
১২ তাহারা তবল ও বীণা বাদ্য করে,
বংশীর ধ্বনি শুনিলে আমোদ করে।
১৩ তাহারা সুখে আপনাদের আয়ু যাপন করে।
পরে এক নিমিষের মধ্যে পাতালে নামে।
১৪ তথাপি তাহারা ঈশ্বরকে বলে, "তুমি আমাদের নিকট হইতে দূর হও,
কারণ আমরা তোমার পথ জানিতে চাহি না।

১৫ সর্ব্বশক্তিমান কে যে, আমরা তাঁহার সেবা করিব ?
তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে আমাদের কি লাভ ?”
১৬ দেখ, তাহাদের সুদশা তাহাদের হস্তগত নয়,
দুষ্টদের পরামর্শ আমা হইতে দূরবর্ত্তী ।
১৭ কতবার দুষ্টদের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় ?
কতবার তাহাদের প্রতি বিপদ ঘটে,
এবং [ঈশ্বর] ক্রোধে এমন ক্লেশ বণ্টন করেন,
১৮ যে, তাহারা বায়ুর সম্মুখস্থ শুষ্ক তৃণের ন্যায়,
ও ঝটিকা-বিতাড়িত তুষের ন্যায় হয় ?
১৯ [তোমরা বল,] ঈশ্বর তাহার সন্তানগণের নিমিত্ত তাহার অধর্ম্ম সঞ্চয় করেন ।
তিনি তাহাকেই অধর্ম্মের ফল দিউন, তাহা হইলে সে তাহা জ্ঞাত হইবে,
২০ তাহার নিজের চক্ষু তাহার বিনাশ দেখুক,
সে সর্ব্বশক্তিমানের ক্রোধ পান করুক ।
২১ কারণ যখন তাহার মাসপর্য্যায় শেষ হইবে,
তখন নিজ ভাবী কুলে তাহার কি সন্তোষ থাকিবে ।
২২ কেহ কি ঈশ্বরকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে ?
তিনি ত ঊর্দ্ধবাসীদেরও শাসন করেন ।
২৩ কেহ সম্পূর্ণ বলবান অবস্থায় মরে,
সর্ব্ববিধ বিশ্রাম ও শান্তি থাকিতে মরে ।
২৪ তাহার ভাণ্ড সকল দুগ্ধে পরিপূর্ণ,
তাহার অস্থির মজ্জা সতেজ থাকে ।
২৫ আর কেহ বা প্রাণে তিক্ত হইয়া মরে,
মঙ্গলের আস্বাদ পায় না ।
২৬ ইহারা উভয়ে সমভাবে ধূলায় শয়ন করে,
উভয়ে কীটে আচ্ছন্ন হয় ।
২৭ দেখ, আমি তোমাদের চিন্তা সকল জানি,
আমার বিরুদ্ধে তোমাদের অন্যায় সঙ্কল্প সকল জানি ।
২৮ তোমরা কহিতেছ, “সেই ভাগ্যবানের বাটী কোথায় ?
সেই দুর্জ্জনদের বসতির তাম্বু কোথায় ?”
২৯ তোমরা কি পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই ?
উহাদের চিহ্ন সকল কি জান না ?
৩০ বিনাশের দিন পর্য্যন্ত দুর্জ্জন রক্ষিত হয়,
ক্রোধের দিন পর্য্যন্ত তাহারা উত্তীর্ণ হয় ।
৩১ তাহার সম্মুখে তাহার পথ কে ব্যক্ত করিবে ?
তাহার কর্ম্মের ফল তাহাকে কে দিবে ?
৩২ আর সে কবরে নীত হইবে,
লোকে তাহার কবর-স্থান চৌকি দিবে ।
৩৩ তলভূমির মৃত্তিকা তাহার সুখকর বোধ হইবে,
তাহার পরে সকলে তাহার অনুগামী হইবে,
তাহার পূর্ব্বেও অসংখ্য লোক তদ্রূপ ছিল ।
৩৪ তবে কেন আমাকে অনর্থক সান্ত্বনা করিতেছ ?
তোমাদের উত্তরে ত কেবল অসত্য রহিয়াছে ।

ইলীফসের তৃতীয় বক্তৃতা ।

২২ পরে তৈমনীয় ইলীফস উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ মনুষ্য কি ঈশ্বরের উপকারী হইতে পারে ?
বরং বিবেচক আপনারই উপকারী হয় ।
৩ তুমি ধার্ম্মিক হইলে কি সর্ব্বশক্তিমানের আমোদ হয় ?
তুমি সিদ্ধ আচরণ করিলে কি তাঁহার লাভ হয় ?
৪ তিনি কি তোমার ভয়হেতু তোমাকে অনুযোগ করেন,

সেই জন্য কি তোমার সহিত বিচারে
প্রবৃত্ত হন ?
৫ তোমার দুষ্ক্রিয়া কি বিস্তর নয় ?
তোমার অপরাধের সীমা নাই।
৬ তুমি অকারণে নিজ ভ্রাতা হইতে বন্ধক
লইতে,
তুমি বস্ত্রহীনের বস্ত্র হরণ করিতে।
৭ তুমি পরিশ্রান্তকে পান করিতে জল
দিতে না,
ক্ষুধিতকে আহার দিতে অস্বীকার করিতে।
৮ কিন্তু দেশ বলবান লোকেরই অধিকার
ছিল,
সম্মানের পাত্রই তাহাতে বাস করিত।
৯ তুমি বিধবাদিগকে রিক্তহস্তে বিদায়
করিতে,
পিতৃহীনদিগের বাহু চূর্ণ করা হইত।
১০ এই কারণ তোমার চতুর্দ্দিকে ফাঁদ আছে,
আকস্মিক ত্রাস তোমাকে বিহ্বল করে।
১১ অন্ধকার হইয়াছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ
না,
জলের বন্যা তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।
১২ ঈশ্বর কি উচ্চতম স্বর্গে থাকেন না ?
তারাগণের মাথা দেখ, সে সকল কেমন
উচ্চ !
১৩ কিন্তু তুমি কহিতেছ, ঈশ্বর কি জানেন ?
অন্ধকারে থাকিয়া তিনি কি শাসন করেন ?
১৪ নিবিড় মেঘ তাঁহার অন্তরাল, তিনি
দেখেন না,
তিনি গগনমণ্ডলে বিহার করেন।
১৫ তুমি কি প্রাক্কালের সেই পথ ধরিবে,
যাহার পথিকগণ দুর্জ্জন ছিল ?
১৬ তাহারা ত অকালে অপনীত হইল,
তাহাদের ভিত্তিমূল বন্যায় ভাসিয়া গেল।
১৭ তাহারা ঈশ্বরকে বলিত, আমাদের নিকট
হইতে দূর হও ;
সর্ব্বশক্তিমান্ আমাদের কি করিবেন ?
১৮ তবু তিনি তাহাদের গৃহ উত্তম দ্রব্যে
পূর্ণ করিতেন ;
কিন্তু দুষ্টদের পরামর্শ আমা হইতে
দূরবর্ত্তী।
১৯ ইহা দেখিয়া ধার্ম্মিকগণ আনন্দ করে,
নির্দ্দোষ লোকে উহাদিগকে ঠাট্টা করিয়া
বলে,
২০ "সত্যই আমাদের বিপক্ষগণ বিনষ্ট
হইয়াছে,
অগ্নি উহাদের অবশেষ গ্রাস করিয়াছে।"
২১ বিনয় করি, ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও,
শান্তি পাইবে ;
তাহা হইলে মঙ্গল তোমার কাছে
আসিবে।
২২ তাঁহার মুখ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ কর,
তাঁহার বাক্য হৃদয়মধ্যে রাখ।
২৩ সর্ব্বশক্তিমানের প্রতি ফিরিলে তুমি
সংগঠিত হইবে,
তোমার তাম্বু হইতে অন্যায় দূর কর।
২৪ ধূলার মধ্যেই কাঞ্চন রাখ,
স্রোতোমার্গস্থ প্রস্তরসমূহের মধ্যে ওফী-
রের সুবর্ণ রাখ ;
২৫ তাহাতে সর্ব্বশক্তিমানই তোমার কাঞ্চন
হইবেন,
তোমার উজ্জ্বল রৌপ্যস্বরূপ হইবেন।
২৬ তখন তুমি সর্ব্বশক্তিমানে আমোদ করিবে,
ঈশ্বরের প্রতি মুখ তুলিতে পারিবে ;
২৭ তাঁহার কাছে বিনতি করিবে, তিনি
তোমার কথা শুনিবেন,
তুমি আপন মানত সকল পূর্ণ করিবে।
২৮ তুমি কিছু মনস্থ করিলে তাহা তোমার
পক্ষে সফল হইবে,
তোমার পথে দীপ্তি আলো প্রদান
করিবে।

২৯ অবনত হইলে তুমি কহিবে, উন্নতি হইবে,
আর তিনি অধোমুখের পরিত্রাণ করিবেন।
৩০ যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ নয়, তাহাকেও তিনি উদ্ধার করিবেন,
তোমার হস্তের শুচিতায় সে উদ্ধার পাইবে।

ইয়োবের উত্তর।

২৩ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ আজিও আমার বিলাপ তীব্র;
আমার কাতরতা হইতে আমার পীড়া* ভারী
৩ আহা! যদি তাঁহার উদ্দেশ পাইতে পারি,
যদি তাঁহার আসনের নিকটে যাইতে পারি,
৪ তবে আমি তাঁহার সম্মুখে আপন বিচার বিন্যাস করিব,
আমি নানা হেতুবাদে আপন মুখ পূর্ণ করিব।
৫ তিনি কি কি কথায় উত্তর দিবেন, তাহা জানিব,
তিনি আমাকে কি বলিলেন, তাহা বুঝিব।
৬ তিনি কি আপন মহাপরাক্রমে আমার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিবেন?
না, তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিবেন।
৭ তথায় সরল লোক তাঁহার সহিত বিচার করিতে পারে,
এবং আমি আপন বিচারকর্ত্তা হইতে চিরতরে উদ্ধার পাইতে পারি।
৮ দেখ, আমি অগ্রসর হই, কিন্তু তিনি তথায় নাই,
পশ্চাদ্দিকে যাই, তাঁহাকে দেখিতে পাই না;

* (বা) তাহার হস্ত।

৯ বামদিকে যাই; যখন তিনি কার্য্য করেন,
কিন্তু তাঁহার দর্শন পাই না;
তিনি দক্ষিণ দিকে আপনাকে গোপন করেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না।
১০ তথাচ তিনি আমার অবলম্বিত পথ জানেন,
তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব।
১১ আমার পদ তাঁহার পদচিহ্ন ধরিয়া চলিয়াছে,
তাঁহার পথে রহিয়াছি, বিপথগামী হই নাই।
১২ তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আজ্ঞা হইতে আমি পরাঙ্মুখ হই নাই,
আমার প্রয়োজনীয় যাহা, তদপেক্ষা* তাঁহার মুখের বাক্য সঞ্চয় করিয়াছি।
১৩ কিন্তু তিনি একাগ্রচিত্ত; কে তাঁহাকে ফিরাইতে পারে?
তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন।
১৪ তিনি, আমার জন্য যাহা নিরূপিত, তাহা সফল করেন,
এবং এইরূপ অনেক কর্ম্ম তাঁহার কাছে রহিয়াছে।
১৫ এই কারণ আমি তাঁহার সাক্ষাতে বিহ্বল হই;
যখন বিবেচনা করি তাঁহা হইতে ভীত হই।
১৬ ঈশ্বরই আমার হৃদয় মূর্চ্ছিত করিয়াছেন,
সর্ব্বশক্তিমান্ আমাকে বিহ্বল করিয়াছেন,
১৭ কারণ আমি অন্ধকারপ্রযুক্ত অবসন্ন হইয়াছি, এমন নয়,
ঘোর অন্ধকারে আমার মুখ আচ্ছন্ন বলিয়া নয়।

* (বা) আমার নিজ ব্যবস্থা অপেক্ষা। (বা) আমার বক্ষোমধ্যে।

২৪ সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে কেন সময় নিরূপিত হয় না?
যাহারা তাঁহাকে জানে, তাহারা কেন তাঁহার দিন দেখিতে পায় না?
২ কেহ কেহ ভূমির আলি সরাইয়া দেয়,
তাহারা সবলে মেষপাল হরণ করিয়া চরায়।
৩ তাহারা পিতৃহীনদিগের গর্দ্দভ লইয়া যায়,
তাহারা বিধবার গোরু বন্ধক রাখে।
৪ তাহারা দরিদ্রদিগকে পথ হইতে তাড়াইয়া দেয়;
দেশের দীনহীনেরা একেবারে লুকাইয়া থাকে।
৫ দেখ, প্রান্তরস্থ বনগর্দ্দভ সকলের ন্যায়
তাহারা নিজ কর্ম্মে গিয়া গ্রাসের অন্বেষণ করে;
জঙ্গল তাহাদের সন্তানদের জন্য খাদ্য যোগায়।
৬ তাহারা ক্ষেত্রে উহার পশুভক্ষ্য শস্য ছেদন করে,
দুর্জ্জনের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে অবশিষ্ট ফল চয়ন করে;
৭ বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া রাত্রি যাপন করে,
শীতকালে তাহাদের আচ্ছাদনমাত্র থাকে না।
৮ তাহারা পর্ব্বতের বৃষ্টিতে ভিজে,
আশ্রয় না থাকায় শৈলের শরণ লয়।
৯ কেহ কেহ পিতৃহীনকে মাতার স্তন হইতে কাড়িয়া লয়,
দরিদ্রের সামগ্রী বন্ধক রাখে।
১০ তাই ইহারা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া বেড়ায়,
ক্ষুধিত হইয়া শস্যের আটি বহন করে।
১১ ইহারা উহাদের প্রাচীরের ভিতরে তৈল প্রস্তুত করে,
দ্রাক্ষা মর্দ্দন করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হয়।
১২ লোকাকীর্ণ নগরমধ্যে লোকেরা কোঁকায়,
আহত লোকের প্রাণ চীৎকার করে,
তথাপি ঈশ্বর এই দোষে মনোযোগ করেন না।
১৩ তাহারা আলোক-বিদ্রোহীদের দলভুক্ত,
তাহারা তাহার গতি জানে না,
তাহারা তাহার পথে থাকে না।
১৪ রাত্রি-প্রভাতে হত্যাকারী উঠে, দুঃখী ও দীনহীনকে মারিয়া ফেলে,
রাত্রিকালে সে চোরের সমান হয়।
১৫ পারদারিকের চক্ষুও সন্ধ্যাকালের অপেক্ষা করে;
সে বলে, কাহারও চক্ষু আমাকে দেখিতে পাইবে না;
আর সে আপন মুখ অচ্ছাদন করে।
১৬ তাহারা অন্ধকারে লোকের গৃহে সিঁধ কাটে,
দিনমানে তাহারা লুক্কায়িত থাকে;
তাহারা দীপ্তি জানে না।
১৭ প্রাতঃকাল তাহাদের সকলের পক্ষে মৃত্যুচ্ছায়ার ন্যায়
কারণ তাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার ভয়ানকতা জানে।
১৮ এরূপ লোক স্রোতের বেগে চালিত তৃণস্বরূপ;
দেশে তাহাদের অধিকার শাপগ্রস্ত হয়,
তাহারা আর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পথে বিহার করে না।
১৯ অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্ম যেমন হিমানী-জলকে,
পাতাল তেমনি পাপীদিগকে হরণ করে।
২০ গর্ব্ভ তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইবে,
তাহারা কীটের সুস্বাদু ভক্ষ্য হইবে,
তাহারা কাহারও স্মরণে থাকিবে না;
বৃক্ষের মত অন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

২১ সে নিঃসন্তান বন্ধ্যা স্ত্রীকে গ্রাস করে,
সে বিধবার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করে না।
২২ [ঈশ্বর] শক্তি দ্বারা পরাক্রমীদিগকে আকর্ষণ করেন,
তিনি উঠিলে কাহারও জীবনের আশা থাকে না।
২৩ তিনি কাহাকে আশ্রয় দিলে সে নির্ভয়ে থাকে;
কিন্তু তাহাদের পথে তাঁহার দৃষ্টি থাকে।
২৪ তাহারা উচ্চ হয়, ক্ষণকাল গেলে তাহারা নাই,
তাহারা নত হয়, অন্য সকলের ন্যায় অপনীত হয়,
শস্যের শীষাগ্রের ন্যায় ছিন্ন হয়।
২৫ যদি এরূপ না হয়, কে আমাকে মিথ্যাবাদী করিবে?
কে আমার কথা নিরর্থক বলিয়া দেখাইবে?

বিল্‌দদের তৃতীয় বক্তৃতা।

২৫ পরে শূহীয় বিল্‌দদ উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ প্রভুত্ব ও ভয়ানকতা তাঁহার,
তিনি আপন উচ্চস্থানে থাকিয়া শান্তি বিধান করেন।
৩ তাঁহার সৈন্যদল কি গণনা করা যায়?
তাঁহার দীপ্তি কাহার উপরে না উঠে?
৪ তবে ঈশ্বরের কাছে মর্ত্ত্য কেমন করিয়া ধার্ম্মিক হইবে?
অবলার সন্তান কেমন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে?
৫ দেখ, তাঁহার দৃষ্টিতে চন্দ্রও নিস্তেজ,
তারাগণও নির্ম্মল নহে;
৬ তবে কীটসদৃশ মর্ত্ত্য কি?
কৃমিসদৃশ মনুষ্য-সন্তান কি?

ইয়োবের শেষ উত্তর।

২৬ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া কহিলেন,
২ তুমি বলহীনের কেমন সাহায্য করিলে!
দুর্ব্বল বাহুকে কেমন নিস্তার করিলে!
৩ প্রজ্ঞাহীনকে কেমন পরামর্শ দিলে!
বুদ্ধিকৌশল কেমন প্রচুররূপে প্রকাশ করিলে!
৪ তুমি কাহার কাছে কথা কহিলে?
তোমা হইতে কাহার নিঃশ্বাস নির্গত হইল?
৫ প্রেতগণ কম্পিত হয়,
জলরাশির ও তন্নিবাসীদের নীচে।
৬ তাঁহার সম্মুখে পাতাল অনাবৃত,
বিনাশ-স্থান অনাচ্ছাদিত।
৭ তিনি শূন্যের উপরে উত্তর কেন্দ্র বিস্তার করিয়াছেন,
অবস্তুর উপরে পৃথিবীকে ঝুলাইয়াছেন,
৮ তিনি স্বীয় নিবিড় মেঘে জল বদ্ধ করেন,
তথাপি জলধর তাহার ভারে বিদীর্ণ হয় না।
৯ তিনি নিজ সিংহাসনের মুখ আচ্ছাদন করেন,
আপন মেঘ দ্বারা তাহা আবৃত করেন।
১০ তিনি জলরাশির উপর চক্ররেখা লিখিয়াছেন,
অন্ধকার ও দীপ্তির মধ্যবর্ত্তী সীমা পর্য্যন্ত।
১১ গগনমণ্ডলের স্তম্ভ সকল কম্পিত হয়,
তাঁহার ভর্ৎসনায় চমকিয়া উঠে।
১২ তিনি আপন পরাক্রমে সমুদ্রকে উত্তেজিত করেন,
আপন বুদ্ধিতে গর্ব্বীকে আঘাত করেন।
১৩ তাঁহার শ্বাসে আকাশ পরিষ্কার হয়;
তাঁহারই হস্ত পলায়মান নাগকে বিদ্ধ করিয়াছে।
১৪ দেখ, এই সকল তাঁহার মার্গের প্রান্ত;
তাঁহার বিষয়ে কাকলীমাত্র শুনা যায়;

কিন্তু তাঁহার পরাক্রমের গর্জ্জন কে
বুঝিতে পারে ?

২৭ পরে ইয়োব পুনর্ব্বার কথা প্রসঙ্গ
করিলেন, বলিলেন,

২ জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্য—যিনি আমার
বিচার অগ্রাহ্য করিয়াছেন,
সর্ব্বশক্তিমানের দিব্য—যিনি আমার
প্রাণ তিক্ত করিয়াছেন,

৩ (কারণ আমার মধ্যে নিংশ্বাস এখনও
সম্পূর্ণ আছে,
আমার নাসিকায় ঈশ্বরীয় প্রাণবায়ু
আছে ;)

৪ নিশ্চয়ই আমার ওষ্ঠ অন্যায় কহিবে না,
আমার জিহ্বা প্রতারণা উচ্চারণ করিবে
না।

৫ আমি তোমাদিগকে ধার্ম্মিক বলি, এমন
যেন না হয় ;
প্রাণ থাকিতে আমি আপন সিদ্ধতা ত্যাগ
করিব না।

৬ আমার ধার্ম্মিকতা আমি রক্ষা করিব,
ছাড়িব না।
আমি জীবিত থাকিতে আমার মন
আমাকে ধিক্কার দিবে না।

৭ আমার শত্রু দুর্জ্জনের তুল্য হউক,
যে আমার বিরুদ্ধে উঠে, সে অন্যায়ীর
সমান হউক।

৮ বস্তুতঃ পামর ধন সঞ্চয় করিলেও তাহার
প্রত্যাশা কি ?
কেননা ঈশ্বর তাহার প্রাণ হরণ করিবেন।

৯ যখন তাহার সঙ্কট ঘটে,
ঈশ্বর কি তাহার ক্রন্দন শুনিবেন ?

১০ সে কি সর্ব্বশক্তিমানে আমোদ করে ?
নিত্য কি ঈশ্বরকে আহ্বান করে ?

১১ আমি ঈশ্বরের হস্তের বিষয়ে তোমা-
দিগকে উপদেশ দিব,
সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে যাহা আছে,
তাহা গোপনে রাখিব না।

১২ দেখ তোমরা সকলেই তাহা দেখিয়াছ,
তবে কেন এমন অলীক হইয়া পড়িয়াছ ?

১৩ দুষ্ট লোক ঈশ্বর হইতে এই ভাগ্য পায়,
সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে দুর্দ্দান্তেরা এই
অধিকার লাভ করে।

১৪ এমন লোকের পুত্রবাহুল্য হইলে খড়্গে
নষ্ট হইবে,
তাহার সন্তানসন্ততি ভক্ষ্যে তৃপ্ত হইবে
না ;

১৫ তাহার অবশিষ্টেরা মারী দ্বারা কবরস্থ
হইবে ;
তাহার বিধবাগণ রোদন করিবে না।
সে যদিও ধূলির ন্যায় রৌপ্য সঞ্চয় করে,
যদিও কর্দ্দমের ন্যায় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে,

১৭ তবু প্রস্তুত করিলেও ধার্ম্মিক সেই বস্ত্র
পরিবে,
নির্দ্দোষ সেই রৌপ্য বিভাগ করিয়া
লইবে।

১৮ তাহার নির্ম্মিত গৃহ তন্তুকীটের বাসার
তুল্য,
তাহা ক্ষেত্ররক্ষকের কৃত কুঁড়িয়ার তুল্য।

১৯ সে ধনী হইয়া শয়ন করে, কিন্তু সংগৃহীত
হইবে না ;
সে চক্ষু উন্মীলন করে, আর সে নাই।
জলরাশির ন্যায় ত্রাস তাহাকে আক্রমণ
করিবে ;
রাত্রিতে তাহাকে ঝড়ে উড়াইয়া লইবে।

২১ পূর্ব্বীয় বায়ু তাহাকে তুলিয়া লয়, সে
চলিয়া যায়,
তাহা স্বস্থান হইতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ
করে।

২২ [ঈশ্বর] তাহার উপরে বাণ ত্যাগ করি-
বেন, দয়া করিবেন না ;

সে তাঁহার হস্ত এড়াইবার জন্য পলায়ন
  করিবে।
২৩ লোকে তাহাকে হাততালি দিবে,
শিশ্ দিয়া তাহাকে স্বস্থান হইতে দূর
  করিবে।

২৮ বাস্তবিক রৌপ্যের আকর আছে,
সুবর্ণ পরিষ্কারের স্থানও আছে ;
২ ধূলি হইতে লৌহ উদ্ধৃত হয়,
গলিত প্রস্তর হইতে পিত্তল পাওয়া যায়।
৩ মনুষ্য অন্ধকার নিঃশেষিত করে,
অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়াতে যে সকল
  পাথর আছে,
সে প্রান্ত পর্য্যন্ত সে সকল অনুসন্ধান
  করে।
৪ তাহারা বাসস্থান ছাড়িয়া আকর খনন
  করে,
[মানুষের] চরণ তাহাদিগকে ভুলিয়া যায়,
তাহারা মনুষ্যদের হইতে দূরে ঝুলিতে
  ও দুলিতে থাকে ;
৫ মৃত্তিকা হইতে শস্যের উৎপত্তি হয়,
তাহার অধোভাগ যেন অগ্নি দ্বারা লণ্ড-
  ভণ্ড হয়।
৬ তাহার প্রস্তর নীলকান্ত মণির জন্মস্থান,
তাহার ধূলি সুবর্ণসম্বলিত।
৭ সেই পথ চিলের অজ্ঞাত,
তাহা শকুনির চক্ষুর অগোচর ;
৮ দর্পী পশুগণ তাহা দলিত করে নাই,
কেশরী তথায় পদার্পণ করে নাই।
৯ মনুষ্য দৃঢ় শৈলে হস্তক্ষেপ করে,
পর্ব্বতদিগকে সমূলে উল্টাইয়া ফেলে।
১০ সে শৈলের মধ্যে স্থানে স্থানে খাল কাটে,
তাহার চক্ষু সর্ব্বপ্রকার মণি দর্শন করে।
১১ সে নদীর জলক্ষরণ বদ্ধ করে,
যাহা গুপ্ত আছে, তাহা সে দীপ্তিতে আনে।
১২ কিন্তু প্রজ্ঞা কোথায় পাওয়া যায় ?
সুবিবেচনার স্থানই বা কোথায় ?
১৩ মনুষ্য তাহার মূল্য জানে না,
জীবিতদের দেশে তাহা পাওয়া যায় না।
১৪ জলধি বলে, তাহা আমাতে নাই ;
সমুদ্র বলে, তাহা আমার কাছে নাই।
১৫ তাহা উত্তম সুবর্ণ দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া
  যায় না,
তাহার মূল্য বলিয়া রৌপ্যও তৌল করা
  যায় না।
১৬ ওফীরের সুবর্ণ তাহার সমতুল্য নয়,
বহুমূল্য গোমেদক ও নীলকান্তমণিও নয়।
১৭ স্বর্ণ ও কাচ তাহার সমান হইতে পারে না,
তাহার পরিবর্ত্তে কাঞ্চনের পাত্র দত্ত
  হইবে না।
১৮ তাহার কাছে প্রবাল ও স্ফটিকের নাম
  করা যায় না,
পদ্মরাগমণির মূল্য অপেক্ষাও প্রজ্ঞার
  মূল্য অধিক।
১৯ কূশদেশীয় পীতমণিও তাহার সমান নয়,
নির্ম্মল সুবর্ণও তাহার সমতুল্য হয় না।
২০ অতএব প্রজ্ঞা কোথা হইতে আইসে ?
সুবিবেচনার স্থানই বা কোথায় ?
২১ তাহা সমস্ত সজীব প্রাণীর চক্ষু হইতে গুপ্ত,
তাহা আকাশের পক্ষীর অদৃশ্য।
২২ বিনাশ ও মৃত্যু বলে,
আমরা স্বকর্ণে তাহার কীর্ত্তি শুনিয়াছি।
২৩ ঈশ্বরই তাহার পথ জানেন ;
তিনিই তাহার স্থান জ্ঞাত আছেন ;
২৪ কেননা তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত
  দেখেন,
সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃস্থানে তাঁহার
  দৃষ্টি যায়।
২৫ তিনি যখন বায়ুর গুরুত্ব নিরূপণ করিলেন,
যখন পরিমাণ দ্বারা জল পরিমিত
  করিলেন,

২৬ যখন তিনি বৃষ্টির নিয়ম নিরূপণ করিলেন,
বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জনের পথ স্থির করিলেন,
২৭ তখন প্রজ্ঞাকে দেখিলেন ও প্রচার করিলেন,
তাহা স্থাপন করিলেন, তাহার সন্ধানও করিলেন;
২৮ আর তিনি মনুষ্যকে কহিলেন,
দেখ, প্রভুর ভয়ই প্রজ্ঞা,
দুষ্ক্রিয়া হইতে সরিয়া যাওয়াই সু-বিবেচনা।

২৯ পরে ইয়োব পুনর্ব্বার কথা প্রসঙ্গ করিলেন, বলিলেন,
২ আহা! যদি আমি সেইরূপ থাকিতাম,
যেমন পূর্ব্বকার মাসপর্য্যায়ে ছিলাম!
যেমন পূর্ব্বকার দিনপর্য্যায়ে ছিলাম, যখন ঈশ্বর আমাকে চৌকি দিতেন।
৩ তখন আমার মাথার উপরে তাঁহার প্রদীপ জ্বলিত,
তাঁহার আলোকে আমি অন্ধকারেও চলিতাম।
৪ আমি উত্তম অবস্থায় ছিলাম,
ঈশ্বরের গূঢ় মন্ত্রণা আমার তাম্বুর উপরে থাকিত;
৫ তখন সর্ব্বশক্তিমান্ আমার সহায় ছিলেন,
আমার সন্তানগণ আমার চারিদিকে ছিল।
৬ আমার পদচিহ্ন ক্ষীরে প্রক্ষালিত হইত,
আমার জন্য শৈল তৈলের নদী বহাইত।
৭ আমি নগরের দিকে গিয়া পুরদ্বারে উঠিতাম,
চকে আমার আসন প্রস্তুত করিতাম,
৮ যুবকগণ আমাকে দেখিয়া লুকাইত,
বৃদ্ধেরা উঠিয়া দাঁড়াইতেন;
৯ অধ্যক্ষগণ বাক্য কথন হইতে নিবৃত্ত হইতেন,
আপন আপন মুখে হাত দিয়া থাকিতেন;
১০ বড় লোকেরা অবাক হইয়া থাকিতেন,
তাঁহাদের জিহ্বা তালুতে লাগিয়া থাকিত;
১১ আমার কথা শুনিলে কর্ণ মম সাধুবাদ করিত,
আমাকে দেখিলে চক্ষু মম পক্ষে সাক্ষ্য দিত।
১২ কারণ আমি আর্ত্তনাদকারী দুঃখীকে,
এবং পিতৃহীন ও অসহায়কে উদ্ধার করিতাম।
১৩ নষ্টকল্পের আশীর্ব্বাদ আমার উপরে বর্ত্তিত;
আমি বিধবার চিত্তকে আনন্দগান করাইতাম।
১৪ আমি ধার্ম্মিকতা পরিতাম, আর তাহা আমাকে পরিত;
আমার ন্যায়বত্তা পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষস্বরূপ ছিল।
১৫ আমি অন্ধের চক্ষু ছিলাম,
আমি খঞ্জের চরণ ছিলাম।
১৬ আমি দরিদ্রগণের পিতা ছিলাম;
যাহাকে না জানিতাম, তাহারও বিচারের তদন্ত করিতাম;
১৭ আমি অন্যায়ীর চোয়ালি ভগ্ন করিতাম,
তাহার দন্ত হইতেই শিকার উদ্ধার করিতাম।
১৮ তখন কহিতাম, আমি নিজ বাসার মধ্যে মরিব;
আমার দিন বালুকার ন্যায় বহুসংখ্যক হইবে।
১৯ জলের ধারে আমার মূল বিস্তৃত হয়,
সমস্ত রাত্রি আমার শাখায় শিশির থাকে,
২০ আমার গৌরব আমাতে সতেজ থাকে,
আমার ধনুক আমার হস্তে নূতনীকৃত হয়।

২১ লোকে আমারই বাক্য শুনিত, প্রতীক্ষা করিত,
আমার পরামর্শের জন্য নীরব হইয়া থাকিত।
২২ আমার কথার পরে তাহারা আর কথা বলিত না;
মম বাক্য তাহাদের উপরে ফোটা ফোটা পড়িত।
২৩ তাহারা যেমন বৃষ্টির, তেমনি আমার প্রতীক্ষা করিত;
যেন শেষ বর্ষার জন্য মুখ বিস্তার করিত।
২৪ আমি তাহাদের প্রতি হাসিলে তাহারা বিশ্বাস করিত না,
তাহারা আমার মুখের দীপ্তি নিস্তেজ করিত না।
২৫ আমি তাহাদের পথ মনোনীত করিতাম, ও প্রধানের ন্যায় বসিতাম;
সৈন্যদল মধ্যে যেমন রাজা, তেমনি থাকিতাম,
শোকার্ত্তদের সান্ত্বনাকারীর ন্যায় থাকিতাম।

৩০ সম্প্রতি, যাহারা আমা হইতে অল্পবয়স্ক, তাহারা আমাকে পরিহাস করে;
আমি তাহাদের পিতাদিগকে আমার পালরক্ষক কুকুরদের সহিত রাখিতেও অবজ্ঞা করিতাম।
২ তাহাদের ভুজবলে আমার কি ফল হইতে পারে?
তাহাদের তেজ ত নষ্ট হইয়াছে।
৩ তাহারা দীনতায় ও অন্নাভাবে অসাড় হইয়া পড়ে,
উৎসন্নতা ও শূন্যতার ঘোরে শুষ্কভূমি চর্ব্বণ করে;
৪ তাহারা ঝোড়ের নিকটে বিস্বাদু শাক তুলে,
রেতম বৃক্ষের শিকড় তাহাদের ভক্ষ্য দ্রব্য।
৫ তাহারা মানব-সমাজ হইতে বিতাড়িত হয়,
যেমন চোরের, তেমনি লোকে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চীৎকার করে।
৬ তাহারা উপত্যকার ভয়ানক স্থানে থাকে,
ধূলিময় ও পাষাণময় গর্ত্তে বাস করে।
৭ তাহারা ঝোপের মধ্যে থাকিয়া হ্রেষারব করে,
গোক্ষুরবনে একত্রীভূত হয়
৮ তাহারা মূর্খদের সন্তান, অপদার্থদের সন্তান,
তাহারা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।
৯ সম্প্রতি আমি তাহাদের গানের বিষয় হইয়াছি,
বস্তুতঃ আমি তাহাদেরই গল্পের বিষয়।
১০ তাহারা আমাকে ঘৃণা করে, আমা হইতে দূরে থাকে,
আমার মুখে থুথু ফেলিতে ভয় করে না।
১১ তিনি ত আপন রজ্জু খুলিয়া আমাকে নত করিয়াছেন,
তাহারা আমার সাক্ষাতে বল্‌গা ফেলিয়া দিয়াছে।
১২ বেটারা আমার দক্ষিণে উঠে,
আমার চরণ ঠেলিয়া দেয়,
আমার বিরুদ্ধে বিনাশের উচ্চপথ প্রস্তুত করে।
১৩ তাহারা আমার পথ রোধ করে,
আমার সর্ব্বনাশার্থে সাহায্য করে;
নিঃসহায় লোকেও এইরূপ করে।
১৪ তাহারা যেন প্রশস্ত ছিদ্র দিয়া আইসে,
ভঙ্গের মধ্যে আমার উপরে আসিয়া গড়াইয়া পড়ে।
১৫ নানা প্রকার ত্রাস আমার সম্মুখে উপস্থিত,
সে সকল বায়ুর ন্যায় আমার সম্ভ্রম দূর করিতেছে;

মেঘের ন্যায় আমার মঙ্গল অতীত হইতেছে।
১৬ এখন আমার প্রাণ আমার মধ্যে ঢালা যাইতেছে;
দুঃখের দিনসমূহ আমাকে আক্রমণ করিতেছে।
১৭ রাত্রিকালে আমার অস্থি সকল খসিয়া যায়,
আমার দংশক সকল কখন নিদ্রা যায় না।
১৮ [রোগের] প্রবল শক্তিতে আমার পরিচ্ছদ বিকৃত হয়,
জামার গলার ন্যায় আমাতে আঁটিয়া থাকে।
১৯ [ঈশ্বর] আমাকে পঙ্কে মগ্ন করিয়াছেন,
আমি ধূলা ও ভস্মের ন্যায় হইতেছি।
২০ আমি তোমার কাছে আর্ত্তনাদ করি, তুমি উত্তর দেও না;
আমি দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিমাত্র করিতেছ।
২১ তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া উঠিতেছ,
আপন ভুজবলে আমাকে তাড়না করিতেছ।
২২ তুমি আমাকে তুলিয়া বায়ুতে চড়াইতেছ,
ঝটিকায় বিলীন করিতেছ।
২৩ বস্তুতঃ আমি জানি, তুমি আমাকে মৃত্যুর নিকটে লইয়া যাইতেছ;
সমুদয় জীবিতের সভাগৃহে লইয়া যাইতেছ।
২৪ পড়িবার সময়ে লোক কি হস্ত বিস্তার করে না?
বিনাশকালে কি সে জন্য আর্ত্তনাদ করে না?
২৫ আমি বিপদগ্রস্তের নিমিত্ত কি কাঁদিতাম না?
দীনের জন্য কি শোকাকুলচিত্ত হইতাম না?
২৬ আমি মঙ্গলের অপেক্ষা করিলে অমঙ্গল ঘটিল,
দীপ্তির প্রতীক্ষা করিলে অন্ধকার আসিল।
২৭ আমার অন্ত্র জ্বলিতে থাকে, শান্তি পায় না,
দুঃখের দিনসমূহ আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে।
২৮ বিনা রৌদ্রে আমি ম্লান হইয়া বেড়াইতেছি,
আমি সমাজে উঠিয়া দাঁড়াই, আর্ত্তনাদ করি।
২৯ আমি শৃগালগণের ভ্রাতা হইয়াছি,
উষ্ট্রপক্ষীদের বন্ধু হইয়াছি।
৩০ আমার চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, খসিয়া পড়িতেছে,
আমার অস্থি তাপে দগ্ধ হইয়াছে।
৩১ আমার বীণার রব হাহাকারে পরিণত
আমার বংশী বিলাপকারীদের রবে পরিণত।

৩১ আমি নিজ চক্ষুর সহিত নিয়ম করিয়াছি;
অতএব যুবতীর প্রতি কটাক্ষপাত কেন করিব?
২ ঊর্দ্ধবাসী ঈশ্বর হইতে কি প্রকার ভাগ্যপ্রাপ্তি হয়?
উপরিস্থ সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে কি অধিকার প্রাপ্তি হয়?
৩ তাহা কি অন্যায়কারীর জন্য বিপদ নয়?
তাহা কি অধর্ম্মাচারীদের জন্য দুর্গতি নয়?
৪ তিনি কি আমার পথ সকল দেখেন না?
আমার সকল পাদবিক্ষেপ গণনা করেন না?
৫ আমি যদি অলীকতার সহচর হইয়া থাকি,
আমার চরণ যদি ছলের পথে দৌড়িয়া থাকে,
৬ (তিনি ধর্ম্মনিক্তিতে আমাকে তৌল করুন,
ঈশ্বর আমার সিদ্ধতা জ্ঞাত হউন;)

৭ আমি যদি বিপথে পাদসঞ্চার করিয়া থাকি,
আমার হৃদয় যদি চক্ষুর অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে,
আমার হস্তে যদি কোন কলঙ্ক লাগিয়া থাকে,
৮ তবে আমি বুনিলে অন্যে ফল ভোগ করুক,
ও আমার চারা সকল উন্মূলিত হউক।
৯ আমার হৃদয় যদি রমণীতে মুগ্ধ হইয়া থাকে,
প্রতিবাসীর দ্বারের নিকটে যদি আমি লুকাইয়া থাকি,
১০ তবে আমার স্ত্রী পরের জন্য যাঁতা পেষণ করুক,
অন্য লোকে তাহাকে ভোগ করুক!
১১ কেননা তাহা জঘন্য কার্য্য,
তাহা বিচারকর্ত্তাদের শাসনীয় অপরাধ;
১২ তাহা সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত গ্রাসকারী অগ্নি,
তাহা আমার সর্ব্বস্ব উন্মূলন করিত।
১৩ আমার দাস কি দাসী আমার কাছে অভিযোগ করিলে,
যদি তাহাদের বিচারে তাচ্ছল্য করিয়া থাকি,
১৪ তবে ঈশ্বর উঠিলে আমি কি করিব?
তিনি তত্ত্ব করিলে তাঁহাকে কি উত্তর দিব?
১৫ যিনি জরায়ু-মধ্যে আমাকে রচনা করিয়াছেন, তিনিই কি উহাকেও রচনা করেন নাই?
একই জন কি আমাদিগকে গর্ব্ভে গঠন করেন নাই?
১৬ আমি যদি দরিদ্রদিগকে তাহাদের অভীষ্ট বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকি,
যদি বিধবার নয়ন নিস্তেজ করিয়া থাকি,
১৭ যদি আমার খাদ্য একা খাইয়া থাকি,
পিতৃহীন তাহার কিছু খাইতে না পাইয়া থাকে,
১৮ (বস্তুতঃ আমার বাল্যাবধি সে যেমন পিতার কাছে, তেমনি আমার কাছে মানুষ হইত,
আজন্মকাল আমি বিধবার উপকার করিয়াছি;)
১৯ যখন আমি কাহাকেও বস্ত্রাভাবে মৃতকল্প দেখিয়াছি,
দীনহীনকে উলঙ্গ দেখিয়াছি,
২০ যদি তাহার কটি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকে,
আমার মেষের লোমে তাহার গাত্র উষ্ণ না হইয়া থাকে;
২১ নগরদ্বারে নিজ সহায়কে দেখিতে পাওয়াতে,
যদি পিতৃহীনের বিপরীতে হাত তুলিয়া থাকি;
২২ তবে আমার স্কন্ধের অস্থি খসিয়া পড়ুক,
আমার বাহু সন্ধি হইতে পড়িয়া যাউক।
২৩ কারণ ঈশ্বরদত্ত বিপদ আমার প্রতি ত্রাসজনক হইত,
তাঁহার মহত্ত্বহেতু সেরূপ কিছু করিতে পারিতাম না।
২৪ আমি যদি স্বর্ণকে আশাভূমি করিয়া থাকি,
সুবর্ণকে বলিয়া থাকি, তুমি মম আশ্রয়,
২৫ যদি আনন্দ করিয়া থাকি, সম্পদ বাড়িয়াছে বলিয়া,
হস্তে সমৃদ্ধি লাভ হইয়াছে বলিয়া;
২৬ যখন তেজোময় প্রভাকরকে দেখিয়াছি,
সজ্যোৎস্না-বিহারী চন্দ্রকে দেখিয়াছি,
২৭ তখন যদি আমার মন গোপনে মুগ্ধ হইয়া থাকে,
আমার মুখ যদি হস্তকে চুম্বন করিয়া থাকে,

২৮ তবে তাহাও বিচারকর্ত্তাদের শাসনীয় অপরাধ হইত,
কেননা তাহা হইলে ঊর্দ্ধবাসী ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতাম।
২৯ আমার বিদ্বেষীর বিপদে কি আনন্দ করিয়াছি?
তাহার অমঙ্গলে কি উল্লাসিত হইয়াছি?
৩০ বরঞ্চ আমার মুখকে পাপ করিতে দিই নাই;
অভিশাপসহ উহার প্রাণ যাচ্ঞা করি নাই।
৩১ আমার তাম্বুর লোকে কি বলিত না,
কোন্ ব্যক্তি উহার দত্ত মাংসে তৃপ্ত হয় নাই?
৩২ বিদেশী পথে রাত্রি যাপন করিত না,
পথিকদের জন্য আমি দ্বার খুলিয়া রাখিতাম।
৩৩ আমি কি আদমের* ন্যায় আপন অধর্ম্ম ঢাকিয়াছি?
আমার অপরাধ কি বক্ষঃস্থলে লুকাইয়াছি?
৩৪ আমি কি মহৎ জনসমাজকে ভয় করিতাম?
গোষ্ঠীদিগের তুচ্ছতায় কি উদ্বিগ্ন হইতাম?
তাই কি চুপ করিতাম, দ্বারের বাহিরে যাইতাম না?
৩৫ হায় হায়! কেহ কি আমার কথা শুনে না?
এই দেখ, আমার স্বাক্ষর; সর্ব্বশক্তিমান্ আমাকে উত্তর দিউন,
আমার প্রতিবাদী আমার দোষপত্র লিখুন।
৩৬ অবশ্য আমি তাহা স্কন্ধে বহন করিব,
আমার উষ্ণীষ বলিয়া তাহা বাঁধিব।
৩৭ আমার পাদবিক্ষেপের সংখ্যা তাঁহাকে জ্ঞাত করিব,
রাজপুরুষের ন্যায় তাঁহার নিকটে যাইব।
৩৮ আমার ভূমি যদি আমার প্রতিকূলে ক্রন্দন করে,
তাহার সীতা সকল যদি রোদন করে,
৩৯ আমি যদি বিনা অর্থে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকি,
তদধিকারীদের প্রাণহানির কারণ হইয়া থাকি,
৪০ তবে গোমের স্থানে কণ্টক উৎপন্ন হউক,
যবের স্থানে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হউক।
ইয়োবের বাক্য সমাপ্ত।

ইলীহূর প্রথম বক্তৃতা।

৩২ পরে ঐ তিন জন ইয়োবকে উত্তর দিতে ক্ষান্ত হইলেন, কারণ তিনি নিজের দৃষ্টিতে আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিয়া- ২ ছিলেন। তখন রাম গোষ্ঠীজাত বূষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; ইয়োবের প্রতি তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, কারণ তিনি ঈশ্বর অপেক্ষা আপনাকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়াছিলেন। ৩ আবার তাঁহার তিন জন বন্ধুর প্রতি তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, কারণ তাঁহারা উত্তর করিতে না পারিয়াও ৪ ইয়োবকে দোষী করিয়াছিলেন। ইলীহূর বয়ঃক্রম অপেক্ষা তাঁহাদের সকলের বয়ঃ-ক্রম অধিক ছিল, তাই তিনি ইয়োবের কাছে কথা কহিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া- ৫ ছিলেন। পরে ঐ তিন ব্যক্তির মুখে আর উত্তর নাই দেখিয়া ইলীহূর ক্রোধ ৬ প্রজ্বলিত হইল। আর বূষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূ এই কথা বলিলেন,
আমি যুবক, আর আপনারা প্রাচীন,
তাই সঙ্কুচিত ছিলাম, আপনাদের কাছে আপন মত প্রকাশ করিতে ভয় করিলাম।
৭ আমি কহিলাম, বয়সই কথা বলুক,
বৎসরের বাহুল্যই প্রজ্ঞা শিক্ষা দিউক।

* (বা) মনুষ্য সাধারণের।

৮ কিন্তু মানুষের মধ্যে আত্মা আছে,
সর্ব্বশক্তিমানের নিঃশ্বাস তাহাদিগকে বিবেচক করে।
৯ মহত্তেরাই যে জ্ঞানবান, তাহা নয়,
প্রাচীনেরাই যে বিচার বুঝেন, তাহাও নয়।
১০ অতএব আমি বলি, আমার কথা শুনুন,
আমিও আপন মত প্রকাশ করি।
১১ দেখুন, আমি আপনাদের কথার অপেক্ষা করিয়াছি;
আপনাদের হেতুবাদে কাণ দিয়াছি,
যাবৎ আপনারা কি বলিবেন, খুঁজিতেছিলেন।
১২ আমি আপনাদের কথায় নিবিষ্টমনা ছিলাম,
কিন্তু দেখুন, আপনাদের মধ্যে কেহই ইয়োবের দোষ ব্যক্ত করেন নাই,
তাঁহার কথার উত্তর দেন নাই।
১৩ তবে বলিবেন না, আমরা জ্ঞান পাইয়াছি;
উহাঁকে পরাস্ত করা ঈশ্বরেরই সাধ্য, মনুষ্যের অসাধ্য।
১৪ ফলে, তিনি আমার বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই,
আমিও আপনাদের বক্তৃতায় তাঁহাকে উত্তর দিব না।
১৫ উহাঁরা ক্ষুব্ধ হইলেন, আর উত্তর করেন না,
উহাঁদের বলিবার আর কথা নাই।
১৬ আর কেন অপেক্ষা করিব? উহাঁরা ত কিছুই বলেন না,
উহাঁরা স্থগিত হইলেন, কিছু উত্তর করেন না।
১৭ আমিও যথাসাধ্য উত্তর করিব,
আমিও আপন মত প্রকাশ করিব।
১৮ কেননা আমি কথায় পরিপূর্ণ,
আমার অন্তরস্থ আত্মা আমাকে প্রবর্ত্তনা করিতেছে।
১৯ দেখুন, আমার উদর বদ্ধ দ্রাক্ষারসের মত,
তাহা নূতন কুপার ন্যায় ফাটিয়া যায় যায় হইয়াছে।
২০ আমি কথা কহিব, কহিলে উপশম পাইব,
আমি ওষ্ঠাধর খুলিয়া উত্তর করিব।
২১ আমি কোন লোকের মুখাপেক্ষাও করিব না,
কোন মনুষ্যের চাটুবাদ করিব না।
২২ কেননা আমি চাটুবাদ করিতে জানি না,
করিলে আমার নির্ম্মাতা শীঘ্রই আমাকে সংহার করিবেন।

৩৩ যাহা হউক, ইয়োব, বিনয় করি, আমার কথা শুনুন,
আমার সকল বাক্যে কর্ণপাত করুন।
২ দেখুন, আমি এখন মুখ খুলিয়াছি,
আমার তালুস্থিত জিহ্বা কথা কহিতেছে।
৩ আমার বাক্য মনের সরলতা দেখাইবে,
আমার ওষ্ঠাধর যাহা জানে, সরল ভাবে কহিবে।
৪ ঈশ্বরের আত্মা আমাকে রচনা করিয়াছেন,
সর্ব্বশক্তিমানের নিঃশ্বাস আমাকে জীবন দেন।
৫ আপনি যদি পারেন, আমাকে উত্তর দিউন,
আমার সম্মুখে বাক্য বিন্যাস করুন, উঠিয়া দাঁড়াউন।
৬ দেখুন, ঈশ্বরের কাছে আমিও আপনার মত;
আমিও মৃত্তিকা হইতে গঠিত হইয়াছি।
৭ দেখুন, আমার ভয়ানকতা আপনাকে ত্রাসযুক্ত করিবে না,
আমার ভার আপনার দুর্ব্বহ হইবে না।
৮ আপনি আমার কর্ণগোচরেই কথা কহিয়াছেন,
আমি এই বাক্যের ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি,

৯ "আমি শুচি, আমার অধর্ম্ম নাই ;
আমি নিষ্কলঙ্ক, আমাতে অপরাধ নাই ;
১০ দেখ, তিনি আমার বিরুদ্ধে ছিদ্র অন্বেষণ করেন,
আমাকে আপনার শত্রু গণনা করেন ;
১১ তিনি আমার চরণ নিগড়ে বদ্ধ করেন,
আমার সমস্ত পথ নিরীক্ষণ করেন।"
১২ দেখুন, এ বিষয়ে আপনি যথার্থবাদী নহেন—আমি আপনাকে উত্তর দিই—
কেননা মর্ত্ত্য অপেক্ষা ঈশ্বর মহান্।
১৩ আপনি কেন তাঁহার সহিত বিতণ্ডা করিতেছেন ?
তিনি ত আপনার কোন কথার হেতু বলেন না।
১৪ ঈশ্বর এক বার বলেন,
বরং দুই বার, কিন্তু লোকে মন দেয় না।
১৫ স্বপ্নে, রাত্রিকালীন দর্শনে,
যখন মনুষ্যেরা অগাধ নিদ্রায় মগ্ন হয়,
শয্যায় সুষুপ্ত হয়,
১৬ তখন তিনি মনুষ্যদের কর্ণ খুলিয়া দেন,
তাহাদের শিক্ষা মুদ্রাঙ্কিত করেন,
১৭ যেন তিনি মনুষ্যকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন,
যেন মনুষ্য হইতে অহঙ্কার গুপ্ত রাখেন।
১৮ তিনি কূপ হইতে তাহার প্রাণ,
অস্ত্রাঘাত হইতে তাহার জীবন রক্ষা করেন।
১৯ সে আপন শয্যায় ব্যথিত হইয়া শাস্তি পায়,
তাহার অস্থিতে নিরন্তর সংগ্রাম হয়,
২০ আহারেও তাহার জীবনের রুচি হয় না,
সুস্বাদু খাদ্যও তাহার প্রাণে ভাল লাগে না,
২১ তাহার মাংস ক্ষয় পাইয়া অদৃশ্য হয়,
তাহার অদৃশ্য অস্থি সকল বাহির হইয়া পড়ে।
২২ তাহার প্রাণ কূপের নিকটস্থ হয়,
তাহার জীবন বিনাশকদের নিকটবর্ত্তী হয়।
২৩ যদি তাহার সহিত এক দূত থাকেন,
এক অর্থকারক, সহস্রের মধ্যে এক জন,
যিনি মনুষ্যকে তাহার পক্ষে যাহা ন্যায্য, তাহা দেখান,
২৪ তবে উনি তাহার প্রতি কৃপা করিয়া বলেন,
"কূপে নামিয়া যাওয়া হইতে ইহাকে মুক্ত কর,
আমি প্রায়শ্চিত্ত পাইলাম।"
২৫ তাহার মাংস বালকের অপেক্ষাও সতেজ হইবে,
সে যৌবনকাল ফিরিয়া পাইবে।
২৬ সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, আর তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন,
তাই সে হর্ষধ্বনিপূর্ব্বক তাঁহার মুখ দর্শন করে,
আর তিনি মর্ত্ত্যকে তাহার ধার্ম্মিকতা ফিরাইয়া দেন।
২৭ সে মনুষ্যদের কাছে গীত গাহিয়া বলে,
"আমি পাপ করিয়াছি, প্রকৃতের বিপরীত করিয়াছি,
তথাপি তাহার তুল্য প্রতিফল পাই নাই ;*
২৮ তিনি কূপে প্রবেশ করা হইতে আমার প্রাণকে মুক্ত করিয়াছেন,
আমার জীবন আলোক দর্শন করিবে।"
২৯ দেখুন, ঈশ্বর এই সকল কার্য্য করেন,
নরের সহিত দুই বার, তিন বার করেন,
৩০ যেন কূপ হইতে তাহার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন,
যেন সে জীবিতদের দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হয়।
৩১ ইয়োব, অবধান করুন, আমার কথা শুনুন ;

* (বা) তাহাতে আমার কিছু লাভ হয় নাই।

আপনি নীরব থাকুন, আমি বলি।
৩২ যদি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, উত্তর করুন,
বলুন, কেননা আমি আপনাকে নির্দ্দোষ করিতে চাই।
৩৩ যদি না থাকে, তবে আমার কথা শুনুন,
নীরব হউন, আমি আপনাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিই।

ইলীহূর দ্বিতীয় বক্তৃতা।

৩৪ ইলীহূ আরও বলিতে লাগিলেন,
২ হে বিজ্ঞেরা, আমার কথা শুনুন ;
হে জ্ঞানবানেরা, আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন।
৩ কেননা রসনা যেমন ভক্ষ্যের স্বাদ লয়,
তদ্রূপ কর্ণ কথার পরীক্ষা করে।
৪ আইসুন, যাহা ন্যায্য তাহাই মনোনীত করি,
ভাল কি, আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় করি।
৫ দেখুন, ইয়োব বলিলেন, আমি ধার্ম্মিক,
কিন্তু আমার যাহা ন্যায্য, ঈশ্বর তাহা হরণ করিয়াছেন ;
৬ আমি ন্যায়বান হইলেও মিথ্যাবাদী গণিত,
বিনা দোষে আমি দারুণ আহত হইয়াছি।
৭ ইয়োবের সদৃশ কোন্ ব্যক্তি আছে ?
তিনি জলের ন্যায় উপহাস পান করেন,
৮ অধর্ম্মাচারীদের সঙ্গে চলেন,
দুষ্ট লোকদের পথে গমন করেন।
৯ কেননা তিনি বলিয়াছেন, মনুষ্যের কিছুই লাভ নাই,
যখন সে ঈশ্বরের সহিত প্রণয় রাখে।
১০ অতএব, হে বুদ্ধিমানেরা, আমার কথা শুনুন,
ইহা দূরে থাকুক যে, ঈশ্বর দুষ্কার্য্য করিবেন,
সর্ব্বশক্তিমান্ অন্যায় করিবেন।
১১ কারণ তিনি মনুষ্যের কর্ম্মের ফল তাহাকে দেন,
মনুষ্যের গতি অনুসারে তাহার দশা ঘটান।
১২ ঈশ্বর ত কখনও দুষ্টাচরণ করেন না,
সর্ব্বশক্তিমান্ কভু বিচার বিপরীত করেন না।
১৩ পৃথিবীর কর্ত্তৃত্বভার তাঁহাকে কে দিল ?
সমস্ত জগৎ [তাঁহাকে] কে সমর্পণ করিল ?
১৪ যদি তিনি আপনাতেই নিবিষ্টমনা থাকেন,
আপনার আত্মা ও নিঃশ্বাস আপনার কাছে সংগ্রহ করেন,
১৫ তবে মর্ত্ত্যমাত্র একেবারে মরিয়া যাইবে,
মনুষ্য পুনর্ব্বার ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।
১৬ যদি আপনার বিবেচনা থাকে, তবে ইহা শুনুন,
আমার বাক্যের রবে কর্ণপাত করুন।
১৭ যে ন্যায়বিদ্বেষী, সে কি শাসন করিবে ?
আপনি কি ধর্ম্মময় পরাক্রমীকে দোষী করিবেন ?
১৮ রাজাকে কি বলা যায়, তুমি পাপাধম ?
রাজন্যবর্গকে কি বলা যায়, তোমরা দুষ্ট ?
১৯ কিন্তু তিনি জনাধ্যক্ষদেরও মুখাপেক্ষা করেন না,
দরিদ্রের কাছে ধনবানকেও বিশিষ্ট জ্ঞান করেন না,
কেননা তাহারা সকলেই তাঁহার হস্তকৃত বস্তু।
২০ তাহারা হঠাৎ মরে, মধ্যরাত্রে মরে,
প্রজাসমূহ বিচলিত হইয়া চলিয়া যায়,
পরাক্রমী বিনা হস্তক্ষেপে অপনীত হয়।
২১ কেননা মানুষের পথে তাঁহার দৃষ্টি আছে ;
তিনি তাহার সমস্ত পাদসঞ্চার দেখেন ;

২২ এমন অন্ধকার কি মৃত্যুচ্ছায়া নাই,
যেখানে অধর্ম্মাচারিগণ লুকাইতে পারে।
২৩ তিনি মনুষ্যের বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করেন না,
যখন সে ঈশ্বরের সম্মুখে বিচারস্থানে আইসে।
২৪ তিনি বিনা সন্ধানে পরাক্রান্তদিগকে খণ্ড খণ্ড করেন,
তাহাদের স্থানে অন্যদিগকে স্থাপন করেন।
২৫ তজ্জন্য তিনি তাহাদের ক্রিয়া সকল জ্ঞাত হন,
রাত্রিতে তাহাদিগকে উল্টাইয়া ফেলেন, তাহাতে তাহারা চূর্ণ হয়।
২৬ তিনি তাহাদিগকে দুর্জ্জন বলিয়া প্রহার করেন,
সকলের দৃষ্টিগোচরেই করেন ;
২৭ কারণ তাহারা তাঁহার অনুগমন হইতে ফিরিল,
তাঁহার সমস্ত পথ অবহেলা করিল ;
২৮ এইরূপে দরিদ্রের ক্রন্দন তাঁহার নিকট আনাইল ;
আর তিনি দুঃখীদের ক্রন্দন শ্রবণ করিলেন।
২৯ তিনি শান্তি দিলে কে দোষ দিতে পারে?
তিনি মুখ ঢাকিলে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে?
জাতির বা ব্যক্তির কথা হউক, একই ;
৩০ পামর যেন রাজত্ব না করে,
প্রজাগণকে ফাঁদে ফেলিতে যেন কেহ না থাকে।
৩১ কেহ কি ঈশ্বরকে বলিয়াছে,
আমি [শাস্তি] পাইয়াছি, আর পাপ করিব না,
৩২ যাহা দেখিতে পাই না, তাহা আমাকে শিখাও ;
যদি অন্যায় করিয়া থাকি, আর করিব না?
৩৩ তাঁহার প্রতিফল দান কি আপনার ইচ্ছা-মতে হইবে যে, আপনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন?
মনোনীত করা আপনার কর্ম্ম, আমার নয় ;
অতএব আপনি যাহা জানেন, বলুন।
৩৪ বুদ্ধিমান লোকেরা আমাকে বলিবেন,
জ্ঞানবানেরা আমার কথা শুনিয়া বলিবেন,
৩৫ ইয়োব জ্ঞানশূন্য হইয়া কথা কহিতেছেন,
তাঁহার কথা বুদ্ধিবিবর্জ্জিত।
৩৬ ইয়োবের পরীক্ষা শেষ পর্য্যন্ত হইলেই ভাল,
কেননা তিনি অধার্ম্মিকদের ন্যায় উত্তর করিয়াছেন।
৩৭ বস্তুতঃ তিনি পাপে অধর্ম্ম যোগ করেন,
তিনি আমাদের মধ্যে হাততালি দেন,
আর তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন।

ইলীহূর তৃতীয় বক্তৃতা।

৩৫ ইলীহূ আরও কহিতে লাগিলেন,
২ আপনি কি ইহা ন্যায্য জ্ঞান করিতেছেন?
আপনি কি বলিতেছেন, ঈশ্বরের ধর্ম্ম হইতে আমার ধর্ম্ম অধিক?
৩ কারণ আপনি বলিতেছেন, আমার কি উপকার?
পাপ করিলে যাহা হইত, তাহা অপেক্ষা আমার কি লাভ হইবে?
৪ আমি আপনাকে উত্তর দিব,
আপনার বন্ধুগণকেও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিব।
৫ আকাশমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখুন,
মেঘমালা নিরীক্ষণ করুন, তাহা আপনা হইতে উচ্চ।

৬ আপনি যদি পাপ করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কি করিবেন ?
অধর্ম্মের বাহুল্যে আপনি তাঁহার কি করিবেন ?
৭ যদি ধার্ম্মিক হন, তাঁহাকে কি দিতে পারেন ?
আপানার হস্ত হইতেই বা তিনি কি গ্রহণ করিবেন ?
৮ আপানার দুষ্টতার ফল আপনার তুল্য মনুষ্যে,
আপনার ধার্ম্মিকতার ফল মনুষ্য-সন্তানে বর্ত্তে ।
৯ উপদ্রবের বাহুল্যে লোকে ক্রন্দন করে,
বলবানদের বাহু প্রযুক্ত ত্রাহি ত্রাহি করে।
১০ কিন্তু কেহ বলে না, আমার নির্ম্মাতা ঈশ্বর কোথায় ?
তিনি ত রাত্রিকালে গান প্রদান করেন ।
১১ তিনি ভূতলের পশুদের অপেক্ষা আমাদের অধিক শিক্ষা দেন,
আকাশের পক্ষীদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি-মান করেন ।
১২ তথায় দুরাত্মাদের অহঙ্কার প্রযুক্ত
লোকে ক্রন্দন করে, কিন্তু তিনি উত্তর করেন না ।
১৩ বাস্তবিক ঈশ্বর অলীক কথা শুনেন না,
সর্ব্বশক্তিমান্ তাহা নিরীক্ষণ করেন না ।
১৪ আর আপনি বলিতেছেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না ;
বিচার তাঁহার সম্মুখে, তাঁহার অপেক্ষা করুন ।
১৫ কিন্তু এখন তিনি নিজ কোপে শাসন করেন নাই,
দর্পের প্রতি বিশেষ অবধান করেন নাই,
১৬ তাই ইয়োব অসার কথায় মুখ খুলিয়াছেন,
তিনি না জানিয়াও অনেক কথা বলেন ।

ইলীহূর চতুর্থ বক্তৃতা ।

৩৬ ইলীহূ আরও কহিলেন,
২ আপনি আমার প্রতি একটু ধৈর্য্য করুন,
আমি আপনাকে শিক্ষা দিব,
কারণ ঈশ্বরের পক্ষে আমার আরও কথা আছে ।
৩ আমি দূর হইতে আপন জ্ঞান আনিব,
আমার নির্ম্মাতার উপর ধর্ম্মগুণ বর্ত্তাইব ।
৪ সত্যই আমার কথা মিথ্যা নয়,
জ্ঞানে সিদ্ধ এক ব্যক্তি আপনার সহবর্ত্তী ।
৫ দেখুন, ঈশ্বর পরাক্রমী, তবু কাহাকেও তুচ্ছ করেন না ;
তিনি বুদ্ধিবলে পরাক্রমী ।
৬ তিনি দুষ্টদের প্রাণ রক্ষা করেন না,
কিন্তু দুঃখীদের পক্ষে ন্যায় বিচার করেন ।
৭ তিনি ধার্ম্মিকদের হইতে চক্ষু ফিরান না ;
কিন্তু সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণের সঙ্গে
তাহাদিগকে চিরকালতরে বসান, তাহারা উন্নত হয় ।
৮ তাহারা যদি শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়,
যদি দুঃখ-রজ্জুতে আবদ্ধ হয় ;
৯ তবে তিনি দেখাইয়া দেন তাহাদের ক্রিয়া,
ও তাহাদের অধর্ম্ম সকল, যাহা সগর্ব্বে করিয়াছে ;
১০ তিনি উপদেশের প্রতি তাহাদের কর্ণ খুলিয়া দেন,
তাহাদিগকে অধর্ম্ম হইতে ফিরিতে আজ্ঞা দেন ।
১১ তাহারা যদি কথা শুনে, ও তাঁহার সেবা করে,
তবে সুসম্পদে স্ব স্ব আয়ু কাটাইবে,
সুখে স্ব স্ব বৎসর সকল যাপন করিবে ।
১২ কিন্তু যদি না শুনে, তবে অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট হইবে,
জ্ঞানের অভাবে প্রাণত্যাগ করিবে ।

১৩ পামরচিত্তেরা ক্রোধ সঞ্চয় করে,
তিনি তাহাদিগকে বাঁধিলে ত্রাহি ত্রাহি করে না।
১৪ তাহারা যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে,
পুংগামীদের মধ্যে তাহাদেরও প্রাণ যায়।
১৫ তিনি দুঃখীকে দুঃখ দ্বারা উদ্ধার করেন,
তিনি উপদ্রবে তাহাদের কর্ণ খুলিয়া দেন।
১৬ তিনি আপনাকেও সঙ্কটের মুখ হইতে বাহির করিয়া চালাইতে চাহেন;
অসঙ্কীর্ণ প্রশস্ত স্থানে লইয়া যাইতে চাহেন,
আপনার মেজ পুষ্টিকর দ্রব্যে সাজান হইবে।
১৭ কিন্তু আপনি দুর্জ্জনের বিচারে পূর্ণ হইয়াছেন;
বিচার ও শাসন আপনাকে ধরিয়াছে।
১৮ যখন ক্রোধ আছে, সাবধান যেন আত্ম-প্রাচুর্য্য দ্বারা ভ্রান্ত না হন,
প্রায়শ্চিত্তের মহত্ত্ব আপনাকে ভ্রান্ত না করুক।
১৯ আপনার ঐশ্বর্য্যে কি কুলাইবে যে, আপনি দুঃখে না পড়েন?
আপনার বলের বাহুল্যে কি কুলাইবে?
২০ সেই রাত্রির আকাঙ্ক্ষা করিবেন না,
যখন জাতিরা স্বস্থান হইতে প্রয়াণ করে।
২১ সাবধান, অধর্ম্মের প্রতি ফিরিবেন না,
আপনি ত দুঃখভোগ অপেক্ষা তাহাই মনোনীত করিয়াছেন।
২২ দেখুন, ঈশ্বর আপন পরাক্রমে সর্ব্বোচ্চ,
তাঁহার ন্যায় কে শিক্ষা দিতে পারে?
২৩ কে তাঁহার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিয়াছে?
কে বলিতে পারে, তুমি অন্যায় করিয়াছ?
২৪ মনে রাখিবেন, তাঁহার কার্য্যের মহিমা স্বীকার করা চাই,
মনুষ্যগণ গান দ্বারা তাহা কীর্ত্তন করিয়াছে।
২৫ সকল মনুষ্য তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছে,
মর্ত্ত্যগণ দূর হইতে তাহা সন্দর্শন করে।
২৬ দেখুন, ঈশ্বর মহান্, আমরা তাঁহাকে জানি না;
তাঁহার বর্ষ-সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না।
২৭ তিনি জলের বিন্দু সকল আকর্ষণ করেন,
সেগুলি তাঁহার বাষ্প হইতে বৃষ্টিরূপে পড়ে;
২৮ জলদপটল তাহা ঢালিয়া দেয়,
তাহা মনুষ্যদের উপরে প্রচুররূপে পতিত হয়।
২৯ মেঘমালার বিস্তারণ কেহ কি বুঝিতে পারে?
তাঁহার চন্দ্রাতপের গর্জ্জন কে বুঝে?
৩০ দেখুন, তিনি আপনার চারিদিকে স্বীয় দীপ্তি বিস্তার করেন,
তিনি সমুদ্রগর্ভ সমাবৃত করেন।
৩১ কারণ তিনি এই সকল দ্বারা জাতিগণকে শাসন করেন,
তিনি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করেন।
৩২ তিনি আপন অঞ্জলি বিদ্যুতে পূর্ণ করেন,
তাহাকে লক্ষ্য বিঁধিবার আজ্ঞা দেন।
৩৩ তাহার নিনাদ তাঁহার পরিচয় দেয়,
পশুপাল সকলও তাঁহার আগমন জানায়।

৩৭ ইহাতেও আমার হৃদয় কম্পমান হইতেছে,
স্বস্থানে থাকিয়া ঢুপ্ ঢুপ্ করিতেছে।
২ শুন শুন, ঐ তাঁহার রবের নির্ঘোষ,
ঐ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত স্বর।
৩ তিনি সমস্ত আকাশের নীচে তাহা পাঠান,
পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত আপন বিদ্যুৎ চালান।
৪ তৎপশ্চাতে এক রব নাদ করে,

তিনি আপন মহত্ত্বের রবে বজ্রনাদ করেন ;
তাঁহার রব শুনা যায়, তিনি ঐ সকল রোধ করেন না ।
৫ ঈশ্বর স্বীয় রবে আশ্চর্য্যরূপ গর্জ্জন করেন,
আমাদের বোধের অগম্য মহৎ মহৎ কার্য্য করেন ।
৬ ফলে তিনি হিমানীকে বলেন, পৃথিবীতে পড়,
সামান্য বৃষ্টিকেও তাহা বলেন,
তাঁহার পরাক্রমের বৃষ্টিকেও বলেন ।
৭ তিনি মনুষ্যমাত্রের হস্ত মুদ্রাঙ্কিত করেন,
যেন তাঁহার নির্ম্মিত সকল মনুষ্যই জ্ঞান পায় ।
৮ তখন পশুগণ আশ্রয়-স্থানে প্রবেশ করে,
আপন আপন গহ্বরে থাকে ।
৯ [দক্ষিণস্থ] কক্ষ হইতে ঝটিকা আইসে,
উত্তর হইতে শীত আইসে ।
১০ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে নীহার জন্মে,
এবং বিস্তারিত জল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ।
১১ আরও ঈশ্বর ঘন মেঘে জল ভরেন,
আপন বিজলির মেঘ বিস্তার করেন ।
১২ তাঁহার পরিচালনে তাহা ঘূরে,
যেন তাহারা তাঁহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করে,
সমস্ত ভূমণ্ডলেই যেন করে ।
১৩ তিনি কখনও দণ্ডের, কখনও নিজ দেশের নিমিত্ত,
কখনও বা দয়ার নিমিত্ত এই সকল ঘটান ।
১৪ হে ইয়োব, আপনি ইহাতে কর্ণপাত করুন,
স্থির থাকুন, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য সকল বিবেচনা করুন ।
১৫ আপনি কি জানেন, ঈশ্বর কিরূপে এই সকলের উপরে ভার রাখেন,
আর আপন মেঘের দীপ্তি বিরাজমান করেন ?
১৬ আপনি কি মেঘমালার দোলন জানেন ?
পরম জ্ঞানীর আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল জানেন ?
১৭ যখন দক্ষিণ বায়ুতে পৃথিবী স্তব্ধ হয়,
তখন তোমার বস্ত্র কেমন উষ্ণ হয় ?
১৮ আপনি কি তাঁহার সঙ্গে আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন,
যাহা ছাঁচে ঢালা দর্পণের ন্যায় দৃঢ় ?
১৯ আমাদিগকে জানান, তাঁহাকে কি বলিব ?
কেননা আমরা অন্ধকার হেতু বাক্য বিন্যাস করিতে পারি না ।
২০ তাঁহাকে কি বলা যাইবে যে, আমি কথা কহিব ?
কেহ কি কবলিত হইতে ইচ্ছা করিবে ?
২১ এখন মনুষ্য দীপ্তি দেখিতে পারে না,
যখন তাহা আকাশে উজ্জ্বল হয়,
যখন বায়ু বহিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়াছে ।
২২ উত্তরদিক্ হইতে কাঞ্চনাভা আইসে,
ঈশ্বরের ঊর্দ্ধে ভয়ানক প্রভা থাকে ।
২৩ সর্ব্বশক্তিমান্ ! তিনি আমাদের বোধের অগম্য ; তিনি পরাক্রমে মহান্,
তিনি ন্যায়বিচার ও প্রচুর ধর্ম্মগুণ বিপরীত করেন না ।
২৪ এ কারণ মনুষ্যগণ তাঁহাকে ভয় করে,
তিনি বিজ্ঞচিত্তদের মুখাপেক্ষা করেন না ।

সদাপ্রভুর উক্তি ।

৩৮ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে ইয়োবকে উত্তর দিয়া কহিলেন,
২ এ কে, যে জ্ঞানরহিত কথা দ্বারা
মন্ত্রণাকে তিমিরাবৃত করে ?
৩ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর ;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও ।
৪ যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি,
তখন তুমি কোথায় ছিলে ?

যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তবে বল,
৫ তুমি কি জান, কে পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপণ করিল?
কে তাহার উপরে মানরজ্জু ধরিল?
৬ তাহার চুঙ্গী সকল কিসের উপরে স্থাপিত হইল?
কে বা তাহার কোণের প্রস্তর বসাইল?
৭ তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব করিল,
ঈশ্বরের পুত্ত্রগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল।
৮ কে কবাট দিয়া সমুদ্রকে রুদ্ধ করিল,
যখন তাহা নির্গত হইল, গর্ব্ভাশয় হইতে বাহির হইল?
৯ তৎকালে আমি মেঘকে তাহার বস্ত্র করিলাম,
ঘন তিমিরকে তাহার পটিকা করিলাম;
১০ আমি তাহার জন্য আমার বিধি নিরূপণ করিলাম,
অর্গল ও কবাট স্থাপন করিলাম,
১১ বলিলাম, তুমি এই পর্য্যন্ত আসিতে পার, আর নয়;
এ স্থানে তোমার তরঙ্গের গর্ব্ব নিবারিত হইবে।
১২ তুমি কি আজন্মকাল কখন প্রভাতকে আজ্ঞা দিয়াছ,
অরুণকে তাহার উদয়-স্থান জানাইয়াছ;
১৩ যেন তাহা পৃথিবীর প্রান্ত সকল ধরে,
আর দুষ্টগণকে তাহা হইতে ঝাড়িয়া ফেলা যায়?
১৪ ভূমণ্ডল মুদ্রাচিহ্নিত মৃত্তিকাবৎ আকারান্তর প্রাপ্ত হয়,
সকলই বস্ত্রের ন্যায় প্রকাশ পায়;
১৫ দুষ্টগণ হইতে তাহাদের দীপ্তি নিবারিত হয়,
আর উচ্চ বাহু ভগ্ন হয়।
১৬ তুমি কি সমুদ্রের উৎসে প্রবেশ করিয়াছ?
জলধি-তলে কি পদার্পণ করিয়াছ?
১৭ তোমার কাছে কি মৃত্যুর কবাট প্রকাশিত হইয়াছে?
তুমি কি মৃত্যুচ্ছায়ার দ্বার দেখিয়াছ?
১৮ তুমি কি ভুবনের বিস্তার জ্ঞাত হইয়াছ?
বল, যদি সমস্তই জান।
১৯ দীপ্তির নিবাসে যাইবার পথ কোথায়?
অন্ধকারেরই বা বাসস্থান কোথায়?
২০ তুমি কি তাহার সীমাতে তাহাকে লইয়া যাইতে পার?
তাহার গৃহের পথ কি জ্ঞাত আছ?
২১ আছ বৈ কি, তখন ত তোমার জন্ম হইয়াছিল!
তোমার ত অনেক বয়ঃক্রম হইয়াছে!
২২ তুমি কি হিমানী-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ,
সেই করকা-ভাণ্ডার কি তুমি দেখিয়াছ,
২৩ যাহা আমি সঙ্কটকালের জন্য রাখিয়াছি,
সংগ্রাম ও যুদ্ধদিনের জন্য রাখিয়াছি?
২৪ কোন্ পথ দিয়া দীপ্তি বিভক্ত হইয়া যায়,
ও পূর্ব্বীয় বায়ু ভুবনময় ব্যাপ্ত হয়?
২৫ অতিবৃষ্টির জন্য কে প্রণালী কাটিয়াছে,
বজ্র-বিদ্যুতের জন্য কে পথ করিয়াছে,
২৬ যেন নির্জ্জন দেশে বৃষ্টি পড়ে,
নরশূন্য প্রান্তরে বর্ষা হয়,
২৭ যেন মরুভূমি ও শুষ্ক স্থান তৃপ্ত হয়,
এবং কোমল তৃণ উৎপন্ন হয়?
২৮ বৃষ্টির পিতা কেহ কি আছে?
শিশির-বিন্দুসমূহের জনকই বা কে?
২৯ নীহার কাহার গর্ব্ভ হইতে নির্গত হইয়াছে?
আকাশীয় হিমানীর জন্ম কে দিয়াছে?
৩০ জল জমিয়া প্রস্তরবৎ হয়,
জলধির মুখ কঠিন হইয়া যায়।
৩১ তুমি কি কৃত্তিকা নক্ষত্রের হার গাঁথিতে পার?

মৃগশীর্ষের কটিবন্ধ কি খুলিতে পার?
৩২ রাশিগণকে কি স্ব স্ব ঋতুতে চালাইতে পার?
স্বাতি ও তৎপুত্রগণকে পথ দেখাইতে পার?
৩৩ তুমি কি আকাশমণ্ডলের বিধান কলাপ জান?
পৃথিবীতে তাহার কর্ত্তৃত্ব কি নিরূপণ করিতে পার?
৩৪ তুমি কি মেঘ পর্য্যন্ত তোমার রব তুলিতে পার,
যেন বহুজল তোমাকে আচ্ছন্ন করে?
৩৫ তুমি কি বিদ্যুৎসমূহ পাঠাইলে তাহারা যাইবে?
তোমাকে কি বলিবে, এই যে আমরা?
৩৬ কে ঘোর ঘনমালাকে জ্ঞান দিয়াছে?
উল্কাকে কে বুদ্ধি দিয়াছে?
৩৭ কে প্রজ্ঞাবলে মেঘসমূহ গণিতে পারে?
আকাশের কুপাগুলি কে উল্টাইতে পারে,
৩৮ যাহাতে ধূলা দ্রবীভূত ধাতুবৎ গলিয়া যায়,
ও মৃত্তিকা জমাট বাঁধে?
৩৯ তুমি কি সিংহীর জন্য শিকার অন্বেষণ করিবে?
সিংহশাবকদের ক্ষুধা কি নিবৃত্ত করিবে,
৪০ যখন তাহারা গুহামধ্যে শয়ন করে,
গুপ্ত স্থানে বসিয়া মৃগের অপেক্ষায় থাকে?
৪১ কে দাঁড়কাককে আহার যোগাইয়া দেয়,
যখন তাহার শাবকগণ ঈশ্বরের নিকটে আর্ত্তরব করে,
ও খাদ্যের অভাবে ভ্রমণ করে?

৩৯ তুমি কি শৈলবাসী বন্য ছাগীদের প্রসবকাল জান?
হরিণীর প্রসবের রীতি কি নির্ণয় করিতে পার?
২ তাহারা কত মাস গর্ভ ধারণ করে, তাহা কি নির্ণয় করিতে পার?
তাহাদের প্রসবকাল কি জান?
৩ তাহারা হেঁট হয়, প্রসব করে,
অমনি দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলে।
৪ তাহাদের শাবকগণ বলবান হয়, তাহারা মাঠে বৃদ্ধি পায়,
তাহারা প্রস্থান করে, আর ফিরিয়া আইসে না।
৫ কে বন্য গর্দ্দভকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে?
কে বন্য খরের বন্ধন মুক্ত করিয়াছে?
৬ আমি মরুভূমিকে তাহার গৃহ করিয়াছি,
লবণভূমিকে তাহার নিবাস করিয়াছি।
৭ সে নগরের কলরবকে পরিহাস করে,
চালকের শব্দ শুনে না।
৮ পর্ব্বতশ্রেণী তাহার চরাণিস্থান;
সে যাবতীয় নবীন তৃণাদির অন্বেষণ করে।
৯ গবয় কি তোমার সেবা করিতে সম্মত হইবে?
সে কি তোমার যাবপাত্রের নিকটে থাকিবে?
১০ তুমি কি যোতে গবয়কে সীতায় বাঁধিতে পার?
সে কি তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে তল-ভূমিতে মই দিবে?
১১ তাহার বলবাহুল্যে তুমি কি তাহাকে বিশ্বাস করিবে?
তোমার কর্ম্ম কি তাহাকে সমর্পণ করিবে?
১২ তুমি কি তাহার প্রতি এমন বিশ্বাস রাখিবে যে, সে তোমার শস্য আনিবে,
তাহা খামারে একত্র করিবে?
১৩ উষ্ট্রপক্ষিণীর ডানা উল্লাস করে,
কিন্তু তাহার পক্ষ ও পালখ কি স্নেহ-বান্?

১৪ সে ত ভূমিতে আপন ডিম্ব ত্যাগ করে,
ধূলায় উষ্ণ হইতে দেয়।
১৫ তাহার মনে থাকে না যে, হয় ত চরণে
তাহা চূর্ণ করিবে,
কিম্বা বন্য পশু তাহা দলাইবে।
১৬ সে আপন শাবকগণের প্রতি পরের ন্যায়
নির্দ্দয় হয়,
প্রসব-বেদনা বিফল হইলেও নিশ্চিন্ত
থাকে;
১৭ যেহেতু ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞানহীন করিয়াছেন,
তাহাকে বুদ্ধি দেন নাই।
১৮ সে যখন পক্ষ তুলিয়া গমন করে,
তখন অশ্বকে ও তদারোহীকে পরিহাস
করে।
১৯ তুমি কি অশ্বকে বিক্রম দিয়াছ?
তাহার গ্রীবাদেশে কেশর দিয়াছ?
২০ তাহাকে কি পঙ্গপালবৎ লম্ফন করাইয়াছ?
তাহার নাসারবের তেজ অতি ভয়ানক।
২১ সে তলভূমিতে খুর ঘসে, নিজ বিক্রমে
আমোদ করে,
অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়।
২২ সে আশঙ্কাকে পরিহাস করে, উদ্বিগ্ন হয় না,
খড়্গের সম্মুখ হইতে ফিরে না,
২৩ তূণ তাহার বিরুদ্ধে শব্দ করে,
শাণিত বড়শা ও শূল শব্দ করে।
২৪ সে উগ্রতায় ও রাগে ভূমি খাইয়া ফেলে,
তূরীবাদ্য শুনিলে দাঁড়াইয়া থাকে না।
২৫ তূরীর রবের সহিত সে হ্রেষা শব্দ করে,
দূর হইতে সংগ্রামের গন্ধ পায়,
সেনাপতিদের হুঙ্কার ও সিংহনাদ শুনে।
২৬ তোমারই বুদ্ধিতে কি বাজপক্ষী উড়ে,
দক্ষিণ দিকে আপন পক্ষ বিস্তার করে?
২৭ তোমারই আজ্ঞাতে কি ঈগল ঊর্দ্ধে উঠে,
উচ্চ স্থানে আপনার বাসা করে?
২৮ সে শৈলে বসতি করে, তথায় তাহার বাসা,
সে শৈলাগ্রে ও দুরাক্রম স্থানে থাকে।
২৯ তথা হইতে সে শিকার অবলোকন করে,
তাহার চক্ষু দূর হইতে তাহা নিরীক্ষণ
করে।
৩০ তাহার শাবকগণও রক্ত চুষে,
যে স্থানে শব, সেই স্থানে সেও থাকে।

৪০ সদাপ্রভু ইয়োবকে আরও কহিলেন,
২ দোষগ্রাহী কি সর্ব্বশক্তিমানের সহিত
বিবাদ করিবে?
ঈশ্বরের সহিত বিতর্ককারী ইহার উত্তর
দিউক।
৩ তখন ইয়োব উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে
কহিলেন,
৪ দেখ, আমি অকিঞ্চন; তোমাকে কি
উত্তর দিব?
আমি নিজ মুখে হাত দিই।
৫ আমি এক বার কথা বলিয়াছি, আর
উত্তর করিব না;
দুই বার বলিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিব না।
৬ সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে ইয়োবকে
আরও কহিলেন,
৭ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি
বুঝাইয়া দেও।
৮ তুমি কি সত্যই আমার বিচার অগ্রাহ্য
করিবে?
নিজে ধার্ম্মিক হইবার জন্য আমাকে
দোষী করিবে?
৯ তোমার কি ঈশ্বরের তুল্য বাহু আছে?
তুমি কি তাঁহার ন্যায় সরবে বজ্রনাদ
করিতে পার?
১০ তবে প্রাধান্যে ও মহত্ত্বে বিভূষিত হও,
প্রভা ও প্রতাপ পরিধান কর।
১১ তোমার উচ্চণ্ড ক্রোধ ঢালিয়া দেও,

প্রত্যেক অহঙ্কারীকে দৃক্‌পাতমাত্র নত কর ;
১২ দৃক্‌পাতমাত্র প্রত্যেক অহঙ্কারীকে খর্ব্ব কর,
দুষ্টদিগকে স্ব স্ব স্থানে দলিত কর ;
১৩ তাহাদিগকে যুগপৎ ধূলিতে আচ্ছন্ন কর,
গুপ্ত স্থানে তাহাদের মুখ বন্ধন কর।
১৪ তখন আমিও তোমার এই প্রশংসা করিব,
তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে তরাইতে পারে।
১৫ বহেমোৎকে* দেখ, আমি তোমার সহিত তাহাকেও নির্ম্মাণ করিয়াছি,
সে গোরুর ন্যায় তৃণভোজী।
১৬ দেখ, তাহার কটিদেশে তাহার বল,
উদরস্থ পেশীতে তাহার সামর্থ্য।
১৭ সে এরস বৃক্ষের ন্যায় লাঙ্গুল নাড়ে,
তাহার উরুদ্বয়ের শিরা সকল যোড়া।
১৮ তাহার অস্থি সকল পিত্তলময় নলের তুল্য,
তাহার পঞ্জর লৌহের অর্গলবৎ ;
১৯ ঈশ্বরের কার্য্যের মধ্যে সে অগ্রগণ্য ;
তাহার নির্ম্মাতা তাহাকে খড়্‌গ দিয়াছেন।
২০ পর্ব্বতগণ তাহার খাদ্য যোগায় ;
সমস্ত বন্য পশুও সেই স্থানে ক্রীড়া করে।
২১ সে শয়ন করে পদ্মবনে,
নলবনের অন্তরালে, জলাভূমিতে।
২২ পদ্ম গাছ নিজ ছায়ায় তাহাকে আচ্ছন্ন করে,
উপত্যকার বাইশি বৃক্ষ তাহার চারিদিকে থাকে।
২৩ দেখ, নদী উচ্চণ্ড হইলে সে ভয় করে না,
যর্দ্দন ছাপিয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িলেও সে সুস্থির থাকে।
২৪ সে সজাগ থাকিলে কে তাহাকে ধরিতে পারে ?
রজ্জু দিয়া কে তাহার নাসিকা ফুঁড়িতে পারে ?

* (বা) জলহস্তীকে।

৪১ তুমি কি বড়শীতে লিবিয়াথনকে* তুলিতে পার ?
হাতসূতে তাহার জিহ্বা বাঁধিতে পার ?
২ নলকাটী দিয়া তার নাক কি ফুঁড়িতে পার ?
বড়শা দিয়া তাহার হনু কি বিঁধিতে পার ?
৩ সে কি তোমার কাছে বহু বিনতি করিবে,
বা তোমাকে কোমল কথা বলিবে ?
৪ সে কি তোমার সহিত নিয়ম করিবে ?
তুমি কি তাহাকে লইয়া চির দাস করিবে ?
৫ পক্ষীর সঙ্গে যেমন খেলা করে, তেমনি কি তার সঙ্গে খেলা করিবে ?
তোমার যুবতীদের জন্য কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে ?
৬ ধীবর-দল কি তাহাকে দিয়া ব্যবসায় করিবে ?
অংশ অংশ করিয়া কি বণিক্‌দিগকে দিবে ?
৭ তুমি কি তাহার চর্ম্ম লৌহ-ফলায়,
তাহার মস্তক ধীবরের টেঁটায়, বিঁধিতে পার ?
৮ তোমার হস্ত তাহার উপরে রাখ ;
যুদ্ধ স্মরণ কর, আর সেরূপ করিও না।
৯ দেখ, তাহাকে ধরিবার প্রত্যাশা মিথ্যা ;
তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে কি পড়িয়া যায় না ?
১০ তাহাকে জাগাইবে, এমন সাহসী কেহ নাই ;
তবে আমার সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে ?
১১ কে অগ্রে আমার উপকার করিয়াছে যে,
আমি তাহার প্রত্যুপকার করিব ?
সমস্ত আকাশমণ্ডলের নীচে সকলই আমার।
১২ তাহার অঙ্গের সম্বন্ধে আমি নীরব থাকিব না,

* (বা) কুম্ভীরকে।

তাহার বিপুল বলের ও শরীরের সৌষ্ঠবের
[কথা বলিব]।
১৩ তাহার বর্ম্ম কে খুলিয়া দিতে পারে?
তাহার দন্তশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কে যাইতে
পারে?
১৪ তাহার মুখের কবাট কে খুলিতে পারে?
তাহার দন্তাবলির চারি দিকে ত্রাস থাকে।
১৫ তাহার ফলকশ্রেণী শোভা পায়,
তাহা মুদ্রাঙ্কিতের ন্যায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ।
১৬ সেই সকল পরস্পর এমন সংলগ্ন
যে, তাহার অন্তরালে বায়ু প্রবেশ করিতে
পারে না।
১৭ সেই সকল পরস্পর সংযুক্ত,
সেগুলি একত্র সংলগ্ন, কিছুতেই ভিন্ন
হয় না।
১৮ তাহার হাঁচিতে দীপ্তি বিকাশ করে,
তাহার নয়ন অরুণের নেত্রচ্ছদের সদৃশ।
১৯ তাহার মুখ হইতে জ্বলন্ত মশাল নির্গত
হয়,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়।
২০ তাহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম নির্গত হয়,
যেমন তপ্ত হণ্ডিকা ও খাগড়ার ধূম।
২১ তাহার নিঃশ্বাসে অঙ্গার জ্বলিয়া উঠে,
তাহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়।
২২ তাহার গ্রীবায় বল অবস্থিতি করে,
তাহার সম্মুখে ত্রাস নৃত্য করে।
২৩ তাহার মাংসের পর্ত্তা পরস্পর সংযুক্ত;
তাহা তাহার উপরে দৃঢ়ীভূত, সরিতে পারে
না।
২৪ তাহার হৃৎপিণ্ড প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়,
যাঁতার নীচের পাটের ন্যায় দৃঢ়।
২৫ সে উঠিলে বলবানেরাও উদ্বিগ্ন হয়,
ত্রাসপ্রযুক্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।
২৬ খড়্গে তাহাকে আক্রমণ করিলে কিছু
হইবে না,
বড়শা, বাণ ও সাঁজোয়া বিফল হয়।
২৭ সে লৌহকে নাড়ার ন্যায়,
পিত্তলকে পচা কাষ্ঠের ন্যায় জ্ঞান করে।
২৮ ধনুর্ব্বাণ তাহাকে তাড়াইতে পারে না,
তাহার কাছে ফিঙ্গার প্রস্তর তৃণ হইয়া
পড়ে।
২৯ সে গদাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে,
বড়শার ধ্বনিতে হাস্য করে।
৩০ তাহার তলদেশ শাণিত খোলার ন্যায়,
সে কর্দ্দমের উপর দিয়া কাঁটার মই
চালায়।
৩১ সে অগাধ জলকে স্থালীর জলের ন্যায়
ফুটায়।
সে সমুদ্রকে মলমের ন্যায় করে।
৩২ তাহার পশ্চাতে পথ চক্‌মক্‌ করে,
জলধি পক্ককেশের তুল্য বোধ হয়।
৩৩ পৃথিবীতে তাহার তুল্য কিছুই নাই;
তাহাকে নির্ভীক করিয়া নির্ম্মাণ করা
হইয়াছে।
৩৪ সে যাবতীয় উচ্চবস্তু সন্দর্শন করে,
যাবতীয় গর্ব্ব-সন্তানের উপরে রাজা হয়।

ইয়োবের উক্তি ও শেষকালীন কুশল।

৪২ পরে ইয়োব সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া
কহিলেন,
২ আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার;
কোন সঙ্কল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয়।
৩ এ কে যে জ্ঞান বিনা মন্ত্রণাকে গুপ্ত
রাখে?
সত্য, আমি তাহাই বলিয়াছি, যাহা বুঝি
নাই,
যাহা আমার পক্ষে অদ্ভুত, আমার অজ্ঞাত।
৪ বিনয় করি, নিবেদন শুন, আমি কিছু
বলি;

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বুঝাইয়া দেও।
৫ পূর্ব্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল।
৬ এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ঘৃণা করিতেছি,
ধূলায় ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।

৭ ইয়োবকে এই সকল বলিবার পর সদাপ্রভু তৈমনীয় ইলীফসকে কহিলেন, তোমার প্রতি ও তোমার দুই বন্ধুর প্রতি আমার কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কারণ আমার দাস ইয়োব যেরূপ বলিয়াছে, তোমরা আমার বিষয়ে তদ্রূপ যথার্থ কথা ৮ বল নাই। অতএব তোমরা সাতটী বৃষ ও সাতটী মেষ লইয়া আমার দাস ইয়োবের নিকটে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত হোমবলি উৎসর্গ কর। আর আমার দাস ইয়োব তোমাদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে; কারণ আমি তাহাকে গ্রাহ্য করিব; নতুবা আমি তোমাদিগকে তোমাদের মূর্খতানুযায়ী প্রতিফল দিব; কেননা আমার দাস ইয়োবের ন্যায় তোমরা আমার বিষয়ে যথার্থ কথা বল ৯ নাই। তখন তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিল্দদ ও নামাথীয় সোফর গিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন; আর সদাপ্রভু ইয়োবকে গ্রাহ্য করিলেন।

১০ পরে ইয়োব আপন বন্ধুগণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে সদাপ্রভু তাঁহার দুর্দ্দশার পরিবর্ত্তন করিলেন; বস্তুতঃ সদাপ্রভু ইয়োবকে পূর্ব্ব সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ ১১ দিলেন। পরে ইয়োবের ভ্রাতা ও ভগিনীরা সকলে এবং পূর্ব্বপরিচিত লোকেরা সকলে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত ভোজন করিল ও তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিল, এবং সদাপ্রভু কর্ত্তৃক ঘটিত সমস্ত বিপদের বিষয়ে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিল, আর প্রত্যেক জন এক এক খণ্ড কসীতা মুদ্রা ও এক একটী সুবর্ণের কুণ্ডল তাঁহাকে ১২ দিল। আর সদাপ্রভু ইয়োবের প্রথম অবস্থা হইতে শেষাবস্থা অধিক আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন; তাঁহার চতুর্দ্দশ সহস্র মেষ, ছয় সহস্র উষ্ট্র, এক সহস্র যোড়া ১৩ বলদ ও এক সহস্র গর্দ্দভী হইল। আর তাঁহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল। ১৪ তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম যিমীমা, দ্বিতীয়ার নাম কৎসীয়া ও তৃতীয়ার নাম কেরণ১৫ হপ্পূক রাখিলেন। ইয়োবের কন্যাগণের তুল্য রূপবতী যুবতী সমস্ত দেশে মিলিত না, এবং তাহাদের পিতা তাহাদের ভ্রাতৃগণের সহিত তাহাদিগকে দায়াধিকার ১৬ দিলেন। পরে ইয়োব আর এক শত চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকিয়া আপন পুত্র পৌত্রাদি চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিলেন। ১৭ শেষে ইয়োব বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

গীতসংহিতা

প্রথম খণ্ড।

১ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না,
পাপীদের পথে দাঁড়ায় না,
নিন্দকদের সভায় বসে না।
২ কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে,
তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে।
৩ সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে,
যাহা যথাসময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না;
আর সে যাহা কিছু করে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়।
৪ দুষ্টগণ সেরূপ নহে;
কিন্তু তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায়।
৫ এই জন্য দুষ্টগণ বিচারে দাঁড়াইবে না,
পাপীরা ধার্ম্মিকদের মণ্ডলীতে দাঁড়াইবে না।
৬ কারণ সদাপ্রভু ধার্ম্মিকগণের পথ জানেন,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে।

২ জাতিগণ কেন কলহ করে?
লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় ধ্যান করে?
২ পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হয়,
নায়কগণ একসঙ্গে মন্ত্রণা করে,
সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে;
৩ [বলে,] 'আইস, আমরা উহাদের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলি,
আপনাদের হইতে উহাদের রজ্জু খুলিয়া ফেলি।'

৪ যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট, তিনি হাস্য করিবেন:
প্রভু তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবেন।
৫ তখন তিনি ক্রোধে তাহাদের কাছে কথা কহিবেন,
কোপে তাহাদিগকে বিহ্বল করিবেন।
৬ আমিই আমার রাজাকে স্থাপন করিয়াছি
আমার পবিত্র সিয়োন-পর্ব্বতে।

৭ আমি সেই বিধির বৃত্তান্ত প্রচার করিব;
সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র,
অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।
৮ আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, আমি জাতিগণকে তোমার দায়াংশ করিব,
পৃথিবীর প্রান্ত সকল তোমার অধিকারে আনিয়া দিব।
৯ তুমি লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে ভাঙ্গিবে,
কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় খণ্ড বিখণ্ড করিবে।

১০ অতএব এখন, রাজগণ! বিবেচক হও;
পৃথিবীর বিচারকগণ! শাসন গ্রাহ্য কর।
১১ তোমরা সভয়ে সদাপ্রভুর আরাধনা কর,
সকম্পে উল্লাস কর।

১২ পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন
ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও,
কারণ ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত
হইবে।
ধন্য তাহারা সকলে, যাহারা তাঁহার
শরণাপন্ন।

৩

তাঁহার স্বীয় পুত্র অব্‌শালোমের নিকট হইতে দায়ূদের পলায়নকালীন সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, আমার বিপক্ষ কত
বাড়িয়াছে !
অনেকে আমার বিরুদ্ধে উঠিতেছে।
২ অনেকে আমার প্রাণের উদ্দেশে বলি-
তেছে,
ঈশ্বরের কাছে উহার জন্য ত্রাণ নাই। সেলা।
৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, তুমিই আমার বেষ্টন-
কারী ঢাল,
আমার গৌরব, ও আমার মস্তক উত্তোলন-
কারী।
৪ আমি স্বরবে সদাপ্রভুকে ডাকি,
আর তিনি আপন পবিত্র পর্ব্বত হইতে
আমাকে উত্তর দেন। সেলা।
৫ আমি শয়ন করিলাম ও নিদ্রা গেলাম,
আমি জাগ্রৎ হইলাম; কারণ সদাপ্রভু
আমাকে ধারণ করেন।
৬ আমি অযুত অযুত লোক হইতেও ভীত
হইব না,
যাহারা আমার বিরুদ্ধে চারিদিকে সসজ্জ
হইয়াছে।
৭ হে সদাপ্রভু, উঠ; হে আমার ঈশ্বর,
আমার পরিত্রাণ কর;
কেননা তুমি আমার সমস্ত শত্রুর চোয়ালে
আঘাত করিয়াছ,
তুমি দুষ্টদের দন্ত সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছ।
৮ পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে;
তোমার প্রজাদের উপরে তোমার আশী-
র্ব্বাদ বর্ত্তুক। সেলা।

৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে আমার ধার্ম্মিকতার ঈশ্বর, আমি
ডাকিলে আমাকে উত্তর দেও।
সঙ্কটে তুমি আমাকে মনের প্রশস্ততা
দিয়াছ;
আমাকে দয়া কর, আমার প্রার্থনা শুন।
২ হে মানব-সন্তানগণ, কত কাল আমার
সম্মান অপমানে পরিণত করিবে,
অলীকতা ভালবাসিবে, ও মিথ্যাকথার
অন্বেষণ করিবে? সেলা।
৩ তোমরা জানিও, সদাপ্রভু সাধুকে * আপ-
নার নিমিত্ত পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন;
আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলে তিনি শুনি-
বেন।
৪ তোমরা ভয় কর, পাপ করিও না,
তোমাদের শয্যার উপরে মনে মনে কথা
কহ, ও নীরব হও। সেলা।
৫ তোমরা ধার্ম্মিকতার বলি উৎসর্গ কর,
আর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস রাখ।
৬ অনেকে বলে, কে আমাদিগকে মঙ্গল
দেখাইবে?
হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রতি নিজ মুখ-
দীপ্তি উদিত কর।
৭ তুমি আমার অন্তঃকরণে এমন আনন্দ
দিয়াছ,
যাহা উহাদের গোধূম ও দ্রাক্ষারসের
বাহুল্যকালেও হয় না।
৮ আমি শান্তিতে শয়ন করিব, নিদ্রাও
যাইব;

* (বা) আপনার অনুগ্রহ-পাত্রকে।

কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমিই একাকী*
আমাকে নির্ভয়ে বাস করিতে দিতেছ।

৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। বংশী যন্ত্রে দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর,
আমার কাকূক্তিতে মনোযোগ কর।
২ মম রাজন্, মম ঈশ্বর, মম আর্ত্তনাদের রব শুন,
কেননা আমি তোমারই কাছে প্রার্থনা করিতেছি।
৩ সদাপ্রভু, প্রাতঃকালে তুমি আমার রব শুনিবে;
প্রাতে আমি তোমার উদ্দেশে [প্রার্থনা] সাজাইয়া চাহিয়া থাকিব।
৪ কেননা তুমি দুষ্টতাপ্রিয় ঈশ্বর নহ,
মন্দ তোমার অতিথি হইতে পারে না।
৫ দর্পকারিগণ তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইবে না,
তুমি সমুদয় অধর্ম্মাচারীকে ঘৃণা করিয়া থাক।
৬ তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বিনষ্ট করিবে,
সদাপ্রভু রক্তপাতীকে ও ছলপ্রিয়কে ঘৃণা করেন।
৭ কিন্তু আমি তোমার দয়ার বাহুল্যে তোমার গৃহে প্রবেশ করিব,
তোমার পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে তোমার ভয়ে প্রণিপাত করিব।
৮ হে সদাপ্রভু, আমার গুপ্ত শত্রুগণ হেতু তুমি আপন ধর্ম্মশীলতায় আমাকে চালাও,
আমার সম্মুখে তোমার পথ সরল কর।
৯ কেননা উহাদের মুখে স্থিরতা কিছুই নাই;
তাহাদের অন্তর দুষ্টতাময়,
তাহাদের কণ্ঠ অনাবৃত কবরস্বরূপ,
তাহারা আপনাদের জিহ্বা মসৃণ করে।
১০ হে ঈশ্বর, তাহাদিগকে দোষী কর,
তাহারা আপনাদের মন্ত্রণায় পতিত হউক,
তুমি তাহাদের অধর্ম্ম-বাহুল্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেও,
কেননা তাহারা তোমার বিদ্রোহী হইয়াছে।
১১ কিন্তু তোমার শরণাপন্ন সকলে আহ্লাদিত হউক,
তাহারা চিরকাল আনন্দগান করুক,
কেননা তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ;
যাহারা তোমার নাম ভালবাসে, তাহারা তোমাতে উল্লাস করুক।
১২ কেননা তুমি ধার্ম্মিককে আশীর্ব্বাদ করিবে,
হে সদাপ্রভু, তুমি ঢালের ন্যায় তাহাকে প্রসন্নতায় বেষ্টন করিবে।

৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। স্বর, শমীনীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না,
কোপে আমাকে শাসন করিও না।
২ হে সদাপ্রভু, আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি ম্লান হইয়াছি;
হে সদাপ্রভু, আমাকে সুস্থ কর, কেননা আমার অস্থি সকল বিহ্বল হইয়াছে।
৩ আমার প্রাণও অতিশয় বিহ্বল হইয়াছে;
আর, তুমি, হে সদাপ্রভু, আর কত কাল?
৪ হে সদাপ্রভু, ফিরিয়া আইস, আমার প্রাণ উদ্ধার কর,
তোমার দয়াগুণে আমাকে পরিত্রাণ কর।
৫ কেননা মৃত্যুতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না,
পাতালে কে তোমার স্তব করিবে?
৬ আমি কোঁকাইতে কোঁকাইতে শ্রান্ত হইয়াছি;

* (বা) বিরলেও।

প্রতিরাত্রি আমি শয্যা ভাসাই,
আমি নেত্রজলে খাট ভিজাই।
৭ মনস্তাপে আমার চক্ষু ক্ষীণ হইতেছে;
আমার সকল বৈরী হেতু তাহা জীর্ণ হইতেছে।
৮ হে অধর্ম্মাচারী সকলে, আমা হইতে দূর হও,
কেননা সদাপ্রভু আমার রোদন-রব শুনিয়াছেন।
৯ সদাপ্রভু আমার বিনতি শুনিয়াছেন;
সদাপ্রভু আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।
১০ আমার সমস্ত শত্রু লজ্জিত ও বিহ্বল হইবে;
তাহারা ফিরিয়া যাইবে, হঠাৎ লজ্জিত হইবে।

৭ দায়ূদের শিগায়োন, যাহা তিনি বিন্যামীনীয় কূশের কথার সম্বন্ধে সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করেন।

১ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি;
আমার সকল তাড়নাকারী হইতে আমাকে নিস্তার কর, অমাকে উদ্ধার কর।
২ পাছে [শত্রু] সিংহের ন্যায় আমার প্রাণ বিদীর্ণ করে,
খণ্ড খণ্ড করে, যখন উদ্ধারকারী কেহ নাই।
৩ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, যদি আমি সেই কার্য্য করিয়া থাকি,
যদি আমার করতলে অন্যায় লাগিয়া থাকে;
৪ যদি আমি প্রণয়ীর অপকার করিয়া থাকি,
(বরং যে অকারণে আমার বৈরী, তাহাকেও উদ্ধার করিয়াছি,)
৫ তবে শত্রু দৌড়িয়া আমার প্রাণ ধরুক,
আমার জীবন ভূমিতে দলিত করুক,
এবং আমার গৌরব ধূলিসাৎ করুক। সেলা।
৬ হে সদাপ্রভু, ক্রোধভরে উত্থান কর,
আমার বৈরীদের কোপের প্রতিকূলে উঠ,
আমার পক্ষে জাগ্রৎ হও; তুমি বিচারের আজ্ঞা দিয়াছ।
৭ জাতিগণের মণ্ডলী তোমাকে বেষ্টন করুক;
তাহাদের ঊর্দ্ধে তুমি উচ্চস্থানে ফিরিয়া আইস।
৮ সদাপ্রভু জাতিগণের বিচার করেন;
হে সদাপ্রভু, আমার ধার্ম্মিকতা ও আমার আন্তরিক সিদ্ধতানুসারে আমার বিচার কর।
৯ বিনয় করি, দুষ্টগণের দুষ্টতা শেষ হউক,
কিন্তু তুমি ধার্ম্মিককে সুস্থির কর;
ধর্ম্মময় ঈশ্বর ত অন্তঃকরণ ও মর্ম্মের পরীক্ষক।
১০ ঈশ্বর আমার ঢালধারী,
তিনি সরলচিত্তদের ত্রাণকর্ত্তা।
১১ ঈশ্বর ধর্ম্মময় বিচারকর্ত্তা;
তিনি প্রতিদিন ক্রোধকারী ঈশ্বর।
১২ মানুষ যদি না ফিরে, তবে তিনি আপন খড়্গে শান দিবেন;
তিনি নিজ ধনুকে চাড়া দিয়াছেন, তাহা প্রস্তুত করিয়াছেন।
১৩ উহার জন্য তিনি মৃত্যুর অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন;
তিনি নিজ বাণ সকল অগ্নিবাণে পরিণত করেন।
১৪ দেখ, সে অধর্ম্ম গর্ব্ভে ধারণ করে,
উপদ্রবে পূর্ণগর্ব্ভ হয়, মিথ্যাকে প্রসব করে।
১৫ সে কূপ খনন করিয়া গভীর করিয়াছে,
কিন্তু আপনার কৃত গর্ত্তে পতিত হইল।

১৬ তাহার উপদ্রব তাহারই মস্তকে ফিরিবে,
তাহার দৌরাত্ম্য তাহারই মুণ্ডে পড়িবে।
১৭ আমি সদাপ্রভুর ধর্ম্মশীলতানুসারে তাঁহার স্তব করিব,
পরাৎপর সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা গান করিব।

৮

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ।
দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু,
সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত।
তুমি আকাশমণ্ডলের ঊর্দ্ধেও তোমার প্রভা সংস্থাপন করিয়াছ।
২ তুমি শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ হইতে
শক্তির ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছ,
তোমার বৈরিগণহেতুই করিয়াছ,
যেন শত্রু ও বিপক্ষকে ক্ষান্ত কর।
৩ আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্ম্মিত আকাশমণ্ডল,
তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামালা নিরীক্ষণ করি,
৪ [বলি], মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর?
মনুষ্য-সন্তান বা কি যে, তাহার তত্ত্বাবধান কর?
৫ তুমি ঈশ্বর* অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ,
গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ।
৬ তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ,
তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ;—
৭ সমস্ত মেষ ও গোরু,
আর বন্য পশুগণ,
৮ শূন্যের পক্ষিগণ, এবং সাগরের মৎস্য,
যাহা কিছু সমুদ্রপথগামী।
৯ হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু,
সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত।

(বা) স্বর্গদূতগণ।

৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, মুৎ-লব্বেন।
দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর স্তব করিব,
তোমার সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়া বর্ণনা করিব।
২ আমি তোমাতে আনন্দ ও উল্লাস করিব;
পরাৎপর, আমি তোমার নামের প্রশংসা গাহিব।
৩ যখন আমার শত্রুগণ ফিরিয়া যায়,
তখন তোমার সাক্ষাতে পতিত ও বিনষ্ট হয়।
৪ কেননা তুমি আমার বিচার ও বিবাদ নিষ্পন্ন করিয়াছ,
তুমি সিংহাসনে বসিয়া ধর্ম্মবিচার করিয়াছ।
৫ তুমি জাতিগণকে ভর্ৎসনা করিয়াছ,
দুষ্টকে সংহার করিয়াছ,
তুমি অনন্তকালের জন্য তাহাদের নাম লোপ করিয়াছ।
৬ শত্রুরা শেষ হইয়াছে, চিরতরে উৎসন্ন হইয়াছে;
তুমি নগর সকল ধ্বংস করিয়াছ;
তাহাদের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে।
৭ কিন্তু সদাপ্রভু চিরকাল সমাসীন থাকিবেন;
তিনি বিচারার্থে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন।

৮ আর তিনিই ধর্ম্মশীলতায় জগতের বিচার করিবেন,
ন্যায়ে জাতিগণের শাসন করিবেন।
৯ আর সদাপ্রভু হইবেন ক্লিষ্টের জন্য উচ্চ দুর্গ,
সঙ্কটের সময়ে উচ্চ দুর্গ।
১০ যাহারা তোমার নাম জানে, তাহারা তোমাতে বিশ্বাস রাখিবে ;
কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমি তোমার অন্বেষণ-কারীদিগকে পরিত্যাগ কর নাই।
১১ তোমরা সিয়োন-নিবাসী সদাপ্রভুর প্রশংসা গাও ;
জাতিগণের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর।
১২ কেননা যিনি রক্তপাতের অনুসন্ধান করেন, তিনি নিহতদিগকে স্মরণ করেন ;
তিনি দুঃখীদিগের ক্রন্দন ভুলিয়া যান না ;
১৩ হে সদাপ্রভু, আমার প্রতি কৃপা কর ;
বিদ্বেষী লোকগণ হইতে আমার যে দুঃখ ঘটে, তাহা দেখ,
তুমি মৃত্যু-দ্বার হইতে আমার উত্তোলন-কর্ত্তা ;
১৪ এইজন্য আমি তোমার সমস্ত প্রশংসা প্রচার করিব ;
সিয়োন-কন্যার পুরদ্বারসমূহে,
আমি তোমার পরিত্রাণে উল্লাস করিব।
১৫ জাতিগণ আপনাদের কৃত খাতে ডুবিয়াছে ;
তাহারা গোপনে যে জাল পাতিয়াছিল,
তাহাতে তাহাদেরই চরণ বদ্ধ হইয়াছে।
১৬ সদাপ্রভু আপনার পরিচয় দিয়াছেন ;
তিনি বিচার সাধন করিয়াছেন ;
দুষ্ট স্বহস্তের কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়াছে।
হিগায়োন। সেলা।
১৭ দুষ্টেরা পাতালে ফিরিয়া যাইবে,
যে জাতিরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, তাহারাও যাইবে।
১৮ কারণ দরিদ্র নিয়ত বিস্মৃতিপাত্র থাকিবে না,
দুঃখীদিগের আশা চিরতরে বিনষ্ট হইবে না।
১৯ হে সদাপ্রভু, উঠ ; মর্ত্ত্য প্রবল না হউক,
তোমার সাক্ষাতে জাতিগণ বিচারিত হউক।
২০ হে সদাপ্রভু, তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর ;
জাতিগণ জানুক যে, তাহারা মর্ত্ত্যমাত্র।
সেলা।

১০ হে সদাপ্রভু, কেন দূরে দাঁড়াইয়া থাক ?
সঙ্কটের সময়ে কেন লুকাইয়া থাক ?
২ দুষ্টের গর্ব্ব প্রযুক্ত দুঃখী আগুনে পোড়ে,
উহাদের কল্পিত ছলে উহারাই ধরা পড়ুক।
৩ কেননা দুষ্ট আপন মনোরথের শ্লাঘা করে,
লোভী সদাপ্রভুকে জলাঞ্জলি দেয়, অবজ্ঞা করে।
৪ দুষ্ট লোক নাক তুলিয়া [বলে,] তিনি অনুসন্ধান করিবেন না ;
ঈশ্বর নাই, ইহাই তাহার চিন্তার সার।
৫ তাহার পথ সর্ব্বদা দৃঢ় ;
তোমার শাসনকলাপ ঊর্দ্ধ, তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত ;
সমস্ত বিপক্ষের প্রতি সে ফুৎকার করে।
৬ সে মনে মনে বলে, আমি বিচলিত হইব না,
পুরুষানুক্রমে কখন বিপদ্‌গ্রস্ত হইব না।
৭ তাহার মুখ অভিশাপ, ছলনা ও শঠতায় পূর্ণ ;
তাহার জিহ্বার নীচে উপদ্রব ও অন্যায় থাকে।
৮ সে গ্রামের গুপ্ত স্থানে বসিয়া থাকে,
নিভৃত স্থানে নির্দ্দোষকে বধ করে ;

তাহার চক্ষু অনাথকে ধরিবার জন্য লুক্কায়িত।
৯ সিংহ যেমন গহ্বরে, সে তেমনি গুপ্ত স্থানে থাকে,
দুঃখীকে ধরিবার জন্য অন্তরালে থাকে ;
সে দুঃখীকে ধরে, আপন জালে টানে।
১০ সে গুঁড়ি মারে, সে অবনত হয়,
অনাথেরা তাহার প্রবল [থাবায়] পতিত হয়।
১১ সে মনে মনে বলে, ঈশ্বর ভুলিয়া গিয়াছেন,
তিনি মুখ লুকাইয়াছেন, কখনও দেখিবেন না ;
১২ হে সদাপ্রভু, উঠ ; হে ঈশ্বর, আপন হস্ত তোল।
দুঃখীদিগকে ভুলিয়া যাইও না।
১৩ দুষ্ট কেন ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে,
মনে মনে বলে, তুমি অনুসন্ধান করিবে না ?
১৪ তুমি দেখিয়াছ, কেননা তুমি উপদ্রব ও দ্বেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ,
যেন তাহার প্রতীকার স্বহস্তে কর ;
অনাথ তোমারই উপরে ভার সমর্পণ করে ;
তুমিই পিতৃহীনের সহায়।
১৫ দুষ্টের বাহু ভাঙ্গিয়া ফেল,
দুর্ব্বৃত্তের দুষ্টতার অনুসন্ধান কর, যাবৎ লেশমাত্র না থাকে।
১৬ সদাপ্রভু অনন্তকালীন রাজা ;
জাতিগণ তাঁহার দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে।
১৭ হে সদাপ্রভু, তুমি নম্রদের আকাঙ্ক্ষা শুনিয়াছ ;
তুমি তাহাদের চিত্ত সুস্থির করিবে, তুমি কর্ণপাত করিবে ;
১৮ পিতৃহীনের ও উপদ্রুত লোকদের বিচার করিবার জন্য,
যেন মৃত্তিকাজাত মর্ত্ত্য আর দুর্দ্দান্ত না থাকে।

১১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের।

১ আমি সদাপ্রভুর শরণ লইয়াছি ;
তোমরা কি ভাবিয়া আমার প্রাণকে বল,
পক্ষীর ন্যায় তোমাদের পর্ব্বতে উড়িয়া যাও ;
২ কেননা দেখ, দুষ্টগণ ধনুকে চাড়া দিতেছে,
আপন আপন বাণ গুণে যোগ করিতেছে,
যেন সরলচিত্তদিগকে অন্ধকারে বিদ্ধ করে ;
৩ যদি মূলবস্তু সকল উৎপাটিত হয়,
তবে ধার্ম্মিক কি করিবে ?
৪ সদাপ্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে আছেন ;
সদাপ্রভু, তাঁহার সিংহাসন স্বর্গে ;
তাঁহার চক্ষু নিরীক্ষণ করিতেছে, তাঁহার চক্ষুর পাতা মনুষ্য-সন্তানদের পরীক্ষা করিতেছে।
৫ সদাপ্রভু ধার্ম্মিকের পরীক্ষা করেন,
কিন্তু দুষ্ট ও দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোক তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ।
৬ তিনি দুষ্টদের উপরে পাঁশ বর্ষণ করিবেন,
অগ্নি, গন্ধক ও উত্তপ্ত বায়ু তাহাদের পানপাত্রের পেয় দ্রব্য।
৭ কেননা সদাপ্রভু ধর্ম্মময়, ধর্ম্মকর্ম্মই ভালবাসেন ;
সরল লোক তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিবে।

১২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শমীনীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু, ত্রাণ কর, কেননা সাধু লোপ পাইল ;

মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে বিশ্বসনীয় লোক শেষ হইল।
২ প্রতিজন প্রতিবাসীর সহিত অলীক কথা কহে ;
চাটুবাদী ওষ্ঠাধরে ও দ্বিধা চিত্তে কথা কহে।
৩ সদাপ্রভু সমস্ত চাটুবাদী ওষ্ঠাধর
ও দর্পবাদী জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবেন :
৪ উহারা বলে, আমরা জিহ্বা দ্বারা প্রবল হইব,
আমাদের ওষ্ঠ আমাদেরই ; আমাদের কর্ত্তা কে ?
৫ দুঃখীদের সর্ব্বনাশ, দীনহীনের কাতরোক্তি প্রযুক্ত,
আমি এক্ষণে উঠিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন,
আমি ত্রাণাকাঙ্ক্ষীর ত্রাণ করিব।
৬ সদাপ্রভুর বাক্য সকল নির্ম্মল বাক্য ;
তাহা মৃত্তিকার মুচিতে খাঁটী করা রৌপ্যের তুল্য,
সাত বার পরিষ্কৃত রৌপ্যের তুল্য।
৭ হে সদাপ্রভু, তুমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিবে,
চিরতরে এই কালের লোক হইতে উদ্ধার করিবে।
৮ দুষ্টগণ চারিদিকে বিহার করে,
যখন মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে অধমতা উচ্চীকৃত হয়।

১৩ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ কত কাল, সদাপ্রভু, আমাকে নিয়ত ভুলিয়া থাকিবে ?
কত কাল আমা হইতে তোমার মুখ লুক্কায়িত রাখিবে ?
২ কত কাল আমি প্রাণের মধ্যে ভাবনা করিব,
চিত্তের মধ্যে বিষাদকে দিনমানে রাখিব ?
কত কাল শত্রু আমার উপরে উচ্চ থাকিবে ?
৩ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, দৃষ্টিপাত কর, আমাকে উত্তর দেও ;
আমার চক্ষু আলোকময় কর, পাছে আমি মৃত্যু-নিদ্রায় নিদ্রিত হই ;
৪ পাছে শত্রু বলে, আমি তাহাকে জয় করিয়াছি ;
পাছে আমি বিচলিত হইলে বিপক্ষগণ উল্লাস করে।
৫ কিন্তু আমি তোমার দয়াতে বিশ্বাস করিয়াছি ;
আমার চিত্ত তোমার পরিত্রাণে উল্লাসিত হইবে।
৬ আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাহিব,
কেননা তিনি আমার মঙ্গল করিয়াছেন।

১৪ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের।

১ মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে, 'ঈশ্বর নাই'।
তাহারা নষ্ট, তাহারা ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে এমন কেহই নাই।
২ সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন ;
দেখিতে চাহিলেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক কেহ চলে কি না,
ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না।
৩ সকলে বিপথে গিয়াছে, সকলেই বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহই নাই, এক জনও নাই।
৪ অধর্ম্মাচারী সকলের কি কিছুই জ্ঞান নাই ?

তাহারা খাদ্য গ্রাস করিবার ন্যায় আমার প্রজাগণকে গ্রাস করে,
সদাপ্রভুকে ডাকে না।
৫ ঐ স্থানে তাহারা বড় ভয় পাইয়াছে ;
কেননা ঈশ্বর ধার্ম্মিক বংশের মধ্যবর্ত্তী।
৬ তোমরা দুঃখীর মন্ত্রণাকে লজ্জিত করিতেছ ;
কেননা সদাপ্রভু তাহার আশ্রয়।
৭ আঃ! ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সিয়োন হইতে উপস্থিত হউক।
সদাপ্রভু যখন আপন প্রজাদের বন্দিত্ব ফিরাইবেন,
তখন যাকোব উল্লাসিত হইবে, ইস্রায়েল আনন্দ করিবে।

১৫ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, তোমার তাম্বুতে কে প্রবাস করিবে?
তোমার পবিত্র পর্ব্বতে কে বসতি করিবে?
২ যে ব্যক্তি সিদ্ধ আচরণ ও ধর্ম্মকর্ম্ম করে,
এবং হৃদয়ে সত্য কহে।
৩ যে পরীবাদ জিহ্বাগ্রে আনে না,
মিত্রের অপকার করে না,
আপনার প্রতিবাসীর দুর্নাম করে না।
৪ যাহার দৃষ্টিতে পামর তুচ্ছনীয় হয় ;
যে সদাপ্রভুর ভয়কারীদিগকে মান্য করে,
দিব্য করিলে ক্ষতি হইলেও অন্যথা করে না ;
৫ সুদের জন্য টাকা ধার দেয় না,
নির্দ্দোষের বিরুদ্ধে উৎকোচ লয় না ;
এই সকল কর্ম্ম যে করে, সে কখনও বিচলিত হইবে না।

১৬ দায়ূদের মিক্‌তাম।

১ হে ঈশ্বর, অমাকে রক্ষা কর,
কেননা আমি তোমার শরণ লইয়াছি
২ আমি সদাপ্রভুকে বলিয়াছি তুমিই আমার প্রভু ;
তুমি ব্যতীত আমার মঙ্গল নাই।
৩ পৃথিবীতে যে পবিত্র ব্যক্তিগণ থাকেন,
তাঁহারা আদরণীয়, আমার সমস্ত প্রীতির পাত্র।
৪ যাহারা অন্য [দেবতাকে] উপহার দেয়,
তাহাদের যাতনা বৃদ্ধি পাইবে ;
রক্তরূপ তাহাদের পেয় নৈবেদ্য আমি উৎসর্গ করিব না,
আপন ওষ্ঠাধরে তাহাদের নাম লইব না।
৫ সদাপ্রভু আমার দায়াংশ ও আমার পানপাত্র ;
তুমিই আমার অধিকার স্থায়ী করিতেছ।
৬ আমার জন্য মানরজ্জু মনোহর স্থানে পড়িয়াছে,
আমার অধিকার আমার পক্ষে শোভাযুক্ত।
৭ আমি সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব, তিনিই আমাকে মন্ত্রণা দিয়াছেন,
রাত্রিতেও আমার চিত্ত আমাকে প্রবোধ দেয়।
৮ আমি সদাপ্রভুকে নিয়ত সম্মুখে রাখিয়াছি ;
তিনি ত আমার দক্ষিণে, আমি বিচলিত হইব না।
৯ এই জন্য আমার চিত্ত আনন্দিত, ও আমার গৌরব উল্লাসিত হইল ;
আমার মাংসও নির্ভয়ে বাস করিবে।
১০ কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করিবে না,
তুমি নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না।
১১ তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবে,
তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ,
তোমার দক্ষিণ হস্তে নিত্য সুখভোগ।

১৭ দায়ূদের প্রার্থনা।

১ হে সদাপ্রভু, ধর্ম্মবাদ শুন, আমার কাকূক্তিতে অবধান কর,
আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর; তাহা ছলনার ওষ্ঠাধর হইতে নির্গত নয়।
২ তোমার সাক্ষাতে আমার বিচার নিষ্পত্তি হউক;
যাহা ন্যায্য তাহার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ুক।
৩ তুমি আমার চিত্তের পরীক্ষা করিয়াছ,
রাত্রিকালে আমার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছ,
তুমি আমাকে কষিয়াছ, কিছু পাও নাই;
আমি স্থির করিলাম, আমার মুখ পাপ করিবে না।
৪ মনুষ্যের কার্য্য সম্বন্ধে, তোমার ওষ্ঠাধরের বাক্যে,
আমি দুর্জ্জনের পথ হইতে সাবধান হইয়াছি।
৫ আমার পাদক্ষেপ তোমার পথে স্থির রহিয়াছে,
আমার চরণ বিচলিত হয় নাই।
৬ আমি তোমাকে ডাকিলাম, কেননা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে উত্তর দিবে;
আমার প্রতি কর্ণপাত কর, আমার বাক্য শুন।
৭ তোমার আশ্চর্য্য দয়া প্রকাশ কর; তুমি শরণাপন্ন লোকদিগকে নিস্তার করিয়া থাক,
বিপক্ষগণ হইতে তোমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারাই করিয়া থাক।
৮ নয়নের তারার ন্যায় আমাকে রক্ষা কর,
তোমার পক্ষের ছায়াতে আমাকে সঙ্গোপন কর,
৯ দুষ্টগণ হইতে কর, যাহারা আমাকে নষ্ট করে,
প্রাণনাশক শত্রুগণ হইতে কর, যাহারা আমাকে বেষ্টন করে।
১০ তাহারা আপন আপন মেদে বদ্ধ,
তাহারা মুখে অহঙ্কারের কথা কহে।
১১ এখন তাহারা আমাদের পাদসঞ্চারে আমাদিগকে ঘেরিয়াছে,
তাহারা আমাদিগকে ভূমিসাৎ করণার্থে চক্ষু স্থির করে।
১২ সে বিদারণ করিতে উৎসুক কেশরীর তুল্য,
অন্তরালে উপবিষ্ট যুবসিংহের ন্যায়।
১৩ হে সদাপ্রভু, উঠ,
তাহাকে প্রতিরোধ কর, তাহাকে পাড়িয়া ফেল,
তোমার খড়্গ দ্বারা* দুষ্ট লোক হইতে আমার প্রাণ বাঁচাও।
১৪ সদাপ্রভু, তোমার হস্ত দ্বারা† মনুষ্যদের হইতে,
সাংসারিক মনুষ্যদের হইতে, আমাকে বাঁচাও,
তাহাদের দায়াংশ এই জীবনে;
তুমি নিজ ধনে তাহাদের উদর পূর্ণ করিতেছ;
তাহারা সন্তানে তৃপ্ত হয়,
আপন আপন শিশুদের নিমিত্ত আপনাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া যায়।
১৫ আমি ত ধার্ম্মিকতায় তোমার মুখ দর্শন করিব,
জাগিয়া তোমার মূর্ত্তিতে তৃপ্ত হইব।

১৮ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। সদাপ্রভুর দাস দায়ূদের; যে দিন সদাপ্রভু সমস্ত শত্রুর হস্ত হইতে, এবং শৌলের হস্ত হইতে দায়ূদকে উদ্ধার করিলেন, সেই দিন তিনি সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই গীতের কথা নিবেদন করিলেন। তিনি কহিলেন,

১ হে সদাপ্রভু! মম বল! আমি তোমাতে অনুরক্ত।

---

* (বা) খড়গস্বরূপ। † (বা) হস্তস্বরূপ।

২ সদাপ্রভু মম শৈল, মম দুর্গ, ও মম রক্ষা-
কর্ত্তা,
মম ঈশ্বর, মম দৃঢ় শৈল, আমি তাঁহার
শরণাগত ;
মম ঢাল, মম ত্রাণশৃঙ্গ, মম উচ্চদুর্গ ।
৩ আমি কীর্ত্তনীয় সদাপ্রভুকে ডাকিব,
এইরূপে আমার শত্রুগণ হইতে ত্রাণ
পাইব ।
৪ আমি মৃত্যুর রজ্জুতে পরিবেষ্টিত ছিলাম,
পাষণ্ডতার বন্যাতে আশঙ্কিত ছিলাম ।
৫ আমি পাতালের রজ্জুতে বেষ্টিত ছিলাম,
মৃত্যুর পাশে জড়িত ছিলাম ।
৬ সঙ্কটে আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলাম,
আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করি-
লাম ;
তিনি নিজ মন্দির হইতে আমার রব
শুনিলেন,
তাঁহার সম্মুখে আমার আর্ত্তনাদ তাঁহার
কর্ণে প্রবেশ করিল ।
৭ তখন পৃথিবী টলিল, কম্পিত হইল,
পর্ব্বতরাজির মূল সকল বিচলিত হইল,
ও টলিল, কারণ তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন ।
৮ তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম উদ্গত হইল,
তাঁহার মুখনির্গত অগ্নি গ্রাস করিল ;
তদ্দারা অঙ্গার সকল প্রজ্বলিত হইল ।
৯ তিনি গগনকে নোয়াইয়া নামিলেন,
অন্ধকার তাঁহার পদতলে ছিল ।
১০ তিনি করূব আরোহণে উড্ডীন হইলেন,
বায়ু-পক্ষভরে উড়িয়া আসিলেন ।
১১ তিনি অন্ধকারকে আপন অন্তরাল, আপ-
নার চতুর্দ্দিক্‌স্থ তাম্বু করিলেন ;
জলের তিমির ও গগনের ঘন মেঘমালা ।
১২ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী তেজ হইতে তাঁহার
মেঘমালা চলিয়া গেল,
শিলাবৃষ্টি ও প্রজ্বলিত অঙ্গার ।
১৩ আর সদাপ্রভু আকাশে বজ্রনাদ করিলেন,
পরাৎপর আপন রব শুনাইলেন ;
শিলাবৃষ্টি ও প্রজ্বলিত অঙ্গার ।
১৪ তিনি আপন বাণ ছাড়িলেন, তাহাদিগকে
ছিন্নভিন্ন করিলেন ;
বহু বজ্র ছাড়িয়া তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করি-
লেন ।
১৫ তখন জলরাশির প্রণালী সকল প্রকাশ
পাইল,
ভূমণ্ডলের মূল সকল অনাবৃত হইল,
তোমার তর্জ্জনে, হে সদাপ্রভু,
তোমার নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে ।
১৬ তিনি ঊর্দ্ধ হইতে [হস্ত] বিস্তার করি-
লেন, আমাকে ধরিলেন,
মহাজলরাশি হইতে আমাকে টানিয়া
তুলিলেন ;
১৭ তিনি আমাকে উদ্ধার করিলেন আমার
বলবান শত্রু হইতে,
আমার বিদ্বেষিগণ হইতে, কেননা তাহারা
আমা অপেক্ষা শক্তিমান ছিল ।
১৮ আমার বিপদের দিনে তাহারা আমার
কাছে আসিল,
কিন্তু সদাপ্রভু আমার অবলম্বন হইলেন ।
১৯ তিনি আমাকে বাহিরে প্রশস্ত স্থানে
আনিলেন,
আমাকে উদ্ধার করিলেন, কেননা তিনি
আমাতে সন্তুষ্ট ছিলেন ।
২০ সদাপ্রভু আমার ধার্ম্মিকতানুযায়ী পুরস্কার
দিলেন,
আমার হস্তের শুচিতানুযায়ী ফল দিলেন ।
২১ কেননা আমি সদাপ্রভুর পথে চলিয়াছি,
দুষ্টতাপূর্ব্বক আমার ঈশ্বরকে ছাড়ি
নাই ।
২২ কারণ তাঁহার সমস্ত শাসন আমার সম্মুখে
ছিল,

আমি তাঁহার বিধি আমা হইতে দূর করি নাই।
২৩ আর আমি তাঁহার উদ্দেশে সিদ্ধ ছিলাম, নিজ অপরাধ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম।
২৪ তাই সদাপ্রভু আমার ধার্ম্মিকতা অনুসারে ফল দিলেন,
তাঁহার সাক্ষাতে আমার হস্তের শুচিতানুসারে দিলেন।
২৫ তুমি দয়াবানের সহিত সদয় ব্যবহার করিবে,
সিদ্ধের সহিত সিদ্ধ ব্যবহার করিবে।
২৬ তুমি শুচির সহিত শুচি ব্যবহার বরিবে,
কুটিলের সহিত চতুরতা ব্যবহার করিবে।
২৭ কেননা তুমি দুঃখীদিগকে নিস্তার করিবে,
কিন্তু গর্ব্বিত নয়ন অবনত করিবে।
২৮ তুমিই আমার প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া থাক ;
সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার অন্ধকার আলোকময় করেন।
২৯ কেননা তোমার দ্বারা আমি সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দৌড়ি ;
আমার ঈশ্বরের দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করি।
৩০ তিনিই ঈশ্বর, তাঁহার পথ সিদ্ধ ;
সদাপ্রভুর বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ ;
তিনি নিজ শরণাগত সকলের ঢাল।
৩১ কারণ সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বর কে আছে ?
আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর শৈল কে আছে ?
৩২ ঈশ্বর বল দিয়া আমার কটিবন্ধন করিয়াছেন।
তিনি আমার পথ সিদ্ধ করিয়াছেন।
৩৩ তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণবৎ করেন,
আমার উচ্চস্থলীতে আমাকে সংস্থাপন করেন।
৩৪ তিনি আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন,
তাই আমার বাহু তাম্রময় ধনুকে চাড়া দেয়।
৩৫ তুমি আমাকে নিজ পরিত্রাণ-ঢাল দিয়াছ ;
তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধারণ করিয়াছে,
তোমার কোমলতা আমাকে মহান্ করিয়াছে।
৩৬ তুমি আমার নীচে পাদসঞ্চারের স্থান প্রশস্ত করিয়াছ,
আর আমার গুল্ফ বিচলিত হয় নাই।
৩৭ আমি শত্রুগণের পশ্চাতে দৌড়িব, তাহাদিগকে ধরিব,
সংহার না করিয়া ফিরিয়া আসিব না।
৩৮ আমি তাহাদিগকে চূর্ণ করিব, তাহারা আর উঠিতে পারিবে না,
তাহারা আমার পদতলে পতিত হইবে।
৩৯ কারণ তুমি যুদ্ধার্থে বল দিয়া আমার কটিবন্ধন করিয়াছ ;
যাহারা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে তুমি আমার অধীনে নত করিয়াছ।
৪০ আমার শত্রুগণকে আমা হইতে ফিরাইয়া দিয়াছ,
আমি আপন বিদ্বেষীদিগকে সংহার করিয়াছি।
৪১ তাহারা আর্ত্তনাদ করিল, কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাই ;
সদাপ্রভুকে [ডাকিল], কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না।
৪২ তখন আমি তাহাদিগকে বায়ুচালিত ধূলির ন্যায় চূর্ণ করিলাম ;

পথের কর্দ্দমের ন্যায় ফেলিয়া দিলাম ;
৪৩ তুমি আমাকে প্রজাদের দ্রোহ হইতে উদ্ধার করিয়াছ,
জাতিগণের মস্তকরূপে নিযুক্ত করিয়াছ ;
আমার অপরিচিত জাতি আমার দাস হইবে।
৪৪ শ্রবণমাত্র তাহারা আমার আজ্ঞাকারী হইবে ;
বিজাতি-সন্তানেরা আমার কর্তৃত্ব স্বীকার করিবে।
৪৫ বিজাতি সন্তানেরা ম্লান হইবে,
সকম্পে স্ব স্ব গুপ্ত স্থান হইতে বাহিরে আসিবে।
৪৬ সদাপ্রভু জীবন্ত, আমার শৈল ধন্য হউন,
আমার ত্রাণের ঈশ্বর উন্নত হউন।
৪৭ সেই ঈশ্বর আমার পক্ষে প্রতিশোধ দেন,
জাতিগণকে আমার অধীনে দমন করেন।
৪৮ তিনি আমার শত্রুগণ হইতে আমাকে উদ্ধার করেন ;
যাহারা আমার বিরুদ্ধে উঠে, তুমি তাহাদের উপরেও আমাকে উন্নত করিতেছ,
তুমি দুর্ব্বৃত্ত লোক হইতে আমাকে উদ্ধার করিতেছ।
৪৯ এই কারণ, হে সদাপ্রভু, আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব করিব,
তোমার নামের উদ্দেশে স্তোত্র গান করিব।
৫০ তিনি আপন রাজাকে মহাপরিত্রাণ দেন,
আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন,
যুগে যুগে দায়ূদের ও তাহার বংশের প্রতি দয়া করেন।

১৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে,
বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম জ্ঞাপন করে।
২ দিবস দিবসের কাছে বাক্য উচ্চারণ করে,
রাত্রি রাত্রির কাছে জ্ঞান প্রচার করে।
৩ বাক্য নাই, ভাষাও নাই,
তাহাদের রব শুনা যায় না।
৪ তাহাদের মানরজ্জু সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত,
তাহাদের বাক্য জগতের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ;
তাহাদের মধ্যে তিনি সূর্য্যের নিমিত্ত এক তাম্বু স্থাপন করিয়াছেন।
৫ সে বরের ন্যায় আপন বাসরগৃহ হইতে নির্গত হয়,
বীরের ন্যায় স্বীয় পথে দৌড়িবার জন্য আমোদ করে।
৬ সে আকাশমণ্ডলের প্রান্ত হইতে যাত্রা করে,
অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আইসে ;
তাহার উত্তাপে কোন বস্তু লুক্কায়িত থাকে না।

৭ সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্যজনক ;
সদাপ্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বসনীয়, অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক।
৮ সদাপ্রভুর বিধি সকল যথার্থ, চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক ;
সদাপ্রভুর আজ্ঞা নির্ম্মল, চক্ষুর দীপ্তিজনক।
৯ সদাপ্রভুর ভয় শুচি, চিরস্থায়ী,
সদাপ্রভুর শাসন সকল সত্য, সর্ব্বাংশে ন্যায্য।
১০ তাহা স্বর্ণ ও প্রচুর কাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়,
মধু ও মৌচাকের রস হইতেও সুস্বাদু।
১১ তোমার দাসও তদ্দারা সুশিক্ষা পায় ;
তাহা পালন করিলে মহাফল হয়।

১২ ভ্রান্তির কার্য্য সকল কে বুঝিতে পারে ?
তুমি গুপ্ত দোষ হইতে আমাকে পরিষ্কার কর ।
১৩ দুঃসাহসজনিত [পাপ] হইতেও নিজ দাসকে পৃথক্ রাখ,
সেই সকল আমার উপরে কর্ত্তৃত্ব না করুক ;
তখন আমি সিদ্ধ এবং মহাপাতক হইতে শুচি হইব ।
১৪ আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক,
হে সদাপ্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তি-দাতা ।

২০ প্রধান বাদ্যকরের জন্য । দায়ূদের সঙ্গীত ।

১ সদাপ্রভু সঙ্কটের দিনে তোমাকে উত্তর দিউন,
যাকোবের ঈশ্বরের নাম তোমাকে উন্নত করুক,
২ তিনি পবিত্র স্থান হইতে তব সাহায্য প্রেরণ করুন,
সিয়োন হইতে তোমাকে সুস্থির রাখুন,
৩ তিনি তোমার সকল নৈবেদ্য স্মরণ করুন,
তোমার হোমবলি গ্রাহ্য করুন । সেলা ।
৪ তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন,
তোমার সমস্ত মন্ত্রণা সিদ্ধ করুন ।
৫ আমরা তোমার পরিত্রাণে আনন্দগান করিব,
আমাদের ঈশ্বরের নামে পতাকা তুলিব ;
সদাপ্রভু তোমার সকল যাচ্ঞা সিদ্ধ করুন ।
৬ এখন আমি জানি, সদাপ্রভু স্বীয় অভি-ষিক্ত ব্যক্তিকে নিস্তার করেন ;
তিনি নিজ দক্ষিণ হস্তের ত্রাণশক্তিতে
আপন পবিত্র স্বর্গ হইতে তাঁহাকে উত্তর দিবেন ।

৭ ইহারা রথে ও উহারা অশ্বে নির্ভর করে,
কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের কীর্ত্তন করিব ।
৮ তাহারা নত হইয়া পতিত হইয়াছে,
কিন্তু আমরা উত্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছি ।
৯ সদাপ্রভু, পরিত্রাণ কর ;
যে দিন আহ্বান করি, রাজা আমাদিগকে উত্তর দিউন ।

২১ প্রধান বাদ্যকরের জন্য । দায়ূদের সঙ্গীত ।

১ হে সদাপ্রভু, তোমার বলে রাজা আনন্দ করেন,
তিনি তোমার পরিত্রাণে কতই উল্লাসিত হন ।
২ তুমি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছ,
তাঁহার ওষ্ঠের প্রার্থনা অস্বীকার কর নাই । সেলা ।
৩ কেননা তুমি মঙ্গলের বিবিধ বর সহ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছ,
তুমি তাঁহার মস্তকে সুবর্ণমুকুট দিয়াছ ।
৪ তিনি তোমার কাছে জীবন প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন, তুমি তাঁহাকে দিয়াছ,
অনন্তকালস্থায়ী দীর্ঘ পরমায়ু দিয়াছ ।
৫ তোমার পরিত্রাণে তিনি মহাগৌরবান্বিত ;
তুমি তাঁহার উপরে প্রভা ও প্রতাপ রাখিয়াছ ।
৬ তুমি তাঁহাকে চিরস্থায়ী আশীর্ব্বাদযুক্ত করিয়াছ,
তোমার শ্রীমুখে তাঁহাকে আনন্দে পুলকিত করিয়াছ ।
৭ কারণ রাজা সদাপ্রভুতে নির্ভর করেন,
পরাৎপরের দয়াতে তিনি বিচলিত হই-বেন না ।
৮ তোমার হস্ত তোমার সমস্ত শত্রুকে ধরিবে ;

তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমার বিদ্বেষিগণকে ধরিবে।
৯ তুমি আপন ক্রোধের সময় তাহাদিগকে প্রজ্বলিত তুন্দুরস্বরূপ করিবে;
সদাপ্রভু কোপে তাহাদিগকে গ্রাস করিবেন,
অগ্নি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে।
১০ তুমি উচ্ছিন্ন করিবে পৃথিবী হইতে তাহাদের ফল,
মনুষ্য-সন্তানদের মধ্য হইতে তাহাদের বংশ।
১১ কেননা তাহারা তোমার বিরুদ্ধে কুসঙ্কল্প করিল;
তাহারা কুমন্ত্রণা করিল, তাহা সিদ্ধ করিতে পারে না।
১২ কেননা তুমি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে,
তুমি তাহাদের মুখ তোমার ধনুর্গুণের লক্ষ্য করিবে।
১৩ হে সদাপ্রভু, নিজ বলে উন্নত হও;
আমরা তব পরাক্রম গাহিব ও প্রশংসা করিব।

২২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, প্রভাতের হরিণী। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?
আমার রক্ষা হইতে ও আমার আর্ত্তনাদের উক্তি হইতে কেন দূরে থাক?
২ হে আমার ঈশ্বর, আমি দিবসে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না;
রাত্রিতেও [ডাকি], আমার বিরাম হয় না।
৩ কিন্তু তুমিই পবিত্র,
ইস্রায়েলের প্রশংসাকলাপ তোমার সিংহাসন।
৪ আমাদের পিতৃপুরুষেরা তোমাতেই বিশ্বাস করিতেন;
তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, আর তুমি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে।
৫ তাঁহারা তোমার নিকটে ক্রন্দন করিয়া রক্ষা পাইতেন,
তোমাতে বিশ্বাস করিয়া লজ্জিত হইতেন না।
৬ কিন্তু আমি কীট, মানব নহি,
মনুষ্যদের নিন্দাস্পদ, লোকদের অবজ্ঞাত।
৭ যাহারা আমাকে দেখে, সকলে আমাকে ঠাট্টা করে,
তাহারা ওষ্ঠ বাহির করিয়া মাথা নাড়িয়া বলে,
৮ সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর কর; তিনি উহাকে উদ্ধার করুন;
উহাকে রক্ষা করুন, কেননা তিনি উহাতে প্রীত।
৯ তুমিই ত জঠর হইতে আমাকে উদ্ধার করিলে;
যখন আমার মাতার স্তন পান করি, তখন তুমি আমার বিশ্বাস জন্মাইলে।
১০ গর্ভ হইতে আমি তোমার হস্তে নিক্ষিপ্ত;
আমার মাতৃজঠর হইতে তুমিই আমার ঈশ্বর।
১১ আমা হইতে দূরে থাকিও না, সঙ্কট আসন্ন,
সাহায্যকারী কেহ নাই।
১২ অনেক বৃষ আমাকে বেষ্টন করিয়াছে,
বাশনের বলবান বলদেরা আমাকে ঘেরিয়াছে।
১৩ তাহারা আমার প্রতি মুখ খুলিয়া হা করে,
বিদারক সিংহ যেন গর্জ্জন করিতেছে।
১৪ আমি জলের ন্যায় সেচিত হইতেছি,
আমার সমুদয় অস্থি সন্ধিচ্যুত হইয়াছে,

আমার হৃদয় মোমের ন্যায় হইয়াছে,
তাহা অন্ত্রের মধ্যে গলিত হইয়াছে।
১৫ আমার বল খোলার ন্যায় শুষ্ক হইতেছে,
আমার জিহ্বা তালুতে লাগিয়া যাইতেছে,
তুমি আমাকে মৃত্যুর ধূলিতে রাখিয়াছ।
১৬ কেননা কুকুরেরা আমাকে ঘেরিয়াছে,
দুরাচারদের মণ্ডলী আমাকে বেষ্টন করিয়াছে ;
তাহারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করিয়াছে।
১৭ আমি আপন অস্থি সকল গণনা করিতে পারি ;
উহারা আমার প্রতি দৃষ্টি করে, চাহিয়া থাকে।
১৮ তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র বিভাগ করে,
আমার পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করে।
১৯ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, তুমি দূরে থাকিও না ;
হে আমার সহায়, আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও।
২০ উদ্ধার কর আমার প্রাণ খড়্গ হইতে,
আমার একমাত্র [আত্মা] কুকুরের হস্ত হইতে।
২১ নিস্তার কর আমাকে সিংহের মুখ হইতে,
আর গবয়ের শৃঙ্গ হইতে—তুমি আমাকে উত্তর দিয়াছ।

২২ আমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে তোমার নাম প্রচার করিব ;
সমাজের মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব।
২৩ সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ! তাঁহার প্রশংসা কর ;
যাকোবের সমস্ত বংশ! তাঁহাকে সমাদর কর ;
তাঁহাকে ভয় কর, ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ।
২৪ কেননা তিনি দুঃখীর দুঃখ উপেক্ষা বা ঘৃণা করেন নাই ;
তিনি তাহা হইতে আপন মুখও লুকান নাই ;
বরং সে তাঁহার কাছে কাঁদিলে তিনি শুনিলেন।
২৫ মহাসমাজে তোমা হইতে আমার প্রশংসা জন্মে,
যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের সাক্ষাতে আমি আপন মানত সকল পূর্ণ করিব।
২৬ নম্রগণ ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে,
সদাপ্রভুর অন্বেষীরা তাঁহার প্রশংসা করিবে ;
তোমাদের অন্তঃকরণ নিত্যজীবী হউক।
২৭ পৃথিবীর প্রান্তস্থিত সকলে স্মরণ করিয়া সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবে ;
জাতিগণের সমস্ত গোষ্ঠী তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করিবে।
২৮ কেননা রাজত্ব সদাপ্রভুরই ;
তিনিই জাতিগণের উপরে শাসনকর্ত্তা।
২৯ পৃথিবীস্থ সকল পুষ্ট লোক ভোজন করিয়া প্রণিপাত করিবে ;
যাহারা ধূলিতে নামিতে উদ্যত, তাহারা সকলে তাঁহার সাক্ষাতে জানু পাতিবে,
যে নিজ প্রাণ বাঁচাইতে অসমর্থ, সেও পাতিবে।
৩০ এক বংশ তাঁহার সেবা করিবে,
প্রভুর সম্বন্ধে ইহা ভাবী বংশকে বলা যাইবে।
৩১ তাহারা আসিবে, তাঁহার ধর্ম্মশীলতা জ্ঞাত করিবে,
অনুজাত লোকদিগকে কহিবে, তিনি কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

২৩

দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না।
২ তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান,
তিনি বিশ্রাম-জলের ধারে ধারে আমাকে চালান।
৩ তিনি আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন,
তিনি নিজ নামের জন্য আমাকে ধর্ম্মপথে গমন করান।
৪ যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার * উপত্যকা দিয়া গমন করিব,
তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ,
তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করে।
৫ তুমি আমার শত্রুগণের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে মেজ সাজাইয়া থাক;
তুমি আমার মস্তক তৈলে সিক্ত করিয়াছ;
আমার পানপাত্র উথলিয়া পড়িতেছে।
৬ কেবল † মঙ্গল ও দয়াই আমার জীবনের সমুদয় দিন আমার অনুচর হইবে,
আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরদিন বসতি করিব।

২৪

দায়ূদের সঙ্গীত।

১ পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই;
জগৎ ও তন্নিবাসিগণ তাঁহার।
২ কেননা তিনিই সমুদ্রগণের উপরে তাহা স্থাপন করিয়াছেন,
নদীগণের উপরে তাহা দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছেন।
৩ কে সদাপ্রভুর পর্ব্বতে উঠিবে?
কে তাঁহার পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হইবে?
৪ যাহার অঞ্জলি নির্দ্দোষ ও অন্তঃকরণ বিমল,
যে অলীকতার দিকে প্রাণ উত্তোলন করে নাই,
ছলভাবে শপথ করে নাই।
৫ সেই সদাপ্রভু হইতে আশীর্ব্বাদ পাইবে,
আপন ত্রাণেশ্বর হইতে ধার্ম্মিকতা পাইবে।
৬ এই তাঁহার অন্বেষণকারীদের বংশ;
ইহারা তোমার মুখের অন্বেষী, হে যাকোবের [ঈশ্বর]। সেলা।

৭ হে পুরদ্বার সকল, মস্তক তোল;
হে চিরন্তন কবাট সকল, উত্থিত হও;
প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিবেন।
৮ সেই প্রতাপের রাজা কে?
পরাক্রমী ও বীর সদাপ্রভু,
যুদ্ধবীর সদাপ্রভু।
৯ হে পুরদ্বার সকল, মস্তক তোল;
হে চিরন্তন কবাট সকল, মস্তক উত্থাপন কর;
প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিবেন।
১০ সেই প্রতাপের রাজা কে?
বাহিনীগণের সদাপ্রভু,
তিনিই প্রতাপের রাজা। সেলা।

২৫

দায়ূদের।

১ সদাপ্রভু, তোমারই দিকে আমি নিজ প্রাণ উত্তোলন করি।
২ হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি,
আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না;
আমার শত্রুগণ আমার উপরে উল্লাস না করুক।

* (বা) নিবিড় অন্ধকারের। † (বা) অবশ্য।

৩ যে সকল লোক তোমার অপেক্ষা করে,
তাহারা লজ্জিত হইবে না;
যাহারা অকারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে,
তাহারাই লজ্জিত হইবে।
৪ সদাপ্রভু, তোমার পথ সকল আমাকে জ্ঞাত কর;
তোমার পন্থা সকল আমাকে বুঝাইয়া দেও।
৫ তোমার সত্যে আমাকে চালাও, আমাকে শিক্ষা দেও,
কেননা তুমিই আমার ত্রাণেশ্বর;
আমি সমস্ত দিন তোমার অপেক্ষায় থাকি।
৬ সদাপ্রভু, তোমার করুণা ও দয়া স্মরণ কর,
কেননা উভয়ই অনাদি।
৭ আমার যৌবনের পাপ ও আমার অধর্ম্ম সকল স্মরণ করিও না,
সদাপ্রভু, তোমার মঙ্গলভাবের অনুরোধে,
তোমার দয়ানুসারে আমাকে স্মরণ কর।
৮ সদাপ্রভু মঙ্গলময় ও সরল,
এইজন্য তিনি পাপীদিগকে পথ দেখান।
৯ তিনি নম্রদিগকে ন্যায়বিচারের পথে চালান,
নম্রদিগকে আপন পথ দেখাইয়া দেন।
১০ যাহারা তাঁহার নিয়ম ও সাক্ষ্য পালন করে,
তাহাদের পক্ষে সদাপ্রভুর সমস্ত পথ দয়া ও সত্য।
১১ তোমার নামের গুণে, হে সদাপ্রভু,
আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা তাহা গুরুতর।
১২ সে ব্যক্তি কে যে সদাপ্রভুকে ভয় করে?
তিনি তাহাকে ইষ্ট পথ দেখাইয়া দিবেন।
১৩ তাহার প্রাণ কুশলে বাস করিবে,
তাহার বংশ দেশের অধিকারী হইবে।
১৪ সদাপ্রভুর গূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার ভয়কারীদের অধিকার,
তিনি তাহাদিগকে আপন নিয়ম জানাইবেন।
১৫ আমার দৃষ্টি নিরন্তর সদাপ্রভুর দিকে,
কেননা তিনিই আমার চরণ জাল হইতে উদ্ধার করিবেন।
১৬ আমার প্রতি ফির, আমার প্রতি কৃপা কর,
কেননা আমি একাকী ও দুঃখী।
১৭ আমার অন্তঃকরণের যন্ত্রণা বাড়িয়াছে,
আমার কষ্ট সকল হইতে আমাকে নিস্তার কর।
১৮ আমার দুঃখ ও আয়াসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,
আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা কর।
১৯ আমার শত্রুগণকে দেখ, কেননা তাহারা অনেক;
তাহারা দুরন্ত দ্বেষভাবে আমাকে দ্বেষ করে।
২০ আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না, কেননা আমি তোমার শরণ লইয়াছি।
২১ সিদ্ধতা ও সরলতা আমাকে রক্ষা করুক,
কেননা আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি।
২২ হে ঈশ্বর, ইস্রায়েলকে মুক্ত কর,
তাহার সমস্ত সঙ্কট হইতে মুক্ত কর।

২৬

দায়ূদের।

১ সদাপ্রভু, আমার বিচার কর, কারণ আমি নিজ সিদ্ধতায় চলিয়াছি,
আর আমি সদাপ্রভুর শরণ লইয়াছি, চঞ্চল হইব না।
২ সদাপ্রভু, আমার পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ লও,
আমার মর্ম্ম ও চিত্ত নির্ম্মল কর।

৩ কেননা তোমার দয়া আমার নয়নগোচর;
আমি তোমার সত্যে চলিয়া আসিতেছি।
৪ আমি অলীক লোকদের সঙ্গে বসি নাই,
আমি ছদ্মবেশীদের সঙ্গে চলিব না।
৫ আমি দুরাচারদের সমাজ ঘৃণা করি,
দুষ্টগণের সঙ্গে বসিব না।
৬ আমি শুদ্ধতায় আমার হাত ধুইব,
সদাপ্রভু, এইরূপে তোমার যজ্ঞবেদি প্রদক্ষিণ করিব;
৭ যেন আমি স্তবের ধ্বনি শ্রবণ করাই,
ও তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রচার করি।
৮ সদাপ্রভু, আমি ভালবাসি তোমার নিবাস-গৃহ,
তোমার গৌরবের বাসস্থান।
৯ পাপীদের সহিত আমার প্রাণ লইও না,
রক্তপাতী মনুষ্যদের সহিত আমার জীবন লইও না।
১০ তাহাদের হস্তে অনিষ্ট থাকে,
তাহাদের দক্ষিণ হস্ত উৎকোচে পরিপূর্ণ।
১১ কিন্তু আমি নিজ সিদ্ধতায় চলিব;
আমাকে মুক্ত কর, ও আমার প্রতি কৃপা কর।
১২ আমার চরণ সমভূমিতে দাঁড়াইয়া আছে;
আমি মণ্ডলীগণের মধ্যে সদাপ্রভুর ধন্য-বাদ করিব।

২৭

দায়ূদের।

১ সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ,
আমি কাহা হইতে ভীত হইব?
সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?
২ দুরাচারেরা যখন আমার মাংস খাইতে নিকটে আসিল,
তখন আমার সেই বিপক্ষেরা ও বিদ্বেষীরা উছোট খাইয়া পড়িল।
৩ যদ্যপি সৈন্যদল আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে,
তথাপি আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না;
যদ্যপি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়,
তথাপি তখনও আমি সাহস করিব।
৪ সদাপ্রভুর কাছে আমি একটী বিষয় যাচ্ঞা করিয়াছি, তাহারই অন্বেষণ করিব,
যেন জীবনের সমুদয় দিন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি,
সদাপ্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিবার ও তাঁহার মন্দিরে অনুসন্ধান করিবার জন্য।
৫ কেননা বিপদের দিনে তিনি আপন আশ্রমে আমাকে সঙ্গোপন করিবেন,
আপন তাম্বুর অন্তরালে আমাকে লুকাইয়া রাখিবেন;
তিনি শৈলের উপরে আমাকে তুলিয়া লইবেন।
৬ আর এক্ষণে আমার চারিদিকের শত্রুগণ অপেক্ষা আমার মস্তক উন্নত হইবে,
আমি তাঁহার তাম্বুতে জয়ধ্বনির বলি উৎসর্গ করিব,
আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান ও সঙ্গীত করিব।

৭ সদাপ্রভু, শ্রবণ কর, আমি স্বরবে আহ্বান করি;
আমার প্রতি কৃপা কর, আমাকে উত্তর দেও।
৮ আমার মন তোমাকে বলিল,
[তুমি বলিলে,] 'তোমরা আমার মুখের অন্বেষণ কর';
সদাপ্রভু, আমি তোমার মুখের অন্বেষণ করিব।

৯ আমা হইতে তোমার মুখ আচ্ছাদন করিও না।
ক্রোধে তোমার দাসকে দূর করিও না ;
তুমি আমার সহায় হইয়া আসিতেছ ;
আমার ত্রাণেশ্বর, আমাকে ফেলিও না, ত্যাগ করিও না।
১০ আমার পিতামাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন,
কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে তুলিয়া লইবেন।
১১ সদাপ্রভু, তোমার পথ আমাকে শিখাও,
সমান পথে আমাকে গমন করাও,
আমার শত্রুগণ প্রযুক্ত ইহা কর।
১২ আমার বিপক্ষগণের ইচ্ছায় আমাকে সমর্পণ করিও না ;
কেননা মিথ্যা সাক্ষিগণ আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছে,
তাহারা নিষ্ঠুরতা ফুৎকার করে।
১৩ আমি জীবিতদের দেশে সদাপ্রভুর মঙ্গলভাব দেখিব,
এমন বিশ্বাস যদি না করিতাম, [তবে আমার কি হইত]?
১৪ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক ;
সাহস কর, তোমার অন্তঃকরণ সবল হউক ;
হাঁ, সদাপ্রভুরই অপেক্ষায় থাক।

২৮ দায়ূদের।

১ সদাপ্রভু, আমি তোমাকে ডাকিতেছি ;
আমার শৈল, আমার প্রতি বধির হইও না ;
পাছে, যদি তুমি আমার প্রতি নীরব হও,
আমি গর্ত্তগামীদের তুল্য হইয়া পড়ি।
২ যখন আমি তোমার নিকটে আর্ত্তনাদ করি,
যখন তোমার পবিত্র অন্তর্গৃহের দিকে অঞ্জলি উঠাই,
তখন তুমি আমার বিনতির রব শ্রবণ করিও।
৩ দুর্জ্জনদের ও অধর্ম্মাচারীদের সহিত আমাকে টানিয়া লইও না ;
তাহারা স্ব স্ব প্রতিবাসীদের সহিত শান্তির কথা কহে,
কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণে হিংসাভাব আছে।
৪ তাহাদের কার্য্য ও আচরণের দুষ্টতানুসারে তাহাদিগকে ফল দেও ;
তাহাদের হস্তের কর্ম্মানুরূপ ফল তাহাদিগকে দেও ;
তাহাদের অপকার তাহাদেরই প্রতি বর্ত্তাও।
৫ কেননা তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য ও তাঁহার হস্তের কর্ম্ম বিবেচনা করে না ;
তিনি তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, গাঁথিয়া তুলিবেন না।

৬ ধন্য সদাপ্রভু,
তিনি আমার বিনতির রব শুনিয়াছেন।
৭ সদাপ্রভু আমার বল ও আমার ঢাল ;
আমার অন্তঃকরণ তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়াছে, তাই আমি সাহায্য পাইয়াছি ;
এজন্য আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইয়াছে,
আমি নিজ গীত দ্বারা তাঁহার প্রশংসা করিব।
৮ সদাপ্রভু আপন লোকদের বল ;
তিনিই আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির ত্রাণদুর্গ।
৯ তোমার প্রজাদিগকে ত্রাণ কর, নিজ অধিকারকে আশীর্ব্বাদ কর ;
তাহাদিগকে পালন কর, চিরকাল বহন কর।

২৯ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে ঈশ্বরের* সন্তানগণ, সদাপ্রভুর কীর্ত্তন কর;
সদাপ্রভুরই গৌরব ও পরাক্রম কীর্ত্তন কর।
২ সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁহার নামের গৌরব কীর্ত্তন কর;
পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত কর।

৩ জলের উপরে সদাপ্রভুর রব;
গৌরবান্বিত ঈশ্বর বজ্রনাদ করিতেছেন,
সদাপ্রভু জলরাশির উপরে বিদ্যমান।
৪ সদাপ্রভুর রব শক্তিবিশিষ্ট;
সদাপ্রভুর রব প্রতাপান্বিত।
৫ সদাপ্রভুর রব এরস বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে;
সদাপ্রভুই লিবানোনের এরস বৃক্ষ খণ্ড বিখণ্ড করিতেছেন।
৬ তিনি নাচাইতেছেন তাহাদিগকে গোবৎসের ন্যায়,
লিবানোন ও শিরিয়োণকে গবয় শাবকের ন্যায়।
৭ সদাপ্রভুর রব অগ্নিশিখা বিকিরণ করিতেছে।
৮ সদাপ্রভুর রব প্রান্তরকে কম্পমান করিতেছে;
সদাপ্রভু কাদেশের প্রান্তরকে কম্পমান করিতেছেন।
৯ সদাপ্রভুর রব হরিণীদিগকে প্রসব করাইতেছে,
বনরাজিকে পত্রহীন করিতেছে;
আর তাঁহার মন্দিরে সকলই বলিতেছে, গৌরব।
১০ সদাপ্রভু জলপ্লাবনে সমাসীন ছিলেন;
সদাপ্রভু চিরকালতরে সমাসীন রাজা।
১১ সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে বল দিবেন;
সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে শান্তি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

* (বা) বলবানদের।

৩০ সঙ্গীত। গৃহপ্রতিষ্ঠার গীত। দায়ূদের।

১ সদাপ্রভু, আমি তোমার প্রশংসা করিব,
কেননা তুমি আমাকে উঠাইয়াছ,
আমার শত্রুগণকে আমার বিষয়ে আনন্দ করিতে দেও নাই।
২ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর,
আমি তোমার কাছে আর্ত্তনাদ করিলাম,
আর তুমি আমাকে সুস্থ করিলে।
৩ সদাপ্রভু, তুমি পাতাল হইতে আমার প্রাণ উত্তোলন করিয়াছ,
তুমি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ, যেন গর্ত্তে নামিয়া না যাই।
৪ হে সদাপ্রভুর সাধুগণ, তাঁহার উদ্দেশে সঙ্গীত কর,
তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।
৫ কেননা তাঁহার ক্রোধ নিমেষমাত্র থাকে,
তাঁহার অনুগ্রহেতেই জীবন;*
সন্ধ্যাকালে রোদন অতিথিরূপে আইসে,
কিন্তু প্রাতঃকালে আনন্দ উপস্থিত।
৬ আমার সুখাবস্থায় আমি বলিয়াছিলাম,
আমি কখনও বিচলিত হইব না।
৭ সদাপ্রভু, তুমি আপন অনুগ্রহেই আমার পর্ব্বত দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছিলে;
তুমি মুখ লুকাইলে; আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম।
৮ সদাপ্রভু, আমি তোমাকেই ডাকিলাম,
সদাপ্রভুরই কাছে বিনতি করিলাম।
৯ কূপে নামিলে আমার রক্তে কি লাভ?

* (বা) তাঁহার অনুগ্রহ জীবনব্যাপী।

ধূলি কি তোমার স্তব করিবে? তোমার সত্য কি প্রচার করিবে?
১০ শুন, হে সদাপ্রভু, আমাকে কৃপা কর; সদাপ্রভু, আমার সহায় হও।
১১ তুমি আমার বিলাপ নৃত্যে পরিণত করিয়াছ;
তুমি আমার চট খুলিয়া আমাকে আনন্দ-পট্টকায় বদ্ধকটি করিয়াছ,
১২ যেন আমার গৌরব তোমার প্রশংসা গান করে, নীরব না থাকে।
সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি চিরকাল তোমার স্তব করিব।

৩১ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি; আমাকে কখনও লজ্জিত হইতে দিও না; তোমার ধর্ম্মশীলতায় আমাকে রক্ষা কর।
২ আমার দিকে কর্ণপাত কর; সত্বর আমাকে উদ্ধার কর;
আমার দৃঢ় শৈল হও, আমার ত্রাণার্থক দুর্গগৃহ হও।
৩ কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার দুর্গ; অতএব তোমার নামের অনুরোধে আমাকে পথ দেখাইয়া গমন করাও।
৪ আমাকে সেই জাল হইতে উদ্ধার কর, যাহা লোকে আমার জন্য গোপনে পাতিয়াছে,
কেননা তুমিই আমার দৃঢ় আশ্রয়।
৫ আমি তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি;
সদাপ্রভু, সত্যের ঈশ্বর, তুমি আমাকে মুক্ত করিয়াছ।
৬ যাহারা অলীক নিঃসার বস্তু মানে, তাহাদিগকে আমি ঘৃণা করি;
আর আমি সদাপ্রভুতে নির্ভর করি।
৭ আমি তোমার দয়াতে উল্লাস ও আনন্দ করিব,
কেননা তুমি আমার দুঃখ দেখিয়াছ,
তুমি দুর্দ্দশাকালে আমার প্রাণের তত্ত্ব লইয়াছ।
৮ তুমি আমাকে শত্রুহস্তে বদ্ধ কর নাই,
প্রশস্ত ভূমিতে আমার চরণ স্থাপন করিয়াছ।
৯ সদাপ্রভু, আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি বিপদ্গ্রস্ত;
মনোদুঃখে আমার নয়ন, প্রাণ ও দেহ শীর্ণ হইতেছে।
১০ কারণ শ্রান্তিতে আমার জীবন ও দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে আমার বয়স গেল,
আমার অপরাধ প্রযুক্ত আমার শক্তি লোপ পাইতেছে, আর আমার অস্থি শীর্ণ হইল।
১১ আমার সকল শত্রু হেতু আমি নিন্দাস্পদ,
আমার প্রতিবাসীদের কাছে অতিশয় নিন্দাস্পদ,
ও আমার পরিচিতদের কাছে ভয়ঙ্কর হইয়াছি;
পথে আমাকে দেখিয়া লোকেরা পলায়ন করিয়াছে।
১২ মৃত ব্যক্তির ন্যায় লোকে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে,
আমি নষ্টকল্প পাত্রের সদৃশ হইলাম।
১৩ কেননা আমি অনেকের কৃত পরিবাদ শুনিয়াছি,
চারিদিকেই ভয়;
তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিয়াছে।
আমার প্রাণনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।
১৪ কিন্তু, সদাপ্রভু, আমি তোমার উপরে নির্ভর করিলাম;

আমি কহিলাম, তুমিই আমার ঈশ্বর।
১৫ আমার সময় সকল তোমার হস্তে রহিয়াছে ;
আমার শত্রুগণের হস্ত হইতে, আমার তাড়নাকারিগণ হইতে, আমাকে উদ্ধার কর।
১৬ তোমার দাসের প্রতি তোমার মুখ উজ্জ্বল কর,
তোমার দয়াতে আমাকে পরিত্রাণ কর।
১৭ সদাপ্রভু, আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না, কেননা আমি তোমাকে ডাকিয়াছি ;
দুষ্টগণ লজ্জিত হউক, পাতালে নীরব হউক।
১৮ সেই মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর সকল বোবা হউক,
যাহারা ধার্ম্মিকের বিপক্ষে দর্পকথা কহে, অহঙ্কার ও তুচ্ছজ্ঞান সহকারে কহে।
১৯ আহা! তোমার দত্ত মঙ্গল কেমন মহৎ, যাহা তুমি তোমার ভয়কারীদের জন্য সঞ্চয় করিয়াছ,
যাহা মনুষ্য-সন্তানদের সাক্ষাতে তোমার শরণাপন্নদের পক্ষে সাধন করিয়াছ।
২০ তুমি মনুষ্যের কুমন্ত্রণা হইতে তাহাদিগকে আপন শ্রীমুখের অন্তরালে সঙ্গোপন করিবে,
জিহ্বাসমূহের বিরোধ হইতে তাহাদিগকে আশ্রমের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবে।
২১ ধন্য সদাপ্রভু,
কেননা তিনি দৃঢ় নগরে আমার প্রতি আশ্চর্য্য দয়া করিলেন।
২২ আমি অধৈর্য্য হেতু বলিয়াছিলাম, আমি তোমার নয়নগোচর হইতে বিচ্ছিন্ন,
কিন্তু তোমার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিলে তুমি আমার বিনতির রব শ্রবণ করিলে।
২৩ হে সদাপ্রভুর সমস্ত সাধু, তোমরা তাঁহাকে প্রেম কর ;
সদাপ্রভু বিশ্বস্তদিগকে রক্ষা করেন,
কিন্তু গর্ব্বচারীকে অনেক প্রতিফল দেন।
২৪ হে সদাপ্রভুর অপেক্ষাকারী সকলে,
সাহস কর, তোমাদের অন্তঃকরণ সবল হউক।

৩২

দায়ূদের। মস্কীল।

১ ধন্য সেই, যাহার অধর্ম্ম ক্ষমা হইয়াছে,
যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে।
২ ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে সদাপ্রভু অপরাধ গণনা করেন না,
ও যাহার আত্মায় প্রবঞ্চনা নাই।
৩ আমি যখন চুপ করিয়াছিলাম, আমার অস্থি সকল ক্ষয় পাইতেছিল,
কারণ আমি সমস্ত দিন আর্ত্তনাদ করিতেছিলাম।
৪ কারণ দিবারাত্র আমার উপরে তোমার হস্ত ভারী ছিল,
আমার সরসতা গ্রীষ্মকালের শুষ্কতায় পরিণত হইয়াছিল। সেলা।
৫ আমি তোমার কাছে আমার পাপ স্বীকার করিলাম, আমার অপরাধ আর গোপন করিলাম না,
আমি কহিলাম, 'আমি সদাপ্রভুর কাছে নিজ অধর্ম্ম স্বীকার করিব,'
তাহাতে তুমি আমার পাপের অপরাধ মোচন করিলে। সেলা।
৬ এজন্য যখন তোমাকে পাওয়া যায়, প্রত্যেক সাধু তোমার কাছে প্রার্থনা করুক,
অবশ্য জলরাশির প্লাবন হইলে তাহা তাহার নিকটে আসিবে না।
৭ তুমি আমার অন্তরাল, তুমি সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে ;

রক্ষাগীত দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিবে।
সেলা।
৮ আমি তোমাকে বুদ্ধি দিব, ও তোমার গন্তব্য পথ দেখাইব,
তোমার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া তোমাকে পরামর্শ দিব।
৯ তোমরা অশ্ব ও অশ্বতরের ন্যায় হইও না, যাহাদের বুদ্ধি নাই ;
বল্‌গা ও লাগাম ভূষারূপে পরাইয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হয়,
নতুবা তাহারা তোমার নিকটে আসিবে না।
১০ দুষ্টের অনেক যাতনা হয় ;
কিন্তু যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে দয়াতে বেষ্টিত হইবে।
১১ ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ কর, উল্লাস কর ;
হে সরলচিত্ত সকলে, তোমরা আনন্দধ্বনি কর।

৩৩ ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দধ্বনি কর ;
প্রশংসা করা সরল লোকদের উপযুক্ত।
২ তোমরা বীণাতে সদাপ্রভুর স্তব কর, দশতন্ত্রী নেবলে তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও।
৩ তাঁহার উদ্দেশে নূতন গীত গাও, জয়ধ্বনিসহ মনোহর বাদ্য কর।
৪ কেননা সদাপ্রভুর বাক্য যথার্থ, তাঁহার সকল ক্রিয়া বিশ্বস্ততাসিদ্ধ।
৫ তিনি ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়বিচার ভালবাসেন ;
পৃথিবী সদাপ্রভুর দয়াতে পরিপূর্ণ।
৬ আকাশমণ্ডল নির্ম্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে,
তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে।
৭ তিনি সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় সঞ্চিত করেন,
তিনি জলধি সকল ভাণ্ডারে রাখেন।
৮ সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুকে ভয় করুক ;
জগন্নিবাসী সকলে তাঁহা হইতে ভীত হউক।
৯ তিনি কথা কহিলেন, আর উৎপত্তি হইল, তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল।
১০ সদাপ্রভু জাতিগণের মন্ত্রণা ব্যর্থ করেন, তিনি লোকবৃন্দের সঙ্কল্প সকল বিফল করেন।
১১ সদাপ্রভুর মন্ত্রণা চিরকাল স্থির থাকে, তাঁহার চিত্তের সঙ্কল্প পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
১২ ধন্য সেই জাতি, যাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু, সেই লোকসমাজ, যাহাকে তিনি নিজ অধিকারার্থে মনোনীত করিয়াছেন।
১৩ সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে দৃষ্টিপাত করেন, তিনি সমুদয় মনুষ্য-সন্তানকে নিরীক্ষণ করেন।
১৪ তিনি আপন বাসস্থান হইতে দৃষ্টিপাত করেন
পৃথিবীর সমস্ত নিবাসীর উপরে।
১৫ তিনি একে একে তাহাদের হৃদয় গঠন করেন,
তিনি তাহাদের সমস্ত কার্য্যালোচনা করেন।
১৬ কোন রাজা মহাসৈন্য দ্বারা ত্রাণ পায় না ;
বীর মহাশক্তি দ্বারা নিস্তার পায় না ;
১৭ ত্রাণের জন্য অশ্ব মিথ্যা,
সে আপন মহাশক্তিতে রক্ষা করিতে পারে না।
১৮ দেখ, সদাপ্রভুর দৃষ্টি তাহাদের উপরে, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে,
যাহারা তাঁহার দয়ার প্রতীক্ষা করে,

১৯ মৃত্যু হইতে তাহাদের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য,
দুর্ভিক্ষে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য।
২০ আমাদের প্রাণ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় রহিয়াছে ;
তিনিই আমাদের সহায় ও আমাদের ঢাল।
২১ হাঁ, আমাদের চিত্ত তাঁহাতেই আনন্দ করিবে,
কেননা আমরা তাঁহার পবিত্র নামে বিশ্বাস করিয়াছি।
২২ সদাপ্রভু, তোমার দয়া আমাদের উপরে বর্ত্তুক,
কেননা আমরা তোমার অপেক্ষা করিয়াছি।

৩৪ দায়ূদের। যৎকালে তিনি অবীমেলকের সাক্ষাতে বুদ্ধির বৈকল্য প্রদর্শন করাতে তাঁহা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তৎকালীন।

১ আমি সর্ব্বসময়ে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব ;
তাঁহার প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকিবে।
২ আমার প্রাণ সদাপ্রভুরই শ্লাঘা করিবে ;
তাহা শুনিয়া নম্রগণ আনন্দিত হইবে।
৩ আমার সহিত সদাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন কর ;
আইস, আমরা একসঙ্গে তাঁহার নামের প্রতিষ্ঠা করি।
৪ আমি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলাম, তিনি আমাকে উত্তর দিলেন,
আমার সকল আশঙ্কা হইতে উদ্ধার করিলেন।
৫ উহারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীপ্যমান হইল ;
তাহাদের মুখ কখনও বিবর্ণ হইবে না।
৬ এই দুঃখী ডাকিল, সদাপ্রভু শ্রবণ করিলেন,
ইহাকে সকল সঙ্কট হইতে নিস্তার করিলেন।
৭ সদাপ্রভুর দূত, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের চারিদিকে শিবির স্থাপন করেন,
আর তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।
৮ আস্বাদন করিয়া দেখ, সদাপ্রভু মঙ্গলময় ;
ধন্য সেই ব্যক্তি, যে তাঁহার শরণাপন্ন।
৯ হে তাঁহার পবিত্রগণ, সদাপ্রভুকে ভয় কর,
কেননা তাঁহার ভয়কারীদের অভাব হয় না।
১০ যুবসিংহদের অনাটন ও ক্ষুধায় ক্লেশ হয়,
কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে, তাহাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।
১১ আইস, বৎসগণ, আমার বাক্য শুন,
আমি তোমাদিগকে সদাপ্রভুর ভয় শিক্ষা দিই।
১২ কোন্ ব্যক্তি জীবনে প্রীত হয়,
মঙ্গল দেখিবার জন্য দীর্ঘায়ু ভালবাসে ?
১৩ তুমি হিংসা হইতে তোমার জিহ্বাকে,
ছলনা-বাক্য হইতে তোমার ওষ্ঠকে সাবধানে রাখ।
১৪ মন্দ হইতে দূরে যাও, যাহা ভাল তাহাই কর ;
শান্তির অন্বেষণ ও অনুধাবন কর।
১৫ ধার্ম্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে,
তাহাদের আর্ত্তনাদের প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে।
১৬ সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল ;
তিনি ভূতল হইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছেদ করিবেন।
১৭ [ধার্ম্মিকেরা] ক্রন্দন করিল, সদাপ্রভু শুনিলেন,
তাহাদের সকল সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

১৮ সদাপ্রভু ভগ্নচিত্তদের নিকটবর্ত্তী,
তিনি চূর্ণমনাদের পরিত্রাণ করেন।
১৯ ধার্ম্মিকের বিপদ অনেক,
কিন্তু সেই সকল হইতে সদাপ্রভু তাহাকে উদ্ধার করেন।
২০ তিনি তাহার অস্থি সকল রক্ষা করেন;
তাহার মধ্যে একখানিও ভগ্ন হয় না।
২১ দুষ্টতা দুর্জ্জনকে সংহার করিবে,
ধার্ম্মিকের বিদ্বেষিগণ দোষীকৃত হইবে।
২২ সদাপ্রভু আপন দাসদের প্রাণ মুক্ত করেন;
তাঁহার শরণাগত কেহই দোষীকৃত হইবে না।

৩৫　দায়ূদের।

১ সদাপ্রভু, যাহারা আমার সঙ্গে বিবাদ করে, তাহাদের সহিত বিবাদ কর,
যাহারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর।
২ তুমি ঢাল ও ফলক ধারণ কর,
আমার সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হও।
৩ বড়শা ধর, আমার তাড়নাকারীদের সম্মুখে পথ রুদ্ধ কর;
আমার প্রাণকে বল, আমিই তোমার পরিত্রাণ।
৪ যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে, তাহারা লজ্জিত ও অপমানিত হউক;
যাহারা আমার অনিষ্টের সঙ্কল্প করে, তাহারা ফিরিয়া যাউক, হতাশ হউক।
৫ তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায় হউক,
সদাপ্রভুর দূত তাহাদিগকে তাড়া করুন।
৬ তাহাদের পথ অন্ধকার ও পিচ্ছিল হউক;
সদাপ্রভুর দূত তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হউন।
৭ কেননা তাহারা অকারণে আমার জন্য গর্ত্তমধ্যে গুপ্ত জাল পাতিয়াছে,
অকারণে আমার প্রাণের জন্য খাত খুঁড়িয়াছে।
৮ অজ্ঞাতসারে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হউক;
সে গোপনে পাতা আপনার জালে আপনি ধৃত হউক,
সেই সর্ব্বনাশে সে পতিত হউক।
৯ আর আমার প্রাণ সদাপ্রভুতে উল্লাসিত হইবে,
তাঁহার পরিত্রাণে আনন্দ করিবে।
১০ আমার সকল অস্থি বলিবে, সদাপ্রভু, তোমার তুল্য কে?
তুমিই দুঃখীকে তদপেক্ষা বলবান ব্যক্তি হইতে,
দুঃখী দরিদ্রকে তাহার লুণ্ঠনকারী হইতে, উদ্ধার করিয়া থাক।
১১ দুর্বৃত্ত সাক্ষিগণ উঠিতেছে,
আমি যাহা জানি না, তাহা আমার কাছে চাহে।
১২ তাহারা উপকারের পরিবর্ত্তে আমার অপকার করে,
তাহাতে আমার প্রাণ অনাথ হয়।
১৩ কিন্তু তাহাদের পীড়ার সময়ে আমি চট পরিতাম,
আমি উপবাস দ্বারা আপন প্রাণকে দুঃখ দিতাম,
আমার প্রার্থনা আমার বক্ষে ফিরিয়া আসিবে।
১৪ আমি তাহাদিগকে নিজ বন্ধু বা নিজ ভ্রাতা বলিযা মনে করিতাম,
আমি মাতৃশোকাতুরের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া অধোমুখে থাকিতাম।
১৫ তথাপি তাহারা আমার পদস্খলনে আনন্দিত হইল, ও সকলে একত্র হইল;

অধম লোকেরা আমার অজ্ঞাতসারে আমার বিরুদ্ধে একত্র হইল,
তাহারা আমাকে বিদীর্ণ করিল, ক্ষান্ত হইল না।
১৬ পামর উপহাসকারী পিণ্ডীশূরদের ন্যায়
তাহারা আমার প্রতি দন্তঘর্ষণ করিল।
১৭ হে প্রভু, তুমি কত কাল দেখিবে?
রক্ষা কর আমার প্রাণ তাহাদের ধ্বংস হইতে,
আমার একমাত্র [আত্মা] সিংহগণ হইতে।
১৮ আমি মহাসমাজের মধ্যে তোমার স্তব করিব,
বলবান জাতির মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব।
১৯ আমার শত্রুগণকে আমার বিষয়ে অন্যায় আনন্দ করিতে দিও না,
যাহারা অকারণে আমাকে দ্বেষ করে,
তাহাদিগকে ভ্রূকুটি করিতে দিও না।
২০ কেননা তাহারা শান্তির কথা কহে না,
কিন্তু দেশস্থ শান্ত মনুষ্যগণের বিরুদ্ধে ছলের কথা কল্পনা করে।
২১ তাহারা আমার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করিত;
বলিত, 'অহো! অহো! আমাদের চক্ষু দেখিয়াছে।'
২২ সদাপ্রভু, তুমি দেখিয়াছ, নীরব থাকিও না;
প্রভু, আমা হইতে দূরবর্ত্তী হইও না।
২৩ জাগিয়া উঠ, জাগ্রৎ হও, আমার বিচারার্থে,
আমার ঈশ্বর, আমার প্রভু, আমার হেতুবাদ জন্য।
২৪ সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তোমার ধর্ম্মশীলতা অনুসারে আমার বিচার কর,
উহারা আমার উপরে আনন্দ না করুক।
২৫ তাহারা মনে মনে না বলুক, 'অহো! ইহাই আমাদের অভিলাষ;'
তাহারা না বলুক, 'তাহাকে গ্রাস করিলাম'।
২৬ যাহারা আমার বিপদে আনন্দিত হয়,
তাহারা একসঙ্গে লজ্জিত ও হতাশ হউক;
যাহারা আমার বিরুদ্ধে শ্লাঘা করে, তাহারা লজ্জায় ও অপমানে আচ্ছন্ন হউক।
২৭ যাহারা আমার ধার্ম্মিকতায় প্রীত, তাহারা আনন্দধ্বনি করুক, আহ্লাদিত হউক,
নিত্য নিত্য বলুক, সদাপ্রভু মহিমান্বিত হউন,
যিনি নিজ দাসের কুশলে প্রীত।
২৮ আর আমার জিহ্বা তোমার ধর্ম্মশীলতার,
ও সমস্ত দিন তোমার প্রশংসার কথা কহিবে।

৩৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। সদাপ্রভুর দাস দায়ূদের।

১ দুষ্টের হৃদয়মধ্যে অধর্ম্ম তাহার কাছে কথা বলে,
ঈশ্বর-ভয় তাহার চক্ষুর অগোচর।
২ সে নিজের দৃষ্টিতে আত্মশ্লাঘা করিয়া বলে,
আমার অধর্ম্ম আবিষ্কৃত ও ঘৃণিত হইবে না।
৩ তাহার মুখের বাক্য অধর্ম্ম ও ছলমাত্র;
সে সুবিবেচনা ও সদাচরণ ত্যাগ করিয়াছে।
৪ সে আপন শয্যাতে অধর্ম্ম কল্পনা করে,
সে কুপথে দাঁড়াইয়া থাকে,
সে দুষ্কর্ম্ম ঘৃণা করে না।
৫ সদাপ্রভু, তোমার দয়া আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত,
তোমার বিশ্বস্ততা গগনস্পর্শী।
৬ তোমার ধর্ম্মশীলতা ঈশ্বরের পর্ব্বতসমূহের তুল্য,

তোমার শাসন সকল মহাজলধিস্বরূপ ;
সদাপ্রভু, তুমি মনুষ্য ও পশু রক্ষা করিয়া থাক।

৭ হে ঈশ্বর, তোমার দয়া কেমন বহুমূল্য।
মনুষ্য-সন্তানবর্গ তোমার পক্ষচ্ছায়ার নীচে শরণ লয়।

৮ তাহারা তোমার গৃহের পুষ্টিকর দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হয়,
তুমি তাহাদিগকে তোমার আনন্দ নদীর জল পান করাইয়া থাক।

৯ কারণ তোমারই কাছে জীবনের উনুই আছে ;
তোমারই দীপ্তিতে আমরা দীপ্তি দেখিতে পাই।

১০ যাহারা তোমাকে জানে, তুমি তাহাদের প্রতি তোমার দয়া,
ও সরলচিত্তদের প্রতি তোমার ধর্ম্মশীলতা চিরস্থায়ী কর।

১১ অহঙ্কারের চরণ আমার নিকটে না আইসুক,
দুষ্টদের হস্ত আমাকে তাড়াইয়া না দিউক।

১২ ঐ যে অধর্ম্মাচারিগণ পতিত হইল ;
অধঃক্ষিপ্ত হইল, আর উঠিতে পারিবে না।

৩৭

দায়ূদের।

১ তুমি দুরাচারদের বিষয়ে রুষ্ট হইও না ;
অধর্ম্মাচারীদের প্রতি ঈর্ষা করিও না।

২ কেননা তাহারা ঘাসের ন্যায় শীঘ্র ছিন্ন হইবে,
হরিৎ তৃণের ন্যায় ম্লান হইবে।

৩ সদাপ্রভুতে নির্ভর রাখ, সদাচরণ কর,
দেশে বাস কর, বিশ্বস্ততাক্ষেত্রে চর।*

৪ আর সদাপ্রভুতে আমোদ কর,
তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা সকল পূর্ণ করিবেন।

৫ তোমার গতি সদাপ্রভুতে অর্পণ কর,
তাঁহাতে নির্ভর কর, তিনিই কার্য্য সাধন করিবেন।

৬ তিনি দীপ্তির ন্যায় তোমার ধর্ম্ম,
মধ্যাহ্নের ন্যায় তোমার বিচার প্রকাশ করিবেন।

৭ সদাপ্রভুর নিকটে নীরব হও, তাঁহার অপেক্ষায় থাক ;
যে আপন পথে কৃতকার্য্য হয়, তাহার বিষয়ে,
যে ব্যক্তি কুসঙ্কল্প করে, তাহার বিষয়ে রুষ্ট হইও না।

৮ ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হও, কোপ ত্যাগ কর,
রুষ্ট হইও না, হইলে কেবল দুষ্কার্য্য করিবে।

৯ কারণ দুরাচারগণ উচ্ছিন্ন হইবে,
কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে,
তাহারাই দেশের অধিকারী হইবে।

১০ আর ক্ষণকাল, পরে দুষ্ট লোক আর নাই,
তুমি তাহার স্থান তত্ত্ব করিবে, কিন্তু সে আর নাই।

১১ কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হইবে,
এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে।

১২ দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকের প্রতিকূলে কুসঙ্কল্প করে,
তাহার বিরুদ্ধে দন্তঘর্ষণ করে।

১৩ প্রভু তাহাকে উপহাস করিবেন,
কেননা তিনি দেখেন, তাহার দিন আসিতেছে।
দুষ্টেরা খড়্গ নিষ্কোষ ও ধনুক আকর্ষণ করিয়াছে,

১৪ যেন দুঃখী ও দরিদ্রকে নিপাত করিতে পারে,

* (বা) দেশে বাস করিবে, নির্ভয়ে ভোজন করিবে।

যেন সরলপথগামীদিগকে বধ করিতে পারে,
১৫ তাহাদের খড়্গ তাহাদেরই হৃদয়ে প্রবেশ করিবে,
তাহাদের ধনুক ভাঙ্গিয়া যাইবে।
১৬ ধার্ম্মিকের অল্প সম্পত্তি ভাল,
বহুদুষ্টের ধনরাশি অপেক্ষা ভাল।
১৭ কারণ দুষ্টদের বাহু ভগ্ন হইবে ;
কিন্তু সদাপ্রভু ধার্ম্মিকদিগকে ধরিয়া রাখেন।
১৮ সদাপ্রভু সিদ্ধদের দিন সকল জানেন ;
তাহাদের অধিকার চিরকাল থাকিবে।
১৯ তাহারা বিপৎকালে লজ্জিত হইবে না,
দুর্ভিক্ষের সময়ে তৃপ্ত হইবে।
২০ কিন্তু দুষ্টগণ বিনষ্ট হইবে,
সদাপ্রভুর শত্রুগণ মাঠের তৃণশোভার সমান হইবে ;
তাহারা অন্তর্হিত, ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে।
২১ দুষ্ট ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না,
কিন্তু ধার্ম্মিক দয়াবান ও দানশীল।
২২ কেননা তাঁহার আশীর্ব্বাদের পাত্রেরা দেশের অধিকারী হইবে,
কিন্তু তাঁহার শাপের পাত্রেরা উচ্ছিন্ন হইবে।
২৩ সদাপ্রভু কর্ত্তৃক মনুষ্যের পাদক্ষেপ সকল স্থিরীকৃত হয়,
তাহার পথে তিনি প্রীত।
২৪ পতিত হইলেও সে ভূতলশায়ী হইবে না ;
কেননা সদাপ্রভু তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন।
২৫ আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি,
কিন্তু ধার্ম্মিককে পরিত্যক্ত দেখি নাই,
তাহার বংশকে খাদ্য ভিক্ষা করিতে দেখি নাই।
২৬ সে সমস্ত দিন দয়া করে, ও ধার দেয়,
তাহার বংশ আশীর্ব্বাদ পায়।
২৭ তুমি মন্দ হইতে দূরে যাও, সদাচরণ কর,
চিরকাল বাস করিবে।
২৮ কেননা সদাপ্রভু ন্যায়বিচার ভালবাসেন ;
তিনি আপন সাধুগণকে পরিত্যাগ করেন না ;
তাহারা চিরকাল রক্ষিত হয় ;
কিন্তু দুষ্টদের বংশ উচ্ছিন্ন হইবে।
২৯ ধার্ম্মিকেরা দেশের অধিকারী হইবে,
তাহারা নিয়ত তথায় বাস করিবে।
৩০ ধার্ম্মিকের মুখ জ্ঞানের কথা বলে,
তাহার জিহ্বা ন্যায়বিচারের কথা কহে।
৩১ তাহার ঈশ্বরের ব্যবস্থা তাহার অন্তরে আছে ;
তাহার পাদবিক্ষেপ টলিবে না।
৩২ দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে,
তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করে।
৩৩ সদাপ্রভু তাহাকে উহার হস্তে ছাড়িয়া দিবেন না,
তাহার বিচারকালে তাহাকে দোষী করিবেন না।
৩৪ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক, তাঁহার পথে চল ;
তাহাতে তিনি তোমাকে দেশের অধিকার ভোগের জন্য উন্নত করিবেন ;
দুষ্টগণের উচ্ছেদ হইলে তুমি তাহা দেখিতে পাইবে।
৩৫ আমি দুষ্টকে মহাক্ষমতাশালী দেখিয়াছি,
উৎপত্তি স্থানের সতেজ বৃক্ষের ন্যায় প্রসারিত দেখিয়াছি।
৩৬ কিন্তু আমি সেই পথে গেলাম, দেখ, সে নাই,
আমি অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না।
৩৭ সিদ্ধকে অবধারণ কর, সরলকে নিরীক্ষণ কর ;

শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির শেষ ফল আছে।
৩৮ অধর্ম্মাচারিগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে ;
দুষ্টদের শেষ ফল উচ্ছিন্ন হইবে।
৩৯ কিন্তু ধার্ম্মিকদের পরিত্রাণ সদাপ্রভু হইতে,
তিনি সঙ্কটকালে তাহাদের দৃঢ় দুর্গ।
৪০ সদাপ্রভু তাহাদের সাহায্য করেন, তাহাদিগকে রক্ষা করেন,
তিনি দুষ্টদের হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন ও তাহাদের পরিত্রাণ করেন,
কারণ তাহারা তাঁহার শরণ লইয়াছে।

৩৮

দায়ূদের সঙ্গীত। স্মরণার্থক।

১ সদাপ্রভু, তোমার ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না,
তোমার রোষাগ্নিতে আমাকে শাস্তি দিও না।
২ কেননা তোমার তীর সকল আমাতে বিদ্ধ,
আমার উপরে তোমার হস্ত নামিয়াছে।
৩ তোমার কোপ হেতু আমার মাংসে কিছু স্বাস্থ্য নাই,
আমার পাপহেতু আমার অস্থিতে কিছু শান্তি নাই।
৪ কেননা আমার অপরাধসমূহ আমার মস্তকের উপরে উঠিয়াছে,
ভারী বোঝার ন্যায় সে সকল আমার শক্তি অপেক্ষা ভারী।
৫ আমার ক্ষত সকল দুর্গন্ধ ও গলিত হইয়াছে,
আমার অজ্ঞানতা প্রযুক্তই হইয়াছে।
৬ আমি কুব্জ হইয়াছি, অত্যন্ত নুইয়া পড়িয়াছি,
আমি সমস্ত দিন বিষণ্ন হইয়া বেড়াইতেছি।
৭ কেননা আমার কটিদেশে জ্বালা ধরিয়াছে,
আমার মাংসে কিছু স্বাস্থ্য নাই।
৮ আমি অবসন্ন ও অতিশয় ক্ষুণ্ন হইয়াছি,
চিত্তের ব্যাকুলতায় আর্ত্তনাদ করিতেছি।
৯ হে প্রভু, আমার সমস্ত কামনা তোমার সম্মুখে,
আমার কাতরোক্তি তোমা হইতে গুপ্ত নয়।
১০ আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করিতেছে, আমার বল আমাকে ত্যাগ করিয়াছে,
আমার চক্ষুর তেজও আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।
১১ আমার প্রণয়ীরা ও আমার বন্ধুগণ আমার ব্যাধি হইতে দূরে দাঁড়ায়,
আমার জ্ঞাতিবর্গ দূরে দাঁড়াইয়া থাকে।
১২ যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে, তাহারা ফাঁদ পাতে ;
যাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহারা বিনাশের কথা কহে,
আর সমস্ত দিন ছলের চিন্তা করে।
১৩ কিন্তু বধিরের ন্যায় আমি শ্রবণ করি না,
আমি এমন বোবার ন্যায় হইয়াছি, যে মুখ খুলে না।
১৪ আমি এমন ব্যক্তির তুল্য, যে শুনিতে পায় না,
যাহার মুখে প্রতিবাদ পাওয়া যায় না।
১৫ কারণ, সদাপ্রভু, আমি তোমারই অপেক্ষা করিতেছি ;
হে প্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমিই উত্তর দিবে।
১৬ কেননা আমি কহিলাম, পাছে উহারা আমার বিষয়ে আনন্দ করে,
আমার চরণ টলিলেই আমার বিপক্ষে দর্প করে।
১৭ আমি ত পড়িতে উদ্যত ;
আমার ব্যথা সতত আমার গোচরে রহিয়াছে।
১৮ আমি আপন অপরাধ স্বীকার করিব,

আমার পাপের নিমিত্ত খেদ করিব।
১৯ কিন্তু আমার শত্রুগণ সতেজ ও বলবান,
অনেকেই অকারণে আমাকে ঘৃণা করে।
২০ আর তাহারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করে,
তাহারা আমার বিপক্ষ, কারণ যাহা ভাল, আমি তাহারই অনুগামী।
২১ সদাপ্রভু, আমাকে পরিত্যাগ করিও না ;
আমার ঈশ্বর, আমা হইতে দূরে থাকিও না।
২২ হে প্রভু, আমার পরিত্রাণ,
তুমি আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও।

৩৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য, যিদূথূনের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি কহিলাম, 'আমি আপন পথে সাবধানে চলিব,
যেন জিহ্বা দ্বারা পাপ না করি ;
যাবৎ আমার সাক্ষাতে দুর্জ্জন থাকে,
আমি মুখে জালতি বাঁধিয়া রাখিব।'
২ আমি নীরবে বোবা হইয়া রহিলাম, সৎ কথা হইতেও বিরত থাকিলাম,
আর আমার ব্যথা বাড়িয়া উঠিল।
৩ আমার অন্তরে হৃদয় সন্তপ্ত হইল ;
ভাবিতে ভাবিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ;
আমি জিহ্বাতে কথা কহিলাম,
৪ সদাপ্রভু, আমার অন্তকাল আমাকে জানাও,
আমার আয়ুর পরিমাণ কি, জানাও,
আমি জানিতে চাহি, আমি কেমন ক্ষণিক।
৫ দেখ, তুমি আমার আয়ু কতিপয় মুষ্টি পরিমিত করিয়াছ,
আমার জীবনকাল তোমার দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ ;
সত্য, প্রত্যেক মনুষ্য স্থিরীকৃত হইলেও নিতান্ত অসার। সেলা।
৬ সত্য, মনুষ্য ছায়ার ন্যায় গমনাগমন করে,
সত্য, তাহারা অসারের জন্য ব্যতিব্যস্ত ;
সে ধনরাশি সঞ্চয় করে, কিন্তু কে তাহা সংগ্রহ করিবে, জানে না।
৭ এখন, হে প্রভু, আমি কিসের অপেক্ষা করি ?
তোমাতেই আমার প্রত্যাশা।
৮ আমার সমস্ত অধর্ম্ম হইতে আমাকে নিস্তার কর,
আমাকে মূঢ়ের ধিক্কারাস্পদ করিও না।
৯ আমি বোবা হইলাম, মুখ খুলিলাম না,
কেননা তুমিই ইহা করিয়াছ।
১০ আমা হইতে তোমার আঘাত অন্তর কর,
তোমার হস্তের প্রহারে আমি ক্ষীণ হইলাম।
১১ তুমি যখন অপরাধ প্রযুক্ত মনুষ্যকে ভর্ৎসনা দ্বারা শাসন কর,
তখন কীটের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য বিলীন করিয়া থাক ;
সত্য, প্রত্যেক মনুষ্য অসারমাত্র। সেলা।
১২ হে সদাপ্রভু, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর,
আমার আর্ত্তনাদে কর্ণ দেও,
আমার অশ্রুপাতে নীরব থাকিও না ;
কেননা আমি তোমার কাছে বিদেশী,
আমার সমস্ত পিতৃলোকের ন্যায় প্রবাসী।
১৩ আমা হইতে দৃষ্টি ফিরাও, যেন প্রফুল্ল হই,
যাবৎ প্রয়াণ না করি, ও আর না থাকি।

৪০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি ধৈর্য্যসহ সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছিলাম,
তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিয়া আমার আর্ত্তনাদ শুনিলেন।
২ তিনি বিনাশের গর্ত্ত হইতে, পঙ্কময় ভূমি হইতে, আমাকে তুলিলেন,

তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিলেন, আমার পাদসঞ্চার দৃঢ় করিলেন।
৩ তিনি আমার মুখে নূতন গীত, আমাদের ঈশ্বরের স্তব দিলেন;
অনেকে ইহা দেখিবে, ভীত হইবে,
ও সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিবে।
৪ ধন্য সেই জন, যে সদাপ্রভুকে আপন বিশ্বাসভূমি করে,
এবং তাহাদের দিকে না ফিরে, যাহারা অহঙ্কারী ও মিথ্যাপথে ভ্রমণ করে।
৫ সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমিই বাহুল্যরূপে সাধন করিয়াছ
আমাদের পক্ষে তোমার আশ্চর্য্য কার্য্য সকল ও তোমার সঙ্কল্প সকল;
তোমার তুল্য কেহ নাই;
আমি সে সকল বলিতাম ও বর্ণনা করিতাম,
কিন্তু সে সকল গণনা করা যায় না।
৬ বলিদানে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নহ,
তুমি আমার কর্ণযুগল ছিদ্রিত করিয়াছ;
তুমি হোম ও পাপের নিমিত্ত বলিদান চাহ নাই;
৭ তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি আসিয়াছি;
গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লিখিত আছে*।
৮ হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত,
আর তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে।
৯ আমি মহাসমাজে ধর্ম্মশীলতার মঙ্গলবার্ত্তা প্রচার করিয়াছি;
দেখ, আমার ওষ্ঠাধর রুদ্ধ করি না;
হে সদাপ্রভু, তুমি ইহা জ্ঞাত আছ।
১০ আমি তোমার ধর্ম্মশীলতা নিজ হৃদয়মধ্যে সঙ্গোপন করি নাই,
তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার পরিত্রাণ প্রচার করিয়াছি;
তোমার দয়া ও সত্য মহাসমাজ হইতে গুপ্ত রাখি নাই।
১১ হে সদাপ্রভু, তুমিও আমা হইতে আপন করুণা রুদ্ধ করিও না;
তব দয়া ও তব সত্য সতত আমাকে রক্ষা করুক।
১২ কেননা অসংখ্য বিপদ আমাকে ঘেরিয়াছে;
আমার অপরাধ সকল আমাকে ধরিয়াছে;
আমি দেখিতে পাইতেছি না;
আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও সে সকল অধিক, আমার হৃদয় আমাকে ছাড়িয়াছে।
১৩ সদাপ্রভু, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর,
সদাপ্রভু, আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও।
১৪ তাহারা সকলেই লজ্জিত ও হতাশ হউক,
যাহারা সংহার করিতে আমার প্রাণের অন্বেষণ করে,
তাহারা ফিরিয়া যাউক, অপমানিত হউক,
যাহারা আমার বিপদে প্রীত হয়।
১৫ তাহারা আপনাদের লজ্জা প্রযুক্ত স্তম্ভিত হউক,
যাহারা আমাকে বলে, অহো! অহো!
১৬ যাহারা তোমার অন্বেষণ করে, তাহারা সকলে তোমাতে আমোদ ও আনন্দ করুক;
যাহারা তোমার পরিত্রাণ ভালবাসে, তাহারা সতত বলুক,
সদাপ্রভু মহিমান্বিত হউন।
১৭ আমি দুঃখী ও দরিদ্র,
প্রভুই আমার পক্ষে চিন্তা করেন;
তুমি আমার সহায় ও আমার নিস্তারকর্ত্তা;
হে আমার ঈশ্বর, বিলম্ব করিও না।

* (বা) গ্রন্থখানিতে আমাকে আদেশ করা হইয়াছে।

৪১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ ধন্য সেই জন, যে দীনহীনের পক্ষে চিন্তাশীল ;
বিপদের দিনে সদাপ্রভু তাহাকে নিস্তার করিবেন।
২ সদাপ্রভু তাহাকে রক্ষা করিবেন, জীবিত রাখিবেন, দেশে সে আশীর্ব্বাদ পাইবে ;
তুমি শত্রুগণের ইচ্ছাতে তাহাকে সমর্পণ করিও না।
৩ ব্যাধিশয্যাগত হইলে সদাপ্রভু তাহাকে ধরিয়া রাখিবেন ;
তাহার পীড়ার সময়ে তুমি তাহার সমস্ত শয্যা পরিবর্ত্তন করিয়াছ।
৪ আমি কহিলাম, হে সদাপ্রভু, আমাকে কৃপা কর,
আমার প্রাণ সুস্থ কর, কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।
৫ আমার শত্রুগণ আমার বিরুদ্ধে হিংসার কথা কহে,—
'সে কখন মরিবে? কখন তাহার নাম লুপ্ত হইবে?'
৬ আর যদি কেহ আমাকে দেখিতে আইসে, তবে সে অলীক কথা কহে ;
তাহার হৃদয় তাহার জন্য অধর্ম্ম সঞ্চয় করে,
সে বাহিরে গিয়া তাহা বলিয়া বেড়ায়।
৭ আমার বিদ্বেষিগণ সকলে একত্র হইয়া আমার বিরুদ্ধে কাণাকাণি করে ;
তাহারা আমার বিপক্ষে অনিষ্ট কল্পনা করে।
৮ 'কোন প্রকার মারাত্মক বিষয় উহাতে লাগিয়াছে,
সে পড়িয়া আছে, আর উঠিবে না।'
৯ আমার যে মিত্র আমার বিশ্বাসপাত্র ছিল, ও আমার রুটী খাইত,
সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে।
১০ হে সদাপ্রভু, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর, আমাকে উঠাও,
যেন আমি উহাদিগকে প্রতিফল দিই।
১১ আমি ইহাতেই জানি যে, তুমি আমাতে প্রীত,
কেননা আমার শত্রু আমার উপরে জয়ধ্বনি করে না,
১২ তুমি আমার সিদ্ধতায় আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ,
এবং চিরতরে আপনার সাক্ষাতে স্থাপন করিয়াছ।

১৩ ধন্য সদাপ্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত।
আমেন ও আমেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

৪২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
কোরহ-সন্তানদের মস্কীল।

১ হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে,
তেমনি, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।
২ ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত্ত।
আমি কখন আসিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইব?
৩ আমার নেত্রজল দিবারাত্র আমার ভক্ষ্য হইল,
কেননা লোকে সমস্ত দিন আমাকে বলে,
'তোমার ঈশ্বর কোথায়?'

৪ আমি ইহা স্মরণ করিয়া অন্তরে আপন প্রাণ ঢালি,
কেননা আমি লোকারণ্যের সহিত যাত্রা করিতাম, তাহাদিগকে ঈশ্বরের গৃহে লইয়া যাইতাম,
আনন্দ ও স্তবগানের ধ্বনির সহিত বহু-লোক পর্ব্ব পালন করিত।
৫ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও ?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও ?
ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখ; কেননা আমি আবার তাঁহার স্তব করিব;
তিনি আমার মুখের পরিত্রাণ ও আমার ঈশ্বর।

৬ আমার প্রাণ আমার অন্তরে অবসন্ন হইতেছে;
সেইজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করিতেছি, যর্দ্দনের দেশ হইতে,
আর হর্ম্মোণ গিরিশ্রেণী, মিৎসিয়র পর্ব্বত হইতে।
৭ তোমার নির্ঝরসমূহের শব্দে জলপ্রবাহ জলপ্রবাহকে আহ্বান করিতেছে;
তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ আমার উপর দিয়া যাইতেছে।
৮ সদাপ্রভু দিবসে আপন দয়াকে আদেশ করিবেন,
রাত্রিতে তাঁহার স্তোত্র আমার সঙ্গী হইবে,
আমার জীবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা [করিব]।
৯ আমি আপন শৈলস্বরূপ ঈশ্বরকে বলিব, কেন আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ ?
আমি কেন শত্রুর দৌরাত্ম্যে বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইতেছি ?
১০ আমার বিপক্ষেরা আমাকে তিরস্কার করে, যেন অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ করে,
তাহারা সমস্ত দিন আমাকে বলে, তোমার ঈশ্বর কোথায় ?
১১ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও ?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও ?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা আমি আবার তাঁহার স্তব করিব;
তিনি আমার মুখের পরিত্রাণ ও আমার ঈশ্বর।

৪৩ হে ঈশ্বর, আমার বিচার কর, অসাধু জাতির সহিত আমার বিবাদ নিষ্পন্ন কর;
ছলপ্রিয় ও অন্যায়কারী মনুষ্য হইতে আমাকে উদ্ধার কর।
২ কেননা তুমিই আমার দুর্গস্বরূপ ঈশ্বর; কেন আমাকে ত্যাগ করিয়াছ ?
আমি কেন শত্রুর দৌরাত্ম্যে বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইতেছি ?
৩ তোমার দীপ্তি ও তোমার সত্য প্রেরণ কর; তাহারাই আমার পথপ্রদর্শক হউক,
তোমার পবিত্র গিরিতে ও তোমার আবাসে আমাকে উপস্থিত করুক।
৪ তাহাতে আমি ঈশ্বরের বেদির কাছে যাইব,
আমার পরমানন্দজনক ঈশ্বরের কাছে যাইব;
আর হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমি বীণাযন্ত্রে তোমার স্তব করিব।
৫ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও ?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও ?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা আমি আবার তাঁহার স্তব করিব;
তিনি আমার মুখের পরিত্রাণ ও আমার ঈশ্বর।

৪৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
কোরহ সন্তানদের। মস্কীল।

১ হে ঈশ্বর, আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি,
আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদিগকে বলিয়াছেন,
তুমি পূর্ব্বকালে তাঁহাদের সময়ে কার্য্য করিয়াছিলে।
২ তুমি আপন হস্তে জাতিগণকে অধিকার-চ্যুত করিয়া তাঁহাদিগকেই রোপণ করিয়াছিলে,
তুমি লোকবৃন্দকে চূর্ণ করিয়া তাঁহা-দিগকেই বিস্তারিত করিয়াছিলে।
৩ কেননা তাঁহারা আপনাদের খড়্গ দ্বারা দেশ অধিকার করেন নাই,
তাঁহাদের নিজ বাহু তাঁহাদিগকে নিস্তার করে নাই ;
কিন্তু তব দক্ষিণ হস্ত, তব বাহু ও তব মুখের প্রসন্নতা [তাহা করিয়াছিল,]
কারণ তাঁহাদের প্রতি তোমার অনুকম্পা ছিল।
৪ হে ঈশ্বর, তুমিই আমার রাজা ;
যাকোবকে পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা হউক।
৫ তোমার দ্বারা আমরা আপন বিপক্ষদিগকে গুতাইয়া ফেলিয়া দিব ;
যাহারা আমার বিরুদ্ধে উঠে, তাহাদিগকে তোমার নামে পদতলে দলিব।
৬ যেহেতু আমি আপন ধনুকে নির্ভর করিব না,
আমার খড়্গ আমাকে নিস্তার করিবে না।
৭ কিন্তু তুমিই আমাদের বিপক্ষগণ হইতে আমাদিগকে নিস্তার করিয়াছ,
আমাদের বিদ্বেষিগণকে লজ্জাপন্ন করি-য়াছ।
৮ আমরা সমস্ত দিন ঈশ্বরেরই শ্লাঘা করি-য়াছি,
আর চিরকাল তোমার নামের স্তব করিব সেলা।
৯ কিন্তু তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ, অপমানগ্রস্ত করিয়াছ,
আমাদের বাহিনীগণের সঙ্গে যাত্রা কর না।
১০ তুমি বিপক্ষ হইতে আমাদিগকে ফিরাই-তেছ ;
আমাদের বিদ্বেষিগণ আপনাদের জন্য লুট করিতেছে।
১১ তুমি আমাদিগকে ভক্ষণীয় মেষের ন্যায় সমর্পণ করিয়াছ,
আমাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ।
১২ তুমি আপন প্রজাদিগকে বিনামূল্যে বিক্রয় করিতেছ,
তাহাদের মূল্য দ্বারা ধন বৃদ্ধি কর নাই।
১৩ তুমি আমাদের প্রতিবাসিগণের কাছে আমাদিগকে তিরস্কারের বিষয়,
আমাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত লোকদের উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্র করিতেছ।
১৪ তুমি জাতিগণের মধ্যে আমাদিগকে প্রবাদের বিষয়,
লোকবৃন্দের মধ্যে শিরশ্চালনের আস্পদ করিতেছ।
১৫ সমস্ত দিন আমার অপমান আমার সম্মুখে থাকে,
আমার মুখের লজ্জা আমাকে আচ্ছাদন করিয়াছে,
১৬ তিরস্কারী ও নিন্দাকারীর রব প্রযুক্ত,
শত্রু ও প্রতিহিংসাকারীর উপস্থিতি প্রযুক্ত।
১৭ আমাদের প্রতি এই সকল ঘটিয়াছে ;
কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলিয়া যাই নাই,

তোমার নিয়ম বিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা
করি নাই ;
১৮ আমাদের চিত্ত পরাঙ্মুখ হয় নাই,
আমাদের পাদবিক্ষেপ তোমার মার্গ হইতে
ভ্রষ্ট হয় নাই।
১৯ তথাপি তুমি আমাদিগকে শৃগালদিগের
স্থানে চূরমার করিয়াছ,
মৃত্যুচ্ছায়ায় আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছ।
২০ আমরা যদি আপন ঈশ্বরের নাম ভুলিয়া
গিয়া থাকি,
যদি অন্য দেবের প্রতি অঞ্জলি প্রসারণ
করিয়া থাকি,
২১ তবে ঈশ্বর কি তাহার সন্ধান পাইবেন না?
তিনি ত অন্তঃকরণের গুপ্ত বিষয় সকল
জানেন।
২২ হাঁ, তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন নিহত
হইতেছি ;
আমরা বধ্য মেষের ন্যায় গণিত হইতেছি।
২৩ জাগ্রৎ হও, হে প্রভু, কেন নিদ্রা যাও?
উঠ ; চিরকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিও না।
২৪ তুমি কেন আপন মুখ আচ্ছাদন করিতেছ?
আমাদের দুঃখ ও দৌরাত্ম্যভোগ কেন
ভুলিয়া যাইতেছ?
২৫ কেননা আমাদের প্রাণ ধূলিতে অবনত,
আমাদের উদর ভূমিতে লগ্ন হইয়াছে।
২৬ আমাদের সাহায্যের নিমিত্ত উঠ,
নিজ দয়ার অনুরোধে আমাদিগকে মুক্ত
কর।

৪৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম।
কোরহ-সন্তানদের। মস্কীল। প্রেম-গীত।

১ আমার হৃদয়ে শুভকথা উথলিয়া উঠিতেছে ;
আমি রাজার বিষয়ে আপন রচনা বিবৃত
করিব ;
আমার জিহ্বা দ্রুত লেখকের লেখনী-
স্বরূপ।
২ তুমি মনুষ্য-সন্তানগণ অপেক্ষা পরম
সুন্দর ;
তোমার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহ সেচিত হয় ;
এই নিমিত্ত ঈশ্বর চিরকালের জন্য তোমাকে
আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।
৩ হে বীর, তোমার খড়্গ কটিদেশে বন্ধন
কর,
তোমার প্রভা ও প্রতাপ [গ্রহণ কর]।
৪ আর স্বীয় প্রতাপে কৃতকার্য্য হও, বাহনে
চড়িয়া যাও,
সত্যের ও ধার্ম্মিকতাযুক্ত নম্রতার পক্ষে,
তাহাতে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে
ভয়াবহ কার্য্য শিখাইবে।
৫ তোমার বাণ সকল তীক্ষ্ণ,
জাতিরা তোমার নীচে পতিত হয়,
রাজার শত্রুগণের হৃদয় বিদ্ধ হয়।
৬ হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকাল-
স্থায়ী,
তোমার রাজদণ্ড সরলতার দণ্ড।
৭ তুমি ধার্ম্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ ;
এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে
অভিষিক্ত করিয়াছেন
তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে
আনন্দতৈলে।
৮ গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনিতে তোমার
সকল বস্ত্র সুবাসিত হয়,
হস্তিদন্তময় প্রাসাদসমূহ হইতে তারযুক্ত
যন্ত্র সকল তোমাকে আনন্দিত করিয়াছে।
৯ তোমার মহিলারত্নদিগের মধ্যে রাজকন্যারা আছেন,

তোমার দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া আছেন
রাণী, ওফীরীর স্বুবর্ণে ভূষিতা।

১০ বৎস, শ্রবণ কর, দেখ, কর্ণপাত কর;
তোমার জাতি ও তোমার পিতৃকুল
ভুলিয়া যাও।
১১ তাহাতে রাজা তোমার সৌন্দর্য্য বাসনা
করিবেন;
কেননা তিনিই তোমার প্রভু, তুমি তাঁহার
কাছে প্রণিপাত কর।
১২ সোর-কন্যা উপঢৌকন লইয়া আসিবেন,
ধনী প্রজারা তোমার কাছে বিনতি করি-
বেন।
১৩ রাজকন্যা অন্তঃপুরে সর্ব্বতোভাবে সু-
শোভিতা;
তাঁহার পরিচ্ছদ স্বর্ণসূত্র-খচিত।
১৪ তিনি সূচীশিল্পিত বস্ত্র পরিয়া রাজারনিকটে
আনীতা হইবেন,
তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সহচরী কুমারীদিগকে
তোমার নিকটে লওয়া যাইবে।
১৫ তাহারা আনন্দে ও উল্লাসে আনীতা হইবে,
তাহারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবে।
১৬ তোমার পিতৃগণের পরিবর্ত্তে তোমার
পুত্রেরা থাকিবে;
তুমি তাহাদিগকে সমস্ত পৃথিবীতে অধ্যক্ষ
করিবে।
১৭ আমি তোমার নাম সমস্ত পুরুষপরম্পরায়
স্মরণ করাইব,
এইজন্য জাতিরা যুগে যুগে চিরকাল
তোমার স্তব করিবে।

৪৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের।
স্বর, অলামোৎ। গীত।

১ ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও বল।
তিনি সঙ্কটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়।
২ অতএব আমরা ভয় করিব না—যদ্যপি
পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হয়,
যদ্যপি পর্ব্বতগণ টলিয়া সমুদ্রের গর্ভে
পড়ে।
৩ তাহার জল গর্জ্জন করুক, উচ্চণ্ড হউক,
তাহার আস্ফালনে পর্ব্বতগণ কম্পিত
হউক। সেলা।
৪ এক নদী আছে তাহার প্রণালী সকল
ঈশ্বরের নগরকে,
পরাৎপরের আবাসের পবিত্র স্থানকে
আনন্দিত করে।
৫ ঈশ্বর তাহার মধ্যবর্ত্তী, তাহা বিচলিত
হইবে না;
প্রভাতেই ঈশ্বর তাহার সাহায্য করিবেন।
৬ জাতিগণ গর্জ্জন করিল, রাজ্য সকল
বিচলিত হইল;
তিনি আপন রব ছাড়িলেন, পৃথিবী গলিয়া
গেল।
৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের সহবর্ত্তী;
যাকোবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চদুর্গ।
সেলা।

৮ চল, সদাপ্রভুর কার্য্যকলাপ সন্দর্শন কর,
যিনি পৃথিবীতে ধ্বংস সাধন করিলেন।
৯ তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ নিবৃত্ত
করেন;
তিনি ধনু ভগ্ন করেন, বড়শা খণ্ড খণ্ড
করেন,
তিনি রথ সকল আগুনে পোড়াইয়া দেন।
১০ তোমরা ক্ষান্ত হও; জানিও, আমিই
ঈশ্বর;
আমি জাতিগণের মধ্যে উন্নত হইব,
আমি পৃথিবীতে উন্নত হইব।
১১ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের সহবর্ত্তী;
যাকোবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চদুর্গ।
সেলা।

৪৭

প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

১ হে সমুদয় জাতি, করতালি দেও ;
আনন্দরবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।
২ কেননা পরাৎপর সদাপ্রভু ভয়াবহ,
তিনি সমস্ত পৃথিবীর উপরে মহান্ রাজা।
৩ তিনি লোকবৃন্দকে আমাদের অধীন করেন,
জাতিগণকে আমাদের পদতলস্থ করেন।
৪ তিনি আমাদের জন্য আমাদের অধিকার মনোনীত করেন ;
তাহা যাকোবের শ্লাঘার বিষয়, যাহাকে তিনি প্রেম করিলেন। সেলা।
৫ ঈশ্বর জয়ধ্বনি পুরঃসর,
সদাপ্রভু তূরীধ্বনি পুরঃসর, উর্দ্ধগমন করিলেন।
৬ ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তব কর, স্তব কর ;
আমাদের রাজার উদ্দেশে স্তব কর, স্তব কর।
৭ কেননা ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর রাজা ;
বুদ্ধি সহযোগে স্তব কর।
৮ ঈশ্বর জাতিগণের উপরে রাজত্ব করেন ;
ঈশ্বর আপন পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট।
৯ জাতিগণের প্রধানেরা একত্র হইয়াছেন,
অব্রাহামের ঈশ্বরের প্রজা হইবার উদ্দেশে ;
কারণ পৃথিবীর ঢাল সকল ঈশ্বরের ;
তিনি অতিশয় উন্নত।

৪৮

গীত। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু মহান্ ও অতীব কীর্ত্তনীয়,
আমাদের ঈশ্বরের নগরে, তাঁহার পবিত্র পর্ব্বতে।
২ রমণীয় উচ্চভূমি, সমস্ত পৃথিবীর আনন্দস্থল,
উত্তর প্রান্তস্থিত সিয়োন পর্ব্বত,
মহান্ রাজার পুরী।
৩ ঈশ্বর, তাহার অট্টালিকা-সমূহের মধ্যে,
উচ্চদুর্গ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন।
৪ কেননা দেখ, রাজগণ সভাস্থ হইয়াছিলেন ;
তাঁহারা এক সঙ্গে চলিয়া গেলেন ;
৫ তাঁহারা দেখিলেন, অমনি স্তম্ভিত হইলেন,
বিহ্বল হইলেন, শীঘ্র পলায়ন করিলেন।
৬ ঐ স্থানে তাঁহাদের কাঁপনি ধরিল,
প্রসবকারিণীর ন্যায় ব্যথা ধরিল।
৭ তুমি পূর্ব্বীয় বায়ু দ্বারা
তর্শীশের জাহাজ সকল ভগ্ন করিয়া থাক।
৮ আমরা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়াছি
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নগরে, আমাদের ঈশ্বরের নগরে ;
ঈশ্বর তাহা চিরকালের জন্য সুস্থির করিবেন। সেলা।
৯ আমরা তোমার দয়া ধ্যান করিয়াছি, হে ঈশ্বর,
তোমার মন্দিরের অভ্যন্তরে।
১০ যেমন তোমার নাম, হে ঈশ্বর,
তেমনি তোমার প্রশংসা পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ;
তোমার দক্ষিণ হস্ত ধর্ম্মশীলতায় পরিপূর্ণ।
১১ সিয়োন পর্ব্বত আনন্দ করুক,
যিহূদার কন্যারা উল্লাসিত হউক,
তোমার শাসননিচয়ের জন্য।
১২ তোমরা সিয়োনকে প্রদক্ষিণ কর, তাহার চারিদিকে ভ্রমণ কর,
তাহার দুর্গ সকল গণনা কর,
১৩ তাহার দৃঢ় প্রাচীরে মনোযোগ কর,
তাহার অট্টালিকা সকল সন্দর্শন কর,
যেন ভাবী বংশের কাছে তাহার বর্ণনা করিতে পার।
১৪ কেননা এই ঈশ্বর অনন্তকালতরে আমাদের ঈশ্বর ;

তিনি চিরকাল আমাদের পথদর্শক হই-
বেন।

৪৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

১ হে সমুদয় জাতি, তোমরা ইহা শ্রবণ কর ;
জগন্নিবাসিগণ সকলে, কর্ণপাত কর।
২ সামান্য লোকের কি মান্যবান লোকের
সন্তান ;
ধনী কি দরিদ্র, নির্ব্বিশেষে শ্রবণ কর।
৩ আমার মুখ প্রজ্ঞার কথা কহিবে,
আমার চিত্তের আলোচনা বুদ্ধির ফল
হইবে।
৪ আমি দৃষ্টান্ত কথায় কর্ণপাত করিব,
বীণাযন্ত্রে আপন গূঢ় বাক্যের ব্যাখ্যা
করিব।
৫ সেই বিপৎকালে আমি কেন ভয় করিব,
যখন তাহাদের অপরাধ আমাকে বেষ্টন
করে, যাহারা আমাকে বঞ্চনা করে,
৬ যাহারা আপনাদের ধনে নির্ভর করে,
আপনাদের সম্পত্তিবাহুল্যের শ্লাঘা করে,
৭ তাহাদের মধ্যে কেহই কোন মতে ভ্রাতাকে
মুক্ত করিতে পারে না,
কিম্বা তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বরকে
কিছু দিতে পারে না,
৮ (কেননা তাহাদের প্রাণের মুক্তি দুর্মূল্য,
এবং চিরকালেও অসাধ্য ;)
৯ যেন সে নিত্যজীবী হয়,
যেন সে ক্ষয় না দেখে।
১০ কারণ সে দেখে যে, জ্ঞানবানেরা মরে,
হীনবুদ্ধি ও পশুবৎ লোক নির্ব্বিশেষে
বিনষ্ট হয়,
তাহারা অন্যদের জন্য আপনাদের ধন
রাখিয়া যায়।
১১ তাহাদের আন্তরিক ভাব এই, তাহাদের
বাটী চিরস্থায়ী,
তাহাদের বাসস্থান পুরুষানুক্রমে থাকিবে,
তাহারা স্ব স্ব নামানুসারে ভূমির নাম
রাখে।
১২ কিন্তু মনুষ্য ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও স্থির
থাকে না ;
সে নশ্বর পশুদিগের সদৃশ।
১৩ এই তাহাদের পথ, তাহাদের হীনবুদ্ধিতা ;
তথাপি তাহাদের পরে লোকে তাহাদের
বাক্যের অনুমোদন করে। সেলা।
১৪ তাহারা পাতালের জন্য নিযুক্ত মেষপালবৎ,
মৃত্যু তাহাদিগকে চরাইবে ;
সরলগণ প্রভাতে তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব
করিবে ;
তাহাদের রূপ পাতালে নষ্ট হইবে, তাহার
কোন বসতিস্থান আর থাকিবে না।
১৫ কিন্তু ঈশ্বর পাতালের হস্ত হইতে আমার
প্রাণ মুক্ত করিবেন ;
কেননা তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন।
সেলা।
১৬ তুমি ভীত হইও না, যখন কেহ ধনবান
হয়,
যখন তাহার কুলের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়,
১৭ কেননা মরণকালে সে কিছুই সঙ্গে লইয়া
যাইবে না,
তাহার ঐশ্বর্য্য তাহার অনুগমন করিবে না।
১৮ সে জীবদ্দশায় আপন প্রাণকে আশীর্ব্বাদ
করিত ;
আর তুমি আপনার মঙ্গল করিলে লোকে
তোমার স্তব করে।
১৯ সে আপন পিতৃবংশের কাছে যাইবে,
তাহারা দীপ্তির দর্শন কখনও পাইবে না।
২০ যে মনুষ্য ঐশ্বর্য্যশালী অথচ অবোধ,
সে নশ্বর পশুদিগের সদৃশ।

৫০　আসফের সঙ্গীত ।

১ ঈশ্বর, সদাপ্রভু ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন,
সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তস্থান পর্য্যন্ত
তিনি পৃথিবীকে আহ্বান করিয়াছেন ।
২ সিয়োন হইতে, পরম সৌন্দর্য্যের স্থান হইতে,
ঈশ্বর দেদীপ্যমান হইয়াছেন ।
৩ আমাদের ঈশ্বর আসিবেন, নীরব থাকিবেন না ;
তাঁহার অগ্রে অগ্নি গ্রাস করিবে,
তাঁহার চারিদিকে অত্যন্ত ঝড় বহিবে ।
৪ তিনি ঊৰ্দ্ধস্থিত স্বর্গকে ডাকিবেন,
পৃথিবীকেও ডাকিবেন, স্বীয় প্রজাদের বিচার জন্য ;
৫ আমার সাধুদিগকে আমার কাছে একত্র কর,
যাহারা বলিদান লইয়া আমার সহিত নিয়ম করিয়াছে ।
৬ আর স্বর্গ তাঁহার ধৰ্ম্মশীলতা জ্ঞাত করিবে,
কেননা ঈশ্বর স্বয়ং বিচারকর্ত্তা । সেলা ।
৭ হে আমার প্রজাগণ, শুন, আমি বলি ;
হে ইস্রায়েল, শুন, আমি তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিই ।
আমিই ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর ।
৮ আমি তোমার বলিদান সকলের বিষয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করিব না,
তোমার হোমবলি সকল সতত আমার সম্মুখে ।
৯ আমি তোমার গৃহ হইতে বৃষ,
তোমার খোঁয়াড় হইতে ছাগ লইব না ।
১০ কেননা বনের সমস্ত জন্তু আমার,
সহস্র সহস্র পৰ্ব্বতীয় পশু আমার ।
১১ আমি পৰ্ব্বতগণের সমস্ত পক্ষীকে জানি,
মাঠের প্রাণী সকল আমার সম্মুখবৰ্ত্তী ।
১২ আমি ক্ষুধিত হইলে তোমাকে বলিব না ;
কেননা জগৎ ও তাহার সমস্তই আমার ।
১৩ আমি কি বৃষমাংস ভোজন করিব ?
আমি কি ছাগরক্ত পান করিব ?
১৪ তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তববলি উৎসর্গ কর,
পরাৎপরের নিকটে আপন মানত পূর্ণ কর ;
১৫ আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিও ;
আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ও তুমি আমার গৌরব করিবে ।
১৬ কিন্তু দুষ্টকে ঈশ্বর কহেন,
আমার বিধি প্রচার করিতে তোমার কি অধিকার ?
তুমি আমার নিয়ম কেন মুখে আনিয়াছ ?
১৭ তুমি ত শাসন ঘৃণা করিয়া থাক,
আমার বাক্য পশ্চাতে ফেলিয়া থাক ।
১৮ চোরকে দেখিলে তুমি তাহার সহিত প্রণয় করিতে,
তুমি ব্যভিচারীদের সহভাগী হইতে ।
১৯ তুমি মন্দ বিষয়ে মুখ বাড়াইয়া দিয়া থাক,
তোমার জিহ্বা ছল রচনা করে ।
২০ তুমি বসিয়া নিজ ভ্রাতার বিরুদ্ধে কথা কহিয়া থাক,
তুমি আপন সহোদরের নিন্দা করিয়া থাক ।
২১ তুমি এই সকল করিয়াছ, আমি নীরব হইয়া রহিয়াছি ;
তুমি মনে করিয়াছ, আমি তোমারই মতন ;
আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিব, ও তোমার সাক্ষাতে সমস্তের বিন্যাস করিব ।

২২ তোমরা যাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইতেছ, ইহা বিবেচনা কর,
পাছে আমি তোমাদিগকে বিদীর্ণ করি,
আর উদ্ধার করিবার কেহ না থাকে ।
২৩ যে ব্যক্তি স্তবের বলি উৎসর্গ করে, সেই আমার গৌরব করে ;

যে ব্যক্তি নিজ পথ সরল করে,
তাহাকে আমি ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখাইব।

৫১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
দায়ূদের সঙ্গীত। বৎশেবার কাছে তাঁহার গমনের পর যৎকালে নাথন ভাববাদী তাঁহার নিকট আসিলেন, তৎকালীন।

১ হে ঈশ্বর, তোমার দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর;
তোমার করুণার বাহুল্য অনুসারে আমার অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা কর।
২ আমার অপরাধ হইতে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর,
আমার পাপ হইতে আমাকে শুচি কর।
৩ কেননা আমি নিজে আমার অধর্ম্ম সকল জানি;
আমার পাপ সতত আমার সম্মুখে আছে।
৪ তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি,
তোমার দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, তাহাই করিয়াছি;
অতএব তুমি আপনার বাক্যে ধর্ম্মময়,
আপনার বিচারে নির্দ্দোষ রহিয়াছ।
৫ দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে,
পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।
৬ দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত,
তুমি গূঢ় স্থানে আমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে।
৭ এসোব দ্বারা আমাকে মুক্তপাপ কর, তাহাতে আমি শুচি হইব;
আমাকে ধৌত কর, তাহাতে আমি হিম অপেক্ষা শুক্ল হইব।
৮ আমাকে আমোদ ও আনন্দের বাক্য শুনাও;
তোমা দ্বারা চূর্ণিত অস্থি সকল প্রফুল্ল হউক।
৯ আমার পাপসমূহের প্রতি মুখ আচ্ছাদন কর,
আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।
১০ হে ঈশ্বর, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর,
আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দেও।
১১ তোমার সম্মুখ হইতে আমাকে দূর করিও না,
তোমার পবিত্র আত্মাকে আমা হইতে হরণ করিও না।
১২ তোমার পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে পুনরায় দেও,
ইচ্ছুক* আত্মা দ্বারা আমাকে ধরিয়া রাখ।
১৩ আমি অধর্ম্মাচারীদিগকে তোমার পথ শিক্ষা দিব,
পাপীরা তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।
১৪ হে ঈশ্বর, হে আমার পরিত্রাণের ঈশ্বর,
রক্তপাতের দোষ হইতে আমাকে উদ্ধার কর,
আমার জিহ্বা তোমার ধর্ম্মশীলতার বিষয় গান করিবে।
১৫ হে প্রভু, আমার ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেও,
আমার মুখ তোমার প্রশংসা প্রচার করিবে।
১৬ কেননা তুমি বলিদানে প্রীত নহ, হইলে তাহা দিতাম
হোমে তোমার সন্তোষ নাই।
১৭ ঈশ্বরের গ্রাহ্যবলি ভগ্ন আত্মা;
হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবে না।

* (বা) উদার।

১৮ তুমি আপন অনুগ্রহে সিয়োনের মঙ্গল কর,
তুমি যিরূশালেমের প্রাচীর নির্ম্মাণ কর।
১৯ তখন তুমি ধার্ম্মিকতার বলি, হোম ও পূর্ণাহুতিতে প্রীত হইবে ;
তখন লোকে তোমার বেদির উপরে বৃষদিগকে উৎসর্গ করিবে।

৫২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
দায়ূদের মস্কীল। যৎকালে ইদোমীয় দোয়েগ আসিয়া শৌলকে এই সংবাদ দিল যে, "দায়ূদ অহীমেলকের গৃহে আসিয়াছে," তৎকালীন।

১ বীর, তুমি কেন অনিষ্টকার্য্যের শ্লাঘা করিতেছ ?
ঈশ্বরের দয়া নিত্যস্থায়ী।
২ তোমার জিহ্বা দুষ্টতার কল্পনা করিতেছে ;
হে ছলসাধক, তাহা শাণিত ক্ষুরের সদৃশ।
৩ তুমি সৎক্রিয়া অপেক্ষা দুষ্ক্রিয়া,
এবং ধর্ম্মবাক্য অপেক্ষা মিথ্যা কথা ভালবাস। সেলা।
৪ হে ছলনার জিহ্বা,
তুমি সমুদয় বিনাশক কথা ভালবাস।
৫ ঈশ্বরও তোমাকে চিরতরে বিনষ্ট করিবেন,
তোমাকে ধরিয়া তাম্বু হইতে টানিয়া লইবেন,
জীবিতদের দেশ হইতে তোমাকে উম্মূলন করিবেন। সেলা।

৬ ধার্ম্মিকেরা তাহা দেখিয়া ভীত হইবে,
আর তাহার বিষয়ে উপহাস করিয়া বলিবে,
৭ 'দেখ, ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপন বল করিত না,
সে আপনার ধনবাহুল্যে নির্ভর করিত ;
সে দুষ্টতায় আপনাকে বলবান করিত।'
৮ কিন্তু আমি ঈশ্বরের বাটীতে হরিৎপর্ণ জিতবৃক্ষসদৃশ ;
আমি অনন্তকালতরে ঈশ্বরের দয়াতে বিশ্বাস করি।
৯ চিরকাল আমি তোমার স্তব করিব, কেননা তুমি কার্য্য সাধন করিয়াছ ;
আমি তোমার সাধুগণের সম্মুখে তোমার নামের অপেক্ষা করিব, কেননা তাহা উত্তম।

৫৩

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, মহলৎ।
দায়ূদের মস্কীল।

১ মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে, 'ঈশ্বর নাই'।
তাহারা নষ্ট, তাহারা ঘৃণার্হ অধর্ম্ম করিয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহ নাই।
২ ঈশ্বর স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন,
দেখিতে চাহিলেন, বিবেচক কেহ আছে কি না,
ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না।
৩ সকলে বিপথে গিয়াছে, একসঙ্গে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে ;
সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহ নাই, এক জনও নাই।
৪ অধর্ম্মাচারীদের কি কিছুই জ্ঞান নাই ?
তাহারা খাদ্য গ্রাস করিবার ন্যায় আমার প্রজাগণকে গ্রাস করে,
আর ঈশ্বরকে ডাকে না।
৫ ভয়শূন্য স্থানে তাহারা বড়ই ভয় পাইল ;
কেননা যাহারা তোমাকে অবরোধ করে, ঈশ্বর তাহাদের অস্থি ছড়াইয়া ফেলিলেন,
তুমি তাহাদিগকে লজ্জা দিয়াছ, কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।
৬ আহা! ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সিয়োন হইতে উপস্থিত হউক ;

ঈশ্বর যখন আপন প্রজাদের বন্দিদশা
হইতে ফিরাইয়া আনিবেন,
তখন যাকোব উল্লাসিত হইবে, ইস্রায়েল
আনন্দ করিবে।

৫৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। দায়ূদের মস্কীল। যৎকালে সীফীয়েরা আসিয়া শৌলকে কহিল, 'দায়ূদ কি আমাদের মধ্যে লুক্কায়িত নাই?' তৎকালীন।

১ ঈশ্বর, তোমার নামে আমাকে পরিত্রাণ
কর,
তোমার পরাক্রমে আমার বিচার নিষ্পন্ন
কর।
২ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শুন,
আমার মুখের বাক্যে কর্ণপাত কর।
৩ কেননা অপরিচিত লোকেরা আমার
বিপক্ষে উঠিয়াছে,
দুর্দ্দান্ত লোকেরা আমার প্রাণের অন্বেষণ
করিয়াছে;
তাহারা ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখে নাই।
সেলা।
৪ দেখ, ঈশ্বর আমার সাহায্যকারী;
প্রভু আমার প্রাণরক্ষকদের মধ্যবর্ত্তী।
৫ তিনি অমঙ্গল আমার গুপ্ত শত্রুদের কাছে
ফিরাইয়া দিবেন;
তুমি আপন সত্যে তাহাদিগকে সংহার
কর।
৬ আমি তোমার উদ্দেশে স্ব-ইচ্ছার বলি
উৎসর্গ করিব;
হে সদাপ্রভু, তোমার নামের স্তব করিব,
কেননা তাহা উত্তম।
৭ কারণ তিনি আমাকে সমস্ত সঙ্কট হইতে
উদ্ধার করিয়াছেন,
এবং আমার চক্ষু আমার শত্রুগণের দশা
দেখিয়াছে।

৫৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। দায়ূদের মস্কীল।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর,
আমার বিনতি হইতে লুকাইও না।
২ আমার প্রতি অবধান কর, আমাকে উত্তর
দেও;
আমি ভাবনায় অস্থির হইতেছি, কোঁকাই-
তেছি,
৩ শত্রুর রব হেতু,
দুর্জ্জনের অত্যাচার হেতু;
কেননা তাহারা আমাতে অধর্ম্ম আরোপ
করে,
ক্রোধে আমাকে তাড়না করে।
৪ আমার অন্তরে চিত্ত বড়ই ব্যথিত হই-
তেছে;
মৃত্যুর ত্রাস আমাকে আক্রমণ করিয়াছে।
৫ ভয় ও কম্প আমাতে প্রবেশ করিয়াছে,
আমি মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হইয়াছি।
৬ আমি কহিলাম, আহা! যদি কপোতের
ন্যায় আমার পক্ষ হইত,
তবে আমি উড়িয়া গিয়া সুস্থির হইতাম;
৭ দেখ, আমি ভ্রমণ করিয়া দূরে যাইতাম,
প্রান্তরে প্রবাস করিতাম; সেলা।
৮ আমি ত্বরায় রক্ষার্থে পলায়ন করিতাম,
প্রচণ্ড বায়ু ও ঝটিকা হইতে পলায়ন
করিতাম।
৯ গ্রাস কর, প্রভু, উহাদের জিহ্বা ভিন্ন কর;
কেননা আমি নগরে দৌরাত্ম্য ও কলহ
দেখিয়াছি।
১০ তাহারা দিবারাত্র প্রাচীরের উপর দিয়া
নগর প্রদক্ষিণ করে,
আর অধর্ম্ম ও অন্যায় তন্মধ্যে রহিয়াছে।
১১ তন্মধ্যে দুষ্টতা রহিয়াছে;
উপদ্রব ও ছলনা তাহার চক ত্যাগ করে
না।

১২ কোন শত্রু যে আমাকে তিরস্কার করিয়াছে, তাহা নয়,
করিলে আমি তাহা সহিতে পারিতাম ;
বিদ্বেষীও আমার বিরুদ্ধে দর্প করে নাই,
করিলে তাহা হইতে আপনাকে লুকাইতাম।
১৩ কিন্তু, আমার সমকক্ষ মনুষ্য যে তুমি,
আমার মিত্র ও আমার আত্মীয়, তুমিই তাহা করিয়াছ।
১৪ আমরা একত্র হইয়া মধুর মন্ত্রণা করিতাম,
আমরা সদলে ঈশ্বরের গৃহে গমন করিতাম।
১৫ মৃত্যু তাহাদের উপরে হঠাৎ আইসুক ;
তাহারা জীবদ্দশায় পাতালে নামুক ;
কারণ তাহাদের আলয়ে এবং তাহাদের অন্তরে দুষ্টতা আছে।
১৬ আমি কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকিব,
তাহাতে সদাপ্রভু আমাকে পরিত্রাণ করিবেন।
১৭ সন্ধ্যায়, প্রাতে ও মধ্যাহ্নে আমি বিলাপ করি ও কোঁকাই,
আর তিনি আমার রব শুনেন।
১৮ তিনি আমার প্রতিকূল যুদ্ধ হইতে আমার প্রাণ কুশলে মুক্ত করিয়াছেন ;
কারণ অনেকে আমার বিপক্ষ ছিল!
১৯ ঈশ্বর শুনিবেন, তাহাদিগকে উত্তর দিবেন ;
তিনি চিরকালাবধি সমাসীন। সেলা।
উহাদের পরিবর্ত্তন হয় নাই,
আর উহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না।
২০ ঐ ব্যক্তি আপন মিত্রদের বিরুদ্ধে হস্ত তুলিয়াছে,
আপনার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে।
২১ তাহার মুখ নবনীতের ন্যায় কোমল,
কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ যুদ্ধময় ;
তাহার বাক্য সকল তৈল অপেক্ষা চিক্কণ,
তথাপি সে সকল বিকোষিত খড়্গস্বরূপ।
২২ তুমি সদাপ্রভুতে আপনার ভার অর্পণ কর ;
তিনিই তোমাকে ধরিয়া রাখিবেন,
কখনও ধার্ম্মিককে বিচলিত হইতে দিবেন না।
২৩ কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমিই উহাদিগকে বিনাশের কূপে নামাইবে ;
রক্তপাতী ও ছলপ্রিয়েরা আয়ুর অর্দ্ধকালও বাঁচিবে না ;
কিন্তু আমি তোমার উপরে নির্ভর করিব।

৫৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, যোনৎ-এলম-রহোকীম। দায়ূদের। মিক্তাম। যৎকালে পলেষ্টীয়েরা গাতে তাঁহাকে ধরিল, তৎকালীন।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রতি কৃপা কর, কেননা মর্ত্ত্য আমাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে ;
সে সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া আমার প্রতি উপদ্রব করে।
২ আমার গুপ্ত শত্রুগণ সমস্ত দিন আমাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে ;
কেননা অনেকে সদর্পে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে।
৩ যে সময়ে আমার ভয় লাগে,
আমি তোমাতে নির্ভর করিব।
৪ ঈশ্বরে আমি তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিব ;
আমি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়াছি, ভয় করিব না ;
মাংসপিণ্ড আমার কি করিতে পারে?
৫ তাহারা সমস্ত দিন আমার বাক্য মোচড়ায় ;
তাহাদের সমস্ত সঙ্কল্প অনিষ্টের জন্য আমার বিরুদ্ধ।
৬ তাহারা একত্র হয়, ঘাঁটি বসায়,
আমার পদচিহ্ন লক্ষ্য করে,
এইরূপে তাহারা আমার প্রাণের অপেক্ষা করিতেছে।

৭ অধর্ম্মের দ্বারা তাহারা কি বাঁচিবে ?
হে ঈশ্বর, ক্রোধে জাতিগণকে নিপাত কর।
৮ তুমি আমার ভ্রমণ গণনা করিতেছ ;
আমার নেত্রজল তোমার কুপাতে রাখ ;
তাহা কি তোমার পুস্তকে লিখিত নাই ?
৯ সেই দিন আমার শত্রুগণ ফিরিয়া যাইবে,
যে দিন আমি ডাকি,
আমি ইহা জানি যে, ঈশ্বর আমার সপক্ষ।
১০ ঈশ্বরে আমি [তাঁহার] বাক্যের প্রশংসা করিব ;
সদাপ্রভুতে [তাঁহার] বাক্যের প্রশংসা করিব।
১১ আমি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়াছি, ভয় করিব না ;
মনুষ্য আমার কি করিতে পারে ?
১২ হে ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে মানতে বদ্ধ ;
আমি তোমাকে স্তবের উপহার দিব।
১৩ তুমি ত মৃত্যু হইতে আমার প্রাণ উদ্ধার করিয়াছ,
তুমি কি পতন হইতে আমার চরণ [উদ্ধার কর নাই,]
যেন আমি জীবিতদের দীপ্তিতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে গমনাগমন করি ?

৫৭

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করিও না। দায়ূদের। মিক্তাম। যৎকালে তিনি শৌলের সম্মুখ হইতে গহ্বরে পলায়ন করেন, তৎকালীন।

১ আমার প্রতি কৃপা কর, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি কৃপা কর,
কেননা আমার প্রাণ তোমার শরণাগত ;
তোমার পক্ষের ছায়ায় আমি শরণ লইব,
যে পর্য্যন্ত এই সব দুর্দ্দশা অতীত না হয়।
২ আমি পরাৎপর ঈশ্বরকে ডাকিব,
আমার জন্য কার্য্যসাধক ঈশ্বরকেই ডাকিব।
৩ তিনি স্বর্গ হইতে দূত প্রেরণ করিয়া আমাকে নিস্তার করিবেন,
আমার গ্রাসকারীর তিরস্কার কালে করিবেন ; সেলা।
ঈশ্বর আপন দয়া ও সত্য প্রেরণ করিবেন।
৪ আমার প্রাণ সিংহগণের মধ্যবর্ত্তী ;
অগ্নি-শিখাস্বরূপ লোকদের মধ্যে আমি শয়ন করি,
সেই মনুষ্য-সন্তানদের দন্তগুলি বড়শা ও বাণ,
তাহাদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ খড়্গ।
৫ হে ঈশ্বর, স্বর্গের উপরে উন্নত হও,
সমস্ত ভূমণ্ডলের উপরে তোমার গৌরব হউক।

৬ তাহারা আমার চরণের জন্য জাল পাতিয়াছে,
আমার প্রাণ অবনত হইয়াছে ;
তাহারা আমার সম্মুখে খাত খনন করিয়াছে,
আপনারাই তাহার মধ্যে পতিত হইল। সেলা।
৭ আমার চিত্ত সুস্থির, হে ঈশ্বর, আমার চিত্ত সুস্থির ;
আমি গান করিব, আমি স্তব করিব।
৮ হে আমার গৌরব, জাগ্রৎ হও ; নেবল ও বীণে, জাগ্রৎ হও ;
আমি উষাকে জাগাইব।
৯ হে প্রভু, আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব করিব,
আমি লোকবৃন্দের মধ্যে তোমার প্রশংসা গাহিব।
১০ কেননা তোমার দয়া আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত মহৎ,
তোমার সত্য মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত।

১১ হে ঈশ্বর, স্বর্গের উপরে উন্নত হও,
সমস্ত ভূমণ্ডলের উপরে তোমার গৌরব হউক।

৫৮

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করিও না। দায়ূদের। মিক্‌তাম।

১ বীরগণ! তোমরা কি ধর্ম্মনীতি কহিতেছ?*
মনুষ্য-সন্তানবর্গ! তোমরা কি ন্যায় বিচার করিতেছ?
২ তোমরা হৃদয়ে দুষ্টতা সাধন করিতেছ।
দেশে স্বহস্তের উপদ্রব তৌল করিতেছে।
৩ দুষ্টগণ গর্ব্ভ হইতেই বিপথগামী,
তাহারা জন্মাবধি মিথ্যা কহিতে কহিতে ভ্রমপথে বেড়ায়।
৪ তাহাদের বিষ সর্পবিষের মত ;
তাহারা বধির কালসর্পের সদৃশ, যে কর্ণ রোধ করে,
৫ যে সাপুড়েদের স্বর শুনে না,
নিপুণ মন্ত্রপাঠকের স্বর শুনে না।
৬ হে ঈশ্বর, তাহাদের মুখে দন্ত ভাঙ্গিয়া দেও ;
সদাপ্রভু যুবসিংহদের কসের দন্ত উৎপাটন কর।
৭ তাহারা প্রবহমান জলের ন্যায় বিলীন হউক,
সে বাণ যোজনা করিলে তাহা ছিন্নের মত হউক।
৮ দ্রবীভূত শম্বুকের ন্যায় তাহারা গলিয়া যাউক,
সূর্য্য দেখে নাই, অবলার এমন গর্ব্ভস্রাবের ন্যায় হউক।
৯ তোমাদের স্থালী কণ্টক টের না পাইতে,
তিনি কাঁচা ও জ্বলন্ত সকলই ঝড়ে উড়াইয়া দিবেন।

---

* (বা) তোমাদের বক্তব্য ধর্ম্মনীতি কি বোবা?

১০ ধার্ম্মিক লোক প্রতিফল দেখিয়া আনন্দিত হইবে,
সে দুর্জ্জনের রক্তে আপন পাদ প্রক্ষালন করিবে ;
১১ তাহাতে মনুষ্যগণ কহিবে, ধার্ম্মিক সত্যই ফল পায়,
সত্যই পৃথিবীতে বিচারসাধক ঈশ্বর আছেন।

৫৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করিও না দায়ূদের। মিক্‌তাম। সৎকালে শৌলের প্রেরিত লোকেরা দায়ূদকে বধ করণার্থে তাঁহার গৃহের নিকটে ঘাঁটি বসাইল, তৎকালীন।

১ হে আমার ঈশ্বর, আমার শত্রুগণ হইতে আমাকে উদ্ধার কর,
আমার বিপক্ষগণ হইতে আমাকে উচ্চে স্থাপন কর।
২ অধর্ম্মাচারীদের হইতে আমাকে উদ্ধার কর,
রক্তপাতী মনুষ্যদের হইতে আমাকে রক্ষা কর।
৩ কারণ দেখ, তাহারা আমার প্রাণের জন্য লুকাইয়া আছে
বলবানেরা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইতেছে,
হে সদাপ্রভু, আমার অধর্ম্মের জন্য নয়, আমার পাপের জন্য নয়।
৪ আমার বিনা অপরাধে তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া প্রস্তুত হইতেছে ;
তুমি আমাকে দেখা দিবার জন্য জাগ্রৎ হও, দৃষ্টিপাত কর।
৫ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
তুমি সমস্ত জাতিকে প্রতিফল দিবার জন্য উঠ.

তুমি কোন অধর্ম্মী বিশ্বাসঘাতকের প্রতি
কৃপা করিও না। সেলা।
৬ তাহারা সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আইসে,
কুকুরের ন্যায় শব্দ করে,
নগরের চারিদিকে ভ্রমণ করে।
৭ দেখ, তাহারা মুখে বক বক করিতেছে,
তাহাদের ওষ্ঠের মধ্যে খড়্গ আছে;
কেননা [তাহারা বলে,] কে শুনিতে পায়?
৮ কিন্তু, সদাপ্রভু! তুমি তাহাদিগকে পরিহাস করিবে,
তুমি সমস্ত জাতিকে বিদ্রূপ করিবে।
৯ হে আমার বল, আমি তোমার অপেক্ষা করিব;
কেননা ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গ।
১০ আমার দয়াবান্ ঈশ্বর আমার সম্মুখবর্ত্তী হইবেন,
ঈশ্বর আমার গুপ্ত শত্রুদের দশা আমাকে দেখাইবেন।
১১ তুমি তাহাদিগকে বধ করিও না, পাছে আমার লোকেরা ভুলিয়া যায়;
হে প্রভু, আমাদের ঢাল,
তোমার শক্তিতে তাহাদিগকে ছড়াইয়া নীচে ফেল।
১২ তাহাদের ওষ্ঠাধরের বাক্য মুখের পাপমাত্র;
তাহাদের অভিশাপ ও মিথ্যা কথা হেতু
তাহারা আপনাদের অহঙ্কারে ধরা পড়ুক,
১৩ তুমি সংহার কর তাহাদিগকে, ক্রোধে সংহার কর, যেন তাহারা আর না থাকে;
তাহারা জানুক, ঈশ্বর যাকোবের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করেন,
পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত করেন। সেলা।
১৪ তাহারা সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আইসুক,
কুকুরের ন্যায় শব্দ করুক,
নগরের চারিদিকে ভ্রমণ করুক।
১৫ তাহারা খাদ্যের চেষ্টায় পর্য্যটন করিবে,
তৃপ্ত না হইলে রাত্রি-যাপন করিবে।
১৬ কিন্তু আমি তোমার বল কীর্ত্তন করিব,
তোমার দয়ার জন্য প্রত্যূষে আনন্দধ্বনি করিব;
কেননা তুমি হইয়াছ আমার পক্ষে উচ্চদুর্গ,
আমার সঙ্কটের দিনে আশ্রয়।
১৭ হে আমার বল, আমি তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিব,
কেননা ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গ, তিনি আমার দয়াবান্ ঈশ্বর।

৬০ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শূষণ-এদূৎ। দায়ূদের মিক্তাম। শিক্ষার্থক। যৎকালে অরাম-নহরয়িমের ও অরাম-সোবার সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়, আর যোয়াব ফিরিয়া লবণোপত্যকায় ইদোমের দ্বাদশ সহস্র লোককে নিহনন করেন, তৎকালীন।

১ হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ, আমাদিগকে ভগ্ন করিয়াছ,
তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ; ফিরিয়া আমাদিগকে স্বস্থ কর।
২ তুমি দেশ কম্পান্বিত করিয়াছ, বিদীর্ণ করিয়াছ;
দেশের ভঙ্গের প্রতীকার কর, কেননা দেশ টলিতেছে।
৩ তুমি আপন প্রজাদিগকে কষ্ট দেখাইয়াছ,
তুমি আমাদিগকে অস্থিরতারূপ মদ্য পান করাইয়াছ।
৪ যাহারা তোমাকে ভয় করে, তুমি তাহাদিগকে এক পতাকা দিয়াছ,
যেন তাহা সত্যের পক্ষে তুলিয়া ধরা যায়। সেলা।
৫ তোমার প্রিয়েরা যেন উদ্ধার পায়,
তজ্জন্য তুমি নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পরিত্রাণ কর, আমাদিগকে উত্তর দেও।

৬ ঈশ্বর আপন পবিত্রতায় কথা কহিয়াছেন।
আমি উল্লাস করিব,
আমি শিখিম বিভাগ করিব, ও সুক্কোতের
তলভূমি মাপিব।
৭ গিলিয়দ আমার, মনঃশিও আমার ;
আর ইফ্রয়িম আমার শিরস্ত্রাণ ;
যিহূদা আমার বিচারদণ্ড ;
৮ মোয়াব দেশ আমার প্রক্ষালনপাত্র ;
আমি ইদোমের উপরে নিজ পাদুকা
নিক্ষেপ করিব ;
হে পলেষ্টিয়া, তুমি আমার জন্য উচ্চধ্বনি
কর।
৯ কে আমাকে ঐ দৃঢ় নগরে লইয়া যাইবে?
কে ইদোম পর্য্যন্ত আমাকে পথ দেখা-
ইবে?*
১০ হে ঈশ্বর, তুমি কি আমাদিগকে ত্যাগ
কর নাই?
হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের বাহিনীগণের
সহিত গমন কর না।
১১ বিপক্ষের প্রতিকূলে আমাদের সাহায্য
কর ;
কেননা মনুষ্যের কৃত পরিত্রাণ অলীক।
১২ ঈশ্বরের দ্বারা আমরা বীরের কর্ম্ম করিব ;
তিনিই আমাদের বিপক্ষদিগকে মর্দ্দন
করিবেন।

৬১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে।
দায়ূদের।

১ হে ঈশ্বর, আমার কাকুক্তি শ্রবণ কর,
আমার প্রার্থনায় অবধান কর।
২ চিত্ত অবসন্ন হইলে আমি পৃথিবীর প্রান্ত
হইতে তোমাকে ডাকিব ;
আমা অপেক্ষা উচ্চ শৈলে আমাকে লইয়া
যাও।

* (বা) দেখাইয়াছেন।

৩ কেননা তুমি হইয়াছ আমার আশ্রয়,
শত্রু হইতে রক্ষাকারী দৃঢ় দুর্গ।
৪ আমি চিরকাল তোমার তাম্বুতে বাস করিব,
তোমার পক্ষযুগের অন্তরালে আশ্রয় লইব।
সেলা।
৫ কেননা, হে ঈশ্বর, তুমিই আমার মানত
সকল শুনিয়াছ,
যাহারা তোমার নাম ভয় করে, তাহাদের
অধিকার তাহাদিগকে দিয়াছ।
৬ তুমি রাজার আয়ু বৃদ্ধি করিবে,
তাঁহার বৎসর পুরুষে পুরুষে থাকিবে।
৭ তিনি চিরকাল ঈশ্বরের সাক্ষাতে বসতি
করিবেন ;
দয়া ও সত্যকে তাঁহার রক্ষার্থে নিযুক্ত কর।
৮ তাহাতে আমি চিরকাল তোমার নামের
প্রশংসা গাহিব,
দিন দিন আপন মানত পূর্ণ করিব।

৬২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। যিদূথূনের প্রণালীতে।
দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমার প্রাণ নীরবে ঈশ্বরের অপেক্ষা
করিতেছে,
তাঁহা হইতেই আমার পরিত্রাণ।
২ কেবল তিনিই মম শৈল ও মম পরিত্রাণ ;
তিনি মম উচ্চদুর্গ, আমি অতিশয় বিচলিত
হইব না।
৩ তোমরা কত কাল এক জন মনুষ্যকে
আক্রমণ করিবে,
সকলে তাহাকে হনন করিবে,
হেলিয়া পড়া ভিত্তি ও ভাঙ্গা বেড়ার
ন্যায়?
৪ উহারা কেবল তাহার উচ্চপদ হইতে
তাহাকে নিপাত করিবার মন্ত্রণা করি-
তেছে ;
উহারা মিথ্যা কথায় আমোদ করে ;

উহারা মুখে আশীর্ব্বাদ করে, কিন্তু অন্তরে
শাপ দেয়। সেলা।
৫ হে আমার প্রাণ, নীরবে ঈশ্বরেরই অপেক্ষা
কর ;
কেননা তাঁহা হইতেই আমার প্রত্যাশা।
৬ কেবল তিনিই মম শৈল ও মম পরিত্রাণ ;
তিনি মম উচ্চদুর্গ, আমি বিচলিত হইব না।
৭ আমার পরিত্রাণ ও আমার গৌরব ঈশ্বর-
নিষ্ঠ ;
আমার বলের শৈল ও আমার আশ্রয়
ঈশ্বরে বিদ্যমান।
৮ হে লোক সকল, সতত তাঁহাতে নির্ভর কর,
তাঁহারই সম্মুখে তোমাদের মনের কথা
ভাঙ্গিয়া বল ;
ঈশ্বরই আমাদের আশ্রয়। সেলা।
৯ সামান্য লোকেরা বাষ্পমাত্র, মান্যবান
লোকেরা মিথ্যা ;
তাহাদিগকে তৌল করিলে তাহারা উপরে
উঠে ;
তাহাদের সর্ব্বস্ব বাষ্প অপেক্ষা লঘু।
১০ তোমরা উপদ্রবে নির্ভর করিও না,
অপহরণের শ্লাঘা করিও না ;
ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য হইলে তাহাতে মন দিও
না।
১১ ঈশ্বর এক বার বলিয়াছেন,
দুই বার আমি এই কথা শুনিয়াছি ;
পরাক্রম ঈশ্বরেরই।
১২ আর, হে প্রভু, দয়া তোমার,
কারণ তুমিই প্রত্যেককে তাহার কর্ম্মানু-
রূপ ফল দিয়া থাক।

৬৩

দায়ূদের সঙ্গীত। যিহূদার প্রান্তরে তাঁহার অবস্থিতিকালীন।

১ হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর ; আমি
সযত্নে* তোমার অন্বেষণ করিব ;
আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসু, আমার
মাংস তোমার জন্য লালায়িত,
শুষ্ক ও শ্রান্তিকর দেশে, জলবিহীন দেশে।
২ এইরূপে আমি পবিত্র স্থানে তোমার মুখ
চাহিয়া থাকিতাম,
তোমার পরাক্রম ও তোমার গৌরব দেখি-
বার জন্য।
৩ কারণ তোমার দয়া জীবন হইতেও উত্তম ;
আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করিবে।
৪ এইরূপে আমি যাবজ্জীবন তোমার ধন্য-
বাদ করিব,
আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাইব।
৫ আমার প্রাণ তৃপ্ত হইবে, যেমন মেদ ও
মজ্জাতে হয়,
আমার মুখ আনন্দপূর্ণ ওষ্ঠাধরে তোমার
প্রশংসা করিবে।
৬ আমি শয্যার উপরে যখন তোমাকে স্মরণ
করি,
তখন প্রহরে প্রহরে তোমার বিষয় ধ্যান
করি।
৭ কেননা তুমি আমার সহায় হইয়া আসি-
তেছ,
তোমার পক্ষযুগলের ছায়াতে আমি আনন্দ-
ধ্বনি করিব।
৮ আমার প্রাণ পদে পদে তোমার অনুসঙ্গী ;
তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিয়া রাখে।
৯ কিন্তু উহারা বিনাশার্থে আমার প্রাণের
অন্বেষণ করে,
তাহারা পৃথিবীর অধঃস্থানে যাইবে।
১০ তাহারা খড়্গের হস্তে সমর্পিত হইবে,
তাহারা শৃগালের খাদ্য হইবে।
১১ কিন্তু রাজা ঈশ্বরে আনন্দ করিবেন ;
যে কেহ তাঁহাতে শপথ করে, সে শ্লাঘা
করিবে ;
কারণ মিথ্যাবাদীদের মুখ রুদ্ধ হইবে।

---

* (বা) প্রত্যূষে।

৬৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য ।
দায়ূদের সঙ্গীত ।

১ হে ঈশ্বর, আমার কাতরোক্তির রব শুন,
শত্রুভয় হইতে আমার জীবন রক্ষা কর ।
২ দুরাচারদের গূঢ় মন্ত্রণা হইতে,
অধর্ম্মাচারীদের জনতা হইতে, আমাকে সঙ্গোপন কর ।
৩ তাহারা খড়্গের ন্যায় আপন আপন জিহ্বা শাণিত করিয়াছে ;
তাহারা কটুবাক্যরূপ তীর যোজনা করিয়াছে,
৪ যেন গোপনে সিদ্ধ লোকের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করে ;
তাহারা অকস্মাৎ তাহাকে বাণ মারে, ভয় করে না ।
৫ তাহারা কুমন্ত্রণায় আপনাদিগকে সবল করে,
গোপনে ফাঁদ পাতিবার বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহে ;
তাহারা বলে, কে আমাদিগকে দেখিবে ?
৬ তাহারা অপরাধের সন্ধান করিয়া লয়,
[বলে,] আমরা সন্ধানের চূড়ান্ত করিয়াছি,
প্রত্যেকের অন্তর্ভাব ও হৃদয় গভীর ।
৭ কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে বাণ মারিবেন,
অকস্মাৎ তাহারা বাণে আহত হইবে ।
৮ এইরূপে তাহারা উছোট খাইবে ; তাহাদের জিহ্বা তাহাদের বিপক্ষ হইবে ;
যত লোক তাহাদিগকে দেখিবে, সকলে মাথা নাড়িবে ।
৯ আর মনুষ্যমাত্র ভীত হইবে,
তাহারা ঈশ্বরের কর্ম্ম প্রচার করিবে,
আর তাঁহার কার্য্য বিবেচনা করিবে ।
১০ ধার্ম্মিক লোক সদাপ্রভুতে আনন্দ করিবে,
ও তাঁহার শরণাগত থাকিবে,
আর সরলচিত্ত সকলে শ্লাঘা করিবে ।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য । সঙ্গীত । দায়ূদের গীত ।

১ হে ঈশ্বর, সিয়োনে প্রশংসা তোমার অপেক্ষা করে,
তোমার উদ্দেশে মানত পূর্ণ করা যাইবে ।
২ হে প্রার্থনা-শ্রবণকারী,
তোমারই কাছে মর্ত্ত্যমাত্র আসিবে ।
৩ অপরাধসমূহ আমা হইতে প্রবল ;
তুমি আমাদের অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা করিবে ।
৪ ধন্য সেই, যাহাকে তুমি মনোনীত করিয়া নিকটে আন,
সে তোমার প্রাঙ্গণে বাস করিবে ;
আমরা পরিতৃপ্ত হইব, তোমার গৃহের উত্তম দ্রব্যে,
তোমার পবিত্র মন্দিরের উত্তম দ্রব্যে ।
৫ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর,
তুমি ধার্ম্মিকতায় ভয়ানক ক্রিয়া দ্বারা আমাদিগকে উত্তর দিবে ;
তুমি পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের,
এবং দূরবর্ত্তী সমুদ্রবাসীদের বিশ্বাস-ভূমি ।
৬ তুমি নিজ শক্তিতে পর্ব্বতগণের স্থাপনকর্ত্তা ;
তুমি পরাক্রমে বদ্ধকটি ।
৭ তুমি সমুদ্রের গর্জ্জন, তাহার তরঙ্গের গর্জ্জন,
ও জাতিগণের কোলাহল শান্ত করিয়া থাক ।
৮ আর প্রান্তনিবাসীরা তোমার চিহ্ন সকল দেখিয়া ভয় পায় ;
তুমি প্রত্যূষের ও সন্ধ্যাকালের উদয়স্থানকে আনন্দ-গানময় করিয়া থাক ।
৯ তুমি পৃথিবীর তত্ত্বাবধান করিতেছ, উহাতে জল সেচন করিতেছ,
উহা অতিশয় ধনাঢ্য করিতেছ ;
ঈশ্বরের নদী জলে পরিপূর্ণ ;

এইরূপে ভূমি প্রস্তুত করিয়া তুমি মনুষ্য-
দের শস্য প্রস্তুত করিয়া থাক।
১০ তুমি তাহার সীতা সকল জলসিক্ত করিয়া
থাক,
তাহার আলি সকল সমান করিয়া থাক,
তুমি বৃষ্টি দ্বারা তাহা কোমল করিয়া থাক,
তাহার অঙ্কুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাক।
১১ তুমি আপন মঙ্গলভাবের বৎসরকে মুকুট
পরাইয়া থাক,
তোমার চক্রচিহ্ন দিয়া পুষ্টিকর দ্রব্য ক্ষরে।
১২ তাহা প্রান্তরস্থ চরাণি-স্থান সকলেতে
ক্ষরে ;
এবং উপপর্ব্বতগণ হর্ষরূপ কটিবন্ধন পায়।
১৩ মাঠ সকল মেষপালে ভূষিত হয়,
তলভূমি সকল শস্যে পরিচ্ছন্ন হয় ;
তাহারা আনন্দধ্বনি করে, তাহারা গান
করে।

৬৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গীত। সঙ্গীত।

১ সমস্ত পৃথিবি! ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দ-
ধ্বনি কর।
২ তাঁহার নামের গৌরব কীর্ত্তন কর,
তাঁহার প্রশংসা গৌরবান্বিত কর।
৩ ঈশ্বরকে বল, তোমার কর্ম্ম সকল কি
ভয়াবহ!
তোমার পরাক্রমের মহত্ত্বে তোমার শত্রু-
গণ তোমার কর্তৃত্ব স্বীকার করিবে।
৪ সমস্ত পৃথিবী তোমার কাছে প্রণিপাত
করিবে,
ও তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিবে ;
তাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে।
সেলা।
৫ চল, ঈশ্বরের ক্রিয়া সকল দেখ ;
মনুষ্য-সন্তানদের বিষয়ে তিনি স্বকর্ম্মে
ভয়াবহ।
৬ তিনি সমুদ্রকে শুষ্কভূমিতে পরিণত করি-
লেন ;
লোকেরা নদীর মধ্য দিয়া পদব্রজে গমন
করিল,
তাঁহাতে সেই স্থানে আমরা আনন্দ করি-
লাম।
৭ তিনি নিজ পরাক্রমে অনন্তকাল কর্তৃত্ব
করেন ;
তাঁহার চক্ষু জাতিগণকে নিরীক্ষণ করি-
তেছে ;
বিদ্রোহীরা আপনাদিগকে উচ্চ না করুক।
সেলা।
৮ হে জাতিগণ, আমাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ
কর,
তাঁহার প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ করাও।
৯ তিনিই আমাদের প্রাণ জীবদ্দশায় রাখেন,
আমাদের চরণ টলিতে দেন না।
১০ কেননা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পরীক্ষা
করিয়াছ,
রৌপ্য পোড় দিবার ন্যায় আমাদিগকে
পোড় দিয়াছ ;
১১ তুমি আমাদিগকে জালে ফেলিয়াছ,
আমাদের কটিদেশ ভারগ্রস্ত করিয়াছ।
১২ তুমি আমাদের মস্তকের উপর দিয়া অশ্বা-
রোহী মনুষ্যদিগকে চালাইয়াছ ;
আমরা অগ্নি ও জলমধ্য দিয়া গমন করি-
য়াছি ;
তথাপি তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধি-স্থানে
আনিয়াছ।
১৩ আমি হোমবলি লইয়া তোমার গৃহে প্রবেশ
করিব,
তোমার উদ্দেশে আমার সেই মানত সকল
পূর্ণ করিব,
১৪ যাহা আমার ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করিয়াছে,
যাহা সঙ্কটের সময়ে আমার মুখ বলিয়াছে।

১৫ আমি তোমার উদ্দেশে মেদযুক্ত হোমবলি উৎসর্গ করিব,
তাহার সহিত মেষরূপ ধূপদাহ করিব ;
ছাগদের সহিত বৃষদিগকেও বলিদান করিব। সেলা।
১৬ হে ঈশ্বর-ভীত লোক সকলে, তোমরা আসিয়া শ্রবণ কর ;
আমার প্রাণের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করি।
১৭ আমি নিজ মুখে তাঁহাকে ডাকিলাম,
তাঁহার প্রতিষ্ঠা আমার জিহ্বাগ্রে ছিল।
১৮ যদি চিত্তে অধর্ম্মের প্রতি তাকাইতাম,
তবে প্রভু শুনিতেন না।
১৯ কিন্তু সত্যই ঈশ্বর শুনিয়াছেন ;
তিনি আমার প্রার্থনার রবে অবধান করিয়াছেন।
২০ ধন্য ঈশ্বর,
যিনি আমার প্রার্থনা, এবং আমা হইতে নিজ দয়া, দূর করেন নাই।

৬৭

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর আমাদিগকে কৃপা করুন, ও আশীর্ব্বাদ করুন,
আমাদের প্রতি আপন মুখ উজ্জ্বল করুন। সেলা।
২ এইরূপে যেন পৃথিবীতে তোমার পথ,
ও সমস্ত জাতির মধ্যে তোমার পরিত্রাণ বিদিত হয়।
৩ হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক,
সমস্ত জাতি তোমার স্তব করুক।
৪ লোকবৃন্দ আহ্লাদিত হইয়া আনন্দগান করুক ;
যেহেতু তুমি ন্যায়ে জাতিগণের বিচার করিবে,
পৃথিবীতে লোকবৃন্দের শাসন করিবে। সেলা।
৫ হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক,
সমস্ত জাতি তোমার স্তব করুক।
৬ পৃথিবী নিজ ফল দিয়াছে ;
ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।
৭ ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
আর পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত তাঁহাকে ভয় করিবে।

৬৮

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর উঠুন, তাঁহার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হউক,
তাঁহার বিদ্বেষিগণ তাঁহাব সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক।
২ যেমন ধূম চালিত হয়, তেমনি তুমি তাহাদিগকে চালিত কর ;
যেমন অগ্নির সম্মুখে মোম গলিয়া যায়,
তেমনি ঈশ্বরের সম্মুখে দুষ্টগণ বিনষ্ট হউক।
৩ কিন্তু ধার্ম্মিকগণ আনন্দ করুক, ঈশ্বরেব সাক্ষাতে উল্লাস করুক,
তাহারা আনন্দে আহ্লাদিত হউক।
৪ তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে গীত গাও,
তাঁহার নামের কীর্ত্তন কর ;
যিনি মরুভূমি দিয়া বাহনে আসিতেছেন,
তাঁহার জন্য রাজপথ বাঁধ ;
তাঁহার নাম 'যাঃ', তাঁহার সাক্ষাতে উল্লাস কর।
৫ ঈশ্বর আপন পবিত্র বাসস্থানে
পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্ত্তা।
৬ ঈশ্বর সঙ্গিহীনদিগকে পরিবার মধ্যে বাস করান,
তিনি বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া কুশলে রাখেন ;

কিন্তু বিদ্রোহীরা দগ্ধ ভূমিতে বাস করে।
৭ হে ঈশ্বর, তুমি যখন নিজ প্রজাগণের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলে,
যখন শুষ্ক ভূমি দিয়া গমন করিতেছিলে, সেলা।
৮ তখন পৃথিবী কম্পমান হইল,
ঈশ্বরের সাক্ষাতে আকাশও জলবিন্দুময় হইল;
ঐ সীনয় ঈশ্বরের সাক্ষাতে, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে [কাঁপিয়া উঠিল]।
৯ হে ঈশ্বর, তুমি জলধারা বর্ষাইলে,
তোমার অধিকার ক্লান্ত হইলে তুমিই তাহা সুস্থির করিলে।
১০ তোমার সমাজ তাহার মধ্যে বাস করিল;
হে ঈশ্বর, তুমি আপন মঙ্গলভাবে দুঃখীর নিমিত্ত আয়োজন করিলে।
১১ প্রভু বাক্য দেন,
শুভবার্ত্তার প্রচারিকাগণ মহাবাহিনী।
১২ বাহিনীগণের রাজারা পলায়ন করেন, পলায়ন করেন,
আর গৃহস্বামিনী দ্রব্য বিভাগ করিয়া লয়।
১৩ তোমরা কি বাথান মধ্যে শয়ন করিবে,
রৌপ্যমণ্ডিত কপোতের পক্ষবৎ হইবে,
যাহার পালখ হরিৎ সুবর্ণমণ্ডিত ?
১৪ সর্ব্বশক্তিমান যখন রাজাদিগকে দেশে ছিন্নভিন্ন করিলেন,
তখন সল্‌মোন পর্ব্বতে [যেন] তুষার পড়িল।
১৫ বাশন পর্ব্বত ঈশ্বরের পর্ব্বত;
বাশন পর্ব্বত বহুশৃঙ্গ পর্ব্বত।
১৬ হে বহুশৃঙ্গ পর্ব্বতগণ, ঈশ্বর আপন নিবাসের নিমিত্ত যে পর্ব্বতে প্রীত হইয়াছেন,
তৎপ্রতি তোমরা কেন কুটিল দৃষ্টি করিতেছ ?
অবশ্য সদাপ্রভু চিরকাল তথায় বাস করিবেন।
১৭ ঈশ্বরের রথ অযুত অযুত ও লক্ষ লক্ষ,
প্রভু সে সকলের মধ্যবর্ত্তী; যেমন সীনয়ে, তাঁহার পবিত্র স্থানে *।
১৮ তুমি ঊর্দ্ধে উঠিয়াছ, বন্দিগণকে বন্দি করিয়াছ,
মনুষ্যদের মধ্যে দান গ্রহণ করিয়াছ;
এমন কি, বিদ্রোহীদের মধ্যেও গ্রহণ করিয়াছ,
যেন সদাপ্রভু ঈশ্বর [তথায়] বাস করেন।
১৯ ধন্য প্রভু, যিনি দিন দিন আমাদের ভার বহন করেন;
সেই ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ। সেলা।
২০ ঈশ্বর আমাদের পক্ষে পরিত্রাণসাধক ঈশ্বর;
মৃত্যু হইতে উত্তরণ প্রভু সদাপ্রভুরই বশে।
২১ ঈশ্বর অবশ্য আপন শত্রুগণের মস্তক
ও কুপথগামীর সকেশ-কপাল চূর্ণ করিবেন।
২২ প্রভু কহিলেন, আমি বাশন হইতে পুনর্ব্বার আনিব,
সমুদ্রের গভীর তল হইতে [তাহাদিগকে] পুনর্ব্বার আনিব,
২৩ যেন তোমার চরণ রক্তে ডুবাইতে পার,
যেন তোমার কুকুরদের জিহ্বা [তোমার] শত্রুগণ হইতে অংশ পায়।
২৪ হে ঈশ্বর, লোকে তোমার গমন দেখিয়াছে;
পবিত্র স্থানে আমার ঈশ্বরের, আমার রাজার, গমন [দেখিয়াছে]।
২৫ অগ্রে গায়কগণ, পশ্চাতে বাদ্যকরগণ চলিল,
বাদ্যবাদিনী কুমারীদের মধ্যস্থানে।

* (বা) সীনয় পবিত্র স্থানে আছে।

২৬ জনসমাগমের মধ্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর ;
তোমরা, যাহারা ইস্রায়েলরূপ উনুই হইতে
[উৎপন্ন], তোমরা প্রভুর ধন্যবাদ কর।
২৭ সেখানে আছেন তাহাদের শাসক কনিষ্ঠ
বিন্যামীন,
যিহূদার অধ্যক্ষগণ ও তাহাদের জনগণ,
সবূলূনের অধ্যক্ষগণ, নপ্তালির অধ্যক্ষগণ।

২৮ তোমার ঈশ্বর তোমার পরাক্রমের আজ্ঞা
দিয়াছেন,
হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের নিমিত্ত যাহা
সাধন করিয়াছ, তাহা পরাক্রান্ত কর।
২৯ যিরূশালেমে তোমার মন্দির আছে বলিয়া,
রাজগণ তোমার উদ্দেশে উপহার আনি-
বেন।
৩০ তুমি নলবনের বন্যপশুকে ভর্ৎসনা কর,
বৃষদের মণ্ডলীকে ও জাতিগণের গোবৎস-
দিগকে ভর্ৎসনা কর ;
তাহারা প্রত্যেকে রৌপ্যের থান লইয়া
পদতলস্থ হউক ;
যে যে জাতি যুদ্ধ ভালবাসে, তিনি তাহা-
দিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন।
৩১ মিসর হইতে প্রধান প্রধান লোক আসিবে ;
কূশ শীঘ্র ঈশ্বরের কাছে কৃতাঞ্জলি হইবে।
৩২ হে পৃথিবীর রাজ্য সকল, ঈশ্বরের উদ্দেশে
গীত গাও ;
সেই প্রভুর প্রশংসা গান কর, সেলা।
৩৩ যিনি আদিকালীয় স্বর্গের স্বর্গ দিয়া রথা-
রোহণে গমন করেন ;
দেখ, তিনি আপন রব, পরাক্রান্ত রব
ছাড়েন।
৩৪ ঈশ্বরের পরাক্রম কীর্ত্তন কর ;
তাঁহার মহিমা ইস্রায়েলের উপরে,
তাঁহার পরাক্রম আকাশমণ্ডলে রহিয়াছে।
৩৫ হে ঈশ্বর, তুমি তোমার ধর্ম্মধামে ভয়াবহ ;
ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তিনিই আপন প্রজা-
দিগকে পরাক্রম ও শক্তি দেন।
ধন্য ঈশ্বর।

৬৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম। দায়ূদের।

১ হে ঈশ্বর, আমাকে পরিত্রাণ কর,
কেননা আমার প্রাণ পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে।
২ আমি অগাধ পঙ্কে ডুবিয়াছি, দাঁড়াইবার
স্থান নাই ;
গভীর জলে আসিয়াছি, বন্যা আমার উপর
দিয়া যাইতেছে।
৩ আমি ডাকিতে ডাকিতে ক্লান্ত হইয়াছি,
আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে ;
আমার ঈশ্বরের অপেক্ষা করিতে করিতে
আমার নয়নযুগল নিস্তেজ হইয়াছে।
৪ যাহারা অকারণে আমার বিদ্বেষী, তাহারা
আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও
অনেক
আমার উচ্ছেদার্থী মিথ্যাবাদী শত্রুগণ
বলবান ;
আমি যাহা অপহরণ করি নাই, তাহাও
আমাকে ফিরাইয়া দিতে হইল।
৫ হে ঈশ্বর, তুমি আমার মূঢ়তা জ্ঞাত আছ ;
আমার দোষ সকল তোমা হইতে গুপ্ত
নয়।
৬ হে প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তোমার
অপেক্ষাকারিগণ আমার দ্বারা লজ্জিত
না হউক ;
হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তোমার অন্বেষণ-
কারিগণ আমার দ্বারা অপমানিত না
হউক।
৭ কেননা তোমারই নিমিত্ত আমি তিরস্কার
সহ্য করিয়াছি,
আমার মুখ লজ্জায় আচ্ছাদিত হইয়াছে।

৮ আমি হইয়াছি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে বিদেশী,
আমার সহোদরগণের কাছে বিজাতীয়।
৯ কারণ তোমার গৃহনিমিত্তক উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিয়াছে ;
যাহারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়িয়াছে।
১০ যখন আমি রোদন করিলাম, উপবাস দ্বারা প্রাণকে [ক্লেশ দিলাম],
তখন তাহা আমার দুর্নামের বিষয় হইল।
১১ যখন আমি চট পরিধান করিলাম,
তখন তাহাদের কাছে প্রবাদের বিষয় হইলাম।
১২ যাহারা পুরদ্বারে বসে, তাহারা আমার বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহে ;
আমি সুরাপায়ীদের গীতস্বরূপ।
১৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, আমি তোমারই নিকটে প্রসন্নতার সময়ে প্রার্থনা করিতেছি ;
হে ঈশ্বর, তোমার দয়ার বাহুল্যে,
তোমার পরিত্রাণের সত্যে, আমাকে উত্তর দেও।
১৪ পঙ্ক হইতে আমাকে উদ্ধার কর, ডুবিয়া যাইতে দিও না ;
বিদ্বেষিগণ হইতে ও গভীর জল হইতে যেন উদ্ধার পাই।
১৫ জলের বন্যা আমার উপর ছাপিয়া না উঠুক,
অগাধ জল আমাকে গ্রাস না করুক ;
আমার উপরে কূপ আপন মুখ বদ্ধ না করুক।
১৬ হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দেও, কেননা তোমার দয়া উত্তম ;
তোমার কৃপার বাহুল্যানুসারে আমার প্রতি মুখ ফিরাও।
১৭ তোমার এই দাস হইতে মুখ আচ্ছাদন করিও না ;
কারণ আমি সঙ্কটাপন্ন, ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও।
১৮ নিকটে আসিয়া আমার প্রাণ মুক্ত কর ;
আমার শত্রুগণহেতু আমাকে নিষ্ক্রয় কর।
১৯ তুমি আমার দুর্নাম, আমার লজ্জা ও আমার অপমান জ্ঞান ;
আমার বিপক্ষেরা সকলে তোমার সম্মুখবর্ত্তী।
২০ তিরস্কারে আমার মনোভঙ্গ হইয়াছে, আমি অবসন্ন হইলাম,
আমি সহানুভূতির অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তাহা নাই ;
সান্ত্বনাকারীদের অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কাহাকেও পাইলাম না।
২১ আবার লোকে আমার খাদ্যের জন্য বিষ দিল,
আমার পিপাসাকালে অম্লরস পান করাইল।
২২ তাহাদের মেজ তাহাদের সম্মুখে ফাঁদস্বরূপ হউক,
শান্তিকালে তাহাদের পাশস্বরূপ হউক।
২৩ তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক, যেন তাহারা দেখিতে না পায় ;
তুমি তাহাদের কটিদেশ চির-কম্পযুক্ত কর।
২৪ তাহাদের উপরে তোমার ক্রোধ ঢালিয়া দেও,
তোমার কোপাগ্নি তাহাদিগকে ধরুক।
২৫ তাহাদের নিবাস শূন্য হউক,
তাহাদের তাম্বুতে কেহ বাস না করুক।
২৬ কেননা তাহারা তাহাকেই তাড়না করে, যাহাকে তুমি প্রহার করিয়াছ,
তাহাদেরই ব্যথা বর্ণনা করে, যাহাদিগকে তুমি আঘাত করিয়াছ।
২৭ তাহাদের অপরাধের উপরে অপরাধ যোগ কর,

তাহারা তোমার ধর্ম্মশীলতায় প্রবেশ না করুক।

২৮ জীবন-পুস্তক হইতে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক,
ধার্ম্মিকগণের সহিত তাহাদের অঙ্কপাত না হউক।

২৯ কিন্তু আমি দুঃখী ও ব্যথিত,
হে ঈশ্বর, তোমার পরিত্রাণ আমাকে উন্নত করুক।

৩০ আমি গীত দ্বারা ঈশ্বরের নাম প্রশংসা করিব,
স্তব দ্বারা তাঁহার মহিমা স্বীকার করিব।

৩১ তাহাই সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তুষ্টিকর হইবে,
গোরু অপেক্ষা, শৃঙ্গ ও খুরযুক্ত বৃষ অপেক্ষা হইবে।

৩২ নম্রগণ তাহা দেখিয়া আনন্দ করিবে ;
ঈশ্বরান্বেষিগণ! তোমাদের হৃদয় সঞ্জীবিত হউক।

৩৩ কেননা সদাপ্রভু দরিদ্রদের কথা শ্রবণ করেন,
তিনি আপনার বন্দিগণকে তুচ্ছ করেন না।

৩৪ আকাশ ও পৃথিবী তাঁহার প্রশংসা করুক,
সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সর্ব্ব জঙ্গম প্রশংসা করুক।

৩৫ কেননা ঈশ্বর সিয়োনের পরিত্রাণ করিবেন, ও যিহূদার নগর সকল গাঁথিবেন ;
লোকে সেখানে বাস করিবে, ও অধিকার পাইবে।

৩৬ তাঁহার দাসদের বংশই তাহা ভোগ করিবে ;
যাহারা তাঁহার নাম ভালবাসে, তাহারা তথায় বসতি করিবে।

৭০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
দায়ূদের। স্মরণার্থক।

১ হে ঈশ্বর, আমার উদ্ধারার্থে [ত্বরা কর] ;
হে সদাপ্রভু, আমার সাহায্য করিতে ত্বরা কর।

২ যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে,
তাহারা লজ্জিত ও হতাশ হউক ;
যাহারা আমার বিপদে প্রীত হয়,
তাহারা ফিরিয়া যাউক, অপমানিত হউক।

৩ যাহারা বলে, অহো, অহো,
তাহারা আপনাদের লজ্জা প্রযুক্ত ফিরিয়া যাউক।

৪ যাহারা তোমার অন্বেষণ করে, তাহারা সকলে তোমাতে আমোদ ও আনন্দ করুক ;
যাহারা তোমার পরিত্রাণ ভালবাসে, তাহারা সতত বলুক,
ঈশ্বর মহিমান্বিত হউন।

৫ কিন্তু আমি দুঃখী ও দরিদ্র ;
হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে ত্বরা কর ;
তুমিই আমার সহায় ও আমার নিস্তারকর্ত্তা ;
হে সদাপ্রভু, বিলম্ব করিও না।

৭১

১ সদাপ্রভু, আমি তোমার শরণ লইয়াছি ;
আমাকে কখনও লজ্জিত হইতে দিও না।

২ তোমার ধর্ম্মশীলতায় আমাকে উদ্ধার কর, রক্ষা কর ;
আমার দিকে কর্ণপাত কর, আমাকে ত্রাণ কর।

৩ তুমি আমার বসতির শৈল হও, যেখানে আমি নিত্য যাইতে পারি ;
তুমি আমার পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছ ;
কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার দুর্গ।

৪ হে আমার ঈশ্বর, আমাকে উদ্ধার কর, দুর্জ্জনের হস্ত হইতে,
অন্যায়কারী ও উপদ্রবীর করতল হইতে।

৫ কেননা, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আমার আশা ;

তুমি বাল্যকাল হইতে আমার বিশ্বাস-ভূমি
৬ গর্ব্ভ হইতে তোমার উপরেই আমার নির্ভর;
জননীর জঠর হইতে তুমিই আমার হিতৈষী;
আমি সতত তোমারই প্রশংসা করি।
৭ আমি অনেকের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ;
কিন্তু তুমি আমার দৃঢ় আশ্রয়।
৮ আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ থাকিবে,
সমস্ত দিন তোমার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবে।
৯ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করিও না,
আমার বল ক্ষয় পাইলে আমাকে ছাড়িও না।
১০ কারণ আমার শত্রুগণ আমার বিষয়ে কথা কহে,
আমার প্রাণের উপরে যাহাদের চক্ষু, তাহারা একত্র মন্ত্রণা করে।
১১ তাহারা বলে, ঈশ্বর উহাকে ত্যাগ করিয়াছেন,
দৌড়িয়া উহাকে ধর, কেননা উদ্ধারকারী কেহই নাই।
১২ হে ঈশ্বর, আমা হইতে দূরবর্ত্তী হইও না;
আমার ঈশ্বর, আমার সাহায্য করিতে ত্বরা কর।
১৩ তাহারা লজ্জিত ও উচ্ছিন্ন হউক, যাহারা আমার প্রাণের বিপক্ষ;
তাহারা তিরস্কারে ও অপমানে আচ্ছন্ন হউক, যাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে।
১৪ কিন্তু আমি নিরন্তর প্রত্যাশা করিব,
এবং উত্তর উত্তর তোমার আরও প্রশংসা করিব।
১৫ আমার মুখ তোমার ধর্ম্মশীলতা বর্ণনা করিবে,
তোমার পরিত্রাণ সমস্ত দিন বর্ণনা করিবে,
কেননা আমি তাহার সংখ্যা জানি না।
১৬ আমি প্রভু সদাপ্রভুর পরাক্রমের ক্রিয়া সকল লইয়া * উপস্থিত হইব ;
আমি তোমার, কেবল তোমারই ধর্ম্মশীলতা উল্লেখ করিব।
১৭ হে ঈশ্বর, তুমি বাল্যকালাবধি আমাকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছ ;
আর এ পর্য্যন্ত আমি তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রচার করিতেছি।
১৮ হে ঈশ্বর, বৃদ্ধ বয়স ও পক্ককেশের কাল পর্য্যন্তও আমাকে পরিত্যাগ করিও না,
যাবৎ আমি এই বর্ত্তমান লোকদিগকে তোমার বাহুবল,
ভাবী লোক সকলকে তোমার পরাক্রম, জ্ঞাত না করি।
১৯ হে ঈশ্বর, তোমার ধর্ম্মশীলতাও ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ;
তুমি মহৎ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছ ;
হে ঈশ্বর, তোমার তুল্য কে ?
২০ তুমি আমাদিগকে অনেক দারুণ সঙ্কট দেখাইয়াছ,
তুমি ফিরিয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে,
পৃথিবীর অধঃস্থান হইতে পুনর্ব্বার উঠাইবে।
২১ তুমি আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি কর †,
এবং ফিরিয়া আমাকে সান্ত্বনা দেও †।
২২ আবার আমি নেবল যন্ত্রে তোমার স্তব করিব,
হে আমার ঈশ্বর, তোমার সত্যের স্তব করিব,
হে ইস্রায়েলের পবিত্রতম,
বীণাতে তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিব।
২৩ তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিবার সময়ে আমার ওষ্ঠাধর আনন্দগান করিবে,

* (বা) সদাপ্রভুর পরাক্রমে।
† (বা) করিবে......দিবে।

আমার প্রাণও করিবে, যাহা তুমি মুক্ত করিয়াছ।
২৪ আমার জিহ্বাও সমস্ত দিন তোমার ধর্ম্মশীলতার কথা কহিবে,
কারণ তাহারা লজ্জিত হইয়াছে, তাহারা হতাশ হইয়াছে, যাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে।

৭২

শলোমনের।

১ হে ঈশ্বর, তুমি রাজাকে আপনার শাসন, রাজপুত্রকে আপনার ধর্ম্মশীলতা প্রদান কর।
২ তিনি ধার্ম্মিকতায় তোমার প্রজাগণের, ন্যায়ে তোমার দুঃখীদের বিচার করিবেন*।
৩ পর্ব্বতগণ ও উপপর্ব্বতগণ ধার্ম্মিকতা দ্বারা প্রজাদের জন্য শান্তিরূপ ফলে ফলবান্ হইবে।
৪ তিনি দুঃখী প্রজাগণের বিচার করিবেন, তিনি দরিদ্রের সন্তানদিগকে ত্রাণ করিবেন,
কিন্তু উপদ্রবীকে চূর্ণ করিবেন।
৫ যাবৎ সূর্য্য থাকিবে, লোকে তোমাকে ভয় করিবে,
যাবৎ চন্দ্র থাকিবে, পুরুষানুক্রমেই করিবে।
৬ ছিন্নতৃণ মাঠে বৃষ্টির ন্যায় তিনি নামিয়া আসিবেন,
ভূমি সিঞ্চনকারী জলধারার ন্যায় আসিবেন।
৭ তাঁহার সময়ে ধার্ম্মিক লোক প্রফুল্ল হইবে, চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রচুর শান্তি হইবে।
৮ তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্তৃত্ব করিবেন।
৯ তাঁহার সম্মুখে মরুনিবাসীরা নত হইবে, তাঁহার শত্রুগণ ধূলা চাটিবে।
১০ তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন;
শিবা ও সবার রাজগণ উপহার দিবেন।
১১ হাঁ, সমুদয় রাজা তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবেন;
সমুদয় জাতি তাঁহার দাস হইবে।
১২ কেননা তিনি আর্ত্তনাদকারী দরিদ্রকে, এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করিবেন।
১৩ তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবেন,
তিনি দরিদ্রগণের প্রাণ নিস্তার করিবেন।
১৪ তিনি চাতুরী ও দৌরাত্ম্য হইতে তাহাদের প্রাণ মুক্ত করিবেন,
তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত বহুমূল্য হইবে;
১৫ আর তাহারা জীবিত থাকিবে;* ও তাঁহাকে শিবার সুবর্ণ দান করা যাইবে,
লোকে তাঁহার নিমিত্ত নিরন্তর প্রার্থনা করিবে,
সমস্ত দিন তাঁহার ধন্যবাদ করিবে।
১৬ দেশমধ্যে পর্ব্বত-শিখরে প্রচুর শস্য হইবে, তাহার ফল লিবানোনের ন্যায় দোলায়মান হইবে;
এবং নগরবাসীরা ভূমির তৃণের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে।
১৭ তাঁহার নাম অনন্তকাল থাকিবে;
সূর্য্যের স্থিতি পর্য্যন্ত তাঁহার নাম সতেজ থাকিবে;
মনুষ্যেরা তাঁহাতে আশীর্ব্বাদ পাইবে;
সমুদয় জাতি তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিবে।

* (বা) করুন। এই গীতে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদগুলি এইরূপে অনুবাদ করা যাইতে পারে।

* (বা) আর তিনি জীবিত থাকিবেন।

১৮ ধন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর ;
কেবল তিনিই আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন।
১৯ তাঁহার গৌরবান্বিত নাম অনন্তকাল ধন্য :
তাঁহার গৌরবে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক।
আমেন, আমেন।

২০ যিশয়ের পুত্র দায়ূদের প্রার্থনা সকল সমাপ্ত।

য় খণ্ড

৭৩

আসফের সঙ্গীত।

১ ঈশ্বর নিতান্তই মঙ্গলস্বরূপ, ইস্রায়েলের পক্ষে,
যাহারা শুদ্ধচিত্ত তাহাদের পক্ষে।
২ কিন্তু আমার চরণ প্রায় টলিয়াছিল ;
আমার পাদবিক্ষেপ প্রায় স্খলিত হইয়াছিল।
৩ কারণ যখন দুষ্টদের কল্যাণ দেখিয়াছিলাম,
তখন গর্ব্বিতদের প্রতি ঈর্ষা করিয়াছিলাম।
৪ কেননা তাহারা মৃত্যুকালে যন্ত্রণা পায় না,
বরং তাহাদের কলেবর হৃষ্টপুষ্ট।
৫ মর্ত্ত্যের ন্যায় কষ্ট তাহাদের হয় না ;
মনুষ্যের মত তাহারা আহত হয় না।
৬ এইজন্য অহঙ্কার তাহাদের কণ্ঠের হারবৎ,
দৌরাত্ম্য বস্ত্রবৎ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে।
৭ তাহাদের চক্ষু মেদে ঠেলিয়া উঠে,
তাহাদের মনের সঙ্কল্প অপরিমিত।
৮ তাহারা বিদ্রূপ করে, ও দুষ্টতায় উপদ্রবের কথা কহে,
তাহারা দর্পকথা কহে।
৯ তাহারা আকাশে মুখ রাখিয়াছে,
এবং তাহাদের জিহ্বা পৃথিবীতে বিহার করে।
১০ এইজন্য তাহাদের জনতা সেই দিকে ফিরে,*
প্রচুর জল তাহাদের দ্বারা গিলিত হয়।
১১ আর তাহারা বলে, ঈশ্বর কি রূপে জানিবেন ?
পরাৎপরের কি জ্ঞান আছে ?
১২ দেখ, ইহারাই দুর্জন,
ইহারা চিরকাল নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া ধন বৃদ্ধি করিয়াছে।
১৩ নিশ্চয় আমি বৃথাই চিত্ত পরিষ্কার করিয়াছি,
নির্দ্দোষতায় হস্ত প্রক্ষালন করিয়াছি।
১৪ কেননা আমি সমস্ত দিন আহত হইয়াছি,
প্রতি প্রভাতে শাস্তি পাইয়াছি।
১৫ যদি আমি বলিতাম, এইরূপ বর্ণনা করিব,
তবে দেখ, তোমার সন্তানদের বংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইতাম।
১৬ আমি তাহা বুঝিবার জন্য চিন্তা করিলাম,
কিন্তু তাহা আমার দৃষ্টিতে কষ্টকর হইল,
১৭ যাবৎ আমি ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ না করিলাম,
ও তাহাদের শেষ ফল বিবেচনা না করিলাম।

* (বা) তিনি আপন লোকদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন।

১৮ তুমি তাহাদিগকে পিচ্ছিল স্থানেই রাখিতেছ,
তাহাদিগকে বিনাশে ফেলিয়া দিতেছ।
১৯ তাহারা নিমিষকাল মধ্যে কেমন উচ্ছিন্ন হয়,
নানা ত্রাসে কেমন নিঃশেষে সংহার পায়।
২০ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর যেমন স্বপ্ন তুচ্ছ হয়,
তেমনি, হে প্রভু, তুমি জাগিলে তাহাদের মায়াপুত্তলিকে তুচ্ছ করিবে।
২১ কারণ আমার চিত্ত তাপিত হইল,
আমার মর্ম্ম বিদ্ধ হইল ;
২২ আমি মূর্খ ও অজ্ঞান,
তোমার কাছে পশুবৎ ছিলাম।
২৩ কিন্তু আমি নিরন্তর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি ;
তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া রাখিয়াছ।
২৪ তুমি নিজ মন্ত্রণায় আমাকে গমন করাইবে,
শেষে সপ্রতাপে* আমাকে গ্রহণ করিবে।
২৫ স্বর্গে আমার কে আছে?
পৃথিবীতেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতে আমার প্রীতি নাই।
২৬ আমার মাংস ও আমার চিত্ত ক্ষয় পাইতেছে,
তথাপি ঈশ্বর চিরকাল আমার চিত্তের শৈল ও আমার দায়াংশ।
২৭ কেননা দেখ, যাহারা তোমা হইতে দূরে থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইবে ;
যে সকল লোক তোমা হইতে অপসরণ করিয়া ব্যভিচার করে, সেই সকলকে তুমি উচ্ছিন্ন করিয়াছ।
২৮ কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে থাকা আমারই পক্ষে মঙ্গল ;
আমি প্রভু সদাপ্রভুর শরণ লইলাম,
যেন তোমার সমস্ত ক্রিয়া বর্ণনা করিতে পারি।

* (বা) প্রতাপের ভোগার্থে।

৭৪

আসফের মস্কীল।

১ হে ঈশ্বর, তুমি কেন চিরতরে ত্যাগ করিয়াছ?
আপন চরাণির মেষগণের বিরুদ্ধে কেন তোমার ক্রোধাগ্নি প্রধূমিত হইতেছে?
২ তোমার মণ্ডলীকে স্মরণ কর, যাহা তুমি পূর্ব্বকালে ক্রয় করিয়াছ,
যাহা তোমার অধিকারের বংশ হইবার জন্য তুমি মুক্ত করিয়াছ ;
তোমার বাসস্থান সিয়োন পর্ব্বতকে স্মরণ কর।
৩ এই চিরকালীন স্তূপে পদার্পণ কর ;
শত্রু ধর্ম্মধামে সকলই ছারখার করিয়াছে।
৪ তোমার বিপক্ষগণ তোমার সমাগম-স্থানের মধ্যে গর্জ্জন করিয়াছে ;
চিহ্নের জন্য তাহারা আপনাদের চিহ্ন স্থাপন করিয়াছে।
৫ তাহারা এমন লোকদের ন্যায় দেখাইল,
যাহারা নিবিড় বনে কুঠার উঠায়
৬ এখন তাহারা একেবারে তথাকার সমস্ত শিল্পকর্ম্ম
কুঠার ও হাতুড়ি দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলে।
৭ তাহারা তোমার ধর্ম্মধাম অগ্নিসাৎ করিল,
তোমার নামের আবাস ভূমিসাৎ করিয়া অশুচি করিল।
৮ তাহারা মনে মনে কহিল, 'আমরা তাহাদিগকে একেবারে সংহার করি,'
তাহারা দেশের মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত সমাগম-স্থান পোড়াইয়া দিয়াছে।
৯ আমরা আমাদের চিহ্নসমূহ দেখিতে পাই না,
কোন ভাববাদী আর নাই ;
আমাদের কেহ জানে না, কত দিন।
১০ হে ঈশ্বর, বিপক্ষ কত দিন তিরস্কার করিবে?

শত্রু কি চিরকাল তোমার নাম তুচ্ছ করিবে?
১১ তুমি আপন হস্ত, আপন দক্ষিণ হস্ত, কেন সঙ্কুচিত করিতেছ?
উহা বক্ষঃস্থল হইতে বাহির কর, শত্রু নিঃশেষ কর।

১২ তথাপি ঈশ্বরই পূর্ব্বাবধি আমার রাজা, পৃথিবীর মধ্যে পরিত্রাণের সাধনকর্ত্তা।
১৩ তুমিই আপন পরাক্রমে সমুদ্রকে দ্বিধা করিয়াছিলে,
তুমিই জলে নাগদের মস্তক ভগ্ন করিয়াছিলে।
১৪ তুমিই লিবিয়াথনের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিলে,
মরুভূমি-নিবাসী সকলকে খাদ্যরূপে তাহার দেহ দিয়াছিলে।
১৫ তুমিই উৎস ও বন্যার জন্য পথ করিয়াছিলে,
তুমিই নিত্য প্রবাহিনী নদী শুষ্ক করিয়াছিলে।
১৬ দিবস তোমার, রাত্রিও তোমার;
তুমিই জ্যোতিষ্ক ও সূর্য্য রচনা করিয়াছ।
১৭ তুমিই পৃথিবীর সমস্ত সীমা স্থাপন করিয়াছ;
তুমিই গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল করিয়াছ।
১৮ স্মরণ কর, শত্রু সদাপ্রভুকে তিরস্কার করিয়াছে,
মূঢ় জাতি তোমার নাম তুচ্ছ করিয়াছে।
১৯ তোমার ঘুঘুর প্রাণ বন্য পশুকে দিও না;
তোমার দুঃখিগণের জীবন চিরতরে ভুলিও না।
২০ সেই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখ;
কেননা পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থান সকল অত্যাচারের বসতিতে পরিপূর্ণ।
২১ উৎপীড়িত ব্যক্তি যেন লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া না যায়;
দুঃখী ও দরিদ্র তোমার নামের প্রশংসা করুক।
২২ উঠ, হে ঈশ্বর, আপনার বিবাদ নিষ্পন্ন কর;
স্মরণ কর, মূঢ় সমস্ত দিন তোমাকে কেমন তিরস্কার করে।
২৩ তোমার বিপক্ষগণের রব ভুলিও না;
তোমার প্রতিরোধীদের কলহ নিয়ত উঠিতেছে।

৭৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করিও না। আসফের সঙ্গীত। গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ করিতেছি,
ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তোমার নাম নিকটবর্ত্তী;
লোকে তোমার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল বর্ণনা করে।
২ "আমি যখন নিরূপিত সময় উপস্থিত করিব,
তখন আমিই ন্যায্য বিচার করিব।
৩ পৃথিবী ও তন্নিবাসিগণ বিলীন হইতেছে;
আমি তাহার স্তম্ভ সকল স্থাপন করিয়াছি। সেলা।
৪ আমি গর্ব্বিত লোকদিগকে কহিলাম, গর্ব্ব করিও না;
দুষ্ট লোকদিগকে কহিলাম, শৃঙ্গ তুলিও না।
৫ তোমাদের শৃঙ্গ উচ্চে তুলিও না;
শক্তগ্রীব হইয়া কথা কহিও না।"
৬ কেননা উদয় স্থান হইতে, কি পশ্চিম হইতে,
অথবা দক্ষিণ হইতে উন্নতিলাভ হয়, এমন নয়।
৭ কিন্তু ঈশ্বরই বিচারকর্ত্তা;
তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন।

৮ কেননা সদাপ্রভুর হস্তে এক পানপাত্র আছে, তাহার দ্রাক্ষারস মাতিয়া উঠিয়াছে,
তাহা মিশ্রিত মদ্যে পরিপূর্ণ, আর তিনি তাহা হইতে ঢালেন,
পৃথিবীর দুষ্ট সকলে তাহার তলানি পর্য্যন্ত চাটিয়া খাইবে।
৯ কিন্তু আমি চিরকাল প্রচার করিব,
যাকোবের ঈশ্বরের উদ্দেশে সঙ্গীত করিব।
১০ আর আমি দুষ্টগণের সমস্ত শৃঙ্গ কাটিয়া ফেলিব,
কিন্তু ধার্ম্মিকগণের শৃঙ্গ উচ্চীকৃত হইবে।

৭৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। আসফের সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর যিহূদার মধ্যে পরিচিত,
ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁহার নাম মহৎ।
২ আর শালেমে তাঁহার আবাস,
সিয়োনে তাঁহার বাসস্থান রহিয়াছে।
৩ সেখানে তিনি ধনুকের বিজলি সকল,
ঢাল, খড়্গ ও সংগ্রাম ভঙ্গ করিয়াছেন। সেলা।
৪ মৃগয়ার পর্ব্বতমালা হইতে
তুমি তেজোময় ও মহিমান্বিত।
৫ সাহসিক-চিত্তেরা লুণ্ঠিত ও নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে,
কোন বীর আপন হস্ত পায় নাই।
৬ হে যাকোবের ঈশ্বর, তোমার তর্জ্জনে
রথ ও অশ্ব মহানিদ্রাগত হইয়াছে।
৭ তুমি, তুমিই ভয়াবহ;
তুমি একবার ক্রুদ্ধ হইলে কে তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইবে?
৮ তুমি স্বর্গ হইতে বিচারাজ্ঞা শ্রবণ করাইলে,
পৃথিবী ভীত হইল, নিস্তব্ধ হইল,
৯ যখন ঈশ্বর উঠিলেন বিচার করিবার জন্য
পৃথিবীস্থ মৃদু লোকদের পরিত্রাণ করিবার জন্য। সেলা।
১০ অবশ্য, মনুষ্যের ক্রোধ তোমার স্তব করিবে;
তুমি ক্রোধের অবশেষ দ্বারা কটিবন্ধন করিবে।
১১ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে মানত কর, ও তাহা পূর্ণ কর;
তাঁহার চতুর্দ্দিক্‌স্থ সকলে সেই ভয়াবহের নিকটে উপঢৌকন আনয়ন করুক।
১২ তিনি প্রধানবর্গের সাহস খর্ব্ব করেন;
পৃথিবীস্থ রাজগণের পক্ষে তিনি ভয়াবহ।

৭৭

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। যিদূথূনের প্রণালীতে। আসফের সঙ্গীত।

১ আমি স্বরবে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করিব;
স্বরবে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করিব, তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করিবেন।
২ সঙ্কটের দিনে আমি প্রভুর অন্বেষণ করিলাম;
রাত্রিকালে আমার হস্ত বিস্তারিত থাকিল, সঙ্কুচিত হইল না;
আমার প্রাণ প্রবোধ মানিল না।
৩ আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কোঁকাইতেছি;
ভাবনা করিতে করিতে আমার আত্মা মূর্চ্ছিত হইতেছে। সেলা।
৪ তুমি আমার চক্ষুর পাতা খোলা রাখিতেছ;
আমি এত উদ্বিগ্ন যে, কথা কহিতে পারি না।
৫ আমি আলোচনা করিলাম পূর্ব্বকালের দিন সকল,
পুরাকালের বৎসর সকল।
৬ আমি আমার রাত্রিকালীন গীত স্মরণ করি,
আমি মনে মনে ধ্যান করি;
আমার আত্মা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইল।

৭ প্রভু কি চিরকালের জন্য ত্যাগ করিবেন?
তিনি কি আর সুপ্রসন্ন হইবেন না?
৮ তাঁহার দয়া কি চিরতরে শেষ হইয়াছে?
তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি পুরুষানুক্রমে বিফল
থাকিবে?
৯ ঈশ্বর কি প্রসন্ন হইতে ভুলিয়া গিয়াছেন?
তিনি ক্রোধে কি আপন করুণা রুদ্ধ
করিয়াছেন? সেলা।
১০ পরে আমি কহিলাম, ইহা আমার পীড়া,
পরাৎপরের দক্ষিণ হস্তের বৎসর সকল
[স্মরণ করিব]*।
১১ আমি সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল উল্লেখ করিব;
তোমার পূর্ব্বকালীন আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল
স্মরণ করিব।
১২ আমি তোমার সমস্ত কর্ম্ম ধ্যানও করিব,
তোমার ক্রিয়া সকল আলোচনা করিব।
১৩ হে ঈশ্বর, পবিত্রতায় তোমার পথ;
ঈশ্বরের তুল্য মহান্ ঈশ্বর কে?
১৪ তুমিই আশ্চর্য্য-কার্য্যকারী ঈশ্বর,
তুমি জাতিগণের মধ্যে তোমার পরাক্রম
জ্ঞাত করিয়াছ।
১৫ তুমি বাহুবল দ্বারা আপন প্রজাদিগকে,
যাকোবের ও যোষেফের সন্তানগণকে,
মুক্ত করিয়াছ। সেলা।
১৬ হে ঈশ্বর, জলসমূহ তোমাকে দেখিল;
জলসমূহ তোমাকে দেখিল, কম্পিত হইল,
জলধি সকলও বিচলিত হইল।
১৭ জলধর সকল জলধারা বর্ষণ করিল,
মেঘমালা গর্জ্জন করিল,
তোমার বাণ সকলও বিক্ষিপ্ত হইল।
১৮ চক্রবাতে তোমার বজ্রের ধ্বনি হইল,
বিদ্যুৎ ভূমণ্ডলকে দেদীপ্যমান করিল,
পৃথিবী কম্পমান ও টলটলায়মান হইল।
১৯ সমুদ্রের মধ্যে তোমার পথ ছিল,
বহু জলরাশির মধ্যে তোমার মার্গ ছিল,
তোমার পদচিহ্ন জানা গেল না।
২০ তুমি স্বীয় প্রজাগণকে মেষপালের ন্যায়
মোশি ও হারোণের হস্ত দ্বারা চালাইয়া-
ছিলে।

* (বা) যে, পরাৎপরের দক্ষিণ হস্তের পরিবর্ত্তন হয়।

৭৮ আসফের মস্কীল।

১ হে আমার স্বজাতি, আমার উপদেশ শ্রবণ
কর,
আমার মুখের বাক্যে কর্ণপাত কর।
২ আমি দৃষ্টান্তকথায় আপন মুখ খুলিব,
আমি পুরাকালের গূঢ় বাক্য সকল ব্যক্ত
করিব;
৩ সেই সকল আমরা শুনিয়াছি, জ্ঞাত হই-
য়াছি,
আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদিগকে
বলিয়াছেন,
আমরা সে সকল তাঁহাদের সন্তানগণের
কাছে গুপ্ত রাখিব না,
উত্তরকালীন বংশের কাছে সদাপ্রভুর
প্রশংসা বর্ণনা করিব,
তাঁহার পরাক্রম ও তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য
ক্রিয়া সকল বর্ণনা করিব।
তিনি যাকোবের মধ্যে সাক্ষ্য দাঁড়
করাইয়াছেন,
ইস্রায়েলের মধ্যে ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া-
ছেন;
যাহা তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে
আজ্ঞা দিয়াছিলেন,
যেন তাঁহারা আপন আপন সন্তানগণকে
তাহা জানান;
৬ যেন উত্তরকালীন বংশ, [অর্থাৎ] যে সন্তান-
গণ জন্মিবে, তাহারা তাহা জানিতে
পারে,

এবং উঠিয়া আপন আপন সন্তানগণের কাছে তাহার বর্ণনা করিতে পারে।
৭ যেন তাহারা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখে,
এবং ঈশ্বরের কার্য্য সকল ভুলিয়া না যায়,
কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে ;
৮ যেন আপন পিতৃপুরুষদের ন্যায় না হয়,
যাহারা অবাধ্য ও বিদ্রোহী বংশ ছিল ;
সেই বংশ আপনাদের চিত্ত স্থির করে নাই,
তাহাদের আত্মা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না।
৯ ইফ্রয়িমের সন্তানগণ সসজ্জ ও ধনুর্দ্ধর ছিল,
সংগ্রামের দিনে তাহারা হটিয়া গেল।
১০ তাহারা ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিল না,
তাঁহার ব্যবস্থাপথে চলিতে অস্বীকার করিল।
১১ তাহারা তাঁহার কার্য্য সকল ভুলিয়া গেল,
সেই সকল আশ্চর্য্য-কার্য্য, যাহা তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন।
১২ তিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের সাক্ষাতে নানা আশ্চর্য্য-কার্য্য করিয়াছিলেন।
মিসর দেশে, সোয়নের মাঠে করিয়াছিলেন।
১৩ তিনি সমুদ্রকে দ্বিধা করিয়া তাহাদিগকে পার করিয়াছিলেন,
জলকে স্তূপাকারে দাঁড় করাইয়াছিলেন।
১৪ তিনি তাহাদিগকে পথ দেখাইতেন, দিবসে মেঘ দ্বারা,
এবং সমস্ত রাত্রি অগ্নির আলোক দ্বারা।
১৫ তিনি প্রান্তরমধ্যে শৈল বিদীর্ণ করিলেন,
তাহাদিগকে যেন জলধি হইতে প্রচুর জল পান করাইলেন।
১৬ তিনি শৈল হইতে স্রোত বাহির করিলেন,
নদীর ন্যায় জল বহাইলেন।
১৭ তখনও তাহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিল,
মরুভূমিতে পরাৎপরের বিদ্রোহী হইল ;
১৮ তাহারা মনে মনে ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল,
আপনাদের অভিলাষ পূরণার্থে ভক্ষ্য চাহিল।
১৯ আর তাহারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা কহিল,
বলিল, ঈশ্বর কি প্রান্তরে মেজ সাজাইয়া দিতে পারেন ?
২০ দেখ, তিনি শৈলকে আঘাত করিলে জলধারা বহিল,
স্রোতোধারা প্রবাহিত হইল ;
তিনি কি অন্নও দিতে পারেন ?
আপন প্রজাদের জন্য কি মাংস যোগাইবেন ?
২১ অতএব সদাপ্রভু তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন ;
যাকোবের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল,
ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোপ উঠিল ;
২২ কেননা তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত না,
তাঁহার পরিত্রাণে নির্ভর করিত না।
২৩ তবু তিনি উপরিস্থ মেঘমালাকে আজ্ঞা দিলেন,
আকাশমণ্ডলের দ্বার সকল খুলিয়া দিলেন।
২৪ তিনি ভক্ষ্যের জন্য তাহাদের উপরে মান্না বর্ষণ করিলেন,
তাহাদিগকে স্বর্গের শস্য দিলেন।
২৫ মনুষ্য পরাক্রমীদের খাদ্য ভোজন করিল ;
তিনি তাহাদের তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভক্ষ্য পাঠাইলেন।
২৬ তিনি আকাশে পূর্ব্ব বায়ু বহাইলেন,
নিজ পরাক্রমে দক্ষিণ বায়ু চালাইলেন।
২৭ তিনি তাহাদের উপরে মাংসকে ধূলির ন্যায়,
পক্ষধারী বিহঙ্গকে সমুদ্রের বালির ন্যায় বর্ষণ করিলেন।
২৮ তিনি তাহা তাহাদের শিবিরের মধ্যে,
তাহাদের আবাসমূহের চারিপার্শ্বে, পড়িতে দিলেন।

২৯ তখন তাহারা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল ;
তিনি তাহাদের অভীষ্ট বস্তু তাহাদিগকে দিলেন ;
৩০ তাহারা আপনাদের অভীষ্ট দ্রব্য ছাড়েনাই,
তাহাদের খাদ্য তাহাদের মুখেই ছিল,
৩১ তখন তাহাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কোপ উঠিল,
তাহা তাহাদের হৃষ্টপুষ্টগণকে সংহার করিল,
ইস্রায়েলের যুবকগণকে পাড়িয়া ফেলিল।
৩২ এ সমস্ত হইলেও তাহারা পুনর্ব্বার পাপ করিল,
ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিল না।
৩৩ অতএব তিনি তাহাদের আয়ু অসারতায়,
তাহাদের বৎসর সকল বিহ্বলতায়, শেষ করিলেন।
৩৪ তিনি লোকদিগকে বধ করিলে তাহারা তাঁহার অনুসন্ধান করিল,
ফিরিয়া সযত্নে ঈশ্বরের অন্বেষণ করিল ;
৩৫ তাহাদের স্মরণ হইল, ঈশ্বর তাহাদের শৈল,
পরাৎপর ঈশ্বর তাহাদের মুক্তিদাতা।
৩৬ কিন্তু তাহারা মুখে তাঁহার চাটুবাদ করিল,
জিহ্বাতে তাঁহার নিকটে মিথ্যা কহিল ;
৩৭ কারণ তাহাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি স্থির ছিল না,
তাহারা তাঁহার নিয়মেও বিশ্বস্ত ছিল না।
৩৮ কিন্তু তিনি স্নেহময়, তাই অপরাধ ক্ষমা করিলেন, ধ্বংস করিলেন না,
অনেকবার আপন ক্রোধ সম্বরণ করিলেন,
আপনার সমস্ত কোপ উদ্দীপিত করিলেন না।
৩৯ তিনি স্মরণ করিলেন যে, তাহারা মাংস-মাত্র,
বায়ুস্বরূপ, যাহা বহিয়া গেলে আর ফিরিয়া আইসে না।
৪০ তাহারা প্রান্তরে কতবার তাঁহার বিরুদ্ধে দ্রোহ করিল,
মরুভূমিতে কতবার তাঁহাকে মনঃপীড়া দিল।
৪১ তাহারা ফিরিয়া ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল,
ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে অসন্তুষ্ট * করিল।
৪২ তাহারা তাঁহার হস্ত স্মরণ করিল না,
সেই দিনকে স্মরণ করিল না, যে দিনে তিনি তাহাদিগকে বিপক্ষের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন।
৪৩ তিনি মিসরে আপন চিহ্ন সকল,
সোয়নের মাঠে আপন অদ্ভুত লক্ষণ সকল, স্থাপন করিলেন।
৪৪ তিনি রক্তে পরিণত করিলেন তাহাদের নদী সকল,
তাহাদের প্রবাহ সকল, তাই তাহারা জল পান করিতে পারিল না।
৪৫ তিনি তাহাদের মধ্যে গ্রাসকারী দংশক,
ও বিনাশকারী ভেক প্রেরণ করিলেন।
৪৬ তিনি গুটিপোকাকে তাহাদের ভূমির দ্রব্য,
পঙ্গপালকে তাহাদের শ্রমফল দিলেন।
৪৭ তিনি শিলা দ্বারা তাহাদের দ্রাক্ষালতা,
করকাপাতে তাহাদের ডুমুর গাছ মারিয়া ফেলিলেন।
৪৮ তিনি তাহাদের পশুগণকে শিলাতে,
পাল সকলকে বজ্রাঘাতে সমর্পণ করিলেন।
৪৯ তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন আপন প্রচণ্ড ক্রোধ,
কোপ, ও রোষ, ও সঙ্কট,
অমঙ্গলের এই দূতদল।
৫০ তিনি নিজ ক্রোধের জন্য পথ করিলেন,

* (বা) সীমাবদ্ধ।

মৃত্যু হইতে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন নাই;
কিন্তু তাহাদের জীবন মহামারীর হস্তে দিলেন।
৫১ তিনি আঘাত করিলেন মিসরে সমস্ত প্রথমজাতকে,
হামের তাম্বুসমূহে তাহাদের শক্তির প্রথম ফলকে;
৫২ কিন্তু আপন প্রজাদিগকে মেষবৎ চালাইলেন,
পালের মত প্রান্তর দিয়া লইয়া আসিলেন।
৫৩ তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে লইয়া আসিলেন, তাহারা উদ্বিগ্ন হইল না,
কিন্তু সমুদ্র তাহাদের শত্রুগণকে আচ্ছাদন করিল।
৫৪ আর তিনি তাহাদিগকে আনিলেন, আপন পবিত্র সীমায়,
আপন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লব্ধ এই পর্ব্বতে।
৫৫ তিনি তাহাদের সম্মুখ হইতে জাতিগণকে দূর করিলেন,
মানরজ্জু দ্বারা অধিকার বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন,
ইস্রায়েলের বংশদিগকে উহাদের তাম্বুতে বাস করাইলেন।
৫৬ তথাপি তাহারা পরাৎপর ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল, তাঁহার বিদ্রোহী হইল,
তাঁহার সাক্ষ্য সকল পালন করিল না।
৫৭ তাহারা সরিয়া গেল, তাহাদের পিতৃপুরুষদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতা করিল;
তাহারা বঞ্চক ধনুকের ন্যায় পার্শ্বে ফিরিল।
৫৮ কারণ তাহারা আপনাদের উচ্চস্থলীসমূহের দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিল,
আপনাদের ক্ষোদিত প্রতিমাগণ দ্বারা তাঁহার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল।
৫৯ ঈশ্বর তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন,
ইস্রায়েলকে অতিমাত্র ঘৃণা করিলেন।
৬০ তিনি শীলোস্থিত আবাস ত্যাগ করিলেন,
সেই তাম্বু, যাহা তিনি মনুষ্যদের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন।
৬১ তিনি আপন বল বন্দিদশায়,
আপন শোভা বিপক্ষের হস্তে দিলেন।
৬২ তিনি আপন প্রজাদিগকে খড়্গের হস্তগত করিলেন,
আপন অধিকারের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন।
৬৩ অগ্নি তাহাদের যুবকগণকে গ্রাস করিল,
তাহাদের কন্যাগণের পরিণয়-সঙ্গীত হইল না।
৬৪ তাহাদের যাজকগণ খড়্গে পতিত হইল,
তাহাদের বিধবারা রোদন করিল না।
৬৫ তখন প্রভু জাগিলেন, সুপ্তোত্থিতের ন্যায়,
দ্রাক্ষারসে হর্ষনাদকারী বীরের ন্যায়।
৬৬ তিনি আপন বিপক্ষ লোকদিগকে মারিয়া ফিরাইয়া দিলেন,
তাহাদিগকে চিরকালীন তিরস্কারের পাত্র করিলেন।
৬৭ আর তিনি যোষেফের তাম্বু অগ্রাহ্য করিলেন,
ইফ্রয়িমের বংশকে মনোনীত করিলেন না;
৬৮ কিন্তু মনোনীত করিলেন যিহূদার বংশকে,
ও আপনার প্রিয় সিয়োন পর্ব্বতকে।
৬৯ তিনি আপন ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করিলেন, উচ্চ শিখরের ন্যায়,
পৃথিবীর ন্যায়, যাহা তিনি চিরতরে স্থাপন করিয়াছেন।
৭০ তিনি আপন দাস দায়ূদকে মনোনীত করিলেন,
তাঁহাকে মেষের খোঁয়াড় হইতে গ্রহণ করিলেন;
৭১ তিনি স্তন্যদাত্রী মেষীদের পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে আনিলেন,

আপন প্রজা যাকোবকে ও আপন অধিকার ইস্রায়েলকে চরাইতে দিলেন।
৭২ আর উনি হৃদয়ের সিদ্ধতানুসারে তাহাদিগকে চরাইলেন,
আপন হস্তের দক্ষতায় তাহাদিগকে চালাইলেন।

৭৯

আসফের সঙ্গীত।

১ হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে,
তাহারা তোমার পবিত্র মন্দির অশুচি করিয়াছে,
যিরূশালেমকে স্তূপের ঢিবী করিয়াছে।
২ তাহারা তোমার দাসদের শব আকাশের পক্ষিগণকে ভক্ষণার্থে দিয়াছে,
তোমার সাধুদের মাংস পৃথিবীর পশুগণকে দিয়াছে।
৩ তাহারা যিরূশালেমের চারিদিকে জলের ন্যায় উহাদের রক্ত ঢালিয়াছে;
উহাদের কবর দিবার কেহ ছিল না।
৪ আমরা প্রতিবাসিগণের নিকটে তিরস্কারের বিষয় হইয়াছি,
চারিদিকে লোকদের কাছে হাস্য ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছি।
৫ হে সদাপ্রভু, আর কতকাল তুমি নিরন্তর ক্রুদ্ধ থাকিবে?
তোমার অন্তর্জ্বালা কি অগ্নির ন্যায় জ্বলিবে?
৬ ঢালিয়া দেও তোমার কোপ সেই জাতিগণের উপরে, যাহারা তোমাকে জানে না,
সেই রাজ্য সকলের উপরে, যাহারা তোমার নামে ডাকে না।
৭ কেননা তাহারা যাকোবকে গ্রাস করিয়াছে,
তাহার বাসস্থান শূন্য করিয়াছে।
৮ পিতৃপুরুষদের অপরাধ সকল আমাদের বিরুদ্ধে স্মরিও না;
তোমার বিবিধ করুণা ত্বরায় আমাদের নিকটে আইসুক,
কেননা আমরা অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছি।
৯ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, তোমার নামের গৌরবার্থে আমাদের সাহায্য কর,
তোমার নামের অনুরোধে আমাদিগকে উদ্ধার কর, আমাদের সকল পাপ মার্জ্জনা কর।
১০ জাতিগণ কেন বলিবে, উহাদের ঈশ্বর কোথায়?
তোমার দাসগণের যে রক্ত পাতিত হইয়াছে,
তাহার প্রতিফল আমাদের দৃষ্টিগোচরে জাতিগণ জানিতে পারুক।
১১ বন্দির হাহাকার তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক,
তুমি আপন বাহুর মহত্ত্বানুসারে মৃত্যুর সন্তানদিগকে বাঁচাও।
১২ আর, হে প্রভু, আমাদের প্রতিবাসিগণ যে তিরস্কারে তোমাকে তিরস্কার করিয়াছে,
তাহার সাত গুণ পরিশোধ তাহাদের কোলে ফিরাইয়া দেও।
১৩ তাহাতে তোমার প্রজা ও তোমার চরাণির মেষ যে আমরা,
আমরা চিরকাল তোমার স্তব করিব,
পুরুষানুক্রমে তোমার প্রশংসা প্রচার করিব।

৮০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম্ এদুৎ। আসফের সঙ্গীত।

১ হে ইস্রায়েলের পালক, কর্ণপাত কর,
যোষেফকে মেষপালবৎ চালাও যে তুমি,
করূবদ্বয়ে আসীন যে তুমি, তুমি দেদীপ্যমান হও।

২ ইফ্রয়িম, বিন্যামীন ও মনঃশির সম্মুখে
  আপন পরাক্রম সতেজ কর,
 আমাদের পরিত্রাণার্থে আগমন কর।
৩ হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ফিরাও,
 তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, তাহাতে আমরা
  পরিত্রাণ পাইব।

৪ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর,
 তুমি নিজ প্রজাগণের প্রার্থনার বিরুদ্ধে
  কতকাল কোপে জ্বলিবে?
৫ তুমি আহারার্থে তাহাদিগকে অশ্রুভক্ষ্য
  দিয়াছ,
 বহুলপরিমাণে নেত্রজল পান করাইয়াছ।
৬ তুমি প্রতিবাসীদের মধ্যে আমাদিগকে
  বিবাদের পাত্র করিতেছ,
 আমাদের শত্রুগণ একযোগে পরিহাস
  করে।
৭ হে বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমাদিগকে
  ফিরাও,
 তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, তাহাতে আমরা
  পরিত্রাণ পাইব।

৮ তুমি মিসর হইতে একটী দ্রাক্ষালতা
  আনিয়াছিলে,
 জাতিদিগকে দূর করিয়া তাহা রোপণ
  করিয়াছিলে।
৯ তুমি তাহার জন্য ভূমি পরিষ্কার করিয়া-
  ছিলে,
 তাহা বদ্ধমূল হইয়া দেশময় ব্যাপ্ত হইল।
১০ তাহার ছায়ায় পর্ব্বতগণ ঢাকা পড়িয়া গেল,
 তাহার শাখা সকল ঈশ্বরের এরস বৃক্ষ-
  চয়ের তুল্য হইল।
১১ তাহা সমুদ্র পর্য্যন্ত আপন শাখা,
 নদী পর্য্যন্ত আপন পল্লব বিস্তার করিল।
১২ তুমি কেন তাহার বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলে?
 পথিক সকল যে তাহার পত্র ছিঁড়ে।
১৩ বন হইতে শূকর আসিয়া তাহা কুচায়,
 মাঠের পশু তাহা মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে।
১৪ বিনয় করি, ফির, হে বাহিনীগণের ঈশ্বর,
 স্বর্গ হইতে চাহিয়া দেখ, এই দ্রাক্ষালতার
  তত্ত্ব কর;
১৫ রক্ষা কর তাহা, যাহা তোমার দক্ষিণ হস্ত
  রোপণ করিয়াছে,
 আর সেই পুত্রকে, যাহাকে তুমি আপনার
  জন্য সবল করিয়াছ।*
১৬ ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, ইহা ছেদিত
  হইয়াছে;
 তোমার মুখের তর্জ্জনে লোক বিনষ্ট হই-
  তেছে।
১৭ তোমার হস্ত তোমার দক্ষিণ হস্তের মনুষ্যের
  উপরে,
 তোমার নিমিত্ত সবলীকৃত মনুষ্যপুত্রের
  উপরে থাকুক।
১৮ তাহাতে আমরা তোমা হইতে ফিরিয়া যাইব
  না;
 তুমি আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর, আমরা
  তোমার নামে ডাকিব।
১৯ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমা-
  দিগকে ফিরাও;
 তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, তাহাতে আমরা
  পরিত্রাণ পাইব।

৮১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ। আসফের।

১ তোমরা আমাদের বলস্বরূপ ঈশ্বরের
  উদ্দেশে আনন্দধ্বনি কর,
 যাকোবের ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।
২ ধর সঙ্গীত, বাজাও ডম্ফ,
 বাজাও নেবল সহকারে মনোহর বীণা।

* (বা) তোমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা রোপিত চারার, ও তোমার নিমিত্ত সবলীকৃত শাখার তত্ত্ব কর।

৩ বাজাও তূরী অমাবস্যায়,
বাজাও পূর্ণিমায়, আমাদের উৎসব দিনে।
৪ কেননা তাহা ইস্রায়েলের বিধি,
যাকোবের ঈশ্বরের শাসন।
৫ তিনি যোষেফের মধ্যে এই সাক্ষ্য স্থাপন করিলেন,
যখন তিনি মিসর দেশের বিরুদ্ধে বাহির হন ;
আমি এক বাণী শুনিলাম, যাহা জানিতাম না। *
৬ 'আমি উহার স্কন্ধকে ভারমুক্ত করিলাম,
উহার হস্ত ঝুড়ি হইতে নিষ্কৃতি পাইল।
৭ তুমি সঙ্কটে ডাকিলে আমি তোমাকে উদ্ধার করিলাম ;
আমি মেঘনাদের অন্তরালে তোমাকে উত্তর দিলাম,
মরীবার জলসমীপে তোমার পরীক্ষা করিলাম। সেলা।
৮ হে আমার প্রজালোক, শুন, আমি তোমার কাছে সাক্ষ্য দিব ;
হে ইস্রায়েল, তুমি যদি আমার কথা শুন!
৯ তোমার মধ্যে বিদেশীয় কোন দেবতা থাকিবে না।
তুমি কোন বিজাতীয় দেবতার কাছে প্রণিপাত করিবে না।
১০ আমিই সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর,
আমি তোমাকে মিসর দেশ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছি,
তোমার মুখ খুলিয়া বিস্তার কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব।
১১ কিন্তু আমার প্রজাগণ আমার রব শুনিল না,
ইস্রায়েল আমাকে চাহিল না।
১২ তাই আমি তাহাদিগকে তাহাদের হৃদয়ের কঠিনতায় ছাড়িয়া দিলাম ;
তাহারা আপনাদের মন্ত্রণায় চলিল।
১৩ আহা, যদি আমার প্রজাগণ আমার কথা শুনে,
যদি ইস্রায়েল আমার পথে চলে!
১৪ তাহা হইলে আমি তাহাদের শত্রুগণকে ত্বরায় দমন করিব,
তাহাদের বিপক্ষগণের প্রতিকূলে আপন হস্ত ফিরাইব।
১৫ সদাপ্রভুর বিদ্বেষিগণ তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিবে ;
কিন্তু ইহাদের সময় চিরকাল থাকিবে।
১৬ তিনি ইহাদিগকে সুগোধূম ভোজন করাইবেন ;
আমি শৈলস্থ মধু দ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করিব।'

৮২ আসফের সঙ্গীত।

১ ঈশ্বর ঈশ্বরের মণ্ডলীতে দণ্ডায়মান,
তিনি ঈশ্বরদের মধ্যে বিচার করেন।
২ তোমরা কতকাল অন্যায় বিচার করিবে,
ও দুষ্টলোকদের মুখাপেক্ষা করিবে? সেলা।
৩ দীনহীন ও পিতৃহীন লোকদের বিচার কর ;
দুঃখী ও অকিঞ্চনদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার কর।
৪ দীনহীন ও দরিদ্রকে নিস্তার কর ;
দুষ্ট লোকদের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর।
৫ উহারা জানে না, বুঝে না,
উহারা অন্ধকারে যাতায়াত করে ;
পৃথিবীর সমস্ত ভিত্তিমূল টলটলায়মান হইতেছে।
৬ আমিই বলিয়াছি, তোমরা ঈশ্বর,
তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান ;
৭ কিন্তু তোমরা মনুষ্যের ন্যায় মরিবে,

* (বা) আমি এক বাণী শুনিতেছি, যাহা জানি না।

এক জন অধ্যক্ষের ন্যায় পতিত হইবে।
৮ হে ঈশ্বর, উঠ, পৃথিবীর বিচার কর ;
কারণ তুমিই সমস্ত জাতিকে অধিকার করিবে।

৮৩ । আসফের সঙ্গীত।

১ হে ঈশ্বর, মৌনী থাকিও না ;
হে ঈশ্বর, নীরব ও নিস্তব্ধ হইও না।
২ কেননা, দেখ, তোমার শত্রুগণ গর্জ্জন করিতেছে,
তোমার বিদ্বেষিগণ মস্তক তুলিয়াছে।
৩ তাহারা তোমার প্রজাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে,
তোমার লুক্কায়িতগণের বিরুদ্ধে পরস্পর পরামর্শ আঁটিতেছে।
৪ তাহারা বলিয়াছে, আইস, আমরা উহাদিগকে উচ্ছিন্ন করি, আর জাতি থাকিতে না দিই,
যেন ইস্রায়েলের নাম আর স্মরণে না থাকে।
৫ কারণ তাহারা একচিত্তে মন্ত্রণা করিয়াছে ;
তাহারা তোমার বিরুদ্ধে নিয়ম স্থাপন করে।
৬ ইদোমের তাম্বু সকল ও ইশ্মায়েলীয়গণ,
মোয়াব ও হাগারীয়গণ,
৭ গবাল, অম্মোন ও অমালেক,
সোর-বাসীদের সহিত পলেষ্টীয়া ;
৮ অশূরিয়াও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে,
তাহারা লোট-সন্তানগণের বাহু হইয়াছে। সেলা।
৯ ইহাদের প্রতি তদ্রূপ কর, যেরূপ মিদিয়নের প্রতি করিয়াছিলে,
কীশোন নদীতে যেরূপ সীষরার ও যাবীনের প্রতি করিয়াছিলে ;
১০ তাহারা ঐন্‌দোরে বিনষ্ট হইল,
ভূমির উপরে সারস্বরূপ হইল।
১১ তুমি ইহাদের প্রধানবর্গকে ওরেব ও সেবের সমান কর,
ইহাদের অধিপতি সকলকে সেবহ ও সল্‌মুন্নের সমান কর।
১২ ইহারা বলিয়াছে, আইস, আমরা অধিকার করিয়া লই
আপনাদের জন্য ঈশ্বরের নিবাস সকল।
১৩ হে আমার ঈশ্বর, তুমি ইহাদিগকে ঘূর্ণায়মান ধূলির ন্যায় কর,
বায়ুর সম্মুখস্থ নাড়ার ন্যায় কর।
১৪ যেমন দাবানল বন দগ্ধ করে,
যেমন অগ্নিশিখা পর্ব্বতরাজি লেহন করে ;
১৫ তদ্রূপ তুমি ইহাদিগকে তোমার ঝটিকায় তাড়না কর,
তোমার প্রচণ্ড বাত্যায় বিহ্বল কর।
১৬ তুমি ইহাদের মুখ লজ্জায় পরিপূর্ণ কর,
যেন, হে সদাপ্রভু, ইহারা তোমার নামের অন্বেষণ করে।
১৭ ইহারা চিরতরে লজ্জিত ও বিহ্বল হউক,
ইহারা হতাশ ও বিনষ্ট হউক ;
১৮ আর জানুক যে তুমি, যাঁহার নাম সদাপ্রভু,
একা তুমিই সমস্ত পৃথিবীর উপরে পরাৎপর।

৮৪ প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

১ হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু,
তোমার আবাস কেমন প্রিয়!
২ আমার প্রাণ সদাপ্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, এমন কি, মূর্চ্ছিত হয়,
আমার হৃদয় ও আমার মাংস জীবন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চধ্বনি করে।
৩ সত্য, চটকপক্ষী এক কুলায় পাইয়াছে,
খঞ্জনপক্ষী নিজ শাবক রাখিবার এক বাসা পাইয়াছে ;

তোমার বেদিই সেই স্থান, হে বাহিনী-
গণের সদাপ্রভু,
আমার রাজন, আমার ঈশ্বর।
৪ ধন্য তাহারা, যাহারা তোমার গৃহে বাস করে,
তাহারা সতত তোমার প্রশংসা করিবে।
সেলা।
৫ ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার বল তোমাতে,
[সিয়োনগামী] রাজপথ যাহার হৃদয়ে
রহিয়াছে।
৬ তাহারা ক্রন্দনের তলভূমি দিয়া গমন
করিয়া তাহা উৎসে পরিণত করে;
প্রথম বৃষ্টি তাহা বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করে।
৭ তাহারা উত্তর উত্তর বলবান হইয়া অগ্র-
সর হয়,
প্রত্যেকে সিয়োনে ঈশ্বরের কাছে দেখা
দেয়।
৮ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমার
প্রার্থনা শুন;
হে যাকোবের ঈশ্বর, কর্ণপাত কর। সেলা।
৯ দেখ, হে ঈশ্বর, আমাদের ঢাল,
দৃষ্টিপাত কর তোমার অভিষিক্ত লোকের
মুখের প্রতি।
১০ কেননা তোমার প্রাঙ্গণে এক দিনও সহস্র
দিন অপেক্ষা উত্তম;
বরং আমার ঈশ্বরের গৃহের গোবরাটে
দাঁড়াইয়া থাকা আমার বাঞ্ছনীয়,
তবু দুষ্টতার তাম্বুতে বাস করা বাঞ্ছনীয়
নয়।
১১ কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর সূর্য্য ও ঢাল;
সদাপ্রভু অনুগ্রহ ও প্রতাপ প্রদান করেন;
যাহারা সিদ্ধতায় চলে, তিনি তাহাদের
মঙ্গল করিতে অস্বীকার করিবেন না।
১২ হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু,
ধন্য সেই ব্যক্তি, যে তোমার উপরে
নির্ভর করে।

৮৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, তুমি তোমার দেশের প্রতি
প্রসন্ন হইয়াছ,
তুমি যাকোবের বন্দিদশা ফিরাইয়াছ।
২ তুমি আপন প্রজাদের অপরাধ ক্ষমা করি-
য়াছ,
তুমি তাহাদের সমস্ত পাপ আচ্ছাদন করি-
য়াছ। সেলা।
৩ তুমি তোমার সমস্ত ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছ,
তুমি আপন কোপের চণ্ডতা হইতে ফিরি-
য়াছ।
৪ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদিগকে
ফিরাও,
আমাদের প্রতি তোমার অসন্তোষ নিবৃত্ত
কর।
৫ আমাদের উপরে কি চিরকাল ক্রুদ্ধ
থাকিবে?
তুমি কি পুরুষে পুরুষে কোপ রাখিবে?
৬ তুমিই কি আবার আমাদিগকে সঞ্জীবিত
করিবে না,
যেন তোমার প্রজাগণ তোমাতে আনন্দ
করে?
৭ হে সদাপ্রভু, তোমার দয়া আমাদিগকে
দেখাও,
আর তোমার পরিত্রাণ আমাদিগকে প্রদান
কর।

৮ ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহা বলিবেন, আমি তাহা
শুনিব;
কেননা তিনি আপন প্রজাদের, আপন
সাধুগণের কাছে শান্তির কথা বলিবেন;
কিন্তু তাহারা পুনর্ব্বার মূর্খতায় না ফিরুক।
৯ সত্যই তাঁহার পরিত্রাণ তাহাদেরই নিকট-
বর্ত্তী, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে,

যেন আমাদের দেশে গৌরব বাস করিতে পায়।
১০ দয়া ও সত্য পরস্পর মিলিল,
ধার্ম্মিকতা ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল।
১১ ভূমি হইতে সত্যের অঙ্কুর উঠে,
স্বর্গ হইতে ধার্ম্মিকতা হেঁট হইয়া দৃষ্টিপাত করিয়াছে।
১২ নিশ্চয় সদাপ্রভু মঙ্গল প্রদান করিবেন,
আর আমাদের দেশ ফল প্রদান করিবে।
১৩ ধার্ম্মিকতা তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিবে,
তাঁহার পদচিহ্নকে মার্গস্বরূপ করিবে।

৮৬

দায়ূদের প্রার্থনা।

১ হে সদাপ্রভু, কর্ণপাত কর, আমাকে উত্তর দেও,
কেননা আমি দুঃখী ও দরিদ্র।
২ আমার প্রাণ রক্ষা কর, কেননা আমি সাধু* ;
হে আমার ঈশ্বর, তোমাতে বিশ্বাসকারী তোমার দাসকে তুমিই ত্রাণ কর।
৩ হে প্রভু, আমার প্রতি কৃপা কর,
কেননা আমি সমস্ত দিন তোমাকে ডাকি।
৪ নিজ দাসের প্রাণ আনন্দিত কর,
কেননা, হে প্রভু, আমি তোমার উদ্দেশে আমার প্রাণ উত্তোলন করি।
৫ কারণ, হে প্রভু, তুমি মঙ্গলময় ও ক্ষমাবান্,
এবং যাহারা তোমাকে ডাকে, তুমি সেই সকলের পক্ষে দয়াতে মহান্।
৬ হে সদাপ্রভু, আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর,
আমার বিনতির রবে অবধান কর।
৭ সঙ্কটের দিনে আমি তোমাকে ডাকিব,
কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিবে।
৮ হে প্রভু, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই,
তোমার কর্ম্ম সকলের তুল্য কিছুই নাই।

* (বা) [তোমার] প্রিয় পাত্র।

৯ হে প্রভু, তোমার বিরচিত সর্ব্বজাতি আসিয়া তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করিবে,
তাহারা তোমার নামের গৌরব করিবে।
১০ কারণ তুমি মহান্ এবং আশ্চর্য্য-কার্য্যকারী ;
তুমিই একমাত্র ঈশ্বর।
১১ হে সদাপ্রভু, তোমার পথ আমাকে শিক্ষা দেও, আমি তোমার সত্যে চলিব ;
তোমার নাম ভয় করিতে আমার চিত্তকে একাগ্র কর।
১২ হে প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিব,
আমি চিরকাল তোমার নামের গৌরব করিব।
১৩ কেননা আমার পক্ষে তোমার দয়া মহৎ,
এবং তুমি অধঃস্থ পাতাল হইতে আমার প্রাণ উদ্ধার করিয়াছ।
১৪ হে ঈশ্বর, অহঙ্কারিগণ আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছে,
দুর্দ্দান্ত লোকদের মণ্ডলী আমার প্রাণের অন্বেষণ করিতেছে,
তাহারা তোমাকে আপনাদের সম্মুখে রাখে নাই।
১৫ কিন্তু, হে প্রভু, তুমি স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর,
ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্।
১৬ আমার প্রতি ফির, এবং আমাকে কৃপা কর,
তোমার দাসকে তোমার শক্তি দেও,
তোমার দাসীর পুত্রকে ত্রাণ কর।
১৭ আমার জন্য মঙ্গলের কোন চিহ্ন-কার্য্য সাধন কর,
যেন আমার বিদ্বেষিগণ তাহা দেখিয়া লজ্জা পায়,
কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমিই আমার সাহায্য করিয়াছ, ও আমাকে সান্ত্বনা করিয়াছ।

৮৭ কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত। গীত।

১ তাঁহার ভিত্তিমূল পবিত্র পর্ব্বত-শ্রেণীতে অবস্থিত।
২ সদাপ্রভু সিয়োনের পুরদ্বার সকল ভালবাসেন,
যাকোবের সমুদয় আবাস অপেক্ষা ভালবাসেন।
৩ হে ঈশ্বরের পুরি,
তোমার বিষয়ে বিবিধ গৌরবের কথা কথিত হয়। সেলা।
৪ যাহারা আমাকে জানে, তাহাদের মধ্যে আমি রহবের * ও বাবিলের উল্লেখ করিব;
দেখ, পলেষ্টিয়া, সোর ও কূশ;
এই ব্যক্তি তথায় জন্মিল।
৫ আর সিয়োনের বিষয়ে বলা যাইবে,
এই ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি উহার মধ্যে জন্মিল,
এবং পরাৎপর আপনি উহা অটল করিবেন।
৬ সদাপ্রভু যখন জাতিগণের নাম লিখেন, তখন গণনা করিলেন,
এই ব্যক্তি তথায় জন্মিল। সেলা।
৭ গায়কগণ ও নর্ত্তকগণ [বলিবে],
আমার সমস্ত উৎসই তোমার মধ্যে।

৮৮ গীত। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, মহলৎ-লিয়ান্নোৎ। ইষ্রাহীয় হেমনের মস্কীল।

১ হে সদাপ্রভু, আমার ত্রাণেশ্বর,
আমি দিবসে ও রাত্রিতে তোমার সম্মুখে ক্রন্দন করিয়াছি।
২ আমার প্রার্থনা তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত হউক;
আমার কাকূক্তিতে কর্ণপাত কর।

* (বা) মিসর দেশের।

৩ কেননা আমার প্রাণ দুঃখে পরিপূর্ণ,
আমার জীবন পাতালের নিকটবর্ত্তী।
৪ আমি গর্ত্তগামীদের সহিত গণিত,
আমি নিঃশক্তি মনুষ্যের সমান হইয়াছি।
৫ আমি মৃতগণের মধ্যে পরিত্যক্ত,
আমি কবরশায়ী নিহতদের সদৃশ,
যাহাদিগকে তুমি আর স্মরণ কর না;
তাহারা তোমার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।
৬ তুমি আমাকে নীচতম গর্ত্তে রাখিয়াছ,
অন্ধকারে ও গভীর স্থানে রাখিয়াছ।
৭ আমার উপরে তোমার ক্রোধ চাপিয়া আছে,
তুমি আপনার সমস্ত তরঙ্গ দ্বারা আমাকে দুঃখার্ত্ত করিয়াছ। সেলা।
৮ তুমি আমার আত্মীয়দিগকে আমা হইতে দূরে রাখিয়াছ,
তাহাদের কাছে আমাকে নিতান্ত ঘৃণার্হ করিয়াছ;
আমি অবরুদ্ধ, বাহিরে আসিতে পারি না।
৯ আমার চক্ষু দুঃখে নিস্তেজ হইয়াছে,
আমি প্রতিদিন তোমাকে ডাকিয়াছি, হে সদাপ্রভু,
তোমার দিকে অঞ্জলি প্রসারণ করিয়াছি।
১০ তুমি কি মৃতগণের পক্ষে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবে?
প্রেতগণ কি উঠিয়া তোমার স্তবগান করিবে? সেলা।
১১ কবরের মধ্যে কি তোমার দয়া,
বিনাশস্থানে কি তোমার বিশ্বস্ততা প্রচারিত হইবে?
১২ অন্ধকারে কি তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া,
বিস্মৃতির দেশে কি তোমার ধর্ম্মশীলতা জানা যাইবে?
১৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, আমি তোমার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিয়াছি,

প্রাতে আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখবর্ত্তী
হইবে।
১৪ হে সদাপ্রভু, তুমি কেন আমার প্রাণকে
পরিত্যাগ করিতেছ ?
আমা হইতে কেন তোমার মুখ লুকাইতেছ ?
১৫ বাল্যকাল হইতে আমি দুঃখী ও মৃতকল্প ;
আমি তোমার ত্রাসভারে সঙ্কুচিত।
১৬ তোমার কোপাগ্নি আমার উপর দিয়া
গিয়াছে ;
তোমার ত্রাস আমাকে উচ্ছেদ করিয়াছে।
১৭ তাহা সমস্ত দিন জলের ন্যায় আমাকে
ঘেরিয়াছে ;
তাহা একসঙ্গে আমাকে বেষ্টন করিয়াছে।
১৮ তুমি প্রেমিক ও সুহৃৎকে আমা হইতে
দূর করিয়াছ ;
অন্ধকারই আমার জ্ঞাতিকুটুম্ব।

৮৯

ইস্রাহীয় এথনের মস্কীল।

১ আমি চিরকাল সদাপ্রভুর বহুবিধ দয়া
গাহিব,
আমি নিজ মুখে তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষ-
পরম্পরার কাছে ব্যক্ত করিব।
২ কারণ আমি বলিয়াছি, দয়া চিরতরে
সংগ্রথিত হইবে,
তুমি আপন বিশ্বস্ততাকে স্বর্গেই সংস্থাপন
করিবে।

৩ 'আমি আপন মনোনীত লোকের সহিত
নিয়ম করিয়াছি,
নিজ দাস দায়ূদের কাছে এই শপথ
করিয়াছি ;
৪ আমি তোমার বংশকে চিরতরে সংস্থাপন
করিব,
পুরুষে পুরুষে তোমার সিংহাসন গাঁথিব।'
সেলা।
৫ হে সদাপ্রভু, স্বর্গ তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার,
পবিত্রগণের সমাজে তোমার বিশ্বস্ততারও
প্রশংসা করিবে।
৬ কেননা আকাশে সদাপ্রভুর সহিত কে
উপমা ধরিতে পারে ?
বীর-পুত্রদের* মধ্যেই বা কে সদাপ্রভুর
তুল্য ?
৭ ঈশ্বর পবিত্রগণের সভাতে প্রবল পরা-
ক্রমশালী,
আপনার চতুর্দ্দিক্‌স্থ সকলের উপরে ভয়া-
বহ।
৮ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর!
হে যাঃ, তোমার তুল্য বিক্রমী কে ?
আর তোমার বিশ্বস্ততা তোমার চারিদিকে
বিদ্যমান।
৯ তুমিই সাগর-দর্পের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছ,
তাহার তরঙ্গমালা উঠিলে তুমি তাহা
প্রশান্ত করিয়া থাক।
১০ তুমিই রহবকে† চূর্ণ করিয়া হত ব্যক্তির
সমান করিয়াছ,
তুমি নিজ বলবন্ত বাহু দ্বারা তোমার শত্রু-
গণকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ।
১১ আকাশমণ্ডল তোমার, পৃথিবীও তোমার ;
জগৎ ও তাহার সমস্ত বস্তু তোমারই
সংস্থাপিত।
১২ তুমিই উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সৃষ্টি করি-
য়াছ ;
তাবোর ও হর্ম্মোণ তোমার নামে আনন্দ-
ধ্বনি করে।
১৩ তোমার বাহু পরাক্রমবিশিষ্ট,
তোমার হস্ত শক্তিমান্, তোমার দক্ষিণ
হস্ত উচ্চ।
১৪ ধর্ম্মশীলতা ও ন্যায়বিচার তোমার সিংহা-
সনের ভিত্তিমূল ;

---

* (বা) ঈশ্বরের পুত্রদের।
† (বা) মিসর দেশকে।

দয়া ও সত্য তোমার শ্রীমুখের অগ্রগামী।
১৫ ধন্য সেই প্রজারা, যাহারা সেই আনন্দ-ধ্বনি জানে,
হে সদাপ্রভু, তাহারা তোমার মুখের দীপ্তিতে গমনাগমন করে।
১৬ তাহারা সমস্ত দিন তোমার নামে উল্লাস করে,
তাহারা তোমার ধর্ম্মশীলতায় উন্নত হয় ;
১৭ যেহেতু তুমিই তাহাদের বলের শোভা,
আর তোমার অনুগ্রহে আমাদের শৃঙ্গ উন্নত হইবে।
১৮ কেননা আমাদের ঢাল সদাপ্রভুর,
আমাদের রাজা ইস্রায়েলের পবিত্রতমের।

১৯ একদা তুমি নিজ সাধুকে দর্শন দিয়া কথা কহিয়াছিলে,
বলিয়াছিলে, আমি সাহায্য করিবার ভার এক জন বীরকে সমর্পণ করিয়াছি,
আমি প্রজাদের মধ্যে মনোনীত এক জনকে উন্নত করিয়াছি।
২০ আমার দাস দায়ূদকেই পাইয়াছি,
আমার পবিত্র তৈলে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি।
২১ আমার হস্ত তাহার দৃঢ় সহায় হইবে,
আমার বাহু তাহাকে বলবান করিবে।
২২ শত্রু তাহার প্রতি উপদ্রব করিতে পারিবে না,
দুষ্টতার সন্তান তাহাকে দুঃখ দিতে পারিবে না।
২৩ আমি তাহার বিপক্ষগণকে তাহার সম্মুখে চূর্ণ করিব,
তাহার বিদ্বেষিগণকে আঘাত করিব।
২৪ কিন্তু আমার বিশ্বস্ততা ও দয়া তাহার সহিত থাকিবে,
আমার নামে তাহার শৃঙ্গ উন্নত হইবে।
২৫ আর আমি স্থাপন করিব তাহার হস্ত সমুদ্রের উপরে,
তাহার দক্ষিণ হস্ত নদীগণের উপরে।
২৬ সে আমাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি আমার পিতা,
আমার ঈশ্বর, ও আমার পরিত্রাণের শৈল।
২৭ আবার আমি তাহাকে প্রথমজাত করিব,
পৃথিবীর রাজগণ হইতে সর্ব্বোচ্চ করিয়া নিযুক্ত করিব।
২৮ আমি তাহার পক্ষে আমার দয়া চিরকাল রক্ষা করিব,
আমার নিয়ম তাহার পক্ষে স্থির থাকিবে।
২৯ আমি তাহার বংশকে নিত্যস্থায়ী করিব,
তাহার সিংহাসন আকাশের আয়ুর ন্যায় করিব।
৩০ তাহার সন্তানেরা যদি আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করে,
ও আমার শাসনানুসারে না চলে ;
৩১ যদি আমার বিধি সকল লঙ্ঘন করে,
ও আমার আজ্ঞা সকল পালন না করে ;
৩২ তবে আমি অপরাধের জন্য দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি দিব,
অধর্ম্মের জন্য নানা প্রকারে আঘাত করিব ;
৩৩ তথাপি তাহা হইতে আমার দয়া হরণ করিব না,
আমার বিশ্বস্ততায় মিথ্যা বলিব না।
৩৪ আমি আমার নিয়ম ব্যর্থ করিব না,
আমার ওষ্ঠনির্গত বাক্য অন্যথা করিব না।
৩৫ আমি আমার পবিত্রতায় এক বার শপথ করিয়াছি,
দায়ূদের নিকটে কখনও মিথ্যা বলিব না।
৩৬ তাহার বংশ চিরকাল থাকিবে,
তাহার সিংহাসন আমার সাক্ষাতে সূর্য্যের ন্যায় হইবে।

৩৭ তাহা চন্দ্রের ন্যায় চিরকাল অটল থাকিবে ;
আর গগনস্থ সাক্ষী বিশ্বস্ত। সেলা।

৩৮ কিন্তু তুমিই পরিত্যাগ ও অগ্রাহ্য করিয়াছ,
আপন অভিষিক্ত লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ।

৩৯ তুমি আপন দাসের নিয়ম ঘৃণা করিয়াছ,
তাঁহার মুকুট ভূমিতে ফেলিয়া অশুচি করিয়াছ।

৪০ তুমি তাঁহার সমস্ত বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ,
তাঁহার দুর্গ সকল উৎসন্ন করিয়াছ।

৪১ পথিকেরা সকলে তাঁহার দ্রব্য লুট করে ;
তিনি প্রতিবাসীদের তিরস্কারের পাত্র হইয়াছেন।

৪২ তুমি তাঁহার বিপক্ষগণের দক্ষিণ হস্ত উচ্চ করিয়াছ,
তাঁহার সমস্ত শত্রুকে আনন্দিত করিয়াছ।

৪৩ হাঁ, তুমি তাঁহার খড়্গের ধার ফিরাইয়া দিয়াছ,
সংগ্রামে তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেও নাই।

৪৪ তুমি তাঁহাকে তেজোহীন করিয়াছ,
তাঁহার সিংহাসন ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছ।

৪৫ তুমি তাঁহার যৌবনকাল সংক্ষেপ করিয়াছ।
লজ্জায় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছ। সেলা।

৪৬ হে সদাপ্রভু, কত কাল নিত্য লুক্কায়িত থাকিবে ?
কত কাল তোমার কোপ অগ্নিবৎ জ্বলিবে ?

৪৭ স্মরণ কর, আমি কেমন ক্ষণিক ;
তুমি মনুষ্যসন্তান সকলকে কেমন অলীকতার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছ!

৪৮ কোন্ মনুষ্য জীবিত থাকিবে, মৃত্যু দেখিবে না,
কে পাতালের হস্ত হইতে আপন প্রাণ মুক্ত করিবে ? সেলা।

৪৯ হে প্রভু, তোমার সেই পূর্ব্বকালীন বিবিধ দয়া কোথায় ?
তুমি ত আপন বিশ্বস্ততায় দায়ূদের পক্ষে শপথ করিয়াছিলে।

৫০ হে প্রভু, তোমার দাসগণের প্রতি কৃত তিরস্কার স্মরণ কর,
আমি বলবান জাতিসমূহের [তিরস্কার] নিজ বক্ষঃস্থলে বহন করি।

৫১ হে সদাপ্রভু, তোমার শত্রুগণ তিরস্কার করিয়াছে,
তোমার অভিষিক্ত লোকের পদচিহ্নকে তিরস্কার করিয়াছে।

৫২ ধন্য সদাপ্রভু, চিরকালের জন্য!
আমেন, আমেন।

চতুর্থ খণ্ড

৯০ ঈশ্বরের লোক মোশির প্রার্থনা।

১ হে প্রভু, তুমিই আমাদের বাসস্থান হইয়া আসিতেছ,
পুরুষে পুরুষে হইয়া আসিতেছ।

২ পর্ব্বতগণের জন্ম হইবার পূর্ব্বে,
তুমি পৃথিবী ও জগৎকে জন্ম দিবার পূর্ব্বে,
এমন কি, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল তুমিই ঈশ্বর।

৩ তুমি মর্ত্ত্যকে ধূলিতে ফিরাইয়া থাক,
বলিয়া থাক, মনুষ্য-সন্তানেরা, ফিরিয়া যাও।

৪ কেননা সহস্র বৎসর তোমার দৃষ্টিতে

যেন গত কল্য, তাহা ত চলিয়া গিয়াছে,
আর যেন রাত্রির এক প্রহরমাত্র।
৫ তুমি তাহাদিগকে যেন বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছ, তাহারা স্বপ্নবৎ ;
প্রাতঃকালে তাহারা তৃণের ন্যায়, যাহা বাড়িয়া উঠে।
৬ প্রাতঃকালে তৃণ পুষ্পিত হয়, ও বাড়িয়া উঠে,
সায়ংকালে ছিন্ন হইয়া শুষ্ক হয়।
৭ কেননা তোমার ক্রোধে আমরা ক্ষয় পাই,
তোমার কোপে আমরা বিহ্বল হই।
৮ তুমি রাখিয়াছ আমাদের অপরাধ সকল তোমার সাক্ষাতে,
আমাদের গুপ্ত বিষয় সকল তোমার মুখের দীপ্তিতে।
৯ কেননা তোমার ক্রোধে আমাদের সকল দিন বহিয়া যায়,
আমরা আপন আপন বৎসর শ্বাসবৎ শেষ করি।
১০ আমাদের আয়ুর পরিমাণ সত্তর বৎসর ;
বলযুক্ত হইলে আশী বৎসর হইতে পারে ;
তথাপি তাহাদের দর্প ক্লেশ ও দুঃখমাত্র,
কেননা তাহা বেগে পলায়ন করে, এবং আমরা উড়িয়া যাই।
১১ তোমার কোপের বল কে বুঝে ?
তোমার ভয়াবহতার অনুরূপ ক্রোধ কে বুঝে ?
১২ এরূপে আমাদের দিন গণনা করিতে শিক্ষা দেও,
যেন আমরা প্রজ্ঞার চিত্ত লাভ করি।
১৩ হে সদাপ্রভু, ফির, কত কাল ?
তোমার দাসগণের প্রতি সদয় হও।
১৪ প্রত্যূষে আমাদিগকে তোমার দয়াতে তৃপ্ত কর,
যেন আমরা যাবজ্জীবন আনন্দ ও আহ্লাদ করি।
১৫ যত দিন তুমি আমাদিগকে দুঃখ দিয়াছ,
যত বৎসর আমরা বিপদ দেখিয়াছি,
তদনুসারে আমাদিগকে আনন্দিত কর।
১৬ তোমার দাসগণের কাছে তোমার কর্ম্ম,
তাহাদের সন্তানদের উপরে তোমার প্রতাপ দৃষ্ট হউক।
১৭ আর আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রসন্নভাব আমাদের উপরে বর্ত্তুক ;
আর তুমি আমাদের পক্ষে আমাদের হস্তের কর্ম্ম স্থায়ী কর,
আমাদের হস্তের কর্ম্ম তুমি স্থায়ী কর।

৯১

১ যে ব্যক্তি পরাৎপরের অন্তরালে থাকে,
সে সর্ব্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে।
২ আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব, 'তিনি আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ,
আমার ঈশ্বর, আমি তাঁহাতে নির্ভর করিব'।

৩ হাঁ, তিনিই তোমাকে ব্যাধের ফাঁদ হইতে,
ও সর্ব্বনাশক মারী হইতে রক্ষা করিবেন।
৪ তিনি আপন পালখে তোমাকে আবৃত করিবেন,
তাঁহার পক্ষের নীচে তুমি আশ্রয় পাইবে ;
তাঁহার সত্য ঢাল ও তনুত্রাণস্বরূপ।
৫ তুমি ভীত হইবে না—রাত্রির ত্রাস হইতে,
দিবসে উড্ডীয়মান শর হইতে,
৬ তিমির-বিহারী মারী হইতে,
মধ্যাহ্নের সাংঘাতিক ব্যাধি হইতে।
৭ পড়িবে তোমার পার্শ্বে সহস্র জন,
তোমার দক্ষিণে দশ সহস্র জন,
কিন্তু উহা তোমার নিকটে আসিবে না।

৮ তুমি কেবল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবে,
দুষ্টগণের প্রতিফল দেখিবে।

৯ 'হাঁ, সদাপ্রভু, তুমিই আমার আশ্রয়'।

তুমি পরাৎপরকে আপনার বাসস্থান করিয়াছ ;
১০ তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না,
কোন উৎপাত তোমার তাম্বুর নিকটে আসিবে না।
১১ কারণ তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন,
যেন তাঁহারা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন।
১২ তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন,
পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।
১৩ তুমি সিংহ ও সর্পের উপর পা দিবে,
তুমি যুবসিংহ ও নাগকে পদতলে দলিবে।

১৪ 'সে আমাতে আসক্ত, তজ্জন্য আমি তাহাকে বাঁচাইব ;
আমি তাহাকে উচ্চে স্থাপন করিব, কারণ সে আমার নাম জ্ঞাত হইয়াছে।
১৫ সে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহাকে উত্তর দিব ;
আমি সঙ্কটে তাহার সঙ্গে থাকিব ;
আমি তাহাকে উদ্ধার করিব, গৌরবান্বিতও করিব।
১৬ আমি দীর্ঘ আয়ু দিয়া তাহাকে তৃপ্ত করিব,
আমার পরিত্রাণ তাহাকে দেখাইব।'

৯২

সঙ্গীত। বিশ্রামবার-নিমিত্তক গীত।

১ সদাপ্রভুর স্তব করা ;
হে পরাৎপর, তোমার নামের উদ্দেশে সঙ্গীত করা উত্তম ;
২ প্রাতঃকালে তোমার দয়া,
ও প্রতিরাত্রে তোমার বিশ্বস্ততা প্রচার করা উত্তম,
৩ দশতন্ত্রী ও নেবলযন্ত্র সহকারে,
গম্ভীর বীণা-ধ্বনি সহকারে।
৪ কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমি আপন কার্য্য দ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করিয়াছ ;
আমি তোমার হস্তকৃত কার্য্য সকলে জয়ধ্বনি করিব।
৫ সদাপ্রভু, তোমার কার্য্য সকল কেমন মহৎ।
তোমার সঙ্কল্প সকল অতি গভীর।
৬ নরপশু জানে না,
নির্ব্বোধ ইহা বুঝে না।
৭ দুষ্টগণ যখন তৃণের ন্যায় অঙ্কুরিত হয়,
অধর্ম্মাচারী সকলে যখন প্রফুল্ল হয়,
তখন তাহাদের চির-বিনাশের জন্য সেইরূপ হয়।
৮ কিন্তু, সদাপ্রভু, তুমি অনন্তকাল ঊর্দ্ধবাসী।
৯ কেননা, দেখ, তোমার শত্রুগণ, হে সদাপ্রভু,
দেখ, তোমার শত্রুগণ বিনষ্ট হইবে ;
অধর্ম্মাচারীরা সকলে ছিন্নভিন্ন হইবে।
১০ কিন্তু তুমি আমার শৃঙ্গ গবয়ের শৃঙ্গবৎ উন্নত করিয়াছ ;
আমি নব তৈলে অভিষিক্ত হইয়াছি।
১১ আর আমার চক্ষু আমার শত্রুদের দশা নিরীক্ষণ করিয়াছে ;
আমার কর্ণ আমার বিরোধী দুরাচারগণের দশা শুনিতে পাইয়াছে।
১২ ধার্ম্মিক লোক তালতরুর ন্যায় উৎফুল্ল হইবে,
সে লিবানোনের এরস বৃক্ষের ন্যায় বাড়িবে।
১৩ যাহারা সদাপ্রভুর বাটীতে রোপিত,
তাহারা আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে উৎফুল্ল হইবে।

১৪ তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও ফল উৎপন্ন করিবে,
তাহারা সরস ও তেজস্বী হইবে;
১৫ তদ্দারা প্রচারিত হইবে যে, সদাপ্রভু সরল;
তিনি আমার শৈল, এবং তাঁহাতে অন্যায় নাই।

৯৩

১ সদাপ্রভু রাজত্ব করেন; তিনি মহিমাতে সজ্জিত;
সদাপ্রভু সজ্জিত, তিনি পরাক্রমে বদ্ধকটি;
আর জগৎও অটল, তাহা বিচলিত হইবে না।
২ তোমার সিংহাসন পূর্ব্বাবধি অটল;
অনাদিকাল হইতে তুমি বিদ্যমান।
৩ নদী সকল উঠাইয়াছে, হে সদাপ্রভু,
নদী সকল আপন আপন ধ্বনি উঠাইয়াছে,
নদী সকল আপন আপন তরঙ্গ উঠাইতেছে।
৪ জলসমূহের কল্লোলধ্বনি অপেক্ষা,
সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গমালা অপেক্ষা,
ঊর্দ্ধস্থ সদাপ্রভু বলবান।
৫ তোমার সাক্ষ্য সকল অতি বিশ্বাসযোগ্য
হে সদাপ্রভু, চিরদিনের জন্য
পবিত্রতা তোমার গৃহের শোভা।

৯৪

১ হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর সদাপ্রভু,
হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, দেদীপ্যমান হও।
২ উঠ, হে পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা,
অহঙ্কারী লোকদিগকে অপকারের প্রতিফল দেও।
৩ দুষ্টগণ কত কাল, হে সদাপ্রভু,
দুষ্টগণ কত কাল উল্লাস করিবে?
৪ তাহারা বক বক করিতেছে, সগর্ব্বে কথা কহিতেছে,
অধর্ম্মাচারী সকলে আত্মশ্লাঘা করিতেছে।
৫ হে সদাপ্রভু, তোমার প্রজাদিগকেই তাহারা চূর্ণ করিতেছে,
তোমার অধিকারকে দুঃখ দিতেছে।
৬ তাহারা বিধবা ও প্রবাসীকে বধ করিতেছে;
পিতৃহীনদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে।
৭ তাহারা বলিতেছে, সদাপ্রভু দেখিবেন না,
যাকোবের ঈশ্বর বিবেচনা করিবেন না।
৮ হে লোকদের মধ্যবর্ত্তী নরপশুগণ, বিবেচনা কর;
হে নির্ব্বোধেরা, কবে তোমাদের সুবুদ্ধি হইবে?
৯ যিনি কর্ণ রোপণ করিয়াছেন, তিনি কি শুনিবেন না?
যিনি চক্ষু গঠন করিয়াছেন, তিনি কি দেখিবেন না?
১০ যিনি জাতিগণের শিক্ষাদাতা, তিনি কি ভর্ৎসনা করিবেন না?
তিনিই ত মনুষ্যকে জ্ঞান শিক্ষা দেন।
১১ সদাপ্রভু মনুষ্যের কল্পনা সকল জানেন,
সে সকল ত শ্বাসমাত্র।
১২ ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহাকে তুমি শাসন কর, হে সদাপ্রভু,
যাহাকে তুমি আপন ব্যবস্থা হইতে শিক্ষা দেও,
১৩ যেন তুমি তাহাকে বিপৎকাল হইতে বিশ্রাম দেও,
দুষ্টের নিমিত্ত যাবৎ কূপ খনিত না হয়।
১৪ কারণ সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে দূর করিবেন না,
আপন অধিকার পরিত্যাগ করিবেন না।
১৫ রাজশাসন ফিরিয়া ধার্ম্মিকতার কাছে আসিবে;
সরলচিত্ত সকলে তাহার অনুগামী হইবে।
১৬ কে আমার পক্ষে হইয়া দুরাচারগণের বিরুদ্ধে উঠিবে?

কে আমার পক্ষে অধর্ম্মাচারিগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে ?
১৭ সদাপ্রভু যদি আমার সাহায্য না করিতেন, আমার প্রাণ শীঘ্র নিঃশব্দ-স্থানে বসতি করিত ।
১৮ যখন আমি বলিতাম, আমার চরণ বিচলিত হইল,
তখন, হে সদাপ্রভু, তোমার দয়া আমাকে সুস্থির রাখিত ।
১৯ আমার আন্তরিক ভাবনার বৃদ্ধিকালে
তোমার দত্ত সান্ত্বনা আমার প্রাণকে আহ্লাদিত করে ।
২০ দুষ্টতার সিংহাসন কি তোমার সখা হইতে পারে,
যাহা বিধান দ্বারা উপদ্রব রচনা করে ?
২১ তাহারা ধার্ম্মিকের প্রাণের বিরুদ্ধে দল বাঁধে,
নির্দ্দোষের রক্তকে দোষী করে ।
২২ কিন্তু সদাপ্রভু আমার উচ্চ দুর্গ হইয়াছেন,
আমার ঈশ্বর আমার আশ্রয়-শৈল হইয়াছেন ।
২৩ তিনি তাহাদের অধর্ম্ম তাহাদেরই উপরে বর্ত্তাইয়াছেন,
তাহাদের দুষ্টতায় তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবেন ;
সদাপ্রভু, আমাদের ঈশ্বর, তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবেন ।

৯৫

১ আইস, আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আনন্দগান করি,
আমাদের ত্রাণ-শৈলের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি ।
২ আমরা স্তব সহ তাঁহার সম্মুখে গমন করি,
সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি ।
৩ কেননা সদাপ্রভু মহান্ ঈশ্বর,
তিনি সমুদয় দেবতার উপরে মহান্ রাজা ।
৪ পৃথিবীর গভীর স্থান সকল তাঁহার হস্তগত,
পর্ব্বতগণের চূড়া সকলও তাঁহারই ।
৫ সমুদ্র তাঁহার, তিনিই তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন,
তাঁহারই হস্ত শুষ্ক ভূমি গঠন করিয়াছে ।
৬ আইস, আমরা প্রণিপাত করি, প্রণত হই,
আমাদের নির্ম্মাতা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে জানু পাতি ।
৭ কেননা তিনিই আমাদের ঈশ্বর,
আমরা তাঁহার চরাণির প্রজা ও তাঁহার হস্তের মেষ ।
আহা ! অদ্যই তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর !
৮ আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না, যেমন মরীবায়, *
যেমন প্রান্তরের মধ্যে মঃসার † দিবসে, করিয়াছিলে ।
৯ তখন তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার পরীক্ষা করিল,
আমার বিচার করিল, আমার কর্ম্মও দেখিল ।
১০ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি সেই জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলাম,
আমি বলিয়াছিলাম, ইহারা ভ্রান্তচিত্ত লোক ;
ইহারা আমার পথ জ্ঞাত হইল না ।
১১ অতএব আমি আপন ক্রোধে শপথ করিলাম,
ইহারা আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিবে না ।

৯৬

১ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও ;

* মরীবা, অর্থাৎ বিবাদ ।
† মঃসা, অর্থাৎ পরীক্ষা । যাত্রাপুস্তক ১৭ ; ৭ দেখ ।

সমস্ত পৃথিবী! সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত
গাও।
২ সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও, তাঁহার
নামের ধন্যবাদ কর,
দিন দিন তাঁহার পরিত্রাণ ঘোষণা কর।
৩ প্রচার কর জাতিগণের মধ্যে তাঁহার গৌরব,
সমস্ত লোক-সমাজে তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম
সকল।
৪ কেননা সদাপ্রভু মহান ও অতি কীর্ত্তনীয়,
তিনি সমস্ত দেবতা অপেক্ষা ভয়ার্হ।
৫ কেননা জাতিগণের সমস্ত দেবতা অবস্তু-
মাত্র,
কিন্তু সদাপ্রভু আকাশমণ্ডলের নির্ম্মাতা;
৬ প্রভা ও প্রতাপ তাঁহার অগ্রবর্ত্তী;
শক্তি ও শোভা তাঁহার ধর্ম্মধামে বিদ্যমান।
৭ হে জাতিগণের গোষ্ঠী সকল, সদাপ্রভুর
কীর্ত্তন কর,
সদাপ্রভুর গৌরব ও শক্তি কীর্ত্তন কর।
৮ সদাপ্রভুর নামের গৌরব কীর্ত্তন কর,
নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার প্রাঙ্গণে আইস।
৯ পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুকে প্রণিপাত কর;
সমস্ত পৃথিবী! তাঁহার সাক্ষাতে কম্প-
মান হও।
১০ জাতিগণের মধ্যে বল, সদাপ্রভু রাজত্ব
করেন;
জগৎও অটল, তাহা বিচলিত হইবে না;
তিনি ন্যায়ে জাতিগণের বিচার করিবেন।
১১ আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী উল্লা-
সিত হউক;
সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকলই গর্জ্জন করুক;
১২ ক্ষেত্র ও তথাকার সকলই উল্লাসিত হউক;
তখন বনের সমস্ত বৃক্ষ আনন্দে গান
করিবে;
১৩ সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই করিবে, কেননা
তিনি আসিতেছেন,
তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন;
তিনি ধর্ম্মশীলতায় জগতের বিচার করিবেন,
আপন বিশ্বস্ততায় জাতিগণের বিচার
করিবেন।

৯৭

১ সদাপ্রভু রাজত্ব করেন; পৃথিবী উল্লাসিত
হউক,
দ্বীপসমূহ আনন্দ করুক;
২ মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার চারিদিকে বিদ্যমান,
ধর্ম্মশীলতা ও বিচার তাঁহার সিংহাসনের
ভিত্তিমূল।
৩ অগ্নি তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করে,
চারিদিকে তাঁহার বিপক্ষগণকে দগ্ধ করে।
৪ তাঁহার বিদ্যুৎ জগৎকে দেদীপ্যমান করিল;
পৃথিবী তাহা দেখিল, কম্পান্বিত হইল।
৫ পর্ব্বত সকল মোমের ন্যায় গলিয়া গেল,
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে,
সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সাক্ষাতে।
৬ স্বর্গ তাঁহার ধর্ম্মশীলতা প্রচার করিয়াছে,
এবং সমস্ত জাতি তাঁহার গৌরব দেখি-
য়াছে।
৭ লজ্জিত হউক সেই সকলে, যাহারা
ক্ষোদিত প্রতিমার সেবা করে,
যাহারা অবস্তুর শ্লাঘা করে;
হে দেবগণ! সকলে তাঁহাকে প্রণিপাত
কর।
৮ সিয়োন শুনিয়া আনন্দিত হইল,
যিহূদার কন্যাগণ উল্লাসিত হইল,
হে সদাপ্রভু, তোমার শাসনসমূহের জন্য।
৯ কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমিই সমস্ত ভূ-
মণ্ডলের ঊর্দ্ধে পরাৎপর,
তুমি সমস্ত দেবতা হইতে অতিশয় উন্নত।
১০ হে সদাপ্রভু-প্রেমিকগণ, দুষ্টতাকে ঘৃণা
কর;

তিনি আপন সাধুবর্গের প্রাণ রক্ষা করেন,
দুষ্টগণের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।
১১ দীপ্তি বপন করা গিয়াছে ধার্ম্মিকের জন্য,
আর সরলচিত্তদের জন্য আনন্দ।
১২ হে ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ কর,
তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।

৯৮

সঙ্গীত।

১ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও,
কেননা তিনি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন ;
তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ও তাঁহার পবিত্র বাহু
তাঁহার পক্ষে পরিত্রাণ সাধন করিয়াছে।
২ সদাপ্রভু আপনার পরিত্রাণ জ্ঞাত করিয়াছেন,
তিনি জাতিগণের দৃষ্টিগোচরে আপন ধর্ম্মশীলতা প্রকাশ করিয়াছেন।
৩ তিনি ইস্রায়েল-কুলের পক্ষে আপন দয়া ও বিশ্বস্ততা স্মরণ করিয়াছেন ;
পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখিয়াছে।
৪ সমস্ত পৃথিবী! সদাপ্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর ;
উচ্চধ্বনি কর, আনন্দগান কর, প্রশংসা গাও।
৫ গান কর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বীণা সহকারে,
বীণা সহকারে ও গানের রবে।
৬ তূরী ও ভেরিবাদ্য সহকারে
রাজা সদাপ্রভুর সম্মুখে জয়ধ্বনি কর।
৭ সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকলই গর্জ্জন করুক,
ভুবন ও তন্নিবাসিগণও করুক ;
৮ নদ নদীগণ করতালী দিউক,
পর্ব্বতগণ একসঙ্গে আনন্দগান করুক ;
৯ সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই করুক, কেননা তিনি
পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন ;
তিনি ধর্ম্মশীলতায় জগতের বিচার করিবেন,
ও ন্যায়ে জাতিগণের বিচার করিবেন।

৯৯

১ সদাপ্রভু রাজত্ব করেন, জাতিগণ কাঁপিতেছে ;
তিনি করূবদ্বয়ে আসীন, পৃথিবী টলিতেছে।
২ সদাপ্রভু সিয়োনে মহান,
তিনি সমস্ত জাতির উপরে উন্নত।
৩ তাহারা তোমার মহৎ ও ভয়াবহ নামের স্তব করুক ;
তিনি পবিত্র।

৪ রাজার বলও বিচার ভালবাসে ;
তুমি ন্যায়বিধি অটল করিয়া থাক,
তুমি যাকোবের মধ্যে বিচার ও ধার্ম্মিকতা সাধন করিয়া থাক।
৫ তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা কর,
তাঁহার পাদপীঠের অভিমুখে প্রণিপাত কর ;
তিনি পবিত্র।

৬ তাঁহার যাজকদের মধ্যবর্ত্তী মোশি ও হারোণ,
যাঁহারা তাঁহার নামে ডাকেন, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী শমূয়েল ;
তাঁহারা সদাপ্রভুকে ডাকিতেন, এবং তিনি উত্তর দিতেন।
৭ তিনি মেঘস্তম্ভে থাকিয়া তাঁহাদিগের কাছে কথা কহিতেন ;
তাঁহারা তাঁহার সাক্ষ্য সকল ও তাঁহার প্রদত্ত বিধি পালন করিতেন।
৮ হে সদাপ্রভু, আমাদের ঈশ্বর, তুমিই তাঁহাদিগকে উত্তর দিয়াছিলে,
তুমি তাঁহাদের পক্ষে ক্ষমাবান ঈশ্বর হইয়াছিলে,

তথাপি তাঁহাদের কর্ম্মের প্রতিফল দিয়াছিলে।
৯ তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা কর,
তাঁহার পবিত্র পর্ব্বতের অভিমুখে প্রণিপাত কর;
কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পবিত্র।

১০০ স্তবার্থক সঙ্গীত।

১ সমস্ত পৃথিবী! সদাপ্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর;
২ সানন্দে সদাপ্রভুর সেবা কর;
আনন্দগানসহ তাঁহার সম্মুখে আইস।
৩ তোমরা জানিও, সদাপ্রভুই ঈশ্বর,
তিনিই আমাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই;
আমরা তাঁহার প্রজা ও তাঁহার চরাণির মেষ।
৪ তোমরা স্তব সহকারে তাঁহার দ্বারে প্রবেশ কর,
প্রশংসা সহকারে তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর;
তাঁহার স্তব কর, তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর।
৫ কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলময়; তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী;
তাঁহার বিশ্বস্ততা পুরুষে পুরুষে স্থায়ী।

১০১ দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি দয়া ও শাসনের বিষয় গাহিব;
হে সদাপ্রভু, তোমারই প্রশংসা গান করিব।
২ আমি বিবেচনাপূর্ব্বক সিদ্ধপথে গমন করিব;
তুমি কবে আমার নিকটে আসিবে?
আমার গৃহমধ্যে আমি হৃদয়ের সিদ্ধতায় চলিব।
৩ আমি কোন জঘন্য পদার্থ চক্ষের সম্মুখে রাখিব না,
আমি বিপথগামীদের ক্রিয়া ঘৃণা করি,
তাহা আমাতে লিপ্ত হইবে না।
৪ কুটিল অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে যাইবে;
দুষ্টতার সহিত আমার পরিচয় হইবে না।
৫ যে জন গোপনে প্রতিবাসীর পরীবাদ করে, তাহাকে আমি উচ্ছেদ করিব;
যাহার সাহঙ্কার দৃষ্টি ও গর্ব্বিত হৃদয়, তাহাকে সহ্য করিব না।
৬ দেশের বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকিবে; তাহারা আমার সহিত বাস করিবে;
যে সিদ্ধ পথে চলে, সেই আমার পরিচারক হইবে;
৭ প্রতারণাকারী আমার গৃহমধ্যে বাস করিবে না;
মিথ্যাবাদী আমার চক্ষুর্গোচরে স্থির থাকিবে না।
৮ প্রতি প্রভাতে আমি দেশস্থ সকল দুষ্টকে বিনষ্ট করিব;
যেন সমস্ত অধর্ম্মাচারীকে সদাপ্রভুর নগর হইতে উচ্ছিন্ন করি।

১০২ দুঃখীর প্রার্থনা; যৎকালে সে অবসন্ন হইয়া সদাপ্রভুর কাছে আপন খেদের কথা ভাঙ্গিয়া বলে, তৎকালীন।

১ হে সদাপ্রভু, আমার প্রার্থনা শুন,
আমার আর্ত্তনাদ তোমার কাছে উপস্থিত হউক।
২ সঙ্কটের দিনে আমা হইতে মুখ লুকাইও না,
আমার দিকে কর্ণপাত কর;
যে দিন আমি ডাকি, ত্বরায় আমাকে উত্তর দিও।
৩ কেননা আমার দিন সকল ধূমে লীন হইয়াছে,

আমার অস্থি সকল জ্বলন্ত কাষ্ঠবৎ তপ্ত হইয়াছে ;
৪ আমার হৃদয় তৃণের ন্যায় রৌদ্রাহত হইয়া শুষ্ক হইয়াছে ;
আমি আহার করিতে ভুলিয়া যাই।
৫ আমার হাহাকার শব্দ প্রযুক্ত
আমার অস্থিগুলি মাংসে সংসক্ত হইয়াছে।
৬ আমি প্রান্তরস্থ পানিভেলার তুল্য হইয়াছি,
উৎসন্ন স্থানের পেচকের সমান হইয়াছি।
৭ আমি সজাগ থাকি, এবং এমন হইয়াছি,
যেন চটক ছাদের উপরে একাকী রহিয়াছে।
৮ শত্রুরা সমস্ত দিন আমাকে তিরস্কার করে,
যাহারা আমার বিরুদ্ধে ক্রোধোন্মত্ত, তাহারা আমার নাম লইয়া শাপ দেয়।
৯ বস্তুতঃ আমি খাদ্যের ন্যায় ভস্ম খাইয়াছি,
আমার পেয় দ্রব্যের সহিত নেত্রজল মিশাইয়াছি।
১০ ইহার কারণ তোমার কোপ ও তোমার রোষ ;
কেননা তুমি আমাকে তুলিয়া আছাড় মারিয়াছ।
১১ আমার দিন হেলিয়া পড়া ছায়ার সদৃশ,
আমি তৃণের ন্যায় শুষ্ক হইতেছি।

১২ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, তুমি অনন্তকাল সমাসীন থাকিবে,
তোমার স্মরণ পুরুষে পুরুষে স্থায়ী।
১৩ তুমি উঠিবে, সিয়োনের প্রতি করুণা করিবে ;
কারণ এখন তাহার প্রতি কৃপা করিবার সময়,
কারণ নিরূপিত কাল উপস্থিত হইল।
১৪ যেহেতু তোমার দাসগণ তাহার প্রস্তরে প্রীত,
তাহার ধূলির প্রতি কৃপা করিতেছে।
১৫ ইহাতে জাতিগণ সদাপ্রভুর নাম ভয় করিবে,
পৃথিবীর সমস্ত রাজা তোমার প্রতাপে ভীত হইবে।
১৬ কেননা সদাপ্রভু সিয়োনকে গাঁথিয়াছেন,
তিনি স্বীয় প্রতাপে দর্শন দিয়াছেন ;
১৭ তিনি দীনহীনদের প্রার্থনার দিকে ফিরিয়াছেন,
তাহাদের প্রার্থনা তুচ্ছ করেন নাই।
১৮ ইহা ভাবী বংশের নিমিত্ত লিখিত হইবে ;
এবং যে জাতি সৃষ্ট হইবে, তাহারা সদাপ্রভুর প্রশংসা করিবে।
১৯ কেননা তিনি আপন উচ্চ ধর্ম্মধাম হইতে অবলোকন করিলেন ;
সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন ;
২০ বন্দির হাহাকার শুনিবার জন্য,
মৃত্যুর সন্তানদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ;
২১ যেন প্রচারিত হয় সিয়োনে সদাপ্রভুর নাম,
ও যিরূশালেমে তাঁহার প্রশংসা ;
২২ যৎকালে জাতিগণ একত্র মিলিবে,
ও রাজ্য সকল মিলিবে, সদাপ্রভুর সেবা কবিবার জন্য।

২৩ তিনি পথের মধ্যে আমার বল নত করিয়াছেন,
তিনি আমার আয়ু সংক্ষেপ করিয়াছেন।
২৪ আমি বলিলাম, হে আমার ঈশ্বর, আয়ুর মধ্যভাগে আমাকে তুলিয়া লইও না ;
তোমার বৎসর সকল পুরুষে পুরুষে স্থায়ী।
২৫ তুমি পুরাকালে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ,
আকাশমণ্ডলও তোমার হস্তের রচনা।
২৬ সে সকল বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি স্থির থাকিবে ;

সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে,
তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় তাহাদিগকে খুলিবে,
ও তাহাদের পরিবর্ত্তন হইবে।
২৭ কিন্তু তুমি যে সেই আছ,
তোমার বৎসর সকল কখনও শেষ হইবে না।
২৮ তোমার দাসদের সন্তানগণ বসতি করিবে,
তাহাদের বংশ তোমার সাক্ষাতে অটল হইবে।

১০৩ দায়ূদের।

১ হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর ;
হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।
২ হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর,
তাঁহার সকল উপকার ভুলিয়া যাইও না।
৩ তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম্ম ক্ষমা করেন,
তোমার সমস্ত রোগের প্রতীকার করেন।
৪ তিনি কূপ হইতে তোমার জীবন মুক্ত করেন,
দয়া ও করুণার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন।
৫ তিনি উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখ তৃপ্ত করেন,
ঈগল পক্ষীর ন্যায় তোমার নূতন যৌবন হয়।
৬ সদাপ্রভু ধর্ম্মকার্য্য সাধন করেন,
উপদ্রুত লোকদের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করেন।
৭ তিনি জানাইলেন মোশিকে আপনার পথ,
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আপনার কার্য্য সকল।
৮ সদাপ্রভু স্নেহশীল ও কৃপাময়,
ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান।
৯ তিনি নিত্য অনুযোগ করিবেন না,
চিরকাল ক্রোধ রাখিবেন না।
১০ তিনি আমাদের প্রতি আমাদের পাপানুযায়ী ব্যবহার করেন নাই,
আমাদের অধর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল আমাদিগকে দেন নাই।
১১ কারণ পৃথিবীর উপরে আকাশমণ্ডল যত উচ্চ,
যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের উপরে তাঁহার দয়া তত মহৎ।
১২ পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিক্ যেমন দূরবর্ত্তী,
তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তেমনি দূরবর্ত্তী করিয়াছেন।
১৩ পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন,
যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন।
১৪ কারণ তিনিই আমাদের গঠন জানেন ;
আমরা যে ধূলিমাত্র, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে।
১৫ মর্ত্ত্য, তাহার আয়ু তৃণ সদৃশ ;
যেমন মাঠের পুষ্প, তেমনি সে প্রফুল্ল হয়।
১৬ তাহার উপর দিয়া বায়ু বহিলেই সে আর নাই,
তাহার স্থানও তাহাকে আর চিনিবে না।
১৭ কিন্তু সদাপ্রভুর দয়া, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের উপরে অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকে ;
এবং তাঁহার ধর্ম্মশীলতা পুত্র পৌত্রদের প্রতি বর্ত্তে,
১৮ তাহাদের প্রতি, যাহারা তাঁহার নিয়ম রক্ষা করে,
ও তাঁহার বিধি সকল পালনার্থে স্মরণ করে।
১৯ সদাপ্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন,
তাঁহার রাজ্য কর্ত্তৃত্ব করে সমস্তের উপরে।
২০ সদাপ্রভুর দূতগণ! তাঁহার ধন্যবাদ কর,
তোমরা বলে বীর, তাঁহার বাক্য-সাধক,
তাঁহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট।

২১ সদাপ্রভুর সমস্ত বাহিনি! তাঁহার ধন্যবাদ কর,
তোমরা তাঁহার পরিচারক, তাঁহার অভিমত-সাধক।
২২ সদাপ্রভুর সমস্ত নির্ম্মিত বস্তু! তাঁহার ধন্যবাদ কর,
তাঁহার অধিকারের সমস্ত স্থানে।
হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।

১০৪

১ হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি অতি মহান ;
তুমি প্রভা ও প্রতাপ পরিহিত।
২ তুমি বস্ত্রের ন্যায় দীপ্তি পরিধান করিয়াছ,
আকাশমণ্ডলকে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তার করিয়াছ।
৩ তিনি জলে আপন উপরিস্থ কক্ষের কড়িকাষ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন,
তিনি মেঘকে আপনার রথ করিয়া থাকেন,
বায়ুপক্ষের উপরে গমনাগমন করেন।
৪ তিনি বায়ু সকলকে আপনার দূত,*
অগ্নিশিখাকে আপনার পরিচারক করেন।
৫ তিনি পৃথিবীকে তাহার ভিত্তিমূলের উপরে স্থাপন করিয়াছেন ;
তাহা অনন্তকালেও বিচলিত হইবে না।
৬ তুমি তাহা জলধি-বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়াছিলে ;
পর্ব্বতগণের উপরে জল দাঁড়াইয়াছিল।
৭ তোমার ভর্ৎসনায় সেই জল পলায়ন করিল,
তোমার বজ্রনাদে তাহা বেগে প্রস্থান করিল।
৮ পর্ব্বতগণ উচ্চ হইল, সমস্থলী নিম্ন হইল,
তুমি জলের জন্য যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলে, জল তথায় গেল।

* (বা) আপন দূতগণকে বায়ুস্বরূপ করেন।

৯ তুমি সীমা স্থাপন করিয়াছ, যেন জল তাহা উল্লঙ্ঘন না করে,
যেন ফিরিয়া পৃথিবীকে আচ্ছাদন না করে।
১০ তিনি তলভূমিতে প্রবাহ প্রেরণ করিয়া থাকেন ;
সে সকল পর্ব্বতগণের মধ্যে ভ্রমণ করে।
১১ সে সকল মাঠের সমস্ত পশুকে জল দেয় ;
বনগর্দ্দভেরা তৃষ্ণা নিবারণ করে।
১২ সে সকলের তীরে আকাশের পক্ষিগণ বাসা করে,
ডালের মধ্য হইতে নিজ নিজ রব শুনায়।
১৩ তিনি আপন কক্ষ হইতে পর্ব্বতে জল সেচন করেন ;
তোমার কার্য্যের ফলে পৃথিবী পরিতৃপ্ত হয়।
১৪ তিনি পশুগণের জন্য তৃণ অঙ্কুরিত করেন ;
মনুষ্যের সেবার জন্য ওষধি অঙ্কুরিত করেন ;
এইরূপে ভূমি হইতে ভক্ষ্য উৎপন্ন করেন,
১৫ আর মর্ত্ত্যের চিত্তানন্দ-জনক দ্রাক্ষারস,
মুখের প্রফুল্লতা-জনক তৈল,
ও মর্ত্ত্যের চিত্তবল-সাধক ভক্ষ্য উৎপন্ন করেন।
১৬ পরিতৃপ্ত হইয়াছে সদাপ্রভুর বৃক্ষ সকল,
লিবানোনের সেই এরস বৃক্ষরাজি, যাহা তিনি রোপণ করিয়াছেন।
১৭ তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র পক্ষিগণ বাসা করে ;
দেবদারু বৃক্ষ হাড়গিলার বাটী।
১৮ উচ্চ পর্ব্বত সকল বনচ্ছাগের আবাস,
শৈল সকল শাফন পশুর আশ্রয়।
১৯ তিনি ঋতুর জন্য চন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন,
সূর্য্য আপন অস্তগমনের সময় জানে।
২০ তুমি অন্ধকার করিলে রাত্রি হয়,
তখন বনপশু সকল বিহার করে,
২১ যুবসিংহগণ মৃগের চেষ্টায় গর্জ্জন করে,
ঈশ্বরের কাছে তাহাদের খাদ্য অন্বেষণ করে।
২২ সূর্য্য উদিত হইলে তাহারা চলিয়া যায়,

আপন আপন গহ্বরে শয়ন করে।
২৩ মনুষ্য আপন কার্য্যে বাহির হয়,
আর সায়ংকাল পর্য্যন্ত শ্রম করে।
২৪ হে সদাপ্রভু, তোমার নির্ম্মিত বস্তু কেমন বহুবিধ!
তুমি প্রজ্ঞা দ্বারা সে সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছ;
পৃথিবী তোমার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ।
২৫ ঐ যে সমুদ্র, বৃহৎ ও চারিদিকে বিস্তীর্ণ,
তথায় জঙ্গমেরা থাকে, তাহারা অগণ্য;
ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড কত জীবজন্তু থাকে।
২৬ তথায় পোতরাজি বিহার করে,
তথায় সেই লিবিয়াথন থাকে, যাহা তুমি তথায় লীলা করিবার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছ।
২৭ ইহারা সকলেই তোমার অপেক্ষায় থাকে,
যেন তুমি যথাসময়ে তাহাদের ভক্ষ্য দেও।
২৮ তুমি তাহাদিগকে দিলে তাহারা কুড়ায়;
তুমি হস্ত মুক্ত করিলে তাহারা মঙ্গলে তৃপ্ত হয়।
২৯ তুমি নিজ মুখ আচ্ছাদন করিলে তাহারা বিহ্বল হয়;
তুমি তাহাদের নিঃশ্বাস হরণ করিলে তাহারা মরিয়া যায়,
তাহাদের ধূলিতে প্রতিগমন করে।
৩০ তুমি নিজ আত্মা পাঠাইলে তাহাদের সৃষ্টি হয়,
আর তুমি ভূমিতল নবীন করিয়া থাক।
৩১ সদাপ্রভুর গৌরব অনন্তকাল থাকুক,
সদাপ্রভু আপন কার্য্য সকলে আনন্দ করুন।
৩২ তিনি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা কাঁপে;
তিনি পর্ব্বতরাজিকে স্পর্শ করিলে তাহারা ধূমায়মান হয়।
৩৩ আমি যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করিব;
আমি যতকাল বাঁচিয়া থাকি, আমার ঈশ্বরের প্রশংসা গান করিব।
৩৪ তাহার কাছে আমার ধ্যান মধুর হউক;
আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব।
৩৫ পাপিগণ পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন হউক,
দুষ্টগণ আর না থাকুক।
হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। *

১০৫

১ সদাপ্রভুর স্তব কর, তাঁহার নামে ডাক,
জাতিগণের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জানাও।
২ তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও, তাঁহার প্রশংসা গান কর,
তাঁহার সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম ধ্যান কর।
৩ তাঁহার পবিত্র নামের শ্লাঘা কর;
সদাপ্রভুর অন্বেষণকারীদের চিত্ত আনন্দ করুক।
৪ সদাপ্রভুর ও তাঁহার শক্তির অনুসন্ধান কর,
নিয়ত তাঁহার শ্রীমুখের অন্বেষণ কর।
৫ স্মরণ কর তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল,
তাঁহার অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁহার মুখের শাসন সকল;
৬ হে তাঁহার দাস অব্রাহামের বংশ,
হে যাকোবের সন্তানগণ, তাঁহার মনোনীত লোকেরা।
৭ তিনি সদাপ্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তাঁহার শাসন সকল সমস্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান।
৮ তিনি আপন নিয়ম চিরকাল স্মরণ করেন,
সেই বাক্য তিনি সহস্র পুরুষপরম্পরার প্রতি আদেশ করিয়াছেন;
৯ সেই নিয়ম তিনি অব্রাহামের সহিত করিলেন,

* (ইব্রি) হাল্লিলূয়া।

সেই শপথ ইস্‌হাকের কাছে করিলেন ;
১০ তিনি তাহা যাকোবের জন্য বিধি বলিয়া,
ইস্রায়েলের জন্য চিরকালীন নিয়ম বলিয়া
দাঁড় করাইলেন ।
১১ তিনি কহিলেন, আমি তোমাকে কনান
দেশ দিব,
তাহাই তোমাদের নির্ণীত অধিকার ।
১২ তৎকালে তাহারা সংখ্যাতে অধিক ছিল না,
তাহারা অল্পই ছিল, এবং তথায় প্রবাসী
ছিল ।
১৩ তাহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতির
নিকটে,
এক রাজ্য হইতে অন্য লোকবৃন্দের নিকটে
বেড়াইত ।
১৪ তিনি কোন মনুষ্যকে তাহাদের প্রতি
উপদ্রব করিতে দিতেন না,
বরং তাহাদের জন্য রাজগণকে অনুযোগ
করিতেন ;
১৫ 'আমার অভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে স্পর্শ
করিও না,
আমার ভাববাদিগণের অপকার করিও না।'
১৬ আর তিনি দেশে দুর্ভিক্ষ আহ্বান করিলেন,
ভক্ষ্যরূপ সমস্ত যষ্টি ভগ্ন করিলেন ।
১৭ তিনি তাহাদের অগ্রে এক পুরুষকে
পাঠাইলেন,
যোষেফ দাসরূপে বিক্রীত হইলেন ।
১৮ লোকে বেড়ী দ্বারা তাঁহার চরণকে ক্লেশ
দিল ;
তাঁহার প্রাণ লৌহে বদ্ধ হইল ।
১৯ যাবৎ তাঁহার বচন সফল না হইল,
তাবৎ সদাপ্রভুর বাক্য তাঁহাকে পরীক্ষা
করিল ।
২০ রাজা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া
দিলেন,
জাতিগণের কর্ত্তা তাঁহাকে মুক্ত করিলেন ।
২১ তিনি তাঁহাকে আপন বাটীর প্রভু করিলেন,
আপনার সমস্ত সম্পত্তির কর্ত্তা করিলেন,
২২ যেন তিনি তাঁহার অমাত্যগণকে ইচ্ছানু-
সারে বন্ধন করেন,
ও তাঁহার প্রাচীনবর্গকে জ্ঞান প্রদান করেন ।
২৩ আর ইস্রায়েল মিসরে উপস্থিত হইলেন,
যাকোব হামের দেশে প্রবাস করিলেন ।
২৪ ঈশ্বর নিজ প্রজাদের অতিশয় বংশবৃদ্ধি
করিলেন,
বিপক্ষগণ হইতে তাহাদিগকে বলবান
করিলেন ।
২৫ তিনি উহাদের চিত্ত এমন ফিরাইলেন যে,
উহারা তাঁহার প্রজাদিগকে ঘৃণা করিল,
তাঁহার দাসদের প্রতি ধূর্ত্ততার ব্যবহার
করিল ।
২৬ তিনি পাঠাইলেন আপন দাস মোশিকে,
ও হারোণকে, যাঁহাকে তিনি মনোনীত
করিয়াছিলেন ।
২৭ তাঁহারা উহাদের মধ্যে তাঁহার নানা চিহ্ন,
হামের দেশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইলেন।
২৮ তিনি অন্ধকার পাঠাইলেন, আর অন্ধকার
হইল ;
তাঁহারা তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করি-
লেন না ।
২৯ তিনি উহাদের জল রক্তে পরিণত করিলেন,
উহাদের মৎস্য সকল মারিয়া ফেলিলেন ।
৩০ উহাদের দেশ ভেকে আকীর্ণ হইল,
উহাদের রাজগণের অন্তঃপুরে [তাহা
প্রবেশ করিল] ।
৩১ তিনি বলিলেন, আর দংশকের ঝাঁক আসিল,
পিশুগণ উহাদের সমস্ত অঞ্চলে আসিল ।
৩২ তিনি উহাদিগকে বৃষ্টির পরিবর্ত্তে শিলা
দিলেন,
উহাদের দেশে শিখাযুক্ত অগ্নি বর্ষণ
করিলেন ।

৩৩ আর তিনি উহাদের দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর-
গাছে আঘাত করিলেন,
উহাদের অঞ্চলের বৃক্ষসকল ভাঙ্গিয়া
ফেলিলেন।
৩৪ তিনি বলিলেন, আর পঙ্গপাল আসিল,
অসংখ্য পতঙ্গ আসিল।
৩৫ তাহারা উহাদের দেশের সমস্ত ওষধি
গ্রাস করিল,
উহাদের ভূমির ফল খাইয়া ফেলিল।
৩৬ আর তিনি উহাদের দেশে প্রথমজাত
সকলকে,
উহাদের সমস্ত শক্তির প্রথম ফলকে,
আঘাত করিলেন।
৩৭ পরে তিনি লোকদিগকে রৌপ্য ও স্বর্ণের
সহিত বাহির করিয়া আনিলেন,
তাঁহার গোষ্ঠীদের মধ্যে এক জনও উছোট
খায় নাই।
৩৮ তাহারা প্রস্থান করিলে মিসর আনন্দ করিল,
কারণ উহারা তাহাদের হইতে ত্রাসাপন্ন
হইয়াছিল।
৩৯ তিনি চন্দ্রাতপের জন্য মেঘ বিস্তার করি-
লেন,
তিনি রাত্রি আলোকময় করণার্থে অগ্নি
দিলেন।
৪০ তাহারা যাচ্ঞা করিলে তিনি ভারুই পক্ষী
আনাইলেন,
এবং স্বর্গীয় ভক্ষ্যে তাহাদিগকে তৃপ্ত
করিলেন।
৪১ তিনি শৈল খুলিয়া দিলেন, জল প্রবাহিত
হইল;
তাহা নদী হইয়া শুষ্কভূমিতে বহিল।
৪২ কারণ তিনি আপন পবিত্র বাক্য স্মরণ
করিলেন,
আপন দাস অব্রাহামকে স্মরণ করিলেন।
৪৩ তিনি আপন প্রজাদিগকে আনন্দ সহ,
নিজ মনোনীত লোকদিগকে সঙ্গীতের
সহিত বাহির করিয়া আনিলেন।
৪৪ তিনি তাহাদিগকে জাতিগণের দেশ
দিলেন,
তাহারা লোকবৃন্দের শ্রমের ফলাধিকারী
হইল,
৪৫ যেন তাহারা তাঁহার বিধি সকল পালন করে,
তাঁহার ব্যবস্থা রক্ষা করে।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১০৬

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর;
সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
২ কে সদাপ্রভুর বিক্রমের কার্য্য সকল বর্ণনা
করিতে পারে?
কে তাহার সমস্ত প্রশংসা প্রচার করিতে
পারে?
৩ ধন্য তাহারা, যাহারা ন্যায় রক্ষা করে,
ধন্য সে, যে সতত ধর্ম্মাচরণ করে।
৪ সদাপ্রভু, তোমার প্রজাদের প্রতি তোমার
যে মমতা, সেই মমতায় আমাকে স্মরণ
কর;
তোমার পরিত্রাণসহ আমার তত্ত্ব লও;
৫ যেন আমি তোমার মনোনীত লোকদের
মঙ্গল দেখি,
যেন তোমার জাতির আনন্দে আনন্দ করি,
যেন তোমার অধিকারের সহিত শ্লাঘা করি।

৬ পিতৃপুরুষদের সহিত আমরা পাপ করি-
য়াছি,
আমরা অপরাধী হইয়াছি, অধর্ম্ম করিয়াছি।
৭ আমাদের পিতৃপুরুষেরা মিসরে তোমার
আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল বুঝিল না,
তোমার বহু দয়া স্মরণ করিল না,

বরং সমুদ্রতীরে, সূফ-সাগরে, বিরুদ্ধাচরণ করিল।
৮ তথাপি তিনি আপন নামের অনুরোধে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন,
যেন তিনি আপন বিক্রম জ্ঞাত করেন।
৯ তিনি সূফ-সাগরকে ধমক দিলেন, আর তাহা শুষ্ক হইল,
তিনি তাহাদিগকে জলধি দিয়া চালাইলেন, যেমন প্রান্তর দিয়া চালায়।
১০ আর তিনি বিদ্বেষীর হস্ত হইতে তাহাদিগকে ত্রাণ করিলেন,
শত্রুর হস্ত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন ;
১১ জল তাহাদের বিপক্ষগণকে আচ্ছাদন করিল,
উহাদের এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না।
১২ তখন তাহারা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল, তাঁহার প্রশংসা গান করিল।
১৩ তাহারা ত্বরায় তাঁহার কার্য্য সকল ভুলিয়া গেল,
তাঁহার মন্ত্রণার অপেক্ষায় রহিল না ;
১৪ কিন্তু প্রান্তরে অত্যন্ত লোভ করিল,
মরুভূমিতে ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল।
১৫ তাহাতে তিনি তাহাদের প্রার্থিত তাহাদিগকে দিলেন,
কিন্তু তাহাদের প্রাণে ক্ষীণতা পাঠাইলেন।
১৬ আরও তাহারা শিবিরের মধ্যে মোশির প্রতি,
ও সদাপ্রভুর পবিত্র লোক হারোণের প্রতি ঈর্ষা করিল।
১৭ ভূমি ফাটিয়া গিয়া দাথনকে গ্রাস করিল,
অবীরামের মণ্ডলীকে আচ্ছাদন করিল।
১৮ তাহাদের মণ্ডলীর মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ;
অনল-শিখা দুষ্ট লোকদিগকে পোড়াইয়া ফেলিল।
১৯ তাহারা হোরেবে এক গোবৎস নির্ম্মাণ করিল,
ছাঁচে ঢালা প্রতিমার কাছে প্রণিপাত করিল।
২০ এইরূপে তৃণভোজী গোরুর প্রতিমার সহিত
তাহারা আপনাদের গৌরব পরিবর্ত্তন করিল।
২১ তাহারা আপন ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেল,
যিনি মিসরে বিবিধ মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন ;
২২ হামের দেশে নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়া,
সূফ-সাগরের ধারে নানা ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন।
২৩ অতএব তিনি কহিলেন, উহাদিগকে সংহার করিতে হইবে ;
কিন্তু তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি মোশি তাঁহার সাক্ষাতে ভঙ্গস্থানে দাঁড়াইলেন,
তাঁহার কোপ ফিরাইবার জন্য দাঁড়াইলেন,
পাছে তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করেন।
২৪ আর তাহারা রমণীয় দেশ তুচ্ছ করিল,
তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল না ;
২৫ কিন্তু আপন আপন তাম্বুর মধ্যে বচসা করিল,
সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিল না।
২৬ অতএব তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে হস্ত তুলিলেন,
বলিলেন, আমি উহাদিগকে প্রান্তরে নিপাত করিব,
২৭ আমি উহাদের বংশকে জাতিগণের মধ্যে নিপাত করিব,
উহাদিগকে নানা দেশে ছিন্নভিন্ন করিব।

২৮ তাহারা বাল-পিয়োরের প্রতি আসক্ত হইল,
মরাদের বলি ভোজন করিল।
২৯ এইরূপে তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিল ;
তাই তাহাদের মধ্যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইল।
৩০ তখন পীনহস দাঁড়াইয়া বিচার সাধন করিলেন,
তাহাতে মহামারী নিবৃত্ত হইল।
৩১ তাঁহার পক্ষে তাহা ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল,
পুরুষে পুরুষে চিরকালের জন্য গণিত হইল।
৩২ তাহারা মরীবার জলসমীপেও ঈশ্বরের কোপ জন্মাইল,
আর তাহাদের জন্য মোশির বিপদ ঘটিল ;
৩৩ কেননা তাহারা তাঁহার আত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল,
আর উনি আপন ওষ্ঠাধরে অবিবেচনার কথা কহিলেন।
৩৪ তাহারা জাতিগণকে বিনষ্ট করিল না,
যাহা সদাপ্রভু করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
৩৫ কিন্তু তাহারা জাতিগণের সহিত মিশ্রিত হইল,
উহাদের ক্রিয়া শিক্ষা করিল ;
৩৬ আর উহাদের প্রতিমা সকলের সেবা করিল,
তাহাতে সে সকল তাহাদের ফাঁদ হইয়া উঠিল ;
৩৭ ফলে তাহারা আপনাদের পুত্রদিগকে,
আর আপনাদের কন্যাদিগকে ভূতদের উদ্দেশে বলিদান করিল ;
৩৮ তাহারা নির্দ্দোষদের রক্তপাত, স্ব স্ব পুত্র-কন্যাদেরই রক্তপাত করিল,
কনানীয় প্রতিমাগণের উদ্দেশে তাহাদিগকে বলিদান করিল ;
দেশ রক্তে অশুদ্ধ হইল।
৩৯ এইরূপে তাহারা আপনাদের কার্য্যে অশুচি,
আপনাদের ক্রিয়াতে ব্যভিচারী হইল।
৪০ তাহাতে আপন প্রজাদের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল,
তিনি আপন অধিকারকে ঘৃণা করিলেন।
৪১ তিনি তাহাদিগকে জাতিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন,
তাহাতে তাহাদের বিদ্বেষিগণ তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিল।
৪২ তাহাদের শত্রুগণও তাহাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল,
এবং তাহারা উহাদের হস্তের বশে নত হইল।
৪৩ অনেক বার তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন,
কিন্তু তাহারা আপনাদের মন্ত্রণায় বিদ্রোহী হইল,
ও আপনাদের অপরাধে ক্ষীণ হইয়া পড়িল।
৪৪ তথাচ তিনি যখন তাহাদের কাকূক্তি শুনিলেন,
তখন তাহাদের সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।
৪৫ তিনি তাহাদের পক্ষে আপনার নিয়ম স্মরণ করিলেন,
নিজ দয়ার মহত্ত্বানুসারে অনুশোচনা করিলেন।
৪৬ যাহারা তাহাদিগকে বন্দি করিয়াছিল,
তাহাদের সকলের দৃষ্টিতে তিনি তাহাদিগকে করুণাপ্রাপ্ত করিলেন।
৪৭ হে সদাপ্রভু, আমাদের ঈশ্বর, আমাদের ত্রাণ কর,

জাতিগণের মধ্য হইতে আমাদিগকে সংগ্রহ কর ;
যেন আমরা তোমার পবিত্র নামের স্তব করি,
যেন তোমার প্রশংসার জয়ধ্বনি করি।

৪৮ ধন্য সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত।
সমস্ত লোক বলুক, আমেন্।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর

পঞ্চম খণ্ড।

১০৭

১ সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
২ সদাপ্রভুর মুক্তগণ এই কথা বলুক,
যাহাদিগকে তিনি বিপক্ষের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন,
৩ যাহাদিগকে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন নানা দেশ হইতে,
পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে, উত্তর ও দক্ষিণ হইতে।

৪ তাহারা প্রান্তরে নির্জন পথে পরিভ্রমণ করিল,
বসতি-নগর পাইল না।
৫ তাহারা ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইল,
তাহাদের প্রাণ অন্তরে মূর্চ্ছাপন্ন হইল।
৬ সঙ্কটে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল,
আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে উদ্ধার করিলেন।
৭ তিনি তাহাদিগকে সরল পথেও গমন করাইলেন,
যেন তাহারা বসতি-নগরে যাইতে পারে।
৮ লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়া প্রযুক্ত,
মনুষ্য-সন্তানদের জন্য তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত।
৯ কারণ তিনি আপ্যায়িত করেন আকাঙ্ক্ষী প্রাণকে,
তিনি ক্ষুধিত প্রাণকে উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করেন।

১০ লোকেরা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসিয়াছিল,
দুঃখ-পাশে ও লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল ;
১১ কারণ তাহারা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিত,
পরাৎপরের মন্ত্রণা তুচ্ছ করিত ;
১২ তাই তিনি তাহাদের হৃদয় আয়াসে অবনত করিলেন ;
তাহারা পতিত হইল, সাহায্যকারী কেহ ছিল না।
১৩ সঙ্কটে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল,
আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে ত্রাণ করিলেন।
১৪ তিনি অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন,
তাহাদের বন্ধন সকল ছেদন করিলেন।
১৫ লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়া প্রযুক্ত,
মনুষ্য-সন্তানদের জন্য তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত!
১৬ কারণ তিনি পিত্তলের কবাট ভগ্ন করিয়াছেন,

লৌহময় অর্গল ছেদন করিয়াছেন।

১৭ মূর্খেরা আপনাদের অধর্ম্মাচরণ প্রযুক্ত,
আপনাদের অপরাধ প্রযুক্ত দুর্দ্দশাপন্ন হয়।
১৮ তাহাদের প্রাণ সমস্ত খাদ্য দ্রব্য ঘৃণা করে,
তাহারা মৃত্যুদ্বারের সমীপে উপস্থিত হয়।
১৯ সঙ্কটে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করে,
আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে ত্রাণ করেন।
২০ তিনি আপন বাক্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে সুস্থ করেন,
তাহাদের খাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন।
২১ লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়া প্রযুক্ত,
মনুষ্য-সন্তানদের জন্য তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত!
২২ তাহারা স্তববলি উৎসর্গ করুক,
আনন্দগানসহ তাঁহার ক্রিয়ার বর্ণনা করুক।

২৩ যাহারা জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রযাত্রা করে,
মহাজলরাশির মধ্যে ব্যবসায় করে,
২৪ তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য সকল দেখে,
গভীর জলে তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল দেখে।
২৫ তিনি আজ্ঞা দ্বারা প্রচণ্ড বায়ু উত্থাপন করেন,
তাহা জলের তরঙ্গমালা উঠায়।
২৬ তাহারা আকাশে উঠে, তাহারা জলধিতলে নামে;
বিপাকে পড়িয়া তাহাদের প্রাণ গলিয়া যায়।
২৭ তাহারা মত্তের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে,
তাহাদের সমস্ত বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়।
২৮ সঙ্কটে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করে,
আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে বাহির করেন।
২৯ তিনি ঝটিকা প্রশমিত করেন;
তাহাতে জলরাশির তরঙ্গ সকল নিস্তব্ধ হয়।
৩০ তখন তাহারা আনন্দ করে, কেননা শান্তি হইল,
আর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট পোতাশ্রয়ে লইয়া যান।
৩১ লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়া প্রযুক্ত,
মনুষ্য-সন্তানদের জন্য তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত!
৩২ তাহারা প্রজা-সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করুক,
প্রাচীনদের সভাতে তাঁহার প্রশংসা করুক।

৩৩ তিনি নদী সকলকে প্রান্তরে,
জলের উনুই সমূহকে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করেন,
৩৪ তিনি ফলবান দেশকে লবণ-প্রান্তর করেন,
তথাকার নিবাসীদের কদাচরণ প্রযুক্ত।
৩৫ তিনি প্রান্তরকে জলাশয়ে,
মরুভূমিকে জলের উনুই সমূহে পরিণত করেন;
৩৬ আর সেখানে তিনি ক্ষুধিত লোকদিগকে বাস করান,
যেন তাহারা বসতি-নগর প্রস্তুত করে,
৩৭ এবং ক্ষেত্রে বীজ বপন ও দ্রাক্ষালতা রোপণ করে,
এবং উৎপন্ন ফল সঞ্চয় করে।
৩৮ তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, তাই তাহারা অতিশয় বৃদ্ধি পায়,
এবং তিনি তাহাদের পশুগণকে হ্রাস পাইতে দেন না।

৩৯ আবার তাহারা হ্রাস পায় ও অবনত হয়,
উৎপীড়ন, বিপদ ও শোক প্রযুক্ত ।
৪০ তিনি কর্ত্তাদের উপরে তুচ্ছতা ঢালিয়া দেন,
পথহীন মরুভূমিতে তাহাদিগকে ভ্রমণ করান ;
৪১ কিন্তু দরিদ্রকে দুঃখ হইতে উচ্চে স্থাপন করেন,
আর মেষপালের ন্যায় পরিবার দেন ।
৪২ তাহা দেখিয়া সরল লোকে আনন্দিত হয়,
আর সমস্ত দুষ্টতা আপন মুখ রুদ্ধ করে।
৪৩ জ্ঞানবান কে ? সে এই সমস্ত বিবেচনা করিবে,
তাহারা সদাপ্রভুর বিবিধ দয়া আলোচনা করিবে ।

১০৮

গীত । দায়ূদের সঙ্গীত ।

১ হে ঈশ্বর, আমার চিত্ত সুস্থির ;
আমি গান করিব, আমার গৌরব সহ স্তব করিব ।
২ জাগ্রৎ হও, নেবল ও বীণা ;
আমি ঊষাকে জাগাইব ।
৩ সদাপ্রভু, আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব করিব,
আমি লোকবৃন্দের মধ্যে তোমার প্রশংসা গাহিব ।
৪ কেননা তোমার দয়া আকাশমণ্ডল অপেক্ষা মহৎ,
তোমার সত্য মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ।
৫ হে ঈশ্বর, আকাশমণ্ডলের উপরে উন্নত হও ;
সমস্ত পৃথিবীর উপরে তোমার গৌরব উন্নত হউক ।
৬ তোমার প্রিয়েরা যেন উদ্ধার পায়,
তজ্জন্য তুমি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পরিত্রাণ কর, আমাদিগকে উত্তর দেও ।
৭ ঈশ্বর আপন পবিত্রতায় কথা কহিয়াছেন ।
আমি উল্লাস করিব ;
আমি শিখিম বিভাগ করিব, ও সুক্কোতের তলভূমি মাপিব ।
৮ গিলিয়দ আমার, মনঃশিও আমার ;
আর ইফ্রয়িম আমার শিরস্ত্রাণ ;
যিহূদা আমার বিচারদণ্ড ;
৯ মোয়াব আমার প্রক্ষালনপাত্র ;
আমি ইদোমের উপরে নিজ পাদুকা নিক্ষেপ করিব ;
পলেষ্টিয়ার উপরে জয়ধ্বনি করিব ।
১০ কে আমাকে ঐ দৃঢ় নগরে লইয়া যাইবে ?
কে ইদোম পর্য্যন্ত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে ?
১১ হে ঈশ্বর, তুমি কি আমাদিগকে ত্যাগ কর নাই ?
হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের বাহিনিগণ সহ গমন কর না ।
১২ বিপক্ষের প্রতিকূলে আমাদের সাহায্য কর ;
কেননা মনুষ্যের সাহায্য অলীক ।
১৩ ঈশ্বরের দ্বারা আমরা বীরের কর্ম্ম করিব ;
তিনিই আমাদের বিপক্ষদিগকে মর্দ্দন করিবেন ।

১০৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য ।
দায়ূদের সঙ্গীত ।

১ হে আমার প্রশংসাপাত্র ঈশ্বর, নীরব থাকিও না ।
২ কেননা লোকে আমার বিরুদ্ধে দুষ্টতার মুখ ও ছলের মুখ খুলিয়াছে ;
তাহারা মিথ্যাবাদী জিহ্বা দ্বারা আমার সহিত কথা কহিয়াছে ।
৩ তাহারা দ্বেষবাক্যেও আমাকে ঘেরিয়াছে,
এবং অকারণে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছে।
৪ আমার প্রেমের পরিবর্ত্তে তাহারা আমার বিপক্ষ হইয়াছে,

কিন্তু আমি প্রার্থনায় রত।
৫ তাহারা আমার উপরে হিতের পরিবর্ত্তে অহিত,
আমার প্রেমের পরিবর্ত্তে দ্বেষ রাখিয়াছে।
৬ তুমি সেই ব্যক্তির উপরে দুর্জ্জনকে নিযুক্ত কর;
বিপক্ষ তাহার দক্ষিণে দাঁড়াইয়া থাকুক।
৭ বিচার সময়ে সে দোষীকৃত হউক,
তাহার প্রার্থনা পাপরূপে গণিত হউক।
৮ তাহার আয়ুঃ অল্প হউক,
অন্য ব্যক্তি তাহার অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হউক।
৯ তাহার সন্তানগণ পিতৃহীন হউক,
তাহার স্ত্রী বিধবা হউক।
১০ তাহার সন্তানগণ ভ্রমণ করিতে করিতে ভিক্ষা করুক,
আপনাদের উৎসন্ন স্থান হইতে দূরে [খাদ্য] অন্বেষণ করুক।
১১ মহাজন তাহার সর্ব্বস্ব আটক করুক,
অপর লোকেরা তাহার শ্রমফল লুট করুক।
১২ তাহার প্রতি কৃপা করে, এমন কেহ না থাকুক,
তাহার অনাথ সন্তানদের প্রতি কেহ অনুগ্রহ না করুক।
১৩ তাহার ভাবী বংশ উচ্ছিন্ন হউক,
পরপুরুষের সময়ে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক।
১৪ তাহার পিতৃগণের অধর্ম্ম সদাপ্রভুর স্মরণে থাকুক,
তাহার মাতার পাপ লুপ্ত না হউক।
১৫ সে সকল সর্ব্বদা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে থাকুক,
যেন তিনি পৃথিবী হইতে তাহাদের স্মৃতি লোপ করেন।
১৬ কেননা সে দয়া করিবার বিষয় মনে করিত না,
কিন্তু তাড়না করিত দুঃখী ও দরিদ্র ব্যক্তিকে,
ও ভগ্নান্তঃকরণ লোককে, বধ করিবার নিমিত্ত।
১৭ সে অভিশাপ দিতে ভালবাসিত, তাহা তাহারই প্রতি ঘটিল;
আশীর্ব্বাদ করিতে তাহার প্রীতি হইত না, তাহা তাহা হইতে দূরে রহিল।
১৮ সে অভিশাপকে বস্ত্রের ন্যায় পরিধান করিত, তাহা তাহার অন্তরে জলের ন্যায় প্রবেশ করিল,
তাহার অস্থিতে তৈলের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল।
১৯ তাহা তাহার পক্ষে পরিধানার্থক বস্ত্রের ন্যায়,
ও নিত্য কটিবন্ধনের ন্যায় হউক।
২০ সদাপ্রভু হইতে এই ফল পায় আমার বিপক্ষেরা,
আমার প্রাণের বিরুদ্ধে যাহারা দুর্ব্বাক্য বলে, তাহারা।
২১ কিন্তু, হে প্রভু সদাপ্রভু, নিজ নামের অনুরোধে আমার সহিত ব্যবহার কর;
তোমার দয়া মঙ্গলময়, অতএব আমাকে উদ্ধার কর।
২২ কেননা আমি দুঃখী ও দরিদ্র,
এবং আমার অন্তরে হৃদয় আহত হইয়াছে।
২৩ আমি হেলিয়া পড়া ছায়ার ন্যায় অতীত হইতেছি,
পঙ্গপালের ন্যায় ইতস্ততঃ চালিত হইতেছি।
২৪ উপবাস দ্বারা আমার হাঁটু দুর্ব্বল হইয়াছে,
বসার অভাবে আমার মাংস বিকৃত হইয়াছে।
২৫ আর আমি উহাদের কাছে তিরস্কারের পাত্র হইয়াছি;
আমাকে দেখিলেই তাহারা মাথা নাড়ে।
২৬ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার সাহায্য কর,
নিজ দয়ানুসারে আমার পরিত্রাণ কর,

২৭ যেন তাহারা জানিতে পায় যে, এ তোমার হস্ত,
তুমিই, হে সদাপ্রভু, এই সকল করিয়াছ।
২৮ তাহারা শাপ দিউক, কিন্তু তুমি আশীর্ব্বাদ করিও ;
তাহারা উঠিলে লজ্জিত হইবে, কিন্তু তোমার এই দাস আনন্দ করিবে।
২৯ আমার বিপক্ষগণ অপমান-পরিহিত হইবে,
উত্তরীয়ের ন্যায় লজ্জায় আচ্ছাদিত হইবে।
৩০ আমি নিজ মুখে সদাপ্রভুর অতিশয় স্তব করিব,
লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা করিব।
৩১ কারণ তিনি দরিদ্রের দক্ষিণে দাঁড়াইয়া থাকেন,
যেন তাহার প্রাণের বিচারকদের হইতে তাহাকে ত্রাণ করেন।

১১০

দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস,
যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি।
২ সদাপ্রভু সিয়োন হইতে তোমার পরাক্রম-দণ্ড প্রেরণ করিবেন,
তুমি আপন শত্রুদের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিও।
৩ তোমার বিক্রম-দিনে* তোমার প্রজাগণ স্বেচ্ছায় দত্ত উপহার হইবে ;
পবিত্র শোভায়, ঊষার গর্ব্ভ হইতে,
তোমার যুবকেরা তোমার কাছে শিশির-তুল্য। †
৪ সদাপ্রভু শপথ করিলেন, অনুশোচনা করিবেন না,
তুমি অনন্তকালীন যাজক,

* (বা) তোমার সৈন্যসামন্ত [সংগ্রহ] দিনে।
† (বা) তোমার শিশিরবৎ যৌবনকাল আছে।

মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে।
৫ তোমার দক্ষিণে স্থিত প্রভু
আপন ক্রোধের দিনে রাজগণকে চূর্ণ করিবেন।*
৬ তিনি জাতিদের মধ্যে বিচার করিবেন,*
তিনি শবে দেশ পরিপূর্ণ করিবেন,*
তিনি বিস্তীর্ণ দেশে মস্তক চূর্ণ করিবেন ;*
৭ তিনি পথিমধ্যে স্রোতের জল পান করিবেন ;
এইজন্য মস্তক তুলিবেন।

১১১

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর স্তব করিব,
সরল লোকদের সভায় ও মণ্ডলীর মধ্যে করিব।
২ সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল মহৎ ;
তৎপ্রীত সকলে সেই সকল অনুশীলন করে।
৩ তাঁহার ক্রিয়া প্রভা ও প্রতাপস্বরূপ,
তাঁহার ধর্ম্মশীলতা নিত্যস্থায়ী।
৪ তিনি নিজ আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল স্মরণীয় করিয়াছেন ;
সদাপ্রভু কৃপাময় ও স্নেহশীল।
৫ তিনি আপন ভয়কারিগণকে আহার দিয়াছেন ;
তিনি আপনার নিয়ম চিরকাল স্মরণ করিবেন।
৬ তিনি নিজ প্রজাদিগকে আপন ক্রিয়ার শক্তি জ্ঞাত করিয়াছেন,
তাহাদিগকে জাতিগণের অধিকার দান করিয়াছেন।
৭ তাঁহার হস্তের কর্ম্ম সকল সত্য ও ন্যায্য ;
তাঁহার সমস্ত বিধি বিশ্বসনীয়।
৮ সে সকল অনন্তকালের নিমিত্ত স্থিরীকৃত,
সত্যে ও সরলতায় প্রণীত।

* (বা) করিয়াছেন।

৯ তিনি আপন প্রজাদের কাছে মুক্তি পাঠাইয়াছেন ;
তিনি চিরকাল তরে আপন নিয়ম স্থির করিয়াছেন ;
তাঁহার নাম পবিত্র ও ভয়াবহ।
১০ সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ ;
যে কেহ তদনুযায়ী কর্ম্ম করে, সে সদ্বুদ্ধি পায় ;
তাঁহার প্রশংসা নিত্যস্থায়ী।

১১২

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
ধন্য সেই জন, যে সদাপ্রভুকে ভয় করে,
যে তাঁহার আজ্ঞাতে অতিমাত্র প্রীত হয়।
২ তাহার বংশ পৃথিবীতে বিক্রমশালী হইবে ;
সরল লোকের গোষ্ঠী ধন্য হইবে।
৩ তাহার গৃহে ধন ও ঐশ্বর্য্য থাকে,
তাহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী।
৪ সরল লোকের জন্য অন্ধকারে জ্যোতি উদিত হয় ;
সে কৃপাময়, স্নেহশীল ও ধার্ম্মিক।
৫ যে জন কৃপা করে ও ঋণ দেয়, তাহার মঙ্গল হয় ;
সে বিচারে আপনার কথা নিষ্পন্ন করিবে।
৬ কারণ সে কোন কালে বিচলিত হইবে না ;
ধার্ম্মিক চিরকাল স্মরণে থাকিবে।
৭ অশুভ সংবাদেও সে ভয় করিবে না ;
তাহার চিত্ত স্থির, তাহা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে।
৮ তাহার চিত্ত সুস্থির ; সে ভয় করে না,
শেষে সে আপন বিপক্ষদের দশা দেখিবে।
৯ সে বিতরণ করিয়াছে, দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছে,
তাহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী ;
তাহার শৃঙ্গ গৌরবে উন্নত হইবে।
১০ দুষ্ট লোক তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইবে ;
সে দন্ত ঘর্ষণ করিবে, ও গলিয়া যাইবে ;
দুষ্টগণের অভীষ্ট বিনষ্ট হইবে।

১১৩

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
হে সদাপ্রভুর দাসগণ, প্রশংসা কর,
সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর।
২ ধন্য সদাপ্রভুর নাম,
এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত।
৩ সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি তাহার অস্তস্থান পর্য্যন্ত
সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তনীয়।
৪ সদাপ্রভু সর্ব্বজাতির উপরে উন্নত,
তাঁহার গৌরব আকাশমণ্ডলের উপরে উন্নত।
৫ কে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর তুল্য ?
তিনি ঊর্দ্ধে সমাসীন ;
৬ তিনি অবনত হইয়া দৃষ্টিপাত করেন
আকাশে ও পৃথিবীতে।
৭ তিনি ধূলি হইতে দীনহীনকে তুলেন,
সারের ঢিবী হইতে দরিদ্রকে উঠান ;
৮ যেন তিনি তাহাকে বসাইয়া দেন কুলীনদের সঙ্গে,
আপন প্রজাদেরই কুলীনদের সঙ্গে।
৯ তিনি বন্ধ্যাকে গৃহিণী করেন,
পুত্রদের আনন্দময়ী মাতা করেন।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৪

১ ইস্রায়েল যখন বাহির হইল মিসর হইতে,
যাকোবের বংশ পরভাষী লোক হইতে,
২ তখন যিহূদা হইল তাঁহার ধর্ম্মধাম,
ইস্রায়েল হইল তাঁহার রাজ্য।
৩ দেখিয়া সমুদ্র পলায়ন করিল,
যর্দ্দন উজানে বহিল।

৪ পর্ব্বতগণ লম্ফ দিল মেষের ন্যায়,
উপপর্ব্বতগণ লম্ফ দিল মেষশাবকের ন্যায়।
৫ তোমার কি হইল, সমুদ্র, তুমি কেন পলাইলে ?
যর্দ্দন, তুমি কেন উজানে বহিলে ?
৬ পর্ব্বতগণ, তোমরা কেন লম্ফ দিলে মেষের ন্যায় ?
উপপর্ব্বতগণ, তোমরা কেন লম্ফ দিলে মেষশাবকের ন্যায় ?
৭ পৃথিবী! তুমি কম্পিত হও, প্রভুর সাক্ষাতে,
যাকোবের ঈশ্বরের সাক্ষাতে।
৮ তিনি শৈলকে পরিণত করিলেন জলাশয়ে,
চকমকি প্রস্তরকে জলের উৎসে।

১১৫

১ হে সদাপ্রভু, আমাদিগকে নয়, আমাদিগকে নয়,
কিন্তু তোমারই নাম গৌরবান্বিত কর,
তোমার দয়ার অনুরোধে, তোমার সত্যের অনুরোধে।
২ জাতিগণ কেন বলিবে,
'কোথায় উহাদের ঈশ্বর ?'
৩ আমাদের ঈশ্বর ত স্বর্গে থাকেন ;
তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন।
৪ উহাদের প্রতিমা সকল রৌপ্য ও স্বর্ণ,
মনুষ্যের হস্তের কার্য্য।
৫ মুখ থাকিতেও তাহারা কথা কহে না ;
চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না ;
৬ কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না ;
নাসিকা থাকিতেও ঘ্রাণ পায় না ;
৭ হস্ত থাকিতেও স্পর্শ করিতে পারে না ;
চরণ থাকিতেও চলিতে পারে না ;
তাহারা কণ্ঠে কথা কহিতে পারে না।
৮ যেমন তাহারা, তেমনি হইবে তাহাদের নির্ম্মাতারা,
আর যে কেহ সে গুলিতে নির্ভর করে।
৯ হে ইস্রায়েল, তুমি সদাপ্রভুতেই নির্ভর কর ;
'তিনিই তাহাদের সহায় ও তাহাদের ঢাল।'
১০ হারোণের কুল, তোমরা সদাপ্রভুতেই নির্ভর কর ;
'তিনিই তাহাদের সহায় ও তাহাদের ঢাল।'
১১ সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ, সদাপ্রভুতে নির্ভর কর ;
'তিনিই তাহাদের সহায় ও তাহাদের ঢাল।'
১২ সদাপ্রভু আমাদিগকে মনে রাখিয়াছেন ;
তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন,
ইস্রায়েলের কুলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
হারোণের কুলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।
১৩ যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,
ক্ষুদ্র কি মহান সকলকে করিবেন।
১৪ সদাপ্রভু তোমাদের বৃদ্ধি করুন,
তোমাদের ও তোমাদের সন্তানগণের বৃদ্ধি করুন।
১৫ তোমরা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্র,
তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা।
১৬ স্বর্গ সদাপ্রভুরই স্বর্গ,
কিন্তু তিনি পৃথিবী মনুষ্য-সন্তানদিগকে দিয়াছেন।
১৭ মৃতেরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করে না,
যাহারা নিস্তব্ধ স্থানে নামে, তাহারা কেহ করে না।
১৮ কিন্তু আমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব,
এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত করিব।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৬

১ আমি সদাপ্রভুকে প্রেম করি, কারণ তিনি শুনেন
আমার রব ও আমার বিনতি।

২ তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করিয়াছেন,
তজ্জন্য আমি যাবজ্জীবন তাঁহাকে ডাকিব।
৩ মৃত্যুর রজ্জু আমাকে বেষ্টন করিল,
পাতালের কষ্ট আমাকে পাইয়া বসিল,
আমি সঙ্কটে ও দুঃখে পড়িলাম।
৪ তখন আমি সদাপ্রভুর নামে ডাকিলাম,
বিনয় করি, সদাপ্রভু, আমার প্রাণ রক্ষা কর।
৫ সদাপ্রভু কৃপাবান ও ধর্ম্মময়,
বস্তুতঃ আমাদের ঈশ্বর স্নেহশীল।
৬ সদাপ্রভু অমায়িক লোকদিগকে রক্ষা করেন ;
আমি দীনহীন হইলে তিনি আমার পরিত্রাণ করিলেন।
৭ হে আমার প্রাণ, তোমার বিশ্রাম-স্থানে ফিরিয়া যাও,
কেননা সদাপ্রভু তোমার মঙ্গল করিয়াছেন।
৮ কারণ তুমি মৃত্যু হইতে আমার প্রাণ,
অশ্রু হইতে আমার চক্ষু,
পতন হইতে আমার চরণ, উদ্ধার করিয়াছ।
৯ আমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাতায়াত করিব,
জীবিতদের দেশেই করিব।
১০ আমার বিশ্বাস আছে, তাই কথা বলিব ;*
আমি নিতান্ত দুঃখার্ত্ত ছিলাম।
১১ আমি উদ্বেগে বলিয়াছিলাম,
মনুষ্যমাত্র মিথ্যাবাদী।
১২ আমি সদাপ্রভু হইতে যে সকল মঙ্গল পাইয়াছি,
তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কি ফিরাইয়া দিব?
১৩ আমি পরিত্রাণের পানপাত্র গ্রহণ করিব,
এবং সদাপ্রভুর নামে ডাকিব।
১৪ আমি সদাপ্রভুর কাছে আমার মানত সকল পূর্ণ করিব ;
তাঁহার সমস্ত প্রজার সাক্ষাতেই করিব।
১৫ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে বহুমূল্য
তাঁহার সাধুগণের মৃত্যু।
১৬ বিনয় করি, সদাপ্রভু, আমি তোমার দাস ;
আমি তোমার দাস, তোমার দাসীর পুত্র ;
তুমি আমার বন্ধন সকল মুক্ত করিয়াছ।
১৭ আমি তোমার উদ্দেশে স্তব-বলি উৎসর্গ করিব,
আর সদাপ্রভুর নামে ডাকিব।
১৮ সদাপ্রভুর কাছে আমার মানত সকল পূর্ণ করিব,
তাঁহার সমস্ত প্রজার সাক্ষাতেই করিব ;
১৯ সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে,
হে যিরূশালেম, তোমারই মধ্যে পূর্ণ করিব।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৭

১ সমস্ত জাতি, সদাপ্রভুর প্রশংসা কর ;
সমস্ত লোকবৃন্দ, তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন কর।
২ কেননা আমাদের উপরে তাঁহার দয়া মহৎ,
ও সদাপ্রভুর সত্য অনন্তকালস্থায়ী।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৮

১ সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
২ ইস্রায়েল বলুক,
তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
৩ হারোণের কুল বলুক,
তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
৪ যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহারা বলুক,
তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।
৫ আমি সঙ্কটের মধ্য হইতে সদাপ্রভুকে ডাকিলাম ;
সদাপ্রভু আমাকে উত্তর দিয়া প্রশস্ত স্থানে [আনিলেন]।
৬ সদাপ্রভু আমার সপক্ষ, আমি ভয় করিব না ;
মনুষ্য আমার কি করিতে পারে?

* (বা) আমার বিশ্বাস ছিল, যখন (এইরূপ) বলিলাম।

৭ সদাপ্রভু আমার সপক্ষ, আমার সহায়দের মধ্যবর্ত্তী ;
তাই আমি আপন বিদ্বেষীদের দশা দেখিব।
৮ মনুষ্যে নির্ভর করণাপেক্ষা
সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম।
৯ প্রধানবর্গে নির্ভর করণাপেক্ষা
সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম।
১০ সমুদয় জাতি আমাকে ঘেরিয়াছে ;
সদাপ্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিব।
১১ তাহারা আমাকে ঘেরিয়াছে, হাঁ, আমাকে ঘেরিয়াছে,
সদাপ্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিব।
১২ মধুমক্ষিকার ন্যায় তাহারা আমাকে ঘেরিয়াছে,
কাঁটার আগুনের মত তাহারা নিবিয়া গেল;
সদাপ্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিব।
১৩ তুমি আমাকে ফেলিয়া দিবার জন্য ধাক্কা মারিয়াছ,
কিন্তু সদাপ্রভু আমার সাহায্য করিলেন।
১৪ সদাপ্রভু আমার বল ও গান,
আর তিনি আমার পরিত্রাণ হইয়াছেন।
১৫ ধার্ম্মিকগণের তাম্বুতে আনন্দের ও পরিত্রাণের ধ্বনি হইতেছে ;
সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমসাধক।
১৬ সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত উন্নত,
সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমসাধক।
১৭ আমি মরিব না, কিন্তু জীবিত থাকিব,
আর সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল বর্ণনা করিব।
১৮ সদাপ্রভু আমাকে ভারী শাস্তি দিয়াছেন,
কিন্তু মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করেন নাই।
১৯ আমার জন্য ধার্ম্মিকতার দ্বার সকল খুলিয়া দেও ;
আমি তাহা দিয়া প্রবেশ করিব, সদাপ্রভুর স্তব করিব।
২০ এই ত সদাপ্রভুর দ্বার,
ইহা দিয়া ধার্ম্মিকগণ প্রবেশ করে।
২১ আমি তোমার স্তব করিব, কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিয়াছ,
আর তুমি আমার পরিত্রাণ হইয়াছ।
২২ গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে,
তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল।
২৩ ইহা সদাপ্রভু হইতেই হইয়াছে,
ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।
২৪ অদ্য সদাপ্রভুর কৃত দিন ;
আমরা এই দিনে উল্লাস ও আনন্দ করিব।
২৫ আহা! সদাপ্রভু, বিনয় করি, পরিত্রাণ কর;
আহা! সদাপ্রভু, বিনয় করি, সৌভাগ্য দেও।
২৬ ধন্য তিনি, যিনি সদাপ্রভুর নামে আসিতেছেন ;
আমরা সদাপ্রভুর গৃহ হইতে তোমাদিগকে ধন্যবাদ করি।
২৭ সদাপ্রভুই ঈশ্বর; তিনি আমাদিগকে দীপ্তি দিয়াছেন ;
তোমরা রজ্জু দ্বারা উৎসবের বলি বেদির শৃঙ্গে বাঁধ।
২৮ তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার স্তব করিব ;
তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব।
২৯ তোমরা সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময় ;
তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।

১১৯

א আলেফ।

১ ধন্য তাহারা, যাহারা আচরণে সিদ্ধ,
যাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা-পথে চলে।

২ ধন্য তাহারা, যাহারা তাঁহার সাক্ষ্যকলাপ পালন করে ;
যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার অন্বেষণ করে।
৩ আবার তাহারা অন্যায় করে না,
তাহারা তাঁহার সকল পথে গমন করে।
৪ তুমি আপন নিদেশমালা আদেশ করিয়াছ,
যেন আমরা যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন করি।
৫ আহা! আমার পথ সকল সুস্থির হউক,
যেন আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করি।
৬ তখন আমি লজ্জিত হইব না,
যখন তোমার আজ্ঞা সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখি।
৭ যখন তোমার ধর্ম্মময় শাসনকলাপ শিক্ষা করি,
তখন আমি সরল চিত্তে তোমার স্তব করিব।
৮ আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করিব ;
আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিও না।

ב বৈৎ।

৯ যুবক কেমন করিয়া নিজ পথ বিশুদ্ধ করিবে?
তোমার বাক্যানুসারে সাবধান হইয়াই করিবে।
১০ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার অন্বেষণ করিয়াছি,
আমাকে তোমার আজ্ঞা-পথ ছাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দিও না।
১১ তোমার বচন আমি হৃদয়মধ্যে করিয়াছি,
যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।
১২ ধন্য তুমি, হে সদাপ্রভু,
আমাকে তোমার বিধিকলাপ শিক্ষা দেও।
১৩ আমি ওষ্ঠাধরে বর্ণনা করিয়াছি
তোমার মুখের সমস্ত শাসন।
১৪ আমি তোমার সাক্ষ্য-পথে আমোদ করিয়াছি,
যেমন ধনসমূহে লোকে আমোদ করে।
১৫ আমি তোমার নিদেশমালা ধ্যান করিব,
তোমার সকল পথের প্রতি দৃষ্টি রাখিব।
১৬ আমি তোমার বিধিকলাপে হর্ষিত হইব,
তোমার বাক্য ভুলিয়া যাইব না।

ג গিমল।

১৭ তোমার দাসের মঙ্গল কর, যেন আমি বাঁচি,
তাহা হইলে আমি তোমার বাক্য পালন করিব।
১৮ আমার নয়ন খুলিয়া দেও, যেন আমি দর্শন করি,
তোমার ব্যবস্থায় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় দেখি।
১৯ আমি পৃথিবীতে প্রবাসী,
আমা হইতে তোমার আজ্ঞা সকল লুকাইও না।
২০ আমার প্রাণ আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুণ্ণ হয়
তোমার শাসনকলাপের জন্য, সর্ব্ব সময়ে।
২১ তুমি সেই শাপগ্রস্ত অহঙ্কারীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছ,
যাহারা তোমার আজ্ঞা-পথ ছাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।
২২ আমা হইতে দুর্নাম ও অপমান দূর কর,
কেননা আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ পালন করিয়াছি।
২৩ অধ্যক্ষেরাও বসিয়া আমার বিপক্ষে কথা কহিয়াছেন ;
তোমার এই দাস তোমার বিধি ধ্যান করে।
২৪ তোমার সাক্ষ্যকলাপ আমার হর্ষজনক,
সেগুলি আমার মন্ত্রণাদায়ক সুহৃৎ।

ד দালৎ।

২৫ আমার প্রাণ ধূলিতে সংলগ্ন,
তোমার বাক্যানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।

২৬ আমি আপন পথসমূহের কথা বলিলাম,
আর তুমি আমাকে উত্তর দিয়াছ,
তোমার বিধিকলাপ আমাকে শিক্ষা দেও।
২৭ তোমার নিদেশ-পথ আমাকে বুঝাইয়া দেও,
আমি তোমার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ধ্যান করিব।
২৮ আমার প্রাণ দুঃখে গলিয়া পড়িতেছে,
তোমার বাক্যানুসারে আমাকে উঠাও।
২৯ আমা হইতে মিথ্যার পথ দূর কর,
কৃপা করিয়া তোমার ব্যবস্থা আমাকে দেও।
৩০ আমি বিশ্বস্ততার পথ মনোনীত করিয়াছি,
আমি তোমার শাসনকলাপ সম্মুখে রাখিয়াছি।
৩১ আমি তোমার সাক্ষ্যসমূহে আসক্ত;
সদাপ্রভু, আমাকে লজ্জিত করিও না।
৩২ আমি তোমার আজ্ঞা-পথে দৌড়িব,
কেননা তুমি আমার হৃদয় প্রশস্ত করিতেছ।

ה হে।

৩৩ সদাপ্রভু, তোমার বিধি-পথ আমাকে দেখাও,
আর আমি শেষ পর্য্যন্ত তাহা পালন করিব।
৩৪ আমাকে বিবেচনা দেও, আমি তোমার ব্যবস্থা মানিব,
সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা পালন করিব।
৩৫ তোমার আজ্ঞা-পথে আমাকে গমন করাও,
কারণ তাহাতেই আমার প্রীতি।
৩৬ তোমার সাক্ষ্যকলাপের প্রতি আমার হৃদয় ফিরাও,
লোভের প্রতি ফিরাইও না।
৩৭ অলীকতা-দর্শন হইতে আমার চক্ষু ফিরাও,
তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
৩৮ তোমার দাসের পক্ষে সফল কর তোমার বচন,
যাহা তোমার প্রতি ভয় সম্বন্ধীয়।
৩৯ দূর কর আমার দুর্নাম, যাহার বিষয় আমি ভয় করি,
কেননা তোমার শাসনকলাপ উত্তম।
৪০ দেখ, আমি তোমার নিদেশ সকলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছি,
তোমার ধর্ম্মশীলতায় আমাকে সঞ্জীবিত কর।

ו বো।

৪১ আমার প্রতি তোমার দয়া বর্ত্তুক, হে সদাপ্রভু,
তোমার বচনানুসারে তোমার পরিত্রাণ বর্ত্তুক।
৪২ তবে আমি আমার দুর্নামকারীকে উত্তর দিতে পারিব,
কেননা আমি তোমার বাক্যে নির্ভর করিতেছি।
৪৩ আর আমার মুখ হইতে সত্যের বাক্য নিঃশেষে হরণ করিও না,
কেননা আমি তোমার শাসনকলাপের অপেক্ষা করিতেছি।
৪৪ আমি সতত তোমার ব্যবস্থা পালন করিব,
যুগে যুগে চিরকাল করিব।
৪৫ আর আমি প্রশস্ত স্থানে গতায়াত করিব,
কেননা আমি তোমার নিদেশ সকলের অন্বেষণ করিয়াছি।
৪৬ আমি রাজগণের সাক্ষাতেও তোমার সাক্ষ্যকলাপের কথা বলিব,
আর আমি লজ্জিত হইব না।
৪৭ আমি তোমার আজ্ঞাসমূহে আমোদ করিব,
সে সকল আমি ভালবাসি।
৪৮ আমি তোমার আজ্ঞা সকলের কাছে অঞ্জলি উঠাইব,
সে সকল আমি ভালবাসি,
আমি তোমার বিধিকলাপ ধ্যান করিব।

সাদিন।

৪৯ তোমার দাসের পক্ষে সেই বাক্য স্মরণ কর,
যদ্দারা তুমি আমাকে প্রত্যাশাযুক্ত করিয়াছ।
৫০ দুঃখের সময়ে ইহাই আমার সান্ত্বনা,
তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে।
৫১ অহঙ্কারিগণ আমাকে অতিশয় বিদ্রূপ করিয়াছে,
তোমার ব্যবস্থা হইতে আমি বিমুখ হই নাই।
৫২ সদাপ্রভু, আমি তোমার পূর্ব্বকালের শাসনকলাপ স্মরণ করিয়াছি,
আর সান্ত্বনা পাইয়াছি।
৫৩ দুষ্টদের বিষয়ে আমার ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল,
কেননা তাহারা তোমার ব্যবস্থা ত্যাগ করে।
৫৪ তোমার বিধিকলাপ হইয়াছে আমার গীত
আমার প্রবাস-গৃহে।
৫৫ সদাপ্রভু, আমি রাত্রিকালে তোমার নাম স্মরণ করিয়াছি,
ও তোমার ব্যবস্থা পালন করিয়াছি।
৫৬ আমি ইহাই পাইয়াছি,
তোমার নিদেশ সকল পালন করিয়াছি।

ח হেৎ।

৫৭ সদাপ্রভু আমার অধিকার;
আমি বলিয়াছি, আমি তোমার বাক্য সকল পালন করিব।
৫৮ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার মুখের প্রসন্নতা চেষ্টা করিয়াছি;
তোমার বচনানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর।
৫৯ আমি নিজ পথসমূহ বিবেচনা করিলাম,
ও তোমার সাক্ষ্যকলাপের প্রতি আমার চরণ ফিরাইলাম।
৬০ আমি সত্বর হইলাম, বিলম্ব করিলাম না,
তোমার আজ্ঞা সকল পালন করিবার জন্য।
৬১ দুষ্টগণের রজ্জু আমাকে জড়াইয়াছে,
আমি তোমার ব্যবস্থা ভুলিয়া যাই নাই।
৬২ আমি মধ্যরাত্রে তোমার স্তব করিতে উঠিব,
তোমার ধর্ম্মময় শাসনমালার জন্য।
৬৩ আমি সেই সকলের সখা, যাহারা তোমাকে ভয় করে,
এবং যাহারা তোমার নিদেশ সকল পালন করে।
৬৪ তোমার দয়াতে, হে সদাপ্রভু, পৃথিবী পরিপূর্ণ,
আমাকে তোমার বিধিকলাপ শিক্ষা দেও।

ט টেট।

৬৫ তুমি আপন দাসের প্রতি মঙ্গল ব্যবহার করিয়াছ,
হে সদাপ্রভু, তোমার বাক্যানুসারে করিয়াছ।
৬৬ উত্তম বিচার ও জ্ঞান আমাকে শিখাও,
কেননা আমি তোমার আজ্ঞাসমূহে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি।
৬৭ দুঃখার্ত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি ভ্রান্ত ছিলাম,
কিন্তু এখন তোমার বচন পালন করিতেছি।
৬৮ তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলকারী,
তোমার বিধিকলাপ আমাকে শিক্ষা দেও।
৬৯ অহঙ্কারিগণ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রচনা করিয়াছে,
আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার নিদেশ সকল পালন করিব।
৭০ উহাদের অন্তঃকরণ মেদের ন্যায় স্থূল;
কিন্তু আমি তোমার ব্যবস্থায় আমোদ করি।
৭১ আমি যে দুঃখার্ত্ত হইয়াছি, এ আমার পক্ষে উত্তম,
যেন আমি তোমার বিধি শিখিতে পাই।
৭২ তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার পক্ষে উত্তম,

সহস্র সহস্র স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা উত্তম ।

ইয়ূদ ।

৭৩ তোমার হস্ত আমার গঠন ও স্থিতি করিয়াছে ;
আমাকে বিবেচনা দেও, যেন তোমার আজ্ঞা সকল শিখিতে পারি ।
৭৪ যাহারা তোমাকে ভয় করে, তাহারা আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে,
কারণ আমি তোমার বাক্যে প্রত্যাশা করিয়াছি ।
৭৫ হে সদাপ্রভু, আমি জানি, তোমার শাসনকলাপ ধর্ম্মময়,
আর তুমি বিশ্বস্ততায় আমাকে দুঃখ দিয়াছ ।
৭৬ আহা ! তোমার দয়া আমার সান্ত্বনাজনক হউক,
তোমার দাসের প্রতি তোমার বচনানুসারে হউক ।
৭৭ আমার প্রতি তোমার করুণা বর্ত্তুক, যেন আমি বাঁচি ;
কেননা তোমার ব্যবস্থা আমার হর্ষজনক ।
৭৮ অহঙ্কারিগণ লজ্জিত হউক, কেননা তাহারা মিথ্যা বলিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে ;
কিন্তু আমি তোমার নিদেশমালা ধ্যান করিতেছি ।
৭৯ যাহারা তোমাকে ভয় করে, তাহারা আমার প্রতি ফিরুক,
আর তাহারা তোমার সাক্ষ্যকলাপ বুঝিবে ।
৮০ আমার চিত্ত তোমার বিধিতে সিদ্ধ হউক,
যেন আমি লজ্জিত না হই ।

כ কফ ।

৮১ তোমার পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় আমার প্রাণ ক্ষীণ হয়,
আমি তোমার বাক্যের অপেক্ষা করি ।
৮২ তোমার বচনের প্রতীক্ষায় আমার চক্ষু ক্ষীণ হয়,
আমি বলি, তুমি কখন আমাকে সান্ত্বনা করিবে ?
৮৩ কারণ আমি ধূমস্থ কুপার সদৃশ হইয়াছি ;
তথাপি তোমার বিধি ভুলিয়া যাই নাই ।
৮৪ তোমার দাসের দিন কত ?
কবে আমার তাড়নাকারিগণের বিচার করিবে ?
৮৫ অহঙ্কারিগণ আমার নিমিত্ত গর্ত্ত খুঁড়িয়াছে,
তাহারা তোমার ব্যবস্থানুগামী নয় ।
৮৬ তোমার সমস্ত আজ্ঞা বিশ্বসনীয় ;
লোকে মিথ্যা বলিয়া আমাকে তাড়না করে ;
আমার সাহায্য কর ।
৮৭ উহারা পৃথিবীতে আমাকে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছিল,
কিন্তু আমি তোমার নিদেশমালা ত্যাগ করি নাই ।
৮৮ তোমার দয়ানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর,
তাহাতে আমি তোমার মুখের সাক্ষ্য পালন করিব ।

ל লামদ ।

৮৯ অনন্তকালের নিমিত্ত, হে সদাপ্রভু,
তোমার বাক্য স্বর্গে সংস্থাপিত ।
৯০ তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষে পুরুষে স্থায়ী ;
তুমি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছ, তাহা স্থির রহিয়াছে ।
৯১ অদ্যাপি তোমার শাসনানুসারে সকলই স্থির রহিয়াছে,
কেননা সমস্তই তোমার দাস ।
৯২ যদি তোমার ব্যবস্থা আমার হর্ষজনক না হইত,

তবে ইতিপূর্ব্বে আমি আপন দুঃখে বিনষ্ট
 হইতাম।
৯৩ আমি তোমার নিদেশমালা কখনও ভুলিয়া
 যাইব না,
 কারণ তদ্দারা তুমি আমাকে সঞ্জীবিত
 করিয়াছ।
৯৪ আমি তোমারই, আমাকে পরিত্রাণ কর;
 কারণ আমি তব নিদেশমালার অন্বেষণ
 করিয়াছি।
৯৫ দুষ্টগণ আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য
 আমার অপেক্ষা করিয়াছে;
 আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ আলোচনা
 করিব।
৯৬ আমি সমস্ত সিদ্ধির অন্ত দেখিয়াছি;
 তোমার আজ্ঞা অতিশয় প্রশস্ত।

ם মেম।

৯৭ আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি!
 তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।
৯৮ তোমার আজ্ঞা সকল আমাকে শত্রুগণ
 অপেক্ষা জ্ঞানবান করে;
 কারণ সেই সকল চিরকাল আমার।
৯৯ আমার সমস্ত গুরু অপেক্ষা আমি জ্ঞান-
 বান,
 কেননা আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ ধ্যান
 করি।
১০০ প্রাচীন লোক হইতেও আমি বুদ্ধিমান,
 কারণ আমি তোমার নিদেশ সকল পালন
 করিয়াছি।
১০১ আমি সমস্ত কুপথ হইতে আপন চরণ
 নিবৃত্ত করিয়াছি,
 যেন আমি তোমার বাক্য পালন করি।
১০২ আমি তোমার শাসনপথ হইতে ফিরি
 নাই,
 কারণ তুমিই আমাকে শিক্ষা দিয়াছ।
১০৩ তোমার বচন সকল আমার তালুতে
 কেমন মিষ্ট লাগে!
 তাহা আমার মুখে মধু হইতেও মধুর!
১০৪ তোমার নিদেশমালা দ্বারা আমার বুদ্ধি-
 লাভ হয়,
 তাই আমি সমুদয় মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

נ নূন।

১০৫ তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ,
 আমার পথের আলোক।
১০৬ আমি শপথ করিয়াছি, স্থির করিয়াছি,
 তোমার ধর্ম্মময় শাসনকলাপ পালন
 করিব।
১০৭ আমি অতিশয় দুঃখার্ত্ত;
 হে সদাপ্রভু, তোমার বাক্যানুসারে
 আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১০৮ সদাপ্রভু, বিনয় করি, আমার স্বেচ্ছায়
 দত্ত মুখের উপহার সকল গ্রাহ্য কর,
 ও তোমার শাসনকলাপ আমাকে শিক্ষা
 দেও।
১০৯ আমার প্রাণ নিরন্তর আমার করতলে,
 তথাপি আমি তোমার ব্যবস্থা ভুলিয়া
 যাই নাই।
১১০ দুষ্টগণ আমার নিমিত্ত ফাঁদ পাতিয়াছে,
 কিন্তু আমি তোমার নিদেশপথ হইতে
 বিপথগামী হই না।
১১১ তোমার সাক্ষ্যকলাপ আমি চিরতরে
 অধিকার করিয়াছি,
 কারণ সে সকল আমার চিত্তের হর্ষজনক।
১১২ আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করিতে
 মনকে লওয়াইয়াছি,
 চিরকালের জন্য, শেষ পর্য্যন্ত।

ס সামক।

১১৩ আমি দ্বিমনাদিগকে ঘৃণা করি,
 কিন্তু তোমার ব্যবস্থা ভালবাসি।

১১৪ তুমি আমার অন্তরাল ও আমার ঢাল ;
আমি তোমার বাক্যে প্রত্যাশা রাখি।
১১৫ দুরাচারগণ, আমার নিকট হইতে দূর হও;
আমি আপন ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করিব।
১১৬ তোমার বচনানুসারে আমাকে ধারণ কর, তাহাতে বাঁচিব,
আমাকে নিজ আশার সম্বন্ধে লজ্জিত হইতে দিও না।
১১৭ আমাকে ধরিয়া রাখ, তাহাতে পরিত্রাণ পাইব,
আর তোমার বিধিকলাপ সর্ব্বদা মান্য করিব।
১১৮ তুমি তাহাদের সকলকে হেয়জ্ঞান করিয়াছ, যাহারা তোমার বিধি-পথ হইতে ভ্রমে চলে ;
কেননা তাহাদের প্রবঞ্চনা অসার।
১১৯ তুমি পৃথিবীর সমস্ত দুষ্টকে মলবৎ দূর করিয়া থাক,
তাই আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ ভালবাসি।
১২০ তোমার ভয়ে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়,
তোমার শাসনকলাপে আমি ভীত।

ᵞ অয়িন।

১২১ আমি ন্যায়বিচার ও ধর্ম্মাচরণ করিয়াছি,
আমাকে উপদ্রবীদের হস্তে সমর্পণ করিও না।
১২২ তুমি মঙ্গলের জন্য নিজ দাসের প্রতিভূ হও,
অহঙ্কারীরা আমার প্রতি উপদ্রব না করুক।
১২৩ আমার চক্ষু ক্ষীণ হইতেছে, তোমার পরিত্রাণের জন্য,
ও তোমার ধর্ম্মময় বচনের জন্য।
১২৪ তোমার দয়ানুসারে তোমার দাসের সহিত ব্যবহার কর,
আর তোমার বিধিকলাপ আমাকে শিক্ষা দেও।
১২৫ আমি তোমার দাস, আমাকে বুদ্ধি দেও,
যেন তোমার সাক্ষ্য সকল বুঝিতে পারি।
১২৬ সদাপ্রভুর কার্য্য করিবার সময় হইল,
[কেননা] লোকে তোমার ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়াছে।
১২৭ তজ্জন্য আমি তোমার আজ্ঞা সকল ভালবাসি,
স্বর্ণ হইতে, নির্ম্মল স্বর্ণ হইতেও ভালবাসি।
১২৮ তজ্জন্য আমি সর্ব্ব বিষয়ে তোমার সমুদয় নিদেশ ন্যায্য জ্ঞান করি,
সমস্ত মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

ף পে।

১২৯ তোমার সাক্ষ্যকলাপ আশ্চর্য্য,
এই জন্য আমার প্রাণ সে সকল পালন করে।
১৩০ তব বাক্যসমূহের বিকাশ আলোক প্রদান করে,
তাহা অমায়িকদিগকে বুদ্ধিমান করে।
১৩১ আমি মুখ খুলিয়া শ্বাস ফেলিতেছিলাম,
কেননা তোমার আজ্ঞা সকলের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম।
১৩২ আমার প্রতি ফির, ও আমার প্রতি কৃপা কর,
যেমন তোমার নামপ্রিয়দের প্রতি করিয়া থাক।
১৩৩ তোমার বচনে আমার পাদবিক্ষেপ স্থির রাখ,
কোন অধর্ম্ম আমার উপরে কর্তৃত্ব না করুক।

১৩৪ মনুষ্যের উপদ্রব হইতে আমাকে মুক্ত কর,
তাহাতে আমি তোমার নিদেশমালা পালন করিব।
১৩৫ তোমার দাসের প্রতি তোমার মুখ উজ্জ্বল কর,
এবং তোমার বিধি সকল আমাকে শিক্ষা দেও।
১৩৬ আমার চক্ষু হইতে জলধারা বহিতেছে,
কারণ লোকে তোমার ব্যবস্থা পালন করে না।

ৎ সাদে।

১৩৭ হে সদাপ্রভু, তুমি ধর্ম্মময়
ও তোমার শাসন সকল ন্যায্য।
১৩৮ তুমি ধর্ম্মশীলতায়,
এবং অতীব বিশ্বস্ততায় তোমার সাক্ষ্য-কলাপ আদেশ করিয়াছ।
১৩৯ আমার উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিয়াছে,
কারণ আমার বিপক্ষগণ তোমার বাক্য সকল ভুলিয়া গিয়াছে।
১৪০ তোমার বচন অতীব পরীক্ষাসিদ্ধ,
তাই তোমার দাস তাহা ভালবাসে।
১৪১ আমি ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞাত,
[কিন্তু] আমি তোমার নিদেশ সকল ভুলিয়া যাই নাই।
১৪২ তোমার ধর্ম্মশীলতা চিরস্থায়ী ধর্ম্মশীলতা,
আর তোমার ব্যবস্থা সত্য।
১৪৩ সঙ্কট ও দুর্দ্দশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে,
[তথাপি] তোমার আজ্ঞা সকল আমার হর্ষজনক।
১৪৪ তোমার সাক্ষ্যকলাপ অনন্তকাল ধর্ম্মময়;
আমাকে বুদ্ধি দেও, তাহাতে আমি বাঁচিব।

ק কূফ।

১৪৫ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ডাকিয়াছি; হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দেও,
আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করিব।
১৪৬ আমি তোমাকে ডাকিয়াছি; আমাকে পরিত্রাণ কর,
তাহাতে আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ পালন করিব।
১৪৭ আমি প্রভাতের অগ্রেও আর্ত্তনাদ করিলাম,
আমি তোমার বাক্যসমূহের অপেক্ষাতে ছিলাম।
১৪৮ আমার চক্ষু রাত্রিযামের পূর্ব্বে উন্মীলিত ছিল,
যেন তোমার বচন ধ্যান করিতে পারি।
১৪৯ তোমার দয়ানুসারে আমার রব শুন;
হে সদাপ্রভু, তোমার শাসনানুসারে * আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১৫০ কুকর্ম্মের অনুগামীরা নিকটবর্ত্তী;
তাহারা তোমার ব্যবস্থা হইতে দূরবর্ত্তী।
১৫১ হে সদাপ্রভু, তুমিই নিকটবর্ত্তী,
আর তোমার সমস্ত আজ্ঞা সত্য।
১৫২ আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপের দ্বারা পূর্ব্বাবধি জানি,
তুমি চিরতরে সে সমস্ত স্থাপন করিয়াছ।

ר রেশ।

১৫৩ আমার দুঃখ দেখ, আমাকে উদ্ধার কর,
কেননা আমি তোমার ব্যবস্থা ভুলিয়া যাই নাই।
১৫৪ আমার বিবাদ নিষ্পত্তি কর, আমাকে মুক্ত কর,
তোমার বচনানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।

* (বা) তুমি যেমন করিয়া থাক, তেমনি।

১৫৫ পরিত্রাণ দুষ্টগণ হইতে দূরবর্ত্তী,
কারণ তাহারা তোমার বিধি সকলের অন্বেষণ করে না।
১৫৬ হে সদাপ্রভু, তোমার করুণা বহুবিধ ;
তোমার শাসনকলাপানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১৫৭ আমার তাড়নাকারী ও বিপক্ষ অনেক,
[তথাপি] আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ হইতে বিপথগামী হই নাই।
১৫৮ আমি বিশ্বাসঘাতকদিগকে দেখিয়া ঘৃণা করিলাম,
কারণ তাহারা তোমার বচন পালন করে না।
১৫৯ দেখ, আমি তোমার নিদেশ সকল কেমন ভালবাসি।
সদাপ্রভু, তোমার দয়ানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১৬০ তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্য,
তোমার ধর্ম্মময় প্রত্যেক শাসন চির-

ש শিন।

১৬১ অধ্যক্ষেরা অকারণে আমাকে তাড়না করিয়াছে,
কিন্তু আমার মন তোমার বাক্যসমূহে ভীত হয়।
১৬২ আমি তোমার বচনে আনন্দ করি,
যেমন মহালুট পাইলে লোকে করে।
১৬৩ আমি মিথ্যাকে দ্বেষ করি, ঘৃণা করি,
তোমার ব্যবস্থাই ভালবাসি।
১৬৪ আমি দিনে সাত বার তোমার স্তব করি,
তোমার ধর্ম্মময় শাসনকলাপের জন্য।
১৬৫ যাহারা তোমার ব্যবস্থা ভালবাসে,
তাহাদের পরম শান্তি,
তাহাদের উছোট লাগে না।
১৬৬ সদাপ্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রত্যাশা করিয়াছি,
ও তোমার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি।
১৬৭ আমার প্রাণ তোমার সাক্ষ্যকলাপ পালন করিয়াছে,
আমি সে সকল অতিশয় ভালবাসি।
১৬৮ আমি তোমার নিদেশমালা ও সাক্ষ্য-কলাপ পালন করিয়াছি ;
কারণ আমার সমস্ত পথ তোমার সম্মুখে।

ת তৌ।

১৬৯ সদাপ্রভু, আমার কাকূক্তি তোমার নিকটে উপস্থিত হউক,
তোমার বাক্যানুসারে আমাকে বুদ্ধি দেও।
১৭০ আমার বিনতি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক,
তোমার বচনানুসারে আমাকে নিস্তার কর।
১৭১ আমার ওষ্ঠাধর প্রশংসা করিবে, *
কারণ তুমি আমাকে তোমার বিধি সকল শিক্ষা দিতেছ।
১৭২ আমার জিহ্বা তোমার বচন কীর্ত্তন করিবে, *
যেহেতু তোমার সমস্ত আজ্ঞা ধর্ম্মময়।
১৭৩ তোমার হস্ত আমার সহকারী হউক ;
কেননা আমি তোমার নিদেশমালা মনোনীত করিয়াছি।
১৭৪ সদাপ্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি,
এবং তোমার ব্যবস্থা আমার হর্ষজনক।
১৭৫ আমার প্রাণ জীবিত থাকুক, সে তোমার প্রশংসা করিবে,

---

* (বা) করুক।

আর তোমার শাসনকলাপ আমার সহকারী হউক।
১৭৬ আমি হারাণ মেষের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি;
নিজ দাসের অন্বেষণ কর;
কেননা আমি তোমার আজ্ঞাকলাপ ভুলিয়া যাই নাই।

১২০ আরোহণ-গীত।

১ আমি সঙ্কটে সদাপ্রভুকে ডাকিলাম,
তিনি আমাকে উত্তর দিলেন।
২ সদাপ্রভু, আমার প্রাণ মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর হইতে,
প্রতারক জিহ্বা হইতে রক্ষা কর।
৩ হে প্রতারক জিহ্বা, তিনি তোমাকে কি দিবেন?
তোমাকে অধিক কি যোগাইবেন?
৪ বীরের তীক্ষ্ণ বাণসমূহ,
ও রোতমকাষ্ঠের অঙ্গারসমূহ।
৫ হায় হায়, আমি মেশকে প্রবাস করিতেছি,
কেদরের তাম্বুসমূহের কাছে বাস করিতেছি।
৬ বহুকাল আমার প্রাণ এমন ব্যক্তির সহিত বাস করিয়াছে,
যে সন্ধি ঘৃণা করে।
৭ আমি সন্ধিপ্রিয়,
কিন্তু যখন কথা বলি উহারা যুদ্ধ চায়।

১২১ আরোহণ-গীত।

১ আমি পর্ব্বতগণের দিকে চক্ষু তুলিব;
কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে?
২ সদাপ্রভু হইতে আমার সাহায্য আইসে,
তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা।
৩ তিনি তোমার চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না,
তোমার রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না।
৪ দেখ, যিনি ইস্রায়েলের রক্ষক,
তিনি ঢুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না।
৫ সদাপ্রভুই তোমার রক্ষক,
সদাপ্রভুই তোমার ছায়া, তিনি তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে।
৬ দিবসে সূর্য্য তোমাকে আঘাত করিবে না,
রাত্রিতে চন্দ্রও করিবে না।
৭ সদাপ্রভু তোমাকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন;
তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন।
৮ সদাপ্রভু তোমার বাহিরে যাওয়া ও তোমার ভিতরে আসা রক্ষা করিবেন,
এখন অবধি চিরকাল পর্য্যন্ত।

১২২ আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

১ আমি আনন্দিত হইলাম, যখন লোকে আমাকে বলিল,
চল, আমরা সদাপ্রভুর গৃহে যাই।
২ হে যিরূশালেম, তোমার দ্বারের ভিতরে
আমাদের চরণ দণ্ডায়মান হইল।
৩ হে যিরূশালেম, তুমি নির্ম্মিত হইয়াছ
একত্র সংযুক্ত নগরের ন্যায়।
৪ সেই স্থানে বংশ সকল, সদাপ্রভুর বংশ সকল উঠে,
ইস্রায়েলকে দত্ত সাক্ষ্যের [নিমিত্ত], *
সদাপ্রভুর নামের স্তব করিবার জন্য।
৫ কেননা সেই স্থানে বিচারার্থক সিংহাসন সকল,
দায়ূদ-কুলের সিংহাসন সকল স্থাপিত।
৬ তোমরা যিরূশালেমের শান্তি প্রার্থনা কর;
যাহারা তোমাকে প্রেম করে, তাহাদের কল্যাণ হউক।

* (বা) [অনুসারে]।

৭ তোমার প্রাচীরের মধ্যে শান্তি হউক,
তোমার অট্টালিকাসমূহের মধ্যে কল্যাণ হউক।
৮ আমার ভ্রাতাদের ও মিত্রগণের অনুরোধে
আমি বলিব, তোমার মধ্যে শান্তি বর্ত্তুক।
৯ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহের অনুরোধে
আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করিব।

১২৩ আরোহণ-গীত।

১ আমি তোমার দিকে চক্ষু তুলি,
তুমিই স্বর্গে সমাসীন।
২ দেখ, কর্ত্তার হস্তের প্রতি যেমন দাসদের দৃষ্টি,
কর্ত্রীর হস্তের প্রতি যেমন দাসীর দৃষ্টি,
তেমনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি,
যত দিন না তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করেন।
৩ আমাদিগকে কৃপা কর, হে সদাপ্রভু, কৃপা কর,
কেননা আমরা অবজ্ঞায় নিতান্ত পূর্ণ হইয়াছি।
৪ আমাদের প্রাণ নিতান্ত পূর্ণ হইয়াছে,
সুখী লোকদের বিদ্রূপে,
অহঙ্কারীদের অবজ্ঞায়।

১২৪ আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

১ যদি সদাপ্রভু আমাদের সপক্ষ না হইতেন,
ইস্রায়েল ইহা বলুক,
২ যদি সদাপ্রভু আমাদের সপক্ষ না হইতেন,
যখন লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল,
৩ তখন তাহারা আমাদিগকে জীবদ্দশায় গ্রাস করিত,
যখন আমাদের প্রতি তাহাদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইত।
৪ তখন জল আমাদিগকে প্লাবিত করিত,
স্রোত আমাদের প্রাণের উপর দিয়া বহিত ;
৫ তখন গর্ব্বিত জল আমাদের প্রাণের উপর দিয়া বহিত।
৬ ধন্য সদাপ্রভু,
তিনি আমাদিগকে উহাদের দন্তশ্রেণীতে ভক্ষ্যবৎ সমর্পণ করেন নাই।
৭ আমাদের প্রাণ ব্যাধের ফাঁদ হইতে পক্ষীর ন্যায় রক্ষা পাইয়াছে ;
ফাঁদ ছিঁড়িয়াছে, আর আমরা রক্ষা পাইয়াছি।
৮ সদাপ্রভুর নামে আমাদের সাহায্য,
তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা।

১২৫ আরোহণ-গীত।

১ যাহারা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে,
তাহারা সিয়োন পর্ব্বতের সদৃশ, যাহা অটল ও চিরস্থায়ী।
২ যিরূশালেমের চারিদিকে পর্ব্বতগণ আছে,
আর সদাপ্রভু আপন প্রজাদের চারিদিকে আছেন;
এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত আছেন।
৩ কেননা দুষ্টতার রাজদণ্ড ধার্ম্মিকদের অধিকারের উপরে থাকিবে না,
যেন ধার্ম্মিকগণ অন্যায়ে হস্তক্ষেপ না করে।
৪ সদাপ্রভু! তাহাদের মঙ্গল কর, যাহারা মঙ্গলস্বভাব,
সরলচিত্তদের মঙ্গল কর।
৫ কিন্তু যাহারা আপনাদের বক্র পথে ফিরে,
সদাপ্রভু তাহাদিগকে অধর্ম্মাচারীদের সহপথিক করিবেন।
ইস্রায়েলের উপরে শান্তি বর্ত্তুক।

১২৬ আরোহণ-গীত।

১ সদাপ্রভু যখন সিয়োনের বন্দিদিগকে ফিরাইলেন,
তখন আমরা স্বপ্নদর্শকদের ন্যায় হইলাম।
২ তৎকালে আমাদের মুখ হাস্যে পূর্ণ হইল,
আমাদের জিহ্বা আনন্দগানে পূর্ণ হইল;
তৎকালে জাতিগণের মধ্যে লোকে বলিল,
সদাপ্রভু উহাদের নিমিত্ত মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন।
৩ সদাপ্রভু আমাদের নিমিত্ত মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন,
সে জন্য আমরা আনন্দিত হইয়াছি।
৪ সদাপ্রভু! আমাদের বন্দিদিগকে ফিরাইয়া আন,
দক্ষিণ দেশের প্রণালীর ন্যায় ফিরাইয়া আন।
৫ যাহারা সজল নয়নে বীজ বপন করে,
তাহারা আনন্দগান-সহ শস্য কাটিবে।
৬ যে ব্যক্তি রোদন করিতে করিতে বপনীয় বীজ লইয়া বাহিরে যায়,
সে আনন্দগান-সহ আপন আটি লইয়া আসিবেই আসিবে।

১২৭ আরোহণ-গীত। শলোমনের।

১ যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্ম্মাণ না করেন,
তবে নির্ম্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে;
যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন,
রক্ষক বৃথাই জাগরণ করে।
২ বৃথাই তোমরা প্রত্যূষে উঠ ও বিলম্বে শয়ন কর,
এবং পরিশ্রমের খাদ্য ভক্ষণ কর,
তিনি আপন প্রিয়পাত্রকে নিদ্রাযোগে এইরূপ দেন। *
৩ দেখ, সন্তানেরা সদাপ্রভুদত্ত অধিকার,
গর্ব্ভের ফল তাঁহার দত্ত পুরস্কার।
৪ যেমন বীরের হস্তে বাণ সকল,
তেমনি যৌবনের সন্তানগণ।
৫ ধন্য সেই পুরুষ, যাহার তূণ তাদৃশ বাণে পরিপূর্ণ;
তাহারা লজ্জিত হইবে না,
যখন তাহারা পুরদ্বারে শত্রুগণের সহিত কথা কহে।

১২৮ আরোহণ-গীত।

১ ধন্য সেই জন, যে কেহ সদাপ্রভুকে ভয় করে,
যে তাঁহার সকল পথে চলে।
২ বাস্তবিক তুমি স্বহস্তের শ্রম-ফল ভোগ করিবে,
তুমি ধন্য হইবে, ও তোমার মঙ্গল হইবে।
৩ তোমার গৃহের অন্তঃপুরে তোমার স্ত্রী ফলবতী দ্রাক্ষালতার ন্যায় হইবে,
তোমার মেজের চারিদিকে তোমার সন্তানগণ জিত বৃক্ষের চারার ন্যায় হইবে।
৪ দেখ, যে ব্যক্তি সদাপ্রভুকে ভয় করে,
সে এইরূপে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়।
৫ সদাপ্রভু সিয়োন হইতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন,
যেন তুমি যাবজ্জীবন যিরূশালেমের মঙ্গল দেখিতে পাও,
৬ এবং তোমার সন্তানদের বংশ দেখিতে পাও।
ইস্রায়েলের উপরে শান্তি বর্ত্তুক।

১২৯ আরোহণ-গীত।

১ আমার বাল্যকাল হইতে লোকে আমাকে অনেক পীড়ন করিয়াছে,
ইস্রায়েল এই কথা বলুক,

* (বা) প্রিয়পাত্রকে এইরূপে নিদ্রা দেন।

২ আমার বাল্যকাল হইতে লোকে আমাকে অনেক পীড়ন করিয়াছে,
তথাপি আমার উপরে জয়ী হয় নাই।
৩ কৃষকেরা আমার পৃষ্ঠদেশ কর্ষণ করিয়াছে,
তাহারা দীর্ঘ সীতা কাটিয়াছে।
৪ সদাপ্রভু ধর্ম্মময়,
তিনি দুষ্টগণের রজ্জু ছেদন করিয়াছেন।
৫ সেই সকলে লজ্জিত হউক, হটিয়া যাউক,
যাহারা সিয়োনকে দ্বেষ করে।
৬ তাহারা ছাদের উপরিস্থ তৃণের ন্যায় হউক,
যাহা বাড়িতে না বাড়িতেই শুষ্ক হইয়া যায় ;
৭ শস্যচ্ছেদক তাহাতে আপন হস্ত,
আটিবন্ধনকারী আপন ক্রোড় পূর্ণ করে না।
৮ আর পথিকেরা বলে না,
সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক,
আমরা সদাপ্রভুর নামে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি।

১৩০

আরোহণ-গীত।

১ হে সদাপ্রভু, আমি গভীর জলে থাকিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি।
২ হে প্রভু, আমার রব শুন,
তোমার কর্ণ আমার বিনতির রবে অবধান করুক।
৩ হে সদাপ্রভু, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর,
তবে, হে প্রভু, কে দাঁড়াইতে পারিবে ?
৪ কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা আছে,
যেন লোকে তোমাকে ভয় করে।
৫ আমি সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছি ;
আমার প্রাণ অপেক্ষা করিতেছে ;
আমি তাঁহার বাক্যে প্রত্যাশা করিতেছি।
৬ প্রহরিগণ যেরূপ প্রত্যূষের,
প্রহরিগণ যেরূপ প্রত্যূষের জন্য আকাঙ্ক্ষী,
আমার প্রাণ প্রভুর জন্য ততোধিক আকাঙ্ক্ষী।
৭ ইস্রায়েল, সদাপ্রভুতে প্রত্যাশা কর ;
কেননা সদাপ্রভুর কাছে দয়া আছে ;
আর তাঁহার কাছে প্রচুর মুক্তি আছে।
৮ আর তিনিই ইস্রায়েলকে মুক্ত করিবেন,
তাহার সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্ত করিবেন।

১৩১

আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

১ সদাপ্রভু, আমার চিত্ত গর্ব্বিত নয়, আমার দৃষ্টি উচ্চ নয়,
আমি ব্যাপৃত হই নাই মহৎ বিষয়ে,
আমার বোধের অতীত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয়ে।
২ আমি আপন প্রাণকে শান্ত দান্ত করিয়াছি,
সেই শিশুর ন্যায়, যে স্তন্য ছাড়িয়া মাতার সঙ্গে আছে,
আমার প্রাণ ত্যক্তস্তন্য শিশুর ন্যায় আমার সঙ্গে আছে।
৩ হে ইস্রায়েল, সদাপ্রভুতে প্রত্যাশা কর
এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত।

১৩২

আরোহণ-গীত।

১ সদাপ্রভু, তুমি দায়ূদের পক্ষে
তাঁহার সমস্ত কষ্ট স্মরণ কর।
২ তিনি ত সদাপ্রভুর কাছে শপথ করিয়াছিলেন,
যাকোবের একবীরের কাছে মানত করিয়াছিলেন ;
৩ আমি নিজ গৃহ-তাম্বুতে প্রবেশ করিব না,
নিজ শয়ন-খট্টায় উঠিব না ;
৪ আমি নিজ চক্ষুকে নিদ্রা যাইতে দিব না,
চক্ষুর পাতাকে তন্দ্রা মগ্ন হইতে দিব না,
৫ যাবৎ দেখিতে না পাই সদাপ্রভুর নিমিত্ত এক স্থান,

যাকোবের একবীরের নিমিত্ত এক আবাস।
৬ দেখ, আমরা ইফ্রাথায় তাহার সংবাদ শুনিয়াছিলাম,
অরণ্যের ক্ষেত্রে তাহা পাইয়াছি।
৭ আইস, আমরা তাঁহার আবাসে যাই,
তাঁহার পাদপীঠে প্রণিপাত করি।
৮ হে সদাপ্রভু, উঠ, তোমার বিশ্রাম-স্থানে আইস,
তুমি ও তোমার শক্তির সিন্দুক আইস।
৯ তোমার যাজকগণ ধার্ম্মিকতা-পরিহিত হউক,
তোমার সাধুগণ আনন্দগান করুক।
১০ তুমি তোমার দাস দায়ূদের অনুরোধে
তোমার অভিষিক্ত ব্যক্তির মুখ ফিরাইও না।
১১ সদাপ্রভু দায়ূদের কাছে সত্যে শপথ করিয়াছেন,
তিনি তাহা হইতে ফিরিবেন না,
আমি তোমার তনুর ফল তোমার সিংহাসনে বসাইব।
১২ তোমার সন্তানগণ যদি পালন করে আমার নিয়ম,
আর আমার সাক্ষ্য, যাহা আমি তাহাদিগকে আদেশ করি,
তবে তাহাদের সন্তানগণও চিরতরে তোমার সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে।
১৩ কারণ সদাপ্রভু সিয়োনকে মনোনীত করিয়াছেন,
তিনি আপন নিবাসের নিমিত্ত তাহা বাসনা করিয়াছেন।
১৪ এই আমার চিরকালের বিশ্রামস্থান,
আমি এই স্থানে বাস করিব, যেহেতু তাহাই বাসনা করিয়াছি।
১৫ আমি তাহার ভক্ষ্যে বিপুল আশীর্ব্বাদ করিব,
তাহার দরিদ্রগণকে অন্নদানে তৃপ্ত করিব।
১৬ আমি তাহার যাজকগণকেও ত্রাণবস্ত্র পরিধান করাইব ;
তাহার সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করিবে।
১৭ আমি সেখানে দায়ূদের জন্য এক শৃঙ্গ উদ্ভব করিব ;
আমি আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির জন্য এক প্রদীপ সাজাইয়াছি।
১৮ আমি তাহার শত্রুগণকে লজ্জা-পরিহিত করিব ;
কিন্তু তাহার মস্তকে তাহার মুকুট শোভা পাইবে।

১৩৩ আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

১ দেখ, ইহা কেমন উত্তম ও কেমন মনোহর
যে, ভ্রাতারা একসঙ্গে ঐক্যে বাস করে!
২ তাহা মস্তকে নিষিক্ত উৎকৃষ্ট তৈল-সদৃশ,
যাহা দাড়িতে, হারোণের দাড়িতে ক্ষরিয়া পড়িল,
তাঁহাব বস্ত্রের গলায় ক্ষরিয়া পড়িল।
৩ তাহা হর্ম্মোণের শিশিরের সদৃশ,
যাহা সিয়োন পর্ব্বতে ক্ষরিয়া পড়ে ;
কারণ তথায় সদাপ্রভু আশীর্ব্বাদ আজ্ঞা করিলেন,
অনন্তকালের জন্য জীবন আজ্ঞা করিলেন।

১৩৪ আরোহণ-গীত।

১ দেখ, হে সদাপ্রভুর দাস সকল, তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর,
তোমরা, যাহারা রাত্রিকালে সদাপ্রভুর গৃহে দাঁড়াইয়া থাক।
২ তোমরা পবিত্র স্থানের দিকে স্ব স্ব হস্ত উত্তোলন কর,
ও সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।

৩ সদাপ্রভু সিয়োন হইতে তোমাকে আশী-
র্ব্বাদ করুন,
তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা।

১৩৫

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর ;
সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর,
হে সদাপ্রভুর দাসগণ, তোমরা প্রশংসা
কর ;
২ তোমরা, যাহারা সদাপ্রভুর গৃহে দাঁড়াইয়া
থাক,
আমাদের ঈশ্বরের গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া
থাক।
৩ সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কেননা সদাপ্রভু
মঙ্গলময় ;
তাঁহার নামের উদ্দেশে সঙ্গীত কর, কেননা
তাহা মনোহর।
৪ কারণ সদাপ্রভু আপনার নিমিত্ত যাকোবকে,
নিজস্ব অধিকার বলিয়া ইস্রায়েলকে
মনোনীত করিয়াছেন।
৫ আমি ত জানি, সদাপ্রভু মহান্,
আমাদের প্রভু সমস্ত দেবতা অপেক্ষা
মহান্।
৬ সদাপ্রভু যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই
করিয়াছেন,
আকাশে, পৃথীবীতে, সমুদ্র-সমূহে ও সমস্ত
জলধি-মধ্যে করিয়াছেন।
৭ তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে বাষ্প উত্থাপন
করেন,
তিনি বৃষ্টির নিমিত্ত বিদ্যুৎ গঠন করেন,
আপন ভাণ্ডার হইতে বায়ু বাহির করিয়া
আনেন।
৮ তিনি মিসরের প্রথমজাতদিগকে আঘাত
করিয়াছিলেন,
মনুষ্য ও পশু উভয়ের মধ্যে।
৯ হে মিসর! তিনি তোমার মধ্যে চিহ্ন ও
লক্ষণমালা পাঠাইয়াছিলেন,
ফরৌণের ও তাঁহার সমস্ত দাসের বিরুদ্ধে।
১০ তিনি আঘাত করিয়াছিলেন বড় বড়
জাতিকে,
বধ করিয়াছিলেন বিক্রমী রাজগণকে ;
১১ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে,
বাশনের রাজা ওগকে,
ও কনানের সমস্ত রাজ্যকে।
১২ তিনি তাহাদের দেশ অধিকার জন্য দিলেন,
নিজ প্রজা ইস্রায়েলকে অধিকার জন্য
দিলেন।
১৩ হে সদাপ্রভু, তোমার নাম অনন্তকালস্থায়ী,
হে সদাপ্রভু, তোমার স্মরণ পুরুষানুক্রমে
স্থায়ী।
১৪ কারণ সদাপ্রভু আপন প্রজাদের বিচার
করিবেন,
আপন দাসগণের উপরে সদয় হইবেন।

১৫ জাতিগণের প্রতিমা সকল রৌপ্য ও স্বুবর্ণ,
সে গুলি মনুষ্যের হস্তের কার্য্য।
১৬ মুখ থাকিতেও তাহারা কথা কহে না ;
চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না ;
১৭ কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না ;
তাহাদের মুখে শ্বাসমাত্রও নাই।
১৮ যেমন তাহারা, তেমনি হইবে তাহাদের
নিৰ্ম্মাতারা,
আর যে কেহ সে গুলিতে নির্ভর করে।
১৯ হে ইস্রায়েলের কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ
কর ;
হে হারোণের কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর ;
২০ হে লেবির কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর ;
হে সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ, সদাপ্রভুর
ধন্যবাদ কর।
২১ ধন্য হউন সদাপ্রভু সিয়োন হইতে,

তিনি যিরূশালেমে বাস করেন।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৩৬

১ তোমরা সদাপ্রভুর স্তব কর; কেননা তিনি মঙ্গলময়;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
২ ঈশ্বরগণের ঈশ্বরের স্তব কর;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
৩ প্রভুদিগের প্রভুর স্তব কর;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
৪ [তাঁহার স্তব কর,] যিনি একা মহৎ মহৎ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
৫ যিনি বুদ্ধি দ্বারা আকাশমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
৬ যিনি জলের উপরে ভূমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
৭ যিনি বৃহৎ জ্যোতির্গণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
৮ যিনি দিনমানে কর্ত্তৃত্ব করণার্থে সূর্য্য গড়িয়াছেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
৯ রাত্রিতে কর্ত্তৃত্ব করণার্থে চন্দ্র ও তারকামালা গড়িয়াছেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
১০ [তাঁহার স্তব কর,] যিনি প্রথমজাতদের সম্বন্ধে মিসরকে আঘাত করিলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
১১ এবং তাহাদের মধ্য হইতে ইস্রায়েলকে বাহির করিয়া আনিলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
১২ বলবান হস্ত ও বিস্তারিত বাহু দ্বারাই আনিলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
১৩ [তাঁহার স্তব কর,] যিনি সূফ-সাগরকে দ্বিভাগ করিলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
১৪ এবং তাহার মধ্য দিয়া ইস্রায়েলকে পার করিলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
১৫ কিন্তু ফরৌণ ও তাঁহার বাহিনীকে সূফ-সাগরে ঠেলিয়া দিলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
১৬ [তাঁহার স্তব কর,] যিনি নিজ প্রজাগণকে প্রান্তরের মধ্য দিয়া গমন করাইলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
১৭ যিনি মহান্ রাজগণকে আঘাত করিলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
১৮ প্রতাপান্বিত রাজগণকে বধ করিলেন,
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
১৯ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে,
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
২০ ও বাশনের রাজা ওগকে [বধ করিলেন];
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
২১ এবং তাহাদের দেশ অধিকার জন্য দিলেন,
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
২২ নিজ দাস ইস্রায়েলকে অধিকার জন্য দিলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
২৩ তিনি আমাদের হীনাবস্থায় আমাদিগকে স্মরণ করিলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
২৪ বিপক্ষগণ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—

২৫ তিনি সমস্ত প্রাণীকে আহার দেন ;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী—
২৬ স্বর্গের ঈশ্বরের স্তব কর ;
—তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।

১৩৭

১ বাবিলীয় নদী সকলের তীরে,
তথায় আমরা বসিতাম আর কাঁদিতাম,
যখন সিয়োনকে মনে পড়িত।
২ আমরা তথাকার বাইশী বৃক্ষে
আপন আপন বীণা টাঙ্গাইয়া রাখিতাম।
৩ কারণ তথায় আমাদের বন্দিকারীরা আমাদের কাছে গীত শুনিতে চাহিত,
আমাদের উপদ্রবিগণ আনন্দের রব শুনিতে চাহিত, বলিত,
'আমাদের কাছে সিয়োনের একটা গীত গাও।'
৪ আমরা কেমন করিয়া বিজাতীয় ভূমিতে
সদাপ্রভুর গীত গান করিব?
৫ যিরূশালেম, যদি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাই,
আমার দক্ষিণ হস্ত [কৌশল] ভুলিয়া যাউক।
৬ আমার জিহ্বা তালুতে সংলগ্ন হউক,
যদি আমি তোমাকে মনে না করি,
যদি আপন পরমানন্দ হইতে
যিরূশালেমকে অধিক ভাল না বাসি।
৭ হে সদাপ্রভু, ইদোম-সন্তানদের বিরুদ্ধে
যিরূশালেমের দিন স্মরণ কর ;
তাহারা বলিয়াছিল, 'উৎপাটন কর,
উহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন কর।'
৮ হে বাবিল-কন্যা, হে বিনাশপাত্রি,
ধন্য সেই, যে তোমাকে সেইরূপ প্রতিফল দিবে,
যেরূপ তুমি আমাদের প্রতি করিয়াছ।
৯ ধন্য সেই, যে তোমার শিশুগণকে ধরে,
আর শৈলের উপরে আছড়ায়।

১৩৮

দায়ূদের।

১ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিব,
দেবগণের সাক্ষাতে তোমার কীর্ত্তন করিব।
২ তব পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে প্রণিপাত করিব,
তব দয়া ও তব সত্য প্রযুক্ত তোমার নামের স্তব করিব ;
কেননা তোমার সমস্ত নাম অপেক্ষা তুমি আপন বচন মহিমান্বিত করিয়াছ।
৩ যে দিন আমি ডাকিলাম, তুমি আমাকে উত্তর দিলে,
আমার প্রাণে শক্তি দিয়া আমাকে উৎসাহযুক্ত করিলে।
৪ হে সদাপ্রভু, পৃথিবীর সমস্ত রাজা তোমার স্তব করিবে,
কারণ তাহারা তোমার মুখের বাক্য শুনিয়াছে ;
৫ তাহারা সদাপ্রভুর পথ সকলের বিষয় গান করিবে,
কেননা সদাপ্রভুর গৌরব মহৎ।
৬ কারণ সদাপ্রভু উচ্চ, তথাপি অবনতের প্রতি দৃষ্টি রাখেন,
কিন্তু গর্ব্বিতকে দূর হইতে জানেন।
৭ যদিও আমি সঙ্কটের মধ্য দিয়া গমন করি,
তবু তুমি আমাকে সঞ্জীবিত করিবে ;
তুমি আমার শত্রুদের ক্রোধের প্রতিকূলে তোমার হস্ত বিস্তার করিবে,
তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে পরিত্রাণ করিবে।
৮ সদাপ্রভু আমার পক্ষে সকলই সিদ্ধ করিবেন ;
হে সদাপ্রভু, তোমার দয়া অনন্তকালস্থায়ী ;

তোমার স্বহস্তের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না।

১৩৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছ, আমাকে জ্ঞাত হইয়াছ।
২ তুমিই আমার উপবেশন ও আমার উত্থান জানিতেছ,
তুমি দূর হইতে আমার সঙ্কল্প বুঝিতেছ।
৩ তুমি আমার পথ ও আমার শয়ন তদন্ত করিতেছ,
আমার সমস্ত পথ ভালরূপে জ্ঞান।
৪ যখন আমার জিহ্বাতে একটী কথাও নাই,
দেখ, সদাপ্রভু, তুমি উহা সমস্তই জানিতেছ।
৫ তুমি আমার অগ্রপশ্চাৎ ঘেরিয়াছ,
আমার উপরে তোমার করতল রাখিয়াছ।
৬ এই জ্ঞান আমার নিকটে অতি আশ্চর্য্য,
তাহা উচ্চ, আমার বোধের অগম্য।
৭ আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব?
তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পলাইব?
৮ যদি স্বর্গে গিয়া উঠি, সেখানে তুমি;
যদি পাতালে শয্যা পাতি, দেখ, সেখানে তুমি।
৯ যদি অরুণের পক্ষ অবলম্বন করি,
যদি সমুদ্রের পরপ্রান্তে বাস করি,
১০ সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে চালাইবে,
তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে।
১১ যদি বলি, ‘আঁধার আমাকে ঢাকিয়া ফেলিবে,
আমার চারিদিকে আলোক রাত্রি হইবে,’*
১২ বাস্তবিক অন্ধকারও তোমা হইতে গুপ্ত রাখে না,
বরং রাত্রি দিনের ন্যায় আলো দেয়;

* (বা) তবে রাত্রি আমার চারিদিকে আলোক হইবে।

অন্ধকার ও আলোক উভয়ই সমান।
১৩ বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম্ম রচনা করিয়াছ;
তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে।
১৪ আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত;
তোমার কর্ম্ম সকল আশ্চর্য্য,
তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে।
১৫ আমার দেহ তোমা হইতে লুক্কায়িত ছিল না,
যখন আমি গোপনে নির্ম্মিত হইতেছিলাম,
পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম।
১৬ তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে,
তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল,
যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল,*
যখন সে সকলের একটীও ছিল না।
১৭ হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তোমার সঙ্কল্প সকল কেমন মূল্যবান।
তাহার সমষ্টি কেমন অধিক!
১৮ গণনা করিলে তাহা বালুকা অপেক্ষা বহুসংখ্যক হয়;
আমি যখন জাগিয়া উঠি, তখনও তোমার নিকটে থাকি।
১৯ হে ঈশ্বর, তুমি নিশ্চয়ই দুষ্টকে বধ করিবে;
হে রক্তপাতীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।
২০ তাহারা দুষ্ট ভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করে;†
তোমার শত্রুগণ তাহা অনর্থক লয়।‡
২১ হে সদাপ্রভু, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে,
আমি কি তাহাদিগকে দ্বেষ করি না?

* (বা) [আমার] দিন সকল নিরূপিত হইয়াছিল।
† (বা) তোমার বিরুদ্ধে কথা কহে।
‡ (বা) তোমার শত্রুগণ তোমার বিরুদ্ধে বৃথাই উঠে।

যাহারা তোমার বিরুদ্ধে উঠে, তাহাদের প্রতি কি বিরক্ত হই না?
২২ আমি যার পর নাই দ্বেষে তাহাদিগকে দ্বেষ করি;
তাহাদিগকে আমারই শত্রু মনে করি।
২৩ হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও;
আমার পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও;
২৪ আর দেখ, আমাতে দুষ্টতার* পথ পাওয়া যায় কি না,
এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও।

১৪০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য।
দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, দুর্ব্বৃত্ত মনুষ্য হইতে আমাকে উদ্ধার কর,
দুর্জ্জন হইতে আমাকে রক্ষা কর।
২ তাহারা মনে মনে দুষ্ট কল্পনা করে,
প্রতিদিন যুদ্ধ উত্তেজিত করে।
৩ তাহারা সর্পের ন্যায় স্ব স্ব জিহ্বা তীক্ষ্ণ করিয়াছে,
তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসর্পের বিষ থাকে। সেলা।
৪ হে সদাপ্রভু, দুষ্টের হস্ত হইতে আমাকে নিস্তার কর,
দুর্জ্জন হইতে আমাকে রক্ষা কর;
তাহারা আমার চরণ ঠেলিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।
৫ অহঙ্কারিগণ গোপনে আমার নিমিত্ত ফাঁদ ও দড়ি প্রস্তুত করিয়াছে,
তাহারা পথের পার্শ্বে জাল পাতিয়াছে,
আমার জন্য যন্ত্র বসাইয়াছে। সেলা।
৬ আমি সদাপ্রভুকে কহিলাম, তুমি আমার ঈশ্বর;

* (বা) দুঃখদায়ক।

হে সদাপ্রভু, আমার বিনতির রবে কর্ণপাত কর।
৭ হে প্রভু সদাপ্রভু, আমার পরিত্রাণের বল,
যুদ্ধের দিনে তুমি আমার মস্তক আচ্ছাদন করিয়াছ।
৮ হে সদাপ্রভু, দুষ্টের বাঞ্ছা পূর্ণ করিও না;
তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিও না, পাছে তাহারা গর্ব্বিত হয়। সেলা।

৯ যাহারা আমাকে ঘেরে, তাহাদের মস্তক তাহাদের ওষ্ঠাধরের দৌরাত্ম্যে আচ্ছাদিত হউক;
১০ তাহাদের উপরে জ্বলন্ত অঙ্গার পড়ুক,
তাহারা নিক্ষিপ্ত হউক অগ্নিতে,
নিক্ষিপ্ত হউক গভীর খাতে, আর না উঠুক।
১১ পৃথিবীতে দুর্ম্মুখ স্থির থাকিতে পারিবে না;
অমঙ্গল দুর্জ্জনকে নিপাত করিবার জন্য মৃগয়া করিবে।

১২ আমি জানি, সদাপ্রভু দুঃখীর বিবাদ,
ও দরিদ্রবর্গের বিচার নিষ্পন্ন করিবেন।
১৩ ধার্ম্মিকেরা অবশ্য তোমার নামের স্তব করিবে;
সরলগণ তোমার সাক্ষাতে বাস করিবে।

১৪১

দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, আমি তোমাকে ডাকিয়াছি, আমার পক্ষে ত্বরা কর;
আমি তোমাকে ডাকিলে আমার রবে কর্ণপাত কর।
২ আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে সুগন্ধি ধূপরূপে,
আমার অঞ্জলি-প্রসারণ সান্ধ্য উপহাররূপে সাজান হউক।
৩ হে সদাপ্রভু, আমার মুখে প্রহরী নিযুক্ত কর,

আমার ওষ্ঠাধরের কবাট রক্ষা কর।
৪ কোন মন্দ বিষয়ে আমার চিত্তকে প্রবৃত্ত হইতে দিও না,
আমি যেন অধর্ম্মাচারী লোকদের সহিত
দুষ্ক্রিয়ায় ব্যাপৃত না হই,
এবং উহাদের সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজন না করি।
৫ ধার্ম্মিক লোক আমাকে প্রহার করুক, সেটী দয়া;
সে আমাকে অনুযোগ করুক, তাহা মস্তকের তৈল;
আমার মস্তক তাহা অগ্রাহ্য না করুক,
উহাদের দুষ্টতাসমূহের মধ্যেও* আমি প্রার্থনা করিব।
৬ উহাদের বিচারকর্ত্তারা শৈলপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইল;
লোকেরা আমার বাক্য শুনিবে, কেননা তাহা মধুর।
৭ ভূমির কর্ষক ও খননকারী যেমন করে,
তেমনি পাতালের মুখে আমাদের অস্থি সকল ছড়াইয়া পড়িয়াছে।
৮ বাস্তবিক, হে প্রভু সদাপ্রভু, আমার চক্ষু তোমার দিকে আছে;
আমি তোমারই শরণাগত, আমার প্রাণ ঢালিয়া ফেলিও না।
৯ আমার জন্য পাতিত ফাঁদ হইতে,
অধর্ম্মাচারীদের যন্ত্র হইতে, আমাকে রক্ষা কর।
১০ দুষ্টগণ আপনাদেরই জালে পতিত হউক;
সেই অবসরে আমি উত্তীর্ণ হইব।

১৪২

দায়ূদের মস্কীল, গুহামধ্যে তাঁহার অবস্থিতি-কালীন; প্রার্থনা।

১ আমি নিজ রবে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করি,
নিজ রবে সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করি।
২ আমি তাঁহার কাছে আমার খেদের কথা ভাঙ্গিয়া বলি,
তাঁহাকে আমার সঙ্কট জানাই।
৩ আমার আত্মা যখন আমার মধ্যে অবসন্ন হইয়াছিল, তখন তুমিই আমার মার্গ জ্ঞাত ছিলে;
যে পথে আমি চলি, লোকেরা গোপনে আমার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে।
৪ [আমার] দক্ষিণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ,
আমাকে চিনে এমন কেহই নাই,
আমার আশ্রয় বিনষ্ট হইল; কেহই আমার প্রাণের তত্ত্ব করে না।
৫ আমি তোমার কাছে কাঁদিলাম, হে সদাপ্রভু,
আমি কহিলাম, তুমিই আমার আশ্রয়,
তুমি জীবিত লোকদের দেশে আমার অধিকার।
৬ আমার কাকুক্তিতে অবধান কর, কেননা আমি অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছি;
আমার তাড়নাকারিগণ হইতে আমাকে উদ্ধার কর; কেননা আমা অপেক্ষা তাহারা বলবান।
৭ কারাগার হইতে আমার প্রাণ উদ্ধার কর,
যেন আমি তোমার নামের স্তব করি;
ধার্ম্মিকেরা আমাকে বেষ্টন করিবে,
কেননা তুমি আমার মঙ্গল করিবে।

১৪৩

দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু, আমার প্রার্থনা শুন; আমার বিনতিতে কর্ণপাত কর;
তোমার বিশ্বস্ততায় ও তোমার ধর্ম্মশীলতায় আমাকে উত্তর দেও।
২ তোমার দাসকে বিচারে আনিও না,
তোমার সাক্ষাতে ত কোন প্রাণী ধার্ম্মিক নয়।

* (বা) বিরুদ্ধেও

৩ শত্রু আমার প্রাণকে তাড়না করিয়াছে ;
সে আমার জীবন ভূমিতে চূর্ণ করিয়াছে ;
সে আমাকে অন্ধকারে বাস করাইয়াছে,
চিরকালের মৃতগণের সদৃশ করিয়াছে।
৪ ইহাতে আমার আত্মা অন্তরে অবসন্ন হইয়াছে,
আমার অন্তরে চিত্ত অসার হইয়াছে।
৫ আমি পূর্ব্বকালের দিন সকল স্মরণ করিতেছি,
তোমার সমস্ত কর্ম্ম ধ্যান করিতেছি,
তোমার হস্তের কার্য্য আলোচনা করিতেছি।
৬ আমি তোমার উদ্দেশে অঞ্জলি প্রসারণ করিতেছি ; সেলা।
শুষ্ক ভূমির ন্যায় আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষী।
৭ আমাকে উত্তর দানে সত্বর হও, সদাপ্রভু,
আমার উৎসাহ শেষ হইয়াছে :
আমা হইতে তোমার মুখ লুক্কায়িত করিও না,
পাছে আমি গর্ত্তগামীদের তুল্য হইয়া পড়ি।
৮ প্রাতে আমাকে তোমার দয়ার বচন শুনাও,
কেননা তোমাতে আমি নির্ভর করিতেছি ;
আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও,
কেননা আমি তোমার দিকে নিজ প্রাণ উত্তোলন করি।
৯ হে সদাপ্রভু, আমার শত্রুগণ হইতে আমাকে নিস্তার কর ;
আমি তোমারই কাছে লুকাইয়াছি।
১০ তোমার ইষ্ট সাধন করিতে আমাকে শিক্ষা দেও ; কেননা তুমিই আমার ঈশ্বর ;
তোমার আত্মা মঙ্গলময়, আমাকে সরল ভূমি দিয়া চালাও।
১১ সদাপ্রভু, তোমার নামের অনুরোধে আমাকে সঞ্জীবিত কর ;
তোমার ধর্ম্মশীলতায় সঙ্কট হইতে আমার প্রাণ উদ্ধার কর।
১২ আর তোমার দয়াতে আমার শত্রুদিগকে উচ্ছেদ কর,
আমার প্রাণের সমস্ত দুঃখদায়ীকে বিনষ্ট কর,
কেননা আমি তোমার দাস।

১৪৪ দায়ূদের।

১ ধন্য সদাপ্রভু, আমার শৈল,
তিনিই আমার হস্তকে যুদ্ধ শিখান,
আমার অঙ্গুলি সকলকে সংগ্রাম শিক্ষা দেন।
২ তিনি আমার দয়াস্বরূপ ও আমার দুর্গ,
আমার উচ্চদুর্গ ও আমার নিস্তারকর্ত্তা ;
তিনি আমার ঢাল, আমি তাঁহারই শরণাগত ;
তিনি আমার প্রজাদিগকে আমার অধীনে নত করেন।
৩ হে সদাপ্রভু, মনুষ্য কি যে তুমি তাহার পরিচয় লও ?
মর্ত্ত্যের সন্তান কি যে তুমি তাহাকে গণ্য কর ?
৪ মনুষ্য নিঃশ্বাসের তুল্য,
তাহার আয়ু ছায়ার সদৃশ, যাহা চলিয়া যায়।
৫ হে সদাপ্রভু, তোমার আকাশমণ্ডল নোয়াইয়া নামিয়া আইস ;
পর্ব্বতগণকে স্পর্শ কর, তাহারা ধূমাইবে।
৬ বিদ্যুৎ নিক্ষেপ কর, উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন কর,
তোমার বাণ ছাড়, উহাদিগকে সংহার কর।
৭ ঊর্দ্ধ হইতে তোমার হস্ত প্রসারণ কর ;
আমাকে উদ্ধার কর, মহাজল হইতে রক্ষা কর,

সেই বিজাতি-সন্তানদের হস্ত হইতে রক্ষা কর,
৮ যাহাদের মুখ অলীক কথা কহে,
যাহাদের দক্ষিণ হস্ত মিথ্যার দক্ষিণ হস্ত।
৯ হে ঈশ্বর, আমি তোমার উদ্দেশে নূতন গীত গাহিব,
দশতন্ত্রী নেবলে তোমার প্রশংসা গাহিব।
১০ তুমিই রাজাদিগের ত্রাণদাতা,
মারাত্মক খড়্গ হইতে আপন দাস দায়ূদের উদ্ধারকর্ত্তা।
১১ আমাকে উদ্ধার কর, সেই বিজাতি-সন্তানদের হস্ত হইতে রক্ষা কর,
যাহাদের মুখ অলীক কথা কহে,
যাহাদের দক্ষিণ হস্ত মিথ্যার দক্ষিণ হস্ত।

১২ আমাদের পুত্রগণ যেন বৃক্ষের চারার ন্যায় যৌবনে বর্দ্ধনশীল হয়,
আমাদের কন্যাগণ যেন প্রাসাদের গাঁথনীর অনুরূপে তক্ষিত কোণের স্তম্ভসদৃশ হয় ;
১৩ আমাদের ভাণ্ডার সকল যেন পরিপূর্ণ ও নানা প্রকার দ্রব্যবিশিষ্ট হয় ;
আমাদের মেষগণ যেন আমাদের মাঠে সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত শাবক প্রসব করে ;
১৪ আমাদের বলদ সকল যেন ভার বহন করে;
ভগ্নদশা যেন না হয়, হানিও যেন না হয়,
আমাদের কোন চকে যেন ক্রন্দন না হয়।
১৫ ধন্য সেই জাতি, যে এরূপ অবস্থাপন্ন ;
ধন্য সেই জাতি, সদাপ্রভু যাহার ঈশ্বর।

১৪৫

প্রশংসা। দায়ূদের।

১ আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, হে আমার ঈশ্বর, হে রাজন্,
আমি অনন্তকাল তোমার নামের ধন্যবাদ করিব।
২ প্রতিদিন আমি তোমার ধন্যবাদ করিব,
যুগে যুগে চিরকাল তোমার নামের প্রশংসা করিব।
৩ সদাপ্রভু মহান্ ও অতীব কীর্ত্তনীয় ;
তাঁহার মহিমার তত্ত্ব পাওয়া যায় না।
৪ বংশানুক্রমে এক পুরুষ অন্য পুরুষের কাছে তোমার ক্রিয়া সকলের প্রশংসা করিবে,
তোমার পরাক্রমের কার্য্য সকল প্রচার করিবে।
৫ তোমার প্রভার গৌরবযুক্ত প্রতাপ,
ও তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল আমি ধ্যান করিব।
৬ আর লোকে তোমার ভয়াবহ কর্ম্ম সকলের বিক্রমের কথা বলিবে,
এবং আমি তোমার মহিমার বর্ণনা করিব।
৭ তাহারা তোমার মহৎ মঙ্গলভাবের খ্যাতি প্রচার করিবে,
তোমার ধর্ম্মশীলতার বিষয় গান করিবে।
৮ সদাপ্রভু কৃপাময় ও স্নেহশীল,
ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্।
৯ সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলময়,
তাঁহার করুণা তাঁহার কৃত সমস্ত পদার্থের উপরে আছে।
১০ হে সদাপ্রভু, তোমার সমস্ত পদার্থ তোমার প্রশংসা করে,
এবং তোমার সাধুগণ তোমার ধন্যবাদ করে।
১১ তাহারা তোমার রাজ্যের গৌরব বর্ণনা করে,
তোমার পরাক্রমের কথা বলে,
১২ যেন মনুষ্য-সন্তানগণকে জানাইতে পারে তাঁহার পরাক্রমের কার্য্য সকল,
এবং তাঁহার রাজ্যের প্রতাপের গৌরব।
১৩ তোমার রাজ্য সর্ব্বযুগের রাজ্য,

তোমার কর্ত্তৃত্ব পুরুষে পুরুষে চিরস্থায়ী।
১৪ সদাপ্রভু পতনোন্মুখ সকলকে ধরিয়া রাখেন,
অবনত সকলকে উত্থাপন করেন।
১৫ সকলের চক্ষু তোমার অপেক্ষা করে,
তুমিই যথাসময়ে তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতেছ।
১৬ তুমিই আপন হস্ত মুক্ত করিয়া থাক,
সমুদয় প্রাণীর বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক।
১৭ সদাপ্রভু আপনার সমস্ত পথে ধর্ম্মশীল,
আপনার সমস্ত কার্য্যে দয়াবান।
১৮ সদাপ্রভু সেই সকলেরই নিকটবর্ত্তী, যাহারা তাঁহাকে ডাকে,
যাহারা সত্যে তাঁহাকে ডাকে।
১৯ যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তিনি তাহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন,
আর তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহাদিগকে ত্রাণ করেন।
২০ যাহারা সদাপ্রভুকে প্রেম করে, তিনি তাহাদের সকলকে রক্ষা করেন,
কিন্তু তিনি সমুদয় দুষ্টকে সংহার করিবেন।
২১ আমার মুখ সদাপ্রভুর প্রশংসা বর্ণনা করিবে;
আর সমুদয় প্রাণী যুগে যুগে চিরকাল তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করুক।

১৪৬

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কব;
হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
২ আমি যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর প্রশংসা করিব;
আমি যত কাল বাঁচিয়া থাকি, আমার ঈশ্বরের প্রশংসা গান করিব।
৩ তোমরা নির্ভর করিও না রাজন্যগণে,
বা মনুষ্য-সন্তানে, যাহার নিকটে ত্রাণ নাই।
৪ তাহার শ্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকায় প্রতিগমন করে;
সেই দিনেই তাহার সঙ্কল্প সকল নষ্ট হয়।
৫ ধন্য সেই, যাহার সহায় যাকোবের ঈশ্বর,
যাহার আশাভূমি সদাপ্রভু, তাহার ঈশ্বর।
৬ তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী,
সমুদ্র ও তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে;
তিনি অনন্তকাল সত্য পালন করেন।
৭ তিনি উপদ্রুতদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন,
তিনি ক্ষুধিতদিগকে খাদ্য দান করেন;
সদাপ্রভু বন্দিদিগকে মুক্ত করেন।
৮ সদাপ্রভু অন্ধদের চক্ষু খুলিয়া দেন;
সদাপ্রভু অবনতদিগকে উত্থাপন করেন;
সদাপ্রভু ধার্ম্মিকদিগকে প্রেম করেন।
৯ সদাপ্রভু বিদেশীদের রক্ষাকারী;
তিনি পিতৃহীন ও বিধবাকে সুস্থির রাখেন,
কিন্তু দুষ্টগণের পথ বক্র করেন।
১০ সদাপ্রভু অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন;
তোমার ঈশ্বর, হে সিয়োন, পুরুষে পুরুষে করিবেন।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৪৭

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর,
কেননা আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গান করা উত্তম;
তাহা মনোহর; প্রশংসার উপযুক্ত।
২ সদাপ্রভু যিরূশালেম গাঁথেন,
তিনি ইস্রায়েলের দূরীকৃতদিগকে সংগ্রহ করেন।
৩ তিনি ভগ্নচিত্তদিগকে সুস্থ করেন,
তাহাদের ক্ষত সকল বাঁধিয়া দেন।
৪ তিনি তারাগণের সংখ্যা গণনা করেন,
সকলের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে ডাকেন।

৫ আমাদের প্রভু মহান্ ও অতিশয় শক্তিমান্ ;
তাঁহার বুদ্ধির ইয়ত্তা নাই।
৬ সদাপ্রভু নম্রদিগকে সুস্থির রাখেন,
তিনি দুষ্টদিগকে ভূমিতে পাড়িয়া ফেলেন।
৭ তোমরা স্তবসহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও,
বীণাযন্ত্রে আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গাও।
৮ তিনি মেঘমালায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করেন,
তিনি পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি প্রস্তুত করেন,
তিনি পর্ব্বতগণের উপরে তৃণ উৎপাদন করেন।
৯ তিনি পশুকে তাহার খাদ্য দেন,
দাঁড়কাকের শাবকদিগকে দেন, যাহারা ডাকিয়া উঠে।
১০ অশ্বের বলে তিনি আনন্দ করেন না,
পুরুষের চরণেও সন্তুষ্ট হন না।
১১ সদাপ্রভু তাহাদিগেতে সন্তুষ্ট, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে,
যাহারা তাঁহার দয়ার অপেক্ষায় থাকে।
১২ হে যিরূশালেম, সদাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন কর ;
হে সিয়োন, তোমার ঈশ্বরের প্রশংসা কর।
১৩ কেননা তিনি তোমার দ্বারের অর্গল সকল দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন,
তিনি তোমার মধ্যে তোমার সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।
১৪ তিনি তোমার পরিসীমা শান্তিময় করেন,
তিনি সুগোধূমে তোমাকে তৃপ্ত করেন।
১৫ তিনি পৃথিবীতে আপন আজ্ঞা পাঠান,
তাঁহার বাক্য বেগে ধাবমান হয়।
১৬ তিনি মেষলোমের সদৃশ তুষার দেন,
তিনি ভস্মের ন্যায় নীহার ছড়াইয়া দেন।
১৭ তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া আপন হিমানী পাঠান ;
তাঁহার শীতের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে?
১৮ তিনি আপন বাক্য পাঠাইয়া সে সমস্ত দ্রবীভূত করেন,
তিনি আপন বায়ু বহাইলে জল প্রবাহিত হয়।
১৯ তিনি জানান যাকোবকে আপন বাক্য,
ইস্রায়েলকে আপন বিধি ও শাসনকলাপ।
২০ তিনি আর কোন জাতির পক্ষে এরূপ করেন নাই,
তাঁহার শাসনকলাপ তাহারা জানে নাই।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৪৮

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর,
স্বর্গ হইতে সদাপ্রভুর প্রশংসা কর ;
ঊর্দ্ধস্থানে তাঁহার প্রশংসা কর।
২ হে তাঁহার সমস্ত দূত, তাঁহার প্রশংসা কর ;
হে তাঁহার সমস্ত বাহিনি, তাঁহার প্রশংসা কর।
৩ হে সূর্য্য ও চন্দ্র, তাঁহার প্রশংসা কর ;
হে দীপ্তিময় সমস্ত তারা, তাঁহার প্রশংসা কর।
৪ হে স্বর্গের স্বর্গ, তাঁহার প্রশংসা কর।
হে আকাশমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্থিত জলসমূহ, তোমরাও তাঁহার প্রশংসা কর।
৫ ইহারা সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক,
কেননা তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর ইহারা সৃষ্ট হইল ;
৬ তিনি চিরকালের জন্য তাহাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন,
তিনি এক বিধি দিয়াছেন, কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করিবে না।*
৭ পৃথিবী হইতে সদাপ্রভুর প্রশংসা কর,
হে প্রকাণ্ড জলচর সকল ও সমস্ত জলধি ;

---

*(বা) তাহা লুপ্ত হইবে না।

৮ অগ্নি ও শিলা, তুষার ও বাষ্প,
তাঁহার বাক্যসাধক প্রচণ্ড বায়ু ;
৯ পর্ব্বতরাজি ও সমস্ত উপপর্ব্বত,
ফলের বৃক্ষরাজি ও সমস্ত এরস বৃক্ষ ;
১০ বন্য পশুগণ ও সমস্ত গ্রাম্য পশু ;
সরীসৃপ ও উড্ডীয়মান পক্ষী সকল ;
১১ পৃথিবীর রাজগণ ও সমস্ত জাতি ;
লোকপালগণ ও পৃথিবীর সকল বিচারকর্ত্তা ;
১২ যুবকগণ ও যুবতী সকল ;
বৃদ্ধগণ ও বালক-বালিকা-সমূহ ;
১৩ সকলে সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক,
কেননা কেবল তাঁহারই নাম উন্নত,
তাঁহার প্রভা পৃথিবীর ও স্বর্গের উপরিস্থ।
১৪ আর তিনি আপন প্রজাদের জন্য এক শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়াছেন,
তাহা প্রশংসা-ভূমি, তাঁহার সমস্ত সাধুর নিমিত্ত,
ইস্রায়েল-সন্তানদের নিমিত্ত, যাহারা তাঁহার নিকটস্থ প্রজা।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৪৯

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও ;
সাধুগণের সমাজে তাঁহার প্রশংসা গাও।
২ ইস্রায়েল আপন নির্ম্মাণকর্ত্তাতে আনন্দ করুক,
সিয়োন-সন্তানগণ আপনাদের রাজাতে উল্লাসিত হউক।
৩ তাহারা নৃত্যযোগে তাঁহার নামের প্রশংসা করুক,
তবল ও বীণাযোগে তাঁহার প্রশংসা গান করুক ;
৪ কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগেতে প্রীত,
তিনি নম্রদিগকে পরিত্রাণে ভূষিত করিবেন।
৫ সাধুগণ গৌরবে উল্লাসিত হউক ;
তাহারা আপন আপন শয্যাতে আনন্দগান করুক।
৬ তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা,
তাহাদের হস্তে দ্বিধার খড়্গ থাকুক ;
৭ যেন তাহারা জাতিগণকে প্রতিফল দেয়,
লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয় ;
৮ যেন তাহাদের রাজগণকে শৃঙ্খলে,
তাহাদের মান্যগণ্য লোকদিগকে লৌহ-নিগড়ে বদ্ধ করে ;
৯ যেন তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত বিচার নিষ্পন্ন করে ;
ইহাই তাঁহার সমস্ত সাধুর মর্য্যাদা।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৫০

১ তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে তাঁহার প্রশংসা কর ;
তাঁহার শক্তির বিতানে তাঁহার প্রশংসা কর।
২ তাঁহার পরাক্রম-কার্য্য সকলের জন্য তাঁহার প্রশংসা কর ;
তাঁহার মহিমার বাহুল্যানুসারে তাঁহার প্রশংসা কর।
৩ তূরীধ্বনি-সহ তাঁহার প্রশংসা কর ;
নেবল ও বীণাযন্ত্রে তাঁহার প্রশংসা কর।
৪ তবল ও নৃত্যযোগে তাঁহার প্রশংসা কর ;
তারযুক্ত যন্ত্রে ও বংশীতে তাঁহার প্রশংসা কর ;
৫ সুশ্রাব্য করতালযোগে তাঁহার প্রশংসা কর ;
উচ্চধ্বনি করতালযোগে তাঁহার প্রশংসা কর।
৬ শ্বাসবিশিষ্ট সকলেই সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

হিতোপদেশ

আভাষ।

১ শলোমনের হিতোপদেশ; তিনি দায়ূদের পুত্র, ইস্রায়েল-রাজ।
২ এতদ্দারা প্রজ্ঞা ও উপদেশ পাওয়া যায়, বুদ্ধির কথা বুঝা যায়;
৩ উপদেশ পাওয়া যায় বিজ্ঞতার আচরণ সম্বন্ধে,
ধার্ম্মিকতা, বিচার ও ন্যায় সম্বন্ধে;
৪ অবোধদিগকে চতুরতা প্রদান করা যায়, যুবক জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতা প্রাপ্ত হয়।
৫ জ্ঞানবান শুনিবে ও পাণ্ডিত্যে বৃদ্ধি পাইবে, বুদ্ধিমান সুমন্ত্রণা লাভ করিবে;
৬ এতদ্দারা দৃষ্টান্ত কথা ও রূপক বুঝা যায়, জ্ঞানবানদের বাক্য ও তাহাদের সমস্যা বুঝা যায়।

৭ সদাপ্রভুর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ;*
অজ্ঞানেরা প্রজ্ঞা ও উপদেশ তুচ্ছ করে।

চেতনা-বাক্য।

৮ বৎস, তুমি তোমার পিতার উপদেশ শুন, তোমার মাতার ব্যবস্থা ছাড়িও না।
৯ কারণ সেই উভয় তোমার মস্তকের লাবণ্যভূষণ,
ও তোমার কণ্ঠদেশের হারস্বরূপ হইবে।
১০ বৎস, যদি পাপীরা তোমাকে প্রলোভন দেখায়,
তুমি সম্মত হইও না।
১১ তাহারা যদি বলে, 'আমাদের সঙ্গে আইস, আমরা রক্তপাত করিবার জন্য লুকাইয়া থাকি,
নির্দ্দোষদিগকে অকারণে ধরিবার জন্য গুপ্ত থাকি,
১২ পাতালের ন্যায় তাহাদিগকে জীবন্ত গ্রাস করি,
গর্ত্তগামীদের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীণ গ্রাস করি,
১৩ আমরা সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য ধন পাইব, লুটিত দ্রব্যে স্ব স্ব গৃহ পরিপূর্ণ করিব,
১৪ তুমি আমাদের মধ্যে এক জন অংশী হইবে, আমাদের সকলেরই এক তোড়া হইবে';
১৫ বৎস, তাহাদের সঙ্গে সেই পথে চলিও না, তাহাদের মার্গ হইতে তোমার চরণ নিবৃত্ত কর;
১৬ কারণ তাহাদের চরণ অনিষ্টের দিকে দৌড়ে,
তাহারা রক্তপাত করিতে বেগে ধাবমান হয়।
১৭ জাল পাতা হয় অনর্থক, কোন পক্ষীর দৃষ্টিগোচরে।
১৮ আর উহারা আপনাদেরই রক্তপাত করিতে লুকাইয়া থাকে,
আপনাদেরই প্রাণ ধরিতে গুপ্ত থাকে।
১৯ পরধন-অপহারক সকলেরই এই গতি, সেই ধন তৎ-গ্রাহকদেরই প্রাণ নষ্ট করে।

প্রজ্ঞার আহ্বান।

২০ প্রজ্ঞা বাহিরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, চকে চকে নিজ রব ছাড়ে;
২১ সে জনাকীর্ণ পথের মস্তকে আহ্বান করে, নগর-দ্বার সকলের প্রবেশ-স্থানে, নগরে, সে এই কথা বলে;
২২ 'অবোধেরা, কত দিন নির্বুদ্ধিতা ভালবাসিবে?

* (বা) প্রধান অংশ।

নিন্দকেরা কত দিন নিন্দায় রত থাকিবে ?
হীনবুদ্ধিরা, কত দিন জ্ঞানকে ঘৃণা করিবে ?
২৩ তোমরা আমার অনুযোগে ফির ;
দেখ, আমি তোমাদের উপরে আমার আত্মা সেচন করিব,
আমার কথা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব।'
২৪ আমি ডাকিলে তোমরা অসম্মত হইলে,
আমি হস্ত বিস্তার করিলে কেহ মনোযোগ করিলে না ;
২৫ কিন্তু তোমরা আমার সমস্ত পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলে,
আমার অনুযোগ শুনিতে চাহিলে না।
২৬ এজন্য তোমাদের বিপদে আমিও হাসিব,
তোমাদের ভয় উপস্থিত হইলে পরিহাস করিব ;
২৭ যখন ঝটিকার ন্যায় তোমাদের ভয় উপস্থিত হইবে,
ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় তোমাদের বিপদ আসিবে,
যখন সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের কাছে আসিবে।
২৮ তখন সকলে আমাকে ডাকিবে, কিন্তু আমি উত্তর দিব না,
তাহারা সযত্নে আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু আমাকে পাইবে না ;
২৯ কারণ তাহারা জ্ঞানকে ঘৃণা করিত,
সদাপ্রভুর ভয় মনোনীত করিত না ;
৩০ আমার পরামর্শে সম্মত হইত না,
আমার সমস্ত অনুযোগ তুচ্ছ করিত ;
৩১ তাই তাহারা স্ব স্ব আচরণের ফল ভোগ করিবে,
স্ব স্ব কুপরামর্শে উদর পূর্ণ করিবে।
৩২ ফলে, অবোধদের বিপথগমন তাহাদিগকে বধ করিবে,
হীনবুদ্ধিদের নিশ্চিন্ততা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে ;
৩৩ কিন্তু যে জন আমার কথা শুনে, সে নির্ভয়ে বাস করিবে,
শান্ত থাকিবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করিবে না।

ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা।

২ বৎস, তুমি যদি আমার কথা সকল গ্রহণ কর,
যদি আমার আজ্ঞা সকল তোমার কাছে সঞ্চয় কর,
২ যদি প্রজ্ঞার দিকে কর্ণপাত কর,
যদি বুদ্ধিতে মনোনিবেশ কর ;
৩ হাঁ, যদি সুবিবেচনাকে আহ্বান কর,
যদি বুদ্ধির জন্য উচ্চৈঃস্বর কর ;
৪ যদি রৌপ্যের ন্যায় তাহার অন্বেষণ কর,
গুপ্ত ধনের ন্যায় তাহার অনুসন্ধান কর ;
৫ তবে সদাপ্রভুর ভয় বুঝিতে পারিবে,
ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।
৬ কেননা সদাপ্রভুই প্রজ্ঞা দান করেন,
তাঁহারই মুখ হইতে জ্ঞান ও বুদ্ধি নির্গত হয়।
৭ তিনি সরলদিগের জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি রাখেন,
যাহারা সিদ্ধতায় চলে, তিনি তাহাদের ঢাল।
৮ তিনি বিচারের মার্গ সকল রক্ষা করেন,
আপন সাধুদের পথ সংরক্ষণ করেন।
৯ অতএব তুমি ধার্ম্মিকতা ও বিচার বুঝিবে,
ন্যায় ও সমস্ত উত্তম পথ বুঝিবে।
১০ কেননা প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে,
জ্ঞান তোমার প্রাণের তুষ্টি জন্মাইবে,
১১ পরিণামদর্শিতা তোমার প্রহরী হইবে,
বুদ্ধি তোমাকে রক্ষা করিবে ;
১২ যেন তোমাকে উদ্ধার করে দুষ্টের পথ হইতে,

সেই সকল লোক হইতে, যাহারা কুটিল বাক্য বলে,
১৩ যাহারা সরলতার পথ ত্যাগ করে,
অন্ধকার-মার্গে চলিবার নিমিত্ত;
১৪ যাহারা কুক্রিয়াসাধনে আনন্দিত হয়,
দুষ্টতার কুটিলতায় উল্লাসিত হয়;
১৫ যাহারা বক্র পথের পথিক,
আপন আপন আচরণে বিপথগামী।
১৬ সে তোমাকে উদ্ধার করিবে পরকীয়া স্ত্রী হইতে,
সেই চাটুবাদিনী বিজাতীয়া হইতে,
১৭ যে যৌবনকালের মিত্রকে ত্যাগ করে,
আপন ঈশ্বরের নিয়ম ভুলিয়া যায়;
১৮ কেননা উহার বাটী মৃত্যুর দিকে অবনত,
উহার পথ প্রেতলোকের দিকে অবনত;
১৯ যাহারা উহার কাছে যায়, তাহারা আর ফিরে না,
তাহারা জীবনের পথ পায় না;
২০ যেন তুমি সুশীলদের মার্গে চলিতে পার,
যেন ধার্ম্মিকগণের পথ অবলম্বন কর;
২১ কেননা সরলগণ দেশে বাস করিবে,
সিদ্ধেরা তথায় অবশিষ্ট থাকিবে।
২২ কিন্তু দুষ্টগণ দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে,
বিশ্বাসঘাতকেরা তথা হইতে উন্মূলিত হইবে।

৩ বৎস, তুমি আমার ব্যবস্থা ভুলিও না;
তোমার চিত্ত আমার আজ্ঞা সকল পালন করুক।
২ কারণ তদ্দারা তুমি আয়ুর দীর্ঘতা, জীবনের বৎসর-বাহুল্য,
এবং শান্তি, প্রাপ্ত হইবে।
৩ দয়া ও সত্য তোমাকে ত্যাগ না করুক;
তুমি তদুভয় তোমার কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া রাখ,
তোমার হৃদয়-ফলকে লিখিয়া রাখ।
৪ তাহা করিলে অনুগ্রহ ও সুবুদ্ধি পাইবে,
ঈশ্বরের ও মনুষ্যের দৃষ্টিতে পাইবে।
৫ তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর;
তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না;
৬ তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর;
তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন।
৭ আপনার দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হইও না;
সদাপ্রভুকে ভয় কর, মন্দ হইতে দূরে যাও।
৮ ইহা তোমার নাভির স্বাস্থ্যস্বরূপ হইবে,
তোমার অস্থির মজ্জাস্বরূপ হইবে।
৯ তুমি সদাপ্রভুর সম্মান কর আপনার ধনে,
আর তোমার সমস্ত দ্রব্যের অগ্রিমাংশে;
১০ তাহাতে তোমার গোলাঘর সকল বহু শস্যে পূর্ণ হইবে,
তোমার কুণ্ডে নূতন দ্রাক্ষারস উথলিয়া পড়িবে।

১১ বৎস, সদাপ্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না,
তাঁহার অনুযোগে ক্লান্ত হইও না;
১২ কেননা সদাপ্রভু যাহাকে প্রেম করেন,
তাহাকেই শাস্তি প্রদান করেন,
যেমন পিতা প্রিয় পুত্রের প্রতি করেন।
১৩ ধন্য সেই ব্যক্তি যে প্রজ্ঞা পায়,
সেই ব্যক্তি যে বুদ্ধি লাভ করে;
১৪ কেননা রৌপ্যের বাণিজ্য অপেক্ষাও তাহার বাণিজ্য উত্তম,
সুবর্ণ অপেক্ষাও প্রজ্ঞা-লাভ উত্তম।
১৫ তাহা মুক্তা হইতেও বহুমূল্য;
তোমার অভীষ্ট কোন বস্তু তাহার সমান নয়।
১৬ তাহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ পরমায়ু,
তাহার বাম হস্তে ধন ও সম্মান থাকে।
১৭ তাহার পথ সকল মনোরঞ্জনের পথ,
তাহার সমস্ত মার্গ শান্তিময়।

১৮ যাহারা তাহাকে ধরিয়া রাখে, তাহাদের কাছে তাহা জীবনবৃক্ষ ;
যে কেহ তাহা গ্রহণ করে, সে ধন্য ।
১৯ সদাপ্রভু প্রজ্ঞা দ্বারা পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছেন,
বুদ্ধি দ্বারা আকাশমণ্ডল অটল করিয়াছেন ;
২০ তাঁহার জ্ঞান দ্বারা জলধি সকল উদ্ঘাটিত হইল,
আর আকাশ ফোঁটা ফোঁটা শিশির বর্ষণ করে ।

২১ বৎস, এ সকল তোমার দৃষ্টি-বহির্ভূত না হউক,
তুমি সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতা রক্ষা কর ।
২২ তাহাতে সে সকল তোমার প্রাণের জীবন-স্বরূপ হইবে,
তোমার কণ্ঠের শোভাস্বরূপ হইবে ।
২৩ তখন তুমি নিজ পথে নির্ভয়ে গমন করিবে,
তোমার পায়ে উছোট লাগিবে না ।
২৪ শয়নকালে তুমি ভয় করিবে না,
তুমি শয়ন করিবে, তোমার নিদ্রা সুখ-দায়িনী হইবে ।
২৫ আকস্মিক বিপদ হইতে ভীত হইও না,
দুষ্টের বিনাশ আসিলে তাহা হইতে ভীত হইও না ;
২৬ কেননা সদাপ্রভু তোমার বিশ্বাসভূমি হই-বেন
ফাঁদ হইতে তোমার চরণ রক্ষা করিবেন
২৭ যাহাদের মঙ্গল করা উচিত, তাহাদের মঙ্গল করিতে অস্বীকার করিও না,
যখন তাহা করিবার ক্ষমতা তোমার হাতে থাকে ।
২৮ তোমার প্রতিবাসীকে বলিও না,
'যাও, আবার আসিও, আমি কল্য দিব',
যখন দ্রব্য তোমার হস্তে থাকে ।
২৯ তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে কুসঙ্কল্প করিও না,
সে ত তোমার নিকটে নির্ভয়ে বাস করে ।
৩০ অকারণে কোন ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিও না,
যদি সে তোমার অপকার না করিয়া থাকে ।
৩১ উপদ্রবীর প্রতি ঈর্ষা করিও না,
আর তাহার কোন পথ মনোনীত করিও না ;
৩২ কেননা খল সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র ;
কিন্তু সরলগণের সহিত তাঁহার গূঢ় মন্ত্রণা ।
৩৩ দুষ্টের গৃহে সদাপ্রভুর অভিশাপ থাকে,
কিন্তু তিনি ধার্ম্মিকদের নিবাসকে আশী-র্ব্বাদ করেন ।
৩৪ নিশ্চয়ই তিনি নিন্দকদিগের নিন্দা করেন,
কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন ।
৩৫ জ্ঞানবানেরা সম্মানের অধিকারী হইবে,
কিন্তু অবজ্ঞাই [illegible] উন্নতি ।

৪ বৎসগণ, পিতার উপদেশ শুন,
সুবিবেচনা বুঝিবার জন্য মনোযোগ কর ।
২ কেননা আমি তোমাদিগকে সুশিক্ষা দিব ;
তোমরা আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করিও না ।
৩ কারণ আমিও নিজ পিতার বৎস ছিলাম,
মাতার দৃষ্টিতে কোমল ও অদ্বিতীয় ছিলাম ।
৪ পিতা আমাকে শিক্ষা দিতেন, বলিতেন,
তোমার চিত্ত আমার কথা ধরিয়া রাখুক ;
আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, জীবন পাইবে ;
৫ প্রজ্ঞা উপার্জ্জন কর, সুবিবেচনা উপার্জ্জন কর,
ভুলিও না ; আমার মুখের কথা হইতে বিমুখ হইও না ।
৬ প্রজ্ঞাকে ছাড়িও না, সে তোমাকে রক্ষা করিবে ;
তাহাকে প্রেম কর, সে তোমাকে সংরক্ষণ করিবে ।

৭ প্রজ্ঞাই প্রধান বিষয়, তুমি প্রজ্ঞা উপার্জ্জন কর ;
সমস্ত উপার্জ্জন দিয়া সুবিবেচনা উপার্জ্জন কর।
৮ তাহাকে শিরোধার্য্য কর, সে তোমাকে উন্নত করিবে,
যখন তাহাকে আলিঙ্গন কর, সে তোমাকে মান্য করিবে।
৯ সে তোমার মস্তকে লাবণ্যভূষণ দিবে,
সে শোভার মুকুট তোমাকে প্রদান করিবে।

১০ বৎস, শুন, আমার কথা গ্রহণ কর,
তাহাতে তোমার জীবনের বৎসর বহু-সংখ্যক হইবে।
১১ আমি তোমাকে প্রজ্ঞার পথ দেখাইয়াছি,
তোমাকে সরলতার মার্গে চালাইয়াছি।
১২ তোমার গমনকালে পাদসঞ্চার সঙ্কুচিত হইবে না,
ধাবনকালে তোমার উছোট লাগিবে না।
১৩ উপদেশ ধরিয়া রাখিও, ছাড়িয়া দিও না,
তাহা রক্ষা কর, কেননা তাহা তোমার জীবন।
১৪ দুর্জ্জনদের মার্গে প্রবেশ করিও না,
দুর্বৃত্তদের পথে চলিও না,
১৫ তাহা ছাড়, তাহার নিকট দিয়া যাইও না ;
তাহা হইতে বিমুখ হইয়া অগ্রসর হও।
১৬ কেননা দুষ্কর্ম্ম না করিলে তাহাদের নিদ্রা হয় না,
কাহারও উছোট না লাগাইলে তাহাদের নিদ্রা দূরে যায়।
১৭ কারণ তাহারা দুষ্টতার অন্ন ভক্ষণ করে,
তাহারা উপদ্রবের দ্রাক্ষারস পান করে।
১৮ কিন্তু ধার্ম্মিকদের পথ প্রভাতীয় জ্যোতির ন্যায়,
যাহা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর দেদীপ্যমান হয়।
১৯ দুষ্টদের পথ অন্ধকারের ন্যায় ;
তাহারা কিসে উছোট খাইবে, জানে না।

২০ বৎস, আমার বাক্যে অবধান কর,
আমার কথায় কর্ণপাত কর।
২১ তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হউক,
তোমার হৃদয়মধ্যে তাহা রাখ।
২২ কেননা যাহারা তাহা পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা জীবন,
তাহা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গের স্বাস্থ্যস্বরূপ।
২৩ সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা* তোমার হৃদয় রক্ষা কর
কেননা তাহা হইতে জীবনের উদগম হয়।
২৪ মুখের কুটিলতা আপনা হইতে অন্তর কর,
ওষ্ঠাধরের বক্রতা আপনা হইতে দূর কর।
২৫ তোমার চক্ষু সরল দৃষ্টি করুক,
তোমার চক্ষুর পাতা সোজাভাবে সম্মুখে দেখুক।
২৬ তোমার চরণের পথ সমান কর,
তোমার সমস্ত গতি ব্যবস্থিত হউক।
২৭ দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না,
মন্দ হইতে চরণ নিবৃত্ত কর।

পরদার ও আলস্যাদি বিষয়ে চেতনা-বাক্য।

৫ বৎস, আমার প্রজ্ঞায় অবধান কর,
আমার বুদ্ধির প্রতি কর্ণপাত কর ;
২ যেন তুমি পরিণামদর্শিতা রক্ষা কর,
যেন তোমার ওষ্ঠাধর জ্ঞানের কথা পালন করে।
৩ কেননা পরকীয়া স্ত্রীর ওষ্ঠ হইতে মধু ক্ষরে,
তাহার তালু তৈল অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ;
৪ কিন্তু তাহার শেষ ফল নাগদানার ন্যায় তিক্ত,
দ্বিধার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ।

* (বা) সর্ব্বযত্নে।

৫ তাহার চরণ মৃত্যুর কাছে নামিয়া যায়,
তাহার পাদবিক্ষেপ পাতালে পড়ে।
৬ সে জীবনের সমান পথ পায় না,
তাহার পথ সকল চঞ্চল ; সে কিছু জানে না।
৭ অতএব বৎসগণ, আমার কথা শুন,
আমার মুখের বাক্য হইতে বিমুখ হইও না।
৮ তুমি সেই স্ত্রী হইতে আপন পথ দূরে রাখ,
তাহার গৃহ-দ্বারের নিকটে যাইও না ;
৯ পাছে তুমি নিজ সম্মান অন্যদিগকে দেও,
নিজ বৎসর সকল নির্দ্দয়কে দেও ;
১০ পাছে অপর লোকে তোমার ধনে তৃপ্ত হয়,
আর তোমার পরিশ্রমের ফল বিজাতীয়ের গৃহে থাকে ;
১১ পাছে শেষকালে তুমি অনুশোচনা কর,
যখন তোমার মাংস ও শরীর ক্ষয় পায় ;
১২ পাছে বল, 'হায়, আমি উপদেশ ঘৃণা করিয়াছি,
আমার চিত্ত অনুযোগ তুচ্ছ করিয়াছে ;
১৩ আমি নিজ গুরুদের কথা শুনি নাই,
নিজ শিক্ষকদের বাক্যে কর্ণপাত করি নাই ;
১৪ আমি প্রায় সর্ব্বপ্রকার মন্দে পড়িয়াছিলাম
সমাজের ও মণ্ডলীর মধ্যে।'
১৫ তুমি নিজ জলাশয়ের জল পান কর,
নিজ কূপের স্রোতোজল পান কর।
১৬ তোমার উনুই কি বাহিরে বিস্তারিত হইবে ?
চকে কি জলস্রোত হইয়া যাইবে ?
১৭ উহা কেবল তোমারই হউক,
তোমার সহিত অপর লোকের না হউক।
১৮ তোমার উনুই ধন্য হউক,
তুমি আপন যৌবনের ভার্য্যায় আমোদ কর।
১৯ সে প্রেমিকা হরিণী ও কমনীয়া বাতপ্রমীবৎ ;
তাহারই কুচযুগ দ্বারা তুমি সর্ব্বদা আপ্যায়িত হও,
তাহার প্রেমে তুমি সতত মোহিত থাক।
২০ বৎস, তুমি পরকীয়া স্ত্রীতে কেন মোহিত হইবে ?
বিজাতীয়ার বক্ষ কেন আলিঙ্গন করিবে ?
২১ মনুষ্যের পথ ত সদাপ্রভুর দৃষ্টিগোচর ;
তিনি তাহার সকল পথ সমান করেন।*
২২ দুষ্ট নিজ অপরাধসমূহে ধরা পড়ে,
সে নিজ পাপ-পাশে বদ্ধ হয় ;
২৩ সে উপদেশের অভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে,
নিজ অজ্ঞানতার আধিক্যে ভ্রান্ত হইবে।

৬ বৎস, তুমি যদি বন্ধুর জামিন হইয়া থাক,
যদি অপরের সহিত হস্তে তালী দিয়া থাক,
২ তবে আপন মুখের কথায় ফাঁদে পতিত হইয়াছ,
আপন মুখের কথায় ধৃত হইয়াছ।
৩ এখন, বৎস, তুমি এই কার্য্য কর ; আপনাকে উদ্ধার কর ;
যখন তুমি আপন বন্ধুর হস্তগত হইয়াছ,
তখন যাও, বিনত হও, বন্ধুর সাধ্যসাধনা কর ;
৪ তোমার চক্ষুকে নিদ্রা যাইতে দিও না,
চক্ষুর পাতাকে মুদ্রিত হইতে দিও না ;
৫ আপনাকে হরিণের ন্যায় [ব্যাধের] হস্ত হইতে,
পক্ষীর ন্যায় জালিকের হস্ত হইতে উদ্ধার কর।

৬ হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে যাও,
তাহার ক্রিয়া সকল দেখিয়া জ্ঞানবান হও।
৭ তাহার বিচারকর্ত্তা কেহ নাই,
শাসনকর্ত্তা কি অধ্যক্ষ কেহ নাই,

* (বা) তৌল করেন।

৮ তবু সে গ্রীষ্মকালে আপন খাদ্য প্রস্তুত করে,
শস্য কাটিবার সময়ে ভক্ষ্য সঞ্চয় করে।
৯ হে অলস, তুমি কত কাল শুইয়া থাকিবে?
কখন্ নিদ্রা হইতে উঠিবে?
১০ 'আর একটু নিদ্রা, আর একটু তন্দ্রা,
আর একটু শুইয়া হস্ত জড়সড় করিব';
১১ তাই তোমার দরিদ্রতা দস্যুর ন্যায় আসিবে,
তোমার দৈন্যদশা ঢালীর ন্যায় আসিবে।

১২ যে ব্যক্তি পাষণ্ড, যে লোক অপরাধী,
সে মুখের কুটিলতায় চলে,
১৩ সে চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করে, পদ দ্বারা কথা বলে,
সে অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করে,
১৪ তাহার হৃদয়ে কুটিলতা থাকে, সে সতত কুকল্পনা করে,
সে বিবাদ খুলিয়া দেয়।
১৫ সেই জন্য অকস্মাৎ তাহার বিপদ আসিবে,
হঠাৎ সে ভগ্ন হইবে; আর প্রতীকার হইবে না।

১৬ এই ছয় বস্তু সদাপ্রভুর ঘৃণিত,
এমন কি, সপ্ত বস্তু তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ;
১৭ উদ্ধত দৃষ্টি, মিথ্যাবাদী জিহ্বা,
নির্দোষের রক্তপাতকারী হস্ত,
১৮ দুষ্ট সঙ্কল্পকারী হৃদয়,
দুষ্কর্ম্ম করিতে দ্রুতগামী চরণ,
১৯ যে মিথ্যাসাক্ষী অসত্য কথা কহে,
ও যে ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদ খুলিয়া দেয়।

২০ বৎস, তুমি আপন পিতার আজ্ঞা পালন কর,
আপন মাতার ব্যবস্থা ত্যাগ করিও না।
২১ উহা সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে গাথিয়া রাখ,
তোমার কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া রাখ।
২২ গমনকালে সে তোমাকে পথ দেখাইবে,
শয়নকালে তোমার প্রহরী হইবে,
জাগরণকালে তোমার সহিত আলাপ করিবে।
২৩ কেননা আজ্ঞা প্রদীপ ও ব্যবস্থা আলোক,
এবং শিক্ষাজনক অনুযোগ জীবনের পথ;
২৪ সে তোমাকে রক্ষা করিবে, দুষ্টা স্ত্রী হইতে,
বিজাতীয়ার জিহ্বার চাটুবাদ হইতে।
২৫ তুমি হৃদয়ে উহার সৌন্দর্য্যে লুব্ধ হইও না,
উহার অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে ধৃত হইও না।
২৬ কেননা বারাঙ্গনা দ্বারা অন্নাভাব ঘটে,
পরস্ত্রী [মনুষ্যের] মহামূল্য প্রাণ মৃগয়া করে।
২৭ কেহ যদি বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখে,
তবে তাহার বস্ত্র কি পুড়িয়া যাইবে না?
২৮ কেহ যদি জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া চলে,
তবে তাহার পদতল কি পুড়িয়া যাইবে না?
২৯ তদ্রূপ যে প্রতিবাসীর স্ত্রীর কাছে গমন করে;
যে তাহাকে স্পর্শ করে, সে অদণ্ডিত থাকিবে না।
৩০ যে ক্ষুধিত হইয়া প্রাণের তৃপ্তির জন্য চুরি করে,
লোকে সেই চোরকে উপেক্ষা করে না;
৩১ কিন্তু ধরা পড়িলে তাহাকে সপ্তগুণ ফিরাইয়া দিতে হইবে,
তাহার গৃহের সর্ব্বস্বও সমর্পণ করিতে হইবে।
৩২ পরদারগামী পুরুষ বুদ্ধিবিহীন,
সে তাহা করিয়া আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করে।
৩৩ সে আঘাত ও অবমাননা পাইবে;
তাহার দুর্নাম কখনও ঘুচিবে না।

৩৪ যেহেতু অন্তর্জ্বালা স্বামীর চণ্ডতা,
প্রতিশোধের দিনে সে ক্ষমা করিবে না ;
৩৫ সে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য করিবে না,
অনেক উৎকোচ দিলেও সম্মত হইবে না ।

৭ বৎস, আমার কথা সকল পালন কর,
আমার আজ্ঞা সকল তোমার কাছে সঞ্চয় কর ।
২ আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, জীবন পাইবে,
নয়ন-তারার ন্যায় আমার ব্যবস্থা রক্ষা কর ;
৩ তোমার অঙ্গুলি-কলাপে সেগুলি বাঁধিয়া রাখ,
তোমার হৃদয়-ফলকে তাহা লিখিয়া রাখ ।
৪ প্রজ্ঞাকে বল, তুমি আমার ভগিনী,
সুবিবেচনাকে তোমার সখী বল ;
৫ তাহাতে তুমি পরকীয়া স্ত্রী হইতে রক্ষা পাইবে,
চাটুভাষিণী বিজাতীয়া হইতে রক্ষা পাইবে ।

৬ আমি আপন গৃহের বাতায়ন হইতে
খড়খড়ি দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলাম ;
৭ অবোধদের মধ্যে আমার দৃষ্টি পড়িল,
আমি যুবকগণের মধ্যে এক জনকে দেখিলাম,
সে বুদ্ধিবিহীন যুবক ।
৮ সে গলিতে গেল, ঐ স্ত্রীর কোণের নিকটে আসিল,
তাহার বাটীর পথে চলিল ।
৯ তখন সন্ধ্যাকাল, দিবাবসান হইয়াছিল,
রাত্রিও অন্ধকার হইয়াছিল ।
১০ তখন দেখ, এক স্ত্রী তাহার সম্মুখে আসিল,
সে বেশ্যা-বেশধারিণী ও চতুর-চিত্তা ;
১১ সে কলহকারিণী ও অবাধ্যা,
তাহার চরণ ঘরে থাকে না ;
১২ সে কখনও সড়কে, কখনও চকে,
কোণে কোণে অপেক্ষাতে থাকে ।
১৩ সে তাহাকে ধরিয়া চুম্বন করিল,
নির্লজ্জ মুখে তাহাকে কহিল,
১৪ 'আমাকে মঙ্গলার্থক বলিদান করিতে হইয়াছে,
আজ আমি আপন মানত পূর্ণ করিয়াছি ;
১৫ তাই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আসিয়াছি,
সযত্নে তোমার মুখ দেখিতে আসিয়াছি, তোমাকে পাইয়াছি ।
১৬ আমি খাটে বুটাদার চাদর পাড়িয়াছি,
মিস্রীয় সূত্রের চিত্রবিচিত্র বস্ত্র পাড়িয়াছি ।
১৭ আমি গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনি দিয়া
আপন শয্যা আমোদিত করিয়াছি ।
১৮ চল, আমরা প্রভাত পর্য্যন্ত কামরসে মত্ত হই,
আমরা প্রেম বাহুল্যে বিলাস করি ।
১৯ কেননা কর্ত্তা ঘরে নাই,
তিনি দূরে যাত্রা করিয়াছেন ;
২০ টাকার তোড়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন,
পূর্ণিমার দিন ঘরে আসিবেন ।'
২১ অনেক মধুর বাক্যে সে তাহার চিত্ত হরণ করিল,
ওষ্ঠাধরের চাটুবাদে তাহাকে আকর্ষণ করিল ।
২২ অমনি সে তাহার পশ্চাতে গেল,
যেমন গোরু হত হইতে যায়,
যেমন শৃঙ্খলবদ্ধ ব্যক্তি নির্ব্বোধের শাস্তি পাইতে যায় ;
২৩ শেষে তাহার যকৃৎ বাণে বিদ্ধ হইল ;
যেমন পক্ষী ফাঁদে পড়িতে বেগে ধাবিত হয়,
আর জানে না যে, তাহা প্রাণনাশক ।
২৪ এখন বৎসগণ, আমার বাক্য শুন,

আমার মুখের কথায় অবধান কর।
২৫ তোমার চিত্ত উহার পথে না যাউক,
তুমি উহার মার্গে ভ্রমণ করিও না।
২৬ কেননা সে অনেককে আঘাত করিয়া নিপাত করিয়াছে,
তাহার নিহত লোকেরা বৃহৎ দল।
২৭ তাহার গৃহ পাতালের পথ,
যে পথ মৃত্যুর অন্তঃপুরে নামিয়া যায়।

প্রজ্ঞার বর্ণনা ও নিমন্ত্রণ।

৮ প্রজ্ঞা কি ডাকে না?
বুদ্ধি কি উচ্চৈঃস্বর করে না?
২ সে পথের পার্শ্বস্থ উচ্চস্থানের চূড়ায়,
মার্গ সকলের সংযোগস্থানে দাঁড়ায়;
৩ সে পুরদ্বার-সমীপে, নগরের অগ্রভাগে,
দ্বারের প্রবেশ-স্থানে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহে,

৪ হে মানবগণ, আমি তোমাদিগকে ডাকি,
মনুষ্য-সন্তানদের কাছেই আমার বাণী।
৫ হে অবোধেরা, চতুরতা শিক্ষা কর;
হে হীনবুদ্ধি সকল, সুবুদ্ধিচিত্ত হও।
৬ শুন, কেননা আমি উৎকৃষ্ট কথা কহিব,
আমার ওষ্ঠাধরের বিকাশ ন্যায়-সঙ্গত।
৭ আমার মুখ সত্য কহিবে,
দুষ্টতা আমার ওষ্ঠের ঘৃণাস্পদ।
৮ আমার মুখের সমস্ত বাক্য ধর্ম্মময়;
তাহার মধ্যে বক্রতা বা কুটিলতা কিছুই নাই।
৯ বুদ্ধিমানের কাছে সে সকল স্পষ্ট,
জ্ঞানপ্রাপ্তদের কাছে সে সকল সরল।
১০ আমার শাসনই গ্রহণ কর, রৌপ্য নয়,
উৎকৃষ্ট সুবর্ণ অপেক্ষা জ্ঞান লও।
১১ কেননা প্রজ্ঞা মুক্তা হইতেও উত্তম,
কোন অভীষ্ট বস্তু তাহার সমান নয়।

১২ আমি প্রজ্ঞা, চতুরতা-গৃহে বাস করি,
পরিণামদর্শিতার তত্ত্ব জানি।
১৩ সদাপ্রভুর ভয় দুষ্টতার প্রতি ঘৃণা;
অহঙ্কার, দাম্ভিকতা ও কুপথ,
এবং কুটিল মুখও আমি ঘৃণা করি।
১৪ পরামর্শ ও বুদ্ধিকৌশল আমার,
আমিই সুবিবেচনা, পরাক্রম আমার।
১৫ আমা দ্বারা রাজগণ রাজত্ব করেন,
মন্ত্রিগণ ধর্ম্মব্যবস্থা স্থাপন করেন।
১৬ আমা দ্বারা শাসনকর্ত্তারা শাসন করেন,
অধিপতিরা, পৃথিবীর সমস্ত বিচারকর্ত্তা, শাসন করেন।
১৭ যাহারা আমাকে প্রেম করে, আমিও তাহাদিগকে প্রেম করি,
যাহারা সযত্নে আমার অন্বেষণ করে, তাহারা আমাকে পায়।
১৮ আমার কাছে রহিয়াছে ঐশ্বর্য্য ও সম্মান,
অক্ষয় সম্পত্তি ও ধার্ম্মিকতা।
১৯ কাঞ্চন ও নির্ম্মল সুবর্ণ অপেক্ষাও আমার ফল উত্তম,
উৎকৃষ্ট রৌপ্য হইতেও আমার উপস্বত্ব উত্তম।
২০ আমি ধার্ম্মিকতার মার্গে গমন করি,
বিচারের পথের মধ্য দিয়া গমন করি,
২১ যেন, যাহারা আমাকে প্রেম করে, তাহা-দিগকে সত্ত্ববান করি,
তাহাদের ভাণ্ডার সকল পরিপূর্ণ করি।
২২ সদাপ্রভু নিজ পথের আরম্ভে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,*
তাঁহার কর্ম্ম সকলের পূর্ব্বে, পূর্ব্বাবধি।
২৩ আমি স্থাপিত হইয়াছি অনাদি কালাবধি,
আদি অবধি,
পৃথিবীর উদ্ভবের পূর্ব্বাবধি।

* (বা) সদাপ্রভু আপন পথের আদিস্বরূপ আমাকে গঠন করিলেন।

২৪ জলধি যখন হয় নাই, তখন আমি জন্মিয়া-

যখন জলপূর্ণ উন্নুই সকল হয় নাই ।
২৫ পর্ব্বত সকল স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে,
উপপর্ব্বত সকলের পূর্ব্বে আমি জন্মিয়া-
ছিলাম ;
২৬ তখন তিনি স্থল ও মাঠ নির্ম্মাণ করেন নাই,
জগতের ধূলির প্রথম অণুও গড়েন নাই ।
২৭ যখন তিনি আকাশমণ্ডল প্রস্তুত করেন,
তখন আমি সেখানে ছিলাম ;
যখন তিনি জলধিপৃষ্ঠের চক্রাকার সীমা
নিরূপণ করিলেন,
২৮ যখন তিনি ঊর্দ্ধস্থ আকাশ দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ
করিলেন,
যখন জলধির প্রবাহ সকল প্রবল হইল,
২৯ যখন তিনি সমুদ্রের সীমা স্থির করিলেন,
যেন জল তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করে,
যখন তিনি পৃথিবীর মূল নিরূপণ করিলেন ;
৩০ তৎকালে আমি তাঁহার কাছে কার্য্যকারী

আমি দিন দিন আনন্দময়* ছিলাম,
তাঁহার সম্মুখে নিত্য আহ্লাদ করিতাম ;
৩১ আমি তাঁহার ভূমণ্ডলে আহ্লাদ করিতাম,
মনুষ্য-সন্তানগণে আমার আনন্দ হইত ।

৩২ অতএব বৎসগণ, এখন আমার কথা শুন ;
কেননা তাহারা ধন্য, যাহারা আমার পথে
চলে ।
৩৩ তোমরা শাসনে অবধান কর, জ্ঞানবান হও ;
তাহা অগ্রাহ্য করিও না ।
৩৪ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমার কথা শুনে,
যে দিন দিন আমার দ্বারে জাগ্রৎ থাকে,
আমার দ্বারের চৌকাঠে থাকিয়া অপেক্ষা
করে ।

* (বা) [তাঁহার] আনন্দজনক ।

৩৫ কেননা যে আমাকে পায়, সে জীবন পায়,
এবং সদাপ্রভুর অনুগ্রহ ভোগ করে ।
৩৬ কিন্তু যে আমার বিরুদ্ধে পাপ করে,*
সে আপন প্রাণের অনিষ্ট করে ;
যে সকল লোক আমাকে দ্বেষ করে,
তাহারা মৃত্যুকে ভালবাসে ।

৯ প্রজ্ঞা আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে,
সে তাহার সপ্ত স্তম্ভ খুদিয়াছে ;
২ সে আপন পশুদিগকে মারিয়াছে ; দ্রাক্ষা-
রস মিশ্রিত করিয়াছে,
সে আপন মেজও সাজাইয়াছে ।
৩ সে আপন দাসীদিগকে পাঠাইয়াছে,
সে নগরের উচ্চতম স্থান হইতে ডাকিয়া
বলে,
৪ 'যে অবোধ, সে এই স্থানে আইসুক' ;
যে বুদ্ধিবিহীন, সে তাহাকে বলে,
৫ 'আইস, আমার ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন কর,
আমার মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান কর ।'
৬ অবোধদের সঙ্গ ছাড়িয়া জীবন ধারণ কর,
সুবিবেচনার পথে চরণ চালাও ।

৭ যে নিন্দককে শিক্ষা দেয়, সে লজ্জা পায়,
যে দুষ্টকে অনুযোগ করে, সে কলঙ্ক পায় ।
৮ নিন্দককে অনুযোগ করিও না, পাছে সে
তোমাকে দ্বেষ করে ;
জ্ঞানবানকেই অনুযোগ কর, সে তোমাকে
প্রেম করিবে ।
৯ জ্ঞানবানকে [শিক্ষা] দেও, সে আরও
জ্ঞানবান হইবে ;
ধার্ম্মিককে জ্ঞান দেও, তাহার পাণ্ডিত্য
বৃদ্ধি পাইবে ।
১০ সদাপ্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার আরম্ভ,
পবিত্রতম-বিষয়ক জ্ঞানই সুবিবেচনা ।
১১ কেননা আমা দ্বারা তোমার আয়ু বাড়িবে,

* (বা) যে আমাকে না পায় ।

তোমার জীবনের বৎসর-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।
১২ তুমি যদি জ্ঞানবান হও, নিজেরই মঙ্গলার্থে জ্ঞানবান হইবে,
যদি নিন্দা কর, একাই তাহা বহন করিবে।
১৩ হীনবুদ্ধি স্ত্রীলোক কলহকারিণী,
সে অবোধ, কিছুই জানে না।
১৪ সে আপনার গৃহ-দ্বারে বসে,
নগরের উচ্চস্থানে আসন পাতিয়া বসে;
১৫ সে পথিকদিগকে ডাকে,
সরলপথ-গামীদিগকে ডাকে,
১৬ 'যে অবোধ, সে এই স্থানে আইসুক';
যে বুদ্ধিবিহীন, সে তাহাকে বলে,
১৭ 'অপহৃত-জল মিষ্ট,
নিরালার অন্ন সুস্বাদু।'
১৮ কিন্তু সে জানে না যে, প্রেতগণই তথায় থাকে,
উহার নিমন্ত্রিত লোকেরা গভীর পাতালে থাকে।

নানাবিধ নীতিকথা।

১০ শলোমনের হিতোপদেশ।

১ জ্ঞানবান পুত্র পিতার আনন্দজনক,
কিন্তু হীনবুদ্ধি পুত্র মাতার খেদজনক।
২ দুষ্টতার ধন কিছুই উপকারী নয়,
কিন্তু ধার্ম্মিকতা মৃত্যু হইতে উদ্ধার করে
৩ সদাপ্রভু ধার্ম্মিকের প্রাণ ক্ষুধায় ক্ষীণ হইতে দেন না;
কিন্তু তিনি দুষ্টদের কামনা দূর করেন।
৪ যে শিথিল হস্তে কর্ম্ম করে, সে দরিদ্র হয়;
কিন্তু পরিশ্রমীদের হস্ত ধনবান করে।
৫ যে গ্রীষ্মকালে সঞ্চয় করে, সে বুদ্ধিমান পুত্র;
যে শস্য কাটিবার সময় নিদ্রিত থাকে, সে লজ্জাজনক পুত্র।
৬ ধার্ম্মিকের মস্তকে বহু আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে;
কিন্তু দুষ্টগণের মুখ উপদ্রব ঢাকিয়া রাখে।
৭ ধার্ম্মিকের স্মৃতি আশীর্ব্বাদের বিষয়;
কিন্তু দুষ্টদের নাম পচিয়া যাইবে।
৮ বিজ্ঞচিত্ত লোক আজ্ঞা গ্রহণ করে,
কিন্তু অজ্ঞান বাচাল পতিত হইবে।
৯ যে সিদ্ধতায় চলে, সে নির্ভয়ে চলে;
কিন্তু কুটিলাচারীকে চেনা যাইবে।
১০ যে চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করে, সে দুঃখ দেয়;
আর অজ্ঞান বাচাল পতিত হইবে।
১১ ধার্ম্মিকের মুখ জীবনের উনুই;
কিন্তু দুষ্টগণের মুখ উপদ্রব ঢাকিয়া রাখে।
১২ দ্বেষ বিবাদের উত্তেজক,
কিন্তু প্রেম সমস্ত অধর্ম্ম আচ্ছাদন করে।
১৩ জ্ঞানবানের ওষ্ঠাধরে প্রজ্ঞা পাওয়া যায়,
কিন্তু বুদ্ধিবিহীনের পৃষ্ঠের জন্য দণ্ড রহিয়াছে।
১৪ জ্ঞানবানেরা জ্ঞান সঞ্চয় করে,
কিন্তু অজ্ঞানের মুখ আসন্ন সর্ব্বনাশ।
১৫ ধনবানের ধনই তাহার দৃঢ় নগর,
দরিদ্রদিগের দরিদ্রতাই তাহাদের সর্ব্বনাশ।
১৬ ধার্ম্মিকের শ্রম জীবনজনক,
দুর্জ্জনের উপস্বত্ব পাপজনক।
১৭ যে শাসন মানে, সে জীবন-পথে চলে;
কিন্তু যে অনুযোগ ত্যাগ করে, সে ভ্রান্ত
১৮ যে দ্বেষ ঢাকিয়া রাখে, তাহার ও মিথ্যাবাদী;
আর যে পরীবাদ রটায়, সে হীনবুদ্ধি।

১৯ বাক্যের বাহুল্যে অধর্ম্মের অভাব নাই ;
কিন্তু যে ওষ্ঠ দমন করে, সে বুদ্ধিমান।
২০ ধার্ম্মিকের জিহ্বা উৎকৃষ্ট রৌপ্যবৎ,
দুষ্টদের অন্তঃকরণ স্বল্পমূল্য।
২১ ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর অনেককে প্রতিপালন করে,
কিন্তু অজ্ঞানেরা বুদ্ধির অভাবে মারা পড়ে।
২২ সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদই ধনবান করে,
এবং তিনি তাহার সহিত মনোদুঃখ দেন না।
২৩ কুকর্ম্ম করা অজ্ঞানের আমোদ,
আর প্রজ্ঞা বুদ্ধিমানের আমোদ।
২৪ দুষ্ট যাহা ভয় করে, তাহার প্রতি তাহাই ঘটিবে ;
কিন্তু ধার্ম্মিকদের বাসনা সফল হইবে।
২৫ যখন ঘূর্ণবায়ু বহিয়া যায়, দুষ্ট আর নাই ;
কিন্তু ধার্ম্মিক নিত্যস্থায়ী ভিত্তিমূলস্বরূপ।
২৬ যেমন দন্তের পক্ষে অম্লরস ও চক্ষের পক্ষে ধূম,
তেমনি আপন প্রেরণকর্ত্তাদের পক্ষে অলস।
২৭ সদাপ্রভুর ভয় আয়ুবৃদ্ধি করে ;
কিন্তু দুষ্টদের বৎসর-সংখ্যা হ্রাস পাইবে।
২৮ ধার্ম্মিকদের প্রত্যাশা আনন্দজনক ;
কিন্তু দুষ্টদের আশ্বাস বিনাশ পাইবে।
২৯ সদাপ্রভুর পথ সিদ্ধের পক্ষে দুর্গ,
কিন্তু তাহা অধর্ম্মাচারীদের পক্ষে সর্ব্বনাশ।
৩০ ধার্ম্মিক লোক কখনও বিচলিত হইবে না ;
কিন্তু দুষ্টগণ দেশে বাস করিবে না।
৩১ ধার্ম্মিকের মুখ প্রজ্ঞা-ফলে ফলবান ;
কিন্তু কুটিল জিহ্বা ছেদন করা যাইবে।
৩২ ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর সন্তোষের বিষয় জানে,
কিন্তু দুষ্টদের মুখ কুটিলতামাত্র।

১১ ছলনার নিক্তি সদাপ্রভুর ঘৃণিত;
কিন্তু ন্যায্য বাট্‌খারা তাঁহার তুষ্টিকর।
২ অহঙ্কার আসিলে অপমানও আইসে ;
কিন্তু প্রজ্ঞাই নম্রদিগের সহচরী।
৩ সরলদের সিদ্ধতা তাহাদিগকে পথ দেখাইবে ;
কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের বক্রতা তাহাদিগকে নষ্ট করিবে।
৪ ক্রোধের দিনে ধন উপকার করে না ;
কিন্তু ধার্ম্মিকতা মৃত্যু হইতে রক্ষা করে।
৫ সিদ্ধের ধার্ম্মিকতা তাহার পথ সরল করে ;
কিন্তু দুষ্ট নিজ দুষ্টতায় পতিত হয়।
৬ সরলদের ধার্ম্মিকতা তাহাদিগকে উদ্ধার করে ;
কিন্তু বিশ্বাসঘাতকেরা নিজ নিজ কামনায় ধরা পড়ে।
৭ দুষ্ট মরিলে তাহার আশ্বাস নষ্ট হয় ;
আর অধর্ম্মের প্রত্যাশা বিনাশ পায়।
৮ ধার্ম্মিক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পায়,
আর দুষ্ট তাহার স্থানে উপস্থিত হয়।
৯ মুখ দ্বারা পাষণ্ড আপন প্রতিবাসীকে নষ্ট করে ;
কিন্তু জ্ঞান দ্বারা ধার্ম্মিকগণ উদ্ধার পায়।
১০ ধার্ম্মিকদের মঙ্গল হইলে নগরে উল্লাস হয় ;
দুষ্টদের বিনাশ হইলে আনন্দগান হয়।
১১ সরলদিগের আশীর্ব্বাদে নগর উন্নত হয় ;
কিন্তু দুষ্টদের বাক্যে তাহা উৎপাটিত হয়।
১২ যে প্রতিবাসীকে তুচ্ছ করে, সে বুদ্ধিবিহীন ;
কিন্তু বুদ্ধিমান নীরব হইয়া থাকে।
১৩ কর্ণেজপ গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে ;
কিন্তু যে আত্মায় বিশ্বস্ত, সে কথা গোপন করে।

১৪ সুমন্ত্রণার অভাবে প্রজালোক পতিত হয়;
কিন্তু মন্ত্রি-বাহুল্যে জয় হয়।

১৫ যে অপরের জামিন হয়, সে নিশ্চয় ক্লেশ পায়;
কিন্তু যে জামিনের কর্ম্ম ঘৃণা করে, সে নিরাপদ।

১৬ অনুগ্রহশালিনী স্ত্রী সম্মান ধরিয়া রাখে,
আর দুর্দ্দান্তেরা ধন ধরিয়া রাখে।

১৭ দয়ালু আপন প্রাণের উপকার করে;
কিন্তু নির্দ্দয় আপন মাংসের কণ্টক।

১৮ দুষ্ট মিথ্যা বেতন উপার্জ্জন করে;
কিন্তু যে ধার্ম্মিকতার বীজ বুনে, সে সত্য বেতন পায়।

১৯ যে ধার্ম্মিকতায় অটল, সে জীবন পায়;
কিন্তু যে দুষ্টতার পিছনে দৌড়ে, সে নিজ মৃত্যু ঘটায়।

২০ বক্রচিত্তেরা সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র;
কিন্তু যাহারা আপন পথে সিদ্ধ, তাহারা তাঁহার সন্তোষের পাত্র।

২১ হস্তে হস্ত দিলেও দুষ্ট অদণ্ডিত থাকিবে না;
কিন্তু ধার্ম্মিকদের বংশ রক্ষা পাইবে।

২২ যেমন শূকরের নাসিকায় সুবর্ণের নথ,
তেমনি সুবিচার-ত্যাগিনী সুন্দরী স্ত্রী।

২৩ ধার্ম্মিকদের মনোভিলাষ কেবল উত্তম,
দুষ্টদের প্রত্যাশা ক্রোধমাত্র।

২৪ কেহ কেহ বিতরণ করিয়া আরও বৃদ্ধি পায়;
কেহ কেহ বা ন্যায্য ব্যয় অস্বীকার করিয়া কেবল অভাবে পড়ে।

২৫ দানশীল ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়,
জল-সেচনকারী আপনিও জলে সিক্ত হয়।

২৬ যে শস্য আটক করিয়া রাখে, লোকে তাহাকে শাপ দেয়;
কিন্তু যে শস্য বিক্রয় করে, তাহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে।

২৭ যে সযত্নে মঙ্গল চেষ্টা করে, সে প্রীতির অন্বেষণ করে;
কিন্তু যে অমঙ্গল খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহারই প্রতি তাহা ঘটে।

২৮ যে আপন ধনে নির্ভর করে, সে পতিত হয়;
কিন্তু ধার্ম্মিকগণ সতেজ পল্লবের ন্যায় প্রফুল্ল হয়।

২৯ যে নিজ পরিবারের কণ্টক, সে বায়ু অধিকার করে;
আর অজ্ঞান বিজ্ঞচিত্তের দাস হয়।

৩০ ধার্ম্মিকের ফল জীবনবৃক্ষ;
এবং জ্ঞানবান [অপরদের] প্রাণ লাভ করে।

৩১ দেখ, পৃথিবীতে ধার্ম্মিক প্রতিফল পায়,
তবে দুর্জ্জন ও পাপী আরও কত না পাইবে!

১২ যে শাসন ভালবাসে, সে জ্ঞান ভালবাসে;
কিন্তু যে অনুযোগ ঘৃণা করে, সে পশুবৎ!

২ সৎ লোক সদাপ্রভুর নিকটে অনুগ্রহ পাইবে;
কিন্তু তিনি কুকল্পনাকারীকে দোষী করিবেন।

৩ মনুষ্য দুষ্টতা দ্বারা সুস্থির হইবে না,
কিন্তু ধার্ম্মিকদের মূল বিচলিত হইবে না।

৪ গুণবতী স্ত্রী স্বামীর মুকুটস্বরূপ,
কিন্তু লজ্জাদায়িনী তাহার সকল অস্থির পচন স্বরূপ।

৫ ধার্ম্মিকদের সঙ্কল্প সকল ন্যায্য,
কিন্তু দুষ্টদের মন্ত্রণা ছলমাত্র।

৬ দুষ্টগণের কথাবার্ত্তা রক্তপাত জন্য লুকাইয়া থাকামাত্র ;
কিন্তু সরলদের মুখ তাহাদিগকে রক্ষা করে ।
৭ দুষ্টগণ নিপাতিত হয়, তাহারা আর নাই ;
কিন্তু ধার্ম্মিকদের বাটী অটল থাকে ।
৮ মনুষ্য আপন বিজ্ঞতানুরূপ প্রশংসা পায় ;
কিন্তু যে কুটিলচিত্ত, সে তুচ্ছীকৃত হয় ।
৯ যে তুচ্ছীকৃত, তথাপি দাস রাখে,
সে খাদ্যহীন আত্মশ্লাঘী হইতে উৎকৃষ্ট ।
১০ ধার্ম্মিক আপন পশুর প্রাণের বিষয় চিন্তা করে ;
কিন্তু দুষ্টদের করুণা নিষ্ঠুর ।
১১ যে আপন জমি চাষ করে, সে যথেষ্ট আহার পায় ;
কিন্তু যে অসারদের পিছনে পিছনে দৌড়ে, সে বুদ্ধিবিহীন ।
১২ দুষ্ট লোক দুর্জ্জনদের শিকার বাঞ্ছা করে ;
কিন্তু ধার্ম্মিকদের মূল ফলদায়ক ।
১৩ ওষ্ঠের অধর্ম্মে দুর্জ্জনের ফাঁদ থাকে,
কিন্তু ধার্ম্মিক সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হয় ।
১৪ মনুষ্য আপন মুখের ফল দ্বারা মঙ্গলে তৃপ্ত হয়,
মনুষ্যের হস্তকৃত কর্ম্মের ফল তাহারই প্রতি বর্ত্তে ।
১৫ অজ্ঞানের পথ তাহার নিজের দৃষ্টিতে সরল ;
কিন্তু যে জ্ঞানবান, সে পরামর্শ শুনে ।
১৬ অজ্ঞানের বিরক্তি একেবারে ব্যক্ত হয়,
কিন্তু সতর্ক লোক অপমান ঢাকে ।
১৭ যে সত্যবাদী, সে ধর্ম্মের কথা কহে ;
কিন্তু মিথ্যাসাক্ষী ছলের কথা কহে ।
১৮ কেহ কেহ অবিবেচনার কথা বলে, খড়্গাঘাতের মত,
কিন্তু জ্ঞানবানদের জিহ্বা স্বাস্থ্যস্বরূপ ।
১৯ সত্যের ওষ্ঠ চিরকাল স্থায়ী ;
কিন্তু মিথ্যাবাদী জিহ্বা নিমেষমাত্র স্থায়ী ।
২০ কু-কল্পনাকারীদের হৃদয়ে ছল থাকে ;
কিন্তু যাহারা শান্তির মন্ত্রণা দেয়, তাহাদের আনন্দ হয় ।
২১ ধার্ম্মিকের কোন বিড়ম্বনা ঘটে না ;
কিন্তু দুষ্টেরা অনিষ্টে পূর্ণ হয় ।
২২ মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ সদাপ্রভুর ঘৃণিত ;
কিন্তু যাহারা বিশ্বস্ততায় চলে, তাহারা তাঁহার সন্তোষ-পাত্র ।
২৩ সতর্ক লোক জ্ঞান আচ্ছাদন করে ;
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের হৃদয় অজ্ঞানতা প্রচার করে ।
২৪ পরিশ্রমীদের হস্ত কর্ত্তৃত্ব পায় ;
কিন্তু অলস পরাধীন দাস হয় ।
২৫ মনুষ্যের মনোব্যথা মনকে নত করে ;
কিন্তু উত্তম বাক্য তাহা হর্ষযুক্ত করে ।
২৬ ধার্ম্মিক নিজ প্রতিবাসীর পথ প্রদর্শক হয় ;
কিন্তু দুষ্টদের পথ তাহাদিগকে ভ্রান্ত করে ।
২৭ অলস মৃগয়াতে ধৃত পশু পাক করে না ;
কিন্তু মনুষ্যের বহুমূল্য রত্ন পরিশ্রমীর পক্ষে ।
২৮ ধার্ম্মিকতার পথে জীবন থাকে ;
তাহার গমন-পথে মৃত্যু নাই ।

১৩ জ্ঞানবান পুত্র পিতার শাসন মানে,
কিন্তু নিন্দক ভর্ৎসনা শুনে না ।
২ মনুষ্য নিজ মুখের ফল দ্বারা মঙ্গল ভোগ করে ;
কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের প্রাণ দৌরাত্ম্য ভোগ করে ।

৩ যে মুখ সাবধানে রাখে, সে প্রাণ রক্ষা করে ;
যে ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেয়, তাহার সর্ব্বনাশ হয়।
৪ অলসের প্রাণ লালসা করে, কিছুই পায় না ;
কিন্তু পরিশ্রমীদের প্রাণ পুষ্ট হয়।
৫ ধার্ম্মিক মিথ্যা কথা ঘৃণা করে ;
কিন্তু দুষ্ট লোক দুর্গন্ধস্বরূপ, সে লজ্জা জন্মায়।
৬ ধার্ম্মিকতা সিদ্ধাচারীকে রক্ষা করে ;
কিন্তু দুষ্টতা পাপীকে পাড়িয়া ফেলে।
৭ কেহ আপনাকে ধনবান দেখায়*, কিন্তু তাহার কিছুই নাই ;
কেহ বা আপনাকে দরিদ্র দেখায়*, কিন্তু তাহার মহাধন আছে।
৮ মানুষের ধন তাহার প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত ;
কিন্তু দরিদ্র তর্জ্জন শুনে না।
৯ ধার্ম্মিকের দীপ্তি আনন্দ করে ;
কিন্তু দুষ্টদের প্রদীপ নিভিয়া যায়।
১০ অহঙ্কারে কেবল বিবাদ উৎপন্ন হয় ;
কিন্তু যাহারা পরামর্শ মানে, প্রজ্ঞা তাহাদের সহবর্ত্তী।
১১ অলীকতায় অর্জ্জিত ধন ক্ষয় পায় ;
কিন্তু যে ব্যক্তি হস্ত দ্বারা সঞ্চয় করে, সে অধিক পায়।
১২ আশাসিদ্ধির বিলম্ব হৃদয়ের পীড়াজনক ;
কিন্তু বাঞ্ছার সিদ্ধি জীবনবৃক্ষ।
১৩ যে বাক্য তুচ্ছ করে, সে আপনার সর্ব্বনাশ ঘটায় ;
যে ভয়পূর্ব্বক আজ্ঞা মানে, সে পুরস্কার পায়।
১৪ জ্ঞানবানের শিক্ষা জীবনের উৎস,
তাহা মৃত্যুর ফাঁদ হইতে দূরে যাইবার পথ।
১৫ সুবুদ্ধি অনুগ্রহজনক,
কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের পথ অসমান।
১৬ যে কেহ সতর্ক, সে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করে ;
কিন্তু হীনবুদ্ধি মূর্খতা বিস্তার করে।
১৭ দুষ্ট দূত বিপদে পড়ে,
কিন্তু বিশ্বস্ত দূত স্বাস্থ্যস্বরূপ।
১৮ যে শাসন অমান্য করে, সে দরিদ্রতা ও লজ্জা পায় ;
কিন্তু যে অনুযোগ মান্য করে, সে সম্মানিত হয়।
১৯ বাসনার সিদ্ধি প্রাণে মধুর বোধ হয় ;
কিন্তু মন্দ হইতে সরিয়া যাওয়া হীনবুদ্ধিদের ঘৃণিত।
২০ জ্ঞানীদের সহচর হও, জ্ঞানী হইবে ;
কিন্তু যে হীনবুদ্ধিদের বন্ধু, সে ভগ্ন হইবে।
২১ অমঙ্গল পাপীদের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়ে ;
কিন্তু ধার্ম্মিকদিগকে মঙ্গলরূপ পুরস্কার দত্ত হয়।
২২ সৎ লোক পুত্রদের পুত্রগণের জন্য অধিকার রাখিয়া যায় ;
কিন্তু পাপীর ধন ধার্ম্মিকের নিমিত্ত সঞ্চিত হয়।
২৩ দরিদ্রগণের ভূমির চাষে খাদ্যবাহুল্য হয় ;
কিন্তু বিচারের অভাবে কেহ কেহ নষ্ট হয়।
২৪ যে দণ্ড না দেয়, সে পুত্রকে দ্বেষ করে ;
কিন্তু যে তাহাকে প্রেম করে, সে সযত্নে শাস্তি দেয়।
২৫ ধার্ম্মিক প্রাণের তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহার করে,
কিন্তু দুষ্টদের উদর শূন্য থাকে।

১৪ স্ত্রীলোকদের বিজ্ঞতা তাহাদের গৃহ গাঁথে ;
কিন্তু অজ্ঞানতা স্বহস্তে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে।

* (বা) ধনী করে...দরিদ্র করে।

২ যে আপন সরলতায় চলে, সেই সদাপ্রভুকে ভয় করে ;
কিন্তু যে বক্রপথগামী, সে তাঁহাকে তুচ্ছ করে।

৩ অজ্ঞানের মুখে অহঙ্কারের দণ্ড থাকে ;
কিন্তু জ্ঞানবানদের ওষ্ঠ তাহাদিগকে রক্ষা করে।

৪ গোরু না থাকিলে যাবপাত্র পরিষ্কার থাকে ;
কিন্তু বলদের বলে ধনের বাহুল্য হয়।

৫ বিশ্বস্ত সাক্ষী মিথ্যা কথা কহে না ;
কিন্তু মিথ্যাসাক্ষী অসত্য কথা কহে।

৬ নিন্দক প্রজ্ঞার অন্বেষণ করে, আর তাহা পায় না ;
কিন্তু বুদ্ধিমানের পক্ষে জ্ঞান সুলভ।

৭ তুমি হীনবুদ্ধির সম্মুখে যাও,
তাহার কাছে জ্ঞানের ওষ্ঠাধর দেখিবে না।

৮ নিজ পথ বুঝিয়া লওয়া সতর্কের প্রজ্ঞা,
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের অজ্ঞানতা ছলমাত্র।

৯ অজ্ঞানেরা দোষকে উপহাস করে ;*
কিন্তু ধার্ম্মিকদের কাছে অনুগ্রহ থাকে।

১০ অন্তঃকরণ আপনার তিক্ততা বুঝে,
অপর লোক তাহার আনন্দের ভাগী হইতে পারে না।

১১ দুষ্টদের বাটী বিনষ্ট হইবে ;
কিন্তু সরলদের তাম্বু সতেজ হইবে।

১২ একটী পথ আছে, যাহা মানুষের দৃষ্টিতে সরল ;
কিন্তু তাহার পরিণাম মৃত্যুর পথ।

১৩ হাস্যকালেও মনোদুঃখ হয়,
আর আনন্দের পরিণাম খেদ।

১৪ যে চিত্তে বিপথগামী, সে নিজ আচরণে পূর্ণ হয় ;
কিন্তু সৎ লোক আপনা হইতে [তৃপ্ত হয়]।

১৫ যে অবোধ, সে সকল কথায় বিশ্বাস করে,
কিন্তু সতর্ক লোক নিজ পাদক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য রাখে

১৬ জ্ঞানবান ভয় করিয়া মন্দ হইতে সরিয়া যায় :
কিন্তু হীনবুদ্ধি অভিমানী ও দুঃসাহসী।

১৭ আশুক্রোধী অজ্ঞানের কার্য্য করে,
আর কু-কল্পনাকারী ঘৃণার পাত্র হয়।

১৮ অবোধদের অধিকার অজ্ঞানতা ;
কিন্তু সতর্কেরা জ্ঞানমুকুটে বিভূষিত হয়।

১৯ দুর্বৃত্তেরা সুজনদের সম্মুখে,
আর দুষ্টেরা ধার্ম্মিকের দ্বারে প্রণত হয়।

২০ দরিদ্র আপন প্রতিবাসীরও ঘৃণিত,
কিন্তু ধনবানের অনেক বন্ধু আছে।

২১ যে প্রতিবাসীকে তুচ্ছ করে, সে পাপ করে ;
কিন্তু যে দীনহীনদের প্রতি দয়া করে, সে ধন্য।

২২ যাহারা অনিষ্ট কল্পনা করে, তাহারা কি ভ্রান্ত হয় না ?
কিন্তু যাহারা মঙ্গল কল্পনা করে, তাহারা দয়া ও সত্য পায়।

২৩ সমস্ত পরিশ্রমেই সংস্থান হয়,
কিন্তু ওষ্ঠের বাচালতায় কেবল অভাব ঘটে।

২৪ জ্ঞানবানদের ধনই তাহাদের মুকুট ;
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের অজ্ঞানতা অজ্ঞানতা-মাত্র।

২৫ সত্য সাক্ষী লোকের প্রাণ রক্ষা করে ;
কিন্তু যে অসত্য কথা কহে, সে ছলনা করে।

* (বা) দোষ অজ্ঞানদিগকে উপহাস করে।

২৬ সদাপ্রভুর ভয় দৃঢ় বিশ্বাসভূমি;
তাঁহার সন্তানগণ আশ্রয় স্থান পাইবে।

২৭ সদাপ্রভুর ভয় জীবনের উৎস,
তাহা মৃত্যুর ফাঁদ হইতে দূরে যাইবার পথ।

২৮ প্রজাবাহুল্যে রাজার শোভা হয়;
কিন্তু জনবৃন্দের অভাবে ভূপতির সর্ব্বনাশ ঘটে।

২৯ যে ক্রোধে ধীর, সে বড় বুদ্ধিমান;
কিন্তু আশুক্রোধী অজ্ঞানতা তুলিয়া ধরে।

৩০ শান্ত হৃদয় শরীরের জীবন;
কিন্তু ঈর্ষা সকল অস্থির পচনস্বরূপ।

৩১ যে দীনহীনের প্রতি উপদ্রব করে, সে তাহার নির্ম্মাতাকে টিট্‌কারী দেয়;
কিন্তু যে দরিদ্রের প্রতি দয়া করে, সে তাঁহাকে সম্মান করে।

৩২ দুষ্ট লোক আপন দুষ্কার্য্যে নিপাতিত হয়,
কিন্তু ধার্ম্মিক মরণকালে আশ্রয় পায়। *

৩৩ জ্ঞানবানের হৃদয়ে প্রজ্ঞা বিশ্রাম করে,
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের অন্তরে যাহা থাকে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

৩৪ ধার্ম্মিকতা জাতিকে উন্নত করে,
কিন্তু পাপ লোকবৃন্দের কলঙ্ক।

৩৫ যে দাস বুদ্ধিপূর্ব্বক চলে, তাহার প্রতি রাজার অনুগ্রহ বর্ত্তে;
কিন্তু লজ্জাদায়ী তাঁহার ক্রোধের পাত্র হয়।

১৫ কোমল উত্তর ক্রোধ নিবারণ করে,
কিন্তু কটুবাক্য কোপ উত্তেজিত করে।

২ জ্ঞানীদের জিহ্বা উত্তমরূপে জ্ঞান ব্যক্ত করে;
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের মুখ অজ্ঞানতা উদ্গার করে।

* (বা) কিন্তু মরণকালেও ধার্ম্মিকের প্রত্যাশা থাকে।

৩ সদাপ্রভুর চক্ষু সর্ব্বস্থানেই আছে,
তাহা অধম ও উত্তমদের প্রতি দৃষ্টি রাখে।

৪ স্বাস্থ্যজনক জিহ্বা জীবনবৃক্ষ;
কিন্তু তাহা বিগড়াইয়া গেলে আত্মা ভগ্ন হয়।

৫ অজ্ঞান আপন পিতার শাসন অগ্রাহ্য করে;
কিন্তু যে অনুযোগ মানে, সেই সতর্ক হয়।

৬ ধার্ম্মিকের গৃহে মহাধন থাকে;
কিন্তু দুষ্টের আয়ে উদ্বেগ থাকে।

৭ জ্ঞানবানদের ওষ্ঠাধর জ্ঞান ছড়াইয়া দেয়;
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের চিত্ত স্থির নয়।

৮ দুষ্টদের বলিদান সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ;
কিন্তু সরলদের প্রার্থনা তাঁহার সন্তোষজনক।

৯ দুষ্টদের পথ সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ;
কিন্তু তিনি ধার্ম্মিকতার অনুগামীকে ভালবাসেন।

১০ সৎ-পথত্যাগীর জন্য দুঃখদায়ক শাস্তি আছে;
যে অনুযোগ ঘৃণা করে, সে মরিবে।

১১ পাতাল ও বিনাশস্থান সদাপ্রভুর দৃষ্টিগোচর;
তবে মনুষ্য-সন্তানদের হৃদয়ও কি তদ্রূপ নয়?

১২ নিন্দক অনুযোগ ভালবাসে না;
সে জ্ঞানবানের কাছে যায় না।

১৩ আনন্দিত মন মুখকে প্রফুল্ল করে,
কিন্তু মনের ব্যথায় আত্মা ভগ্ন হয়।

১৪ বুদ্ধিমানের মন জ্ঞান অন্বেষণ করে;
কিন্তু হীনবুদ্ধিদের মুখ অজ্ঞানতা-ক্ষেত্রে চরে।

১৫ দুঃখীর সকল দিনই অশুভ;
কিন্তু যাহার হৃষ্ট মন, তাহার সততই ভোজ।

১৬ সদাপ্রভুর ভয়ের সহিত অল্পও ভাল,
তবু উদ্বেগের সহিত প্রচুর ধন ভাল নয়।
১৭ প্রণয়ভাবের সহিত শাক ভক্ষণ ভাল,
তবু দ্বেষভাবের সহিত পুষ্ট গোরু ভাল নয়।
১৮ যে ব্যক্তি ক্রোধী, সে বিবাদ উত্তেজিত করে ;
কিন্তু যে ক্রোধে ধীর, সে বিবাদ ক্ষান্ত করে।
১৯ অলসের পথ কণ্টকের বেড়ার ন্যায় ;
কিন্তু সরলদের পথ রাজপথ।
২০ জ্ঞানবান পুত্র পিতার আনন্দ জন্মায় ;
কিন্তু হীনবুদ্ধি লোক মাতাকে তুচ্ছ করে।
২১ নির্ব্বোধ অজ্ঞানতায় আনন্দ করে,
কিন্তু বুদ্ধিমান লোক সরল পথে চলে।
২২ মন্ত্রণার অভাবে সঙ্কল্প সকল ব্যর্থ হয় ;
কিন্তু মন্ত্রিবাহুল্যে সে সকল সুস্থির হয়।
২৩ মানুষ আপন মুখের উত্তরে আনন্দ পায় ;
আর যথাকালে কথিত বাক্য কেমন উত্তম।
২৪ বুদ্ধিমানের জন্য জীবনের পথ ঊর্দ্ধগামী,
যেন সে অধঃস্থিত পাতাল হইতে সরিয়া যায়।
২৫ সদাপ্রভু অহঙ্কারীদের বাটী উপড়াইয়া ফেলেন,
কিন্তু বিধবার সীমা স্থির রাখেন।
২৬ কুসঙ্কল্প সকল সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ,
কিন্তু মনোহর কথা সকল শুচি।*
২৭ ধনলোভী আপন পরিজনের কণ্টক ;
কিন্তু যে উৎকোচ ঘৃণা করে, সে জীবিত থাকে।
২৮ ধার্ম্মিকের মন উত্তর করিবার নিমিত্ত চিন্তা করে ;
কিন্তু দুষ্টদের মুখ হিংসার কথা উদ্গার করে।

* (বা) শুচি লোকদের কথা সকল মনোহর।

২৯ সদাপ্রভু দুষ্টদের হইতে দূরে থাকেন,
কিন্তু তিনি ধার্ম্মিকদের প্রার্থনা শুনেন।
৩০ চক্ষুর জ্যোতিঃ চিত্তকে আনন্দিত করে,
মঙ্গল-সমাচার অস্থি সকল পুষ্ট করে।
৩১ যাহার কর্ণ জীবনদায়ক অনুযোগ শুনে,
সে জ্ঞানীদের মধ্যে অবস্থিতি করিবে।
৩২ যে শাসন অমান্য করে, সে আপন প্রাণকে তুচ্ছ করে ;
কিন্তু যে অনুযোগ শুনে, সে বুদ্ধি উপার্জ্জন করে।
৩৩ সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার শাসন,
আর সম্মানের অগ্রে নম্রতা থাকে।

১৬ মনুষ্য মনে মনে নানা সঙ্কল্প করে,
কিন্তু জিহ্বার উত্তর সদাপ্রভু হইতে হয়।
২ মানুষের সমস্ত পথ নিজের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ;
কিন্তু সদাপ্রভুই আত্মা সকল তৌল করেন।
৩ তোমার কার্য্যের ভার সদাপ্রভুতে অর্পণ কর,
তাহাতে তোমার সঙ্কল্প সকল সিদ্ধ হইবে।
৪ সদাপ্রভু সকলই স্ব স্ব উদ্দেশ্যে করিয়াছেন,
দুষ্টকেও দুর্দ্দশাদিনের নিমিত্ত করিয়াছেন।
৫ যে কেহ হৃদয়ে গর্ব্বিত, সে সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ,
হস্তে হস্ত দিলেও সে অদণ্ডিত থাকিবে না।
৬ দয়া ও সত্যে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়,
আর সদাপ্রভুর ভয়ে মনুষ্য মন্দ হইতে সরিয়া যায়।
৭ মানুষের পথ যখন সদাপ্রভুর সন্তোষজনক হয়,
তখন তিনি তাহার শত্রুদিগকেও তাহার প্রণয়ী করেন।
৮ ধার্ম্মিকতার সহিত অল্পও ভাল,

তথাপি অন্যায়ের সহিত প্রচুর আয় ভাল
নয়।

৯ মনুষ্যের মন আপন পথের বিষয় সঙ্কল্প করে;
কিন্তু সদাপ্রভু তাহার পাদবিক্ষেপ স্থির
করেন।

১০ রাজার ওষ্ঠে ঐশিক বিচারাজ্ঞা থাকে,
বিচারে তাঁহার মুখ সত্যলঙ্ঘন করিবে না।

১১ খাটি তরাজু ও নিক্তি সদাপ্রভুরই;
থলিয়ার বাটখারা সকল তাঁহার কৃত বস্তু।

১২ দুষ্ট আচরণ রাজাদের ঘৃণাস্পদ;
কারণ ধার্ম্মিকতায় সিংহাসন স্থির থাকে।

১৩ ধর্ম্মশীল ওষ্ঠাধর রাজগণের প্রিয়,
তাঁহারা ন্যায়বাদীকে ভালবাসেন।

১৪ রাজার ক্রোধ মৃত্যুর দূতগণের ন্যায়;
কিন্তু জ্ঞানবান লোক তাহা শান্ত করে।

১৫ রাজার মুখের দীপ্তিতে জীবন,
তাঁহার অনুগ্রহ অন্তিম বর্ষার মেঘ।

১৬ সুবর্ণ অপেক্ষা প্রজ্ঞালাভ কেমন উত্তম।
রৌপ্য অপেক্ষা বিবেচনালাভ বরণীয়।

১৭ দুষ্ক্রিয়া হইতে সরিয়া যাওয়াই সরলদের
রাজপথ;
যে আপন পথ রক্ষা করে, সে প্রাণ বাঁচায়।

১৮ বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার,
পতনের পূর্ব্বে মনের গর্ব্ব।

১৯ বরং দীনহীনদের সহিত নম্রাত্মা হওয়া
ভাল,
তবু অহঙ্কারীদের সহিত লুট বিভাগ করা
ভাল নয়।

২০ যে বাক্যে মন দেয়, সে মঙ্গল পায়;
এবং যে সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে ধন্য।

২১ বিজ্ঞচিত্ত বুদ্ধিমান বলিয়া আখ্যাত হয়;
এবং ওষ্ঠের মাধুরী পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি করে।

২২ বিবেচনা বিবেচকের পক্ষে জীবনের উনুই;
কিন্তু অজ্ঞানতা অজ্ঞানদের শাস্তি।

২৩ জ্ঞানবানের হৃদয় তাহার মুখকে বুদ্ধি দেয়,
তাহার ওষ্ঠে পাণ্ডিত্য যোগায়।

২৪ মনোহর বাক্য মৌচাকের ন্যায়;
তাহা প্রাণের পক্ষে মধুর, অস্থির পক্ষে
স্বাস্থ্যকর।

২৫ একটী পথ আছে, যাহা মানুষের দৃষ্টিতে
সরল,
কিন্তু তাহার পরিণাম মৃত্যুর পথ।

২৬ শ্রমীর ক্ষুধাই তাহাকে পরিশ্রম করায়;
বস্তুতঃ তাহার মুখ তাহাকে পীড়াপীড়ি করে।

২৭ পাষণ্ড খনন করিয়া অনিষ্ট তোলে,
তাহার ওষ্ঠে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার থাকে।

২৮ কুটিল ব্যক্তি বিবাদ খুলিয়া দেয়,
পরীবাদক মিত্রভেদ জন্মায়।

২৯ অত্যাচারী প্রাতিবাসীকে লোভ দেখায়,
এবং তাহাকে মন্দ পথে লইয়া যায়।

৩০ যে চক্ষু মুদ্রিত করে, সে কুটিল বিষয়ের
সঙ্কল্প করিবার জন্যই করে,
যে ওষ্ঠ সঙ্কুচিত করে, সে দুষ্কর্ম্ম সিদ্ধ
করে।

৩১ পক্ব কেশ শোভার মুকুট;
তাহা ধার্ম্মিকতার পথে পাওয়া যায়।

৩২ যে ক্রোধে ধীর, সে বীর হইতেও উত্তম,
নিজ আত্মার শাসনকারী নগর-জয়কারী
হইতেও শ্রেষ্ঠ।

৩৩ গুলিবাঁট কোলে ফেলা যায়,
কিন্তু তাহার সমস্ত নিষ্পত্তি সদাপ্রভু
হইতে হয়।

১৭ শান্তিযুক্ত এক শুষ্ক গ্রাসও ভাল,
তবু বিবাদযুক্ত ভোজে পরিপূর্ণ গৃহ ভাল
নয়।

২ যে দাস বুদ্ধিপূর্ব্বক চলে, সে লজ্জাদায়ী পুত্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব পায়,
ভ্রাতাদের মধ্যে সে অধিকারের অংশী হয়।

৩ মুষী রৌপ্যের জন্য ও হাফর সুবর্ণের জন্য,
কিন্তু সদাপ্রভুই চিত্তের পরীক্ষা করেন।

৪ দুরাচার দুষ্ট ওষ্ঠাধরের কথা শুনে ;
মিথ্যাবাদী হিংস্র জিহ্বায় কর্ণপাত করে।

৫ যে দীনহীনকে পরিহাস করে, সে তাহার নির্ম্মাতাকে টিট্কারী দেয় ;
যে বিপদে আনন্দ করে, সে অদণ্ডিত থাকিবে না।

৬ পুত্রদের পুত্রগণ বৃদ্ধদিগের মুকুট,
এবং পিতারাই বালকদের শোভা।

৭ বাক্‌পটু ওষ্ঠ মূর্খের অনুপযুক্ত,
মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ মহোদয়ের আরও অনুপযুক্ত।

৮ গ্রাহকের দৃষ্টিতে দান বহুমূল্য মণির ন্যায় ;
তাহা যে দিকে ফিরে, সেই দিকে কৃতকার্য্য হয়।

৯ যে অধর্ম্ম আচ্ছাদন করে, সে প্রেমের অন্বেষণ করে ;
কিন্তু যে পুনঃ পুনঃ এক কথা বলে, সে মিত্রভেদ জন্মায়।

১০ বুদ্ধিমানের মনে অনুযোগ যত লাগে,
হীনবুদ্ধির মনে এক শত প্রহারও তত লাগে না।

১১ দুর্জ্জন কেবল বিদ্রোহ চেষ্টা করে,
তাহার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দূত প্রেরিত হইবে।

১২ বরং হৃতবৎসা ভল্লুকী মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করুক,
তবু অজ্ঞানতা-মগ্ন হীনবুদ্ধি না করুক।

১৩ যে উপকার পাইয়া অপকার করে,
অপকার তাহার বাটী ত্যাগ করিবে না।

১৪ বিবাদের আরম্ভ সেতুভঙ্গ জলের ন্যায় ;
অতএব উচ্চণ্ড হইবার পূর্ব্বে বিবাদ ত্যাগ কর।

১৫ যে দুষ্টকে নির্দ্দোষ করে, ও যে ধার্ম্মিককে দোষী করে,
তাহারা উভয়েই সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ।

১৬ হীনবুদ্ধির হস্তে অর্থ কেন থাকিবে ?
কি প্রজ্ঞা কিনিবার জন্য ? তাহার যে বুদ্ধি নাই।

১৭ বন্ধু সর্ব্বসময়ে প্রেম করে,
ভ্রাতা দুর্দ্দশার জন্য জন্মে।

১৮ হীনবুদ্ধি হস্তে হস্ত তালী দেয়,
প্রতিবাসীর কাছে জামিন হয়।

১৯ যে বিরোধ ভালবাসে, সে অধর্ম্ম ভালবাসে ;
যে আপন দ্বার উচ্চ করে, সে বিনাশ অন্বেষণ করে।

২০ যে কুটিলমনা, সে মঙ্গল পায় না ;
যাহার জিহ্বা বক্র, সে বিপদে পতিত হয়।

২১ হীনবুদ্ধির জন্মদাতা আপনার খেদ জন্মায় ;
মূর্খের পিতা আনন্দ পায় না।

২২ সানন্দ হৃদয় স্বাস্থ্যজনক ;
কিন্তু ভগ্ন আত্মা অস্থি শুষ্ক করে।

২৩ দুষ্ট লোক ক্রোড় হইতে উৎকোচ লয়,
বিচারের পথ বক্র করিবার জন্য।

২৪ বুদ্ধিমানের সম্মুখেই প্রজ্ঞা থাকে ;
কিন্তু হীনবুদ্ধির দৃষ্টি পৃথিবীর অন্তে যায়।

২৫ হীনবুদ্ধি পুত্র আপন পিতার মনস্তাপস্বরূপ,
আর সে আপন জননীর শোক জন্মায়।

২৬ ধার্ম্মিকের অর্থদণ্ড করাও অনুচিত,
সরলতার জন্য মহোদয়দিগকে প্রহার করাও অনুচিত।

২৭ যে বাক্য সম্বরণ করে, সে জ্ঞানবান;
আর যে শীতলাত্মা, সে বুদ্ধিমান।
২৮ মূর্খও নীরব থাকিলে জ্ঞানবান বলিয়া গণিত হয়;
যে ওষ্ঠাধর বন্ধ রাখে, সে বুদ্ধিমান [বলিয়া গণিত]।

১৮ যে পৃথক্ হয় সে নিজ অভীষ্ট চেষ্টা করে,
এবং সমস্ত বুদ্ধিকৌশলের বিরুদ্ধে উচ্চণ্ড হয়।
২ হীনবুদ্ধি বিবেচনায় প্রীত হয় না,
কেবল নিজ মনেরই কথা প্রকাশে প্রীত হয়।
৩ দুষ্ট আসিলে তুচ্ছতাচ্ছল্যও আইসে,
আর অপমানের সহিত দুর্নাম আইসে।
৪ মানুষের মুখের কথা গভীর জলের ন্যায়,
প্রজ্ঞার উৎস স্রোতোবাহী প্রণালীর ন্যায়।
৫ দুষ্টের মুখাপেক্ষা করা ভাল নয়,
তাহা করিলে বিচারে ধার্ম্মিককে ঠেলিয়া ফেলা হয়।
৬ হীনবুদ্ধির ওষ্ঠ বিবাদ সঙ্গে করিয়া আইসে,
তাহার মুখ মার মার বলিয়া ডাকে।
৭ হীনবুদ্ধির মুখ তাহার সর্ব্বনাশজনক,
তাহার ওষ্ঠ তাহার প্রাণের ফাঁদ।
৮ পরিবাদকের কথা মিষ্টান্নবৎ,
তাহা অন্তরের অন্তঃপুরে নামিয়া যায়।
৯ যে ব্যক্তি আপন কার্য্যে অলস,
সে বিনাশকের সহোদর।
১০ সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গ;
ধার্ম্মিক তাহারই মধ্যে পলাইয়া রক্ষা পায়।
১১ ধনবানের ধনই তাহার দৃঢ় নগর,
তাহার বোধে তাহা উচ্চ প্রাচীর।
১২ বিনাশের অগ্রে মনুষ্যের মন গর্ব্বিত হয়,
আর সম্মানের অগ্রে নম্রতা থাকে।
১৩ শুনিবার পূর্ব্বে যে উত্তর করে,
তাহা তাহার পক্ষে অজ্ঞানতা ও অপমান।
১৪ মানুষের আত্মা তাহার পীড়া সহিতে পারে,
কিন্তু ভগ্ন আত্মা কে বহন করিতে পারে?
১৫ বুদ্ধিমানের চিত্ত জ্ঞান উপার্জ্জন করে,
এবং জ্ঞানবানদের কর্ণ জ্ঞানের সন্ধান করে।
১৬ মানুষের উপহার তাহার জন্য পথ করে,
বড় লোকদের সাক্ষাতে তাহাকে উপস্থিত করে।
১৭ যে প্রথমে নিজ পক্ষ সমর্থন করে, তাহাকে ধার্ম্মিক বোধ হয়;
কিন্তু তাহার প্রতিবাসী আসিয়া তাহার পরীক্ষা করে।
১৮ গুলিবাঁট দ্বারা বিবাদের নিবৃত্তি হয়,
ও বলবানদের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন হয়।
১৯ বিরক্ত ভ্রাতা দৃঢ় নগর অপেক্ষা [দুর্জ্জয়],
আর বিবাদ দুর্গের অর্গলস্বরূপ।
২০ মানুষের অন্তর তাহার মুখের ফলে পূরিয়া যায়,
সে আপন ওষ্ঠে কৃত উপার্জ্জনে পূর্ণ হয়।
২১ মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন;
যাহারা তাহা ভালবাসে, তাহারা তাহার ফল ভোগ করিবে।
২২ যে ভার্য্যা পায়, সে উৎকৃষ্ট বস্তু পায়,
এবং সদাপ্রভুর কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়।
২৩ দরিদ্র লোক অনুনয় বিনয় করে,
কিন্তু ধনবান কঠিন উত্তর দেয়।
২৪ যাহার অনেক বন্ধু, তাহার সর্ব্বনাশ হয়;
কিন্তু ভ্রাতা অপেক্ষাও অধিক প্রেমাসক্ত এক বন্ধু আছেন।

১৯ যে দরিদ্র আপন সিদ্ধতায় চলে,
সে কুটিলোষ্ঠ হীনবুদ্ধি অপেক্ষা ভাল।
২ প্রাণ জ্ঞানবিহীন হইলে মঙ্গল নাই,
যে দ্রুত পাদবিক্ষেপ করে, সে পাপ করে। *
৩ মানুষের অজ্ঞানতা তাহার পথ বিপরীত করে,
আর তাহার চিত্ত সদাপ্রভুর উপরে রুষ্ট হয়।
৪ ধন দ্বারা অনেক বন্ধু লাভ হয় ;
কিন্তু দরিদ্র আপন বন্ধু হইতে পৃথক্ হয়।
৫ মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকিবে না,
মিথ্যাভাষী রক্ষা পাইবে না।
৬ অনেকে বদান্যের স্তুতিবাদ করে,
এবং সকলে দানশীলের বন্ধু হয়।
৭ দরিদ্রের ভ্রাতারা সকলে তাহাকে দ্বেষ করে,
আরও নিশ্চয়, তাহার বন্ধুগণ তাহা হইতে দূরে যায় ;
সে আলাপের চেষ্টা করে, কিন্তু তাহারা নাই।
৮ যে বুদ্ধি উপার্জ্জন করে, সে আপন প্রাণকে প্রেম করে,
যে বিবেচনা রক্ষা করে, সে মঙ্গল পায়।
৯ মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকিবে না,
মিথ্যাভাষী বিনাশ পাইবে।
১০ সুখভোগ হীনবুদ্ধির অনুপযুক্ত,
অধ্যক্ষদের উপরে দাসের কর্তৃত্ব আরও অনুপযুক্ত।
১১ মানুষের বুদ্ধি তাহাকে ক্রোধে ধীর করে,
আর দোষ ছাড়িয়া দেওয়া তাহার শোভা।
১২ রাজার কোপ সিংহের হুঙ্কারের তুল্য ;
কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ তৃণের উপরিস্থ শিশিরবৎ।
১৩ হীনবুদ্ধি পুত্র পিতার বিষাদজনক, আর
স্ত্রীর বিবাদ অবিরত বিন্দুপাতের তুল্য।
১৪ বাটী ও ধন পৈত্রিক অধিকার ;
কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রী সদাপ্রভু হইতে পাওয়া যায়।
আলস্য অগাধ নিদ্রায় মগ্ন করে,
এবং অলস প্রাণ ক্ষুধায় কষ্ট পায়।
১৬ যে আজ্ঞা পালন করে, সে আপন প্রাণ রক্ষা করে ;
যে আপন পথ উপেক্ষা করে, সে মরিবে।
১৭ যে দরিদ্রকে কৃপা করে, সে সদাপ্রভুকে ঋণ দেয় ;
তিনি তাহার সেই উপকারের পরিশোধ করিবেন।
১৮ তোমার পুত্রকে শাসন কর, কারণ আশা আছে,
তোমার প্রাণ তাহার মৃত্যু ঘটাইবার বাসনা না করুক।
১৯ অতি ক্রুদ্ধ লোক দণ্ড পাইবে ;
[তাহাকে] যদি উদ্ধার কর, আবার করিতে হইবে।
২০ পরামর্শ শুন, শাসন গ্রহণ কর,
যেন তুমি শেষকালে জ্ঞানবান হও।
২১ মানুষের মনে অনেক সঙ্কল্প হয়,
কিন্তু সদাপ্রভুরই মন্ত্রণা স্থির থাকিবে।
২২ দয়াতেই মনুষ্যকে বাঞ্ছনীয় করে,
এবং মিথ্যাবাদী অপেক্ষা দরিদ্র লোক ভাল।
২৩ সদাপ্রভুর ভয় জীবনে লইয়া যায়,
যাহার তাহা আছে, সে তৃপ্ত হইয়া বসতি করে,
অমঙ্গল তাহার নিকটে যায় না।

* (বা) সে পথ হারায়।

২৪ অলস থালে হস্ত ডুবায়,
পুনর্ব্বার মুখে দিতেও চাহে না।

২৫ নিন্দককে প্রহার কর, অবোধ চতুর হইবে,
বুদ্ধিমানকে অনুযোগ কর, সে জ্ঞান বুঝিতে পারিবে।

২৬ যে পিতার প্রতি উপদ্রব করে ও মাতাকে তাড়াইয়া দেয়,
সে লজ্জাকর ও অপমানজনক পুত্র।

২৭ হে বৎস, শাসন মানিতে নিবৃত্ত হইলে
তুমি জ্ঞানের কথা হইতে ভ্রান্ত হইবে।

২৮ যে সাক্ষী পাষণ্ড, সে বিচারের নিন্দা করে,
দুষ্টগণের মুখ অধর্ম্ম গ্রাস করে।

২৯ প্রস্তুত রহিয়াছে নিন্দকদের নিমিত্ত দণ্ডাজ্ঞা,
মূর্খদের পৃষ্ঠের নিমিত্ত কোড়া।

২০ দ্রাক্ষারস নিন্দক; সুরা কলহকারিণী;
যে তাহাতে ভ্রান্ত হয়, সে জ্ঞানবান নয়।

২ রাজার ভয়ঙ্করতা সিংহের হুঙ্কারের ন্যায়;
যে তাঁহার ক্রোধ জন্মায়, সে আপন প্রাণের বিরুদ্ধে পাপ করে।

৩ বিবাদ হইতে নিবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের গৌরব,
কিন্তু মূর্খমাত্রেই বিবাদ করিবে।

৪ শীত প্রযুক্ত অলস হাল বহে না,
শস্যের সময়ে সে চাহিবে, কিন্তু কিছুই মিলিবে না।

৫ মনুষ্যের হৃদয়ের পরামর্শ গভীর জলের ন্যায়;
কিন্তু বুদ্ধিমান তাহা তুলিয়া আনিবে।

৬ অনেক লোক স্ব স্ব সাধুতার কীর্ত্তন করে,
কিন্তু বিশ্বস্ত লোক কে খুঁজিয়া পাইতে পারে?

৭ যে ধার্ম্মিক আপন সিদ্ধতায় চলে,
তাহার পরে তাহার সন্তানগণ ধন্য।

৮ যে রাজা বিচারাসনে বসেন,
তিনি দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত দুর্জ্জনতা উড়াইয়া দেন।

৯ কে বলিতে পারে, আমি চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়াছি,
আমার পাপ হইতে শুচি হইয়াছি?

১০ রকম রকম বাটখারা ও রকম রকম ঐফা,
উভয়ই সদাপ্রভুর ঘৃণিত।

১১ বালকও কার্য্য দ্বারা আপন পরিচয় দেয়,
তাহার কর্ম্ম বিশুদ্ধ ও সরল কি না, জানায়।

১২ শ্রবণকারী কর্ণ ও দর্শনকারী চক্ষু,
এই উভয়ই সদাপ্রভুর নির্ম্মিত।

১৩ নিদ্রাকে ভালবাসিও না, পাছে দীনতা ঘটে;
তুমি চক্ষু মেল, খাদ্যে তৃপ্ত হইবে।

১৪ ক্রেতা বলে, ভাল নয়, ভাল নয়,
কিন্তু যখন চলিয়া যায়, তখন শ্লাঘা করে।

১৫ সুবর্ণ আছে, অনেক মুক্তাও আছে,
কিন্তু জ্ঞানবিশিষ্ট ওষ্ঠাধর অমূল্য রত্ন।

১৬ যে অপরের জামিন হয়, তাহার বস্ত্র লও;
যে বিজাতীয়দের জামিন হয়, তাহার কাছে বন্ধক লও।

১৭ মিথ্যা কথার ফল মানুষের মিস্ট বোধ হয়,
কিন্তু পশ্চাতে তাহার মুখ কাঁকরে পরিপূর্ণ হয়।

১৮ পরামর্শ দ্বারা সকল সঙ্কল্প স্থির হয়;
তুমি সুমন্ত্রণার চালনায় যুদ্ধ কর।

১৯ যে কর্ণেজপ হইয়া বেড়ায়, সে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে;
যাহার মুখ আল্‌গা, তাহার সহিত ব্যবহার করিও না।

২০ যে আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে শাপ দেয়,

ঘোর অন্ধকারে তাহার প্রদীপ নিভিয়া যাইবে।

২১ যে অধিকার প্রথমে ত্বরায় পাওয়া যায়,
তাহার শেষ ফল আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে না।

২২ তুমি বলিও না, অপকারের প্রতিফল দিব ;
সদাপ্রভুর অপেক্ষা কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন।

২৩ রকম রকম বাটখারা সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ,
ছলনার তৌল-দণ্ড ভাল নয়।

২৪ মানুষের পাদবিক্ষেপ সদাপ্রভু হইতে হয়,
তবে মানুষ কেমন করিয়া আপন পথ বুঝিবে ?

২৫ হঠাৎ 'পবিত্র হইল' বলিয়া উচ্চারণ করা,
আর মানতের পর বিচার করা, মনুষ্যের পক্ষে ফাঁদস্বরূপ।

২৬ জ্ঞানবান রাজা দুষ্টগণকে ঝাড়িয়া ফেলেন,
তাহাদের উপর দিয়া চক্র চালান।

২৭ মনুষ্যের আত্মা সদাপ্রভুর প্রদীপ,
তাহা অন্তরের সমস্ত অন্তঃপুর তন্ন তন্ন করে।

২৮ দয়া ও সত্য রাজাকে রক্ষা করে ;
তিনি দয়ায় আপন সিংহাসন স্থির রাখেন।

২৯ যুবকদের বলই তাহাদের শোভা,
আর পক্বকেশ বৃদ্ধ লোকদের শ্রী।

৩০ প্রহারের ঘা মন্দকে পরিষ্কার করে,
দণ্ডপ্রহার অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে।

২১ সদাপ্রভুর হস্তে রাজার চিত্ত জল-প্রণালীর ন্যায় ;
তিনি যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে তাহা ফিরান।

২ মানুষের সকল পথই নিজের দৃষ্টিতে সরল,
কিন্তু সদাপ্রভু হৃদয় সকল তৌল করেন।

৩ ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়ের অনুষ্ঠান
সদাপ্রভুর কাছে বলিদান অপেক্ষা গ্রাহ্য।

৪ উচ্চদৃষ্টি ও গর্ব্বিত মন,
দুষ্টদের সেই প্রদীপ পাপময়।

৫ পরিশ্রমীর চিন্তা হইতে কেবল ধনলাভ হয়,
কিন্তু যে কেহ হঠকারী, তাহার কেবল অভাব ঘটে।

৬ মিথ্যাবাদী জিহ্বা দ্বারা যে ধনকোষ লাভ,
তাহা চপল বাষ্পবৎ, তদন্বেষীরা মৃত্যুর অন্বেষী।

৭ দুষ্টগণের দুর্জ্জনতা তাহাদিগকে উড়াইয়া দেয়,
কেননা তাহারা ন্যায়াচরণ করিতে অসম্মত।

৮ দোষ-ভারাক্রান্ত লোকের পথ অতীব বক্র ;
কিন্তু বিশুদ্ধ লোকের কর্ম্ম সরল।

৯ বরং ছাদের কোণে বাস করা ভাল,
তবু বিবাদিনী স্ত্রীর সহিত প্রশস্ত বাটীতে বাস করা ভাল নয়।

১০ দুষ্টের প্রাণ অনিষ্টের আকাঙ্ক্ষী,
তাহার দৃষ্টিতে তাহার প্রতিবাসী দয়া পায় না।

১১ নিন্দককে দণ্ড দিলে অবোধ বুদ্ধিমান হয়,
বুদ্ধিমানকে বুঝাইয়া দিলে সে জ্ঞান গ্রহণ করে।

১২ যিনি ধর্ম্মময়, যিনি দুষ্টদের কুলের বিষয় বিবেচনা করেন ;
তিনি দুষ্টদিগকে পাড়িয়া ফেলিয়া বিনাশ করেন।

১৩ যে দরিদ্রের ক্রন্দনে কর্ণ রোধ করে,
সে আপনি ডাকিবে, কিন্তু উত্তর পাইবে না।

১৪ গুপ্ত দান শান্ত করে ক্রোধ,
আর বক্ষঃস্থলে দত্ত উপঢৌকন শান্ত করে প্রচণ্ড ক্রোধ।

১৫ ন্যায়াচরণ ধার্ম্মিকের পক্ষে আনন্দ,
কিন্তু অধর্ম্মাচারীদের পক্ষে তাহা সর্ব্বনাশ।

১৬ যে বুদ্ধির পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করে,
সে প্রেতগণের সমাজে থাকিবে।

১৭ যে আমোদ ভালবাসে, তাহার দৈন্যদশা ঘটিবে;
যে দ্রাক্ষারস ও তৈল ভালবাসে, সে ধনবান হইবে না।

১৮ দুষ্ট ধার্ম্মিকদের মুক্তির মূল্যস্বরূপ,
বিশ্বাসঘাতক সরলদের পরিবর্ত্তস্বরূপ,

১৯ বরং নির্জ্জন ভূমিতে বাস করা ভাল,
তবু বিবাদিনী ও কোপনা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা ভাল নয়।

২০ জ্ঞানীর নিবাসে বহুমূল্য ধনকোষ ও তৈল আছে;
কিন্তু হীনবুদ্ধি তাহা খাইয়া ফেলে।

২১ যে ধার্ম্মিকতার ও দয়ার অনুগামী হয়,
সে জীবন, ধার্ম্মিকতা ও সম্মান পায়।

২২ জ্ঞানী বলবানদের নগর আক্রমণ করে,
এবং তাহার নির্ভর-স্থানের শক্তি নিপাত করে।

২৩ যে কেহ আপন মুখ ও জিহ্বা রক্ষা করে,
সে সঙ্কট হইতে আপন প্রাণ রক্ষা করে।

২৪ যে অভিমানী ও উদ্ধত, তাহার নাম নিন্দক;
সে দর্পের প্রাবল্যে কর্ম্ম করে

২৫ অলসের অভিলাষ তাহাকে মৃত্যুসাৎ করে,
কেননা তাহার হস্ত শ্রম করিতে অসম্মত।

২৬ কেহ সমস্ত দিন অতিমাত্র লোভ করে;
কিন্তু ধার্ম্মিক দান করে, কাতর হয় না।

২৭ দুষ্টদের বলিদান ঘৃণাস্পদ,
দুষ্টমনে আনীত হইলে তাহা আরও ঘৃণার্হ।

২৮ মিথ্যাসাক্ষী বিনষ্ট হইবে;
কিন্তু যে ব্যক্তি শুনে, তাহার কথা চিরস্থায়ী।

২৯ দুষ্ট লোক আপন মুখ দৃঢ় করে;
কিন্তু যে সরল, সে আপন পথ সুস্থির করে।

৩০ নাহি জ্ঞান, নাহি বুদ্ধি,
নাহি মন্ত্রণা—সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে।

৩১ যুদ্ধের দিনের জন্য অশ্ব সুসজ্জিত হয়;
কিন্তু বিজয় সদাপ্রভু হইতে হয়।

২২ প্রচুর ধন অপেক্ষা সুখ্যাতি বরণীয়;
রৌপ্য ও স্বর্ণ অপেক্ষা প্রসন্নতা ভাল।

২ ধনবান ও দরিদ্র একত্র মিলে;
সদাপ্রভু তাহাদের উভয়ের নির্ম্মাতা।

৩ সতর্ক লোক বিপদ দেখিয়া আপনাকে লুকায়,
কিন্তু অবোধ লোকেরা অগ্রে গিয়া দণ্ড পায়।

৪ নম্রতার ও সদাপ্রভুর ভয়ের পুরস্কার,
ধন, সম্মান ও জীবন।

৫ কুটিল ব্যক্তির পথে কণ্টক ও ফাঁদ থাকে;
যে আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহাদের হইতে দূরে থাকিবে।

৬ বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ শিক্ষা দেও,
সে প্রাচীন হইলেও তাহা ছাড়িবে না।

৭ ধনবান দরিদ্রগণের উপরে কর্তৃত্ব করে,
আর ঋণী মহাজনের দাস হয়।

৮ যে অধর্ম্ম-বীজ বুনে, সে দুর্গতি-শস্য কাটিবে,
আর তাহার কোপের দণ্ড লোপ পাইবে।

৯ সুনয়ন ব্যক্তি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে;
কারণ সে দীনহীন লোককে আপন খাদ্যের অংশ দেয়।

১০ নিন্দককে তাড়াইয়া দেও, বিবাদ বাহিরে যাইবে,
বিরোধ ও অবমাননাও ঘুচিবে।

১১ যে হৃদয়ের শুচিতা ভালবাসে,
তাহার ওষ্ঠে অনুগ্রহ থাকে, রাজা তাহার বন্ধু হন।
১২ সদাপ্রভুর চক্ষু জ্ঞানবানকে রক্ষা করে;
কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকের কথা উল্টাইয়া ফেলেন।
১৩ অলস বলে, বাহিরে সিংহ আছে,
চৌরাস্তায় গেলে আমি মারা পড়িব।
১৪ পরকীয়া স্ত্রীদের মুখ গভীর খাত,
সদাপ্রভুর ক্রোধপাত্রই তাহার মধ্যে পড়িবে।
১৫ বালকের হৃদয়ে অজ্ঞানতা বাধা থাকে,
কিন্তু শাসন দণ্ড তাহা তাড়াইয়া দিবে।
১৬ নিজের ধনবৃদ্ধির জন্য যে দরিদ্রদের প্রতি উপদ্রব করে,
আর যে ধনবানকে দান করে, উভয়েরই অভাব ঘটে।

আরও নানাবিধ নীতিকথা।

১৭ তুমি কর্ণ পাতিয়া জ্ঞানবানদের কথা শুন,
আমার জ্ঞানে মনোনিবেশ কর।
১৮ কেননা সে সকল তোমার অন্তরে রাখিলে,
একসঙ্গে তোমার ওষ্ঠে স্থির থাকিলে, সুখপ্রদ হইবে।
১৯ সদাপ্রভু যেন তোমার আশ্রয় হন,
তজ্জন্য আমি তোমাকে, তোমাকেই অদ্য এই সকল জানাইলাম।
২০ আমি তোমার কাছে কি উৎকৃষ্ট কথা লিখি নাই
নানা যুক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে?
২১ যাহাতে তুমি সত্য বাক্যের নিশ্চয়তা জানিতে পার,
কেহ তোমাকে পাঠাইলে তুমি যেন তাহাকে সত্য উত্তর দিতে পার।
২২ দীনহীন বলিয়া দীনহীন লোকের দ্রব্য হরণ করিও না,
দুঃখীকে পুরদ্বারে চূর্ণ করিও না।
২৩ কেননা সদাপ্রভু তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবেন,
আর যাহারা তাহাদের দ্রব্য হরণ করে, তাহাদের প্রাণ হরণ করিবেন।
২৪ কোপন স্বভাব লোকের সহিত বন্ধুতা করিও না,
ক্রোধীর সঙ্গে যাতায়াত করিও না;
২৫ পাছে তুমি তাহার আচরণ শিক্ষা কর,
আপন প্রাণের জন্য ফাঁদ প্রস্তুত কর।
২৬ যাহারা হস্তে তালী দেয় ও ঋণের জামিন হয়,
তাহাদের মধ্যে তুমি এক জন হইও না।
২৭ যদি তোমার পরিশোধের সঙ্গতি না থাকে,
তবে গায়ের নীচে হইতে তোমার শয্যা নীত হইবে কেন?
২৮ সীমার পুরাতন চিহ্ন স্থানান্তর করিও না,
যাহা তোমার পিতৃপুরুষগণ স্থাপন করিয়াছেন।
২৯ তুমি কি কোন ব্যক্তিকে তাহার ব্যাপারে তৎপর দেখিতেছ?
সে রাজগণের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে,
সে নীচ লোকদের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে না।

২৩ যখন তুমি শাসনকর্তার সহিত ভোজনে বসিবে,
তখন তোমার সম্মুখে কে আছে, ভালরূপে বিবেচনা করিও;
২ আর যদি তুমি উদরম্ভরি হও,
তবে আপনার গলায় আপনি ছুরি দিবে।
৩ তাহার সুস্বাদু খাদ্যে লালসা করিও না,
কারণ তাহা বঞ্চনার আহার।

৪ ধন সঞ্চয় করিতে অত্যন্ত যত্ন করিও না,
তোমার নিজ বুদ্ধি হইতে ক্ষান্ত হও।
৫ তুমি কি ধনের দিকে চাহিতেছ? তাহা আর নাই;
কারণ ঈগল যেমন আকাশে উড়িয়া যায়,
তেমনি ধন আপনার জন্য নিশ্চয়ই পক্ষ প্রস্তুত করে।
৬ কুদৃষ্টিকারীর খাদ্য ভোজন করিও না,
তাহার সুস্বাদু ভক্ষ্যে লালসা করিও না;
৭ কেননা সে অন্তরে যেমন ভাবে, নিজেও তেমনি;
সে তোমাকে বলে, তুমি ভোজন পান কর,
কিন্তু তাহার চিত্ত তোমার সহবর্ত্তী নয়।
৮ তুমি যে গ্রাস খাইয়াছ, তাহা বমন করিবে,
তোমার মধুর বাক্য হারাইবে।
৯ হীনবুদ্ধির কর্ণগোচরে কথা কহিও না,
কেননা সে তোমার বাক্যের বিজ্ঞতা তুচ্ছ করিবে।
১০ সীমার পুরাতন চিহ্ন স্থানান্তর করিও না,
পিতৃহীনদের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিও না।
১১ কেননা তাহাদের মুক্তিকর্ত্তা বলবান;
তিনি তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবেন।
১২ তুমি শাসনে মন দেও,
জ্ঞানের কথায় কর্ণ দেও।
১৩ বালককে শাসন করিতে ত্রুটি করিও না;
তুমি দণ্ড দ্বারা তাহাকে মারিলে সে মরিবে না।
১৪ তুমি তাহাকে দণ্ড দ্বারা প্রহার করিবে,
পাতাল হইতে তাহার প্রাণকে রক্ষা করিবে।
১৫ বৎস, তোমার চিত্ত যদি জ্ঞানশালী হয়,
তবে আমারও চিত্ত আনন্দিত হইবে;
১৬ বাস্তবিক আমার চিত্ত উল্লাসিত হইবে।
যখন তোমার ওষ্ঠ ন্যায়বাদী হয়,
১৭ তোমার মন পাপীদের প্রতি ঈর্ষা না করুক,
কিন্তু তুমি সমস্ত দিন সদাপ্রভুর ভয়ে থাক।
১৮ কেননা শেষ ফল অবশ্য আছে,
তোমার আশা ছিন্ন হইবে না।
১৯ বৎস, তুমি শুন, জ্ঞানবান হও,
তোমার হৃদয় সৎপথে চালাও।
২০ মদ্যপায়ীদের সঙ্গী হইও না,
পেটুক মাংসভোজীদের সঙ্গী হইও না;
২১ কারণ মদ্যপায়ী ও পেটুকের দৈন্যদশা ঘটে,
এবং ঢুলু ঢুলু ভাব মনুষ্যকে নেকড়া পরায়।
২২ তোমার জন্মদাতা পিতার কথা শুন,
তোমার মাতা বৃদ্ধা হইলে তাঁহাকে তুচ্ছ করিও না।
২৩ সত্য ক্রয় কর, বিক্রয় করিও না;
প্রজ্ঞা, শাসন ও সুবিবেচনা [ক্রয় কর]
২৪ ধার্ম্মিকের পিতা মহা-উল্লাসিত হন,
জ্ঞানবানের জন্মদাতা তাহাতে আনন্দ করেন।
২৫ তোমার পিতামাতা আহ্লাদিত হউন,
তোমার জননী উল্লাসিতা হউন।
২৬ হে বৎস, তোমার হৃদয় আমাকে দেও,
তোমার চক্ষু আমার পথসমূহে প্রীত হউক।
২৭ কেননা বেশ্যা গভীর খাত,
বিজাতীয়া স্ত্রী সঙ্কীর্ণ কূপ।
২৮ সে দস্যুর ন্যায় ঘাঁটি বসায়,
মনুষ্যদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক দলের বৃদ্ধি করে।

মদ্যপানের ফল।

২৯ কে হায় হায় বলে? কে হাহাকার করে? কে বিবাদ করে?
কে বিলাপ করে? কে অকারণ আঘাত পায়? কাহার চক্ষু লাল হয়?
৩০ যাহারা দ্রাক্ষারসের নিকটে বহুকাল থাকে,
যাহারা সুরার সন্ধানে যায়।

৩১ দ্রাক্ষারসের প্রতি দৃষ্টি করিও না, যদিও উহা রক্তবর্ণ,
যদিও উহা পাত্রে চক্‌মক্‌ করে,
যদিও উহা সহজে গলায় নামিয়া যায়;
৩২ অবশেষে উহা সর্পের ন্যায় কামড়ায়,
বিষধরের ন্যায় দংশন করে।
৩৩ তোমার চক্ষু পরকীয়া স্ত্রীদিগকে দেখিবে,
তোমার চিত্ত কুটিল কথা কহিবে;
৩৪ তুমি তাহার তুল্য হইবে, যে সমুদ্রের মধ্যস্থলে শয়ন করে,
যে মাস্তুলের উপরে শয়ন করে।
৩৫ [তুমি বলিবে,] লোকে আমাকে মারিয়াছে, কিন্তু আমি ব্যথা পাই নাই;
তাহারা আমাকে প্রহার করিয়াছে, কিন্তু আমি টের পাই নাই।
আমি কখন্ জাগ্রৎ হইব? আবার তাহার অন্বেষণ করিব।

নানা হিতোপদেশ।

২৪ তুমি দুর্বৃত্ত লোকদের উপরে ঈর্ষা করিও না,
তাহাদের সঙ্গে থাকিতেও বাসনা করিও না।
২ কেননা তাহাদের চিত্ত অপহারের কল্পনা করে,
তাহাদের ওষ্ঠাধর অনিষ্টের কথা কহে।

৩ প্রজ্ঞা দ্বারা গৃহ নির্ম্মিত হয়,
আর বুদ্ধি দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হয়;
৪ জ্ঞান দ্বারা কুঠরী সকল পরিপূর্ণ হয়,
বহুমূল্য ও মনোরম্য সমস্ত দ্রব্যে।

৫ জ্ঞানবান লোক বলবান,
বিদ্বান পরাক্রমে বৃদ্ধি পায়।
৬ বস্তুতঃ সুমন্ত্রণার চালনায় তুমি যুদ্ধ করিবে,
আর মন্ত্রিবাহুল্যে জয়ী হয়।

৭ মূর্খের জন্য প্রজ্ঞা অতি উচ্চ;
সে নগর-দ্বারে মুখ খুলে না।

৮ যে অপকারের সঙ্কল্প করে,
লোকে তাহাকে কুসঙ্কল্পকারী বলিবে।
৯ অজ্ঞানতার সঙ্কল্প পাপময়,
আর যে নিন্দক, সে মনুষ্যদের ঘৃণিত।

১০ সঙ্কটের দিনে যদি অবসন্ন হও,
তবে তোমার শক্তি সঙ্কুচিত।

১১ তাহাদিগকে উদ্ধার কর, যাহারা মৃত্যুর কাছে নীত হইতেছে,
যাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে বধস্থানে যাইতেছে, আহা! তাহাদিগকে রক্ষা কর।
১২ যদি বল, দেখ, আমরা ইহা জানিতাম না,
তবে যিনি হৃদয় তৌল করেন, তিনি কি তাহা বুঝেন না?
যিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেন, তিনি কি তাহা জানিতে পারেন না?
তিনি কি প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কর্ম্মানুযায়ী ফল দিবেন না?

১৩ হে বৎস, মধু খাও, যেহেতু তাহা উত্তম,
মধুর চাক খাও, তাহা তোমার রসনায় মিষ্ট লাগে;
১৪ জানিও, তোমার প্রাণের পক্ষে প্রজ্ঞা তদ্রূপ;
তাহা পাইলে শেষ ফল হইবে,
তোমার আশা ছিন্ন হইবে না।

১৫ রে দুষ্ট, তুমি ধার্ম্মিকের নিবাসের বিরুদ্ধে ঘাঁটি বসাইও না,
তাহার শয়ন-স্থান নষ্ট করিও না।
১৬ কেননা ধার্ম্মিক সাত বার পড়িলেও আবার উঠে;
কিন্তু দুষ্টেরা বিপৎপাতে নিপাতিত হইবে।
১৭ তোমার শত্রুর পতনে আনন্দ করিও না,

সে নিপাতিত হইলে তোমার চিত্ত উল্লাসিত না হউক ;
১৮ পাছে সদাপ্রভু তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন, এবং তাহার উপর হইতে আপন ক্রোধ ফিরান ।

১৯ তুমি দুরাচারদের বিষয়ে রুষ্ট হইও না ;
দুষ্টগণের প্রতি ঈর্ষা করিও না ।
২০ যেহেতু দুর্বৃত্ত লোকের শেষ ফল হইবে না,
দুষ্টগণের প্রদীপ নিভিয়া যাইবে ।

২১ ভয় কর সদাপ্রভুকে, হে বৎস, এবং রাজাকেও কর,
পরিবর্ত্তনপ্রিয় লোকদের সঙ্গে যোগ দিও না ,
২২ কেননা অকস্মাৎ তাহাদের বিপদ ঘটিবে ;
উভয়ের দ্বারা যে সংহার হইবে * তাহা কে জানে ?

২৩ এই গুলিও জ্ঞানবানদের উক্তি ।
বিচারে মুখাপেক্ষা করা ভাল নয় ।
২৪ যে দুষ্টকে বলে, তুমি ধার্ম্মিক,
জাতিগণ তাহাকে শাপ দিবে, লোকবৃন্দ তাহাকে ঘৃণা করিবে ।
২৫ কিন্তু যাহারা তাহাকে ধমক দেয়, তাহারা প্রীতি পাত্র হইবে,
তাহাদের প্রতি উত্তম আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিবে ।
২৬ যে ব্যক্তি যথার্থ উত্তর করে,
সে ওষ্ঠাধর চুম্বন করে ।
২৭ বাহিরে তোমার কার্য্যের আয়োজন কর,
ক্ষেত্রে আপনার জন্য তাহা সম্পন্ন কর,
পরে তোমার ঘর বাঁধ ।

২৮ অকারণে তোমার প্রতিবাসীর বিপক্ষে সাক্ষী হইও না ;
তুমি কি ওষ্ঠ দ্বারা প্রতারণা করিতে চাহ ?

* (বা) তাহাদের বৎসর-সংখ্যা কেমন নষ্ট হইবে ।

২৯ বলিও না, 'সে আমার প্রতি যেমন করিয়াছে, আমিও তাহার প্রতি তেমনি করিব ;
তাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে তেমনি ফল দিব ।'

৩০ আমি অলসের ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গেলাম,
হীনবুদ্ধির দ্রাক্ষার উদ্যানের নিকট দিয়া গেলাম ;
৩১ আর দেখ, তৎসমুদয় কাঁটাবন হইয়া উঠিয়াছে,
বিছুটি তাহার পৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করিয়াছে,
তাহার প্রস্তরময় প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে ।
৩২ আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, মনোনিবেশ করিলাম,
তাহা দর্শন করিয়া উপদেশ পাইলাম ;
৩৩ 'আর একটু নিদ্রা, আর একটু তন্দ্রা,
আর একটু শুইয়া হস্ত জড়সড় করিব ;'
৩৪ তাই তোমার দরিদ্রতা দস্যুর ন্যায় আসিবে,
তোমার দৈন্যদশা ঢালীর ন্যায় আসিবে ।

আরও নীতিকথা ।

২৫ নিম্নলিখিত হিতোপদেশগুলিও শলোমনের ; যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের লোকেরা এগুলি লিখিয়া লন ।

২ বিষয় গোপন করা ঈশ্বরের গৌরব,
বিষয়ের অনুসন্ধান করা রাজগণের গৌরব ।
৩ যেমন উচ্চতার সম্বন্ধে স্বর্গ ও গভীরতার সম্বন্ধে পৃথিবী,
তদ্রূপ রাজগণের হৃদয় অনুসন্ধান করা যায় না ।
৪ রৌপ্য হইতে খাদ বাহির করিয়া ফেল,
স্বর্ণকারের যোগ্য এক পাত্র বাহির হইবে ;
৫ রাজার সম্মুখ হইতে দুষ্টকে বাহির করিয়া দেও,

তাঁহার সিংহাসন ধার্ম্মিকতায় স্থিরীকৃত হইবে।
৬ রাজার সম্মুখে আত্মগৌরব করিও না,
মহৎ লোকদের স্থানে দাঁড়াইও না;
৭ কেননা বরং ইহা ভাল যে, তোমাকে বলা যাইবে, 'এখানে উঠিয়া এস';
কিন্তু তোমার চক্ষু যাঁহাকে দর্শন করিয়াছে, সেই অধিপতির সাক্ষাতে নীচীকৃত হওয়া তোমার পক্ষে ভাল নয়।
৮ তাড়াতাড়ি বিবাদ করিতে যাইও না;
বিবাদের শেষে তুমি কি করিবে,
যখন তোমার প্রতিবাসী তোমাকে লজ্জায় ফেলিবে?
৯ প্রতিবাসীর সহিত তোমার বিবাদ মিটাইয়া ফেল,
কিন্তু পরের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না;
১০ পাছে শ্রোতা তোমাকে তিরস্কার করে,
আর তোমার অখ্যাতি না ঘুচে।
১১ উপযুক্ত সময়ে কথিত বাক্য
রৌপ্যের ডালিতে সুবর্ণ নাগরঙ্গ ফলের তুল্য।
১২ যেমন সুবর্ণের নথ ও কাঞ্চনের আভরণ,
তেমনি শ্রবণশীল কর্ণের পক্ষে জ্ঞানবান ভর্ৎসনাকারী।
১৩ শস্য কাটিবার সময়ে যেমন হিমের স্নিগ্ধতা,
তেমনি প্রেরণকর্ত্তাদের পক্ষে বিশ্বস্ত দূত;
কারণ সে আপন কর্ত্তার প্রাণ জুড়ায়।
১৪ যে দান বিষয়ে মিথ্যা দর্পকথা কহে,
সে বৃষ্টিহীন মেঘ ও বায়ুর তুল্য।
১৫ দীর্ঘসহিষ্ণুতা দ্বারা শাসনকর্ত্তা প্ররোচিত হন,
এবং কোমল জিহ্বা অস্থি ভগ্ন করে
১৬ তুমি কি মধু পাইয়াছ? যাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট, তাহাই খাও;
পাছে অধিক খাইলে বমি কর।
১৭ প্রতিবাসীর গৃহে তোমার পদার্পণ বিরল কর;
পাছে বিরক্ত হইয়া সে তোমাকে ঘৃণা করে।
১৮ যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়,
সে গদা, খড়্গ ও তীক্ষ্ণ বাণস্বরূপ।
১৯ সঙ্কটের সময়ে বিশ্বাসঘাতকের উপর ভরসা
ভগ্ন দন্ত ও বিকল চরণের তুল্য।
২০ যে বিষণ্ণচিত্তের নিকটে গীত গান করে,
সে যেন শীতকালে বস্ত্র ছাড়ে, সোরার উপরে অম্লরস দেয়।
২১ তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে অন্ন ভোজন করাও;
যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে জল পান করাও,
২২ কেননা তুমি তাহার মস্তকে জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করিয়া রাখিবে,
আর সদাপ্রভু তোমাকে পুরস্কার দিবেন।
২৩ [illegible]রীয় বায়ু বৃষ্টির উৎপাদক,
তেমনি কর্ণেজপ জিহ্বা ক্রোধদৃষ্টির উৎপাদক।
২৪ বরং ছাদের কোণে বাস করা ভাল;
তবু বিবাদিনী স্ত্রীর সহিত প্রশস্ত বাটীতে বাস করা ভাল নয়।
২৫ পিপাসার্ত্ত প্রাণের পক্ষে যেমন শীতল জল,
দূরদেশ হইতে প্রাপ্ত মঙ্গল সংবাদ তদ্রূপ।
২৬ ঘোলা জলের আকর ও মলিন উনুই যেরূপ,
দুষ্টের সম্মুখে বিচলিত ধার্ম্মিক তদ্রূপ।
২৭ অধিক মধু খাওয়া ভাল নয়,
ভারী ভারী বিষয় অনুসন্ধান করা ভারী কথা

২৮ যে আপন আত্মা দমন না করে,
সে এমন নগরের তুল্য, যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যাহার প্রাচীর নাই।

২৬ যেমন গ্রীষ্মকালে তুষার ও শস্যচ্ছেদন-কালে বৃষ্টি,
তেমনি হীনবুদ্ধির পক্ষে সম্মান অনুপযুক্ত।

২ যেমন চটক ভ্রমণ করে, তালচোঁচ উড়িতে থাকে,
তেমনি অকারণে দত্ত শাপ নিকটে আইসে না।

৩ ঘোড়ার জন্য চাবুক, গাধার জন্য বল্‌গা,
আর হীনবুদ্ধিদের পৃষ্ঠের জন্য দণ্ড।

৪ হীনবুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞানতা অনুসারে উত্তর দিও না,
পাছে তুমিও তাহার সদৃশ হও।

৫ হীনবুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞানতা অনুসারে উত্তর দেও,
পাছে সে নিজের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হয়।

৬ যে হীনবুদ্ধির হস্তে সমাচার প্রেরণ করে,
সে নিজের পা কাটিয়া ফেলে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭ খঞ্জের চরণ খোঁড়াইয়া চলে,
হীনবুদ্ধিদের মুখে নীতিকথা তদ্রূপ।

৮ যেমন প্রস্তররাশির মধ্যে মণির থলি,
তেমনি সেই জন, যে হীনবুদ্ধিকে সম্মান প্রদান করে।

৯ মাতালের হাতে যে কাঁটা উঠে, তাহা যেমন,
তেমনি হীনবুদ্ধিদের মুখে নীতিকথা।

১০ যেমন ধনুর্দ্ধর সকলকে ক্ষতবিক্ষত করে,
তেমনি সেই ব্যক্তি, যে হীনবুদ্ধিকে বেতন দেয়, আর যে পথের লোককে বেতন দেয়।

১১ যেমন কুকুর আপন বমির প্রতি ফিরে,
তেমনি হীনবুদ্ধি নিজ অজ্ঞানতার প্রতি ফিরে।

১২ তুমি কি নিজের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান লোক দেখিতেছ?
তাহা অপেক্ষা, বরং হীনবুদ্ধির বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা আছে।

১৩ অলস বলে, পথে সিংহ আছে,
চৌরাস্তায় কেশরী থাকে।

১৪ কব্জাতে যেমন কবাট ঘুরে,
তেমনি অলস আপন খট্টায় ঘুরে।

১৫ অলস থালে হস্ত ডুবায়,
পুনর্ব্বার মুখে তুলিতে তাহার ক্লেশ বোধ হয়।

১৬ সুবিচারসিদ্ধ উত্তরকারী সাত জন অপেক্ষা
অলস নিজের দৃষ্টিতে অধিক জ্ঞানবান।

১৭ যে জন পথে যাইতে যাইতে আপনার অসম্পর্কীয় বিবাদে রুষ্ট হয়,
সে কুকুরের কাণ ধরে।

১৮ যে পাগল জ্বলন্ত বাণ নিক্ষেপ করে,
তীর ও মৃত্যু নিক্ষেপ করে, সে যেমন,

১৯ তেমনি সেই ব্যক্তি, যে প্রতিবাসীকে প্রতারণা করে,
আর বলে, আমি কি খেলা করিতেছি না?

২০ কাষ্ঠ শেষ হইলে অগ্নি নিভিয়া যায়,
কর্ণেজপ না থাকিলে বিবাদ নিবৃত্ত হয়।

২১ যেমন জ্বলন্ত অঙ্গারের পক্ষে অঙ্গার ও অগ্নির পক্ষে কাষ্ঠ,
তেমনি বিবাদানল জ্বালাইবার পক্ষে বিবাদী।

২২ কর্ণেজপের কথা মিষ্টান্নস্বরূপ,
তাহা অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়।

২৩ অনুরাগী ওষ্ঠাধর ও দুষ্ট হৃদয়
খাদ-রৌপ্যে মণ্ডিত মৃৎপাত্রস্বরূপ।

২৪ যে দ্বেষ করে, সে ওষ্ঠাধরে ভাণ করে,
কিন্তু মনের মধ্যে ছল রাখে ;
২৫ তাহার রব মধুময় হইলে তাহাকে বিশ্বাস করিও না,
কারণ তাহার হৃদয়মধ্যে সাতটা ঘৃণার্হ বস্তু থাকে ।
২৬ যদিও তাহার দ্বেষ কপটতায় আচ্ছন্ন,
তাহার দুষ্টামি সমাজে প্রকাশিত হইবে ।
২৭ যে খাত খোদে, সে তাহার মধ্যে পতিত হইবে ;
যে প্রস্তর গড়াইয়া দেয়, তাহারই উপরে তাহা ফিরিয়া আসিবে ।
২৮ মিথ্যাবাদী জিহ্বা যাহাদিগকে চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ঘৃণা করে ;
আর চাটুবাদী মুখ বিনাশ সাধন করে ।

২৭ কল্যের বিষয়ে গর্ব্বকথা কহিও না ;
কেননা এক দিন কি উপস্থিত করিবে, তাহা তুমি জান না ।
২ অপরে তোমার প্রশংসা করুক, তোমার নিজ মুখ না করুক ;
অন্য লোকে করুক, তোমার নিজ ওষ্ঠ না করুক ।
৩ প্রস্তর ভারী ও বালি গুরু,
কিন্তু অজ্ঞানের অসন্তোষ ঐ উভয় অপেক্ষা ভারী ।
৪ ক্রোধ নিষ্ঠুর ও কোপ বন্যাবৎ,
কিন্তু অন্তর্জ্বালার কাছে কে দাঁড়াইতে পারে?
৫ বরং প্রকাশ্য অনুযোগ ভাল,
তবু গুপ্ত প্রেম ভাল নয় ।
৬ প্রণয়ীর প্রহার বিশ্বস্ততাযুক্ত,
কিন্তু শত্রুর চুম্বন অতিমাত্র ।
৭ তৃপ্ত প্রাণ মৌচাক পদতলে দলিত করে ;
কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত প্রাণের কাছে তিক্ত দ্রব্য সকলও মিষ্ট ।
৮ যেমন বাসা হইতে ভ্রমণকারী পক্ষী,
তেমনি স্বস্থান হইতে ভ্রমণকারী মনুষ্য ।
৯ সুগন্ধি তৈল ও ধূপ চিত্তকে আমোদিত করে,
মিত্রের আন্তরিক মন্ত্রণাজনিত মিষ্টতা তদ্রূপ ।
১০ নিজ মিত্রকে ও পিতার মিত্রকে ত্যাগ করিও না ;
নিজ বিপৎকালে ভ্রাতার গৃহে যাইও না ;
দূরস্থ ভ্রাতা অপেক্ষা নিকটস্থ প্রতিবাসী ভাল ।
১১ বৎস, জ্ঞানবান হও ; আমার চিত্তকে আনন্দিত কর ;
তাহাতে যে আমাকে টিট্‌কারি দেয়, তাহাকে উত্তর দিতে পারিব ।
১২ সতর্ক লোক বিপদ দেখিয়া আপনাকে লুকায় ;
কিন্তু অবোধেরা অগ্রে যাইয়া দণ্ড পায় ।
১৩ যে অপরের জামিন হয়, তাহার বস্ত্র লও ;
যে বিজাতীয়ার জামিন হয়, তাহার কাছে বন্ধক লও ।
১৪ যে ভোরে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপন বন্ধুকে আশীর্ব্বাদ করে,
তাহা তাহার পক্ষে অভিশাপরূপে গণিত হয় ।
১৫ ভারী বৃষ্টির দিনে অবিরত বিন্দুপাত,
আর বিবাদিনী স্ত্রী, এ উভয়ই সমান ।
১৬ যে সেই স্ত্রীকে লুকায়, সে বাতাস লুকায়,
এবং তাহার দক্ষিণ হস্ত তৈল ধরে ।
১৭ লৌহ লৌহকে সতেজ করে,
তদ্রূপ মনুষ্য আপন মিত্রের মুখ সতেজ করে।
১৮ যে ডুমুর গাছ রাখে, সে তাহার ফল খাইবে ;
যে আপন প্রভুর সেবা করে, সে সম্মানিত হইবে ।

১৯ জলমধ্যে যেমন মুখের প্রতিরূপ মুখ,
তেমনি মনুষ্যের প্রতিরূপ মনুষ্য-হৃদয় ।

২০ পাতালের ও বিনাশ-স্থানের তৃপ্তি নাই,
মনুষ্যের চক্ষুও তৃপ্ত হয় না ।

২১ রৌপ্যের জন্য মূষা ও স্বর্ণের জন্য হাফর,
আর মনুষ্য তাহার প্রশংসা দ্বারা পরীক্ষিত ।

২২ যদ্যপি উখলিতে গোমের মধ্যে মুষল দ্বারা
অজ্ঞানকে কোটে,
তথাপি তাহার অজ্ঞানতা দূর হইবে না ।

২৩ তুমি আপন মেষপালের অবস্থা জানিয়া লও,
আপন পশুপালে মনোযোগ কর ;

২৪ কেননা ধন চিরস্থায়ী নয়,
মুকুট কি পুরুষানুক্রমে থাকে ?

২৫ ঘাস লইয়া গেলে পর নবীন তৃণ দেখা দেয়,
এবং পর্ব্বতগণের ওষধি সংগ্রহ করা যায় ।

২৬ মেষশাবকেরা তোমাকে বস্ত্র দিবে,
ছাগেরা ক্ষেত্রের মূল্যস্বরূপ হইবে ;

২৭ তোমার খাদ্যের জন্য, তোমার পরিবারের
খাদ্যের জন্য ছাগীরা যথেষ্ট দুগ্ধ দিবে,
তোমার যুবতী দাসীদের প্রতিপালন
করিবে ।

২৮ কেহ তাড়না না করিলেও দুষ্ট পলায় ;
কিন্তু ধার্ম্মিকগণ সিংহের ন্যায় সাহসী ।

২ দেশের অধর্ম্মে তাহার অনেক কর্ত্তা হয় ;
কিন্তু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান লোক দ্বারা
[কর্ত্তৃত্ব] স্থায়ী হয় ।

৩ যে দরিদ্র লোক দীনহীনদের প্রতি উপদ্রব
করে,
সে এমন প্লাবক বৃষ্টির তুল্য, যাহার পরে
ভক্ষ্য থাকে না ।

৪ ব্যবস্থাত্যাগীরা দুষ্টের প্রশংসা করে ;
কিন্তু ব্যবস্থাপালকেরা দুষ্টদের প্রতিরোধ
করে ।

৫ দুরাচারেরা বিচার বুঝে না,
কিন্তু সদাপ্রভুর অন্বেষীরা সকলই বুঝে ।

৬ বরং সেই দরিদ্র লোক ভাল, যে নিজ
সিদ্ধতায় চলে,
তবু দ্বিপথগামী কুটিল লোক ধনবান হই-
লেও ভাল নয় ।

৭ যে ব্যবস্থা মানে, সেই জ্ঞানবান পুত্র,
কিন্তু ভোক্তাদের সখা পিতার অপমান-
জনক ।

৮ যে সুদ ও বৃদ্ধি লইয়া আপন ধন বাড়ায়,
সে দীনহীনদের প্রতি দয়াকারীর জন্য
সঞ্চয় করে ।

৯ যে ব্যবস্থা শ্রবণ হইতে আপন কর্ণ
ফিরাইয়া লয়,
তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ ।

যে সরল লোক[illegible]গকে কুপথে লইয়া ভ্রান্ত
করে,
সে নিজের খাতে পতিত হইবে ;
কিন্তু সিদ্ধ লোকেরা মঙ্গলরূপ অধিকার
পায় ।

১১ ধনী আপনার দৃষ্টিতে জ্ঞানবান,
কিন্তু বুদ্ধিমান দরিদ্র তাহার পরীক্ষা করে ।

১২ ধার্ম্মিকদের উল্লাসে মহাগৌরব হয়,
কিন্তু দুষ্টদের উন্নতি হইলে লোকদের
খুঁজিয়া পাওয়া ভার ।

১৩ যে আপন অধর্ম্ম সকল ঢাকে, সে কৃতকার্য্য
হইবে না ;
কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে,
সে করুণা পাইবে ।

১৪ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে সর্ব্বদা ভয় রাখে ;
কিন্তু যে হৃদয় কঠিন করে, সে বিপদে
পড়িবে ।

১৫ যেমন গর্জ্জনকারী সিংহ ও পর্য্যটনকারী ভল্লুক,
তেমনি দীনহীন প্রজার উপরে দুষ্ট শাসনকর্ত্তা।

১৬ যে অধ্যক্ষ হীনবুদ্ধি, সে আবার বড় উপদ্রবী;
কিন্তু যে লোভ ঘৃণা করে, সেই দীর্ঘজীবী হইবে।

১৭ যে মনুষ্য নর-রক্তভারে ভারাক্রান্ত,
সে গর্ত্ত পর্য্যন্ত পলাইবে, কেহ তাহাকে নিবারণ না করুক।

১৮ যে সিদ্ধভাবে চলে, সে রক্ষা পাইবে;
কিন্তু যে বক্রগামী দুই পথে চলে, সে একটায় পতিত হইবে।

১৯ যে আপন জমি চাষ করে, সে যথেষ্ট আহার পায়;
কিন্তু যে অসার লোকদের পিছনে পিছনে দৌড়ে, তাহার ঢের অকুলান হয়।

২০ বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্ব্বাদ পাইবে;
কিন্তু যে ধনবান হইবার জন্য তাড়াতাড়ি করে, সে অদণ্ডিত থাকিবে না।

২১ মানুষের মুখাপেক্ষা করা ভাল নয়,
একখণ্ড রুটীর নিমিত্ত অধর্ম্ম করাও ভাল নয়।

২২ যার চক্ষু মন্দ, সে ধনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত;
সে জানে না যে, দীনতা তাহাকে ধরিবে।

২৩ কোন লোককে যে অনুযোগ করে, শেষে সে অনুগ্রহ পাইবে,
যে জিহ্বাতে চাটুবাদ করে, সে নয়।

২৪ যে পিতামাতার ধন চুরি করিয়া বলে, এ ত অধর্ম্ম নয়,
সে ব্যক্তি বিনাশকের সখা।

২৫ যে বেশী আকাঙ্ক্ষা করে, সে বিবাদ উত্তেজনা করে,
কিন্তু যে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করে, সে পুষ্ট হইবে।

২৬ যে নিজ হৃদয়কে বিশ্বাস করে, সে হীনবুদ্ধি;
কিন্তু যে প্রজ্ঞা-পথে চলে, সে রক্ষা পাইবে।

২৭ যে দরিদ্রকে দান করে, তাহার অভাব ঘটে না,
কিন্তু যে চক্ষু মুদে, সে অনেক অভিশাপ পাইবে।

২৮ দুষ্টদের উন্নতি হইলে লোকেরা লুকায়;
তাহারা বিনষ্ট হইলে ধার্ম্মিকেরা বর্দ্ধিষ্ণু হয়।

২৯ যে পুনঃ পুনঃ অনুযুক্ত হইয়াও ঘাড় শক্ত করে,
সে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহার প্রতীকার হইবে না।

২ ধার্ম্মিকেরা বর্দ্ধিষ্ণু হইলে প্রজাগণ আনন্দ করে,
কিন্তু দুষ্ট লোক কর্ত্তৃত্ব পাইলে প্রজারা আর্ত্তস্বর করে।

৩ যে প্রজ্ঞা ভালবাসে, সে পিতার আনন্দজনক হয়;
কিন্তু যে বেশ্যাদিগেতে অনুরক্ত হয়, তাহার ধন নষ্ট হইবে।

৪ রাজা ন্যায়বিচার দ্বারা দেশ সুস্থির করেন;
কিন্তু উৎকোচপ্রিয় তাহা লণ্ডভণ্ড করে।

৫ যে ব্যক্তি আপন প্রতিবাসীর তোষামোদ করে,
সে তাহার পায়ের নীচে জাল পাতে।

৬ দুর্বৃত্ত লোকের অধর্ম্মে ফাঁদ থাকে,
কিন্তু ধার্ম্মিক আনন্দিত হইয়া গান

৭ ধার্ম্মিক দীনহীন লোকদের বিচার বুঝে;
দুষ্ট লোক জ্ঞান বুঝে না।
৮ নিন্দাপ্রিয় লোকেরা নগরে আগুন লাগাইয়া দেয়;
কিন্তু জ্ঞানবানেরা ক্রোধ ফিরাইয়া দেয়।
৯ অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানবানের বিবাদ হইলে, সে রাগ করুক কি হাস্য করুক, কিছুতেই শান্তি হয় না।
১০ রক্তপাতী লোকেরা সিদ্ধব্যক্তিকে ঘৃণা করে;
আর সরল লোকের প্রাণনাশের চেষ্টা করে।
১১ হীনবুদ্ধি আপনার সমস্ত ক্রোধ প্রকাশ করে,
কিন্তু জ্ঞানী তাহা সম্বরণ করিয়া প্রশমিত করে।
১২ যে শাসনকর্ত্তা মিথ্যা কথায় কর্ণপাত করেন,
তাঁহার পরিচারকগণ সকলে দুষ্ট।
১৩ দরিদ্র ও উপদ্রবী একত্র মিলে;
সদাপ্রভু উভয়েরই চক্ষু দীপ্তিময় করেন।
১৪ যে রাজা সত্যভাবে দীনহীনদের বিচার করেন,
তাঁহার সিংহাসন নিত্য স্থির থাকিবে।
১৫ দণ্ড ও অনুযোগ প্রজ্ঞা দেয়;
কিন্তু অশাসিত বালক মাতার লজ্জাজনক।
১৬ দুষ্ট লোকেরা বৃদ্ধি পাইলে অধর্ম্ম বৃদ্ধি পায়;
কিন্তু ধার্ম্মিকগণ তাহাদের নিপাত দেখিবে।
১৭ তোমার পুত্রকে শাস্তি দেও, সে তোমাকে শান্তি দিবে,
সে তোমার প্রাণকে আনন্দিত করিবে।
১৮ দর্শনের অভাবে প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল হয়;
কিন্তু যে ব্যবস্থা মানে, সে ধন্য।
১৯ বাক্য দ্বারা দাসের শাসন হয় না,
কেননা সে বুঝিলেও কথা মানিবে না।
২০ তুমি কি হঠকারী লোককে দেখিতেছ?
তাহার অপেক্ষা বরং হীনবুদ্ধির বিষয়ে অধিক আশা আছে।
২১ যে দাসকে বাল্যাবধি কোমলভাবে প্রতিপালন করে,
শেষে সেই দাস তাহার পুত্র হইয়া উঠে।
২২ কোপন-স্বভাব ব্যক্তি বিবাদ উত্তেজনা করে,
ক্রোধী ব্যক্তি বিস্তর অধর্ম্ম করে।
২৩ মনুষ্যের অহংকার তাহাকে নীচে নামাইবে,
কিন্তু নম্রচিত্ত ব্যক্তি সম্মান পাইবে।
২৪ চোরের সহভাগী আপন প্রাণকে ঘৃণা করে;
সে দিব্য করাইবার কথা শুনে, কিন্তু কিছু বলে না।
২৫ লোক-ভয় ফাঁদজনক;
কিন্তু যে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করে, সে উচ্চে স্থাপিত হইবে।
২৬ অনেকে শাসনকর্ত্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করে;
কিন্তু মনুষ্যের বিচার সদাপ্রভু হইতেই হয়।
২৭ অন্যায়ী ব্যক্তি ধার্ম্মিকদের ঘৃণাস্পদ;
আর সরলাচারী দুষ্টের ঘৃণাস্পদ।

আগূরের কথা।

৩০ যাকির পুত্র আগূরের কথা; ভারবাণী।
ঈথীয়েলের প্রতি, ঈথীয়েল ও উকলের প্রতি সেই ব্যক্তির উক্তি।*
২ সত্য, আমি মনুষ্য অপেক্ষা পশুবৎ,
মনুষ্যের বিবেচনা আমার নাই।
৩ আমি প্রজ্ঞা শিক্ষা করি নাই,
পবিত্রতমের জ্ঞান আমার নাই।
৪ কে স্বর্গারোহণ করিয়া নামিয়া আসিয়াছেন?

* (বা) সেই ব্যক্তি বলিতেছে, হে ঈশ্বর, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, হে ঈশ্বর, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি কবলিত হইয়াছি।

কে আপন মুষ্টিদ্বয়ের বায়ু গ্রহণ করিয়াছেন?
কে আপন বস্ত্রে জলরাশি বাঁধিয়াছেন?
কে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত স্থাপন করিয়াছেন?
তাঁহার নাম কি? তাঁহার পুত্ত্রের নাম কি? যদি জান, বল।

৫ ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ;
তিনি আপনার শরণাপন্ন লোকদের ঢালস্বরূপ।

৬ তাঁহার বাক্যকলাপে কিছু যোগ করিও না;
পাছে তিনি তোমার দোষ ব্যক্ত করেন, আর তুমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হও।

৭ আমি তোমার কাছে দুই বর ভিক্ষা করিয়াছি,
আমার জীবন থাকিতে তাহা অস্বীকার করিও না;

৮ অলীকতা ও মিথ্যাকথা আমা হইতে দূর কর;
দরিদ্রতা বা ঐশ্বর্য্য আমাকে দিও না,
আমার নিরূপিত খাদ্য আমাকে ভোজন করাও;

৯ পাছে অতি তৃপ্ত হইলে আমি তোমাকে অস্বীকার করিয়া বলি, সদাপ্রভু কে?
কিম্বা পাছে দরিদ্র হইলে চুরি করিয়া বসি,
ও আমার ঈশ্বরের নাম অপব্যবহার করি।

১০ কর্ত্তার কাছে দাসের দুর্নাম করিও না,
পাছে সে তোমাকে শাপ দেয়, ও তুমি অপরাধী হও।

১১ এক বংশ আছে, তাহারা পিতাকে শাপ দেয়,
আর মাতাকে মঙ্গলবাদ করে না।

১২ এক বংশ আছে, তাহারা আপনাদের দৃষ্টিতে শুচি,
তবু আপনাদের মালিন্য হইতে ধৌত হয় নাই।

১৩ এক বংশ আছে, তাহাদের দৃষ্টি কেমন উচ্চ!
তাহাদের চক্ষুর পাতা উন্নত।

১৪ এক বংশ আছে, তাহাদের দন্ত খড়্গ ও কসের দন্ত ছুরিকা,
যেন দেশ হইতে দুঃখীদিগকে, মনুষ্যদের মধ্য হইতে দরিদ্রদিগকে গ্রাস করে।

১৫ জোঁকের দুই কন্যা আছে, 'দেহি,' 'দেহি'।
তিনটা কখনও তৃপ্ত হয় না,
চারিটা কখনও বলে না, যথেষ্ট হইল;

১৬ পাতাল ও বন্ধ্যার জঠর,
ভূমি, যাহা জলে তৃপ্ত হয় না,
অগ্নি, যাহা বলে না, যথেষ্ট হইল।

১৭ যে চক্ষু আপন পিতাকে পরিহাস করে,
নিজ মাতার আজ্ঞা মানিতে অবহেলা করে,
উপত্যকার কাকেরা তাহা তুলিয়া লইবে,
ঈগল পক্ষীর শাবকগণ তাহা খাইয়া ফেলিবে।

১৮ তিনটা আমার জ্ঞানের অগম্য,
চারিটা আমি বুঝিতে পারি না;

১৯ ঈগল পক্ষীর পথ আকাশে,
সর্পের পথ শৈলের উপরে,
জাহাজের পথ সমুদ্রের মধ্যস্থলে,
পুরুষের পথ যুবতীতে।

২০ ব্যভিচারিণীর পথও তদ্রূপ;
সে খাইয়া মুখ মুছে,
আর বলে, আমি অধর্ম্ম করি নাই।

২১ তিনটার ভারে ভূতল কাঁপে,
চারিটার ভারে কাঁপে, সহিতে পারে না;

২২ দাসের ভার, যখন সে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়,
মূর্খের ভার, যখন সে ভক্ষ্যে পরিতৃপ্ত হয়,

২৩ ঘৃণিতা স্ত্রীর ভার, যখন সে পত্নী-পদ প্রাপ্ত হয়,

আর দাসীর ভার, যখন সে আপন কর্ত্রীর
স্থান প্রাপ্ত হয়।
২৪ পৃথিবীতে চারিটী অতি ক্ষুদ্র,
তথাপি তাহারা বড় বুদ্ধি ধরে ;
২৫ পিপীলিকা শক্তিমান জাতি নয়,
তবু গ্রীষ্মকালে স্ব স্ব খাদ্যের আয়োজন
করে ;
২৬ শাফন জন্তু বলবান জাতি নয়,
তথাপি শৈলে ঘর বাঁধে ;
২৭ পঙ্গপালদিগের রাজা নাই,
তথাপি তাহারা দল বাঁধিয়া যাত্রা করে ;
২৮ টিক্‌টিকি হাত দিয়া চলে,
তথাপি রাজার অট্টালিকায় থাকে।

২৯ তিনটা সুন্দররূপে গমন করে,
চারিটা সুন্দররূপে চলে ;
৩০ সিংহ, যে পশুদের মধ্যে বিক্রমী,
যে কাহাকেও দেখিয়া ফিরিয়া যায় না ;
৩১ যুদ্ধের অশ্ব, আর ছাগ,
এবং রাজা, যাঁহার বিরুদ্ধে কেহ উঠে
না।*

৩২ তুমি যদি আপনার বড়াই করিয়া মূর্খের
কর্ম্ম করিয়া থাক,
কিম্বা যদি কুসঙ্কল্প করিয়া থাক,
তবে তোমার মুখে হাত দেও।
৩৩ কেননা দুগ্ধ মন্থনে নবনীত বাহির হয়,
নাসিকা মন্থনে রক্ত বাহির হয়,
ও ক্রোধ মন্থনে বিরোধ বাহির হয়।

লমূয়েল রাজার কথা।

৩১ লমূয়েল রাজার কথা। তাঁহার মাতা তাঁহাকে এই ভারবাণী শিক্ষা দিয়াছিলেন।

২ হে বৎস, কি বলিব? হে আমার গর্ভের
সন্তান, কি বলিব।
হে আমার মানতের পুত্র, কি বলিব?
৩ তুমি নারীগণকে আপন শক্তি দিও না,
যাহা রাজগণের বিনাশক, তাহাতে লিপ্ত
হইও না।
৪ রাজগণের জন্য, হে লমূয়েল, রাজগণের
জন্য মদ্যপান উপযুক্ত নয়,
'সুরা কোথায়?' [বলা] শাসনকর্ত্তাদের অনুচিত।
৫ পাছে পান করিয়া তাঁহারা বিধি বিস্মৃত হন,
এবং কোন দুঃখীর বিচার বিপরীত করেন।
৬ মৃতকল্প ব্যক্তিকে সুরা দেও,
তিক্তপ্রাণ লোককে দ্রাক্ষারস দেও ;
৭ সে পান করিয়া দৈন্যদশা ভুলিয়া যাউক,
আপন দুর্দ্দশা আর মনে না করুক।
৮ তুমি বোবাদিগের জন্য তোমার মুখ খোল,
অনাথ সকলের জন্য খোল।
৯ তোমার মুখ খোল, ন্যায় বিচার কর,
দুঃখী ও দরিদ্রের বিচার কর।

গুণবতী ভার্য্যার বর্ণনা।

১০ গুণবতী স্ত্রী কে পাইতে পারে?
মুক্তা হইতেও তাঁহার মূল্য অনেক অধিক।
১১ তাঁহার স্বামীর হৃদয় তাঁহাতে নির্ভর করে,
স্বামীর লাভের অভাব হয় না।
১২ তিনি জীবনের সমস্ত দিন
তাঁহার উপকার করেন, অপকার করেন না।
১৩ তিনি মেষলোম ও মসীনা অন্বেষণ করেন,
প্রফুল্লভাবে আপন হস্তে কর্ম্ম করেন।
১৪ তিনি বাণিজ্য-জাহাজসমূহের ন্যায়,
তিনি দূর হইতে আপন খাদ্যসামগ্রী
আনয়ন করেন।
১৫ তিনি রাত্রি থাকিতে উঠেন,
আর নিজ পরিজনদিগকে খাদ্য দেন,

* (বা) যখন তাহার সৈন্যদল তাহার সঙ্গে থাকে।

নিজ দাসীদিগকে নিরূপিত কর্ম্ম দেন ।*
১৬ তিনি ক্ষেত্রের বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়া তাহা ক্রয় করেন,
স্বহস্তের ফল দিয়া দ্রাক্ষার উদ্যান প্রস্তুত করেন ।
১৭ তিনি বলে কটি বন্ধন করেন,
আপন বাহুযুগল বলশালী করেন ।
১৮ তিনি দেখিতে পান, তাঁহার ব্যবসায় উত্তম,
রাত্রিতে তাঁহার দীপ নির্ব্বাণ হয় না ।
১৯ তিনি টেকুয়া লইতে আপন হস্ত প্রসারণ করেন,
তাঁহার করদ্বয় পাঁজ ধরে ।
২০ তিনি দরিদ্রের প্রতি মুক্তহস্ত হন,
দীনহীনের প্রতি হস্ত প্রসারণ করেন ।
২১ তিনি নিজ পরিবারের বিষয়ে তুষার হইতে ভয় পান না ;
কারণ তাঁহার সমস্ত পরিজন লাল বস্ত্র পরিধান করে ।
২২ তিনি আপনার জন্য বুটাদার চাদর নির্ম্মাণ করেন,
তাঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র মসীনা-বস্ত্র ও বেগুনে বস্ত্র ।
২৩ তাঁহার স্বামী নগর-দ্বারে প্রসিদ্ধ হন,
যখন দেশের প্রাচীনবর্গের সহিত বসেন ।
২৪ তিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন,
বণিকের হস্তে কটিবস্ত্র সমর্পণ করেন ।
২৫ বল ও সমাদর তাঁহার পরিচ্ছদ ;
তিনি ভবিষ্যৎকালের বিষয়ে হাস্য করেন ।
২৬ তিনি প্রজ্ঞার সহিত মুখ খোলেন,
তাঁহার জিহ্বাগ্রে দয়ার ব্যবস্থা থাকে ।
২৭ তিনি আপন পরিবারের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন,
তিনি আলস্যের খাদ্য খান না ।
২৮ তাঁহার সন্তানগণ উঠিয়া তাঁহাকে ধন্য বলে ;
তাঁহার স্বামীও বলেন, আর তাঁহার এই-রূপ প্রশংসা করেন,—
২৯ "অনেক মেয়ে গুণবত্তা প্রদর্শন করিয়াছে,
কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠা ।"

৩০ লাবণ্য মিথ্যা, সৌন্দর্য্য অসার,
কিন্তু যে স্ত্রী সদাপ্রভুকে ভয় করেন, তিনিই প্রশংসনীয়া ।
৩১ তোমরা তাঁহার হস্তের ফল তাঁহাকে দেও,
নগর-দ্বারসমূহে তাঁহার ক্রিয়া তাঁহার প্রশংসা করুক ।

উপদেশক

পুস্তকখানির সারমর্ম্ম ।

১ উপদেশকের কথা ; তিনি দায়ূদের পুত্র, যিরূশালেমস্থ রাজা ।
২ উপদেশক কহিতেছেন, অসারের অসার, অসারের অসার, সকলই অসার ।
৩ মনুষ্য সূর্য্যের নীচে যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়, তাহার সেই সমস্ত পরিশ্রমে
৪ তাহার কি ফল দেখিতে পায় ? এক পুরুষ চলিয়া যায়, আর এক পুরুষ আইসে ; কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী ।
৫ সূর্য্যও উঠে, আবার সূর্য্য অস্ত যায় ; এবং সত্বর স্বস্থানে যায়, সেখানে গিয়া
৬ উঠে । বায়ু দক্ষিণ দিকে যায় ও ঘুরিয়া

* (বা) অংশ ।

ঘুরিয়া উত্তর দিকে যায়; নিরন্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপন পথে যায়, এবং বায়ু আপন ৭ চক্রপথে ফিরিয়া আসে। জলস্রোত সকল সমুদ্রে প্রবেশ করে, তথাচ সমুদ্র পূর্ণ হয় না; জলস্রোত সকল যে স্থানে যায়, সেই স্থানে পুনরায় চলিয়া যায়। ৮ সমস্ত বিষয় ক্লান্তিজনক; তাহার বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য; দর্শনে চক্ষু তৃপ্ত হয় না, এবং শ্রবণে কর্ণ তৃপ্ত হয় না। ৯ যাহা হইয়াছে, তাহাই হইবে; যাহা করা গিয়াছে, তাহাই করা যাইবে; সূর্য্যের ১০ নীচে নূতন কিছুই নাই। এমন কি কিছু আছে, যাহার সম্বন্ধে মনুষ্য বলে, দেখ, ইহা নূতন? তাহা পূর্ব্বে, আমা- ১১ দের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগপর্য্যায়ে ছিল; পূর্ব্ব-কালীয় লোকদের বিষয় কাহারও স্মরণে নাই; এবং ভাবী কালে যাহারা জন্মিবে, তাহাদের বিষয়ও পরবর্ত্তী ভাবী কালের লোকদের স্মরণে থাকিবে না।

প্রজ্ঞার অন্বেষণ।

১২ আমি উপদেশক, যিরূশালেমে ইস্রা- ১৩ য়েলের উপরে রাজা ছিলাম। আর আমি প্রজ্ঞা দ্বারা আকাশের নীচে কৃত সমস্ত বিষয়ের অনুশীলন ও অনুসন্ধান করিতে মনোযোগ করিতাম; ঈশ্বর মনুষ্য-সন্তানগণকে কষ্টযুক্ত করিবার জন্য ১৪ এই অতি ভারী কষ্ট দিয়াছেন। সূর্য্যের নীচে কৃত সমস্ত কার্য্য আমি দেখিয়াছি; দেখ, সে সকলই অসার ও বায়ুভক্ষণ ১৫ মাত্র।* যাহা বক্র, তাহা সোজা করা যায় না; এবং যাহা নাই, তাহা গণনা ১৬ করা যায় না। আমি আপন হৃদয়ের সহিত কথোপকথন করিলাম, কহিলাম, দেখ, আমার পূর্ব্বে যিরূশালেমে যে সকল অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সকল অপেক্ষা আমি অধিক প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়াছি, এবং আমার হৃদয় নানা প্রকার প্রজ্ঞায় ও ১৭ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে। আমি প্রজ্ঞা জানিতে, এবং ক্ষিপ্রতা ও অজ্ঞানতা জানিতে. মনোযোগ করিলাম, আমি জানিলাম যে, তাহাও বায়ুভক্ষণ মাত্র। ১৮ কেননা প্রজ্ঞার বাহুল্যে মনস্তাপের বাহুল্য হয়; এবং যে বিদ্যার বৃদ্ধি করে, সে ব্যথার বৃদ্ধি করে।

২ আমি মনে মনে বলিলাম, ‘আইস, আমি এক বার আমোদের দ্বারা তোমার পরীক্ষা করি, তুমি সুখভোগ কর,’ ২ আর দেখ, তাহাও অসার। আমি হাস্যের বিষয়ে কহিলাম, উহা ক্ষিপ্ত; এবং আমোদের বিষয়ে কহিলাম, উহা ৩ কি করিবে? আমি মনে মনে আন্দো-লন করিলাম, কিরূপে মদ্যপানে শরীরকে তুষ্ট করিব,—তখনও আমার মন প্রজ্ঞা-সহকারে আমাকে পথ প্রদর্শন করিতে-ছিল—আর কিরূপে অজ্ঞানতা অবলম্বন করিব, শেষে দেখিতে পারিব, আকাশের নীচে মনুষ্য-সন্তানদের সমস্ত জীবনকালে ৪ কি কি করা ভাল। আমি আপনার জন্য মহৎ মহৎ কার্য্য করিলাম, আপনার জন্য নানা স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিলাম, আপনার জন্য দ্রাক্ষাক্ষেত্রসমূহ প্রস্তুত ৫ করিলাম; আমি আপনার জন্য অনেক উদ্যান ও উপবন করিয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ফলবৃক্ষ রোপণ করিলাম; ৬ সেই বৃক্ষোৎপাদক বনে জল সেচনার্থে আমি স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করি- ৭ লাম। আমি অনেক দাস দাসী ক্রয় করিলাম, এবং আমার গৃহেও দাসগণ

* (বা) বায়ুর অনুধাবনমাত্র। এইরূপ অন্তস্থলেও।

জন্মিল; আর আমার পূর্ব্বে যিরূশালেমে যাঁহারা ছিলেন, সেই সকল হইতে আমার গোমেষাদি পশুধন অধিক ছিল। ৮ আমি রৌপ্য ও সুবর্ণ এবং নানা রাজার ও নানা প্রদেশের বিশেষ বিশেষ ধন সঞ্চয় করিলাম; আমি অনেক গায়ক গায়িকা ও মনুষ্য-সন্তানদের সন্তোষকারিণী ৯ কত উপপত্নী পাইলাম। বাস্তবিক আমি মহান্ ছিলাম, আমার পূর্ব্বে যাঁহারা যিরূশালেমে ছিলেন, সেই সকল অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হইলাম, এবং আমার প্রজ্ঞাও ১০ আমার সহবর্ত্তিনী ছিল। আর আমার চক্ষু দুটী যাহা ইচ্ছা করিত, তাহা আমি তাহাদের অগোচর রাখিতাম না; আমার হৃদয়কে কোন আনন্দভোগ করিতে বারণ করিতাম না; বাস্তবিক আমার সমস্ত পরিশ্রমে আমার হৃদয় আনন্দ করিত; সমস্ত পরিশ্রমে ইহাই আমার ১১ অংশ হইল। পরে আমার হস্ত যে সকল কার্য্য করিত, যে পরিশ্রমে আমি পরিশ্রান্ত হইতাম, সে সমস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সে সকলই অসার ও বায়ুভক্ষণ মাত্র; সূর্য্যের নীচে কিছুই লাভ নাই।

১২ পরে আমি প্রজ্ঞা, এবং ক্ষিপ্ততা ও অজ্ঞানতা দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কারণ যে ব্যক্তি রাজার পশ্চাতে আসিবে, সে কি করিবে? পূর্ব্বে যাহা করা ১৩ গিয়াছিল, তাহাই মাত্র। তখন আমি দেখিলাম, যেমন অন্ধকার অপেক্ষা দীপ্তি উত্তম, তেমনি অজ্ঞানতা অপেক্ষা প্রজ্ঞা ১৪ উত্তম। জ্ঞানবানের মস্তকেই চক্ষু থাকে, কিন্তু হীনবুদ্ধি অন্ধকারে ভ্রমণ করে; তথাপি আমি জানিলাম যে, ১৫ সকলেরই এক দশা ঘটে। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, হীনবুদ্ধির প্রতি যাহা ঘটে, তাহাই ত আমার প্রতি ঘটে, তবে আমি কি নিমিত্ত অধিক জ্ঞানবান হইলাম? পরে আমি মনে মনে ১৬ বলিলাম, ইহাও অসার। কেননা হীনবুদ্ধির ন্যায় জ্ঞানবানের বিষয়ও লোকে চিরকাল মনে রাখিবে না, ভবিষ্যৎকালে কিছুই স্মরণে থাকিবে না; আহা! হীনবুদ্ধি যেমন মরে, তেমনি জ্ঞানবানও ১৭ মরে। সুতরাং আমি জীবনে বিরক্ত হইলাম; কেননা সূর্য্যের নীচে কৃত কার্য্য আমার ক্লেশদায়ক বোধ হইল; কারণ সকলই অসার ও বায়ুভক্ষণ মাত্র।

১৮ সূর্য্যের নীচে আমি যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইতাম, আমার সেই সমস্ত পরিশ্রমে বিরক্ত হইলাম; কেননা আমার পরবর্ত্তী ব্যক্তির জন্য তাহা রাখিয়া ১৯ যাইতে হইবে। আর সে জ্ঞানবান হইবে, কি হীনবুদ্ধি হইবে, তাহা কে জানে? কিন্তু আমি সূর্য্যের নীচে যে শ্রমে পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান দেখাইতাম, সেই সকল পরিশ্রমের ফলাধিকারী সে ২০ হইবে; ইহাও অসার। অতএব সূর্য্যের নীচে আমি যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইতাম, ফিরিয়া আমার সেই সমস্ত পরিশ্রমের বিষয়ে আপন হৃদয়কে নিরাশ ২১ হইতে দিলাম। কেননা এক ব্যক্তির পরিশ্রম প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও কৌশল সহযুক্ত; তথাপি যে ব্যক্তি সে বিষয়ে পরিশ্রম করে নাই, তাহাকে তাহার অধিকার ২২ বলিয়া তাহা দিয়া যাইতে হয়। ইহাও অসার ও বড় মন্দ। অবে সূর্য্যের নীচে মনুষ্য যে সকল পরিশ্রমে ও হৃদয়ের উদ্বেগে পরিশ্রান্ত হয়, তাহাতে তাহার ২৩ কি ফল দর্শে? কেননা তাহার সমস্ত

দিন ব্যথাযুক্ত, এবং তাহার কষ্ট মনস্তাপ-জনক, রাত্রিতেও তাহার হৃদয় বিশ্রাম পায় না। ইহাও অসার।

২৪ ভোজন পান করা এবং নিজ পরিশ্রমের মধ্যে প্রাণকে সুখভোগ করান ব্যতীত আর মঙ্গল মানুষের হয় না; ইহাও আমি দেখিলাম যে, তাহা ঈশ্বরের ২৫ হস্ত হইতে হয়। আর আমা হইতে কে অধিক ভোজন করিতে কিম্বা অধিক ২৬ সুখভোগ করিতে পারে? বস্তুতঃ যে ব্যক্তি [ঈশ্বরের] প্রীতিজনক, তাহাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ দেন; কিন্তু পাপীকে কষ্ট দেন, যেন সে ঈশ্বরের প্রীতিজনক ব্যক্তিকে দিবার জন্য ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। ইহাও অসার ও বায়ুভক্ষণ মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন কালের ও ঘটনার তত্ত্ব।

৩ সকল বিষয়েরই সময় আছে, ও আকাশের নীচে সমস্ত ব্যাপারের কাল আছে। জন্মের কাল ও মরণের কাল; ২ রোপণের কাল ও রোপিত বীজ উৎ-৩ পাটনের কাল; বধ করিবার কাল ও ৪ সুস্থ করিবার কাল; ভাঙ্গিবার কাল ও গাঁথিবার কাল; রোদন করিবার কাল ও হাস্য করিবার কাল; বিলাপ করিবার ৫ কাল ও নৃত্য করিবার কাল; প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার কাল ও প্রস্তর সংগ্রহ করিবার কাল; আলিঙ্গনের কাল ও আলিঙ্গন না করিবার কাল; অন্বেষণের ৬ কাল ও হারাইবার কাল; রক্ষণের কাল ৭ ও ফেলিয়া দিবার কাল; ছিঁড়িবার কাল ও সিঙ্গাইবার কাল; নীরব থাকিবার ৮ কাল ও কথা কহিবার কাল; প্রেম করিবার কাল ও দ্বেষ করিবার কাল; যুদ্ধের ৯ কাল ও সন্ধির কাল। কর্ম্মচারী ব্যক্তির ১০ পরিশ্রমে তাহার কি ফল দর্শে? ঈশ্বর মনুষ্য-সন্তানদিগকে কষ্টযুক্ত করণার্থে যে কষ্ট দেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। ১১ তিনি সকলই যথাকালে মনোহর করিয়াছেন, আবার তাহাদের হৃদয়মধ্যে চিরকাল* রাখিয়াছেন; তথাপি ঈশ্বর আদি অবধি শেষ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করেন, মনুষ্য তাহার তত্ত্ব বাহির করিতে পারে ১২ না। আমি জানি, যাবজ্জীবন আনন্দ ও সৎকর্ম্ম করণ ব্যতীত আর মঙ্গল ১৩ তাহাদের হয় না। আর প্রত্যেক মনুষ্য যে ভোজন পান ও সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যে সুখভোগ করে, ইহাও ঈশ্বরের ১৪ দান। আমি জানি, ঈশ্বর যাহা কিছু করেন, তাহা চিরস্থায়ী; তাহা বাড়াইতেও পারা যায় না, কমাইতেও পারা যায় না; আর ঈশ্বর তাহা করিয়াছেন, যেন তাঁহার ১৫ সম্মুখে মনুষ্যগণ ভীত হয়। যাহা আছে, তাহাই ছিল, এবং যাহা হইবে, তাহাই ছিল; এবং যাহা চলিয়া গিয়াছে, ঈশ্বর তাহার অনুসন্ধান করেন।

১৬ আরও আমি সূর্য্যের নীচে, বিচারের স্থানে দেখিলাম, সেখানে দুষ্টতা আছে; এবং ধার্ম্মিকতার স্থানে দেখিলাম, ১৭ সেখানে দুষ্টতা আছে। আমি মনে মনে কহিলাম, ঈশ্বরই ধার্ম্মিকের ও দুষ্টের বিচার করিবেন, কেননা সেখানে সমস্ত ব্যাপারের নিমিত্ত এবং সমস্ত কর্ম্মের নিমিত্ত বিশেষ কাল আছে। ১৮ আমি মনে মনে কহিলাম, ইহা মনুষ্য-সন্তানদের নিমিত্ত হইতেছে, যেন ঈশ্বর তাহাদের পরীক্ষা করেন, আর যেন তাহারা দেখিতে পায় যে, তাহারা নিজেই

* (বা) জগৎ।

১৯ পশুবৎ। কেননা মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি যাহা ঘটে, তাহা পশুর প্রতিও ঘটে, সকলেরই প্রতি একরূপ ঘটনা ঘটে ; এ যেমন মরে, সে তেমনি মরে ; এবং তাহাদের সকলেরই নিঃশ্বাস এক ; পশু হইতে মানুষের কিছু প্রাধান্য নাই, ২০ কেননা সকলই অসার। সকলেই এক স্থানে গমন করে, সকলেই ধূলি হইতে উৎপন্ন, এবং সকলেই ধূলিতে প্রতিগমন ২১ করে। মনুষ্য-সন্তানদের আত্মা ঊর্দ্ধগামী হয়, ও পশুর আত্মা ভূতলের দিকে অধোগামী হয়, ইহা কে জানে ?* ২২ অতএব আমি দেখিলাম, আপন কর্ম্মে আনন্দ করণ ব্যতীত আর মঙ্গল মনুষ্যের নাই ; কেননা ইহাই তাহার অধিকার। মনুষ্যের [মৃত্যুর] পরে যাহা ঘটিবে, কে তাহাকে আনিয়া তাহা দেখাইতে পারে ?

৪ পরে আমি ফিরিয়া, সূর্য্যের নীচে যে সকল উপদ্রব হয়, তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আর দেখ, উপদ্রুত লোকদের অশ্রুপাত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের সান্ত্বনাকারী কেহ নাই ; উপদ্রবী লোকদের হস্তে বল আছে, কিন্তু উপদ্রুত লোকদের সান্ত্বনাকারী কেহ নাই। ২ অতএব যাহারা এখনও জীবিত আছে, তাহাদের অপেক্ষা, যাহারা ইতিপূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে, আমি তাহাদিগের ৩ প্রশংসা করিলাম। কিন্তু যে অদ্য পর্য্যন্ত হয় নাই, এবং সূর্য্যের নীচে কৃত মন্দ কার্য্য দেখে নাই, তাহার অবস্থা ঐ উভয় হইতেও ভাল।

৪ পরে আমি সমস্ত পরিশ্রম ও সমস্ত কার্য্যকৌশল দেখিয়া বুঝিলাম, ইহাতে মনুষ্য প্রতিবাসীর ঈর্ষাভাজন হয় ; ৫ ইহাও অসার ও বায়ুভক্ষণ মাত্র। হীনবুদ্ধি হস্ত জড়সড় করিয়া আপন মাংস ৬ ভোজন করে। পরিশ্রম ও বায়ুভক্ষণসহ পূর্ণ দুই মুষ্টি অপেক্ষা শান্তিসহ পূর্ণ এক মুষ্টি ভাল।

৭ তখন আমি ফিরিয়া সূর্য্যের নীচে ৮ অসারতা নিরীক্ষণ করিলাম। কোন ব্যক্তি একা থাকে, তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই, পুত্রও নাই, ভ্রাতাও নাই, তথাচ তাহার পরিশ্রমের সীমা নাই, তাহার চক্ষুও ধনে তৃপ্ত হয় না। [সে বলে,] তবে আমি কাহার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেছি, ও আপন প্রাণকে মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করিতেছি ? ইহাও ৯ অসার ও ভারী কষ্টজনক। এক জন অপেক্ষা দুই জন ভাল, কেননা তাহাদের ১০ পরিশ্রমে সুফল হয়। কারণ তাহারা পড়িলে এক জন আপন সঙ্গীকে উঠাইতে পারে ; কিন্তু ধিক্ তাহাকে, যে একাকী, কেননা সে পড়িলে তাহাকে তুলিতে পারে, এমন দোসর কেহই নাই। ১১ আবার দুই জন একত্র শয়ন করিলে উষ্ণ হয়, কিন্তু এক জন কেমন করিয়া উষ্ণ ১২ হইবে ? আর যে একাকী, তাহাকে যদ্যপি কেহ পরাস্ত করে, তথাপি দুই জন তাহার প্রতিরোধ করিবে, এবং ত্রিগুণ সূত্র শীঘ্র ছিঁড়ে না।

১৩ যে বৃদ্ধ হীনবুদ্ধি রাজা আর কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার অপেক্ষা বরং দরিদ্র জ্ঞানবান যুবক ১৪ ভাল। কেননা সে রাজা হইবার জন্য কারাগার হইতে নির্গত হইয়াছিল ; এমন কি, তাহার রাজ্যেও সে দীনাবস্থায় ১৫ জন্মিয়াছিল। আমি সূর্য্যের নীচে বিহার-

* (বা) কে জানে মনুষ্য-সন্তানদের আত্মা, যাহা ঊর্দ্ধগামী হয়, ও পশুর আত্মা, যাহা ভূমিতে অধোগামী হয় ?

কারী সমস্ত প্রাণীকে দেখিলাম, তাহারা সেই যুবকের, যে দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার ১৬ স্থানে উঠিল, তাহার সঙ্গী। সেই লোক-সমূহের, যাহাদের উপরে সে অধ্যক্ষ ছিল, তাহাদের সকলের সীমা নাই; তথাপি উত্তরকালীন লোকেরা সেই ব্যক্তিতে আনন্দ করিবে না। বস্তুতঃ ইহাও অসার ও বায়ুভক্ষণ মাত্র।

৫ তুমি ঈশ্বরের গৃহে গমন কালে তোমার চরণ সাবধানে রাখ; কারণ হীনবুদ্ধিদের ন্যায় বলিদান করা অপেক্ষা বরং শ্রবণার্থে উপস্থিত হওয়া ভাল; কেননা উহারা যে মন্দ কার্য্য করিতেছে, তাহা বুঝে না। ২ তুমি আপন মুখকে বেগে কথা কহিতে দিও না, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে কথা উচ্চারণ করিতে তোমার হৃদয় ত্বরান্বিত না হউক; কেননা ঈশ্বর স্বর্গে ও তুমি পৃথিবীতে, অতএব তোমার কথা অল্প ৩ হউক। কারণ স্বপ্ন বহুকষ্টসহ উপস্থিত হয়, আর হীনবুদ্ধির রব বহুবাক্যসহ ৪ উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের নিকটে মানত করিলে তাহা পরিশোধ করিতে বিলম্ব করিও না, কারণ হীনবুদ্ধি লোকদিগেতে তাঁহার সন্তোষ নাই; যাহা মানত করিবে, ৫ তাহা পরিশোধ করিও। মানত করিয়া না দেওয়া অপেক্ষা বরং তোমার মানত ৬ না করাই ভাল। তোমার মাংসকে পাপ করাইতে তোমার মুখকে দিও না; এবং "উহা ভ্রম," এমন কথা দূতের সাক্ষাতে বলিও না; ঈশ্বর কেন তোমার বাক্যে ক্রোধ করিয়া তোমার হস্তের কার্য্য নষ্ট ৭ করিবেন? বস্তুতঃ স্বপ্ন ও অসারতা বহুসংখ্যক, বাক্যেরও বাহুল্য আছে; কিন্তু তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর।

৮ তুমি দেশে দরিদ্রের পীড়ন, কিম্বা বিচারের ও ধার্ম্মিকতার খণ্ডন দেখিলে সেই ব্যাপারে চমৎকৃত হইও না, কেননা উচ্চপদান্বিত লোক অপেক্ষা উচ্চতর পদান্বিত এক রক্ষক আছেন; আবার যিনি ৯ উচ্চতম, তিনি উভয়ের কর্ত্তা। আর দেশের ফল সকলেরই জন্য; ভূমির দ্বারা রাজা সেবিত হন।

আভলাভে অসারতা।

১০ যে ব্যক্তি রৌপ্য ভালবাসে, সে রৌপ্যে তৃপ্ত হয় না; আর যে ব্যক্তি ধনরাশি ভালবাসে, সে ধনাগমে তৃপ্ত হয় না; ১১ ইহাও অসার। সম্পত্তি বাড়িলে ভোক্তাও বাড়ে; আর দৃষ্টিসুখ ব্যতীত সম্পত্তিতে ১২ স্বামীদের কি ফল দর্শে? শ্রমজীবী অধিক বা অল্প আহার করুক, নিদ্রা তাহার মিষ্ট লাগে; কিন্তু ধনবানের পূর্ণতা তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না।

১৩ সূর্য্যের নীচে আমি এই বিষম অনিষ্ট দেখিয়াছি যে, ধনস্বামীর অনিষ্টের জন্যই ১৪ ধন রক্ষিত হয়; আর দুর্ঘটনায় সেই ধনের ক্ষয় হয়, এবং পুত্রের জন্ম দিলে ১৫ তাহার হস্তে কিছুই নাই। সে মাতৃগর্ভ হইতে উলঙ্গ আইসে; যেমন আইসে তেমনি উলঙ্গই পুনরায় চলিয়া যায়; পরিশ্রম করিলেও সে যাহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে, এমন কিছুই নাই। ১৬ ইহাও বিষম অনিষ্ট; সে যেমন আইসে, সর্ব্বতোভাবে তেমনি যায়; অতএব বায়ুর নিমিত্ত পরিশ্রম করিলে পর তাহার ১৭ কি ফল দেখিবে? আর সে ত যাবজ্জীবন অন্ধকারে আহার করে, এবং তাহার বিষম বিরক্তি, পীড়া ও ক্রোধ উপস্থিত হয়।

১৮ দেখ, আমি দেখিয়াছি, ইহাই উত্তম

ও মনোরঞ্জক, ঈশ্বর মনুষ্যকে যে কয় দিন পরমায়ু দেন, সেই সমস্ত দিন সে যেন সূর্য্যের নীচে আপনার কর্ত্তব্য সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যে ভোজন পান ও সুখভোগ
১৯ করে, কারণ ইহাই তাহার অংশ। আবার ঈশ্বর যে কোন ব্যক্তিকে ধন-সম্পত্তি দান করেন, তাহাকে তাহা ভোগ করিতে, আপন অংশ লইতে ও আপন পরিশ্রমে আনন্দ করিতে ক্ষমতা দেন, ইহাই ঈশ্বরের দান।
২০ কারণ সে আপন পরমায়ুর দিন সকল তত স্মরণ করিবে না, কেননা ঈশ্বর তাহার হৃদয়ের আনন্দে তাহাকে উত্তর দেন।

৬ সূর্য্যের নীচে আমি একটা অনিষ্টের বিষয় দেখিয়াছি, তাহা মনুষ্যদের পক্ষে
২ ভারী; ঈশ্বর কোন ব্যক্তিকে এত ধন, সম্পত্তি ও গৌরব দেন যে, অভীষ্ট বস্তু সকলের মধ্যে তাহার প্রাণের জন্য কিছুই অনটন থাকে না, তথাচ ঈশ্বর তাহা ভোগ করিবার ক্ষমতা তাহাকে দেন না, কিন্তু অপর লোক তাহা ভোগ করে; ইহা
৩ অসার ও অনিষ্টকর ব্যাধি। কোন ব্যক্তি যদি এক শত পুত্রের জন্ম দিয়া অনেক বৎসর বাঁচিয়া দীর্ঘজীবী হয়, কিন্তু তাহার প্রাণ যদি মঙ্গলে তৃপ্ত না হয়, এবং তাহার কবরও যদি না হয়, তবে আমি বলি, তাহা হইতে বরং গর্ব্ভস্রাবও ভাল।
৪ কেননা তাহা বাষ্পবৎ আইসে, ও অন্ধকারে চলিয়া যায়, ও তাহার নাম অন্ধকারে
৫ ঢাকা পড়ে; আবার তাহা সূর্য্য দেখে নাই ও কিছুই জানে নাই; ঐ মনুষ্য
৬ অপেক্ষা ইহাই বিশ্রামযুক্ত। সে যদ্যপি দ্বিসহস্র বৎসর জীবিত থাকে, এবং কিছু মঙ্গল ভোগ না করে, [তবে কি?] সকলই কি এক স্থানে যায় না?
৭ মানুষের সমস্ত পরিশ্রম তাহার মুখের জন্য, তথাপি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না।
৮ বস্তুতঃ হীনবুদ্ধি অপেক্ষা জ্ঞানবানের কি উৎকর্ষ? আর জীবিতদের সাক্ষাতে চলিতে জানে এমন দুঃখী লোকেরই বা কি উৎ-
৯ কর্ষ? দৃষ্টিসুখ যত ভাল, প্রাণের লালসা তত ভাল নহে; ইহাও অসার ও বায়ুভক্ষণ মাত্র।
১০ যাহা হইয়াছে, অনেক দিন হইল তাহার নামকরণ হইয়াছিল, কারণ সকলে জানে যে, সে মনুষ্য*, এবং আপনা অপেক্ষা পরাক্রান্ত লোকের সহিত বিতণ্ডা
১১ করিতে সে অপারক। যাহাতে অসারতা বাড়ে, এমন অনেক কথা আছে, তাহাতে
১২ মানুষের কি উৎকর্ষ? বস্তুতঃ জীবনকালে মনুষ্যের মঙ্গল কি, তাহা কে জানে? তাহার অসার জীবনকাল ত সে ছায়ার ন্যায় যাপন করে; আর মনুষ্যের পরে সূর্য্যের নীচে কি ঘটিবে, তাহা তাহাকে কে জানাইতে পারে?

ভিন্ন ভিন্ন নীতি কথা।

৭ উৎকৃষ্ট তৈল অপেক্ষা সুখ্যাতি ভাল, এবং জন্মদিন অপেক্ষা মরণদিন ভাল।
২ ভোজের গৃহে যাওয়া অপেক্ষা বিলাপ-গৃহে যাওয়া ভাল, কেননা তাহা সকল মনুষ্যের শেষগতি, এবং জীবিত লোক তাহাতে
৩ মনোনিবেশ করিবে। হাস্য হইতে মনস্তাপ ভাল, কারণ মুখের বিষণ্ণতায় হৃদয়
৪ প্রসন্ন হয়। জ্ঞানবানদের হৃদয় বিলাপগৃহে থাকে, কিন্তু হীনবুদ্ধিদের হৃদয়
৫ আমোদ-গৃহে থাকে। হীনবুদ্ধিদের গীত শ্রবণ অপেক্ষা জ্ঞানবানের ভর্ৎসনা শ্রবণ
৬ ভাল। কেননা যেমন হাঁড়ীর নীচে কাঁটার শব্দ, তেমনি হীনবুদ্ধির হাস্য; ইহাও

* (ইব্র) আদম। আদিপুস্তক ২; ৭ দেখ।

৭ অসার। উপদ্রব জ্ঞানবানকে ক্ষিপ্ত করে, ৮ এবং উৎকোচ বুদ্ধি নষ্ট করে। কার্য্যের আরম্ভ হইতে তাহার অন্ত ভাল, এবং ৯ গর্ব্বিতাত্মা অপেক্ষা ধীরাত্মা ভাল। তোমার আত্মাকে সত্বর বিরক্ত হইতে দিও না, কেননা হীনবুদ্ধি লোকদেরই বক্ষঃ বিরক্তির ১০ আশ্রয়। তুমি বলিও না, বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা পূর্ব্বকাল কেন ভাল ছিল? কেননা এ বিষয়ে তোমার জিজ্ঞাসা করা ১১ প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন হয় না। পৈতৃক ধনের ন্যায় প্রজ্ঞা ভাল; তাহা সূর্য্যদর্শী ১২ লোকদের পক্ষে আরও উৎকৃষ্ট। কেননা প্রজ্ঞা আশ্রয়, ধনও আশ্রয় বটে, কিন্তু জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা এই যে, প্রজ্ঞা আপন ১৩ অধিকারীর জীবন রক্ষা করে। ঈশ্বরের কার্য্য নিরীক্ষণ কর, কারণ তিনি যাহা বক্র করিয়াছেন, তাহা সরল করিতে কাহার ১৪ সাধ্য? সুখের দিনে সুখী হও, এবং দুঃখের দিনে দেখ, ঈশ্বর ইহা ও উহা পার্শ্বাপার্শ্বি রাখিয়াছেন, অভিপ্রায় এই, তাহার পর কি ঘটিবে, তাহার কিছুই যেন মনুষ্য জানিতে না পারে।

১৫ আমি আপন অসারতার কালে এই সমস্তই দেখিয়াছি; কোন ধার্ম্মিক লোক নিজ ধার্ম্মিকতায় বিনষ্ট হয়, এবং কোন দুষ্ট লোক নিজ দুষ্টতায় দীর্ঘ কাল যাপন ১৬ করে। অতি ধার্ম্মিক হইও না, ও আপনাকে অতিশয় জ্ঞানবান দেখাইও না; ১৭ কেন আপনাকে নষ্ট করিবে? অতি দুষ্ট হইও না, অজ্ঞানও হইও না; তোমার ১৮ সময় না হইতে কেন মরিবে? তুমি যদি ইহা ধরিয়া রাখ, এবং উহা হইতেও হস্ত নিবৃত্ত না কর, তবে ভাল; কেননা যে ঈশ্বরকে ভয় করে, সে ঐ সকল হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

১৯ জ্ঞানবানকে প্রজ্ঞা যত বলবান করে, নগরস্থ দশ জন পরাক্রমী তত করে না। ২০ এমন ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীতে নাই, যে ২১ সৎকর্ম্ম করে, পাপ করে না। যত কথা বলা যায়, সকল কথায় মন দিও না; দিলে হয় ত শুনিবে, তোমার দাস ২২ তোমাকে শাপ দিতেছে। কেননা তুমিও অন্যকে পুনঃ পুনঃ শাপ দিয়াছ, তাহা তোমার মন জ্ঞাত আছে।

প্রজ্ঞার অন্বেষণ।

২৩ আমি প্রজ্ঞা দ্বারা এ সকলের পরীক্ষা করিলাম; আমি কহিলাম, জ্ঞানবান হইব, কিন্তু জ্ঞান আমা হইতে দূরে ছিল। ২৪ যাহা আছে, তাহা দূরে রহিয়াছে; তাহা গভীর, গভীর, কে তাহা পাইতে পারে? ২৫ আমি ফিরিলাম, ও মনোনিবেশ করিলাম, যেন জানিতে ও অনুসন্ধান করিতে পারি, প্রজ্ঞা ও তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে পারি, জানিতে পারি যে, দুষ্টতা হীনবুদ্ধিতা মাত্র, ২৬ আর অজ্ঞানতা ক্ষিপ্ততা মাত্র। তাহাতে মৃত্যু অপেক্ষাও তীব্র পদার্থ পাইলাম, অর্থাৎ সেই স্ত্রীলোক, যাহার অন্তঃকরণ ফাঁদ ও জাল, ও হস্ত শৃঙ্খলস্বরূপ; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রীতিজনক, সে তাহা হইতে রক্ষা পাইবে, কিন্তু পাপী তাহার ২৭ দ্বারা ধৃত হইবে। উপদেশক কহিতেছেন, দেখ, তত্ত্ব পাইবার জন্য একটীর পরে আর একটী বিবেচনা করিয়া আমি ২৮ ইহা পাইয়াছি। আমার মন এখনও যাহার অন্বেষণ করিয়া আসিতেছে, তাহা আমি পাই নাই; সহস্রের মধ্যে এক পুরুষকে পাইয়াছি; কিন্তু সেই সকলের মধ্যে একটী স্ত্রীলোককেও পাই নাই। ২৯ দেখ, কেবল ইহাই জানিতে পাইয়াছি

যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে সরল করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা অনেক কল্পনার অন্বেষণ করিয়া লইয়াছে।

সাংসারিক বিষয়ের অসারতা।

৮ জ্ঞানবানের তুল্য কে? কে বাক্যের ভাবার্থ জানে? মানুষের প্রজ্ঞা তাহার মুখ উজ্জ্বল করে, এবং তাহার মুখের ২ কঠিনতা পরিবর্ত্তন হয়। আমার পরামর্শ এই, তুমি রাজার আজ্ঞা পালন কর; ঈশ্বরের [সাক্ষাতে কৃত] শপথ প্রযুক্তই ৩ তাহা কর। তাঁহার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে ত্বরান্বিত হইও না; মন্দ বিষয়ে লিপ্ত থাকিও না; কেননা তিনি যাহা ৪ ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। কারণ রাজার বাক্য পরাক্রমবিশিষ্ট, আর 'তুমি কি করিতেছ?' এমন কথা তাঁহাকে কে ৫ বলিতে পারে? যে ব্যক্তি আজ্ঞা পালন করে, সে কোন মন্দ বিষয় জানিবে না; আর জ্ঞানবানের মন সময় ও বিচার ৬ জানে। বস্তুতঃ সমস্ত ব্যাপারের জন্য সময় ও বিচার আছে; কারণ মানুষের ৭ দুঃখ তাহার পক্ষে অতিমাত্র। কেননা কি ঘটিবে, তাহা সে জানে না; কি প্রকারেই বা ঘটিবে, তাহা তাহাকে কে ৮ জ্ঞাত করিতে পারে? আত্মা রাখিতে আত্মার* উপরে কোন মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব নাই, এবং মরণদিনের উপরে কর্ত্তৃত্ব কাহারও নাই, এবং [সেই] যুদ্ধে ছুটী সম্ভবে না, আর দুষ্টতা দুষ্টকে বাঁচাইবে না।

৯ আমি এই সকলই দেখিয়াছি, ও সূর্য্যের নীচে যে সকল কার্য্য করা যায়, তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছি; কোন কোন সময়ে এক জন অন্যের উপরে তাহার অমঙ্গলার্থে কর্ত্তৃত্ব করে। ১০ অধিকন্তু আমি দেখিয়াছি, দুষ্টগণ কবর-প্রাপ্ত হইল, [সমাধি মধ্যে] প্রবেশ করিল; কিন্তু যাহারা সদাচরণ করিয়াছিল, তাহারা পবিত্র স্থান হইতে চলিয়া গেল, এবং নগরে লোকে তাহাদিগকে ১১ ভুলিয়া গেল; ইহাও অসার। দুষ্কর্ম্মের দণ্ডাজ্ঞা ত্বরায় সিদ্ধ হয় না, এই কারণ মনুষ্যসন্তানদের অন্তঃকরণ দুষ্কর্ম্ম করিতে ১২ সম্পূর্ণরূপে রত হয়। পাপী যদ্যপি শত বার দুষ্কর্ম্ম করিয়া দীর্ঘকাল থাকে, তথাপি আমি নিশ্চয় জানি, ঈশ্বর-ভীত লোকদের, যাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভীত হয়, তাহা-১৩ দের মঙ্গল হইবে; কিন্তু দুষ্ট লোকের মঙ্গল হইবে না, ও সে দীর্ঘকাল থাকিবে না; তাহার আয়ু ছায়াস্বরূপ; কারণ সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভীত হয় না।

১৪ পৃথিবীতে এই অসারতা সাধিত হয়; এমন ধার্ম্মিক লোক আছে, যাহাদের প্রতি দুষ্টদের কর্ম্মানুযায়ী ফল ঘটে; আবার এমন দুষ্ট লোক আছে, যাহাদের প্রতি ধার্ম্মিকদের কর্ম্মানুযায়ী ফল ঘটে; ১৫ আমি কহিলাম, ইহাও অসার। তখন আমি আমোদের প্রশংসা করিলাম, কেননা ভোজন পান ও আমোদ করণ ব্যতীত সূর্য্যের নীচে মানুষের আর ভাল কিছু নাই; সূর্য্যের নীচে ঈশ্বরদত্ত তাহার জীবনকালে উহাই তাহার পরিশ্রমে তাহার সহবর্ত্তী হইবে।

১৬ আমি যখন প্রজ্ঞার তত্ত্ব জানিতে এবং পৃথিবীতে যে কষ্ট ঘটে, তাহা দেখিতে ১৭ মনোনিবেশ করিলাম,—দিবারাত্র ত মনুষ্যের চক্ষু নিদ্রা দেখে না—তখন ঈশ্বরের সমস্ত কার্য্যের বিষয়ে ইহা দেখিলাম, সূর্য্যের নীচে যে কার্য্য সাধন করা

* (বা) বায়ু রুদ্ধ করিতে বায়ুর।

যায়, মনুষ্য তাহার তত্ত্ব পাইতে পারে না; কারণ যদ্যপি মনুষ্য তাহার অনুসন্ধানের জন্য পরিশ্রম করে, তথাপি তাহার তত্ত্ব পাইতে পারে না; এমন কি, জ্ঞানবান লোকেও যদি বলে, জানিতে পাইব, তবু তাহার তত্ত্ব পাইতে পারিবে না।

৯ বস্তুতঃ আমি এই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য এই সমস্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করিলাম; ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান লোকেরা এবং তাহাদের কার্য্য সকল ঈশ্বরের হস্তগত; প্রেম কি ঘৃণা, তাহা মনুষ্য জানে না; সমস্তই তাহাদের ২ সম্মুখে। সকলের প্রতি নির্ব্বিশেষে সকলই ঘটে; ধার্ম্মিক কি দুষ্ট, এবং ভাল * ও শুচি কি অশুচি, এবং যজ্ঞকারী কি অযজ্ঞকারী, সকলের প্রতি একরূপ ঘটনা হয়; ভাল যেমন, পাপীও তেমনি, এবং শপথকারী যেমন, শপথে ৩ ভয়কারীও তেমনি। সূর্য্যের নীচে যত কার্য্য করা যায়, তাহার মধ্যে ইহা দুঃখের বিষয় যে, সকলের প্রতি একরূপ ঘটনা হয়; অধিকন্তু মনুষ্য-সন্তানদের অন্তঃকরণ দুষ্টতায় পরিপূর্ণ, এবং যাবজ্জীবন ক্ষিপ্ততা তাহাদের হৃদয়মধ্যে থাকে, পরে তাহারা মৃতদের নিকটে যায়। ৪ কারণ কে অব্যাহতি পায়? সমস্ত জীবিত লোকের মধ্যে প্রত্যাশা আছে, কেননা মৃত সিংহ অপেক্ষা বরং জীবিত ৫ কুকুর ভাল। কারণ জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না, এবং তাহাদের আর কোন ফলও হয় না, কারণ লোকে তাহা-৬ দের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রেম, তাহাদের দ্বেষ ও তাহাদের ঈর্ষা সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; সূর্য্যের নীচে যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহাতে কোন কালেও তাহাদের আর কোন অধিকার হইবে না।

৭ তুমি যাও, আনন্দপূর্ব্বক তোমার খাদ্য ভোজন কর, হৃষ্টচিত্তে তোমার দ্রাক্ষারস পান কর, কেননা ঈশ্বর পূর্ব্বাবধি তোমার কার্য্য গ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন। ৮ তোমার বস্ত্র সর্ব্বদা শুক্লবর্ণ থাকুক, তোমার মস্তকে তৈলের অভাব না হউক। ৯ সূর্য্যের নীচে ঈশ্বর তোমাকে অসার জীবনের যত দিন দিয়াছেন, তোমার সেই সমস্ত অসার দিন থাকিতে তুমি আপন প্রিয়া ভার্য্যার সহিত সুখে জীবন যাপন কর, কেননা জীবনের মধ্যে, এবং তুমি সূর্য্যের নীচে যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইতেছ, তাহার মধ্যে ইহাই তোমার ১০ অধিকার। তোমার হস্ত যে কোন কার্য্য করিতে পায়, তোমার শক্তির সহিত তাহা কর; কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই পাতালে কোন কার্য্য কি সঙ্কল্প, কি বিদ্যা কি প্রজ্ঞা, কিছুই নাই।

১১ আমি ফিরিলাম, ও সূর্য্যের নীচে দেখিলাম যে, দ্রুতগামীদের দ্রুতগমন, কি বীরদের যুদ্ধ, কি জ্ঞানবানদের অন্ন, কি বুদ্ধিমানদের ধন, কি বিজ্ঞদেরই অনুগ্রহলাভ হয়, এমন নয়, কিন্তু সকলের প্রতি ১২ কাল ও দৈব ঘটে। বাস্তবিক মনুষ্যও আপনার কাল জানে না; যেমন মৎস্যগণ অশুভ জালে ধৃত হয়, কিম্বা যেমন পক্ষিগণ ফাঁদে ধৃত হয়, তেমনি মনুষ্যসন্তানেরা অশুভকালে ধরা পড়ে, তাহা ত হঠাৎ তাহাদের উপরে পড়িয়া থাকে।

১৩ আবার আমি প্রজ্ঞাকে সূর্য্যের নীচে এইরূপে দেখিয়াছি, আর তাহা আমার

* (বা) ভাল কি মন্দ।

১৪ দৃষ্টিতে মহৎ বোধ হইল। একটী ক্ষুদ্র নগর ছিল, তাহাতে লোক অল্প ছিল; পরে মহান্ কোন রাজা আসিয়া তাহা বেষ্টন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বড় বড় ১৫ দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। আর ঐ নগরের মধ্যে এক জন জ্ঞানবান দরিদ্র লোককে পাওয়া গেল; সে আপন প্রজ্ঞা দ্বারা নগরটী রক্ষা করিল, কিন্তু সেই দরিদ্র লোকটীকে কেহই স্মরণ করিল না। ১৬ তখন আমি কহিলাম, পরাক্রম হইতে প্রজ্ঞা উত্তম, তথাপি দরিদ্রের প্রজ্ঞাকে তুচ্ছ করা হয়, ও তাহার কথা কেহ শুনে না।

ভিন্ন ভিন্ন নীতি কথা।

১৭ হীনবুদ্ধিদের মধ্যে কর্ত্তৃত্বকারীর চীৎকার অপেক্ষা জ্ঞানবানদের কথা শান্তি- ১৮ স্থানে অধিক শ্রুত হয়। যুদ্ধাস্ত্র অপেক্ষাও প্রজ্ঞা উত্তম, কিন্তু এক জন পাপী বহু মঙ্গল নষ্ট করে।

১০ মৃত মক্ষিকাদের দ্বারা বণিকের সুগন্ধি তৈল দুর্গন্ধ হয় ও মাতিয়া উঠে; প্রজ্ঞা ও সম্মান অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানতা ২ গুরুভার। জ্ঞানবানের হৃদয় তাহার দক্ষিণে, কিন্তু হীনবুদ্ধির হৃদয় তাহার ৩ বামে থাকে। আবার পথে চলিবার সময়েও অজ্ঞানের হৃদয় শূন্য, আর সে প্রত্যেক জনকে বলে যে, সে অজ্ঞান। ৪ যদ্যপি তোমার উপরে শাসনকর্ত্তার মনে বিরুদ্ধ ভাব জন্মে, তথাপি তোমার স্থান ছাড়িও না, কেননা শান্তভাব বড় বড় পাপ ক্ষান্ত করে।

৫ আমি সূর্য্যের নীচে এক মন্দ বিষয় দেখিয়াছি, তাহা শাসনকর্ত্তার সম্মুখে ৬ উৎপন্ন ভ্রমের ন্যায় দেখায়; অজ্ঞানতা অতি উচ্চপদে স্থাপিত হয়, এবং ধন- ৭ বানেরা নীচ পদে বসে। আমি দাসদিগকে ঘোড়ার উপরে, এবং অধিপতিদিগকে দাসের ন্যায় পায়ে হাঁটিয়া চলিতে দেখিয়াছি।

৮ যে খাত খনন করে, সে তাহার মধ্যে পড়িবে; ও যে ব্যক্তি বেড়া ভাঙ্গিয়া ৯ ফেলে, সর্পে তাহাকে কামড়াইবে। যে ব্যক্তি প্রস্তর সরায়, সে তাহাতেই ব্যথা পাইবে; ও যে ব্যক্তি কাষ্ঠ চিরে, সে ১০ তাহাতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে। লৌহ ভোঁতা হইলে ও তাহাতে ধার না দিলে তাহা চালাইতে অধিক বল লাগে, কিন্তু প্রজ্ঞাই ১১ কৃতকার্য্য হইবার উপযুক্ত উপায়। মন্ত্রমুগ্ধ হইবার পূর্ব্বে যদি সর্পে দংশন করে, তবে মন্ত্রপাঠকের দ্বারা কিছু ফল নাই।

১২ জ্ঞানবানের মুখনির্গত বাক্য অনুগ্রহজনক, কিন্তু হীনবুদ্ধির নিজ ওষ্ঠ তাহাকে ১৩ গ্রাস করে। তাহার মুখনির্গত কথার আরম্ভই অজ্ঞানতা, ও তাহার মুখের শেষ- ১৪ ফল দুঃখদায়ক প্রলাপ। অজ্ঞান লোক অনেক কথা কহে; কিন্তু কি হইবে, তাহা মনুষ্য জানে না; এবং তাহার পরে কি হইবে, তাহা তাহাকে কে জানাইতে ১৫ পারে? হীনবুদ্ধি লোকের পরিশ্রম তাহাকে ক্লান্ত করে, কেননা নগরে কিরূপে যাইতে হয়, তাহা সে জানে না।

১৬ হে দেশ, ধিক্ তোমাকে, যদি তোমার রাজা বালক হন, ও তোমার অধ্যক্ষগণ ১৭ যদি প্রত্যূষে ভোজন করেন। হে দেশ, ধন্য তুমি, যদি কুলীন-পুত্র তোমার রাজা হন, এবং তোমার অধ্যক্ষগণ উপযুক্ত সময়ে ভোজন করেন, বলবৃদ্ধির নিমিত্ত, ১৮ মত্ততার নিমিত্ত নয়। আলস্য দ্বারা ছাদ বসিয়া যায়, ও হস্তের শৈথিল্যে ঘরে

১৯ জল পড়ে। হাস্যের নিমিত্ত ভোজ প্রস্তুত করা হয়, এবং দ্রাক্ষারস জীবন আনন্দযুক্ত করে, আর রৌপ্য সকলই ২০ যোগায়। মনের মধ্যেও রাজাকে শাপ দিও না, আপনার শয়নাগারে ধনীকে শাপ দিও না; কেননা শূন্যের পক্ষী সেই শব্দ লইয়া যাইবে; যে পক্ষধারী, সে সেই কথা জ্ঞাত করিবে।

১১ তুমি জলের উপরে আপন ভক্ষ্য ছড়াইয়া দেও, কেননা অনেক দিনের ২ পরে তাহা পাইবে। সাত জনকে, এমন কি, আট জনকেও অংশ বিতরণ কর, কেননা পৃথিবীতে কি আপদ ঘটিবে, ৩ তাহা তুমি জান না। মেঘ সকল যখন বৃষ্টিতে পূর্ণ হয়, তখন ভূতলে জল সেচন করে; এবং বৃক্ষ যখন দক্ষিণে কিম্বা উত্তরে পড়ে, তখন সেই বৃক্ষ যে দিকে ৪ পড়ে, সে সেই দিকে থাকে। যে জন বায়ু মানে, সে বীজ বপন করিবে না; এবং যে জন মেঘ দেখে, সে শস্য ৫ কাটিবে না। বায়ুর * গতি ও গর্ব্ভবতীর উদরস্থ অস্থির বৃদ্ধি যেমন তুমি জান না, তেমনি সর্ব্বসাধক ঈশ্বরের কার্য্যও তুমি ৬ জান না। তুমি প্রাতঃকালে আপন বীজ বপন কর, এবং সায়ংকালেও হস্ত নিবৃত্ত করিও না। কেননা ইহা কিম্বা উহা, কোন্‌টা সফল হইবে, কিম্বা উভয় সমভাবে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা তুমি জান ৭ না। সত্যই, আলো মিষ্ট, এবং চক্ষুর ৮ পক্ষে সূর্য্যদর্শন ভাল। কোন মনুষ্য যদি অনেক বৎসর জীবিত থাকে, তবে সেই সকলে আনন্দ করুক, কিন্তু অন্ধকারের দিন সকল মনে রাখুক; কেননা সেই সকল দিন অনেক হইবে। যাহা যাহা ঘটে, সে সকলই অসার।

যৌবনকালে ঈশ্বরের প্রতি মন দিতে উপদেশ।

৯ হে যুবক, তুমি তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর, যৌবনকালে তোমার হৃদয় তোমাকে আহ্লাদিত করুক, তুমি তোমার মনোগত পথসমূহে ও তোমার চক্ষুর দৃষ্টিতে চল; কিন্তু জানিও, ঈশ্বর এই সকল ধরিয়া তোমাকে বিচারে আনিবেন। ১০ অতএব তোমার হৃদয় হইতে বিরক্তি দূর কর, শরীর হইতে দুঃখ অপসারণ কর, কেননা তরুণ বয়স ও জীবনের অরুণোদয়কাল অসার।

১২ আর তুমি যৌবনকালে আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ কর, যেহেতু দুঃসময় আসিতেছে, এবং সেই বৎসর সকল সন্নিকট হইতেছে, যখন তুমি বলিবে, ইহাতে আমার ২ প্রীতি নাই। তৎকালে সূর্য্য, দীপ্তি, চন্দ্র ও তারাগণ অন্ধকারময় হইবে, এবং বৃষ্টির পরে পুনর্ব্বার মেঘ ফিরিয়া আসিবে। ৩ সেই দিনে গৃহের রক্ষকেরা কম্পিত হইবে, পরাক্রমী ব্যক্তিগণ নত হইবে, ও পেষণকারী লোকেরা অল্প হইয়াছে বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবে, এবং গবাক্ষ দিয়া দর্শন৪ কারিণীরা অন্ধীভূতা হইবে; আর পথের দিকের দ্বার রুদ্ধ হইবে; তখন যাঁতার শব্দ অতি সূক্ষ্ম হইবে, এবং পক্ষীর রবে লোকে উঠিয়া দাঁড়াইবে, ও বাদ্যকারিণী ৫ কন্যারা সকলে ক্ষীণ হইবে; আবার লোকে উচ্চস্থান হইতে ভীত হইবে, ও পথে ত্রাস হইবে, কদম্ব পুষ্পিত হইবে, ফড়িঙ্গ অতি কষ্টে চলিবে, * ও কামনা

* (বা) আত্মার।

* (বা) ফড়িঙ্গ ভারী হইবে।

নিস্তেজ হইবে; কেননা মানুষ আপন নিত্যস্থায়ী নিবাসে চলিয়া যাইবে ও বিলাপকারীরা পথে পথে বেড়াইবে।
৬ সেই সময়ে রৌপ্যের তার খুলিয়া যাইবে, সুবর্ণের পানপাত্র ভাঙ্গিবে, এবং উনুইর ধারে কলস খণ্ড খণ্ড হইবে, ও কূপে
৭ চক্র ভগ্ন হইবে। আর ধূলি পূর্ব্ববৎ মৃত্তিকাতে প্রতিগমন করিবে; এবং আত্মা যাঁহার দান, সেই ঈশ্বরের কাছে প্রতি-
৮ গমন করিবে। উপদেশক কহিতেছেন, অসারের অসার, সকলই অসার।

উপসংহার।

৯ শেষ কথা, উপদেশক জ্ঞানবান ছিলেন; তাই তিনি লোকদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেন, এবং মনোনিবেশ ও বিবেচনা করিতেন, অনেক প্রবাদ বিন্যাস করি-
১০ তেন। উপদেশক মনোহর বাক্য, এবং যাহা সরলভাবে লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ সত্যের বাক্য, প্রাপ্ত হইবার জন্য অনুসন্ধান করিতেন।
১১ জ্ঞানবানদের বাক্য সরল অঙ্কুশস্বরূপ, ও সভাপতিগণের [বাক্য] পোতা গোঁজস্বরূপ, তাহারা একই পালক দ্বারা দত্ত হইয়াছে। আর শেষ কথা এই, হে বৎস, তুমি এই সকল হইতে উপদেশ
১২ গ্রহণ কর; বহুপুস্তক রচনার শেষ হয় না, এবং অধ্যয়নের আধিক্যে শরীরের ক্লান্তি হয়।
১৩ আইস, আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার শুনি; ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর, কেননা
১৪ ইহাই সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য *। কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম্ম এবং ভাল হউক, কি মন্দ হউক, সমস্ত গুপ্ত বিষয়, বিচারে আনিবেন।

শলোমনের পরমগীত

১ ১ পরমগীত; ইহা শলোমনের।

২ তিনি নিজ মুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন;
কারণ তোমার প্রেম দ্রাক্ষারস হইতেও উত্তম।
৩ তোমার সুগন্ধি তৈল সৌরভে উৎকৃষ্ট;
তোমার নাম সেচিত সুগন্ধি তৈলস্বরূপ;
এই জন্যই কুমারীগণ তোমাকে প্রেম করে।
৪ আমাকে আকর্ষণ কর।
আমরা তোমার পশ্চাতে দৌড়িব।
রাজা আপন অন্তঃপুরে আমাকে আনিয়াছেন।
আমরা তোমাতে উল্লাসিতা হইব, আনন্দ করিব,
দ্রাক্ষারস হইতেও তোমার প্রেমের অধিক উল্লেখ করিব;
লোকে ন্যায়তঃ তোমাকে প্রেম করে।
৫ অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ।
আমি কৃষ্ণবর্ণা, কিন্তু সুন্দরী,
কেদরের তাম্বুর ন্যায়, শলোমনের যবনিকার ন্যায়।
৬ তোমরা আমার প্রতি এরূপ ভাবে করিও না যে, আমি কৃষ্ণবর্ণা,

* (বা) মনুষ্যের সমস্ত কর্ত্তব্য। (ইব্র) ইহাই মনুষ্যের সমষ্টি।

যে সূর্য্যই আমাকে বিবর্ণা করিয়াছে।
আমার মাতৃপুত্রগণ আমার প্রতি কুপিত হইল,
আমাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকলের রক্ষিকা করিল,
আমার নিজ দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমি রক্ষা করি নাই।

৭ হে আমার প্রাণ-প্রিয়তম! আমাকে বল,
তুমি [পাল] কোথায় চরাইতেছ? মধ্যাহ্ন-কালে কোথায় শয়ন করাইতেছ?
আমি কেন অবগুণ্ঠনবতীর ন্যায় হইব,
তোমার সখাদের পালের নিকটে?

---

৮ অয়ি নারীকুল-সুন্দরি! তুমি যদি না জান,
তবে পালের পদচিহ্ন ধরিয়া গমন কর,
এবং পালকদের তাম্বুগুলির নিকটে তোমার ছাগবৎসদিগকে চরাও।

৯ ফরৌণের রথের এক অশ্বিনীর সহিত,
অয়ি মম প্রিয়তমে! আমি তোমার তুলনা করিয়াছি।

১০ বেণী দ্বারা তোমার কপোলযুগল,
হার দ্বারা তোমার কণ্ঠদেশ, শোভাযুক্ত হইতেছে।

১১ আমরা তোমার জন্য সুবর্ণ-বেণী প্রস্তুত করিব,
তাহা রৌপ্যের গ্রন্থিবিশিষ্ট হইবে।

১২ যখন রাজা সভায় বসিলেন,
আমার জটামাংসীর সৌরভ বিস্তারিত হইল।

১৩ আমার প্রিয় আমার কাছে গন্ধরস-তরু-গুচ্ছবৎ,
যাহা আমার কুচযুগের মধ্যে থাকে।

১৪ আমার প্রিয় আমার কাছে মেঁদির পুষ্প-গুচ্ছবৎ,
যাহা ঐন্-গদীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে জন্মে।

---

১৫ দেখ, তুমি সুন্দরী, অয়ি মম প্রিয়ে!
দেখ, তুমি সুন্দরী,
তোমার নয়নযুগল কপোতের সদৃশ।

---

১৬ হে আমার প্রিয়! দেখ, তুমি সুন্দর,
হাঁ, তুমি মনোহর,
আর আমাদের শয্যা হরিদ্বর্ণ।

১৭ এরস বৃক্ষ আমাদের গৃহের কড়িকাষ্ঠ,
দেবদারু আমাদের বরগা।

২ আমি শারোণের গোলাপ,
তলভূমির শোশন পুষ্প।

২ যেমন কণ্টকবনের মধ্যে শোশন পুষ্প,
তেমনি যুবতীগণের মধ্যে আমার প্রিয়া।

---

৩ যেমন বনতরুগণের মধ্যে নাগরঙ্গবৃক্ষ,
তেমনি যুবকগণের মধ্যে আমার প্রিয়;
আমি পরমহর্ষে তাঁহার ছায়াতে বসিলাম,
তাঁহার ফল আমার মুখে সুস্বাদু লাগিল।

৪ তিনি আমাকে পান-শালাতে লইয়া গেলেন,
আমার উপরে প্রেমই তাঁহার পতাকা হইল।

৫ তোমরা দ্রাক্ষাপূপ দ্বারা আমাকে সুস্থির কর, নাগরঙ্গ দ্বারা আমার প্রাণ যুড়াও;
কেননা আমি প্রেম-পীড়িতা।

৬ তাঁহার বাম হস্ত আমার মস্তকের নীচে, থাকে,
তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমাকে আলিঙ্গন করে।

৭ অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ! আমি তোমাদিগকে দিব্য দিয়া বলিতেছি,

মৃগী ও মাঠের হরিণীদিগের দিব্য দিয়া
বলিতেছি,
তোমরা প্রেমকে * জাগাইও না, উত্তেজনা
করিও না,
যে পর্য্যন্ত তাহার বাসনা না হয়।

৮ ঐ মম প্রিয়ের রব! দেখ, তিনি
আসিতেছেন,
পর্ব্বতগণের উপর দিয়া, উপপর্ব্বতগণের
উপর দিয়া লম্ফে ঝম্ফে আসিতেছেন।
৯ আমার প্রিয় মৃগের ও হরিণশাবকের সদৃশ ;
দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পশ্চাতে
দাঁড়াইয়া আছেন,
বাতায়ন দিয়া উকি মারিতেছেন,
জাল দিয়া কটাক্ষ করিতেছেন।
১০ আমার প্রিয় কথা কহিলেন, আমাকে
বলিলেন,
'অয়ি মম প্রিয়ে! উঠ ; অয়ি মম
সুন্দরি! এস ;
১১ কারণ দেখ, শীতকাল অতীত হইয়াছে,
বর্ষা শেষ হইয়াছে, চলিয়া গিয়াছে,
১২ ক্ষেত্রে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে,
[পক্ষিগণের] গানের সময় হইয়াছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর রব শুনা যাইতেছে।
১৩ ডুমুর গাছের ফল রসযুক্ত হইতেছে,
দ্রাক্ষালতা সকল মুকুলিত হইয়াছে,
সেগুলি সৌরভ বিস্তার করিতেছে।
অয়ি মম প্রিয়ে! উঠ ; অয়ি মম সুন্দরি!
এস।
১৪ অয়ি মম কপোতি! তুমি শৈলের ফাটালে,
ভূধরের গুপ্ত স্থানে রহিয়াছ,
আমাকে তোমার রূপ দেখিতে দেও,
তোমার স্বর শুনিতে দেও,
কেননা তোমার স্বর মিষ্ট ও তোমার
রূপ মনোহর।'

১৫ তোমরা আমাদের নিমিত্ত সেই শৃগাল-
দিগকে, ক্ষুদ্র শৃগালদিগকে ধর,
যাহারা দ্রাক্ষার উদ্যান সকল নষ্ট করে ;
কারণ আমাদের দ্রাক্ষার উদ্যান সকল
মুকুলিত হইয়াছে।

১৬ আমার প্রিয় আমারই, আর আমি তাঁহারই ;
তিনি শোশন পুষ্পবনে [আপন পাল]
চরান।
১৭ যাবৎ দিবস শীতল না হয়, ও ছায়া
সকল পলায়ন না করে,
হে আমার প্রিয়! তাবৎ তুমি ফিরিয়া
আইস,
আর মৃগের কিম্বা হরিণশাবকের সদৃশ হও,
বেথর পর্ব্বতশ্রেণীর * উপরে।

৩ রাত্রিকালে আমি আমার শয্যায় আমার
প্রাণ-প্রিয়তমের অন্বেষণ করিতেছিলাম,
অন্বেষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে
পাইলাম না।
২ [বলিলাম], আমি এখন উঠিয়া নগরে
ভ্রমণ করিব,
গলিতে গলিতে ও চকে চকে ভ্রমণ করিব,
আমার প্রাণ-প্রিয়তমের অন্বেষণ করিব ;
অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে
পাইলাম না।
৩ নগরে ভ্রমণকারী প্রহরীরা আমাকে
দেখিতে পাইল,
[আমি বলিলাম], তোমরা কি আমার
প্রাণ-প্রিয়তমকে দেখিয়াছ?
৪ আমি তাহাদের নিকট হইতে একটু অগ্র-
সর হইলাম,

* (বা) আমার প্রিয়াকে। এইরূপ ৩ ; ৫ ও ৮ ; ৪ পদে।

* (বা) বিচ্ছেদ পর্ব্বতশ্রেণীর।

অমনি আমার প্রাণ-প্রিয়তমকে পাইলাম,
আমি তাঁহাকে ধরিলাম, ছাড়িলাম না,
যাবৎ আপন মাতার গৃহে না আনিলাম,
আমার জননীর অন্তঃপুরে না আনিলাম।

৫ অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ। আমি তোমাদিগকে দিব্য দিয়া বলিতেছি,
মৃগী ও মাঠের হরিণীদিগের দিব্য দিয়া বলিতেছি,
তোমরা প্রেমকে জাগাইও না, উত্তেজনা করিও না,
যে পর্য্যন্ত তাহার বাসনা না হয়।

৬ গন্ধরস ও কুন্দুরুতে সুবাসিত হইয়া,
বণিকের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যে সুবাসিত হইয়া,
ধূমস্তম্ভের ন্যায় প্রান্তর হইতে আসিতেছেন, উনি কে?
৭ দেখ, উহা শলোমনের শিবিকা,
উহার চারিদিকে ষষ্টি জন বীর আছেন,
উহারা ইস্রায়েলের বীরগণের মধ্যবর্ত্তী।
৮ উহারা সকলে খড়্গধারী ও রণকুশল;
উহাদের প্রত্যেকের কটিদেশে স্ব স্ব খড়্গ বাঁধা আছে,
রাত্রিকালীন বিভীষিকা প্রযুক্ত।
৯ শলোমন রাজা আপনার জন্য এক চতুর্দ্দোল নির্ম্মাণ করিলেন,
লিবানোনের কাষ্ঠ দিয়া করিলেন।
১০ তিনি রৌপ্য দিয়া তাহার স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন,
সুবর্ণের তলদেশ ও বেগুনে রঙ্গের আসন করিলেন,
এবং যিরূশালেমের কন্যাগণ কর্ত্তৃক
প্রেম দিয়া তাহার মধ্যভাগ খচিত হইল।
১১ অয়ি সিয়োন-কন্যাগণ। তোমরা বাহিরে গিয়া শলোমন রাজাকে নিরীক্ষণ কর;
তিনি সেই মুকুটে ভূষিত, যাহা তাঁহার মাতা তাঁহার মাথায় দিয়াছিলেন,
তাঁহার বিবাহের দিনে, তাঁহার চিত্তের আনন্দের দিনে।

৪ অয়ি মম প্রিয়ে! দেখ, তুমি সুন্দরী, দেখ, তুমি সুন্দরী;
ঘোমটার মধ্যে তোমার নয়নযুগল কপোতের ন্যায়;
তোমার কেশপাশ এমন ছাগপালের ন্যায়,
যাহারা গিলিয়দ-পর্ব্বতের পার্শ্বে শুইয়া থাকে।
২ তোমার দন্তশ্রেণী ছিন্নলোমা মেষীর পালবৎ,
যাহারা স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে,
যাহারা সকলে যমজ শাবকবিশিষ্টা,
যাহাদের মধ্যে একটীও মৃতবৎসা নাই।
৩ তোমার ওষ্ঠাধর সিন্দূরবর্ণ সূত্রের ন্যায়,
তোমার মুখ অতি মনোহর,
তোমার ঘোমটার মধ্যে
তোমার গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়।
৪ তোমার গলদেশ দায়ূদের সেই দুর্গের সদৃশ, যাহা অস্ত্রাগারের নিমিত্ত নির্ম্মিত,
যাহার মধ্যে এক সহস্র চর্ম্ম টাঙ্গান রহিয়াছে,
সে সমস্তই বীরগণের ঢাল।
৫ তোমার কুচযুগল দুই হরিণ-শাবকের,
হরিণীর দুই যমজ বৎসের ন্যায়,
যাহারা শোশন পুষ্পবনে চরে।
৬ যাবৎ দিবস শীতল না হয়, ও ছায়া সকল পলায়ন না করে,
তাবৎ আমি গন্ধরসের পর্ব্বতে যাইব,
আর কুন্দুরুর পর্ব্বতে যাইব।
৭ অয়ি মম প্রিয়ে! তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,
তোমাতে কোন দোষ নাই।

৮ আমারই সঙ্গে লিবানোন হইতে আইস, কান্তে!
আমারই সঙ্গে লিবানোন হইতে আইস;
অবলোকন কর* অমানার শৃঙ্গ হইতে,
শনীর ও হর্ম্মোণ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে,
সিংহদের বাসস্থান হইতে,
চিত্রব্যাঘ্রদের পর্ব্বত হইতে।
৯ তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ, অয়ি মম ভগিনি! মম কান্তে!
তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ, তোমার এক নয়নকটাক্ষ দ্বারা,
তোমার কণ্ঠের এক হার দ্বারা।
১০ তোমার প্রেম কেমন মনোরম! অয়ি মম ভগিনি! মম কান্তে!
তোমার প্রেম দ্রাক্ষারস হইতে কত উৎকৃষ্ট!
তোমার তৈলের সৌরভ সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্য অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট!
১১ কান্তে! তোমার ওষ্ঠাধর হইতে ফোঁটা ফোঁটা মধু ক্ষরে,
তোমার জিহ্বার তলে মধু ও দুগ্ধ আছে;
তোমার বস্ত্রের গন্ধ লিবানোনের গন্ধের ন্যায়।
১২ মম ভগিনি, মম কান্তা অর্গলবদ্ধ উপবন,
অর্গলবদ্ধ জলাকর, মুদ্রাঙ্কিত উৎস।
১৩ তোমার চারাগুলি দাড়িম্বের উপবন,
তন্মধ্যে আছে সুস্বাদু ফল,
জটামাংসীর সহিত মেঁদি,
১৪ জটামাংসী ও কুঙ্কুম,
বচ, দারুচিনি ও সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধি ধূনার বৃক্ষ,
গন্ধরস অগুরু ও প্রধান প্রধান সমস্ত সুগন্ধির তরু।
১৫ তুমি উপবন সকলের উৎস,
তুমি জীবন্ত জলের কূপ,
লিবানোন-প্রবাহিত স্রোতোমালা।

১৬ হে উত্তরীয় বায়ু, জাগ, হে দক্ষিণ বায়ু, আইস,
আমার উপবনে বহ; উপবনের বিবিধ সুগন্ধি প্রবাহিত হউক,
আমার প্রিয় আপন উদ্যানে আইসুন,
আপন উপাদেয় ফল সকল ভোজন করুন।

১৭ আমি আপন উপবনে আসিয়াছি, অয়ি মম ভগিনি! মম কান্তে!
আমার গন্ধরস ও সুগন্ধি দ্রব্য চয়ন করিয়াছি,
আমার মধুসহ মধুক্রম চুষিয়াছি,
আমার দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ পান করিয়াছি।
হে বন্ধুগণ! ভোজন কর;
পান কর, হে প্রিয়েরা, যথেষ্ট পান কর।

৫ আমি নিদ্রিতা ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জাগিয়াছিল;
আমার প্রিয়ের স্বর, তিনি দ্বারে আঘাত করিয়া কহিলেন,
২ 'আমায় দুয়ার খুলিয়া দেও; অয়ি মম ভগিনি! মম প্রিয়ে! মম কপোতি! মম শুদ্ধমতি!
কারণ আমার মস্তক ভিজিয়া গিয়াছে শিশিরে,
আমার কেশপাশ রাত্রির জলবিন্দুতে।'
৩ 'আমি আমার অঙ্গরক্ষিণী খুলিয়াছি, কেমন করিয়া পরিধান করিব?
আমি পা দুখানি ধুইয়াছি, কেমন করিয়া মলিন করিব?'
৪ আমার প্রিয় দুয়ারের ছিদ্র দিয়া হস্ত বিস্তার করিলেন,

---
* (বা) চলিয়া যাও।

তাঁহার জন্য আমার চিত্ত উচাটন হইল।

৫ আমি আপন প্রিয়ের জন্য দুয়ার খুলিতে উঠিলাম;
তখন গন্ধরসে আমার হস্ত ভিজিল,
আমার অঙ্গুলি দ্রব গন্ধরসে ভিজিল,
অর্গলের হাতলের উপরে।

৬ আমি আপন প্রিয়ের জন্য দুয়ার খুলিয়া দিলাম;
কিন্তু আমার প্রিয় ফিরিয়া গিয়াছিলেন, চলিয়া গিয়াছিলেন;
তিনি কথা কহিলে আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল;
আমি তাঁহাকে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু পাইলাম না,
আমি তাঁহাকে ডাকিলাম, তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না।

৭ নগরে ভ্রমণকারী প্রহরীরা আমাকে দেখিতে পাইল,
তাহারা আমাকে প্রহার করিল, ক্ষতবিক্ষত করিল,
প্রাচীরের প্রহরিবর্গ আমার বস্ত্র কাড়িয়া লইল।

৮ অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ! আমি তোমাদিগকে দিব্য দিয়া বলিতেছি,
তোমরা যদি আমার প্রিয়তমের দেখা পাও,
তবে তাঁহাকে বলিও যে, আমি প্রেম-পীড়িতা।

৯ অন্য প্রিয় হইতে তোমার প্রিয় কিসে বিশিষ্ট?
অয়ি নারীকুল-সুন্দরি!
অন্য প্রিয় হইতে তোমার প্রিয় কিসে বিশিষ্ট
যে, তুমি আমাদিগকে এরূপ দিব্য দিতেছ?

১০ আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ;
তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য।*

১১ তাঁহার মস্তক নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায়,
তাঁহার কেশপাশ কুঞ্চিত ও দাঁড়কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।

১২ তাঁহার নয়নযুগল জলপ্রণালীর তীরস্থ কপোতযুগলের ন্যায়,
যাহারা দুগ্ধে স্নাত ও পয়ঃপূর্ণ স্থানে উপবিষ্ট।

১৩ তাঁহার গণ্ডদেশ সুগন্ধি ওষধির চৌকা ও আমোদকারী লতার স্তম্ভস্বরূপ;
তাঁহার ওষ্ঠাধর শোশন পুষ্পের ন্যায়, দ্রব গন্ধরস ক্ষরণকারী।

১৪ তাঁহার হস্ত বৈদূর্য্যমণিতে খচিত সুবর্ণের অঙ্গুরীয়স্বরূপ;
তাঁহার কায় নীলকান্তমণিতে খচিত গজদন্তময় শিল্পকর্ম্মের ন্যায়।

১৫ তাঁহার উরুদ্বয় সুবর্ণ চুঙ্গিতে বসান শ্বেত-প্রস্তরময় স্তম্ভদ্বয়ের ন্যায়;
তাঁহার দৃশ্য লিবানোনের সদৃশ, এরস বৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট।

১৬ তাঁহার মুখ† অতীব মধুর; হাঁ, তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর।
অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ!
এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।

৬ অয়ি নারীকুল-সুন্দরি!
তোমার প্রিয় কোথায় গিয়াছেন?
তোমার প্রিয় কোন্ দিকের পথ ধরিয়াছেন?
আমরা তোমার সঙ্গে তাঁহার অন্বেষণ করিব।

* (বা) সহস্রের মধ্যে পতাকা দ্বারা চিহ্নিত।
† (বা) তাঁহার কথা।

২ আমার প্রিয়তম আপন উপবনে সুগন্ধি
ওষধির চৌকাতে গিয়াছেন,
উপবনে [পাল] চরাইবার জন্য ও শোশন
পুষ্প চয়ন করিবার জন্য ।
৩ আমি আমার প্রিয়েরই ও আমার প্রিয়
আমারই ;
তিনি শোশন পুষ্পবনে [পাল] চরান ।

৪ অয়ি মম প্রিয়ে ! তুমি তির্সার ন্যায় সুন্দরী,
[illegible] ন্যায় রূপবতী,
সপতাকা বাহিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করী ।
৫ তুমি আমা হইতে তোমার নয়ন দুটী ফিরাও,
কেননা উহারা আমাকে উদ্বিগ্ন করে ;
তোমার কেশপাশ এমন ছাগপালের ন্যায়,
যাহারা গিলিয়দের পার্শ্বে শুইয়া থাকে ।
৬ তোমার দন্তশ্রেণী মেষীর পালবৎ,
যাহারা স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে,
যাহারা সকলে যমজ-শাবকবিশিষ্টা,
যাহাদের মধ্যে একটীও মৃতবৎসা নাই ।
৭ তোমার ঘোমটার মধ্যে
তোমার গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায় ।
৮ ষষ্টি রাণী ও অশীতি উপপত্নী আছে,
আর অসংখ্য যুবতী আছে ।
৯ আমার কপোতী, আমার শুদ্ধমতি অ-

সে আপন মাতার একমাত্র দুহিতা,
সে আপন জননীর স্নেহপাত্রী ;
তাহাকে দেখিয়া কন্যাগণ ধন্যা বলিল,
রাণীরা ও উপপত্নীরা তাহার প্রশংসা
করিল ।

---

১০ উনি কে, যিনি অরুণের ন্যায় উদীয়মানা,
চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী,
সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী,
সপতাকা বাহিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করী ?

১১ আমি উপত্যকার নবীন তরুচয় দেখিতে,
দ্রাক্ষালতা পল্লবিত হয় কি না, দেখিতে,
দাড়িম্বপুষ্প ফুটে কি না, দেখিতে,
আক্রোটের উপবনে নামিয়া গেলাম ।
১২ আমার অজ্ঞাতসারে আমার প্রাণ আমাকে
স্থাপন করিল
আমার মহোদয় জাতির রথরাজির [মধ্যে] ।

১৩ ফির ফির, অয়ি শূলম্মীয়ে ;
ফির ফির, আমরা তোমাকে দেখিব ।

শূলম্মীয়াকে তোমরা কেন দেখিবে ?
মহনয়িমস্থ নৃত্যের * ন্যায় কেন দেখিবে ?

---

৭ অয়ি রাজকন্যে ! পাদুকায় তোমার চরণ
কেমন শোভা পাইতেছে !
তোমার গোলাকার উরুদ্বয় স্বর্ণহারস্বরূপ ।
নিপুণ শিল্পীর হস্ত নির্ম্মিত স্বর্ণহারস্বরূপ ।
২ তোমার দেহ এমন গোল বাটীর ন্যায়,
যাহাতে মিশ্রিত দ্রাক্ষারসের অভাব নাই ।
তোমার কটিদেশ এমন গোধূমরাশির ন্যায়,
যাহা শোশন-পুষ্পশ্রেণীতে শোভিত ।
৩ তোমার কুচযুগ দুই হরিণশাবকের ন্যায়,
হরিণীর যমজ দুইটী বৎসের ন্যায় ।
৪ তোমার গলদেশ গজদন্তময় উচ্চ গৃহের
ন্যায় ;
তোমার নয়নযুগল হিশ্‌বনের বৎ-রব্বীম
পুরদ্বার-সমীপস্থ সরোবরগুলির ন্যায় ;
তোমার নাসিকা লিবানোনের সেই উচ্চ-
গৃহের ন্যায়,
যাহা দম্মেশকের দিকে সম্মুখীন ।
৫ তোমার দেহের উপর তোমার মস্তক
কর্ম্মিলের ন্যায় ;

---

* (বা) দুই দলের নৃত্যের ।

তোমার মস্তকের কেশপাশ বেগুনে রঙ্গের ন্যায়,
তোমার কেশদামে রাজা বন্দি আছেন।

৬ হে প্রেম, নানা আমোদের মধ্যে
তুমি কেমন সুন্দরী ও মনোহারিণী!

৭ তোমার এই দীর্ঘতা খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায়,
তোমার কুচযুগ দ্রাক্ষাগুচ্ছস্বরূপ।

৮ আমি কহিলাম, আমি খর্জ্জুর বৃক্ষে উঠিব,
আমি তাহার বাগুড়া ধরিব;
তোমার কুচযুগ দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছস্বরূপ হউক,
তোমার নিঃশ্বাসের আঘ্রাণ নাগরঙ্গের ন্যায় হউক;

৯ তোমার তালু উত্তম দ্রাক্ষারসের ন্যায় হউক,
যাহা সহজে আমার প্রিয়ের গলায় নামিয়া যায়,
নিদ্রাগতদের ওষ্ঠ দিয়া সরিয়া যায়।

১০ আমি আমার প্রিয়েরই,
তাঁহার বাসনা আমারই প্রতি।

১১ হে আমার প্রিয়, চল, আমরা জনপদে যাই,
পল্লীগ্রামে কাল যাপন করি।

১২ চল, প্রত্যূষে উঠিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাই,
দেখি, দ্রাক্ষালতা পল্লবিত হইয়াছে কি না, তাহার মুকুল ধরিয়াছে কি না,
দাড়িম্ব পুষ্প ফুটিয়াছে কি না;
সেখানে তোমাকে আমার প্রেম প্রদান করিব।

১৩ দূদাফল সৌরভ বিস্তার করিতেছে;
আমাদের দুয়ারে দুয়ারে নবীন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার উত্তম উত্তম ফল আছে;
হে আমার প্রিয়, আমি তোমারই নিমিত্ত তাহা রাখিয়াছি।

৮ আহা, তুমি যদি আমার সহোদরের ন্যায় হইতে,
যে আমার মাতার স্তন্য পান করিত,
তবে আমি তোমাকে সড়কে পাইলে চুম্বন করিতাম,
তথাপি কেহ আমাকে তুচ্ছ করিত না।

২ আমি তোমাকে পথ দেখাইতাম, আমার মাতার গৃহে লইয়া যাইতাম;
তুমি আমাকে শিক্ষা প্রদান করিতে,
আমি তোমাকে সুগন্ধমিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করাইতাম,
আমার দাড়িম্বের মিষ্ট রস পান করাইতাম।

৩ তাঁহার বাম হস্ত আমার মস্তকের নীচে থাকিত,
তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমাকে আলিঙ্গন করিত।

৪ অয়ি যিরূশালেম-কন্যাগণ! আমি তোমাদিগকে দিব্য দিয়া বলিতেছি,
তোমরা প্রেমকে কেন জাগাইবে? কেন উত্তেজনা করিবে,
যে পর্য্যন্ত তাহার বাসনা না হয়?

৫ উনি কে, যিনি প্রান্তর হইতে উঠিয়া আসিতেছেন,
নিজ প্রিয়ের প্রতি নির্ভর দিয়া আসিতেছেন?

আমি নাগরঙ্গ বৃক্ষতলে তোমাকে জাগাইলাম,
সেখানে তোমার মাতা তোমাকে লইয়া ব্যথা খাইয়াছিলেন,
সেখানে তোমার জননী ব্যথা খাইয়াছিলেন,
ও তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন।

৬ তুমি আমাকে মোহরের ন্যায় তোমার হৃদয়ে,
মোহরের ন্যায় তোমার বাহুতে রাখ;
কেননা প্রেম মৃত্যুর ন্যায় বলবান;
অন্তর্জ্বালা পাতালের ন্যায় নিষ্ঠুর;
তাহার শিখা অগ্নির শিখা,
তাহা সদাপ্রভুরই অগ্নি।
৭ বহু জল প্রেম নির্ব্বাণ করিতে পারে না,
স্রোতস্বতীগণ তাহা ডুবাইয়া দিতে পারে না;
কেহ যদি প্রেমের জন্য গৃহের সর্ব্বস্ব দেয়,
লোকে তাহাকে যার-পর-নাই তুচ্ছ করে।

৮ 'আমাদের একটী ছোট ভগিনী আছে,
তাহার কুচযুগ নাই;
আমরা নিজ ভগিনীর জন্য সে দিন কি করিব,
যে দিনে তাহার বিষয়ে প্রস্তাব হইবে?
৯ সে যদি ভিত্তিস্বরূপা হয়,
তাহার উপরে রৌপ্যের গুম্বোজ নির্ম্মাণ করিব,
সে যদি দ্বারস্বরূপা হয়,
এরস কাষ্ঠের কবাট দিয়া তাহা ঘেরিব।'
১০ আমি ভিত্তিস্বরূপা, এবং আমার কুচযুগ তাহার উচ্চগৃহের ন্যায়;
তখন তাঁহার নয়নগোচরে শান্তিপ্রাপ্তার ন্যায় হইলাম।
১১ বাল্-হামোনে শলোমনের এক দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র ছিল,
তিনি তাহা কৃষকদিগকে জমা দিয়াছেন;
তাহার ফলের মূল্য প্রত্যেকে এক এক সহস্র মুদ্রা দিবে।
১২ আমার নিজের দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমার সম্মুখে;
হে শলোমন, সেই সহস্র মুদ্রা তোমারই হইবে,
দুই শত মুদ্রা কৃষকদিগের থাকিবে।

১৩ অয়ি উপবন-বাসিনি!
সখাগণ তোমার স্বর শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া আছে,
আমাকে তাহা শুনিতে দেও।

---

১৪ হে আমার প্রিয়, শীঘ্র চল,
মৃগের কিম্বা হরিণশাবকের সদৃশ হও,
সুগন্ধময় পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে।

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক

১ আমোসের পুত্র যিশাইয়ের দর্শন; যাহা তিনি যিহূদা-রাজ উষিয়, যোথম, আহস, ও হিষ্কিয়ের সময়ে যিহূদার ও যিরূশালেমের বিষয়ে দেখিতে পান।

ইস্রায়েলের পাপ। ঈশ্বরের অনুযোগ।

২ আকাশমণ্ডল, শ্রবণ কর, পৃথিবী, কর্ণপাত কর, কেননা সদাপ্রভু বলিয়াছেন। আমি সন্তানদিগকে পালন ও পোষণ করিয়াছি, আর তাহারা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে। ৩ গোরু আপন স্বামীকে জানে, গর্দ্দভ আপন প্রভুর যাবপাত্র জানে, কিন্তু ইস্রায়েল জানে না, আমার প্রজাগণ বিবেচনা করে না। ৪ আহা পাপিষ্ঠ জাতি, অপরাধে ভারগ্রস্ত লোক, দুষ্কর্ম্মকারীদের বংশ, নষ্টাচারী

সন্তানগণ ; তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে, ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে অবজ্ঞা করিয়াছে, বিপথে গিয়াছে, পরা-
৫ ঙ্মুখ হইয়াছে। তোমরা আর কেন প্রহারিত হইবে? হইলে অধিক বিদ্রো-হাচরণ করিবে ; সমুদয় মস্তক ব্যথিত ও
৬ সমুদয় হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছে। পায়ের তালু অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন স্থানে স্বাস্থ্য নাই ; কেবল আঘাত ও প্রহার-চিহ্ন ও নূতন ক্ষত ; তাহা টেপা কি বাঁধা যায় নাই, এবং তৈল দ্বারা কোমলও করা
৭ যায় নাই। তোমাদের দেশ ধ্বংসস্থান, তোমাদের নগর সকল অগ্নিতে দগ্ধ ; তোমাদের ভূমি — বিদেশী লোকেরা তোমাদের সাক্ষাতে তাহা ভোগ করি-তেছে, তাহা বিদেশিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট
৮ ভূমির ন্যায় ধ্বংসস্থান হইয়াছে। দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রের কুটীর, সশাক্ষেত্রের কুড়িয়া কিম্বা অবরুদ্ধ নগর যেমন, সিয়োন-কন্যা
৯ তেমনি হইয়া পড়িয়াছে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু যদি আমাদের জন্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট না রাখিতেন, তবে আমরা সদোমের সদৃশ হইতাম, ঘমোরার তুল্য হইতাম।

১০ সদোমের শাসনকর্ত্তারা, সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ কর; ঘমোরার প্রজাগণ, আমাদের ঈশ্বরের ব্যবস্থায় কর্ণপাত কর।
১১ সদাপ্রভু কহিতেছেন, তোমাদের বলিদান-বাহুল্যে আমার প্রয়োজন কি? মেষের, হোমবলিতে ও পুষ্ট পশুর মেদে আমার আর রুচি নাই ; বৃষের কি মেষের, কি ছাগের রক্তে আমার কিছু সন্তোষ নাই।
১২ তোমরা যে আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া আমার প্রাঙ্গণ সকল পদতলে দলিত কর, ইহা তোমাদের কাছে কে
১৩ চাহিয়াছে? অসার নৈবেদ্য আর আনিও না ; ধূপদাহ আমার ঘৃণিত ; অমাবস্যা, বিশ্রামবার, সভার ঘোষণা—আমি অধর্ম্ম-
১৪ যুক্ত পর্ব্বসভা সহিতে পারি না। আমার প্রাণ তোমাদের অমাবস্যা ও নিরূপিত উৎসব সকল ঘৃণা করে ; সে সকল আমার পক্ষে ক্লেশকর, আমি সে সকল
১৫ বহনে পরিশ্রান্ত হইয়াছি। তোমরা অঞ্জলি প্রসারণ করিলে আমি তোমাদের হইতে আমার চক্ষু আচ্ছাদন করিব ; যদ্যপি অনেক প্রার্থনা কর, তথাপি শুনিব না ; তোমাদের হস্ত রক্তে পরিপূর্ণ।
১৬ তোমরা আপনাদিগকে ধৌত কর, বিশুদ্ধ কর, আমার নয়নগোচর হইতে তোমাদের ক্রিয়ার দুষ্টতা দূর কর ; কদাচরণ ত্যাগ
১৭ কর ; সদাচরণ শিক্ষা কর, ন্যায়বিচারের অনুশীলন কর, উপদ্রবী লোককে শাসন কর, পিতৃহীন লোকের বিচার নিষ্পত্তি কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর।
১৮ সদাপ্রভু কহিতেছেন, আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি ; তোমাদের পাপ সকল সিন্দূরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে ; লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হই-
১৯ লেও মেষলোমের ন্যায় হইবে। তোমরা যদি সম্মত ও আজ্ঞাবহ হও, তবে দেশের
২০ উত্তম উত্তম ফল ভোগ করিবে। কিন্তু যদি অসম্মত ও বিদ্রোহী হও, তবে খড়্গভক্ষ্য হইবে ; কেননা সদাপ্রভুর মুখ এই কথা বলিয়াছে।

২১ সতী নগরী কেমন বেশ্যা হইয়াছে। সে ত ন্যায়বিচারে পূর্ণা ছিল। ধার্ম্মি-কতা তাহাতে বাস করিত, কিন্তু এখন
২২ হত্যাকারী লোকেরা থাকে। তোমার রৌপ্য খাদ হইয়া পড়িয়াছে, তোমার দ্রাক্ষারস জলে মিশ্রিত হইয়াছে।

২৩ তোমার অধ্যক্ষগণ বিদ্রোহী এবং চোরদের সখা; তাহাদের প্রত্যেক জন উৎকোচ ভালবাসে ও পারিতোষিকের অনুধাবন করে; তাহারা পিতৃহীন লোকের বিচার নিষ্পত্তি করে না, এবং বিধবার বিবাদ তাহাদের নিকটে আসিতে পায় না।

২৪ এইজন্য প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের একবীর কহেন, আহা, আমি আপন বিপক্ষদিগকে [দণ্ড দিয়া] শান্তি পাইব, ও আমার শত্রুদিগকে প্রতিশোধ ২৫ দিব। আর তোমার প্রতি আপন হস্ত ফিরাইব, ক্ষার দ্বারা তোমার খাদ উড়াইয়া দিব, ও তোমার সমস্ত সীসা দূর ২৬ করিব। আর পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি পুনর্ব্বার তোমাকে বিচারকর্ত্তৃগণ দিব; প্রথমে যেমন ছিল, তেমনি মন্ত্রিগণ দিব; তৎপরে তুমি 'ধার্ম্মিকতার পুরী, সতী ২৭ নগরী' নামে আখ্যাত হইবে। সিয়োন ন্যায়বিচার দ্বারা, ও তাহার যে লোকেরা ফিরিয়া আইসে, তাহারা ধার্ম্মিকতা দ্বারা, ২৮ মুক্তি পাইবে। কিন্তু অধর্ম্মাচারী ও পাপী সকলের বিনাশ একসঙ্গে ঘটিবে, ও যাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে, তাহারা ২৯ বিনষ্ট হইবে। বস্তুতঃ লোকে তোমাদের অভীষ্ট এলা বৃক্ষ সকলের বিষয়ে লজ্জা পাইবে, এবং তোমরা আপনাদের মনোনীত উদ্যান সকলের বিষয়ে হতাশ ৩০ হইবে। কেননা তোমরা শুষ্কপত্র এলা বৃক্ষের ও নির্জ্জল উদ্যানের ন্যায় হইবে। ৩১ আর বিক্রমী ব্যক্তি কোষ্টাপাটের ন্যায়, ও তাহার কার্য্য অগ্নিকণার ন্যায় হইবে; উভয়ই একসঙ্গে প্রজ্বলিত হইবে, কেহ নির্ব্বাণ করিবে না।

শেষকালে ঈশ্বরের মহিমা ও দুষ্টদের অবনতি হইবে।

২ আমোসের পুত্র যিশাইয় যিহূদার ও যিরূশালেমের বিষয়ে এই বাক্যের দর্শন পান।

২ শেষকালে এইরূপ ঘটিবে; সদাপ্রভুর গৃহের পর্ব্বত পর্ব্বতগণের মস্তকরূপে স্থাপিত হইবে, উপপর্ব্বতগণ হইতে উচ্চীকৃত হইবে; এবং সমস্ত জাতি তাহার দিকে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত ৩ হইবে। আর অনেক দেশের লোক যাইবে, বলিবে, চল, আমরা সদাপ্রভুর পর্ব্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে গিয়া উঠি; তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, আর আমরা তাঁহার মার্গে গমন করিব; কারণ সিয়োন হইতে ব্যবস্থা ও যিরূশালেম হইতে সদাপ্রভুর ৪ বাক্য নির্গত হইবে। আর তিনি জাতিগণের মধ্যে বিচার করিবেন, এবং অনেক দেশের লোক সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিবেন; আর তাহারা আপন আপন খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল গড়িবে, ও আপন আপন বড়শা ভাঙ্গিয়া কাস্তা গড়িবে; এক জাতি অন্য জাতির বিপরীতে আর খড়্গ তুলিবে না, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না।

৫ যাকোবের কুল, চল, আমরা সদা- ৬ প্রভুর দীপ্তিতে গমন করি। বস্তুতঃ তুমি আপন প্রজাদিগকে, যাকোবের কুলকে, ত্যাগ করিয়াছ, কারণ তাহারা পূর্ব্বদেশের প্রথায় পরিপূর্ণ ও পলেষ্টীয়দের ন্যায় গণক হইয়াছে, এবং বিজাতি- ৭ সন্তানদের হস্তে হস্ত দিয়াছে। আর তাহাদের দেশ রৌপ্য ও স্বর্ণে পরিপূর্ণ, তাহাদের ধনরাশির সীমা নাই; তাহাদের দেশ অশ্বে পরিপূর্ণ, এবং রথ যে কত,

৮ তাহার সংখ্যা নাই। আর তাহাদের দেশ প্রতিমায় পরিপূর্ণ, তাহারা আপনাদের হস্তকৃত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করে, তাহা ত তাহাদেরই অঙ্গুলি দ্বারা নির্ম্মিত।
৯ আর সামান্য লোক অধোমুখ হয়, মান্য লোক অবনত হয়; অতএব তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিও না।

১০ তোমরা শৈলে পশিয়া যাও, ও ধূলিতে লুকাও,
সদাপ্রভুর ভয়ানকত্ব প্রযুক্ত ও তাঁহার মহিমার আদরণীয়তা প্রযুক্ত।

১১ সামান্য লোকের উচ্চ দৃষ্টি অবনত হইবে,
মান্য লোকদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে,
আর সেই দিন কেবল সদাপ্রভুই উন্নত হইবেন।

১২ বস্তুতঃ যাহা কিছু গর্ব্বিত ও উদ্ধত এবং যাহা কিছু উচ্চীকৃত, সেই সমস্তের প্রতিকূলে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এক দিন আসিতেছে; সে সকল নত হইবে।
১৩ সেই দিন লিবানোনের উচ্চ ও উন্নত সমস্ত এরস বৃক্ষের প্রতিকূল, বাশনের
১৪ সমস্ত অলোন বৃক্ষের প্রতিকূল, সমস্ত উচ্চ পর্ব্বতের প্রতিকূল, সমস্ত উন্নত গিরির
১৫ প্রতিকূল, সমস্ত উচ্চ দুর্গের প্রতিকূল,
১৬ সমস্ত দৃঢ় প্রাচীরের প্রতিকূল, তর্শীশের সমস্ত জাহাজের প্রতিকূল, এবং সমস্ত মনোহর শিল্পকর্ম্মের প্রতিকূল হইবে।

১৭ আর সামান্য লোকের দর্প অধোমুখ হইবে,
মান্য লোকদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে;
১৮ আর সেই দিন কেবল সদাপ্রভুই উন্নত হইবেন।
১৯ আর প্রতিমা সকল নিঃশেষে বিলুপ্ত হইবে।
আর লোকেরা শৈলের গুহাতে ও ধূলির গর্ত্তে পশিবে,
সদাপ্রভুর ভয়ানকত্ব প্রযুক্ত, ও তাঁহার মহিমার আদরণীয়তা প্রযুক্ত,
যখন তিনি পৃথিবীকে বিকম্পিত করিতে উঠিবেন।

২০ সেই দিন মনুষ্য ভজনার্থে নির্ম্মিত আপনার রৌপ্যময় প্রতিমা ও স্বর্ণময় প্রতিমা সকল ইন্দুরের ও চামচিকার কাছে নিক্ষেপ করিবে;

২১ আর গিরি-গহ্বরে ও শৈলগণের ফাটালে পশিবে,
সদাপ্রভুর ভয়ানকত্ব প্রযুক্ত, ও তাঁহার মহিমার আদরণীয়তা প্রযুক্ত,
যখন তিনি পৃথিবীকে বিকম্পিত করিতে উঠিবেন।

২২ তোমরা মনুষ্যের আশ্রয় ছাড়িয়া যাও, যাহার নাসাগ্রে প্রাণবায়ু; ফলে সে কিসের মধ্যে গণ্য ?

৩ বস্তুতঃ দেখ, প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু যিরূশালেম ও যিহূদা হইতে যষ্টি ও যষ্টিকা, অন্নরূপ সমস্ত যষ্টি ও জলরূপ
২ সমস্ত যষ্টি, দূর করিবেন। বীর ও যোদ্ধা, বিচারকর্ত্তা, ভাববাদী, মন্ত্রজ্ঞ ও
৩ বৃদ্ধ, পঞ্চাশৎপতি, সম্ভ্রান্ত লোক, মন্ত্রী, নিপুণ শিল্পী ও বশীকরণে জ্ঞানী, [এই
৪ সকলে দূরীকৃত হইবে]। আর আমি বালকগণকে তাহাদের অধিপতি করিব, শিশুরা তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে।
৫ প্রজারা উপদ্রুত হইবে, প্রত্যেক জন অন্যের দ্বারা হইবে, প্রত্যেক জন প্রতিবাসীর দ্বারা হইবে; বালক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে, ও নীচ লোক মহতের বিরুদ্ধে গর্ব্বিতের
৬ কার্য্য করিবে। মনুষ্য আপন পিতৃকুলজাত ভ্রাতাকে ধরিয়া বলিবে, তোমার

বস্ত্র আছে, তুমি আমাদের শাসনকর্ত্তা হও, এই বিনাশের অবস্থা তোমার হস্তের ৭ অধীন হউক; সেই দিন সে উচ্চ রব করিয়া কহিবে, আমি চিকিৎসক হইব না, কারণ আমার বাটীতে খাদ্য কি বস্ত্র কিছুই নাই; আমাকে লোকদের ৮ শাসনকর্ত্তা করিও না। বস্তুতঃ যিরূশালেম বিনষ্ট ও যিহূদা পতিত হইল, কেননা তাহাদের জিহ্বা ও কার্য্য সদাপ্রভুর প্রতিকূল, তাঁহার প্রতাপ নয়নের ৯ ক্রোধজনক। তাহাদের মুখের আকার তাহাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে; সদোমের ন্যায় তাহারা আপনাদের পাপ প্রচার করে, গোপন করে না। ধিক্ তাহাদের প্রাণকে! কেননা তাহারা ১০ আপনাদেরই মন্দ করিয়াছে। তোমরা ধার্ম্মিকের বিষয় বল, তাহার মঙ্গল হইবে; কেননা তাহারা আপন আপন ক্রিয়ার ১১ ফলভোগ করিবে। ধিক্ দুষ্টকে! অমঙ্গল ঘটিবে; কেননা তাহার হস্তকৃত কার্য্যের পরিশোধ তাহার প্রতি করা ১২ যাইবে। আমার প্রজাগণ! বালকেরা তাহাদের প্রতি উপদ্রব করে, ও স্ত্রীলোকেরা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে। হে আমার প্রজা, তোমার পথদর্শকেরাই তোমাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়, ও তোমার গমনের পথ নষ্ট করে।

১৩ সদাপ্রভু বিবাদ করিতে উঠিয়াছেন, তিনি জাতিগণের বিচার করিতে দাঁড়াইয়া- ১৪ ছেন। সদাপ্রভু আপন প্রজাদের প্রাচীনবর্গকে ও অধ্যক্ষগণকে বিচারে আনিবেন; [বলিবেন,] তোমরাই দ্রাক্ষাক্ষেত্র গ্রাস করিয়াছ, দুঃখী লোক হইতে অপহৃত বস্তু তোমাদের গৃহে আছে ১৫ তোমরা কি জন্য আমার প্রজাগণকে দলাইতেছ, ও দুঃখীদের মুখ ঘষিতেছ? প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, এই কথা কহিতেছেন।

১৬ সদাপ্রভু আরও কহিলেন, সিয়োনের কন্যাগণ গর্ব্বিতা, তাহারা গলা বাড়াইয়া কটাক্ষ করিয়া বেড়ায়, লঘু পাদসঞ্চারে চলে, ও চরণে রুণু রুণু শব্দ করে। ১৭ অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাগণের মস্তক টাকপড়া করিবেন, ও সদাপ্রভু তাহাদের ১৮ গুহ্য স্থান অনাবৃত করিবেন। সেই দিন প্রভু তাহাদের নূপুর, জালিবস্ত্র, ১৯ চন্দ্রহার, ঝুমকা, চুড়ি, ঘোমটা, ললাট- ২০ ভূষণ, পায়ের মল, হেলিয়া, আতরের ২১ কৌটা, বাজু, অঙ্গুরীয়ক, নথ, চিত্রবস্ত্র, ২২ ঘাগরা, শাল, গেঁজিয়া, দর্পণ, মসীনা বস্ত্র, ২৩ উষ্ণীষ ও আবরক বস্ত্ররূপ বেশভূষা ২৪ খুলিয়া লইবেন। আর সুগন্ধির পরিবর্ত্তে পচন, হেলিয়ার পরিবর্ত্তে রজ্জু, সুন্দর কেশবিন্যাসের পরিবর্ত্তে টাক, চাদরের পরিবর্ত্তে চটের পটুকা, ও সৌন্দর্য্যের ২৫ পরিবর্ত্তে দাগ হইবে। তোমার পুরুষেরা খড়্গ দ্বারা, ও তোমার বিক্রমিগণ সংগ্রামে ২৬ পতিত হইবে। তাহার পুরদ্বার সকল ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে; আর সে উৎসন্না হইয়া ভূমিতে বসিবে।

৪ আর সেই দিন সাত জন স্ত্রীলোক এক পুরুষকে ধরিয়া বলিবে, আমরা আপনাদেরই অন্ন ভোজন করিব, আপনাদেরই বস্ত্র পরিধান করিব; কেবল আমাদিগকে তোমার নামে আখ্যাত হইবার অনুমতি দেও, তুমি আমাদের অপমান দূর কর।

২ সেই দিন ইস্রায়েলের মধ্যে যাহারা বাঁচিবে, তাহাদের পক্ষে সদাপ্রভুর পল্লব ভূষণ ও প্রতাপ হইবে, এবং দেশের ৩ ফল শোভা ও সৌন্দর্য্য হইবে। আর

সিয়োনে যে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে, ও যিরূশালেমে যে কেহ বাকী থাকিবে—যিরূশালেমে জীবিতগণের মধ্যে যে কাহারও নাম লিখিত আছে—সে পবিত্র ৪ বলিয়া আখ্যাত হইবে। অগ্রে প্রভু বিচারের আত্মা ও দাহের আত্মা দ্বারা সিয়োনের কন্যাগণের মল ধৌত করিবেন, এবং যিরূশালেমের মধ্য হইতে তাহার ৫ রক্ত দূর করিয়া দিবেন। আর সদাপ্রভু সিয়োন পর্ব্বতস্থ সমস্ত আবাসের ও তাহার সভা সকলের উপরে দিনমানে মেঘ ও ধূম, এবং রাত্রিতে প্রজ্বলিত অগ্নির তেজ সৃষ্টি করিবেন, বস্তুতঃ সকল প্রতাপের ৬ উপরে চন্দ্রাতপ থাকিবে। আর দিনমানে গ্রীষ্মনিবারক ছায়া দিবার জন্য, এবং ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে আশ্রয় ও আচ্ছাদন-স্থান হইবার জন্য এক তাম্বু থাকিবে।

ঈশ্বরীয় দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত।

৫ আমি আপন প্রিয়ের উদ্দেশে তাঁহার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিষয়ে আমার প্রিয়ের একটী গীত গান করি।

১ আমার প্রিয়ের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল,
অতি উর্ব্বর এক গিরিশৃঙ্গে।

২ তিনি তাহার চারিদিকে খনন করিলেন,
তাহার পাথরগুলি তুলিয়া ফেলিলেন,
তথায় উত্তম দ্রাক্ষালতা রোপণ করিলেন,
তাহার মাঝখানে উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন,
আর দ্রাক্ষা মাড়িবার এক কুণ্ডও খুদিলেন;
আর অপেক্ষা করিলেন যে, দ্রাক্ষাফল ধরিবে,
কিন্তু ধরিল বুনো আঙ্গুর।

৩ এখন হে যিরূশালেম-নিবাসিগণ ও যিহূদার লোক সকল, বিনয় করি, তোমরা আমার ও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে ৪ বিচার কর; আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রতি এমন আর কি করিতে পারা যাইত, যাহা আমি করি নাই? আমি যখন অপেক্ষা করিলাম যে, দ্রাক্ষাফল ধরিবে, তখন কেন তাহাতে বুনো আঙ্গুর ধরিল? ৫ এখন শুন, আমি আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রতি যাহা করিব, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করি; আমি তাহার বেড়া দূর করিব, তাহা ভক্ষিত হইবে; আমি তাহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিব, তাহা দলিত ৬ হইবে। আমি তাহা উৎসন্ন করিব, তাহার লতা পরিষ্কার কি ভূমি খনন করা যাইবে না, আর তাহা শ্যাকুল ও কণ্টক-বৃক্ষের জঙ্গল হইবে, এবং আমি মেঘমালাকে আজ্ঞা দিব, যেন সে সকল তাহার উপরে জল বর্ষণ না করে। ৭ ফলতঃ ইস্রায়েল-কুল বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্র, এবং যিহূদার লোকেরা তাঁহার রমণীয় চারা; তিনি ন্যায়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু দেখ, রক্তপাত; তিনি ধার্ম্মিকতার অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু দেখ, ক্রন্দন।

৮ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা গৃহের সঙ্গে গৃহ যোগ করে,
ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্ষেত্র সংযোগ করে,
অবশেষে আর স্থান থাকে না,
তোমাদিগকে দেশমধ্যে একাকী বাস করান হয়!

৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমার কর্ণগোচরে কহেন, নিশ্চয়ই অনেক গৃহ ধ্বংসস্থান হইবে, বৃহৎ ও সুন্দর হইলেও নিবাস-১০ বিহীন হইবে। কারণ দশ বিঘা দ্রাক্ষা-

ক্ষেত্রে এক বাৎ দ্রাক্ষারস উৎপন্ন হইবে, ও এক হোমর বীজে এক ঐফা মাত্র শস্য উৎপন্ন হইবে।*

১১ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা খুব সকালে উঠে,
যেন সুরার অনুধাবন করিতে পারে;
যাহারা অনেক রাত্রি বসিয়া থাকে,
যাবৎ না দ্রাক্ষারস তাহাদিগকে উত্তপ্ত করে!

১২ বীণা ও নেবল, তবল ও বাঁশী ও দ্রাক্ষারস,
এই সকল তাহাদের ভোজে বিদ্যমান;
কিন্তু তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য নেহারে না,
তাঁহার হস্তের ক্রিয়া দেখিল না।

১৩ এই কারণ আমার প্রজারা জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত বন্দিরূপে নীত, তাহাদের মহোদয়গণ ক্ষুধার্ত্ত, ও তাহাদের লোকারণ্য
১৪ তৃষ্ণাতে শোষিত হয়। এই কারণ পাতাল আপন উদর বিস্তার করিয়াছে, অপরিমিতরূপে মুখ খুলিয়া হা করিয়াছে; আর উহাদের আদরণীয়তা, উহাদের লোকারণ্য, উহাদের কলহ, এবং যে উহাদের মধ্যে উল্লাস করে, সকলে সেখানে নামিয়া যাইতেছে।

১৫ আর সামান্য লোক অধোমুখ হয়,
মান্য লোক অবনত হয়,
এবং দর্পীদের দৃষ্টি অবনত হয়।

১৬ কিন্তু বাহিনীগণের সদাপ্রভু বিচারে উন্নত হন,
পবিত্রতম ঈশ্বর ধর্ম্মশীলতায় পবিত্র বলিয়া মান্য হন।

১৭ আর মেষশাবকগণ যেমন আপনাদের চরাণিতে চরে, তেমনি চরিবে,
বিদেশিগণ হৃষ্টপুষ্ট লোকদের ধ্বংসস্থান সকল উপভোগ করিবে।

১৮ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা অলীকতার রজ্জুতে অপরাধ টানে,
আর যেন শকটের দড়ি দিয়া পাপ টানে,

১৯ বলে, ‘তিনি ত্বরা করুন, নিজ কার্য্য সত্বর করুন,
যেন আমরা তাহা দেখিতে পাই;
ইস্রায়েলের পবিত্রতমের মন্ত্রণা নিকটে আইসুক,
যেন আমরা তাহা জানিতে পাই!’

২০ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা মন্দকে ভাল, আর ভালকে মন্দ বলে,
আলোকে আঁধার, ও আঁধারকে আলো বলিয়া ধরে,
মিষ্টকে তিক্ত, আর তিক্তকে মিষ্ট মনে করে!

২১ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা আপন আপন চক্ষে জ্ঞানবান,
আপন আপন দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান!

২২ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা দ্রাক্ষারস পান করিতে শূর,
আর সুরা মিশাইতে বলবান;

২৩ যাহারা উৎকোচের জন্য দুষ্ট লোককে নির্দ্দোষ করে,
আর ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা তাহা হইতে দূর করে!

২৪ অতএব অগ্নির জিহ্বা যেমন নাড়া গ্রাস করে, শুষ্ক তৃণ যেমন অগ্নিশিখায় পরিণত হয়, তেমনি তাহাদের মূল জীর্ণ কাষ্ঠের ন্যায় হইবে, ও তাহাদের পুষ্প ধূলার ন্যায় উড়িয়া যাইবে। কেননা তাহারা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়াছে, ইস্রায়েলের পবিত্রতমের বাক্য অবজ্ঞা করিয়াছে।

---

* যিহিষ্কেল ৪৫ ; ১১ দেখ।

২৫ এই কারণ আপন প্রজাগণের বিপরীতে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছে, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিয়া আছেন, এবং তাহাদিগকে আঘাত করিয়াছেন; তাই উপপর্ব্বতগণ কম্পমান হইল, ও উহাদের শব সড়কের মধ্যে জঞ্জালের ন্যায় হইল।

ইহাতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় নাই,
কিন্তু তাঁহার হস্ত এখনও বিস্তারিত রহিয়াছে।

২৬ তিনি দূরস্থ জাতিগণের প্রতি পতাকা তুলিবেন, পৃথিবীর প্রান্তবাসীদের জন্য শিশ্ দিবেন; আর দেখ, তাহারা দ্রুত-২৭ গমনে সত্বর আসিবে। তাহাদের মধ্যে কেহ ক্লান্ত হইবে না, উছোট খাইবে না, কেহ ঢুলিয়া পড়িবে না, নিদ্রা যাইবে না; তাহাদের কটিবন্ধন খুলিয়া যাইবে না, তাহাদের পাদুকার বন্ধন ছিঁড়িবে না। ২৮ তাহাদের বাণ খরধার, তাহাদের সমস্ত ধনুকে চাড়া দেওয়া; তাহাদের অশ্বগণের খুর চকমকি পাথরের মত, তাহাদের রথচক্র সকল ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় গণ্য ২৯ হইবে। তাহাদের হুঙ্কার সিংহীর তুল্য হইবে; তাহারা সিংহশাবকের ন্যায় হুঙ্কার করিবে, হাঁ, তাহারা গর্জ্জিয়া শিকার ধরিবে, অবাধে লইয়া যাইবে, ৩০ কেহ উদ্ধার করিবে না। তাহারা সেই দিন ইহাদের উপরে সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিবে; আর, কেহ যদি দেশের প্রতি দৃষ্টি করে, দেখ, অন্ধকার ও সঙ্কট, আর আলোক আপন মেঘমণ্ডলে অন্ধকারময় হইয়াছে।

যিশাইয়ের দর্শন ও ভাববাদী-পদে প্রতিষ্ঠা।

৬ যে বৎসর উষিয় রাজার মৃত্যু হয়, আমি প্রভুকে এক উচ্চ ও উন্নত সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম; তাঁহার রাজবস্ত্রের অঞ্চলে মন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার নিকটে সরাফগণ দণ্ডায়মান ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক জনের ছয় ছয় পক্ষ, প্রত্যেকে দুই পক্ষ দ্বারা আপন মুখ আচ্ছাদন করেন, দুই পক্ষ দ্বারা চরণ আচ্ছাদন করেন, ও দুই পক্ষ ৩ দ্বারা উড্ডীন হন। আর তাঁহারা পরস্পর ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,

'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু;
সমস্ত পৃথিবী তাঁহার প্রতাপে পরিপূর্ণ।'

তখন ঘোষণাকারীর রবে শিলামূল সকল কাঁপিতে লাগিল, ও গৃহ ধূমে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

তখন আমি কহিলাম, হায়, আমি নষ্ট হইলাম, কেননা আমি অশুচি-ওষ্ঠাধর মনুষ্য, এবং অশুচি-ওষ্ঠাধর জাতির মধ্যে বাস করিতেছি; আর আমার চক্ষু রাজাকে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুকে, দেখিতে পাইয়াছে।

৬ পরে ঐ সরাফগণের মধ্যে এক জন আমার কাছে উড়িয়া আসিলেন, তাঁহার হস্তে একখানি জ্বলন্ত অঙ্গার ছিল, তিনি যজ্ঞবেদির উপর হইতে চিমটা দ্বারা তাহা লইয়াছিলেন। আর তিনি আমার মুখে তাহা স্পর্শ করাইয়া কহিলেন, দেখ, ইহা তোমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়াছে, তোমার অপরাধ ঘুচিয়া গেল ও তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

পরে আমি প্রভুর রব শুনিতে পাইলাম ; তিনি বলিলেন, আমি কাহাকে পাঠাইব ? আমাদের পক্ষে কে যাইবে ? আমি কহিলাম, এই আমি, আমাকে ৯ পাঠাও। তখন তিনি বলিলেন, তুমি যাও, এই জাতিকে বল, তোমরা শুনিতে থাকিও, কিন্তু বুঝিও না ; এবং দেখিতে ১০ থাকিও, কিন্তু জানিও না। তুমি এই জাতির অন্তঃকরণ স্থূল কর, ইহাদের কর্ণ ভারী কর, ও ইহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দেও, পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, কর্ণে শুনে, অন্তঃকরণে বুঝে, এবং ফিরিয়া ১১ আইসে, ও সুস্থ হয়। তখন আমি কহিলাম, হে প্রভু, কত দিন ? তিনি কহিলেন, যাবৎ নগর সকল নিবাসবিহীন ও বাটী সকল নরশূন্য হইয়া উৎসন্ন না হয়, এবং ভূমি ধ্বংস-স্থান হইয়া একেবারে উৎসন্ন না হয়, আর সদাপ্রভু ১২ মনুষ্যকে দূর না করেন, এবং দেশের মধ্যে অনেক ভূমি অধিকার শূন্য না হয়। ১৩ যদ্যপি তাহার দশমাংশও থাকে, তথাপি তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রাস করা যাইবে ; কিন্তু যেমন এলা ও অলোন বৃক্ষ ছিন্ন হইলেও তাহাব গুঁড়ি থাকে, তেমনি এই জাতির গুঁড়িস্বরূপ এক পবিত্র বংশ থাকিবে।

যিহূদা এবং শান্তিরাজ-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

৭ যিহূদা-রাজ উষিয়ের পৌত্র যোথমের পুত্র আহসের সময়ে অরাম-রাজ রৎসীন ও ইস্রায়েল-রাজ, রমলিয়ের পুত্র পেকহ, যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধে তাহা জয় করিতে ২ পারিলেন না। তখন দায়ূদের কুলকে জ্ঞাত করা গেল যে, অরাম ইফ্রয়িমের সহায় হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার প্রজাদের হৃদয় আলোড়িত হইল, যেমন বনের বৃক্ষ সকল বায়ুর দ্বারা আলোড়িত হয়।

৩ তখন সদাপ্রভু যিশাইয়কে কহিলেন, তুমি ও তোমার পুত্র শার-যাশূব * উভয়ে আহসের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে উপরিস্থ পুষ্করিণীর প্রণালীর মুখের নিকটে রজকদের ক্ষেত্রস্থ রাজপথে যাও, ৪ এবং তাহাকে বল, সাবধান, সুস্থির হও ; এই দুই ধূমময় কাষ্ঠের পুচ্ছ হইতে, রৎসীন ও অরামের, এবং রমলিয়ের পুত্রেব, ক্রোধানল হইতে ভীত হইও না, তোমার হৃদয়কে দ্রব হইতে দিও না। ৫ অরাম, ইফ্রয়িম ও রমলিয়ের পুত্র তোমার বিরুদ্ধে এই হিংসার মন্ত্রণা করিয়াছে, ৬ বলিয়াছে, আইস, আমরা যিহূদার বিরুদ্ধে যাত্রা করি, তাহাকে ত্রাসযুক্ত করি, ও আপনাদের জন্য তথায় বিনাশ সাধন করিয়া তাহার মধ্যে এক জনকে, ৭ টাবেলের পুত্রকে, রাজা করি। এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহিতেছেন, তাহা স্থির থাকিবে না, এবং সিদ্ধও ৮ হইবে না। কেননা অরামের মস্তক দম্মেশক ও দম্মেশকের মস্তক রৎসীন। আর পঁয়ষট্টি বৎসর গত হইলে ইফ্রয়িম বিনষ্ট হইবে, আর জাতি থাকিবে না। ৯ আর ইফ্রয়িমের মস্তক শমরিয়া, ও শমরিয়ার মস্তক রমলিয়ের পুত্র। স্থিরবিশ্বাসী না হইলে তোমরা কোন ক্রমে স্থির থাকিতে পারিবে না।

১০ সদাপ্রভু আহসকে আবার কহিলেন,

* (অর্থাৎ) 'অবশিষ্টাংশ ফিরিয়া আসিবে।' ১০ ; ২১ দেখ।

১১ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে কোন চিহ্ন যাচ্ঞা কর, অধোলোকে কি ঊর্দ্ধ-
১২ লোকে যাচ্ঞা কর। কিন্তু আহস কহিলেন, আমি যাচ্ঞা করিব না, সদাপ্রভুর
১৩ পরীক্ষাও করিব না। তিনি কহিলেন, হে দায়ূদের কুল, তোমরা একবার শুন, মনুষ্যকে ক্লান্ত করা কি তোমাদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বিষয় যে, আমার ঈশ্বরকেও
১৪ ক্লান্ত করিবে? অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কন্যা* গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে।
১৫ যাহা মন্দ তাহা অগ্রাহ্য করিবার, এবং যাহা ভাল তাহা মনোনীত করিবার জ্ঞান পাইবার সময়ে বালকটী দধি ও মধু
১৬ খাইবে। বাস্তবিক যাহা মন্দ তাহা অগ্রাহ্য করিবার ও যাহা ভাল তাহা মনোনীত করিবার জ্ঞান বালকটীর না হইতে, যে দেশের দুই রাজাকে তুমি ঘৃণা করিতেছ, সে দেশ পরিত্যক্ত
১৭ হইবে। যিহূদা হইতে ইফ্রয়িমের পৃথক্ হইবার দিনাবধি যাদৃশ সময় কখনও হয় নাই, সদাপ্রভু তোমার প্রতি, তোমার প্রজাদের প্রতি ও তোমার পিতৃকুলের প্রতি তাদৃশ সময় উপস্থিত করিবেন, অশূরের রাজাকে আনিবেন।
১৮ আর সেই দিন সদাপ্রভু মিসরের নদী সকলের প্রান্তস্থ মক্ষিকার প্রতি ও অশূর দেশীয় মৌমাছির প্রতি শিশ্ দিবেন।
১৯ তাহাতে তাহারা সকলে আসিয়া উৎসন্ন উপত্যকাসমূহে, শৈলের ছিদ্র সকলে,
২০ কণ্টকবনে ও মাঠে মাঠে বসিবে। সেই দিন প্রভু [ফরাৎ] নদীর পারস্থ ভাড়াটিয়া ক্ষুর দ্বারা, অশূর-রাজের দ্বারা, মস্তক ও পদের লোম ক্ষৌরি করিয়া দিবেন, এবং তদ্দ্বারা দাড়িও ফেলিবেন।
২১ সেই দিন যদি কেহ একটী যুবতী গাভী
২২ ও দুইটী মেষ পোষে, তবে তাহারা যে দুগ্ধ দিবে, সেই দুগ্ধের আধিক্যে সে দধি খাইবে; বস্তুতঃ দেশের মধ্যে অবশিষ্ট সমস্ত লোক দধি ও মধু খাইবে।
২৩ আর সেই দিন, যে যে স্থানে সহস্র রৌপ্য-মুদ্রা মূল্যের সহস্র দ্রাক্ষালতা আছে, সেই সকল স্থান শ্যাকুল ও
২৪ কণ্টকময় হইবে; লোকে তীর ধনুক লইয়া সে স্থানে যাইবে, কেননা সমস্ত দেশ শ্যাকুল ও কণ্টকের জঙ্গল হইবে;
২৫ এবং যে সকল পার্ব্বত্য-ভূমি কোদালি দ্বারা খনন করা যায়, সেই সকল স্থানে শ্যাকুলের ও কাঁটার ভয়ে তুমি গমন করিবে না; তাহা বলদের চরাণিস্থান ও মেষের পদতলে দলিত হইবার স্থান হইবে।

৮ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি একখানা বৃহৎ ফলক লও, এবং প্রচলিত অক্ষরে তাহাতে লিখ, 'মহের-শালল-
২ হাশ-বসের উদ্দেশে'; ইহার প্রমাণের জন্য আমি উরিয় যাজক ও যিবেরিখিয়ের পুত্র সখরিয়, এই দুই বিশ্বস্ত পুরুষকে
৩ আপনার সাক্ষী করিব। পরে আমি [আপন স্ত্রী] ভাববাদিনীতে গমন করিলে তিনি গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলেন। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহার নাম মহের-শালল-হাশ-বস [শীঘ্র-লুট-ত্বরা-
৪ অপহরণ] রাখ; কেননা বালকটীর বাপ, মা, এই কথা উচ্চারণ করিবার জ্ঞান না হইতে হইতে দম্মেশকের ধন ও শমরিয়ার লুট অশূর-রাজের অগ্রে অগ্রে বহন করা যাইবে।

* (বা) এক কুমারী।

৫ পরে সদাপ্রভু আমাকে আরও কহি-
৬ লেন, এই লোকেরা ত শীলোহের মৃদুগামী স্রোত অগ্রাহ্য করিয়া রৎসীনে ও রম-
৭ লিয়ের পুত্রে আনন্দ করিতেছে। এই কারণ দেখ, প্রভু [ফরাৎ] নদীর প্রবল ও প্রচুর জল, অর্থাৎ অশূর-রাজ ও তাহার সমস্ত প্রতাপকে, তাহাদের উপরে আনিবেন; সে ফাঁপিয়া সমস্ত খাল পূর্ণ করিবে, ও সমস্ত তীরভূমির উপর দিয়া
৮ যাইবে; সে যিহূদার দেশ দিয়া বেগে বহিবে, উথলিয়া উঠিয়া বাড়িতে থাকিবে, কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠিবে; আর, হে ইম্মানূয়েল, তোমার দেশের প্রস্থ তাহার পক্ষ দুইটার বিস্তার দ্বারা ব্যাপ্ত হইবে।

৯ হে জাতিগণ, কোলাহল কর, কিন্তু
তোমরা ভগ্ন হইবে;
হে দূরদেশীয় সকল লোক, কর্ণপাত কর;
খড়্গ বাঁধ, কিন্তু তোমরা ভগ্ন হইবে,
খড়্গ বাঁধ, কিন্তু তোমরা ভগ্ন হইবে।

১০ একসঙ্গে মন্ত্রণা কর, কিন্তু তাহা নিষ্ফল
হইবে;
কথা কহ, কিন্তু তাহা স্থির থাকিবে না,
কেননা 'ঈশ্বর আমাদের সহিত'।

১১ কারণ সদাপ্রভু বলবান হস্ত অর্পণপূর্ব্বক আমাকে এই কথা কহিলেন, এবং আমাকে বলিয়া দিলেন যে, এই লোকদের পথে
১২ গমন করা আমার অকর্ত্তব্য; তিনি বলিলেন, এই লোকেরা যে সমস্ত বিষয়কে চক্রান্ত বলে, তোমরা সে সমস্তকে চক্রান্ত বলিও না; এবং ইহাদের ভয়ে ভীত
১৩ হইও না, ত্রাসযুক্ত হইও না। বাহিনীগণের সদাপ্রভুকেই পবিত্র বলিয়া মান, তিনিই তোমাদের ভয়স্থান হউন, তিনিই
১৪ তোমাদের ত্রাসভূমি হউন। তাহা হইলে তিনি পবিত্র আশ্রয় হইবেন; কিন্তু ইস্রায়েলের উভয় কুলের জন্য তিনি বিঘ্নজনক প্রস্তর ও বাধাজনক পাষাণ হইবেন, যিরূশালেম-নিবাসীদের জন্য পাশ
১৫ ও ফাঁদস্বরূপ হইবেন। আর তাহাদের মধ্যে অনেক লোক বিঘ্ন পাইয়া পতিত ও বিনষ্ট হইবে, এবং ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ধরা পড়িবে।

১৬ তুমি সাক্ষ্যের কথা বদ্ধ কর, আমার শিষ্যগণের মধ্যে ব্যবস্থা মুদ্রাঙ্কিত কর।

১৭ আমি সদাপ্রভুর আকাঙ্ক্ষা করিব, যিনি যাকোবের কুল হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করেন, এবং তাঁহার অপেক্ষায়
১৮ থাকিব। এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানগণ, যাহাদিগকে সদাপ্রভু আমাকে দিয়াছেন, সিয়োন-পর্ব্বত-নিবাসী বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নিরূপণক্রমে আমরা ইস্রায়েলের মধ্যে চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ-স্বরূপ।

১৯ আর যখন তাহারা তোমাদিগকে বলে, তোমরা ভূতড়িয়া ও গুণীদিগের নিকটে, যাহারা বিড় বিড় ও ফুসফুস করিয়া বকে, তাহাদের নিকটে অন্বেষণ কর, [তখন তোমরা বলিবে,] প্রজাগণ কি আপনাদের ঈশ্বরের কাছে অন্বেষণ করিবে না? তাহারা জীবিতদের জন্য কি মৃতদের
২০ কাছে [অন্বেষণ করিবে]? ব্যবস্থার কাছে ও সাক্ষ্যের কাছে [অন্বেষণ কর]; ইহার অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে, তবে তাহাদের পক্ষে অরুণোদয় নাই।

২১ আর তাহারা ক্লিষ্ট ও ক্ষুধিত হইয়া দেশের মধ্য দিয়া গমন করিবে, এবং ক্ষুধিত হইলে রাগ করিয়া আপনাদের রাজাকে ও আপনাদের ঈশ্বরকে শাপ
২২ দিবে, এবং ঊর্দ্ধদিকে মুখ তুলিবে; আর তাহারা ভূমির দিকে চাহিবে, এবং দেখ,

সঙ্কট ও অন্ধকার, যাতনার তিমির ; আর তাহারা নিবিড় অন্ধকারে দূরীকৃত হইবে।

৯ কিন্তু যে [দেশ] পূর্ব্বে যাতনাগ্রস্ত ছিল, তাহার তিমির আর থাকিবে না ; তিনি পূর্ব্বকালে সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশকে তুচ্ছাস্পদ করিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী সেই পথ, যর্দ্দনের তীরস্থ প্রদেশ, জাতিগণের গালীলকে, গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

২ যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করিত,
তাহারা মহা-আলোক দেখিতে পাইয়াছে ;
যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করিত,
তাহাদের উপরে আলোক উদিত হইয়াছে।

৩ তুমি সেই জাতির বৃদ্ধি করিয়াছ, তাহাদের আনন্দ বাড়াইয়াছ ; তাহারা তোমার সাক্ষাতে শস্যচ্ছেদন সময়ের ন্যায় আহ্লাদ করে, যেমন লুট বিভাগ করিবার সময়ে

৪ লোকেরা উল্লাসিত হয়। কারণ তুমি তাহার ভারের যোঁয়ালি, তাহার স্কন্ধের বাঁক, তাহার উপদ্রবকারীর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, যেমন মিদিয়নের দিনে করিয়া-

৫ ছিলে। বস্তুতঃ তুমুল যুদ্ধে সজ্জিত ব্যক্তির সমস্ত সজ্জা ও রক্তে লুণ্ঠিত বস্ত্র সকল জ্বলনীয় দ্রব্য হইবে, অগ্নির ভক্ষ্যস্বরূপ হইবে।

৬ কারণ একটী বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন,
একটী পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে ;
আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্ত্তৃত্বভার থাকিবে,
এবং তাঁহার নাম হইবে—'আশ্চর্য্য মন্ত্রী,
বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

৭ দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে
কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না,
যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়,
ন্যায়বিচারে ও ধার্ম্মিকতা সহকারে,
এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত।
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে।

যিহূদার ভাবী-দণ্ড বিষয়ক কথা।

৮ প্রভু যাকোবের কাছে এক বচন প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা ইস্রায়েলের উপরে

৯ পতিত হইয়াছে। আর [দেশের] সমস্ত লোক, ইফ্রয়িম ও শমরিয়ার নিবাসিগণ, তাহা জানিতে পাইবে ; তাহারা দর্পে ও চিত্তের গর্ব্বে বলিতেছে,

১০ ইষ্টক পতিত হইয়াছে বটে,
কিন্তু আমরা তক্ষিত প্রস্তরে গাঁথিব ;
সুকমোর কাষ্ঠ সকল কাটা গিয়াছে বটে,
কিন্তু আমরা তাহার পরিবর্ত্তে এরস কাষ্ঠ দিব।

১১ অতএব সদাপ্রভু রৎসীনের বিপক্ষদলকে তাহার বিরুদ্ধে উচ্চে স্থাপন করিবেন, ও তাহার শত্রুদিগকে উত্তেজিত করিবেন ;

১২ অরাম সম্মুখে ও পলেষ্টীয়েরা পশ্চাতে ; তাহারা হা করিয়া ইস্রায়েলকে গ্রাস করিবে
এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় নাই,
কিন্তু তাঁহার হস্ত এখনও বিস্তারিত রহিয়াছে।

১৩ তথাপি যিনি লোকদিগকে প্রহার করিয়া-

ছেন, তাঁহার কাছে তাহারা ফিরে নাই, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে
১৪ নাই। এইজন্য সদাপ্রভু ইস্রায়েলের মস্তক ও পুচ্ছ, বাগুড়া ও খাগড়া এক
১৫ দিনেই কাটিয়া ফেলিবেন। প্রাচীন ও সম্মানিত লোক সেই মস্তক, এবং মিথ্যা-
১৬ শিক্ষা-দায়ী ভাববাদী সেই পুচ্ছ। কারণ এই জাতির পথদর্শকেরাই ইহাদিগকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায় এবং যাহারা তাহা-দের দ্বারা চালিত হয়, তাহারা সংহারিত
১৭ হইতেছে। এইজন্য প্রভু তাহাদের যুবক-গণে আনন্দ করিবেন না, এবং তাহাদের পিতৃহীনদিগকে ও বিধবাদিগকে অনু-কম্পা করিবেন না; কেননা তাহারা সকলে পামর ও দুরাচার, এবং প্রত্যেক মুখ মূঢ়তাভাষী।

এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত
হয় নাই,
কিন্তু তাঁহার হস্ত এখনও বিস্তারিত
রহিয়াছে।

১৮ বাস্তবিক দুষ্টতা অগ্নিবৎ জ্বলে, তাহা শ্যাকুল ও কণ্টকবন গ্রাস করে; নিবিড় বনে জ্বলিয়া উঠে, তাহা ঘূর্ণ্যমান ঘন
১৯ ধূমস্তম্ভ হইয়া উঠে। বাহিনীগণের সদা-প্রভুর ক্রোধে দেশ দগ্ধ, এবং লোকেরা যেন অগ্নির ভক্ষ্য হইয়াছে; কেহ আপন
২০ ভ্রাতার প্রতি মমতা করে না। কেহ দক্ষিণ হস্তের দিকে টানিয়া লয়, তথাপি ক্ষুধিত থাকে; আবার কেহ বাম হস্তের দিকে গ্রাস করে, কিন্তু তৃপ্ত হয় না; প্রতিজন আপন আপন বাহুর মাংস
২১ ভোজন করে; মনঃশি ইফ্রয়িমকে ও ইফ্রয়িম মনঃশিকে, এবং উভয়ে একসঙ্গে যিহূদাকে আক্রমণ করে;

এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত
হয় নাই,
কিন্তু তাঁহার হস্ত এখনও বিস্তারিত
রহিয়াছে।

১০ ধিক্ সেই ব্যবস্থাপকদিগকে, যাহারা অধর্ম্মের ব্যবস্থা স্থাপন করে, ও সেই লেখকদিগকে, যাহারা উপদ্রব লিখে;
২ যেন দরিদ্রগণকে ন্যায়বিচার হইতে ফিরাইয়া দেয়, ও আমার দুঃখী প্রজাদের অধিকার হরণ করে, যেন বিধবারা তাহা-দের লুটদ্রব্য হয়, আর তাহারা পিতৃহীন-দিগকে তাহাদের লুটিত দ্রব্য করিতে
৩ পারে। প্রতিফল দিবার দিনে, ও দূর হইতে যখন বিনাশ আসিবে, তখন তোমরা কি করিবে? সাহায্যের নিমিত্ত কাহার
৪ কাছে পলাইবে? আর তোমাদের প্রতাপ কোথায় রাখিবে? তাহারা বন্দিগণের নীচে অধোমুখ হইয়া পড়িবে, নিহতগণের নীচে পতিত হইবে, এই মাত্র।

এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত
হয় নাই,
কিন্তু তাঁহার হস্ত এখনও বিস্তারিত
রহিয়াছে।

অশূরীয়দের ভাবী পতন।

৫ ধিক্ অশূরকে! সে আমার ক্রোধের দণ্ড! সে সেই যষ্টি, যাহার হস্তে আমার
৬ কোপ। আমি তাহাকে এক পামর জাতির বিপরীতে পাঠাইব, আমার ক্রোধপাত্র লোকবৃন্দের বিরুদ্ধে আজ্ঞা দিব, যেন সে লুট করে, ও লুটিত দ্রব্য লইয়া যায়, ও তাহাদিগকে পথের কাদার ন্যায় দলায়।
৭ কিন্তু তাহার সঙ্কল্প সেই প্রকার নয়, তাহার হৃদয় তাহা ভাবে না; বরং সর্ব্বনাশ করা এবং অনেক জাতিকে

৮ উচ্ছিন্ন করা তাহার মনস্কামনা। কারণ সে বলে, ‘আমার অধ্যক্ষগণ কি সকলে ৯ রাজা নহেন? কল্‌নো কি কর্কমীশের তুল্য নয়? হমাৎ কি অর্পদের তুল্য নয়? শমরিয়া কি দম্মেশকের তুল্য ১০ নয়? সে সকল প্রতিমার রাজ্য আমার হস্তগত হইয়াছে, সে গুলির ক্ষোদিত মূর্ত্তি যিরূশালেমের ও শমরিয়ার মূর্ত্তি সকল ১১ অপেক্ষা উত্তম; আমি শমরিয়াকে ও তাহার প্রতিমা সকলকে যেরূপ করিয়াছি, যিরূশালেমকে ও তাহার পুত্তলী সকলকেও কি সেইরূপ করিব না?’

১২ অতএব এইরূপ ঘটিবে; সিয়োন পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে প্রভু আপনার সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত করিলে পর আমি অশূর-রাজের চিত্তস্ফীতিরূপ ফলের ও তাহার উচ্চদৃষ্টিরূপ আড়ম্বরের প্রতিফল ১৩ দিব। কেননা সে বলিয়াছে, ‘আমার হস্তের বল ও আমার বিজ্ঞতা দ্বারা আমি কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছি, কেননা আমি বুদ্ধিমান; আমি জাতিগণের সীমা সকল দূর করিয়াছি, ও তাহাদের সঞ্চিত ধন লুট করিয়াছি; এবং বীরের ন্যায় আমি ১৪ সুখাসীনদিগকে নীচে নামাইয়াছি। আর পক্ষীর বাসার ন্যায় জাতিগণের ধন আমার হস্তগত হইয়াছে; লোকে যেমন পরিত্যক্ত ডিম্ব কুড়ায়, তেমনি আমি সমস্ত পৃথিবীকে সংগ্রহ করিয়াছি; পক্ষ নাড়িতে, কি চঞ্চু খুলিতে, কি চিঁচিঁ শব্দ করিতে ১৫ কেহ ছিল না।’ কুড়ালি কি ছেদকের বিপরীতে দর্প করিবে? করপত্র কি করপত্রী হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মানিবে? যাহারা দণ্ড তুলে, দণ্ড যেন তাহাদিগকে চালনা করিতেছে; যে কাষ্ঠ নয়, যষ্টি যেন তাহাকে উঠাইতেছে।

১৬ অতএব প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তাহার স্থূলকায় লোকদের মধ্যে কৃশতা প্রেরণ করিবেন, ও তাহার প্রতাপের নীচে অগ্নিদাহের ন্যায় দাহ হইবে। ১৭ বাস্তবিক ইস্রায়েলের জ্যোতিঃ অগ্নিস্বরূপ হইবেন, ও যিনি তাহার পবিত্রতম, তিনি শিখাসদৃশ হইবেন; তাহা এক দিনে উহার শ্যাকুল ও কণ্টক দগ্ধ করিয়া ১৮ ভস্ম করিবে। আর তিনি তাহার বনের ও উদ্যানের গৌরবকে, প্রাণ ও শরীরকে, সংহার করিবেন; তাহাতে সে রোগীর ১৯ ন্যায় ক্ষয় পাইবে। আর তাহার বনের অবশিষ্ট বৃক্ষ এমন অল্প হইবে যে, বালক তাহা গণনা করিয়া লিখিতে পারিবে।

২০ সেই দিনে ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ও যাকোব-কুলের রক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা আপনাদের প্রহারকারীর উপরে আর নির্ভর করিবে না; কিন্তু ইস্রায়েলের পবিত্রতম সদাপ্রভুর উপরে সত্যভাবে ২১ নির্ভর করিবে। অবশিষ্টাংশ ফিরিয়া আসিবে, যাকোবের অবশিষ্টাংশ বিক্রমশালী ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া আসিবে। ২২ বস্তুতঃ, হে ইস্রায়েল, তোমার লোকেরা সমুদ্রের বালির তুল্য হইলেও তাহাদের অবশিষ্টাংশই ফিরিয়া আসিবে; উচ্ছিন্নতা নিরূপিত, তাহা ধার্ম্মিকতার ২৩ বন্যাস্বরূপ হইবে। কেননা প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে উচ্ছেদ, নিরূপিত উচ্ছেদ, সাধন করিবেন।

২৪ অতএব প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, হে আমার সিয়োন-নিবাসী প্রজাগণ, অশূর হইতে ভীত হইও না; যদিও সে তোমাকে দণ্ডাঘাত করে ও তোমার বিরুদ্ধে যষ্টি

২৫ যেমন মিসর করিয়াছিল। কারণ আর অতি অল্পকাল অতীত হইলে ক্রোধ সিদ্ধ হইবে, আমার কোপ উহার সংহারে
২৬ সিদ্ধ হইবে। আর বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহার বিরুদ্ধে কশা উত্তোলন করিবেন, যেমন ওরেব শৈলে মিদিয়নের হত্যাকাণ্ডে করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার যষ্টি সাগরের উপরে থাকিবে, আর তিনি তাহা উত্তোলন করিবেন, যেমন
২৭ মিসরে করিয়াছিলেন। সেই দিন তোমার স্কন্ধ হইতে উহার ভার ও তোমার গ্রীবা হইতে উহার যোঁয়ালি সরিয়া পড়িবে, এবং মেদের বৃদ্ধি প্রযুক্ত যোঁয়ালি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

২৮ সে অয়াতে আসিয়াছে, মিগ্রোণ পশ্চাতে ফেলিয়াছে; মিক্মসে নিজ
২৯ দ্রব্যসামগ্রী রাখিয়াছে; তাহারা গিরিপথ ছাড়িয়া আসিয়াছে, গেবাতে রাত্রি যাপন করিয়াছে; রামা কাঁপিতেছে, শৌলের
৩০ গিবিয়া পলায়ন করিতেছে। অয়ি গল্লীম-কন্যে! তুমি আপন স্বরে উচ্চশব্দ
৩১ কর। লয়িশা, কর্ণপাত কর। হায়! দুঃখিনী অনাথোৎ! মদ্‌মেনার লোক পলাতক; গেবীম-নিবাসিগণ সকলই
৩২ স্থানান্তরে লইয়া গেল। সে অদ্যই নোবে বিলম্ব করিতেছে, সে সিয়োন-কন্যার পর্ব্বতের, যিরূশালেম-গিরির, প্রতিকূলে হস্ত নাড়িতেছে।

৩৩ দেখ, প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ভয়ঙ্কররূপে শাখাগুলি ভঙ্গ করিবেন; তাহাতে অতি উচ্চমস্তক বৃক্ষ সকল ছিন্ন হইবে, ও অতি উন্নত তরু সকল ভূমিসাৎ
৩৪ হইবে। তিনি লৌহ দ্বারা বনের ঝাড় সকল কাটিয়া ফেলিবেন, এবং লিবানোন মহাপরাক্রমীর দ্বারা নিপাতিত হইবে।

শান্তিরাজ ও তাঁহার রাজত্ব।

১১ আর যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন, ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান
২ করিবেন। আর সদাপ্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভু-ভয়ের আত্মা—তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন; আর তিনি সদাপ্রভু-ভয়ে
৩ আমোদিত হইবেন *। তিনি চক্ষুর দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিবেন না, কর্ণের
৪ শ্রবণানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন না; কিন্তু ধর্ম্মশীলতায় দীনহীনদের বিচার করিবেন, সরলতায় পৃথিবীস্থ নম্রদের জন্য নিষ্পত্তি করিবেন; তিনি আপন মুখস্থিত দণ্ড দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিবেন, আপন ওষ্ঠাধরের নিঃশ্বাস দ্বারা দুষ্টকে বধ করিবেন।
৫ আর ধর্ম্মশীলতা তাঁহার কটিদেশের পটুকা ও বিশ্বস্ততা তাঁহার কক্ষের পটুকা হইবে।
৬ আর কেন্দুয়াব্যাঘ্র মেষশাবকের সহিত একত্র বাস করিবে; চিতাব্যাঘ্র ছাগবৎসের সহিত শয়ন করিবে; গোবৎস, যুবসিংহ ও হৃষ্টপুষ্ট পশু একত্র থাকিবে; এবং ক্ষুদ্র বালক তাহাদিগকে চালাইবে।
৭ ধেনু ও ভল্লুকী চরিবে, তাহাদের বৎস সকল একত্র শয়ন করিবে, এবং সিংহ
৮ বলদের ন্যায় বিচালি খাইবে। আর স্তন্যপায়ী শিশু কেউটিয়া সর্পের গর্ত্তের উপরে খেলা করিবে, ত্যক্তস্তন্য বালক কৃষ্ণসর্পের বিবরের উপরে হস্ত রাখিবে।
৯ সে সকল আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না; কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি

* (বা) সদাপ্রভু-ভয় সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞান হইবে। (ইব্র) তাঁহার আঘ্রাণ হইবে।

পৃথিবী সদাপ্রভু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।

১০ আর সেই দিন এই ঘটিবে, যিশয়ের মূল, যিনি লোকবৃন্দের পতাকারূপে দাঁড়ান, তাঁহার কাছে জাতিগণ অন্বেষণ করিবে; আর তাঁহার বিশ্রামস্থান প্রতাপান্বিত হইবে।

১১ আর সেই দিন এই ঘটিবে, প্রভু আপন প্রজাগণের অবশিষ্টাংশকে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য দ্বিতীয়বার হস্ত-ক্ষেপ করিবেন, অর্থাৎ অশূর হইতে, মিসর হইতে, পথ্রোষ হইতে, কূশ হইতে, এলম হইতে, শিনিয়র হইতে হমাৎ হইতে ও সমুদ্রের উপকূলসমূহ হইতে অবশিষ্ট

১২ লোকদিগকে আনিবেন। আর তিনি জাতিগণের নিমিত্ত পতাকা তুলিবেন, ইস্রায়েলের তাড়িত লোকদিগকে একত্র করিবেন, ও পৃথিবীর চারি কোণ হইতে যিহূদার ছিন্নভিন্ন লোকদিগকে সংগ্রহ

১৩ করিবেন। আর ইফ্রয়িমের ঈর্ষা দূর হইবে, ও যাহারা যিহূদাকে ক্লেশ দেয়, তাহারা উচ্ছিন্ন হইবে; ইফ্রয়িম যিহূদার উপর ঈর্ষা করিবে না, ও যিহূদা

১৪ ইফ্রয়িমকে ক্লেশ দিবে না। আর তাহারা পশ্চিম দিকে পলেষ্টীয়দের স্কন্ধদেশে ছোঁ মারিবে, উভয়ে একত্র হইয়া পূর্ব্বদেশের লোকদের দ্রব্য লুট করিবে; তাহারা ইদোম ও মোয়াবের উপরে হস্তক্ষেপ করিবে, এবং অম্মোন-সন্তানেরা তাহা-

১৫ দের আজ্ঞাবহ হইবে। আর সদাপ্রভু মিস্রীয় সমুদ্রের খাড়ী নিঃশেষে বিনষ্ট করিবেন, [ফরাৎ] নদীর উপরে নিজ উত্তপ্ত বায়ু সহকারে হস্ত দোলাইবেন, তাহাকে প্রহার করিয়া সপ্ত প্রণালী করিবেন, ও লোকদিগকে পাদুকা-চরণে

১৬ পার করিবেন। আর মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েলের বাহির হইয়া আসিবার সময়ে যেমন তাহার নিমিত্ত পথ হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার প্রজাদের অবশিষ্টাংশের, অশূর হইতে অবশিষ্ট লোকদের নিমিত্ত এক রাজপথ হইবে।

১২ আর সেই দিন তুমি বলিবে,

হে সদাপ্রভু, আমি তোমার স্তবগান করিব;
কেননা তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলে,
কিন্তু তোমার ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে,
আর তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিতেছ।

২ দেখ, ঈশ্বর আমার পরিত্রাণ;
আমি সাহস করিব, ভীত হইব না;
কেননা সদাপ্রভু যিহোবা আমার বল ও গান;
তিনি আমার পরিত্রাণ হইয়াছেন।

৩ এইজন্য তোমরা আহ্লাদ সহকারে পরিত্রাণের উনুই সকল হইতে জল

৪ তুলিবে। আর সেই দিন তোমরা বলিবে,
সদাপ্রভুর স্তব কর, তাঁহার নামে ডাক,
জাতিগণের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর,
তাঁহার নাম উন্নত, এই বলিয়া কীর্ত্তন কর।

৫ সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত কর;
কেননা তিনি মহিমার কর্ম্ম করিয়াছেন;
তাহা সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানগোচর হউক।

৬ অয়ি সিয়োন-নিবাসিনি! উচ্চধ্বনি কর, আনন্দগান কর;
কেননা যিনি ইস্রায়েলের পবিত্রতম, তিনি তোমার মধ্যে মহান্।

বাবিল বিষয়ক ভাববাণী।

১৩ বাবিল বিষয়ক ভাববাণী ; আমোসের পুত্র যিশাইয় এই দর্শন পান।

২ তোমরা বৃক্ষশূন্য পর্ব্বতের উপরে পতাকা তুল, লোকদের নিমিত্ত উচ্চধ্বনি কর, হস্ত দোলাও ; তাহারা প্রধানবর্গের ৩ পুরদ্বারে প্রবেশ করুক। আমি আপনার পবিত্র লোকদিগকে আদেশ করিয়াছি, আমি আমার ক্রোধ সফল করণার্থে আমার বীরগণকে, আমার দর্পিত উল্লাস-কারিগণকে, আহ্বান করিয়াছি।

৪ পর্ব্বতমালায় লোক-সমারোহের রব,
যেন মহা-জনবৃন্দের শব্দ !
একত্রীকৃত জাতিগণের রাজ্যসমূহের
কোলাহল শব্দ !
বাহিনীগণের সদাপ্রভু যুদ্ধের জন্য
বাহিনী রচনা করিতেছেন।

৫ তাহারা আসিতেছে দূরদেশ হইতে,
আকাশমণ্ডলের প্রান্ত হইতে ;
সদাপ্রভু ও তাঁহার ক্রোধের অস্ত্র সকল
সমস্ত দেশ উচ্ছিন্ন করিতে আসিতে-
ছেন।

৬ হাহাকার কর, কেননা সদাপ্রভুর দিন
নিকটবর্ত্তী ;
সর্ব্বশক্তিমানের নিকট হইতে বিনাশের
ন্যায় উহা আসিতেছে।

৭ এই কারণ সকলের হস্ত দুর্ব্বল হইবে, ৮ মর্ত্ত্যমাত্রের হৃদয় দ্রব হইবে ; লোকেরা বিহ্বল হইবে, নানা যন্ত্রণা ও ব্যথাগ্রস্ত হইবে, তাহারা প্রসবকারিণীর ন্যায় ব্যথা খাইবে ; এক জন অন্যের প্রতি একাগ্র দৃষ্টি করিবে, তাহাদের মুখ অগ্নিশিখার ৯ মুখ। দেখ, সদাপ্রভুর দিন আসিতেছে ; পৃথিবীকে ধ্বংস-স্থান করিবার, তথাকার পাপীদিগকে তাহার মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত সেই দিন দারুণ এবং ১০ ক্রোধ ও প্রজ্বলিত কোপসমন্বিত। বস্তুতঃ আকাশের তারাগণ ও নক্ষত্ররাশি দীপ্তি দিবে না ; সূর্য্য উদয়-সময়ে নিস্তেজ হইবে, ও চন্দ্র আপন জ্যোৎস্না প্রকাশ ১১ করিবে না। আর আমি জগতের উপরে দুর্ব্বৃত্তির ফল ও দুষ্টগণের উপরে তাহাদের অপরাধের ফল বর্ত্তাইব ; আমি অহঙ্কারী-দের দর্প শেষ করিব, দুর্দ্দান্তদের গর্ব্ব ১২ খর্ব্ব করিব। আমি উত্তম সুবর্ণ হইতে মর্ত্ত্যকে, ওফীরের কাঞ্চন হইতে মনুষ্যকে ১৩ দুর্লভ করিব। এইজন্য আমি আকাশ-মণ্ডলকে কম্পান্বিত করিব, এবং বাহিনী-গণের সদাপ্রভুর ক্রোধে ও তাঁহার প্রজ্বলিত কোপের দিনে পৃথিবী টলিয়া ১৪ স্থানভ্রষ্ট হইবে। তাহাতে তাড়িত হরিণের ন্যায় ও অরক্ষক মেষের ন্যায় লোকেরা প্রত্যেকে আপন আপন জাতির প্রতি ফিরিবে, প্রত্যেকে আপন আপন ১৫ দেশের দিকে পলায়ন করিবে। যে কাহারও উদ্দেশ পাওয়া যাইবে, সে অস্ত্রবিদ্ধ হইবে ; ও যে কেহ ধরা ১৬ পড়িবে, সে খড়্গে পতিত হইবে। আর তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে তাহাদের শিশু-গণকে আছড়ান যাইবে, তাহাদের গৃহ লুন্ঠিত হইবে, ও তাহাদের স্ত্রীগণ বলাৎ-১৭ কৃত হইবে। দেখ, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে মাদীয়দিগকে উত্তেজিত করিব ; তাহারা রৌপ্য তুচ্ছ করিবে, ও সুবর্ণে ১৮ প্রীত হইবে না। তাহাদের ধনুর্দ্ধরেরা যুবকগণকে চূর্ণ করিবে, এবং তাহারা গর্ব্ভফলের প্রতি করুণা করিবে না, বালক বালিকাদের প্রতি মমতা করিবে না। ১৯ আর বাবিল—রাজ্য সকলের সেই রত্ন ও কল্‌দীয়দের শ্লাঘার সেই লাবণ্য—

ঈশ্বরকর্ত্তৃক উৎপাটিত সদোম ও ঘমোরার
২০ সদৃশ হইবে। তাহার মধ্যে আর কখনও বসতি হইবে না, পুরুষপুরুষানুক্রমে তথায় কেহ বাস করিবে না, আরবীও সে স্থানে তাম্বু ফেলিবে না, মেষপালকেরাও সেখানে আপন আপন পাল শয়ন করাইবে না।
২১ কিন্তু সেই স্থানে বন্যপশুরা শয়ন করিবে; আর তাহাদের গৃহ সকল চীৎকার-কারী জন্তুতে পরিপূর্ণ হইবে, উষ্ট্রপক্ষীরা সেখানে বাসা করিবে, ও ছাগেরা নাচিবে।
২২ আর তাহাদের অট্টালিকা সমূহে বৃকেরা শব্দ করিবে, বিলাস-প্রাসাদে শৃগালেরা বাস করিবে; হাঁ, তাহার কাল শীঘ্র উপস্থিত হইবে; তাহার দিন সকল দীর্ঘ হইবে না।

১৪ কারণ সদাপ্রভু যাকোবের প্রতি করুণা করিবেন, ইস্রায়েলকে পুনর্ব্বার মনোনীত করিবেন, এবং তাহাদের দেশে তাহাদিগকে বসাইয়া দিবেন; তাহাতে বিদেশী লোক তাহাদিগেতে আসক্ত হইবে, তাহারা যাকোবের কুলের সহিত
২ সংযুক্ত হইবে। আর জাতিগণ তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে, এবং ইস্রায়েল-কুল সদাপ্রভুর দেশে তাহাদিগকে দাসদাসীর ন্যায় অধিকার করিবে; আপনারা যাহাদের কাছে বন্দি ছিল, তাহাদিগকে বন্দি করিবে, আর আপনাদের উপদ্রবকারীদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে।

৩ যে দিন সদাপ্রভু তোমাকে দুঃখ ও উদ্বেগ হইতে, এবং যে কঠোর দাসত্বে তুমি বদ্ধ ছিলে, তাহা হইতে বিশ্রাম
৪ দিবেন, সেই দিন তুমি বাবিল-রাজের বিরুদ্ধে এই প্রবাদ লইয়া বলিবে,

আহা, উপদ্রবকারী কেমন শেষ হইয়াছে!
অপহারিণী কেমন শেষ হইয়াছে!
৫ সদাপ্রভু দুষ্টদের দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন,
শাসনকর্ত্তাদের রাজদণ্ড ভগ্ন করিয়াছেন।
৬ সে ক্রোধে প্রজাদিগকে আঘাত করিত,
আঘাত করিতে ক্ষান্ত হইত না,
সে কোপে জাতিগণকে শাসন করিত,
অনিবার তাড়না করিত।
৭ সমস্ত পৃথিবী শান্ত ও সুস্থির হইয়াছে,
সকলে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করিতেছে।
৮ দেবদারু ও লিবানোনের এরস বৃক্ষ সকলও তোমার বিষয়ে আনন্দ করে,
বলে, যে অবধি তুমি ভূমিসাৎ হইয়াছ,
আমাদের নিকটে কোন ছেদনকর্ত্তা আইসে না।

৯ অধঃস্থ পাতাল তোমার জন্য বিচলিত হয়,
তোমার আগমনে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়;
তোমার নিমিত্ত প্রেতগণকে, পৃথিবীর প্রধান সকলকে সচেতন করে,
জাতিগণের রাজা সকলকে আপন আপন সিংহাসন হইতে উঠাইয়াছে।
১০ তাহারা সকলে উত্তর করিয়া তোমাকে বলে,
তুমিও কি আমাদের ন্যায় ক্ষীণবল হইলে?
তুমিও কি আমাদের সমান হইলে?
১১ পাতালে নামান হইল তোমার ঘটা,
ও তোমার নেবল যন্ত্রের মধুর বাদ্য;
কীট তোমার নীচে পাতা রহিয়াছে,

কৃমি তোমাকে ঢাকিয়াছে।

১২ হে প্রভাতি-তারা! উষা-নন্দন! তুমি ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছ!
হে জাতিগণের নিপাতনকারী, তুমি ছিন্ন ও ভূপাতিত হইয়াছ!

১৩ তুমি মনে মনে বলিয়াছিলে, 'আমি স্বর্গারোহণ করিব,
ঈশ্বরের নক্ষত্রগণের ঊর্দ্ধে আমার সিংহাসন উন্নত করিব;
সমাগম-পর্ব্বতে, উত্তরদিকের প্রান্তে, উপবিষ্ট হইব;

১৪ আমি মেঘরূপ উচ্চস্থলীর উপরে উঠিব,
আমি পরাৎপরের তুল্য হইব।'

১৫ তুমি ত নামান যাইবে পাতালে,
গর্ত্তের গভীরতম তলে।

১৬ তোমাকে দেখিলে লোকে একদৃষ্টিতে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করিবে,
তোমার বিষয়ে বিবেচনা করিবে,
'এ কি সেই পুরুষ, যে পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিত,
রাজ্য সকল বিচলিত করিত,

১৭ জগৎকে নির্জ্জন স্থানের ন্যায় করিত,
জগতের নগর সকল উৎপাটন করিত,
বন্দিদিগকে বাটী যাইতে দিত না?'

১৮ জাতিগণের সমুদয় রাজা, সকলেই সসম্মানে,
প্রত্যেকে স্ব স্ব আগারে শয়ন করিতেছেন;

১৯ কিন্তু তুমি আপন কবর-স্থান হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত,
কুৎসিত পল্লবের সদৃশ,
তুমি সেই নিহতদের দ্বারা আচ্ছাদিত,
যাহারা খড়্গবিদ্ধ,
যাহারা গর্ত্তের প্রস্তররাশিতে নামিয়া যায়;
তুমি পদদলিত শবের তুল্য হইয়াছ।

২০ তুমি উহাঁদের সহিত কবরস্থ হইবে না;
কারণ তুমি স্বদেশ উচ্ছিন্ন করিয়াছ,
আপন লোকদিগকে বধ করিয়াছ;
দুরাচারদের বংশের নাম কোন কালে লওয়া হইবে না।

২১ তোমরা উহার সন্তানদের জন্য বধ-স্থান প্রস্তুত কর,
উহাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ প্রযুক্ত কর;
তাহারা উঠিয়া পৃথিবী অধিকার না করুক,
জগৎকে নগরে পরিপূর্ণ না করুক।

২২ আর বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিব; আমি বাবিলের নাম ও অবশিষ্টাংশ, পুত্র ও পৌত্রকে উচ্ছিন্ন করিব, ইহা সদাপ্রভু
২৩ কহেন। আর আমি ঐ নগর শজারুর অধিকার করিব, জলাভূমি করিব, সংহার-রূপ মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জন করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।

ঈশ্বরের সঙ্কল্পের অলোপ্যতা।

২৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভু শপথ করিয়া বলিয়াছেন, অবশ্যই, আমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, তদ্রূপ ঘটিবে; আমি যে মন্ত্রণা
২৫ করিয়াছি, তাহা স্থির থাকিবে। ফলতঃ আমার দেশে অশূরীয়কে ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমার পর্ব্বতমালায় তাহাকে পদদলিত করিব; তাহাতে লোকদের স্কন্ধ হইতে তাহার যোঁয়ালি দূর হইবে, এবং তাহাদের গ্রীবা হইতে তাহার ভার
২৬ সরিয়া পড়িবে। সমস্ত পৃথিবীর বিষয়ে এই মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে, ও সমস্ত জাতির উপরে এই হস্ত বিস্তারিত আছে।

২৭ কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভুই মন্ত্রণা করিয়াছেন, কে তাহা ব্যর্থ করিবে? তাঁহারই হস্ত বিস্তারিত হইয়াছে, কে তাহা ফিরাইবে?

পলেষ্টিয়া বিষয়ক ভাববাণী।

২৮ যে বৎসর আহস রাজার মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের এই ভাববাণী।

২৯ হে পলেষ্টিয়া, যে দণ্ড তোমাকে প্রহার করিত, তাহা ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণে আনন্দ করিও না; কেননা সেই মূল-সর্প হইতে কেউটিয়া সর্প উৎপন্ন হইবে, এবং জ্বলন্ত উড়ুক্কু সর্প তাহার ৩০ ফল হইবে। দীনহীনদের জ্যেষ্ঠ সন্তানেরা ভোজন করিবে, ও দরিদ্রগণ নির্ভয়ে শয়ন করিবে; আর আমি দুর্ভিক্ষ দ্বারা তোমার মূল হনন করিব, এবং তোমার ৩১ অবশিষ্টাংশ হত হইবে। হে পুরদ্বার, হাহাকার কর; হে নগর, ক্রন্দন কর; হে পলেষ্টিয়া, তুমি বিলীন, তোমার সমুদয় বিলীন; কেননা উত্তর দিক্ হইতে ধূম আসিতেছে, আর উহার শ্রেণী হইতে ৩২ কেহ সরিয়া যায় না। আর এই জাতির দূতগণকে কি উত্তর দেওয়া যাইবে? সদাপ্রভু সিয়োনের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছেন; এবং তাঁহার দুঃখী প্রজাগণ তাহার মধ্যে আশ্রয় লইবে।

মোয়াব বিষয়ক ভাববাণী।

১৫ আহা, রাত্রির মধ্যে মোয়াবের আর নগর নষ্ট ও ধ্বংস হইল; আহা, রাত্রির মধ্যে মোয়াবের কীর নগর নষ্ট ও ২ ধ্বংস হইল। সে রোদন করিবার জন্য বায়িতে ও দীবনে, উচ্চস্থলীতে, গিয়াছে; নবোর উপরে ও মেদবার উপরে মোয়াব হাহাকার করিতেছে, তাহাদের সকলের মস্তক মুণ্ডন হইয়াছে, ৩ প্রতিজনের দাড়ি কাটা গিয়াছে। সড়কে সড়কে তাহাদের লোক চট পরিধান করিয়াছে; তাহাদের ছাদের উপরে ও চকের মধ্যে সমস্ত লোক হাহাকার করিতেছে, রোদন করিয়া যেন গলিয়া পড়িতেছে। ৪ হিশ্‌বোন ও ইলিয়ালী ক্রন্দন করিতেছে; তাহাদের রব যহস পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে; তজ্জন্য মোয়াবের যোদ্ধৃগণ আর্ত্তনাদ করিতেছে; তাহার প্রাণ তাহার মধ্যে ৫ কম্পিত হইতেছে। মোয়াবের জন্য আমার হৃদয় ক্রন্দন করিতেছে; তাহার পলাতকেরা সোয়র পর্য্যন্ত, ইগ্লৎ-শলিশীয়ায় যাইতেছে; তাহারা রোদন করিতে করিতে লূহীতের আরোহণ-পথ দিয়া উঠিতেছে, হোরোণয়িমের পথে বিনাশসূচক ৬ আর্ত্তনাদ করিতেছে। নিম্রীমের জলসমূহ মরুস্থান হইল; ঘাস শুষ্ক হইল, নবীন তৃণ শেষ হইল, হরিদ্বর্ণ কিছুই নাই। ৭ এইজন্য তাহারা আপনাদের রক্ষিত ধন ও সঞ্চিত দ্রব্য বাইশী বৃক্ষের স্রোতের ৮ পারে লইয়া যাইতেছে। আহা, ক্রন্দন-রব মোয়াবের পরিসীমা বেষ্টন করিয়াছে; তাহার হাহাকার ইগ্লয়িম পর্য্যন্ত, তাহার হাহাকার বের্-এলীম পর্য্যন্ত শুনা যাই- ৯ তেছে। কারণ দীমোনের জল সমূহ রক্তময় হইল; আমি দীমোনের উপরে আরও দুঃখ, মোয়াবের পলাতকের উপরে ও দেশের অবশিষ্টাংশের উপরে সিংহ আনয়ন করিব।

১৬ তোমরা সেলা হইতে প্রান্তর দিয়া সিয়োন-কন্যার পর্ব্বতে দেশাধ্যক্ষের কাছে ২ মেষশাবক সমূহ পাঠাইয়া দেও। যেমন ভ্রমণকারী পক্ষিগণ, যেমন বিক্ষিপ্ত বাসা, মোয়াব-কন্যাগণ অর্ণোনের ঘাট সমূহে

৩ তদ্রূপ হইবে। মন্ত্রণা দেও, বিচার কর, মধ্যাহ্নকালে আপনার ছায়াকে রাত্রিকালের ন্যায় কর, বহিষ্কৃত লোকদিগকে লুকাইয়া রাখ, পলাতককে প্রকাশ করিও
৪ না। মোয়াব, আমার বহিষ্কৃত* লোকদিগকে তোমার সহিত বাস করিতে দেও, বিনাশকের সম্মুখ হইতে তাহাদের অন্তরাল হও। কারণ উৎপীড়ক শেষ হইল, অপহার সমাপ্ত হইল; যাহারা লোকদিগকে পদতলে দলিত করিত, তাহারা দেশ হইতে
৫ উচ্ছিন্ন হইল। আর দয়াতে এক সিংহাসন স্থাপিত হইবে, এক জন সত্যের প্রভাবে দায়ূদের তাম্বুতে সেই আসনে বসিবেন; তিনি বিচারকর্ত্তা, বিচারে যত্নবান ও ধার্ম্মিকতা-সাধনে সত্বর হইবেন।
৬ আমরা মোয়াবের অহঙ্কারের কথা শুনিয়াছি, সে অত্যন্ত অহঙ্কারী; তাহার অভিমান, অহঙ্কার ও ক্রোধের কথা শুনিয়াছি; তাহার দর্প কিছু নয়।
৭ তজ্জন্য মোয়াবের নিমিত্ত মোয়াব হাহাকার করিবে, তাহার সমস্ত লোক হাহাকার করিবে; তোমরা কীর্‌হরেসেতের দ্রাক্ষাপিষ্টকের নিমিত্ত কাকূক্তি করিবে, নিতান্ত
৮ ক্ষুণ্ণ হইবে। কারণ হিশ্‌বোনের ক্ষেত্র সকল ও সিব্‌মার দ্রাক্ষালতা ম্লান হইল; জাতিগণের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক তাহার চারা সকল পদাহত হইল; সেগুলি যাসের পর্য্যন্ত পৌঁছিত, ও প্রান্তরে যাইত, তাহার শাখা সকল চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, সে সকল সমুদ্র পার হইয়া-
৯ ছিল। এইজন্য সিব্‌মার দ্রাক্ষালতার নিমিত্ত যাসেরের রোদনকালে আমি রোদন করিব; হে হিশ্‌বোন, হে ইলিয়ালী, আমি নেত্রজলে তোমাকে সিক্ত করিব; কেননা তোমার গ্রীষ্মের ফল ও তোমার
১০ শস্যের উপরে রণনাদ হইল। আর ফলশালী ক্ষেত্র হইতে আনন্দ ও উল্লাস দূরীকৃত হইল; দ্রাক্ষাক্ষেত্রেও লোকেরা আর আনন্দগান বা হর্ষনাদ করে না; কেহ পদ দ্বারা চাপ দিয়া কুণ্ডে আর দ্রাক্ষারস বাহির করে না, আমি [দ্রাক্ষাপেষণের]
১১ গান নিবৃত্ত করাইয়াছি। এই কারণ আমার নাড়ী মোয়াবের জন্য, আমার অন্তর কীর্‌-হেরসের জন্য বীণার ন্যায়
১২ বাজিতেছে। যদ্যপি মোয়াব দেখা দেয়, উচ্চস্থলীতে আপনাকে ক্লান্ত করে, ও প্রার্থনা করিবার জন্য আপন ধর্ম্মধামে প্রবেশ করে, তথাপি সে কৃতার্থ হইবে না।
১৩ সদাপ্রভু মোয়াবের বিষয়ে পূর্ব্বে এই
১৪ কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় তিন বৎসরের মধ্যে আপন বৃহৎ লোকারণ্য শুদ্ধ মোয়াবের গৌরব তুচ্ছীকৃত হইবে; এবং অবশিষ্টাংশ অতি অল্প ও ক্ষীণবল হইবে।

১৭

দম্মেশক বিষয়ক ভারবাণী।

দেখ, দম্মেশক আর নগর না থাকিয়া উচ্ছিন্ন হইল, তাহা কাঁথড়ার ঢিবী
২ হইবে। অরোয়েরের নগর সকল পরিত্যক্ত হইল, সেগুলি পশুপালদের অধিকার হইবে; তাহারা সেই স্থানে শয়ন করিবে, কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে
৩ না। আর ইফ্রয়িমের দুর্গ ও দম্মেশকের রাজ্য এবং অরামের অবশিষ্টাংশ লুপ্ত হইবে; সে সকল ইস্রায়েল-সন্তানগণের গৌরবের তুল্য হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।
৪ আর সেই দিন এই ঘটিবে, যাকোবের গৌরব ক্ষীণ হইবে, ও তাহার মাংসের

* (বা) মোয়াবের বহিষ্কৃত।

৫ স্থূলতা কৃশ হইয়া পড়িবে। আর যেমন কেহ ক্ষেত্রস্থ শস্য সংগ্রহ করে, হাত বাড়াইয়া শীষ কাটে, তেমনি হইবে; যেমন কেহ রফায়ীম তলভূমিতে পতিত ৬ শীষ কুড়ায়, তেমনি হইবে। তথাপি তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিবে; জিত বৃক্ষের ফল ঝাড়িয়া লইবার পরেও যেমন তাহার উচ্চতম স্থানে গোটা দুই তিন ফল, কিম্বা ফলবান্ বৃক্ষের শাখাতে গোটা চারি পাঁচ ফল থাকে [তেমনি হইবে]; ইহা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা- ৭ প্রভু বলেন। সেই দিন মনুষ্য আপন নির্ম্মাতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, ও তাহার চক্ষু ইস্রায়েলের পবিত্রতমের প্রতি ৮ চাহিয়া থাকিবে। সে আপন হস্তকৃত যজ্ঞবেদি সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না, ও তাহার চক্ষু আপন অঙ্গুলিকৃত বস্তু, আশেরা-মূর্ত্তি বা সূর্য্য-প্রতিমা সকল ৯ দেখিবে না। সেই দিন তাহার দৃঢ় নগর সকল বনের কিম্বা পর্ব্বত-শিখরের সেই পরিত্যক্ত স্থানের ন্যায় হইবে, যাহা ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে পরিত্যক্ত হইয়াছিল; আর দেশ ধ্বংসস্থান হইবে। ১০ কারণ তুমি আপন ত্রাণেশ্বরকে ভুলিয়া গিয়াছ, ও তোমার বলের শৈলকে স্মরণ কর নাই; এইজন্য সুন্দর সুন্দর চারা রোপণ করিতেছ, ও বিদেশীয় কলমের ১১ সহিত লাগাইতেছ। তুমি রোপণের দিনে উহাতে বেড়া দেও, ও প্রাতঃকালে তোমার চারা পুষ্পিত করিতেছ, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ও অপ্রতিকার্য্য দুঃখের দিনে তাহার ফল উড়িয়া যায়।

১২ হায় হায়, অনেক জাতির কোলাহল! তাহারা সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় কল্লোল-ধ্বনি করিতেছে; লোকবৃন্দের গর্জ্জন! তাহারা প্রবল বন্যার ন্যায় গর্জ্জন করি- ১৩ তেছে। লোকবৃন্দ প্রবল বন্যার ন্যায় গর্জ্জন করিবে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ধমক্ দিবেন, তাই তাহারা দূরে পলায়ন করিবে, এবং বায়ুর সম্মুখে পর্ব্বতস্থ ভুষীর ন্যায়, কিম্বা ঝড়ের সম্মুখে ঘূর্ণায়-মান ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইবে। ১৪ সন্ধ্যাকালে, দেখ, ত্রাস; প্রভাতের পূর্ব্বেই তাহারা নাই। এই আমাদের সর্ব্বস্ব-হরণকারীদের অধিকার, এই আমা-দের লুটকারীদের ভাগ্য।

কূশীয়দের বিষয়ে ভারবাণী।

১৮ আহা, পক্ষের ঝিঁঝীশব্দ-বিশিষ্ট, কূশদেশীয় নদীগণের পরপারস্থ, দেশ; ২ তুমি ত সমুদ্রপথে নলনির্ম্মিত নৌকাতে জলের উপর দিয়া দূতগণকে প্রেরণ করিতেছ। হে দ্রুতগামী দূতগণ, যে জাতি দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ, যে জনবৃন্দ আদি হইতে ভয়ঙ্কর, যে জাতি পরিমাণ করে ও দলন করে, যাহার দেশ নদনদী দ্বারা বিভক্ত, তাহার নিকটে গমন কর। ৩ হে জগন্নিবাসিগণ, হে পৃথিবীর অধিবাসি-গণ, যখন পর্ব্বতগণের উপরে পতাকা উঠিবে, দৃষ্টিপাত করিও, এবং যখন তূরী ৪ বাজিবে, শ্রবণ করিও। কেননা সদা-প্রভু আমাকে এই কথা বলিয়াছেন, নির্ম্মল আকাশে সতেজ রৌদ্রের ন্যায়, শস্যচ্ছেদনের গ্রীষ্মসময়ে কুয়াসাযুক্ত মেঘের ন্যায়, আমি ক্ষান্ত হইব, আপন বাসস্থানে থাকিয়া নিরীক্ষণ করিব। ৫ কারণ দ্রাক্ষা সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে মুকুল পরিণত হইবে, পুষ্প হইতে দ্রাক্ষাফল জন্মিয়া পক্ক হইবে, সেই সময়ে তিনি কাস্তা দিয়া তাহার ডগা কাটিবেন,

ও তাহার শাখা সকল দূর করিবেন, ৬ কাটিয়া ফেলিবেন। পর্ব্বতস্থ হিংস্র পক্ষীদের ও বন্য পশুদের নিমিত্ত উহারা একসঙ্গে পরিত্যক্ত হইবে; হিংস্র পক্ষিগণ তাহার উপরে গ্রীষ্মকাল যাপন ৭ করিবে, ও সকল বন্য পশু তাহার উপরে শীতকাল যাপন করিবে। তৎকালে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নিকটে ঐ দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ জাতি উপহার বলিয়া আনীত হইবে; হাঁ, সেই যে জনবৃন্দ আদি হইতে ভয়ঙ্কর, যে জাতি পরিমাণ করে ও দলিত করে, যাহার দেশ নদনদী দ্বারা বিভক্ত, সেই জাতি হইতে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নামের স্থানে, সিয়োন পর্ব্বতে, [উপহার আনীত হইবে]।

মিসর বিষয়ক ভারবাণী।

১৯ দেখ, সদাপ্রভু দ্রুতগামী মেঘে আরোহণ করিয়া মিসরে গমন করিতেছেন; মিসরের প্রতিমাগণ তাঁহার সাক্ষাতে কাঁপিবে, ও মিসরের হৃদয় তাহার অন্তরে দ্রব হইবে। আর আমি মিস্রীয়দিগকে মিস্রীয়দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিব; তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন ভ্রাতার ও প্রত্যেকে আপন আপন ২ বন্ধুর সহিত, নগর নগরের সহিত, ও রাজ্য রাজ্যের সহিত সংগ্রাম করিবে। ৩ আর মিসরের আত্মা তাহার অন্তরে শূন্য হইয়া যাইবে, এবং আমি তাহার মন্ত্রণা গ্রাস করিব; আর তাহারা প্রতিমা, ভেল্কিকর, ভূতুড়িয়া ও গুণীদের নিকটে ৪ অন্বেষণ করিবে। আর আমি মিস্রীয়দিগকে কঠিন প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিব, এক উগ্র রাজা তাহাদের উপরে রাজত্ব করিবে, ইহা প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু ৫ বলেন। আর সমুদ্র নির্জ্জল হইবে, ও ৬ নদী চড়া পড়িয়া শুষ্ক হইবে। তাহার স্রোত সকলে দুর্গন্ধ হইবে, মিসরের খাল সকল ছোট হইয়া চড়া পড়িবে; নল ও ৭ খাগ্‌ড়া ম্লান হইবে। নীল নদীর নিকটস্থ, নীল নদীর তীরস্থ মাঠ সকল ও নীল নদীর নিকটে উপ্ত বীজ সকল শুষ্ক হইবে, উড়িয়া যাইবে, কিছুই থাকিবে ৮ না। ধীবরগণও হাহাকার করিবে; যে সকল লোক নীল নদীতে বড়শী ফেলে, তাহারা বিলাপ করিবে; এবং যাহারা জলের মুখে জাল পাতে, তাহারা অবসন্ন ৯ হইবে। আর যাহারা মসীনার অংশুক প্রস্তুত করে, ও যাহারা শুক্লবস্ত্র বুনে, ১০ তাহারা লজ্জিত হইবে। আর তাহার স্তম্ভ সকল ভগ্ন হইবে; যাহারা বেতনের জন্য কার্য্য করে, তাহারা সকলে প্রাণে দুঃখ ১১ পাইবে। সোয়নের প্রধানবর্গ নিতান্ত অজ্ঞান; ফরৌণের বিজ্ঞবর মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা পশুবৎ হইল; তোমরা কেমন করিয়া ফরৌণকে বলিতে পার, আমি জ্ঞানীদের পুত্র, প্রাচীন রাজাদের সন্তান? ১২ তোমার সেই জ্ঞানবানেরা কোথায়? তাহারা একবার তোমাকে সংবাদ দিউক; বাহিনীগণের সদাপ্রভু মিসরের প্রতিকূলে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহা ১৩ তাহারা জানুক। সোয়নের প্রধানবর্গ অজ্ঞান হইল; নোফের প্রধানবর্গ মুগ্ধ হইল; যাহারা মিস্রীয় বংশগণের কোণের প্রস্তর, তাহারা মিসরকে ভ্রান্ত ১৪ করিয়াছে। সদাপ্রভু মিসরের অন্তরে কুটিলতার আত্মা মিশাইয়া দিয়াছেন; মত্ত ব্যক্তি যেমন আপন বমিতে ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ উহারা মিসরকে তাহার সমস্ত কর্ম্মে ভ্রান্ত করিয়াছে। ১৫ মিসরের জন্য মস্তকের কি পুচ্ছের,

রাগুড়ার কি খাগ্‌ড়ার করণীয় কোন কার্য্য হইবে না।

১৬ সেই দিন মিসর স্ত্রীলোকের ন্যায় হইবে; বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহার উপরে হস্ত দোলাইবেন, সেই দোলন প্রযুক্ত সে কাঁপিবে ও ত্রাসযুক্ত হইবে।

১৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহাদের বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত যিহূদা দেশ মিসরের ত্রাসজনক হইবে, কাহারও কাছে তাহার নামমাত্র করিলে সে ত্রাসযুক্ত হইবে।

১৮ সেই দিন মিসর দেশের মধ্যে পাঁচ নগর কনানীয় ভাষাবাদী হইবে, এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে শপথ করিবে। একটী নগর উৎপাটন-নগর* নামে আখ্যাত হইবে।

১৯ সেই দিন মিসর দেশের মধ্যস্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি হইবে, এবং তাহার সীমার নিকটে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক স্তম্ভ স্থাপিত হইবে।

২০ তাহা মিসর দেশে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে চিহ্ন ও সাক্ষীস্বরূপ হইবে; কেননা তাহারা উপদ্রবীদের ভয়ে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিবে, এবং তিনি এক জন তারক ও মহাবীরকে পাঠাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

২১ আর সদাপ্রভু মিসরকে আপনার পরিচয় দিবেন। এবং সেই দিন মিস্রীয়েরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হইবে; আর তাহারা বলিদান ও নৈবেদ্য দ্বারা আরাধনা করিবে, ও সদাপ্রভুর কাছে মানত করিয়া

২২ পালন করিবে। আর সদাপ্রভু মিসরকে প্রহার করিবেন, প্রহার করিয়া সুস্থ করিবেন; আর তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আসিবে, তাহাতে তিনি তাহাদের বিনতি গ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিবেন।

২৩ সেই দিন মিসর হইতে অশূরে যাইবার এক রাজপথ হইবে; তাহাতে অশূরীয় মিসরে, ও মিস্রীয় অশূরে যাতায়াত করিবে, এবং মিস্রীয়েরা অশূরীয়দের সঙ্গে আরাধনা করিবে।

২৪ সেই দিন ইস্রায়েল মিসরের ও অশূরের সহিত তৃতীয় হইবে, পৃথিবীর মধ্যে

২৫ আশীর্ব্বাদপাত্র হইবে; ফলতঃ বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, বলিবেন, আমার প্রজা মিসর, আমার হস্তকৃত অশূর, ও আমার অধিকার ইস্রায়েল আশীর্ব্বাদযুক্ত হউক।

২০ যে বৎসর অশূর-রাজ সর্গোনের প্রেরিত তর্ত্তন [সেনাপতি] অস্‌দোদে আইসেন, আর অস্‌দোদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

২ করিয়া তাহা হস্তগত করেন, তৎকালে সদাপ্রভু আমোসের পুত্র যিশাইয় দ্বারা এই কথা কহিলেন, তুমি গিয়া আপন কটিদেশ হইতে চট মুক্ত কর, ও পদ হইতে পাদুকা খুল। তাহাতে তিনি তাহা করিলেন, বিবস্ত্র ও শূন্যপদ হইয়া

৩ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন সদাপ্রভু কহিলেন, আমার দাস যিশাইয় যেমন মিসর ও কূশ দেশের বিষয়ে তিন বৎসরের চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণের জন্য বিবস্ত্র ও শূন্যপদ হইয়া ভ্রমণ করিয়াছে,

৪ সেইরূপ অশূর-রাজ মিসরের লজ্জার জন্য আবালবৃদ্ধ-মিস্রীয়-বন্দি ও কূশীয় নির্ব্বাসিত লোকদিগকে বিবস্ত্র, শূন্যপদ ও অনাবৃত-নিতম্ব করিয়া চালাইবে।

৫ তাহাতে তাহারা আপনাদের বিশ্বাসভূমি কূশ ও আপনাদের গৌরবাস্পদ মিসরের

* (বা) সূর্য্যপুর।

৬ বিষয়ে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইবে। সেই দিন এই উপকূল-নিবাসীরা বলিবে, অশূর-রাজ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমরা যাহার কাছে সাহায্য লাভার্থে পলায়ন করিয়াছিলাম, দেখ, এই আমাদের সেই বিশ্বাসভূমি; তবে আমরাই কি প্রকারে বাঁচিব ?

২১

সাগরসমীপস্থ প্রান্তর বিষয়ক ভারবাণী।

দক্ষিণাঞ্চলে যেমন ঝটিকা মহাবেগে চলে, তেমনি প্রান্তর হইতে, ভয়ঙ্কর দেশ ২ হইতে, [বিপদ] আসিতেছে। এক নিদারুণ দর্শন আমাকে জ্ঞাত করা হইল; বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, বিনাশক বিনাশ করিতেছে। হে এলম, উঠিয়া যাও; হে মাদিয়া, অবরোধ কর; আমি উহার ঘটিত সমস্ত বিলাপ নিবৃত্ত ৩ করিয়াছি। ইহাতে আমার সমস্ত কটিদেশে অঙ্গগ্রহ হইল, প্রসবকারিণীর ব্যথার ন্যায় আমার ব্যথা ধরিল; আমি এমন নুইয়া পড়িয়াছি যে, শুনিতে পাই না, আমি এমন বিহ্বল হইয়াছি যে, দেখিতে ৪ পাই না। আমার হৃদয় দুপ্ দুপ্ করিতেছে, মহাত্রাস আমাকে ভয়গ্রস্ত করিতেছে; আমি যে সন্ধ্যাকাল ভালবাসিয়াছিলাম, তাহা তিনি আমার পক্ষে ৫ ভয়ানক করিলেন। মেজ প্রস্তুত, প্রহরিগণ নিযুক্ত, ভোজন-পান চলিতেছে; হে সেনাপতিগণ, উঠ, আপন আপন ঢাল ৬ তৈলাক্ত কর। বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যাও, একজন প্রহরী নিযুক্ত কর; সে যাহা যাহা ৭ দেখিবে, তাহার সংবাদ দিউক। যখন সে দল দেখে, দুই দুই জন করিয়া অশ্বারোহীদিগকে, গর্দ্দভের দল, উষ্ট্রের দল দেখে, তখন সে যথাসাধ্য সাবধানে ৮ কর্ণপাত করিবে। আর সে সিংহবৎ উচ্চ শব্দ করিয়া কহিল, হে প্রভু, আমি দিনমানে নিরন্তর প্রহরি-দুর্গে দাঁড়াইয়া থাকি, এবং প্রতি রাত্রিতে আপন ৯ পাহারা-স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। আর দেখ, এক দল লোক আসিল; অশ্বারোহীরা দুই দুই জন করিয়া আসিল। আর সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, 'পড়িল, বাবিল পড়িল, এবং তাহার দেবগণের সমস্ত ক্ষোদিত প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ ১০ হইল।' হে আমার মর্দ্দনীয় শস্য, আমার খামারের সন্তান, আমি বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে যাহা শুনিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম।

১১ দূমা বিষয়ক ভারবাণী।

কেহ সেয়ীর হইতে আমাকে ডাকিয়া ১২ কহিতেছে, প্রহরি, রাত্রি কত ? প্রহরি, রাত্রি কত ? প্রহরী বলিল, প্রাতঃকাল আসিতেছে এবং রাত্রিও আসিতেছে, যদি জিজ্ঞাসা করিবে, তবে জিজ্ঞাসা করিও; ফিরিয়া আসিও।

১৩ আরব বিষয়ক ভারবাণী।

হে দদানীয় পথিকদল-সমূহ, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। ১৪ তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন; হে টেমা-দেশবাসীরা, তোমরা অন্ন লইয়া ১৫ পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের ১৬ সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসরকাল মধ্যে কেদরের সমস্ত প্রতাপ

১৭ লুপ্ত হইবে; আর কেদরবংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্দ্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা বলিয়াছেন।

দর্শনোপত্যকা বিষয়ক ভারবাণী।

২২ এখন তোমার কি হইয়াছে যে, তোমার ২ নিবাসিগণ সকলে গৃহের ছাদে উঠিয়াছে? হে কলরবপূর্ণ, কোলাহলযুক্ত নগরি, উল্লাসপ্রিয় পুরি, তোমার নিহতগণ খড়্গহত নয়, তাহারা যুদ্ধে মৃত নয়। ৩ তোমার শাসনকর্ত্তারা সকলে একবারে পলায়ন করিল; ধনুর্দ্ধরগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ হইল; তোমার মধ্যে যে সকল লোক পাওয়া গেল, তাহারা একবারে বদ্ধ হইল, তাহারা দূরে পলায়ন করিল। ৪ এই নিমিত্ত আমি বলিলাম, আমাকে ছাড়িয়া অন্য দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমি তীব্র রোদন করিব; আমার জাতিরূপ কন্যার সর্ব্বনাশ বিষয়ে আমাকে সান্ত্বনা ৫ করিতে চেষ্টা করিও না। কেননা প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু হইতে কোলাহলের, দলনের ও ব্যাকুলতার দিন দর্শনোপত্যকায় উপস্থিত; ভিত্তি ভগ্ন হইতেছে ও আর্ত্তনাদ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ৬ যাইতেছে। আর এলম তূণ ধারণ করিল, তাহার সহিত পদাতিক ও অশ্বারোহিগণের দল; এবং কীরের লোক ৭ ঢাল অনাবৃত করিল। তোমার উত্তম উত্তম তলভূমি রথে পরিপূর্ণ হইল, ও অশ্বারোহিগণ পুরদ্বারের কাছে সসজ্জ ৮ হইল। আর তিনি যিহূদার আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিলেন; আর সেই দিন তুমি বনগৃহে রণসজ্জার প্রতি দৃষ্টি করিলে। ৯ আর তোমরা দায়ূদ-নগরের ভগ্নস্থানগুলি দেখিলে; বাস্তবিক সে সকল অনেক; ও নীচস্থ সরোবরের জল একত্র করিলে; ১০ এবং যিরূশালেমের গৃহ সকল গণনা করিলে, ও প্রাচীর দৃঢ় করণার্থে গৃহ ১১ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। আর তোমরা পুরাতন পুষ্করিণীর জলের জন্য দুই ভিত্তির মধ্যস্থানে সরোবর প্রস্তুত করিলে; কিন্তু যিনি এই ঘটনা সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলে না; যিনি দীর্ঘকালাবধি ইহার সংগঠন করিয়াছেন, ১২ তাঁহাকে দেখিলে না। আর সেই দিন প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু রোদন, বিলাপ, মস্তক মুণ্ডন ও কটিদেশে চট ১৩ বন্ধন ঘোষণা করিলেন; কিন্তু দেখ, আমোদ প্রমোদ, বলদ ঘাতন ও মেষ হনন, মাংস ভক্ষণ ও দ্রাক্ষারস পান। 'আইস, আমরা ভোজন-পান করি, কেননা ১৪ কল্য মরিব।' আর আমার কর্ণগোচরে বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপনাকে প্রকাশ করিলেন, সত্যই, মরণকাল পর্য্যন্ত তোমাদের এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা যাইবে না, ইহা প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, কহেন।

১৫ প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, এই কথা কহেন, তুমি ঐ কোষাধ্যক্ষের নিকটে, অর্থাৎ বাটীর অধ্যক্ষ শিব্নের নিকটে ১৬ গিয়া তাহাকে বল, এখানে তোমার কি? এখানে তোমার কেই বা আছে যে, তুমি আপনার জন্য এখানে কবর খনন করিয়াছ? এত উচ্চস্থানে আপনার কবর খনন করিয়াছে, আপনার নিমিত্ত ১৭ শৈলে আগার খনন করিয়াছে। দেখ, হে বীর, সদাপ্রভু তোমাকে ছুড়িয়া ফেলিবেন, তিনি দৃঢ়রূপে তোমাকে ১৮ ধরিবেন। তিনি ভাঁটার ন্যায় তোমাকে

নিশ্চয় ঘুরাইয়া প্রশস্ত দেশে নিক্ষেপ করিবেন ; সেই স্থানে তুমি মরিবে, এবং সেই স্থানে তোমার প্রতাপ-রথ সকল থাকিবে ; তুমি আপন প্রভুর কুল-কলঙ্ক ১৯ মাত্র। আমি তোমার পদ হইতে তোমাকে ঠেলিয়া দিব, তোমার স্থান হইতে ২০ তোমাকে উপড়াইয়া ফেলা যাইবে। আর সেই দিন আমি আপন দাসকে, হিল্কিয়ের ২১ পুত্র ইলীয়াকীমকে ডাকিব ; আর তোমার পরিচ্ছদ তাহাকে পরিধান করাইব, তোমার পটুকা দিয়া তাহাকে বলবান করিব, ও তোমার কর্ত্তৃত্ব তাহার হস্তে সমর্পণ করিব ; সে যিরূশালেম-নিবাসী- ২২ দের ও যিহূদা-কুলের পিতা হইবে। আর আমি দায়ূদ-কুলের চাবি তাহার স্কন্ধে দিব ; সে খুলিলে কেহ রুদ্ধ করিবে না, ২৩ ও রুদ্ধ করিলে কেহ খুলিবে না। যেমন লোকে দৃঢ় স্থানে দাণ্ডা বদ্ধ করে, তেমনি তাহাকে বদ্ধ করিব ; সে আপন পিতৃ-কুলের প্রতাপ-সিংহাসনস্বরূপ হইবে। ২৪ আর তাহার পিতৃকুলের সমস্ত গৌরব, সন্তানসন্ততি ও পানপাত্র অবধি কুপা পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষুদ্র পাত্র ঐ দাণ্ডাতে ২৫ ঝুলান যাইবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, যে দাণ্ডা দৃঢ় স্থানে বদ্ধ ছিল, তাহা সেই দিন সরিয়া যাইবে, তাহা-ছিন্ন হইয়া পতিত হইবে, ও যে ভার তাহার উপরে ছিল, তাহা উচ্ছিন্ন হইবে, কারণ সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন।

২৩

সোর বিষয়ক ভারবাণী।

হে তর্শীশের জাহাজ সকল, হাহাকার কর, কেননা সর্ব্বনাশ হইল, গৃহ কিম্বা প্রবেশের পথমাত্র নাই ; এই সমাচার দেশ হইতে উহাদের প্রতি ২ প্রকাশিত হইল। হে উপকূল-নিবাসি-গণ, নীরব হও ; তোমাদের দেশ সমুদ্র-পারগামী সীদোনীয় বণিকগণে পূর্ণ ছিল; ৩ এবং মহাজলরাশিতে শীহোর নদীর বীজ, নীল নদীর শস্য তাহার লাভ হইত, এবং ৪ তাহা জাতিগণের হট্টস্বরূপ ছিল। হে সীদোন, লজ্জিত হও, কেননা সাগর, সমুদ্রের দৃঢ় দুর্গ, এই কথা কহিতেছে, প্রসবযন্ত্রণা ভুগি নাই, প্রসব করি নাই, যুবকদিগের প্রতিপালন কি কুমারীদিগের ৫ ভরণপোষণ করি নাই। ঐ জনশ্রুতি মিসরে পৌঁছিবামাত্র লোকে সোরের ৬ সংবাদে ব্যথিত হইবে। তোমরা পার হইয়া তর্শীশে গমন কর; হে উপকূল- ৭ নিবাসিগণ, হাহাকার কর। এই কি তোমাদের আনন্দনগরী ? ইহা না প্রাচীন কালেও প্রাচীনা ছিল, এবং ইহার চরণ না দূরদেশে প্রবাস করণার্থে ইহাকে লইয়া ৮ যাইত ? মুকুটবিতরণকারিণী সোর, যাহার বণিকেরা অধ্যক্ষ, মহাজনেরা পৃথিবীর গৌরবান্বিত, ইহার বিরুদ্ধে এই ৯ মন্ত্রণা কে করিয়াছে ? বাহিনীগণের সদাপ্রভুই এই মন্ত্রণা করিয়াছেন ; তিনি সমস্ত ভূষণের অহঙ্কার অশুচি করিবার, ও পৃথিবীর গৌরবান্বিত সকলকে অব-মাননার পাত্র করিবার নিমিত্তই ইহা ১০ করিয়াছেন। হে তর্শীশ-কন্যা, তুমি নীল নদীর ন্যায় আপন দেশ প্লাবিত কর, ১১ তোমার কটিবন্ধন আর নাই। তিনি সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করিয়াছেন, তিনি রাজ্য সকল কম্পমান করিয়াছেন ; সদাপ্রভু কনানের দৃঢ় দুর্গ সকল উচ্ছিন্ন করিতে তাহার বিষয়ে আজ্ঞা করিয়াছেন। ১২ আর তিনি কহিলেন, বলাৎকৃতা কুমারী, সীদোন-কন্যা, তুমি আর উল্লাস করিবে

না; উঠ, পার হইয়া কিত্তীমে যাও; সে স্থানেও তোমার বিশ্রাম হইবে না।
১৩ ঐ দেখ, কল্‌দীয়দের দেশ; সেই জাতি আর নাই; অশূর বনজন্তুদের জন্য উহা নিরূপণ করিয়াছে; তাহারা উচ্চ দুর্গ করিয়া তাহার অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ করিয়াছে, নগর কাঁথড়ার ঢিবী করিয়াছে।
১৪ হে তর্শীশের জাহাজ সকল, হাহাকার কর, কেননা তোমাদের দৃঢ় দুর্গের সর্ব্বনাশ হইল।

১৫ সেই দিনে এইরূপ ঘটিবে, এক রাজার কালানুসারে সোর সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত স্মৃতিবহির্ভূত থাকিবে; সত্তর বৎসরের শেষে সোরের দশা বেশ্যা বিষয়ক এই
১৬ গীতের অনুযায়ী হইবে; 'হে চিরবিস্মৃতে বেশ্যে, বীণা লইয়া নগরে ভ্রমণ কর; মধুর তালে বাজাও, বিস্তর গান কর, যেন আবার স্মৃতিপথে আসিতে পার।'
১৭ পরন্তু সত্তর বৎসরের শেষে সদাপ্রভু সোরের তত্ত্ব লইবেন; পরে সে পুনর্ব্বার আপন লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে, এবং ভূতলে জগতের সমস্ত রাজ্যের
১৮ সহিত বেশ্যাবৃত্তি করিবে। কিন্তু তাহার লভ্য ও আয় সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে; তাহা কোষে রাখা কিম্বা সঞ্চয় করা যাইবে না; কেননা যাহারা সদাপ্রভুর সম্মুখে বাস করে, তাহাদের তৃপ্তিজনক ভক্ষ্যের ও সুন্দর পরিচ্ছদের নিমিত্ত তাহার লভ্য দত্ত হইবে।

পাপহেতু শাস্তি ও ঈশ্বরের সাধিত পরিত্রাণ।

২৪ দেখ, সদাপ্রভু পৃথিবীকে শূন্য করিতেছেন, উৎসন্ন করিতেছেন, উল্টাইয়া ফেলিতেছেন, ও তাহার নিবাসীদিগকে
২ ছড়াইয়া ফেলিতেছেন। এইরূপে প্রজা ও যাজক, দাস ও প্রভু, দাসী ও কর্ত্রী, ক্রেতা ও বিক্রেতা, অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ, কুসীদগ্রাহী ও কুসীদদায়ক, সকলে সমান
৩ হইবে। পৃথিবী শূন্যীকৃত, শূন্যীকৃত হইবে, ও লুটিত, লুটিত হইবে, কেননা
৪ সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন। পৃথিবী শোকান্বিত ও নিস্তেজ হইল, জগৎ ম্লান ও নিস্তেজ হইল, পৃথিবীস্থ লোক-
৫ দের উচ্চতমেরা ম্লান হইল। আর পৃথিবী আপন নিবাসীদের পদতলে অপবিত্র হইল, কারণ তাহারা ব্যবস্থা সকল লঙ্ঘন করিয়াছে, বিধি অন্যথা করিয়াছে, চিরস্থায়ী নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে।
৬ এই কারণ অভিশাপ পৃথিবীকে গ্রাস করিল, ও তন্নিবাসিগণ দোষী সাব্যস্ত হইল; এই কারণ পৃথিবী-নিবাসীরা দগ্ধ হইল, অল্প লোকই অবশিষ্ট আছে।
৭ নূতন দ্রাক্ষারস শোকার্ত্ত হইয়াছে, দ্রাক্ষালতা ম্লান হইয়াছে, প্রফুল্লচিত্ত সকলে দীর্ঘ-
৮ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। ডম্ফের আমোদ নিবৃত্ত হইল, উল্লাসকারীদের কোলাহল শেষ হইল, বীণার আমোদ নিবৃত্ত হইল।
৯ লোকে আর গান সহকারে দ্রাক্ষারস পান করে না; সুরাপায়ীদের মুখে সুরা তিক্ত
১০ লাগে। উৎসন্নতার নগর ভগ্ন হইয়া পড়িল, সমস্ত গৃহ রুদ্ধ হইল, ভিতরে
১১ যাওয়া যায় না। দ্রাক্ষারসের বিষয়ে সড়কে চীৎকার হয়; সমস্ত আমোদ অন্ধকার হইল, দেশের বিলাস নির্ব্বাসিত
১২ হইল। নগরে ধ্বংস অবশিষ্ট রহিল, পুরদ্বার খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ি-
১৩ তেছে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে জাতিগণের মধ্যে এইরূপ ঘটনা হইবে; জিত বৃক্ষ ঝাড়িবার ন্যায়, ফল-সংগ্রহ সমাপ্তির পরে

১৪ দ্রাক্ষাফল চয়নের ন্যায় ঘটিবে। ইহারা উচ্চরব করিবে, আনন্দগান করিবে, সদাপ্রভুর মহিমা প্রযুক্ত ইহারা সমুদ্র
১৫ হইতে উচ্চধ্বনি শুনাইবে। অতএব তোমরা দীপ্তিদেশে সদাপ্রভুর গৌরব কর, সমুদ্রের উপকূল-সমূহে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম [কীর্ত্তন] কর।

১৬ আমরা পৃথিবীর প্রান্ত হইতে সঙ্গীত শুনিয়াছি, ‘ধার্ম্মিকেরই নিমিত্ত শোভা’। কিন্তু আমি কহিলাম, আমি ক্ষীণ হইতেছি, আমি ক্ষীণ হইতেছি, আমাকে ধিক্। বিশ্বাসঘাতকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, হাঁ, বিশ্বাসঘাতকেরা অতিশয়
১৭ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। হে পৃথিবীনিবাসী, ত্রাস, খাত ও ফাঁদ তোমার উপরে
১৮ আসিয়াছে। যে কেহ ত্রাসের জনশ্রুতিতে পলাইয়া বাঁচিবে, সে খাতে পড়িবে, যে খাত হইতে উঠিয়া আসিবে, সে ফাঁদে ধরা পড়িবে; কারণ ঊর্দ্ধস্থ বাতায়ন সকল মুক্ত হইল, ও পৃথিবীর
১৯ মূল সকল কম্পমান হইল। পৃথিবী বিদীর্ণ হইল, বিদীর্ণ হইল; পৃথিবী ফাটিয়া গেল, ফাটিয়া গেল; পৃথিবী
২০ বিচলিত হইল, বিচলিত হইল। পৃথিবী মত্ত লোকের ন্যায় টলটলায়মান হইবে, টোঙ্গের ন্যায় দুলিবে; আপন অধর্ম্মভারে ভারগ্রস্ত হইবে, পতিত হইবে, আর উঠিতে পারিবে না।

২১ সেই দিন সদাপ্রভু ঊর্দ্ধলোকে ঊর্দ্ধলোকীয় সৈন্যসামন্তকে ও পৃথিবীতে
২২ পার্থিব রাজগণকে প্রতিফল দিবেন। তাহাতে তাহারা কূপে একত্রীকৃত বন্দিগণের ন্যায় একত্রীকৃত হইবে, ও কারাগারে বদ্ধ হইবে, পরে অনেক দিন গত হইলে তাহাদের তত্ত্ব লওয়া যাইবে।
২৩ আর চন্দ্র মলিন ও সূর্য্য লজ্জিত হইবে, কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু সিয়োন পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে রাজত্ব করিবেন; এবং তাঁহার প্রাচীনবর্গের সম্মুখে প্রতাপ থাকিবে।

২৫ হে সদাপ্রভু, তুমি আমার ঈশ্বর; আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, তোমার নামের প্রশংসা করিব; কেননা তুমি আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছ; পুরাকালীন মন্ত্রণা সকল সাধন করিয়াছ, বিশ্বস্ততায়
২ ও সত্যে। কারণ তুমি নগরকে ঢিবীতে, দৃঢ় নগরকে কাঁথড়ায় পরিণত করিয়াছ; বিদেশীদের রাজপুরী আর নাই; তাহা
৩ কখনও নির্ম্মিত হইবে না। এই জন্য বলবান লোকেরা তোমার গৌরব করিবে, দুর্দ্দান্ত জাতিগণের নগর তোমাকে ভয়
৪ করিবে। কেননা তুমি দরিদ্রের দৃঢ় দুর্গ, সঙ্কটে দীনহীনের দৃঢ় দুর্গ, ঝটিকানিবারক আশ্রয়, রৌদ্রনিবারক ছায়া হইয়াছ, যখন দুর্দ্দান্তদের নিঃশ্বাস ভিত্তিতে ঝটিকার ন্যায়
৫ হয়। যেমন শুষ্ক দেশে রৌদ্র, তেমনি তুমি বিদেশীয়দের কোলাহল থামাইবে; যেমন মেঘের ছায়াতে রৌদ্র, তেমনি
৬ দুর্দ্দান্তদের হর্ষগান ক্ষান্ত হইবে। আর বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই পর্ব্বতে সকল জাতির নিমিত্ত উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্যের এক ভোজ, পুরাতন দ্রাক্ষারসের, মেদোযুক্ত উত্তম খাদ্য দ্রব্যের ও নির্ম্মলীকৃত পুরাতন দ্রাক্ষারসের এক ভোজ প্রস্তুত
৭ করিবেন। আর সর্ব্বদেশীয় লোকেরা যে ঘোমটায় আচ্ছাদিত আছে, ও সর্ব্বজাতীয় লোকদের সম্মুখে যে আবরক বস্ত্র টাঙ্গান আছে, সদাপ্রভু এই পর্ব্বতে তাহা
৮ বিনষ্ট করিবেন। তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট করিয়াছেন, ও প্রভু

সদাপ্রভু সকলের মুখ হইতে চক্ষুর জল মুছিয়া দিবেন; এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে আপন প্রজাদের দুর্নাম দূর করিবেন; কারণ সদাপ্রভুই এই কথা কহিয়াছেন।

৯ সেই দিন লোকে বলিবে, এই দেখ, ইনিই আমাদের ঈশ্বর; আমরা ইঁহারই অপেক্ষায় ছিলাম, ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন; ইনিই সদাপ্রভু; আমরা ইঁহারই অপেক্ষায় ছিলাম, আমরা ইঁহার কৃত পরিত্রাণে উল্লাসিত হইব, আনন্দ ১০ করিব। কেননা সদাপ্রভুর হস্ত এই পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত থাকিবে; আর যেমন পোয়াল সারকুড়ের জলে পদতলে দলিত হয়, তেমনি মোয়াব স্বস্থানে দলিত ১১ হইবে। আর সন্তরণকারী যেমন সন্তরণের জন্য হস্ত বিস্তার করে, তেমনি সে তাহার মধ্যে হস্ত বিস্তার করিবে; কিন্তু তিনি তাহার হস্তকৌশলের সহিত তাহার ১২ গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন। তিনি তোমার উচ্চ প্রাচীরযুক্ত দৃঢ় দুর্গ নিপাত করিয়াছেন, নত করিয়াছেন, ভূমিসাৎ করিয়াছেন, ধূলিশায়ী পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

২৬ সেই দিন যিহূদা দেশে এই গীত গান করা হইবে;
আমাদের এক দৃঢ় নগর আছে;
তিনি পরিত্রাণকে প্রাচীর ও পরিখাস্বরূপ করিবেন।
২ তোমরা পুরদ্বার সকল মুক্ত কর,
বিশ্বস্ততা-পালনকারী ধার্ম্মিক জাতি প্রবেশ করিবে।
৩ যাহার মন তোমাতে সুস্থির, তুমি তাহাকে শান্তিতে, শান্তিতেই রাখিবে,
কেননা তোমাতেই তাহার নির্ভর।
৪ তোমরা চিরকাল সদাপ্রভুতে নির্ভর রাখ;
কেননা সদাপ্রভু যিহোবাতেই যুগসমূহের শৈল।

৫ কারণ তিনি ঊর্দ্ধলোক-নিবাসীদিগকে, উন্নত নগরকে, অবনত করিয়াছেন; তিনি তাহা অবনত করেন অবনত করিয়া ভূমিসাৎ করেন, ধূলিশায়ী পর্য্যন্ত করেন। ৬ লোকদের চরণ—দুঃখীদের পদ ও দরিদ্রদের পাদবিক্ষেপ—তাহা দলিত করিবে। ৭ ধার্ম্মিকের পথ সরলতায়, তুমি ধার্ম্মিকের ৮ মার্গ সমান করিয়া সরল করিতেছ। হাঁ, আমরা তোমার শাসন-পথেই, হে সদাপ্রভু, তোমার অপেক্ষায় রহিয়াছি; আমাদের প্রাণ তোমার নামের ও তোমার ৯ স্মরণচিহ্নের আকাঙ্ক্ষা করে। রাত্রিকালে আমি প্রাণের সহিত তোমার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি; হাঁ, সযত্নে আমার অন্তরস্থ আত্মা দ্বারা তোমার অন্বেষণ করিব, কেননা পৃথিবীতে তোমার শাসনকলাপ প্রচলিত হইলে, জগন্নিবাসীরা ১০ ধার্ম্মিকতা শিক্ষা করিবে। দুষ্ট লোক কৃপা পাইলেও ধার্ম্মিকতা শিখে না; সরলতার দেশে সে অন্যায় করে, সদাপ্রভুর মহিমা দেখে না।

১১ হে সদাপ্রভু, তোমার হস্ত উত্তোলিত হইয়াছে, তবু তাহারা দেখে না; কিন্তু তাহারা প্রজাগণের পক্ষে তোমার উদ্যোগ দেখিবে ও লজ্জা পাইবে, হাঁ, অগ্নি ১২ তোমার বিপক্ষদিগকে দগ্ধ করিবে। হে সদাপ্রভু, তুমি আমাদের নিমিত্ত শান্তি নিরূপণ করিবে, কেননা আমাদের সমস্ত কার্য্যই তুমি আমাদের নিমিত্ত সাধন ১৩ করিয়া আসিতেছ। হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুমি ব্যতীত অন্য প্রভুরা আমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিল; কিন্তু কেবল তোমারই সাহায্যে আমরা তোমার

১৪ নামের কীর্ত্তন করিব। মৃতেরা আর জীবিত হইবে না, প্রেতগণ আর উঠিবে না ; এই জন্য তুমি প্রতিফল দিয়া উহাদিগকে সংহার করিয়াছ, উহাদের নাম ১৫ পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়াছ। তুমি এই জাতির বৃদ্ধি করিয়াছ, হে সদাপ্রভু, তুমি এই জাতির বৃদ্ধি করিয়াছ ; তুমি গৌরবান্বিত হইয়াছ, তুমি দেশের সকল সীমা বিস্তার করিয়াছ।

১৬ হে সদাপ্রভু, সঙ্কটের সময়ে লোকেরা তোমার অপেক্ষায় ছিল, তোমা হইতে শাস্তি পাইবার সময়ে মৃদু স্বরে বিনয় ১৭ করিত। গর্ব্ভবতী স্ত্রী আসন্নপ্রসবকালে ব্যথা খাইতে খাইতে যেমন ক্রন্দন করে, হে সদাপ্রভু, আমরা তোমার সাক্ষাতে ১৮ তাহার ন্যায় হইয়াছি। আমরা গর্ব্ভিণী হইয়াছি, আমরা ব্যথা খাইয়াছি, যেন বায়ু প্রসব করিয়াছি ; আমাদের দ্বারা দেশে পরিত্রাণ সিদ্ধ হয় নাই, জগন্নিবাসীরা ১৯ ভূমিষ্ঠ হয় নাই। তোমার মৃতেরা জীবিত হইবে, আমার শবসমূহ উঠিবে ; হে ধূলি-নিবাসীরা, তোমরা জাগ্রত হও, আনন্দ গান কর ; কেননা তোমার শিশির দীপ্তির শিশির তুল্য, এবং ভূমি প্রেতদিগকে ভূমিষ্ঠ করিবে।

২০ হে আমার জাতি, চল, তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ কর, তোমার দ্বার সকল রুদ্ধ কর ; অল্পক্ষণ মাত্র লুক্কায়িত থাক, ২১ যে পর্য্যন্ত ক্রোধ অতীত না হয়। কেননা দেখ, সদাপ্রভু আপন স্থান হইতে নির্গমন করিতেছেন, পৃথিবী-নিবাসীদের অপরাধের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত ; পৃথিবী আপনার [উপরে পাতিত] রক্ত প্রকাশ করিবে, আপনার নিহতদিগকে আর আচ্ছাদিত রাখিবে না।

২৭ সেই দিন সদাপ্রভু আপনার নিদারুণ, বৃহৎ ও সতেজ খড়্গ দ্বারা পলায়মান নাগ লিবিয়াথনকে, হাঁ, বক্র নাগ লিবিয়াথনকে প্রতিফল দিবেন, এবং সমুদ্রস্থ ২ প্রকাণ্ড জলচর নষ্ট করিবেন। সেই দিন—এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র, তোমরা তাহার বিষয়ে গান করিও।

৩ আমি সদাপ্রভু তাহার রক্ষক,
আমি নিমিষে নিমিষে তাহাতে জল
সেচন করিব ;
কিছুতে যেন তাহার হানি না করে,
তজ্জন্য দিবারাত্র তাহা রক্ষা করিব।

৪ আমার ক্রোধ নাই ; আঃ! কণ্টক ও শ্যাকুলসমূহ যদি যুদ্ধে আমার বিপক্ষ হইত! আমি সে সকল আক্রমণ করিয়া ৫ একেবারে পোড়াইয়া দিতাম। সে বরং আমার পরাক্রমের শরণ লউক, আমার সহিত মিলন করুক, আমার সহিত মিলনই ৬ করুক। ভাবী কালে যাকোব মূল বাঁধিবে, ইস্রায়েল মুকুলিত ও উৎফুল্ল হইবে, এবং তাহারা ভূতলকে ফলে পরিপূর্ণ করিবে।

৭ তিনি ইস্রায়েলের প্রহারককে যেমন প্রহার করিয়াছেন, তদ্রূপ কি তাহাকেও প্রহার করিলেন? কিম্বা তৎকর্ত্তৃক নিহত লোকদের হত্যার ন্যায় সে কি হত হইল? ৮ তুমি স্থানান্তর করণ কালে পরিমাণে পরিমাণে তাহার সহিত বিবাদ করিলে ; তিনি পূর্ব্বীয় বায়ুর দিনে নিজ প্রবল বায়ু দ্বারা তাহাকে ঝাড়িয়া দূর করিলেন। ৯ এই জন্য ইহা দ্বারা যাকোবের অপরাধ মোচন হইবে, এবং ইহা তাহার পাপ দূর করিবার সমস্ত ফল ; সে চূণের ভগ্ন প্রস্তরগুলির ন্যায় যজ্ঞবেদির সমস্ত প্রস্তর চূর্ণ করিবে, আশেরা-মূর্ত্তি ও সূর্য্য-প্রতিমা ১০ সকল আর উঠিবে না। কারণ সুদৃঢ়

নগর নির্জ্জন, বাসভূমি নরবর্জ্জিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে—প্রান্তরের ন্যায়; সেই স্থানে গোবৎস চরিবে ও শয়ন করিবে, এবং বৃক্ষের পত্র সকল আহার ১১ করিবে। তথাকার ডালপালা শুষ্ক হইলে ভাঙ্গা যাইবে, স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাহাতে আগুন দিবে। কারণ সেই জাতি নির্ব্বোধ, সেই জন্য তাহার নির্ম্মাতা তাহার প্রতি করুণা করিবেন না, তাহার গঠন-কর্ত্তা তাহার প্রতি কৃপা করিবেন না।

১২ সেই দিন সদাপ্রভু [ফরাৎ] নদীর প্রণালী অবধি মিসরের স্রোত পর্য্যন্ত ফল পাড়িবেন; এইরূপে, হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমাদিগকে একে একে কুড়ান যাইবে।

১৩ আর সেই দিন এক বৃহৎ তূরী বাজিবে; তাহাতে যাহারা অশূর দেশে নষ্টকল্প ও যাহারা মিসর দেশে তাড়িত রহিয়াছে, তাহারা আসিবে; এবং যিরূশালেমে পবিত্র পর্ব্বতে সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিবে।

অবিশ্বাসীদের প্রতি ঈশ্বরের অনুযোগ।

২৮ হায়! ইফ্রয়িমের মাতালদের দর্প-মুকুট; হায়! তাহার তেজোময় শোভার ম্লানপ্রায় পুষ্প, যাহা দ্রাক্ষারসে পরাভূত-দের ফলশালী উপত্যকার মস্তকে রহি- ২ য়াছে। দেখ, প্রভুর একজন বলবান ও বীর্য্যশালী লোক আছে; সে শিলাযুক্ত ধারাসম্পাতের, প্রলয়কারী ঝটিকার ন্যায়, অতি বেগে ধাবমান প্রবল ধারাসম্পাতের ন্যায়, বলপূর্ব্বক [সকলই] ভূমিতে ৩ নিক্ষেপ করিবে। ইফ্রয়িমের মাতালদের ৪ দর্প-মুকুট পদতলে দলিত হইবে; এবং ফলশালী উপত্যকার মস্তকে স্থিত তাহা-দের তেজোময় শোভার ম্লানপ্রায় যে পুষ্প, তাহা ফলসংগ্রহ-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী এমন আশুপক্ক ডুমুরফলের সদৃশ হইবে, যাহা লোকে দেখিবামাত্র লক্ষ্য করে, ৫ করতলে করিবামাত্র গ্রাস করে। সেই দিন বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আপন প্রজা-দের অবশিষ্টাংশের জন্য শোভার মুকুট ৬ ও তেজের কিরীট হইবেন; আর বিচা-রার্থে উপবিষ্ট ব্যক্তির বিচারের আত্মা, ও যাহারা নগর-দ্বারে যুদ্ধ ফিরায়, তাহা- ৭ দের বিক্রমস্বরূপ হইবেন। কিন্তু ইহারাও দ্রাক্ষারসে ভ্রান্ত ও সুরাপানে টলটলায়-মান হইয়াছে; যাজক ও ভাববাদী সুরা-পানে ভ্রান্ত হইয়াছে; তাহারা দ্রাক্ষা-রসে কবলিত ও সুরাপানে টলটলায়মান হয়, তাহারা দর্শনে ভ্রান্ত ও বিচারে ৮ বিচলিত হয়। বস্তুতঃ সকল মেজ বমিতে ও মলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, স্থান মাত্র ৯ নাই। 'সে কাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে? কাহাকে বার্ত্তা বুঝাইয়া দিবে? কি তাহাদিগকে, যাহারা দুধ ছাড়িয়াছে ও ১০ স্তন্যপানে নিবৃত্ত হইয়াছে? কেননা বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি; পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু, সেখানে এক- ১১ টুকু।' শুন, তিনি অস্পষ্টবাক্ ওষ্ঠ ও পরভাষা দ্বারা এই লোকদের সহিত ১২ কথাবার্ত্তা কহিবেন, যাহাদিগকে তিনি বলিলেন, 'এই বিশ্রামস্থানে, তোমরা ক্লান্তকে বিশ্রাম দেও, আর এই প্রাণ জুড়াইবার স্থান;' তথাপি তাহারা শুনিতে ১৩ সম্মত হইল না। সেই জন্য তাহাদের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য 'বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি; পাঁতির উপরে

পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু' হইবে; যেন তাহারা গিয়া পশ্চাতে পড়িয়া ভগ্ন হয়, ও ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ধরা পড়ে।

১৪ অতএব, হে নিন্দাপ্রিয় লোকেরা, যিরূশালেমস্থ এই জাতির শাসনকর্ত্তৃগণ, ১৫ সদাপ্রভুর বাক্য শুন। তোমরা বলিয়াছ, 'আমরা মৃত্যুর সহিত নিয়ম করিয়াছি, পাতালের সহিত সন্ধি স্থির করিয়াছি; জলপ্রলয়রূপ কশা যখন উপনীত হইবে, তখন আমাদের কাছে আসিবে না, কেননা আমরা অলীকতাকে আপনাদের আশ্রয় করিয়াছি, ও মিথ্যা ছলের আড়ালে ১৬ লুকাইয়াছি।' এই কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের নিমিত্ত এক প্রস্তর স্থাপন করিলাম; তাহা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রস্তর বহুমূল্য কোণের প্রস্তর, অতি দৃঢ়রূপে বসান; যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে, সে চঞ্চল ১৭ হইবে না। আর আমি ন্যায়বিচারকে মানরজ্জু, ও ধার্ম্মিকতাকে ওলোন সূত্র করিব; শিলাবৃষ্টি ঐ অলীকতারূপ আশ্রয় ফেলিয়া দিবে, এবং বন্যা ঐ লুকাইবার ১৮ স্থান ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আর মৃত্যুর সহিত কৃত তোমাদের নিয়ম বিলোপ করা যাইবে, ও পাতালের সহিত তোমাদের সন্ধি স্থির থাকিবে না; জলপ্রলয়রূপ কশা যখন উপনীত হইবে, তখন তোমরা তদ্দারা দলিত হইবে। ১৯ তাহা যতবার উপনীত হইবে, ততবার তোমাদিগকে ধরিবে, বস্তুতঃ সে প্রভাতে প্রভাতে, দিনে ও রাত্রিতে, উপনীত হইবে; আর এই বার্ত্তা বুঝিলে কেবল ২০ ত্রাস জন্মিবে। বাস্তবিক গাত্র বিস্তার করিবার পক্ষে বিছানা খাট, ও সর্ব্বাঙ্গে ২১ জড়াইবার পক্ষে লেপ ছোট। বস্তুতঃ সদাপ্রভু উঠিবেন, যেমন পরাসীম* পর্ব্বতে উঠিয়াছিলেন; তিনি ক্রোধ করিবেন, যেমন গিবিয়োনের † তলভূমিতে করিয়াছিলেন; এইরূপে তিনি আপন কার্য্য, আপন অসম্ভব কার্য্য সিদ্ধ করিবেন; আপন ব্যাপার, আপন বিজাতীয় ব্যাপার ২২ সম্পন্ন করিবেন। অতএব তোমরা নিন্দায় রত হইও না, পাছে তোমাদের বন্ধন দৃঢ়তর হয়; কেননা প্রভুর মুখে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুরই মুখে আমি সমস্ত পৃথিবীর জন্য উচ্ছেদের, নিরূপিত উচ্ছেদের কথা শুনিয়াছি।

২৩ তোমরা কাণ দেও, আমার রব শুন; ২৪ কর্ণপাত কর, আমার বাক্য শুন। বীজ বপন করিবার জন্য কৃষক কি সমস্ত দিন হাল বহে, ও মাটি খুঁড়িয়া ভূমির ঢেলা ২৫ ভাঙ্গে? ভূমিতল সমান করিলে পর সে কি মহুরী ছাড়ায় না, ও জীরা বপন করে না? এবং শ্রেণী শ্রেণী করিয়া গোম নিরূপিত স্থানে যব ও ক্ষেত্রের সীমাতে ২৬ জনার কি বুনে না? কারণ তাহার ঈশ্বর তাহাকে যথার্থ শিক্ষা দেন; তিনি ২৭ তাহাকে জ্ঞান দেন। বস্তুতঃ মহুরী হাতগাড়ী দ্বারা মর্দ্দন করা যায় না, এবং জীরার উপরে গাড়ীর চক্র ঘুরে না, কিন্তু মহুরী দণ্ড দিয়া ও জীরা যষ্টি দিয়া মাড়া ২৮ যায়। রুটীর শস্য চূর্ণ করিতে হয়; কারণ সে কখনও তাহা মর্দ্দন করিবে না; আর তাহার গাড়ীর চক্র ও তাহার অশ্বগণ তাহা ছড়ায় বটে, কিন্তু সে তাহা ২৯ চূর্ণ করে না। ইহাও বাহিনীগণের সদাপ্রভু হইতে হয়; তিনি মন্ত্রণাতে আশ্চর্য্য ও বুদ্ধিকৌশলে মহান

* ১ বংশ ১৪; ১১।　　† যিহো ১০; ১০–১৪।

যিহূদীদের তৎকালীন অবাধ্যতা ও ভাবিকালীন অনুতাপ।

২৯ অহো, অরীয়েল, * অরীয়েল, দায়ূদের শিবিরনগর। তোমরা এক বৎসরে অন্য বৎসর যোগ কর, উৎসবচক্র ঘুরিয়া ২ আইসুক। কিন্তু আমি অরীয়েলের প্রতি দুঃখ ঘটাইব, তাহাতে শোক ও বিলাপ হইবে; আর সে আমার পক্ষে অরী- ৩ য়েলের ন্যায় হইবে। আমি তোমার চারিদিকে শিবির স্থাপন করিব, ও গড় দ্বারা তোমাকে বেষ্টন করিব, এবং তোমার বিরুদ্ধে অবরোধ-জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিব; ৪ তাহাতে তুমি অবনত হইবে, মৃত্তিকা হইতে কথা কহিবে, ও ধূলা হইতে মৃদুস্বরে তোমার কথা বলিবে; ভূতুড়িয়ার ন্যায় তোমার রব মৃত্তিকা হইতে নির্গত হইবে, ও ধূলা হইতে তোমার কথার ফুস্ ৫ ফুস্ শব্দ উঠিবে। কিন্তু তোমার শত্রুদের লোকারণ্য সূক্ষ্ম ধূলার ন্যায় হইবে, এবং দুর্দ্দান্তদের লোকারণ্য উড়ন্ত ভুসীর ন্যায় হইবে; ইহা হঠাৎ, মুহূর্ত্তমধ্যে ৬ ঘটিবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু মেঘগর্জ্জন, ভূমিকম্প, মহাশব্দ, ঘূর্ণবায়ু, ঝঞ্ঝা ও সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিশিখা সহকারে ৭ তাহার তত্ত্ব লইবেন। তাহাতে সর্ব্বজাতির যে লোকারণ্য অরীয়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যে সকল লোক তাহার ও তদীয় দুর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, ও তাহাকে সঙ্কটাপন্ন করে, তাহারা স্বপ্নবৎ ও রাত্রিকালীন দর্শনের ন্যায় হইবে; ৮ এইরূপ হইবে, যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, যেন সে ভোজন করিতেছে; কিন্তু সে জাগ্রৎ হয়, আর তাহার প্রাণ শূন্য; অথবা যেমন পিপাসিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, যেন সে পান করিতেছে; কিন্তু সে জাগ্রৎ হয়, আর দেখ, সে দুর্ব্বল, তাহার প্রাণে পিপাসা রহিয়াছে; সিয়োন পর্ব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সর্ব্বজাতির লোকারণ্য তেমনি হইবে।

৯ তোমরা চমৎকৃত হও ও আশ্চর্য্য জ্ঞান কর, চক্ষু মুদ ও অন্ধ হও; উহারা মত্ত, কিন্তু দ্রাক্ষারসে নয়; উহারা টলটলায়- ১০ মান, কিন্তু সুরাপানে নয়। কারণ সদাপ্রভু তোমাদের উপরে ঘোর নিদ্রাজনক আত্মা ঢালিয়া দিয়াছেন, ও তোমাদের ভাববাদিবর্গরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং তোমাদের দর্শকবর্গরূপ মস্তক ১১ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত দর্শন তোমাদের পক্ষে মুদ্রাঙ্কবদ্ধ পুস্তকের কথাস্বরূপ হইয়াছে; যে লেখা পড়া জানে, তাহাকে কেহ যদি সেই পুস্তক দিয়া যদি বলে, অনুগ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে, আমি পারি না, কারণ ইহা ১২ মুদ্রাঙ্কবদ্ধ। আবার যে লেখা পড়া জানে না, তাহাকে যদি সে তাহা দিয়া বলে, অনুগ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে আমি লেখা পড়া জানি না।

১৩ প্রভু আরও কহিলেন, এই লোকেরা আমার নিকটবর্ত্তী হয়, এবং আপন আপন মুখে ও ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু আপন আপন অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে রাখিয়াছে, এবং আমা হইতে তাহাদের যে ভয়, তাহাও মানুষের ১৪ আদেশ, মুখস্থ করা মাত্র। অতএব দেখ, আমি এই জাতির সহিত পুনর্ব্বার আশ্চর্য্য ব্যবহার, এমন কি, আশ্চর্য্য ও চমৎকার ব্যবহার করিব; এবং তাহাদের জ্ঞানবানদের জ্ঞান বিনষ্ট, ও বিবেচক লোকদের বিবেচনা অন্তর্হিত হইবে।

---

* (অর্থাৎ) ঈশ্বরের সিংহ, (বা) ঈশ্বরের উনান।

১৫ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা গভীর মন্ত্রণা করতঃ সদাপ্রভু হইতে তাহা গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করে, অন্ধকারে কর্ম্ম করে ও বলে, আমাদিগকে কে দেখিতে পায়? আমা-১৬ দিগকে কে চিনিতে পারে? তোমাদের কেমন বিপরীত বুদ্ধি! কুম্ভকার কি মৃত্তি-কার সমান বলিয়া গণ্য? নির্ম্মিত বস্তু কি নির্ম্মাতার বিষয়ে বলিবে, ঐ ব্যক্তি আমাকে নির্ম্মাণ করে নাই? গঠিত বস্তু কি আপন গঠনকারীর বিষয়ে বলিবে, ১৭ উহার বুদ্ধি নাই? অতি অল্পকাল গত হইলে লিবানোন কি উদ্যানে পরিণত হইবে না? আর উদ্যান কি অরণ্য ১৮ বলিয়া গণ্য হইবে না? সেই দিন বধির-গণ পুস্তকের বাক্য শুনিবে, এবং তিমির ও অন্ধকারের মধ্য হইতে অন্ধদের চক্ষু ১৯ দেখিতে পাইবে। নম্রগণও সদাপ্রভুতে উত্তরোত্তর আনন্দিত হইবে, এবং মনুষ্য-দের মধ্যবর্ত্তী দরিদ্রগণ ইস্রায়েলের ২০ পবিত্রতমে উল্লাস করিবে। কেননা দুর্দ্দান্ত লোক আর নাই, নিন্দক লুপ্ত হইল, যে সকল লোক অধর্ম্মে উৎসুক, ২১ তাহারা উচ্ছিন্ন হইল। তাহারা ত বাক্-কৌশলে মানুষকে দোষী করে, নগর-দ্বারে দোষবক্তার জন্য ফাঁদ পাতে, অকারণে ২২ ধার্ম্মিকের প্রতি অন্যায় করে। অতএব অব্রাহামের মুক্তিদাতা সদাপ্রভু যাকোব-কুলের বিষয়ে এই কথা কহেন, যাকোব এখন লজ্জিত হইবে না, তাহার মুখ ২৩ এখন মলিন থাকিবে না। কেননা তাহার সন্তানগণ যখন তাহার মধ্যে আমার হস্ত-কৃত কর্ম্ম দেখিবে, তখন আমার নাম পবিত্র বলিয়া মানিবে, যাকোবের পবিত্র-তমকে পবিত্র বলিয়া মানিবে, ইস্রায়েলের ২৪ ঈশ্বরকে সম্ভ্রম করিবে। আর ভ্রান্ত-আত্মা লোকেরা বিবেচনার কথা বুঝিবে, বচসা-কারীরা পাণ্ডিত্য শিখিবে।

সদাপ্রভুরই উপরে নির্ভর করা আবশ্যক।

৩০ সদাপ্রভু কহেন, ধিক্ সেই বিদ্রোহী সন্তানগণকে, যাহারা মন্ত্রণা সাধন করে, কিন্তু আমা হইতে নয়, এবং সন্ধি করে, কিন্তু আমার আত্মার আবেশে নয়, উদ্দেশ্য এই, যেন পাপের উপরে পাপ করিতে ২ পারে। তাহারা মিসরে যাইবার জন্য যাত্রা করে, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই, যেন ফরৌণের পরাক্রমে পরাক্রমী হইতে ও মিসরের ছায়াতে আশ্রয় লইতে ৩ পারে। এই জন্য ফরৌণের পরাক্রম তোমাদের লজ্জাস্বরূপ হইবে, এবং মিস-রের ছায়াতে আশ্রয় লওয়া তোমাদের ৪ অপমানস্বরূপ হইবে। কারণ তাহার অধ্যক্ষগণ সোয়নে উপস্থিত, তাহার দূত-৫ গণ হানেষে আসিয়াছে। সকলে উপকারে অসমর্থ জাতির বিষয়ে লজ্জিত হইবে; সেই জাতি সাহায্যকারী কি উপকারজনক নয়, বরং লজ্জা ও দুর্নামস্বরূপ।

৬ দক্ষিণের পশুগণ বিষয়ক ভারবাণী।

সঙ্কটের ও সঙ্কোচের যে দেশ সিংহীর ও কেশরীর, কালসর্পের ও জ্বালাদায়ী উড়ুক্কু সর্পের জন্মভূমি, সেই দেশ দিয়া তাহারা গর্দ্দভের স্কন্ধে করিয়া আপনাদের ধন, ও উষ্ট্রের ঝুঁটিতে করিয়া আপনাদের সম্পত্তি লইয়া এক জাতির কাছে যাই-তেছে, যাহারা উপকার করিতে পারিবে ৭ না। কারণ মিসরের সাহায্য অসার ও মিথ্যা; এই নিমিত্ত আমি সেই জাতির এই নাম রাখিলাম, 'রহব [গর্ব্বী], যে বসিয়া থাকে।'

৮ তুমি এখন যাও, উহাদের সাক্ষাতে এই কথা ফলকের উপরে লিখ, ও পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর; যেন তাহা উত্তরকালে সাক্ষ্যরূপে চিরকাল থাকে। ৯ কেননা উহারা বিদ্রোহী জাতি ও মিথ্যাবাদী সন্তান; উহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা ১০ শুনিতে অসম্মত সন্তান। তাহারা দর্শকদিগকে বলে, তোমরা দর্শন করিও না; লক্ষণবেত্তাদিগকে বলে, তোমরা আমাদের জন্য যথার্থ লক্ষণ বলিও না; আমাদিগকে স্নিগ্ধ বাক্য বল, মায়াযুক্ত ১১ লক্ষণ বল; পথ হইতে ফির, রাস্তা ছাড়িয়া যাও, ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে দূর কর। ১২ অতএব ইস্রায়েলের পবিত্রতম এই কথা কহেন, তোমরা এই বাক্য হেয়জ্ঞান করিয়াছ, এবং উপদ্রবের ও কুটিলতার উপরে নির্ভর দিয়াছ, ও তাহা অবলম্বন ১৩ করিয়াছ; এই হেতু সেই অপরাধ তোমাদের জন্য উচ্চ ভিত্তির পতনশীল ফুলা ফাটার ন্যায় হইবে, যাহার ভঙ্গ ১৪ হঠাৎ মুহূর্ত্তমধ্যে উপস্থিত হয়। আর যেমন কুম্ভকারের পাত্র ভাঙ্গা যায়, তেমনি তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, চূর্ণ করিবেন, মমতা করিবেন না; তাহাতে চুলা হইতে অগ্নি তুলিতে কিম্বা কূপ হইতে জল তুলিতে একখানা ১৫ খোলাও পাওয়া যাইবে না। বস্তুতঃ, প্রভু সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের পবিত্রতম, এই কথা বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়া শান্ত হইলে তোমরা পরিত্রাণ পাইবে, সুস্থির থাকিয়া বিশ্বাস করিলে তোমাদের পরাক্রম হইবে; কিন্তু তোমরা সম্মত ১৬ হইলে না। তোমরা কহিলে, তাহা নয়, আমরা ঘোড়ায় চড়িয়া বেগে ধাবমান হইব, এই জন্য তোমরা বেগে ধাবমান হইবে; আরও [কহিলে], আমরা বেগবান বাহনে চড়িয়া যাইব, এই জন্য তোমাদের তাড়নাকারীরা বেগে চলিয়া যাইবে। ১৭ একের তর্জ্জনে এক সহস্র লোক পলায়ন করিবে, পাঁচের তর্জ্জনে তোমরা পলায়ন করিবে; তাহাতে তোমাদের অবশিষ্টাংশ পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থিত মাস্তুলের ন্যায়, কিম্বা উপপর্ব্বতের উপরিস্থ পতাকাদণ্ডের ন্যায় ১৮ হইবে। আর সেই জন্য সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করিবেন, আর সেই জন্য তোমাদের প্রতি করুণা করিবার আকাঙ্ক্ষায় ঊর্দ্ধে থাকিবেন; কেননা সদাপ্রভু ন্যায়বিচারের ঈশ্বর; ধন্য তাহারা সকলে, যাহারা তাঁহার অপেক্ষা করে।

১৯ বস্তুতঃ যিরূশালেমে, সিয়োনে প্রজাগণ বাস করিবে, তুমি আর রোদন করিবে না; তোমার ক্রন্দনের রবে তিনি অবশ্য তোমাকে কৃপা করিবেন; শুনিবা- ২০ মাত্রই তোমাকে উত্তর দিবেন। আর প্রভু যদ্যপি তোমাদিগকে সঙ্কটের খাদ্য ও কষ্টের জল দেন, তথাপি তোমার শিক্ষকগণ আর গুপ্ত থাকিবে না, * বরং তোমার চক্ষু তোমার শিক্ষকগণকে † ২১ দেখিতে পাইবে। আর দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার সময়ে তোমার কর্ণ পশ্চাৎ হইতে এই বাণী শুনিতে পাইবে, এই ২২ পথ, তোমরা এই পথেই চল। আর তোমরা আপনাদের ক্ষোদিত রৌপ্যপ্রতিমার সাজ ও ছাঁচে ঢালা স্বর্ণ-প্রতিমার আভরণ অশুচি করিবে, তুমি তাহা অশুচি বস্তুর ন্যায় ফেলিয়া দিবে, বলিবে,

---

* (বা) তোমার শিক্ষক আর গুপ্ত থাকিবে না।
† (বা) তোমার শিক্ষককে।

২৩ দূর, দূর। আর তিনি তোমার বীজের জন্য বৃষ্টি দিবেন, তাহাতে তুমি ভূমিতে বপন করিতে পারিবে; এবং ভূমিজাত ভক্ষ্য দিবেন, তাহা উত্তম ও পুষ্টিকর হইবে; সেই দিন তোমার পশুপাল ২৪ প্রশস্ত মাঠে চরিবে। চাষকারী গোরু ও গর্দ্দভ সকল কুলাতে ও চালুনীতে ঝাড়া ও সুস্বাদু দ্রব্যে মিশ্রিত কলায় খাইবে। ২৫ পরন্তু যে মহাহত্যার দিনে দুর্গ সকল পতিত হইবে, সেই দিন প্রত্যেক তুঙ্গ পর্ব্বতে ও প্রত্যেক উচ্চ গিরিতে জলের ২৬ প্রবাহ ও স্রোত হইবে। আর যে দিন সদাপ্রভু আপন প্রজাদের ভগ্ন অবয়ব জোড়া দিবেন, ও প্রহারজাত ক্ষত সুস্থ করিবেন, সেই দিন চন্দ্রের দীপ্তি সূর্য্যের দীপ্তির তুল্য হইবে, এবং সূর্য্যের দীপ্তি সপ্তগুণ অধিক, অর্থাৎ সপ্ত দিবসের দীপ্তির সমান হইবে।

২৭ দেখ, সদাপ্রভুর নাম দূর হইতে আসিতেছে, তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিতেছে, ও ঘন ধূমরাশি উঠিতেছে; তাঁহার ওষ্ঠাধর তাপে পরিপূর্ণ, তাঁহার জিহ্বা সর্ব্বগ্রাসক ২৮ অগ্নিস্বরূপ। তাঁহার নিঃশ্বাস প্লাবক বন্যার সদৃশ, তাহা কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠিবে; তাহা সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে বিনাশের কুলাতে ঝাড়িতে উদ্যত; আর জাতিগণের মুখে ভ্রান্তিজনক বল্‌গা দেওয়া ২৯ যাইবে। পবিত্র উৎসব-রাত্রির ন্যায় তোমাদের গীত হইবে, এবং লোকে যেমন সদাপ্রভুর পর্ব্বতে ইস্রায়েলের শৈলের কাছে গমন কালে বাঁশী বাজায়, তদ্রূপ তোমাদের চিত্তের আনন্দ হইবে। ৩০ সদাপ্রভু প্রচণ্ড ক্রোধ, সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিশিখা, বাত্যা, ঝটিকা ও করকা দ্বারা আপনার প্রতাপান্বিত রব শুনাইবেন, ও আপনার হস্তাবতারণ দেখাইবেন। ৩১ কারণ সদাপ্রভুর রবে অশূর ভগ্ন হইবে, ৩২ তিনি তাহাকে দণ্ডাঘাত করিবেন। আর সদাপ্রভু নিরূপিত দণ্ডের যত আঘাত তাহার উপরে অবতারণ করিবেন, সে সকল তবল ও বীণা সহকারে ঘটিবে; এবং তিনি ঐ জাতির সহিত তুমুল যুদ্ধ ৩৩ করিবেন। কেননা তোফৎ [অগ্নিকুণ্ড] পূর্ব্বকালাবধি সাজান রহিয়াছে, তাহাই রাজার জন্য প্রস্তুত আছে; তিনি তাহা গভীর ও প্রশস্ত করিয়াছেন; তাহার চিতা অগ্নি ও প্রচুর কাষ্ঠময়; সদাপ্রভুর ফুৎকার গন্ধকস্রোতের ন্যায় তাহা প্রজ্বলিত করিবে।

৩১ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা সাহায্যের জন্য মিসরে নামিয়া যায়, অশ্বগণে বিশ্বাস করে, রথের বাহুল্য প্রযুক্ত রথে নির্ভর করে, অশ্বারোহিগণ অতি বলবান বলিয়া তাহাদের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু ইস্রায়েলের পবিত্রতমের দিকে চাহে না, এবং সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে না। ২ পরন্তু তিনিও জ্ঞানবান; তিনি অমঙ্গল ঘটাইবেন, আপন বাক্য অন্যথা করিবেন না; তিনি দুরাচারদের কুলের বিরুদ্ধে ও অধর্ম্মাচারীদের সহায়গণের বিরুদ্ধে ৩ উঠিবেন। মিস্রীয়গণ ত মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নয়; তাহাদের অশ্বগণ মাংসমাত্র, আত্মা নয়; এবং সদাপ্রভু আপন হস্ত বিস্তার করিলে সাহায্যকারী উছোট খাইবে, ও সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি পতিত হইবে, সকলে একসঙ্গে নষ্ট হইবে। ৪ কারণ সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহেন, যেমন মৃগরাজ কিম্বা যুবসিংহ পশু ধরিলে পর গর্জ্জন করে, এবং তাহার বিরুদ্ধে মেষপালকদের অনেককে ডাকিয়া

একত্র করিলেও তাহাদের রবে উদ্বিগ্ন, তাহাদের কোলাহলে অবনত হয় না, সেইরূপ বাহিনীগণের সদাপ্রভু যুদ্ধ করণার্থে সিয়োন পর্ব্বতের ও তাহার গিরির ৫ উপরে নামিয়া আসিবেন। যেমন পক্ষীরা [বাসার উপরে] উড়িতে থাকে, তদ্রূপ বাহিনীগণের সদাপ্রভু যিরূশালেমকে আবৃত রাখিবেন, আবৃত রাখিয়া উদ্ধার করিবেন, এবং অগ্রে গিয়া রক্ষা করিবেন।

৬ হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা যাঁহাকে ছাড়িয়া ঘোর বিপথে চলিয়া গিয়াছ, তাঁহার কাছে ফিরিয়া আইস। ৭ কারণ সেই দিন প্রত্যেক জন আপন আপন রৌপ্যপ্রতিমা ও স্বর্ণপ্রতিমা, যে যে পাপবস্তু তোমরা স্বহস্তে গঠন করি- ৮ য়াছ, সে সকল ফেলিয়া দিবে। আর অশূর খড়্গে পতিত হইবে, কিন্তু পুরুষের খড়্গে নয়; খড়্গ তাহাকে গ্রাস করিবে, কিন্তু মানুষের খড়্গে নয়; আর সে খড়্গের সম্মুখ হইতে পলাইবে, ও তাহার যুবকগণ কর্ম্মাধীন দাস হইবে। ৯ আর ত্রাসপ্রযুক্ত তাহার শৈল চলিয়া যাইবে,* তাহার সেনাপতিগণ পতাকায় বিহ্বল হইবে; সিয়োনে যাঁহার অগ্নি ও যিরূশালেমে যাঁহার তুন্দুর আছে, সেই সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

ধর্ম্মময় রাজার মহত্ত্ব ও তাঁহার প্রজাদের সুখ।

৩২ দেখ, এক রাজা ধার্ম্মিকতায় রাজত্ব করিবেন, ও শাসনকর্ত্তৃগণ ন্যায়ে শাসন ২ করিবেন। যেমন বাত্যা হইতে আচ্ছাদন, ও ঝটিকা হইতে অন্তরাল, যেমন শুষ্ক স্থানে জলস্রোত ও শ্রান্তিজনক ভূমিতে কোন প্রকাণ্ড শৈলের ছায়া, ৩ এক জন মনুষ্য তদ্রূপ হইবেন। তখন দর্শকদের চক্ষু মুদ্রিত থাকিবে না, আর ৪ শ্রোতাদের কর্ণ অবধান করিবে। আর চপল লোকদের চিত্ত জ্ঞান পাইবে, এবং তোৎলাদের জিহ্বা সহজে স্পষ্ট কথা ৫ কহিবে। মূঢ়কে আর মহাত্মা বলা যাইবে না, এবং খল আর উদার বলিয়া ৬ আখ্যাত হইবে না। কেননা মূঢ় মূঢ়তার কথা কহিবে, ও তাহার মন দুষ্টতার কল্পনা করিবে; সে পামরতার কার্য্য করিবে ও সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে ভ্রান্তির কথা কহিবে, ক্ষুধার্ত্ত লোকের প্রাণ শূন্য রাখিবে, তৃষ্ণার্ত্ত লোকের জল বারণ ৭ করিবে। আর খলের যন্ত্র সকল মন্দ; সে মিথ্যাকথা দ্বারা নম্রদিগকে নষ্ট করিবার জন্য, যখন দরিদ্র ব্যক্তি ন্যায় কথা ৮ বলে, তখনও কুসংকল্প করে। কিন্তু মহাত্মা মাহাত্ম্যের সঙ্কল্প করে, এবং সে মাহাত্ম্য-পথে স্থির থাকে।

৯ হে নিশ্চিন্তা মহিলারা, উঠ, আমার রব শ্রবণ কর; হে নিঃশঙ্ক-চিত্তা যুবতীরা, ১০ আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। হে নিঃশঙ্ক-চিত্তা যুবতীরা, বৎসরের পরে কিছু দিন গত হইলে তোমরা উদ্বিগ্না হইবে, কেননা দ্রাক্ষাফলের সংহার হইবে, ফল ১১ পাড়িবার সময় আসিবে না। হে নিশ্চিন্তারা, কম্পান্বিতা হও; হে নিঃশঙ্কারা, উদ্বিগ্না হও; পরিচ্ছদ খুলিয়া বিবস্ত্রা ১২ হও, কটিদেশে চট বাঁধ। সকলে বুক চাপড়িয়া মনোরম্য ক্ষেত্রের ও ফলবতী দ্রাক্ষালতার জন্য বিলাপ করিবে। ১৩ আমার প্রজাদের ভূমিতে কাঁটা ও

* (বা) ত্রাসহেতু সে আপন শৈল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন হইবে ; উল্লাস-প্রিয় নগরের সমস্ত আনন্দ-গৃহেও তাহা
১৪ জন্মিবে ; কারণ রাজপুরী পরিত্যক্ত হইবে, লোকারণ্যের নগর নির্জ্জন হইয়া পড়িবে, গিরি ও প্রহরি-দুর্গ চিরকাল গুহাময় থাকিয়া বনগর্দ্দভের বিলাস-স্থান
১৫ ও পশুপালের চরাণি-স্থান হইবে ; যে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধলোক হইতে আমাদের উপরে আত্মা সেচিত না হন, প্রান্তর ফলবৃক্ষের উদ্যানে পরিণত না হয়, ও ফলশালী ক্ষেত্র অরণ্য বলিয়া গণ্য না হয়।
১৬ তখন সেই প্রান্তরে ন্যায়বিচার বাস করিবে, সেই ফলশালী ক্ষেত্রে ধার্ম্মিকতা
১৭ বসতি করিবে। আর শান্তিই ধার্ম্মিকতার কার্য্য হইবে, এবং চিরকালের জন্য সুস্থিরতা ও নিঃশঙ্কতা ধার্ম্মিকতার
১৮ ফল হইবে। আর আমার প্রজাগণ শান্তির আশ্রমে, নিঃশঙ্কতার আবাসে ও নিশ্চিন্ততার বিশ্রাম-স্থানে বাস করিবে।
১৯ কিন্তু অরণ্য ভূমিসাৎ হইবার সময়ে শিলাবৃষ্টি হইবে, আর নগর সম্পূর্ণরূপে
২০ নিপাতিত হইবে। ধন্য তোমরা, যাহারা সমস্ত জলপ্রবাহের ধারে বীজ বপন কর, যাহারা গোরু ও গর্দ্দভকে চরিতে দেও।

ঈশ্বরের ভক্তগণের মুক্তি ও মঙ্গল।

৩৩ তুমি যে ধ্বংসিত না হইয়াও ধ্বংস করিতেছ, প্রতারিত না হইয়াও প্রতারণা করিতেছ, ধিক্ তোমাকে ; ধ্বংস-কার্য্যের সমাপ্তি করিলে পর তুমি ধ্বংসিত হইবে, প্রতারণা করিয়া শেষ করিলে পর লোকে তোমাকে প্রতারণা করিবে।
২ হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রতি কৃপা কর, আমরা তোমার অপেক্ষায় রহিয়াছি ; তুমি প্রতিপ্রভাতে আপন অপেক্ষাকারী-দের বাহুস্বরূপ হও, ও সঙ্কটকালে আমা-
৩ দের ত্রাণস্বরূপ হও। কোলাহলের রবে জাতিগণ পলায়ন করিল, তুমি উঠিলে
৪ লোকবৃন্দ ছিন্নভিন্ন হইল। পতঙ্গ যেমন সংগ্রহ করে, তেমনি লোকে তোমাদের লুট সংগ্রহ করিবে ; ফড়িঙ্গেরা যেমন লাফায়, তেমনি লোকে তাহার উপরে
৫ লাফাইবে। সদাপ্রভু উন্নত ; তিনি ত ঊর্দ্ধলোকে বাস করেন, তিনি সিয়োনকে ন্যায়বিচারে ও ধার্ম্মিকতায় পূর্ণ করিয়া-
৬ ছেন। আর তোমার সময়ে সুস্থিরতা হইবে, ত্রাণের, প্রজ্ঞার ও জ্ঞানের বাহুল্য হইবে ; সদাপ্রভুর ভয় তাহার ধনকোষ।
৭ দেখ, উহাদের পুরুষসিংহেরা সড়কে ক্রন্দন করিতেছে, সন্ধির অন্বেষণকারী
৮ দূতগণ তীব্র রোদন করিতেছে। রাজ-পথ সকল নরশূন্য হইয়াছে, পথিকমাত্র নাই ; সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, নগর সকল তুচ্ছ করিয়াছে, মর্ত্ত্যকে তৃণ জ্ঞান
৯ করিয়াছে। দেশ শোকান্বিত ও মলিন হইয়াছে, লিবানোন লজ্জা পাইয়াছে ও ম্লান হইয়াছে, শারোণ মরুভূমির সমান, এবং বাশন ও কর্ম্মিল পত্রশূন্য হইয়াছে।
১০ সদাপ্রভু কহেন, আমি এখন উঠিব, এখন উন্নত হইব, এখন উচ্চীকৃত হইব।
১১ তোমরা চিটারূপ গর্ভ ধারণ করিবে, নাড়া প্রসব করিবে ; তোমাদের নিঃশ্বাস অগ্নি-স্বরূপ, তাহা তোমাদিগকে গ্রাস করিবে।
১২ আর জাতিগণ ভাঁটিতে ভস্মীকৃত চূণের ন্যায় হইবে, অগ্নিতে দগ্ধ কণ্টকের কুচির ন্যায় হইবে।
১৩ হে দূরবর্ত্তী লোক সকল, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা শুন ; নিকটস্থ লোকেরা,
১৪ আমার পরাক্রম জ্ঞাত হও। সিয়োনে পাপিগণ কাঁপিতেছে, পামরগণ ত্রাসাপন্ন

হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কে সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিতে থাকিতে পারে? আমাদের মধ্যে কে চিরকালস্থায়ী অগ্নিশিখাসমূহের ১৫ নিকটে থাকিতে পারে? যে জন ধার্ম্মিকতার পথে চলে, ও সরল ভাবের কথা কহে, যে উপদ্রবজাত লাভ ঘৃণা করে, যে উৎকোচের স্পর্শ হইতে হস্ত ঝাড়িয়া ফেলে, যে বধ করিবার পরামর্শ শুনিলে কর্ণ রোধ করে ও দুষ্কর্ম্মের দর্শন হইতে ১৬ চক্ষু মুদ্রিত করে; সেই ব্যক্তি উচ্চস্থানে বাস করিবে, শৈলগণের দুরাক্রম স্থান তাহার দুর্গস্বরূপ হইবে; তাহাকে ভক্ষ্য দেওয়া যাইবে, সে নিশ্চয়ই জল পাইবে। ১৭ তোমার নয়নযুগল স্বীয় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট রাজাকে দর্শন করিবে, দূরব্যাপী দেশ ১৮ দেখিবে। তোমার চিত্ত ঐ ত্রাসের বিষয় আন্দোলন করিবে; কোথায় সেই লিপিকর্ত্তা, কোথায় সেই মুদ্রা-তৌলকারী? কোথায় সেই দুর্গ-গণনাকারী? ১৯ তুমি আর সেই ক্রূর জাতিকে দেখিতে পাইবে না, সেই জাতিকে, যাহার গভীর ভাষা তুমি জান না, যাহার অস্পষ্ট বাক্য ২০ তুমি বুঝিতে পার না। আমাদের পর্ব্বপুরী [illegible] প্রতি দৃষ্টি কর, তোমার নয়নযুগল শান্তিযুক্ত বসতিস্বরূপ যিরূশালেমকে দেখিবে; তাহা অটল তাম্বুস্বরূপ, তাহার গোঁজ কখনও উৎপাটিত হইবে না, এবং তাহার কোন রজ্জু ২১ ছিঁড়িবে না। বস্তুতঃ সেখানে সদাপ্রভু সপ্রতাপে আমাদের সহবর্ত্তী হইবেন, তাহা বৃহৎ নদনদী ও বিস্তীর্ণ স্রোতোমালার স্থান; তথায় দাঁড়যুক্ত পোত গমনাগমন করিবে না, ও প্রতাপযুক্ত জাহাজ তাহা পার হইয়া আসিবে না। ২২ কেননা সদাপ্রভু আমাদের বিচারকর্ত্তা, সদাপ্রভু আমাদের ব্যবস্থাপক, সদাপ্রভু আমাদের রাজা; তিনিই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।

২৩ তোমার রজ্জু সকল ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে, লোকে আপনাদের মাস্তুলের গোড়া শক্ত কিম্বা পাইল খাটাইয়া দিতে পারে না; তখন বিস্তর লুটের সামগ্রী বিভাগ করা গেল; পঙ্গুরা লুট দ্রব্য ধরিল। ২৪ আর নগরবাসী কেহ বলিবে না, আমি পীড়িত; তন্নিবাসী প্রজাদের অপরাধের ক্ষমা হইবে।

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও তাঁহার প্রজাগণের ত্রাণ।

৩৪ হে জাতিগণ, নিকটে আসিয়া শুন; হে লোকবৃন্দ, অবধান কর; শুনুক পৃথিবী ও তথাকার সকলে, জগৎ ও ২ তদুৎপন্ন সকল পদার্থ। কেননা জাতিমাত্রের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ, তাহাদের সৈন্য সামন্তের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচণ্ড কোপ প্রজ্বলিত হইল; তিনি তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন, তাহাদিগকে বধে সমর্পণ করিলেন। ৩ আর তাহাদের নিহতগণ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাদের শব হইতে দুর্গন্ধ উঠিবে, তাহাদের রক্তে পর্ব্বতগণ গলিত হইবে। ৪ আর আকাশের সমস্ত বাহিনী ক্ষয় পাইবে, আকাশমণ্ডল লিপি-পত্রের ন্যায় জড়াইয়া যাইবে; এবং যেমন দ্রাক্ষালতার জীর্ণ পত্র ও ডুমুর বৃক্ষের জীর্ণ পল্লব, তদ্রূপ তাহার সমস্ত বাহিনী জীর্ণ হইয়া পড়িবে। ৫ কেননা আমার খড়্গ স্বর্গে পরিতৃপ্ত হইয়াছে; দেখ, বিচার সাধনার্থে তাহা ইদোম দেশের উপরে, আমার বর্জ্জিত ৬ লোকদের উপরে পড়িবে। সদাপ্রভুর

খড়্গ তৃপ্ত হইয়াছে রক্তে ও আপ্যায়িত হইয়াছে মেদে, মেষশাবকের ও ছাগের রক্তে এবং মেষদের মেটিয়ার মেদে; কেননা বস্রাতে সদাপ্রভুর এক যজ্ঞ, ইদোম দেশে বিস্তর পশুবধ হইবে।
৭ তাহাদের সহিত গবয়, ও ষাঁড়ের সহিত যুবাবৃষ নামিয়া আসিবে, এবং তাহাদের ভূমি রক্তে পরিতৃপ্ত, ও ধূলা মেদে সারাল
৮ হইবে। কেননা এ সদাপ্রভুর প্রতিশোধের দিন, এ সিয়োনের বিবাদ সম্ব-
৯ ন্ধীয় প্রতিফলদানের বৎসর। তথাকার প্রবাহ সকল আল্‌কাতরায়, তথাকার ধূলি গন্ধকে পরিণত হইবে, তথাকার ভূমি
১০ প্রজ্বলিত আল্‌কাতরা হইবে। তাহা দিবারাত্র কদাচ নির্ব্বাণ হইবে না, চিরকাল তাহার ধূম উঠিবে; তাহা পুরুষানুক্রমে উৎসন্ন হইয়া থাকিবে, তাহার মধ্য দিয়া অনন্তকালেও কেহ যাইবে না।
১১ কিন্তু পানিভেলা ও শজারু তাহা অধিকার করিবে, এবং মহাপেচক ও দাঁড়কাক তাহার মধ্যে বাস করিবে; আর তাহার উপরে অবস্তুতারূপ মানরজ্জু ও শূন্যতারূপ
১২ ওলোনসূত্র ধরা যাইবে। তথাকার কুলীনেরা রাজত্ব ঘোষণা করিতে কেহই থাকিবে না; তথাকার অধ্যক্ষবর্গ সর্ব্বতো-
১৩ ভাবে লুপ্ত হইবে। তাহার অট্টালিকা সকল কণ্টকে, তাহার দুর্গ সকল বিছুটীতে ও শেয়ালকাঁটাতে ব্যাপ্ত হইবে, এবং সেই দেশ শৃগালের বাসস্থান, উষ্ট্রপক্ষীর
১৪ মাঠ হইবে। আর বন্যপশুগণ বৃকগণের সহিত মিলিবে, এবং ছাগেরা আপন আপন মিত্রকে আহ্বান করিয়া আনিবে; আর সেখানে নিশাচর বাস করিয়া
১৫ বিশ্রামের স্থান পাইবে। সে স্থানে বেতাছড়া সর্প বাসা করিয়া ডিম্ব প্রসব করিবে, তাহা ফুটাইয়া শাবকদিগকে আপন ছায়াতে একত্র করিবে; এবং সেখানে চিলেরা প্রত্যেকে আপন আপন
১৬ সঙ্গিনীর সহিত একত্র হইবে। তোমরা সদাপ্রভুর পুস্তকে অনুসন্ধান কর, তাহা পাঠ কর, ইহার একেরও অভাব হইবে না, তাহারা কেহ সঙ্গিনীবিহীন থাকিবে না; কেননা আমার মুখ [দ্বারা] তিনিই ইহা আজ্ঞা করিয়াছেন, এবং তিনিই আপন আত্মা দ্বারা তাহাদিগকে সংগ্রহ
১৭ করিয়াছেন। আর তিনি গুলিবাঁটপূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই অধিকার দিয়াছেন, তাঁহার হস্ত মানরজ্জু দ্বারা প্রত্যেকের অংশ নিরূপণ করিয়াছে; তাহারা চিরকাল তাহা অধিকার করিবে, তাহারা পুরুষানুক্রমে সে স্থানে বাস করিবে।

৩৫ প্রান্তর ও জলশূন্য স্থান আমোদ করিবে,
মরুভূমি উল্লাসিত হইবে, গোলাপের ন্যায় উৎফুল্ল হইবে।
২ সে পুষ্পবাহুল্যে উৎফুল্ল হইবে,
আর আনন্দ ও গান সহকারে উল্লাস করিবে;
তাহাকে দত্ত হইবে লিবানোনের প্রতাপ,
কর্ম্মিলের ও শারোণের শোভা;
তাহারা দেখিতে পাইবে সদাপ্রভুর প্রতাপ,
আমাদের ঈশ্বরের শোভা।
৩ দুর্ব্বল হস্ত সবল কর, কম্পিত জানু সুস্থির কর।
৪ চপলচিত্তদিগকে বল, সাহস কর, ভয় করিও না;
দেখ, তোমাদের ঈশ্বর প্রতিশোধসহ ঈশ্বরীয় প্রতীকারসহ আসিতেছেন,
তিনিই আসিয়া তোমাদিগের পরিত্রাণ করিবেন।

৫ তৎকালে অন্ধদের চক্ষু খোলা যাইবে,
আর বধিরদের কর্ণ মুক্ত হইবে।
৬ তৎকালে খঞ্জ হরিণের ন্যায় লম্ফ দিবে,
ও গোঙ্গাদের জিহ্বা আনন্দগান করিবে ;
কেননা প্রান্তরে জল উৎসারিত হইবে,
ও মরুভূমির নানা স্থানে প্রবাহ হইবে।
৭ আর মরীচিকা * জলাশয় হইয়া যাইবে,
ও শুষ্কভূমি জলের উনুইতে পরিপূর্ণ হইবে ;
শৃগালদিগের নিবাসে, সেগুলি যেখানে শুইত,
তথায় নল খাগ্‌ড়ার বন হইবে।
৮ আর সেই স্থানে এক জাঙ্গাল ও রাজপথ হইবে ;
তাহা পবিত্রতার পথ বলিয়া আখ্যাত হইবে ;
তাহা দিয়া কোন অশুচি লোক যাতায়াত করিবে না,
কিন্তু তাহা উহাদের জন্য হইবে ;
সে পথে পথিকগণ, অজ্ঞানেরাও পরিভ্রমণ করিবে না। †
৯ সেখানে সিংহ থাকিবে না,
কোন হিংস্রক জন্তু তাহাতে উঠিবে না,
সেখানে তাহা দেখা যাইবেই না ;
কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা সেই পথে চলিবে ;
১০ আর সদাপ্রভুর নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে,
আনন্দগান পুরঃসর সিয়োনে আসিবে,
এবং তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ী হর্ষ-মুকুট থাকিবে ;
তাহারা আমোদ ও আনন্দ প্রাপ্ত হইবে,
এবং খেদ ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে।

* (বা) তপ্ত বালুকা।
† (বা) তিনিও তাহাদের জন্য সেই পথে যাইবেন, আর অজ্ঞানেরা [তথায়] পরিভ্রমণ করিবে না।

অশূরীয়দের আক্রমণ ও পরাভব।

৩৬ হিষ্কিয় রাজার চতুর্দ্দশ বৎসরে অশূর-রাজ সন্‌হেরীব যিহূদার প্রাচীর-বেষ্টিত সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে আসিয়া সে সকল
২ হস্তগত করিতে লাগিলেন। পরে অশূরের রাজা লাখীশ হইতে রব্‌শাকিকে বৃহৎ সৈন্যদলের সহিত যিরূশালেমে হিষ্কিয় রাজার কাছে প্রেরণ করিলেন ; তাহাতে তিনি [আসিয়া] উচ্চতর পুষ্করিণীর প্রণালীর কাছে রজক-ভূমির
৩ রাজপথে অবস্থিতি করিলেন। পরে হিষ্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ নামক ইতিহাসরচক বাহির হইয়া
৪ তাঁহার কাছে গেলেন। রব্‌শাকি তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা হিষ্কিয়কে এই কথা বল, রাজাধিরাজ অশূর-রাজ এই কথা কহেন, তুমি যে সাহস করিতেছ,
৫ সে কেমন সাহস? আমি বলি, তোমার সংগ্রামের বুদ্ধি ও পরাক্রম ওষ্ঠের কথা মাত্র ; বল দেখি, তুমি কাহার উপরে নির্ভর করিয়া আমার বিদ্রোহী হইলে?
৬ দেখ, তুমি ঐ থেৎলা নলরূপ যষ্টির, অর্থাৎ মিসরের উপরে নির্ভর করিতেছ ; কিন্তু যে কেহ তাহার উপরে নির্ভর করে, সে তাহার হস্তে ফুটিয়া তাহা বিদ্ধ করে ; যত লোক মিসর-রাজ ফরৌণের উপরে নির্ভর করে, সেই সকলের পক্ষে সে
৭ তদ্রূপ। আর যদি আমাকে বল, আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করি, তবে তিনি কি সেই নহেন, যাঁহার উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল হিষ্কিয় দূর করিয়াছে, এবং যিহূদার ও যিরূশালেমের লোকদিগকে বলিয়াছে, 'তোমরা এই যজ্ঞ-

৮ বেদির কাছে প্রণিপাত করিবে'? তুমি এক বার আমার প্রভু অশূর-রাজের কাছে পণ কর; আমি তোমাকে দুই সহস্র অশ্ব দিই, যদি তুমি তদারোহী লোক ৯ দিতে পার। তবে কেমন করিয়া আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম দাসগণের মধ্যে এক জন সেনাপতিকে হটাইয়া দিবে, এবং রথ সকলের ও অশ্বারোহীদের জন্য মিসরের ১০ উপরে বিশ্বাস করিবে? বল দেখি, আমি কি সদাপ্রভুর সম্মতি ব্যতিরেকে এই দেশ ধ্বংস করিতে আসিয়াছি? সদাপ্রভুই আমাকে বলিয়াছেন, তুমি ঐ ১১ দেশে গিয়া উহা ধ্বংস কর।" তখন ইলিয়াকীম, শিব্‌ন ও যোয়াহ রব্‌শাকিকে কহিলেন, বিনয় করি, আপনার দাসদিগকে অরামীয় ভাষায় বলুন, কেননা আমরা তাহা বুঝিতে পারি; প্রাচীরের উপরিস্থ লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের কাছে যিহূদী ভাষায় কথা বলিবেন না। ১২ কিন্তু রব্‌শাকি বলিলেন, আমার প্রভু কি তোমার প্রভুরই কাছে এবং তোমারই কাছে এই কথা কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন? ঐ যে লোকেরা তোমাদের সহিত আপন আপন বিষ্ঠা খাইতে ও আপন আপন মূত্র পান করিতে প্রাচীরের উপরে বসিয়া আছে, উহাদেরই কাছে ১৩ কি তিনি পাঠান নাই? পরে রব্‌শাকি দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে যিহূদী ভাষায় বলিতে লাগিলেন, "তোমরা রাজাধিরাজ অশূর- ১৪ রাজের কথা শুন। রাজা এই কথা কহিতেছেন, হিষ্কিয় তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মাউক; কেননা তোমাদিগকে রক্ষা ১৫ করিতে তাহার সাধ্য নাই। আর হিষ্কিয় এই কথা বলিয়া সদাপ্রভুতে তোমাদের বিশ্বাস না জন্মাউক যে, সদাপ্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন, এই নগর কখনও অশূর-রাজের হস্তগত ১৬ হইবে না। তোমরা হিষ্কিয়ের কথা শুনিও না; কেননা অশূর-রাজ এই কথা কহেন, তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধি কর, বাহির হইয়া আমার কাছে আইস; তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন দ্রাক্ষাফল ও ডুমুর ফল ভোজন কর, এবং আপন আপন কূপের জল পান কর; ১৭ পরে আমি আসিয়া তোমাদের নিজ দেশের ন্যায় এক দেশে, শস্য ও দ্রাক্ষারসের দেশে, রুটী ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দেশে ১৮ তোমাদিগকে লইয়া যাইব। সদাপ্রভু আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, এই বলিয়া যেন হিষ্কিয় তোমাদিগকে না ভুলায়। জাতিগণের দেবতারা কি কেহ অশূররাজের হস্ত হইতে আপন আপন দেশ ১৯ রক্ষা করিয়াছে? হমাতের ও অর্পদের দেবগণ কোথায়? সফর্বয়িমের দেবগণ কোথায়? উহারা কি আমার হস্ত হইতে ২০ শমরিয়াকে রক্ষা করিয়াছে? ভিন্ন ভিন্ন দেশের সমস্ত দেবতার মধ্যে কোন্ দেবগণ আমার হস্ত হইতে আপনাদের দেশ উদ্ধার করিয়াছে? তবে সদাপ্রভু আমার হস্ত হইতে যিরূশালেমকে উদ্ধার করি- ২১ বেন, ইহা কি সম্ভব?" কিন্তু লোকেরা নীরব হইয়া থাকিল, তাহার এক কথারও উত্তর করিল না, কারণ রাজার এই আজ্ঞা ২২ ছিল যে, তাহাকে উত্তর দিও না। পরে হিল্কিয়ের পুত্র রাজবাটীর অধ্যক্ষ ইলিয়াকীম, শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র ইতিহাস-রচক যোয়াহ আপন আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া হিষ্কিয়ের নিকটে আসিয়া রব্‌শাকির কথা জ্ঞাত করিলেন।

৩৭ তাহা শুনিয়া হিষ্কিয় রাজা আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া চট পরিধান করিয়া সদাপ্রভুর ২ গৃহে গমন করিলেন। আর রাজবাটীর অধ্যক্ষ ইলীয়াকীমকে ও শিব্‌ন লেখককে এবং যাজকদের প্রাচীনবর্গকে চট পরিধান করাইয়া আমোসের পুত্র যিশাইয় ৩ ভাববাদীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, হিষ্কিয় এই কথা বলেন, অদ্যকার দিন সঙ্কটের, অনুযোগের ও অপমানের দিন, কেননা সন্তানগণ প্রসবদ্বারে উপস্থিত, কিন্তু প্রসব ৪ করিবার শক্তি নাই। জীবন্ত ঈশ্বরকে টিটকারি দিবার জন্য আপন প্রভু অশূর-রাজের প্রেরিত রব্‌শাকি যে সকল কথা কহিয়াছে, হয় ত আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা শুনিবেন, এবং তাঁহাকে সেই সকল কথার জন্য তিরস্কার করিবেন, যাহা আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু শুনিয়াছেন; অতএব যে অবশিষ্টাংশ এখনও আছে, আপনি তাহার নিমিত্ত প্রার্থনা উৎসর্গ ৫ করুন। তখন হিষ্কিয় রাজার দাসগণ যিশাইয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৬ যিশাইয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কর্ত্তাকে এই কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যাহা শুনিয়াছ, ও যাহা বলিয়া অশূর-রাজের দাসেরা আমার নিন্দা করিয়াছে, সেই সকল কথায় ৭ ভীত হইও না। দেখ, আমি তাহার মধ্যে এক আত্মা দিব, এবং সে কোন সংবাদ শুনিবে, শুনিয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, পরে আমি তাহারই দেশে তাহাকে খড়্গ দ্বারা নিপাত করিব।

৮ পরে রব্‌শাকি ফিরিয়া গেলেন, গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অশূর-রাজ লিব্‌নার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন; বস্তুতঃ তিনি লাখীশ্‌ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, ইহা ৯ রব্‌শাকি শুনিয়াছেন। পরে তিনি কূশ-দেশীয় তির্হকঃ রাজার বিষয়ে এই সংবাদ শুনিলেন, তিনি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১০ করণার্থে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি হিষ্কিয়ের নিকটে দূত পাঠাইলেন, বলিলেন, তোমরা যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়কে এই কথা বলিবে, তোমার বিশ্বাস-ভূমি ঈশ্বর এই বলিয়া তোমার ভ্রান্তি না জন্মাউন যে, যিরূশালেম অশূর-১১ রাজের হস্তে সমর্পিত হইবে না। দেখ, সমুদয় দেশ নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়া অশূরের রাজারা সমস্ত দেশের প্রতি যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহা তুমি শুনিয়াছ; ১২ তবে তুমি কি উদ্ধার পাইবে? আমার পিতৃপুরুষগণ যে সকল জাতিকে বিনষ্ট করিয়াছেন—গোষণ, হারণ, রেৎসফ এবং তলঃসর-নিবাসী এদন-সন্তানগণ—তাহাদের দেবগণ কি তাহাদিগকে উদ্ধার ১৩ করিয়াছে? হমাতের রাজা, অর্পদের রাজা, এবং সফর্বয়িম নগরের, হেনার ও ইব্বার রাজা কোথায়?

১৪ হিষ্কিয় দূতগণের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া পাঠ করিলেন; পরে হিষ্কিয় সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া গেলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা বিস্তার করিলেন। ১৫ আর হিষ্কিয় সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা ১৬ করিলেন, কহিলেন, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, করূবদ্বয়ে আসীন, তুমি, কেবল মাত্র তুমিই পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের ঈশ্বর; তুমিই আকাশ-১৭ মণ্ডল ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছ। হে সদাপ্রভু, কর্ণপাত করিয়া শুন, হে সদাপ্রভু চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ; জীবন্ত ঈশ্বরকে টিটকারি দিবার জন্য সন্‌হেরীব

যে সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়াছে, তাহা
১৮ শুন। সত্য বটে, হে সদাপ্রভু, অশূরের
রাজারা সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে ও তাহা-
১৯ দের দেশ সকল বিনষ্ট করিয়াছে, এবং
তাহাদের দেবগণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ
করিয়াছে, কারণ তাহারা ঈশ্বর নয়, কিন্তু
মনুষ্যের হস্তের কার্য্য, কাষ্ঠ ও প্রস্তর;
এই জন্য উহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট
২০ করিয়াছে। অতএব এখন, হে আমাদের
ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুমি তাহার হস্ত হইতে
আমাদিগকে নিস্তার কর; তাহাতে পৃথি-
বীর সমস্ত রাজ্য জানিতে পারিবে যে,
তুমি, কেবল মাত্র তুমিই সদাপ্রভু।

২১ পরে আমোসের পুত্র যিশাইয় হিষ্কি-
য়ের নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন;
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, তুমি অশূর-রাজ সন্‌হেরীবের
বিষয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছ,
২২ সদাপ্রভু তাহার বিষয়ে যে কথা বলিয়া-
ছেন, তাহা এই, “অনূঢ়া সিয়োন-কন্যা
তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে ও তোমাকে
পরিহাস করিতেছে; যিরূশালেম-কন্যা
২৩ তোমার দিকে মাথা নাড়িতেছে। তুমি
কাহাকে টিটকারি দিয়াছ? কাহার নিন্দা
করিয়াছ? কাহার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ
করিয়াছ ও ঊর্দ্ধদিকে চক্ষু তুলিয়াছ?
২৪ ইস্রায়েলের পবিত্রতমেরই বিরুদ্ধে! তুমি
আপন দাসগণের দ্বারা প্রভুকে টিটকারি
দিয়াছ, বলিয়াছ, ‘আমি নিজ রথবাহুল্য
দ্বারা পর্ব্বতগণের উচ্চ মস্তকে, লিবা-
নোনের নিভৃত স্থানে আরোহণ করিয়াছি,
আমি তাহার দীর্ঘকায় এরস বৃক্ষ ও
উৎকৃষ্ট দেবদারু সকল ছেদন করিব,
তাহার প্রান্তভাগস্থ উচ্চতম স্থানে, উর্ব্বর
২৫ ক্ষেত্রের কাননে প্রবেশ করিব। আমি
খননপূর্ব্বক জল পান করিয়াছি, আমি
আপন পদতল দ্বারা মিসরের সমস্ত খাল
২৬ শুষ্ক করিব।’ তুমি কি শুন নাই যে,
আমি দীর্ঘকালাবধি ইহা নিরূপণ করিয়া-
ছিলাম, পূর্ব্বকালে ইহা স্থির করিয়া-
ছিলাম? আমি এখন ইহা সিদ্ধ করিলাম,
তোমা দ্বারা দৃঢ় নগর সকল বিনাশ করিয়া
২৭ ঢিবী করিলাম। আর তন্নিবাসিগণ ক্ষীণ-
হস্ত, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইল; তাহারা
ক্ষেত্রের শাক ও নবীন তৃণ, ছাদের
উপরিস্থ ঘাস ও অপক্ব শস্যবিশিষ্ট
২৮ ক্ষেত্রের ন্যায় হইল। কিন্তু তোমার বসিয়া
থাকা, তোমার বাহিরে যাওয়া, তোমার
ভিতরে আসা, এবং আমার বিরুদ্ধে
তোমার ক্রোধ প্রকাশ, এই সকল আমি
২৯ জানি। আমার বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ
প্রযুক্ত এবং তোমার যে দর্পকথা আমার
কর্ণগোচর হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত আমি
তোমার নাসিকায় আমার কড়া ও তোমার
ওষ্ঠাধরে আমার বল্‌গা দিব, এবং তুমি
যে পথ দিয়া আসিয়াছ, সেই পথ দিয়া
৩০ তোমাকে ফিরাইব। আর [হে হিষ্কিয়,]
তোমার জন্য এই চিহ্ন হইবে, তোমরা
এই বৎসর স্বতঃ উৎপন্ন শস্য, ও দ্বিতীয়
বৎসর তাহার মূলোৎপন্ন শস্য, ভোজন
করিবে; পরে তোমরা তৃতীয় বৎসরে
বীজ বপন করিয়া শস্য কাটিবে, এবং
দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া তাহার ফলভোগ
৩১ করিবে। আর যিহূদা কুলের যে উত্তীর্ণ-
গণ অবশিষ্ট আছে, তাহারা আবার নীচে
মূল বাঁধিবে, ও উপরে ফল দিবে।
৩২ কেননা যিরূশালেম হইতে অবশিষ্টগণ,
সিয়োন পর্ব্বত হইতে উত্তীর্ণগণ, নির্গত
হইবে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ
৩৩ ইহা সাধন করিবে। অতএব অশূর-রাজের

বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সে এ নগরে আসিবে না, এখানে বাণ ছাড়িবে না, ঢাল লইয়া ইহার সম্মুখে আসিবে না, ৩৪ ইহার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিবে না। সে যে পথ দিয়া আসিয়াছে, সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া যাইবে, এ নগরে আসিবে না, ৩৫ ইহা সদাপ্রভু কহেন। কারণ আমি আপনার নিমিত্ত ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্ত এই নগরের রক্ষার্থে ইহার ঢাল-স্বরূপ হইব।

৩৬ পরে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বধ করিলেন; লোকেরা প্রত্যূষে উঠিল, আর দেখ, সমস্তই মৃত ৩৭ দেহ। অতএব অশূর-রাজ সন্‌হেরীব প্রস্থান করিলেন, এবং নীনবীতে ফিরিয়া ৩৮ গিয়া বাস করিলেন। পরে তিনি যখন আপনার দেবতা নিষ্রোকের গৃহে প্রণিপাত করিতেছিলেন, তখন অদ্রম্মেলক ও শরেৎসর নামক তাঁহার দুই পুত্র খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল; পরে তাহারা অরারট দেশে পলায়ন করিল। আর এসর-হদ্দোন নামক তাঁহার পুত্র তাঁহার পদে রাজা হইলেন।

হিষ্কিয়ের পীড়া, আরোগ্য ও প্রশংসাগান।

৩৮ তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল। আর আমোসের পুত্র যিশাইয় ভাববাদী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন বাটীর ব্যবস্থা করিয়া রাখ, কেননা তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি বাঁচিবে না। ২ তখন হিষ্কিয় ভিত্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, ৩ হে সদাপ্রভু, বিনয় করি, তুমি এখন স্মরণ কর; আমি তোমার সাক্ষাতে সত্যে ও একাগ্র চিত্তে চলিয়াছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছি। আর হিষ্কিয় অতিশয় রোদন করিতে ৪ লাগিলেন। তখন যিশাইয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, ৫ যাও, হিষ্কিয়কে বল, তোমার পিতৃপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; আমি তোমার নেত্রজল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমার আয়ু পনর বৎসর বৃদ্ধি ৬ করিব, এবং অশূরের রাজার হস্ত হইতে তোমাকে ও এই নগরকে উদ্ধার করিব; আমি এই নগরের ঢালস্বরূপ হইব। ৭ আর সদাপ্রভু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা যে সফল করিবেন, তাহার এই চিহ্ন সদাপ্রভু হইতে আপনাকে দেওয়া যাইবে। ৮ দেখ, আহসের সোপানে ছায়া সূর্য্যের সহিত ধাপগুলিতে যত ধাপ নামিয়া গিয়াছে, আমি তাহার দশ ধাপ পিছে ফিরাইয়া দিব। পরে সূর্য্য যত ধাপ নামিয়া গিয়াছিল, তাহার দশ ধাপ ফিরিয়া গেল।

৯ যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের লিপি; তিনি পীড়িত হইয়া যখন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করেন, তখনকার লেখা।

১০ আমি বলিলাম, আমার আয়ুর মধ্যাহ্নে
আমি পাতালের পুরদ্বারে প্রবেশ করিব,
আমার বৎসরশ্রেণীর অবশিষ্টাংশে বঞ্চিত
হইলাম।

১১ আমি বলিলাম, আমি সদাপ্রভুকে জীবিত-
দের দেশে সদাপ্রভুকে আর দেখিব না,
জগন্নিবাসীদের সঙ্গে মনুষ্যকেও আর
দেখিব না।

১২ মেষপালকের তাম্বুর ন্যায় আমার আবাস উঠাইয়া আমা হইতে স্থানান্তর করা গেল ;
আমি তন্তুবায়ের ন্যায় আপন আয়ু জড়াই-লাম ; তিনি তাঁত হইতে আমাকে কাটিয়া ফেলিবেন ;
তুমি এক দিবারাত্রের মধ্যে আমাকে শেষ করিবে।

১৩ আমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নীরব থাকিলাম ; তিনি সিংহের ন্যায় আমার অস্থি সকল চূর্ণ করেন ;
তুমি এক দিবারাত্রের মধ্যে আমাকে শেষ করিবে।

১৪ তালচোঁচের ন্যায়, সারসের ন্যায় আমি চিঁচিঁ শব্দ করিতেছিলাম,
ঘুঘুর ন্যায় কাতরোক্তি করিতেছিলাম ; ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতে করিতে আমার চক্ষু ক্ষীণ হইল ;
হে সদাপ্রভু, আমি উপদ্রুত, তুমি আমার প্রতিভূ হও।

১৫ আমি কি বলিব ? তিনি আমাকে কহি-লেন, এবং নিজেই সাধন করিলেন ;
আমার প্রাণের তিক্ততা প্রযুক্ত অবশিষ্ট বৎসর সকল আমি ধীরে ধীরে গমন করিব।

১৬ হে প্রভু, এই সকলের দ্বারা লোকেরা জীবিত থাকে,
কেবল ইহাতেই আমার আত্মার জীবন ;
আমাকে সুস্থ কর, আমাকে সঞ্জীবিত কর।

১৭ দেখ, আমার শান্তির নিমিত্তই আমার তিক্ততা, তিক্ততা উপস্থিত হইল ;
কিন্তু তুমি প্রেমেই আমার প্রাণকে বিনাশ-কূপ হইতে উদ্ধার করিলে,
তুমি ত আমার সমস্ত পাপ তোমার পশ্চাতে ফেলিয়াছ।

১৮ পাতাল ত তোমার স্তবগান করে না ;
মৃত্যু তোমার প্রশংসা করে না ;
গর্ত্তগামীরা তোমার সত্যের অপেক্ষা করে না।

১৯ জীবিত, জীবিত লোকই তোমার স্তবগান করিবে, আমি যেমন অদ্য করিতেছি ;
পিতা সন্তানগণকে তোমার সত্য জ্ঞাত করিবে।

২০ সদাপ্রভু আমার পরিত্রাণ করিতে [সম্মত] ;
অতএব আমার সঙ্গীত-মালা আমরা তার-যুক্ত যন্ত্রে গান করিব,
যত দিন জীবিত থাকি, সদাপ্রভুর গৃহে গাহিব।

২১ যিশাইয় বলিয়াছিলেন, ডুমুরফলের চাপ লইয়া ছেঁচিয়া স্ফোটকের উপরে দেওয়া হউক, তাহাতে তিনি বাঁচিবেন। ২২ আর হিষ্কিয় বলিয়াছিলেন, আমি যে সদাপ্রভুর গৃহে উঠিব, ইহার চিহ্ন কি ?

বাবিলীয় রাজদূতগণের আগমন।

৩৯ ঐ সময়ে বলদনের পুত্র বাবিল-রাজ মরোদক-বলদন হিষ্কিয়ের নিকটে পত্র ও উপঢৌকন-দ্রব্য পাঠাইলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, হিষ্কিয় পীড়িত হইয়া-ছিলেন, ও আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ২ তাহাতে হিষ্কিয় দূতদের [আগমনে] আনন্দিত হইলেন, এবং আপনার কোষা-গার, রৌপ্য, স্বর্ণ, সুগন্ধি দ্রব্য, ও বহু-মূল্য তৈল এবং সমুদয় অস্ত্রাগার ও ধনা-গার সমূহের সমস্ত বস্তু তাহাদিগকে দেখাইলেন। হিষ্কিয় তাহাদিগকে না দেখাইলেন, এমন কোন সামগ্রী তাঁহার বাটীতে বা তাঁহার সমস্ত রাজ্যে ছিল না। ৩ পরে যিশাইয় ভাববাদী হিষ্কিয় রাজার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, ঐ লোকেরা কি কহিল? আর উহারা কোথা হইতে আপনার নিকটে আসিল? হিষ্কিয় কহিলেন, উহারা দূরদেশ হইতে, বাবিল হইতে ৪ আমার কাছে আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা আপনার বাটীতে কি কি দেখিয়াছে? হিষ্কিয় কহিলেন, আমার বাটীতে যাহা যাহা আছে, সকলই দেখিয়াছে; তাহাদিগকে না দেখাইয়াছি, আমার ধনাগার সমূহের ৫ মধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই। যিশাইয় হিষ্কিয়কে কহিলেন, বাহিনীগণের সদা- ৬ প্রভুর বাক্য শ্রবণ করুন। দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যখন তোমার বাটীতে যাহা কিছু আছে, এবং তোমার পিতৃপুরুষদের সঞ্চিত যাহা যাহা অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে, সকলই বাবিলে নীত হইবে; কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহা সদা- ৭ প্রভু কহেন। আর যাহারা তোমা হইতে উৎপন্ন হইবে, তোমার সেই সন্তানগণের মধ্যে কয়েক জন নীত হইবে; এবং তাহারা বাবিল-রাজের ৮ প্রাসাদে নপুংসক হইবে। তখন হিষ্কিয় যিশাইয়কে কহিলেন, আপনি সদাপ্রভুর যে বাক্য কহিলেন, তাহা উত্তম। তিনি আরও কহিলেন, কারণ আমার সময়ে শান্তি ও সত্য থাকিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ঈশ্বরের প্রজাগণের প্রতি সান্ত্বনা-বাক্য।

৪০ তোমরা সান্ত্বনা কর, আমার প্রজাদিগকে সান্ত্বনা কর, তোমাদের ঈশ্বর ইহা ২ বলেন। যিরূশালেমকে চিত্ততোষক কথা বল; আর তাহার নিকটে ইহা প্রচার কর যে, তাহার সৈন্যবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার অপরাধের ক্ষমা হইয়াছে; তাহার যত পাপ, তাহার দ্বিগুণ [ফল] সে সদাপ্রভুর হস্ত হইতে পাইয়াছে।

৩ এক জনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে,
'তোমরা প্রান্তরে সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজপথ সরল কর।
৪ প্রত্যেক উপত্যকা উচ্চীকৃত হইবে,
প্রত্যেক পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত নিম্ন করা যাইবে;
বক্র স্থান সরল হইবে,
উচ্চনীচ ভূমি সমস্থলী হইবে;
৫ আর সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে,
আর সমস্ত মর্ত্ত্য একসঙ্গে তাহা দেখিবে,
কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলিয়াছে।'

৬ এক জনের রব, সে বলিতেছে, 'ঘোষণা কর,'
এক জন কহিল, 'কি ঘোষণা করিব?'
'মর্ত্ত্যমাত্র তৃণস্বরূপ,
তাহার সমস্ত কান্তি ক্ষেত্রস্থ পুষ্পের তুল্য।
৭ তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে,
কারণ তাহার উপরে সদাপ্রভুর নিঃশ্বাস বহে;
সত্যই লোকেরা তৃণস্বরূপ।

৮ তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে,
কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল
থাকিবে।'

৯ হে সিয়োনের কাছে সুসমাচার-প্রচার-
কারিণি!
উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ কর;
হে যিরূশালেমের কাছে সুসমাচার-প্রচার-
কারিণি!
সবলে উচ্চৈঃস্বর কর,
উচ্চৈঃস্বর কর, ভয় করিও না;
যিহূদার নগর সকলকে বল, দেখ, তোমা-
দের ঈশ্বর!

১০ দেখ, প্রভু সদাপ্রভু সপরাক্রমে আসি-
তেছেন,
তাঁহার বাহু তাঁহার জন্য কর্ত্তৃত্ব করে;
দেখ, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার [দাতব্য]
বেতন আছে,
তাঁহার অগ্রে তাঁহার [দাতব্য] পুরস্কার
আছে।

১১ তিনি মেষপালকের ন্যায় আপন পাল
চরাইবেন,
তিনি শাবকদিগকে বাহুতে সংগ্রহ করি-
বেন,
এবং কোলে করিয়া বহন করিবেন;
দুগ্ধবতী সকলকে তিনি ধীরে ধীরে চালাই-
বেন।

সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাঁহার ভক্ত-গণের আশ্রয়।

১২ কে আপন করতলে জলরাশি মাপি-
য়াছে, বিঘত দিয়া আকাশমণ্ডল পরিমাণ
করিয়াছে, পৃথিবীর ধূলা পালিতে ভরি-
য়াছে, পাল্লাতে পর্ব্বতগণকে, ও নিক্তিতে
১৩ উপপর্ব্বতগণকে তৌল করিয়াছে? কে
সদাপ্রভুর আত্মার পরিমাণ করিয়াছে*?
কিম্বা তাঁহার মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা
১৪ দিয়াছে? তিনি কাহার কাছে মন্ত্রণা
গ্রহণ করিয়াছেন? কে তাঁহাকে বুদ্ধি
দিয়াছে, ও বিচারপথ দেখাইয়াছে,
তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে, ও বিবে-
১৫ চনার মার্গ জানাইয়াছে? দেখ, জাতি-
গণ কলসের একটী জলবিন্দুর তুল্য,
আর পাল্লাতে লগ্ন ধূলিকণার ন্যায় গণ্য;
দেখ, তিনি দ্বীপ সকলকে একটী পর-
১৬ মাণুর ন্যায় তুলেন। আর জ্বাল দিবার
নিমিত্তে লিবানোনে, হোমবলির নিমিত্ত
১৭ তাহার জন্তু সকলে কুলায় না। তাঁহার
সম্মুখে সমস্ত জাতি অবস্তুবৎ, তিনি
তাহাদিগকে অসার ও শূন্য জ্ঞান
করেন।

১৮ তবে তোমরা কাহার সহিত ঈশ্বরের
তুলনা দিবে? তাঁহার সদৃশ বলিয়া কি
১৯ প্রকার মূর্ত্তি উপস্থিত করিবে? শিল্প-
কর প্রতিমা ছাঁচে ঢালে, স্বর্ণকার তাহা
স্বর্ণপত্রে মোড়ে, ও তাহার নিমিত্ত
২০ রৌপ্যের শৃঙ্খল প্রস্তুত করে। যে ব্যক্তি
এইরূপ উপহার দিতে পারে না, সে
দুষ্পচ্য কোন কাষ্ঠ মনোনীত করে;
আপনার জন্য এক জন বিজ্ঞ শিল্পকর
খুঁজে, যেন সে এমন একটী প্রতিমা
২১ প্রস্তুত করে, যাহা টলিবে না। তোমরা
কি জ্ঞাত হও নাই? তোমরা কি শুন
নাই? আদি অবধি কি তোমাদিগকে
সংবাদ দেওয়া হয় নাই? পৃথিবীর
২২ পত্তনাবধি তোমরা কি বুঝ নাই? তিনিই
পৃথিবীর সীমাচক্রের উপরে উপবিষ্ট;
তন্নিবাসিগণ ফড়িঙ্গস্বরূপ; তিনি চন্দ্রা-
তপের ন্যায় আকাশমণ্ডল বিস্তার করেন,
বাসতাম্বুর ন্যায় তাহা টাঙ্গাইয়া দেন।
২৩ তিনি ভূপতিদিগকে লুপ্ত করেন, পৃথিবীর

* (বা) আত্মাকে আদেশ করিয়াছে।

বিচারকর্ত্তাদিগকে অসার বস্তুর তুল্য
২৪ করেন। তাহারা রোপিত হয় নাই, তাহারা উপ্ত হয় নাই, ভূমিতে তাহাদের কাণ্ড বদ্ধমূল হয় নাই, অমনি তিনি তাহাদের উপরে ফুৎকার দেন, তাহারা শুকাইয়া যায়, ঘূর্ণবায়ু তাহাদিগকে
২৫ নাড়ার ন্যায় উড়াইয়া দেয়। অতএব তোমরা কাহার সহিত আমার উপমা দিবে যে আমি তাহার সদৃশ হইব?
২৬ ইহা পবিত্রতম কহেন। ঊর্দ্ধদিকে চক্ষু তুলিয়া দেখ, ঐ সকলের সৃষ্টি কে করিয়াছে? তিনি বাহিনীর ন্যায় সংখ্যানুসারে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনেন, সকলের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করেন; তাঁহার সামর্থ্যের আধিক্য ও শক্তির প্রাবল্য প্রযুক্ত তাহাদের একটাও অনুপস্থিত থাকে না।

২৭ হে যাকোব, তুমি কেন কহিতেছ, হে ইস্রায়েল, কেন তুমি বলিতেছ, আমার পথ সদাপ্রভু হইতে লুক্কায়িত, আমার বিচার আমার ঈশ্বর হইতে সরিয়া গিয়াছে?
২৮ তুমি কি জ্ঞাত হও নাই? তুমি কি শুন নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির
২৯ অনুসন্ধান করা যায় না। তিনি ক্লান্ত ব্যক্তিকে শক্তি দেন, ও শক্তিহীন
৩০ লোকের বল বৃদ্ধি করেন। তরুণেরা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়, যুবকেরা স্খলিত,
৩১ স্খলিত হয়; কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারা উত্তরোত্তর নূতন শক্তি পাইবে; তাহারা ঈগল পক্ষীর ন্যায় পক্ষসহকারে ঊর্দ্ধে উঠিবে; তাহারা দৌড়িলে শ্রান্ত হইবে না; তাহারা গমন করিলে ক্লান্ত হইবে না।

৪১ হে উপকূল সকল, আমার সাক্ষাতে নীরব হও; লোকবৃন্দ নূতন বল প্রাপ্ত হউক; তাহারা নিকটে আইসুক, পরে কথা বলুক; আমরা একত্র হইয়া বিচার
২ করিব। কে পূর্ব্বদিক হইতে এক জনকে উত্তেজিত করিল? তিনি ধর্ম্মশীলতায় তাহাকে ডাকিয়া আপনার অনুগামী করেন; তিনি জাতিগণকে তাহার সম্মুখে দিবেন, রাজগণের উপরে তাহাকে কর্ত্তৃত্ব করাইবেন, তিনি তাহাদিগকে ধূলির ন্যায় তাহার খড়্গের সম্মুখে দিবেন, চালিত নাড়ার ন্যায় তাহার ধনুকের
৩ সম্মুখে দিবেন। সে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইবে, নিরাপদে অগ্রসর হইবে; যে পথে কখনও পদার্পণ করে নাই,
৪ সেই পথে যাইবে। এ সকল কাহার কৃত, কাহার সাধিত? কে পুরুষাবলিকে আদি অবধি আহ্বান করেন? আমি সদাপ্রভু আদি, এবং সেই আমি শেষ-
৫ কালীন লোকদের সহবর্ত্তী। উপকূল সকল দৃষ্টিপাত করিয়া ভীত হইল, পৃথিবীর প্রান্ত সকল ত্রাসযুক্ত হইল; তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।
৬ তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীর সাহায্য করিল, আপন আপন
৭ ভ্রাতাকে কহিল, সাহস কর। শিল্পকর স্বর্ণকারকে আশ্বাস দিল, এবং হাতুড়িতে সমানকারী লোক নেহাইর উপরে আঘাতকারীকে জোড়ের বিষয়ে কহিল, উত্তম হইয়াছে; এবং প্রেক দিয়া [প্রতিমাটা] দৃঢ় করিল, যেন তাহা না নড়ে।

৮ কিন্তু হে আমার দাস ইস্রায়েল, আমার মনোনীত যাকোব, আমার বন্ধু
৯ অব্রাহামের বংশ, আমি তোমাকে ধরিয়া পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আনিয়াছি, পৃথিবীর

সীমা হইতে আহ্বান করিয়া বলিয়াছি, তুমি আমার দাস, আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, দূর করি নাই।
১০ ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; ব্যাকুল হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে পরাক্রম দিব; আমি তোমার সাহায্য করিব; আমি আপন ধর্ম্মশীলতার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব।
১১ দেখ, যাহারা তোমার প্রতি কুপিত, তাহারা সকলে লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইবে; যাহারা তোমার সহিত বিবাদ করে, তাহারা অবস্তুবৎ হইবে, বিনষ্ট হইবে।
১২ যাহারা তোমার সহিত বিরোধ করে, তাহাদিগকে তুমি অন্বেষণ করিবে, কিন্তু দেখিতে পাইবে না; যাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তাহারা অবস্তুবৎ
১৩ ও অকিঞ্চনবৎ হইবে। কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিব; তোমাকে বলিব, ভয় করিও না, আমি তোমার সাহায্য করিব।
১৪ হে কীট যাকোব, হে ইস্রায়েলের নরগণ, ভয় করিও না; সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমার সাহায্য করিব; আর ইস্রায়েলের পবিত্রতম তোমার মুক্তি-
১৫ দাতা। দেখ, আমি তোমাকে তীক্ষ্ণ দন্তশ্রেণীবিশিষ্ট শস্যমাড়া নূতন গুঁড়ির ন্যায় করিব; তুমি পর্ব্বতগণকে মাড়িয়া চূর্ণ করিবে, উপপর্ব্বতগণকে ভুষীর সমান
১৬ করিবে। তুমি তাহাদিগকে ঝাড়িবে বায়ু তাহাদিগকে উড়াইয়া লইবে, ও ঘূর্ণবায়ু তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিবে; আর তুমি সদাপ্রভুতে উল্লাস করিবে, ইস্রায়েলের পবিত্রতমে শ্লাঘা করিবে।
১৭ দুঃখী দরিদ্রগণ জল অন্বেষণ করে কিন্তু জল নাই, তাহাদের জিহ্বা তৃষ্ণাতে শুষ্ক হইয়াছে; আমি সদাপ্রভু তাহাদিগকে উত্তর দিব, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাহাদিগকে ত্যাগ করিব না।
১৮ আমি বৃক্ষাদিশূন্য গিরিশ্রেণীতে নদনদী, ও সমস্থলীর মধ্যে স্থানে স্থানে উন্নুই খুলিব; আমি প্রান্তরকে জলাশয় ও শুষ্ক ভূমিকে জলের প্রস্রবণ করিব।
১৯ আমি প্রান্তরে এরস, বাবলা, গুলমেঁদি ও তৈলবৃক্ষ রোপণ করিব; আমি মরুভূমিতে দেবদারু, তিধর ও তাশূর
২০ বৃক্ষ একত্র লাগাইব; যেন তাহারা দেখিয়া জানিয়া, বিবেচনা করিয়া একেবারে নিশ্চয় বুঝিতে পারে যে, সদাপ্রভুর হস্ত এই কার্য্য করিয়াছে, ইস্রায়েলের পবিত্রতম ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন।
২১ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আপনাদের বিবাদ উপস্থিত কর; যাকোবের রাজা কহেন, তোমরা আপনাদের দৃঢ় যুক্তি
২২ সকল নিকটে আন। উহারা সে সমস্ত লইয়া নিকটে আইসুক, যাহা যাহা ঘটিবে, আমাদিগকে জ্ঞাত করুক; পূর্ব্বকার বিষয় কি কি তাহা বল; তাহা হইলে আমরা বিবেচনা করিয়া তাহার শেষ ফল জানিতে পারিব; কিম্বা উহারা আগামী ঘটনা সকল আমাদের
২৩ কর্ণগোচর করুক। উত্তরকালে কি কি ঘটিবে, তোমরা তাহা জ্ঞাত কর; তাহা করিলে তোমরা যে দেবতা, তাহা বুঝিতে পারিব; হাঁ, তোমরা মঙ্গল কর বা অমঙ্গল কর, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়া একত্র তাহা নিরীক্ষণ করিব।
২৪ দেখ, তোমরা অবস্তু ও তোমাদের কার্য্য অকিঞ্চন; যে জন তোমাদিগকে মনোনীত করে, সে ঘৃণার পাত্র।

২৫ আমি উত্তরদিক্ হইতে এক ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিলাম, সে উপস্থিত; সূর্য্যোদয়ের দিক্ হইতে সে আমার নামে আহ্বান করে; যেমন কেহ কর্দ্দম মর্দ্দন করে, ও কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা দলন করে, তেমনি সে দেশাধ্যক্ষগণকে দলিত ২৬ করিবে। কে আদি অবধি ইহার সংবাদ দিয়াছে, যাহাতে আমরা জানিতে পারি? কে অগ্রে বলিয়াছে, যাহাতে আমরা বলিতে পারি সে সত্যনিষ্ঠ? সংবাদ-দাতা ত কেহই নাই; ঘোষণাকারী ত কেহই নাই; তোমাদের বাক্যের শ্রোতা ২৭ ত কেহই নাই। প্রথমে [আমি] সিয়োনকে [বলিব], দেখ, ইহাদিগকে দেখ; আর যিরূশালেমকে এক জন ২৮ সুসমাচার-প্রচারক দিব। আমি চাহিয়া দেখি, কেহই নাই; উহাদের মধ্যে মন্ত্রণাদাতা এমন কেহ নাই যে, আমি জিজ্ঞাসা করিলে একটী কথার উত্তর ২৯ দিতে পারে। দেখ, উহারা সকলে, উহাদের কর্ম্ম সকল অসার, অকিঞ্চন; উহাদের ছাঁচে ঢালা প্রতিমা সকল বায়ু ও অবস্তুমাত্র।

সদাপ্রভুর দাস ও তাঁহার সাধিত পরিত্রাণ।

৪২ ঐ দেখ, আমার দাস, আমি তাঁহাকে ধারণ করি; তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রাণ তাঁহাতে প্রীত; আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থাপন করিলাম; তিনি জাতিগণের কাছে ন্যায়- ২ বিচার উপস্থিত করিবেন। তিনি চীৎকার করিবেন না, উচ্চশব্দ করিবেন না, ৩ পথে আপন রব শুনাইবেন না। তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না; সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না; সত্যে তিনি ৪ ন্যায়বিচার প্রচলিত করিবেন। তিনি নিস্তেজ হইবেন না, নিরুৎসাহ হইবেন না, যে পর্য্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন করেন; আর উপকূলসমূহ তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিবে।

৫ সদাপ্রভু ঈশ্বর, যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহা বিস্তার করিয়াছেন, যিনি ভূতল ও তদুৎপন্ন সমস্তই বিছাইয়াছেন, যিনি তন্নিবাসী সকলকে নিঃশ্বাস দেন, ও তথাকার সমস্ত জঙ্গমকে জীবাত্মা দেন, তিনি এই কথা কহেন, ৬ আমি সদাপ্রভু ধর্ম্মশীলতায় তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, আর আমি তোমার হস্ত ধরিব, তোমাকে রক্ষা করিব; এবং তোমাকে প্রজাগণের নিয়মস্বরূপ ও জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত ৭ করিব; তুমি অন্ধদিগকে চক্ষু দিবে, তুমি কারাকূপ হইতে বন্দিদিগকে ও কারাগার হইতে অন্ধকারবাসিগণকে ৮ বাহির করিয়া আনিবে। আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম; আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিম্বা আপন প্রশংসা ক্ষোদিত ৯ প্রতিমাগণকে দিব না। দেখ, পূর্ব্বকার বিষয় সকল সিদ্ধ হইল; আর আমি নূতন নূতন ঘটনা জ্ঞাত করি, অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে তাহা জানাই।

সদাপ্রভুর মহিমা ও ইস্রায়েলের প্রতি দয়া।

১০ হে সমুদ্রগামীরা, ও সাগরস্থ সকলে,
হে উপকূলসমূহ ও তন্নিবাসীরা,
তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাহ,
পৃথিবীর প্রান্ত হইতে তাঁহার প্রশংসা
গাহ।

১১ প্রান্তর ও তথাকার নগর সকল উচ্চৈঃস্বর করুক,
কেদরের বসতি গ্রাম সকল তাহা করুক,
শেলা-নিবাসীরা আনন্দ-রব করুক,
পর্ব্বতগণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক ;
১২ তাহারা সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার করুক,
উপকূল সমূহের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা প্রচার করুক।
১৩ সদাপ্রভু বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন,
যোদ্ধার ন্যায় উদ্যোগ উত্তেজিত করিবেন ;
তিনি জয়ধ্বনি করিবেন, হাঁ, মহানাদ করিবেন ;
তিনি শত্রুদের বিপরীতে পরাক্রম দেখাইবেন ;

১৪ আমি অনেক দিন চুপ করিয়া আছি, নীরব আছি, ক্ষান্ত রহিয়াছি ; এখন প্রসবকারিণী স্ত্রীর ন্যায় কোঁকাইয়া উঠিব ; আমি এককালে নিঃশ্বাস টানিয়া ফুৎকার ১৫ করিব। আমি পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতগণকে ধ্বংস করিব, তদুপরিস্থ সমস্ত তৃণ শুষ্ক করিব, এবং নদনদীকে উপকূল, ও ১৬ জলাশয় সকল শুষ্ক করিব। আমি অন্ধদিগকে তাহাদের অবিদিত পথ দিয়া লইয়া যাইব ; যে সকল মার্গ তাহারা জানে না, সেই সকল মার্গ দিয়া তাহাদিগকে চালাইব ; আমি তাহাদের অগ্রে অন্ধকারকে আলোক, ও বক্রভূমিকে সরল করিব ; এই সমস্ত আমি করিব, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। ১৭ যাহারা ক্ষোদিত প্রতিমাদিগেতে নির্ভর করে, যাহারা ছাঁচে ঢালা প্রতিমাদিগকে বলে, তোমরা আমাদের দেবতা, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহারা নিতান্ত লজ্জিত হইবে।

১৮ হে বধিরগণ, শুন ; হে অন্ধ সকল, ১৯ দেখিবার জন্য চক্ষু মেল। আমার দাস বই আর অন্ধ কে? আমার প্রেরিত দূতের ন্যায় বধির কে? [আমার] মিত্রের ন্যায় অন্ধ কে? সদাপ্রভুর ২০ দাসের ন্যায় অন্ধ কে? তুমি অনেক বিষয় দেখিতেছ, কিন্তু মন দিতেছ না ; তাহার কর্ণ খোলা রহিয়াছে, কিন্তু সে ২১ শুনে না। সদাপ্রভু আপন ধর্ম্মশীলতার অনুরোধে ব্যবস্থাকে মহৎ ও সমাদরণীয় করিতে প্রীত হইলেন।

২২ তথাপি তাহারা হৃতধন ও লুটিত জাতি ; তাহারা সকলে গর্ত্তে পাশবদ্ধ ও কারাগারে লুক্কায়িত হইয়াছে ; তাহারা হৃতধন হইয়াছে, উদ্ধারকর্ত্তা কেহ নাই ; লুটিত হইয়াছে, কেহ বলে না, ফিরাইয়া দেও। ২৩ তোমাদের মধ্যে কে ইহাতে কর্ণপাত করিবে? কে অবধান করিয়া ভাবিকালের নিমিত্ত তাহা শুনিয়া রাখিবে? ২৪ কে যাকোবকে লুটিত হইতে দিয়াছে, ইস্রায়েলকে অপহারকদের হস্তে দিয়াছে? সেই সদাপ্রভু কি নয় যাঁহার বিরুদ্ধে আমরা পাপ করিয়াছি, যাঁহার পথে লোকেরা গমন করিতে অসম্মত ছিল, ২৫ তাঁহার ব্যবস্থা মানিত না? তজ্জন্য তিনি তাহার উপরে আপন ক্রোধের তাপ ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ঢালিয়া দিলেন ; তাহাতে তাহার চারিদিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে জানিল না ; অগ্নি তাহার দাহ জন্মাইল, তথাপি সে মনোযোগ করিল না।

৪৩ কিন্তু এখন, হে যাকোব, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা, হে ইস্রায়েল, তোমার নির্ম্মাণকর্ত্তা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ভয় করিও না, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি, আমি তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে

২ ডাকিয়াছি, তুমি আমার। তুমি যখন জলের মধ্য দিয়া গমন করিবে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব ; যখন নদ-নদীর মধ্য দিয়া গমন করিবে, সে সকল তোমাকে মগ্ন করিবে না ; যখন অগ্নির মধ্য দিয়া চলিবে, তুমি পুড়িবে না, তাহার ৩ শিখা তোমার উপরে জ্বলিবে না। কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পবিত্রতম, তোমার ত্রাণকর্ত্তা ; আমি তোমার মুক্তির মূল্য বলিয়া মিসর, তোমার ৪ পরিবর্ত্তে কূশ ও সবা দিয়াছি। তুমি আমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য ও সম্ভ্রান্ত, আমি তোমাকে প্রেম করিয়াছি, তজ্জন্য আমি তোমার পরিবর্ত্তে মনুষ্যগণকে, ও তোমার ৫ প্রাণের পরিবর্ত্তে জাতিগণকে দিব। ভয় করিও না, কেননা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি ; আমি পূর্ব্ব দিক্ হইতে তোমার বংশকে আনিব, ও পশ্চিম দিক্ ৬ হইতে তোমাকে সংগ্রহ করিব ; আমি উত্তর দিক্‌কে বলিব, ছাড়িয়া দেও ; দক্ষিণ দিক্‌কেও বলিব, রুদ্ধ রাখিও না ; আমার পুত্রগণকে দূর হইতে, ও আমার কন্যাদিগকে পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আনিয়া ৭ দেও ; যে কেহ আমার নামে আখ্যাত, যাহাকে আমি আমার গৌরবার্থে সৃষ্টি করিয়াছি [সেই ব্যক্তিকে আনিয়া দেও], আমি তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছি, আমি ৮ তাহাকে গঠন করিয়াছি। বাহির কর সেই অন্ধ জাতিকে, যাহার চক্ষু আছে ; সেই বধিরগণকে, যাহাদের কর্ণ আছে।

৯ সমুদয় জাতি একত্র হউক, লোকবৃন্দ সমবেত হউক ; তাহাদের মধ্যে কে ইহার সংবাদ দিতে পারে, ও পূর্ব্বকার বিষয় আমাদিগকে শুনাইতে পারে ? তাহারা আপনাদের সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করুক, তাহাতে নির্দ্দোষীকৃত হইবে ; অথবা তাহারা শ্রবণ করুক, ও বলুক, সত্য ১০ বটে। সদাপ্রভু কহেন, তোমরাই আমার সাক্ষী, এবং আমার মনোনীত দাস ; যেন তোমরা জানিতে ও আমাতে বিশ্বাস করিতে পার, এবং বুঝিতে পার যে, আমিই তিনি ; আমার পূর্ব্বে কোন ঈশ্বর নির্ম্মিত হয় নাই, এবং আমার পরেও ১১ হইবে না। আমি, আমিই সদাপ্রভু ; ১২ আমি ভিন্ন আর ত্রাণকর্ত্তা নাই। আমিই সংবাদ দিয়াছি, পরিত্রাণ করিয়াছি, ঘোষণা করিয়াছি, কোন ইতর [দেবতা] তোমাদের মধ্যে ছিল না ; অতএব তোমরাই আমার সাক্ষী, ইহা সদাপ্রভু কহেন, ১৩ আর আমিই ঈশ্বর। [এই] দিবস হইতেও আমিই তিনি, এবং আমার হস্ত হইতে উদ্ধারকারী কেহ নাই ; আমি কার্য্য করিব, কে তাহা অন্যথা করিবে ?

১৪ সদাপ্রভু, তোমাদের মুক্তিদাতা, ইস্রায়েলের পবিত্রতম, এই কথা কহেন, আমি তোমাদেরই জন্য বাবিলে লোক পাঠাইয়াছি, তাহাদের সকলকে পলাতকের ন্যায় আনয়ন করিব, কল্‌দীয়দিগকে তাহাদের আনন্দগানের নৌকায় করিয়া আনিব। ১৫ আমিই সদাপ্রভু, তোমাদের পবিত্রতম, ইস্রায়েলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমাদের রাজা। ১৬ যিনি সমুদ্রে পথ ও প্রচণ্ড জলরাশিতে ১৭ মার্গ করিয়া দেন, যিনি রথ, অশ্ব, সৈন্য ও বীরগণকে বাহিরে আনয়ন করেন,—তাহারা এককালে নিদ্রাগত হয়, আর উঠিতে পারিবে না, তাহারা পাটের ন্যায় মিট্‌মিট্ করিতে করিতে নিবিয়া যায়,—১৮ সেই সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা পূর্ব্বকার কার্য্য সকল মনে করিও না, পুরাতন ক্রিয়া সকল আলোচনা করিও

১৯ না । দেখ, আমি এক নূতন কার্য্য করিব, তাহা এখনই অঙ্কুরিত হইবে ; তোমরা কি তাহা জানিবে না ? এমন কি, আমি প্রান্তরমধ্যে পথ, ও মরুভূমিতে নদনদী
২০ করিয়া দিব । বন্য জন্তুগণ, শৃগাল ও উষ্ট্র পক্ষী সকল আমার গৌরব করিবে ; কেননা আমি প্রান্তর মধ্যে জল ও মরুভূমিতে নদনদী যোগাই, আমার প্রজাবৃন্দকে, আমার মনোনীত লোকদিগকে,
২১ পান করাইবার নিমিত্তই যোগাই, ; সেই যে প্রজাবৃন্দকে আমি আপনার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহারা আমার প্রশংসা প্রচার করিবে ।
২২ কিন্তু হে যাকোব, আমাকে তুমি ডাক নাই ; হে ইস্রায়েল, তুমি আমার বিষয়ে
২৩ ক্লান্ত হইয়াছ । তুমি আমার কাছে তোমার হোমবলির মেষাদি আন নাই, তোমার বলিদান দ্বারা আমার সমাদর কর নাই । আমি নৈবেদ্যের বিষয়ে তোমাকে দাস্যকর্ম্ম করাই নাই, ধূপের বিষয়ে
২৪ তোমাকে ক্লান্ত করি নাই । তুমি আমার নিমিত্ত রৌপ্যমূল্যে বচ ক্রয় কর নাই, তোমার বলির মেদে আমাকে তৃপ্ত কর নাই ; কিন্তু তোমার পাপ দ্বারা আমাকে দাস্যকর্ম্ম করাইয়াছ, তোমার অপরাধ সকল দ্বারা আমাকে ক্লান্ত করিয়াছ ।
২৫ আমি, আমিই আমার নিজের অনুরোধে তোমার অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা করি, তোমার পাপ সকল মনে রাখিব না ।
২৬ আমাকে স্মরণ করাইয়া দেও ; আইস, আমরা পরস্পর বিচার করি ; তুমি যেন নির্দ্দোষীকৃত হও, তজ্জন্য আপনার কথা
২৭ বল । তোমার আদিপিতা পাপ করিল, তোমার মধ্যস্থগণ আমার বিপরীতে অধর্ম্ম
২৮ করিয়াছে । এই জন্য আমি পবিত্র স্থানের অধ্যক্ষগণকে অপবিত্র করিলাম, এবং যাকোবকে অভিশাপে ও ইস্রায়েলকে বিদ্রূপে সমর্পণ করিলাম ।

৪৪ কিন্তু হে আমার দাস যাকোব, হে আমার মনোনীত ইস্রায়েল, তুমি এখন
২ শ্রবণ কর । যিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন, গর্ব্ভাবধি তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ও তোমার সাহায্য করিবেন, সেই সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে আমার দাস যাকোব, হে আমার মনোনীত
৩ যিশুরূণ, ভয় করিও না । কেননা আমি তৃষিত ভূমির উপরে জল, এবং শুষ্ক স্থানের উপরে জলপ্রবাহ ঢালিয়া দিব ; আমি তোমার বংশের উপরে আপন আত্মা, তোমার সন্তানদের উপরে আপন আশী-
৪ র্ব্বাদ, ঢালিব । জলস্রোতের ধারে যেমন বাইশী বৃক্ষ, তেমনি তৃণের মধ্যে তাহারা
৫ অঙ্কুরিত হইবে । এক জন বলিবে, আমি সদাপ্রভুর ; আর এক জন যাকোবের নামে অভিহিত হইবে ; এবং আর এক জন আপন হস্তে লিখিবে ‘সদাপ্রভুর উদ্দেশে’, ও ইস্রায়েল নামে উপাধি গ্রহণ করিবে ।

সদাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব। প্রতিমাপূজার অসঙ্গতি।

৬ সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তাহার মুক্তিদাতা, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমি ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই ।
৭ আমার ন্যায় কে ডাকিবে, ও তাহা জ্ঞাত করিবে, এবং আমার জন্য তাহা বিন্যাস করিবে,—যে অবধি আমি পুরাকালীন প্রজাবৃন্দকে স্থাপন করিয়াছিলাম ? আর যাহা যাহা আসিতেছে, এবং যাহা যাহা

ঘটিবে, উহারা তাহা জ্ঞাত করুক।
৮ তোমরা কম্পান্বিত হইও না, ভয় করিও না; আমি কি পূর্ব্বাবধি তোমাদিগকে শুনাই নাই ও জানাই নাই? আর তোমরাই আমার সাক্ষী। আমি ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর কি আছে? অন্য শৈল
৯ নাই, আমি কাহাকেও জানি না। ক্ষোদিত প্রতিমার নির্ম্মাতারা সকলে অবস্তু, তাহাদের পুত্তলিরত্ন সকল উপকারী নয়; এবং তাহাদের নিজের সাক্ষিগণ দেখে না, জানে না, যেন তাহারা লজ্জাপ্রাপ্ত হয়।
১০ কে দেবতা নির্ম্মাণ করিয়াছে, বা যাহা উপকারী নয়, এমন প্রতিমা ঢালিয়াছে?
১১ দেখ, তাহার সমস্ত সহায় লজ্জিত হইবে; সেই শিল্পকরেরা মর্ত্ত্যমাত্র, তাহারা সকলে একত্র হউক, উঠিয়া দাঁড়াউক; তাহারা একেবারে কম্পান্বিত ও লজ্জিত
১২ হইবে। কর্ম্মকার অস্ত্র [নির্ম্মাণ করে], তপ্ত অঙ্গারে পরিশ্রম করে, হাতুড়ি দ্বারা তাহা গড়ে, নিজ বলবান্ বাহু দ্বারা তাহা প্রস্তুত করে; আবার সে ক্ষুধিত হইয়া দুর্ব্বল হয়, জল পান না করিয়া ক্লান্ত
১৩ হয়। সূত্রধর সূত্রপাত করে, সে সিন্দুর দ্বারা তাহার আকৃতি লিখে, তাহাতে রেঁদা বুলায়, কম্পাস দিয়া তাহার আকার নিরূপণ করে, এবং পুরুষের আকৃতি ও মনুষ্যের সৌন্দর্য্য অনুসারে তাহা নির্ম্মাণ করে, যেন তাহা বাটীতে বাস করিতে
১৪ পারে। কেহ আপনার নিমিত্ত এরস বৃক্ষ ছেদন করে, তর্সা ও অলোন বৃক্ষ গ্রহণ করে, বনতরুগণের মধ্যে কোন দৃঢ় বৃক্ষ মনোনীত করে; সে শরল বৃক্ষ রোপন করে, আর বৃষ্টি তাহা পালন করে।
১৫ পরে তাহা জ্বালানি কাষ্ঠ হইয়া মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে; সে তাহার কিছু লইয়া আগুন পোহায়; আবার তুন্দুর তপ্ত করিয়া রুটি পাক করে; আবার এক দেবতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করে, এক প্রতিমা নির্ম্মাণ
১৬ করিয়া তাহার কাছে দণ্ডবৎ হয়। সে তাহার এক অংশ আগুনে পোড়ায়, অন্য অংশ দ্বারা মাংস [পাক করিয়া] ভোজন করে, শূল্যমাংস প্রস্তুত করিয়া তৃপ্ত হয়, আবার আগুন পোহাইয়া বলে, আহা, আমি আগুন পোহাইলাম, আগুনের তাপ
১৭ লইলাম! আর সে তাহার অবশিষ্ট অংশ দ্বারা এক দেবতা, আপনার জন্য এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, সে তাহার কাছে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণিপাত করে, এবং তাহার কাছে প্রার্থনা করিয়া বলে, আমাকে উদ্ধার কর, কেননা তুমি আমার
১৮ দেবতা। তাহারা জানে না ও বিবেচনা করে না; কেননা তিনি তাহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়াছেন, তাই তাহারা দেখিতে পায় না; তাহাদের চিত্ত বন্ধ করিয়াছেন,
১৯ তাই তাহারা বুঝিতে পারে না। কেহই মনে করে না, কাহারও এমন জ্ঞান কি বুদ্ধি নাই যে বলিবে, আমি ইহার এক অংশ আগুনে পোড়াইয়াছি, আবার ইহার তপ্ত অঙ্গারে রুটি পাক করিয়াছি, আমি শূল্যমাংস প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিয়াছি, তবে ইহার অবশিষ্ট অংশ দ্বারা কি ঘৃণার্হ বস্তু নির্ম্মাণ করিব? কাষ্ঠখণ্ডের কাছে কি দণ্ডবৎ হইব?
২০ সে ভস্মভোজী, মুগ্ধচিত্ত তাহাকে ভ্রান্ত করিয়াছে, সে আপন প্রাণ উদ্ধার করিতে পারে না, এবং ইহাও বলে না যে, আমার দক্ষিণ হস্তে কি মিথ্যা কথা নাই?
২১ হে যাকোব, হে ইস্রায়েল, তুমি এই সকল স্মরণ কর, কেননা তুমি আমার

দাস, আমি তোমাকে গঠন করিয়াছি; তুমি আমার দাস; হে ইস্রায়েল, তুমি আমার স্মরণ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।

২২ আমি তোমার অধর্ম্ম সকল কুজ্ঝটিকার ন্যায়, তোমার পাপ সকল মেঘের ন্যায় ঘুচাইয়া ফেলিয়াছি; তুমি আমার প্রতি ফির, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি।

২৩ হে স্বর্গ সকল, তোমরা আনন্দ-রব কর,
কেননা সদাপ্রভু কার্য্য সাধন করিয়াছেন;
হে পৃথিবীর অধঃস্থান সকল জয়-জয় ধ্বনি কর;
হে পর্ব্বতগণ, উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান কর,
হে কানন ও তন্মধ্যস্থ বৃক্ষ, [তোমরাও কর]
কেননা সদাপ্রভু যাকোবকে মুক্ত করিয়াছেন,
এবং ইস্রায়েলের মধ্যে আপনাকে শোভান্বিত করিবেন।

ঈশ্বর-নিরূপিত নিস্তারকর্ত্তার কথা।

২৪ তোমার মুক্তিদাতা এবং গর্ব্ভাবধি তোমার গঠনকারী সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সদাপ্রভু সর্ব্ববস্তু-নির্ম্মাতা, আমি একাকী আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছি, আমি ভূতল বিছাইয়াছি; আমার
২৫ সঙ্গী কে? [সদাপ্রভু] বাচালদিগের চিহ্ন সকল ব্যর্থ করেন, ও মন্ত্রজ্ঞদিগকে উন্মত্ত করেন, তিনি জ্ঞানবানদিগকে হটাইয়া দেন, ও তাহাদের জ্ঞান মূর্খতা-
২৬ স্বরূপ করেন। তিনি আপন দাসের বাক্য স্থির করেন, ও আপন দূতগণের মন্ত্রণা সিদ্ধ করেন; তিনি যিরূশালেমের বিষয়ে কহেন, তাহা বসতিবিশিষ্ট হইবে, আর যিহূদার নগর সকলের বিষয়ে কহেন, সে গুলি পুনর্নির্ম্মিত হইবে, আর আমি দেশের উৎসন্ন স্থান সকল পুনর্ব্বার
২৭ উঠাইব। তিনি অগাধ জলকে বলেন, শুষ্ক হও, আমি তোমার নদনদী শুকাইয়া
২৮ ফেলিব। তিনি কোরসের উদ্দেশে কহেন, আমার পালরক্ষক, সে আমার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিবে। তিনি যিরূশালেমের বিষয়ে বলেন, সে পুনর্নির্ম্মিত হইবে, এবং মন্দিরকে বলেন, তোমার ভিত্তিমূল স্থাপিত হইবে।

৪৫ সদাপ্রভু আপন অভিষিক্ত ব্যক্তি, কোরসের, বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়াছি, আমি তাহার সম্মুখে নানা জাতিকে পরাভব করিব, আর রাজগণের কটিবন্ধ খুলিয়া ফেলিব; আমি তাহার অগ্রে কবাট সকল মুক্ত করিব, আর পুরদ্বার সকল বদ্ধ থাকিবে
২ না। আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া উচ্চনীচ স্থান সমান করিব, আমি পিত্তলের কবাট ভগ্ন করিব, ও লৌহের
৩ হুড়কা কাটিয়া ফেলিব। আর আমি তোমাকে অন্ধকারাবৃত ধনকোষ ও গুপ্ত স্থানে সঞ্চিত নিধি দিব; যেন তুমি জানিতে পার, আমি সদাপ্রভুই তোমার নাম ধরিয়া ডাকি, আমি ইস্রায়েলের
৪ ঈশ্বর। আমার দাস যাকোবের ও আমার মনোনীত ইস্রায়েলের নিমিত্ত আমি তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি; তুমি আমাকে না জানিলেও তোমাকে
৫ উপাধি দিয়াছি। আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়; আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি
৬ তোমার কটি বদ্ধ করিব; যেন সূর্য্যোদয়ের

স্থানাবধি পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত লোকে জানিতে পারে যে, আমি ব্যতীত অন্য নাই;
৭ আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়। আমি দীপ্তির রচনাকারী ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি শান্তির রচনাকারী ও অনিষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা; আমি সদাপ্রভু এই সকলের সাধনকর্ত্তা।

৮ হে আকাশমণ্ডল, উপর হইতে শিশির বর্ষণ কর,
মেঘমালা ধার্ম্মিকতা বর্ষণ করুক;
ভূমি বিদীর্ণ হউক, ও মেঘমালা পরিত্রাণ-ফল উৎপন্ন করুক,
পৃথিবী সঙ্গে সঙ্গে ধার্ম্মিকতা অঙ্কুরিত করুক
আমি সদাপ্রভু ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

৯ ধিক্ তাহাকে, যে আপন নির্ম্মাতার সহিত বিবাদ করে; সে ত মাটীর খোলার মধ্যবর্ত্তী খোলা মাত্র। মৃত্তিকা কি কুম্ভকারকে বলিবে, 'তুমি কি নির্ম্মাণ করিতেছ?' তোমার রচিত বস্তু কি বলিবে,
১০ 'উহার হস্ত নাই'? ধিক্ তাহাকে, যে পিতাকে বলে, 'তুমি কি জন্মাইতেছ?' কিম্বা স্ত্রীলোককে বলে, 'তুমি কি
১১ প্রসব করিতেছ?' সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের পবিত্রতম ও তাহার নির্ম্মাতা, এই কথা কহেন, তোমরা আগামী ঘটনা সকলের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা কর; আমার সন্তানদের ও আমার হস্তকৃত কার্য্যের
১২ বিষয়ে আমাকে আদেশ দেও। আমি পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছি, ও পৃথিবীর উপরে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছি; আমি নিজ হস্তে আকাশমণ্ডল বিস্তীর্ণ করিয়াছি, এবং আকাশের সমস্ত বাহিনীকে আজ্ঞা
১৩ দিয়া আসিতেছি। আমিই উহাকে ধর্ম্মশীলতায় উত্তেজিত করিয়াছি, আর উহার সকল পথ সমান করিব; সেই আমার নগরটী গাঁথিবে, এবং আমার বন্দীকৃত লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে, বিনামূল্যে ও বিনাপুরস্কারেই দিবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।

১৪ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মিসরের উপার্জ্জিত সম্পত্তি ও কূশের বাণিজ্যের লভ্য এবং দীর্ঘকায় সবায়ীয়গণ তোমার কাছে আসিবে, তাহারা তোমারই হইবে; তাহারা তোমার পশ্চাদগামী হইবে; শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আসিবে; আর তোমার কাছে প্রণিপাত করিয়া এই নিবেদন করিবে, 'তোমারই মধ্যে ঈশ্বর আছেন, আর কেহ নয়, আর কোন ঈশ্বর নাই।'
১৫ হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, হে ত্রাণকর্ত্তা, সত্য, তুমি আত্মগোপনকারী ঈশ্বর।
১৬ তাহারা সকলে লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইবে, তাহারা একসঙ্গে অপমানগ্রস্ত হইয়া চলিয়া যাইবে, সেই পুত্তলি-নির্ম্মাতারা!
১৭ কিন্তু ইস্রায়েল সদাপ্রভু কর্ত্তৃক অনন্তকালস্থায়ী পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে; তোমরা অনন্তকালেও কখনও লজ্জিত কি বিষণ্ণ হইবে না।

১৮ কেননা আকাশমণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা সদাপ্রভু, স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি পৃথিবীকে সংগঠন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা স্থাপন করিয়াছেন, ও অনর্থক সৃষ্টি না করিয়া বাসস্থানার্থে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি এই কথা কহেন, আমিই সদাপ্রভু, আর
১৯ কেহ নয়। আমি গোপনে অন্ধকারময় দেশের কোন স্থানে কথা কহি নাই; আমি যাকোবের বংশকে এই বাক্য কহি নাই যে, 'তোমরা অনর্থক আমার অন্বেষণ কর,' আমি সদাপ্রভু ন্যায্য বাক্য বলি,
২০ সরলতার কথা কহি। হে জাতিগণের

মধ্য হইতে উত্তীর্ণ লোক সকল, তোমরা একত্র হইয়া আইস, একসঙ্গে নিকটে আইস ; তাহারা কিছুই জানে না, যাহারা আপনাদের প্রতিমার কাষ্ঠ বহিয়া বেড়ায়, যাহারা এমন দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, যে পরিত্রাণ করিতে পারে না ।
২১ তোমরা সংবাদ দেও, কথা উপস্থিত কর ; হাঁ, সকলে পরস্পর মন্ত্রণা করুক । পূর্ব্ব হইতে এ কথা কে জ্ঞাত করিয়াছে ? সেকাল হইতে কে সংবাদ দিয়াছে ? আমি সদাপ্রভু কি করি নাই ? আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই ; আমি ধর্ম্মশীল ও ত্রাণকারী ঈশ্বর ; আমি ব্যতীত অন্য
২২ নাই । হে পৃথিবীর প্রান্ত সকল, আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, কেননা আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয় ।
২৩ আমি আপন নামে শপথ করিয়াছি, আমার মুখ হইতে ধার্ম্মিকতা নির্গত হইয়াছে, একটী বাক্য, যাহা ফিরিয়া আসিবে না, বস্তুতঃ আমার কাছে প্রত্যেক হাঁটু পাতিত হইবে, প্রত্যেক জিহ্বা শপথ
২৪ করিবে । লোকে আমাকে * বলিবে, কেবল সদাপ্রভুতেই ধার্ম্মিকতা ও শক্তি আছে ; তাঁহারই কাছে লোকেরা আসিবে, এবং যে সকল লোক তাঁহাতে বিরক্ত,
২৫ তাহারা লজ্জিত হইবে । সদাপ্রভুতেই ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ ধার্ম্মিকীকৃত হইবে, ও শ্লাঘা করিবে ।

বাবিল ও তাহার বেল, নবো নামক দেবগণের বিনাশ ।

৪৬ বেল নত হইল, নবো উবুড় হইয়া পড়িল ; তাহাদের প্রতিমাগণ জন্তুদের উপরে ও পশুদের উপরে ; তোমরা যাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া বেড়াইতে, তাহারা বোঝা হইল, ক্লান্ত পশুর ভার হইল ।
২ তাহারা একসঙ্গে উবুড় হইল, নত হইয়া পড়িল, বোঝা রক্ষা করিতে পারিল না, বরং আপনারা বন্দি হইয়া চলিয়া গেল ।
৩ হে যাকোবের কুল, হে ইস্রায়েল-কুলের সমস্ত অবশিষ্টাংশ, আমার কথা শুন ; গর্ব্ভ হইতে আমি তোমাদিগকে বহন করিয়া আসিতেছি, মাতার উদর হইতে তোমাদিগকে বহন করিয়া আসি-
৪ তেছি । আর তোমাদের বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আমি যে সেই থাকিব, পক্বকেশ হওয়া পর্য্যন্ত আমিই তুলিয়া বহন করিব ; আমিই নির্ম্মাণ করিয়াছি, আমিই বহন করিব ; হাঁ, আমিই তুলিয়া বহন করিব,
৫ রক্ষা করিব । তোমরা আমাকে কাহার সদৃশ ও কাহার সমান বলিবে, কিম্বা কাহার সহিত আমার উপমা দিলে আমরা
৬ পরস্পর সমান হইব ? তাহারা তোড়া হইতে স্বর্ণ ঢালে, নিক্তিতে রৌপ্য তৌল করে, স্বর্ণকারকে বানি দেয়, আর সে তাহার দ্বারা এক দেবতা নির্ম্মাণ করে, পরে তাহারা দণ্ডবৎ হইয়া প্রণিপাত করে ।
৭ তাহারা তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া বহন করে, স্বস্থানে বসাইয়া দেয়, তাহাতে সে দাঁড়াইয়া থাকে, আপন স্থান হইতে সরে না ; আবার এক জন তাহার কাছে ক্রন্দন করে, কিন্তু সে উত্তর দিতে পারে না, কাহাকেও সঙ্কট হইতে নিস্তার করিতে পারে না ।
৮ তোমরা ইহা স্মরণ কর, ও পুরুষত্ব দেখাও ; হে অধর্ম্মাচারিগণ, মনোযোগ
৯ কর । সেকালের পুরাতন কার্য্য সকল স্মরণ কর ; কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয় ; আমি ঈশ্বর, আমার তুল্য

* (বা) আমার বিষয়ে ।

১০ কেহ নাই। আমি শেষের বিষয় আদি অবধি জ্ঞাত করি, যাহা সাধিত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে জানাই, আর বলি, আমার মন্ত্রণা স্থির থাকিবে, আমি আপনার ১১ সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিব। আমি পূর্ব্ব দিক্ হইতে হিংস্র পক্ষীকে, দূরদেশ হইতে আমার মন্ত্রণার মনুষ্যকে, আহ্বান করি; আমি বলিয়াছি, আর আমি সফল করিব; আমি কল্পনা করিয়াছি, আর ১২ আমি সিদ্ধ করিব। হে কঠিন-চিত্তেরা, তোমরা যাহারা ধার্ম্মিকতা হইতে দূরবর্ত্তী, ১৩ আমার কথা শুন; আমি নিজ ধর্ম্মশীলতা নিকটস্থ করিলাম; তাহা দূরে থাকিবে না, আর আমার পরিত্রাণের বিলম্ব হইবে না; আমার শোভাস্বরূপ ইস্রায়েলের জন্য আমি সিয়োনে পরিত্রাণ স্থাপন করিব।

৪৭ হে অনূঢ়া বাবিল-কন্যে, তুমি নামিয়া ধূলিতে বস;
হে কল্‌দীয়দের কন্যে, ভূমিতে বস, সিংহাসন নাই;
কেননা লোকে তোমাকে আর কোমলা ও সুখভোগিনী বলিয়া ডাকিবে না।

২ যাঁতা লইয়া শস্য পেষণ কর,
তোমার ঘোমটা খুল, পদের বস্ত্র তুল,
জঙ্ঘা অনাবৃত কর, পদব্রজে নদনদী পার হও।

৩ তোমার নগ্নতা প্রকাশিত হইবে,
হাঁ, তোমার লজ্জার বিষয় দৃশ্য হইবে;
'আমি প্রতিশোধ দিব, কাহারও অনুরোধ মানিব না।'

৪ আমাদের মুক্তিদাতা, তাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু,
তিনি ইস্রায়েলের পবিত্রতম।

৫ হে কল্‌দীয়দের কন্যে, নীরবে বস, অন্ধকারে আশ্রয় লও;
কেননা তুমি আর রাজ্য সকলের ঠাকুরাণী বলিয়া আখ্যাতা হইবে না।

৬ আমি আপন প্রজাবৃন্দের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, আপন অধিকার অপবিত্র করিয়াছিলাম, তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলাম; তুমি তাহাদের প্রতি করুণা কর নাই, তোমার যোঁয়ালি অতি ভারী করিয়া বৃদ্ধ লোকের উপরে ৭ দিয়াছ। আর তুমি বলিলে, আমি চিরকাল ঠাকুরাণী থাকিব; তাই তুমি এ সকলে মনোযোগ কর নাই, শেষকালের ফলও বিবেচনা কর নাই।

৮ অতএব এখন, হে বিলাসিনি! ইহা শুন, তুমি নির্ভয়ে বসিয়া আছ, মনে মনে কহিতেছ, আমিই আছি, আমা ভিন্ন আর কেহ নাই, আমি বিধবা হইয়া বসিব না, ৯ সন্তান-বিরহ জ্ঞাত হইব না। কিন্তু সন্তান-বিরহ ও বৈধব্য, এই উভয়ই অকস্মাৎ এক দিনে তোমার প্রতি ঘটিবে; তোমার মায়াবিত্বের আধিক্য ও বিবিধ ইন্দ্রজালের প্রাচুর্য্য থাকিলেও উভয়ই পূর্ণ পরিমাণে তোমার উপরে আসিবে। ১০ তুমি আপন দুষ্টতায় নির্ভর করিয়াছ, তুমি বলিয়াছ, কেহ আমাকে দেখিতে পায় না; তোমার বিদ্যা ও তোমার জ্ঞান তোমাকে বিপথগামিনী করিয়াছে; তুমি মনে মনে বলিয়াছ, আমিই আছি, আমা ১১ ভিন্ন আর কেহ নাই। এইজন্য দুর্দ্দশা তোমার উপরে আসিবে, তুমি তাহা মন্ত্রবলে দূর করিতে পারিবে না; তোমার উপরে বিপদ্‌পাত হইবে, তুমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবে না; তোমার উপরে হঠাৎ বিনাশ উপস্থিত হইবে, ১২ তুমি তাহার কিছু জান না। যে বিবিধ ইন্দ্রজালে ও মায়াবিত্বের বাহুল্যে তুমি

বাল্যকালাবধি শ্রম করিয়া আসিতেছ, এখন সেই সকল লইয়া দাঁড়াও ; দেখি, যদি উপকার পাও, দেখি, যদি ভয় ১৩ দেখাইতে পার। তুমি আপনার অনেক মন্ত্রণায় ক্লান্ত হইয়াছ ; তবে জ্যোতির্ষীরা, নক্ষত্রদর্শীরা, মাসদৈবজ্ঞেরা উঠিয়া দাঁড়াউক, তোমার প্রতি যাহা যাহা ঘটিবে, তাহা হইতে তোমাকে নিস্তার করুক। ১৪ দেখ, তাহারা খড়ের ন্যায় হইল ; আগুন তাহাদিগকে পোড়াইয়া ফেলিল ; তাহারা অগ্নিশিখার বল হইতে আপন আপন প্রাণ উদ্ধার করিতে পারিবে না ; উহা উষ্ণ হইবার অঙ্গার বা সম্মুখে বসিবার আগুন ১৫ নয়। তুমি যে সকল বিষয়ে পরিশ্রম করিয়াছ, সে সকল তোমার পক্ষে এইরূপ হইল ; যাহারা তোমার সহিত যৌবনাবধি বাণিজ্য করিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন পথে ভ্রান্ত হইল, তোমার নিস্তারকারী কেহ নাই।

ইস্রায়েলের প্রতি চেতনাবাক্য।

৪৮ হে যাকোবের কুল, এই কথা শুন ; তোমরা ত ইস্রায়েল নামে আখ্যাত ও যিহূদা-জলাশয় হইতে নিঃসৃত ; তোমরা সদাপ্রভুর নাম লইয়া শপথ করিয়া থাক, ও ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাক, কিন্তু সত্যে নয় ও ধার্ম্মিকতায় নয়। ২ কারণ তাহারা পবিত্র নগরের লোক বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরে নির্ভর করে ; তাঁহার নাম বাহিনী- ৩ গণের সদাপ্রভু। পূর্ব্বকার বিষয় সকল আমি সেকাল অবধি জ্ঞাত করিয়াছি ; সেগুলি আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, আমি তাহা জ্ঞাত করিতাম ; আমি অকস্মাৎ সাধন করিলাম, সেগুলি উপ- ৪ স্থিত হইল। কারণ আমি জানিতাম যে, তুমি অবাধ্য, তোমার গ্রীবা লৌহশলাকাবৎ, ও তোমার কপাল পিত্তলময় ; ৫ এই জন্য আমি পূর্ব্ব হইতে তোমাকে তাহার সংবাদ দিয়াছি, উপস্থিত হইবার অগ্রে তাহা তোমাকে শুনাইয়াছি ; পাছে তুমি বল, আমার পুত্তলি ইহা করিয়াছে, আমার ক্ষোদিত প্রতিমা ও আমার ছাঁচে ঢালা প্রতিমা ইহার আজ্ঞা ৬ দিয়াছে। তুমি শুনিয়াছ, এই সমস্ত দেখ ; তোমরা কি তাহা জ্ঞাত করিবে না? এখন হইতে আমি তোমাকে নূতন নূতন কথা শুনাই, সে সকল নিগূঢ়, তুমি ৭ জানিতে পার নাই। সে সকল এখনই সৃষ্ট হইল, পূর্ব্ব হইতে ছিল না ; অদ্যকার পূর্ব্বে তুমি সে সকল শুন নাই ; পাছে তুমি বল যে, আমি সে সকল ৮ জ্ঞাত ছিলাম। তুমি ত শুন নাই, জ্ঞাতও হও নাই, এবং পূর্ব্ব হইতে তোমার কর্ণ খোলাও হয় নাই ; কেননা আমি জানিয়াছিলাম, তুমি নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক ও গর্ভ হইতে অধর্ম্মাচারী ৯ বলিয়া আখ্যাত। আমি আপন নামের অনুরোধে ক্রোধ সম্বরণ করিব, এবং আপনার প্রশংসার্থে তোমার-প্রতি সংযত হইব, তোমাকে উচ্ছেদ করিব না। ১০ দেখ, আমি তোমাকে অগ্নিতে খাঁটি করিয়াছি, কিন্তু রৌপ্য বলিয়া নয় ; দুঃখরূপ হাপরের মধ্যে তোমাকে পরীক্ষা- ১১ সিদ্ধ করিয়াছি। আমি আপনার অনুরোধে, কেবল আপনারই অনুরোধে কার্য্য করিব, কারণ [আমার নাম] কেন অপবিত্রীকৃত হইবে? আমি ত আপন গৌরব অন্যকে দিব না।

১২ হে যাকোব, হে আমার আহূত

ইস্রায়েল, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর ; আমিই তিনি, আমি আদি, আবার আমি ১৩ অন্ত। আমারই হস্ত পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছে, আমার দক্ষিণ হস্ত আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছে ; আমি তাহাদিগকে ডাকিলে সে সমস্ত একসঙ্গে ১৪ দাঁড়ায়। তোমরা সকলে একত্র হইয়া শুন, উহাদের মধ্যে কে এ সকলের সংবাদ দিয়াছে? সদাপ্রভু ঐ যে ব্যক্তিকে প্রেম করেন, সে বাবিলের সম্বন্ধে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ করিবে, তাহার বাহু কল্‌দীয়দের উপরে [স্থাপিত হইবে]। ১৫ আমি, আমিই কথা কহিলাম, হাঁ, আমি তাহাকে আহ্বান করিয়াছি, আমি তাহাকে আনিলাম, আর সে আপন পথে ১৬ কৃতার্থ হইবে। তোমরা আমার নিকটে আইস, এই কথা শুন, আমি আদি অবধি গোপনে কহি নাই ; যে অবধি সেই ঘটনা হইতেছে, সেই অবধি আমি তথায় বর্ত্তমান। আর এখন প্রভু সদাপ্রভু আমাকে ও তাঁহার আত্মাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

১৭ সদাপ্রভু, তোমার মুক্তিদাতা, ইস্রায়েলের পবিত্রতম, এই কথা কহেন, আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, আমি তোমার উপকারজনক শিক্ষা দান করি, ও তোমার গন্তব্য পথে তোমাকে গমন ১৮ করাই। আহা! তুমি কেন আমার আজ্ঞাতে অবধান কর নাই? করিলে তোমার শান্তি নদীর ন্যায়, তোমার ধার্ম্মি- ১৯ কতা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় হইত ; আর তোমার বংশ বালুকার ন্যায় হইত, তোমার সন্তান তাহার কণাসমূহের ন্যায় হইত, তাহার নাম উচ্ছিন্ন ও আমার সম্মুখ হইতে লুপ্ত হইত না।

২০ তোমরা বাবিল হইতে বাহির হও, কল্‌দীয়দের মধ্য হইতে পলায়ন কর, আনন্দগানের রবসহকারে ইহা প্রচার কর, এই সংবাদ দেও, পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত এই বিষয় উল্লেখ কর ; তোমরা বল,

সদাপ্রভু আপন দাস যাকোবকে মুক্ত
করিয়াছেন।

২১ তিনি যখন শুষ্ক স্থান দিয়া তাহাদিগকে
লইয়া গেলেন, তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত
হইল না,
তিনি তাহাদের জন্য শৈল হইতে স্রোত
বহাইলেন ;
তিনি শৈল ভেদ করিলেন, জল প্রবা-
হিত হইল।

২২ সদাপ্রভু কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি নাই।

সদাপ্রভুর দাসের ধৈর্য্য হেতু ইস্রায়েলের মঙ্গল।

৪৯ হে উপকূল সকল, আমার বাক্য, শুন ; হে দূরস্থ জাতিগণ, কর্ণপাত কর। সদাপ্রভু গর্ব্ভাবধি আমাকে ডাকিয়াছেন, মাতার উদর হইতে আমার নাম উল্লেখ ২ করিয়াছেন। তিনি আমার মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গস্বরূপ করিয়াছেন, আপন হস্তের ছায়াতে আমাকে লুক্কায়িত করিয়াছেন, এবং আমাকে শাণিত বাণস্বরূপ করিয়াছেন, আপন তূণের মধ্যে রাখিয়াছেন। ৩ আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন 'তুমি আমার দাস, তুমি ইস্রায়েল, তোমাতেই ৪ আমি মহিমান্বিত হইব'। কিন্তু আমি কহিলাম, আহা! আমি পণ্ডশ্রম করিয়াছি, শূন্যতার ও অসারতার জন্য আপন শক্তি ব্যয় করিয়াছি ; নিশ্চয়ই আমার

বিচার সদাপ্রভুর কাছে, ও আমার শ্রমের ফল আমার ঈশ্বরের কাছে রহিয়াছে।
৫ আর এখন সদাপ্রভু বলেন; যিনি আমাকে গর্ব্ভাবধি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যেন আমি তাঁহার দাস হইয়া যাকোবকে তাঁহার কাছে পুনরানয়ন করি, যেন ইস্রায়েল তাঁহার কাছে সংগৃহীত হয়;—বাস্তবিক, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে আমি সম্মানিত, এবং আমার ঈশ্বর আমার বল
৬ হইয়াছেন;—তিনি বলেন, তুমি যে যাকোবের বংশ সকলকে উঠাইবার জন্য ও ইস্রায়েলের রক্ষিত লোকদিগকে পুনর্ব্বার আনিবার জন্য আমার দাস হও, ইহা লঘু বিষয়; আমি তোমাকে জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিব, যেন তুমি পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত আমার পরিত্রাণস্বরূপ হও।
৭ যে ব্যক্তি মনুষ্যের অবজ্ঞাত, প্রজাবৃন্দের ঘৃণাস্পদ ও কর্ত্তৃত্বকারীদের দাস, তাহাকে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের মুক্তিদাতা ও তাহার পবিত্রতম, এই কথা কহেন, তোমাকে দেখিলে রাজারা উঠিয়া দাঁড়াইবে, অধ্যক্ষেরা প্রণিপাত করিবে; সদাপ্রভুর নিমিত্তই করিবে, তিনি ত বিশ্বসনীয়; ইস্রায়েলের পবিত্রতমের নিমিত্ত করিবে, তিনি ত তোমাকে মনোনীত
৮ করিয়াছেন। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি প্রসন্নতার সময়ে তোমার প্রার্থনার উত্তর দিয়াছি, এবং পরিত্রাণের দিবসে তোমার সাহায্য করিয়াছি; আর আমি তোমাকে রক্ষা করিব, ও প্রজাবৃন্দের সন্ধিরূপে নিযুক্ত করিব; তাহাতে তুমি দেশের উন্নতি সাধন করিবে, ও ধ্বংসিত অধিকার সকল অধিকারে আনিবে;
৯ তুমি বন্দিগণকে বলিবে, বাহির হও; যাহারা অন্ধকারে আছে, তাহাদিগকে বলিবে প্রকাশিত হও। তাহারা পথে পথে চরিবে, ও বৃক্ষশূন্য গিরিশ্রেণী
১০ তাহাদের চরাণিস্থান হইবে। তাহারা ক্ষুধিত কি পিপাসিত হইবে না; এবং তপ্ত বালুকা কি রৌদ্র দ্বারা আহত হইবে না; কেননা যিনি তাহাদের প্রতি দয়াকারী, তিনি তাহাদিগকে চরাইবেন, জলের উনুইয়ের নিকটে লইয়া যাইবেন।
১১ আর আমি আমার সমস্ত পর্ব্বত পথ করিব, আর আমার রাজপথ সকল উচ্চী-
১২ কৃত হইবে। দেখ, ইহারা দূর হইতে আসিবে; আর দেখ, উহারা উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হইতে আসিবে; আর ঐ লোকেরা সীনীম দেশ হইতে আসিবে।

১৩ আকাশমণ্ডল, আনন্দ-রব কর,
পৃথিবি, উল্লাসিত হও;
পর্ব্বতগণ, উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান কর;
কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাগণকে
সান্ত্বনা করিয়াছেন,
আর আপন দুঃখীদের প্রতি করুণা
করিবেন।

১৪ কিন্তু সিয়োন কহিল, সদাপ্রভু আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, প্রভু আমাকে ভুলিয়া
১৫ গিয়াছেন। স্ত্রীলোক কি আপন স্তন্যপায়ী শিশুকে ভুলিয়া যাইতে পারে? আপন গর্ব্ভজাত বালকের প্রতি কি স্নেহ করিবে না? বরং তাহারা ভুলিয়া যাইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে
১৬ ভুলিয়া যাইব না। দেখ, আমি আপন হস্তের তালুতে তোমার আকৃতি লিখিয়াছি, তোমার প্রাচীর সর্ব্বদা আমার
১৭ সম্মুখে আছে। তোমার পুত্রেরা ত্বরা করিতেছে, তোমার উৎপাটনকারীরা ও উৎসন্নকারীরা তোমার মধ্য হইতে নির্গত

১৮ হইবে। তুমি চারিদিকে চক্ষু তুলিয়া দেখ, এই সকলে একত্র হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে। সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, তুমি ভূষণের ন্যায় এই সকলকে পরিধান করিবে, কন্যার মেখলার ন্যায় এই সকলকে ধারণ

১৯ করিবে। কারণ তোমার উৎসন্ন ও ধ্বংসিত স্থান সকলের এবং তোমার নষ্ট দেশের বিষয় [বলিতেছি]; এক্ষণে তুমি নিবাসীদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইবে, এবং যাহারা তোমাকে গ্রাস করিয়াছিল,

২০ তাহারা দূরে থাকিবে। তোমার বিরহের সন্তানগণ ইহার পরে তোমার কর্ণগোচরে বলিবে, আমার পক্ষে এই স্থান সঙ্কীর্ণ; সরিয়া যাও, আমাকে বাস করিতে দেও।

২১ তখন তুমি মনে মনে বলিবে, আমার এই সকলকে কে জন্ম দিয়াছে? আমি ত সন্তান-বিরহিতা ও বন্ধ্যা, নির্ব্বাসিতা ও পরিভ্রান্তা ছিলাম; ইহাদিগকে কে প্রতিপালন করিয়াছে? দেখ, আমি একাকিনী অবশিষ্টা ছিলাম, ইহারা কোথায় ছিল?

২২ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি জাতিগণের প্রতি আমার হস্ত তুলিব, লোকবৃন্দের প্রতি আমার পতাকা উঠাইব, তাহাতে তাহারা তোমার পুত্রগণকে কোলে করিয়া, ও তোমার কন্যাদিগকে কাঁধে করিয়া আনিয়া দিবে।

২৩ আর রাজগণ তোমার রক্ষণাবেক্ষণকারী পালক ও তাহাদের রাণীরা তোমার ধাত্রী হইবে; তাহারা ভূমিতে মুখ দিয়া তোমার কাছে প্রণিপাত করিবে, ও তোমার চরণের ধূলি চাটিবে; আর তুমি জানিতে পারিবে, আমিই সদাপ্রভু; যাহারা আমার অপেক্ষা করে, তাহারা

২৪ লজ্জিত হইবে না। বীর হইতে কি যুদ্ধে ধৃত প্রাণী হরণ করা যায়? কিম্বা ন্যায়বানের বন্দিগণকে কি মুক্ত করা

২৫ যায়? সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অবশ্য বীরের বন্দিগণকে হরণ করা যাইবে, ও ভীমবিক্রান্তের ধৃত প্রাণীকে মুক্ত করা যাইবে; কারণ তোমার প্রতিবাদীর সহিত আমিই বিবাদ করিব, আর তোমার

২৬ সন্তানদিগকে আমিই ত্রাণ করিব। আর আমি তোমার উপদ্রবকারিগণকে তাহাদেরই মাংস ভোজন করাইব; তাহারা নূতন দ্রাক্ষারসের ন্যায় আপন আপন রক্তে মত্ত হইবে; আর মর্ত্ত্যমাত্র জানিতে পারিবে যে, আমিই সদাপ্রভু তোমার ত্রাণকর্ত্তা, তোমার মুক্তিদাতা, যাকোবের এক বীর।

৫০ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে পত্র দ্বারা তোমাদের মাতাকে ত্যাগ করিয়াছি, তাহার সেই ত্যাগপত্র কোথায়? কিম্বা আমার মহাজনদের মধ্যে কাহার কাছে তোমাদিগকে বিক্রয় করিয়াছি? দেখ, তোমাদের অপরাধ প্রযুক্ত তোমরা বিক্রীত হইয়াছ, এবং তোমাদের অধর্ম্ম প্রযুক্ত তোমাদের মাতা ত্যক্তা হইয়াছে।

২ আমি আসিলে কেহ উপস্থিত হইল না কেন? আমি ডাকিলে কেহ উত্তর দিল না কেন? আমার হস্ত কি এমন খাট হইয়াছে যে, আমি মুক্ত করিতে পারি না? আমার কি উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নাই? দেখ, আমি ধমকে সমুদ্র শুষ্ক করি, নদনদী প্রান্তরে পরিণত করি, তথাকার মৎস্যগণ জলাভাবে দুর্গন্ধযুক্ত

৩ হয়, পিপাসায় মারা পড়ে। আমি আকাশমণ্ডলকে কালিমা পরাই, ও চট তাহার আচ্ছাদন করি।

সদাপ্রভুর দাসের ধৈর্য্য।

৪ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে শিক্ষাগ্রাহীদের জিহ্বা দিয়াছেন, যেন আমি বুঝিতে পারি, কিরূপে ক্লান্ত লোককে বাক্য দ্বারা সুস্থির করিতে হয়; তিনি প্রভাতে প্রভাতে জাগরিত করেন, আমার কর্ণ জাগরিত করেন, যেন আমি শিক্ষাগ্রাহীদের ন্যায় ৫ শুনিতে পাই। প্রভু সদাপ্রভু আমার কর্ণ খুলিয়াছেন, এবং আমি বিরুদ্ধাচারী ৬ হই নাই, পারম্মুখ হই নাই। আমি প্রহারকদের প্রতি আপন পৃষ্ঠ, যাহারা দাড়ি উপড়াইয়াছে, তাহাদের প্রতি আপন গাল পাতিয়া দিলাম, অপমান ও থুথু হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিলাম না। ৭ কারণ প্রভু সদাপ্রভু আমার সাহায্য করিবেন, সেই জন্য আমি বিহ্বল হই নাই, সেই জন্য চকমকির পাথরের ন্যায় আপন মুখ স্থাপন করিয়াছি, এবং আমি ৮ জানি যে লজ্জিত হইব না। যিনি আমাকে ধার্ম্মিক করেন, তিনি নিকটবর্ত্তী; কে আমার সহিত বিবাদ করিবে? আইস, আমরা একত্র দাঁড়াই; কে আমার প্রতিবাদী? সে আমার নিকটে আইস্থক। ৯ দেখ, প্রভু সদাপ্রভু আমার সাহায্য করিবেন, কে আমাকে দোষী করিবে? দেখ, তাহারা সকলে বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে, কীটে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে।

১০ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে সদাপ্রভুকে ভয় করে, যে তাঁহার দাসের রবে কর্ণপাত করে? যে অন্ধকারে চলে যাহার দীপ্তি নাই, সে সদাপ্রভুর নামে বিশ্বাস করুক, আপন ঈশ্বরে নির্ভর ১১ দিউক। দেখ, অগ্নি জ্বালাইতেছ ও শিখামণ্ডলে আপনাদিগকে বেষ্টন করিতেছ যে তোমরা, তোমরা সকলে আপনাদের অগ্নির আলোকে ও আপনাদের প্রজ্বলিত শিখামণ্ডলে গমন কর। আমার হস্তে এই ফল পাইবে, তোমরা দুঃখে শয়ন করিবে।

ইস্রায়েলের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য।

৫১ তোমরা, যাহারা ধার্ম্মিকতার অনুগামী, যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতেছ, তোমরা আমার বাক্যে কর্ণপাত কর; তোমরা যে শৈল হইতে তক্ষিত ও যে কূপের ছিদ্র হইতে খনিত হইয়াছ, তাহার ২ প্রতি দৃষ্টি কর। তোমাদের পিতা অব্রাহাম ও তোমাদের প্রসবকারিণী সারার প্রতি দৃষ্টি কর; ফলতঃ যখন সে একাকী ছিল, তখন আমি তাহাকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদযুক্ত ও বহুবংশ করিলাম। ৩ বস্তুতঃ সদাপ্রভু সিয়োনকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, তিনি তাহার সমস্ত উৎসন্ন স্থানকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, এবং তাহার প্রান্তরকে এদনের ন্যায়, ও তাহার শুষ্ক ভূমিকে সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় করিয়াছেন; তাহার মধ্যে আমোদ ও আনন্দ, স্তবগান ও সঙ্গীতের ধ্বনি পাওয়া যাইবে।

৪ হে আমার প্রজাগণ, আমার বাক্যে অবধান কর; হে আমার জনবৃন্দ, আমার বচনে কর্ণপাত কর; কেননা আমা হইতে ব্যবস্থা নির্গত হইবে, আমি জাতিগণের দীপ্তির জন্য আপন বিচার স্থাপন করিব। ৫ আমার ধর্ম্মশীলতা নিকটবর্ত্তী, আমার পরিত্রাণ নির্গত হইল, এবং আমার বাহু জাতিগণের বিচার নিষ্পন্ন করিবে; উপকূল সকল আমারই অপেক্ষায় থাকিবে, ও আমার বাহুতে প্রত্যাশা রাখিবে। ৬ তোমরা আকাশমণ্ডলের প্রতি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত কর, অধঃস্থিত ভূমণ্ডলও নিরীক্ষণ

কর; কেননা আকাশমণ্ডল ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে, ভূমণ্ডল বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে, এবং তন্নিবাসিগণ সেইরূপে মারা পড়িবে; কিন্তু আমার পরিত্রাণ অনন্ত-কাল থাকিবে, আমার ধর্ম্মশীলতা বিনষ্ট হইবে না।

৭ তোমরা যাহারা ধার্ম্মিকতা জান, যে লোকদের অন্তরে আমার ব্যবস্থা আছে, তোমরা আমার বাক্যে কর্ণপাত কর; মর্ত্ত্যের টিট্‌কারিতে ভয় করিও না, তাহাদের বিদ্রূপে উদ্বিগ্ন হইও না। ৮ কেননা কীটে তাহাদিগকে বস্ত্রের ন্যায় খাইয়া ফেলিবে, ও কৃমিরা তাহাদিগকে মেষলোমের ন্যায় খাইয়া ফেলিবে; কিন্তু আমার ধর্ম্মশীলতা অনন্তকাল ও আমার পরিত্রাণ পুরুষানুক্রমে থাকিবে।

৯ জাগ, জাগ, বল পরিধান কর, হে
সদাপ্রভুর বাহু;
জাগ, যেমন পূর্ব্বকালে, সেকালের
পুরুষে পুরুষে জাগিয়াছিলে,
তুমিই কি রহবকে কুচি কুচি করিয়া
কাট নাই,
প্রকাণ্ড জলচরকে বিদ্ধ কর নাই?
১০ তুমিই কি সমুদ্র, মহাজলধির জল
শুষ্ক কর নাই,
সমুদ্রের গভীর স্থানকে কি পথ কর
নাই, যেন মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা
পার হইয়া যায়?
১১ সদাপ্রভুর নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া
আসিবে,
আনন্দগান পুরঃসর সিয়োনে আসিবে,
এবং তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ী হর্ষ-
মুকুট থাকিবে;
তাহারা আমোদ ও আনন্দ প্রাপ্ত
হইবে,
এবং খেদ ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন
করিবে।

১২ আমি, আমিই তোমাদের সান্ত্বনাকর্ত্তা। তুমি কে যে, মর্ত্ত্যকে ভয় করিতেছ, সে ত মরিয়া যাইবে; এবং মনুষ্য-সন্তানকে ভয় করিতেছ, সে ত তৃণের ন্যায় হইয়া ১৩ পড়িবে; আর তোমার নির্ম্মাতা সদা-প্রভুকে ভুলিয়া গিয়াছ, যিনি আকাশ-মণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন, পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছেন; এবং তুমি সমস্ত দিন অবিরত উপদ্রবীর ক্রোধ হেতু ভয় পাইতেছ, যখন সে বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে? উপদ্রবীর ক্রোধ কোথায়? ন্যুব্জ বন্দি শীঘ্রই ১৪ মুক্ত হইবে; সে মরিয়া কূপে নামিয়া যাইবে না, আর তাহার খাদ্যের অভাব ১৫ হইবে না। আমি ত সদাপ্রভু, তোমার ঈশ্বর, আমি সমুদ্রকে ব্যস্ত করিলে তাহার তরঙ্গ কল্লোলধ্বনি করে; বাহিনীগণের ১৬ সদাপ্রভু, এই আমার নাম। আর আমি আপন বাক্য তোমার মুখে রাখিলাম, আপন হস্তের ছায়ায় তোমাকে আচ্ছাদন করিলাম। আমার উদ্দেশ্য, আকাশমণ্ডল রোপণ করি, পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি, এবং সিয়োনকে বলি, তুমি আমার প্রজা।

১৭ জাগ, জাগ, উঠিয়া দাঁড়াও, হে যিরূ-
শালেম,
তুমি সদাপ্রভুর হস্ত হইতে তাঁহার
ক্রোধ-পানপাত্রে পান করিয়াছ,
মত্ততাজনক বৃহৎ পানপাত্রে পান করি-
য়াছ, তলানি চাটিয়া খাইয়াছ।

১৮ [এই পুরী] যে সকল পুত্ত্র প্রসব করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া যাইবার কেহই নাই; যে সকল পুত্ত্র

প্রতিপালন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে
১৯ ইহার হস্ত ধরিবার কেহ নাই। এই দুই তোমার প্রতি ঘটিয়াছে ; কে তোমার নিমিত্ত বিলাপ করিবে ? ধনাপহার ও বিনাশ, দুর্ভিক্ষ ও খড়্গ ; আমি কিরূপে
২০ তোমাকে সান্ত্বনা করিব ? জালে বদ্ধ হরিণের ন্যায় তোমার পুত্ত্রগণ মূর্চ্ছিত হইয়াছে, প্রতি সড়কের মাথায় পড়িয়া আছে ; তাহারা সদাপ্রভুর ক্রোধে তোমার ঈশ্বরের ধমকে পরিপূর্ণ।
২১ অতএব তুমি এই কথা শুন, হে দুঃখিনি, তুমি মত্তা, কিন্তু দ্রাক্ষারসে নয় ;
২২ তোমার প্রভু সদাপ্রভু, তোমার ঈশ্বর, যিনি আপন প্রজাদের পক্ষবাদী, তিনি এই কথা কহেন, দেখ, আমি মত্ততাজনক পানপাত্র, আমার ক্রোধরূপ বৃহৎ পানপাত্র, তোমার হস্ত হইতে লইলাম ; সেই পান-
২৩ পাত্রে তুমি আর পান করিবে না। আর আমি তোমার সেই ক্লেশদাতাদের হস্তে তাহা সমর্পণ করিব, যাহারা তোমার প্রাণকে বলিয়াছে, 'হেঁট হও, আমরা তোমার উপর দিয়া গমন করি,' আর তুমি ভূমির ন্যায় ও সড়কের ন্যায় পথিকদের কাছে আপন পৃষ্ঠ পাতিয়া দিয়াছ।

৫২ জাগ, জাগ, হে সিয়োন বল পরিধান কর ;
পবিত্র নগরি যিরূশালেম, তোমার রম্য বস্ত্র সকল পরিধান কর,
কেননা এখন অবধি তোমার মধ্যে অছিন্নত্বক্ কি অশুচি লোক আর প্রবেশ করিবে না।
২ গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া ফেল,
হে যিরূশালেম, উঠ, উপবেশন কর ;
হে বন্দি সিয়োন-কন্যে, তোমার গ্রীবার বন্ধন সকল খুলিয়া ফেল।
৩ কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা বিনামূল্যে বিক্রীত হইয়াছিলে,
৪ আর বিনারৌপ্যে মুক্ত হইবে। কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার প্রজারা পূর্ব্বে মিসরে প্রবাস করিবার জন্য তথায় নামিয়া গিয়াছিল ; আবার অশূর অকারণে তাহাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল।
৫ আর সদাপ্রভু কহেন, এখন এই স্থানে আমার কি আছে ? কেননা আমার প্রজাগণ বিনামূল্যে নীত হইয়াছে। সদাপ্রভু কহেন, তাহাদের কর্ত্তারা চীৎকার করিতেছে, এবং আমার নাম সমস্ত দিন অবি-
৬ রত নিন্দিত হইতেছে। এই জন্য আমার প্রজাগণ আমার নাম জানিবে, এই জন্য তাহারা সেই দিন [জানিবে] যে, আমিই কথা কহিতেছি ; দেখ, এই আমি।
৭ আহা ! পর্ব্বতগণের উপরে তাহারই চরণ কেমন শোভা পাইতেছে,
যে সুসমাচার প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে,
মঙ্গলের সুসমাচার প্রচার করে, পরিত্রাণ ঘোষণা করে,
সিয়োনকে বলে, তোমার ঈশ্বর রাজত্ব করেন।
৮ তোমার প্রহরিগণের রব ! তাহারা উচ্চধ্বনি করিতেছে,
তাহারা একসঙ্গে আনন্দগান করিতেছে,
কেননা সদাপ্রভু যখন সিয়োনে ফিরিয়া আইসেন,
তখন তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিবে।
৯ হে যিরূশালেমের উৎসন্ন স্থান সকল, উচ্চরব কর, একসঙ্গে আনন্দগান কর,
কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছেন,
তিনি যিরূশালেমকে মুক্ত করিয়াছেন।

১০ সদাপ্রভু সর্ব্বজাতির দৃষ্টিতে আপন পবিত্র বাহু অনাবৃত করিয়াছেন ;
আর পৃথিবীর সমুদয় প্রান্ত আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখিবে।
১১ চল চল, সেই স্থান হইতে বাহির হও,
অশুচি কোন বস্তু স্পর্শ করিও না,
উহার মধ্য হইতে বাহির হও ;
হে সদাপ্রভুর পাত্রবাহকগণ, তোমরা বিশুদ্ধ হও।
১২ কেননা তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া বাহিরে যাইবে না,
পলায়নের দ্বারা গমন করিবে না ;
কারণ সদাপ্রভু তোমাদের অগ্রে অগ্রে যাইবেন,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন।

সদাপ্রভুর দাসের অবনতি ও তৎপরবর্ত্তী উন্নতি।

১৩ দেখ, আমার দাস কৃতকার্য্য হইবেন ;*
তিনি উচ্চ ও উন্নত ও মহামহিম হইবেন।
১৪ মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহার আকৃতি, মানবসন্তানগণ অপেক্ষা তাঁহার রূপ বিকারপ্রাপ্ত বলিয়া যেমন অনেকে তাঁহার বিষয়ে
১৫ হতবুদ্ধি হইত, তেমনি তিনি অনেক জাতিকে চকিত করিবেন, তাঁহার সম্মুখে রাজারা মুখ বন্ধ করিবে ; কেননা তাহাদের কাছে যাহা বলা হয় নাই, তাহারা তাহা দেখিতে পাইবে ; তাহারা যাহা শুনে নাই, তাহা বুঝিতে পারিবে।

৫৩ আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে ?
সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে ?

* (বা) বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবেন।

২ কারণ তিনি তাঁহার সম্মুখে চারার ন্যায়, এবং শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন ;
তাঁহার এমন রূপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি,
এবং এমন আকৃতি নাই যে, তাঁহাকে ভালবাসি।*
৩ তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য,
ব্যথার পাত্র ও যাতনা† পরিচিত হইলেন ;
লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন,
আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই।
৪ সত্য, আমাদের যাতনা† সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন,
আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন ;
তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত্ত।
৫ কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন ;
আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল,
এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।
৬ আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি,
প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি ;
আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইয়াছেন।
৭ তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন,
তিনি মুখ খুলিলেন না ;

* (বা) তাঁহার রূপ কি শোভা নাই, এবং তাঁহাকে দেখিলে আমরা যে তাঁহাকে ভালবাসি, এমন আকৃতি নাই।
† (ইব্র) ব্যাধি।

মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়,
মেষী যেমন লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব হয়,
সেইরূপ তিনি মুখ খুলিলেন না ।
৮ তিনি উপদ্রব ও বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন ;
তৎকালীয়দের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল
যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন ?
আমার জাতির অধর্ম্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল ।
৯ আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরূপণ করিল,*
এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন,
যদিও † তিনি দৌরাত্ম্য করেন নাই,
আর তাঁহার মুখে ছল ছিল না ।
১০ তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল ;
তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন,
তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে,
তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ু হইবেন,
এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে ;
১১ তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন ;
আমার ধার্ম্মিক দাস আপনার ‡ জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্ম্মিক করিবেন,
এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন ।

* (বা) কবর দিল । † (বা) কেননা ।
‡ (বা) আপনা-বিষয়ক ।

১২ এই জন্য আমি মহানদিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব,
তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন,
কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন,
তিনি অধর্ম্মীদের সহিত গণিত হইলেন ;
আর তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন,
এবং অধর্ম্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন * ।

প্রজাগণের প্রতি সদাপ্রভুর অনন্ত প্রেম ।

৫৪ অয়ি বন্ধ্যে, অপ্রসূতে, তুমি আনন্দগান কর, অয়ি গর্ব্ভব্যথা-রহিতে, তুমি উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান কর, ও হর্ষনাদ কর ; কেননা সধবার সন্তান অপেক্ষা অনাথার সন্তান অধিক, ইহা সদাপ্রভু ২ কহেন । তুমি আপন তাম্বুর স্থান পরিসর কর, তোমার শিবিরের যবনিকা বিস্তারিত হউক, ব্যয়শঙ্কা করিও না ; তোমার রজ্জু সকল দীর্ঘ কর, তোমার ৩ গোঁজ সকল দৃঢ় কর । কেননা তুমি দক্ষিণে ও বামে বিস্তীর্ণা হইবে, তোমার বংশ জাতিগণের অধিকার পাইবে, এবং ধ্বংসিত নগরসমূহে লোক বসাইবে ।
৪ ভয় করিও না, কেননা তুমি লজ্জা পাইবে না ;
বিষণ্ণ হইও না, কেননা তুমি অপ্রতিভ হইবে না ;
কারণ তুমি আপন যৌবনের অপমান ভুলিয়া যাইবে,
আর তোমার বৈধব্যের দুর্নাম স্মরণে থাকিবে না ।

* (বা) কারয়াছেন ।

৫ কেননা তোমার নির্ম্মাতা তোমার পতি,
তাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু;
আর ইস্রায়েলের পবিত্রতম তোমার
মুক্তিদাতা,
তিনি সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর বলিয়া
আখ্যাত হইবেন।

৬ কারণ সদাপ্রভু তোমাকে পরিত্যক্তা ও আত্মায় দুঃখিতা স্ত্রীর ন্যায়, কিম্বা দূরীকৃতা যৌবনকালীয় ভার্য্যার ন্যায় ডাকিয়াছেন; ইহা তোমার ঈশ্বর কহেন। ৭ আমি ক্ষুদ্র নিমেষ কালের জন্য তোমাকে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু মহাকরুণায় ৮ তোমাকে সংগ্রহ করিব। আমি কোপাবেশে এক নিমেষমাত্র তোমা হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু অনন্তকালস্থায়ী দয়াতে তোমার প্রতি করুণা করিব, ইহা তোমার মুক্তিদাতা সদাপ্রভু ৯ কহেন। বস্তুতঃ আমার নিকটে ইহা নোহের জলসমূহের সদৃশ; কারণ আমি যেমন শপথ করিয়াছি যে, নোহের জলসমূহ আর ভূতল আপ্লাবিত করিবে না, তেমনি এই শপথ করিলাম যে, তোমার প্রতি আর ক্রুদ্ধ হইব না, তোমাকে আর ১০ ভর্ৎসনাও করিব না। বস্তুতঃ পর্ব্বতগণ সরিয়া যাইবে, উপপর্ব্বতগণ টলিবে; কিন্তু আমার দয়া তোমা হইতে সরিয়া যাইবে না, এবং আমার শান্তি-নিয়ম টলিবে না; যিনি তোমার প্রতি অনুকম্পা করেন, সেই সদাপ্রভু ইহা কহেন।

১১ অয়ি দুঃখিনি, অয়ি ঝটিকা-দুলিতে ও সান্ত্বনাবিহীনে, দেখ, আমি রসাঞ্জন দিয়া তোমার প্রস্তর বসাইব, নীলমণি দ্বারা ১২ তোমার ভিত্তিমূল স্থাপন করিব; আর পদ্মরাগমণি দ্বারা তোমার আলিসা, ও সূর্য্যকান্তমণি দ্বারা তোমার পুরদ্বার সকল, ও মনোহর প্রস্তর দ্বারা তোমার সমস্ত ১৩ পরিসীমা নির্ম্মাণ করিব। আর তোমার সন্তানেরা সকলে সদাপ্রভুর কাছে শিক্ষা পাইবে, আর তোমার সন্তানদের পরম ১৪ শান্তি হইবে। তুমি ধার্ম্মিকতায় স্থিরীকৃত হইবে; তুমি উপদ্রব হইতে দূরে থাকিবে, বস্তুতঃ তুমি ভীত হইবে না; এবং ত্রাস হইতে দূরে থাকিবে, বাস্তবিক ১৫ তাহা তোমার নিকটে আসিবে না। দেখ, লোকে যদি দল বাঁধে, তাহা আমা হইতে হয় না; যে কেহ তোমার বিপক্ষে দল বাঁধে, সে তোমা হেতু পতিত হইবে। ১৬ দেখ, যে কর্ম্মকার জ্বলদঙ্গারে বাতাস দেয়, আর আপন কার্য্যের জন্য অস্ত্র গঠন করে, আমিই তাহার সৃষ্টি করিয়াছি, বিনাশ করণার্থে নাশকের সৃষ্টিও আমিই ১৭ করিয়াছি। যে কোন অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত হয়, তাহা সার্থক হইবে না; যে কোন জিহ্বা বিচারে তোমার প্রতিবাদিনী হয়, তাহাকে তুমি দোষী করিবে। সদাপ্রভুর দাসদের এই অধিকার, এবং আমা হইতে তাহাদের এই ধার্ম্মিকতা লাভ হয়, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

পরিত্রাণ গ্রহণার্থে নিমন্ত্রণ।

৫৫ অহো, তৃষিত লোক সকল, তোমরা
জলের কাছে আইস;
যাহার রৌপ্য নাই, আইস্থক; তোমরা
আইস, খাদ্য ক্রয় কর, ভোজন কর;
হাঁ, আইস, বিনা রৌপ্যে খাদ্য, বিনা মূল্যে
দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর।

২ কেন অখাদ্যের নিমিত্ত রৌপ্য তৌল
করিতেছ,
যাহাতে তৃপ্তি নাই, তাহার জন্য স্বস্ব
শ্রমফল দিতেছ?

শুন, আমার কথা শুন, উত্তম ভক্ষ্য
ভোজন কর,
পুষ্টিকর দ্রব্যে তোমাদের প্রাণ আপ্যায়িত
হউক।
৩ কর্ণপাত কর, আমার নিকটে আইস;
শ্রবণ কর, তোমাদের প্রাণ স
হইবে;
আর আমি তোমাদের সহিত এক নিত্য
স্থায়ী নিয়ম করিব,
দায়ূদের [প্রতি কৃত] অটল দয়া স্থির
করিব।
৪ দেখ, আমি তাঁহাকে জাতিগণের সাক্ষী-
রূপে, জাতিগণের নায়ক ও আদেষ্টা-
৫ রূপে নিযুক্ত করিলাম। দেখ, তুমি যে
জাতিকে জান না, তাহাকে আহ্বান
করিবে; যে জাতি তোমাকে জানিত না,
সে তোমার কাছে দৌড়িয়া আসিবে;
ইহা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিমিত্ত,
ইস্রায়েলের পবিত্রতমের হেতু ঘটিবে,
কেননা তিনি তোমাকে গৌরবান্বিত
করিয়াছেন।
৬ সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, যাবৎ তাঁহাকে
পাওয়া যায়,
তাঁহাকে ডাক, যাবৎ তিনি নিকটে
থাকেন;
৭ দুষ্ট আপন পথ, অধার্ম্মিক আপন
সঙ্কল্প ত্যাগ করুক;
এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া
আইসুক,
তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা
করিবেন;
আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া
আইসুক,
কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন।
৮ কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প
সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়,
এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ
৯ সকল এক নয়। কারণ ভূতল হইতে
আকাশমণ্ডল যত উচ্চ, তোমাদের পথ
হইতে আমার পথ, ও তোমাদের সঙ্কল্প
১০ হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ। বাস্তবিক
যেমন বৃষ্টি বা হিম আকাশ হইতে নামিয়া
আইসে, আর সেখানে ফিরিয়া যায় না,
কিন্তু ভূমিকে আর্দ্র করিয়া ফলবতী ও
অঙ্কুরিত করে, এবং বপনকারীকে বীজ ও
ভক্ষককে ভক্ষ্য দেয়, আমার মুখনির্গত
১১ বাক্য তেমনি হইবে; তাহা নিষ্ফল হইয়া
আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু
আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা সম্পন্ন
করিবে, এবং যে জন্য তাহা প্রেরণ করি,
সে বিষয়ে সিদ্ধার্থ হইবে।
১২ কারণ তোমরা আনন্দ সহকারে বাহিরে
যাইবে,
এবং শান্তিতে তোমাদিগকে লইয়া
যাওয়া হইবে।
পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতগণ তোমাদের
সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান
করিবে,
এবং ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ হাততালি
দিবে।
১৩ কণ্টকবৃক্ষের পরিবর্ত্তে দেবদারু,
শ্যাকুলের পরিবর্ত্তে গুলমেঁদি উৎপন্ন
হইবে;
আর তাহা সদাপ্রভুর কীর্ত্তিস্বরূপ
হইবে,
লোপহীন নিত্যস্থায়ী চিহ্ন হইবে।

৫৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা
ন্যায়বিচার রক্ষা কর, ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান
কর, কেননা আমার পরিত্রাণ আগতপ্রায়,
এবং আমার ধার্ম্মিকতার প্রকাশ সন্নিকট।

২ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে এইরূপ আচরণ করে এবং সেই মানবসন্তান, যে ইহা দৃঢ় করিয়া রাখে, যে বিশ্রামবার পালন করে, অপবিত্র করে না, এবং সমস্ত দুষ্ক্রিয়া ৩ হইতে আপন হস্ত রক্ষা করে। আর সদাপ্রভুতে আসক্ত বিজাতি-সন্তান এ কথা না বলুক যে, সদাপ্রভু আপন প্রজাবৃন্দ হইতে আমাকে নিশ্চয়ই বিভিন্ন করিবেন, এবং নপুংসক না বলুক, দেখ, ৪ আমি শুষ্ক বৃক্ষ। কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন যে, যে নপুংসক আমার বিশ্রামবার পালন করে, আমার সন্তোষকর বিষয় মনোনীত করে, ও আমার নিয়ম ৫ দৃঢ় করিয়া রাখে, তাহাদিগকে আমি আমার গৃহমধ্যে ও আমার প্রাচীরের ভিতরে পুত্রকন্যা অপেক্ষা উত্তম স্থান ও নাম দিব ; আমি তাহাদিগকে লোপহীন ৬ অনন্তকালস্থায়ী নাম দিব। আর যে বিজাতি-সন্তানগণ সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিবার জন্য, তাঁহার নামের প্রতি প্রেম দেখাইবার জন্য ও তাঁহার দাস হইবার জন্য সদাপ্রভুতে আসক্ত হয়, অর্থাৎ যে কেহ বিশ্রামবার পালন করে, অপবিত্র করে না, ও আমার নিয়ম দৃঢ় করিয়া ৭ রাখে, তাহাদিগকে আমি আপন পবিত্র পর্ব্বতে আনিব, এবং আমার প্রার্থনা-গৃহে আনন্দিত করিব ; তাহাদের হোমবলি ও অন্য বলি সকল আমার যজ্ঞবেদির উপরে গ্রাহ্য হইবে, যেহেতু আমার গৃহ সর্ব্বজাতির প্রার্থনা-গৃহ বলিয়া আখ্যাত ৮ হইবে। প্রভু সদাপ্রভু, যিনি ইস্রায়েলের দূরীকৃত লোকদিগকে সংগ্রহ করেন, তিনি বলেন, আমি আরও অধিক সংগ্রহ করিয়া তাহার সংগৃহীত লোকদিগেতে [যোগ করিব]।

পাপীদের প্রতি চেতনা-বাক্য।

৯ হে মাঠের সমস্ত পশু, হে সমস্ত বন- ১০ পশু, গ্রাস করিতে আইস। তাহার প্রহরিগণ অন্ধ, সকলেই অজ্ঞান ; তাহারা সকলে গোঙ্গা কুকুর, ঘেউ ঘেউ করিতে পারে না ; তাহারা স্বপ্নদর্শী, নিদ্রালু ও ১১ তন্দ্রাপ্রিয়। সেই কুকুরগণ উদরম্ভরি, তাহাদের কখনও তৃপ্তি বোধ হয় না ; আর ইহারা বিবেচনা-বিহীন পালক ; সকলে নির্ব্বিশেষে আপন আপন পথের দিকে, আপন আপন লাভের চেষ্টায়, ১২ ফিরিয়াছে। [প্রত্যেক জন বলে,] চল, আমি দ্রাক্ষারস আনি, আমরা সুরাপানে মত্ত হইব, এবং যেমন অদ্যকার দিন, তেমনি কল্যও হইবে ; তাহা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মহাদিন হইবে।

৫৭ ধার্ম্মিক বিনষ্ট হইতেছে, কিন্তু কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ করে না ; সাধু মনুষ্যগণকে চয়ন করা যাইতেছে, কিন্তু কেহ বিবেচনা করে না যে, বিপদের সম্মুখ হইতে ধার্ম্মিককে চয়ন করা ২ যাইতেছে। সে শান্তিতে প্রবেশ করে ; সরলপথ-গামীরা প্রত্যেকে আপন আপন শয্যার উপরে বিশ্রাম করে।

৩ কিন্তু, হে গণিকার পুত্রগণ, পরদারিকের ও বেশ্যার বংশ, তোমরা নিকট- ৪ বর্ত্তী হইয়া এখানে আইস। তোমরা কাহাকে উপহাস কর ? কাহাকে দেখিয়া মুখ বক্র ও জিহ্বা বাহির কর ? তোমরা কি অধর্ম্মের সন্তান ও মিথ্যাকথার বংশ ৫ নও ? তোমরা এলা বৃক্ষগণের মধ্যে সমুদয় হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে [দেবকামে] জ্বলিয়া থাক, তোমরা নানা উপত্যকায় ও শৈল-দরীর তলে আপন আপন বালক- ৬ গণকে বধ করিয়া থাক। উপত্যকার

চিক্কণ প্রস্তর সকলের মধ্যে তোমার অংশ, সেইগুলিই তোমার অধিকার ; তাহাদেরই উদ্দেশে তুমি পানীয় দ্রব্য ৭ ঢালিয়াছ, নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়াছ। এই সকলেতে আমি কি ক্ষান্ত হইব? তুমি উচ্চ ও তুঙ্গ পর্ব্বতের উপরে তোমার শয্যা পাতিয়াছ ; সেই স্থানেও তুমি বলিদান ৮ করিতে উঠিয়াছিলে ; আর তোমার স্মৃতি-স্তম্ভ কবাটের ও চৌকাঠের পশ্চাতে রাখিয়াছ ; কেননা তুমি আমাকে ছাড়িয়া আর এক জনকে পাইয়া বস্ত্র খুলিয়া খাটে উঠিয়াছ, আপন শয্যা বৃদ্ধি করিয়া উহা-দের সহিত নিয়ম করিয়াছ, উহাদের শয্যা ৯ দেখিয়া তাহা ভালবাসিয়াছ। আর তুমি তৈল মাখিয়া রাজার নিকটে গমন করিয়া-ছিলে, প্রচুর সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করিয়া-ছিলে, দূরদেশে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিয়াছিলে, এবং পাতাল পর্য্যন্ত আপ-১০ নাকে অবনত করিয়াছিলে। তোমার যাতায়াতের আধিক্য প্রযুক্ত পথশ্রান্তা হইয়াছিলে, তথাপি 'আশা নাই' ইহা বল নাই ; তোমার হস্তের নাড়ী টের পাইয়াছ, ১১ এজন্য তুমি ক্লান্তা হও নাই। বল দেখি, কাহা হইতে এমন ত্রাসযুক্তা ও ভীতা হইয়াছ যে, মিথ্যা কথা বলিতেছ, এবং আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, মনে স্থান দেও নাই? আমি কি চিরকালাবধি নীরব রহি নাই, তাই বুঝি আমাকে ভয় কর ১২ না? আমি তোমার ধার্ম্মিকতার তত্ত্ব দেখাইব! আর তোমার কার্য্য সকল! সে সকল তোমার উপকারী হইবে না। ১৩ তুমি যখন ক্রন্দন কর, তখন তোমার সঞ্চিত [পুত্তলিগণ] তোমাকে উদ্ধার করুক। কিন্তু বায়ু তাহাদিগকে উড়াইয়া লইবে, একটী নিঃশ্বাস সে সকলকে লইয়া যাইবে ; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন সে দেশাধিকার পাইবে, ও আমার ১৪ পবিত্র পর্ব্বত অধিকার করিবে। আর বলা হইবে,

উচ্চ কর, উচ্চ কর, পথ পরিষ্কার কর,
আমার প্রজাগণের পথ হইতে বিঘ্ন দূর কর।

১৫ কেননা যিনি উচ্চ ও উন্নত, যিনি অনন্তকালনিবাসী, যাঁহার নাম "পবিত্র", তিনি এই কথা কহেন, আমি ঊর্দ্ধলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস করি, চূর্ণ ও নম্রাত্মা মনুষ্যের সঙ্গেও বাস করি, যেন নম্রদিগের আত্মাকে সঞ্জীবিত করি ও চূর্ণ লোকদের ১৬ হৃদয়কে সঞ্জীবিত করি। কারণ আমি নিত্য বিবাদ করিব না, সর্ব্বদা ক্রোধ করিব না ; করিলে আত্মা, এবং আমার নির্ম্মিত প্রাণী সকল, আমার সম্মুখে মূর্চ্ছা-১৭ পন্ন হইবে। তাহার লোভরূপ অপরাধে আমি ক্রুদ্ধ হইলাম ও তাহাকে আঘাত করিলাম, আপন [মুখ] লুকাইয়া ক্রোধ করিলাম, তথাপি সে বিমুখ হইয়া আপন ১৮ মনের মত পথে চলিল। আমি তাহার পথ সকল দেখিয়াছি, আর তাহাকে সুস্থ করিব ; আমি তাহার পথপ্রদর্শকও হইব, এবং তাহাকে ও তাহার শোকাকুলদিগকে ১৯ সান্ত্বনারূপ ধন দিব। আমি ওষ্ঠাধরের ফল সৃষ্টি করি ; শান্তি নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী উভয়েরই শান্তি, ইহা সদাপ্রভু কহেন ; হাঁ, আমি তাহাকে সুস্থ করিব! ২০ কিন্তু দুষ্টগণ আলোড়িত সমুদ্রের তুল্য, তাহা ত স্থির হইতে পারে না, ও তাহার ২১ জলে পঙ্ক ও কর্দ্দম উঠে। আমার ঈশ্বর কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি নাই।

ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা ও তাহার ফল।

৫৮ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর, রব সংযত করিও না, তূরীর ন্যায় উচ্চধ্বনি কর; আমার প্রজাদিগকে তাহাদের অধর্ম্ম, যাকোবের কুলকে তাহাদের পাপ সকল ২ জানাও। তাহারা ত দিন দিন আমারই অন্বেষণ করে, আমার পথ জানিতে ভালবাসে; যে জাতি ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করে ও আপন ঈশ্বরের শাসন ত্যাগ করে নাই, এমন জাতির ন্যায় আমাকে ধর্ম্মশাসন সকলের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, ঈশ্বরের নিকটে আসিতে ভালবাসে। ৩ [আর বলে,] ‘আমরা উপবাস করিয়াছি, তুমি কেন দৃষ্টি কর না? আমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিয়াছি, তুমি কেন তাহা জান না?’ দেখ, তোমাদের উপবাস-দিনে তোমরা সুখের চেষ্টা ও আপন আপন কর্ম্মচারীদের প্রতি দৌরাত্ম্য ৪ করিয়া থাক; দেখ, তোমরা বিবাদ ও কলহের জন্য, এবং দুষ্টতার মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিবার জন্য উপবাস করিয়া থাক; অদ্যকার ন্যায় উপবাস করিলে তোমরা ঊর্দ্ধলোকে আপনাদের রব শুনা- ৫ ইতে পারিবে না। আমার মনোনীত উপবাস কি এই প্রকার? মনুষ্যের আপন প্রাণকে দুঃখ দিবার দিন কি এই প্রকার? নলের ন্যায় মস্তক হেঁট করা এবং চট ও ভস্ম পাতিয়া বসা, তুমি কি ইহাকেই উপবাস এবং সদাপ্রভুর প্রসন্নতার দিন বল? আমার ৬ মনোনীত উপবাস কি এই নয়? দুষ্টতার গাঁট সকল খুলিয়া দেওয়া, যোঁয়ালির খিল মুক্ত করা, এবং দলিত লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, ও প্রত্যেক যোঁয়ালি ভগ্ন করা কি নয়? ৭ ক্ষুধিত লোককে তোমার খাদ্য বণ্টন করা, তাড়িত দুঃখীদিগকে গৃহে আশ্রয় দেওয়া, ইহা কি নয়? উলঙ্গকে দেখিলে তাহাকে বস্ত্র দান করা, তোমার নিজ মাংস হইতে আপনার গা না ঢাকা, ইহা ৮ কি নয়? ইহা করিলে অরুণের ন্যায় তোমার দীপ্তি প্রকাশ পাইবে, তোমার আরোগ্য শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইবে; আর তোমার ধার্ম্মিকতা তোমার অগ্রগামী হইবে; সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার ৯ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। তৎকালে তুমি ডাকিবে ও সদাপ্রভু উত্তর দিবেন; তুমি আর্ত্তনাদ করিবে ও তিনি কহিবেন, এই যে আমি।

যদি তুমি আপনার মধ্য হইতে যোঁয়ালি, অঙ্গুলিতর্জ্জন ও অধর্ম্মবাক্য দূর ১০ কর, আর যদি ক্ষুধিত লোককে তোমার প্রাণের ইষ্ট ভক্ষ্য দেও, ও দুঃখার্ত্ত প্রাণীকে আপ্যায়িত কর, তবে অন্ধকারে তোমার দীপ্তি উদিত হইবে, ও তোমার ১১ তিমির মধ্যাহ্নের সমান হইবে। আর সদাপ্রভু নিয়ত তোমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন, [illegible] তোমার প্রাণ তৃপ্ত করিবেন, ও তোমার অস্থি সকল বলবান্ করিবেন, তাহাতে তুমি জলসিক্ত উদ্যানের ন্যায় হইবে, এবং এমন জলের উনুইর ন্যায় হইবে, যাহার জল শুকায় ১২ না। তোমার বংশীয় লোকেরা পুরাকালের উৎসন্ন স্থান সকল নির্ম্মাণ করিবে; তুমি বহু পুরুষ পূর্ব্বের ভিত্তিমূল সকলের উপরে গাঁথিয়া তুলিবে, এবং ভগ্নস্থান-সংস্কারক ও নিবাসার্থক পথসমূহের উদ্ধারক বলিয়া আখ্যাত ১৩ হইবে। তুমি যদি বিশ্রামবার লঙ্ঘন

হইতে আপন পা ফিরাও, যদি আমার পবিত্র দিনে নিজ অভিলাষের চেষ্টা না কর, যদি বিশ্রামবারকে আমোদ-দায়ক, ও সদাপ্রভুর পবিত্র দিনকে গৌরবান্বিত বল, এবং তোমার নিজ কার্য্য সাধন না করিয়া, নিজ অভিলাষ চেষ্টা না করিয়া, নিজ কথা না কহিয়া যদি তাহা গৌরবান্বিত কর, তবে তুমি সদা-
১৪ প্রভুতে আমোদিত হইবে, এবং আমি তোমাকে পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া আরোহণ করাইব, এবং তোমার পিতা যাকোবের অধিকার ভোগ করাইব, কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলিয়াছে।

মনুষ্যের পাপ এবং ঈশ্বরীয় পরিত্রাণ।

৫৯ দেখ, সদাপ্রভুর হস্ত এমন খাট নয় যে, তিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন না; তাঁহার কর্ণ এমন ভারী নয় যে,
২ তিনি শুনিতে পান না; কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, তোমা-দের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাঁহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে, এই জন্য
৩ তিনি শুনেন না। বস্তুতঃ তোমাদের করতল রক্তে ও তোমাদের অঙ্গুলি অপরাধে অশুচি হইয়াছে, তোমাদের ওষ্ঠ মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তোমাদের
৪ জিহ্বা দুষ্টতার কথা কহে। কেহ ধার্ম্মি-কতায় অভিযোগ করে না, কেহ সত্যে হেতুবাদ করে না; তাহারা অবস্তুতে নির্ভর করে, ও মিথ্যা কহে, অনিষ্ট গর্ব্ভে
৫ ধারণ করে, অন্যায় প্রসব করে। তাহারা কালসর্পের ডিম ফুটায়, ও মাকড়সার জাল বুনে; যে তাহাদের ডিম খায়, সে মারা পড়ে, তাহা ফুটিলে কালসর্প বাহির হয়।
৬ তাহাদের জালের সূতায় বস্ত্র হইবে না, তাহাদের কর্ম্মে তাহারা আচ্ছাদিত হইবে না, তাহাদের কর্ম্ম সকল অধর্ম্মের কর্ম্ম, তাহাদের হস্তে দৌরাত্ম্যের কার্য্য থাকে।
৭ তাহাদের চরণ দুষ্কর্ম্মের দিকে দৌড়িয়া যায়, তাহারা নির্দ্দোষের রক্তপাত করিতে ত্বরান্বিত হয়; তাহাদের চিন্তা সকল অধর্ম্মের চিন্তা, তাহাদের পথে ধ্বংস ও
৮ বিনাশ থাকে। তাহারা শান্তির পথ জানে না, তাহাদের মার্গে বিচার নাই; তাহারা আপনাদের পথ বক্র করিয়াছে; যে কেহ সেই পথে যায়, সে শান্তি জানে না।
৯ এই জন্য বিচার আমাদের হইতে দূরে থাকে, ধার্ম্মিকতা আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারে না; আমরা দীপ্তির অপেক্ষা করি, কিন্তু দেখ, অন্ধকার; আলোকের অপেক্ষা করি, কিন্তু তিমিরে ভ্রমণ করি।
১০ আমরা অন্ধ লোকদের ন্যায় ভিত্তির জন্য হাঁতড়াই, চক্ষুহীন লোকদের ন্যায় হাঁত-ড়াই; যেমন সন্ধ্যাকালে তেমনি মধ্যাহ্নে আমরা উছোট খাই, মৃতদের ন্যায় আমরা
১১ অন্ধকার-স্থানে থাকি। আমরা সকলে ভল্লুকের ন্যায় গর্জ্জন করি, ঘুঘুর ন্যায় দারুণ আর্ত্তরব করি; আমরা বিচারের অপেক্ষা করি, কিন্তু তাহা নাই; ত্রাণের অপেক্ষা করি, কিন্তু তাহা আমাদের
১২ হইতে দূরবর্ত্তী। কেননা তোমার সাক্ষাতে আমাদের অধর্ম্ম অনেক হই-য়াছে, আমাদের পাপসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে; ফলে আমাদের অধর্ম্ম সকল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহি-য়াছে, আর আমরা আপনাদের অপরাধ
১৩ সকল জানি; তাহা অধর্ম্ম ও সদাপ্রভুকে

অস্বীকার, আপন ঈশ্বরের অনুগমন হইতে বিমুখ হওয়া, উপদ্রবের ও বিদ্রোহের কথাবার্ত্তা, মিথ্যা কথা গর্ব্বে ধারণ
১৪ ও হৃদয় হইতে বাহির করণ। আর বিচার পশ্চাতে হটিয়া পড়িয়াছে, এবং ধার্ম্মিকতা দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; বস্তুতঃ চকে সত্য উছোট খাইয়া পড়িয়াছে, ও সরলতা প্রবেশ করিতে পায়
১৫ না। সত্য হারাইয়া গিয়াছে, দুষ্কর্ম্মত্যাগী লোক লুটিত হইতেছে।

১৬ আর সদাপ্রভু দৃষ্টিপাত করিলেন, ন্যায়বিচার না থাকাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, কোন পুরুষ বর্ত্তমান নাই; এবং চমকিত হইলেন, কেননা অনুরোধকারী কেহ নাই; এই হেতু তাঁহারই বাহু তাঁহার জন্য পরিত্রাণ সাধন করিল, তাঁহারই ধর্ম্মশীলতা তাঁহাকে
১৭ তুলিয়া ধরিল। তিনি ধর্ম্মশীলতারূপ বুকপাটা বাঁধিলেন, মস্তকে ত্রাণরূপ শিরস্ত্র ধারণ করিলেন, তিনি প্রতিশোধরূপ বস্ত্র পরিধান করিলেন, পরিচ্ছদের
১৮ ন্যায় উদ্যোগ-পরিহিত হইলেন। লোকদের কার্য্য যেমন, তদনুসারেই তিনি প্রতিফল দিবেন; আপন বিপক্ষদিগকে ক্রোধরূপ, আপন শত্রুদিগকে প্রতিশোধরূপ দণ্ড দিবেন, উপকূল সকলকে
১৯ অপকারের প্রতিফল দিবেন। তাহাতে সদাপ্রভুর নাম হইতে পশ্চিম দেশীয়েরা, তাঁহার প্রতাপ হইতে সূর্য্যোদয়স্থানের লোকেরা ভীত হইবে; কারণ তিনি এমন প্রবল বন্যার ন্যায় আসিবেন, যাহা
২০ সদাপ্রভুর বায়ু দ্বারা তাড়িত*। আর, এক মুক্তিদাতা আসিবেন, সিয়োনের জন্য, যাকোবের মধ্যে যাহারা অধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া আইসে, তাহাদের জন্য,
২১ ইহা সদাপ্রভু কহেন। সদাপ্রভু কহেন, তাহাদের সহিত আমার নিয়ম এই, আমার আত্মা, যিনি তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, ও আমার বাক্য সকল, যাহা আমি তোমার মুখে দিয়াছি, সে সকল তোমার মুখ হইতে, তোমার বংশের মুখ হইতে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের মুখ হইতে অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত কখনও দূর করা যাইবে না; ইহা সদাপ্রভু কহেন।

প্রকৃত ইস্রায়েলের কুশল, শুচিতা ও সুখ।

৬০ উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত,
সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার উপরে উদিত হইল।
২ কেননা, দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে, ঘোর তিমির জাতিগণকে, আচ্ছন্ন করিতেছে,
কিন্তু তোমার উপরে সদাপ্রভু উদিত হইবেন,
এবং তাঁহার প্রতাপ তোমার উপরে দৃষ্ট হইবে।
৩ আর জাতিগণ তোমার দীপ্তির কাছে আগমন করিবে,
রাজগণ তোমার অরুণোদয়ের আলোর কাছে আসিবে।
৪ তুমি চারিদিকে চক্ষু তুলিয়া দেখ,
উহারা সকলে একত্র হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে;
তোমার পুত্ত্রগণ দূর হইতে আসিবে,
তোমার কন্যাগণ কক্ষে করিয়া আনীত হইবে।

* (বা) বিপক্ষ যখন বন্যার ন্যায় আসিবে, তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাহার নিবারণার্থে পতাকা তুলিবেন।

৫ তখন তুমি তাহা দেখিয়া দীপ্যমানা হইবে,
তোমার হৃদয় স্পন্দন করিবে ও বিকসিত হইবে ;
কেননা সমুদ্রের দ্রব্যরাশি তোমার দিকে ফিরান যাইবে,
জাতিগণের ঐশ্বর্য্য তোমার কাছে আসিবে।
৬ তোমাকে আবৃত করিবে উষ্ট্রযূথ,
মিদিয়নের ও ঐফার দ্রুতগামী উষ্ট্রগণ ;
শিবা দেশ হইতে সকলেই আসিবে ;
তাহারা সুবর্ণ ও কুন্দুরু আনিবে,
এবং সদাপ্রভুর প্রশংসার সুসমাচার প্রচার করিবে।
৭ কেদরের সমস্ত মেষপাল তোমার নিকটে একত্রীকৃত হইবে,
নবায়োতের মেষগণ তোমার পরিচর্য্যা করিবে ;
তাহারা আমার যজ্ঞবেদির উপরে উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে,
আর আমি আপনার ভূষণস্বরূপ গৃহ বিভূষিত করিব।

৮ এ কাহারা উড়িয়া আসিতেছে, মেঘের ন্যায়,
আপন আপন খোপের দিকে কপোতের ন্যায় ?
৯ সত্যই উপকূল সকল আমার অপেক্ষা করিবে,
তর্শীশের জাহাজ সকল অগ্রগামী হইবে,
দূর হইতে তোমার সন্তানদিগকে আনিবে,
তাহাদের রৌপ্য ও সুবর্ণের সহিত আনিবে,
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের জন্য,
ইস্রায়েলের পবিত্রতমের জন্য, কেননা তিনি তোমাকে বিভূষিত করিয়াছেন।
১০ আর বিজাতি-সন্তানেরা তোমার প্রাচীর গাঁথিবে,
তাহাদের রাজগণ তোমার পরিচর্য্যা করিবে ;
কেননা আমি কোপভরে তোমাকে প্রহার করিয়াছি,
কিন্তু অনুগ্রহে তোমার প্রতি করুণা করিলাম।
১১ আর তোমার পুরদ্বার সকল সর্ব্বদা খোলা থাকিবে,
কি দিন কি রাত্রি কখনও রুদ্ধ হইবে না ;
জাতিগণের ঐশ্বর্য্য তোমার কাছে আনা যাইবে,
আর তাহাদের রাজগণকেও সঙ্গে আনা যাইবে।
১২ কারণ যে জাতি বা রাজ্য তোমার দাসত্ব স্বীকার না করিবে, তাহা বিনষ্ট হইবে ;
হাঁ, সেই জাতিগণ নিঃশেষে ধ্বংসিত হইবে।
১৩ লিবানোনের গৌরব তোমার কাছে আসিবে,
দেবদারু, তিধর ও তাশূর বৃক্ষ একত্র আসিবে,
আমার পবিত্র স্থান বিভূষিত করিবার নিমিত্ত আসিবে,
এবং আমি আপন চরণের স্থান গৌরবান্বিত করিব।
১৪ আর যাহারা তোমাকে দুঃখ দিত, তাহাদের সন্তানগণ হেঁট হইয়া তোমার নিকটে আসিবে ;
এবং যাহারা তোমাকে হেয়জ্ঞান করিত, তাহারা সকলে তোমার পদতলে প্রণিপাত করিবে,
আর তোমাকে বলিবে, এ সদাপ্রভুর নগরী,
এ ইস্রায়েলের পবিত্রতমের সিয়োন।
১৫ তুমি পরিত্যক্তা ও ঘৃণিতা ছিলে,

তোমার মধ্য দিয়া কেহ যাতায়াত করিত না,
তৎপরিবর্ত্তে আমি তোমাকে চিরস্থায়ী শ্লাঘার পাত্র,
বহু পুরুষপরম্পরার আনন্দের পাত্র করিব।
১৬ আর তুমি জাতিগণের দুগ্ধ পান করিবে,
এবং রাজগণের স্তন চুষিবে ;
আর জানিবে যে, আমি সদাপ্রভুই তোমার ত্রাণকর্ত্তা,
তোমার মুক্তিদাতা, যাকোবের এক বীর।
১৭ আমি পিত্তলের পরিবর্ত্তে সুবর্ণ, এবং লৌহের পরিবর্ত্তে রৌপ্য আনিব,
কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পিত্তল, ও প্রস্তরের পরিবর্ত্তে লৌহ আনিব ;
আর আমি শান্তিকে তোমার অধ্যক্ষ করিব,
ধার্ম্মিকতাকে তোমার শাসনকর্ত্তা করিব।
১৮ আর শুনা যাইবে না—তোমার দেশে উপদ্রবের কথা,
তোমার সীমার মধ্যে ধ্বংস ও বিনাশের কথা ;
কিন্তু তুমি আপন প্রাচীরের নাম ‘পরিত্রাণ’ রাখিবে,
আপন পুরদ্বারের নাম ‘প্রশংসা’ রাখিবে।
১৯ সূর্য্য আর দিবসে তোমার জ্যোতিঃ হইবে না,
আলোকের জন্য চন্দ্রও তোমাকে জ্যোৎস্না দিবে না,
কিন্তু সদাপ্রভুই তোমার চিরজ্যোতিঃ হইবেন,
তোমার ঈশ্বরই তোমার ভূষণ হইবেন।
২০ তোমার সূর্য্য আর অস্তমিত হইবে না,
তোমার চন্দ্র আর ডুবিয়া যাইবে না ;
কেননা সদাপ্রভু তোমার চিরজ্যোতিঃ হইবেন,
এবং তোমার শোকের দিন সমাপ্ত হইবে।
২১ আর তোমার প্রজারা সকলে ধার্ম্মিক হইবে,
তাহারা চিরকাল তরে দেশ অধিকার করিবে,
তাহারা আমার রোপিত তরুর শাখা,
আমার হস্তের কার্য্য, যেন আমি বিভূষিত হই।
২২ যে ছোট, সে সহস্র হইয়া উঠিবে,
যে ক্ষুদ্র, সে বলবান্ জাতি হইয়া উঠিবে ;
আমি সদাপ্রভু যথাকালে ইহা সম্পন্ন করিতে সত্বর হইব।

মুক্তিদাতার ঘোষণা ও তাঁহার প্রজাবৃন্দের সুখ।

৬১ প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দিই ; যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি, ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি ;
২ যেন সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ও আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করি ; যেন সমস্ত শোকার্ত্তকে
৩ সান্ত্বনা করি ; যেন সিয়োনের শোকার্ত্ত লোকদিগকে বর দিই, যেন তাহাদিগকে ভস্মের পরিবর্ত্তে শিরোভূষণ, শোকের পরিবর্ত্তে আনন্দতৈল, অবসন্ন আত্মার পরিবর্ত্তে প্রশংসারূপ পরিচ্ছদ দান করি ; তাই তাহারা ধার্ম্মিকতা-বৃক্ষ ও সদাপ্রভুর রোপিত তাঁহার ভূষণার্থক উদ্যান বলিয়া
৪ আখ্যাত হইবে। তাহারা পুরাকালের ধ্বংসিত স্থান সকল নির্ম্মাণ করিবে, পূর্ব্বকালের উৎসন্ন স্থান সকল গাঁথিয়া

তুলিবে, এবং ধ্বংসিত নগর, বহু পুরুষ পূর্ব্বের উৎসন্ন স্থান সকল নূতন করিবে।
৫ আর বিদেশিগণ দাঁড়াইয়া তোমাদের পাল চরাইবে, বিজাতি-সন্তানেরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রের কৃষক ও তোমাদের
৬ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পাইটকারী হইবে। কিন্তু তোমরা সদাপ্রভুর যাজক বলিয়া আখ্যাত হইবে, লোকে তোমাদিগকে আমাদের ঈশ্বরের পরিচারক বলিবে; তোমরা জাতিগণের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে, ও তাহাদের প্রতাপে শ্লাঘা করিবে। তোমা-
৭ দের লজ্জার পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ অংশ হইবে; অপমানের পরিবর্ত্তে লোকেরা আপন আপন অধিকারে আনন্দরব করিবে, তজ্জন্য আপনাদের দেশে দ্বিগুণ অংশ পাইবে; তাহাদের চিরস্থায়ী আহ্লাদ
৮ হইবে। কেননা আমি সদাপ্রভু ন্যায়বিচার ভালবাসি, অধর্ম্মযুক্ত * অপহরণ ঘৃণা করি; আর আমি সত্যে তাহাদের ক্রিয়ার ফল দিব, ও তাহাদের সহিত
৯ চিরস্থায়ী এক নিয়ম করিব। আর তাহাদের বংশ জাতিগণের মধ্যে, ও তাহাদের সন্তানগণ লোকবৃন্দের মধ্যে পরিচিত হইবে; দেখিবামাত্র সকলে তাহাদিগকে চিনিবে যে, তাহারা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বংশ।

১০ 'আমি সদাপ্রভুতে অতিশয় আনন্দ করিব, আমার প্রাণ আমার ঈশ্বরে উল্লাস করিবে; কেননা বর যেমন যাজকীয় সজ্জার ন্যায় শিরোভূষণ পরে, কন্যা যেমন আপন রত্নরাজি দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃতা করে, তেমনি তিনি আমাকে পরিত্রাণ-বস্ত্র পরাইয়াছেন, ধার্ম্মিকতা-পরিচ্ছদে পরি-
১১ চ্ছন্ন করিয়াছেন।' বস্তুতঃ ভূমি যেমন আপন অঙ্কুর নির্গত করে, উদ্যান যেমন আপনাতে উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত করে, তেমনি প্রভু সদাপ্রভু সমুদয় জাতির সাক্ষাতে ধার্ম্মিকতা ও প্রশংসা অঙ্কুরিত করিবেন।

৬২ সিয়োনের নিমিত্ত আমি নীরব থাকিব না, যিরূশালেমের নিমিত্ত ক্ষান্ত থাকিব না, যাবৎ আলোকের ন্যায় তাহার ধার্ম্মিকতা, জ্বলন্ত প্রদীপের ন্যায় তাহার পরি-
২ ত্রাণ উদিত না হয়। আর জাতিগণ তোমার ধার্ম্মিকতা, ও সমস্ত রাজা তোমার প্রতাপ দর্শন করিবে; এবং তুমি এক নূতন নামে আখ্যাত হইবে, যাহা সদা-
৩ প্রভুর মুখ নির্ণয় করিবে। আর তুমি সদাপ্রভুর হস্তস্থিত ভূষণার্থক মুকুট, তোমার ঈশ্বরের করতলস্থিত রাজকিরীট
৪ হইবে। লোকে তোমাকে আর পরিত্যক্তা বলিবে না, এবং তোমার ভূমিকে আর ধ্বংসস্থান বলিবে না; কিন্তু তুমি হিফ্সীবা [উহাতে আমার প্রীতি], ও তোমার ভূমি বিয়ূলা [বিবাহিতা] নামে আখ্যাতা হইবে? কেননা সদাপ্রভু তোমাতে প্রীত, এবং তোমার ভূমি বিবাহিতা হইবে।
৫ বস্তুতঃ যুবক যেমন কুমারীকে বিবাহ করে, তেমনি তোমার পুত্ত্রগণ তোমাকে বিবাহ করিবে; এবং বর যেমন কন্যাতে আমোদ করে, তেমনি তোমার ঈশ্বর তোমাতে আমোদ করিবেন।

৬ হে যিরূশালেম, আমি তোমার প্রাচীরের উপরে প্রহরিগণকে নিযুক্ত করিয়াছি; তাহারা কি দিন কি রাত্রি কদাচ
৭ নীরব থাকিবে না। তোমরা, যাহারা সদাপ্রভুকে স্মরণ করাইয়া থাক, তোমরা ক্ষান্ত থাকিও না, এবং তাঁহাকেও ক্ষান্ত থাকিতে দিও না, যে পর্য্যন্ত তিনি যিরূশালেমকে স্থাপন না করেন, ও পৃথিবীর

---

* (বা) হোমার্থে (বা) হোমযুক্ত।

৮ মধ্যে প্রশংসার পাত্র না করেন। সদাপ্রভু আপন দক্ষিণ হস্ত ও আপন বলবান্ বাহু তুলিয়া শপথ করিয়াছেন, নিশ্চয় আমি অন্নের নিমিত্ত তোমার শত্রুদিগকে তোমার গোম আর দিব না, এবং বিজাতি-সন্তানেরা তোমার পরিশ্রম দ্বারা প্রস্তুত তোমার দ্রাক্ষারস আর পান করিতে ৯ পাইবে না; কিন্তু যাহারা উহা সঞ্চয় করিবে, তাহারাই ভোজন করিবে, আর সদাপ্রভুর প্রশংসা করিবে; এবং যাহারা ইহা সংগ্রহ করিবে, তাহারাই আমার পবিত্র প্রাঙ্গণে পান করিবে।

১০ তোমরা অগ্রসর হও, পুরদ্বার দিয়া অগ্রসর হও,
লোকদের জন্য পথ প্রস্তুত কর,
উচ্চ কর, রাজপথ উচ্চ কর,
প্রস্তর সকল সরাইয়া ফেল,
জাতিগণের জন্য পতাকা তুলিয়া ধর।

১১ দেখ, সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই রব শুনাইয়াছেন,
তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার পরিত্রাণ উপস্থিত;
দেখ, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার [দাতব্য] বেতন আছে,
তাঁহার অগ্রে তাঁহার [দাতব্য] পুরস্কার আছে।

১২ আর তাহাদিগকে বলা যাইবে, 'পবিত্র প্রজা', 'সদাপ্রভুর মুক্ত লোক';
এবং তোমাকে বলা যাইবে, 'অন্বেষিতা', 'অপরিত্যক্তা নগরী'।

বিজয়ী মুক্তিদাতার বর্ণনা।

৬৩ উনি কে, যিনি ইদোম হইতে আসিতেছেন,
রক্তরঞ্জিত বস্ত্র পরিয়া বস্রা হইতে আসিতেছেন?
উনি কে, যিনি আপন পরিচ্ছদে প্রতাপান্বিত,
আপন শক্তির বাহুল্যে চলিয়া আসিতেছেন?

'এ আমি, যিনি ধর্ম্মশীলতায় কথা বলেন,
ও যিনি পরিত্রাণ করণে বলবান্।'

২ আপনার পরিচ্ছদ রক্তমাখা কেন?
আপনার বস্ত্র কুণ্ডে দ্রাক্ষাদলনকারীর বস্ত্রবৎ কেন?

৩ 'আমি কুণ্ডের দ্রাক্ষা একাকী দলন করিয়াছি,
জাতিগণের মধ্যে কেহই আমার সঙ্গে ছিল না।
আমি ক্রোধে তাহাদিগকে দলন করিলাম,
কোপভরে তাহাদিগকে মর্দ্দন করিলাম;
আর তাহাদের রক্তের ছিটা আমার বস্ত্রে লাগিল,
আমার সমস্ত পরিচ্ছদ কলঙ্কিত করিলাম।
৪ কেননা প্রতিশোধের দিন আমার চিত্তে রহিয়াছে,
ও আমার মুক্ত লোকদের বৎসর আসিল।
৫ আমি দেখিলাম, কিন্তু সহকারী কেহ ছিল না;
আমি চমকিত হইলাম, কেননা সহায় কেহ ছিল না;
তাই আমারই বাহু আমার জন্য পরিত্রাণ সাধন করিল,
ও আমার কোপই আমাকে তুলিয়া ধরিল।
৬ আর আমি ক্রোধে জাতিগণকে দলন করিলাম,
কোপভরে তাহাদিগকে মত্ত করিলাম,
মৃত্তিকাতে তাহাদের রক্তপাত করিলাম।'

সদাপ্রভুর প্রজাগণের পাপস্বীকার ও প্রার্থনা।

৭ আমি সদাপ্রভুর নানাবিধ দয়া কীর্ত্তন করিব ; সদাপ্রভু আমাদের যে সকল উপকার করিয়াছেন, এবং আপনার নানাবিধ করুণা ও প্রচুর দয়ানুসারে ইস্রায়েল-কুলের যে প্রচুর মঙ্গল করিয়াছেন, তদনুসারে আমি সদাপ্রভুর প্রশংসা কীর্ত্তন ৮ করিব। কারণ তিনি কহিলেন, উহারা অবশ্য আমার প্রজা, উহারা এমন সন্তান, যাহারা মিথ্যা আচরণ করিবে না ; এইরূপে তিনি তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা হইলেন। ৯ তাহাদের সকল দুঃখে তিনি দুঃখিত হইতেন, তাঁহার শ্রীমুখস্বরূপ দূত তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেন ; তিনি আপন প্রেমে ও আপন স্নেহে তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন, এবং পুরাকালের সমস্ত দিন তাহাদিগকে তুলিয়া বহন করিতেন। ১০ কিন্তু তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার পবিত্র আত্মাকে শোকাকুল করিত, তাহাতে তিনি ফিরিয়া তাহাদের শত্রু হইলেন, আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ ১১ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রজাগণ পুরাকাল, মোশির কাল স্মরণ করিয়া কহিল, তিনি কোথায়, যিনি আপন পালের রক্ষকগণ * সহকারে তাহাদিগকে সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি কোথায়, যিনি তাহাদের অন্তরে আপন ১২ পবিত্র আত্মা রাখিয়াছিলেন, যিনি মোশির দক্ষিণে আপন প্রতাপান্বিত বাহু গমন করাইয়াছিলেন, যিনি আপনার জন্য চিরস্থায়ী নাম স্থাপনার্থে তাহাদের সম্মুখে ১৩ জল দ্বিভাগ করিয়াছিলেন, যিনি তাহাদিগকে প্রান্তরে [ধাবমান] অশ্বের ন্যায় জলধির মধ্য দিয়া গমন করাইয়াছিলেন, ১৪ উছোট খাইতে দেন নাই ? পশুপাল যেমন সমস্থলীতে নামিয়া যায়, তেমনি সদাপ্রভুর আত্মা তাহাদিগকে বিশ্রাম করাইয়াছিলেন ; আপনার জন্য প্রতাপান্বিত নাম স্থাপনার্থে তুমি আপন প্রজাগণকে সেইরূপে লইয়া গিয়াছিলে।

১৫ তুমি স্বর্গ হইতে অবলোকন কর, তোমার পবিত্রতার ও তোমার প্রতাপের বসতি হইতে দৃষ্টিপাত কর। তোমার উদ্যোগ ও তোমার বিক্রম-কার্য্য সকল কোথায় ? আমার প্রতি তোমার অন্তরস্থ বাৎসল্যের ও তোমার স্নেহের স্বর ক্ষান্ত ১৬ হইয়াছে। তুমি ত আমাদের পিতা ; যদ্যপি অব্রাহাম আমাদিগকে জানেন না, ও ইস্রায়েল আমাদিগকে স্বীকার করেন না, তথাপি তুমি সদাপ্রভু আমাদের পিতা, অনাদিকাল হইতে আমাদের মুক্তিদাতা, ১৭ এই তোমার নাম। হে সদাপ্রভু, তুমি কেন আমাদিগকে তোমার পথ ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইতে দিতেছ ? তোমাকে ভয় না করিতে আমাদের অন্তঃকরণকে কেন কঠিন করিতেছ ? তুমি আপন দাসদের, আপন অধিকারস্বরূপ বংশগণের জন্য ১৮ ফির। তোমার পবিত্র প্রজাগণ অল্পকালমাত্র আপন অধিকার ভোগ করিয়াছে ; আমাদের বিপক্ষগণ তোমার ধর্ম্ম-১৯ ধাম পদতলে দলিত করিয়াছে। তুমি যাহাদের উপরে কখনও কর্ত্তৃত্ব কর নাই, ও তোমার নাম যাহাদের উপরে কীর্ত্তিত হয় নাই, আমরা তাহাদের সমান হইয়াছি।

৬৪ আহা, তুমি আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া নামিয়া আইস, পর্ব্বতগণ তোমার ২ সাক্ষাতে কম্পিত হউক ; যেমন অগ্নি ঝোপ প্রজ্বলিত করে, যেমন অগ্নি জল

* (বা) রক্ষক।

ফুটায় [তদ্রূপ হউক] ; তোমার বিপক্ষ-দিগকে তোমার নাম জ্ঞাত কর ; তোমার সাক্ষাতে জাতিগণ কম্পমান হউক।
৩ যখন তুমি ভয়ানক কার্য্য করিয়াছিলে, যাহার অপেক্ষা আমরা করি নাই, তখন তুমি নামিয়া আসিয়াছিলে, তোমার সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ কম্পিত হইয়াছিল।
৪ কারণ পুরাকাল অবধি লোকে শুনে নাই, কর্ণে অনুভব করে নাই, চক্ষুতে দেখে নাই যে, তোমা ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর আছেন, যিনি তাঁহার অপেক্ষাকারীর পক্ষে কার্য্য
৫ সাধন করেন। যে জন আনন্দপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করে, যাহারা তোমার পথে তোমাকে স্মরণ করে, সে সকলের সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিয়া থাক ; দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ, আর আমরা পাপ করিয়াছি, বহুকাল হইতে এই অবস্থাতে আছি, তবে
৬ আমরা কি পরিত্রাণ পাইব ? আমরা ত সকলে অশুচি ব্যক্তির সদৃশ হইয়াছি, আমাদের সর্ব্বপ্রকার ধার্ম্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান ; আর আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ হই, আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া
৭ যায়। আবার, কেহ তোমার নামে ডাকে না, তোমাকে ধরিতে উৎসুক হয় না ; কেননা তুমি আমাদের হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছ, আমাদের অপরাধের হস্তে আমাদিগকে গলিয়া যাইতে দিতেছ।
৮ কিন্তু এখন, হে সদাপ্রভু, তুমি আমাদের পিতা ; আমরা মৃত্তিকা, আর তুমি আমাদের কুম্ভকার ; আমরা সকলে
৯ তোমার হস্তকৃত বস্তু। হে সদাপ্রভু, বিষম ক্রুদ্ধ হইও না, চিরকাল অপরাধ মনে রাখিও না ; বিনতি করি, দেখ, কর, আমরা সকলে তোমার প্রজা
১০ তোমার পবিত্র নগর সকল প্রান্তর হইয়া গিয়াছে, সিয়োন প্রান্তর হইয়া গিয়াছে,
১১ যিরূশালেম ধ্বংসস্থান। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেখানে তোমার প্রশংসা করিতেন, আমাদের সেই পবিত্র ও সুশোভন গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, এবং আমাদের মনোরম সমস্ত বস্তু উচ্ছিন্ন হইয়াছে।
১২ হে সদাপ্রভু, এই সকল দেখিয়াও তুমি কি ক্ষান্ত থাকিবে ? তুমি কি নীরব থাকিবে ও আমাদিগকে বিষম দুঃখ দিবে ?

ঈশ্বরের প্রজাগণের সুখ ও শত্রুদের বিনাশ।

৬৫ যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই, আমি তাহাদিগকে আমার অনুসন্ধান করিতে দিয়াছি ; যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই, আমি তাহাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে দিয়াছি ; যে জাতি আমার নামে আখ্যাত হয় নাই, তাহাকে আমি কহিলাম, "দেখ, এই আমি, দেখ এই আমি।"
২ আমি সমস্ত দিন বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের প্রতি আপন অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আছি ; তাহারা আপন আপন কল্পনার অনুসরণ
৩ করিয়া কুপথে গমন করে। সেই প্রজারা আমার সাক্ষাতে নিত্য নিত্য আমাকে অসন্তুষ্ট করে, উদ্যানের মধ্যে বলিদান করে, ইষ্টকার উপরে সুগন্ধিদ্রব্য জ্বালায়।
৪ তাহারা কবর-স্থানে বসে, গুপ্ত স্থানে রাত্রি যাপন করে ; তাহারা শূকরের মাংস ভোজন করে, ও তাহাদের পাত্রে ঘৃণার্হ
৫ মাংসের ঝোল থাকে ; তাহারা বলে, স্বস্থানে থাক, আমার নিকটে আসিও না, কেননা তোমা অপেক্ষা আমি পবিত্র। ইহারা আমার নাসিকার ধূম, সমস্ত দিন
৬ প্রজ্বলিত অগ্নি। দেখ, আমার সম্মুখে

ইহা লিখিত আছে ; আমি নীরব থাকিব না, প্রতিফল দিব ; ইহাদের কোলেই ৭ প্রতিফল দিব ; সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাদের কৃত অপরাধ এবং তৎসঙ্গে তোমাদের পিতৃপুরুষদের কৃত অপরাধ সকলের [প্রতিফল দিব] ; তাহারা পর্ব্বতগণের উপরে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালাইত, উপপর্ব্বতগণের উপরে আমাকে টিট্কারি দিত, তজ্জন্য আমি অগ্রে তাহাদের ক্রিয়ার পরিমাণ করিয়া তাহাদের কোলে দিব ।

৮ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দ্রাক্ষাগুচ্ছে ফলের রস দেখিলে লোকে যেমন বলে, ইহা বিনষ্ট করিও না, কেননা ইহাতে আশীর্ব্বাদ আছে ; তদ্রূপ আমি আপন দাসদের নিমিত্ত করিব, সমুদয়ের বিনাশ ৯ করিব না । আর আমি যাকোব হইতে এক বংশকে, এবং যিহূদা হইতে আমার পর্ব্বতগণের এক অধিকারীকে উৎপন্ন করিব, আমার মনোনীত লোকেরা তাহা অধিকার করিবে, ও আমার দাসেরা ১০ সেখানে বসতি করিবে । আর আমার যে প্রজাবৃন্দ আমার অন্বেষণ করিয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত শারোণ মেষপালের খোঁয়াড় হইবে, এবং আখোর তলভূমি ১১ গোপালের শয়ন-স্থান হইবে । কিন্তু তোমরা যাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিতেছ, আমার পবিত্র পর্ব্বত ভুলিয়া যাইতেছ, ভাগ্য [দেবের] জন্য মেজ সাজাইয়া থাক, এবং নিরূপণী [দেবীর] উদ্দেশে মিশ্র সুরা পূর্ণ করিয়া থাক, ১২ তোমাদিগকে আমি খড়্গের জন্য নিরূপণ করিলাম, আর তোমরা সকলে বধ্য-স্থানে অবনত হইবে ; কারণ আমি ডাকিলে তোমরা উত্তর দিতে না, আমি কথা কহিলে শুনিতে না ; কিন্তু আমার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতে, এবং যাহাতে আমার প্রীতি নাই, তাহাই মনোনীত করিতে ।

১৩ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমার দাসেরা ভোজন করিবে, কিন্তু তোমরা ক্ষুধার্ত্ত থাকিবে ; দেখ, আমার দাসেরা পান করিবে, কিন্তু তোমরা তৃষ্ণার্ত্ত থাকিবে ; দেখ, আমার দাসেরা আনন্দ করিবে, কিন্তু তোমরা ১৪ লজ্জিত হইবে ; দেখ, আমার দাসেরা চিত্তের সুখে আনন্দরব করিবে, কিন্তু তোমরা চিত্তের দুঃখে ক্রন্দন করিবে, এবং আত্মার ক্ষোভে হাহাকার করিবে । ১৫ আর তোমরা আমার মনোনীত লোকদের নিকটে তোমাদের নাম শাপাস্পদরূপে রাখিয়া যাইবে, এবং প্রভু সদাপ্রভু তোমাকে বধ করিবেন, আর তিনি আপন দাসদের অন্য নাম রাখিবেন । ১৬ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, সে সত্যের ঈশ্বরের নামে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে ; এবং যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শপথ করিবে, সে সত্যের ঈশ্বরের নামে শপথ করিবে ; কেননা পূর্ব্বকালীন সমস্ত সঙ্কট লোকে ভুলিয়া যাইবে, ও আমার দৃষ্টি হইতে তাহা ১৭ লুকাইবে । কারণ দেখ, আমি নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করি ; এবং পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা স্মরণে থাকিবে না, আর মনে পড়িবে না । ১৮ কিন্তু আমি যাহা সৃষ্টি করি, তোমরা তাহাতে চিরকাল আমোদ ও উল্লাস কর ; কারণ দেখ, আমি যিরূশালেমকে উল্লাস-ভূমি ও তাহার প্রজাদিগকে আনন্দ-ভূমি ১৯ করিয়া সৃষ্টি করি । আমি যিরূশালেমে

উল্লাস করিব, আমার প্রজাগণে আমোদ করিব; এবং তাহার মধ্যে রোদনের শব্দ কি ক্রন্দনের শব্দ আর শুনা যাইবে না।
২০ সে স্থান হইতে অল্প দিনের কোন শিশু কিম্বা অসম্পূর্ণায়ু কোন বৃদ্ধ [যাইবে] না; বরং বালকই এক শত বৎসর বয়ঃক্রমে মরিবে; এবং পাপী এক শত বৎসর বয়স্ক হইলে শাপাহত হইবে।
২১ আর লোকেরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বসতি করিবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত
২২ করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিলে অন্যে বাস করিবে না, তাহারা রোপণ করিলে অন্যে ভোগ করিবে না; বস্তুতঃ আমার প্রজাদের আয়ু বৃক্ষের আয়ুর তুল্য হইবে, এবং আমার মনোনীত লোকেরা দীর্ঘকাল আপন আপন
২৩ হস্তের শ্রমফল ভোগ করিবে। তাহারা বৃথা পরিশ্রম করিবে না, বিহ্বলতার নিমিত্ত সন্তানের জন্ম দিবে না, কারণ তাহারা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বংশ, ও তাহাদের সন্তানগণ তাহাদের সহবর্ত্তী
২৪ হইবে। আর তাহাদের ডাকিবার পূর্ব্বে আমি উত্তর দিব, তাহারা কথা বলিতে
২৫ না বলিতে আমি শুনিব। কেন্দুয়াব্যাঘ্র ও মেষশাবক একত্র চরিবে, সিংহ বলদের ন্যায় বিচালি খাইবে; আর ধূলিই সর্পের খাদ্য হইবে। তাহারা আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৬৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, স্বর্গ আমার সিংহাসন, পৃথিবী আমার পাদপীঠ; তোমরা আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে? আমার বিশ্রাম স্থান
২ কোন্ স্থান? এ সকলই ত আমার হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত, তাই এই সকল উৎপন্ন হইল, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু এই ব্যক্তির প্রতি, অর্থাৎ যে দুঃখী, ভগ্নাত্মা ও আমার বাক্যে কম্পমান, তাহার
৩ প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব। যে ব্যক্তি গো হনন করে, সে নরহত্যা করে; যে ব্যক্তি মেষশাবক বলিদান করে, সে কুকুরের গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে; যে ব্যক্তি নৈবেদ্য উৎসর্গ করে, সে শূকরের রক্ত দেয়; যে ব্যক্তি সুগন্ধিধূপ জ্বালায়, সে মিথ্যাদেবের ধন্যবাদ করে; হাঁ, তাহারা আপন আপন পথ মনোনীত করিয়াছে, এবং তাহাদের প্রাণ আপন আপন ঘৃণাই
৪ বস্তুতে প্রীত হয়; আমিও তাহাদের নানা মায়া মনোনীত করিব, এবং তাহাদের নিজ ত্রাসের বিষয় তাহাদের প্রতি ঘটাইব; কারণ আমি ডাকিলে কেহ উত্তর দিত না, আমি কথা কহিলে তাহারা শুনিত না, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই সাধন করিত, এবং যাহাতে আমার প্রীতি নাই তাহাই মনোনীত করিত।

৫ তোমরা যাহারা সদাপ্রভুর বাক্যে কম্পমান, তোমরা তাঁহার বাক্য শুন; তোমাদের যে ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে ঘৃণা করে, আমার নাম প্রযুক্ত তোমাদিগকে বাহির করিয়া দেয়, তাহারা বলিয়াছে, সদাপ্রভু মহিমান্বিত হউন, যেন আমরা তোমাদের আনন্দ দেখিতে পাই; কিন্তু
৬ উহারাই লজ্জিত হইবে। নগর হইতে কলহের রব, মন্দির হইতে রব! উহা সদাপ্রভুর রব, যিনি শত্রুদিগকে অপ-
৭ কারের প্রতিফল দেন। ব্যথা উঠিবার পূর্ব্বে [সিয়োন] প্রসব করিল; তাহার গর্ভযন্ত্রণার পূর্ব্বে পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।
৮ এমন কথা কে শুনিয়াছে? এমন কার্য্য

কে দেখিয়াছে? এক দিবসে কি কোন দেশের জন্ম হইবে? কোন জাতি কি একেবারেই ভূমিষ্ঠ হইবে? ফলে, গর্ব্ব-যন্ত্রণা হইবামাত্র সিয়োন আপন সন্তান-
৯ গণকে প্রসব করিল। আমি প্রসবকাল উপস্থিত করিয়া কি প্রসব হইতে দিব না? ইহা সদাপ্রভু কহেন। প্রসব হইতে দিতেছি যে আমি, আমি কি গর্ব্ভ রোধ করিব? ইহা তোমার ঈশ্বর কহেন।

১০ তোমরা যাহারা যিরূশালেমকে ভাল-বাস, তোমরা সকলে তাহার সহিত আনন্দ কর, তাহার বিষয়ে উল্লাস কর; তোমরা যাহারা তাহার জন্য শোকান্বিত, তোমরা সকলে তাহার সহিত অতিশয় প্রফুল্ল
১১ হও; যেন তোমরা তাহার সান্ত্বনারূপ স্তন চুষিয়া তৃপ্ত হও, যেন তাহাকে দোহন করিয়া তাহার প্রতাপ-বাহুল্যে আমোদিত
১২ হও। কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহার দিকে নদীর ন্যায় শান্তি ও উথলিত বন্যার ন্যায় জাতিগণের প্রতাপ বহাইব, তাহাতে তোমরা স্তন্য পান করিবে, কক্ষদেশে করিয়া তোমাদিগকে বহন করা যাইবে, হাঁটুর উপরে নাচান
১৩ যাইবে। মাতা যেমন আপন পুত্ত্রকে সান্ত্বনা করে, তেমনি আমি তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিব; তোমরা যিরূশালেমে
১৪ সান্ত্বনা পাইবে। এই সকল দেখিলে তোমাদের হৃদয় প্রফুল্ল হইবে, তোমাদের অস্থি সকল নবীন তৃণের ন্যায় সতেজ হইবে; এবং সদাপ্রভুর হস্ত আপন দাস-দের পক্ষে আত্মপরিচয় দিবে, আর তিনি আপন শত্রুদের প্রতি কুপিত হইবেন
১৫ কারণ দেখ, সদাপ্রভু অগ্নিসহ আগমন করিবেন, তাঁহার রথ সকল ঘূর্ণ্যবায়ুর ন্যায় হইবে; তিনি মহাতাপে আপন ক্রোধ, প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা আপন ভর্ৎসনা কার্য্যে
১৬ পরিণত করিবেন। কেননা সদাপ্রভু অগ্নি দ্বারা ও আপন খড়্গ দ্বারা সমস্ত মর্ত্ত্যের সহিত আপনার বিবাদ নিষ্পন্ন করিবেন; আর সদাপ্রভু কর্ত্তৃক অনেক
১৭ লোক নিহত হইবে। যাহারা মধ্যবর্ত্তী এক ব্যক্তির পশ্চাতে পশ্চাতে উদ্যানে [যাইবার জন্য] আপনাদিগকে পবিত্র ও শুচি করে, শূকরের মাংস, ঘৃণ্য দ্রব্য ও মূষিক খায়, তাহারা একসঙ্গে বিনষ্ট হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১৮ আমিই তাহাদের ক্রিয়া ও কল্পনা সকল [জানি]। [সেই সময়] উপস্থিত, যখন আমি সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বভাষাবাদী লোককে সংগ্রহ করিব; তাহারা আসিয়া
১৯ আমার প্রতাপ দর্শন করিবে। আর আমি তাহাদের মধ্যে এক চিহ্ন স্থাপন করিব; এবং তাহাদের মধ্য হইতে উত্তীর্ণ লোক-দিগকে জাতিগণের কাছে, তর্শীশ, পূল ও ধনুর্দ্ধর লূদ, এবং তূবল ও যবনের কাছে, যে দূরস্থ উপকূল সমূহ কখনও আমার খ্যাতি শুনে নাই ও আমার প্রতাপ দেখে নাই, তাহাদের কাছে প্রেরণ করিব; এবং তাহারা জাতিগণের মধ্যে আমার
২০ প্রতাপ জ্ঞাত করিবে। আর সদাপ্রভু কহেন, তাহারা সর্ব্বজাতির মধ্য হইতে তোমাদের সমস্ত ভ্রাতাকে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য বলিয়া অশ্ব, শকট, ডুলি, অশ্বতর ও উষ্ট্রে করিয়া আমার পবিত্র পর্ব্বত যিরূশালেমে আনয়ন করিবে, যেমন ইস্রায়েল-সন্তানগণ শুচি পাত্রে করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে নৈবেদ্য আনে।
২১ আর আমি তাহাদের মধ্যেও কতক লোককে যাজক ও লেবীয় হইবার নিমিত্ত গ্রহণ করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

২২ কারণ আমি যে নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবী গঠন করিব, তাহা যেমন আমার সম্মুখে থাকিবে, তেমনি তোমাদের বংশ ও তোমাদের নাম থাকিবে, ২৩ ইহা সদাপ্রভু কহেন। আর প্রতি অমাবস্যায় ও প্রতি বিশ্রামবারে সমস্ত মর্ত্ত্য আমার সম্মুখে প্রণিপাত করিতে ২৪ আসিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। আর তাহারা বাহিরে গিয়া, যে লোকেরা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের শব দেখিবে; কারণ তাহাদের কীট মরিবে না, ও তাহাদের অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না, এবং তাহারা সমস্ত মর্ত্ত্যের ঘৃণাস্পদ হইবে।

যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক

যিরমিয়ের ভাববাদি পদে নিয়োগ।

১ যিরমিয়ের বাক্য; তিনি হিল্কিয়ের পুত্র, বিন্যামীন প্রদেশীয় অনাথোৎ-নিবাসী ২ যাজকদের এক জন। আমোনের পুত্র যিহূদা-রাজ যোশিয়ের সময়ে, তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে, সদাপ্রভুর বাক্য যিরমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। ৩ আর যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের সময়ে, যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের একাদশ বৎসরের সমাপ্তি পর্য্যন্ত, পঞ্চম মাসে যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত [বাক্য] উপস্থিত হইল।

৪ সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে ৫ উপস্থিত হইল, উদরের মধ্যে তোমাকে গঠন করিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম, তুমি গর্ব্ভ হইতে বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বে তোমাকে পবিত্র করিয়াছিলাম; আমি তোমাকে জাতিগণের কাছে ভাববাদী করিয়া নিযুক্ত ৬ করিয়াছি। তখন আমি কহিলাম, হায় হায়, হে প্রভু সদাপ্রভু, দেখ, আমি কথা কহিতে জানি না, কেননা আমি ৭ বালক। কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, 'আমি বালক,' এমন কথা বলিও না; কিন্তু আমি তোমাকে যাহার কাছে পাঠাইব, তাহারই কাছে* তুমি যাইবে, এবং তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিব, ৮ তাহাই বলিবে। উহাদের সম্মুখে ভীত হইও না, কেননা তোমার উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, ইহা ৯ সদাপ্রভু কহেন। পরে সদাপ্রভু আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আমার মুখ স্পর্শ করিলেন, এবং সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি আমার বাক্য তোমার ১০ মুখে দিলাম; দেখ, উৎপাটন, ভঙ্গ, বিনাশ ও নিপাত করিবার নিমিত্ত, পত্তন ও রোপণ করিবার নিমিত্ত, আমি জাতিগণের উপরে ও রাজ্য সকলের উপরে আজ তোমাকে নিযুক্ত করিলাম।

১১ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যিরমিয়, তুমি কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, আমি

* (বা) যে যে বিষয়ে পাঠাইব, সেই সকল বিষয়ে।

বাদাম * গাছের এক শাখা দেখিতেছি।
১২ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, ভাল দেখিয়াছ, কেননা আমি আপন বাক্য
১৩ সফল করিতে জাগ্রৎ * আছি। পরে দ্বিতীয় বার সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, ধূম্রযুক্ত একটী হাঁড়ি দেখিতেছি; তাহার মুখ উত্তর দিক্ হইতে [হেলিয়া আছে।]
১৪ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উত্তর দিক্ হইতে এই দেশনিবাসী সকলের উপরে অমঙ্গলরূপ বন্যা প্রবাহিত হইবে।
১৫ কারণ, দেখ, আমি উত্তর দিকস্থ নানা রাজ্যের সমস্ত গোষ্ঠীকে ডাকিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন; তাহারা আসিয়া যিরূশালেমের পুর-দ্বারের প্রবেশ-স্থানে, তাহার চারিদিকের সমস্ত প্রাচীরের সম্মুখে, এবং যিহূদার সমস্ত নগরের সম্মুখে, আপন আপন সিংহাসন স্থাপন করিবে।
১৬ আর আমি ইহাদের সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার জন্য ইহাদের বিরুদ্ধে আমার শাসন সকল প্রচার করিব; কেননা ইহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাদের নিকটে ধূপ জ্বালাইয়াছে, ও আপন আপন হস্তকৃত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করিয়াছে।
১৭ অতএব তুমি কটিবন্ধন কর, উঠ; আমি তোমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করি, সে সমস্ত তাহাদিগকে বল; তাহাদের সম্মুখে উদ্বিগ্ন হইও না, পাছে আমি তাহাদের
১৮ সাক্ষাতে তোমাকে উদ্বিগ্ন করি। আর দেখ, আমি অদ্য সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে, যিহূদার রাজগণের, তাহার অধ্যক্ষবর্গের, তাহার যাজকগণের ও দেশের লোকসাধারণের বিরুদ্ধে তোমাকে দৃঢ় নগর, লৌহস্তম্ভ ও পিত্তল-প্রাচীরস্বরূপ করি-
১৯ লাম। তাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, কিন্তু তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না, কারণ তোমার উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

* ইব্রীয় ভাষায় যে শব্দের অর্থ বাদাম সেই শব্দের অর্থ জাগ্রৎ।

পাপহেতু যিহূদীদের প্রতি অনুযোগ।

২ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২ নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি যাও, যিরূশালেমের কর্ণগোচরে এই কথা প্রচার কর, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার পক্ষে তোমার যৌবনের ভক্তি, তোমার বিবাহকালের প্রেম আমার স্মরণ হয়; তুমি আমার পশ্চাতে প্রান্তরে, যেখানে বপন করা যায় নাই, এমন দেশে গমন
৩ করিয়াছিলে। ইস্রায়েল সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র, তাঁহার আয়ের অগ্রিমাংশ ছিল; যে সকল লোক তাহাকে গ্রাস করিবে, তাহারা দোষী হইবে; তাহাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটিবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন।
৪ হে যাকোবের কুল, হে ইস্রায়েল-কুলের
৫ সমুদয় গোষ্ঠী, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার কি অন্যায় দেখিয়াছে যে, তাহারা আমা হইতে দূরে গিয়াছে, অসারতার অনুগামী হইয়া অসার হইয়াছে?
৬ তাহারা বলে নাই যে, সেই সদাপ্রভু কোথায়, যিনি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, যিনি প্রান্তরের মধ্য দিয়া, মরুভূমি ও গর্ত্তময় ভূমি দিয়া, জলবিহীনতার ও

মৃত্যুচ্ছায়ার ভূমি দিয়া পথিকবিহীন ও নিবাসী-বর্জ্জিত ভূমি দিয়া, আমাদিগকে ৭ লইয়া আসিয়াছিলেন? আমি তোমাদিগকে এই ফলবান দেশে আনিয়াছিলাম, যেন তোমরা এখানকার ফল ও উত্তম উত্তম সামগ্রী ভোজন কর; কিন্তু তোমরা প্রবেশ করিয়া আমার দেশ অশুচি করিলে, আমার অধিকার ঘৃণাস্পদ ৮ করিলে। যাজকেরা বলে নাই, 'সদাপ্রভু কোথায়?' এবং যাহারা ব্যবস্থা হাতে করে, তাহারা আমাকে জানে নাই, পালকেরা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, ভাববাদিগণ বাল [দেবের] নাম লইয়া ভাববাণী বলিয়াছে, এবং এমন পদার্থের পশ্চাদ্গামী হইয়াছে, যাহাতে ৯ উপকার নাই। অতএব আমি তোমাদের সহিত আরও বিবাদ করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন, এবং তোমাদের পুত্রপৌত্রগণেরও ১০ সহিত বিবাদ করিব। বস্তুতঃ তোমরা পার হইয়া কিত্তীয়দের উপকূল সমূহে যাও, দেখ; আর কেদরে লোক পাঠাও, সূক্ষ্ম বিবেচনা কর, দেখ, এমন কি হইয়াছে? ১১ কোন জাতি কি আপনাদের দেবগণের পরিবর্ত্তন করিয়াছে? সেই দেবগণ ত ঈশ্বর নয়। কিন্তু আমার প্রজাগণ এমন বস্তুর সহিত আপনাদের গৌরবের পরিবর্ত্তন করিয়াছে, যাহাতে উপকার নাই। ১২ হে আকাশমণ্ডল, ইহাতে স্তম্ভিত হও, রোমাঞ্চিত হও, নিতান্ত অসাড় হইয়া ১৩ পড়, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কেননা আমার প্রজাবৃন্দ দুই দোষ করিয়াছে; জীবন্ত জলের উনুই যে আমি, আমাকে তাহারা ত্যাগ করিয়াছে; আর আপনাদের জন্য কূপ খুদিয়াছে, সেগুলি ভগ্ন কূপ, জলাধার হইতে পারে না।

১৪ ইস্রায়েল কি দাস? সে কি গৃহজাত [কিঙ্কর]? সে কেন লুটদ্রব্য হইয়াছে? ১৫ যুবসিংহগণ তাহার উপরে গর্জ্জন ও হুঙ্কার করিয়াছে; তাহারা তাহার দেশ ধ্বংসিত করিয়াছে; তাহার নগর সকল দগ্ধ হইয়াছে, নিবাসী কেহ নাই। ১৬ আবার নোফের ও তফনহেষের লোকেরা ১৭ তোমার মাথা মুড়াইয়াছে। তুমি কি আপনি আপনার প্রতি ইহা ঘটাও নাই? বাস্তবিক তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমাকে পথ দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছ। ১৮ এখন শীহোর নদীর জল পান করিতে মিসরের পথে কেন যাইতেছ? অথবা ফরাৎ নদীর জল পান করিতে অশূরের ১৯ পথে কেন যাইতেছ? তোমারই দুষ্টতা তোমাকে শাস্তি দিবে, এবং তোমার বিপথগামিত্ব তোমাকে অনুযোগ করিবে; অতএব জানিও আর দেখিও, এটা মন্দ ও তিক্ত বিষয় যে, তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে পরিত্যাগ করিয়াছ, ও মনের মধ্যে আমার ভয়কে স্থান দেও নাই, ইহা প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।

২০ বস্তুতঃ দীর্ঘকাল হইল, আমি তোমার যোঁয়ালি ভগ্ন করিয়াছিলাম, তোমার বন্ধন সকল ছেদন করিয়াছিলাম*; আর তুমি বলিয়াছিলে, আমি দাসত্ব† করিব না; বাস্তবিক সমস্ত উচ্চ পর্ব্বতের উপরে ও সমস্ত হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে তুমি নত হইয়া ব্যভিচার করিয়া আসিতেছ। ২১ আমি ত সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত বীজোৎপন্ন উত্তম দ্রাক্ষালতা করিয়া তোমাকে রোপণ করিয়াছিলাম, তুমি কেমন করিয়া বিকৃত

---

* (বা) তুমি..করিয়াছিলে..করিয়াছিলে।

† (বা) অধর্ম্ম, অতিক্রম।

হইয়া আমার কাছে বিজাতীয় দ্রাক্ষালতার
২২ শাখা হইলে? যদ্যপি সোরা দিয়া তুমি আপনাকে ধৌত কর, ও অনেক সাবান লাগাও, তথাপি তোমার অপরাধ আমার সম্মুখে চিহ্নিত রহিয়াছে, ইহা
২৩ প্রভু সদাপ্রভু কহেন। তুমি কেমন করিয়া বলিতে পার, আমি অশুচি নহি, বাল [দেবগণের] পশ্চাতে যাই নাই? উপত্যকাতে তোমার পথ দেখ; যাহা করিয়াছ, তাহা জ্ঞাত হও; তুমি আপন পথে ভ্রমণকারিণী উষ্ট্রী; তুমি প্রান্তর-
২৪ পরিচিতা বন্য গর্দ্দভী, যাহা অভিলাষ-ক্রমে বায়ু আহার করে; তাহার কামা-বেশে কে তাহাকে ফিরাইতে পারে? যাহারা তাহার অন্বেষণ করে, তাহারা আপনাদিগকে ক্লান্ত করিবে না, তাহার [নিয়মিত] মাসে তাহাকে পাইবে।
২৫ তুমি আপন চরণ পাদুকা-রহিত ও গলার নলী শুষ্ক হইতে দিও না। কিন্তু তুমি বলিয়াছ, আশা নাই, না, কেননা আমি বিদেশীদিগকে প্রেম করিয়া আসি-
২৬ তেছি, তাহাদেরই পশ্চাতে যাইব। চোর ধরা পড়িলে যেমন লজ্জিত হয়, তেমনি ইস্রায়েল-কুল, আপনারা ও তাহাদের রাজগণ, অধ্যক্ষবর্গ, যাজকগণ ও ভাব-
২৭ বাদিগণ লজ্জিত হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহারা কাষ্ঠকে বলে, তুমি আমার পিতা; শিলাকে বলে, তুমি আমার জননী; তাহারা আমার প্রতি পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে, মুখ নয়; কিন্তু বিপৎকালে তাহারা বলিবে, 'তুমি উঠ, আমাদিগকে নিস্তার
২৮ কর'। কিন্তু তুমি আপনার জন্য যাহা-দিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছ, তোমার সেই দেবতারা কোথায়? তাহারাই উঠুক, যদি বিপৎকালে তোমাকে নিস্তার করিতে পারে; কেননা হে যিহূদা, তোমার যত নগর, তত দেবতা।

২৯ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা কেন আমার সঙ্গে বিবাদ করিতেছ? সকলেই আমার
৩০ বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ। আমি তোমাদের সন্তানগণকে বৃথাই আঘাত করিয়াছি; তাহারা শাসন গ্রাহ্য করিল না; তোমাদেরই খড়্গ বিনাশক সিংহের ন্যায় তোমাদের ভাববাদিগণকে গ্রাস
৩১ করিয়াছে। হে বর্ত্তমানকালের লোক সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য দেখ; ইস্রায়েলের কাছে আমি কি প্রান্তর হইয়াছি? কিম্বা আমি কি অন্ধকারময় দেশ হইয়াছি? আমার প্রজারা কেন বলে, আমরা ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছি,
৩২ তোমার নিকটে আর আসিব না? কুমারী কি আপন ভূষণ, ও কন্যা কি আপন মেখলা ভুলিয়া যাইতে পারে? কিন্তু আমার লোক অসংখ্য দিন আমাকে
৩৩ ভুলিয়া রহিয়াছে। তুমি প্রেমের অনু-সন্ধান করিতে আপন পথ কেমন প্রস্তুত করিয়াছ। এই কারণ তুমি দুষ্টদিগ-
৩৪ কেও তোমার পথ শিখাইয়াছ। আর তোমার বস্ত্রের অঞ্চলে নির্দ্দোষ দীনহীন প্রাণীদের রক্ত পাওয়া যাইতেছে; তুমি তাহাদিগকে সিঁধ কাটিবার সময়ে ধর নাই, কিন্তু ঐ সকলের উপরে [এই
৩৫ দুষ্ক্রিয়াও করিয়াছ]; তথাপি বলিয়াছ, আমি নির্দ্দোষ, অবশ্য তাঁহার ক্রোধ আমা হইতে ফিরিয়াছে। দেখ, আমি তোমার বিচার করিব, কারণ তুমি বলিতেছ, 'আমি পাপ করি নাই'।
৩৬ তুমি আপন পথ পরিবর্ত্তন করিতে কেন এত ঘুরিয়া বেড়াও? অশূরের বিষয়ে যেমন লজ্জিত হইয়াছিলে, মিসরের

৩৭ বিষয়েও তদ্রূপ লজ্জিত হইবে। তাহার নিকট হইতেও মাথায় হাত দিয়া প্রস্থান করিবে, কেননা সদাপ্রভু তোমার বিশ্বাস-পাত্রদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহাদের সাহায্যে তুমি কৃতকার্য্য হইবে না।

৩ লোকে বলে, কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে পর ঐ স্ত্রী তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে তাহার স্বামী কি পুনর্ব্বার তাহার কাছে গমন করিবে? করিলে কি সেই দেশ নিতান্ত অশুচি হইবে না? কিন্তু তুমি অনেক কান্তের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ, তবু আমার কাছে ফিরিয়া আইস*, ইহা সদাপ্রভু ২ কহেন। চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষশূন্য গিরি সকল দেখ, কোন্ স্থানে তোমার সতীত্বলঙ্ঘন না হইয়াছে? তুমি উহাদের জন্য প্রান্তরস্থ আরবীয়ের ন্যায় রাজপথে বসিয়াছ, তুমি আপন ব্যভিচার ও দুষ্ট ক্রিয়া দ্বারা দেশ ৩ অশুচি করিয়াছ। এই নিমিত্ত বৃষ্টিধারা নিবারিত হইয়াছে, এবং শেষ বর্ষাও হয় নাই; তথাপি তুমি বেশ্যার ললাট ধারণ করিয়াছ, লজ্জিতা হইতে অসম্মত হই-৪ য়াছ। তুমি এখন অবধি কি আমাকে ডাকিয়া বলিবে† না? 'হে আমার পিতা, তুমিই আমার বাল্যকালের মিত্র। ৫ তিনি কি চিরকাল ক্রোধ রাখিবেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিবেন?' দেখ, তুমি মন্দ কথা বলিয়াছ, ও মন্দ কার্য্য করিয়াছ, ও তাহা সিদ্ধ করিয়াছ।

ইস্রায়েল ও যিহূদার দোষ ও ভাবী পরামনন।

৬ যোশিয় রাজার সময়ে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিপথগামিনী ইস্রায়েল যাহা করিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই সকল ৭ স্থানে ব্যভিচার করিয়াছে। সে এই সকল কর্ম্ম করিলে পর আমি কহিলাম, সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না; এবং তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা তাহা ৮ দেখিল। আর আমি দেখিলাম, বিপথ-গামিনী ইস্রায়েল ব্যভিচার করিয়াছিল, এই কারণ প্রযুক্তই যদ্যপি আমি তাহাকে ত্যাগপত্র দিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার ভগিনী বিশ্বাসঘাতিনী যিহূদা ভয় করিল না, কিন্তু আপনিও ৯ গিয়া ব্যভিচার করিল। তাহার ব্যভি-চারের নির্লজ্জতায় দেশ অশুচি হইয়া-ছিল; সে প্রস্তর ও কাষ্ঠের সহিত ব্যভি-১০ চার করিত। এমন হইলেও তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা সমস্ত অন্তঃ-করণের সহিত নয়, কেবল কপটভাবে আমার প্রতি ফিরিয়াছে, ইহা সদাপ্রভু ১১ কহেন। আর সদাপ্রভু আমাকে কহি-লেন, বিশ্বাসঘাতিনী যিহূদা অপেক্ষা বিপথগামিনী ইস্রায়েল আপনাকে ধার্ম্মিক ১২ দেখাইয়াছে। তুমি যাও, এই সকল কথা উত্তর দিকে প্রচার কর, বল, সদা-প্রভু কহেন, হে বিপথগামিনি ইস্রায়েল, ফিরিয়া আইস; আমি তোমাদের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি করিব না; যেহেতু আমি দয়াবান, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমি ১৩ চিরকাল ক্রোধ রাখিব না। কেবলমাত্র তোমার এই অপরাধ স্বীকার কর যে, তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, ও প্রত্যেক হরিৎ-পর্ণ বৃক্ষের তলে বিদেশীদের সহিত আপন

---

* (বা) তবু কি আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে?
† (বা) বলিতেছ।

আচার ভ্রষ্ট করিয়াছ, আর তোমরা আমার রবে অবধান কর নাই, ইহা সদা-
১৪ প্রভু কহেন। হে বিপথগামী সন্তানগণ, ফিরিয়া আইস, ইহা সদাপ্রভু কহেন, কেননা আমি তোমাদের স্বামী ; আমি নগর হইতে এক জন ও গোষ্ঠী হইতে দুই জন করিয়া তোমাদিগকে গ্রহণ
১৫ করিব, ও সিয়োনে আনিব ; আর তোমাদিগকে আপন মনের মত পালকগণ দিব, তাহারা জ্ঞানে ও বিজ্ঞতায় তোমাদিগকে
১৬ চরাইবে। সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়ে যখন তোমরা দেশে বর্দ্ধিত ও বহুপ্রজ হইবে, তখন 'সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক,' এ কথা লোকে আর বলিবে না, তাহা মনে আসিবে না, তাহারা তাহা স্মরণে আনিবে না, তাহার বিরহে দুঃখিত হইবে না, এবং তাহা আর নির্ম্মাণ করা
১৭ যাইবে না। সেই সময়ে যিরূশালেম সদাপ্রভুর সিংহাসন বলিয়া আখ্যাত হইবে, এবং সমস্ত জাতি তাহার নিকটে, সদাপ্রভুর নামের কাছে, যিরূশালেমে, একত্রীকৃত হইবে ; তাহারা আর আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে
১৮ চলিবে না। তৎকালে যিহূদা-কুল ইস্রায়েল-কুলের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে, এবং তাহারা একসঙ্গে উত্তর দেশ হইতে, যে দেশ আমি অধিকারের জন্য তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে দিয়াছি, সেই দেশে আসিবে।

১৯ আর আমিই বলিয়াছিলাম, আমি সন্তানগণের মধ্যে তোমাকে কেমন স্থান দিব ! মনোরম্য এক দেশ, জাতিগণের পরমরত্নস্বরূপ অধিকার তোমাকে দান করিব ! আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে, এবং আমার পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিয়া যাইবে
২০ না। হে ইস্রায়েল-কুল, সত্যই যে স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপন স্বামীকে ছাড়িয়া যায়, তাহার ন্যায় তোমরাও আমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ,
২১ ইহা সদাপ্রভু কহেন। বৃক্ষশূন্য গিরিমালার উপরে উচ্চরব, ইস্রায়েল-সন্তানদের রোদন ও কাকূক্তি শুনা যাইতেছে ; কারণ তাহারা কুটিলপথগামী হইয়াছে, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া
২২ গিয়াছে। হে বিপথগামী সন্তানগণ, ফিরিয়া আইস, আমি তোমাদের বিপথগমন-রোগ ভাল করিব।

'দেখ, আমরা তোমার কাছে আসিলাম, কেননা তুমিই আমাদের ঈশ্বর
২৩ সদাপ্রভু। সত্যই, উপপর্ব্বতস্থ সমস্ত; গিরিস্থ লোকারণ্য মিথ্যামাত্র, সত্যই আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে ইস্রায়েলের
২৪ পরিত্রাণ। কিন্তু বাল্যকালাবধি আমাদের পিতৃপুরুষদের শ্রমফল, তাঁহাদের মেষগবাদি পাল ও তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ, সেই লজ্জাস্পদের গ্রাসে পড়িয়াছে।
২৫ আইস, আমরা আপনাদের লজ্জাতে শয়ন করি, এবং আমাদের অপমান আমাদিগকে আচ্ছাদন করুক ; কারণ আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা করিয়াছি, বাল্যকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত করিয়াছি ; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান করি নাই।

৪ সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েল, তুমি যদি ফিরিয়া আসিতে চাহ, তবে আমারই কাছে ফিরিয়া আইস ; এবং যদি আমার দৃষ্টি হইতে তোমার ঘৃণার্হ বস্তু সকল দূর কর, তবে আর বিচলিত হইবে না।

২ আর তুমি সত্যে, ন্যায়ে, ও ধার্ম্মিকতায় 'জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য' বলিয়া শপথ করিবে, আর জাতিগণ তাঁহাতেই আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাঁহারই শ্লাঘা করিবে।

৩ কারণ সদাপ্রভু যিহূদার ও যিরূশালেমের লোকদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের পতিত ভূমি চাষ কর, কণ্টকবন মধ্যে বীজ বপন করিও ৪ না। হে যিহূদার লোক, হে যিরূশালেম-নিবাসিগণ, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ছিন্নত্বক্ হও, আপন আপন হৃদয়ের ত্বক্ দূর করিয়া ফেল, পাছে তোমাদের ক্রিয়ার দুষ্টতা প্রযুক্ত আমার ক্রোধ অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠে, এবং এমন দাহ করে যে, কেহ নিবাইতে পারিবে না।

যিহূদার পাপ হেতু শাস্তি।

৫ তোমরা যিহূদা দেশে প্রচার কর, যিরূশালেমে ঘোষণা কর; বল, তোমরা দেশে তূরীধ্বনি কর, চীৎকার করিয়া বল, তোমরা একত্র হও, আইস, আমরা ৬ দৃঢ় নগর সকলে প্রবেশ করি। সিয়োনের দিকে পতাকা তুল, রক্ষার্থে পলায়ন কর, বিলম্ব করিও না; কেননা আমি উত্তর দিক্ হইতে অমঙ্গল ও মহা-৭ ধ্বংস আনিব। সিংহ আপন গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিতেছে, জাতিগণের বিনাশক আসিতেছে; সে পথে আছে, সে স্বস্থান হইতে বাহির হইয়াছে, তোমার দেশ ধ্বংসস্থান করণার্থে আসিতেছে; তোমার নগর সকল উচ্ছিন্ন ও ৮ নিবাসীবিহীন হইবে। এই জন্য তোমরা চট পরিধান কর, বিলাপ ও হাহাকার কর, কেননা সদাপ্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ ৯ আমাদের হইতে ফিরে নাই। সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন রাজার হৃদয় ও অধ্যক্ষগণের হৃদয় ক্ষয় পাইবে, যাজকগণ চমকিয়া উঠিবে, ও ভাববাদিগণ স্তম্ভিত হইবে।

১০ তখন আমি কহিলাম, হায় হায়! হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি এই লোকদিগকে ও যিরূশালেমকে নিতান্ত ভ্রান্ত করিয়াছ, কথিত হইয়াছে, তোমাদের শান্তি হইবে, কিন্তু তাহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত খড়্গ প্রবেশ করিতেছে।

১১ তৎকালে এই লোকদিগকে ও যিরূশালেমকে এই কথা বলা যাইবে, প্রান্তরস্থ বৃক্ষশূন্য গিরিমালা হইতে উষ্ণ বায়ু আমার জাতির কন্যার দিকে আসিতেছে, তাহা শস্য ঝাড়িবার কি পরিষ্কার করি-১২ বার নিমিত্ত নয়। তদপেক্ষা অধিক প্রচণ্ড বায়ু আমার আজ্ঞাতে আসিতেছে, এখন আমিও লোকদের বিরুদ্ধে বিচার-১৩ দণ্ড প্রচার করিব। দেখ, সে মেঘমালার ন্যায় আসিতেছে, তাহার রথ সকল ঘূর্ণবায়ুস্বরূপ, তাহার অশ্বগণ ঈগল পক্ষী হইতেও দ্রুতগামী। হায় হায়, আমরা ১৪ নষ্ট হইলাম। হে যিরূশালেম, হৃদয় ধুইয়া তোমার দুষ্টতা ঘুচাও, যেন পরিত্রাণ পাইতে পার; কত দিন তোমার ১৫ অন্তরে দুশ্চিন্তা বাস করিবে? বস্তুতঃ দান নগর হইতে কোন প্রচারকের রব আসিতেছে, ইফ্রয়িমের পর্ব্বতমালা হইতে কেহ দুর্ঘটনার কথা ঘোষণা করিতেছে। ১৬ তোমরা জাতিগণের কাছে উল্লেখ কর; দেখ, যিরূশালেমের বিরুদ্ধে ঘোষণা কর; দূর দেশ হইতে অবরোধকারিগণ আসিতেছে, তাহারা যিহূদার নগর সকলের বিরুদ্ধে হুঙ্কার করিতেছে।

১৭ তাহারা ক্ষেত্ররক্ষকদের ন্যায় যিরূশালেমের চারিদিকে থাকিবে, কেননা সে আমার প্রতিকূলাচারিণী হইয়াছে, ইহা
১৮ সদাপ্রভু কহেন। তোমার পথ ও তোমার ক্রিয়া সকল তোমার বিরুদ্ধে ইহা ঘটাইয়াছে; এ তোমার দুষ্টতার ফল, হাঁ, ইহা তিক্ত, হাঁ, ইহা তোমার মর্ম্মভেদী।
১৯ 'হায় আমার অন্ত্র! হায় আমার অন্ত্র! আমি হৃদয়ে ব্যথিত; আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করিতেছে; আমি নীরব থাকিতে পারি না; কেননা, হে আমার প্রাণ, তুমি তূরীর রব ও যুদ্ধের সিংহ-
২০ নাদ শুনিয়াছ। ধ্বংসের উপরে ধ্বংস প্রচারিত হইতেছে, ফলে, সমুদয় দেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে; হঠাৎ আমার তাম্বু সকল, নিমেষ কাল মধ্যে আমার যবনিকা
২১ সকল উচ্ছিন্ন হইল। আমি কত দিন পতাকা দেখিব ও তূরীর রব শুনিব?'
২২ বস্তুতঃ আমার প্রজারা অজ্ঞান, তাহারা আমাকে জানে না; তাহারা নির্ব্বোধ বালক, তাহাদের বিবেচনা নাই; তাহারা কদাচারে পটু, কিন্তু সদাচার করিতে জানে না।
২৩ 'আমি পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ তাহা ঘোর ও শূন্য ছিল; আমি আকাশমণ্ডলে [দৃষ্টিপাত করিলাম]
২৪ তাহার দীপ্তি ছিল না। আমি পর্ব্বতগণের উপরে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সে সকল কাঁপিতেছে, ও উপপর্ব্বত
২৫ সকল টলটলায়মান হইতেছে। আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, মনুষ্যমাত্র নাই, এবং আকাশের সমস্ত পক্ষী পলাইয়া
২৬ গিয়াছে। আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সদাপ্রভুর সম্মুখে ও তাঁহার জ্বলন্ত ক্রোধের সম্মুখে উদ্যান মরুভূমি হইয়া পড়িয়াছে, ও তাহার সমস্ত নগর ভগ্ন
২৭ হইয়াছে।' কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সমস্ত দেশ ধ্বংসের স্থান হইবে তথাপি আমি নিঃশেষে সংহার করিব না।
২৮ এই জন্য পৃথিবী শোক করিবে, উপরিস্থ আকাশমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইবে; কারণ আমি ইহা বলিয়াছি, ইহা মনে স্থির করিয়াছি, এ বিষয়ে অনুশোচনা করি নাই, ইহা
২৯ হইতে ফিরিব না। অশ্বারোহীদের ও ধনুর্দ্ধরগণের রবে সমস্ত নগর পলায়ন করে, তাহারা নিবিড় বনে প্রবেশ করে ও শৈলে উঠে; সকল নগর পরিত্যক্ত তাহাদের মধ্যে বাসকারী মনুষ্যমাত্র নাই।
৩০ [হে পুরি,] তুমি উচ্ছিন্ন হইলে কি করিবে? যদ্যপি লোহিতবর্ণ বস্ত্র পরিধান কর, যদ্যপি সুবর্ণের অলঙ্কারে আপনাকে ভূষিত কর, যদ্যপি অঞ্জন দ্বারা চক্ষু চির, তথাপি সৌন্দর্য্যের চেষ্টা অলীক হইবে; জারেরা তোমাকে অগ্রাহ্য করে, তোমার
৩১ প্রাণনাশেরই চেষ্টা করে। বস্তুতঃ স্ত্রীর প্রসবকালের রবের ন্যায়, প্রথম প্রসবকালের আর্ত্তনাদের ন্যায় আমি সিয়োন-কন্যার রব শুনিয়াছি; সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অঞ্জলি বিস্তার করিয়া কহিতেছে, হায় হায়, হত্যাকারীদের-সম্মুখে আমার প্রাণ অবসন্ন হইল।

৫ তোমরা যিরূশালেমের সড়কে সড়কে দৌড়াদৌড়ি কর, দেখ, জ্ঞাত হও, এবং তথাকার সকল চকে অন্বেষণ কর; যদি এমন এক জনকেও পাইতে পার, যে ন্যায়াচরণ করে, সত্যের অনুশীলন করে, তবে আমি নগরকে ক্ষমা করিব।
২ তাহারা যদ্যপি বলে, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, তথাপি তাহারা মিথ্যা শপথ করে।
৩ হে সদাপ্রভু, তোমার দৃষ্টি কি সত্যের

প্রতি নয়? তুমি তাহাদিগকে প্রহার করিলেও তাহারা দুঃখার্ত্ত হইল না; তাহাদিগকে জীর্ণ করিলেও তাহারা শাসন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল; তাহারা আপন আপন মুখ পাষাণ হইতেও কঠিন করিল; তাহারা ফিরিয়া আসিতে অস্বীকার করিল।

৪ তখন আমি কহিলাম, ইহারা ত দরিদ্র, ইহারা অজ্ঞান, কারণ সদাপ্রভুর পথ ও আপনাদের ঈশ্বরের বিচার জানে না; আমি একবার মহৎ লোকদের নিকটে গিয়া তাহাদের কাছে কথা কহিব, কেননা তাহারা সদাপ্রভুর পথ ও আপনাদের ৫ ঈশ্বরের বিচার জানে। কিন্তু উহারা একযোগে যোঁয়ালি ভগ্ন করিয়াছে, বন্ধন ৬ ছেদন করিয়াছে। এই নিমিত্ত বন হইতে সিংহ আসিয়া তাহাদিগকে বধ করিবে, জঙ্গলের কেঁদুয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে, চিতা ব্যাঘ্র তাহাদের নগরের নিকটে প্রহরী হইবে; যে কেহ নগর হইতে বাহির হইবে, সে বিদীর্ণ হইবে; কারণ তাহাদের অধর্ম্ম অধিক, তাহাদের বিপথগমন গুরুতর।

৭ আমি কিরূপে তোমাকে ক্ষমা করিব? তোমার সন্তানগণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে; অনীশ্বরদের নাম লইয়া শপথ করিয়াছে; আমি তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলে তাহারা ব্যভিচার করিল, ও দলে দলে বেশ্যার বাটীতে গিয়া একত্র হইল। ৮ তাহারা খাদ্যপুষ্ট অশ্বের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেক জন পরস্ত্রীর প্রতি ৯ হ্রেষা করিল। আমি কি এই সকলের প্রতিফল দিব না, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমার প্রাণ কি এই প্রকার জাতির প্রতিশোধ দিবে না?

১০ তোমরা যিরূশালেমের প্রাচীরে উঠিয়া নষ্ট কর, কিন্তু নিঃশেষে সংহার করিও না; তাহার পল্লব সকল দূর কর, কারণ ১১ সে সকল সদাপ্রভুর নয়। কেননা ইস্রায়েল-কুল ও যিহূদা-কুল আমার বিপরীতে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, ১২ ইহা সদাপ্রভু কহেন। তাহারা সদাপ্রভুকে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছে, 'উনি তিনি নন; আর আমাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটিবে না, আমরা খড়্গ কি দুর্ভিক্ষ ১৩ দর্শন করিব না, আর ভাববাদিগণ বায়ুবৎ হইবে, তাহাদের মধ্যে বাক্য নাই, তাহাদেরই প্রতি এইরূপ করা যাইবে।'

১৪ এই কারণ বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা এই কথা বলিতেছ, এজন্য দেখ, আমি তোমার মুখস্থিত আমার বাক্যকে অগ্নিস্বরূপ ও এই জাতিকে কাষ্ঠস্বরূপ করিব, উহা ১৫ ইহাদিগকে গ্রাস করিবে। সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েল-কুল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দূর হইতে এক জাতিকে আনিব; সে বলবান জাতি, সে প্রাচীন জাতি; তুমি সেই জাতির ভাষা জান না, তাহারা কি বলে, তাহা বুঝিতে ১৬ পার না। তাহাদের তূণ খোলা কবরের ১৭ ন্যায়, তাহারা সকলে বীর পুরুষ। তাহারা তোমার পক্ব শস্য ও তোমার অন্ন, তোমার পুত্রকন্যাগণের খাদ্য গ্রাস করিবে; তাহারা তোমার মেষপাল ও গোপাল গ্রাস করিবে; তোমার দ্রাক্ষালতা ও ডুমুরবৃক্ষ গ্রাস করিবে; তুমি যে সকল প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বিশ্বাস করিতেছ, সে সকল তাহারা খড়্গ দ্বারা চূরমার করিবে। ১৮ কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়েও আমি নিঃশেষে তোমাদের সংহার করিব না।

১৯ আর যখন তাহারা বলিবে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের প্রতি এ সকল কেন করিলেন ? তখন তুমি তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা যেমন আমাকে ত্যাগ করিয়াছ ও আপনাদের দেশে বিজাতীয় দেবতাদের দাসত্ব করিয়াছ, তেমনি বিদেশে বিদেশীদের দাসত্ব করিবে।

২০ তোমরা যাকোব-কুলকে এ কথা জানাও, ২১ যিহূদার মধ্যে ইহা প্রচার কর, বল, হে অজ্ঞান নির্ব্বোধ জাতি, চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির যে তোমরা, তোমরা ২২ এই কথা শুন। সদাপ্রভু কহেন, তোমরা কি আমাকে ভয় করিবে না ? আমার সাক্ষাতে কি কম্পমান হইবে না ? আমি ত বালুকা দ্বারা সমুদ্রের সীমা নিত্যস্থায়ী বিধিক্রমে স্থির করিয়াছি ; সে তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না ; তাহার তরঙ্গ আস্ফালন করিলেও কৃতার্থ হয় না, কল্লোলধ্বনি করিলেও সীমা অতিক্রম ২৩ করিতে পারে না। কিন্তু এই লোকদের চিত্ত অবাধ্য ও প্রতিকূলাচারী, তাহারা ২৪ অবাধ্য হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারা মনে মনে বলে না, আইস, আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করি ; তিনিই উপযুক্ত কালে প্রথম ও শেষ বর্ষার জল দেন ; আমাদের জন্য ফসল কাটিবার নিয়মিত সপ্তাহ সকল রক্ষা করেন। ২৫ তোমাদের অপরাধ এই সকল অন্যথা করিয়াছে, তোমাদের পাপ তোমাদের ২৬ মঙ্গল নিবারণ করিয়াছে। কারণ আমার প্রজাদের মধ্যে দুষ্ট লোক পাওয়া যায়, তাহারা ব্যাধের ন্যায় হেঁট হইয়া লুকাইয়া থাকে, তাহারা ফাঁদ পাতে ও মানুষ ধরে। ২৭ পিঞ্জর যেমন পক্ষীতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ তাহাদের বাটী ছলে পরিপূর্ণ ; এই জন্য তাহারা উন্নত ও ধনবান্ হইয়াছে। ২৮ তাহারা স্থূলকায় ও চাকচিক্যশালী হইয়াছে ; হাঁ, তাহারা দুষ্টতার রীতি অপেক্ষাও পাপ করে, তাহারা বিচার করে না, পিতৃহীনের কল্যাণার্থে বিচার করে না, ও দরিদ্রদের বিচার নিষ্পত্তি করে না। ২৯ সদাপ্রভু কহেন, আমি কি এই সকলের প্রতিফল দিব না ? আমার প্রাণ কি এই প্রকার জাতির প্রতিশোধ দিবে না ?

৩০ দেশের মধ্যে ভয়ানক ও রোমাঞ্চজনক ৩১ ব্যাপার সাধিত হয়। ভাববাদিগণ মিথ্যা ভাববাণী বলে, আর যাজকগণ তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তৃত্ব করে ; আর আমার প্রজারা এই রীতি ভালবাসে ; কিন্তু ইহার পরিণামে তোমরা কি করিবে ?

৬ হে বিন্যামীন-সন্তানগণ, তোমরা যিরূশালেমের মধ্য হইতে পলায়ন কর, তকোয় নগরে তূরী বাজাও, বৈৎ-হক্কেরমে ধ্বজা তুল, কেননা উত্তর দিক্ হইতে অমঙ্গল ২ ও মহাধ্বংস উকি মারিতেছে। সুন্দরী সুখভোগিনী সিয়োন-কন্যাকে আমি ৩ সংহার করিব। মেষপালকগণ আপন আপন পাল সঙ্গে লইয়া তাহার কাছে আসিবে ; তাহারা তাহার বিরুদ্ধে চারিদিকে আপন আপন তাম্বু স্থাপন করিবে, প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে পাল ৪ চরাইবে। তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন কর ; উঠ, আমরা মধ্যাহ্নকালে যাত্রা করি। ধিক্ আমাদিগকে ! কেননা দিবাবসান হইতেছে, সন্ধ্যাকালের ছায়া ৫ দীর্ঘ হইতেছে। উঠ, আমরা রাত্রিযোগে যাত্রা করি, তাহার অট্টালিকা সকল নষ্ট ৬ করি। বস্তুতঃ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন, তোমরা বৃক্ষ কাটিয়া যিরূশালেমের বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধ ; সেই

নগর প্রতিফল পাইবে; তাহার ভিতরে ৭ সকলই উপদ্রব। যেমন উন্মুই আপন জল নির্গত করে, তেমনি সে আপন দুষ্টতা নির্গত করে; তাহার মধ্যে দৌরাত্ম্য ও লুটের শব্দ শুনা যায়; পীড়া ও আঘাত ৮ নিয়ত আমার দৃষ্টিগোচর রহিয়াছে। হে যিরূশালেম, শাসন গ্রহণ কর, পাছে আমার প্রাণ তোমা হইতে বিভিন্ন হয়, পাছে আমি তোমাকে ধ্বংসস্থান করি, নিবাসীবিহীন ভূমি করি।

৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, উহারা ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ-কে শেষ দ্রাক্ষাফলের ন্যায় ঝাড়িয়া ফেলিবে; তুমি দ্রাক্ষাফল সংগ্রহকারীর ন্যায় ঝুড়িতে পুনঃপুনঃ হাত দেও।

১০ আমি কাহাকে বলিলে, কাহাকে সাক্ষ্য দিলে, উহারা শুনিবে? দেখ, তাহাদের কর্ণ অচ্ছিন্নত্বক্‌, তাহারা শুনিতে পায় না। দেখ, সদাপ্রভুর বাক্য তাহাদের টিট্‌কারির বিষয় হইয়াছে; সে বাক্যে তাহাদের কিছুই সন্তোষ হয় না।

১১ আহা! আমি সদাপ্রভুর ক্রোধে পরি-পূর্ণ হইয়াছি; সম্বরণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইলাম; সড়কে বালকদের উপরে ও যুবকগণের সভার উপরে একসঙ্গে তাহা ঢালিয়া দেও; কারণ, এমন কি, স্বামী ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও জরাতুর সকলেই ধরা ১২ পড়িবে। আর ভূমি ও স্ত্রীশুদ্ধ তাহা-দের বাটী সকল পরের অধিকার হইবে; কারণ, আমি এই দেশনিবাসীদের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব, ইহা সদাপ্রভু ১৩ কহেন, কেননা তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই লোভে লুব্ধ; ভাববাদী ও যাজক ১৪ সকলেই কপটাচার করে। আর তাহারা আমার জাতির ক্ষত কেবল একটুমাত্র সুস্থ করিয়াছে; যখন শান্তি নাই, তখন ১৫ শান্তি শান্তি বলিয়াছে। তাহারা ঘৃণাই কার্য্য করিয়াছে বলিয়া কি লজ্জিত হইল? তাহারা মোটে লজ্জিত হয় নাই, বিষণ্ণ হইতেও জানে না; তজ্জন্য তাহারা পতিতগণের মধ্যে পতিত হইবে; আমি যখন তাহাদের প্রতিফল দিব, তখন তাহাদের নিপাত হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা পথে পথে দাঁড়াইয়া দেখ; এবং কোন্‌ কোন্‌টা চিরন্তন মার্গ, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বল, উত্তম পথ কোথায়? আর সেই পথে চল, তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কিন্তু তাহারা কহিল, আমরা চলিব না।

১৭ আর আমি তোমাদের উপরে প্রহরিগণকে রাখিলাম, [বলিলাম,] 'তোমরা তূরী-ধ্বনিতে কর্ণপাত কর;' কিন্তু তাহারা ১৮ বলিল, কর্ণপাত করিব না। অতএব হে জাতিগণ, শুন; হে মণ্ডলি, তাহাদের ১৯ মধ্যে কি কি আছে, জ্ঞাত হও। হে পৃথিবি, শুন, দেখ, আমিই এই জাতির উপরে অমঙ্গল আনিব, তাহাদের কল্পনা-সমূহের ফল বর্ত্তাইব, কারণ তাহারা আমার বাক্যে অবধান করে নাই; আর আমার ব্যবস্থা, তাহারা তাহা হেয়জ্ঞান করিয়াছে।

২০ শিবা হইতে আমার কাছে কেন ধূপ আইসে? কেন দূর দেশ হইতে মিষ্ট বচ আইসে? তোমাদের হোমবলি সকল আমার গ্রাহ্য নয়, তোমাদের বলিদানও ২১ আমার তুষ্টিজনক নয়। অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই জাতির সম্মুখে নানা বিঘ্ন স্থাপন করিব, আর পিতারা ও পুত্রেরা একসঙ্গে সেই সকল

বিঘ্নে উছোট খাইবে ; প্রতিবাসী ও তাহার বন্ধু বিনষ্ট হইবে ।

২২ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, উত্তর দেশ হইতে এক জনসমাজ আসিতেছে, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে এক মহাজাতি ২৩ উত্তেজিত হইয়া আসিতেছে। তাহারা ধনুক ও বড়শাধারী, নিষ্ঠুর ও করুণা-রহিত, তাহাদের রব সমুদ্র-গর্জ্জনের তুল্য, এবং তাহারা অশ্বারোহণে আসিতেছে। অয়ি সিয়োন-কন্যে, তোমারই বিপরীতে যুদ্ধ করণার্থে তাহারা প্রত্যেক জন যোদ্ধার ২৪ ন্যায় সুসজ্জিত হইয়াছে। আমরা এই বিষয়ে জনশ্রুতি শুনিয়াছি, আমাদের হস্ত অবশ হইল ; যন্ত্রণা, প্রসবকারিণীর ২৫ ন্যায় বেদনা, আমাদিগকে ধরিল। মাঠে যাইও না, পথে গমন করিও না, কেননা সেখানে শত্রুর খড়্গ, চারিদিকেই ভয়। ২৬ হে আমার জাতির কন্যে, তুমি চট পরিধান কর, ভস্মে লুণ্ঠিত হও, একমাত্র পুত্রবিয়োগ জন্য শোকের ন্যায় শোক কর, তীব্র বিলাপ কর ; কেননা বিনাশক অকস্মাৎ আমাদের উপরে আসিবে।

২৭ আমি আপন প্রজাগণের মধ্যে তোমাকে পরীক্ষক করিয়া দুর্গরূপে স্থাপন করিয়াছি ; যেন তুমি তাহাদের পথ জ্ঞাত হও ২৮ ও পরীক্ষা কর। তাহারা সকলে দারুণ অবাধ্য, পরীবাদ করিয়া বেড়ায় ; তাহারা পিত্তল ও লৌহস্বরূপ ; তাহারা সকলেই ২৯ ভ্রষ্টাচারী। যাঁতা দগ্ধ হইয়াছে, সীসা অগ্নিতে শেষ হইয়াছে ; অনর্থক তাহা খাঁটি করিবার চেষ্টা হইতেছে ; কারণ দুষ্টগণকে বাহির করা যাইতেছে না। তাহাদিগকে অগ্রাহ্য রৌপ্য* বলা যাইবে, কারণ সদাপ্রভু তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পাপ প্রযুক্ত অনুযোগ।

৭ যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য ২ উপস্থিত হইল, তুমি সদাপ্রভুর গৃহের দ্বারে দাঁড়াও, তথায় এই কথা প্রচার কর, বল, হে যিহূদার সমস্ত লোক, সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করণার্থে এই সকল দ্বারে প্রবেশ করিয়া থাক যে তোমরা, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন। ৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন আচার-ব্যবহার শুদ্ধ কর, তাহাতে আমি তোমাদিগকে এই স্থানে বাস করাইব। ৪ তোমরা এ মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিও না, যথা, সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির এই সকল। ৫ যদি তোমরা আপন আপন আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কর ; যদি বাদী প্রতিবাদীর বিচার যথার্থরূপে নিষ্পত্তি কর ; ৬ যদি বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবাদের প্রতি উপদ্রব না কর, এই স্থানে নির্দ্দোষের রক্তপাত না কর, এবং আপনাদের অমঙ্গলের নিমিত্ত অন্য দেবগণের পশ্চা- ৭ দগামী না হও, তবে আমি এই স্থানে, তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই যে দেশ দিয়াছি, এখানে তোমাদিগকে যুগে যুগে চিরকাল বাস করিতে দিব।

৮ দেখ, তোমরা মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিতেছ, তাহা উপকার করিতে পারে ৯ না। তোমরা কি চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাশপথ এবং বালের উদ্দেশে ধূপদাহ করিবে, এবং যাহাদিগকে জান নাই, এমন অন্য দেবগণের পশ্চাদগমন

* (অর্থাৎ) রৌপ্যের খাইদ।

১০ করিবে, আর এখানে আসিয়া, এই যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই গৃহে আমার সাক্ষাতে দাঁড়াইবে, আর বলিবে, আমরা উদ্ধার পাইলাম, যেন ঐ সমস্ত ঘৃণার্হ কার্য্য করিতে পার? ১১ এই যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই গৃহ কি তোমাদের দৃষ্টিতে দস্যুগণের গহ্বর হইয়াছে? দেখ, আমি, আমিই উহা দেখিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১২ কিন্তু শীলোতে আমার যে স্থান ছিল, যেখানে আমি প্রথমে আপন নাম বাস করাইয়াছিলাম, তোমরা একবার তথায় গমন কর, এবং আমার প্রজা ইস্রায়েলের দুষ্টতা প্রযুক্ত আমি সেই স্থানের প্রতি ১৩ যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ। আর এখন তোমরা এই সকল কর্ম্ম করিয়াছ, ইহা সদাপ্রভু কহেন, এবং আমি প্রত্যূষে উঠিয়া তোমাদিগকে কথা কহিলেও তোমরা শুন নাই, আমি তোমাদিগকে ডাকিলেও তোমরা উত্তর দেও নাই; ১৪ সেই জন্য এই যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, যাহাতে তোমরা বিশ্বাস করিতেছ, এবং এই যে স্থান আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে দিয়াছি, ইহার প্রতিও আমি এখন সেইরূপ করিব, যেরূপ ১৫ শীলোর প্রতি করিয়াছিলাম। আর তোমাদের ভ্রাতৃসমূহকে, ইফ্রয়িমের সমস্ত বংশকে, যেমন বাহির করিয়া দিয়াছি, তেমনি তোমাদিগকেও আমার দৃষ্টিপথ হইতে বাহির করিয়া দিব।

১৬ অতএব তুমি এই জাতির নিমিত্ত প্রার্থনা করিও না, তাহাদের জন্য আমার কাছে কাতরোক্তি ও প্রার্থনা উৎসর্গ করিও না, অনুরোধও করিও না; কেননা ১৭ আমি তোমার কথা শুনিব না। তাহারা যিহূদার নগরে নগরে ও যিরূশালেমের সড়কে সড়কে যাহা করিতেছে, তাহা কি ১৮ তুমি দেখিতেছ না? বালকেরা কাঠ কুড়ায়, পিতারা অগ্নি জ্বালায়, স্ত্রীলোকেরা ময়দা ছানে, আকাশ-রাণীর উদ্দেশে পিষ্টক পাক ও অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার জন্য ইহা করে, যেন এইরূপে তাহারা আমার ১৯ অসন্তোষ জন্মায়। তাহারা কি আমারই অসন্তোষ জন্মায়? ইহা সদাপ্রভু কহেন; তাহারা কি আপনাদেরই অসন্তোষ জন্মাইয়া আপনাদের মুখের বিবর্ণতা ঘটায় না? ২০ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, এই স্থানের উপরে, মনুষ্য, পশু এবং ক্ষেত্রের বৃক্ষ ও ভূমির ফল, এই সকলের উপরে আমার ক্রোধ ও কোপ ঢালা যাইবে; আর তাহা দাহন করিবে, নিবিয়া যাইবে না।

২১ বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন; তোমরা আপনাদের অন্যান্য বলির সহিত হোমবলি যোগ ২২ কর, মাংস খাই। ফেল। বস্তুতঃ যে দিন আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম, তৎকালে হোমের কিম্বা বলিদানের বিষয় তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, কিম্বা আজ্ঞা দিয়াছিলাম, এমন নয়; ২৩ বরং তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলাম, তোমরা আমার রবে কর্ণপাত কর, তাহাতে আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব, ও তোমরা আমার প্রজা হইবে; আর আমি তোমাদিগকে যে পথে চলিবার আজ্ঞা দিই, সেই পথেই চলিও, যেন তোমাদের

২৪ মঙ্গল হয়। কিন্তু তাহারা শুনিল না, কর্ণপাতও করিল না, বরং আপনাদের মন্ত্রণায়, আপনাদের হৃদয়ের কঠিনতায় আচরণ করিল, তাহারা অগ্রসর না হইয়া
২৫ পিছে হটিয়া গেল। যে দিন তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমি প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার সমস্ত দাসকে, অর্থাৎ ভাববাদিগণকে, তোমাদের নিকটে প্রেরণ
২৬ করিয়া আসিতেছি। তথাপি লোকেরা আমার বাক্য শুনে নাই, কর্ণপাতও করে নাই, কিন্তু আপন আপন গ্রীবা শক্ত করিত; তাহারা পিতৃপুরুষগণ অপেক্ষাও অধিক দুরাচার হইয়াছে।

২৭ আর তুমি তাহাদিগকে এই সকল কথা বলিবে, কিন্তু তাহারা তোমার বাক্য শুনিবে না; তুমি তাহাদিগকে ডাকিবে, কিন্তু তাহারা তোমাকে উত্তর দিবে না।
২৮ তখন তুমি তাহাদিগকে বলিবে, এ সেই জাতি, যে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করে নাই, শাসন গ্রহণ করে নাই; সত্য বিনষ্ট ও ইহাদের মুখ হইতে উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

২৯ [হে যিরূশালেম], তুমি আপনার চুল কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দেও, বৃক্ষশূন্য গিরি সকলের উপরে উঠিয়া বিলাপ কর, কেননা সদাপ্রভু আপন ক্রোধের পাত্র বংশকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, পরিত্যাগ
৩০ করিয়াছেন। কারণ আমার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, যিহূদার সন্তানগণ তাহাই করিয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন; এই যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা অশুচি করণার্থে তাহারা ইহার মধ্যে আপনাদের ঘৃণিত বস্তু সকল রাখিয়াছে।
৩১ আর তাহারা আপন আপন পুত্রকন্যাগণকে আগুনে পোড়াইবার জন্য হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকায় তোফতের উচ্চস্থলী সকল প্রস্তুত করিয়াছে; ইহা আমি আজ্ঞা করি নাই, আমার মনেও ইহা
৩২ উদয় হয় নাই। এই জন্য সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যখন ঐ স্থান আর তোফৎ কিম্বা হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকা নামে আখ্যাত হইবে না, কিন্তু হত্যার উপত্যকা বলিয়া আখ্যাত হইবে; কারণ লোকেরা স্থানাভাবপ্রযুক্ত
৩৩ ঐ তোফতে কবর দিবে। আর এই জাতির শব আকাশের পক্ষীসমূহের ও ভূমির পশুগণের ভক্ষ্য হইবে, কেহ
৩৪ তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবে না। তখন আমি যিহূদার সকল নগরে ও যিরূশালেমের সকল পথে আমোদের রব ও আনন্দের রব, বরের রব ও কন্যার রব নিবৃত্ত করিব; কেননা দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া পড়িবে।

৮ সদাপ্রভু কহেন, তৎকালে লোকেরা যিহূদার রাজগণের অস্থি, তাহার অধ্যক্ষবর্গের অস্থি, যাজকগণের অস্থি, ভাববাদিগণের অস্থি ও যিরূশালেমনিবাসী লোকদের অস্থি তাহাদের কবর হইতে
২ বাহির করিবে। আর তাহারা সূর্য্যের, চন্দ্রের ও সমস্ত আকাশবাহিনীর সম্মুখে —তাহারা যাহাদিগকে ভক্তি ও সেবা করিত, যাহাদের অনুগামী হইত, যাহাদিগকে অন্বেষণ করিত, ও যাহাদের কাছে প্রণিপাত করিত, তাহাদের সম্মুখে—সে সকল অস্থি ছড়াইয়া দিবে। সেগুলি আর একত্রীকৃত কিম্বা কবরে স্থাপিত হইবে না; সারের ন্যায় ভূমির উপরে
৩ থাকিবে। আর এই দুষ্ট গোষ্ঠীর

অবশিষ্ট যে সমস্ত লোক থাকিবে,—যে সকল স্থানে আমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি, সেই সমস্ত স্থানে থাকিবে,—তাহারা জীবন অপেক্ষা মরণই বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।

৪ তুমি তাহাদিগকে আরও বলিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মনুষ্য পতিত হইলে কি আর উঠে না? বিপথে গেলে ৫ কি আর ফিরিয়া আইসে না? তবে যিরূশালেমের এই জাতি কেন নিত্যস্থায়ী বিপথগমন দ্বারা বিপথগামী হইয়াছে? তাহারা খলতাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহারা ফিরিয়া আসিতে অসম্মত। ৬ আমি কর্ণপাত করিয়া শুনিলাম, কিন্তু তাহারা যথার্থ কথা কহিল না; কেহ আপন দুষ্টতার জন্য অনুতাপ করিয়া বলে না, 'হায়, আমি কি করিলাম!' অশ্ব যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে যুদ্ধে দৌড়িয়া যায়, তেমনি প্রত্যেক জন, আপন আপন ৭ ধাবন পথে ফিরে। আকাশে হাড়গিলাও আপনার সময় জানে, এবং ঘুঘু, তালচোঁচ ও বক আপন আপন আগমনের কাল রক্ষা করে, কিন্তু আমার প্রজারা সদাপ্রভুর বিধান জানে না।

৮ তোমরা কেমন করিয়া বলিতে পার, আমরা জ্ঞানী, এবং আমাদের কাছে সদাপ্রভুর ব্যবস্থা আছে? দেখ, অধ্যাপকদের মিথ্যা-লেখনী তাহা মিথ্যা করিয়া ফেলি- ৯ য়াছে। জ্ঞানীরা লজ্জিত হইল, ব্যাকুল ও ধৃত হইল; দেখ, তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছে, তবে তাহাদের ১০ জ্ঞান কি প্রকার? এই জন্য আমি অন্য লোকদিগকে তাহাদের স্ত্রী, এবং অন্য অধিকারীদিগকে তাহাদের ক্ষেত্র দিব; কেননা ক্ষুদ্র কি মহান সকলেই লোভে লুব্ধ, ভাববাদী ও যাজকশুদ্ধ সমস্ত লোক ১১ প্রবঞ্চনায় রত। আর তাহারা আমার জাতির কন্যার ক্ষত কেবল একটুমাত্র সুস্থ করিয়াছে; যখন শান্তি নাই, তখন ১২ বলিয়াছে, শান্তি, শান্তি। তাহারা ঘৃণাই কার্য্য করিয়াছে বলিয়া কি লজ্জিত হইল? তাহারা মোটে লজ্জিত হয় নাই, তাহারা বিষণ্ণ হইতে জানেও না। এই জন্য তাহারা পতিতগণের মধ্যে পতিত হইবে; আমি যখন তাহাদের প্রতিফল দিব, তখন তাহাদের নিপাত হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১৩ আমি তাহাদিগকে নিঃশেষে সংহার করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন; দ্রাক্ষালতায় দ্রাক্ষাফল, কিম্বা ডুমুরগাছে ডুমুরফল থাকিবে না, পত্রও জীর্ণ হইবে; হাঁ, আমি তাহাদের জন্য আক্রমণকারী লোক- ১৪ দিগকে নিরূপণ করিয়াছি। আমরা কেন বসিয়া থাকি? আইস আমরা একত্র হইয়া প্রাচীরবেষ্টিত নগরে নগরে প্রবেশ করি, সেখানে ক্ষয়প্রাপ্ত হই; কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে ক্ষয়ের পাত্র করিলেন, ও বিষবৃক্ষের রস পান করাইলেন, কারণ আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। ১৫ আমরা শান্তির অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কিছুই মঙ্গল হইল না; আরোগ্যকালের অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু দেখ, উদ্বেগ ১৬ উপস্থিত। দান নগর হইতে শত্রুর অশ্বগণের নাসারব শুনা যাইতেছে; তাহার বাজীদের হ্রেষাশব্দে সমস্ত দেশ কাঁপিতেছে; তাহারা আসিয়াছে, জনপদ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত দ্রব্য এবং নগর ও ১৭ তন্নিবাসিবর্গকে গ্রাস করিয়াছে। বস্তুতঃ

দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে সর্প, কালসর্প প্রেরণ করিব, তাহারা কোন মন্ত্র মানিবে না, তোমাদিগকে দংশন করিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

লোকদের ভ্রষ্টতা ও ভাবী দণ্ডের জন্য বিলাপ।

১৮ আহা, আমি যদি দুঃখে সান্ত্বনা পাইতাম! আমার মধ্যে হৃদয় মূর্চ্ছিত। ১৯ দেখ, দূর দেশ হইতে আমার জাতির কন্যার আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে; সদাপ্রভু কি সিয়োনে নাই? তাহার রাজা কি তাহার মধ্যবর্ত্তী নহেন? তাহারা আপনাদের ক্ষোদিত প্রতিমা ও বিজাতীয় অসার বস্তুসমূহ দ্বারা আমাকে কেন ২০ অসন্তুষ্ট করিয়াছে? শস্য কাটিবার সময় গেল, ফলচয়নের কাল শেষ হইল, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণ হয় নাই। ২১ আমি আমার জাতির কন্যার ভগ্নতা প্রযুক্ত ভগ্ন হইয়াছি, আমি মলিন ও ২২ চকিত হইয়াছি। গিলিয়দে কি তরুসার নাই? সেখানে কি চিকিৎসক নাই? তবে আমার জাতির কন্যা কেন স্বাস্থ্য লাভ করে নাই?

৯ হায় হায়, আমার মস্তক কেন জলময় হইল না! আমার চক্ষু কেন অশ্রুর উন্মুই হইল না! তাহা হইলে আমি আমার জাতির কন্যার নিহতদের বিষয়ে দিবারাত্র রোদন করিতে পারিতাম। ২ হায় হায়, প্রান্তরে পথিকদের রাত্রিবাসার্থক কুটীরের ন্যায় কেন আমার কুটীর হয় নাই! হইলে আমি স্বজাতীয়দিগকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিতাম। কেননা তাহারা সকলে ব্যভিচারী ও বিশ্বাসঘাতকদের সমাজ। ৩ তাহারা জিহ্বারূপ ধনুকে মিথ্যারূপ বাণ যোজনা করে; এবং দেশে বিশ্বস্ততার পক্ষে তাহাদের বিক্রম প্রকাশ হয় নাই; বরং তাহারা দুষ্টতা হইতে দুষ্টতার প্রতি অগ্রসর হয়, এবং তাহারা আমাকে ৪ জানে না, ইহা সদাপ্রভু কহেন। তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন বন্ধু হইতে সাবধান থাক, কোন ভ্রাতাকেও বিশ্বাস করিও না, কেননা প্রত্যেক ভ্রাতা নিতান্তই প্রতারণা করে, প্রত্যেক বন্ধু পরীবাদ ৫ করিয়া বেড়ায়। প্রত্যেক জন আপন আপন বন্ধুকে প্রবঞ্চনা করে, সত্য কহে না; তাহারা আপন আপন জিহ্বাকে মিথ্যা বলিতে শিক্ষা দিয়াছে, তাহারা অপরাধ করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করে। ৬ তুমি ছলনার মধ্যস্থানে বাস করিতেছ; তাহারা ছলনা প্রযুক্ত আমাকে জানিতে অস্বীকার করে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৭ অতএব বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে গলাইব, তাহাদের পরীক্ষা করিব; আমার জাতির কন্যা হেতু আর কি করিব? ৮ তাহাদের জিহ্বা প্রাণনাশক বাণ; তাহা ছলের কথা কহে; লোকে মুখে বন্ধুর সহিত প্রেমালাপ করে, কিন্তু অন্তরে ৯ তাহার জন্য ঘাঁটি বসায়। সদাপ্রভু কহেন, আমি কি তাহাদিগকে এই সকলের প্রতিফল দিব না? আমার প্রাণ কি এই প্রকার জাতির প্রতিশোধ দিবে না?

১০ আমি পর্ব্বতগণের বিষয়ে রোদন ও হাহাকার করিব, প্রান্তরস্থ চরাণিস্থানের বিষয়ে বিলাপ করিব, কেননা সে সকল দগ্ধ ও পথিকবিহীন হইল; পশুপালের রব আর শুনা যায় না, আকাশের পক্ষিগণ

ও পশু সকল পলায়ন করিয়াছে, চলিয়া ১১ গিয়াছে। আমি যিরূশালেমকে ঢিবি ও শৃগালদের বাসস্থান করিব; আমি যিহূদার নগর সকল নিবাসীবিহীন ধ্বংস- ১২ স্থান করিব। এই সকল বুঝিতে পারে, এমন জ্ঞানবান্ কে? সদাপ্রভুর মুখে বাক্য শুনিয়া জ্ঞাত করিতে পারে, এমন ব্যক্তি কে? দেশ কি জন্য বিনষ্ট ও মরুভূমির ন্যায় দগ্ধ ও পথিকবিহীন হইল?

১৩ সদাপ্রভু কহেন, কারণ এই, তাহারা আমার সেই ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়াছে, যাহা আমি তাহাদের সম্মুখে রাখিয়াছিলাম; তাহারা আমার রবে কর্ণপাত ১৪ করে নাই, সে পথে চলে নাই; কিন্তু আপন আপন হৃদয়ের কঠিনতার ও বালদেবগণের অনুগমন করিয়াছে, তাহাদের পিতৃপুরুষেরা তাহাদিগকে এই শিক্ষা ১৫ দিয়াছিল। এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই লোকদিগকে নাগদানা ভোজন করাইব, বিষবৃক্ষের রস পান ১৬ করাইব। তাহারা ও তাহাদের পিতৃপুরুষেরা যাহাদিগকে জানে নাই, এমন জাতিগণের মধ্যে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিব, এবং যাবৎ তাহাদিগকে সংহার না করি, তাবৎ আমি তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে খড়্গ প্রেরণ করিব।

১৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা বিবেচনা কর, বিলাপকারিণীদিগকে ডাক, তাহারা আইসুক; জ্ঞানবতী স্ত্রীলোকদের কাছে লোক পাঠাও, তাহারা ১৮ আইসুক। তাহারা ত্বরায় আসিয়া আমাদের নিমিত্ত হাহাকার করুক, যেন আমাদের চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যায়, আমাদের চক্ষুর পাতা দিয়া জলধারা ১৯ নির্গত হয়। কারণ সিয়োন হইতে এই হাহাকার শব্দ শুনা যাইতেছে,

আমরা কেমন হৃতসর্ব্বস্ব হইলাম।
আমরা অতিশয় লজ্জিত হইলাম;
কারণ আমরা দেশত্যাগী হইয়াছি,
[শত্রুরা] আমাদের আবাস সকল ভূমিসাৎ করিল।

২০ আহা! হে স্ত্রীলোকেরা, সদাপ্রভুর কথা শুন, তাঁহার মুখের বাক্য কর্ণে গ্রহণ কর, এবং আপন আপন কন্যাদিগকে হাহাকার করিতে শিক্ষা দেও, প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসিনীকে বিলাপ করিতে শিক্ষা দেও।

২১ কেননা মৃত্যু আমাদের বাতায়নে উঠিল,
তাহা আমাদের অট্টালিকায় প্রবেশ করিল;
যেন বাহির হইতে বালকেরা উচ্ছিন্ন হয়,
চক হইতে যুবকগণ উচ্ছিন্ন হয়।

২২ তুমি বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মনুষ্যগণের শব সারের ন্যায় ক্ষেত্রে পতিত থাকিবে, ছেদকের পশ্চাতে যে শস্যগুচ্ছ পড়িয়া থাকে, তাহার তুল্য হইবে, কেহ তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবে না।

২৩ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, জ্ঞানবান্ আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, বিক্রমী আপন বিক্রমের শ্লাঘা না করুক, ধনবান্ ২৪ আপন ধনের শ্লাঘা না করুক। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে এই বিষয়ের শ্লাঘা করুক যে, সে বুঝিতে পারে ও আমার এই পরিচয় পাইয়াছে যে, আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করি, কারণ ঐ সকলে আমি প্রীত, ইহা সদাপ্রভু কহেন। ২৫ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময়

আসিতেছে, যে সময়ে আমি ছিন্নত্বক্-দিগকে অচ্ছিন্নত্বক্ বলিয়া প্রতিফল দিব ; ২৬ আমি মিসরকে, যিহূদাকে, ইদোমকে, অম্মোন-সন্তানগণকে, মোয়াবকে এবং প্রান্তরবাসী যাহারা আপনাদের কেশকোণ মুণ্ডন করিয়াছে, তাহাদের সকলকে [প্রতিফল দিব] ; কেননা সমস্ত জাতি অচ্ছিন্নত্বক্, আর ইস্রায়েলের সমস্ত কুল হৃদয়ে অচ্ছিন্নত্বক্।

প্রতিমাপূজার অলীকতা।

১০ হে ইস্রায়েল-কুল, সদাপ্রভু তোমাদের বিষয়ে যে কথা কহেন, তাহা শুন। ২ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা জাতিগণের ব্যবহার শিখিও না, আকাশের নানা চিহ্ন হইতে ভীত হইও না ; বাস্তবিক ৩ জাতিগণই তাহা হইতে ভীত হয়। কেননা জাতিগণের বিধি সকল অসার ; লোকে বনে যে কাষ্ঠ ছেদন করে, তাহাই বাটালি সহকারে কারুকরের হস্তকৃত কর্ম্ম হইয়া ৪ উঠে। লোকে তাহা রৌপ্য ও সুবর্ণে অলঙ্কৃত করে ; এবং যেন না নড়ে, তজ্জন্য হাতুড়ি দিয়া প্রেক মারিয়া তাহা ৫ দৃঢ় করে। সে সকল কোঁদা স্তম্ভস্বরূপ ; কথা কহিতে পারে না ; তাহাদিগকে বহন করিতে হয়, কারণ তাহারা চলিতে পারে না। তোমরা তাহাদের হইতে ভীত হইও না ; কারণ তাহারা অহিত করিতে পারে না, হিত করিতেও তাহাদের সাধ্য নাই।

৬ হে সদাপ্রভু, তোমার তুল্য কেহই নাই ; তুমি মহান, তোমার নামও পরা- ৭ ক্রমে মহৎ। হে জাতিগণের রাজন্, তোমাকে কে না ভয় করিবে? তাহা তোমারই পাওনা, কেননা জাতিগণের সমস্ত জ্ঞানী লোকের মধ্যে, তাহাদের সমুদয় রাজ্যের মধ্যে, তোমার তুল্য কেহ ৮ নাই। কিন্তু তাহারা নির্ব্বিশেষে পশুবৎ ও স্থূলবুদ্ধি ; অসার লোকদের শিক্ষা! ৯ উহা কাষ্ঠমাত্র। তর্শীশ হইতে রৌপ্যের পাত ও উফস হইতে স্বর্ণ আনীত হয় ; [পুত্তলিগণ] কারুকরের কৃত ও স্বর্ণকারের হস্তনির্ম্মিত ; তাহাদের পরিচ্ছদ নীল ও বেগুনে, সে সকলই শিল্পনিপুণ ১০ লোকদের কৃত কর্ম্ম। কিন্তু সদাপ্রভু সত্য ঈশ্বর ; তিনিই জীবন্ত ঈশ্বর ও অনন্তকালস্থায়ী রাজা ; তাঁহার ক্রোধে পৃথিবী কম্পিত হয়, এবং তাঁহার কোপ জাতিগণ সহিতে পারে না।

১১ তোমরা উহাদিগকে এই কথা বল, 'যে দেবগণ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল গঠন করে নাই, তাহারা ভূমণ্ডল হইতে ও আকাশমণ্ডলের অধঃ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে'।

১২ তিনি নিজ শক্তিতে পৃথিবী গঠন করিয়াছেন,
নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন,
নিজ বুদ্ধিতে আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন।

১৩ তিনি রব ছাড়িলে আকাশে জলরাশির শব্দ হয়,
তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে বাষ্প উত্থাপন করেন ;
তিনি বৃষ্টির নিমিত্ত বিদ্যুৎ গঠন করেন,
তিনি আপন ভাণ্ডার হইতে বায়ু বাহির করিয়া আনেন।

১৪ প্রত্যেক মনুষ্য পশুবৎ হইয়াছে, সে জ্ঞানহীন ;
প্রত্যেক স্বর্ণকার আপন প্রতিমা দ্বারা লজ্জিত হয়।

কারণ তাহার ছাঁচে ঢালা বস্তু, মিথ্যামাত্র,
তাহার মধ্যে শ্বাসবায়ু নাই।
১৫ সে সকল অসার, মায়ার কর্ম্মমাত্র;
তাহাদের প্রতিফল দানকালে তাহারা
বিনষ্ট হইবে।
১৬ যিনি যাকোবের অধিকার, তিনি সেরূপ
নহেন;
কারণ তিনি সমস্ত বস্তুর গঠনকারী,
এবং ইস্রায়েল তাঁহার অধিকাররূপ বংশ;
তাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু!

ইস্রায়েলের দুরবস্থা।

১৭ হে অবরুদ্ধস্থান-নিবাসিনি! তুমি ভূমি হইতে আপন সামগ্রী কুড়াইয়া ১৮ লও। কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই সময়ে দেশীয় লোকদিগকে ফিঙ্গার প্রস্তরের ন্যায় নিক্ষেপ করিব, এবং এমন সঙ্কটাপন্ন করিব যে, ১৯ তাহারা টের পাইবে। হায় হায়, আমার কেমন ভঙ্গ! আমার ক্ষত অতি বেদনাযুক্ত; তথাপি আমি কহিলাম, ইহা আমার ২০ পীড়া, আমি ইহা সহ্য করিব। আমার তাম্বু বিনষ্ট হইল; আমার সমস্ত রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল; আমার সন্তানগণ আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিল, তাহারা আর নাই। আমার তাম্বু পুনর্ব্বার টাঙ্গাইতে ও আমার যবনিকা ঝুলাইতে এক জনও ২১ নাই। কেননা পালকগণ পশুবৎ হইয়াছে, সদাপ্রভুর কাছে অন্বেষণ করে নাই, এ জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক চলে নাই, তাহাদের সমস্ত পাল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। ২২ কোলাহলের রব! দেখ, তাহা উপস্থিত হইতেছে, উত্তর দেশ হইতে বড় কলরব আসিতেছে; যিহূদার নগর সকল ধ্বংসিত ও শৃগালদের বাসস্থান করা হইবে।

২৩ হে সদাপ্রভু, আমি জানি, মনুষ্যের পথ তাহার বশে নয়, মনুষ্য চলিতে চলিতে আপন পাদবিক্ষেপ স্থির করিতে পারে ২৪ না। হে সদাপ্রভু, আমাকে শাসন কর, কেবল বিচারপূর্ব্বক কর; ক্রোধপূর্ব্বক করিও না, পাছে তুমি আমাকে ক্ষীণ ২৫ করিয়া ফেল। ঢালিয়া দেও তোমার কোপ সেই জাতিগণের উপরে, যাহারা তোমাকে জানে না; সেই গোষ্ঠী সকলের উপরে, যাহারা তোমার নামে ডাকে না; কেননা তাহারা যাকোবকে গ্রাস করিয়াছে, গ্রাস করিয়া সংহার করিয়াছে, তাহারা তাহার বাসস্থান শূন্য করিয়াছে।

ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গকারী যিহূদীদের দণ্ড।

১১ যিরমিয়ের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, তোমরা এই নিয়মের ২ কথা শুন, এবং যিহূদার লোকদের কাছে ও যিরূশালেম-নিবাসীদের কাছে বল। ৩ তুমি তাহাদিগকে বল, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথা কহেন, এই নিয়মের কথা যে কেহ না মানিবে, সে ৪ শাপগ্রস্ত হউক। মিসর দেশ হইতে, সেই লৌহের হাপর হইতে, তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিবার দিনে আমি তাহাদিগকে তাহা আদেশ করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আমার রবে অবধান করিও, এবং আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিই, তাহা পালন করিও, তাহাতে তোমরা আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর ৫ হইব; যেন আমি সেই শপথ সিদ্ধ করিতে পারি, যে শপথ তোমাদের পিতৃপুরুষদিগের নিকটে, তাহাদিগকে অদ্য-

কার ন্যায় এই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ দিবার জন্য করিয়াছিলাম।' তখন আমি উত্তর করিলাম, বলিলাম, আমেন, সদাপ্রভু।

৬ আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি যিহূদার নগরে নগরে ও যিরূশালেমের সড়কে সড়কে এই সমস্ত কথা প্রচার কর, বল, তোমরা এই নিয়মের কথা শুন, ও ৭ সে সকল পালন কর। কেননা যে দিন আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে মিসর দেশ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছিলাম, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিয়াছি, প্রত্যূষে উঠিয়া আমি তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছি, তোমরা আমার রবে ৮ অবধান কর। তবু তাহারা অবধান করিল না, কর্ণপাত করিল না, কিন্তু প্রত্যেকে আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে আচরণ করিল; সেই জন্য আমি এই নিয়মের সমস্ত কথা তাহাদের উপরে বর্ত্তাইলাম; যে নিয়ম আমি তাহাদিগকে পালন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা পালন করে নাই।

৯ আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, যিহূদার লোকদের মধ্যে ও যিরূশালেম-নিবাসিগণের মধ্যে চক্রান্ত পাওয়া ১০ গিয়াছে। তাহারা আপনাদের সেই পিতৃপুরুষদের অপরাধের প্রতি ফিরিয়াছে, যাহারা আমার কথা শুনিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল; আর তাহারা সেবা করণার্থে অন্য দেবগণের পশ্চাতে গিয়াছে; ইস্রায়েল-কুল ও যিহূদা-কুল আমার সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদের সহিত করিয়াছিলাম। ১১ অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব, তাহারা তাহা হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে না; তখন তাহারা আমার কাছে ক্রন্দন করিবে, কিন্তু আমি তাহাদের কথা শুনিব ১২ না। আর যিহূদার নগর সকল ও যিরূশালেম-নিবাসিগণ যে দেবগণের কাছে ধূপ জ্বালাইয়া থাকে, তাহাদের কাছে গমন করিয়া ক্রন্দন করিবে, কিন্তু তাহারা বিপদের সময়ে তাহাদিগকে কোন মতে ১৩ নিস্তার করিবে না। বস্তুতঃ হে যিহূদা, তোমার যত নগর তত দেবতা; এবং যিরূশালেমের যত সড়ক, তোমরা সেই লজ্জাস্পদের নিমিত্ত তত বেদি, বালের উদ্দেশে ধূপদাহ করণার্থে তত বেদি ১৪ স্থাপন করিয়াছ। অতএব তুমি এই জাতির নিমিত্ত প্রার্থনা করিও না, ইহাদের জন্য খেদোক্তি কি প্রার্থনা উৎসর্গ করিও না, কেননা ইহারা বিপদ হেতু যে সময়ে আমাকে ডাকিবে, তখন আমি ইহাদের কথা শুনিব না।

১৫ আমার গৃহে আমার প্রিয়ার কি কার্য্য? সে ত অনেকের সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, এবং তোমা হইতে পবিত্র মাংস সরান হইয়াছে। তুমি যখন দুষ্কার্য্য কর, তখনই ১৬ উল্লাস করিয়া থাক। সদাপ্রভু তোমার নাম 'ফলশোভায় মনোহর হরিৎপর্ণ জিতবৃক্ষ' রাখিয়াছিলেন; তিনি মহা তুমুল-শব্দ সহকারে তাহার উপরে অগ্নি জ্বালাইয়াছেন, তাই তাহার শাখা সকল ১৭ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাস্তবিক বাহিনীগণের সদাপ্রভু, যিনি তোমাকে রোপণ করিয়াছিলেন, তিনি তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গলের কথা বলিয়াছেন, 'ইস্রায়েল-কুলের ও যিহূদা-কুলের দুষ্টতা ইহার কারণ; তাহারা বালের কাছে ধূপদাহ করিয়া আমাকে অসন্তুষ্ট করাতে আপনাদের প্রতি আপনারাই তাহার ফল বর্ত্তাইয়াছে।'

১৮ আর সদাপ্রভু আমাকে জানাইলে আমি বুঝিলাম; সেই সময়ে তুমি আমাকে ১৯ তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ড জানাইলে। কিন্তু আমি বধার্থে নীয়মান গৃহপালিত মেষ-শাবকের ন্যায় ছিলাম; জানিতাম না যে, তাহারা আমার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিয়াছে, বলিয়াছে, আইস, আমরা ফলশুদ্ধ বৃক্ষটী নষ্ট করি, জীবিত লোকদের দেশ হইতে উহাকে ছেদন করিয়া ফেলি, যেন উহার নাম আর স্মরণে না থাকে। ২০ কিন্তু হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তুমি ধর্ম্মতঃ বিচার করিয়া থাক, তুমি মর্ম্মের ও অন্তঃকরণের পরীক্ষা করিয়া থাক; তাহাদের প্রতি তোমার প্রতিশোধ দান আমাকে দেখিতে দেও, কেননা তোমারই কাছে আমি আপন বিবাদের কথা ২১ নিবেদন করিয়াছি। এই জন্য অনাথোতের লোকদের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহারা তোমার প্রাণের অন্বেষণ করে, বলে, তুমি সদাপ্রভুর নামে ভাববাণী বলিও না, বলিলে আমা-২২ দের হাতে মারা পড়িবে; এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে প্রতিফল দিব; যুবকগণ খড়্গে মারা পড়িবে; তাহাদের পুত্রকন্যাগণ ক্ষুধায় মরিবে; তাহাদের ২৩ অবশিষ্ট কেহ থাকিবে না; কেননা অনাথোতের লোকদিগকে প্রতিফল দিবার বৎসরে আমি তাহাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব।

১২ হে সদাপ্রভু, আমি যখন তোমার সহিত বিবাদ করি, তুমিই ধর্ম্মময়; তথাপি তোমার সহিত বাদানুবাদ করিব। দুষ্ট লোকদের পথ কেন কুশলযুক্ত হয়? যাহারা অতিশয় বিশ্বাসঘাতক, তাহারা ২ কেন শান্তিতে থাকে? তুমি তাহাদিগকে রোপণ করিয়াছ; তাহারা মূল বাঁধিয়াছে; তাহারা বৃদ্ধি পাইয়া ফলবানও হইতেছে; তুমি তাহাদের মুখের নিকটস্থ, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরবর্ত্তী। ৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে জ্ঞাত আছ, তুমি আমাকে দেখিতেছ, এবং তোমার প্রতি আমার মন কেমন, তাহার পরীক্ষা লইয়া থাক; উহাদিগকে মেষের ন্যায় নিহত হইবার জন্য টানিয়া লও, বধের দিনের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখ। ৪ কত দিন দেশ শোক করিবে ও সমস্ত ক্ষেত্রের তৃণ শুষ্ক থাকিবে? দেশ-নিবাসীদের দুষ্টতা প্রযুক্ত পশু ও পক্ষিগণের সংহার হইতেছে; কারণ লোকেরা বলে, সে আমাদের শেষ দশা দেখিবে না।

৫ তুমি যদি পদাতিকদের সহিত দৌড়িয়া গিয়া থাক, আর তাহারা তোমাকে ক্লান্ত করিয়া থাকে, তবে অশ্বগণের সহিত কি প্রকারে পারিয়া উঠিবে? আর যদ্যপি শান্তির দেশে নির্ভয়ে থাক, তথাপি ৬ যর্দ্দনের শোভাস্থানে কি করিবে? বস্তুতঃ তোমার ভ্রাতৃগণ ও তোমার পিতৃকুল, তাহারাই তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহারাই তোমার পশ্চাতে 'ধর ধর' বলিয়া ডাকিতেছে; তাহারা তোমাকে ভাল ভাল কথা কহিলেও তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না।

৭ আমি আপন বাটী ত্যাগ করিয়াছি; আপন অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছি, আপন প্রাণের প্রিয়পাত্রীকে শত্রুগণের হস্তে ৮ সমর্পণ করিয়াছি। আমার পক্ষে আমার অধিকার অরণ্যস্থ সিংহতুল্য হইল; সে আমার বিরুদ্ধে হুঙ্কার করিল, এই জন্য

৯ আমি তাহাকে ঘৃণা করিয়াছি। আমার পক্ষে কি আমার অধিকার চিত্রাঙ্গ শকুনিবৎ হইয়াছে? শকুনিরা কি চারিদিকে তাহার বিপরীতে আসিয়াছে? চল, তোমরা সমস্ত বন্য পশু একত্র কর, তাহাদিগকে ভোজন করাইতে আন।
১০ অনেক পালরক্ষক আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়াছে, আমার ভূমি পদতলে দলিত করিয়াছে, আমার ভূমিরত্নকে
১১ ধ্বংসিত প্রান্তর করিয়াছে। তাহারা তাহা ধ্বংসস্থান করিয়াছে, তাহা ধ্বংসিত হইয়া আমার কাছে বিলাপ করিতেছে; সমুদয় দেশ ধ্বংসিত হইয়াছে, কেননা
১২ কেহ মনোযোগ করে না। প্রান্তরে বৃক্ষশূন্য যে সকল গিরি আছে, তাহাদের উপর দিয়া বিনাশকগণ আসিয়াছে, বস্তুতঃ সদাপ্রভুর খড়্গ দেশের এক সীমা অবধি অপর সীমা পর্য্যন্ত সকলই গ্রাস করিতেছে,
১৩ কোন প্রাণীর শান্তি নাই। তাহারা গোম বুনিয়াছে, কণ্টকরূপ শস্য কাটিয়াছে, অনেক কষ্ট করিলেও কিছু উপকার প্রাপ্ত হয় না; তোমরা সদাপ্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রযুক্ত তোমাদের ফলের বিষয়ে লজ্জিত হও।

১৪ আমার সমস্ত দুষ্ট প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে সদাপ্রভু এই কথা বলেন,—আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলকে যাহার অধিকারী করিয়াছি, সেই অধিকার তাহারা স্পর্শ করে, দেখ, আমি তাহাদের ভূমি হইতে তাহাদিগকে উৎপাটন করিব, এবং তাহাদের মধ্য হইতে যিহূদা-কুলকেও উৎপাটন
১৫ করিব। আর তাহাদের উৎপাটনের পরে আমি ফিরিয়া তাহাদের প্রতি করুণা করিব, তাহাদের প্রত্যেক জনকে পুনরায় তাহার অধিকারে ও তাহার ভূমিতে
১৬ আনিয়া দিব। আর তাহারা যদি যত্নপূর্ব্বক আমার প্রজাদের পথ শিখে, এবং যেমন বালের নামে শপথ করিতে আমার প্রজাদিগকে শিক্ষা দিত, তেমনি যদি জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য বলিয়া আমার নামে শপথ করে, তবে তাহারা আমার
১৭ প্রজাদের মধ্যে সংগ্রথিত হইবে। কিন্তু তাহারা যদি কথা না শুনে, তবে আমি সেই জাতিকে উৎপাটন করিব, উৎপাটন করিয়া বিনষ্ট করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১৩ সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, তুমি যাও, মসীনা-সূতার এক পটিকা ক্রয় কর, ও তাহা কটিদেশে বাঁধ, তাহা জলে
২ দিও না। তাহাতে আমি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে এক পটিকা ক্রয় করিলাম,
৩ ও আমার কটিদেশে বাঁধিলাম। পরে দ্বিতীয় বার সদাপ্রভুর বাক্য আমার
৪ নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, তুমি যে পটিকা ক্রয় করিয়া কটিদেশে বাঁধিয়াছ, উঠ, তাহা লইয়া ফরাৎ নদীর নিকটে গিয়া তথাকার শৈলের কোন ছিদ্রে লুকা-
৫ ইয়া রাখ। তাহাতে আমি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে গিয়া ফরাৎ নদীর কাছে
৬ তাহা লুকাইয়া রাখিলাম। পরে বহুদিন গতে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি উঠ, ফরাতের নিকটে যাও, এবং আমার আজ্ঞায় তথায় যে পটিকা লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহা তথা হইতে তুলিয়া লও।
৭ তখন আমি ফরাতের নিকটে গেলাম, এবং খনন করিয়া যে স্থানে পটিকাটী লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তথা হইতে
৮ তাহা তুলিয়া লইলাম; আর দেখ, সে পটিকা নষ্ট হইয়াছে, কোন কার্য্যের যোগ্য নাই।

৯ তখন সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এইরূপে আমি যিহূদার দর্প ও যিরূশালেমের মহাদর্প চূর্ণ করিয়া ১০ ফেলিব। এই যে দুষ্ট জাতি আমার কথা শুনিতে অস্বীকার করে, আপন আপন হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলে, এবং অন্য দেবগণের সেবা ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিবার জন্য তাহাদের অনুগামী হয়, তাহারা এই পটিকার ন্যায় হইবে, যাহা কোন কার্য্যের যোগ্য নয়। ১১ কেননা, সদাপ্রভু কহেন, মনুষ্যের কটি-দেশে যেমন পটিকা জড়ান থাকে, তদ্রূপ আমি সমস্ত ইস্রায়েল-কুলকে ও সমস্ত যিহূদা-কুলকে আপনাতে জড়াইয়াছিলাম, যেন তাহারা আমার উদ্দেশে প্রজাবর্গ, এবং কীর্ত্তি, প্রশংসা ও শোভাস্বরূপ হয়; ১২ কিন্তু তাহারা শুনিতে চাহিল না। অতএব তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, প্রত্যেক কলস দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করা যাইবে; তাহাতে তাহারা তোমাকে বলিবে, প্রত্যেক কলস যে দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করা যাইবে, ১৩ তাহা আমরা কি জানি না? তখন তুমি তাহাদিগকে বলিও, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই দেশনিবাসী সমস্ত লোককে, অর্থাৎ দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজগণকে এবং যাজকগণ, ভাববাদিবর্গ ও যিরূশালেম-নিবাসী সমস্ত ১৪ লোককে মত্ততায় পূর্ণ করিব। আর আমি এক জনকে অন্য জনের বিরুদ্ধে, আর পিতাদিগকে ও পুত্ত্রদিগকে একসঙ্গে আছড়াইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন; আমি মমতা করিব না, কৃপা করিব না, করুণা করিব না; তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব।

১৫ তোমরা শুন, কর্ণপাত কর, অহঙ্কার করিও না, কেননা সদাপ্রভু কথা বলিয়া-১৬ ছেন। তোমরা সময় থাকিতে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার কর, নতুবা তিনি অন্ধকার উপস্থিত করিবেন, আর তিমিরাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালায় তোমাদের চরণে উছোট লাগিবে, এবং তোমরা আলোর অপেক্ষা করিলে তিনি তাহা মৃত্যুচ্ছায়াতে পরিণত করিবেন, ঘোর ১৭ অন্ধকারস্বরূপ করিবেন। তোমরা যদি এ কথা না শুন, তবে তোমাদের দর্প প্রযুক্ত আমার প্রাণ নিরালায় রোদন করিবে, এবং আমার চক্ষু অশ্রুপাত করিবে, অশ্রুধারা বহিবে, কেননা সদা-১৮ প্রভুর পাল বন্দি হইল। তুমি রাজাকে ও মাতারাণীকে বল, তোমরা অবনত হও, বস, কেননা তোমাদের উষ্ণীষ, তোমাদের ১৯ চারু মুকুট খসিয়া পড়িল। দক্ষিণ প্রদেশীয় নগর সকল রুদ্ধ হইল; তাহা খুলিয়া দেয়, এমন কেহ নাই; সমস্ত যিহূদা বন্দিরূপে নীত হইয়াছে, তাহার সমুদয় লোক বন্দিরূপে নীত হইয়াছে।

২০ তোমরা চক্ষু তুলিয়া দেখ, উহারা উত্তর দিক্ হইতে আসিতেছে; তোমাকে যে মেষপাল দত্ত হইয়াছিল, তোমার সেই ২১ চারু মেষপাল কোথায়? তুমি যাহাদিগকে আত্মীয়রূপে আপনার উপরে [প্রভুত্ব করিতে] শিক্ষা দিয়াছ, যখন তিনি তাহাদিগকে মস্তকরূপে তোমার উপরে নিযুক্ত করিবেন, তৎকালে কি বলিবে? প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোক, তেমনি তুমি কি ২২ যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবে না? আর যদি তুমি মনে মনে বল, আমার এমন দশা কেন ঘটিল? তোমার অপরাধের বাহুল্যে তোমার পরিচ্ছদের অন্ত তুলিয়া দেওয়া

হইল, তোমার পাদমূলের প্রতি অত্যাচার ২৩ করা হইল। কূশীয় কি আপন ত্বক্, কিম্বা চিতাবাঘ কি আপন চিত্রবিচিত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারে? তাহা হইলে দুষ্কর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছ যে তোমরা, ২৪ তোমরাও সৎকর্ম্ম করিতে পারিবে। আর আমি ইহাদিগকে উড়াইয়া দিব, যেমন প্রান্তরস্থ বায়ুর সম্মুখে নাড়া উড়িয়া যায়। ২৫ ইহাই তোমার নির্দ্দিষ্ট অধিকার, আমা দ্বারা নিরূপিত তোমার অংশ, এই কথা সদাপ্রভু কহেন; যেহেতু তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, এবং মিথ্যাতে বিশ্বাস ২৬ করিয়াছ। এই জন্য আমিও তোমার পরিচ্ছদের অন্ত মুখের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত তুলিয়া দিব, আর তোমার লজ্জা দেখা যাইবে। ২৭ আমি ক্ষেত্রস্থ পর্ব্বতগণের উপরে তোমার ঘৃণিত ব্যাপার সকল, তোমার ব্যভিচার, তোমার হ্রেষা, তোমার বেশ্যাবৃত্তি সম্বন্ধীয় কুকর্ম্ম দেখিয়াছি। ধিক্ তোমাকে, যিরূশালেম! তুমি শুচি হইতে চাহ না; আর কত দিন এমন থাকিবে?

স্বজাতীয়দের জন্য যিরমিয়ের অনুরোধ।

১৪ ভারী অনাবৃষ্টির বিষয়ে যিরমিয়ের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল। ২ যিহূদা শোক করিতেছে, তাহার নগর-দ্বার সকল জীর্ণ হইতেছে, সে সকল মলিন বেশে ভূমিতে বসিয়া আছে; আর যিরূশালেমের আর্ত্তরব ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। ৩ তাহাদের প্রধানেরা আপন আপন অধীন-দিগকে জলের জন্য পাঠায়; তাহারা গর্ত্ত *সকলের নিকটে আসিয়া কিছুমাত্র জল* পায় না, শূন্য পাত্র হস্তে করিয়া ফিরিয়া যায়; তাহারা লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইয়া ৪ মস্তক ঢাকিয়া রাখে। দেশে বৃষ্টি না হওয়াতে ভূমি নিরাশ হইয়াছে বলিয়া কৃষকেরা লজ্জা পাইয়া আপন আপন ৫ মস্তক ঢাকিয়া রাখে। এমন কি, তৃণ নাই বলিয়া হরিণীও মাঠে প্রসব করিয়া ৬ শিশু ত্যাগ করিয়া যায়। বনগর্দ্দভ সকল বৃক্ষশূন্য গিরিতে দাঁড়াইয়া শৃগালের ন্যায় বায়ুর জন্য হাঁপায়; তৃণাদি না থাকাতে তাহাদের চক্ষু ক্ষীণ হইয়াছে।

৭ যদ্যপি আমাদের অপরাধ সকল আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে, তথাপি, হে সদাপ্রভু, তুমি আপন নামের অনুরোধে কার্য্য কর; আমরা ত নানা প্রকারে বিপথগামী হইয়াছি; আমরা তোমারই ৮ বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। হে ইস্রায়েলের আশাভূমি, সঙ্কটকালে তাহার ত্রাণকর্ত্তা, কেন তুমি এই দেশে প্রবাসীর ন্যায়, কিম্বা রাত্রিবাসার্থী পথিকের ন্যায় ৯ হও? কেন তুমি স্তম্ভিত মানুষের ন্যায়, ত্রাণ করিতে অসমর্থ বীরের ন্যায় হও? তথাপি, হে সদাপ্রভু, তুমি আমাদের মধ্যবর্ত্তী, আর আমাদের উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত; আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

১০ সদাপ্রভু এই জাতির বিষয়ে এই কথা কহেন, তাহারা এইরূপেই ভ্রমণ করিতে ভালবাসে, আপন আপন পা থামায় নাই; এই কারণ সদাপ্রভু তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না; তিনি এখন তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন, তাহাদের পাপ সক-১১ লের প্রতিফল দিবেন। সদাপ্রভু আমাকে আরও কহিলেন, তুমি এই জাতির পক্ষে ১২ *মঙ্গল প্রার্থনা করিও না।* তাহারা উপবাস করিলেও আমি তাহাদের কাতরোক্তি শুনিব না, হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ

করিলেও তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিব না, কিন্তু আমিই খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিব।

১৩ তখন আমি কহিলাম, হায়, প্রভু সদাপ্রভু! দেখ, ভাববাদিগণ তাহাদিগকে বলিতেছে, তোমরা খড়্গ দেখিবে না, তোমাদের প্রতি দুর্ভিক্ষ ঘটিবে না, কারণ আমি এ স্থানে তোমাদিগকে সত্য শান্তি
১৪ দিব। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, সেই ভাববাদীরা আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী বলে; আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করি নাই, তাহাদিগকে আজ্ঞা দিই নাই, তাহাদের কাছে কথা কহি নাই; তাহারা তোমাদের নিকটে মিথ্যা দর্শন ও মন্ত্র, অবস্তু ও আপন আপন হৃদয়ের প্রতারণা-
১৫ মূলক ভাববাণী বলে। এই জন্য যে ভাববাদিগণ আমার নামে ভাববাণী বলে, আমি তাহাদিগকে না পাঠাইলেও বলে, এ দেশে খড়্গ কি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে না, তাহাদের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা সেই
১৬ ভাববাদিগণের বিনাশ হইবে। আর তাহারা যে জাতির কাছে ভাববাণী বলে, সে জাতি দুর্ভিক্ষ ও খড়্গ প্রযুক্ত যিরূশালেমের সড়কে সড়কে নিক্ষিপ্ত হইবে, এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগকে কবর দিবার জন্য কেহ থাকিবে না; কারণ আমি তাহাদের দুষ্টতাকে তাহাদের উপরে ঢালিয়া দিব।
১৭ আর তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, দিবারাত্র আমার চক্ষু হইতে জলধারা পড়ুক, তাহা নিবৃত্ত না হউক, কেননা আমার জাতির অনূঢ়া কন্যা মহাভঙ্গে ও
১৮ বিষম আঘাতে ভগ্ন হইল। আমি যদি বাহির হইয়া ক্ষেত্রে যাই, তবে দেখ, খড়্গহত লোক; যদি নগরে প্রবেশ করি, তবে দেখ, ক্ষুধাপীড়িত লোক; কারণ ভাববাদী ও যাজক উভয়ে দেশ পর্য্যটন করে, কিছুই জানে না।
১৯ তুমি কি যিহূদাকে নিতান্তই অগ্রাহ্য করিয়াছ? তোমার প্রাণ কি সিয়োনকে ঘৃণা করিয়াছে? তুমি আমাদিগকে কেন এমন আঘাত করিলে যে, আমাদের আরোগ্য হয় না? আমরা শান্তির অপেক্ষা করিলাম, কিছুই মঙ্গল হইল না; আরোগ্যকালের অপেক্ষা করিলাম, আর
২০ দেখ, উদ্বেগ! হে সদাপ্রভু, আমরা আমাদের দুষ্টতা ও আমাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি; কারণ আমরা
২১ তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। তুমি আপন নামের অনুরোধে আমাদিগকে ঘৃণা করিও না, তোমার প্রতাপের সিংহাসন অনাদরের পাত্র করিও না; আমাদের সহিত তোমার নিয়ম স্মরণ কর, ভঙ্গ
২২ করিও না। জাতিগণের অসার দেবতাদের মধ্যে বৃষ্টি দিতে পারে, এমন কেহ কি আছে? কিম্বা আকাশ কি জল বর্ষণ করিতে পারে? হে সদাপ্রভু, আমাদের ঈশ্বর, তুমিই কি সেই [বৃষ্টিদাতা] নহ? এই জন্য আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকিব, কেননা তুমিই এই সমস্ত করিয়া থাক।

১৫ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, যদ্যপি মোশি ও শমূয়েল আমার সম্মুখে দাঁড়াইত, তথাপি আমার প্রাণ এই জাতির অনুকূল হইত না; তুমি আমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে বিদায় কর,
২ তাহারা চলিয়া যাউক। আর যদি তাহারা তোমাকে বলে, কোথায় চলিয়া যাইব? তবে তাহাদিগকে বলিও, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মৃত্যুর পাত্র

মৃত্যুর স্থানে, খড়্গের পাত্র খড়্গের স্থানে, দুর্ভিক্ষের পাত্র দুর্ভিক্ষের স্থানে, ও বন্দিত্বের পাত্র বন্দিত্বের স্থানে গমন ৩ করুক। সদাপ্রভু কহেন, আমি চারি জাতিকে তাহাদের উপরে নিযুক্ত করিব; বধ করিবার জন্য খড়্গ, টানাটানি করিবার জন্য কুকুর, ভক্ষণ ও বিনাশ করিবার জন্য ৪ আকাশের পক্ষী ও ভূমির পশু। আর আমি এমন করিব যে তাহারা পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যে ভাসিয়া বেড়াইবে; যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশির নিমিত্ত, যিরূশালেমে কৃত তাহার কার্য্যের নিমিত্ত ইহা করিব।

৫ হে যিরূশালেম, কে তোমাকে দয়া করিবে? কেই বা তোমার নিমিত্ত বিলাপ করিবে? কেই বা তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা ৬ করিতে আসিবে? সদাপ্রভু কহেন, তুমিই আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, তুমি পিছাইয়া পড়িয়াছ, এই জন্য আমি তোমার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তোমাকে নষ্ট করিয়াছি; আমি ক্ষমা করিতে করিতে ৭ ক্লান্ত হইলাম। আমি তাহাদিগকে দেশের পুরদ্বার সমূহে কুলাতে করিয়া ঝাড়িয়াছি, তাহাদিগকে সন্তান-বিরহিত করিয়াছি, আমার প্রজাগণকে বিনষ্ট করিয়াছি, তাহারা আপনাদের পথ হইতে ফিরে ৮ নাই। তাহাদের বিধবা সকল আমার সম্মুখে সমুদ্রের বালি হইতেও বহুসংখ্যক হইয়াছে; আমি তাহাদের কাছে যুবকগণের জননীর বিরুদ্ধে মধ্যাহ্নকালে বিনাশক এক জনকে আনিয়াছি, অকস্মাৎ তাহার প্রতি দুঃখ ও বিহ্বলতা উপস্থিত ৯ করিয়াছি। সপ্তপ্রসূতা ক্ষীণা হইয়াছে, প্রাণত্যাগ করিয়াছে, দিন থাকিতে তাহার সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছে, সে লজ্জিতা ও হতাশা হইয়াছে; আর আমি তাহাদের অবশিষ্টাংশকেও শত্রুদের সম্মুখে খড়্গে সমর্পণ করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১০ হায়! হায়! মা আমার, আমি সমস্ত পৃথিবীর বিরোধের ও বিবাদের পাত্র, তুমি আমাকে কেন প্রসব করিয়াছ? আমি ত কাহাকেও সুদের জন্য ঋণ দিই নাই, আমাকেও কেহ দেয় নাই, তথাপি সকলে ১১ আমাকে শাপ দিতেছে। সদাপ্রভু কহিলেন, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে মুক্ত করিয়া তোমার মঙ্গল করিব; নিশ্চয়ই শত্রুগণকে সঙ্কটকালে ও দুর্দ্দশার সময়ে তোমার কাছে বিনতি করাইব।

১২ লৌহ, উত্তর দেশীয় লৌহ ও পিত্তল ১৩ কি ভাঙ্গিতে পারা যায়? আমি তোমার ঐশ্বর্য্য ও ধনকোষ সকল লুটদ্রব্য করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিব; তোমার পাপসমূহের জন্য তোমার সীমার সর্ব্বত্রেই ১৪ [করিব]। আর তোমার শত্রুগণের দ্বারা তোমার অজ্ঞাত এক দেশে তাহা লইয়া যাইব; কেননা আমার ক্রোধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, তাহা তোমাদের উপরে জ্বলিয়া উঠিবে।

১৫ হে সদাপ্রভু, তুমিই জ্ঞাত আছ; আমাকে স্মরণ কর, আমার তত্ত্বানুসন্ধান কর, আমার তাড়নাকারীদিগকে অন্যায়ের প্রতিশোধ দেও, তোমার দীর্ঘসহিষ্ণুতায় আমাকে হরণ করিও না; জানিও আমি তোমার নিমিত্ত টিট্‌কারি সহ্য করিয়াছি। ১৬ তোমার বাক্য সকল পাওয়া গেল, আর আমি সেগুলি ভক্ষণ করিলাম, তোমার বাক্য সকল আমার আমোদ ও চিত্তের হর্ষজনক ছিল; কেননা হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমার উপরে তোমার ১৭ নাম কীর্ত্তিত। আমি পরিহাসকারীদের

সভাতে বসি নাই, উল্লাস করি নাই; তোমার হস্ত প্রযুক্ত একাকী বসিতাম, কেননা তুমি আমাকে ক্রোধে পূর্ণ করি- ১৮ য়াছ। আমার যাতনা নিত্যস্থায়ী ও আমার ক্ষত অপ্রতিকার্য্য কেন? তাহা চিকিৎসা অগ্রাহ্য করিতেছে। তুমি কি আমার কাছে মিথ্যা স্রোতের ও অস্থায়ী জলের ন্যায় হইবে?

১৯ অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যদি ফিরিয়া আইস, তবে আমি তোমাকে ফিরাইয়া আনিব, তুমি আমার সাক্ষাতে দাঁড়াইবে; এবং যদি অপকৃষ্ট বস্তু হইতে কাঞ্চন বাহির করিয়া লও, তবে আমার মুখস্বরূপ হইবে; উহারা তোমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু তুমি ২০ উহাদের কাছে ফিরিয়া যাইবে না। আর আমি এই জাতির কাছে তোমাকে পিত্তলের দৃঢ় প্রাচীরস্বরূপ করিব; তাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, কিন্তু তোমাকে পরাভব করিতে পারিবে না, কেননা তোমার ত্রাণের ও তোমার উদ্ধারের জন্য আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, ইহা ২১ সদাপ্রভু কহেন। আর আমি দুষ্টদের হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, দুর্দ্দান্তদের করতল হইতে তোমাকে মুক্ত করিব।

যিহূদীদের ভাবী বন্দিত্ব ও পুনঃস্থাপন।

১৬ আবার সদাপ্রভুর বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, তুমি এই স্থানে বিবাহ করিও না, পুত্রকন্যাদের ৩ জন্ম দিও না, কেননা এই স্থানে জাত পুত্রকন্যাদের বিষয়ে, এবং এই দেশে তাহাদের প্রসবকারিণী মাতাদের ও জন্মদাতা পিতাদের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা ৪ কহেন; তাহারা অতি যন্ত্রণাদায়ক মরণে মরিবে, তাহাদের নিমিত্ত কেহ বিলাপ করিবে না, কেহ তাহাদিগকে কবর দিবে না; তাহারা ভূমির উপরে সারের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে; এবং তাহারা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা হত হইবে; তাহাদের শব আকাশের পক্ষিগণের ও ভূমির পশুদের ভক্ষ্য হইবে।

৫ বস্তুতঃ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি শোকের গৃহে প্রবেশ করিও না, বিলাপ করিতে যাইও না, তাহাদের জন্য ক্রন্দন করিও না; কেননা, সদাপ্রভু কহেন, আমি এই জাতি হইতে আমার শান্তি, দয়া ও ৬ করুণা অপহরণ করিয়াছি। এই দেশে ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত লোক মরিবে, কেহ তাহাদিগকে কবর দিবে না, লোকে তাহাদের জন্য বিলাপ করিবে না, ও তাহাদের নিমিত্ত কেহ আপন অঙ্গের কাটকুট কিম্বা ৭ মস্তক মুণ্ডন করিবে না; মৃত লোকের নিমিত্ত শোককারীদিগকে সান্ত্বনাসূচক [রুটি] বিতরণ করিবে না, পিতা কিম্বা মাতার নিমিত্ত শোকে সান্ত্বনাসূচক পাত্রে ৮ পান করাইবে না। আর তুমি তাহাদের সহিত ভোজন ও পান করিতে বসিবার জন্য কোন ভোজ-গৃহে প্রবেশ করিবে ৯ না। কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানে তোমাদের দৃষ্টিগোচরে, তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে, আমোদের রব ও আনন্দের রব, বরের রব ও কন্যার রব নিবৃত্ত করিব।

১০ আর তুমি এই জাতির নিকটে এই সমস্ত কথা প্রচার করিলে যখন তাহারা তোমাকে বলিবে, সদাপ্রভু আমাদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মহাবিপদের কথা কেন

বলিয়াছেন ? আমাদের অপরাধ কি ? আমাদের পাপ কি, যাহা আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে করিয়াছি ? ১১ তখন তুমি তাহাদিগকে বলিবে, সদাপ্রভু কহেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা অন্য দেবগণের পশ্চাদ্গামী হইয়া তাহাদের সেবা করিয়াছে, তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, এবং আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, আমার ১২ ব্যবস্থা পালন করে নাই। আর তোমরা আপনাদের পিতৃপুরুষগণ অপেক্ষাও মন্দ আচরণ করিয়াছ ; কারণ দেখ, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলিতেছ, তাই আমার ১৩ বাক্যে কর্ণপাত করিতেছ না। এই জন্য তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ও তোমরা যে দেশ জ্ঞান নাই, এমন এক দেশে আমি এই দেশ হইতে তোমাদিগকে নিক্ষেপ করিব ; সেই স্থানে তোমরা দিবারাত্র অন্য দেবগণের সেবা করিবে, কেননা আমি তোমাদিগকে দয়া করিব না।

১৪ এই জন্য, সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা আর বলিবে না, সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যিনি ইস্রায়েল সন্তানগণকে মিসর ১৫ দেশ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন ; কিন্তু [তাহারা বলিবে], সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে উত্তর দেশ হইতে, এবং আর যে সকল দেশে তিনি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, বস্তুতঃ আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছিলাম, তাহাদের সেই দেশে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিব। ১৬ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি অনেক ধীবর আনাইব, তাহারা মৎস্যের ন্যায় তাহাদিগকে ধরিবে ; পরে আমি অনেক ব্যাধ আনাইব, তাহারা মৃগয়া করিয়া প্রত্যেক পর্ব্বত হইতে, প্রত্যেক উপপর্ব্বত হইতে ও শৈলের ছিদ্র সকল হইতে তাহাদিগকে ১৭ আনিবে। কেননা তাহাদের সমস্ত পথে আমার দৃষ্টি আছে, তাহারা আমার সম্মুখ হইতে লুক্কায়িত নহে, এবং তাহাদের অপরাধও আমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত নহে। ১৮ আমি অগ্রে তাহাদের অপরাধের ও তাহাদের পাপের দ্বিগুণ ফল দিব ; কেননা তাহারা আপনাদের জঘন্য পদার্থরূপ শবে আমার দেশ অপবিত্র করিয়াছে, এবং আপনাদের ঘৃণার্হ বস্তুসমূহে আমার অধিকার পরিপূর্ণ করিয়াছে।

১৯ হে সদাপ্রভু, আমার বল ও আমার দুর্গ, এবং সঙ্কটকালে আমার আশ্রয়, পৃথিবীর প্রান্ত সকল হইতে জাতিগণ তোমার নিকটে আসিয়া বলিবে, 'কেবল মিথ্যা বিষয়ে ও অসার বস্তুতে আমাদের পিতৃপুরুষদের অধিকার ছিল, তাহার মধ্যে ২০ একটাও উপকারী নয়। মনুষ্য কি আপনার নিমিত্ত দেবতা নির্ম্মাণ করিবে ? ২১ তাহারা ত ঈশ্বর নয়।' এই জন্য দেখ, আমি তাহাদিগকে জ্ঞাত করিব, একটীবার তাহাদিগকে আমার হস্ত ও পরাক্রম জ্ঞাত করিব, তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমার নাম সদাপ্রভু।

১৭ যিহূদার পাপ লৌহলেখনী ও হীরকের কাঁটা দিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহাদের চিত্তফলকে ও তাহাদের যজ্ঞবেদির শৃঙ্গে ২ তাহা ক্ষোদিত হইয়াছে। আর তাহাদের বালকেরা হরিৎপর্ণ বৃক্ষের কাছে উচ্চ গিরির উপরে তাহাদের যজ্ঞবেদি ও ৩ আশেরা-মূর্ত্তি সকল স্মরণ করে। হে

ক্ষেত্রস্থ আমার পর্ব্বত, আমি তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার সমস্ত ধনকোষ লুটদ্রব্য করিয়া বিতরণ করিব; পাপপ্রযুক্ত তোমার সীমার সর্ব্বত্র তোমার উচ্চ-
৪ স্থলী সকলও [বিতরণ করিব]। আমি তোমাকে যে অধিকার দিয়াছিলাম, তুমি নিজেই সেই অধিকার হইতে চ্যুত হইবে, এবং আমি তোমার অজ্ঞাত সেই দেশে তোমাকে দিয়া শত্রুগণের সেবা করাইব; কারণ তোমরা আমার ক্রোধে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ, তাহা চিরকাল জ্বলিবে।

৫ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি মনুষ্যে নির্ভর করে, মাংসকে আপনার বাহু জ্ঞান করে, ও যাহার অন্তঃকরণ সদাপ্রভু
৬ হইতে সরিয়া যায়, সে শাপগ্রস্ত। সে মরুভূমিস্থ ঝাউ গাছের * সদৃশ হইবে, মঙ্গল আসিলে তাহার দর্শন পাইবে না, কিন্তু প্রান্তরের উত্তপ্ত স্থানে ও নিবাসীহীন
৭ লবণ-ভূমিতে বাস করিবে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যে সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, যাহার
৮ বিশ্বাসভূমি সদাপ্রভু। সে জলের নিকটে রোপিত এমন বৃক্ষের ন্যায় হইবে, যাহা নদীকূলে মূল বিস্তার করে, গ্রীষ্মের আগমনে সে ভয় করিবে না, এবং তাহার পত্র সতেজ থাকিবে; অনাবৃষ্টির বৎসরেও সে নিশ্চিন্ত থাকিবে, ফলদানেও নিবৃত্ত হইবে না।

৯ অন্তঃকরণ সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য্য, কে তাহা জানিতে
১০ পারে? আমি সদাপ্রভু অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করি, আমি মর্ম্মের পরীক্ষা করি; আমি প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন আপন আচরণানুসারে আপন আপন কর্ম্মের ফল
১১ দিয়া থাকি। প্রসব না করিলেও যেমন তিত্তির পক্ষী শাবকদিগকে সংগ্রহ করে, তেমনি সেই ব্যক্তি যে অন্যায়ে ধন সঞ্চয় করে, সেই ধন অর্দ্ধ বয়সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং শেষকালে সে মূঢ় হইয়া পড়িবে।

১২ আদিকাল হইতে উচ্চে অবস্থিত প্রতাপ-সিংহাসন আমাদের ধর্ম্মধামের
১৩ স্থান। হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের প্রত্যাশা-ভূমি, যত লোক তোমাকে পরিত্যাগ করে, সকলেই লজ্জিত হইবে। 'যাহারা আমা হইতে সরিয়া যায়, তাহাদের নাম ধূলিতে লিখিত হইবে; কারণ তাহারা জীবন্ত জলের উনুই সদাপ্রভুকে ত্যাগ
১৪ করিয়াছে।' হে সদাপ্রভু, আমাকে সুস্থ কর, তাহাতে আমি সুস্থ হইব; আমাকে পরিত্রাণ কর, তাহাতে আমি পরিত্রাণ পাইব, কেননা তুমি আমার
১৫ প্রশংসাভূমি। দেখ, উহারা আমাকে বলিতেছে, সদাপ্রভুর বাক্য কোথায়?
১৬ তাহা একবার উপস্থিত হউক। আমি ত তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী পালরক্ষকের কার্য্য হইতে বিমুখ হই নাই, এবং অপ্রতিকার্য্য বিপদের দিন আকাঙ্ক্ষা করি নাই, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; আমার ওষ্ঠাধর হইতে যাহা নির্গত হইত, তাহা
১৭ তোমার সম্মুখে ছিল। আমার ত্রাসজনক হইও না; বিপৎকালে তুমিই
১৮ আমার আশ্রয়। যাহারা আমাকে তাড়না করে, তাহারা লজ্জিত হউক, কিন্তু আমি যেন লজ্জিত না হই; তাহারা নিরাশ হউক, কিন্তু আমি যেন নিরাশ না হই; তুমি তাহাদের উপরে অমঙ্গলের দিন উপস্থিত কর, ও দ্বিগুণ ভঙ্গে তাহাদিগকে ভগ্ন কর।

* (বা) দীনহীন লোকের।

বিশ্রামদিন বিষয়ক চেতনা-বাক্য।

১৯ সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যিহূদার রাজগণ যে দ্বার দিয়া ভিতরে আইসে ও বাহিরে যায়, তুমি জনসাধারণের সেই দ্বারে ও যিরূশালেমের ২০ সকল দ্বারে গিয়া দাঁড়াও; আর তাহাদিগকে বল, হে যিহূদার রাজগণ, হে সমস্ত যিহূদা, হে সমস্ত যিরূশালেম-নিবাসী, তোমরা যত লোক এই সকল দ্বার দিয়া ভিতরে আসিয়া থাক, সকলে ২১ সদাপ্রভুর বাক্য শুন। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন প্রাণের বিষয়ে সাবধান হও, বিশ্রামদিনে কোন বোঝা বহিও না, যিরূশালেমের ২২ দ্বার দিয়া ভিতরে আনিও না। আর বিশ্রামবারে আপন আপন গৃহ হইতে কোন বোঝা বাহির করিও না, এবং কোন কার্য্য করিও না; কিন্তু বিশ্রামদিন পবিত্র করিও, যেমন আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আজ্ঞা দিয়াছিলাম। ২৩ তথাপি তাহারা শুনে নাই, কর্ণপাত করে নাই, কিন্তু আপন আপন গ্রীবা শক্ত করিয়াছিল, যেন কথা শুনিতে কিম্বা ২৪ উপদেশ গ্রাহ্য করিতে না হয়। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যদি যত্নপূর্ব্বক আমার কথায় কর্ণপাত করিয়া, বিশ্রামদিনে এই নগরের দ্বার দিয়া কোন বোঝা ভিতরে না আন, যদি বিশ্রামদিন পবিত্র কর, সেই দিনে কোন ২৫ কার্য্য না কর, তবে দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজগণ ও প্রধানবর্গ রথে ও অশ্বে চড়িয়া এই নগরের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে, তাহারা, তাহাদের প্রধানগণ, যিহূদার লোক ও যিরূশালেম নিবাসিগণ প্রবেশ করিবে, এবং এই ২৬ নগর নিত্যস্থায়ী বাসস্থান হইবে। আর যিহূদার নগর সকল, যিরূশালেমের চারিদিকের অঞ্চল, বিন্যামীন প্রদেশ, নিম্নভূমি, পার্ব্বতীয় দেশ ও দক্ষিণ দেশ হইতে লোকেরা হোম, বলি, ভক্ষ্য-নৈবেদ্য ও ধূপ লইয়া আসিবে; তাহারা সদাপ্রভুর গৃহে স্তবের উপহার আনয়ন ২৭ করিবে। কিন্তু যদি তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না কর, বিশ্রামদিন পবিত্র না কর, বিশ্রামদিনে বোঝা বহিয়া যিরূশালেমের দ্বারে প্রবেশ কর, তবে আমি তাহার সকল দ্বারে অগ্নি জ্বালাইব; তাহা যিরূশালেমের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে, নির্ব্বাণ হইবে না।

কুম্ভকার বিষয়ক দৃষ্টান্ত।
যিরমিয়ের কারাবাস।

১৮ যিরমিয়ের কাছে সদাপ্রভুর নিকট ২ হইতে এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি উঠিয়া কুম্ভকারের বাটীতে নামিয়া যাও, সেখানে আমি তোমাকে আমার বাক্য ৩ শুনাইব। তখন আমি কুম্ভকারের বাটীতে নামিয়া গেলাম, আর দেখ, সে ৪ কুলালচক্রে কর্ম্ম করিতেছিল। আর সে মৃত্তিকা দিয়া যে পাত্র নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা যখন কুম্ভকারের হস্তে নষ্ট হইয়া গেল, তখন সে তাহা লইয়া আর এক পাত্র নির্ম্মাণ করিল, কুম্ভকারের দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তদনুসারেই করিল।

৫ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ৬ কাছে উপস্থিত হইল; সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েল-কুল, তোমাদের সহিত আমি কি এই কুম্ভকারের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারি না? হে ইস্রায়েল-কুল,

দেখ, যেমন কুম্ভকারের হস্তে মৃত্তিকা,
৭ তেমনি আমার হস্তে তোমরা। যখন আমি কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের বিষয়ে উন্মূলনের, উৎপাটনের ও বিনাশের কথা
৮ বলি, তখন আমি যে জাতির বিষয়ে কথা বলিয়াছি, তাহারা যদি আপন দুষ্টতা হইতে ফিরে, তবে তাহাদের যে অমঙ্গল করিতে আমার মনস্থ ছিল, তাহা হইতে
৯ আমি ক্ষান্ত হইব। আর যখন আমি কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের বিষয়ে গাঁথিয়া তুলিবার ও রোপণ করিবার কথা বলি,
১০ তখন তাহারা যদি আমার রব না মানিয়া আমার সাক্ষাতে কদাচরণ করে, তবে তাহাদের যে মঙ্গল করিতে আমার কথা ছিল, তাহা হইতে আমি ক্ষান্ত হইব।
১১ অতএব এখন তুমি গিয়া যিহূদার লোকদিগকে ও যিরূশালেম-নিবাসিগণকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অমঙ্গল প্রস্তুত করিতেছি, তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প করিতেছি ; তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন কুপথ হইতে ফির, আপন আপন পথ ও আপন আপন ক্রিয়া ভাল
১২ কর। কিন্তু তাহারা বলে, আশা নাই, কেননা আমরা আপনাদেরই সঙ্কল্পানুসারে চলিব, প্রত্যেকে আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে কর্ম্ম করিব।
১৩ এই জন্য সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা এখন জাতিগণের মধ্যে জিজ্ঞাসা কর, এরূপ কথা কে শুনিয়াছে? ইস্রায়েল-কুমারী নিতান্ত রোমাঞ্চজনক
১৪ কর্ম্ম করিয়াছে। লিবানোনের হিম কি ক্ষেত্রস্থ শৈলকে ত্যাগ করে? কিম্বা দূর হইতে আগত সুশীতল জলস্রোত কি
১৫ লুপ্ত হয়? বাস্তবিক আমার প্রজাগণ আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারা অলীক বস্তুর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতেছে, এবং ইহারা তাহাদের পথে, চিরন্তন মার্গে, তাহাদের বিঘ্ন ঘটাইয়াছে, তাহারা বিপথের, অপ্রস্তুত মার্গের, পথিক হইয়াছে।
১৬ ইহাতে তাহারা আপন দেশকে বিস্ময়ের ও নিত্য শিশ শব্দের বিষয় করে ; যে কেহ তাহার নিকট দিয়া গমন করিবে, সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মাথা নাড়িবে।
১৭ যেমন পূর্ব্বীয় বায়ু করে, তেমনি আমি শত্রুদের সম্মুখে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিব ; তাহাদের বিপদের সময়ে তাহাদিগকে পৃষ্ঠ দেখাইব, মুখ নয়।
১৮ তখন তাহারা কহিল, চল, আমরা যিরমিয়ের বিরুদ্ধে পরামর্শ করি, কেননা যাজকের নিকট হইতে ব্যবস্থা, জ্ঞানবানের নিকট হইতে মন্ত্রণা ও ভাববাদীর নিকট হইতে বাক্য লুপ্ত হইবে না ; চল, আমরা জিহ্বা দ্বারা উহাকে প্রহার করি, উহার কোন কথায় মনোযোগ না করি।
১৯ হে সদাপ্রভু, আমার প্রতি মনোযোগ কর, যাহারা আমার সঙ্গে বিবাদ করে,
২০ তাহাদের রব শুন। উপকারের পরিশোধে কি অপকার করা হইবে? তাহারা ত আমার প্রাণের জন্য গর্ত্ত খনন করিয়াছে। স্মরণ কর, তাহাদের হইতে তোমার ক্রোধ ফিরাইবার চেষ্টায় আমি তাহাদের পক্ষে হিতবাক্য বলিবার জন্য
২১ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতাম। অতএব তুমি তাহাদের সন্তানগণকে দুর্ভিক্ষে সমর্পণ কর, তাহাদিগকে খড়্গের হস্তগত কর, আর তাহাদের স্ত্রীগণ পুত্রহীনা ও বিধবা হউক, তাহাদের পুরুষেরা মারীতে বিনষ্ট ও তাহাদের যুবকগণ

২২ সংগ্রামে খড়্গহত হউক। তুমি তাহাদের প্রতি অকস্মাৎ সৈন্যদল উপস্থিত করিলে তাহাদের গৃহ সকল হইতে ক্রন্দনের রব শুনা যাউক; কেননা তাহারা আমাকে ধরিবার জন্য গর্ত্ত খনন করিয়াছে, ও আমার পায়ের জন্য গোপনে
২৩ ফাঁদ পাতিয়াছে। আর হে সদাপ্রভু, প্রাণনাশার্থে আমার বিরুদ্ধে তাহাদের কৃত সমস্ত মন্ত্রণা তুমিই জ্ঞাত আছ; তুমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিও না, তাহাদের পাপ তোমার সম্মুখ হইতে মুছিয়া ফেলিও না; তাহারা তোমার সম্মুখে নিপাতিত হউক; তুমি আপন ক্রোধের সময়ে তাহাদের প্রতি কার্য্য কর।

১৯ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যাও, কুম্ভকারের এক ঘট ক্রয় কর, এবং প্রজাদের কতিপয় প্রাচীন লোক ও যাজকদের কতিপয় প্রাচীন লোক
২ [সঙ্গে করিয়া লও]। আর খর্পর-দ্বারের প্রবেশ-স্থানের নিকটে হিন্নোম-সন্তানের যে উপত্যকা আছে, সেই স্থানে গমন কর; পরে আমি তোমাকে যে কথা বলিব, তাহা সেই স্থানে প্রচার
৩ কর। এই কথা বল, হে যিহূদার রাজগণ, হে যিরূশালেম-নিবাসিগণ, সদাপ্রভুর বাক্য শুন; বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানের প্রতি এমন অমঙ্গল ঘটাইব যে, তাহা যে শুনিবে, তাহার
৪ কর্ণ শিহরিয়া উঠিবে। কারণ তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এই স্থান বিজাতীয় [স্থান] করিয়াছে, এবং তাহারা, তাহাদের পিতৃপুরুষেরা ও যিহূদার রাজগণ যাহাদিগকে জ্ঞাত ছিল না, এমন অন্য দেবগণের উদ্দেশে এই স্থানে ধূপ জ্বালাইয়াছে, আর নির্দ্দোষদের রক্তে
৫ এই স্থান পরিপূর্ণ করিয়াছে। তাহারা বালের উদ্দেশে হোমবলিরূপে আপন আপন পুত্ত্রগণকে আগুনে পোড়াইবার জন্য বালের উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করিয়াছে; তাহা আমি আজ্ঞা করি নাই, উচ্চারণ করি নাই, এবং তাহা আমার মনেও
৬ উদয় হয় নাই। এই কারণ, সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যখন এই স্থান আর তোফৎ কিম্বা হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকা নামে আখ্যাত হইবে না, কিন্তু হত্যার উপত্যকা বলিয়া
৭ আখ্যাত হইবে। আর আমি এই স্থানে যিহূদার ও যিরূশালেমের মন্ত্রণা বিফল করিব, এবং শত্রুগণের সম্মুখে খড়্গ দ্বারা ও তাহাদের প্রাণনাশার্থী লোকদের হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে নিপাত করিব; আমি তাহাদের শব খাদ্যের নিমিত্ত আকাশের পক্ষিগণকে ও ভূমির পশু-
৮ দিগকে দিব। আর আমি এই নগর বিস্ময়ের ও শিশ শব্দের বিষয় করিব, যে কেহ ইহার নিকট দিয়া গমন করিবে, সে ইহার [প্রতি উপস্থিত] সকল আঘাত দেখিয়া বিস্মিত হইবে, ও শিশ দিবে।
৯ আর যখন তাহাদের শত্রুগণ ও প্রাণনাশার্থিগণ কর্ত্তৃক তাহারা অবরুদ্ধ ও ক্লিষ্ট হইবে, তখন আমি তাহাদিগকে তাহাদের পুত্ত্রদের মাংস ও তাহাদের কন্যাদের মাংস ভোজন করাইব, এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন বন্ধুর মাংস খাইবে।

১০ পরে তুমি আপনার সঙ্গী পুরুষদের সাক্ষাতে সেই ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিবে,
১১ এবং তাহাদিগকে বলিবে, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যেমন

কুম্ভকারের কোন পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলে আর তাহা যোড়া দিতে পারা যায় না, তেমনি আমি এই জাতি ও এই নগর ভাঙ্গিয়া ফেলিব; তাহাতে কবর দিবার জন্য স্থানাভাব প্রযুক্ত লোকেরা তোফতে ১২ কবর দিবে। সদাপ্রভু কহেন, আমি এই স্থানের ও এতন্নিবাসীদের প্রতি এই কার্য্য করিব, আমি এই নগর ১৩ তোফতের সদৃশ করিব। তাহাতে যিরূশালেমের গৃহ সকল ও যিহূদার রাজগণের গৃহ সকল, অর্থাৎ যে সমস্ত গৃহের ছাদে তাহারা আকাশমণ্ডলের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, এবং অন্য দেবগণের উদ্দেশে পানীয় নৈবেদ্য ঢালিত, সেই সকল গৃহ তোফতের ন্যায় অশুচি স্থান হইবে।

১৪ পরে সদাপ্রভু যিরমিয়কে ভাববাণী বলিবার নিমিত্ত যেখানে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি সেই তোফৎ হইতে আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সমস্ত ১৫ লোককে কহিলেন, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই নগরের বিষয়ে ও ইহার নিকটস্থ নগর সকলের বিষয়ে যে সকল অমঙ্গলের কথা বলিয়াছি, সেই সকল ইহাদের উপরে ঘটাইব, কারণ ইহারা আপন আপন গ্রীবা শক্ত করিয়াছে, যেন আমার কথা শুনিতে না হয়।

২০ যিরমিয় যখন এই সকল ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিলেন, তখন ইম্মেরের সন্তান পশ্‌হূর যাজক, সদাপ্রভুর গৃহের প্রধান অধ্যক্ষ, তাহা শ্রবণ করিল। ২ পশ্‌হূর যিরমিয় ভাববাদীকে প্রহার করিয়া সদাপ্রভুর গৃহগামী বিন্যামীনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত হাঁড়িকাঠে তাঁহাকে বদ্ধ ৩ করিয়া রাখিল। পর-দিবস পশ্‌হূর যিরমিয়কে হাঁড়িকাঠ হইতে মুক্ত করিয়া আনিল। তখন যিরমিয় তাহাকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমার নাম পশ্‌হূর রাখেন নাই, কিন্তু মাগোরমিষাবীব [চারি- ৪ দিকেই ভয়] রাখিয়াছেন। কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে ভয়জনক করিব। তাহারা শত্রুদের খড়্‌গধারে পতিত হইবে, ও তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিবে, এবং আমি সমস্ত যিহূদাকে বাবিল-রাজের হস্তে সমর্পণ করিব; তাহাতে সে তাহাদিগকে বন্দি করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে, ও খড়্‌গাঘাতে বধ করিবে। ৫ আর আমি এই নগরের সমস্ত সম্পত্তি, শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ, বহুমূল্য বস্তু ও যিহূদার রাজগণের ধনকোষ সকল শত্রুগণের হস্তে প্রদান করিব; আর তাহারা সে সমস্ত লুটপাট করিয়া বাবিলে লইয়া ৬ যাইবে। আর হে পশ্‌হূর, তুমি ও তোমার গৃহনিবাসিগণ সকলে বন্দি-দশার স্থানে যাইবে, তুমি বাবিলে উপস্থিত হইবে, সেই স্থানে মরিবে, ও সেই স্থানে কবরপ্রাপ্ত হইবে; তোমার এবং যাহাদের কাছে তুমি মিথ্যা ভাববাণী বলিয়াছ, তোমার সেই সমস্ত বন্ধুরও [সেই গতি হইবে]।

৭ হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে প্ররোচনা করিলে আমি প্ররোচিত হইলাম; তুমি আমা হইতে বলবান্, তুমি প্রবল হইয়াছ। আমি সমস্ত দিন উপহাসের পাত্র হইয়াছি, সকলেই আমাকে ঠাট্টা ৮ করে। যতবার আমি কথা কহি, ততবার চেঁচাইয়া উঠি; দৌরাত্ম্য ও

লুটপাট বলিয়া চেঁচাই ; সদাপ্রভুর বাক্য প্রযুক্ত সমস্ত দিন আমাকে টিটকারি ৯ দেওয়া ও বিদ্রূপ করা হয়। যদি বলি, তাঁহার বিষয় আর উল্লেখ করিব না, তাঁহার নামে আর কিছু কহিব না, তবে আমার হৃদয়ে যেন দাহকারী অগ্নি অস্থি-মধ্যে রুদ্ধ হয় ; তাহা সহ্য করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি, আর ১০ তিষ্ঠিতে পারি না। কারণ আমি অনেকের পরীবাদ শুনিতেছি, চারিদিকে ভয় রহিয়াছে। 'তোমরা অভিযোগ কর, এবং আমরাও উহার নামে অভিযোগ করিব,' আমার সমস্ত মিত্র আমার স্খলনের অপেক্ষা করিয়া এই কথা বলে, 'কি জানি, সে প্ররোচিত হইবে, আর আমরা প্রবল হইয়া তাহাকে পরাভব ১১ করিয়া প্রতিরোধ দিব।' কিন্তু সদাপ্রভু প্রবল পরাক্রান্ত বীরের ন্যায় আমার সঙ্গে থাকেন, এই জন্য আমার তাড়নাকারিগণ উছোট খাইবে, প্রবল হইবে না, বুদ্ধিপূর্ব্বক না চলাতে তাহারা মহালজ্জিত হইবে ; সেই অপমান নিত্য থাকিবে, তাহা কেহ ভুলিয়া যাইবে না।

১২ কিন্তু, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তুমি ত ধার্ম্মিকের পরীক্ষক, মর্ম্মের ও হৃদয়ের পরিদর্শক, তুমি তাহাদিগকে প্রতিশোধ দেও, আমি দেখি, কেননা আমি আপন বিবাদের বিষয় তোমারই কাছে প্রকাশ ১৩ করিলাম। তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান কর, সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কারণ তিনি দুরাচারদের হস্ত হইতে দরিদ্র লোকের প্রাণ উদ্ধার করিয়াছেন।

১৪ আমি যে দিন জন্মিয়াছিলাম, সেই দিন শাপগ্রস্ত হউক ; আমার মাতা যে দিন আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই দিন ১৫ আশীর্ব্বাদ-বিহীন হউক। 'তোমার পুত্রসন্তান হইল', এই সংবাদ দিয়া যে ব্যক্তি আমার পিতাকে পরমানন্দিত করিয়াছিল, ১৬ সে শাপগ্রস্ত হউক। সদাপ্রভু ক্ষমা না করিয়া যে সকল নগর উৎসন্ন করিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি সেই সকল নগরের ন্যায় হউক ; সে প্রাতঃকালে ক্রন্দন ও ১৭ মধ্যাহ্নকালে চীৎকার শুনুক। তিনি কেন আমাকে গর্ব্ভের মধ্যে মারিয়া ফেলিলেন না? তাহা হইলে আমার জননী আমার কবর হইতেন, তাঁহার গর্ব্ভ নিত্য গুরু ১৮ থাকিত। লজ্জায় জীবন কাটাইবার জন্য আমি কষ্ট ও খেদ দেখিতে কেন গর্ব্ভ হইতে নির্গত হইলাম ?

সিদিকিয় রাজার প্রতি যিরমিয়ের কথা।

২১ সিদিকিয় রাজা মল্কিয়ের সন্তান পশ্‌হূরকে ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয় যাজককে যিরমিয়ের নিকটে এই কথা বলিবার ২ জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, যথা, 'তুমি আমাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা কর, কেননা বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ; হয় ত সদাপ্রভু আপনার সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করিবেন, তাহা হইলে ঐ রাজা আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া যাইবেন।' তৎকালে যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল।

৩ যিরমিয় তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ৪ সিদিকিয়কে এই কথা বল, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ, তোমরা আপন আপন হস্তস্থিত যে সকল যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা বাবিল-রাজের সহিত

ও তোমাদের অবরোধকারী কল্দীয়দের সহিত প্রাচীরের বাহিরে যুদ্ধ করিতেছ, আমি সেই সকলের মুখ ফিরাইয়া দিব, এবং এই নগরের মধ্যে সে সকল সংগ্রহ
৫ করিব। আর আমি আপনি বিস্তারিত হস্ত ও বলবান্ বাহু দ্বারা ক্রোধে, রোষে ও মহাকোপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ
৬ করিব। আমি এই নগরবাসী মনুষ্য ও পশু সকলকে সংহার করিব; তাহারা
৭ মহামারীতে মারা পড়িবে। আর, সদাপ্রভু কহেন, তৎপরে আমি যিহূদা-রাজ সিদিকিয়কে, তাহার দাসগণকে ও প্রজাদিগকে, এমন কি, এই নগরের যে সকল লোক মারী, খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ হইতে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদিগকে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের হস্তে, তাহাদের শত্রুগণের হস্তে ও তাহাদের প্রাণনাশার্থী লোকদের হস্তে সমর্পণ করিব; সেই রাজা খড়্গধারে তাহাদিগকে আঘাত করিবে, তাহাদের প্রতি মমতা করিবে না,
৮ ক্ষমা কি করুণা করিবে না। আর তুমি এই লোকদিগকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, তোমাদের সম্মুখে আমি জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ রাখি-
৯ তেছি। যে ব্যক্তি এই নগরে থাকিবে, সে খড়্গে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মারা পড়িবে; কিন্তু যে ব্যক্তি বাহিরে গিয়া তোমাদের অবরোধকারী কল্দীয়দের পক্ষে দাঁড়াইবে, সে বাঁচিবে, এবং তাহার প্রাণ তাহার পক্ষে লুটদ্রব্যের ন্যায় হইবে।
১০ কেননা, সদাপ্রভু কহেন, আমি অমঙ্গলের নিমিত্ত এই নগরের বিপরীতে আপন মুখ রাখিয়াছি, মঙ্গলের নিমিত্ত নয়; ইহা ববিল-রাজের হস্তগত হইবে, এবং সে ইহা আগুনে পোড়াইয়া দিবে।
১১ আর যিহূদার রাজকুলের বিষয় তোমরা
১২ সদাপ্রভুর বাক্য শুন; হে দায়ূদের কুল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা প্রাতঃকালে বিচার নিষ্পত্তি কর, এবং লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে উপদ্রবীর হস্ত হইতে উদ্ধার কর, নতুবা তোমাদের আচরণের দুষ্টতা প্রযুক্ত আমার ক্রোধ অগ্নির ন্যায় বহির্গত হইবে, এবং এমন দাহ করিবে যে,
১৩ কেহ তাহা নির্ব্বাণ করিবে না। হে তলভূমিনিবাসিনি, সমস্থলীর শৈলবাসিনি, সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ; তোমরা কহিতেছ, আমাদের বিপরীতে কে নামিয়া আসিবে? আমা-
১৪ দের নিবাসে কে প্রবেশ করিবে? সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাদের কর্ম্মের ফলানুসারে তোমাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিব; আমি তাহার বনে অগ্নি জ্বালাইব, উহা তাহার চারিদিকে সকলই গ্রাস করিবে।

যিহূদীয় রাজকুলের প্রতি অনুযোগ।

২২ সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন, তুমি যিহূদার রাজবাটীতে গিয়া সেই স্থানে
২ এই কথা বল। তুমি বল, হে দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট যিহূদা-রাজ, তুমি, তোমার দাসগণ ও এই সকল দ্বার দিয়া প্রবেশকারী তোমার প্রজাগণ, সদাপ্রভুর
৩ বাক্য শুন। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ন্যায়বিচার ও ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান কর, এবং লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে উপদ্রবীর হস্ত হইতে উদ্ধার কর; বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিও না, এবং এই স্থানে নির্দ্দোষের
৪ রক্তপাত করিও না। কেননা তোমরা

যদি এই কথা যত্নপূর্ব্বক পালন কর, তবে দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজগণ আপন দাসগণের ও প্রজাগণের সহিত রথে ও অশ্বে চড়িয়া এই বাটীর ৫ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। কিন্তু, তোমরা যদি এই সকল বাক্য না শুন, তবে, সদাপ্রভু কহেন, আমি আমারই নামে শপথ করিতেছি যে, এই বাটী ৬ উৎসন্ন স্থান হইবে। কেননা সদাপ্রভু যিহূদার রাজকুলের বিষয়ে এই কথা কহেন, তুমি আমার কাছে গিলিয়দ ও লিবানোন-শৃঙ্গ; কিন্তু অবশ্য আমি তোমাকে প্রান্তর ও নিবাসীবিহীন নগর-৭ সমূহের সমান করিব। আর তোমার বিপরীতে বিনাশক পুরুষগণকে প্রত্যেকের অস্ত্রসহ প্রস্তুত করিব; তাহারা তোমার উৎকৃষ্ট এরসবৃক্ষ সকল ছেদন ৮ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। আর অনেক জাতীয় লোক এই নগরের নিকট দিয়া যাইবে, এবং তাহারা প্রত্যেক জন আপন আপন সঙ্গীকে বলিবে, সদাপ্রভু কি জন্য এই মহানগরের প্রতি এমন ৯ ব্যবহার করিয়াছেন? তখন তাহারা উত্তর করিবে, কারণ এই লোকেরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিত, ও তাহাদের সেবা করিত।

১০ তোমরা মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন করিও না, তাহার জন্য বিলাপ করিও না; যে ব্যক্তি প্রস্থান করিতেছে, বরং তাহারই জন্য অতিশয় রোদন কর; কেননা সে আর ফিরিয়া আসিবে না, আপন জন্মদেশ আর দেখিবে না।

১১ বস্তুতঃ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যে শল্লুম আপন পিতা যোশিয়ের পদে রাজত্ব করিয়াছিল ও এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহার বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সে এই স্থানে আর ১২ ফিরিয়া আসিবে না; কিন্তু যে স্থানে বন্দিরূপে নীত হইয়াছে, সেই স্থানে মরিবে, এ দেশ আর দেখিবে না।

১৩ ধিক্ তাহাকে, যে অধর্ম্ম দ্বারা আপন বাটী, ও অন্যায় দ্বারা আপন উচ্চ কুঠরী নির্ম্মাণ করে, যে বিনা বেতনে আপন প্রতিবাসীকে খাটায়, এবং তাহার শ্রমের ১৪ ফল তাহাকে দেয় না; যে বলে, 'আমি আপনার নিমিত্ত এক বৃহৎ বাটী ও প্রশস্ত উচ্চ কুঠরী নির্ম্মাণ করিব,' এবং সে আপনার নিমিত্ত বাতায়ন-দ্বার কাটে; আর এরস কাষ্ঠ দিয়া ঘর মুড়ান হয়, এবং সিন্দূরবর্ণ রঙ্গ লেপন করা যায়। ১৫ এরস কাষ্ঠের বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য চেষ্টা করাতে তোমার রাজত্ব কি থাকিবে? তোমার পিতা কি ভোজন পান করিত না, বিচার ও ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান কি করিত না? তাই তাহার ১৬ মঙ্গল হইল। সে দুঃখী দীনহীনের বিচার করিত, তাই মঙ্গল হইল। সদাপ্রভু কহেন, আমাকে জ্ঞাত হওয়া কি ১৭ তাহাই নয়? কিন্তু তোমার চক্ষু ও তোমার অন্তঃকরণ কেবল তোমারই লাভ ও নির্দ্দোষের রক্তপাত এবং উপদ্রবের ও দৌরাত্ম্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে আর ১৮ কিছুই লক্ষ্য করে না। অতএব যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহার বিষয়ে লোকেরা 'হায় আমার ভ্রাতা,' কিম্বা 'হায় ভগিনী' বলিয়া বিলাপ করিবে না, এবং 'হায় প্রভু,' কিম্বা 'হায় তাঁহার গৌরব' বলিয়াও বিলাপ

১৯ করিবে না। গর্দ্দভের কবরের ন্যায় তাহার কবর হইবে; লোকে তাহাকে টানিয়া যিরূশালেমের দ্বারের বাহিরে ফেলিয়া দিবে।

২০ তুমি লিবানোনে উঠ, ক্রন্দন কর; বাশনে উচ্চৈঃস্বর কর; এবং অবারীম হইতে ক্রন্দন কর; কেননা তোমার প্রেমিকেরা সকলে বিনষ্ট হইল।

২১ তোমার শান্তির সময়ে আমি তোমার কাছে কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বলিয়াছিলে, আমি শুনিব না; তোমার বাল্যকালাবধি এই রীতি দাঁড়াইয়াছে, তুমি আমার রবে অবধান কর নাই।

২২ বায়ু তোমার সমস্ত পালককে ভক্ষণ করিবে; তোমার প্রেমিকেরা বন্দি-দশার স্থানে গমন করিবে; বস্তুতঃ তখন তুমি আপনার সমস্ত দুষ্কর্ম্ম প্রযুক্ত লজ্জিতা ও বিষণ্ণা হইবে।

২৩ হে লিবানোন্-বাসিনি! এরস বনে
বাসকারিণি!
যখন তুমি প্রসবযন্ত্রণার ন্যায় যন্ত্রণা
পাইবে,
তখন কেমন কাতরোক্তি করিবে।

২৪ সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, যিহোয়াকীমের পুত্র যিহূদা-রাজ কনিয় আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত মোহরের তুল্য হইলেও আমি তোমাকে তথা হইতে

২৫ ফেলিয়া দিব। আর যাহারা তোমার প্রাণের অন্বেষণ করে, তাহাদের হস্তে, ও যাহাদের হইতে তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ, তাহাদের হস্তে, অর্থাৎ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের হস্তে ও কল্‌দীয়দের হস্তে

২৬ তোমাকে সমর্পণ করিব। আর তোমাকে ও তোমার প্রসবিনী মাতাকে তুলিয়া অন্য দেশে নিক্ষেপ করিব, যে দেশে তোমার জন্ম হয় নাই; সেই স্থানে তোমরা

২৭ মরিবে। কিন্তু যে দেশে ফিরিয়া আসিতে তাহাদের প্রাণ আকাঙ্ক্ষা করে, তথায় তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।

২৮ এই কনিয় কি তুচ্ছ ভগ্ন পাত্র? এ কি অপ্রীতিজনক পাত্র? এ ব্যক্তি ও ইহার বংশ কেন বহিষ্কৃত হইয়াছে? তাহাদের অজ্ঞাত দেশে কেন নিক্ষিপ্ত হইয়াছে?

২৯ হে দেশ, দেশ, দেশ, সদাপ্রভুর বাক্য

৩০ শুন। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই ব্যক্তির বিষয়ে লিখ, এ নিঃসন্তান, এ পুরুষ জীবনকালে কৃতকার্য্য হইবে না; কারণ ইহার বংশের কোন ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইবে না, দায়ূদের সিংহাসনে উপবেশন ও যিহূদার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না।

২৩ সদাপ্রভু কহেন, ধিক্ সেই পালকদিগকে যাহারা আমার পালের মেষ-

২ দিগকে নষ্ট ও ছিন্নভিন্ন করে। এই জন্য সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, যে পালকেরা আমার প্রজাগণকে চরায়, তাহাদের বিরুদ্ধে এই কথা কহেন, তোমরা আমার মেষদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছ, তাহাদের তত্ত্বাবধান কর নাই; দেখ, আমি তোমাদের আচরণের দুষ্টতার প্রতিফল তোমাদিগকে দিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৩ আর আমি যে সকল দেশে আপন পাল তাড়াইয়া দিয়াছি, তথা হইতে তাহার অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিব, পুনর্ব্বার তাহাদিগকে খোঁয়াড়ে আনিব, এবং তাহারা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইবে।

৪ আর আমি তাহাদের উপরে এমন পালকগণকে নিযুক্ত করিব, যাহারা তাহাদিগকে

চরাইবে ; তখন তাহারা আর ভীত কি নিরাশ হইবে না, এবং কেহ নিরুদ্দেশ হইবে না, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৫ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি দায়ূদের বংশে এক ধার্ম্মিক পল্লব উৎপন্ন করিব ; তিনি রাজা হইয়া রাজত্ব করিবেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবেন, এবং দেশে ন্যায়বিচার ও ৬ ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার সময়ে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে, ও ইস্রায়েল নির্ভয়ে বাস করিবে, আর তিনি এই নামে আখ্যাত হইবেন, "সদাপ্রভু ৭ আমাদের ধার্ম্মিকতা।" অতএব, সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা আর বলিবে না, সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে মিসর দেশ হইতে ৮ উঠাইয়া আনিয়াছেন, কিন্তু [তাহারা বলিবে], সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যিনি ইস্রায়েলের কুলজাত বংশকে উত্তর দেশ হইতে, এবং যে সকল দেশে আমি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলাম, সেই সকল দেশ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, চালাইয়া আনিয়াছেন ; আর তাহারা আপন দেশে বাস করিবে।

ভক্তি ভাববাদীদের প্রতি অনুযোগ।

৯ ভাববাদিগণের বিষয়। আমার অন্তরে হৃদয় ভগ্ন হইতেছে, আমার সমস্ত অস্থি বিচল হইতেছে ; সদাপ্রভুর হেতু ও তাঁহার পবিত্র বাক্যের হেতু আমি মত্ত লোকের ন্যায়, দ্রাক্ষারসে অভিভূত ব্যক্তির ১০ ন্যায় হইয়াছি। কেননা দেশ ব্যভিচারিগণে পরিপূর্ণ ; হাঁ, অভিশাপের কারণ দেশ শোক করিতেছে ; প্রান্তরস্থ চরাণিস্থান সকল শুষ্ক হইয়াছে ; এবং লোকদের ধাবন-পথ মন্দ হইয়াছে, ও তাহাদের ১১ পরাক্রম ন্যায়সঙ্গত নয়। কেননা ভাববাদী ও যাজক উভয়ে পামর হইয়াছে ; সদাপ্রভু কহেন, আমার গৃহেও আমি ১২ তাহাদের দুষ্ক্রিয়া দেখিয়াছি। এ কারণ তাহাদের পক্ষে তাহাদের পথ অন্ধকারময় পিচ্ছিল স্থানের তুল্য হইবে ; তাহারা তাড়িত হইয়া তাহার মধ্যে পতিত হইবে ; কেননা তাহাদিগকে প্রতিফল দিবার বৎসরে আমি তাহাদের প্রতি অমঙ্গল উপস্থিত করিব, ইহা সদাপ্রভু ১৩ কহেন। আমি শমরিয়ার ভাববাদিগণের মধ্যে অসঙ্গত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম ; তাহারা বালের নামে ভাববাণী বলিত ও আমার প্রজা ইস্রায়েলকে ভ্রান্ত করিত। ১৪ আর যিরূশালেমের ভাববাদিগণের মধ্যে রোমাঞ্চজনক ব্যাপার দেখিয়াছি ; তাহারা ব্যভিচার করে, ও মিথ্যারূপ পথে চলে, এবং কদাচারীদের হস্ত এমন বলবান্ করে যে, কেহ আপন কুপথ হইতে ফিরে না ; তাহারা সকলে আমার কাছে সদোমের তুল্য, এবং সেখানকার নিবাসীরা ঘমোরার সমান হইয়াছে।

১৫ এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু সেই ভাববাদিগণের বিষয়ে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে নাগদানা ভোজন করাইব, বিষবৃক্ষের রস পান করাইব, কেননা পামরতা যিরূশালেমের ভাববাদিগণ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত দেশ ১৬ ব্যাপিয়াছে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঐ যে ভাববাদিগণ তোমাদের কাছে ভাববাণী বলে, তাহাদের কথা শুনিও না, তাহারা তোমাদিগকে ভুলায় ;

তাহারা আপন আপন হৃদয়ের দর্শন বলে, ১৭ সদাপ্রভুর মুখে শুনিয়া বলে না। যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের কাছে তাহারা অবিরত বলে, সদাপ্রভু বলিয়াছেন, তোমাদের শান্তি হইবে; এবং যাহারা আপন আপন হৃদয়ের কঠিনতায় চলে, তাহাদের প্রত্যেক জনকে বলে, অমঙ্গল তোমাদের কাছে আসিবে না। ১৮ বাস্তবিক কে সদাপ্রভুর সভায় দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে ও তাঁহার বাক্য শুনিয়াছে? কে আমার বাক্যে কর্ণ দিয়া তাহা শুনিতে ১৯ পাইয়াছে? দেখ, সদাপ্রভুর ঝটিকা, তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ, হাঁ, ঘূর্ণ্যমান ঝটিকা নির্গত হইতেছে; তাহা দুষ্টদের মস্তকে ২০ লাগিবে। যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আপন মনের অভিপ্রায় সফল ও সিদ্ধ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার ক্রোধ ফিরিবে না; তোমরা শেষকালে তাহা সম্পূর্ণরূপে ২১ বুঝিতে পারিবে। আমি সেই ভাববাদিগণকে প্রেরণ করি নাই, তাহারা আপনারা দৌড়িয়াছে; আমি তাহাদিগকে বলি নাই, তাহারা আপনারা ভাববাণী বলি- ২২ য়াছে। কিন্তু তাহারা যদি আমার সভায় দাঁড়াইত, তবে আমার প্রজাদিগকে আমার বাক্য শুনাইত, এবং তাহাদের কুপথ হইতে ও তাহাদের ক্রিয়ার দুষ্টতা হইতে তাহাদিগকে ফিরাইত।

২৩ সদাপ্রভু কহেন, আমি কি নিকটে ২৪ ঈশ্বর, দূরে কি ঈশ্বর নহি? সদাপ্রভু কহেন, এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে যে, আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না? আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? ইহা সদাপ্রভু ২৫ কহেন। ভাববাদীরা যাহা বলিয়াছে, তাহা আমি শুনিয়াছি, তাহারা আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী বলে, যথা, আমি ২৬ স্বপ্ন দেখিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি। যে ভাববাদিগণ মিথ্যা ভাববাণী বলে, যাহারা নিজ অন্তঃকরণের কপটতার ভাববাদী, তাহাদের অন্তঃকরণে ইহা কত কাল ২৭ থাকিবে? তাহাদের সঙ্কল্প এই, তাহাদের পিতৃপুরুষেরা বালের অনুরাগে যেমন আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, তদ্রূপ তাহারা আপন আপন প্রতিবাসীর কাছে আপন আপন স্বপ্নের বৃত্তান্ত কথন দ্বারা আমার প্রজাদিগকে আমার নাম ভুলিয়া যাইতে ২৮ দিবে। যে ভাববাদী স্বপ্ন দেখিয়াছে, সে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলুক; এবং যে আমার বাক্য পাইয়াছে, সে সত্যরূপে আমার ২৯ বাক্যই বলুক। সদাপ্রভু কহেন, শস্যের কাছে পোয়াল কি? সদাপ্রভু কহেন, আমার বাক্য কি অগ্নির তুল্য নয়? তাহা কি হাতুড়ির তুল্য নয়, যাহা পাষাণ খণ্ড-বিখণ্ড করে?

৩০ অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, যে সকল ভববাদী আপন আপন প্রতিবাসী হইতে আমার বাক্য হরণ করে, আমি ৩১ তাহাদের বিপক্ষ। সদাপ্রভু বলেন, দেখ, আমি সেই সকল ভাববাদীর বিপক্ষ, যাহারা আপন আপন জিহ্বা ব্যবহার ৩২ করিয়া বলে, 'তিনিই বলেন'। সদাপ্রভু বলেন, দেখ, আমি তাহাদের বিপক্ষ, যাহারা মিথ্যা স্বপ্নের ভাববাণী বলে ও তাহার বৃত্তান্ত বলে, আপনাদের মিথ্যা কথা ও দাম্ভিকতা দ্বারা আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত করে; কিন্তু আমি তাহাদিগকে পাঠাই নাই, তাহাদিগকে আজ্ঞা দিই নাই; তাহারা এই লোকদের কিছুমাত্র উপকারী হইতে পারে না, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৩৩ আর যে সময়ে এই লোকেরা কিম্বা কোন ভাববাদী বা যাজক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সদাপ্রভুর ভারবাণী কি? তখন তুমি তাহাদিগকে বলিবে, ভারবাণী কি!* সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমা- ৩৪ দিগকে দূর করিয়া দিব। আর যে কোন ভাববাদী, যাজক বা সামান্য লোক বলিবে, 'সদাপ্রভুর ভারবাণী,' তাহাকে ও তাহার ৩৫ কুলকে আমি প্রতিফল দিব। তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন প্রতিবাসীকে ও আপন আপন ভ্রাতাকে এই কথা বলিবে, সদাপ্রভু কি উত্তর দিয়াছেন? ৩৬ আর, সদাপ্রভু কি বলিয়াছেন? কিন্তু 'সদাপ্রভুর ভারবাণী,' এই কথার উচ্চারণ আর করিও না; কারণ প্রত্যেক জনের নিজ বাক্যই তাহার পক্ষে ভারবাণী হইবে; কেননা তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের, আমাদের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, ৩৭ বাক্য বিপরীত করিয়াছ। তোমরা ভাববাদীকে বলিও, সদাপ্রভু তোমাকে কি উত্তর দিয়াছেন? আর, সদাপ্রভু কি ৩৮ বলিয়াছেন? কিন্তু 'সদাপ্রভুর ভারবাণী,' এই কথা যদি বল, তবে সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমরা বলিতেছ, 'সদাপ্রভুর ভারবাণী'; কিন্তু আমি তোমাদের কাছে লোক প্রেরণ করিয়া বলিয়াছি, 'সদাপ্রভুর ভারবাণী' এ কথা বলিও না। ৩৯ এই জন্য দেখ, আমি তোমাদিগকে একেবারে তুলিয়া লইব†, এবং তোমাদিগকে ও তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে নগর দিয়াছি, তাহা শুদ্ধ তোমাদিগকে আমার ৪০ নিকট হইতে দূর করিয়া দিব। আর আমি এমন নিত্যস্থায়ী দুর্নাম ও নিত্যস্থায়ী অপমান তোমাদের উপরে রাখিব, যাহা লোকে ভুলিয়া যাইবে না।

* (বা) তোমরাই ভারবাণী।
† (বা) ভুলিয়া যাইব।

ডুমুরফলের দৃষ্টান্ত।

২৪ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর যিহোয়াকীমের পুত্র যিহূদা-রাজ যিকনিয়কে, যিহূদার অধ্যক্ষগণকে, শিল্পকর ও কর্ম্মকারদিগকে যিরূশালেম হইতে বাবিলে বন্দি করিয়া লইয়া গেলে পর সদাপ্রভু আমাকে [দর্শন] দেখাইলেন; আর দেখ, সদাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে দুই ডালা ২ ডুমুরফল স্থাপিত। তাহার মধ্যে এক ডালায় আশুপক্ক ডুমুরফলের ন্যায় অতি উত্তম ফল ছিল, আর এক ডালায় অতি মন্দ ফল ছিল, এমন মন্দ যে খাওয়া যায় ৩ না। তখন সদাপ্রভু আমাকে বলিলেন যিরমিয়, তুমি কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, ডুমুরফল; উত্তম ফল অতি উত্তম, এবং মন্দ ফল অতি মন্দ, এমন ৪ মন্দ যে খাওয়া যায় না। পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত ৫ হইল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যিহূদার যে বন্দিগণকে এই স্থান হইতে কল্‌দীয়দের দেশে পাঠাইয়াছি, তাহাদিগকে এই উত্তম ডুমুরফলের সদৃশ করিয়া মঙ্গলার্থে লক্ষ্য ৬ করিব। কারণ আমি মঙ্গলার্থে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিব, ও পুনর্ব্বার তাহাদিগকে এই দেশে আনিব; তাহাদিগকে গাঁথিব, উৎপাটন করিব না; রোপণ করিব, উন্মূ- ৭ লন করিব না। আর আমিই যে সদাপ্রভু, তাহা জানিবার মন তাহাদিগকে দিব; আর তাহারা আমার প্রজা হইবে ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব; কেননা তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে আমার প্রতি

৮ ফিরিয়া আসিবে। আর যে মন্দ ফল এমন মন্দ যে তাহা খাওয়া যায় না, তাহা যেমন, সত্যই সদাপ্রভু এই কথা বলেন, সেইরূপ আমি যিহূদার রাজা সিদিকিয়কে তাহার অধ্যক্ষগণকে ও যিরূশালেমের, অবশিষ্ট লোকদিগকে—যাহারা এই দেশে রহিয়াছে, তাহাদিগকে, এবং যাহারা মিসর দেশে বাস করিতেছে, তাহা- ৯ দিগকে—সমর্পণ করিব; আমি অমঙ্গলার্থে তাহাদিগকে পৃথিবীর সমুদয় রাজ্যে ভাসিয়া বেড়াইবার জন্য সমর্পণ করিব; এবং যে সকল স্থানে তাড়না করিব, সেই সকল স্থানে তাহাদিগকে টিটকারি, প্রবাদ, বিদ্রূপ, ও অভিশাপের পাত্র ১০ করিব। আর আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তথা হইতে তাহারা যে পর্য্যন্ত নিঃশেষে উচ্ছিন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করিব।

যিহূদীদের ও অন্য জাতিগণের দণ্ড।

২৫ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের চতুর্থ বৎসরে, অর্থাৎ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের প্রথম বৎসরে, যিহূদার সমস্ত লোকের বিষয়ে এই বাক্য যিরমিয়ের ২ নিকটে উপস্থিত হইল; যিরমিয় ভাববাদী যিহূদার সমস্ত লোকের ও যিরূশালেমনিবাসী সকলের নিকটে তাহা প্রচার করিয়া ৩ কহিলেন, আমোনের পুত্র যিহূদা-রাজ যোশিয়ের ত্রয়োদশ বৎসর অবধি অদ্য পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এই তেইশ বৎসর কাল সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমি তোমাদিগকে তাহা বলিয়াছি, প্রত্যূষে উঠিয়া বলিয়াছি, কিন্তু ৪ তোমরা শুন নাই। আর সদাপ্রভু আপনার সমস্ত দাস ভাববাদিগণকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছেন, প্রত্যূষে উঠিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তোমরা শুন নাই, শুনিবার জন্য কর্ণপাতও কর নাই। ৫ তাঁহারা বলিয়াছেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন কুপথ হইতে ও আপন আপন আচরণের দুষ্টতা হইতে ফির, তাহাতে সদাপ্রভু তোমাদিগকে ও তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছেন, তোমরা তথায় যুগে যুগে চিরকাল বাস ৬ করিতে পাইবে। আর অন্য দেবগণের সেবা ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইও না, আপনাদের হস্তকৃত বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিও না; তাহাতে আমি তোমা- ৭ দের অমঙ্গল করিব না। কিন্তু, সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আমার কথা শুন নাই, এইরূপে আপনাদের হস্তকৃত বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়া আপনাদের অম- ৮ ঙ্গল ঘটাইতেছ। অতএব বাহিনীগণের ৯ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আমার বাক্য শুন নাই, এই জন্য দেখ, আমি আদেশ পাঠাইয়া উত্তরদিক্‌স্থ সমস্ত গোষ্ঠীকে লইয়া আসিব, সদাপ্রভু কহেন, আমি আমার দাস বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরকে আনিব, ও তাহাদিগকে এই দেশের বিরুদ্ধে, এতন্নিবাসীদিগের বিরুদ্ধে ও চতুর্দ্দিক্‌স্থিত এই সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে আনিব; এবং ইহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিব, এবং বিস্ময়ের ও শিশ শব্দের বিষয় ও চিরস্থায়ী উৎসন্ন স্থান করিব। ১০ আর ইহাদের মধ্য হইতে আমোদের রব ও আনন্দের রব, বরের রব, কন্যার রব,

যাঁতার শব্দ ও প্রদীপের আলো সংহার
১১ করিব। তাহাতে এই সমগ্র দেশ উৎসন্ন স্থান ও বিস্ময়ের বিষয় হইবে ; এবং এই জাতিগণ সত্তর বৎসর বাবিল-রাজের দাসত্ব করিবে।

১২ সদাপ্রভু আরও কহেন, সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে আমি বাবিল-রাজকে ও সেই জাতিকে তাহাদের অপরাধের সমুচিত প্রতিফল দিব, কল্‌দীয়দের দেশকে [দিব], এবং তাহা চিরস্থায়ী ধ্বংসস্থান করিব।
১৩ আর সেই দেশের বিরুদ্ধে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, এই পুস্তকে যাহা যাহা লিখিত আছে, যিরমিয় সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে যে ভাববাণী বলিয়াছে, আমার সেই সমস্ত বাক্য ঐ দেশের প্রতি সফল
১৪ করিব। বস্তুতঃ অনেক জাতি ও মহান রাজারা তাহাদিগকে দাসত্ব করাইবে, এবং আমি তাহাদের ক্রিয়ানুরূপ ও হস্তের কার্য্যানুরূপ প্রতিফল তাহাদিগকে দিব।

১৫ বাস্তবিক সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আমাকে এই কথা কহিলেন, তুমি আমার হস্ত হইতে এই ক্রোধরূপ দ্রাক্ষারসের পানপাত্র গ্রহণ কর, এবং যে সমস্ত জাতির নিকটে আমি তোমাকে পাঠাই, তাহা-
১৬ দিগকে তাহা পান করাও। তাহারা পান করিবে, টলটলায়মান হইবে, এবং তাহাদের মধ্যে যে খড়্গ আমি পাঠাইব,
১৭ তৎপ্রযুক্ত উন্মত্ত হইবে। তখন আমি সদাপ্রভুর হস্ত হইতে সেই পানপাত্র গ্রহণ করিলাম, এবং সদাপ্রভু যে সমস্ত জাতির কাছে আমাকে পাঠাইলেন, তাহা-
১৮ দিগকে পান করাইলাম। তাহারা এই এই। যিরূশালেম ও যিহূদার নগর সকল এবং তাহার রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ—যেন তাহারা উৎসন্ন স্থান এবং বিস্ময়ের, শিশ শব্দের ও অভিশাপের
১৯ বিষয় হয় ; যেমন অদ্য হইতেছে—মিসর-রাজ ফরৌণ, তাহার দাসগণ, তাহার
২০ অধ্যক্ষগণ ও তাহার সমস্ত প্রজা ; এবং সমস্ত মিশ্রিত জাতি, ঊষ দেশের সমস্ত রাজা, ও পলেষ্টীয়দের দেশের সমস্ত রাজা,
২১ অস্কিলোন, ঘসা, ইক্রোণ ও অস্‌দোদের
২২ অবশিষ্টাংশ ; ইদোম, মোয়াব ও অম্মোন-সন্তানগণ ; এবং সোরের সমস্ত রাজা, সীদোনের সমস্ত রাজা, ও সমুদ্রপারস্থ
২৩ উপকূলের রাজগণ, দদান, টেমা, বূষ, ও
২৪ ছিন্নগুম্ফ সমস্ত লোক, এবং আরবের সমস্ত রাজা, ও প্রান্তরবাসী মিশ্রিত জাতি-
২৫ গণের সমস্ত রাজা ; এবং সিম্রীর সমস্ত রাজা, এলমের সমস্ত রাজা, ও মাদীয়দের
২৬ সমস্ত রাজা ; এবং উত্তরদিকের নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত রাজা, নির্ব্বিশেষে এই সকলে ; ভূতলে যত রহিয়াছে, পৃথিবীর সেই সমস্ত রাজ্য ; আর ইহাদের পরে শেশকের * রাজা পান করিবে।

২৭ আর তুমি তাহাদিগকে এই কথা বলিবে, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা পান করিয়া মত্ত হইয়া বমন কর, এবং তোমাদের মধ্যে আমার প্রেরিত খড়্গ প্রযুক্ত পতিত হও, আর উঠিও না।
২৮ আর যদি তাহারা তোমার হস্ত হইতে পানার্থে পাত্রটী গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, তবে তাহাদিগকে বলিবে, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদিগকে অবশ্য পান করিতে হইবে।
২৯ কেননা দেখ, আমার নাম যাহার উপরে কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমি প্রথমতঃ সেই নগরের অমঙ্গল করি ; আর তোমরা কি

---

* বোধ হয়, 'শেশক' শব্দে বাবিল বুঝায়।

নিতান্তই অদণ্ডিত থাকিবে? তোমরা অদণ্ডিত থাকিবে না; কারণ আমি পৃথিবী-নিবাসীমাত্রের বিরুদ্ধে খড়্‌গ আহ্বান করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।

৩০ অতএব তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ভাববাণীরূপে এই সমস্ত কথা প্রচার কর, তাহাদিগকে বল, সদাপ্রভু ঊর্দ্ধলোক হইতে হুঙ্কার করিবেন, আপন পবিত্র বাসস্থান হইতে আপন রব শুনাইবেন; তিনি আপন বাথানের বিরুদ্ধে ভারী হুঙ্কার করিবেন; তিনি পৃথিবী-নিবাসীমাত্রের বিপরীতে দ্রাক্ষামর্দ্দকের ন্যায় সিংহনাদ ৩১ করিবেন। পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত নির্ঘোষ ব্যাপিবে, কেননা জাতিগণের সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ আছে; তিনি মর্ত্ত্যমাত্রের বিচার করিবেন; যাহারা দুষ্ট, তাহাদিগকে তিনি খড়্‌গে সমর্পণ করিবেন, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৩২ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, এক জাতির পরে অন্য জাতির প্রতি অমঙ্গল উপস্থিত হইবে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রচণ্ড ঘূর্ণ্যবায়ু উঠিবে।

৩৩ তৎকালে সদাপ্রভুর নিহত লোক সকল পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখা যাইবে; কেহ তাহাদের নিমিত্ত বিলাপ করিবে না, এবং তাহাদিগকে সংগ্রহ করা কি কবর দেওয়া যাইবে না, তাহারা ভূমির উপরে সারের ৩৪ ন্যায় পতিত থাকিবে। মেষপালকগণ, তোমরা হাহাকার ও ক্রন্দন কর; মেষাগ্রগামিগণ, তোমরা ধূলিতে লুণ্ঠিত হও, কেননা তোমাদের হত্যার ও ছিন্নভিন্ন হইবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে; আর তোমরা মনোহর পাত্রের ন্যায় পতিত ৩৫ হইবে। মেষপালকদের পলায়ন-স্থান কিম্বা মেষাগ্রগামীদের উত্তরণ-স্থান ৩৬ থাকিবে না। মেষপালকদের ক্রন্দনের শব্দ ও মেষাগ্রগামীদের হাহাকার শুনা যাইতেছে, কেননা সদাপ্রভু তাহাদের ৩৭ চরাণি-স্থান উচ্ছিন্ন করিতেছেন। আর সদাপ্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রযুক্ত শান্তিযুক্ত ৩৮ বাথান সকল বিনষ্ট হইতেছে। যুবসিংহ যেন আপন গহ্বর ছাড়িয়া আসিয়াছে; বস্তুতঃ উৎপীড়ক [খড়্‌গের] রোষ ও উহাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রযুক্ত তাহাদের দেশ বিস্ময়ের স্থান হইল।

মন্দিরের ভাবী বিনাশ। যিরমিয়ের সঙ্কট।

২৬ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের রাজত্বের আরম্ভে এই বাক্য সদা- ২ প্রভু হইতে উপস্থিত হইল, যথা, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াও, এবং সদাপ্রভুর গৃহে প্রণিপাত করণার্থে আগত যিহূদার সমস্ত নগরবাসীদিগকে যে সকল কথা বলিতে আমি তোমাকে আজ্ঞা করি, সে সমস্ত তাহাদিগকে বল, এক কথাও চাপিয়া ৩ রাখিও না। হয় ত, তাহারা শুনিবে, ও প্রত্যেকে আপন আপন কুপথ হইতে ফিরিবে; তাহা হইলে তাহাদের আচরণের দুষ্টতা প্রযুক্ত আমি তাহাদের যে অমঙ্গল করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাহা ৪ হইতে ক্ষান্ত হইব। তুমি তাহাদিগকে বলিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যদি আমার কথা না শুন; আমি তোমাদের সম্মুখে যে ব্যবস্থা দিয়াছি, সেই ৫ পথে না চল; আমিই তোমাদের কাছে যাহাদিগকে পাঠাইয়া আসিতেছি, কিন্তু প্রত্যূষে উঠিয়া পাঠাইলেও যাহাদের

কথা তোমরা শুন নাই, আমার দাস সেই
৬ ভাববাদীদের বাক্য না শুন ; তবে আমি এই গৃহ শীলোর সমান করিব, এবং এই নগর পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির কাছে অভিশাপের বিষয় করিব।

৭ যখন যিরমিয় সদাপ্রভুর গৃহে এই সকল কথা কহিলেন, তখন যাজকগণ, ভাববাদিগণ ও সমস্ত প্রজালোক তাহা
৮ শুনিল। আর যিরমিয় সমস্ত লোকের কাছে সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত সকল কথা বলিয়া সাঙ্গ করিলে পর যাজকগণ, ভাববাদিগণ ও সমস্ত প্রজা লোক তাঁহাকে ধরিয়া কহিল, তুমি মরিবেই মরিবে ;
৯ তুমি কেন সদাপ্রভুর নাম করিয়া এই ভাববাণী বলিয়াছ যে, এই গৃহ শীলোর সমান হইবে, এবং নগর উৎসন্ন, নিবাসীবিহীন হইবে ? আর সমস্ত লোক সদাপ্রভুর গৃহে যিরমিয়ের কাছে একত্র হইল।

১০ তখন যিহূদার অধ্যক্ষগণ এ কথা শুনিয়া রাজবাটী হইতে সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া আসিলেন, এবং সদাপ্রভুর গৃহের নূতন দ্বারের প্রবেশ-স্থানে বসিলেন।
১১ পরে যাজকগণ ও ভাববাদিগণ অধ্যক্ষদিগকে ও সমস্ত প্রজালোককে কহিল, এই ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য, কেননা এ এই নগরের বিপরীতে ভাববাণী বলিয়াছে, তোমরা ত স্বকর্ণে তাহা শুনিয়াছ।
১২ তখন যিরমিয় সমস্ত অধ্যক্ষকে ও সমস্ত প্রজালোককে কহিলেন, তোমরা যে সকল কথা শুনিলে, এই গৃহের ও এই নগরের বিপরীতে সেই সমস্ত ভাববাণী বলিতে সদাপ্রভুই আমাকে প্রেরণ করিয়া-
১৩ ছেন। অতএব এখন তোমারা আপন আপন পথ ও ক্রিয়া শুদ্ধ কর, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান কর ; তাহা হইলে সদাপ্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন, তাহা
১৪ করিতে ক্ষান্ত হইবেন। আর আমি, দেখ, আমি তোমাদের হস্তগত ; তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা ভাল ও ন্যায্য, তাহাই
১৫ আমার প্রতি কর। কেবল নিশ্চয় জানিও, যদি তোমরা আমাকে বধ কর, তবে আপনাদের উপরে, এই নগরের উপরে ও এতন্নিবাসীদের উপরে নির্দোষের রক্তপাতের অপরাধ বর্ত্তাইবে, কেননা সত্যই ঐ সমস্ত কথা তোমাদের কর্ণগোচরে বলিবার জন্য সদাপ্রভু আমাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।

১৬ তখন অধ্যক্ষগণ ও সমস্ত প্রজালোক যাজকদিগকে ও ভাববাদিগণকে কহিল, এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, কেননা ইনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে
১৭ আমাদের কাছে কথা বলিয়াছেন। তখন দেশের প্রাচীনবর্গের মধ্যে কয়েক জন উঠিয়া লোকদের সমস্ত সমাজকে কহিলেন, যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের সময়ে মোরেষ্টীয় মীখা ভাববাণী বলিতেন ;
১৮ তিনি যিহূদার সমস্ত লোককে বলিয়াছিলেন, 'বহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সিয়োন ক্ষেত্রের ন্যায় কর্ষিত হইবে, যিরূশালেম কাঁথড়ার ঢিবী হইয়া যাইবে ; এবং সেই গৃহের পর্ব্বত বনস্থ
১৯ উচ্চস্থলীর সমান হইবে।' বল দেখি, যিহূদা-রাজ হিষ্কিয় ও সমস্ত যিহূদা কি তাহাকে বধ করিয়াছিলেন ? তিনি কি সদাপ্রভু হইতে ভীত হইয়া সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিলেন না ? তাহা করাতে সদাপ্রভু তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা

হইতে ক্ষান্ত হইলেন। আমরা ত আপন আপন প্রাণের বিরুদ্ধে ভারী অমঙ্গল করিতেছি।

২০ অধিকন্তু আর এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সদাপ্রভুর নামে ভাববাণী বলিতেন, তিনি কিরিয়ৎ-যিয়ারীমস্থ শময়িয়ের পুত্র ঊরিয়; তিনি যিরমিয়ের সমস্ত বাক্যের ন্যায় এই নগরের ও এই দেশের বিরুদ্ধে ২১ ভাববাণী বলিয়াছিলেন। আর যখন যিহোয়াকীম রাজা, তাঁহার সমস্ত যুদ্ধবীর ও সমস্ত অধ্যক্ষ সেই ব্যক্তির কথা শুনিতে পাইলেন, তখন রাজা তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঊরিয় তাহা শুনিতে পাইয়া ভীত হইয়া মিসরে ২২ পলাইয়া গেলেন। তখন যিহোয়াকীম রাজা অক্‌বোরের পুত্র ইল্‌নাথনকে এবং তাহার সহিত অন্য কয়েক জন লোককে ২৩ মিসরে প্রেরণ করিলেন; আর তাহারা ঊরিয়কে মিসর হইতে আনিয়া যিহোয়াকীম রাজার কাছে উপস্থিত করিল; রাজা তাঁহাকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়া সামান্য লোকের কবর-স্থানে তাঁহার শব নিক্ষেপ করিলেন।

২৪ যাহা হউক, শাফনের পুত্র অহীকামের হস্ত যিরমিয়ের সপক্ষ থাকায় তিনি নিহত হইবার জন্য লোকদের হস্তে সমর্পিত হইলেন না।

বাবিলীয়দের বশে থাকিবার আবশ্যকতা।

২৭ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের রাজত্বের আরম্ভে সদাপ্রভু হইতে এই বাক্য যিরমিয়ের কাছে উপস্থিত ২ হইল; সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, তুমি কতিপয় বন্ধনী ও যোঁয়ালি প্রস্তুত করিয়া আপন স্কন্ধে ৩ রাখ; আর যে দূতগণ যিরূশালেমে যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের নিকটে আসিয়াছে, তাহাদের দ্বারা ইদোমের রাজার, মোয়াবের রাজার, অম্মোন-সন্তানগণের রাজার, সোরের রাজার ও সীদোনের ৪ রাজার নিকটে তাহা পাঠাও। আর আপন আপন কর্ত্তাকে বলিবার জন্য তাহাদিগকে এই আদেশ দেও, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন ৫ প্রভুকে এই কথা বলিবে, আমিই আপনার মহাপরাক্রম ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা পৃথিবী, পৃথিবী-নিবাসী মনুষ্য ও পশু নির্ম্মাণ করিয়াছি, এবং আমি যাহাকে তাহা দেওয়া বিহিত বুঝি, তাহাকে তাহা ৬ দিয়া থাকি। সম্প্রতি আমি এই সকল দেশ আপন দাস বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের হস্তে দিয়াছি, এবং তাহার দাসত্ব করণার্থে মাঠের পশুগণও তাহাকে ৭ দিয়াছি। আর, সমস্ত জাতি তাহার, তাহার পুত্রের ও তাহার পৌত্রের দাস হইবে; পরে তাহার দেশের সময়ও উপস্থিত হইবে, তখন অনেক জাতি ও মহান্‌ রাজগণ তাহাকেও দাসত্ব করাইবে।

৮ আর যে জাতি ও যে রাজ্য সেই বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের দাস না হইবে, ও বাবিল-রাজের যোঁয়ালির নীচে আপন গ্রীবা না রাখিবে, সদাপ্রভু কহেন, আমি খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা সেই জাতিকে প্রতিফল দিব, যে পর্য্যন্ত উহার হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে সংহার না করি।

৯ আর তোমাদের কর্ত্তব্য এই, তোমাদের যে ভাববাদী, মন্ত্রজ্ঞ, স্বপ্নদর্শক, গণক, ও মায়াবী সকল তোমাদিগকে বলে, তোমরা

বাবিল-রাজের দাস হইবে না, তাহাদের ১০ কথায় কর্ণপাত করিও না; কেননা তাহারা তোমাদের কাছে মিথ্যা ভাববাণী বলে, যেন তোমরা স্বদেশ হইতে দূরীকৃত, এবং আমা দ্বারা তাড়িত হইয়া ১১ বিনষ্ট হও। কিন্তু যে জাতি বাবিল-রাজের যোঁয়ালির নীচে আপন গ্রীবা রাখিবে, ও তাহার দাস হইবে, সদাপ্রভু কহেন, আমি সেই জাতিকে স্বদেশে স্থির থাকিতে দিব; তাহারা তথায় কৃষিকার্য্য করিবে, ও তথায় বাস করিবে।

১২ পরে আমি সেই সমস্ত বাক্যানুসারে যিহূদা-রাজ সিদিকিয়কে এই কথা বলিলাম, আপনারা আপন আপন গ্রীবা বাবিল-রাজের যোঁয়ালির নীচে রাখিয়া তাঁহার ও তাঁহার লোকদের দাস হউন, ১৩ তাহাতে বাঁচিবেন। যে জাতি বাবিল-রাজের দাস না হইবে, তাহার বিরুদ্ধে সদাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে আপনারা অর্থাৎ আপনি ও আপনার প্রজাগণ খড়্গে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে ১৪ কেন মরিবেন? যে ভাববাদীরা আপনাদিগকে বলে, আপনারা বাবিল-রাজের দাস হইবেন না, তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না, কেননা তাহারা আপনাদের ১৫ কাছে মিথ্যা ভাববাণী বলে। কারণ সদাপ্রভু বলেন, আমি তাহাদিগকে পাঠাই নাই, কিন্তু তাহারা মিথ্যা করিয়া আমার নামে ভাববাণী বলে; ইহার ফল এই, যাহারা তোমাদের কাছে ভাববাণী বলে, সেই ভাববাদিগণ ও তোমরা উভয়ে আমা দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হইবে।

১৬ পরে আমি যাজকদিগকে ও এই সমস্ত প্রজালোককে কহিলাম, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের যে ভাববাদিগণ তোমাদের কাছে এই ভাববাণী বলে, দেখ, সদাপ্রভুর গৃহের পাত্র সকল বাবিল হইতে সম্প্রতি শীঘ্র ফিরাইয়া আনা যাইবে, তোমরা তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিও না, কেননা তাহারা তোমাদের কাছে মিথ্যা ভাববাণী বলে। ১৭ তোমরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না; বাবিল-রাজের দাস হও, তাহাতে বাঁচিবে; এই নগর কেন উৎসন্ন হইবে? ১৮ কিন্তু তাহারা যদি ভাববাদী হয়, ও তাহাদের কাছে বাস্তবিক সদাপ্রভুর বাক্য থাকে, তবে সদাপ্রভুর গৃহে, যিহূদার রাজবাটীতে ও যিরূশালেমে যে সকল পাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা যেন বাবিলে না যায়, এই জন্য বাহিনীগণের ১৯ সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করুক। কারণ দুই স্তম্ভ, সমুদ্রপাত্র ও পীঠ সকল, এবং যে সমস্ত পাত্র এই নগরে অবশিষ্ট ২০ আছে,—অর্থাৎ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর যিহোয়াকীমের পুত্র যিহূদা-রাজ যিকনিয়কে এবং যিহূদার ও যিরূশালেমের সমস্ত প্রধানবর্গকে বন্দি করিয়া যিরূশালেম হইতে বাবিলে লইয়া যাইবার সময়ে যে সকল পাত্র লইয়া যান নাই—সেই সমস্তের বিষয়ে সদাপ্রভু ২১ এই কথা কহেন, হাঁ, সদাপ্রভুর গৃহে, যিহূদার রাজবাটীতে ও যিরূশালেমে অবশিষ্ট সেই পাত্র সকলের বিষয়ে বাহিনী- ২২ গণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, সে সমস্ত বাবিলে নীত হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত আমি তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান না করিব, সে পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন; পরে আমি সে সমস্ত এই স্থানে ফিরাইয়া আনিব।

ভাক্ত ভাববাদী হনানিয়ের দণ্ড।

২৮ ঐ বৎসরে, যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের রাজত্বের আরম্ভে, চতুর্থ বৎসরের পঞ্চম মাসে, গিবিয়োন-নিবাসী অসূরের পুত্র হনানিয় ভাববাদী সদাপ্রভুর গৃহে যাজকগণের ও সমস্ত প্রজালোকের সাক্ষাতে ২ আমাকে এই কথা কহিল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, আমি বাবিল-রাজের যোঁয়ালি ৩ ভগ্ন করিয়াছি। বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর এই স্থান হইতে সদাপ্রভুর গৃহের যে সকল পাত্র বাবিলে লইয়া গিয়াছে, সে সকল আমি দুই বৎসরের মধ্যে এই ৪ স্থানে ফিরাইয়া আনিব। আর যিহোয়াকীমের পুত্র যিহূদা-রাজ যিকনিয়কে ও যিহূদার সমস্ত বন্দি, যাহারা বাবিলে গিয়াছে, তাহাদিগকে এই স্থানে ফিরাইয়া আনিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন; কেননা আমি বাবিল-রাজের যোঁয়ালি ভগ্ন করিব।

৫ তখন যিরমিয় ভাববাদী যাজকদের সাক্ষাতে, এবং সদাপ্রভুর গৃহে দণ্ডায়মান প্রজাসমূহের সাক্ষাতে হনানিয় ভাব- ৬ বাদীর সহিত কথা বলিলেন, যিরমিয় ভাববাদী কহিলেন, আমেন; সদাপ্রভু তাহাই করুন; সদাপ্রভুর গৃহের পাত্র সকল ও বন্দি লোকসমূহকে বাবিল হইতে এই স্থানে ফিরাইয়া আনিবার বিষয়ে তুমি যে যে ভাববাণী বলিলে, সদাপ্রভু তোমার সেই সকল বাক্য সিদ্ধ ৭ করুন। কিন্তু আমি তোমার কর্ণগোচরে ও সমস্ত প্রজালোকের কর্ণগোচরে একটা ৮ কথা বলি, শ্রবণ কর। আমার ও তোমার পূর্ব্বে সে কালের যে ভাববাদিগণ ছিল, তাহারা অনেক দেশ ও মহৎ মহৎ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অমঙ্গল ও মহামারী বিষয়ক ভাববাণী বলিয়াছিল। ৯ যে ভাববাদী শান্তির ভাববাণী বলে, সেই ভাববাদীর বাক্য সফল হইলেই জানা যায় যে, সদাপ্রভু সত্যই সেই ভাব- ১০ বাদীকে প্রেরণ করিয়াছেন। তখন হনানিয় ভাববাদী যিরমিয় ভাববাদীর স্কন্ধ হইতে সেই যোঁয়ালি লইয়া ভাঙ্গিয়া ১১ ফেলিল। আর হনানিয় সমস্ত প্রজা লোকের সাক্ষাতে কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দুই বৎসরের মধ্যে আমি বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের যোঁয়ালি এইরূপে ভাঙ্গিয়া সমুদয় জাতির স্কন্ধ হইতে দূর করিব। পরে যিরমিয় ভাববাদী চলিয়া গেলেন।

১২ হনানিয় যিরমিয় ভাববাদীর স্কন্ধ হইতে যোঁয়ালি লইয়া ভাঙ্গিলে পর যিরমিয়ের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপ- ১৩ স্থিত হইল, তুমি গিয়া হনানিয়কে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি কাষ্ঠের যোঁয়ালি ভাঙ্গিলে বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে লৌহের যোঁয়ালি প্রস্তুত ১৪ করিবে। কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, এই সকল জাতি যেন বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের দাস হয়, তজ্জন্য আমি তাহাদের স্কন্ধে লৌহের যোঁয়ালি দিলাম; তাহারা তাহার দাস হইবে; আর আমি তাহাকে মাঠের পশুগণও ১৫ দিলাম। তখন যিরমিয় ভাববাদী হনানিয় ভাববাদীকে কহিলেন, হে হনানিয়, শুন; সদাপ্রভু তোমাকে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু তুমি এই লোকদিগকে মিথ্যা- ১৬ কথায় বিশ্বাস করাইতেছ। অতএব সদাপ্রভু এই কথা বলেন, দেখ, আমি

তোমাকে ভূতল হইতে দূর করিয়া দিব ; তুমি এই বৎসরেই মরিবে, কেননা তুমি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে বিপথগমনের কথা ১৭ বলিয়াছ। পরে হনানিয় ভাববাদী সেই বৎসরের সপ্তম মাসে প্রাণত্যাগ করিল।

বাবিলস্থ যিহূদীদের কাছে লিখিত পত্র।

২৯ যিকনিয় রাজা, মাতারাণী ও নপুংসক সকল এবং যিহূদার ও যিরূশালেমের অধ্যক্ষগণ, শিল্পকরেরা ও কর্ম্মকারেরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিলে পর, ২ যিরমিয় ভাববাদী নির্ব্বাসিত লোকদের অবশিষ্ট প্রাচীনবর্গের নিকটে, এবং নবূখদ্‌নিৎসর কর্ত্তৃক যিরূশালেম হইতে বন্দিরূপে বাবিলে নীত যাজকগণের, ভাববাদিগণের ও সমস্ত লোকের নিকটে শাফনের পুত্র ইলিয়াসা ও হিল্কিয়ের পুত্র গমরিয়ের হাতে যিরূশালেম হইতে ৩ একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন। যিহূদা-রাজ সিদিকিয় বাবিলে, বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের নিকটে, ইহাঁদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্রে এই কথা ছিল।

৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, সমস্ত নির্ব্বাসিত লোকের প্রতি—আমি যে সকল লোককে যিরূশালেম হইতে বাবিলে বন্দি করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের প্রতি—আদেশ এই ; ৫ —তোমরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস কর, উপবন রোপণ করিয়া ফল ভোগ কর ; ৬ বিবাহ করিয়া পুত্রকন্যার জন্ম দেও, এবং আপন আপন পুত্রদিগের বিবাহ দেও, ও আপন আপন কন্যাদিগের বিবাহ দেও, তাহারা সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করুক ; এই প্রকারে তোমরা হ্রাস না পাইয়া ৭ সেখানে বর্দ্ধিত হও। আর আমি তোমাদিগকে যে নগরে বন্দি করিয়া আনিয়াছি, তথাকার শান্তি চেষ্টা কর, ও সেখানকার নিমিত্ত সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর ; কেননা সেখানকার শান্তিতে তোমাদের ৮ শান্তি হইবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমাদের মধ্যে উপস্থিত তোমাদের ভাববাদিগণ ও মন্ত্রজ্ঞ লোকেরা তোমাদিগকে না ভুলাউক ; এবং তোমরা যে সকল স্বপ্ন ঘটাইয়া থাক, সেই স্বপ্ন সকলে ৯ মনোযোগ করিও না। কেননা তাহারা তোমাদের কাছে মিথ্যা করিয়া আমার নামে ভাববাণী বলে ; আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করি নাই, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১০ বস্তুতঃ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিলের সম্বন্ধে সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে আমি তোমাদের তত্ত্বাবধান করিব, এবং তোমাদের পক্ষে আমার মঙ্গলবাক্য সিদ্ধ করিব, তোমাদিগকে পুনর্ব্বার এই ১১ স্থানে ফিরাইয়া আনিব। কেননা, সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সঙ্কল্প করিতেছি, তাহা আমিই জানি ; সে সকল মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের নয়, তোমাদিগকে শেষ ফল ও আশাসিদ্ধি ১২ দিবার সঙ্কল্প! আর তোমরা আমাকে আহ্বান করিবে, এবং গিয়া আমার কাছে প্রার্থনা করিবে, আর আমি তোমাদের ১৩ কথায় কর্ণপাত করিব। আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবে ; কারণ তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমার ১৪ অন্বেষণ করিবে ; আর আমি তোমাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে দিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন ; এবং আমি তোমাদের বন্দি-দশা ফিরাইব, এবং যে সকল জাতির

মধ্যে ও যে সকল স্থানে তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি, সেই সকল স্থান হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন; এবং যে স্থান হইতে তোমাদিগকে বন্দি করিয়া আনিয়াছি, সেই স্থানে তোমাদিগকে পুনর্ব্বার লইয়া যাইব।

১৫ তোমরা ত বলিয়াছ, সদাপ্রভু বাবিলে আমাদের নিমিত্ত ভাববাদিগণকে উৎপন্ন ১৬ করিয়াছেন। দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার বিষয়ে ও এই নগরবাসী সমস্ত লোকের বিষয়ে, তোমাদের যে ভ্রাতৃগণ তোমাদের সহিত বন্দি-দশার স্থানে প্রস্থান করে নাই, সেই সকলের বিষয়ে ১৭ সদাপ্রভু এই কথা কহেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদের উপরে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করিব; এবং ঘৃণাজনক যে ডুমুরফল এমন মন্দ যে খাওয়া যায় না, ১৮ তাহার ন্যায় তাহাদিগকে করিব। হাঁ, আমি খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী লইয়া তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইব, এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যে তাহাদিগকে ভাসিয়া বেড়াইবার জন্য সমর্পণ করিব; এবং যে সকল জাতির মধ্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি, সেই সমস্ত জাতির নিকটে তাহাদিগকে অভিশাপের, বিস্ময়ের, শিশ শব্দের ও ঠিক্‌কারির পাত্র ১৯ করিব। কারণ, সদাপ্রভু কহেন, আমি প্রত্যূষে উঠিয়া তাহাদের নিকটে আপন দাস ভাববাদিগণকে পাঠাইলেও তাহারা আমার বাক্যে কর্ণপাত করে নাই; তোমরা শুনিতে চাও নাই, ইহা সদাপ্রভু ২০ বলেন। অতএব তোমরা যত নির্ব্বাসিত লোক আমাদ্বারা যিরূশালেম হইতে বাবিলে প্রেরিত হইয়াছ, তোমরা সকলে সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ কর।

২১ কোলায়ের পুত্র আহাব ও মাসেয়ের পুত্র সিদিকিয়, যাহারা মিথ্যা করিয়া আমার নামে তোমাদের কাছে ভাববাণী বলে, তাহাদের বিষয়ে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের হস্তে সমর্পণ করিব; সে তোমাদের দৃষ্টিগোচরে তাহাদিগকে বধ ২২ করিবে। আর বাবিলে যিহূদার যত নির্ব্বাসিত লোক আছে, তাহাদের মধ্যে ঐ দুই ব্যক্তির উপলক্ষে এই অভিশাপের কথা প্রচলিত হইবে, 'বাবিল-রাজ যে সিদিকিয়কে ও আহাবকে অগ্নিতে ভাজিয়াছিলেন, তাহাদের ন্যায় সদাপ্রভু ২৩ তোমাকে করুন।' কেননা তাহারা ইস্রায়েলের মধ্যে মূঢ়তার কার্য্য করিয়াছে, আপন আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, এবং মিথ্যা করিয়া আমার নামে, আমি যাহা আজ্ঞা করি নাই, এমন কথা বলিয়াছে; আমিই জানি, আমিই সাক্ষী, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

২৪ আর তুমি নিহিলামীয় শময়িয়ের বিষয়ে ২৫ এই কথা বলিবে, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তুমি যিরূশালেমস্থ সমস্ত লোকের কাছে ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয় যাজক এবং সমস্ত যাজকের কাছে আপনার নামে এই পত্র ২৬ পাঠাইয়াছ, যথা, 'সদাপ্রভু যিহোয়াদা যাজকের পরিবর্ত্তে তোমাকে যাজকপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন তোমরা সদাপ্রভুর গৃহে অধ্যক্ষ হও; যে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে ভাববাদী বলিয়া দেখায়, তাহাকে হাঁড়িকাঠে ও বেড়ীতে

২৭ বদ্ধ করা তোমার উচিত। অতএব অনাথোতীয় যে যিরমিয় তোমাদের কাছে আপনাকে ভাববাদী বলিয়া দেখায়, তাহাকে তুমি কেন তিরস্কার কর নাই ?
২৮ না করাতেই সে বাবিলে আমাদের নিকটে একখান পত্র পাঠাইয়াছে, বলিয়াছে, 'বিলম্ব হইবে, তোমরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস কর, উপবন রোপণ করিয়া ফল ভোগ
২৯ কর।' সফনিয় যাজক যিরমিয় ভাববাদীর কর্ণগোচরে সেই পত্র পাঠ করিলেন।
৩০ পরে যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর এই
৩১ বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি সমস্ত নির্ব্বাসিত লোকের কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাও, সদাপ্রভু নিহিলামীয় শময়িয়ের বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি শময়িয়কে প্রেরণ না করিলেও সে তোমাদের কাছে ভাববাণী বলিয়া মিথ্যা কথায় তোমাদের
৩২ বিশ্বাস জন্মাইয়াছে। তজ্জন্য সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি নিহিলামীয় শময়িয়কে ও তাহার বংশকে দণ্ড দিব ; তাহার কোন সন্তান এই জাতির মধ্যে বাস করিবে না ; আর আমি আপন প্রজাদের যে মঙ্গল করিব, তাহা সে দেখিতে পাইবে না, ইহা সদাপ্রভু কহেন ; কারণ সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে বিপথগমনের কথা কহিয়াছে।

নূতন নিয়ম সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞা।

৩০ সদাপ্রভু হইতে এই বাক্য যিরমিয়ের
২ নিকটে উপস্থিত হইল, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, আমি তোমার কাছে যে সকল কথা বলিয়াছি, সে সমস্ত একখানি পুস্তকে লিখিয়া রাখ।
৩ কেননা, সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের ও যিহূদার বন্দি-দশা ফিরাইব ; আর আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিব, এবং তাহারা তাহা অধিকার করিবে।
৪ ইস্রায়েল ও যিহূদার বিষয়ে সদাপ্রভু যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহা এই।
৫ সদাপ্রভু এই কথা কহেন ; আমরা ভয়ের, কম্পনের শব্দ শুনিয়াছি, শান্তির নয়।
৬ তোমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, পুরুষের কি প্রসববেদনা হয় ? প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোকের, তেমনি আমি প্রত্যেক পুরুষের কটিদেশে হস্ত ও সকলের মুখ বিষাদে ম্লান কেন দেখিতেছি ?
৭ হায় ! সেই দিন মহৎ, তাহার তুল্য দিন আর নাই ; এ যাকোবের সঙ্কটকাল, কিন্তু ইহা হইতে সে নিস্তার পাইবে।
৮ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সেই দিন তোমার গ্রীবা হইতে উহার যোঁয়ালি ভগ্ন করিব, তোমার বন্ধন সকল ছেদন করিব, এবং বিদেশিগণ
৯ তাহাকে আর দাসত্ব করাইবে না। কিন্তু তাহারা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর, ও আপনাদের রাজা দায়ূদের দাসত্ব করিবে, আমি তাহাদের জন্য তাঁহাকেই উৎপন্ন
১০ করিব। অতএব, হে আমার দাস যাকোব, ভয় করিও না, ইহা সদাপ্রভু কহেন ; হে ইস্রায়েল, নিরাশ হইও না ; কেননা দেখ, আমি দূর হইতে তোমাকে ও বন্দিদশার দেশ হইতে তোমার বংশকে নিস্তার করিব ; যাকোব ফিরিয়া আসিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকিবে, কেহ তাহাকে ভয়
১১ দেখাইবে না। কেননা তোমার পরিত্রাণার্থে আমিই তোমার সহবর্ত্তী, ইহা সদাপ্রভু কহেন ; কারণ আমি যাহাদের

মধ্যে তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, সেই সমস্ত জাতিকে নিঃশেষে সংহার করিব; তোমাকে নিঃশেষে সংহার করিব না, কিন্তু বিচারানুরূপ শাস্তি দিব, কোন মতে অদণ্ডিত রাখিব না।

১২ কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার ভঙ্গ অপ্রতিকার্য্য ও তোমার ক্ষত ১৩ ব্যথাজনক। তোমার পক্ষ সমর্থন করিবার কেহই নাই; তোমার ব্রণ ভাল করিবার ঔষধ নাই, তোমার পটিও নাই। ১৪ তোমার প্রেমকারিগণ সকলে তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারা তোমার অন্বেষণ করে না; কারণ আমি তোমাকে শত্রুর আঘাতের ন্যায় আঘাত করিয়াছি, নির্দ্দয়ের ন্যায় শাস্তি দিয়াছি; কেননা তোমার অপরাধ বহুল, তোমার পাপ প্রবল। ১৫ তোমার ভঙ্গ প্রযুক্ত কেন ক্রন্দন কর? তোমার বেদনা অপ্রতিকার্য্য; তোমার অপরাধ বহুল, তোমার পাপ প্রবল, এই জন্য আমি তোমার প্রতি এই সকল ১৬ করিয়াছি। অতএব যাহারা তোমাকে গ্রাস করে, তাহারা সকলে গ্রাসিত হইবে; তোমার বিপক্ষগণ সকলেই বন্দি-দশার স্থানে যাইবে; এবং যাহারা তোমার সম্পত্তি লুট করে, তাহারা লুটিত হইবে; ও যাহারা তোমার দ্রব্য হরণ করে, সেই ১৭ সকলের দ্রব্য আমি হরণ করাইব। কারণ আমি তোমার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিব, ও তোমার ক্ষত সকল ভাল করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন, কেননা তাহারা বলে, এ দূরীকৃতা, এ সেই সিয়োন, যাহার অন্বেষণ ১৮ কেহ করে না। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি যাকোবের তাম্বু সকলের বন্দি-দশা ফিরাইব, ও তাহার আবাস সকলের প্রতি করুণা করিব; তাহাতে নগর আপন উপপর্ব্বতের উপরে নির্ম্মিত হইবে, ও রাজপুরীতে রীতিমত ১৯ মানুষের বসতি হইবে। আর সেই স্থানের মধ্য হইতে স্তবগান ও আনন্দকারীদের ধ্বনি নির্গত হইবে; আর আমি লোকদের বৃদ্ধি করিব, তাহারা হ্রাস পাইবে না; আমি তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিব, ২০ তাহারা আর লঘু থাকিবে না। আর তাহাদের সন্তানসন্ততি পূর্ব্বমত হইবে, তাহাদের মণ্ডলী আমার সম্মুখে স্থিরীকৃত হইবে; এবং যাহারা তাহাদের প্রতি উপদ্রব করে, সেই সকলকে আমি দণ্ড ২১ দিব। তাহাদের অধিপতি তাহাদেরই মধ্যে এক জন হইবেন, ও তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন এক ব্যক্তি তাহাদের শাসনকর্ত্তা হইবেন; আর আমি তাঁহাকে আপনার নিকটস্থ করিব, তিনি আমার নিকটে আসিবেন; কেননা তিনি কে, যিনি আমার নিকটে আসিতে সাহস পাইয়া- ২২ ছেন? ইহা সদাপ্রভু কহেন। আর তোমরা আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব।

২৩ দেখ, সদাপ্রভুর ঝটিকা, তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ, হাঁ, হুহু শব্দকারী ঝটিকা নির্গত হইতেছে; তাহা দুষ্টদের মস্তকে ২৪ লাগিবে। যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আপন মনের অভিপ্রায় সফল ও সিদ্ধ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রজ্বলিত ক্রোধ ফিরিবে না; তোমরা শেষকালে তাহা বুঝিতে পারিবে।

৩১ সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়ে আমি ইস্রায়েলের সমুদয় গোষ্ঠীর ঈশ্বর হইব, এবং তাহারা আমার প্রজা হইবে। ২ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, খড়্গ হইতে রক্ষিত লোকেরা প্রান্তরে অনুগ্রহ প্রাপ্ত

হইল; সে ইস্রায়েল, আমি তাহাকে
৩ বিশ্রাম দিতে গমন করিলাম। সদাপ্রভু দূর হইতে আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, আমি ত চিরপ্রেমে তোমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছি, এই জন্য আমি তোমার প্রতি চিরস্থায়ী দয়া করিলাম।
৪ হে কুমারি ইস্রায়েল, আমি তোমাকে পুনর্ব্বার গাঁথিয়া তুলিব, তুমি গাঁথা যাইবে, তুমি পুনর্ব্বার আপন তবলে বিভূষিতা হইবে, এবং আনন্দকারীদের শ্রেণীতে নৃত্য করিতে করিতে গমন
৫ করিবে। তুমি শমরিয়ার পর্ব্বতমালায় পুনর্ব্বার দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে; রোপকেরা দ্রাক্ষালতা রোপণ করিবে, ও
৬ তাহার ফল ভোগ করিবে। কেননা এমন দিন উপস্থিত হইবে, যে দিন প্রহরিগণ পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশে ঘোষণা করিয়া বলিবে, উঠ, চল, আমরা সিয়োনে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে গমন করি।

৭ অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যাকোবের নিমিত্ত আনন্দরব কর, জাতিগণের অগ্রগণ্যের উদ্দেশে উচ্চধ্বনি কর, ঘোষণা কর, প্রশংসা কর, আর বল, হে সদাপ্রভু, তোমার প্রজাদিগকে, ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে, পরিত্রাণ কর।
৮ দেখ, আমি তাহাদিগকে উত্তর দেশ হইতে আনিব, পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে সংগ্রহ করিব; তাহারা অন্ধ, খঞ্জ, গর্ব্ভবতী ও প্রসূতী শুদ্ধ মহাসমাজ হইয়া
৯ এই স্থানে ফিরিয়া আসিবে। তাহারা রোদন করিতে করিতে আসিবে, এবং বিনয় সহকারে আমা দ্বারা চালিত হইবে; আমি তাহাদিগকে জলস্রোতের নিকট দিয়া সরল পথে গমন করাইব, সে পথে তাহারা উছোট খাইবে না, যেহেতু আমি ইস্রায়েলের পিতা, এবং ইফ্রয়িম আমার প্রথমজাত পুত্র।

১০ হে জাতি সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন, এবং দূরস্থ উপকূল সমূহে তাহা প্রচার কর; আর বল, যিনি ইস্রায়েলকে ছড়াইয়াছেন, তিনিই তাহাকে সংগ্রহ করিবেন, আর রক্ষক যেমন নিজ পালকে রক্ষা করে, তেমনি রক্ষা করিবেন।
১১ কারণ সদাপ্রভু যাকোবকে উদ্ধার করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক বলবানের হস্ত
১২ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। তাহারা আসিয়া উচ্চ সিয়োনে আনন্দগান করিবে, এবং স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সদাপ্রভুর মঙ্গলদানের নিকটে, গোমের, দ্রাক্ষারসের, তৈলের, মেষবৎসদের ও গোবৎসদের জন্য আসিবে, এবং তাহাদের প্রাণ সুসিক্ত উদ্যানের ন্যায় হইবে;
১৩ তাহারা আর অবসন্ন হইবে না। তখন কন্যারা নাচিয়া আনন্দ করিবে, এবং যুবকগণ ও বৃদ্ধেরা একত্র হইয়া আনন্দ করিবে; কারণ আমি তাহাদের শোক আমোদে পরিণত করিব; তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিব, ও দুঃখ ঘুচাইয়া আহ্লা-
১৪ দিত করিব। আর আমি পুষ্টিকর দ্রব্য দ্বারা যাজকদের প্রাণ আপ্যায়িত করিব, এবং আমার মঙ্গলদান দ্বারা আমার প্রজাগণ তৃপ্ত হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১৫ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, রামায় শব্দ শুনা যাইতেছে, হাহাকার ও তীব্র রোদন! রাহেল আপন সন্তানদের জন্য রোদন করিতেছে, সে আপন সন্তানদের বিষয়ে প্রবোধ কথা মানে না, কেননা তাহারা
১৬ নাই। সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমার রোদনের শব্দ ও চক্ষের জল নিবৃত্ত কর;

কেননা তোমার কার্য্যের পুরস্কার দত্ত হইবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন, আর তাহারা শত্রুর দেশ হইতে ফিরিয়া আসিবে।
১৭ তোমার শেষকালের বিষয়ে প্রত্যাশা আছে, ইহা সদাপ্রভু বলেন ; হাঁ, তোমার সন্তানগণ আপনাদের অঞ্চলে ফিরিয়া আসিবে।

১৮ আমি ইফ্রয়িমের স্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি ; সে খেদোক্তি করিয়া বলিয়াছে, 'তুমি আমাকে শাস্তি দিয়াছ, আমি শাস্তি ভোগ করিয়াছি, যাহাকে বশ করা হয় নাই, এমন গোবৎসের ন্যায় ; আমাকে ফিরাও, তাহাতে আমি ফিরিব, কেননা তুমিই আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু।
১৯ আমি ফিরিলে পর অনুতাপ করিলাম, ও শিক্ষা পাইলে পর ঊরুদেশে আঘাত করিলাম ; আমি লজ্জিত ও নিতান্ত বিষণ্ণ হইলাম, কেননা নিজ যৌবনকালের
২০ অপযশ বহন করিলাম।' ইফ্রয়িম কি আমার প্রিয় পুত্র? সে কি আনন্দদায়ী বালক? হাঁ, যতবার আমি তাহার বিরুদ্ধে কথা কহি, ততবার পুনরায় তাহাকে সাগ্রহে স্মরণ করি ; এই কারণ তাহার জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল হয় ; অবশ্য আমি তাহার প্রতি করুণা করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

২১ তুমি স্থানে স্থানে আপনার জন্য পথের চিহ্ন রাখ, স্তম্ভ স্থাপন কর, যে পথে গমন করিয়াছিলে, সেই রাজপথে মনোনিবেশ কর ; হে ইস্রায়েল-কুমারি, ফিরিয়া আইস ; তোমার এই সকল নগরে
২২ ফিরিয়া আইস। অয়ি বিপথগামিনি কন্যে, কতকাল ভ্রমণ করিবে? সদাপ্রভু ত পৃথিবীতে এক নূতন নিয়ম সৃষ্টি করিলেন ; নারী পুরুষকে বেষ্টন করিবে।

২৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, আমি যখন এই লোকদের বন্দি-দশা ফিরাইব, তখন তাহারা যিহূদা দেশে ও তথাকার সকল নগরে পুনর্ব্বার এই কথা বলিবে, 'হে ধর্ম্মনিবাস, হে পবিত্র-পর্ব্বত, সদাপ্রভু
২৪ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।' যিহূদা ও তাহার সমস্ত নগর, এবং কৃষকগণ ও যাহারা পালের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তাহারা তথায় একত্র বাস করিবে।
২৫ কারণ আমি আপ্যায়িত করিয়াছি ক্লান্ত প্রাণকে, এবং প্রত্যেক অবসন্ন প্রাণকে
২৬ তৃপ্ত করিয়াছি। তখন আমি জাগ্রৎ হইয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর আমার নিদ্রা আমার সুখদায়ক ছিল।

২৭ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি ইস্রায়েল-কুল ও যিহূদা-কুলরূপ ক্ষেত্রে মনুষ্যরূপ
২৮ বীজ ও পশুরূপ বীজ বপন করিব ; আর যেমন আমি তাহাদের উন্মূলন, উৎপাটন, নিপাত, বিনাশ ও অমঙ্গল করিতে জাগরূক ছিলাম, তেমনি তাহাদিগকে গাঁথিতে ও রোপণ করিতেও জাগরূক হইব, ইহা
২৯ সদাপ্রভু বলেন। তৎকালে লোকে আর বলিবে না, পিতারা অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইয়াছিলেন, তাই সন্তানদের দাঁত টকিয়াছে।
৩০ কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে ; যে ব্যক্তি অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইবে তাহারই দাঁত টকিয়া যাইবে।

৩১ সদাপ্রভু বলেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি ইস্রায়েল-কুলের ও যিহূদা-কুলের সহিত এক নূতন
৩২ নিয়ম স্থির করিব। মিসর দেশ হইতে তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য তাহাদের হস্তগ্রহণ করিবার

দিনে আমি তাহাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম, সেই নিয়মানুসারে নয় ; আমি তাহাদের স্বামী হইলেও তাহারা আমার সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিল, ৩৩ ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু সেই সকল দিনের পর আমি ইস্রায়েল-কুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদের অন্তরে আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের হৃদয়ে তাহা লিখিব ; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে। ৩৪ আর, 'তোমরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হও,' এই কথা বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীকে ও আপন আপন ভ্রাতাকে আর শিক্ষা দিবে না ; কারণ তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন ; কেননা আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না।

৩৫ যিনি দিনমানে জ্যোতির জন্য সূর্য্যকে, এবং রাত্রিকালে জ্যোতির জন্য চন্দ্রের ও নক্ষত্রগণের বিধিকলাপ দেন, যিনি সমুদ্রকে ব্যস্ত করিলে তাহার তরঙ্গ কল্লোলধ্বনি করে, সেই সদাপ্রভু এই ৩৬ কথা কহেন ; 'বাহিনীগণের সদাপ্রভু' তাঁহার নাম ; যদি এই সকল বিধি আমার সম্মুখ হইতে বিচলিত হয়,—ইহা সদাপ্রভু বলেন,—তবে আমার সম্মুখে নিত্যস্থায়ী জাতিরূপে ইস্রায়েল-বংশের অব- ৩৭ স্থিতিও শেষ হইবে। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যদি ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডল পরিমাণ করা যায়, নিম্নে পৃথিবীর মূল যদি অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তবে আমিও তাহাদের কৃত সকল ক্রিয়া প্রযুক্ত ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে দূর করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

৩৮ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে হননেলের দুর্গ অবধি কোণের দ্বার পর্য্যন্ত নগরটী সদা- ৩৯ প্রভুর উদ্দেশে নির্ম্মিত হইবে ; এবং তথা হইতে মানরজ্জু বরাবর সম্মুখপথে গারেব উপপর্ব্বতের উপর দিয়া টানা যাইবে, ও ঘুরিয়া গোয়াতে উপস্থিত ৪০ হইবে। আর শবের ও ভস্মের সমুদয় তলভূমি ও কিদ্রোণ স্রোত পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্র, পূর্ব্বদিকস্থ অশ্বদ্বারের কোণ পর্য্যন্ত, সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে ; তাহা কোন কালেও আর উন্মূলিত বা নিপাতিত হইবে না।

যিহূদীদের ভাবী উদ্ধার ও মঙ্গল।

৩২ যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের দশম বৎসরে, অর্থাৎ নবূখদ্‌রিৎসরের অষ্টাদশ বৎসরে, সদাপ্রভু হইতে যে বাক্য যিরমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। ২ সেই সময়ে বাবিল-রাজের সৈন্যসামন্ত যিরূশালেম অবরোধ করিতেছিল, এবং যিরমিয় ভাববাদী যিহূদার রাজবাটীস্থিত ৩ রক্ষীদের প্রাঙ্গণে বদ্ধ ছিলেন ; যেহেতু যিহূদা-রাজ সিদিকিয় তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, তুমি কেন ভাববাণী বলিয়া কহিতেছ, 'সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই নগর বাবিল-রাজের হস্তে সমর্পণ করিব, এবং ৪ সে ইহা হস্তগত করিবে ; আর যিহূদা-রাজ সিদিকিয় কল্‌দীয়দের হস্ত হইতে পার পাইবে না, কিন্তু বাবিল-রাজের হস্তে নিশ্চয় সমর্পিত হইবে, এবং সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তাহার সহিত কথা কহিবে, ও

৫ স্বচক্ষে তাহার চক্ষু দেখিবে ; আর সে সিদিকিয়কে বাবিলে লইয়া যাইবে ; এবং আমি যে পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্বাবধান না করিব, তাবৎ সে সেই স্থানে থাকিবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন ; তোমরা কল্দীয়দের সহিত সংগ্রাম করিয়াও কৃতকার্য্য হইবে না' ?

৬ যিরমিয় কহিলেন, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল,
৭ দেখ, তোমার পিতৃব্য শল্লুমের পুত্র হনমেল তোমার নিকটে আসিয়া এই কথা কহিবে, অনাথোতে আমার যে ক্ষেত্র আছে, তাহা তুমি আপনার জন্য ক্রয় কর, কেননা ক্রয় দ্বারা তাহা মুক্ত করিবার অধিকার
৮ তোমার আছে। পরে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে আমার পিতৃব্যের পুত্র হনমেল রক্ষীদের প্রাঙ্গণে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে কহিল, বিনয় করি, বিন্যামীন প্রদেশস্থ অনাথোতে আমার যে ক্ষেত্র আছে, তাহা তুমি ক্রয় কর ; কেননা দায়াধিকার তোমার, এবং মুক্ত করিবার অধিকার তোমার ; তুমি আপনার জন্য
৯ তাহা ক্রয় কর। তখন আমি বুঝিলাম, ইহা সদাপ্রভুর বাক্য। পরে আমি আপন পিতৃব্যের পুত্র হনমেলের নিকটে অনাথোতে স্থিত সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম, ও তাহার মূল্য সপ্তদশ শেকল রৌপ্য তাহাকে তৌল করিয়া দিলাম।
১০ আর আমি ক্রয়পত্রে স্বাক্ষর করিলাম, মুদ্রাঙ্ক করিলাম, ও সাক্ষী রাখিলাম, এবং তাহাকে সেই রৌপ্য নিক্তিতে
১১ তৌল করিয়া দিলাম। পরে বিধি ও নিয়ম সম্বলিত ক্রয়পত্রের দুই কেতা, অর্থাৎ মুদ্রাঙ্কিত এক পত্র ও খোলা এক
১২ পত্র লইলাম। পরে আমার জ্ঞাতি হনমেলের সাক্ষাতে, এবং ক্রয়পত্রে স্বাক্ষরকারী সাক্ষীদের সাক্ষাতে, রক্ষীদের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট সমস্ত যিহূদীর সাক্ষাতে আমি সেই ক্রয়পত্র মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের পুত্র বারূকের হস্তে সমর্পণ
১৩ করিলাম। আর তাহাদের সাক্ষাতে
১৪ বারূককে এই আজ্ঞা করিলাম, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তুমি এই মুদ্রাঙ্কিত ও খোলা দুইখানা ক্রয়পত্র লইয়া এক মৃত্তিকার পাত্রে রাখ, যেন অনেক দিন থাকে।
১৫ কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, বাটীর, ক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ক্রয় বিক্রয় এই দেশে আবার চলিবে।

১৬ নেরিয়ের পুত্র বারূককে সেই ক্রয়পত্র দিলে পর আমি সদাপ্রভুর কাছে এই
১৭ প্রার্থনা করিলাম, হা, প্রভু সদাপ্রভু! দেখ, তুমিই আপন মহাপরাক্রম ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছ ; তোমার
১৮ অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়াকারী ; আর পিতৃপুরুষদের অপরাধের প্রতিফল তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী সন্তানদের ক্রোড়ে দিয়া থাক ; তুমি মহান ও পরাক্রান্ত ঈশ্বর, বাহিনী-
১৯ গণের সদাপ্রভু তোমার নাম। তুমি মন্ত্রণায় মহান ও ক্রিয়ায় শক্তিমান ; প্রত্যেক জনকে আপন আপন পথানুসারে ও আপন আপন ক্রিয়ানুসারে সমুচিত ফল দিবার জন্য মনুষ্য-সন্তানদের সমস্ত পথের প্রতি তোমার চক্ষু উন্মী-
২০ লিত রহিয়াছে। তুমি মিসর দেশে নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলে, অদ্য পর্য্যন্তও ইস্রায়েল ও

অন্যান্য লোকদের মধ্যে করিয়া আসিতেছ; আর আপনার জন্য কীর্ত্তি সাধন ২১ করিয়াছ, অদ্যও করিতেছ। তুমি চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ, বলবান হস্ত, বিস্তারিত বাহু ও ভয়ঙ্কর মহাকর্ম্ম দ্বারা আপন প্রজা ইস্রায়েলকে মিসর দেশ হইতে ২২ বাহির করিয়াছিলে। আর এই যে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ দিতে তাহাদের পিতৃপুরুষদের নিকটে শপথ করিয়াছিলে, ২৩ ইহা তাহাদিগকে দিয়াছিলে; এবং তাহারা আসিয়া ইহা অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা তোমার রবে অবধান করে নাই, তোমার ব্যবস্থা-পথেও চলে নাই; তুমি যাহা পালন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহার কিছুই পালন করে নাই, এই জন্য তুমি তাহাদের উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটাইয়াছ। ২৪ ঐ সকল জাঙ্গাল দেখ, উহারা জয় করণার্থে নগরের কাছে আসিয়াছে; এবং খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা ইহার বিপরীতে যুদ্ধকারী কল্‌দীয়দের হস্তে নগর দত্ত হইয়াছে; তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সফল হইয়াছে; আর দেখ, এই ২৫ সকল তুমি দেখিতেছ। আর, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আমাকে বলিয়াছ, তুমি রৌপ্য দিয়া ক্ষেত্র ক্রয় কর, ও সাক্ষী রাখ, কিন্তু এই নগর কল্‌দীয়দের হস্তে দেওয়া হইল।

২৬ পরে যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর ২৭ এই বাক্য উপস্থিত হইল, দেখ, আমিই সদাপ্রভু সমুদয় মর্ত্ত্যের ঈশ্বর; আমার অসাধ্য কি কিছু আছে?

২৮ অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি কল্‌দীয়দের হস্তে ও বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের হস্তে এই নগর সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহা হস্তগত করিবে। ২৯ আর যে কল্‌দীয়েরা এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা প্রবেশ করিয়া এই নগরে আগুন লাগাইবে; এবং আমাকে অসন্তুষ্ট করণার্থে যে সকল গৃহের ছাদে লোকেরা বালের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, ও অন্য দেবগণের উদ্দেশে পানীয় নৈবেদ্য ঢালিয়া দিত, সেই সকল গৃহশুদ্ধ এই নগর আগুনে পোড়াইয়া ৩০ দিবে। কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ ও যিহূদা-সন্তানগণ বাল্যকালাবধি, আমার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, কেবল তাহাই করিয়া আসিতেছে; বাস্তবিক ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের হস্তকৃত বস্তু দ্বারা আমাকে কেবল অসন্তুষ্ট করিয়াছে, ইহা ৩১ সদাপ্রভু কহেন। কারণ এই নগর নির্ম্মিত হইবার দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহা আমার ক্রোধের ও কোপের কারণ হইয়া আসিতেছে; তৎপ্রযুক্ত ইহা আমার সম্মুখ হইতে দূরীকৃত হইবার ৩২ যোগ্য হইয়াছে। কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ ও যিহূদা-সন্তানগণ, অর্থাৎ তাহারা, তাহাদের রাজগণ, অধ্যক্ষগণ, যাজকগণ, ভাববাদিগণ, যিহূদার লোকেরা ও যিরূশালেম-নিবাসিগণ আমাকে অসন্তুষ্ট করণার্থে নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়া ৩৩ করিয়াছে। তাহারা আমার প্রতি পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে, মুখ নয়; আমি তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে, প্রত্যূষে উঠিয়া শিক্ষা দিলেও, তাহারা উপদেশ গ্রহণার্থে ৩৪ কর্ণপাত করে নাই। কিন্তু যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা অশুচি করিতে তাহার মধ্যে তাহাদের ঘৃণার্হ বস্তু সকল স্থাপন করিয়াছে। ৩৫ আর তাহারা মোলকের উদ্দেশে আপন

আপন পুত্রকন্যাদিগকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইবার জন্য হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকায় বালের উচ্চস্থলী সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে, আমি তাহা আজ্ঞা করি নাই; তাহা আমার মনেও উদয় হয় নাই যে, তাহারা এই ঘৃণার্হ কার্য্য করে, যেন যিহূদাকে পাপ করায়।

৩৬ অতএব এখন, তোমরা যে নগরের বিষয়ে বলিয়া থাক, ইহা খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা বাবিল-রাজের হস্তগত হইল, এই নগরের বিষয়ে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন; ৩৭ দেখ, আমি নিজ ক্রোধ, কোপ ও প্রচণ্ড রোষে তাহাদিগকে যে সকল দেশে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছি, সেই সকল দেশ হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, এবং পুনর্ব্বার এই স্থানে আনিব ও নির্ভয়ে বাস করা- ৩৮ ইব। আর তাহারা আমার প্রজা হইবে, ৩৯ এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। আর আমি তাহাদের ও তাহাদের পরে তাহা-দের সন্তানদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা-দিগকে এক চিত্ত ও এক পথ দিব, যেন তাহারা চিরকাল আমাকে ভয় করে। ৪০ আমি তাহাদের সহিত এই নিত্যস্থায়ী নিয়ম স্থির করিব যে, তাহাদের প্রতি কখনও বিমুখ হইব না, তাহাদের মঙ্গল করিব, এবং তাহারা যেন আমাকে পরি-ত্যাগ না করে, এই জন্য আমার প্রতি ভয় তাহাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করিব। ৪১ আমি তাহাদের মঙ্গলার্থে তাহাদের বিষয়ে আনন্দ করিব, এবং সত্যরূপে সর্ব্বান্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাহাদিগকে এই দেশে রোপণ করিব। ৪২ কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যেমন এই লোকদের উপরে এই সমস্ত মহৎ অমঙ্গল আনিয়াছি, তেমনি তাহা-দের যে সমস্ত মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ৪৩ সেই সমস্তও আনিব। আর এই যে দেশের বিষয়ে তোমরা বলিতেছ, 'ইহা নরশূন্য ও পশুশূন্য ধ্বংসস্থান হইয়াছে, কল্‌দীয়দের হস্তগত হইয়াছে, ইহার মধ্যে আবার ক্ষেত্র ক্রয় করা যাইবে। ৪৪ বিন্যামীন প্রদেশে, যিরূশালেমের চারি-দিকের অঞ্চলে, যিহূদার সকল নগরে, পার্ব্বত্য অঞ্চলের সকল নগরে, নিম্ন-ভূমির সকল নগরে ও দক্ষিণের সকল নগরে লোকেরা রৌপ্য দিয়া ক্ষেত্র ক্রয় করিবে, ক্রয়পত্রে লিখিয়া দিবে, মুদ্রাঙ্ক করিবে, ও তাহার সাক্ষী রাখিবে; কেননা আমি তাহাদের বন্দি-দশা ফিরা-ইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৩৩ যে সময়ে যিরমিয় পূর্ব্ববৎ রক্ষীদের প্রাঙ্গণে রুদ্ধ ছিলেন, তৎকালে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকটে উপ- ২ স্থিত হইল, যথা, সদাপ্রভু, যিনি এই কার্য্য সাধন করেন, যিনি ইহা সুস্থির করিবার জন্য নিরূপণ করেন, যাঁহার নাম ৩ সদাপ্রভু, তিনি এই কথা কহেন; তুমি আমাকে আহ্বান কর, আর আমি তোমাকে উত্তর দিব, এবং এমন মহৎ ও দুরূহ নানা বিষয় তোমাকে জানাইব, ৪ যাহা তুমি জান না। কারণ এই নগ-রের যে সকল বাটী ও যিহূদার রাজগণের যে সকল বাটী জাঙ্গাল ও খড়্গ হইতে রক্ষার জন্য উৎপাটিত হইয়াছে, সেই সকলের বিষয়ে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ৫ ঈশ্বর, এই কথা কহেন, লোকেরা কল্‌-দীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে আইসে, কিন্তু ঐ সকল বাটী সেই মনুষ্যদের শবে পরিপূর্ণ হইবে, যাহাদিগকে আমি

নিজ ক্রোধে ও নিজ প্রচণ্ড কোপে আঘাত করিয়াছি, এবং যাহাদের সমস্ত দুষ্টতা প্রযুক্ত এই নগর হইতে আপন ৬ মুখ লুকাইয়াছি। দেখ, আমি এই নগরের ক্ষত বাঁধিয়া ইহার চিকিৎসা করিব, তাহাদিগকে সুস্থ করিব, ও তাহাদের কাছে প্রচুর শান্তি ও সত্য প্রকাশ ৭ করিব। আর আমি যিহূদার ও ইস্রায়েলের বন্দি-দশা ফিরাইব, এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় পুনর্ব্বার তাহাদিগকে ৮ গাঁথিয়া তুলিব। আর তাহারা যে সকল অপরাধ করিয়া আমার বিরুদ্ধে পাপ তাহা হইতে আমি তাহাদিগকে শুচি করিব; এবং তাহারা যে সকল অপরাধ করিয়া আমার বিরুদ্ধে পাপ ও অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, সে সকল ৯ আমি ক্ষমা করিব। আর পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির সম্মুখে এই নগর আমার পক্ষে আনন্দের কীর্ত্তি, প্রশংসা ও শোভাস্বরূপ হইবে; আমি তাহাদের যে সমস্ত মঙ্গল করিব, তাহা তাহারা শুনিবে, এবং আমি নগরের যে সমস্ত মঙ্গল ও শান্তি বিধান করিব, তৎপ্রযুক্ত তাহারা থরথর করিয়া কাঁপিবে।

১০ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা এই যে স্থানকে ধ্বংসিত, নরশূন্য ও পশুশূন্য বলিয়া থাক, হাঁ, যিহূদার যে নগরসমূহ ও যিরূশালেমের যে পথ সকল উৎসন্ন, নরশূন্য, নিবাসীবর্জ্জিত ও ১১ পশুবিহীন হইয়াছে, এই স্থানে পুনর্ব্বার আমোদের রব ও আনন্দের রব, বরের রব ও কন্যার রব শুনা যাইবে; এবং তাহাদেরও রব শুনা যাইবে, যাহারা বলে, 'বাহিনীগণের সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী,' আর যাহারা সদাপ্রভুর গৃহে স্তবগানরূপ উপহার আনয়ন করে। কেননা পূর্ব্বকালের ন্যায় আমি এই দেশের বন্দি-দশা ফিরাইব, ইহা ১২ সদাপ্রভু বলেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই নরশূন্য ও পশুশূন্য ধ্বংসস্থানে এবং ইহার সমস্ত নগরে আবার রাখালদের বাথান হইবে, তাহারা আপনাদের পাল শয়ন করাইবে। ১৩ পার্ব্বত্য অঞ্চলের সকল নগরে, নিম্নভূমির সকল নগরে, দক্ষিণের সকল নগরে, বিন্যামীন দেশে ও যিরূশালেমের চারিদিকের অঞ্চলে, এবং যিহূদার সকল নগরে, মেষগণনাকারী লোকের হস্তের নীচে দিয়া মেষপালগণ পুনরায় চলিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১৪ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যখন আমি সেই মঙ্গলের কথা সফল করিব, যাহা আমি ইস্রায়েলকুলের ও যিহূদা-কুলের সম্বন্ধে বলিয়াছি। ১৫ সেই সকল দিনে ও সেই সময়ে আমি দায়ূদের বংশে ধার্ম্মিকতার এক পল্লবকে উৎপন্ন করিব; তিনি দেশে ন্যায়বিচার ১৬ ও ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করিবেন। সেই সকল দিনে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে, যিরূশালেম নির্ভয়ে বাস করিবে, আর সে এই নামে আখ্যাত হইবে, 'সদাপ্রভু ১৭ আমাদের ধার্ম্মিকতা'। কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল-কুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে দায়ূদের সম্পর্কীয় পুরুষের অভাব হইবে না; ১৮ আর নিত্য আমার সম্মুখে হোম উৎসর্গ, ভক্ষ্য-নৈবেদ্য দাহ ও বলিদান করিতে লেবীয় যাজকদের সম্পর্কীয় লোকের অভাব হইবে না।

১৯ পরে যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর
২০ বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, সদাপ্রভু কহেন, তোমরা যদি দিবস সম্বন্ধীয় আমার নিয়ম কিম্বা রাত্রি সম্বন্ধীয় আমার নিয়ম এরূপ ভঙ্গ করিতে পার যে, যথাসময়ে
২১ দিবস কি রাত্রি না হয়, তবে আমার দাস দায়ূদের সহিত আমার যে নিয়ম আছে, তাহাও ভঙ্গ করা যাইবে, তাহার সিংহাসনে বসিতে তাহার বংশজাত লোকের অভাব হইবে; এবং আমার পরিচারক লেবীয় যাজকদের সহিত কৃত আমার নিয়মও ভঙ্গ করা হইবে।
২২ আকাশমণ্ডলের বাহিনী যেমন গণনা করা যায় না, ও সমুদ্রের বালি যেমন পরিমাণ করা যায় না, তেমনি আমি আপন দাস দায়ূদের বংশকে ও আমার পরিচারক লেবীয়দিগকে বৃদ্ধি করিব।

২৩ আবার যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর
২৪ এই বাক্য উপস্থিত হইল, এই লোকেরা কি বলিয়াছে, তাহা কি তুমি টের পাও নাই? তাহারা বলিয়াছে, সদাপ্রভু যে দুই গোষ্ঠীকে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন; এইরূপে তাহারা আমার প্রজাবৃন্দকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তাহাদের সম্মুখে তাহারা
২৫ আর জাতি বলিয়া গণ্য হয় না। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যদি দিবস ও রাত্রি সম্বন্ধীয় আমার নিয়ম না থাকে, যদি আমি আকাশের ও পৃথিবীর বিধি সকল
২৬ নিরূপণ না করিয়া থাকি, তাহা হইলেই আমি যাকোবের ও আপন দাস দায়ূদের বংশকে অগ্রাহ্য করিয়া অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের বংশের শাসনকর্ত্তা করিবার জন্য তাহার বংশ হইতে লোক গ্রহণ করিব না; সত্যই আমি তাহাদের বন্দি-দশা ফিরাইব ও তাহাদের প্রতি করুণা করিব।

সিদিকিয় রাজার বিষয়ে ভাববাণী।

৩৪ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর, তাঁহার সমস্ত সৈন্য ও তাঁহার হস্তের কর্ত্তৃত্বাধীন ভূখণ্ডের সমস্ত রাজ্য, এবং সকল জাতি যৎকালে যিরূশালেম ও তাহার সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, তৎকালে যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভু হইতে
২ এই বাক্য উপস্থিত হইল, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তুমি যাও, যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে এই কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি বাবিল-রাজের হস্তে এই নগর সমর্পণ করিব, আর সে তাহা আগুনে পোড়া-
৩ ইয়া দিবে। তুমিও তাহার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবে না, নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে, ও তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে; এবং তোমার চক্ষু বাবিল-রাজের চক্ষু দেখিবে, ও সে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিবে, আর তুমি বাবিলে গমন
৪ করিবে। তথাপি, হে যিহূদা-রাজ সিদিকিয়, সদাপ্রভুর বাক্য শুন; সদাপ্রভু তোমার বিষয়ে এই কথা কহেন, তুমি
৫ খড়্গ দ্বারা মরিবে না; তুমি শান্তিতে মরিবে, এবং তোমার পিতৃলোকদের জন্য, তোমার পূর্ব্বগত রাজাদের জন্য, যেমন দাহ হইয়াছিল, তেমনি লোকে তোমার জন্যও দাহ করিবে, এবং 'হায় প্রভু' বলিয়া তোমার জন্য বিলাপ করিবে; কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি এই কথা
৬ কহিলাম। পরে যিরমিয় ভাববাদী যিরূশালেমে যিহূদা-রাজ সিদিকিয়কে ঐ

৭ সকল কথা কহিলেন ; তৎকালে বাবিল-রাজের সৈন্য যিরূশালেমের বিরুদ্ধে, ও যিহূদার অবশিষ্ট সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে, লাখীশের বিরুদ্ধে ও অসেকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল ; বাস্তবিক যিহূদা দেশস্থ নগরের মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত সেই দুইটী-মাত্র নগর অবশিষ্ট ছিল।

দাসদের প্রতি অন্যায়ের জন্য অনুযোগ।

৮ সিদিকিয় রাজা যিরূশালেমস্থ সমস্ত লোকের সহিত তাহাদের কাছে মুক্তি ঘোষণার জন্য নিয়ম স্থির করিলে পর সদাপ্রভু হইতে যে বাক্য যিরমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। ৯ [স্থির হইয়াছিল যে,] প্রত্যেক জন আপন আপন ইব্রীয় দাসকে কি ইব্রীয়া দাসীকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিবে, কেহ তাহাদিগকে অর্থাৎ আপনার যিহূদী ১০ ভ্রাতাকে দাসত্ব করাইবে না। আর, সমস্ত অধ্যক্ষ ও সমস্ত লোক সম্মত হইয়াছিল; তাহারা এই নিয়মে বদ্ধ হইয়াছিল যে, প্রত্যেক জন আপন আপন দাস দাসীকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিবে, আর দাসত্ব করাইবে না ; তাহারা সম্মত হইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া বিদায় ১১ করিয়াছিল। কিন্তু তৎপরে তাহারা ফিরিয়া বসিল, যাহাদিগকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিয়াছিল, সেই দাস দাসীদিগকে আবার আনাইয়া আপনাদের দাস দাসী ১২ করিবার জন্য বশীভূত করিল। এই জন্য সদাপ্রভু হইতে এই বাক্য যিরমিয়ের ১৩ নিকটে উপস্থিত হইল, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, মিসর দেশ হইতে, দাসগৃহ হইতে, তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিবার দিনে আমিই তাহাদের সহিত এই নিয়ম ১৪ করিয়াছিলাম, 'তোমার কোন ইব্রীয় ভ্রাতা যদি তোমার কাছে বিক্রীত হয়, তবে সপ্তম বৎসরের শেষে তুমি তাহাকে মুক্ত করিবে; সে ছয় বৎসর তোমার দাসত্ব করিলে পর তুমি তাহাকে মুক্ত করিয়া আপনার নিকট হইতে যাইতে দিবে।' কিন্তু তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার বাক্যে অবধান করিল না এবং ১৫ কর্ণপাত করিল না। সম্প্রতি তোমরা ফিরিয়াছিলে, আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিয়াছিলে, অর্থাৎ প্রত্যেক জন আপন আপন প্রতিবাসীর মুক্তি ঘোষণা করিয়াছিলে, এবং যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমার সম্মুখে নিয়ম স্থির করিয়া-১৬ ছিলে। কিন্তু এক্ষণে তোমরা ফিরিয়া বসিয়াছ, আমার নাম অপবিত্র করিয়াছ ; যাহাদিগকে মুক্ত করিয়া তাহাদের বাঞ্ছা-মতে বিদায় দিয়াছিলে, তাহাদিগকে প্রত্যেক জন আপন আপন দাস দাসী করিয়াছ, তোমরা তাহাদিগকে আপনা-দের দাস দাসী করিবার জন্য বশীভূত ১৭ করিয়াছ। এই জন্য সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন ভ্রাতার ও প্রতিবাসীর মুক্তি ঘোষণা করিতে আমার বাক্যে অবধান কর নাই ; অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমা-দের বিরুদ্ধে খড়্গ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মুক্তি ঘোষণা করিতেছি, আমি তোমা-দিগকে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজ্যে ভাসিয়া ১৮ বেড়াইবার জন্য সমর্পণ করিব। যে লোকেরা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, যাহারা আমার সাক্ষাতে নিয়ম করিয়া

তাহার কথা পালন করে নাই, গোবৎসকে দুই খণ্ড করিয়া তন্মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে সমর্পণ করিব ; ১৯ যিহূদার অধ্যক্ষগণ, যিরূশালেমের অধ্যক্ষগণ, নপুংসকগণ, যাজকগণ ও দেশের সমস্ত প্রজা, যাহারা গোবৎসটীর দুই ২০ খণ্ডের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি তাহাদের শত্রুগণের হস্তে ও প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হস্তে সমর্পণ করিব ; তাহাতে তাহাদের শব আকাশের পক্ষিগণের ও ভূমির পশুদের ২১ খাদ্য হইবে। আর যিহূদা-রাজ সিদিকিয়কে ও তাহার অধ্যক্ষগণকে আমি তাহাদের শত্রুগণের ও প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হস্তে, হাঁ, বাবিল-রাজের যে সৈন্যগণ তোমাদের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিব। ২২ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি আজ্ঞা দ্বারা তাহাদিগকে এই নগরে ফিরাইয়া আনিব ; আর তাহারা এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ইহা হস্তগত করিবে, ও আগুনে পোড়াইয়া দিবে ; আর আমি যিহূদার সকল নগরকে নিবাসী-বিহীন ধ্বংসস্থান করিব।

রেখবীয়দের বাধ্যতা ও ইস্রায়েলের অবাধ্যতা।

৩৫ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের সময়ে সদাপ্রভু হইতে এই বাক্য ২ যিরমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। তুমি রেখবীয় কুলজাত লোকদের নিকটে গিয়া তাহাদের সহিত আলাপ কর, এবং সদাপ্রভুর গৃহের এক কুঠরীতে আনিয়া তাহাদিগকে পানার্থে দ্রাক্ষারস দেও। ৩ তখন আমি হবৎসিনিয়ের পৌত্র যিরমিয়ের পুত্র যাসিনিয়কে, তাহার ভ্রাতৃগণকে ও সকল পুত্রকে এবং রেখবীয়৪ দের সমস্ত কুলকে সঙ্গে লইলাম ; আমি তাহাদিগকে সদাপ্রভুর গৃহে ঈশ্বরের লোক যিগদলিয়ের পুত্র হাননের সন্তানদের কুঠরীতে লইয়া গেলাম ; শল্লুমের পুত্র মাসেয় নামক দ্বারপালের কুঠরীর উপরে অধ্যক্ষগণের যে কুঠরী, [উক্ত ৫ কুঠরী] তাহার পার্শ্বে স্থিত। পরে আমি দ্রাক্ষারসে পূর্ণ কতিপয় ভাণ্ড ও কতকগুলি বাটি রেখবীয় কুলজাত লোকদের সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, ৬ তোমরা দ্রাক্ষারস পান কর। কিন্তু তাহারা কহিল, আমরা দ্রাক্ষারস পান করিব না, কেননা আমাদের পিতৃপুরুষ রেখবের পুত্র যিহোনাদব আমাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমরা ও তোমাদের সন্তানগণ কেহ কখনও দ্রাক্ষারস ৭ পান করিবে না ; আর গৃহ নির্ম্মাণ, বীজ বপন ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের চাষ করিবে না, এবং এই সকলের অধিকারী হইবে না, কিন্তু যাবজ্জীবন তাম্বুতে বাস করিবে ; যেন, তোমরা যে স্থানে প্রবাস করিতেছ, ৮ সেই দেশে দীর্ঘজীবী হও। অতএব আমাদের পিতৃপুরুষ রেখবের পুত্র যিহোনাদব আমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন, তদনুসারে আমরা তাঁহার বাক্য পালন করিয়া আসিতেছি ; ফলতঃ দ্রাক্ষারস পান করা যাবজ্জীবন আমাদের ও আমাদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের অকর্ত্তব্য, ৯ এবং আমাদের বাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করাও অকর্ত্তব্য ; আর দ্রাক্ষাক্ষেত্র, শস্য১০ ক্ষেত্র বা বীজ আমাদের নাই ; কিন্তু আমরা তাম্বুবাসী, এবং আমাদের পিতৃপুরুষ যিহোনাদব আমাদিগকে যে সমস্ত

আজ্ঞা দিয়াছেন, সেই সকল মানিয়া ১১ তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। কিন্তু বাবিলরাজ নবূখদ্‌রিৎসর যখন এই দেশের মধ্যে আসিলেন, তখন আমরা কহিলাম, আইস, আমরা কল্‌দীয় সৈন্যের সম্মুখ হইতে ও অরামীয় সৈন্যের সম্মুখ হইতে যিরূশালেমে চলিয়া যাই; এই জন্য আমরা যিরূশালেমে বাস করিতেছি।

১২ পরে যিরমিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর ১৩ এই বাক্য উপস্থিত হইল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তুমি গিয়া যিহূদার লোকদিগকে ও যিরূশালেম-নিবাসীদিগকে বল, সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আমার বাক্য পালন করিবার জন্য কি উপদেশ গ্রহণ করিবে ১৪ না? রেখবের পুত্র যিহোনাদব আপন সন্তানদিগকে দ্রাক্ষারস পান করিতে বারণ করিলে তাহার সেই বাক্য অটল হইয়াছে; অদ্যাবধি তাহারা দ্রাক্ষারস পান করে না, কারণ তাহারা আপনাদের পিতৃপুরুষদের আজ্ঞা মানে; কিন্তু আমি তোমাদের কাছে কথা বলিয়াছি, প্রত্যূষে উঠিয়া বলিয়াছি, তথাপি তোমরা আমার ১৫ কথায় অবধান কর নাই। আমি আপনার সমস্ত দাস ভাববাদিগণকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিয়াছি, প্রত্যূষে উঠিয়া প্রেরণ করিয়া তোমাদিগকে বলিয়াছি, তোমরা আপন আপন কুপথ হইতে ফির, তোমাদের আচার-ব্যবহার শুদ্ধ কর, এবং অন্য দেবগণের সেবা করণার্থে তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইও না; তাহাতে আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তাহার মধ্যে তোমরা বাস করিবে, কিন্তু তোমরা কর্ণপাত কর নাই, এবং আমার ১৬ কথায় অবধান কর নাই। রেখবের পুত্র যিহোনাদব যাহা আজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার সন্তানেরা তাহাই অটলরূপে পালন করিতেছে; কিন্তু এই জাতি আমার ১৭ কথায় অবধান করে নাই। এই জন্য সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা বলেন, দেখ, আমি যিহূদার বিপরীতে ও যিরূশালেম-নিবাসী সকলের বিপরীতে যে সকল অমঙ্গলের কথা বলিয়াছি, সে সমস্ত তাহাদের প্রতি ঘটাইব; কারণ আমি তাহাদের কাছে কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাহারা শুনে নাই, এবং তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু তাহারা উত্তর দেয় নাই।

১৮ পরে যিরমিয় রেখবীয় কুলকে কহিলেন, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের পিতৃপুরুষ যিহোনাদবের আজ্ঞায় অবধান করিয়াছ, তাহার সমস্ত আদেশ পালন করিয়াছ, ও তাহার সমস্ত আজ্ঞা- ১৯ নুসারে কার্য্য করিয়াছ; এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, রেখবের পুত্র যিহোনাদবের জন্য আমার সম্মুখে দাঁড়াইবার লোকের অভাব কখনও হইবে না।

যিহোয়াকীম রাজা যিরমিয়ের ভাববাণীপুস্তক পোড়াইয়া ফেলেন।

৩৬ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের চতুর্থ বৎসরে এই বাক্য সদাপ্রভু হইতে যিরমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, ২ যথা, তুমি একখানি জড়ান পুস্তক লও, এবং আমি যে দিন তোমার কাছে কথা বলিয়াছিলাম, সেই অবধি, যোশিয়ের

সময় অবধি, অদ্য পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের, যিহূদার ও সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সমস্ত বাক্য ৩ উহাতে লিখ। হয় ত, আমি যিহূদা-কুলের উপরে যে সকল অমঙ্গল ঘটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহারা সেই সমস্ত অমঙ্গলের কথা শুনিয়া প্রত্যেকে আপন আপন কুপথ হইতে ফিরিবে; আর আমি তাহাদের অপরাধ ও পাপ মার্জ্জনা করিব।

৪ পরে যিরমিয় নেরিয়ের পুত্র বারূককে ডাকিলেন; এবং বারূক যিরমিয়ের প্রতি কথিত সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য তাঁহার মুখে শুনিয়া এক জড়ান পুস্তকে লিখি- ৫ লেন। পরে যিরমিয় বারূককে আজ্ঞা করিলেন, বলিলেন, আমি রুদ্ধ আছি, ৬ সদাপ্রভুর গৃহে যাইতে পারি না। অতএব তুমি যাও, এবং আমার মুখে শুনিয়া যাহা যাহা এই পুস্তকে লিখিয়াছ, সদাপ্রভুর সেই সকল বাক্য উপবাস-দিনে সদাপ্রভুর গৃহে লোকদের কর্ণগোচরে পাঠ কর, আর তুমি আপন আপন নগর হইতে আগত সমস্ত যিহূদার সাক্ষাতেও পাঠ ৭ করিবে। হয় ত, সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহারা বিনতি উপস্থিত করিবে এবং প্রত্যেক জন আপন আপন কুপথ হইতে ফিরিবে, কেননা সদাপ্রভু এই জাতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রোধের ও রোষের কথা ৮ বলিয়াছেন। পরে নেরিয়ের পুত্র বারূক যিরমিয় ভাববাদীর আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করিলেন, ঐ পুস্তকে লিখিত সদাপ্রভুর বাক্য সদাপ্রভুর গৃহে পাঠ করিলেন।

৯ পরে যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের পঞ্চম বৎসরের নবম মাসে যিরূশালেমস্থ সমস্ত লোক, এবং যিহূদার নগরসমূহ হইতে যিরূশালেমে আগত সমস্ত লোক, সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপবাস ১০ ঘোষণা করিল। তখন বারূক সদাপ্রভুর গৃহে, উপরিস্থ প্রাঙ্গণে, সদাপ্রভুর গৃহের নূতন দ্বারের প্রবেশ-স্থানে, শাফনের পুত্র গমরিয় লেখকের কুঠরীতে ঐ পুস্তক লইয়া সমস্ত লোকের কর্ণগোচরে যির- ১১ মিয়ের কথা সকল পাঠ করিলেন। যখন শাফনের পৌত্র গমরিয়ের পুত্র মীখায় সেই পুস্তকে লিখিত সদাপ্রভুর সমস্ত ১২ বাক্য শুনিলেন, তখন তিনি রাজবাটীতে নামিয়া লেখকের কুঠরীতে গেলেন; আর দেখ, সেই স্থানে অধ্যক্ষগণ সকলে, অর্থাৎ ইলীশামা লেখক, শময়িয়ের পুত্র দলায়, অক্‌বোরের পুত্র ইল্‌নাথন, শাফনের পুত্র গমরিয় ও হনানিয়ের পুত্র সিদিকিয় প্রভৃতি সমস্ত অধ্যক্ষ উপবিষ্ট ১৩ ছিলেন। লোকদের কর্ণগোচরে যখন বারূক ঐ পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, তখন মীখায় যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন। ১৪ তাহাতে অধ্যক্ষগণ সকলে কূশির প্রপৌত্র শেলিমিয়ের পৌত্র নথনিয়ের পুত্র যিহূদী দ্বারা বারূককে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, তুমি লোকদের কর্ণগোচরে যে পুস্তক পাঠ করিয়াছ, তাহা হস্তে করিয়া আইস; অতএব নেরিয়ের পুত্র বারূক পুস্তকখানি হস্তে লইয়া তাঁহাদের নিকটে ১৫ আসিলেন। তাঁহারা কহিলেন, বিনয় করি, তুমি বসিয়া আমাদের কর্ণগোচরে উহা পাঠ কর; তাহাতে বারূক তাঁহাদের ১৬ কর্ণগোচরে পাঠ করিলেন। তখন ঐ সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলে ভয় প্রযুক্ত পরস্পর তাকাতাকি করিলেন, এবং বারূককে কহিলেন, আমরা এই

সকল কথার বিষয় অবশ্য রাজাকে জানা-
১৭ ইব। পরে তাঁহারা বারূককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, তুমি কেমন করিয়া তাঁহার মুখে শুনিয়া এই সকল
১৮ কথা লিখিয়াছিলে? বারূক উত্তর করিলেন, তিনি মুখে আমার নিকটে এই সকল কথা উচ্চারণ করিতেছিলেন, এবং আমি কালি দিয়া এই পুস্তকে সে
১৯ সমস্ত লিখিতেছিলাম। তখন অধ্যক্ষগণ বারূককে কহিলেন, তুমি ও যিরমিয় যাইয়া লুকাইয়া থাক; কেহ যেন তোমাদের সন্ধান না পায়।

২০ পরে তাঁহারা ইলীশামা লেখকের কুঠরীতে পুস্তকখানি রাখিয়া প্রাঙ্গণে রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার কর্ণগোচরে
২১ ঐ সকল কথা কহিলেন। তাহাতে রাজা পুস্তকখানি আনিবার জন্য যিহূদীকে পাঠাইলেন, আর যিহূদী ইলীশামা লেখকের কুঠরী হইতে তাহা আনিয়া রাজার কর্ণগোচরে ও তাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান অধ্যক্ষগণের কর্ণগোচরে তাহা পাঠ
২২ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে নবম মাসে রাজা শীতকাল যাপনের গৃহে বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে জ্বলন্ত
২৩ আগুনের আঙ্গটা ছিল। আর যিহূদী তিন চারি পাতা পাঠ করিলে পর [রাজা] লেখকের ছুরিকা দ্বারা পুস্তকখানি কাটিয়া ঐ আঙ্গটার আগুনে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন; এইরূপে শেষে পুস্তকখানির সমুদয় আঙ্গটার আগুনে ভস্মসাৎ হইল।
২৪ রাজা ও তাঁহার দাসগণ ঐ সকল বাক্য শুনিয়াও কেহ ভীত হইলেন না, ও
২৫ আপন আপন বস্ত্র ছিঁড়িলেন না। যদ্যপি ইল্‌নাথন, দলায় ও গমরিয়, পুস্তকখানি যেন পোড়ান না হয়, সে জন্য রাজাকে বিনয় করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহা-
২৬ দের কথা শুনিলেন না। আর রাজা রাজপুত্র যিরহমেলকে, অস্রীয়েলের পুত্র সরায়কে ও অব্দিয়েলের পুত্র শেলিমিয়কে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা বারূক লেখককে ও যিরমিয় ভাববাদীকে ধর; কিন্তু সদাপ্রভু তাঁহাদিগকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

২৭ যিরমিয়ের মুখে শুনিয়া বারূক যে সকল বাক্য লিখিয়াছিলেন, তৎসম্বলিত পুস্তকখানি রাজা পোড়াইলে পর সদাপ্রভুর এই বাক্য যিরমিয়ের নিকটে উপ-
২৮ স্থিত হইল, তুমি পুনর্ব্বার আর এক পুস্তক গ্রহণ কর; এবং ঐ প্রথম বাক্য সকল, অর্থাৎ যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীম কর্ত্তৃক দগ্ধীভূত সেই প্রথম পুস্তকে যাহা
২৯ ছিল, সে সমস্ত তন্মধ্যে লিখ। আর যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের বিষয়ে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি এই পুস্তক পোড়াইয়াছ, বলিয়াছ, তুমি কেন ইহার মধ্যে এই কথা লিখিয়াছ যে, বাবিল-রাজ অবশ্য আসিবেন, ও এই দেশ নষ্ট করিবেন, এবং নরশূন্য ও পশুহীন করিবেন?
৩০ অতএব যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দায়ূদের সিংহাসনে উপবেশন করিতে তাহার কেহ থাকিবে না, এবং তাহার শব দিবসে রৌদ্রে ও রাত্রিকালে হিমে নিক্ষিপ্ত হইয়া
৩১ পতিত থাকিবে। আর আমি তাহাকে, তাহার বংশকে ও তাহার দাসগণকে তাহাদের অপরাধের প্রতিফল দিব, আর তাহাদের বিরুদ্ধে এবং যিরূশালেম-নিবাসীদের ও যিহূদার লোকদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অমঙ্গলের কথা বলিলেও তাহারা কর্ণপাত করে নাই, আমি তাহাদের উপরে

৩২ সেই সমস্ত অমঙ্গল ঘটাইব। পরে যিরমিয় আর একখানি পুস্তক লইয়া নেরিয়ের পুত্র বারূক লেখককে দিলেন, তাহাতে যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীম যে পুস্তক আগুনে পোড়াইয়াছিলেন, তাহার সমস্ত কথা তিনি পুনর্ব্বার যিরমিয়ের মুখে শুনিয়া লিখিলেন ; তদ্ভিন্ন ঐ প্রকার আর আর অনেক কথাও তাহাতে লিখিত হইল।

যিরমিয়ের বাক্যহেতু কারাবাস।

৩৭ যিহোয়াকীমের পুত্র কনিয়ের পদে যোশিয়ের পুত্র সিদিকিয় রাজা হইয়া রাজত্ব করেন ; বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর তাঁহাকেই যিহূদা দেশের রাজা করিয়া- ২ ছিলেন। কিন্তু তিনি, তাঁহার দাসগণ ও দেশীয় লোকেরা. যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যে কর্ণপাত করিতেন না।

৩ পরে সিদিকিয় রাজা শেলিমিয়ের পুত্র যিহূখলকে ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয় যাজককে যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ৪ আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন। সেই সময়ে যিরমিয় লোকদের মধ্যে যাতায়াত করিতেন, কারণ তৎকালে তিনি কারা- ৫ গারে বদ্ধ হন নাই। আর ফরৌণের সৈন্য মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল ; এবং যিরূশালেম-অবরোধক কল্‌দীয়েরা তাহাদের সমাচার শুনিয়া যিরূশালেম হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

৬ তখন যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে সদা- ৭ প্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, যিহূদার যে রাজা আমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছে, তাহাকে এই কথা বল, দেখ, ফরৌণের যে সৈন্য তোমাদের সাহায্যার্থে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারা মিসরে আপন দেশে ৮ ফিরিয়া যাইবে। আর কল্‌দীয়েরা পুনর্ব্বার আসিবে, এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে ; এবং ইহা হস্তগত করিয়া ৯ আগুনে পোড়াইয়া দিবে। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা এই কথা বলিয়া আপনাদের প্রাণকে বঞ্চনা করিও না যে, কল্‌দীয়েরা আমাদের নিকট হইতে অবশ্য চলিয়া যাইবে ; কেননা তাহারা চলিয়া ১০ যাইবে না। বাস্তবিক যে কল্‌দীয়েরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তোমরা তাহাদের সমস্ত সৈন্যকে আঘাত করিলেও যদ্যপি তাহাদের মধ্যে কতকগুলি খড়্গবিদ্ধ লোকমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তথাপি তাহারাই আপন আপন তাম্বুতে উঠিয়া এই নগর আগুনে পোড়াইয়া দিবে।

১১ কল্‌দীয়দের সৈন্যদল যে সময়ে ফরৌণের সৈন্যদলের ভয়ে যিরূশালেম হইতে ১২ উঠিয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে যিরমিয় বিন্যামীন প্রদেশে যাইবার ও তথায় লোকদের মধ্যে আপনার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় যিরূশালেম হইতে ১৩ প্রস্থান করিলেন। যখন তিনি বিন্যামীনের দ্বারে উপস্থিত হন, তখন সেই স্থানে রক্ষকদের এক জন অধ্যক্ষ ছিল, তাহার নাম যিরিয়, সে হনানিয়ের পৌত্র, শেলিমিয়ের পুত্র ; সেই ব্যক্তি যিরমিয় ভাববাদীকে ধরিয়া কহিল, তুমি কল্‌দীয়- ১৪ দের পক্ষে যাইতেছ। যিরমিয় কহিলেন, এ মিথ্যা কথা, আমি কল্‌দীয়দের পক্ষে যাইতেছি না। তথাপি যিরিয় তাঁহার

কথা না শুনিয়া যিরমিয়কে ধরিয়া অধ্যক্ষ-
১৫ দের নিকটে লইয়া গেল। সেই অধ্যক্ষ-
গণ যিরমিয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে
প্রহার করিল, এবং যোনাথন লেখকের
বাটীতে স্থিত কারাগারে রাখিল, কেননা
তাহারা তাহাই কারাগার করিয়াছিল।
১৬ সেই কারাকূপে ও কারাকক্ষে প্রবেশ
করিবার পর যিরমিয় সেই স্থানে অনেক
১৭ দিন যাপন করিলেন; পরে সিদিকিয়
রাজা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আনাই
লেন; আর রাজা আপন বাটীতে তাঁহাকে
নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সদাপ্রভুর
কোন বাক্য কি আছে? যিরমিয় কহি-
লেন, হাঁ, আছে। তিনি আরও কহি-
লেন, আপনি বাবিল-রাজের হস্তে সম
১৮ র্পিত হইবেন। যিরমিয় সিদিকিয়
রাজাকে ইহাও কহিলেন, আপনার
বিরুদ্ধে, আপনার দাসগণের বিরুদ্ধে,
কিম্বা এই লোকদের বিরুদ্ধে আমি কি
অপরাধ করিয়াছি যে, আপনারা আমাকে
১৯ কারাগারে রাখিয়াছেন? আর যাহারা
আপনাদের নিকটে এই ভাববাণী বলিত
যে, বাবিল-রাজ আপনাদের কিম্বা এই
দেশের বিরুদ্ধে আসিবেন না, আপনা-
২০ দের সেই ভাববাদিগণ কোথায়? এখন,
হে আমার প্রভু মহারাজ, বিনয় করি,
শ্রবণ করুন; আমি যোনাথন লেখকের
বাটীতে যেন না মরি, এই জন্য আপনি
সে স্থানে আমাকে আর পাঠাইবেন না,
বিনয় করি, আমার এই বিনতি আপনার
২১ সাক্ষাতে গ্রাহ্য হউক। তখন লোকেরা
সিদিকিয় রাজার আজ্ঞাতে যিরমিয়কে
রক্ষীদের প্রাঙ্গণে রাখিল, এবং যে পর্য্যন্ত
নগরের সমস্ত রুটী শেষ না হইল, সে
পর্য্যন্ত প্রতিদিন রুটী-ওয়ালাদের পল্লী
হইতে এক একখানা রুটী লইয়া তাঁহাকে
দেওয়া যাইত। এই প্রকারে যিরমিয়
রক্ষীদের প্রাঙ্গণে থাকিলেন।

৩৮ আর মত্তনের পুত্র শফটিয়, পশ্হূরের
পুত্র গদলিয়, শেলিমিয়ের পুত্র যিহূখল
ও মল্কিয়ের পুত্র পশ্হূর শুনিল, যে
সমস্ত লোকের নিকটে যিরমিয় এই
২ সকল বাক্য বলিলেন, যথা, 'সদাপ্রভু
এই কথা কহেন, যে কেহ এই নগরে
থাকিবে, সে খড়্গে, দুর্ভিক্ষে ও মহা-
মারীতে মারা পড়িবে; কিন্তু যে কেহ
বাহির হইয়া কল্দীয়দের নিকটে যাইবে,
সে বাঁচিবে, লুটদ্রব্যের ন্যায় আপন প্রাণ
৩ লাভ করিয়া বাঁচিবে। সদাপ্রভু এই
কথা কহেন, এই নগর অবশ্য বাবিল-
রাজের সৈন্যগণের হস্তে সমর্পিত হইবে,
৪ ও সে ইহা হস্তগত করিবে।' তখন
অধ্যক্ষগণ রাজাকে কহিলেন, এ ব্যক্তির
প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হউক, কেননা
এ লোকদের কাছে এই প্রকার কথা
বলিয়া এই নগরে অবশিষ্ট যোদ্ধাদের
হস্ত ও প্রজা সকলের হস্ত দুর্ব্বল করি-
তেছে; কারণ এ ব্যক্তি এই জাতির
মঙ্গল চেষ্টা করে না, কেবল অমঙ্গল
৫ চেষ্টা করে। সিদিকিয় রাজা কহিলেন,
দেখ, সে তোমাদেরই হস্তে আছে;
কারণ তোমাদের বিরুদ্ধে রাজার কিছু
৬ করিবার সাধ্য নাই। তখন তাঁহারা
যিরমিয়কে ধরিয়া রক্ষীদের প্রাঙ্গণে স্থিত
রাজপুত্র মল্কিয়ের কূপমধ্যে ফেলিয়া দিল,
রজ্জুতে করিয়া যিরমিয়কে নামাইয়া দিল;
সেই কূপে জল ছিল না, কিন্তু পঙ্ক ছিল,
এবং যিরমিয় পঙ্কে মগ্নপ্রায় হইলেন।
৭ ইতিমধ্যে রাজবাটীস্থিত এবদ-মেলক
নামে এক জন কূশীয় নপুংসক শুনিতে

পাইল যে, যিরমিয়কে কূপে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে ; তখন রাজা বিন্যা-
৮ মীনের দ্বারে বসিয়াছিলেন। এবদ-মেলক রাজবাটী হইতে বাহিরে গিয়া রাজাকে
৯ কহিল, হে আমার প্রভু মহারাজ, এই লোকেরা যিরমিয় ভাববাদীর প্রতি যাহা যাহা করিয়াছে, সমস্তই মন্দ ব্যবহার করিয়াছে ; তাঁহাকে কূপে ফেলিয়া দিয়াছে ; তিনি সে স্থানে ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছেন, কেননা নগরে
১০ আর রুটী নাই। তখন রাজা কূশীয় এবদ-মেলককে আজ্ঞা করিলেন, তুমি এই স্থান হইতে ত্রিশ জন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া গিয়া যিরমিয় ভাববাদী না মরিতে মরিতে তাঁহাকে কূপ হইতে উত্তোলন
১১ কর। তখন এবদ-মেলক সেই লোক-দিগকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে গিয়া ভাণ্ডারের নীচস্থান হইতে কতকগুলি জীর্ণবস্ত্র ও পুরাতন জীর্ণনেকড়া লইয়া রজ্জু দ্বারা কূপে যিরমিয়ের কাছে নামা-
১২ ইয়া দিল। আর কূশীয় এবদ-মেলক যিরমিয়কে কহিল, এই জীর্ণবস্ত্র ও জীর্ণনেকড়াগুলা আপনার বগলে রজ্জুর
১৩ নীচে দিউন। যিরমিয় তাহা করিলেন। আর উহারা ঐ রজ্জু ধরিয়া টানিয়া কূপ হইতে তাঁহাকে তুলিল ; এবং যিরমিয় রক্ষীদের প্রাঙ্গণে থাকিলেন।

১৪ পরে সিদিকিয় রাজা লোক পাঠাইয়া যিরমিয় ভাববাদীকে সদাপ্রভুর গৃহের তৃতীয় প্রবেশ-স্থানে আপনার নিকটে আনাইলেন ; আর রাজা যিরমিয়কে কহিলেন, আমি আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার কাছে কিছুই
১৫ গোপন করিবেন না। যিরমিয় সিদি-কিয়কে কহিলেন, আমি যদি আপনাকে তাহা জানাই, তবে আপনি কি আমাকে নিশ্চয়ই বধ করিবেন না ? আর আমি যদি আপনাকে পরামর্শ দিই, আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন না :
১৬ সিদিকিয় রাজা গোপনে যিরমিয়ের কাছে শপথ করিয়া কহিলেন, আমাদের এই জীবাত্মার নির্ম্মাতা জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমি আপনাকে বধ করিব না, এবং আপনার প্রাণনাশার্থে সচেষ্ট এই লোক-দের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিব না।

১৭ তখন যিরমিয় সিদিকিয়কে কহিলেন, সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, ইস্রা-য়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তুমি যদি বাহির হইয়া বাবিল-রাজের প্রধান-বর্গের নিকটে যাও, তবে তোমার প্রাণ বাঁচিবে, এই নগরও আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হইবে না, এবং তুমি বাঁচিবে,
১৮ তুমি ও তোমার পরিবার। কিন্তু যদি বাবিল-রাজের প্রধানবর্গের নিকটে না যাও, তবে এই নগর কল্‌দীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবে, এবং তাহারা ইহা আগুনে পোড়াইয়া দিবে, আর তুমিও তাহাদের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবে না।
১৯ সিদিকিয় রাজা যিরমিয়কে কহিলেন, যে যিহূদীরা কল্‌দীয়দের পক্ষে গিয়াছে, তাহাদিগকে আমি ভয় করি ; কি জানি, আমি তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইব, আর তাহারা আমার অপমান করিবে।
২০ যিরমিয় কহিলেন, আপনি সমর্পিত হই-বেন না ; বিনয় করি, আমি আপনাকে যাহা বলি, সে বিষয়ে আপনি সদাপ্রভুর বাক্য মান্য করুন ; তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে, আপনার প্রাণ বাঁচিবে।
২১ কিন্তু আপনি যদি যাইতে অসম্মত হন, তবে সদাপ্রভু আমাকে যাহা জ্ঞাত

২২ করিয়াছেন, সেই কথা এই ; দেখুন, যিহূদার রাজবাটীতে অবশিষ্ট সমস্ত স্ত্রীলোক বাবিল-রাজের প্রধানবর্গের কাছে নীত হইবে। আর সেই স্ত্রীলোকেরা বলিবে, তোমার মিত্রগণ তোমাকে ভুলাইয়াছে, পরাভব করিয়াছে, তোমার চরণ পঙ্কমধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, উহারা পিছিয়া পড়ি-
২৩ য়াছে। আর লোকেরা আপনার সমস্ত ভার্য্যা ও আপনার সন্তানগণকে বাহিরে কল্‌দীয়দের কাছে লইয়া যাইবে ; এবং আপনিও তাহাদের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবেন না, কিন্তু বাবিল-রাজের হস্তে ধৃত হইবেন, এবং আপনি এই নগরকে আগুনে পোড়াইয়া দিবেন।
২৪ পরে সিদিকিয় যিরমিয়কে কহিলেন, এই সকল কথা কেহ জ্ঞাত না হউক,
২৫ তাহাতে আপনি মরিবেন না। কিন্তু আমি যে আপনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছি, অধ্যক্ষগণ যদি তাহা শুনিতে পায়, এবং আপনার কাছে আসিয়া বলে, ‘তুমি রাজাকে কি কি বলিয়াছ, তাহা আমাদিগকে জানাও, আমাদের হইতে কিছুই গোপন করিও না, তাহাতে আমরা তোমাকে বধ করিব না, আর রাজা তোমাকে কি কি বলিয়াছেন, জানাও,’
২৬ তবে আপনি তাহাদিগকে এই কথা বলিবেন, রাজা যেন আমাকে যোনাথনের বাটীতে পুনর্ব্বার প্রেরণ না করেন, সেখানে যেন না মরি, রাজার কাছে
২৭ আমি এই বিনতি করিয়াছিলাম। পরে অধ্যক্ষেরা সকলে যিরমিয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহাতে তিনি রাজার আজ্ঞানুসারে ঐ সকল কথা তাঁহাদিগকে কহিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার সহিত কথা কহিতে ক্ষান্ত হইলেন ; বস্তুতঃ সেই সকল কথা
২৮ রাষ্ট্র হইল না। আর যিরূশালেমের পরাজয়-দিন পর্য্যন্ত যিরমিয় রক্ষীদের প্রাঙ্গণে থাকিলেন।

নবূখদ্‌নিৎসর যিরূশালেম হস্তগত করেন।

৩৯ যিরূশালেমের পরাজয় এইরূপে হইয়াছিল। যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের নবম বৎসরের দশম মাসে বাবিল রাজ নবূখদ্‌রিৎসর ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা অবরোধ
২ করিলেন। পরে সিদিকিয়ের একাদশ বৎসরের চতুর্থ মাসের নবম দিনে নগরের
৩ এক স্থান ভগ্ন হইল। তখন বাবিল রাজের সমস্ত প্রধানবর্গ, অর্থাৎ নের্গল-শরেৎসর, সমগর্নবো, প্রধান নপুংসক শর্সখীম ও প্রধান গণক নের্গল-শরেৎসর প্রভৃতি বাবিল-রাজের সমস্ত প্রধানবর্গ প্রবেশ করিয়া মধ্যম দ্বারে বসিলেন।
৪ আর যিহূদা-রাজ সিদিকিয় ও সমস্ত যোদ্ধা তাঁহাদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিলেন, রাত্রিকালে রাজার উদ্যানের পথে দুই প্রাচীরের মধ্যস্থিত দ্বার দিয়া নগরের বাহিরে গেলেন ; আর তিনি অরাবা তলভূমির পথে প্রস্থান করিলেন।
৫ কিন্তু কল্‌দীয়দের সৈন্য তাহাদের পশ্চাতে ধবমান হইয়া যিরীহোর সমভূমিতে সিদিকিয় রাজার লাগাল পাইল, ও তাঁহাকে ধরিয়া হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের নিকটে আনিল ; তাহাতে তিনি তাঁহার দণ্ডবিধান করি-
৬ লেন। আর বাবিল-রাজ রিব্লাতে সিদিকিয়ের সাক্ষাতে তাঁহার পুত্রগণকে বধ করিলেন, বাবিল-রাজ যিহূদার সমস্ত

৭ অধ্যক্ষকেও বধ করিলেন। আর তিনি সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে বাবিলে লইয়া যাইবার জন্য পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন।

৮ পরে কল্‌দীয়েরা রাজবাটী ও সামান্য লোকদের ঘরবাড়ী আগুনে পোড়াইয়া দিল, এবং যিরূশালেমের সমস্ত প্রাচীর ৯ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আর নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি, যাহারা নগরে অবশিষ্ট ছিল, সেই লোকদিগকে, ও যাহারা পক্ষান্তরে গিয়া তাঁহার সপক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং অন্য অবশিষ্ট লোকদিগকে বন্দি করিয়া বাবিলে ১০ লইয়া গেলেন। তথাপি নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি কতকগুলি দীনদরিদ্র লোককে যিহূদা দেশে অবশিষ্ট রাখিলেন, এবং সেই দিন তাহাদিগকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও ভূমি প্রদান করিলেন।

১১ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর যিরমিয়ের বিষয়ে নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতিকে এই ১২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান করিও, তাঁহার কিছুই হানি করিও না; বরং তিনি তোমাকে যেরূপ বলিবেন, তাঁহার সহিত ১৩ তদ্রূপ ব্যবহার করিও। অতএব নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি, প্রধান নপুংসক নবূশস্‌বন ও প্রধান গণক নের্গল-শরেৎসর এবং বাবিল-রাজের সমস্ত প্রধানবর্গ ১৪ লোক প্রেরণ করিয়া রক্ষীদের প্রাঙ্গণ হইতে যিরমিয়কে লইয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তিনি লোকদের মধ্যে বাস করিলেন।

১৫ যে সময়ে যিরমিয় রক্ষীদের প্রাঙ্গণে বদ্ধ ছিলেন, তৎকালে তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, ১৬ তুমি যাইয়া কূশীয় এবদ-মেলককে বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ, মঙ্গলের নিমিত্ত নয়, কিন্তু অমঙ্গলের নিমিত্ত আমি এই নগরের উপরে আপন বাক্য সকল সফল করিব, সেই দিন তোমার সাক্ষাতে সে ১৭ সমস্ত সফল হইবে। কিন্তু সেই দিন আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন, এবং তুমি যে লোকদের হইতে উদ্বিগ্ন হইয়াছ, তাহাদের হস্তে ১৮ তুমি সমর্পিত হইবে না। আমি তোমাকে অবশ্য রক্ষা করিব, তুমি খড়্গে পতিত হইবে না, কিন্তু লুটিত দ্রব্যের ন্যায় তোমার প্রাণলাভ হইবে; কেননা তুমি আমাতে বিশ্বাস করিয়াছ, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

যিরমিয়ের মুক্তি। গদলিয়ের হত্যা ও যিহূদীদের মিসরে পলায়ন।

৪০ রক্ষক-সেনাপতি নবূষরদন যিরমিয়কে রামা হইতে বিদায় দিলে পর তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। [নবূষরদন] যখন তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি শৃঙ্খলে বদ্ধ, এবং যিরূশালেমের ও যিহূদার যে সমস্ত লোক নির্ব্বাসার্থে বাবিলে নীত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ২ ছিলেন। রক্ষক-সেনাপতি যিরমিয়কে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই স্থানের বিষয়ে এই অমঙ্গ-৩ লের কথা বলিয়াছিলেন; আর সদাপ্রভু তাহা ঘটাইয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন,

তেমনি করিয়াছেন। তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ, তাঁহার রবে অবধান কর নাই, এই জন্য তোমাদের প্রতি ৪ ইহা ঘটিল। এখন দেখ, অদ্য আমি তোমার হস্তের শৃঙ্খল হইতে তোমাকে মুক্ত করিলাম;. তুমি যদি আমার সহিত বাবিলে যাইতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি রাখিব; আর যদি আমার সহিত বাবিলে যাইতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে ক্ষান্ত হও; দেখ, সমস্ত দেশ তোমার সম্মুখে আছে; যে স্থানে যাওয়া তোমার উত্তম ও বিহিত ৫ বোধ হয়, সেই স্থানে যাও। তিনি তখনও ফিরিতেছেন না [দেখিয়া কহিলেন], 'ভাল, তুমি শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে ফিরিয়া যাও, বাবিল-রাজ তাঁহাকেই যিহূদার নগরসমূহের উপরে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন, তুমি লোকদের মধ্যে তাঁহার সহিত বাস কর; কিম্বা যে কোন স্থানে যাওয়া তোমার বিহিত বোধ হয়, সেই স্থানে যাও।' পরে রক্ষক-সেনাপতি তাঁহাকে পাথেয় ও উপঢৌকন দিয়া বিদায় ৬ করিলেন। তাহাতে যিরমিয় মিস্পাতে অহীকামের পুত্র গদলিয়ের নিকটে গিয়া দেশে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

৭ মাঠে অবস্থিত সৈন্যগণের সমস্ত সেনাপতি ও তাহাদের লোকেরা যখন শুনিতে পাইল যে, বাবিল-রাজ অহীকামের পুত্র গদলিয়কে দেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং যাহারা বন্দিরূপে বাবিলে নীত হয় নাই, সেই সকল পুরুষ, স্ত্রী, বালকবালিকা ও জনপদস্থ দরিদ্র লোকদিগকে তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়াছেন, ৮ তখন তাহারা মিস্পাতে গদলিয়ের কাছে আসিল; অর্থাৎ নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল এবং যোহানন ও যোনাথন নামে কারেহের দুই পুত্র, তন্হূমতের পুত্র সরায়, নটোফাতীয় এফয়ের পুত্রগণ ও মাখাথীয়ের পুত্র যাসনিয়, ইহারা আপন আপন ৯ লোকদের সহিত উপস্থিত হইল। আর শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয় তাহাদের কাছে ও তাহাদের লোকদের কাছে শপথ করিয়া বলিলেন, তোমরা কল্‌দীয়দের দাস হইতে ভয় করিও না, দেশে বাস করিয়া বাবিল-রাজের দাস হও, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। ১০ আর আমি, দেখ, যে কল্‌দীয়েরা আমাদের এখানে আসিবে, আমি তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য এই মিস্পাতে বাস করিব; কিন্তু তোমরা দ্রাক্ষারস, গ্রীষ্মের ফল ও তৈল সঞ্চয় করিয়া আপন আপন পাত্রে রাখ, এবং যে সকল নগর তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, তথায় বাস ১১ কর। আর মোয়াবে, অম্মোন-সন্তানদের মধ্যে ইদোমে ও অন্যান্য দেশে যে সকল যিহূদী ছিল, তাহারা যখন শুনিল যে, বাবিল-রাজ যিহূদার এক অংশ অবশিষ্ট রাখিয়াছেন, এবং শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়কে তাহাদের উপরে ১২ নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন সেই যিহূদীরা সকলে যে সমস্ত স্থানে বিতাড়িত হইয়াছিল, সেই সমস্ত স্থান হইতে ফিরিয়া আসিল, যিহূদা দেশে মিস্পাতে গদলিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং অপর্য্যাপ্ত দ্রাক্ষারস ও গ্রীষ্মের ফল সঞ্চয় করিতে লাগিল।

১৩ পরে কারেহের পুত্র যোহানন ও মাঠে অবস্থিত সৈন্যগণের সমস্ত সেনাপতি

মিস্পাতে গদলিয়ের নিকটে আসিয়া
১৪ তাঁহাকে কহিল, আপনি কি জানেন, অম্মোন-সন্তানদের রাজা বালীস আপনার প্রাণনাশ করিতে নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েলকে প্রেরণ করিয়াছেন? কিন্তু অহীকামের পুত্র গদলিয় তাহাদের কথায়
১৫ বিশ্বাস করিলেন না। পরে কারেহের পুত্র যোহানন মিস্পাতে গদলিয়কে গোপনে কহিল, যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমি গিয়া নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েলকে বধ করি, কেহ তাহা জানিতে পারিবে না; সে কেন আপনার প্রাণ নস্ট করিবে? করিলে আপনার নিকটে সংগৃহীত সমস্ত যিহূদী ছিন্নভিন্ন, এবং যিহূদার অবশিস্টাংশ বিনস্ট হইবে।
১৬ কিন্তু অহীকামের পুত্র গদলিয় কারেহের পুত্র যোহাননকে কহিলেন, এ কার্য্য করিও না; কেননা ইশ্মায়েলের বিষয়ে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা মিথ্যা।

৪১ ইলীশামার পৌত্র নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল রাজার প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে গণিত রাজবংশীয় ছিল; সপ্তম মাসে সে দশ জন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া মিস্পাতে অহীকামের পুত্র গদলিয়ের নিকটে আসিল; আর তাহারা মিস্পাতে
২ একত্র ভোজন করিল। পরে নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল ও তাহার ঐ দশ জন সঙ্গী উঠিয়া বাবিল-রাজের নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষকে, শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়কে, খড়্গাঘাতে বধ করিল।
৩ আর মিস্পাতে গদলিয়ের সঙ্গে যে সমস্ত যিহূদী ছিল, এবং যে কল্‌দীয়দিগকে সেখানে পাওয়া গেল, তাহাদিগকে, অর্থাৎ যোদ্ধা সকলকে ইশ্মায়েল বধ
৪ করিল। সে গদলিয়কে বধ করিলে পর
৫ —কেহই সে বিষয় জানিত না—দ্বিতীয় দিনে শিখিম, শীলো ও শমরিয়া হইতে আশী জন পুরুষ আসিতেছিল; তাহারা দাড়ি কাটিয়া, ছিন্নবস্ত্র পরিয়া ও আপন আপন অঙ্গ কাটাকুটি করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে উৎসর্গ করণার্থে নৈবেদ্য ও ধূপ
৬ হস্তে লইয়া [আসিতেছিল]। আর নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিস্পা হইতে নির্গত হইয়া রোদন করিতে করিতে বাহিরে গেল, এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগকে কহিল, অহীকামের
৭ পুত্র গদলিয়ের কাছে চল। পরে তাহারা নগরের মধ্যস্থানে আসিলে নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল ও তাহার সঙ্গী পুরুষেরা তাহাদিগকে বধ করিয়া তথাকার কূপমধ্যে
৮ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে দশ জনকে পাওয়া গেল, যাহারা ইশ্মায়েলকে কহিল, আমাদিগকে বধ করিবেন না, কেননা ক্ষেত্রে আমাদের গোম, যব, তৈল ও মধুর গুপ্ত ভাণ্ডার আছে। তাহাতে সে ক্ষান্ত হইল, তাহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহাদিগকে বধ করিল না।
৯ ঐ লোকদিগকে বধ করিলে পর ইশ্মায়েল যে কূপে তাহাদের শব গদলিয়ের পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা আসা রাজা ইস্রায়েল-রাজ বাশার ভয়ে প্রস্তুত করিয়াছিলেন; নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল তাহাই নিহতগণের শবে পরিপূর্ণ করিল।
১০ পরে ইশ্মায়েল মিস্পাতে অবশিষ্ট সমস্ত লোককে বন্দি করিয়া লইয়া গেল, রাজকুমারীগণ ও যে সমস্ত লোক মিস্পাতে অবশিষ্ট ছিল, যাহাদিগকে নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে সমর্পণ করিয়াছিলেন,

তাহাদিগকে নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল বন্দি করিয়া অম্মোন-সন্তানদের কাছে যাইবার জন্য প্রস্থান করিল।

১১ কিন্তু কারেহের পুত্র যোহানন ও তাহার সঙ্গী সেনাপতিরা সকলে যখন শুনিতে পাইল যে, নথনিয়ের পুত্র ইশ্মা-
১২ য়েল এই সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তখন তাহারা সমস্ত লোককে লইয়া নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল, এবং গিবিয়োনে স্থিত বৃহৎ জলাশয়ের
১৩ নিকটে তাহার দেখা পাইল। তখন ইশ্মায়েলের সঙ্গে যে সকল লোক ছিল, তাহারা কারেহের পুত্র যোহাননকে ও তাহার সঙ্গী সেনাপতিদিগকে দেখিয়া
১৪ আনন্দিত হইল। আর ইশ্মায়েল সেই যে সকল লোককে বন্দি করিয়া মিস্পা হইতে লইয়া যাইতেছিল, তাহারা ঘুরিয়া কারেহের পুত্র যোহাননের নিকটে ফিরিয়া
১৫ আসিল। কিন্তু নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল আট জন লোকের সহিত যোহাননের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়া অম্মোন-
১৬ সন্তানদের কাছে গেল। নথনিয়ের পুত্র যে ইশ্মায়েল অহীকামের পুত্র গদলিয়কে বধ করিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে কারেহের পুত্র যোহানন ও তাহার সঙ্গী সেনাপতিগণ যে সকল অবশিষ্ট লোককে মিস্পা হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তাহাদিগকে সঙ্গে লইল, অর্থাৎ যুদ্ধকুশল পুরুষদিগকে এবং গিবিয়োন হইতে আনীত স্ত্রীলোক, বালকবালিকা, ও নপুং-
১৭ সকদিগকে সঙ্গে লইল; আর তাহারা কল্‌দীয়দের ভয়প্রযুক্ত মিসরে যাইবার জন্য বৈৎলেহমের পার্শ্বে কিমহমের যে সরাইখানা আছে, তথায় প্রবাস
১৮ করিল। কেননা নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল বাবিল-রাজের নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষ অহীকামের পুত্র গদলিয়কে বধ করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা কল্‌দীয়দের হইতে ভীত হইয়াছিল।

৪২ পরে সমস্ত সেনাপতি এবং কারেহের পুত্র যোহানন ও হোশয়িয়ের পুত্র যাসনিয়, আর ক্ষুদ্র ও মহান্‌ সমস্ত লোক
২ নিকটে আসিল, এবং যিরমিয় ভাববাদীকে কহিল, আমাদের এই বিনতি আপনার সাক্ষাতে গ্রাহ্য হউক; আপনি আমাদের নিমিত্ত, অর্থাৎ এই সমস্ত অবশিষ্ট লোকের নিমিত্ত, আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন; কেননা আপনি স্বচক্ষে আমাদিগকে দেখিতেছেন, আমরা অনেকে ছিলাম, এক্ষণে অল্পই অবশিষ্ট
৩ আছি। অতএব কোন পথ আমাদের গন্তব্য, কি করা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে
৪ জ্ঞাত করুন। তখন যিরমিয় ভাববাদী তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের কথা শুনিলাম, দেখ, তোমাদের বাক্যানুসারে আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব, এবং সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে কোন উত্তর দিবেন, তাহার সমস্ত কথা তোমাদিগকে জ্ঞাত-করিব, কিছুই তোমাদের কাছে গোপন
৫ করিব না। তাহারা যিরমিয়কে কহিল, সদাপ্রভু আমাদের মধ্যে সত্য ও বিশ্বাস্য সাক্ষী হউন; আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার দ্বারা যে কোন কথা আমাদের কাছে বলিয়া পাঠাইবেন, তদনুসারে
৬ আমরা অবশ্য করিব। ভাল হউক, কি মন্দ হউক, আমরা যাঁহার কাছে আপনাকে প্রেরণ করিতেছি, আমাদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুর রবে আমরা অবধান করিব;

যেন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান করি বলিয়া আমাদের মঙ্গল হয়।
৭ পরে দশ দিন গত হইলে সদাপ্রভুর বাক্য যিরমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল।
৮ তাহাতে তিনি কারেহের পুত্র যোহাননকে ও তাহার সঙ্গী সেনাপতিগণকে এবং ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত লোককে ডাকিয়া
৯ কহিলেন, তোমরা যাঁহার কাছে আপনাদের বিনতি উপস্থিত করণার্থে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলে, সেই সদাপ্রভু, ইস্রা-
১০ য়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা যদি স্থির হইয়া এই দেশে বাস কর, তবে আমি তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলিব, উৎপাটন করিব না, তোমাদিগকে রোপণ করিব, উন্মূলন করিব না; কেননা তোমাদের যে অমঙ্গল করিয়াছি, তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত
১১ হইলাম। তোমরা যে বাবিল-রাজ হইতে ভীত হইয়াছ, তাহা হইতে ভীত হইও না; সদাপ্রভু কহেন, তাহা হইতে ভীত হইও না; কেননা তোমাদের নিস্তার করিতে ও তাহার হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে আমি তোমাদের
১২ সহবর্ত্তী। আর আমি তোমাদের প্রতি করুণা বর্ত্তাইব, তাহাতে সে তোমাদের প্রতি করুণা করিবে, ও তোমাদের ভূমিতে
১৩ তোমাদিগকে প্রত্যাগমন করাইবে। কিন্তু যদি তোমরা বল, আমরা এ দেশে বাস করিব না, এইরূপে যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান না করিয়া বল,
১৪ 'না, আমরা মিসর দেশে যাইব, সেই স্থানে যুদ্ধ দেখিতে, তূরীবাদ্য শ্রবণ করিতে ও খাদ্যাভাবে ক্ষুধাভোগ করিতে হইবে না, আর আমরা তথায় বাস
১৫ করিব,' তবে এখন, হে যিহূদার অবশিষ্ট লোক সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন; বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা যদি মিসরে প্রবেশ করিতে নিতান্তই উন্মুখ হও, ও সেখানে প্রবাস করিতে যাও,
১৬ তাহা হইলে যে খড়্গের ভয় করিতেছ, তাহা মিসর দেশেই তোমাদের লাগাল পাইবে, আর যে দুর্ভিক্ষে ব্যাকুল হইতেছ, তাহা মিসর দেশে তোমাদের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহাতে তোমরা সেখানে
১৭ মরিবে। যে সকল লোক মিসরে প্রবাস করিতে যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে, তাহাদের এই গতি হইবে, তাহারা খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা মারা পড়িবে; আমি তাহাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটাইব, তাহা হইতে তাহাদের মধ্যে কেহই
১৮ উত্তীর্ণ কি রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে না। কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, যিরূশালেম-নিবাসীদের উপরে যেমন আমার ক্রোধ ও কোপ ঢালা গিয়াছে, তোমরা মিসরে গমন করিলে তোমাদের উপরে তেমনি আমার কোপ ঢালা যাইবে, তোমরা অভিসম্পাত, বিস্ময়, শাপ ও টিটকারির পাত্র হইবে; এই স্থান আর কখনও দেখিতে পাইবে
১৯ না। হে যিহূদার অবশিষ্ট লোক সকল, সদাপ্রভু তোমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমরা মিসরে প্রবেশ করিও না; নিশ্চয় জানিও, আমি অদ্য তোমাদিগকে
২০ এই সাক্ষ্য দিলাম। বস্তুতঃ তোমরা আপনাদের প্রাণের বিরুদ্ধে প্রতারণা করিয়াছ, কেননা তোমরা আমাকে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রেরণ করিয়াছিলে, বলিয়াছিলে, 'তুমি আমাদের নিমিত্ত আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তাহাতে আমাদের

ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহা যাহা বলিবেন, তদনুসারে তুমি আমাদিগকে জানাইবে, ২১ আমরা তাহা করিব।' আর অদ্য আমি তোমাদিগকে তাহা জানাইলাম; কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে সকল বিষয়ের জন্য আমাকে তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন, তাহার কোন বিষয়ে তোমরা তাঁহার রবে অবধান করিলে না। ২২ অতএব এখন নিশ্চয় জানিও, তোমরা যে স্থানে প্রবাস করণার্থে যাইতে বাঞ্ছা করিতেছ, সে স্থানে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা মারা পড়িবে।

৪৩ যিরমিয় যখন সকল লোকের কাছে তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য— যে সকল বাক্য বলিবার জন্য তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁহাকে তাহাদের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বাক্য— ২ সাঙ্গ করিলেন, তখন হোশয়িয়ের পুত্র অসরিয় ও কারেহের পুত্র যোহানন, এবং গর্ব্বিত লোকেরা সকলে যিরমিয়কে কহিল, তুমি মিথ্যা বলিতেছ; মিসরে প্রবাস করিতে যাইও না, এই কথা বলিতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে ৩ পাঠান নাই। কিন্তু নেরিয়ের পুত্র বারূক আমাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবর্ত্তনা করিয়াছে, আমাদিগকে কল্‌দীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্যই তাহা করিয়াছে, যেন তাহারা আমাদিগকে বধ করে, কিম্বা ৪ বন্দি করিয়া বাবিলে লইয়া যায়। এইরূপে কারেহের পুত্র যোহানন এবং সেনাপতিরা সকলে ও সমস্ত লোক যিহূদা দেশে বাস করিবার সম্বন্ধে সদা- ৫ প্রভুর রবে অবধান করিল না। কিন্তু কারেহের পুত্র যোহানন এবং সেনাপতিরা সকলে যিহূদার সমস্ত অবশিষ্টাংশকে লইল—অর্থাৎ জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইলে পর তাহাদের নিকট হইতে যিহূদা দেশে প্রবাস করণার্থে যাহারা ৬ ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই পুরুষ, স্ত্রী, ও বালকবালিকা সকলকে, এবং রাজকুমারীগণকে, ও যে সকল লোককে, নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে, এবং যিরমিয় ভাববাদীকে ও নেরিয়ের পুত্র বারূককে ৭ লইল—এবং মিসর দেশে প্রবেশ করিল; কারণ তাহারা সদাপ্রভুর রবে অবধান করিল না। তাহারা তফন্‌হেষ পর্য্যন্ত গেল।

মিসরস্থ যিহূদীদের প্রতি ঈশ্বরীয় বাণী।

৮ পরে তফন্‌হেষে যিরমিয়ের নিকট সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, ৯ তোমার হাতে খানকতক বড় বড় পাথর লইয়া তফন্‌হেষে ফরৌণের বাটীর প্রবেশ-স্থানে যে ইটের গাঁথনি আছে, তাহার সুরকির মধ্যে যিহূদীদের সাক্ষাতে ঐ ১০ প্রস্তরগুলা লুকাইয়া রাখ, আর তাহাদিগকে বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ, আমি আদেশ প্রেরণ করিয়া আপন দাস বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরকে লইয়া আসিব, এবং এই যে সকল প্রস্তর লুকাইয়া রাখিলাম, ইহার উপরে তাহার সিংহাসন স্থাপন করিব, আর সে ইহার উপরে আপনার রাজকীয় চন্দ্রাতপ বিস্তার ১১ করিবে। সে আসিয়া মিসর দেশে আঘাত করিবে, মৃত্যুর পাত্রকে মৃত্যুতে, বন্দিত্বের পাত্রকে বন্দিত্বে, ও খড়্গের

১২ পাত্রকে খড়্গে সমর্পণ করিবে। আর আমি মিসরস্থ দেবালয়-সমূহে আগুন লাগাইব, বস্তুতঃ সে দেবগণের কতকগুলিকে পোড়াইয়া দিবে, ও কতকগুলিকে বন্দি করিয়া লইয়া যাইবে; এবং মেষপালক যেমন আপন গাত্রে বস্ত্র জড়ায়, তদ্রূপ সে এই মিসর দেশ দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করিবে; এবং সে এই স্থান হইতে শান্তিতে প্রস্থান করিবে।
১৩ আর সে মিসর দেশীয় সূর্য্যপুরীর স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, ও মিসরস্থ দেবালয় সকল আগুনে পোড়াইয়া দিবে।

৪৪ মিসর দেশে বাসকারী, মিগ্‌দোলে, তফন্‌হেষে, নোফে ও পথ্রোষ প্রদেশে বাসকারী যিহূদীদের বিষয়ে যিরমিয়ের নিকটে এই বাক্য উপস্থিত হইল, বাহিনী-
২ গণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, যিরূশালেমের উপরে ও যিহূদার সমুদয় নগরের উপরে আমি যে সমস্ত অমঙ্গল উপস্থিত করিয়াছি, তাহা তোমরা দেখিয়াছ; দেখ, আজ সে সকল উৎসন্ন স্থান আছে, তথায় কেহ বাস
৩ করে না; ইহার কারণ লোকদের দুষ্টতা, যাহা আমাকে অসন্তুষ্ট করণার্থে তাহারা করিত; তাহাদের, তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের অপরিচিত অন্য দেবগণের সেবা করণার্থে তাহারা তাহাদের উদ্দেশে ধূপদাহ করিতে গমন করিত।
৪ তথাপি আমি আমার সমস্ত দাস ভাববাদিগণকে তোমাদের নিকটে পাঠাইতাম, প্রত্যূষে উঠিয়া পাঠাইয়া বলিতাম, আহা, তোমরা আমার ঘৃণিত এই জঘন্য কার্য্য
৫ করিও না। কিন্তু তাহারা অবধান করিত না, এবং আপন আপন দুষ্ক্রিয়া হইতে ফিরিবার নিমিত্ত, অন্য দেবগণের উদ্দেশে আর ধূপ না জ্বালাইবার নিমিত্ত, কর্ণপাত
৬ করিত না। এই জন্য আমার কোপ ও ক্রোধ বর্ষিত হইল, যিহূদার নগরে নগরে ও যিরূশালেমের পথে পথে জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে সে সকল অদ্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি উৎসন্ন ও ধ্বংসিত
৭ হইয়াছে। অতএব এখন সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা কেন আপন আপন প্রাণের বিরুদ্ধে মহাপাপ করিতেছ? এ কার্য্যে ত আপনাদের সম্পর্কীয় পুরুষ, স্ত্রী, বালক ও স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে যিহূদার মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিবে, আপনাদের কাহাকেও অবশিষ্ট
৮ রাখিবে না। তোমরা এই যে মিসর দেশে প্রবাসার্থে আসিয়াছ, এখানে অন্য দেবগণের উদ্দেশে ধূপদাহ করিয়া কেন আপনাদের হস্তকৃত কর্ম্ম দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিতেছ? তোমরা উচ্ছিন্ন হইবে, এবং পৃথিবীস্থ সমুদয় জাতির মধ্যে শাপের ও টিটকারির পাত্র হইবে।
৯ তোমাদের পিতৃপুরুষদের দুষ্ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের দুষ্ক্রিয়া, তাহাদের স্ত্রীগণের দুষ্ক্রিয়া, তোমাদের নিজেদের দুষ্ক্রিয়া ও তোমাদের স্ত্রীগণের দুষ্ক্রিয়া, যাহা যিহূদা দেশে ও যিরূশালেমের পথে পথে করা হইত, সে সমস্ত কি ভুলিয়া গিয়াছ?
১০ এই লোকেরা অদ্য পর্য্যন্ত চূর্ণমনা হয় নাই, ভয়ও করে নাই, এবং আমি আপনার যে ব্যবস্থা ও বিধিকলাপ তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের সম্মুখে রাখিয়াছি ইহারা তদনুসারে আচরণ করে নাই।
১১ এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ,

আমি তোমাদের অমঙ্গল করিতে ও সমস্ত যিহূদাকে উচ্ছিন্ন করিতে উন্মুখ ১২ হইলাম। আর আমি যিহূদার অবশিষ্টাংশকে, অর্থাৎ যাহারা মিসর দেশে প্রবাস করিতে যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে, তাহাদিগকে ধরিব ; তাহারা সকলে বিনষ্ট হইবে, মিসর দেশেই পতিত হইবে ; তাহারা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হইবে ; ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলে খড়্গে ও দুর্ভিক্ষে মারা পড়িবে, এবং অভিসম্পাত, বিস্ময়, শাপ ও টিটকারির ১৩ পাত্র হইবে। আমি যেমন খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা যিরূশালেমকে দণ্ড দিয়াছি, তদ্রূপ মিসর দেশ-নিবাসী- ১৪ দিগকে দণ্ড দিব ; তাহাতে যিহূদার যে অবশিষ্ট লোক মিসরে প্রবাস করিতে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ উত্তীর্ণ কি রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে না ; সেই যিহূদা দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না, সেখানে বাস করিবার জন্য ফিরিয়া যাইতে বাঞ্ছা করিতেছে ; কতকগুলি পলাতক ভিন্ন আর কেহ ফিরিয়া যাইবে না।

১৫ তখন যে সকল পুরুষ জ্ঞাত ছিল যে, তাহাদের স্ত্রীরা অন্য দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়াছে, তাহারা এবং নিকটে দণ্ডায়মান সমস্ত স্ত্রীলোক, এক মহাসমাজ, অর্থাৎ মিসরের পথ্রোষ প্রদেশে বাসকারী সমস্ত লোক যিরমিয়কে উত্তর ১৬ দিয়া কহিল, তুমি সদাপ্রভুর নামে আমাদিগকে যে কথা বলিয়াছ, তোমার ১৭ সে কথা আমরা শুনিব না ; কিন্তু আমাদেরই মুখনির্গত সমস্ত বাক্যানুরূপ কার্য্য করিবই করিব, আকাশরাণীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইব ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিব ; আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ, আমাদের রাজগণ, ও আমাদের অধ্যক্ষগণ যিহূদার নগরে নগরে ও যিরূশালেমের পথে পথে তাহাই করিতাম, আর তৎকালে আমরা ভক্ষ্যদ্রব্যে তৃপ্ত হইতাম, এবং সুখে ছিলাম, কোন অমঙ্গল দেখি- ১৮ তাম না। কিন্তু যে অবধি আমরা আকাশরাণীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালান ও পেয় নৈবেদ্য ঢালা ছাড়িয়া দিয়াছি, সে অবধি আমাদের সমস্ত বস্তুর অভাব হইতেছে, এবং আমরা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ১৯ দ্বারা বিনষ্ট হইতেছি। আর আমরা যখন আকাশরাণীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতাম ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিতাম, তখন কি আপন আপন স্বামী ব্যতিরেকে তাঁহার পূজার জন্য পূপ প্রস্তুত করিতাম, ও তাঁহার উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্য ঢালিতাম ?

২০ পরে যিরমিয় সমস্ত লোককে, পুরুষ, কি স্ত্রী যত লোক সেই উত্তর দিয়াছিল, সেই সমস্ত লোককে এই কথা কহিলেন, ২১ যিহূদার নগরে নগরে ও যিরূশালেমের পথে পথে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, তোমাদের রাজগণ, ও অধ্যক্ষগণ, এবং জনপদস্থ প্রজাগণ যে, ধূপদাহ করিতে, সদাপ্রভু কি সেই ধূপদাহ স্মরণ করেন নাই, তাহা কি তাঁহার মনে পড়ে ২২ নাই ? সদাপ্রভু তোমাদের আচারের দুষ্টতা ও তোমাদের কৃত ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রযুক্ত আর সহ্য করিতে পারিলেন না, এই জন্য তোমাদের দেশ অদ্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি উৎসন্ন, বিস্ময়জনক, শাপগ্রস্ত ও নিবাসী-বিহীন হইল। ২৩ তোমরা ধূপদাহ করিয়াছ, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ, সদাপ্রভুর রবে অবধান কর নাই, এবং তাঁহার ব্যবস্থা, বিধি ও সাক্ষ্যানুসারে চল নাই, তজ্জন্যই

অন্ত যেমন রহিয়াছে, তেমনি তোমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটিয়াছে।

২৪ যিরমিয় সমস্ত পুরুষলোককে এবং সমস্ত স্ত্রীলোককে আরও কহিলেন, হে মিসর দেশস্থ সমস্ত যিহূদী, তোমরা সদা-২৫ প্রভুর বাক্য শুন; বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা মুখে যাহা বলিয়াছ, হস্ত দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিয়াছ, তোমরা বলিয়াছ, 'আমরা আকাশরাণীর উদ্দেশে ধূপদাহ করিবার ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিবার যে মানত করিয়াছি, তাহা অবশ্য সিদ্ধ করিব;' ভাল, তোমাদের মানত অটল কর, তোমাদের ২৬ মানত সিদ্ধ কর। অতএব, হে মিসর-দেশনিবাসী সমস্ত যিহূদী, সদাপ্রভুর বাক্য শুন; সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি আপন মহানামে শপথ করিয়াছি, 'জীবন্ত প্রভু সদাপ্রভুর দিব্য,' এই কথা বলিয়া মিসর দেশস্থ কোন যিহূদী আমার নাম ২৭ আর মুখে আনিবে না। দেখ, আমি তাহাদের অমঙ্গলের নিমিত্ত জাগরূক, মঙ্গলের নিমিত্ত নয়; তাহাতে মিসর দেশস্থ সমস্ত যিহূদার লোক খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা নিঃশেষে বিনষ্ট ২৮ হইবে। খড়্গ হইতে উত্তীর্ণ অতি অল্প লোক মিসর দেশ হইতে যিহূদা দেশে ফিরিয়া যাইবে; ইহাতে যিহূদার অবশিষ্ট সমস্ত লোক, যাহারা মিসর দেশে প্রবাস করণার্থে এখানে আসিয়াছে, তাহারা জানিতে পারিবে যে, কাহার বাক্য অটল থাকিবে, আমার কি তাহা-২৯ দের। সদাপ্রভু কহেন, তোমাদের কাছে ইহাই চিহ্ন হইবে যে, আমি এই স্থানে তোমাদিগকে প্রতিফল দিব, যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার বাক্য অবশ্য অটল ৩০ থাকিবে, অমঙ্গলের নিমিত্ত। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি যেমন যিহূদা-রাজ সিদিকিয়কে তাহার প্রাণনাশে সচেষ্ট শত্রু বাবিল-রাজ নবূখদ্রিৎসরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, তেমনি মিসর-রাজ ফরৌণ-হফ্রাকেও তাহার শত্রুদের হস্তে, যাহারা তাহার প্রাণনাশে সচেষ্ট, তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিব।

বারূককে আশ্বাস প্রদান।

৪৫ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের চতুর্থ বৎসরে যখন নেরিয়ের পুত্র বারূক এই সমস্ত কথা যিরমিয়ের মুখে শুনিয়া পুস্তকে লিখিলেন, তখন যিরমিয় ভাববাদী তাঁহাকে এই কথা ২ কহিলেন, হে বারূক, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তোমার বিষয়ে এই কথা ৩ কহেন, তুমি বলিয়াছ, হায় হায়, ধিক্ আমাকে! কেননা সদাপ্রভু আমার ব্যথার উপরে দুঃখ যোগ করিয়াছেন; আমি কোঁকাইতে কোঁকাইতে শ্রান্ত হইয়াছি, কিছুমাত্র বিশ্রাম পাইতেছি না। ৪ তুমি তাহাকে এই কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি যাহা গাঁথিয়াছি, তাহা আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিব; যাহা রোপণ করিয়াছি, তাহা আমি উৎপাটন করিব; আর এই সমগ্র দেশে ৫ উহা করিব। তবে তুমি কি আপনার জন্য মহৎ মহৎ বিষয় চেষ্টা করিবে? সে চেষ্টা করিও না; কেননা দেখ, আমি সমস্ত মর্ত্ত্যের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন; কিন্তু তুমি যে সকল স্থানে যাইবে, সে সকল

স্থানে লুট দ্রব্যের ন্যায় তোমার প্রাণ তোমাকে দিব।

জাতিগণের বিষয়ে নানা ভাববাণী।

মিসরের বিষয়ে ভাববাণী।

৪৬ জাতিগণের বিষয়ে যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত।

২ মিসরের বিষয়। যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের চতুর্থ বৎসরে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর মিসর-রাজ ফরৌণ-নখোর যে সৈন্যসামন্তকে পরাজয় করিলেন, ফরাৎ নদীর তীরস্থ কর্কমীশে উপস্থিত সেই সৈন্যসামন্ত বিষয়ক কথা।

৩ তোমরা চর্ম্মঢাল ও ফলক প্রস্তুত কর, এবং যুদ্ধ করণার্থে নিকটে আইস। ৪ অশ্বগণকে সজ্জিত কর, হে অশ্বারোহিগণ, অশ্বারোহণ কর, এবং শিরস্ত্রাণ পরিয়া সম্মুখে দাঁড়াও, বড়শা চকচকে ৫ কর, বর্ম্ম পরিধান কর। আমি কি জন্য ইহা দেখিয়াছি? তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পৃষ্ঠ ফিরাইতেছে, তাহাদের বীরগণ চূর্ণ হইতেছে, তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতেছে, ফিরিয়া চাহে না; চারিদিকে ভয়, ইহা ৬ সদাপ্রভু কহেন। দ্রুতগামী লোককে পলায়ন করিতে দিও না, বীরকে পার পাইতে দিও না; উত্তরদিকে ফরাৎ নদীর নিকটে তাহারা উছোট খাইয়া ৭ পড়িয়াছে। ঐ কে, যে নীল নদের ন্যায় উঠিয়া আসিতেছে, নদীসমূহের ন্যায় জল-৮ রাশি আস্ফালিত করিতেছে? মিসর নীল নদের ন্যায় উঠিয়া আসিতেছে, নদীসমূহের ন্যায় জলরাশি আস্ফালিত করিতেছে; আর সে বলে, আমি উথলিয়া উঠিব, ভূতল আপ্লাবিত করিব, আমি নগর ৯ ও তন্নিবাসীদিগকে বিনষ্ট করিব। হে অশ্বগণ, উঠিয়া যাও; হে রথ সকল, উন্মত্তের ন্যায় হও; বীরগণ, ঢালধারী কূশ ও পূট, এবং ধনুর্দ্ধর ও ধনুকে ১০ চাড়াদার্যী লূদীয়গণ বহির্গত হউক। এ প্রভুর, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দিন, তাঁহার বিপক্ষদিগকে প্রতিফল দিবার জন্য প্রতিশোধের দিন; খড়্গ গ্রাস করিয়া তৃপ্ত হইবে, তাহাদের রক্তপানে পরিতৃপ্ত হইবে, কেননা উত্তরদেশে ফরাৎ নদীর নিকটে প্রভুর, বাহিনীগণের ১১ সদাপ্রভুর এক যজ্ঞ হইতেছে। হে অনূঢ়ে মিসর-কন্যে, তুমি গিলিয়দে উঠিয়া যাও, তরুসার গ্রহণ কর; তুমি বৃথাই অনেক ঔষধ ব্যবহার করিতেছ; তোমার ১২ পটী নাই। জাতিগণ তোমার অপমানের কথা শুনিয়াছে, তোমার কাতরোক্তিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইতেছে, কেননা বীর বীরে উছোট খাইয়াছে, তাহারা উভয়ে একসঙ্গে পতিত হইল।

১৩ মিসর দেশ পরাজয় করণার্থে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের আগমন বিষয়ে সদাপ্রভু যিরমিয়কে এই কথা কহিলেন।

১৪ তোমরা মিসরে প্রচার কর, মিগ্‌দোলে ঘোষণা কর, এবং নোফে ও তফন্‌হেষে ঘোষণা কর, বল, তুমি উঠিয়া দাঁড়াও, আপনাকে প্রস্তুত কর, কেননা খড়্গ তোমার চারিদিকে গ্রাস করিয়াছে। ১৫ তোমার বলবানেরা কেন ভাসিয়া গেল? তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না, যেহেতু সদাপ্রভু তাহাদিগকে অধঃপাতিত ১৬ করিলেন। তিনি অনেককে উছোট

খাওয়াইলেন, হাঁ, তাহারা এক জন অন্যের উপরে পতিত হইল; আর তাহারা বলিল, উঠ, আমরা এই উৎপীড়ক খড়্গ হইতে ফিরিয়া স্বজাতির নিকটে ও
১৭ আমাদের জন্মভূমিতে যাই। সে স্থানে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, মিসর-রাজ ফরৌণ শব্দমাত্র, সে সময় বহিয়া যাইতে
১৮ দিয়াছে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু যাঁহার নাম, সেই রাজা কহেন, আমার জীবনের দিব্য, পর্ব্বতগণের মধ্যে তাবোরের সদৃশ কিম্বা সমুদ্রের নিকটস্থ কর্ম্মিলের সদৃশ
১৯ এক ব্যক্তি আসিবে। হে মিসর-নিবাসিনি কন্যে, নির্ব্বাসের জন্য সম্বল প্রস্তুত কর; কেননা নোফ ধ্বংসিত, দগ্ধ ও
২০ নিবাসীবিহীন হইবে। মিসর অতি সুন্দরী তরুণী গাভী, কিন্তু উত্তরদিক্ হইতে দংশক আসিতেছে, আসিতেছে।
২১ মিসরের মধ্যবর্ত্তী তাহার বেতনভোগীরা পুষ্ট গোবৎসের ন্যায়, তাহারাও ফিরিয়া গিয়াছে, একযোগে পলায়ন করিয়াছে, স্থির থাকে নাই, কেননা তাহাদের বিপদের দিন, প্রতিফল পাইবার সময়,
২২ তাহাদের কাছে উপস্থিত। তাহার শব্দ সর্পের ন্যায় চলিবে; কারণ উহারা সসৈন্যে চলিবে, এবং কাঠুরিয়াদের ন্যায় কুড়ালি লইয়া তাহার বিরুদ্ধে আসিবে।
২৩ সদাপ্রভু কহেন, উহারা তাহার অরণ্য কাটিয়া ফেলিবে, তাহার অনুসন্ধান করা যায় না, কারণ উহারা পঙ্গপাল অপে-
২৪ ক্ষাও অধিক, উহারা অসংখ্য। মিসর-কন্যা লজ্জিতা হইবে, সে উত্তরদেশীয়দের
২৫ হস্তে সমর্পিতা হইবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, কহেন, দেখ, আমি নো নগরের আমোন দেবকে, ফরৌণ ও মিসরকে এবং তাহার দেবগণ ও রাজগণকে, ফরৌণ ও তাহার শরণা-
২৬ পন্ন সকলকে প্রতিফল দিব; আর যাহারা তাহাদের প্রাণনাশার্থে সচেষ্ট, তাহাদের হস্তে, বাবিল রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের ও তাহার দাসগণের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব; কিন্তু তৎপরে সেই দেশ পূর্ব্বকালের ন্যায় নিবাসবিশিষ্ট হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
২৭ পরন্তু, হে আমার দাস যাকোব, তুমি ভয় করিও না; হে ইস্রায়েল, নিরাশ হইও না; কেননা দেখ, আমি দূর হইতে তোমাকে, বন্দিত্ব-দেশ হইতে তোমার বংশকে নিস্তার করিব; যাকোব ফিরিয়া আসিবে, নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকিবে, কেহ তাহাকে ভয় দেখাইবে
২৮ না। সদাপ্রভু কহেন, হে আমার দাস যাকোব, তুমি ভয় করিও না, কেননা আমি তোমার সহবর্ত্তী; হাঁ, যাহাদের মধ্যে আমি তোমাকে দূর করিয়াছি, সেই সমস্ত জাতিকে নিঃশেষে সংহার করিব, কিন্তু তোমাকে নিঃশেষে সংহার করিব না; আমি বিচারানুরূপ শাস্তি দিব, কোন মতে অদণ্ডিত রাখিব না।

পলেষ্টীয়দের বিষয়ে ভাববাণী।

৪৭ ফরৌণ ঘসা পরাজয় করিবার পূর্ব্বে পলেষ্টীয়দের বিষয়ে যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত।
২ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, উত্তরদিক্ হইতে জল উথলিয়া আসিতেছে, তাহা প্লাবনকারী বন্যা হইয়া উঠিবে, দেশ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু, নগর ও তন্নিবাসীদিগকে, আপ্লাবিত করিবে, তাহাতে লোকেরা ক্রন্দন করিবে,

দেশনিবাসীরা সকলে হাহাকার করিবে।
৩ শত্রুর বলবান অশ্বদের খুরের খটখটা-নিতে, রথের ঘঘরাণিতে, চক্রের শব্দে পিতারা হস্তের অবশতা প্রযুক্ত আপন আপন বালকদের প্রতিও ফিরিয়া দেখিবে
৪ না। কেননা সমস্ত পলেষ্টীয়কে বিনষ্ট করিবার দিন, সোর ও সীদোনের প্রত্যেক অবশিষ্ট সহকারীকে উচ্ছিন্ন করিবার দিন আসিতেছে; কারণ সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দিগকে, কপ্তোরের উপকূলের অবশিষ্ট লোককে, বিনষ্ট করি-
৫ বেন। ঘসার মস্তকে টাক পড়িল, অস্কিলোন, তাহাদের তলভূমির অবশিষ্টাংশ, নীরব হইল; তুমি কত কাল আপনার অঙ্গ কাটাকুটি করিবে?

৬ হে সদাপ্রভুর খড়্গ, তুমি আর কত
কাল পরে ক্ষান্ত হইবে?
তুমি আপন কোষে প্রবেশ কর, শান্ত
হও, ক্ষান্ত হও।

৭ উহা কি প্রকারে ক্ষান্ত হইতে পারে?
সদাপ্রভু ত উহাকে আজ্ঞা দিয়াছেন;
অস্কিলোনের বিরুদ্ধে ও সমুদ্র-বক্ষের
বিরুদ্ধে,
সেইখানে তিনি তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

মোয়াব-বিষয়ক ভাববাণী।

৪৮ মোয়াবের বিষয়। বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, হায় হায় নবো! উহা ত উচ্ছিন্ন হইল; কিরিয়াথয়িম লজ্জিত হইল, পরহস্তগত হইল, মিস্‌গব লজ্জিত হইল, উদ্বিগ্ন
২ হইল। মোয়াবের প্রশংসা আর নাই, লোকেরা হিশ্‌বোনে তাহার অমঙ্গলার্থ মন্ত্রণা করিয়াছে, 'আইস, আমরা তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করি, জাতি থাকিতে দিব না।' হে মদ্‌মেনা, তুমিও নিস্তব্ধ হইবে,
৩ খড়্গ তোমার পশ্চাদ্গামী হইবে। হোরোণয়িম হইতে ক্রন্দনের শব্দ, ধ্বংস ও
৪ মহাবিনাশ। মোয়াব ভগ্ন হইল; তাহার ক্ষুদ্র লোকদের ক্রন্দনের শব্দ শুনা যাই-
৫ তেছে। লূহীতের আরোহণ-পথে লোকে রোদন করিতে করিতে উঠিতেছে; কেননা হোরোণয়িমের অবরোহণ-পথে বিনাশের জন্য সঙ্কটের ক্রন্দন শুনা যাইতেছে।
৬ 'পলায়ন কর, আপন আপন প্রাণ রক্ষা কর, প্রান্তরস্থ ঝাউ গাছের* ন্যায় হও।'
৭ কারণ তুমি আপন কার্য্যে ও আপন ধনকোষে নির্ভর করিতে, এই জন্য তুমিও পরহস্তগত হইবে, এবং কমোশ নির্ব্বাসার্থে গমন করিবে, তাহার যাজকগণ ও
৮ অধ্যক্ষগণ একসঙ্গে যাইবে। প্রত্যেক নগরের উপরে বিনাশক আসিবে, কোন নগর রক্ষা পাইবে না; তলভূমি বিনষ্ট হইবে, সমভূমি উচ্ছিন্ন হইবে, যেমন
৯ সদাপ্রভু বলিয়াছেন। মোয়াবকে পক্ষযুগল দেও, যেন সে উড়িয়া পলাইয়া যায়; তাহার নগর সকল ধ্বংস হইবে, তন্মধ্যে বাসকারী কেহ থাকিবে না।
১০ শাপগ্রস্ত হউক সেই ব্যক্তি, যে শিথিলভাবে সদাপ্রভুর কার্য্য করে; শাপগ্রস্ত হউক সেই ব্যক্তি, যে আপন খড়্গকে রক্তপাত করিতে বারণ করে।

১১ মোয়াব বাল্যকাল অবধি নিশ্চিন্ত ও আপন গাদের উপরে সুস্থির আছে, এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা হয় নাই, সে নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান করে নাই; এই জন্য তাহার রস তাহার মধ্যেই রহিয়াছে, ও তাহার স্বাদ বিকৃত হয় নাই।

* (বা) দীনহীন লোকের।

১২ অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন দিন আসিতেছে, যে দিন আমি তাহার কাছে সেচকদিগকে পাঠাইব, তাহারা তাহাকে সেচন করিবে, তাহার পাত্র সকল শূন্য করিবে, এবং তাহাদের কুপা সকল ভাঙ্গিয়া
১৩ ফেলিবে। ইস্রায়েল-কুল আপন বিশ্বাস-ভূমি বৈথেলের বিষয়ে যেমন লজ্জিত হইয়াছিল, তেমনি মোয়াব কমোশের
১৪ বিষয়ে লজ্জিত হইবে। তোমরা কেমন করিয়া বলিতে পার, আমরা বীর ও যুদ্ধের
১৫ জন্য বলবন্ত? মোয়াব বিনষ্ট হইল, তাহার নগর সকল ধূমময় হইয়া উঠিতেছে, ও তাহার মনোনীত যুবকেরা বধ্য-স্থানে নামিয়া গিয়াছে; ইহা সেই রাজা বলেন, যাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু।
১৬ মোয়াবের বিপদ আগতপ্রায় ও তাহার
১৭ অমঙ্গল অতি ত্বরান্বিত। তোমরা যত লোক তাহার চারিদিকে থাক, তাহার জন্য বিলাপ কর, আর তোমরা যত লোক তাহার নাম জান, বল, এই দৃঢ় দণ্ড, এই
১৮ চারু যষ্টি কেমন ভগ্ন হইয়াছে! হে দীবোন-নিবাসিনি কন্যে, তুমি আপন প্রতাপ হইতে নামিয়া আইস, শুষ্ক ভূমিতে বস, কেননা মোয়াবের বিনাশক তোমার বিরুদ্ধে উঠিয়া আসিয়াছে, তোমার
১৯ দৃঢ় দুর্গ সকল ভগ্ন করিয়াছে। হে অরোয়ের-নিবাসিনি, তুমি পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবলোকন কর, এবং পলাতককে ও রক্ষার্থিনী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর, কি হই-
২০ য়াছে? মোয়াব লজ্জিত হইয়াছে, কেননা সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; তোমরা হাহাকার ও ক্রন্দন কর; অর্ণোনে এই কথা প্রচার কর, 'মোয়াব উৎসন্ন হইল'।
২১ আর বিচার-দণ্ড উপস্থিত হইল, সমভূমির
২২ উপরে, হোলন, যহস, মেফাৎ, দীবোন,
২৩ নবো, বৈৎ-দিব্লাথয়িম, কিরিয়াথয়িম, বৈৎ-গামূল, বৈৎ-মিয়োন, করিয়োৎ ও
২৪ বস্রার উপরে, এবং মোয়াব দেশের দূরস্থ কি নিকটস্থ সমস্ত নগরের উপরে হইল।
২৫ মোয়াবের শৃঙ্গ ছিন্ন, ও তাহার বাহু ভগ্ন হইল, ইহা সদাপ্রভু কহেন।
২৬ তোমরা তাহাকে মত্ত কর, কারণ সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে বড়াই করিত। আর মোয়াব বমন করিয়া লুণ্ঠন করিবে, এবং
২৭ আপনিও পরিহাস-পাত্র হইবে। ইস্রায়েল কি তোমার পরিহাস-পাত্র ছিল না? সে কি চোরের মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল? তুমি তাহার বিষয় যতবার কথা বল, তত-
২৮ বার মাথা নাড়িয়া থাক। হে মোয়াব-নিবাসিগণ, তোমরা নগর সকল ত্যাগ কর, শৈলে গিয়া বাস কর, এমন কপোতের ন্যায় হও, যে গর্ত্তের মুখের ধারে
২৯ বাসা করে। আমরা মোয়াবের অহঙ্কারের কথা শুনিয়াছি, সে অত্যন্ত অহঙ্কারী; তাহার অভিমান, অহঙ্কার, উদ্ধতভাব ও
৩০ চিত্ত-গরিমার [কথা শুনিয়াছি]। সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহার ক্রোধ জানি, তাহা কিছু নয়; তাহার দর্প কিছু কাজের
৩১ হয় নাই। এই জন্য আমি মোয়াবের বিষয়ে হাহাকার করিব, সমস্ত মোয়াবের জন্য ক্রন্দন করিব; কীর-হেরেসের লোক-
৩২ দের বিষয়ে কাকুক্তি করা যাইবে। হে সিব্মার দ্রাক্ষালতে, আমি যাসেরের রোদন অপেক্ষা তোমার বিষয়ে অধিক রোদন করিব; তোমার শাখা সকল সমুদ্রপারে যাইত, তাহা যাসের সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইত; তোমার গ্রীষ্মের ফলের উপরে ও দ্রাক্ষাফলের উপরে
৩৩ লুটকারী আসিয়া পড়িয়াছে। মোয়াবের ফলবান্ ক্ষেত্র ও ভূমি হইতে আনন্দ ও

উল্লাস দূরীকৃত হইল, এবং আমি দ্রাক্ষা-কুণ্ড দ্রাক্ষারস-বিহীন করিলাম ; লোকে হর্ষনাদ সহকারে আর দ্রাক্ষা মর্দ্দন করিবে ৩৪ না ; সেই নাদ হর্ষনাদ হইবে না। হিশ্‌বোন অবধি ইলিয়ালী পর্য্যন্ত চীৎকার উঠিতেছে, তাহার শব্দ যহস পর্য্যন্ত ব্যাপিতেছে ; সোয়র অবধি হোরোণয়িম পর্য্যন্ত, ইগ্লৎ-শলিশীয়া পর্য্যন্ত, [শব্দ যাইতেছে], কেননা নিম্রীমস্থ জলসমূহও ৩৫ মরুস্থান হইল। সদাপ্রভু আরও কহেন, আমি মোয়াবের মধ্যে উচ্চস্থলীতে বলিদানকারী ও তাহার দেবের উদ্দেশে ধূপদাহকারী লোকের লোপ করিব।

৩৬ এই জন্য মোয়াবের নিমিত্ত আমার হৃদয় বংশীর ন্যায় বাজিতেছে, কীর-হেরেসের লোকদের বিষয়ে আমার অন্তঃকরণ বংশীর ন্যায় বাজিতেছে ; এই জন্য তাহার ৩৭ উপার্জ্জিত ধনবাহুল্য নষ্ট হইল। হাঁ, প্রত্যেক মস্তক টাকপড়া ও প্রত্যেক দাড়ি কাটা হইল, সকলের হস্তে কাটাকুটি ৩৮ ও কটিতে চট দেখা যায়। মোয়াবের সমস্ত ছাদে ও তাহার চকের সর্ব্বত্র বিলাপ শুনা যাইতেছে, কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি মোয়াবকে একটা অপ্রীতিজনক পাত্রের ন্যায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। ৩৯ সে কেমন ভগ্ন হইল! লোকে কেমন হাহাকার করিতেছে! মোয়াব লজ্জা প্রযুক্ত কেমন পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে! এইরূপে মোয়াব আপনার চারিদিকের সমস্ত লোকের পরিহাস-পাত্র ও ভয়স্থান হইবে। ৪০ কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, ঐ ব্যক্তি ঈগলের ন্যায় উড়িয়া আসিবে, এবং মোয়াবের উপরে আপন পক্ষ বিস্তার ৪১ করিবে। নগর সকল পরহস্তগত, দুর্গ সকল অধিকৃত হইল ; সেই দিন মোয়াবের বীরগণের চিত্ত প্রসববেদনাতুরা ৪২ স্ত্রীর চিত্তের সমান হইবে। মোয়াব লুপ্ত হইল, আর জাতি থাকিবে না, কেননা সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে বড়াই করিয়াছে। ৪৩ সদাপ্রভু কহেন, হে মোয়াবনিবাসী, ত্রাস, খাত ও ফাঁদ তোমার উপরে আসিয়াছে। ৪৪ যে কেহ ত্রাস প্রযুক্ত পলাইয়া যাইবে, সে খাতে পড়িবে ; যে কেহ খাত হইতে উঠিয়া আসিবে, সে ফাঁদে ধরা পড়িবে ; কেননা আমি তাহার উপরে, মোয়াবের উপরে, প্রতিফল-দানের বৎসর আনিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৪৫ হিশ্‌বোনের ছায়াতলে পলাতকেরা শক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কারণ হিশ্‌বোন হইতে অগ্নি ও সীহোনের মধ্য হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়াছে, আর মোয়াবের পার্শ্ব ও কলহকারীদের মস্তকের ৪৬ তালু গ্রাস করিয়াছে। হে মোয়াব, ধিক্‌ তোমাকে! কমোশের প্রজালোক বিনষ্ট হইল, কারণ তোমার পুত্ত্রগণ বন্দি হইল, তোমার কন্যাগণ বন্দি-দশার স্থানে ৪৭ নীত হইল। কিন্তু শেষকালে আমি মোয়াবের বন্দি-দশা ফিরাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন। মোয়াবের বিচারের কথা এই পর্য্যন্ত।

অম্মোন প্রভৃতি নানা জাতি-বিষয়ক ভাববাণী।

৪৯ অম্মোন-সন্তানগণের বিষয়। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের কি পুত্ত্র নাই? তাহার উত্তরাধিকারী কি কেহ নাই? তবে মিল্‌কম কেন গাদের ভূমি অধিকার করে, ও তাহার প্রজারা ২ উহার নগরসমূহে বাস করে? এই জন্য সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময়

আসিতেছে, যে সময়ে আমি অম্মোন-সন্তানদের রব্বা [নগরে] যুদ্ধের সিংহনাদ শুনাইব; তখন তাহা ধ্বংসস্থানীয় ঢিবী হইবে, এবং তাহার কন্যাগণ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; তৎকালে ইস্রায়েল আপনার অধিকার-গ্রাসকারীদিগকে অধিকারচ্যুত ৩ করিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। হে হিশ্‌বোন, হাহাকার কর, কেননা অয় বিনষ্ট হইল; হে রব্বার কন্যাগণ, ক্রন্দন কর, চট পরিধান কর, বিলাপ কর, প্রাচীর সকলের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি কর, কেননা মিল্‌কম নির্ব্বাসনার্থে গমন করিবে, তাহার যাজকগণ ও অধ্যক্ষগণ একসঙ্গে যাইবে। ৪ হে বিপথগামিনি কন্যে, তুমি কেন আপন তলভূমি সকলের শ্লাঘা করিতেছ? তোমার তলভূমি বিলীন হইবে। অয়ি স্বধনে বিশ্বাসকারিণি, তুমি কেন বলিতেছ, ৫ আমার বিরুদ্ধে কে আসিবে? প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার চারিদিকের সকলের হইতে তোমার প্রতি ত্রাস উপস্থিত করিব; তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সম্মুখস্থ পথে বিতাড়িত হইবে, কেহ ৬ পরিভ্রান্তকে সংগ্রহ করিবে না। তথাপি পরে আমি অম্মোন-সন্তানদের বন্দি-দশা ফিরাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৭ ইদোমের বিষয়। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তৈমনে কি আর প্রজ্ঞা নাই? বুদ্ধিমানদের মধ্যে কি মন্ত্রণার লোপ হইয়াছে? তাহাদের জ্ঞান ৮ কি অন্তর্হিত হইয়াছে? হে দদান-নিবাসিগণ, তোমরা পলায়ন কর, মুখ ফিরাও, গভীরে গিয়া বাস কর, কেননা আমি এষৌর উপরে তাহার বিপদ, তাহাকে প্রতিফল দিবার সময় উপস্থিত করিব। ৯ যদি দ্রাক্ষাসঞ্চয়কারিগণ তোমার নিকটে আইসে, তাহারা কিছু ফল অবশিষ্ট রাখিবে না; যদি রাত্রিকালে চোর আইসে, তাহারা যথেষ্ট পাইলেও ক্ষতি করিবে। ১০ বস্তুতঃ আমি এষৌকে বস্ত্রহীন করিয়াছি, তাহার গুপ্ত স্থান সকল অনাবৃত করিয়াছি, সে কোন প্রকারে লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না; তাহার বংশ, ভ্রাতৃগণ ও প্রতিবাসিগণ লুটিত হইয়াছে, সে আর ১১ নাই। তুমি আপন পিতৃহীন বালকদিগকে ত্যাগ কর, আমি তাহাদিগকে বাঁচাইব; তোমার বিধবাগণও আমাতে ১২ বিশ্বাস করুক। কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, সেই পাত্রে পান করা যাহাদের নিয়ম ছিল না, তাহাদিগকে সেই পাত্রে পান করিতে হইবে, তবে তুমি কি নিতান্তই অদণ্ডিত থাকিবে? তুমি অদণ্ডিত থাকিবে না, অবশ্য পান ১৩ করিবে। কেননা, সদাপ্রভু কহেন, আমি আপন নামে এই দিব্য করিয়াছি, বস্রা বিস্ময়, টিটকারি, উৎসন্নতা ও অভিশাপের পাত্র হইবে; আর তাহার সমস্ত নগর চিরকাল উৎসন্ন-স্থান থাকিবে।

১৪ আমি সদাপ্রভুর নিকট হইতে এই বার্ত্তা শুনিয়াছি, এবং জাতিগণের কাছে এক দূত প্রেরিত হইয়াছে; তোমরা একত্র হও, ইহার বিপক্ষে যাত্রা কর, যুদ্ধ ১৫ করণার্থে গাত্রোত্থান কর। কেননা দেখ, আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র করিয়াছি, মনুষ্যের মধ্যে অবজ্ঞাত করি-১৬ য়াছি। হে শৈলদরীবাসি, পর্ব্বতশৃঙ্গ অবলম্বিন্, তোমার ভয়ঙ্করতার বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; তমি যদ্যপি ঈগল

পক্ষীর ন্যায় উচ্চ স্থানে বাসা কর, তথাপি আমি তোমাকে তথা হইতে নামাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১৭ আর ইদোম বিস্ময়ের পাত্র হইবে, যাহারা তাহার নিকট দিয়া গমন করে, সকলে বিস্মিত হইবে, ও তাহার প্রতি উপস্থিত সকল আঘাত প্রযুক্ত শিশ দিবে। ১৮ সদাপ্রভু কহেন, সদোমের, ঘমোরার ও তন্নিকটবর্ত্তী নগরসমূহের উৎপাটনহেতু যেমন হইয়াছিল, তেমনি হইবে, কেহ সেখানে থাকিবে না, কোন মনুষ্য-সন্তান ১৯ তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে না। দেখ, সেই ব্যক্তি সিংহের ন্যায় যর্দ্দনের শোভাস্থান হইতে উঠিয়া সেই চিরস্থায়ী চরাণি-স্থানের বিরুদ্ধে আসিবে; বস্তুতঃ আমি চক্ষুর নিমিষে তাহাকে তথা হইতে দূর করিয়া দিব, এবং তাহার উপরে মনোনীত লোককে নিযুক্ত করিব। কেননা আমার তুল্য কে? আমার সময় নিরূপণ কে করিবে? এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াইবে, এমন পালক কোথায়? ২০ অতএব সদাপ্রভুর মন্ত্রণা শুন, যাহা তিনি ইদোমের বিরুদ্ধে করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্কল্প সকল শুন, যাহা তিনি তৈমন-নিবাসীদের বিপক্ষে করিয়াছেন। নিশ্চয়ই লোকেরা তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবে, পালের শাবকদিগকেও লইয়া যাইবে; নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের চরাণি-স্থান তাহাদের সহিত উৎসন্ন করি- ২১ বেন। পৃথিবী তাহাদের পতনের শব্দে কাঁপিতেছে, সূফ সাগর পর্য্যন্ত ক্রন্দনের ২২ রব শুনা যাইতেছে! দেখ, সে ঈগল পক্ষীর ন্যায় উঠিয়া উড়িয়া আসিবে, বস্রার বিপরীতে আপন পক্ষ বিস্তার করিবে; আর ইদোমের বীরগণের চিত্ত সেই দিন প্রসববেদনাতুরা স্ত্রীর চিত্তের সমান হইবে।

২৩ দম্মেশকের বিষয়। হমাৎ ও অর্পদ লজ্জিত হইল, কারণ তাহারা অমঙ্গলের বার্ত্তা শুনিল, বিগলিত হইল; সাগরে উদ্বেগ দেখা যাইতেছে, তাহা সুস্থির ২৪ হইতে পারে না। দম্মেশক ক্ষীণবল হইয়াছে, পলায়নার্থে ফিরিতেছে, ও ত্রাস-যুক্ত হইয়াছে; যেমন প্রসবকালে স্ত্রী-লোকের, তেমনি তাহার যন্ত্রণা ও ব্যথা ২৫ ধরিয়াছে। এই প্রশংসিত নগর, আমার আনন্দজনক পুরী, কেন পরিত্যক্ত হয় ২৬ নাই? এই জন্য সেই দিন তাহার যুবক-গণ তাহার চকে পতিত, ও সমস্ত যোদ্ধা স্তব্ধীকৃত হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদা- ২৭ প্রভু বলেন। আর আমি দম্মেশকের প্রাচীরে অগ্নি লাগাইব, তাহা বিন্‌হদদের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

২৮ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর কর্ত্তৃক পরা-হত কেদরের ও হাৎসোর রাজ্যসমূহের বিষয়।

সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা উঠ, কেদরে যাও, এবং পূর্ব্বদেশের ২৯ লোকদের সর্ব্বস্ব লুট কর। লোকে তাহাদের তাম্বু ও পশুপাল সকল লইয়া যাইবে; তাহাদের যবনিকা, তাহাদের সমস্ত পাত্র ও তাহাদের উষ্ট্রদিগকে আপনাদের নিমিত্ত লইয়া যাইবে; এবং উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের বিষয়ে বলিবে, ৩০ চারিদিকেই ভয়। সদাপ্রভু কহেন, হে হাৎসোর-নিবাসিগণ, পলায়ন কর, দূরে চলিয়া যাও, গভীরে গিয়া বাস কর, কেননা বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর

তোমাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিয়াছে, তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছে।

৩১ তোমরা উঠ, সেই শান্তিযুক্ত জাতির বিরুদ্ধে যাত্রা কর, যে নির্ভয়ে বাস করে, যাহার কপাট নাই, হুড়কা নাই, যে একাকী ৩২ থাকে, ইহা সদাপ্রভু বলেন। তাহাদের উষ্ট্রগণ লুটবস্তু হইবে, তাহাদের বিপুল পশুধন লুটিত দ্রব্য হইবে, এবং যে লোকেরা আপনাদের কেশকোণ মুণ্ডন করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি সকল বায়ুর দিকে উড়াইয়া দিব, এবং চারি-দিক্ হইতে তাহাদের বিপদ আনিব, ৩৩ ইহা সদাপ্রভু কহেন। আর হাৎসোর শৃগালদের বসতি ও চিরস্থায়ী ধ্বংসস্থান হইবে; সেখানে কেহ থাকিবে না, কোন মনুষ্য-সন্তান তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে না।

৩৪ যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের রাজত্বের আরম্ভকালে এলমের বিষয়ে সদাপ্রভুর এই বাক্য যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে ৩৫ উপস্থিত হইল ;—বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এলমের ধনু, তাহাদের বলের অগ্রিমাংশ, ভাঙ্গিয়া ৩৬ ফেলিব। আর আকাশের চারিদিক্ হইতে চারি বায়ু এলমের উপরে বহাইব, এবং ঐ সকল বায়ুর দিকে তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব; দূরীকৃত এলমীয়গণ যাহার কাছে না যাইবে, এমন জাতি ৩৭ থাকিবে না। আর আমি এলমীয়-দিগকে তাহাদের শত্রুগণের সম্মুখে, ও যাহারা তাহাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট, তাহাদের সম্মুখে, উদ্বিগ্ন করিব; আমি তাহাদের উপরে অমঙ্গল অর্থাৎ আমার প্রচণ্ড ক্রোধ উপস্থিত করিব, ইহা সদা-প্রভু কহেন, এবং যাবৎ তাহাদিগকে সংহার না করি, তাবৎ তাহাদের পশ্চাতে ৩৮ পশ্চাতে খড়্গ পাঠাইব; আর আমি নিজ সিংহাসন এলমে স্থাপন করিব, এবং সে স্থান হইতে রাজাকে ও অধ্যক্ষগণকে উচ্ছিন্ন করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন। ৩৯ কিন্তু শেষকালে আমি এলমের বন্দি-দশা ফিরাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

বাবিলের বিনাশ ও ইস্রায়েলের উদ্ধার।

৫০ সদাপ্রভু যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা বাবি-লের বিষয়ে, কল্‌দীয়দের দেশের বিষয়ে, যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই।

২ তোমরা জাতিগণের মধ্যে জ্ঞাত কর,
প্রচার কর, ধ্বজা তুলিয়া ধর ;
প্রচার কর, গুপ্ত রাখিও না ;
বল, ‘ বাবিল পরহস্তগত হইল,
বেল লজ্জিত হইল, মরোদক উদ্বিগ্ন হইল ;
তাহার প্রতিমা সকল লজ্জিত হইল,
পুত্তলি সকল ক্ষুব্ধ হইল।’

৩ কেননা উত্তরদিক্ হইতে এক জাতি তাহার বিরুদ্ধে উঠিয়া আসিল ;
সে তাহার দেশ ধ্বংস করিবে, তাহার মধ্যে কেহ বাস করিবে না ;
মনুষ্য ও পশু পলায়ন করিল, চলিয়া গেল।

৪ সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়ে ও সেই কালে ইস্রায়েল সন্তানগণ আসিবে, তাহারা ও যিহূদা-সন্তানগণ একসঙ্গে আসিবে, রোদন করিতে করিতে চলিয়া আসিবে, ও আপনাদের ঈশ্বর, সদাপ্রভুর ৫ অন্বেষণ করিবে। তাহারা সিয়োনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই দিকে মুখ

রাখিবে, বলিবে, চল, তোমরা এমন নিয়ম দ্বারা সদাপ্রভুতে আসক্ত হও, যাহা অনন্তকাল থাকিবে, যাহা কখনও লোকে ভুলিয়া যাইবে না।

৬ আমার প্রজারা হারান মেষ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পালকগণ তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে, নানা পর্ব্বতে পথহারা করিয়া ফেলিয়াছে; উহারা পর্ব্বত হইতে উপপর্ব্বতে গমন করিয়াছে, আপনাদের শয়নস্থান ভুলিয়া ৭ গিয়াছে। যাহারা তাহাদিগকে পাইয়াছে, তাহারা গ্রাস করিয়াছে; তাহাদের বিপক্ষগণ বলিয়াছে, আমাদের দোষ হয় নাই, কারণ উহারা ধর্ম্মনিবাস সদাপ্রভুর, আপনাদের পিতৃপুরুষগণের আশাভূমি সদাপ্রভুর, বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে।

৮ তোমরা সত্বর বাবিলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়, কল্‌দীয়দের দেশ হইতে নির্গমন কর, এবং পালের অগ্র- ৯ গামী ছাগের ন্যায় হও। কেননা দেখ, আমি উত্তরদেশ হইতে মহাজাতি-সমাজ উত্তেজিত করিয়া বাবিলের বিরুদ্ধে গমন করাইব, তাহারা বাবিলের বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিবে, তাহাতে তাহা পরহস্তগত হইবে; তাহাদের বাণ কৌশলপরায়ণ বীরের ন্যায় হইবে, বিফল হইয়া ফিরিয়া ১০ আসিবে না। কল্‌দিয়া লুটবস্তু হইবে; যে সকল লোক সেই দেশ লুট করিবে, তাহারা তৃপ্ত হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১১ ওহে তোমরা, যাহারা আমার অধিকার লুট করিতেছ, তোমরা ত আনন্দ ও উল্লাস করিতেছ, শস্যমর্দ্দনকারিণী গাভীর ন্যায় নাচিতেছ, তেজস্বী অশ্বের ন্যায় ১২ হ্রেষা রব করিতেছ; এই জন্য তোমাদের মাতা অতি লজ্জিতা হইবে, তোমাদের জননী হতাশা হইবে; দেখ, জাতিগণের মধ্যে সে অন্ত হইবে, প্রান্তর, শুষ্ক ১৩ স্থান ও মরুভূমি হইবে। সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রযুক্ত সে আর বসতি-স্থান হইবে না, সম্পূর্ণ ধ্বংসস্থান হইবে; যে কেহ বাবিলের নিকট দিয়া যাইবে, সে বিস্মিত হইবে, ও তাহার সমুদয় আঘাত দেখিয়া শিশ দিবে।

১৪ হে ধনুকে চাড়াদায়ী লোক সকল,
বাবিলের বিরুদ্ধে চারিদিকে সৈন্য রচনা কর,
তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ কর, বাণ-ব্যয়ে কাতর হইও না,
কেননা সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে।

১৫ তাহার চারিদিকে সিংহনাদ কর—সে হাতযোড় করিয়াছে,
তাহার ভিত্তি সকল পতিত, তাহার প্রাচীর সকল উৎপাটিত হইয়াছে;
কেননা এ সদাপ্রভুর প্রতিশোধ গ্রহণ;
তোমরা উহার প্রতিশোধ লও;
সে যেমন করিয়াছে, তাহার প্রতি তদ্রূপ কর।

১৬ বাবিল হইতে বীজবাপককে কাটিয়া ফেল,
ফসল কাটিবার সময়ে যে কাস্ত্যা ধরে, তারে কাট,
উৎপীড়ক খড়্গের ভয়ে তাহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতির কাছে ফিরিয়া যাইবে,
প্রত্যেকে স্ব স্ব দেশের দিকে পলায়ন করিবে।

১৭ ইস্রায়েল ছিন্নভিন্ন মেষস্বরূপ; সিংহগণ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে; প্রথমতঃ

অশূর-রাজ তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, এখন শেষে এই বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর তাহার অস্থি সকল ভগ্ন করিয়াছে।

১৮ এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ, আমি অশূর-রাজকে যেমন প্রতিফল দিয়াছি, বাবিল-রাজ ও তাহার দেশকে

১৯ তেমনি প্রতিফল দিব। আর ইস্রায়েলকে তাহার চরাণি-স্থানে ফিরাইয়া আনিব; সে কর্ম্মিলের ও বাশনের উপরে চরিবে, এবং ইফ্রয়িম-পর্ব্বতমালায় ও গিলিয়দে তাহার প্রাণ তৃপ্ত হইবে।

২০ সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়ে ও সেই কালে ইস্রায়েলের অপরাধের অনুসন্ধান করা যাইবে, কিন্তু পাওয়া যাইবে না; এবং যিহূদার পাপসমূহের [অনুসন্ধান করা যাইবে], কিন্তু পাওয়া যাইবে না; কেননা আমি যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখি, তাহাদিগকে ক্ষমা করিব।

২১ সদাপ্রভু কহেন, তুমি মরাথয়িম [দ্বিগুণদ্রোহ] দেশের বিরুদ্ধে ও পকোদ [প্রতিফল] নিবাসীদের বিরুদ্ধে উঠিয়া যাও, তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া তাহাদিগকে নিহনন কর, নিঃশেষে বিনষ্ট কর; আমি তোমাকে যাহা যাহা করিতে আজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে কর।

২২ দেশে সংগ্রামের শব্দ ও মহাবিনাশের শব্দ!

২৩ সমস্ত পৃথিবীর মুদ্গর কেমন ছিন্ন ও ভগ্ন হইল!
জাতিগণের মধ্যে বাবিল কেমন উৎসন্ন হইল!

২৪ হে বাবিল, আমি তোমার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছি, আর তুমি তাহাতে ধৃতও হইয়াছ, কিন্তু জানিতে পার নাই; তোমাকে পাওয়া গিয়াছে, আবার তুমি ধরাও পড়িয়াছ, কেননা তুমি সদাপ্রভুর

২৫ সহিত যুদ্ধ করিয়াছ। সদাপ্রভু আপন অস্ত্রাগার খুলিলেন, নিজ ক্রোধের অস্ত্র সকল বাহির করিয়া আনিলেন, কেননা কল্‌দীয়দের দেশে প্রভুর, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, কার্য্য আছে।

২৬ তোমরা প্রান্তসীমা হইতে তাহার বিরুদ্ধে আইস, তাহার শস্যভাণ্ডার সকল খুলিয়া দেও, রাশির ন্যায় তাহাকে ঢিবী কর, নিঃশেষে বিনষ্ট কর; তাহার কিছু

২৭ অবশিষ্ট রাখিও না। তাহার সমস্ত বৃষ বধ কর, তাহারা বধ্যস্থানে নামিয়া যাউক; হায় হায়, তাহাদের দিন, তাহাদের প্রতিফলের সময়, আসিয়া পড়িল!

২৮ ঐ তাহাদের রব, যাহারা পলাইতেছে, ও বাবিল দেশ হইতে রক্ষা পাইতেছে, যেন সিয়োনে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিশোধ, তাঁহার মন্দির-নিমিত্ত প্রতিশোধ, জ্ঞাত করে।

২৯ তোমরা বাবিলের বিরুদ্ধে ধনুর্দ্ধারীদিগকে, ধনুকে চাড়াদায়ী সকলকে, আহ্বান কর; চারিদিকে তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর, কাহাকেও রক্ষা পাইতে দিও না; তাহার ক্রিয়ানুযায়ী ফল তাহাকে দেও; সে যাহা যাহা করিয়াছে, তাহার প্রতি তদনুসারে কর; কেননা সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে, ইস্রায়েলের পবিত্রতমের বিরুদ্ধে, দর্প করি-

৩০ য়াছে। এই জন্য সেই দিন তাহার যুবকগণ তাহার চকে পতিত হইবে, ও তাহার সমস্ত যোদ্ধা স্তব্ধীকৃত হইবে,

৩১ ইহা সদাপ্রভু বলেন। হে দর্প, প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, দেখ,

আমি তোমার বিপক্ষ, কেননা তোমার সেই দিন উপস্থিত, যে দিন আমি ৩২ তোমাকে প্রতিফল দিব। তখন ঐ দর্প উছোট খাইয়া পড়িবে, কেহ তাহাকে উঠাইবে না; এবং আমি তাহার সকল নগরে আগুন লাগাইয়া দিব, তাহা তাহার চারিদিকের সকলই গ্রাস করিবে।

৩৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ ও যিহূদা-সন্তানগণ নির্ব্বিশেষে উপদ্রুত হইতেছে; এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দি-দশায় রাখিয়াছে, তাহারা তাহাদিগকে দৃঢ়-রূপে ধরিয়া রাখিয়াছে, বিদায় করিতে ৩৪ অসম্মত রহিয়াছে। তাহাদের মুক্তি-দাতা বলবান্; 'বাহিনীগণের সদাপ্রভু' তাঁহার নাম; তিনি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের বিবাদ নিষ্পন্ন করিবেন, যেন তিনি পৃথি-বীকে সুস্থির করেন, ও বাবিল-নিবাসী-৩৫ দিগকে অস্থির করেন। সদাপ্রভু কহেন, কল্‌দীয়দের উপরে, বাবিল-নিবাসীদের উপরে, বাবিলের অধ্যক্ষদের উপরে ও তাহার জ্ঞানবানদের উপরে খড়্‌গ রহি-৩৬ য়াছে। বাচালদিগের উপরে খড়্‌গ রহি-য়াছে, তাহারা হতবুদ্ধি হইবে; তাহার বীরগণের উপরে খড়্‌গ রহিয়াছে, তাহারা ৩৭ উদ্বিগ্ন হইবে। তাহার ঘোটকদের উপরে, তাহার রথসমূহের উপরে ও তন্মধ্যস্থিত সমুদয় মিশ্রিত লোকের উপরে খড়্‌গ রহিয়াছে, তাহারা অবলাদিগের সমান হইবে; তাহার সকল ধনকোষের উপরে খড়্‌গ রহিয়াছে, সে সকল লুট হইবে। ৩৮ তাহার জলাধার সকলের উপরে উত্তাপ রহিয়াছে, সেগুলি শুষ্ক হইবে; কেননা সে ক্ষোদিত প্রতিমার দেশ, ও সেখান-কার লোকেরা আপন আপন বিভীষিকা-৩৯ গণের বিষয়ে উন্মত্ত। এই নিমিত্ত সেখানে বন্যপশু ও বৃকগণ বাস করিবে, এবং উষ্ট্রপক্ষী বাসা করিবে; তাহা আর কখনও লোকালয় হইবে না, পুরুষানু-ক্রমে সে স্থানে বসতি হইবে না। ৪০ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঈশ্বর যখন সদোম, ঘোমরা ও তন্নিকটস্থ নগর সকল উৎপাটন করিয়াছিলেন, তখন যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ হইবে; কোন ব্যক্তি সেখানে বাস করিবে না, কোন মনুষ্য-সন্তান তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে না।

৪১ দেখ, উত্তরদিক্ হইতে এক জনসমাজ আসিতেছে, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে এক মহাজাতি ও অনেক রাজা উত্তেজিত ৪২ হইয়া আসিতেছে। তাহারা ধনুক ও বড়শাধারী, নিষ্ঠুর ও করুণারহিত; তাহাদের রব সমুদ্রগর্জ্জনের তুল্য, ও তাহারা অশ্বারোহণে আসিতেছে; অয়ি বাবিল-কন্যে; তোমারই বিপরীতে যুদ্ধ করণার্থে তাহারা প্রত্যেক জন যোদ্ধার ৪৩ ন্যায় সুসজ্জিত হইয়াছে। বাবিল-রাজ তাহাদের জনশ্রুতি শুনিয়াছে, তাহার হস্ত অবশ হইল, যন্ত্রণা, প্রসবকারিণীর ন্যায় বেদনা, তাহাকে ধরিল।

৪৪ দেখ, সে সিংহের ন্যায় যর্দ্দনের শোভাস্থান হইতে উঠিয়া সেই চিরস্থায়ী চরাণি-স্থানের বিরুদ্ধে আসিবে; কিন্তু আমি চক্ষুর নিমিষে তাহাকে তথা হইতে দূর করিয়া দিব, এবং তাহার উপরে মনোনীত লোককে নিযুক্ত করিব। কেননা আমার তুল্য কে? আমার সময় নিরূপণ কে করিবে? এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াইবে, এমন পালক কোথায়? ৪৫ অতএব সদাপ্রভুর মন্ত্রণা শুন, যাহা তিনি বাবিলের বিরুদ্ধে করিয়াছেন;

তাঁহার সঙ্কল্প সকল শুন, যাহা তিনি কল্‌দীয়দের দেশের বিরুদ্ধে করিয়াছেন। নিশ্চয়ই লোকেরা তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবে, পালের শাবকদিগকেও লইয়া যাইবে; নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের চরাণি-স্থান তাহাদের সহিত উৎসন্ন
৪৬ করিবেন। বাবিল পরহস্তগত হইয়াছে, এই শব্দে পৃথিবী কাঁপিতেছে, ও জাতিগণের মধ্যে ক্রন্দনের রব শুনা যাইতেছে।

৫১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি, বাবিলের বিরুদ্ধে ও লেব-কামাই* নিবাসীদের বিরুদ্ধে এক বিনাশক বায়ু
২ উৎপন্ন করিব। আর আমি বাবিলে ঝাড়কদিগকে প্রেরণ করিব, তাহারা তাহাকে ঝাড়িবে, তাহার দেশ শূন্য করিবে, কারণ তাহারা বিপদের দিনে
৩ চারিদিকে তাহার বিরুদ্ধ হইবে। ধনুর্দ্ধর ধনুকে চাড়া না দিউক; সে বর্ম্ম-সজ্জায় উত্থিত না হউক; তোমরা তাহার যুবকদের প্রতি দয়া করিও না, তাহার সমস্ত সৈন্য নিঃশেষে বিনষ্ট কর।
৪ তাহারা কল্‌দীয়দের দেশে নিহত ও চকে খড়্‌গবিদ্ধ হইয়া পতিত হইবে।
৫ কারণ ইস্রায়েল কিম্বা যিহূদা যে আপন ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, তাহা নয়; যদিও ইহাদের দেশ ইস্রায়েলের পবিত্রতমের বিরুদ্ধে দোষে পরিপূর্ণ হইয়াছে।
৬ তোমরা বাবিলের মধ্য হইতে পলায়ন কর, প্রত্যেক জন আপন আপন প্রাণ রক্ষা কর; তাহার অপরাধে তোমরা উচ্ছিন্ন হইও না; কেননা এ সদাপ্রভুর প্রতিশোধ গ্রহণের সময়, তিনি তাহাকে অপকারের প্রতিফল দিতে উদ্যত।
৭ সদাপ্রভুর হস্তে বাবিল সুবর্ণ পাত্রস্বরূপ ছিল, তাহা সমস্ত পৃথিবীকে মত্ত করিত, জাতিগণ তাহার মদ্যপান করিয়াছে, তজ্জন্য জাতিগণ উন্মত্ত হইয়াছে।
৮ বাবিল অকস্মাৎ পতিত ও ভগ্ন হইল; তাহার জন্য হাহাকার কর; তাহার ব্যথার প্রতীকারার্থে তরুসার গ্রহণ কর;
৯ কি জানি সে সুস্থ হইবে। 'আমরা বাবিলকে সুস্থ করিতে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু সে সুস্থ হইল না; তাহাকে ত্যাগ কর, আমরা প্রত্যেক জন আপন আপন দেশে যাই, কেননা উহার বিচার গগন-
১০ স্পর্শী, আকাশ পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত। সদাপ্রভু আমাদের ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করিয়াছেন; আইস, আমরা সিয়োনে গিয়া আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কার্য্য প্রচার করি।'
১১ তোমরা বাণে শাণ দেও, ঢাল ধর; সদাপ্রভু মাদীয় রাজগণের মন উত্তেজিত করিয়াছেন, কেননা তাঁহার সঙ্কল্প বাবিলের বিপক্ষ, তাহার বিনাশার্থক; বস্তুতঃ এ সদাপ্রভুর প্রতিশোধ গ্রহণ, তাঁহার মন্দিরের নিমিত্ত প্রতিশোধ গ্রহণ।
১২ তোমরা বাবিলের প্রাচীরের বিরুদ্ধে পতাকা স্থাপন কর, রক্ষকগণকে সাহস দেও, প্রহরিগণকে নিযুক্ত কর, গোপন-স্থানে সৈন্য রাখ; কেননা সদাপ্রভু বাবিল-নিবাসীদের বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, সিদ্ধও
১৩ করিয়াছেন। হে জলরাশির উপরে বাসকারিণি! ধনকোষে ঐশ্বর্য্যশালিনি! তোমার শেষকাল, তোমার ধনলোভের
১৪ পরিমাণ উপস্থিত। বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপন নামে এই শপথ করিয়াছেন,

* অর্থাৎ, 'আমার প্রতিরোধিগণের অন্তঃকরণ'।

সত্যই আমি তোমাকে পঙ্গপালবৎ জনগণে পরিপূর্ণ করিয়াছি, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে সিংহনাদ করিবে।

১৫ তিনি নিজ শক্তিতে পৃথিবী গঠন করিয়াছেন।
নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন,
নিজ বুদ্ধিতে আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন।

১৬ তিনি রব ছাড়িলে আকাশে জলরাশির শব্দ হয়,
তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে বাষ্প উত্থাপন করেন;
তিনি বৃষ্টির নিমিত্ত বিদ্যুৎ গঠন করেন,
তিনি আপন ভাণ্ডার হইতে বায়ু বাহির করিয়া আনেন।

১৭ প্রত্যেক মনুষ্য পশুবৎ হইয়াছে, সে জ্ঞানহীন;
প্রত্যেক স্বর্ণকার আপন প্রতিমা দ্বারা লজ্জিত হয়;
কারণ তাহার ছাঁচে ঢালা বস্তু মিথ্যামাত্র, তাহার মধ্যে শ্বাসবায়ু নাই।

১৮ সে সকল অসার, মায়ার কর্ম্মমাত্র;
তাহাদের প্রতিফল দানকালে তাহারা বিনষ্ট হইবে।

১৯ যিনি যাকোবের অধিকার, তিনি সেরূপ নহেন;
কারণ তিনি সমস্ত বস্তুর গঠনকারী,
এবং [ইস্রায়েল] তাঁহার অধিকাররূপ বংশ;
তাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু!

২০ তুমি আমার মুদ্গর ও যুদ্ধের অস্ত্র; তোমা দ্বারা আমি জাতিগণকে চূর্ণ করিব; তোমা দ্বারা রাজ্য সকল সংহার ২১ করিব; তোমা দ্বারা অশ্ব ও তদারোহীকে চূর্ণ করিব; তোমা দ্বারা রথ ও তদা- ২২ রোহীকে চূর্ণ করিব; তোমা দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীকে চূর্ণ করিব; তোমা দ্বারা বৃদ্ধ ও বালককে চূর্ণ করিব; তোমা দ্বারা যুবক ২৩ ও যুবতীকে চূর্ণ করিব; তোমা দ্বারা পালরক্ষক ও তাহার পাল চূর্ণ করিব; তোমা দ্বারা কৃষক ও তাহার বলদযুগল চূর্ণ করিব; এবং তোমা দ্বারা দেশাধ্যক্ষ ২৪ ও শাসনকর্ত্তৃগণকে চূর্ণ করিব। আর আমি বাবিলকে ও কল্‌দীয় দেশনিবাসী সকলকে তাহাদের সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিব, যাহা তাহারা সিয়োনে তোমাদের দৃষ্টিগোচরে করিয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

২৫ হে বিনাশক পর্ব্বত, তুমি সমস্ত পৃথিবীর বিনাশক; সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, আমি তোমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিব, শৈল হইতে তোমাকে গড়াইয়া ফেলিয়া দিব, ও ২৬ তোমাকে জ্বলন্ত পর্ব্বত করিব। লোকে তোমা হইতে কোণের জন্য প্রস্তর কিম্বা ভিত্তিমূলের জন্য প্রস্তর লইবে না, কিন্তু তুমি চিরকাল ধ্বংসস্থান থাকিবে, ইহা ২৭ সদাপ্রভু কহেন। তোমরা দেশে ধ্বজা তোল, জাতিগণের মধ্যে তূরী বাজাও, তাহার বিপক্ষে নানা জাতিকে প্রস্তুত কর, অরারট, মিন্নি ও অস্কিনস রাজ্যকে তাহার বিপক্ষে আহ্বান কর, তাহার বিপক্ষে এক জন সেনাপতিকে নিযুক্ত কর, পঙ্গপালের ন্যায় অশ্বগণকে পাঠাও। ২৮ তাহার বিপক্ষে জাতিগণকে, মাদীয়দের রাজগণকে, তাহাদের দেশাধ্যক্ষগণকে, শাসনকর্ত্তৃগণকে ও তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন সমস্ত দেশের লোককে প্রস্তুত কর। ২৯ দেশ কম্পিত ও ব্যথিত হইতেছে; কেননা বাবিল দেশকে ধ্বংস ও নিবাসশূন্য

করণার্থে বাবিলের বিপক্ষে সদাপ্রভুর
৩০ সঙ্কল্প সফল হইতেছে। বাবিলের বীরগণ যুদ্ধে বিরত হইয়াছে, তাহারা আপনাদের গড়ের মধ্যে রহিয়াছে ; তাহাদের তেজ শুকাইয়া গিয়াছে ; তাহারা অবলা-দিগের সমান হইয়াছে ; তাহার আবাস সকল দগ্ধ, তাহার হুড়কা সকল ভগ্ন
৩১ হইয়াছে। ধাবক ধাবকের কাছে, ধাবিত হইতেছে, বার্ত্তাবহ বার্ত্তাবহের কাছে যাইতেছে, যেন বাবিল-রাজকে এই বার্ত্তা দেওয়া হয় যে, তাহার নগর চারি-
৩২ দিকে পরহস্তগত হইল ; এবং পার-ঘাট সকল পরহস্তগত হইয়াছে, তাহারা নলবন আগুনে পোড়াইয়াছে ও যোদ্ধা
৩৩ সকল বিহ্বল হইয়াছে। কারণ বাহিনী-গণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, বাবিল-কন্যা শস্যমর্দ্দন-কালীন খামারস্বরূপ ; স্বল্পকাল মধ্যে তাহার জন্য ফসল কাটিবার সময় উপ-স্থিত হইবে।

৩৪ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর আমাকে গ্রাস করিয়াছেন, আমাকে চূর্ণ করিয়া-ছেন, আমাকে শূন্যপাত্রস্বরূপ করিয়া-ছেন, আমাকে নাগবৎ গ্রাস করিয়াছেন, আমার উপাদেয় ভক্ষ্য দ্বারা আপন উদর পূর্ণ করিয়াছেন, আমাকে দূর করিয়া-
৩৫ ছেন। ‘আমার প্রতি ও আমার মাং-সের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্যের ফল বাবিলের উপরে বর্ত্তুক,’ ইহা সিয়োন-নিবাসিনী কহিতেছে ; এবং ‘আমার রক্ত কল্‌দীয় দেশনিবাসীদের উপরে বর্ত্তুক,’ ইহা যিরূ-শালেম বলিতেছে।

৩৬ এই জন্য সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার বিবাদ নিষ্পন্ন করিব ; তোমার জন্য প্রতিশোধ লইব, এবং তাহার সমুদ্রকে জলশূন্য ও তাহার
৩৭ উনুইকে শুষ্ক করিব। আর বাবিল ঢিবীময়, শৃগালদের বাসস্থান, বিস্ময়ের ও শিশ শব্দের বিষয়, এবং নিবাসীবিহীন
৩৮ হইবে। তাহারা একত্র সিংহবৎ গর্জ্জন করিবে, সিংহশাবকদের ন্যায় ঘোর নাদ
৩৯ করিবে। তাহারা উত্তপ্ত হইলে পর আমি তাহাদের ভোজ প্রস্তুত করিব, ও তাহাদিগকে মত্ত করিব ; যেন তাহারা উল্লাস করে ও চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়, আর জাগরিত না হয়, ইহা সদাপ্রভু
৪০ কহেন। আমি তোমাদিগকে মেষশাবক-দের ন্যায়, ছাগদের সহিত মেষদের ন্যায়, বধ্যস্থানে নামাইয়া আনিব।

৪১ শেশক * কেমন পরহস্তগত! সমস্ত
পৃথিবীর প্রশংসাপাত্র কেমন পরা-
জিত হইয়াছে।
জাতিসমূহের মধ্যে বাবিল কেমন ধ্বংস-
স্থান হইয়াছে।
৪২ বাবিলের উপরে সমুদ্র উঠিয়াছে,
সে তাহার তরঙ্গের কল্লোলে আচ্ছাদিত।
৪৩ তাহার নগর সকল ধ্বংসস্থান হইল,
শুষ্ক ভূমি ও প্রান্তর হইয়া পড়িল ;
সেই দেশে কেহ বাস করে না,
কোন মনুষ্য-সন্তান সেখানে গমনাগমন
করে না।

৪৪ আর আমি বাবিলে বেল দেবকে প্রতিফল দিব, তাহার মুখ হইতে তাহার গিলিত দ্রব্য বাহির করিব ; এবং জাতি-গণ আর তাহার দিকে প্রবাহিত হইবে না ; বাবিলের প্রাচীরও পতিত হইবে।

৪৫ হে আমার প্রজাগণ, তোমরা তাহার মধ্য হইতে বাহির হও, প্রত্যেক জন সদাপ্রভুর প্রজ্বলিত ক্রোধ হইতে আপন

* বোধ হয় ‘শেশক’ শব্দে বাবিল বুঝায়।

৪৬ আপন প্রাণ রক্ষা কর। আর তোমাদের হৃদয়কে দ্রব হইতে দিও না, এবং দেশের মধ্যে যে জনরব শুনা যাইবে, তাহাতে ভীত হইও না, কেননা এক বৎসর এক জনরব উঠিবে, তৎপরে আর এক বৎসর আর এক জনরব উঠিবে; দেশে দৌরাত্ম্য, শাসনকর্ত্তা শাসনকর্ত্তার বিপক্ষ হইবে।
৪৭ অতএব দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি বাবিলের ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে প্রতিফল দিব; আর তাহার সমস্ত দেশ লজ্জিত হইবে, ও তথাকার নিহতলোক সকল তাহার মধ্যে পতিত হইবে।
৪৮ আর আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকলে বাবিলের বিষয়ে আনন্দগান করিবে, কেননা লুটকারিগণ উত্তরদিক্ হইতে তাহার কাছে আসিবে, ইহা সদা-
৪৯ প্রভু কহেন। বাবিল যেমন ইস্রায়েলের নিহতগণকে নিপাত করিয়াছে, সেইরূপ সমুদয় দেশের নিহতগণ বাবিলে পতিত হইবে।

৫০ খড়্গ হইতে রক্ষা পাইয়াছ যে তোমরা, তোমরা চল, বিলম্ব করিও না; দূরদেশে সদাপ্রভুকে স্মরণ কর, এবং যিরূ-
৫১ শালেমকে মনে কর। আমরা টিটকারি শুনিয়াছি, তাই লজ্জিত হইয়াছি, আমাদের মুখ অপমানে আচ্ছন্ন হইয়াছে, কেননা বিদেশী লোকেরা সদাপ্রভুর গৃহের সকল পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছিল।
৫২ এই জন্য সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি তাহার ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে প্রতিফল দিব, আর তাহার দেশের সর্ব্বত্র নিহত
৫৩ লোকেরা কোঁকাইবে। বাবিল যদ্যপি আকাশ পর্য্যন্ত উঠে, যদ্যপি আপনার বলের দুর্গ দৃঢ় করে, তথাপি আমার আজ্ঞায় লুটকারীরা তাহার কাছে যাইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৫৪ বাবিলের মধ্য হইতে ক্রন্দনের রব,
কল্‌দীয়দের দেশ হইতে মহাভঙ্গের শব্দ।
৫৫ কেননা সদাপ্রভু বাবিলকে উচ্ছিন্ন করিতেছেন,
তাহার মধ্যবর্ত্তী মহাশব্দকে ক্ষান্ত করিতেছেন,
উহাদের তরঙ্গ সকল জলরাশির ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে;
তাহাদের কল্লোলধ্বনি শুনা যাইতেছে।
৫৬ কারণ তাহার উপরে, বাবিলের উপরে, বিনাশক আসিয়াছে,
তাহার বীরগণ ধৃত হইল, তাহাদের ধনুক সকল ভগ্ন হইল;
কেননা সদাপ্রভু প্রতিফলদাতা, তিনি অবশ্য সমুচিত ফল দিবেন।

৫৭ আর আমি তাহার অধ্যক্ষগণকে, তাহার জ্ঞানবানদিগকে, তাহার দেশাধ্যক্ষগণকে, তাহার শাসনকর্ত্তৃগণকে ও তাহার বীরগণকে মত্ত করিব; তাহাতে তাহারা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে, আর জাগরিত হইবে না, ইহা রাজা বলেন, যাঁহার নাম
৫৮ বাহিনীগণের সদাপ্রভু। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিলের প্রশস্ত প্রাচীর সকল একেবারে ভগ্ন হইবে, এবং তাহার উচ্চ দ্বার সকল আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া যাইবে; আর লোকবৃন্দ কেবল অসারতার জন্য, ও জাতিগণ কেবল অগ্নির জন্য পরিশ্রম করিবে; এবং তাহারা ক্লান্ত হইবে।

৫৯ যিহূদা-রাজ সিদিকিয়ের চতুর্থ বৎসরে মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের পুত্র সরায়

যে সময়ে রাজার সহিত বাবিলে গমন করেন, তৎকালে যিরমিয় ভাববাদী সরায়কে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার ৬০ বৃত্তান্ত। উক্ত সরায় সেনানিবেশের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর বাবিলের ভাবী অমঙ্গলের কথা, অর্থাৎ বাবিলের বিরুদ্ধে এই যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা যিরমিয় একখানা পুস্তকে লিখিয়াছিলেন। ৬১ আর যিরমিয় সরায়কে কহিলেন, বাবিলে ৬২ উপস্থিত হইলে পর তুমি দেখিও, যেন এই সকল কথা পাঠ কর, আর বলিবে, হে সদাপ্রভু, তুমি এই স্থানকে উচ্ছিন্ন করিবার কথা কহিয়াছ, বলিয়াছ যে, এখানে মনুষ্য বা পশু কিছুই বাস করিবে ৬৩ না, ইহা চিরধ্বংসস্থান হইবে। পরে এই পুস্তকের পাঠ সমাপ্ত হইলে তুমি ইহার সঙ্গে একখানা প্রস্তর বাঁধিয়া ফরাৎ নদীর মাঝখানে ইহা নিক্ষেপ করিবে; ৬৪ আর তুমি বলিবে, আমি [সদাপ্রভু] বাবিলের যে অমঙ্গল ঘটাইব, তৎপ্রযুক্ত বাবিল এইরূপ ডুবিয়া যাইবে, আর কখনও উঠিবে না; 'এবং তাহারা ক্লান্ত হইবে'।

এই পর্য্যন্ত যিরমিয়ের বাক্য।

যিরূশালেমের পতন ও বিনাশ।

৫২ সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, আর তিনি এগার বৎসর কাল যিরূশালেমে রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম হমুটল, তিনি লিব্‌না- ২ নিবাসী যিরমিয়ের কন্যা। যিহোয়াকীমের সকল ক্রিয়ানুসারে সিদিকিয়ও সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করি- ৩ তেন। কারণ যিরূশালেমে ও যিহূদায় সদাপ্রভুর ক্রোধজনিত ঘটনা হইল, যে পর্য্যন্ত না তিনি আপনার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া দিলেন, আর সিদিকিয় বাবিল-রাজের বিদ্রোহী হইলেন।

৪ পরে তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরের দশম মাসে, মাসের দশম দিনে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন, ও তাহার বিরুদ্ধে চারি- ৫ দিকে গড় গাঁথিলেন; আর সিদিকিয়ের একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ ৬ থাকিল। চতুর্থ মাসে, মাসের নবম দিনে, নগরে মহা দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, দেশের লোকদের জন্য খাদ্যদ্রব্য কিছুই ৭ রহিল না। পরে নগরের এক স্থান ভগ্ন হইল, ও সমস্ত যোদ্ধা রাত্রিতে নগর হইতে বাহিরে গিয়া রাজার উদ্যানের নিকটস্থ দুই প্রাচীরের দ্বারের পথ দিয়া পলায়ন করিল—তখন কল্‌দীয়েরা নগরের বিরুদ্ধে চারিদিকে ছিল—আর উহারা অরাবা তলভূমির পথে গেল। ৮ কিন্তু কল্‌দীয়দের সৈন্য রাজার পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া যিরীহোর তলভূমিতে সিদিকিয়কে ধরিল, তাহাতে তাঁহার সকল সৈন্য তাঁহার নিকট হইতে ছিন্নভিন্ন ৯ হইল। তখন তাহারা রাজাকে ধরিয়া হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে বাবিল-রাজের নিকটে লইয়া গেল, পরে তিনি তাঁহার ১০ দণ্ডবিধান করিলেন। আর বাবিল-রাজ সিদিকিয়ের সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্রগণকে হনন করিলেন; এবং যিহূদার সমস্ত অধ্যক্ষগণকেও রিব্লাতে হনন করিলেন; আর সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করি- ১১ লেন; পরে বাবিল-রাজ তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেলেন, এবং

তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ রাখিলেন।

১২ পরে পঞ্চম মাসে, মাসের দশম দিনে, বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের ঊনবিংশ বৎসরে, রক্ষ-সেনাপতি নবূষরদন—যিনি বাবিল-রাজের সম্মুখে দাঁড়াইতেন—যিরূ-১৩ শালেমে প্রবেশ করিলেন; তিনি সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী পোড়াইয়া দিলেন, এবং যিরূশালেমের সকল গৃহ ও বৃহৎ বৃহৎ সকল অট্টালিকা আগুনে পোড়াইয়া ১৪ দিলেন। আর রক্ষ-সেনাপতির অনুগামী সমস্ত কল্‌দীয় সৈন্য যিরূশালেমের চারি-১৫ দিকের সমস্ত প্রাচীর ভগ্ন করিল। আর রক্ষ-সেনাপতি নবূষরদন কতকগুলি দীনদরিদ্র লোককে, নগরে পরিত্যক্ত অবশিষ্ট লোকদিগকে, ও যাহারা পক্ষান্তরে গিয়াছিল, বাবিল-রাজের সপক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে, এবং অবশিষ্ট সাধারণ লোকদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া ১৬ গেলেন। কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্র পালন ও ভূমিকর্ষণার্থে রক্ষ-সেনাপতি নবূষরদন কতকগুলি দীনদরিদ্র লোককে দেশে রাখিলেন।

১৭ আর সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় দুই স্তম্ভ, ও সদাপ্রভুর গৃহের পীঠ সকল ও পিত্তলময় সমুদ্রপাত্র কল্‌দীয়েরা খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই সকল পিত্তল বাবিলে লইয়া ১৮ গেল। আর স্থালী, হাতা, কর্ত্তরী, বাটি ও চমস, এবং সমস্ত পরিচর্য্যার্থক পিত্তল-১৯ ময় পাত্র, লইয়া গেল। আর ডাবর, অঙ্গারধানী, বাটি, স্থালী, দীপবৃক্ষ, চমস ও সেকপাত্র প্রভৃতি—স্বর্ণময় পাত্রের স্বর্ণ ও রৌপ্যময় পাত্রের রৌপ্য—রক্ষ-২০ সেনাপতি লইয়া গেলেন। যে দুই স্তম্ভ, এক সমুদ্রপাত্র ও পীঠ সকলের নীচে দ্বাদশ পিত্তলময় বৃষ শলোমন রাজা সদাপ্রভুর গৃহের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই সকল পাত্রের পিত্তল অপরিমিত ২১ ছিল। ফলতঃ ঐ দুই স্তম্ভের প্রত্যেকের উচ্চতা আঠার হস্ত ও পরিধি বারো হস্ত ছিল, এবং তাহা চারি অঙ্গুলি পুরু ছিল; ২২ তাহা ফাঁপা ছিল। আর তাহার উপরে পাঁচ হস্ত পরিমাণ উচ্চ পিত্তলময় এক মাথলা ছিল, মাথলার উপরে চারিদিকে জালকার্য্য ও দাড়িম্বাকৃতি, ছিল; সে সকলও পিত্তলময়; এবং তাহার দ্বিতীয় স্তম্ভেরও ঐ মত আকার ও দাড়িম্ব ছিল। ২৩ পার্শ্বে ছিয়ানব্বই দাড়িম্ব ছিল, চারিদিকের জালকার্য্যের উপরে শ্রেণীবদ্ধ এক শত দাড়িম্ব ছিল।

২৪ পরে রক্ষ-সেনাপতি মহাযাজক সরায়কে, দ্বিতীয় যাজক সফনিয়কে ও তিন ২৫ জন দ্বারপালকে ধরিলেন। আর তিনি নগর হইতে যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত এক জন কর্ম্মচারীকে এবং যাঁহারা রাজার মুখ দর্শন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে নগরে প্রাপ্ত সাত জন লোককে, দেশের লোকসংগ্রহকারী সৈন্যাধ্যক্ষের লেখককে ও নগর মধ্যে প্রাপ্ত দেশের লোকদের মধ্যে ২৬ ষাট জনকে ধরিলেন। রক্ষ-সেনাপতি নবূষরদন তাঁহাদিগকে ধরিয়া রিব্লাতে বাবিল-রাজের কাছে লইয়া গেলেন। ২৭ আর বাবিল-রাজ হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে তাঁহাদিগকে আঘাত করিয়া বধ করিলেন। এইরূপে যিহূদা আপন দেশ হইতে বন্দি হইয়া নীত হইল।

২৮ নবূখদ্‌রিৎসর কর্ত্তৃক এই সকল লোক বন্দিরূপে নীত হইল; সপ্তম বৎসরে তিন সহস্র তেইশ জন যিহূদী; ২৯ নবূখদ্‌রিৎসরের অষ্টাদশ বৎসরে তিনি

যিরূশালেম হইতে আটশত বত্রিশ জনকে
৩০ বন্দি করিয়া লইয়া যান। নবূখদ্‌রিৎসরের ত্রয়োবিংশ বৎসরে রক্ষ-সেনাপতি নবূষরদন সাতশত পঁয়তাল্লিশ জন যিহূদীকে বন্দি করিয়া লইয়া যান। ইহারা সর্ব্বশুদ্ধ চারি সহস্র ছয়শত প্রাণী।
৩১ পরে যিহূদার যিহোয়াখীন রাজার বন্দি-দশার সপ্তত্রিংশ বৎসরে, দ্বাদশ মাসে, মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে, বাবিল-রাজ ইবিল-মরোদক আপন রাজত্বের প্রথম বৎসরে যিহূদা-রাজ যিহোয়াখীনের মস্তক উঠাইলেন, ও তাঁহাকে কারাগার
৩২ হইতে মুক্ত করিলেন। আর তিনি তাঁহাকে প্রীতিবাক্য কহিয়া, তাঁহার সহিত যে সকল রাজা বাবিলে ছিলেন, তাঁহাদের আসন হইতে তাঁহার আসন
৩৩ উচ্চে স্থাপন করিলেন। আর ইনি কারাবাসের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন; এবং যাবজ্জীবন প্রতিনিয়ত রাজার সম্মুখে ভোজন পান করিতে লাগিলেন।
৩৪ আর তাঁহার মরণদিন পর্য্যন্ত বাবিল-রাজের আজ্ঞাতে তাঁহাকে নিয়ত বৃত্তি দেওয়া হইত, তাঁহার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাঁহাকে দিনের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য প্রতিদিন দেওয়া হইত।

যিরমিয়ের বিলাপ

যিরূশালেমের অপমান। যিহূদীদের পাপ ও শাস্তি।

১ হায়, সেই নগরী কেমন একাকিনী বসিয়া আছে, যে লোকে পরিপূর্ণা ছিল।
সে বিধবার ন্যায় হইয়াছে, যে জাতিগণের মধ্যে প্রধানা ছিল।
প্রদেশ-সমূহের মধ্যে যে রাজ্ঞী ছিল, সে কর্ম্মাধীনা দাসী হইয়াছে।
২ সে রাত্রে অতিশয় রোদন করে; তাহার গণ্ডে অশ্রু পড়িতেছে;
তাহার সমস্ত প্রেমিকের মধ্যে এমন এক জনও নাই যে, তাহাকে সান্ত্বনা করিবে;
তাহার বন্ধুরা সকলে তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তাহারা তাহার শত্রু হইয়া উঠিয়াছে।
৩ যিহূদা দুঃখে ও মহাদাসত্বে নির্ব্বাসিত হইয়াছে;
সে জাতিগণের মধ্যে বাস করিতেছে, বিশ্রাম পায় না;
তাহার তাড়নাকারিগণ সকলে সঙ্কীর্ণ পথে তাহাকে ধরিয়াছিল।
৪ সিয়োনের পথ সকল শোক করিতেছে, কারণ কেহ পর্ব্বে আইসে না;
তাহার সমস্ত দ্বার শূন্য; তাহার যাজকগণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে;
তাহার কুমারীগণ ক্লিষ্টা, সে আপনি মনঃপীড়া পাইতেছে।
৫ তাহার বিপক্ষগণ মস্তকস্বরূপ হইয়াছে, তাহার শত্রুবর্গ ভাগ্যবান হইয়াছে;
কেননা তাহার অধর্ম্মের বাহুল্যপ্রযুক্ত সদাপ্রভু তাহাকে ক্লিষ্ট করিয়াছেন;
তাহার শিশু বালকেরা বিপক্ষের অগ্রে অগ্রে বন্দি হইয়া গিয়াছে।

৬ আর সিয়োন-কন্যার সমস্ত শোভা তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে ;
তাহার অধ্যক্ষগণ এমন হরিণদিগের ন্যায় হইয়াছে, যাহারা চরাণি-স্থান পায় না ;
তাহারা শক্তিহীন হইয়া পশ্চাদ্ধাবকের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছে ।
৭ যিরূশালেম নিজ দুঃখের ও দুর্গতির সময়ে, আপনার পূর্ব্বকালাগত মনোহর সামগ্রী সকল স্মরণ করিতেছে ;
তাহার লোকেরা যখন বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছিল, তাহার সাহায্যকারী কেহ ছিল না,
তখন বিপক্ষগণ তাহাকে দেখিল, তাহার উৎসন্নতায় উপহাস করিল ।
৮ যিরূশালেম অতিশয় পাপ করিয়াছে, এই জন্য ঘৃণাস্পদ হইল ;
যাহারা তাহাকে সম্মান করিত, তাহারা তাহাকে তুচ্ছ করিতেছে, কারণ তাহার উলঙ্গতা দেখিতে পাইয়াছে ;
সে আপনিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, মুখ পিছনে ফিরাইতেছে ।
৯ তাহার অশৌচ বস্ত্রের অঞ্চলে ছিল, সে আপনার শেষফল মনে করিত না,
এই জন্য আশ্চর্য্যরূপে অধঃপতিত হইল ; তাহাকে সান্ত্বনা করিবার কেহ নাই ;
আমার দুঃখ দেখ, হে সদাপ্রভু, কারণ শত্রু দর্প করিয়াছে ;
১০ বিপক্ষ তাহার সমস্ত মনোহর দ্রব্যে হস্তার্পণ করিয়াছে ;
ফলে সে দেখিয়াছে, জাতিগণ তাহার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছে,
যাহাদের বিষয়ে তুমি আদেশ করিয়াছিলে যে, তাহারা তোমার সমাজে প্রবেশ করিবে না ।
১১ তাহার সমস্ত প্রজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, তাহারা অন্নের চেষ্টা করিতেছে,
প্রাণ ফিরাইয়া আনিবার জন্য খাদ্যের পরিবর্ত্তে আপন আপন মনোহর দ্রব্য সকল দিয়াছে ।
দেখ, হে সদাপ্রভু, অবধান কর, কেননা আমি তুচ্ছাস্পদ হইয়াছি ।

১২ হে পথিক সকল, ইহাতে কি তোমাদের কিছু আইসে যায় না ?
অবধান করিয়া দেখ, আমায় যে ব্যথা দেওয়া হইয়াছে, তাহার তুল্য ব্যথা আর কোথাও কি আছে ?
তদ্দ্বারা সদাপ্রভু আপন প্রচণ্ড ক্রোধের দিনে আমাকে ক্লিষ্ট করিয়াছেন ।
১৩ তিনি ঊর্দ্ধলোক হইতে আমার অস্থিচয়ের মধ্যে অগ্নি পাঠাইয়াছেন, তাহা সে সকল পরাভব করিতেছে ;
তিনি আমার চরণের নিমিত্ত জাল পাতিয়াছেন, আমার মুখ পিছনে ফিরাইয়াছেন,
আমাকে অনাথা ও সমস্ত দিন মূর্চ্ছাপন্না করিয়াছেন ।
১৪ আমার অধর্ম্মের যোঁয়ালি তাঁহার হস্ত দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে ;
তাহা জড়ান হইল, আমার ঘাড়ে উঠিল ; তিনি আমার বল খর্ব্ব করিয়াছেন ;
যাহাদের বিরুদ্ধে আমি উঠিতে পারি না, তাহাদেরই হস্তে প্রভু আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন ।
১৫ প্রভু আমার মধ্যস্থিত আমার সমস্ত বীরকে নগণ্য করিয়াছেন,
তিনি আমার যুবকগণকে ভগ্ন করিবার জন্য আমার বিপরীতে সভা আহ্বান করিয়াছেন,

প্রভু যিহূদা-কুমারীকে দ্রাক্ষাকুণ্ডে মর্দ্দন করিয়াছেন।

১৬ এই কারণ আমি ক্রন্দন করিতেছি; আমার চক্ষু, আমার চক্ষু জলের নির্ঝর হইয়াছে;
কেননা সান্ত্বনাকারী, যিনি আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনিবেন, তিনি আমা হইতে দূরে গিয়াছেন;
আমার বালকেরা অনাথ, কারণ শত্রু বিজয়ী হইয়াছে।

১৭ সিয়োন অঞ্জলি প্রসারণ করিতেছে; তাহার সান্ত্বনাকারী কেহ নাই;
সদাপ্রভু যাকোবের সম্বন্ধে আজ্ঞা দিয়াছেন যে, তাহার চারিদিকের লোক তাহার বিপক্ষ হউক;
যিরূশালেম তাহাদের মধ্যে ঘৃণাস্পদ।

১৮ সদাপ্রভুই ধর্ম্মময়, ফলে আমি তাঁহার আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি;
হে জাতি সকল, বিনয় করি, শুন, আমার ব্যথা দেখ;
আমার কুমারীগণ ও যুবকগণ বন্দি হইয়া গিয়াছে।

১৯ আমি আপন প্রেমিকদিগকে ডাকিলাম, তাহারা আমাকে বঞ্চনা করিল;
আমার যাজকগণ ও আমার প্রাচীনবর্গ নগরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল,
বাস্তবিক তাহারা আপন আপন প্রাণ ফিরাইয়া আনিবার জন্য অন্নের অন্বেষণ করিতেছিল।

২০ দৃষ্টিপাত কর, হে সদাপ্রভু, কেননা আমি সঙ্কটাপন্না; আমার অন্ত্র দগ্ধ হইতেছে;
আমার ভিতরে হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত হইতেছে, কারণ আমি অতিশয় প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি;
বাহিরে খড়্গ নিঃসন্তান করিতেছে, ভিতরে যেন মৃত্যু উপস্থিত।

২১ লোকে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইয়াছে; আমার সান্ত্বনাকারী কেহ নাই;
আমার শত্রুরা সকলে আমার অমঙ্গলের কথা শুনিয়াছে; তাহারা আমোদ করিতেছে, কেননা তুমিই ইহা করিয়াছ;
তুমি নিজ প্রচারিত দিন উপস্থিত করিবে, তখন তাহারা আমার সমান হইবে।

২২ তাহাদের সমস্ত দুষ্টতা তোমার দৃষ্টিগোচর হউক;
তুমি আমার সমস্ত অধর্ম্মের জন্য আমার প্রতি যেরূপ করিয়াছ, তাহাদের প্রতিও সেইরূপ কর,
কেননা আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস অধিক ও আমার হৃদয় মূর্চ্ছিত।

যিরূশালেমের অবরোধ, ক্লেশ ও বিনাশ।

২ প্রভু আপন ক্রোধে সিয়োন-কন্যাকে কেমন মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছেন!
তিনি ইস্রায়েলের শোভা স্বর্গ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন;
তিনি আপন ক্রোধের দিনে আপন পাদপীঠ স্মরণ করেন নাই।

২ প্রভু যাকোবের সমস্ত বাসস্থান গ্রাস করিয়াছেন, দয়া করেন নাই;
তিনি ক্রোধে যিহূদা-কন্যার দৃঢ় দুর্গ সকল উৎপাটন করিয়াছেন,
তিনি সে সমস্ত ভূমিসাৎ করিয়াছেন; রাজ্য ও তাহার অধ্যক্ষগণকে অশুচি করিয়াছেন।

৩ তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে ইস্রায়েলের সমস্ত শৃঙ্গ উচ্ছেদ করিয়াছেন,

তিনি শত্রুর সম্মুখ হইতে আপন দক্ষিণ
হস্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন,
চতুর্দ্দিক্ দগ্ধকারী অগ্নিশিখার ন্যায় তিনি
যাকোবকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন।
৪ তিনি শত্রুবৎ আপন ধনুকে চাড়া দিয়া-
ছেন, বিপক্ষবৎ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া
দাঁড়াইয়াছেন,
আর নয়নরঞ্জন সকলকে বধ করিয়াছেন ;
তিনি সিয়োন-কন্যার তাম্বুমধ্যে আপন
ক্রোধানল ঢালিয়া দিয়াছেন।
৫ প্রভু শত্রুবৎ হইয়াছেন, ইস্রায়েলকে
গ্রাস করিয়াছেন,
তিনি তাহার সমুদয় অট্টালিকা গ্রাস করি-
য়াছেন, তাহার দুর্গ সকল ধ্বংস করি-
য়াছেন,
তিনি যিহূদা-কন্যার শোক ও বিলাপ বৃদ্ধি
করিয়াছেন।
৬ তিনি বাগানের কুটীরের ন্যায় আপন কুটীর
দূর করিয়াছেন, আপনার সমাগম-স্থান
বিনষ্ট করিয়াছেন ;
সদাপ্রভু সিয়োনে পর্ব্ব ও বিশ্রামবার
বিস্মৃত করাইয়াছেন,
প্রচণ্ড ক্রোধে রাজাকে ও যাজককে অবজ্ঞা
করিয়াছেন।
৭ প্রভু আপন যজ্ঞবেদি দূর করিয়াছেন,
আপন পবিত্র স্থান ঘৃণা করিয়াছেন ;
তিনি তাহার অট্টালিকার ভিত্তি শত্রুহস্তে
সমর্পণ করিয়াছেন ;
তাহারা সদাপ্রভুর গৃহমধ্যে পর্ব্বদিনের
ন্যায় কোলাহল করিয়াছে।
৮ সদাপ্রভু সিয়োন-কন্যার প্রাচীর নষ্ট করি-
বার সঙ্কল্প করিয়াছেন ;
তিনি সূত্রপাত করিয়াছেন, লোপ করণ
হইতে আপন হস্ত নিবৃত্ত করেন
নাই ;
তিনি পরিখা ও প্রাচীরকে বিলাপ করাইয়া-
ছেন, সে সকল একসঙ্গে তেজোহীন
হইয়াছে।
৯ পুরদ্বার সকল মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে,
তিনি তাহার অর্গল নষ্ট ও খণ্ড খণ্ড
করিয়াছেন ;
তাহার রাজা ও অধ্যক্ষগণ ব্যবস্থাবিহীন
জাতিগণের মধ্যে থাকে ;
তাহার ভাববাদিগণও সদাপ্রভু হইতে
কোন দর্শন পায় না।
১০ সিয়োন-কন্যার প্রাচীনেরা মৃত্তিকায় বসিয়া
আছে, নীরব হইয়া রহিয়াছে ;
তাহারা আপন আপন মস্তকে ধূলি ছড়া-
ইয়াছে, তাহারা কটিদেশে চট বাঁধি-
য়াছে,
যিরূশালেম-কুমারীগণ ভূমি পর্য্যন্ত মস্তক
হেঁট করিতেছে।

১১ আমার নেত্রযুগল অশ্রুপাতে ক্ষীণ হই-
য়াছে, আমার অন্ত্র দগ্ধ হইতেছে ;
আমার জাতিরূপ কন্যার ভঙ্গ প্রযুক্ত আমার
যকৃৎ মৃত্তিকায় ঢালা যাইতেছে,
কেননা নগরের চকে চকে বালকবালিকা
ও স্তন্যপায়ী শিশু মূর্চ্ছাপন্ন হয়।
১২ তাহারা আপন আপন মাতাকে বলে, গোম
ও দ্রাক্ষারস কোথায় ?
কেননা তাহারা নগরের চকে চকে খড়্গ-
বিদ্ধ লোকদের ন্যায় মূর্চ্ছাপন্ন হয়,
নিজ নিজ মাতার বক্ষঃস্থলে প্রাণত্যাগ
করে।
১৩ অয়ি যিরূশালেম-কন্যে, আমি কি বলিয়া
তোমার কাছে সাক্ষ্য দিব ? কিসের
সহিত তোমার উপমা দিব ?
অয়ি সিয়োন-কুমারি, আমি তোমার সান্ত্ব-
নার জন্য কিসের সহিত তোমার তুলনা
দিব ?

কেননা তোমার ভঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ,
তোমার চিকিৎসা করা কাহার সাধ্য ?

১৪ তোমার ভাববাদিগণ তোমার নিমিত্ত অলী-
কতার ও মূর্খতার দর্শন পাইয়াছে,
তাহারা তোমার বন্দি-দশা ফিরাইবার জন্য
তোমার অধর্ম্ম ব্যক্ত করে নাই,
কিন্তু তোমার নিমিত্ত অলীকতার ভাববাণী
সকল ও নির্ব্বাসনের বিষয় সকল দর্শন
করিয়াছে।

১৫ যে সকল লোক তোমার নিকট দিয়া
যায়, তাহারা তোমার দিকে হাততালি
দেয় ;
তাহারা শিশ দিয়া যিরূশালেম-কন্যার
দিকে মাথা নাড়িয়া বলে,
এ কি সেই নগর, যাহা 'পরম সৌন্দর্য্যের
স্থল' ও 'সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ-স্থল'
নামে আখ্যাত ছিল ? *

১৬ তোমার সমস্ত শত্রু তোমার বিরুদ্ধে মুখ
খুলিয়া হাঁ করিয়াছে,
তাহারা শিশ দিয়া দন্ত ঘর্ষণ করে, বলে,
আমরা তাহাকে গ্রাস করিলাম,
এ অবশ্য সেই দিন, যাহার আকাঙ্ক্ষা করি-
তাম ; আমরা পাইলাম, দেখিলাম।

১৭ সদাপ্রভু যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা
সিদ্ধ করিয়াছেন ; পুরাকালে যাহা
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই বাক্য পূর্ণ
করিয়াছেন,
তিনি নিপাত করিয়াছেন, দয়া করেন
নাই ;
তিনি শত্রুকে তোমার উপরে আনন্দ
করিতে দিয়াছেন, তোমার বিপক্ষদের
শৃঙ্গ উচ্চ করিয়াছেন।

১৮ লোকদের হৃদয় প্রভুর কাছে ক্রন্দন করি-
য়াছে ;
অহো সিয়োন-কন্যার প্রাচীর ! দিবারাত্র
অশ্রুধারা জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া
যাউক,
আপনাকে কিছু বিশ্রাম দিও না, তোমার
চক্ষুর তারাকে ক্ষান্ত হইতে দিও না।

১৯ উঠ, রাত্রিকালে প্রত্যেক প্রহরের আরম্ভে
বিলাপ কর,
প্রভুর সম্মুখে আপন হৃদয় জলের ন্যায়
ঢালিয়া দেও,
তাঁহার উদ্দেশে হস্ত উত্তোলন কর, তোমার
শিশুগণের প্রাণরক্ষার্থে, যাহারা প্রতি
পথের মস্তকে ক্ষুধায় মূর্চ্ছাপন্ন রহি-
য়াছে।

২০ দেখ, হে সদাপ্রভু, অবধান কর, তুমি
কাহার প্রতি এমন ব্যবহার করিয়াছ ?
স্ত্রীলোক কি আপন গর্ব্ভফল, যাহাদিগকে
হাতে করিয়া দোলাইয়াছে, সেই শিশু-
গুলি ভোজন করিবে ?
প্রভুর পবিত্র স্থানে কি যাজক ও ভাববাদী
নিহত হইবে ?

২১ বালক ও বৃদ্ধ পথে পথে ভূমিতে পড়িয়া
আছে,
আমার কুমারীগণ ও আমার যুবকগণ
খড়্গে পতিত হইয়াছে ;
তুমি আপন ক্রোধের দিনে তাহাদিগকে
বধ করিয়াছ ; তুমি হত্যা করিয়াছ,
দয়া কর নাই।

২২ তুমি চারিদিক্ হইতে আমার ত্রাস সকলকে
পর্ব্বদিনের ন্যায় আহ্বান করিয়াছ ;
সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে উত্তীর্ণ কি রক্ষা-
প্রাপ্ত কেহ রহিল না ;
আমি যাহাদিগকে দোলাইতাম ও ভরণ-
পোষণ করিতাম, আমার শত্রু তাহা-
দিগকে সংহার করিয়াছে।

* গীত ৫০ : ২। ৪৮ ; ২।

ভক্তের দুঃখ ও বিশ্বাস।

৩ আমি সেই ব্যক্তি, যে তাঁহার ক্রোধের দণ্ডঘটিত দুঃখ দেখিয়াছে।
২ আমাকে তিনি চালাইয়াছেন, আর গমন করাইয়াছেন অন্ধকারে, আলোকে নয়।
৩ সত্যই আমার বিরুদ্ধে তিনি আপন হস্ত ফিরান; সমস্ত দিন পুনঃপুনঃ ফিরান।

৪ তিনি আমার মাংস ও চর্ম্ম জীর্ণ করিয়াছেন; আমার অস্থি সকল ভগ্ন করিয়াছেন।
৫ তিনি আমাকে অবরোধ করিয়াছেন, এবং বিষ ও শ্রান্তি দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিয়াছেন;
৬ তিনি আমাকে অন্ধকারে বাস করাইয়াছেন, বহুকালের মৃতদের সদৃশ করিয়াছেন।

৭ তিনি আমার চারিদিকে বেড়া দিয়াছেন, আমি বাহির হইতে পারি না; তিনি আমার শৃঙ্খল ভারী করিয়াছেন।
৮ আমি যখন ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করি, তিনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।
৯ তিনি ক্ষোদিত প্রস্তর দ্বারা আমার পথ সকল রোধ করিয়াছেন, তিনি আমার মার্গ সকল বক্র করিয়াছেন।

১০ তিনি আমার পক্ষে লুক্কায়িত ভল্লুক বা অন্তরালে গুপ্ত সিংহস্বরূপ।
১১ তিনি আমার পথ বিপথ করিয়াছেন, আমাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন, অনাথ করিয়াছেন।
১২ তিনি আপন ধনুকে চাড়া দিয়া আমাকে বাণের লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন।

১৩ তিনি আপন তূণের বাণ আমার মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়াছেন।
১৪ আমি হইয়াছি স্বজাতীয় সকলের উপহাসের বিষয়, সমস্ত দিন তাহাদের গানের বিষয়।
১৫ তিনি আমাকে তিক্ততায় পূর্ণ করিয়াছেন, আমাকে নাগদানায় পূরিত করিয়াছেন।

১৬ তিনি কঙ্কর দ্বারা আমার দন্ত ভাঙ্গিয়াছেন, আমাকে ভস্মে আচ্ছাদন করিয়াছেন।
১৭ তুমি আমার প্রাণ শান্তি হইতে দূর করিয়াছ; আমি মঙ্গল ভুলিয়া গিয়াছি।
১৮ আমি কহিলাম, আমার বল ও সদাপ্রভুতে আমার প্রত্যাশা নষ্ট হইয়াছে।

১৯ স্মরণ কর আমার দুঃখ ও আমার দুর্দ্দশা নাগদানা ও বিষ।
২০ আমার প্রাণ নিত্য তাহা স্মরণে রাখিতেছে, আমার অন্তরে অবসন্ন হইতেছে।
২১ আমি পুনর্ব্বার ইহা মনে করি, তাই আমার প্রত্যাশা আছে।

২২ সদাপ্রভুর বিবিধ দয়ার গুণে আমরা নষ্ট হই নাই; কেননা তাঁহার বিবিধ করুণা শেষ হয় নাই।
২৩ নূতন নূতন করুণা প্রতি প্রভাতে! তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ।
২৪ আমার প্রাণ বলে, সদাপ্রভুই আমার অধিকার; এই জন্য আমি তাঁহাতে প্রত্যাশা করিব।

২৫ সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহার আকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে, তাঁহার অন্বেষী প্রাণের পক্ষে।
২৬ সদাপ্রভুর পরিত্রাণের প্রত্যাশা করা, নীরবে অপেক্ষা করা, ইহাই মঙ্গল।
২৭ যৌবনকালে যোঁয়ালি বহন করা মানুষের মঙ্গল।

২৮ সে একাকী বসুক, নীরব থাকুক, কারণ তিনি তাহার স্কন্ধে [যোঁয়ালি] রাখিয়াছেন।

২৯ সে ধূলাতে মুখ দিউক, তবে প্রত্যাশা হইলে হইতে পারে।
৩০ সে আপন প্রহারকের কাছে গাল পাতিয়া দিউক অপমানে পরিপূর্ণ হউক।
৩১ কেননা প্রভু চিরতরে পরিত্যাগ করিবেন না।
৩২ যদ্যপি মনস্তাপ দেন, তথাপি আপন প্রচুর দয়ানুসারে করুণা করিবেন।
৩৩ কেননা তিনি অন্তরের সহিত দুঃখ দেন না, মনুষ্য-সন্তানগণকে শোকার্ত্ত করেন না।
৩৪ লোকে যে পৃথিবীর বন্দি সকলকে পদতলে দলিত করে,
৩৫ পরাৎপরের সম্মুখে মনুষ্যের প্রতি অন্যায় করে,
৩৬ কাহারও বিবাদের অন্যায় নিষ্পত্তি করে, তাহা প্রভু দেখিতে পারেন না।
৩৭ প্রভু আজ্ঞা না করিলে কাহার বাক্য সিদ্ধ হইতে পারে?
৩৮ পরাৎপরের মুখ হইতে কি বিপদ ও সম্পদ দুই বাহির হয় না?
৩৯ জীবিত মনুষ্য কেন আক্ষেপ করে, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পাপের দণ্ডের জন্য?
৪০ আইস, আমরা আপন আপন পথের সন্ধান ও পরীক্ষা করি, এবং সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আসি;
৪১ আইস, হস্তযুগলের সহিত হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের দিকে উত্তোলন করি।
৪২ আমরা অধর্ম্ম ও বিদ্রোহাচরণ করিয়াছি; তুমি ক্ষমা কর নাই।
৪৩ তুমি ক্রোধে আচ্ছাদন* করিয়া আমাদিগকে তাড়না করিয়াছ, বধ করিয়াছ, দয়া কর নাই।

* (বা) [আপনাকে] ক্রোধে আচ্ছাদন।

৪৪ তুমি মেঘে আপনাকে আচ্ছাদন করিয়াছ, প্রার্থনা তাহা ভেদ করিতে পারে না।
৪৫ তুমি জাতিগণের মধ্যে আমাদিগকে জঞ্জাল ও আবর্জ্জনার ন্যায় করিয়াছ।
৪৬ আমাদের সমস্ত শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলিয়া হা করিয়াছে।
৪৭ ত্রাস ও খাত, উৎসন্নতা ও ভঙ্গ, আমাদের প্রতি উপস্থিত।
৪৮ আমার জাতিরূপ কন্যার ভঙ্গ প্রযুক্ত আমার চক্ষু হইতে জলধারা বহিতেছে।
৪৯ আমার চক্ষু অবিশ্রান্ত অশ্রুতে ভাসিতেছে, বিরাম পায় না,
৫০ যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে হেঁট হইয়া দৃষ্টিপাত না করেন।
৫১ আমার নগরীর সমস্ত কন্যার নিমিত্ত আমার চক্ষু আমার প্রাণকে আর্দ্র করে।
৫২ অকারণে যাহারা আমার শত্রু, তাহারা আমাকে পক্ষীর ন্যায় শিকার করিয়াছে।
৫৩ তাহারা আমার জীবন কূপে সংহার করিয়াছে, এবং আমার উপরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছে।
৫৪ আমার মস্তকের উপর দিয়া জল বহিল; আমি কহিলাম, আমি উচ্ছিন্ন হইয়াছি।
৫৫ হে সদাপ্রভু, আমি অধোলোকস্থ কূপের মধ্য হইতে তোমার নাম ডাকিয়াছি।
৫৬ তুমি আমার রব শুনিয়াছ; আমার নিঃশ্বাস, আমার আর্ত্তনাদ হইতে কর্ণ লুকাইও না।
৫৭ যে দিন আমি তোমাকে ডাকিয়াছি, সেই দিন তুমি নিকটে আসিয়াছ, বলিয়াছ, ভয় করিও না।
৫৮ হে প্রভু, তুমি আমার প্রাণের বিবাদ সকল নিষ্পত্তি করিয়াছ; আমার জীবন মুক্ত করিয়াছ।

৫৯ হে সদাপ্রভু, তুমি আমার প্রতি কৃত উপদ্রব দেখিয়াছ, আমার বিচার নিষ্পত্তি কর।
৬০ উহাদের সমস্ত প্রতিশোধ ও আমার বিরুদ্ধে কৃত সমস্ত সঙ্কল্প তুমি দেখিয়াছ।
৬১ হে সদাপ্রভু, তুমি উহাদের টিটকারি ও আমার বিরুদ্ধে কৃত উহাদের সমস্ত সঙ্কল্প শুনিয়াছ ;
৬২ আমার প্রতিরোধীদের মুখের বচন ও আমার বিরুদ্ধে সমস্ত দিন তাহাদের ভণভণানি শুনিয়াছ।
৬৩ তাহাদের উপবেশন ও উত্থান নিরীক্ষণ কর, আমি তাহাদের গীতস্বরূপ।
৬৪ হে সদাপ্রভু, তুমি তাহাদের হস্তকৃত কর্ম্মানুযায়ী প্রতিফল তাহাদিগকে দিবে।
৬৫ তুমি তাহাদিগকে চিত্তের জড়তা দিবে, তোমার অভিশাপ তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে।
৬৬ তুমি তাহাদিগকে ক্রোধে তাড়না করিবে, ও সদাপ্রভুর স্বর্গের নীচে হইতে উচ্ছিন্ন করিবে।

সর্ব্বশ্রেণীস্থ যিহূদীদের দুঃখ।

৪ হায়, সুবর্ণ কেমন মলিন হইয়াছে! বিমল কাঞ্চন কেমন বিকৃত হইয়াছে! ধর্ম্মধামের প্রস্তরগুলি প্রতি পথের মস্তকে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।
২ হায়, বহুমূল্য সিয়োন-পুত্রগণ, যাহারা নির্ম্মল কাঞ্চনের তুল্য, তাহারা মৃন্ময় ভাণ্ডের ন্যায়, কুম্ভকারের হস্তকৃত বস্তুর ন্যায় গণিত হইয়াছে!
৩ শৃগালীরাও স্তন দেয়, আপন আপন শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করায় ; আমার জাতিরূপ কন্যা নিষ্ঠুরা হইয়াছে, প্রান্তরস্থ উষ্ট্রপক্ষীদের ন্যায়।
৪ স্তন্যপায়ী শিশুর জিহ্বা পিপাসায় তালুতে সংলগ্ন হইয়াছে ; বালকবালিকারা রুটী চাহিতেছে, কেহ তাহাদিগকে বাঁটিয়া দেয় না।
৫ যাহারা উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিত, তাহারা অনাথ হইয়া পথে পথে রহিয়াছে ; যাহাদিগকে সিন্দুরবর্ণ বস্ত্র পরাইয়া লালন পালন করা যাইত, তাহারা সারের ঢিবী আলিঙ্গন করিতেছে।
৬ বাস্তবিক আমার জাতিরূপ কন্যার অপরাধ * সেই সদোমের পাপ * হইতেও অধিক, যাহা এক নিমিষে উৎপাটিত হইয়াছিল, অথচ তাহার উপরে মানুষের হাত পড়ে নাই।
৭ তাহার অধ্যক্ষগণ হিম অপেক্ষা নির্ম্মল, দুগ্ধ অপেক্ষা শুভ্রবর্ণ ছিলেন ; প্রবাল অপেক্ষা রক্তবর্ণ অঙ্গ তাঁহাদের ছিল ; নীলকান্তমণির ন্যায় কান্তি তাঁহাদের ছিল ;
৮ তাঁহাদের মুখ কালি হইতেও কাল হইয়া পড়িয়াছে ; পথে তাঁহাদিগকে চেনা যায় না ; তাঁহাদের চর্ম্ম অস্থিতে সংলগ্ন হইয়াছে ; তাহা কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়াছে।
৯ ক্ষুধাতে নিহত লোক অপেক্ষা বরং খড়্গে নিহত লোক ধন্য, কেননা ইহারা ক্ষেত্রের শস্যের অভাবে যেন শূলে বিদ্ধ হইয়া ক্ষয় পাইতেছে।
১০ স্নেহময়ী স্ত্রীগণের হস্ত আপন আপন শিশু রন্ধন করিয়াছে ; আমার জাতিরূপ কন্যার ভঙ্গপ্রযুক্ত ইহারা তাহাদের খাদ্যদ্রব্য হইয়াছে।

* (বা) অপরাধের দণ্ড..পাপের দণ্ড।

১১ সদাপ্রভু আপন ক্রোধ সম্পন্ন করিয়াছেন, আপন প্রচণ্ড কোপ ঢালিয়া দিয়াছেন ;
তিনি সিয়োনে অগ্নি জ্বালাইয়াছেন, তাহা তাহার ভিত্তিমূল গ্রাস করিয়াছে।
১২ পৃথিবীর রাজগণ, জগন্নিবাসী সমস্ত লোক, বিশ্বাস করিত না
যে, যিরূশালেমের দ্বারে কোন বিপক্ষ কি শত্রু প্রবেশ করিতে পারিবে।
১৩ ইহার কারণ তাহার ভাববাদিগণের পাপ ও তাহার যাজকগণের অপরাধ ;
কেননা তাহারা তাহার মধ্যে ধার্ম্মিক-গণের রক্তপাত করিত।
১৪ তাহারা অন্ধগণের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, রক্তে কলুষিত হইয়াছে,
লোকেরা তাহাদের বস্ত্র স্পর্শ করিতে পারে না।
১৫ লোকে তাহাদিগকে চেঁচাইয়া বলিয়াছে, তোমরা পথ ছাড় ; অশুচি, পথ ছাড়, পথ ছাড়, স্পর্শ করিও না ;
তাহারা পলায়ন করিয়াছে, ঘুরিয়া বেড়াই-য়াছে ; জাতিগণের মধ্যে লোকে বলিয়াছে, উহারা এই স্থানে আর প্রবাস করিতে পারিবে না।
১৬ সদাপ্রভুর মুখ তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করি-য়াছে, তিনি তাহাদিগকে আর দেখিতে পারেন না ;
লোকে যাজকগণের মুখাপেক্ষা করে নাই, প্রাচীনগণের প্রতি কৃপা করে নাই।

১৭ এখনও আমাদের চক্ষু ক্ষীণ হইয়া পড়ি-তেছে, মিথ্যা সাহায্যের প্রত্যাশায় ;
আমরা অপেক্ষা করিতে করিতে এমন জাতির অপেক্ষায় রহিয়াছি, যে রক্ষা করিতে পারে না।
১৮ [শত্রুগণ] আমাদের পাদবিক্ষেপের অনু-সরণ করে, আমরা স্ব স্ব পথে বেড়া-ইতে পারি না ;
আমাদের শেষকাল নিকটবর্ত্তী, আমাদের আয়ু সম্পূর্ণ হইল, হাঁ, আমাদের শেষকাল উপস্থিত।
১৯ আমাদের তাড়নাকারিগণ আকাশের ঈগল পক্ষী অপেক্ষা বেগগামী ছিল ;
তাহারা পর্ব্বতের উপরে আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িত, প্রান্তরে আমাদের জন্য ঘাঁটি বসাইত।
২০ যিনি আমাদের নাসিকায় বায়ুস্বরূপ, সদা-প্রভুর অভিষিক্ত, তিনি তাহাদের গর্ত্তে ধৃত হইলেন,
যাঁহার বিষয়ে বলিয়াছিলাম, আমরা তাঁহার ছায়ায় জাতিগণের মধ্যে জীবন যাপন করিব।

২১ হে ঊষদেশ-নিবাসিনি ইদোম-কন্যে, তুমি আনন্দ কর ও পুলকিতা হও।
তোমার নিকটেও সেই পানপাত্র আসিবে, তুমি মত্তা হইবে, উলঙ্গিনী হইবে।
২২ সিয়োন-কন্যা, তোমার অপরাধ * শেষ হইল ;
তিনি তোমাকে আর বন্দি-দশায় ফেলি-বেন না ;
হে ইদোম-কন্যে, তিনি তোমার অপ-রাধের প্রতিফল দিবেন, তোমার পাপ অনাবৃত করিবেন।

পাপহেতু শাস্তি ও ক্ষমাজন্য প্রার্থনা।

৫ হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রতি যাহা ঘটিয়াছে, স্মরণ কর,
দৃষ্টিপাত কর, আমাদের অপমান দেখ।

* (বা) অপরাধের দণ্ড।

২ আমাদের অধিকার বিদেশীদের হস্তে,
আমাদের বাটী সকল বিজাতীয়দের হস্তে গিয়াছে।
৩ আমরা অনাথ ও পিতৃহীন,
আমাদের মাতারা বিধবাদের ন্যায় হইয়াছেন।
৪ আমাদের জল আমরা রৌপ্য দিয়া পান করিয়াছি,
আমাদের কাষ্ঠ মূল্য দিয়া কিনিতে হয়।
৫ লোকে ঘাড় ধরিয়া আমাদিগকে তাড়না করে,
আমরা পরিশ্রান্ত, কিছুই বিশ্রাম পাই না।
৬ আমরা মিস্রীয়দের কাছে করযোড় করিয়াছি,
অশূরীয়দের কাছেও করিয়াছি, খাদ্যে তৃপ্ত হইবার জন্য।
৭ আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাপ করিয়াছেন, এখন তাঁহারা নাই,
আমরাই তাঁহাদের অপরাধ বহন করিয়াছি।
৮ আমাদের উপরে দাসেরা কর্তৃত্ব করে,
তাহাদের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করে, এমন কেহ নাই।
৯ প্রাণসংশয়ে আমারা খাদ্য আহরণ করি,
প্রান্তরে স্থিত খড়্গ প্রযুক্ত।
১০ আমাদের চর্ম্ম তুন্দুরের ন্যায় জ্বলে,
দুর্ভিক্ষের জ্বলন্ত তাপ প্রযুক্ত।
১১ সিয়োনে রমণীগণ ভ্রষ্টা হইল,
যিহূদার নগর-সমূহে কুমারীরা ভ্রষ্টা হইল।
১২ অধ্যক্ষগণের হাত বাঁধিয়া ফাঁসি দেওয়া গেল,
প্রাচীন লোকদের মুখ সমাদৃত হইল না।
১৩ যুবকগণকে যাঁতা বহিতে হইল,
শিশুরা কাষ্ঠভারে উছোট খাইল।
১৪ প্রাচীনেরা পুরদ্বারে উপবেশনে নিবৃত্ত,
যুবকগণ বাদ্য বাদনে নিবৃত্ত হইয়াছে;
১৫ আমাদের চিত্তের আনন্দ লুপ্ত হইয়াছে,
আমাদের নৃত্য শোকে পরিণত হইয়াছে।
১৬ আমাদের মস্তক হইতে মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে,
ধিক্ আমাদিগকে! কেননা আমরা পাপ করিয়াছি।
১৭ এই জন্য আমাদের অন্তঃকরণ মূর্চ্ছিত হইয়াছে,
এই সমস্ত কারণে আমাদের চক্ষু নিস্তেজ হইয়াছে।
১৮ কেননা সিয়োন পর্ব্বত উচ্ছিন্ন স্থান হইয়াছে,
শৃগালগণ তদুপরি যাতায়াত করে।

১৯ হে সদাপ্রভু, তুমি অনন্তকাল সমাসীন;
তোমার সিংহাসন পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
২০ কেন চিরতরে আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবে?
কেন এত দিন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া থাকিবে?
২১ হে সদাপ্রভু, তোমার প্রতি আমাদিগকে ফিরাও তাহাতে আমরা ফিরিব;
পূর্ব্বকালের সদৃশ নূতন সময় আমাদিগকে দেও।
২২ কিন্তু তুমি আমাদিগকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছ,
আমাদের প্রতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছ।

যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক

যিহিষ্কেলের দৃষ্ট দর্শন ও ভাববাদি-পদে প্রতিষ্ঠা।

১ ত্রিংশ বৎসরের চতুর্থ মাসে, মাসের পঞ্চম দিবসে, যখন আমি কবার নদী-তীরে নির্ব্বাসিত লোকদের মধ্যে ছিলাম, তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল, আর আমি ঈশ্বরীয় ২ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। রাজা যিহোয়াখীনের নির্ব্বাসনের পঞ্চম বৎসরের ঐ মাসের পঞ্চম দিনে কল্‌দীয়দের দেশে ৩ কবার নদীতীরে বুষির পুত্র যিহিষ্কেল যাজকের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে সদাপ্রভু তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিলেন।

৪ আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, উত্তর-দিক্ হইতে ঘূর্ণ্যবায়ু, বৃহৎ মেঘ ও জাজ্বল্য-মান অগ্নি আসিল, এবং তাহার চারি-দিকে তেজ ও তাহার মধ্যস্থানে অগ্নির মধ্যবর্ত্তী প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় প্রভা ছিল। ৫ আর তাহার মধ্য হইতে চারি প্রাণীর মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। তাহাদের আকৃতি এই; ৬ তাহাদের রূপ মনুষ্যবৎ। আর প্রত্যে-কের চারি চারি মুখ ও চারি চারি পক্ষ। ৭ তাহাদের চরণ সোজা, পদতল গোবৎসের পদতলের ন্যায়, এবং তাহারা পরিষ্কৃত পিত্তলের তেজের ন্যায় চাকচিক্যশালী। ৮ তাহাদের চারি পার্শ্বে পক্ষের নীচে মানু-ষের হস্ত ছিল; চারি প্রাণীরই এইরূপ ৯ মুখ ও পক্ষ ছিল; তাহাদের পক্ষ পর-স্পর সংযুক্ত; গমনকালে তাহারা ফিরিত না, প্রত্যেকে সম্মুখ দিকে গমন করিত। ১০ তাহাদের মুখের আকৃতি এই; তাহাদের মানুষের মুখ ছিল, আর দক্ষিণদিকে চারিটীর সিংহের মুখ, এবং বামদিকে চারিটীর গোরুর মুখ, আবার চারিটীর ১১ ঈগল পক্ষীর মুখ ছিল। উপরিভাগে তাহাদের মুখ ও পক্ষ বিভিন্ন ছিল, এক একটীর দুই দুই পক্ষ পরস্পর যোড়া ছিল, এবং আর দুই দুই পক্ষে গাত্র ১২ আচ্ছাদিত ছিল। আর তাহারা প্রত্যেকে সম্মুখ দিকে গমন করিত; যে দিকে যাইতে আত্মার ইচ্ছা হইত, তাহারা সেই দিকে গমন করিত; গমনকালে ১৩ ফিরিত না। এই আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী-দের আভা প্রজ্বলিত অঙ্গার ও মশালের আভার সদৃশ; [সেই অগ্নি] ঐ প্রাণী-দের মধ্যে গমনাগমন করিত, সেই অগ্নি তেজোময়, ও সেই অগ্নি হইতে বিদ্যুৎ ১৪ নির্গত হইত। আর ঐ প্রাণিগণের দ্রুত যাতায়াত বিদ্যুল্লতার আভার সদৃশ।

১৫ আমি যখন ঐ প্রাণীদিগকে অব-লোকন করিলাম, দেখ, ভূতলে ঐ প্রাণী-দের পার্শ্বে চারি মুখের এক একটীর জন্য ১৬ এক এক চক্র ছিল। চারি চক্রের আভা ও রচনা বৈদূর্য্যমণির প্রভার ন্যায়; চারিটীর রূপ একই, এবং তাহা-দের আভা ও রচনা চক্রের মধ্যস্থিত ১৭ চক্রের ন্যায় ছিল। গমনকালে ঐ চারি চক্র চারি পার্শ্বে গমন করিত, গমনকালে ১৮ ফিরিত না। তাহাদের নেমি উচ্চ ও ভয়ঙ্কর, এবং সেই চারিটী নেমির চারি-১৯ দিক্ চক্ষুতে পরিপূর্ণ ছিল। আর প্রাণি-গণের গমনকালে তাহাদের পার্শ্বে ঐ

চক্রগুলিও গমন করিত; এবং প্রাণি-গণের ভূতল হইতে উত্থাপিত হইবার
২০ সময়ে চক্রগুলিও উত্থাপিত হইত। যে কোন স্থানে আত্মার ইচ্ছা হইত, সেই স্থানে তাহারা যাইত; সেই দিকেই আত্মার যাইবার ইচ্ছা হইত; আর তাহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে চক্রগুলিও উঠিত, কেননা সেই প্রাণীর আত্মা ঐ চক্রগণে
২১ ছিল। উহারা যখন চলিত, ইহারাও তখন চলিত; এবং উহারা যখন স্থগিত হইত, ইহারাও তখন স্থগিত হইত; আর উহারা যখন ভূতল হইতে উত্থাপিত হইত, চক্রগুলিও তখন পার্শ্বে পার্শ্বে উত্থা-পিত হইত, কেননা সেই প্রাণীর আত্মা ঐ সকল চক্রে ছিল।

২২ আর সেই প্রাণীর মস্তকের উপরে এক বিতানের আকৃতি ছিল, তাহা ভয়ঙ্কর স্ফটিকের আভার ন্যায় তাহাদের মস্তকের
২৩ উপরে বিস্তারিত ছিল। সেই বিতানের নীচে তাহাদের পক্ষ সকল পরস্পরের দিকে ঋজুভাবে প্রসারিত ছিল, প্রত্যেক প্রাণীর এ দিকে দুই, ও দিকে দুই পক্ষ ছিল, সেগুলি তাহাদের গাত্র আচ্ছাদন
২৪ করিয়াছিল। আর তাহাদের গমন কালে আমি তাহাদের পক্ষ সকলের ধ্বনিও শুনিলাম, তাহা মহাজলরাশির কল্লোলের ন্যায়, সর্ব্বশক্তিমানের রবের ন্যায়, সৈন্য-সামন্তের ধ্বনির ন্যায় তুমুল ধ্বনি। দণ্ডায়মান হইবার সময় তাহারা আপন
২৫ আপন পক্ষ শিথিল করিত। তাহাদের মস্তকের উপরিস্থ বিতানের ঊর্দ্ধে এক রব হইতেছিল; দণ্ডায়মান হইবার সময়ে তাহারা আপন আপন পক্ষ শিথিল করিত।

২৬ আর তাহাদের মস্তকের উপরিস্থ বিতা-নের ঊর্দ্ধে এক সিংহাসনের, নীলকান্ত-মণিবৎ আভাবিশিষ্ট এক সিংহাসনের মূর্ত্তি ছিল; সেই সিংহাসন-মূর্ত্তির উপরে মনুষ্যের আকৃতিবৎ এক মূর্ত্তি ছিল,
২৭ তাহা তাহার ঊর্দ্ধে ছিল। তাঁহার কটির আকৃতি অবধি উপরের দিকে আমি প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় আভা দেখিলাম; অগ্নির আভা যেন তাহার মধ্যে চারি-দিকে ছিল; এবং তাঁহার কটির আকৃতি অবধি নীচের দিকে অগ্নিবৎ আভা দেখিলাম, এবং তাঁহার চারিদিকে তেজ
২৮ ছিল। বৃষ্টির দিনে মেঘে উৎপন্ন ধনুকের যেমন আভা, তাঁহার চারিদিকের তেজের আভা সেইরূপ ছিল। ইহা সদাপ্রভুর প্রতাপের মূর্ত্তির আভা। আমি তাহা দেখিবামাত্র উপুড় হইয়া পড়িলাম, এবং বাক্যবাদী এক ব্যক্তির রব শুনিতে পাইলাম।

২ তিনি আমাকে বলিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান তুমি পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও; আমি তোমার সহিত আলাপ করিব।
২ যে সময়ে তিনি আমার সহিত কথা কহিলেন, তখন আত্মা আমাতে প্রবেশ করিয়া আমাকে পায়ে ভর দেওয়াইয়া দাঁড় করাইলেন; তাহাতে যিনি আমার সহিত কথা কহিলেন, তাঁহার বাক্য আমি
৩ শুনিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, আমি ইস্রায়েল-সন্তান-দের কাছে, বিদ্রোহী জাতিগণের কাছে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি; তাহারা আমার বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা ও তাহাদের পিতৃপুরুষেরা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিতেছে, অদ্যকার
৪ দিন পর্য্যন্তও করিতেছে। সেই সন্তান-গণ দৃঢ়মুখ ও কঠিনচিত্ত, আমি তাহাদের নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি;

তুমি তাহাদিগকে বলিও, প্রভু সদাপ্রভু ৫ এই কথা কহেন। আর তাহারা শুনুক বা না শুনুক—তাহারা ত বিদ্রোহী-কুল—তথাপি জানিতে পাইবে, তাহাদের মধ্যে এক জন ভাববাদী উপস্থিত হইল। ৬ হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি তাহাদের হইতে ভীত হইও না, তাহাদের বাক্য হইতেও ভীত হইও না; শ্যাকুল ও কণ্টক তোমার নিকটে আছে বটে, এবং তুমি বৃশ্চিকের মধ্যে বাস করিতেছ, তথাপি তাহাদের বাক্যে ভয় করিও না, ও তাহাদের মুখ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইও না, ৭ তাহারা ত বিদ্রোহীকুল। তুমি তাহাদের কাছে আমার বাক্য সকল বলিও, তাহারা শুনুক বা না শুনুক; তাহারা ত অত্যন্ত বিদ্রোহী।

৮ হে মনুষ্য-সন্তান, আমি তোমাকে যাহা বলি, তুমি শুন; তুমি সেই বিদ্রোহী-কুলের ন্যায় বিদ্রোহী হইও না; তোমার মুখ খুল, আমি তোমাকে যাহা দিই, ৯ তাহা ভোজন কর। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, একখানি হস্ত আমার প্রতি প্রসারিত হইল, আর দেখ, তাহার মধ্যে একখানি জড়ান পুস্তক ১০ ছিল। তিনি আমার সম্মুখে তাহা বিস্তার করিলেন, সেই পুস্তকখানির ভিতরে বাহিরে লেখা, আর বিলাপ, খেদোক্তি ও সন্তাপের কথা তাহাতে লেখা ছিল।

৩ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, তোমার কাছে যাহা উপস্থিত, তাহা ভোজন কর, এই পুস্তকখানি ভোজন কর, এবং ইস্রায়েল-কুলের নিকটে গিয়া তাহাদের সহিত কথা বল। ২ তখন আমি মুখ খুলিলাম, আর তিনি আমাকে সেই পুস্তক ভোজন করাইলেন; ৩ আর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, আমি তোমাকে যে পুস্তক দিলাম, উহা জঠরে গ্রহণ করিয়া উদর পরিপূর্ণ কর। তখন আমি তাহা ভোজন করিলাম; আর তাহা আমার মুখে মধুর ন্যায় মিস্ট লাগিল।

৪ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি যাও, ইস্রায়েল-কুলের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে আমার বাক্য ৫ সকল বল। কারণ তুমি গভীর-বাক্ ও কঠিন ভাষাবাদী কোন জাতির কাছে প্রেরিত নও, কিন্তু ইস্রায়েল-কুলের ৬ নিকটে প্রেরিত হইতেছ। যাহাদের কথা তোমার বোধের অগম্য, এমন গভীর-বাক্ ও কঠিন ভাষাবাদী অনেক জাতির কাছে তুমি প্রেরিত নও; আমি তাহাদের নিকটে তোমাকে পাঠাইলে তাহারা তোমার কথা অবশ্য শুনিত। ৭ কিন্তু ইস্রায়েল-কুল তোমার কথা শুনিতে সম্মত হইবে না, যেহেতু তাহারা আমার কথা শুনিতে সম্মত নয়; কারণ ইস্রায়েল-কুল সকলেই দৃঢ়-কপাল ও কঠিনচিত্ত। ৮ দেখ, আমি তাহাদের মুখের প্রতিকূলে তোমার মুখ, এবং তাহাদের কপালের প্রতিকূলে তোমার কপাল দৃঢ় করিলাম। ৯ যে হীরক চক্‌মকি পাথর হইতেও দৃঢ়, তাহার ন্যায় আমি তোমার কপাল দৃঢ় করিলাম; যদ্যপি তাহারা বিদ্রোহীকুল, তথাপি তাহাদিগকে ভয় করিও না, ও তাহাদের মুখ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইও না। ১০ আরও তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান আমি তোমাকে যাহা যাহা বলি, সেই সমস্ত বাক্য তুমি অন্তঃকরণে গ্রহণ ১১ কর, কর্ণ দিয়া শুন। আর যাও, ঐ

নির্ব্বাসিত লোকদের, তোমার স্বজাতি-সন্তানদের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল; তাহারা শুনুক বা না শুনুক, তথাপি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

১২ পরে আত্মা আমাকে তুলিয়া লইলেন, এবং আমি আমার পশ্চাৎ দিকে এই বাক্য মহানির্ঘোষের শব্দের ন্যায় তাঁহার স্থান হইতে শুনিলাম, 'ধন্য সদাপ্রভুর ১৩ প্রতাপ'। আর ঐ প্রাণীদের পরস্পরের পক্ষসমাঘাতের শব্দ, তাহাদের পার্শ্বে চক্রের শব্দ, এই মহানির্ঘোষের শব্দ ১৪ শুনিলাম। আর আত্মা আমাকে তুলিয়া লইয়া গেলে আমি মনস্তাপে দুঃখিত হইয়া গমন করিলাম; আর সদাপ্রভুর ১৫ হস্ত আমার উপরে বলবৎ ছিল। আমি টেল্-আবীবস্থ নির্ব্বাসিত লোকদের, কবার নদীতীরবাসীদিগের কাছে আসিলাম, এবং তাহারা যে স্থানে বাস করিত, সেই স্থানে সাত দিন স্তব্ধ থাকিয়া তাহাদের মধ্যে বসিয়া রহিলাম।

১৬ সাত দিন গত হইলে পর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ১৭ হে মনুষ্য-সন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েল-কুলের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলাম; তুমি আমার মুখে কথা শুনিবে, এবং আমার নামে তাহাদিগকে চেতনা দিবে। ১৮ যখন আমি দুষ্ট লোককে বলি, তুমি মরিবেই মরিবে, তখন তুমি যদি তাহাকে চেতনা না দেও, এবং তাহার প্রাণরক্ষার্থে চেতনা দিবার জন্য সেই দুষ্ট লোককে তাহার কুপথের বিষয় কিছু না বল, তবে সেই দুষ্ট লোক নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু তাহার রক্তের প্রতিশোধ আমি ১৯ তোমার হস্ত হইতে লইব। কিন্তু তুমি দুষ্টকে চেতনা দিলে সে যদি আপন দুষ্টতা ও কুপথ হইতে না ফিরে, তবে সে নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু তুমি ২০ আপন প্রাণ রক্ষা করিলে। আবার, কোন ধার্ম্মিক লোক যদি আপন ধার্ম্মিকতা হইতে ফিরিয়া অন্যায় করে, আর আমি তাহার সম্মুখে বিঘ্ন রাখি, তবে সে মরিবে; তুমি তাহাকে চেতনা না দিলে সে নিজ পাপে মরিবে, এবং তাহার কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম সকল আর স্মরণে আসিবে না; কিন্তু আমি তোমার হস্ত হইতে তাহার রক্তের ২১ প্রতিশোধ লইব। আর তুমি ধার্ম্মিক লোককে পাপ না করিতে চেতনা দিলে সে যদি পাপ না করে, তবে সচেতন হওয়াতে সে অবশ্য বাঁচিবে; আর তুমিও আপন প্রাণ রক্ষা করিলে।

যিরূশালেমের ভাবী ক্লেশ।

২২ পরে সেই স্থানে সদাপ্রভু আমার উপরে হস্তার্পণ করিলেন, আর তিনি কহিলেন, উঠ, বাহির হইয়া সমস্থলীতে যাও, আমি সেখানে তোমার সহিত কথা ২৩ বলিব। তাহাতে আমি উঠিয়া সমস্থলীতে গমন করিলাম, আর দেখ, সে স্থানে সদাপ্রভুর সেই প্রতাপ দণ্ডায়মান, কবার নদীতীরে যে প্রতাপ দেখিয়াছিলাম; তখন ২৪ আমি উপুড় হইয়া পড়িলাম। পরে আত্মা আমাতে প্রবেশ করিয়া আমাকে পায়ে ভর দেওয়াইয়া দাঁড় করাইলেন; আর তিনি আমার সঙ্গে কথা বলিয়া আমাকে কহিলেন, যাও, তুমি আপন গৃহের দ্বার ২৫ রুদ্ধ করিয়া ভিতরে থাক। কিন্তু হে মনুষ্য-সন্তান, দেখ, লোকেরা রজ্জু দিয়া তোমাকে বাঁধিবে, তাহাতে তুমি বাহিরে ২৬ তাহাদের মধ্যে যাইতে পারিবে না। আর

আমিও তোমার জিহ্বা মুখের তালুতে সংলগ্ন করিব, তাহাতে তুমি বোবা হইবে, তাহাদের কাছে দোষবক্তা হইবে না, ২৭ কেননা তাহারা বিদ্রোহীকুল। কিন্তু যখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি, তখন তোমার মুখ খুলিয়া দিব, তাহাতে তুমি তাহাদিগকে এই কথা কহিবে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন; যে শুনে সে শুনুক, যে না শুনে সে না শুনুক; কেননা তাহারা বিদ্রোহীকুল।

৪ আর হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি একখানি ইষ্টক লইয়া তোমার সম্মুখে রাখ, ও তাহার উপরে এক নগরের অর্থাৎ যিরূ-২ শালেমের ছবি আঁক। আর তাহা সৈন্যে বেষ্টিত কর, তাহার বিরুদ্ধে গড় গাঁথ, তাহার বিপরীতে জাঙ্গাল বাঁধ, স্থানে স্থানে তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর, ও তাহার বিরুদ্ধে চারিদিকে প্রাচীর-ভেদক ৩ যন্ত্র স্থাপন কর। আর একখানা লোহার তাওয়া লইয়া তোমার ও নগরের মধ্যস্থলে লৌহ-প্রাচীরের ন্যায় তাহা স্থাপন কর, এবং তোমার মুখ তাহার দিকে রাখ, তাহাতে তাহা অবরুদ্ধ হইবে, ও তুমি তাহা অবরোধ করিয়া থাকিবে। ইস্রায়েল-কুলের জন্য ইহা চিহ্নস্বরূপ হইবে।

৪ পরে তুমি বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া ইস্রায়েল-কুলের অপরাধ তাহার উপরে রাখ; যতদিন তুমি তাহাতে শয়ন করিবে, ততদিন তাহাদের অপরাধ বহন ৫ করিবে। আমি তাহাদের অপরাধ-বৎসরের সংখ্যা তোমার জন্য দিনের সংখ্যা, অর্থাৎ তিনশত * নব্বই দিন রাখিলাম; এইরূপে তুমি ইস্রায়েল-কুলের অপরাধ ৬ বহন করিবে। সেই সকল সমাপ্ত করিলে পর তুমি আপন দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে, এবং যিহূদা-কুলের অপরাধ বহন করিবে; আমি চল্লিশ দিন, এক এক বৎসরের নিমিত্ত এক এক দিন, তোমার জন্য ৭ রাখিলাম। আর তুমি আপন মুখ যিরূশালেমের অবরোধের দিকে রাখিবে, আপন বাহু অনাবৃত করিবে, ও তাহার ৮ বিরুদ্ধে ভাববাণী বলিবে। আর দেখ, আমি রজ্জু দিয়া তোমাকে বদ্ধ করিব, তাহাতে তুমি যাবৎ তোমার অবরোধের দিন সমাপ্ত না করিবে, তাবৎ এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে ফিরিবে না।

৯ আর তুমি আপনার কাছে গোম, যব, মাষ, মসুরি, কঙ্গু ও জনরা, লইয়া সকলই এক পাত্রে রাখ, এবং তাহা দ্বারা রুটী প্রস্তুত কর; যতদিন পার্শ্বে শয়ন করিবে, ততদিন, অর্থাৎ তিনশত * নব্বই দিন, ১০ তাহা ভোজন করিও। তোমরা খাদ্য পরিমাণপূর্ব্বক, অর্থাৎ দিন দিন বিংশতি তোলা করিয়া ভোজন করিতে হইবে; তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহা ভোজন ১১ করিবে। আর জলও পরিমাণপূর্ব্বক, অর্থাৎ হিনের ষষ্ঠাংশ করিয়া পান করিতে হইবে; তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহা ১২ পান করিবে। আর ঐ খাদ্যদ্রব্য যবের পিষ্টকের ন্যায় করিয়া ভোজন করিবে, এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষ্ঠা ১৩ দিয়া তাহা পাক করিবে। আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে যে জাতিগণের মধ্যে দূর করিয়া দিব, তাহাদের মধ্যে তাহারা সেই প্রকারে ১৪ আপন আপন অশুচি রুটী খাইবে। তখন আমি কহিলাম, আহা, প্রভু সদাপ্রভু, দেখ, আমার প্রাণ অশুচি হয় নাই;

* (বা) একশত।

* (বা) একশত।

আমি বাল্যকাল অবধি অদ্য পর্যন্ত স্বয়ং মৃত কিম্বা পশু দ্বারা বিদীর্ণ কিছুই খাই নাই, ঘৃণার্হ মাংস কখনও আমার মুখে ১৫ প্রবিষ্ট হয় নাই। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্ত্তে তোমাকে গোময় দিলাম, তুমি তাহা দিয়া আপন রুটী পাক করিবে। ১৬ আর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, দেখ, আমি যিরূশালেমে অন্নরূপ যষ্টি ভগ্ন করিব, তাহাতে তাহারা পরিমাণপূর্ব্বক ভাবনা সহকারে অন্ন ভোজন করিবে, পরিমাণপূর্ব্বক ও বিস্ময় সহকারে ১৭ জলপান করিবে; যেন তাহারা অন্নের ও জলের অভাবে পরস্পর বিস্ময়াপন্ন ও আপন আপন অপরাধে ক্ষীণ হয়।

৫ আর, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি একখানা তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া অর্থাৎ নাপিতের ক্ষুর লইয়া, আপন মস্তক ও দাড়ি ক্ষৌরি করিবে; পরে নিক্তি লইয়া সেই কেশ ২ সকল ভাগ ভাগ করিবে। পরে নগরের অবরোধ কাল সাঙ্গ হইলে তাহার তৃতীয়াংশ নগরের মধ্যে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, এবং তৃতীয়াংশ লইয়া নগরের চারিদিকে খড়্গ দ্বারা কাটাকুটি করিবে, অপর তৃতীয়াংশ বায়ুতে উড়াইয়া দিবে, পরে আমি তাহাদের পশ্চাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিব। ৩ আবার তুমি তাহার অল্পসংখ্যক কেশ লইয়া আপন বস্ত্রের অঞ্চলে বাঁধিয়া ৪ রাখিবে। পরে তাহারও কিছু লইয়া অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, তাহা হইতেই অগ্নি নির্গত হইয়া সমস্ত ইস্রায়েল-কুলে লাগিবে।

৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এ যিরূশালেম; আমি ইহাকে জাতিগণের মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, এবং ইহার চারি- ৬ দিকে নানা দেশ রহিয়াছে; কিন্তু সে দুষ্কার্য্য করিবার জন্য ঐ জাতিগণ অপেক্ষা আমার শাসনকলাপের, ও আপনার চারিদিকের দেশের লোক অপেক্ষা আমার বিধিকলাপের বিদ্রোহী হইয়াছে; কারণ ইহারা অমার শাসনকলাপ অগ্রাহ্য করিয়াছে, এবং আমার বিধিপথে চলে নাই। ৭ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা চারিদিকের জাতিগণ হইতে অধিক গণ্ডগোল করিয়াছ, আমার বিধিপথে গমন কর নাই, আমার শাসনকলাপ পালন কর নাই, এবং তোমাদের চারিদিকের জাতিগণের শাসনানুসারেও ৮ চল নাই। এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি, আমিই তোমার বিপক্ষ; আমি জাতিগণের সাক্ষাতে তোমার মধ্যে বিচার সাধন ৯ করিব। যাহা কখনও করি নাই, এবং যাহার ন্যায় আর কখনও করিব না, তাহাই তোমার ঘৃণার্হ কার্য্য সকলের ১০ নিমিত্ত তোমার মধ্যে করিব। এই জন্য তোমার মধ্যে পিতারা সন্তানগণকে ভোজন করিবে, ও সন্তানেরা আপন আপন পিতাকে ভোজন করিবে, এবং আমি তোমার মধ্যে বিচার সাধন করিব, ও তোমার সমস্ত অবশিষ্টাংশকে সমস্ত ১১ বায়ুর দিকে উড়াইয়া দিব। অতএব, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, তুমি যখন আপনার সকল জঘন্য বস্তু ও ঘৃণার্হ ক্রিয়া দ্বারা আমার পবিত্র স্থান অশুচি করিয়াছ, তখন আমিও নিশ্চয় সংহার করিব, চক্ষুলজ্জা করিব ১২ না, অমিও কিছু দয়া করিব না। তোমার তৃতীয়াংশ লোক মহামারীতে মরিবে, অথবা তোমার মধ্যে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ক্ষয়

পাইবে; অপর তৃতীয়াংশ তোমার চারিদিকে খড়্গে পতিত হইবে; এবং শেষ তৃতীয়াংশকে আমি সমস্ত বায়ুর দিকে উড়াইয়া দিয়া তাহাদের পশ্চাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিব।

১৩ এই প্রকারে আমার ক্রোধ সম্পন্ন হইবে, এবং আমি তাহাদের উপরে আপন ক্রোধ চরিতার্থ করিয়া শান্ত হইব; তাহাদের প্রতি আমার কোপ সম্পন্ন হইলে তাহারা জানিতে পারিবে যে, আমি সদাপ্রভু আপন অন্তর্জ্বালায় এই

১৪ কথা বলিয়াছি। আর আমি তোমাকে চারিদিকের জাতিগণের মধ্যে, পথিকমাত্রের দৃষ্টিতে, উৎসন্ন-স্থান ও টিটকারির

১৫ পাত্র করিব। হাঁ, তুমি তোমার চারিদিকের জাতিগণের কাছে টিটকারী, কটুবাক্য, উপদেশ ও বিস্ময়ের বিষয় হইবে; কেননা আমি ক্রোধ, কোপ ও কোপযুক্ত ভর্ৎসনা দ্বারা তোমার মধ্যে বিচার সাধন করিব, আমি সদাপ্রভুই এই কথা কহি-

১৬ লাম। আমি তথাকার লোকদের প্রতি দুর্ভিক্ষরূপ হিংস্র বাণ সকল নিক্ষেপ করিব, সে সকল বিনাশার্থক বাণ, আমি তোমাদিগকে বিনষ্ট করণার্থে সে সমস্ত নিক্ষেপ করিব; এবং তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষের ভার বৃদ্ধি করিব, ও তোমাদের

১৭ অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিয়া ফেলিব। আর আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ ও হিংস্র জন্তুদিগকে পাঠাইব; তাহারা তোমাকে নিঃসন্তান করিবে; আর মহামারী ও রক্ত তোমার মধ্য দিয়া গমনাগমন করিবে, আর আমি তোমার বিরুদ্ধে খড়্গ আনাইব; আমি সদাপ্রভুই এই কথা কহিলাম।

দুষ্ট যিহূদীদের প্রতি অনুযোগ।

আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের দিকে মুখ রাখিয়া তাহাদের কাছে ভাববাণী বল।

৩ এই কথা বল, হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু পর্ব্বতগণকে, উপপর্ব্বতগণকে, জলপ্রণালী ও উপত্যকা সকলকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি, আমিই তোমাদের উপরে এক খড়্গ আনিব, ও তোমাদের উচ্চস্থলী সকল বিনষ্ট করিব। তোমাদের যজ্ঞবেদি সকল ধ্বংস, ও সূর্য্যপ্রতিমা সকল ভগ্ন হইবে; এবং আমি তোমাদের নিহত লোকদিগকে তোমাদের পুত্তলিগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব। আমি ইস্রায়েল-সন্তানদের শব তাহাদের পুত্তলিগণের সম্মুখে রাখিব, এবং তোমাদের যজ্ঞবেদি সকলের চারিদিকে তোমাদের অস্থি ছড়াইব। তোমাদের সমস্ত বসতি-স্থানে নগর সকল উৎসন্ন হইবে, উচ্চস্থলী সকল ধ্বংস হইবে; যেন তোমাদের যজ্ঞবেদি সকল উৎসন্ন ও দণ্ডপ্রাপ্ত, এবং তোমাদের পুত্তলি সকল ভগ্ন হয়, আর না থাকে, আর তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা সকল উচ্ছিন্ন হয়, এবং তোমাদের নির্ম্মিত বস্তু সকল লোপ পায়। আর তোমাদের মধ্যে নিহত লোকেরা পতিত হইবে;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু।

তথাপি আমি এক অবশিষ্টাংশ রাখিব, বস্তুতঃ দেশ বিদেশে তোমাদের ছিন্নভিন্ন হইবার সময়ে তোমাদের কোন কোন লোক জাতিগণের মধ্যে খড়্গ হইতে

৯ উত্তীর্ণ হইবে। আর তোমাদের সেই উত্তীর্ণ লোকেরা যাহাদের কাছে বন্দি-রূপে নীত হইবে, সেই জাতিগণের মধ্যে আমাকে স্মরণ করিবে; [দেখিবে] তাহাদের যে ব্যভিচারী হৃদয় আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ও তাহাদের যে চক্ষু আপন আপন পুত্তলিদের অনুগমনে ব্যভিচার করিয়াছে, তাহা আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি; তাহাতে তাহারা আপন আপন ঘৃণার্হ আচার-ব্যবহারক্রমে যে সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তজ্জন্য আপনা-দের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে ঘৃণা করিবে।

১০ আর তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু;
আমি তাহাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটাই-বার কথা বৃথা কহি নাই।

১১ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি করে করাঘাত ও ভূমিতে পদাঘাত কর, এবং ইস্রায়েল-কুলের সমস্ত ঘৃণার্হ দু-ষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত হাহাকার কর, কেননা তাহারা খড়্গে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে

১২ পতিত হইবে। দূরবর্ত্তী লোক মহা-মারীতে মরিবে, নিকটবর্ত্তী লোক খড়্গে পতিত হইবে, এবং অবশিষ্ট ও রক্ষিত লোক দুর্ভিক্ষে মরিবে; এই প্রকারে আমি তাহাদিগেতে আপন ক্রোধ সম্পন্ন করিব।

১৩ তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু,
যখন সমুদয় উচ্চ গিরিতে, পর্ব্বতশৃঙ্গে, হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে তাহাদের যজ্ঞ-বেদির চারিদিকে পুত্তলিগণের মধ্যে তাহাদের নিহত লোকেরা থাকিবে, এবং প্রত্যেক ঝোপাল এলা বৃক্ষের তলে, যে স্থানে তাহারা আপন আপন পুত্তলি-গণের উদ্দেশে সৌরভার্থক নৈবেদ্য উৎসর্গ করিত, সেই স্থানেও থাকিবে।

১৪ আর আমি তাহাদের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং তাহাদের সমস্ত বসতি-স্থানে, প্রান্তর হইতে দিব্‌লা পর্য্যন্ত দেশ ধ্বংস ও উৎসন্ন করিব;
তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৭ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার

২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, প্রভু সদাপ্রভু ইস্রায়েল-দেশের বিষয়ে এই কথা কহেন, পরিণাম; দেশের

৩ চারি কোণে পরিণাম আসিতেছে। এখন তোমার পরিণাম উপস্থিত; আমি তোমার উপরে আপন ক্রোধ প্রেরণ করিব, তোমার আচারানুসারে বিচার করিব, তোমার সমস্ত ঘৃণার্হ কার্য্যের

৪ ফল তোমার উপরে রাখিব। আমি তোমার প্রতি চক্ষুলজ্জা করিব না, দয়াও করিব না, কিন্তু তোমার কার্য্যের ফল তোমার উপরে রাখিব, ও তোমার ঘৃণার্হ কার্য্য সকল তোমার মধ্যে থাকিবে;
তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
অমঙ্গল, একা অমঙ্গল, দেখ, তাহা আসিতেছে।

৬ পরিণাম আসিতেছে; সেই পরিণাম আসিতেছে;
তাহা তোমার বিরুদ্ধে জাগিয়া উঠি-তেছে;
দেখ, তাহা আসিতেছে।

৭ হে দেশনিবাসী লোক, তোমার পালা আসিতেছে, কাল আসিতেছে, দিবস সন্নিকট হইতেছে; সে কোলাহলের দিন,

পর্ব্বতগণের উপরে আনন্দধ্বনির দিন ৮ নয়। আমি এখন অবিলম্বে তোমার উপরে আপন ক্রোধ ঢালিয়া দিব, তোমার প্রতি আপন কোপ সাধন করিব, তোমার আচারানুসারে বিচার করিব, তোমার সমস্ত ঘৃণার্হ কার্য্যের ফল তোমার উপরে ৯ রাখিব। আমি চক্ষুলজ্জা করিব না দয়াও করিব না, তোমার কার্য্যানুরূপ ফল তোমার উপরে রাখিব, এবং তোমার ঘৃণার্হ কার্য্য সকল তোমার মধ্যে থাকিবে; তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমি, সদাপ্রভু আঘাত করি।

১০ ঐ দেখ, সেই দিন; দেখ, তাহা আসিতেছে; তোমার পালা উপস্থিত, দণ্ড পুষ্পিত, দর্প বিকশিত হইয়াছে। ১১ দৌরাত্ম্য বাড়িয়া দুষ্টতার দণ্ড হইয়া উঠিতেছে; তাহাদের কেহই থাকিবে না, তাহাদের লোকারণ্য বা তাহাদের ধন থাকিবে না; তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ- ১২ তাও থাকিবে না। কাল আসিতেছে দিন সন্নিকট হইল; ক্রেতা আনন্দ না করুক, বিক্রেতা শোক না করুক; কেননা তথাকার সমস্ত লোকারণ্যের প্রতি ক্রোধ ১৩ উপস্থিত। বস্তুতঃ উভয়ে জীবিত অবস্থায় থাকিলেও বিক্রেতা বিক্রীত [অধিকারের] নিকটে ফিরিয়া যাইবে না, কেননা এই দর্শন তথাকার সমস্ত লোকারণ্য বিষয়ক; কেহ ফিরিয়া যাইবে না; আপন জীবনের অপরাধে কেহ আপন জীবাত্মা সবল করিতে পারিবে না।

১৪ তাহারা তূরী বাজাইয়া সকল প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু কেহ যুদ্ধে গমন করে না, কেননা আমার ক্রোধ তথাকার সমস্ত ১৫ লোকারণ্যের প্রতি উপস্থিত। বাহিরে খড়্গ এবং ভিতরে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ। যে ব্যক্তি ক্ষেত্রে থাকিবে, সে খড়্গে মরিবে; যে নগরে থাকিবে, দুর্ভিক্ষ ও ১৬ মহামারী তাহাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা উত্তীর্ণ হয়, তাহারা রক্ষা পাইবে, তাহারা পর্ব্বতগণের উপরে থাকিয়া উপত্যকাস্থ ঘুঘুর ন্যায় হইবে, সকলে আপন আপন অপরাধের নিমিত্ত ১৭ বিলাপ করিবে। সকলের হস্ত দুর্ব্বল হইবে, সকলের হাঁটু জলের মত দ্রব ১৮ হইবে। তাহারা কটিদেশে চট বাঁধিবে, মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হইবে, সকলের মুখে কালি পড়িবে, তাহাদের সকলের মস্তকে ১৯ টাক পড়িবে। তাহারা আপন আপন রৌপ্য চকে ফেলিয়া দিবে, তাহাদের স্বুবর্ণ অশুচি বস্তু হইবে; সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তাহাদের স্বর্ণ কি রৌপ্য তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না; তাহা তাহাদের প্রাণ তৃপ্ত, কিম্বা তাহাদের উদর পূর্ণ করিবে না কেননা তাহাই তাহাদের অপরাধজনক বিঘ্ন হইয়াছে।

২০ তাহারা আপনাদের মনোহর আভরণের শ্লাঘা করিত, এবং তাহা দিয়া আপন আপন ঘৃণিত বস্তু সকলের প্রতিমা ও জঘন্য বস্তু গড়িত, এ কারণ আমি তাহা ২১ তাহাদের অশুচি বস্তু করিলাম। আর আমি তাহা মৃগয়ার বস্তুরূপে বিদেশীয়দের হস্তে ও লুটদ্রব্যরূপে পৃথিবীর দুষ্ট লোকদের হস্তে সমর্পণ করিব, তাহারা ২২ তাহা অপবিত্র করিবে। আর আমি তাহাদের হইতে আমার মুখ ফিরাইব, তাহাতে আমার গুপ্ত কোষ অপবিত্রীকৃত হইবে, দস্যুগণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অপবিত্র করিবে।

২৩ তুমি শৃঙ্খল প্রস্তুত কর, কেননা দেশ রক্তপাতরূপ অপরাধে পরিপূর্ণ, এবং

২৪ নগর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ। তজ্জন্য আমি জাতিগণের মধ্যে দুষ্ট লোকদিগকে আনিব, তাহারা উহাদের গৃহ সকল অধিকার করিবে; আমি বলবান লোকদিগের শ্লাঘা চূর্ণ করিব; আর তাহাদের পবিত্র
২৫ স্থান সকল অপবিত্র হইবে। সংহার আসিতেছে, তাহারা শান্তির অন্বেষণ করিবে,
২৬ কিন্তু তাহা মিলিবে না। বিপদের উপরে বিপদ ঘটিবে, জনরবের উপরে জনরব হইবে; আর তাহা ভাববাদীর নিকটে দর্শনের চেষ্টা করিবে, কিন্তু যাজকের ব্যবস্থা-জ্ঞান ও প্রাচীন লোকদের মন্ত্রণা
২৭ লোপ পাইবে। রাজা শোকাকুল ও অমাত্য উৎসন্নতারূপ পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হইবে, ও দেশের প্রজাগণের হস্ত কাঁপিবে; আমি তাহাদের প্রতি তাহাদের আচারানুরূপ ব্যবহার করিব;
তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

যিহূদীদের পাপ ও শাস্তি বিষয়ক দর্শন।

৮ ষষ্ঠ বৎসরের ষষ্ঠ মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে আমি আপন গৃহে উপবিষ্ট ছিলাম, এবং যিহূদার প্রাচীনবর্গ আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল, এমন সময়ে প্রভু সদাপ্রভু সেই স্থানে আমার উপরে হস্তার্পণ করি-
২ লেন। তাহাতে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, অগ্নির আকারের ন্যায় এক মূর্ত্তি; তাঁহার কটির আকৃতি অবধি নীচের দিকে অগ্নিময়, এবং কটি অবধি উপরের দিকে যেন জ্যোতির আকৃতি ও
৩ প্রতপ্ত ধাতুর প্রভা। তিনি এক হস্তমূর্ত্তি বিস্তার করিয়া আমার মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিলেন, তাহাতে আত্মা আমাকে তুলিয়া পৃথিবী ও আকাশের মধ্যপথে লইয়া গেলেন, এবং ঈশ্বরীয় দর্শনক্রমে যিরূশালেমে উত্তরাভিমুখ ভিতর-দ্বারের প্রবেশ-স্থানে বসাইলেন; সেই স্থানে অন্তর্জ্বালা-জনক অন্তর্জ্বালার প্রতিমা
৪ স্থাপিত ছিল। আর দেখ, সমস্থলীতে যে দৃশ্য আমি দেখিয়াছিলাম সে স্থানে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সেইরূপ প্রতাপ
৫ রহিয়াছে। তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি চক্ষু তুলিয়া উত্তরদিকে দৃষ্টি কর; তাহাতে আমি উত্তরদিকে চক্ষু তুলিলাম, আর দেখ যজ্ঞবেদির দ্বারের উত্তরে, প্রবেশ-স্থানে ঐ অন্ত-
৬ র্জ্বালার প্রতিমা রহিয়াছে। আর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, ইহারা কি করে, তুমি কি দেখিতেছ? ইস্রায়েল-কুল আমার ধর্ম্মধাম হইতে আমাকে দূর করণার্থে এখানে অধিক ঘৃণার্হ কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ইহার পরেও তুমি আবার কত অধিক ঘৃণার্হ কার্য্য দেখিবে।
৭ তখন তিনি আমাকে প্রাঙ্গণের দ্বারে আনিলেন, এবং আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, ভিত্তির মধ্যে এক ছিদ্র।
৮ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, এই ভিত্তি খুদ; যখন আমি সেই ভিত্তি খুদিলাম, দেখ, একটী দ্বার।
৯ তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি ভিতরে গিয়া দেখ, তাহারা এখানে কি কি
১০ ঘৃণার্হ কার্য্য করিতেছে। তাহাতে আমি ভিতরে গিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সর্ব্বপ্রকার সরীসৃপের ও ঘৃণ্য পশুর আকৃতি, এবং ইস্রায়েল কুলের সমস্ত পুত্তলি চারিদিকে ভিত্তির গাত্রে
১১ চিত্রিত রহিয়াছে; আর তাহাদের সম্মুখে

ইস্রায়েল-কুলের প্রাচীনবর্গের সত্তর জন পুরুষ দণ্ডায়মান, এবং তাহাদের মধ্যস্থানে শাফনের পুত্র যাসনিয় দণ্ডায়মান, আর প্রত্যেকের হস্তে এক এক ধূনাচি; আর ধূপমেঘের সৌরভ ঊর্দ্ধে উঠিতেছে।

১২ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, ইস্রায়েল-কুলের প্রাচীন-বর্গ অন্ধকারে, প্রত্যেকে আপন আপন ঠাকুর-ঘরে, কি কি কার্য্য করে, তাহা কি তুমি দেখিলে? কারণ তাহারা বলে, সদাপ্রভু আমাদিগকে দেখিতে পান না, সদাপ্রভু ১৩ দেশ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আমাকে আরও কহিলেন, ইহার পরেও তুমি আবার তাহাদের কৃত কত অধিক ঘৃণার্হ কার্য্য দেখিবে।

১৪ পরে তিনি সদাপ্রভুর গৃহের উত্তর-দিকের দ্বারের প্রবেশ-স্থানে আমাকে আনিলেন; আর দেখ, সেখানে স্ত্রীলোকেরা বসিয়া তম্মুষ [দেবের] জন্য ১৫ রোদন করিতেছে। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি কি ইহা দেখিলে? ইহার পরেও তুমি আবার এই সকল অপেক্ষা কত অধিক ঘৃণার্হ কার্য্য দেখিবে।

১৬ পরে তিনি আমাকে সদাপ্রভুর গৃহের ভিতর-প্রাঙ্গণে আনিলেন, আর দেখ, সদাপ্রভুর মন্দিরের প্রবেশ-স্থানে, বারাণ্ডার ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে, অনুমান পঁচিশ জন পুরুষ, তাহারা সদাপ্রভুর মন্দিরের দিকে পৃষ্ঠ ও পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বমুখে সূর্য্যের কাছে প্রণি-১৭ পাত করিতেছে। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান তুমি কি ইহা দেখিলে? এখানে যিহূদা-কুল যে সকল ঘৃণার্হ কার্য্য করিতেছে, তাহাদের পক্ষে কি তাহা করা লঘু বিষয়? কারণ তাহারা দেশকে দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ করিয়াছে; এবং আবার ফিরিয়া আমাকে বিরক্ত করিয়াছে; আর দেখ, তাহারা আপন আপন নাসিকায় পল্লব দিতেছে।

১৮ অতএব আমিও কোপাবেশে কার্য্য করিব, চক্ষুলজ্জা করিব না, দয়াও করিব না; তাহারা যদ্যপি আমার কর্ণগোচরে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচায়, তথাপি তাহাদের কথা শুনিব না।

৯ তখন তিনি আমার কর্ণগোচরে উচ্চরবে ঘোষণা করিয়া বলিলেন, হে নগরে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ, নিকটে আইস, প্রত্যেকে আপন আপন বিনাশক-অস্ত্র ২ হস্তে করিয়া আইস। আর দেখ, উত্তর-দিকস্থ উচ্চতর দ্বার হইতে ছয় জন পুরুষ আসিল, তাহাদের প্রত্যেক জনের হস্তে সংহারক অস্ত্র ছিল, এবং তাহাদের মধ্যস্থলে মসীনা-বস্ত্র পরিহিত এক পুরুষ ছিল; ইহার কটিদেশে লেখকের মস্যাধার ছিল; তাহারা ভিতরে আসিয়া পিত্তলময় যজ্ঞবেদির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

৩ তখন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ যে করূবের উপরে ছিল, তাহা হইতে উঠিয়া গৃহের গোবরাটের নিকটে গেল; এবং তিনি ঐ মসীনা-বস্ত্র পরিহিত পুরুষকে ডাকিলেন, যাহার কটিদেশে লেখকের ৪ মস্যাধার ছিল। আর সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি নগরের মধ্য দিয়া, যিরূশালেমের মধ্য দিয়া যাও, এবং তাহার মধ্যে কৃত সমস্ত ঘৃণার্হ কার্য্যের বিষয়ে যে সকল লোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ও কোঁকায়, তাহাদের প্রত্যেকের কপালে ৫ চিহ্ন দেও। পরে আমি শুনিলাম,

তিনি অবশিষ্ট লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা নগর দিয়া ইহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাও, এবং আঘাত কর, চক্ষুলজ্জা করিও না, দয়াও করিও ৬ না ; বৃদ্ধ, যুবক, কুমারী, শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে নিঃশেষে বধ কর, কিন্তু যাহাদের কপালে চিহ্নটী দেখা যায়, তাহাদের কাহারও নিকটে যাইও না ; আর আমার ধর্ম্মধাম অবধি আরম্ভ কর। তাহাতে তাহারা গৃহের সম্মুখস্থিত প্রাচীন- ৭ গণ অবধি আরম্ভ করিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, গৃহ অশুচি কর, প্রাঙ্গণ সকল নিহত লোকে পরিপূর্ণ কর ; বাহির হও। তাহাতে তাহারা বাহিরে যাইয়া নগরের মধ্যে আঘাত করিতে ৮ লাগিল। তাহারা যখন আঘাত করিতেছিল, আর আমি অবশিষ্ট রহিলাম, তখন উপুড় হইয়া ক্রন্দন করিলাম, আর কহিলাম, আহা, প্রভু সদাপ্রভু! তুমি যিরূশালেমের উপরে আপন ক্রোধ ঢালিয়া দিবার সময়ে কি ইস্রায়েলের সমস্ত অব- ৯ শিষ্টাংশকে নষ্ট করিবে? তখন তিনি আমাকে কহিলেন, ইস্রায়েল ও যিহূদাকুলের অপরাধ অতি ভারী ; এবং দেশ রক্তে পরিপূর্ণ ও নগর অত্যাচারে পরিপূর্ণ ; কারণ তাহারা বলে, সদাপ্রভু দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, সদাপ্রভু দেখিতে পান ১০ না। অতএব আমিও চক্ষুলজ্জা করিব না, দয়াও করিব না ; তাহাদের কার্য্যের ১১ ফল তাহাদের উপরে বর্ত্তাইব। আর দেখ, মসীনা-বস্ত্র পরিহিত পুরুষ, যাহার কটিদেশে মস্যাধার ছিল, সে এই সংবাদ দিল, আপনি যেমন আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদ্রূপ করিয়াছি।

১০ পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, করূবদের মস্তকের উপরিস্থ বিতানে যেন নীলকান্তমণি বিরাজমান, সিংহাসনের মূর্ত্তিবিশিষ্ট এক আকৃতি তাহাদের ২ উপরে প্রকাশ পাইল। পরে তিনি ঐ মসীনা-বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তিকে কহিলেন, তুমি ঐ ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলির মধ্যস্থানে করূবের নীচে প্রবেশ কর, এবং করূবদের মধ্যস্থান হইতে এক অঞ্জলি প্রজ্বলিত অঙ্গার লইয়া নগরের উপরে নিক্ষেপ কর ; তাহাতে সে ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে ৩ সেখানে প্রবেশ করিল। যখন সেই পুরুষ প্রবেশ করিল, তখন করূবগণ গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ মেঘে পরিপূর্ণ ছিল। ৪ আর সদাপ্রভুর প্রতাপ করূবের উপর হইতে উঠিয়া গৃহের গোবরাটের উপরে দাঁড়াইল, এবং গৃহ মেঘে পরিপূর্ণ ও প্রাঙ্গণ সদাপ্রভুর প্রতাপের তেজে পরি- ৫ পূর্ণ হইল। আর করূবদের পক্ষের শব্দ বহিঃপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছিল, উহা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কথনকালীন রবের ৬ ন্যায়। আর তিনি যখন ঐ মসীনা-বস্ত্র পরিহিত পুরুষকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি এই ঘূর্ণ্যমান [চক্রগুলির] মধ্য হইতে, করূবদের মধ্যস্থান হইতে, অগ্নি লও,' তখন সে প্রবেশ করিয়া এক চক্রের ৭ পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন এক করূব করূবদের মধ্য হইতে করূবদের মধ্যস্থিত অগ্নি পর্য্যন্ত হাত বাড়াইয়া তাহার কিছু লইয়া ঐ মসীনা-বস্ত্র পরিহিত পুরুষের অঞ্জলিতে দিল, আর সে তাহা লইয়া ৮ বাহিরে গেল। আর করূবদের পক্ষ সকলের অধঃস্থানে মনুষ্য-হস্তের আকৃতি প্রকাশ পাইল।

৯ পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, এক করূবের পার্শ্বে এক চক্র, অন্য করূবের পার্শ্বে অন্য চক্র, এইরূপে চারি করূবের পার্শ্বে চারি চক্র; ঐ চক্র সকলের আভা বৈদুর্য্যমণির প্রভার ন্যায়।
১০ তাহাদের আকৃতি এই, চারিটীর রূপ একই ছিল; যেন চক্রের মধ্যে চক্র
১১ রহিয়াছে। গমনকালে তাহারা আপনাদের চারি পার্শ্বে গমন করিত; গমনকালে ফিরিত না; যে স্থান মস্তকের সম্মুখ, সেই স্থানে তাহারা তাহার পশ্চাতে গমন করিত, গমনকালে ফিরিত না।
১২ আর তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ, তাহাদের পৃষ্ঠ, হস্ত ও পক্ষ এবং চক্র সকল চারিদিকে চক্ষুতে পরিপূর্ণ ছিল, চারিটীর চক্রে
১৩ চক্ষু ছিল। আর আমি শুনিলাম, সেই চক্রগুলিকে কেহ উচ্চৈঃস্বরে কহিল,
১৪ ঘূর্ণ্যমান [চক্র]। প্রত্যেক প্রাণীর চারি মুখ; প্রথম মুখ করূবের মুখ, দ্বিতীয় মুখ মানুষের মুখ, তৃতীয় সিংহের মুখ ও চতুর্থ ঈগল পক্ষীর মুখ।
১৫ তখন করূবেরা ঊর্দ্ধে উঠিল। আমি কবার নদীর তীরে সেই প্রাণীকে দেখিয়া-
১৬ ছিলাম। করূবদের গমনকালে চক্রগুলিও তাহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে যাইত; এবং করূবেরা যখন ভূতল হইতে ঊর্দ্ধে গমনার্থে আপন আপন পক্ষ উঠাইত, চক্রগুলিও তখন তাহাদের পার্শ্ব ছাড়িত
১৭ না। উহারা দাঁড়াইলে ইহারাও দাঁড়াইত, এবং উহারা উঠিলে ইহারাও একসঙ্গে উঠিত, কেননা ঐ চক্রগুলিতে সেই প্রাণীর আত্মা ছিল।
১৮ পরে সদাপ্রভুর প্রতাপ গৃহের গোবরাটের ঊর্দ্ধ হইতে প্রস্থান করিয়া করূব-
১৯ দের উপরে দাঁড়াইল। তখন করূবেরা আমার দৃষ্টিগোচরে প্রস্থানকালে পক্ষ উঠাইয়া ভূতল হইতে ঊর্দ্ধগমন করিল; এবং তাহাদের পার্শ্বে চক্রগুলিও গমন করিল; পরে করূবেরা সদাপ্রভুর গৃহের পূর্ব্বদ্বারের প্রবেশ-স্থানে দাঁড়াইল; তখন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ ঊর্দ্ধে তাহাদের উপরে ছিল।
২০ আমি কবার নদীর নিকটে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বাহন সেই প্রাণীকে দেখিয়াছিলাম; আর ইহারা যে করূব, তাহা
২১ জানিলাম। প্রত্যেক প্রাণীর চারি মুখ ও চারি পক্ষ, এবং তাহাদের পক্ষের
২২ নীচে মনুষ্য-হস্তের মূর্ত্তি ছিল। আমি কবার নদীর নিকটে যে যে মুখ দেখিয়াছিলাম, সে সকল ইহাদেরই মুখের মূর্ত্তি; ইহারা তাহাদেরই আকৃতিবিশিষ্ট; বাস্তবিক ইহারা সেই প্রাণী; প্রত্যেক প্রাণী সম্মুখ দিকেই গমন করিত।

১১ আবার আত্মা আমাকে উঠাইয়া সদাপ্রভুর গৃহের পূর্ব্বাভিমুখ পূর্ব্বদ্বারের নিকটে আনিলেন; আর দেখ, সেই দ্বারের প্রবেশ-স্থানে পঁচিশ জন পুরুষ; এবং তাহাদের মধ্যস্থানে আমি অসূরের পুত্র যাসনিয় ও বনায়ের পুত্র প্লটিয়, লোকদের অধ্যক্ষ এই দুই জনকে দেখি-
২ লাম। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, এই নগরের মধ্যে ইহারা অধর্ম্মের সঙ্কল্পকারী ও কুমন্ত্রণা-
৩ দায়ক; ইহারাই বলে, গৃহ সকল গাঁথিবার সময় সন্নিকট হয় নাই;* এই
৪ [নগর] হাঁড়ী, ও আমরা মাংস। অতএব ইহাদের বিরুদ্ধে ভাববাণী বল; হে মনুষ্য-সন্তান, ভাববাণী বল।
৫ তখন সদাপ্রভুর আত্মা আমার উপরে

* (বা) কি সন্নিকট হয় নাই?

নামিয়া আসিলেন, আর তিনি কহিলেন, তুমি বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন; হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা অমুক অমুক কথা বলিয়াছ; তোমাদের মনে যাহা যাহা উঠিয়াছে, সে সকল আমি জানি।
৬ তোমরা এই নগরে আপনাদের নিহত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছ, তোমরা নিহত লোকে এখানকার চক সকল পরি-
৭ পূর্ণ করিয়াছ। এই কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের যে নিহত লোকদিগকে তোমরা নগরের মধ্যে রাখিয়াছ, তাহারাই মাংস, এবং এই [নগর] হাঁড়ী; কিন্তু তোমাদিগকে ইহার মধ্য হইতে বাহির করা যাইবে।
৮ তোমরা খড়্গের ভয় করিয়াছ, আর আমি তোমাদের বিরুদ্ধে খড়্গই আনিব,
৯ ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন। আর আমি তোমাদিগকে ইহার মধ্য হইতে বাহির করিয়া বিদেশীদের হস্তে সমর্পণ করিব, এবং তোমাদিগের মধ্যে বিচার সাধন
১০ করিব। তোমরা খড়্গে পতিত হইবে; আমি ইস্রায়েলের সীমাতে তোমাদের বিচার করিব;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু;

১১ এই [নগর] তোমাদের জন্য হাঁড়ী হইবে না, এবং তোমরা ইহার মধ্যস্থিত মাংস
১২ হইবে না; আমি ইস্রায়েলের সীমাতে তোমাদের বিচার করিব;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু;

কেননা তোমরা আমার বিধিপথে চল নাই, আমার শাসন পালন কর নাই, কিন্তু তোমাদের চারিদিকের জাতিগণের
১৩ শাসনানুরূপ কর্ম্ম করিয়াছ। আর আমি ভাববাণী বলিতেছিলাম, এমন সময়ে বনায়ের পুত্র প্লটিয় মরিল। তখন আমি উপুড় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলাম, বলিলাম, হায়, প্রভু সদাপ্রভু! তুমি কি ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে নিঃশেষে সংহার করিবে?

১৪ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
১৫ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তোমার ভ্রাতৃগণ, হাঁ, তোমার ভ্রাতৃগণ, তোমার জ্ঞাতিগণ ও ইস্রায়েলের সমুদয় কুল, ইহাদের সকলকে যিরূশালেম-নিবাসিগণ বলে, তোমরা সদাপ্রভু হইতে দূরে যাও, এই দেশ অধিকারার্থে আমা-
১৬ দিগকেই দত্ত হইয়াছে। অতএব তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যদ্যপি তাহাদিগকে জাতিগণের কাছে দূর করিয়াছি, যদ্যপি দেশ-বিদেশে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, তথাপি তাহারা যে সকল দেশে গিয়াছে, সেই সকল দেশে আমি কিয়ৎকাল তাহাদের ধর্ম্মধাম হই-
১৭ য়াছি *। অতএব তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও তোমরা যে সকল দেশে ছিন্নভিন্ন হইয়াছ, সেই সকল দেশ হইতে একত্র করিব, এবং ইস্রায়েল দেশ তোমাদিগকে দিব।
১৮ তাহারা সে দেশে যাইবে, তথাকার সমস্ত জঘন্য পদার্থ ও তথাকার সমস্ত ঘৃণার্হ
১৯ বস্তু তথা হইতে দূর করিবে। আমি তাহাদিগকে একই হৃদয় দান করিব, ও তোমাদের অন্তরে এক নূতন আত্মা স্থাপন করিব; আর তাহাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, তাহা-
২০ দিগকে মাংসময় হৃদয় দিব, যেন তাহারা

* (বা) হইব।

আমার বিধিপথে চলে, এবং আমার শাসন সকল মান্য করে, ও পালন করে; আর তাহারা আমার প্রজা হইবে, এবং
২১ আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। কিন্তু যাহাদের হৃদয় তাহাদের জঘন্য পদার্থ সকলের হৃদয়ের, ও তাহাদের ঘৃণার্হ বস্তু সকলের অনুগমন করে, তাহাদের কার্য্যের ফল আমি তাহাদেরই মস্তকে বর্ত্তাইব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।
২২ পরে করূবগণ আপন আপন পক্ষ উঠাইল, তখন চক্রগুলিও তাহাদের পার্শ্বে ছিল, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ
২৩ ঊর্দ্ধে তাহাদের উপরে ছিল। পরে সদাপ্রভুর প্রতাপ নগরের মধ্য হইতে ঊর্দ্ধগমন করিয়া নগরের পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত
২৪ পর্ব্বতের উপরে স্থগিত হইল। আর আত্মা আমাকে তুলিয়া দর্শনযোগে ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে কল্‌দীয়দের দেশে নির্ব্বাসিত লোকদের কাছে আনিলেন; আর আমি যাহা দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা আমার নিকট হইতে ঊর্দ্ধগমন
২৫ করিল। পরে সদাপ্রভু আমাকে যে সকল বিষয় দেখাইয়াছিলেন, সে সমস্তই আমি নির্ব্বাসিত লোকদিগকে বলিলাম।

যিহূদীদের আগামী ক্লেশ ও বন্দি-দশা।

১২ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান তুমি বিদ্রোহী-কুলের মধ্যে বাস করিতেছ; দেখিবার চক্ষু থাকিলেও তাহারা দেখে না, শুনিবার কর্ণ থাকিলেও শুনে না, কেননা তাহারা বিদ্রোহী-কুল।
৩ অতএব, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি আপনার জন্য নির্ব্বাসার্থক জিনিষপত্র প্রস্তুত কর, দিনের বেলা তাহাদের সাক্ষাতে নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান কর, ও নির্ব্বাসার্থে তাহাদের সাক্ষাতে স্বস্থান হইতে অন্য স্থানে যাও; হয় ত তাহারা বুঝিতে পারিবে যে,
৪ তাহারা বিদ্রোহী-কুল। তুমি দিনের বেলা তাহাদের সাক্ষাতে নির্ব্বাসার্থক জিনিষপত্রের ন্যায় তোমার জিনিষপত্র বাহির করিবে; লোকে যেমন নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান করে, তেমনি সন্ধ্যাকালে তাহা-
৫ দের সাক্ষাতে প্রস্থান করিবে। তুমি তাহাদের সাক্ষাতে ভিত্তিতে গর্ত্ত করিয়া তাহা দিয়া সেই জিনিষপত্র বাহির করিও।
৬ তাহাদের সাক্ষাতে তাহা স্কন্ধে তুলিয়া অন্ধকার সময়ে লইয়া যাইবে; তোমার মুখ আচ্ছাদন করিবে, যেন ভূমি দেখিতে না পাও; কেননা আমি তোমাকে ইস্রায়েল-কুলের জন্য চিহ্নস্বরূপ করিয়া রাখি-
৭ য়াছি। তখন আমি সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলাম; নির্ব্বাসার্থক জিনিষপত্রের ন্যায় আমার জিনিষপত্র দিনের বেলা বাহির করিলাম, পরে সন্ধ্যাকালে স্বহস্তে ভিত্তিতে গর্ত্ত করিলাম, অন্ধকার সময়ে তাহা আপন স্কন্ধে তুলিয়া তাহাদের সাক্ষাতে সকলই লইয়া গেলাম।
৮ পরে প্রাতঃকালে সদাপ্রভুর এই বাক্য
৯ আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, ইস্রায়েল-কুল—সেই বিদ্রোহী-কুল—কি তোমাকে বলে নাই, 'তুমি
১০ কি করিতেছ?' তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই ভারবাণী দ্বারা যিরূশালেমস্থ নরপতিকে ও উহারা যাহার মধ্যবর্ত্তী, সেই সমস্ত ইস্রায়েল-
১১ কুলকে বুঝায়। তুমি বল, আমি তোমাদের পক্ষে চিহ্ন; আমি যেমন করিলাম, তদ্রূপ তাহাদের প্রতিও করা যাইবে;

তাহারা নির্ব্বাসিত হইয়া বন্দিত্বস্থানে
১২ যাইবে। আর তাহাদের মধ্যবর্ত্তী নর-
পতি অন্ধকার সময়ে ভার স্কন্ধে করিয়া
বহির্গমন করিবে, লোকে জিনিষপত্র
বাহির করিবার জন্য প্রাচীর খুদিবে, সে
আপন মুখ আচ্ছাদন করিবে, কারণ সে
১৩ চক্ষে ভূমি দেখিবে না। আর আমি
তাহার উপরে আমার জাল বিস্তার করিব,
তাহাতে সে আমার ফাঁদে ধৃত হইবে;
আমি কল্‌দীয়দের দেশ বাবিলে তাহাকে
লইয়া যাইব; তথাপি সে তাহা দেখিতে
পাইবে না, অথচ সেই স্থানে মরিবে।
১৪ আমি তাহার চারিদিকে তাহার সহকারী
সমস্ত লোকজনকে ও তাহার সমস্ত
সৈন্যদলকে সমুদয় বায়ুর মুখে উড়াইয়া
দিব, এবং তাহাদের পশ্চাতে খড়্গ
১৫ নিষ্কোষ করিব। আর তাহারা জানিবে
যে, আমিই সদাপ্রভু, যখন আমি তাহা-
দিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও
১৬ নানাদেশে বিকীর্ণ করিব। তথাপি আমি
তাহাদের কতকগুলি লোককে খড়্গ,
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইতে অবশিষ্ট
রাখিব; যেন তাহারা যে জাতিগণের
কাছে যাইবে, তাহাদের মধ্যে আপনাদের
সমস্ত ঘৃণার্হ কার্য্য প্রচার করে;

তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু।

১৭ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
১৮ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান,
তুমি কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার রুটী
ভোজন কর, এবং উদ্বেগ ও চিন্তার
১৯ সহিত তোমার জল পান কর। আর
দেশের লোকদিগকে এই কথা বল,
ইস্রায়েল দেশস্থ যিরূশালেম-নিবাসীদের
বিষয়ে প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
তাহারা চিন্তার সহিত আপন আপন রুটী
ভোজন করিবে, বিস্ময়ের সহিত আপন
আপন জল পান করিবে; কেননা নিবাসী-
লোকদিগের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তাহাদের
দেশের ও তন্মধ্যস্থ সর্ব্বস্বের ধ্বংস হইবে।
২০ আর বসতিবিশিষ্ট নগর সকল উৎসন্ন
ও দেশ ধ্বংসস্থান হইবে;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু।

২১ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান,
এ কেমন প্রবাদ, যাহা ইস্রায়েল-দেশে
তোমাদের মধ্যে প্রচলিত, যথা, 'কাল
বিলম্ব হইতেছে, প্রত্যেক দর্শন বিফল
২৩ হইল?' তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু
সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি এই
প্রবাদ লোপ করিব; ইহা প্রবাদ বলিয়া
ইস্রায়েলের মধ্যে আর চলিবে না; কিন্তু
তাহাদিগকে বল, কাল এবং সমস্ত দর্শ-
২৪ নের বাক্য সন্নিকট। কারণ অলীক
দর্শন কিম্বা চাটুবাদের মন্ত্রতন্ত্র ইস্রায়েল-
২৫ কুলের মধ্যে আর থাকিবে না। কেননা
আমি সদাপ্রভু, আমি কথা কহিব; আর
আমি যে বাক্য বলিব, তাহা অবশ্য সফল
হইবে, বিলম্ব আর হইবে না; কারণ,
হে বিদ্রোহী-কুল, তোমাদের বর্ত্তমান
সময়েই আমি কথা কহিব, এবং তাহা
সফলও করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু
কহেন।

২৬ আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২৭ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান,
দেখ, ইস্রায়েল-কুল বলে, ঐ ব্যক্তি যে
দর্শন পায়, সে অনেক বিলম্বের কথা;
সে দূরবর্ত্তী কালের বিষয়ে ভাববাণী
২৮ বলিতেছে। এই জন্য তুমি তাহাদিগকে

বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার সমস্ত বাক্য সফল হইতে আর বিলম্ব হইবে না; আমি যে বাক্য বলিব, তাহা সফল হইবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

মিথ্যা ভাববাদীদের দণ্ড।

১৩ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, ইস্রায়েলের যে ভাববাদীরা ভাববাণী বলে, তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ভাববাণী বল; এবং যাহারা নিজ নিজ হৃদয় হইতে ভাববাণী বলে, তাহাদিগকে বল, তোমরা ৩ সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ধিক্ সেই নির্ব্বোধ ভাববাদিগণকে, যাহারা আপন আপন আত্মার অনুগমন করে, কিছুই দেখে ৪ নাই। হে ইস্রায়েল, তোমার ভাববাদিগণ উৎসন্ন স্থানের শৃগালদের তুল্য। ৫ তোমরা কোন ফাটলে উঠ নাই, এবং সদাপ্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়াইবার জন্য ইস্রায়েল-কুলের নিমিত্ত প্রাচীরও দৃঢ় ৬ কর নাই। তাহারা অলীক দর্শন পাইয়াছে, মিথ্যা মন্ত্র পড়িয়াছে, তাহারা বলে, 'সদাপ্রভু বলেন,' অথচ সদাপ্রভু তাহাদিগকে প্রেরণ করেন নাই; আর তাহারা আশা করিয়াছে যে, সেই বাক্য ৭ সিদ্ধ হইবে। তোমরা কি অলীক দর্শন পাও নাই? মিথ্যাকথারূপ মন্ত্র কি পড় নাই? কেননা আমি না বলিলেও তোমরা বলিতেছ, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

৮ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা অলীক বাক্য বলিয়াছ, ও মিথ্যাকথারূপ দর্শন পাইয়াছ; এই নিমিত্ত দেখ, আমি তোমাদের বিপক্ষ, ৯ ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন। বস্তুতঃ আমার হস্ত সেই ভাববাদীদের বিপক্ষ হইবে, যাহারা অলীক দর্শন পায় ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে; তাহারা আমার প্রজাদের সভায় থাকিবে না, এবং ইস্রায়েল-কুলের বংশাবলিপত্রে উল্লিখিত হইবে না, আর ইস্রায়েল-দেশে প্রবেশ করিবে না;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই প্রভু সদাপ্রভু।

১০ শান্তি না হইলেও তাহারা 'শান্তি' বলিয়া আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে; এবং কেহ ভিত্তি নির্ম্মাণ করিলে, দেখ, তাহারা কলি দিয়া তাহা লেপন করে। ১১ এই জন্য যাহারা কলি দিয়া তাহা লেপন করে, তাহাদিগকে বল, তাহা পতিত হইবে, প্লাবনকারী বৃষ্টি আসিবে; হে বৃহৎ করকা সকল, তোমরা পড়িবে, এবং প্রচণ্ড বাত্যা তাহা বিদারণ করিবে। ১২ দেখ, সেই ভিত্তি যখন পতিত হইবে, তখন এই কথা কি তোমাদিগকে বলা যাইবে না, তোমরা যাহা দিয়া লেপন ১৩ করিয়াছ, সেই প্রলেপ কোথায়? এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমিই আপন ক্রোধে প্রচণ্ড বাত্যা দ্বারা তাহা বিদারণ করিব, আমার কোপে প্লাবনকারী বৃষ্টি আসিবে, ও আমার ক্রোধে বৃহৎ করকা উহা বিনাশ করিবে। ১৪ এই প্রকারে তোমরা কলি দিয়া যে ভিত্তি লেপন করিয়াছ, তাহা আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিব, ভূমিসাৎ করিব, তাহাতে তাহার মূল অনাবৃত হইবে; তাহা পড়িবে, আর তাহার মধ্যে তোমাদের বিনাশ হইবে;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

১৫ এই প্রকারে আমি সেই ভিত্তিতে,

এবং যাহারা তাহা লেপন করিয়াছে তাহা-দিগেতে, আপন ক্রোধ সম্পন্ন করিব; আর আমি তোমাদিগকে বলিব, সেই ভিত্তি আর নাই, এবং তাহার লেপনকারি-
১৬ গণও নাই; অর্থাৎ যাহারা যিরূশালেমের বিষয়ে ভাববাণী বলে, এবং শান্তি না হইলেও তাহার জন্য শান্তির দর্শন পায়, ইস্রায়েলের সেই ভাববাদিগণ নাই; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

১৭ আর হে মনুষ্য-সন্তান, তোমার জাতির যে কন্যাগণ আপন আপন হৃদয় হইতে ভাববাণী বলে, তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার মুখ রাখ, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে
১৮ ভাববাণী বল; তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ধিক্ সেই স্ত্রীলোক-দিগকে, যাহারা প্রাণের মৃগয়া করিবার নিমিত্তই সমস্ত কনুইয়ের জন্য বালিশ সেলাই করে, ও সর্ব্ব আকৃতির লোকের মাথার জন্য আবরণী প্রস্তুত করে; তোমরা কি আমার প্রজাদের প্রাণ মৃগয়া করিয়া
১৯ আপনাদের প্রাণ রক্ষা করিবে? তোমরা ত দুই এক মুষ্টি যব বা দুই এক খণ্ড রুটীর জন্য আমার প্রজাদের মধ্যে আমাকে অপবিত্র করিয়াছ, ফলতঃ যে সকল প্রাণী বধের যোগ্য নয়, তাহা-দিগকে বধ করিবার জন্য, ও যে সকল প্রাণী বাঁচিবার যোগ্য নয়, তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য, তোমরা আমার সেই প্রজাদিগকে মিথ্যাকথা বলিয়া থাক,
২০ যাহারা মিথ্যাকথা শুনিয়া থাকে। অত-এব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, তোমাদের যে যে বালিশ দ্বারা তোমরা পক্ষী শিকারের ন্যায় প্রাণ মৃগয়া করিয়া থাক, আমি সেই সকলের বিপক্ষ; আমি তোমাদের ভুজ হইতে সেই সকল বালিশ লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব; এবং তোমরা যাহাদিগকে পক্ষির মত মৃগয়া করিয়া থাক, আমি সেই সকল প্রাণকে মুক্ত
২১ করিব; আর আমি তোমাদের আবরণী ছিঁড়িয়া ফেলিব, ও তোমাদের হস্ত হইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিব; তাহারা মৃগয়াতে ধৃত হইবার জন্য তোমা-দের হস্তে আর থাকিবে না;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

২২ আমি যে ধার্ম্মিককে বিষণ্ণ করি নাই, তোমরা মিথ্যাকথা দ্বারা তাহার অন্তঃ-করণ দুঃখার্ত্ত করিয়াছ, এবং দুষ্ট লোকের হস্ত সবল করিয়াছ, যেন সে জীবন-প্রাপ্তির নিমিত্ত আপন কুপথ হইতে না
২৩ ফিরে; এই জন্য তোমরা অলীক দর্শন আর দেখিবে না, মন্ত্র আর পড়িবে না; এবং আমি তোমাদের হস্ত হইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিব;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

পাপের দণ্ডের আবশ্যকতা।

১৪ পরে ইস্রায়েলের জন কতক প্রাচীন আমার নিকটে আসিয়া আমার সম্মুখে
২ বসিল। তখন সদাপ্রভুর এই বাক্য
৩ আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, ঐ লোকেরা আপন আপন পুত্ত-লিকে আপন আপন হৃদয়ে উঠিতে দিয়াছে, ও আপন আপন দৃষ্টির সম্মুখে আপনাদের অপরাধজনক বিঘ্ন রাখিয়াছে; আমি কি কোন মতে উহাদিগকে আমার
৪ কাছে অনুসন্ধান করিতে দিব? অতএব তুমি উহাদের সহিত আলাপ করিয়া উহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা

কহেন, ইস্রায়েল-কুলের যে কোন ব্যক্তি আপন পুত্তলিকে হৃদয়ে উঠিতে দেয়, ও আপন দৃষ্টির সম্মুখে আপনার অপরাধ-জনক বিঘ্ন রাখে, এবং ভাববাদীর কাছে আইসে, সেই ব্যক্তিকে আমি সদাপ্রভু তাহার পুত্তলিগণের বাহুল্যানুসারে তদ্বি-
৫ ষয়ে উত্তর দিব ; যেন আমি ইস্রায়েল-কুলকে তাহাদের হৃদয়রূপ ফাঁদে ধরি, কেননা আপন আপন পুত্তলিগণের অনু-রাগে তাহারা সকলে আমা হইতে সরিয়া গিয়াছে।

৬ অতএব তুমি ইস্রায়েল-কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ফির, তোমাদের পুত্তলিগণ হইতে বিমুখ হও, তোমাদের সমস্ত ঘৃণার্হ কার্য্য হইতে
৭ বিমুখ হও। কেননা ইস্রায়েল-কুলের মধ্যে ও ইস্রায়েলে প্রবাসকারী বিদেশীদের মধ্যে যে কেহ আমা হইতে আপনাকে বিভিন্ন করে, আপন পুত্তলিগণকে হৃদয়ে উঠিতে দেয়, ও আপন দৃষ্টির সম্মুখে অপরাধজনক বিঘ্ন রাখে, সে যদি আমার কাছে অনুসন্ধান করিবার জন্য ভাববাদীর কাছে আইসে, তবে আমি সদাপ্রভু
৮ আপনি তাহাকে উত্তর দিব। ফলতঃ আমি সেই মনুষ্যের বিরুদ্ধে মুখ রাখিব, এবং তাহাকে চিহ্ন ও প্রবাদের জন্য বিস্ময়াস্পদ করিব, এবং আমার প্রজাদের মধ্য হইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব ;
তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৯ কোন ভাববাদী যদি প্ররোচিত হইয়া কথা কহে, তবে জানিও, আমিই সদাপ্রভু সেই ভাববাদীকে প্ররোচনা করিয়াছি ; আমি তাহার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আপন প্রজা ইস্রায়েলের মধ্য
১০ হইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব। এই-রূপে তাহারা আপন আপন অপরাধ বহন করিবে ; ঐ অনুসন্ধানার্থী ব্যক্তি ও ভাববাদী উভয়ের সমান অপরাধ হইবে ;
১১ যেন ইস্রায়েল-কুল আর আমা হইতে বিপথগামী না হয়, এবং আপনাদের সমস্ত অধর্ম্ম দ্বারা আর আপনাদিগকে অশুচি না করে ; কিন্তু তাহারা যেন আমার প্রজা হয়, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হই ; ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

১২ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
১৩ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, কোন দেশ সত্যলঙ্ঘন দ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করিলে যখন আমি তাহার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করি, তাহার অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিয়া ফেলি, ও তাহার মধ্যে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিয়া তথাকার
১৪ মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করি ; তখন তাহার মধ্যে যদি নোহ, দানিয়েল ও ইয়োব, এই তিন ব্যক্তি থাকে, তবে তাহারা আপন আপন ধার্ম্মিকতায় আপন আপন প্রাণমাত্র রক্ষা করিবে, ইহা প্রভু সদা-
১৫ প্রভু কহেন। আমি যদি দেশের সর্ব্বত্র হিংস্র পশুদিগকে প্রেরণ করি, ও তাহারা লোকদিগকে নিঃসন্তান করে, এবং দেশ ধ্বংসস্থান ও পশুর ভয়ে পথিক-বিহীন হয়, অথচ তাহার মধ্যে ঐ
১৬ তিন ব্যক্তি থাকে, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, তাহারাও পুত্র কিম্বা কন্যাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, কেবল আপনারাই উদ্ধার পাইবে, কিন্তু দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া যাইবে।
১৭ অথবা যদি আমি দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ আনিয়া বলি, 'দেশের সর্ব্বত্র খড়্গ
১৮ গমন করুক,' আর তথাকার মনুষ্য ও

পশু উচ্ছিন্ন করি, অথচ তাহার মধ্যে ঐ তিন ব্যক্তি থাকে, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, তাহারাও পুত্র কিম্বা কন্যাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, কেবল আপনারাই উদ্ধার পাইবে।

১৯ অথবা আমি যদি সেই দেশে মহামারী প্রেরণ করি, এবং তথাকার মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করিবার জন্য তাহার উপরে ২০ আপন ক্রোধ ঢালিয়া রক্ত বহাই, অথচ দেশের মধ্যে নোহ, দানিয়েল ও ইয়োব থাকে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার জীবনের দিব্য, তাহারাও পুত্র কিম্বা কন্যাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না; আপন আপন ধার্ম্মিকতায় আপন আপন ২১ প্রাণমাত্র উদ্ধার করিবে। কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এমন যদি হয়, তবে আমি মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করণার্থে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আমার চারি মহাদণ্ড, অর্থাৎ খড়্গ, দুর্ভিক্ষ, হিংস্র পশু ও মহামারী প্রেরণ করিলে কি না ঘটিবে?

২২ তথাপি দেখ, তাহার মধ্যে কতকগুলি রক্ষাপ্রাপ্ত লোক, পুত্র ও কন্যা, বাহিরে আনীত হইবে; দেখ, তাহারা তোমাদের কাছে আসিবে, এবং তোমরা তাহাদের আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড দেখিবে; তাহাতে আমি যিরূশালেমের উপরে যে সকল অমঙ্গল ঘটাইয়াছি, তাহার উপরে যাহা কিছু উপস্থিত করিয়াছি, তদ্বিষয়ে ২৩ তোমরা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ উহারা তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিবে; কেননা তাহাদের আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া তোমরা বুঝিবে, আমি তাহার মধ্যে যাহা করিয়াছি, তাহার কিছুই অকারণে করি নাই; ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

১৫ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, অন্য সকল গাছ অপেক্ষা দ্রাক্ষালতার গাছ, বনের গাছ সকলের মধ্যে দ্রাক্ষা- ৩ লতার শাখা, কিসে শ্রেষ্ঠ? কোন কার্য্যের নিমিত্ত কি তাহা হইতে কাষ্ঠ গ্রহণ করা যায়? কিম্বা কোন পাত্র ঝুলাইবার জন্য ৪ কি তাহাতে দাণ্ডা নির্ম্মিত হয়? দেখ, তাহা ভক্ষ্যরূপে অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়; অগ্নি তাহার দুই অগ্রভাগ গ্রাস করিল, মধ্যদেশ দগ্ধ হইল; তাহা কি ৫ কোন কার্য্যে লাগিবে? দেখ, অবিকল থাকিতে তাহা কোন কার্যে লাগিত না, তবে যখন অগ্নি ভক্ষিত হইল, দগ্ধ হইল, তখন তাহা কি কোন কার্য্যে লাগিতে পারিবে?

৬ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যেমন অগ্নিভক্ষিত হইবার জন্য বনের গাছ সকলের মধ্যে দ্রাক্ষালতার গাছ দিয়াছি, তেমনি যিরূশালেম- ৭ নিবাসী লোকদিগকে দিলাম। আমি তাহাদের বিরুদ্ধে মুখ রাখিব; অগ্নি হইতে উত্তীর্ণ হইলেও অগ্নি তাহাদিগকে গ্রাস করিবে; যখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে মুখ রাখি,

তখন তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৮ আর আমি দেশ ধ্বংসস্থান করিব, কারণ তাহারা সত্যলঙ্ঘন করিয়াছে; ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

ভ্রষ্টা স্ত্রীর উপমায় যিহূদীদের ভ্রষ্টতার বর্ণনা।

১৬ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান,

তুমি যিরূশালেমকে তাহার ঘৃণার্হ কার্য্য ৩ সকল জ্ঞাত কর। তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু যিরূশালেমকে এই কথা কহেন, তোমার উৎপত্তি ও জন্মস্থান কনানীয়দের দেশ, তোমার পিতা ইমোরীয় ও ৪ মাতা হিত্তীয়া। তোমার জন্মের বৃত্তান্ত এই; তুমি যে দিন জন্মিয়াছিলে, তোমার নাড়ী কাটা হয় নাই, এবং তোমাকে পরিষ্কার করণার্থে জলে স্নান করান হয় নাই, তুমি লবণ মাখান বা পটিতে বেষ্টিত ৫ হও নাই। তোমার প্রতি কেহ স্নেহদৃষ্টি করিয়া কৃপা সহকারে ইহার কোন কার্য্য করে নাই, কিন্তু তুমি জন্মদিনে আপন স্বাভাবিক ঘৃণার্হ অবস্থাতে মাঠে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলে।

৬ আর আমি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমাকে তোমার রক্তমধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিলাম, এবং তোমাকে কহিলাম, 'তুমি নিজ রক্তে লিপ্তা হইলেও জীবিতা হও,' হাঁ, তোমাকে কহিলাম, 'তুমি নিজ রক্তে লিপ্তা হইলেও ৭ জীবিতা হও'। আমি তোমাকে ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিজ্জের ন্যায় অতিশয় বাড়াইলাম, তাহাতে তুমি বৃদ্ধি পাইয়া বড় হইয়া উঠিলে, পরম শোভা প্রাপ্ত হইলে, তোমার স্তনযুগল পীন ও কেশ দীর্ঘ হইল; কিন্তু তুমি বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী ৮ ছিলে। তখন আমি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখ, তোমার সময় প্রেমের সময়, এই জন্য আমি তোমার উপরে আপন বস্ত্র বিস্তার করিয়া তোমার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিলাম; এবং আমি শপথ করিয়া তোমার সহিত নিয়ম স্থির করিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন, ৯ তাহাতে তুমি আমার হইলে। পরে আমি তোমাকে জলে স্নান করাইলাম, তোমার গাত্র হইতে সমস্ত রক্ত ধৌত করিলাম, আর তৈল মর্দ্দন করিলাম। ১০ আর আমি তোমাকে বিচিত্র পরিচ্ছদ পরাইলাম, তহশচর্ম্মের পাদুকা পরাইলাম, এবং তোমাকে মসীনা-বস্ত্রের বেষ্টনে বেষ্টিত ও পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিলাম। ১১ পরে তোমাকে নানা আভরণে বিভূষিত করিলাম, তোমার হস্তে কঙ্কণ ও গলদেশে ১২ হার দিলাম। আমি তোমার নাসিকাতে নথ, কর্ণে দুল ও মস্তকে চারু মুকুট ১৩ দিলাম। এই প্রকারে তুমি স্বর্ণে ও রৌপ্যে বিভূষিত হইলে; তোমার বস্ত্র মসীনা-সূত্র ও পট্ট দ্বারা নির্ম্মিত এবং শিল্পকর্ম্মে বিচিত্র হইল, তুমি সূক্ষ্ম সূজী, মধু ও তৈল ভোজন করিতে, এবং পরম-সুন্দরী হইয়া অবশেষে রাজ্ঞীর পদ প্রাপ্ত ১৪ হইলে। আর তোমার সৌন্দর্য্যের জন্য জাতিগণের মধ্যে তোমার কীর্ত্তি ব্যাপিল, কেননা আমি তোমাকে যে শোভা দিয়াছিলাম, তাহা দ্বারা তোমার সৌন্দর্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

১৫ পরে তুমি আপন সৌন্দর্য্যে নির্ভর করিয়া নিজ কীর্ত্তির অভিমানে ব্যভিচারিণী হইলে; যে কেহ নিকট দিয়া যাইত, তাহার উপরে তোমার ব্যভিচাররূপ জল সেচন করিতে; উহা তাহারই ভোগ্য ১৬ হইত। আর তুমি আপনার কোন কোন বস্ত্র লইয়া আপনার জন্য চিত্র বিচিত্র উচ্চস্থলী প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে বেশ্যাক্রিয়া করিতে; এরূপ হইবেও না, ১৭ হইবারও নয়। আর আমার সুবর্ণ ও আমার রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত যে সকল চারু আভরণ আমি তোমাকে দিয়াছিলাম,

তুমি তাহা লইয়া পুরুষাকৃতি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের সহিত ব্যভিচার ১৮ করিতে। আর তুমি আপন বিচিত্র বস্ত্র সকল লইয়া তাহাদিগকে পরিধান করাইতে, এবং আমার তৈল ও আমার ১৯ ধূপ তাহাদের সম্মুখে রাখিতে। আর আমি তোমাকে আমার যে খাদ্য দিয়াছিলাম, যে সূক্ষ্ম সূজী, তৈল ও মধু তোমাকে খাইতে দিয়াছিলাম, তাহা তুমি সৌরভার্থে তাহাদের সম্মুখে রাখিতে; ইহাই করা হইত, ইহা প্রভু সদাপ্রভু ২০ কহেন। আর তুমি, আমার জন্য প্রসূত তোমার যে পুত্রকন্যাগণ, তাহাদিগকে লইয়া ভক্ষ্যরূপে উহাদের কাছে উৎসর্গ ২১ করিয়াছ। তোমার ব্যভিচার কি ক্ষুদ্র বিষয় যে, তুমি আমার সন্তানগণকেও বধ করিয়া উৎসর্গ করিয়াছ, উহাদের জন্য [অগ্নির মধ্য দিয়া] গমন করাইয়াছ? ২২ আপনার সমস্ত ঘৃণার্হ কার্য্যে ও ব্যভিচারে মগ্ন হওয়াতে তুমি আপন যৌবনাবস্থার সেই সময় স্মরণ কর নাই, যখন তুমি বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী ছিলে, নিজ রক্তে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলে।

২৩ আর তোমার এই সকল দুষ্কার্য্যের পরে—প্রভু সদাপ্রভু কহেন, ধিক্‌, ২৪ ধিক্‌ তোমাকে!—তুমি আপনার নিমিত্ত টিকরস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, এবং প্রত্যেক চকে উচ্চস্থান প্রস্তুত করিয়াছ। ২৫ প্রত্যেক পথের মস্তকে তুমি আপনার উচ্চস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, আপন সৌন্দর্য্যকে ঘৃণার্হ বস্তু করিয়াছ, প্রত্যেক পথিকের জন্য আপনার পা খুলিয়া দিয়াছ, এবং ২৬ আপন বেশ্যাক্রিয়া বাড়াইয়াছ। আরও তুমি তোমার প্রতিবাসী স্থূলমাংস মিস্রীয়দের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ, এবং আমাকে অসন্তুষ্ট করণার্থে তোমার ২৭ বেশ্যাক্রিয়া আরও বাড়াইয়াছ। এই জন্য দেখ, আমি তোমার উপরে হস্ত বিস্তার করিয়া তোমার নিরূপিত বৃত্তি খর্ব্ব করিলাম; এবং যাহারা তোমাকে দ্বেষ করে, যে পলেষ্টীয়দের কন্যারা তোমার কুকর্ম্মের ব্যবহারে লজ্জিতা হইয়াছে, তাহাদের ইচ্ছায় তোমাকে ২৮ সমর্পণ করিলাম। আরও তুমি তৃপ্ত না হওয়াতে অশূরীয়দের সহিত বেশ্যাক্রিয়া করিয়াছ; কিন্তু তাহাদের সহিত ব্যভিচার করিলেও তৃপ্ত হও নাই। ২৯ আর তুমি বাণিজ্যের দেশ কল্‌দিয়া পর্য্যন্ত আপন ব্যভিচার বৃদ্ধি করিয়াছ, ৩০ কিন্তু ইহাতেও তৃপ্ত হইলে না। প্রভু সদাপ্রভু কহেন, তোমার হৃদয় কেমন দুর্ব্বল! তুমি ত এই সমস্ত করিয়াছ, ৩১ ইহা উদ্ধত বেশ্যার কার্য্য; তুমি প্রত্যেক পথের মস্তকে তোমার টিকরস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, প্রত্যেক চকে তোমার টিকরস্থান প্রস্তুত করিয়াছ; ইহাতে তুমি বেশ্যাবৎ হও নাই; তুমি ত পণ অবজ্ঞা করিয়াছ। ৩২ ব্যভিচারিণী স্ত্রী! তুমি আপন স্বামীর পরিবর্ত্তে জারগণকে গ্রহণ করিয়া থাক। ৩৩ লোকে বেশ্যামাত্রকেই মুদ্রা দেয়, কিন্তু তুমি আপনার প্রেমিকমাত্রকেই উপহার দিয়াছ, এবং তোমার বেশ্যাবৃত্তিক্রমে তাহারা যেন সর্ব্বদিক্‌ হইতে তোমার কাছে আইসে, এই জন্য তাহাদিগকে ৩৪ উৎকোচ দিয়াছ। ইহাতে অন্যান্য স্ত্রী হইতে তোমার বেশ্যাবৃত্তি বিপরীত; বস্তুতঃ লোকেরা ব্যভিচারার্থে তোমার পশ্চাদ্গামী হয় না, আর তুমি কিছু পণ না লইয়া পণ দিয়া থাক, ইহাতেই তোমার কাণ্ড বিপরীত।

৩৫ অতএব, হে বেশ্যা, সদাপ্রভুর বাক্য ৩৬ শুন; প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার তাম্র ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং তোমার প্রেমিকগণের সহিত তোমার ব্যভিচার হেতু তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হইয়াছে, সে জন্য, এবং তোমার সমস্ত ঘৃণার্হ পুত্তলির জন্য, আর তুমি তাহাদিগকে যে রক্ত দিয়াছ, তোমার ৩৭ সন্তানগণের সেই রক্তের জন্য, দেখ, আমি তোমার সেই সমস্ত প্রেমিককে একত্র করিব, যাহাদের সঙ্গে তুমি রমণ করিয়াছ, এবং যাহাদিগকে তুমি প্রেম করিয়াছ, ও যাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছ; তোমার বিরুদ্ধে চারিদিক্ হইতে তাহাদিগকে একত্র করিব, পরে তাহাদের সম্মুখে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত করিব, তাহাতে তাহারা তোমার সমস্ত উলঙ্গতা দেখিবে। ৩৮ আর সতীধর্ম্মভ্রষ্টা ও রক্তপাতকারিণী স্ত্রীলোকদিগের বিচারের ন্যায় আমি তোমার বিচার করিব, এবং ক্রোধের ও অন্তর্জ্বালার রক্ত তোমার উপরে উপস্থিত ৩৯ করিব। আর আমি তাহাদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব, তাহাতে তাহারা তোমার উচ্চস্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তোমার উচ্চস্থান সকল উৎপাটন করিবে, তোমাকে বিবস্ত্রা করিবে, এবং তোমার চারু আভরণ সকল হরণ করিবে; তাহারা তোমাকে বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী করিয়া ৪০ রাখিবে। আর তাহারা তোমার বিরুদ্ধে সমাজ আনিবে, প্রস্তরাঘাতে তোমাকে বধ করিবে, ও আপন আপন খড়্গ দ্বারা ৪১ বিদ্ধ করিবে; এবং তোমার গৃহ সকল আগুনে পোড়াইয়া দিবে, ও অনেক স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে তোমাকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিবে; এইরূপে আমি তোমার ব্যভিচার ক্রিয়া ক্ষান্ত করাইব, তুমি আর ৪২ পণ দিবে না। আমি তোমার প্রতি আপন ক্রোধ চরিতার্থ করিয়া শান্ত হইব, তাহাতে তোমার উপর হইতে আমার অন্তর্জ্বালা যাইবে, আমি ক্ষান্ত হইব, আর ৪৩ অসন্তুষ্ট হইব না। তুমি আপন যৌবনাবস্থা স্মরণ কর নাই, কিন্তু এই সকল বিষয়ে আমাকে ক্রুদ্ধ করিয়াছ; এই জন্য দেখ, আমিও তোমার কার্য্যের ফল তোমার মস্তকে দিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন; ঐ সকল ঘৃণার্হ আচরণের পরে তুমি আর কুকর্ম্ম করিবে না।

৪৪ দেখ, যে কেহ প্রবাদ ব্যবহার করে, সে তোমার বিরুদ্ধে এই প্রবাদ ব্যবহার করিবে, 'যেমন মাতা তেমনি কন্যা'। ৪৫ তুমি নিজ মাতার কন্যা, সেও আপন স্বামীকে ও সন্তানগণকে ঘৃণা করিত; এবং তুমি নিজ ভগিনীদের ভগিনী, তাহারাও আপন আপন স্বামী ও সন্তানগণকে ঘৃণা করিত; তোমাদের মাতা হিত্তীয়া ও তোমাদের পিতা ইমোরীয় ৪৬ ছিল। তোমার বড় ভগিনী শমরিয়া, সে আপন কন্যাগণের সহিত তোমার বামদিকে বসতি করে; এবং তোমার ছোট ভগিনী সদোম, সে আপন কন্যাগণের সহিত তোমার দক্ষিণে বসতি ৪৭ করে। কিন্তু তুমি যে তাহাদের পথে গমন করিয়াছ ও তাহাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করিয়াছ, তাহা নহে, বরং উহা লঘু বিষয় বলিয়া আপনার সমস্ত আচার-ব্যবহারে তাহাদের হইতেও ৪৮ ভ্রষ্টা হইয়াছ। প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, তোমার ভগিনী সদোম ও তাহার কন্যাগণ তোমার মত ও তোমার কন্যাদের মত ক্রিয়া করে নাই।

৪৯ দেখ, তোমার ভগিনী সদোমের এই অপরাধ ছিল; তাহার ও তাহার কন্যাদিগের দর্প, ভক্ষ্যের পূর্ণতা এবং নিশ্চিন্ততাযুক্ত শান্তি ছিল; আর সে দুঃখী ও ৫০ দরিদ্রের হস্ত সবল করিত না। তাহারা অহঙ্কারিণী ছিল, ও আমার সাক্ষাতে ঘৃণার্হ ক্রিয়া করিত, অতএব আমি তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে দূর করিলাম। ৫১ আর শমরিয়া তোমার পাপের অর্দ্ধেক পাপও করে নাই, কিন্তু তুমি আপন ঘৃণার্হ ক্রিয়া তাহাদের হইতেও অধিক বাড়াইয়াছ, এবং আপনার কৃত সমস্ত ঘৃণার্হ ক্রিয়া দ্বারা আপন ভগিনীদিগকে ৫২ ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন করিয়াছ। তুমিও নিজ অপমান বহন কর, কেননা তুমি তোমার ভগিনীদের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছ; তুমি যে সকল পাপকার্য্য দ্বারা তাহাদের অপেক্ষা অধিক ঘৃণার্হ হইয়াছ; তৎপ্রযুক্ত তাহারা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক হইয়াছে; তুমিও লজ্জিতা হও, নিজ অপমান বহন কর, কেননা তুমি আপন ভগিনীদিগকে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন করিয়াছ।

৫৩ আমি তাহাদের বন্দি-দশা, সদোম ও তাহার কন্যাদের বন্দি-দশা, এবং শমরিয়া ও তাহার কন্যাদের বন্দি-দশা ফিরাইব, এবং তাহাদের মধ্যে তোমার ৫৪ বন্দিদের বন্দি-দশা ফিরাইব; যেন তুমি আপন ভগিনীদের সান্ত্বনার কারণ হইয়া, যাহা যাহা করিয়াছ, সেই সকল ক্রিয়া প্রযুক্ত নিজ অপমান বহন করিতে ৫৫ ও অপমানিত হইতে পার। আর তোমার ভগিনীরা, সদোম ও তাহার কন্যাগণ, পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইবে, এবং শমরিয়া ও তাহার কন্যাগণ পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইবে, এবং তুমি ও তোমার ৫৬ কন্যাগণ পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইবে। তোমার অহঙ্কারের সময়ে তুমি আপন ভগিনী ৫৭ সদোমের নাম মুখে আনিতে না; তখন তোমার দুষ্টতা প্রকাশ পায় নাই; যেমন এই সময়ে অরামের কন্যারা ও তাহার চারিদিকের নিবাসিনী সকলে, পলেষ্টীয়দের কন্যারা, তোমাকে টিটকারি দিতেছে; ইহারা চারিদিকে তোমাকে তুচ্ছ করে। ৫৮ তুমি আপন কুকর্ম্মের ও আপন ঘৃণার্হ আচরণেরই ভার বহন করিয়াছ, ইহা সদা- ৫৯ প্রভু কহেন। কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, আমি তোমার প্রতি তদনুরূপ কর্ম্ম করিব; তুমি ত শপথ অবজ্ঞা করিয়া নিয়ম ভঙ্গ ৬০ করিয়াছ। তথাপি তোমার যৌবনকালে তোমার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, তাহা আমি স্মরণ করিব, এবং তোমার পক্ষে চিরস্থায়ী এক নিয়ম স্থির করিব। ৬১ তখন তুমি আপন আচার ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিতা হইবে, যখন আপনার ভগিনীদিগকে, আপনার বড় ও ছোট ভগিনীদিগকে, গ্রহণ করিবে; আর আমি তাহাদিগকে কন্যাদের ন্যায় তোমাকে দিব, কিন্তু তোমার নিয়মক্রমে নয়। ৬২ বাস্তবিক আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব;

তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু;

৬৩ অভিপ্রায় এই, আমি যখন তোমার ক্রিয়া সকল মার্জ্জনা করিব, তখন তুমি যেন তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জিতা হও, ও নিজ অপমান প্রযুক্ত আর কখনও মুখ না খুল, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

লয় নাই, অন্যায় হইতে আপন হস্ত ফিরাইয়াছে, মনুষ্যদের মধ্যে যথার্থ বিচার
৯ করিয়াছে, আমার বিধিপথে গমন করিয়াছে, এবং সত্য আচরণের উদ্দেশে আমার শাসনকলাপ পালন করিয়াছে, তবে সেই ব্যক্তি ধার্ম্মিক; সে অবশ্য বাঁচিবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

১০ কিন্তু সেই ব্যক্তির পুত্র যদি দস্যু ও রক্তপাতকারী হয়, এবং সেই প্রকার কোন একটা কার্য্য করে; সেই সকল
১১ [কর্ত্তব্যের] কোন কর্ম্ম না করে; যদি পর্ব্বতের উপরে ভোজন করিয়া থাকে, ও আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে ভ্রষ্ট করিয়া
১২ থাকে, দুঃখী দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে, পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া থাকে, বন্ধক দ্রব্য ফিরাইয়া না দিয়া থাকে, এবং পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, ঘৃণার্হ কার্য্য
১৩ করিয়া থাকে; যদি সুদের লোভে ঋণ দিয়া থাকে, ও বৃদ্ধি লইয়া থাকে, তবে সে কি বাঁচিবে? সে বাঁচিবে না; সে এই সকল ঘৃণার্হ কার্য্য করিয়াছে; সে মরিবেই মরিবে; তাহার রক্ত তাহারই উপরে বর্ত্তিবে।

১৪ আবার দেখ, ইহার পুত্র যদি আপন পিতার কৃত সমস্ত পাপ দেখিয়া বিবেচনা করে, ও তদনুযায়ী কার্য্য না করে,
১৫ পর্ব্বতের উপরে ভোজন করে নাই, ইস্রায়েল-কুলের পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে
১৬ ভ্রষ্ট করে নাই, কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করে নাই, বন্ধক দ্রব্য রাখে নাই, কাহারও দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করে নাই, কিন্তু ক্ষুধিত লোককে অন্ন দিয়াছে
১৭ ও উলঙ্গকে বস্ত্র পরাইয়াছে, দুঃখী লোকের প্রতি উপদ্রব হইতে আপন হস্ত নিবারণ করিয়াছে, সুদ বা বৃদ্ধি লয় নাই, আমার শাসন সকল পালন করিয়াছে, ও আমার বিধিপথে গমন করিয়াছে, তবে সে আপন পিতার অপরাধে
১৮ মরিবে না, সে অবশ্য বাঁচিবে। কিন্তু তাহার পিতা ভারী উপদ্রব করিত, ভ্রাতার দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করিত, স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে অসৎকর্ম্ম করিত; তাই দেখ, সে আপন অপরাধে মরিল।

১৯ কিন্তু তোমরা বলিতেছ, 'সেই পুত্র কেন পিতার অপরাধ বহন করে না?' সেই পুত্র ত ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, এবং আমার বিধি সকল রক্ষা করিয়াছে, সে সকল পালন করিয়াছে; সে অবশ্য
২০ বাঁচিবে। যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা তাহার উপরে বর্ত্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্ত্তিবে।

২১ অধিকন্তু দুষ্ট লোক যদি আপনার কৃত সমস্ত পাপ হইতে ফিরে, ও আমার বিধি সকল পালন করে, এবং ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তবে সে অবশ্য বাঁচিবে;
২২ সে মরিবে না। তাহার পূর্ব্বকৃত কোন অধর্ম্ম তাহার বলিয়া স্মরণে আনা যাইবে না; সে যে ধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, তাহাতে
২৩ বাঁচিবে। দুষ্ট লোকের মরণে কি আমার কিছু সন্তোষ আছে? ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন; বরং সে আপন কুপথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতে কি আমার
২৪ সন্তোষ হয় না? আর ধার্ম্মিক লোক যদি আপন ধার্ম্মিকতা হইতে ফিরিয়া

অন্যায় করে, ও দুষ্টের কৃত সমস্ত ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুরূপ আচরণ করে, তবে সে কি বাঁচিবে? তাহার কৃত কোন ধর্ম্মকর্ম্ম স্মরণে আনা যাইবে না; সে যে সত্য-লঙ্ঘন করিয়াছে ও যে পাপ করিয়াছে, তাহাতেই মরিবে।

২৫ কিন্তু তোমরা বলিতেছ, 'প্রভুর পথ সরল নয়'। হে ইস্রায়েল-কুল, এক বার শুন; আমার পথ কি সরল নয়? ২৬ তোমাদের পথ কি অসরল নয়? ধার্ম্মিক লোক যখন আপন ধার্ম্মিকতা হইতে ফিরিয়া অন্যায় করে ও তাহাতে মরে, তখন আপনার কৃত অন্যায়েই মরে। ২৭ আর দুষ্ট লোক যখন আপনার কৃত দুষ্টতা হইতে ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ ২৮ করে, তখন আপন প্রাণ বাঁচায়। সে বিবেচনা করিয়া আপনার কৃত সমস্ত অধর্ম্ম হইতে ফিরিল, এই জন্য সে ২৯ অবশ্য বাঁচিবে; সে মরিবে না। কিন্তু ইস্রায়েল-কুল বলিতেছে, প্রভুর পথ সরল নয়। হে ইস্রায়েল-কুল, আমার পথ কি সরল নয়? তোমাদের পথ কি ৩০ অসরল নয়? অতএব হে ইস্রায়েল-কুল, আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহার অনুসারে তোমাদের বিচার করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। তোমরা ফির, আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম্ম হইতে মন ফিরাও, তাহাতে তাহা তোমাদের অপরাধজনক বিঘ্ন হইবে না। ৩১ তোমরা আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম্ম আপনাদের হইতে দূরে ফেলিয়া দেও, এবং আপনাদের জন্য নূতন হৃদয় ও নূতন আত্মা প্রস্তুত কর; কেননা, হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা কেন মরিবে? ৩২ কারণ যে মরে, তাহার মরণে আমার কিছু সন্তোষ নাই, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; অতএব তোমরা মন ফিরাইয়া বাঁচ।

যিহূদার রাজকুলের জন্য বিলাপ।

১৯ আর তুমি ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের ২ বিষয়ে বিলাপ কর। বল, তোমার মাতা কি ছিল? সে ত সিংহী ছিল; সিংহ-গণের মধ্যে শয়ন করিত, যুবসিংহদের মধ্যে আপন বৎসদিগকে প্রতিপালন ৩ করিত। তাহার প্রতিপালিত এক বৎস যুবসিংহ হইয়া উঠিল, সে মৃগ বিদারণ করিতে শিখিল, মনুষ্যদিগকে গ্রাস ৪ করিতে লাগিল। জাতিগণও তাহার বিষয় শুনিতে পাইল; সে তাহাদের গর্ত্তে ধরা পড়িল; আর তাহারা তাহার নাক ফুঁড়িয়া মিসর দেশে লইয়া গেল। ৫ সেই সিংহী যখন দেখিল, সে প্রতীক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রত্যাশা বিনষ্ট হইল, তখন আপনার আর একটা শাবককে লইয়া যুবসিংহ করিয়া তুলিল। ৬ পরে সে সিংহদের সঙ্গে গতায়াত করিতে করিতে যুবসিংহ হইয়া উঠিল, সে মৃগ বিদারণ করিতে শিখিল, মনুষ্যদিগকে ৭ গ্রাস করিতে লাগিল। সে তাহাদের অট্টালিকা সকল জ্ঞাত ছিল; তাহাদের নগর সকল উৎসন্ন করিল; তাহার গর্জ্জনের শব্দে দেশ ও তাহার সমস্তই ৮ স্তম্ভিত হইল। তখন চারিদিকের জাতিগণ নানা প্রদেশ হইতে তাহার বিপক্ষে দাঁড়াইল, তাহার উপরে আপনা-দের জাল পাতিল; সে তাহাদের গর্ত্তে ৯ ধরা পড়িল। তাহারা তাহার নাক ফুঁড়িয়া পিঞ্জরে রাখিল, তাহাকে বাবিল-রাজের নিকটে লইয়া গেল; ইস্রায়েলের কোন পর্ব্বতে যেন তাহার হুঙ্কার আর

শুনিতে পাওয়া না যায়, তাই তাহাকে দুর্গের মধ্যে রাখিল।

১০ তোমার রক্তে* তোমার মাতা জলরাশির নিকটে রোপিত দ্রাক্ষালতাস্বরূপ ছিল, সে অনেক জল প্রযুক্ত ফলবান ও ১১ শাখায় পূর্ণ হইল। আর তাহার শাখাদণ্ড দৃঢ় ও কর্ত্তৃত্বকারীদের রাজদণ্ড হইবার যোগ্য হইল; সে দীর্ঘতায় মেঘস্পর্শী, এবং উচ্চতায় ও শাখাবাহুল্যে ১২ বিরাজমান হইল। কিন্তু সে কোপে উৎপাটিত হইল, ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল; পূর্ব্বীয় বায়ুতে তাহার ফল শুষ্ক হইয়া পড়িল; তাহার দৃঢ় শাখা সকল ভগ্ন ও শুষ্ক হইল, অগ্নি সেগুলি গ্রাস করিল। ১৩ এখন সে প্রান্তরমধ্যে নির্জ্জল ও শুষ্ক ১৪ ভূমিতে রোপিত হইয়াছে। তাহার শাখাদণ্ড হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহার ফল গ্রাস করিয়াছে; রাজদণ্ডের জন্য একটী দৃঢ় শাখাও তাহাতে নাই। এ বিলাপ, এবং ইহা বিলাপের জন্য থাকিবে।

ইস্রায়েলের পূর্ব্বকৃত পাপাচরণ ও ভাবী দয়াপ্রাপ্তি।

২০ সপ্তম বৎসরের পঞ্চম মাসে, মাসের দশম দিনে ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের মধ্যে কয়েক জন পুরুষ সদাপ্রভুর কাছে অন্বেষণ করিবার জন্য আসিয়া আমার সম্মুখে ২ বসিল। তখন সদাপ্রভুর এই বাক্য ৩ আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্যসন্তান, তুমি ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা কি আমার কাছে অন্বেষণ করিতে আসিয়াছ? প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, আমি তোমাদিগকে আমার ৪ কাছে অন্বেষণ করিতে দিব না। হে মনুষ্যসন্তান, তুমি কি তাহাদের বিচার করিবে? তুমি কি তাহাদের বিচার করিবে? তবে তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঘৃণার্হ ক্রিয়া ৫ সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত কর; আর তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে দিন ইস্রায়েলকে মনোনীত করিয়াছিলাম, যাকোবের কুলজাত বংশের পক্ষে হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলাম, মিসর দেশে তাহাদের কাছে আপনার পরিচয় দিয়াছিলাম, যখন তাহাদের পক্ষে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়াছিলাম, আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদা-৬ প্রভু; সেই দিন তাহাদের পক্ষে হস্ত উত্তোলন করিয়া [বলিয়াছিলাম] যে, আমি তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিব, এবং তাহাদের জন্য যে দেশ অনুসন্ধান করিয়াছি, সর্ব্ব দেশের ভূষণস্বরূপ সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে ৭ লইয়া যাইব; আর আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন নয়নরঞ্জন ঘৃণার্হ বস্তু সকল দূর কর, এবং মিসরের পুত্তলিগণ দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না; আমিই তোমা-৮ দের ঈশ্বর সদাপ্রভু। কিন্তু তাহারা আমার বিরুদ্ধাচারী হইল, আমার কথা শুনিতে অসম্মত হইল, আপন আপন নয়নরঞ্জন ঘৃণার্হ বস্তু সকল দূর করিল না, এবং মিসরের পুত্তলিগণকেও ছাড়িল না; তাহাতে আমি বলিলাম, আমি তাহাদের উপরে আমার কোপ ঢালিব, মিসর দেশের মধ্যে তাহাদিগেতে আমার ক্রোধ ৯ সাধন করিব। কিন্তু আমি আপন নামের

* (বা) তোমার ন্যায়।

অনুরোধে কার্য্য করিলাম ; যেন আমার নাম সেই জাতিগণের সাক্ষাতে অপবিত্রীকৃত না হয়, যাহাদের মধ্যে তাহারা বাস করিতেছিল, ও যাহাদের সাক্ষাতে আমি তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনাতে আপনার পরিচয় দিয়াছিলাম।

১০ পরে আমি তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া প্রান্তরে আনিলাম। ১১ আর আমি তাহাদিগকে আমার বিধিকলাপ দিলাম, ও আমার শাসনকলাপ জ্ঞাত করিলাম, যাহা পালন করিলে তদ্দ্বারা মনুষ্য বাঁচে। ১২ আর আমিই যে তাহাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু, ইহা জানাইবার জন্য আমার ও তাহাদের মধ্যে চিহ্নস্বরূপে আমার বিশ্রামদিন সকলও তাহাদিগকে দিলাম। ১৩ কিন্তু ইস্রায়েল-কুল সেই প্রান্তরে আমার বিরুদ্ধাচারী হইল; আমার বিধিপথে চলিল না, এবং আমার শাসনকলাপ অগ্রাহ্য করিল, যাহা পালন করিলে তদ্দ্বারা মনুষ্য বাঁচে ; আর আমার বিশ্রামদিন সকল অতিশয় অপবিত্র করিল ; তখন আমি কহিলাম, আমি তাহাদিগকে সংহার করিবার জন্য প্রান্তরে তাহাদের উপরে আমার কোপ ঢালিব। ১৪ কিন্তু আমি আপন নামের অনুরোধে কার্য্য করিলাম, যেন সেই জাতিগণের সাক্ষাতে আমার নাম অপবিত্রীকৃত না হয়, যাহাদের সাক্ষাতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম। ১৫ অধিকন্তু আমি প্রান্তরে তাহাদের বিপক্ষে হস্ত উত্তোলন করিলাম, বলিলাম, আমি সর্ব্ব দেশের ভূষণ যে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছি, সেই দেশে তাহাদিগকে লইয়া যাইব না ; ১৬ কারণ তাহারা আমার শাসনকলাপ অগ্রাহ্য করিত, আমার বিধিপথে চলিত না, ও আমার বিশ্রামদিন অপবিত্র করিত, কেননা তাহাদের অন্তঃকরণ তাহাদের পুত্তলিগণের অনুগামী ছিল। ১৭ কিন্তু তাহাদিগের বিনাশ সাধনে আমার চক্ষুলজ্জা হইল, এই জন্য আমি সেই প্রান্তরে তাহাদিগকে সংহার করিলাম না।

১৮ আর সেই প্রান্তরে আমি তাহাদের সন্তানগণকে কহিলাম, তোমরা আপনাদের পিতৃগণের বিধিপথে চলিও না, তাহাদের শাসনকলাপ মানিও না, ও তাহাদের পুত্তলিগণ দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না ; ১৯ আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ; আমারই বিধিপথে চল, ও আমারই শাসনকলাপ রক্ষা কর, পালন কর ; ২০ আর আমার বিশ্রামদিন পবিত্র কর, তাহাই আমার ও তোমাদের মধ্যে চিহ্নস্বরূপ হইবে, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। ২১ তথাপি সেই সন্তানগণ আমার বিরুদ্ধাচারী হইল ; তাহারা আমার বিধিপথে চলিল না, এবং আমার শাসনকলাপ পালনার্থে রক্ষা করিল না, যাহা পালন করিলে তদ্দ্বারা মনুষ্য বাঁচে ; তাহারা আমার বিশ্রামদিনও অপবিত্র করিল ; তখন আমি কহিলাম, আমি তাহাদের উপরে আপন কোপ ঢালিব, প্রান্তরে তাহাদিগেতে আপন ক্রোধ সাধন করিব। ২২ তথাপি আমি হস্ত আকর্ষণ করিলাম, আপন নামের অনুরোধে কার্য্য করিলাম, যেন সেই জাতিগণের সাক্ষাতে আমার নাম অপবিত্রীকৃত না হয়, যাহাদের সাক্ষাতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম। ২৩ অধিকন্তু আমি প্রান্তরে তাহাদের বিপক্ষে হস্ত উত্তোলন করিলাম,

বলিলাম, তাহাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব, নানা দেশে বিকীর্ণ করিব; ২৪ কারণ তাহারা আমার শাসনকলাপ পালন করিল না, আমার বিধিকলাপ অগ্রাহ্য করিল, আমার বিশ্রামদিন অপবিত্র করিল, ও তাহাদের পিতাদের পুত্তলি-গণে তাহাদের চক্ষু আসক্ত থাকিল। ২৫ অধিকন্তু যাহা মঙ্গলজনক নয়, এমন বিধিকলাপ, এবং যদ্দ্বারা কেহ বাঁচিতে পারে না, এমন শাসনকলাপ, তাহাদিগকে ২৬ দিলাম। তাহারা গর্ব্ভ উন্মোচক সমস্ত সন্তানকে [অগ্নির মধ্য দিয়া] গমন করাইত, তাই আমি তাহাদিগকে আপন আপন উপহারে অশুচি হইতে দিলাম, যেন আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করি, যেন তাহারা জানিতে পারে যে, আমিই সদাপ্রভু।

২৭ অতএব, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি ইস্রায়েল-কুলের সহিত আলাপ করিয়া তাহা-দিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন করিয়াছে, ইহাতেই ২৮ আমার নিন্দা করিয়াছে। কারণ আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিব বলিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলাম, যখন সেই দেশে আনিলাম, তখন তাহারা যে কোন স্থানে কোন উচ্চ পর্ব্বত কিম্বা কোন ঝোপাল বৃক্ষ দেখিতে পাইত, সেই স্থানে বলিদান করিত, সেই স্থানে [আমার] অসন্তোষ-জনক নৈবেদ্য উৎসর্গ করিত, সেই স্থানে আপনাদের সৌরভার্থক দ্রব্যও রাখিত, এবং সেই স্থানে আপনাদের পেয় নৈবেদ্য ২৯ ঢালিত। তাহাতে আমি তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা যে উচ্চস্থলীতে উঠিয়া যাও, উহা কি? এইরূপে অদ্য পর্য্যন্ত তাহার নাম বামা [উচ্চস্থলী] হইয়া ৩০ রহিয়াছে। অতএব তুমি ইস্রায়েল-কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা কি আপন আপন পিতৃ-পুরুষদের রীতিতে আপনাদিগকে অশুচি করিতেছ? তাহাদের ঘৃণার্হ বস্তু সকলের ৩১ অনুগমনে ব্যভিচার করিতেছ? তোমরা যখন আপনাদের উপহার দেও, যখন আপন আপন সন্তানদিগকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাও, তখন অদ্য পর্য্যন্ত আপনাদের সমস্ত পুত্তলির দ্বারা কি আপনাদিগকে অশুচি করিতেছ? তবে, হে ইস্রায়েল-কুল, আমি কি তোমা-দিগকে আমার কাছে অন্বেষণ করিতে দিব? প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, আমি তোমাদিগকে আমার ৩২ কাছে অন্বেষণ করিতে দিব না। আর তোমরা যাহা মনে করিয়া থাক, তাহা কোন ক্রমে হইবে না; তোমরা ত বলি-তেছ, আমরা জাতিদের তুল্য হইব, ভিন্ন ভিন্ন দেশের গোষ্ঠীদের তুল্য হইব, কাষ্ঠ ৩৩ ও প্রস্তরের পরিচর্য্যা করিব। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার জীব-নের দিব্য, আমি বলবান হস্ত, বিস্তারিত বাহু ও কোপের বর্ষণ দ্বারা তোমাদের ৩৪ উপরে রাজত্ব করিব। আমি বলবান হস্ত, বিস্তারিত বাহু ও কোপের বর্ষণ দ্বারা জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে বাহির করিব, এবং যে সকল দেশে তোমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া রহিয়াছ, সেই সকল দেশ হইতে তোমাদিগকে একত্র ৩৫ করিব। আমি জাতিসমূহের প্রান্তরে আনিয়া সম্মুখাসম্মুখি হইয়া সেই স্থানে ৩৬ তোমাদের সহিত বিচার করিব। আমি মিসর দেশের প্রান্তরে যেমন তোমাদের

পিতৃপুরুষদের সহিত বিচার করিয়াছিলাম, তোমাদের সহিত তেমনি বিচার করিব,
৩৭ ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন। আর আমি তোমাদিগকে পাঁচনীর নীচে দিয়া গমন করাইব, ও নিয়মরূপ বন্ধনে আবদ্ধ
৩৮ করিব। পরে বিদ্রোহী ও আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচারী সকলকে ঝাড়িয়া তোমাদের মধ্য হইতে দূর করিব ; তাহারা যে দেশে প্রবাস করে, তথা হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিব বটে, কিন্তু তাহারা ইস্রায়েল-দেশে প্রবেশ করিবে না ;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৩৯ পরন্তু হে ইস্রায়েল-কুল, প্রভু সদাপ্রভু তোমাদের বিষয়ে এই কথা বলেন, তোমরা যাও, প্রত্যেকে আপন আপন পুত্তলিগণের সেবা কর ; কিন্তু উত্তরকালে তোমরা আমার কথায় অবধান করিবেই করিবে ; তখন আপন আপন উপহার ও পুত্তলিগণ দ্বারা আমার পবিত্র
৪০ নাম আর অপবিত্র করিবে না। কারণ, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার পবিত্র পর্ব্বতে, ইস্রায়েলের উচ্চতার পর্ব্বতে, ইস্রায়েলের সমস্ত কুল, তাহারা সকলেই, দেশমধ্যে আমার সেবা করিবে ; সেই স্থানে আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিব, সেই স্থানে তোমাদের সমস্ত পবিত্র বস্তুর সহিত তোমাদের উপহার ও তোমাদের নৈবেদ্যের অগ্রিমাংশ চাহিব।
৪১ যখন জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে আনিব, এবং যে সকল দেশে তোমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া রহিয়াছ, সেই সকল দেশ হইতে তোমাদিগকে একত্র করিব, তখন আমি সৌরভার্থক দ্রব্যের ন্যায় তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব ; আর তোমাদের দ্বারা জাতিগণের সাক্ষাতে
৪২ পবিত্র বলিয়া মান্য হইব। আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিব বলিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলাম, সেই ইস্রায়েল-দেশে যখন তোমাদিগকে আনিব,

তখন তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৪৩ আর সেখানে তোমরা সেই আচার ব্যবহার ও সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড স্মরণ করিবে, যদ্দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিয়াছ ; আর তোমাদের কৃত সমস্ত কুক্রিয়া প্রযুক্ত তোমরা আপনাদের দৃষ্টিতে
৪৪ আপনাদিগকে ঘৃণা করিবে। হে ইস্রায়েল-কুল, প্রভু সদাপ্রভু বলেন, আমি যখন তোমাদের মন্দ আচার ব্যবহার অনুসারে নয় ও তোমাদের দুষ্ট ক্রিয়াকাণ্ড অনুসারে নয়, কিন্তু আপন নামের অনুরোধে তোমাদের সহিত ব্যবহার করিব,

তখন তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

যিরূশালেমের আসন্ন বিনাশ।

৪৫ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
৪৬ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি দক্ষিণদিকে আপন মুখ রাখ, দক্ষিণ দেশের দিকে বাক্য বর্ষণ কর, ও দক্ষিণ প্রান্তরস্থ অরণ্যের বিপরীতে ভাববাণী
৪৭ বল। আর দক্ষিণের অরণ্যকে বল, তুমি সদাপ্রভুর বাক্য শুন ; প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ আমি তোমার মধ্যে অগ্নি জ্বালাইব, তাহা তোমার মধ্যে সমস্ত সতেজ বৃক্ষ ও সমস্ত শুষ্ক বৃক্ষ গ্রাস করিবে ; সেই জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ

হইবে না; দক্ষিণ অবধি উত্তর পর্য্যন্ত ৪৮ সমুদয় মুখ তদ্দ্বারা দগ্ধ হইবে। তাহাতে সমস্ত প্রাণী দেখিবে যে, আমি সদাপ্রভু তাহা প্রজ্বলিত করিয়াছি; তাহা নির্ব্বাণ ৪৯ হইবে না। তখন আমি কহিলাম, হাঁ প্রভু সদাপ্রভু, তাহারা আমার বিষয়ে বলে, ঐ ব্যক্তি কি উপমাবাদী নয়?

২১ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি যিরূশালেমের দিকে আপন মুখ রাখ, পবিত্র স্থানের দিকে বাক্য বর্ষণ কর, ও ইস্রায়েল-দেশের বিরুদ্ধে ভাব- ৩ বাণী বল। তুমি ইস্রায়েল-দেশকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ; আমি কোষ হইতে আপন খড়্গ বাহির করিয়া তোমার মধ্য হইতে ধার্ম্মিক ও দুষ্টকে উচ্ছিন্ন করিব। ৪ আমি যখন তোমার মধ্য হইতে ধার্ম্মিক ও দুষ্ট লোককে উচ্ছিন্ন করিব, তখন আমার খড়্গ কোষ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ অবধি উত্তর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর ৫ বিরুদ্ধে যাইবে; তাহাতে সমস্ত প্রাণী জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু কোষ হইতে আপন খড়্গ বাহির করিয়াছি, তাহা আর ৬ ফিরিবে না। আর হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কর; কটিদেশ ভাঙ্গিয়া মনস্তাপপূর্ব্বক তাহাদের সাক্ষাতে ৭ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কর। আর, যখন তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'কেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছ?' তখন বলিও, বার্ত্তার নিমিত্ত, কেননা তাহা আসিতেছে; তৎকালে প্রত্যেক হৃদয় গলিয়া যাইবে, প্রত্যেক হস্ত দুর্ব্বল হইবে, প্রত্যেক মন নিস্তেজ হইবে, ও প্রত্যেক জানু জলের মত হইয়া পড়িবে; দেখ, তাহা আসিতেছে, তাহা সফলও হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

৮ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ৯ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, ভাববাণী বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন; তুমি বল,

খড়্গ, খড়্গ, উহা শাণিত ও মার্জ্জিত
 করা হইয়াছে।
১০ উহা শাণিত করা হইয়াছে, যেন
 সংহার করে;
মার্জ্জিত করা হইয়াছে, যেন বিদ্যুতের
 ন্যায় হয়;

তবে আমরা কি আমোদ করিব? আমার পুত্রের রাজদণ্ড প্রত্যেক্ কাষ্ঠকে তুচ্ছ ১১ করে। তাহা মার্জ্জিত হইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে, যেন হাত দিয়া ধরা যায়; খড়্গ শাণিত ও মার্জ্জিত করা হইয়াছে, ১২ যেন হন্তার হস্তে দেওয়া হয়। হে মনুষ্য-সন্তান, ক্রন্দন ও হাহাকার কর, কেননা উহা আমার প্রজাদের বিরুদ্ধে, উহা ইস্রায়েলের সমস্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে; তাহারা আমার প্রজা-দের সহিত খড়্গে সমর্পিত হইয়াছে; অতএব তুমি আপন উরুদেশে আঘাত ১৩ কর। কারণ পরীক্ষা করা গিয়াছে; সেই তুচ্ছ রাজদণ্ড যদি আর না থাকে, তাহাতে ১৪ কি? ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। অতএব, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি ভাববাণী বল, ও করে করাঘাত কর; সেই খড়্গ, আহত লোকদের খড়্গ, দুই বরং তিনটী খড়্গ হইয়া উঠুক; তাহা আহত মহল্লোকের খড়্গ, তাহা চারিদিকে তাহা- ১৫ দিগকে ঘেরিবে। আমি তাহাদের সমস্ত নগর-দ্বারে খড়্গের ত্রাস রাখিলাম, যেন তাহাদের অন্তঃকরণ গলিয়া যায়, ও

তাহাদের বিস্তর স্খলন হয়। আঃ! তাহা বিদ্যুতের ন্যায় নির্ম্মিত, তাহা হত্যার
১৬ জন্য শাণিত হইয়াছে। [হে খড়্‌গ,] একাগ্র হইয়া দক্ষিণদিকে ফির, প্রস্তুত হইয়া বামদিকে ফির; যে দিকে তোমার মুখ রাখা যায়, [সেই দিকে গমন কর]।
১৭ আমিও করে করাঘাত করিব, ও আপন ক্রোধ চরিতার্থ করিয়া শান্ত হইব; আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম।

১৮ আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
১৯ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, বাবিল-রাজের খড়্‌গ আসিবে বলিয়া তুমি দুই পথ আঁক; সেই দুই পথ এক দেশ হইতে আসিবে; আর তুমি হস্তাকৃতি এক চিহ্ন খোদ, নগরগামী পথের মস্তকে
২০ তাহা খোদ। খড়্‌গের জন্য অম্মোন-সন্তানদের রব্বা নগরগামী এক পথ, ও যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত যিরূশালেম নগর-
২১ গামী অন্য পথ আঁক। কেননা বাবিল-রাজ মন্ত্রপূত করিবার জন্য দুই পথের সঙ্গমস্থানে, অর্থাৎ সেই দুই পথের মস্তকে, দণ্ডায়মান হইল; সে বাণ সকল সঞ্চালন করিল, ঠাকুরদের কাছে অনুসন্ধান করিল, ও যকৃৎ নিরীক্ষণ করিল।
২২ তাহার দক্ষিণদিকে মন্ত্র উঠিল, 'যিরূশালেম,' [সেই স্থানে] প্রাচীরভেদক যন্ত্র স্থাপন করিতে, বধের আজ্ঞা দিতে, উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে, নগরদ্বার সকলের বিরুদ্ধে প্রাচীরভেদক যন্ত্র স্থাপন করিতে, জাঙ্গাল বাঁধিতে ও উচ্চ গৃহ প্রস্তুত
২৩ করিতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রটী তাহাদের দৃষ্টিতে অলীক বোধ হইবে; তাহারা উহাদের কাছে পুনঃ পুনঃ শপথ করিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণীয় করেন, যেন তাহারা ধৃত হয়।
২৪ এইজন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন অপরাধ স্মরণীয় করিয়াছ, কেননা তোমাদের অধর্ম্ম সকল অনাবৃত হইল, তাই তোমাদের সমস্ত কার্য্যে তোমাদের পাপ প্রকাশিত হয়, তোমরা স্মরণীয় হওয়াতে হস্তে
২৫ ধৃত হইবে। আর হে আহত দুষ্ট ইস্রায়েল-নরপতি, অন্তক অপরাধের সময়ে
২৬ তোমার দিন উপস্থিত হইল। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, উষ্ণীষ অপসারণ কর ও রাজমুকুট দূর কর; যাহা আছে, তাহা আর থাকিবে না;* যাহা খর্ব্ব তাহা উচ্চ হউক, ও যাহা উচ্চ তাহা খর্ব্ব
২৭ হউক। আমি বিপর্য্যয়, বিপর্য্যয়, বিপর্য্যয় করিব; যাহা আছে, তাহাও থাকিবে না, যাবৎ তিনি না আইসেন, যাঁহার অধিকার; আমি তাঁহাকে দিব।

২৮ আর হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি এই ভাববাণী বল, প্রভু সদাপ্রভু অম্মোন-সন্তানদের বিষয়ে ও তাহাদের টিটকারির বিষয়ে এই কথা কহেন; তুমি বল, খড়্‌গ, খড়্‌গ নিষ্কোষিত হইয়াছে, উহা হত্যার নিমিত্ত মার্জ্জিত, যেন গ্রাস করে, যেন
২৯ বিদ্যুতের ন্যায় হয়। এদিকে লোকেরা তোমার জন্য অলীক দর্শন পায়, ও তোমার জন্য মিথ্যা মন্ত্র পাঠ করে, যেন তোমাকে সেই আহত দুষ্টগণের গ্রীবার উপরে নিক্ষেপ করে, যাহাদের দিন শেষের অপরাধকালে উপস্থিত হইয়াছে।
৩০ উহা পুনর্ব্বার কোষে রাখ; তুমি যে স্থানে সৃষ্ট ও যে দেশে উৎপন্ন হইয়াছিলে, তথায় আমি তোমার বিচার করিব।
৩১ আর আমি তোমার উপরে আমার ক্রোধ ঢালিব; আমি তোমার বিরুদ্ধে আমার

* (ইব্র) ইহা উহা নয়।

কোপাগ্নিতে ফুঁ দিব, এবং পশুবৎ ও বিনাশ সাধনে নিপুণ লোকদের হস্তে ৩২ তোমাকে সমর্পণ করিব। তুমি অগ্নির কাষ্ঠস্বরূপ হইবে; তোমর রক্ত দেশের মধ্যে [পাতিত] হইবে; লোকে তোমাকে আর কখনও স্মরণ করিবে না, কেননা আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম।

যিহূদা ও যিরূশালেমের পাপ ও দণ্ড।

২২ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য সন্তান, তুমি কি বিচার করিবে? সেই রক্ত-লিপ্তা নগরীর বিচার করিবে? তবে তাহার সমস্ত ঘৃণার্হ ক্রিয়া তাহাকে জ্ঞাত ৩ কর। তুমি বলিবে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এ সেই নগরী, যে আপনার মধ্যে রক্তপাত করিয়া থাকে, যেন তাহার কাল উপস্থিত হয়; সে আপনার জন্য পুত্তলিগণকে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, যেন ৪ সে অশুচি হয়। তুমি যে রক্তপাত করিয়াছ, তদ্দারা তুমি দণ্ডনীয়া হইয়াছ, ও তুমি যে যে পুত্তলি নির্ম্মাণ করিয়াছ, তদ্দারা অশুচি হইয়াছ; এবং তুমি আপনার দিন সন্নিকট করিয়াছ, ও আপন আয়ুর অন্তে উপস্থিত হইয়াছ; এইজন্য আমি তোমাকে জাতিগণের ও সকল দেশের কাছে বিদ্রূপের পাত্র করিলাম। ৫ তোমার নিকটস্থ ও দূরস্থ সকলে তোমাকে বিদ্রূপ করিবে, তুমি ত অশুচিনামিকা ও কলহপূর্ণা।

৬ দেখ, ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ, প্রত্যেকে আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে, তোমার মধ্যে রক্তপাত করিবার জন্য থাকিয়া ৭ আসিয়াছে। তোমার মধ্যে পিতামাতাকে তুচ্ছ করা হইয়াছে; তোমার মধ্যে বিদেশীর প্রতি উপদ্রব করা হইয়াছে; তোমার মধ্যে পিতৃহীনের ও বিধবার ৮ প্রতি দৌরাত্ম্য করা হইয়াছে। তুমি আমার পবিত্র বস্তু সকল অবজ্ঞা করিয়াছ, ও আমার বিশ্রামদিন সকল অপবিত্র ৯ করিয়াছ। রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে কর্ণেজপ লোক থাকিয়া অসিয়াছে; এবং তোমার মধ্যে লোকে পর্ব্বতের উপরে ভোজন করিয়াছে; তোমার মধ্যে ১০ লোকে কুকর্ম্ম করিয়াছে; তোমার মধ্যে লোকে পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত করিয়াছে; তোমার মধ্যে লোকে ঋতুমতী অশুচি স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছে; ১১ তোমার মধ্যে কেহ আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীর সহিত ঘৃণার্হ কার্য্য করিয়াছে; কেহ বা আপন পুত্রবধূকে কুকর্ম্মে অশুচি করিয়াছে; আর কেহ বা তোমার মধ্যে আপনার ভগিনীকে, আপন পিতার ১২ কন্যাকে, বলাৎকার করিয়াছে। রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে লোকে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছে; তুমি সুদ ও বৃদ্ধি লইয়াছ, উপদ্রব করিয়া লোভে প্রতিবাসীদের কাছে লাভ করিয়াছ, এবং আমাকেই ভুলিয়া গিয়াছ, ইহা প্রভু ১৩ সদাপ্রভু বলেন। অতএব দেখ, তুমি যে অন্যায় লাভ করিয়াছ, ও তোমার মধ্যে যে রক্তপাত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত ১৪ আমি করে করাঘাত করিয়াছি। আমি যে সময় তোমার কাছে নিকাশ লইব, সেই সময়ে তোমার অন্তঃকরণ কি সুস্থির থাকিবে? তোমার হস্ত কি সবল থাকিবে? আমি সদাপ্রভু ইহা বলিলাম, ১৫ আর ইহা সিদ্ধ করিব। আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও নানাদেশে

বিকীর্ণ করিব, এবং তোমার মধ্য হইতে
১৬ তোমার অশুচিতা দূর করিব। তুমি জাতিগণের সাক্ষাতে আপনার দোষে অপবিত্রীকৃত হইবে ;

তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

১৭ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
১৮ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, ইস্রায়েল-কুল আমার কাছে খাদস্বরূপ হইয়াছে; তাহারা সকলে হাপরের মধ্যে পিত্তল, দস্তা, লৌহ ও সীসস্বরূপ; তাহারা রৌপ্যের খাদস্বরূপ হইয়াছে।
১৯ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা সকলে খাদস্বরূপ হইয়াছ, এইজন্য দেখ, আমি তোমাদিগকে যিরূশালেমের
২০ মধ্যে একত্র করিব। যেমন লোকে অগ্নিতে ফুঁ দিয়া গলাইবার জন্য রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ, সীস ও দস্তা হাপরের মধ্যে একত্র করে, তদ্রূপ আমি আপন ক্রোধে ও প্রচণ্ড কোপে তোমাদিগকে একত্র করিব, এবং তথায় রাখিয়া গলা-
২১ ইব। হাঁ, আমি তোমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া আমার ক্রোধাগ্নিতে ফুঁ দিব, তাহাতে তোমরা তাহার মধ্যে গলিয়া
২২ যাইবে। যেমন হাপরের মধ্যে রৌপ্য গলান যায়, তেমনি তাহার মধ্যে তোমা-দিগকে গলান যাইবে; তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু তোমাদের উপরে আপন কোপ ঢালিলাম।

২৩ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২৪ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি দেশকে বল, তুমি এমন এক দেশ, যাহা পরিষ্কৃত হয় নাই ও ক্রোধের দিনে
২৫ বৃষ্টিতে সিক্ত হয় নাই। তথাকার ভাব-বাদিগণ তথায় চক্রান্ত করে; তাহারা এমন গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, যে মৃগ বিদারণ করে; তাহারা প্রাণীদিগকে গ্রাস করিয়াছে; তাহারা ধন ও বহুমূল্য বস্তু হরণ করে; তাহারা তথায় অনেক
২৬ স্ত্রীকে বিধবা করিয়াছে। তথাকার যাজক-গণ আমার ব্যবস্থার প্রতি দৌরাত্ম্য করি-য়াছে, ও আমার পবিত্র বস্তু সকল অপবিত্র করিয়াছে, পবিত্র ও সামান্যের কিছু বিশেষ রাখে নাই, শুচি অশুচির কোন প্রভেদ শিক্ষা দেয় নাই, ও আমার বিশ্রামদিন সকলের প্রতি চক্ষু মুদিয়াছে, আর আমি তাহাদের মধ্যে অপবিত্রীকৃত
২৭ হইতেছি। তথাকার অধ্যক্ষগণ তথায় এমন কেন্দুয়ার ন্যায়, যাহারা মৃগবিদারণ করে; তাহারা রক্তপাত করে, প্রাণ বিনাশ করে, যেন অন্যায় লাভ পাইতে পারে।
২৮ আর তথাকার ভাববাদিগণ তাহাদের জন্য কলি দিয়া [ভিত্তি] লেপন করিয়াছে, তাহারা অলীক দর্শন পায়, ও তাহাদের জন্য মিথ্যাকথারূপ মন্ত্র পড়ে; সদাপ্রভু কথা না কহিলেও তাহারা বলে, প্রভু
২৯ সদাপ্রভু এই কথা কহেন। দেশের প্রজারা ভারী উপদ্রব করিয়াছে, পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে, দুঃখী দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছে, এবং বিদেশীর প্রতি অন্যায়পূর্ব্বক উপদ্রব
৩০ করিয়াছে। আর আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এই জন্য তাহাদের মধ্যে এমন এক জন পুরুষকে অন্বেষণ করিলাম, যে তাহার প্রাচীর সারাইবে ও দেশের নিমিত্ত আমার সম্মুখে তাহার ফাটালে
৩১ দাঁড়াইবে, কিন্তু পাইলাম না। এই জন্য আমি তাহাদের উপরে আপন রোষ ঢালিলাম; আমি আপন কোপাগ্নি দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিলাম; তাহাদের

কার্য্যের ফল তাহাদের মস্তকে দিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

ইস্রায়েলের ও যিহূদার পাপ ও দণ্ড।

২৩ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, দুটী স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা এক মাতার ৩ কন্যা। তাহারা মিসরে ব্যভিচার যৌবন-কালেই করিল; সেখানে তাদের স্তন মর্দ্দিত হইত, সেখানে লোকেরা তাহাদের ৪ কৌমার্য্যকালীন চুচুক টিপিত। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম অহলা [তাহার তাম্বু], ও তাহার ভগিনীর নাম অহলীবা [তাহার মধ্যে আমার তাম্বু]; তাহারা আমার হইল এবং পুত্রকন্যা প্রসব করিল। তাহাদের নামের তাৎপর্য্য এই, অহলা শমরিয়া, ও অহলীবা যিরূশালেম। ৫ আমার থাকিতে অহলা ব্যভিচার করিল, আপনার প্রেমিকগণে, নিকটবর্ত্তী অশূরীয়-৬ দিগেতে কামাসক্তা হইল; ইহারা নীল-বস্ত্র পরিহিত, দেশাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তা, সকলেই মনোহর যুবক ও অশ্বারোহী ৭ যোদ্ধা। সে তাহাদের অর্থাৎ সমস্ত উৎকৃষ্ট অশূর-সন্তানের সহিত ব্যভিচার করিত, এবং যাহাদিগেতে কামাসক্তা হইত, তাহাদের সকলকার সমস্ত পুত্তলি ৮ দ্বারা ভ্রষ্ট হইত। আবার সে মিসরের সময় হইতে আপনার ব্যভিচার ত্যাগ করে নাই; কেননা তাহার যৌবনকালে লোকে তাহার সহিত শয়ন করিত, তাহারাই তাহার কৌমার্য্যকালীন চুচুক টিপিত, ও ৯ তাহার সহিত রতিক্রিয়া করিত। এই জন্য আমি তাহার প্রেমিকদের হস্তে,—সে যাহাদিগেতে কামাসক্তা ছিল, সেই অশূর-সন্তানদের হস্তে তাহাকে সমর্পণ ১০ করিলাম। তাহারা তাহার উলঙ্গতা অনাবৃত করিল, তাহার পুত্রকন্যাদিগকে হরণ করিয়া তাহাকে খড়্গ দ্বারা বধ করিল; এইরূপে স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাহার অখ্যাতি হইল, কারণ লোকেরা তাহাকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিল।

১১ এই সকল দেখিয়াও তাহার ভগিনী অহলীবা আপন কামাসক্তিতে তাহা অপেক্ষা, হাঁ, বেশ্যাক্রিয়ায় সেই ভগিনী ১২ অপেক্ষা অধিক ভ্রষ্ট হইল। সে নিকট-বর্ত্তী অশূর-সন্তানগণে—দেশাধ্যক্ষগণে ও শাসনকর্ত্তৃগণে—কামাসক্তা হইল; তাহারা দিব্য পরিচ্ছদান্বিত অশ্বারোহী ১৩ যোদ্ধা, সকলেই মনোহর যুবক। আর আমি দেখিলাম, সে অশুচি, উভয়ে একই ১৪ পথে চলিতেছে। আর সে আপন বেশ্যা-ক্রিয়া বাড়াইল, কেননা সে ভিত্তিতে চিত্রিত পুরুষদিগকে অর্থাৎ কল্‌দীয়দের ১৫ সিন্দূরচিত্রিত প্রতিরূপ দেখিল; তাহারা পটিকাতে বদ্ধকটি, তাহাদের মস্তকে রঙ্গে ডুবান দীর্ঘ উষ্ণীষ, তাহারা সকলে দেখিতে সেনানীদের ন্যায়, কল্‌দীয় দেশজাত ১৬ বাবিল-সন্তানদের রূপবিশিষ্ট। তাহা-দিগকে দেখিবামাত্র সে কামাসক্তা হইয়া কল্‌দীয় দেশে তাহাদের কাছে দূত ১৭ প্রেরণ করিল। তাহাতে বাবিল-সন্তানেরা তাহার কাছে আসিয়া প্রেম-শয্যায় শয়ন করিল, ও ব্যভিচার করিয়া তাহাকে ভ্রষ্ট করিল; সে তাহাদের দ্বারা অশুচি হইল, পরে তাহাদের প্রতি তাহার প্রাণে ঘৃণা ১৮ হইল। সে আপন বেশ্যাক্রিয়া প্রকাশ করিল, আপন উলঙ্গতা অনাবৃত করিল; তাহাতে আমার প্রাণে যেমন তাহার ভগিনীর প্রতি ঘৃণা হইয়াছিল, তেমনি

১৯ তাহার প্রতিও ঘৃণা হইল। আর সে আপন বেশ্যাক্রিয়া সকল বাড়াইল, যে সময়ে মিসর দেশে বেশ্যাক্রিয়া করিত, আপনার সেই যৌবনকাল স্মরণ করিল।
২০ কেননা গর্দ্দভের ন্যায় মাংসবিশিষ্ট ও অশ্বের ন্যায় রেতোবিশিষ্ট তাহাদের শৃঙ্গারকারিগণে সে কামাসক্তা হইল।
২১ এইরূপে, মিস্রীয়েরা যে সময়ে কৌমার্য্য-কালীন স্তন বলিয়া তোমার চুচুক টিপিত, তুমি পুনর্ব্বার সেই যৌবনকালীয় কুকর্ম্মের চেষ্টা করিয়াছ।

২২ এই জন্য, হে অহলীবা, প্রভু সদা-প্রভু এই কথা কহেন, দেখ, তোমার প্রাণে যাহাদের প্রতি ঘৃণা হইয়াছে, তোমার সেই প্রেমিকদিগকে আমি তোমার বিরুদ্ধে উঠাইব, চারিদিক্ হইতে তাহাদিগকে তোমার বিরুদ্ধে আনিব।
২৩ বাবিল-সন্তানেরা এবং কল্‌দীয়েরা সকলে, পকোদ, শোয়া ও কোয়া এবং তাহাদের সঙ্গে সমস্ত অশূর-সন্তান আনীত হইবে; তাহারা সকলে মনোহর যুবক, দেশাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তা, সেনানী ও সমাহূত লোক,
২৪ সকলে অশ্বারোহী যোদ্ধা। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র, রথ, চক্র ও জাতিসমাজ সঙ্গে লইয়া তোমার বিরুদ্ধে আসিবে, চর্ম্ম, ঢাল ও টোপর ধরিয়া তোমার বিরুদ্ধে চারিদিকে উপস্থিত হইবে; এবং আমি তাহাদের হাতে বিচার-ভার সমর্পণ করিব, তাহারা আপনাদের [বিচারানুসারে] তোমার
২৫ বিচার করিবে। আর আমি আমার অন্তর্জ্বালা তোমার বিরুদ্ধে স্থাপন করিব; তাহারা তোমার প্রতি কোপে ব্যবহার করিবে; তাহারা তোমার নাসিকা ও কর্ণ কাটিয়া ফেলিবে ও তোমার অবশিষ্ট লোকেরা খড়্‌গে পতিত হইবে; তাহারা তোমার পুত্ত্রকন্যাগণকে হরণ করিবে, ও তোমার অবশিষ্ট লোকেরা অগ্নিভক্ষিত
২৬ হইবে। তাহারা তোমাকে বিবস্ত্রা করিবে, ও তোমার চারু আভরণ সকল হরণ
২৭ করিবে। এইরূপে আমি তোমার কুকর্ম্ম ও মিসর দেশ হইতে [কৃত] তোমার বেশ্যাক্রিয়া নিবৃত্ত করিব, তাহাতে তুমি উহাদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিবে না, এবং মিসরকেও আর স্মরণ করিবে না।
২৮ কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, তুমি যাহাদিগকে দ্বেষ করিতেছ, যাহাদের প্রতি তোমার প্রাণে ঘৃণা হই-য়াছে, তাহাদের হস্তে আমি তোমাকে
২৯ সমর্পণ করিব। তাহারা তোমার প্রতি দ্বেষ করিবে, ও তোমার সমস্ত শ্রমফল হরণ করিবে, এবং তোমাকে উলঙ্গিনী ও বিবস্ত্রা করিয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহাতে তোমার ব্যভিচার-ঘটিত উলঙ্গতা, তোমার কুকর্ম্ম ও তোমার বেশ্যাক্রিয়া, অনাবৃত
৩০ হইবে। তুমি জাতিগণের অনুগমনে ব্যভিচার করিয়াছ, তাহাদের পুত্তলিগণ দ্বারা অশুচি হইয়াছ, এই নিমিত্ত এ
৩১ সকল তোমার প্রতি করা যাইবে। তুমি আপন ভগিনীর পথে গমন করিয়াছ, এই জন্য আমি তাহার পানপাত্র তোমার
৩২ হস্তে দিব। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন ভগিনীর পাত্রে পান করিবে, সেই পাত্র গভীর ও বৃহৎ; তুমি পরিহাসের বিষয় হইবে; সেই
৩৩ পাত্রে অনেকটা ধরে। তুমি পরিপূর্ণা হইবে মত্ততায় ও খেদে, বিস্ময়ের ও ধ্বংসের পাত্রে, তোমার ভগিনী শমরিয়ার
৩৪ পাত্রে। তুমি তাহাতে পান করিবে, গাদও খাইয়া ফেলিবে, এবং তাহার খোলা চাটিবে, ও আপন স্তন বিদীর্ণ

করিবে; কেননা আমি ইহা কহিলাম,
৩৫ ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, আমাকে পিছনে ফেলিয়াছ, তজ্জন্য তুমি আবার আপন কুকর্ম্মের ও বেশ্যাক্রিয়ার ভার বহন কর।

৩৬ সদাপ্রভু আমাকে আরও কহিলেন, হে মনুষ্য সন্তান, তুমি কি অহলার ও অহলীবার বিচার করিবে? তবে তাহাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়া সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত
৩৭ কর। কেননা তাহারা ব্যভিচার-কার্য্য করিয়াছে, ও তাহাদের হস্তে রক্ত আছে; তাহারা আপন পুত্তলিগণের সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, এবং আমার জন্য প্রসূত আপন সন্তানগণকে উহাদের গ্রাসার্থে [অগ্নির মধ্য দিয়া] গমন করাইয়াছে।
৩৮ তাহারা আমার প্রতি আরও এই অপকার্য্য করিয়াছে, সেই দিন আমার ধর্ম্মধাম অশুচি করিয়াছে, এবং তাহারা আমার
৩৯ বিশ্রামদিন অপবিত্র করিয়াছে। কারণ যখন তাহারা আপনাদের পুত্তলিগণের উদ্দেশে আপন আপন বালকগণকে হনন করিত, তখন সেই দিন আমার ধর্ম্মধামে আসিয়া তাহা অপবিত্র করিত; আর দেখ, আমার গৃহমধ্যে তাহারা এই
৪০ প্রকার করিয়াছে। অধিকন্তু তোমরা দূরস্থ পুরুষদিগকে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছ; দূত প্রেরিত হইলে, দেখ, তাহারা আসিল; তুমি তাহাদের নিমিত্ত স্নান করিলে, চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, ও অলঙ্কারে আপনাকে বিভূষিত করিলে;
৪১ পরে রাজকীয় শয্যায় বসিয়া তৎসম্মুখে মেজ সাজাইয়া তাহার উপরে আমার ধূপ
৪২ ও আমার তৈল রাখিলে। আর তাহার সহিত নিশ্চিন্ত লোকারণ্যের কলরব হইল, এবং সাধারণ লোকদের সহিত প্রান্তর হইতে মদ্যপায়ীরা আনীত হইল, তাহারা ঐ দুই রমণীর হস্তে কঙ্কণ ও
৪৩ মস্তকে চারু মুকুট দিল। তখন ব্যভিচার-ক্রিয়াতে যে জীর্ণা, সেই স্ত্রীর বিষয়ে আমি কহিলাম, এখন তাহারা ইহার সহিত, এবং এ তাহাদের সহিত, ব্যভি-
৪৪ চার-কার্য্য করিবে। আর পুরুষেরা যেমন বেশ্যার কাছে গমন করে, তেমনি তাহারা উহার কাছে গমন করিত; এইরূপে তাহারা অহলার ও অহলীবার, সেই দুই কুকর্ম্মকারিণী রমণীর কাছে গমন করিত।
৪৫ আর ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই ব্যভিচারিণী ও রক্তপাতকারিণীদের বিচারানুসারে তাহাদের বিচার করিবে; কেননা তাহারা ব্যভিচারিণী, ও তাহাদের হস্তে রক্ত
৪৬ আছে। বস্তুতঃ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে জনসমাজ আনিব, এবং তাহাদিগকে ভাসিয়া বেড়া-
৪৭ ইতে ও লুটদ্রব্য হইতে দিব। সেই সমাজ তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিবে, ও আপনাদের খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিবে; তাহারা তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে বধ করিবে, এবং তাহাদের গৃহ আগুনে
৪৮ পোড়াইয়া দিবে। এই প্রকারে আমি দেশ হইতে কুকর্ম্ম নিবৃত্ত করিব, তাহাতে সমুদয় স্ত্রীলোক শিক্ষা পাইবে, তোমাদের কুকর্ম্মের ন্যায় আচরণ করিবে না।
৪৯ আর লোকেরা তোমাদের কুকর্ম্মের বোঝা তোমাদের উপরে রাখিবে, এবং তোমরা আপনাদের পুত্তলিগণ-সম্বন্ধীয় পাপ সকল বহন করিবে;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই প্রভু সদাপ্রভু।

যিরূশালেমের আসন্ন পতন।

২৪ আর নবম বৎসরের দশম মাসে, মাসের দশম দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য ২ আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি এই দিনের, অদ্যকার এই দিনের নাম লিখিয়া রাখ, অদ্যকার এই দিনে বাবিল-রাজ যিরূশালেমের কাছে ৩ আসিল। তুমি সেই বিদ্রোহী-কুলের উদ্দেশে এক দৃষ্টান্তকথা বল, তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি চড়াও, হাঁড়ি চড়াও, তাহার মধ্যে জলও ৪ দেও। তাহার মাংসখণ্ড সকল, প্রত্যেক উত্তম খণ্ড, ঊরু ও স্কন্ধ তাহার মধ্যে একত্র কর; উৎকৃষ্ট অস্থিসমূহে তাহা ৫ পূর্ণ কর। পালের মধ্যে যে মেষ উৎকৃষ্ট তাহা গ্রহণ কর, এবং হাঁড়ীর নীচে অস্থি সাজাও, তাহা সুসিদ্ধ কর, এবং তাহার মধ্যে অস্থি সকলও পাক হউক।

৬ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ধিক্ সেই রক্তপূর্ণা পুরীকে, সেই হাঁড়ীকে, যাহার মধ্যে কলঙ্ক আছে, ও যাহার কলঙ্ক তাহার মধ্য হইতে বাহির হয় নাই! তুমি খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার সমুদয় বাহির কর, তাহার বিষয়ে গুলি-৭ বাঁট করা হয় নাই। কেননা তাহার রক্ত তাহার মধ্যে আছে; সে শুষ্ক পাষাণের উপরে তাহা রাখিয়াছে, ধূলি দ্বারা আচ্ছাদিত করিবার জন্য মৃত্তিকার উপরে ৮ তাহা ঢালে নাই। ক্রোধ উৎপাদন করিবার জন্য, প্রতিশোধ লইবার জন্য, আমি তাহার রক্ত শুষ্ক পাষাণের উপরে রাখিয়াছি, যেন আচ্ছাদিত না হয়।

৯ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ধিক্ সেই রক্তপূর্ণা পুরীকে! ১০ আমিও বিশাল রাশি সাজাইব। বিস্তর কাষ্ঠ দেও, অগ্নি প্রজ্বলিত কর, মাংস সুসিদ্ধ কর, সুরস ঝোল কর, অস্থি ১১ সকল দগ্ধ হউক। পরে হাঁড়ী শূন্য হইলে তাহার অঙ্গারের উপরে তাহা স্থাপন কর, যেন তাহা তপ্ত হইলে তাহার পিত্তল দগ্ধ হয়, এবং তাহার মধ্যে তাহার অশৌচ গলিয়া যায়, ও ১২ তাহার কলঙ্ক নিঃশেষিত হয়। সে পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার বিষম কলঙ্ক তাহার মধ্য হইতে নির্গত হয় না, তাহার কলঙ্ক অগ্নিসাৎ হউক। ১৩ তোমার অশৌচে কুকর্ম্ম আছে; আমি তোমাকে শুচি করিলেও তুমি শুচি হইলে না, এই জন্য তুমি আপন অশৌচ হইতে আর শুচীকৃত হইবে না, যাবৎ আমি তোমাতে নিজ ক্রোধ চরিতার্থ ১৪ করিয়া শান্ত না হইব। আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম; ইহা সফল হইবে, আমি ইহা সাধন করিব, ক্ষান্ত হইব না, দয়া করিব না, অনুশোচনাও করিব না; তোমার যেরূপ আচরণ ও তোমার যেরূপ ক্রিয়া, সেইরূপ বিচার করা যাইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

১৫ আরও সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ১৬ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, দেখ, আমি আঘাত দ্বারা তোমার নয়নের প্রীতিপাত্রকে তোমা হইতে হরণ করিব; তথাপি তুমি বিলাপ কি রোদন করিবে না, এবং তোমার অশ্রুপাতও হইবে না। ১৭ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়, নীরব হও, মৃতের জন্য বিলাপ করিও না; তুমি মস্তকে শিরো-ভূষণ বাঁধ, ও পায়ে পাদুকা দেও; তুমি ওষ্ঠাধর আচ্ছাদন করিও না, ও লোক-১৮ দের [প্রেরিত] রুটী খাইও না। তখন আমি প্রাতঃকালে লোকদের সঙ্গে কথা

কহিলাম; পরে সন্ধ্যাকালে আমার স্ত্রী মরিল; এবং প্রাতঃকালে আমি প্রাপ্ত
১৯ আদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিলাম। আর লোকেরা আমাকে কহিল, এ সকলের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি যে, তুমি এরূপ করিতেছ? তাহা কি আমা-
২০ দিগকে জানাইবে না? তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল,
২১ তুমি ইস্রায়েল-কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমার যে ধর্ম্মধাম তোমাদের বলের গর্ব্ব, তোমাদের নয়নের প্রীতিপাত্র ও তোমাদের প্রাণের মমতার বস্তু, তাহাই আমি অপবিত্র করিব, এবং তোমাদের যে পুত্রকন্যাগণকে ত্যাগ করিয়াছ, তাহারা
২২ খড়্গে পতিত হইবে। তখন তোমরা আমার এই কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিবে, ওষ্ঠাধর আচ্ছাদন করিবে না, ও লোকদের [প্রেরিত] রুটী খাইবে না।
২৩ তোমরা মস্তকে শিরোভূষণ ও চরণে পাদুকা দিবে, বিলাপ কি রোদন করিবে না, কিন্তু আপন আপন অপরাধে ক্ষীণ হইয়া যাইবে, এবং এক জন অন্য জনের
২৪ কাছে কোঁকাইবে। এইরূপে যিহিষ্কেল তোমাদের জন্য চিহ্নস্বরূপ হইবে; সে যাহা যাহা করিল, তোমরা সেই সমস্তই করিবে; ইহা যখন ঘটিবে,

তখন তোমরা জানিবে যে, আমিই প্রভু সদাপ্রভু।

২৫ আর, হে মনুষ্য-সন্তান, যে দিন আমি তাহাদের বল, তাহাদের শোভার আমোদ, তাহাদের নয়নের প্রীতিপাত্র ও প্রাণের অভিলষিত বস্তু, তাহাদের পুত্রকন্যাগণকে, তাহাদের হইতে হরণ করিব,
২৬ সেই দিন কি তাহা তোমার কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত পলাতক ব্যক্তি তোমার
২৭ নিকটে আসিবে না? সেই দিন পলাতকের কাছে তোমার মুখ খোলা যাইবে, তাহাতে তুমি কথা কহিবে, আর বোবা থাকিবে না; এইরূপে তুমি তাহাদের জন্য চিহ্নস্বরূপ হইবে;

তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

নানা জাতির উদ্দেশে দণ্ড ঘোষণা।

২৫ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি অম্মোন-সন্তানদের দিকে মুখ রাখ, ও তাহাদের বিরুদ্ধে ভাববাণী বল।
৩ তুমি অম্মোন-সন্তানদিগকে বল, তোমরা প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আমার ধর্ম্মধাম অপবিত্রীকৃত দেখিয়া তাহার বিষয়ে, ইস্রায়েল-ভূমি ধ্বংসিত দেখিয়া তাহার বিষয়ে, এবং যিহূদা-কুল বন্দি হইয়া যাত্রা করিয়াছে দেখিয়া তাহার বিষয়ে, বলি-
৪ য়াছ, 'বাহবা, বাহবা'; এই জন্য দেখ, আমি তোমাকে অধিকাররূপে পূর্ব্বদেশের লোকদের হস্তে সমর্পণ করিব, তাহারা তোমার মধ্যে আপন আপন শিবির স্থাপন করিবে, ও তোমার মধ্যে আপন আপন তাম্বু ফেলিবে; তাহারাই তোমার ফল ভক্ষণ করিবে, ও তোমার দুগ্ধ পান
৫ করিবে। আর আমি রব্বাকে উষ্ট্রের বাথান ও অম্মোন-সন্তানদের [দেশকে] মেষাদি পালের শয়ন-স্থান করিব;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৬ কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি ইস্রায়েল-দেশের বিরুদ্ধে হাততালি দিয়াছ, পদাঘাত করিয়াছ ও প্রাণের সহিত সম্পূর্ণ অবজ্ঞাভাবে আনন্দ করি-
৭ য়াছ। এই জন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে নিজ হস্ত বিস্তার করিয়াছি, জাতিগণের লুটদ্রব্যরূপে তোমাকে সমর্পণ করিব, জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব, দেশসমূহের মধ্য হইতে তোমাকে উচ্ছিন্ন করিব ; আমি তোমাকে লুপ্ত করিব,

তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৮ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মোয়াব ও সেয়ীর কহিতেছে, দেখ, যিহূদা-কুল, অন্য সকল জাতির তুল্য।
৯ এই জন্য দেখ, আমি মোয়াবের স্কন্ধ নগরসমূহের দিকে খুলিয়া দিব, অর্থাৎ চতুর্দ্দিক্‌স্থ তাহার সকল নগরে, বিশেষতঃ দেশের ভূষণ বৈৎ-যিশীমোতে, বাল্‌-
১০ মিয়োনে ও কিরিয়াথয়িমে, অম্মোন-সন্তানদের বিরুদ্ধে পূর্ব্বদেশের লোকদের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দেশ অধিকারার্থে দিব, এইরূপে জাতিগণের মধ্যে অম্মোন-সন্তানেরা আর স্মৃতিপথে
১১ আসিবে না। আর আমি মোয়াবকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব,

তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

১২ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইদোম প্রতিশোধ লইবার ভাবে যিহূদা-কুলের প্রতি কর্ম্ম করিয়াছে, ও নিতান্ত দণ্ডনীয় হইয়াছে, তাহাদের প্রতিশোধ লইয়াছে ;
১৩ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি ইদোমের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিব, তাহার মধ্য হইতে মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করিব, আমি তৈমন অবধি তাহার দেশ উৎসন্ন স্থান করিব, ও দদান পর্য্যন্ত তাহার লোক খড়্গে
১৪ পতিত হইবে। আর ইদোমের উপরে আমার প্রতিশোধ লইবার ভার আমার প্রজা ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিব, তাহাতে আমার যেরূপ ক্রোধ ও যেরূপ কোপ, তাহারা ইদোমের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিবে, তখন উহারা আমার প্রতিশোধ-গ্রহণ জ্ঞাত হইবে ; ইহা সদাপ্রভু বলেন।

১৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, পলেষ্টীয়েরা প্রতিশোধ লইবার ভাবে কর্ম্ম করিয়াছে, হাঁ, চিরশত্রুতা প্রযুক্ত বিনাশ করণার্থে প্রাণের অবজ্ঞার সহিত প্রতি-
১৬ শোধ লইয়াছে ; এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি পলেষ্টীয়দের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিব, করেথীয়দিগকে কর্ত্তন করিব, এবং সমুদ্রের উপকূলের অবশিষ্ট সকলকে বিনষ্ট
১৭ করিব। আর আমি কোপজনিত বিবিধ ভর্ৎসনা দ্বারা তাহাদের ভারী প্রতিশোধ লইব ; আমি যখন তাহাদের প্রতিশোধ লইব,

তখন তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

সোর ও সীদোনের বিরুদ্ধে ভাববাণী।

২৬ আর একাদশ বৎসরে, মাসের প্রথম দিবসে, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, যিরূশালেমের বিষয়ে সোর বলিয়াছে, ‘বাহবা, জাতিগণের পুরদ্বার ভগ্ন হইল ;

সে আমার দিকে ফিরিয়াছে ; আমি পূর্ণা হইব, সে ত উচ্ছিন্ন হইয়াছে ;'
৩ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে সোর, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ ; সমুদ্র যেমন তরঙ্গ উঠায়, তেমনি তোমার বিপক্ষে আমি অনেক জাতিকে উঠাইব।
৪ তাহারা সোরের প্রাচীর বিনষ্ট করিবে, তাহার উচ্চগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ; এবং আমি সেই নগরের ধূলি তাহা হইতে চাঁচিয়া ফেলিব, ও তাহাকে শুষ্ক
৫ পাষাণ করিব। সে সমুদ্রের মধ্যে জাল বিস্তার করিবার স্থান হইবে, কেননা আমিই ইহা কহিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন ; আর সে জাতিগণের লুটদ্রব্য
৬ হইবে। আর জনপদে তাহার যে কন্যাগণ আছে, তাহারা খড়্গে নিহত হইবে ;
তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৭ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি উত্তরদিক্ হইতে অশ্ব, রথ ও অশ্বারোহিগণের এবং জনসমাজের ও অনেক সৈন্যের সহিত রাজাধিরাজ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরকে আনাইয়া
৮ সোরে উপস্থিত করিব। সে জনপদে অবস্থিতা তোমার কন্যাদিগকে খড়্গাঘাতে বধ করিবে, তোমার বিরুদ্ধে গড় গাঁথিবে, তোমার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিবে, ও তোমার বিরুদ্ধে ঢাল উত্তোলন
৯ করিবে। আর সে তোমার প্রাচীরে দুর্গভেদক যন্ত্র স্থাপন করিবে, ও আপন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তোমার উচ্চগৃহ সকল
১০ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তাহার অশ্বগণের বাহুল্য প্রযুক্ত তাহাদের ধূলি তোমাকে আচ্ছাদন করিবে ; সে যখন ভগ্নপ্রাচীর নগরে প্রবেশের ন্যায় তোমার দ্বার সকলের ভিতরে যাইবে, তখন অশ্বারোহীদের, চক্রের ও রথের শব্দে তোমার
১১ প্রাচীর কাঁপিবে। সে আপন অশ্বগণের খুরে তোমার সমস্ত পথ দলিত করিবে, খড়্গ দ্বারা তোমার প্রজাদিগকে বধ করিবে, ও তোমার পরাক্রমসূচক স্তম্ভ
১২ সকল ভূমিসাৎ হইবে। উহারা তোমার সম্পত্তি লুট করিবে, তোমার বাণিজ্যদ্রব্য হরণ করিবে, তোমার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, ও তোমার মনোরম্য গৃহ সকল ধ্বংস করিবে ; এবং তাহারা তোমার প্রস্তর, কাষ্ঠ ও ধূলি জলমধ্যে
১৩ নিক্ষেপ করিবে। আর আমি তোমার গানের শব্দ নিবৃত্ত করিব ; এবং তোমার
১৪ বীণাধ্বনি আর শুনা যাইবে না। আর আমি তোমাকে শুষ্ক পাষাণ করিব ; তুমি জাল বিস্তার করিবার স্থান হইবে ; তুমি আর নির্ম্মিত হইবে না ; কেননা আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

১৫ প্রভু সদাপ্রভু সোরকে এই কথা কহেন, তোমার পতনের শব্দে, তোমার মধ্যে আহত লোকদের কোঁকানিতে ও ভয়ানক নরহত্যায় উপকূল সকল কি
১৬ কাঁপিবে না? তখন সমুদ্রের অধ্যক্ষগণ সকলে আপন আপন সিংহাসন হইতে নামিবে, আপন আপন পরিচ্ছদ ত্যাগ করিবে, শিল্পকর্ম্মের বস্ত্র সকল খুলিয়া ফেলিবে ; তাহারা ত্রাস পরিধান করিবে ; তাহারা ভূমিতে বসিবে, অনুক্ষণ ত্রাসযুক্ত থাকিবে ও তোমার বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন
১৭ হইবে। আর তাহারা তোমার বিষয়ে বিলাপ করিয়া তোমাকে বলিবে, হে সমুদ্রোৎপন্ন স্থাননিবাসিনি, তুমি কিরূপ বিনষ্ট হইলে! সেই বিখ্যাতা পুরী

স্বনিবাসীদের সহিত সমুদ্রে পরাক্রান্তা ছিল, তাহারা তাহার সমস্ত অধিবাসীর উপর তাহাদের ভয়ানকতা অর্পণ করিত।
১৮ এখন তোমার পতনের দিনে উপকূল সকল কাঁপিতেছে, তোমার শেষগতিতে সমুদ্রস্থিত দ্বীপ সকল বিহ্বল হইতেছে।
১৯ কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যখন আমি নিবাসীহীন নগর সকলের ন্যায় তোমাকে উচ্ছিন্ন নগর করিব, যখন আমি তোমার উপরে জলধি উঠাইব ও মহৎ জলরাশি তোমাকে আচ্ছাদন
২০ করিবে, তখন আমি তোমাকে পাতাল-গামীদের সঙ্গে প্রাক্কালীন লোকদের নিকটে নামাইব, এবং অধোভুবনে, চিরোৎসন্ন স্থানে, পাতালগামী সকলের সঙ্গে বাস করাইব, তাহাতে তুমি আর বসতিস্থান হইবে না; কিন্তু জীবিত-দিগের দেশে আমি শোভা স্থাপন
২১ করিব *। আমি তোমাকে ত্রাসস্বরূপ করিব, তুমি আর হইবে না; লোকেরা তোমার অন্বেষণ করিলেও আর কখনও তোমাকে পাইবে না, ইহা প্রভু সদা-প্রভু বলেন।

২৭ আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি সোরের বিষয়ে বিলাপ কর।
৩ সোরকে বল, হে সমুদ্রের প্রবেশস্থান-নিবাসিনি, অনেক উপকূলে জাতিগণের বণিক্, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে সোর, তুমি বলিতেছ, আমি পরম-
৪ সুন্দরী। সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে তোমার স্থান আছে; তোমার নির্ম্মাণকারীরা তোমার সৌন্দর্য্য সিদ্ধ করিয়াছে।

* (বা) এবং জীবিতদের দেশে তোমার শোভা আর দেখাইবে না।

৫ তাহারা সনীরীয় দেবদারু কাষ্ঠে তোমার সমস্ত তক্তা প্রস্তুত করিয়াছে, তোমার জন্য মাস্তুল প্রস্তুত করণার্থে লিবানোন হইতে এরস বৃক্ষ গ্রহণ করিয়াছে।
৬ তাহারা বাশন দেশীয় অল্লোন বৃক্ষ হইতে তোমার দাঁড় প্রস্তুত করিয়াছে; কিত্তীয় উপকূলসমূহ হইতে আনীত তাশূর কাষ্ঠে খচিত হস্তিদন্ত দ্বারা তোমার তক্তা
৭ নির্ম্মাণ করিয়াছে। তোমার পতাকা হইবার জন্য মিসর দেশ হইতে আনীত সূচী-কর্ম্মে চিত্রিত মসীনা-বস্ত্র তোমার পাইল ছিল; ইলীশার উপকূলসমূহ হইতে আনীত নীল ও বেগুনে বস্ত্র
৮ তোমার আচ্ছাদন ছিল। সীদোন ও অর্বদ-নিবাসিগণ তোমার দাঁড়ী ছিল; হে সোর, তোমার জ্ঞানবানেরা তোমার
৯ মধ্যে তোমার কর্ণধার ছিল। গবালের প্রাচীনবর্গ ও জ্ঞানবানেরা তোমার মধ্যে তোমার ছিদ্র-প্রতীকারক ছিল। সমুদ্র-গামী সমুদয় জাহাজ ও তাহাদের নাবিক-গণ তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করিবার জন্য তোমার মধ্যে ছিল।
১০ পারস, লূদ ও পূট দেশীয়েরা তোমার সৈন্যসামন্তের মধ্যে তোমার যোদ্ধা ছিল; তাহারা তোমার মধ্যে ঢাল ও শিরস্ত্র টাঙ্গাইয়া রাখিত; তাহারাই তোমার
১১ শোভা সম্পাদন করিয়াছে। অর্বদের লোক তোমার সৈন্যসামন্তের সহিত চারিদিকে তোমার প্রাচীরের উপরে ছিল, যুদ্ধবীরেরা তোমার সকল উচ্চগৃহে ছিল; তাহারা চারিদিকে তোমার প্রাচীরে আপন আপন ঢাল টাঙ্গাইত; তাহারাই
১২ তোমার সৌন্দর্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। সর্ব্ব-প্রকার ধনের প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত তর্শীশ তোমার বণিক্ ছিল; তাহারা রৌপ্য,

লৌহ, দস্তা ও সীসা দিয়া তোমার পণ্য
১৩ পরিশোধ করিত। যবন, তূবল ও মেশক তোমার ব্যবসায়ী ছিল; তাহারা মনুষ্যের প্রাণ ও তৈজস পাত্র দিয়া তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করিত।
১৪ তোগর্মকুলের লোকেরা ঘোটক, যুদ্ধাশ্ব ও অশ্বতর আনিয়া তোমার পণ্য পরি-
১৫ শোধ করিত। দদান-সন্তানেরা তোমার ব্যবসায়ী ছিল, অনেক উপকূল তোমার করায়ত্ত হট্ট ছিল; তাহারা হস্তিদন্তের শৃঙ্গ ও আব্‌লুস কাষ্ঠ তোমার মূল্যরূপে
১৬ আনিত। তোমার নির্ম্মিত দ্রব্যের বাহুল্য প্রযুক্ত অরাম তোমার বণিক্ ছিল; তথাকার লোকেরা তাম্রমণি, বেগুনে ও বুটাদার বস্ত্র, মসীনা-বস্ত্র এবং প্রবাল ও পদ্মরাগমণি দিয়া তোমার পণ্য
১৭ পরিশোধ করিত। যিহূদা এবং ইস্রায়েল-দেশ তোমার ব্যবসায়ী ছিল; তথাকার লোকেরা মিন্নীতের গোধূম, পক্কান্ন, মধু, তৈল ও তরুসার দিয়া তোমার
১৮ বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করিত। সর্ব্বপ্রকার ধনবাহুল্য হেতু তোমার নির্ম্মিত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত দম্মেশক তোমার বণিক্ ছিল, তথাকার লোকেরা হিল্‌বোনের দ্রাক্ষারস ও শুভ্র মেষলোম
১৯ আনিত। বদান ও যবন উষল হইতে আসিয়া তোমার পণ্য পরিশোধ করিত; তোমার বিনিময়ের দ্রব্যের মধ্যে কান্তলৌহ, কাশ ও দারুচিনি থাকিত।
২০ দদান রথে বিস্তরণীয় ঢুলিচা সম্বন্ধে
২১ তোমার ব্যবসায়ী ছিল। আরব, এবং কেদরের অধ্যক্ষেরা সকলে তোমার করায়ত্ত বণিক্ ছিল, মেষশাবক, মেষ ও ছাগ, এই সকল বিষয়ে তাহারা
২২ তোমার বণিক্ ছিল। শিবার ও রয়মার ব্যবসায়ীরাও তোমার ব্যবসায়ী ছিল; তাহারা সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ গন্ধদ্রব্য ও সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর এবং স্বর্ণ দিয়া তোমার পণ্য পরিশোধ করিত।
২৩ হারণ, কন্নী, এদন, শিবার এই ব্যবসায়ীরা, এবং অশূর ও কিল্‌মদ তোমার
২৪ ব্যবসায়ী ছিল। ইহারা তোমার ব্যবসায়ী ছিল; ইহারা অপূর্ব্ব বস্ত্র এবং নীলবর্ণ ও বুটাদার প্রবারণ ও শিল্পিত বস্ত্র, রজ্জুবদ্ধ এরস কাষ্ঠময় সিন্দুকে করিয়া,
২৫ তোমার বিক্রয়স্থানে আনয়ন করিত। তর্শীশের জাহাজ সকল দ্রব্য-বিনিময়ে তোমার কাফিলা ছিল; এইরূপে তুমি পরিপূর্ণা ছিলে, সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে অতিশয় প্রতাপান্বিতা ছিলে।
২৬ তোমার দাঁড়ীরা তোমাকে প্রশস্ত জলে লইয়া গিয়াছে; পূর্ব্বীয় বায়ু সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে তোমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।
২৭ তোমার ধন, তোমার পণ্যদ্রব্যসমূহ, তোমার বিনিময়ের দ্রব্য সকল, তোমার নাবিকগণ, তোমার কর্ণধারেরা, তোমার ছিদ্র-প্রতীকারকগণ ও দ্রব্য বিনিময়-কারীরা, এবং তোমার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত যোদ্ধা তোমার মধ্যস্থিত জনসমাজের সঙ্গে তোমার পতনের দিনে সমুদ্রগণের
২৮ মধ্যস্থলে পতিত হইবে। তোমার কর্ণধারদের ক্রন্দনের শব্দে উপনগর সকল
২৯ কম্পিত হইবে। আর সমুদয় দাঁড়ী, নাবিকগণ, সমুদ্রগামী সমস্ত কর্ণধার আপন আপন জাহাজ হইতে নামিয়া
৩০ স্থলে দাঁড়াইবে, তোমার জন্য উচ্চৈঃস্বর করিবে, তীব্র ক্রন্দন করিবে, আপন আপন মস্তকে ধূলা দিবে ও ভস্মে লুণ্ঠন
৩১ করিবে। আর তাহারা তোমার জন্য মস্তক মুণ্ডন করিবে, ও কটিদেশে চট

বাঁধিবে, এবং তোমার জন্য প্রাণের দুঃখে রোদন সহকারে তীব্র বিলাপ করিবে। ৩২ আর তাহারা শোক করিয়া তোমার জন্য বিলাপ করিবে, তোমার বিষয়ে এই বলিয়া বিলাপ করিবে, 'কে সোরের তুল্য, সমুদ্রের মধ্যস্থানে নিস্তব্ধীকৃতার ৩৩ তুল্য? যখন সমুদ্র সকল হইতে তোমার পণ্য দ্রব্য নানা স্থানে যাইত, তখন তুমি বহুসংখ্য জাতিকে তৃপ্ত করিতে; তোমার ধনের ও বিনিময় দ্রব্যের বাহুল্যে তুমি ৩৪ পৃথিবীর রাজগণকে ধনী করিতে। এখন তুমি সমুদ্র দ্বারা গভীর জলে ভগ্ন হইলে তোমার বিনিময় দ্রব্য ও তোমার সমস্ত সমাজ তোমার মধ্যে পতিত হইল। ৩৫ উপকূল-নিবাসিগণ সকলে তোমার অবস্থায় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে, ও তাহাদের রাজগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, বিকৃত- ৩৬ বদন হইয়াছে। জাতিগণের মধ্যবর্ত্তী বণিকগণ তোমার বিষয়ে শিশ দেয়; তুমি ত্রাসস্বরূপ হইলে, এবং তুমি কোন কালে আর হইবে না।'

২৮ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি সোরের অধ্যক্ষকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছে, তুমি বলিয়াছ, আমি দেবতা, আমি সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে ঈশ্বরের আসনে বসিয়া আছি; কিন্তু তুমি ত মনুষ্যমাত্র, দেবতা নহ, তথাপি আপন চিত্তকে ঈশ্বরের চিত্তের তুল্য বলিয়া ৩ মানিয়াছ। দেখ, তুমি দানিয়েল অপেক্ষাও জ্ঞানী, কোন নিগূঢ় কথা তোমার ৪ কাছে তিমিরাবৃত নয়; তোমার জ্ঞানে ও তোমার বুদ্ধিতে তুমি আপনার জন্য ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছ, আপন কোষে ৫ স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিয়াছ; তোমার জ্ঞানের মহত্ত্বে বাণিজ্য দ্বারা আপনার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছ, তাই তোমার ঐশ্বর্য্যে তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছে; ৬ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপনার চিত্তকে ঈশ্বরের চিত্তের ৭ তুল্য বলিয়া মানিয়াছ; এই জন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে বিদেশীদিগকে আনিব, জাতিগণের মধ্যে তাহারা ভীমবিক্রান্ত, তাহারা তোমার জ্ঞানকান্তির বিরুদ্ধে আপন আপন খড়্গ নিষ্কোষ করিবে, ও তোমার দীপ্তি অপবিত্র ৮ করিবে। তাহারা তোমাকে কূপে নামাইবে; তুমি সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে, নিহত ৯ লোকদের ন্যায় মরিবে। তোমার বধকারীর সাক্ষাতে তুমি কি বলিবে, 'আমি ঈশ্বর'? কিন্তু যে তোমাকে বিদ্ধ করিবে, তাহার হস্তে ত তুমি মনুষ্যমাত্র, ১০ দেবতা নহ। তুমি বিদেশীদের হস্ত দ্বারা অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের ন্যায় মরিবে, কেননা আমি ইহা কহিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

১১ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ১২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি সোরের রাজার জন্য বিলাপ কর, ও তাহাকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি পরিমাণের মুদ্রাঙ্ক, তুমি ১৩ পূর্ণজ্ঞান, তুমি সৌন্দর্য্যে সিদ্ধ; তুমি ঈশ্বরের উদ্যান এদনে ছিলে; সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর, চুণি, পীতমণি, হীরক, বৈদূর্য্যমণি, গোমেদক, সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, হরিন্মণি ও মরকত, এবং স্বর্ণ তোমার আচ্ছাদন ছিল, তোমার ঢাকের ও বাঁশীর কারুকার্য্য তোমার মধ্যে ছিল; তোমার সৃষ্টিদিনে এ সকল প্রস্তুত

১৪ হইয়াছিল। তুমি অভিষিক্ত আচ্ছাদক করূব ছিলে, আমি তোমাকে স্থাপন করিয়াছিলাম, তুমি ঈশ্বরের পবিত্র পর্ব্বতে ছিলে; তুমি অগ্নিময় প্রস্তর সকলের মধ্যে গমনাগমন করিতে। ১৫ তোমার সৃষ্টি দিন অবধি তুমি আপন আচারে সিদ্ধ ছিলে; শেষে তোমার মধ্যে ১৬ অন্যায় পাওয়া গেল। তোমার বাণিজ্য-বাহুল্যে তোমার অভ্যন্তর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইল, তুমি পাপ করিলে, তাই আমি তোমাকে ঈশ্বরের পর্ব্বত হইতে ভ্রষ্ট করিলাম, এবং হে আচ্ছাদক করূব, তোমাকে অগ্নিময় প্রস্তর সকলের মধ্য ১৭ হইতে লুপ্ত করিলাম। তোমার চিত্ত তোমার সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত হইয়াছিল; তুমি নিজ দীপ্তি হেতু আপন জ্ঞান নষ্ট করিয়াছ; আমি তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম, রাজগণের সম্মুখে রাখিলাম, যেন তাহারা তোমাকে দেখিতে ১৮ পায়। তোমার অপরাধের বাহুল্যে তুমি নিজ বাণিজ্যবিষয়ক অন্যায় দ্বারা আপনার পবিত্র স্থান সকল অপবিত্র করিয়াছ; এই জন্য আমি তোমার মধ্য হইতে অগ্নি বাহির করিলাম, সে তোমাকে গ্রাস করিল; এবং আমি তোমাকে দর্শনকারী সকলের সাক্ষাতে ভস্ম করিয়া ভূমিতে ১৯ ফেলিয়া দিলাম। জাতিগণের মধ্যে যত লোক তোমাকে জানে, তাহারা সকলে তোমার বিষয়ে [illegible] হইল; তুমি ত্রাসস্বরূপ হইলে, এবং তুমি কোন কালে আর হইবে না।

২০ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২১ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি সীদোনের দিকে মুখ রাখ, ও ২২ তাহার বিরুদ্ধে ভাববাণী বল; তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে সীদোন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ; আমি তোমার মধ্যে মহিমান্বিত হইব;
তাহাতে লোকেরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু,
কেননা আমি সেই নগরকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব, ও তাহার মধ্যে পবিত্র বলিয়া ২৩ মান্য হইব। আমি তাহার মধ্যে মহামারী ও তাহার চকে চকে রক্ত প্রেরণ করিব, এবং আহত লোকেরা তাহার মধ্যে পতিত হইবে, কারণ খড়্গ চারি দিকে তাহার বিরুদ্ধ হইবে,
তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

২৪ তখন ইস্রায়েল-কুলের জ্বালাজনক কোন হুল কিম্বা ব্যথাজনক কোন কণ্টক তাহাদের অবজ্ঞাকারী চতুর্দিকস্থ কোন লোকের মধ্যে আর উৎপন্ন হইবে না;
তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই প্রভু সদাপ্রভু।

২৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে জাতিগণের মধ্যে ইস্রায়েল-কুল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে যখন আমি তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, এবং জাতিগণের সাক্ষাতে তাহাদিগেতে পবিত্র বলিয়া মান্য হইব, তখন আমি আমার দাস যাকোবকে যে ভূমি দিয়াছি, তাহারা আপনাদের সেই ভূমিতে বাস করিবে। ২৬ তাহারা নির্ভয়ে তথায় বাস করিবে; হাঁ, তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, ও দ্রাক্ষার উদ্যান করিবে, এবং নির্ভয়ে বাস করিবে; কেননা তখন আমি তাহাদের অবজ্ঞাকারী চতুর্দ্দিকস্থ সকল লোককে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব; তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

মিসরবিষয়ক ভাববাণী।

২৯ দশম বৎসরের দশম মাসে, মাসের দ্বাদশ দিনে, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল; হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি মিসর-রাজ ফরৌণের বিরুদ্ধে মুখ রাখ, এবং তাহার বিরুদ্ধে ও সমস্ত ৩ মিসরের বিরুদ্ধে ভাববাণী বল। তুমি এই কথা বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে মিসর-রাজ ফরৌণ, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ; তুমি সেই প্রকাণ্ড কুম্ভীর, যে আপন স্রোতঃসমূহের মধ্যে শয়ন করে, বলে, আমার নদী আমারই, আমিই আপনার জন্য ইহা উৎপন্ন করি- ৪ য়াছি। কিন্তু আমি তোমার হনু ফুঁড়িব, তোমার স্রোতঃসমূহের মৎস্য সকল তোমার আঁইসে সংলগ্ন করিব, এবং তোমার স্রোতঃসমূহের মধ্য হইতে তোমাকে তুলিব; তোমার স্রোতঃসমূহের মৎস্য সকল তখনও তোমার আঁইসে ৫ লাগিয়া থাকিবে। আর আমি তোমার স্রোতঃসমূহের সমস্ত মৎস্যশুদ্ধ তোমাকে প্রান্তরে ফেলিয়া দিব; তুমি মাঠের পৃষ্ঠে পতিত থাকিবে, সংগৃহীত কি সঞ্চিত হইবে না; আমি তোমাকে ভূমির পশু- দের ও আকাশের পক্ষীদের ভক্ষ্যরূপে ৬ দিলাম। তাহাতে মিসর-নিবাসী সকলে জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু, যেহেতু তাহারা ইস্রায়েল-কুলের পক্ষে নলের ৭ যষ্টি হইয়াছিল। যখন তাহারা তোমাকে হস্তে ধরিত, তখন তুমি ফাটিয়া তাহাদের সমস্ত স্কন্ধ বিদীর্ণ করিতে; এবং যখন তাহারা তোমার উপরে নির্ভর করিত, তখন তুমি ভাঙ্গিয়া যাইতে ও তাহাদের ৮ সমস্ত কটিদেশ অসাড় করিতে। সেই জন্য, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে খড়্গ আনিব, ও তোমার মধ্য হইতে মনুষ্য ও পশু ৯ উচ্ছিন্ন করিব। মিসর দেশ ধ্বংস ও উৎসন্ন স্থান হইবে;

তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু;

যেহেতু তুমি বলিতে, নদী আমার, ১০ আমিই তাহা উৎপন্ন করিয়াছি। এই জন্য দেখ, আমি তোমার ও তোমার স্রোতঃসমূহের বিপক্ষ; আমি মিগ্‌দোল অবধি সিবেনী পর্য্যন্ত, ও কূশ দেশের সীমা পর্য্যন্ত, মিসর দেশ নিতান্ত উৎসন্ন ১১ ও ধ্বংসস্থান করিব। মনুষ্যের চরণ তাহা দিয়া যাতায়াত করিবে না; ও পশুর চরণ তাহা দিয়া যাতায়াত করিবে না; এবং চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তথায় ১২ বসতি হইবে না। আর আমি মিসর দেশকে ধ্বংসিত দেশসমূহের মধ্যে ধ্বংস- স্থান করিব, এবং উচ্ছিন্ন নগরসমূহের মধ্যে তাহার নগর সকল চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ধ্বংসস্থান থাকিবে; আর আমি মিস্রীয়দিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ১৩ ও দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিব। কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে সকল জাতির মধ্যে মিস্রীয়েরা ছিন্নভিন্ন হইবে, তাহাদের মধ্য হইতে আমি চল্লিশ বৎ- সরের শেষে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব। ১৪ আর মিসরের বন্দি-দশা ফিরাইব,* ও তাহাদের উৎপত্তিস্থান পথ্রোষ দেশে তাহাদিগকে প্রত্যাগমন করাইব, তথায় ১৫ তাহারা খর্ব্ব এক রাজ্য হইবে। অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা তাহা খর্ব্ব হইবে, এবং আপনাকে আর জাতিগণের উপরে বড়

* (বা) মিসরের দুর্দ্দশা পরিবর্ত্তন করিব।

করিয়া তুলিবে না; আমি তাহাদিগকে ন্যূন করিব, তাহারা আর জাতিগণের
১৬ উপরে কর্তৃত্ব করিবে না। মিসর আর ইস্রায়েল-কুলের বিশ্বাসভূমি হইবে না; ইহারা উহাদের দিকে ফিরিয়া গিয়াছে বলিয়া আর অপরাধ স্মরণ করাইবে না;
তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই
প্রভু সদাপ্রভু।

১৭ আর সপ্তবিংশ বৎসরের প্রথম মাসে, মাসের প্রথম দিবসে, সদাপ্রভুর এই বাক্য
১৮ আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসর আপন সৈন্যসামন্তকে সোরের বিরুদ্ধে ভারী পরিশ্রম করাইয়াছে; সকলের মস্তক টাকপড়া ও সকলের স্কন্ধ জীর্ণত্বক্ হইয়াছে; কিন্তু সোরের বিরুদ্ধে সে যে পরিশ্রম করিয়াছে, তাহার বেতন সে কিম্বা
১৯ তাহার সৈন্য সোর হইতে পায় নাই। এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরকে মিসর দেশ দিব; সে তাহার লোকারণ্য লইয়া যাইবে, তাহার দ্রব্য লুট করিবে, ও তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিবে; তাহাই তাহার
২০ সৈন্যের বেতন হইবে। সে যে পরিশ্রম করিয়াছে, তাহার বেতন বলিয়া আমি মিসর দেশ তাহাকে দিলাম, কেননা তাহারা আমারই জন্য কার্য্য করিয়াছে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

২১ সেই দিন আমি ইস্রায়েল-কুলের নিমিত্ত এক শৃঙ্গ প্ররোহণ করাইব, এবং তাহাদের মধ্যে তোমার মুখ খুলিয়া দিব; তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৩০ আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, ভাববাণী বল, তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা হাহাকার করিয়া বল, 'হায়! সে কেমন দিন!'
৩ কারণ সেই দিন নিকটবর্ত্তী, হাঁ, সদাপ্রভুর দিন, সেই মেঘাড়ম্বরের দিন নিকটবর্ত্তী; তাহা জাতিগণের কাল
৪ হইবে। মিসরে খড়্গ প্রবেশ করিবে, ও কূশে যাতনা হইবে; কেননা তখন মিসরে নিহত লোকেরা পতিত হইবে, তাহার লোকারণ্য নীত হইবে, ও তাহার
৫ ভিত্তিমূল সকল উৎপাটিত হইবে। কূশ, পূট ও লূদ এবং সমস্ত মিশ্রিত লোক, আর কূব ও মিত্রদেশীয় লোকেরা তাহাদের সহিত খড়্গে পতিত হইবে।

৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যাহারা মিসরের স্তম্ভস্বরূপ, তাহারাও পতিত হইবে, এবং তাহার পরাক্রমের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে; তথায় মিগ্‌দোল অবধি সিবেনী পর্য্যন্ত লোকেরা খড়্গে পতিত হইবে,
৭ ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। তাহারা ধ্বংসিত দেশসমূহের মধ্যে ধ্বংস হইবে, এবং দেশের নগর সকল উচ্ছিন্ন নগরসমূহের মধ্যে থাকিবে।

৮ তখন তাহারা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু,
যখন আমি মিসরে অগ্নি লাগাই, এবং
৯ তাহার সহকারীরা সকলে ভগ্ন হয়। সেই দিন নিশ্চিন্ত কূশকে উদ্বিগ্ন করণার্থে দূতগণ নৌকাযোগে আমার নিকট হইতে নির্গত হইবে, তাহাতে মিসরের দিনে যেমন হইয়াছিল, তেমনি তাহাদের মধ্যে যাতনা হইবে; বস্তুতঃ দেখ, তাহা আসিতেছে।

১০ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি বাবিল-রাজ নবূখদ্‌রিৎসরের হস্ত দ্বারা

১১ মিসরের লোকারণ্য শেষ করিব। সে এবং তাহার প্রজারা, জাতিগণের মধ্যে সেই ভীমবিক্রান্ত লোকেরা দেশের বিনাশার্থে আনীত হইবে, এবং মিসরের বিরুদ্ধে আপন আপন খড়্গ নিষ্কোষ করিবে, ও নিহতগণে দেশ পূর্ণ করিবে।

১২ আর আমি স্রোতঃসমূহকে শুষ্ক স্থান করিব, দেশকে দুর্বৃত্ত লোকদের হস্তে বিক্রয় করিব, ও বিদেশীদের হস্ত দ্বারা দেশ ও তথাকার সকলই ধ্বংস করিব; আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম।

১৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি পুত্তলি সকলও বিনষ্ট করিব, নোফ হইতে অবস্তু-প্রতিমা সকল শেষ করিব, মিসর দেশ হইতে কোন অধ্যক্ষ আর উৎপন্ন হইবে না, এবং আমি মিসর দেশে ভয়

১৪ জন্মাইব। আর আমি পথোষকে ধ্বংস করিব, সোয়নে আগুন লাগাইব, ও

১৫ নো-নগরে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব। আর মিসরের বলস্বরূপ সীনের উপরে আমার ক্রোধ ঢালিব, ও নো-নগরের লোকারণ্য

১৬ উচ্ছিন্ন করিব। আমি মিসরে আগুন লাগাইব; যাতনাতে সীন ছট্‌ফট্‌ করিবে, নো-নগর ভগ্ন হইবে, এবং নোফে বিপক্ষ

১৭ লোকেরা দিনমানে আসিবে। আবেন ও পী-বেশতের যুবকগণ খড়্গে পতিত হইবে, এবং সেই সকল পুরী বন্দি-দশা

১৮ স্থানে গমন করিবে। আর তফন্‌হেষে দিবস অন্ধকার হইয়া যাইবে, কেননা তখন সেই স্থানে আমি মিসরের যোঁয়ালি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিব; তাহাতে তাহার মধ্যে তাহার পরাক্রমের ছটা শেষ হইবে; সে আপনি মেঘাচ্ছন্ন হইবে, ও তাহার

১৯ কন্যাগণ বন্দি-দশা স্থানে যাইবে। এইরূপে আমি মিসরকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব, তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

২০ একাদশ বৎসরের প্রথম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার

২১ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, আমি মিসর-রাজ ফরৌণের বাহু ভাঙ্গিয়াছি, আর দেখ, প্রতিকারের নিমিত্ত, পটি দিয়া তাহা বাঁধিবার নিমিত্ত, খড়্গধারণের উপযুক্ত শক্তি দিবার নিমিত্ত,

২২ তাহা বাঁধা হয় নাই। এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি মিসর-রাজ ফরৌণের বিপক্ষ, আমি তাহার বলবান ও ভগ্ন উভয় বাহু ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এবং খড়্গকে তাহার হস্ত হইতে

২৩ খসাইব। আর আমি মিস্রীয়দিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও নানাদেশে

২৪ বিকীর্ণ করিব। আর আমি বাবিল-রাজের বাহু বলবান করিব, ও তাহারই হস্তে আমার খড়্গ দিব; কিন্তু ফরৌণের বাহু ভাঙ্গিয়া ফেলিব, তাহাতে সে উহার সাক্ষাতে আহত লোকের কাতরোক্তির

২৫ মত কাতরোক্তি করিবে। আর আমি বাবিল-রাজের বাহু বলবান করিব, কিন্তু ফরৌণের বাহু ঝুলিয়া পড়িবে;
তাহাতে লোকেরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু,
যখন আমি বাবিল-রাজের হস্তে আমার খড়্গ দিব, এবং সে মিসর দেশের

২৬ বিরুদ্ধে তাহা বিস্তার করিবে। আর আমি মিস্রীয়দিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও নানাদেশে বিকীর্ণ করিব;
তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৩১ একাদশ বৎসরের তৃতীয় মাসে, মাসের প্রথম দিনে, সদাপ্রভুর এই বাক্য

২ আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, মিসর-রাজ ফরৌণকে ও তাহার লোকারণ্যকে বল, তুমি তোমার মহিমায় ৩ কাহার তুল্য? দেখ, অশূর লিবানোনস্থ এরস বৃক্ষস্বরূপ ছিল, তাহার সুন্দর ডাল, ঘন ছায়া ও উচ্চ দৈর্ঘ্য ছিল; তাহার ৪ শিখর মেঘমালার মধ্যবর্ত্তী ছিল। সে জলে বর্দ্ধিত ও জলধিতে উচ্চ হইয়াছিল; তাহার স্রোতঃসমূহ তাহার উদ্যানের চারিদিকে বহিত, এবং সে ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকলের কাছে আপন প্রণালী পাঠাইত। ৫ এই কারণ ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ অপেক্ষা তাহার দৈর্ঘ্য উচ্চতম হইল, এবং সে ডাল পালা মেলিলে প্রচুর জলহেতু সেগুলি বৃদ্ধি পাইল ও তাহার শাখা দীর্ঘ হইল। ৬ তাহার ডালে আকাশের সকল পক্ষী বাসা করিত, এবং তাহার শাখার নীচে মাঠের সকল পশু প্রসব করিত, এবং তাহার ছায়াতে সকল মহাজাতি বাস ৭ করিত। সে আপন মহত্বে, ডালের দীর্ঘ-তায়, মনোহর ছিল, কেননা তাহার মূল ৮ প্রচুর জলের পার্শ্বে ছিল। ঈশ্বরের উদ্যানে এরস বৃক্ষ সকল তাহাকে গোপন করিতে পারিত না, দেবদারু সকল ডাল-পালায় তাহার সমান ছিল না; এবং অর্ম্মোণ বৃক্ষ সকল তাহার ন্যায় শাখা-বিশিষ্ট ছিল না; ঈশ্বরের উদ্যানে স্থিত কোন বৃক্ষ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য ছিল ৯ না। আমি প্রচুর শাখা দিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়াছিলাম, এদনে ঈশ্বরের উদ্যানস্থিত সমস্ত বৃক্ষ তাহার উপরে ঈর্ষা করিত।

১০ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি দীর্ঘতায় উচ্চ হইলে; সেই বৃক্ষ মেঘমালার মধ্যে আপন শিখর স্থাপন করিল, ও উচ্চতায় তাহার অন্তঃ-১১ করণ গর্ব্বিত হইল; এই জন্য আমি তাহাকে জাতিগণের মধ্যে বলবানের হস্তে সমর্পণ করিব, সে তাহার সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করিবে; আমি তাহার দুষ্টতা প্রযুক্ত তাহাকে দূর করিলাম। ১২ তাহাতে বিদেশীরা, জাতিগণের মধ্যে ভীমবিক্রান্ত লোকেরা, তাহাকে কাটিয়া ফেলিল, ও ছাড়িয়া গেল; পর্ব্বতগণের উপরে ও উপত্যকা সকলে তাহার শাখা পড়িয়া আছে, এবং দেশের সকল জল-প্রবাহে তাহার ডালপালা ভগ্ন হইল; পৃথিবীর সকল জাতি তাহার ছায়া হইতে প্রস্থান করিল, তাহাকে ছাড়িয়া গেল। ১৩ তাহার পতিত কাণ্ডে আকাশের সকল পক্ষী বাস করিবে, এবং তাহার শাখার নিকটে মাঠের সকল পশু থাকিবে; ১৪ ইহার ভাব এই, যেন জলের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ সকল আপন আপন উচ্চতায় গর্ব্বিত না হয়, আপন আপন শিখর মেঘমালার মধ্যে স্থাপন না করে, তাহাদের তেজী-য়ানেরা, জলপায়ী সকলে, যেন স্ব স্ব উচ্চতায় দণ্ডায়মান না হয়; কেননা তাহারা সকলে মৃত্যুতে, অধোভুবনে, মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে, পাতালবাসীদের নিকটে, সমর্পিত হইয়াছে।

১৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, পাতালে তাহার নামিয়া যাইবার দিনে আমি শোক নিরূপণ করিলাম; আমি তাহার জন্য জলধিকে আচ্ছাদন করিলাম, ও তাহার স্রোতঃসমূহ নিবৃত্ত করিলাম, তাহাতে জলরাশি রুদ্ধ হইল; এবং আমি তাহার জন্য লিবানোনকে কৃষ্ণবর্ণ করিলাম, ও ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকল তাহার ১৬ জন্য জীর্ণ হইল। যখন আমি তাহাকে

পাতালবাসীদের নিকটে ফেলিয়া দিলাম, তখন তাহার পতনের শব্দে জাতিগণকে কম্পিত করিলাম ; আর এদনের সমস্ত বৃক্ষ, লিবানোনের উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জলপায়ী সকলে, অধোভুবনে সান্ত্বনা পাইল। ১৭ তাহার সহিত তাহারাও পাতালে খড়্গনিহত লোকদের কাছে নামিয়াছে ; তাহারা তাহার বাহুস্বরূপ হইয়া তাহারই ছায়াতে জাতিগণের মধ্যে বাস করিয়াছিল।

১৮ এইরূপে তুমি প্রতাপে ও মহত্ত্বে এদনস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে কাহার তুল্য ? তথাপি এদনস্থ বৃক্ষগণের সহিত তুমিও অধোভুবনে অবনীত হইবে ; অচ্ছিন্নত্বক্ সকলের মধ্যে খড়্গনিহত লোকদের সহিত শয়ন করিবে। এ সেই ফরৌণ ও তাহার সমস্ত লোকারণ্য ; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

৩২ দ্বাদশ বৎসরের দ্বাদশ মাসে, মাসের প্রথম দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি মিসর-রাজ ফরৌণের জন্য বিলাপ কর, আর তাহাকে বল, জাতিগণের যুবাসিংহের সহিত তোমার তুলনা করা গিয়াছিল ; কিন্তু তুমি জলচর কুম্ভীরের সদৃশ ; তুমি আপন নদীগণের মধ্যে আস্ফালন করিতে, নিজ চরণ দ্বারা জল মলিন করিতে, ও তথাকার নদনদী ৩ কর্দ্দমময় করিতে। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি বহু জাতির সমাজ দ্বারা তোমার উপরে আপন জাল বিস্তার করিব, তাহারা আমার টানা ৪ জালে তোমাকে তুলিবে। পরে আমি তোমাকে স্থলে ছাড়িয়া দিব, তোমাকে মাঠের পৃষ্ঠে ফেলিয়া দিব ; আকাশের পক্ষী সকলকে তোমার উপরে বসাইব, সমস্ত ভূতলের পশুদিগকে তোমা দ্বারা ৫ তৃপ্ত করিব। আমি পর্ব্বতগণের উপরে তোমার মাংস ফেলিব, ও তোমার দীর্ঘ ৬ শবে উপত্যকা সকল পূর্ণ করিব। আর তুমি যেখানে সাঁতার দিতেছ, সেই দেশকে পর্ব্বত পর্য্যন্ত তোমার রক্তে সিক্ত করিব, আর জলপ্রবাহ সকল ৭ তোমাতে পরিপূর্ণ হইবে। তোমাকে নির্ব্বাণ করিবার সময়ে আমি আকাশ আচ্ছাদন করিব, তাহার নক্ষত্র সকল কৃষ্ণবর্ণ করিব ; আমি সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন করিব, ও চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না। ৮ আকাশে যত উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আছে, সেই সকলকে আমি তোমার উপরে কৃষ্ণবর্ণ করিব, তোমার দেশের উপরে অন্ধকার ব্যাপ্ত করিব ; ইহা প্রভু সদা- ৯ প্রভু বলেন। আর আমি বহু জাতির মনে ত্রাস জন্মাইব, যখন তোমার অজ্ঞাত নানা দেশে জাতিগণের মধ্যে তোমার ১০ ভঙ্গ উপস্থিত করিব। হাঁ, তোমার বিষয়ে বহু জাতিকে বিস্ময়াপন্ন করিব, তাহাদের রাজগণ তোমার জন্য রোমাঞ্চিত হইবে, যখন তাহাদের সাক্ষাতেই আমি আমার খড়্গ চালাইব ; তোমার পতনদিনে তাহারা নিমিষে নিমিষে কম্পান্বিত হইবে, প্রত্যেক জন আপন প্রাণের বিষয়ে কম্পান্বিত হইবে। ১১ কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিল-রাজের খড়্গ তোমার উপরে ১২ আসিবে। আমি বীরগণের খড়্গ দ্বারা তোমার লোকারণ্যকে নিপাত করিব ; তাহারা সকলে জাতিগণের মধ্যে ভীমবিক্রান্ত ; তাহারা মিসরের দর্প চূর্ণ করিবে, তাহার সমস্ত লোকারণ্যের সং- ১৩ হার হইবে। আর আমি জল-সমূহের

সমীপ হইতে তাহার সকল পশু উচ্ছিন্ন করিব; তাহাতে মনুষ্যের চরণ সে সকল আর মলিন করিবে না, পশুগণের খুরও
১৪ সে সকল মলিন করিবে না। তৎকালে আমি তথাকার জল নির্ম্মল করিব, ও তথাকার নদনদী সকল তৈলের ন্যায় প্রবাহিত করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু
১৫ বলেন। যখন আমি মিসর দেশ ধ্বংস-স্থান ও উৎসন্ন করিব, এবং ভূমি তৎ-পূরক বস্তুবিহীন হইবে, যখন আমি তন্নিবাসী সকলকে আঘাত করিব,

তখন তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

১৬ এ বিলাপ-গীত, লোকে ইহা গান করিবে; জাতিগণের কন্যাগণ ইহা গান করিবে; তাহারা মিসরের উদ্দেশে ও তাহার সমস্ত লোকারণ্যের উদ্দেশে ইহা গান করিবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

১৭ আর দ্বাদশ বৎসরে, সেই মাসের পঞ্চ-দশ দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
১৮ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি মিসরের লোকারণ্যের বিষয়ে হাহা-কার কর, এবং তাহাদিগকে অর্থাৎ সেই জাতিকে ও বিখ্যাত জাতিদের কন্যা-গণকে অধোভুবনে পাতালবাসীদের কাছে
১৯ নামাইয়া দেও। তুমি কাহা অপেক্ষা সুন্দর? নামিয়া যাও, অচ্ছিন্নত্বক্‌দের
২০ সহিত শায়িত হও। তাহারা খড়্গনিহত লোকদের মধ্যে পতিত হইবে; সে খড়্গে সমর্পিত হইয়াছে; তোমরা সেই জাতি ও তাহার সমস্ত লোকারণ্যকে
২১ টানিয়া লইয়া যাও। বলবান বীরগণ পাতালের মধ্যে থাকিয়া তাহার ও তাহার সহকারীদের সহিত কথা বলিবে; সেই অচ্ছিন্নত্বক্ লোকেরা, সেই খড়্গনিহত লোকেরা নামিয়া গিয়াছে, শুইয়া আছে।

২২ সেই স্থানে অশূর ও তাহার সমস্ত জনসমাজ আছে; তাহার কবর সকল তাহার চারিদিকে আছে; তাহারা সকলে
২৩ নিহত, খড়্গে পতিত হইয়াছে। গর্ত্তের গভীর স্থানে তাহাদের কবর দেওয়া গিয়াছে, এবং তাহার সমাজ তাহার কব-রের চারিদিকে আছে; তাহারা সকলে নিহত, খড়্গে পতিত হইয়াছে, যাহারা জীবিতদের দেশে ত্রাস জন্মাইত।

২৪ সেই স্থানে এলম ও তাহার কবরের চারিদিকে তাহার সমস্ত লোকারণ্য আছে; তাহারা সকলে নিহত, খড়্গে পতিত হইয়াছে, তাহারা অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় অধোভুবনে নামিয়া গিয়াছে; তাহারা জীবিতদের দেশে ত্রাস জন্মাইত, এবং পাতালবাসীদের সঙ্গে আপনাদের
২৫ অপমান ভোগ করিয়াছে। নিহত লোক-দের মধ্যে তাহার সমস্ত লোকারণ্য-শুদ্ধ তাহার শয্যা পাতিত হইয়াছে; তাহার চারিদিকে তাহার কবর সকল রহিয়াছে; তাহারা সকলে অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় খড়্গে নিহত হইয়াছে; কেননা জীবিতদের দেশে তাহাদের হইতে ত্রাস জন্মিত, আর তাহারা পাতালবাসীদের সঙ্গে আপনাদের অপমান ভোগ করি-য়াছে; নিহত লোকদের মধ্যেই তাহাকে রাখা গিয়াছে।

২৬ সেই স্থানে মেশক, তূবল ও তাহার সমস্ত লোকারণ্য আছে; তাহার চারি-দিকে তাহার কবর সকল রহিয়াছে; তাহারা সকলে অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় খড়্গে নিহত হইয়াছে; কেননা জীবিত-দের দেশে তাহারা ত্রাস জন্মাইত।

২৭ কিন্তু তাহারা অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের পতিত সেই বীরগণের সহিত শয়ন করিবে না, * যাহারা আপন আপন যুদ্ধ-সজ্জাশুদ্ধ পাতালে নামিয়া গিয়াছে, ও যাহাদের খড়্গ তাহাদের মস্তকের নীচে রাখা গিয়াছে, ও যাহাদের অপরাধ তাহাদের অস্থির উপরে রহিয়াছে, কেননা জীবিতদের দেশে তাহারা বীর-
২৮ গণের ত্রাসভূমি ছিল। তুমিও অচ্ছিন্ন-ত্বক্ লোকদের মধ্যে ভগ্ন হইবে, ও খড়্গনিহতদের সহিত শয়ন করিবে।

২৯ সেই স্থানে ইদোম, তাহার রাজগণ ও তাহার সমস্ত অধ্যক্ষ আছে; পরাক্রান্ত হইলেও খড়্গনিহত লোকদের সহিত তাহাদিগকে রাখা গিয়াছে; তাহারা অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের সঙ্গে ও পাতাল-
৩০ বাসীদের সঙ্গে শয়ন করিবে। সেই স্থানে উত্তর দেশীয় অধ্যক্ষেরা সকলে ও সীদোনীয় সকল লোক আছে; তাহারা নিহত লোকদের সহিত নামিয়াছে; আপনাদের পরাক্রমে ভয়ানক হইলেও তাহারা লজ্জাপন্ন হইয়াছে; তাহারা খড়্গনিহত লোকদের কাছে অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় শুইয়া রহিয়াছে, এবং পাতাল-বাসীদের সঙ্গে আপনাদের অপমান ভোগ করিতেছে।

৩১ এই সকলকেই ফরৌণ দেখিবে, এবং আপন সমস্ত লোকারণ্যের বিষয়ে সান্ত্বনা পাইবে; ফরৌণ ও তাহার সমস্ত সৈন্য খড়্গে নিহত হইয়াছে; ইহা প্রভু সদা-
৩২ প্রভু বলেন। কেননা আমি জীবিতদের দেশে তাহা হইতে ত্রাস উৎপন্ন করিয়াছি; আর অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে, খড়্গনিহত লোকদের সঙ্গে, ফরৌণ ও তাহার সমস্ত লোকারণ্য শায়িত হইবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

* (বা) কি শয়ন করিবে না.?

ধর্ম্মাচরণ করিতে চেতনাবাক্য।

৩৩ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার
২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি আপন জাতির সন্তানগণের সহিত আলাপ কর, তাহাদিগকে বল, আমি কোন দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ আনিলে যদি সেই দেশের লোকেরা আপনাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তিকে লইয়া আপনা-
৩ দের প্রহরী নিযুক্ত করে; সে খড়্গকে দেশের বিরুদ্ধে আসিতে দেখিলে যদি তূরী বাজাইয়া লোকদিগকে সচেতন
৪ করে, তবে যে কেহ তূরীর শব্দ শুনিয়াও সচেতন না হয়, যদি খড়্গ উপস্থিত হয় ও তাহাকে সংহার করে, তাহার রক্ত
৫ তাহারই মস্তকে বর্ত্তিবে। সে তূরীর শব্দ শুনিয়াও সচেতন হয় নাই; তাহার রক্ত তাহারই উপরে বর্ত্তিবে; যদি সচেতন হইত, তবে প্রাণ বাঁচাইতে
৬ পারিত। কিন্তু সেই প্রহরী খড়্গ আসিতে দেখিলে যদি তূরী না বাজায়, এবং লোকদিগকে সচেতন করা না হয়, আর যদি খড়্গ উপস্থিত হয় ও তাহাদের মধ্যে কোন প্রাণীকে সংহার করে, তবে তাহার অপরাধ প্রযুক্ত তাহার সংহার হইবে, কিন্তু আমি সেই প্রহরীর হস্ত হইতে তাহার রক্তের পরিশোধ লইব।

৭ হে মনুষ্য-সন্তান, আমি তোমাকেই ইস্রায়েল-কুলের প্রহরী নিযুক্ত করিলাম; অতএব তুমি আমার মুখে বাক্য শ্রবণ কর, ও আমার নামে তাহাদিগকে স-
৮ চেতন কর। আমি যখন দুষ্ট লোককে বলি, হে দুষ্ট, তোমাকে নিশ্চয় মরিতে

হইবে, তখন তুমি তাহার পথের বিষয়ে সেই দুষ্ট লোককে সচেতন করিবার নিমিত্ত যদি কিছু না বল, তবে সেই দুষ্ট নিজ অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে; কিন্তু আমি তোমার হস্ত হইতে তাহার রক্তের ৯ পরিশোধ লইব। পরন্তু তুমি সেই দুষ্টকে তাহার পথ হইতে ফিরাইবার জন্য তাহার পথের বিষয়ে সচেতন করিলে যদি সে আপন পথ হইতে না ফিরে, তবে সে নিজ অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে, কিন্তু তুমি আপন প্রাণ রক্ষা করিলে।

১০ আর, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি ইস্রায়েল-কুলকে বল, তোমরা এইরূপ বলিয়া থাক, আমাদের অধর্ম্মের ও পাপের ভার আমাদের উপরে আছে, এবং তাহাতেই আমরা ক্ষয় পাইতেছি, তবে কেমন ১১ করিয়া বাঁচিব? তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, [ইহাতেই আমার সন্তোষ]। তোমরা ফির, আপন আপন কুপথ হইতে ফির; কারণ, হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা কেন মরিবে?

১২ আর হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি আপন জাতির সন্তানদিগকে বল, ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা তাহার অধর্ম্মের দিনে তাহাকে রক্ষা করিবে না; আবার দুষ্টের যে দুষ্টতা, তাহাতে সে আপন দুষ্টতা হইতে ফিরিবার দিনে উছোট খাইবে না; এবং ধার্ম্মিক লোক পাপ করিবার দিনে ধার্ম্মিকতা দ্বারা বাঁচিবে না। ১৩ যখন আমি ধার্ম্মিকের উদ্দেশে বলি, সে অবশ্য বাঁচিবে, তখন যদি সে আপন ধার্ম্মিকতায় নির্ভর করিয়া অন্যায় করে, তবে তাহার সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম আর স্মরণ হইবে না; সে যে অন্যায় করিয়াছে, ১৪ তাহাতেই মরিবে। আর, যখন আমি দুষ্টকে বলি, তুমি মরিবেই মরিবে, তখন যদি সে আপন পাপ হইতে ফিরিয়া ১৫ ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে—সেই দুষ্ট যদি বন্ধক ফিরাইয়া দেয়, অপহৃত দ্রব্য পরিশোধ করে, এবং অন্যায় না করিয়া জীবনদায়ক বিধি-পথে চলে—তবে অবশ্য ১৬ বাঁচিবে, সে মরিবে না। তাহার কৃত সমস্ত পাপ আর তাহার বলিয়া স্মরণ হইবে না; সে ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করি- ১৭ য়াছে, অবশ্য বাঁচিবে। তথাপি তোমার জাতির সন্তানেরা বলিতেছে, প্রভুর পথ সরল নয়; কিন্তু তাহাদেরই পথ অসরল। ১৮ ধার্ম্মিক লোক যখন আপন ধার্ম্মিকতা হইতে ফিরিয়া অন্যায় করে, তখন সে ১৯ তাহাতেই মরিবে। আর দুষ্ট লোক যখন আপন দুষ্টতা হইতে ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তখন সে তৎপ্রযুক্তই ২০ বাঁচিবে। তথাপি তোমরা কহিতেছ, প্রভুর পথ সরল নয়। হে ইস্রায়েল-কুল, আমি তোমাদের প্রত্যেকের পথ অনুসারে তোমাদের বিচার করিব।

যিহূদী বন্দিগণের বিষয়।

২১ আর আমাদের নির্ব্বাসনের দ্বাদশ বৎসরের দশম মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে যিরূশালেম হইতে এক জন পলাতক আমার নিকটে আসিয়া কহিল, নগর ২২ পরাজিত হইয়াছে।* আর সেই পলাতকের আসিবার পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে সদাপ্রভু আমার উপরে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, এবং প্রাতঃকালে সেই পলাতকের

* ২৪ অধ্যায় ২৬, ২৭ পদ দেখ।

উপস্থিত হইবার অপেক্ষায় তিনি আমার মুখ খুলিয়া দিলেন, তখন আমার মুখ খুলিয়া গেল, আমি আর বোবা রহিলাম না।

২৩ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২৪ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, ইস্রায়েল-দেশে যাহারা সেই সকল উৎসন্ন স্থানে বাস করে, তাহারা কহিতেছে, অব্রাহাম একমাত্র ছিলেন, আর দেশের অধিকার পাইয়াছিলেন; কিন্তু আমরা অনেক লোক, আমাদিগকেই দেশ অধি-২৫ কারার্থে দত্ত হইয়াছে। অতএব তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা রক্তশুদ্ধ মাংস খাইয়া থাক, আপন আপন পুত্তলিগণের প্রতি চক্ষু তুলিয়া থাক, ও রক্তপাত করিয়া থাক; তোমরা কি দেশের অধি-২৬ কারী হইবে? তোমরা আপন আপন খড়্‌গে নির্ভর করিয়া থাক, ঘৃণার্হ কার্য্য করিয়া থাক, ও প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে অশুচি করিয়া থাক; তোমরা কি দেশের অধিকারী হইবে?

২৭ তুমি তাহাদিগকে এই কথা বলিবে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার জীবনের দিব্য, যাহারা সেই সকল উৎসন্ন স্থানে আছে, তাহারা খড়্‌গে পতিত হইবে; এবং যে কেহ মাঠে আছে, তাহাকে আমি ভক্ষ্যরূপে পশুদের কাছে সমর্পণ করিলাম; এবং যাহারা দুর্গে কি গুহাতে থাকে, তাহারা মহামারীতে ২৮ মরিবে। আর আমি দেশকে ধ্বংসিত ও বিস্ময়ের স্থান করিব, তাহার পরাক্রমের গর্ব্ব নিবৃত্ত হইবে, এবং ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ ধ্বংসিত হইবে, কেহ তাহা দিয়া গমন করিবে না।

২৯ তখন তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু,
যখন আমি তাহাদের কৃত সমস্ত ঘৃণার্হ ক্রিয়া হেতু দেশকে ধ্বংসিত ও বিস্ময়ের স্থান করিব।

৩০ আর, হে মনুষ্য-সন্তান, তোমার জাতির সন্তানেরা ভিত্তির নিকটে ও গৃহ সকলের দ্বারদেশে তোমার বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহে, ও প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীকে ও ভ্রাতাকে বলে, চল, আমরা গিয়া শুনি, সদাপ্রভু হইতে যে ৩১ বাক্য বাহির হয়, তাহা কি। আর প্রজালোক যেমন আইসে, তেমনি তাহারা তোমার কাছে আইসে, আমার প্রজা বলিয়া তোমার সম্মুখে বসে, ও তোমার বাক্য সকল শুনে, কিন্তু তাহা পালন করে না; কেননা মুখে তাহারা বিলক্ষণ ৩২ প্রেম দেখায়, কিন্তু তাহাদের চিত্ত তাহাদের লাভের দিকে যায়। আর দেখ, তাহাদের নিকটে তুমি মধুর স্বরবিশিষ্ট নিপুণ বাদ্যকরের সুচারু সঙ্গীতস্বরূপ; তাহারা তোমার বাক্য শুনে, কিন্তু পালন ৩৩ করে না। ইহার সিদ্ধি যখন আসিবে—দেখ, আসিতেছে—তখন তাহারা জানিবে যে, তাহাদের মধ্যে এক জন ভাববাদী রহিয়াছে।

দুষ্ট ও উত্তম পালকগণ।

৩৪ আবার সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভাববাণী বল, ভাববাণী বল, তাহাদিগকে, অর্থাৎ সেই পালকদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের সেই পালকদিগকে ধিক্, যাহারা

৩ আপনাদিগকেই পালন করিতেছে। মেষগণকেই পালন করা কি পালকদের কর্ত্তব্য নয়? তোমরা মেদ খাইয়া থাক, মেষলোম পরিধান করিয়া থাক, পুষ্ট মেষ বলিদান করিয়া থাক, কিন্তু মেষগণকে ৪ পালন কর না। তোমরা দুর্ব্বলদিগকে সবল কর নাই, পীড়িতের চিকিৎসা কর নাই, ভগ্নাঙ্গের ক্ষত বাঁধ নাই, দূরীকৃতকে ফিরাইয়া আন নাই, হারাণের অন্বেষণ কর নাই, কিন্তু বল ও উপদ্রবপূর্ব্বক তাহাদের শাসন করি৫ য়াছ। আর পালকের অভাবে মেষগণ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে; তাহারা বন্য পশু সকলের খাদ্য হইয়াছে, ছিন্নভিন্ন হইয়া ৬ গিয়াছে। আমার মেষেরা সকল পর্ব্বতে ও সকল উচ্চ গিরির উপরে ভ্রমণ করিতেছে; সমস্ত ভূতলে আমার মেষগণ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে; তাহাদের অন্বেষণ কি সন্ধান করে, এমন কেহ নাই।

৭ অতএব হে পালকগণ, সদাপ্রভুর ৮ বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, আমার পাল লুটদ্রব্য হইয়াছে, এবং আমার মেষগণ বন্য পশু সকলের খাদ্য হইয়াছে; কেননা পালক নাই, এবং আমার পালকেরা আমার মেষগণের অন্বেষণ করে নাই; বরং সেই পালকেরা আপনাদিগকেই পালন করিয়াছে, আমার মেষগণকে পালন ৯ করে নাই; এই জন্য, হে পালকগণ, ১০ তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি সেই পালকদের বিপক্ষ; আমি তাহাদের হস্ত হইতে আমার মেষগণকে আদায় করিব, এবং তাহাদিগকে পালকের কর্ম্ম হইতে চ্যুত করিব, সেই পালকেরা আর আপনাদিগকে পালন করিবে না; আর আমি আপন মেষগণকে তাহাদের মুখ হইতে উদ্ধার করিব, তাহাদের খাদ্য ১১ হইতে দিব না। কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি, আমিই আপন মেষগণের অন্বেষণ করিব, তাহা১২ দিগকে খুঁজিয়া বাহির করিব। পালক আপন ছিন্নভিন্ন মেষগণের মধ্যে থাকিবার দিনে যেমন আপন পাল খুঁজিয়া বাহির করে, তেমনি আমি আপন মেষগণকে খুঁজিয়া বাহির করিব, এবং যে সকল স্থানে তাহারা মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় দিবসে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, সেই সকল স্থান হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব। ১৩ আর আমি জাতিগণের মধ্য হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিব, নানা দেশ হইতে সংগ্রহ করিব, এবং তাহাদের নিজ ভূমিতে তাহাদিগকে আনিব; আর ইস্রায়েলের পর্ব্বত-সমূহের উপরে, জলপ্রবাহগুলির কাছে এবং দেশের সকল ১৪ বসতি-স্থানে তাহাদিগকে চরাইব। আমি উত্তম চরাণিতে তাহাদিগকে চরাইব, এবং ইস্রায়েলের উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতে তাহাদের বাথান হইবে; তাহারা সেই স্থানে উত্তম বাথানে শয়ন করিবে, এবং ইস্রায়েলের পর্ব্বতমালায় হরিৎ চরাণিতে ১৫ চরিবে। আমিই আপন মেষদিগকে চরাইব, আমিই তাহাদিগকে শয়ন করা১৬ ইব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আমি হারাণ মেষের অন্বেষণ করিব, দূরীকৃতকে ফিরাইয়া আনিব, ভগ্নাঙ্গের ক্ষত বাঁধিব, ও পীড়িতকে সবল করিব, এবং হৃষ্টপুষ্ট ও বলবানকে সংহার করিব; আমি বিচারমতে তাহাদিগকে পালন করিব। ১৭ আর তোমাদের বিষয়ে, হে আমার

মেষপাল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি মেষ ও মেষের, আবার মেষদের ও ছাগদের মধ্যে বিচার ১৮ করিব। ইহা কি তোমাদের কাছে তুচ্ছ বিষয় বোধ হয় যে, উত্তম চরাণিতে চরিতেছ, আবার আপনাদের অবশিষ্ট তৃণ পদতলে দলিত করিতেছ? এবং নির্ম্মল জল পান করিতেছ, আবার অবশিষ্টকে পদ দ্বারা মলিন করিতেছ? ১৯ আমার মেষগণের গতি এই, তোমরা যাহা পদতলে দলন করিয়াছ, তাহারা তাহাই খায়, ও তোমরা যাহা পদ দ্বারা মলিন করিয়াছ, তাহারা তাহাই পান করে।

২০ অতএব প্রভু সদাপ্রভু তাহাদিগকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি, আমিই হৃষ্টপুষ্ট মেষের ও কৃশ মেষের মধ্যে ২১ বিচার করিব। তোমরা পার্শ্ব ও স্কন্ধ দিয়া দুর্ব্বল সকলকে ঠেলিতেছ, শৃঙ্গ দিয়া ঢুষাইতেছ, তাহাদিগকে বাহিরে ছিন্নভিন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হও না। ২২ এই জন্য আমি আপন মেষপালকে রক্ষা করিব, তাহারা আর লুটদ্রব্য হইবে না; এবং আমি মেষ ও মেষের মধ্যে বিচার ২৩ করিব। আর আমি তাহাদের উপরে একমাত্র পালককে উৎপন্ন করিব, তিনি তাহাদিগকে পালন করিবেন, তিনি আমার দাস দায়ূদ; তিনিই তাহাদিগকে চরাইবেন, এবং তিনিই তাহাদের পালক ২৪ হইবেন। আর আমি সদাপ্রভু তাহাদের ঈশ্বর হইব, এবং আমার দাস দায়ূদ তাহাদের মধ্যে অধ্যক্ষ হইবেন; ২৫ আমি সদাপ্রভুই ইহা কহিলাম। আমি তাহাদের পক্ষে শান্তির নিয়ম স্থির করিব, ও হিংস্র পশুদিগকে দেশ হইতে শেষ করিব; তাহাতে তাহারা নির্ভয়ে প্রান্তরে বাস করিবে ও বনে নিদ্রা ২৬ যাইবে। আর আমি তাহাদিগকে ও আমার গিরির চারিদিকের পরিসীমাকে আশীর্ব্বাদস্বরূপ করিব; এবং যথাসময়ে জলধারা বর্ষাইব, আশীর্ব্বাদের ধারা ২৭ বর্ষিবে। আর ক্ষেত্রের বৃক্ষ ফল উৎপন্ন করিবে, ও ভূমি নিজ শস্য দিবে; এবং তাহারা নির্ভয়ে স্বদেশে থাকিবে,

তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু,

যখন আমি তাহাদের যোঁয়ালির খিল ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এবং যাহারা তাহাদিগকে দাসত্ব করাইয়াছে, তাহাদের হস্ত ২৮ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব। তাহারা আর জাতিগণের লুটদ্রব্য হইবে না, এবং বন্য পশুগণ তাহাদিগকে আর গ্রাস করিবে না; কিন্তু তাহারা নির্ভয়ে বাস করিবে, কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে ২৯ না। আর আমি তাহাদের জন্য যশের উদ্যান উৎপন্ন করিব, তাহাতে দেশের মধ্যে ক্ষুধায় তাহাদের সংহার আর হইবে না, এবং তাহারা জাতিগণের কৃত অপমান ৩০ আর ভোগ করিবে না। আর তাহারা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু, তাহাদের সহবর্ত্তী ঈশ্বর, ও তাহারা আমার প্রজা ইস্রায়েল-কুল, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। ৩১ আর তোমরা আমার মেষ, আমার চরাণির মেষ; তোমরা মনুষ্য, আমিই তোমাদের ঈশ্বর; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

ইদোমের বিনাশ। ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের দয়া।

৩৫ আরও সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি সেয়ীর পর্ব্বতের বিরুদ্ধে মুখ রাখ,

৩ তাহার বিরুদ্ধে ভাববাণী বল; আর তাহাকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে সেয়ীর পর্ব্বত, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, আমি তোমার বিরুদ্ধে আমার হস্ত বিস্তার করিব, এবং তোমাকে
৪ ধ্বংসের ও বিস্ময়ের পাত্র করিব। আমি তোমার নগর সকল উৎসন্ন স্থান করিব, এবং তুমি ধ্বংস হইবে,
তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।
৫ তোমার চিরন্তন শত্রুভাব আছে, এবং তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে তাহাদের বিপৎকালে, শেষের অপরাধকালে,
৬ খড়্গের হস্তে সমর্পণ করিয়াছ; এই জন্য, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, আমি তোমাকে রক্তময় করিব, এবং রক্ত তোমার পশ্চাতে দৌড়িবে; তুমি রক্ত ঘৃণা কর নাই, তাই রক্ত তোমার পশ্চাতে দৌড়িবে।
৭ আমি সেয়ীর পর্ব্বতকে বিস্ময়ের পাত্র ও ধ্বংসস্থান করিব, এবং গমনাগমনকারী লোককে তাহার মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন
৮ করিব। আমি তাহার নিহত লোকে তাহার পর্ব্বত সকল পূর্ণ করিব; তোমার উপপর্ব্বত সকলে, তোমার উপত্যকা সকলে ও তোমার সমস্ত জলপ্রবাহে
৯ খড়্গনিহত লোক পতিত হইবে। আমি তোমাকে চিরন্তন ধ্বংসস্থান করিব, এবং তোমার নগর সকল নিবাসীবিহীন হইবে;
তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।
১০ তুমি বলিয়াছ, এই দুই জাতি ও এই দুই দেশ আমারই হইবে, এবং আমরা তাহাদের অধিকারী হইব, তথাপি সদাপ্রভু সেই
১১ স্থানে ছিলেন; এই জন্য, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, তুমি যেমন তাহাদের প্রতি নিজ দ্বেষের অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছ, তেমনি আমি তোমার সেই ক্রোধ ও ঈর্ষার অনুযায়ী কর্ম্ম করিব, এবং যখন তোমার বিচার করিব, তখন তাহাদের মধ্যে আপনার পরিচয় দিব।
১২ আর তুমি জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু তোমার সেই সকল নিন্দাবাদ শুনিয়াছি, যাহা তুমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের বিষয়ে বলিয়াছ; তুমি বলিয়াছ, সে সকল ধ্বংসস্থান, সেগুলি গ্রাসার্থে আমাদিগকে দত্ত
১৩ হইয়াছে। এইরূপে তোমরা আমার বিপরীতে আপন মুখে দর্প করিয়াছ, এবং আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছ;
১৪ আমি তাহা শুনিয়াছি। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সমস্ত পৃথিবীর আনন্দকালে আমি তোমাকে ধ্বংস করিব।
১৫ তুমি ইস্রায়েল-কুলের অধিকার ধ্বংসিত দেখিয়া যেরূপ আনন্দ করিয়াছ, আমি তোমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিব; হে সেয়ীর পর্ব্বত, তুমি ধ্বংস হইবে, সমস্ত ইদোম, তাহার সমস্তই হইবে;
তাহাতে লোকে জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৩৬ আর, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের কাছে ভাববাণী বল, তুমি বল, হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ,
২ সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, শত্রু তোমাদের বিরুদ্ধে বলিয়াছে, 'বাহবা!' আর, 'সেই চিরন্তন উচ্চস্থলী সকল আমাদের
৩ অধিকার হইল;' এই জন্য তুমি ভাববাণী বল, তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, লোকেরা তোমাদিগকে জাতিগণের অবশিষ্ট অংশের অধিকার

করণার্থে ধ্বংস ও চারিদিকে গ্রাস করিয়াছে, এবং তোমরা বাচালদের ওষ্ঠগত ও ৪ লোকদের নিন্দার আস্পদ হইয়াছ; এই জন্য, হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য শুন; প্রভু সদাপ্রভু সেই পর্ব্বত, উপপর্ব্বত, জলপ্রবাহ ও উপত্যকা সকলকে এবং সেই ধ্বংসিত কাঁথড়া ও পরিত্যক্ত নগর সকলকে এই কথা কহেন, তোমরা চারিদিকের জাতিগণের অবশিষ্ট অংশের লুটদ্রব্য ও ৫ হাস্যের পাত্র হইয়াছ; এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, নিশ্চয়ই আমি সেই জাতিগণের অবশিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ সমস্ত ইদোমের বিরুদ্ধে আমার অন্তর্জ্বালার অগ্নিতেই কথা কহিয়াছি, কেননা তাহারা তাহাদের সমস্ত চিত্তের হর্ষে ও প্রাণের অবজ্ঞায় লুটের আশায় শূন্য করণার্থে আমার দেশ আপনাদের অধিকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছে।

৬ অতএব তুমি ইস্রায়েল-ভূমির বিষয়ে ভাববাণী বল, এবং সেই পর্ব্বত, উপপর্ব্বত, জলপ্রবাহ ও উপত্যকা সকলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি আমার অন্তর্জ্বালায় ও আমার কোপে বলিয়াছি, তোমরা জাতিগণের ৭ কাছে অপমান বহন করিয়াছ; এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি নিজ হস্ত তুলিয়া শপথ করিয়াছি, তোমাদের চারিদিকে যে জাতিগণ আছে, তাহারাই নিশ্চয় আপনাদের অপমান ৮ বহন করিবে। কিন্তু হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা আপনাদের শাখা বাড়াইয়া আমার প্রজা ইস্রায়েলকে আপন আপন ফল দিবে, কেননা তাহাদের ৯ আগমন সন্নিকট। কারণ দেখ, আমি তোমাদের সপক্ষ; এবং আমি তোমাদের প্রতি ফিরিব, তাহাতে তোমাদিগেতে চাষ ১০ ও বীজবপন হইবে। আর আমি তোমাদের উপরে মনুষ্যদিগকে, সমস্ত ইস্রায়েল-কুলকে, তাহার সকলকেই বহুসংখ্যক করিব; আর নগর সকল বসতিবিশিষ্ট হইবে, এবং ধ্বংসিত স্থান সকল নির্ম্মিত ১১ হইবে। আর আমি তোমাদের উপরে মনুষ্য ও পশুকে বহুসংখ্যক করিব, তাহাতে তাহারা বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুপ্রজ হইবে; এবং আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বকালের ন্যায় বসতিস্থান করিব, এবং তোমাদের আদিম দশা অপেক্ষা অধিক মঙ্গল তোমাদিগকে দিব;

তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমিই
সদাপ্রভু।

১২ আমি তোমাদের উপর দিয়া মনুষ্যদিগকে, আমার প্রজা ইস্রায়েলকে, যাতায়াত করাইব; তাহারা তোমাকে ভোগ করিবে, ও তুমি তাহাদের অধিকার-ভূমি হইবে, এখন হইতে তাহাদিগকে আর ১৩ সন্তানবিহীন করিবে না। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহারা তোমাকে মনুষ্য-গ্রাসক ও নিজ জাতির সন্তাননাশক বলে; ১৪ এই জন্য তুমি আর মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিবে না, এবং তোমার জাতিকে আর সন্তানবিহীন করিবে না, ইহা প্রভু সদা- ১৫ প্রভু বলেন। আমি তোমাকে আর জাতিগণের অপমান-বাক্য শুনাইব না, তুমি আর লোকদিগের টিটকারির ভার বহন করিবে না, এবং তোমার জাতির বিঘ্ন আর জন্মাইবে না, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

১৬ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ১৭ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান,

ইস্রায়েল-কুল যখন আপনাদের ভূমিতে বাস করিত, তখন আপন আপন আচরণ ও ক্রিয়া দ্বারা তাহা অশুচি করিত; তাহাদের আচরণ আমার দৃষ্টিতে স্ত্রী-লোকের পৃথক্‌স্থিতিকালীন অশৌচের ১৮ তুল্য বোধ হইল। অতএব সেই দেশে তাহাদের সেচিত রক্ত প্রযুক্ত, এবং তাহাদের পুত্তলিগণ দ্বারা দেশ অশুচি করণ প্রযুক্ত, আমি তাহাদের উপরে ১৯ আপন কোপ সেচন করিলাম। আর আমি তাহাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিলাম, এবং তাহারা নানা দেশে বিকীর্ণ হইল; তাহাদের আচরণ ও ক্রিয়ানুসারে আমি তাহাদের বিচার ২০ করিলাম। আর তাহারা যেখানে গেল, সেইখানে জাতিগণের নিকটে গিয়া আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিল; কেননা লোকে তাহাদের বিষয়ে বলিত, উহারা সদাপ্রভুর প্রজা, এবং তাঁহারই ২১ দেশ হইতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু আমি আমার সেই পবিত্র নামের অনু-রোধে দয়ার্দ্র হইলাম, যাহা ইস্রায়েল-কুল, জাতিগণের মধ্যে যেখানে গিয়াছে, সেইখানে অপবিত্র করিয়াছে।

২২ অতএব তুমি ইস্রায়েল-কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল-কুল, আমি তোমাদের নিমিত্ত কার্য্য করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু আমার সেই পবিত্র নামের অনুরোধে কার্য্য করিতেছি, যাহা তোমরা যেখানে গিয়াছ, সেইখানে জাতিগণের মধ্যে অপবিত্র ২৩ করিয়াছ। আমি আমার সেই মহৎ নাম পবিত্র করিব, যাহা জাতিগণের মধ্যে অপবিত্রীকৃত হইয়াছে, যাহা তোমরা তাহাদের মধ্যে অপবিত্র করিয়াছ;

আর জাতিগণ জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু,

যখন আমি তাহাদের সাক্ষাতে তোমা-দিগেতে পবিত্র বলিয়া মান্য হইব, ইহা ২৪ প্রভু সদাপ্রভু বলেন। কারণ আমি জাতি-গণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, দেশসমূহ হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও তোমাদেরই দেশে ২৫ তোমাদিগকে উপস্থিত করিব। আর আমি তোমাদের উপরে শুচি জল প্রক্ষেপ করিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবে; আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলি হইতে তোমা-২৬ দিগকে শুচি করিব। আর আমি তোমা-দিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব; আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় ২৭ দিব। আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন ২৮ করিবে। আর আমি তোমাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তোমরা বাস করিবে; আর তোমরা আমার প্রজা হইবে, এবং আমিই তোমা-২৯ দের ঈশ্বর হইব। আমি তোমাদের সমস্ত অশুচিতা হইতে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিব; এবং গোধূম আহ্বান করিয়া প্রচুর করিয়া দিব, তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষভার ৩০ অর্পণ করিব না। আমি বৃক্ষের ফল ও ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর করিয়া দিব, যেন জাতিগণের মধ্যে তোমরা আর দুর্ভিক্ষজন্য টিটকারি ভোগ না কর। ৩১ তখন তোমরা আপনাদের মন্দ আচরণ ও

অসৎক্রিয়া সকল স্মরণ করিবে, এবং আপনাদের অপরাধ ও জঘন্য কার্য্য প্রযুক্ত আপনাদের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে অতি-
৩২ শয় ঘৃণা করিবে। প্রভু সদাপ্রভু বলেন, তোমরা জানিও, আমি তোমাদের নিমিত্ত এ কার্য্য করিতেছি, তাহা নয়; হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা আপনাদের আচরণ
৩৩ প্রযুক্ত লজ্জিত ও বিষণ্ণ হও। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে দিন আমি তোমাদের সকল অপরাধ হইতে তোমাদিগকে শুচি করিব, সেই দিন নগর সকলকে বসতিবিশিষ্ট করিব, এবং উৎ-
৩৪ সন্ন স্থান সকল নির্ম্মিত হইবে। আর যে দেশ পথিক সকলের সাক্ষাতে ধ্বংসস্থান ছিল, সেই ধ্বংসিত দেশে কৃষিকার্য্য
৩৫ চলিবে। আর লোকে বলিবে, এই ধ্বংসিত দেশ এদন উদ্যানের তুল্য হইল, এবং উচ্ছিন্ন, ধ্বংসিত ও উৎপাটিত নগর সকল প্রাচীরবেষ্টিত ও বসতিস্থান হইল।
৩৬ তখন তোমাদের চারিদিকে অবশিষ্ট জাতিগণ জানিতে পাইবে যে, আমি সদাপ্রভু উৎপাটিত স্থান সকল নির্ম্মাণ করিয়াছি, ও ধ্বংসিত স্থান উদ্যান করিয়াছি; আমি সদাপ্রভু ইহা বলিয়াছি, এবং ইহা সিদ্ধ করিব।

৩৭ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহাদের পক্ষে ইহা করিবার জন্য আমি ইস্রায়েল-কুলকে আমার কাছে অন্বেষণ করিতে দিব; আমি তাহাদিগকে মেষপালের ন্যায়
৩৮ মনুষ্যে বর্দ্ধিষ্ণু করিব। যেমন পবিত্র মেষপালে, যেমন যিরূশালেমের পর্ব্বসময়ের মেষপালে, তেমনি মনুষ্যপালে এই উচ্ছিন্ন নগর সকল পরিপূর্ণ হইবে;

তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

ইস্রায়েলের ভাবী মনপরিবর্ত্তন ও পুনঃস্থাপন।

৩৭ সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে অর্পিত হইল, এবং তিনি সদাপ্রভুর আত্মায় আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া সমস্থলীর মধ্যে রাখিলেন; তাহা অস্থিতে পরিপূর্ণ
২ ছিল। পরে তিনি চারিদিকে তাহাদের নিকট দিয়া আমাকে গমন করাইলেন; আর দেখ, সেই সমস্থলীর পৃষ্ঠে বিস্তর অস্থি ছিল; এবং দেখ, সে সকল
৩ অতিশয় শুষ্ক। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, এই সকল অস্থি কি জীবিত হইবে? আমি কহিলাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, আপনি জানেন।
৪ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই সকল অস্থির উদ্দেশে ভাববাণী বল, তাহাদিগকে বল, হে শুষ্ক অস্থি সকল,
৫ সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই সকল অস্থিকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা * প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত
৬ হইবে। আর আমি তোমাদের উপরে শিরা দিব, তোমাদের উপরে মাংস উৎপন্ন করিব, চর্ম্ম দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিব, ও তোমাদের মধ্যে আত্মা* দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে,

আর তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৭ তখন আমি যেমন আজ্ঞা পাইলাম, তদনুসারে ভাববাণী বলিলাম; আর আমার ভাববাণী বলিবার সময়ে শব্দ হইল, আর দেখ, মড়মড়ধ্বনি † হইল, এবং সেই সকল অস্থির মধ্যে প্রত্যেক

---
* (বা) নিঃশ্বাস। (বা) বায়ু।
† (বা) ভূমিকম্প।

অস্থি আপন আপন অস্থির সহিত ৮ সংযুক্ত হইল। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, তাহাদের উপরে শিরা হইল, ও মাংস উৎপন্ন হইল, এবং চর্ম্ম তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল, কিন্তু ৯ তাহাদের মধ্যে আত্মা* ছিল না। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, আত্মার† উদ্দেশে ভাববাণী বল, হে মনুষ্য-সন্তান, ভাববাণী বল, এবং আত্মাকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে আত্মন্*; চারি বায়ু হইতে আইস, এবং এই নিহত লোকদের উপরে ‡ বহ, যেন তাহারা ১০ জীবিত হয়। তখন, তিনি আমাকে যে আজ্ঞা দিলেন, তদনুসারে আমি ভাববাণী বলিলাম; তাহাতে আত্মা* তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহারা জীবিত হইল, ও আপন আপন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল; সে অতিশয় মহতী বাহিনী।

১১ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, এই সকল অস্থি সমস্ত ইস্রায়েল-কুল; দেখ, তাহারা বলিতেছে, আমাদের অস্থি সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং আমাদের আশ্বাস নষ্ট হইয়াছে; আমরা ১২ একেবারে উচ্ছিন্ন হইলাম। এই জন্য তুমি ভাববাণী বল, তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের কবর সকল খুলিয়া দিব, হে আমার প্রজা সকল, তোমাদের কবর হইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে ইস্রায়েল দেশে লইয়া যাইব।

১৩ তখন তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু,

* (বা) নিশ্বাস। (বা) বায়ু।
† (বা) নিশ্বাসের। (বা) বায়ুর।

কেননা আমি তোমাদের কবর সকল খুলিয়া দিব, এবং হে আমার প্রজা সকল, তোমাদের কবর হইতে তোমাদিগকে ১৪ উত্থাপন করিব। আর আমি তোমাদের মধ্যে আপন আত্মা* দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে; এবং আমি তোমাদের দেশে তোমাদিগকে বসাইব, তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু ইহা বলিয়াছি, এবং ইহা সিদ্ধ করিয়াছি; সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

১৫ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ১৬ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি আপনার জন্য একখানি কাষ্ঠ লইয়া তাহার উপরে এই কথা লিখ, 'যিহূদার জন্য, এবং তাহার সখা ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য।' পরে আর একখানি কাষ্ঠ লইয়া তাহার উপরে লিখ, 'যোষেফের জন্য, ইহা ইফ্রয়িমের ও তাহার সখা ১৭ সমস্ত ইস্রায়েল-কুলের কাষ্ঠ।' পরে সেই দুইখানি কাষ্ঠ পরস্পর যোড়া দিয়া তোমার জন্য একটি কাষ্ঠ কর, দুইখানি ১৮ তোমার হস্তে একীভূত হউক। আর যখন তোমার জাতির সন্তানেরা তোমাকে বলিবে, 'ইহাতে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা কি আমাদিগকে জানাইবেন না?' ১৯ তখন তুমি তাহাদিগকে বলিও, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, ইফ্রয়িমের হস্তে যোষেফের যে কাষ্ঠ আছে, আমি তাহা গ্রহণ করিব, ও তাহার সখা ইস্রায়েলের বংশদিগকে গ্রহণ করিব, তাহাদিগকে উহার অর্থাৎ যিহূদার কাষ্ঠের সহিত যোড়া দিব, এবং তাহাদিগকে একটি কাষ্ঠ করিব, তাহাতে সে সকল আমার হস্তে একীভূত হইবে।

* (বা) নিশ্বাস। (বা) বায়ু।

২০ আর তুমি সেই যে দুই কাষ্ঠে লিখিবে, তাহা তাহাদের সাক্ষাতে তোমার হস্তে ২১ থাকিবে। আর তুমি তাহাদিগকে বলিও, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানেরা যেখানে যেখানে গমন করিয়াছে, আমি তথাকার জাতিগণের মধ্য হইতে তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং চারিদিক্ হইতে তাহাদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের দেশে লইয়া যাইব। ২২ আর আমি সেই দেশে, ইস্রায়েলের পর্ব্বতসমূহে, তাহাদিগকে একই জাতি করিব, ও একই রাজা তাহাদের সকলের রাজা হইবেন; তাহারা আর দুই জাতি হইবে না, আর কখনও দুই রাজ্যে বিভক্ত ২৩ হইবে না। আর তাহারা আপনাদের পুত্তলি ও জঘন্য বস্তু দ্বারা এবং আপনাদের কোন অধর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগকে আর অশুচি করিবে না; হাঁ, যে সকল স্থানে তাহারা পাপ করিয়াছে, তাহাদের সেই সকল বাসস্থান হইতে* আমি তাহাদিগকে নিস্তার করিব, এবং তাহাদিগকে শুচি করিব; তাহাতে তাহারা আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তাহাদের ২৪ ঈশ্বর হইব। আর আমার দাস দায়ূদ তাহাদের উপরে রাজা হইবেন; তাহাদের সকলের এক পালক হইবে, এবং তাহারা আমার শাসনপথে চলিবে, আর আমার বিধিকলাপ রক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আচরণ ২৫ করিবে। আর আমি আপন দাস যাকোবকে যে দেশ দিয়াছি, যাহার মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা বাস করিত, সেই দেশে তাহারা বাস করিবে, তাহারা ও তাহাদের পুত্রপৌত্রগণ চিরকাল বাস করিবে এবং আমার দাস দায়ূদ চিরকালের জন্য তাহাদের অধ্যক্ষ হইবেন। ২৬ আর আমি তাহাদের জন্য শান্তির এক নিয়ম স্থির করিব; তাহাদের সহিত তাহা চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে; আমি তাহাদিগকে বসাইব ও বাড়াইব, এবং আপন ধর্ম্মধাম চিরকালের জন্য তাহাদের মধ্যে ২৭ স্থাপন করিব। আর আমার আবাস তাহাদের উপরে অবস্থিতি করিবে, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা ২৮ আমার প্রজা হইবে। তখন আমি যে ইস্রায়েলের পবিত্রকারী সদাপ্রভু, তাহা জাতিগণ জানিবে, কেননা তখন আমার ধর্ম্মধাম তাহাদের মধ্যে চিরকাল থাকিবে।

* (বা) হাঁ, তাহাদের সকল বিপথগমন হইতে।

শত্রুদের উপরে ইস্রায়েলের জয়লাভ।

৩৮ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার ২ নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি রোশের, মেশকের ও তূবলের অধ্যক্ষ মাগোগ দেশীয় গোগের দিকে মুখ রাখ, ও তাহার বিরুদ্ধে ভাববাণী ৩ বল, তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে গোগ, রোশের, মেশকের ও তূবলের অধ্যক্ষ, দেখ, আমি তোমার ৪ বিপক্ষ; এবং তোমাকে এদিক্ ওদিক্ ফিরাইব, ও তোমার হনূ ফুঁড়িব, আর তোমাকে ও তোমার সমস্ত সৈন্যকে, অশ্বগণকে ও পূর্ণ সজ্জাপরিহিত সমস্ত অশ্বারোহীকে, ঢাল ও ফলকধারী মহাসমাজকে, খড়্গহস্ত সমস্ত লোককে ৫ বাহিরে আনিব। পারস্য, কূশ ও পূট তাহাদের সঙ্গী হইবে; ইহারা সকলে ৬ ঢাল ও শিরস্ত্রাণধারী; গোমর ও তাহার সকল সৈন্যদল, উত্তরদিকের প্রান্তবাসী তোগর্ম্মের কুল ও তাহার সকল সৈন্যদল

এই নানা মহাজাতি তোমার সঙ্গী হইবে।
৭ প্রস্তুত হও, আপনাকে প্রস্তুত কর — তুমি ও তোমার নিকটে সমাগত তোমার সমস্ত সমাজ — এবং তুমি তাহাদের
৮ রক্ষক হও। বহুদিন অতীত হইলে তোমার তত্ত্ব লওয়া যাইবে; শেষের বৎসরসমূহে তুমি এই দেশে, খড়্গ হইতে পুনরানীত এবং অনেক জাতি হইতে সংগৃহীত লোকদের নিকটে, ইস্রায়েলের চিরোৎসন্ন পর্ব্বতসমূহে আসিবে; তাহারা জাতিগণের মধ্য হইতে বাহিরে আনীত হইয়াছে, এবং তাহারা
৯ সকলেই নির্ভয়ে বাস করিবে। কিন্তু তুমি উঠিবে, ঝঞ্ঝার ন্যায় আসিবে, মেঘের ন্যায় তুমি ও তোমার সহিত তোমার সকল সৈন্যদল ও অনেক জাতি সেই
১০ দেশ আচ্ছাদন করিবে। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সেই দিন নানা বিষয় তোমার মনে পড়িবে, এবং তুমি অনিষ্টের
১১ সঙ্কল্প করিবে। তুমি কহিবে, আমি সেই অপ্রাচীর গ্রামপূর্ণ দেশের বিরুদ্ধে যাত্রা করিব, আমি সেই শান্তিযুক্ত লোকদের কাছে যাইব, তাহারা নির্ভয়ে বাস করিতেছে; তাহারা সকলে প্রাচীর-হীন স্থানে বাস করিতেছে; এবং তাহা-
১২ দের অর্গল কি কবাট নাই। [তোমার অভিপ্রায় এই] যে, লুট কর ও দ্রব্য হরণ কর, [পূর্ব্বে] উৎসন্ন সেই বসতি-স্থান সকলের প্রতি এবং জাতিগণের মধ্য হইতে সংগৃহীত, আর পশু ও ধন প্রাপ্ত এবং পৃথিবীর নাভিনিবাসী জাতির
১৩ প্রতি হস্ত বিস্তার কর। শিবা, দদান ও তর্শীশের বণিকগণ এবং তথাকার সকল যবসিংহ তোমাকে বলিবে, তুমি কি লুট করিবার জন্য আসিলে? দ্রব্য হরণার্থে কি আপনার নিকটে তোমার এই জন-সমাজকে একত্র করিলে? স্বর্ণ ও রৌপ্য লইয়া যাওয়া, পশু ও ধন হরণ করা, বিস্তর লুট করা, কি তোমার অভিপ্রায়?
১৪ অতএব, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি ভাব-বাণী বল, গোগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সেই দিন যখন আমার প্রজা ইস্রায়েল নির্ভয়ে বাস করিবে, তখন তুমি কি তাহা জ্ঞাত হইবে না?
১৫ আর তুমি আপন স্থান হইতে, উত্তর-দিকের প্রান্ত হইতে, আসিবে, এবং অনেক জাতি তোমার সঙ্গে আসিবে; তাহারা সকলে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিবে, মহাসমাজ ও বিক্রমী সৈন্যসামন্ত হইবে।
১৬ আর তুমি মেঘের ন্যায় দেশ আচ্ছাদন করিবার জন্য আমার প্রজা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে; উত্তরকালে এই-রূপ ঘটিবে; আমি তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনিব, যেন জাতিগণ আমাকে জানিতে পারে, কেননা তখন, হে গোগ, আমি তাহাদের দৃষ্টিগোচরে তোমাতে পবিত্র বলিয়া মান্য হইব।
১৭ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি কি সেই ব্যক্তি, যাহার বিষয়ে আমি পূর্ব্বকালে আমার দাসগণ দ্বারা, অর্থাৎ যাহারা সেই সময়ে অনেক বৎসর ব্যাপিয়া ভাববাণী বলিত, সেই ইস্রা-য়েলীয় ভাববাদিগণ দ্বারা এই কথা কহিতাম যে, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে
১৮ তোমাকে আনাইব? সেই দিন যখন গোগ ইস্রায়েল-দেশের বিরুদ্ধে আসিবে, তখন আমার কোপাগ্নি আমার নাসিকায় উঠিবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
১৯ কারণ আমি নিজ অন্তর্জ্বালায় ও রোষা-নলে বলিয়াছি, অবশ্য সেই দিন ইস্রায়েল-

২০ দেশে মহাকম্প হইবে। তাহাতে সমুদ্রের মৎস্যগণ, আকাশের পক্ষিগণ, বনের পশুগণ, ভূচর সরীসৃপ সকল এবং ভূতলস্থ মনুষ্য সকল আমার সাক্ষাতে কম্পমান হইবে, পর্ব্বত সকল উৎপাটিত হইবে, শৈলাগ্র সকল পতিত হইবে, এবং সমস্ত প্রাচীর ভূমিসাৎ হইবে।
২১ আর আমি আপনার সকল পর্ব্বতে তাহার বিরুদ্ধে খড়্গ আহ্বান করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; প্রত্যেকের খড়্গ তাহার
২২ ভ্রাতার বিরুদ্ধ হইবে। আর আমি মহামারী ও রক্ত দ্বারা বিচারে তাহার সহিত বিবাদ করিব, এবং তাহার উপরে, তাহার সকল সৈন্যদলের উপরে ও তাহার সঙ্গী অনেক জাতির উপরে প্লাবনকারী ধারাসম্পাত ও বড় বড় করকা, অগ্নি ও
২৩ গন্ধক বর্ষণ করিব। আর আমি আপনার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশ করিব, বহুসংখ্যক জাতির সাক্ষাতে আপনার পরিচয় দিব;

তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৩৯ আর, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি গোগের বিরুদ্ধে ভাববাণী বল, তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে গোগ! রোশের, মেশকের ও তূবলের অধিপতি, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ।
২ আমি তোমাকে এদিক্ ওদিক ফিরাইব, তোমাকে চালাইব, উত্তরদিকের প্রান্ত হইতে তোমাকে আনাইব, এবং ইস্রায়েলের পর্ব্বতসমূহে তোমাকে উপস্থিত
৩ করিব। আর আমি আঘাত করিয়া তোমার ধনু তোমার বাম হস্ত হইতে খসাইব, ও তোমার দক্ষিণ হস্ত হইতে তোমার তীর সকল নিপাত করিব।
৪ ইস্রায়েলের পর্ব্বতসমূহে তুমি, তোমার সকল সৈন্যদল ও তোমার সঙ্গী জাতিগণ পতিত হইবে; আমি তোমাকে কবলিত হইবার জন্য সর্ব্বজাতীয় হিংস্র
৫ পক্ষী ও বনপশুদের কাছে দিব। তুমি মাঠে পড়িয়া থাকিবে, কেননা আমি ইহা কহিলাম; ইহা প্রভু সদাপ্রভু
৬ বলেন। আর আমি মাগোগের মধ্যে ও নিশ্চিন্ত উপকূল-নিবাসীদের মধ্যে অগ্নি প্রেরণ করিব,

তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

৭ আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের মধ্যে আপন পবিত্র নাম জ্ঞাত করিব, আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র হইতে দিব না; তাহাতে জাতিগণ জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের মধ্যে
৮ পবিত্রতম। দেখ, ইহা আসিতেছে ও সিদ্ধ হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; এ সেই দিন, যে দিনের কথা আমি
৯ বলিয়াছি। তখন ইস্রায়েলের সকল নগর-নিবাসী লোকেরা বাহিরে যাইবে, এবং ঢাল ও ফলক, ধনু ও বাণ, এবং যষ্টি ও শূল, এই সকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অগ্নি জ্বালাইবে ও দাহ করিবে; তাহারা সাত বৎসর পর্য্যন্ত সেই সকল লইয়া
১০ অগ্নি জ্বালাইবে। তাহারা মাঠ হইতে কাষ্ঠ আনিবে না, বনের বৃক্ষ কাটিবে না; কেননা তাহারা সেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অগ্নি জ্বালাইবে; তাহারা তাহাদের লুটকারীদের ধন লুট করিবে, ও যাহারা তাহাদের সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল, তাহাদের সম্পত্তি অপহরণ করিবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
১১ আর সেই দিন আমি ইস্রায়েলের

মধ্যে গোগকে কবরস্থান দিব, তাহা সমুদ্রের পূর্ব্বদিকৃস্থ পথিকদের উপত্যকা; এবং তাহা পথিকদের গতি রোধ করিবে; সেই স্থানে লোকে গোগকে ও তাহার সমস্ত লোকারণ্যকে কবর দিবে, এবং তাহার নাম রাখিবে গে-হামোন-গোগ [গোগীয় লোকারণ্যের উপত্যকা]।
১২ দেশ শুচি করিবার নিমিত্ত ইস্রায়েল-কুল তাহাদিগকে কবর দিতে সাত মাস
১৩ ব্যস্ত থাকিবে। আর দেশের সকল লোক তাহাদিগকে কবর দিবে, এবং আমার নিজ গৌরব প্রকাশ করিবার দিনে সেই কর্ম্ম তাহাদের পক্ষে যশস্কর
১৪ হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর যাহারা নিত্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, তাহাদিগকে তাহারা পৃথক করিয়া দিবে, উহারা দেশ পর্য্যটন করিবে, পর্য্যটন-কারীদের সঙ্গে ভূমির পৃষ্ঠে অবশিষ্ট সকলকে দেশ শুচি করণার্থে কবর দিবে; সপ্তম মাসের শেষে তাহারা অনু-
১৫ সন্ধান করিবে। আর সেই দেশপর্য্যটন-কারীরা পর্য্যটন করিবে; এবং যখন কেহ মনুষ্যের অস্থি দেখে, তখন তাহার পার্শ্বে এক চিহ্ন গাঁথিবে; পরে যাহারা কবর দেয় গে-হামোন-গোগে তাহারা তাহার
১৬ কবর দিবে। আবার এক নগরের নাম হামোনা [লোকারণ্য] হইবে; এই-রূপে তাহারা দেশ শুচি করিবে।

১৭ আর হে মনুষ্য-সন্তান, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি সর্ব্বজাতীয় পক্ষি-গণকে এবং সমস্ত বনপশুকে বল, তোমরা একত্র হইয়া আইস, সর্ব্বদিক্ হইতে আমার যজ্ঞে সমবেত হও, কেননা আমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের উপরে তোমাদের জন্য এক মহাযজ্ঞ করিব; তাহাতে তোমরা মাংস খাইবে ও রক্ত
১৮ পান করিবে। তোমরা বীরগণের মাংস খাইবে ও ভূপতিদের রক্ত পান করিবে, তাহারা সকলে বাশনদেশীয় হৃষ্টপুষ্ট পুংমেষ, মেষবৎস, ছাগ ও বৃষস্বরূপ।
১৯ আর আমি তোমাদের জন্য যে যজ্ঞ প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত মেদ ভোজন ও মত্ত হওয়া
২০ পর্য্যন্ত রক্ত পান করিবে। আর আমার মেজে অশ্ব, রথ, বীর ও সর্ব্ববিধ যোদ্ধৃ-গণকে খাইয়া তাহারা তৃপ্ত হইবে; ইহা
২১ প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর আমি জাতি-গণের মধ্যে আপন গৌরব স্থাপন করিব, এবং আমি যে শাসন করিব ও তাহা-দিগেতে যে হস্তার্পণ করিব, তাহা সমস্ত
২২ জাতি দেখিবে। আর সেই দিনে ও তৎপশ্চাতে ইস্রায়েল-কুল জানিবে যে,
২৩ আমি সদাপ্রভুই তাহাদের ঈশ্বর। আর জাতিগণ জানিবে যে, ইস্রায়েল-কুল নিজ অপরাধ প্রযুক্ত নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহারা আমার বিরুদ্ধে সত্য-লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাই আমি তাহা-দের হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, ও তাহাদিগকে বিপক্ষগণের হস্তে সম-র্পণ করিয়াছিলাম, আর তাহারা সকলে
২৪ খড়্গাঘাতে পতিত হইয়াছিল। তাহা-দের যেরূপ অশুচিতা ও যেরূপ অধর্ম্ম, আমি তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম; আমি তাহাদের হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম।

২৫ এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এখন আমি যাকোবের বন্দি-দশা ফিরাইব, সমস্ত ইস্রায়েল-কুলের প্রতি করুণা করিব, এবং আমার পবিত্র নামের
২৬ পক্ষে উদ্যোগী হইব। আর তাহারা

আপনাদের অপমান ও আমার বিরুদ্ধে কৃত আপনাদের সমস্ত সত্যলঙ্ঘনের ভার বহিবে, যখন তাহারা নির্ভয়ে আপন দেশে বাস করিবে, আর কেহ তাহা-
২৭ দিগকে উদ্বিগ্ন করিবে না, যখন আমি জাতিগণের মধ্য হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিব ও তাহাদের শত্রুদিগের সকল দেশ হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, এবং বহুসংখ্যক জাতির সাক্ষাতে তাহাদিগেতে পবিত্র বলিয়া মান্য হইব।
২৮ তখন তাহারা জানিবে যে, আমিই তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, কেননা আমি জাতিগণের নিকটে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম, আর আমি তাহাদেরই দেশে তাহাদিগকে একত্র করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আর তথায়
২৯ অবশিষ্ট রাখিব না। আর আমি তাহাদের হইতে আপন মুখ আর লুকাইব না, কারণ আমি ইস্রায়েল-কুলের উপরে নিজ আত্মাকে ঢালিয়া দিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

নূতন মন্দির-বিষয়ক দর্শন।

৪০ আমাদের নির্ব্বাসের পঞ্চবিংশ বৎসরে, বৎসরের আরম্ভে, মাসের দশম দিনে, অর্থাৎ নগর নিপাতিত হইবার পরে চতুর্দ্দশ বৎসরের সেই দিবসে, সদাপ্রভু আমার উপরে হস্তার্পণ করিলেন, ও আমাকে সেই স্থানে উপস্থিত
২ করিলেন। তিনি ঈশ্বরীয় দর্শনযোগে আমাকে ইস্রায়েল-দেশে উপস্থিত করিলেন, ও অতিশয় উচ্চ কোন এক পর্ব্বতে বসাইলেন; তাহার উপরে দক্ষিণদিকে
৩ যেন এক নগরের গাঁথনি ছিল। তিনি আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন, আর দেখ, এক পুরুষ; তাঁহার আভা পিত্তলের আভার ন্যায়, তাঁহার হস্তে কার্পাসের এক রজ্জু ও পরিমাণার্থক এক নল ছিল, এবং তিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন।
৪ পরে সেই পুরুষ আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, আমি তোমাকে যাহা যাহা দেখাইব, সেই সকল তুমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কর, স্বকর্ণে শ্রবণ কর ও তাহাতে তোমার চিত্ত নিবেশ কর, কেননা আমি যেন তোমাকে সে সকল দেখাই, সেই জন্যই তুমি এই স্থানে আনীত হইলে; তুমি যাহা যাহা দেখিবে, তাহা সকলই ইস্রায়েল-কুলকে জ্ঞাত করিও।
৫ আর দেখ, গৃহের বাহিরে চারিদিকে এক প্রাচীর, আর সেই পুরুষের হস্তে পরিমাণার্থক এক নল, তাহা ছয় হস্ত দীর্ঘ, ইহার প্রত্যেক হস্ত এক হস্ত চারি অঙ্গুলি পরিমিত। পরে তিনি ভিত্তির বেধ এক নল ও উচ্চতা এক নল মাপি-
৬ লেন। পরে তিনি পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারে আসিলেন, তাহার সোপান দিয়া উঠিলেন, এবং দ্বারের গোবরাট মাপিলেন; তাহার প্রস্থ এক নল পরিমিত; এবং অন্য গোবরাট, তাহার প্রস্থ এক নল পরিমিত।
৭ আর প্রত্যেক বাসা দীর্ঘে এক নল ও প্রস্থে এক নল পরিমিত; এক এক বাসার মধ্যে পাঁচ পাঁচ হস্ত ব্যবধান ছিল; এবং দ্বারের বারাণ্ডার পার্শ্বে গৃহের দিকে দ্বারের গোবরাট এক নল পরিমিত ছিল।
৮ আর তিনি গৃহের দিকে দ্বারের বারাণ্ডা
৯ এক নল মাপিলেন। পরে তিনি দ্বারের বারাণ্ডা আট হস্ত এবং তাহার উপস্তম্ভ সকল দুই হস্ত মাপিলেন; দ্বারের
১০ বারাণ্ডা গৃহের দিকে ছিল। আর পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের বাসা এক পার্শ্বে

তিনটী, অন্য পার্শ্বেও তিনটী ছিল; তিনের একই পরিমাণ ছিল; এবং এপার্শ্বে ওপার্শ্বে স্থিত উপস্তম্ভ সকলেরও ১১ একই পরিমাণ ছিল। পরে তিনি দ্বারের প্রবেশস্থানের প্রস্থ দশ হস্ত মাপিলেন; আর দ্বারের দীর্ঘতা তের হস্ত পরিমিত ১২ ছিল। আর বাসা সকলের সম্মুখে এক হস্ত পরিমিত প্রান্ত ছিল; এবং অন্য পার্শ্বেও এক হস্ত পরিমিত প্রান্ত ছিল; এবং প্রত্যেক বাসা এক পার্শ্বে ছয় হস্ত পরিমিত, এবং অন্য পার্শ্বে ছয় হস্ত ১৩ পরিমিত ছিল। পরে তিনি এক বাসার ছাদ অবধি অপর বাসার ছাদ পর্য্যন্ত দ্বারের প্রস্থ পঁচিশ হস্ত মাপিলেন, এক প্রবেশ-দ্বার অপর প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে ১৪ ছিল। পরে তিনি উপস্তম্ভ সকল ষাট হস্ত করিলেন; এবং প্রাঙ্গণ উপস্তম্ভ-গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, তাহার চারি-১৫ দিকে দ্বার ছিল। আর প্রবেশস্থানে দ্বারের অগ্রদেশ হইতে অন্তঃস্থ দ্বারের বারাণ্ডার অগ্রদেশ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ হস্ত ১৬ ছিল। আর দ্বারের ভিতরে সর্ব্বদিকে বাসা সকলের ও তাহার উপস্তম্ভ সকলের জালবদ্ধ বাতায়ন ছিল, এবং তাহার মণ্ডপ সকলে তদ্রূপ ছিল; বাতায়ন সকল ভিতরে চারিদিকে ছিল; এবং উপস্তম্ভ সকলে খর্জ্জুর বৃক্ষের আকৃতি ছিল।

১৭ পরে তিনি আমাকে বহিঃপ্রাঙ্গণে আনিলেন; আর দেখ, সেই স্থানে অনেক কুঠরী ও চারিদিকে প্রাঙ্গণের জন্য নির্ম্মিত এক প্রস্তরবাঁধা ভূমি; সেই প্রস্তরবাঁধা ভূমির উপরে ত্রিশ কুঠরী। ১৮ সেই প্রস্তরবাঁধা ভূমি দ্বার সকলের বগলে দ্বারের দৈর্ঘ্যানুযায়ী ছিল, ইহা নিম্নতর ১৯ প্রস্তরবাঁধা ভূমি। পরে তিনি দ্বারের নিম্নতন অগ্রদেশ হইতে অন্তঃপ্রাঙ্গণের অগ্রদেশ পর্য্যন্ত বাহিরে প্রস্থ মাপিলেন, পূর্ব্বদিকে ও উত্তরদিকে তাহা এক শত ২০ হস্ত। পরে তিনি বহিঃপ্রাঙ্গণের উত্ত-রাভিমুখ দ্বারের দীর্ঘতা ও প্রস্থ মাপি-২১ লেন। তাহার বাসা এক পার্শ্বে তিনটী ও অন্য পার্শ্বে তিনটী, এবং তাহার উপ-স্তম্ভ ও মণ্ডপ সকলের পরিমাণ প্রথম দ্বারের পরিমাণের তুল্য; দীর্ঘে পঞ্চাশ ২২ হস্ত ও প্রস্থে পঁচিশ হস্ত। আর তাহার বাতায়ন, মণ্ডপ ও খর্জ্জুরাকৃতি সকল পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের পরিমাণানুরূপ ছিল, লোকেরা সাতটী ধাপ দিয়া তাহাতে আরোহণ করিত; তৎসম্মুখে তাহার ২৩ মণ্ডপ ছিল। আর উত্তরদ্বারের ও পূর্ব্ব-দ্বারের সম্মুখে অন্তঃপ্রাঙ্গণের দ্বার ছিল; তিনি এক দ্বার হইতে অন্য দ্বার পর্য্যন্ত এক শত হস্ত মাপিলেন।

২৪ পরে তিনি আমাকে দক্ষিণদিকে লইয়া গেলেন, আর দেখ, দক্ষিণদিকে এক দ্বার; আর তিনি তাহার উপস্তম্ভ ও মণ্ডপ সকল মাপিলেন, তাহার পরিমাণ ২৫ পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের তুল্য। আর পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের ন্যায় চারিদিকে তাহার ও তাহার মণ্ডপ সকলেরও বাতা-য়ন ছিল; দীর্ঘে পঞ্চাশ হস্ত ও প্রস্থে ২৬ পঁচিশ হস্ত। আর তাহাতে আরোহণ করিবার সাতটী ধাপ ছিল, ও সেগুলির সম্মুখে তাহার মণ্ডপ ছিল; এবং তাহার উপস্তম্ভে এক দিকে এক, ও অন্য দিকে এক, এইরূপ দুই খর্জ্জুরাকৃতি ছিল। ২৭ আর দক্ষিণদিকে অন্তঃপ্রাঙ্গণের এক দ্বার ছিল; পরে তিনি দক্ষিণাভিমুখ এক দ্বার হইতে অন্য দ্বার পর্য্যন্ত এক শত হস্ত মাপিলেন।

২৮ পরে তিনি আমাকে দক্ষিণদ্বার দিয়া অন্তঃপ্রাঙ্গণের মধ্যে আনিলেন; এবং পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ অনুসারে দক্ষিণদ্বার
২৯ মাপিলেন। আর তাহার বাসা, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপ সকল ঐ পরিমাণের অনুরূপ ছিল; এবং চারিদিকে তাহার ও তাহার মণ্ডপের বাতায়ন ছিল; [দ্বার] দীর্ঘে পঞ্চাশ হস্ত, ও প্রস্থে পঁচিশ হস্ত।
৩০ আর চারিদিকে মণ্ডপ ছিল, তাহা পঁচিশ
৩১ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ। আর তাহার মণ্ডপগুলি বহিঃপ্রাঙ্গণের পার্শ্বে, এবং তাহার উপস্তম্ভে খর্জ্জূরাকৃতি ছিল; এবং তাহার আরোহণীর আটটী ধাপ।
৩২ পরে তিনি আমাকে পূর্ব্বদিকে অন্তঃপ্রাঙ্গণের মধ্যে আনিলেন; এবং ঐ পরিমাণ অনুসারে দ্বার মাপিলেন।
৩৩ তাহার বাসা, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলি ঐ পরিমাণের অনুরূপ ছিল; এবং চারিদিকে তাহার ও তাহার মণ্ডপের বাতায়ন ছিল; দীর্ঘে পঞ্চাশ হস্ত ও প্রস্থে পঁচিশ
৩৪ হস্ত। আর তাহার মণ্ডপগুলি বহিঃপ্রাঙ্গণের পার্শ্বে ছিল, এবং এদিকে ওদিকে তাহার উপস্তম্ভে খর্জ্জূরাকৃতি ছিল, এবং তাহার আরোহণীর আটটী
৩৫ ধাপ। পরে তিনি আমাকে উত্তরদ্বারে আনিলেন; এবং ঐ পরিমাণ অনুসারে
৩৬ তাহা মাপিলেন। তাহার বাসা, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলি এবং চারিদিকে বাতায়ন ছিল; দীর্ঘে পঞ্চাশ হস্ত ও
৩৭ প্রস্থে পঁচিশ হস্ত। তাহার উপস্তম্ভগুলি বহিঃপ্রাঙ্গণের পার্শ্বে, এবং এদিকে ওদিকে উপস্তম্ভে খর্জ্জূরাকৃতি ছিল; এবং তাহার অরোহণীর আটটী ধাপ।

৩৮ দ্বার সকলের উপস্তম্ভের নিকটে দ্বারযুক্ত এক এক কুঠরী ছিল; তথায়
৩৯ লোকেরা হোমবলি ধৌত করিত। আর দ্বারের বারাণ্ডায় এদিকে দুই মেজ, ওদিকে দুই মেজ ছিল, তাহার নিকটে হোমার্থক, পাপার্থক, ও দোষার্থক বলি
৪০ হনন করা হইত। আর [দ্বারের] বগলে বাহিরে উত্তরদ্বারের প্রবেশস্থানে আরোহণীর কাছে দুই মেজ ছিল, আবার দ্বারের বারাণ্ডার পার্শ্ববর্ত্তী অন্য বগলে
৪১ দুই মেজ ছিল। দ্বারের বগলে এদিকে চারি মেজ, ওদিকে চারি মেজ ছিল; সর্ব্বশুদ্ধ আট মেজ, তদুপরি [বলি]
৪২ হনন করা হইত। আর হোমবলির জন্য চারি মেজ ছিল, তাহা তক্ষিত প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং দেড় হস্ত দীর্ঘ, দেড় হস্ত প্রস্থ ও এক হস্ত উচ্চ ছিল; হোমবলির ও অন্য বলির পশু যদ্দ্বারা হনন করা হইত, সেই সকল অস্ত্র তথায়
৪৩ রাখা যাইত। আর চারি চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ আঁকড়া চারিদিকে ভিত্তিতে মারা ছিল, এবং মেজ সকলের উপরে উপহারের মাংস রাখা যাইত।

৪৪ আর ভিতরের দ্বারের বাহিরে অন্তঃপ্রাঙ্গণে গায়কদের কুঠরী সকল ছিল, একটী ছিল উত্তরদ্বারের বগলে, সেটী দক্ষিণাভিমুখ; আর একটী ছিল পূর্ব্বদ্বারের বগলে, সেটী উত্তরাভিমুখ।
৪৫ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, যে যাজকেরা গৃহের রক্ষণীয় রক্ষা করে, এই দক্ষিণাভিমুখ কুঠরী তাহাদের হইবে।
৪৬ আর যে যাজকেরা যজ্ঞবেদির রক্ষণীয় রক্ষা করে, এই উত্তরাভিমুখ কুঠরী তাহাদের হইবে। ইহারা সাদোকের সন্তান, লেবির সন্তানদের মধ্যে ইহারাই সদাপ্রভুর পরিচর্য্যার্থে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়।
৪৭ পরে তিনি সেই প্রাঙ্গণ মাপিলেন,

তাহা এক শত হস্ত দীর্ঘ ও এক শত হস্ত প্রস্থ, চারিদিকে সমান ছিল; যজ্ঞবেদি গৃহের সম্মুখে ছিল।

৪৮ পরে তিনি আমাকে গৃহের বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া সেই বারাণ্ডার উপস্তম্ভগুলি মাপিলেন; প্রত্যেকটী এদিকে পাঁচ হস্ত, ওদিকে পাঁচ হস্ত পরিমিত; এবং দ্বারের প্রস্থ এদিকে তিন হস্ত, ওদিকে ৪৯ তিন হস্ত পরিমিত ছিল। বারাণ্ডার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত ও প্রস্থ একাদশ হস্ত ছিল; এবং দশ ধাপ দিয়া লোকে তাহাতে উঠিত; আর উপস্তম্ভের নিকটে এদিকে এক স্তম্ভ, ওদিকে এক স্তম্ভ ছিল।

৪১ পরে তিনি আমাকে মন্দিরের নিকটে আনিয়া উপস্তম্ভ সকল মাপিলেন; সেগুলির বিস্তার এদিকে ছয় হস্ত, ওদিকে ছয় হস্ত ছিল, ইহাই তাম্বুর বিস্তার। ২ আর প্রবেশস্থানের বিস্তার দশ হস্ত, ও সেই প্রবেশস্থানের বগলে এদিকে পাঁচ হস্ত, ওদিকে পাঁচ হস্ত। পরে তিনি তাহার দীর্ঘতা চল্লিশ হস্ত, ও ৩ বিস্তার বিংশতি হস্ত মাপিলেন। পরে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রবেশস্থানের প্রত্যেক উপস্তম্ভ দুই হস্ত, প্রবেশস্থান ছয় হস্ত ও প্রবেশস্থানের বিস্তার সাত হস্ত মাপিলেন। পরে ৪ তিনি তাহার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত ও মন্দিরের অগ্রদেশে তাহার প্রস্থ বিংশতি হস্ত মাপিলেন, এবং আমাকে কহিলেন, ইহাই অতি পবিত্র স্থান। ৫ পরে তিনি গৃহের ভিত্তি ছয় হস্ত, ও চারিদিকে গৃহ বেষ্টনকারী প্রত্যেক পার্শ্বস্থ কুঠরীর চারি হস্ত বিস্তার মাপি- ৬ লেন। এক শ্রেণীর উপরে অন্য শ্রেণী, এইরূপে তিন শ্রেণী পার্শ্বস্থ কুঠরী, তাহার এক এক শ্রেণীতে ত্রিশ কুঠরী ছিল; এবং [গৃহের সহিত] সংলগ্ন হইবার নিমিত্ত চারিদিকের সকল পার্শ্বস্থ কুঠরীর জন্য গৃহের গায়ে এক ভিত্তি ছিল; তাহার উপরে সে সকল নির্ভর করিত, কিন্তু গৃহের ভিত্তিতে বদ্ধ ছিল ৭ না। আর উচ্চতার অনুক্রমে কুঠরী সকল উত্তর উত্তর প্রশস্ত হইয়া [গৃহ] বেষ্টন করিল, কারণ তাহা চারিদিকে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া গৃহ বেষ্টন করিল, এই জন্য উচ্চতার অনুক্রমে গৃহের গায়ে উত্তর উত্তর প্রশস্ত হইল; এবং নীচতম শ্রেণী হইতে মধ্য শ্রেণী দিয়া উচ্চতম ৮ শ্রেণীতে যাইবার পথ ছিল। আরও দেখিলাম, ঘরের মেজে চারিদিকে উচ্চ, পার্শ্বস্থ কুঠরীগুলি ছয় ছয় হস্ত পরি- ৯ মিত সম্পূর্ণ এক এক নল। বহির্দ্দিকে পার্শ্বস্থ কুঠরী-শ্রেণীর যে ভিত্তি, তাহার পাঁচ হস্ত বেধ ছিল, এবং অবশিষ্ট [শূন্য] স্থান গৃহের পার্শ্বস্থ সেই সকল ১০ কুঠরীর স্থান ছিল। কুঠরী সকলের মধ্যে গৃহের চারিদিকে প্রত্যেক পার্শ্বে ১১ বিংশতি হস্ত প্রস্থ স্থান ছিল। আর পার্শ্বস্থ কুঠরী-শ্রেণীর দ্বার সেই শূন্য স্থানের দিকে ছিল, তাহার এক দ্বার উত্তরদিকে, অন্য দ্বার দক্ষিণদিকে ছিল; এবং চারিদিকে সেই শূন্য স্থানের বিস্তার ১২ পাঁচ হস্ত ছিল। আর ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের সম্মুখে পশ্চিমদিকে যে গাঁথনি ছিল, তাহার বিস্তার সত্তর হস্ত ছিল, এবং চারিদিকে সেই গাঁথনির ভিত্তির বেধ পাঁচ হস্ত; এবং তাহার দীর্ঘতা নব্বই ১৩ হস্ত ছিল। পরে তিনি গৃহের দীর্ঘতা এক শত হস্ত, এবং ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের,

গাঁথনির ও তাহার ভিত্তির দীর্ঘতা এক ১৪ শত হস্ত মাপিলেন। আর পূর্ব্বদিকে গৃহের ও ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রদেশ এক শত হস্ত প্রস্থ ছিল।

১৫ আর তিনি ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রদেশে স্থিত গাঁথনির দীর্ঘতা, অর্থাৎ উহার পশ্চাতে যাহা ছিল, তাহা এবং এদিকে ওদিকে উহার অপ্রশস্ত বারাণ্ডা এক শত হস্ত মাপিলেন, এবং ভিতর-মন্দির ও প্রাঙ্গণের বারাণ্ডা সকল [মাপিলেন]। ১৬ চারিদিকে গোবরাট, জালবদ্ধ বাতায়ন এবং অপ্রশস্ত বারাণ্ডা ছিল, এক এক গোবরাটের সম্মুখে চারিদিকে কাষ্ঠের তিরস্করিণী ভূমি হইতে বাতায়ন পর্য্যন্ত ছিল; আর বাতায়নগুলি আচ্ছাদিত ১৭ ছিল; আর প্রবেশস্থানের উর্দ্ধস্থ দেশ, অন্তর্গৃহ, বাহিরের স্থান ও সমস্ত ভিত্তি, চারিদিকে ভিতরে ও বাহিরে যাহা যাহা ছিল, সকলের বিশেষ বিশেষ পরিমাণ ১৮ [নিরূপিত হইল]। আর উহাতে করূবের ও খর্জ্জূরের শিল্পকর্ম্ম ছিল, দুই দুই করূবের মধ্যে এক এক খর্জ্জূরবৃক্ষ, এবং এক এক করূবের দুই দুই মুখ ১৯ ছিল। বস্তুতঃ এক পার্শ্বস্থ খর্জ্জূরের দিকে মনুষ্যের মুখ, এবং অন্য পার্শ্বস্থ খর্জ্জূরের দিকে সিংহের মুখ চারিদিকে ২০ সমস্ত গৃহে শিল্পিত ছিল। ভূমি অবধি দ্বারের উপরিভাগ পর্য্যন্ত সেই করূব ও খর্জ্জূরবৃক্ষ শিল্পিত ছিল; ইহা মন্দিরের ২১ ভিত্তি। মন্দিরের দ্বারকাষ্ঠ সকল চতুষ্কোণ, এবং পবিত্র স্থানের অগ্রদেশের আকৃতি সেই আকৃতির তুল্য ছিল। ২২ বেদি কাষ্ঠনির্ম্মিত, তিন হস্ত উচ্চ ও দুই হস্ত দীর্ঘ; এবং তাহার কোণ, পায়া ও গাত্র কাষ্ঠময় ছিল। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, ইহা সদাপ্রভুর সম্মু- ২৩ খস্থ মেজ। আর মন্দিরের ও ধর্ম্মধামের দুই দ্বার ছিল, এবং এক এক দ্বারের ২৪ দুই দুই কবাট ছিল; দুই দুই ঘূর্ণী কবাট ছিল, অর্থাৎ এক দ্বারের দুই কবাট ও অন্য দ্বারের দুই কবাট ছিল। ২৫ সেই সকলে, মন্দিরের সেই সকল কবাটে, ভিত্তির শিল্পকর্ম্মের ন্যায় করূব ও খর্জ্জুর শিল্পিত ছিল। আর বহিঃস্থ বারাণ্ডার অগ্রদেশে কাষ্ঠের ঝিলিমিলি ২৬ ছিল। বারাণ্ডার দুই বগলে, তাহার এদিকে ওদিকে জালবদ্ধ বাতায়ন ও খর্জ্জূরাকৃতি ছিল। গৃহের পার্শ্বস্থ কুঠরী সকল ও ঝিলিমিলি এইরূপ ছিল।

৪২ পরে তিনি আমাকে উত্তরদিক্‌স্থ পথে বহিঃপ্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন; এবং ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের সম্মুখে ও গাঁথনির সম্মুখে উত্তরদিক্‌স্থ কুঠরীতে লইয়া গেলেন। ২ এক শত হস্ত দীর্ঘতার সম্মুখে উত্তরদিক্‌স্থ দ্বার ছিল, তাহার বিস্তার পঞ্চাশ ৩ হস্ত। অন্তঃপ্রাঙ্গণের বিংশতি হস্তের সম্মুখে এবং বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রস্তরবাঁধা ভূমির সম্মুখে এক অপ্রশস্ত বারাণ্ডার অনুরূপ অন্য অপ্রশস্ত বারাণ্ডা তৃতীয় ৪ তালা পর্য্যন্ত ছিল। আর কুঠরী সকলের অগ্রে ভিতরের দিকে দশ হস্ত প্রস্থ এক শত হস্তের এক পথ ছিল, এবং সকলের দ্বার উত্তরদিকে ছিল। ৫ উপরিস্থ কুঠরীগুলি ক্ষুদ্র ছিল, কেননা গাঁথনির অধঃস্থিত ও মধ্যস্থিত কুঠরী হইতে ইহাদের স্থান অপ্রশস্ত বারাণ্ডার ৬ দ্বারা ন্যূনীকৃত ছিল। কেননা তাহাদের তিন শ্রেণী ছিল, আর প্রাঙ্গণ-স্তম্ভের সদৃশ স্তম্ভ ছিল না, এই জন্য অধঃস্থিত ও মধ্যস্থিত অপেক্ষা উপরের কুঠরীগুলি

৭ সঙ্কুচিত ছিল। আর বাহিরে কুঠরী সকলের অনুবর্ত্তী অথচ বহিঃপ্রাঙ্গণের পার্শ্বে কুঠরী সকলের অগ্রে এক বেড়া ৮ ছিল, তাহা পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ। কারণ বহিঃপ্রাঙ্গণের [পার্শ্বে] কুঠরীগুলির দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ছিল, কিন্তু দেখ, মন্দিরের অগ্রে তাহা এক শত হস্ত ছিল। ৯ বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে তথায় গেলে প্রবেশ-স্থান এই কুঠরীর নীচে পূর্ব্বদিকে ১০ পড়িত। প্রাঙ্গণের বেড়ার প্রশস্ত পার্শ্বে পূর্ব্বদিকে ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রে এবং ১১ গাঁথনির অগ্রে কুঠরী-শ্রেণী ছিল। আর তাহাদের অগ্রে যে পথ ছিল, তাহার আকার উত্তরদিক্‌স্থ কুঠরী সকলের ন্যায় ছিল; তাহার দীর্ঘতা অনুযায়ী বিস্তার ছিল; আর তাহাদের সমস্ত নির্গমস্থান, তাহাদের গঠন ও দ্বারের অনুযায়ী ছিল। ১২ দক্ষিণদিকের কুঠরীগুলির দ্বার সকলের ন্যায় এক দ্বার পথের মুখে ছিল; সেই পথ তথাকার বেড়ার অগ্রে, যে আসিত, ১৩ তাহার পূর্ব্বদিকে পড়িত। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রে উত্তর ও দক্ষিণদিকের যে সকল কুঠরী আছে, সেগুলি পবিত্র কুঠরী। যে যাজকেরা সদাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হয়, তাহারা সেই স্থানে অতি পবিত্র দ্রব্য সকল ভোজন করিবে; সেই স্থানে তাহারা অতি পবিত্র দ্রব্য সকল, এবং ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, পাপার্থক বলি ও দোষার্থক বলি রাখিবে, কেননা স্থানটী পবিত্র। ১৪ যে সময় যাজকেরা প্রবেশ করে, সেই সময়ে তাহারা পবিত্র স্থান হইতে বহিঃ-প্রাঙ্গণে বাহির হইবে না; তাহারা যে যে বস্ত্র পরিয়া পরিচর্য্যা করে, সেই সকল বস্ত্র তথায় রাখিবে, কেননা সে সকল পবিত্র; তাহারা অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে, পরে প্রজাগণের স্থানে গমন করিবে।

১৫ ভিতরের গৃহের পরিমাপ সমাপ্ত করিলে পর তিনি আমাকে পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের দিকে বাহিরে লইয়া গেলেন, এবং ১৬ তাহার চারিদিক্ মাপিলেন। তিনি মাপিবার নল দিয়া পূর্ব্ব পার্শ্ব মাপিলেন, মাপিবার নলে তাহা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ শত নল ১৭ পরিমিত। তিনি উত্তর পার্শ্ব মাপিলেন, মাপিবার নলে তাহা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ শত ১৮ নল পরিমিত। তিনি দক্ষিণ পার্শ্ব মাপিলেন, মাপিবার নলে তাহা পাঁচ শত নল ১৯ পরিমিত। তিনি পশ্চিম পার্শ্বের দিকে ফিরিয়া মাপিবার নল দিয়া পাঁচ শত নল ২০ মাপিলেন। এইরূপে তিনি তাহার চারি পার্শ্ব মাপিলেন; যাহা পবিত্র ও যাহা সামান্য, তাহার মধ্যে বিচ্ছেদ করিবার জন্য তাহার চারিদিকে প্রাচীর ছিল; তাহা পাঁচ শত নল দীর্ঘ ও পাঁচ শত নল প্রস্থ ছিল।

৪৩ পরে তিনি আমাকে পূর্ব্বাভিমুখ ২ দ্বারের নিকটে আনিলেন; আর দেখ, পূর্ব্বদিক্ হইতে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ আসিল; তাঁহার শব্দ জলরাশির শব্দের ন্যায়, এবং তাঁহার প্রতাপে পৃথিবী ৩ দীপ্তিময় হইল। আমি যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, অর্থাৎ যখন নগরের বিনাশ করিতে আসিয়াছিলাম, তখন যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, এ তদ্রূপ দৃশ্য, আর কবার নদীর তীরে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তদ্রূপ দৃশ্য; তখন আমি উপুড় ৪ হইয়া পড়িলাম। আর সদাপ্রভুর প্রতাপ পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের পথ দিয়া গৃহে প্রবেশ ৫ করিল। পরে আত্মা আমাকে উঠাইয়া

অন্তঃপ্রাঙ্গণে আনিলেন; আর দেখ, গৃহ ৬ সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইল। আর আমি শুনিলাম, গৃহের মধ্য হইতে এক জন আমার কাছে কথা বলিতেছেন, তখন এক ব্যক্তি আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ৭ হইলেন। তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, ইহা আমার সিংহাসনের স্থান, এবং ইহাই আমার পদতল রাখিবার স্থান, এই স্থানে ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে আমি চিরকাল বাস করিব; এবং ইস্রায়েল-কুল, তাহারা বা তাহাদের রাজগণ, আপন আপন ব্যভিচার দ্বারা ও তাহাদের উচ্চস্থলীতে রাজগণের শব দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অশুচি করিবে ৮ না। তাহারা আমার গোবরাটের কাছে তাহাদের গোবরাট, ও আমার চৌকাঠের পার্শ্বে তাহাদের চৌকাঠ দিত, এবং আমার ও তাহাদের মধ্যে কেবল এক ভিত্তি ছিল; আর তাহারা আপনাদের কৃত জঘন্য ক্রিয়া দ্বারা আমার পবিত্র নাম অশুচি করিত, এই নিমিত্ত আমি নিজ ক্রোধানলে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছি। ৯ এখন তাহারা আপনাদের ব্যভিচার ও আপনাদের রাজাদের শব আমা হইতে দূর করুক, তাহাতে আমি চিরকাল তাহাদের মধ্যে বাস করিব।

১০ হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি ইস্রায়েল-কুলকে এই গৃহের কথা জ্ঞাত কর, যেন তাহারা আপন আপন অপরাধের জন্য লজ্জিত হয়, আর তাহারা ইহার সকল ১১ স্থান পরিমাণ করুক। যদি তাহারা আপনাদের কৃত সমস্ত কর্ম্ম প্রযুক্ত লজ্জিত হয়, তবে তুমি তাহাদিগকে গৃহের আকার, গঠন, নির্গমন-স্থান ও প্রবেশ-স্থান সকল, তাহার সমস্ত আকৃতি ও সমস্ত বিধি, তাহার সমস্ত আকৃতি ও সমস্ত ব্যবস্থা জ্ঞাত কর, আর তাহাদের সাক্ষাতে লিখ; এবং তাহারা তাহার সমস্ত আকৃতি ও সমস্ত বিধি রক্ষা করিয়া ১২ তদনুযায়ী কর্ম্ম করুক। গৃহের ব্যবস্থা এই; পর্ব্বতের শিখরে চারিদিকে তাহার সমস্ত পরিসীমা অতি পবিত্র। দেখ, ইহাই সেই গৃহের ব্যবস্থা।

১৩ হস্তানুসারে যজ্ঞবেদির পরিমাণ সকল এই। প্রত্যেক হস্ত এক হস্ত চারি অঙ্গুলি পরিমিত। তাহার মূল এক হস্ত [উচ্চ] ও এক হস্ত প্রস্থ, এবং চারিদিকে তাহার প্রান্তে স্থিত নিকাল এক বিতস্তি পরিমিত; ইহা যজ্ঞবেদির তল। ১৪ আর ভূমিতে স্থিত মূল অবধি অধঃস্থ সোপানাকৃতি পর্য্যন্ত দুই হস্ত ও তাহার পরিসর এক হস্ত; আবার সেই ক্ষুদ্র সোপানাকৃতি অবধি বৃহৎ সোপানাকৃতি পর্য্যন্ত চারি হস্ত ও তাহার প্রস্থ এক ১৫ হস্ত। আর উপরিস্থ বেদি চারি হস্ত; এবং পুণ্যচুল্লী হইতে তাহার ঊর্দ্ধে চারি ১৬ শৃঙ্গ হইবে। আর সেই পুণ্যচুল্লী বারো হস্ত দীর্ঘ ও বারো হস্ত প্রস্থ, চারিদিকে ১৭ সমান হইবে। সোপানটী চারি পার্শ্বে চৌদ্দ হস্ত দীর্ঘ ও চৌদ্দ হস্ত প্রস্থ, এবং তাহার চারিদিকে স্থিত নিকাস অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত, এবং তাহার মূল চারিদিকে এক হস্ত পরিমিত হইবে, এবং তাহার ধাপগুলি পূর্ব্বাভিমুখ হইবে।

১৮ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সেই যজ্ঞবেদিতে হোমবলিদান ও রক্ত প্রক্ষেপ করণার্থে যে দিন তাহা প্রস্তুত করা যাইবে, সেই দিনের জন্য তৎসং- ১৯ ক্রান্ত বিধি এই। প্রভু সদাপ্রভু কহেন,

সাদোক বংশজাত যে লেবীয় যাজকগণ আমার পরিচর্য্যা করিতে আমার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তুমি পাপার্থক ২০ বলিদানের জন্য এক যুবাবৃষ দিবে। পরে তাহার রক্তের কিয়দংশ লইয়া বেদির চারি শৃঙ্গে, সোপানের চারি প্রান্তে ও চারিদিকে তাহার নিকালে সেচন করিয়া বেদি মুক্তপাপ করিবে, ও তাহার জন্য ২১ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পরে তুমি ঐ পাপার্থক বৃষ লইয়া যাইবে, আর সে ধর্ম্মধামের বাহিরে গৃহের নিরূপিত স্থানে ২২ তাহা পোড়াইয়া দিবে। আর তুমি দ্বিতীয় দিনে পাপার্থক বলিরূপে এক নির্দ্দোষ ছাগ উৎসর্গ করিবে; তাহাতে [যাজকেরা] বৃষ দ্বারা যেমন করিয়াছিল, তেমনি যজ্ঞবেদি মুক্তপাপ করিবে। ২৩ উহার মুক্তপাপ করণ সমাপ্ত হইলে পর তুমি নির্দ্দোষ এক যুবাবৃষ ও পালের ২৪ নির্দ্দোষ এক মেষ উৎসর্গ করিবে। তুমি তাহাদিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবে, এবং যাজকগণ তাহাদের উপরে লবণ ফেলিয়া দিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থে তাহাদিগকে বলিদান করিবে। ২৫ সপ্তাহ কাল প্রতিদিন তুমি পাপার্থক বলিরূপে এক এক ছাগ উৎসর্গ করিবে; আর তাহারা নির্দ্দোষ এক যুবাবৃষ ও পালের ২৬ এক মেষ উৎসর্গ করিবে। সপ্তাহ কাল তাহারা যজ্ঞবেদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহা শুচি করিবে ও সংস্কার দ্বারা পূত ২৭ করিবে। সেই সকল দিন অতীত হইলে পর অষ্টম দিন হইতে যাজকেরা সেই যজ্ঞবেদিতে তোমাদের হোমার্থক ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তাহাতে আমি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব; ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

৪৪ পরে তিনি ধর্ম্মধামের পূর্ব্বাভিমুখ বহির্দ্বারের দিকে আমাকে ফিরাইয়া আনি- ২ লেন; তখন সেই দ্বার রুদ্ধ ছিল। পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, এই দ্বার রুদ্ধ থাকিবে, খোলা যাইবে না; এবং ইহা দিয়া কেহ প্রবেশ করিবে না; কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইহা দিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত ইহা রুদ্ধ ৩ থাকিবে। অধ্যক্ষ বলিয়া কেবল অধ্যক্ষই সদাপ্রভুর সম্মুখে আহার করণার্থে ইহার মধ্যে বসিবেন; তিনি এই দ্বারের বারাণ্ডার পথ দিয়া ভিতরে আসিবেন, ও সেই পথ দিয়া বাহিরে যাইবেন।

নূতন মন্দির সংক্রান্ত নিয়মাবলি।

৪ পরে তিনি উত্তরদ্বারের পথে আমাকে গৃহের সম্মুখে আনিলেন; তাহাতে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সদাপ্রভুর গৃহ সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইল; তখন আমি উপুড় হইয়া পড়িলাম। ৫ সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, সদাপ্রভুর গৃহের সমস্ত বিধি ও সমস্ত ব্যবস্থার বিষয়ে যাহা যাহা আমি তোমাকে বলিব, তুমি তাহাতে মনোযোগ কর, স্বচক্ষে তাহা নিরীক্ষণ কর ও স্বকর্ণে শ্রবণ কর, এবং এই গৃহে প্রবেশ করিবার ও ধর্ম্মধাম হইতে বাহিরে যাইবার সমস্ত পথের বিষয়ে ৬ মনোযোগ কর। আর সেই বিদ্রোহী-দলকে, ইস্রায়েল-কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল-কুল, তোমাদের সকল জঘন্য ক্রিয়া ৭ যথেষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ তোমরা অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় ও অচ্ছিন্নত্বক্ মাংসবিশিষ্ট বিজাতীয় লোকদিগকে আমার ধর্ম্মধামে

থাকিতে ও আমার সেই গৃহ অপবিত্র করিতে ভিতরে আনয়ন করিয়াছ, তোমরা আমার উদ্দেশে ভক্ষ্য, মেদ ও রক্ত উৎসর্গ করিয়াছ, আর তোমরা আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ, তোমাদের সকল ৮ জঘন্য ক্রিয়া ছাড়া ইহা করিয়াছ। আর তোমরা আমার পবিত্র বিষয়সমূহের রক্ষণীয় রক্ষা কর নাই; কিন্তু আপনাদের ইচ্ছামতে আমার ধর্ম্মধামে রক্ষণীয়ের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছ।

৯ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে যে সকল বিজাতীয় লোক আছে, তাহাদের মধ্যে অচ্ছিন্নত্বক্‌ হৃদয় ও অচ্ছিন্নত্বক্‌ মাংস-বিশিষ্ট কোন বিজাতীয় লোক আমার ১০ ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিবে না। কিন্তু ইস্রায়েল যখন বিপথে গিয়াছিল, আপন পুত্তলিদিগের অনুগমনার্থে আমাকে ছাড়িয়া বিপথে গিয়াছিল, তখন যে লেবীয়গণ আমা হইতে দূরে গিয়াছিল, তাহারা আপন আপন পাপ বহন করিবে। ১১ তথাপি তাহারা আমার ধর্ম্মধামে পরিচারক হইবে, গৃহের সকল দ্বারে পরিদর্শক ও গৃহের পরিচারক হইবে; তাহারা প্রজা-গণের জন্য হোমবলি ও অন্য বলি হনন করিবে, এবং তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। ১২ তাহাদের পুত্তলিগণের সাক্ষাতে তাহারা প্রজাগণের পরিচর্য্যা করিত এবং ইস্রা-য়েল-কুলের অপরাধজনক বিঘ্নস্বরূপ হইত; সেই জন্য আমি তাহাদের বিরুদ্ধে আপন হস্ত তুলিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; তাহারা আপন আপন পাপ ১৩ বহন করিবে। আমার উদ্দেশে যাজ-কীয় কর্ম্ম করিতে তাহারা আমার নিকট-বর্ত্তী হইবে না; এবং আমার পবিত্র দ্রব্য সকলের, বিশেষতঃ আমার অতি পবিত্র দ্রব্য সকলের নিকটে আসিবে না, কিন্তু আপনাদের অপমান ও আপনাদের কৃত জঘন্য ক্রিয়ার ভার বহন করিবে। ১৪ তথাপি আমি তাহাদিগকে গৃহের সমস্ত সেবা-কর্ম্মে ও তন্মধ্যে কর্ত্তব্য সমস্ত কর্ম্মে গৃহের রক্ষণীয়ের রক্ষক করিব।

১৫ কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন আমাকে ছাড়িয়া বিপথে গিয়াছিল, তখন সাদোকের সন্তান যে লেবীয় যাজকেরা আমার ধর্ম্ম-ধামের রক্ষণীয় দ্রব্য রক্ষা করিত, তাহারাই আমার পরিচর্য্যা করণার্থে আমার নিকট-বর্ত্তী হইবে, এবং আমার উদ্দেশে মেদ ও রক্ত উৎসর্গ করণার্থে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু ১৬ বলেন। তাহারাই আমার ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিবে, এবং তাহারাই আমার পরিচর্য্যা করণার্থে আমার মেজের নিকটে আসিবে, ও আমার রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। ১৭ অন্তঃপ্রাঙ্গণের দ্বারে প্রবেশ করিবার সময়ে তাহারা মসীনার বস্ত্র পরিধান করিবে; অন্তঃপ্রাঙ্গণের সকল দ্বারে ও গৃহমধ্যে পরিচর্য্যা করিবার সময় তাহা-দের গাত্রে মেষলোমের বস্ত্র উঠিবে না। ১৮ তাহাদের মস্তকে মসীনার শিরোভূষণ ও কটীদেশে মসীনার জাঙ্গিয়া থাকিবে, তাহারা ঘর্ম্মজনক কিছুতে বদ্ধকটি হইবে ১৯ না। আর যখন তাহারা বহিঃপ্রাঙ্গণে, অর্থাৎ প্রজাবর্গের কাছে বহিঃপ্রাঙ্গণে বাহির হইবে, তখন আপনাদের পরি-চর্য্যার বস্ত্র সকল ত্যাগ করিয়া পবিত্র কুঠরীতে রাখিয়া দিবে, এবং অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে; আপনাদের ঐ বস্ত্র দ্বারা প্রজালোকদিগকে পবিত্র করিবে

২০ না। তাহারা মস্তক মুণ্ডন করিবে না, ও কেশ দীর্ঘ হইতে দিবে না, কেবল ২১ মস্তকের কেশ ছেদন করিবে। আর অন্তঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার সময়ে যাজকদের মধ্যে কেহই দ্রাক্ষারস পান ২২ করিবে না। তাহারা বিধবাকে কিম্বা পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না, কিন্তু ইস্রায়েল-কুলজাত অনূঢ়া কন্যাকে, কিম্বা ২৩ যাজকের বিধবাকে বিবাহ করিবে। আর তাহারা আমার প্রজাগণকে পবিত্র ও সামান্য বস্তুর প্রভেদ শিক্ষা দিবে, এবং শুচি ও অশুচির প্রভেদ জানাইবে। ২৪ আর বিবাদ হইলে তাহারা বিচারার্থে উপস্থিত হইবে; আমার সকল শাসনানুসারে বিচার নিষ্পন্ন করিবে; এবং আমার সমস্ত পর্ব্বে আমার ব্যবস্থা ও আমার বিধি সকল পালন করিবে, এবং আমার বিশ্রামদিন সকল পবিত্র করিবে। ২৫ তাহারা কোন মৃত লোকের শবের নিকটে গিয়া আপনাদিগকে অশুচি করিবে না, কেবল পিতা কি মাতা, পুত্র কি কন্যা, ভ্রাতা কি অনূঢ়া ভগিনীর জন্য তাহারা ২৬ অশুচি হইতে পারিবে। যাজক শুচি হইলে পর তাহার জন্য সাত দিন গণিত ২৭ হইবে। পরে যে দিন সে ধর্ম্মধামের মধ্যে পরিচর্য্যা করণার্থে ধর্ম্মধামে অর্থাৎ অন্তঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবে, সেই দিন আপনার জন্য পাপার্থক বলি উৎসর্গ ২৮ করিবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। আর তাহাদের এক অধিকার হইবে, আমিই তাহাদের অধিকার; তোমরা ইস্রায়েলের মধ্যে তাহাদিগকে কোন স্বত্ব দিবে না, ২৯ আমিই তাহাদের স্বত্ব। ভক্ষ্য-নৈবেদ্য, পাপার্থক বলি ও দোষার্থক বলি তাহাদের খাদ্য হইবে, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে সমস্ত ৩০ বর্জ্জিত দ্রব্য তাহাদের হইবে। আর সমস্ত আশুপক্ক শস্যাদির মধ্যে প্রত্যেকের অগ্রিমাংশ, এবং তোমাদের সমস্ত উপহারের মধ্যে প্রত্যেক উপহারের সকলই যাজকদের হইবে; এবং তোমরা আপন আপন ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ যাজককে দিবে, তাহা করিলে আপন আপন গৃহে ৩১ আশীর্ব্বাদ অবস্থিতি করাইবে। পক্ষী হউক কি পশু হউক, স্বয়ং মৃত কিম্বা বিদীর্ণ কিছুই যাজকদের খাদ্য হইবে না।

৪৫ আর যে সময়ে তোমরা অধিকারের জন্য গুলিবাঁট করিয়া দেশ বিভাগ করিবে, সেই সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক পবিত্র ভূমিখণ্ড উপহার বলিয়া নিবেদন করিবে; তাহার দীর্ঘতা পঁচিশ সহস্র [হস্ত] ও প্রস্থ বিশ সহস্র [হস্ত] হইবে; ইহা চারিদিকে ইহার সমস্ত পরিসীমার ২ মধ্যে পবিত্র হইবে। তাহার মধ্যে পাঁচ শত [হস্ত] দীর্ঘ ও পাঁচ শত [হস্ত] প্রস্থ, চারিদিকে চতুষ্কোণ ভূমি ধর্ম্মধামের জন্য থাকিবে; আবার তাহার বহির্ভাগে চারিদিকে পঞ্চাশ হস্ত পরিমিত পরিসর ৩ থাকিবে। ঐ পরিমিত অংশের মধ্যে তুমি পঁচিশ সহস্র [হস্ত] দীর্ঘ ও দশ সহস্র [হস্ত] প্রস্থ ভূমি মাপিবে; তাহারই মধ্যে ধর্ম্মধাম অতি পবিত্র স্থান ৪ হইবে। দেশের এই অংশ পবিত্র; ইহা যাজকদের, ধর্ম্মধামের পরিচারকদের, যাহারা সদাপ্রভুর পরিচর্য্যার্থে নিকটে আগমন করে, তাহাদের হইবে; ইহা তাহাদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণের স্থান ও ধর্ম্মধামের জন্য পবিত্র স্থান হইবে। ৫ আবার পঁচিশ সহস্র [হস্ত] দীর্ঘ ও দশ সহস্র [হস্ত] প্রস্থ ভূমি গৃহের পরিচারক লেবীয়দের জন্য হইবে, বাস

করিবার নগর তাহাদের অধিকারার্থ ৬ হইবে। আর নগরের অধিকারের নিমিত্ত তোমরা পবিত্র উপহারের পার্শ্বে পাঁচ সহস্র [হস্ত] প্রস্থ ও পঁচিশ সহস্র [হস্ত] দীর্ঘ ভূমি দিবে, ইহা সমস্ত ৭ ইস্রায়েল-কুলের জন্য হইবে। আবার পবিত্র উপহারের এবং নগরের অধিকারের উভয় পার্শ্বে সেই পবিত্র উপহারের অগ্রে ও নগরের অধিকারের অগ্রে অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের পশ্চিমে ও পূর্ব্ব প্রান্তের পূর্ব্বে এবং দীর্ঘতায় পশ্চিম সীমা হইতে পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অংশ সকলের মধ্যে কোন অংশের সমতুল্য ৮ ভূমি অধ্যক্ষকে দিবে। দেশে ইহা ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁহার অধিকার হইবে; এবং আমার নিযুক্ত অধ্যক্ষেরা আর আমার প্রজাদের উপরে দৌরাত্ম্য করিবে না, কিন্তু ইস্রায়েল-কুলকে আপন আপন বংশানুসারে দেশ দিবে।

৯ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ, ইহাই তোমাদের যথেষ্ট হউক; তোমরা দৌরাত্ম্য ও ধনাপহার দূর কর, ন্যায় ও ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান কর, আমার প্রজাদিগকে অধিকারচ্যুত করিতে ক্ষান্ত হও, ইহা প্রভু ১০ সদাপ্রভু বলেন। ন্যায্য পাল্লা, ন্যায্য ঐফা ও ন্যায্য বাৎ তোমাদের হউক। ১১ ঐফার ও বাতের একই পরিমাণ হইবে; বাৎ হোমরের দশমাংশ, ঐফাও হোমরের দশমাংশ, এই উভয়ের পরিমাণ হোমরের ১২ অনুরূপ হইবে। আর শেকল বিংশতি গেরা পরিমিত হইবে; বিংশতি শেকলে, পঁচিশ শেকলে, ও পনের শেকলে তোমাদের মানি হইবে।

১৩ তোমরা এই উপহার উৎসর্গ করিবে; তোমরা গোমের হোমর হইতে ঐফার ষষ্ঠাংশ, ও যবের হোমর হইতে ঐফার ১৪ ষষ্ঠাংশ দিবে। আর তৈলের, বাৎ পরিমিত তৈলের নির্দ্দিষ্ট অংশ এক কোর হইতে বাতের দশমাংশ; [কোর] দশ বাৎ পরিমিত অথচ হোমরের সমান, ১৫ কেননা দশ বাতে হোমর হয়। আর ইস্রায়েলের জলসিক্ত ভূমিতে চরে, এমন মেষাদিপাল হইতে দুই শত মেষের মধ্যে এক মেষ; লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহাই ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের, হোমবলির ও মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্ত হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। ১৬ দেশের সমস্ত প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষকে ১৭ এই উপহার দিতে বাধ্য হইবে। আর পর্ব্বে, অমাবস্যায় ও বিশ্রামবারে, ইস্রায়েল-কুলের সমস্ত উৎসবে, হোমবলি এবং ভক্ষ্য ও পেয়-নৈবেদ্য উৎসর্গ করা অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য হইবে; তিনি ইস্রায়েল-কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পাপার্থক বলি ও ভক্ষ্য-নৈবেদ্য এবং হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবেন।

১৮ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, প্রথম মাসের প্রথম দিনে তুমি নির্দ্দোষ এক গোবৎস লইয়া ধর্ম্মধাম মুক্তপাপ করিবে। ১৯ আর যাজক সেই পাপার্থক বলির রক্তের কিয়দংশ লইয়া গৃহের চৌকাঠে, যজ্ঞবেদির সোপানের চারি প্রান্তে, এবং অন্তঃপ্রাঙ্গণের দ্বারের চৌকাঠে দিবে। ২০ আর যে কেহ প্রমাদী ও যে কেহ অবোধ, তাহার জন্য তুমি মাসের সপ্তম দিনেও তদ্রূপ করিবে, এই প্রকারে তোমরা ২১ গৃহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রথম মাসের চতুর্থ দিবসে তোমাদের নিস্তার পর্ব্ব হইবে, তাহা সাত দিনের উৎসব;

২২ তাড়ীশূন্য রুটী খাইতে হইবে। সেই দিনে অধ্যক্ষ আপনার জন্য ও দেশস্থ সকল প্রজালোকের জন্য পাপার্থক বলি-২৩ রূপে এক বৃষ উৎসর্গ করিবেন। সেই উৎসবের সপ্তাহ ব্যাপিয়া তিনি সাত দিনের মধ্যে প্রতিদিন নির্দ্দোষ সাতটী বৃষ ও সাতটী মেষ দিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থক বলি উৎসর্গ করিবেন, এবং প্রতিদিন এক ছাগ দিয়া পাপার্থক ২৪ বলি উৎসর্গ করিবেন। আর ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের নিমিত্ত বৃষের প্রতি এক ঐফা ও মেষের প্রতি এক ঐফা [সূজী], ও ঐফার প্রতি এক হিন তৈল দিবেন। ২৫ সপ্তম মাসে, মাসের পঞ্চদশ দিনে, পর্ব্বের সময়ে তিনি সাত দিন পর্য্যন্ত সেইরূপ করিবেন; পাপার্থক বলি ও হোমার্থক বলি এবং ভক্ষ্য-নৈবেদ্য ও তৈল উৎসর্গ করিবেন।

৪৬ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অন্তঃপ্রাঙ্গণের পূর্ব্বাভিমুখ দ্বার কার্য্যের ছয় দিন বদ্ধ থাকিবে, কিন্তু বিশ্রামদিনে খোলা হইবে, এবং অমাবস্যার দিনেও ২ খোলা হইবে। আর অধ্যক্ষ বাহির হইতে দ্বারের বারণ্ডার পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া দ্বারের চৌকাঠের নিকটে দণ্ডায়মান হইবেন, এবং যাজকগণ তাঁহার হোমার্থক বলি ও মঙ্গলার্থক বলি সকল উৎসর্গ করিবে, এবং তিনি দ্বারের গোবরাটে প্রণিপাত করিবেন, পরে বাহির হইয়া আসিবেন, কিন্তু সন্ধ্যা না হইলে ৩ দ্বার বদ্ধ করা যাইবে না। আর দেশের প্রজালোক সকল বিশ্রামবারে ও অমাবস্যায় সেই দ্বারের প্রবেশস্থানে সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিবে।

৪ সদাপ্রভুর উদ্দেশে অধ্যক্ষকে এই হোমবলি উৎসর্গ করিতে হইবে, বিশ্রামবারে নির্দ্দোষ ছয়টী মেষশাবক ও নির্দ্দোষ ৫ একটী মেষ। আর ভক্ষ্য-নৈবেদ্যরূপে মেষের প্রতি এক ঐফা [সূজী], এবং মেষশাবকদের জন্য তাঁহার হাতে যতটা উঠিবে, এবং ঐফার প্রতি এক হিন তৈল। ৬ আর অমাবস্যার দিনে একটী নির্দ্দোষ গোবৎস, এবং ছয়টী মেষশাবক ও একটী ৭ মেষ, ইহারাও নির্দ্দোষ হইবে। আর ভক্ষ্য-নৈবেদ্যরূপে তিনি গোবৎসের প্রতি এক ঐফা, মেষের প্রতি এক ঐফা [সূজী], ও মেষশাবকদের জন্য তাঁহার হাতে যতটা উঠিবে, এবং ঐফার প্রতি ৮ এক হিন তৈল দিবেন। আর অধ্যক্ষ যখন আসিবেন, তখন দ্বারের বারণ্ডার পথ দিয়া প্রবেশ করিবেন, এবং সেই পথ দিয়া ৯ বাহির হইয়া আসিবেন। আর দেশের প্রজালোক সকল পর্ব্বসময়ে যখন সদাপ্রভুর সম্মুখে আসিবে, তখন প্রণিপাত করণার্থে যে ব্যক্তি উত্তরদ্বারের পথ দিয়া প্রবেশ করিবে, সে দক্ষিণদ্বারের পথ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে; এবং যে ব্যক্তি দক্ষিণদ্বারের পথ দিয়া প্রবেশ করিবে, সে উত্তরদ্বারের পথ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে; যে ব্যক্তি যে দ্বারের পথ দিয়া প্রবেশ করিবে, সে তথায় ফিরিয়া যাইবে না, কিন্তু আপনার সম্মুখস্থ ১০ পথ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। আর অধ্যক্ষ তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের প্রবেশকালে প্রবেশ করিবেন, ও তাহাদের বাহির হইয়া আসিবার সময় বাহির ১১ হইবেন। আর উৎসবে ও পর্ব্বে ভক্ষ্য-নৈবেদ্য গোবৎসের প্রতি এক ঐফা, মেষের প্রতি এক ঐফা [সূজী], ও মেষশাবকদের জন্য তাঁহার হাতে

যতটা উঠিবে, এবং ঐফার প্রতি এক
১২ হিন তৈল লাগিবে। আর অধ্যক্ষ যখন স্ব-ইচ্ছায় দত্ত দান সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি বা মঙ্গলার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিবেন, তখন তাঁহার জন্য পূর্ব্বাভিমুখ দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। আর তিনি বিশ্রামবারে যেমন করেন, তেমনি আপন হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবেন, পরে বাহির হইয়া আসিবেন, এবং তাঁহার বাহির হইবার পর সেই দ্বার বন্ধ করা যাইবে।
১৩ আর তুমি প্রত্যহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলির জন্য একবর্ষীয় নির্দ্দোষ একটী মেষশাবক উৎসর্গ করিবে; প্রত্যহ প্রাতে
১৪ তাহা উৎসর্গ করিবে। আর প্রত্যহ প্রাতে তাহার সহিত ভক্ষ-নৈবেদ্যরূপে ঐফার ষষ্ঠাংশ [সূজী], ও সেই সূক্ষ্ম সূজী আর্দ্র করণার্থে হিনের তৃতীয়াংশ তৈল, এই ভক্ষ্য-নৈবেদ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে, এই বিধি
১৫ চিরকাল নিত্যস্থায়ী। এইরূপে প্রত্যহ প্রাতে সেই মেষশাবক, নৈবেদ্য ও তৈল উৎসর্গ করা যাইবে। ইহা নিত্য হোমবলি।

১৬ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অধ্যক্ষ যদি আপন পুত্ত্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে কিছু দান করেন, তবে তাহা তাহার অধিকার হইবে, তাহা তাঁহার পুত্ত্রদের হইবে; তাহা অধিকার বলিয়া
১৭ তাহাদের স্বত্ব হইবে। কিন্তু তিনি যদি আপনার কোন দাসকে আপন অধিকারের কিছু দান করেন, তবে তাহা মুক্তিবৎসর পর্য্যন্ত তাহার থাকিবে, পরে পুনর্ব্বার অধ্যক্ষের হইবে; কেবল তাঁহার পুত্ত্রগণ
১৮ তাঁহার অধিকার পাইবে। আর অধ্যক্ষ প্রজাদিগকে দৌরাত্ম্যপূর্ব্বক অধিকারচ্যুত করণার্থে তাহাদের অধিকার হইতে কিছু লইবেন না; তিনি আপনারই অধিকারের মধ্য হইতে আপন পুত্ত্রদিগকে অধিকার দিবেন; যেন আমার প্রজারা আপন আপন অধিকার হইতে ছিন্নভিন্ন হইয়া না যায়।

১৯ পরে তিনি দ্বারের পার্শ্বস্থ প্রবেশের পথ দিয়া আমাকে যাজকদের উত্তরাভিমুখ পবিত্র কুঠরীশ্রেণীতে আনিলেন; আর দেখ পশ্চিমদিকে পশ্চাতে এক
২০ স্থান ছিল। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, এই স্থানে যাজকেরা দোষার্থক বলি ও পাপার্থক বলি পাক করিবে ও নৈবেদ্য ভর্জ্জন করিবে; যেন তাহারা প্রজাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য তাহা
২১ বহিঃপ্রাঙ্গণে লইয়া না যায়। পরে তিনি আমাকে বহিঃপ্রাঙ্গণে আনিয়া সেই প্রাঙ্গণের চারি কোণ দিয়া গমন করাইলেন; আর দেখ, ঐ প্রাঙ্গণের প্রত্যেক
২২ কোণে এক এক প্রাঙ্গণ ছিল। প্রাঙ্গণের চারি কোণে চল্লিশ [হস্ত] দীর্ঘ ও ত্রিশ [হস্ত] প্রস্থ প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণ ছিল। সেই চারি কোণের প্রাঙ্গণগুলির একই
২৩ পরিমাণ ছিল; চারিটীর মধ্যে প্রত্যেকের চারিদিকে গাঁথনি-শ্রেণী ছিল, এবং ঐ চারিদিকের গাঁথনি-শ্রেণীর তলে উনান
২৪ পাতা ছিল। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, এ সকল পাচকদের গৃহ, এই স্থানে গৃহের পরিচারকেরা প্রজালোকদের বলি সিদ্ধ করিবে।

পবিত্র ভূমি ও পবিত্র নগর।

৪৭ পরে তিনি আমাকে ঘুরাইয়া গৃহের প্রবেশস্থানে আনিলেন, আর দেখ, গৃহের

গোবরাটের নীচে হইতে জল বাহির হইয়া পূর্ব্বদিকে বহিতেছে, কেননা গৃহের সম্মুখভাগ পূর্ব্বদিকে ছিল; আর সেই জল নীচে হইতে গৃহের দক্ষিণ বগল দিয়া যজ্ঞবেদির দক্ষিণে নামিয়া যাইতে-
২ ছিল। পরে তিনি আমাকে উত্তরদ্বারের পথ দিয়া বাহির করিলেন, এবং ঘুরাইয়া বাহিরের পথ দিয়া, পূর্ব্বাভিমুখ পথ দিয়া, বহির্দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন; আর দেখ, দক্ষিণ বগল দিয়া জল
৩ চোঁয়াইয়া পড়িতেছিল। সে ব্যক্তি যখন পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হস্তে এক মানসূত্র ছিল; তিনি এক সহস্র হস্ত মাপিয়া আমাকে জলের মধ্য দিয়া গমন করাইলেন; তখন গোড়ালি
৪ পর্য্যন্ত জল উঠিল। আবার তিনি এক সহস্র হস্ত মাপিয়া আমাকে জলের মধ্য দিয়া গমন করাইলেন, তখন হাঁটু পর্য্যন্ত জল উঠিল। আবার তিনি এক সহস্র হস্ত মাপিয়া আমাকে জলের মধ্য দিয়া গমন করাইলেন; তখন কটি পর্য্যন্ত
৫ জল উঠিল। আবার তিনি এক সহস্র হস্ত মাপিলেন; তাহা আমার অগম্য নদী হইল; কারণ জল বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সাঁতার জল, পদব্রজে পার হওয়া যায় না, এমন নদী হইয়াছিল।

৬ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি দেখিলে? পরে তিনি আমাকে পুনরায় ঐ নদীর তীরে
৭ লইয়া গেলেন। আর আমি যখন ফিরিয়া গেলাম, তখন দেখ, সেই নদীর তীরে এপারে ওপারে অনেক বৃক্ষ ছিল।
৮ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, এই জল পূর্ব্বদিকস্থ অঞ্চলে বহিতেছে, অরাবা তলভূমিতে নামিয়া যাইবে, এবং সমুদ্রের দিকে যাইবে; যে জল বাহির করা হইয়াছে তাহা সমুদ্রে যাইবে ও ইহার
৯ জল উত্তম হইবে। আর এই স্রোতের জল যে কোন স্থানে বহিবে সে স্থানের অগণনীয় জীবজন্তু বাঁচিবে; আর যার-পর-নাই প্রচুর মৎস্য হইবে; কেননা এই জল সেখানে গিয়াছে বলিয়া সেখানকার [জল] উত্তম হইবে; এবং এই স্রোত যে কোন স্থান দিয়া বহিবে, সেই
১০ স্থানের সকলই সঞ্জীবিত হইবে। আর তাহার তীরে ধীবরগণ দাঁড়াইবে, ঐন্-গদী অবধি ঐন্-ইগ্লয়িম পর্য্যন্ত জাল বিস্তার করিবার স্থান হইবে; মহাসমুদ্রের মৎস্যের ন্যায় নানাজাতীয় মৎস্য জন্মিয়া যার-পর-নাই প্রচুর হইবে।
১১ কিন্তু তাহার পঙ্কস্থান ও জলাভূমির প্রতীকার হইবে না; তাহা লবণার্থে
১২ নিরূপিত। আর নদীর ধারে এপারে ওপারে সর্ব্বপ্রকার ভোজনার্থ ফলের বৃক্ষ হইবে, তাহার পত্র ম্লান হইবে না, ও ফল শেষ হইবে না; প্রতিমাসে তাহার ফল পাকিবে, কেননা তাহার সেচনের জল ধর্ম্মধাম হইতে নির্গত; আর তাহার ফল আহারের জন্য ও পত্র আরোগ্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে।

১৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশকে যে দেশ অধিকার জন্য দিবে, তাহার সীমা এই; যোষেফের দুই অংশ হইবে।
১৪ আর তোমরা সকলে সমানাংশে অধিকার বলিয়া তাহা পাইবে, কারণ আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই দেশ দিব বলিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলাম; এই দেশ অধিকার বলিয়া তোমাদের
১৫ হইবে। আর দেশের সীমা এই;

উত্তরদিকে মহাসমুদ্র হইতে সদাদের প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত হিৎলোনের পথ ; ১৬ হমাৎ, বরোথা, সিব্রয়িম, যাহা দম্মেশকের সীমার ও হমাতের সীমার মধ্যস্থিত ; হৌরণের সীমার নিকটস্থ হৎসর-হত্তী- ১৭ কোন। আর সমুদ্র হইতে সীমা দম্মেশকের সীমাস্থ হৎসোর ঐনন পর্য্যন্ত যাইবে, আর উত্তরদিকে হমাতের সীমা ; ১৮ এই উত্তরপ্রান্ত। আর পূর্ব্বপ্রান্ত হৌরণ, দম্মেশক ও গিলিয়দের এবং ইস্রায়েল-দেশের মধ্যবর্ত্তী যর্দ্দন ; তোমরা [উত্তর] সীমা অবধি পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত মাপিবে ; ১৯ এই পূর্ব্বপ্রান্ত। আর দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণে তামর অবধি কাদেশস্থ মরীবৎ জলাশয় [মিসরের] স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত ; দক্ষিণদিকের এই দক্ষিণপ্রান্ত। ২০ আর পশ্চিমপ্রান্ত মহাসমুদ্র ; [দক্ষিণ] সীমা অবধি হমাতের প্রবেশস্থানের সম্মুখ ২১ পর্য্যন্ত এই পশ্চিমপ্রান্ত। এইরূপে তোমরা ইস্রায়েলের বংশানুসারে আপনাদের মধ্যে এই দেশ বিভাগ করিবে।

২২ তোমরা আপনাদের নিমিত্ত, এবং যে বিদেশী লোকেরা তোমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়া তোমাদের মধ্যে সন্তান উৎপন্ন করে, তাহাদেরও নিমিত্ত তাহা অধিকারার্থে গুলিবাঁট দ্বারা বিভাগ করিবে ; এবং ইহারা ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে স্বজাতীয় লোকদের ন্যায় গণিত হইবে, তোমাদের সহিত ইস্রায়েল-বংশ সকলের ২৩ মধ্যে অধিকার পাইবে। তোমাদের যে বংশের মধ্যে যে বিদেশী লোক প্রবাস করিবে, তাহার মধ্যে তোমরা তাহাকে অধিকার দিবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

৪৮ বংশগুলির নাম এই এই। উত্তরপ্রান্ত হইতে হিৎলোনের পথের পার্শ্ব ও হমাতের প্রবেশস্থানের নিকট দিয়া হৎসর-ঐনন পর্য্যন্ত দম্মেশকের সীমাতে, উত্তরদিকে হমাতের পার্শ্বে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত দানের এক ২ অংশ হইবে। আর দানের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত ৩ আশেরের এক অংশ। আশেরের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত ৪ পর্য্যন্ত নপ্তালির এক অংশ। নপ্তালির সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম-প্রান্ত পর্য্যন্ত মনঃশির এক অংশ। ৫ মনঃশির সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত ইফ্রয়িমের এক ৬ অংশ। ইফ্রয়িমের সীমার কাছে পূর্ব্ব-প্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত রূবে-৭ ণের এক অংশ। আর রূবেণের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত যিহূদার এক অংশ।

৮ যিহূদার সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত উপহার-ভূমি থাকিবে ; তোমরা প্রস্থে পঁচিশ সহস্র [হস্ত]* ও পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম-প্রান্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘতায় অন্যান্য অংশের তুল্য এক অংশ উপহারার্থে নিবেদন করিবে, ও তাহার মধ্যস্থানে ধর্ম্মধাম ৯ থাকিবে। সদাপ্রভুর উদ্দেশে তোমরা যে উপহার-ভূমি নিবেদন করিবে, তাহা পঁচিশ সহস্র [হস্ত]* দীর্ঘ ও দশ ১০ সহস্র [হস্ত]* প্রস্থ হইবে। সেই পবিত্র উপহার-ভূমি যাজকদের জন্য হইবে ; তাহা উত্তরদিকে পঁচিশ সহস্র [হস্ত]* দীর্ঘ, পশ্চিমদিকে দশ সহস্র [হস্ত]* প্রস্থ, পূর্ব্বদিকে দশ সহস্র [হস্ত]* প্রস্থ ও দক্ষিণদিকে পঁচিশ

* (বা) [নল]।

সহস্র [হস্ত]* দীর্ঘ; তাহার মধ্য-স্থানে সদাপ্রভুর ধর্ম্মধাম থাকিবে।
১১ তাহা সাদোক-সন্তানদের মধ্যে পবিত্রীকৃত যাজকদের জন্য হইবে, তাহারা আমার রক্ষণীয় দ্রব্য রক্ষা করিয়াছে; ইস্রায়েল-সন্তানদের ভ্রান্তির সময়ে লেবীয়েরা যেমন ভ্রান্ত হইয়াছিল, উহারা
১২ তেমন ভ্রান্ত হয় নাই। লেবীয়দের সীমার কাছে দেশের উপহার-ভূমি হইতে গৃহীত সেই উপহার-ভূমি তাহাদের হইবে,
১৩ তাহা অতি পবিত্র। আর যাজকদের সীমার সম্মুখে, লেবীয়েরা পঁচিশ সহস্র [হস্ত]* দীর্ঘ ও দশ সহস্র [হস্ত]* প্রস্থ [ভূমি] পাইবে; সমুদায়ের দীর্ঘতা পঁচিশ সহস্র ও প্রস্থ দশ† সহস্র
১৪ [হস্ত]* হইবে। তাহারা তাহার কিছু বিক্রয় করিবে না, বা পরিবর্ত্তন করিবে না, এবং দেশের [সেই] অগ্রিমাংশ হস্তান্তরীকৃত হইবে না, কেননা তাহা
১৫ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। আর পঁচিশ সহস্র [হস্ত]* দীর্ঘ সেই ভূমির সম্মুখে প্রস্থ পরিমাণে যে পাঁচ সহস্র [হস্ত]* অবশিষ্ট থাকে, তাহা সাধারণ স্থান বলিয়া নগরের, বসতির ও পরিসরের জন্য হইবে; নগরটী তাহার মধ্যস্থানে
১৬ থাকিবে। তাহার পরিমাণ এইরূপ হইবে; উত্তরপ্রান্ত চারি সহস্র পাঁচ শত [হস্ত]*, দক্ষিণপ্রান্ত চারি সহস্র পাঁচ শত [হস্ত]*, পূর্ব্বপ্রান্ত চারি সহস্র পাঁচ শত [হস্ত]* ও পশ্চিম-প্রান্ত চারি সহস্র পাঁচ শত [হস্ত]*।
১৭ আর নগরের পরিসরভূমি থাকিবে; উত্তরদিকে দুই শত পঞ্চাশ [হস্ত]*, দক্ষিণদিকে দুই শত পঞ্চাশ [হস্ত]*, পূর্ব্বদিকে দুই শত পঞ্চাশ [হস্ত]* ও পশ্চিমদিকে দুই শত পঞ্চাশ [হস্ত]*।
১৮ আর পবিত্র উপহারভূমির সম্মুখে অবশিষ্ট স্থান দীর্ঘ পরিমাণে পূর্ব্বদিকে দশ সহস্র [হস্ত]* ও পশ্চিমে দশ সহস্র [হস্ত]* হইবে, আর তাহা পবিত্র উপহারভূমির সম্মুখে থাকিবে, তদুৎপন্ন দ্রব্য নগরের কর্ম্মচারী লোকদের ভক্ষ্যের
১৯ নিমিত্ত হইবে। আর ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্য হইতে নগরের শ্রমজীবীরা
২০ তাহা চাষ করিবে। সেই উপহারভূমি সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ সহস্র [হস্ত]* দীর্ঘ ও পঁচিশ সহস্র [হস্ত]* প্রস্থ হইবে; তোমরা নগরের অধিকারশুদ্ধ চতুষ্কোণ পবিত্র উপহারভূমি নিবেদন করিবে।
২১ পবিত্র উপহারভূমির ও নগরের অধিকারের দুই পার্শ্বে যে সকল অবশিষ্ট ভূমি, তাহা অধ্যক্ষের হইবে; অর্থাৎ— পঁচিশ সহস্র [হস্ত]* পরিমিত উপহার-ভূমি অবধি পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত, ও পশ্চিম-দিকে পঁচিশ সহস্র [হস্ত]* পরিমিত সেই উপহারভূমি অবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত অন্য সকল অংশের সম্মুখে অধ্যক্ষের [অংশ] হইবে, এবং পবিত্র উপহারভূমি ও গৃহের ধর্ম্মধাম তাহার
২২ মধ্যস্থিত হইবে। আর অধ্যক্ষের প্রাপ্তব্য অংশের মধ্যস্থিত লেবীয়দের অধিকার ও নগরের অধিকার ছাড়া যাহা যিহূদার সীমার ও বিন্যামীনের সীমার মধ্যে আছে, তাহা অধ্যক্ষের হইবে।
২৩ আর অবশিষ্ট বংশগুলির এই সকল অংশ হইবে; পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিন্যামীনের এক অংশ।
২৪ বিন্যামীনের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে

* (বা) [নল]। † (বা) বিশ।

* (বা) [নল]।

পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত শিমিয়োনের এক ২৫ অংশ। শিমিয়োনের সীমার কাছে পূর্ব্ব-প্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত ইষা-২৬ খরের এক অংশ। ইষাখরের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত ২৭ পর্য্যন্ত সবূলূনের এক অংশ। সবূলূনের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম-২৮ প্রান্ত পর্য্যন্ত গাদের এক অংশ। আর গাদের সীমার কাছে দক্ষিণপ্রান্তের দিকে তামর অবধি কাদেশস্থ মরীবৎ জলাশয় [মিসরের] স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র ২৯ পর্য্যন্ত [দক্ষিণ] সীমা হইবে। তোমরা ইস্রায়েল-বংশ সকলের অধিকারার্থে যে দেশ গুলিবাঁট দ্বারা বিভাগ করিবে, তাহা এই; এবং তাহাদের ঐ সকল অংশ, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

৩০ আর নগরের এই সকল পরিসর হইবে; উত্তর পার্শ্বে পরিমাণে চারি সহস্র পাঁচ ৩১ শত [হস্ত]*। আর নগরের দ্বার সকল ইস্রায়েল-বংশগুলির নামানুসারে হইবে; তিন দ্বার উত্তরদিকে থাকিবে; রূবেণের এক দ্বার, যিহূদার এক দ্বার ও ৩২ লেবির এক দ্বার। পূর্ব্ব পার্শ্বে চারি সহস্র পাঁচ শত [হস্ত]*, আর তিন দ্বার হইবে; যোষেফের এক দ্বার, বিন্যামীনের এক দ্বার, দানের এক দ্বার। ৩৩ দক্ষিণ পার্শ্বে পরিমাণে চারি সহস্র পাঁচ শত [হস্ত],* আর তিন দ্বার হইবে; শিমিয়োনের এক দ্বার, ইষাখরের এক ৩৪ দ্বার ও সবূলূনের এক দ্বার। আর পশ্চিম পার্শ্বে চারি সহস্র পাঁচ শত [হস্ত]* ও তাহার তিন দ্বার হইবে; গাদের এক দ্বার, আশেরের এক দ্বার ও ৩৫ নপ্তালির এক দ্বার। পরিধি আঠার সহস্র [হস্ত]* পরিমিত হইবে; আর সেই দিন অবধি নগরটীর এই নাম হইবে, "সদাপ্রভু তত্র"।

দানিয়েলের পুস্তক

দানিয়েল ও তাঁহার তিন বন্ধু।

১ যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর যিরূশালেমে আসিয়া নগর অবরোধ ২ করিলেন। আর প্রভু তাঁহার হস্তে যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমকে এবং ঈশ্বরের গৃহের কতকগুলি পাত্র সমর্পণ করিলেন; আর তিনি সেইগুলি শিনিয়র দেশে আপন দেবালয়ে লইয়া গেলেন; এবং পাত্রগুলি আপন দেবের ভাণ্ডার-গৃহে রাখিলেন।

৩ পরে রাজা আপন নপুংসকগণের অধ্যক্ষ অস্পনসকে বলিয়া দিলেন, যেন ৪ তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে, বিশেষতঃ রাজবংশের ও প্রধানবর্গের মধ্যে কয়েক জন যুবককে আনয়ন করেন, যাহারা নিষ্কলঙ্ক, সুন্দর ও সমুদয় বিদ্যায় তৎপর, বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, জ্ঞানে বিজ্ঞ ও রাজপ্রাসাদে দাঁড়াইবার যোগ্য; আর

* (বা) [নল]।

* (বা) [নল]।

যেন তিনি তাহাদিগকে কল্‌দীয়দের গ্রন্থ ৫ ও ভাষা শিক্ষা দেন। পরে রাজা নিরূপণ করিলেন যে, তাহাদের জন্য রাজার আহারীয় দ্রব্য ও তাঁহার পানীয় দ্রাক্ষারস হইতে প্রতিদিনের অংশ দিতে, এবং তাহাদিগকে তিন বৎসর পরিপোষণ করিতে হইবে ; যেন সেই সময়ের শেষে তাহারা রাজার নিকটে দাঁড়াইতে পারে। ৬ তাহাদের মধ্যে যিহূদা-বংশীয় দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয় ছিলেন। ৭ আর নপুংসকগণের অধ্যক্ষ তাঁহাদের নাম রাখিলেন ; তিনি দানিয়েলকে বেল্টশৎসর, হনানিয়কে শদ্রক, মীশায়েলকে মৈশক, ও অসরিয়কে অবেদ্‌নগো নাম দিলেন।

৮ কিন্তু দানিয়েল মনে স্থির করিলেন যে, তিনি রাজার আহারীয় দ্রব্যে ও তাঁহার পানীয় দ্রাক্ষারসে আপনাকে অশুচি করিবেন না ; এই জন্য আপনাকে যেন অশুচি করিতে না হয়, এই অনুমতি নপুংসকগণের অধ্যক্ষের কাছে ৯ প্রার্থনা করিলেন। তখন ঈশ্বর সেই নপুংসকগণের অধ্যক্ষের কাছে দানিয়েলকে অনুগ্রহের ও করুণার পাত্র ১০ করিলেন। তাহাতে নপুংসকগণের অধ্যক্ষ দানিয়েলকে উত্তর করিলেন, আমি আমার প্রভু মহারাজকে ভয় করি, তিনিই তোমাদের ভক্ষ্য ও পানীয়-দ্রব্য নিরূপণ করিয়াছেন ; তিনি তোমাদের সমবয়স্ক যুবকগণের মুখ অপেক্ষা তোমাদের মুখ কেন শুষ্ক দেখিবেন ? ইহাতে তোমরা রাজার নিকটে আমার মস্তক ১১ সংশয়স্থল করিবে। পরে নপুংসকগণের অধ্যক্ষ দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয়ের উপরে যে গৃহাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দানিয়েল কহি- ১২ লেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া দশ দিন আপনার দাসদের পরীক্ষা করুন ; ভোজন পান করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সব্‌জি ও জল দিতে আজ্ঞা ১৩ হউক ; পরে আপনার সম্মুখে আমাদের কান্তির এবং রাজকীয় ভক্ষ্যভোগী যুবকগণের কান্তির পরীক্ষা হউক ; পরে আপনি যেমন দেখিবেন, তদনুসারে আপনার এই দাসদের সহিত ব্যবহার ১৪ করিবেন। তখন তিনি তাঁহাদের এই কথায় কর্ণপাত করিয়া দশ দিন পর্য্যন্ত ১৫ তাঁহাদের পরীক্ষা করিলেন। দশ দিন অন্তে দেখা গেল, রাজকীয় ভক্ষ্যভোগী সকল যুবক অপেক্ষা ইহাঁরা সুরূপ ও ১৬ মাংসল। এই জন্য গৃহাধ্যক্ষ তাঁহাদের ঐ আহারীয় দ্রব্য ও পানীয় দ্রাক্ষারস রহিত করিয়া তাঁহাদিগকে সব্‌জি দিতে থাকিলেন।

১৭ আর ঈশ্বর সেই চারি জন যুবককে সমস্ত গ্রন্থে ও বিদ্যায় জ্ঞান ও পারদর্শিতা দিলেন ; আর সমস্ত দর্শন ও স্বপ্নকথায় দানিয়েল বুদ্ধিমান হইলেন। ১৮ পরে রাজা যে সময়ের শেষে সকলকে আনিবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে নপুংসকগণের অধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে নবূখদ্‌নিৎসরের সম্মুখে ১৯ উপস্থিত করিলেন। তখন রাজা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন ; আর তাঁহাদের মধ্যে দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয়, এই কয়েক জনের সমকক্ষ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না ; এই জন্য তাঁহারা রাজার সম্মুখে ২০ দণ্ডায়মান হইলেন। আর জ্ঞান ও বুদ্ধি-সংক্রান্ত যে কোন কথা রাজা

তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার সমগ্র রাজ্যস্থ সমুদয় মন্ত্রবেত্তা ও গণক হইতে তাঁহাদিগকে দশগুণ অধিক বিজ্ঞ দেখিতে পাইলেন।

২১ দানিয়েল কোরস রাজার প্রথম বৎসর পর্য্যন্ত থাকিলেন।

নবূখদ্‌নিৎসর রাজার স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য।

২ নবূখদ্‌নিৎসরের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে নবূখদ্‌নিৎসর স্বপ্ন দেখিলেন, আর তাঁহার আত্মা উদ্বিগ্ন হইল, ও তাঁহার ২ নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে রাজা আদেশ করিলেন, যেন তাঁহাকে ঐ স্বপ্ন বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত মন্ত্রবেত্তা, গণক, মায়াবী ও কল্‌দীয়দিগকে আহ্বান করা হয়। তাহারা আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। ৩ তখন রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, আমি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই স্বপ্ন বুঝিবার জন্য আমার আত্মা উদ্বিগ্ন হইয়াছে। ৪ তখন কল্‌দীয়েরা রাজাকে বলিল,—অরামীয় ভাষা *—মহারাজ! চিরজীবী হউন; আপনার এই দাসদিগকে স্বপ্নটী ৫ বলুন, আমরা তাৎপর্য্য জানাইব। রাজা উত্তর করিয়া কল্‌দীয়দিগকে কহিলেন, আমার এই আদেশবাক্য বাহির হইয়াছে †; তোমরা যদি সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত না কর, তবে খণ্ডবিখণ্ড হইবে, এবং তোমাদের গৃহ সকল সারের ঢিবী করা যাইবে; ৬ কিন্তু যদি সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য্য জ্ঞাত কর, তবে আমার কাছে দান, পারিতোষিক ও মহাসমাদর পাইবে; অতএব সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য্য ৭ আমাকে জানাও। তাহারা পুনর্ব্বার উত্তর করিয়া বলিল, মহারাজ, আপনার দাসদিগকে স্বপ্নটী বলুন, আমরা তাৎপর্য্য ৮ জানাইব। রাজা উত্তর করিয়া কহিলেন, আমি নিশ্চয় জানিলাম, আমার আদেশবাক্য বাহির হইয়াছে * দেখিয়া তোমরা কাল বিলম্ব করিতে চাহিতেছ; ৯ কিন্তু যদি তোমরা সেই স্বপ্ন আমাকে জ্ঞাত না কর, তবে তোমাদের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা রহিল; কেননা তোমরা আমার সাক্ষাতে মিথ্যাকথা ও বঞ্চনাবাক্য বলিবার মন্ত্রণা করিতেছ, যে পর্য্যন্ত না সময়ের পরিবর্ত্তন হয়; অতএব তোমরা আমাকে স্বপ্নটী বল, তাহাতে জানিব, স্বপ্নের তাৎপর্য্যও আমাকে ১০ জানাইতে পার। কল্‌দীয়েরা রাজার সম্মুখে উত্তর করিয়া বলিল, মহারাজের স্বপ্নকথা জানাইতে পারে, পৃথিবীতে এমন মনুষ্য কেহ নাই; বাস্তবিক মহান্ কি পরাক্রান্ত কোন রাজা কখন কোন মন্ত্রবেত্তাকে কি গণককে কি কল্‌দীয়কে ১১ এমন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। মহারাজ যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা দুরূহ; বস্তুতঃ যাঁহারা মাংসদেহে বাস করেন না, সেই দেবগণ ব্যতিরেকে আর কেহ নাই যে মহারাজের সম্মুখে ইহা ১২ জানাইতে পারে। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও কোপান্বিত হইয়া বাবিলের সমস্ত বিদ্বান্ লোককে বধ করিতে ১৩ আজ্ঞা দিলেন। তখন এই আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, বিদ্বান্ লোকদিগকে বধ করিতে হইবে; আর লোকেরা

* এই স্থল হইতে ৭ম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত মূলগ্রন্থে অরামীয় ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

† (বা) সেই বিষয় আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

* (বা) সেই বিষয় আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

দানিয়েলকে ও তাঁহার সহচরদিগকে বধ করণার্থে তাহাদের অন্বেষণ করিল।

১৪ তখন যে রাজসেনাপতি অরিয়োক বাবিলীয় বিদ্বান্ লোকদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহার কাছে দানিয়েল বিবেচনা ও জ্ঞান সহ-১৫ কারে কথা কহিলেন। তিনি রাজসেনাপতি অরিয়োককে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজার আদেশ এত প্রচণ্ড কেন? তাহাতে অরিয়োক দানিয়েলকে বৃত্তান্ত ১৬ জ্ঞাত করিলেন। তখন দানিয়েল রাজার নিকটে গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, আমার জন্য সময় নিরূপণ করিতে আজ্ঞা হউক, যেন আমি মহারাজকে স্বপ্নটীর তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিতে পারি।

১৯ পরে দানিয়েল গৃহে গিয়া আপনার সহচর হনানিয়, মীশায়েল, ও অসরিয়কে সেই কথা জ্ঞাত করিলেন; ১৮ যেন তাঁহারা ঐ নিগূঢ় বিষয় সম্বন্ধে স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করেন; দানিয়েল ও তাঁহার সহচরগণ যেন বাবিলের অন্য বিদ্বান্ লোকদের সঙ্গে বিনষ্ট না হন।

১৯ তখন রাত্রিকালীন দর্শনে দানিয়েলের কাছে ঐ নিগূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইল; তখন দানিয়েল স্বর্গের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ২০ করিলেন। দানিয়েল কহিলেন,

ঈশ্বরের নাম যুগে যুগে চিরকাল ধন্য হউক,
কেননা জ্ঞান ও পরাক্রম তাঁহারই।

২১ তিনিই কাল ও ঋতু পরিবর্ত্তন করেন;
রাজাদিগকে পদভ্রষ্ট করেন, ও রাজাদিগকে পদস্থ করেন;
তিনি জ্ঞানীদিগকে জ্ঞান দেন, বিবেচকদিগকে বিবেচনা দেন।

২২ তিনিই গভীর ও গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেন,
অন্ধকারে যাহা আছে, তাহা তিনি জানেন,
এবং তাঁহার কাছে জ্যোতিঃ বাস করে।

২৩ হে আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি,
তুমি আমাকে জ্ঞান ও সামর্থ্য দিয়াছ,
আমরা তোমার কাছে যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা আমাকে এখন জানাইলে;
তুমি রাজার স্বপ্ন আমাদিগকে জানাইলে।

২৪ এই কারণ দানিয়েল সেই অরিয়োকের নিকটে প্রবেশ করিলেন, যাঁহাকে রাজা বাবিলের বিদ্বান্ লোকদিগকে বধ করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তিনি গিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন, আপনি বাবিলের বিদ্বান্ লোকদিগকে বধ করিবেন না; রাজার নিকটে আমাকে লইয়া চলুন; আমি রাজাকে তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিব।

২৫ তখন অরিয়োক সত্বর দানিয়েলকে রাজার নিকটে লইয়া গেলেন, আর রাজাকে এই কথা কহিলেন, নির্ব্বাসিত যিহূদীদের মধ্যে এই এক ব্যক্তিকে পাইলাম; ইনি মহারাজকে তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিবেন।

২৬ রাজা বেল্টশৎসর নামে আখ্যাত দানিয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য তুমি কি আমাকে জানাইতে পার? ২৭ দানিয়েল রাজার সাক্ষাতে উত্তর করিয়া কহিলেন, মহারাজ যে নিগূঢ় কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা বিদ্বান্ কি গণক কি মন্ত্রবেত্তা কি জ্যোতির্ব্বেত্তারা মহারাজকে ২৮ জানাইতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গে

আছেন, তিনি নিগূঢ় বিষয় প্রকাশ
করেন, আর উত্তরকালে যাহা যাহা
ঘটিবে, তাহা তিনি মহারাজ নবূখদ্‌নিৎ-
সরকে জানাইয়াছেন। আপনার স্বপ্ন
এবং শয্যার উপরে আপনার মনের
২৯ দর্শন এই। হে মহারাজ, শয্যার উপরে
আপনার মনে এই চিন্তা উৎপন্ন হইয়া-
ছিল যে, ইহার পরে কি হইবে; আর
যিনি নিগূঢ় বিষয় প্রকাশ করেন, তিনি
আপনাকে ভাবী ঘটনা জানাইয়াছেন।
৩০ পরন্তু আমার সম্বন্ধে ইহা বক্তব্য, অন্য
কোন জীবিত লোক অপেক্ষা আমার
অধিক জ্ঞান আছে বলিয়া যে আমার
কাছে এই নিগূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইল
তাহা নয়, কিন্তু অভিপ্রায় এই, যেন
মহারাজকে তাৎপর্য্য জ্ঞাত করা যায়,
আর আপনি যেন আপনার মনের চিন্তা
বুঝিতে পারেন।

৩১ হে মহারাজ, আপনি দৃষ্টিপাত করিয়া-
ছিলেন, আর দেখুন, এক প্রকাণ্ড
প্রতিমা; সেই প্রতিমা বৃহৎ এবং
অতিশয় তেজোবিশিষ্ট; তাহা আপনার
সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল; আর তাহার দৃশ্য
৩২ ভয়ঙ্কর। সেই প্রতিমার বৃত্তান্ত এই;
তাহার মস্তক সুবর্ণময়, তাহার বক্ষঃ ও
বাহু রৌপ্যময়, তাহার উদর ও ঊরু-
৩৩ দেশ পিত্তলময়; তাহার জঙ্ঘা লৌহময়,
এবং তাহার চরণ কিছু লৌহময় ও কিছু
৩৪ মৃত্তিকাময় ছিল। আপনি দৃষ্টিপাত
করিতে থাকিলেন, শেষে বিনা হস্তে
খনিত এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ
ও মৃণ্ময় দুই চরণে আঘাত করিয়া সেই-
৩৫ গুলি চূর্ণ করিল। তখন সেই লৌহ,
মৃত্তিকা, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ একসঙ্গে
চূর্ণ হইয়া গ্রীষ্মকালীন খামারের তুষের
ন্যায় হইল, আর বায়ু সে সকল উড়াইয়া
লইয়া গেল, তাহাদের জন্য আর কোথাও
স্থান পাওয়া গেল না। আর যে প্রস্তর-
খানি ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল,
তাহা বাড়িয়া মহাপর্ব্বত হইয়া উঠিল,
এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল।

৩৬ স্বপ্নটী এই; এখন আমরা মহারাজের
সাক্ষাতে ইহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত করি।
৩৭ হে মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ, স্বর্গের
ঈশ্বর আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম
৩৮ ও মহিমা দিয়াছেন। আর যে কোন
স্থানে মনুষ্য-সন্তানগণ বাস করে, সেই
স্থানে তিনি মাঠের পশু ও আকাশের
পক্ষিগণকে আপনার হস্তে সমর্পণ
করিয়াছেন, এবং তাহাদের সকলের
উপরে আপনাকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন;
৩৯ আপনিই সেই স্বর্ণময় মস্তক। আপনার
পশ্চাতে আপনা হইতে ক্ষুদ্র আর এক
রাজ্য উঠিবে; তাহার পরে পিত্তলময়
তৃতীয় এক রাজ্য উঠিবে, তাহা সমস্ত
৪০ পৃথিবীর উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। আর
চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হইবে; কারণ
লৌহ যেমন সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করে ও
পাড়িয়া ফেলে, লৌহ যেমন এই সকল
চূর্ণ করে, তদ্রূপ সেই রাজ্য সকলই
৪১ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবে। আর আপনি
দেখিয়াছেন, দুই চরণ ও চরণের অঙ্গুলি
সকল কিছু কুম্ভকারের মৃত্তিকার ও কিছু
লৌহের, ইহাতে বিভক্ত রাজ্য বুঝায়;
কিন্তু সেই রাজ্যে লৌহের দৃঢ়তা থাকিবে,
কেননা আপনি কর্দ্দমে মিশ্রিত লৌহ
৪২ দেখিয়াছেন। আর চরণের অঙ্গুলি সকল
যেরূপ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃণ্ময় ছিল,
তদ্রূপ রাজ্যের একাংশ দৃঢ় ও একাংশ
৪৩ ভঙ্গুর হইবে। আর আপনি যেমন

দেখিয়াছেন, লৌহ কর্দ্দমে মিশ্রিত হইয়াছে, তদ্রূপ সেই লোকেরা মনুষ্যের বীর্য্যে পরস্পর মিশ্রিত হইবে ; কিন্তু যেমন লৌহ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ তাহারা পরস্পর মিশ্রিত থাকিবে ৪৪ না। আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না ; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট ৪৫ করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে। কারণ আপনি ত দেখিয়াছেন, পর্ব্বত হইতে একখানি প্রস্তর বিনা হস্তে খনিত হইল, এবং ঐ লৌহ, পিত্তল, মৃত্তিকা, রৌপ্য ও সুবর্ণকে চূর্ণ করিল ; মহান্ ঈশ্বর মহারাজকে ভাবী ঘটনা জানাইয়াছেন ; স্বপ্নটী নিশ্চিত ও তাহার তাৎপর্য্য সত্য'।

৪৬ তখন রাজা নবূখদ্‌নিৎসর উপুড় হইয়া দানিয়েলকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার উদ্দেশে নৈবেদ্য ও সুগন্ধি দ্রব্য ৪৭ উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজা দানিয়েলকে কহিলেন, সত্যই তোমাদের ঈশ্বর দেবগণের ঈশ্বর, রাজাদের প্রভু ও নিগূঢ়তত্ত্বপ্রকাশক, কেননা তুমি এই নিগূঢ়তত্ত্বের বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ ৪৮ হইয়াছ। তখন রাজা দানিয়েলকে মহান্ করিলেন, তাঁহাকে অনেক বহুমূল্য উপহার দিলেন, এবং তাঁহাকে বাবিলের সমস্ত প্রদেশের কর্ত্তা ও বাবিলস্থ সমুদয় বিদ্বান্ লোকের প্রধান অধিপতি করিয়া ৪৯ নিযুক্ত করিলেন। পরে দানিয়েল রাজার নিকটে নিবেদন করিলে রাজা শদ্রক, মৈশক, ও অবেদ্-নগোকে বাবিল প্রদেশের রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ; কিন্তু দানিয়েল রাজদ্বারে থাকিতেন।

অগ্নিকুণ্ড পর্য্যন্ত স্থৈর্য্য।

রাজা নবূখদ্‌নিৎসর এক স্বর্ণময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা ষষ্টি হস্ত উচ্চ ও ছয় হস্ত স্থূল, তাহা তিনি বাবিল প্রদেশের দূরা সমস্থলীতে স্থাপন করিলেন। আর রাজা নবূখদ্‌নিৎসর সেই যে প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে আসিবার জন্য ক্ষিতিপাল, প্রতিনিধি ও দেশাধ্যক্ষগণকে, মহাবিচারকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপক ও অধিপতিগণকে এবং প্রদেশসমূহের সমস্ত শাসনকর্ত্তাকে একত্র করিতে রাজা নবূখদ্‌নিৎসর লোক ৩ প্রেরণ করিলেন। তখন ক্ষিতিপালগণ, প্রতিনিধিগণ, দেশাধ্যক্ষগণ, মহাবিচারকর্ত্তৃগণ, কোষাধ্যক্ষগণ, ব্যবস্থাপকগণ ও অধিপতিগণ, এবং প্রদেশসমূহের সমস্ত শাসনকর্ত্তা রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের স্থাপিত সেই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একত্র হইলেন। পরে তাঁহারা নবূখদ্‌নিৎসরের স্থাপিত প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'হে লোকবৃন্দ, জাতিগণ ও নানা ভাষাবাদিগণ, তোমাদের প্রতি এই আজ্ঞা দত্ত হইতেছে ; যে সময়ে তোমরা শৃঙ্গ, বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিবে, তৎকালে রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের স্থাপিত স্বর্ণময় প্রতিমার সম্মুখে উপুড় ৬ হইয়া প্রণাম করিবে। যে কোন ব্যক্তি উপুড় হইয়া প্রণাম না করিবে, সে তদ্দণ্ডেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে।' অতএব সমস্ত লোক যখন শৃঙ্গ, বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী ও পরিবাদিনী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিল, তখন সমস্ত লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদী

উপুড় হইয়া রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের স্থাপিত স্বর্ণময় প্রতিমাকে প্রণাম করিল।

৮ সেই সময়ে কতকগুলি কল্‌দীয় নিকটে আসিয়া যিহূদীদের উপরে দোষারোপ ৯ করিল। তাহারা রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের কাছে এই কথা কহিল, হে রাজন্ চির- ১০ জীবী হউন। হে রাজন্, আপনি এই আজ্ঞা করিয়াছেন, 'যে কেহ শৃঙ্গ, বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিবে, সে উপুড় হইয়া ঐ স্বর্ণময় প্রতিমাকে ১১ প্রণাম করিবে; যে কোন ব্যক্তি উপুড় হইয়া প্রণাম না করিবে, সে প্রজ্বলিত ১২ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে।' বাবিল প্রদেশের রাজকর্ম্মে আপনার নিযুক্ত কয়েক জন যিহূদী আছে, শদ্রক, মৈশক, ও অবেদ্-নগো; হে রাজন্, সেই ব্যক্তিরা আপনাকে মানে নাই; তাহারা আপনার দেবগণের সেবা করে না, এবং আপনি যে স্বর্ণময় প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাকেও প্রণাম করে না।

১৩ তখন নবূখদ্‌নিৎসর ক্রোধে ও কোপে শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে আনিতে আদেশ করিলেন; তাহাতে তাঁহারা রাজার ১৪ সম্মুখে আনীত হইলেন। নবূখদ্‌নিৎসর তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো, এই কি তোমাদের সংকল্প যে, আমার দেবতার সেবা করিবে না, আমার স্থাপিত স্বর্ণময় প্রতিমাকে প্রণাম ১৫ করিবে না? এখনও যদি তোমরা শৃঙ্গ, বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিবামাত্র আমার নির্ম্মিত স্বর্ণ-প্রতিমাকে উপুড় হইয়া প্রণাম করিতে প্রস্তুত হও, ভালই; কিন্তু যদি প্রণাম না কর, তবে সেই দণ্ডেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে; আর এমন দেবতা কে যে, আমার হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার ১৬ করিবে? শদ্রক, মৈশক, ও অবেদ্-নগো রাজাকে উত্তর করিলেন, হে নবূখদ্‌নিৎসর, আপনাকে এই কথার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ১৭ যদি হয়, আমরা যাঁহার সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর আমাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন, আর, হে রাজন্, তিনি আপনার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন; ১৮ আর যদি নাও হয়, তবু হে রাজন্, আপনি জানিবেন, আমরা আপনার দেবগণের সেবা করিব না, এবং আপনার স্থাপিত স্বর্ণ-প্রতিমাকে প্রণাম করিব না।

১৯ তখন নবূখদ্‌নিৎসর ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর বিরুদ্ধে তাঁহার মুখ বিকটাকার হইল; তিনি বলিয়া দিলেন ও আদেশ করিলেন, অগ্নিকুণ্ড যে পরিমাণে উত্তপ্ত আছে, তাহা অপেক্ষা যেন সাত গুণ ২০ অধিক উত্তপ্ত করা হয়; আর তিনি আপন সৈন্যের মধ্যে কতকগুলি বীর্য্যবান্ পুরুষকে আজ্ঞা দিলেন, যেন তাহারা শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে বাঁধিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ২১ তখন ঐ পুরুষেরা আপন আপন জামা, আঙরাখা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বস্ত্রশুদ্ধ বদ্ধ হইলেন, এবং প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড-মধ্যে ২২ নিক্ষিপ্ত হইলেন। আর রাজার আজ্ঞা প্রচণ্ড ও অগ্নিকুণ্ড অতি উত্তপ্ত ছিল, তৎপ্রযুক্ত যে পুরুষেরা শদ্রক, মৈশক ও অবেদ-নগোকে নিক্ষেপ করিল তাহা- ২৩ রাই অগ্নিশিখায় হত হইল। আর শদ্রক,

মৈশক ও অবেদ্‌-নগো, এই তিন ব্যক্তি বদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পতিত হইলেন।

২৪ তখন রাজা নবূখদ্‌নিৎসর চমৎকৃত হইলেন, ও সত্বর উঠিলেন; তিনি আপন মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, আমারা কি তিন জন পুরুষকে বাঁধিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করি নাই? তাঁহারা উত্তর করিয়া রাজাকে ২৫ কহিলেন, হাঁ, মহারাজ। তখন রাজা কহিলেন, দেখ, আমি চারি ব্যক্তিকে দেখিতেছি; উহারা মুক্ত হইয়া অগ্নির মধ্যে গমনাগমন করিতেছে, উহাদের কোন হানি হয় নাই; আর চতুর্থ ব্যক্তির ২৬ মূর্ত্তি দেবপুত্রের সদৃশ। তখন নবূখদ্‌নিৎসর সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দুয়ারের কাছে গিয়া কহিলেন, হে পরাৎপর ঈশ্বরের দাস শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্‌-নগো, বাহির হইয়া আইস। তখন শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্‌-নগো অগ্নির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ২৭ পরে ক্ষিতিপাল, প্রতিনিধি, দেশাধ্যক্ষ ও রাজমন্ত্রিগণ একত্র হইয়া ঐ তিন ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, অগ্নি তাঁহাদের শরীরের উপর কিছুই শক্তি প্রকাশ করে নাই, তাঁহাদের মস্তকের কেশও দগ্ধ হয় নাই, বস্ত্রও বিকৃত হয় নাই, এবং তাহাদের গায়ে অগ্নির গন্ধও নাই।

২৮ তখন নবূখদ্‌নিৎসর এই কথা কহিলেন, ধন্য শদ্রকের, মৈশকের ও অবেদ্‌-নগোর ঈশ্বর, তিনি আপন দূত প্রেরণ করিয়া, তাঁহার সেই দাসদিগকে উদ্ধার করিলেন, যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছে, রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে, এবং আপনাদের ঈশ্বর ব্যতিরেকে যেন অন্য কোন দেবের সেবা ও পূজা করিতে না হয়, সেই জন্য আপন আপন শরীর ২৯ দিয়াছে। অতএব আমি এই নিয়ম স্থাপন করিতেছি, সকল দেশের লোক, জাতি ও ভাষাবাদিগণের মধ্যে যে কেহ শদ্রকের, মৈশকের ও অবেদ্‌-নগোর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন ভ্রান্তির কথা বলিবে, সে খণ্ডবিখণ্ড হইবে, এবং তাহার গৃহ সারের ঢিবী করা যাইবে; কেননা এ প্রকার উদ্ধার করিতে সমর্থ আর কোন ৩০ দেবতা নাই। তখন রাজা বাবিল প্রদেশে শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্‌-নগোকে উচ্চপদস্থ করিলেন।

নবূখদ্‌নিৎসরের দ্বিতীয় স্বপ্ন, তাহার তাৎপর্য্য ও ফল।

৪ সমস্ত পৃথিবী-নিবাসী সকল লোক, জাতি ও ভাষাবাদীর প্রতি নবূখদ্‌নিৎসর ২ রাজার বিজ্ঞাপন। তোমাদের মহতী শান্তি হউক। পরাৎপর ঈশ্বর আমার পক্ষে যে সকল চিহ্ন-কার্য্য ও আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহা আমি ৩ প্রচার করা বিহিত বুঝিলাম। আহা! তাঁহার চিহ্ন সকল কেমন মহৎ! তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্য সকল কেমন পরাক্রমশালী! তাঁহার রাজ্য অনন্তকালীন রাজ্য, ও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।

৪ আমি নবূখদ্‌নিৎসর আপন গৃহে শান্তিযুক্ত ও আপন প্রাসাদে তেজস্বী ছিলাম। ৫ আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা আমার ত্রাসজনক হইল, এবং শয্যার উপরে নানা চিন্তা ও মনের দর্শন আমাকে বিহ্বল ৬ করিল। অতএব সেই স্বপ্নের তাৎপর্য্য আমাকে জানাইবার জন্য আমি বাবিলের সমস্ত বিদ্বান্‌ লোককে আমার নিকটে

৭ আনিতে আজ্ঞা করিলাম। পরে মন্ত্রবেত্তা, গণক, কল্‌দীয় ও জ্যোতির্ব্বেত্তারা আমার কাছে অসিলে আমি তাহাদের কাছে সেই স্বপ্ন বলিলাম; কিন্তু তাহারা আমাকে তাহার তাৎপর্য্য বলিতে পারিল ৮ না। অবশেষে দানিয়েল, যাঁহার নাম আমার দেবের নামানুসারে বেল্টশৎসর, যাঁহার অন্তরে পবিত্র দেবগণের আত্মা আছেন, তিনি আমার সম্মুখে আসিলেন, আর আমি তাঁহার কাছে সেই স্বপ্ন বলিলাম; যথা—

৯ হে মন্ত্রবেত্তাগণের অধ্যক্ষ বেল্টশৎসর, আমি জানি, পবিত্র দেবগণের আত্মা তোমার অন্তরে আছেন, এবং কোন নিগূঢ় বাক্য তোমার পক্ষে কষ্টকর নহে; আমি স্বপ্নে যে যে দর্শন পাইয়াছি, তাহা ও তাহার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত কর। ১০ শয্যার উপরে আমার মনের দর্শন এই; আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ পৃথিবীর মধ্যস্থলে এক বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা ১১ উচ্চে বৃহৎ। সেই বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া বলবান ও উচ্চতায় গগনস্পর্শী হইল, সমস্ত পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃশ্যমান ১২ হইল। তাহার সুন্দর সুন্দর পত্র ও বিস্তর ফল ছিল, তাহার মধ্যে সকলের জন্য খাদ্য ছিল; তাহার তলে মাঠের পশুগণ ছায়া প্রাপ্ত হইত, তাহার শাখায় আকাশের পক্ষিগণ বাস করিত, এবং সমস্ত প্রাণী তাহা হইতে খাদ্য পাইত। ১৩ পরে আমি আমার শয্যার উপরে মনের দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, এক জন প্রহরী, এক পবিত্র ব্যক্তি, স্বর্গ হইতে ১৪ নামিয়া অসিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলেন, বৃক্ষটী ছেদন কর, উহার শাখা কাটিয়া ফেল, উহার পত্র ঝাড়িয়া ফেল, এবং উহার ফল ছড়াইয়া দেও; উহার তল হইতে পশুগণ ও উহার শাখা হইতে পক্ষিগণ চলিয়া ১৫ যাউক। কিন্তু ভূমিতে উহার মূলের কাণ্ডকে লৌহ ও পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ক্ষেত্রের কোমল তৃণমধ্যে রাখ; আর সে আকাশের শিশিরে ভিজুক, এবং পশুদের সহিত পৃথিবীর তৃণে তাহার ১৬ অংশ হউক; তাহার হৃদয় মানুষের না থাকিয়া পরিবর্ত্তিত হউক, ও তাহাকে পশুর হৃদয় দত্ত হউক; এবং তাহার ১৭ উপরে সাত কাল ঘুরুক। এই বার্ত্তা প্রহরীবর্গের আদেশে, ও এই বিষয়টী পবিত্রগণের কথায় দত্ত হইল; অভিপ্রায় এই, যেন জীবিত লোকেরা জানিতে পারে যে, মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর কর্ত্তৃত্ব করেন, যাহাকে তাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা দেন, ও মনুষ্যদের মধ্যে অতি নীচ ব্যক্তিকে তাহার উপরে ১৮ নিযুক্ত করেন। আমি রাজা নবূখদ্‌নিৎসর এই স্বপ্ন দেখিয়াছি; এখন হে বেল্টশৎসর, তুমি তাৎপর্য্য বল, কেননা আমার রাজ্যস্থ কোন বিদ্বান্‌ আমাকে তাৎপর্য্য বলিতে পারে না, কিন্তু তুমি বলিতে পার, কেননা তোমার অন্তরে পবিত্র দেবগণের আত্মা আছেন।

১৯ তখন দানিয়েল, যাঁহার নাম বেল্টশৎসর, কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, ভাবনাতে বিহ্বল হইলেন। রাজা কহিলেন, হে বেল্টশৎসর, সেই স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য তোমাকে বিহ্বল না করুক। বেল্টশৎসর উত্তর করিলেন, হে আমার প্রভু, এই স্বপ্ন আপনার শত্রুগণের প্রতি ঘটুক, ও ইহার তাৎপর্য্য আপনার বিপক্ষ লোকদের প্রতি ঘটুক।

২০ আপনি যে বৃক্ষটী দেখিয়াছেন, যাহা বৃদ্ধি পাইল, বলবান হইয়া উঠিল, যাহার উচ্চতা আকাশ পর্য্যন্ত পৌঁছিল, ও যাহা ২১ সমস্ত পৃথিবীতে দৃশ্যমান হইল, যাহার পত্র সুন্দর ও ফল বিস্তর ছিল, যাহাতে সকলের জন্য খাদ্য ছিল, যাহার তলে মাঠের পশুগণ বাস করিত, এবং যাহার শাখাতে আকাশের পক্ষিগণ বসতি করিত; ২২ হে রাজন্, সেই বৃক্ষ আপনি আপনি বৃদ্ধি পাইয়াছেন, বলবান হইয়া উঠিয়াছেন, আপনার মহিমা বৃদ্ধি পাইয়াছে, আকাশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এবং আপনার কর্ত্তৃত্ব পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপি- ২৩ য়াছে। আর মহারাজ দেখিয়াছেন, এক জন প্রহরী, এক পবিত্র ব্যক্তি, স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'বৃক্ষটা ছেদন কর ও বিনষ্ট কর, কিন্তু ভূমিতে উহার মূলের কাণ্ডকে লৌহ ও পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ক্ষেত্রের কোমল তৃণমধ্যে রাখ; সে আকাশের শিশিরে ভিজুক, মাঠের পশুদের সহিত তাহার অংশ হউক, যে পর্য্যন্ত ২৪ না তাহার উপরে সাত কাল ঘূরে।' হে রাজন্, ইহার তাৎপর্য্য এই; আর আমার প্রভু মহারাজের উপরে যাহা আসিয়াছে, ২৫ তাহা পরাৎপরেরই নিরূপণ। আপনি মানব-সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবেন, মাঠের পশুদের সহিত আপনার বসতি হইবে, বলদের ন্যায় আপনাকে তৃণ ভোজন করিতে দেওয়া যাইবে, আপনি আকাশের শিশিরে ভিজিবেন, এবং আপনার উপরে সাত কাল ঘূরিবে; যে পর্য্যন্ত না আপনি জানিবেন যে, মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর কর্ত্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে তাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা দেন।

২৬ আর বৃক্ষমূলের কাণ্ড রাখিবার আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল; সুতরাং আপনি যখন জানিতে পাইবেন যে, স্বর্গই কর্ত্তৃত্ব করে, তখন আপনার হস্তে আপনার রাজত্ব স্থির ২৭ হইবে। অতএব, হে রাজন্, আপনি আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করুন; আপনি ধার্ম্মিকতা দ্বারা আপন পাপ সকল, ও দুঃখীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন দ্বারা আপন অপরাধ সকল মুছিয়া ফেলুন; হয় ত আপনার শান্তিকাল বৃদ্ধি পাইবে।

২৮ সে সমস্তই রাজা নবূখদ্‌নিৎসরে ২৯ ফলিল। বারো মাসের শেষে তিনি বাবিলের রাজপ্রাসাদের উপরে বেড়াইতে- ৩০ ছিলেন। রাজা এই কথা কহিলেন, এ কি সেই মহতী বাবিল নয়, যাহা আমি আপন বলের প্রভাবে ও আপন প্রতাপের মহিমার্থে রাজধানী করিবার ৩১ জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছি? রাজার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইতে না হইতে এই আকাশবাণী হইল, হে রাজন্ নবূখদ্‌নিৎসর! তোমাকে বলা হইতেছে, তোমার রাজত্ব তোমা হইতে ৩২ গেল। আর তুমি মানব-সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে, মাঠের পশুদের সহিত তোমার বসতি হইবে, বলদের ন্যায় তোমাকে তৃণ ভোজন করান যাইবে, ও তোমার উপরে সাত কাল ঘূরিবে; যে পর্য্যন্ত না তুমি জানিবে যে, মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর কর্ত্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে তাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা ৩৩ দেন। সেই দণ্ডে নবূখদ্‌নিৎসরের সম্বন্ধে সেই বাক্য সিদ্ধ হইল; তিনি মানব-সমাজ হইতে দূরীকৃত হইলেন, বলদের ন্যায় তৃণ ভোজন করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর আকাশের শিশিরে ভিজিল,

ক্রমে তাঁহার কেশ ঈগল পক্ষীর পালখের ন্যায়, ও তাঁহার নখ পক্ষীর নখরের ন্যায় হইয়া উঠিল।

৩৪ আর সেই সময়ের শেষে আমি নবূখদ্‌নিৎসর স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিলাম, ও আমার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া আসিল; তাহাতে আমি পরাৎপরের ধন্যবাদ করিলাম, এবং অনন্তজীবী ঈশ্বরের প্রশংসা ও সমাদর করিলাম; কারণ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব ও তাঁহার রাজ্য ৩৫ পুরুষানুক্রমে স্থায়ী; আর পৃথিবীনিবাসিগণ সকলে অবস্তুবৎ গণ্য; তিনি স্বর্গীয় বাহিনীর ও পৃথিবীনিবাসীদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন; এবং এমন কেহ নাই যে, তাঁহার হস্ত থামাইয়া দিবে, কিম্বা তাঁহাকে বলিবে, তুমি কি করিতেছ? ৩৬ সেই সময়ে আমার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া আসিল, এবং আমার রাজ্যের গৌরবার্থে আমার প্রতাপ ও তেজ আমাতে ফিরিয়া আসিল; আর আমার মন্ত্রিগণ ও আমার মহল্লোক সকল আমার অন্বেষণ করিল, এবং আমি আপন রাজ্যে পুনঃস্থাপিত হইলাম, ও আমার মহিমা অতিশয় বৃদ্ধি ৩৭ পাইল। এখন আমি নবূখদ্‌নিৎসর সেই স্বর্গরাজের প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা ও সমাদর করিতেছি; কেননা তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া সত্য, ও তাঁহার পথ সকল ন্যায্য; আর যাহারা স্বগর্ব্বে চলে, তিনি তাহাদিগকে খর্ব্ব করিতে পারেন।

বেল্‌শৎসর রাজার ভোজ ও বাবিল রাজ্যের পতন।

৫ রাজা বেল্‌শৎসর আপনার সহস্র মহল্লোকের নিমিত্ত মহাভোজ প্রস্তুত করিলেন, এবং সেই সহস্রের সাক্ষাতে ২ দ্রাক্ষারস পান করিলেন। দ্রাক্ষারসের স্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে বেল্‌শৎসর আজ্ঞা করিলেন, আমার পিতা নবূখদ্‌নিৎসর যিরূশালেমস্থ মন্দির হইতে যে সকল স্বর্ণের ও রৌপ্যের পাত্র লইয়া আসিয়াছিলেন, সে সকল আনীত হউক, যেন রাজা ও তাঁহার মহল্লোকেরা, তাঁহার পত্নীগণ ও তাঁহার উপপত্নীগণ সেই সকল পাত্রে পান করিতে পারেন। ৩ তখন ঈশ্বরের যিরূশালেমস্থ গৃহ-মন্দির হইতে আনীত ঐ সুবর্ণ পাত্র সকল লইয়া আসা হইল, আর রাজা ও তাঁহার মহল্লোকেরা, তাঁহার পত্নীগণ ও তাঁহার উপপত্নীগণ সেই সকল পাত্রে ৪ পান করিলেন। তাঁহারা দ্রাক্ষারস পান করিতে করিতে সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, পিত্তলময়, লৌহময়, কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় দেবগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৫ সেই দণ্ডে মনুষ্য-হস্তের অঙ্গুলি-কলাপ আসিয়া রাজপ্রাসাদের ভিত্তির প্রলেপের উপরে দীপাধারের সম্মুখে লিখিতে লাগিল; এবং যে হস্তাগ্র লিখিতেছিল, ৬ তাহা রাজা দেখিলেন। তখন রাজার মুখ বিবর্ণ হইল, তিনি ভাবনাতে বিহ্বল হইলেন; তাঁহার কটিদেশের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল, এবং তাঁহার ৭ জানুতে জানু ঠেকিতে লাগিল। রাজা উচ্চৈঃস্বরে গণক, কল্‌দীয় ও জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা বাবিলের বিদ্বান্‌দিগকে কহিলেন, যে কোন ব্যক্তি এই লেখা পড়িয়া ইহার তাৎপর্য্য আমাকে জানাইবে, সে বেগুনিয়া বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইবে, তাহার কণ্ঠে সুবর্ণের হার দত্ত হইবে, এবং সে রাজ্যে

৮ তৃতীয়* কর্ত্তা হইবে। তখন রাজার বিদ্বান্ লোকেরা ভিতরে আসিল; কিন্তু সেই লেখা পড়িতে কিম্বা রাজাকে তাহার ৯ তাৎপর্য্য জানাইতে পারিল না। তখন বেল্শৎসর রাজা অতিশয় বিহ্বল হইলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল, ও তাঁহার মহল্লোকেরা উদ্বিগ্ন হইলেন।

১০ রাজার ও তাঁহার মহল্লোকদের সেই কথা শুনিয়া রাণী ভোজনশালায় আসিলেন। রাণী বলিলেন, হে রাজন্, চিরজীবী হউন; ভাবনাতে বিহ্বল হইবেন না, এবং মুখ বিবর্ণ হইতে দিবেন না। ১১ আপনার রাজ্যের মধ্যে এক ব্যক্তি আছেন, তাঁহার অন্তরে পবিত্র দেবগণের আত্মা আছেন; আপনার পিতার সময়ে তাঁহার মধ্যে দীপ্তি, বুদ্ধিকৌশল ও দেবগণের জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান লক্ষিত হইয়াছিল, এবং আপনার পিতা রাজা নবূখদ্‌নিৎসর, হাঁ, রাজন্, আপনার পিতা তাঁহাকে মন্ত্রবেত্তাদের, গণকদের, কল্‌দীয়দের ও জ্যোতির্ব্বেত্তাদের প্রধান ১২ করিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কেননা উৎকৃষ্ট আত্মা, জ্ঞান, বুদ্ধিকৌশল এবং স্বপ্নের তাৎপর্য্য বলিবার, গূঢ়বাক্য প্রকাশ করিবার ও সন্দেহ ভঞ্জন করিবার ক্ষমতা সেই দানিয়েলে পাওয়া গিয়াছিল, যাঁহাকে রাজা বেল্টশৎসর নাম দিয়াছিলেন। অতএব সেই দানিয়েলকে আহ্বান করা হউক, তিনি তাৎপর্য্য জানাইবেন।

১৩ তখন দানিয়েল রাজার নিকটে আনীত হইলেন। রাজা দানিয়েলকে কহিলেন, তুমিই কি দানিয়েল সেই নির্ব্বাসিত যিহূদী লোকদের এক জন, যাহাদিগকে আমার পিতা মহারাজ যিহূদা দেশ হইতে ১৪ আনিয়াছিলেন? তোমার বিষয়ে আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, তোমার অন্তরে দেবগণের আত্মা আছেন, এবং দীপ্তি, বুদ্ধিকৌশল ও উৎকৃষ্ট জ্ঞান তোমার ১৫ মধ্যে লক্ষিত হয়। আর সম্প্রতি এই লেখা পাঠ করিবার ও ইহার তাৎপর্য্য আমাকে জানাইবার জন্য বিদ্বান্ ও গণকেরা আমার কাছে আনীত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা লেখার তাৎপর্য্য আমাকে ১৬ জানাইতে পারে নাই। কিন্তু তোমার বিষয়ে শুনিয়াছি যে, তুমি তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে ও সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পার; এখন যদি তুমি এই লেখা পাঠ করিতে ও ইহার তাৎপর্য্য আমাকে জানাইতে পার, তবে বেগুনিয়া বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইবে, তোমার কণ্ঠে স্বর্ণের হার দত্ত হইবে, এবং তুমি রাজ্যে তৃতীয় কর্ত্তা হইবে।

১৭ তখন দানিয়েল উত্তর করিয়া রাজার সম্মুখে বলিলেন, আপনার দান আপনারই থাকুক, আপনার পুরস্কার অন্যকে দিউন; কিন্তু আমি মহারাজের নিকটে এই লিপি পাঠ করিব, এবং ইহার তাৎ- ১৮ পর্য্য তাঁহাকে জানাইব। হে রাজন্, পরাৎপর ঈশ্বর আপনার পিতা নবূখদ্‌নিৎসরকে রাজ্য, মহিমা, গৌরব ও ১৯ প্রতাপ দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে যে মহিমা দিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত সমস্ত লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদিগণ তাঁহার সাক্ষাতে কাঁপিত ও ভয় করিত; তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বধ করিতেন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সজীব রাখিতেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উচ্চপদ

---

* (বা) তিনের মধ্যে এক জন। ১৬ ও ২৯ পদেও তদ্রূপ।

দিতেন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অবনত ২০ করিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ গর্ব্বিত হইলে ও তাঁহার আত্মা কঠিন হইয়া পড়িলে তিনি দুঃসাহসী হইলেন, তাই আপন রাজসিংহাসন হইতে চ্যুত হইলেন, ও তাঁহা হইতে গৌরব নীত ২১ হইল। তিনি মনুষ্য-সন্তানদের নিকট হইতে দূরীকৃত হইলেন, তাঁহার হৃদয় পশুর সমান হইল, ও বন্য-গর্দ্দভের সহিত তাঁহার বাস হইল; তিনি বলদের ন্যায় তৃণ ভোজন করিতেন, এবং তাঁহার শরীর আকাশের শিশিরে ভিজিত; যে পর্য্যন্ত না তিনি জানিতে পারিলেন যে, মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব করেন, ও তাহার উপরে যাহাকে ইচ্ছা ২২ তাহাকে নিযুক্ত করেন। হে বেল্‌শৎসর, আপনি তাঁহারই পুত্র, আপনি এই সকল জ্ঞাত হইলেও আপনি অন্তঃকরণ ২৩ নম্র করেন নাই। কিন্তু স্বর্গাধিপতির বিরুদ্ধে আপনাকে উচ্চ করিয়াছেন; এবং তাঁহার গৃহের নানা পাত্র আপনার সম্মুখে আনীত হইয়াছে, আর আপনি, আপনার মহল্লোকেরা, আপনার পত্নীগণ ও আপনার উপপত্নীগণ সেই সকল পাত্রে দ্রাক্ষারস পান করিয়াছেন; এবং রৌপ্যময়, সুবর্ণময়, পিত্তলময়, লৌহময়, কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় যে দেবগণ দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, কিছু জানিতেও পারে না, আপনি তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু আপনার নিঃশ্বাস যাঁহার হস্তগত ও আপনার সকল পথ যাঁহার অধীন, আপনি সেই ঈশ্বরের ২৪ সমাদর করেন নাই। এই জন্য তাঁহার সম্মুখ হইতে এই হস্তাগ্র প্রেরিত ও এই কথা লিখিত হইল।

২৫ লিখিত কথাটী এই, 'মিনে মিনে, তকেল, উপারসীন,' [গণিত, গণিত, ২৬ তুলাতে পরিমিত, ও খণ্ডিত]। ইহার তাৎপর্য্য এই—'গণিত,' ঈশ্বর আপনার রাজ্যের গণনা করিয়াছেন, তাহা শেষ ২৭ করিয়াছেন; 'তুলাতে পরিমিত,' আপনি তুলাতে পরিমিত হইয়া লঘুরূপে নির্ণীত ২৮ হইয়াছেন; 'খণ্ডিত,' আপনার রাজ্য খণ্ডিত হইয়া মাদীয় ও পারসীকদিগকে দত্ত হইল।

২৯ তখন বেল্‌শৎসরের আজ্ঞায় দানিয়েল বেগুনিয়া বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইলেন, ও তাঁহার কণ্ঠে সুবর্ণের হার দেওয়া গেল, এবং তাঁহার বিষয়ে এই কথা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, তিনি রাজ্যে তৃতীয় কর্ত্তা হইলেন।

৩০ সেই রাত্রিতে কল্‌দীয় রাজা বেল্‌শৎসর হত হন।

৩১ পরে মাদীয় দারিয়াবস রাজ্য প্রাপ্ত হন; তখন তাঁহার প্রায় বাষট্টি বৎসর বয়স হইয়াছিল।

সিংহদের খাত হইতে দানিয়েলের উদ্ধার।

দারিয়াবস ইহা বিহিত-বুঝিলেন, যেন তিনি রাজ্যের সর্ব্বস্থানে রাজ্যের উপরে এক শত বিংশতি জন ক্ষিতিপাল, এবং তাঁহাদের উপরে তিন জন অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করেন; সেই তিন জনের মধ্যে দানিয়েল এক জন ছিলেন। ইহার অভিপ্রায় এই, যেন ঐ ক্ষিতিপালেরা উহাঁদের কাছে হিসাব দেন, আর রাজার ৩ ক্ষতি না হয়। সেই দানিয়েল অধ্যক্ষগণ ও ক্ষিতিপালগণ হইতে বিশিষ্ট ছিলেন, কেননা তাঁহার অন্তরে উৎকৃষ্ট

আত্মা ছিল ; আর রাজা তাঁহাকে সমুদয় রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন।

৪ তখন অধ্যক্ষেরা ও ক্ষিতিপালেরা রাজ-কর্ম্মের বিষয়ে দানিয়েলের দোষ ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন দোষ বা অপরাধ পাইলেন না ; কেননা তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, তাঁহার মধ্যে কোন ভ্রান্তি কিম্বা অপরাধ পাওয়া গেল না। ৫ তখন সেই ব্যক্তিরা কহিলেন, আমরা ঐ দানিয়েলের অন্য কোন দোষ পাইব না ; কেবল তাহার ঈশ্বরের ব্যবস্থা লইয়া ৬ যদি তাহার কোন দোষ পাই। তখন সেই অধ্যক্ষেরা ও ক্ষিতিপালেরা রাজার নিকটে সমাগত হইয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, মহারাজ দারিয়াবস, চিরজীবী ৭ হউন। রাজ্যের অধ্যক্ষগণ, প্রতিনিধি-গণ, ক্ষিতিপালগণ, মন্ত্রিগণ ও দেশাধ্যক্ষ-গণ সকলে মন্ত্রণা করিয়া এমন রাজাজ্ঞা স্থাপন ও দৃঢ় প্রতিষেধবিধি প্রচার করিতে বিহিত বুঝিয়াছেন যে, যদি কেহ ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত মহারাজ ব্যতীত কোন দেবতার কিম্বা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে, তবে হে রাজন্, সে সিংহদের ৮ খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। এখন হে রাজন্, আপনি সেই প্রতিষেধবিধি স্থির করুন, এবং বিধিপত্রে স্বাক্ষর করুন, যেন মাদীয়দের ও পারসীকদের অলোপ্য ব্যবস্থানুসারে তাহা অপরিবর্ত্তনীয় হয়। ৯ অতএব দারিয়াবস রাজা সেই পত্র ও প্রতিষেধবিধিতে স্বাক্ষর করিলেন।

১০ পত্রখানি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, ইহা দানিয়েল যখন জানিতে পাইলেন, তখন আপন গৃহে গেলেন ; তাঁহার কুঠরীর বাতায়ন যিরূশালেমের দিকে খোলা ছিল ; তিনি দিনের মধ্যে তিনবার জানু পাতিয়া আপন ঈশ্বরের সম্মুখে প্রার্থনা ও স্তবগান করিলেন, যেমন পূর্ব্বে করি-১১ তেন। তখন সেই লোকেরা সমাগত হইয়া দেখিলেন, দানিয়েল আপন ঈশ্ব-রের নিকটে অনুরোধ ও বিনতি করিতে-১২ ছেন। তখন তাঁহারা রাজার নিকটে গিয়া রাজকীয় প্রতিষেধের বিষয়ে রাজার কাছে এই নিবেদন করিলেন ; হে রাজন্, আপনি কি এই প্রতিষেধপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই যে, যে কোন ব্যক্তি ত্রিশ দিনের মধ্যে মহারাজ ব্যতীত কোন দেবতার বা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে, সে সিংহদের খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে ? রাজা উত্তর করিলেন, মাদীয়দের ও পার-সীকদের অলোপ্য ব্যবস্থানুসারে তাহা ১৩ স্থির হইয়াছে। তখন তাঁহারা রাজার সম্মুখে কহিলেন, হে রাজন্, নির্ব্বাসিত যিহূদীদের মধ্যবর্ত্তী দানিয়েল আপনাকে এবং আপনার স্বাক্ষরিত প্রতিষেধ মান্য করে না, কিন্তু প্রতিদিন তিনবার প্রার্থনা ১৪ করে। রাজা এ কথা শুনিয়া অতিশয় ক্ষুণ্নমনা হইলেন, এবং দানিয়েলকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা পাইলেন ; সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে রক্ষা করিতে ১৫ অনেক যত্ন করিলেন। তখন ঐ লোকেরা রাজার নিকটে সমাগত হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ, জানিবেন, যে কোন প্রতিষেধ কি বিধি রাজা স্থির করিয়াছেন, তাহা অন্যথা হইতে পারে না, মাদীয়দের ও পারসীকদের এই ১৬ ব্যবস্থা। তখন রাজা আজ্ঞা দিলেন, তাই তাঁহারা দানিয়েলকে আনিয়া সিংহ-দের খাতে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা দানিয়েলকে কহিলেন, তুমি অবিরত

যাঁহার সেবা করিয়া থাক, তোমার সেই
১৭ ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন। পরে একখানা প্রস্তর আনা গেল ও খাতের মুখে স্থাপিত হইল, এবং দানিয়েলের বিষয়ে যেন কিছু পরিবর্ত্তন না হয়, এই জন্য রাজা আপনার মুদ্রায় ও আপন মহল্লোকদের মুদ্রায় তাহা অঙ্কিত করিলেন।
১৮ পরে রাজা আপন প্রাসাদে গিয়া উপবাসে রাত্রি যাপন করিলেন, আপনার সম্মুখে কোন উপভোগের সামগ্রী আনিতে দিলেন না, তাঁহার নিদ্রাও
১৯ হইল না। পরে রাজা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সত্বর সিংহদের খাতের কাছে
২০ গেলেন। আর খাতের নিকটে গিয়া তিনি আর্ত্তস্বর করিয়া দানিয়েলকে ডাকিলেন; রাজা দানিয়েলকে বলিলেন, হে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবক দানিয়েল, তুমি অবিরত যাঁহার সেবা কর, তোমার সেই ঈশ্বর কি সিংহের মুখ হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন?
২১ তখন দানিয়েল রাজাকে কহিলেন, হে
২২ রাজন, চিরজীবী হউন। আমার ঈশ্বর আপন দূত পাঠাইয়া সিংহগণের মুখ বদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা আমার হিংসা করে নাই; কেননা তাঁহার সাক্ষাতে আমার নির্দ্দোষতা লক্ষিত হইল; এবং হে রাজন্, আপনার সাক্ষাতেও আমি কোন
২৩ অপরাধ করি নাই। তখন রাজা অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং দানিয়েলকে খাত হইতে তুলিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে দানিয়েলকে খাত হইতে তুলিয়া লওয়া হইল, আর তাঁহার শরীরে কোন প্রকার আঘাত দৃষ্ট হইল না, কারণ তিনি আপন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

২৪ পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে যাহারা দানিয়েলের উপরে দোষারোপ করিয়াছিল, তাহাদিগকে আনিয়া তাহাদের বালকবালিকা ও স্ত্রীশুদ্ধ সিংহদের খাতে ফেলিয়া দেওয়া হইল; আর তাহারা খাতের তল স্পর্শ করিতে না করিতে সিংহগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সমস্ত অস্থি চূর্ণ করিল।
২৫ তখন দারিয়াবস রাজা সমস্ত পৃথিবীনিবাসী লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে এই পত্র লিখিলেন, 'তোমাদের মহতী
২৬ শান্তি হউক! আমি এই আজ্ঞা করিতেছি, আমার রাজ্যের অধীন সর্ব্বস্থানে লোকেরা দানিয়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে কম্পমান হউক ও ভয় করুক; কেননা তিনি জীবন্ত ঈশ্বর ও অনন্তকালস্থায়ী, এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য. ও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। তিনি
২৭ রক্ষা করেন ও উদ্ধার করেন, এবং তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে চিহ্ন-কার্য্য ও আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করেন; তিনি দানিয়েলকে সিংহদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।'
২৮ আর এই দানিয়েল দারিয়াবসের ও পারসীক কোরসের-রাজত্বকালে ভাগ্যবান্ থাকিলেন।

দানিয়েলের চারি জন্তুবিষয়ক দর্শন।

৭ বাবিল-রাজ বেল্‌শৎসরের প্রথম বৎসরে দানিয়েল শয্যার উপরে স্বপ্ন ও মনের দর্শন দেখিলেন; তখন তিনি সেই স্বপ্ন লিখিয়া কথার সার প্রকাশ করিলেন। দানিয়েল এই বিবরণ কহিলেন,—

২ আমি রাত্রিকালে আমার দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, মহাসমুদ্রের উপরে আকাশের চারি বায়ু প্রচণ্ড বেগে বহিতেছে। ৩ আর সমুদ্র হইতে বৃহৎ চারিটা জন্তু বাহির হইল, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন। ৪ প্রথমটা সিংহের সদৃশ; এবং ঈগল পক্ষীর ন্যায় তাহার পক্ষ ছিল; আমি দেখিতে দেখিতে তাহার সেই দুই পক্ষ উৎপাটিত হইল, পরে তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া মানুষের মত দুই চরণে দাঁড় করান হইল, এবং মানুষের হৃদয় তাহাকে দত্ত হইল। ৫ পরে দেখ, আর এক জন্তু; সেই দ্বিতীয়টা ভল্লূকের সদৃশ, সে এক পার্শ্বে চরণে ভর দিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার মুখে দন্তশ্রেণীর মধ্যে তিন খান পঞ্জরের অস্থি ছিল; তাহাকে বলা হইল, উঠ, যথেষ্ট মাংস ভোজন কর। ৬ তৎপরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আর এক জন্তু, সে চিতাব্যাঘ্রের সদৃশ, তাহার পৃষ্ঠে পক্ষীর ন্যায় চারি পক্ষ ছিল; আবার সেই জন্তুর চারি মস্তক ছিল, এবং তাহাকে কর্তৃত্ব দত্ত হইল। ৭ তৎপরে আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, চতুর্থ এক জন্তু, সে ভয়ঙ্কর, ক্ষমতাপন্ন ও অতিশয় শক্তিমান্; এবং তাহার বৃহৎ লৌহময় দন্ত ছিল, সে ভক্ষণ করিল ও চূর্ণ করিল, এবং উচ্ছিষ্টকে পদতলে দলিত করিল; আর পূর্ব্বকার সকল জন্তু হইতে সে ভিন্ন, ও তাহার দশটী শৃঙ্গ ছিল। ৮ আমি সেই শৃঙ্গের বিষয় ভাবিতেছিলাম, আর দেখ, তাহাদের মধ্যে আর এক শৃঙ্গ উঠিল, ইহা ক্ষুদ্র, ইহার সাক্ষাতে পূর্ব্ব শৃঙ্গগুলির তিন শৃঙ্গ সমূলে উৎপাটিত হইল; আর দেখ, ঐ শৃঙ্গে মানুষের চক্ষুর মত চক্ষু ও দর্পবাক্যবাদী মুখ ছিল।

৯ আমি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কয়েকটী সিংহাসন স্থাপিত হইল, এবং অনেক দিনের বৃদ্ধ উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ হিমানীর ন্যায় শুক্লবর্ণ এবং তাঁহার মস্তকের কেশ বিশুদ্ধ মেষলোমের তুল্য; তাঁহার সিংহাসন অগ্নিশিখাময়, তাহার চক্র সকল জলন্ত অগ্নি। ১০ তাঁহার সম্মুখ হইতে অগ্নির স্রোত নির্গত হইয়া বহিতেছিল; সহস্রের সহস্র তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিল, এবং অযুতের অযুত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল; বিচার বসিল এবং পুস্তক সকল খোলা হইল। ১১ আমি ঐ শৃঙ্গের কথিত দর্পবাক্যের রব প্রযুক্ত দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলাম, আমি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলাম, যে পর্য্যন্ত সে জন্তু হত না হইল, তাহার শরীর বিনষ্ট না হইল, এবং তাহাকে অগ্নিশিখাতে ফেলিয়া দেওয়া না হইল। ১২ আর অন্য সকল জন্তুর গতি এই, তাহাদের হইতে কর্তৃত্ব নীত হইল, তথাপি কিয়ৎকাল ও সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আয়ুর বৃদ্ধি দত্ত হইয়াছিল।

১৩ আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। ১৪ আর তাঁহাকে কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে; তাঁহার কর্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না, এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না।

১৫ আমি দানিয়েল আপন দেহমধ্যে আত্মায় বিষণ্ণ হইলাম ও আমার মনের ১৬ দর্শন আমাকে বিহ্বল করিল। যাঁহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের এক জনের কাছে গমন করিলাম এবং এই সকলের তথ্য জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া বিষয়টীর ১৭ তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন, 'ঐ চারি বৃহৎ জন্তু চারি রাজা, তাহারা পৃথিবী ১৮ হইতে উৎপন্ন হইবে। কিন্তু পরাৎপরের পবিত্রগণ রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে, এবং চিরকাল, যুগে যুগে চিরকাল, রাজত্ব ১৯ ভোগ করিবে।' তখন আমি সেই চতুর্থ জন্তুর তথ্য জানিতে চাহিলাম, যে অন্য সকল হইতে ভিন্ন ও অতি ভয়ানক, যাহার দন্ত লৌহময় ও নখ পিত্তলময়, যে ভক্ষণ করিয়াছিল, চূর্ণ করিয়াছিল, ও উচ্ছিষ্টকে পদতলে দলিত করিয়া- ২০ ছিল। আর তাহার মস্তকে স্থিত দশ শৃঙ্গের তথ্য, ও যে অন্য শৃঙ্গ উঠিয়াছিল, যাহার সাক্ষাতে তিন শৃঙ্গ পড়িয়া গেল; সেই শৃঙ্গ, যাহার চক্ষু ও দর্পবাক্যবাদী মুখ ছিল, সহচরগণ অপেক্ষা যাহার বিপুল দৃশ্য ছিল, সেই শৃঙ্গের তথ্য ২১ জানিতে চাহিলাম। আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, সেই শৃঙ্গ পবিত্রগণের সহিত যুদ্ধ ২২ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিল; যে পর্য্যন্ত না সেই অনেক দিনের বৃদ্ধ আসিলেন, আর পরাৎপরের পবিত্রগণের হস্তে বিচার-ভার দত্ত হইল, এবং পবিত্রগণের রাজত্ব-ভোগের সময় উপস্থিত হইল।

২৩ তিনি এইরূপ কথা কহিলেন, ঐ চতুর্থ জন্তু পৃথিবীর চতুর্থ রাজ্য; সে রাজ্য সকল রাজ্য হইতে ভিন্ন হইবে, এবং সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে, ২৪ মর্দ্দন করিবে ও চূর্ণ করিবে। আর তাহার দশ শৃঙ্গের তাৎপর্য্য; ঐ রাজ্য হইতে দশ রাজা উৎপন্ন হইবে। তাহাদের পরে আর এক জন উঠিবে, সে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের হইতে ভিন্ন হইবে, এবং তিন রাজাকে নিপাত করিবে। ২৫ সে পরাৎপরের বিপরীতে কথা কহিবে, পরাৎপরের পবিত্রগণকে শীর্ণ করিবে, এবং নিরূপিত সময়ের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিবে, এবং এক কাল, [দুই] কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। ২৬ পরে বিচার বসিবে, তাহার কর্ত্তৃত্ব তাহা হইতে নীত হইবে, শেষ পর্য্যন্ত তাহার ২৭ ক্ষয় ও বিনাশ করা যাইবে। আর রাজত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত রাজ্যের মহিমা পরাৎপরের পবিত্র প্রজাদিগকে দত্ত হইবে; তাঁহার রাজ্য অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য, এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহার সেবা করিবে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবে।

২৮ এই পর্য্যন্ত বৃত্তান্তের শেষ। আমি দানিয়েল ভাবনায় অত্যন্ত বিহ্বল হইলাম, ও আমার মুখ বিবর্ণ হইল; কিন্তু আমি সেই কথা মনে রাখিলাম।

মেষ ও ছাগবিষয়ক দর্শন।

৮ বেল্‌শৎসর রাজার রাজত্বের বৎসরে আমি দানিয়েল প্রথম দর্শনের ২ পরে আর এক দর্শন পাইলাম। আমি দর্শনক্রমে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিলাম, যেন আমি এলম প্রদেশস্থ শূশন রাজবাটীতে আছি; আবার দর্শনক্রমে দেখিলাম, যেন আমি উলয় নদীর তীরে

৩ আছি। পরে আমি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, নদীর সম্মুখে এক মেষ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার দুই শৃঙ্গ, এবং সেই দুই শৃঙ্গ উচ্চ, কিন্তু একটী অন্যটী অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ; ও যেটী উচ্চতর, সেটী পশ্চাতে উৎপন্ন ৪ হইল। আমি দেখিলাম, ঐ মেষ পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে ঢুঁস মারিল, তাহার সম্মুখে কোন জন্তু দাঁড়াইতে পারিল না, এবং তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে, এমন কেহ ছিল না, আর সে স্বেচ্ছামত কর্ম্ম করিত, আর আত্মগরিমা ৫ করিত। আমি এই বিষয় বিবেচনা করিতেছিলাম, আর দেখ, পশ্চিমদিক্ হইতে এক ছাগ সমস্ত পৃথিবী পার হইয়া আসিল, ভূমি স্পর্শ করিল না; আর সেই ছাগের দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে ৬ বিলক্ষণ একটা শৃঙ্গ ছিল। পরে দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট যে মেষকে আমি দেখিয়াছিলাম, নদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কাছে আসিয়া সে আপন বলের ব্যগ্রতায় তাহার দিকে দৌড়িয়া গেল। ৭ আর আমি দেখিলাম, সে মেষের কাছে আসিল, এবং তাহার উপরে ক্রোধ উত্তেজিত হইল, মেষকে আঘাত করিল, ও তাহার দুই শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবার শক্তি ঐ মেষের আর রহিল না; আর সে তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া পদতলে দলিতে লাগিল; তাহার হস্ত হইতে ঐ মেষটীকে উদ্ধার করে, ৮ এমন কেহ ছিল না। পরে ঐ ছাগ অতিশয় আত্মগরিমা করিল, কিন্তু বলবান হইলে পর সেই বৃহৎ শৃঙ্গ ভগ্ন হইল, এবং তাহার স্থানে আকাশের চারি বায়ুর দিকে চারিটী বিলক্ষণ শৃঙ্গ উৎপন্ন হইল। ৯ আর তাহাদের একটীর মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতম এক শৃঙ্গ উৎপন্ন হইল, সেটী দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে এবং দেশরত্নের দিকে অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১০ আর সে আকাশমণ্ডলের বাহিনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, এবং সেই বাহিনীর ও তারাগণের কিয়দংশ ভূমিতে ফেলিয়া দিল, এবং পদতলে দলিতে লাগিল। ১১ সে বাহিনীপতির বিপক্ষেও আত্মগরিমা করিল, ও তাঁহা হইতে নিত্য নৈবেদ্য অপহরণ করিল, এবং তাঁহার ধর্ম্মধাম- ১২ স্থান নিপাতিত হইল। আর অধর্ম্ম প্রযুক্ত নিত্য নৈবেদ্যের বিরুদ্ধে এক বাহিনী তাহার হস্তে সমর্পিত হইল, এবং সে সত্যকে ভূমিতে নিপাত করিল, এবং কর্ম্ম করিল, ও কৃতকার্য্য হইল।

১৩ পরে আমি এক পবিত্র ব্যক্তিকে কথা কহিতে শুনিলাম, এবং যিনি কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে আর এক পবিত্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই নিত্য নৈবেদ্যের অপহরণ, ও সেই ধ্বংসজনক অধর্ম্ম, দলিত হইবার জন্য ধর্ম্মধামের ও বাহিনীর সমর্পণ সম্বন্ধীয় দর্শন কত ১৪ লোকের জন্য? তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দুই সহস্র তিন শত সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের নিমিত্ত; পরে ধর্ম্মধামের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি হইবে।

১৫ আমি দানিয়েল এইরূপ দর্শন পাইলে পর তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম; আর দেখ, পুরুষাকৃতি এক ব্যক্তি আমার ১৬ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং আমি উলয়ের [তীর] মধ্য হইতে মনুষ্যের রব শুনিলাম, সেই রব ডাকিয়া কহিল, গাব্রিয়েল, ইহাকে দর্শনের তাৎপর্য্য ১৭ বুঝাইয়া দেও। তাহাতে আমি যে স্থানে

দাঁড়াইয়া ছিলাম, তিনি সেই স্থানের নিকটে আসিলেন ; তিনি আসিলে আমি ত্রাসযুক্ত হইলাম, উপুড় হইয়া পড়িলাম ; কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, বুঝিয়া লও, কারণ এই দর্শন
১৮ শেষকাল-বিষয়ক। যখন তিনি আমার সহিত আলাপ করিলেন, তখন আমি ঘোর নিদ্রায় ভূমিতে উপুড় হইয়া পড়িলাম ; কিন্তু তিনি আমাকে স্পর্শ করিয়া
১৯ স্বস্থানে দাঁড় করাইলেন। আর তিনি কহিলেন, দেখ, ক্রোধের উত্তরকালে যাহা ঘটিবে, তাহা আমি তোমাকে জানাই, কেননা এ নিরূপিত শেষকালের কথা।
২০ তুমি দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট যে মেষ দেখিলে,
২১ সে মাদীয় ও পারসীক রাজা। আর সেই লোমশ ছাগ যবন দেশের রাজা, এবং তাহার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে যে
২২ বৃহৎ শৃঙ্গ, সে প্রথম রাজা। আর তাহার ভগ্ন হওয়া, ও তৎপরিবর্ত্তে আর চারি শৃঙ্গ উৎপন্ন হওয়া, ইহার মর্ম্ম এই, সেই জাতি হইতে চারি রাজ্য উৎপন্ন হইবে, কিন্তু উহার ন্যায় পরাক্রম-বিশিষ্ট
২৩ হইবে না। তাহাদের রাজ্যের উত্তরকালে অধর্ম্মীদের মাত্রা পূর্ণ হইলে ভীষণবদন ও গূঢ়বাক্যবিৎ এক রাজা
২৪ উৎপন্ন হইবে। সে বলে পরাক্রান্ত হইবে, কিন্তু নিজ বলে নহে, এবং সে আশ্চর্য্যরূপে বিনাশ করিবে ; আর কৃতকার্য্য হইবে, কর্ম্ম সফল করিবে, এবং শক্তিমান্‌দিগকে ও পবিত্র প্রজাদিগকে
২৫ বিনাশ করিবে। তাহার কৌশল প্রযুক্ত সে আপন হস্তে চাতুরি সফল করিবে ; সে মনে মনে আত্মগরিমা করিবে, ও নিশ্চিন্ত অবস্থাপন্ন অনেককে বিনষ্ট করিবে, এবং অধিপতিগণের অধিপতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, কিন্তু সে বিনা হস্তে
২৬ ভগ্ন হইবে। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের বিষয়ে কথিত দর্শন সত্য ; কিন্তু তুমি এই দর্শন মুদ্রাঙ্কিত কর, কেননা এ
২৭ অনেক দিনের কথা। আর আমি দানিয়েল কিছু দিন ক্লান্ত ও পীড়িত ছিলাম, তাহার পর উঠিয়া রাজার কর্ম্ম করিলাম ; আর সেই দর্শনে চমৎকৃত হইলাম, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিল না।

দানিয়েলের প্রার্থনা ও তাহার

৯ মাদীয় বংশজাত অহশ্বেরশের পুত্র যে দারিয়াবস কল্‌দীয় রাজ্যের রাজপদে
২ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম বৎসরে, তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরে, আমি দানিয়েল গ্রন্থাবলি দ্বারা বৎসরের সংখ্যা বুঝিলাম, অর্থাৎ যিরূশালেমের উৎসন্ন-দশা সমাপনে সত্তর বৎসর লাগিবে, সদাপ্রভুর এই যে বাক্য যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিলাম।
৩ পরে আমি উপবাস, চট পরিধান ও ভস্ম লেপন করিয়া প্রার্থনার ও বিনতির চেষ্টায় প্রভু ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করি-
৪ লাম। আর আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলাম, ও পাপ স্বীকার করিয়া কহিলাম হে প্রভু, তুমিই সেই মহান্‌ ও ভয়াবহ ঈশ্বর, যিনি তাহাদের সহিত নিয়ম ও দয়া রক্ষা করেন, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে ও তাঁহার আজ্ঞা
৫ পালন করে। আমরা পাপ ও অপরাধ করিয়াছি, দুষ্টামি করিয়াছি ও বিদ্রোহী হইয়াছি, তোমার বিধি ও শাসনপথ
৬ ত্যাগ করিয়াছি ; আর তোমার যে দাস

ভাববাদিগণ আমাদের রাজগণকে, অধ্যক্ষগণকে, পিতৃপুরুষগণকে ও জনপদস্থ প্রজা সকলকে তোমার নামে কথা কহিতেন, তাঁহাদের কথায়ও আমরা কর্ণপাত ৭ করি নাই। হে প্রভু, ধর্ম্মশীলতা তোমার, কিন্তু আমরা মুখের বিবর্ণতার পাত্র, যেমন অদ্য দেখা যাইতেছে; যিহূদার লোক ও যিরূশালেম-নিবাসিগণ এবং সমস্ত ইস্রায়েল এই অবস্থায় রহিয়াছে,—যাহারা নিকটবর্ত্তী, ও যাহারা দূরস্থ, যাহারা সেই সকল দেশে রহিয়াছে, যেখানে তুমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছ, তোমার বিরুদ্ধে কৃত সত্যলঙ্ঘন ৮ প্রযুক্তই তাড়াইয়া দিয়াছ। হে প্রভু, আমরা, আমাদের রাজগণ, অধ্যক্ষগণ ও পিতৃপুরুষগণ সকলে মুখের বিবর্ণতার পাত্র, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে ৯ পাপ করিয়াছি। করুণা ও ক্ষমা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের; কারণ আমরা তাঁহার ১০ বিদ্রোহী হইয়াছি; এবং আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান করি নাই, তিনি আপন দাস ভাববাদিগণ দ্বারা আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, ১১ আমরা সে পথে চলি নাই। হাঁ, সমস্ত ইস্রায়েল তোমার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে, তোমার বাক্যে অবধান করিবার অনিচ্ছায় বিপথগামী হইয়াছে, সেই জন্য ঈশ্বরের দাস মোশির ব্যবস্থায় লিখিত অভিশাপ ও শপথ আমাদের উপরে বর্ষিত হইয়াছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের ১২ বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। আর আমাদের বিরুদ্ধে, ও যে বিচারকর্ত্তৃগণ আমাদের বিচার করিতেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে তিনি যে যে বাক্য বলিয়াছেন, সে সকল সফল করিয়া আমাদের উপরে ভারী অমঙ্গল বর্ত্তাইয়াছেন; কেননা যিরূশালেমের প্রতি যেরূপ করা গিয়াছে, আকাশমণ্ডলের নীচে আর কোথাও তদ্রূপ করা ১৩ যায় নাই। মোশির ব্যবস্থায় যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে এই সমস্ত অমঙ্গল আমাদের উপরে আসিয়াছে, তথাপি আমরা আপন আপন অপরাধ হইতে ফিরিবার জন্য, ও তোমার সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধি লাভ করিবার জন্য, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করি ১৪ নাই। এই জন্য সদাপ্রভু অমঙ্গলার্থে জাগ্রৎ হইয়া আমাদের উপরে তাহা উপস্থিত করিয়াছেন, কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার কৃত সকল কার্য্যে ধর্ম্মশীল, কিন্তু আমরা তাঁহার রবে কর্ণপাত ১৫ করি নাই। এখন, হে প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, তুমি বলবান হস্ত দ্বারা মিসর দেশ হইতে আপন প্রজাদিগকে আনিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছ, যেমন অদ্যাপি দেখা যাইতেছে; আমরা পাপ করিয়াছি, দুষ্টামি ১৬ করিয়াছি। হে প্রভু, বিনয় করি, তোমার সমস্ত ধর্ম্মশীলতা অনুসারে তোমার নগর যিরূশালেম—তোমার পবিত্র পর্ব্বত—হইতে তোমার ক্রোধ ও কোপ নিবৃত্ত হউক; কেননা আমাদের পাপপ্রযুক্ত ও আমাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ প্রযুক্ত যিরূশালেম ও তোমার প্রজাসমূহ চারিদিকের সমস্ত লোকের টিটকারির পাত্র ১৭ হইয়াছে। অতএব, হে আমাদের ঈশ্বর, এখন তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও বিনতি শ্রবণ কর, এবং তোমার ধ্বংসিত ধর্ম্মধামের প্রতি প্রভুর অনুরোধে তোমার ১৮ মুখ উজ্জ্বল কর। হে আমার ঈশ্বর, কর্ণপাত কর, শুন, চক্ষু উন্মীলন কর, এবং আমাদের ধ্বংসিত স্থান সকলের

প্রতি, ও যাহার উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; কারণ আমরা নিজ ধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু তোমার মহাকরুণা প্রযুক্ত তোমার সম্মুখে আমা-
১৯ দের বিনতি উপস্থিত করিলাম। হে প্রভু, শুন; হে প্রভু, ক্ষমা কর; হে প্রভু, মনোযোগ কর ও কর্ম্ম কর, বিলম্ব করিও না; হে আমার ঈশ্বর, তোমার নিজের অনুরোধে কার্য্য কর, কেননা তোমার নগরের ও তোমার প্রজাগণের উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

২০ এইরূপে আমি নিবেদন ও প্রার্থনা করিতেছিলাম, এবং আমার পাপ ও আমার জাতি ইস্রায়েলের পাপ স্বীকার করিতেছিলাম, এবং আমার ঈশ্বরের পবিত্র পর্ব্বতের জন্য আমার ঈশ্বর সদা-প্রভুর সম্মুখে বিনতি উপস্থিত করিতে-
২১ ছিলাম; আমার প্রার্থনার কথা শেষ হইতে না হইতে, আমি প্রথম দর্শনে যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম, সেই গাব্রিয়েল বেগে উড়িয়া আসিয়া* সন্ধ্যাকালীন নৈবেদ্যের সময়ে আমাকে স্পর্শ করি-
২২ লেন। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং আমার সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন, হে দানিয়েল, আমি এক্ষণে তোমাকে বুদ্ধিকৌশল দিতে আসিয়াছি।
২৩ তোমার বিনতির আরম্ভ সময়ে আজ্ঞা† নির্গত হইয়াছিল, তাই আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আসিলাম, কেননা তুমি অতিশয় প্রীতি-পাত্র; অতএব এই বিষয় বিবেচনা কর, ও এই দর্শন
২৪ বুঝিয়া লও। তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরের সম্বন্ধে সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে—অধর্ম্ম সমাপ্ত* করিবার জন্য, পাপ শেষ† করিবার জন্য, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, অনন্তকালস্থায়ী ধার্ম্মিকতা আনয়ন করিবার জন্য, দর্শন ও ভাববাণী মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য, এবং মহাপবিত্রকে‡
২৫ অভিষেক করিবার জন্য। অতএব তুমি জ্ঞাত হও, বুঝিয়া লও, যিরূশালেমকে পুনঃস্থাপন ও নির্ম্মাণ করিবার আজ্ঞা বাহির হওয়া অবধি অভিষিক্ত ব্যক্তি, নায়ক, পর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষট্টি সপ্তাহ হইবে,§ উহা চক ও পরিখা-সহ পুনরায় নির্ম্মিত হইবে, সঙ্কটকালেই
২৬ হইবে। সেই বাষট্টি সপ্তাহের পরে অভিষিক্ত ব্যক্তি উচ্ছিন্ন হইবেন, এবং তাঁহার কিছুই থাকিবে না**; আর আগামী নায়কের প্রজারা নগর ও ধর্ম্মধাম বিনষ্ট করিবে, ও প্লাবন দ্বারা তাহার শেষ হইবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ
২৭ হইবে; ধ্বংস, বিধ্বংস নিরূপিত। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিনি অনেকের সহিত দৃঢ় নিয়ম করিলেন; সেই সপ্তাহের অর্দ্ধকালে†† তিনি যজ্ঞ ও নৈবেদ্য নিবৃত্ত করিবেন; পরে ঘৃণার্হ বস্তু সকলের পক্ষের উপরে ধ্বংসক আসিবে; এবং উচ্ছিন্নতা, নিরূপিত উচ্ছিন্নতা পর্য্যন্ত ধ্বংসকের‡‡ উপরে [ক্রোধ] বর্ষিত হইবে।

---

* (বা) উড়িয়া যাওয়াতে ক্লান্ত হইয়া।
† (বা) বাক্য।

---

* (বা) রুদ্ধ।   † (বা) মুদ্রাঙ্কিত।
‡ (বা) অতি পবিত্র স্থানকে।
§ (বা) সাত সপ্তাহ হইবে; আর বাষট্টি সপ্তাহ হইবে।
** (বা) কেহই থাকিবে না।
†† (বা) অর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত।   ‡‡ (বা) ধ্বংসিতের।

ভাবীকাল সম্বন্ধীয় দর্শন ও ভাববাণী।

১০ পারস্য-রাজ কোরসের তৃতীয় বৎসরে বেল্টশৎসর নামে আখ্যাত দানিয়েলের নিকটে এক বাক্য প্রকাশিত হইল, সেই বাক্য সত্য, ও মহাযুদ্ধসূচক; তিনি বাক্য বুঝিলেন, সেই দর্শনও বুঝিতে পারিলেন।

২ সেই সময়ে আমি দানিয়েল পূর্ণ তিন ৩ সপ্তাহ শোক করিতেছিলাম; সেই পূর্ণ তিন সপ্তাহ যাবৎ সাঙ্গ না হইল, তাবৎ সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করিলাম না, মাংস কি দ্রাক্ষারস আমার মুখে প্রবেশ করিল না, এবং আমি তৈল মর্দ্দন করিলাম না। ৪ পরে প্রথম মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে যখন আমি হিদ্দেকল নামক মহানদীর তীরে ছিলাম, তখন চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টি করিলাম, ৫ আর দেখ, মসীনা-বস্ত্র-পরিহিত ও উফসের উত্তম স্বর্ণে বদ্ধকটি এক ব্যক্তি; ৬ তাঁহার শরীর বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, তাঁহার মুখ বিদ্যুতের প্রভার ন্যায়, তাঁহার চক্ষু জ্বলন্ত মশালের ন্যায়, তাঁহার হস্ত পদ পরিষ্কৃত পিত্তলের আভাবিশিষ্ট, এবং তাঁহার বাক্যের রব লোকারণ্যের শব্দের ৭ ন্যায়। আমি দানিয়েল একাকী সেই দর্শন পাইলাম; কারণ আমার সঙ্গীরা সেই দর্শন পাইল না, কিন্তু তাহারা অতিশয় কাঁপিয়া উঠিল, এবং আপনাদিগকে লুকাইবার জন্য পলায়ন করিল। ৮ এই জন্য আমি একা থাকিয়া সেই মহৎ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম, আর আমাতে বল রহিল না; আমার তেজ ক্ষয়ে পরিণত হইল, আমি কিছুমাত্র বল রক্ষা করিতে ৯ পারিলাম না। পরে আমি তাঁহার বাক্যের রব শুনিলাম, আর সেই বাক্যের রব শুনিবামাত্র আমি ঘোর নিদ্রায় উপুড় ১০ হইয়া পড়িলাম। আর দেখ, একখানি হস্ত আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার জানু ও আমার দুই করতলের উপরে নির্ভর ১১ করাইল। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মহাপ্রীতি-পাত্র দানিয়েল, আমি তোমাকে যে যে কথা বলিব, সে সকল বুঝিয়া লও, এবং উঠিয়া দাঁড়াও, কেননা আমি এখন তোমারই কাছে প্রেরিত হইলাম। তিনি আমাকে এই কথা কহিলে আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া ১২ দাঁড়াইলাম। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে দানিয়েল, ভয় করিও না, কেননা যে প্রথম দিন তুমি বুঝিবার জন্য ও তোমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাকে বিনীত করিবার জন্য মনঃসংযোগ করিয়াছিলে, সেই দিন হইতে তোমার বাক্য শুনা হইয়াছে; এবং তোমার বাক্য ১৩ প্রযুক্ত আমি আসিয়াছি। কিন্তু পারস্য-রাজ্যের অধ্যক্ষ একুশ দিন পর্য্যন্ত আমার প্রতিকূলে দাঁড়াইলেন। পরে দেখ, প্রধান অধ্যক্ষদের মধ্যে মীখায়েল নামক এক জন আমার সাহায্য করিতে আসিলেন; আর আমি সে স্থানে পারস্যের রাজগণের কাছে রহিলাম। ১৪ এখন, উত্তরকালে তোমার জাতির প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতে আসিয়াছি; কেননা দর্শনটী এখনও দীর্ঘকালের * অপেক্ষা করিতেছে।

১৫ তিনি আমাকে এই কথা বলিলে পর আমি ভূমিতে উপুড় হইয়া অবাক্ হইয়া ১৬ রহিলাম। আর দেখ, মনুষ্য-সন্তানদের আকৃতিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিলেন; তখন আমি মুখ

* (বা) সেই সময়ের।

খুলিয়া কথা কহিলাম, যিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে কহিলাম, হে আমার প্রভু, এই দর্শন প্রযুক্ত মর্ম্মবেদনা আমাকে ধরিয়াছে, কিছুমাত্র ১৭ বল রক্ষা করিতে পারিতেছি না। কারণ আমার এই প্রভুর দাস কি প্রকারে আমার এই প্রভুর সহিত কথা কহিতে পারে? এক্ষণে আমার কিছুমাত্র বল ১৮ নাই, আমার মধ্যে শ্বাসও নাই। তখন সেই যে ব্যক্তি দেখিতে মানুষের ন্যায়, তিনি পুনর্ব্বার স্পর্শ করিয়া আমাকে ১৯ সবল করিলেন। আর তিনি কহিলেন, হে মহাপ্রীতি-পাত্র, ভয় করিও না, তোমার শান্তি হউক, সবল হও, সবল হও। তিনি আমার সহিত আলাপ করিলে আমি সবল হইলাম, আর বলিলাম, আমার প্রভু বলুন, কেননা আপনি ২০ আমাকে সবল করিয়াছেন। তখন তিনি কহিলেন, আমি কি জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি, তাহা কি জান? এখন আমি পারস্যের অধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে ফিরিয়া যাইব; আর দেখ, আমি চলিয়া ২১ গেলে যবনের অধ্যক্ষ আসিবে। যাহা হউক, সত্যের গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা আমি তোমাকে জ্ঞাত করি; উহাদের বিরুদ্ধে আমার সাহায্য করিতে তোমাদের অধ্যক্ষ মীখায়েল ব্যতিরেকে আর কেহ নাই।

১১ আর মাদীয় দারিয়াবসের প্রথম বৎসরে আমিই তাঁহাকে সবল ও শক্তিমান্ করিতে দাঁড়াইয়াছিলাম।

২ যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে সত্য কথা জ্ঞাত করিব। দেখ, পারস্যে আর তিন রাজা উৎপন্ন হইবে, আর চতুর্থ রাজা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনশালী হইবে, এবং আপন ধনে শক্তিমান্ হইলে যবন-রাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত ৩ করিবে। পরে বীর্য্যবান্ এক রাজা উৎপন্ন হইবে, সে মহাকর্ত্তৃত্ব-বিশিষ্ট কর্ত্তা হইবে ও স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিবে। ৪ সে উৎপন্ন হইলে তাহার রাজ্য ভগ্ন হইবে, আকাশের চারি বায়ুর দিকে বিভক্ত হইবে, কিন্তু তাহার বংশের নিমিত্ত নয়, আর সে যে কর্ত্তৃত্ব করিত, তদনুসারে নয়; বস্তুতঃ তাহার রাজ্য উৎপাটিত হইয়া উহাদের নয়, কিন্তু অন্যদের হইবে।

৫ আর দক্ষিণ দেশের রাজা বলবান হইবে, কিন্তু তাহার অধ্যক্ষদের মধ্যে এক জন তাহা হইতেও বলবান হইয়া প্রভুত্ব পাইবে, তাহার প্রভুত্ব মহাপ্রভুত্ব ৬ হইবে। আর, বৎসরনিচয়ের শেষে তাহারা পরস্পর সম্বন্ধ পাতাইবে, আর মিলন করণার্থে দক্ষিণ দেশের রাজার কন্যা উত্তর দেশের রাজার কাছে গমন করিবে; কিন্তু সে কন্যা নিজের বাহুবল রক্ষা করিবে না, এবং সে রাজা ও তাহার বাহু স্থায়ী হইবে না; কিন্তু সেই মহিলা, এবং যাহারা তাহাকে আনিয়াছিল, আর যে তাহার জন্ম দিয়াছিল, ও যে তৎকালে তাহাকে বল দিয়াছিল, ৭ সকলে সমর্পিত হইবে। তথাপি তাহার মূলের এক পল্লব হইতে এক জন তাহার পদে উৎপন্ন হইবে, আর সৈন্যের বিরুদ্ধে আসিয়া উত্তর দেশের রাজার দুর্গে প্রবেশ করিবে, এবং সেই সকলের বিপক্ষে ব্যাপৃত হইয়া পরাক্রম দেখা- ৮ ইবে। আর সে তাহাদের ঢালা প্রতিমাগণের সহিত, তাহাদের রৌপ্য ও স্বর্ণের নানা রমণীয় পাত্রের সহিত তাহাদের

দেবগণকে বন্দি করিয়া মিসরে লইয়া যাইবে, পরে কয়েক বৎসর উত্তর দেশের ৯ রাজা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। আর সে দক্ষিণ দেশের রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিবে, কিন্তু নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবে।

১০ তাহার পুত্ত্রগণ যুদ্ধ করিবে, এবং বিপুল বলসমারোহ সংগ্রহ করিবে; তাহারা আসিবে, উথলিয়া উঠিয়া বাড়িতে থাকিবে, এবং তাহারা ফিরিয়া আসিবে, ও তাহার দুর্গ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে। ১১ তাহাতে দক্ষিণ দেশের রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইবে, এবং যাত্রা করিয়া তাহার সহিত, উত্তর দেশের রাজার সহিত, সংগ্রাম করিবে; সেও মহাসমারোহে একত্র করিবে, কিন্তু সেই সমারোহ উহার হস্তে ১২ সমর্পিত হইবে। ঐ সমারোহ নীত হইবে ও সে উদ্ধতচিত্ত হইবে, আর সহস্র সহস্র লোককে নিপাত করিবে, ১৩ তথাপি প্রবল থাকিবে না! উত্তর দেশের রাজা ফিরিয়া আসিবে, এবং প্রথম সমারোহ অপেক্ষা বৃহৎ সমারোহ একত্র করিবে; আর কাল-পর্য্যায়ের শেষে, বৎসরনিচয়ের শেষে, মহাসৈন্য ও ১৪ প্রচুর সামগ্রী লইয়া আসিবে। তৎ-কালে দক্ষিণ দেশের রাজার বিরুদ্ধে অনেক লোক উঠিবে; এবং এই দর্শন যাহাতে সফল হয়, সেই জন্য তোমার জাতির মধ্যে দুর্জ্জন-সন্তানেরা আপনা-দিগকে উচ্চ করিবে, কিন্তু তাহারা পতিত ১৫ হইবে। এইরূপে উত্তর দেশের রাজা আসিবে, জাঙ্গাল বাঁধিবে, এবং সুদৃঢ় নগর হস্তগত করিবে; তাহাতে দক্ষিণ দেশের সৈন্য ও তাহার মনোনীত লোকেরা স্থির থাকিবে না, স্থির থাকিতে ১৬ তাহাদের শক্তি হইবে না। কিন্তু যে তাহার বিরুদ্ধে আসিবে, সে স্বেচ্ছানু-সারে কার্য্য করিবে, তাহার সাক্ষাতে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না; আর সে দেশরত্নে দণ্ডায়মান হইবে, ও তাহার ১৭ হস্তে বিনাশ থাকিবে। পরে সে আপন সমস্ত রাজ্যের পরাক্রম সঙ্গে করিয়া আসিবার জন্য উন্মুখ হইবে, ও তাহার সহিত সাম্য-নিয়ম স্থাপন করিবে; এবং বিনাশ করিবার নিমিত্ত উহাকে নারী-গণের কন্যা দিবে, কিন্তু এটা স্থির থাকিবে না, ও তাহার হইবে না। ১৮ পরে সে উপকূল-সমূহের বিরুদ্ধে গিয়া অনেককে হস্তগত করিবে; কিন্তু এক সেনাপতি তাহার কৃত টিটকারি নিবৃত্ত করিবে, এমন কি, সে তাহার টিটকারি ১৯ তাহারই উপরে ফিরাইয়া দিবে। তখন সে আপন দেশের দুর্গ সকলের প্রতি মুখ ফিরাইবে; কিন্তু উছোট খাইয়া পড়িবে, তাহার উদ্দেশ আর পাওয়া ২০ যাইবে না। পরে এমন এক জন তাহার পদ প্রাপ্ত হইবে, যে রাজ্যের শোভাস্থানে প্রজাপীড়ককে প্রেরণ করিবে, কিন্তু সে অল্প দিনের মধ্যে বিনষ্ট হইবে, ক্রোধেও নয়, যুদ্ধেও নয়।

২১ পরে এক জন তুচ্ছ ব্যক্তি তাহার পদ পাইবে। তাহাকে রাজ্যের প্রভা দত্ত হয় নাই, কিন্তু সে নিশ্চিন্ততার সময়ে আসিয়া চাটুবাদ দ্বারা রাজ্য লাভ ২২ করিবে; তাহার সম্মুখ হইতে আপ্লাবন-কারী সৈন্য সকল আপ্লাবিত হইয়া ভগ্ন হইবে, এবং নিয়মের নায়কও ভগ্ন ২৩ হইবে। তাহার সহিত মিত্রতার কথা স্থির করণাবধি সে ছলনা করিবে, কারণ সে আসিয়া অল্প লোক দ্বারা পরাক্রমী ২৪ হইবে। সে নিশ্চিন্ততার সময়ে প্রদেশের

অতি উত্তম উত্তম স্থানে প্রবেশ করিবে, এবং তাহার পিতৃপুরুষেরা এবং পিতৃপুরুষদের পিতৃপুরুষেরাও যাহা করে নাই, তাহা করিবে; সে লোকদের মধ্যে লুটদ্রব্য, হৃতবস্তু এবং সম্পত্তি বিকীর্ণ করিবে, দৃঢ় দুর্গ সকলের বিরুদ্ধে কৌশল ২৫ কল্পনা করিবে, কিছু কাল করিবে। আর সে অনেক সৈন্য সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ দেশের রাজার বিরুদ্ধে আপন বল ও চিত্ত উত্তেজিত করিবে; তাহাতে দক্ষিণ দেশের রাজা অতি পরাক্রান্ত বিস্তর সৈন্য সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিবে, কিন্তু স্থির থাকিবে না, কেননা তাহারা তাহার বিরুদ্ধে নানা কৌশল কল্পনা করিবে। ২৬ যাহারা তাহার আহারীয় দ্রব্যের ভাগী, তাহারাই তাহাকে বিনষ্ট করিবে, ও উহার সৈন্য আপ্লাবন করিবে; এবং ২৭ অনেকে নিহত হইয়া পড়িবে। আর এই দুই রাজার চিত্ত হিংসাপূর্ণ হইবে, এবং তাহারা এক মেজে বসিয়া মিথ্যা-কথা কহিবে, কিন্তু তাহা সফল হইবে না, কেননা তখনও শেষ নিরূপিত কালের ২৮ অপেক্ষা করিবে। আর সে অনেক সম্পত্তি লইয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, ও তাহার অন্তঃকরণ পবিত্র নিয়মের বিপক্ষ হইবে, এবং সে কার্য্য করিয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে। ২৯ নিরূপিত কালে সে ফিরিয়া আসিবে, দক্ষিণ দেশে প্রবেশ করিবে, কিন্তু পূর্ব্বকালে যেমন ছিল, উত্তরকালে তেমন ৩০ হইবে না। কারণ কিত্তীমের জাহাজ সকল তাহার বিরুদ্ধে আসিবে, এজন্য সে বিষণ্ণ হইয়া ফিরিয়া যাইবে, ও পবিত্র নিয়মের বিরুদ্ধে ক্রোধ করিয়া কার্য্য করিবে; সে ফিরিয়া আসিবে, যাহারা পবিত্র নিয়ম ত্যাগ করে, তাহাদের প্রতি মনোযোগ করিবে। ৩১ আর তাহার নিকট হইতে সৈন্যগণ উঠিবে, ধর্ম্মধাম অর্থাৎ দুর্গ অশুচি করিবে, নিত্য নৈবেদ্য নিবৃত্ত করিবে, এবং ধ্বংসকারী ঘৃণার্হ বস্তু স্থাপন ৩২ করিবে। যাহারা সেই নিয়ম সম্বন্ধে দুষ্কার্য্য করে, সে তাহাদিগকে চাটুবাদ দ্বারা ভ্রষ্ট করিবে, কিন্তু যে প্রজারা আপন ঈশ্বরকে জানে, তাহারা বলবান ৩৩ হইয়া কার্য্য করিবে। আর প্রজাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা অনেককে উপদেশ দিবে; তথাপি কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহারা খড়্গে ও অগ্নিশিখায়, বন্দি-৩৪ দশায় ও লুটে পতিত হইবে। যখন পড়িবে, তখন তাহারা অল্প সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, আর অনেকে চাটুবাদ দ্বারা তাহা-৩৫ দিগেতে আসক্ত হইবে। আর বুদ্ধিমানদের মধ্যে কেহ কেহ পতিত হইবে, যেন তাহারা পরীক্ষাসিদ্ধ, পরিষ্কৃত ও শুক্লীকৃত হয়; শেষ পর্য্যন্ত ইহা হইবে; কেননা তখনও নিরূপিত কালের অপেক্ষা ৩৬ করা যাইবে। আর সেই রাজা স্বেচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবে, ও সমস্ত দেবতা অপেক্ষা আপনাকে বড় করিয়া দেখাইবে, ও দর্প করিবে, এবং ঈশ্বরদের ঈশ্বরের বিপরীতে অদ্ভুত কথা কহিবে, আর ক্রোধ সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কুশলপ্রাপ্ত থাকিবে; কেননা যাহা নিরূপিত, তাহাই ৩৭ করা যাইবে। আর সে আপন পিতৃপুরুষদের দেবগণকে মানিবে না, এবং স্ত্রীলোকদের কামনাকে কিম্বা কোন দেবতাকে মানিবে না; কেননা সে সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকেই বড় করিয়া ৩৮ দেখাইবে। কিন্তু সে স্বস্থানে দুর্গ-দেবের

সম্মান করিবে, এবং আপন পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত দেবকে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি ও মনোরম্য বস্তু দিয়া সম্মান করিবে।
৩৯ আর সে বিজাতীয় দেবের সাহায্যে অতি দৃঢ় দুর্গ সকলের বিরুদ্ধে ব্যাপৃত হইবে; যত লোক তাহাকে স্বীকার করিবে, তাহাদিগকে সে অতি সম্মানিত করিবে; তাহাদিগকে অনেকের উপরে কর্ত্তৃত্বপদ দিবে, ও পারিতোষিকরূপে ভূমি বিভাগ
৪০ করিয়া দিবে। পরে শেষকালে দক্ষিণ দেশের রাজা তাহাকে ঢুসাইবে; আর উত্তর দেশের রাজা রথের, অশ্বারোহীদের ও অনেক জাহাজের সহিত ঘূর্ণ্যবায়ুর ন্যায় তাহার বিরুদ্ধে আসিবে; এবং নানা দেশের মধ্যে প্রবেশ করিবে ও
৪১ উথলিয়া উঠিয়া বাড়িতে থাকিবে। সে রত্নস্বরূপ দেশেও প্রবেশ করিবে, তাহাতে অনেক দেশ পরাভূত হইবে, কিন্তু ইদোম ও মোয়াব এবং অম্মোন-সন্তানদের শ্রেষ্ঠাংশ তাহার হস্ত হইতে
৪২ রক্ষা পাইবে। আর সে নানা দেশের উপরে হস্ত প্রসারণ করিবে, আর মিসর
৪৩ দেশ রক্ষা পাইবে না। মিস্রীয়দের স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডার সকল ও সমস্ত রত্ন তাহার হস্তগত হইবে, এবং লুবীয়েরা ও কূশীয়েরা তাহার অনুচর
৪৪ হইবে। কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর দেশ হইতে আগত সংবাদ তাহাকে বিহ্বল করিবে, এবং সে অনেককে উচ্ছিন্ন ও নিঃশেষে বিনষ্ট করণার্থে মহাক্রোধে
৪৫ যাত্রা করিবে। আর সে সমুদ্রের ও পবিত্র গিরিরত্নের মধ্যে রাজকীয় তাম্বু স্থাপন করিবে; তথাপি তাহার শেষকাল উপস্থিত হইবে, কেহ তাহার সাহায্য করিবে না।

১২ তৎকালে যে মহান্ অধ্যক্ষ তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন, সেই মীখায়েল উঠিয়া দাঁড়াইবেন, আর এমন সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইবে, যাহা মনুষ্যজাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই; কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যে কাহারও নাম পুস্তকে লিখিত পাওয়া যাইবে, সে
২ উদ্ধার পাইবে। আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে—কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, এবং কেহ কেহ লজ্জার ও
৩ অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে। আর যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা বিতানের দীপ্তির ন্যায়, এবং যাহারা অনেককে ধার্ম্মিকতার প্রতি ফিরায়, তাহারা তারাগণের ন্যায় অনন্ত-
৪ কাল দেদীপ্যমান হইবে। কিন্তু হে দানিয়েল, তুমি শেষকাল পর্য্যন্ত এই বাক্য সকল রুদ্ধ করিয়া রাখ, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখ; অনেকে ইতস্ততঃ ধাবমান হইবে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে।

৫ তখন আমি দানিয়েল দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, অন্য দুইজন দাঁড়াইয়া আছেন, এক ব্যক্তি নদীতীরে এপারে, এবং
৬ অন্য ব্যক্তি নদীতীরে ওপারে। আর এক ব্যক্তি সেই মসীনা-বস্ত্র-পরিহিত ব্যক্তিকে—যিনি জলের ঊর্দ্ধে ছিলেন, তাঁহাকে—কহিলেন, এই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য
৭ বিষয়ের শেষ কত কালে হইবে? পরে আমি শুনিতে পাইলাম, সেই মসীনা-বস্ত্র-পরিহিত ও নদীর জলের ঊর্দ্ধে স্থিত ব্যক্তি আপন দক্ষিণ ও বাম হস্ত স্বর্গের দিকে তুলিয়া নিত্যজীবী ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া কহিলেন, ইহা এক কাল,

[দুই] কাল ও অর্দ্ধ কালে হইবে, এবং পবিত্র জাতির বাহুভঙ্গ সম্পূর্ণ হইলে ৮ এই সকল সিদ্ধ হইবে। আমি এই কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না; তখন আমি কহিলাম, হে আমার প্রভু, এই সকলের শেষফল ৯ কি হইবে? তিনি কহিলেন, হে দানিয়েল, তুমি প্রস্থান কর, কেননা শেষকাল পর্য্যন্ত এই বাক্য সকল ১০ রুদ্ধ ও মুদ্রাঙ্কিত থাকিবে। অনেকে আপনাদিগকে পরিষ্কৃত ও শুক্ল করিবে এবং পরীক্ষাসিদ্ধ হইবে, কিন্তু দুষ্টেরা দুষ্টাচরণ করিবে, আর দুষ্টদের মধ্যে কেহ বুঝিবে না; কেবল বুদ্ধিমানেরাই ১১ বুঝিবে। আর যে সময়ে নিত্য নৈবেদ্য নিবৃত্ত ও ধ্বংসকারী ঘৃণার্হ বস্তু স্থাপিত হইবে, তদবধি এক সহস্র দুই শত ১২ নব্বই দিন হইবে। ধন্য সেই, যে ধৈর্য্য ধরিয়া সেই এক সহস্র তিন শত পঁয়ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। ১৩ কিন্তু তুমি শেষের অপেক্ষাতে গমন কর, তাহাতে বিশ্রাম পাইবে, এবং দিন-সমূহের শেষে আপন অধিকারে দণ্ডায়মান হইবে।

হোশেয় ভাববাদীর পুস্তক

ব্যভিচারিণীর দৃষ্টান্তে ইস্রায়েলের পাপ ও তাহার ফল।

১ যিহূদা-রাজ উষিয়, যোথম, আহস ও হিষ্কিয়ের সময়ে, এবং যোয়াশের পুত্র ইস্রায়েল-রাজ যারবিয়ামের সময়ে সদাপ্রভুর এই বাক্য বেরির পুত্র হোশেয়ের নিকটে উপস্থিত হইল।

২ সদাপ্রভু যখন প্রথমে হোশেয় দ্বারা কথা বলেন, তখন সদাপ্রভু হোশেয়কে কহিলেন, তুমি যাও, ব্যভিচারের স্ত্রীকে ও ব্যভিচারের সন্তানদিগকে গ্রহণ কর, কেননা এই দেশ সদাপ্রভুর অনুগমন হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় ভয়ানক ব্যভিচার ৩ করিতেছে। তাহাতে তিনি গিয়া দিব্লায়িমের কন্যা গোমরকে গ্রহণ করিলেন; আর সেই স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইয়া ৪ তাঁহার জন্য পুত্র প্রসব করিল। তখন সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি উহার নাম যিষ্রিয়েল রাখ, কেননা অল্প দিন পরে আমি যেহূর কুলকে যিষ্রিয়েলের রক্তপাতের ফল ভোগ করাইব, এবং ইস্রায়েল-কুলের রাজ্য শেষ করিব। ৫ আর সেই দিন আমি যিষ্রিয়েল-তলভূমিতে ইস্রায়েলের ধনু ভঙ্গ করিব। ৬ পরে সেই স্ত্রী পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করিয়া কন্যা প্রসব করিল; তাহাতে [সদাপ্রভু] হোশেয়কে কহিলেন, তুমি তাহার নাম লো-রুহামা [অনুকম্পিতা নয়] রাখ, কেননা আমি ইস্রায়েল-কুলের প্রতি আর অনুকম্পা করিব না, কোন ক্রমে ৭ তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব না। কিন্তু যিহূদা-কুলের প্রতি অনুকম্পা করিব, এবং তাহাদিগকে তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু দ্বারা পরিত্রাণ করিব; ধনু কি খড়্গ কি যুদ্ধ কি অশ্ব কি অশ্বারোহী ৮ দ্বারা পরিত্রাণ করিব না। পরে সে

লো-রুহামাকে স্তন্যপান ত্যাগ করাইয়া গর্ব্ভবতী হইল, এবং এক পুত্র প্রসব ৯ করিল। তখন [সদাপ্রভু] কহিলেন, তুমি তাহার নাম লো-অম্মি [আমার প্রজা নয়] রাখ; কেননা তোমরা আমার প্রজা নহ, এবং আমিও তোমাদের পক্ষ হইব না।

১০ কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যা সমুদ্রের সেই বালুকার ন্যায় হইবে, যাহা পরিমাণ করা যায় না, ও গণনা করা যায় না। আর এই কথা যে স্থানে তাহাদিগকে বলা গিয়াছিল, 'তোমরা আমার প্রজা নহ,' সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা যাইবে, 'জীবন্ত ঈশ্বরের ১১ সন্তান'। আর যিহূদা-সন্তানগণ ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ একসঙ্গে সংগৃহীত হইবে, এবং আপনাদের উপর এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবে, এবং সেই দেশ হইতে যাত্রা করিবে; কেননা যিষ্রিয়েলের দিন মহৎ হইবে।

২ তোমরা আপনাদের ভ্রাতাদিগকে অম্মি [আমার প্রজা], ও আপনাদের ভগিনীদিগকে রুহামা [অনুকম্পিতা] বল।

২ তোমরা বিবাদ কর, তোমাদের মাতার সহিত বিবাদ কর, কেননা সে আমার স্ত্রী নয়, এবং আমিও তাহার স্বামী নই; সে আপনার দৃষ্টি হইতে আপন বেশ্যাচার, এবং আপনার স্তনযুগলের মধ্য হইতে আপন ব্যভিচার দূর করুক। ৩ নতুবা আমি তাহাকে বিবস্ত্রা করিব, সে জন্মদিনে যেমন ছিল, তেমনি করিয়া তাহাকে রাখিব, এবং তাহাকে প্রান্তরের সমান ও মরুভূমির তুল্য করিব, তৃষ্ণা ৪ দ্বারা বধ করিব। আর তাহার সন্তানগণকে অনুকম্পা করিব না, কারণ ৫ তাহারা ব্যভিচারের সন্তান। বাস্তবিক তাহাদের মাতা ব্যভিচার করিয়াছে, তাহাদের গর্ব্ভধারিণী লজ্জাকর কর্ম্ম করিয়াছে; কেননা সে বলিত, আমি আমার প্রেমিকগণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব, তাহারাই আমাকে অন্ন ও জল, মেষলোম ও মসীনা, তৈল ও পানীয় দ্রব্য ৬ দেয়। এই জন্য দেখ, আমি কণ্টক দ্বারা তাহার পথ রোধ করিব, ও তাহার চারিদিকে প্রাচীর গাঁথিব, তাহাতে সে ৭ আপন পথের সন্ধান পাইবে না। সে আপন প্রেমিকদের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া যাইবে, কিন্তু তাহাদের লাগাল পাইবে না; সে তাহাদের অন্বেষণ করিবে, কিন্তু সন্ধান পাইবে না। তখন সে বলিবে, আমি ফিরিয়া আমার প্রথম স্বামীর নিকটে যাইব; কেননা এখন অপেক্ষা তখন আমার পক্ষে মঙ্গল ছিল। ৮ সে ত বুঝিত না যে, আমিই তাহাকে সেই শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈল দিতাম, এবং তাহার রৌপ্য ও স্বর্ণের বৃদ্ধি করিতাম,—যাহা তাহারা বালদেবের জন্য ৯ ব্যবহার করিয়াছে। অতএব আমি শস্যের সময়ে আমার শস্য ও দ্রাক্ষারসের ঋতুতে আমার দ্রাক্ষারস ফিরাইয়া লইব, এবং যাহা তাহার উলঙ্গতা আচ্ছাদনার্থক ছিল, আমার সেই মেষলোম ও মসীনা ১০ তুলিয়া লইব। এখন আমি তাহার প্রেমিকদের সাক্ষাতে তাহার ভ্রষ্টতা প্রকাশ করিব; কেহ তাহাকে আমার ১১ হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে না। আর আমি তাহার সমস্ত আমোদ, তাহার উৎসব, অমাবস্যা, বিশ্রামদিন ও পর্ব্ব ১২ সকল রহিত করিব। আর আমি তাহার দ্রাক্ষালতা ও ডুমুরগাছ সকল বিনষ্ট

করিব, যাহার বিষয়ে সে বলিয়াছে, 'এই সকল আমার পণ, আমার প্রেমিকেরা ইহা আমাকে দিয়াছে'; কিন্তু আমি এ সকল অরণ্য করিব, আর মাঠের পশুগণ সে সকল খাইয়া ১৩ ফেলিবে। আর আমি বাল-দেবগণের সময়ের প্রতিফল তাহাকে ভোগ করাইব, যাহাদের উদ্দেশে সে ধূপ জ্বালাইত, ও কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রেমিকদের পশ্চাতে গমন করিত, এবং আমাকে ভুলিয়া থাকিত, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

১৪ অতএব দেখ, আমি তাহাকে প্ররোচনা করিয়া প্রান্তরে আনিব, আর চিত্ত-১৫ তোষক কথা কহিব। আর আমি সে স্থান হইতে তাহার দ্রাক্ষাক্ষেত্র এবং আশাদ্বার বলিয়া আখোর* তলভূমি তাহাকে দিব; এবং সে সেখানে উত্তর করিবে, যেমন যৌবনকালে, যেমন মিসর ১৬ হইতে আগমন দিনে করিয়াছিল। আর সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে সে আমাকে 'ঈশী' [আমার স্বামী] বলিয়া সম্বোধন করিবে; কিন্তু 'বালী' [আমার নাথ] বলিয়া আর সম্বোধন করিবে না। ১৭ কারণ আমি তাহার মুখ হইতে বাল-দেবগণের নাম সকল দূর করিব, তাহাদের নাম লইয়া তাহাদিগকে আর স্মরণ ১৮ করা হইবে না। আর সেই দিন আমি লোকদের নিমিত্ত মাঠের পশু, আকাশের পক্ষী ও ভূমির সরীসৃপ সকলের সহিত নিয়ম করিব; এবং ধনুক, খড়্গ ও রণসজ্জা ভাঙ্গিয়া দেশের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিব, ও তাহাদিগকে নিশ্চিন্তে ১৯ শয়ন করাইব। আর আমি চিরকালের জন্য তোমাকে বাগ্দান করিব; হাঁ, ধার্ম্মিকতায়, ন্যায়বিচারে, দয়াতে ও বহুবিধ অনুকম্পায় তোমাকে বাগ্দান ২০ করিব। আমি বিশ্বস্ততায় তোমাকে বাগ্দান করিব, তাহাতে তুমি সদাপ্রভুকে ২১ জানিবে। আবার, সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে আমি উত্তর দিব; আমি আকাশকে উত্তর দিব, আকাশ ভূতলকে ২২ উত্তর দিবে; ভূতল শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈলকে উত্তর দিবে, এবং এই সকল ২৩ যিষ্রিয়েলকে* উত্তর দিবে। আমি আপনার জন্য তাহাকে দেশে রোপণ করিব, ও যে 'অনুকম্পিতা নয়,' তাহাকে অনুকম্পা করিব, এবং যে 'আমার প্রজা নয়,' তাহাকে বলিব, তুমি আমার প্রজা, এবং সে বলিবে, তুমি আমার ঈশ্বর।

৩ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি পুনশ্চ যাইয়া কান্তের প্রিয়া অথচ ব্যভিচারিণী এক স্ত্রীকে প্রেম কর; যেমন সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে প্রেম করেন, যদিও তাহারা অন্য দেবগণের প্রতি ফিরিয়া থাকে, এবং দ্রাক্ষাপূপ ২ ভালবাসে। তাহাতে আমি পনের রৌপ্যমুদ্রায় এবং এক হোমর যবে ও অর্দ্ধ হোমর যবে তাহাকে আপনার নিমিত্ত ৩ ক্রয় করিলাম। আর আমি তাহাকে কহিলাম, 'তুমি অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার নিমিত্ত বসিয়া থাকিবে, ব্যভিচার করিবে না, ও কোন পুরুষের স্ত্রী হইবে না; এবং আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ ৪ ব্যবহার করিব।' কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ রাজাহীন, অধ্যক্ষহীন, যজ্ঞহীন, স্তম্ভহীন, এফোদ বা ঠাকুরহীন হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে।

* অর্থাৎ ব্যাকুলতা। যিহো ৭; ২৬।

* 'যিষ্রিয়েল' শব্দের অর্থ, ঈশ্বর রোপণ করেন।

৫ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ফিরিয়া আসিবে, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ও আপনাদের রাজা দায়ূদের অন্বেষণ করিবে, এবং উত্তরকালে সভয়ে সদাপ্রভুর ও তাঁহার মঙ্গল-ভাবের আশ্রয় লইবে।

ইস্রায়েলীয়দের ভ্রষ্টতা ও অসার অনুতাপ।

৪ হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন; কেননা দেশনিবাসীদের সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ আছে, কারণ দেশে সত্য নাই, দয়া নাই, ঈশ্বরীয় ২ জ্ঞানও নাই। শপথ, মিথ্যাবাক্য, নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার চলিতেছে, লোকেরা অত্যাচার করে, এবং রক্ত- ৩ পাতের উপরে রক্তপাত হয়। এই জন্য দেশ শোকাকুল হইবে, এবং মাঠের পশু ও আকাশের পক্ষিশুদ্ধ দেশনিবাসিগণ সকলে ম্লান হইবে, আর সমুদ্রের মৎস্য- ৪ দেরও সংহার হইবে। তথাপি কেহ বিবাদ না করুক, ও কেহ অনুযোগ না করুক; কারণ তোমার জাতি যাজকের ৫ সহিত বিবাদকারী লোকদের তুল্য। আর তুমি দিবসে উছোট খাইবে, ও ভাববাদী রাত্রিকালে তোমার সহিত উছোট খাইবে, এবং আমি তোমার মাতাকে বিনাশ ৬ করিব। জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে; তুমি ত জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য আমিও তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলাম, তুমি আর আমার যাজক থাকিবে না; তুমি আপন ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভুলিয়া গিয়াছ, আমিও তোমার সন্তানগণকে ভুলিয়া ৭ যাইব। তাহারা যত অধিক বৃদ্ধি পাইত, আমার বিরুদ্ধে তত অধিক পাপ করিত; আমি তাহাদের সম্মান অপমানে পরিণত ৮ করিব। আমার প্রজাদের পাপ ইহাদের উপজীবিকা, আর ইহারা তাহাদের অপ- ৯ রাধে মন আসক্ত করে। ঘটিবে এই, যেমন প্রজা তেমনি যাজক; আমি তাহাদিগকে প্রত্যেকের পথানুযায়ী দণ্ড দিব, ও প্রত্যেকের কার্য্যের প্রতিফল দিব। ১০ তাহারা ভোজন করিবে, অথচ তৃপ্ত হইবে না; ব্যভিচার করিবে, অথচ বহুবংশ হইবে না; কেননা তাহারা সদাপ্রভুর ১১ প্রতি অবধান ত্যাগ করিয়াছে। ব্যভিচার, মদ্য ও নূতন দ্রাক্ষারস, এই সকল বুদ্ধি ১২ হরণ করে। আমার প্রজাগণ আপনাদের কাষ্ঠখণ্ডের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, ও তাহাদের যষ্টি তাহাদিগকে সংবাদ দেয়; কারণ ব্যভিচারের আত্মা তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে, আর তাহারা আপন ঈশ্বরের অধীনতা ছাড়িয়া ব্যভিচার ১৩ করিতেছে। তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে যজ্ঞ করে, এবং উপপর্ব্বতের উপরে অলোন, লিব্‌নী ও এলা বৃক্ষের তলে ধূপ জ্বালায়, কেননা তাহার ছায়া উত্তম। এই জন্য তোমাদের কন্যাগণ বেশ্যা হয়, ও তোমাদের পুত্রবধূগণ ব্যভিচার করে। ১৪ তোমাদের কন্যারা বেশ্যা হইলে এবং পুত্রবধূগণ ব্যভিচার করিলে আমি তাহাদের দণ্ড দিব না, কেননা লোকে আপনারাও বেশ্যাদের সহিত গুপ্ত স্থানে যায়, ও গণিকাদের সহিত যজ্ঞ করে; এই নির্ব্বোধ জাতি নিপাতিত হইবে।

১৫ হে ইস্রায়েল, তুমি যদ্যপি ব্যভিচারী হও, তথাপি যিহূদা দণ্ডনীয় না হউক; হাঁ, তোমরা গিল্‌গলে পদার্পণ করিও না, বৈৎ-আবনে উপস্থিত হইও না, এবং 'জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য' বলিয়া শপথ

১৬ করিও না। কারণ স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর ন্যায় ইস্রায়েল স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে; এখন প্রশস্ত ময়দানে যেমন মেষশাবককে, তেমনি সদাপ্রভু তাহাদিগকে চরাইবেন।
১৭ ইফ্রয়িম প্রতিমাগণে আসক্ত; তাহাকে
১৮ থাকিতে দেও। তাহাদের মদ্যপান শেষ হইলে তাহারা অবিরত বেশ্যাগমন করে; তাহার ঢালেরা * অপমান অতিশয় ভাল-
১৯ বাসে। বায়ু আপন পক্ষদ্বয়ে সেই জাতিকে তুলিয়াছে, তাহাতে তাহারা আপনাদের যজ্ঞের বিষয়ে লজ্জিত হইবে।

৫ হে যাজকগণ, এই কথা শুন; হে ইস্রায়েল-কুল, অবধান কর; হে রাজকুল, কর্ণপাত কর, কারণ তোমাদেরই বিচার হইতেছে; কেননা তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ ও তাবোরে বিস্তৃত জাল-
২ স্বরূপ হইয়াছ। অত্যাচারীরা হত্যাকার্য্যে গভীরে নামিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাদের
৩ সকলকে শাস্তি দিব। আমি ইফ্রয়িমকে জানি, ইস্রায়েলও আমার অগোচর নয়; বস্তুতঃ, হে ইফ্রয়িম, তুমি এখন ব্যভিচার করিয়াছ, ইস্রায়েল অশুচি হইয়াছে।
৪ তাহাদের কার্য্য সকল তাহাদিগকে তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিতে দেয় না, কেননা তাহাদের অন্তরে ব্যভিচারের আত্মা থাকে, এবং তাহারা সদাপ্রভুকে
৫ জানে না। আর ইস্রায়েলের দপ তাহার মুখের উপরে প্রমাণ দিতেছে,† এই জন্য ইস্রায়েল ও ইফ্রয়িম আপনাদের অপরাধে উছোট খাইবে, এবং তাহাদের
৬ সহিত যিহূদাও উছোট খাইবে। তাহারা আপন আপন গোমেষপাল লইয়া সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে যাইবে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ পাইবে না; তিনি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন।
৭ তাহারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, কারণ বিজাতীয় সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে; এখন অমাবস্যা তাহাদিগকে ও তাহাদের অধিকার গ্রাস করিবে।
৮ তোমরা গিবিয়াতে ভেরী বাজাও, রামাতে তূরীধ্বনি কর, বৈৎ-আবনে সিংহনাদ করিয়া বল, হে বিন্যামীন, তোমার
৯ পশ্চাতে [শত্রু]। ভর্ৎসনার দিনে ইফ্রয়িম ধ্বংসস্থান হইবে; যাহা নিশ্চয় ঘটিবে, তাহাই আমি ইস্রায়েল-বংশগণের
১০ মধ্যে জ্ঞাত করিয়াছি। যিহূদার অধ্যক্ষগণ তাহাদের ন্যায় হইয়াছে, যাহারা সীমার চিহ্ন স্থানান্তর করে; তাহাদের উপরে আমি জলের ন্যায় আপন ক্রোধ
১১ ঢালিয়া দিব। ইফ্রয়িম উপদ্রুত ও বিচারে মর্দ্দিত হইতেছে, কারণ সে আপন ইচ্ছায় [মিথ্যা] বিধানের * অনুবর্ত্তী
১২ হইয়াছে। এই জন্য আমি ইফ্রয়িমের পক্ষে কীটস্বরূপ, যিহূদা-কুলের পক্ষে ক্ষয়-
১৩ স্বরূপ হইয়াছি। যখন ইফ্রয়িম আপন রোগ ও যিহূদা আপন ক্ষত দেখিতে পাইল, তখন ইফ্রয়িম অশূরের কাছে গমন করিল, ও বিবাদ-রাজের নিকটে লোক পাঠাইল; কিন্তু সে তোমাদিগকে সুস্থ করিতে পারে না, তোমাদের ক্ষত
১৪ আরোগ্য করিবে না। কারণ আমি ইফ্রয়িমের পক্ষে সিংহের তুল্য, ও যিহূদা-কুলের পক্ষে যুবাকেশরীর সদৃশ হইব; আমি, আমিই বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যাইব; আমি লইয়া যাইব, কেহ উদ্ধার
১৫ করিবে না। আমি আপন স্থানে ফিরিয়া যাইব, যে পর্য্যন্ত তাহারা দোষ স্বীকার

* (বা) অধ্যক্ষগণ। † (বা) ইস্রায়েলের মহিমাস্থল তাহার সম্মুখে প্রমাণ দিতেছেন।

* (বা) ইচ্ছায় অসারতায়।

না করে, ও আমার শ্রীমুখের অন্বেষণ না করে; সঙ্কটের সময়ে তাহারা সযত্নে আমার অন্বেষণ করিবে।

৬ চল, আমরা সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া যাই, কারণ তিনিই বিদীর্ণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সুস্থও করিবেন; তিনি আঘাত করিয়াছেন, তিনি আমাদের ২ ক্ষত বন্ধনও করিবেন। দুই দিনের পরে তিনি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবেন, তৃতীয় দিনে উঠাইবেন, তাহাতে আমরা ৩ তাঁহার সাক্ষাতে বাঁচিয়া থাকিব। আইস, আমরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হই, জ্ঞাত হইবার জন্য অনুধাবন করি; অরুণোদয়ের ন্যায় তাঁহার উদয় নিশ্চিত; আর তিনি আমাদের নিকটে বৃষ্টির ন্যায় আসিবেন, ভূমি-সেচনকারী শেষ বর্ষার ন্যায় আসিবেন।

৪ হে ইফ্রয়িম, তোমার জন্য আমি কি করিব? হে যিহূদা, তোমার জন্য কি করিব? তোমাদের সাধুতা ত প্রাতঃকালের মেঘের ন্যায়, শিশিরের ন্যায়, ৫ যাহা প্রত্যূষে উড়িয়া যায়। এই জন্য আমি ভাববাদিগণ দ্বারা লোকদিগকে তক্ষিত করিয়াছি, আমার মুখের বাক্য দ্বারা বধ করিয়াছি; এবং আমার বিচার * ৬ বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত হয়। কারণ আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়; এবং হোম ৭ অপেক্ষা ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান [চাই]। কিন্তু ইহারা আদমের ন্যায় নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে; ঐ স্থানে আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাস- ৮ ঘাতকতা করিয়াছে। গিলিয়দ অধর্ম্মাচারীদের নগর, তাহা রক্তে অঙ্কিত। ৯ যেমন দস্যুদল মানুষের অপেক্ষায় ঘাঁটি বসাইয়া থাকে, তদ্রূপ যাজকসমাজ শিখিমে যাইবার পথে নরহত্যা করে, হাঁ, তাহারা ১০ কুকর্ম্ম করিয়াছে। আমি ইস্রায়েল-কুলে রোমাঞ্চজনক ব্যাপার দেখিয়াছি; ঐ স্থানে ইফ্রয়িমের বেশ্যাবৃত্তি প্রচলিত, ১১ ইস্রায়েল অশুচীভূত। আর হে যিহূদা, আমি যখন আপন প্রজাদের বন্দি-দশা ফিরাই, তখন তোমার জন্যও ফসল নিরূপিত।

* (বা) তোমার দণ্ডাজ্ঞা।

ইস্রায়েলের পাপ ও তাহার দণ্ড।

৭ আমি যখন ইস্রায়েলকে সুস্থ করিতে চাহি, তখন ইফ্রয়িমের অপরাধ ও শমরিয়ার দুষ্টতা প্রকাশ পায়; কারণ তাহারা প্রতারণার কার্য্য করে; ভিতরে চোর প্রবেশ করে, বাহিরে দস্যুদল লুণ্ঠন ২ করে। আর তাহাদের সমস্ত দুষ্টতা যে আমার স্মরণে আছে, ইহা তাহারা অন্তঃকরণে বিবেচনা করে না; এখন তাহাদের কার্য্য সকল তাহাদিগকে ঘেরিয়াছে, আমারই দৃষ্টিগোচরে সে সকল রহিয়াছে। ৩ তাহারা আপনাদের দুষ্টতা দ্বারা রাজাকে ও আপনাদের মিথ্যাবাক্য দ্বারা অধ্যক্ষ- ৪ গণকে আনন্দিত করে। তাহারা সকলে পারদারিক, রুটী-ওয়ালার উত্তপ্ত তুন্দুর-স্বরূপ; ময়দা ছানিলে পর তাড়ী মাতিয়া উঠা পর্য্যন্ত রুটী-ওয়ালা আগুন না ৫ উস্কাইয়া নিবৃত্ত থাকে। আমাদের রাজার উৎসবদিনে অধ্যক্ষগণ পীড়িত হওয়া পর্য্যন্ত দ্রাক্ষারসে উত্তপ্ত হইল, সে নিন্দকদের সঙ্গে হস্ত বিস্তার করিল। ৬ কারণ তাহারা যখন ঘাঁটি বসায়, তখন তুন্দুরের ন্যায় আপনাদের হৃদয় প্রস্তুত করে, তাহাদের রুটী-ওয়ালা সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায়, প্রাতঃকালে সে [তুন্দুর] ৭ যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে জ্বলে। তাহারা

সকলে তুন্দুরের ন্যায় উত্তপ্ত, এবং আপনাদের বিচারকর্ত্তাদিগকে গ্রাস করে; তাহাদের রাজগণ সকলে পতিত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে কেহই আমাকে আহ্বান করে না।

৮ ইফ্রয়িম ত জাতিগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে; ইফ্রয়িম এক পিঠ চোঁয়া ৯ পিষ্টকস্বরূপ। বিদেশিগণ তাহার বল গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু সে তাহা জানে না; তাহার মস্তকের স্থানে স্থানে চুল পাকিয়াছে; কিন্তু সে তাহাও জানে ১০ না। ইস্রায়েলের দর্প তাহার মুখের উপরে প্রমাণ দিতেছে;* এমন হইলেও তাহারা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরে নাই, ও তাঁহার অন্বেষণ ১১ করে নাই। হাঁ, ইফ্রয়িম অবোধ কপোতের ন্যায় হইয়াছে, সে বুদ্ধিহীন, লোকেরা মিসরকে আহ্বান করে, অশূরে ১২ গমন করে। তাহারা যখন যাইবে, আমি তাহাদের উপরে আপন জাল বিস্তার করিব; আকাশের পক্ষীর ন্যায় তাহাদিগকে নামাইয়া আনিব; তাহাদের মণ্ডলী যেমন শুনিয়াছে, তেমনি ১৩ আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিব। ধিক্ তাহাদিগকে! কেননা তাহারা আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের সর্ব্বনাশ! কেননা তাহারা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে; আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা আমার ১৪ বিরুদ্ধে মিথ্যাকথা বলিয়াছে। তাহারা অন্তঃকরণের সহিত আমার কাছে ক্রন্দন করে নাই, কিন্তু আপন আপন শয্যাতে হাহাকার করে; তাহারা শস্য ও দ্রাক্ষারসের জন্য একত্র হয়, ও আমাকে ছাড়িয়া ১৫ বিপথগমন করে। আমিই ত শিক্ষা দিয়া তাহাদের বাহু সবল করিয়াছি; তথাপি তাহারা আমারই বিরুদ্ধে কুকল্পনা করে। ১৬ তাহারা ফিরিয়া আইসে বটে, কিন্তু যিনি ঊর্দ্ধস্থ, তাঁহার প্রতি নয়; তাহারা বঞ্চক ধনুকের সদৃশ; তাহাদের অধ্যক্ষগণ আপন আপন জিহ্বার দুঃসাহস প্রযুক্ত খড়্গে পতিত হইবে; ইহাই মিসর দেশে তাহাদের পক্ষে উপহাস।

* (বা) ইস্রায়েলের মহিমাস্থল তাহার সম্মুখে প্রমাণ দিতেছে।

৮ তুমি আপন মুখে তূরী দেও। সে সদাপ্রভুর গৃহের উপরে ঈগল পক্ষীর ন্যায় আসিতেছে, কেননা লোকেরা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, ও আমার ২ বিরুদ্ধে অধর্ম্ম করিয়াছে। তাহারা আমার কাছে ক্রন্দন করিয়া বলিবে, হে আমার ঈশ্বর, আমরা ইস্রায়েল, তোমাকে ৩ জানি। ইস্রায়েল, যাহা ভাল, তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়াছে, শত্রু তাহার পশ্চাতে ৪ পশ্চাতে দৌড়িয়া যাইবে। তাহারাই রাজগণকে স্থাপন করিয়াছে, আমা হইতে হয় নাই; তাহারা অধ্যক্ষগণকে নিযুক্ত করিয়াছে, আমি তাহা জানি নাই; তাহারা আপনাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা আপনাদের জন্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে, ৫ যেন তাহারা উচ্ছিন্ন হয়। হে শমরিয়ে, তিনি তোমার বৎস-প্রতিমা দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন; উহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; উহারা কত কাল ৬ বিলম্বে বিশুদ্ধ হইবে? কেননা ইস্রায়েল হইতেই ঐ বৎস হইয়াছে; শিল্পকার তাহা গড়িয়াছে, তাহা ঈশ্বর নয়; বাস্তবিক শমরিয়ার বৎস খণ্ডবিখণ্ড হইবে। ৭ কেননা তাহারা বায়ুরূপ বীজ বপন করে, ঝঞ্ঝারূপ শস্য কাটিবে; তাহার ক্ষেত্রে শস্য নাই; চারা শস্য দিবে না; শস্য

দিলেও বিদেশিগণ তাহা গ্রাস করিবে। ৮ ইস্রায়েল গ্রাসিত হইল; এখন তাহারা অপ্রীতিকর পাত্রের ন্যায় জাতিগণের ৯ মধ্যে আছে। উহারা ত অশূরে গেল, সে এমন বন্য গর্দ্দভ, যে একাকী থাকে; ইফ্রয়িম প্রেমিকদিগকে পণ দিয়াছে। ১০ যদ্যপি তাহারা জাতিগণের মধ্যে [লোকদিগকে] পণ দেয়, তথাপি আমি এখন ইহাদিগকে একত্র করিব; রাজাধিরাজের বোঝায় তাহারা ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া ১১ পড়িতেছে। ইফ্রয়িম পাপের চেষ্টায় অনেক যজ্ঞবেদি করিয়াছে, এই জন্য যজ্ঞবেদি সকল তাহার পক্ষে পাপস্বরূপ ১২ হইয়াছে। আমি তাহার জন্য আপন ব্যবস্থার দশ সহস্র কথা লিখি; সে ১৩ সকল বিজাতীয়রূপে গণিত হয়। আমার উপহার-বলি লইয়া তাহারা মাংস বলি দেয় ও তাহা খাইয়া ফেলে; সদাপ্রভু তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না; এখন তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিয়া তাহাদের পাপের প্রতিফল দিবেন, ১৪ তাহারা মিসরে ফিরিয়া যাইবে। কারণ ইস্রায়েল আপন নির্ম্মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছে, ও স্থানে স্থানে প্রাসাদ গাঁথিয়াছে; এবং যিহূদা অনেক প্রাচীরবেষ্টিত নগর প্রস্তুত করিয়াছে; কিন্তু আমি তাহার নগরে নগরে অগ্নি পাঠাইব, সে তথাকার দুর্গ সকল গ্রাস করিবে।

৯ হে ইস্রায়েল, জাতিগণের ন্যায় তুমি উল্লাসে আনন্দ করিও না, কেননা তুমি আপন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ব্যভিচার করিতেছ, শস্যের প্রত্যেক খামারে পণ ভাল২ বাসিতেছ। খামার কিম্বা দ্রাক্ষাপেষণস্থান তাহাদের খাদ্য দিবে না; তাহারা ৩ নূতন দ্রাক্ষারসে বঞ্চিত হইবে। তাহারা সদাপ্রভুর দেশে বাস করিবে না; কিন্তু ইফ্রয়িম মিসরে ফিরিয়া যাইবে, আর তাহারা অশূরে অশুচি দ্রব্য ভোজন ৪ করিবে। তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে দ্রাক্ষারস নিবেদন করিবে না, এবং তাহাদের বলিদান সকল তাঁহার তুষ্টিজনক হইবে না; তাহাদের পক্ষে সে সকল শোককারীদের খাদ্যের সমান হইবে; যাহারা তাহা ভোজন করিবে, তাহারা সকলে অশুচি হইবে; বস্তুতঃ তাহাদের খাদ্য তাহাদেরই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য হইবে, তাহা সদাপ্রভুর গৃহে উপস্থিত ৫ হইবে না। পর্ব্বদিনে ও সদাপ্রভুর ৬ উৎসব-দিনে তোমরা কি করিবে? কারণ দেখ, তাহারা ধ্বংসস্থান হইতে পলায়ন করিল, [তথাপি] মিসর তাহাদিগকে একত্র করিবে, মোফ তাহাদিগকে কবর দিবে, তাহাদের রৌপ্যময় মনোহর দ্রব্য সকল বিছুটিবৃক্ষের অধিকার হইবে, তাহাদের তাম্বু সকলে কণ্টকবৃক্ষ জন্মিবে। ৭ প্রতিফল-দানের সময় উপস্থিত, দণ্ডের সময় উপস্থিত, ইহা ইস্রায়েল জ্ঞাত হইবে; ভাববাদী অজ্ঞান, আত্মাবিষ্ট লোক উন্মত্ত; ইহার কারণ তোমার অপরাধের বাহুল্য ও বিদ্বেষের আধিক্য। ৮ ইফ্রয়িম আমার ঈশ্বরের সহিত প্রহরী [ছিল]; * ভাববাদীর সকল পথে রহিয়াছে ব্যাধের ফাঁদ, তাহার ঈশ্বরের ৯ গৃহে বিদ্বেষ। তাহারা গিবিয়ার সময়ের ন্যায় অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে; তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন, তাহাদের পাপ সকলের প্রতিফল দিবেন। ১০ আমি প্রান্তরে দ্রাক্ষাফলের ন্যায় ইস্রায়েলকে পাইয়াছিলাম; আমি ডুমুরবৃক্ষের

* (বা) আমার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রহরী-কর্ম্ম করে।

অগ্রিম আশুপক্ব ফলের ন্যায় তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা বালপিয়োরের কাছে গিয়া সেই লজ্জাস্পদের উদ্দেশে আপনাদিগকে পৃথক্ করিল, এবং আপনাদের সেই
১১ জারের ন্যায় জঘন্য হইয়া পড়িল। ইফ্রয়িমের গৌরব পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যাইবে; না প্রসব, না গর্ব্ভ, না গর্ব্ভধারণ হইবে।
১২ যদ্যপি তাহারা সন্তানসন্ততি পালন করে, তথাপি আমি তাহাদিগকে এমন নিঃসন্তান করিব যে, এক জন মানুষও থাকিবে না; আবার ধিক্ তাহাদিগকে, যখন আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি।
১৩ সোরকে আমি যেমন দেখিয়াছি, ইফ্রয়িমও সেই প্রকার রম্য স্থানে রোপিত; কিন্তু ইফ্রয়িম আপন সন্তানগণকে বাহিরে
১৪ ঘাতকের নিকটে লইয়া যাইবে। হে সদাপ্রভু, তাহাদিগকে দেও; তুমি কি দিবে? তাহাদিগকে গর্ব্ভস্রাবী জঠর
১৫ ও শুষ্ক স্তন দেও। গিল্‌গলে তাহাদের সমস্ত দুষ্টামি [দেখা যায়], বস্তুতঃ সেখানে তাহাদের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছিল; আমি তাহাদের কর্ম্মকাণ্ডের দুষ্টতা প্রযুক্ত আমার গৃহ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব, আর ভালবাসিব না, তাহাদের অধ্যক্ষগণ
১৬ সকলে বিদ্রোহী। ইফ্রয়িম আহত, তাহাদের মূল শুষ্কীভূত, তাহারা আর ফলিবে না; যদ্যপি তাহারা সন্তানের জন্ম দেয়, তথাপি আমি তাহাদের প্রিয়
১৭ গর্ব্ভফল মারিয়া ফেলিব। আমার ঈশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবেন, কেননা তাহারা তাঁহার বাক্য মানে নাই; আর তাহারা জাতিগণের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে।

১০ ইস্রায়েল দীর্ঘপল্লবা দ্রাক্ষালতাস্বরূপ, তাহার ফল ধরে; সে আপন ফলের আধিক্য অনুসারে অধিক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছে, আপন দেশের উৎকর্ষ অনুসারে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে।
২ তাহাদের অন্তঃকরণ বিভক্ত: এখন তাহারা দোষী প্রতিপন্ন হইবে। তিনিই তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল ভগ্ন করিবেন, তাহাদের স্তম্ভ সকলই নষ্ট করিবেন।
৩ অবশ্য এখন তাহারা বলিবে, আমাদের রাজা নাই, কারণ আমরা সদাপ্রভুকে ভয় করি না, তবে রাজা আমাদের জন্য
৪ কি করিতে পারে? তাহারা [অলীক] কথা বলে, নিয়ম করিবার সময় মিথ্যা শপথ করে; তাই বিচার ক্ষেত্রের আলিস্থ বিষবৃক্ষের ন্যায় অঙ্কুরিত হয়।
৫ শমরিয়া-নিবাসিগণ বৈৎ-আবনের বৎসপ্রতিমার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইবে; কারণ তাহার প্রজাগণ তাহার নিমিত্ত শোকার্ত্ত হইবে, এবং তাহার যে পুরোহিতেরা তাহার জন্য আনন্দ করিত, তাহারাও তাহার জন্য, তাহার গৌরবের নিমিত্ত শোকার্ত্ত হইবে, কারণ গৌরব তাহাকে
৬ ছাড়িয়া নির্ব্বাসিত হইবে। সেও বিবাদরাজের উপঢৌকন দ্রব্য বলিয়া অশূরে নীত হইবে; ইফ্রয়িম লজ্জা পাইবে, ইস্রায়েল আপন মন্ত্রণায় লজ্জিত হইবে।
৭ শমরিয়ার রাজা উচ্ছিন্ন হইল, সে জলো-
৮ পরিস্থ ফেনের সদৃশ হইল। ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ আবনের উচ্চস্থলী সকলও বিনষ্ট হইবে, তাহাদের যজ্ঞবেদি-সমূহের উপরে কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে; এবং তাহারা পর্ব্বতগণকে বলিবে, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ; ও উপপর্ব্বতগণকে বলিবে, আমাদের উপরে পড়।

৯ হে ইস্রায়েল, গিবিয়ার সময় অবধি তুমি পাপ করিয়া আসিতেছ ; [তোমার] লোকেরা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; অন্যায়ী বংশের প্রতিকূলে কৃত যুদ্ধ কি গিবিয়াতে তাহাদিগকে ধরিবে না? ১০ আমি যখন ইচ্ছা, তাহাদিগকে শাস্তি দিব ; আর তাহারা যখন তাহাদের দুইটী অপরাধরূপ যোঁয়ালিতে বদ্ধ রহিয়াছে, তখন তাহাদের বিপক্ষে জাতিগণ সংগৃহীত ১১ হইবে। আর ইফ্রয়িম এমন শিক্ষিতা গাভীস্বরূপ, যে [শস্য] মর্দ্দন করিতে ভালবাসে, কিন্তু আমি তাহার সুন্দর গ্রীবায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি, আমি ইফ্রয়িমের উপরে এক আরোহীকে বসাইব ; যিহূদা হাল টানিবে, যাকোব তাহার ১২ ঢেলা ভাঙ্গিবে। তোমরা আপনাদের জন্য ধার্ম্মিকতার বীজ বপন কর, দয়ানুযায়ী শস্য কাট, আপনাদের জন্য পতিত ভূমি তোল ; কেননা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিবার সময় আছে, যে পর্য্যন্ত তিনি আসিয়া তোমাদের উপরে ধার্ম্মিকতা না ১৩ বর্ষান। তোমরা দুষ্টতারূপ চাষ করিয়াছ, অধর্ম্মরূপ শস্য কাটিয়াছ, মিথ্যার ফল ভোজন করিয়াছ ; কারণ তুমি আপনার পথে, আপনার বীরসমূহে বিশ্বাস করি-১৪ য়াছ। এই নিমিত্ত তোমার লোকবৃন্দের বিরুদ্ধে কোলাহল উঠিবে ; তোমার দৃঢ় দুর্গ সকলের সর্ব্বনাশ হইবে ; যেমন যুদ্ধের দিনে শল্‌মন বৈৎ-অর্ব্বেলের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল ; মাতাকে ও বালকগণকে আছাড় মারিয়া খণ্ড খণ্ড করা ১৫ হইয়াছিল। তোমাদের মহাদুষ্টতা প্রযুক্ত বৈথেল তোমাদের প্রতি ইহা ঘটাইবে ; অরুণোদয় কালে ইস্রায়েলের রাজা উচ্ছিন্ন হইবে।

ইস্রায়েলের পাপ সত্ত্বেও তাহার প্রতি ঈশ্বরের স্নেহ।

১১ ইস্রায়েলের বাল্যকালে আমি তাহাকে ভালবাসিতাম, এবং মিসর হইতে আপন ২ পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম। তাহারা লোকদিগকে ডাকিলে লোকেরা দৃষ্টিপথ হইতে দূরে গেল, বাল দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিল, এবং প্রতিমাগণের উদ্দেশে ৩ ধূপ জ্বালাইল। আমিই ত ইফ্রয়িমকে হাঁটিতে শিখাইয়াছিলাম, আমি তাহাদিগকে কোলে করিতাম ; কিন্তু আমি যে তাহাদিগকে সুস্থ করিলাম, ইহা ৪ তাহারা বুঝিল না। আমি মনুষ্যের বন্ধনী দ্বারা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতাম, প্রেমরজ্জু দ্বারাই করিতাম, আর আমি তাহাদের পক্ষে সেই লোকদের ন্যায় ছিলাম, যাহারা হনূ হইতে যোঁয়ালি উঠাইয়া লয়, এবং আমি তাহাদিগকে ৫ ভক্ষ্য দিতাম। সে মিসর দেশে ফিরিয়া যাইবে না, কিন্তু অশূরই তাহার রাজা হইবে, কেননা তাহারা ফিরিয়া আসিতে ৬ অসম্মত হইল। আর তাহাদের নগর সকলের উপরে খড়্গ পতিত হইবে, তাহাদের অর্গল সকলকে সংহার করিবে, [লোকদিগকে] গ্রাস করিবে, ইহার ৭ কারণ তাহাদের নিজ মন্ত্রণাসমূহ। আমার প্রজাগণ আমা হইতে বিপথগমনের দিকে ঝুঁকে ; ঊর্দ্ধদিকে আহূত হইলে তাহারা কেহ উঠিতে স্বীকার করে না।* ৮ হে ইফ্রয়িম, আমি কিরূপে তোমাকে ত্যাগ করিব? হে ইস্রায়েল, কিরূপে তোমাকে পরহস্তে সমর্পণ করিব? কিরূপে তোমাকে অদ্‌মার তুল্য করিব?

* (বা) যিনি ঊর্দ্ধস্থ, তাঁহার কাছে আহূত হইলেও কেহই তাঁহার মহিমা স্বীকার করে না।

কিরূপে তোমাকে সবোয়িমের ন্যায় রাখিব? আমার মধ্যে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতেছে, আমার করুণাসমষ্টি একসঙ্গে ৯ প্রজ্বলিত হইতেছে। আমি আপন প্রচণ্ড ক্রোধ সফল করিব না, ইফ্রয়িমের সর্ব্বনাশ করিতে ফিরিব না, কেননা আমি ঈশ্বর, মনুষ্য নহি; আমি তোমার মধ্যবর্ত্তী পবিত্রতম, কোপে উপস্থিত ১০ হইব না। তাহারা সদাপ্রভুর অনুগমন করিবে; তিনি সিংহের ন্যায় ডাকিবেন; হাঁ, তিনি ডাকিবেন, আর পশ্চিমদিক হইতে সন্তানগণ কাঁপিতে কাঁপিতে ১১ আসিবে। তাহারা মিসর হইতে চটকপক্ষীর ন্যায়, অশূর দেশ হইতে কপোতের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে আসিবে; আর আমি তাহাদের বাটীতে তাহাদিগকে বাস করাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

১২ ইফ্রয়িম মিথ্যাকথায় ও ইস্রায়েলকুল ছলনায় আমাকে বেষ্টন করে; এবং যিহূদা এখনও ঈশ্বরের কাছে, বিশ্বস্ত পবিত্রতমের কাছে, চঞ্চল*। ইফ্রয়িম বায়ু ভক্ষণ করে ও পূর্ব্বীয় বায়ুর পশ্চাতে দৌড়িয়া যায়; সে সমস্ত দিন মিথ্যাকথা ও উপদ্রব বৃদ্ধি করে, তাহারা অশূরের সহিত নিয়ম স্থির করে, এবং ২ মিসরে তৈল নীত হয়। আর যিহূদার সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ আছে, তিনি যাকোবকে তাহার পথানুসারে দণ্ড দিবেন, তাহার কার্য্যানুযায়ী প্রতিফল দিবেন।

৩ জরায়ুর মধ্যে সে আপন ভ্রাতার পাদমূল ধরিয়াছিল,
আর বয়স কালে ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

* (বা) কিন্তু যিহূদা এখনও ঈশ্বরের সহিত কর্তৃত্ব করে, এবং পবিত্রতমের কাছে বিশ্বস্ত।

৪ হাঁ, সে দূতের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়াছিল;
সে তাঁহার নিকটে রোদন ও বিনতি করিয়াছিল;
সে বৈথেলে তাঁহাকে পাইয়াছিল,
তিনি সেখানে আমাদের সহিত আলাপ করিলেন।
৫ সদাপ্রভু বাহিনীগণের ঈশ্বর;
সদাপ্রভু তাঁহার স্মরণীয় [নাম]।

৬ অতএব তুমি আপন ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া আইস; দয়া ও ন্যায়বিচার রক্ষা কর; নিত্য আপন ঈশ্বরের অপেক্ষায় থাক।

৭ সে ব্যবসায়ী, তাহার হস্তে ছলনার ৮ নিক্তি, সে ঠকাইতে ভালবাসে। আর ইফ্রয়িম বলিয়াছে, আমি ত ঐশ্বর্য্যবান্ হইলাম, আপনার নিমিত্ত সংস্থান করিলাম; আমার সমস্ত শ্রমে এমন কোন অপরাধ পাওয়া যাইবে না, যাহাতে পাপ ৯ হয়। কিন্তু আমিই মিসর দেশ অবধি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমি পর্ব্বদিনের ন্যায় তোমাকে পুনর্ব্বার তাম্বুতে ১০ বাস করাইব। আর আমি ভাববাদিগণের কাছে কথা বলিয়াছি, আমি দর্শনের বৃদ্ধি করিয়াছি, ও ভাববাদিগণ দ্বারা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়াছি। ১১ গিলিয়দ কি অধর্ম্মময়? তাহারা অলীকমাত্র; গিল্‌গলে তাহারা বৃষ বলিদান করে; আবার তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল ক্ষেত্রের আলিতে স্থিত পাথরের ঢিবীর ১২ ন্যায়। আর যাকোব অরাম দেশে পলাইয়া গিয়াছিল; ইস্রায়েল স্ত্রীর জন্য দাসের কর্ম্ম, ও স্ত্রীর জন্য পশু- ১৩ পালকের কার্য্য করিয়াছিল। সদাপ্রভু এক জন ভাববাদী দ্বারা ইস্রায়েলকে মিসর হইতে আনিয়াছিলেন; আর এক জন

ভাববাদী দ্বারা সে পালিত হইয়াছিল।
১৪ ইফ্রয়িম [তাঁহাকে] অতিশয় অসন্তুষ্ট করিয়াছে ; এই জন্য তাহার রক্ত তাহারই উপরে থাকিবে, আর তাহার প্রভু তাহার টিটকারি তাহার প্রতি ফিরাইয়া দিবেন।

ইস্রায়েলের পাপ ও পরামনন।

১৩ ইফ্রয়িম কথা কহিলে লোকের ত্রাস জন্মিত, ইস্রায়েলে সে উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু বালের বিষয়ে দোষী হওয়াতে সে ২ মরিল। আর এখন তাহারা উত্তরোত্তর আরও পাপ করিতেছে, তাহারা আপনাদের নিমিত্ত আপনাদের রৌপ্য দ্বারা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা, ও আপনাদের নিজ বুদ্ধির মত পুত্তলি নির্ম্মাণ করিয়াছে; সেই সমস্তই শিল্পকারদের কর্ম্মমাত্র; তাহাদেরই বিষয়ে উহারা বলে, যে সকল লোক যজ্ঞ করে, তাহারা গোবৎসদিগকে ৩ চুম্বন করুক। এই নিমিত্ত তাহারা প্রাতঃকালের মেঘের ন্যায়, প্রত্যূষে অন্তর্হিত শিশিরের ন্যায়, ঘূর্ণ্যবায়ু দ্বারা খামার হইতে চালিত ভুসির ন্যায়, ও বাতায়ন হইতে নির্গত ধূমের ন্যায় হইবে।
৪ তথাপি আমিই মিসর দেশ অবধি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমা ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বরকে তুমি জানিবে না, এবং আমা ভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই।
৫ আমিই প্রান্তরে, মহাতৃষ্ণার দেশে, ৬ তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম। চরাণী পাইলে তাহারা তৃপ্ত হইল, তৃপ্ত হইয়া গর্ব্বিতচিত্ত হইল, এই নিমিত্ত তাহারা আমাকে ৭ ভুলিয়া গিয়াছে। এই জন্য আমি তাহাদের পক্ষে সিংহের ন্যায় হইলাম; চিতাব্যাঘ্রের ন্যায় আমি পথের পার্শ্বে অপেক্ষায় ৮ থাকিব। আমি হৃতবৎসা ভল্লূকীর ন্যায় তাহাদের সম্মুখীন হইব, তাহাদের হৃৎপদ্ম বিদীর্ণ করিব, সেই স্থানে সিংহীর ন্যায় তাহাদিগকে গ্রাস করিব; বনপশু ৯ তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিবে। হে ইস্রায়েল, এ তোমার সর্ব্বনাশ যে, তুমি আমার বিপক্ষ, নিজ সহায়ের বিপক্ষ।
১০ বল দেখি, তোমার রাজা কোথায়, যে তোমার সকল নগরে তোমাকে ত্রাণ করিবে? তোমার বিচারকর্ত্তৃগণই বা কোথায়? তুমি ত বলিতে, আমাকে ১১ রাজা ও অধ্যক্ষগণ দেও। আমি ক্রোধ করিয়া তোমাকে রাজা দিয়াছি, আর কোপ করিয়া তাহাকে হরণ করিয়াছি।
১২ ইফ্রয়িমের অপরাধ [বোচ্কাতে] বদ্ধ, ১৩ তাহার পাপ সঞ্চিত আছে। প্রসবকারিণী স্ত্রীর ন্যায় যন্ত্রণা তাহাকে ধরিবে; সে অবোধ সন্তান, উপযুক্ত সময়ে অপত্য-১৪ দ্বারে উপস্থিত হয় না। পাতালের হস্ত হইতে আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিব, মৃত্যু হইতে আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিব। হে মৃত্যু, তোমার মহামারী সকল কোথায়? হে পাতাল, তোমার সংহার কোথায়? অনুশোচনা আমার ১৫ দৃষ্টি হইতে গুপ্ত থাকিবে। যদ্যপি ইফ্রয়িম ভ্রাতৃগণের মধ্যে ফলবান্ হয়, তথাপি এক পূর্ব্বীয় বায়ু আসিবে, সদাপ্রভুর শ্বাস প্রান্তর হইতে উঠিয়া আসিবে; তাহাতে তাহার উনুই শুষ্ক হইবে, ও তাহার উৎস শুকাইয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি তাহার সমস্ত মনোরম্য পাত্রের ১৬ ভাণ্ডার লুটিবে। শমরিয়া দণ্ড পাইবে, কারণ সে আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে, তাহারা খড়্গে পতিত হইবে, তাহাদের শিশুগণকে আছাড়িয়া খণ্ড খণ্ড

করা যাইবে, তাহাদের গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা যাইবে।

১৪ হে ইস্রায়েল, তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস ; কেননা তুমি নিজ অপরাধে উছোট খাইয়াছ। ২ তোমরা বাক্য সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস ; তাঁহাকে বল, সমুদয় অপরাধ হরণ কর ; যাহা উত্তম, তাহা গ্রহণ কর ; তাহাতে আমরা আপন আপন ওষ্ঠাধর বৃষরূপে দিয়া বলিদান ৩ করিব। অশূর আমাদের পরিত্রাণ করিবে না, আমরা অশ্বে আরোহণ করিব না, এবং আপনাদের হস্তকৃত বস্তুকে আর কখনও বলিব না, 'আমাদের ঈশ্বর।' কেননা তোমারই নিকটে পিতৃহীন লোকেরা করুণা পায়।

৪ আমি তাহাদের বিপথগমনের প্রতীকার করিব, আমি স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে প্রেম করিব ; কেননা আমার ক্রোধ তাহা হইতে ৫ ফিরিয়া গিয়াছে। আমি ইস্রায়েলের পক্ষে শিশিরের ন্যায় হইব ; সে শোশন পুষ্পের ন্যায় ফুটিবে, আর লিবানোনের ৬ ন্যায় মূল বাঁধিবে। তাহার পল্লব সকল বিস্তারিত হইবে, জিত বৃক্ষের ন্যায় তাহার শোভা এবং লিবানোনের ন্যায় তাহার ৭ সৌরভ হইবে। যাহারা তাহার ছায়াতলে বাস করে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে, শস্যবৎ সঞ্জীবিত হইবে, দ্রাক্ষালতার ন্যায় ফুটিবে, লিবানোনীয় দ্রাক্ষারসের ন্যায় ৮ তাহার সুখ্যাতি হইবে। ইফ্রয়িম [বলিবে], আমাতে ও প্রতিমাগণে আর কি সম্পর্ক? আমি উত্তর দিয়াছি, আর তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিব ; আমি সতেজ দেবদারুর ন্যায় ; আমা হইতেই তোমার ফলপ্রাপ্তি।

৯ জ্ঞানবান্ কে? সে এই সকল বুঝিবে ;
বুদ্ধিমান্ কে? সে এই সকল জ্ঞাত হইবে ;
কেননা সদাপ্রভুর পথ সকল সরল,
এবং ধার্ম্মিকগণ সেই সকল পথে চলে,
কিন্তু অধর্ম্মাচারিগণ সেই সব পথে উছোট খায়।

যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক

ঈশ্বরের প্রেরণীয় শাস্তি-বিষয়ক ভাববাণী।

১ পথূয়েলের পুত্র যোয়েলের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল।

২ হে প্রাচীনগণ, এই কথা শুন ; আর হে দেশনিবাসী সকলে, কর্ণপাত কর। তোমাদের সময়ে এমন ঘটনা কি হইয়াছে? কিম্বা তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময়ে কি এমন হইয়াছে? ৩ তোমরা আপন আপন সন্তানগণকে ইহার বৃত্তান্ত বল, এবং তাহারা আপন আপন সন্তানগণকে বলুক, আবার সেই সন্তানেরা ৪ ভাবী পুরুষপরম্পরাকে বলুক। শূককীটে যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা পঙ্গপালে খাইয়াছে ; পঙ্গপালে যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা পতঙ্গে খাইয়াছে ; পতঙ্গে

যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা ঘুর্ঘুরিয়াতে ৫ খাইয়াছে। হে মত্তগণ, জাগিয়া উঠ ও রোদন কর; হে মদ্যপায়ী সকলে, মিষ্ট দ্রাক্ষারসের জন্য হাহাকার কর; কেননা তাহা তোমাদের মুখ হইতে অপহৃত ৬ হইয়াছে। কারণ আমার দেশের বিরুদ্ধে এক জাতি উঠিয়া আসিয়াছে, সে বলবান ও অসংখ্য; তাহার দন্তরাজি সিংহ-দন্তের ন্যায়, তাহার কশের দন্ত সিংহীর কশের ৭ দন্তের ন্যায়। সে আমার দ্রাক্ষালতা ধ্বংস করিয়াছে, আমার ডুমুরবৃক্ষ ত্বক্‌-শূন্য করিয়াছে; সে ছাল খুলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ফেলিয়া দিয়াছে; তাহার শাখা সকল শুক্ল হইয়া পড়িয়াছে। ৮ তুমি এমন কন্যার ন্যায় বিলাপ কর, যে যৌবনকালীন কান্তের শোকে চটপরি- ৯ হিতা। সদাপ্রভুর গৃহ হইতে ভক্ষ্য-নৈবেদ্য ও পেয়-নৈবেদ্য অপহৃত হইয়াছে, সদাপ্রভুর পরিচারক যাজকগণ শোক ১০ করিতেছে। ক্ষেত্র বিনষ্ট, ভূমি শোকান্বিত, কেননা শস্য বিনষ্ট হইয়াছে, নূতন দ্রাক্ষারস শুষ্ক এবং তৈল লুপ্ত হইয়াছে। ১১ লজ্জিত হও, কৃষকগণ, হাহাকার কর, দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পালকগণ, গোধূম ও যবের নিমিত্ত; কেননা ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট ১২ হইয়াছে। দ্রাক্ষালতা শুষ্ক ও ডুমুরবৃক্ষ ম্লান হইয়াছে; দাড়িম্ব, খর্জ্জুর, নাগরঙ্গ ও ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ শুষ্ক হইয়াছে, বস্তুতঃ মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে আমোদ ১৩ শুকাইয়া গিয়াছে। হে যাজকগণ, তোমরা বদ্ধকটি হইয়া বিলাপ কর; হে যজ্ঞবেদির পরিচারকগণ, হাহাকার কর; হে আমার ঈশ্বরের পরিচারকগণ, আইস, চট পরিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন কর; কেননা তোমাদের ঈশ্বরের গৃহে ভক্ষ্য-নৈবেদ্য ও পেয়-নৈবেদ্যের অভাব হই- ১৪ য়াছে। তোমরা পবিত্র উপবাস নিরূপণ কর, পর্ব্বদিন ঘোষণা কর, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে প্রাচীনবর্গ ও দেশনিবাসী সকল লোককে একত্র কর, এবং সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন কর। ১৫ হায় হায়, কেমন দিন! সদাপ্রভুর দিন ত সন্নিকট; উহা সর্ব্বশক্তিমানের নিকট হইতে প্রলয়ের ন্যায় আসিতেছে। ১৬ আমাদের দৃষ্টি হইতে খাদ্য ও আমাদের ঈশ্বরের গৃহ হইতে আনন্দ ও উল্লাস ১৭ কি উচ্ছিন্ন হয় নাই? বীজ সকল আপন আপন ঢেলার নীচে পচিয়া যাইতেছে; গোলা সকল ধ্বংসিত, শস্যাগার সকল উৎপাটিত; কারণ শস্য ১৮ ম্লান হইয়াছে। পশুগণ কেমন কোঁকাইতেছে! বৃষপাল ব্যাকুল হইতেছে, কেননা তাহাদের চরাণীস্থান নাই; মেষপালও ১৯ দণ্ডভোগ করিতেছে। হে সদাপ্রভু, আমি তোমাকেই ডাকিতেছি, কেননা অগ্নি প্রান্তরের চরাণী সকল গ্রাস করিয়াছে, তাহার শিখা ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ ২০ দগ্ধ করিয়াছে। মাঠের পশুগণও তোমার কাছে আকাঙ্ক্ষা করে; কেননা জলপ্রণালী সকল শুষ্ক হইয়াছে, ও অগ্নি প্রান্তরস্থ চরাণী সকল গ্রাস করিয়াছে।

২ তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, আমার পবিত্র পর্ব্বতে সিংহনাদ কর, দেশনিবাসী সকলেই কম্পিত হউক; কেননা সদাপ্রভুর দিন আসিতেছে, হাঁ, সেই দিন ২ সন্নিকট। সে তিমির ও অন্ধকারের দিন, মেঘের ও ঘোর অন্ধকারের দিন, পর্ব্বতগণের উপরে অরুণের ন্যায় তাহা ব্যাপ্ত হইতেছে। বলবতী এক মহাজাতি; তাহার তুল্য জাতি যুগের আরম্ভ

অবধি হয় নাই, এবং তাহার পরে পুরুষানুক্রমের বৎসর-পর্য্যায়েও হইবে ৩ না। তাহাদের অগ্রে অগ্নি গ্রাস করে, পশ্চাতে বহ্নি-শিখা জ্বলে; তাহাদের অগ্রে দেশ যেন এদনের উদ্যান, তাহাদের পশ্চাতে ধ্বংসিত প্রান্তর, তাহা ৪ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত কিছুই নাই। তাহাদের আকার অশ্বগণের আকৃতির ন্যায়, এবং তাহারা অশ্বারোহীদের ন্যায় ধাব- ৫ মান হয়। তাহাদের লম্ফের শব্দ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে রথসমূহের শব্দের ন্যায়, নাড়া দগ্ধকারী অগ্নিশিখার শব্দের ন্যায়; তাহারা যুদ্ধার্থে শ্রেণীবদ্ধ বলবতী জাতির ৬ তুল্য। তাহাদের সম্মুখে জাতিগণ যন্ত্রণাগ্রস্ত, সকলেরই মুখ কালিমাযুক্ত হয়। ৭ তাহারা বীরগণের ন্যায় দৌড়ে, যোদ্ধাদের ন্যায় প্রাচীরে উঠে, প্রত্যেক জন আপন আপন পথে অগ্রসর হয়, আপনাদের মার্গ ৮ জটিল করে না। তাহারা এক জন অন্যের উপরে চাপাচাপি করে না; সকলেই আপন আপন মার্গে অগ্রসর হয়, এবং শূলাগ্রের উপরে পড়িলেও ভগ্নপঙ্ক্তি ৯ হয় না। তাহারা নগরের উপর লম্ফ দেয়, প্রাচীরের উপরে দৌড়ে, গৃহমধ্যে উঠে, চোরের ন্যায় গবাক্ষ দিয়া প্রবেশ ১০ করে। তাহাদের সম্মুখে পৃথিবী কাঁপে, আকাশমণ্ডল কম্পমান হয়, চন্দ্র ও সূর্য্য অন্ধকারময় হয়, নক্ষত্রগণ আপন আপন ১১ তেজ গুটাইয়া লয়। সদাপ্রভু নিজ সৈন্যসামন্তের অগ্রে আপন রব শুনাইতেছেন; কেননা তাঁহার শিবির অতি মহৎ; কেননা তাঁহার বাক্যসাধক বলবান, কেননা সদাপ্রভুর দিন মহৎ ও অতি ভয়ানক; আর কে তাহা সহ্য করিতে পারে? ১২ কিন্তু, সদাপ্রভু বলেন, এখনও তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত, এবং উপবাস, রোদন ও বিলাপ সহকারে আমার কাছে ১৩ ফিরিয়া আইস। আর আপন আপন বস্ত্র না ছিঁড়িয়া অন্তঃকরণ চির, এবং আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস; কেননা তিনি কৃপাময় ও স্নেহশীল ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনা করেন। ১৪ কে জানে যে, তিনি ফিরিয়া অনুশোচনা করিবেন না, এবং আপনার পশ্চাতে আশীর্ব্বাদ, অর্থাৎ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভক্ষ্য-নৈবেদ্য ও পেয়-নৈবেদ্য, রাখিয়া যাইবেন না?

১৫ তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, পবিত্র উপবাস নিরূপণ কর, পর্ব্বদিন ঘোষণা ১৬ কর; প্রজা লোকদিগকে একত্র কর, পবিত্র সমাজ নিরূপণ কর, প্রাচীনগণকে আহ্বান কর, বালকবালিকাদিগকে ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে একত্র কর; বর আপন বাসরগৃহ হইতে, কন্যা আপন ১৭ অন্তঃপুর হইতে নির্গত হউক। বারাণ্ডার ও বেদির মধ্যস্থানে সদাপ্রভুর পরিচারক যাজকগণ রোদন করুক, তাহারা বলুক,

হে সদাপ্রভু, আপন প্রজাগণের প্রতি
মমতা কর,
আপন অধিকারকে টিটকারির বিষয়
করিও না;
তাহাদের বিষয়ে জাতিগণকে গল্প
করিতে দিও না,
লোকবৃন্দের মধ্যে কেন বলা হইবে
যে, 'উহাদের ঈশ্বর কোথায়?'

ঈশ্বরের দয়া, তাঁহার সেবকদের মঙ্গল, এবং শত্রুদের বিনাশ।

১৮ তখন সদাপ্রভু আপন দেশের জন্য উদ্যোগী হইলেন, ও আপন প্রজাদের

১৯ প্রতি দয়া করিলেন। আর সদাপ্রভু উত্তর দিলেন, আপন প্রজাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদের নিকটে শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈল প্রেরণ করিতেছি, তোমরা তাহাতে তৃপ্ত হইবে; এবং আমি জাতিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আর
২০ টিটকারির পাত্র করিব না। বরং আমি তোমাদের নিকট হইতে উত্তর দেশীয় [সৈন্য] দূর করিব, এবং তাহাকে শুষ্ক ও ধ্বংসিত দেশে তাড়াইয়া দিব, পূর্ব্ব সমুদ্রের দিকে তাহার অগ্রভাগ, ও পশ্চিম সমুদ্রের দিকে তাহার পশ্চাদ্ভাগ ফেলিয়া দিব; আর তাহার দুর্গন্ধ উঠিবে ও পূতিগন্ধ উঠিবে, কারণ সে মহৎ মহৎ
২১ কর্ম্ম করিয়াছে। হে দেশ, ভয় করিও না, উল্লাসিত হও, আনন্দ কর, কেননা সদাপ্রভু মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন।
২২ হে ক্ষেত্রের পশুগণ, ভয় করিও না, কেননা প্রান্তরস্থ চরাণীস্থান তৃণভূষিত হইতেছে, বৃক্ষ ফলবান্ হইতেছে, ডুমুরবৃক্ষ ও দ্রাক্ষালতা আপন আপন বল
২৩ প্রদান করিতেছে। আর হে সিয়োন-সন্তানগণ, তোমরা উল্লাসিত হও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আনন্দ কর, কেননা তিনি তোমাদিগকে যথাপরিমাণে* অগ্রিম বৃষ্টি দিলেন, এবং প্রথমতঃ তোমাদের নিমিত্ত অগ্রিম ও উত্তর বর্ষার
২৪ জল বর্ষাইলেন। এইরূপে খামার সকল শস্যে পরিপূর্ণ হইবে, দ্রাক্ষারস্ ও তৈলে
২৫ কুণ্ড সকল উথলিয়া উঠিবে। আর পঙ্গপাল, পতঙ্গ, ঘুর্ঘুরিয়া ও শূককীট— আমি যে নিজ মহাসৈন্য তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছি, তাহারা—যে যে বৎসরের শস্যাদি খাইয়াছে, আমি তাহা পরিশোধ
২৬ করিয়া তোমাদিগকে দিব। তোমরা প্রচুর খাদ্য ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করিবে, যিনি তোমাদের প্রতি আশ্চর্য্য ব্যবহার করিয়াছেন; আর আমার প্রজাগণ কদাচ লজ্জিত হইবে
২৭ না। তাহাতে তোমরা জানিবে, আমি ইস্রায়েলের মধ্যবর্ত্তী, এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, অন্য কেহ নাই, এবং আমার প্রজারা কদাচ লজ্জিত হইবে না।

২৮ আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে,
আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আমার আত্মা
সেচন করিব,
তাহাতে তোমাদের পুত্রকন্যাগণ ভাব-
বাণী বলিবে
তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে;
২৯ আর তৎকালে আমি দাসদাসীদিগেরও
উপরে আমার আত্মা সেচন করিব।
৩০ আর আমি আকাশে ও পৃথিবীতে
অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইব,—
রক্ত, অগ্নি ও ধূমস্তম্ভ দেখাইব।
৩১ সদাপ্রভুর ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের
আগমনের পূর্ব্বে
সূর্য্য অন্ধকার ও চন্দ্র রক্ত হইয়া
যাইবে।
৩২ আর যে কেহ সদাপ্রভুর নামে ডাকিবে,
সেই রক্ষা পাইবে;
কারণ সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সিয়োন
পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে রক্ষাপ্রাপ্ত
দল থাকিবে,
এবং পলাতক সকলের মধ্যে এমন
লোক থাকিবে, যাহাদিগকে সদা-
প্রভু ডাকিবেন।

* (বা) [নিজ] ধর্ম্মশীলতা অনুসারে।

৩ কারণ দেখ, সেই কালে ও সেই সময়ে যখন আমি যিহূদা ও যিরূশালেমের ২ বন্দিদশা ফিরাইব, তখন সমস্ত জাতিকে সংগ্রহ করিয়া যিহোশাফট * তলভূমিতে নামাইব, এবং সেখানে আমার প্রজা ও আমার অধিকার ইস্রায়েলের জন্য তাহাদের সহিত বিচার করিব, কেননা তাহারা তাহাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, ও আমার দেশ বিভাগ করিয়া ৩ লইয়াছে। আর তাহারা আমার প্রজাদের জন্য গুলিবাঁট করিয়াছে, এবং বেশ্যার বিনিময়ে বালক দিয়াছে, ও পান করিবার জন্য দ্রাক্ষারসের বিনিময়ে বালিকা বিক্রয় করিয়াছে।

৪ আবার হে সোর, হে সীদোন, হে পলেষ্টীয়দের সমস্ত অঞ্চল, আমার কাছে তোমরা কি? তোমরা কি প্রতিফল বলিয়া আমার অপকার করিবে? আমার অপকার করিলে আমি অবিলম্বে ও অতি শীঘ্র সেই অপকারের ফল তোমাদেরই ৫ মস্তকে বর্ত্তাইব। কেননা তোমরা আমার রৌপ্য ও আমার স্বর্ণ হরণ করিয়াছ, এবং আমার উৎকৃষ্ট রত্ন সকল আপন ৬ আপন মন্দিরে লইয়া গিয়াছ; আর যিহূদা-সন্তানগণকে ও যিরূশালেম-সন্তানগণকে তাহাদের সীমা হইতে দূর করণার্থে যবন-সন্তানদের কাছে বিক্রয় করিয়াছ। ৭ দেখ, তোমরা যে স্থানে পাঠাইবার জন্য তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছ, তথা হইতে আমি তাহাদিগকে জাগাইয়া উঠাইয়া আনিব, এবং তোমাদের অপকারের ফল ৮ তোমাদেরই মস্তকে বর্ত্তাইব। আর তোমাদের পুত্রকন্যাগণকেও যিহূদার সন্তানদের হস্তে বিক্রয় করিব, তাহারা তাহাদিগকে দূরস্থ শিবায়ীয় জাতির কাছে বিক্রয় করিবে, কেননা ইহা সদাপ্রভু বলিয়াছেন।

৯ তোমরা জাতিগণের মধ্যে এই ক প্রচার কর, যুদ্ধ নিরূপণ কর, বীরগণকে জাগাইয়া তুল, যোদ্ধা সকল নিকটবর্ত্তী ১০ হউক, উঠিয়া আইসুক। তোমরা আপন আপন লাঙ্গলের ফাল ভাঙ্গিয়া খড়্গ গড়, আপন আপন কাস্ত্যা ভাঙ্গিয়া বড়শা প্রস্তুত কর; দুর্ব্বল বলুক, আমি বীর। ১১ হে চারিদিকের জাতিগণ, তোমরা সকলে ত্বরা কর, আইস, একত্র হও; হে সদাপ্রভু, তুমিও সেখানে আপন বীরগণকে ১২ নামাইয়া দেও। জাতিগণ জাগিয়া উঠুক, যিহোশাফট-তলভূমিতে আইসুক, কেননা সে স্থানে আমি চারিদিকের সমস্ত জাতির ১৩ বিচার করিতে বসিব। তোমরা কর্ত্তনী লাগাও, কেননা শস্য পাকিয়াছে; আইস, দ্রাক্ষাফল দলন কর, কেননা কুণ্ড পূর্ণ হইয়াছে, রসের আধার সকল উথলিয়া উঠিতেছে; কেননা তাহাদের দুষ্টতা ১৪ বিষম। সমারোহ, সমারোহ দণ্ডাজ্ঞার তলভূমিতে! কেননা দণ্ডাজ্ঞার তল- ১৫ ভূমিতে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট। সূর্য্য ও চন্দ্র অন্ধকার হইতেছে, নক্ষত্রগণ আপন আপন তেজ গুটাইয়া লইতেছে। ১৬ আর সদাপ্রভু সিয়োন হইতে গর্জ্জন করিবেন, যিরূশালেম হইতে আপন রব শুনাইবেন; এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কম্পিত হইবে; কিন্তু সদাপ্রভু আপন প্রজাদের আশ্রয় ও ইস্রায়েল-সন্তান- ১৭ গণের দুর্গস্বরূপ হইবেন। তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমি আমার পবিত্র সিয়োন পর্ব্বতে বাস করি; তখন

* 'যিহোশাফট' শব্দের অর্থ সদাপ্রভু বিচার করেন'।

যিরূশালেম পবিত্র হইবে; বিদেশীরা আর তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিবে না।

১৮ সেই দিন পর্ব্বতগণ হইতে মিষ্ট দ্রাক্ষারস ক্ষরিবে, উপপর্ব্বতগণ হইতে দুগ্ধস্রোত বহিবে, এবং যিহূদার সমস্ত প্রণালীতে জল বহিবে; আর সদাপ্রভুর গৃহ হইতে এক উৎস নির্গত হইবে, তাহা শিটীমের স্রোতোমার্গকে জল দিবে।

১৯ মিসর ধ্বংসস্থান হইবে, ইদোম ধ্বংসিত প্রান্তর হইবে, ইহার কারণ যিহূদা-সন্তানদের প্রতি কৃত উপদ্রব, কেননা তাহারা আপন আপন দেশে নির্দ্দোষের

২০ রক্তপাত করিয়াছে। কিন্তু যিহূদা চির-কাল ও যিরূশালেম পুরুষানুক্রমে বসতি-

২১ বিশিষ্ট থাকিবে। আর আমি তাহাদের যে রক্ত নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করি নাই, তাহা নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিব; কারণ সদাপ্রভু সিয়োনে বাস করেন।

আমোষ ভাববাদীর পুস্তক।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপরে ঐশিক শাসন।

১ আমোষের বাক্য। তিনি তকোয়স্থ গোপালকদের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন; তিনি যিহূদা-রাজ উষিয়ের কালে এবং যোয়া-শের পুত্র ইস্রায়েল-রাজ যারবিয়ামের কালে, ভূমিকম্পের দুই বৎসর পূর্ব্বে, ইস্রায়েলের সম্বন্ধে এই সকল দর্শন পান।

২ তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু সিয়োন হইতে গর্জ্জন করিবেন, যিরূশালেম হইতে আপন রব শুনাইবেন; তাহাতে মেষপালকদের চরাণীস্থান সকল শোকান্বিত হইবে, কর্ম্মিলের শিখর শুষ্ক হইয়া যাইবে।

৩ সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
দম্মেশকের তিনটা অধর্ম্ম প্রযুক্ত ও
চারিটা প্রযুক্ত
আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না,
কেননা তাহারা লৌহময় শস্যমর্দ্দনযন্ত্রে
গিলিয়দকে মর্দ্দন করিয়াছে;

৪ অতএব আমি হসায়েল-কুলে অগ্নি
নিক্ষেপ করিব,
তাহা বিন্‌হদদের অট্টালিকা সকল
গ্রাস করিবে।

৫ আর আমি দম্মেশকের অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আবনের সমস্থলী হইতে নিবাসীকে ও বৈৎ-এদন হইতে রাজদণ্ড-ধারীকে উচ্ছিন্ন করিব; এবং অরামের লোকেরা বন্দি হইয়া কীরে যাইবে; ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
ঘসার তিনটা অধর্ম্ম প্রযুক্ত ও চারিটা
প্রযুক্ত
আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না,
কেননা তাহারা ইদোমের কাছে সমর্পণ
করিবার জন্য সমস্ত লোককে বন্দি করিয়া
লইয়া গিয়াছিল;

৭ অতএব আমি ঘসার প্রাচীরে অগ্নি
নিক্ষেপ করিব,
তাহা তাহার অট্টালিকা সকল গ্রাস
করিবে।

৮ আর আমি অস্‌দোদ হইতে নিবাসীকে ও অস্কিলোন হইতে রাজদণ্ড-ধারীকে

উচ্ছিন্ন করিব; ইক্রোণের বিপক্ষে আমার হস্ত বিস্তার করিব, আর পলেষ্টীয়দের অবশিষ্টাংশও বিনষ্ট হইবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

৯ সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
সোরের তিনটা অধর্ম্ম প্রযুক্ত ও চারিটা প্রযুক্ত
আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না,
কেননা তাহারা সমস্ত লোককে ইদোমের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, ভ্রাতৃ-নিয়ম স্মরণ করিল না;

১০ অতএব আমি সোরের প্রাচীরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব,
তাহা তাহার অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

১১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
ইদোমের তিনটা অধর্ম্ম প্রযুক্ত ও চারিটা প্রযুক্ত
আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না;
কেননা সে খড়্গহস্ত হইয়া আপন ভ্রাতাকে তাড়না করিয়াছিল, করুণার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল; তাহার ক্রোধ নিত্য বিদারণ করিত, তাহার কোপ নিরন্তর প্রস্তুত থাকিত;

১২ অতএব আমি তৈমনের উপরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব,
তাহা বস্রার অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

১৩ সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
অম্মোন-সন্তানদের তিনটা অধর্ম্ম প্রযুক্ত ও চারিটা প্রযুক্ত
আমি তাহাদের দণ্ড নিবারণ করিব না;
কেননা তাহারা গিলিয়দস্থ গর্ব্ভবতী স্ত্রী-দের উদর বিদীর্ণ করিয়াছিল, যেন আপনাদের সীমা বৃদ্ধি করিতে পারে;

১৪ অতএব আমি রব্বার প্রাচীরে অগ্নি জ্বালাইব,
তাহা তাহার অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে,
যুদ্ধের দিনে সিংহনাদ হইবে, ঘূর্ণ্যবায়ুর

১৫ দিনে প্রচণ্ড ঝটিকা হইবে; আর তাহা-দের রাজা ও তাহার অধ্যক্ষগণ একসঙ্গে নির্ব্বাসনার্থে যাত্রা করিবে; ইহা সদা-প্রভু কহেন।

২ সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
মোয়াবের তিনটা অধর্ম্ম প্রযুক্ত ও চারিটা প্রযুক্ত
আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না;
কেননা সে ইদোমের রাজার অস্থি চূর্ণে পরিণত করিয়াছিল;

২ অতএব আমি মোয়াবের উপরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব,
তাহা করিয়োতের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে,
এবং কোলাহল, সিংহনাদ ও তূরীধ্বনি সহকারে মোয়াব প্রাণত্যাগ করিবে;

৩ আর আমি তাহার মধ্য হইতে বিচার-কর্ত্তাকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং তাহার সহিত তাহার সকল অধ্যক্ষকেও সংহার করিব; ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৪ সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
যিহূদার তিনটা অধর্ম্ম প্রযুক্ত ও চারিটা প্রযুক্ত
আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না;
কেননা তাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাঁহার বিধি সকল পালন করে নাই, কিন্তু তাহাদের পিতৃপুরুষেরা যে মিথ্যা বস্তুর অনুগামী হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আপনারাও ভ্রান্ত হইয়াছে।

৫ অতএব আমি যিহূদার উপরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব,
তাহা যিরূশালেমের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।
৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
ইস্রায়েলের তিনটা অধর্ম্ম প্রযুক্ত ও চারিটা প্রযুক্ত
আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না; কেননা তাহারা রৌপ্যের বিনিময়ে ধার্ম্মিককে, ও এক যোড়া পাদুকার বিনি-
৭ ময়ে দরিদ্রকে বিক্রয় করিয়াছে। তাহারা দীনহীন লোকদের মস্তকে ভূমির ধূলির আকাঙ্ক্ষা করে, ও নম্র লোকদের পথ বক্র করে, এবং পিতা ও পুত্র এক যুবতীতে গমন করে, যেন আমার পবিত্র
৮ নাম অপবিত্রীকৃত হয়। আর তাহারা সমস্ত বেদির কাছে বন্ধক বস্ত্রের উপরে* শয়ন করে, ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত লোকদের দ্রাক্ষারস আপনাদের ঈশ্বরের গৃহে পান
৯ করে। আমিই ত তাহাদের সম্মুখে সেই ইমোরীয়কে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম, যে এরস বৃক্ষবৎ দীর্ঘকায় ও অলোন বৃক্ষবৎ বলিষ্ঠ ছিল; তবু আমি উর্দ্ধে তাহার ফল ও নীচে তাহার মূল উচ্ছিন্ন করিয়া-
১০ ছিলাম। আর ইমোরীয়ের দেশ অধিকারার্থ দিবার জন্য আমিই তোমাদিগকে মিসর দেশ হইতে আনিয়াছিলাম, ও চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে গমন করা-
১১ ইয়াছিলাম। আর আমি তোমাদের পুত্রগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকে ভাববাদী করিয়া, ও তোমাদের যুবকগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকে নাসরীয় করিয়া উৎপন্ন করিতাম। হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, ইহা কি সত্য নহে? ইহা সদাপ্রভু কহেন।

* যাত্রাপুস্তক ২২; ২৬ দেখ।

১২ কিন্তু তোমরা সেই নাসরীয়দিগকে দ্রাক্ষারস পান করাইতে, এবং সেই ভাববাদীদিগকে আদেশ করিতে, ভাববাণী বলিও
১৩ না। দেখ, গোমের আটিতে পরিপূর্ণ শকট যেমন [ঘাস] চেপ্টায়, তেমনি আমি তোমাদিগকে তোমাদের স্থানে
১৪ চেপ্টাইব। দ্রুতগামীর পলায়নের উপায় নষ্ট হইবে, বলবান আপন বল দৃঢ় করিবে না, ও বীর নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে না;
১৫ আর ধনুর্দ্ধর দাঁড়াইয়া থাকিবে না, ও দ্রুতপদ রক্ষা পাইবে না, এবং অশ্বারোহীও নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে না;
১৬ আর বীরগণের মধ্যে যে জন সাহসিকচিত্ত, সেও সেই দিন উলঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

ইস্রায়েলের প্রতি প্রথম অনুযোগ।

৩ হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা এই বাক্য শুন, যাহা তোমাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভু বলিয়াছেন,—আমি মিসর দেশ হইতে যাহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছি, সেই সমস্ত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে [বলিয়াছি],
২ —আমি পৃথিবীস্থ সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে তোমাদেরই পরিচয় লইয়াছি, এই জন্য তোমাদের সমস্ত অপরাধ ধরিয়া তোমাদিগকে প্রতিফল দিব।
৩ একপরামর্শ না হইলে দুই ব্যক্তি কি
৪ একসঙ্গে চলে? শিকার না পাইলে বনের মধ্যে সিংহ কি গর্জ্জন করে? কোন পশু না ধরিলে গহ্বরে যুবাকেশরী কি হুঙ্কার
৫ করে? কল না পাতিলে পক্ষী কি ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ভূমিতে পড়ে? কিছু ধরা না পড়িলে ভূমি হইতে কি কল ছুটে?
৬ নগরের মধ্যে তূরী বাজিলে লোকেরা কি

কাঁপে না? সদাপ্রভু না ঘটাইলে নগরের
৭ মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে? নিশ্চয়ই প্রভু সদাপ্রভু আপনার দাস ভাববাদিগণের নিকটে আপন গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ না
৮ করিয়া কিছুই করেন না। সিংহ গর্জ্জন করিল, কে না ভয় করিবে? প্রভু সদাপ্রভু কথা কহিলেন, কে না ভাববাণী বলিবে?

৯ তোমরা অস্‌দোদের অট্টালিকা সকলের উপরে ও মিসর দেশের অট্টালিকা সকলের উপরে ঘোষণা কর, আর বল, তোমরা শমরিয়ার পর্ব্বতগণের উপরে একত্র হও; আর দেখ, তাহার মধ্যে কত মহাকোলাহল! তাহার মধ্যে কত
১০ উপদ্রব! উহারা ন্যায়াচরণ করিতে জানে না, ইহা সদাপ্রভু কহেন, তাহারা আপন আপন অট্টালিকায় দৌরাত্ম্য ও লুট সঞ্চয়
১১ করে। এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এক জন বিপক্ষ! সে দেশ বেষ্টন করিবে, সে তোমা হইতে তোমার শক্তি ফেলিয়া দিবে, এবং তোমার
১২ অট্টালিকা সকল লুট হইবে। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সিংহের মুখ হইতে যেমন মেষপালক দুই খানা পা কিম্বা একটী কর্ণমূল উদ্ধার করে, তেমনি সেই ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে উদ্ধার করা যাইবে, যাহারা শমরিয়ায় শয্যার কোণে কিম্বা খট্টার শিল্পিত চাদরে বসিয়া থাকে।
১৩ তোমরা শুন, আর যাকোবের কুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেও, ইহা প্রভু সদাপ্রভু,
১৪ বাহিনীগণের ঈশ্বর, কহেন। কেননা আমি যে দিন ইস্রায়েলকে তাহার অধর্ম্ম সকলের প্রতিফল দিব, সেই দিন বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদি সকলেরও প্রতিফল দিব, তাহাতে বেদির শৃঙ্গ সকল ছিন্ন হইয়া
১৫ ভূমিতে পড়িবে। আমি শীতকালের গৃহকে ও গ্রীষ্মকালের গৃহকে আঘাত করিব; হস্তিদন্তের গৃহ সকল নষ্ট হইবে, এবং অনেক গৃহ লুপ্ত হইবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

ইস্রায়েলের প্রতি দ্বিতীয় অনুযোগ।

৪ হে শমরিয়ার গিরিবিহারিণী বাশনের গাভী সকল, এই বাক্য শুন; তোমরা দীনহীন লোকদের প্রতি উপদ্রব করিতেছ, দরিদ্রগণকে চূর্ণ করিতেছ, এবং আপনাদের কর্ত্তাদিগকে বলিতেছ, আন,
২ আমরা পান করি। প্রভু সদাপ্রভু আপন পবিত্রতার শপথ করিয়া বলিয়াছেন, দেখ, তোমাদের উপরে এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকে তোমাদিগকে আঁকড়া দ্বারা ও তোমাদের শেষাংশকে ধীবরের
৩ বড়শী দ্বারা টানিয়া লইয়া যাইবে। আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সম্মুখস্থ ভগ্নস্থান দিয়া বাহির হইবে, এবং হর্ম্মোণে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

৪ তোমরা বৈথেলে গিয়া অধর্ম্ম কর, গিল্‌গলে গিযা অধর্ম্মের বৃদ্ধি কর, এবং প্রতিপ্রভাতে আপন আপন বলি, ও তিন তিন দিবসান্তে আপন আপন দশমাংশ
৫ উৎসর্গ কর। আর স্তবার্থে তাড়ীযুক্ত দ্রব্য উৎসর্গ কর, এবং স্বেচ্ছা-দত্ত উপহারের বিষয় ঘোষণা কর, ও প্রচার কর; কেননা, হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা এই প্রকার করিতেই ভালবাস, ইহা প্রভু
৬ সদাপ্রভু বলেন। আর আমিও তোমাদের সমস্ত নগরে দন্তাবলির নির্ম্মলতা ও তোমাদের সমস্ত বাসস্থানে অন্নাভাব তোমাদিগকে দিলাম;

তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া
আসিলে না,

৭ ইহা সদাপ্রভু বলেন। আর শস্য পাকিবার তিন মাস পূর্ব্বে আমিও তোমাদের হইতে বৃষ্টি নিবারণ করিলাম; এক নগরে বৃষ্টি ও অন্য নগরে অনাবৃষ্টি করিলাম; এক ক্ষেত্র জলসিক্ত হইল, অন্য ক্ষেত্র ৮ জলাভাবে শুষ্ক হইয়া গেল। তাই জল পানার্থে দুই তিন নগরের লোক টলিতে টলিতে অন্য এক নগরে যাইত, কিন্তু তৃপ্ত হইত না;

তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া
আসিলে না,

৯ ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি শস্যের শোষ ও ম্লানি দ্বারা তোমাদিগকে আঘাত করিলাম; শূককীট তোমাদের বহুসংখ্য উদ্যান, তোমাদের দ্রাক্ষাক্ষেত্র, তোমাদের ডুমুরবৃক্ষ ও জিতবৃক্ষ খাইয়া ফেলিল;

তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া
আসিলে না,

১০ ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি তোমাদের মধ্যে মিসর দেশের মহামারীর ন্যায় মহামারী পাঠাইলাম; খড়্গ দ্বারা তোমাদের যুবকগণকে বধ করিলাম, ও তোমাদের অশ্বগণকে লইয়া গেলাম; আর তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ তোমাদের নাসিকাতে প্রবেশ করাইলাম;

তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া
আসিলে না,

১১ ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি তোমাদের কতক [স্থান] উৎপাটন করিলাম, যেমন ঈশ্বর সদোম ও ঘমোরা উৎপাটন করিয়াছিলেন, তাহাতে তোমরা দাহ হইতে উদ্ধৃত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় হইলে;

তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া
আসিলে না,

১২ ইহা সদাপ্রভু বলেন। হে ইস্রায়েল, এই জন্য আমি তোমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিব; আর তোমার প্রতি আমি এইরূপ ব্যবহার করিব, এই হেতু, হে ইস্রায়েল, তুমি আপন ঈশ্বরের সহিত ১৩ সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হও। কেননা দেখ, তিনি পর্ব্বতগণের নির্ম্মাতা, ও বায়ুর সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি মানুষের কাছে তাহার চিন্তা প্রকাশ করেন; তিনি অরুণকে অন্ধকার করেন, ও পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া গমনাগমন করেন; বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু, এই তাঁহার নাম।

ইস্রায়েলের প্রতি তৃতীয় অনুযোগ।

৫ হে ইস্রায়েল-কুল, আমি তোমাদের
বিষয়ে এই যে বিলাপ করি, ইহা শুন।

২ ইস্রায়েল-কুমারী পতিতা হইয়াছে,
সে আর উঠিবে না;
সে আপন ভূমিতে আছাড় খাইয়াছে;
তাহাকে উঠাইবার কেহ নাই।

৩ কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে নগরের লোকেরা সহস্র হইয়া বাহির হয়, তাহার এক শত অবশিষ্ট থাকিবে; আর যেখানে লোকেরা এক শত হইয়া বাহির হয়, তাহার দশ জন অবশিষ্ট ৪ থাকিবে, ইস্রায়েল-কুলের নিমিত্ত। কারণ সদাপ্রভু ইস্রায়েল-কুলকে এই কথা কহেন, তোমরা আমার অন্বেষণ কর, ৫ তাহাতে বাঁচিবে। কিন্তু বৈথেলের অন্বেষণ করিও না, গিল্‌গলে প্রবেশ করিও না, ও বেরশেবাতে যাইও না; কেননা গিল্‌গল অবশ্য নির্ব্বাসিত হইবে, বৈথেল

৬ অসার হইয়া পড়িবে। সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, তাহাতে বাঁচিবে; নতুবা তিনি যোষেফের কুলে অগ্নিবৎ লাগিবেন, আর সেই অগ্নি গ্রাস করিবে, বৈথেলে নির্ব্বাণ ৭ করিবার কেহই থাকিবে না। তোমরা বিচারকে নাগদানায় পরিণত করিতেছ, ও ৮ ধার্ম্মিকতাকে ভূমিসাৎ করিতেছ। [তাঁহার অন্বেষণ কর,] যিনি কৃত্তিকা ও মৃগশীর্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি মৃত্যুচ্ছায়াকে প্রভাতে পরিণত করেন, যিনি দিনকে রাত্রির ন্যায় অন্ধকারময় করেন, যিনি সমুদ্রের জলসমূহকে আহ্বান করিয়া স্থলের উপর দিয়া বহান; তাঁহার নাম ৯ সদাপ্রভু। তিনি বলবানের প্রতি হঠাৎ সর্ব্বনাশ উপস্থিত করেন, তাহাতে সর্ব্বনাশ দুর্গের উপরে আইসে।

১০ যে নগর-দ্বারে অনুযোগ করে, লোকে তাহাকে দ্বেষ করে, এবং তাহারা সিদ্ধ- ১১ বাদীকে ঘৃণা করে। তোমরা দীনহীন লোককে পদতলে দলিতেছ, ও তাহা হইতে গোমরূপ দর্শনী গ্রহণ করিতেছ; এই জন্য, তোমরা ক্ষোদিত প্রস্তরের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছ বটে, কিন্তু তাহাতে বাস করিতে পাইবে না; তোমরা রম্য দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করিয়াছ বটে, কিন্তু তাহার দ্রাক্ষারস পান করিতে পাইবে না। ১২ কেননা আমি জানি, তোমাদের অধর্ম্ম বহুবিধ, তোমাদের পাপ কঠোর; তোমরা ধার্ম্মিককে ক্লেশ দিতেছ, উৎকোচ গ্রহণ করিতেছ, এবং নগর-দ্বারে দরিদ্র লোক- ১৩ দের প্রতি অন্যায় করিতেছ। এই জন্য এমন সময়ে বুদ্ধিমান লোক চুপ করিয়া থাকে, কেননা এ দুঃসময়।

১৪ উত্তমের চেষ্টা কর, মন্দের নয়, যেন বাঁচিতে পার; তাহাতে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন, ১৫ যেমন তোমরা বলিয়া থাক। মন্দকে ঘৃণা কর ও উত্তমকে ভালবাস, এবং নগর-দ্বারে ন্যায়বিচার স্থাপন কর; হয় ত বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু যোষেফের অবশিষ্টাংশের প্রতি কৃপা করিবেন।

১৬ এই জন্য প্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু, এই কথা কহেন, সমস্ত চকে বিলাপ হইবে, এবং লোকে সমস্ত পথে হায় হায় করিবে; আর তাহারা চেঁচাইয়া কৃষককে বিলাপ করিতে বলিবে, বিলাপনিপুণদিগকে হাহাকার করিতে বলিবে। ১৭ আর সমস্ত দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বিলাপ হইবে, কেননা আমি তোমার মধ্য দিয়া গমন ১৮ করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন। তোমরা, যাহারা সদাপ্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর; ধিক্ তোমাদিগকে! সদাপ্রভুর দিন তোমাদের কি করিবে? তাহা অন্ধকার, ১৯ আলোক নহে। কোন ব্যক্তি যেন সিংহ হইতে পলায়ন করিল, আর ভল্লুকীর সম্মুখে পড়িল; অথবা গৃহে গিয়া ভিত্তিতে হস্ত রাখিলে সর্প তাহাকে দংশন করিল। ২০ সদাপ্রভুর দিন কি আলোক, অন্ধকার কি নয়? তাহা কি ঘোর অন্ধকার নয়, তাহাতে কি দীপ্তি থাকিবে?

২১ আমি তোমাদের উৎসব সকল ঘৃণা করি, অগ্রাহ্য করি, আমি তোমাদের ২২ পর্ব্বদিনের আঘ্রাণ লইব না। তোমরা আমার নিকটে হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলে আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না, এবং তোমাদের পুষ্ট পশুর মঙ্গলার্থক বলি- ২৩ দানেও দৃক্‌পাত করিব না। আমার নিকট হইতে তোমার গানের গোল দূর কর, আমি তোমার নেবল-যন্ত্রের ২৪ বাদ্য শুনিব না। কিন্তু বিচার জলবৎ

প্রবাহিত হউক, ধার্ম্মিকতা চিরপ্রবহমাণ স্রোতের ন্যায় বহুক।

২৫ হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কি আমার উদ্দেশে বলিদান ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়াছিলে? ২৬ বরং তোমরা তোমাদের রাজা সিক্কূৎকে ও কীয়ূন নামক তোমাদের প্রতিমাগণকে,* তোমাদের দেবের তারা, যাহা তোমরা আপনাদের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, এই সকল তুলিয়া বহন করিতে। ২৭ অতএব আমি† তোমাদিগকে নির্ব্বাসনার্থে দম্মেশকের ওদিকে গমন করাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন, যাঁহার নাম বাহিনীগণের ঈশ্বর।

৬ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা সিয়োনে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, ও তাহাদিগকে, যাহারা শমরিয়া পর্ব্বতে নির্ভয়ে রহিয়াছে, জাতিগণের শ্রেষ্ঠাংশের মধ্যে যাহারা প্রসিদ্ধ, ইস্রায়েল-কুল যাহাদের শরণাগত। ২ তোমরা কল্‌নীতে গিয়া দেখ, ও তথা হইতে বড় হমাতে গমন কর, পরে পলেষ্টীয়দের গাতে নামিয়া যাও; সেই সকল রাজ্য কি এই দুই রাজ্য হইতে উত্তম? কিম্বা তাহাদের সীমা কি তোমা- ৩ দের সীমা হইতে বড়? উহারা অমঙ্গলের দিনকে আপনাদের হইতে দূরে রাখিতেছে ও দৌরাত্ম্যের আসন নিকটবর্ত্তী ৪ করিতেছে; তাহারা হস্তিদন্তের শয্যায় শয়ন করে, খট্টার উপরে আপন আপন গাত্র লম্বা করে, এবং পালের মধ্য হইতে মেষশাবকদিগকে, ও গোষ্ঠের মধ্য হইতে গোবৎসদিগকে আনিয়া ভোজন করে; ৫ তাহারা নেবল-যন্ত্রের বাদ্যে বিষম গান করে, দায়ূদের ন্যায় আপনাদের নিমিত্ত ৬ নানা বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন করে; তাহারা বড় বড় ভাণ্ডে দ্রাক্ষারস পান করে, এবং উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে লেপন করে, কিন্তু তাহারা যোষেফের দুর্দ্দশায় দুঃখিত হয় ৭ না। এই জন্য এখন তাহারা প্রথম নির্ব্বাসিত লোকদের সহিত নির্ব্বাসিত হইবে, ও গাত্রলম্বকারীদের হর্ষনাদ লুপ্ত হইবে।

৮ প্রভু সদাপ্রভু আপনার নামে শপথ করিয়াছেন, ইহাই বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন; আমি যাকোবের দর্প ঘৃণা করি, ও তাহার অট্টালিকা সকল দেখিতে পারি না; এই জন্য আমি নগর ও তন্মধ্যস্থিত সকলকে পরহস্তে সমর্পণ ৯ করিব। যদি এক গৃহে দশ জন মানুষ ১০ অবশিষ্ট থাকে, তাহারা মরিবে। আর গৃহ হইতে অস্থি সকল বাহির করণার্থে কোন ব্যক্তির পিতৃব্য, এমন কি, শবদাহকারী, তাহাকে তুলিলে পর অন্তঃপুরস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে, এখনও কি তোমার কাছে আর কেহ আছে? সে বলিবে, কেহ নাই। তখন সে কহিবে, চুপ কর; সদাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করি- ১১ বার নহে। কারণ দেখ, সদাপ্রভু আজ্ঞা করেন, আর বৃহৎ গৃহ খণ্ডবিখণ্ড, ও ক্ষুদ্র গৃহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।

১২ শৈলে কি অশ্বগণ দৌড়িবে, কিম্বা কেহ বলদ লইয়া হাল বহিবে? তবে তোমরা কেন বিচারকে বিষবৃক্ষস্বরূপ, ও ধার্ম্মিকতার ফলকে নাগদানাস্বরূপ ১৩ করিয়াছ? তোমরা অবস্তুতে আনন্দ করিতেছ, বলিতেছ, আমরা কি আপনাদের বলে শৃঙ্গ দুইটী লাভ করি নাই?

---

* (বা) তোমাদের রাজার তাম্বুকে, ও তোমাদের প্রতিমাগণের আধারকে।

† (বা) তুলিয়া বহন করিবে। আর আমি।

১৪ কারণ, হে ইস্রায়েল-কুল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এক জাতি উঠাইব, ইহা বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন; তাহারা হমাতের প্রবেশস্থান অবধি অরাবা তলভূমির স্রোতোমার্গ পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি উপদ্রব করিবে।

ভাবী দণ্ডবিষয়ক তিনটী দর্শন, ও তাহার ব্যাখ্যা।

৭ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এইরূপ দেখাইলেন; দেখ, পশ্চাজ্জাত তৃণের অঙ্কুরারম্ভে তিনি পঙ্গপালদিগকে গঠন করিলেন; আর দেখ, রাজার তৃণ কাটিবার পরে ২ সেই তৃণ উৎপন্ন হইতেছিল। তাহারা ভূমির ওষধি নিঃশেষে ভোজন করিলে আমি কহিলাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, বিনয় করি, ক্ষমা কর; যাকোব কিরূপে উঠিয়া দাঁড়াইবে? কেননা সে ক্ষুদ্র। ৩ সদাপ্রভু তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করিলেন; সদাপ্রভু বলিলেন, ইহা হইবে না।

৪ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এইরূপ দেখাইলেন; দেখ, প্রভু সদাপ্রভু বিবাদ জন্য অগ্নিকে আহ্বান করিলেন, আর সে মহাজলধিকে গ্রাস করিয়া ভূমি গ্রাস ৫ করিতে লাগিল। তখন আমি কহিলাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, বিনয় করি, ক্ষান্ত হও; যাকোব কিরূপে উঠিয়া দাঁড়াইবে? ৬ কেননা সে ক্ষুদ্র। সদাপ্রভু তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করিলেন; প্রভু সদাপ্রভু বলিলেন, ইহাও হইবে না।

৭ তিনি আমাকে এইরূপ দেখাইলেন, দেখ, প্রভু ওলোন হস্তে লইয়া ওলোনের দ্বারা প্রস্তুত এক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া ৮ আছেন। আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, আমোষ, তুমি কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, ওলোন দেখিতেছি। তখন প্রভু কহিলেন, দেখ, আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের মধ্যে ওলোনসূত্র লাগাইতেছি, তাহাদিগকে আর অমনি ৯ ছাড়িয়া যাইব না। আর ইস্‌হাকের উচ্চস্থলী সকল ধ্বংস হইবে, ইস্রায়েলের পুণ্যধাম সকল উৎসন্ন হইবে, এবং আমি খড়্গ লইয়া যারবিয়ামের কুলের বিরুদ্ধে উঠিব।

আমোষের সাহস।

১০ তখন বৈথেলের যাজক অমৎসিয় ইস্রায়েল-রাজ যারবিয়ামের কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইল, আমোষ ইস্রায়েল-কুলের মধ্যে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছে, দেশ তাহার এত বাক্য ১১ সহিতে পারে না। কেননা আমোষ এই কথা কহিতেছে, যারবিয়াম খড়্গে নিহত হইবেন, ও ইস্রায়েল অবশ্য ১২ স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে। আর অমৎসিয় আমোষকে কহিল, হে দর্শক, তুমি যাও, যিহূদা দেশে পলায়ন কর, সেই স্থানে রুটী ভোজন কর, ও সেই ১৩ স্থানে ভাববাণী বল; কিন্তু বৈথেলে আর কখনও ভাববাণী বলিও না, কেননা এ ১৪ রাজার পুণ্যধাম ও রাজপুরী। তখন আমোষ উত্তর করিয়া অমৎসিয়কে কহিলেন, আমি নিজে ভাববাদী ছিলাম না, ভাববাদীর সন্তানও ছিলাম না, কেবল গোপালক ও ডুমুরফল সংগ্রাহক ছিলাম। ১৫ কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে পশুপালের অনুগমন হইতে লইলেন, এবং সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, যাও, আমার প্রজা ইস্রায়েলের কাছে ভাববাণী বল। ১৬ অতএব এখন তুমি সদাপ্রভুর বাক্য

শুন, তুমি কহিতেছ, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভাববাণী বলিও না, ইস্‌হাক-কুলের ১৭ বিপরীতে বাক্য বর্ষাইও না; এই জন্য সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার স্ত্রী নগরের মধ্যে বেশ্যা হইবে, তোমার পুত্রকন্যাগণ খড়্গে পতিত হইবে, তোমার ভূমি মানরজ্জু দ্বারা বিভক্ত হইবে, এবং তুমি নিজে অশুচি দেশে মরিবে, আর ইস্রায়েল স্বদেশ হইতে অবশ্য নির্ব্বাসিত হইবে।

ইস্রায়েলের দণ্ড ও পরবর্ত্তী মঙ্গল।

৮ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এইরূপ দেখাইলেন; দেখ, এক চুপড়ী গ্রীষ্মের ফল। আর তিনি কহিলেন, আমোষ, তুমি কি ২ দেখিতেছ? আমি কহিলাম, এক চুপড়ী গ্রীষ্মের ফল। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, আমার প্রজা ইস্রায়েলের কাছে পরিণাম আসিল; আমি তাহাদিগকে ৩ আর অমনি ছাড়িয়া যাইব না। সেই দিন প্রাসাদের গান সকল হাহাকার হইয়া যাইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; শব অনেক; লোকে সকল স্থানে সেই সকল ফেলিয়া দিয়াছে। চুপ।

৪ অহো তোমরা যাহারা দরিদ্র লোককে গ্রাস করিতেছ ও দেশের হীন লোকদিগকে লোপ করিতেছ, তোমরা এই ৫ বাক্য শুন। তোমরা বলিয়া থাক, ‘অমাবস্যা কখন গত হইবে? আমরা শস্য বিক্রয় করিতে চাই। বিশ্রামদিন কখন গত হইবে? আমরা গোমের ব্যবসায় করিতে চাই। ঐফা ক্ষুদ্র ও শেকল ভারী করিব, আর ছলনার দাঁড়ি ৬ দ্বারা ঠকাইব; রৌপ্য দিয়া দীনহীনদিগকে ও এক যোড়া পাদুকা দিয়া দরিদ্রকে ক্রয় করিব, এবং গোমের ছাঁট বিক্রয় ৭ করিব।’ সদাপ্রভু যাকোবের মহিমা-স্থলের নাম লইয়া এই শপথ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই ইহাদের কোন ক্রিয়া আমি ৮ কখনও ভুলিয়া যাইব না। ইহার নিমিত্ত কি দেশ কাঁপিবে না? তন্নিবাসী সকলে কি শোকান্বিত হইবে না? সমুদয় দেশ নীল নদীর ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিবে, মিস্রীয় নদীর ন্যায় ঢেউ খেলিয়া আবার ৯ নামিয়া যাইবে। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সেই দিন আমি মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকে অস্তগত করিব, এবং দীপ্তির ১০ দিনে দেশকে অন্ধকারময় করিব। আমি তোমাদের উৎসব সকল শোকে, তোমাদের সমুদয় গীত বিলাপে, পরিণত করিব; সকলের কটিদেশ চটপরিহিত করিব, ও সকলের মস্তকে টাক পড়াইব; একমাত্র পুত্রশোকের ন্যায় দেশকে শোক করাইব, এবং তাহার শেষকাল তীব্র দুঃখের দিন ১১ হইবে। প্রভু সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন দিন আসিতেছে, যে দিনে আমি এই দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিব; তাহা অন্নের দুর্ভিক্ষ কিম্বা জলের পিপাসা নয়, ১২ কিন্তু সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণের। লোকেরা টলিতে টলিতে এক সমুদ্র অবধি অন্য সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং উত্তর হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে; তাহারা সদাপ্রভুর বাক্যের অন্বেষণে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি ১৩ করিবে, কিন্তু তাহা পাইবে না। সেই দিন সুন্দরী যুবতীগণ ও যুবকেরা পিপাসায় ১৪ মূর্চ্ছাপন্ন হইবে। যাহারা শমরিয়ার পাপ লইয়া শপথ করে, বলে, ‘হে দান, তোমার জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্য, বের্‌শেবার জীবন্ত পথের দিব্য,’ তাহারা পড়িয়া যাইবে, আর কখনও উঠিবে না।

৯ আমি প্রভুকে দেখিলাম, তিনি যজ্ঞবেদির কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন; তিনি কহিলেন, তুমি মাথ্‌লাতে আঘাত কর, দ্বারের গোবরাট বিকম্পিত হউক, তুমি সকলের মস্তকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেল; আর তাহাদের শেষাংশকে আমি খড়্গে বধ করিব, তাহাদের মধ্যে এক জনও পলাইতে পারিবে না, এক জনও রক্ষা ২ পাইতে পারিবে না। তাহারা পাতাল পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া গেলেও তথা হইতে আমার হস্ত তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবে, এবং আকাশ পর্য্যন্ত উঠিলেও আমি ৩ তথা হইতে তাহাদিগকে নামাইব। আর তাহারা কর্ম্মিলের শৃঙ্গে গিয়া লুকাইলেও আমি সেখানে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে ধরিব; আমার গোচর হইতে সমুদ্রের তলে গিয়া লুক্কায়িত হইলেও আমি সেখানে সর্পকে আজ্ঞা দিব, সে ৪ তাহাদিগকে দংশন করিবে। আর তাহারা শত্রুদের সম্মুখে বন্দি-দশার স্থানে গেলেও আমি সেখানে খড়্গকে আজ্ঞা দিব, আর তাহা তাহাদিগকে বধ করিবে; এইরূপে অমঙ্গলের জন্য আমি তাহাদের প্রতি চক্ষু রাখিব, মঙ্গলের জন্য নয়। ৫ প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তিনিই দেশকে স্পর্শ করিলে তাহা গলিয়া যায়, ও তন্নিবাসী সকলে শোকান্বিত হয়; এবং সমুদয় দেশ নীল নদীর ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিবে, মিস্রীয় নদীর ন্যায় ৬ নামিয়া যাইবে; তিনি আকাশে আপন উচ্চ কক্ষ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পৃথিবীর উর্দ্ধে আপন চন্দ্রাতপ স্থাপন করিয়াছেন; তিনি সমুদ্রের জলসমূহকে ডাকিয়া স্থলের উপরে ঢালিয়া দেন; ৭ সদাপ্রভু তাঁহার নাম। সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা কি আমার নিকটে কূশীয়দের সন্তানগণের তুল্য নহ? আমি কি মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েলকে, কপ্তোর হইতে পলেষ্টীয়দিগকে, এবং কীর হইতে ৮ অরামীয়দিগকে আনি নাই? দেখ, প্রভু সদাপ্রভুর চক্ষু এই পাপিষ্ঠ রাজ্যের উপরে রহিয়াছে; আর আমি ভূতল হইতে ইহা উচ্ছিন্ন করিব; তথাপি যাকোবের কুলকে একেবারে উচ্ছিন্ন ৯ করিব না, ইহা সদাপ্রভু বলেন। কারণ দেখ, আমি আজ্ঞা দিব, আর যেমন কুলাতে শস্য চালে, তদ্রূপ আমি সমুদয় জাতির মধ্যে ইস্রায়েল-কুলকে চালিব, তথাপি এক কণাও ভূমিতে পড়িবে না। ১০ আমার সেই পাপী প্রজাগণ সকলে খড়্গ দ্বারা মারা পড়িবে, যাহারা বলিতেছে, অমঙ্গল আমাদের নিকট পর্য্যন্ত আসিবে না, আমাদের সম্মুখবর্ত্তী হইবে না।

১১ সেই দিন আমি দায়ূদের পতিত কুটীর উত্থাপন করিব, তাহার ফাটা বুজাইয়া দিব, ও উৎপাটিত স্থান সকল উঠাইব, এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় তাহা ১২ নির্ম্মাণ করিব; যেন তাহারা ইদোমের অবশিষ্ট লোকদের এবং যত জাতির উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, সকলের অধিকারী হয়; সদাপ্রভু, যিনি ইহা সাধন করেন, তিনি এই কথা কহেন। ১৩ সদাপ্রভু বলেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে হালবাহক শস্যচ্ছেদকের সহিত, ও দ্রাক্ষাপেষক বীজবাপকের সহিত মিলিবে; পর্ব্বতগণ হইতে মিষ্ট দ্রাক্ষারস ক্ষরিবে, এবং সকল উপপর্ব্বত গলিয়া ১৪ যাইবে। আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের বন্দি-দশা ফিরাইব; তাহারা

ধ্বংসিত নগর সকল নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্রাক্ষারস পান করিবে, এবং উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ১৫ ভোগ করিবে। আর আমি তাহাদের ভূমিতে তাহাদিগকে রোপণ করিব; আমি তাহাদিগকে যে ভূমি দিয়াছি, তাহা হইতে তাহারা আর উৎপাটিত হইবে না; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক।

ইদোমের বিনাশ। ইস্রায়েলের মঙ্গল।

১ ওবদিয়ের দর্শন।

প্রভু সদাপ্রভু ইদোমের বিষয়ে এই কথা কহেন। আমরা সদাপ্রভুর নিকট হইতে বার্ত্তা শুনিয়াছি, এবং জাতিগণের কাছে এক দূত প্রেরিত হইয়াছে; তোমরা উঠ, চল, আমরা তাহার বিপক্ষে ২ যুদ্ধ করণার্থে উঠিয়া যাই। দেখ, আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র করিয়াছি; তুমি নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র। ৩ হে শৈলদরী-বাসি, হে উচ্চস্থান-বাসি, তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; তুমি মনে মনে কহিতেছ, কে আমাকে ভূমিতে নামাইবে? ৪ তুমি যদ্যপি ঈগল পক্ষীর ন্যায় উচ্চে আরোহণ কর, যদ্যপি তারাগণের মধ্যে তোমার বাসা স্থাপিত হয়, তথাপি আমি তোমাকে তথা হইতে নামাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৫ তোমার নিকটে যদি চোরেরা আইসে, রাত্রিকালীন বিনাশকেরা আইসে—তুমি কেমন উচ্ছিন্ন হইলে!—তবে কি কেবল প্রয়োজনমত চুরি করিবে? তোমার নিকটে যদি দ্রাক্ষা-সংগ্রহকারিগণ আইসে, তাহারা কি কিছু ফল অবশিষ্ট রাখিবে ৬ না? এষৌর সম্পত্তি কেমন অন্বেষণ করা গিয়াছে! তাহার গুপ্ত ধনের কেমন ৭ অনুসন্ধান হইয়াছে! যে সকল লোক তোমার সহিত নিয়ম করিয়াছে, তাহারা তোমাকে সীমা পর্য্যন্ত বিদায় দিয়াছে; তোমার মিত্রগণ তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া পরাভব করিয়াছে; যাহারা তোমার অন্ন ভোজন করে, তাহারা তোমার নীচে ফাঁদ পাতে; ইদোমে কিছু বিবেচনা নাই। ৮ সদাপ্রভু কহেন, সে দিন আমি কি ইদোমের জ্ঞানবান্‌দিগকে বিনষ্ট করিব না? এষৌর পর্ব্বত হইতে কি বুদ্ধি দূর করিব ৯ না? হে তৈমন, তোমার বীরগণ বিহ্বল হইবে, যেন এষৌর পর্ব্বত হইতে নরহত্যায় মনুষ্যমাত্র উচ্ছিন্ন হয়।

১০ তোমার ভ্রাতা যাকোবের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তুমি লজ্জায় আচ্ছন্ন হইবে ও চিরকালের জন্য উচ্ছিন্ন হইবে। ১১ যে দিন তুমি অন্য পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলে, যে দিন বিদেশিগণ তাহার সম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, ও বিজাতিরা তাহার পুরদ্বারে পুরদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং [যিরূশা]লেমের উপরে গুলিবাঁট করিয়াছিল, সে দিন তুমিও তাহাদের

১২ এক জনের সদৃশ ছিলে। কিন্তু তোমার ভ্রাতার দিনে, তাহার বিষম দুর্দ্দশার দিনে, তাহার দিকে দৃষ্টি করিও না; যিহূদার সন্তানদের বিনাশের দিনে তাহাদের বিষয়ে আনন্দ করিও না, এবং
১৩ সঙ্কটের দিনে দর্পকথা বলিও না। আমার প্রজাগণের বিপত্তির দিনে তাহাদের পুরদ্বারে প্রবেশ করিও না; তুমি তাহাদের বিপত্তির দিনে তাহাদের অমঙ্গলের দিকে দৃষ্টি করিও না, এবং তাহাদের বিপত্তির দিনে তাহাদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ
১৪ করিও না। আর তাহাদের পলাতকদিগকে বধ করিবার জন্য পথের সংযোগস্থানে দাঁড়াইও না; এবং সঙ্কটের দিনে তাহাদের রক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে [শত্রুহস্তে]
১৫ সমর্পণ করিও না। কেননা সর্ব্বজাতির উপরে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট; তুমি যেরূপ করিয়াছ, তোমার প্রতিও সেইরূপ করা যাইবে, তোমার অপকারের
১৬ ফল তোমারই মস্তকে বর্ত্তিবে। কেননা আমার পবিত্র পর্ব্বতে তোমরা যেরূপ পান করিয়াছ, তদ্রূপ সমুদয় জাতি নিত্য পান করিবে, পান করিতে করিতে গিলিবে, পরে অজাতের ন্যায় হইবে।
১৭ কিন্তু সিয়োন পর্ব্বতে পলাতক দল থাকিবে, আর তাহা পবিত্র হইবে, এবং যাকোবের কুল আপনাদের অধিকারের
১৮ অধিকারী হইবে। আর যাকোবের কুল অগ্নি ও যোষেফের কুল শিখা, আর এষৌর কুল নাড়াস্বরূপ হইবে; তাহাদের মধ্যে উহারা দাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবে; তাহাতে এষৌর কুলে রক্ষাপ্রাপ্ত কেহ থাকিবে না, কারণ সদা-
১৯ প্রভু ইহা বলিয়াছেন। তখন দক্ষিণের লোকেরা এষৌর পর্ব্বত, ও নিম্নভূমির লোকেরা পলেষ্টীয়দের দেশ অধিকার করিবে; আর লোকেরা ইফ্রয়িমের ভূমি ও শমরিয়ার ভূমি অধিকার করিবে; এবং বিন্যামীন গিলিয়দকে অধিকার
২০ করিবে। আর ইস্রায়েল সন্তানদের নির্ব্বাসিত সৈন্য সারিফৎ পর্য্যন্ত কনানীয়দের দেশ অধিকার করিবে, এবং যিরূশালেমের যে নির্ব্বাসিত লোকেরা সফারদে আছে তাহারা দক্ষিণের নগর সকল
২১ অধিকার করিবে। আর এষৌর পর্ব্বতের বিচার করণার্থে নিস্তারকর্ত্তৃগণ সিয়োন পর্ব্বতে উঠিবে; এবং রাজ্য সদাপ্রভুর হইবে।

যোনা ভাববাদীর পুস্তক

যোনার পলায়ন।

১ সদাপ্রভুর এই বাক্য অমিত্তয়ের পুত্র
২ যোনার কাছে উপস্থিত হইল, তুমি উঠ, নীনবীতে, সেই মহানগরে যাও, আর নগরের বিরুদ্ধে ঘোষণা কর, কেননা তাহাদের দুষ্টতা আমার সম্মুখে উঠি-
৩ য়াছে। কিন্তু যোনা সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে তর্শীশে পলাইয়া যাইবার নিমিত্ত উঠিলেন; তিনি যাফোতে নামিয়া গিয়া, তর্শীশে যাইবে এমন এক জাহাজ পাইলেন; তখন জাহাজের ভাড়া দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে নাবিকদের সহিত

তর্শীশে যাইবার জন্য সেই জাহাজে ৪ প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সদাপ্রভু সমুদ্রে প্রচণ্ড বায়ু পাঠাইয়া দিলেন, সমুদ্রে ভারী ঝড় উঠিল, এমন কি, জাহাজ ভাঙ্গিয়া ৫ যাইবার উপক্রম হইল। তখন নাবিকেরা ভীত হইল, প্রত্যেক জন আপন আপন দেবতার কাছে কাঁদিতে লাগিল, আর ভার লাঘবের নিমিত্ত জাহাজের মাল সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। কিন্তু যোনা জাহাজের খোলে নামিয়াছিলেন, শয়ন করিয়া ঘোর ৬ নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। তখন জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, ওহে, তুমি যে ঘুমাইতেছ তোমার কি হইল? উঠ, তোমার ঈশ্বরকে ডাক; হয় ত ঈশ্বর আমাদের বিষয় চিন্তা করি- ৭ বেন, ও আমরা বিনষ্ট হইব না। পরে নাবিকেরা পরস্পর কহিল, আইস, আমরা গুলিবাঁট করি, তাহা হইলে জানিতে পারিব, কাহার দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটিতেছে। পরে তাহারা গুলিবাঁট করিল, আর যোনার নামে গুলি ৮ উঠিল। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, বল দেখি, কাহার দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটিতেছে? তোমার ব্যবসায় কি? কোথা হইতে আসিয়াছ? তুমি কোন্ দেশের লোক? কোন্ জাতীয়? ৯ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ইব্রীয়; আমি সদাপ্রভুকে ভয় করি, তিনি স্বর্গের ঈশ্বর, তিনি সমুদ্র ও স্থল নির্ম্মাণ করিয়া- ১০ ছেন। তখন সেই লোকেরা অতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি এ কি কর্ম্ম করিয়াছ? কেননা তিনি যে সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে পলাইতেছেন, ইহা তাহারা জ্ঞাত ছিল, কারণ তিনি ১১ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। পরে তাহারা তাঁহাকে বলিল, আমরা তোমাকে কি করিলে সমুদ্র আমাদের প্রতি ক্ষান্ত হইতে পারে? কেননা সমুদ্র উত্তরোত্তর ১২ প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমাকে ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেও, তাহাতে সমুদ্র তোমাদের পক্ষে ক্ষান্ত হইবে; কেননা আমি জানি, আমারই দোষে তোমাদের উপরে এই ১৩ ভারী ঝড় উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি সেই লোকেরা জাহাজ ফিরাইয়া ডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য ঢেউ কাটিতে যত্ন করিল; কিন্তু পারিল না, কারণ সমুদ্র তাহাদের বিপরীতে উত্তরোত্তর প্রচণ্ড ১৪ হইয়া উঠিতেছিল। এই জন্য তাহারা সদাপ্রভুকে ডাকিতে লাগিল, আর বলিল, বিনতি করি, হে সদাপ্রভু, বিনতি করি, এই ব্যক্তির প্রাণের নিমিত্ত আমাদের বিনাশ না হউক, এবং আমাদের উপরে নির্দ্দোষের রক্ত অর্পণ করিও না; কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমি আপন ইচ্ছা- ১৫ মত কর্ম্ম করিয়াছ। পরে তাহারা যোনাকে ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিল, তাহাতে সমুদ্র থামিল, আর প্রচণ্ড হইল ১৬ না। তখন সেই লোকেরা সদাপ্রভু হইতে অতিশয় ভীত হইল; আর তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিল, এবং নানা মানত করিল।

১৭ আর সদাপ্রভু যোনাকে গ্রাস করণার্থে একটা বৃহৎ মৎস্য নিরূপণ করিয়াছিলেন; সেই মৎস্যের উদরে যোনা তিন দিন ও তিন রাত্রি যাপন করিলেন।

২ তখন যোনা ঐ মৎস্যের উদরে থাকিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তিনি কহিলেন,

২ আমি সঙ্কট প্রযুক্ত সদাপ্রভুকে ডাকিলাম,
আর তিনি আমাকে উত্তর দিলেন ;
আমি পাতালের উদর হইতে আর্ত্তনাদ করিলাম,
তুমি আমার রব শ্রবণ করিলে।
৩ তুমি আমাকে অগাধ জলে, সমুদ্র-গর্ব্ভে, নিক্ষেপ করিলে,
আর স্রোত আমাকে বেষ্টন করিল,
তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ, আমার উপর দিয়া গেল।
৪ আমি কহিলাম, আমি তোমার নয়নগোচর হইতে দূরীভূত,
তথাপি পুনরায় তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিব।
৫ জলরাশি আমাকে ঘেরিল, প্রাণ পর্য্যন্ত উঠিল,
জলধি আমাকে বেষ্টন করিল,
মৃণাল আমার মস্তকে জড়াইল।
৬ আমি পর্ব্বতগণের মূল পর্য্যন্ত নামিয়া গেলাম ;
আমার পশ্চাতে পৃথিবীর অর্গল সকল চিরতরে বদ্ধ হইল ;
তথাপি, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুমি আমার প্রাণকে কূপ হইতে উঠাইলে।
৭ আমার মধ্যে প্রাণ অবসন্ন হইলে আমি সদাপ্রভুকে স্মরণ করিলাম,
আর আমার প্রার্থনা তোমার নিকটে, তোমার পবিত্র মন্দিরে, উপস্থিত হইল।
৮ যাহারা অলীক নিঃসার বস্তু মানে,
তাহারা নিজ দয়ানিধিকে পরিত্যাগ করে;
৯ কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশে স্তবধ্বনি সহ বলিদান করিব ;
আমি যে মানত করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব ;
পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে।

১০ পরে সদাপ্রভু সেই মৎস্যকে বলিলেন, আর সে যোনাকে শুষ্ক ভূমির উপরে উদ্গীরণ করিয়া দিল।

নীনবীতে যোনার ঘোষণা ও তাহার ফল।

৩ পরে দ্বিতীয় বার সদাপ্রভুর বাক্য ২ যোনার কাছে উপস্থিত হইল; তিনি কহিলেন, তুমি উঠ, নীনবীতে, সেই মহা-নগরে যাও, আর আমি তোমাকে যাহা ঘোষণা করিতে বলি, তাহা সেই নগরের ৩ উদ্দেশে ঘোষণা কর। তখন যোনা উঠিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে নীনবীতে গেলেন। নীনবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহা-নগর, তথায় যাতায়াত করিতে তিন দিন ৪ লাগিত। পরে যোনা নগরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া এক দিনের পথ গেলেন, এবং ঘোষণা করিলেন, বলি-লেন, 'আর চল্লিশ দিন গত হইলে নীনবী উৎপাটিত হইবে।'

৫ তখন নীনবীয় লোকেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিল; তাহারা উপবাস ঘোষণা করিল, এবং মহান্ হইতে ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত সকলে ৬ চট পরিধান করিল। আর সেই বার্ত্তা নীনবী-রাজের নিকটে পৌঁছিলে তিনি আপন সিংহাসন হইতে উঠিলেন, গাত্রের শাল রাখিয়া দিলেন, এবং চট পরিধান ৭ করিয়া ভস্মে বসিলেন। আর তিনি নীন-বীতে রাজার ও তাঁহার অধ্যক্ষগণের আদেশে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করাইলেন, মনুষ্য ও গোমেষাদি পশু কেহ কিছু আস্বাদন না করুক, ভোজন কি জল ৮ গ্রহণ না করুক; কিন্তু মনুষ্য ও পশু চট পরিধান করিয়া যথাশক্তি ঈশ্বরকে

ডাকুক, আর প্রত্যেক জন আপন আপন কুপথ ও আপন আপন হস্তস্থিত দৌরাত্ম্য ৯ হইতে ফিরুক। হয় ত, ঈশ্বর ক্ষান্ত হইবেন, অনুশোচনা করিবেন, ও আপন প্রজ্বলিত ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আমরা বিনষ্ট হইব না।

১০ তখন ঈশ্বর তাহাদের ক্রিয়া, তাহারা যে আপন আপন কুপথ হইতে বিমুখ হইল, তাহা দেখিলেন, আর তাহাদের যে অমঙ্গল করিবেন বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করিলেন; তাহা করিলেন না।

৪ কিন্তু ইহাতে যোনা মহা বিরক্ত ও ২ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, বিনতি করি, আমি স্বদেশে থাকিতে কি ইহাই বলি নাই? সেই জন্য ত্বরা করিয়া তর্শীশে পলাইতে গিয়াছিলাম; কেননা আমি জানিতাম, তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনকারী। ৩ অতএব এখন, হে সদাপ্রভু, বিনতি করি, আমা হইতে আমার প্রাণ হরণ কর, কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল। ৪ সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি ক্রোধ করিয়া ৫ কি ভাল করিতেছ? তখন যোনা নগরের বাহিরে গিয়া নগরের পূর্ব্বদিকে বসিয়া রহিলেন; সেখানে তিনি আপনার নিমিত্ত এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নীচে ছায়াতে বসিলেন, নগরের কি দশা হয় দেখিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

৬ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর এক এরণ্ড গাছ নিরূপণ করিলেন; আর সেই গাছটী বাড়াইয়া যোনার উপরে আনিলেন, যেন তাঁহার মস্তকের উপরে ছায়া হয়, যেন তাঁহার দুর্ম্মতি হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়। আর যোনা সেই এরণ্ড গাছটীর জন্য বড় আহ্লাদিত হইলেন। ৭ কিন্তু পর দিন অরুণোদয়কালে ঈশ্বর এক কীট নিরূপণ করিলেন, সে ঐ এরণ্ড গাছটীকে দংশন করিলে তাহা শুষ্ক হইয়া ৮ পড়িল। পরে যখন সূর্য্য উঠিল, ঈশ্বর উষ্ণ পূর্ব্বীয় বায়ু নিরূপণ করিলেন, তাহাতে যোনার মস্তকে এমন রৌদ্র লাগিল যে, তিনি পরিক্লান্ত হইয়া আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, আমার ৯ জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল। তখন ঈশ্বর যোনাকে কহিলেন, তুমি এরণ্ড গাছটীর নিমিত্ত ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ? তিনি কহিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার ১০ ক্রোধ করাই ভাল। সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি এই এরণ্ড গাছের নিমিত্ত কোন শ্রম কর নাই, এবং এটা বাড়াও নাই; ইহা এক রাত্রিতে উৎপন্ন ও এক রাত্রিতে উচ্ছিন্ন হইল, তথাপি তুমি ১১ ইহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছ। তবে আমি কি নীনবীর প্রতি, ঐ মহানগরের প্রতি, দয়ার্দ্র হইব না? তথায় এমন এক লক্ষ বিংশতি সহস্রের অধিক মনুষ্য আছে, যাহারা দক্ষিণ হস্ত হইতে বাম হস্তের প্রভেদ জানে না; আর অনেক পশুও আছে।

মীখা ভাববাদীর পুস্তক।

শমরিয়া ও যিরূশালেমের ভাবী দণ্ড।

১ যিহূদা-রাজ যোথম, আহস ও হিষ্কিয়ের সময়ে সদাপ্রভুর এই বাক্য মোরেষ্টীয় মীখার কাছে উপস্থিত হইল; তিনি শমরিয়া ও যিরূশালেমের বিষয় এই দর্শন পাইলেন।

২ হে জাতিগণ, তোমরা সকলেই শুন; হে পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু, অবধান কর; আর প্রভু সদাপ্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হউন, প্রভু আপন পবিত্র ৩ মন্দির হইতে সাক্ষী হউন। কেননা দেখ, সদাপ্রভু আপন স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, তিনি নামিয়া পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া গমন ৪ করিবেন। তাঁহার নীচে পর্ব্বতগণ গলিয়া যাইবে, তলভূমি সকল বিদীর্ণ হইবে, যেমন অগ্নির উত্তাপে মোম গলিয়া যায়, যেমন গড়ান স্থানে জল ঝরিয়া পড়ে। ৫ যাকোবের অধর্ম্ম প্রযুক্ত ও ইস্রায়েল-কুলের বিবিধ পাপ প্রযুক্ত, এই সকল হইতেছে, যাকোবের অধর্ম্ম কি? শমরিয়া কি নয়? যিহূদার উচ্চস্থলী-সমূহই বা ৬ কি? যিরূশালেম কি নয়? এই জন্য আমি শমরিয়াকে ক্ষেত্রস্থ কাঁথড়ার ঢিবী করিব, দ্রাক্ষালতার উদ্যান করিব; আমি তাহার প্রস্তর সকল উপত্যকায় ফেলিয়া দিব, তাহার ভিত্তিমূল অনাবৃত করিব। ৭ আর তাহার সমস্ত ক্ষোদিত প্রতিমা খণ্ড বিখণ্ড করা যাইবে, ও তাহার বেতন সকল আগুনে পোড়ান যাইবে, এবং আমি তাহার সকল পুত্তলিকা ধ্বংস করিব, কেননা সে বেশ্যার বেতন দ্বারা তাহা সঞ্চয় করিয়াছে, এবং তাহা পুনরায় বেশ্যার বেতন হইয়া যাইবে।

৮ এই জন্য আমি বিলাপ ও হাহাকার করিব, আমি হৃতবস্ত্র ও উলঙ্গ হইয়া বেড়াইব, আমি শৃগালের ন্যায় বিলাপ করিব, উষ্ট্রপক্ষিণীর ন্যায় শোকধ্বনি ৯ করিব। কেননা তাহার ক্ষত অচিকিৎস্য; হাঁ, তাহা যিহূদা পর্য্যন্ত উপস্থিত; আমার জাতির পুরদ্বার পর্য্যন্ত, যিরূশালেম পর্য্যন্ত ১০ উপস্থিত। তোমার গাতে এ কথা জ্ঞাত করিও না, একেবারে রোদন করিও না, বৈৎ-লি-অফ্রায় আমি ধূলিতে গড়াগড়ি ১১ দিয়াছি। হে শাফীর-নিবাসিনি, তুমি নগ্না ও লজ্জিতা হইয়া চলিয়া যাও; সানন-নিবাসিনী বাহিরে যাইতে পারে না; বৈৎ-এৎসলের বিলাপ তোমাদের হইতে ১২ তাহার অবলম্বন হরণ করিবে। মারোৎ-নিবাসিনী মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় অতিশয় পীড়িতা, কেননা যিরূশালেমের দ্বার পর্য্যন্ত ১৩ সদাপ্রভু হইতে অমঙ্গল উপস্থিত। হে লাখীশ-নিবাসিনি, তুমি শকটে দ্রুতগামী পশু যোগ কর; সে সিয়োন-কন্যার অগ্রিম পাপস্বরূপ ছিল, কেননা তোমার মধ্যে ইস্রায়েলের অধর্ম্ম সকল পাওয়া গেল। ১৪ এজন্য তুমি মোরেষৎ-গাৎকে বিদায়-দান দিবে; ইস্রায়েলের রাজগণের পক্ষে অক্‌ষীবের গৃহ সকল প্রতারণা-১৫ স্বরূপ হইবে। হে মারেশা-নিবাসিনি, আমি পুনর্ব্বার তোমার বিরুদ্ধে এক

অধিকারীকে আনিব; ইস্রায়েলের গৌরব
১৬ অদুল্লম পর্য্যন্ত আসিবে। তুমি আপন বাৎসল্যের পাত্র শিশুদের নিমিত্ত মস্তক মুণ্ডন কর, চুল কাটিয়া ফেল, শকুনীর ন্যায় আপন টাক বৃদ্ধি কর, কেননা তাহারা তোমার নিকট হইতে নির্ব্বাসনে গিয়াছে।

যিরূশালেমের পাপ, দণ্ড ও পুনঃস্থাপন।

২ ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা আপন আপন শয্যায় অধর্ম্ম কল্পনা করে ও কুকর্ম্ম স্থির করে! তাহারা রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তাহা সাধন করে, কেননা তাহা তাহাদের
২ হস্তের ক্ষমতাধীন। তাহারা ক্ষেত্রের প্রতি লোভ করিয়া সবলে তাহা গ্রহণ করে, এবং ঘরের প্রতিও লোভ করিয়া তাহা হরণ করে; এইরূপে তাহারা পুরুষের ও তাহার ঘরের প্রতি, মনুষ্যের ও তাহার পৈতৃক অধিকারের প্রতি
৩ দৌরাত্ম্য করে। এই জন্য সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এমন অমঙ্গলের কল্পনা করি, যাহা হইতে তোমরা আপন আপন গ্রীবা বাহির করিতে পারিবে না, এবং গর্ব্ব করিয়া চলিতে পারিবে না; কেননা সেই সময় দুঃসময়।
৪ সেই দিন লোকেরা তোমাদের বিষয়ে এক প্রবাদ গ্রহণ করিবে, এবং আর্ত্তনাদ সহকারে বিলাপ করিবে, বলিবে,

আমাদের নিতান্তই সর্ব্বনাশ হইল,
তিনি আমার জাতির অধিকার হস্তান্তর করেন;
তিনি একেবারে আমা হইতে তাহা দূর করেন!
আমাদের ক্ষেত্র ভাগ করিয়া ধর্ম্মত্যাগী লোককে দেন।

৫ এই জন্য গুলিবাঁটক্রমে মানরজ্জু ক্ষেপণ করিতে সদাপ্রভুর সমাজে তোমার
৬ কেহ থাকিবে না। 'তোমরা বাক্য বর্ষাইও না,' এইরূপে তাহারা বাক্য বর্ষায়; 'ইহাদের কাছে তাহারা বাক্য বর্ষাইবে
৭ না; অপমান ঘুচিবে না।' হে যাকোব-কুল, ইহা কি বলা যাইবে, 'সদাপ্রভুর আত্মা কি সঙ্কুচিত হইয়াছেন?' এ সকল কি তাঁহার কর্ম্ম? সরলাচারী লোকের পক্ষে আমার বাক্য সকল কি মঙ্গলজনক
৮ নহে? কিন্তু সম্প্রতি আমার প্রজাগণ শত্রুবৎ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; যুদ্ধ-বিমুখ নিশ্চিন্ত পথিকদের গাত্রীয় বস্ত্র হইতে তোমরা শাল কাড়িয়া লইতেছ।
৯ তোমরা আমার প্রজাদের নারীগণকে তাহাদের প্রীতিজনক গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেছ, তাহাদের শিশুগণ হইতে আমার দত্ত শোভা চিরকালের জন্য হরণ করি-
১০ তেছ। উঠ, প্রস্থান কর, এটা ত বিশ্রামের স্থান নয়, কেননা অশুচিতা বিনাশ করিতেছে, আর সেই বিনাশ ভয়ানক।
১১ বায়ুর ও মিথ্যাকথার অনুগামী কোন লোক যদি মিথ্যা করিয়া বলে, আমি দ্রাক্ষারস ও সুরার বিষয়ে তোমার পক্ষে বাক্য বর্ষাইব, তবে সে এই লোকদের বাক্যবর্ষক হইবে।

১২ হে যাকোব, আমি নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত লোককে সমবেত করিব,
আমি নিশ্চয়ই ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে সংগ্রহ করিব;
তাহাদিগকে বস্রার মেষগণের ন্যায় একত্র করিব;
যেমন বাথানের মধ্যস্থিত পাল,

তেমনি তাহারা মনুষ্য-বাহুল্যে কোলাহল করিবে।
১৩ ভঞ্জক উঠিয়া তাহাদের অগ্রগামী হইলেন ;
তাহারা বেড়া ভাঙ্গিয়াছে, দ্বারে পৌঁছিয়াছে, তাহা দিয়া বাহিরে গিয়াছে,
এবং তাহাদের রাজা তাহাদের সম্মুখে চলিয়া গেলেন ;
আর সদাপ্রভু তাহাদের অগ্রগামী হইলেন।

ইস্রায়েলের ভ্রষ্টতা ও ভাবী কুশল। ইস্রায়েলের কর্ত্তার আগমন।

৩ আর আমি বলিলাম, শুন দেখি, হে যাকোবের প্রধানবর্গ ও ইস্রায়েল-কুলের অধ্যক্ষগণ, ন্যায়বিচার জ্ঞাত হওয়া কি ২ তোমাদের উচিত নয়? তোমরা সৎকর্ম্ম ঘৃণা করিতেছ, ও দুষ্কর্ম্ম ভালবাসিতেছ, লোকদের গাত্র হইতে চর্ম্ম ও অস্থি ৩ হইতে মাংস ছাড়াইয়া লইতেছ। এই লোকেরা আমার প্রজাগণের মাংস খাইতেছে; তাহাদের চর্ম্ম খুলিয়া অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; যেমন হাঁড়ীর জন্য খাদ্যদ্রব্য, কিম্বা কটাহের মধ্যে মাংস, তেমনি তাহা কুচি কুচি করিয়া কাটিতেছে।
৪ সেই সময়ে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিবে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিবেন না; বরং তাহারা যেমন আপনাদের ব্যবহারে দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তেমনি তিনি সেই সময়ে তাহাদের হইতে আপন মুখ লুকাইবেন।

৫ যে ভাববাদিগণ আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত করে, যাহারা দন্ত দিয়া দংশন করে, আর বলিয়া উঠে, 'শান্তি,' কিন্তু তাহাদের মুখে যে ব্যক্তি কিছু না দেয়, তাহার সহিত যুদ্ধ নিরূপণ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ৬ এই কারণ তোমাদের কাছে রাত্রি উপস্থিত হইবে, তোমরা দর্শন পাইবে না; তোমাদের কাছে অন্ধকার উপস্থিত হইবে, তোমরা মন্ত্র পাঠ করিবে না; এই ভাববাদীদের উপরে সূর্য্য অস্তগত হইবে, ও ইহাদের উপরে দিন কৃষ্ণবর্ণ ৭ হইবে। তাহাতে এই দর্শকেরা লজ্জিত ও এই মন্ত্রপাঠকেরা হতাশ হইবে, সকলে আপন আপন ওষ্ঠাধর ঢাকিবে, কেননা ৮ ঈশ্বর উত্তর দিবেন না। কিন্তু যাকোবকে তাহার অধর্ম্ম ও ইস্রায়েলকে তাহার পাপ জ্ঞাত করিবার জন্য আমি সত্যই সদাপ্রভুর আত্মার দত্ত শক্তিতে, এবং ন্যায়বিচারে ও বিক্রমে পরিপূর্ণ।

৯ হে যাকোব-কুলের প্রধানবর্গ ও ইস্রায়েল-কুলের অধ্যক্ষগণ, তোমরা ইহা শুন দেখি; তোমরা ন্যায়বিচার ঘৃণা করিতেছ, ও যাহা কিছু সরল তাহা বক্র ১০ করিতেছ। তোমরা প্রত্যেকে সিয়োনকে রক্তে ও যিরূশালেমকে দৌরাত্ম্যে গাঁথি-১১ তেছ। তথাকার প্রধানবর্গ উৎকোচ লইয়া বিচার করে, তথাকার যাজকগণ বেতন লইয়া শিক্ষা দেয়, ও তথাকার ভাববাদিগণ রৌপ্য লইয়া মন্ত্র পড়ে; তথাপি সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করিয়া বলে, আমাদের মধ্যে কি সদাপ্রভু নাই? কোন অমঙ্গল আমাদের কাছে আসিবে ১২ না। এই জন্য তোমাদের নিমিত্ত সিয়োন ক্ষেত্রের ন্যায় কর্ষিত হইবে, ও যিরূশালেম কাঁথড়ার ঢিবী হইয়া যাইবে, এবং গৃহের পর্ব্বত বনস্থ উচ্চস্থলীর সমান হইবে।

৪ কিন্তু শেষকালে এইরূপ ঘটিবে; সদাপ্রভুর গৃহের পর্ব্বত পর্ব্বতগণের

মস্তকরূপে স্থাপিত হইবে, উপপর্ব্বতগণ হইতে উচ্চীকৃত হইবে; তাহাতে জাতিগণ তাহার দিকে স্রোতের ন্যায় ২ প্রবাহিত হইবে। আর অনেক জাতি যাইতে যাইতে বলিবে, চল, আমরা সদাপ্রভুর পর্ব্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে গিয়া উঠি; তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, আর আমরা তাঁহার মার্গে গমন করিব; কারণ সিয়োন হইতে ব্যবস্থা ও যিরূশালেম হইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে। ৩ আর তিনি অনেক জাতির মধ্যে বিচার করিবেন, এবং দূরস্থ বলবান জাতিদের সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিবেন; আর তাহারা আপন আপন খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল গড়িবে, ও আপন আপন বড়শা ভাঙ্গিয়া কাস্ত্যা গড়িবে; এক জাতি অন্য জাতির বিপরীতে আর খড়্গ তুলিবে না, ৪ তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না। কিন্তু প্রত্যেকে আপন আপন দ্রাক্ষালতার ও আপন আপন ডুমুরবৃক্ষের তলে বসিবে; কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না; কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর মুখ ইহা ৫ বলিয়াছে। কারণ জাতিমাত্র প্রত্যেকে আপন আপন দেবের নামে চলে; আর আমরা যুগে যুগে চিরকাল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে চলিব।

৬ সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে আমি খঞ্জাকে সমবেত করিব, এবং যে তাড়িতা হইয়াছে ও যাহাকে আমি দুঃখ দিয়াছি, ৭ তাহাকে সংগ্রহ করিব। আর খঞ্জাকে অবশিষ্টাংশ করিয়া রাখিব, ও দূরীকৃতাকে বলবতী জাতি করিব; এবং সদাপ্রভু এখন অবধি চিরকাল সিয়োন পর্ব্বতে ৮ তাহাদের উপরে রাজত্ব করিবেন। আর হে পালের দুর্গ, হে সিয়োন-কন্যার গিরি, তোমারই কাছে [রাজ্য] আসিবেই আসিবে, হাঁ, পূর্ব্বকালীন কর্ত্তৃত্ব, যিরূশালেম-কন্যার রাজ্য আসিবে।

৯ তুমি এখন কেন ঘোর চীৎকার করিতেছ? তোমার মধ্যে কি রাজা নাই? তোমার মন্ত্রী কি বিনষ্ট হইল? তাই বলিয়া কি স্ত্রীর প্রসব-বেদনার ন্যায় ১০ বেদনা তোমাকে ধরিয়াছে? হে সিয়োন-কন্যা তুমি প্রসবকারিণীর ন্যায় ব্যথা খাও, কোঁতাও; কেননা এখন তোমাকে নগর ছাড়িয়া মাঠে বাস করিতে ও বাবিল পর্য্যন্ত যাইতে হইবে; সেখানে তুমি উদ্ধার পাইবে; সেখানে সদাপ্রভু তোমাকে তোমার শত্রুগণের হস্ত হইতে ১১ মুক্ত করিবেন। এখন অনেক জাতি তোমার বিরুদ্ধে সমবেত হইল; তাহারা বলে, সিয়োন অশুচি হউক, আমাদের ১২ চক্ষু তাহার দশা দেখুক। কিন্তু তাহারা সদাপ্রভুর সঙ্কল্প সকল জানে না ও তাঁহার মন্ত্রণা বুঝে না; বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগকে আটির ন্যায় খামারে সংগ্রহ ১৩ করিয়াছেন। হে সিয়োন-কন্যা উঠ, শস্য মর্দ্দন কর; কেননা আমি তোমার শৃঙ্গ লৌহময় ও খুর পিত্তলময় করিয়া দিব, তুমি অনেক জাতিকে চূর্ণ করিবে; এবং তুমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহাদের লুট-দ্রব্য, ও সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর উদ্দেশে তাহাদের সম্পত্তি নিবেদন করিবে।*

৫ হে সৈন্যদল-কন্যা, এখন তুমি সৈন্যদল-স্বরূপ হইবে; সে আমাদের বিরুদ্ধে অবরোধ করিল, লোকে দণ্ড দিয়া ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তার হনূতে আঘাত করিবে।

* (বা) আমি সদাপ্রভুর····করিব।

২ আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্ত্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন; প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে * ৩ তাঁহার উৎপত্তি। এই জন্য তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিবেন, যে পর্য্যন্ত প্রসবকারিণী প্রসব না করেন, সেই সময় পর্য্যন্ত। পরে তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ ইস্রায়েল-সন্তানদের সহিত † ৪ ফিরিয়া আসিবে। আর তিনি দাঁড়াইবেন, এবং সদাপ্রভুর শক্তিতে, আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের মহিমাতে, [আপন পাল] চরাইবেন; তাই তাহারা বাস করিবে, কেননা তৎকালে তিনি পৃথিবীর ৫ প্রান্ত পর্য্যন্ত মহান্ হইবেন। আর ইনিই [আমাদের] শান্তি হইবেন। অশূর যখন আমাদের দেশে আসিবে, ও আমাদের অট্টালিকা সকল দলিত করিবে, তখন আমরা তাহার বিপক্ষে সাত জন পালরক্ষক ও আট জন নরপতিকে উত্থাপন ৬ করিব। তাহারা খড়্গ দ্বারা অশূরের দেশ, এবং নিম্রোদের দেশের দ্বারে দ্বারে সেই দেশ শাসন করিবে; অশূর আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের সীমা দলিত করিলে তিনি তাহা হইতে আমাদিগকে ৭ উদ্ধার করিবেন। আর অনেক জাতির মধ্যে যাকোবের অবশিষ্টাংশ সদাপ্রভুর নিকট হইতে আগত শিশিরের ন্যায়, তৃণের উপরে পতিত বৃষ্টির ন্যায় হইবে, যাহা মনুষ্যের জন্য বিলম্ব করে না ও মনুষ্য-সন্তানদের অপেক্ষা করে না।

* (বা) অতি পুরাকাল হইতে।
† (বা) কাছে।

৮ আর জাতিগণের মধ্যে, অনেক জাতির মধ্যে, যাকোবের অবশিষ্টাংশ, বনপশুদের মধ্যে যেমন সিংহ, মেষপালসমূহের মধ্যে যেমন যুবসিংহ, তেমনি হইবে; এ যদি পালের মধ্য দিয়া যায়, তবে দলন করে ও বিদীর্ণ করে, এবং উদ্ধার-৯ কারী কেহ নাই। তোমার বিপক্ষগণের উপরে তোমার হস্ত উন্নত হউক, আর তোমার সমস্ত শত্রু উচ্ছিন্ন হউক।

১০ আর সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন আমি তোমার মধ্য হইতে তোমার অশ্ব সকল উচ্ছিন্ন করিব, ও তোমার রথ সকল নষ্ট ১১ করিব; আর আমি তোমার দেশের নগর সকল উচ্ছিন্ন করিব, ও তোমার দুর্গ ১২ সকল নিপাত করিব; আর আমি তোমার হস্তের মধ্য হইতে মায়াবিত্ব সকল উচ্ছিন্ন করিব, গণকেরা তোমার মধ্যে আর ১৩ থাকিবে না; এবং আমি তোমার মধ্য হইতে তোমার ক্ষোদিত প্রতিমা ও তোমার স্তম্ভ সকল উচ্ছিন্ন করিব; তুমি আর আপন হস্তকৃত বস্তুর কাছে প্রণি-১৪ পাত করিবে না। আর আমি তোমার মধ্য হইতে তোমার আশেরা-মূর্ত্তি সকল উৎপাটন করিব, ও তোমার নগর সকল * ১৫ বিনষ্ট করিব। আর আমি ক্রোধে ও প্রচণ্ডতায় সেই জাতিগণের কাছে প্রতিশোধ লইব, যাহারা কথা শুনে নাই।

ইস্রায়েলের ভ্রষ্টতা। ভাবী কালে ঈশ্বরের দয়া।

৬ তোমরা এক বার শুন, সদাপ্রভু কি বলিতেছেন; তুমি উঠ, পর্ব্বতগণের সম্মুখে বিবাদ কর, উপপর্ব্বতগণ তোমার ২ রব শুনুক। হে পর্ব্বতগণ, হে পৃথিবীর

* (বা) তোমার শত্রু সকলকে।

অটল ভিত্তিমূল সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বিবাদ-বাক্য শুন; কেননা আপন প্রজাগণের সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ হইতেছে, তিনি ইস্রায়েলের সহিত বিচার করিতেছেন। ৩ হে আমার প্রজালোক, আমি তোমার কি করিলাম? কিসে তোমাকে ক্লান্ত করিলাম? আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেও। ৪ আমি ত মিসর দেশ হইতে তোমাকে আনিয়াছিলাম, দাস-গৃহ হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম, এবং তোমার অগ্রে মোশিকে, হারোণকে ও মরিয়মকে পাঠাইয়াছিলাম। ৫ হে আমার প্রজালোক, একবার স্মরণ কর, মোয়াবের রাজা বালাক কি মন্ত্রণা করিয়াছিল, ও বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিল; শিটীম অবধি গিল্‌গল পর্য্যন্ত [কি ঘটিয়াছিল, স্মরণ কর], যেন তোমরা সদাপ্রভুর ধর্ম্মক্রিয়া সকল জ্ঞাত হও।

৬ 'আমি কি লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইব, ঊর্দ্ধস্থ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হইব? আমি কি হোমবলি লইয়া, একবর্ষীয় গোবৎসদিগকে লইয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইব? ৭ সহস্র সহস্র মেষে ও অযুত অযুত তৈলপ্রবাহে কি সদাপ্রভু প্রসন্ন হইবেন? আমি আপন অধর্ম্মের নিমিত্ত কি আপনার প্রথমজাত পুত্রকে দিব? আমার প্রাণের পাপ প্রযুক্ত কি শরীরের ফল দান করিব?' ৮ হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন; বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?

৯ সদাপ্রভুর রব নগরকে আহ্বান করিতেছে; আর প্রজ্ঞাবান্ তোমার নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে*; তোমরা দণ্ড ও তন্নিরূপণকারিকে মান। ১০ দুষ্টের গৃহে কি এখনও দুষ্টতার ভাণ্ডার ও ঘৃণিত হীন ঐফা আছে? ১১ দুষ্টতার নিক্তিতে ও ছলনার বাট্‌খারায় আমি কি বিশুদ্ধ হইব? ১২ তথাকার ধনবান্ লোকেরা দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ, ও তন্নিবাসিগণ মিথ্যাকথা বলিয়াছে, তাহাদের মুখমধ্যে জিহ্বা প্রবঞ্চক। ১৩ এই জন্য আমিও সাংঘাতিকরূপে তোমাকে প্রহার করিয়াছি, তোমার পাপ প্রযুক্ত তোমাকে ধ্বংস করিয়াছি। ১৪ তুমি আহার করিবে, তথাপি তৃপ্ত হইবে না, কিন্তু তোমার মধ্যে ক্ষীণতা থাকিবে; তুমি স্থানান্তর করিবে, কিন্তু কিছু বাঁচাইতে পারিবে না; যাহা বাঁচাইবে, তাহা আমি খড়্গকে দিব। ১৫ বীজ বুনিয়াও তুমি শস্য কাটিতে পাইবে না, জিতফল পেষণ করিয়াও গাত্রে তৈল লেপন করিতে পাইবে না, এবং দ্রাক্ষা নিষ্পীড়ন করিয়াও দ্রাক্ষারস পান করিতে পাইবে না। ১৬ কারণ অম্রির বিধি ও আহাব-কুলের ক্রিয়া সকল পালিত হইতেছে, এবং তোমরা তাহাদের পরামর্শানুসারে চলিতেছ, যেন আমি তোমাকে বিস্ময়ের বিষয়, ও তোমার নিবাসীদিগকে শিশ-শব্দের বিষয় করি; আর তোমরা আমার প্রজাদের টিটকারী বহন করিবে।

৭ ধিক্ আমাকে! কেননা আমি গ্রীষ্মকালীন ফল পাড়িবার কিম্বা দ্রাক্ষাচয়নের পরে চয়নকারীদের সদৃশ হইয়াছি; খাইবার যোগ্য একটী দ্রাক্ষাগুচ্ছ নাই; আমার

* (বা) নাম ভয় করিবে।

প্রাণ আশুপক্ক ডুমুরফলের আকাঙ্ক্ষা
২ করিতেছে। পৃথিবী হইতে সাধু উচ্ছিন্ন হইয়াছে, মনুষ্যদের মধ্যে সরল লোক একেবারে নাই ; সকলেই রক্তপাত করণার্থে ঘাঁটি বসায় ; প্রত্যেক জন আপন আপন ভ্রাতাকে জালে-বদ্ধ করিতে চেষ্টা
৩ পায়। যাহা মন্দ, তাহা সযত্নে করিবার জন্য তাহাদের উভয় হস্ত ব্যতিব্যস্ত ; অধ্যক্ষ অর্থ চাহে, বিচারকর্ত্তা উপহার গ্রহণে প্রস্তুত ; এবং বড় মানুষ আপন প্রাণের দুষ্টতা মুখে ব্যক্ত করে ; তাহারা
৪ তাহা জালবৎ বুনে। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম, সে শ্যাকুলের ন্যায় ; আর যে অতি সরল, সে কণ্টকময় বেড়া হইতে [মন্দ] ; তোমার প্রহরিগণের দিন, তোমার সমুচিত দণ্ড, আসিতেছে ; এখন তাহাদের ব্যাকুলতা জন্মিবে।
৫ তোমরা সখাতে প্রত্যয় করিও না ; আত্মীয়েতেও বিশ্বাস করিও না ; তোমার বক্ষঃস্থলে শয়নকারিণী স্ত্রীর কাছেও
৬ আপন মুখের দ্বার রক্ষা কর। কেননা পুত্র পিতাকে লঘুজ্ঞান করে, কন্যা আপন মাতার, ও পুত্রবধূ আপন শাশুড়ীর বিরুদ্ধে উঠে, আপন আপন পরিজনই মনুষ্যের শত্রু।

৭ কিন্তু আমি সদাপ্রভুর প্রতি দৃষ্টি রাখিব, আমার ত্রাণেশ্বরের অপেক্ষা করিব ; আমার ঈশ্বর আমার বাক্য শুনি-
৮ বেন। হে আমার বিদ্বেষিণি, আমার বিরুদ্ধে আনন্দ করিও না ; পতিত হইলেও আমি উঠিব, অন্ধকারে বসিলেও সদাপ্রভু আমার আলোকস্বরূপ হইবেন।
৯ আমি সদাপ্রভুর ক্রোধ বহন করিব, কারণ আমি তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি ; শেষে তিনি আমার বিবাদে পক্ষবাদী হইয়া আমার বিচার নিষ্পত্তি করিবেন ; তিনি আমাকে বাহির করিয়া আলোকে আনিবেন, আমি তাঁহার ধর্ম্ম-
১০ শীলতা দর্শন করিব। তাহা দেখিয়া আমার বিদ্বেষিণী লজ্জায় আচ্ছন্ন হইবে ; সে ত আমাকে বলিত, 'তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কোথায় ?' আমি স্বচক্ষে তাহাকে দেখিব ; এখন সে পথের কর্দ্দমের ন্যায় পদতলে দলিতা হইবে।

১১ তোমার প্রাচীর গাঁথিবার দিন। সেই
১২ দিন সীমা দূরে অন্তরিত হইবে। সেই দিন তোমার কাছে লোকেরা আসিবে, অশূর হইতে ও মিসরের নগর-সমূহ হইতে, মিসর হইতে [ফরাৎ] নদী পর্য্যন্ত, আর সমুদ্র হইতে সমুদ্র, এবং পর্ব্বত [হইতে] পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিবে।
১৩ তথাপি অধিবাসিগণের দোষে, তাহাদের কর্ম্মকাণ্ডের ফলরূপে, দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া যাইবে।

১৪ তুমি আপন পাঁচনী লইয়া আপন প্রজাগণকে, স্বতন্ত্র বাসকারী আপনার অধিকারস্বরূপ পালকে, কর্মিলের মধ্যস্থিত অরণ্যে চরাও ; পূর্ব্বকালে যেমন চরিত, তেমনি তাহারা বাশনে ও গিলিয়দে চরুক।

১৫ মিসর দেশ হইতে তোমার বাহির হইয়া আসিবার দিনের ন্যায় আমি তাহাদিগকে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইব।

১৬ জাতিগণ দেখিয়া আপনাদের সমস্ত পরাক্রমের বিষয়ে লজ্জিত হইবে ; তাহারা মুখে হস্ত দিবে, ও তাহাদের কর্ণ বধির
১৭ হইবে। তাহারা সর্পের ন্যায় ধূলা চাটিবে, তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিস্থ কিঞ্চুলুকার ন্যায় আপন আপন গোপনীয় স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিবে ; তাহারা

সভয়ে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে আসিবে ও তোমা হইতে ভীত হইবে।

১৮ কে তোমার তুল্য ঈশ্বর?—অপরাধ ক্ষমাকারী, ও আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশের অধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষাকারি! তিনি চিরকাল ক্রোধ রাখেন না, কারণ ১৯ তিনি দয়ায় প্রীত। তিনি ফিরিয়া আমাদের প্রতি করুণা করিবেন; তিনি আমাদের অপরাধ সকল পদতলে মর্দ্দিত করিবেন; হাঁ, তুমি আপন লোকদের সমস্ত পাপ সমুদ্রের অগাধ জলে নিক্ষেপ ২০ করিবে। তুমি যাকোবের নিমিত্ত সেই সত্য,- ও অব্রাহামের নিমিত্ত সেই দয়া সাধন করিবে, যাহা পূর্ব্বকাল হইতে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করিয়াছিলে।

নহূম ভাববাদীর পুস্তক

আপন শত্রুদের প্রতি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার।

১ নীনবী-বিষয়ক ভারবাণী। ইল্‌কোশীয় নহূমের দর্শন-পুস্তক।

২ সদাপ্রভু স্বগৌরব-রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর, তিনি প্রতিফলদাতা; সদাপ্রভু প্রতিফলদাতা ও ক্রোধশালী; সদাপ্রভু আপন বিপক্ষগণকে প্রতিফল দেন, আপন শত্রুগণের জন্য ক্রোধ সঞ্চয় ৩ করেন। সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও পরাক্রমে মহান্‌, এবং তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন; ঘূর্ণ্যবায়ু ও ঝড় সদাপ্রভুর পথ, মেঘ তাঁহার পদধূলি। ৪ তিনি সমুদ্রকে ধমকান, শুষ্ক করেন, নদনদী সকল নির্জ্জল করেন; বাশন ও কর্ম্মিল ম্লান হয়, আর লিবানোনের ৫ পুষ্প ম্লান হয়। তাঁহার ভয়ে পর্ব্বতগণ কাঁপে, উপপর্ব্বতগণ গলিয়া যায়, এবং তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী, জগৎ ও তন্নিবাসী সকলে উঠিয়া যায়। ৬ তাঁহার ক্রোধের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে? তাঁহার কোপের প্রদাহে কে তিষ্ঠিতে পারে? তাঁহার ক্রোধ অগ্নির ন্যায় সেচিত হয়, তাঁহার দ্বারা শৈলগণ ৭ ফাটিয়া যায়। সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, সঙ্কটের দিনে তিনি দুর্গ; আর যাহারা তাঁহার শরণ লয়, তিনি তাহাদিগকে ৮ জানেন। কিন্তু তিনি প্লাবনকারী বন্যা দ্বারা সেই স্থান সংহার করিবেন, এবং আপন শত্রুগণকে অন্ধকারে তাড়াইয়া দিবেন।

৯ তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কি চিন্তা করিতেছ? তিনি একেবারে শেষ করিবেন, দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হইবে ১০ না। কেননা, জড়িত কণ্টকের ন্যায় ও মদ্যপানে আর্দ্র হইলেও, তাহারা শুষ্ক খড়ের ন্যায় নিঃশেষে অগ্নি-ভক্ষিত হইবে। ১১ [হে নীনবি,] এক জন তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কুকল্পনা করিতেছে, যে পাষণ্ডতার মন্ত্রণা ১২ দেয়। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, পূর্ণশক্তি ও বহুসংখ্যক হইলেও তাহারা

অমনি ছিন্ন হইবে, এবং [রাজা] অতীত হইবে। [হে যিহূদা,] আমি তোমাকে নত করিয়াছি, আর নত ১৩ করিব না। এক্ষণে আমি তোমার স্কন্ধ হইতে তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিব, ১৪ ও তোমার বন্ধন ছেদন করিব। আর [হে নীনবি,] তোমার বিষয়ে সদাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলেন, তোমার নামীয় বীজ আর উপ্ত হইবে না, আমি তোমার দেবালয় হইতে ক্ষোদিত ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা উচ্ছিন্ন করিব, আমি তোমার কবর প্রস্তুত করিব, কেননা তুমি পামর।

১৫ দেখ, পর্ব্বতগণের উপরে তাহারই চরণ, যে সুসমাচার প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে; হে যিহূদা, তুমি আপন পর্ব্ব সকল পালন কর; আপন মানত সকল পূর্ণ কর, কেননা পাষণ্ড আর তোমার মধ্যে যাতায়াত করিবে না; সে সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন হইল।

নীনবীর অবরোধ ও পতন।

২ খণ্ডবিখণ্ডকারী তোমার বিরুদ্ধে উঠিয়া আসিয়াছে; তুমি দুর্গ রক্ষা কর, পথে প্রহরী-কার্য্য কর, কটিদেশ কষিয়া বাঁধ, ২ আপনাকে অতিশয় বলবান কর। কারণ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের শ্রীর ন্যায় যাকোবের শ্রীকে পুনরায় সতেজ করিতে উদ্যত; কারণ শূন্যকারীরা তাহাদিগকে [ভাণ্ডবৎ] শূন্য করিয়াছে, ও তাহাদের দ্রাক্ষা- ৩ লতা সকল বিনষ্ট করিয়াছে। উহার বীরগণের ঢাল রক্তীকৃত, বিক্রমিগণ লোহিতবর্ণ বস্ত্রপরিহিত, উহার আয়োজন-দিনে রথ সকল অয়সে উজ্জ্বল ও ৪ বড়শা সকল চালিত হয়। পথে পথে রথ সকল উন্মত্তের ন্যায় চলে, প্রশস্ত চকে দৌড়িতে দৌড়িতে পরস্পর আঘাত করে; তাহাদের আভা দেউটির ন্যায়, তাহারা বিদ্যুতের ন্যায় ধাবমান হয়। ৫ [রাজা] আপন কুলীনবর্গকে স্মরণ করেন, তাহারা গমনে স্খলিত হয়; প্রাচীরের দিকে দৌড়াদৌড়ি হইতেছে, অবরোধ-যন্ত্র ৬ স্থাপন করা গিয়াছে। নদীর দ্বার সকল ৭ খুলিয়া গেল; প্রাসাদ বিলীন হইল। হাঁ, ইহা নিরূপিত; [নীনবী] বিবস্ত্রা হইয়াছে, নীতা হইতেছে, ও তাহার দাসীগণ কপোতের ধ্বনির ন্যায় শোকধ্বনি করিতেছে, বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতেছে, নীনবী ত জন্মাবধি জলপূর্ণ পুষ্করিণী- ৮ স্বরূপা, কিন্তু সকলে পলায়ন করিতেছে; দাঁড়াও, দাঁড়াও, [বলিলেও] কেহ মুখ ৯ ফিরায় না। তোমরা রৌপ্য লুট কর, স্বর্ণ লুট কর; কেননা আয়োজিত সামগ্রীর শেষ নাই; সর্ব্বপ্রকার রত্নের ১০ প্রতাপ আছে। সে শূন্য, শূন্যীকৃত ও উৎসন্ন; আর হৃদয় গলিত ও জানুতে জানুতে ঠেকাঠেকি হইল; এবং সকলের কটিদেশে অঙ্গগ্রহ ও মনুষ্যমাত্রের মুখ ১১ কালিমাযুক্ত। কোথায় সেই সিংহগণের গর্ত্ত, যুবাকেশরীদের সেই ভোজনস্থান, যে স্থানে সিংহ, সিংহী ও সিংহশাবক বিহার করিত, ভয় দেখাইবার ১২ কেহ ছিল না? সিংহ আপন শাবকদের জন্য যথেষ্ট পশু বিদীর্ণ করিত, আপন সিংহীদের জন্য অনেকের গলা চাপিয়া মারিত, আপন গুহা সকল হৃত পশুতে, ও গহ্বর সকল বিদীর্ণ পশুতে পরিপূর্ণ ১৩ করিত। দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমার রথ-সমূহ দগ্ধ করিয়া ধূমে লীন

করিব, এবং খড়্গ তোমার যুবাকেশরী-দিগকে গ্রাস করিবে; হাঁ, আমি পৃথিবী হইতে তোমার লুট দ্রব্য উচ্ছিন্ন করিব; এবং তোমার দূতগণের রব আর শুনা যাইবে না।

৩ ধিক্ ঐ রক্তপাতী নগরকে। সে একেবারে মিথ্যায় ও দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ; ২ লুট ছাড়ে না। কশার শব্দ; ঘূর্ণায়মান চক্রের শব্দ; প্লবমান অশ্ব ও লম্ফমান ৩ রথ; অশ্বারোহী যোদ্ধা, চাক্‌চিক্যশালী খড়্গ, বজ্রতুল্য বড়শা; নিহতগণের রাশি ও মৃত দেহের ঢিবী, শব-সমূহের শেষ নাই, উহাদের শবের উপরে লোকে ৪ উছোট খায়। ইহার কারণ সেই পরমা-সুন্দরী বেশ্যার বেশ্যাক্রিয়ার বাহুল্য; সেই প্রধান মায়াবিনী আপন বেশ্যা-ক্রিয়াতে জাতিদিগকে ও আপন মায়াতে ৫ গোষ্ঠীদিগকে বিক্রয় করে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, আমি তোমার বস্ত্রের অঞ্চল তুলিয়া তোমার মুখের উপরে টানিয়া দিব, জাতিগণকে তোমার উলঙ্গতা ও নানা রাজ্যের লোকদিগকে তোমার লজ্জা ৬ দেখাইব। আমি তোমার উপরে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিয়া তোমাকে বিরূপ করিব, ও কৌতুকাস্পদ বলিয়া স্থাপন করিব। ৭ তাই যে কেহ তোমাকে দেখিবে, সে তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিবে, আর বলিবে, নীনবী উৎসন্ন হইল, তাহার বিষয়ে কে বিলাপ করিবে? আমি কোথায় গিয়া তোমার নিমিত্ত সান্ত্বনা-৮ কারীদের অন্বেষণ করিব? নো-আমোন হইতে তুমি কি শ্রেষ্ঠ? সে ত নদী-গণের মধ্যে সুখাসীনা ও চারিদিকে জলবেষ্টিতা ছিল; জলনিধি তাহার পরিখা, ৯ সমুদ্র তাহার প্রাচীর ছিল। কূশ ও মিসর তাহার বলস্বরূপ, তাহা অসীম; পূট ও লূবীয়গণ তাহার সহকারী ছিল। ১০ তথাপি সেও নির্ব্বাসিতা হইল, বন্দি-দশার দেশে গেল, তাহার শিশুদিগকেও সকল পথের মাথায় আছাড় মারিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইল; শত্রুরা তাহার মান্য-বান পুরুষদের নিমিত্ত গুলিবাঁট করিল, এবং তাহার মহল্লোকেরা শৃঙ্খলে বদ্ধ ১১ হইল। তুমিও মত্তা হইবে, লুক্কায়িতা হইবে; তুমিও শত্রুভয় প্রযুক্ত আশ্রয় ১২ চেষ্টা করিবে। তোমার দৃঢ় দুর্গ সকল আশুপক্ব ফলবিশিষ্ট ডুমুরবৃক্ষের ন্যায় হইবে; সঞ্চালিত হইলে তাহার ফল ১৩ ভক্ষকের মুখে পড়ে। দেখ, তোমার মধ্যস্থিত প্রজারা স্ত্রীলোক; তোমার দেশের পুরদ্বার সকল শত্রুগণের জন্য খোলা গিয়াছে, অগ্নি তোমার অর্গল ১৪ সকল গ্রাস করিয়াছে। তুমি অবরোধ সময়ের জন্য জল তোল, তোমার দুর্গ সকল দৃঢ় কর, ইটখোলাতে যাও, কাদা ১৫ ছান, ইটের পাঁজা সাজাও। সেখানে অগ্নি তোমাকে গ্রাস করিবে; খড়্গ তোমাকে ছেদন করিবে, তাহা পতঙ্গের ন্যায় তোমাকে খাইয়া ফেলিবে; তুমি পতঙ্গের ন্যায় বড় ঝাঁক হও, পঙ্গপালের ১৬ ন্যায় বড় ঝাঁক হও। তুমি আকাশের তারা হইতেও আপন বণিকগণের বৃদ্ধি করিয়াছ; পতঙ্গ ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া ১৭ যাইতেছে। তোমার কিরীটিগণ পঙ্গ-পালের তুল্য; তোমার সেনাপতিরা অগণ্য ফড়িঙ্গের তুল্য; ফড়িঙ্গ ত শীতের দিনে বেড়াতে আশ্রয় লয়, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে উড়িয়া যায়; কোন্ স্থানে গেল, তাহা ১৮ জানা যায় না। হে অশূর-রাজ, তোমার

পালরক্ষকেরা নিদ্রা গিয়াছে, তোমার কুলীনেরা বিশ্রাম করিতেছে, তোমার প্রজারা পর্ব্বতগণের উপরে ছিন্নভিন্ন রহিয়াছে, তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবার ১৯ কেহ নাই; তোমার ভঙ্গের প্রতীকার নাই; তোমার ক্ষত সাংঘাতিক; যাহারা তোমার বার্ত্তা শুনিবে, তাহারা তোমার উপরে হাততালী দিবে; কেননা তোমার হিংসা কাহার উপরে না অবিরত রহিয়াছে?

হবক্‌কূক ভাববাদীর পুস্তক

কল্‌দীয়দের দৌরাত্ম্য ও দণ্ড।

১ হবক্‌কূক ভাববাদীর ভারবাণী; তিনি এই দর্শন পান।

২ হে সদাপ্রভু, কত কাল আমি আর্ত্তনাদ করিব, আর তুমি শুনিবে না? আমি দৌরাত্ম্যের বিষয়ে তোমার কাছে কাঁদিতেছি, আর তুমি নিস্তার করিতেছ না। ৩ তুমি কেন আমাকে অধর্ম্ম দেখাইতেছ, কেন দুষ্কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ? লুটপাট ও দৌরাত্ম্য আমার সম্মুখে হইতেছে, বিরোধ উপস্থিত, বিসংবাদ ৪ বাড়িয়া উঠিতেছে। তাই ব্যবস্থা নিস্তেজ হইতেছে, বিচার কোন মতে নিষ্পন্ন হইতেছে না; কারণ দুর্জ্জনেরা ধার্ম্মিককে ঘেরিয়া থাকে, তজ্জন্য বিচার বিপরীত হইয়া পড়ে।

৫ তোমরা জাতিগণের মধ্যে দৃষ্টিপাত কর, নিরীক্ষণ কর, এবং চমৎকার জ্ঞান করিয়া হতবুদ্ধি হও; যেহেতু আমি তোমাদের সময়ে এক কর্ম্ম করিব, তাহার বৃত্তান্ত কেহ তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলে ৬ তোমরা বিশ্বাস করিবে না। কারণ দেখ, আমি কল্‌দীয়দিগকে উঠাইব; তাহারা সেই নিষ্ঠুর ও ত্বরান্বিত জাতি, যে পরের নিবাস সকল অধিকার করণার্থে পৃথিবীর বিস্তারের সর্ব্বত্র বিহার করে। ৭ তাহারা ত্রাসজনক ও ভয়ঙ্কর, তাহাদের শাসন ও উন্নতি তাহাদেরই হইতে ৮ উৎপন্ন। তাহাদের অশ্বগণ চিতাব্যাঘ্র হইতেও দ্রুতগামী ও সায়ংকালীন কেন্দুয়া হইতেও উগ্র; তাহাদের অশ্বারোহিগণ বেগবান্; তাহাদের অশ্বারোহিগণ দূর হইতে আগত; ঈগল পক্ষী যেমন ভক্ষণার্থে দ্রুতবেগে চলে, তেমনি ৯ তাহারা উড়ে। তাহারা সকলে দৌরাত্ম্য করিতে আইসে, তাহারা অগ্রসর হইতে উন্মুখ; এবং তাহারা বন্দিদিগকে বালু- ১০ কার ন্যায় একত্র করে। সেই জাতি রাজগণকে বিদ্রূপ করে, এবং অধ্যক্ষগণ তাহার উপহাসের পাত্র; সে দৃঢ় দুর্গ সমস্তকে উপহাস করে, ও ধূলি রাশীকৃত ১১ করিয়া তাহা হস্তগত করে। এইরূপে সে প্রচণ্ড বায়ুবৎ হঠাৎ বহিবে, অগ্রসর হইবে, আর দোষী হইবে; নিজ শক্তিই তাহার দেবতা।

১২ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পবিত্রতম, তুমি কি অনাদিকাল হইতে নহ? আমরা মারা পড়িব না *; হে সদাপ্রভু, তুমি বিচারার্থেই উহাকে

* (বা) তুমি মরিবে না।

নিরূপণ করিয়াছ; হে শৈল,* তুমি শাসনার্থেই উহাকে স্থাপন করিয়াছ।
১৩ তুমি এমন নির্ম্মলচক্ষু যে মন্দ দেখিতে পার না, এবং দুষ্কার্য্যের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করিতে পার না, তবে বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কেন দৃষ্টিপাত করিতেছ? আর দুর্জ্জন আপনার অপেক্ষা ধার্ম্মিক লোককে গ্রাস করিলে কেন
১৪ নীরব থাক? মনুষ্যদিগকে সমুদ্রের মৎস্য তুল্য কিম্বা অস্বামিক কীট তুল্য
১৫ কেন কর? সে সকলকে বড়শীতে তুলে, তাহাদিগকে নিজ জালে ধরে, খালুইতে একত্র করে; এই জন্য সে আনন্দিত
১৬ ও উল্লাসিত হয়। এই জন্য সে আপন জালের উদ্দেশে বলিদান করে, ও আপন খালুইয়ের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়; কেননা তদ্দ্বারা তাহার অংশ পুষ্ট ও তাহার খাদ্য
১৭ মেদোযুক্ত হয়। এই জন্য সে কি আপন জালের মধ্য হইতে মৎস্য বাহির করিতে থাকিবে? ও মমতা না করিয়া নিরন্তর জাতিগণকে বধ করিবে?

২ আমি আপন প্রহরী-কার্য্যের স্থানে দাঁড়াইব, দুর্গের উপরে অবস্থিত থাকিব; আমার আবেদনের বিষয়ে তিনি আমাকে কি বলিবেন, এবং আমি কি উত্তর দিব,
২ তাহা দেখিয়া বুঝিব। তখন সদাপ্রভু উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এই দর্শনের কথা লিখ, সুস্পষ্ট করিয়া ফলকে খুদ, যে পাঠ করে, সে যেন দৌড়িতে
৩ পারে। কেননা এই দর্শন এখনও নিরূপিত কালের নিমিত্ত, ও তাহা পরিনামের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, আর মিথ্যা হইবে না; তাহার বিলম্ব হইলেও তাহার অপেক্ষা কর, কেননা তাহা অবশ্য উপস্থিত হইবে, যথাকালে বিলম্ব করিবে না। দেখ, তাহার প্রাণ দর্পে স্ফীত, তাহার অন্তর সরল নয়, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপন বিশ্বাস দ্বারা * বাঁচিবে।

আবার মদ্য প্রযুক্ত সে বিশ্বাসঘাতক; সে অভিমানী বীর, সে ঘরে থাকে না; সে পাতালের ন্যায় অপরিমিত লোভী, সে মৃত্যুর সদৃশ, তৃপ্ত হয় না, কিন্তু সর্ব্বজাতিকে একত্র করিয়া আত্মসাৎ করে, এবং সর্ব্বলোকবৃন্দকে আপনার
৬ কাছে সংগ্রহ করে। তাহারা সকলে কি তাহার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত কথা ও তাহার বিষয়ে পরিহাসজনক প্রবাদ উত্থাপন করিবে না? লোকে বলিবে,

"ধিক্ তাহাকে, যে পরধনে বর্দ্ধিষ্ণু হয়—
কত দিন হইবে?—
আর যে বন্ধক দ্রব্যের ভারে ভারী হয়।"

যাহারা তোমাকে দংশন করিবে, তাহারা কি হঠাৎ উঠিবে না? যাহারা তোমাকে সঞ্চালন করিবে, তাহারা কি শীঘ্র জাগিবে না? তখন তুমি তাহাদের লুটিত বস্তু হইবে। তুমি অনেক জাতির সম্পত্তি লুট করিয়াছ; এই হেতু জাতিগণের সমস্ত শেষাংশ তোমার সম্পত্তি লুট করিবে; ইহার কারণ মনুষ্যদের রক্তপাত, এবং দেশ, নগর ও তন্নিবাসীদের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য।

ধিক তাহাকে যে আপন কুলের নিমিত্ত কুলাভ সংগ্রহ করে,
যেন উচ্চে বাসা করিতে পারে,
যেন অমঙ্গলের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

* দ্বি বি ৩২; ৪ পদ দেখ।

* (বা) আপন বিশ্বস্ততায়।

১০ অনেক জাতিকে উচ্ছিন্ন করাতে তুমি আপন কুলের লজ্জাজনক মন্ত্রণা করিয়াছ, ও আপন প্রাণের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ।
১১ কেননা ভিত্তির মধ্য হইতে প্রস্তর কাঁদিবে, ও কাষ্ঠের মধ্য হইতে বরগা তাহার উত্তর দিবে।

১২ ধিক্ তাহাকে, যে রক্তপাত দ্বারা পুরী গাঁথে,
যে অন্যায় দ্বারা নগর সংস্থাপন করে।
১৩ দেখ, ইহা কি বাহিনীগণের সদাপ্রভু হইতে হয় না যে, লোকবৃন্দ অগ্নির জন্য পরিশ্রম করে, এবং জাতিগণ অলীকতার
১৪ জন্য ক্লান্ত হয়? কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমা-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।

১৫ ধিক্ তাহাকে, যে আপন প্রতিবাসীকে পান করায়;
তুমি ভাণ্ডে তোমার বিষ মিশাইয়া থাক, আবার তাহাকে মত্ত করিয়া থাক,
যেন তুমি তাহাদের উলঙ্গতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পার।
১৬ তুমি সম্মানের স্থানে অপমানেই পরিপূর্ণ হইয়াছ; তুমিও পান করিয়া অচ্ছিন্নত্বকের ন্যায় হও; সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্তস্থিত পানপাত্র তোমার দিকে ফিরান যাইবে, ও তোমার গৌরবের উপরে
১৭ জঘন্য লজ্জা উপস্থিত হইবে। কারণ লিবানোনের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে ও পশুগণের সংহার তোমার ত্রাস জন্মাইবে; ইহার কারণ মনুষ্যদের রক্তপাত, এবং দেশ, নগর ও তন্নিবাসীদের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য।
১৮ ক্ষোদিত প্রতিমায় উপকার কি যে, তাহার নির্ম্মাতা তাহা ক্ষোদন করে? ছাঁচে ঢালা প্রতিমার ও মিথ্যার শিক্ষকেই বা [উপকার কি] যে, আপনার নির্ম্মিত বস্তুর নির্ম্মাতা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া অবাক্ অবস্তু নির্ম্মাণ করে?
১৯ ধিক্ তাহাকে, যে কাষ্ঠকে বলে, তুমি জাগ,
অবাক্ প্রস্তরকে বলে, তুমি উঠ।
সে কি শিক্ষা দিবে? দেখ, সে সুবর্ণ ও রৌপ্যে মণ্ডিত, তাহার অন্তরে শ্বাস-
২০ বায়ুর লেশও নাই। কিন্তু সদাপ্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে আছেন; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার সম্মুখে নীরব থাক।

হবক্কূকের স্তোত্র।

৩ হবক্কূক ভাববাদীর প্রার্থনা স্বর, শিগিয়োনোৎ।
২ হে সদাপ্রভু, আমি তোমার বার্ত্তা শুনিলাম, ভীত হইলাম;
হে সদাপ্রভু, বৎসর-সমূহের মধ্যে তোমার কর্ম্ম সজীব কর,
বৎসর-সমূহের মধ্যে জ্ঞাত কর;
কোপের সময়ে করুণা স্মরণ কর।

৩ ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন,
পারণ পর্ব্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। সেলা।
আকাশমণ্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন,
পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ।
৪ তাহার তেজ দীপ্তির তুল্য,
তাঁহার হস্ত হইতে কিরণ নির্গত হয়;
ঐ স্থান তাঁহার পরাক্রমের অন্তরাল।
৫ তাঁহার অগ্রে অগ্রে মহামারী চলে,
তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া জ্বলদঙ্গার গমন করে।
৬ তিনি দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে পরিমাণ করিলেন,

তিনি দৃক্‌পাত করিয়া জাতিগণকে ত্রাস-
তাড়িত করিলেন;
সনাতন পর্ব্বত সকল খণ্ডবিখণ্ড হইল,
চিরন্তন গিরিমালা নত হইল;
অনাদিকাল অবধি * তাঁহার গতি।
৭ আমি দেখিলাম, কূশনের তাম্বু সকল ক্লিষ্ট,
মিদিয়ন দেশীয় যবনিকা সকল কম্পিত
হইল।

৮ সদাপ্রভু কি নদনদীগণের প্রতি বিরক্ত
হইলেন,
তোমার ক্রোধ কি নদনদীগণের উপরে
বর্ত্তিল,
সমুদ্রের প্রতি কি তোমার কোপ হইল যে,
তুমি তোমার অশ্বগণে আরোহণ করিলে?
পরিত্রাণসাধক তোমার রথ-সমূহে আরো-
হণ করিলে?
৯ তোমার ধনুক একেবারে অনাবৃত,
বাক্যমূলক দণ্ড সকল শপথ দ্বারা স্থিরী-
কৃত। সেলা।
তুমি ভূতলকে বিদীর্ণ করিয়া নদনদীময়
করিলে।
১০ পর্ব্বতগণ তোমাকে দেখিয়া কাঁপিয়া
উঠিল,
প্রচণ্ড জলরাশি বহিয়া গেল,
বারিধি আপন রব উদীর্ণ করিল,
আপন হস্তদ্বয় উচ্চে উঠাইল।
১১ সূর্য্য ও চন্দ্র স্ব স্ব বাসস্থানে দাঁড়াইয়া
থাকিল,—
তোমার দ্রুতগামী বাণ-সমূহের দীপ্তিতে,
তোমার বজ্ররূপ বড়শার তেজে।
১২ তুমি ক্রোধে ভূতল দিয়া গমন করিলে,
কোপে জাতিগণকে [শস্যবৎ] মর্দ্দন
করিলে।

* (বা) পূর্ব্বকালের মত।

১৩ তুমি যাত্রা করিলে,—আপন প্রজাগণের
পরিত্রাণার্থে,
আপন অভিষিক্ত লোকের * পরিত্রাণার্থে;
তুমি দুষ্টের গৃহের মস্তক চূর্ণ করিলে,
কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত তাহার মূল অনাবৃত
করিলে। সেলা।
১৪ তুমি তাহার যোদ্ধাদের মস্তক তাহারই
দণ্ড দ্বারা বিদ্ধ করিলে;
তাহারা ঘূর্ণ্যবায়ুর ন্যায় আমাকে ছিন্নভিন্ন
করিতে আসিয়াছিল;
তাহারা দুঃখীকে গোপনে গ্রাস করিতে
আনন্দ করিত।
১৫ তুমি আপন অশ্বগণ লইয়া সমুদ্র দিয়া
গমন করিলে।
সেই মহাজলরাশি দিয়া গমন করিলে।

১৬ আমি শুনিলাম, আমার অন্তর কাঁপিয়া
উঠিল,
সেই রবে আমার ওষ্ঠাধর বিকম্পিত
হইল,
আমার অস্থিতে পচন প্রবেশ করিল,
আমি স্বস্থানে কম্পিত হইলাম,
কারণ আমাকে বিশ্রাম করিতে হইবে,
সঙ্কটের দিনের অপেক্ষায়,
যখন আক্রমণকারী আসিবে লোকদের
বিরুদ্ধে।

১৭ যদিও ডুমুরবৃক্ষ পুষ্পিত হইবে না,
দ্রাক্ষালতায় ফল ধরিবে না,
জিতবৃক্ষ ফলদানে বঞ্চনা করিবে,
ও ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইবে না,
খোঁয়াড় হইতে মেষপাল উচ্ছিন্ন হইবে,
গোষ্ঠে গোরু থাকিবে না;
১৮ তথাপি আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব,

* (বা) আপন অভিষিক্তের সহিত।

আমার ত্রাণেশ্বরে উল্লাসিত হইব।
১৯ প্রভু সদাপ্রভুই আমার বল,
তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণ সদৃশ করেন,
তিনি আমার উচ্চস্থলী সকল দিয়া আমাকে গমন করাইবেন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য; আমার তার-যুক্ত যন্ত্রে।

সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক

যিহূদীদের উপরে দণ্ড।

১ সদাপ্রভুর এই বাক্য আমোনের পুত্র যিহূদা-রাজ যোশিয়ের সময়ে সফনিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। ইনি কূশির পুত্র, কূশি গদলিয়ের পুত্র, গদলিয় অমরিয়ের পুত্র, অমরিয় হিষ্কিয়ের পুত্র।

২ আমি ভূতল হইতে সকলই সংহার ৩ করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি মনুষ্য ও পশুগণকে সংহার করিব, আমি আকাশের পক্ষিগণকে, সমুদ্রের মৎস্য-গণকে, ও দুষ্টগণশুদ্ধ বিঘ্ন সকল সংহার করিব; হাঁ, আমি ভূতল হইতে মনুষ্যকে উচ্ছিন্ন করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন।
৪ আর আমি যিহূদার বিরুদ্ধে ও যিরূ-শালেম-নিবাসী সকলের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং এই স্থান হইতে বালের অবশেষ ও যাজকগণশুদ্ধ পুরো-৫ হিতদের নাম উচ্ছিন্ন করিব; এবং তাহা-দিগকেও উচ্ছিন্ন করিব, যাহারা ছাদের উপরে আকাশ-বাহিনীর কাছে প্রণিপাত ৬ করে, এবং যাহারা সদাপ্রভুর কাছে শপথ করিয়া, অথচ মালকামের নামেও শপথ করিয়া প্রণিপাত করে, এবং যাহারা সদাপ্রভুর অনুগমন হইতে পরাঙ্মুখ হয়, ও যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে নাই, ও তাঁহার অনুসন্ধান করে নাই।

৭ তুমি প্রভু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নীরব হও; কেননা সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট; কারণ সদাপ্রভু এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন, আপন নিমন্ত্রিত লোকদিগের ৮ সংস্কার করিয়াছেন। সদাপ্রভুর সেই যজ্ঞের দিনে আমি অধ্যক্ষগণকে, রাজ-কুমারদিগকে ও বিজাতীয় পরিচ্ছদপরি-৯ হিত সকল লোককে দণ্ড দিব। আর যাহারা লম্ফ দিয়া গোবরাট উল্লঙ্ঘন করে, যাহারা আপনাদের প্রভুর গৃহ দৌরাত্ম্যে ও ছলনায় পরিপূর্ণ করে, সেই দিন আমি ১০ তাহাদিগকে দণ্ড দিব। সদাপ্রভু বলেন, সে দিন মৎস্য-দ্বার হইতে ক্রন্দনের শব্দ, দ্বিতীয় বিভাগ হইতে হাহাকার, ও উপ-পর্ব্বতগণ হইতে মহাভঙ্গের শব্দ শুনা ১১ যাইবে। হে মক্তেশ [উদূখল] নিবাসি-গণ, তোমারা হাহাকার কর, কেননা সমস্ত ব্যবসায়ী লোক * নষ্ট হইয়াছে, সকল ১২ রৌপ্যবাহক বিনাশ পাইয়াছে। সেই সময়ে আমি প্রদীপ জ্বালিয়া যিরূশালে-মের সন্ধান করিব; আর যে লোকেরা নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন গাদের উপরে

* (বা) সমস্ত কনানীয় জাতি।

সুস্থির আছে, যাহারা মনে মনে বলে, সদাপ্রভু মঙ্গলও করিবেন না, অমঙ্গলও করিবেন না, তাহাদিগকে দণ্ড দিব।
১৩ তাহাদের সম্পদ লুট হইবে, ও তাহাদের গৃহ সকল ধ্বংসস্থান হইবে; তাহারা বাটী নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু তাহাতে বাস করিতে পাইবে না; দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে, কিন্তু তাহার দ্রাক্ষারস পান
১৪ করিতে পাইবে না। সদাপ্রভুর মহাদিন নিকটবর্ত্তী, তাহা নিকটবর্ত্তী, অতি শীঘ্র আসিতেছে; ঐ সদাপ্রভুর দিনের শব্দ; সেখানে বীর তীব্র আর্ত্তরব করিতেছে।
১৫ সেই দিন ক্রোধের দিন, সঙ্কটের ও সঙ্কোচের দিন, নাশের ও সর্ব্বনাশের দিন, অন্ধকারের ও তিমিরের দিন,
১৬ মেঘের ও গাঢ় তিমিরের দিন, তূরীধ্বনির ও রণনাদের দিন; তাহা প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও উচ্চ দুর্গ সকলের বিপক্ষ।
১৭ আমি মনুষ্যদিগকে দুঃখ দিব; তাহারা অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিবে, কারণ তাহারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে; তাহাদের রক্ত ধূলার ন্যায় ও তাহাদের
১৮ মাংস মলের ন্যায় ঢালা যাইবে। সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তাহাদের রৌপ্য কি তাহাদের সুবর্ণ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না; কিন্তু তাঁহার অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত দেশ অগ্নি-ভক্ষিত হইবে, কেননা তিনি দেশ-নিবাসী সকলের বিনাশ, হাঁ, ভয়ানক সংহার করিবেন।

২ হে লজ্জাহীন জাতি, তোমরা একত্র
২ হও, হাঁ, একত্র হও, কেননা দণ্ডাজ্ঞা সফল হইবার সময় হইল, দিন ত তুষের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে; সদাপ্রভুর ক্রোধাগ্নি তোমাদের উপরে আসিয়া পড়িল, সদাপ্রভুর ক্রোধের দিন
৩ তোমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। হে দেশস্থ সমস্ত নম্র লোক, তাঁহার শাসন পালন করিয়াছ যে তোমরা, তোমরা সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, ধর্ম্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর; হয় ত সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তোমরা গুপ্তস্থানে রক্ষা পাইবে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের উপরে দণ্ড।

৪ কারণ ঘসা পরিত্যক্ত, ও অস্কিলোন ধ্বংসস্থান হইবে; অস্‌দোদের লোকেরা মধ্যাহ্নকালে তাড়িত হইবে, ও ইক্রোণ
৫ উন্মূলিত হইবে। ধিক্ সমুদ্রের উপকূল-নিবাসিগণকে, করেথীয়গণের জাতিকে! হে কনান, পলেষ্টীয়দের দেশ, সদাপ্রভুর বাক্য তোমাদের বিপক্ষ; আমি তোমাকে এমন উচ্ছিন্ন করিব যে, তোমাতে আর
৬ কেহ বসতি করিবে না। আর সমুদ্রের তীরস্থ অঞ্চল বাথানে, মেষপালকদের গহ্বরে ও মেষের খোঁয়াড়ে পরিণত
৭ হইবে। সেই অঞ্চল যিহূদা-কুলের অবশিষ্টাংশের অধিকার হইবে; তাহারা তাহার উপরে [আপন আপন পাল] চরাইবে; সন্ধ্যাকালে অস্কিলোনের গৃহে গৃহে শয়ন করিবে; কেননা তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন, ও তাহাদের বন্দি-দশা ফিরাইবেন।
৮ আমি মোয়াবের টিটকারি ও অম্মোন-সন্তানদের কটুকাটব্য শুনিয়াছি; তাহারা আমার প্রজাদিগকে টিটকারি দিয়াছে, আর তাহাদের সীমার প্রতিকূলে আপনা-
৯ দিগকে বড় করিয়াছে। এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, আমার জীবনের

দিব্য, মোয়াব অবশ্য সদোমের তুল্য, এবং অম্মোন-সন্তানেরা ঘমোরার তুল্য হইবে, বিছুটির আশ্রয়, লবণের কূপ ও নিত্য ধ্বংসস্থান হইবে; আমার প্রজাগণের অবশিষ্টাংশ তাহাদের সম্পত্তি লুট করিবে, ও আমার জাতির অবশিষ্ট লোকেরা তাহাদের অধিকার পাইবে।
১০ এই তাহাদের অহঙ্কারের প্রতিফল; কেননা তাহারা টিটকারি দিয়াছে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর প্রজাদের বিরুদ্ধে
১১ আপনাদিগকে বড় করিয়াছে। সদাপ্রভু উহাদের প্রতি ভয়ঙ্কর হইবেন, কারণ তিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত দেবতাকে ক্ষীণ করিবেন, এবং মনুষ্যেরা সকলে আপন আপন স্থান হইতে তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবে, জাতিগণের উপকূল-সমূহ করিবে।
১২ হে কূশীয়গণ, তোমরাও আমার খড়্গে
১৩ নিহত হইবে। আর তিনি উত্তরদিকের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিবেন, অশূরকে বিনষ্ট কবিবেন, এবং নীনবীকে ধ্বংস ও প্রান্তরের ন্যায় জলহীন স্থান
১৪ করিবেন। আর তাহার মধ্যে পশুপাল ও সর্ব্বপ্রকার বিজাতীয় জীবের ঝাঁক শয়ন করিবে, পাণিভেলা ও শজারু তাহার স্তম্ভের মাথলার উপরে রাত্রি যাপন করিবে; বাতায়নের মধ্য দিয়া তাহাদের গানের রব শুনা যাইবে; গোবরাটে উৎসন্নতা থাকিবে; কেননা তিনি তাহার এরসকাষ্ঠের কর্ম্ম অনাবৃত
১৫ করিয়াছেন। এই সেই উল্লাসপ্রিয়া নগরী, যে নির্ভয়ে বসিয়া থাকিত, যে মনে মনে বলিত, আমিই আছি, আমা ভিন্ন আর কেহ নাই; সে একেবারে ধ্বংসের আস্পদ হইল, পশুদের শয়নস্থান হইল! যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যাইবে, সে শিশ দিবে, আপন হস্ত সঞ্চালন করিবে।

যিহূদীদের পাপ ও ভাবী কুশল।

৩ ধিক্ সেই বিদ্রোহিণী ও ভ্রষ্টাকে,
২ সেই অত্যাচার-কারিণী নগরীকে! সে রব শুনে নাই, শাসন গ্রহণ করে নাই, সদাপ্রভুতে নির্ভর করে নাই, আপন
৩ ঈশ্বরের নিকটে আইসে নাই। তাহার মধ্যস্থিত অধ্যক্ষগণ গর্জ্জনকারী সিংহ, তাহার বিচারকর্ত্তৃগণ সায়ংকালীন কেন্দুয়া ব্যাঘ্র; তাহারা প্রাতঃকালের জন্য কিছু-
৪ মাত্র অবশিষ্ট রাখে না। তাহার ভাববাদিগণ দাম্ভিক ও বিশ্বাসঘাতক, তাহার যাজকগণ পবিত্রকে অপবিত্র করিয়াছে, তাহারা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অত্যাচার
৫ করিয়াছে। তাহার মধ্যবর্ত্তী সদাপ্রভু ধর্ম্মশীল; তিনি অন্যায় করেন না, প্রতি প্রভাতে তিনি আপন বিচার আলোকে স্থাপন করেন, ত্রুটি করেন না; কিন্তু
৬ অন্যায়াচারী লজ্জা জানে না। আমি জাতিগণকে উচ্ছিন্ন করিয়াছি, তাহাদের উচ্চ দুর্গ সকল ধ্বংসিত হইয়াছে; আমি তাহাদের পথ শূন্য করিয়াছি, তাহা দিয়া কেহ আর চলে না; তাহাদের নগর সকল লুপ্ত হইয়াছে, তথায় মনুষ্য নাই, কোন বাসকারী আর
৭ নাই। আমি কহিলাম তুমি অবশ্য আমাকে ভয় করিবে, তুমি শাসন গ্রহণ করিবে, তাহাতে তাহার নিবাস উচ্ছিন্ন হইবে না; ইহা তাহার সম্বন্ধে আমার নিরূপিত বিষয়ের অনুজ্ঞা; কিন্তু তন্নিবাসীরা প্রত্যূষে উঠিয়া আপনাদের সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল।

৮ এই জন্য সদাপ্রভু কহেন, তোমরা সেই দিন পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষায় থাক, যে দিন আমি হরণ করিতে উঠিব; কেননা আমার বিচার এই; আমি জাতি-গণকে সংগ্রহ করিয়া ও রাজ্য সকল একত্র করিয়া তাহাদের উপরে আমার ক্রোধ, আমার সমস্ত কোপাগ্নি ঢালিয়া দিব; বস্তুতঃ আমার অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত পৃথিবী অগ্নিভক্ষিত হইবে।

৯ আর তৎকালে আমি জাতিগণকে বিশুদ্ধ ওষ্ঠ দিব, যেন তাহারা সকলেই সদাপ্রভুর নামে ডাকে ও একযোগে ১০ তাঁহার আরাধনা করে। কূশ দেশস্থ নদীগণের পার হইতে আমার উপাসক-গণ, আমার ছিন্নভিন্ন প্রজা-কন্যা, আমার ১১ নৈবেদ্য আনয়ন করিবে *। তুমি আপ-নার যে সকল ক্রিয়াতে আমার কাছে অপরাধিনী হইয়াছ, তৎপ্রযুক্ত সে দিন লজ্জিতা হইবে না; কেননা সেই সময়ে আমি তোমার দর্পযুক্ত উল্লাসকারী লোক-দিগকে তোমার মধ্য হইতে হরণ করিব; তাহাতে তুমি আমার পবিত্র পর্ব্বতে ১২ আর অহঙ্কার করিবে না। আর আমি তোমার মধ্যে দীনদুঃখী এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখিব; তাহারা সদাপ্রভুর ১৩ নামের শরণ লইবে। ইস্রায়েলের অব-শিষ্ট লোক অন্যায় করিবে না, মিথ্যাকথা বলিবে না, এবং তাহাদের মুখে প্রতারক জিহ্বা থাকিবে না; বস্তুতঃ তাহারা চরিবে ও শয়ন করিবে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার কেহ থাকিবে না।

১৪ হে সিয়োন-কন্যা, আনন্দগান কর; হে ইস্রায়েল, জয়ধ্বনি কর; হে যিরূশালেম-কন্যা, আনন্দ কর, সর্ব্বান্তঃ-১৫ করণে উল্লাস কর। সদাপ্রভু তোমার দণ্ড সকল দূর করিয়াছেন, তোমার শত্রুকে সরাইয়া দিয়াছেন; ইস্রায়েলের রাজা সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্ত্তী; তুমি ১৬ আর অমঙ্গলের ভয় করিবে না। সেই দিন যিরূশালেমকে এই কথা বলা যাইবে, ভয় করিও না; হে সিয়োন, তোমার ১৭ হস্ত শিথিল না হউক। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্ত্তী; সেই বীর পরিত্রাণ করিবেন, তিনি তোমার বিষয়ে পরম আনন্দ করিবেন; তিনি প্রেমভরে মৌনী হইবেন, আনন্দগান দ্বারা তোমার ১৮ বিষয়ে উল্লাস করিবেন। যাহারা পর্ব্ব-বিরহে খেদ করে, তাহাদিগকে আমি একত্র করিব; তাহারা তোমা হইতে উৎপন্ন, তাহারা ধিক্কারে ভারগ্রস্ত। ১৯ দেখ, যে সকল লোক তোমাকে দুঃখ দেয়, সেই সময়ে আমি তাহাদের প্রতি যাহা করিবার, তাহা করিব; আর আমি খঞ্জাকে পরিত্রাণ করিব, ও দূরীকৃতাকে সংগ্রহ করিব; এবং যাহাদের লজ্জা সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপিয়াছে, আমি তাহা-দিগকে প্রশংসার ও কীর্ত্তির পাত্র করিব।

২০ সেই সময়ে আমি তোমাদিগকে আনিব, সেই সময়ে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব; কারণ আমি পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির মধ্যে তোমাদিগকে কীর্ত্তির ও প্রশংসার পাত্র করিব; কেননা তখন আমি তোমা-দের দৃষ্টিগোচরে তোমাদিগকে বন্দি-দশা হইতে ফিরাইয়া আনিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

---

* (বা) নৈবেদ্য বলিয়া আনীত হইবে।

হগয় ভাববাদীর পুস্তক

মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ বিষয়ে হগয়ের ভাববাণী।

১ দারিয়াবস রাজার দ্বিতীয় বৎসরের ষষ্ঠ মাসে, মাসের প্রথম দিনে সদাপ্রভুর বাক্য হগয় ভাববাদী দ্বারা শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহূদার অধ্যক্ষের কাছে এবং যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজকের কাছে উপস্থিত হইল।

২ তিনি কহিলেন, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই লোকেরা বলিতেছে, সময়, সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণের ৩ সময়, উপস্থিত হয় নাই। তখন হগয় ভাববাদী দ্বারা সদাপ্রভুর এই বাক্য ৪ উপস্থিত হইল; এই কি তোমাদের আপন আপন ছাদ আঁটা গৃহে বাস করিবার সময়? এই গৃহ ত উৎসন্ন ৫ রহিয়াছে। এই জন্য এখন বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন পথ আলোচনা কর। ৬ তোমরা অনেক বীজ বপন করিয়াও অল্প সঞ্চয় করিতেছ, আহার করিয়াও তৃপ্ত হইতেছ না, পান করিয়াও আপ্যায়িত হইতেছ না, পরিচ্ছদ পরিয়াও উষ্ণ হইতেছ না, এবং বেতনজীবী লোক ৭ ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন পথ আলোচনা কর। ৮ পর্ব্বতে উঠিয়া গিয়া কাষ্ঠ আন এই গৃহ নির্ম্মাণ কর, তাহাতে আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হইব, এবং গৌরবান্বিত ৯ হইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন। তোমরা বাহুল্যের অপেক্ষা করিয়াছিলে, আর দেখ, অল্প পাইলে; এবং যাহা গৃহে আনিয়াছিলে, তাহার উপরে আমি ফুঁ দিলাম। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, আমার গৃহ উৎসন্ন রহিয়াছে, তথাপি তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন গৃহে দৌড়িয়া ১০ যাইতেছ। এই জন্য তোমাদেরই কারণ আকাশ রুদ্ধ হইয়াছে, শিশির বর্ষায় না, ও ভূমি রুদ্ধ হইয়াছে, ফল দেয় না। ১১ আর আমি দেশের ও পর্ব্বতগণের উপরে, শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈল প্রভৃতি ভূমির উৎপন্ন বস্তুর উপরে, এবং মনুষ্য, পশু ও তোমাদের হস্তের সমস্ত শ্রমের উপরে অনাবৃষ্টিকে আহ্বান করিলাম।

১২ তখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল, যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজক এবং লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশ আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে, এবং আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রেরিত হগয় ভাববাদীর সকল বাক্যে মনোযোগ করিলেন; লোকেরাও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ১৩ ভীত হইল। তখন সদাপ্রভুর দূত হগয় সদাপ্রভুর দৌত্য-কার্য্যক্রমে লোকদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমা- ১৪ দের সঙ্গে সঙ্গে আছি। পরে সদাপ্রভু শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহূদার অধ্যক্ষের আত্মাকে ও যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজকের আত্মাকে এবং লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশের আত্মাকে উত্তেজিত করিলেন; তাঁহারা

আসিয়া আপনাদের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহে কার্য্য করিতে লাগিলেন; ১৫ ইহা দারিয়াবস রাজার দ্বিতীয় বৎসরের ষষ্ঠ মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে ঘটিল।

২ সপ্তম মাসের একবিংশ দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য হগয় ভাববাদী দ্বারা উপস্থিত ২ হইল, তুমি এখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহূদার অধ্যক্ষকে, যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজককে ও লোকদের অবশিষ্টাংশকে এই কথা বল, ৩ তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট এমন কে আছে যে, পূর্ব্বপ্রতাপের অবস্থায় এই গৃহ দেখিয়াছিল? আর এখন তোমরা ইহা কি অবস্থায় দেখিতেছ? ইহা কি তোমা- ৪ দের দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ নহে? কিন্তু এখন, হে সরুব্বাবিল, তুমি বলবান হও, ইহা সদাপ্রভু বলেন, আর হে যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজক, তুমি বলবান হও; এবং দেশের সমস্ত লোক, তোমরা বলবান হও, ইহা সদাপ্রভু বলেন, আর কার্য্য কর; কেননা আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, ইহা বাহিনীগণের সদা- ৫ প্রভু বলেন। তোমরা যখন মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলে, তখন আমি তোমাদের সহিত বাক্য দ্বারা নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম; এবং আমার আত্মা তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন; তোমরা ৬ ভয় করিও না। কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আর এক বার, অল্পকালের মধ্যে, আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে এবং সমুদ্র ও শুষ্ক ভূমিকে ৭ কম্পান্বিত করিব। আর আমি সর্ব্বজাতিকে কম্পান্বিত করিব; এবং সর্ব্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসিবে*; আর আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। ৮ রৌপ্য আমারই, স্বর্ণও আমারই, ইহা ৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। এই গৃহের পূর্ব্ব প্রতাপ অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ গুরুতর হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; আর এই স্থানে আমি শান্তি প্রদান করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।

১০ দারিয়াবসের দ্বিতীয় বৎসরের নবম মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য হগয় ভাববাদী দ্বারা উপস্থিত হইল; ১১ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তুমি একবার যাজকদিগকে ব্যবস্থার বিষয় ১২ জিজ্ঞাসা কর, বল, কেহ যদি আপন বস্ত্রের অঞ্চলে পবিত্র মাংস বহন করে, আর সেই অঞ্চলে রুটী, কি সিদ্ধ শবজি, কি দ্রাক্ষারস, কি তৈল, কি অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করা হয়, তবে সে দ্রব্য কি পবিত্র হইবে? যাজকগণ উত্তর ১৩ করিয়া বলিলেন, না। তখন হগয় কহিলেন, শবের স্পর্শে অশুচি কোন লোক যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য স্পর্শ করে, তবে তাহা কি অশুচি হইবে? যাজকগণ উত্তর করিয়া বলিলেন, তাহা অশুচি ১৪ হইবে। তখন হগয় উত্তর করিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু বলেন, আমার সম্মুখে এই বংশ তদ্রূপ ও এই জাতি তদ্রূপ; তাহাদের হস্তের সমস্ত কর্ম্মও তদ্রূপ; এবং ঐ স্থানে তাহারা যাহা উৎসর্গ ১৫ করে, তাহা অশুচি। এখন, বিনতি করি, অদ্যকার দিনের পূর্ব্বে যত দিন সদাপ্রভুর মন্দিরে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর স্থাপিত ছিল না, সেই সকল দিন আলো- ১৬ চনা কর। সেই সকল দিনে তোমাদের

* (বা) মনোরঞ্জক আসিবেন।

মধ্যে কেহ বিংশতি কাঠা শস্যরাশির নিকটে আসিলে কেবল দশ কাঠা হইত, এবং দ্রাক্ষাকুণ্ড হইতে পঞ্চাশ পূরা পরিমাণ দ্রাক্ষারস লইতে আসিলে কেবল ১৭ বিংশতি পূরা হইত। আমি শস্যের শোষ, ম্লানি, ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা তোমাদের হস্তের সমস্ত কার্য্যে তোমাদিগকে আঘাত করিতাম, তথাপি তোমরা আমার প্রতি ফিরিতে না, ইহা সদাপ্রভু বলেন। ১৮ বিনতি করি, অদ্যকার দিন অবধি, এবং ইহার পরেও আলোচনা কর, নবম মাসের চতুর্ব্বিংশ দিন অবধি, সদাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপনের ১৯ দিন অবধি, আলোচনা কর। গোলায় কি কিছু বীজ অবশিষ্ট আছে? আর দ্রাক্ষালতা, ডুমুর, দাড়িম্ব এবং জিত-বৃক্ষও ফলে নাই। অদ্যাবধি আমি আশীর্ব্বাদ করিব।

২০ পরে মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য দ্বিতীয় বার হগয়ের ২১ নিকটে উপস্থিত হইল; তুমি যিহূদার অধ্যক্ষ সরুব্বাবিলকে এই কথা বল, আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে কম্পা-২২ ন্বিত করিব; আর রাজ্যগণের সিংহাসন উল্টাইয়া ফেলিব, জাতিগণের সকল রাজ্যের পরাক্রম নষ্ট করিব, রথ ও রথারোহীদিগকে উল্টাইয়া ফেলিব, এবং অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ আপন আপন ২৩ ভ্রাতার খড়্গে পতিত হইবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, সেই দিন, হে শল্টীয়েলের পুত্র, আমার দাস, সরুব্বাবিল, আমি তোমাকে গ্রহণ করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন; আমি তোমাকে মুদ্রণার্থক অঙ্গুরীয়স্বরূপ রাখিব; কেননা আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।

সখরিয় ভাববাদীর পুস্তক।

সখরিয়ের প্রাপ্ত দুই দর্শনের বৃত্তান্ত।

১ দারিয়াবসের দ্বিতীয় বৎসরের অষ্টম মাসে সদাপ্রভুর এই বাক্য ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় ভাববাদীর নিকটে ২ উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট ৩ হইয়াছিলেন। অতএব তুমি এই লোকদিগকে বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন; তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব, ইহা বাহিনী-৪ গণের সদাপ্রভু বলেন। তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের সদৃশ হইও না, তাহাদিগকে পূর্ব্বকালীন ভাববাদিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিত, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন কুপথ হইতে ও আপন আপন কুকার্য্য হইতে ফির; কিন্তু তাহারা শুনিত না, আমার কথায় কর্ণপাত করিত না, ইহা সদা-৫ প্রভু বলেন। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কোথায়? এবং ভাববাদিগণ কি নিত্য-৬ জীবী? কিন্তু আমি আপন দাস ভাববাদিগণকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলাম,

আমার সেই সকল বাক্য ও বিধান কি তোমাদের পিতৃপুরুষদের লাগাল পায় নাই? তখন তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের আচার ও ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

৭ দারিয়াবসের দ্বিতীয় বৎসরের একাদশ মাসের, অর্থাৎ শবাট মাসের, চতুর্ব্বিংশ দিনে সদপ্রভুর বাক্য ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় ভাববাদীর ৮ নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, আমি রাত্রিকালে দর্শন পাইলাম, আর দেখ, রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহী এক পুরুষ, তিনি নিম্নভূমিস্থ গুলমেদিবৃক্ষ সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ রক্তবর্ণ, পাণ্ডুর ও শ্বেত- ৯ বর্ণ কতিপয় অশ্ব ছিল। তখন আমি কহিলাম, হে আমার প্রভু, ইহারা কে? তাহাতে আমার সঙ্গে আলাপকারী দূত আমাকে কহিলেন, ইহারা কে, তাহা ১০ আমি তোমাকে জ্ঞাত করিব। আর যে পুরুষ গুলমেদিবৃক্ষ সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু ইহাদিগকে পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ১১ ভ্রমণ করিতে পাঠাইয়াছেন। তখন তাহারা উত্তর করিয়া, যিনি গুলমেদিবৃক্ষ সকলের মধ্যে দাঁড়াইছিলেন, সদাপ্রভুর সেই দূতকে কহিল, আমরা পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছি, আর দেখ, সমস্ত পৃথিবী সুস্থির ও বিশ্রান্ত।

১২ তখন সদাপ্রভুর দূত কহিলেন, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তুমি এই সত্তর বৎসর যাহাদের উপরে ক্রোধাবিষ্ট রহিয়াছ, সেই যিরূশালেমের প্রতি, ও যিহূদার নগর সকলের প্রতি করুণা ১৩ করিতে কতকাল বিলম্ব করিবে? তখন যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, সদাপ্রভু তাঁহাকে উত্তর দিয়া নানা মঙ্গলকথা, নানা সান্ত্বনাদায়ক কথা কহিলেন। ১৪ আর যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি ঘোষণা করিয়া বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, যিরূশালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে আমি মহা ১৫ অন্তর্জ্বালায় জ্বালাযুক্ত হইয়াছি। আর নিশ্চিন্ত জাতিগণের প্রতি আমি মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি; কেননা আমি যৎকিঞ্চিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাহারা ১৬ অমঙ্গলার্থে সাহায্য করিল। এই জন্য সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমি করুণা করিয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিলাম; তাহার মধ্যে আমার গৃহ নির্ম্মিত হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; এবং ১৭ যিরূশালেমে সূত্রপাত হইবে। তুমি আরও ঘোষণা করিয়া বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার নগর সকল পুনর্ব্বার মঙ্গলে আপ্লাবিত হইবে, এবং সদাপ্রভু সিয়োনকে পুনর্ব্বার সান্ত্বনা করিবেন, ও যিরূশালেমকে পুনর্ব্বার মনোনীত করিবেন।

১৮ পরে আমি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত ১৯ করিলাম, আর দেখ, চারি শৃঙ্গ। তখন আমার সঙ্গে আলাপকারী দূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এগুলি কি? তিনি আমাকে কহিলেন, এ সেই সকল শৃঙ্গ, যাহারা যিহূদা, ইস্রায়েল এবং যিরূশালেমকে ২০ ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। পরে সদাপ্রভু

আমাকে চারি জন কর্ম্মকার দেখাইলেন। ২১ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কি করিতে আসিতেছে? তিনি কহিলেন, ঐ শৃঙ্গ সকল যিহূদাকে এমন ছিন্নভিন্ন করিয়াছে যে, কেহই মস্তক তুলিতে পারে নাই; কিন্তু যে জাতিগণ যিহূদা দেশকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য শৃঙ্গ উঠাইয়াছে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য ও তাহাদের শৃঙ্গ সকল নীচে ফেলিয়া দিবার জন্য ইহারা আসিতেছে।

সখরিয়ের তৃতীয় দর্শন।

২ পরে আমি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, পরিমাণরজ্জু হস্তে ২ এক পুরুষ। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় যাইতেছেন? তিনি আমাকে কহিলেন, যিরূশালেম মাপিতে, তাহার প্রস্থ কত ও তাহার দীর্ঘতা কত, তাহা দেখিতে যাইতেছি। ৩ আর দেখ, যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তিনি অগ্রসর হইলেন; আর এক জন দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ৪ করিতে গেলেন। তিনি উহাঁকে কহিলেন, তুমি দৌড়িয়া গিয়া যুবককে, বল, যিরূশালেমের মধ্যবর্ত্তী মনুষ্যদের ও পশুদের আধিক্য প্রযুক্ত প্রাচীরবিহীন গ্রাম-সমূহের ন্যায় তাহার বসতি ৫ হইবে; কারণ, সদাপ্রভু কহেন, আমিই তাহার চারিদিকে অগ্নিময় প্রাচীরস্বরূপ হইব, এবং আমি তাহার মধ্যবর্ত্তী প্রতাপ স্বরূপ হইব।

৬ অহো! অহো! উত্তর দেশ হইতে পলায়ন কর, ইহা সদাপ্রভু কহেন; কেননা আমি তোমাদিগকে আকাশের চারি বায়ুর ন্যায় বিস্তৃত করিয়াছি, ইহা ৭ সদাপ্রভু বলেন। অহো সিয়োন, বাবিল-কন্যার সহনিবাসিনি! রক্ষার্থে পলায়ন ৮ কর। কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন; প্রতাপের পরে তিনি আমাকে সেই জাতিগণের কাছে পাঠাইলেন, যাহারা তোমাদিগকে লুট করিয়াছে; কেননা যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করে, সে তাঁহার চক্ষুর তারা স্পর্শ ৯ করে: কারণ দেখ, আমি তাহাদের উপরে আপন হস্ত চালাইব, তাহাতে তাহারা আপন দাসগণের লুটবস্তু হইবে, আর তোমরা জানিবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে পাঠাইয়াছেন।

১০ সিয়োন-কন্যে, আনন্দগান কর, আহ্লাদ কর, কেননা দেখ, আমি আসিতেছি, আর আমি তোমার মধ্যে বাস করিব, ১১ ইহা সদাপ্রভু বলেন। সেই দিনে অনেক জাতি সদাপ্রভুতে আসক্ত হইবে, আমার প্রজা হইবে; এবং আমি তোমার মধ্যে বাস করিব, তাহাতে তুমি জানিবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে তোমার ১২ নিকটে পাঠাইয়াছেন। আর সদাপ্রভু পবিত্র দেশে আপনার অংশ বলিয়া যিহূদাকে অধিকার করিবেন ও যিরূশালেমকে আবার মনোনীত করিবেন। ১৩ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে প্রাণীমাত্র নীরব হও, কেননা তিনি আপন পবিত্র আবাসের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়াছেন।

সখরিয়ের চতুর্থ দর্শন।

৩ পরে তিনি আমাকে যিহোশূয় মহাযাজককে দেখাইলেন; ইনি সদাপ্রভুর দূতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তাঁহার বিপক্ষতা করিবার জন্য শয়তান [বিপক্ষ] তাঁহার দক্ষিণে দাঁড়াইয়াছিল।

২ তখন সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, শয়তান, সদাপ্রভু তোমাকে ভৎসনা করুন; হাঁ, যিনি যিরূশালেমকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু তোমাকে ভৎসনা করুন; এই ব্যক্তি কি অগ্নি হইতে উদ্ধৃত অৰ্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠস্বরূপ নয়? ৩ তখন যিহোশূয় মলিন বস্ত্রপরিহিত হইয়াই ৪ দূতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাতে সেই দূত আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, ইহাঁর গাত্র হইতে ঐ মলিন বস্ত্র সকল খুলিয়া ফেল। পরে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমার অপরাধ তোমা হইতে দূর করিয়া দিয়াছি, ও তোমাকে শুভ্র বস্ত্র ৫ পরিহিত করিব। তখন আমি কহিলাম, ইহাঁর মস্তকে শুচি উষ্ণীষ দিতে আজ্ঞা হউক। তখন তাঁহার মস্তকে শুচি উষ্ণীষ দেওয়া হইল, এবং তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করান হইল; আর সদাপ্রভুর ৬ দূত নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে সদাপ্রভুর দূত যিহোশূয়কে দৃঢ়রূপে ৭ কহিলেন, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যদি আমার পথে চল, ও আমার রক্ষণীয়-দ্রব্য রক্ষা কর, তবে তুমিও আমার বাটীর বিচার করিবে, এবং আমার প্রাঙ্গণের রক্ষকও হইবে, আর এই যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, আমি তোমাকে ইহাদের মধ্যে গমনাগমন করি- ৮ বার অধিকার দিব। হে যিহোশূয় মহাযাজক, তুমি শুন, এবং তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট তোমার সখাগণও শুনুক, কেননা তাহারা অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ লোক; কারণ দেখ, আমি আপন দাস পল্লবকে আন- ৯ য়ন করিব। দেখ, যিহোশূয়ের সম্মুখে আমি এই প্রস্তর স্থাপন করিয়াছি; এক প্রস্তরের উপরে সাত চক্ষু আছে; দেখ, আমি তাহার মুদ্রা খুদিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; এবং আমি এক দিনে সেই দেশের অপরাধ দূর করিব। ১০ বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, সেই দিন তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীকে দ্রাক্ষালতার তলে ও ডুমুরবৃক্ষের তলে নিমন্ত্রণ করিবে।

সখরিয়ের পঞ্চম দর্শন।

৪ পরে যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তিনি পুনরায় আসিয়া আমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত মনুষ্যের ২ ন্যায় জাগাইলেন। আর তিনি আমাকে কহিলেন, কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, এক দীপবৃক্ষ, সমস্তই স্বর্ণময়; তাহার মাথার ঊর্দ্ধে তৈলাধার, ও তাহার উপরে সাত প্রদীপ, এবং তাহার মাথার উপরে স্থিত প্রত্যেক প্রদীপের জন্য সাত নল; ৩ তাহার নিকটে দুই জিতবৃক্ষ, একটী তৈলাধারের দক্ষিণে ও একটী তাহার ৪ বামে। তখন যে দূত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার প্রভু, এই ৫ সকল কি? তাহাতে যে দূত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, তিনি উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এই সকল কি তাহা কি জান না? আমি কহিলাম, হে আমার প্রভু জানি না। ৬ তখন তিনি উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এ সরুব্বাবিলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য, 'পরাক্রম * দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা

* (বা) সৈন্যসামন্ত।

৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। হে বৃহৎ পর্ব্বত, তুমি কে? সরুব্বাবিলের সম্মুখে তুমি সমভূমি হইবে, এবং ‘প্রীতি, প্রীতি, ইহার প্রতি,’ এই হর্ষধ্বনির সহিত সে মস্তকস্বরূপ প্রস্তরখানি বাহির ৮ করিয়া আনিবে। পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কাছে উপস্থিত হইল, ৯ সরুব্বাবিলের হস্ত এই গৃহের ভিত্তিমুল স্থাপন করিয়াছে, আবার তাহারই হস্ত ইহা সমাপ্ত করিবে; তাহাতে তুমি জানিবে যে বাহিনীগণের সদাপ্রভুই তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়া- ১০ ছেন। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দিনকে কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে? সরুব্বাবিলের হস্তে ওলোন দেখিয়া ঐ সপ্তটী ত আনন্দ করিবে; ইহারা সদাপ্রভুর চক্ষু, ইহারা সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করে।

১১ পরে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দীপবৃক্ষটীর দক্ষিণে ও বামে দুই দিকে স্থিত ঐ দুই জিতবৃক্ষের তাৎপর্য্য কি? ১২ দ্বিতীয় বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বর্ণময় যে দুই নল আপনা হইতে স্বর্ণবর্ণ তৈল নির্গত করে, তৎপার্শ্বে জিতফলের এই যে দুইটী শাখা আছে, ১৩ ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি আমাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, এ সকল কি, তাহা কি জান না? আমি কহিলাম, হে ১৪ আমার প্রভু, জানি না। তখন তিনি কহিলেন, উঁহারা সেই দুই তৈল-কুমার, যাঁহারা সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন।

সখরিয়ের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দর্শন।

৫ পরে আমি আবার চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, একখানি জড়ান ২ পত্র উড়িতেছে। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, কি দেখিতেছ? আমি উত্তর করিলাম, একখানি জড়ান পত্র উড়িতে দেখিতেছি; তাহা বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ৩ ও দশ হস্ত প্রস্থ। তিনি আমাকে কহিলেন, উহা সমস্ত দেশের উপরে নির্গত অভিশাপ; বস্তুতঃ যে কেহ চুরি করে, সে উহার এক পৃষ্ঠের বিধান অনুসারে উচ্ছিন্ন হইবে, এবং যে কেহ শপথ করে, সে উহার অন্য পৃষ্ঠের বিধান ৪ অনুসারে উচ্ছিন্ন হইবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি উহাকে বাহির করিয়া অনিব, উহা চোরের বাটীতে ও আমার নামে মিথ্যা শপথকারীর বাটীতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহার বাটীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কাষ্ঠ ও প্রস্তরশুদ্ধ বাটী বিনাশ করিবে।

৫ পরে যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তিনি বাহিরে আসিয়া আমাকে কহিলেন, তুমি চক্ষু তুলিয়া ৬ দেখ, ঐ কি বাহির হইতেছে? তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ও কি? তিনি কহিলেন, ওটী ঐফাপাত্র বাহির হইতেছে; আরও কহিলেন, ওটী সমস্ত ৭ দেশে তাহাদের অধর্ম্ম *। আর দেখ, এক মণ সীসা উত্থাপিত হইল, আর ঐফার মধ্যে এক স্ত্রী বসিয়া আছে। ৮ তিনি কহিলেন, এ দুষ্টতা। পরে তিনি ঐ স্ত্রীকে ঐফার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখে সেই সীসার ঢাকনী দিলেন। ৯ তখন আমি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, দুই স্ত্রী বাহির হইয়া আসিল; তাহাদের পক্ষপুটে বায়ু ছিল; আর হাড়গিলার পক্ষের ন্যায় তাহাদের

* (বা) তাহাদের আকৃতিস্বরূপ।

পক্ষ ছিল, তাহারা পৃথিবীর ও আকাশের মধ্যপথে সেই ঐফা উঠাইয়া লইয়া

১০ গেল। তখন, যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা ঐফা কোথায়

১১ লইয়া যাইতেছে? তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা শিনিয়র দেশে উহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে; তাহা প্রস্তুত হইলে তথায় উহাকে আপন স্থানে স্থাপন করা যাইবে।

৬ পরে আমি পুনর্ব্বার চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, দুই পর্ব্বতের মধ্য হইতে চারি রথ বাহির হইল; সেই

২ দুই পর্ব্বত পিত্তলের পর্ব্বত। প্রথম রথে রক্তবর্ণ অশ্বগণ, দ্বিতীয় রথে কৃষ্ণবর্ণ

৩ অশ্বগণ, তৃতীয় রথে শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ, ও চতুর্থ রথে বিন্দুচিত্রিত বলবান অশ্ব-

৪ গণ ছিল। তখন, যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, হে আমার প্রভু, এ সকল

৫ কি? সে দূত উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, ইঁহারা স্বর্গের চারি বায়ু, সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া থাকিবার পরে বাহির হইয়া আসিতে-

৬ ছেন। যে রথে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ আছে, তাহা উত্তর দেশে যাইতেছে; ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল, এবং বিন্দুচিত্রিত অশ্বগণ দক্ষিণ

৭ দেশে চলিল। আর বলবান অশ্বগণ চলিল, এবং পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল; তাহাতে তিনি কহিলেন, চলিয়া যাও, পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর; তাহাতে তাহারা পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিল।

৮ তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, যাহারা উত্তর দেশে যাইতেছে, তাহারা উত্তর দেশে আমার আত্মাকে সুস্থির করিয়াছে।

রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট যাজক।

৯ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার

১০ নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি নির্ব্বাসিত লোকদের কাছে, অর্থাৎ হিল্‌দয়, টোবিয় ও যিদায়ের কাছে [রৌপ্য ও স্বর্ণ] গ্রহণ কর; সেই দিন যাও, সফনিয়ের পুত্র যোশিয়ের বাটীতে গমন কর, বাবিল হইতে তাহারা তথায় আসিয়াছে;

১১ তুমি রৌপ্য ও স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া মুকুট নির্ম্মাণ কর, এবং যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজকের মস্তকে দেও।

১২ আর তাহাকে বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, সেই পুরুষ, যাঁহার নাম 'পল্লব,' তিনি আপন স্থানে পল্লবের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবেন, এবং সদা-

১৩ প্রভুর মন্দির গাঁথিবেন; হাঁ, তিনিই সদাপ্রভুর মন্দির গাঁথিবেন, তিনিই প্রভা ধারণ করিবেন, আপন সিংহাসনে বসিয়া কর্ত্তৃত্ব করিবেন, এবং আপন সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট যাজক হইবেন, তাহাতে এই দুইয়ের মধ্যে

১৪ শান্তির মন্ত্রণা থাকিবে। পরন্তু হেলেমের, টোবিয়ের ও যিদায়ের নিমিত্ত, এবং সফনিয়ের পুত্রের সৌজন্যের নিমিত্ত, এই মুকুট স্মরণার্থে সদাপ্রভুর

১৫ মন্দিরে থাকিবে। আর দূরস্থ লোকেরা আসিয়া সদাপ্রভুর মন্দির-নির্ম্মাণে সাহায্য করিবে; আর তোমরা জানিবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই তোমাদের কাছে আমাকে পাঠাইয়াছেন। তোমরা যদি যত্নপূর্ব্বক আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর

বাক্যে মনোযোগ কর, তবে ইহা সিদ্ধ হইবে।

উপবাসবিষয়ক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

৭ আর দারিয়াবস রাজার চতুর্থ বৎসরে কিষ্‌লেব নামক নবম মাসের চতুর্থ দিনে সদাপ্রভুর বাক্য সখরিয়ের নিকটে ২ উপস্থিত হইল। তৎকালে বৈথেলের লোকেরা শরেৎসরকে, রেগম্মেলককে ও তাহাদের লোকদিগকে সদাপ্রভুর কাছে ৩ বিনতি করিতে প্রেরণ করিল, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহের যাজকদিগকে এবং ভাববাদিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইল যে, আমি এত বৎসর যেরূপ করিতেছি, তদ্রূপ পঞ্চম মাসে আপনাকে ৪ পৃথক্ করিয়া কি বিলাপ করিব? তখন বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি দেশের সকল লোককে ও যাজকগণকে এই ৫ কথা বল, তোমরা এই সত্তর বৎসর কাল পঞ্চম ও সপ্তম মাসে যখন উপবাস ও বিলাপ করিয়াছ, তখন তাহা কি আমার, ৬ আমারই উদ্দেশে করিয়াছ? আর যখন ভোজন কর ও পান কর, তখন কি আপনারাই ভোজন ও আপনারাই পান ৭ কর না? যিরূশালেম ও তাহার চারিদিকের নগর সকল যখন বসতিবিশিষ্ট ও কুশলবিশিষ্ট ছিল, এবং দক্ষিণ দেশ ও নিম্নভূমি যখন বসতিবিশিষ্ট ছিল, তৎকালে সদাপ্রভু পূর্ব্বকার ভাববাদিগণ দ্বারা যে সকল কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা শুনিবে না?

৮ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য সখরিয়ের ৯ নিকটে উপস্থিত হইল বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন, তোমরা যথার্থ বিচার কর, এবং প্রত্যেকে আপন আপন ভ্রাতার সহিত সদয় ও করুণ ১০ ব্যবহার কর; এবং বিধবা, পিতৃহীন, বিদেশী ও দুঃখী লোকদের প্রতি উপদ্রব করিও না, এবং তোমরা কেহ মনে মনে আপন ভ্রাতার অনিষ্ট চিন্তা করিও না। ১১ কিন্তু তাহারা কর্ণপাত করিতে অসম্মত হইয়া ঘাড় ফিরাইত, এবং যেন শুনিতে না পায়, সেই জন্য আপন আপন কর্ণ ১২ ভারী করিত। হাঁ, তাহারা আপন আপন অন্তঃকরণ হীরকের ন্যায় কঠিন করিত, যেন ব্যবস্থা শুনিতে না হয়, এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপনার আত্মা দ্বারা পূর্ব্বকার ভাববাদিগণের হস্তে যে সকল বাক্য প্রেরণ করিতেন, তাহাও শুনিতে না হয়; এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু হইতে মহাক্রোধ উপস্থিত ১৩ হইল। তখন তিনি ডাকিলে তাহারা যেমন শুনিত না, তদনুসারে বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন, তাহারা ১৪ ডাকিলে আমিও শুনিব না; আর আমি ঘূর্ণ্যবায়ু দ্বারা তাহাদিগকে অপরিচিত সর্ব্বজাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব। এইরূপে তাহাদের পরে দেশ এমন ধ্বংসিত হইয়াছে যে, তাহা দিয়া কেহ গমনাগমন করে নাই। এইরূপে তাহারা মনোরম্য দেশকে ধ্বংসস্থান করিয়াছিল।

৮ পরে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এই ২ বাক্য উপস্থিত হইল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি মহৎ অন্তর্জ্বালায় সিয়োনের জন্য জ্বলিয়াছি, আর আমি তাহার জন্য মহাক্রোধে ৩ জ্বলিয়াছি। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সিয়োনে ফিরিয়া আসিয়াছি, আমি

যিরূশালেমের মধ্যে বাস করিব; আর যিরূশালেম সত্যপুরী নামে, এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভুর পর্ব্বত পবিত্র পর্ব্বত নামে আখ্যাত হইবে। ৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যাহারা অধিক বয়স প্রযুক্ত প্রত্যেকে লাঠি হাতে করে, এমন প্রাচীনেরা ও প্রাচীনারা পুনর্ব্বার ৫ যিরূশালেমের চকে বসিবে। আর চকে ক্রীড়া করে, এমন বালক বালিকাতে নগরের চক সকল পরিপূর্ণ হইবে। ৬ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই লোকদের অবশিষ্টাংশের দৃষ্টিতে তাহা যদি তৎকালে অসম্ভব বোধ হয়, তবে কি আমার দৃষ্টিতেও অসম্ভব বোধ হইবে? ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু ৭ বলেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি পূর্ব্ব দেশ হইতে ও পশ্চিম দেশ হইতে আপন ৮ প্রজাদিগকে নিস্তার করিব; আর আমি তাহাদিগকে আনিব, তাহাতে তাহারা যিরূশালেমের মধ্যে বাস করিবে; এবং সত্যে ও ধার্ম্মিকতায় তাহারা আমার প্রজা হইবে, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব।

৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনকালীন ভাববাদীদের মুখে এই বর্ত্তমান কালে এই সকল কথা শুনিতে পাইতেছ যে তোমরা, তোমাদের হস্ত সবল হউক; মন্দির নির্ম্মিত হইবে। ১০ বস্তুতঃ সেই দিনের পূর্ব্বে মনুষ্যের বেতন ছিল না, পশুর ভাড়াও ছিল না; এবং যে কেহ ভিতরে আসিত কিম্বা বাহিরে যাইত, বিপক্ষ লোকের জন্য তাহার কিছুই শান্তি হইত না; আর আমি প্রত্যেক জনকে আপন আপন প্রতিবাসীর বিপক্ষে প্রেরণ করিতাম। ১১ কিন্তু এখন আমি এই লোকদের অবশিষ্টাংশের প্রতি পূর্ব্বকার দিন-সমূহের ন্যায় ব্যবহার করিব না, ইহা বাহিনী- ১২ গণের সদাপ্রভু বলেন। কেননা শান্তিযুক্ত বীজ হইবে, দ্রাক্ষালতা ফলবতী হইবে, ভূমি আপন শস্য উৎপন্ন করিবে, ও আকাশ আপন শিশির দান করিবে; আর আমি এই লোকদের অবশিষ্টাংশকে ১৩ এই সকলের অধিকারী করিব। আর হে যিহূদা-কুল ও ইস্রায়েল-কুল, জাতিগণের মধ্যে তোমরা যেমন অভিশাপস্বরূপ ছিলে, তেমনি আমি তোমাদিগকে নিস্তার করিব, আর তোমরা আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইবে; ভয় করিও না; তোমা- ১৪ দের হস্ত সবল হউক। কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাকে ক্রুদ্ধ করাতে আমি যেমন তোমাদের অমঙ্গল সাধনের সঙ্কল্প করিলাম, অনুশোচনা ১৫ করিলাম না, বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, তেমনি ফিরিয়া এই সময়ে যিরূশালেমের ও যিহূদা-কুলের মঙ্গল সাধনের সঙ্কল্প করিলাম; তোমরা ভয় করিও না। ১৬ তোমরা এই সকল কার্য্য করিও, আপন আপন প্রতিবাসীর কাছে সত্য বলিও, তোমাদের নগর-দ্বারে সত্য ও শান্তিজনক ১৭ বিচার করিও। আর মনে মনে আপন আপন প্রতিবাসীর অনিষ্ট চিন্তা করিও না, এবং মিথ্যা দিব্য ভালবাসিও না; কেননা এই সকল আমি ঘৃণা করি, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

১৮ পরে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ১৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,

চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও দশম মাসের যে সকল উপবাস, সে সকল যিহূদা-কুলের জন্য আনন্দ, আমোদ এবং মঙ্গলোৎসব হইয়া উঠিবে; অতএব তোমরা সত্য ও ২০ শান্তি ভালবাসিও। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইহার পরে নানা জাতি এবং অনেক নগরের নিবাসীরা ২১ আসিবে। এক নগরের নিবাসীরা অন্য নগরে গিয়া এই কথা বলিবে, চল, আমরা সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিতে ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে শীঘ্র যাই; আমিও যাইব। ২২ আর অনেক দেশের লোক ও বলবান জাতিগণ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে ও সদাপ্রভুর কাছে বিনতি ২৩ করিতে যিরূশালেমে আসিবে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তৎকালে জাতিগণের সর্ব্ব ভাষাবাদী দশ দশ পুরুষ এক এক যিহূদী পুরুষের বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া এই কথা কহিবে, আমরা তোমাদের সহিত যাইব, কেননা আমরা শুনিলাম, ঈশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী।

ইস্রায়েল ও [illegible]-রাজ্যের বিষয়ে ভারবাণী।

৯ হদ্রক দেশের উপরে সদাপ্রভুর বাক্যের ভারবাণী, এবং দম্মেশক তাহার অবস্থিতি-স্থান; কেননা সদাপ্রভুর চক্ষু মনুষ্যের এবং সমস্ত ইস্রায়েল-বংশের ২ প্রতি রহিয়াছে*। আর তাহার পার্শ্বে স্থিত হমাৎ এবং প্রচুর জ্ঞানবিশিষ্ট সোর ও সীদোনও তাহার ভাগী হইবে। ৩ সোর আপনার জন্য দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং ধূলার ন্যায় রৌপ্য ও পথের কর্দ্দমের ন্যায় উত্তম স্বর্ণ সঞ্চয় ৪ করিয়াছে। দেখ, প্রভু তাহাকে অধিকারচ্যুত করিবেন, ও সমুদ্রে তাহার বলে আঘাত করিবেন, এবং সে অগ্নি-৫ ভক্ষিত হইবে। তাহা দেখিয়া অস্কিলোন ভয় পাইবে, ঘসাও দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইবে, এবং ইক্রোণও তদ্রূপ হইবে, কেননা তাহার আশাভূমি লজ্জিত হইবে, ঘসা হইতে রাজা উচ্ছিন্ন হইবে, ও অস্কিলোনে বসতি থাকিবে ৬ না। আর অস্‌দোদে জারজ বংশ বাস করিবে, এবং আমি পলেষ্টীয়দের দপ ৭ চূর্ণ করিব। আর আমি তাহার মুখ হইতে তাহার পেয় রক্ত, ও দন্তের মধ্য হইতে তাহার জঘন্য বস্তু সকল অপসারণ করিব; আর সে অবশিষ্ট থাকিয়া আপনিও আমাদের ঈশ্বরের লোক হইবে; সে যিহূদার মধ্যে অধ্যক্ষতুল্য হইবে, এবং ইক্রোণ যিবূষীয়ের তুল্য ৮ হইবে। আর আমি সৈন্যসামন্তের বিরুদ্ধে আপন কুলের চারিদিকে শিবির স্থাপন করিব, যেন কেহ গমনাগমন না করে; তাহাতে কোন প্রজাপীড়নকারী আর তাহাদের নিকট দিয়া যাইবে না; কারণ এখন আমি স্বচক্ষে দেখিলাম।

৯ হে সিয়োন-কন্যা অতিশয় উল্লাস কর;
হে যিরূশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি কর।
দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে
আসিতেছেন;
তিনি ধর্ম্মময় ও পরিত্রাণযুক্ত,
তিনি নম্র ও গর্দ্দভে উপবিষ্ট,
গর্দ্দভীর শাবকে উপবিষ্ট।

১০ আর আমি ইফ্রয়িম হইতে রথ ও যিরূশালেম হইতে অশ্ব উচ্ছিন্ন করিব, আর

* (বা) কেননা মনুষ্যের এবং সমস্ত ইস্রায়েলের চক্ষু সদাপ্রভুর প্রতি রহিয়াছে।

যুদ্ধ-ধনু উচ্ছিন্ন হইবে; এবং তিনি জাতিদিগকে শান্তির কথা কহিবেন; আর তাঁহার কর্তৃত্ব এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, ও নদী অবধি পৃথিবীর
১১ প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিবে। আর তোমার বিষয়ে বলিতেছি, তোমার নিয়মের রক্ত প্রযুক্ত আমি তোমার বন্দিদিগকে সেই নির্জ্জল কূপের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়াছি।
১২ হে আশার বন্দিগণ, তোমরা ফিরিয়া দৃঢ় দুর্গে আইস; আমি অদ্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি তোমাকে দ্বিগুণ অংশ
১৩ দিব। কারণ আমি আপনার জন্য যিহূদাকে ধনুরূপে আকর্ষণ করিয়াছি, বাণরূপে ইফ্রয়িমকে সন্ধান করিয়াছি; আর হে সিয়োন, আমি তোমার সন্তানদিগকে, হে যবন তোমার সন্তানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিব, ও তোমাকে বীরের খড়্গ-
১৪ স্বরূপ করিব। আর সদাপ্রভু তাহাদের ঊর্দ্ধে দর্শন দিবেন, ও তাঁহার বাণ বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত হইবে; এবং প্রভু সদাপ্রভু তূরী বাজাইবেন, আর দক্ষিণের ঘূর্ণ্যবায়ু
১৫ সহকারে গমন করিবেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহাতে তাহারা গ্রাস করিবে, ও ফিঙ্গার প্রস্তর সকল পদতলে দলিত করিবে; আর তাহারা পান করিবে, এবং দ্রাক্ষারসে মত্ত লোকের ন্যায় শব্দ করিবে; আর তাহারা বৃহৎ পানপাত্রের ন্যায় পূর্ণ হইবে,
১৬ যজ্ঞবেদির কোণের ন্যায় হইবে। আর সেই দিন তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে আপন প্রজারূপ মেষপালের ন্যায় নিস্তার করিবেন, বস্তুতঃ তাহারা মুকুটস্থ মণির ন্যায় তাঁহার দেশের উপরে চাক্-
১৭ চিক্যবিশিষ্ট হইবে। আঃ! তাহাদের কেমন মঙ্গল ও কেমন শোভা!* শস্য যুবকদিগকে ও নূতন দ্রাক্ষারস যুবতীদিগকে সতেজ করিবে।

১০ তোমরা শেষ বর্ষার সময়ে সদাপ্রভুর কাছে বৃষ্টি যাচ্ঞা কর; সদাপ্রভু বিদ্যুতের উৎপাদক। তিনি লোকদিগকে প্রচুর বৃষ্টি দিবেন, প্রত্যেক জনের ক্ষেত্রে তৃণ
২ দিবেন। কেননা ঠাকুরগণ অসারতার কথা বলিয়াছে, মন্ত্রপাঠকেরা মিথ্যা দর্শন পাইয়াছে, ও মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলিয়াছে; তাহারা বৃথাই সান্ত্বনা দেয়; এই কারণ লোকেরা মেষপালের ন্যায় চলিয়া যায় ও দুঃখ পায়, কেননা পালক নাই।
৩ পালকদের প্রতি আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইতেছে, আর আমি ছাগদিগকে প্রতিফল দিব; কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপন পাল যিহূদা-কুলের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, এবং তাহাকে আপনার সতেজ
৪ যুদ্ধাশ্বের ন্যায় করিবেন। তাহা হইতে কোণের প্রস্তর, তাহা হইতে গোঁজ, তাহা হইতে যুদ্ধ-ধনু, তাহা হইতে সমুদয় শাসন-
৫ কর্ত্তা উৎপন্ন হইবে। বীরগণের ন্যায় তাহারা যুদ্ধে [শত্রুদিগকে] পথের কর্দ্দমে মর্দ্দন করিবে; তাহারা যুদ্ধ করিবে, কেননা সদাপ্রভু তাহাদের সহবর্ত্তী; আর
৬ অশ্বারোহিগণ লজ্জিত হইবে। আর আমি যিহূদা-কুলকে বিক্রমী করিব, যোষেফ-কুলকে ত্রাণপ্রাপ্ত করিব, এবং তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিব, কেননা তাহাদের প্রতি আমার করুণা আছে, এবং তাহারা এমন হইবে, যেন আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই; কারণ আমিই তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আর আমি তাহাদিগকে প্রার্থনার উত্তর দিব।

* (বা) তাহার কেমন মঙ্গলভাব ও কেমন শোভা!

৭ আর ইফ্রয়িম বীরের তুল্য হইবে, এবং দ্রাক্ষারস দ্বারা যেমন আনন্দ হয়, তাহাদের অন্তঃকরণ তেমনি আনন্দ করিবে; তাহাদের সন্তানগণ দেখিবে ও আহ্লাদিত হইবে, তাহাদের অন্তঃকরণ সদা-
৮ প্রভুতে উল্লাস করিবে। আমি শিশ দিয়া তাহাদিগকে ডাকিব, তাহাদিগকে একত্র করিব, কারণ আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছি, এবং তাহারা যেমন বহু-
৯ বংশ ছিল, তেমনি বহুবংশ হইবে। আর আমি জাতিগণের মধ্যে তাহাদিগকে বপন করিব; তাহারা নানা দূর দেশে আমাকে স্মরণ করিবে; আর তাহারা আপন আপন সন্তানগণসহ জীবিত
১০ থাকিবে ও ফিরিয়া আসিবে। আমি তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে ফিরাইয়া আনিব, অশূর হইতে সংগ্রহ করিব; আমি তাহাদিগকে গিলিয়দ দেশে ও লিবানোনে আনিব, আর তাহাদের স্থানের
১১ অকুলান হইবে। আর তিনি সঙ্কট-সাগর দিয়া যাইবেন, তরঙ্গময় সমুদ্রকে প্রহার করিবেন, তাহাতে নীল নদের সকল গভীর স্থান শুষ্ক হইবে, অশূরের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, ও মিসরের রাজদণ্ড দূরীকৃত
১২ হইবে। আর আমি তাহাদিগকে সদাপ্রভুতে বিক্রমী করিব, এবং তাহারা তাঁহার নামে গমনাগমন করিবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

১১ হে লিবানোন, তোমার কবাট সকল খুলিয়া দেও, অগ্নি তোমার এরসবৃক্ষ
২ সকল গ্রাস করুক। হে দেবদারু, হাহাকার কর, কেননা এরসবৃক্ষ পতিত, তরুরাজ সকল নষ্ট হইল; হে বাশনের অলোনবৃক্ষ সকল হাহাকার কর, কেননা
৩ দুর্গম বন ভূমিসাৎ হইল। মেষপালকদের হাহাকার-ধ্বনি! কারণ তাহাদের গৌরব নষ্ট হইল; যুবাসিংহদের গর্জ্জন-ধ্বনি! কেননা যর্দ্দনের শোভাস্থান নষ্ট হইল।

অযোগ্য মেষপালকেরা ও উত্তম মেষপালক।

৪ আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন, তুমি এই বধ্য মেষপাল চরাও;
৫ তাহাদের অধিকারিগণ তাহাদিগকে বধ করে, তথাপি আপনাদিগকে দোষী মনে করে না; এবং তাহাদের বিক্রয়কারীরা প্রত্যেক জন বলে, ধন্য সদাপ্রভু, আমি ধনী হইলাম; এবং তাহাদের পালকগণ
৬ তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হয় না। কারণ, সদাপ্রভু কহেন, আমি দেশ-নিবাসীদের প্রতি আর দয়ার্দ্র হইব না, কিন্তু দেখ, আমি মনুষ্যদের মধ্যে প্রত্যেক জনকে তাহার প্রতিবাসীর হস্তে ও তাহার রাজার হস্তে সমর্পণ করিব; তাহারা দেশকে চূর্ণ করিবে, আর আমি তাহাদের হস্ত হইতে কাহাকেও উদ্ধার করিব না।

৭ তখন আমি সেই বধ্য মেষপালকে, সত্য, সেই দুঃখী মেষদিগকে চরাইতে লাগিলাম। আর আমি আপনার জন্য দুইটী পাঁচনী লইলাম; তাহার একটীর নাম প্রসন্নতা, অন্যটীর নাম ঐক্যবন্ধন রাখিলাম; আর আমি সেই মেষপাল
৮ চরাইলাম। আর আমি এক মাসের মধ্যে তাহার তিন জন পালককে উচ্ছিন্ন করিলাম; কারণ আমার প্রাণ তাহাদের প্রতি অসহিষ্ণু হইল, এবং তাহাদের প্রাণও
৯ আমাকে ঘৃণা করিল। তখন আমি কহিলাম, আমি তোমাদিগকে চরাইব না; যে মরে সে মরুক, ও যে উচ্ছিন্ন হয় সে উচ্ছিন্ন হউক, এবং অবশিষ্ট লোকেরা

এক জন অন্যের মাংস গ্রাস করুক।
১০ পরে আমি প্রসন্নতা নামক আমার পাঁচনী লইলাম, তাহা খণ্ড খণ্ড করিলাম, যেন সর্ব্বজাতির সহিত কৃত আমার নিয়ম
১১ ভঙ্গ করি। আর সেই দিন তাহা ভগ্ন হইল, তাই পালের মধ্যে যে সকল দুঃখী আমাতে মনোযোগ করিত, তাহারা জ্ঞাত হইল যে, ইহা সদাপ্রভুর বাক্য।
১২ তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম, যদি তোমাদের ভাল বোধ হয়, তবে আমার বেতন দেও, নতুবা ক্ষান্ত হও। অতএব তাহারা আমার বেতন বলিয়া ত্রিশ
১৩ রৌপ্য মুদ্রা তৌল করিয়া দিল। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহা কুম্ভকারের কাছে* ফেলিয়া দেও, বিলক্ষণ মূল্য, উহাদের বিচারে আমি এইরূপ মূল্যবান্; আর আমি সেই ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা লইয়া সদাপ্রভুর গৃহে কুম্ভকারের
১৪ কাছে* ফেলিয়া দিলাম। পরে ঐক্যবন্ধন নামক আমার অন্য পাঁচনী খণ্ড খণ্ড করিলাম, যেন যিহূদার ও ইস্রায়েলের ভ্রাতৃভাব ভঞ্জন করি।
১৫ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, এবার তুমি এক নির্ব্বোধ মেষপালকের
১৬ দ্রব্য গ্রহণ কর। কেননা দেখ, আমি দেশে এমন এক মেষপালককে উঠাইব, যে উচ্ছিন্ন লোকদের তত্ত্বাবধান করিবে না, ছিন্নভিন্নদিগের অন্বেষণ করিবে না, ভগ্নাঙ্গকে সুস্থ করিবে না, সুস্থিরেরও ভরণপোষণ করিবে না, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট মেষদের মাংস খাইবে, এবং তাহাদের
১৭ খুর ছিঁড়িবে। ধিক্ সেই অকর্ম্মণ্য পালককে, যে পাল ত্যাগ করে! তাহার বাহুতে ও দক্ষিণ চক্ষুতে খড়্গ পড়িবে; তাহার বাহু নিতান্তই শুষ্ক হইয়া যাইবে, ও তাহার দক্ষিণ চক্ষু নিতান্তই অন্ধীভূত হইবে।

* (বা) ভাণ্ডারে।

১২ ইস্রায়েলের বিষয়ে সদাপ্রভুর বাক্যরূপ ভারবাণী।

আকাশমণ্ডলের বিস্তারকর্ত্তা, পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপনকর্ত্তা এবং মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মার উৎপাদনকর্ত্তা সদাপ্রভু
২ কহেন, দেখ, আমি চারিদিকের সর্ব্বজাতির পক্ষে যিরূশালেমকে টলনের পানপাত্রস্বরূপ করিব, এবং যিরূশালেমের অবরোধ কালে ইহা যিহূদাতেও সফল
৩ হইবে। সেই দিন আমি যিরূশালেমকে সর্ব্বজাতিরই বোঝাস্বরূপ প্রস্তর করিব; যত লোক সেই বোঝা লইবে, তাহারা ক্ষতবিক্ষত হইবে; আর তাহার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল জাতি একত্রীকৃত হইবে।
৪ সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন আমি সমস্ত অশ্বকে স্তব্ধতায় ও তদারোহীকে উন্মাদে আহত করিব, এবং যিহূদা-কুলের প্রতি আপন চক্ষু উন্মীলিত করিব, আর জাতিগণের সমস্ত অশ্বকে অন্ধতায় আহত
৫ করিব। আর যিহূদার অধ্যক্ষগণ মনে মনে কহিবে, যিরূশালেম-নিবাসীরা আপনাদের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভুতে
৬ আমার বল। সেই দিন আমি যিহূদার অধ্যক্ষগণকে কাষ্ঠরাশির মধ্যস্থিত অগ্নির আঙ্গটার ন্যায়, ও আটির মধ্যস্থিত প্রজ্বলিত ডামসের ন্যায় করিব; তাহারা দক্ষিণদিকে ও বামদিকে চারি পার্শ্বের সকল জাতিকে গ্রাস করিবে, এবং যিরূশালেম, পুনরায় আপন স্থানে, যিরূ-
৭ শালেমে, বসতি করিবে। আর সদাপ্রভু প্রথমে যিহূদার তাম্বু সকল নিস্তার করিবেন, যেন দায়ূদ-কুলের শোভা ও

যিরূশালেম-নিবাসীদের শোভা যিহূদার
৮ উপরে অভিমানী না হয়। সেই দিন
সদাপ্রভু যিরূশালেম-নিবাসিগণকে রক্ষা
করিবেন; আর সেই দিন তাহাদের মধ্যে
যে উছোট খাইল, সেও দায়ূদের সদৃশ
হইবে, এবং দায়ূদের কুল ঈশ্বরের সদৃশ,
সদাপ্রভুর যে দূত তাহাদের অগ্রগামী,
৯ তাঁহার সদৃশ হইবে। আর সেই দিন
আমি যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আগত সমস্ত
জাতিকে নষ্ট করিতে উদ্যোগী হইব।

১০ আর দায়ূদ-কুলের ও যিরূশালেম-
নিবাসীদের উপরে আমি অনুগ্রহের ও
বিনতির আত্মা সেচন করিব; তাহাতে
তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, সেই
আমার * প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, এবং
তাঁহার জন্য বিলাপ করিবে, যেমন এক-
মাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা যায়, এবং
তাঁহার জন্য শোকাকুল হইবে, যেমন
প্রথমজাত পুত্রের জন্য লোকে শোকাকুল
১১ হয়। সেই দিন যিরূশালেমে অতিশয়
বিলাপ হইবে, যেমন বিলাপ মগিদ্দোন
সমস্থলিতে হদদ্-রিম্মোণে হইয়াছিল।
১২ দেশীয় প্রত্যেক গোষ্ঠী পৃথক্ পৃথক্
বিলাপ করিবে; দায়ূদ-কুলের গোষ্ঠী
পৃথক্ ও তাহাদের স্ত্রীরা পৃথক্; নাথন-
কুলের গোষ্ঠী পৃথক্ ও তাহাদের স্ত্রীরা
১৩ পৃথক্; লেবি-কুলের গোষ্ঠী পৃথক্ ও
তাহাদের স্ত্রীরা পৃথক্; শিমিয়ির গোষ্ঠী
১৪ পৃথক্ ও তাহাদের স্ত্রীরা পৃথক্; অবশিষ্ট
সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে এক এক গোষ্ঠী
পৃথক্ ও তাহাদের স্ত্রীরা পৃথক্ পৃথক্
বিলাপ করিবে।

১৩ সেই দিন দায়ূদ-কুলের ও যিরূ-
শালেম-নিবাসীদের জন্য পাপ ও অশৌচ
২ হরণার্থে এক উনুই খোলা যাইবে। আর
বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন
আমি দেশ হইতে প্রতিমাগণের নাম
লোপ করিব, তাহাদের বিষয় আর
কাহারও স্মরণে থাকিবে না; আবার
আমি ভাববাদীদিগকে ও অশুচিতার
আত্মাকে দেশ হইতে নিঃসারণ করিব।
৩ যদি তখনও কেহ ভাববাণী বলে, তবে
তাহার জন্মদাতা পিতামাতা তাহাকে
কহিবে, তুমি বাঁচিবে না, কেননা তুমি
সদাপ্রভুর নাম করিয়া মিথ্যা কহিতেছ;
এবং সে ভাববাণী বলিলে তাহার জন্মদাতা
পিতামাতা তাহাকে অস্ত্রবিদ্ধ করিবে।
৪ আর সেই দিন ভাববাদীরা প্রত্যেকে
ভাববাণী বলিবার সময়ে আপন আপন
দর্শনের বিষয়ে লজ্জিত হইবে, এবং
প্রতারণা করণার্থে লোমশ বস্ত্র আর
৫ পরিধান করিবে না। কিন্তু প্রত্যেক জন
বলিবে, আমি ভাববাদী নহি, আমি কৃষী-
৬ বল, বাল্যকালাবধি দাস। আর যখন কেহ
তাহাকে বলিবে, তোমার দুই হস্তের
মধ্যে এই সকল ক্ষতের দাগ কি? তখন
সে উত্তর করিবে, আমার আত্মীয়দের
বাটীতে যে সকল আঘাত পাইয়াছি, এ
সেই সকল আঘাত।

৭ হে খড়্গ, তুমি আমার পালকের,
আমার সজাতীয় পুরুষের বিরুদ্ধে জাগ্রৎ
হও, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন;
পালককে আঘাত কর, তাহাতে পালের
মেষেরা ছড়াইয়া পড়িবে; আর আমি
ক্ষুদ্রগণের প্রতি আপন হস্ত ফিরাইব।
৮ সদাপ্রভু কহেন, সমস্ত দেশে দুই অংশ
লোক উচ্ছিন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে;
কিন্তু তৃতীয় অংশ তাহার মধ্যে অবশিষ্ট
৯ থাকিবে। সেই তৃতীয় অংশকে আমি

* (বা) তাহার।

অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করাইব, যেমন রৌপ্য খাঁটী করা যায়, তেমনি খাঁটী করিব, ও যেমন সুবর্ণ পরীক্ষিত হয়, তেমনি তাহাদের পরীক্ষা করিব; তাহারা আমার নামে ডাকিবে, এবং আমি তাহাদিগকে উত্তর দিব; আমি বলিব, এ আমার প্রজা; আর তাহারা বলিবে, সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর।

সদাপ্রভুর দিনের বর্ণনা।

১৪ দেখ, সদাপ্রভুর এক দিন আসিতেছে; সেই দিন তোমার মধ্যে তোমার ২ সম্পত্তি লুট হইয়া বিভক্ত হইবে। কারণ আমি সমুদয় জাতিকে যুদ্ধার্থে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করিব; তাহাতে নগর শত্রুহস্তগত, সকল গৃহের দ্রব্য লুটিত, ও স্ত্রীলোকেরা বলাৎকৃত হইবে, এবং নগরের অর্দ্ধেক লোক নির্ব্বাসনে যাইবে, আর অবশিষ্ট প্রজারা নগর ৩ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে না। তখন সদাপ্রভু বাহির হইবেন, এবং সংগ্রামের দিনে যেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনি ঐ জাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। ৪ আর সেই দিন তাঁহার চরণ সেই জৈতুন পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইবে, যাহা যিরূশালেমের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত; তাহাতে জৈতুন পর্ব্বতের মধ্যদেশ পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে বিদীর্ণ হইয়া অতি বৃহৎ উপত্যকা হইয়া যাইবে, পর্ব্বতের অর্দ্ধেক উত্তরদিকে ও অর্দ্ধেক দক্ষিণ- ৫ দিকে সরিয়া যাইবে। তখন তোমরা আমার পর্ব্বতগণের উপত্যকা দিয়া পলায়ন করিবে; কেননা পর্ব্বতগণের সেই উপত্যকা আৎসল পর্য্যন্ত যাইবে; হাঁ, তোমরা পলায়ন করিবে, যেমন যিহূদা-রাজ উষিয়ের সময়ে ভূমিকম্পের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছিলে; আর আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আসিবেন, তোমার* সঙ্গে পবিত্রগণ সকলেই আসি- ৬ বেন। আর সেই দিন আলো হইবে ৭ না, জ্যোতির্গণ সঙ্কুচিত হইবে। সে অদ্বিতীয় দিন হইবে, সদাপ্রভুই তাহার তত্ত্ব জানেন; তাহা দিবসও হইবে না, রাত্রিও হইবে না, কিন্তু সন্ধ্যাকালে ৮ দীপ্তি হইবে। আর সেই দিন যিরূশালেম হইতে জীবন্ত জল নির্গত হইবে, তাহার অর্দ্ধেক পূর্ব্বসমুদ্রের দিকে ও অর্দ্ধেক পশ্চিমসমুদ্রের দিকে যাইবে; ৯ তাহা গ্রীষ্ম ও শীতকালে থাকিবে। আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হইবেন; সেই দিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হইবেন, এবং তাঁহার নামও অদ্বিতীয় ১০ হইবে। গেবা অবধি যিরূশালেমের দক্ষিণস্থ রিম্মোণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া অরাবা তলভূমির ন্যায় হইবে, এবং নগরটী উন্নত হইয়া আপন স্থানে বসতিবিশিষ্ট হইবে; বিন্যামীনের দ্বার অবধি প্রথম দ্বারের স্থান পর্য্যন্ত, কোণের দ্বার পর্য্যন্ত, এবং হননেলের দুর্গ অবধি রাজার দ্রাক্ষাযন্ত্র ১১ পর্য্যন্ত সেইরূপ হইবে। আর লোকেরা তাহার মধ্যে বাস করিবে; আর কখনও অভিশাপ হইবে না, কিন্তু যিরূশালেম নির্ভয়ে বসতি করিবে।

১২ আর যে সকল জাতি যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবে সদাপ্রভু এইরূপ আঘাতে তাহাদিগকে আহত করিবেন; চরণে ভর দিয়া দাঁড়াইবার সময়ে তাহাদের মাংস ক্ষয় পাইবে, কোটরে চক্ষু

* (বা) তাহার।

ছুটী ক্ষয় পাইবে, ও মুখে জিহ্বা ক্ষয় ১৩ পাইবে। আর সেই দিন তাহাদের মধ্যে সদাপ্রভু হইতে মহাকোলাহল হইবে; তাহারা প্রত্যেক জন আপন আপন প্রতিবাসীর হস্ত ধরিবে, এবং প্রত্যেকের হস্ত আপন আপন প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে ১৪ উত্তোলিত হইবে। যিহূদাও যিরূশালেমে যুদ্ধ করিবে, এবং চারিদিকের সমস্ত জাতির ধন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র অতিশয় প্রচুররূপে সঞ্চয় করা যাইবে। ১৫ আর সেই সকল শিবিরে উপস্থিত অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, গর্দ্দভ প্রভৃতি সকল পশুর প্রতি আঘাত ঐ আঘাতের ন্যায় হইবে। ১৬ আর যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আগত সমস্ত জাতির মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা বৎসর বৎসর বাহিনী-গণের সদাপ্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করিতে ও কুটীরোৎসব পালন করিতে ১৭ আসিবে। আর পৃথিবীর গোষ্ঠী সকলের মধ্যে যাহারা বাহিনীগণের সদাপ্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করিতে যিরূশালেমে না আইসে, তাহাদের উপরে ১৮ বৃষ্টি হইবে না। মিসরের গোষ্ঠী যদি না আইসে, উপস্থিত না হয়, তবে তাহাদের উপরে [বৃষ্টি হইবে] না; যে সকল জাতি কুটীরোৎসব পালন করিতে না আসিবে, তাহাদিগকে সদাপ্রভু যে আঘাতে আহত করিবেন, সেই আঘাত ১৯ [উহাদের প্রতিও] ঘটিবে। ইহা মিসরের দণ্ড হইবে, এবং যে সকল জাতি কুটীরোৎসব পালন করিতে না আসিবে, তাহাদের সকলের সেই দণ্ড হইবে। ২০ সেই দিন ‘ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র ’ এই কথা অশ্বগণের ঘণ্টিকাতে থাকিবে, এবং সদাপ্রভুর গৃহে স্থিত হাঁড়ীগুলি যজ্ঞবেদির সম্মুখস্থ পাত্র সকলের তুল্য ২১ হইবে। আর যিরূশালেমের ও যিহূদার সমস্ত হাঁড়ী বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে; এবং যাহারা বলিদান করে, তাহারা সকলে আসিয়া তাহার মধ্যে কোন কোন হাঁড়ী লইয়া তাহাতে পাক করিবে; আর সেই দিন বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহে কোন কনানীয়* আর থাকিবে না।

মালাখি ভাববাদীর পুস্তক।

ইস্রায়েলের অকৃতজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা।

১ মালাখির দ্বারা ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্যরূপ ভারবাণী।

২ আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তুমি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছ? সদাপ্রভু কহেন, এষৌ কি যাকোবের ভ্রাতা নয়? তথাপি আমি ৩ যাকোবকে প্রেম করিয়াছি; কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করিয়াছি, তাহার পর্ব্বতগণকে ধ্বংসস্থান করিয়াছি, ও তাহার অধিকার প্রান্তরস্থ শৃগালদের বাসস্থান ৪ করিয়াছি। ইদোম বলে, আমরা চূর্ণ হইয়াছি বটে, কিন্তু ফিরিয়া উৎসন্ন স্থান সকল গাঁথিব; বাহিনীগণের সদাপ্রভু

* (বা) ব্যবসায়ী।

এই কথা কহেন, তাহারা গাঁথিবে, কিন্তু আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এবং তাহাদিগকে এই নাম দেওয়া যাইবে, 'দুষ্টতার অঞ্চল' ও 'সেই জাতি, যাহার প্রতি সদাপ্রভু ৫ নিত্য ক্রোধ করেন'। আর তোমাদের চক্ষু তাহা দেখিবে, এবং তোমরা বলিবে, ইস্রায়েলের সীমার বাহিরেও সদাপ্রভু মহীয়ান্ হউন।

৬ পুত্র পিতাকে এবং দাস প্রভুকে সমাদর করে; ভাল, আমি যদি পিতা হই, তবে আমার সমাদর কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে আমার প্রতি ভয় কোথায়? হে যাজকগণ, তোমরা যে আমার নাম অবজ্ঞা করিতেছ, তোমাদিগকেই বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে ৭ তোমার নাম অবজ্ঞা করিয়াছি? তোমরা আমার যজ্ঞবেদির উপরে অশুচি খাদ্য নিবেদন করিতেছ। তথাপি বলিতেছ, কিসে তোমাকে অশুচি করিয়াছি? সদাপ্রভুর মেজ তুচ্ছ, ইহা বলাতেই তাহা ৮ করিতেছ। আর যখন তোমরা যজ্ঞের নিমিত্ত অন্ধ পশু উৎসর্গ কর, সেটী কি মন্দ নয়? এবং যখন খঞ্জ ও রুগ্ন পশু উৎসর্গ কর, সেটী কি মন্দ নয়? তোমার দেশাধ্যক্ষের কাছে উহা উৎসর্গ কর দেখি; সে কি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবে? সে কি তোমাকে গ্রাহ্য করিবে? ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু ৯ কহেন। এখন বলি, শুন, ঈশ্বরের কাছে বিনতি কর, যেন তিনি আমাদের প্রতি সদয় হন; তোমাদের হস্ত দ্বারা ঐ কার্য্য হইয়াছে, তোমাদের মধ্যে কি তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিবেন? ইহা ১০ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। আঃ! তোমাদেরই মধ্যে এক জন যদি কবাট রুদ্ধ করিত, তাহা হইলে তোমরা আমার যজ্ঞবেদির উপরে বৃথা অগ্নি জ্বালিতে না! তোমাদিগেতে আমার কিছু প্রীতি নাই, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; এবং তোমাদের হস্ত হইতে আমি নৈবেদ্য ১১ গ্রাহ্য করিব না। কারণ সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি তাহার অস্তগমনস্থান পর্য্যন্ত জাতিগণের মধ্যে আমার নাম মহৎ, এবং প্রত্যেক স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপদাহ ও শুচি নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইতেছে; কেননা জাতিগণের মধ্যে আমার নাম মহৎ, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু ১২ কহেন। কিন্তু তোমরা তাহা অপবিত্র করিতেছ; কেননা তোমরা বলিতেছ, সদাপ্রভুর মেজ অশুচি, সেই মেজের ফল, ১৩ তাঁহার খাদ্য তুচ্ছ। আরও বলিতেছ, দেখ, কেমন বিড়ম্বনা! আর তোমরা তাহার উপরে ফুঁ দিয়াছ, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। আর তোমরা লুটিত, খঞ্জ ও রুগ্ন পশুকে উপস্থিত করিয়াছ, এই প্রকারে নৈবেদ্য উপস্থিত করিতেছ; আমি কি তোমাদের হস্ত হইতে ইহা গ্রাহ্য করিব? ইহা সদাপ্রভু কহেন।
১৪ আর পালের মধ্যে পুংপশু থাকিলেও যে প্রতারক মানত করিয়া প্রভুর উদ্দেশে সদোষ পশু উৎসর্গ করে, সে শাপগ্রস্ত; কেননা আমি মহান্ রাজা, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; এবং জাতিগণের মধ্যে আমার নাম ভয়াবহ।

২ এখন, হে যাজকগণ, তোমাদের প্রতি ২ এই আজ্ঞা। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, যদি আমার নামের মহিমা স্বীকার করিবার জন্য তোমরা কথা না শুন, ও মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের

উপরে অভিশাপ প্রেরণ করিব, ও তোমাদের আশীর্ব্বাদের পাত্র সকলকে শাপ দিব ; বাস্তবিক আমি সে সমস্তকে শাপ দিয়াছি, কেননা তোমরা মনোযোগ কর ৩ না। দেখ, আমি তোমাদের জন্য বীজকে ভর্ৎসনা করিব, ও তোমাদের মুখে বিষ্ঠা অর্থাৎ তোমাদের উৎসব সকলের বিষ্ঠা ছড়াইব, এবং লোকেরা তাহার সহিত ৪ তোমাদিগকে লইয়া যাইবে। আর তোমরা জানিবে, লেবির সহিত যেন আমার নিয়ম থাকে, সেই জন্য আমি তোমাদের নিকটে এই আজ্ঞা পাঠাইলাম, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। ৫ তাহার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, তাহা জীবন ও শান্তির [নিয়ম], আর আমি তাহাকে উভয়ই দিতাম, যেন সে ভয় করে, আর সে আমাকে ভয় করিত, এবং ৬ আমার নামে ভীত হইত। তাহার মুখে সত্যের ব্যবস্থা ছিল, ও তাহার ওষ্ঠাধরে অন্যায় পাওয়া যাইত না ; সে শান্তিতে ও সরলতায় আমার সহিত গমনাগমন করিত, এবং অনেককে অপরাধ হইতে ৭ ফিরাইত। বস্তুতঃ যাজকের ওষ্ঠাধর জ্ঞান রক্ষা করে, ও তাহার মুখে লোকেরা ব্যবস্থার অন্বেষণ করে, ইহা উপযুক্ত ; কেননা সে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দূত। ৮ কিন্তু তোমরা পথ হইতে সরিয়া পড়িয়াছ, ব্যবস্থার বিষয়ে অনেককে উছোট খাওয়াইয়াছ ; তোমরা লেবির নিয়ম নষ্ট করিয়াছ ; ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু ৯ কহেন। এই জন্য আমিও সকল প্রজা লোকের সাক্ষাতে তোমাদিগকে তুচ্ছতার পাত্র ও নীচ করিলাম, কারণ তোমরা আমার পথ রক্ষা করিতেছ না, ব্যবস্থার বিষয়ে মুখাপেক্ষা করিয়া থাক।

১০ আমাদের সকলের কি এক পিতা নহেন? এক ঈশ্বরই কি আমাদের সৃষ্টি করেন নাই? তবে আমরা কেন প্রত্যেক জন আপন আপন ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি, আপনাদের পৈতৃক ১১ নিয়ম অপবিত্র করি? যিহূদা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এবং ইস্রায়েলে ও যিরূশালেমে জঘন্য ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে ; কেননা যিহূদা সদাপ্রভুর সেই ধর্ম্মধাম* অপবিত্র করিয়াছে, যাহা তিনি ভালবাসেন, ও এক বিজাতীয় দেবের ১২ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করে, সদাপ্রভু তাহার প্রতি এইরূপ করিবেন, যাকোবের তাম্বু সকল হইতে যে কেহ জাগায় ও যে কেহ উত্তর দেয়, এবং যে কেহ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য আনয়ন ১৩ করে, তাহাকে উচ্ছিন্ন করিবেন। আর তোমাদের দ্বিতীয় অপকর্ম্ম এই, তোমরা অশ্রুপাতে, রোদনে ও আর্ত্তস্বরে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদি আচ্ছন্ন করিয়া থাক, কারণ† তিনি আর নৈবেদ্যের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, ও তোমাদের হস্ত হইতে তুষ্টিজনক বলিয়া কিছু গ্রাহ্য ১৪ করেন না। তথাপি তোমরা বলিতেছ, ইহার কারণ কি? কারণ এই, সদাপ্রভু তোমার যৌবনকালীন স্ত্রীর ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হইয়াছেন ; ফলতঃ তুমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ ; কিন্তু সে তোমার সখী ও তোমার নিয়১৫ মের স্ত্রী। তিনি কি একমাত্রকে গড়েন নাই? তাঁহার ত আত্মার অবশিষ্টাংশ ছিল। আর একমাত্র কেন? তিনি ঈশ্বরীয় বংশের চেষ্টা করিতেছিলেন।

* (বা) পবিত্রতা। † (বা) সেই জন্য।

অতএব তোমরা আপন আপন আত্মার বিষয়ে সাবধান হও, এবং কেহ আপন যৌবনকালীন স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ১৬ না করুক। কেননা আমি স্ত্রীত্যাগ ঘৃণা করি, ইহা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন; আর যে আপন পরিচ্ছদ দৌরাত্ম্যে আচ্ছাদন করে, [তাহাকে ঘৃণা করি,] ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। অতএব তোমরা আপন আপন আত্মার বিষয়ে সাবধান হও, বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

যিহূদীদের প্রতি অনুযোগ। ধার্ম্মিকতারূপ সূর্য্যের আগমন।

১৭ তোমরা আপন আপন বাক্য দ্বারা সদাপ্রভুকে ক্লান্ত করিয়াছ। তথাপি বলিয়া থাক, কিসে তাঁহাকে ক্লান্ত করিয়াছি? এই কথায় করিতেছ, তোমরা বলিতেছ, যে কেহ দুষ্কর্ম্ম করে, সে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে উত্তম; তিনি তাহাদিগেতে প্রীত; অথবা, বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর কোথায়?

৩ দেখ, আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব, সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে; এবং তোমরা যে প্রভুর অন্বেষণ করিতেছ, তিনি অকস্মাৎ আপন মন্দিরে আসিবেন; নিয়মের সেই দূত, যাঁহাতে তোমাদের প্রীতি, দেখ, তিনি আসিতেছেন, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু ২ কহেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের দিন কে সহ্য করিতে পারিবে; আর তিনি দর্শন দিলে কে দাঁড়াইতে পারিবে? কেননা তিনি রৌপ্য পরিষ্কারকের অগ্নি- ৩ তুল্য ও রজকের ক্ষারতুল্য। তিনি রৌপ্য-পরিষ্কারক ও শুচিকারক হইয়া বসিবেন, তিনি লেবির সন্তানদিগকে শুচি করিবেন, এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের ন্যায় তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন; তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ধার্ম্মিকতায় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবে। ৪ তখন যিহূদার ও যিরূশালেমের নৈবেদ্য সদাপ্রভুর তুষ্টিজনক হইবে, যেমন পূর্ব্বকালে, আদিকালের বৎসর-সমূহে হইয়া- ৫ ছিল। আর আমি বিচার করিতে তোমাদের নিকটে আসিব; এবং মায়াবী, পারদারিক, ও মিথ্যাশপথকারিগণের বিরুদ্ধে, ও যাহারা বেতনের বিষয়ে বেতনজীবীর প্রতি, এবং বিধবা ও পিতৃহীন লোকের প্রতি, অত্যাচার করে, বিদেশীর প্রতি অন্যায় করে, ও আমাকে ভয় করে না, তাহাদের বিরুদ্ধে আমি সত্বর সাক্ষী হইব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। ৬ কারণ আমি সদাপ্রভু, আমার পরিবর্ত্তন নাই; তাই তোমরা, হে যাকোব-সন্তানগণ, বিনষ্ট হইতেছ না।

৭ তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময়াবধি তোমরা আমার বিধি-কলাপ হইতে সরিয়া পড়িয়াছ, সে সকল পালন কর নাই। আমার কাছে ফিরিয়া আইস, আমিও তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, আমরা কিসে ৮ ফিরিব? মনুষ্য কি ঈশ্বরকে ঠকাইবে? তোমরা ত আমাকে ঠকাইয়া থাক। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি? দশমাংশে ও উপহারে। ৯ তোমরা অভিশাপে শাপগ্রস্ত; হাঁ, তোমরা, এই সমস্ত জাতি, আমাকেই ১০ ঠকাইতেছ। তোমরা সমস্ত দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে; আর তোমরা ইহাতে আমার

পরীক্ষা কর, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি আকাশের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের প্রতি অপরিমেয় ১১ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করি কি না। আর আমি তোমাদের নিমিত্ত গ্রাসককে ভর্ৎসনা করিব, সে তোমাদের ভূমির ফল বিনষ্ট করিবে না, এবং ক্ষেত্রে তোমাদের দ্রাক্ষালতার ফল অকালে ঝরিবে না, ইহা ১২ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। আর সর্ব্ব জাতি তোমাদিগকে ধন্য বলিবে, কেননা তোমরা প্রীতিজনক দেশ হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।

১৩ তোমরা আমার বিরুদ্ধে শক্ত শক্ত কথা বলিয়াছ, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, আমরা কিসে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছি? তোমরা বলিয়াছ, ঈশ্বরের সেবা করা ১৪ অনর্থক; এবং তাঁহার রক্ষণীয়-দ্রব্য রক্ষা করাতে ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শোকবেশে গমনাগমন করাতে ১৫ আমাদের লাভ কি হইল? আমরা এখন দর্পী লোকদিগকে ধন্য বলি; হাঁ, দুষ্টাচারীরা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঈশ্বরের পরীক্ষা করিয়াও রক্ষা পায়।

১৬ তখন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, তাহারা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন; আর যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, ও তাঁহার নাম ধ্যান করিত, তাহাদের জন্য তাঁহার সম্মুখে একখানি স্মরণার্থক ১৭ পুস্তক লেখা হইল। আর তাহারা আমারই হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; আমার কার্য্য করিবার দিনে তাহারা আমার নিজস্ব হইবে; এবং কোন মনুষ্য যেমন আপন সেবাকারী পুত্রের প্রতি মমতা করে, আমি তাহা১৮ দের প্রতি তেমনি মমতা করিব। তখন তোমরা ফিরিয়া আসিবে, এবং ধার্ম্মিক ও দুষ্টের মধ্যে, যে ঈশ্বরের সেবা করে, ও যে তাঁহার সেবা না করে, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিবে।

৪ কারণ দেখ, সেই দিন আসিতেছে, তাহা হাপরের ন্যায় জ্বলিবে, এবং দর্পী ও দুষ্টাচারীরা সকলে খড়ের ন্যায় হইবে; আর সেই যে দিন আসিতেছে, তাহা তাহাদিগকে পোড়াইয়া দিবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; সে দিন তাহাদের মূল কি শাখা কিছুই ২ অবশিষ্ট রাখিবে না। কিন্তু তোমরা যে আমার নাম ভয় করিয়া থাক, তোমাদের প্রতি ধার্ম্মিকতা-সূর্য্য উদিত হইবেন, তাঁহার পক্ষপুট আরোগ্যদায়ক; এবং তোমরা বাহির হইয়া পালের ৩ গোবৎসদের ন্যায় নাচিবে। আর তোমরা দুষ্ট লোকদিগকে মর্দ্দন করিবে; কেননা আমার কার্য্য করিবার দিনে তাহারা তোমাদের পদতলের অধঃস্থিত ভস্ম হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।

৪ তোমরা আমার দাস মোশির ব্যবস্থা স্মরণ কর; তাহাকে আমি হোরেবে সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য সেই বিধি ও শাসনকলাপ আদেশ করিয়াছিলাম। ৫ দেখ, সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকটে এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ ৬ করিব। সে সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের হৃদয়, ও পিতৃগণের প্রতি সন্তানদের হৃদয় ফিরাইবে; পাছে আমি আসিয়া পৃথিবীকে অভিশাপে আঘাত করি।

ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
নূতন নিয়ম

বাংলাভাষায় মুদ্রিত পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণ ও গ্রীক-
ভাষার প্রামাণিক পাণ্ডুলিপিসমূহের সূক্ষ্ম
পরীক্ষা ও সযত্ন অনুসন্ধান
সহকারে অনূদিত

সূচীপত্র

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম

আদিপুস্তক	[আদি]	উপদেশক	[উপ:]
যাত্রাপুস্তক	[যাত্রা]	পরমগীত	[পরম:]
লেবীয় পুস্তক	[লেবী:]	যিশাইয়	[যিশা:]
গণনাপুস্তক	[গণনা]	যিরমিয়	[যির:]
দ্বিতীয় বিবরণ	[দ্বি: বি:]	বিলাপ	—
যিহোশূয়	[যিহো:]	যিহিষ্কেল	[যিহি:]
বিচারকর্ত্তৃগণ	[বিচার:]	দানিয়েল	[দা:]
রূতের বিবরণ	[রূৎ]	হোশেয়	[হো:]
১ শমূয়েল	[১ শমূ:]	যোয়েল	
২ শমূয়েল	[২ শমূ:]	আমোষ	
১ রাজাবলি	[১ রা:]	ওবদিয়	
২ রাজাবলি	[২ রা:]	যোনা	
১ বংশাবলি	[১ বংশা:]	মীখা	[মী:]
২ বংশাবলি	[২ বংশা:]	নহূম	—
ইষ্রা	—	হবক্কূক	[হবক্:]
নহিমিয়	[নহি:]	সফনিয়	[সফ:]
ইষ্টের		হগয়	—
ইয়োব		সখরিয়	[সখ:]
গীতসংহিতা	[গীত]	মালাখি	[মালা:]
হিতোপদেশ	[হিতো:]		

বাইবেলের নূতন নিয়ম

মথি	—	১ তীমথিয়	[১ তীম:]
মার্ক	—	২ তীমথিয়	[২ তীম:]
লূক	—	তীত	—
যোহন	[যো:]	ফিলীমন	[ফিলীম:]
প্রেরিতদের কার্য্য	[প্রে:]	ইব্রীয়	[ইব্রী:]
রোমীয়	[রো:]	যাকোব	—
১ করিন্থীয়	[১ করি:]	১ পিতর	[১ পি:]
২ করিন্থীয়	[২ করি:]	২ পিতর	[২ পি:]
গালাতীয়	[গা:]	১ যোহন	[১ যো:]
ইফিষীয়	[ইফি:]	২ যোহন	[২ যো:]
ফিলিপীয়	[ফিলি:]	৩ যোহন	[৩ যো:]
কলসীয়	[কল:]	যিহূদা	—
১ থিষলনীকীয়	[১ থিষ:]	প্রকাশিত বাক্য	[প্র:]
২ থিষলনীকীয়	[২ থিষ:]		

দ্রষ্টব্য—টীকার মধ্যে পুস্তকের নাম কিরূপে সংক্ষেপিত, তাহা বন্ধনীতে দেখান হইল। পুরাতন নিয়ম হইতে উদ্ধৃত যেসমস্ত কথা নূতন নিয়মে পাওয়া যায়, তাহা উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে ('......') মুদ্রিত হইয়াছে।

মথিলিখিত সুসমাচার

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলির পত্র

১ যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র, তিনি দায়ূদের সন্তান, অব্রাহামের সন্তান।

২ অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাক; ইস্‌হাকের পুত্র যাকোব; যাকোবের পুত্র যিহূদা ও তাঁহার ভ্রাতারা;

৩ যিহূদার পুত্র পেরস ও সেরহ, তামরের গর্ভজাত; পেরসের পুত্র হিষ্রোণ; হিষ্রোণের পুত্র রাম;

৪ রামের পুত্র অম্মীনাদব; অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন; নহশোনের পুত্র সল্‌মোন;

৫ সল্‌মোনের পুত্র বোয়স, রাহবের গর্ভজাত; বোয়সের পুত্র ওবেদ, রূতের গর্ভজাত; ওবেদের পুত্র যিশয়;

৬ যিশয়ের পুত্র রাজা দায়ূদ। দায়ূদের পুত্র শলোমন, ঊরিয়ের বিধবার গর্ভজাত;

৭ শলোমনের পুত্র রহবিয়াম; রহবিয়ামের পুত্র অবিয়; অবিয়ের পুত্র আসা;

৮ আসার পুত্র যিহোশাফট; যিহোশাফটের পুত্র যোরাম; যোরামের পুত্র উষিয়;

৯ উষিয়ের পুত্র যোথম; যোথমের পুত্র আহস; আহসের পুত্র হিষ্কিয়;

১০ হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশি; মনঃশির পুত্র আমোন; আমোনের পুত্র যোশিয়;

১১ যোশিয়ের পুত্র যিকনিয় ও তাঁহার ভ্রাতারা, বাবিলে নির্ব্বাসন-কালে জাত;

১২ যিকনিয়ের পুত্র শল্টীয়েল, বাবিলে নির্ব্বাসন-কালের পরে জাত; শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল;

১৩ সরুব্বাবিলের পুত্র অবীহূদ; অবীহূদের পুত্র ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীমের পুত্র আসোর;

১৪ আসোরের পুত্র সাদোক; সাদোকের পুত্র আখীম; আখীমের পুত্র ইলীহূদ;

১৫ ইলীহূদের পুত্র ইলিয়াসর; ইলিয়াসরের পুত্র মত্তন; মত্তনের পুত্র যাকোব;

১৬ যাকোবের পুত্র যোষেফ; ইনি মরিয়মের স্বামী; এই মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়, যাঁহাকে খ্রীষ্ট * বলে।

[১-১৭ লূক ৩; ২৩-৩৮]

১ ১বংশাঃ ১৭; ১১ আদি ৫; ১। ২২; ১৮

২ আদি ২১; ৩, ১২। ২৫; ২৬। ২৯, ৩৫। ৪৯; ১০। ১ বংশাঃ ১; ৩৪

৩ ১বংশাঃ ২; ৫, ৯ আদি ৩৮; ২৯, ৩০ রূৎ ৪; ১৮-২২। ১বংশাঃ ২; ১০-১২

৫ রূৎ ৪; ১৩-১৭

৬ ২ শমূঃ ১২; ২৪

৭ ১বংশাঃ ৩; ১০ ১৪

১১ ১বংশাঃ ৩; ১৫, ১৬

১২ ১ বংশাঃ ৩; ১৭ ইষ্রা ৩; ২

১৬ মথি ২৭; ১৭, ২২

* খ্রীষ্ট—অর্থাৎ 'অভিষিক্ত'; যিহূদীদের ভাষায় 'মশীহ'

১৭ এইরূপে অব্রাহাম হইতে দায়ূদ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ হইতে বাবিলে নির্ব্বাসন-কাল পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নির্ব্বাসন-কাল হইতে খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

প্রভু যীশুর জন্ম-বিবরণ

১৮ যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল; তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের বাগ্‌দত্তা হইলে, তাঁহাদের মিলনের পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়া পড়িল তিনি পবিত্র আত্মা হইতে গর্ভবতী হইয়াছেন। ১৯ তাঁহার স্বামী যোষেফ ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তিনি তাঁহাকে সাধারণের সম্মুখে লজ্জা দিতে চাহিলেন না; এইজন্য তাঁহাকে ২০ গোপনে ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এই বিষয় বিবেচনা করিতেছিলেন এমন সময় প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, দায়ূদ-সন্তান যোষেফ, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কারণ তাঁহার গর্ভে ২১ যাহা জন্মিয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে। তিনি পুত্র-সন্তান প্রসব করিবেন আর তুমি তাঁহার নাম 'যীশু'* রাখিবে, কারণ তিনি আপন জাতিকে তাহাদের পাপ হইতে ২২ পরিত্রাণ করিবেন। এই সমস্ত ঘটিল যেন ভাববাদী দ্বারা প্রভু যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হয়,—

১৮ লূক ১; ৩৫
২১ লূক ১; ৩১। ২; ২১ প্রেঃ ৪; ১২
২২ যিশাঃ ৭; ১৪

২৩ 'দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইবেন, পুত্র-সন্তান প্রসব করিবেন,
আর লোকে তাঁহার নাম রাখিবে ইম্মানূয়েল', অর্থাৎ, 'আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর।'

২৪ যোষেফ নিদ্রা হইতে জাগিয়া প্রভুর দূত তাঁহাকে যেমন আদেশ দিয়াছিলেন তেমনই করিলেন, তাঁহার স্ত্রীকে গ্রহণ ২৫ করিলেন। পুত্রের জন্ম পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন না। আর তিনি সেই পুত্রের নাম 'যীশু' রাখিলেন।

২৫ লূক ২; ৭

প্রভু যীশুর শিশুকালের বিবরণ

২ রাজা হেরোদের সময়ে, যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হইলে পর, পূর্ব্বদেশ হইতে পণ্ডিতেরা যিরূশালেমে আসিয়া ২ বলিলেন, যিহূদীদের নবজাত রাজা কোথায়? কারণ আমরা তাঁহার তারাটি উদয়কালে† দেখিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিতে ৩ আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজা হেরোদ, ও তাঁহার সহিত ৪ যিরূশালেমের সকল লোক, উদ্বিগ্ন হইল। তিনি প্রধান

১ লূক ২, ১-৭
২ গণনা ২৪; ১৭ প্রঃ ২২; ১৬

* অর্থাৎ 'ত্রাণকর্ত্তা' † অথবা, পূর্ব্বদেশে

পুরোহিত ও লোকদের ধর্ম্মগুরু সকলকে একত্র করিয়া সেই খ্রীষ্ট * কোথায় জন্মিবেন তাঁহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন।
৫ তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, যিহূদিয়ার অন্তর্গত বৈৎলেহমে, কারণ ভাববাদী দ্বারা এইরূপ লেখা আছে,—

-৬ যোঃ ৭ ; ৪২ মীঃ ৫ ; ২

৬ ‘ বৈৎলেহম, যিহূদা-ভূমি, তুমি যিহূদার শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কোন অংশে ক্ষুদ্রতম নও, কারণ তোমার মধ্য হইতে এমন একজন নেতা আসিবেন যিনি আমার জাতি ইস্রায়েলকে পরিচালনা করিবেন। ’

৭ তখন হেরোদ পণ্ডিতদের গোপনে ডাকিয়া, তারাটি কোন্ সময়ে দেখা গিয়াছিল তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ করিয়া ৮ জানিয়া লইলেন; তোমরা গিয়া শিশুটির বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান কর এবং উদ্দেশ পাইলে আমাকে সংবাদ দিও, আমিও গিয়া যেন তাঁহাকে প্রণিপাত করিতে পারি, এই কথা বলিয়া তিনি ৯ বৈৎলেহমে তাঁহাদের পাঠাইয়া দিলেন। রাজার কথা শুনিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আর যে তারাটি তাহার উদয়কালে † দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে, শিশুটি যেখানে ছিলেন সেই স্থানের উপরে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল।
১০ তারাটি দেখিয়া তাঁহারা মহানন্দে অতিশয় আনন্দিত হইলেন,
১১ এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে তাঁহার মাতা মরিয়মের সঙ্গে দেখিতে পাইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন, এবং আপনাদের পেটিকা খুলিয়া ‘ স্বর্ণ, কুন্দুরু ও গন্ধরস ’ তাঁহাকে ১২ উপহার দান করিলেন। পরে যেন হেরোদের নিকটে ফিরিয়া না যান, স্বপ্নে এই প্রত্যাদেশ পাইয়া তাঁহারা অন্য পথ দিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

গীত ৭২ ; ১৫ যিশাঃ যোঃ ১৯ ;

১৩ তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়া বলিলেন, উঠ, শিশুটি ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর ; যত দিন আমি তোমাকে না বলিব, তত দিন সেইখানে থাক। কারণ হেরোদ শিশুকে নাশ ১৪ করিবার জন্য তাঁহার অন্বেষণে উদ্যত। তিনি উঠিয়া শিশু ও তাঁহার মাতাকে লইয়া রাত্রিযোগে মিসরে চলিয়া গেলেন,
১৫ এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলেন ; তাহাতে ভাববাদী দ্বারা প্রভু যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল,—

১৩ যাত্রা ২ ; ১৫

১৫ হোঃ ১১ ; ১

‘ আমি মিসর হইতে আমার পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম। ’

১৬ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়াছেন দেখিয়া হেরোদ অত্যন্ত উত্তেজিত হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট তিনি যে সময়ের কথা

* ১ . ১৬ দ্রষ্টব্য † অথবা, পূর্ব্বদেশে

বিশেষ করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন, সেই অনুসারে দুই বৎসর ও তাহার কম বয়সের যত বালক বৈৎলেহম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ছিল, তিনি লোক পাঠাইয়া তাহাদের সকলকে হত্যা
১৭ করাইলেন। তখন যে কথা ভাববাদী যিরমিয়ের দ্বারা কথিত হইয়াছিল তাহা পূর্ণ হইল,—

১৭ যির: ৩১; ১৫

১৮ ‘রামা পল্লিতে ধ্বনিত এক রব শোনা গেল, ক্রন্দন ও তীব্র বিলাপ।
রাহেল আপন সন্তানদের জন্য রোদন করিতেছেন, সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতে চান না, কারণ তাহারা আর নাই।’

১৮ আদি ৩৫; ১৯

১৯ হেরোদের মৃত্যু হইলে পর প্রভুর দূত মিসরে যোষেফকে
২০ স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, উঠ, শিশুটি ও তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েলের দেশে চল, কারণ যাহারা শিশুর প্রাণনাশের চেষ্টা
২১ করিতেছিল, তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি উঠিয়া শিশু ও
২২ তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েলের দেশে আসিলেন। কিন্তু আর্খিলায় আপন পিতা হেরোদের স্থলে যিহূদিয়াতে রাজত্ব করিতেছেন শুনিয়া তিনি সেখানে যাইতে ভয় করিলেন। স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়া তিনি গালীল প্রদেশে চলিয়া গেলেন,
২৩ আর নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বাস করিলেন; যেন ভাববাদীদের কথা পূর্ণ হয়, তিনি নাসরীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।

২০ যাত্রা ৪; ১৯
২৩ লূক ১; ২৬। ২; ৩৯
যো: ১; ৪৬
যিশা: ৫৩; ২

বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের প্রচারাদি কার্য্য

৩ সেই সময় বাপ্তিস্ম-দাতা যোহন আসিয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে এই বলিয়া প্রচার করিলেন,
২ মন পরিবর্ত্তন কর, কারণ স্বর্গ-রাজ্য নিকটবর্ত্তী।
৩ তাঁহারই বিষয়ে ভাববাদী যিশাইয় বলিয়াছিলেন,
‘প্রান্তরে একজনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে,
তোমরা প্রভুর রাজপথ প্রস্তুত কর,
তাঁহার সমস্ত পথ সরল কর।’
৪ যোহন উটের লোমের কাপড় পরিতেন, তাঁহার কটিদেশে চামড়ার কটিবন্ধ ছিল এবং পঙ্গপাল ও বনমধু তাঁহার খাদ্য ছিল।
৫ তখন যিরূশালেম, সমস্ত যিহূদিয়া ও যর্দ্দনের নিকটবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল,
৬ আর তাহাদের পাপ স্বীকার করিয়া যর্দ্দন নদীতে তাঁহার কাছে
৭ বাপ্তিস্ম * গ্রহণ করিল। অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী তাঁহার কাছে বাপ্তিস্মের জন্য আসিতেছে দেখিয়া তিনি তাহাদের বলিলেন,

[১-১২ মার্ক ১; ১-৮ লূক ৩; ৩-১৮]
১ লূক ১; ১৩
২ মথি ৪; ১৭
৩ যিশা: ৪০; ৩
যো: ১; ২৩
৪ ২রা: ১; ৮
৭ মথি ১২; ৩৪। ২৩; ৩৩ আদি ৩; ১৫

* অর্থাৎ, অবগাহন বা দীক্ষা-স্নান

সর্পের বংশধরেরা, আসন্ন কোপ হইতে পলায়ন করিতে কে
৮ তোমাদের পরামর্শ দিল? তবে মনপরিবর্ত্তনের উপযোগী ফল
৯ উৎপন্ন কর। আর ভাবিও না যে, তোমরা মনে মনে বলিতে পার, অব্রাহাম আমাদের পিতা, কারণ আমি তোমাদের বলিতেছি, ঈশ্বর এই সকল পাথর হইতে অব্রাহামের কুলে সন্তান উৎপন্ন
১০ করিতে পারেন। এখনই গাছগুলির গোড়ায় কুড়াল লাগান আছে; যে কোন গাছে উত্তম ফল না ধরে, তাহা কাটিয়া আগুনে
১১ ফেলিয়া দেওয়া হয়। আমি মনপরিবর্ত্তনের জন্য জলে তোমাদের বাপ্তিস্ম দিতেছি। কিন্তু যিনি আমার পরে আসিতেছেন তিনি আমার অপেক্ষা শক্তিমান; তাঁহার পাদুকা বহিবার যোগ্যতাও আমার নাই। তিনি পবিত্র আত্মায় ও
১২ অগ্নিতে তোমাদের বাপ্তিস্ম দিবেন। তাঁহার কুলা তাঁহার হাতে আছে, আর তিনি আপন খামার পরিষ্কার করিবেন; আপনার গম তিনি গোলায় সঞ্চয় করিবেন, কিন্তু তিনি তুষ অনির্ব্বাণ অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন।

৯ রো: ২; ২৮, ২৯। ৪; ১২ যো: ৮; ৩৩, ৩৯
১০ লূক ১৩; ৬-৯ যো: ১৫, ৬
১১ যো: ১ ১৫, ২৬, ২৭, ৩৩ প্রে: ১, ৫
১২ মথি ১৩; ৩

প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা

১৩ তখন যীশু গালীল হইতে যর্দ্দনে আসিয়া যোহনের নিকট
১৪ আসিলেন, যেন তাঁহার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু যোহন এই বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন, আমারই আপনার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা প্রয়োজন, আর
১৫ আপনি আমার কাছে আসিতেছেন? কিন্তু যীশু উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, এখন সম্মত হও, কারণ ধর্ম্ম-সঙ্গত সমস্ত বিষয় এভাবে পূর্ণ করা আমাদের উচিত। তাহাতে তিনি
১৬ সম্মত হইলেন। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিলে পর যীশু জল হইতে উঠিতেছেন এমন সময় তাঁহার জন্য আকাশ খুলিয়া গেল আর তিনি দেখিলেন ঈশ্বরের আত্মা কপোতের ন্যায় নামিয়া তাঁহার উপরে
১৭ আসিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ হইতে এই বাণী ধ্বনিত হইল, ইনি আমার একমাত্র * পুত্র, ইঁহাতে আমার পরম সন্তোষ।

৪ তখন তিনি আত্মার দ্বারা প্রান্তরে পরিচালিত হইলেন
২ যেন দিয়াবলের † দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করা হয়। চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উপবাস করিয়া তিনি শেষে ক্ষুধার্ত্ত হইলেন।

১৩-১৭ মার্ক ১; ৯-১১ লূক ৩, ২১, ২২ যো: ১; ৩১-৩৪
১৭ মথি ১৭; ৫ গীত ২, যিশা: ৪২, ১
১-১১ মার্ক ১; ১২, ১৩ লূক ৪; ১-১৩
১ ইব্রী: ৪; ১৫
২ যাত্রা ৩৪; ২৮ ১ রা: ১৯; ৮

* মূল ভাষায় এস্থলে যে শব্দ আছে, মথি, মার্ক ও লূক তাহা খ্রীষ্টের উপাধিস্বরূপ ব্যবহার করেন। তাহার অর্থ 'একমাত্র' অথবা 'অদ্বিতীয়' (আদি ২২; ২, ১২ দ্র:)। অন্যত্র ইহার অর্থ 'প্রিয়', 'প্রীতিভাজন'

† গ্রীক 'দিয়াবল্', অর্থাৎ 'যে দোষারোপ করে'—অন্যত্র 'পরীক্ষক', 'শয়তান' 'পাপাত্মা' নামে আখ্যাত

৩ পরীক্ষক তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র, তবে বল এই পাথরগুলি যেন রুটীতে পরিণত হয়। কিন্তু তিনি
৪ উত্তরে বলিলেন, লেখা আছে, 'মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচিবে না
৫ কিন্তু ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত প্রত্যেক বাক্যেই বাঁচিবে।' তখন দিয়াবল্ তাঁহাকে পবিত্র নগরে লইয়া গিয়া মন্দিরের চূড়ায়
৬ দাঁড় করাইল, আর তাঁহাকে বলিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র, তবে নীচে লাফাইয়া পড়, কারণ লেখা আছে,

'তিনি আপন দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দিবেন, আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।'

৭ যীশু তাহাকে বলিলেন, আবার লেখা আছে, 'তুমি আপন
৮ ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিবে না।' আবার দিয়াবল্ তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্ব্বতে লইয়া গিয়া জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই
৯ সকলের প্রতাপ দেখাইল, আর তাঁহাকে বলিল, তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণিপাত কর, তবে এই সমস্তই আমি তোমাকে
১০ দিব। তখন যীশু তাহাকে বলিলেন, দূর হও, শয়তান; কারণ লেখা আছে,

'তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণিপাত করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।'

১১ পরে দিয়াবল্ তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল, আর দেখ, দূতেরা আসিয়া তাঁহার সেবা করিলেন।

৩ আদি ৩; ১-৭
৪ দ্বিঃ বিঃ ৮; ৩
৫ মথি ২৭; ৫৩
৬ গীত ৯১; ১১ ১২
৭ দ্বিঃ বিঃ ৬, ১৬
১০ দ্বিঃ বিঃ ৬, ১৩
১১ ইব্রী: ১; ৬, ১৪

প্রভু যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ ও শিষ্যদের আহ্বান

১২ পরে যোহন কারারুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া, তিনি গালীলে চলিয়া গেলেন।
১৩ আর নাসরৎ ত্যাগ করিয়া সাগরের তীরে সবূলন ও নপ্তালির
১৪ মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে কফরনাহূমে গিয়া বাস করিলেন; যেন ভাববাদী যিশাইয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হয়,

১৫ 'সমুদ্রের পথে, যর্দ্দনের অপরপারে,
সবূলন দেশ ও নপ্তালি দেশ,
বিজাতিগণের গালীল,—
১৬ যে জাতি অন্ধকারে বসিয়াছিল, তাহারা
মহৎ আলোক দেখিতে পাইল;
যাহারা মৃত্যুর দেশে, মৃত্যুর ছায়াতে বসিয়াছিল,
তাহাদের উপরে আলোকের উদয় হইল।'

১২-১৭ মার্ক ১, ১৪, ১৫ লূক ৪; ১৪, ১৫
১২ মথি ১৪; ৩
১৩ যোঃ ২; ১২
১৪ যিশাঃ ৯, ১, ২

১৭ তখন হইতে যীশু, মন পরিবর্ত্তন কর, কারণ* স্বর্গ-রাজ্য নিকটবর্ত্তী, এই বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। — ১৭ মথি ৩ ; ২

১৮ গালীল সাগরের তীর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন দুই ভ্রাতা, শিমোন, যাঁহাকে পিতর বলা হয়, ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সাগরে খেপলা-জাল ফেলিতেছেন, কারণ তাঁহারা — ১৮-২২ মার্ক ১ ; ১৬-২০ লূক ৫ , ১-১১; ১৮ যোঃ ১ , ৪০

১৯ জেলে ছিলেন; তিনি তাঁহাদের বলিলেন এস, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করিয়া তুলিব। — ১৯ মথি ১৩ ; ৪৭ যিহিঃ ৪৭ ; ১০

২০ আর তখনই তাঁহারা জাল ছাড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। — ২০ মথি ১৯ , ২৭

২১ সেখান হইতে অগ্রসর হইয়া, তিনি আরও দুই ভ্রাতা, সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহনকে দেখিলেন। তাঁহারা আপন পিতা সিবদিয়ের সঙ্গে নৌকায় বসিয়া জাল সারিতে-

২২ ছিলেন। তিনি তাঁহাদেরও ডাকিলেন। আর তখনই তাঁহারা তাঁহাদের নৌকা এবং পিতাকে ছাড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

২৩ আর তিনি সমস্ত গালীলে ভ্রমণ করিলেন; তিনি তাঁহাদের বিভিন্ন সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিলেন ও রাজ্য-বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলেন এবং লোকদের সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার — ২৩ মার্ক ১ ৩৯ লূক ৪ ; ১৫, ৪৪ প্রেঃ ১০ ; ৩৮

২৪ অসুস্থতা দূর করিলেন। আর তাঁহার বিষয় জনশ্রুতি সমুদয় সুরিয়া দেশে ছড়াইয়া পড়িল। নানাপ্রকার রোগে পীড়িত ও ব্যাধিতে ক্লিষ্ট সকল লোককে, এবং মন্দ-আত্মাবিষ্ট, মৃগী ও পক্ষাঘাতগ্রস্তকেও, লোকেরা তাঁহার কাছে আনিল, আর তিনি তাহাদের সুস্থ করিলেন। — ২৪ মার্ক ৬ ; ৫৫

২৫ গালীল, দিকাপলি †, যিরূশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দ্দনের অপরপার হইতে বিস্তর লোক তাঁহার অনুসরণ করিল। — ২৫ মার্ক ৩ ; ৭, ৮ লূক ৬ ; ১৭-১৯

পর্ব্বতে দত্ত উপদেশ
পুরাতন বিধি-ব্যবস্থার বিষয়ে শিক্ষাদান

৫ তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া পর্ব্বতে উঠিলেন, আর তিনি বসিলে পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিলেন। — [১-১২ লূক ৬ ; ২০-২৬]

২ তখন তিনি তাঁহাদের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি বলিলেন,

৩ আত্মাতে দীনদরিদ্র যাহারা, তাহারা ধন্য, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই। — ৩ যিশাঃ ৫৭ ; ১৫

৪ শোকার্ত্ত যাহারা, তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। — ৪ গীত ১২৬ ; যিশাঃ ৬১ ; প্রঃ ৭ ; ১৭

৫ বিনয়ী যাহারা, তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে। — ৫ গীত ৩৭ ; ১১

* 'মন পরিবর্ত্তন কর কারণ' কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে নাই

† দিকাপলি, অর্থাৎ 'দশটি নগর বা পরগণা'

৬ ধার্ম্মিকতার জন্য যাহারা ক্ষুধিত ও তৃষিত, তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা তৃপ্ত হইবে।

৭ দয়াশীল যাহারা, তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা দয়া পাইবে।

৮ নির্ম্মলান্তঃকরণ যাহারা, তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।

৯ যাহারা মিলন করিয়া দেয়, তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হইবে।

১০ ধার্ম্মিকতার জন্য যাহারা নির্য্যাতিত, তাহারা ধন্য, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই।

১১ তোমরা ধন্য, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্য্যাতন করে এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার ১২ কুকথা বলে। আনন্দিত হও, উল্লসিত হও, কারণ স্বর্গে তোমাদেব পুরস্কার প্রচুর; কারণ তোমাদের পূর্ব্বে যে ভাববাদীরা ছিলেন, তাঁহাদের তাহারা সেইভাবে নির্য্যাতন করিত।

১৩ তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ স্বাদহীন হইয়া গেলে তাহা কিসের দ্বারা লবণাক্ত করা যাইবে? তাহা আর কোন কাজে লাগে না, তাহা কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকদের ১৪ পদতলে দলিত হইবার উপযুক্ত। তোমরা জগতের জ্যোতি; ১৫ পর্ব্বতের উপরে স্থিত নগর গুপ্ত থাকিতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়া ধামার নীচে রাখে না কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে তাহা ঘরের সকলকে আলো দেয়। ১৬ সেইপ্রকারে তোমাদের দীপ্তি মানুষের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, তাহারা যেন তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার মহিমা-প্রচার করে।

১৭ আমি যে বিধি-ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি, তাহা মনে করিও না; আমি লোপ করিতে আসি নাই ১৮ কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, সমস্তই সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বিধি-ব্যবস্থার এক বিন্দু কি এক মাত্রা ১৯ লুপ্ত হইবে না। সুতরাং যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আদেশের কোন একটি লঙ্ঘন করে আর মানুষকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে সকলের ক্ষুদ্র বলা হইবে। কিন্তু যে কেহ সেই সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান ২০ বলা হইবে। আমি তোমাদের বলিতেছি, ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্ম্মিকতা যদি অধিক না হয়, তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

৭ যাকোব ২; ১৩
৮ গীত ২৪; ৪। ৫১; ১০। ৭৩; ১। ১ যোঃ ৩; ২, ৩
৯ ইব্রীঃ ১২; ১৪
১০ ১ পিঃ ৩; ১৪
১১ ১ পিঃ ৪; ১৪ যোঃ ১৫; ২১
১২ যাকোব ৫; ১০ ইব্রীঃ ১১; ৩৩-৩৮। ১ পিঃ ৪; ১৩
১৩ মার্ক ৯; ৫০ লূক ১৪, ৩৪, ৩৫
১৪ যোঃ ৮; ১২
১৫ মার্ক ৪; ২১ লূক ৮; ১৬।
১৬ ইফিঃ ৫; ৮, ৯ ১ পিঃ ২; ১২ যোঃ ১৫; ৮
১৭ মথি ৩; ১৫ রোঃ ৩; ৩১। ১০; ৪
১৮ মথি ২৪; ৩৫ লূক ১৬; ১৭। ২১; ৩৩
১৯ যাকোব ২; ১০

২১ তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালের লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি নর-হত্যা করিও না', আর যে নর-হত্যা করে সে
২২ বিচারের দায়ে পড়িবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, যে কেহ তাহার ভ্রাতার উপর রাগ করে সে বিচারের দায়ে পড়িবে। আর যে কেহ তাহার ভ্রাতাকে বলে 'রে নির্ব্বোধ' সে মহাসভার দায়ে পড়িবে; আর যে কেহ বলে 'রে নরাধম' সে অগ্নিময় নরকের
২৩ দায়ে পড়িবে। অতএব যজ্ঞবেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার সময়ে, সেই স্থানে যদি তোমার মনে পড়ে যে,
২৪ তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সম্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখিয়া চলিয়া যাও; প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে আসিয়া তোমার
২৫ নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। তোমার বিপক্ষের সঙ্গে পথে চলিতে চলিতে, তাহার সহিত শীঘ্র মিলন করিয়া লও, পাছে বিপক্ষ তোমাকে বিচারকের হাতে সমর্পণ করে আর বিচারক তোমাকে পেয়াদার হাতে সমর্পণ করে, আর তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও।
২৬ আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি, শেষ পয়সাটি পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত তুমি সেখান হইতে কিছুতেই বাহির হইতে পারিবে না।

২৭ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি ব্যভিচার করিও না।'
২৮ কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত
২৯ ব্যভিচার করিল। তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্নের কারণ হয়, তবে তাহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দাও, তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং তোমার একটি
৩০ অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার বিঘ্নের কারণ হয়, তবে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দাও; তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়া অপেক্ষা বরং তোমার একটি অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।

৩১ আর উক্ত হইয়াছিল, 'যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে
৩২ সে তাহাকে ত্যাগপত্র দিক।' কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, যে কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করে সে তাহাকে ব্যভিচারিণী করে, এবং কেহ যদি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, তবে সে ব্যভিচার করে।

৩৩ আবার তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালের লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি মিথ্যা শপথ করিও না,' কিন্তু 'প্রভুর উদ্দেশে
৩৪ তোমার শপথ পূরণ করিও।' কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, একেবারেই শপথ করিও না, স্বর্গের নামেও নয়, কারণ তাহা

২১ যাত্রা ২০; ১৩। ২১; ১২ লেবী: ২৪; ১৭ দ্বি: বি: ১৭; ৮, ৯
২২ ১ যো: ৩; ১৫
২৩ মার্ক ১১, ২৫
২৫ মথি ৬; ১৪, ১৫। ১৮, ৩৫ লূক ১২; ৫৮,
২৭ যাত্রা ২০, ১৪
২৮ ইয়োব ৩১, ১ ২ পি: ২, ১৪
২৯ মথি ১৮; ৮, ৯ মার্ক ৯; ৪২, ৪৩ কল: ৩; ৫
৩১ মথি ১৯; ৩-৯ দ্বি: বি: ২৪; ১
৩২ লূক ১৬; ১৮ ১ করি: ৭; ১০, ১১
৩৩ যাত্রা ২০; ৭ লেবী: ১৯; ১২ গণনা ৩০; ২
৩৪ মথি ২৩; ১৬-২২ যিশা: ৬৬; ১ প্রে: ৭; ৪৯

৩৫ ঈশ্বরের সিংহাসন, এবং পৃথিবীর নামেও নয়, কারণ তাহা তাঁহার পাদপীঠ; আর যিরূশালেমের নামে নয়, কারণ তাহা মহান
৩৬ রাজার নগরী। আর তোমার মাথার দিব্য করিও না, কারণ
৩৭ একগাছি চুল সাদা কি কাল করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। কিন্তু তোমাদের কথার হাঁ যেন হাঁ এবং না যেন না হয়; ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহা মন্দ * হইতে জন্মে।

৩৫ গীত ৪৮ ; ২
৩৭ ২ করিঃ ১ ; ১৭ যাকোব ৫ ; ১২

৩৮ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, 'চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও
৩৯ দন্তের পরিশোধে দন্ত;' কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমরা মন্দের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে
৪০ চড় মারে, অন্যটিও তাহার দিকে ফিরাইয়া দিও। আর যে তোমার নামে মামলা করিয়া তোমার জামা লইতে চায়, তাহাকে
৪১ চাদরও লইতে দাও। আর যে কেহ তোমাকে ধরিয়া এক
৪২ ক্রোশ যাইতে বাধ্য করে তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। যে তোমার কাছে চায় তাহাকে দাও, আর যে তোমার নিকটে ধার চায় তাহার প্রতি বিমুখ হইও না।

৩৮ লেবীঃ ২৪ ; ১৯, ২০
[৩৯-৪৮ লূক ৬, ২৭-৩৬]
৩৯ লেবীঃ ১৯, ১৮
৪০ ১ করিঃ ৬ ; ৭

৪৩ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, 'তোমার প্রতিবাসীকে প্রেম
৪৪ কর' এবং তোমার শত্রুকে দ্বেষ কর। কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদের প্রেম কর, এবং যাহারা
৪৫ তোমাদের নির্য্যাতন করে তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর; এইভাবে যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও। কারণ তিনি ভালমন্দ সকলের উপরে তাঁহার সূর্য্য উদিত করেন, ধার্ম্মিক
৪৬ এবং অধার্ম্মিকদের উপরে বৃষ্টি বর্ষান। যাহারা তোমাদের প্রেম করে তাহাদেরই প্রেম করিলে তোমরা কি পুরস্কার পাইতে পার?
৪৭ কর-গ্রাহকেরাও কি তাহাই করে না? আর তোমরা যদি কেবল আপন আপন ভ্রাতাদের অভিবাদন কর, তবে অতিরিক্ত কি
৪৮ করিতেছ? বিজাতীয়েরা কি তাহাই করে না? অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সর্ব্বগুণে পূর্ণ, তোমরাও তেমনই পূর্ণ হও।

৪৩ লেবীঃ ১৯ ; ১৮ যাত্রা ২৩ ; ৪, ৫
৪৪ রোঃ ১২ ; ১৪, ২০ লূক ২৩ ; ৩৪ প্রেঃ ৭ ; ৫৯
৪৫ ইফিঃ ৫ ; ১
৪৮ লেবীঃ ১৯ ; ২

দান-প্রার্থনাদি ধর্ম্মকার্য্যের কথা

৬ সাবধান, লোক দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের ধর্ম্মকার্য্য করিও না; করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকট
২ পুরস্কার পাইবে না। তুমি যখন দান কর, তখন তোমার সম্মুখে তূরী বাজাইও না, ভণ্ডেরা মানুষের প্রশংসা পাইবার জন্য সমাজ-গৃহে ও পথে সেইপ্রকার করিয়া থাকে। আমি তোমাদের সত্যই

* অথবা, সেই মন্দ-আত্মা

৩ বলিতেছি, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুরস্কার পায়। কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে ৪ তোমার বাম হস্তকে তাহা জানিতে দিও না; তোমার দান যেন গোপনে হয়। তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে প্রতিদান দিবেন।

৩ মথি ২৫; ৩৭-৪০
রোঃ ১২; ৮

৫ তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের ন্যায় হইও না; কারণ তাহারা সমাজ-গৃহে ও রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া লোক দেখাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে ভালবাসে; আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, ৬ তাহারা সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুরস্কার পায়। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন 'তোমার অন্তর্গৃহে প্রবেশ কর এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া' তোমার পিতা, যিনি গোপনে উপস্থিত, তাঁহার নিকটে 'প্রার্থনা কর'; তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে প্রতিদান দিবেন।

৫ মথি ২৩, ৫, ৬
৬ ২ রাঃ ৪, ৩৩

৭ প্রার্থনার সময়ে তোমরা বিজাতীয়দের ন্যায় অনর্থক পুনরুক্তি করিও না; কারণ তাহারা মনে করে তাহাদের বাক্য-বাহুল্যের ৮ জন্য তাহাদের কথা শোনা হইবে। তাহাদের মত হইও না, কারণ তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তোমরা চাহিবার পূর্ব্বেই ৯ তোমাদের পিতা জানেন। তোমরা এইভাবে প্রার্থনা কর,—

যিশাঃ ১, ১৫
[illegible] ৬: ৩২

আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক;

৯ লূক ১১; ২-৪
যোঃ ১৭; ৬

১০ তোমার রাজ্য আসুক; তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনিই পূর্ণ * হউক।

১০ মথি ৭, ২১
লূক ২২; ৪২

১১ আমাদের দৈনিক † আহার আজ আমাদের দাও;

১১ মথি ১৪, ১৫

১২ আর আমাদের সকল অপরাধ ‡ ক্ষমা কর, আমরাও যেমন আমাদের অপরাধীদের ‡ ক্ষমা করি;

১২ মথি ১৮; ২১-৩৫

১৩ আর আমাদের পরীক্ষায় আনিও না, কিন্তু মন্দ § হইতে রক্ষা কর। ||

১৩ যোঃ ১৭; ১১, ১৫

১৪ কারণ তোমরা যদি লোকদের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ১৫ স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের ক্ষমা করিবেন; কিন্তু তোমরা যদি লোকদের অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

১৫ মার্ক ১১; ২৫, ২৬

১৬ তোমরা যখন উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের ন্যায় বিষন্ন-বদন হইও না; তাহারা লোকদের কাছে আপনাদের উপবাসী দেখাইবার

১৬ যিশাঃ ৫৮; ৫-৯

* অথবা, সিদ্ধ † অথবা, প্রয়োজনীয়

‡ মূলভাষায় 'ঋণ'; 'ঋণীদের' § অথবা, সেই মন্দ-আত্মা

|| 'কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই। আমেন।' এই কথা কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এখানে যোগ করা হয় (১ বংশাঃ ২৯; ১১-১৩)

জন্য মুখ মলিন করে। আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি,
১৭ তাহারা সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুরস্কার পায়। কিন্তু তুমি যখন উপবাস কর, তখন তোমার মাথায় তৈল লেপন করিও, মুখ ধৌত
১৮ করিও, তাহা হইলে মানুষের দৃষ্টিতে নয় কিন্তু গোপনে বর্ত্তমান তোমার পিতারই দৃষ্টিতে তোমার উপবাস করা হয়; এবং তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি তোমাকে প্রতিদান দিবেন।

১৯ তোমরা পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না; এখানে কীটে ও মরিচায় ক্ষয় করে, চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি
২০ করে। কিন্তু স্বর্গে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় কর; সেখানে কীটে ও মরিচায় ক্ষয় করে না, চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না।
২১ কারণ তোমার ধন যেখানে, তোমার মনও সেখানে থাকিবে।
২২ চক্ষু শরীরের প্রদীপ। অতএব তোমার চক্ষু সরল হইলে
২৩ তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিমান হইবে, কিন্তু তোমার চক্ষু মন্দ হইলে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে; আর তোমার অন্তরে যে দীপ্তি আছে তাহা যদি অন্ধকারই হয়, তবে সেই অন্ধকার কি ঘোরতর!

২৪ কেহই দুই প্রভুর দাসত্ব করিতে পারে না; কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা করিয়া অপরকে প্রেম করিবে, না হয় একজনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অপরকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর এবং ধনের দাসত্ব করিতে পার না।

২০ মথি ১৯; ২১ লূক ১২; ৩৩, ৩৪ কল: ৩; ১, ২
২২ লূক ১১; ৩৪-৩৬
২৩ মথি ২০; ১৫
২৪ লূক ১৬; ১৩

চিন্তা-ভাবনা দূর করিবার উপায়

২৫ এইজন্য আমি তোমাদের বলিতেছি, কি আহার করিবে বা কি পান করিবে বলিয়া তোমাদের প্রাণের বিষয়ে, কিংবা কি পরিধান করিবে বলিয়া তোমাদের শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হইও না। খাদ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি শ্রেষ্ঠ নয়?
২৬ আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলায় সঞ্চয়ও করে না, তবু তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাহাদের খাদ্য দেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নও?
২৭ আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তিত হইয়া নিজের উচ্চতা এক
২৮ হাতও * বাড়াইতে পারে? বস্ত্রের জন্যই বা চিন্তিত হও কেন? মাঠের ফুলের বিষয়ে ভাবিয়া দেখ, তাহারা কেমন করিয়া
২৯ বড় হয়; তাহারা শ্রম করে না, সুতাও কাটে না, তথাপি আমি তোমাদের বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে
৩০ ইহাদের একটির ন্যায় সজ্জিত ছিলেন না। অতএব ক্ষেত্রে যে

[২৫-৩৩ লূক ১২; ২২-৩১]
২৫ ফিলি: ৪; ৬ ১ পি: ৫; ৭ ইব্রী: ১৩; ৫
২৬ মথি ১০; ২৯-৩১
২৯ ১ রাজা: ১০; ৪-৭

* অথবা, নিজের বয়স এক তিলও

তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া হইবে, তাহাই যদি ঈশ্বর এমন ভূষিত করেন, তবে, অল্পবিশ্বাসীরা, তিনি কি
৩১ তোমাদের আরও অধিক পরিমাণে ভূষিত করিবেন না ? সুতরাং তোমরা এই বলিয়া চিন্তিত হইও না যে, কি আহার করিব ?
৩২ বা, কি পান করিব ? বা, কি পরিধান করিব ? কারণ বিজাতীয়েরা এই সকল দ্রব্যের অন্বেষণ করে ; তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে এই সমস্ত দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন
৩৩ আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে সচেষ্ট হও তবে তাহার উপর এই সমস্তও তোমাদের দেওয়া
৩৪ হইবে। তোমরা কল্যকার নিমিত্ত চিন্তিত হইও না, কারণ কল্যের চিন্তা কল্যেরই হইবে ; দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট।

৩২ মথি ৬, ৮
রোঃ ১৪, ১৭
১রাঃ ৩; ১৩, ১৪
গীত ৩৭ ; ৪, ২৫
যাত্রা ১৬ ; ১৯

পরের বিচারসম্বন্ধে শিক্ষা

৭ তোমরা পরের বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও ;
২ কারণ যেরূপ বিচারে তোমরা বিচার কর, তাহার দ্বারা তোমরাও বিচারিত হইবে, এবং যে মানে তোমরা পরিমাণ কর, সেই মানে
৩ তোমাদের জন্য পবিমাণ করা হইবে। তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে তাহা কেন দেখিতেছ, অথচ তোমার নিজের চক্ষুতে
৪ যে কড়িকাঠ রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য কর না ? অথবা তোমার ভ্রাতাকে কেমন করিয়া বলিবে, এস, তোমার চক্ষু হইতে কুটাটি বাহির করিয়া দিই, অথচ তোমার নিজের চক্ষুতে কড়িকাঠ
৫ রহিয়াছে ? ভণ্ড, প্রথমে নিজেব চক্ষু হইতে কড়িকাঠ বাহিব করিয়া ফেল, তখন তোমাব ভ্রাতাব চক্ষু হইতে কুটাটি বাহিব করিবার জন্য স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।
৬ পবিত্র বস্তু কুকুরকে দিও না, তোমাদের মুক্তাও শূকরের সম্মুখে ছড়াইও না, হয় ত তাহারা তাহা পদতলে দলিত করিবে আর ফিরিয়া তোমাদের বিদীর্ণ করিবে।

১ রোঃ ২ ; ১
১ করিঃ ৪, ৫
২ মার্ক ৪, ২৪

স্বর্গস্থ পিতা প্রার্থনার উত্তর দিবেন

৭ যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হইবে ; অন্বেষণ কর, পাইবে, দ্বারে করাঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে।
৮ কারণ যে কেহ যাচনা করে সে গ্রহণ করে ; যে অন্বেষণ কবে সে পায় ; যে দ্বারে করাঘাত করে তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া
৯ হইবে। তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে আছে যাহার পুত্র রুটি
১০ চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে, কিংবা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ
১১ দিবে ? সুতরাং মন্দ হইয়াও যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে

[৭-১১ লূক ১১, ৯-১৩]
৭ মার্ক ১১ ; যির঳ ২৯ ; ১৪ যোঃ ১৩। ১৬ ;
১১ যাকোব ১

যাহারা চায়, তিনি কত না অধিক পরিমাণে তাহাদের উত্তম দ্রব্য দান করিবেন।

১২ তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে লোকে তোমাদের প্রতি করুক, তোমরাও তাহাদেরই প্রতি সেই সমস্ত করিও, কারণ ইহাই বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদি-গ্রন্থের সার।

১২ মথি ২২; ৩৯, ৪০ রোঃ ১৩; ৮-১০

স্বর্গ-পথে চলিবার কথা

১৩ সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কারণ যাহা ধ্বংসে লইয়া যায় সেই পথ প্রশস্ত ও সুপরিসর, আর অনেকে তাহা দিয়া প্রবেশ ১৪ করে; কিন্তু যাহা জীবনে লইয়া যায় সেই পথ সঙ্কীর্ণ ও অপরিসর, আর অল্প লোকেই তাহা খুঁজিয়া পায়।

১৩ লূক ১৩; ২৪ যোঃ ১০; ৭, ৯
১৪ মথি ১৯; ২৪ প্রেঃ ১৪; ২২

১৫ ভণ্ড ভাববাদীদের বিষয়ে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আসে, কিন্তু অন্তরে তাহারা লোলুপ নেকড়ে- ১৬ বাঘ। তোমরা তাহাদের ফল দ্বারা তাহাদের চিনিতে পারিবে। লোকে কি কণ্টকলতা হইতে আঙ্গুর কিংবা শিয়ালকাঁটা হইতে ১৭ ডুমুরফল সংগ্রহ করে? সেইরূপে প্রত্যেক ভাল গাছে উত্তম ফল ১৮ ধরে কিন্তু খারাপ গাছে মন্দ ফল ধরে। ভাল গাছ মন্দ ফল উৎপন্ন করিতে কিংবা খারাপ গাছ উত্তম ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। ১৯ যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া ২০ দেওয়া হয়। এইজন্য বলি, তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদের ২১ চিনিতে পারিবে। যাহারা আমাকে প্রভু, প্রভু বলে, তাহারা প্রত্যেকে যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিবে এমন নয়, বরং যে আমার ২২ স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই প্রবেশ করিবে। অনেকে সেই দিন আমাকে বলিবে, প্রভু, প্রভু, আপনার নামে আমরা কি ভাববাণী বলি নাই, আপনার নামে কি মন্দ-আত্মা দূর করি নাই, ২৩ আপনার নামে কি অনেক পরাক্রম-কার্য্য করি নাই? তখন আমি তাহাদের স্পষ্টই বলিব, আমি তোমাদের কোন কালেই জানিতাম না; অধর্ম্মচারী তোমরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।

১৫ মথি ২৪; ৪, ৫, ২৪ প্রেঃ ২০; ২৯
১৬ গাঃ ৫, ১৯-২২ যাকোব ৩; ১২
১৭ মথি ১২; ৩৩
১৯ মথি ৩, ১০ যোঃ ১৫, ২, ৬
২১ মথি ২১, ২৯ রোঃ ২; ১৩ যাকোব ১; ২২-২৫। ২; ১৪
২২ যিরঃ ১৪; ১৪ ১ করিঃ ১৩; ১, ২
২৩ মথি ২৫; ৪১ লূক ১৩; ২৫-২৭ ২ তীমঃ ২; ১৯ গীত ৬; ৮

২৪ সুতরাং যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে তাহাকে এমন বুদ্ধিমান লোকের সহিত তুলনা করিব যে পাষাণের ২৫ উপরে তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিল; পরে বৃষ্টি নামিল, প্লাবন আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহের উপরে আসিয়া পড়িল তথাপি তাহা পড়িল না, কারণ তাহার ভিত্তি পাষাণের উপরে ২৬ ছিল। আর যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়াও পালন করে না তাহাকে এমন নির্ব্বোধ লোকের সহিত তুলনা করা ২৭ হইবে যে বালির উপরে তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিল; পরে বৃষ্টি

[২৪-২৭ লূক ৬; ৪৭-৪৯]
২৭ যিহিঃ ১৩; ১০

নামিল, প্লাবন আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই ঘরে আঘাত করিল, তাহাতে তাহা পড়িয়া গেল; এবং তাহার পতন কি বিষম।

২৮ যীশু এই সমস্ত কথা বলিয়া শেষ করিলে, জন-সমূহ তাঁহার ২৯ শিক্ষায় বিস্মিত হইল, কারণ তিনি তাহাদের ধর্ম্মগুরুদের মত শিক্ষা না দিয়া বরং অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় শিক্ষা দিতেন।

২৮-২৯ মথি ১১; ১। ১৩; ৫৩। ১৯; ১। ২৬; ১ মার্ক ১; ২২ লূক ৪; ৩২ যোঃ ৭; ৪৬

যীশুর নানা পরাক্রম-কার্য্য: কুষ্ঠ-রোগীকে, সেনাপতির দাসকে এবং পিতরের শাশুড়ীকে সুস্থতাদান

৮ তিনি পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলে, বৃহৎ জনতা তাঁহার ২ অনুসরণ কবিল। আর একজন কুষ্ঠ-রোগী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু, আপনি যদি চান তবে আমাকে ৩ শুচি করিতে পারেন। তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, আমি চাই, তুমি শুচি হও। তখনই তাহার ৪ কুষ্ঠ-রোগ শুচি হইয়া গেল। যীশু তাহাকে বলিলেন, দেখ, কাহাকেও বলিও না, কিন্তু পুরোহিতেব কাছে গিয়া নিজেকে দেখাও, আব মোশী যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন সেই উপহার তাহাদের কাছে সাক্ষ্যস্বরূপ উৎসর্গ কর।

১-৪ মার্ক ১; ৪০-৪৪ লূক ৫; ১২-১৪

৪ মথি ৯, ৩০ মার্ক ৭; ৩৬ লূক ১৭, ১৪ লেবীঃ ১৩; ৪৯। ১৪, ২-৩২

৫ তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করিলে একজন সেনাপতি তাঁহার ৬ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, প্রভু, আমার দাস গৃহে শয্যাগত রহিয়াছে, সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ও ভীষণ যন্ত্রণা ৭ পাইতেছে। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমি গিয়া তাহাকে ৮ সুস্থ করিব। সেনাপতি উত্তরে বলিলেন, প্রভু, আপনি যে আমার গৃহে প্রবেশ করেন, আমি তাহার যোগ্য নই, কেবল ৯ মুখে বলুন, আমার দাস সুস্থ হইবে। কারণ আমি নিজে কর্ত্তৃত্বের অধীন, আবার আমার অধীনেও সেনারা আছে; আমি একজনকে বলি, যাও, আর সে যায়, এবং অন্য জনকে বলি, এস, আর সে আসে, এবং আমার দাসকে বলি, এই কাজ কর, আর সে তাহা ১০ করে। এই কথা শুনিয়া যীশু বিস্মিত হইয়া যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল তাহাদের বলিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারও এমন মহৎ বিশ্বাস পাই ১১ নাই। আর আমি তোমাদের বলিতেছি যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে অনেকে আসিবে এবং অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের ১২ সহিত স্বর্গ-রাজ্যে ভোজনে বসিবে; কিন্তু রাজ্যের সন্তানেরা বাহিরের অন্ধকারে যাইবে; সে স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। ১৩ তখন যীশু সেনাপতিকে বলিলেন, যাও, তুমি যেমন বিশ্বাস

৫-১৩ লূক ৭; ১-১০

৫ যোঃ ৪; ৪৭

১০ মথি ১৫; ২৮

১১ লূক ১৩; ২৮, ২৯ যিশাঃ ৪৯; ১২। ৫৯; ১৯ মালাঃ ১; ১১ গীত ১-৭; ৩

১২ মথি ২২; ১৩। ২৪; ৫১। ২৫; ৩০

১৩ মথি ৯; ২৯। ১৫; ২৮

করিয়াছ, তোমার প্রতি তেমনই হউক। আর সেই মুহূর্ত্তেই* দাসটি সুস্থ হইল।

১৪ যীশু পিতরের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শাশুড়ীকে ১৫ জ্বরে শয্যাশায়ী দেখিলেন। তিনি তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিলেন আর জ্বর ছাড়িয়া গেল। আর তিনি উঠিয়া যীশুর পরিচর্য্যা ১৬ করিলেন। সন্ধ্যাকালে লোকেরা মন্দ-আত্মাবিষ্ট অনেককে তাঁহার নিকটে আনিল আর বাক্য দ্বারাই তিনি আত্মাদের দূর ১৭ করিলেন ও রোগাক্রান্ত সকলকে সুস্থ করিলেন; যেন ভাববাদী যিশাইয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হয়, 'তিনিই আমাদের দুর্ব্বলতা গ্রহণ করিলেন আর ব্যাধি বহন করিলেন।'

[১৪-১৬ মার্ক ১; ২৯-৩৪ লূক ৪; ৩৮-৪১]
১৪ ১ করিঃ ৯; ৫
১৭ যিশাঃ ৫৩; ৪

১৮ যীশু আপনার চারিদিকে বৃহৎ জনতা দেখিয়া অপরপারে ১৯ যাইতে আদেশ দিলেন। তখন একজন ধর্ম্মগুরু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, গুরু, আপনি যে কোনও স্থানে যাইবেন আমি আপনার ২০ অনুসরণ করিব। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, শিয়ালের গর্ত্ত আছে এবং আকাশের পক্ষীর বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্য-পুত্রের মাথা ২১ রাখিবার স্থান নাই। শিষ্যদের আর একজন তাঁহাকে বলিল, প্রভু, প্রথমে আমার পিতাকে সমাধিস্থ করিয়া আসিতে আমাকে ২২ অনুমতি দিন। কিন্তু যীশু তাহাকে বলিলেন, আমার অনুসরণ কর; মৃতেরাই আপনাদের মৃতদের সমাধিস্থ করুক।

১৮ মার্ক ৪; ৩৫ লূক ৮; ২২
[১৯-২২ লূক ৯; ৫৭-৬০]
২০ ২ করিঃ ৮; ৯
২১ ১ রাঃ ১৯; ২

ঝড় প্রতিরোধ

২৩ আর তিনি নৌকায় উঠিলে, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার অনুসরণ ২৪ করিলেন। হঠাৎ সাগরে এমন প্রবল ঝড় হইল যে নৌকাটি ২৫ ঢেউয়ে আচ্ছন্ন হইতেছিল; তিনি কিন্তু ঘুমাইতেছিলেন। আর তাঁহারা তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন, প্রভু, ২৬ রক্ষা করুন, আমরা মারা পড়িলাম। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, অল্পবিশ্বাসীরা, তোমরা এত ভীরু কেন? তখন তিনি উঠিয়া বাতাস ও সাগরকে ধমক দিলেন, এবং সমস্ত প্রশান্ত হইল। ২৭ তাহাতে তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ইনি কি প্রকার লোক যে বাতাস এবং সাগরও তাঁহার আদেশ পালন করে।

২৩-২৭ মার্ক ৪; ৩৬-৪১ লূক ৮; ২২-২৫
২৩ গীত ৪; ৮
২৬ মথি ১৪; ৩১। ১৬:

দুইজন মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকের আরোগ্যলাভ

২৮ যখন তিনি অপরপারে গাদারীয়দের দেশে আসিলেন, তখন মন্দ-আত্মাবিষ্ট দুইজন লোক সমাধি-ক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা এতই দুর্দ্দান্ত ছিল যে

২৮-৩৪ মার্ক ৫; ১-১৭ লূক ৮; ২৬-৩৭

* পাঠান্তর, সেই সময় হইতে

২৯ সেই পথ দিয়া কেহই চলিতে পারিত না। তাহারা চেঁচাইয়া বলিল, ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের সঙ্গে আপনার কি কাজ? আপনি কি নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে আমাদের যন্ত্রণা দিতে আসিলেন? ৩০ তাহাদের হইতে কিছু দূরে বৃহৎ একটি শূকর-পাল চরিতেছিল। ৩১ মন্দ-আত্মারা তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বলিল, যদি আমাদের দূর ৩২ করিয়া দেন, তবে ঐ শূকর-পালের মধ্যে পাঠাইয়া দিন। আর তিনি তাহাদের বলিলেন, যাও। তাহারা বাহির হইয়া ঐ শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করিল, আর সমস্ত পাল ঢালু তীর দিয়া ৩৩ বেগে দৌড়িয়া সাগরে পড়িয়া জলে ডুবিয়া* মরিল। যাহারা শূকর চরাইতেছিল, তাহারা পলাইয়া গেল এবং নগরে গিয়া সকল ব্যাপার আর মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকদের বিষয়ও জানাইল। ৩৪ আর নগরের সমস্ত লোক যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইল। তাঁহার দেখা পাইয়া তাহারা অনুনয় করিল যেন তিনি তাহাদের দেশের সীমা হইতে চলিয়া যান।

২৯ লূক ৪ ; ৪১

পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের আরোগ্যলাভ ও পাপ-মুক্তি

৯ নৌকায় উঠিয়া তিনি পার হইয়া নিজের নগরে আসিলেন। ২ আর দেখ, লোকেরা শয্যাশায়ী একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে তাঁহার নিকটে আনিল। তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বলিলেন, সাহস কর, বৎস, তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা ৩ হইল। কয়েকজন ধর্ম্মগুরু নিজেদের মধ্যে বলিলেন, এ ৪ ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছে। তাঁহাদের চিন্তা জানিয়া যীশু ৫ বলিলেন, তোমরা মনে মনে কুচিন্তা করিতেছ কেন? কোন্‌টি বলা সহজ, তোমার সমস্ত পাপের ক্ষমা হইল, না, তুমি উঠিয়া ৬ বেড়াও? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা মনুষ্য-পুত্রের আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এইজন্য,—তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বলিলেন,—উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া ৭ লইয়া তোমার গৃহে যাও। সে উঠিয়া গৃহে চলিয়া গেল। ৮ লোকে ইহা দেখিয়া ভীত হইল আর যিনি মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা দান করেন সেই ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিল।

১-৮ মার্ক ২ ; ১-১২ লূক ৫ ; ১৭-২৬
১ মথি ৪ ; ১৩
৩ মার্ক ২ ; ৭
৪ মথি ১২, ২৫ যোঃ ২ ; ২৫

কর-গ্রাহক মথির আহ্বান ও যীশুর শিক্ষা

৯ সেখান হইতে যাইতে যাইতে যীশু দেখিলেন মথি আখ্যাত একজন লোক শুল্ক-গৃহে বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমার অনুসরণ কর। আর তিনি উঠিয়া তাঁহার

৯-১৩ মার্ক ২ ; ১৪-১৭ লূক ৫ ; ২৭-৩২

* (মূল) শ্বাস-রুদ্ধ হইয়া

১০ অনুসরণ করিলেন। পরে তিনি যখন গৃহে আহারে বসিলেন, অনেক কর-গ্রাহক ও পাপী আসিয়া যীশুর ও তাঁহার শিষ্যদের
১১ সহিত আহারে বসিল। ফরীশীরা তাহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, তোমাদের গুরু কর-গ্রাহক ও পাপীদের সহিত কেন
১২ আহার করেন? তিনি ইহা শুনিয়া তাঁহাদের বলিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসুস্থ লোকদেরই
১৩ তাহা প্রয়োজন। গিয়া এই কথার অর্থ কি বুঝিয়া লও, 'দয়াতে আমার প্রীতি, বলিদানে নয়'; আমি ধার্ম্মিকদের নয় কিন্তু পাপীদেরই আহ্বান করিতে আসিয়াছি।

১১ লূক ১৫; ২
১৩ হোঃ ৬; ৬
১ শমূঃ ১৫; ২২
মথি ১৮; ১১

১৪ তখন যোহনের শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, আমরা ও ফরীশীরা অনেকবার উপবাস করি কিন্তু আপনার
১৫ শিষ্যেরা উপবাস করেন না, ইহার কারণ কি? যীশু তাহাদের বলিলেন, বর সঙ্গে থাকিতে কি বিবাহ-বাসবের লোক বিলাপ করিতে পারে? কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন তাহাদের নিকট হইতে বর লইয়া যাওয়া হইবে, তখন তাহারা উপবাস করিবে।
১৬ পুরাতন বস্ত্রে কেহ নূতন কাপড়ের তালি লাগায় না; কারণ তাহাতে সেই কাপড়ের তালি বস্ত্রের কতকাংশ ছিঁড়িয়া ফেলে;
১৭ ফলে ছিদ্র আরও বড় হয়। আর লোকে পুরাতন কুপায় টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে না। রাখিলে কুপাগুলি ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায় ও কুপাগুলি বিনষ্ট হয়। কিন্তু টাট্‌কা দ্রাক্ষারস নূতন পাত্রেই রাখা হয়, তাহাতে উভয়ই রক্ষা পায়।

১৪-১৭ মার্ক ২; ১৮-২২ লূক ৫; ৩৩-৩৮
১৪ লূক ১৮; ১২
১৫ যোঃ ৩; ২৯

একজন স্ত্রীলোকের আরোগ্য ও একটি মৃত বালিকার জীবন লাভ

১৮ তিনি তাহাদের এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় একজন অধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আমার মেয়ে এখনই মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু আপনি আসিয়া তাহার উপরে
১৯ হস্তার্পণ করুন, তাহাতে সে বাঁচিয়া উঠিবে। যীশু উঠিয়া
২০ নিজের শিষ্যদের লইয়া তাঁহার সঙ্গে গেলেন। আর বার বৎসর ধরিয়া প্রদর রোগগ্রস্ত একটি স্ত্রীলোক পিছন হইতে
২১ আসিয়া তাঁহার কাপড়ের প্রান্ত স্পর্শ করিল; কারণ সে মনে মনে বলিতেছিল, উঁহার কাপড় স্পর্শ করিতে পারিলেই, আমি
২২ সুস্থ হইব। তিনি ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, বৎসে, সাহস কর, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল, আর সেই সময়
২৩ হইতে স্ত্রীলোকটি সুস্থ হইল। পরে সেই অধ্যক্ষের বাড়ীতে আসিয়া বংশীবাদকদের ও লোকদের কোলাহল করিতে দেখিয়া,

১৮-২৬ মার্ক ৫; ২২-৪৩ লূক ৮; ৪১-৫৬
২১ মথি ১৪; ৩৬

২৪ যীশু বলিলেন, তোমরা সরিয়া যাও, মেয়েটি মরে নাই, ঘুমাইতেছে। ২৫ আর তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। কিন্তু লোকদের বাহির করা হইলে পর, তিনি ভিতরে গিয়া বালিকাটির হাত ২৬ ধরিলেন, আর সে উঠিয়া বসিল। এই বৃত্তান্ত দেশময় রটিয়া গেল।

২৪ যোঃ ১১; ১১, ১৪

দুইজন অন্ধ ও একজন বোবার আরোগ্যলাভ

২৭ যীশু সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দুইজন অন্ধ তাঁহার অনুসরণ করিল; তাহারা এই বলিয়া চেঁচাইতেছিল, ২৮ দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। তিনি গৃহে আসিলে, অন্ধেরা তাঁহার নিকটে আসিল এবং যীশু তাহাদের বলিলেন, আমি যে ইহা করিতে পারি তাহা বিশ্বাস কর কি? তাহারা ২৯ তাঁহাকে বলিল, হাঁ, প্রভু। তখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ ৩০ করিয়া বলিলেন, তোমাদের যেমন বিশ্বাস তেমনই হউক। আর তাহাদের চক্ষু উন্মিলিত হইল। যীশু ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদের ৩১ বলিলেন, দেখ, কেহই যেন জানিতে না পায়। কিন্তু বাহিরে গিয়া তাহারা সমগ্র অঞ্চলে তাঁহার কীর্ত্তি রাষ্ট্র করিল।

৩২ তাঁহারা বাহিরে যাইতেছেন, এমন সময়ে লোকেরা মন্দ- ৩৩ আত্মাবিষ্ট এক বোবাকে তাঁহার কাছে আনিল; সেই মন্দ-আত্মা দূর করা হইলে বোবা লোকটি কথা বলিল। তাহাতে লোক-সমূহ আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বলিল, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও ৩৫ দেখা যায় নাই।* পরে যীশু সকল নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিয়া লোকদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিলেন; তিনি রাজ্য-বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার ৩৬ অসুস্থতা দূর করিলেন। তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া তাহাদের বিষয়ে করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা 'পালক-বিহীন মেষপালের ৩৭ ন্যায়' তাহারা আর্ত্ত ও বিক্ষিপ্ত ছিল। তিনি তাঁহার শিষ্যদের ৩৮ বলিলেন, শস্য প্রচুর, কিন্তু কৃষাণ অল্প; অতএব শস্যের প্রভুর নিকটে মিনতি কর, যেন তিনি আপন শস্যক্ষেত্রে কৃষাণ পাঠাইয়া দেন।

২৯ মথি ৮; ১৩
৩০ মথি ৮; ৪
৩৫ মথি ৪; ২৩
৩৬ মথি ১৪; ১৪ মার্ক ৬; ৩৪ গণনা ২৭; ১৭ যিহিঃ ৩৪; ৫
৩৭ লূক ১০; ২ যোঃ ৪; ৩৫

প্রেরিতপদে বারোজন শিষ্যের নিয়োগ

১০ তাঁহার বারোজন শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া, তিনি অশুচি-আত্মার উপরে তাঁহাদের ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁহারা উহাদের দূর করিতে এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও অসুস্থতা আরোগ্য করিতে

[১-১৫ মার্ক ৬; ৭-১৩ লূক ৯; ১-৫]

* এই স্থানে কোন কোন অনুলিপিতে ৩৪ পদ পাওয়া যায়,—'কিন্তু ফরীশীরা বলিতে লাগিল, মন্দ-আত্মাদের অধিপতি দ্বারাই সে মন্দ-আত্মাদের দূর করিয়া দেয়।' (মথি ১২ : ২৪ দ্রঃ)

২ পারেন। সেই বারোজন প্রেরিতের নাম এই,—প্রথম, শিমোন, যাঁহাকে পিতর বলা হয়, এবং তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সিবাদিয়ের ৩ পুত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহন, ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ৪ ও কর-গ্রাহক মথি, আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব, থদ্দেয়, কানানী* শিমোন এবং সেই যিহূদা ঈষ্কারিয়োৎ যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে ৫ সমর্পণ করিল। এই বারোজনকে যীশু এই আদেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন, বিজাতিদের পথে চলিও না, শমরীয়দের কোন নগরেও ৬ প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষদের কাছে ৭ যাও। আর যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, স্বর্গ-রাজ্য ৮ নিকটবর্ত্তী। রোগীদের সুস্থ কর, মৃতদের বাঁচাও, কুষ্ঠ-রোগীদের শুচি কর, মন্দ-আত্মা দূর করিয়া দাও; বিনামূল্যে তোমরা পাইয়াছ, ৯ বিনামূল্যে দাও। তোমাদের কটিবন্ধে সোনা কি রূপা কি পয়সা ১০ এবং পথের জন্য ঝুলি, কি দুইটি জামা, কি জুতা কি লাঠি, এই সকলের আয়োজন করিও না; কারণ নিজের খাদ্য পাওয়া ১১ কর্ম্মীর পক্ষে উপযুক্ত। আর তোমরা যে নগরে বা গ্রামে প্রবেশ করিবে, তাহার মধ্যে কে যোগ্য তাহা অনুসন্ধান কর, এবং অন্যত্র ১২ না যাওয়া পর্য্যন্ত সেখানে থাক। আর গৃহে প্রবেশ করিবার ১৩ সময় গৃহের সকলকে অভিবাদন কর; তাহাতে সেই গৃহ যোগ্য হইলে তোমাদের শান্তি উহার উপরে বর্ত্তুক; গৃহ যোগ্য না হইলে, তোমাদের শান্তি তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে। ১৪ আর যে কেহ তোমাদের গ্রহণ না করে, ও তোমাদের কথা না শুনে, সেই গৃহ বা সেই নগর ছাড়িয়া আসিবার সময় তোমাদের ১৫ পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিও। আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, বিচারের দিনে সেই নগরের দশা অপেক্ষা বরং সদোম ও ঘমোরার অঞ্চলের দশা সহনীয় হইবে।

১৬ দেখ, নেকড়ে-বাঘের মধ্যে মেষ প্রেরণ করা যেমন, সেইরূপে আমি তোমাদের প্রেরণ করিতেছি; সুতরাং তোমরা সর্পের ন্যায় ১৭ বুদ্ধিমান হও, কপোতের ন্যায় অমায়িক হও। কিন্তু মানুষের বিষয়ে সাবধান, কারণ তাহারা ধর্ম্মসভার নিকটে তোমাদের সমর্পণ করিবে, তাহাদের সমাজ-গৃহে তোমাদের কোড়া প্রহার ১৮ করিবে; এমন কি তাহাদের ও বিজাতীয়দের কাছে সাক্ষ্য দিবার জন্য তোমরা আমার জন্য শাসনকর্ত্তা ও রাজাদের সম্মুখে ১৯ নীত হইবে। যখন তাহারা তোমাদের সমর্পণ করিবে, তোমরা কিভাবে কি বলিবে সেই বিষয়ে চিন্তিত হইও না; তোমাদের কি বলিতে হইবে সেই মুহূর্ত্তে তাহা তোমাদের বলিয়া দেওয়া

২ মার্ক ৩; ১৪-১৯ লূক ৬; ১৩-১৬ যোঃ ১; ৪০-৪৯
৬ মথি ১৫; ২৪ লূক ১৫; ৩ প্রেঃ ১৩; ৪৬ যির: ৫০; ৬
৭ মথি ৪; ১৭ লূক ১০; ৯
৮ প্রেঃ ২০; ৩৫
১০ লূক ১০; ৪ ১ তীমঃ ৫; ১৮ গণনা ১৮; ৩১
১২ লূক ১০; ৫, ৬
১৪ লূক ১০; ১০-১২ প্রেঃ ১৩; ৫১। ১৮; ৬
১৫ মথি ১১; ২৪
১৬ লূক ১০; ৩ যোঃ ১০; ১২ প্রেঃ ২০; ২৯ রোঃ ১৬; ১৯ ইফি: ৫; ১৫
১৭-২২ মার্ক ১৩; ৯-১৩ লূক ২১; ১২-১৭
১৭ মথি ২৪; ৯
১৮ মথি ২৪; ১৪ প্রেঃ ২৫; ২৩। ২৭; ২৪
১৯ লূক ১২; ১১, ১২

* কানানী: দেশের স্বাধীনতার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলবিশেষ; ইহার সভ্যদের 'উদ্যোগী'ও বলা হইত। (লূক ৬; ১৫ মার্ক ৩; ১৮)

২০ হইবে। কারণ তোমরা যে কথা বলিবে এমন নয়, তোমাদের পিতার আত্মাই বরং তোমাদের মধ্য দিয়া কথা বলিবেন।
২১ ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে প্রাণদণ্ডের জন্য সমর্পণ করিবে; আর সন্তানেরা মাতাপিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদের
২২ মৃত্যুর কারণ হইবে। আমার নামের জন্য তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে, কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিবে সে
২৩ পরিত্রাণ পাইবে। আর তাহারা যখন তোমাদের কোন নগরে নির্য্যাতন করিবে, তখন অন্য নগরে পলায়ন করিও; কারণ আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, তোমরা ইস্রায়েলের সমস্ত নগরে গমন শেষ করিবার পূর্ব্বেই মনুষ্য-পুত্রের আগমন হইবে।

২৪ শিষ্য গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ নয় এবং দাস প্রভু হইতে শ্রেষ্ঠ নয়।
২৫ শিষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস আপন প্রভুর তুল্য হইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহারা যখন গৃহস্বামীকে বেল্‌সবূল বলিয়াছে তখন তাঁহার গৃহের সকলকে কত অধিক না বলিবে।
২৬ তবে তোমরা তাহাদের ভয় করিও না; কারণ লুক্কায়িত এমন কিছুই নাই যাহা প্রকাশ পাইবে না এবং গুপ্ত কিছুই নাই যাহা
২৭ জানা যাইবে না। অন্ধকারে আমি যাহা তোমাদের বলি আলোতে তোমরা তাহা বলিও; কানে কানে তোমরা যাহা
২৮ শুন ছাদের উপরে তাহা ঘোষণা করিও। যাহারা শরীরকে বধ করে কিন্তু আত্মাকে বধ করিতে পারে না, তাহাদের ভয় করিও না, কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে নাশ করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর।

২৯ দুইটি চড়াই পাখী কি এক পয়সায় * বিক্রীত হয় না? আর তোমাদের পিতার অজ্ঞাতসারে তাহাদের একটিও মাটিতে পড়ে
৩০ না। এমন কি তোমাদের মস্তকের কেশগুলিও সমস্ত গণিত
৩১ হইয়াছে। এইজন্য ভয় করিও না, বহু চড়াই পাখী হইতে তোমরা শ্রেষ্ঠ।

৩২ মানুষের সাক্ষাতে যে কেহ আমাকে স্বীকার করিবে আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার
৩৩ করিব। কিন্তু মানুষের সাক্ষাতে যে কেহ আমাকে অস্বীকার করিবে আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব।

৩৪ মনে করিও না আমি পৃথিবীতে শান্তি দান করিতে আসিয়াছি;
৩৫ শান্তি নয়, বরং খড়্গ দান করিতে আসিয়াছি। কারণ পিতা-পুত্রে, মাতা-কন্যায়, শাশুড়ী-বধূতে বিচ্ছেদ জন্মাইতে

২০ যোঃ ১৪; ২৬ ১ করিঃ ২; ৪
২১ মথি ১০; ৩৫ মীঃ ৭; ৬
২২ মথি ২৪; ৯, ১৩ যোঃ ১৫; ২১
২৩ মথি ১৬; ২৮
২৪ লূক ৬; ৪০ যোঃ ১৩; ১৬। ১৫; ২০
২৫ মথি ১২; ২৪
[২৬-৩৩ লূক ১২; ২-৯]
২৬ মার্ক ৪; ২২ লূক ৮; ১৭
২৮ যাকোব ৪; ১২
৩৩ লূক ৯; ২৬ ২ তীম: ২; ১২
[৩৪-৩৬ লূক ১২; ৫১-৫৩]

* (মূল) 'অ্যাসারিয়ন্' এক দীনারের ষোড়শ অংশ

৩৬ আসিয়াছি, এবং 'নিজের আত্মীয়স্বজনই মানুষের শত্রু হইবে।'
৩৭ যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমার অপেক্ষা অধিক ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়, আর যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে আমার
৩৮ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়। আপন ক্রুশ লইয়া যে আমার অনুসরণ করে না, সে আমার যোগ্য নয়।
৩৯ যে আপন প্রাণ রাখিতে চায় সে তাহা হারাইবে এবং যে আমার জন্য
৪০ আপন প্রাণ হারায় সে তাহা ফিরিয়া পাইবে। যে তোমাদের গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন সে তাঁহাকেই গ্রহণ করে।
৪১ যে কেহ ভাববাদীকে ভাববাদী বলিয়া গ্রহণ করে, সে ভাববাদীর পুরস্কার পাইবে; যে কেহ ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করে
৪২ সে ধার্ম্মিকের পুরস্কার পাইবে; এবং যে কেহ এই ক্ষুদ্রদের একজনকে আমার শিষ্য বলিয়া এক বাটি শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

৩৬ মীঃ ৭; ৬
৩৭ দ্বিঃ বিঃ ৩৩; ৯ লূক ১৪; ২৬, ২৭
৩৮ মথি ১৬; ২৪, ২৫
৩৯ মার্ক ৮; ৩৫ লূক ৯; ২৪। ১৪; ২৬। ১৭; ৩৩ যোঃ ১২; ২৫
৪০ মথি ১৮; ৫ লূক ১০; ১৬ যোঃ ১২; ৪৪। ১৩; ২০
৪২ মথি ২৫; ৪০ মার্ক ৯; ৪১

১১ যীশু তাঁহার বারোজন শিষ্যকে নির্দ্দেশদান সমাপ্ত করিয়া, সেই স্থান হইতে লোকদের অন্যান্য নগরে শিক্ষা দিবার ও প্রচার করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

১ মথি ৭; ২৮। ১৩; ৫৩। ১৯; ১। ২৬; ১

যোহনের প্রশ্নে যীশুর উত্তর

২ যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্মের বিষয় শুনিতে পাইলেন, আর আপন শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে এই বলিয়া
৩ পাঠাইলেন, যাহার আগমন হইবে আপনিই কি তিনি না আমরা
৪ অন্য কাহারও অপেক্ষায় থাকিব? যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, যাহা শুনিতেছ ও দেখিতেছ তাহার সংবাদ তোমরা
৫ গিয়া যোহনকে দাও; 'অন্ধ আবার দেখিতে পাইতেছে' ও খঞ্জ চলিতেছে, কুষ্ঠ-রোগী শুচি হইতেছে ও বধির শুনিতে পাইতেছে, মৃতেরা পুনর্জ্জীবিত হইতেছে ও 'দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার
৬ প্রচার করা হইতেছে;' আর সেই ধন্য, যে আমার বিষয়ে বিঘ্ন না পায়।
৭ তাহারা চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় যীশু জনতাকে যোহনের বিষয়ে বলিলেন, তোমরা প্রান্তরে কি জন্য গিয়াছিলে?
৮ বায়ু-সঞ্চালিত নল দেখিতে কি? তবে কি জন্য গিয়াছিলে? সূক্ষ্ম বস্ত্র-পরিহিত কোন লোককে দেখিতে কি? দেখ, যাহারা
৯ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরে তাহারা রাজভবনে থাকে। তবে কি জন্য গিয়াছিলে? একজন ভাববাদীকে দেখিতে? হাঁ, আমি

[২-১৯ লূক ৭; ১৮-৩৫]
২ মথি ১৪; ৩
৩ মালাঃ ৩; ১ যোঃ ৪; ২৫। ৬; ১৪। ১১; ২৭
৫ যিশাঃ ৩৫; ৫, ৬। ৬১; ১
৬ মথি ১৩; ৫৭। ২৬; ৩১
৭ মথি ৩; ১, ৫
৯ লূক ১; ৭৬

১০ তোমাদের বলিতেছি, তিনি ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁহার বিষয়ে লেখা আছে,—
'দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার সম্মুখে প্রেরণ করি ;
তিনি তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত করিবেন।'

১০ মালাঃ ৩; ১ মার্ক ১; ২ যোঃ ৩; ২৮

১১ আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি স্ত্রীলোক হইতে জাতদের মধ্যে বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের অপেক্ষা মহান্ কেহই উৎপন্ন হয় নাই। তথাপি স্বর্গ-রাজ্যে যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সে তাঁহা
১২ হইতেও মহান্। বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত স্বর্গ-রাজ্য আক্রান্ত হইতেছে এবং আক্রমণকারীরা তাহা আঁকড়াইয়া কারণ সমস্ত ভাববাদী, এমন কি বিধি-ব্যবস্থাও, যোহনের সময় পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছে।

১২ লূক ১৬; ১৬

১৪ আর তোমরা যদি ইহা গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে ইনি সেই
১৫ এলিয় যাঁহার আগমন হইবে। যাহার কান আছে সে শুনুক।
১৬ কিন্তু আমি কাহার সহিত এই যুগের লোকদের তুলনা করিব? তাহারা এমন বালকদের তুল্য যাহারা বাজারে বসিয়া সঙ্গীদের কাছে ডাকিয়া বলে,

১৪ মালাঃ ৪; মথি ১৭, ১০-১৩

১৭ 'আমরা তোমাদের কাছে বাঁশী বাজাইলাম, তোমরা নাচিলে না।
আমরা তোমাদের কাছে বিলাপ করিলাম, তোমরা শোক প্রকাশ করিলে না।'

১৮ কারণ যোহন আসিয়া ভোজন বা পান করিলেন না, আর লোকে
১৯ বলে, সে মন্দ-আত্মাবিষ্ট ; মনুষ্য-পুত্র আসিয়া ভোজন-পান করিলেন, আর লোকে বলে, ঐ দেখ, একজন পেটুক ও মদ্যপায়ী, কর-গ্রাহকদের ও পাপীদের বন্ধু। প্রজ্ঞা নিজের কার্য্যের দ্বারা সমর্থিত হয়।

১৮ মথি ৩; ৪
১৯ মথি ৯; ১০

অবিশ্বাসীদের প্রতি অনুযোগ ও ভারাক্রান্ত লোকদের প্রতি নিমন্ত্রণ

২০ তখন যে সমস্ত নগরে তাঁহার অধিকাংশ পরাক্রম-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তিনি সেই সমস্ত নগরকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন

[২০-২৪ লূক ১০; ১২-১৫]

২১ কারণ তাহারা মন পরিবর্ত্তন করে নাই ; হায় কোরাসীন, হায় বৈত্‌সৈদা, তোমাদের কি দুর্ভাগ্য ; কারণ তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত পরাক্রম-কার্য্য করা হইয়াছে, তাহা যদি সোর ও সীদোনে করা হইত, তবে অনেকদিন পূর্ব্বে চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া
২২ তাহারা মন পরিবর্ত্তন করিত। কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, বিচারের দিনে তোমাদের দশা অপেক্ষা বরং সোর ও সীদোনের

২১ যোনা ৩; ৬

২৩ দশা সহনীয় হইবে। আর তুমি কফরনাহূম, 'তুমিই না কি স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নীত হইবে? তুমি পাতাল পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে;' কারণ যে সমস্ত পরাক্রম-কার্য্য তোমার মধ্যে করা গিয়াছে, তাহা যদি সদোমে করা হইত, তবে আজ পর্য্যন্ত তাহা বর্ত্তমান থাকিত।

২৪ কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, বিচারের দিনে তোমাদের দশা অপেক্ষা বরং সদোম দেশের দশা সহনীয় হইবে।

২৫ সেই মুহূর্ত্তে যীশু বলিলেন, পিতা, স্বর্গ-মর্ত্ত্যের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই, কারণ জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমানদের নিকট তুমি এই সমস্ত বিষয় গোপন করিয়া রাখিয়াছ এবং শিশুদের নিকট

২৬ তাহা প্রকাশ করিয়াছ; হাঁ, পিতা, কারণ এইভাবে তোমার

২৭ দৃষ্টিতে ইহা সন্তোষজনক হইল। আমার পিতা সমস্তই আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, আর পুত্রকে কেহ জানে না, কেবল পিতা জানেন; এবং পিতাকে কেহ জানে না, কেবল পুত্র জানেন, এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা

২৮ করেন সে জানে। পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকেরা, তোমরা সকলে আমার নিকটে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব।

২৯ আমার জোয়াল তোমরা তুলিয়া লও ও আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ কর, কারণ আমি বিনীত ও নম্রচিত্ত; এবং 'তোমরা আপনাদের

৩০ প্রাণে বিশ্রাম পাইবে।' কারণ আমার জোয়াল সহজে বহনীয় ও আমার ভার লঘু।

২৩ মথি ৪; ১৩। ৮; ৩। ৯; ১ যিশা: ১৪; ১৩, ১৫
২৪ মথি ১০; ১৫
[২৫-২৭ লূক ১০; ২১, ২২]
২৫ ১ করি: ১; ২৬-২৯
২৭ মথি ২৮; ১৮ যোঃ ৩; ৩৫। ৬; ৬৯। ৭; ২৯। ১৭; ২
২৯ যির: ৬; ১৬
৩০ ১ যোঃ ৫; ৩

বিশ্রামবার পালন-সম্পর্কে যীশুর উপদেশ

১২ সেই সময়ে যীশু বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন; তাঁহার শিষ্যেরা ক্ষুধিত হওয়াতে শীষ ছিঁড়িয়া খাইতে

২ লাগিলেন। ফরীশীরা তাহা দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, দেখুন, বিশ্রামবারে যাহা করা বিধেয় নয় আপনার শিষ্যেরা তাহাই

৩ করিতেছে। তিনি তাহাদের বলিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষুধিত হইলে, তিনি কি করিয়াছিলেন তাহা কি তোমরা পাঠ

৪ কর নাই? তিনি ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া 'প্রদর্শনী-রুটি' আহার করিলেন; তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের তাহা আহার করা বিধেয় ছিল না, কেবল পুরোহিতদেরই আহার করা বিধেয়

৫ ছিল। অথবা তোমরা কি বিধি-ব্যবস্থায় পাঠ কর নাই যে, বিশ্রামবারে পুরোহিতেরা মন্দিরে বিশ্রামবার অপবিত্র করিলেও

৬ নির্দ্দোষ থাকে? কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি এখানে মন্দির

৭ হইতে মহান কিছু আছে। 'দয়াতে আমার প্রীতি, বলিদানে নয়,' এই কথার অর্থ কি তাহা যদি তোমরা জানিতে, তবে নির্দ্দোষদের

৮ দোষী করিতে না। কারণ মনুষ্য-পুত্র বিশ্রামবারের প্রভু।

১-৮ মার্ক ২; ২৩-২৮ লূক ৬; ১-৫
১ দ্বিঃ বিঃ ৫; ১৪। ২৩; ২৫
২ যাত্রা ২০; ১০
৩ ১ শমূ: ২১; ১-৬
৪ লেবী: ২৪; ৫-৯
৫ গণনা ২৮; ৯,
৭ মথি ৯; ১৩ হোঃ ৬; ৬

৯ পরে তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়া তাহাদের
১০ সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একজন লোক ছিল যাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছিল। যাহাতে তাঁহার উপরে দোষারোপ করিতে পারে এইজন্য তাহারা তাঁহাকে
১১ জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্রামবারে কি সুস্থ করা বিধেয়? তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে, যাহার একটি মেষ আছে, সেটি যদি বিশ্রামবারে গর্ত্তে পড়িয়া যায়, সেটিকে
১২ সে ধরিয়া তুলিবে না? তবে মেষ হইতে মানুষ আরও কত
১৩ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বিশ্রামবারে সৎকর্ম্ম করা বিধেয়। তখন তিনি সেই লোকটিকে বলিলেন, তোমার হাত বাড়াইয়া দেও। সে হাত বাড়াইয়া দিল, এবং তাহা অন্যটির ন্যায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।
১৪ আর ফরীশীরা বাহিরে গিয়া কিভাবে তাঁহাকে নাশ করিতে
১৫ পারে সেই বিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিল। যীশু ইহা জানিতে পাইয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন; অনেক লোক তাঁহার অনুসরণ করিল আর তিনি সকলকে সুস্থ করিলেন,
১৬ এবং তাহাদের সতর্ক করিয়া দিলেন যেন তাঁহার পরিচয় না দেয়;
১৭ যেন ভাববাদী যিশাইয় যাহা বলিয়াছিলেন সেই বাক্য পূর্ণ হয়,
১৮ 'দেখ, আমার দাস, যাঁহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি তিনি
আমার একমাত্র প্রীতি-ভাজন, তাঁহাতে আমার প্রাণের পরম
সন্তোষ;
আমি তাঁহার উপরে আমার আত্মা অধিষ্ঠিত করিব,
আর তিনি জাতিবর্গের কাছে ন্যায়বিচার ঘোষণা করিবেন।
১৯ তিনি বিবাদ করিবেন না, উচ্চ ধ্বনি করিবেন না,
পথে কেহ তাঁহার রব শুনিতে পাইবে না।
২০ তিনি ধূমায়মান শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না,
পিষ্ট নলও ভাঙ্গিবেন না,
যে পর্য্যন্ত না তিনি ন্যায়বিচার জয়যুক্ত করেন;
২১ আর বিজাতীগণ তাঁহারই নামে প্রত্যাশা করিবে।'

যীশুর একজন মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোককে আরোগ্য-দান ও ফরীশীদের অভিযোগ খণ্ডন

২২ মন্দ-আত্মাবিষ্ট একজনকে তাঁহার নিকটে আনা হইল, সে অন্ধ ও বোবা; আর তিনি তাহাকে সুস্থ করিলেন, তাহাতে বোবা
২৩ লোকটি কথা বলিল ও দেখিতে পাইল। ইহাতে লোকেরা বিস্ময়ে
২৪ মুগ্ধ হইয়া বলিল, ইনি কি সেই দায়ূদ-সন্তান নন? কিন্তু ফরীশীরা ইহা শুনিয়া বলিল, এ আর কিছুতে নয়, কেবল মন্দ-আত্মাদের অধিপতি বেল্‌সবূলের দ্বারাই মন্দ-আত্মা দূর করিয়া

৯-১৪ মার্ক ৩; ১-৬ লূক ৬; ৬-১১
১০ লূক ১৪; ৩
১১ লূক ১৪;
১৪ যোঃ ৫; ১৬
১৫ মার্ক ৩; ৭-১২
মাথ ৮; ৪
যিশাঃ ৪১; ৯।
৪২, ১-৪
মথি ৩; ১৭
২২-৪৫ মার্ক ৩;
২২-৩০ লূক ১১; ১৪-২৬, ২৯-৩২
২৪ মথি ৯; ৩৪

২৫ দেয়। তাহাদের মনোভাব জানিয়া তিনি তাহাদের বলিলেন, কোন রাজ্য আত্মবিরোধে বিভক্ত হইলে তাহা উচ্ছিন্ন হয় ; কোন নগর বা পরিবার আত্মবিরোধে বিভক্ত হইলে তাহাও স্থায়ী হইতে
২৬ পারিবে না। আর শয়তান যদি শয়তানকে দূর করিয়া দেয়, সে আত্মবিরোধে বিভক্ত হইল ; তবে তাহার রাজ্য কেমন করিয়া
২৭ স্থায়ী হইবে? বেল্‌সবূলের দ্বারা আমি যদি মন্দ-আত্মা দূর করি, তবে তোমাদের বংশধরেরা কাহার দ্বারা দূর করে?
২৮ এইজন্য তাহারাই তোমাদের বিচারক হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা আমি যদি মন্দ-আত্মা দূর করি তাহা হইলে বাস্তবিক
২৯ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমে শক্তিমান লোকটিকে না বাঁধিয়া কে কিভাবে সেই শক্তিমানের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্রব্যাদি লুট করিতে পারিবে? বাঁধিলে পরই সে তাহার গৃহ লুট করিবে।

৩০ যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ ; এবং যে আমার
৩১ সঙ্গে সংগ্রহ করে না, সে ছড়াইয়া ফেলে। এইজন্য আমি তোমাদের বলিতেছি, মনুষ্যদের সমস্ত পাপ ও নিন্দার ক্ষমা
৩২ হইবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দার ক্ষমা হইবে না ; আর যে কেহ মনুষ্য-পুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে সে ক্ষমা পাইবে, কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বলে সে কিছুতে ক্ষমা পাইবে না, ইহকালেও নয় পরকালেও নয়।

৩৩ হয় প্রতিপন্ন কর যে গাছটি ভাল এবং তাহার ফলও ভাল, নয় গাছটি যে খারাপ এবং তাহার ফলও খারাপ, তাহাই প্রতিপন্ন কর। কারণ ফল দ্বারাই গাছ চিনিতে পারা যায়।

৩৪ সর্পের বংশধর, তোমরা মন্দ হইয়া কেমন করিয়া ভাল কথা বলিতে পার? কারণ হৃদয়ের প্রাচুর্য্য হইতে মুখ কথা
৩৫ বলে। ভাল লোক ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল বিষয় বাহির করে, এবং মন্দ লোক মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ বিষয় বাহির করে।
৩৬ কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, লোকে যত অনর্থক কথা বলে,
৩৭ বিচারের দিনে তাহার প্রত্যেকটির হিসাব দিতে হইবে ; কারণ তোমার কথা দ্বারা তোমাকে নির্দ্দোষ গণ্য করা হইবে, আর তোমার কথা দ্বারা তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে।

৩৮ তখন কয়েকজন ধর্ম্মগুরু ও ফরীশী তাঁহাকে বলিলেন, গুরু,
৩৯ আমরা আপনার প্রদর্শিত একটি লক্ষণ দেখিতে চাই। তিনি উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, এই যুগের দুষ্ট ও ভ্রষ্টাচারী লোকেরা লক্ষণের অন্বেষণ করে, কিন্তু ভাববাদী যোনার লক্ষণ ছাড়া আর
৪০ কোন লক্ষণ ইহাদের নিকট প্রদর্শিত হইবে না। কারণ 'যোনা'

২৮ ১ যোঃ ৩ ; ৮
২৯ যিশাঃ ৪৯ ; ২৪
১ যোঃ ৪ ; ৪
৩০ মার্ক ৯ ; ৪০
যোঃ ১১ ; ৫২
৩১ ইব্রী: ৬ ; ৪-৬।
১০ ; ২৬
১ যোঃ ৫ ; ১৬
৩২ লূক ১২ ; ১০
১ তীম: ১ ; ১৩
৩৩ মথি ৭ ; ১৭
৩৪ মথি ৩ ; ৭
যোঃ ৮ ; ৪৩
রোঃ ৮ ; ৭
৩৫ লূক ৬ ; ৪৫
৩৮ মথি ১৬ ; ১
১ করিঃ ১ ; ২২
৪০ যোনা ২ ; ১, ২

যেমন 'তিন দিন ও তিন রাত্রি তিমি-মাছের উদরে ছিলেন,' মনুষ্য-পুত্র তেমনই তিন দিন ও তিন রাত্রি পৃথিবীর অভ্যন্তরে
৪১ থাকিবেন। নীনবীবাসী লোকেরা এই যুগের লোকদের সহিত বিচারে দাঁড়াইয়া ইহাদের দোষী সাব্যস্ত করিবে, কারণ তাহারা যোনার প্রচারে মন পরিবর্ত্তন করিয়াছিল; আর এখানে
৪২ যোনা হইতে মহান কিছু আছে। বিচারে দক্ষিণ দেশের রানী এই যুগের লোকদের সহিত উত্থিত হইয়া ইহাদের দোষী সাব্যস্ত করিবেন; কারণ শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন; আর দেখ, এখানে শলোমন হইতে মহান কিছু আছে।

৪১ যোনা ৩; ৫
৪২ ১ রাঃ ১০; ১-১৩

৪৩ অশুচি-আত্মা মানুষ হইতে বাহির হইবার পর জলবিহীন স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিশ্রামের অন্বেষণ করে কিন্তু তাহা পায় না।
৪৪ তখন সে বলে, আমি যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছিলাম আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাইব; সে আসিয়া তাহা শূন্য, মার্জ্জিত ও
৪৫ সুসজ্জিত দেখিতে পায়। তখন সে গিয়া আপনার অপেক্ষা দুষ্ট অন্য সাত আত্মাকে সঙ্গে করিয়া লয়, এবং প্রবেশ করিয়া তাহারা সেই স্থানে বাস করে। তাহাতে লোকটির শেষ দশা প্রথম দশা হইতে মন্দ হইয়া পড়ে। এই যুগের দুষ্ট লোকদেরও তেমনই হইবে।

৪৫ ২ পিঃ ২; ২০

কাহারা যীশুর প্রকৃত আত্মীয়?

৪৬ তিনি তখনও লোকদের কাছে কথা বলিতেছেন, আর তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা তাঁহার সহিত কথা বলিবার চেষ্টায় বাহিরে
৪৭ দাঁড়াইয়া ছিলেন। কেহ তাঁহাকে বলিল, দেখুন, আপনার মা ও ভাইয়েরা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, আপনার সহিত কথা বলিতে
৪৮ চান। যে এই কথা বলিল, তাহাকে তিনি উত্তরে বলিলেন,
৪৯ কে আমার মাতা, আর কাহারাই বা আমার ভ্রাতা? তখন আপন শিষ্যদের প্রতি হাত বাড়াইয়া তিনি বলিলেন, এই দেখ,
৫০ আমার মাতা ও আমার ভ্রাতারা, কারণ যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা, আমার ভগ্নী ও আমার মাতা।

[৪৬-৫০ মার্ক ৩, ৩১-৩৫ লূক ৮; ১৯-২১]
৪৬ মথি ১৩; ৫৫
৪৭ লূক ২; ৪৯
৪৯ রোঃ ৮; ২৯ যোঃ ১৫ · ১৪

স্বর্গ-রাজ্যবিষয়ক যীশুর সাতটি উপমা

১৩ সেই দিন যীশু গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া সাগরের
২ তীরে বসিলেন; আর বিস্তর লোক তাঁহার নিকটে একত্র হইল, তাহাতে তিনি একখানি নৌকায় উঠিয়া বসিলেন এবং

[১-২৩ মার্ক ৪; ১-২০ লূক ৮; ৪-১৫]

৩ লোকেরা তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন তিনি উপমা দ্বারা তাহাদের নিকটে অনেক কথা বলিলেন।

(১) বীজ-বাপক

তিনি বলিলেন, বীজ-বাপক বীজ বপন করিতে গেল।
৪ বপনের সময় কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, আর
৫ পাখীরা আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক বীজ প্রস্তরময় স্থানে পড়িল, যেখানে বেশী মাটি ছিল না; আর মাটি গভীর না হওয়াতে তাহা শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইল,
৬ কিন্তু সূর্য্য উঠিলে পুড়িয়া গেল ও মূল না থাকাতে শুকাইয়া গেল।
৭ আর কতক বীজ কাঁটাবনে পড়িল এবং কাঁটাবন বাড়িয়া
৮ সেইগুলিকে চাপিয়া রাখিল। আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, এবং কিছু শতগুণ, কিছু ষাটগুণ, কিছু বা
৯ ত্রিশগুণ ফল উৎপন্ন করিল। যাহার কান আছে সে শুনুক।
১০ পরে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি কারণে উপমা দ্বারা ইহাদের নিকটে কথা বলিতেছেন?
১১ তিনি উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, স্বর্গ-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি তোমাদের জানিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহাদের দেওয়া
১২ হয় নাই। কারণ যাহার আছে, তাহাকে দেওয়া হইবে, আর তাহার উপচাইয়া পড়িবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে
১৩ তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া হইবে। এইজন্য আমি উপমা দ্বারা তাহাদের নিকটে কথা বলি, কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না আর শুনিয়াও শুনে না এবং বুঝেও না।
১৪ তাহাদের বিষয়ে যিশাইয়ের এই ভাববাণী পূর্ণ হইতেছে,—

'তোমরা শুনিতে থাকিবে, কিন্তু কিছুতেই বুঝিবে না,
দেখিতে থাকিবে কিন্তু কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিবে না।
১৫ কারণ এই লোকদের অন্তঃকরণ অসাড় হইয়াছে,
তাহাদের শ্রবণ-শক্তি স্থূল হইয়াছে,
তাহারা চক্ষুও মুদ্রিত করিয়াছে;
পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, কর্ণে শুনে, অন্তরে বুঝিতে পারে,
এবং ফিরিয়া আসে, ও আমি তাহাদের সুস্থ করি।'

১৬ কিন্তু তোমাদের চক্ষু ধন্য, কারণ তাহা দেখিতে পায়; তোমাদের
১৭ কর্ণ ধন্য, কারণ তাহা শুনিতে পায়। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ তাহা অনেক ভাববাদী ও ধার্ম্মিক লোক দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াও দেখিতে পান নাই; এবং তোমরা যাহা যাহা শুনিতেছ, তাহা তাঁহারা শুনিতে আকাঙ্ক্ষা

১১ ১ করিঃ ২; ৬-১০
১২ মথি ২৫; ২৯ মার্ক ৪; ২৫ লূক ৮; ১৮। ১২; ৪৮। ১৯; ২৬
১৩ দ্বিঃ বিঃ ২৯; ৪
১৪ যিশাঃ ৬; ৯, ১০ যোঃ ১২; ৪০ প্রেঃ ২৮; ২৬, ২৭
১৬ লূক ১০; ২৩, ২৪

১৮ করিয়াও শুনিতে পান নাই। অতএব বীজ-বাপকের উপমাটি
১৯ শুন; কেহ যখন রাজ্য সম্পর্কে বাক্য শুনিয়া বুঝে না, তখন মন্দ-আত্মা আসিয়া তাহার হৃদয়ে যাহা বপন করা হইল তাহা কাড়িয়া লয়। ইহা সেই বীজ যাহা পথের পার্শ্বে বপন করা
২০ হইল। যাহা প্রস্তরময় স্থানে বপন করা হইল ইহা তাহারই কথা যে বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করে;
২১ কিন্তু তাহার অন্তরে মূল না থাকাতে সে অল্প কাল স্থির থাকে, পরে বাক্যের জন্য ক্লেশ কিংবা নির্য্যাতন ঘটিলে সেই মুহূর্ত্তে সে বিঘ্ন
২২ পায়। যাহা কাঁটাবনের মধ্যে বপন করা হইল, ইহা তাহারই কথা যে বাক্য শুনে, এবং সংসারের চিন্তা ও ধনাসক্তি ঐ বাক্য
২৩ চাপিয়া রাখে, কাজেই ইহা ফলহীন হয়। যাহা উত্তম ভূমিতে বপন করা হইল, ইহা তাহারই কথা যে বাক্য শুনিয়া তাহা বুঝে; সে ফলধারণ করে, কিছু শতগুণ, কিছু ষাটগুণ, কিছু বা ত্রিশগুণ ফল উৎপন্ন করে।

২২ মথি ৬; ১৯-৩২
১ তীম: ৬; ৯

(২) শ্যামাঘাস

২৪ তিনি তাহাদের কাছে আর একটি উপমা উপস্থিত করিয়া বলিলেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন এক লোকের সহিত তুলনা করা যায়
২৫ যিনি নিজের জমিতে ভাল বীজ বুনিলেন। লোকেরা নিদ্রা গেলে তাঁহার শত্রু আসিয়া গমের মধ্যে শ্যামাঘাস বুনিয়া দিয়া
২৬ চলিয়া গেল। যখন অঙ্কুর বাহির হইয়া শীষ উৎপন্ন করিল,
২৭ তখন শ্যামাঘাসও দেখা গেল। গৃহস্বামীর চাকরেরা আসিয়া তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, আপনি কি আপনার জমিতে ভাল
২৮ বীজ বুনেন নাই? তবে শ্যামাঘাস কোথা হইতে হইল? তিনি তাহাদের বলিলেন, কোন শত্রু ইহা করিয়াছে। চাকরেরা তাঁহাকে বলিল, তবে আপনি কি চান যে আমরা গিয়া সেগুলি
২৯ সংগ্রহ করি? তিনি বলিলেন, না, শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিতে গেলে,
৩০ হয়ত সেগুলির সহিত গমও উপড়াইয়া ফেলিবে। শস্যচ্ছেদনের সময় পর্য্যন্ত উভয়ই একসঙ্গে বাড়িতে দাও; পরে শস্যচ্ছেদনের সময়ে আমি ছেদকদের বলিব, তোমরা প্রথমে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিয়া পোড়াইবার জন্য আঁটি আঁটি করিয়া বাঁধ, কিন্তু গম তুলিয়া আমার গোলায় সঞ্চয় কর।

২৪ মথি ১৩; ৩৬-৪৩
৩০ মথি ৩; ১২

(৩) সরিষা-দানা (৪) খামি

৩১ তিনি এই বলিয়া তাহাদের কাছে আর একটি উপমা উপস্থিত করিলেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন একটি সরিষা-দানার

[৩১-৩২ মার্ক ৪; ৩০-৩২ লূক ১৩; ১৮,১৯]

তুল্য, যাহা কোন লোক লইয়া আপন ক্ষেত্রে বপন করিল।
৩২ সমস্ত বীজ অপেক্ষা তাহা ক্ষুদ্র, কিন্তু বৃদ্ধি পাইলে পর তাহা সমস্ত গাছপালা অপেক্ষা বড় হয়, ও বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহাতে আকাশের পাখীরা আসিয়া 'তাহার শাখায় বাসা বাঁধে'।
৩৩ তিনি তাহাদের আর একটি উপমার কথা বলিলেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন খামির তুল্য যাহা কোন স্ত্রীলোক লইয়া তিন মান আটার
৩৪ মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল; শেষে সমস্তই মাতিয়া উঠিল। এই সমস্ত কথা যীশু উপমা দ্বারা লোকদের বলিলেন, এবং উপমা
৩৫ ভিন্ন তাহাদের কিছুই বলিলেন না। যেন ভাববাদী যিশাইয় যাহা বলিয়াছিলেন সেই বাক্য পূর্ণ হয়,—

'উপমার কথায় আমি মুখ খুলিব,
জগতের সৃষ্টি অবধি যাহা যাহা গুপ্ত, তাহা প্রকাশ করিব।'

৩৬ তিনি লোকদের ছাড়িয়া গৃহে প্রবেশ করিলে, তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, জমিতে নিক্ষিপ্ত সেই
৩৭ শ্যামাঘাসের উপমাটি আমাদের ব্যাখ্যা করিয়া বলুন। তিনি
৩৮ উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, যিনি ভাল বীজ বুনেন, তিনি মনুষ্য-পুত্র; জমি জগত; ভাল বীজ রাজ্যের সন্তান; শ্যামাঘাস
৩৯ সেই মন্দ-আত্মার সন্তান; যে শত্রু ইহা বুনিল, সে দিয়াবল*; শস্য
৪০ ছেদনের সময় যুগান্ত; ছেদনকারীরা স্বর্গদূতগণ। সুতরাং শ্যামাঘাস যেমন সংগ্রহ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া যায়,
৪১ যুগান্তে তেমনই হইবে। মনুষ্য-পুত্র আপন দূতদের পাঠাইয়া দিবেন; তাঁহারা তাঁহার রাজ্যের মধ্য হইতে বিঘ্নজনক বিষয় সকল ও সমস্ত অধর্ম্মাচারীকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সেই
৪২ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন। সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ
৪৩ হইবে। তখন ধার্ম্মিকেরা তাহাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইবে। যাহার কান আছে সে শুনুক।

৩২ দাঃ ৪; ১২, ২১ যিহি: ১৭; ২৩। ৩১; ৬ গীত ১০৪; ১২
৩৩ লূক ১৩; ২০, ২১
৩৪ মার্ক ৪; ৩৩, ৩৪
৩৫ গীত ৭৮; ২
৪০ যোঃ ১৫; ৬
৪১ সফ: ১; ৩ মথি ৭; ২৩। ২৫; ৩১-৪৬
৪২ মথি ৮; ১২
৪৩ দাঃ ১২; ৩

(৫) মুক্তা (৬) গুপ্ত ধন (৭) বেড়া-জাল

৪৪ স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্ত ধনের ন্যায়, যাহার সন্ধান পাইয়া একটি লোক গোপন করিয়া রাখিল, পরে সে আনন্দিত হইয়া চলিয়া গেল ও তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিল।
৪৫ আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন এক বণিকের তুল্য যে উৎকৃষ্ট মুক্তার
৪৬ অন্বেষণ করিতেছিল; একটি মহামূল্য মুক্তার সন্ধান পাইয়া সে চলিয়া গেল এবং তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করিল।

৪৪ ফিলি: ৩; ৭ হিতো: ২; ৪
৪৬ হিতোঃ ৮; ১০, ১১

* মথি ৪; ১ দ্রঃ

৪৭ আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন একটি বেড়া-জালের তুল্য যাহা সমুদ্রে
৪৮ ফেলিয়া দেওয়া হইলে সর্ব্বপ্রকার মাছ ধরা পড়িল; জাল পূর্ণ হইলে, লোকে তীরে টানিয়া তুলিল আর বসিয়া ভালগুলি সংগ্রহ করিয়া পাত্রে রাখিল এবং খারাপগুলি বাহিরে ফেলিয়া দিল।
৪৯ যুগান্তে তেমনই হইবে; দূতেরা আসিয়া ধার্ম্মিকদের মধ্য হইতে
৫০ দুষ্টদের পৃথক করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।
৫১ তোমরা কি এই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছ? তাঁহারা বলিলেন,
৫২ হাঁ। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, এইজন্য স্বর্গ-রাজ্য বিষয়ে সুশিক্ষিত প্রত্যেক ধর্ম্মগুরু এমন গৃহস্বামীর তুল্য, যিনি আপন ভাণ্ডার হইতে নূতন ও পুরাতন দ্রব্য বাহির করেন।

৪৭ মথি ২২; ৯,১০
৪৯ মথি ২৫; ৩২

নিজ নগরে যীশু প্রত্যাখ্যাত

৫৩ এই সমস্ত উপমা-কথা শেষ করিয়া, যীশু সেই স্থান হইতে
৫৪ চলিয়া গেলেন। তিনি স্বদেশে আসিয়া লোকদের সমাজ-গৃহে তাহাদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন; তাহাতে তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, এই জ্ঞান ও এই সমস্ত পরাক্রম-কার্য্য এ কোথা
৫৫ হইতে পাইল? এ কি সেই সূত্রধরের পুত্র নয়, ইহার মাতার নাম কি মরিয়ম নয়; যাকোব, যোষেফ, শিমোন ও
৫৬ যিহূদা কি ইহার ভ্রাতা নয়? ইহার ভগ্নীরা কি সকলে আমাদের মধ্যে নাই? তবে এ সমস্ত এ কোথা হইতে পাইল?
৫৭ এইভাবে তাহারা তাঁহার বিষয়ে বিঘ্ন পাইল। যীশু তাহাদের বলিলেন, আপনার দেশ ও আপনার গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও
৫৮ কোন ভাববাদী অসম্মানিত হন না। আর তাহাদের বিশ্বাস ছিল না বলিয়া তিনি সেই স্থানে বেশী পরাক্রম-কার্য্য করিলেন না।

[৫৩-৫৮ মার্ক ৬; ১-৬ লূক ৪; ১৫-৩০]
৫৪ মথি ৭; ২৮। ১১; ১। ১৯; ১। ২৬; ১ যোঃ ৭; ১৫, ৪৫, ৪৬
৫৭ যোঃ ৪; ৪৪। ৭; ৫২

বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের হত্যা

১৪ সেই সময়ে সামন্তরাজ * হেরোদ যীশুর খ্যাতি শুনিতে পাইয়া
২ তাঁহার দাসদের বলিলেন, ইনি বাপ্তিস্ম-দাতা যোহন; তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, আর সেইজন্য তাঁহার
৩ মধ্যে এই সমস্ত অলৌকিক শক্তি সক্রিয় হইয়াছে। হেরোদ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য যোহনকে ধরিয়াছিলেন ও তাঁহাকে বাঁধিয়া কারাগারে রাখিয়াছিলেন;
৪ কারণ যোহন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, উহাকে রাখা আপনার
৫ বিধেয় নয়। আর তিনি তাঁহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিলেও,

[১-১২ মার্ক ৬; ১৪, ১৭-৩০ লূক ৯; ৭-৯]
১ লূক ৩; ১৯,২০
৩ মথি ১১; ২
৪ লেবীঃ ১৮; ১৬। ২০; ২১
৫ মথি ২১; ২৬

* গ্রীক 'টেট্রাখেস্'—দেশের একচতুর্থাংশের অধ্যক্ষ

লোকদের ভয় করিলেন, কারণ তাহারা তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত।

৬ হেরোদের জন্মদিনে হেরোদিয়ার কন্যা সভামধ্যে নৃত্য করিয়া ৭ হেরোদকে সন্তুষ্ট করিল, এইজন্য তিনি শপথ করিয়া সে যাহা ৮ চাহিবে তাহাই তাহাকে দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সে আপনার মাতার প্রবর্ত্তনায় বলিল, থালায় করিয়া বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের ৯ মস্তক এখানে আমাকে দিন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু আপনার শপথের কথা মনে করিয়া ও তাঁহার সহিত যাঁহারা ভোজে বসিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয় বিবেচনা করিয়া ১০ তিনি ইহা দিতে আদেশ দিলেন; তিনি লোক পাঠাইয়া কারাগারে ১১ যোহনের মস্তক ছেদন করাইলেন। থালায় করিয়া তাঁহার মস্তক আনিয়া সেই বালিকাকে দেওয়া হইল; আর সে তাহার মাতার ১২ নিকট লইয়া গেল। পরে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার দেহ লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করিল এবং যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল।

১০ মথি ১৭; ১২ মার্ক ৯; ১৩

যীশুর পাঁচ হাজার লোককে আহারদান ও সমুদ্রের উপর দিয়া পদব্রজে গমন

১৩ যীশু তাহা শুনিয়া নৌকায় উঠিয়া সে স্থান হইতে একাকী এক নির্জ্জন স্থানে গেলেন; আর লোকেরা শুনিতে পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন নগর হইতে পদব্রজে আসিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। ১৪ তখন তিনি নৌকা হইতে বাহির হইয়া বহু লোককে দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন ও তাহাদের অসুস্থ লোকদের ১৫ সুস্থ করিলেন। আর সন্ধ্যা হইলে শিষ্যেরা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, এ স্থানটি নির্জ্জন, বেলাও গিয়াছে; লোকদের বিদায় করুন, যেন গ্রামে গিয়া নিজেদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ১৬ পারে। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তাহাদের যাইবার প্রয়োজন ১৭ নাই; তোমরাই তাহাদের আহার করিতে দাও। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, এখানে আমাদের কাছে পাঁচখানা রুটি ও ১৮ দুইটি মাছ ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, তাহা ১৯ এখানে আমার কাছে আন। আর তিনি লোকদের ঘাসের উপর বসিতে বলিলেন, আর রুটি পাঁচখানা ও মাছ দুইটি লইয়া ঊর্দ্ধে স্বর্গের দিকে চাহিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং তিনি রুটি খণ্ড খণ্ড করিয়া শিষ্যদের হাতে দিলেন, ও শিষ্যেরা লোকদের ২০ দিলেন। তাহারা সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল। আর যে টুকরাগুলি অবশিষ্ট রহিল তাহা তাঁহারা তুলিয়া লইলে ২১ বারো ডালা পূর্ণ হইল। যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহাদের

১৩-২১ মার্ক ৬; ৩১-৪৪ লূক ৯; ১৭ যোঃ ৬: ১-১৩

১৪ ৯: ৩৬

১৬ ২ রাঃ ৪; ৪২-৪৪

মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়া অনুমান পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।

২২ পরে তিনি তাঁহার শিষ্যদের পীড়াপীড়ি করিলেন যেন তাঁহারা নৌকায় উঠিয়া তাঁহার পূর্ব্বে অপরপারে যান, আর ইতিমধ্যে তিনি ২৩ লোকদের বিদায় করিয়া দিবেন। আর লোকদের বিদায় করিয়া তিনি একাকী প্রার্থনা করিবার জন্য পাহাড়ে উঠিলেন। যখন ২৪ সন্ধ্যা হইল তখন তিনি সেখানে একা ছিলেন। কিন্তু নৌকাখানি ততক্ষণে স্থল হইতে অনেকটা দূরে * গিয়া তরঙ্গ-তাড়িত ২৫ হইতেছিল, কারণ বাতাস প্রতিকূল ছিল। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে তিনি সাগরের উপর দিয়া হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকট গেলেন। ২৬ শিষ্যেরা তাঁহাকে সাগরের উপর দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া, উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, এ যে অপচ্ছায়া! আর ভয়ে চীৎকার করিয়া ২৭ উঠিলেন। কিন্তু যীশু তখনই তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে ২৮ লাগিলেন, বলিলেন, সাহস কর, আমি; ভয় নাই। পিতর উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আমাকে ২৯ জলের উপর দিয়া আপনার কাছে আসিতে আদেশ দিন। তিনি বলিলেন, এস; পিতর নৌকা হইতে নামিয়া জলের উপর ৩০ দিয়া হাঁটিয়া যীশুর কাছে চলিলেন; কিন্তু বাতাস দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন, ও ডুবিতে আরম্ভ করিলে চীৎকার করিয়া ৩১ বলিলেন, প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন। যীশু তখনই হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ও তাঁহাকে বলিলেন, অল্পবিশ্বাসী, ৩২ তুমি সন্দেহ করিলে কেন? তাঁহারা নৌকায় উঠিলে বাতাস ৩৩ থামিয়া গেল। যাঁহারা নৌকায় ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, সত্যই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।

৩৪ পার হইয়া তাঁহারা স্থলে গিনেষরৎ তটে আসিলেন। ৩৫ সেই স্থানের লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া চারিদিকে সেই অঞ্চলের সর্ব্বত্র সংবাদ পাঠাইল, এবং অসুস্থ লোকদের তাঁহার ৩৬ নিকটে আনিয়া, তাঁহাকে অনুনয় করিল যেন উহারা তাঁহার বস্ত্রের প্রান্তমাত্র স্পর্শ করিতে পারে। আর যত লোক স্পর্শ করিল, সকলে সুস্থ হইল।

[২২-৩৩ মার্ক ৬; ৪৫-৫৬ যোঃ ৬; ১৫-২১]
২৩ লূক ৬; ১২। ৯; ১৮
২৬ লূক ২৪; ৩৭
৩১ মথি ৮; ২৬
৩৩ যোঃ ৬; ৬৯
৩৬ মথি ৯; ২১ লূক ৬; ১৯

অশুচিতা সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা

১৫ যিরূশালেম হইতে কয়েকজন ফরীশী ও ধর্ম্মগুরু যীশুর ২ কাছে আসিয়া বলিলেন, আপনার শিষ্যেরা প্রাচীনদের প্রথা কেন লঙ্ঘন করে? কারণ তাহারা যখন আহার করে তখন ৩ হাত ধোয় না। তিনি উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, তোমরাই

[১-২০ মার্ক ৭; ১-২৩]
২ দ্বিঃ বিঃ ৪; ২ লূক ১১; ৩৮

* গ্রীক 'অনেক ষ্টাদিয়ন'—এক ষ্টাদিয়ন প্রায় ৪০০ হাত

বা কেন আপনাদের প্রথার নিমিত্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন কর? ৪ কারণ ঈশ্বর এই বলিয়া আদেশ দিয়াছেন, ‘আপনার পিতা-মাতাকে সম্মান কর,’ এবং ‘যে পিতা কিংবা মাতার দুর্নাম করে ৫ তাহার মৃত্যু’ হউক; কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, যদি কেহ পিতা কিংবা মাতাকে বলে, ‘আমাদ্বারা যে বিষয়ে তোমার উপকার ৬ হইতে পারিত তাহা উৎসর্গীকৃত’, তবে তাহার পিতাকে কিংবা তাহার মাতাকে সে আর সম্মান করিবে না। এইভাবে তোমরা আপনাদের প্রথার নিমিত্ত ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা ব্যর্থ করিয়া ৭ থাক। ভণ্ডেরা, তোমাদের বিষয়ে যিশাইয় উপযুক্ত ভাববাণী বলিলেন,—

৪ যাত্রা ২০; ১২। ২১; ১৭ দ্বিঃ বিঃ ৫; ১৬

৭ যিশাঃ ২৯; ১৩

৮ ‘এই জাতি আমার মৌখিক সম্মান করে,
কিন্তু তাহাদের হৃদয় আমা হইতে দূরে থাকে;
৯ ইহারা মানুষের নির্দেশকেই ধর্ম্মবিধি বলিয়া শিক্ষা দেয়,
এইজন্য ইহারা বৃথাই আমার আরাধনা করে।’

১০ পরে তিনি লোকদের কাছে ডাকিয়া তাহাদের বলিলেন, ১১ শুন এবং বুঝিয়া লও। মুখের মধ্যে যাহা প্রবেশ করে তাহা মানুষকে অপবিত্র করে না, কিন্তু মুখ হইতে যাহা বাহির হয় ১২ তাহাই মানুষকে অপবিত্র করে। শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া বলিলেন, ফরীশীরা এই কথা শুনিয়া বিঘ্ন পাইয়াছেন, তাহা ১৩ কি আপনি জানেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমার স্বর্গস্থ পিতা যে চারা রোপণ করেন নাই তাহা উৎপাটিত হইবে। ১৪ তাঁহাদের ছাড়, তাঁহারা অন্ধদের অন্ধ পথপ্রদর্শক; অন্ধ অন্ধকে ১৫ পথ দেখাইলে, উভয়ই গর্ত্তে পড়িবে। পিতর উত্তরে তাঁহাকে ১৬ বলিলেন, এই উপমাটি আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করুন। তিনি ১৭ বলিলেন, তোমরা কি এখনও অবোধ? তোমরা কি বুঝিতে পার না যে, যাহা কিছু মুখের ভিতরে যায় তাহা উদরে প্রবেশ ১৮ করিয়া নরদমায় গিয়া পড়ে? কিন্তু মুখ হইতে যাহা বাহির হয়, তাহা অন্তঃকরণ হইতেই বাহির হইয়া আসে এবং তাহাই ১৯ মানুষকে অপবিত্র করে। কারণ অন্তঃকরণ হইতেই সমস্ত কুচিন্তা, নর-হত্যা, ব্যভিচার, লাম্পট্য, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য ২০ ও নিন্দা বাহির হইয়া আসে; এই সকলই মানুষকে অপবিত্র করে। অধৌত হস্তে ভোজন মানুষকে অপবিত্র করে না।

১১ মথি ১২; ৩৪ ১ তীমঃ ৪; ৪

১৩ যোঃ ১৫; ২

১৪ মথি ২৩; ২৪ লূক ৬; ৩৯ যোঃ ৯; ৪০ রোঃ ২; ১৯

১৯ আদি ৬; ৫

সোর ও সীদোন প্রদেশে একটি বালিকার আরোগ্যলাভ। গালীলে অন্যান্য রোগীর সুস্থতা

[২১-২৮ মার্ক ৭; ২৪-৩০]

২১ সেস্থান ছাড়িয়া যীশু সোর ও সীদোন অঞ্চলে চলিয়া গেলেন। ২২ আর সেই অঞ্চলের একজন কনানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া চীৎকার

করিয়া তাঁহাকে বলিল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি নিদারুণভাবে মন্দ-আত্মাবিষ্ট হইয়াছে।
২৩ কিন্তু তিনি তাহাকে কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, উহাকে বিদায় করুন, কারণ সে আমাদের পিছনে পিছনে আসিয়া
২৪ চীৎকার করিতেছে। তিনি উত্তরে বলিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত
২৫ হই নাই। স্ত্রীলোকটি কিন্তু আসিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া
২৬ বলিল, প্রভু, আমার সাহায্য করুন। তিনি উত্তরে বলিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।
২৭ সে বলিল, নিশ্চয়, প্রভু, কিন্তু কুকুরেও নিজ মনিবের মেজ হইতে
২৮ যে টুকরা পড়ে তাহা খাইতে পায়। যীশু উত্তরে তাহাকে বলিলেন, নারী, মহান তোমার বিশ্বাস; তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনই হউক। আর সেই সময় হইতে তাহার কন্যাটি সুস্থ হইল।
২৯ যীশু সেস্থান হইতে চলিয়া গালীল সাগরের তীর দিয়া
৩০ গেলেন এবং পর্ব্বতে উঠিয়া সেখানে বসিলেন; আর বিস্তর লোক খঞ্জ, নুলা, অন্ধ, বোবা এবং আরও অনেককে আপনাদের সঙ্গে লইয়া তাঁহার কাছে আসিল এবং তাহাদের তাঁহার চরণের নিকটে ফেলিয়া রাখিল; আর তিনি তাহাদের সুস্থ করিলেন।
৩১ এইভাবে বোবা কথা বলিতেছে, নুলা সুস্থ হইতেছে, খঞ্জ চলা-ফেরা করিতেছে ও অন্ধ দেখিতে পাইতেছে, ইহা দেখিয়া লোকেরা চমৎকৃত হইল ও ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিল।

২৪ মথি ১০; ৬
২৮ মথি ৮; ১০, ১৩
২৯ মার্ক ৭; ৩১
৩১ মার্ক ৭; ৩৭

যীশুর চারি হাজার লোককে আহারদান

৩২ যীশু তাঁহার শিষ্যদের আপনার কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এই লোকদের প্রতি আমার করুণা হইতেছে, কারণ ইহারা আজ তিন দিন আমার সঙ্গে আছে এবং ইহাদের কাছে খাদ্য কিছুই নাই; আমি ইহাদের অনাহারে বিদায় করিতে চাই না, পাছে তাহারা
৩৩ পথে মূর্চ্ছা যায়। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন, এত বৃহৎ জনতাকে তৃপ্ত করিবার মত নির্জ্জন স্থানে এত রুটি আমরা
৩৪ কোথা হইতে পাইব? তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানি রুটি আছে? তাঁহারা বলিলেন, সাতখানা রুটি
৩৫ আর কতকগুলি ছোট মাছ আছে। তখন তিনি লোকদের
৩৬ মাটিতে বসিতে আদেশ দিলেন। আর সেই সাতখানা রুটি ও মাছগুলি লইয়া তিনি ধন্যবাদের সহিত খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং শিষ্যদের হাতে দিলেন; আর শিষ্যেরা লোকদের দিলেন।
৩৭ সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল আর যে টুকরাগুলি অবশিষ্ট

[৩২-৩৯ মার্ক ৮; ১-১০]
৩২ মথি ১৪; ১৪

রহিল তাহাতে তাঁহারা সাত ঝুড়ি পূর্ণ করিয়া তুলিয়া লইলেন।
৩৮ যাহারা আহার করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়া
৩৯ চারি হাজার পুরুষ ছিল। লোকদের বিদায় করিয়া তিনি নৌকায় উঠিয়া মগদনের * অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন।

লক্ষণ দেখিবার জন্য ধর্ম্মাধ্যক্ষদের আগ্রহ

১৬ পরে ফরীশীরা ও সদ্দূকীরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন যেন স্বর্গ হইতে
২ তিনি কোন লক্ষণ তাঁহাদের দেখান। তিনি উত্তরে তাঁহাদের
৪ বলিলেন,† এই দুষ্ট যুগের লোকেরা লক্ষণের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার লক্ষণ ছাড়া আর কোন লক্ষণ তাহাদের দেখান হইবে না। তখন তিনি তাঁহাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।
৫ শিষ্যেরা অপরপারে যাইবাব সময়ে রুটি লইতে ভুলিয়া
৬ গিয়াছিলেন; যীশু তাঁহাদের বলিলেন, সতর্ক হও, ফরীশী ও
৭ সদ্দূকীদের খামির বিষয়ে সাবধান হইয়া থাক। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা ত
৮ সঙ্গে রুটি আনি নাই। যীশু এই কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদের রুটি নাই বলিয়া কেন নিজেদের মধ্যে
৯ আলোচনা করিতেছ? তোমরা কি এখনও বুঝ না, এবং মনেও কি পড়ে না, সেই পাঁচ হাজার ও পাঁচখানি রুটির বিষয় এবং
১০ তাহাতে কত ডালা তুলিয়া লইয়াছিলে? অথবা সেই চার হাজার ও সাতখানি রুটির বিষয় এবং তাহাতে কত ঝুড়ি তুলিয়া
১১ লইয়াছিলে? তোমরা কেন বুঝ না যে, আমি রুটির বিষয়ে তোমাদের সাবধান হইতে বলি নাই? ফরীশী ও সদ্দূকীদের
১২ খামির বিষয়ে সাবধান হইয়া থাক। তখন তাঁহারা বুঝিতে পাইলেন যে, তিনি রুটির খামির বিষয়ে নয়, কিন্তু ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষার বিষয়ে সাবধান থাকিতে বলিলেন।

[১-১২ মার্ক ৮, ১১-২১]
১ মথি ১২; ৩৮
২ লূক ১২; ৫৪-৫৬
৩ মথি ১১; ৪
৪ মথি ১২; ৩৯ ৪০ যোনা ১; ১৭
লূক ১২: ১
৮ মথি ৬; ৩০
৯ মথি ১৪; ১৭-২১
১০ মথি ১৫; ৩৪-৩৮

যীশুই খ্রীষ্ট, জীবিত ঈশ্বরের পুত্র

১৩ যীশু কৈসরিয়া-ফিলিপির অঞ্চলে গিয়া আপন শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্য-পুত্র কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে?
১৪ তাঁহারা বলিলেন, কেহ বলে, বাপ্তিস্ম-দাতা যোহন; অন্যেরা

১৩-২০ মার্ক ৮; ২৭-৩০ লূক ৯; ১৮-২১
১৪ মথি ১৪; ২; ১৭; ১০

* অথবা ‘মগদলার’

† কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ইহা পাওয়া যায়—‘সন্ধ্যা হইলে তোমরা বলিয়া থাক, পরিষ্কার দিন হইবে, কারণ আকাশ লাল হইয়াছে। ৩। আর প্রাতঃকালে বলিয়া থাক, আজ ঝড় হইবে, কারণ আকাশ লাল ও ঘোর হইয়াছে। তোমরা আকাশের ভাব নিরূপণ করিতে জান; তোমরা কি কালের পূর্ব্বলক্ষণ নিরূপণ করিতে পার না?’

বলে, এলিয়; আবার কেহ বলে, যিরমিয় কিংবা ভাববাদিদের
১৫ একজন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল,
১৬ আমি কে? শিমোন পিতর উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, আপনি
১৭ সেই খ্রীষ্ট, জীবিত ঈশ্বরের পুত্র। আর যীশু উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, যোনার পুত্র শিমোন, তুমি ধন্য; কারণ রক্তমাংসের মানুষ তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ
১৮ পিতাই প্রকাশ করিয়াছেন। আর আমিও তোমাকে বলিতেছি, তুমি পিতর এবং এই পাথরের উপরে আমি আমার মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিব আর পাতালের দ্বারসকল তাহা পরাজিত করিতে
১৯ পারিবে না। আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলি দিব; তুমি পৃথিবীতে যাহা আবদ্ধ করিবে স্বর্গে তাহা আবদ্ধ হইবে,
২০ এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবে স্বর্গে তাহা মুক্ত হইবে। তখন তিনি শিষ্যদের সতর্ক করিয়া দিলেন যেন, তিনি যে খ্রীষ্ট ইহা কাহাকেও না বলেন।

১৬ যোঃ ৬; ৬৯
১৭ গাঃ ১; ১৫, ১৬। ১ করিঃ ২ ১০
১৮ যোঃ ১; ৪২ ইফিঃ ২; ২০
১৯ মথি ১৮; ১৮ যোঃ ২০; ২৩
২০ মথি ১৭; ৯

যীশুর ভবিষ্যৎ দুঃখভোগের কথা শুনিয়া শিষ্যদের দুঃখ

২১ যীশু সেই সময় হইতে তাঁহার শিষ্যদের নিকট স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যিরূশালেমে গিয়া প্রাচীন-বর্গ, প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম্মগুরুদের নিকট হইতে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, নিহত হইতে হইবে এবং তৃতীয় দিনে
২২ উত্থাপিত হইতে হইবে। ইহাতে পিতর তাঁহাকে একান্তে লইয়া গিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্রভু, ঈশ্বর
২৩ করুন ইহা আপনার প্রতি কখনও ঘটিবে না। তিনি কিন্তু ফিরিয়া পিতরকে বলিলেন, শয়তান, আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও; তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ, কারণ তোমার মনোভাব ঈশ্বরের
২৪ অনুযায়ী নয়, কিন্তু মনুষ্যের অনুযায়ী। তখন যীশু তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, যদি কেহ আমার অনুগামী হইতে চায়, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলিয়া
২৫ লইয়া আমার অনুসরণ করুক। কারণ যে কেহ নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চায়, সে তাহা হারাইবে; এবং যে কেহ আমার জন্য
২৬ নিজ প্রাণ হারায়, সে তাহা ফিরিয়া পাইবে। কেহ যদি সমস্ত জগত প্রাপ্ত হয় কিন্তু আপন প্রাণধারণের অধিকারচ্যুত হয়, তবে তাহাতে তাহার কি লাভ হইবে? অথবা নিজ প্রাণের
২৭ বিনিময়ে মানুষ কি দিবে? কারণ মনুষ্য-পুত্র আপন দূতদের লইয়া তাঁহার পিতার মহিমায় আসিবেন, আর তখন 'প্রত্যেক
২৮ লোকের কর্ম্মানুসারে তাহার প্রতিফল দিবেন'। আমি তোমাদের

২১-২৮ মার্ক ৮; ৩১—৯; ১ লূক ৯; ২২-২৭
২১ মথি ১২; ৪০ যোঃ ২; ১৯
২৪ মথি ১০; ৩৮, ৩৯
২৭ মথি ২৫; ৩১ রোঃ ২; ৬ গীত ৬২; ১২ হিতোঃ ২৪; ১২ যোঃ ৫; ২৯
২৮ মথি ১০; ২৩

সত্যই বলিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া আছে মনুষ্য-পুত্রকে আপন রাজ্যে আসিতে না দেখা পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিবে না।*

যীশুর রূপান্তর

১৭ ছয় দিন পরে যীশু পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভ্রাতা যোহনকে সঙ্গে লইয়া বিরলে এক উচ্চ পর্ব্বতে গেলেন। ২ তাঁহাদের সম্মুখে তিনি রূপান্তরিত হইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান এবং তাঁহার বস্ত্র জ্যোতির ন্যায় শুভ্র হইল। ৩ তখন মোশি ও এলিয় তাঁহাদের নিকট দেখা দিলেন এবং যীশুর ৪ সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। তাহাতে পিতর যীশুকে বলিলেন, প্রভু, আমরা এখানে থাকিলে ভাল হয়; আপনার ইচ্ছা হইলে, আমি এই স্থানে তিনটি কুটীর নির্ম্মাণ করিব, একটি আপনার ৫ জন্য, একটি মোশির জন্য আর একটি এলিয়ের জন্য। তিনি তখনও কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে জ্যোতির্ম্ময় একটি মেঘ তাঁহাদের ঢাকিয়া ফেলিল এবং সেই মেঘ হইতে এই বাণী ধ্বনিত হইল, ইনিই আমার 'একমাত্র † পুত্র', তাঁহাতে 'আমার পরম ৬ সন্তোষ, তাঁহার কথা শ্রবণ কর'। এই কথা শুনিয়া শিষ্যেরা ৭ ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত ভীত হইলেন। যীশু তাঁহাদের নিকটে আসিয়া তাঁহাদের স্পর্শ করিয়া বলিলেন, উঠ, ৮ ভয় নাই। তাঁহারা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া কেবল যীশুকে ছাড়া ৯ অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যখন তাঁহারা পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন তখন যীশু তাঁহাদের এই আদেশ দিলেন, যে পর্য্যন্ত মনুষ্য-পুত্র মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত না হন সে পর্য্যন্ত তোমরা এই দর্শনের কথা কাহাকেও বলিও না। ১০ শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে ধর্ম্মগুরুরা কেন ১১ বলিয়া থাকেন যে প্রথমে এলিয়ের আসা আবশ্যক? তিনি উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, সত্যই, 'এলিয়' আসিতেছেন ও সমস্তই ১২ 'পুনঃস্থাপন করিবেন'; কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি যে, এলিয় ইতিমধ্যে আসিয়া গিয়াছেন আর লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, বরং তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছে; সেইভাবে মনুষ্য-পুত্রকেও তাহাদের নিকট হইতে দুঃখভোগ ১৩ করিতে হইবে। তখন শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের বিষয় তাঁহাদের বলিলেন।

১-১৩ মার্ক ৯; ২-১৩ লূক ৯; ২৮-৩৬
২ ২ পিঃ ১; ১৬-১৮
৫ মথি ৩; ১৭ দ্বিঃ বিঃ ১৮; ১৫ গীত ২; ৭ যিশাঃ ৪২; ১
৯ মথি ১৬;
১০ মথি ১১; ১৪ মালাঃ ৪;
১২ মথি ১৪; ৯, ১০
১৩ লূক ১; ১৭

* (মূল) মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না
† ৩; ১৭ দ্রঃ

একটি মৃগীরোগগ্রস্ত বালককে সুস্থতাদান ও নিজের মৃত্যুবিষয়ে যীশুর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী

১৪ তাঁহারা লোকসমূহের নিকট আসিলে, একজন তাঁহার কাছে ১৫ আসিয়া নতজানু হইয়া বলিল, প্রভু, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন, কারণ সে মৃগীরোগগ্রস্ত হইয়া নিদারুণ কষ্ট পাইতেছে; ১৬ সে অনেকবার আগুনে, অনেকবার জলেও, পড়িয়া যায়। আমি তাহাকে আপনার শিষ্যদের নিকট আনিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা ১৭ তাহাকে সুস্থ করিতে পারিলেন না। যীশু উত্তরে বলিলেন, অবিশ্বাসী, বিপথগামী যুগের লোকেরা, আমি কতকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব? কতকাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাইব? ১৮ উহাকে এখানে আমার কাছে আন। আর যীশু তাহাকে ধমক দিলে সেই মন্দ-আত্মা তাহাকে ছাড়িয়া বাহির হইল আর সেই ১৯ সময় হইতে বালকটি সুস্থ হইল। পরে শিষ্যেরা নিভৃতে যীশুর কাছে আসিয়া বলিলেন, আমরা উহা দূর করিতে পারিলাম ২০ না কেন? তিনি তাঁহাদের বলিলেন, কারণ তোমাদের বিশ্বাস ক্ষীণ; আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, তোমাদের যদি সরিষা-দানার তুল্য বিশ্বাস থাকে, আর তোমরা এই পর্ব্বতকে বল, এখান হইতে ওখানে সরিয়া যাও, তবে উহা সরিয়া যাইবে; আর তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না। *

১৪-২১ মার্ক ৯; ১৪-২৯ লূক ৯; ৩৭-৪২
১৭ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ৫ যোঃ ১৪; ৯
১৯ মথি ১০; ১
২০ মথি ২১; ২১ লূক ১৭; ৬ মার্ক ১১; ২৩। ১ করিঃ ১৩; ২

২২ তাঁহারা গালীলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময় যীশু তাঁহাদের বলিলেন, মনুষ্য-পুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; ২৩ এবং তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবে, আর তৃতীয় দিনে তিনি উত্থাপিত হইবেন। তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

[২২-২৩ মার্ক ৯; ৩০-৩২ লূক ৯; ৪৩-৪৫]
২২ মথি ১৬; ২১

মাছের মুখে শেকল্

২৪ তাঁহারা যখন কফরনাহূমে আসিলেন, তখন অর্দ্ধশেকল্-সংগ্রাহকেরা পিতরের নিকট আসিয়া বলিল, তোমাদের গুরু ২৫ কি অর্দ্ধশেকল্ দেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ। আর তিনি গৃহে প্রবেশ করিলে, যীশু পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিলেন, শিমোন, তুমি কি মনে কর? পৃথিবীর রাজারা কাহাদের নিকট হইতে কর কিংবা রাজস্ব আদায় করেন, নিজেদের সন্তানদের নিকট হইতে ২৬ না অপরের নিকট হইতে? পিতর তাঁহাকে বলিলেন, অপরের নিকট হইতে। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তাহা হইলে সন্তানেরা

২৪ যাত্রা ৩০; ১৩

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে, '২১ কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ভিন্ন আর কিছুতে এই জাতি বাহির হয় না' এই স্থানে পাওয়া যায়

২৭ দায়মুক্ত; তথাপি যাহাতে আমরা তাহাদের বিঘ্নস্বরূপ না হই, এইজন্য তুমি গিয়া সমুদ্রে বড়শী ফেল, আর প্রথমে যে মাছটি উঠিবে সেটি তুলিয়া তাহার মুখ খুলিলে তুমি একটি শেকল্ পাইবে। শেকল্‌টি লইয়া আমার এবং তোমার জন্য তাহাদের হাতে দাও।

স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

১৮ সেই সময় শিষ্যেরা যীশুর কাছে আসিয়া বলিলেন, ২ স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তিনি একটি শিশুকে নিকটে ডাকিয়া ৩ তাঁহাদের মধ্যস্থলে তাহাকে দাঁড় করাইলেন, এবং বলিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, তোমরা যদি ফিরিয়া না আস ও শিশুদের মত না হও, তবে কিছুতেই স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে ৪ পাইবে না। এইজন্য যে কেহ আপনাকে এই শিশুর মত নত ৫ করে সেই স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ। যে কেহ ইহার মত একটি শিশুকে ৬ আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; কিন্তু যে কেহ আমার উপরে বিশ্বাসী এই ক্ষুদ্রগণের একজনেরও বিঘ্নস্বরূপ হয়, তাহার গলায় একটি ভারী যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রের অগাধ ৭ জলে ডুবাইয়া দেওয়া বরং তাহার পক্ষে ভাল। হা জগত, বিঘ্নের কারণ তাহার দুর্ভাগ্য। বিঘ্ন অবশ্য উপস্থিত হইবে, কিন্তু হায়, দুর্ভাগ্য সেই মনুষ্য যাহার দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ৮ যদি তোমার হাত কিংবা তোমার পা তোমার বিঘ্নের কারণ হয়, তবে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দেও; দুই হাত কিংবা দুই পা লইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং নুলা কিংবা খঞ্জ ৯ হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্নের কারণ হয় তবে তাহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দেও; দুই চক্ষু লইয়া সেই অগ্নিময় নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং একচক্ষু হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ১০ ভাল। দেখিও, এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটিকেও তুচ্ছ করিও না; কারণ আমি তোমাদের বলিতেছি, স্বর্গে তাহাদের দূতগণ সতত আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন। *

১২ তোমরা কি মনে কর? কোন লোকের যদি একশত মেষ থাকে আর তাহাদের মধ্যে একটি যদি পথ হারায় তবে সে কি সেই নিরানব্বইটি পর্ব্বতে ছাড়িয়া পথহারা মেষটির সন্ধানে যায় ১৩ না? আর সে যদি সেটি কোন প্রকারে খুঁজিয়া পায় তবে, আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, যে নিরানব্বইটি পথ হারায় নাই

১-৯ মার্ক ৯; ৩৩-৩৭ লূক ৯; ৪৬-৪৮
৩ মথি ১৯; ১৪ মার্ক ১০; ১৫ লূক ১৮; ১৭ যোঃ ৩; ৩-৫
৫ মথি ১০; ৪০ যোঃ ১৩; ২০
৬ লূক ১৭; ১, ২
৮ মথি ৫; ২৯, ৩০
১০ ইব্রীঃ ১; ১৪
[১২-১৪ লূক ১৫; ৪-৭]

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে, '১১ কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছিল তাহার সন্ধান ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্য-পুত্র আসিয়াছেন।' এইস্থানে পাওয়া যায়

তাহাদের অপেক্ষা সেইটির নিমিত্ত সে অধিক আনন্দিত হয়।
১৪ তেমনই এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটিও যে বিনষ্ট হয় তাহা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা নয়।

১৫ তোমার ভ্রাতা যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন পাপ করে, তবে যাও, কেবল তোমার ও তাহার উপস্থিতিতে তাহার দোষ দেখাইয়া দাও। সে যদি তোমার কথা শুনে তবে তোমার ভ্রাতাকে তুমি
১৬ ফিরিয়া পাইলে। কিন্তু সে যদি না শুনে তবে আর দুই-এক-জনকে সঙ্গে লইয়া যাও যেন

'দুই কিংবা তিনজন সাক্ষীর কথায় প্রত্যেক
ব্যাপারে নিষ্পত্তি হয়'।

১৭ তাহাদের কথা যদি সে শুনিতে না চায়, তবে মণ্ডলীকে বল ; যদি মণ্ডলীর কথাও শুনিতে না চায়, তবে সে তোমার
১৮ কাছে বিজাতীয় এবং কর-গ্রাহকস্বরূপ হউক। আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু আবদ্ধ করিবে, স্বর্গে তাহা আবদ্ধ হইবে ; এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত
১৯ করিবে, স্বর্গে তাহা মুক্ত হইবে। আবার তোমাদের সত্যই বলিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুইজন যদি কোন বিষয়ে কি প্রার্থনা করিবে তাহাতে একমত হয় তবে আমার স্বর্গস্থ পিতার
২০ নিকট হইতে তাহারা তাহা পাইবে। যেখানে দুই কিংবা তিনজন আমার নামে একত্র হয় সেখানে তাহাদের মধ্যে আমি উপস্থিত থাকি।

১৫ লেবীঃ ১৯ ; ১৭
লূক ১৭ ; ৩
গাঃ ৬ ; ১
১৬ দ্বিঃ বিঃ ১৯ ; ১৫
২ করিঃ ১৩ ; ১
১ তীমঃ ৫ ; ১৯
১৭ ১ করিঃ ৫ ; ১৩
১৮ মথি ১৬ ; ১৯
যোঃ ২০ ; ২৩
১৯ মার্ক ১১ ; ২৪
মথি ২৮ ; ২০
যোঃ ১৪ ; ২৩

ক্ষমাশীলতার বিষয়ে শিক্ষা

২১ তখন পিতর তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন, প্রভু আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে পাপ করিলে কতবার আমি তাহাকে ক্ষমা
২২ করিব? সাতবার কি? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমি
২৩ তোমাকে বলি না যে সাতবার, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার।

এইজন্য স্বর্গ-রাজ্যের তুলনা এইরূপে বোঝা যায় ; একজন রাজা তাঁহার দাসদের নিকট হইতে হিসাব লইতে চাহিলেন।
২৪ তিনি হিসাব লইতে আরম্ভ করিলে, একজন তাঁহার সম্মুখে আনীত
২৫ হইল যাহার ঋণ ছিল দশ হাজার তালন্ত।* কিন্তু পরিশোধ করিবার সঙ্গতি তাহার না থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে, তাহার স্ত্রী-পুত্রাদিকে, ও তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করিবার
২৬ আদেশ দিলেন। তাহাতে সেই দাস তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া বলিল, আমার প্রতি ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ

২২ লূক ১৭ :

* 'এক তালন্ত' ৬,০০০ দীনার; এক দীনার সেই কালের মজুরের একদিনের বেতন, মূল্য অর্দ্ধটাকা

২৭ করিব। তখন সেই দাসের প্রভু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্ত
২৮ করিলেন, ও তাহার ঋণ ক্ষমা করিলেন। কিন্তু সেই দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহ-দাসদের একজনকে দেখিতে পাইল, তাহার কাছে যাহার ঋণ ছিল একশত দীনার।* সে তাহাকে ধরিয়া গলা টিপিয়া বলিল, আমার কাছে তোমার যে ঋণ তাহা পরিশোধ কর।
২৯ তাহার সহ-দাস তাহার চরণে পড়িয়া অনুনয় করিল, আমার প্রতি
৩০ ধৈর্য্য ধর, আমি তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করিব; কিন্তু সে সম্মত হইল না, বরং গিয়া ঋণ পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত তাহাকে
৩১ কারাগারে ফেলিয়া রাখিল। ইহা দেখিয়া তাহার সহ-দাসেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর তাহাদের প্রভুর নিকটে গিয়া সকল
৩২ ব্যাপার বিস্তারিত ভাবে জানাইল। তখন তাহার প্রভু তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, দুষ্ট দাস, তুমি আমার কাছে অনুনয় করিলে
৩৩ আমি তোমার সেই সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিলাম; আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনই তোমার সহ-দাসের প্রতি দয়া
৩৪ করা কি তোমার উচিত ছিল না? আর তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত, তাহাকে
৩৫ পীড়নকারীদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তোমরা প্রত্যেকেই আপন ভ্রাতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা না করিলে, আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন।

৩৪ মথি ৫; ২৬
৩৫ মথি ৬; ১৪, ১৫

১৯ এই সকল কথা বলিয়া শেষ করিবার পর, যীশু গালীল হইতে চলিয়া গেলেন এবং যর্দ্দনের অপরপারে যিহূদিয়ার
২ অঞ্চলে আসিলেন; আর বিস্তর লোক তাঁহার অনুসরণ করিল, আর সেই স্থানে তিনি তাহাদের সুস্থ করিলেন।

[১-৯ মার্ক ১০; ১-১২]
১ মথি ৭; ২৮। ১১; ১। ১৩; ৫৩। ২৬; ১

স্ত্রী-পরিত্যাগ সম্বন্ধে ফরীশীদের প্রশ্ন

৩ ফরীশীরা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যে-সে কারণে মানুষের নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করা
৪ বিধেয় কি? তিনি উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা কি পাঠ কর নাই যে আদি হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা 'মানুষকে নর ও
৫ নারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন'? তিনিই বলিয়াছেন যে, 'এইজন্য পুরুষ পিতা ও মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে আর তাহারা দুইজন একদেহ হইবে'।
৬ সুতরাং তাহারা আর দুই নয় কিন্তু একই দেহ। ঈশ্বর যাহাদের যুক্ত করিয়াছেন মানুষ তাহাদের বিচ্ছিন্ন না করুক।
৭ তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, তবে মোশি কেন 'ত্যাগপত্র

৩ মথি ৫; ৩১, ৩২
৪ আদি ১; ২৭
৫ আদি ২; ২৪ ইফি: ৫; ৩১
৬ ১ করি: ৭; ১০, ১১
৭ দ্বি: বি: ২৪; ১

* দীনার, ১৮; ২৪ দ্র:

৮ দিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ' করিবার আদেশ দিয়াছেন? তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়াই মোশি তোমাদের স্ত্রী-ত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু আদি
৯ হইতে এইরূপ ছিল না। আর আমি তোমাদের বলিতেছি, ব্যভিচারভিন্ন অন্য কারণে যে কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া
১০ অপর নারীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।

শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন, 'স্ত্রীকে লইয়া যদি মানুষের এই
১১ অবস্থা হয়, তবে বিবাহ না করাই ভাল।' তিনি তাঁহাদের বলিলেন, সকলে এই কথা গ্রহণ করে না; যাহাদের সামর্থ্য দত্ত
১২ হইয়াছে কেবল তাহারাই করে। কারণ এমন নপুংসক আছে যাহারা মাতার গর্ভ হইতে সেইরূপ হইয়া জন্মিয়াছে; আর এমন নপুংসক আছে যাহাদের মানুষেই সেইরূপ করিয়াছে, আবার এমন নপুংসক আছে যাহারা স্বর্গ-রাজ্যের নিমিত্ত আপনাদের নপুংসক করিয়াছে। যে গ্রহণ করিতে পারে, সে ইহা গ্রহণ করুক।

লূক ১৬: ১৮

১১ ১ করিঃ ৭; ৭, ১৭

শিশুদের প্রতি যীশুর প্রেম

১৩ কতকগুলি শিশু তাঁহার নিকটে আনীত হইল, যেন তিনি তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া প্রার্থনা করেন; কিন্তু শিষ্যেরা
১৪ তাহাদের তিরস্কার করিলেন। যীশু বলিলেন, শিশুদের আমার নিকটে আসিতে দাও, বারণ করিও না; কারণ স্বর্গ-রাজ্য এই
১৫ প্রকার লোকদেরই। পরে তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিবার পর তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

[১৩-১৫ মার্ক ১০; ১৩-১৬ লূক ১৮; ১৫-১৭]
১৪ মথি ১৮; ২, ৩

ধনসম্বন্ধে শিক্ষা

১৬ একটি লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল, গুরু, অনন্ত জীবন
১৭ পাইবার জন্য আমি কোন্ সৎকর্ম্ম করিব? তিনি তাহাকে বলিলেন, সৎসম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন কর কেন? একজনমাত্রই সৎ। তবে যদি জীবনে প্রবেশ করিতে চাও, তাহা হইলে
১৮ সমস্ত আজ্ঞা পালন কর। সে বলিল, কোন্ আজ্ঞা? যীশু বলিলেন, 'নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও
১৯ না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা ও মাতাকে সম্মান কর', এবং
২০ 'তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম কর।' সেই যুবক তাঁহাকে বলিল, এই সমস্ত পালন করিয়া আসিতেছি; এখনও
২১ আমার অভাব কি? যীশু তাহাকে বলিলেন, যদি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে চাও, তবে চলিয়া যাও, তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদের দান কর; তাহাতে তুমি স্বর্গে ধন পাইবে। আর এস,

[১৬-৩০ মার্ক ১০; ১৭-৩১ লূক ১৮; ১৮-৩০]
১৭ লূক ১০; ২৬-২৮
১৮ যাত্রা ২০; ১২-১৬
দ্বিঃ বিঃ ৫; ১৭-২০
১৯ যাত্রা ২০; ১২
দ্বিঃ বিঃ ৫; ১৬
লেবীঃ ১৯; ১৮
২১ মথি ৬; ২০
লূক ১২;

২২ আমার অনুসরণ কর। যুবকটি এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল কারণ তাহার প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল।

২৩ তখন যীশু তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, ধনী লোকের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর ২৪ হইবে। তোমাদের আবার বলি, স্বর্গ-রাজ্যে ধনীর প্রবেশ করা ২৫ অপেক্ষা সূচের ছিদ্র-পথে উটের যাওয়া সহজ। ইহা শুনিয়া শিষ্যেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তাহা হইলে কে ২৬ পরিত্রাণ পাইতে পারে? যীশু তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মানুষের পক্ষে ইহা অসাধ্য কিন্তু 'ঈশ্বরের পক্ষে সমস্তই সাধ্য'।

২৭ পিতর উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, দেখুন, আমরা সমস্তই ত্যাগ করিয়া আপনার অনুসরণ করিয়াছি। আমরা তবে কি পাইব? ২৮ যীশু তাঁহাদের বলিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, তোমরা যতজন আমার অনুসরণ করিয়াছ, নূতন সৃষ্টিতে মনুষ্য-পুত্র যখন তাঁহার গৌরবময় সিংহাসনে বসিবেন তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে; ২৯ যে কেহ আমার নামের জন্য গৃহ, ভ্রাতা-ভগ্নী, পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা কিংবা জমি-জমা ত্যাগ করিয়াছে সে ইহার বহুগুণ ৩০ বেশী পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। কিন্তু যাহারা প্রথম তাহাদের মধ্যে অনেকে শেষে পড়িবে এবং যাহারা শেষে আছে তাহারা প্রথম হইবে।

২২ গীত ৬২; ১০
২৬ আদি ১৮; ১৪ ইয়োব ৪২; ২ সখঃ ৮; ৬
২৮ লূক ২২; ৩০ দাঃ ৭; ৯,১০, ২২। ১ করিঃ ৬; ২ প্রঃ ৩; ২১
২৯ লূক ১৪; ২৬
৩০ মথি ২০; ১৬ লূক ১৩; ৩০

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মজুরদের বিষয়ে উপমা-কথা

২০ কারণ স্বর্গ-রাজ্যের তুলনা এইরূপ, একজন গৃহস্বামী এক-দিন প্রত্যুষে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে ২ গেলেন। তিনি দিনে এক দীনার* হিসাবে দিতে মজুরদের সহিত একমত হইয়া তাঁহার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের পাঠাইয়া ৩ দিলেন। প্রায় তৃতীয় ঘটিকায়† বাহিরে গিয়া তিনি দেখিলেন, ৪ অন্য কয়েকজন বাজারে নিষ্কর্ম্মা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ৫ ন্যায্য তাহা তোমাদের দিব; তাহাতে তাহারা গেল। আবার দিনের প্রায় ষষ্ঠ ও নবম ঘটিকায়† তিনি বাহিরে গিয়া সেইরূপ ৬ করিলেন। প্রায় একাদশ ঘটিকায় বাহিরে গিয়া দেখিতে পাইলেন অন্য কয়েকজন দাঁড়াইয়া আছে, আর তিনি তাহাদের বলিলেন, ৭ এখানে সমস্ত দিন নিষ্কর্ম্মা দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? তাহারা তাঁহাকে বলিল, কেহ আমাদের কোন কাজে লাগায় নাই। তিনি

* দীনার, ১৮; ২৪ দ্রঃ

† দিনের বিভিন্ন ঘটিকা (তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ইত্যাদি) সকাল ৬টা হইতে গণিত হইত

৮ তাহাদের বলিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও। সন্ধ্যার সময়ে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক তাঁহার কোষাধ্যক্ষকে বলিলেন, মজুরদের ডাক, শেষ জন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্য্যন্ত তাহাদের ৯ মজুরী দাও। যাহারা একাদশ ঘটিকার সময়ে লাগিয়াছিল, ১০ তাহারা আসিয়া এক-একজন এক-এক দীনার পাইল। পরে যাহারা প্রথমের তাহারা আসিয়া মনে করিল যে বেশী পাইবে; ১১ কিন্তু তাহারাও এক-এক দীনার পাইল। তাহা পাইয়া তাহারা ১২ গৃহস্বামীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, আমরা সারা দিনের কষ্ট এবং রৌদ্রও সহ্য করিয়াছি, আর শেষের এই কয়েকজন, যাহারা মাত্র এক ঘণ্টা কাজ করিয়াছে, তাহাদের ১৩ আপনি আমাদের সমান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উত্তরে তাহাদের একজনকে বলিলেন, বন্ধু, আমি তোমার প্রতি অন্যায় করি নাই; তুমি কি এক দীনার লইতে আমার সহিত একমত ১৪ হও নাই? তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা তোমাকে যেমন, এই শেষের জনকেও তেমনই দিব; ১৫ যাহা আমার, তাহা ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই? না আমি ভাল লোক বলিয়া তোমার চক্ষু-পীড়া ১৬ হইতেছে? এইভাবে যাহারা শেষে আছে তাহারা প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম তাহারা শেষে পড়িবে।

১৫ রো: ৯; ১৬, ২১ মথি ৬; ২৩
১৬ মথি ১৯; ৩০ ২২; ১৪

নিজের মৃত্যুবিষয়ে যীশুর তৃতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী

১৭ যীশু যখন যিরূশালেমে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি ১৮ পথিমধ্যে বারোজনকে বিরলে লইয়া বলিলেন, এখন আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি; প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম্মগুরুদের হস্তে মনুষ্য-পুত্র সমর্পিত হইবেন, তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ১৯ দিবেন, এবং বিজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন যেন তাঁহাকে বিদ্রূপ করা হয় এবং কোড়া প্রহার করিয়া ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়; আর তৃতীয় দিনে তিনি উত্থাপিত হইবেন।

[১৭-১৯ মার্ক ১০; ৩২-৩৪ লূক ১৮; ৩১-৩৩]
১৮ মথি ১৬; ২১। ১৭; ২২, ২৩

স্বর্গ-রাজ্যের শ্রেষ্ঠস্থানলাভে যাকোব ও যোহনের অভিলাষ

২০ পরে সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা আপনার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণতি করিয়া তাঁহার কাছে কিছু ২১ যাচনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি চাও? তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আপনার রাজ্যে যেন আমার এই দুই পুত্রের একজন আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর একজন আপনার

[২০-২৮ মার্ক ১০; ৩৫-৪৫]
২০ মথি ১০; ২
২১ মথি ১৯; ২৮

২২ বাম পার্শ্বে বসিতে পায়, এই আদেশ দিন। যীশু উত্তরে বলিলেন, তোমরা কি চাহিতেছ, তাহা জান না। আমি যে পানপাত্রে পান করিতে যাইতেছি তোমরা কি সেই পাত্রে পান ২৩ করিতে পার? তাঁহারা বলিলেন, পারি। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, আমার পানপাত্রে তোমরা সত্যই পান করিবে, কিন্তু আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও আমার বাম পার্শ্বে বসিতে দিবার অধিকার আমার হস্তে নয়; যাহাদের জন্য আমার পিতা সেই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহারাই পাইবে।

২২ মথি ২৬; ৩৯ যোঃ ১৮; ১১ লূক ১২; ৫০

২৪ এই সমস্ত শুনিয়া অন্য দশজন সেই দুই ভ্রাতার প্রতি রুষ্ট ২৫ হইলেন; কিন্তু যীশু তাঁহাদের ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা জান যে, বিজাতিদের শাসনকর্ত্তারা প্রজাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান তাহারা তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব ২৬ করে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেইপ্রকার নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়, তাহাকে তোমাদের সেবক ২৭ হইতে হইবে, এবং যে প্রথম হইতে চায়, তাহাকে তোমাদের দাস ২৮ হইতে হইবে; যেমন মনুষ্য-পুত্রও সেবা পাইতে নয়, কিন্তু সেবা করিতে এবং অনেকের পরিবর্ত্তে মুক্তির মূল্যরূপে নিজের প্রাণ দান করিতে আসিয়াছেন।

২৪ লূক ২২; ২৪-২৬
২৬ মথি ২৩; ১১
২৭ মার্ক ৯; ৩৫
২৮ লূক ২২; ২৭ ফিলিঃ ২; ১ তীমঃ ২; ৬

অন্ধকে চক্ষুদান

২৯ তাঁহাদের যিরীহো ছাড়িয়া যাইবার সময়ে বহু লোক তাঁহার ৩০ অনুসরণ করিল। দুইজন অন্ধ পথের ধারে বসিয়া ছিল; যীশু সেই পথ দিয়া যাইতেছেন শুনিতে পাইয়া তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। ৩১ তাহাতে লোকেরা তাহাদের ধমক দিয়া চুপ করিতে বলিল, কিন্তু তাহারা আরও জোরে চীৎকার করিতে লাগিল, প্রভু, ৩২ দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। যীশু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন ও তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন, কি চাও? তোমাদের ৩৩ জন্য কি করিব? তাহারা তাঁহাকে বলিল, প্রভু, আমাদের ৩৪ চক্ষু যেন উন্মীলিত হয়। যীশু দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর তখনই তাহারা আবার দেখিতে পাইল ও তাঁহার অনুসরণ করিল।

[২৯-৩৪ মার্ক ১০; ৪৬-৫২ লূক ১৮; ৩৫-৪৩
৩০ মথি ১৫; ২২

যীশুর যিরূশালেমে প্রবেশ

২১ যখন তাঁহারা যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈতুন পর্ব্বতে বৈৎফাগী গ্রামে আসিলেন, তখন যীশু দুইজন শিষ্যকে ২ পাঠাইয়া দিলেন; তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা সম্মুখের

[১-১১ মার্ক ১১; ১-১০ লূক ১৯; ২৯-৩৮ যোঃ ১২; ১২-১৯

ঐ গ্রামে যাও, গেলেই দেখিতে পাইবে একটি গর্দ্দভী বাঁধা রহিয়াছে আর উহার সঙ্গে একটি শাবক ; উহাদের খুলিয়া
৩ আমার কাছে লইয়া এস। আর যদি কেহ তোমাদের কিছু বলে, তবে বলিবে, প্রভুর এগুলিতে প্রয়োজন আছে, তাহাতে
৪ সে তখনই সেগুলি পাঠাইবে। এইরূপ ঘটিল যেন ভাববাদী যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হয়,—

৩ মথি ২৬ ; ১৮

৫ 'তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল,
দেখ, তোমার রাজা তোমার নিকটে আসিতেছেন,
তিনি বিনয়ী, তিনি গর্দ্দভের উপরে উপবিষ্ট,
ভারবাহী পশুর শাবকের উপরে উপবিষ্ট।'

৫ সখঃ ৯ ; ৯ যিশাঃ ৬২ ; ১১

৬ শিষ্যেরা গিয়া যীশুর আদেশানুসারে কার্য্য করিলেন ;
৭ তাঁহারা গর্দ্দভী ও শাবকটিকে আনিয়া উহাদের উপর তাঁহাদের
৮ বস্ত্র পাতিয়া দিলেন আর তিনি উপরে বসিলেন। আর জনতার অনেকে আপনাদের বস্ত্র পথের উপরে পাতিয়া দিল আর অন্যেরা
৯ গাছ হইতে ডাল ভাঙ্গিয়া পথে ছড়াইয়া দিল। যে লোকেরা তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে চলিতেছিল, তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল,

৮ ২ রাঃ ৯ ; ১৩

৯ গীত ১১৮ ; ২৫, ২৬ ২ শমূ ১৪ ; ৪

'হোশান্না', দায়ূদ-সন্তান।
'যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন, তিনি ধন্য';
ঊর্দ্ধলোকে 'হোশান্না'।

১০ তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করিলে, সমস্ত নগরে আলোড়নের
১১ সৃষ্টি হইল ; সকলে বলিল, ইনি কে? আর লোকেরা বলিল, ইনি যীশু, গালীলের নাসরৎ হইতে আগত সেই ভাববাদী।

১১ মথি ২১ ; ৪৬

১২ যীশু মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং যাহারা মন্দিরে ক্রয়-বিক্রয় করিত, তিনি তাহাদের সকলকে তাড়াইয়া দিলেন ; তিনি পোদ্দারদের মেজ ও যাহারা কপোত বিক্রয় করিতেছিল
১৩ তাহাদের আসন উল্টাইয়া ফেলিলেন, আর তাহাদের বলিলেন, লেখা আছে, 'আমার গৃহ প্রার্থনা-গৃহ বলিয়া আখ্যাত হইবে', কিন্তু তোমরা উহা 'দস্যুদের গুহায়' পরিণত করিতেছ।

১২-২২ মার্ক ১১ ; ১১-২৪ লূক ১৯ ; ৪৫-৪৮ যোঃ ২ ; ১৪-১৬

১৩ যিশাঃ ৫৬ ; ৭ যির ৭ ; ১১

১৪ মন্দিরে অন্ধ ও খঞ্জেরা তাঁহার নিকটে আসিল আর তিনি
১৫ তাহাদের সুস্থ করিলেন। কিন্তু প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম্মগুরুরা তাঁহার সাধিত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল দেখিয়া, আর যে বালকেরা 'হোশান্না, দায়ূদ-সন্তান' বলিয়া মন্দিরে চীৎকার করিতেছিল
১৬ তাহাদের দেখিয়া, অত্যন্ত রুষ্ট হইল, আর তাঁহাকে বলিল, শুনিতেছ, ইহারা কি বলে? কিন্তু যীশু তাহাদের বলিলেন, অবশ্য শুনিতেছি ; তোমরা কি কখনও পাঠ কর নাই, 'তুমি শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ হইতে প্রশংসা সম্পন্ন করিয়াছ'।

১৫ গীত ১১৮ ; ২৫

১৬ গীত ৮ ; ২

১৭ আর তাহাদের ছাড়িয়া তিনি নগরের বাহিরে বৈথনিয়ায় গেলেন ও সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন।

১৮ প্রত্যূষে নগরে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি ক্ষুধিত হইলেন।
১৯ পথের পাশে একটি ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন, এবং তাহাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি গাছটিকে বলিলেন, তোমাতে আর কখনও ফল না
২০ ফলুক, আর তখনই ডুমুরগাছটি শুকাইয়া গেল। তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ডুমুরগাছটি এখনই কেমন
২১ করিয়া শুকাইয়া গেল? যীশু উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আর সন্দেহ না কর, তবে ডুমুরগাছের প্রতি যাহা করা হইল কেবল তাহাই করিতে পারিবে এমন নয়, কিন্তু এই পর্ব্বতকেও যদি বল, উপড়িয়া যাও ও সমুদ্রে গিয়া পড়, তবে তাহাই হইবে;
২২ আর তোমরা প্রার্থনায় যাহা কিছু চাহিবে, বিশ্বাস করিলে তাহা পাইবে।

১৯ লূক ১৩; ৬

২১ মথি ১৭; ২০

যীশুর অধিকারসম্বন্ধে শত্রুদের প্রশ্ন

২৩ তিনি মন্দিরে আসিলে, প্রধান পুরোহিতেরা ও যিহূদীদের প্রাচীনবর্গ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, তুমি কি অধিকারে এই সমস্ত করিতেছ এবং তোমাকে এই অধিকার কেই বা দিয়াছে?
২৪ যীশু উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, আমিও তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তোমরা যদি আমাকে উত্তর দাও, তবে কি অধিকারে এই সমস্ত করিতেছি আমিও তাহা তোমাদের বলিব।
২৫ যোহনের বাপ্তিস্ম কোথা হইতে? কি স্বর্গ হইতে না মানুষ হইতে? তাঁহারা নিজেদের মধ্যে এই বলিয়া আলোচনা করিলেন, আমরা যদি বলি, স্বর্গ হইতে, ও আমাদের বলিবে,
২৬ তাহা হইলে কেন তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর নাই? আর আমরা যদি বলি, মানুষ হইতে, তবে জনসাধারণকে ভয় করি,
২৭ কারণ সকলে যোহনকে ভাববাদী বলিয়া মানে। তাঁহারা যীশুকে উত্তর করিয়া বলিলেন, আমরা জানি না। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, আমিও কি অধিকারে এই সমস্ত কাজ করিতেছি তাহা তোমাদের বলিব না।

২৮ তোমাদের কি মনে হয়? একজন লোকের দুই পুত্র ছিল; তিনি প্রথমটির নিকটে গিয়া বলিলেন, বৎস, আজ আমার
২৯ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গিয়া কাজ কর; সে উত্তরে বলিল, আজ্ঞে,
৩০ যাইতেছি, কিন্তু গেল না। তিনি দ্বিতীয় জনের নিকটে গিয়া সেইপ্রকার বলিলেন; সে উত্তরে বলিল, আমি যাইব না, কিন্তু

২৩-২৭ মার্ক ১১; ২৭-৩৩ লূক ২০; ১-৮

২৩ যোঃ ২; ১৮

২৬ মথি ১৪; ৫

২৯-৩১ মথি ৭; ২১

৩১ শেষে অনুশোচনা করিয়া সে গেল। এই দুইজনের মধ্যে পিতার ইচ্ছা কে পূর্ণ করিল? তাহারা তাঁহাকে বলিল, শেষের জন। যীশু তাহাদের বলিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, কর-গ্রাহকেরা এবং গণিকারা তোমাদের অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে
৩২ প্রবেশ করিতেছে। কারণ যোহন ধার্ম্মিকতার পথে চলিয়া তোমাদের কাছে আসিলেন, আর তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে না ; কিন্তু কর-গ্রাহকেরা এবং গণিকারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল ; আর তাহা দেখিয়া তোমরা পরে অনুশোচনা করিলে না যাহাতে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পার।

৩২ লূক ৭ ; ২৯

দুষ্ট কৃষকদের বিষয়ে উপমা-কথা

৩৩ আর একটি উপমা শুন। একজন গৃহস্বামী ছিলেন ; তিনি 'দ্রাক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন, ইহার চারিদিকে বেড়া দিলেন, ভিতরে একটি কুণ্ড খুঁড়িলেন এবং একটি প্রহরী-গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন' ; তিনি ইহা কৃষকদের হাতে জমা দিয়া বিদেশে
৩৪ চলিয়া গেলেন। ফলের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি ফলের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কৃষকদের নিকট আপন দাসদের
৩৫ পাঠাইলেন। কৃষকেরা তাঁহার দাসদের ধরিয়া কাহাকেও প্রহার করিল, কাহাকেও হত্যা করিল আর কাহাকেও প্রস্তরাঘাত করিল।
৩৬ তিনি আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক দাস পাঠাইলেন ;
৩৭ তাহাদের প্রতিও তাহারা সেইপ্রকার ব্যবহার করিল। শেষে তিনি তাহাদের কাছে আপন পুত্রকে পাঠাইলেন, বলিলেন,
৩৮ উহারা আমার পুত্রকে সম্মান করিবে। কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, এই ত উত্তরাধিকারী, এস, আমরা ইহাকে হত্যা করিয়া ইহার অধিকার আমাদের করিয়া লই।
৩৯ তাহারা তাহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া হত্যা
৪০ করিল। দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক যখন আসিবেন, তখন সেই
৪১ কৃষকদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন? তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, তিনি নিদারুণভাবে সেই দুষ্ট লোকদের সংহার করিবেন ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্য এমন কৃষকদের কাছে জমা দিবেন যাহারা
৪২ ফসলের সময়ে তাঁহাকে ফসল প্রদান করিবে। যীশু তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পাঠ কর নাই, 'গাঁথকেরা যে প্রস্তর বর্জ্জন করিয়াছিল তাহাই কোণের প্রস্তর হইয়া উঠিল ; ইহা প্রভুরই কৃত কার্য্য এবং আমাদের দৃষ্টিতে অতি আশ্চর্য্য'?
৪৩ এইজন্য আমি তোমাদের বলিতেছি, স্বর্গ-রাজ্য তোমাদের নিকট

[৩৩-৪৬ মার্ক ১২ ; ১-১২ লূক ২০ ; ৯-১৯]
৩৩ যিশা: ৫ ; ১, ২
৩৮ মথি ২৭ ; ১৮
৪২ গীত ১১৮ ; ২২, ২৩ প্রে: ৪ ; ১১ রো: ৯ ; ৩৩ ১ পি: ২ ; ৬-৮

হইতে নেওয়া হইবে, এবং যে জাতি রাজ্যের উপযোগী ফল উৎপন্ন করিবে তাহাদের নিকট দেওয়া হইবে। *

৪৪ দাঃ ২ ; ৩৪, ৪৪ যিশাঃ ৮ ; ১৪ রোঃ ৯ ; ৩২

৪৫ তাঁহার এই সকল উপমা শুনিয়া প্রধান পুরোহিত ও ফরীশীরা বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহাদেরই বিষয়ে কথা বলিতেছেন ; ৪৬ আর তাঁহারা তাঁহাকে ধরিবার সুযোগ খুঁজিলেন কিন্তু লোকদের ভয় করিলেন, কারণ লোকে তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত।

বিবাহ-ভোজের উপমা-কথা

২২ যীশু আবার কথাপ্রসঙ্গে উপমা দ্বারা লোকদের বলিলেন, ২ স্বর্গ-রাজ্যের তুলনা এইপ্রকার ; এক রাজা তাঁহার পুত্রের বিবাহ-৩ ভোজের আয়োজন করিলেন। সেই ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের ডাকিবার জন্য তিনি আপন দাসদের পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা ৪ আসিতে চাহিল না। আবার তিনি অন্য দাসদের এই বলিয়া পাঠাইলেন, নিমন্ত্রিত লোকদের বল, ভোজ প্রস্তুত করিয়াছি, বৃষ, হৃষ্টপুষ্ট পশু হত্যা করা হইয়াছে, সমস্তই প্রস্তুত ; বিবাহ-ভোজে ৫ এস। কিন্তু তাহারা উপেক্ষা করিয়া, কেহ আপন ক্ষেত্রে, কেহ বা ৬ আপন ব্যবসার উদ্দেশে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট সকলে তাঁহার ৭ দাসদের ধরিয়া অপমান করিল ও হত্যা করিল। এই কথা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যদল পাঠাইয়া সেই হত্যাকারীদের বিনষ্ট করিলেন ও তাহাদের নগর পোড়াইয়া ৮ দিলেন। পরে তিনি আপন দাসদের বলিলেন, বিবাহ-ভোজ প্রস্তুত ; কিন্তু যাহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিল তাহারা অযোগ্য ছিল ; ৯ সুতরাং তোমরা চৌরাস্তায় যাও আর যত লোকের দেখা ১০ পাও, সকলকে বিবাহ-ভোজে ডাকিয়া আন। তাহাতে সেই দাসেরা বাহিরে রাজপথে গিয়া ভাল-মন্দ যত লোকের দেখা পাইল সকলকে সংগ্রহ করিয়া আনিল ; আর বিবাহ-বাটী ১১ অতিথিতে পূর্ণ হইল। রাজা অতিথিদের দেখিবার জন্য ভিতরে আসিয়া বিবাহ-বস্ত্র পরে নাই এমন একজনকে সেই ১২ স্থানে দেখিতে পাইলেন ; তিনি তাহাকে বলিলেন, বন্ধু, তুমি বিবাহ-বস্ত্র ছাড়া এখানে কেমন করিয়া প্রবেশ করিলে? সে ১৩ নিরুত্তর হইল। তখন রাজা ভৃত্যদের বলিলেন, উহার হাত-পা বাঁধিয়া উহাকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দাও। সেই ১৪ স্থানে রোদন ও দন্ত-ঘর্ষণ হইবে। কারণ অনেকে আহূত, কিন্তু অল্পই মনোনীত।

[২-১৪ লূক ১৪ ; ১৬-২৪]

৭ মথি ২১ ; ৪১

৮ প্রেঃ ১৩ ; ৪৬

১০ মথি ১৩ ; ৪৭

১৩ মথি ৮ ; ১২

১৪ মথি ২০ ; ১৬

* এই স্থানে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে, '৪৪ এই প্রস্তরের উপর যে পড়িবে, সে খণ্ড-বিখণ্ড হইবে ; এই প্রস্তর যাহার উপর পড়িবে, তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবে।' এই পদ পাওয়া যায়। (লূক ২০ ; ১৮)

ষড়যন্ত্রকারী শত্রুদের প্রশ্নে যীশুর উত্তর

[১৫-২২ মার্ক ১২; ১৩-১৭ লূক ২০; ২০-২৬]

১৫ তখন ফরীশীরা চলিয়া গিয়া নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা করিলেন ১৬ কিরূপে তাঁহাকে কথার ফাঁদে ধরিতে পারেন। তাঁহারা হেরোদীয়দের সহিত আপনাদের শিষ্যদের দিয়া তাঁহার কাছে এই বলিয়া পাঠাইলেন, গুরু, আমরা জানি আপনি সৎলোক ও সততার সহিত ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন; এবং কাহারও বিষয়ে আপনার ভ্রূক্ষেপ নাই, কারণ আপনি ১৭ পক্ষপাতিত্ব করেন না। আপনি কি মনে করেন আমাদের ১৮ বলুন; কৈসরকে রাজকর দেওয়া বিধেয় কি না? যীশু তাহাদের মন্দ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিলেন, ভণ্ডেরা, ১৯ আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? আমাকে সেই করের মুদ্রা দেখাও। তাহাতে তাহারা একটি দীনার * তাঁহার নিকট ২০ আনিল। তিনি তাহাদের বলিলেন, এই মূর্ত্তি ও নাম কাহার? ২১ তাহারা তাঁহাকে বলিল, কৈসরের; তিনি তাহাদের বলিলেন, তবে কৈসরের যাহা, তাহা কৈসরকে এবং ঈশ্বরের যাহা, তাহা ঈশ্বরকে ২২ দাও। ইহা শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইল, ও তাঁহাকে ছাড়িয়া ২৩ চলিয়া গেল। সেই দিন, যাহারা বলে পুনরুত্থান নাই সেই সদ্দূকী দলের কয়েকজন যীশুর নিকট আসিল এবং তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, ২৪ গুরু, মোশি বলিয়াছেন, 'যদি কেহ নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে তাহার ভ্রাতা মৃত লোকের স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার ২৫ জন্য বংশধর উৎপন্ন করিবে।' আমাদের মধ্যে সাতজন ভ্রাতা ছিল; প্রথমজন বিবাহ করিবার পর মরিয়া গেল, এবং সন্তান না হওয়াতে আপন ভ্রাতার জন্য নিজের স্ত্রীকে ২৬ রাখিয়া গেল। দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি সপ্তম জন পর্য্যন্ত ২৭ সেইপ্রকার করিল। অবশেষে স্ত্রীলোকটিও মরিয়া গেল। ২৮ তাহা হইলে পুনরুত্থানে সেই সাতজনের মধ্যে সে কাহার স্ত্রী ২৯ হইবে? কারণ তাহারা সকলে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, তোমরা ভ্রান্ত হইয়াছ, কারণ ৩০ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের শক্তি। পুনরুত্থানে লোকে বিবাহ করে না; তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয় না; কিন্তু তাহারা ৩১ স্বর্গের দূতদের ন্যায়। মৃতদের পুন[illegible] তোমাদের নিকট ৩২ উক্ত ঈশ্বরের সেই বাক্য কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি বলেন 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর'; ৩৩ তিনি মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদেরই ঈশ্বর। এই কথা শুনিয়া লোকেরা তাঁহার শিক্ষায় বিস্মিত হইল।

১৫ যোঃ ৮; ৬
১৬ মার্ক ৩; ৬ যোঃ ৩; ২
২১ রোঃ ১৩; ৭
২২ মার্ক ১২; ১২

[২৩-৩৩ মার্ক ১২; ১৮-২৭ লূক ২০; ২৭-৩৮]

২৩ প্রেঃ ২৩; ৬, ৮
২৪ দ্বিঃ বিঃ ২৫; ৫, ৬
৩২ মথি ৮; ১১ যাত্রা ৩; ৬

* মথি ১৮; ২৪, ২৮ দ্রঃ

৩৪ তিনি সদ্দূকীদের নিরুত্তর করিয়াছেন শুনিয়া, ফরীশীরা দল ৩৫ বাঁধিয়া আসিল, আর তাহাদের মধ্যে একজন * তাঁহাকে পরীক্ষা ৩৬ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, গুরু, বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৩৭ আজ্ঞা কোনটি? তিনি তাহাকে বলিলেন,

'তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ' ও তোমার সমস্ত মন 'দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে',

৩৮ এইটি শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য;

৩৯ 'তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে'।

৪০ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগ্রন্থও এই দুইটি আজ্ঞা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

৪১ ফরীশীরা একত্র হইলে যীশু তাঁহাদের প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, ৪২ খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমরা কি মনে কর, তিনি কাহার সন্তান? ৪৩ তাঁহারা বলিলেন, দায়ূদের। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তবে দায়ূদ কিভাবে আত্মার আবেশে তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করেন? তিনি বলেন,

৪৪ 'সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলিলেন,
তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বস,
যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পদতলে রাখি।'

৪৫ অতএব দায়ূদ তাঁহাকে যখন প্রভু বলেন, তখন তিনি কিভাবে ৪৬ দায়ূদের সন্তান? ইহার উত্তরে কেহ এক কথাও তাঁহাকে বলিতে পারিল না, এবং সেই দিন হইতে তাঁহাকে আর কোনও প্রশ্ন করিতে কাহারও সাহস হইল না।

২৩ তখন যীশু লোকদের ও নিজ শিষ্যদের নিকট এই কথা ২ বলিলেন, ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা মোশির আসন গ্রহণ করিয়াছে। ৩ এইজন্য তাহারা তোমাদের যাহা কিছু পালন করিতে বলে, তাহা পালন কর এবং সম্পাদন কর, কিন্তু তাহাদের কার্য্যানুসারে কার্য্য করিও না, কারণ তাহারা কথায় বলে কিন্তু কার্য্যে করে ৪ না। তাহারা ভারী বোঝা বাঁধিয়া মানুষের কাঁধে চাপাইয়া দেয়, নিজেরা কিন্তু আঙ্গুল দিয়াও তাহা সরাইতে চায় না। ৫ তাহারা লোককে দেখাইবার জন্যই তাহাদের সকল কার্য্য করে। তাহারা নিজেদের কবচ বড় করে এবং বস্ত্রের আঁচলা দীর্ঘ ৬ করে, আর ভোজের সময় প্রধান স্থান ও সমাজ-গৃহে প্রধান আসন, ৭ হাটে-বাজারে অভিবাদন ও লোকের কাছে রব্বি বলিয়া সম্ভাষণ, এই সমস্ত তাহারা ভালবাসে।

* পাঠান্তর, একজন আইনজ্ঞ

[৩৪-৪০ মার্ক ১২; ২৮-৩৩ লূক ১০; ২৫-২৮]
৩৭ দ্বিঃ বিঃ ৬; ৫
৩৯ লেবীঃ ১৯; ১৮
৪০ রোঃ ১৩; ১০ গাঃ ৫; ১৪ মথি ৭; ১২
[৪১-৪৬ মার্ক ১২; ৩৫-৩৭ লূক ২০; ৪১-৪৪]
৪২ যোঃ ৭; ৪২
৪৪ মথি ২৬; ৬৪ গীত ১১০; ১
[১-৩৬ মার্ক ১২; ৩৮-৪০ লূক ২০; ৪৫-৪৭ মথি ১৫; ১১-২০ লূক ১১; ৩৯-৫২]
৩ মথি ৫; ২০ রোঃ ২; ১৭-২৩
৫ মথি ৬; ১ দ্বিঃ বিঃ ৬; ৮। ১১; ১৮ যাত্রা ১৩; ৯ গণনা ১৫; ৩৮, ৩৯
৬ লূক ১৪; ৭ মথি ৬; ৫

৮ কিন্তু তোমরা রব্বি বলিয়া সম্ভাষিত হইও না; কারণ তোমাদের গুরু একজনই এবং তোমরা সকলে পরস্পর ৯ ভ্রাতা। আর পৃথিবীতে কাহাকেও পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করিও না, কারণ তোমাদের পিতা একজনই, তিনি ১০ স্বর্গে আছেন। তোমরা শিক্ষা-গুরু বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, ১১ কারণ তোমাদের শিক্ষা-গুরু একজনই, তিনি খ্রীষ্ট। কিন্তু ১২ তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ সে তোমাদের সেবক হইবে। যে কেহ আপনাকে উন্নত করে তাহাকে নত করা যাইবে; আর যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

২৬. ২৭
১২ হিতোঃ ২৯; ২৩
ইয়োব ২২; ২৯
যিহিঃ ২১; ২৬
লূক ১৮; ১৪
১ পিঃ ৫;

১৩ হায় ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা, ভণ্ডেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য; তোমরা লোকদের সম্মুখে স্বর্গ-রাজ্যের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাক; নিজেরা প্রবেশ কর না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে চায় তাহাদেরও প্রবেশ করিতে দাও না।

১৪ হায় ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা, ভণ্ডেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য; তোমরা বিধবাদের গৃহসম্পত্তি গ্রাস করিয়া থাক এবং ধর্ম্মের ভাণ করিয়া দীর্ঘ প্রার্থনা কর। এইজন্য বিচারে তোমরা আরও অধিক দণ্ড পাইবে।

১৫ হায় ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা, ভণ্ডেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য; একটি লোককে তোমাদের ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য তোমরা জলে স্থলে পরিভ্রমণ করিয়া থাক; আর সে তাহা করিলে, তোমরা তাহাকে আপনাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকী করিয়া তুল।

১৬ হায় অন্ধ পথ-প্রদর্শকেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য; তোমরা বলিয়া থাক যে, মন্দিরের নামে কেহ দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয়, কিন্তু কেহ মন্দিরের স্বর্ণের দিব্য করিলে সে দায়ে পড়ে। ১৭ অবোধ-অন্ধ, বল দেখি কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? স্বর্ণ, না সেই মন্দির যাহা ১৮ স্বর্ণকে পবিত্র করিয়াছে? আবার বলিয়া থাক যে, যজ্ঞবেদীর নামে কেহ দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয়, কিন্তু কেহ তাহার ১৯ উপরিস্থিত উপহারের দিব্য করিলে, সে দায়ে পড়ে। অন্ধ তোমরা, কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? উপহার, না সেই যজ্ঞবেদী যাহা ২০ উপহারকে পবিত্র করে? যজ্ঞবেদীর নামে যে দিব্য করে, সে কেবল উহারই নয় কিন্তু উহার উপরের সকল দ্রব্যেরও দিব্য ২১ করে; এবং মন্দিরের নামে যে দিব্য করে, সে কেবল উহারই নামে নয় কিন্তু যিনি উহার মধ্যে বাস করেন তাঁহারও নামে ২২ দিব্য করে। স্বর্গের নামে যে দিব্য করে, সে ঈশ্বরের সিংহাসনেরই নামে, এমন কি যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁহারও নামে দিব্য করে।

১৬ মথি ১৫; ১৪
১৯ যাত্রা ২৯; ৩৭
২২ মথি ৫; ৩৪

ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীদের প্রতি যীশুর অনুযোগ

২৩ হায় ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা, ভণ্ডেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য ; তোমরা পুদিনা, মৌরী ও জীরার দশমাংশ দান করিয়া থাক কিন্তু বিধি-ব্যবস্থার গুরুতর বিষয়, যে ন্যায়বিচার, দয়া ও বিশ্বাস, তাহা তোমরা পরিত্যাগ করিয়াছ ; এইগুলি পালন করা এবং সেইগুলিও ২৪ বাদ না দেওয়া তোমাদের উচিত ছিল। অন্ধ পথ-প্রদর্শকেরা, তোমরা মশা ছাঁকিয়া উট গিলিয়া থাক।

২৫ হায় ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা, ভণ্ডেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য ; তোমরা পানপাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার করিয়া থাক, কিন্তু ভিতরে যাহা ২৬ থাকে তাহা দৌরাত্ম্য ও অসংযমে পূর্ণ। অন্ধ ফরীশী, প্রথমে পাত্রের ভিতরভাগ পরিষ্কার কর, তাহাতে উহার বহির্ভাগও পরিষ্কার হইবে।

২৭ হায় ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা, ভণ্ডেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য ; তোমরা শুক্লীকৃত সমাধির তুল্য ; তাহা বাহিরে দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের হাড় ও সর্ব্বপ্রকার অশুচিতায় পূর্ণ। ২৮ সেইভাবে তোমরাও বাহিরে লোকদের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক কিন্তু ভিতরে তোমরা ভণ্ডামি ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ।

২৯ হায় ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা, ভণ্ডেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য ; তোমরা ভাববাদীদের সমাধি গাঁথিয়া থাক এবং ধার্ম্মিকদের সমাধিস্তম্ভ ৩০ শোভিত কর, আর তোমরা বলিয়া থাক, আমরা যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সময়ে জীবিত থাকিতাম, তবে ভাববাদীদের ৩১ রক্তপাতে আমরা তাঁহাদের সহযোগী হইতাম না। তাহাতে তোমরা নিজেদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছ যে তোমরা সেই ৩২ ভাববাদী-হত্যাকারীদের সন্তান। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ৩৩ অসম্পূর্ণ কার্য্য তোমরাই পূর্ণ করিবে। সর্পেরা, সর্পের বংশ-ধরেরা, তোমরা বিচারে নরকদণ্ড কেমন করিয়া এড়াইবে?

৩৪ এইজন্য দেখ, আমি তোমাদের নিকট ভাববাদী, জ্ঞানী ও ধর্ম্মগুরুদের প্রেরণ করি ; তোমরা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও হত্যা করিবে, কাহাকেও ক্রুশ-বিদ্ধ করিবে, কাহাকেও তোমাদের সমাজ-গৃহে কোড়া প্রহার করিবে এবং এক নগর হইতে আর ৩৫ এক নগরে তাড়া করিবে ; এইভাবে সেই ধার্ম্মিক হেবলের রক্ত হইতে বরখিয়ের পুত্র যে সখরিয়কে মন্দির ও যজ্ঞবেদীর মধ্যভাগে তোমরা হত্যা করিয়াছিলে তাঁহার রক্ত পর্য্যন্ত, পৃথিবীতে যত নির্দ্দোষ রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে এই সমস্তের দায় যেন তোমাদের ৩৬ উপরে বর্ত্তে। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, এই যুগের লোকদের উপরে এই সমস্তই বর্ত্তিবে।

২৩ লেবীঃ ২৭ ; ৩০ মীঃ ৬ ; ৮
২৫ মার্ক ৭ ; ৪
২৬ যোঃ ৯ ; ৪০ তীত ১ ; ১৫
২৭ প্রেঃ ২৩ ; ৩
২৮ লূক ১৬ ; ১৫
৩১ প্রেঃ ৭ ; ৫২
৩৩ মথি ৩ ; ৭
৩৪ মথি ১০ ; ২৩ ১ থিষঃ ২ ; ১৫
৩৫ আদি ৪ ; ৮ ২ বংশাঃ ২৪ ; ২০, ২১

৩৭ যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদীদের হত্যা করিয়াছ এবং তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের তুমি প্রস্তরাঘাত করিয়াছ; পক্ষিমাতা যেমন পক্ষের নীচে আপন শাবকদের একত্র করে, তেমনই কতবার আমি তোমার সন্তানদের একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না। ৩৮ দেখ, 'তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য পরিত্যক্ত হইয়া রহিল'। ৩৯ কারণ আমি তোমাদের বলিতেছি, যেপর্য্যন্ত না তোমরা বল, 'তিনি ধন্য যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন', সেপর্য্যন্ত তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।

৩৭ লূক ১৩; ৩৪, ৩৫। ১৯; ৪১-৪৪ প্রেঃ ৭; ৫৯ ১ থিষঃ ২; ১৫
৩৮ যির: ২২; ৫। ১২; ৭। ১ রাঃ ৯; ৭, ৮
৩৯ মথি ২১; ৯ গীত ১১৮; ২৬

যিরূশালেমের বিনাশ ও নিজ পুনরাগমনসম্বন্ধে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী

২৪ পরে যীশু মন্দির হইতে বাহির হইয়া পথে যাইতেছিলেন এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মন্দিরের অট্টালিকা- ২ সকল দেখাইবার জন্য নিকটে আসিলেন। কিন্তু তিনি উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, এই সমস্ত দেখিতেছ না? আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, এই স্থানে একখানি পাথর আর একখানির উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

৩ আর তিনি যখন জৈতুন পর্ব্বতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিভৃতে তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন, এই সমস্ত কখন ঘটিবে, এবং আপনার পুনরাগমনের ও যুগান্তের পূর্ব্বলক্ষণ কি, ৪ তাহা আমাদের বলুন। যীশু উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা সতর্ক থাকিও কেহ যেন তোমাদের বিপথে লইয়া না যায়। ৫ কারণ অনেকে আমার নাম লইয়া আসিবে, বলিবে, আমি সেই ৬ খ্রীষ্ট, এবং তাহারা অনেককে বিপথে লইয়া যাইবে। আর তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের বিষয়ে জনরব শুনিতে পাইবে; দেখিও, তখন ব্যাকুল হইও না, কারণ এই সমস্ত অবশ্য ঘটিবে, ৭ কিন্তু তখনও কালের অন্ত নয়। কারণ 'জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য অভ্যুত্থান করিবে', আর নানা ৮ স্থানে দুর্ভিক্ষ হইবে, ভূমিকম্পও হইবে; এই সমস্ত কিন্তু যাতনার আরম্ভমাত্র।

৯ তখন লোকে ক্লেশ দিবার জন্য তোমাদের সমর্পণ করিবে, তোমাদের হত্যা করিবে, আর আমার নামের জন্য তোমরা সমস্ত ১০ জাতির ঘৃণিত হইবে। সেই সময়ে অনেকে বিঘ্ন পাইবে, এবং একজন অন্যকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে, একজন অন্যকে দ্বেষ ১১ করিবে। অনেক ভণ্ড ভাববাদী উপস্থিত হইয়া অনেককে

[১-৫১ মার্ক ১৩; ১-৩৭ লূক ২১; ৫-৩৬]
২ লূক ১৯; ৪৪
৫ যোঃ ৫; ৪৩ প্রেঃ ৫; ৩৬, ৩৭ ১ যোঃ ২; ১৮
৭ যিশা: ১৯; ২ ২ বংশা: ১৫; ৬
৯ মথি ১০; ১৭, ২২ যোঃ ১৬; ২
১০ মথি ১০; ২১
১১ মথি ৭; ১৫ ১ যোঃ ৪; ১

১২ বিপথে লইয়া যাইবে ; আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ
১৩ লোকের প্রেম শীতল হইয়া যাইবে। কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত
১৪ ধৈর্য্য ধারণ করিবে সে পরিত্রাণ পাইবে। সর্ব্ব জাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার জন্য রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় পৃথিবী-নিবাসীর মধ্যে প্রচার করা হইবে, আর তখনই কালের অন্ত উপস্থিত হইবে।

১৫ তোমরা যখন দেখিবে যে, ভাববাদী দানিয়েলকথিত বাক্য অনুসারে 'উৎসন্নকারী ঘৃণার্হ' বস্তু 'পবিত্র স্থানে' স্থাপিত
১৬ হইয়াছে (যে পাঠ করে সে বুঝুক), তখন যাহারা যিহূদিয়ায়
১৭ থাকিবে তাহারা পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করুক, ছাদের উপরে যে থাকিবে, গৃহ হইতে জিনিস-পত্র লইবার জন্য সে নীচে
১৮ না নামুক, এবং যে ক্ষেত্রে থাকিবে তাহার বস্ত্র লইবার জন্য সে
১৯ ফিরিয়া না আসুক। হায়, সেই সময়ের গর্ভবতী ও স্তনদাত্রীদের
২০ কি দুর্ভাগ্য! প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পলায়ন শীতকালে
২১ কিংবা বিশ্রামবারে না ঘটে ; কারণ সেই সময় এমন 'মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে যাহা জগতের আদি হইতে এখন পর্য্যন্ত কখনও
২২ হয় নাই', কখনও হইবেও না। আর সেই দিনের সংখ্যা যদি কমাইয়া দেওয়া না হইত তবে কোনও প্রাণী রক্ষা পাইত না, কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইবে।

২৩ তখন কেহ যদি তোমাদের বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে,
২৪ কিংবা ঐখানে, বিশ্বাস করিও না ; কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ও 'ভণ্ড ভাববাদীরা' উপস্থিত হইবে এবং মহৎ লক্ষণ 'ও অলৌকিক ক্রিয়া' এমনভাবে দেখাইবে যে, সম্ভব হইলে, মনোনীতদেরও
২৫ তাহারা বিপথে লইয়া যাইবে। দেখ, আমি পূর্ব্ব হইতেই
২৬ তোমাদের জানাইলাম। দেখ, তিনি প্রান্তরে আছেন এই কথা লোকে তোমাদের বলিলেও তোমরা বাহিরে যাইও না ; অথবা, দেখ, তিনি অন্তর্গৃহে আছেন, এই কথা বলিলেও বিশ্বাস করিও না।
২৭ কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক পর্য্যন্ত প্রতিভাত হয়, মনুষ্য-পুত্রের আগমন তেমনই হইবে।
২৮ যেখানে শব থাকিবে, সেখানেই শকুন একত্র হইবে।
২৯ সেই সময়ের ক্লেশের পরেই 'সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, চন্দ্র আলো দিবে না', এবং নক্ষত্র আকাশ হইতে 'পতিত হইবে আর আকাশমণ্ডলের সমস্ত পরাক্রম আলোড়িত হইবে'।
৩০ আর তখন মনুষ্য-পুত্রের পরিচায়ক-লক্ষণ আকাশে দেখা যাইবে, 'পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী শোকপ্রকাশ করিবে' এবং 'মনুষ্য-পুত্রকে আকাশের মেঘযোগে' পরাক্রম ও মহাগৌরবের সহিত

১২ ২ তীমঃ ৩ ; ১-৫
১৩ মথি ১০ ; ২২
১৪ মথি ২৮ ; ১৯। ১০ ; ১৮
১৫ দাঃ ৯ ; ২৬ ২৭। ১১ ; ৩১। ১২ ; ১১
১৭ লূক ১৭ ; ৩১
২১ দাঃ ১২ ; ১ যোয়েল ২ ; ২
২৪ মথি ২৪ ; ১১ দ্বিঃ বিঃ ১৩ ; ১-৩
২৬, ২৭ লূক ১৭ ; ২৩, ২৪
২৮ ইয়োব ৩৯ ; ৩০ হবক্‌ঃ ১ ; ৮ লূক ১৭ ; ৩৭
২৯ যিশাঃ ১৩ ; ১০। ৩৪ ; ৪ ২ পিঃ ৩ ; ১০
৩০ প্রঃ ১ ; ৭ মথি ২৬ ; ৬৪ দাঃ ৭ ; ১৩, ১৪ সখঃ ১২ ; ১০

৩১ 'আসিতে' দেখিবে। তখন তিনি তাঁহার দূতগণকে 'তূরীর মহাধ্বনিসহিত' পাঠাইবেন, 'তাঁহারা আকাশমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, চারি বায়ু হইতে' তাঁহার মনোনীতদের 'একত্র করিবেন'।

৩২ ডুমুরগাছ হইতে এই উপমা শিক্ষা কর; যখন ইহার শাখা কোমল হইয়া পল্লবিত হয়, তখন তোমরা জানিতে পার গ্রীষ্মকাল ৩৩ নিকটবর্ত্তী; সেইভাবে তোমরা যখন এই সমস্ত ঘটনা দেখিবে, তখন জানিও যে, তিনি নিকটবর্ত্তী এমন কি দ্বারে উপস্থিত। ৩৪ আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি যে, এই সমস্ত সংঘটিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই যুগের লোকেরা লোপ পাইবে না। ৩৫ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমার বাক্য ৩৬ কখনও লোপ পাইবে না। তবে সেই দিন ও সেই মুহূর্ত্তের বিষয় কেহই জানে না, স্বর্গদূতগণও না, পুত্রও না, কেবল আমার ৩৭ পিতাই জানেন; কারণ নোহের সময় যেমন ছিল, মনুষ্য-পুত্রের ৩৮ আগমনের সময় তেমনই হইবে; জলপ্লাবনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, জাহাজে নোহের প্রবেশদিন পর্য্যন্ত, লোকে ভোজন-পান করিত, ৩৯ বিবাহ করিত ও বিবাহিতা হইত; এবং যে পর্য্যন্ত না জলপ্লাবন আসিয়া তাহাদের সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহারা কিছুই জানিতে পারিল না। মনুষ্য-পুত্রের আগমনের সময়ও তেমনই ৪০ হইবে। তখন দুইজন মাঠে থাকিবে, একজনকে লইয়া যাওয়া ৪১ হইবে, একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; দুইজন স্ত্রীলোক জাঁতা পিষিবে, তাহাদের একজনকে লইয়া যাওয়া হইবে, ৪২ একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং জাগিয়া থাক, কারণ তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসিবেন তাহা জান না। ৪৩ কিন্তু ইহা জানিও, চোর কোন্ প্রহরে আসিবে, তাহা যদি গৃহস্বামী জানিতে পারিত, তবে জাগিয়া থাকিত, নিজের ঘরে সিঁধ ৪৪ কাটিতে দিত না। এইজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ যে মুহূর্ত্ত তোমরা মনে কর না, সেই মুহূর্ত্তে মনুষ্য-পুত্র আসিবেন।

৪৫ সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস কে, যাহাকে তাহার প্রভু উপযুক্ত সময়ে খাদ্য দিবার জন্য আপন গৃহের লোকদের উপরে নিযুক্ত ৪৬ করিবেন? তাহার প্রভু আসিয়া যাহাকে সেইভাবে কার্য্য ৪৭ করিতে দেখিবেন, সেই দাস ধন্য। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, তাঁহার সর্ব্বস্বের উপরে তিনি তাহাকে নিযুক্ত করিবেন। ৪৮ কিন্তু সেই দাস যদি দুষ্ট হয় ও মনে মনে বলে, আমার প্রভু বিলম্ব ৪৯ করিতেছেন, এবং আপন সহ-দাসদের প্রহার করিতে আরম্ভ করে ৫০ আর মত্ত লোকদের সঙ্গে ভোজন-পান করে, তবে যে দিন সে প্রত্যাশা করিবে না, যে মুহূর্ত্ত সে জানিতে পাইবে না এমন সময়

৩১ ১ করিঃ ১৫ ; ৫২ ১ থিষঃ ৪ ; ১৬ প্রঃ ৮ ; ১, ২ যিশাঃ ২৭ ; ১৩ সখঃ ২ ; ৬ দ্বিঃ বিঃ ৩০ ; ৪
৩৫ লূক ১৬ ; ১৭ গীত ১০২ ; ২৬ যিশাঃ ৫১ ; ৬ মথি ৫ ; ১৮ ২ পিঃ ৩ ; ১০
৩৬ ১ থিষঃ ৫ ; ১, ২ মথি ২৫ ; ১৩
৩৭ আদি ৬ ; ১১-১৩ লূক ১৭ ; ২৬, ২৭
৩৮ ২ পিঃ ৩ ; ৫, ৬ আদিঃ ৭ ; ৭
৪০ লূক ১৭ ; ৩৫, ৩৬
৪২ মথি ২৫ ; ১৩ লূক ১২ ; ৩৯-
৪৪ প্রঃ ১৬ ; ১৫
৪৭ মথি ২৫ ; ২১, ২৩
৪৮ উপঃ ৮ ; ১১

৫১ সেই দাসের প্রভু আসিবেন, আর তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভণ্ডদের মধ্যে তাহার ভাগ্য নিরূপণ করিবেন। সেই স্থানে রোদন ও দন্ত-ঘর্ষণ হইবে।

৫১ মথি ৮ ; ১২

বিচার-দিনের বিষয়ে উপমা ও শিক্ষা

২৫ তখন স্বর্গ-রাজ্য এমন দশজন কুমারীর তুল্য হইবে যাহারা নিজেদের প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির ২ হইল। তাহাদের মধ্যে পাঁচজন নির্বুদ্ধি আর পাঁচজন বুদ্ধিমতী ৩ ছিল। নির্বুদ্ধিরা নিজেদের প্রদীপ লইল কিন্তু সঙ্গে তৈল ৪ লইল না ; কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমতী, তাহারা নিজেদের প্রদীপের ৫ সহিত পাত্রে করিয়া তৈল লইল। আর বর বিলম্ব করাতে, ৬ সকলে ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িল। আর মধ্যরাত্রিতে এই ধ্বনি হইল,—দেখ, বর আসিতেছেন ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ৭ করিতে বাহির হও। তাহাতে সেই কুমারীরা সকলে উঠিয়া ৮ নিজ নিজ প্রদীপ ঠিক করিল। তখন নির্বুদ্ধিরা বুদ্ধিমতীদের বলিল, তোমাদের তৈল হইতে আমাদের কিছু দাও, কারণ ৯ আমাদের প্রদীপ নিবিয়া যাইতেছে। কিন্তু বুদ্ধিমতীরা উত্তরে বলিল, হয় ত তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলাইবে না ; তোমরা বরং দোকানীদের কাছে গিয়া নিজেদের জন্য কিনিয়া লও। ১০ তাহারা যখন কিনিতে যাইতেছে তখনই বর আসিয়া পড়িলেন ; যাহারা প্রস্তুত ছিল তাহারা তাঁহার সঙ্গে বিবাহ-উৎসবে যোগ ১১ দিতে প্রবেশ করিলে দরজা বন্ধ হইল। শেষে অন্য কুমারীরা আসিয়া বলিল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দ্বার খুলিয়া দিন। ১২ কিন্তু তিনি উত্তরে বলিলেন, তোমাদের সত্যই বলিতেছি, আমি ১৩ তোমাদের চিনি না। অতএব জাগিয়া থাক, কারণ তোমরা সেই দিন বা সেই মুহূর্ত্ত জান না।

১ লূক ১২ ; ৩৫, ৩৬ প্রঃ ১৯ ; ৭
১১ লূক ১৩ ; ২৫, ২৭
১২ মথি ৭ ; ২৩
১৩ মথি ২৪ ; ৪২

১৪ ইহা এইপ্রকার যেন কোন লোক বিদেশে যাইবার সময়ে আপন দাসদের ডাকিয়া তাঁহার সম্পত্তি তাহাদের হাতে দিলেন। ১৫ তিনি, প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুসারে দিলেন ; একজনকে পাঁচ তালন্ত *, অন্য একজনকে দুই তালন্ত এবং আর একজনকে ১৬ এক তালন্ত দিলেন ; পরে বিদেশে চলিয়া গেলেন। যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল, সে তখনই গেল ; তাহা দিয়া ব্যবসা করিয়া ১৭ আর পাঁচ তালন্ত লাভ করিল। সেইভাবে যাহার দুই তালন্ত ১৮ ছিল সে আরও দুই তালন্ত লাভ করিল। কিন্তু যে এক তালন্ত পাইয়াছিল, সে গিয়া মাটি খুঁড়িয়া তাহার প্রভুর টাকা ১৯ লুকাইয়া রাখিল। বহুদিন পরে সেই দাসদের প্রভু আসিয়া

[১৪-৩০ লূক ১৯ ; ১২-২৭]
১৫ রোঃ ১২ ; ৬

* ১৮ ; ২৪ দ্রঃ

২০ তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লইলেন। যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল সে আরও পাঁচ তালন্ত লইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিল, প্রভু, আপনি আমার হাতে পাঁচ তালন্ত দিয়াছিলেন; দেখুন,
২১ তাহার উপরে আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করিয়াছি। তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, ভাল করিয়াছ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, তুমি অল্প কয়েক বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করিব; ভিতরে আসিয়া তোমার প্রভুর
২২ আনন্দের ভাগী হও। যে দুই তালন্ত পাইয়াছিল সেও সম্মুখে আসিয়া বলিল, প্রভু, আপনি আমার হাতে দুই তালন্ত দিয়াছিলেন;
২৩ দেখুন, আরও দুই তালন্ত লাভ করিয়াছি। তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, ভাল করিয়াছ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, তুমি অল্প কয়েক বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করিব; ভিতরে আসিয়া তোমার প্রভুর আনন্দের ভাগী হও।
২৪ পরে যে এক তালন্ত পাইয়াছিল, সেও সম্মুখে আসিয়া বলিল, প্রভু, আমি জানিতাম আপনি কঠোর প্রকৃতির লোক; যেখানে বপন করেন নাই, সেইখানে কাটেন, যেখানে ছড়ান নাই সেইখানে
২৫ কুড়ান। আমি ভয়ে গিয়া আপনার তালন্ত মাটির নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; এই দেখুন, আপনার জিনিস আপনারই
২৬ আছে। তাহার প্রভু উত্তরে তাহাকে বলিলেন, দুষ্ট অলস দাস, তুমি নাকি জানিতে আমি যেখানে বপন করি নাই সেইখানে কাটি,
২৭ যেখানে ছড়াই নাই সেইখানে কুড়াই? তবে মহাজনদের হাতে আমার টাকা রাখিয়া দেওয়া তোমার উচিত ছিল; তাহাতে আমি
২৮ আসিয়া, আমার আসল সুদের সহিত ফিরিয়া পাইতাম। অতএব তোমরা ইহার নিকট হইতে সেই তালন্ত লও এবং যাহার দশ
২৯ তালন্ত আছে তাহাকে দাও; কারণ যাহার আছে তাহাকে দেওয়া হইবে ও তাহার উপচাইয়া পড়িবে, কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া হইবে।
৩০ আর তোমরা সেই অকর্ম্মণ্য দাসকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দাও; সেই স্থানে রোদন ও দন্ত-ঘর্ষণ হইবে।
৩১ যখন মনুষ্য-পুত্র 'সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া' আপন প্রতাপে 'আসিবেন', তখন তিনি আপন গৌরব-সিংহাসনে বসিবেন;
৩২ আর সমস্ত জাতিকে তাঁহার সম্মুখে একত্র করা হইবে। পরে মেষপালক যেমন ছাগ হইতে মেষ পৃথক করে, তেমনই তিনি
৩৩ তাহাদের দুই ভাগে পৃথক করিবেন। আর তিনি মেষদের আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে ও ছাগদের আপনার বাম পার্শ্বে
৩৪ রাখিবেন। তখন রাজা তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের লোকদের বলিবেন, এস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদপাত্রেরা, জগৎসৃষ্টি হইতে

২১ মথি ২৪; ৪৫-৪৭ লূক ১৬; ১০
২৯ মথি ১৩; ১২ মার্ক ৪; ২৫ লূক ৮; ১৮। ১২; ৪৮। ১৯; ২৬
৩০ মথি ৮; ১২
৩১ মথি ১৬; ২৭ সখ: ১৪; ৫ প্রঃ ২০; ১১-১৩
৩২ রোঃ ১৪; ১০
৩৩ যিহি: ৩৪; ১৭ মথি ১৩; ৪৮

যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহার অধিকারী
৩৫ হও ; কারণ আমি ক্ষুধিত হইলে আমাকে খাইতে দিলে ; আমি
তৃষিত হইলে আমাকে পান করিতে দিলে ; আমি অতিথি হইলে
৩৬ আমাকে আশ্রয় দিলে ; আমি বস্ত্রহীন হইলে আমাকে বস্ত্র
পরাইলে ; আমি অসুস্থ হইলে আমার তত্ত্বাবধান করিলে ;
আমি কারারুদ্ধ হইলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে।
৩৭ তখন ধার্ম্মিকেরা তাঁহাকে উত্তরে বলিবে, প্রভু, কখন আপনাকে
ক্ষুধিত দেখিয়া খাইতে দিলাম, কিংবা তৃষিত দেখিয়া পান করিতে
৩৮ দিলাম ? কখনই বা অতিথি দেখিয়া আপনাকে আশ্রয় দিলাম,
৩৯ কিংবা বস্ত্রহীন দেখিয়া আপনাকে বস্ত্র পরাইলাম ? কখন বা
আপনাকে অসুস্থ কিংবা কারারুদ্ধ দেখিয়া আপনার কাছে
৪০ আসিলাম ? আর উত্তরে রাজা তাহাদের বলিবেন, আমি
তোমাদের সত্যই বলিতেছি, আমার এই ভ্রাতাদের ক্ষুদ্রতম
একজনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছ, তখন তাহা আমারই প্রতি
৪১ করিয়াছ। তখন তিনি সেই বাম পার্শ্বের লোকদের বলিবেন,
অভিশাপের পাত্রেরা, আমার নিকট হইতে দূর হও ; দিয়াবল *
ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা হইয়াছে
৪২ তাহার মধ্যে যাও। কারণ আমি ক্ষুধিত হইলে আমাকে খাইতে
দাও নাই ; আমি তৃষিত হইলে আমাকে পান করিতে দাও নাই ;
৪৩ আমি অতিথি হইলে আমাকে আশ্রয় দাও নাই ; আমি বস্ত্রহীন
হইলে আমাকে বস্ত্র পরাও নাই ; আমি অসুস্থ ও কারারুদ্ধ হইলে
৪৪ আমার তত্ত্বাবধান কর নাই। তখন উত্তরে তাহারাও বলিবে,
প্রভু, কখন আপনাকে ক্ষুধিত, কি তৃষিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন,
কি অসুস্থ, কি কারারুদ্ধ দেখিয়া আপনার সেবা করি নাই ?
৪৫ আর তিনি উত্তরে তাহাদের বলিবেন, আমি তোমাদের সত্যই
বলিতেছি, এই ক্ষুদ্রতমদের একজনের প্রতি যখন ইহা কর নাই
৪৬ তখন তাহা আমারই প্রতি কর নাই। পরে 'ইহারা অনন্ত
শাস্তির' উদ্দেশে, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা 'অনন্ত জীবনের' উদ্দেশে
চলিয়া যাইবে।

৩৫ যিশা: ৫৮ ; ৭

৪০ হিতো: ১৯ ; ১৭
ইব্রী: ২ ; ১১

৪১ মথি ৭ ; ২৩
প্র: ২০ : ১০, ১৫

৪৬ যো: ৫ ; ২৯
দা: ১২ ; ২

যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যুসম্বন্ধে শেষ ভবিষ্যদ্বাণী

২৬ এই সমস্ত কথা বলিয়া শেষ করিবার পর, যীশু তাঁহার
২ শিষ্যদের বলিলেন, তোমরা জান যে, দুই দিন পরে নিস্তার-পর্ব্ব,
আর মনুষ্য-পুত্র ক্রুশ-বিদ্ধ হইবার জন্য সমর্পিত হইবেন। সেই
৩ সময় প্রধান পুরোহিতেরা ও যিহূদীদের প্রাচীনবর্গ কাইয়াফা
৪ নামক মহা-পুরোহিতের প্রাঙ্গণে একত্র হইয়া, যাহাতে কৌশলে

১ মথি ৭ ; ২৮। ১১ ; ১। ১৩ ; ৫৩। ১৯ ; ১
২-৫ মার্ক ১৪ ; ১, ২ লূক ২২ ; ১, ২
২ মথি ২০ ; ১৮

* ৪ ; ১ দ্রঃ

৫ যীশুকে ধরিয়া হত্যা করিতে পারে সেই মন্ত্রণা করিল। কিন্তু তাহারা বলিল, ইহা পর্ব্বের সময়ে না হউক, পাছে লোকদের মধ্যে গোলমাল হয়।

যীশুর অভিষেক

৬ যীশু যখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠী শিমোনের গৃহে ছিলেন, ৭ তখন একটি স্ত্রীলোক শ্বেত পাথরের পাত্রে বহুমূল্য আতর লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল এবং তিনি আহার করিতে বসিলে তাঁহার ৮ মস্তকে ঢালিয়া দিল। কিন্তু তাহা দেখিয়া শিষ্যগণ রুষ্ট হইয়া ৯ বলিল, এ অপব্যয় কেন? ইহা ত অনেক টাকায় বিক্রয় করিয়া ১০ দরিদ্রদের দিতে পারা যাইত। কিন্তু যীশু তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের বলিলেন, স্ত্রীলোকটিকে উত্যক্ত করিতেছ কেন? আমার উদ্দেশে সে একটি সুন্দর কার্য্য করিয়াছে; ১১ কারণ দরিদ্রেরা সর্ব্বদা তোমাদের কাছে আছে কিন্তু তোমরা ১২ আমাকে সর্ব্বদা পাইতেছ না; আমাকে সমাধির জন্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সে আমার দেহে এই আতর ঢালিয়া দিয়াছে। ১৩ আর আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, সমুদয় জগতে যে কোনও স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইবে, তাহার স্মরণার্থে সেই স্থানে তাহার এই কার্য্যের কথাও বলা হইবে।

১৪ তখন বারোজনের একজন, যাহাকে যিহূদা ঈষ্কারিয়োৎ বলা ১৫ হয়, সে প্রধান পুরোহিতদের কাছে গিয়া বলিল, আপনারা আমাকে কি দিতে চান, আর আমি তাহাকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিব? তাহারা ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা তাহার হাতে ১৬ দিল। আর সেই সময় হইতে সে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

৬-১৩ মার্ক ১৪; ৩-৯ লূক ৭; ৩৬-৫০ যোঃ ১২: ১-৮
১১ দ্বিঃবিঃ ১৫; ১১
১৪-১৬ মার্ক ১৪; ১০,১১ লূক ২২; ৩-৬
১৫ যোঃ ১১; ৫৭ সখঃ ১১; ১২
১৬ ১তীমঃ ৬; ৯,১

নিস্তার-পর্ব্বপালন ও প্রভুর ভোজস্থাপন

১৭ খামিবিহীন রুটির পর্ব্বের প্রথম দিন শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, আপনার জন্য নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ কোথায় ১৮ প্রস্তুত করিব, আপনার ইচ্ছা কি? তিনি বলিলেন, নগরে অমুক লোকের কাছে যাও আর তাহাকে বল, গুরু বলিতেছেন, আমার জন্য নিরূপিত সময় নিকটবর্ত্তী; আমি তোমার গৃহে ১৯ আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তার-পর্ব্ব পালন করিব। যীশু যেরূপে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন শিষ্যেরা সেইরূপে করিয়া নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিলেন।

২০ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই বারোজন শিষ্যের সঙ্গে আহারে ২১ বসিলেন। তাঁহাদের আহার করিবার সময়ে তিনি বলিলেন,

১৭-১৯ মার্ক ১৪; ১২-১৬ লূক ২২; ৭-১৩
১৭ যাত্রা ১২; ১৮ ২০
১৮ মথি ২১; ২,৩
২০-৩০ মার্ক ১৪; ১৭-২৬ লূক ২২; ১৪-২৩ যোঃ ১৩; ২১-২৬

আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে একজন
২২ আমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে। তখন তাঁহারা অত্যন্ত
দুঃখিত হইলেন আর তাঁহারা একে একে তাঁহাকে বলিতে
২৩ লাগিলেন, প্রভু, সে কি আমি? তিনি উত্তরে বলিলেন, যে
আমার সঙ্গে পাত্রে হাত ডুবাইয়া দিয়াছে সেই আমাকে সমর্পণ
২৪ করিবে। মনুষ্য-পুত্রের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে
তিনি যাইতেছেন; কিন্তু হায়, যাহার দ্বারা মনুষ্য-পুত্র সমর্পিত
হন, সেই মনুষ্য দুর্ভাগ্য; সেই মনুষ্যের জন্ম না হইলে তাহার
২৫ পক্ষে ভাল ছিল। যে যিহূদা তাঁহাকে সমর্পণ করিতে উদ্যত
ছিল, সে উত্তরে বলিল, রব্বি, সে কি আমি? তিনি তাহাকে
বলিলেন, তুমিই বলিলে।

২৬ তাঁহারা যখন আহার করিতেছিলেন তখন যীশু রুটি লইয়া
আশীর্ব্বাদ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং শিষ্যদের দিয়া বলিলেন,
২৭ লও, আহার কর; ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পানপাত্রটি
লইয়া ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদের দিয়া বলিলেন, ইহা হইতে
২৮ তোমরা সকলে পান কর; কারণ ইহা আমার রক্ত, সন্ধির নিয়মের
রক্ত, যাহা পাপমোচন করিবার জন্য অনেকের নিমিত্ত সেচিত
২৯ হইতেছে। আমি তোমাদের বলিতেছি যে, এখন হইতে যতদিন
না আমার পিতার রাজ্যে আমি তোমাদের সঙ্গে এই দ্রাক্ষাফলের
রস নূতনভাবে পান করিব, সেই দিন পর্য্যন্ত আমি ইহা হইতে
৩০ আর পান করিব না। আর তাঁহারা একটি গীত গাহিয়া বাহির
৩১ হইয়া জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। যীশু তাঁহাদের বলিলেন,
তোমরা সকলে আমার বিষয়ে এই রাত্রিতে বিঘ্ন পাইবে, কারণ
লেখা আছে, 'আমি পালককে আঘাত করিব, এবং পালের
৩২ মেষগুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে'। কিন্তু আমার
৩৩ পুনরুত্থানের পরে আমি তোমাদের পূর্ব্বে গালীলে যাইব।
পিতর উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, যদিও সকলে আপনার বিষয়ে
৩৪ বিঘ্ন পায়, তবু আমি কখনও বিঘ্ন পাইব না। যীশু তাঁহাকে
বলিলেন, আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি, এই রাত্রিতে মোরগ
ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে।
৩৫ পিতর তাঁহাকে বলিলেন, যদি আপনার সহিত আমাকে মরিতেও
হয়, তথাপি আপনাকে কিছুতেই অস্বীকার করিব না; এবং
সকল শিষ্যই সেইরূপ বলিলেন।

২৬ মথি ১৪; ১৯
১ করিঃ ১১; ২৩-২৫

২৮ যাত্রা ২৪; ৮
যিরঃ ৩১; ৩১
সখঃ ৯; ১১
ইব্রীঃ ৯; ২০

৩০ গীত ১১৩-১১৮
লূক ২২; ৩৯
যোঃ ১৮; ১

[৩১-৩৫ মার্ক ১৪; ২৭-৩১ লূক ২২; ৩১-৩৪]

৩১ সখঃ ১৩; ৭
যোঃ ১৬; ৩২
৩২ মথি ২৮; ৭
৩৪ যোঃ ১৩; ৩৮

গেৎশিমানী বাগানে যীশুর মর্ম্মান্তিক দুঃখ

৩৬-৪৬ মার্ক ১৪; ৩২-৪২
লূক ২২; ৪০-৪৬

৩৬ তখন যীশু তাঁহাদের সহিত গেৎশিমানীনামক স্থানে আসিলেন
আর তিনি শিষ্যদের বলিলেন, আমি ঐস্থানে গিয়া যতক্ষণ প্রার্থনা

৩৬ যোঃ ১৮; ১

৩৭ করি, ততক্ষণ তোমরা এখানে বস। আর তিনি পিতরকে ও সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইলেন, এবং দুঃখার্ত্ত ও উৎকণ্ঠিত ৩৮ হইলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, আমার প্রাণ মরণান্তিক দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে; তোমরা এখানে অপেক্ষা কর ও আমার ৩৯ সঙ্গে জাগিয়া থাক। পরে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন ও প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, পিতা আমার, যদি সম্ভব হয়, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাক; তথাপি আমার ইচ্ছানুসারে নয়, তোমার ইচ্ছানুসারে হউক। ৪০ তিনি শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া আছেন। তিনি পিতরকে বলিলেন, এক ঘণ্টাও কি আমার ৪১ সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে তোমাদের শক্তি হইল না? জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা উৎসুক, ৪২ কিন্তু দেহ দুর্ব্বল। তিনি আবার দ্বিতীয় বার গিয়া প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, পিতা আমার, আমি পান না করিলে যদি ইহা দূর না হইতে পারে, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। ৪৩ আর তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া আছেন, ৪৪ কারণ তাঁহাদের চক্ষু ভারী হইয়াছিল। আর তিনি আবার তাঁহাদের ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয় বার সেই একই কথা বলিয়া ৪৫ প্রার্থনা করিলেন। তখন তিনি শিষ্যদের কাছে আসিয়া তাঁহাদের বলিলেন, এখনও ঘুমাইয়া বিশ্রাম করিতেছ? দেখ, সময় নিকটবর্ত্তী, মনুষ্য-পুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হইতেছেন। ৪৬ উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে আমাকে সমর্পণ করিতেছে সে নিকটবর্ত্তী হইল।

৩৭ ইব্রীঃ ৫; ৭
৩৮ গীত ৪৩; ৫ যোঃ ১২ ২৭
৩৯ যোঃ ১৮ ১১ ইব্রীঃ ৫; ৮
৪১ ইব্রীঃ ২; ১৮। ৪: ১৫
৪৪ ২ করিঃ ১২; ৮
৪৬ যোঃ ১৪; ৩১

শত্রুহস্তে যীশুকে সমর্পণ

৪৭ যখন তিনি কথা বলিতেছেন, তখন যিহূদা, সেই বারোজনের একজন, আসিল, এবং তাহার সঙ্গে প্রধান পুরোহিতদের ও যিহূদীদের প্রাচীনবর্গের নিকট হইতে বিস্তর লোক খড়্গ ও লাঠি ৪৮ লইয়া আসিল। যে তাঁহাকে সমর্পণ করিল, সে তাহাদের এই বলিয়া সঙ্কেত দিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, তিনিই ৪৯ সেই ব্যক্তি। তোমরা তাঁহাকে ধরিও। সে তখনই যীশুর কাছে গিয়া বলিল, রব্বি, মঙ্গল হউক, আর তাঁহাকে চুম্বন করিল। ৫০ যীশু তাহাকে বলিলেন, বন্ধু, যাহা করিতে আসিয়াছ, কর। তখন তাহারা নিকটে আসিয়া যীশুর উপরে হস্ত ক্ষেপণ করিয়া ৫১ তাঁহাকে ধরিল। আর যীশুর সঙ্গীদের মধ্যে একজন হাত বাড়াইয়া খড়্গ বাহির করিলেন ও মহা-পুরোহিতের দাসকে ৫২ আঘাত করিয়া তাহার কান কাটিয়া ফেলিলেন। যীশু তাঁহাকে

৪৭-৫৬ মার্ক ১৪; ৪৩-৫০ লূক ২২; ৪৭-৫৩ যোঃ ১৮; ৩-১২
৫২ আদি ৯; ৬ প্রঃ ১৩; ১০

বলিলেন, তোমার খড়্গ স্বস্থানে রাখ; কারণ যাহারা খড়্গ
৫৩ ধারণ করে তাহাদের সকলে খড়্গ দ্বারাই ধ্বংস হইবে। তুমি কি
মনে কর যে, আমি আমার পিতার কাছে অনুনয় করিতে পারি না?
করিলে তিনি তখনই আমার নিকট দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা
৫৪ অধিকসংখ্যক দূত পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রের
যে বচনে লিখিত আছে যে, এই সমস্ত অবশ্যই ঘটিবে, তাহা
৫৫ কিরূপে পূর্ণ হইত? সেই সময়ে যীশু লোকদের বলিলেন,
যেমন দস্যু ধরিতে যায়, তেমনই কি খড়্গ ও লাঠি লইয়া তোমরা
আমাকে ধরিতে আসিয়াছ? আমি প্রতিদিন মন্দিরে বসিয়া
৫৬ শিক্ষা দিতাম আর তোমরা আমাকে ধর নাই। কিন্তু এই সমস্ত
ঘটিল যেন ভাববাদীদের লিখিত বচনগুলি পূর্ণ হয়। তখন
শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

৫৩ যোয়েল ৩; ১১
৫৫ যোঃ ৮; ২০। ১৮; ২০
৫৬ মথি ২৬; ৩১

মহা-পুরোহিতের সম্মুখে যীশুর বিচার

৫৭ যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে মহা-পুরোহিত
কাইয়াফার নিকট লইয়া গেল। সেই স্থানে ধর্ম্মগুরুরা ও
৫৮ প্রাচীনবর্গও সমবেত হইয়াছিল। পিতর দূরে থাকিয়া মহা-
পুরোহিতের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং
শেষে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য ভিতরে গিয়া অনুচরদের সহিত
৫৯ বসিলেন। প্রধান পুরোহিতেরা ও সমস্ত মহাসভা যীশুকে প্রাণদণ্ড
দিবার জন্য তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু
৬০ অনেক মিথ্যাসাক্ষী উপস্থিত হইলেও এইরূপ সাক্ষ্য পাইলেন
৬১ না। শেষে দুইজন উপস্থিত হইল; তাহারা বলিল, এ বলিয়া-
ছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি, আর তিন
৬২ দিনের পরে তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারি। তখন মহা-পুরোহিত
দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি কোন উত্তর দিবে না?
৬৩ ইহারা তোমার বিপক্ষে কেন সাক্ষ্য দিতেছে? কিন্তু যীশু
নীরব রহিলেন। তাহাতে মহা-পুরোহিত তাঁহাকে বলিলেন,
আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্য দিয়া বলিতেছি, আমাদের
৬৪ বল, তুমি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র কি না। যীশু তাঁহাকে
বলিলেন, আপনিই বলিলেন। আমি আপনাদের আরও
বলিতেছি, এখন হইতে আপনারা 'মনুষ্য-পুত্রকে ঈশ্বরের
পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে' এবং 'আকাশের
৬৫ মেঘযোগে আসিতে দেখিবেন'। ইহাতে মহা-পুরোহিত আপনার
বস্ত্র ছিঁড়িয়া বলিলেন, এ ঈশ্বর-নিন্দা করিল, আমাদের
৬৬ সাক্ষীতে আর কি দরকার? তোমরা ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে;
তোমাদের কি মনে হয়? তাহারা উত্তরে বলিল, সে মৃত্যুর

[৫৭-৭৫ মার্ক ১৪; ৫৩-৭২ লূক ২২; ৫৪-৭১ যোঃ ১৮; ১২-২৭]
৬১ যোঃ ২; ১৯-২১
৬৩ মথি ২৭; ১২
৬৪ গীত ১১০; ১ মথি ১৬; ২৭। ২৪; ৩০ দাঃ ৭; ১৩
৬৫ মথি ৯; ৩ যোঃ ১০; ৩৩। ১৯; ৩
৬৬ যোঃ ১৯; ৭ লেবী: ২৪; ১৬

৬৭ যোগ্য। তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুথু দিল ও তাঁহাকে ৬৮ মুষ্ট্যাঘাত করিল ; আর কেহ কেহ তাঁহাকে চড় মারিয়া বলিল, খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভাববাণী বল, কে তোমাকে মারিল ?

৬৭ যিশা: ৫০ ; ৬

যীশুকে পিতরের তিনবার অস্বীকার

৬৯ তখন পিতর বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন ; আর একজন দাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর ৭০ সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া ৭১ বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ তাহা জানি না। আর একটি মেয়ে তাঁহাকে বাহিরে ফটকের দিকে যাইতে দেখিয়া সেই স্থানের লোকদের বলিল, এই লোকটি সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। ৭২ আর তিনি আবার অস্বীকার করিলেন ও দিব্য করিয়া বলিলেন, ৭৩ আমি সেই লোকটিকে চিনিই না। আরও কিছুক্ষণ পরে যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা আসিয়া পিতরকে বলিল, সত্যই, তুমিও তাহাদের একজন, কারণ তোমার কথা তোমার ৭৪ পরিচয় দিতেছে। তখন তিনি অভিশাপ দিলেন ও শপথ করিতে লাগিলেন, আমি ঐ লোকটিকে চিনি না ; আর তখনই ৭৫ মোরগ ডাকিয়া উঠিল। তাহাতে যীশু এই যে কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, মোরগ ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে, তাহা পিতরের মনে পড়িল ; এবং তিনি বাহিরে গিয়া তীব্রভাবে রোদন করিলেন।

৭৫ মথি ২৬ ; ৩৪

২৭ প্রভাত হইলে প্রধান পুরোহিতেরা ও যিহূদীদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুর বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিলেন যেন তাঁহার প্রাণদণ্ড ২ দিতে পারেন ; আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলাতের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

২ মার্ক ১৫ ১
লূক ২২ ; ৬৬
যো: ১৮ ; ২৮-৩২
২ লূক ২৩ ১

যিহূদা ঈষ্কারিয়োতের আত্মহত্যা

৩ তখন যিহূদা, যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে দেখিয়া, অনুশোচনা করিল এবং সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা প্রধান পুরোহিতদের ও প্রাচীনবর্গের নিকটে ৪ ফিরাইয়া দিয়া বলিল, আমি পাপ করিয়াছি, নির্দ্দোষ রক্ত সমর্পণ করিয়াছি। তাহারা বলিল, তাহাতে আমাদের কি ? তুমিই ৫ তাহা বুঝিবে। তাহাতে সেই মুদ্রাগুলি মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল এবং অন্যত্র গিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল। ৬ প্রধান পুরোহিতেরা সেই মুদ্রাগুলি লইয়া বলিল, ইহা ভাণ্ডারে ৭ রাখা বিধেয় নয়, কারণ ইহা রক্তের মূল্য। পরে তাহারা পরামর্শ করিয়া তাহা দিয়া বিদেশীদের সমাধি-ক্ষেত্রের জন্য

৩ মথি ২৬ ; ১৫
৫ প্রে: ১ ; ১৮
২ শমূ: ১৭ ; ২৩

৮ 'কুম্ভকারের ক্ষেত্র' ক্রয় করিল; এইজন্য আজ পর্য্যন্ত সেই ৯ ক্ষেত্রকে রক্তক্ষেত্র বলে। তাহাতে ভাববাদী যিরমিয় যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল,—

'আর আমার নিকট প্রভুর আদেশানুসারে সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইলাম; তাহা কুম্ভকারের ক্ষেত্রের বিনিময়ে ১০ দেওয়া গেল; তাহা তাঁহারই মূল্য যাঁহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, কারণ ইস্রায়েল-সন্তানেরাই তাঁহার মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছিল।'

৮ প্রে: ১; ১৯
৯ সখ: ১১ ১২, ১৩ যির: ৩২; ৬-৯

দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার

১১ যীশুকে দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান হইলে, দেশাধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা? যীশু ১২ বলিলেন, আপনিই বলিতেছেন। পরে প্রধান পুরোহিতেরা ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার উপরে দোষারোপ করিতে লাগিলে তিনি ১৩ কিছুই উত্তর করিলেন না। পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, তোমার বিরুদ্ধে যেসমস্ত সাক্ষ্য তাহারা দিতেছে তাহা তুমি কি শুনিতেছ ১৪ না? তিনি তাঁহার একটি কথারও উত্তর দিলেন না; তাহাতে দেশাধ্যক্ষ অত্যন্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।

১১-১৪ মার্ক ১৫; ২-৫ লূক ২৩; ২, ৩ যো: ১৮; ২৯-৩৮
১২ মথি ২৬; ৬৩ যিশা: ৫৩; ৭
১৪ যো: ১৯; ৯

১৫ পর্ব্বের সময়ে দেশাধ্যক্ষের এই রীতি ছিল যে, তিনি লোকেরা যাহাকে চাহিত এমন একজন বন্দীকে মুক্ত করিয়া তাহাদের ১৬ দিতেন। সেই সময়ে যীশু বর-আব্বানামক তাহাদের একজন ১৭ বিশেষ বন্দী ছিল। অতএব তাহারা একত্র হইলে, পীলাত তাহাদের বলিলেন, তোমরা কি চাও, আমি কাহাকে মুক্ত করিয়া তোমাদের দিব, যীশু বর-আব্বাকে না যাহাকে খ্রীষ্ট বলে সেই ১৮ যীশুকে? তাহারা যে হিংসাবশতঃ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন।

১৫-২৬ মার্ক ১৫; ৬-১৫ লূক ২৩; ১৩-২৫ যো: ১৮; ৩৯—১৯; ১
১৮ যো: ১১; ৪৭, ৪৮। ১২; ১৯

১৯ পীলাত বিচারাসনে বসিলে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, সেই ধার্ম্মিকের সঙ্গে তোমার কোনও সংস্রব না হউক, কারণ আমি আজ স্বপ্নে তাঁহার জন্য অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি।

২০ প্রধান পুরোহিতেরা ও প্রাচীনবর্গ লোকদের প্ররোচিত করিল যেন তাহারা বর-আব্বাকে চাহিয়া লয় এবং যীশুকে নাশ করে। ২১ সুতরাং দেশাধ্যক্ষ যখন তাহাদের পুনর্ব্বার বলিলেন, তোমরা কি চাও, এই দুইজনের মধ্যে কাহাকে মুক্ত করিয়া তোমাদের দিব? ২২ তখন তাহারা বলিল, বর-আব্বাকে। পীলাত তাহাদের বলিলেন, তবে যীশু, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, তাহার বিষয়ে কি করিব? ২৩ তাহারা সকলে বলিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। দেশাধ্যক্ষ

তাহাদের বলিলেন, কেন, সে কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও বেশী চীৎকার করিয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া
২৪ হউক। পীলাত যখন দেখিলেন যে ইহাতে কোনও লাভ হইতেছে না বরং আরও গোলমাল হইতেছে, তখন জল লইয়া লোকদের সম্মুখে হাত ধুইয়া বলিলেন, এই ধার্ম্মিকের রক্তপাতের
২৫ সম্বন্ধে আমি নির্দ্দোষ; তোমরাই তাহা বুঝিবে। তাহাতে সমস্ত লোক উত্তরে বলিল, উহার রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের ও
২৬ আমাদের সন্তানদেরই উপরে বর্ত্তুক। তখন তিনি বর-আব্বাকে মুক্ত করিয়া তাহাদের দিলেন এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশ-বিদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

২৪ দ্বিঃ বিঃ ২১; ৬, ৭
২৫ প্রেঃ ৫; ২৮

২৭ তখন দেশাধ্যক্ষের সেনারা যীশুকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গিয়া
২৮ সমস্ত সেনাদলকে তাঁহার নিকটে একত্র করিল। তাহারা তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া তাঁহাকে একটি গাঢ় লাল পোষাক পরাইয়া
২৯ দিল; আর কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মাথায় দিল, আর তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একগাছা নল দিল; পরে তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, যিহূদী-রাজ, জয় হউক।
৩০ আর তাহারা তাঁহার গায়ে থুথু দিয়া সেই নল লইয়া তাঁহার মাথায়
৩১ আঘাত করিল। তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর, তাহারা তাঁহার গায়ের সেই পোষাক খুলিয়া ফেলিল এবং তাঁহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া তাঁহাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিবার জন্য লইয়া গেল।

২৭-৩০ মার্ক ১৫; ১৬-১৯ যোঃ ১৯; ২, ৩
৩০ যিশাঃ ৫
৩১-৫৬ মার্ক ১৫; ২০-৪১ লূক ২৩; ২৬, ৩৩-৪৯ যোঃ ১৯; ১৬-৩০

যীশুর ক্রুশারোহণ ও মৃত্যু

৩২ বাহির হইবার সময়ে শিমোন নামে একজন কুরীণীয় লোকের দেখা পাইয়া তাহাকেই ধরিয়া তাহারা যীশুর ক্রুশ বহন করিতে
৩৩ বাধ্য করিল। পরে গলগথানামক স্থানে, অর্থাৎ মাথার খুলীর
৩৪ স্থানে আসিয়া তাহারা তাঁহাকে 'পিত্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল'; তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া পান করিতে
৩৫ চাহিলেন না। আর তাঁহাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিবার পর, তাহারা তাঁহার 'বস্ত্রগুলি ভাগ্য-পরীক্ষার খেলা দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাগ
৩৬ করিয়া লইল', এবং সেখানে বসিয়া তাঁহাকে পাহারা দিতে
৩৭ লাগিল। পরে তাহারা তাঁহার দোষলিপি লিখিয়া তাঁহার মস্তকের ঊর্দ্ধে রাখিল, এ যীশু যিহূদীদের রাজা।
৩৮ দুইজন দস্যু তাঁহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ হইল, একজন দক্ষিণ
৩৯ পার্শ্বে আর একজন বাম পার্শ্বে। এবং যাহারা সেই পথ দিয়া চলিতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িয়া তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিল,
৪০ তুমি যে মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিন দিনের মধ্যে তাহা নির্ম্মাণ

৩৪ গীত ৬৯; ২১
৩৫ গীত ২২; ১৮
৩৮ যিশাঃ ৫৩; ১২
৩৯ গীত ২২; ৭। ১০৯; ২৫
৪০ মথি ২৬ ৬১ যোঃ ২; ১৯

করিবে, যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে নিজেকে রক্ষা কর, আর
৪১ ক্রুশ হইতে নামিয়া এস। সেইভাবে প্রধান পুরোহিতেরাও
ধর্ম্মগুরুদের ও প্রাচীনবর্গের সহিত তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া
৪২ বলিলেন, সে অপরসকলকে রক্ষা করিত, নিজেকে রক্ষা করিতে
পারে না। ও ত ইস্রায়েলের রাজা; ক্রুশ হইতে এখন নামিয়া
৪৩ আসুক তাহাতে আমরা উহাকে বিশ্বাস করিব; 'ও ঈশ্বরের উপর
নির্ভর করিল, তিনি যদি উহাতে প্রীত তবে এখন উহাকে
উদ্ধার করুন'; কেননা ও ত বলিয়াছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।
৪৪ আর যে দুইজন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল,
তাহারাও তাঁহাকে সেইভাবে ভৎর্সনা করিল।

৪৩ গীত ২২; ৮

৪৫ দিনের ষষ্ঠ ঘটিকা হইতে নবম ঘটিকা পর্য্যন্ত * সমগ্র দেশ
৪৬ অন্ধকার হইয়া রহিল। আর নবম ঘটিকার সময়ে যীশু
উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, 'এলী এলী লামা শবক্তানী', অর্থাৎ
'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন আমায় ত্যাগ করিয়াছ?'
৪৭ তাহাতে যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের কেহ কেহ
৪৮ এই কথা শুনিয়া বলিল, ও এলিয়কে ডাকিতেছে। তাহাদের
মধ্যে একজন অমনই দৌড়িয়া গিয়া একটি স্পঞ্জ লইল, তাহা
'সিরকা' দিয়া সিক্ত করিল এবং একগাছা নলে লাগাইয়া
৪৯ তাঁহাকে 'পান করিতে দিল'। কিন্তু অন্যেরা বলিল, থাম,
দেখি, এলিয় আসিয়া উহাকে রক্ষা করেন কি না।

৪৬ গীত ২২; ১

৪৮ গীত ৬৯; ২১

৫০ যীশু আবার উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।
৫১ আর মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত দুই ভাগে
বিদীর্ণ হইল; ভূমিকম্প হইল এবং শৈলসকল বিদীর্ণ হইল,
৫২ সমাধিসকল উন্মুক্ত হইল, আর অনেক নিদ্রাগত † পবিত্র
৫৩ লোকদের দেহ উত্থাপিত হইল, এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পরে
তাঁহারা সমাধি হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন,
৫৪ আর অনেককে দেখা দিলেন। সেনাপতি এবং যাহারা তাহার
সঙ্গে যীশুকে পাহারা দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প ও অন্যান্য
ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, সত্যই, ইনি ঈশ্বরের
৫৫ পুত্র ছিলেন। সেই স্থানে অনেক স্ত্রীলোক দূর হইতে
দেখিতেছিলেন; ইঁহারা যীশুর সেবা করিতে করিতে গালীল
৫৬ হইতে তাঁহার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের
মধ্যে মগ্‌দলীনী মরিয়ম, যাকোব ও যোষির মাতা মরিয়ম
এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা ছিলেন।

৫১ যাত্রা ২৬; ৩১
ইব্রী: ১০; ১৯, ২০

৫৩ দাঃ ১২; ২

৫৫ লূক ৮; ২, ৩

৫৬ মথি ২০; ২০

* ২০: ৩ দ্রঃ † অর্থাৎ, মৃত

যীশুর সমাধি

৫৭ সন্ধ্যা হইলে, যোষেফ নামে আরিমাথেয়ার একজন ধনবান লোক আসিলেন, তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য হইয়াছিলেন; ৫৮ তিনি পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ চাহিলেন; তখন ৫৯ পীলাত তাহা দিতে আদেশ দিলেন। তাহাতে যোষেফ দেহটি ৬০ গ্রহণ করিয়া পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্রে * জড়াইলেন এবং আপনার যে নূতন সমাধি তিনি শৈলে খুঁড়িয়াছিলেন তাহার মধ্যে রাখিলেন; পরে সমাধির দ্বারে একখানা বড় পাথর গড়াইয়া দিয়া তিনি ৬১ চলিয়া গেলেন। কিন্তু মগ্দলীনী মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম সেখানে সমাধির সম্মুখে বসিয়া থাকিলেন।

৫৭-৬১ মার্ক ১৫; ৪২-৪৭ লূক ২৩; ৫০-৫৫ যোঃ ১৯; ৩৮-৪২
৬০ যিশাঃ ৫৩; ৯

৬২ পরদিন, অর্থাৎ আয়োজন-দিনের পরে, প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা পীলাতের নিকট একত্র হইয়া বলিলেন, মহাশয়, ৬৩ আমাদের মনে পড়িতেছে যে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে ৬৪ বলিয়াছিল, তিন দিন পরে আমি পুনরুত্থান করিব। এইজন্য তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত তাহার সমাধি যেন সুরক্ষিত থাকে এমন আদেশ দিন, পাছে তাহার শিষ্যেরা আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, এবং লোকদের বলে, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম-ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ-ভ্রান্তি আরও ৬৫ গুরুতর হইবে। পীলাত তাঁহাদের বলিলেন, তোমাদের নিজেদের প্রহরি-দল আছে; যাও, যথাসাধ্য সুরক্ষিত কর। ৬৬ তাঁহারা গিয়া পাথর শীলমোহর করিয়া ও প্রহরি-দল সেখানে রাখিয়া সমাধি সুরক্ষিত করিলেন।

৬৩ মথি ১২; ৪০। ২৭; ৪০
৬৬ দাঃ ৬; ১৭

যীশুর পুনরুত্থান

২৮ বিশ্রামবারের অবসানে, সপ্তাহের প্রথম দিনের ঊষাকালে, মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সমাধি দেখিতে আসিলেন। ২ আর মহা-ভূমিকম্প হইল; কারণ প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া পাথরখানা সরাইয়া দিয়া উহার উপরে বসিলেন। ৩ তাঁহার রূপ বিদ্যুতের ন্যায়, তাঁহার বস্ত্র হিমের ন্যায় শুভ্র। ৪ যাহারা পাহারা দিতেছিল তাহারা তাঁহার ভয়ে কম্পিত হইয়া ৫ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। সেই দূত স্ত্রীলোকদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না, কারণ আমি জানি তোমরা ৬ সেই ক্রুশে হত যীশুকে খুঁজিতেছ; তিনি এখানে নাই। তিনি যেমন বলিয়াছিলেন তিনি তেমনই উত্থাপিত হইয়াছেন; এস, ৭ তিনি যেখানে শুইয়াছিলেন সেই স্থান দেখ। আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যদের বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত

১-১০ মার্ক ১৬; ১-১০ লূক ২৪; ১-১০ যোঃ ২০ ১-১৮
৩ মথি ১৭; প্রেঃ ১;
৬ মথি ১২; ৪০। ১৬; ২১। ১৭; ২৩। ২০; ১৯ প্রেঃ ২; ৩৬
৭ মথি ২৬; ৩২

* গ্রীক 'সিন্দোন', সম্ভবতঃ সিন্ধ অর্থাৎ হিন্দু দেশের সূক্ষ্ম কাপড়

হইয়াছেন এবং তোমাদের পূর্ব্বে গালীলে যাইতেছেন, সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। দেখ, আমি তোমাদের বলিলাম।
৮ তখন তাঁহারা সভয়ে ও মহানন্দে সমাধির নিকট হইতে শীঘ্র চলিয়া গেলেন ও তাঁহার শিষ্যদের নিকট সংবাদ দিবার জন্য
৯ দৌড়িয়া গেলেন। আর যীশু তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক। তাঁহারা নিকটে গিয়া তাঁহার চরণ
১০ স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। আর যীশু তাঁহাদের বলিলেন, ভয় করিও না; তোমরা যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ দাও, তাহারা যেন গালীলে যায়; সেখানে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে।

৯ লূক ২৪; ৫২
১০ ইব্রীঃ ২; ১১ গীত ২২; ২২

১১ তাঁহারা যাইতেছেন ইতিমধ্যে প্রহরি-দলের কয়েকজন নগরে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত ঘটনা প্রধান পুরোহিতদের নিকটে বর্ণনা
১২ করিল। পুরোহিতেরা প্রাচীনবর্গের সহিত একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলেন এবং সেই সৈন্যদের যথেষ্ট টাকা দিয়া বলিলেন,
১৩ তোমরা এই কথা বলিও যে, তাহার শিষ্যেরা রাত্রিতে আসিয়া আমরা যখন ঘুমাইতেছিলাম তখন তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া
১৪ গিয়াছে। আর এই কথা যদি দেশাধ্যক্ষের কানে আসে তবে আমরা তাঁহাকে সম্মত করিব এবং তোমরা যাহাতে নিশ্চিন্ত
১৫ হইতে পার তাহা করিব। তখন তাহারা সেই টাকা লইয়া যেমন শিক্ষা পাইল তেমনই কার্য্য করিল। আর যিহূদীদের মধ্যে সেই কথা আজ পর্য্যন্তও রাষ্ট্র হইয়া আছে।

১৩ মথি ২৭; ৬৪

গালীলদেশে শিষ্যদের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া যীশুর আদেশ দান

১৬ পরে যীশু যে পর্ব্বতের বিষয় তাহাদের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন
১৭ এগারজন শিষ্য গালীলে সেই পর্ব্বতে গেলেন। আর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন কিন্তু কেহ
১৮ কেহ সন্দেহ করিলেন। তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের এই কথা বলিলেন স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দেওয়া
১৯ হইয়াছে। সুতরাং তোমরা গিয়া সমস্ত জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদের বাপ্তিস্ম দাও।
২০ আমি তোমাদের যেসমস্ত আদেশ দিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদের শিক্ষা দাও, আর জানিও, আমি যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে আছি।

১৬ মথি ২৮; ৭
১৮ মথি ১১; ২৭ ইফিঃ ১; ২০-২২ দাঃ ৭; ১৪
১৯ মার্ক ১৬; ১৫, ১৬
২০ মথি ১৮; ২০ যোঃ ১৪; ২৩

মার্কলিখিত সুসমাচার

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা

১ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ।

২ ভাববাদী যিশাইয়ের পুস্তকে যেভাবে লেখা আছে, ‘দেখ, আমি আমার দূতকে তোমার অগ্রে পাঠাইতেছি, তিনি তোমার জন্য ৩ পথ প্রস্তুত করিবেন। প্রান্তরে একজনের রব; সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর রাজপথ প্রস্তুত কর, তাঁহার সমস্ত পথ ৪ সরল কর,’ সেইভাবে বাপ্তিস্ম-দাতা যোহন প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া পাপক্ষমার জন্য মনপরিবর্ত্তনসূচক বাপ্তিস্ম * প্রচার করিলেন। ৫ তাহাতে যিহূদিয়া দেশের সমস্ত লোক ও যিরূশালেম-নিবাসী সকলে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল, আর তাহাদের পাপ স্বীকার করিয়া যর্দ্দন নদীতে তাঁহার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিল।

২-৮ মথি ৩; ১-১২ লূক ৩; ১-১৮ যোঃ ১; ১৯-৩০
২ মালাঃ ৩; ১ মথি ১১; ১০ যোঃ ৩; ২৮
৩ যিশাঃ ৪০; ৩

৬ যোহন উটের লোমের কাপড় পরিতেন, তাঁহার কটিদেশে একটি চামড়ার কটিবন্ধ ছিল এবং তিনি পঙ্গপাল ও বন-মধু ৭ আহার করিতেন। তিনি এই বলিয়া প্রচার করিতেন, যিনি আমার অপেক্ষা শক্তিমান, তিনি আমার পরে আসিতেছেন। আমি নত হইয়া যে তাঁহার পাদুকার বন্ধনী মোচন করি, ৮ এমন যোগ্যতাও আমার নাই। আমি জলে তোমাদের বাপ্তিস্ম দিতেছি, কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় তোমাদের বাপ্তিস্ম দিবেন।

৬ ২ রাঃ ১; ৮ সখঃ ১৩; ৪
৭ প্রেঃ ১৩; ২৫

৯ সেই সময় যীশু গালীল প্রদেশের নাসরৎ হইতে আসিয়া ১০ যোহনের কাছে যর্দ্দন নদীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পরেই তিনি জল হইতে উঠিবার সময় দেখিতে পাইলেন, আকাশ বিভক্ত হইয়াছে এবং আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে নামিয়া ১১ আসিতেছেন। আর স্বর্গ হইতে এই বাণী ধ্বনিত হইল, তুমি আমার ‘একমাত্র † পুত্র,’ তোমাতে ‘আমার পরম সন্তোষ’।

[৯-১১ মথি ৩; ১৩-১৭ লূক ৩; ২১-২২ যোঃ ১; ৩১-৩৪]
৯ লূক ২; ৫১
১১ মার্ক ৯; ৭ গীত ২; ৭ যিশাঃ ৪২; ১

১২ তখন সেই আত্মা তাঁহাকে প্রান্তরে চালাইয়া লইয়া গেলেন। ১৩ তিনি চল্লিশ দিন সেখানে সেই প্রান্তরে ছিলেন এবং শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হইলেন। তিনি বনের পশুদের মধ্যে থাকিতেন ও দূতেরা তাঁহার সেবা করিতেন।

[১২, ১৩ মথি ৪; ১-১১ লূক ৪; ১-১৩]

* অর্থাৎ, অবগাহন বা দীক্ষা-স্নান

† মথি ৩; ১৭ দ্রঃ

প্রভু যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ

১৪ যোহন কারারুদ্ধ হইলে যীশু গালীলে আসিয়া এই বলিয়া
১৫ ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিলেন, কাল সম্পূর্ণ হইয়াছে, ঈশ্বরের রাজ্য নিকটবর্ত্তী; তোমরা মন পরিবর্ত্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।

[১৪-১৫ মথি ৪; ১২-১৭ লূক ৪; ১৪-১৯]
১৫ গালা: ৪; ৪

১৬ পরে গালীল সাগরের তীর দিয়া যাইবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন শিমোন ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয় সাগরে জাল
১৭ ফেলিতেছেন, কারণ তাঁহারা জেলে ছিলেন। যীশু তাঁহাদের বলিলেন, এস, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের মানুষ-ধরা
১৮ জেলে করিয়া তুলিব। তখনই তাঁহারা তাঁহাদের জাল ছাড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

[১৬-২০ মথি ৪; ১৮-২২ লূক ৫; ১-১১ যো: ১; ৪০-৪২]
১৭ মথি ১৩; ৪৭

১৯ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহারাও নৌকায় বসিয়া জাল
২০ সারিতেছিলেন। তিনি তখনই তাঁহাদেরও ডাকিলেন। তাহাতে তাঁহারা আপনাদের পিতা সিবদিয়কে ভৃত্যদের সহিত নৌকায় রাখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

২১ তাঁহারা কফরনাহূমে প্রবেশ করিলেন; আর বিশ্রামবারে
২২ তিনি সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষায় লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কারণ তিনি ধর্ম্মগুরুদের মত শিক্ষা না দিয়া বরং অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় শিক্ষা দিতেন।
২৩ তখন তাহাদের সমাজ-গৃহে অশুচি-আত্মাবিষ্ট একটি লোক উপস্থিত
২৪ হইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, নাসরতীয় যীশু, আমাদের সঙ্গে আপনার কি কাজ? আপনি কি আমাদের বিনষ্ট করিতে আসিয়াছেন? আমি জানি, আপনি কে, আপনি ঈশ্বরের সেই
২৫ পবিত্র ব্যক্তি। তখন যীশু তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, চুপ
২৬ কর, ইহার মধ্য হইতে দূর হও। সেই অশুচি-আত্মা লোকটির শরীর মুচড়াইয়া ধরিল ও উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া তাহার
২৭ মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহাতে সকলে এমন বিস্মিত হইল যে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করিল, ইহার অর্থ কি? এই নূতন শিক্ষাই বা কি? কারণ ক্ষমতার সহিত তিনি অশুচি-আত্মাদেরও আদেশ করেন, আর তাহারা তাঁহার আদেশ পালন
২৮ করে। আর তাঁহার বিষয়ে জনশ্রুতি গালীল প্রদেশে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

[২১-২৮ লূক ৪; ৩১-৩৭]
২১ মথি ৪; ১৩
২২ মথি ৭; ২৮, ২৯
২৪ মার্ক ৫; ৭ গীত ১৬; ১০
২৬ মার্ক ৯; ২৬

২৯ সমাজ-গৃহ হইতে বাহির হইয়াই তিনি যাকোব ও যোহনকে
৩০ সঙ্গে লইয়া শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়ীতে গেলেন। শিমোনের শাশুড়ী জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলেন, আর তাঁহারা তাঁহার বিষয় যীশুকে

২৯-৩৪ মথি ৮; ১৪-১৬ লূক ৪; ৩৮-৪১

৩১ জানাইলেন। তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন, তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল এবং তিনি তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

৩২ সন্ধ্যাকালে, সূর্য্য অস্ত গেলে, লোকেরা সমস্ত অসুস্থ ও মন্দ-৩৩ আত্মাবিষ্ট লোকদের তাঁহার নিকটে আনিল, এবং নগরের সমস্ত ৩৪ লোক দরজার নিকট একত্র হইল। তিনি নানাপ্রকার রোগে পীড়িত বহু লোককে সুস্থ করিলেন এবং অনেকের মধ্য হইতে মন্দ-আত্মা দূর করিয়া দিলেন; তিনি মন্দ-আত্মাদের কোন কথা বলিতে দিলেন না, কারণ তাহারা তাঁহাকে চিনিত।

৩৪ লূক ৪; ৪১ প্রেঃ১৬; ১৭,১৮

৩৫ অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন এবং কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া সেখানে প্রার্থনা করিলেন। ৩৬ শিমোন ও তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, ৩৭ এবং তাঁহার দেখা পাইয়া বলিলেন, সকলে আপনাকে খুঁজিতেছে। ৩৮ তিনি তাঁহাদের বলিলেন, চল, আমরা নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে যাই, যেন সেখানেও আমি প্রচার করিতে পারি; কারণ সেই ৩৯ উদ্দেশ্যে আমি বাহির হইয়াছি। আর তিনি সমস্ত গালীল দেশে তাহাদের সমাজ-গৃহে প্রচার করিলেন ও মন্দ-আত্মা দূর করিয়া দিলেন।

[৩৫-৩৯ লূক ৪; ৪২-৪৪]

৪০ একজন কুষ্ঠ-রোগী তাঁহার নিকটে আসিল, সে নতজানু হইয়া তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বলিল, আপনি যদি চান তবে ৪১ আমাকে শুচি করিতে পারেন। যীশু করুণাবিষ্ট * হইলেন, আর হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, আমি চাই, ৪২ তুমি শুচি হও। তখনই সে কুষ্ঠ-রোগ হইতে মুক্ত হইল এবং ৪৩ শুচি হইল। তখন যীশু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাহাকে এই বলিয়া বিদায় ৪৪ করিলেন, দেখ, কাহাকেও কিছু বলিও না, কিন্তু পুরোহিতের কাছে গিয়া নিজেকে দেখাও; লোকদের নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য তোমার শুচি-করণ সম্পর্কে যে উপহার মোশি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ৪৫ তাহা উৎসর্গ কর। কিন্তু সে বাহির হইয়া এই বিষয় এমন ঘোষণা করিতে ও রাষ্ট্র করিতে লাগিল যে প্রকাশ্যভাবে কোন নগরে যীশুর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব হইল। তিনি বাহিরে নির্জ্জন স্থানে থাকিতেন ও চারিদিক হইতে লোকেরা তাঁহার নিকটে আসিত।

৪০-৪৫ মথি ৮; ২-৪ লূক ৫; ১২-১৬

৪৩ মার্ক ৩; ১২। ৭; ৩৬

৪৪ লেবীঃ ১৩; ৪৯। ১৪; ২-৩২

একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের আরোগ্য-লাভ ও পাপ-মুক্তি

২ কয়েক দিন পরে যখন তিনি আবার কফরনাহূমে প্রবেশ ২ করিলেন, তখন শোনা গেল যে তিনি ঘরে আছেন। তাহাতে

[১-১২ মথি ৯; ১-৮ লূক ৫; ১৭-২৬]

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে 'ক্রুদ্ধ' পাওয়া যায় (৩; ৫ দ্রঃ)

এত লোক আসিয়া একত্র হইল যে দরজার সম্মুখেও কোন জায়গা রহিল না। আর তিনি তাহাদের কাছে বাক্য প্রচার করিতে-
৩ ছিলেন। এমন সময় লোকেরা একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে চারিজন লোক দ্বারা বহন করাইয়া যীশুর নিকট আনিতেছিল।
৪ কিন্তু ভিড়ের জন্য তাঁহার নিকটে পেঁৗছিতে পারিল না। সুতরাং যীশু যেস্থানে ছিলেন, তাহারা সেই স্থানের ছাদ খুলিয়া, ছিদ্র-পথে, যে খাটিয়ায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি শুইয়া ছিল তাহা নামাইয়া
৫ দিল। তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বলিলেন, বৎস, তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হইল।

৬ সেখানে কয়েকজন ধর্ম্মগুরু বসিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে
৭ মনে সমালোচনা করিতে লাগিলেন, এই লোক কেন এই কথা বলিল? এ যে ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছে। একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন
৮ আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে? যীশু তখনই অন্তরে জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা মনে মনে এইপ্রকার সমালোচনা
৯ করিতেছেন; তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা মনে মনে এই-প্রকার সমালোচনা কেন করিতেছ? পক্ষাঘাতগ্রস্তকে কোন্‌টি বলা সহজ, তোমার সকল পাপ ক্ষমা করা হইল, না, উঠ, তোমার
১০ খাটিয়া তুলিয়া লইয়া হাঁটিয়া বেড়াও? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা মনুষ্য-পুত্রের আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এইজন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বলিলেন,—
১১ আমি তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার খাটিয়া তুলিয়া লইয়া
১২ তোমার গৃহে যাও। এই কথায় সে তখনই উঠিল ও সকলের সাক্ষাতে নিজের খাটিয়া তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ইহার ফলে সকলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইল ও এই বলিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে লাগিল, আমরা এমন কখনও দেখি নাই।

৭ যিশাঃ ৪৩ ; ২৫

প্রভু যীশুর নানাবিধ অলৌকিক কর্ম্ম ও উপদেশ। লেবির আহ্বান

১৩ যীশু আবার বাহির হইয়া সাগরের তীরে গেলে সমস্ত লোক তাহার নিকট উপস্থিত হইল, আর তিনি তাহাদের শিক্ষা দিতে
১৪ লাগিলেন। পরে যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, আল্‌ফেয়ের পুত্র লেবি শুল্ক-গৃহে বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমার অনুসরণ কর। তখন তিনি উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

১৩-১৭ মথি ৯; ৯-১৩ লূক ৫; ২৭-৩২

১৫ পরে যীশু তাঁহার গৃহে আসিয়া আহারে বসিলেন। অনেক কর-গ্রাহক ও পাপী যীশুর ও তাঁহার শিষ্যদের সহিত আহারে বসিল। সংখ্যায় তাহারা অনেক ছিল। ফরীশীদের

১৬ গুরুরাও তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন; তিনি কর-গ্রাহক ও পাপীদের সহিত আহার করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহারা তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, কেন উনি কর-গ্রাহক ও পাপীদের সহিত
১৭ পান-আহার করেন? যীশু এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের বলিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই কিন্তু অসুস্থ লোকদেরই তাহা প্রয়োজন। আমি ধার্ম্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদেরই আহ্বান করিতে আসিয়াছি।

১৮ আর সেই সময় যোহনের শিষ্যেরা ও ফরীশীরা উপবাস করিতেছিল। লোকেরা যীশুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিল, যোহনের ও ফরীশীদের শিষ্যেরা উপবাস করেন, কিন্তু আপনার
১৯ শিষ্যেরা উপবাস করেন না, ইহার কারণ কি? যীশু তাহাদের বলিলেন, বর সঙ্গে থাকিতে কি বিবাহ-বাসরের লোক উপবাস করিতে পারে? যতক্ষণ বর তাহাদের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ
২০ তাহারা উপবাস করিতে পারে না। কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন তাহাদের নিকট হইতে বরকে লইয়া যাওয়া হইবে, আর সেই দিনই তাহারা উপবাস করিবে।

১৮-২২ মথি ৯; ১৪-১৭ লূক

২১ পুরাতন বস্ত্রে কেহ নূতন কাপড়ের তালি দেয় না। যদি দেয় তবে সেই নূতন তালি পুরাতন কাপড়ের কিছু না কিছু
২২ ছিঁড়িয়া ফেলে, ফলে ছিদ্র আরও বড় হয়। কেহই পুরাতন কুপায় টাট্‌কা দ্রাক্ষারস রাখে না; রাখিলে দ্রাক্ষারসে কুপাগুলি ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারস ও কুপা উভয়ই নষ্ট হয়। টাট্‌কা দ্রাক্ষারস নূতন কুপাতেই রাখা হয়।

বিশ্রামবার পালনের বিষয়ে যীশুর উপদেশ

২৩ তিনি এক বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন।
২৪ চলিতে চলিতে তাঁহার শিষ্যেরা শীষ ছিঁড়িতেছিলেন। তাহাতে ফরীশীরা যীশুকে বলিলেন, দেখুন, যে কাজ বিশ্রামবারে করা
২৫ বিধেয় নয়, উহারা কেন তাহাই করিতেছে? তিনি তাঁহাদের বলিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কখনও পাঠ কর নাই?
২৬ তিনি মহাপুরোহিত অবিয়াথরের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে 'প্রদর্শনী-রুটি' কেবল পুরোহিতদের আহার করা বিধেয়, তাহাই আহার করিয়াছিলেন আর তাঁহার সঙ্গীদেরও
২৭ দিয়াছিলেন। যীশু তাঁহাদের আরও বলিলেন, বিশ্রামবার মানুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য সৃষ্ট নয়;
২৮ এইজন্য মনুষ্য-পুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।

২৩-২৮ মথি ১২; ১-৮ লূক ৬; ১-৫

২৬ ১ শমূ: ২১; ১-৬ লেবী: ২৪; ৫-৯

২৭ দ্বি: বি: ৫; ১২-১৫ যাত্রা ২০; ৮-১১

৩ তিনি আবার সমাজ-গৃহে আসিলেন, আর সেই স্থানে একজন লোক উপস্থিত ছিল যাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছিল। ২ তিনি বিশ্রামবারে ঐ লোককে সুস্থ করেন কিনা তাহা দেখিবার জন্য তাহারা তাঁহার উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখিল, যেন তাঁহার নামে ৩ দোষারোপ করিতে পারে। যে লোকটির হাত শুকাইয়া গিয়া- ৪ ছিল, যীশু তাহাকে বলিলেন, মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াও। পরে তিনি অন্যান্য লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ্রামবারে কি করা বিধেয়, সৎকর্ম্ম করা, না দুষ্কর্ম্ম করা, প্রাণ রক্ষা করা না ৫ নষ্ট করা? তাহারা নীরব রহিল। তিনি ক্রুদ্ধভাবে চারি- দিকে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহাদের অন্তঃ- করণের কঠিনতার জন্য দুঃখিত হইয়া লোকটিকে বলিলেন, তোমার হাত বাড়াইয়া দাও। লোকটি হাত বাড়াইয়া দিল, ৬ আর তাহার হাত সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। ফরীশীরা তখনই বাহিরে গেলেন ও কিভাবে যীশুকে নাশ করিতে পারেন, হেরোদের দলের লোকদের সহিত সেই বিষয়ে তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

[১-৬ মথি ১২; ৯-১৪ লূক ৬; ৬-১১]
৫ যোঃ ১১; ৩৩
৬ মথি ২২; ১৬

যীশুর অলৌকিক কার্য্যাবলী

৭ পরে যীশু আপন শিষ্যদের সঙ্গে লইয়া সাগর-তীরে চলিয়া ৮ গেলেন; আর গালীল, যিহূদিয়া, যিরূশালেম, ইদোম, যর্দ্দন নদীর অপর তীর এবং সোর ও সীদোন অঞ্চল হইতে বহু লোক তিনি যেসমস্ত কাজ করিতেছিলেন তাহার কথা শুনিয়া তাঁহার ৯ নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিড়ের জন্য, পাছে লোকেরা চাপাচাপি করিয়া তাঁহার উপরে পড়ে, তিনি আপন শিষ্যদের বলিলেন যেন তাঁহার জন্য একখানি নৌকা প্রস্তুত থাকে। তিনি ১০ অনেক লোককে সুস্থ করিয়াছিলেন, সেইজন্য পীড়িত লোকেরা ১১ তাঁহাকে স্পর্শ করিবার জন্য তাঁহার উপরে পড়িতেছিল। অশুচি- আত্মারাও তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া ১২ চেঁচাইয়া বলিত, আপনি ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু তিনি তাহাদের দৃঢ়ভাবে সতর্ক করিয়া দিলেন যেন তাহারা তাঁহার পরিচয় না দেয়।

[৭-১২ মথি ১২ ১৫, ১৬ লূক ৬; ১৭-১৯;]
৮ মথি ৪; ২৫
১১ লূক ৪; ৪১
১২ মার্ক ১; ৩৪

বারোজন শিষ্যের প্রেরিত-পদে নিয়োগ

১৩ পরে যীশু পাহাড়ের উপর উঠিয়া যাঁহাদের ইচ্ছা করিলেন তাঁহাদের আপনার নিকটে ডাকিলে তাঁহারা তাঁহার নিকট ১৪ আসিলেন। তিনি বারোজনকে নিযুক্ত করিলেন যেন তাঁহারা ১৫ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, এবং প্রচার করিবার জন্য তিনি

১৩-১৯ মথি ১০; ১-৪ লূক ৬; ১২-১৬

তাঁহাদের প্রেরণ করিতে পারেন ও তাঁহারা যেন মন্দ-আত্মা দূর
১৬ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এই বারোজনকে তিনি নিযুক্ত করিলেন ;—শিমোন, যাঁহাকে তিনি পিতর নাম দিলেন, সিবদিয়ের
১৭ পুত্র যাকোব ও যাকোবের ভ্রাতা যোহন, যাঁহাদের বোয়ানের্গিস,
১৮ অর্থাৎ বজ্রধ্বনির সন্তান, এই নাম দিলেন; এবং আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা, আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব,
১৯ থদ্দেয়, কানানী * শিমোন, ও সেই যিহূদা ঈষ্কারিয়োৎ, যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল।

১৬ যোঃ ১; ৪২
১৭ লূক ৯; ৫৪

যীশুর নানাবিধ শিক্ষাদান

২০ তাঁহারা গৃহে আসিলে এত লোক আবার তাঁহার নিকট একত্র
২১ হইল যে তাঁহারা আহারও করিতে পারিলেন না। ইহা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরিতে সেখানে গেল, কারণ তাহারা বলিল, সে হতবুদ্ধি হইয়াছে।

২১ যোঃ ৭; ২০। ৮; ৪৮, ৫২। ১০; ২০

২২ তখন যিরূশালেম হইতে যে ধর্ম্মগুরুরা আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিলেন, ইহাকে বেলসবূল অধিকার করিয়াছে। মন্দ-আত্মাদের
২৩ অধিপতি দ্বারাই সে মন্দ-আত্মা দূর করে। ইহাতে তিনি তাঁহাদের কাছে ডাকিয়া উপমাছলে বলিলেন, শয়তান কিভাবে
২৪ শয়তানকে দূর করিতে পারে? যদি কোন রাজ্য আত্মবিরোধে
২৫ বিভক্ত হয়, তবে তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। তেমনই যদি কোন পরিবার আত্মবিরোধে বিভক্ত হয়, তবে সে পরিবারও স্থায়ী
২৬ হইতে পারিবে না। সেইভাবে শয়তান যদি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে সেও বিভক্ত হয় ও স্থায়ী হইতে পারে না, সেখানেই তাহার সমাপ্তি।

২২-৩০ মথি ১২; ২৪-৩২ লূক ১১; ১৫-২২ ১২; ১০

২৭ কেহই কোন শক্তিমান লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্রব্যাদি লুট করিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত সে শক্তিমান লোককে প্রথমে না বাঁধে; পরে তাহার গৃহ লুট করিতে পারে।

২৮ আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, মনুষ্য-সন্তানেরা যে সমস্ত পাপ করে এবং যতভাবে ঈশ্বরের নিন্দা করে, সেই সমস্ত
২৯ ক্ষমা করা হইবে; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, কোন কালেই তাহার ক্ষমা নাই; সে বরং চিরস্থায়ী পাপে
৩০ অপরাধী। উহাকে অশুচি-আত্মায় পাইয়াছে, তাহাদের এই কথার জন্য তিনি এইরূপ বলিলেন।

৩১ তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা আসিলেন ও বাহিরে দাঁড়াইয়া
৩২ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনেক লোক তাঁহার চারিদিকে বসিয়া ছিল। তাহারা তাঁহাকে বলিল, দেখুন, বাহিরে

[৩১-৩৫ মথি ১২; ৪৬-৫০ লূক ৮; ১৯-২১]

* কানানী: মথি ১০; ৪ দ্রঃ

৩৩ আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার খোঁজ করিতেছেন। তিনি উত্তরে তাহাদের বলিলেন, কে আমার মাতা এবং কাহারাই বা ৩৪ আমার ভ্রাতা? পরে যাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, এই দেখ, ৩৫ আমার মাতা ও আমার ভ্রাতারা; কারণ যে কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সেই আমার ভ্রাতা, আমার ভগ্নী ও আমার মাতা।

বীজ-বপনবিষয়ে যীশুর কয়েকটি উপমা

[১-২০ মথি ১৩; ১-২৩ লূক ৮; ৪-১৫]

৪ যীশু আবার সাগরের তীরে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার চারিদিকে এত লোক একত্র হইল যে তিনি একখানা নৌকায় ২ উঠিয়া বসিলেন এবং লোকেরা সাগর-তীরে স্থলে রহিল। তিনি উপমা দ্বারা তাহাদের অনেক বিষয় শিক্ষা দিলেন।

৩ শিক্ষার মধ্যে তিনি তাহাদের বলিলেন, বীজবাপক বীজ ৪ বপন করিতে গেল। বপন করিবার সময় কতক বীজ পথের ৫ পার্শ্বে পড়িল ও পাখীরা আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক বীজ প্রস্তরময় স্থানে পড়িল, যেখানে বেশী মাটি ছিল না; ৬ আর মাটি গভীর না হওয়াতে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইল। সূর্য্য উঠিলে তাহা পুড়িয়া গেল এবং মূল না থাকাতে শুকাইয়া গেল। ৭ আর কতক বীজ কাঁটাবনে পড়িল, পরে কাঁটাবন বাড়িয়া তাহা ৮ চাপিয়া রাখিল, কাজেই ফল ধরিল না। আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ও বাড়িয়া উঠিয়া ফল ৯ উৎপন্ন করিল, ত্রিশগুণ, ষাটগুণ, শতগুণ ফল ধরিল। তিনি আরও বলিলেন, যাহার শুনিবার কান আছে সে শুনুক।

১০ পরে যখন তিনি একাকী ছিলেন তখন তাঁহার সঙ্গীরা সেই বারোজন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে উপমা কয়টির বিষয় ১১ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়-তত্ত্ব তোমাদের জানিতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যাহারা বাহিরে রহিয়াছে, তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুই উপমা দ্বারা বলা ১২ হয়। যেন 'তাহারা যদিও দেখে তথাপি প্রত্যক্ষ না করে, যদিও শুনে তথাপি না বুঝে, পাছে তাহারা ফিরিয়া আসে ও তাহাদের ক্ষমা করা হয়'।

১১ ১ করিঃ ৫; ১২

১২ যিশাঃ ৬; ৯, ১০ যোঃ ১২; ৪০ প্রেঃ ২৮; ২৬

১৩ পরে তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা এই উপমাটি যখন বুঝিতে পারিলে না, তখন অন্যান্যগুলির অর্থ কি করিয়া বুঝিবে? ১৪ বীজবাপক বাক্যই বপন করে। তাহারাই পথের পার্শ্বে ১৫ যাহাদের মধ্যে বাক্য বপন করা হইলেই তাহারা শুনে, কিন্তু তাহার পরেই শয়তান সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহাদের মধ্যে যাহা

১৬ বপন করা হইয়াছিল সেই বাক্য হরণ করে। আর সেই রূপে প্রস্তরময় স্থানে বপন করা বলিতে তাহাদেরই বুঝায়, যাহারা বাক্য
১৭ শুনিয়া তখনই আনন্দের সহিত গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের মূল না থাকাতে অল্পকাল স্থির থাকে, পরে বাক্যের জন্য
১৮ ক্লেশ বা নির্য্যাতন ঘটিলে সেই মহূর্ত্তেই বিঘ্ন পায়। আর কাঁটা-বনের মধ্যে বপন করা বলিতে তাহাদেরই বুঝায়, যাহারা বাক্য
১৯ শুনে, কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনাসক্তি ও অন্যান্য বিষয়ের কামনা আসিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, কাজেই ইহা ফলহীন হয়।
২০ উত্তম ভূমিতে বপন করা বলিতে তাহাদেরই বুঝায়, যাহারা বাক্য শুনিয়া গ্রহণ করে ও কেহ ত্রিশগুণ, কেহ ষাটগুণ, কেহ বা শতগুণ ফল উৎপন্ন করে।

২১ তিনি তাঁহাদের আরও বলিলেন, ধামা বা খাটের নীচে রাখিবার জন্য কি প্রদীপ, না দীপাধারের উপর রাখিবার জন্য?
২২ গুপ্ত এমন কিছুই নাই যাহা প্রকাশ পাইবার নহে, লুক্কায়িত
২৩ কিছুই নাই যাহা ব্যক্ত হইবার নহে। যাহার শুনিবার কান আছে সে শুনুক।

২৪ আর তিনি তাঁহাদের বলিলেন, কি শুন, সে বিষয়ে সাবধান হইও। তোমরা যে মানে পরিমাণ কর, সেই মানে তোমাদের জন্য পরিমাণ করা হইবে, এমন কি তোমাদের আরও
২৫ অধিক দেওয়া হইবে। কারণ যাহার আছে, তাহাকে আরও দেওয়া হইবে, আর যাহার নাই, তাহার যাহা আছে তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া হইবে।

২৬ তিনি আবার বলিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এইপ্রকার, যেন
২৭ কোন লোক জমিতে বীজ বপন করিল। পরে রাত্রি দিন ঘুমাইয়া ও জাগিয়া কাটাইল। ইতিমধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু কিভাবে হইল সে জানিতে পারিল না।
২৮ ভূমি আপনা হইতে ফসল উৎপন্ন করে, প্রথমে অঙ্কুর, পরে
২৯ শীষ এবং শেষে শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। ফসল পাকিলে 'সে কাস্তে লাগায়, কারণ শস্য-ছেদনের সময় উপস্থিত।'

৩০ তিনি আরও বলিলেন, আমরা কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা দিব? কোন্ উপমা দ্বারা বুঝাইব? সেই রাজ্য
৩১ সরিষা-দানার তুল্য। ভূমিতে বপনের সময় ইহা পৃথিবীর
৩২ অন্যান্য সমস্ত বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু বপন করা হইলে ইহা বাড়িয়া অন্য সমস্ত গাছপালা অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে, এমন বড় বড় শাখা বাহির করে যে 'আকাশের পক্ষীরা তাহার ছায়ায় বাসা বাঁধে।'

১৯ মার্ক ১০; ২৩, ২৪
[২১-২৫ লূক ৮; ১৬-১৮]
২১ মথি ৫; ১৫
২২ মথি ১০; ২৬ লূক ১২; ২
২৪ মথি ৭; ২
২৫ মথি ১৩; ১২
২৭ যাকোব ৫ : ৭
২৯ যোয়েল ৩; ১৩
[৩০-৩৪ মথি ১৩; ৩১, ৩২, ৩৪ লূক ১৩; ১৮, ১৯]
৩২ দা: ৪; ১২, ২১ যিহি: ১৭; ২৩। ৩১ : ৬

৩৩ এইপ্রকার বহু উপমা দ্বারা তাঁহাদের বুঝিবার ক্ষমতা অনুসারে
৩৪ তিনি তাঁহাদের কাছে বাক্য প্রচার করিতেন। উপমা ভিন্ন তাঁহাদের কিছুই বলিতেন না, পরে নিভৃতে আপন শিষ্যদের সমস্তই বুঝাইয়া দিতেন।

ঝড় প্রতিরোধ ও মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকের সুস্থতা-লাভ

[৩৫-৪১ মথি ৮; ১৮, ২৩-২৭ লূক ৮; ২২-২৫]

৩৫ সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁহাদের বলিলেন, চল, আমরা
৩৬ ওপারে যাই। তাঁহারা লোকদের বিদায় করিয়া, তিনি নৌকাতে যে অবস্থায় ছিলেন তাঁহাকে সেই অবস্থায় লইয়া গেলেন; অন্য
৩৭ কয়েকটি নৌকাও তাঁহার সঙ্গে ছিল। আর প্রবল ঝড় উঠিল এবং ঢেউ নৌকার উপরে এমন ভাবে পড়িল যে তখনই নৌকা
৩৮ জলে পূর্ণ হইতে লাগিল। তখন যীশু নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে বালিশে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিলেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন, গুরু, আমরা যে মারা পড়িলাম, সেই দিকে
৩৯ কি আপনার ভ্রূক্ষেপ নাই? তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক দিয়া সাগরকে বলিলেন, থাম, স্থির হও। ইহাতে বাতাস
৪০ থামিয়া গেল ও সমস্ত প্রশান্ত হইল। পরে তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা এত ভীরু কেন? এখনও কি তোমাদের
৪১ বিশ্বাস নাই? তখন তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিলেন, ইনি তবে কে যে বাতাস এবং সাগরও তাঁহার আদেশ পালন করে?

[১-২০ মথি ৮; ২৩-৩৪ লূক ৩; ২৬-৪০]

৫ পরে তাঁহারা সাগরের অপর তীরে গেরাসেনীদের দেশে
২ আসিলেন। তিনি নৌকা হইতে নামিতেই একটি অশুচি-আত্মাবিষ্ট লোক সমাধি-ক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে
৩ উপস্থিত হইল। লোকটি সমাধি-ক্ষেত্রে বাস করিত। কেহ
৪ শিকল দিয়াও তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। তাহাকে বহুবার বেড়ি ও শিকল দিয়া বাঁধা হইয়াছিল, কিন্তু সে শিকল ছিঁড়িয়া ও বেড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল; কেহই তাহাকে বশে
৫ আনিতে পারে নাই। সে দিবারাত্র সর্ব্বদা সমাধি-ক্ষেত্রে ও পাহাড়ে থাকিয়া চেঁচাইত এবং পাথর দিয়া আপনাকে ক্ষতবিক্ষত
৬ করিত। সে দূর হইতে যীশুকে দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া
৭ আসিল ও তাঁহাকে প্রণাম করিল; আর উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, যীশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আমার সহিত আপনার কি কাজ? ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে যাতনা দিবেন
৮ না। কারণ যীশু তাহাকে বলিয়াছিলেন, অশুচি-আত্মা, উহার

[৭ মার্ক ১; ২৪ ১ রাঃ ১৭; ১৮]

৯ মধ্য হইতে বাহির হও। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তরে বলিল, আমার নাম 'বাহিনী', ১০ কারণ আমরা অনেকে আছি। আর সে বিস্তর অনুনয় করিল যেন তিনি তাহাদের ঐ অঞ্চল হইতে পাঠাইয়া না দেন।

১১ সেখানে পাহাড়ের কাছে বৃহৎ একটি শূকরের পাল ১২ চরিতেছিল। অশুচি-আত্মারা তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বলিল, আমাদের ঐ শূকর-পালের মধ্যে পাঠাইয়া দিন, যেন আমরা ১৩ উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি। যীশু তখনই তাহাদের অনুমতি দিলেন। তাহাতে অশুচি-আত্মারা বাহির হইয়া শূকরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ঐ শূকরের পাল, অনুমান দুই হাজার শূকর, ঢালু তীর দিয়া বেগে দৌড়িয়া সাগরে পড়িয়া ডুবিয়া* মরিল।

১৪ যাহারা শূকর চরাইতেছিল, তাহারা পলাইয়া গিয়া নগরে ও বিভিন্ন পল্লীতে সংবাদ দিল। তাহাতে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে ১৫ দেখিবার জন্য লোকেরা সেখানে আসিল। তাহারা যীশুর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল সেই মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকটি, যাহার মধ্যে সেই বাহিনী ছিল, সে কাপড় পরিয়া সুস্থ মনে ১৬ বসিয়া আছে। ইহাতে তাহারা ভয় পাইল। যাহারা সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছিল তাহারা মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকটির কথা ও শূকরের ১৭ বিষয় লোকদের জানাইল। তাহাতে লোকেরা যীশুকে অনুনয় করিল যেন তিনি তাহাদের সীমা হইতে চলিয়া যান।

১৮ যখন তিনি নৌকায় উঠিতেছিলেন তখন মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকটি অনুনয় করিতে লাগিল যেন সে যীশুর সঙ্গে থাকিতে ১৯ পারে। কিন্তু যীশু তাহাকে অনুমতি দিলেন না, বরং তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার বাড়ীতে আত্মীয়দের কাছে যাও, এবং প্রভু তোমার জন্য যে যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ও তিনি তোমার প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন সেই বিষয় তাহাদের জানাও। ২০ তখন সে চলিয়া গেল এবং যীশু তাহার জন্য যে যে মহৎ কার্য্য করিলেন তাহা দেকাপলিতে† ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং সকলে বিস্মিত হইল।

মার্ক ৭ ; ৩১
মথি ৪ ; ২৫

একজন স্ত্রীলোকের আরোগ্য ও একটি মৃত বালিকার জীবন লাভ

২১-৪৩ মথি ৯ ; ১৮-২৬ লূক ৮ ; ৪১-৫৬

২১ যীশু আবার নৌকায় সাগর পার হইয়া অপর পারে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার চারিদিকে বহু লোক একত্র হইল ; তিনি তখন

* (মূল) শ্বাস-রুদ্ধ হইয়া

† অর্থাৎ 'দশ নগর'; গালীলের উত্তর-পূর্ব্ব সীমানায় অবস্থিত অঞ্চলবিশেষ

২২ সাগরের তীরে ছিলেন। তখন সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষদের মধ্যে যায়ীর নামে একজন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যীশুকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। তিনি বিস্তর অনুনয় করিয়া
২৩ বলিলেন, আমার মেয়েটি মুমূর্ষু অবস্থায়। আপনি আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করুন, যেন সে সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া উঠে।
২৪ তাহাতে যীশু তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। বহু লোক তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল এবং চাপাচাপি করিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছিল।

২৩ মার্ক ৭ ; ৩২

২৫ একজন স্ত্রীলোক ছিল, সে বারো বৎসর ধরিয়া প্রদর
২৬ রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। সে অনেক চিকিৎসকের হাতে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল এবং যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করা সত্ত্বেও তাহার কোন উপকার হয় নাই, বরং তাহার রোগ আরও বাড়িয়া গিয়াছিল।
২৭ যীশুর বিষয় শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে পিছন হইতে আসিয়া সে
২৮ তাঁহার কাপড় স্পর্শ করিল। কারণ সে বলিল, উঁহার কাপড়
২৯ স্পর্শ করিতে পারিলেই আমি সুস্থ হইব। সঙ্গে সঙ্গে তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইল, এবং সে যে ঐ পীড়া হইতে মুক্ত হইয়াছে
৩০ তাহা আপন শরীরে অনুভব করিল। যীশুও তখনই আপন অন্তরে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মধ্য হইতে শক্তি বাহির হইয়া গিয়াছে। তিনি ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,
৩১ কে আমার কাপড় স্পর্শ করিল? তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি দেখিতেছেন লোকেরা চাপাচাপি করিয়া আপনার উপর পড়িতেছে তথাপি বলিতেছেন, কে আমাকে
৩২ স্পর্শ করিল? কিন্তু তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কে
৩৩ তাহা করিল দেখিতে চাহিলেন। ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটি, তাহার জন্য কি করা হইয়াছে জানিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার নিকট আসিল, এবং তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া সত্যই
৩৪ যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত তাঁহাকে বলিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিয়াছে। যাও, তোমার শান্তি হউক ; তোমার পীড়া হইতে মুক্ত থাক।

৩০ লূক ৬ ; ১৯

৩৫ তিনি যখন কথা বলিতেছিলেন তখন সমাজ-গৃহের সেই অধ্যক্ষের বাড়ী হইতে লোক আসিয়া অধ্যক্ষকে বলিল, আপনার
৩৬ মেয়েটি মারা গিয়াছে। গুরুকে আর কেন কষ্ট দিবেন? যীশু সেই কথার আভাস পাইয়া* সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষকে বলিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর।

৩৭ তিনি পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভ্রাতা যোহন ছাড়া
৩৮ আর কাহাকেও আপনার সঙ্গে যাইতে দিলেন না। তাঁহারা

* অর্থান্তর, সেই কথায় কান না দিয়া

সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষের বাড়ীতে আসিলে তিনি দেখিলেন, কোলাহল চলিতেছে, লোকেরা কাঁদিতেছে ও অত্যন্ত বিলাপ ৩৯ করিতেছে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, কোলাহল করিতেছ ও কাঁদিতেছ কেন? মেয়েটি মরে নাই, ঘুমাইতেছে। ৪০ ইহাতে তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তিনি সকলকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া মেয়েটির পিতামাতা ও আপন সঙ্গীদের লইয়া যে স্থানে মেয়েটিকে রাখা হইয়াছিল ৪১ সেখানে গেলেন। মেয়েটির হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, ৪২ টালিথা কুম্‌, অর্থাৎ, বালিকা, উঠ। আর তখনই বালিকাটি উঠিল ও বেড়াইতে লাগিল; কারণ তাহার বয়স বারো বৎসর ৪৩ ছিল। ইহাতে সকলে বিস্ময়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হইল। তিনি তাহাদের এই দৃঢ় আদেশ দিলেন, যেন একথা কেহ জানিতে না পারে। পরে তিনি বলিলেন, মেয়েটিকে যেন কিছু খাদ্য দেওয়া হয়।

৩৯ যোঃ ১১; ১১
৪১ লূক ১৪
৪৩ মার্ক ১; ৪৪

যীশুর প্রতি স্বদেশীয়দের অসম্মান

৬ সেই স্থান ছাড়িয়া যীশু নিজের দেশে আসিলেন এবং তাঁহার ২ শিষ্যেরা তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বিশ্রামবার উপস্থিত হইলে তিনি সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং অনেকে তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, এই সমস্ত এ কোথা হইতে পাইল? যে জ্ঞান তাহাকে দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা তাহার হাতে এমন পরাক্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহাই ৩ বা কি? এ কি সেই সূত্রধর নয়, মরিয়মের সেই পুত্র, এবং এ কি যাকোব, যোষী, যিহূদা ও শিমোনের ভাই নয়? তাহার ৪ ভগ্নীরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নাই? এইভাবে তাহারা তাঁহার বিষয়ে বিঘ্ন পাইল। যীশু তাহাদের বলিলেন, আপনার দেশ, আপনার আত্মীয়-স্বজন ও আপনার গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও ৫ কোন ভাববাদী অসম্মানিত হন না। তিনি সে স্থানে বিশেষ কোন পরাক্রমের কার্য্য করিতে পারিলেন না; কেবল কয়েকজন অসুস্থ লোকের উপর হস্তার্পণ করিয়া তাহাদের সুস্থ করিলেন। ৬ তিনি লোকদের অবিশ্বাস দেখিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞান করিলেন।

[১-৬ মথি ১৩; ৫৩-৫৮ লূক ৪; ১৫-৩০
২ যোঃ ৭; ১৫
৪ যোঃ ৪; ৪৪

প্রচারার্থে শিষ্যদের যাত্রা। বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের মৃত্যু

পরে তিনি চারিদিকে বিভিন্ন গ্রামে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা ৭ দিলেন। আর তিনি সেই বারোজনকে আপনার কাছে ডাকিয়া দুই দুইজন করিয়া তাঁহাদের পাঠাইলেন। তিনি

[৭-১৩ মথি ১০; ১, ৯-১৫ লূক ৯; ১-৬]
৭ লূক ১০; ১

৮ অশুচি-আত্মাদের উপর তাঁহাদের ক্ষমতা দিয়া, নির্দ্দেশ দিলেন যেন তাঁহারা পথের জন্য একখানা লাঠি ছাড়া আর কিছু না লন,
৯ রুটিও না, ঝুলিও না, কটিবন্ধে পয়সাও না ; পায়ে জুতা পরিতে
১০ পারেন কিন্তু দুইটি জামা যেন না পরেন। তিনি তাঁহাদের আরও বলিলেন, তোমরা যেখানে যে কোন গৃহে প্রবেশ করিবে,
১১ অন্য স্থানে না যাওয়া পর্য্যন্ত সেখানেই থাকিও ; যে কোনও স্থানে লোকেরা তোমাদের গ্রহণ না করে ও তোমাদের কথা না শুনে, তোমরা সেই স্থান ছাড়িয়া যাইবার সময় তাহাদের উদ্দেশে
১২ সাক্ষ্যস্বরূপ তোমাদের পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিও। পরে তাঁহারা বাহিরে গিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যেন লোকেরা
১৩ মন পরিবর্ত্তন করে। তাঁহারা অনেক মন্দ-আত্মা দূর করিলেন, এবং অনেক অসুস্থ লোককে তৈল লেপন করিয়া সুস্থ করিলেন।

১৩ যাকোব ৫; ১৪, ১৫

১৪ এই সমস্ত হেরোদ রাজার কর্ণগোচর হইল, কারণ যীশুর নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, আর লোকে বলিতেছিল, বাপ্তিস্ম-দাতা যোহন মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, এবং সেইজন্য তাঁহার মধ্যে এই সমস্ত অলৌকিক শক্তি কার্য্য করিতেছে।

১৪-২৯ মথি ১৪; ১-১২ লূক ৯; ৭-৯
১৪ লূক ৩; ১৯, ২০

১৫ কিন্তু কেহ বলিল, উনি এলিয়, কেহ বলিল, উনি একজন ভাব-
১৬ বাদী, ভাববাদীদের মধ্যে কোন একজনের মত। কিন্তু হেরোদ ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমি যাঁহার মস্তক ছেদন করাইয়াছিলাম, ইনি সেই যোহন ; তিনিই উত্থাপিত হইয়াছেন।

১৭ হেরোদ আপনার ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য যোহনকে ধরিয়া আনিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন। কারণ
১৮ ফিলিপ হেরোদিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; আর যোহন হেরোদকে বলিয়াছিলেন, আপন ভাইয়ের স্ত্রীকে রাখা তোমার
১৯ বিধেয় নয়। এইজন্য যোহনের উপর হেরোদিয়ার আক্রোশ
২০ ছিল ; তিনি তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিতেছিলেন কিন্তু পারেন নাই, কারণ হেরোদ যোহনকে ভয় করিতেন। তিনি জানিতেন যে যোহন ধার্ম্মিক ও পবিত্র লোক, এজন্য তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কথা বার বার শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইতেন তথাপি আনন্দসহকারে তাঁহার কথা শুনিতেন।

১৮ লেবী: ১৮; ১৬

২১ একদিন সুযোগ উপস্থিত হইল ; হেরোদ নিজের জন্মদিনে আপনার সম্ভ্রান্ত লোক, সেনাপতি ও গালীলের প্রধান
২২ লোকদের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করিলেন। তখন হেরোদিয়ার কন্যা সভায় আসিয়া নৃত্য করিয়া হেরোদ ও যাঁহারা তাঁহার সহিত ভোজে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিল, তাহাতে রাজা বালিকাটিকে বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে তাহাই দিব।

২৩ তিনি তাহার কাছে কঠিন শপথ করিলেন, তুমি আমার কাছে যাহা চাও না কেন, তাহাই দিব, এমন কি আমার রাজ্যের ২৪ অৰ্দ্ধেক পর্য্যন্ত দিব। তখন সে বাহিরে গিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি চাহিব? মাতা বলিল, বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের ২৫ মস্তক। বালিকা তখনই তাড়াতাড়ি রাজার কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি চাই, আপনি এখনই বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের ২৬ মস্তক থালায় করিয়া আমাকে দিবেন। তাঁহার শপথের জন্য এবং যাঁহারা ভোজনে বসিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয় বিবেচনা করিয়া, রাজা, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও, মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান ২৭ করিতে চাহিলেন না। রাজা তখনই একজন জল্লাদকে পাঠাইয়া ২৮ যোহনের মস্তক আনিবার আদেশ দিলেন। সে গিয়া কারাগারের মধ্যে যোহনের মস্তক ছেদন করিল। তাহা একটা থালায় করিয়া আনিয়া বালিকাকে দিলে, বালিকা তাহার মাতাকে দিল। ২৯ একথা শুনিয়া যোহনের শিষ্যেরা আসিল এবং তাঁহার মৃতদেহ লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করিল।

২৩ ইষ্টের ৫; ৩-৬

যীশুর পাঁচ হাজার লোককে আশ্চর্য্যরূপে আহারদান ও সাগরের উপর দিয়া পদব্রজে গমন

৩০ পরে প্রেরিতেরা যীশুর নিকট একত্র হইলেন, এবং তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছিলেন ও যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছিলেন, সমস্ত ৩১ তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা একান্তে কোন নির্জ্জন স্থানে আসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম কর। কারণ বহু লোক আসা-যাওয়া করিতেছিল, ফলে তাঁহাদের ৩২ আহার করিবারও সুযোগ ছিল না। তখন নৌকায় উঠিয়া ৩৩ তাঁহারা একান্তে এক নির্জ্জন স্থানে গেলেন। কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের যাইতে দেখিল এবং তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া সমস্ত নগর হইতে পদব্রজে সেখানে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাদের আগেই ৩৪ উপস্থিত হইল। যীশু নৌকা হইতে নামিয়া বহু লোককে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের প্রতি তিনি করুণাবিষ্ট হইলেন, কারণ তাহারা 'পালকবিহীন মেষপালের ন্যায়' ছিল। তিনি তাহাদের অনেক বিষয় শিক্ষা দিলেন।

লূক ৯; ১০, ১৭

৩২-৪৪ মথি ১৪; ১৩-২১ লূক ৯; ১১-১৭ যোঃ ৬; ১-১৩

৩৪ গণনা ২৭; ১৭ যিহিঃ ৩৪; ৫ মথি ৯; ৩৬

৩৫ দিনের শেষে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকট আসিয়া ৩৬ বলিলেন, স্থানটি নির্জ্জন, দিনও শেষ হইয়া আসিল। ইহাদের বিদায় করুন, যেন চারিদিকের পল্লীতে ও গ্রামে গিয়া ৩৭ আপনাদের জন্য খাদ্য ক্রয় করিতে পারে। তিনি উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, তোমরাই তাহাদের আহার করিতে দাও।

৩৫ মার্ক ৮; ১-৯

৩৭ ২রাজা ৪; ৪২-৪৪

তাঁহারা বলিলেন, আমরা কি গিয়া দুই শত দীনারের * রুটি
৩৮ ক্রয় করিয়া তাহাদের আহার করিতে দিব? তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমাদের কয়খানি রুটি আছে? গিয়া দেখ। তাঁহারা দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, পাঁচখানি রুটি ও দুইটি মাছ আছে।
৩৯ তিনি সকলকে দলে দলে সবুজ ঘাসের উপর বসাইয়া দিতে
৪০ শিষ্যদের আদেশ দিলেন। তখন তাহারা পঞ্চাশজন ও শতজন
৪১ করিয়া সারি সারি বসিয়া গেল। তিনি রুটি পাঁচখানি ও মাছ দুইটি লইলেন, স্বর্গের দিকে চাহিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং রুটি খণ্ড খণ্ড করিয়া লোকদের মধ্যে পরিবেশন করিবার জন্য শিষ্যদের হাতে দিলেন। তিনি মাছ দুইটিও লোকদের
৪২ মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। তাহারা সকলে আহার করিয়া
৪৩ তৃপ্ত হইল। পরে তাঁহারা টুকরাগুলি তুলিয়া লইলে, বারো
৪৪ ডালা পূর্ণ হইল, এবং মাছও কিছু কিছু ছিল। যাহারা সেই রুটি আহার করিয়াছিল তাহারা সংখ্যায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।

৪১ মার্ক ৭ ; ৩৪

৪৫ পরে তিনি শিষ্যদের দৃঢ় আদেশ দিলেন, তাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বেই যেন নৌকায় উঠিয়া সাগরের অপরপারে বৈৎসৈদায় যান
৪৬ আর ইতিমধ্যে তিনি লোকদের বিদায় করিয়া দিবেন। তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি প্রার্থনা করিবার জন্য পর্ব্বতে
৪৭ চলিয়া গেলেন। যখন সন্ধ্যা হইল তখন নৌকাখানি সাগরের
৪৮ মাঝখানে ছিল, এবং তিনি একাকী তীরে ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে শিষ্যেরা অতি কষ্টে নৌকা চালাইতেছেন, কারণ বাতাস প্রতিকূল ছিল; এইজন্য রাত্রির প্রায় চতুর্থ প্রহরে তিনি সাগরের উপর দিয়া হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকট গেলেন ও
৪৯ তাঁহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহিলেন। তাঁহাকে সাগরের উপর দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া তাঁহারা অপচ্ছায়া বলিয়া মনে
৫০ করিলেন, ও চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কারণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। আর তখনই তিনি তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, বলিলেন, সাহস কর, আমি,
৫১ ভয় নাই। তিনি তখন তাঁহাদের নিকটে নৌকায় উঠিলেন, আর বাতাস থামিয়া গেল। তাহাতে তাঁহারা অন্তরে অত্যন্ত
৫২ বিস্মিত হইলেন; রুটির বিষয় তাঁহারা বুঝিলেন না, বরং তাঁহাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া রহিল।

৪৫-৫৬ মথি ১৪; ২২-৩৬ যোঃ ৬; ১৫-২১

৫১ মার্ক ৪; ৩৯

৫৩ পরে তাঁহারা পার হইয়া গেনেসরৎ তটে আসিয়া নৌকা
৫৪ বাঁধিলেন। তাঁহারা নৌকা হইতে নামিলে তখনই লোকেরা
৫৫ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সমগ্র অঞ্চলে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল ও তিনি কোথায় আছেন জানিয়া সেখানে তাহারা পীড়িত

* দীনার: মথি ১৮; ২৮ দ্রঃ

৫৬ লোকদের খাটে করিয়া আনিতে লাগিল। আর গ্রামে, নগরে ও পল্লীতে যেখানে তিমি আসিলেন সেখানেই তাহারা অসুস্থ লোকদের আনিয়া বাজারের মধ্যে একত্র করিল এবং তাঁহাকে অনুনয় করিল যেন উহারা তাঁহার বস্ত্রের প্রান্ত স্পর্শ করিতে পারে। আর যত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিল সকলে সুস্থ হইল।

৫৬ মার্ক ৫; ২৭, ২৮ প্রেঃ ৫; ১৫। ১৯; ১১, ১২

অশুচিতাবিষয়ে যীশুর উপদেশ

৭ ফরীশীরা ও কয়েকজন ধর্ম্মগুরু, যাঁহারা যিরূশালেম হইতে ২ আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আসিয়া একত্র হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন তাঁহার কয়েকজন শিষ্য অপবিত্র ভাবে অর্থাৎ অধৌত ৩ হস্তে আহার করিতেছে। কিন্তু ফরীশী ও যিহূদীরা সকলে প্রাচীনদের প্রথা মানিয়া, হাতের কব্জি পর্য্যন্ত না ধুইয়া আহার করে না। স্নান না করিয়া বাজারের কিছু আহার করে না*; ৪ তাহারা আরও অনেক বিষয় পালন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যেমন বাটি, কলসী, থালা, ও পিঁড়ি ভালভাবে ধৌত করা। ৫ এইজন্য সেই ফরীশী ও ধর্ম্মগুরুরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার শিষ্যেরা কেন প্রাচীনদের প্রথা মানিয়া চলে না এবং ৬ কেন 'অপবিত্র' হস্তে আহার করে? তিনি উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, ভণ্ডেরা, তোমাদের সম্বন্ধে ভাববাদী যিশাইয় উপযুক্ত ভাববাণী বলিলেন,—

[১-২৩ মথি ১৫; ১-২০]
২ লূক ১১; ৩৮
৬ যিশাঃ ২৯; ১৩

৭ 'এই জাতি আমাকে মৌখিক সম্মান করে,
কিন্তু তাহাদের হৃদয় আমা হইতে দূরে থাকে।
তাহারা মানুষের নির্দ্দেশকেই ধর্ম্মবিধি বলিয়া শিক্ষা দেয়,
এইজন্য তাহারা বৃথাই আমার আরাধনা করে।'

৮ তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া মানুষের প্রথা ধরিয়া আছ।
৯ তিনি আরও বলিলেন, তোমরা তোমাদের প্রথা দৃঢ় রাখিবার ১০ জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা বেশ ভালভাবেই অগ্রাহ্য কর। কারণ মোশি বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের পিতামাতাকে সম্মান কর,' এবং 'যে ১১ কেহ পিতা কি মাতার দুর্নাম করে, তাহার মৃত্যু হউক।' কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, যদি কেহ পিতা কিংবা মাতাকে বলে, ১২ আমার দ্বারা যে বিষয়ে তোমাদের উপকার হইতে পারিত, তাহা 'কর্ব্বান,' অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত, তাহা হইলে, সে পিতা কিংবা মাতার জন্য আর কিছু না করিলেও তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া ১৩ দিয়া থাক। এইভাবে যে প্রথাগত ব্যবস্থা তোমরা দিয়া

১০ যাত্রা ২০; ১২। ২১; ১৭ দ্বিঃ বিঃ ৫;

* অর্থান্তর, বাজার হইতে আসিলে স্নান না করিয়া তাহারা আহার করে না

আসিতেছ, তাহা দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের বাক্য ব্যর্থ করিয়া থাক। এইরূপে অনেক কার্য্য তোমরা করিয়া থাক।

১৪ পরে তিনি লোকদের আবার তাঁহার নিকট ডাকিয়া বলিলেন, ১৫ আমার কথা তোমরা সকলে শুন ও বুঝিয়া লও। মানুষের বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে ১৬ এমন কিছুই নাই, কিন্তু যাহা তাহার মধ্য হইতে বাহির হয়, তাহাই মানুষকে অপবিত্র করে।

১৫ প্রেঃ ১০ ; ১৪, ১৫

১৭ পরে তিনি যখন লোকদের নিকট হইতে গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকট উপমাটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা ১৮ করিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরাও কি এমন অবোধ ? তোমরা কি বুঝিতে পার না যে, যাহা কিছু বাহির হইতে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তাহা তাহাকে অপবিত্র করিতে ১৯ পারে না ? কারণ সেই সমস্ত তাহার হৃদয়ে নয়, কিন্তু উদরে প্রবেশ করে ও নর্দ্দমায় গিয়া পড়ে। এই কথায় তিনি সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

২০ তিনি আরও বলিলেন, মানুষের মধ্য হইতে যাহা বাহির ২১ হয়, তাহাই মানুষকে অপবিত্র করে। কারণ ভিতর হইতে, ২২ মানুষের হৃদয় হইতেই সমস্ত কুচিন্তা, লাম্পট্য, চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছলনা, ভ্রষ্টাচার, ঈর্ষা*, নিন্দা, অহঙ্কার ২৩ ও মূর্খতা বাহির হইয়া আসে। এ সমস্ত মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয় ও মানুষকে অপবিত্র করে।

মন্দ-আত্মাবিষ্ট বালিকার আরোগ্যলাভ। চারি হাজার লোককে আহারদান

২৪ তিনি সেই স্থান ছাড়িয়া সোর ও সীদোন অঞ্চলে গেলেন। একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া, তিনি চাহিলেন যেন কেহ তাহা জানিতে না পারে; কিন্তু তিনি গোপনে থাকিতে পারিলেন ২৫ না। তাঁহার বিষয় শুনিয়া তখনই একটি স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। তাহার ছোট মেয়েটি অশুচি-আত্মাবিষ্ট ২৬ ছিল। স্ত্রীলোকটি গ্রীক, জাতিতে সুর-ফৈনীকী। সে তাঁহাকে তাহার মেয়েটির মধ্য হইতে মন্দ-আত্মা দূর করিতে অনুরোধ ২৭ করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, প্রথমে সন্তানেরা তৃপ্ত হউক; তাহাদের খাদ্য লইয়া কুকুরের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ২৮ ভাল নয়। ইহাতে সে উত্তরে বলিল, প্রভু, সন্তানদের খাদ্যদ্রব্যের ২৯ টুকরা মেজের নীচে কুকুরেও খাইতে পায়। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি এই কথা বলিলে, এইজন্য চলিয়া যাও,

[২৪-৩০ মথি ১৫, ২১-২৮]

২৬ যোঃ ১২ ; ২০

* অথবা, কুদৃষ্টি

৩০ তোমার মেয়ের মধ্য হইতে মন্দ-আত্মা দূর হইয়াছে। সে আপনার গৃহে গিয়া দেখিল, মেয়েটি শয্যায় শায়িত, এবং মন্দ-আত্মা দূর হইয়া গিয়াছে।

৩১ তিনি সোর অঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিলেন, আর সীদোন হইয়া দেকাপলি অঞ্চলের মধ্য দিয়া গালীল সাগরের নিকটে ৩২ গেলেন। তখন লোকেরা একটি বধির ও তোৎলা লোককে তাঁহার নিকটে আনিল, এবং তাঁহাকে অনুনয় করিল যেন তিনি ৩৩ ঐ লোকটির উপরে হস্তার্পণ করেন। তিনি তাহাকে লোকদের মধ্য হইতে একান্তে লইয়া গিয়া তাহার কানের মধ্যে আঙ্গুল ৩৪ দিলেন ও থুথু ফেলিয়া তাহার জিহ্বা স্পর্শ করিলেন, আর স্বর্গের দিকে চাহিয়া ব্যথিত হইয়া নিশ্বাস ছাড়িলেন ও বলিলেন, ৩৫ এপ্‌ফাথা, অর্থাৎ, খুলিয়া যাও। ইহাতে তাহার কান খুলিয়া গেল, তাহার জিহ্বা জড়তা-মুক্ত হইল এবং সে স্পষ্টভাবে কথা বলিতে ৩৬ লাগিল। আর তিনি এই কথা কাহাকেও বলিতে তাহাদের ৩৭ নিষেধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের যত নিষেধ করিলেন, ততই তাহারা বিষয়টি আরও অধিক প্রচার করিল। লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, ইনি সমস্তই উত্তমভাবে করিয়াছেন; ইনি বধিরদের শুনিবার ও বোবাদের কথা বলিবার শক্তি দেন।

[৩১-৩৭ মথি ১৫; ২৯-৩১]
৩২ মার্ক ৫; ২৩
৩৩ মার্ক ৮; ২৩
৩৪ মার্ক ৬; ৪১ যোঃ ১১ ৪১
৩৬ মার্ক ১; ৪৩-৪৫
৩৭ যিশাঃ ৩৫; ৫

৮ সেই সময় আবার বহু লোক একত্র হইল, এবং তাহাদের কোনও খাদ্য না থাকাতে তিনি তাঁহার শিষ্যদের আপনার কাছে ২ ডাকিয়া বলিলেন, এই লোকদের প্রতি আমার করুণা হ[illegible] কারণ ইহারা আজ তিন দিন আমার সঙ্গে আছে এবং তা[illegible] ৩ কিছুই খাদ্য নাই। যদি আমি তাহাদের অনাহারে বিদায় করিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিই তবে তাহারা পথে মূর্চ্ছা যাইবে; ৪ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দূর হইতে আসিয়াছে। তাঁহার শিষ্যেরা উত্তর দিলেন, এই নির্জ্জন স্থানে কে কোথা হইতে ৫ তাহাদের রুটি দিয়া তৃপ্ত করিতে পারিবে? তিনি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানি রুটি আছে? ৬ তাঁহারা বলিলেন, সাতখানি। তখন তিনি লোকদের মাটিতে বসিতে আদেশ দিলেন, এবং রুটি সাতখানি লইয়া ধন্যবাদ দিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং পরিবেশন করিবার জন্য শিষ্যদের হাতে দিলেন; তখন তাঁহারা লোকদের মধ্যে পরিবেশন ৭ করিলেন। তাঁহাদের কাছে কয়েকটি মাছও ছিল, তিনি *আশীর্ব্বাদ করিয়া সেইগুলিও* পরিবেশন করিবার আদেশ দিলেন। ৮ তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা তাঁহারা তুলিয়া লইলে টুকরাগুলিতে সাত ঝুড়ি পূর্ণ

[১-১০ মথি ১৫; ৩২-৩৯]
মার্ক ৬; ৩৪-৪৪

৯ হইল। লোকদের সংখ্যা প্রায় চারি হাজার ছিল। পরে
১০ তিনি তাহাদের বিদায় করিলেন। ইহার পরেই তিনি শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় উঠিয়া দল্‌মনুথা অঞ্চলে গেলেন।

ফরীশীদের ছলনা ও শিষ্যদের নির্বুদ্ধিতা

[১১-২১ মথি ১৬; ১-১২]

১১ তখন ফরীশীরা আসিয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য স্বর্গ হইতে কোন লক্ষণ
১২ তাঁহার নিকট দেখিতে চাহিলেন। ইহাতে তিনি অন্তরে ব্যথিত হইয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, এই যুগের লোকেরা কেন লক্ষণ দেখিতে চায়? আমি সত্যই বলিতেছি, এই যুগের
১৩ লোকদের কোন লক্ষণ দেখান হইবে না। আর তিনি তাঁহাদের ছাড়িয়া আবার নৌকায় উঠিলেন ও অপরপারে গেলেন।

১১ যো: ৬; ৩০

১৪ শিষ্যেরা রুটি লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; নৌকায় তাঁহাদের
১৫ সঙ্গে কেবল একখানা রুটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, সতর্ক হও, ফরীশীদের খামি হইতে ও
১৬ হেরোদের খামি হইতে সাবধান হও। তাঁহাদের সঙ্গে রুটি ছিল না বলিয়া তাঁহারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে-
১৭ ছিলেন। যীশু তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, তোমাদের সঙ্গে রুটি নাই বলিয়া কেন এত আলোচনা করিতেছ? তোমরা কি এখনও উপলব্ধি কর না, বুঝিতেও কি পার না? এখনও
১৮ তোমাদের অন্তঃকরণ কি কঠিন রহিয়াছে? ‘তোমরা কি চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাও না, কর্ণ থাকিতেও কি শুনিতে
১৯ পাও না?’ তোমাদের কি মনে পড়ে না, যখন আমি পাঁচ-খানি রুটি খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঁচ হাজার লোককে দিয়াছিলাম, তখন তোমরা টুকরা-ভরা কত ডালা তুলিয়া লইয়াছিলে?
২০ তাঁহারা বলিলেন, বারো ডালা। আর যখন সাতখানি রুটি খণ্ড খণ্ড করিয়া চার হাজারকে দিয়াছিলাম তখন টুকরা-ভরা কত ঝুড়ি তুলিয়া লইয়াছিলে? তাঁহারা বলিলেন, সাত ঝুড়ি। তিনি
২১ তাঁহাদের বলিলেন, তবে এখনও কি তোমরা বুঝিতে পার না?

১৫ লূক ১২; ১
১৭ মার্ক ৬; ৫২
১৮ যির: ৫; ২১ যিহি: ১২; ২
১৯ মার্ক ৬; ৪১-৪৪
২০ মার্ক ৮; ৬-৯

একজন অন্ধ লোককে দৃষ্টিদান

২২ পরে তাঁহারা বৈৎসৈদায় আসিলেন, আর লোকেরা একজন অন্ধকে তাঁহার নিকট আনিয়া অনুনয় করিল, যেন তিনি তাহাকে
২৩ স্পর্শ করেন। তখন তিনি অন্ধ লোকটির হাত ধরিয়া গ্রামের বাহিরে তাহাকে লইয়া গেলেন। তাহার চক্ষুতে থুথু দিয়া ও তাহার উপর হস্তার্পণ করিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
২৪ তুমি কি কিছু দেখিতে পাইতেছ? অন্ধ লোকটি দৃষ্টিশক্তি লাভ

২২ মার্ক ৬; ৫৬
২৩ মার্ক ৭; ৩২, ৩৩ যো: ৯; ৬

করিয়া বলিল, আমি মানুষ দেখিতেছি, তাহারা গাছের মত
২৫ দেখিতে, হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। তিনি আবার তাহার চক্ষুর
উপরে হস্তার্পণ করিলেন, তখন লোকটি একদৃষ্টে চাহিল, আর
২৬ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া সমস্তই স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল। তখন
তিনি তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন, গ্রামে
কাহাকেও কিছু বলিও না। *

নিজ মৃত্যু ও পুনরুত্থানবিষয়ে যীশুর প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী

২৭ পরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যেরা কৈসরিয়া ফিলিপ্পী অঞ্চলের
গ্রামে গ্রামে গেলেন। পথে তিনি আপন শিষ্যদের জিজ্ঞাসা
২৮ করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে? তাঁহারা
তাঁহাকে উত্তরে বলিলেন, কেহ কেহ বলে আপনি বাপ্তিস্ম-দাতা
যোহন, অন্যেরা বলে আপনি এলিয়, আবার কেহ কেহ বলে
২৯ আপনি ভাববাদীদের একজন। তিনি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা
করিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? পিতর উত্তরে
৩০ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট। তখন তিনি তাঁহাদের
সতর্ক করিয়া দিলেন, যেন তাঁহার বিষয়ে কাহাকেও কিছু না
বলেন।

৩১ পরে তিনি তাঁহাদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, মনুষ্য-পুত্রকে
অনেক দুঃখভোগ করিতে হইবে, প্রাচীনবর্গ, প্রধান পুরোহিত
ও ধর্ম্মগুরুদের দ্বারা অগ্রাহ্য হইতে হইবে, নিহত হইতে হইবে,
এবং তিন দিন পরে পুনরুত্থিত হইতে হইবে। এই কথা তিনি
৩২ স্পষ্টভাবে বলিলেন। ইহাতে পিতর যীশুকে একান্তে লইয়া
৩৩ গিয়া তিরস্কার করিলেন। যীশু মুখ ফিরাইয়া শিষ্যদের দেখিয়া,
পিতরকে তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন, শয়তান, আমার সম্মুখ
হইতে দূর হও, কারণ তোমার মনোভাব ঈশ্বরের অনুযায়ী নয়,
কিন্তু মনুষ্যের অনুযায়ী।

৩৪ পরে তিনি শিষ্যদের সহিত লোকদেরও নিকটে ডাকিয়া
বলিলেন, যদি কেহ আমার অনুগামী হইতে চায়, তবে সে
আপনাকে অস্বীকার করুক ও নিজের ক্রুশ তুলিয়া লইয়া
৩৫ আমার অনুসরণ করুক। কারণ কেহ যদি নিজের প্রাণ
বাঁচাইতে চায়, তবে সে তাহা হারাইবে, এবং যে আমার জন্য
ও সুসমাচারের জন্য নিজের প্রাণ হারায় সে তাহা বাঁচাইবে।
৩৬ কেহ যদি সমস্ত জগৎ লাভ করিয়াও জীবনে বঞ্চিত হয়
৩৭ তাহাতে তাহার কি লাভ? নিজের প্রাণের বিনিময়ে মানুষ কি

'; ২৭—৯ মথি ১৬; ১৩-২৮ লূক ৯; ১৮-২৭
মার্ক ৬;
২৯ যোঃ ৬;
মার্ক ৯;
৩৫ মথি ১০; ৩৯

* পাঠান্তর, গ্রামে প্রবেশ করিও না

৩৮ দিতে পারে? এই যুগের ভ্রষ্টাচারী ও পাপী লোকদের মধ্যে যে কেহ আমার ও আমার লোকদের বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, মনুষ্য-পুত্র যখন পবিত্র দূতদের লইয়া তাঁহার পিতার মহিমায় আসিবেন, তখন তিনিও তাহার বিষয়ে লজ্জাবোধ করিবেন।

৩৮ মথি ১০; ৩৩

৯ পরে তিনি তাঁহাদের বলিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, পরাক্রমের সহিত ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন না দেখা পর্য্যন্ত, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিবে না। *

যীশুর রূপান্তর

[২-১৩ মথি ১৭; ১-১৩ লূক ৯; ২৮-৩৬]

২ ছয় দিন পরে যীশু কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া বিরলে এক উচ্চ পর্ব্বতে গেলেন। তাঁহাদের সম্মুখে ৩ তিনি রূপান্তরিত হইলেন; তাহার বস্ত্র উজ্জ্বল ও অতিশয় শুভ্র-বর্ণ হইল; পৃথিবীতে কোন রজক এমন শুভ্র করিতে পারিত ৪ না। সেখানে মোশির সহিত এলিয় তাঁহাদের নিকট দেখা দিলেন, এবং যীশুর সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। তাহাতে ৫ পিতর যীশুকে বলিলেন, রব্বি †, আমরা এখানে থাকিলে ভাল হয়; ইহা কি আপনার ইচ্ছা যে আমরা তিনটি কুটীর নির্ম্মাণ করি,—একটি আপনার জন্য, একটি মোশির জন্য, আর একটি ৬ এলিয়ের জন্য? কি বলা উচিত তাহা তিনি বুঝিলেন না কারণ তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তখন একখানি ৭ মেঘ আসিয়া তাঁহাদের ঢাকিয়া ফেলিল, এবং ঐ মেঘ হইতে এই বাণী ধ্বনিত হইল, ইনিই আমার একমাত্র ‡ পুত্র, তাহার ৮ কথা শ্রবণ কর। হঠাৎ তাঁহারা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একা যীশুকে ছাড়া আর কাহাকেও তাঁহাদের সঙ্গে দেখিতে পাইলেন না।

৭ মার্ক ১; ১১ ২পিঃ১; ১৭, ১৮ দ্বিঃ বিঃ ১৮; ১৫ প্রেঃ ৩; ২২

৯ যখন তাঁহারা পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদের আদেশ দিলেম যে, মনুষ্য-পুত্র মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন ১০ তাহা যেন কাহাকেও না বলেন। তাঁহারা এই কথা অন্তরে রাখিলেন, কিন্তু মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থানের অর্থ কি এই বিষয়ে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। ১১ তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্ম্মগুরুরা কেন বলিয়া ১২ থাকেন যে, এলিয়ের প্রথমে আসা আবশ্যক? তিনি উত্তরে

৯ মার্ক ৮; ৩০

১২ মালাঃ ৪; ৫ যিশাঃ ৫৩; ৩

* (মূল), মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না

† অর্থাৎ 'গুরু'

‡ মথি ৩; ১৭ দ্রঃ

বলিলেন, বাস্তবিক 'এলিয়' প্রথমে আসিয়া সমস্তই 'পুনঃ-স্থাপন করেন', এবং মনুষ্য-পুত্রের বিষয় কিরূপেই বা লেখা আছে যে, তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতে ও অবজ্ঞাত হইতে
১৩ হইবে? আমি তোমাদের বলিতেছি, যেমন এলিয়ের সম্বন্ধে লেখা আছে তেমনই তিনি আসিয়াছেন এবং লোকেরা তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছে।

১৩ মথি ১১; ১৪ লূক ১; ১৭, ২৭ ১রাঃ ১৯; ২, ১০

একটি বোবা-আত্মাবিষ্ট বালকের আরোগ্যলাভ

১৪ তাঁহারা শিষ্যদের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের চারিদিকে বহু লোক, এবং ধর্ম্মগুরুরা তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে-
১৫ ছেন। সমস্ত লোক তখনই তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল ও তাঁহার নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।
১৬ তিনি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজেদের মধ্যে কি বিষয়ে
১৭ তর্ক করিতেছ? ভিড়ের মধ্য হইতে একজন উত্তরে বলিল, গুরু, বোবা-আত্মাবিষ্ট আমার ছেলেটিকে আমি আপনার কাছে
১৮ আনিয়াছিলাম। যেখানেই এই আত্মা তাহাকে ধরে সেখানেই তাহাকে আছাড় মারে, তাহার মুখ হইতে ফেনা বাহির হয়, সে দাঁত কড়মড় করে এবং আড়ষ্ট হইয়া যায়। আমি আপনার শিষ্যদের ইহা দূর করিতে বলিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা পারে নাই।

[১৪-২৯ মথি ১৭; ১৪-২১ লূক ৯; ৩৭-৪২]

১৯ তখন তিনি উত্তরে তাহাদের বলিলেন, এই যুগের অবিশ্বাসী লোকেরা, আমি আর কতকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব? আর কতকাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাইব? উহাকে
২০ আমার কাছে আন। তাহারা তাহাকে তাঁহার নিকট আনিল। যীশুকে দেখিয়াই ঐ আত্মা বালকটিকে খুব জোরে মুচড়াইয়া ধরিল। তাহাতে সে মাটিতে পড়িয়া মুখে ফেনা বাহির করিতে
২১ করিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। যীশু বালকটির পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কত দিন হইতে তাহার এই অবস্থা হইয়াছে?
২২ সে বলিল, ছেলেবেলা হইতে, আর এই আত্মা তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য বহুবার আগুনে ও জলে ফেলিয়াছে, কিন্তু আপনি কিছু করিতে পারিলে, আমাদের প্রতি দয়া করিয়া সাহায্য
২৩ করুন। যীশু তাহাকে বলিলেন, 'করিতে পারিলে' কেন?
২৪ যে বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে সকলই সম্ভব। তখন বালকটির পিতা চীৎকার করিয়া বলিল, বিশ্বাস করিতেছি, আমার অবিশ্বাসের প্রতিকার করুন।

২৩ মার্ক ১১; ২২, ২৩
২৪ লূক ১৭: ৫

২৫ লোকেরা দৌড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি সেই অশুচি-আত্মাকে ধমক দিয়া বলিলেন, বোবা-বধির আত্মা, আমি তোমাকে

আদেশ দিতেছি, উহার মধ্য হইতে দূর হও এবং আর কখনও
২৬ উহার মধ্যে প্রবেশ করিও না। তাহাতে সেই আত্মা চীৎকার করিল ও বালকটির শরীর মুচড়াইয়া বাহির হইয়া গেল; তাহাতে বালকটি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল, ফলে অনেকে বলিল, সে মরিয়া
২৭ গিয়াছে; কিন্তু যীশু তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

২৮ পরে যখন তিনি গৃহে আসিলেন, তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কেন তাহা দূর করিতে
২৯ পারিলাম না? তিনি তাঁহাদের বলিলেন, প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুতে এই জাতি দূর হয় না।

২৬ মার্ক ১; ২৬

নিজ মৃত্যুবিষয়ে যীশুর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

৩০ সেই স্থান ছাড়িয়া তাঁহারা গালীলের মধ্য দিয়া গেলেন, এবং তিনি চাহিলেন যেন কেহ তাহা জানিতে না পারে।
৩১ কারণ তিনি আপন শিষ্যদের শিক্ষা দিয়া বলিতেছিলেন, মনুষ্য-পুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইতে যাইতেছেন। তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবে এবং নিহত হইবার তিন দিন পরে তিনি
৩২ পুনরুত্থিত হইবেন। তাঁহারা এই কথা বুঝিতে পারিলেন না এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও তাহাদের ভয় হইল।

[৩০-৩২ মথি ১৭; ২২, ২৩ লূক ৯; ৪৩-৪৫]
৩০ যোঃ ৭, ১
৩১ মার্ক ৮; ৩১। ১০; ৩২-৩৪
৩২ লূক ৯; ৪৫। ১৮; ৩৪ যোঃ ১০; ৬। ১২ . ১৬

প্রকৃত শ্রেষ্ঠ কে ও ধর্ম্ম-পথে বিঘ্নকারী-সম্পর্কে যীশুর উপদেশবাণী

৩৩ তাঁহারা কফরনাহূমে আসিলেন এবং গৃহে গিয়া তিনি শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা পথে নিজেদের মধ্যে কোন্ বিষয়
৩৪ আলোচনা করিতেছিলে? কিন্তু তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন, কারণ কে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা পথে সেই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক
৩৫ করিতেছিলেন। তিনি বসিয়া বারোজনকে ডাকিয়া বলিলেন, যদি কেহ প্রথম হইতে চায়, তবে তাহাকে সকলের শেষে থাকিতে
৩৬ হইবে ও সকলের সেবক হইতে হইবে। পরে তিনি একটি শিশুকে তাঁহাদের মধ্যস্থলে দাঁড় করাইলেন ও তাহাকে কোলে
৩৭ লইয়া তাঁহাদের বলিলেন, যে কেহ আমার নামে ইহার মত একটি শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাকেই গ্রহণ করে।

৩৮ যোহন উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, গুরু, আমাদের অনুসরণ করে না এমন একজনকে আমরা আপনার নামে মন্দ-আত্মা দূর করিতে দেখিয়াছি; সে আমাদের অনুসরণ করে না বলিয়া

৩৩-৪৭ মথি ১৮; ১-৯ লূক ৯; ৪৬-৫০ ১৭; ১, ২
৩৩ মথি ১৭; ২৪
৩৫ মার্ক ১০; ৪৪
৩৬ মার্ক ১০; ১৬
৩৭ মথি ১০; ৪০ যোঃ ১৩; ২০
৩৮ গণনা ১১; ২৭-২৯

৩৯ আমরা তাহাকে নিষেধ করিলাম। যীশু বলিলেন, নিষেধ করিও না, কারণ এমন কেহ নাই যে আমার নামে পরাক্রমের ৪০ কার্য্য করিয়া পরমুহূর্ত্তে আমার দুর্নাম করিবে। কারণ যে ৪১ কেহ আমাদের বিপক্ষে নয়, সে আমাদের সপক্ষে। তোমরা খ্রীষ্টের নামে আখ্যাত বলিয়া যে কেহ তোমাদের এক পেয়ালা জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

৪২ যে কেহ আমার উপরে বিশ্বাসী এই ক্ষুদ্রগণের একজনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তাহার গলায় একটি ভারী জাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে ৪৩ সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়াই তাহার পক্ষে ভাল। যদি তোমার হস্ত তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেল, কারণ দুই হস্ত লইয়া নরকে, সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিতে যাওয়া অপেক্ষা বরং নুলা ৪৫ হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। * আর যদি তোমার চরণ তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহাও কাটিয়া ফেল, কারণ দুই চরণ লইয়া নরকে যাওয়া অপেক্ষা খঞ্জ হইয়া জীবনে প্রবেশ ৪৭ করা তোমার পক্ষে ভাল। * আবার যদি তোমার চক্ষু তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহাও তুলিয়া ফেল, কারণ দুই চক্ষু লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা এক-চক্ষু হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে ৪৮ প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। 'নরকে তাহাদের কীট মরে না এবং আগুনও নিভেনা।'

৪৯ অগ্নি দ্বারা প্রত্যেক জনকে লবণাক্ত হইতে হইবে। †
৫০ লবণ ভাল জিনিষ, কিন্তু লবণ যদি লবণত্ব হারায় তবে তোমরা আর কিরূপে তাহা স্বাদযুক্ত করিতে পারিবে? তোমাদের অন্তরে লবণ রাখ ও তোমরা একজন অপরের সহিত শান্তিতে থাক।

৩৯ ১ করিঃ ১২ ; ৩
৪০ মথি ১২ ; ৩০
৪১ মথি : ৪২
৪৩ মথি ৫ ; ৩০
৪৭ মথি ৫ , ২৯
৪৮ যিশাঃ ৬৬ ; ২৪
৪৯ লেবীঃ ২ ; ১৩
৫০ মথি ৫ ; ১৩ লূক ১৪ ; ৩৪ কলঃ ৪ , ৬

স্ত্রী-পরিত্যাগবিষয়ে শিক্ষা

১০ সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়া তিনি যিহূদিয়া অঞ্চল ও যর্দ্দনের অপরপারে আসিলেন। বহু লোক আবার তাঁহার নিকট আসিয়া একত্র হইল এবং তিনি তাঁহার রীতি অনুসারে ২ আবার তাহাদের শিক্ষা দিলেন। তাহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল যে, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে ত্যাগ ৩ করা বিধেয় কি না। তিনি উত্তরে তাহাদের বলিলেন, মোশি ৪ তোমাদের কি আদেশ দিয়াছেন? তাহারা উত্তর করিল, মোশি

[১-১২ মথি ১৯; ১-৯]
দ্বিঃ বিঃ ২৪ ; ১-৩
মথি ৫ ; ৩১, ৩২

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই দুই স্থলে (অর্থাৎ, ৪৪ এবং ৪৬ পদ রূপে) 'নরকে তাহাদের কীট মরে না এবং আগুনও নিভেনা।'—পাঠ করা হয়

† কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে 'এবং সমস্ত বলি লবণে লবণাক্ত হইবে', এই কথা এই স্থলে পাওয়া যায়

'ত্যাগপত্র লিখিয়া স্ত্রী-ত্যাগ করিবার' অনুমতি দিয়াছেন।
৫ যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন
৬ বলিয়াই তিনি এই আজ্ঞা লিখিয়াছিলেন। সৃষ্টির আদি হইতেই
৭ 'ঈশ্বর মানুষকে নর ও নারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এজন্য পুরুষ আপন পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিবে ও আপন স্ত্রীতে
৮ আসক্ত হইবে, তাহারা দুইজন একদেহ হইবে।' সুতরাং
৯ তাহারা আর দুই নয় কিন্তু একই দেহ। ঈশ্বর যাহাদের যুক্ত করিয়াছেন মানুষ তাহাদের বিচ্ছিন্ন না করুক।

৬ আদি ১; ২৭
৭ আদি ২; ২৪

১০ গৃহে আসিলে তাঁহার শিষ্যেরা আবার তাঁহাকে এই বিষয়ে
১১ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদের বলিলেন, যে কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অপর নারীকে বিবাহ করে, সে
১২ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; স্ত্রীও যদি আপন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষকে বিবাহ করে, তবে সেও ব্যভিচার করে।

১১ লূক ১৬; ১৮

শিশুদের বিষয়ে শিক্ষা

১৩ লোকেরা কতকগুলি শিশুকে তাঁহার নিকটে আনিল যেন
১৪ তিনি তাহাদের স্পর্শ করেন। শিষ্যেরা উহাদের তিরস্কার করিলেন। যীশু ইহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, শিশুদের আমার নিকটে আসিতে দাও, বারণ করিও না, কারণ ঈশ্বরের
১৫ রাজ্য এইপ্রকার লোকদেরই। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, যে কেহ শিশুর ন্যায় ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে,
১৬ সে কিছুতেই তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। আর তিনি তাহাদের কোলে লইলেন ও হস্তার্পণ করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন।

১৩-১৬ মথি ১৯; ১৩-১৫ লূক ১৮; ১৫-১৭
১৫ মথি ১৮; ৩
১৬ মার্ক ৯; ৩৬

অনন্ত জীবন লাভের উপায়

১৭ পরে যখন তিনি আবার পথে বাহির হইলেন, একজন দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সদ্‌গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব?
১৮ যীশু তাহাকে বলিলেন, আমাকে সৎ বলিতেছ কেন? একজন
১৯ ব্যতীত সৎ আর কেহই নাই; তিনি ঈশ্বর। তুমি আজ্ঞাগুলি জান, 'নর-হত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না,' কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিও না, 'পিতামাতাকে সম্মান
২০ কর।' সে উত্তরে বলিল, গুরু, আমার বাল্যকাল হইতেই
২১ এই সমস্ত পালন করিয়া আসিতেছি। যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে ভালবাসিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, একটি বিষয়ে তোমার অভাব আছে; যাও, তোমার যাহা কিছু

১৭-৩১ মথি ১৯; ১৬-৩০ লূক ১৮; ১৮-৩০
১৯ যাত্রা ২০: ১২-১৭ দ্বিঃ বিঃ ৫; ১৬-২০
২১ মার্ক ৮; ৩৪ মথি ১০; ৩৮

আছে সমস্তই বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদের দান কর, তাহা হইলে তুমি স্বর্গে ধন পাইবে; আর এস, আমার অনুসরণ কর।
২২ এই কথায় তাহার মুখ বিষন্ন হইল এবং সে দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল।

২৩ তখন যীশু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, যাহাদের ধন-সম্পত্তি আছে তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের ২৪ রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর। শিষ্যেরা তাঁহার কথায় বিস্মিত হইলেন; যীশু আবার বলিলেন, বৎসেরা, ঈশ্বরের ২৫ রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর। ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা সূচের ছিদ্র-পথে উটের প্রবেশ করা সহজ। ২৬ তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি ২৭ করিলেন, তবে কে পরিত্রাণ পাইতে পারে? তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যীশু বলিলেন, মানুষের পক্ষে ইহা অসাধ্য, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে নয়, কারণ 'ঈশ্বরের পক্ষে সমস্তই সাধ্য।'

২৪ গীত ৬২; ১০
১ তীম: ৬; ১৭

২৭ আদি ১৮; ১৪
ইয়োব ৪২; ২
সখ: ৮; ৬

২৮ পিতর তাঁহাকে বলিলেন, দেখুন, আমরা সমস্তই ত্যাগ ২৯ করিয়া আপনার অনুসরণ করিয়াছি। যীশু উত্তরে বলিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, এমন কেহ নাই যে আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য গৃহ, ভ্রাতা-ভগ্নী, মাতা-পিতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা অথবা জমি-জমা ত্যাগ করিয়াছে, এবং তাহার শতগুণ ৩০ ফিরিয়া পাইবে না; সে এখন, এই যুগেই গৃহ, ভ্রাতা-ভগ্নী, মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা ও জমি-জমা, নির্য্যাতনের সহিত সমস্তই ৩১ পাইবে এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাইবে। কিন্তু যাহারা প্রথম তাহাদের মধ্যে অনেকে শেষে পড়িবে এবং যাহারা শেষে আছে তাহারা প্রথম হইবে।

নিজ মৃত্যুবিষয়ে যীশুর তৃতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী

[৩২-৩৪ মথি ২০; ১৭-১৯ লূক ১৮; ৩১-৩৪]
৩২ লূক ৯ ৫১
মার্ক ৯; ৩১

৩২ তাঁহারা যিরূশালেমের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং যীশু তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিতেছিলেন। তাঁহারা বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে ভীত হইলেন।* তিনি আবার সেই বারোজনকে একান্তে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রতি ৩৩ যাহা যাহা ঘটিবে সেই সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা এখন যিরূশালেমে যাইতেছি, এবং মনুষ্য-পুত্র প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম্মগুরুদের হস্তে সমর্পিত হইবেন, তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিবেন ও তাঁহাকে বিজাতীয়দের

* পাঠান্তর, এবং যাঁহারা অনুসরণ করিতেছিলেন তাঁহারা ভয় পাইলেন

৩৪ হস্তে সমর্পণ করিবেন। তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, তাঁহার গাত্রে থুথু দিবে, কোড়া প্রহার করিবে, শেষে হত্যা করিবে। তিন দিন পরে তিনি পুনরুত্থিত হইবেন।

যাকোব ও যোহনের অভিলাষে যীশুর শিক্ষাদান

[৩৫-৪৫ মথি ২০; ২০-২৮]

৩৫ পরে সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, গুরু, আমাদের ইচ্ছা এই যে, আমরা যাহা চাহিব ৩৬ আপনি আমাদের জন্য তাহাই করিবেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমাদের ইচ্ছা কি? আমি তোমাদের জন্য কি ৩৭ করিব? তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের এই বর দান করুন যেন আপনি মহিমান্বিত হইলে, আমাদের একজন আপনার ৩৮ দক্ষিণ পার্শ্বে আর একজন বাম পার্শ্বে বসিতে পায়। যীশু তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা কি চাহিতেছ, তাহা জান না; আমি যে পানপাত্রে পান করি, তোমরা কি সেই পাত্রে পান করিতে পার? যে বাপ্তিস্ম আমার জন্য নিরূপিত, তোমরা কি ৩৯ সেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিতে পার? তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, পারি। যীশু তাঁহাদের বলিলেন, যে পাত্রে আমি পান করি তোমরাও তাহাতে পান করিবে, এবং যে বাপ্তিস্ম আমার জন্য ৪০ নিরূপিত, তোমরাও সেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিবে, কিন্তু কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং আমার বাম পার্শ্বে বসিতে দিবার অধিকার আমার হস্তে নয়। কিন্তু যাহাদের জন্য সেই স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহারাই পাইবে।

৩৮ মার্ক ১৪; ৩৬ লূক ১২; ৫০ রো: ৬; ৩

৩৯ প্রে: ১২, ২ প্র: ১; ৯

৪১ ইহা শুনিয়া অন্য দশজন যাকোব ও যোহনের প্রতি রুষ্ট ৪২ হইলেন। যীশু তাঁহাদের আপনার কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা জান, বিজাতিদের মধ্যে যাহারা শাসনকর্ত্তা বলিয়া গণিত, তাহারা প্রজাদের উপরে প্রভুত্ব করে এবং তাহাদের মধ্যে ৪৩ যাহারা প্রধান, তাহারা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেইপ্রকার নয়, কারণ তোমাদের মধ্যে যে ৪৪ কেহ প্রধান হইতে চায়, সে তোমাদের সেবক হইবে; এবং যে ৪৫ প্রথম হইতে চায়, সে সকলের দাস হইবে। কারণ মনুষ্য-পুত্রও সেবা পাইতে নয়, কিন্তু সেবা করিতে এবং অনেকের পরিবর্ত্তে মুক্তির মূল্যরূপে নিজের প্রাণ দান করিতে আসিয়াছেন।

৪২ লূক ২২; ২৫-২৭

৪৩ মার্ক ৯; ৩৫

যীশুর যিরূশালেম যাত্রা ও পথিমধ্যে অন্ধ বরতীময়কে চক্ষুদান

[৪৬-৫২ মথি ২০; ২৯-৩৪ লূক ১৮; ৩৫-৪৩]

৪৬ পরে তাঁহারা যিরীহোতে আসিলেন; যখন তিনি শিষ্যদের ও বহু লোকের সঙ্গে যিরীহো ছাড়িয়া যাইতেছিলেন, তখন

তীময়ের পুত্র বর্তীময় নামে একজন অন্ধ ভিক্ষুক পথের পার্শ্বে
৪৭ বসিয়া ছিল। তিনি নাসরতীয় যীশু, ইহা শুনিয়া সে চীৎকার
করিয়া বলিতে লাগিল, দায়ূদ-সন্তান যীশু, আমার প্রতি দয়া
৪৮ করুন। ইহাতে অনেকে তাহাকে ধমক দিয়া চুপ করিতে
বলিল, কিন্তু সে আরও বেশী চীৎকার করিতে লাগিল, দায়ূদ-
৪৯ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। যীশু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন
ও বলিলেন, তাহাকে ডাক, এবং তাহারা অন্ধ লোকটিকে ডাকিয়া
৫০ বলিল, সাহস কর, উঠ, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। সে তখন
নিজের কাপড় ফেলিয়া লাফ দিয়া উঠিল ও যীশুর কাছে আসিল।
৫১ তাহাতে যীশু তাহাকে বলিলেন, কি চাও, তোমার জন্য কি
করিব? অন্ধ লোকটি বলিল, রব্বুণী,* আমি যেন দেখিতে
৫২ পাই। যীশু তাহাকে বলিলেন, যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে
সুস্থ করিয়াছে। আর তখনই সে দেখিতে পাইল ও পথে তাঁহার
অনুসরণ করিল।

যীশুর যিরূশালেমে প্রবেশ

১১ পরে তাঁহারা যখন যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈতুন
পর্ব্বতে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে আসিলেন, তখন তিনি
তাঁহার শিষ্যদের মধ্য হইতে দুইজনকে পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন,
২ তোমরা তোমাদের সম্মুখের ঐ গ্রামে যাও। সেখানে প্রবেশ
করিবামাত্র দেখিতে পাইবে একটি গর্দ্দভ-শাবক বাঁধা আছে,
যাহার উপরে এপর্য্যন্ত কোন লোক চড়ে নাই। তোমরা উহাকে
৩ খুলিয়া আন। আর যদি কেহ তোমাদের বলে, কেন ইহা
করিতেছ? তবে বলিও, প্রভুর ইহাতে প্রয়োজন আছে;
৪ তিনি অবিলম্বে উহাকে এখানে ফিরাইয়া পাঠাইবেন। তাঁহারা
গিয়া দেখিলেন, গর্দ্দভ-শাবকটি বাহিরে দ্বারের পার্শ্বে রাস্তায়
৫ বাঁধা আছে, আর তাঁহারা উহার বন্ধন খুলিলেন। যাহারা
সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল,
৬ গর্দ্দভ-শাবকটিকে কেন খুলিতেছ? যীশু যেমন বলিয়াছিলেন
তাঁহারা তাহাদের সেইরূপ কথা বলিলেন; আর তাহারা
৭ তাঁহাদের অনুমতি দিল। তাঁহারা গর্দ্দভ-শাবকটিকে যীশুর কাছে
আনিয়া উহার উপর নিজেদের বস্ত্র পাতিয়া দিলেন এবং যীশু
৮ তাহাতে বসিলেন। আর অনেকে আপনাদের বস্ত্র পথের উপর
পাতিয়া দিল এবং অন্য কেহ কেহ গাছ হইতে ডালপালা কাটিয়া
৯ পথে ছড়াইয়া দিল। যাহারা তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে চলিতে-
ছিল তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, 'হোশান্না,† ধন্য তিনি,

১-১০ মথি ২১; ১-৯ লূক ১৯; ২৯-৩৮ যো: ১২: ১২-১৬

৮ ২রা: ৯; ১৩

৯ গীত ১১৮; ২৫, ২৬

* অর্থাৎ, গুরুজী

† অর্থাৎ, ঈশ্বর উদ্ধার করুন

১০ যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন।' ধন্য যে রাজ্য আসিতেছে আমাদের পিতা দায়ূদের রাজ্য। ঊর্দ্ধলোকে 'হোশান্না'।

১১ তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করিয়া মন্দিরে গেলেন এবং চারিদিকের সমস্ত কিছু লক্ষ্য করিয়া দিন প্রায় শেষ হওয়াতে সেই বারোজনকে সঙ্গে লইয়া বৈথনিয়ায় চলিয়া গেলেন।

[১১-২৪ মথি ২১; ১২-২২ লূক ১৯; ৪৫-৪৮]

বিশ্বাসযুক্ত প্রার্থনাবিষয়ে শিক্ষা

১২ পরের দিন যখন তাঁহারা বৈথনিয়া হইতে আসিতেছিলেন ১৩ তখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তিনি দূর হইতে পল্লবিত একটি ডুমুর গাছ দেখিতে পাইয়া তাহাতে কোন ফল আছে কি না তাহা দেখিতে গেলেন; কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলেন, পাতা ছাড়া আর কিছুই ১৪ নাই, কারণ তখনও ডুমুর ফলের সময় হয় নাই। যীশু গাছটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেহ আর কখনও যেন তোমার ফল না খায়। তাঁহার শিষ্যেরা এই কথা শুনিলেন।

১৩ লূক ৩; ৯। ১৩; ৬-৯

১৫ পরে তাঁহারা যিরূশালেমে আসিলেন এবং তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যাহারা সেখানে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছিল তাহাদের তাড়াইয়া দিলেন এবং পোদ্দারদের মেজ ও যাহারা কপোত ১৬ বিক্রয় করিতেছিল তাহাদের আসন উল্টাইয়া ফেলিলেন, আর তিনি কাহাকেও কোন পণ্যদ্রব্য মন্দিরের মধ্য দিয়া লইয়া ১৭ যাইতে দিলেন না। তিনি শিক্ষা দিবার সময় তাহাদের বলিলেন, ইহা কি লেখা নাই, 'আমার গৃহ সমস্ত জাতির প্রার্থনা-গৃহ বলিয়া আখ্যাত হইবে?' কিন্তু তোমরা ইহা 'দস্যুদের গুহায়' ১৮ পরিণত করিয়াছ। প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম্মগুরুরা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিপাত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভয় করিলেন, কারণ সমস্ত লোক তাঁহার ১৯ উপদেশে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। আর সন্ধ্যা হইলেই তিনি শিষ্যদের লইয়া নগরের বাহিরে গেলেন।

১৫ যোঃ ২; ১৩-১৬

১৭ যিশাঃ ৫৬; ৭ যির: ৭; ১১

২০ প্রাতঃকালে তাঁহারা সেই পথে যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন, ২১ ডুমুর গাছটি সমূলে শুকাইয়া গিয়াছে। যীশুর কথা স্মরণ করিয়া পিতর বলিলেন, রব্বি, দেখুন, যে ডুমুর গাছটিকে আপনি ২২ শাপ দিয়াছিলেন সেটি শুকাইয়া গিয়াছে। যীশু উত্তরে ২৩ তাঁহাদের বলিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলে, উপড়িয়া যাও ও সমুদ্রে গিয়া পড়, এবং অন্তরে সে কোনও সন্দেহ না করিয়া বিশ্বাস করে যে, তাহার কথা মত ঘটিবে, তবে তাহার জন্য ২৪ তাহাই হইবে। এইজন্য আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমরা

২২ যোঃ ১৪; ১

২৩ মথি ১৭; ২০ লূক ১৭; ৬

২৪ মথি ৭; ৭ যোঃ ১৪; ১৩। ১৬; ২৩

যাহা কিছু প্রার্থনায় চাহিয়া থাক, বিশ্বাস করিও যে, তোমরা তাহা পাইয়াছ, তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।

২৫ আর যখন প্রার্থনা কর তখন যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিযোগ থাকে, তবে তাহা ক্ষমা করিও, যেন তোমাদের ২৬ স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। কিন্তু তোমরা যদি ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

২৫ মথি ৫; ২৩
২৬ মথি ৬; ১৪, ১৫

যীশুর অধিকারসম্বন্ধে শত্রুদের প্রশ্ন

২৭ পরে তাঁহারা আবার যিরূশালেমে আসিলেন এবং যখন তিনি মন্দিরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন প্রধান পুরোহিতেরা, ২৮ ধর্ম্মগুরুরা ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি কি অধিকারে এই সমস্ত করিতেছ, এবং তোমাকে এই সমস্ত ২৯ করিবার অধিকার কেই বা দিয়াছে? যীশু উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, আমিও তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; তোমরা আমাকে উত্তর দাও, আর আমিও তোমাদের বলিব কি ৩০ অধিকারে আমি এই সমস্ত করিতেছি। যোহনের যে বাপ্তিস্ম, তাহা কি স্বর্গ হইতে না মানুষ হইতে? আমাকে উত্তর দাও। ৩১ তাঁহারা নিজেদের মধ্যে এই বলিয়া আলোচনা করিলেন, আমরা কি বলি? যদি আমরা বলি, স্বর্গ হইতে, তবে সে বলিবে, ৩২ তাহা হইলে কেন তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর নাই? আমরা যদি বলি, মানুষ হইতে,—কিন্তু তাঁহারা লোকদের ভয় করিলেন, কারণ সকলেই মনে করিত যোহন সত্যই ভাববাদী ছিলেন। ৩৩ তাঁহারা যীশুকে উত্তরে বলিলেন, আমরা জানি না। যীশু তাঁহাদের বলিলেন, আমিও কি অধিকারে এই সমস্ত করিতেছি, তাহা তোমাদের বলিব না।

২৭-৩৩ মথি ২১; ২৩-২৭ লূক ২০; ১-৮

মালিক ও দুষ্ট কৃষকদের উপমা-কথা

১২ তিনি উপমা দিয়া তাহাদের কাছে বলিতে লাগিলেন, কোন লোক একটি 'দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন, তাহার চারিদিকে প্রাচীর দিলেন, বড় একটি কুণ্ড খুঁড়িলেন এবং একটি প্রহরী-গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন।' পরে তাহা কৃষকদের কাছে ২ জমা দিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। আর সময় হইলে তিনি কৃষকদের নিকট ক্ষেত্রের ফসলের অংশ আদায় করিবার জন্য ৩ একজন দাসকে পাঠাইলেন। কৃষকেরা তাহাকে ধরিয়া প্রহার ৪ করিল এবং রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিল। আবার তিনি আর একজন দাসকে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। কৃষকেরা তাহার

১-১২ মথি ২১; ৩৩-৪৬ লূক ২০; ৯-১৯
১ যিশাঃ ৫; ১, ২

৫ মাথা ভাঙ্গিয়া দিল ও অপমান করিল। তিনি আবার আর একজনকে পাঠাইলেন, তাহারা তাহাকে হত্যা করিল, আরও অনেকের মধ্যে কাহাকেও তাহারা প্রহার করিল আবার কাহাকেও
৬ হত্যা করিল। তাঁহার আর একজন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, তিনিই তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি সকলের শেষে তাঁহাকে পাঠাইলেন
৭ ও বলিলেন, তাহারা আমার পুত্রকে সম্মান করিবে। কিন্তু সেই কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল, এই ত উত্তরাধিকারী, এস, আমরা তাহাকে হত্যা করি, তাহা হইলে অধিকার
৮ আমাদেরই হইবে। পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া হত্যা করিল
৯ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া দিল। সেই ক্ষেত্রের মালিক কি করিবেন? তিনি আসিয়া ঐ কৃষকদের সংহার করিবেন এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্য লোকদের দিবেন।
১০ তোমরা কি শাস্ত্রের এই কথা পাঠ কর নাই, 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা কোণের প্রস্তর হইয়া
১১ উঠিল; ইহা প্রভুর কৃত একটি কার্য্য এবং আমাদের দৃষ্টিতে অতি আশ্চর্য্য?'
১২ তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, কিন্তু তাহারা লোকদের ভয় করিতেছিল; তাহারা বুঝিয়াছিল যে, তিনি উপমাটি তাহাদেরই উদ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পরে তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

৮ ইব্রীয় ১৩, ১২
১০ গীত ১১৮; ২২, ২৩

শাসনকর্ত্তার প্রতি কর্ত্তব্যবিষয়ে শত্রুদের চাতুরী-জাল

১৩ পরে তাহারা তাঁহাকে কথার ফাঁদে ধরিবার জন্য কয়েকজন
১৪ ফরীশী ও হেরোদীয়কে তাঁহার নিকট পাঠাইল। তাহারা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, গুরু, আমরা জানি আপনি সৎ, এবং কাহারও বিষয়ে আপনার ভ্রূক্ষেপ নাই। আপনি পক্ষপাতিত্ব করেন না, কিন্তু সত্যে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন। কৈসরকে* রাজকর দেওয়া বিধেয় কি না? আমরা
১৫ তাহা দিব, কি দিব না? তিনি তাহাদের ভণ্ডামি বুঝিতে পারিয়া তাহাদের বলিলেন, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ?
১৬ আমাকে একটা দীনার† আনিয়া দেখাও। তাহারা তাহা আনিল, আর তিনি তাহাদের বলিলেন, এই মূর্ত্তি ও নাম কাহার?
১৭ তাহারা বলিল, কৈসরের। যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, কৈসরের যাহা, তাহা কৈসরকে ও ঈশ্বরের যাহা, তাহা ঈশ্বরকে দাও। তখন তাঁহার বিষয়ে তাহারা অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

১৩-১৭ মথি ২২; ১৫-২২ লূক ২০; ২০-২৬
১৩ মার্ক ৩; ৬
১৭ রোঃ ১৩; ৭

* অর্থাৎ, সম্রাটকে † দীনার; মথি ১৮; ২৪ দ্রঃ

পরকালের বিষয়ে সদ্দূকীদের চাতুরী

১৮ যাহারা বলে পুনরুত্থান নাই, সেই সদ্দূকী দলের কয়েকজন ১৯ যীশুর নিকট আসিল ও এই প্রশ্ন করিল, গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখিয়াছেন, 'যদি কাহারও ভ্রাতা' স্ত্রী রাখিয়া 'মরিয়া যায় এবং তাহার কোন সন্তান না থাকে, তবে মৃত লোকের ভ্রাতা সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিবে এবং আপন ভ্রাতার জন্য বংশধর ২০ উৎপন্ন করিবে।' সাত ভাই ছিল। প্রথমজন একটি স্ত্রী-লোককে বিবাহ করিল এবং সন্তান না রাখিয়া মরিয়া গেল। ২১ দ্বিতীয়জন তাহাকে বিবাহ করিল, সেও সন্তান না রাখিয়া ২২ মরিয়া গেল। তৃতীয়জনও সেইপ্রকার করিল। এইরূপে সাত ভাই তাহাকে বিবাহ করিল ও কাহারও সন্তান হইল না। ২৩ সকলের শেষে স্ত্রীলোকটিও মরিয়া গেল। পুনরুত্থানে যখন তাহারা জীবিত হইয়া উঠিবে, তখন স্ত্রীলোকটি তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে? কারণ তাহারা সাতজনই তাহাকে বিবাহ ২৪ করিয়াছিল। যীশু তাহাদের বলিলেন, তোমাদের ভ্রান্তির কারণ কি এই নয়, তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের ২৫ শক্তি? কারণ যখন লোকে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত হয়, তখন তাহারা বিবাহ করে না এবং তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয় না ; তাহারা স্বর্গদূতদের ন্যায়। ২৬ মৃতেরা যে উত্থাপিত হয় এই সম্বন্ধে তোমরা মোশির পুস্তকে সেই ঝোপের বৃত্তান্ত কি পাঠ কর নাই? সেখানে ঈশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও ২৭ যাকোবের ঈশ্বর।' তিনি মৃতদের ঈশ্বর নহেন কিন্তু জীবিতদেরই ঈশ্বর। তোমরা অতি ভ্রান্ত হইয়াছ।

১৮-২৭ মথি ২২; ২৩-৩৩ লূক ২০, ২৭-৩৮
১৯ দ্বিঃ বিঃ ২৫; ৫, ৬ আদি ৩৮; ৮
২৬ যাত্রা ৩, ২, ৬ মথি ৮; ১১ লূক ১৬, ২২

সর্ব্বপ্রধান আজ্ঞাদ্বয় ও খ্রীষ্টই দায়ূদের সন্তান, এই বিষয়ে শিক্ষাদান

২৮ ধর্ম্মগুরুদের একজন তাঁহার নিকট আসিলেন। তাঁহাদের তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া ও যীশু যে উহাদের উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন তাহা জানিয়া তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ্ঞাগুলির ২৯ মধ্যে কোনটি প্রধান? যীশু তাঁহাকে উত্তর দিলেন, প্রধানটি এই,—'ইস্রায়েল, শুন, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একমাত্র প্রভু, ৩০ এবং তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ৩১ প্রেম করিবে।' দ্বিতীয়টি এই,—'তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।' এই দুইটি আজ্ঞা হইতে মহৎ আজ্ঞা আর ৩২ একটিও নাই। ধর্ম্মগুরু তাঁহাকে বলিলেন, বেশ, গুরু ; আপনি

২৮-৩৪ মথি ২২; ৩৪-৪০ লূক ১০; ২৫-২৮
২৯ দ্বিঃ বিঃ ৬; ৪, ৫
৩১ লেবীঃ ১৯ যোঃ ১৫ ১২, ১৩
৩২ লূক ২০; ৩৯ দ্বিঃ বিঃ ৪; ৩৫।

সত্যই বলিয়াছেন যে, 'তিনি এক, তিনি ছাড়া আর কোনও
৩৩ ঈশ্বর নাই' এবং 'সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম
৩৪ করা' সমস্ত 'হোম ও বলিদান' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি বুদ্ধিমানের ন্যায় উত্তর দিয়াছেন দেখিয়া যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি ঈশ্বরের রাজ্য হইতে দূরবর্ত্তী নও। পরে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে কাহারও আর সাহস হইল না।

৩৩ ১ শমূঃ ১৫; ২২
৩৪ প্রেঃ ২৬; ২৭-২৯

৩৫ যীশু মন্দিরে শিক্ষা দিবার সময় বলিলেন, ধর্ম্মগুরুরা কেমন
৩৬ করিয়া বলে, খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান? দায়ূদ নিজেই পবিত্র আত্মার আবেশে বলিয়াছেন, 'প্রভু আমার প্রভুকে বলিলেন, তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বস, যতক্ষণ না আমি তোমাদের
৩৭ শত্রুদের তোমার পদতলে রাখি।' দায়ূদ নিজেই খ্রীষ্টকে প্রভু বলেন, সুতরাং কিরূপে তিনি দায়ূদের সন্তান?

[৩৫-৩৭ মথি ২২; ৪১-৪৬ লূক ২০; ৪১-৪৪]
৩৬ গীত ১১০; ১
২ শমূঃ ২৩; ২
যোঃ ৭; ৪২

অহঙ্কার ও দানশীলতার বিষয়ে শিক্ষা

৩৮ বহু লোক আনন্দের সহিত তাঁহার কথা শুনিতেছিল। তিনি শিক্ষার মধ্যে তাহাদের বলিলেন, ধর্ম্মগুরুদের বিষয় সাবধান
৩৯ হও, তাহারা লম্বা লম্বা জামা পরিয়া বেড়াইতে চায়, হাট-বাজারে অভিবাদন, সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান আসন ও ভোজের সময়
৪০ প্রধান স্থান পাইতে চায়; বিধবাদের সম্পত্তি যাহারা গ্রাস করে এবং ধর্ম্মের ভাণ করিয়া লম্বা প্রার্থনা করে, বিচারে তাহারা আরও অধিক দণ্ড পাইবে।

[৩৮-৪০ মথি ২৩; ৫, ৭ লূক ২০. ৪৫-৪৭]

৪১ মন্দিরের ধন-ভাণ্ডারের সম্মুখে বসিয়া লোকেরা কিরূপে ভাণ্ডারে অর্থ রাখিতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন।
৪২ অনেক ধনী লোক প্রচুর পরিমাণে রাখিল; কিন্তু একটি দরিদ্র
৪৩ বিধবা দুইটি মুদ্রা রাখিল, যাহার মূল্য আধ-পয়সা মাত্র। শিষ্যদের নিকটে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, যাহারা এই ভাণ্ডারে অর্থ রাখিতেছে, তাহাদের মধ্যে এই দরিদ্র বিধবাই সকলের অপেক্ষা অধিক দিয়াছে,
৪৪ কারণ সকলেই তাহাদের অতিরিক্ত ধন হইতে কিছু দিয়াছে, কিন্তু এ নিজের অভাবের মধ্য হইতে, তাহার যাহা কিছু ছিল, এমন কি জীবিকার সর্ব্বস্বই দিয়াছে।

[৪১-৪৪ লূক ২১; ১-৪]
৪১ ২ রাঃ ১২; ৯
৪৪ ২ করিঃ ৮; ১২

যিরূশালেমের বিনাশ এবং প্রভুর পুনরাগমনের পূর্ব্বলক্ষণ-সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

১৩ মন্দির হইতে বাহিরে যাইবার সময় তাঁহার শিষ্যদের একজন যীশুকে বলিলেন, গুরু, দেখুন, কত বড় পাথর ও
২ কেমন অট্টালিকা। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি এই সমস্ত

[১-৮ মথি ২৪; ১-৮ লূক ২১; ৫-১১]

অট্টালিকা দেখিতেছ? ইহাদের একখানি পাথরও আর এক-খানির উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

৩ যখন তিনি মন্দিরের সম্মুখে জৈতুন পর্ব্বতে বসিয়া ছিলেন, তখন পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয় তাঁহাকে নিভৃতে ৪ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাদের বলুন, এই সমস্ত কখন ঘটিবে এবং এই সমস্ত পূর্ণ হইবার সময়ের পূর্ব্বলক্ষণই বা কি?

৫ যীশু উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা সতর্ক থাকিও, কেহ ৬ যেন তোমাদের বিপথে লইয়া না যায়। কারণ অনেকেই আমার নাম লইয়া আসিবে ও প্রত্যেকে বলিবে, আমিই তিনি, এবং তাহারা অনেককে বিপথে লইয়া যাইবে।

৭ যখন তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে, তখন ব্যাকুল হইও না; 'এই সমস্ত অবশ্যই ঘটিবে' কিন্তু তখনও ৮ কালের অন্ত নয়। কারণ 'জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য অভ্যুত্থান করিবে।' তখন নানা স্থানে ভূমিকম্প হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে; কিন্তু ইহা যাতনার আরম্ভ মাত্র।

৯ তোমরা নিজেদের বিষয় সতর্ক থাকিও। লোকে তোমাদের ধর্ম্মসভায়* ও সমাজ-গৃহে সমর্পণ করিবে, তোমরা প্রহারিত হইবে এবং শাসনকর্ত্তা ও রাজাদের সম্মুখে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার ১০ জন্য তোমাদের দাঁড়াইতে হইবে। আর প্রথমে সমস্ত জাতির ১১ নিকটে সুসমাচার প্রচার করা আবশ্যক। যখন তাহারা তোমাদের লইয়া সমর্পণ করিবে, তখন কি বলিবে, সেই বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে চিন্তিত হইও না; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তোমাদের যে কথা দেওয়া হইবে, তাহাই বলিও, কারণ কথা যে তোমরা বলিবে তাহা নয়, ১২ পবিত্র আত্মাই বলিবেন। ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে প্রাণদণ্ডের জন্য সমর্পণ করিবে, আর 'সন্তানেরা মাতাপিতার ১৩ বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে' এবং তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইবে। আমার নামের জন্য তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে, কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিবে, সে পরিত্রাণ পাইবে।

১৪ কিন্তু তোমরা যখন দেখিবে যে, 'উৎসন্নকারী ঘৃণার্হ বস্তু' যেখানে থাকা উচিত নয় সেখানে স্থাপিত হইয়াছে (যে পাঠ করে সে বুঝুক), তখন যাহারা যিহূদিয়ায় থাকিবে, তাহারা পর্ব্বত ১৫ অঞ্চলে পলায়ন করুক। যে ঘরের ছাদের উপর থাকিবে, সে নীচে না নামুক, ও গৃহ হইতে কোন জিনিস লইবার জন্য ১৬ ভিতরে প্রবেশ না করুক, এবং যে ক্ষেত্রে থাকিবে, তাহার বস্ত্র ১৭ লইবার জন্য সে ফিরিয়া না আসুক। হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী ১৮ ও স্তন্যদাত্রীদের কি দুর্ভাগ্য! তোমরা প্রার্থনা কর, যেন এই

৮ যিশা: ১৯; ২
২ বংশা: ১৫; ৬

৯-১৩ মথি ১০; ১৭-২২ লূক ২১; ১২,১৭

মার্ক ১৬; ১৫

১২ মীঃ

১৩ যোঃ ১৫; ২১

১৪-৩৭ মথি ২৪; ১৫-৫১ লূক ২১; ২০-৩৬

১৪ দাঃ ৯; ২৭। ১১; ৩১। ১২; ১১

* (মূল) সান্‌হেড্রিনে

১৯ সমস্ত শীতকালে না হয়। কারণ সেই সময় 'এমন ক্লেশ উপস্থিত হইবে যাহা' ঈশ্বরের রচিত 'সৃষ্টির আদি হইতে এখন পর্য্যন্ত
২০ হয় নাই,' কখনও হইবেও না। প্রভু সেই দিনের সংখ্যা যদি হ্রাস না করিতেন তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না, কিন্তু মনোনীতদের জন্য তিনি দিনের সংখ্যা হ্রাস করিয়াছেন।

১৯ দাঃ ১২; ১ য়োয়েল ২: ২

২১ তখন যদি কেহ তোমাদের বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে,
২২ বা, দেখ, তিনি ঐখানে, বিশ্বাস করিও না, কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ও ভণ্ড ভাববাদীরা উপস্থিত হইবে; সম্ভব হইলে, মনোনীতদের বিপথে লইয়া যাইবার জন্য তাহারা 'নানা লক্ষণ দেখাইবে
২৩ ও অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।' কিন্তু তোমরা সতর্ক থাকিও। আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের সমস্তই জানাইলাম।

২২ দ্বিঃ বিঃ ১৩; ১

২৪ তথাপি সেই সময়, সেই ক্লেশের পরে 'সূর্য্য অন্ধকার হইয়া
২৫ যাইবে, চন্দ্র আর আলো দিবে না,' আকাশ হইতে 'নক্ষত্র পতিত হইবে এবং আকাশমণ্ডলের সমস্ত পরাক্রম আলোড়িত হইবে।'
২৬ তখন তাহারা 'মনুষ্য-পুত্রকে' মহাপরাক্রম ও গৌরবের সহিত
২৭ 'মেঘযোগে আসিতে' দেখিবে। তখন তিনি তাঁহার দূতদের পাঠাইবেন ও পৃথিবীর 'শেষ প্রান্ত হইতে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত, চারিবায়ু হইতে' আপনার মনোনীতদের 'একত্র করিবেন।'

২৪ যিশাঃ ১৩; :
২৫ যিশাঃ ৩৪; ৪
২৬ দাঃ ৭; ১৩
২৭ সখঃ ২; ৬ দ্বিঃ বিঃ ৩০, মথি ১৩; ৪১

২৮ ডুমুর গাছ হইতে তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর। যখন ইহার শাখা কোমল হইয়া পল্লবিত হয় তখন তোমরা জানিতে
২৯ পার যে, গ্রীষ্মকাল নিকটবর্ত্তী। সেইরূপে তোমরা যখন এই সমস্ত ঘটিতে দেখিবে, তখন জানিও, তিনি* নিকটবর্ত্তী, এমন কি
৩০ দ্বারে উপস্থিত। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি যে, এই সমস্ত সংঘটিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই যুগের লোকেরা লোপ
৩১ পাইবে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও লোপ পাইবে না।

৩২ সেই দিন বা সেই মুহূর্ত্তের বিষয় কেহই জানে না, স্বর্গের
৩৩ দূতগণও না, পুত্রও না, কেবল পিতাই জানেন। সতর্ক হও, জাগিয়া থাক, কারণ সেই কাল কখন আসিবে তাহা তোমরা
৩৪ জান না। মনে কর, কোন ব্যক্তি বিদেশে যাইতেছেন; তিনি বাড়ী ছাড়িবার সময় চাকরদের হাতে দায়িত্ব দিয়া প্রত্যেককে নিজ নিজ কার্য্যভার দিলেন, এবং দ্বাররক্ষীকে জাগিয়া থাকিতে
৩৫ আদেশ দিলেন। সুতরাং গৃহের প্রভু কখন আসিবেন, সন্ধ্যায়, রাত্রি দ্বিপ্রহরে, রাত্রির শেষে অথবা প্রভাতে, তাহা তোমরা

৩৪ মথি ২৫; ১৪ লূক ১৯; ১২
৩৫ লূক ১২; ৩৮

* অথবা, কাল

৩৬ জান না বলিয়া জাগিয়া থাক, পাছে তিনি হঠাৎ আসিয়া দেখিতে
৩৭ পান, তোমরা ঘুমাইয়া আছ। তোমাদের যাহা বলিতেছি তাহা বলি, জাগিয়া থাক।

১৪ নিস্তার-পর্ব্ব ও খামিবিহীন রুটির পর্ব্বের আর দুই দিন বাকী ছিল। সেই সময় প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম্মগুরুরা কৌশলে যীশুকে ধরিয়া হত্যা করিবার উপায় খুঁজিতেছিলেন।
২ তাঁহারা বলিলেন পর্ব্বের সময়ে নয়, পাছে লোকদের মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

[১, ২ মথি ২৬; ১-৫ লূক ২২; ১, ২]

যীশুর অভিষেক

৩ যখন তিনি বৈথনিয়ায় কুষ্ঠী শিমোনের গৃহে ছিলেন, তখন তিনি আহার করিতে বসিলে একটি স্ত্রীলোক শ্বেত পাথরের পাত্রে বিশুদ্ধ* বহুমূল্য জটামাংসীর আতর লইয়া উপস্থিত হইল; পাত্রটি ভাঙ্গিয়া সে যীশুর মাথায় তাহা ঢালিয়া
৪ দিল। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ
৫ কেহ রুষ্ট হইয়া বলিল, আতরের এইরূপ অপব্যয় কেন? কারণ এই আতর বিক্রয় করিয়া তিন শত দীনারের অধিক পাওয়া যাইত এবং তাহা দরিদ্রদের দিতে পারা যাইত। তাহারা ঐ স্ত্রী-
৬ লোকের প্রতি বিরক্ত হইল। কিন্তু যীশু বলিলেন, থাম, কেন
৭ উহাকে উত্ত্যক্ত করিতেছ? আমার উদ্দেশে সে একটি সুন্দর কার্য্য করিয়াছে। কারণ দরিদ্রেরা সর্ব্বদা তোমাদের কাছে আছে, আর যখনই তোমাদের ইচ্ছা, তখনই তোমরা তাহাদের মঙ্গল করিতে পার, কিন্তু তোমরা আমাকে সর্ব্বদা পাইতেছ না।
৮ তাহার পক্ষে যাহা সম্ভব সে তাহাই করিয়াছে; পূর্ব্ব হইতে
৯ সমাধির উদ্দেশে আমার দেহে আতর ঢালিয়া দিয়াছে। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, সমগ্র জগতের যে কোন স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই স্থানে তাহার স্মরণার্থে তাহার এই কার্য্যের কথাও বলা হইবে।

৩-৯ মথি ২৬, ৬-১৩ যোঃ ১২; ১-৮ লূক

৭ দ্বিঃ বিঃ ১৫, ১১

১০ তখন যিহূদা ঈষ্কারিয়োত, বারোজনের মধ্যে একজন, প্রধান পুরোহিতদের নিকটে গেল, যেন যীশুকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ
১১ করিতে পারে। তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন সে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

১০, ১১ মথি ২৬; ১৪-১৬ লূক ২২; ৩-৬

* (মূল) 'পিস্তিকা,' অর্থান্তরে ভারতীয় 'পিচ্ছিকা' বা 'পিচ্ছিলা' বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যবিশেষ

নিস্তার-পর্ব্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন

১২ খামিরবিহীন রুটির পর্ব্বের প্রথম দিন, যখন নিস্তার-পর্ব্বের মেষশাবক বলি দেওয়া হইত, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন, আমরা কোথায় গিয়া আপনার জন্য নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত ১৩ করিব, এই বিষয়ে আপনার ইচ্ছা কি? তখন তিনি তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে দুইজনকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তোমরা নগরে যাও। সেখানে এক কলসী জল লইয়া যাইতেছে এমন একজন লোকের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে; তাহার ১৪ পিছনে পিছনে যাইও। সে যে গৃহে প্রবেশ করিবে, সেই গৃহস্বামীকে বলিও, গুরু বলিতেছেন, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ খাইতে পারি, আমার সেই ১৫ অতিথিশালা কোথায়? তখন সে উপরতলায় সজ্জিত ও প্রস্তুত বড় একটি ঘর তোমাদের দেখাইয়া দিবে। সেই স্থানে আমাদের ১৬ জন্য প্রস্তুত করিও। তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা গিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, আর যীশু যেমন বলিয়াছিলেন তেমনই দেখিতে পাইলেন ও নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিলেন।

[১২-১৬ মথি ২৬; ১৭-১৯ লূক ২২; ৭-১৩]

১৭ সন্ধ্যা হইলে তিনি বারোজনকে সঙ্গে লইয়া সেখানে ১৮ আসিলেন। তাঁহারা যখন বসিয়া আহার করিতেছেন তখন যীশু তাঁহাদের বলিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি তোমাদের মধ্যে একজন, যে আমার সঙ্গে আহার করিতেছে ১৯ সে আমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে। ইহাতে তাঁহারা দুঃখিত হইলেন ও একজনের পর একজন তাঁহাকে বলিলেন, সে কি ২০ আমি? পরে আর একজন বলিলেন, সে কি আমি? তখন তিনি উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, এই বারোজনের মধ্যে একজন, যে আমার সঙ্গে পাত্রে হাত ডুবাইতেছে, সেই।

১৭-২৫ মথি ২৬; ২০-২৯ লূক ২২; ১৪-২৩ যোঃ ১৩; ২১-২৬]

১৮ গীত ৪১ : ৯

২১ মনুষ্য-পুত্রের বিষয় যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে তিনি যাইতেছেন; কিন্তু হায়, যাহার দ্বারা মনুষ্য-পুত্র সমর্পিত হন, সেই মনুষ্য দুর্ভাগ্য। সেই লোকের জন্ম না হইলেই তাহার পক্ষে ভাল ২২ ছিল। তাঁহারা আহার করিতেছেন এমন সময় তিনি রুটি লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন ও শিষ্যদের দিয়া ২৩ বলিলেন, লও, ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের দান করিলেন, আর সকলে তাহা হইতে ২৪ পান করিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, ইহা আমার রক্ত, ২৫ 'সন্ধি-নিয়মের রক্ত' যাহা অনেকের জন্য পাতিত। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, যেদিন ঈশ্বরের রাজ্যে আমি নূতন ভাবে ইহা পান না করি, সেই দিন পর্য্যন্ত আমি দ্রাক্ষাফলের

২২ ১করিঃ ১১; ২৩ ২৫

২৪ যাত্রা ২৪ ; ৮ সখঃ ৯ ; ১১

[২৬-৩১ মথি ২৬; ৩০-৩৫ লূক ২২; ৩১-৩৪, ৩৯]

২৬ রস আর কখনও পান করিব না। পরে তাঁহারা একটি গীত
২৭ গাহিয়া জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। যীশু তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা সকলেই বিঘ্ন পাইবে, কারণ লেখা আছে, 'আমি পালককে আঘাত করিব, এবং মেষগুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত
২৮ হইয়া পড়িবে।' কিন্তু আমি উত্থাপিত হইলে তোমাদের
২৯ পূর্ব্বে গালীলে যাইব। পিতর তাঁহাকে বলিলেন, যদিও
৩০ সকলে বিঘ্ন পায়, আমি পাইব না। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি, আজ এই রাত্রিতেই মোরগ দুইবার ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করিবে।
৩১ কিন্তু পিতর আরও বেশী জোর করিয়া বলিলেন, যদি আপনার সঙ্গে আমাকে মরিতেও হয়, তথাপি আপনাকে আমি অস্বীকার করিব না। অন্যান্য সকলেও সেইভাবে কথা বলিলেন।

২৬ গীত ১১৩-১১৮
২৭ সখ: ১৩; ৭ যোঃ ১৬; ৩২
২৮ মার্ক ১৬; ৭
৩০ যোঃ ১৩; ৩৮
৩১ যোঃ ১১; ১৬

গেৎশিমানী বাগানে যীশুর মর্ম্মবেদনা

৩২-৪২ মথি ২৬; ৩৬-৪৬ লূক ২২; ৪০-৪৬

৩২ পরে তাঁহারা গেৎশিমানী নামক স্থানে আসিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, আমি যতক্ষণ প্রার্থনা করি, ততক্ষণ
৩৩ তোমরা এখানে বসিয়া থাক। পিতর, যাকোব ও যোহনকে তিনি সঙ্গে লইলেন এবং বিস্ময়ে অভিভূত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন।
৩৪ তিনি তাঁহাদের বলিলেন, মরণান্তিক দুঃখে আমার প্রাণ দুঃখিত হইয়াছে। তোমরা এখানে অপেক্ষা কর ও জাগিয়া থাক।
৩৫ পরে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি ভূমিতে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন যে, যদি সম্ভব হয় তবে যেন সেই মুহূর্ত্ত তাঁহার নিকট হইতে
৩৬ দূরে চলিয়া যায়। তিনি বলিলেন, আব্বা, পিতঃ, তোমার পক্ষে সকলই সম্ভব। এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূর কর, কিন্তু আমার ইচ্ছা অনুসারে নয়, তোমার ইচ্ছা অনুসারে হউক।
৩৭ তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া আছেন। তিনি পিতরকে বলিলেন, শিমোন, তুমি কি ঘুমাইতেছ? এক
৩৮ ঘণ্টাও কি জাগিয়া থাকিতে পারিলে না? জাগিয়া থাক, প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়। আত্মা উৎসুক বটে
৩৯ কিন্তু দেহ দুর্ব্বল। তিনি আবার গিয়া প্রার্থনা করিলেন।
৪০ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া আছেন; তাঁহাদের চক্ষু ভারী হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে কি উত্তর দিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।
৪১ তিনি তৃতীয়বার তাঁহাদের নিকট আসিলেন ও তাঁহাদের বলিলেন, এখনও ঘুমাইয়া আরাম করিতেছ? যথেষ্ট হইয়াছে,*

৩২ যোঃ ১৮; ১
৩৪ যোঃ ১২; ২৭ গীত ৪৩; ৫
৩৬ মার্ক ১০; ৩৮

* এখানে গ্রীক বাক্যের একাধিক অর্থ থাকিতে পারে; 'ও কি দূরে আছে?' ইহাও গ্রহণ করা যায়

সময় উপস্থিত। দেখ, মনুষ্য-পুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত
৪২ হইতেছেন। উঠ, চল আমরা যাই ; এই দেখ, যে আমাকে সমর্পণ করিতেছে সে নিকটবর্ত্তী হইল।

৪২ যোঃ ১৪; ৩১

শত্রুহস্তে যীশুকে সমর্পণ

৪৩ যখন তিনি কথা বলিতেছিলেন, তখন যিহূদা, সেই বারো-জনের একজন, সেখানে উপস্থিত হইল, এবং তাহার সহিত প্রধান পুরোহিতদের, ধর্ম্মগুরুদের ও প্রাচীনবর্গের নিকট হইতে
৪৪ বিস্তর লোক খড়্গ ও লাঠি লইয়া আসিল। যে যীশুকে সমর্পণ করিবে, সে তাহাদের এই বলিয়া সঙ্কেত দিয়াছিল, আমি যাঁহাকে চুম্বন করিব, তিনিই সেই ব্যক্তি। তোমরা তাঁহাকে ধরিয়া
৪৫ সাবধানে লইয়া যাইবে। সেখানে উপস্থিত হইয়াই যিহূদা যীশুর
৪৬ কাছে গিয়া বলিল, রব্বি,* এবং তাঁহাকে চুম্বন করিল। তখনই তাহারা তাঁহার উপর তাহাদের হস্ত ক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে ধরিল।

৪৩-৫৪ মথি ২৬; ৪৭-৫৮ লূক ২২; ৪৭-৫৫ যোঃ ১৮; ২-১৮

৪৭ যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের একজন খড়্গ বাহির করিল ও মহা-পুরোহিতের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার একটা
৪৮ কান কাটিয়া ফেলিল। যীশু তাহাদের বলিলেন, যেমন দস্যু ধরিতে যায় তেমনই কি খড়্গ ও লাঠি লইয়া তোমরা আমাকে
৪৯ ধরিতে আসিয়াছ? আমি প্রতিদিন মন্দিরে তোমাদের সাক্ষাতে শিক্ষা দিতাম, আর তোমরা আমাকে ধর নাই। কিন্তু শাস্ত্রের
৫০ বচন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে
৫১ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। একজন যুবক নগ্নগাত্রে চাদর জড়াইয়া
৫২ তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতেছিল। তাহারা তাহাকেও ধরিল ; তখন সে চাদরখানা ফেলিয়া তাহাদের নিকট হইতে নগ্ন হইয়াই পলায়ন করিল।

পুরোহিত-সভায় যীশুর বিচার

৫৩ পরে তাহারা যীশুকে মহা-পুরোহিতের নিকট লইয়া গেল। সেখানে প্রধান পুরোহিতেরা, প্রাচীনবর্গ ও ধর্ম্মগুরুরা সকলে
৫৪ তাঁহার নিকটে সমবেত হইলেন। পিতর দূরে থাকিয়া যীশুর অনুসরণ করিয়া মহা-পুরোহিতের প্রাঙ্গণের মধ্যে গেলেন, এবং অনুচরদের সহিত বসিয়া আগুন পোহাইতে লাগিলেন।
৫৫ প্রধান পুরোহিতেরা ও মহাসভার সভ্যেরা যীশুকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষ্য অন্বেষণ করিলেন,
৫৬ কিন্তু কোন সাক্ষ্যই পাওয়া গেল না। অনেকেই তাঁহার বিপক্ষে

৫৫-৬৫ মথি ২৬; ৫৯-৬৮ লূক ২২; ৬৩-৭১ যোঃ১৮; ১৯-২৪

* অর্থাৎ, গুরু

৫৭ মিথ্যা সাক্ষ্য দিল, কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্য মিলিল না। কেহ কেহ সেখানে দাঁড়াইয়া এই বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য
৫৮ দিল, আমরা উহাকে বলিতে শুনিয়াছি, হস্ত-নির্ম্মিত এই মন্দির আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিব আর তিন দিনের মধ্যে এমন একটি
৫৯ মন্দির নির্ম্মাণ করিব যাহা হস্ত-নির্ম্মিত নয়। এইপ্রকার সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও তাহাদের সাক্ষ্য মিলিল না।

৫৮ যোঃ ২; ১৯। ৪; ২১, ২৩

৬০ তখন মহা-পুরোহিত সভামধ্যে দাঁড়াইয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কোনই উত্তর দিবে না? তোমার বিপক্ষে
৬১ ইহারা কেন সাক্ষ্য দিতেছে? যীশু নীরব রহিলেন, কোনই উত্তর দিলেন না।

৬১ মার্ক ১৫; ৫ যিশাঃ ৫৩; ৭

মহা-পুরোহিত আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি
৬২ কি সেই খ্রীষ্ট, পরমধন্য ঈশ্বরের পুত্র? যীশু বলিলেন, আমিই, এবং আপনারা 'মনুষ্য-পুত্রকে ঈশ্বরের পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের মেঘযোগে আসিতে দেখিবেন।'
৬৩ ইহাতে মহা-পুরোহিত আপনার বস্ত্র ছিঁড়িয়া বলিলেন, আমাদের
৬৪ সাক্ষীর আর দরকার কি? তোমরা ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে। এখন তোমরা কি মনে কর? সভাস্থ সকলে তাঁহাকে মৃত্যুর যোগ্য বলিয়া তাঁহার বিপক্ষে রায় দিল।

৬২ দাঃ ৭; ১৩ গীত ১১০; ১

৬৪ যোঃ ১৯; ৭

৬৫ আর কেহ কেহ তাঁহার গায়ে থুথু দিতে লাগিল, কেহ কেহ তাঁহার মুখ ঢাকিয়া তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল, এখন ভাববাণী বল। অনুচরেরাও তাঁহাকে চড় মারিল।

যীশুকে পিতরের তিনবার অস্বীকার

৬৬ যখন পিতর নীচে প্রাঙ্গণে ছিলেন, তখন মহা-পুরোহিতের
৬৭ একজন দাসী সেখানে আসিল। পিতরকে আগুন পোহাইতে দেখিয়া সে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, তুমিও সেই
৬৮ নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়া বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা আমি জানিও না, বুঝিও না। পরে তিনি উঠিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে গেলেন, আর তখনই
৬৯ মোরগ ডাকিয়া উঠিল। কিন্তু দাসীটি তাঁহাকে দেখিয়া যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের আবার বলিল, এই লোকটি
৭০ তাহাদেরই একজন। তিনি পুনরায় অস্বীকার করিলেন। অল্পকাল পরে যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা আবার পিতরকে বলিল, তুমি নিশ্চয়ই ইহাদের একজন, কারণ তুমি
৭১ গালীলীয়। কিন্তু তিনি অভিশাপ দিয়া ও শপথ করিয়া বলিলেন, তোমরা যাহার কথা বলিতেছ, তাহাকে আমি চিনি
৭২ না। আর তখনই দ্বিতীয়বার মোরগ ডাকিয়া উঠিল, আর

[৬৬-৭২ মথি ২৬; ৬৯-৭৫ লূক ২২; ৫৬-৬২ যোঃ১৮; ২৫-২৭]

৭২ মার্ক ১৪;

যে কথা যীশু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, মোরগ দুইবার ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে, তাহা পিতরের মনে পড়িল; তাহাতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার

১৫ প্রভাত হইবামাত্র প্রধান পুরোহিতেরা প্রাচীনবর্গ ও ধর্ম্ম-গুরুদের লইয়া, সমগ্র মহাসভার সহিত মন্ত্রণা করিলেন, এবং যীশুকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া পীলাতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ২ পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা? ৩ তিনি উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, আপনিই বলিতেছেন। প্রধান পুরোহিতেরা বহু বিষয়ে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিলেন। ৪ সুতরাং পীলাত আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কোনই উত্তর দিবে না? দেখ, ইহারা তোমার বিরুদ্ধে কত অভিযোগ করিতেছে। ৫ কিন্তু যীশু তাঁহাকে আর কোন উত্তর দিলেন না বলিয়া, পীলাত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।

১ মথি ২৭; ১, ২ লূক ২২; ৬৬। ২৩; ১ যোঃ ১৮; ২৮
২-১৯ মথি ২৭; ১১-৩০ লূক ২৩; ২-২৫ যোঃ১৮;২৯-১৯; ১৬
৫ মার্ক ১৪; ৬১ যিশাঃ ৫৩; ৭

৬ পর্ব্বের সময় লোকেরা যাহাকে চাহিত পীলাত এমন একজন বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিতেন। ৭ বিদ্রোহের সময় যাহারা নর-হত্যা করিয়াছিল সেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে বর্-আব্বা নামে একটি লোক কারারুদ্ধ ছিল। ৮ লোকেরা পীলাতের নিকট আসিয়া তিনি রীতি অনুসারে তাহাদের জন্য যাহা করিতেন তাহা করিতে অনুরোধ করিল। ৯ পীলাত উত্তরে তাহাদের বলিলেন, আমি যিহূদীদের রাজাকে মুক্ত করিয়া তোমাদের দিই, ইহাই কি তোমরা চাও? ১০ কারণ প্রধান পুরোহিতেরা যে হিংসাবশতঃ যীশুকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন। ১১ কিন্তু প্রধান পুরোহিতেরা লোকদের উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন যেন পীলাত বর্-আব্বাকে মুক্ত করিয়া তাহাদের দেন। ১২ পীলাত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা যাহাকে যিহূদীদের রাজা বলিয়া থাক, তাহার প্রতি কি করিব, তোমরা কি চাও? ১৩ তাহারা আবার চীৎকার করিয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দাও। ১৪ পীলাত তাহাদের বলিলেন, কেন, এ কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও বেশী চীৎকার করিয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দাও। ১৫ তখন পীলাত লোকদের সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় বর্-আব্বাকে মুক্ত করিয়া তাহাদের দিলেন এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশ-বিদ্ধ হইবার জন্য সমর্পণ করিলেন।

১০ যোঃ ১১; ৪৮। ১২; ১৯ মথি ২১; ৩৮

যীশুর ক্রুশারোপণ, মৃত্যু ও সমাধি

১৬ সেনারা তাঁহাকে প্রাঙ্গণের ভিতরে, দেশাধ্যক্ষের প্রাসাদে লইয়া গেল এবং সমস্ত সেনাদলকে ডাকিয়া একত্র করিল।

১৭ তাহারা তাঁহাকে বেগুনী রংয়ের কাপড় পরাইয়া দিল এবং
১৮ কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মাথায় দিল। আর যিহূদীরাজ,
জয় হউক, ইহা বলিয়া তাহারা তাঁহাকে অভিবাদন করিতে
১৯ লাগিল। পরে তাহারা নল দ্বারা তাঁহার মাথায় আঘাত করিল,
গায়ে থুথু দিল এবং তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহাকে
২০ প্রণিপাত করিল। এইভাবে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর
তাহারা বেগুনী কাপড় খুলিয়া তাঁহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া
তাঁহাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিবার জন্য বাহিরে লইয়া গেল।

২০-৪১ মথি ২৭; ৩১-৫৬ লূক ২৩; ২৬-৪৯ যো: ১৯; ১৬-৩০

২১ সেই পথে শিমোন নামে একজন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম
হইতে আসিতেছিল; সে আলেকসান্দর ও রূফের পিতা;
তাহাকেই ধরিয়া তাহারা যীশুর ক্রুশ বহন করিতে বাধ্য করিল
২২ এবং যীশুকে গল্‌গথা নামক স্থানে, অর্থাৎ মাথার খুলির স্থানে
লইয়া গেল।

২১ রো: ১৬; ১৩

২৩ পরে তাহারা তাঁহাকে গন্ধরস মিশ্রিত দ্রাক্ষারস দিতে চাহিল,
২৪ কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তখন তাহারা তাঁহাকে
ক্রুশ-বিদ্ধ করিল, এবং তাঁহার 'বস্ত্র নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া
লইল,' কে কি লইবে তাহা 'ভাগ্য-পরীক্ষার খেলায়' স্থির
করিল।

২৩ গীত ৬৯; ২১
২৪ গীত ২২; ১৮

২৫ দিনের তৃতীয় ঘটিকায়* তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ
২৬ করিল। তাঁহার দোষ পত্রে লেখা হইল, 'যিহূদীদের রাজা'।
২৭ তাঁহার সহিত তাহারা দুইজন দস্যুকেও ক্রুশে বিদ্ধ করিল,
একজনকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর একজনকে তাঁহার বাম
২৮ পার্শ্বে দিল। তখন শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হইল, 'তিনি
অধর্ম্মীদের সহিত গণিত হইলেন।'†

২৮ যিশা: ৫৩ ১২

২৯ যাহারা ঐ পথ দিয়া চলিতেছিল তাহারা মাথা নাড়িতে
নাড়িতে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিল, ওহে, তুমি না মন্দির
৩০ ভাঙ্গিয়া তিন দিনের মধ্যে গাঁথিবে, নিজেকে রক্ষা কর ও ক্রুশ
৩১ হইতে নামিয়া এস। এইরূপে ধর্ম্মগুরুদের সহিত প্রধান
পুরোহিতেরাও নিজেদের মধ্যে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,
এ অপর সকলকে রক্ষা করিত, এখন নিজেকে রক্ষা করিতে
৩২ পারে না; খ্রীষ্ট, ইস্রায়েলের রাজা, এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া
আসুক, যেন আমরা দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারি।
আর তাঁহার সহিত যাহারা ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও তাঁহাকে
ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

২৯ গীত ২২; ৭। ১০৯; ২৫ মার্ক ১৪; ৫৮
৩২ মথি ১৬; ১, ৪

* দিনের বিভিন্ন ঘটিকা (তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ইঃ) সকাল ৬টা হইতে গণিত হইত
† ২৮ পদ কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে নাই

৩৩ দিনের ষষ্ঠ ঘটিকা হইতে নবম ঘটিকা পর্য্যন্ত* সমগ্র দেশ
৩৪ অন্ধকার হইয়া রহিল। আর নবম ঘটিকার সময় যীশু উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী' অর্থাৎ, 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন আমায়
৩৫ পরিত্যাগ করিয়াছ?' যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের কেহ কেহ একথা শুনিয়া বলিল, দেখ, ও এলিয়কে ডাকিতেছে।
৩৬ একজন দৌড়িয়া গিয়া 'সিরকা' দিয়া একটি স্পঞ্জ সিক্ত করিল ও তাহা নলে লাগাইয়া যীশুকে 'পান করিতে দিল' এবং বলিল,
৩৭ থাম, দেখি, এলিয় উহাকে নামাইতে আসিবে কি না। পরে যীশু
৩৮ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত দুইভাগে বিদীর্ণ হইল।
৩৯ যে সেনাপতি যীশুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন তিনি যীশুকে এইভাবে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া বলিলেন, ইনি সত্যই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

৩৩ আমোষ ৮; ৯
৩৪ গীত ২২; ১
৬৯; ২১

৪০ আর কয়েকজন স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মগ্দলিনী মরিয়ম, কনিষ্ঠ যাকোব ও
৪১ যোশীর মাতা মরিয়ম এবং শালোমী ছিলেন। যখন যীশু গালীলে ছিলেন, তাঁহারা তখন তাঁহার অনুসরণ করিতেন ও তাঁহার সেবা করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন এমন আরও অনেক স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন।

লূক ৮. ২. ৩

৪২ তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, এবং সেদিন আয়োজনের
৪৩ দিন, অর্থাৎ বিশ্রামবারের পূর্ব্বদিন ছিল; এইজন্য আরিমাথেয়ার যোষেফ নামক মহাসভার সম্মানিত একজন সদস্য আসিলেন, তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি সাহস করিয়া পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ চাহিলেন।
৪৪ কিন্তু এত শীঘ্রই যীশুর মৃত্যু হইয়াছে ইহাতে পীলাত বিস্মিত হইলেন, এবং তিনি সেনাপতিকে কাছে ডাকিয়া ইহারই মধ্যে যীশুর মৃত্যু হইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।
৪৫ সেনাপতির নিকট হইতে জানিয়া লইয়া পীলাত দেহটি যোষেফকে
৪৬ দান করিলেন। যোষেফ একটা সূক্ষ্মবস্ত্র † কিনিয়া আনিলেন ও যীশুর দেহ নামাইয়া সেই সূক্ষ্মবস্ত্রে জড়াইলেন এবং শৈলে খোদা একটি সমাধিতে রাখিয়া সমাধির দ্বারে একটা পাথর
৪৭ গড়াইয়া দিলেন। কোথায় তাঁহাকে রাখা হইল তাহা মগ্দলিনী মরিয়ম ও যোশীর মাতা মরিয়ম দেখিলেন।

৪২-৪৭ মথি ২৭; ৫৭-৬১ লূক ২৩; ৫০-৫৫ যোঃ ১৯; ৩৮-৪২

* ২৫ পদ দ্রঃ

† (মূল) 'সিন্দোন'; সম্ভবতঃ সিন্ধ, অর্থাৎ হিন্দ, দেশের সূক্ষ্ম কাপড়

যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

১৬ বিশ্রামবার অতীত হইলে, মগ্দলিনী মরিয়ম, যাকোবের মাতা মরিয়ম ও শালোমী যীশুর দেহে মাখাইবার জন্য নানা ২ প্রকার গন্ধ-দ্রব্য কিনিলেন। পরে সপ্তাহের প্রথম দিন অতি ৩ প্রত্যূষে সূর্য্য উঠিলে তাঁহারা সমাধির নিকটে আসিলেন; তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতেছিলেন, সমাধির দ্বার হইতে ৪ পাথরখানা আমাদের জন্য কে সরাইয়া দিবে? পরে তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন, পাথরখানা সরান হইয়াছে। পাথরখানা অত্যন্ত বড় ছিল।

১-৮ মথি ২৮; ১-৮ লূক ২৪; ১-১২ যোঃ ২০: ১-১০

৫ পরে তাঁহারা সমাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দক্ষিণ পার্শ্বে শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত একজন যুবক বসিয়া আছেন। ইহাতে ৬ তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, বিস্মিত হইও না। যিনি ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেই নাসরতীয় যীশুকে তোমরা খুঁজিতেছ; তিনি উত্থাপিত হইয়াছেন, তিনি এখানে নাই। দেখ, এই স্থানে তাহারা তাঁহাকে রাখিয়াছিল। ৭ তোমরা যাও, তাঁহার শিষ্যদের ও পিতরকে বল, তিনি তোমাদের পূর্ব্বে গালীলে যাইতেছেন। তিনি তোমাদের যেমন বলিয়া-৮ ছিলেন সেখানেই তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তাঁহারা ভয়-কম্পিত ও হতবুদ্ধি হইয়া সমাধি হইতে বাহির হইয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন; তাঁহারা কাহাকেও কিছু বলিলেন না, কারণ তাঁহারা অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন।

৭ মার্ক ১৪; ২৮

৯ সপ্তাহের প্রথম দিন অতি প্রত্যূষে যীশু পুনরুত্থিত হইলেন ও প্রথমে মগ্দলিনী মরিয়মকে দেখা দিলেন, যাঁহার মধ্য হইতে ১০ তিনি সাতটি মন্দ-আত্মা দূর করিয়াছিলেন। তিনিই গিয়া যাঁহারা যীশুর সঙ্গে থাকিতেন তাঁহাদের সংবাদ দিলেন। সেই ১১ সময়ে তাঁহারা শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিতেছিলেন; যীশু জীবিত হইয়াছেন ও তাঁহাকে দেখা দিয়াছেন, একথা শুনিয়াও তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না।

লূক ৮; ২ যোঃ ২০; ১১-

১২ ইহার পর তাঁহাদের মধ্যে অন্য দুইজন যখন গ্রামের দিকে যাইতেছিলেন, তখন অন্য রূপ ধারণ করিয়া যীশু তাঁহাদের ১৩ দেখা দিলেন। এই দুইজন গিয়া অপর শিষ্যদের সংবাদ দিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কথাও বিশ্বাস করিলেন না।

১২ লূক ২৪; ১৩-৩৫

১৪ পরে তাঁহারা যখন আহার করিতেছেন এমন সময় তিনি সেই এগারজনকে দেখা দিলেন, এবং তিনি উত্থাপিত হইবার পর, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই বলিয়া, তিনি তাঁহাদের বিশ্বাসহীনতা ও অন্তঃকরণের

[১৪-১৮ লূক ২৪; ৩৬-৪০ যোঃ ২০; ১৯-২৩]

১৪ ১করিঃ ১৫; ৫

১৫ কঠিনতার জন্য অনুযোগ করিলেন। আর তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা সমগ্র জগতে যাও, সমগ্র সৃষ্টির নিকট সুসমাচার
১৬ প্রচার কর। যে বিশ্বাস করিবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিবে সে পরিত্রাণ পাইবে ; এবং যে বিশ্বাস করিবে না, সে দোষী সাব্যস্ত
১৭ হইবে। এই লক্ষণগুলি বিশ্বাসীদের অনুবর্ত্তী হইবে ; তাহারা আমার নামে মন্দ-আত্মা দূর করিবে, নূতন নূতন ভাষায় কথা
১৮ বলিবে, তাহারা সর্প তুলিবে এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না, তাহারা অসুস্থ লোকের উপর হস্তার্পণ করিলে তাহারা সুস্থ হইবে।

১৯ এইভাবে তাঁহাদের সহিত কথা বলিবার পর, প্রভু যীশু স্বর্গে
২০ উন্নীত হইলেন ও ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন। আর তাঁহারা গিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন, প্রভু তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া অনুবর্ত্তী লক্ষণ দ্বারা প্রচারিত বাক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১৫ মথি ২৮ ; ১৮-২০
১৬ প্রেঃ ২ ; ৩৮
১৭ প্রেঃ ১৬ ; ১৮। ২ ; ৪, ১১। ১০ ; ৪৬ যোঃ ১৪ ; ১২
১৮ লূক ১০ ; ১৯ প্রেঃ ২৮ ; ৩-৬ যাকোব ৫ ; ১৪, ১৫
১৯ লূক ২৪ ; ৫০-৫৩ প্রেঃ ১ ; ৪-১১ ১ তীমঃ ৩ ; ১৬ গীত ১১০ ; ১ প্রেঃ ৭ ; ৫৫ ২ রাঃ ২ ; ১১
২০ ইব্রীঃ ২ ; ৪ ১ করিঃ ৩ ; ৯

লূকলিখিত সুসমাচার

ভূমিকা

১ যাঁহারা প্রথম হইতে স্বচক্ষে দেখিয়া এবং বাক্যের সেবক
২ হইয়া আমাদের নিকট ইতিবৃত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় অনেকে আমাদের মধ্যে যাহা যাহা সম্পন্ন হইয়াছে, সেই
৩ সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইয়াছেন; এইজন্য মহামহিম থিয়ফিল, আমিও, প্রথম হইতে সকল বিষয় সযত্নে অনুসন্ধান করিয়াছি বলিয়া, আপনার জন্য সমস্ত আনুপূর্ব্বিক
৪ বিবরণ লেখা উচিত মনে করিলাম; যেন আপনি যে সকল বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

২ যোঃ ১৫; ২৭
৩ প্রেঃ ১; ১

বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের জন্মবিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৫ যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে অবিয়ের দলে সখরিয় নামে একজন পুরোহিত ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী হারোণ-বংশীয়
৬ এবং তাঁহার নাম ইলীশাবেৎ। তাঁহারা দুইজন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দ্দোষ-
৭ ভাবে চলিতেন। তাঁহাদের সন্তান ছিল না, কারণ ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন, এবং দুইজনেরই বয়স অধিক হইয়াছিল।
৮ একদা যখন সখরিয় নিজ দলের পর্য্যায়ক্রমে ঈশ্বরের
৯ সম্মুখে পুরোহিতের কার্য্য করিতেছিলেন, তখন পুরোহিতদের সেবার প্রথা অনুসারে নির্ণীত হইয়া তাঁহাকে প্রভুর পবিত্র-
১০ স্থানে প্রবেশ করিয়া ধূপ উৎসর্গ করিতে হইল। সেই ধূপ-দাহের সময়ে লোকেরা বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল।
১১ এমন সময় প্রভুর এক দূত ধূপ-বেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া
১২ তাঁহাকে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সখরিয় বিচলিত ও
১৩ ভীতিগ্রস্ত হইলেন। দূত তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয়, ভয় নাই, কারণ তোমার মিনতি গ্রাহ্য হইল; তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য একটি পুত্র প্রসব করিবে, আর তুমি
১৪ তাহার নাম যোহন রাখিবে; তাহাতে তুমি আনন্দিত ও উল্লসিত হইবে, এবং তাহার জন্মে অনেকের আনন্দ হইবে।
১৫ কারণ সে প্রভুর দৃষ্টিতে মহান্ হইবে; 'সে কখনও দ্রাক্ষারস ও মাদকদ্রব্য পান করিবে না,' আর মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র
১৬ আত্মায় পূর্ণ হইবে; সে ইস্রায়েল-সন্তানদের অনেককে তাঁহাদের

৫ ১ বংশা: ২৪; ১০
৯ যাত্রা ৩০; ৭
১৫ গণনা ৬; ৩
বিচার: ১৩; ৪, ৫
১ শমূ: ১; ১১

১৭ প্রভু ঈশ্বরের কাছে ফিরাইয়া আনিবে। সে 'এলিয়ের' আত্মায় ও শক্তিতে প্রভুর সম্মুখে গমন করিবে; 'যেন পিতার অন্তঃকরণ সন্তানের প্রতি ফিরাইতে পারে,' ধার্ম্মিকদের বিজ্ঞতার পথে অবাধ্য সকলকে ফিরাইয়া আনিতে পারে, এবং প্রভুর জন্য সজ্জিত এক প্রজামণ্ডলীকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারে।

১৭ মথি ১৭; ১১-১৩ মালা: ৩; ১। ৪; ৫, ৬

১৮ সখরিয় দূতকে বলিলেন, ইহা যে সত্য তাহা কেমন করিয়া জানিব? কারণ আমি বৃদ্ধ আর আমার স্ত্রীরও অনেক বয়স ১৯ হইয়াছে। দূত উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, আমি গাব্রিয়েল, আমি ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি; তোমাকে এই সমস্ত কথা বলিবার জন্য ও তোমাকে এই শুভ সংবাদ জানাইবার ২০ জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি; কিন্তু আমার এই সমস্ত বাক্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে পূর্ণ হইবে, ইহা তুমি বিশ্বাস করিলে না, এইজন্য, দেখ, এই সমস্ত যে দিন ঘটিবে, সেই দিন পর্য্যন্ত তুমি মূক হইয়া থাকিবে, কথা বলিতে পারিবে না।

১৮ আদি ১৮; ১১
১৯ দা: ৮; ১৬। ৯; ২১ ইব্রী: ১; ১৪
২০ লূক ১; ৪৫

২১ লোকেরা সখরিয়ের অপেক্ষা করিতেছিল; পবিত্র-স্থানে তাঁহার বিলম্ব হওয়াতে তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। ২২ বাহিরে আসিবার পর তিনি তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে পারিলেন না; তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, পবিত্র-স্থানে তিনি কোন দর্শন পাইয়াছেন; আর তিনি তাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিতে থাকিলেন কিন্তু মূক হইয়া রহিলেন।

২৩ পরে তাঁহার সেবাকার্য্যের নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে তিনি ২৪ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। ইহার পরে তাঁহার স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ভবতী হইলেন ও নিজেকে পাঁচ মাস গোপনে রাখিলেন; ২৫ তিনি বলিলেন, মনুষ্যদের মধ্যে আমার লজ্জা দূর করিবার জন্য, প্রভু এই সময়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এরূপ করিয়াছেন।

২৫ আদি ৩০; ৭

যীশু খ্রীষ্টের জন্মবিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

২৬ পরে ষষ্ঠ মাসে, গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গালীলের নাসরৎ নামক নগরের এক কুমারীর নিকটে প্রেরিত ২৭ হইলেন; তিনি দায়ূদ-কুলের যোষেফ নামক এক পুরুষের সহিত বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলেন; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। ২৮ গৃহমধ্যে তাঁহার নিকটে আসিয়া দূত বলিলেন, অনুগৃহীতে, ২৯ তোমার কল্যাণ হউক; প্রভু তোমার সহবর্ত্তী। তাঁহার কথাতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং এই কিপ্রকার অভিবাদন, তাহা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ৩০ দূত তাঁহাকে বলিলেন, মরিয়ম, ভয় নাই, কারণ তুমি ঈশ্বরের

২৭ লূক ২; ৫ মথি ১; ১৬, ১৮

৩১ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছ ; অন্তঃসত্ত্বা হইয়া তুমি পুত্র-সন্তান
৩২ প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে। তিনি মহান্ হইবেন আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা হইবে ; প্রভু ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ 'দায়ূদের সিংহাসন' দিবেন,
৩৩ আর তিনি যাকোব-কুলের উপরে 'চিরকাল রাজত্ব করিবেন' ও
৩৪ তাঁহার রাজত্বের শেষ হইবে না। মরিয়ম দূতকে বলিলেন,
৩৫ ইহা কিভাবে সম্ভব হইবে? আমার ত বিবাহ হয় নাই। দূত উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে অবতরণ করিবেন, পরাৎপরের শক্তি তোমাকে আবৃত করিবে ; তাহাতে যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র
৩৬ বলা হইবে। আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি ইলীশাবেৎ, সে বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র-সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছে, আর যাহাকে বন্ধ্যা
৩৭ বলা হইত, তাহার এখন এই ষষ্ঠ মাস চলিতেছে। কারণ
৩৮ 'ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই হইবে না।' তখন মরিয়ম বলিলেন, প্রভুর দাসী আপনার সম্মুখে, আপনার কথা অনুসারে আমার প্রতি হউক। পরে তাঁহার নিকট হইতে দূত চলিয়া গেলেন।

৩৯ এই সময়ে মরিয়ম শীঘ্র পাহাড় অঞ্চলে যিহূদার এক নগরে
৪০ গেলেন, এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইলীশাবেৎকে
৪১ অভিবাদন করিলেন। যখন ইলীশাবেৎ মরিয়মের অভিবাদন শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার গর্ভে শিশুটি নাচিয়া উঠিল ;
৪২ আর ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য, তোমার গর্ভের ফলও
৪৩ ধন্য। আমার এমন ভাগ্য কেমন করিয়া হইল যে, আমার
৪৪ প্রভুর মাতা আমার নিকটে আসেন? সত্যই আমি তোমার অভিবাদনের ধ্বনি শুনিবামাত্র, শিশুটি আমার গর্ভে উল্লাসে
৪৫ নাচিয়া উঠিল। যে বিশ্বাস করিল, সেই ধন্য, কারণ তাহার
৪৬ নিকটে প্রভুর সমস্ত বাক্য পূর্ণ হইবে। তখন মরিয়ম বলিলেন,—

৪৭ 'আমার প্রাণ' প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করে, আমার আত্মা
'আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরে উল্লসিত';
৪৮ কারণ 'তিনি আপন দাসীর অবনত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়াছেন';
দেখ, এখন হইতে পুরুষানুক্রমে সকলে আমাকে ধন্য বলিবে ;
৪৯ কারণ যিনি শক্তিমান, তিনি আমার জন্য মহৎ মহৎ কার্য্য
করিয়াছেন, এবং 'তাঁহার নাম পবিত্র';
৫০ 'যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি পুরুষানুক্রমে
তিনি করুণাময়'।

৩১ যিশাঃ ৭ ; ১৪
মথি ১ ; ২১-২৩
৩২ যিশাঃ ৯ ; ৭
২ শমূঃ ৭ ; ১২, ১৩, ১৬
৩৩ দাঃ ৭ ; ১৪, ১৮
প্রঃ ১১ ; ১৫
৩৫ মথি ১ ; ১৮, ২০
৩৭ আদি ১৮ ; ১৪
৪২ দ্বিঃ বিঃ ২৮ ; ৪
গীত ১২৭ ; ৩
৪৫ লূক ১ ; ২০। ১১ ; ২৮
৪৬ ১ শমূঃ ২ ; ১-১০
৪৭ গীত ৩৫ ; ৯। ১০৬, ২১
যিশাঃ ৬১ ; ১০
হবক্‌ঃ ৩ ; ১৮
৪৮ লূক ১ ; ২৫
১ শমূঃ ১ ; ১১
গীত ১১৩ ; ৫, ৬
লূক ১১ ; ২৭
৪৯ গীত ১২৬ ; ৩। ১১১ ; ৯
যিশাঃ ৫৭ ; ১৫
৫০ গীত ১০৩ ; ১৩, ১৭

৫১ আপন হস্ত দ্বারা তিনি বিক্রমের কার্য্য সাধন করিয়াছেন; নিজেদের কল্পনায় 'যাহারা অহঙ্কারী, তাহাদের তিনি ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন';

৫২ বিক্রমীদের তিনি সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছেন, অবনতদের উন্নত করিয়াছেন;

৫৩ 'তিনি উত্তম দ্রব্যে ক্ষুধার্ত্তদের তৃপ্ত করিয়াছেন, ধনবানদের রিক্ত হস্তে বিদায় করিয়াছেন'।

৫৪ 'তাঁহার করুণার কথা স্মরণ করিয়া, তিনি আপন দাস ইস্রায়েলকে সাহায্য দান করিয়াছেন';

৫৫ কারণ তিনি 'আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি, অব্রাহাম ও তাঁহার বংশের প্রতি' চিরকাল করুণা প্রকাশ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

৫৬ মরিয়ম প্রায় তিন মাস কাল ইলীশাবেতের নিকটে থাকিয়া পরে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

৫১ গীত ৮৯; ১০ ২ শমূঃ ২২; ২৮
৫২ গীত ১৪৭; ৬। ১১৩; ৭ ইয়োব ১২; ১৯। ৫; ১১। ১ শমূ ২; ৭
৫৩ ১ শমূঃ ২; ৫ গীত ৩৪; ১০। ১০৭; ৯
৫৪ যিশাঃ ৪১; ৮ গীত ৯৮; ৩
৫৫ মীঃ ৭; ২০ আদি ১৭; ৭। ১৮; ১৮। ২২; ১৭

যোহনের জন্ম

৫৭ ইলীশাবেতের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে, তিনি পুত্রকে জন্ম ৫৮ দিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রতিবাসী ও আত্মীয়-স্বজন প্রভু তাঁহার প্রতি মহা দয়া প্রকাশ করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার ৫৯ সহিত আনন্দ করিল। তাহারা যখন অষ্টম দিনে শিশুটির পরিচ্ছেদনের জন্য উপস্থিত হইল, তখন তাহার পিতার নাম ৬০ অনুসারে তাহার নাম সখরিয় রাখিতে চাহিল; ইহাতে তাহার মাতা উত্তরে বলিলেন, না, ইহার নাম যোহন রাখা ৬১ হইবে। তাহারা তাঁহাকে বলিল, আপনার আত্মীয়দের মধ্যে ৬২ কাহাকেও এই নামে ডাকা হয় না। তাহারা তাহার পিতার কাছে ইঙ্গিতে জানিতে চাহিল, শিশুটিকে কি নামে ডাকিতে ৬৩ চান। তিনি একখানা লিপি-ফলক চাহিয়া লিখিয়া জানাইলেন, ৬৪ ইহার নাম যোহন। তাহাতে সকলে বিস্মিত হইল। তাঁহার মুখ ও তাঁহার জিহ্বা তখনই মুক্ত হইল এবং তিনি কথা ৬৫ বলিতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের প্রতিবাসীরা সকলে ভয়ে অভিভূত হইল, আর যিহূদিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলের সর্ব্বত্র লোকে এই সমস্ত বিষয় ৬৬ বলাবলি করিতে লাগিল; আর যত লোক শুনিল, সকলে তাহা হৃদয়ে রাখিল এবং বলিল, এই শিশুটি তবে কি হইবে?

৫৯ আদি ১৭; ১২
৬০ লূক ১; ১৩

৬৭ কারণ প্রভুর হস্ত * তাহার সহবর্ত্তী ছিল। তখন তাহার পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া এই ভাববাণী বলিলেন,—

৬৮ ‘ধন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বর, কারণ তিনি’ কৃপাদৃষ্টি করিয়া ‘আপন প্রজাদের মুক্তি সাধন করিয়াছেন’।

৬৯ তিনি আমাদের জন্য আপন দাস ‘দায়ূদের কুলে শক্তিমান ত্রাণকর্ত্তাকে † উত্থাপন করিয়াছেন’;

৭০ ইহা তিনি পুরাকাল হইতে পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন,

৭১ ‘আমাদের শত্রু হইতে ও আমাদের সমস্ত বিদ্বেষীদের হস্ত হইতে’ আমরা যেন নিস্তার পাই;

৭২ এইভাবে তিনি যেন ‘আমাদের পিতৃপুরুষদের সহিত সদয় ব্যবহার’ করিতে ও তাঁহার সেই পবিত্র ‘সন্ধি-নিয়ম স্মরণ করিতে’ পারেন।

৭৩ এ সেই দিব্য, যাহা তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ‘অব্রাহামের কাছে শপথ করিয়াছিলেন’,

৭৪ যাহাতে আমরা এই বর প্রাপ্ত হই যে, শত্রুদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া নির্ভয়ে তাঁহার সাক্ষাতে সাধুতায় ও

৭৫ ধার্ম্মিকতায় আমরা আজীবন তাঁহার আরাধনা করিতে পারি।

৭৬ শিশু, তুমি পরাৎপরের ভাববাদী বলিয়া আখ্যাত হইবে, কারণ তুমি প্রভুর অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া ‘তাঁহার পথ প্রস্তুত করিবে’;

৭৭ এবং তাঁহার প্রজাদের পাপমোচনে পরিত্রাণের বিষয়ে বিজ্ঞতা দান করিবে;

৭৮ কারণ, আমাদের ঈশ্বরের স্নেহ-করুণার গুণে, সূর্য্যোদয় ঊর্দ্ধ হইতে আমাদের তত্ত্ব লইবার জন্য উপস্থিত হইয়া,

৭৯ ‘যাহারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসিয়া আছে তাহাদের উপরে আলোকপাত করিবে’, এবং আমাদের চরণও শান্তিমার্গে পরিচালিত করিবে।

৮০ ছেলেটি বাড়িয়া উঠিল ও আত্মায় ক্ষমতাপন্ন হইল; ইস্রায়েলের সম্মুখে তাহার আবির্ভাবের দিন পর্য্যন্ত তিনি প্রান্তরে ছিলেন।

৬৮ লূক ১; ১৬ গীত ৪১; ১৩। ৭২; ১৮
৬৯ ১ শমূঃ ২; ১০ গীত ১৮; ২। ১৩২; ১৭
৭১ ১০৬;
৭২ গীত ১০৫; ৮। ১০৬; ৪৫ আদি ১৭; ৭ লেবী: ২৬; ৪২
৭৩ আদি ২২; ১৬, ১৭ মী: ৭; ২০
৭৪ তীত ২; ১২, ১৪
৭৬ মালা: ৩; ১ মথি ৩; ৩
৭৭ যির: ৩১; ৩৪
৭৮ যিশা: ৬০; ১, ২ মালা: ৪; ২
৭৯ মথি ৪; ১৬ যিশা: ৯; ২। ৫৮; ৮
৮০ মথি ৩; ১

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম

২ সেই সময়ে আগস্ত কৈসরের এক রাজাজ্ঞা বাহির হইল যে, সাম্রাজ্যের সমুদয় লোককে নাম লেখাইতে হইবে।

* অর্থাৎ ‘শক্তি’—ইব্রীয় বাগধারা

† (মূল) ‘ত্রাণের শৃঙ্গ’

২ সুরিয়ার দেশাধ্যক্ষ কুরীণীয়ের সময় এই প্রথম নাম-লেখান হয়।
৩ সকলে নাম লিখিয়া দিবার জন্য আপন আপন নগরে গিয়া-
৪ ছিল। আর যোষেফও গালীলের নাসরৎ নগর হইতে যিহূদিয়ার বৈৎলেহম আখ্যাত দায়ূদের নগরে গেলেন, কারণ তিনি দায়ূদের
৫ কুল ও বংশজাত ছিলেন; তিনি তাঁহার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিতে গেলেন। মরিয়ম তখন অন্তঃসত্ত্বা
৬ ছিলেন; তাঁহারা যখন সেখানে ছিলেন, তখন তাঁহার
৭ সন্তান-প্রসবের সময় উপস্থিত হইল, আর তিনি তাঁহার প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করিলেন এবং তাঁহাকে কাপড়ে জড়াইয়া জাবের পাত্রে শোয়াইয়া রাখিলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁহাদের জন্য স্থান ছিল না।

৫ লূক ১ ; ২৭
৭ মথি ১ ; ২৫

৮ সেই অঞ্চলে মেষপালকেরা রাত্রিতে মাঠে থাকিয়া আপনা-
৯ দের মেষপাল পাহারা দিতেছিল। আর সহসা প্রভুর এক দূত তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং প্রভুর মহিমা তাহাদের চারিদিকে দীপ্ত হইল, ইহাতে তাহারা
১০ অত্যন্ত ভীত হইল। দূত তাহাদের বলিলেন, ভয় নাই, কারণ আমি তোমাদের মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি, সেই
১১ আনন্দ সমস্ত লোকেরই হইবে; অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট * প্রভু।
১২ আর তোমাদের জন্য ইহাই চিহ্ন, তোমরা দেখিতে পাইবে, একটি শিশু কাপড়ে জড়ান ও জাবের পাত্রে শোয়ান আছে।
১৩ হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বৃহৎ দল সেই দূতের সঙ্গে যোগ দিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন,
১৪ ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের উদ্দেশে মহিমা,
পৃথিবীতে তাঁহার প্রীতি-পাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি। †
১৫ দূতেরা তাহাদের নিকট হইতে স্বর্গে চলিয়া গেলে, মেষ-পালকেরা বলাবলি করিল, চল, আমরা এখনই বৈৎলেহমে যাই এবং প্রভু আমাদের যে ঘটনার কথা জানাইয়াছেন তাহা
১৬ দেখিয়া আসি। তাহারা শীঘ্র গিয়া মরিয়ম, যোষেফ ও জাবের পাত্রে শোয়ান সেই শিশুটিকে দেখিতে পাইল;
১৭ দেখিয়া, এই শিশুর বিষয়ে যে কথা তাহাদের নিকটে বলা
১৮ হইয়াছিল, তাহারা তাহা ব্যক্ত করিল। আর যত লোক মেষপালকদের মুখে সেই সমস্ত কথা শুনিতে পাইল, তাহারা
১৯ সকলে সেই বিষয়ে বিস্মিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত কথা চিন্তা করিতে করিতে মরিয়ম তাহা মনে সঞ্চয় করিয়া

১৩ দাঃ ৭ ; ১০
১৪ লূক ১৯ ; ৩৮
যিশাঃ ৫৭ ; ১৯
ইফিঃ ২ ; ১৪, ১৭
১৯ লূক ২ ; ৫১

* অথবা, অভিষিক্ত (মথি ১ ; ১৬ দ্রঃ)

† অন্য কয়েক পাণ্ডুলিপিতে—পৃথিবীতে শান্তি, মনুষ্যদের মধ্যে প্রীতি

২০ রাখিলেন। আর তাহাদের কাছে যেরূপ বলা হইয়াছিল, সমস্তই সেইরূপ দেখিয়া ও শুনিয়া ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করিতে করিতে মেষপালকেরা স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

২১ পরিচ্ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হইলে, শিশুটির নাম যীশু রাখা হইল; তিনি মাতৃগর্ভে আসিবার পূর্ব্বেই এই নাম দূতের দ্বারা দেওয়া হইয়াছিল।

২১ লূক ১; ৩১, ৫৯ লেবীঃ ১২; ৩

শিশু যীশুর বিষয়ে শিমিয়োন ও হান্নার ভাববাণী

২২ মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহাদের 'শুচিকরণের সময় পূর্ণ হইলে, জননীর প্রথমজাত প্রত্যেক পুরুষ-সন্তান প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলিয়া অভিহিত হইবে,' প্রভুর বিধি-ব্যবস্থার
২৩ এই কথা অনুসারে, তাঁহারা শিশুটিকে যিরূশালেমে লইয়া
২৪ গেলেন যেন তাঁহাকে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করেন, এবং প্রভুর বিধি-ব্যবস্থার কথা অনুসারে যেন 'এক জোড়া ঘুঘু অথবা দুইটি কপোত-শাবক' বলিরূপে উৎসর্গ করেন।

২২ লেবীঃ ১২; ১-৮
২৩ যাত্রা ১৩; ২, ১২, ১৫
২৪ লেবীঃ ৫, ১১। ১২; ৮

২৫ যিরূশালেমে শিমিয়োন নামে একজন লোক ছিলেন, তিনি ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন; তিনি ইস্রায়েল-জাতির সান্ত্বনা-দিবসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং পবিত্র আত্মা
২৬ তাঁহার উপরে ছিলেন। পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, প্রভুর খ্রীষ্টকে না দেখা পর্য্যন্ত
২৭ তাঁহার মৃত্যু হইবে না। তিনি আত্মার আবেশে মন্দিরে আসিলেন; আর শিশু যীশুর পিতামাতা যখন তাঁহার বিষয়ে বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে যাহা বিধেয় তাহা করিবার জন্য
২৮ তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিলেন, তখন শিমিয়োন তাঁহাকে কোলে লইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,

২৫ যিশাঃ ৪০; ১। ৪৯; ১৩

২৯ প্রভু, এখন তোমার বাক্য অনুসারে তোমার দাসকে তুমি
শান্তিতে বিদায় দিতেছ,
৩০ কারণ আমার চক্ষু 'তোমার পরিত্রাণ দেখিতে পাইল
৩১ যাহা তুমি সকল জাতির সাক্ষাতে প্রস্তুত করিয়াছ';
৩২ 'ইহা সেই জ্যোতি, যাহা বিজাতিদের নিকটে সত্যপ্রকাশ
করিবে',
ইহা তোমার প্রজা 'ইস্রায়েলের গৌরবস্বরূপ'।

২৯ আদি ৪৬; ৩০
৩০ যিশাঃ ৪০; ৫। ৫২; ১০
৩২ যিশাঃ ৪২; ৬। ৪৯; ৬

৩৩ তাঁহার বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলা হইল, তাহাতে তাঁহার
৩৪ পিতামাতা বিস্ময়াপন্ন হইলেন; তখন শিমিয়োন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মাতা মরিয়মকে বলিলেন, তিনি ইস্রায়েলের অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য নিয়োজিত,

৩৪ যিশাঃ ৮; ১৪ মথি ২১; ৪২ ১ করিঃ ১; ২৩ ১ পিঃ ২; ৮

এবং এমন চিহ্নরূপে স্থাপিত যাহার বিরুদ্ধে কথা বলা হইবে;
৩৫ অনেকের মনোভাবও প্রকাশিত হইবে; তোমার নিজের প্রাণও খড়্গ-বিদ্ধ হইবে।

৩৬ আর হান্না নামে এক ভাববাদিনী ছিলেন, তিনি পনূয়েলের কন্যা, আশের-বংশজাত; তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছিল; কুমারী অবস্থার পরে স্বামীর সহিত সাত বৎসর বাস
৩৭ করিয়া, তিনি চৌরাশি বৎসর বিধবা হইয়া ছিলেন। তিনি মন্দির হইতে প্রস্থান না করিয়া উপবাস ও প্রার্থনায় দিবা-
৩৮ রাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া তিনিও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং যাহারা যিরূশালেমে মুক্তির প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাদের নিকটে যীশুর কথা বলিতে লাগিলেন।

৩৯ প্রভুর বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত কাজ শেষ করিবার পর তাঁহারা গালীলে তাঁহাদের নিজেদের নগর নাসরতে ফিরিয়া
৪০ গেলেন। আর বালকটি বাড়িয়া উঠিলেন ও শক্তি পাইলেন; তিনি জ্ঞানে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপরে বিরাজমান ছিল।

৩৭ ১ তীমঃ ৫; ৫
৩৮ যিশাঃ ৫২; ৯
৪০ লূক ১, ২; ৫২

যীশুর বাল্যকাল

৪১ প্রতি বৎসর নিস্তার-পর্ব্বের সময়ে তাঁহার পিতামাতা
৪২ যিরূশালেমে যাইতেন। তাঁহার বয়স বারো বৎসর হইলে,
৪৩ তাঁহারা পর্ব্বের নিয়মানুসারে সেখানে গেলেন, ও নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ করিয়া তাঁহারা যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন বালক যীশু যিরূশালেমে থাকিয়া গেলেন, আর তাঁহার
৪৪ পিতামাতা তাহা জানিতেন না। তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করিয়া তাঁহারা একদিনের পথ গিয়া, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত লোকদের মধ্যে খোঁজ করিতে লাগিলেন; আর
৪৫ তাঁহাকে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে যিরূশালেমে ফিরিয়া
৪৬ গেলেন। তিন দিন পরে তাঁহারা তাঁহাকে মন্দিরে পাইলেন; তিনি অধ্যাপকদের মধ্যে বসিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে-
৪৭ ছিলেন ও তাঁহাদের প্রশ্ন করিতেছিলেন; আর যাহারা তাঁহার কথা শুনিতেছিল, সকলে তাঁহার বুদ্ধিতে ও তাঁহার উত্তরদানে বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

৪৮ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি আমাদের প্রতি কেন এমন ব্যবহার করিলে? তোমার পিতা ও আমি কাতর হইয়া বিষন্নচিত্তে তোমার অন্বেষণ করিতেছিলাম।

৪১ যাত্রা ২৩; ১৪-১৭
৪৩ যাত্রা ১২; ১৮

৪৯ তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা কেন আমার অন্বেষণ করিতেছিলে? আমার পিতার গৃহে * আমার থাকা উচিত,
৫০ ইহা কি তোমরা জানিতে না? কিন্তু তিনি তাঁহাদের যে কথা বলিলেন, সেই কথা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। পরে তিনি
৫১ তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া নাসরৎ নগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন; আর তাঁহার মাতা এই সকল কথা মনে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন।
৫২ আর যীশু জ্ঞানে ও বয়সে, এবং 'ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রীতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন'।

৪৯ যোঃ ২; ১৬
৫১ লূক
৫২ ১ শমূঃ ২; ২৬ হিতোঃ ৩; ৪

বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের প্রচার-কার্য্যারম্ভ

৩ তিবিরিয় কৈসরের শাসনকালের পঞ্চদশ বৎসরে যখন পন্তীয় পীলাত যিহূদিয়ার দেশাধ্যক্ষ, হেরোদ গালীলের সামন্তরাজ †, তাঁহার ভ্রাতা ফিলিপ যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের সামন্তরাজ, এবং লুষানিয়া অবিলীনীর সামন্তরাজ,
২ হানন ও কাইয়াফা যখন মহা-পুরোহিত, তখন ঈশ্বরের বাণী প্রান্তরে সখরিয়ের পুত্র যোহনের নিকট উপস্থিত হইল।
৩ তিনি যর্দ্দনের নিকটবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চলে গিয়া পাপ ক্ষমার জন্য
৪ মনপরিবর্ত্তন-সূচক বাপ্তিস্ম প্রচার করিলেন, যেমন ভাববাদী যিশাইয়ের বাক্য-গ্রন্থে লেখা আছে,—

'প্রান্তরে একজনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে,
তোমরা প্রভুর রাজপথ প্রস্তুত কর,
তাঁহার সমস্ত পথ সরল কর।
৫ প্রত্যেক উপত্যকা ভরিয়া উঠিবে,
প্রত্যেক পাহাড় ও পর্ব্বত সমতল করা হইবে,
সকল বক্র স্থান সরল করা হইবে,
সকল বন্ধুর পথ সমান করা হইবে,
৬ আর মর্ত্ত্যমাত্র ঈশ্বর-সাধিত পরিত্রাণ দেখিবে।'

৭ যে সমস্ত লোক তাঁহার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য বাহির হইয়া আসিল. যোহন তাহাদের বলিলেন, সর্পের বংশধরেরা, আসন্ন কোপ হইতে পলায়ন করিতে কে তোমাদের পরামর্শ
৮ দিল? তবে মনপরিবর্ত্তনের উপযোগী ফল উৎপন্ন কর; মনে মনে ইহা বলিতে আরম্ভ করিও না যে, অব্রাহাম আমাদের পিতা; কারণ আমি তোমাদের বলিতেছি, ঈশ্বর

৩-১৮ মথি ৩; ১-১২ মার্ক ১; ১-৮
৪-৬ যিশাঃ ৪০; ৩-
৬ প্রেঃ ২৮; ২৮
৭ মথি ২৩; ৩৩ যোঃ ৩; ৩৬

* অথবা, ব্যাপারে
† মথি ১৪; ১ দ্রঃ

এই সকল পাথর হইতে অব্রাহামের কুলে সন্তান উৎপন্ন
৯ করিতে পারেন। এখনই গাছগুলির গোড়ায় কুড়াল লাগান
আছে; যে কোন গাছে উত্তম ফল না ধরে, তাহা কাটিয়া
আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

১০ তখন লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে
১১ আমরা কি করি? তিনি তাহাদের বলিলেন, যাহার দুইটি
জামা আছে সে, যাহার নাই, তাহাকে একটি দিক; আর
১২ যাহার কাছে খাদ্য আছে, সেও সেইরূপ করুক। কর-
গ্রাহকেরাও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিতে আসিল ও তাঁহাকে বলিল,
১৩ গুরু, আমরা কি করি? তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমাদের
১৪ নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্যের অধিক আদায় করিও না। কয়েকজন
সৈন্যও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরাই বা কি করি?
তিনি তাহাদের বলিলেন, অর্থ-লোভে কাহাকেও পীড়ন করিও
না, অন্যায়ভাবে কাহাকেও দোষী করিও না, এবং তোমাদের
বেতনে সন্তুষ্ট থাকিও।

১০ প্রেঃ ২; ৩৭

১৫ আর লোকেরা যখন প্রতীক্ষায় ছিল, এবং যোহনই খ্রীষ্ট
কিনা সেই বিষয় সকলে মনে মনে আলোচনা করিতেছিল,
১৬ এমন সময় যোহন সকলকে এই উত্তর দিলেন, আমি জলে
তোমাদের বাপ্তিস্ম দিতেছি, কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক
শক্তিমান একজন আসিতেছেন, তাঁহার পাদুকার বন্ধনী
মোচন করিবার যোগ্যতাও আমার নাই; তিনি পবিত্র আত্মায়
১৭ ও অগ্নিতে তোমাদের বাপ্তিস্ম দান করিবেন। তাঁহার কুলা
তাঁহার হাতে আছে; তাহা দ্বারা তিনি আপন খামার পরিষ্কার
করিবেন, গম আপন গোলায় সঞ্চয় করিবেন, কিন্তু তিনি
তুষ অনির্ব্বাণ অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন।

১৫, ১৬ যোঃ ১; ১৯-২৮

১৬ প্রেঃ ১৩; ২৫

১৮ অন্যান্য কথায় অনেক উপদেশ দিয়া যোহন লোকদের
১৯ কাছে সুসমাচার প্রচার করিলেন। কিন্তু সামন্তরাজ হেরোদ
যোহনের দ্বারা আপন ভ্রাতার স্ত্রী হেরোদিয়া ও আপনার সমস্ত
২০ দুষ্কার্য্যের বিষয়ে অনুযুক্ত হইলে, সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মের সহিত
এইটিও যোগ করিলেন, তিনি যোহনকে কারাবদ্ধ করিলেন।

১৯ মথি ১৪; ৩, ৪ মার্ক ৬; ১৭, ১৮

যীশুর বাপ্তিস্ম-গ্রহণ

২১ সমস্ত লোক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিবার পর যীশু বাপ্তিস্ম
গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় আকাশ খুলিয়া

[২১-২২ মথি ৩; ১৩-১৭ মার্ক ১; ৯-১১ যোঃ ১; ৩২]

২২ গেল, এবং পবিত্র আত্মা কপোতের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার উপরে নামিয়া আসিলেন; আর স্বর্গ হইতে এই বাণী ধ্বনিত হইল, তুমি আমার 'একমাত্র * পুত্র', তোমাতেই 'আমার পরম সন্তোষ।'

২২ লূক ৯; ৩৫ গীত ২; ৭ যিশাঃ ৪২; ১

যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র

২৩ যীশু যখন কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন; তিনি, যেমন লোকের ধারণা, যোষেফের ২৪ পুত্র, যোষেফ এলির পুত্র, এলি মত্ততের পুত্র, মত্তত লেবির পুত্র, লেবি মল্কির পুত্র, মল্কি যান্নায়ের পুত্র, যান্নায় যোষেফের ২৫ পুত্র, যোষেফ মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয় আমোসের পুত্র, আমোস নহূমের পুত্র, নহূম ইষ্‌লির পুত্র, ইষ্‌লি নগির পুত্র, ২৬ নগি মাটের পুত্র, মাট মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয় শিমিয়ির ২৭ পুত্র, শিমিয়ি যোষেখের পুত্র, যোষেখ যূদার পুত্র, যূদা যোহানার পুত্র, যোহানা রীষার পুত্র, রীষা সরুব্বাবিলের পুত্র, সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের পুত্র, শল্টীয়েল নেরির পুত্র, ২৮ নেরি মল্কির পুত্র, মল্কি অদ্দীর পুত্র, অদ্দী কোষমের পুত্র, ২৯ কোষম ইল্‌মাদমের পুত্র, ইল্‌মাদম এরের পুত্র, এর যীশুর পুত্র, যীশু ইলিয়েষরের পুত্র, ইলীয়েষর যোরীমের পুত্র, ৩০ যোরীম মত্ততের পুত্র, মত্তত লেবির পুত্র, লেবি শিমিয়োনের পুত্র, শিমিয়োন যূদার পুত্র, যূদা যোষেফের পুত্র, যোষেফ ৩১ যোনমের পুত্র, যোনম ইলিয়াকীমের পুত্র, ইলিয়াকীম মিলেয়ার পুত্র, মিলেয়া মিন্নার পুত্র, মিন্না মত্তথের পুত্র, মত্তথ নাথনের ৩২ পুত্র, নাথন দায়ূদের পুত্র, দায়ূদ যিশয়ের পুত্র, যিশয় ওবেদের পুত্র, ওবেদ বোয়সের পুত্র, বোয়স সালার † পুত্র, সালা † নহ- ৩৩ শোনের পুত্র, নহশোন অম্মীনাদবের পুত্র, অম্মীনাদব অদমানের পুত্র, অদমান অর্ণির পুত্র, অর্ণি হিষ্রোণের পুত্র, হিষ্রোণ ৩৪ পেরসের পুত্র, পেরস যিহূদার পুত্র, যিহূদা যাকোবের পুত্র, যাকোব ইস্‌হাকের পুত্র, ইস্‌হাক অব্রাহামের পুত্র, অব্রাহাম ৩৫ তেরহের পুত্র, তেরহ নাহোরের পুত্র, নাহোর সরূগের পুত্র, সরূগ রিয়ূর পুত্র, রিয়ূ পেলগের পুত্র, পেলগ এবরের পুত্র, ৩৬ এবর শেলহের পুত্র, শেলহ কৈননের পুত্র, কৈনন অর্ফক্ষদের পুত্র, অর্ফক্ষদ শেমের পুত্র, শেম নোহের পুত্র, নোহ লেমকের ৩৭ পুত্র, লেমক মথূশেলহের পুত্র, মথূশেলহ হনোকের পুত্র,

[২৩-৩৮ মথি ১; ১-১৭]
২৩ ৪; ২২
২৭ ১ বংশাঃ ৩; ১৭ ইষ্রা ৩; ২
৩১ ১ শমূঃ ১৬; ১ ২ শমূঃ ৫; ১৪
৩২ রূত ৪; ২২
৩৩ ১ বংশাঃ ২; ১-৩ আদি ২৯; ৩৫
৩৪ আদি ২১; ২, ৩। ১১; ১০-২৬ ১ বংশাঃ ১; ২৪-২৭
৩৬ আদি ৫; ৩-৩২ ১ বংশাঃ ১; ১-৪ আদি ৪; ২৫। ১১; ১০

* মথি ৩; ১৭ দ্রঃ

† অথবা, সাল্‌মোনের, সাল্‌মোন

হনোক যেরদের পুত্র, যেরদ মহললেলের পুত্র, মহললেল
৩৮ কৈননের পুত্র, কৈনন ইনোশের পুত্র, ইনোশ শেথের পুত্র, শেথ আদমের পুত্র, আদম ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

যীশুর পরীক্ষা

৪ যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া যর্দ্দন হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং চল্লিশ দিন ধরিয়া আত্মার দ্বারা প্রান্তরে
২ পরিচালিত হইলেন, আর দিয়াবল * দ্বারা পরীক্ষিত হইলেন। এত দিন তিনি কিছুই আহার করেন নাই; সেই দিন-
৩ গুলি অতীত হইলে, তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। তখন দিয়াবল তাঁহাকে বলিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র, তবে এই পাথরকে
৪ বল, ইহা যেন রুটিতে পরিণত হয়। যীশু তাহাকে উত্তর দিলেন, লেখা আছে, 'মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না।'
৫ পরে দিয়াবল তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া এক মুহূর্ত্তে
৬ পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য দেখাইল; আর তাঁহাকে বলিল, এই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ আমি তোমাকেই দিব; কারণ ইহা আমাকেই সমর্পণ করা হইয়াছে, আর আমার
৭ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করি; সুতরাং তুমি যদি আমার
৮ সম্মুখে প্রণিপাত কর, তবে সমস্তই তোমার হইবে। যীশু তাহাকে উত্তরে বলিলেন, লেখা আছে, 'তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণিপাত করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।'
৯ তখন সে তাঁহাকে যিরূশালেমে লইয়া গেল, ও মন্দিরের চূড়ায় দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে বলিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র,
১০ তবে এখান হইতে লাফাইয়া পড়। কারণ লেখা আছে, 'তিনি আপন দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দিবেন, যেন
১১ তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করেন'; আর 'তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত
১২ লাগে।' যীশু উত্তরে তাহাকে বলিলেন, উক্ত আছে, 'তুমি
১৩ আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিবে না।' আর সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া দিয়াবল নির্দ্দিষ্ট সময় না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল।

[১-১৩ মথি ৪; ১-১১ মার্ক ১; ১২, ১৩]
৪ দ্বিঃ বিঃ ৮; ৩
৮ দ্বিঃ বিঃ ৬; ১৩, ১৪
১০ গীত ৯১; ১১, ১২
১২ দ্বিঃ বিঃ ৬; ১৬
১৩ ইব্রী: ৪; ১৫

নাসরতে যীশুর উপদেশ

১৪ তখন যীশু আত্মার শক্তিতে গালীলে ফিরিয়া গেলেন,
১৫ আর তাঁহার খ্যাতি সমস্ত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। আর তিনি তাহাদের বিভিন্ন সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন।

[১৪-১৫ মথি ৪; ১২-১৭ মার্ক ১; ১৪, ১৫]

* মথি ৪; ১ দ্রঃ

১৬ পরে তিনি যেখানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেই নাসরতে আসিলেন, এবং তাঁহার রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন ও পাঠ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াই-
১৭ লেন। তখন তাঁহার হাতে ভাববাদী যিশাইয়ের গ্রন্থ দেওয়া হইলে, তিনি গ্রন্থখানি খুলিয়া সেই স্থানটি পাইলেন যেখানে লেখা আছে,—

১৮ 'প্রভুর আত্মা আমার উপরে অধিষ্ঠান করেন,
কারণ তিনি দরিদ্রদের নিকট সুসমাচার প্রচার করিতে
আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন ;
বন্দীদের মুক্তি ও অন্ধদের দৃষ্টিলাভ ঘোষণা করিতে,
নিপীড়িতদের মুক্ত করিয়া বিদায় করিতে,
১৯ এবং প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করিতে তিনি আমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন।'

২০ পরে তিনি গ্রন্থখানি বন্ধ করিয়া সেবকের হাতে দিয়া বসি-লেন। সমাজ-গৃহে উপস্থিত সকলের চক্ষু তাঁহার প্রতি
২১ নিবদ্ধ হইল। তিনি তাহাদের বলিতে আরম্ভ করিলেন, শাস্ত্রের যে কথা তোমরা শুনিলে তাহা অদ্যই পূর্ণ হইল।
২২ তাহাতে সকলে তাঁহার প্রশংসা করিল ও তাঁহার মুখনিঃসৃত মধুর কথায় বিস্মিত হইল ; আর বলিল, এ কি যোষেফের
২৩ পুত্র নয়? তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরা অবশ্য আমাকে এই প্রবাদ-বাক্য বলিবে, চিকিৎসক, আপনাকেই সুস্থ কর ; কফরনাহূমে যাহা যাহা করা হইয়াছে শুনিয়াছি, তোমার এই
২৪ স্বদেশেও তাহা কর। তিনি আরও বলিলেন, আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, ভাববাদী স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না।

২৫ আমি তোমাদের সত্য কথা বলিতেছি, এলিয়ের সময় যখন তিন বৎসর ছয় মাস-কাল আকাশ রুদ্ধ ছিল, ও সমস্ত দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক
২৬ বিধবা ছিল ; কিন্তু তাহাদের কাহারও নিকট প্রেরিত না হইয়া, এলিয় কেবল সীদোন প্রদেশের সারিফতে এক বিধবার
২৭ নিকটে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আর ভাববাদী ইলীশায়ের সময় ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক কুষ্ঠ-রোগী ছিল, কিন্তু সুরীয়
২৮ নামান ব্যতীত কেহই শুচি হয় নাই। এই কথা শুনিবামাত্রই
২৯ সমাজ-গৃহে যত লোক ছিল সকলে ক্রুদ্ধ হইল ; এবং তাহারা উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া, যে পাহাড়ে তাহাদের নগর নির্ম্মিত ছিল, সেই পাহাড়ের প্রান্ত-সীমা পর্য্যন্ত লইয়া গেল, যেন তাহারা সেই স্থান হইতে তাঁহাকে নীচে ফেলিয়া দিতে
৩০ পারে। কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্য হইতে হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন।

[১৬-৩০ মথি ১৩; ৫৩-৫৮ মার্ক ৬; ১-৬]
১৭ যিশাঃ ৬১; ১, ২। ৫৩; ৬
১৯ লেবীঃ ২৫; ১০ যিশাঃ ৪৯; ৮ ২ করিঃ ৬; ২
২২ যোঃ ৬; ৪২
২৩ মথি ৪; ১৩
২৪ যোঃ ৪; ৪৪
২৫ ১ রাঃ ১৭; ১-৯। ১৮; ১ যাকোব ৫; ১৭
২৭ ২ রাঃ ১০, ১

মন্দ-আত্মাবিষ্ট ও রোগগ্রস্ত লোকদের আরোগ্যলাভ

৩১ পরে তিনি গালীলের কফরনাহূম নগরে গেলেন ও বিশ্রাম-৩২ বারে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন; তাঁহার শিক্ষায় লোকেরা বিস্মিত হইল; কারণ তাঁহার বাক্য ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৩ ছিল। সেই সমাজ-গৃহে অশুচি মন্দ-আত্মা দ্বারা আবিষ্ট একটি ৩৪ লোক ছিল; সে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, নাসরতীয় যীশু, আমাদের সঙ্গে আপনার কি কাজ? আপনি কি আমাদের বিনষ্ট করিতে আসিয়াছেন? আমি জানি আপনি কে; ৩৫ আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি। ইহাতে যীশু তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, চুপ কর, ইহার মধ্য হইতে বাহির হও। তখন সেই মন্দ-আত্মা তাহাকে লোকদের মাঝখানে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া, কোন ক্ষতি না করিয়া তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া ৩৬ গেল। তখন সকলে বিস্মিত হইল ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, এ কেমন কথা? ইনি ক্ষমতা ও পরাক্রমের সহিত অশুচি-আত্মাদের আদেশ করিলে, তাহারা বাহির হইয়া ৩৭ যায়। তাহাতে সেই অঞ্চলের চারিদিকে তাঁহার কীর্ত্তি ব্যপ্ত হইয়া গেল।

৩৮ পরে তিনি সমাজ-গৃহ হইতে উঠিয়া শিমোনের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন; শিমোনের শাশুড়ী প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার বিষয় তাঁহাকে মিনতি ৩৯ করিলেন। তখন তিনি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে ধমক দিলেন; তাহাতে জ্বর ছাড়িয়া গেল, আর তিনি তখনই উঠিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

৪০ সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় হইলে, যাহাদের গৃহে নানাপ্রকার রোগে পীড়িত লোক ছিল, তাহারা সকলে তাঁহার নিকটে তাহাদের উপস্থিত করিল; আর তিনি প্রত্যেকের উপরে ৪১ হস্তার্পণ করিয়া তাহাদের সুস্থ করিলেন। অনেক লোকের মধ্য হইতে মন্দ-আত্মাও বাহির হইল, আর তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, আপনি ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু তিনিই যে খ্রীষ্ট, ইহা তাহারা জানিত বলিয়া, তিনি তাহাদের ধমক দিয়া কথা বলিতে দিলেন না।

৪২ প্রভাত হইলে, তিনি বাহির হইয়া এক নির্জ্জন স্থানে গেলেন; আর লোকেরা তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার নিকটে আসিল এবং যেন তিনি তাহাদের ছাড়িয়া না যান, এইজন্য তাঁহাকে তাহাদের কাছে রাখিতে চেষ্টা করিল।

[৩১-৩৭ মার্ক ১; ২১-২৮]
৩১ মথি ৪; ১৩
যোঃ ২; ১২
৩২ মথি ৭; ২৮, ২৯
যোঃ ৭; ৪৬
[৩৩-৩৪ মথি ৮; ১৪-১৭ মার্ক ১; ২৯-৩৯]
৪১ মথি ৮; ২৯
মার্ক ৩; ১১, ১২

৪৩ কিন্তু তিনি তাহাদের বলিলেন, অন্যান্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে; কারণ সেই- ৪৪ জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি। পরে তিনি যিহূদিয়ার* বিভিন্ন সমাজ-গৃহে প্রচার করিলেন।

৪৩ লূক ৮; ১
৪৪ মথি ৪; ২৩

জালে বিস্তর মাছ। শিষ্যত্ব গ্রহণে শিমোন পিতরের আহ্বান

৫ এক সময় তিনি গিনেষরৎ হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া আছেন এবং লোকেরা তাঁহার নিকটে ভিড় করিয়া ঈশ্বরের বাক্য ২ শুনিতেছেন, এমন সময় তিনি হ্রদের ধারে দুইটি নৌকা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু জেলেরা নৌকা হইতে নামিয়া জাল ৩ ধুইতেছিল। তিনি ঐ দুইটি নৌকার মধ্যে একখানিতে, শিমোনের নৌকাতে উঠিয়া তাঁহাকে স্থল হইতে অল্প দূরে নৌকা লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন; তিনি উপবেশন করিয়া নৌকা হইতে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন।
৪ কথা শেষ করিয়া তিনি শিমোনকে বলিলেন, মাছ ধরিবার জন্য ৫ গভীর জলে নৌকা লইয়া গিয়া তোমাদের জাল ফেল। শিমোন উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছু পাই নাই; কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ৬ ফেলিব। তাঁহারা তাহা করিলে, মাছের এক বৃহৎ ঝাঁক জালে ধরা পড়িল, তাহাতে তাঁহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল। ৭ তাঁহারা তখন অন্য নৌকায় তাঁহাদের অংশীদারদের ইঙ্গিত করিলেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন; তাঁহারা আসিলে, নৌকা দুইখানি এমনভাবে পূর্ণ করিলেন যে, নৌকা ডুবিবার উপক্রম হইল।

৮ ইহা দেখিয়া শিমোন পিতর যীশুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে চলিয়া যান, প্রভু, কারণ আমি পাপী। ৯ মাছের যে বড় ঝাঁক ধরা পড়িয়াছিল তাহাতে তিনি ও তাঁহার সঙ্গে যাহারা ছিলেন, সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন; ১০ শিমোনের অংশীদার যাকোব ও যোহন সিবদিয়ের পুত্র, তাঁহারাও সেইরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন। যীশু শিমোনকে বলিলেন, ভয় করিও না, এখন হইতে তুমি মানুষই ধরিবে। ১১ তখন তাঁহারা নৌকা কূলে লাগাইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

১-১১ মথি ৪; ১৮-২২ মার্ক ১; ১৬-২০
৪ যোঃ ২১; ৬
মথি ১৩; ৪৭
১১ মথি ১৯; ২৭

* পাঠান্তর—(১) যিহূদীদের (২) গালীলের

এক কুষ্ঠ-রোগী ও এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের আরোগ্যলাভ

১২ একদিন তিনি কোন এক নগরে ছিলেন, সেখানে কুষ্ঠ-রোগে জর্জ্জরিত একজন লোক ছিল; সে যীশুকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইল ও মিনতি করিয়া বলিল, প্রভু, আপনি যদি চান তবে আমাকে
১৩ শুচি করিতে পারেন। তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, আমি চাই তুমি শুচি হও; আর তখনই সে
১৪ কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্ত হইল। পরে তিনি তাহাকে নির্দ্দেশ দিলেন, কাহাকেও বলিও না, কিন্তু পুরোহিতের কাছে গিয়া নিজেকে দেখাও; এবং শুচিকরণ-সম্পর্কে মোশির আদেশ অনুসারে, তাহাদের কাছে সাক্ষ্যস্বরূপ উপহার উৎসর্গ কর। কিন্তু
১৫ তাঁহার বৃত্তান্ত আরও অধিক ছড়াইয়া পড়িল; আর বহু লোক তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ও নিজ নিজ রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কোন না কোন
১৬ নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গিয়া প্রার্থনা করিতেন।

১২-১৬ মথি ৮; ১-৪ মার্ক ১; ৪০-৪৫

১৪ লেবীঃ ১৩; ৪৯। ১৪; ২-৩২

১৬ মার্ক ১; ৩৫

১৭ আর একদিন তিনি শিক্ষা দিতেছিলেন, আর গালীল ও যিহূদিয়ার সমস্ত পল্লীগ্রাম এবং যিরূশালেম নগর হইতে আগত ফরীশী ও বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষকেরা নিকটে বসিয়াছিল; আর সুস্থ করিবার জন্য প্রভুর শক্তি তাঁহার উপর অধিষ্ঠিত ছিল।
১৮ তখন কয়েকজন লোক একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে খাটে করিয়া লইয়া আসিল; তাহারা তাহাকে ভিতরে আনিতে ও তাঁহার
১৯ সম্মুখে রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভিড়ের জন্য ভিতরে আনিবার পথ না পাইয়া তাহারা ঘরের ছাদে উঠিল, এবং টালি সরাইয়া, খাটিয়া সমেত তাহাকে মাঝখানে যীশুর সম্মুখে
২০ নামাইয়া দিল। তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, বৎস, তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হইল।

১৭-২৬ মথি ৯; ১-৮ মার্ক ২; ১-১২

২১ তখন ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা সমালোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ কে, যে ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছে? একমাত্র
২২ ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে? যীশু তাঁহাদের আলোচনা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের বলিলেন,
২৩ তোমরা কেন মনে মনে এই আলোচনা করিতেছ? কোন্‌টা বলা সহজ, তোমার পাপ ক্ষমা করা হইল, না, তুমি উঠিয়া
২৪ বেড়াও? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা মনুষ্য-পুত্রের আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এইজন্য,—তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বলিলেন,—আমি তোমাকে বলিতেছি, উঠ,
২৫ তোমার খাটিয়া তুলিয়া লইয়া তোমার গৃহে যাও। তাহাতে

২১ লূক ৭; ৪৯ যিশাঃ ৪৩; ২৫ যোঃ ৫; ১২

সে তখনই তাহাদের সাক্ষাতে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর আপনার শয্যা তুলিয়া লইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে আপন
২৬ গৃহে চলিয়া গেল। তখন সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং ভীত হইয়া বলিল, আজ আমরা অলৌকিক ব্যাপার দেখিলাম।

লেবির আহ্বান ও যীশুর শিক্ষাদান

২৭ পরে তিনি বাহিরে গেলেন, আর দেখিলেন লেবি নামে এক কর-গ্রাহক শুল্ক-গৃহে বসিয়া আছেন; তিনি তাঁহাকে
২৮ বলিলেন, আমার অনুসরণ কর। তাহাতে তিনি উঠিলেন ও সকলই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

২৭-৩২ মথি ৯; ৯-১৩ মার্ক ২; ১৩-১৭

২৯ পরে লেবি নিজের বাড়ীতে তাঁহার জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন; আর অনেক কর-গ্রাহক ও অন্যান্য বহু লোক তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসিল।

২৯, ৩০ লূক ১৫; ১, ২

৩০ তখন ফরীশীরা ও সেই দলের ধর্ম্মগুরুরা তাঁহার শিষ্যদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমরা কেন কর-
৩১ গ্রাহক ও পাপীদের সহিত পান-আহার করিতেছ? যীশু উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসুস্থ লোকদেরই তাহা প্রয়োজন।
৩২ ধার্ম্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদেরই আমি আহ্বান করিতে আসিয়াছি যেন তাহারা মনপরিবর্ত্তন করে।

৩২ লূক ১৫; ৭

৩৩ পরে তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, যোহনের শিষ্যেরা প্রায়ই উপবাস করে ও মিনতি জানায়, ফরীশীদের শিষ্যেরাও সেই-রূপ করে; কিন্তু আপনার শিষ্যেরা পান-আহার করিয়া থাকে।

৩৩-৩৯ মথি ৯; ১৪-১৭ মার্ক ২; ১৮-২২

৩৪ তিনি তাঁহাদের বলিলেন, বর সঙ্গে থাকিতে তোমরা কি
৩৫ বিবাহ-বাসরের লোকদের উপবাস করাইতে পার? কিন্তু এমন দিন উপস্থিত হইবে যখন তাহাদের নিকট হইতে বরকে লইয়া যাওয়া হইবে, সেই দিনই তাহারা উপবাস করিবে।

৩৬ তিনি উপমা দিয়া তাঁহাদের বলিলেন; নূতন বস্ত্র হইতে টুকরা ছিঁড়িয়া কেহ পুরাতন বস্ত্রে তাহা লাগায় না। যদি লাগায় তবে সে নূতন বস্ত্রও ছিঁড়িয়া ফেলে এবং পুরাতন
৩৭ বস্ত্রে সেই নূতন টুকরাটিও মানাইবে না। আর পুরাতন কুপায় কেহই টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে না, রাখিলে টাটকা দ্রাক্ষারসে কুপাগুলি ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারসও পড়িয়া যায় আর
৩৮ কুপাগুলিও নষ্ট হয়। কিন্তু টাটকা দ্রাক্ষারস নূতন কুপায়
৩৯ রাখিতে হয়। পুরাতন দ্রাক্ষারস পান করিয়াই কেহ টাটকা দ্রাক্ষারস চায় না, কারণ সে বলে, পুরাতনই ভাল।

বিশ্রামবার পালনবিষয়ে যীশুর উপদেশ

৬ আর একটি বিশেষ বিশ্রামবারে যীশু শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন; তখন তাঁহার শিষ্যেরা শীষ ছিঁড়িয়া হাতে ২ মাড়িয়া খাইতেছিলেন। তাহাতে কয়েকজন ফরীশী বলিল, বিশ্রামবারে যাহা করা বিধেয় নয়, তোমরা কেন তাহাই ৩ করিতেছ? যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, দায়ূদ যাহা করিয়া- ৪ ছিলেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিলেন, আর যে 'প্রদর্শনী-রুটি' কেবল পুরোহিত ছাড়া আর কাহারও আহার করা বিধেয় নয়, তাহা নিজে আহার করিলেন, এবং সঙ্গীদেরও দিলেন।

৫ তিনি তাহাদের ইহাও বলিলেন, মনুষ্য-পুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।

৬ আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেখানে একজন লোক ছিল, ৭ তাহার ডান হাত শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি বিশ্রামবারে সুস্থ করেন কিনা দেখিবার জন্য, ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা তাঁহার উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখিল, যেন তাঁহার নামে দোষারোপ ৮ করিবার সূত্র পাইতে পারে। তিনি তাহাদের মনোভাব জানিতেন বলিয়া সেই শুষ্কহস্ত লোকটিকে বলিলেন, উঠ, ৯ মাঝখানে দাঁড়াও। তাহাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আর যীশু তাহাদের বলিলেন, তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে কি করা বিধেয়? সৎকর্ম্ম করা, না দুষ্কর্ম্ম করা, প্রাণ রক্ষা করা, ১০ না নষ্ট করা? পরে তিনি চারিদিকে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই লোকটিকে বলিলেন, তোমার হাত বাড়াইয়া ১১ দাও। সে সেইরূপ করিল, আর তাহার হাত সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। কিন্তু তাহারা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যীশুর প্রতি কি করিতে পারে এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল।

বারোজন শিষ্যের নিয়োগ ও প্রেরিত আখ্যাদান

১২ কোন এক সময় তিনি প্রার্থনা করিবার জন্য বাহির হইয়া পর্ব্বতে গেলেন আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া রাত্রি ১৩ কাটাইলেন। পরে দিন হইলে, তিনি আপন শিষ্যদের ডাকিলেন আর তাঁহাদের মধ্য হইতে বারোজনকে মনোনীত ১৪ করিলেন, এবং তাঁহাদের 'প্রেরিত' আখ্যা দিলেন; শিমোন, যাঁহাকে তিনি পিতর আখ্যাও দিলেন, ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এবং যাকোব ও যোহন, এবং ফিলিপ ও বর্থলময়,

[১-৫ মথি ১২ ১-৮ মার্ক ২ ২৩-২৮]
২ যোঃ ৫ : ১০
৩ ১ শমূঃ ২১; ১-৬
৪ লেবীঃ ২৪; ৯
[৬-১১ মথি ১২; ৯-১৪ মার্ক ৩; ১-৬]
৭ লূক ১৪; ১
[১২-১৬ মার্ক ৩; ১৩-১৯]
১৩ মথি ১০; ২-৪ যোঃ ৬; ৭০ প্রেঃ ১; ১৩

১৫ এবং মথি ও থোমা, এবং আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব ও
১৬ উদ্যোগী * আখ্যাত শিমোন, এবং যাকোবের পুত্র যিহূদা ও যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ, যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল।

যীশুর উপদেশাবলী

১৭ পরে তিনি তাঁহাদের সহিত নামিয়া এক সমতল ভূমির উপরে গিয়া দাঁড়াইলেন; শিষ্যদের এক বৃহৎ দল এবং সমস্ত যিহূদিয়া, যিরূশালেম, এবং সোর ও সীদোনের উপকূল হইতে
১৮ বিস্তর লোক উপস্থিত হইল। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ও নিজ নিজ রোগ হইতে সুস্থ হইবার জন্য তাহারা তাঁহার কাছে আসিয়াছিল; এবং যাহারা অশুচি-আত্মা দ্বারা ক্লিষ্ট তাহারাও আসিয়া সুস্থ
১৯ হইল। সমস্ত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিল, কারণ তাঁহার মধ্য হইতে শক্তি নির্গত হইয়া সকলকে সুস্থ করিত।

[১৭-১৯ মথি ৪; ২৩—৫; ১ মার্ক ৩; ৭-১২]

২০ পরে তিনি শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,
দীন দরিদ্রেরা, তোমরা ধন্য, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।

[২০-২৩ মথি ৫; ৩, ৪, ৬, ১১, ১২]

২১ যাহারা এখন ক্ষুধিত, তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা তৃপ্ত হইবে।
যাহারা এখন রোদন করিতেছ, তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা হাস্য করিবে।

২১ প্রঃ ৭; ১৬, ১৭ গীত ১২৬; ৫, ৬ যিশাঃ ৬১; ৩

২২ তোমরা ধন্য, যখন লোকে মনুষ্য-পুত্রের নিমিত্ত তোমাদের দ্বেষ করে, যখন তোমাদের দূর করিয়া দেয় ও নিন্দা করে এবং তোমাদের নাম মন্দ বলিয়া বহিষ্কৃত করিয়া
২৩ দেয়। সেই সময়ই তোমরা আনন্দিত হও ও নৃত্য কর; কারণ স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কারণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাববাদীদের প্রতি সেইরূপ করিত।

২২ যোঃ ১৫ ২১। ১৬; ২

২৪ কিন্তু হায়, ধনীরা, তোমরা দুর্ভাগ্য, কারণ তোমরা তোমাদের সান্ত্বনা পূর্ণরূপে পাইয়াছ।

২৪ যাকোব ৫; ১

২৫ হায়, যাহারা এখন তৃপ্ত, তোমরা দুর্ভাগ্য, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হইবে;
হায়, যাহারা এখন হাস্য করিতেছ, তোমরা দুর্ভাগ্য, কারণ তোমরা শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিবে।

২৫ যিশাঃ ৫; ২২

২৬ হায়, তোমরা দুর্ভাগ্য, যখন সকলে তোমাদের সুখ্যাতি করে, কারণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভণ্ড ভাববাদীদের প্রতি তাহাই করিত।

২৬ যাকোব ৪; ৪ মীঃ ২; ১১ ১যোঃ ৪; ১, ৫

* মথি ১০; ৪ দ্রঃ

[২৭-৩৬ মথি ৫; ৩৯-৪৮]

২৭ কিন্তু তোমরা যাহারা শুনিতেছ তোমাদের আমি বলি, আপন আপন শত্রুদের প্রেম কর; যাহারা তোমাদের দ্বেষ করে,
২৮ তাহাদের উপকার কর; যাহারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাহাদের আশীর্ব্বাদ কর; যাহারা তোমাদের কুৎসা করে,
২৯ তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর। যে তোমার এক গালে চড় মারে, তাহার দিকে অন্যটিও পাতিয়া দাও; এবং যে তোমার চাদর কাড়িয়া লয়, তাহাকে জামাটিও লইতে বারণ করিও
৩০ না। যে কেহ তোমার কাছে চায়, তাহাকে দাও; আর যে তোমার জিনিস কাড়িয়া লয়, তাহার কাছে আর তাহা চাহিও
৩১ না। আর তোমরা যেরূপ ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করুক, তোমরা তাহাদের প্রতি সেইরূপই করিও।

৩১ মথি ৭; ১২

৩২ আর যাহারা তোমাদের প্রেম করে, তাহাদেরই প্রেম করিলে তোমাদের কি প্রকার সাধুবাদ হইতে পারে? কারণ যাহারা
৩৩ পাপীদের প্রেম করে, পাপীরাও তাহাদের প্রেম করে। আর যাহারা তোমাদের উপকার করে, যদি তাহাদেরই উপকার কর, তবে তোমাদের কি প্রকার সাধুবাদ হইতে পারে? পাপীরাও
৩৪ তাহাই করিয়া থাকে। যাহাদের কাছে পাইবার আশা আছে, যদি তাহাদেরই ধার দাও, তবে তোমাদের কি প্রকার সাধুবাদ হইতে পারে? সমপরিমাণে পাইবে বলিয়া পাপীরাও পাপী-
৩৫ দের ধার দেয়। বরং তোমাদের শত্রুদের প্রেম করিও, তাহাদের উপকার করিও, ও প্রতিদানের আশা না রাখিয়া ধার দিও; তাহা করিলে তোমরা প্রচুর পুরস্কার পাইবে এবং তোমরা পরাৎপরের সন্তান হইবে, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ ও
৩৬ দুষ্টদের প্রতিও সদয়। তোমাদের পিতা যেমন করুণাময়, তোমরাও তেমনই করুণাময় হও।

৩৪ লেবী: ২৫; ৩৫, ৩৬

[৩৭-৪৯ মথি ৭; ১-২৯]

৩৭ তোমরা পরের বিচার করিও না, তাহাতে বিচারিত হইবে না। দোষী সাব্যস্ত করিও না, তাহাতে তোমাদেরও দোষী সাব্যস্ত করা হইবে না। তোমরা ছাড়িয়া দিও, তাহাতে
৩৮ তোমাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। দাও, তাহাতে তোমাদেরও দেওয়া হইবে; চাপিয়া চাপিয়া, ঝাঁকাইয়া, ছাপাইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তোমাদের কোলে দেওয়া হইবে; কারণ যে মানে তোমরা পরিমাণ কর, সেই মানে তোমাদের জন্যও পরিমাণ করা হইবে।

৩৭ মথি ৬; ১৪
৩৮ মার্ক ৪; ২৪

৩৯ আর তিনি একটি উপমা দিয়া তাঁহাদের বলিলেন, অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? উভয়েই কি গর্ত্তে পড়িবে না?
৪০ শিষ্য আপন গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে সে আপন গুরুর তুল্য হইবে।

৩৯ মথি ১৫; ১৪। ২৩; ১৬, ২৪
৪০ মথি ১০; ২৪, ২৫ যোঃ ১৫; ২০

৪১ তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে তাহা কেন দেখিতেছ, অথচ তোমার নিজের চক্ষুতে যে কড়িকাঠ রহিয়াছে তাহা
৪২ লক্ষ্য কর না? অথবা তোমার চক্ষুতে যে কড়িকাঠ রহিয়াছে তাহা যখন দেখিতেছ না, তখন তোমার ভ্রাতাকে কেমন করিয়া বলিতে পার, ভাই, এস, তোমার চক্ষু হইতে কুটাগাছটা বাহির করিয়া দিই? ভণ্ড, প্রথমে নিজের চক্ষু হইতে কড়িকাঠ বাহির করিয়া ফেল, তখন তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে কুটাটি বাহির করিবার জন্য স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

৪৩ কারণ এমন ভাল গাছ নাই যাহাতে খারাপ ফল ধরিতে পারে, আবার এমন খারাপ গাছও নাই যাহাতে ভাল ফল
৪৪ ধরিতে পারে। ফল দ্বারাই প্রত্যেকটি গাছ চিনিতে পারা যায়; লোকে কণ্টকলতা হইতে ডুমুর, অথবা বনের ঝোপ
৪৫ হইতে আঙ্গুর কুড়ায় না। ভাল লোক তাহার অন্তরের ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল বিষয়ই বাহির করে; মন্দ লোক মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ বিষয়ই বাহির করে; কারণ হৃদয়ের প্রাচুর্য্য হইতেই তাহার মুখ কথা বলে।

৪৫ মথি ১২; ৩৪, ৩৫

৪৬ আর তোমরা কেন আমাকে প্রভু, প্রভু, বলিয়া ডাক, অথচ
৪৭ আমি যাহা বলি তাহা কর না? যে কেহ আমার নিকটে আসিয়া আমার বাক্য শুনিয়া পালন করে, সে কাহার তুল্য
৪৮ তাহা আমি তোমাদের জানাইতেছি। সে এমন একজন লোকের তুল্য, যে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য গভীরভাবে খনন করিল এবং পাষাণের উপর ভিত্তি স্থাপন করিল; পরে প্লাবন আসিলে জলস্রোত বেগে বহিয়া সেই গৃহে আঘাত করিল, কিন্তু তাহা টলাইতে পারিল না, কারণ তাহা উত্তমরূপে নির্ম্মিত
৪৯ ছিল। কিন্তু যে কেহ শুনিয়া পালন না করে, সে এমন লোকের তুল্য, যে বিনা ভিত্তিতে মৃত্তিকার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিল; পরে জলস্রোত বেগে বহিয়া সেই গৃহে আঘাত করিল, আর তখনই তাহা পড়িয়া গেল; সেই গৃহ ভীষণভাবেই ধসিয়া পড়িল।

৪৬ মালাঃ ১, ৬
মথি ৭ ২১

সেনাপতির দাসকে সুস্থতা ও মৃত যুবককে

৭ লোকদের কর্ণগোচরে আপনার সকল কথা বলিয়া শেষ করিবার পর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করিলেন।

[১-১০ মথি ৮; ৫-১৩]

২ তখন কোন সেনাপতির এক দাস পীড়িত হইয়া মরণাপন্ন
৩ হইয়াছিল; সে তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল। সেনাপতি যীশুর সংবাদ শুনিয়া যিহূদীদের কয়েকজন প্রাচীনের দ্বারা তাঁহার

২ যোঃ ৪; ৪৭

কাছে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি আসিয়া
৪ তাঁহার দাসকে বাঁচান। তাঁহারা যীশুর কাছে আসিয়া
সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, আপনি যাঁহার জন্য
৫ এই কার্য্য করিবেন, তিনি তাহার যোগ্য ; কারণ তিনি আমাদের
জাতিকে ভালবাসেন, এবং তিনি নিজেই আমাদের সমাজ-গৃহ
নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

৬ যীশু তাহাদের সঙ্গে গেলেন ; আর তিনি গৃহের অনতিদূরে
থাকিতেই সেনাপতি কয়েকজন বন্ধু দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া
পাঠাইলেন, প্রভু, আপনি কষ্ট করিবেন না ; আপনি যে আমার
৭ গৃহে প্রবেশ করেন, এমন যোগ্যতা আমার নাই ; সেইজন্য আমি
নিজেকে আপনার নিকট আসিবারও যোগ্য মনে করিলাম না ;
৮ আপনি মুখে বলুন, যেন আমার দাস সুস্থ হয়। কারণ আমি
নিজে কর্ত্তৃত্বের অধীনস্থ লোক, আবার আমার অধীনেও
সৈন্যেরা আছে ; আমি তাহাদের একজনকে বলি, যাও, আর সে
যায়, আর অন্যজনকে বলি, এস, আর সে আসে ; আর আমার
৯ দাসকে বলি, এই কাজ কর, আর সে তাহা করে। এই কথা
শুনিয়া যীশু তাঁহার বিষয় আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, এবং
যাহারা ভীড় করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল তাহাদের
দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের বলিতেছি,
ইস্রায়েলের মধ্যেও আমি এমন মহৎ বিশ্বাস কোথাও পাই
১০ নাই। পরে যাহাদের পাঠান হইয়াছিল সেই লোকেরা গৃহে
ফিরিয়া গিয়া সেই দাসকে সুস্থ দেখিতে পাইল।

১১ কিছুকাল পরে তিনি নায়িন্ নামে এক নগরে গেলেন, আর
তাঁহার অনেক শিষ্য ও বিস্তর লোক তাঁহার সঙ্গে গেল।
১২ তিনি নগর-দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলে, দেখা গেল লোকেরা
এক মৃত ব্যক্তিকে বহন করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল,—সে
তাহার মাতার একমাত্র সন্তান, এবং সেই মাতা বিধবা ; আর
১৩ নগরের বহু লোক তাহার সঙ্গে ছিল। তাহাকে দেখিয়া
প্রভু তাহার প্রতি করুণাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, কাঁদিও না।
১৪ পরে তিনি নিকটে গিয়া খাট স্পর্শ করিলেন ; বাহকেরা তখনই
দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, যুবক, আমি বলিতেছি, উঠ।
১৫ তাহাতে সেই মৃত যুবক উঠিয়া বসিল ও কথা বলিতে লাগিল,
আর তিনি তাহাকে তাহার মাতার হস্তে অর্পণ করিলেন।
১৬ তখন সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রচার
করিয়া বলিতে লাগিল, আমাদের মধ্যে মহান্ এক ভাববাদীর

১২ লূক ৮ ; ৪২
১ রাঃ ১৭ ; ১৭

১৫ ১ রাঃ ১৭ ; ২৩
২ রাঃ ৪ ; ৩৬

১৬ লূক ১ ; ৬৮।
১৯ ; ৪৪

উদ্ভব হইয়াছে, আর কেহ বা বলিল, ঈশ্বর আপন প্রজাদের
১৭ প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। পরে সমগ্র যিহূদিয়া এবং চারি-
দিকের অঞ্চলে তাঁহার বিষয়ে এই কথা ব্যপ্ত হইল।

বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের প্রশ্নে যীশুর উত্তর

১৮ যোহনের শিষ্যেরা তাঁহাকে এই সকল বিষয়ে সংবাদ দিল।
১৯ তাহাতে যোহন আপনার শিষ্যদের দুইজনকে ডাকিয়া প্রভু
যীশুর কাছে পাঠাইয়া বলিলেন, যাঁহার আগমন হইবে, আপনিই
কি তিনি, না আমরা অন্য কাহারও অপেক্ষায় থাকিব?
২০ পরে সেই দুইজন তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, বাপ্তিস্ম-দাতা
যোহন আমাদের আপনার কাছে পাঠাইয়া বলিতেছেন, যাঁহার
আগমন হইবে, আপনিই কি তিনি, না আমরা অন্য কাহারও
২১ অপেক্ষায় থাকিব? ঠিক সেই সময়েই তিনি অনেককে রোগ,
পীড়া ও দুষ্ট-আত্মা হইতে সুস্থ করিলেন, এবং অনেক
২২ অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিলেন। আর তিনি এই উত্তর
তাহাদের দিলেন, যাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইলে তাহার সংবাদ
তোমরা গিয়া যোহনকে দাও; 'অন্ধ আবার দেখিতে পাইতেছে,
খঞ্জ চলিতেছে,' কুষ্ঠ-রোগী শুচি হইতেছে ও 'বধির শুনিতে
পাইতেছে,' মৃতেরা পুনর্জ্জীবিত হইতেছে ও 'দরিদ্রদের নিকট
২৩ সুসমাচার প্রচার করা হইতেছে;' আর সে ধন্য, যে আমার
২৪ বিষয়ে বিঘ্ন না পায়। যোহনের প্রেরিত শিষ্যেরা চলিয়া গেলে,
পরে তিনি জনতাকে যোহনের বিষয় বলিলেন, তোমরা প্রান্তরে কি
জন্য গিয়াছিলে? বায়ু-সঞ্চালিত নল দেখিতে কি? তবে কি
২৫ জন্য গিয়াছিলে? সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত কোন লোককে দেখিতে
কি? দেখ, যাহারা জমকাল পোষাক পরে ও ভোগবিলাসে
জীবনযাপন করে, তাহারা রাজপ্রাসাদে থাকে। তবে কিজন্য
২৬ গিয়াছিলে? একজন ভাববাদীকে দেখিতে কি? হাঁ, আমি
তোমাদের বলিতেছি, তিনি ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইনিই
২৭ সেই ব্যক্তি, যাহার বিষয়ে লেখা আছে,

'দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার সম্মুখে প্রেরণ করি;
তিনি তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত করিবেন।'

২৮ আমি তোমাদের বলিতেছি, স্ত্রীলোক হইতে জাতদের মধ্যে
যোহন অপেক্ষা মহান্ কেহই নাই। তথাপি ঈশ্বরের রাজ্যে
যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, সে তাঁহা হইতেও মহান্।
২৯ তাঁহার কথা শুনিয়া সমস্ত লোক ও কর-গ্রাহকেরা ঈশ্বরকে
ধর্ম্মময় বলিয়া স্বীকার করিল কারণ তাহারা যোহনের কাছে
৩০ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু ফরীশীরা ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা

[১৮-৩৫ মথি ১১; ২-১৯]
১৯ লূক ৩; ১৬ গীত ১১৮; ২৬ মালাঃ ৩; ১ দ্বিঃ বিঃ ১৮; ১৫-১৮
২২ যিশাঃ ৩৫; ৫। ৬১: ১
২৬, ২৭ লূক ১; ৭৬ মালাঃ ৩; ১
২৮ লূক ১; ১৫
২৯ লূক ৩; ৭, ১২ মথি ২১ ৩২
৩০ প্রেঃ ১৩; ৪৬

তাঁহার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিল না বলিয়া, আপনাদের বিষয়ে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা প্রত্যাখ্যান করিল।

৩১ আমি কাহার সহিত এই যুগের লোকদের তুলনা করিব? ৩২ তাহারা কিসের তুল্য? তাহারা এমন বালকদের তুল্য যাহারা বাজারে বসিয়া একজন অন্যকে ডাকিয়া বলে,

আমরা তোমাদের কাছে বাঁশী বাজাইলাম, তোমরা নাচিলে না।
আমরা তোমাদের কাছে বিলাপ করিলাম, তোমরা কাঁদিলে না।

৩৩ কারণ বাপ্তিস্ম-দাতা যোহন আসিয়া রুটি খাইলেন না, দ্রাক্ষারসও পান করিলেন না, আর তোমরা বল, সে মন্দ-আত্মাবিষ্ট। ৩৪ মনুষ্য-পুত্র আসিয়া ভোজন-পান করেন, আর তোমরা বল, ঐ দেখ, একজন পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহক ও পাপীদের বন্ধু। ৩৫ তাহা হইলেও প্রজ্ঞা নিজ সন্তান সকলের দ্বারা সমর্থিত হয়।

৩৩ লূক ১৫ ; ২

একজন অনুতাপিনীর ভক্তি। দুইজন ঋণীর বিষয়ে উপমা-কথা

৩৬ ফরীশীদের মধ্যে একজন তাঁহাকে আপনার সঙ্গে ভোজনে আমন্ত্রণ করিল। আর তিনি সেই ফরীশীর গৃহে প্রবেশ ৩৭ করিয়া আহারে বসিলেন। আর সেই নগরে এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ছিল; সেই ফরীশীর গৃহে যীশু আহারে বসিয়াছেন জানিতে পাইয়া, সে তখন একটি শ্বেত পাথরের পাত্রে আতর ৩৮ লইয়া আসিল, তাঁহার পশ্চাদদিকে পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষুর জলে তাঁহার পা ভিজাইতে লাগিল, আর আপনার মাথার চুল দিয়া মুছাইয়া দিল। পরে তাঁহার ৩৯ পা দুইটি চুম্বন করিয়া সেই আতর মাখাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া, যে ফরীশী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সে মনে মনে বলিল, এই লোকটি যদি ভাববাদী হইত, তবে জানিতে পারিত, যে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে সে কে এবং কিপ্রকার ৪০ স্ত্রীলোক, কারণ সে দুশ্চরিত্রা। তখন যীশু উত্তর দিয়া তাহাকে বলিলেন, শিমোন, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ৪১ আছে। সে বলিল, গুরু, বলুন। এক মহাজনের দুইজন দেনদার ছিল। একজন তাঁহার নিকট পাঁচশত দীনার, ৪২ আর একজন পঞ্চাশ দীনার* ধারিত। ঋণ পরিশোধ করিবার সঙ্গতি তাহাদের না থাকাতে তিনি উভয়কেই ক্ষমা করিলেন। এখন বল, ইহাদের মধ্যে কে তাঁহাকে অধিক

৩৬ লূক ১১ ; ৩৭
৩৭ মথি ২৬ ; ৭-১৩
যোঃ ১২ ; ৩-৮

* দীনার: মুদ্রাবিশেষ ; মজুরের একদিনের বেতন (মথি ১৮ ; ২৪ দ্রঃ)

৪৩ প্রেম করিবে? শিমোন উত্তরে বলিল, আমার মনে হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করা হইল, সেই। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, যথার্থ বিচার করিয়াছ।

৪৪ তখন তিনি সেই স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরিয়া শিমোনকে বলিলেন, এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে পাইতেছ? আমি তোমার গৃহে প্রবেশ করিলাম, অথচ তুমি আমাকে পা ধুইবার জল দিলে না; কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি চক্ষের জলে আমার পা ৪৫ ভিজাইয়া নিজের চুল দিয়া মুছাইয়া দিয়াছে। তুমি আমাকে চুম্বন করিলে না, কিন্তু আমি প্রবেশ করিবার সময় হইতে সে ৪৬ আমার পা চুম্বন করিতে বিরত হয় নাই। তুমি আমার মস্তক তৈলে অভিষিক্ত করিলে না, কিন্তু এ আমার পায়ে ৪৭ আতর মাখাইয়াছে। এইজন্য আমি তোমাকে বলিতেছি, তাহার যে বহু পাপ, তাহা ক্ষমা করা হইয়াছে, এ অধিক প্রেম করিয়াছে; কিন্তু যাহার অল্প ক্ষমা করা হয়, সে অল্পই ৪৮ প্রেম করে। তখন তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, ৪৯ তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হইল। তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে আহারে বসিয়াছিল তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল, ৫০ এ কে, যে পাপ ক্ষমা করে? যীশু তখন স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিয়াছে; যাও, তোমার শান্তি হউক।

৪৪ আদি ১৮; ৪
৪৫ রোঃ ১৬; ১৬
৪৮ লূক ৫; ২০, ২১
৫০ লূক ৮; ৪৮। ১৭; ১৯। ১৮; ৪২

৮ ইহার পরে তিনি প্রতি নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ২ তাঁহার সঙ্গে সেই বারোজন শিষ্য ছিলেন, এবং মন্দ-আত্মা ও রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এমন কয়েকজন স্ত্রীলোকও ছিলেন; মগ্দলীনী আখ্যাত মরিয়ম, যাঁহার মধ্য হইতে সাতটি মন্দ-৩ আত্মা দূর করা হইয়াছিল, হেরোদের কোষাধ্যক্ষ কূষের স্ত্রী যোহান্না, এবং শোশন্না এবং আরও অনেক মহিলা ছিলেন। তাঁহারা সকলে আপন আপন সঙ্গতি হইতে তাঁহাদের সেবা করিতেন।

১ লূক ৪; ৪৩
২ মার্ক ১৫; ৪০, ৪১। ১৬; ৯ লূক ২৩; ৪৯। ২৪; ১০

বীজ-বাপকের উপমা

৪ আর যখন বিস্তর লোক সমবেত হইতেছিল এবং বিভিন্ন নগর হইতে লোকেরা তাঁহার নিকট আসিতেছিল, তখন ৫ তিনি একটি উপমা দিয়া বলিলেন, বীজ-বাপক বীজ বপন করিতে গেল। বপনের সময় কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পদতলে দলিত হইল ও আকাশের পাখীরা ৬ আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক বীজ পাথরের

[৪-১৫ মথি ১৩; ১-২৩ মার্ক ৪; ১-২০]

উপর পড়িল, আর অঙ্কুরিত হইলে রস না পাইয়া শুকাইয়া
৭ গেল। আর কতক বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল, পরে
৮ কাঁটাবন বাড়িয়া উঠিয়া তাহা চাপিয়া রাখিল। আর কতক
বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহাতে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া
শতগুণ ফল উৎপন্ন করিল। এই কথা বলিয়া তিনি উচ্চ-
কণ্ঠে বলিলেন, যাহার শুনিবার কান আছে সে শুনুক।

৯ পরে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই
১০ উপমাতে কি বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিলেন, ঈশ্বরের
রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি তোমাদের জানিতে দেওয়া হইয়াছে,
কিন্তু অন্যদের জন্য তাহা উপমা দ্বারা দেওয়া হইতেছে; যেন
১১ 'তাহারা দেখিয়াও না দেখে, আর শুনিয়াও না বুঝে।' উপমাটি
১২ এই: বীজ ঈশ্বরের বাক্য। পথের পার্শ্বে বলিতে তাহাদেরই
বুঝায়, যাহারা বাক্য শুনে, কিন্তু পরে দিয়াবল * আসিয়া তাহা-
দের অন্তঃকরণ হইতে সেই বাক্য হরণ করিয়া লয়, পাছে
১৩ তাহারা বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ পায়। আর পাথরের উপরে
বলিতে তাহাদেরই বুঝায়, যাহারা বাক্য শুনিয়া আনন্দের সহিত
গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের মূল না থাকাতে অল্পকাল মাত্র
১৪ বিশ্বাস করিবার পর, পরীক্ষার সময় সরিয়া পড়ে। আর সেই
কাঁটাবনে পড়া বীজ বলিতে তাহাদেরই বুঝায়, যাহারা বাক্য
শুনে কিন্তু চলিতে চলিতে চিন্তা-ভাবনা, ধন-সম্পত্তি ও সংসারের
সুখভোগের দ্বারা ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, ফলে পরিপক্ক হয় না।
১৫ উত্তম ভূমিতে পড়া বীজ বলিতে তাহাদের বুঝায়, যাহারা উত্তম
ও সরল মনে বাক্য শুনিয়া ধরিয়া রাখে, ও অধ্যবসায় সহ-
কারে ফল উৎপন্ন করে।

১৬ প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ তাহা পাত্র দিয়া ঢাকে না, কিংবা
খাটের নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, যেন
১৭ যাহারা ভিতরে যায়, তাহারা আলো দেখিতে পায়। কারণ এমন
গুপ্ত কিছুই নাই, যাহা প্রকাশিত হইবে না, এবং এমন লুক্কায়িত
কিছুই নাই যাহা জানা যাইবে না ও প্রকাশ পাইবে না।

১৮ সুতরাং কিভাবে শুন, সেই বিষয়ে সাবধান থাক; কারণ
যাহার আছে, তাহাকে দেওয়া হইবে; আর যাহার নাই, তাহার
বিবেচনায় তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে
লওয়া হইবে।

১৯ যীশুর মাতা ও ভ্রাতারা তাঁহার কাছে আসিলেন কিন্তু
ভিড়ের জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না।

১০ যিশাঃ ৬; ৯, ১০
১১ ১ পিঃ ১; ২৩
১২ ১ করিঃ ১; ২১ মার্ক ১৬; ১৬
১৫ প্রেঃ ১৬; ১৪ ইব্রীঃ ১০; ৩৬ প্রঃ ৩; ১০
[১৬-১৮ মার্ক ৪; ২১-২৫]
১৬ মথি ৫; ১৫
১৭ মথি ১০; ২৬
১৮ মথি ১৩; ১২ লূক ১৯; ২৬
১৯-২১ মথি ১২; ৪৬-৫০ মার্ক ৩; ৩১-৩৫

* মথি ৪; ১ দ্রঃ

২০ তাঁহাকে জানান হইল, আপনার মা ও আপনার ভাইয়েরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।
২১ তিনি উত্তরে বলিলেন, যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনে ও পালন করে, তাহারাই আমার মাতা ও আমার ভ্রাতা।

ঝড় প্রতিরোধ

[২২-২৫ মথি ৮; ১৮। ২৩; ২৭ মার্ক ৪; ৩৫-৪১]

২২ একদিন তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা একখানি নৌকায় উঠিলেন, আর তিনি তাঁহাদের বলিলেন, চল, আমরা হ্রদের অপরপারে যাই; তাহাতে তাঁহারা নৌকা খুলিলেন।
২৩ কিন্তু তাঁহারা নৌকায় চলিতে থাকিলে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর হ্রদে ভীষণ ঝড় উঠিল, তাহাতে নৌকা জলে
২৪ পূর্ণ হইতে লাগিল, ও তাঁহারা সঙ্কটে পড়িলেন। তখন তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহারা তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন, প্রভু, প্রভু, মারা পড়িলাম। তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাস ও জলের ঢেউকে ধমক দিলেন, আর উভয়ই থামিয়া গেল ও প্রশান্ত
২৫ হইল। তখন তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তাঁহারা ভীত হইয়া বিস্মিত হইলেন ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন, ইনি তবে কে, যে বাতাস ও জলকে তিনি আদেশ দেন, আর তাহারা তাঁহার আদেশ পালন করে?

মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকের আরোগ্যলাভ

[২৬-৩৯ মথি ৮; ২৮-৩৪ মার্ক ৫; ১-২০]

২৬ পরে তাঁহারা গালীল সাগরের অপরপারস্থ গেরাসেনীদের
২৭ অঞ্চলে পৌঁছিলেন। আর তিনি স্থলে নামিলে মন্দ-আত্মা যারা আবিষ্ট একজন লোক নগর হইতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; সে অনেক দিন হইতে কাপড় পরিত না, গৃহে না
২৮ থাকিয়া সমাধিক্ষেত্রেই বাস করিত। যীশুকে দেখিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া উঠিল ও তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, যীশু, পরাৎপরে ঈশ্বরের পুত্র, আমার সহিত আপনার কি কাজ? মিনতি করি, আমাকে যন্ত্রণা দিবেন না।
২৯ কারণ তিনি সেই অশুচি-আত্মাকে লোকটি হইতে দূর হইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই আত্মা বহুবার তাহাকে আকড়াইয়া ধরিত, আর তখন লোকটিকে বেড়ী ও শিকল দিয়া বাঁধা ও পাহারায় রাখা হইলেও সে সেই বন্ধন ছিঁড়িয়া মন্দ-আত্মার বশে নির্জ্জন স্থানে চালিত হইত।
৩০ যীশু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, বাহিনী; কারণ অনেক মন্দ-আত্মা তাহার অন্তরে

৩১ প্রবেশ করিয়াছিল। তখন তাহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, যেন তিনি তাহাদের রসাতলে যাইতে আদেশ না দেন।

৩২ সেখানে পাহাড়ের উপর বড় একটি শূকরপাল চরিতেছিল; তাহাতে মন্দ-আত্মারা তাঁহাকে অনুনয় করিল যেন তিনি উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহাদের অনুমতি দেন; তিনি ৩৩ অনুমতি দিলেন। মন্দ-আত্মারা তখন সেই লোকটি হইতে দূর হইয়া শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে সেই পাল ঢালু পাড় দিয়া দৌড়িয়া গেল এবং হ্রদে পড়িয়া ডুবিয়া * মরিল।

৩৪ এই সকল ঘটনা দেখিয়া যাহারা শূকর চরাইতেছিল তাহারা পলাইয়া গিয়া নগরে ও বিভিন্ন পল্লীতে সংবাদ ৩৫ দিল। তখন কি ঘটিয়াছে দেখিবার জন্য লোকে সেখানে গেল এবং যীশুর কাছে আসিয়া দেখিল, লোকটি হইতে মন্দ-আত্মা দূর হইয়া গিয়াছে, সে কাপড় পরিয়া শান্ত মনে যীশুর চরণ-পার্শ্বে বসিয়া আছে; ইহাতে তাহারা ভয় পাইল। ৩৬ আর যাহারা দেখিয়াছিল সেই মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকটি ৩৭ কিভাবে সুস্থ হইল, তাহারা তাহা লোকদের জানাইল। তখন গেরাসেনী অঞ্চলের চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত লোক তাঁহাকে অনুরোধ করিল, যেন তিনি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যান; কারণ তাহারা মহাভয়ে ভীত হইয়াছিল। তখন তিনি ৩৮ নৌকায় উঠিয়া ফিরিয়া গেলেন। যাহার মধ্য হইতে মন্দ-আত্মা দূর করা হইয়াছিল, সে মিনতি করিল, যেন সে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি তাহাকে এই বলিয়া ৩৯ বিদায় করিলেন, তুমি তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার জন্য ঈশ্বর যে যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা কর। তাহাতে সে চলিয়া গিয়া যীশু তাহার জন্য যে যে মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নগরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিল।

একজন স্ত্রীলোকের আরোগ্য ও একটি মৃত বালিকার জীবন লাভ

[৪০-৫৬ মথি ৯ ; ১৮-২৬ মার্ক ৫ ; ২১-৪৩]

৪০ যীশু ফিরিয়া আসিলে লোকেরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা ৪১ করিল, কারণ সকলে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল। আর যায়ীর নামে সমাজ-গৃহের একজন অধ্যক্ষ আসিলেন। তিনি যীশুর চরণে পড়িয়া তাঁহার গৃহে আসিতে তাঁহাকে অনুনয়

* (মূল) শ্বাসরুদ্ধ হইয়া

৪২ করিতে লাগিলেন; কারণ তাঁহার একটি মাত্র কন্যা ছিল, তাহার বয়স অনুমান বারো বৎসর, আর সে মরণাপন্ন হইয়াছিল। যীশু যখন যাইতেছিলেন তখন লোকেরা তাঁহার উপর চাপাচাপি করিয়া পড়িতেছিল।

৪৩ আর একটি স্ত্রীলোক, যে বারো বৎসর ধরিয়া প্রদর রোগে ভুগিতেছিল ও চিকিৎসকদের পিছনে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও ৪৪ কাহারও দ্বারা সুস্থ হইতে পারে নাই, সে পিছন হইতে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের প্রান্ত স্পর্শ করিল; আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ৪৫ রক্তস্রাব বন্ধ হইল। তখন যীশু বলিলেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল? সকলে অস্বীকার করিলে, পিতর ও তাঁহার সঙ্গীরা বলিলেন, প্রভু, লোকেরা আপনাকে ঘিরিয়া চাপাচাপি করিয়া আপনার উপরে পড়িতেছে তথাপি বলিতেছেন, কে আমাকে ৪৬ স্পর্শ করিল? কিন্তু যীশু বলিলেন, কেহ আমাকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিয়াছে, কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আমা হইতে ৪৭ শক্তি বাহির হইল। স্ত্রীলোকটি যখন দেখিল সে আর লুক্কায়িত নয়, তখন কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া কিজন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল ও কিভাবে সঙ্গে সঙ্গেই সুস্থ হইল, তাহা সকলের সাক্ষাতে তাঁহার ৪৮ নিকট প্রকাশ করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; যাও, তোমার শান্তি হউক।

৪৮ লূক ৭; ৫০

৪৯ তিনি যখন কথা বলিতেছিলেন তখন সমাজ-গৃহের সেই অধ্যক্ষের বাড়ী হইতে একজন আসিয়া বলিল, আপনার ৫০ মেয়েটি মারা গিয়াছে; গুরুকে আর কষ্ট দিবেন না। তাহা শুনিয়া যীশু তাঁহাকে বলিলেন, ভয় করিও না, কেবল ৫১ বিশ্বাস কর, তাহাতে সে বাঁচিবে। যখন তিনি সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন তখন পিতর, যোহন ও যাকোব এবং মেয়েটির পিতামাতা ছাড়া আর কাহাকেও সেখানে প্রবেশ ৫২ করিতে দিলেন না। সকলে মেয়েটির জন্য কাঁদিতেছিল ও শোক প্রকাশ করিতেছিল। তিনি বলিলেন, কাঁদিও না, ৫৩ সে মরে নাই, ঘুমাইতেছে। তখন তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল, কারণ তাহারা জানিত যে, সে মরিয়া গিয়াছে। ৫৪ কিন্তু তিনি তাহার হাত ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, বালিকা, ৫৫ উঠ। তাহাতে তাহার আত্মা ফিরিয়া আসিল ও সে তখনই উঠিয়া বসিল; আর তিনি নির্দ্দেশ দিলেন যেন তাহাকে ৫৬ কিছু খাদ্য দেওয়া হয়। ইহাতে তাহার পিতামাতা বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, এবং তিনি তাহাদের আদেশ দিলেন যেন এ ঘটনার কথা কাহাকেও না বলা হয়।

৫২ লূক ৭; ১৩
যোঃ ১১; ১১

৫৬ লূক ৫; ১৪
মথি ৭; ৩৬

প্রচারার্থে শিষ্যদের যাত্রা

৯ পরে তিনি সেই বারোজনকে একত্র ডাকিয়া সমস্ত মন্দ-আত্মার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার এবং রোগ মুক্ত করিবার শক্তি ২ ও অধিকার তাঁহাদের দিলেন; আর ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় ঘোষণা করিতে এবং অসুস্থদের আরোগ্যদান করিতে তাঁহাদের ৩ প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, পথের জন্য কিছুই লইও না, লাঠি, ঝুলি, খাদ্য, টাকা কিছুই না; দুইটি করিয়া জামাও যেন তোমাদের কাছে না থাকে। ৪ তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ করিলে, সেখানেই থাকিও, আবার ৫ সেই স্থান হইতেই যাত্রা করিও। আর যে লোকেরা তোমাদের গ্রহণ না করে, তাহাদের নগর হইতে চলিয়া যাইবার সময় তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ তোমাদের পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিও।

৬ তাঁহারা চলিয়া গেলেন এবং গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সকল স্থানে সুসমাচার প্রচার করিতে ও রোগীদের আরোগ্যদান করিতে লাগিলেন।

[১-৬ মথি ১০; ১, ৭, ৯-১৪ মার্ক ৬; ৭-১৩]
৩ লূক ১০; ২২; ৩৫
৪ লূক ১০;
৫ লূক ১০;

হেরোদ রাজার সংশয়

৭ যীশু যাহা যাহা করিতেছিলেন সামন্তরাজ* হেরোদ সমস্তই শুনিতে পাইয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন, কারণ কেহ কেহ বলিতেছিল, যোহন মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত ৮ হইয়াছেন; আবার কেহ কেহ বলিতেছিল, এলিয় দেখা দিয়াছেন; আর কেহ কেহ বলিতেছিল, প্রাচীনকালের ভাব- ৯ বাদীদের একজন পুনরুত্থিত হইয়াছেন। হেরোদ বলিলেন, আমিই যোহনের মস্তক ছেদন করিয়াছি; কিন্তু এই যাঁহার বিষয়ে এরূপ কথা শুনিতেছি, তিনি কে? আর তাঁহাকে দেখিতে তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৭-৯ মথি ১৪; ১, ২ মার্ক ৬; ১৪-১৬
লূক ২৩;

পাঁচ হাজার লোককে যীশুর আহার্য্যদান

১০ প্রেরিতেরা ফিরিয়া আসিলেন এবং যাহা যাহা করিয়াছিলেন তাহা যীশুর কাছে বর্ণনা করিলেন। তিনি তাঁহাদের ১১ সঙ্গে লইয়া নিভৃতে বৈৎসৈদা নামক নগরে গেলেন। কিন্তু লোকেরা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে গেল; তিনি তাহাদের সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে কথা বলিলেন, এবং যাহাদের সুস্থতার ১২ প্রয়োজন ছিল তাহাদের সুস্থ করিলেন। দিন শেষ হইয়া

১০-১৭ মথি ১৪; ১৩-২১ মার্ক ৬; ৩০-৪৪ যোঃ৬; ১-১৩

* গ্রীক, 'টেট্রার্থেস্'—দেশের এক চতুর্থাংশের অধ্যক্ষ

আসিতেছিল এমন সময় সেই বারোজন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এই লোকদের বিদায় করুন, যেন চারিদিকের গ্রামে ও পল্লীতে গিয়া আশ্রয় স্থান ও আহার্য্যের সন্ধান করিতে পারে, কারণ আমরা এখানে এক নির্জ্জন
১৩ স্থানে আছি। কিন্তু তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরাই উহাদের আহার করিতে দাও। তাঁহারা বলিলেন, যদি আমরা গিয়া এই সমস্ত লোকের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় না করি, তবে পাঁচখানা রুটি ও দুইটি মাছ মাত্র আমাদের আছে,
১৪ ইহার বেশী কিছু নাই। কারণ অনুমান পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। তখন তিনি শিষ্যদের বলিলেন, উহাদের প্রায় পঞ্চাশ
১৫ জন করিয়া সারি সারি বসাইয়া দাও। তাঁহারা সেইরূপ
১৬ করিয়া সকলকেই বসাইয়া দিলেন। আর তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও মাছ দুইটি লইয়া স্বর্গের দিকে চাহিয়া সেইগুলিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া লোকদের
১৭ সম্মুখে রাখিবার জন্য শিষ্যদের হাতে দিলেন। আহার করিয়া সকলে তৃপ্ত হইল, আর যাহা অবশিষ্ট রহিল সেই টুকরাগুলি তুলিয়া লইলে বারো ডালা পূর্ণ হইল।

১৩ ২রাঃ ৪; ৪২-৪৪

আপন মৃত্যুর বিষয়ে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী

১৮ এক সময় তিনি যখন একাকী প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে সমবেত হইলেন; তিনি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ বিষয় লোকে
১৯ কি বলে? তাঁহারা উত্তরে বলিলেন, কেহ কেহ বলে আপনি বাপ্তিস্ম-দাতা যোহন; অন্যেরা বলে, আপনি এলিয়; আবার কেহ কেহ বলে, প্রাচীনকালের ভাববাদীদের একজন
২০ পুনরুত্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাদের বলিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? পিতর উত্তরে বলিলেন,
২১ আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট। তখন তিনি তাঁহাদের সতর্ক
২২ করিয়া একথা কাহাকেও না বলিতে আদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, মনুষ্য-পুত্রকে অনেক দুঃখভোগ করিতে হইবে, প্রাচীনবর্গ, প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম্মগুরুদের দ্বারা তাঁহাকে অগ্রাহ্য হইতে হইবে ও নিহত হইতে হইবে এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হইতে হইবে।

২৩ আর তিনি সকলকে বলিলেন, যদি কেহ আসিয়া আমার অনুগামী হইতে চায়, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপনার ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার অনুসরণ করুক।
২৪ কারণ যে কেহ আপন প্রাণ বাঁচাইতে চায়, সে তাহা

১৮-২৭ মথি ১৬; ১৩-২৮ মার্ক ৮; ২৭—৯; ১
১৯ লূক ৯; ৭, ৮
যোঃ ৬; ৬৯
২২ লূক ৯; ৪৪। ১৭; ২৫। ১৮; ৩২, ৩৩
২৩ লূক ১৪; ২৭
২৪ লূক ১৪ ২৬। ১৭; ৩৩
মথি ১০; ৩৯
যোঃ ১২; ২৫

হারাইবে; কিন্তু আমার জন্য যে আপন প্রাণ হারায়, সে
২৫ তাহা বাঁচাইবে। সমস্ত জগৎ প্রাপ্ত হইয়াও মনুষ্য যদি
আপনাকে হারায় অথবা জীবনে বঞ্চিত হয় তবে তাহার কি লাভ
২৬ হইল? আমার বিষয়ে ও আমার লোকদের বিষয়ে যে
লজ্জাবোধ করে, মনুষ্য-পুত্র যখন আপন মহিমায় এবং পিতার
ও পবিত্র দূতদের মহিমায় আসিবেন, তখন তিনিও তাহার
২৭ বিষয়ে লজ্জাবোধ করিবেন। কিন্তু আমি তোমাদের সত্য
বলিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া আছে, ঈশ্বরের রাজ্য না
দেখা পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ
করিবে না*।

২৬ মথি ১০; ৩৩

যীশুর রূপান্তর

২৮ এই সকল কথা বলিবার প্রায় আট দিন পরে, তিনি পিতর,
যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করিতে পর্ব্বতে
২৯ উঠিলেন। তিনি যখন প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন তাঁহার
মুখের রূপ পরিবর্ত্তিত হইল, এবং তাঁহার বস্ত্র শুভ্রতায়
৩০ দীপ্যমান হইয়া উঠিল; আর দেখা গেল যে, দুই ব্যক্তি তাঁহার
৩১ সহিত কথা বলিতেছেন; তাঁহারা মোশি ও এলিয়। তাঁহারা
মহিমামণ্ডিত হইয়া দেখা দিলেন ও যিরূশালেমে যে মহাপ্রয়াণ
সমাপ্ত করিতে তিনি উদ্যত ছিলেন, সেই বিষয়ে কথা
৩২ বলিতেছিলেন। তখন পিতর ও তাঁহার সঙ্গীরা নিদ্রায়
অভিভূত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার
মহিমা দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা দাঁড়াইয়া
৩৩ ছিলেন সেই দুই ব্যক্তিকেও দেখিলেন। পরে তাঁহারা যখন
তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তখন পিতর যীশুকে
বলিলেন, প্রভু, আমরা এখানে থাকিলে ভাল হয়; আমরা
তিনটি কুটির নির্ম্মাণ করি, একটি আপনার জন্য, একটি
মোশির জন্য, আর একটি এলিয়ের জন্য; কি যে তিনি
৩৪ বলিতেছেন, তাহা নিজেই বুঝিলেন না। তিনি যখন কথা
বলিতেছেন তখন একখানা মেঘ আসিয়া তাঁহাদের ঢাকিয়া
ফেলিল; তাঁহারা সেই মেঘে প্রবেশ করিলে তাঁহারা ভয়
৩৫ পাইলেন। তখন সেই মেঘ হইতে এই বাণী ধ্বনিত হইল,
ইনিই আমার পুত্র, আমার মনোনীত, ইঁহার কথা শ্রবন কর।
৩৬ এই বাণী ধ্বনিত হইলে পর যীশুকে একাকী দেখা গেল।
শিষ্যেরা নীরব রহিলেন, আর তাঁহারা যাহা যাহা দেখিয়া-
ছিলেন, তাহার কিছুই সেই সময় কাহাকেও জানাইলেন না।

২৮-৩৬ মথি ১৭; ১-৯ মার্ক ৯; ২-৯
৩১ লূক ৯; ২২
৩২ ২ পিঃ ১; ১৬-১৮ যোঃ ১; ১৪
৩৫ লূক ৩; ২২

* (মূল) মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না

একটি মৃগীরোগগ্রস্ত বালকের আরোগ্যলাভ

৩৭ পরদিন তাঁহারা সেই পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলে এক
৩৮ বৃহৎ জনতা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আর জনতার মধ্য হইতে একজন উচ্চকণ্ঠে বলিল, গুরু, মিনতি করি,
৩৯ আমার ছেলেটিকে দেখুন, সে আমার একমাত্র সন্তান। এক মন্দ-আত্মা তাহাকে আক্রমণ করে, তখন সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠে; আত্মা তাহাকে মুচড়াইয়া ধরিলে সে মুখে ফেনা বাহির করে, আর আত্মা তাহাকে ক্ষতবিক্ষত না করিয়া
৪০ ছাড়িয়া যাইতে চায় না। ইহাকে দূর করিবার জন্য আমি আপনার শিষ্যদের মিনতি করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা পারি-
৪১ লেন না। তখন যীশু উত্তরে বলিলেন, অবিশ্বাসী, বিপথ-যুগের লোকেরা, কতকাল আমি তোমাদের নিকটে থাকিব ও তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাইব? তোমার
৪২ ছেলেকে এখানে আন। সে যখন নিকটে আসিতেছিল সেই সময়ে সেই মন্দ-আত্মা তাহাকে আছাড় মারিয়া জোরে মুচড়াইয়া ধরিল। কিন্তু যীশু সেই অশুচি-আত্মাকে ধমক দিলেন এবং ছেলেটিকে সুস্থ করিয়া তাহার পিতার কাছে ফিরাইয়া
৪৩ দিলেন। তখন সকলে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল।

৩৭-৪৫ মথি ১৭; ১৪-২৩ মার্ক ৯, ১৪-৩২

নিজ মৃত্যুবিষয়ে যীশুর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী ও নম্রতা, উদারতা ও স্বার্থত্যাগ বিষয়ে উপদেশ

তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন তাহাতে যখন সকলে
৪৪ বিস্মিত হইল তখন তিনি তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, আমার এই সকল কথা শুন ও মনে রাখ, কারণ মনুষ্য-পুত্র মনুষ্যদের
৪৫ হস্তে সমর্পিত হইবেন। কিন্তু তাঁহারা একথা বুঝিতে পারিলেন না; যেন তাঁহারা বুঝিতে না পারেন এজন্য ইহা তাঁহাদের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখা হইল; এবং তাঁহাকে এই কথার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাদের ভয় হইল।

৪৪ লূক ৯; ২২
৪৫ লূক ১৮ ৩৪ যোঃ ১২; ১৬ মার্ক ৯; ৩২

৪৬ তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হইবে, এই বিষয় লইয়া তাঁহাদের
৪৭ মধ্যে বিতর্ক চলিতেছিল। তখন যীশু তাঁহাদের মনের বিতর্ক জানিতে পারিয়া একটি শিশুকে লইয়া নিজের পার্শ্বে
৪৮ দাঁড় করাইলেন, এবং তাঁহাদের বলিলেন, যে কেহ আমার নামে এই শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; এবং যে কেহ আমাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন সে তাঁহাকেই গ্রহণ করে; তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই মহান্।

৪৬-৫০ মথি ১৮; ১-৫ মার্ক ৯; ৩৩-৪০
৪৬ লূক ২২; ২৪
৪৮ মথি ১০; ৪০

৪৯ তখন যোহন তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আমরা একজনকে আপনার নামে মন্দ-আত্মা দূর করিতে দেখিয়াছিলাম, এবং

৪৯ গণনা ১১ ২৭-২৯

সে আমাদের সহানুগামী নয় বলিয়া আমরা তাহাকে নিষেধ
৫০ করিলাম; কিন্তু যীশু তাঁহাকে বলিলেন, নিষেধ করিও না, কারণ যে তোমাদের বিপক্ষ নয় সে তোমাদের সপক্ষ।

৫০ লূক ১১; ২৩ ফিলি: ১; ১৮

যীশুর যিরূশালেমে যাত্রা

৫১ তাঁহার উর্দ্ধে নীত হইবার সময় যখন পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, তখন তিনি যিরূশালেমে যাইতে একান্ত উন্মুখ হইলেন,
৫২ এবং আপনার অগ্রে দূত প্রেরণ করিলেন; তাঁহারা গিয়া তাঁহার জন্য ব্যবস্থা করিবার জন্য শমরীয়দের একটি গ্রামে
৫৩ প্রবেশ করিলেন। তিনি যিরূশালেমে যাইতে উন্মুখ ছিলেন
৫৪ বলিয়া লোকেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। ইহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্য যাকোব ও যোহন বলিলেন, প্রভু, 'যাহাতে আকাশ হইতে আগুন নামিয়া আসিয়া' ইহাদের 'বিনষ্ট করে'
৫৫ এইরূপ কথা আমরা বলি, ইহা কি আপনি চান? তিনি তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া অনুযোগ করিয়া বলিলেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার লোক তাহা তোমরা জান না, কারণ মনুষ্য-পুত্র মনুষ্যদের জীবন বিনষ্ট করিতে আসেন নাই কিন্তু রক্ষা
৫৬ করিতে আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন।
৫৭ পথে তাঁহাদের যাইবার সময় একজন তাঁহাকে বলিল, প্রভু, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন, আমি আপনার অনু-
৫৮ সরণ করিব। যীশু তাহাকে বলিলেন, শিয়ালের গর্ত্ত আছে, আকাশের পক্ষীর বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্য-পুত্রের মাথা
৫৯ রাখিবার স্থান নাই। আর একজনকে তিনি বলিলেন, আমার অনুসরণ কর। কিন্তু সে বলিল, প্রথমে গিয়া আমার পিতাকে
৬০ সমাধিস্থ করিয়া আসিতে আমাকে অনুমতি দিন; তিনি তাহাকে বলিলেন, মৃতেরাই আপনাদের মৃতদের সমাধিস্থ করুক; কিন্তু তুমি গিয়া ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় ঘোষণা কর।
৬১ আর একজন বলিল, প্রভু, আমি আপনার অনুসরণ করিব, কিন্তু প্রথমে আমার বাড়ীর সকলের নিকট হইতে বিদায়
৬২ লইয়া আসিতে আমাকে অনুমতি দিন; কিন্তু যীশু তাহাকে বলিলেন, লাঙ্গলে হাত রাখিয়া যে কেহ পিছুনের দিকে ফিরিয়া চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য নয়।

৫১ মার্ক ১০; ৩২ যো: ৭; ১
৫২ যো: ৪; ৪
৫৩ যো: ৪; ৯
৫৪ ২রা: ১; ১০,১২
৫৬ যো: ১২; ৪৭
[৫৭-৬০ মথি ৮; ১৯-২২]
৬১ ১রা: ১৯; ২০

বাহাত্তরজন শিষ্যের নিয়োগ ও প্রচারার্থে প্রেরণ

[১-১২ মথি ১০; ৭-১৬]
১ মার্ক ৬; ৭

১০ পরে প্রভু আরও বাহাত্তরজনকে* নিযুক্ত করিলেন; তিনি নিজে যে সমস্ত নগরে ও গ্রামে যাইতে উদ্যত ছিলেন, সেই

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এস্থলে 'সত্তর'ও পাওয়া যায়।

সমস্ত স্থানে আপনার অগ্রে তাহাদের দুই দুইজন করিয়া
২ প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদের বলিলেন, শস্য প্রচুর, কিন্তু কৃষাণ অল্প; অতএব শস্যের প্রভুর নিকটে মিনতি কর, যেন তিনি আপন শস্যক্ষেত্রে কৃষাণ পাঠাইয়া দেন।
৩ তোমরা যাও, দেখ, নেকড়ে বাঘের মধ্যে মেষশাবক প্রেরণ করা যেমন, সেইরূপে আমি তোমাদের প্রেরণ করিতেছি।
৪ টাকার থলি সঙ্গে লইও না, ঝুলিও না, জুতাও না, এবং
৫ পথে কাহাকেও অভিবাদন করিও না। আর যে গৃহে
৬ প্রবেশ কর প্রথমে বলিও, এই গৃহের শান্তি হউক। যদি সেখানে শান্তির সন্তান কেহ থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তাহার উপরে বিরাজ করিবে, নতুবা তোমাদের নিকট
৭ ফিরিয়া আসিবে। সেই গৃহেই থাকিও এবং তাহারা যাহা দেয় তাহা পান-আহার করিও, কারণ নিজের বেতন পাওয়া কর্ম্মীর পক্ষে উপযুক্ত। এক গৃহ হইতে অন্য গহে যাইও
৮ না। তোমরা যখন কোন নগরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ করে, তবে তোমাদের সম্মুখে যাহা
৯ রাখা হইবে, তাহা আহার করিও। সেই স্থানের রোগীদের সুস্থ কর, আর তাহাদের বল, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের
১০ নিকটবর্ত্তী। তোমরা যে নগরে প্রবেশ কর লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ না করে, তবে বাহির হইয়া নগরের পথে
১১ পথে এই কথা বলিও, তোমাদের নগরের যে ধূলা আমাদের পায়ে লাগিয়াছে, তাহাও তোমাদের উদ্দেশে মুছিয়া ফেলি; কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের নিকট-
১২ বর্ত্তী। আমি তোমাদের বলিতেছি, সেই দিন সেই নগরের দশা অপেক্ষা বরং সদোমের দশা সহনীয় হইবে।

১৩ হায় কোরাসীন, হায় বৈৎসৈদা, তোমাদের কি দুর্ভাগ্য; কারণ তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত পরাক্রম-কার্য্য করা হইয়াছে, তাহা যদি সোর ও সীদোনে করা হইত, তবে অনেক দিন পূর্ব্বে তাহারা চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মনপরিবর্ত্তন করিত।
১৪ কিন্তু বিচারে তোমাদের দশা অপেক্ষা বরং সোর ও সীদোনের
১৫ দশা সহনীয় হইবে। আর কফরনাহূম, 'স্বর্গে উন্নীত যে তুমি, তুমি পাতালে নিক্ষিপ্ত হইবে।'

১৬ যে তোমাদের কথা শুনে, সে আমারই কথা শুনে; এবং যে তোমাদের অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য করে; আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, সে তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করে।

২ যোঃ ৪; ৩৫ মথি ৯; ৩৭, ৩৮
লূক ৯; ৩-৫। ২২; ৩৫ ২ রাঃ ৪; ২৯
৭ ১ তীমঃ ৫; ১৮ ১করিঃ ৯; ৫-১৪
৮ ১ করিঃ ১০; ২৭
প্রেঃ ১৮;
[১৩-১৫ মথি ১১; ২১-২৬]
১৫ যিশাঃ ১৪; ১৩, ১৫
১৬ মথি ১০; ৪০ যোঃ ৫; ২৩। ১৫; ২৩

১৭ পরে সেই বাহাত্তরজন* আনন্দের সহিত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, প্রভু, আপনার নামে মন্দ-আত্মা আমাদের বশবর্ত্তী ১৮ হয়। তিনি তাহাদের বলিলেন, আমি শয়তানকে বিদ্যুতের ১৯ ন্যায় স্বর্গ হইতে পড়িতে দেখিলাম। দেখ, সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা আমি তোমাদের দান করিতেছি; কিছুই ২০ কখনও তোমাদের অনিষ্ট করিবে না। তবে আত্মারা যে তোমাদের বশবর্ত্তী হইতেছে ইহাতে আনন্দিত হইও না, বরং তোমাদের নাম যে স্বর্গে লিখিত রহিল ইহাতেই আনন্দিত হও।

১৮ যোঃ ১২; ৩১। ১৬; ১১ প্রঃ ১২; ৯
১৯ মার্ক ১৬; ১৮ গীত ৯১; ১৩
২০ যাত্রা ৩২; ৩২ প্রঃ ৩; ৫ মথি ৭; ২২

২১ সেই মুহূর্ত্তে আত্মায় উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন, পিতা, স্বর্গমর্ত্ত্যের প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই, কারণ জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমানদের নিকট তুমি এই সমস্ত বিষয় গোপন করিয়া রাখিয়াছ এবং শিশুদের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছ। হাঁ পিতা, কারণ এইভাবে তোমার দৃষ্টিতে ইহা সন্তোষজনক ২২ হইল। তিনি আপন শিষ্যদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আমার পিতা সমস্তই আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন; পুত্র কে, তাহা কেহ জানে না, কেবল পিতা জানেন; এবং পিতা কে, তাহা কেহ জানে না কেবল পুত্র জানেন, আর পুত্র যাহার নিকট তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, সে ২৩ জানে। পরে তিনি শিষ্যদের প্রতি ফিরিয়া একান্তে বলিলেন, তোমরা যাহা দেখিতেছ, যে চক্ষু তাহা দেখে, ২৪ সেই চক্ষু ধন্য। কারণ আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, অনেক ভাববাদী ও রাজা তাহা দেখিতে চাহিয়াও দেখিতে পান নাই; তোমরা যাহা যাহা শুনিতেছ, তাহা শুনিতে চাহিয়াও তাঁহারা শুনিতে পান নাই।

[২১-২২ মথি ১১; ২৫-২৭]
[২৩-২৪ মথি ১৩; ১৬, ১৭]
২৪ ১পিঃ ১; ১০-১২

সর্ব্বপ্রধান আজ্ঞা কি? দয়ালু শমরীয়ের বিষয়ে উপমা-কথা

২৫ একজন আইনজ্ঞ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিল, গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমাকে ২৬ কি করিতে হইবে? তিনি তাহাকে বলিলেন, বিধি-ব্যবস্থায় ২৭ কি লেখা আছে? তুমি কিভাবে পাঠ করিতেছ? সে উত্তরে বলিল, 'তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে', এবং 'তোমার প্রতিবাসীকেও আপনার ২৮ মত প্রেম করিবে'। তিনি তাহাকে বলিলেন, যথার্থ উত্তর দিয়াছ; 'সেই কার্য্য করিলেই তুমি জীবন পাইবে।'

[২৫-২৮ মথি ২২; ৩৫-৪০ মার্ক ১২; ২৮-৩৪]
২৫ লূক ১৮; ১৮-২০
২৭ দ্বিঃ বিঃ ৬; ৫ লেবীঃ ১৯; ১৮
২৮ লেবীঃ ১৮; ৫ মথি ১৯; ১৭

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এস্থলে 'সত্তর'ও পাওয়া যায়।

২৯ সে কিন্তু আপনাকে নির্দ্দোষ দেখাইবার ইচ্ছা করিয়া
৩০ যীশুকে বলিল, আমার প্রতিবাসী তবে কে? যীশু উত্তরে বলিলেন, একটি লোক যিরূশালেম হইতে যিরীহোতে যাইবার সময় দস্যু দলের হস্তে পড়িল; তাহারা তাহার বস্ত্র খুলিয়া লইল এবং প্রহার করিয়া তাহাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায়
৩১ ফেলিয়া চলিয়া গেল। ঘটনাক্রমে সেই পথ দিয়া একজন পুরোহিত যাইতেছিল; সে তাহাকে দেখিয়া পাশ কাটাইয়া
৩২ চলিয়া গেল। সেইভাবে একজন লেবীয়ও সেই স্থানে
৩৩ আসিয়া তাহাকে দেখিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু একজন শমরীয় সেই পথে যাইতে যাইতে তাহার কাছে
৩৪ আসিল; সে তাহাকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল, আর নিকটে গিয়া তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিয়া তাহার ক্ষতগুলি বাঁধিয়া দিল; পরে নিজ বাহনের উপরে তাহাকে বসাইয়া এক
৩৫ সরাইখানায় লইয়া গিয়া তাহার শুশ্রূষা করিল। পরদিন প্রত্যূষে যাইবার সময় সে দুইটি দীনার * বাহির করিয়া সরাইখানার কর্ত্তাকে দিল, আর তাহাকে বলিল, এই লোকটির শুশ্রূষা করিও, অতিরিক্ত যাহা ব্যয় করিবে আমি ফিরিয়া আসিয়া তাহা তোমাকে পরিশোধ করিয়া দিব।

৩৬ তুমি কি মনে কর, এই তিনজনের মধ্যে কে দস্যুহস্তে
৩৭ পতিত লোকটির প্রতিবাসী হইয়া উঠিল? সে বলিল, যে তাহার প্রতি দয়া করিল, সেই। যীশু তাহাকে বলিলেন, যাও, তুমিও সেইভাবে কাজ কর।

মার্থা ও মরিয়মের কথা

৩৮ যখন তাঁহারা চলিতেছিলেন, তখন তিনি একটি গ্রামে প্রবেশ করিলে মার্থা নামে একটি স্ত্রীলোক আপন গৃহে
৩৯ তাঁহার আতিথ্য করিলেন। মরিয়ম নামে তাঁহার একটি ভগ্নী ছিলেন; ইনি প্রভুর চরণতলে বসিয়া তাঁহার বাক্য
৪০ শুনিতেছিলেন; কিন্তু মার্থা বহুবিধ পরিচর্য্যা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন; তিনি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, প্রভু, আমার ভগ্নী যে আমার একার উপরে পরিচর্য্যার ভার ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই দিকে কি আপনার ভ্রূক্ষেপ নাই? উহাকে বলিয়া
৪১ দিন, যেন সে আসিয়া আমার সাহায্য করে। প্রভু উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিত

৩৮ যোঃ ১১; ১। ২, ৩

* মথি ১৮; ২৪, লূক ৭; ৪১ দ্রঃ

৪২ ও ব্যতিব্যস্ত; অল্প কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে একটি মাত্র আবশ্যক; মরিয়ম সেই উত্তম অংশ মনোনীত করিয়াছে যাহা তাহার নিকট হইতে হরণ করা হইবে না।

৪২ মথি ৬; ৩৩

প্রার্থনার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

১১ এক সময় তিনি একস্থানে প্রার্থনা করিতেছিলেন; প্রার্থনা শেষ হইলে শিষ্যদের মধ্যে একজন বলিলেন, প্রভু, যোহন যেমন তাঁহার শিষ্যদের প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তেমনই আমাদের প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিন।

১ লূক ৫; ৩৩

২ তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বলিও,—

[২-৪ মথি ৬; ৯-১৩]

পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক।
তোমার রাজ্য আসুক।
৩ আমাদের দৈনিক * আহার প্রতিদিন আমাদের দাও।
৪ আর আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা কর; কারণ আমরাও
আমাদের প্রত্যেক ঋণীকে ক্ষমা করি।
আমাদের পরীক্ষায় আনিও না।

৫ তিনি তাহাদের আরও বলিলেন, মনে কর, তোমাদের মধ্যে কাহারও বন্ধু আছে, আর সে মধ্যরাত্রে বন্ধুর নিকটে ৬ গিয়া বলে, বন্ধু, আমাকে তিনখানা রুটি ধার দাও, কারণ আমার একজন পথচারী বন্ধু আমার কাছে আসিয়াছে, তাহার ৭ সম্মুখে রাখিবার আমার এমন কিছুই নাই; আর বাড়ীর ভিতর হইতে সেই বন্ধু উত্তরে বলে, আমাকে কষ্ট দিও না, দরজা এখন বন্ধ, আমার ছেলেমেয়ে আমার সঙ্গে বিছানায় শুইয়া ৮ আছে; আমি উঠিয়া তোমাকে কিছুই দিতে পারি না। আমি তোমাদের বলিতেছি, লোকটি যদিও বন্ধু বলিয়া উঠিয়া তাহাকে নাও দেয়, তথাপি তাহার নির্লজ্জ উপরোধের জন্য সে উঠিয়া তাহার যত কিছু দরকার তাহাকে দিবে।

৮ লূক ১৮; ৫

৯ আমি তোমাদের বলিতেছি, যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে করাঘাত কর, তোমাদের ১০ জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। কারণ যে কেহ যাচনা করে সে গ্রহণ করে, এবং যে অন্বেষণ করে সে পায়; যে দ্বারে ১১ করাঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে আছে যাহার কাছে পুত্র † মাছ

[৯-১৩ মথি ৭; ৭-১১]

* অথবা, প্রয়োজনীয়

† কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে 'রুটি চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে, অথবা' এই স্থলে পাওয়া যায়

১২ চাহিলে সে তাহাকে মাছের পরিবর্ত্তে সাপ দিবে, বা ডিম
১৩ চাহিলে সে তাহাকে বৃশ্চিক দিবে? সুতরাং মন্দ হইয়াও যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে পিতার কাছে যাহারা চাহিবে, তিনি কত না অধিক পরিমাণে স্বর্গ হইতে পবিত্র আত্মাকে তাহাদের দান করিবেন।

মন্দ-আত্মাদের বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

১৪ তিনি একটি মন্দ-আত্মা দূর করিয়া দিলেন; লোকটি বোবা ছিল। মন্দ-আত্মা দূর করা হইলে বোবা কথা বলিতে লাগিল;
১৫ তাহাতে লোকেরা চমৎকৃত হইল। কিন্তু তাহাদের কয়েক-জন বলিল, এ মন্দ-আত্মাদের অধিপতি বেলসবূলের দ্বারাই
১৬ মন্দ-আত্মা দূর করে। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আকাশ হইতে কোন লক্ষণ
১৭ দেখিতে চাহিল। কিন্তু তিনি তাহাদের মনোভাব জানিয়া তাহাদের বলিলেন, কোন রাজ্য আত্মবিরোধে বিভক্ত হইলে, তাহা উচ্ছিন্ন হয়, এবং আত্মবিরোধে বিভক্ত পরিবারও ভগ্ন
১৮ হইয়া পড়ে। শয়তানও যদি আত্মবিরোধে বিভক্ত হয়, তবে তাহার রাজ্য কেমন করিয়া স্থায়ী হইবে? কারণ তোমরা বলিতেছ, বেলসবূলের দ্বারাই আমি মন্দ-আত্মা দূর করি।
১৯ আমি যদি বেলসবূলের দ্বারা মন্দ-আত্মা দূর করি, তবে তোমা-দের সন্তানেরা কাহার দ্বারা তাহা দূর করে? এজন্য তাহারাই
২০ তোমাদের বিচারক হইবে। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা মন্দ-আত্মা দূর করিয়া দিই, তাহা হইলে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে।

২১ যখন শক্তিমান লোক সশস্ত্র হইয়া নিজ বাসগৃহ রক্ষা করে
২২ তখন তাহার সম্পত্তি নিরাপদ থাকে। কিন্তু যিনি তাহার অপেক্ষা শক্তিমান তিনি আসিয়া যখন তাহাকে পরাজিত করেন তখন যে সমস্ত যুদ্ধসজ্জায় সে নির্ভর করিত তাহা তিনি হরণ করেন ও তাহার লুণ্ঠিত দ্রব্য বিতরণ করেন।

২৩ যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ; যে আমার সঙ্গে সংগ্রহ করে না, সে ছড়াইয়া ফেলে।

২৪ অশুচি-আত্মা মানুষ হইতে বাহির হইয়া গেলে, সে জল-বিহীন স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিশ্রামের অন্বেষণ করে, কিন্তু তাহা না পাইয়া বলে, আমি যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছিলাম
২৫ আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাইব। পরে আসিয়া তাহা

১৪-২৬ মথি ১২; ২২-৩০, ৪৩-৪৫ মার্ক ৩; ২২-২৭
১৬ মার্ক ৮; ১১
২০ যাত্রা ৮; ১৯
২২ কলঃ ২; ১৫
২৩ লূক ৯

২৬ মার্জ্জিত ও সুসজ্জিত দেখে। তখন সে গিয়া আপনার অপেক্ষা দুষ্ট অন্য সাত আত্মা সঙ্গে করিয়া লয়; তাহারা প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে বাস করে। তাহাতে লোকটির শেষ দশা প্রথম দশা হইতে মন্দ হইয়া পড়ে।

২৬ যোঃ ৫ ; ১৪

২৭ তিনি এই কথা বলিতেছেন এমন সময় জনতার মধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক উচ্চকণ্ঠে তাঁহাকে বলিল, যে গর্ভ আপনাকে ধারণ করিয়াছে, তাহা ধন্য; যে স্তনের দুগ্ধ আপনি ২৮ পান করিয়াছেন, তাহাও ধন্য। তিনি বলিলেন, কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া পালন করে তাহারাই বরং ধন্য।

২৭ লূক ১; ২৮, ৪২, ৪৮

২৮ লূক ৮; ১৫, ২১

সরলতা ও আন্তরিক শুচিতাসম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা-দান ও ধর্ম্মাধ্যক্ষদের নিকট অনুযোগ

২৯ পরে জনসমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, এই যুগের লোকেরা দুষ্ট, ইহারা লক্ষণের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার লক্ষণ ছাড়া দৃশ্য কোন লক্ষণ ইহাদের ৩০ দেওয়া যাইবে না। কারণ যোনা যেমন নীনবীবাসীদের নিকট লক্ষণ-স্বরূপ হইয়াছিলেন, মনুষ্য-পুত্রও এই যুগের ৩১ লোকদের নিকট সেইরূপ হইবেন। বিচারে দক্ষিণ দেশের রাণী এই যুগের লোকদের সহিত উত্থিত হইয়া ইহাদের দোষী সাব্যস্ত করিবেন; কারণ শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন; ৩২ আর এখানে শলোমন হইতে মহান্ কিছু আছে। নীনবী-বাসী লোকেরা এই যুগের লোকদের সহিত বিচারে দাঁড়াইয়া ইহাদের দোষী সাব্যস্ত করিবে; কারণ তাহারা যোনার প্রচারে মনপরিবর্ত্তন করিয়াছিল, আর এখানে যোনা হইতে মহান্ কিছু আছে।

[২৯-৩২ মথি ১২; ৩৮-৪২]

২৯ ১ করিঃ ১; ২২ লূক ১১, ১৬

৩১ ১ রাঃ ১০; ১-১৩

৩২ যোনা ৩; ৫

৩৩ প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ গুহার মধ্যে বা ধামার নীচে রাখে না, বরং দীপাধারেই রাখে, যেন যাহারা প্রবেশ করে সকলে ৩৪ আলো দেখিতে পায়। তোমার চক্ষুই শরীরের প্রদীপ; তোমার চক্ষু সরল হইলে তোমার সমস্ত শরীরও দীপ্তিমান হয়; কিন্তু চক্ষু মন্দ হইলে তোমার শরীরও অন্ধকারময় হয়। ৩৫ লক্ষ্য কর, তোমার অন্তরে যে দীপ্তি আছে তাহা অন্ধকার ৩৬ কি না। তোমার সমস্ত শরীর যদি দীপ্তিমান হয়, কোন অংশ অন্ধকারময় না থাকে, তবে প্রদীপ যেমন আলোর ঝলকে তোমাকে দীপিত করে তেমনই তোমার শরীর সম্পূর্ণরূপে দীপ্তিমান হইবে।

৩৩ লূক ৮; ১৬ মথি ৫, ১৫

[৩৪-৩৬ মথি ৬; ২২, ২৩]

৩৭ তিনি কথা বলিতেছেন এমন সময় একজন ফরীশী তাঁহাকে তাহার সহিত আহার করিতে বলিল; আর তিনি ভিতরে ৩৮ গিয়া আহারে বসিলেন। তিনি আহার করিবার পূর্ব্বে স্নান ৩৯ করেন নাই দেখিয়া ফরীশী বিস্মিত হইল। কিন্তু প্রভু তাহাকে বলিলেন, তোমরা ফরীশীরা পান-ভোজনের পাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার করিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের অন্তর ৪০ দৌরাত্ম্য ও দুষ্টতাপূর্ণ। নির্ব্বোধ তোমরা, যিনি বহির্ভাগ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি কি অন্তর্ভাগও নির্ম্মাণ করেন নাই? ৪১ বরং ভিতরে যাহা আছে তাহা ভিক্ষারূপে দান কর, তাহাতে সমস্তই তোমাদের পক্ষে শুচি হইবে।

৪২ হায় ফরীশীরা, তোমরা দুর্ভাগ্য, কারণ তোমরা পুদিনা, তেজপত্র ও সকল প্রকার শাকের দশমাংশ দান করিয়া থাক কিন্তু ন্যায়বিচার ও ঈশ্বর-প্রেম অবহেলা করিয়া থাক; কিন্তু এইগুলি পালন করা এবং সেইগুলি বাদ না দেওয়াই তোমাদের ৪৩ উচিত ছিল। হায় ফরীশীরা, তোমরা দুর্ভাগ্য, কারণ তোমরা সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান আসন ও বাজারে লোকদের অভি- ৪৪ বাদন ভালবাস। হায়, তোমরা দুর্ভাগ্য, কারণ তোমরা প্রচ্ছন্ন সমাধির তুল্য, যাহার উপর দিয়া লোকে না জানিয়া চলাফেরা করে।

৪৫ একজন আইনজ্ঞ তখন উত্তরে তাঁহাকে বলিল, গুরু, আপনি এমন কথা বলিয়া আমাদেরও অপমান করিতেছেন। ৪৬ তিনি বলিলেন, হায় আইনজ্ঞেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য, কারণ তোমরা মানুষের উপর দুর্ব্বহ বোঝা চাপাইয়া থাক; নিজেরা কিন্তু একটি আঙ্গুল দিয়াও সে সমস্ত বোঝা স্পর্শ কর না। ৪৭ হায়, তোমরা দুর্ভাগ্য, কারণ তোমরা ভাববাদীদের সমাধি-স্তম্ভ গাঁথিয়া থাক, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই তাঁহাদের ৪৮ হত্যা করিয়াছিল। সুতরাং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কার্য্যের বিষয়ে তোমরা সাক্ষী, তাহা অনুমোদনও করিতেছ; কারণ তাহারা তাঁহাদের হত্যা করিয়াছিল আর তোমরা তাঁহাদের সমাধি-স্তম্ভ গাঁথিতেছ।

৪৯ এইজন্য ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও বলিলেন, আমি তাহাদের নিকট ভাববাদী ও প্রেরিতদের প্রেরণ করিব; আর তাঁহাদের মধ্যে তাহারা কাহাকেও হত্যা করিবে, কাহাকেও নির্য্যাতন ৫০ করিবে। এইজন্য, জগতের পত্তন হইতে ভাববাদীদের যত রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা এই যুগের লোকদের নিকট হইতে ৫১ আদায় করা হইবে—হেবলের রক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া যে

৩৭ লূক ৭; ৩৬। ১৪; ১
৩৮ মথি ১৫; ২
[৩৯-৫২ মথি ২৩; ১-৩৬]
৪১ তীত ১; ১৫
৪৩ লূক ২০, ৪৬
আদি ৪; ৮
২ বংশা: ২৪, ২০, ২১

সখরিয় যজ্ঞবেদি ও মন্দিরের মধ্যভাগে হত হইয়াছিলেন, সেই সখরিয়ের রক্ত পর্য্যন্ত—হাঁ, আমি তোমাদের বলিতেছি, এই যুগের লোকদের নিকট হইতে তাহা আদায় করা হইবে।

৫২ হায় আইনজ্ঞেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য, কারণ তোমরা জ্ঞানের চাবি কাড়িয়া লইয়াছ; নিজেরা প্রবেশ কর নাই, আর যাহারা প্রবেশ করিতেছিল তাহাদেরও বাধা দিয়াছ।

৫৩ তিনি সেই স্থান হইতে বাহির হইলে তাঁহার উপর ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীদের ভয়ঙ্কর আক্রোশ হইল এবং অনেক বিষয়ে ৫৪ জেরা করিয়া, তাঁহার মুখের কথা ধরিবার জন্য তাহারা তাঁহার জন্য ওৎ পাতিয়া রহিল।

লূক ২০ ২০

যীশুর আপন শিষ্যদের শিক্ষা ও উৎসাহদান

১২ ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক এমন জড় হইল যে তাহারা পরস্পরকে পদদলিত করিতে লাগিল; তখন তিনি প্রথমে আপন শিষ্যদের বলিলেন, ফরীশীদের খামি হইতে ২ সাবধান হও, তাহা ভণ্ডামি। কিন্তু লুক্কায়িত এমন কিছুই নাই যাহা প্রকাশ পাইবে না; এবং গুপ্ত এমন কিছুই নাই ৩ যাহা জানা যাইবে না। কারণ অন্ধকারে তোমরা যাহা কিছু বলিয়াছ তাহা আলোকে শ্রুত হইবে, এবং ভিতরের কুঠরিতে কানে কানে যে কথা বলিয়াছ, ছাদের উপরে তাহা ঘোষণা করা হইবে।

১ মথি ১৬; ৬
মার্ক ৮; ১৫
[২-৯ মথি ১০; ২৬-৩৩]
২ লূক ৮; ১৭

৪ আমার বন্ধু যে তোমরা, তোমাদের আমি বলিতেছি, শরীরকে নাশ করিবার পর যাহাদের আর কোন কিছু করিবার ৫ থাকে না, তাহাদের ভয় করিও না। কিন্তু কাহাকে ভয় করিতে হইবে বলিয়া দিই; হত্যা করিবার পর নরকে নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা যাঁহার আছে, তাঁহাকেই ভয় কর; হাঁ, আমি বলি, তাঁহাকেই ভয় কর।

৬ পাঁচটি চড়াই পাখী কি দুই পয়সায়* বিক্রয় হয় না? আর তাহাদের মধ্যে একটিও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হয় ৭ না। এমন কি তোমাদের মস্তকের কেশগুলিও সমস্ত গণিত হইয়াছে। ভয় করিও না, বহু চড়াই পাখী হইতে তোমরা ৮ শ্রেষ্ঠ। আমি তোমাদের বলিতেছি, মানুষের সাক্ষাতে যে কেহ আমাকে স্বীকার করিবে, মনুষ্য-পুত্রও ঈশ্বরের দূতগণের ৯ সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিবেন; কিন্তু মানুষের সম্মুখে যে কেহ আমাকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের দূতদের সম্মুখে তাহাকে অস্বীকার করা হইবে।

৭ লূক ২১; ১৮
৯ লূক

* গ্রীক, অ্যাসারিয়ন্; ক্ষুদ্র মুদ্রা, এক দীনারের ষোড়শ অংশ

১০ আর যে কেহ মনুষ্য-পুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, সে ক্ষমা পাইবে, কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে ক্ষমা পাইবে না।

[১০ মথি ১২; ৩২ মার্ক ৩; ২৮, ২৯]

১১ লোকে যখন তোমাদের সমাজ-গৃহে এবং অধিপতি ও কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিবে, তখন কিভাবে আত্মপক্ষ-সমর্থন করিবে, বা কি বলিবে, সেই বিষয়ে চিন্তিত হইও না।

[১১-১২ লূক ২১; ১৪, ১৫ মথি ১০; ১৯, ২০]

১২ কারণ কি বলা উচিত পবিত্র আত্মা তোমাদের সেই সময়েই শিক্ষা দিবেন।

লোভের বিষয়ে শিক্ষা ও নির্ব্বোধ ধনীর বিষয়ে উপমা-কথা

১৩ ভিড়ের মধ্য হইতে একজন তাঁহাকে বলিল, গুরু, আমার ভ্রাতাকে বলুন, সে যেন আমার সহিত উত্তরাধিকার ভাগ ১৪ করিয়া লয়। তিনি তাহাকে বলিলেন, মনুষ্য, তোমাদের মধ্যে বিচার করিতে বা সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিতে কে ১৫ আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে? আর তিনি লোকেদের বলিলেন, সতর্ক হও, সর্ব্বপ্রকার লোভ হইতে নিজেদের রক্ষা করিও, ১৬ কারণ সম্পত্তির প্রাচুর্য্যেই মানুষের প্রকৃত জীবন নয়। তিনি এই উপমাটি তাহাদের দিলেন, একজন ধনী লোকের ক্ষেত্রে ১৭ প্রচুর শস্য হইয়াছিল। তাহাতে সে মনে মনে আলোচনা করিয়া বলিল, কি করিব? শস্য রাখিবার স্থান আমার নাই। ১৮ পরে সে বলিল, এই কাজ করিব; আমার সমস্ত গোলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আরও বড় বড় গোলাঘর নির্ম্মাণ করিব, আর তাহার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার সমস্ত সম্পদ ১৯ রাখিব; আর আমার প্রাণকে বলিব, প্রাণ, বহু বৎসরের জন্য তোমার প্রচুর সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে; বিশ্রাম কর; ভোজন ২০ কর, পান কর, আমোদ-প্রমোদ কর। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন, নির্ব্বোধ, এই রাত্রিতেই তোমার প্রাণ তোমার নিকট হইতে চাহিয়া লওয়া হইবে; তবে তুমি যাহা যাহা ২১ আয়োজন করিলে, সে সমস্ত কাহার হইবে? যে আপনার জন্য ধন সঞ্চয় করে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে ধনবান নয়, তাহার অবস্থা সেইপ্রকার।

১৪ প্রেঃ ৭; ২৭
১৫ ১ তীমঃ ৬; ৯, ১০
২০ ইব্রীঃ ৯; ২৭
২১ মথি ৬; ২০

চিন্তা-ভাবনা, ভয় এবং অবিশ্বস্ততার সম্বন্ধে যীশুর উপদেশ

২২ পরে তিনি আপন শিষ্যদের বলিলেন, এইজন্য আমি তোমাদের বলিতেছি, কি আহার করিবে বলিয়া তোমাদের

[২২-৩১ মথি ৬; ২৫-৩৩]

প্রাণের বিষয়ে বা কি পরিধান করিবে বলিয়া তোমাদের
২৩ শরীরের বিষয়েও চিন্তিত হইও না। কারণ খাদ্য হইতে
২৪ প্রাণ, ও বস্ত্র হইতে শরীর শ্রেষ্ঠ। দাঁড়কাকদের লক্ষ্য কর ; তাহারা বুনেও না, কাটেও না ; তাহাদের ভাণ্ডার নাই, গোলাও নাই, তথাপি ঈশ্বর তাহাদের খাদ্য দেন ; পাখিদের
২৫ অপেক্ষা তোমরা কত শ্রেষ্ঠ। আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তিত হইয়া নিজের উচ্চতা এক হাতও * বাড়াইতে পারে ?
২৬ এই সামান্য কাজও করিতে যদি তোমরা না পার, তবে অন্য সমস্ত বিষয়ে কেন চিন্তিত হও ?

২৭ ফুলগুলিও † লক্ষ্য কর ; এইগুলি সূতাও কাটে না, বয়নও করে না, তথাপি আমি তোমাদের বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহাদের একটির ন্যায় সজ্জিত ছিলেন
২৮ না। অতএব ক্ষেত্রে যে তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া হইবে, তাহাই যদি ঈশ্বর এমন ভূষিত করেন, তবে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদের আরও কত না অধিক
২৯ পরিমাণে ভূষিত করিবেন। তোমরা কি আহার করিবে বা কি পান করিবে এ বিষয়ে সচেষ্ট হইও না, ব্যতিব্যস্তও
৩০ হইও না। কারণ জগতের জাতিগণ এই সকল দ্রব্যের অন্বেষণ করে ; কিন্তু তোমাদের পিতা জানেন যে এই সমস্ত
৩১ দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। তাঁহার রাজ্যের বিষয়ে বরং তোমরা সচেষ্ট হও, তাহা হইলে তাহার উপর এই সমস্তও তোমাদের দেওয়া হইবে।

৩২ ক্ষুদ্র মেষপাল তোমরা, ভয় করিও না ; কারণ তোমাদের সেই রাজ্য দান করাতেই তোমাদের পিতার পরম সন্তোষ।

৩৩ তোমাদের সর্ব্বস্ব বিক্রয় কর এবং ভিক্ষারূপে দান কর ; জীর্ণ হয় না নিজেদের জন্য এমন থলি, স্বর্গে সঞ্চিত সেই অক্ষয় ধন, প্রস্তুত কর ; সেখানে চোর নিকটে আসে না,
৩৪ কীটেও নষ্ট করে না ; কারণ তোমাদের ধন যেখানে, তোমাদের মনও সেখানে থাকিবে।

৩৫ তোমরা বদ্ধপরিকর হও ও তোমাদের প্রদীপ জ্বালিয়া
৩৬ রাখ ; এবং তোমরা এমন লোকদের মত হও যাহারা তাহাদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহ-উৎসব হইতে কখন ফিরিয়া আসিবেন, যেন তিনি আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিবা-
৩৭ মাত্র তাহারা তখনই তাঁহার জন্য দ্বার খুলিতে পারে। প্রভু

২৪ গীত ১৪৭ ; ৯
৩২ লূক ২২ ; ২৯ যিশাঃ ৪১ ; ১৪
[৩৩-৩৪ মথি ৬, ২০, ২১]
৩৩ লূক ১৮ ; ২২
[৩৫-৪৬ মথি ২৪; ৪২-৫১]
৩৫ যাত্রা ১২ ; ১১ ১ পিঃ ১ ; ১৩
৩৬ মথি ২৫ ; ১-১৩
৩৭ যোঃ ১৩ ; ৪

* অথবা, নিজের বয়স এক তিলও
† পাঠান্তর, ফুলগুলিও কেমন করিয়া বড় হয়, তাহা . . .

আসিয়া যাহাদের জাগিয়া থাকিতে দেখিবেন, সেই দাসেরা ধন্য; আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, তিনি কটিবন্ধন করিয়া তাহাদের আহারে বসাইবেন এবং আসিয়া তাহাদের পরিচর্য্যা
৩৮ করিবেন। যদি দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় প্রহরে আসিয়া তিনি
৩৯ সেইরূপ দেখিতে পান, তাহা হইলে তাহারা ধন্য। কিন্তু ইহা জানিও, চোর কোন সময়ে আসিবে যদি গৃহস্বামী তাহা জানিতে পারিত তবে নিজের ঘরে সিঁধ কাটিতে দিত না।
৪০ তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ যে মুহূর্ত্ত তোমরা মনে কর না সেই মুহূর্ত্তেই মনুষ্য-পুত্র আসিবেন।

৪১ তখন পিতর তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি কি আমাদের উদ্দেশে এই উপমাটি দিলেন, না সকলের উদ্দেশে দিলেন?
৪২ প্রভু বলিলেন, সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ কে, যাহাকে তাহার প্রভু উপযুক্ত সময়ে খাদ্য বিতরণ করিবার জন্য আপন
৪৩ ভৃত্যদের উপর নিযুক্ত করিবেন? তাহার প্রভু আসিয়া
৪৪ যাহাকে সেইরূপ করিতে দেখিবেন সেই দাস ধন্য। আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, তাঁহার সর্ব্বস্বের উপর তিনি
৪৫ তাহাকে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভু আসিতে বিলম্ব করিতেছেন, আর দাস-দাসীদের প্রহার করিতে আরম্ভ করে, ভোজন পান করে ও
৪৬ মত্ত হয়, তবে যেদিন সে প্রত্যাশা করিবে না, যে মুহূর্ত্ত সে জানিতে পারিবে না, এমন সময় সেই দাসের প্রভু আসিবেন, এবং তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া অবিশ্বস্তদের মধ্যে তাহার
৪৭ ভাগ্য নিরূপণ করিবেন। যে দাস প্রভুর ইচ্ছা জানিয়াও তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত হয় নাই বা কার্য্য করে নাই,
৪৮ তাহাকে অনেক বেত্রাঘাত করা হইবে। কিন্তু না জানিয়া যে প্রহারের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে অল্প বেত্রাঘাত
৪৯ করা হইবে। যে কোন লোককে অধিক দেওয়া হইয়াছে, তাহার নিকট অধিক দাবি করা হইবে; যাহার নিকট অধিক ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহার নিকট আরও অধিক চাওয়া হইবে।

আমি পৃথিবীতে অগ্নিবর্ষণ করিতে আসিয়াছি; আর এখন যদি তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, তবে আর চাই কি?
৫০ আমাকে এক বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিতে হইবে, যতদিন তাহা সাধিত না হয় ততদিন আমি কত না সঙ্কোচ বোধ
৫১ করিতেছি? তোমরা কি মনে কর আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি? আমি তোমাদের বলি, না, তাহা নয়, বরং
৫২ বিভেদ দিতে আসিয়াছি। কারণ এখন হইতে এক বাড়ীতে

৩৯ ১ থিষঃ ৫; ২
৪২ ২ তীমঃ ২; ১৫
৪৪ মথি ২৫; ২১
৪৭ যাকোব ৪; ১৭
মথি ২০; ২২। ২৬; ৩৮ যোঃ ১২; ২৭
[৫১-৫৩ মথি ১০; ৩৪-৩৬]

পাঁচজন থাকিলে তাহারা বিভক্ত হইবে, তিনজন দুইজনের
৫৩ বিপক্ষে, দুইজন তিনজনের বিপক্ষে; পিতা পুত্রের বিপক্ষে, 'পুত্র পিতার বিপক্ষে,' মাতা কন্যার বিপক্ষে, 'কন্যা মাতার বিপক্ষে,' শাশুড়ী তাহার বধূর বিপক্ষে ও 'বধূ তাহার শাশুড়ীর বিপক্ষে' বিভক্ত হইবে।

৫৩ মীঃ ৭; ৬

৫৪ পরে তিনি লোকদের বলিলেন, পশ্চিমে মেঘ উঠিতে দেখিলে তোমরা তখনই বলিয়া থাক, বৃষ্টি আসিতেছে; আর
৫৫ বৃষ্টি হয়। আবার দক্ষিণা বাতাস বহিতে দেখিলে বলিয়া
৫৬ থাক, প্রচণ্ড রৌদ্র হইবে; আর তাহাই হয়। ভণ্ডেরা, তোমরা পৃথিবী ও আকাশের ভাব নির্ণয় করিতে জান; কিন্তু এই কাল তোমরা কেন নির্ণয় করিতে জান না?

[৫৪-৫৭ মথি ১৬; ২, ৩]

৫৭ আর ন্যায্য কি, তাহা নিজেরাই কেন বিচার কর না?
৫৮ বিপক্ষের সঙ্গে অধ্যক্ষের নিকট যাইতে যাইতে পথেই তাহার নিকট হইতে নিস্কৃতি পাইতে চেষ্টা কর, পাছে তোমাকেই সে বিচারকের কাছে টানিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে বিচারক তোমাকে কারারক্ষকের হাতে সমর্পণ করিবে, আর কারা-
৫৯ রক্ষক তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবে। আমি তোমাকে বলিতেছি, শেষ কড়ি পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত তুমি সেখান হইতে কোনমতে বাহির হইতে পারিবে না।

৫৮ মথি ৫; ২৫, ২৬

অবিলম্বে মনপরিবর্ত্তন আবশ্যক

১৩ সেই সময়ে কয়েকজন আসিয়া তাঁহাকে সেই গালীলীয়দের বিষয় সংবাদ দিল, যাহাদের রক্ত পীলাত তাহাদের
২ বলির সহিত মিশাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে তাহাদের বলিলেন, এই গালীলীয়েরা এই দুঃখ ভোগ করিয়াছে বলিয়া কি তোমরা মনে করিতেছ ইহারা অন্যান্য সকল গালীলীয়
৩ লোকের তুলনায় অধিক পাপী ছিল? আমি তোমাদের বলি, না, তাহা নয়; কিন্তু মন পরিবর্ত্তন না করিলে তোমরা
৪ সকলে সেইরূপে বিনষ্ট হইবে। অথবা শীলোহে স্থিত সেই উচ্চ গৃহ পড়িয়া যাওয়াতে যে আঠারোজন মারা পড়িল, তোমরা কি মনে করিতেছ তাহারা যিরূশালেমনিবাসী
৫ অন্যান্য সকলের তুলনায় অধিক অপরাধী ছিল? তোমাদের বলিতেছি, না, তাহা নয়; কিন্তু মন পরিবর্ত্তন না করিলে তোমরা সকলে সেইরূপে বিনষ্ট হইবে।

১ প্রেঃ ৫; ৩৭
২ যোঃ ৯; ২
৩ গীত ৭; ১২

৬ আর তিনি এই উপমাটি দিলেন, এক ব্যক্তির দ্রাক্ষাক্ষেত্রে একটি ডুমুরগাছ রোপিত হইয়াছিল; তিনি আসিয়া সেই
৭ গাছে ফলের অন্বেষণ করিয়া পাইলেন না। তখন তিনি

৬ লূক ৩; ৯
মথি ৩; ১০। ২১; ১৯
মার্ক ১১; ১৩

ক্ষেত্রের রক্ষককে বলিলেন, এই তিন বৎসর ধরিয়া আমি আসিয়া ডুমুর গাছে ফলের অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কিছুই পাইতেছি না; তুমি গাছটি কাটিয়া ফেল; কেন ইহা শুধু ভূমি
৮ অনর্থক নষ্ট করে। সে উত্তরে তাঁহাকে বলিল, প্রভু, এই বৎসরও ইহা থাকিতে দিন; আমি চারিদিক খুঁড়িয়া সার
৯ দিব, পরে ফল ধরে ভাল, নতুবা তাহা কাটিয়া ফেলিবেন।

৮ ২ পিঃ ৩; ৯, ১৫

বিশ্রামবারে একটি কুব্জা স্ত্রীলোককে যীশুর সুস্থিকরণ ও শিক্ষাদান

১০ তিনি বিশ্রামবারে এক সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতেছিলেন।
১১ সেখানে আঠারো বৎসর ধরিয়া দুর্ব্বলতার আত্মায় ক্লিষ্ট একটি স্ত্রীলোক ছিল; সে কুব্জা হইয়াছিল, একেবারে সোজা
১২ হইতে পারিত না। তাহাকে দেখিয়া যীশু আপনার নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, নারী, তোমার দুর্ব্বলতা হইতে তুমি মুক্ত
১৩ হইলে; আর তিনি তাহার উপরে হস্তার্পণ করিলেন; সে তখনই সোজা হইয়া দাঁড়াইল আর ঈশ্বরের মহিমা-প্রচার
১৪ করিতে লাগিল। কিন্তু বিশ্রামবারে যীশু সুস্থতা দান করিয়াছেন বলিয়া সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষ রুষ্ট হইয়া লোকদের বলিল, ছয়দিন আছে, সেই সমস্ত দিনে কাজ করা উচিত; সেই সমস্ত দিনে আসিয়া সুস্থতা লাভ কর, বিশ্রামবারে নয়।
১৫ কিন্তু প্রভু উত্তরে তাহাকে বলিলেন, ভণ্ডেরা, তোমরা প্রত্যেকেই কি বিশ্রামবারে আপন বলদ কিংবা গর্দ্দভ জাবের
১৬ পাত্র হইতে খুলিয়া জল খাওয়াইতে লইয়া যাও না? তবে অব্রাহামের এই কন্যা যাহাকে শয়তান আঠারো বৎসর ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে বিশ্রামবারে সেই বন্ধন
১৭ হইতে মুক্তি দেওয়া কি উচিত নয়? তিনি এই সকল কথা বলিলে তাঁহার বিপক্ষেরা সকলে লজ্জিত হইল; কিন্তু তাঁহার দ্বারা যে সমস্ত গৌরবের কার্য্য সাধিত হইতেছিল তাহাতে লোকেরা আনন্দিত হইল।

১৪ যাত্রা ২০; ৯
দ্বিঃ বিঃ ৫; ১৩
১৫ লূক ১৪; ৫
১৬ লূক ১৯; ৯
প্রেঃ ৩; ২৫

সরিষা-দানা ও খামি সম্বন্ধে উপমা

১৮ তখন তিনি বলিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য কিসের তুল্য?
১৯ কাহার সহিত তাহার তুলনা করিব? তাহা সরিষা-দানার তুল্য; একজন তাহা লইয়া আপন উদ্যানে বপন করিল; পরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইল, এবং 'আকাশের পাখীরা আসিয়া তাহার শাখাতে বাসা বাঁধিল'।
২০ তিনি আবার বলিলেন, কিসের সহিত ঈশ্বরের রাজ্যের

[১৮-২১ মথি ১৩; ৩১-৩৩ মার্ক ৪; ৩০-৩২]
১৯ দাঃ ৪; ১২, ২১
যিহিঃ ১৭; ২৩। ৩১; ৬

২১ তুলনা করিব? তাহা খামির তুল্য। একটি স্ত্রীলোক তাহা লইয়া তিন মান আটার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল; শেষে সমস্তই মাতিয়া উঠিল।

পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

২২ তিনি নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা ২৩ দিতে দিতে যিরূশালেম অভিমুখে যাইতেছিলেন। একজন তাঁহাকে বলিল, প্রভু, যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছে, তাহাদের ২৪ সংখ্যা কি অল্প? তিনি তাহাদের বলিলেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর; কারণ আমি তোমাদের বলিতেছি, অনেকেই প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, ২৫ কিন্তু পারিবে না। গৃহস্বামী উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিলে পর তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে বলিবে, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দ্বার খুলুন; তখন তিনি উত্তরে তোমাদের বলিবেন, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ ২৬ তাহা আমি জানি না। তোমরা তখন বলিতে থাকিবে, আপনার সাক্ষাতে আমরা পান-আহার করিয়াছি; আমাদের ২৭ রাস্তায় আপনি শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তিনি বলিবেন, তোমাদের বলিতেছি, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ জানি না; 'অধর্ম্মাচারী তোমরা, আমার নিকট হইতে দূর হও'। ২৮ যখন তোমরা দেখিবে, অব্রাহাম, ইস্‌হাক, যাকোব ও ভাববাদী সকলে ঈশ্বরের রাজ্যে আছেন, আর তোমরা বিতাড়িত ২৯ হইয়াছ, তখন তোমরা রোদন ও দন্ত-ঘর্ষণ করিবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ হইতে বহুলোক আসিয়া ঈশ্বরের ৩০ রাজ্যে ভোজনে বসিবে। বাস্তবিক যাহারা শেষে আছে তাহাদের কেহ কেহ প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম, তাহাদের কেহ কেহ শেষে পড়িবে।

২৪ মথি ৭; ১৩, ১৪ ফিলিঃ ৩; ১২ ১ তীমঃ ৬; ১২
২৫-২৬ মথি ২৫; ১১, ১২। ৭; ২২, ২৩
২৭ গীত ৬; ৮
২৮-২৯ মথি ৮; ১১, ১২
২৯ মালাঃ ১; ১১ যিশাঃ ৪৯; ১২। ৫৯; ১৯ গীত ১০৭; ৩ লূক ১৪; ১৫
৩০ মথি ১৯; ৩০

যিরূশালেমের উপর যীশুর খেদোক্তি

৩১ সেই সময়ে কয়েকজন ফরীশী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাও, কারণ হেরোদ ৩২ তোমাকে হত্যা করিতে চাহেন। তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরা গিয়া সেই শৃগালকে বল, আমি অদ্য ও কল্য মন্দ-আত্মা দূর করিতেছি ও সুস্থতা দান করিতেছি, এবং তৃতীয় ৩৩ দিবসে আমার অভীষ্ট সাধন করিব। তথাপি অদ্য, কল্য এবং পরদিনও আমাকে চলিতে হইবে, কারণ যিরূশালেমের বাহিরে কোন ভাববাদী বিনষ্ট হইবেন, ইহা হইতে পারে না।

৩৪ যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদীদের হত্যা করিয়াছ ও তোমার নিকট যাহারা প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের তুমি প্রস্তরাঘাত করিয়াছ। পক্ষীমাতা যেমন পক্ষের নীচে নিজের শাবকদের একত্র করে, তেমনই কতবার আমি তোমাদের সন্তানদের একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা ৩৫ সম্মত হইলে না। দেখ, 'তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য পরিত্যক্ত হইয়া রহিল'। কারণ আমি তোমাদের বলি, যেদিন পর্য্যন্ত তোমরা না বলিবে, 'যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য,' সেইদিন পর্য্যন্ত তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।

[৩৪-৩৫ মথি ২৩; ৩৭-৩৯]

৩৫ যির: ১২; ৭। ২২; ৫ গীত ৬৯; ২৫। ১১৮; ২৬

আহারের সময়ে দত্ত উপদেশ

১৪ তিনি এক বিশ্রামবারে ফরীশীদের একজন অধ্যক্ষের বাড়ীতে আহার করিতে গেলে তাহারা তাঁহার উপর সতর্ক ২ দৃষ্টি রাখিল। আব উদরী রোগগ্রস্ত একটি লোক তাঁহার ৩ সম্মুখে উপস্থিত হইল। যীশু আইনজ্ঞ ও ফরীশীদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, বিশ্রামবারে সুস্থ করা বিধেয় কি না? ৪ কিন্তু তাহারা নিরব হইল। তিনি লোকটিকে ধরিয়া তাহাকে ৫ সুস্থ কবিলেন ও বিদায় করিলেন; আর তাহাদের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কাহারও সন্তান কিংবা বলদ যদি কূপে পড়িয়া যায় তবে সে কি বিশ্রামবারেও ৬ তখনই তাহাকে তুলিয়া লয় না? তাঁহারা এই কথার কোন উত্তর তাঁহাকে দিতে পারিল না।

৭ নিমন্ত্রিত লোকে কিভাবে প্রধান স্থান মনোনীত করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি উপমা দিয়া তাহাদের ৮ বলিলেন, বিবাহ-ভোজে কাহারও দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে প্রধান স্থানে বসিও না; হয়ত তোমার অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ৯ ব্যক্তি তাহার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছে। আর যে তোমাকে ও তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে আসিয়া বলিবে, ইঁহাকে স্থান দাও। তাহাতে লজ্জিত হইয়া তুমি সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন- ১০ স্থান গ্রহণ করিতে যাইবে। কিন্তু তুমি যখন নিমন্ত্রিত হও, তখন সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্থানে গিয়া বসিও; তাহাতে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা আসিয়া তোমাকে বলিবে, বন্ধু, উচ্চতর স্থানে গিয়া বস। তখন যাহারা তোমার সহিত ভোজে বসিয়াছে সকলের ১১ সম্মুখে তোমার গৌরব হইবে। যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবে; আর যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

১ লূক ৬; ৬-১১। ১১; ৩৭

৫ লূক ১৩; ১৫ মথি ১২; ১১

৭ মথি ২৩; ৬

৮ হিতো: ২৫; ৬

১১ লূক ১৮; ১৪ মথি ২৩; ১২

১২ যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল তিনি তাহাকেও বলিলেন, দিনে কিংবা রাত্রিতে কোন ভোজের আয়োজন করিলে তোমার বন্ধুদের বা তোমার ভ্রাতাদের, বা তোমার আত্মীয়-স্বজন অথবা ধনী প্রতিবাসীদের ডাকিও না ; হয়ত তাহারাও তোমাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করিবে, আর তুমি সেইভাবে
১৩ প্রতিদান পাইবে। কিন্তু তুমি যখন ভোজের আয়োজন কর, তখন দরিদ্র, বিকলাঙ্গ, খঞ্জ ও অন্ধদের নিমন্ত্রণ কর;
১৪ আর তুমি ধন্য হইবে, কারণ তাহাদের এমন সঙ্গতি নাই যে তোমাকে প্রতিদান দিতে পারে; কিন্তু ধার্ম্মিকদের পুনরুত্থানের সময় তোমার প্রতিদান হইবে।

১৫ যাহারা তাঁহার সঙ্গে আহারে বসিয়াছিল তাহাদের একজন এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল, ঈশ্বরের রাজ্যে যে
১৬ রুটি আহার করিবে, সেই ধন্য। তিনি তাহাকে বলিলেন, একটি লোক বিরাট এক ভোজের আয়োজন করিয়া অনেককে
১৭ নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজের সময় হইলে তিনি তাঁহার একটি দাসকে দিয়া নিমন্ত্রিত লোকদের বলিয়া পাঠাইলেন,
১৮ আসুন, সমস্তই প্রস্তুত। তখন তাহারা সকলে একে একে এইভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল; প্রথমজন বলিল, আমি একখানি জমি কিনিয়াছি, তাহা দেখিতে যাওয়া প্রয়োজন,
১৯ তোমাকে অনুরোধ করি, আমাকে ক্ষমা কর। আর একজন বলিল, আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনিয়াছি, সেগুলি পরীক্ষা করিতে যাইতেছি; অনুরোধ করি, আমাকে ক্ষমা কর।
২০ আর একজন বলিল, আমি এইমাত্র বিবাহ করিয়াছি সুতরাং যাইতে পারিতেছি না।

২১ সেই দাস ফিরিয়া গিয়া প্রভুকে সমস্ত ব্যাপার জানাইল। তখন গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া দাসকে বলিলেন, শীঘ্র নগরের পথে পথে ও গলিতে গলিতে যাও, দরিদ্র, বিকলাঙ্গ, অন্ধ,
২২ ও খঞ্জদের এখানে লইয়া এস। পরে দাসটি বলিল, প্রভু, আপনি যাহা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা করা
২৩ হইয়াছে, তথাপি এখনও স্থান আছে। তখন প্রভু দাসকে বলিলেন, রাজপথে ও বেড়ার ধারে ধারে যাও, ভিতরে আসিতে লোকদের পীড়াপীড়ি কর, যেন আমার গৃহ পূর্ণ
২৪ হয়। কারণ আমি তোমাদের বলিতেছি, যাহাদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাহাদের একজনও আমার ভোজের আস্বাদ পাইবে না।

১৩ দ্বিঃ বিঃ ১৪; ২৯
১৪ যোঃ ৫; ২৯। ৬; ৪০। ১১; ২৪
১৫ লূক ১৩; ২৯ প্রঃ ১৯; ৯
[১৬-২৪ মথি ২২; ২-১০]
২০ ১ করিঃ ৭; ৩৩

শিষ্যত্ব গ্রহণের মূল্য

২৫ বহু লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল; তখন তিনি
২৬ তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, যে আমার নিকট আসে, অথচ আপন পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী, এমন কি আপন প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, সে আমাব শিষ্য
২৭ হইতে পারে না। নিজের ক্রুশ বহন করিয়া যে আমার অনুসরণ না করে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।

[২৬-২৭ মথি ১০; ৩৭, ৩৮]
২৬ দ্বিঃ বিঃ ৩৩; লূক ১৮; ২৯, ৩০ যোঃ ১২; ২৫
২৭ লূক ৯, ২৩

২৮ তোমাদের মধ্যে কেহ উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চাহিলে, প্রথমে বসিয়া সে কি হিসাব করিয়া দেখে না, সমাপ্ত করিবার
২৯ সঙ্গতি তাহার আছে কি না? নতুবা ভিত্তি স্থাপন করিবার পর সে যদি শেষ করিতে না পারে, তবে যাহারা দেখিবে
৩০ সকলে হয়ত তাহাকে এই বলিয়া উপহাস করিবে, এই লোক নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু শেষ করিতে পারিল না।
৩১ অথবা কোন রাজা অপর এক রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে, প্রথমে বসিয়া তিনি কি বিবেচনা করেন না, কুড়ি হাজার সৈন্য লইয়া যে রাজা তাঁহাব বিরুদ্ধে আসিয়াছেন, দশ হাজার সৈন্য লইয়া তিনি তাঁহার প্রতিরোধ করিতে
৩২ পারেন কি না? যদি না পারেন, সেই অপরজন দূরে থাকিতেই তিনি দূত পাঠাইয়া সন্ধির সর্ত্ত জানিয়া লইবেন।
৩৩ সেইভাবে তোমাদের মধ্যে যে কেহ আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।

৩৪ লবণ ভাল জিনিস, কিন্তু লবণই যদি স্বাদহীন হইয়া যায়
৩৫ তবে তাহা কিসের দ্বারা স্বাদযুক্ত করা যাইবে? তাহা না জমির জন্য, না সারকুড়ের জন্য উপযুক্ত; লোকে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দেয়। যাহার শুনিবার কান থাকে সে শুনুক।

৩৪ মথি ৫; ১৩ মার্ক ৯; ৫০

হারান মেষ, হারান সিকি ও হারান পুত্র সম্বন্ধে উপমা-কথা

১৫ কর-গ্রাহক ও পাপীরা তাঁহার কথা শুনিবার জন্য
২ তাঁহার নিকট আসিতেছিল। সেজন্য ফরীশীরা ও গুরুরা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, লোকটা সাদরে পাপীদের
৩ গ্রহণ করে, ও তাহাদের সহিত আহারাদি করে। তখন
৪ তিনি তাহাদের এই উপমাটি দিলেন; তোমাদের কাহারও যদি একশত মেষ থাকে, এবং তাহার একটি যদি হারাইয়া যায়, তখন সে কি নিরানব্বইটি মেষ প্রান্তরে ছাড়িয়া যে পর্য্যন্ত সে হারান মেষটিকে না পায় তাহার অন্বেষণ করে না?

১, ২ লূক ৫; ২৯,
৩ মথি ১০; ৬। ১৫; ২৪
[৪-৭ মথি ১৮; ১২-১৪]
৪ যিহিঃ ৩৪; ১১, ১৬ লূক ১৯; ১০

৫ তাহা খুঁজিয়া পাইলে সে আনন্দিত হইয়া কাঁধে তুলিয়া লয়,
৬ এবং গৃহে আসিয়া বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবাসীদের ডাকিয়া একত্র করিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দিত হও, কারণ আমার যে
৭ মেষটি হারাইয়া গিয়াছিল তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছি। আমি তোমাদের বলিতেছি, একজন পাপী মনপরিবর্ত্তন করিলে তাহার বিষয়ে স্বর্গে সেইরূপে আনন্দ হইবে; যাহাদের মনপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই এমন নিরানব্বই জন ধার্ম্মিক লোকের বিষয় তত আনন্দ হইবে না।

৭ লূক ৫; ৩২

৮ অথবা কোন স্ত্রীলোকের যদি দশটি রৌপ্যমুদ্রা থাকে ও একটি হারাইয়া যায়, তবে সে কি প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ঝাঁট দিয়া যে পর্য্যন্ত তাহা না পায়, ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখে
৯ না? আর খুঁজিয়া পাইলে পর সে বান্ধবী ও প্রতিবাসীদের ডাকিয়া একত্র করিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দিত হও, কারণ আমি যে মুদ্রাটি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা
১০ খুঁজিয়া পাইয়াছি। আমি তোমাদের বলিতেছি, একজন পাপী মনপরিবর্ত্তন করিলে তাহার বিষয়ে ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাতে সেইরূপে আনন্দ হয়।

১০ ইফিঃ ৩; ১০

১১ তিনি আরও বলিলেন, একজন লোকের দুই পুত্র ছিল;
১২ তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠটি পিতাকে বলিল, পিতা, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তাহা আমাকে দাও। তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে নিজের সর্ব্বস্ব ভাগ করিয়া দিলেন।
১৩ কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করিয়া লইয়া* দূরদেশে চলিয়া গেল; সেখানে অমিতাচারে দিন কাটাইয়া
১৪ নিজের সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। যখন সে সমস্তই ব্যয় করিয়াছে তখন সেই দেশের সর্ব্বত্র ভারি দুর্ভিক্ষ হইল, আর
১৫ সে অভাবে পড়িল। তখন সে গিয়া সেই দেশের একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গলগ্রহ হইয়া পড়িল; আর সেই লোক তাহাকে শূকর চরাইবার জন্য নিজের মাঠে পাঠাইয়া দিল।
১৬ শূকরে যে শুঁটি খাইত তাহাই সে পেট ভরিয়া খাইতে ইচ্ছা করিত, আর কেহই তাহাকে দিত না।

১৩ হিতোঃ ২৯; ৩

১৭ পরে বিচার-বুদ্ধি ফিরিয়া পাইয়া সে বলিল, আমার পিতার কত মজুরই না প্রচুর খাদ্য পাইতেছে, আর আমি কি না এখানে
১৮ ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আমার পিতার কাছে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতা, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং আপনার সাক্ষাতে
১৯ আমি পাপ করিয়াছি; আমি আর আপনার পুত্র নামের যোগ্য
২০ নই; আপনার একজন মজুরের মত আমাকে রাখুন। সে

১৮ যিরঃ ৩; ১২, ১৩
গীত ৫১; ৪

* মূল ভাষায় শব্দটির এই অর্থও হয় 'সমস্তই নগদ টাকায় পরিণত করিয়া'

উঠিয়া তাহার পিতার নিকট চলিল; সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন
২১ করিতে লাগিলেন। পুত্র তাঁহাকে বলিল, পিতা, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও আপনার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি
২২ আর আপনার পুত্র নামের যোগ্য নই। কিন্তু পিতা দাসদের বলিলেন, শীঘ্র উৎকৃষ্ট বস্ত্র আনিয়া ইহাকে পরাইয়া দাও
২৩ এবং ইহার হাতে আংটি ও পায়ে জুতা দাও; আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি আনিয়া মার; আমরা আহার করিয়া আমোদ-প্রমোদ
২৪ করি; কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে; হারাইয়া গিয়াছিল, আবার পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তাহারা আমোদ-প্রমোদ করিতে আরম্ভ করিল।

২৪ ইফিঃ ২; ১, ৫। ৫; ১৪

২৫ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল; সে আসিতে আসিতে বাড়ীর নিকট পৌঁছিয়া বাদ্যের ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে
২৬ পাইল। সে একজন দাসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল সেই
২৭ সমস্ত কি। দাস তাহাকে বলিল, আপনার ভাই আসিয়াছেন, আর আপনার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিয়াছেন, কারণ
২৮ তিনি তাঁহাকে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া পাইয়াছেন। সে ক্রুদ্ধ হইয়া ভিতরে যাইতে চাহিল না; তাহাতে তাহার পিতা
২৯ বাহিরে আসিয়া তাহাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। সে উত্তরে পিতাকে বলিল, দেখুন, এত বৎসর আমি আপনার সেবা করিয়া আসিতেছি, আপনার আদেশ কখনও লঙ্ঘন করি নাই; তথাপি আপনি বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্য একটি ছাগবৎসও কখনও আমাকে দেন নাই;
৩০ কিন্তু আপনার এই যে পুত্র গণিকাদের সঙ্গে আপনার সর্ব্বস্ব খাইয়া ফেলিয়াছে, সে যখন আসিল, তাহার জন্য
৩১ আপনি হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছ, আর আমার যাহা কিছু
৩২ আছে সমস্তই তোমার। আমাদের আনন্দিত হইয়া আমোদ-প্রমোদ করা উচিত হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে; সে হারাইয়া গিয়াছিল আবার তাহাকে পাওয়া গিয়াছে।

৩১ যোঃ ১৭; ১০

ধন প্রভৃতি বিষয়ে যীশুর বিবিধ শিক্ষা

১৬ তিনি আপন শিষ্যদের ইহাও বলিলেন, কোন এক ধনী ব্যক্তির এক ধনাধ্যক্ষ ছিল; সে তাঁহার সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া প্রভুর নিকটে অভিযুক্ত হইল।

২ তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার নামে এ কি শুনিতেছি? তোমার ধনাধ্যক্ষপদের হিসাব দাও, কারণ ৩ তুমি আর ধনাধ্যক্ষ থাকিতে পারিবে না। ধনাধ্যক্ষ মনে মনে বলিল, কি করি? আমার প্রভু ধনাধ্যক্ষের কার্য্যভার আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেছেন; মাটি কাটিবার সামর্থ্য আমার নাই, ভিক্ষা করিতে আমার লজ্জা হয়। ৪ ধনাধ্যক্ষপদ হইতে পদচ্যুত হইলে লোকে যাহাতে তাহাদের গৃহে আমাকে গ্রহণ করে, এজন্য কি করিব তাহা আমি ৫ বুঝিলাম। পরে সে তাহার প্রভুর প্রত্যেক দেনদারকে ডাকিয়া প্রথমজনকে বলিল, আমার প্রভুর কাছে তোমার ঋণ কত? ৬ সে বলিল, একশত বাথ্* তৈল। ধনাধ্যক্ষ তাহাকে বলিল, ৭ তোমার ঋণপত্র লও; শীঘ্র বসিয়া পঞ্চাশ লিখ। পরে সে আর একজনকে বলিল, তোমার ঋণ কত? সে বলিল, একশত কোর্* গম। সে তাহাকে বলিল, তোমার ঋণপত্র লইয়া ৮ আশি লিখ। প্রভু সেই অবিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষকে এই কারণে প্রশংসা করিলেন যে সে বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিল। বাস্তবিক সমকালীন লোক সম্পর্কে একালের সন্তানেরা দীপ্তির সন্তানদের অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান।

৯ এইজন্য আমি তোমাদের বলিতেছি, আপনাদের জন্য অধর্ম্মের ধন দ্বারা মিত্র লাভ কর যেন উহা শেষ হইলে তাহারা চিরস্থায়ী আবাসে তোমাদের গ্রহণ করে।

১০ সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, বড় ব্যাপারেও সে বিশ্বস্ত হইবে; সামান্য ব্যাপারে যে অবিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও ১১ অবিশ্বস্ত হইবে। সুতরাং তোমরা যদি অধর্ম্মের ধন সম্বন্ধে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে বিশ্বাস করিয়া প্রকৃত ধন ১২ তোমাদের কাছে অর্পণ করিবে? অপরের জিনিস সম্বন্ধে যদি বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে তোমাদের নিজেদের যাহা, তাহা কে তোমাদের দিবে?

১৩ কোন ভৃত্যই দুই প্রভুর দাসত্ব করিতে পারে না; কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা করিয়া অপরকে প্রেম করিবে, না হয় একজনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অপরকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর এবং ধনের দাসত্ব করিতে পার না।

১৪ ফরীশীরা এই সমস্ত কথা শুনিতে পাইল, এবং তাহারা অর্থপ্রিয় ছিল বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল।

৮ ইফিঃ ৫; ৮
১ থিষঃ ৫; ৫

৯ লূক ১৪; ১৪
মথি ৬; ২০। ১৯; ২১
১ তীমঃ ৬; ১৭-১৯

১০ লূক ১৯; ১৭

১৩ মথি ৬; ২৪

* সেইকালে তরল পদার্থের জন্য বাথ্' ও শুষ্ক বস্তুর জন্য 'কোর্' প্রচলন ছিল। (বাথ্ প্রায় ১ মণ ও কোর্ প্রায় ১০ মণের সমতুল্য)

১৫ তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরা মানুষের সাক্ষাতে নিজেদের ধার্ম্মিক দেখাইয়া থাক, ঈশ্বর কিন্তু তোমাদের অন্তঃকরণ জানেন; কারণ মনুষ্যদের মধ্যে যাহা উন্নত, তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য।

১৬ বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীরা যোহনের সময় পর্য্যন্তই ছিল; তখন হইতে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে এবং প্রত্যেকেই বলপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিতেছে।

১৭ বিধি-ব্যবস্থার এক মাত্রা পড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং আকাশ ও পৃথিবীর লোপ পাওয়া সহজ।

১৮ যে কেহ আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আর একজনকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; আর যে কেহ স্বামীত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে সেও ব্যভিচার করে।

১৯ এক ধনবান লোক ছিল; সে বেগুনে কাপড় ও মসৃণ বস্ত্র পরিধান করিত। আর প্রতিদিন মহা আড়ম্বরে আমোদ-
২০ প্রমোদ করিত। তাহার বহির্দ্বারে লাসার নামে এক কাঙ্গালীকে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত;
২১ এবং সেই ধনবানের মেজ হইতে যাহা পড়িত, সে তাহা খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করিত। কুকুরও আসিয়া তাহার ক্ষত চাটিত।

২২ কালক্রমে সেই কাঙ্গালী মরিয়া গেল এবং স্বর্গদূতেরা তাহাকে লইয়া গিয়া অব্রাহামের বক্ষস্থলে রাখিলেন। সেই
২৩ ধনবানও মরিল ও সমাধি-প্রাপ্ত হইল; পাতালে যন্ত্রণার মধ্যে সে উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দূর হইতে অব্রাহামকে ও তাঁহার বক্ষস্থলে
২৪ লাসারকে দেখিতে পাইল। তাহাতে সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, পিতা অব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন; লাসারকে পাঠাইয়া দিন, সে যেন অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করে, কারণ এই অগ্নি-শিখার যন্ত্রণায় আমি কাতর।
২৫ কিন্তু অব্রাহাম বলিলেন, বৎস, স্মরণ কর, তোমার জীবন-কালে তুমি সুখভোগ করিয়াছ; লাসার তেমনই দুঃখভোগ করিয়াছে। এখন সে এই স্থানে সান্ত্বনা পাইতেছে, কিন্তু
২৬ তুমি যন্ত্রণায় কাতর। তাহা ছাড়া আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান স্থাপিত হইয়াছে, যেন এই স্থান হইতে যাহারা তোমাদের নিকটে পার হইয়া যাইতে চায় তাহারা যাইতে না পারে, এবং সেই স্থান হইতে পার হইয়া
২৭ লোকেরা আমাদের নিকটে না আসে। সে বলিল, তবে আপনাকে অনুরোধ করি, পিতা, আমার পিতার গৃহে তাহাকে
২৮ পাঠাইয়া দিন; কারণ আমার পাঁচটি ভাই রহিয়াছে; যাহাতে

১৫ লূক ১৮; ৯-১৪
মথি ২৩; ২৮
১ শমূঃ ১৬; ৭
[illegible]
হিব্রোঃ ২১; ২
১৬ মথি ১১; ১২, ১৩
১৭ মথি ৫; ১৮
লূক ২১; ৩৩
১৮ মথি ৫; ৩২। ১৯; ৯
২১ মথি ১৫; ২৭

তাহারাও এই যন্ত্রণার স্থানে না আসে এইজন্য সে যেন
২৯ তাহাদের সতর্ক করিয়া দেয়। অব্রাহাম তাহাকে বলিলেন, মোশি ও ভাববাদীরা তাহাদের কাছে আছেন, তাঁহাদের
৩০ কথা তাহারা শ্রবণ করুক। সে বলিল, না, পিতা অব্রাহাম, বরং মৃতদের মধ্য হইতে কেহ তাহাদের নিকটে গেলে,
৩১ তাহারা মনপরিবর্ত্তন করিবে। কিন্তু তিনি বলিলেন, তাহারা যদি মোশি ও ভাববাদীদের কথা শ্রবণ না করে, তবে মৃতদের মধ্য হইতে কেহ পুনরুত্থিত হইলেও তাহারা তাহার কথা শুনিবে না।

২৯ ২তীমঃ ৩; ১৬
৩১ যোঃ ৫; ৪৫-৪৭

১৭

যীশু তাঁহার শিষ্যদের আরও বলিলেন, বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না, ইহা অসম্ভব; কিন্তু হায়, সেই দুর্ভাগ্য, যাহার
২ দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই ক্ষুদ্রগণের একজনেরও বিঘ্ন-স্বরূপ হওয়া অপেক্ষা বরং গলায় জাঁতা বাঁধিয়া সমুদ্রে
৩ নিক্ষিপ্ত হওয়া সেই মানুষের পক্ষে ভাল। তোমরা আপনাদের বিষয় সতর্ক থাক।

তোমার ভ্রাতা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিলে, তাহাকে অনুযোগ কর, আর সে যদি অনুতাপ করে, তবে তাহাকে ক্ষমা কর।
৪ সে যদি দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, আর দিনে সাতবার তোমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলে, অনুতাপ করিলাম, তাহা হইলে তুমি তাহাকে অবশ্য ক্ষমা করিবে।

৫ প্রেরিতেরা প্রভুকে বলিলেন, আমাদের বিশ্বাস বর্দ্ধিত করুন।
৬ প্রভু বলিলেন, সরিষা-দানার তুল্য যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই স্থকামিন গাছটিকে আমূল উৎপাটিত হইয়া সমুদ্রে রোপিত হইতে বলিলে, গাছটি তোমাদের আদেশ পালন করিবে।

৭ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তাহার দাস হাল বহিয়া বা মেষ চরাইয়া মাঠ হইতে ঘরে আসিলে, তাহাকে
৮ বলিবে, তুমি এখনই আসিয়া আহার কর? বরং সে কি তাহাকে বলে না, আমার আহারের আয়োজন কর; আমি যতক্ষণ পান-আহার করি ততক্ষণ কটিবন্ধন করিয়া আমার
৯ পরিচর্য্যা কর; পরে তুমি পান-আহার করিবে? দাসটি আদেশানুসারে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া সে কি তাহাকে ধন্যবাদ
১০ জানায়? আমার মনে হয় না। সেইভাবে আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য করিবার পর তোমরাও বলিও, আমরা অযোগ্য দাস, আমাদের কর্ত্তব্য যাহা, তাহাই করিয়াছি।

২ মথি ১৮; ৬, ৭
৩ মথি ১৮; ১৫
৪ মথি ১৮; ২১, ২২
৫ মার্ক ৯; ২৪
৬ মথি ১৭; ২০। ২১: ২১

দশজন কুষ্ঠ-রোগীকে যীশুর আরোগ্যদান

১১ যিরূশালেম অভিমুখে যাইবার সময়ে তিনি শমরিয়া ও
১২ গালীল দেশের মধ্যস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি এক গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় দশজন কুষ্ঠ-রোগীর
১৩ সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া, উচ্চকণ্ঠে
১৪ বলিল, যীশু, প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া করুন। তাহাদের দেখিয়া তিনি বলিলেন, যাও, পুরোহিতদের কাছে নিজেদের
১৫ দেখাও। যাইতে যাইতে তাহারা শুচি হইল। তাহাদের একজন যখন দেখিল সে সুস্থ হইয়াছে, তখন সে উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল,
১৬ এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল; সেই
১৭ লোকটি শমরীয় ছিল। যীশু উত্তরে বলিলেন, দশজনকে কি
১৮ শুচি করা হয় নাই? তবে সেই নয়জন কোথায়? এই বিজাতীয় ভিন্ন এমন কাহাকেও কি পাওয়া গেল না যে
১৯ ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করে? পরে তিনি তাহাকে বলিলেন, উঠ, চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করিয়াছে।

১১ লূক ৯; ৫১। ১৩; ২২
১২ লেবীঃ ১৩; ৪৬
১৪ লূক ৫, ১৪ লেবীঃ ১৩, ৪৯। ১৪; ২ ৩
১৮ যোঃ ৯; ২৪ প্রেঃ ৩; ৮
১৯ লূক ৭; ৫০। ১৮; ৪২

ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন

২০ ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসিবে ফরীশীদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাহাদের বলিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য দৃশ্যমান
২১ হইয়া আসে না। লোকে বলিবে না, এখানে দেখ, বা ওখানে দেখ, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে।
২২ তিনি তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, এমন সময় আসিবে যখন তোমরা মনুষ্য-পুত্রের জীবনকালের একটি দিন দেখিতে
২৩ চাহিবে কিন্তু দেখিতে পাইবে না। লোকে তোমাদের বলিবে, এখানে দেখ, ওখানে দেখ; যাইও না, তাহাদের
২৪ পিছনে পিছনে ছুটিও না। বিদ্যুত-ঝলক চমকাইয়া যেমন আকাশের নীচে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত করে, মনুষ্য-পুত্র আপনার দিনে সেইপ্রকারে প্রতীয়মান
২৫ হইবেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহাকে অনেক দুঃখভোগ করিতে হইবে এবং এই যুগের লোকদের দ্বারা অগ্রাহ্য হইতে
২৬ হইবে। নোহের সময়ে যেমন ঘটিয়াছিল, মনুষ্য-পুত্রের
২৭ সময়েও তেমনই ঘটিবে। নোহ যেদিন জাহাজে প্রবেশ করিলেন সেইদিন পর্য্যন্ত লোকে পান-আহার করিত, বিবাহ করিত ও বিবাহিতা হইত; আর প্লাবন আসিয়া সকলকে
২৮ বিনষ্ট করিল। সেইরূপে লোটের সময়ে যেমন হইয়াছিল,—

২০ যোঃ ১৮; ৩৬ লূক ১৯; ১১
২১ মথি ২৪; ২৩ লূক ১০; ৯ ১১; ২০
২৩, ২৪ লূক ২১; ৮ ২৪; ২৬, ২৭
২৫ লূক ৯; ২২
২৬ মথি ২৪ ৩৯
২৭ আদি ৭; ৭-২৩

লোকে পান-আহার, ক্রয়-বিক্রয়, বৃক্ষ-রোপণ ও গৃহনির্ম্মাণ
২৯ করিত; কিন্তু যেদিন লোট সদোম হইতে বাহির হইলেন, সেইদিন আকাশ হইতে অগ্নি ও গন্ধকের বৃষ্টি আসিয়া
৩০ সকলকে বিনষ্ট করিল,—মনুষ্য-পুত্র যেদিন প্রকাশিত হইবেন
৩১ সেইদিন এইপ্রকার ঘটিবে। সেইদিন কেহ যদি ছাদের উপরে থাকে, আর তাহার জিনিস-পত্র গৃহে থাকে, তবে সেই সমস্ত লইবার জন্য সে নীচে না নামুক; আর যে ক্ষেত্রে
৩২ থাকে, সেও সেইভাবে ফিরিয়া না আসুক। লোটের স্ত্রীর কথা স্মরণ কর।

৩৩ যে কেহ আপন প্রাণ নিজের অধিকারে রাখিতে চেষ্টা করে, সে তাহা হারাইবে; আর যে কেহ আপন প্রাণ হারায়,
৩৪ সে তাহা বাঁচাইয়া রাখিবে। আমি তোমাদের বলিতেছি, সেই রাত্রিতে দুইজনে এক বিছানায় থাকিবে, একজনকে লইয়া যাওয়া হইবে, আর অন্যজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে;
৩৫ দুইজন স্ত্রীলোক একত্র হইয়া জাঁতা পিষিবে, একজনকে লইয়া যাওয়া হইবে, আর অন্যজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। *
৩৭ তাঁহারা তাঁহাকে উত্তরে বলিলেন, প্রভু, কোথায় এরূপ ঘটিবে? তিনি তাঁহাদের বলিলেন, যেখানে শব থাকিবে, সেখানে শকুন একত্র হইবে।

২৯ আদি ১৯; ২৪, ২৫
৩১ মথি ২৪, ১৭, ১৮
৩২ আদি ১৯; ২৬
৩৩ লূক ৯; ২৪
৩৫ মথি ২৪; ৪০, ৪১
৩৭ ইয়োব ৩৯; ৩০ মথি ২৪; ২৮

প্রার্থনা বিষয়ে শিক্ষা।

১৮ নিরুৎসাহ না হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বদা প্রার্থনা করা উচিত, এই মর্ম্মে তিনি তাঁহাদের একটি উপমা দিলেন।
২ তিনি বলিলেন, এক নগরে এক বিচারক ছিল, সে ঈশ্বরকে
৩ ভয় করিত না, মনুষ্যকেও মান্য করিত না। সেই নগরে এক বিধবা ছিল, সে তাহার নিকট বার বার আসিয়া বলিত,
৪ আমার বিপক্ষের বিরুদ্ধে সুবিচারের ব্যবস্থা করুন। বিচারক কিছুকাল পর্য্যন্ত সম্মত হইল না; কিন্তু সে পরে মনে মনে বলিল, আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, মনুষ্যকেও মান্য করি
৫ না, তথাপি এই বিধবা আমাকে বিরক্ত করিতেছে; সুতরাং সে যেন বার বার আসিয়া শেষপর্য্যন্ত আমাকে নিপীড়িত না
৬ করে সেইজন্য আমি তাহার সুবিচারের ব্যবস্থা করিব। প্রভু
৭ বলিলেন, শুন, অধার্ম্মিক বিচারক কি বলে। তবে যাহারা দিবারাত্র তাঁহাকে ডাকে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের সুবিচারের ব্যবস্থা করিবেন না? তিনি কি তাহাদের

১ রোঃ ১২; ১২ কলঃ ৪; ২ ১ থিষঃ ৫; ১৭
৫ লূক ১১, ৭, ৮

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই কথা ৩৬ পদরূপে পাওয়া যায়: 'দুইজন ক্ষেত্রে থাকিবে, একজনকে লইয়া যাওয়া হইবে, আর অন্যজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে'

৮ সম্বন্ধে দীর্ঘসূত্র হইবেন? আমি তোমাদের বলিতেছি, ব্যবস্থা করিবেন, এমন কি শীঘ্রই করিবেন। কিন্তু মনুষ্য-পুত্র যখন আসিবেন, তিনি কি পৃথিবীতে বিশ্বাসের সন্ধান পাইবেন?

ধার্ম্মিক কে? ফরীশী ও কর-গ্রাহকের উপমা

৯ যাহারা অন্য সকলকে তুচ্ছ করিয়া নিজেদের ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় করিত তাহাদের তিনি এই উপমা দিলেন,—
১০ দুইজন লোক প্রার্থনা করিবার জন্য মন্দিরে গেল; একজন
১১ ফরীশী আর একজন কর-গ্রাহক। ফরীশী দাঁড়াইয়া এরূপ স্বগত প্রার্থনা করিল, ঈশ্বর, তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই যে, আমি অন্য সকল লোকের মত নই, প্রতারক, অন্যায়ী,
১২ ব্যভিচারী কিম্বা এই কর-গ্রাহকের মতও নই; আমি সপ্তাহে দুইবার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি।
১৩ কিন্তু কর-গ্রাহক দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চাহিল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে বলিল,
১৪ ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি সদয় হও। আমি তোমাদের বলিতেছি, এই লোকটি ধার্ম্মিক গণ্য হইয়া নিজ গৃহে গেল, সেই অপর লোকটি নয়; কারণ যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

১১ যিশাঃ ৫৮; ২, ৩ লূক ১৬; ১৫
১২ মথি ২৩; ২৩
১৩ গীত ৫১; ১-৪
১৪ লূক ১৪; ১১ মথি ২৩; ১২ যিহিঃ ২১; ২৬

শিশুদের প্রতি যীশুর স্নেহ

১৫ লোকেরা আপনাদের ছোট শিশুদেরও তাঁহার নিকট আনিল যেন তিনি তাহাদের স্পর্শ করেন। তাহা দেখিয়া
১৬ শিষ্যেরা তাহাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যীশু কিন্তু তাহাদের নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, শিশুদের আমার নিকটে আসিতে দাও, বারণ করিও না; কারণ ঈশ্বরের রাজ্য এই-
১৭ প্রকার লোকদেরই। তোমাদের সত্যই বলিতেছি, যে কেহ শিশুর ন্যায় ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কিছুতেই তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

১৫-১৭ মথি ১৯; ১৩-১৫ মার্ক ১০; ১৩-১৬
১৭ মথি ১৮; ৩

ধনবানের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর

১৮ একজন অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সদ্‌গুরু, কি
১৯ করিলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব? যীশু তাহাকে বলিলেন, আমাকে সৎ বলিতেছ কেন? একজন ব্যতীত সৎ
২০ আর কেহই নাই, তিনি ঈশ্বর। তুমি আজ্ঞাগুলি জান,

১৮-৩০ মথি ১৯; ১৬-২৯ মার্ক ১০; ১৭-৩০
২০ যাত্রা ২০; ১২-১৬ দ্বিঃ বিঃ ৫; ১৬-২০

'ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না,
২১ মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতামাতাকে সম্মান করিও'। সে বলিল,
২২ বাল্যকাল হইতে এই সমস্ত পালন করিয়া আসিতেছি। ইহা শুনিয়া যীশু তাহাকে বলিলেন, তোমার এখনও একটি কাজ অবশিষ্ট আছে; তোমার যাহা কিছু আছে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদের বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে ধনলাভ করিবে;
২৩ আর এস, আমার অনুসরণ কর। লোকটি একথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল, কারণ তাহার প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল।

২২ মথি ৬; ২০

২৪ তাহাকে এইভাবে দুঃখিত দেখিয়া যীশু বলিলেন, যাহাদের ধন-সম্পত্তি আছে তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা
২৫ কেমন দুষ্কর। বাস্তবিক ধনীর স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা
২৬ বরং সূচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ করা সহজ। যাহারা এই কথা শুনিল তাহারা বলিল, তাহা হইলে কে পরিত্রাণ
২৭ পাইবে? তিনি বলিলেন, মানুষের পক্ষে যাহা অসাধ্য, তাহা ঈশ্বরের পক্ষে সাধ্য।

২৮ তাহাতে পিতর বলিলেন, দেখুন, আমরা আমাদের গৃহ
২৯ ত্যাগ করিয়া আপনার অনুসরণ করিয়াছি। তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমাদের সত্য বলিতেছি, যাহারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য গৃহ, স্ত্রী, ভ্রাতা, পিতামাতা, কি সন্তান ত্যাগ করিয়াছে,
৩০ তাহাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে ইহলোকে ইহার বহুগুণ, এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন না পাইবে।

২৯ লূক ১৪; ২৬

আপন মৃত্যুবিষয়ে যীশুর তৃতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী

[৩১-৩৪ মথি ২০; ১৭-১৯ মার্ক ১০; ৩২-৩৪]

৩১ তখন যীশু সেই বারোজনকে একান্তে লইয়া তাঁহাদের বলিলেন, এখন আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি; ভাববাদীদের দ্বারা মনুষ্য-পুত্রের বিষয়ে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, সেই
৩২ সমস্তই পূর্ণ হইবে। কারণ তিনি বিজাতীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে,
৩৩ তাঁহাকে অপমান করিবে, তাঁহার গাত্রে থুথু দিবে; এবং কোড়া দ্বারা প্রহার করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে; তৃতীয় দিনে
৩৪ তিনি উত্থাপিত হইবেন। তাঁহারা এই সমস্ত কিছুই বুঝিলেন না, তাঁহার এই কথা তাঁহাদের নিকট গুপ্ত রহিল এবং যাহা বলা হইতেছে, তাহার মর্ম্ম তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিলেন না।

৩২ লূক ৯; ২২, ৪৪। ১৭; ২৫
৩৩ মার্ক ৯; ৩১
৩৪ মার্ক ৯; ৩২ লূক ৯; যোঃ ১২; ১৬

যিরীহোতে একজন অন্ধকে চক্ষুদান

[৩৫-৪৩ মথি ২০; ২৯-৩৪ মার্ক ১০; ৪৬-৫২]

৩৫ তিনি যখন যিরীহো নগরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন একজন অন্ধ পথের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছিল;

৩৬ জনতা সেই স্থান দিয়া যাইতেছে শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,
৩৭ ব্যাপার কি। লোকে তাহাকে বলিল, নাসরতীয় যীশু সেই
৩৮ পথে যাইতেছেন। সে চীৎকার করিয়া বলিল, দায়ূদ-সন্তান
৩৯ যীশু, আমার প্রতি দয়া করুন। যাহারা অগ্রে অগ্রে চলিতে-
ছিল, তাহারা তাহাকে ধমক দিয়া চুপ করিতে বলিল, কিন্তু
সে আরও বেশী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, দায়ূদ-
৪০ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। তখন যীশু স্থির হইয়া
দাঁড়াইলেন ও তাহাকে নিকটে আনিতে আদেশ দিলেন;
সে নিকটে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি
৪১ চাও? তোমার জন্য কি করিব? সে বলিল, প্রভু, যেন
৪২ আবার দেখিতে পাই। যীশু বলিলেন, আবার দৃষ্টিলাভ কর;
৪৩ তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিয়াছে; তখনই সে আবার
দেখিতে পাইল, এবং ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে করিতে
তাঁহার অনুসরণ করিল। তাহা দেখিয়া সকলে ঈশ্বরের
প্রশংসা করিল।

৪২ লূক ৭; ৫০। ১৭; ১৯

সক্কেয়ের মনপরিবর্ত্তন

১৯ তিনি যিরীহোতে প্রবেশ করিয়া নগরের মধ্য দিয়া
২ যাইতেছিলেন; সেই স্থানে সক্কেয় নামে এক ব্যক্তি ছিল; সে
৩ একজন প্রধান করগ্রাহক এবং সে ধনবান ছিল; আর যীশু কে
তাহা দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সে খর্ব্বকায় বলিয়া
৪ ভিড়ের জন্য দেখিতে না পাইয়া সে দৌড়িয়া অগ্রে গিয়া তাঁহাকে
দেখিবার আশায় একটি সুকমোর গাছে উঠিল, কারণ সেই পথ
৫ দিয়াই যীশুর যাইবার কথা ছিল। যীশু সেখানে পেঁৗছিয়া
উপরের দিকে চাহিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে
বলিলেন, সক্কেয়, শীঘ্র নামিয়া এস, কারণ আজ তোমার
৬ বাড়ীতে আমাকে থাকিতে হইবে। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া
৭ আসিল এবং আনন্দের সহিত তাঁহার আতিথ্য করিল। ইহা
দেখিয়া সকলে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, ইনি পাপিষ্ঠ
লোকের বাড়ীতে গিয়া বসতি করিলেন।

৮ সক্কেয় দাঁড়াইয়া প্রভুকে বলিল, প্রভু, দেখুন, আমার
সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আমি দরিদ্রদের দান করিতেছি; আর যদি
অন্যায় করিয়া কাহারও কিছু লইয়া থাকি, তাহার চতুর্গুণ
৯ ফিরাইয়া দিতেছি। যীশু তাহাকে বলিলেন, আজ এই
গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হইল; এ বাস্তবিক অব্রাহামের একটি
১০ সন্তান। কারণ 'যাহা হারাইয়া গিয়াছে তাহার অন্বেষণ
করিতে' ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্য-পুত্র আসিয়াছেন।

৩ যোঃ ১২; ২১
৭ লূক ১৫; ২
৮ যাত্রা ২২; ১ ২ শমূঃ ১২; ৬
৯ লূক ১৩; ১৬ প্রেঃ ৩; ২৫। ১৬; ৩১
১০ যিহিঃ ৩৪; ১৬ যোঃ ৩; ১৭ লূক ৫; ৩২। ১৫; ৪ ১ তীমঃ ১; ১৫

দশটি মুদ্রার উপমা-কথা

১১ লোকেরা যখন এই সমস্ত শুনিতেছিল, তখন তিনি তাহাদের আর একটি উপমা দিলেন, কারণ তিনি যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং তাহার মনে
১২ করিল, ঈশ্বরের রাজ্য তখনই প্রকাশ পাইবে। তিনি বলিলেন, নিজের জন্য রাজপদ লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন এই
১৩ উদ্দেশে উচ্চবংশীয় এক ব্যক্তি দূরদেশে গেলেন। তাঁহার দশজন দাসকে ডাকিয়া তিনি তাহাদের দশটি মুদ্রা* দিয়া বলিলেন,
১৪ যত দিন না আমি আসি, ইহা লইয়া ব্যবসা কর। তাঁহার নগরের লোকেরা কিন্তু তাঁহাকে ঘৃণা করিত; তাহারা তাঁহার পিছনে পিছনে এই বলিয়া দূত পাঠাইয়া দিল, এই লোকটি যে আমাদের উপরে রাজত্ব করে তাহা আমরা চাই না।
১৫ রাজ্যলাভ করিবার পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া যে দাসদের টাকা দিয়াছিলেন, তাহাদের তাঁহার নিকট ডাকিয়া আনিতে বলিলেন, যেন জানিতে পারেন, ব্যবসায় তাহারা কে কত
১৬ লাভ করিয়াছে। প্রথম লোকটি আসিয়া বলিল, প্রভু, আপনার
১৭ মুদ্রায় আর দশ মুদ্রা হইয়াছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, ভাল করিয়াছ, উত্তম দাস। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে তুমি বিশ্বস্ত হইলে, এইজন্য দশ নগরের উপর কর্ত্তৃত্ব কর।
১৮ দ্বিতীয় দাসটি আসিয়া বলিল, প্রভু, আপনার মুদ্রায় আর পাঁচ
১৯ মুদ্রা হইয়াছে। তাহাকেও তিনি বলিলেন, তুমি পাঁচ নগরের উপর নিযুক্ত হইবে।
২০ পরে আর একজন আসিয়া বলিল, প্রভু, এই আপনার মুদ্রা; আমি ইহা রুমালে করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম;
২১ আপনি রুক্ষপ্রকৃতির লোক বলিয়া আপনাকে ভয় করিলাম, কারণ আপনি যাহা রাখেন নাই তাহা তুলিয়া লন, এবং
২২ যাহা বপন করেন নাই, তাহা কাটেন। প্রভু বলিলেন, দুষ্ট দাস। তোমার মুখের কথায়ই আমি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করিব; আমি কড়া লোক, যাহা রাখি নাই, তাহা তুলিয়া লই এবং যাহা বপন করি নাই, তাহা কাটি, ইহা তুমি
২৩ জানিতে; তবে আমার টাকাটা মহাজনের হাতে কেন রাখিলে না? তাহা হইলে আমি আসিয়া সুদ সমেত তাহা আদায়
২৪ করিতাম। যাহারা পাশে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের তিনি বলিলেন, ইহার নিকট হইতে ঐ মুদ্রা লও এবং যাহার দশ
২৫ মুদ্রা আছে, তাহাকে দাও।—তাহারা বলিল, প্রভু, উহার কিন্তু

[১১-২৭ মথি ২৫; ১৪-৩০]
১১ লূক ১৭; ২০। ২৪; ২১ প্রেঃ ১; ৬
১২ মার্ক ১৩; ৩৪
১৪ যোঃ ১; ১১
১৭ লূক ১৬; ১০

* গ্রীক 'মিনা'; এক এক মিনার মূল্য প্রায় ৫০ টাকা

২৬ দশ মুদ্রা আছে।—আমি তোমাদের বলিতেছি, যাহার আছে, তাহাকে দেওয়া হইবে; যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, ২৭ তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া হইবে। আমার এই যে সমস্ত শত্রু চায় নাই যে আমি তাহাদের উপর রাজত্ব করি, তাহাদের এখানে আনিয়া আমার সম্মুখে হত্যা কর।

২৬ লূক ৮; ১৮ মথি ১৩; ১২

যীশুর যিরূশালেমে প্রবেশ

২৮ এই সমস্ত কথা বলিবার পর তিনি তাহাদের অগ্রে অগ্রে ২৯ যিরূশালেমের দিকে অগ্রসর হইলেন। জৈতুন নামক পর্ব্বতে বৈৎফগী ও বৈথনিয়ার নিকটে আসিয়া তিনি দুইজন শিষ্যকে ৩০ পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন, সম্মুখের ঐ গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করিয়া একটি গর্দ্দভ-শাবক বাঁধা দেখিতে পাইবে, সেটির উপরে কেহ কখনও বসে নাই। সেটি খুলিয়া লইয়া ৩১ এস। কেহ যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, কেন ইহা খুলিতেছ, তোমরা তাহাকে বলিবে, প্রভুর ইহাতে প্রয়োজন ৩২ আছে। তখন যাঁহাদের পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা গিয়া তিনি যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনই দেখিতে পাইলেন। ৩৩ তাঁহারা যখন শাবকটিকে খুলিতেছেন তখন তাহার মালিকেরা ৩৪ তাঁহাদের বলিল, শাবকটি খুলিতেছ কেন? তাঁহারা বলিলেন, ৩৫ প্রভুর ইহাতে প্রয়োজন আছে। পরে তাঁহারা শাবকটি যীশুর নিকট আনিয়া তাহার উপর আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া ৩৬ যীশুকে বসাইলেন। তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন আর লোকেরা আপন আপন বস্ত্র পথে পাতিয়া দিতে লাগিল। ৩৭ তিনি জৈতুন পর্ব্বতের উতরাইয়ের নিকটবর্ত্তী হইলে সমগ্র শিষ্যবাহিনী যে সকল পরাক্রম-কার্য্য দেখিয়াছিল, সেই সমস্তের জন্য আনন্দ সহকারে উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল,

২৯-৩৮ মথি ২১; ১-৯ মার্ক ১১; ১-১০ যোঃ ১২; ১২-১৬

৩২ লূক ২২; ১৩

৩৬ ২ রাঃ ৯; ১৩

৩৮ ‘প্রভুর নামে যে’ রাজা ‘আসিতেছেন, তিনি ধন্য’;
স্বর্গধামে শান্তি এবং ঊর্দ্ধলোকে মহিমা।

গীত ১১৮; ২৬ লূক ২; ১৪

৩৯ তখন লোকদের মধ্য হইতে কয়েকজন ফরীশী তাঁহাকে ৪০ বলিল, গুরু, আপনার শিষ্যদের তিরস্কার করুন। তিনি তাহাদের উত্তর দিলেন, আমি তোমাদের বলিতেছি, ইহারা যদি নীরব হয়, তবে পাথরগুলি চীৎকার করিয়া উঠিবে।

৪১ যখন তিনি আরও নিকটে আসিলেন, তখন নগরটি ৪২ দেখিতে পাইয়া তাহার জন্য রোদন করিলেন, বলিলেন, তোমার আজিকার দিনে যাহা তোমার পক্ষে শান্তিজনক তাহা যদি তুমি আজই বুঝিতে পারিতে,—কিন্তু এখন তাহা

৪১ যোঃ ১১; ৩৫

৪২ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ২৯ মথি ১৩; ১৪ যোঃ ১২; ৩৮ লূক ১৩; ৩৪, ৩৫

৪৩ তোমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত। কারণ তোমার এমন সময় আসিবে যখন তোমার শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে প্রাচীর গাঁথিবে, তোমাকে বেষ্টন করিয়া চারিদিক হইতে তোমাকে চাপিয়া
৪৪ ধরিবে, এবং তোমাকে ও তোমার মধ্যবর্ত্তী সকল সন্তানকে ভূমিসাৎ করিবে, তোমার মধ্যে একটি পাথর আর একটির উপর রাখিবে না; কারণ তোমার প্রতি সেই কৃপাদৃষ্টির দিন তুমি জানিতে না।

লূক ২১; ৬
নহূম ৩; ১০

৪৫ পরে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে যাহারা
৪৬ ক্রয়-বিক্রয় করিতেছিল তাহাদের তাড়াইয়া দিলেন; এবং বলিলেন, লেখা আছে, 'আমার গৃহ প্রার্থনা-গৃহ হইবে' কিন্তু
৪৭ তোমরা ইহা 'দস্যুদের গহ্বর' করিয়া তুলিয়াছ। তিনি প্রতিদিন মন্দিরে শিক্ষা দিতেন। প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম্মগুরুরা এবং জাতির প্রধানেরা তাঁহাকে নাশ করিবার চেষ্টা
৪৮ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিভাবে তাহা করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, কারণ সকল লোকেরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিত।

৪৫-৪৮ মথি ২১; ১২-১৬ মার্ক ১১; ১৫-১৮ যোঃ ২; ১৩-১৬
৪৬ যিশাঃ ৫৬; ৭ যিরঃ ৭; ১১
৪৭ লূক ২১; ৩৭। ২২; ৫৩ যোঃ ১৮; ২০ লূক ২০; ১৯। ২২; ২

যীশুর অধিকার সম্বন্ধে শত্রুদের প্রশ্ন

২০ তখন একদিন তিনি মন্দিরে লোকদের শিক্ষা দিতেছেন ও সুসমাচার প্রচার করিতেছেন, এমন সময় প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম্মগুরুরা প্রাচীনবর্গের সহিত আসিয়া
২ উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের বল, তুমি কি অধিকারে এই সমস্ত করিতেছ, এবং তোমাকে এই অধিকার
৩ কেই বা দিয়াছে? যীশু উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, আমিও তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, আমাকে বল।
৪ যোহনের বাপ্তিস্ম কি স্বর্গ হইতে, না মানুষ হইতে?
৫ তাঁহারা নিজেদের মধ্যে এই বলিয়া আলোচনা করিলেন, যদি বলি, স্বর্গ হইতে, ও বলিবে, তবে কেন তোমরা তাঁহাকে
৬ বিশ্বাস করিলে না? আর যদি বলি, মানুষ হইতে, তাহা হইলে লোকেরা সকলে আমাদের পাথর মারিবে; কারণ
৭ তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যোহন ভাববাদী। তাঁহারা উত্তর
৮ দিলেন, তাহা কোথা হইতে আমরা জানি না। যীশু তখন তাঁহাদের বলিলেন, আমিও কি অধিকারে এই সমস্ত করিতেছি তাহা তোমাদের বলিব না।

১-৮ মথি ২১; ২৩-২৭ মার্ক ১১; ২৭-৩৩

দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও দুষ্ট কৃষকদের উপমা

৯ তিনি লোকদের এই উপমাটি দিলেন, একজন লোক 'একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন'; পরে ইহা কৃষকদের

৯-১৯ মথি ২১; ৩৩-৪৬ মার্ক ১২; ১-১২
৯ যিশাঃ ৫; ১

কাছে জমা দিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিদেশে চলিয়া গেলেন।
১০ সময় হইলে, যেন তাহারা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফলের অংশ তাঁহাকে দেয় এইজন্য তিনি কৃষকদের নিকটে এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে প্রহার করিয়া রিক্তহস্তে
১১ বিদায় করিল। তখন তিনি আর এক দাসকে পাঠাইলেন; তাহারা তাহাকেও প্রহার করিল এবং অপমান করিয়া রিক্ত-
১২ হস্তে বিদায় করিল। তখন তিনি তৃতীয় লোককে পাঠাইলেন, তাহারা তাহাকেও ক্ষতবিক্ষত করিয়া বাহিরে
১৩ ফেলিয়া দিল। দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রভু তখন বলিলেন, আমি কি করি? আমার একমাত্র * পুত্রকে পাঠাই; হয়ত তাহারা
১৪ তাঁহাকে দেখিয়া সম্মান করিবে। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল, এই ত উত্তরাধিকারী; এস, আমরা ইহাকে হত্যা করি, যেন অধিকার
১৫ আমাদেরই হয়। পরে তাহারা তাঁহাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া হত্যা করিল। এখন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রভু
১৬ তাহাদের প্রতি কি করিবেন? তিনি আসিয়া সেই কৃষকদের সংহার করিবেন এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র অপর লোকদের দিবেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, তাহা যেন না হয়।
১৭ তাহাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তিনি বলিলেন, তবে শাস্ত্রে এ কি লেখা আছে, 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাই
১৮ কোণের প্রস্তর হইয়া উঠিল'? এই প্রস্তরের উপর যে পড়িবে, সে খণ্ডবিখণ্ড হইবে; এই প্রস্তর যাহার উপর পড়িবে, তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবে।
১৯ তখন তিনি উপমাটি তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মগুরু ও প্রধান পুরোহিতেরা সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপন করিবার সুযোগ খুঁজিলেন, কিন্তু তাঁহারা লোকদের ভয় করিলেন।

১০ ২ বংশাঃ ৩৬; ১৫, ১৬
১৭ ১১৮; ২২
১৮ যিশাঃ ৮; ১৪
১৯ লূক ১৯; ৪৮। ২২; ২

শাসনকর্ত্তাদের প্রতি কর্ত্তব্য। অন্যান্য বিষয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর

২০ তাঁহারা সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন এবং কয়েকজন চর পাঠাইলেন যাহারা ধার্ম্মিক সাজিয়া তাঁহাকে কথার ফাঁদে ধরিয়া দেশাধ্যক্ষের শাসন ও কর্ত্তৃত্বে সমর্পণ করিতে পারে।
২১ তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্য কথা বলেন ও সৎ শিক্ষা দিয়া থাকেন; পক্ষপাতিত্ব না করিয়া আপনি সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয়ে শিক্ষা

[২০-২৬ মথি ২২; ১৫-২২ মার্ক ১২; ১৩-১৭]
২০ লূক ১১; ৫৪

* মথি ৩; ১৭ দ্রঃ

২২ দিতেছেন। কৈসরকে কর দেওয়া আমাদের বিধেয় কি
২৩ না? তাহাদের ধূর্ত্ততা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদের বলিলেন,
২৪ আমাকে একটি দীনার * দেখাও; এই মূর্ত্তি ও নাম কাহার?
২৫ তাহারা উত্তরে বলিল, কৈসরের। তিনি তাহাদের বলিলেন,
তবে কৈসরের যাহা, তাহা কৈসরকে এবং ঈশ্বরের যাহা,
২৬ তাহা ঈশ্বরকে দাও। তাহারা লোকদের সাক্ষাতে তাঁহাকে
কথার ফাঁদে ধরিতে পারিল না, বরং তাঁহার উত্তরে বিস্মিত
হইয়া নীরব রহিল।

২৭ যাহারা প্রতিবাদ করিয়া বলে পুনরুত্থান নাই, সেই সদ্দূকীদলের
২৮ কয়েকজন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, গুরু, মোশি
আমাদের জন্য লিখিয়াছেন, যদি 'কাহারও ভ্রাতা' স্ত্রী রাখিয়া
'মরিয়া যায়, আর সে নিঃসন্তান হয়, তবে মৃত লোকের ভ্রাতা সেই
স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া আপন ভ্রাতার জন্য বংশধর উৎপন্ন
২৯ করিবে।' সাতটি ভাই ছিল; প্রথমজন বিবাহ করিয়া সন্তান
৩০ না রাখিয়া মরিয়া গেল। পরে দ্বিতীয়জন সেই স্ত্রীকে গ্রহণ
৩১ করিল আর সন্তান না রাখিয়া মরিয়া গেল। তৃতীয় ভ্রাতাও
সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিল এবং এইভাবে সাতজনই সন্তান
৩২ না রাখিয়া মরিয়া গেল। অবশেষে স্ত্রীলোকটিও মরিয়া গেল।
৩৩ তাহা হইলে পুনরুত্থানের সময় স্ত্রীলোকটি তাহাদের মধ্যে
কাহার স্ত্রী হইবে? কারণ তাহারা সাতজনই তাহাকে
৩৪ বিবাহ করিয়াছিল। যীশু তাহাদের উত্তরে বলিলেন, ইহ-
লোকের সন্তানেরা বিবাহ করে ও তাহাদের বিবাহ দেওয়া
৩৫ হয়। কিন্তু যাহারা পরলোকে প্রবেশ ও মৃতদের মধ্য হইতে
পুনরুত্থান লাভ করিবার যোগ্য গণ্য হইয়াছে, তাহারা বিবাহ
৩৬ করে না, ও তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয় না। বাস্তবিক
তাহারা আর মরিতে পারে না; কারণ তাহারা দূতদের
সমান এবং পুনরুত্থানের সন্তান বলিয়া ঈশ্বরের সন্তান।
৩৭ মৃতেরা যে উত্থাপিত হইবে ইহা মোশিও ঝোপের বৃত্তান্তে
প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ তিনি প্রভুকে 'অব্রাহামের ঈশ্বর,
৩৮ ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর' বলেন। তিনি মৃতদের
ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদেরই ঈশ্বর; কারণ তাঁহার
সাক্ষাতে সকলেই জীবিত।

৩৯ তখন কয়েকজন ধর্ম্মগুরু উত্তরে বলিল, গুরু, ভালই
৪০ বলিয়াছেন। কারণ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে
তাহাদের আর সাহস হইল না।

২৭-৪০ মথি ২২; ২৩-৩৩, ৪৬ মার্ক ১২; ১৮-২৭, ৩৪
২৮ দ্বিঃ বিঃ ২৫; ৫, ৬
৩৬ ১ যোঃ ৩; ১, ২
৩৭ যাত্রা ৩; ২, ৬
৩৮ রোঃ ১৪; ৮

* লূক ৭; ৪১ দ্রঃ

৪১ তিনি তাহাদের বলিলেন, লোকে কেমন করিয়া বলে,
৪২ খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান? নিজেই গীতপুস্তকে দায়ূদ বলেন,
'প্রভু আমার প্রভুকে বলিলেন, তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বস,
৪৩ যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পাদপীঠে পরিণত করি।'
৪৪ অতএব দায়ূদ যখন তাঁহাকে প্রভু বলেন, তখন কিভাবে তিনি দায়ূদের সন্তান?

৪১-৪৪ মথি ২২; ৪১-৪৫ মার্ক ১২: ৩৫-৩৭
৪২ গীত ১১০: ১ যোঃ ৭: ৪২

৪৫ সমস্ত লোক শুনিতে পায় এমনভাবে তিনি তাঁহার ৪৬ শিষ্যদের বলিলেন, ধর্ম্মগুরুদের বিষয় সাবধান হও; তাহারা লম্বা লম্বা জামা পরিয়া বেড়াইতে চায়, এবং হাটে-বাজারে লোকদের অভিবাদন, সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান আসন এবং ৪৭ ভোজের সময় প্রধান স্থান ভালবাসে; তাহারা বিধবাদের গৃহ-সম্পত্তি গ্রাস করে, এবং ধর্ম্মের ভাণ করিয়া লম্বা প্রার্থনা করে। বিচারে তাহারা আরও অধিক দণ্ড পাইবে।

[৪৫-৪৭ মথি ২৩; ১, ৫-৭, ১৪ মার্ক ১২; ৩৮-৪০]
৪৬ লূক ১১; ৪৩

দানশীলতার উত্তম দৃষ্টান্ত

২১ পরে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, ধনীরা আপনাদের দান ২ ধন-ভাণ্ডারে রাখিতেছে। তিনি এক দরিদ্র বিধবাকে সেখানে ৩ দুইটি সিকি-পয়সা রাখিতে দেখিলেন। তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, এই দরিদ্র বিধবা অন্যান্য ৪ সকলের অপেক্ষা অধিক রাখিল; কারণ অন্যান্য সকলে আপনাদের অতিরিক্ত ধন হইতে ঈশ্বরের ভাণ্ডারে কিছু কিছু দিল, কিন্তু এ নিজের অভাবের মধ্য হইতে তাহার জীবিকার সর্ব্বস্ব দিল।

[১-৪ মার্ক ১২; ৪১-৪৪]
৩ ২করিঃ ৮; ১২

যিরূশালেমের বিনাশ ও বর্ত্তমান যুগের শেষে আপনার পুনরাগমন সম্বন্ধে যীশুর ভবিষ্যদ্‌বাণী

৫ যখন কয়েকজন মন্দিরের সম্বন্ধে বলিতেছিল, কেমন সুন্দর ৬ সুন্দর পাথরে ও নিবেদিত দ্রব্যে ইহা সুসজ্জিত, তখন তিনি বলিলেন, সময় আসিতেছে যখন তোমরা যাহা দেখিতেছ তাহার একখানি পাথর আর একখানির উপরে থাকিবে না, ৭ সমস্তই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরু, তবে এই সমস্ত কখন ঘটিবে? আর এ সমস্তই ঘটিবার সময়ের পূর্ব্বলক্ষণই বা কি?

[৫-২৪ মথি ২৪; ১-২১ মার্ক ১৩; ১-১৯]
৬ লূক ১৯; ৪৪

৮ তিনি বলিলেন, সতর্ক থাকিও, যেন বিপথে চালিত না হও, কারণ অনেকে আমার নাম লইয়া আসিবে, বলিবে, আমিই তিনি, এবং, সময় নিকটবর্ত্তী; তোমরা তাহাদের

৮ লূক ১৭; ২৩

৯ পিছনে পিছনে যাইও না। কিন্তু যখন তোমরা যুদ্ধের ও বিপ্লবের কথা শুনিবে, ত্রাসযুক্ত হইও না ; কারণ প্রথমে এই সমস্ত অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু কালের অন্ত তখনই হইবে না।

১০ পরে তিনি তাহাদের বলিলেন, 'জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও ১১ রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য অভ্যুত্থান করিবে।' প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইবে, এবং নানাস্থানে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ হইবে, আকাশ ১২ হইতে ভয়াবহ দৃশ্য ও মহৎ পূর্ব্বলক্ষণ বাহির হইবে ; কিন্তু এই সমস্ত ঘটিবার পূর্ব্বে লোকেরা তোমাদের উপরে হস্ত ক্ষেপন করিয়া তোমাদের নির্য্যাতন করিবে, সমাজ-গৃহে ও কারাগারে সমর্পণ করিবে ; আমার নামের জন্য তোমরা রাজাদের ও ১৩ শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে আনীত হইবে। ইহাতে তোমাদের ১৪ সাক্ষ্যদানের সুযোগ হইবে। এইজন্য তোমরা মনস্থ কর যে, আত্মপক্ষসমর্থন কিভাবে করিবে সে বিষয়ে অগ্রে চিন্তিত হইবে ১৫ না। কারণ আমি তোমাদের এমন ভাষা ও এমন জ্ঞান দিব যাহা তোমাদের বিপক্ষেরা প্রতিরোধ করিতে কি খণ্ডণ করিতে ১৬ পারিবে না। তোমরা পিতামাতা, ভ্রাতা, আত্মীয় ও বন্ধুদের দ্বারাও প্রাণদণ্ডের জন্য সমর্পিত হইবে এবং তাহারা তোমাদের ১৭ কাহারও কাহারও মৃত্যুর কারণ হইবে। আমার নামের জন্য ১৮ তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে। কিন্তু তোমাদের মস্তকের ১৯ একগাছা কেশও নষ্ট হইবে না। নিজ নিজ ধৈর্য্য দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রাণরক্ষা করিবে।

২০ তোমরা যখন দেখিবে, যিরূশালেম সৈন্যদল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতেছে, তখন জানিও তাহার উৎসাদন নিকটবর্ত্তী ২১ হইয়াছে। তখন যাহারা যিহূদিয়ায় থাকিবে, তাহারা যেন পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে ; যাহারা নগরে থাকিবে, তাহারা যেন বাহিরে চলিয়া যায় ; যাহারা গ্রামাঞ্চলে থাকিবে, ২২ তাহারা যেন নগরে প্রবেশ না করে। কারণ তখন প্রতি- ২৩ শোধের সময়, শাস্ত্রের সমস্ত কথা পূর্ণ হইবার সময়। হায়, সেই সময়ের গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রীদের কি দুর্ভাগ্য ; কারণ দেশের উপরে মহাসঙ্কট, এবং এই জাতির উপরে মহাক্রোধ ২৪ আসিয়া উপস্থিত হইবে। লোকেরা খড়্গাধারে পতিত হইবে ; এবং বন্দী হইয়া সকল জাতির মধ্যে নীত হইবে; বিজাতীয়দের কাল পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যিরূশালেম তাহাদের দ্বারা পদদলিত হইবে।

২৫ সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রদের মধ্যে নানা পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইবে ; এবং পৃথিবীতে বিজাতীয়দের মধ্যে মহাসঙ্কট হইবে ; তাহারা ২৬ সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জ্জনে বিভ্রান্ত হইবে। ভয়ে এবং পৃথিবীতে

১০ যিশাঃ ১৯ ; ২
২ বংশাঃ ১৫ ; ৬
১২ লূক ১২ ; ১১
মথি ১০ ; ১৭
১৪, ১৫ মথি ১০ ; ১৯
লূক ১২ ; ১১, ১২
প্রেঃ ৬ ; ১০
১৭ মথি ১০ ; ২১, ২২
যোঃ ১৫ ; ১৮
১৮ লূক ১২ ; ৭
১ শমূঃ ১৪ ; ৪৫
১৯ ২ বংশাঃ ১৫ ; ৭
ইব্রীঃ ১০ ; ৩৬
২২ দ্বিঃ বিঃ ৩২ ; ৩৫
হোঃ ৯ ; ৭
যিরঃ ৫ ; ২৯
২৩ লূক ২৩ ; ২৯
২৪ দ্বিঃ বিঃ ২৮ ; ৬৪
সখঃ ১২ ; ৩
যিশাঃ ৬৩ ; ১৮
গীত ৭৯ ; ১
রোঃ ১১ ; ২৫
প্রঃ ১১ ; ২
[২৫-২৮ মথি ২৪ ; ২৯, ৩০ মার্ক ১৩ ; ২৪-২৬]
২৫ গীত ৬৫ ; ৭
২৬ যিশাঃ ৩৪ ; ৪

আসন্ন বিপদের আশঙ্কায়, লোকে মৃতপ্রায় হইবে; কারণ
২৭ আকাশমণ্ডলের সমস্ত পরাক্রম আলোড়িত হইবে। তখন তাহারা 'মনুষ্য-পুত্রকে আকাশের মেঘযোগে' পরাক্রম ও মহাগৌরবের
২৮ সহিত 'আসিতে দেখিবে'। এই সমস্ত ঘটিতে আরম্ভ করিলে তোমরা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিও, মস্তক উন্নত করিও, কারণ তোমাদের মুক্তির দিন নিকটবর্ত্তী।

২৭ দাঃ ৭; ১৩ মথি ২৬; ৬৪
২৮ ফিলিঃ ৪; ৫ যাকোব ৫; ৮

২৯ তিনি তাহাদের একটি উপমা দিলেন, ডুমুরগাছ বা অন্য
৩০ সমস্ত গাছ দেখ; যখন সেগুলি পল্লবিত হয়, তখন তাহা দেখিয়া তোমরা নিজেরাই বুঝিতে পার যে গ্রীষ্মকাল নিকট-
৩১ বর্ত্তী। সেইভাবে তোমরা যখন এই সকল ঘটিতে দেখিবে, তখন জানিও ঈশ্বরের রাজ্য নিকটবর্ত্তী।

২৯-৩৩ মথি ২৪; ৩২-৩৫ মার্ক ১৩; ২৮-৩১

৩২ আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, সমস্ত সংঘটিত না হওয়া
৩৩ পর্য্যন্ত এই যুগের লোকেরা লোপ পাইবে না। আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও লুপ্ত হইবে না।

৩৩

৩৪ আপনাদের বিষয়ে সতর্ক হও, যেন তোমাদের হৃদয় ভোগ-লিপ্সায়, মত্ততায় ও ইহজীবনের চিন্তায় অভিভূত না হয়, আর সেইদিন যেন ফাঁদের ন্যায় অতর্কিতে তোমাদের আক্রমণ না
৩৫ করে। কারণ সমস্ত পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলের উপরে
৩৬ সেইদিন আসিয়া পড়িবে। তোমরা সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিও ও মিনতি করিও, যেন এই যে সমস্ত সংঘটিত হইবে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মনুষ্য-পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে শক্তি পাও।

৩৪ লূক ১৭; ২৭,২৮ মার্ক ৪; ১৯ মথি ২৪; ৪৯
৩৫ যিশাঃ ২৪; ১৭ ১ থিষঃ ৫; ৩
৩৬ মার্ক ১৩; ৩৩ প্রঃ ৬; ১৭

৩৭ তিনি প্রতিদিন মন্দিরে শিক্ষা দিতেন, এবং প্রতিরাত্রে বাহির
৩৮ হইয়া গিয়া জৈতুন নামক পর্ব্বতে থাকিতেন। সমস্ত লোক প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহার কথা শুনিবার জন্য মন্দিরে তাঁহার নিকট আসিত।

৩৭ লূক ১৯; ৪৭। ২২; ৩৯ যোঃ ৮; ১। ১৮; ২

যীশুর শেষ দুঃখভোগ ও মৃত্যু

২২ খামিবিহীন রুটির পর্ব্ব, যাহাকে নিস্তার-পর্ব্ব বলে, তখন
২ নিকটবর্ত্তী। প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম্মগুরুরা লোকদের ভয় করিত, এইজন্য তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

১-২ মথি ২৬; ১-৫ মার্ক ১৪; ১, ২
১ যোঃ ১১; ৫৫
২ লূক ১৯; ৪৮। ২০; ১৯

যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা

৩ তখন শয়তান ঈষ্কারিয়োত নামে আখ্যাত যিহূদার অন্তরে
৪ প্রবেশ করিল; এ সেই বারোজনের একজন। সে গিয়া প্রধান পুরোহিতদের ও শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করিল,

৩-৬ মথি ২৬; ১৪-১৬ মার্ক ১৪; ১০, ১১
৩ যোঃ ১৩; ২, ২৭

৫ কিভাবে তাঁহাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবে। তাহারা আনন্দিত হইয়া তাহাকে টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ হইল। ৬ সে সম্মত হইল, আর লোকসমাগম হইবে না এমন সময় তাঁহাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

নিস্তার-পর্ব্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন

৭ পরে যেদিন নিস্তার-পর্ব্বের মেষশাবক বলি দিতে হইত, ৮ খামিবিহীন রুটির সেইদিন আসিল। তখন তিনি পিতর ও যোহনকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন, তোমরা গিয়া আমাদের আহারের জন্য নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত কর। ৯ তাঁহারা বলিলেন, কোথায় প্রস্তুত করিব, আপনার ইচ্ছা কি? ১০ তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা নগরে প্রবেশ করিলে এক কলসী জল লইয়া যাইতেছে এমন একজন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে; যে গৃহে সে প্রবেশ করিবে, তাহার পিছনে ১১ পিছনে সেই গৃহে যাও, আর গৃহস্বামীকে বল, গুরু আপনাকে বলিতেছেন, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ আহার করিতে পারি, সেই অতিথিশালা ১২ কোথায়? তখন সে উপরতলায় সুসজ্জিত বড় একটি ঘর তোমাদের দেখাইয়া দিবে; সেইস্থানে প্রস্তুত করিও। ১৩ তাঁহারা গিয়া যীশু যেমন বলিয়াছিলেন তেমনই দেখিতে পাইলেন ও নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিলেন।

১৪ পরে সময় হইলে তিনি ও তাঁহার সঙ্গে প্রেরিতেরা আহারে ১৫ বসিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, আমার দুঃখভোগের পূর্ব্বে তোমাদের সঙ্গে এই নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ আহার ১৬ করিতে আমার একান্ত বাসনা ছিল; কারণ আমি তোমাদের বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা পূর্ণতা লাভ করে, সে পর্য্যন্ত আমি আর ইহা আহার করিব না।

১৭ পরে পানপাত্র গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদের সহিত তিনি ১৮ বলিলেন, লও ও নিজেদের মধ্যে বণ্টন কর; কারণ আমি তোমাদের বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন হয় এখন হইতে সেই পর্য্যন্ত আমি আর দ্রাক্ষাফলের রস পান ১৯ করিব না। তখন তিনি রুটি লইয়া ধন্যবাদের সহিত খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং তাঁহাদের দিয়া বলিলেন, ইহা আমার শরীর, তোমাদের জন্য প্রদত্ত হইতেছে; আমার স্মরণার্থে ইহা করিও। ২০ সেইরূপে আহারের পর তিনি পানপাত্রটি লইয়া বলিলেন, এই পানপাত্র আমার রক্তে নূতন সন্ধির নিয়ম, যে রক্ত

৭-২৩ মথি ২৬; ১৭-২৯ মার্ক ১৪; ১২-২৫
৭ যাত্রা ১২; ১৮-২০
১৩ লূক ৩২
১৬ লূক ১৩; ২৯। প্রঃ ১৯; ৯
১৯ ১করিঃ১১; ২৩-২৫ প্রেঃ ২৭; ৩৫
২০ যাত্রা ২৪; ৮ যিরঃ ৩১; ৩১ সখঃ ৯; ১১

২১ তোমাদের জন্য পাতিত করা হয়। কিন্তু যে আমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে, তাহার হাত আমার হাতের সঙ্গে
২২ মেজের উপর আছে। যেমন নিরূপিত হইয়াছে, তেমনই মনুষ্য-পুত্র যাইতেছেন, কিন্তু হায়, যাহার দ্বারা তিনি সমর্পিত
২৩ হইবেন, সেই মনুষ্য দুর্ভাগ্য। তাহাতে তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে এমন কাজ কেই বা করিবেন।

২১-২৩ যোঃ ১৩; ২১, ২২

২৪ তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা যায়, এই
২৫ বিষয়েও তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি তাঁহাদের বলিলেন, বিজাতিদের রাজারাই প্রজাদের উপরে প্রভুত্ব করে, যাহারা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে তাহারা
২৬ হিতকারী বলিয়া খ্যাত। তোমরা এইরূপ হইবে না; বরং তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠের ন্যায়, এবং যে প্রধান,
২৭ সে সেবকের ন্যায় হউক। কে শ্রেষ্ঠ? যে আহারে বসিয়াছে, না যে সেবা করে? যে আহারে বসে সেই কি নয়? কিন্তু আমি সেবকের ন্যায় তোমাদের মধ্যে রহিয়াছি।

২৪ লূক ৯ ; ৪৬
[২৫-২৭ মথি ২০; ২৫-২৮ মার্ক ১০; ৪২-৪৫]
২৭ যোঃ ১৩; ৪-১৬

২৮ তোমরাই আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে আমার সঙ্গে
২৯ রহিয়াছ। আমার পিতা যেমন আমার জন্য একটি রাজ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তেমনই আমিও তোমাদের জন্য ইহা
৩০ নির্দ্দিষ্ট করিতেছি, যেন আমার রাজ্যে তোমরা আমার মেজে পান-আহার কর; আর তোমরা সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।

২৯ লূক ১২ ; ৩২
৩০ মথি ১৯ ; ২৮

৩১ শিমোন, শিমোন, শয়তান তোমাদের আপনার বলিয়া
৩২ চাহিয়াছে যেন গমের মত তোমাদের ঝাড়িতে পারে। কিন্তু আমি তোমার জন্য মিনতি করিয়াছি, যেন তোমার বিশ্বাস লুপ্ত না হয়; তুমিও যখন ফিরিয়া আসিবে তখন তোমার
৩৩ ভ্রাতাদের সুস্থির করিও। পিতর তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনার সঙ্গে আমি কারাগারে যাইতে এমন কি মৃত্যুবরণ
৩৪ করিতেও প্রস্তুত আছি। যীশু বলিলেন, পিতর, আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি যে আমাকে জান, তুমি তাহা তিনবার অস্বীকার না করা পর্য্যন্ত আজ মোরগ ডাকিবে না।

[৩১-৩৪ মথি ২৬; ৩১-৩৫ মার্ক ১৪; ২৭-৩১ যোঃ ১৩; ৩৬-৩৮]
৩১ ২ করিঃ ২ ; ১১ আমোষ ৯ ; ৯
৩২ যোঃ ১৭ ; ১১, ১৫, ২০ গীত ৫১ ; ১৩

৩৫ তিনি তাঁহাদের বলিলেন, আমি যখন তোমাদের টাকার থলি, ঝুলি ও জুতা ছাড়া পাঠাইয়াছিলাম, তখন কি তোমাদের কিছুর অভাব হইয়াছিল? তাঁহারা বলিলেন, কিছুরই নয়।
৩৬ তিনি তাঁহাদের বলিলেন, কিন্তু এখন যাহার থলি আছে, সে তাহা গ্রহণ করুক, সেইভাবে ঝুলিও লউক; এবং যাহার খড়্গ নাই, সে আপন বস্ত্র বিক্রয় করিয়া খড়্গ ক্রয় করুক;

লূক ৯ ; ৩।

৩৭ কারণ আমি তোমাদের বলিতেছি, আমার সম্বন্ধে এই শাস্ত্র-বচন এখন অবশ্য পূর্ণ হইবে যে 'তিনি অধর্ম্মীদের সহিত গণিত হইলেন'; বাস্তবিক আমার সম্বন্ধীয় প্রত্যেক শাস্ত্রবচন ৩৮ পূর্ণ হইতেছে। তাঁহারা বলিলেন, প্রভু, এখানে দুইটি খড়্গ আছে। তিনি তাহাদের বলিলেন, যথেষ্ট হইয়াছে।

৩৭ যিশাঃ ৫৩; ১২ লূক ২২; ৫২

গেৎশিমানী বাগানে যীশুর মর্ম্মান্তিক দুঃখ

৩৯ পরে তিনি বাহির হইয়া তাঁহার রীতি অনুসারে জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন, তাঁহার শিষ্যেরাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ৪০ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া যীশু তাঁহাদের বলিলেন, প্রার্থনা ৪১ কর, যাহাতে পরীক্ষায় না পড়। তিনি তাঁহাদের হইতে কিছুদূর* সরিয়া গেলেন ও নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে ৪২ লাগিলেন; তিনি বলিলেন, পিতা, তোমার ইচ্ছা হইলে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

৩৯-৪৬ মথি ২৬; ৩০, ৩৬-৪৬ মার্ক ১৪; ২৬, ৩২-৪২
৩৯ লূক ২১; ৩৭ যোঃ ১৮; ১
৪২ মথি ৬; ১

৪৩ তখন স্বর্গ হইতে এক দূত দেখা দিয়া তাঁহাকে সবল ৪৪ করিলেন। মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় তিনি আরও একান্তভাবে প্রার্থনা করিলেন; তাঁহার ঘর্ম্ম রক্তের ফোঁটার মত হইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল।

১ রাঃ ১৯; ৫ যোঃ ১২; ২৯

৪৫ প্রার্থনাশেষে উঠিয়া তিনি আপন শিষ্যদের নিকটে আসিয়া ৪৬ দেখিলেন, তাঁহারা দুঃখে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর তিনি তাঁহাদের বলিলেন, ঘুমাইতেছ কেন? উঠ, প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়।

শত্রুহস্তে যীশু সমর্পিত

৪৭ তিনি কথা বলিতেছেন এমন সময় বহু লোক উপস্থিত হইল, এবং যাহাকে যিহূদা বলে,—সেই বারোজনের একজন—সে তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিতেছিল; আর তাঁহাকে চুম্বন ৪৮ করিবার *জন্য* নিকটে আসিল। যীশু তাহাকে বলিলেন, যিহূদা, চুম্বন দ্বারাই কি তুমি মনুষ্য-পুত্রকে শত্রুহস্তে সমর্পণ ৪৯ করিতেছ? তখন কি ঘটিবে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আমরা কি খড়্গ দ্বারা আঘাত করিব? ৫০ তাঁহাদের একজন মহা-পুরোহিতের দাসকে আঘাত করিয়া ৫১ তাহার ডান কান কাটিয়া ফেলিলেন। যীশু তাহাতে বলিলেন, ক্ষান্ত হও, এই পর্য্যন্তই হউক। পরে তিনি তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে সুস্থ করিলেন।

৪৭-৫৩ মথি ২৬; ৪৭-৫৬ মার্ক ১৪; ৪৩-৪৯ যোঃ ১৮; ২-১১

* (মূল) নিক্ষেপিত ঢেলার অন্তর

৫২ যে প্রধান পুরোহিতেরা, মন্দিরের অধ্যক্ষেরা ও প্রাচীনেরা তাঁহার বিরুদ্ধে আসিযাছিল, তাহাদের যীশু বলিলেন, যেমন দস্যু ধরিতে যায়, তেমনই কি খড়্গ ও লাঠি লইয়া তোমরা ৫৩ আসিয়াছ? যখন প্রতিদিন মন্দিরে আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারণ কর নাই; কিন্তু এখন তোমাদেরই সময়, এখন অন্ধকারের রাজত্ব।

৫৩ যোঃ ৮; ২০
৫৩ (ক) যোঃ ১৮, ২০
৫৩ (খ) যোঃ ২; ৪। ৭, ৬, ৮, ৩০। ১৩; ১ ইফিঃ ৬, ১২ কল ১, ১৩

যীশুকে পিতরের তিনবার অস্বীকার

৫৪ পরে তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, এবং মহা-পুরোহিতের বাড়ীতে আনিল; পিতর দূরে থাকিয়া ৫৫ অনুসরণ করিলেন। লোকেরা প্রাঙ্গণের মাঝখানে আগুন জ্বালাইয়া এক সঙ্গে বসিলে, পিতর তাহাদের মধ্যে বসিলেন। ৫৬ যখন তিনি সেই আলোর কাছে বসিয়া ছিলেন তখন এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, ৫৭ এই লোকটিও তাহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু তিনি অস্বীকার ৫৮ করিয়া বলিলেন, নারী, আমি তাহাকে চিনি না। অল্পক্ষণ পরে আর একজন তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, তুমিও তাহাদের ৫৯ একজন। পিতর বলিলেন, না হে, আমি নই। প্রায় এক-ঘণ্টা পরে আর একজন দৃঢ়নিশ্চিতভাবে বলিল, সত্যই এই লোকটিও তাহার সঙ্গে ছিল, কারণ এও গালীলীয় লোক। ৬০ পিতর বলিলেন, শুন, তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারি ৬১ না। কথা শেষ না হইতেই মোরগ ডাকিয়া উঠিল। আর প্রভু ফিরিয়া পিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহাতে প্রভু এই যে কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আজ মোরগ ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে, তাহা পিতরের ৬২ মনে পড়িল। আর তিনি বাহিরে গিয়া তীব্র রোদন করিলেন।

[৫৪-৬২ মথি ২৬; ৫৭, ৫৮, ৬৯-৭৫ মার্ক ১৪, ৫৩, ৫৪, ৬৬-৭২ যোঃ ১৮; ১২-১৮, ২৫-২৭]
৬১ লূক ২২; ৩৪

পুরোহিতদের এবং দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার

৬৩ যে লোকেরা যীশুকে ধরিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও ৬৪ প্রহার করিতে লাগিল, আর তাঁহার মুখ ঢাকিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাববাদী বল, কে তোমাকে মারিল? ৬৫ তাহারা নিন্দা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা বলিল। ৬৬ দিন হইলে, যিহূদীদের প্রাচীনদের পরিষদ, প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম্মগুরুরা সমবেত হইলেন এবং আপনাদের মহাসভায় তাঁহাকে আনাইয়া বলিলেন, তুমি যদি সেই

৬৩-৬৫ মথি ২৬; ৬৭, ৬৮ মার্ক ১৪: ৬৫
[৬৬-৭১ মথি ২৬; ৫৯-৬৬ মার্ক ১৪; ৫৫-৬৪]

৬৭ হও, তবে আমাদের বল। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, আমি ৬৮ বলিলে তোমরা বিশ্বাস করিবে না ; আর তোমাদের জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা উত্তর দিবে না, আমাকে মুক্তও করিবে না। ৬৯ কিন্তু এখন হইতে মনুষ্য-পুত্র ঈশ্বরের পরাক্রমের দক্ষিণ ৭০ পার্শ্বে বসিয়া থাকিবেন। তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তবে ঈশ্বরের পুত্র? তিনি তাঁহাদের বলিলেন, ৭১ তোমরাই বলিতেছ যে আমিই সে। তাহারা বলিলেন, সাক্ষ্যে আমাদের আর কি প্রয়োজন? আমরা নিজেরাই তাহার মুখে শুনিলাম।

৬৭ যোঃ ৩; ১২। ৮; ৪৫। ১০ ২৪, ২৫
৬৯ দাঃ ৭; ১৩ গীত ১১০; ১

২৩ পরে সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পীলাতের কাছে ২ লইয়া গেল। আর তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে এই লোকটা আমাদের জাতিকে বিপথগামী করিতেছে, কৈসরকে কর দিতে নিষেধ করিয়া বলিতেছে, আমি খ্রীষ্ট, রাজা। ৩ পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা? তিনি উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, আপনিই বলিতে- ৪ ছেন। তখন পীলাত প্রধান পুরোহিতদের ও জনতাকে বলিলেন, আমি এই লোকের কোনই দোষ পাইতেছি না ; ৫ কিন্তু তাহারা আরও জিদ করিয়া বলিতে লাগিল, এ সমস্ত যিহূদিয়ায় এবং গালীল হইতে আরম্ভ করিয়া এইস্থান পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া প্রজাবৃন্দকে উত্তেজিত করিতেছে।

১-২৫ মথি ২৭ ; ২, ১১-৩১ মার্ক ১৫; ১-২০ যোঃ ১৮; ২৮-১৯; ১৬
২ লূক ২০; ২২-২৫
৩ ১ তীমঃ ৬; ১৩

৬ পীলাত গালীলের কথা শুনিয়া লোকটি গালীলীয় কি না ৭ জিজ্ঞাসা করিলেন, আর যীশু হেরোদের অধীনস্থ লোক, তাহা জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে হেরোদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ; কারণ সেই সময় হেরোদও যিরূশালেমে ৮ ছিলেন। যীশুকে দেখিয়া হেরোদ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কারণ তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়া অনেক দিন হইতে তিনি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, আর তাঁহার ৯ সাধিত কোন লক্ষণ দেখিবার আশা করিতেছিলেন। তিনি যীশুকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু যীশু তাঁহাকে ১০ কোন উত্তর দিলেন না। প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম্মগুরুরা সেখানে দাঁড়াইয়া উগ্রভাবে তাঁহার উপরে দোষারোপ করিতে- ১১ ছিল, এবং হেরোদ ও তাঁহার সৈন্যদল তাঁহাকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করিলেন, এবং তাঁহাকে জাঁকালো পোষাক পরাইয়া ১২ আবার পীলাতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেইদিন হেরোদ ও পীলাত পরস্পর বন্ধু হইলেন ; পূর্ব্বে তাঁহারা পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন।

৭ লূক ৩; ১ মথি ২১; ১১ মার্ক ১; ৯
৮ লূক যোঃ ১২; ২১

১৩ পীলাত সমস্ত প্রধান পুরোহিত ও অধ্যক্ষ সকলকে এবং
১৪ জাতির লোককে ডাকিয়া একত্র করিলেন ও তাহাদের বলিলেন, লোকটি জাতিকে বিপথগামী করিতেছে বলিয়া তোমরা তাহাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছ; আর আমি তোমাদের সাক্ষাতে অনুসন্ধান করিয়া, তোমরা ইহার নামে যে যে দোষারোপ করিতেছ তাহার কোনও দোষই এই
১৫ লোকটির মধ্যে পাই নাই; হেরোদও পান নাই, কারণ তিনি তাহাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাইয়াছেন; বাস্তবিক মৃত্যু-
১৬ দণ্ডের যোগ্য কোন কার্য্য এ করে নাই; অতএব আমি
১৭ তাহাকে শাস্তি দিয়া মুক্ত করিব। প্রত্যেক পর্ব্বের সময় তিনি একজন বন্দীকে মুক্ত করিয়া তাহাদের দিতে বাধ্য হইতেন।

১৮ কিন্তু তাহারা সকলে একযোগে চীৎকার করিয়া বলিল, ইহাকে দূর কর, আর বর-আব্বাকে মুক্ত করিয়া আমাদের
১৯ দাও। নগরে বিদ্রোহ ও নরহত্যা উপলক্ষে লোকটা কারারুদ্ধ
২০ হইয়াছিল। যীশুকে মুক্তি দিবার ইচ্ছায় পীলাত আবার
২১ তাহাদের কাছে কথা বলিলেন; কিন্তু তাহারা চেঁচাইয়া
২২ বলিতে লাগিল, ক্রুশে দাও, উহাকে ক্রুশে দাও। তিনি তৃতীয়বার তাহাদের বলিলেন, কেন? এ কি অপরাধ করিয়াছে? মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য ইহার কোনও দোষই আমি পাইতেছি না, সুতরাং আমি তাহাকে শাস্তি দিয়া মুক্ত করিব।
২৩ কিন্তু তাহারা উচ্চকণ্ঠে জিদ করিয়া চাহিতে থাকিল যেন তাঁহাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়; এইরূপে তাহাদের ও প্রধান
২৪ পুরোহিতদের স্বর অধিক প্রবল হইল। তখন পীলাত তাহাদের
২৫ আবেদন গ্রাহ্য করিবার রায় দিলেন; বিদ্রোহ ও নরহত্যার জন্য কারারুদ্ধ যে লোককে তাহারা চাহিল, তাহাকে তিনি মুক্ত করিয়া তাহাদের দিলেন, কিন্তু যীশুকে তাহাদের ইচ্ছায় সমর্পণ করিলেন।

যীশুর ক্রুশারোহণ ও মৃত্যু

২৬ তাহারা যখন তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল তখন কুরীণী-নিবাসী শিমোন নামে একটি লোক পল্লীগ্রাম হইতে আসিতেছিল, তাহাকে ধরিয়া তাহারা তাহার কাঁধে ক্রুশ রাখিল, যেন সে
২৭ যীশুর পিছনে পিছনে তাহা বহন করে। বৃহৎ জনতা তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল এবং অনেক স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল; ইহারা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ ও বিলাপ করিতেছিল।
২৮ তাহাদের দিকে ফিরিয়া যীশু বলিলেন, যিরূশালেমের কন্যারা,

২৬ মথি ২৭; ৩২
মার্ক ১৫; ২১

আমার জন্য রোদন করিও না, বরং আপনাদের জন্য ও
২৯ আপন আপন সন্তানদের জন্য রোদন কর। কারণ এমন দিন আসিতেছে যখন লোকে বলিবে, সেই স্ত্রীলোকেরা ধন্য, যাহারা বন্ধ্যা; সেই গর্ভ ধন্য যাহা সন্তানধারণ করে
৩০ নাই, সেই স্তন ধন্য যাহা দুগ্ধ দেয় নাই। তখন লোকে 'পর্ব্বতদের বলিতে আরম্ভ করিবে, আমাদের উপরে আসিয়া
৩১ পড়, পাহাড়কে বলিবে, আমাদের আবৃত কর'। কারণ বৃক্ষ সরস থাকিতে থাকিতে* যদি তাহারা এইরূপ করে, তবে বৃক্ষ শুষ্ক হইলে কি ঘটিতে পারে?

৩২ আরও দুইজন, দুই দুষ্কৃতী, হত হইবার জন্য তাঁহার সঙ্গে নীত হইল।

৩৩ মাথার খুলি নামক স্থানে গিয়া তাহারা সেখানে তাঁহাকে এবং সেই দুই দুষ্কৃতীকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিল, একজনকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে আর একজনকে তাঁহার বাম পার্শ্বে রাখিল।
৩৪ তখন যীশু বলিলেন, পিতা, তাহাদের ক্ষমা কর, কারণ কি করিতেছে তাহারা জানে না। পরে 'তাহারা ভাগ্য-পরীক্ষার খেলা দ্বারা তাঁহার বস্ত্রগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল'।

৩৫ লোকেরা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। অধ্যক্ষরাও তাহাদের সঙ্গে তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিল, ও অপরকে বাঁচাইয়াছে, যদি ও ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট, সেই মনোনীত ব্যক্তি, তবে
৩৬ আপনাকে রক্ষা করুক। সৈন্যরাও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল,
৩৭ অম্লরস লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যদি
৩৮ যিহূদীদের রাজা হও, তবে আপনাকে রক্ষা কর। আর তাঁহার মস্তকের ঊর্দ্ধে এই লিপি ছিল,

"এ ব্যক্তি যিহূদীদের রাজা"।

৩৯ আর যে দুই দুষ্কৃতীকে ক্রুশে টাঙ্গান হইয়াছিল তাহাদের একজন তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি না
৪০ সেই খ্রীষ্ট? আপনাকে ও আমাদের রক্ষা কর। কিন্তু অন্যজন প্রত্যুত্তরে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমিও ঐ একই দণ্ড ভোগ
৪১ করিতেছ। আমাদের পক্ষে ইহা ন্যায্য, কারণ আমরা আমাদের কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল পাইতেছি; কিন্তু ইনি
৪২ কোনও অন্যায় করেন নাই। পরে সে তাঁহাকে বলিল, যীশু, আপনি যখন আপনার রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে
৪৩ স্মরণ করিবেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, তোমাকে সত্যই বলিতেছি, আজই তুমি পরম দেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।

২৯ লূক ২১; ২৩
৩০ হোঃ ১০; ৮
প্রঃ ৬; ১৬।
৯; ৬
৩১ ১ পিঃ ৪, ১৭
যিহিঃ ২০; ৪৭
৩৩-৪৯ মথি ২৭;
৩৩-৫৬ মার্ক
১৫, ২২-৪১
যোঃ ১৯;
১৭-৩০
৩৪ মথি ৫; ৪৪
যিশাঃ ৫৩; ১২
গীত ২২; ১৮
৩৫ গীত ২২; ৭
৩৬ গীত ৬৯; ২১
৪২ মথি ১৬; ২৮

* অথবা, সরস বৃক্ষের প্রতি

৪৪ তখন প্রায় ষষ্ঠ ঘটিকা, আর নবম ঘটিকা * পর্য্যন্ত সমগ্র-
৪৫ দেশ অন্ধকার হইয়া রহিল, সূর্য্য আলোকহীন হইল; আর
৪৬ মন্দিরের তিরস্করিণী মধ্যভাগে বিদীর্ণ হইল। আর যীশু উচৈচঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, পিতা, 'তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি', এই কথা বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ
৪৭ করিলেন। এই ঘটনা দেখিয়া সেনাপতি ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, সত্যই ইনি ধার্ম্মিক ছিলেন।

৪৮ যাহারা এই দৃশ্য দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল, তাহারা সমস্ত ঘটনা দেখিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ফিরিয়া
৪৯ গেল। তাঁহার পরিচিত সকলে এবং গালীল হইতে যে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত দেখিলেন।

৪৪ আমোষ ৮; ৯
৪৫ যাত্রা ২৬; ৩১-৩৩। ৩৬; ৩৫
৪৬ গীত ৩১; ৫
প্রেঃ ৭; ৫৯
৪৯ গীত ৩৮ ১১।
লূক ৮;

যীশুর সমাধি

৫০ যোষেফ নামে একটি লোক ছিলেন, তিনি মহাসভার
৫১ সদস্য, একজন সাধু ও ধার্ম্মিক লোক; তাহাদের ঐ সকল অভিপ্রায় ও কার্য্যে তিনি সম্মতি দান করেন নাই। তিনি যিহূদীদের আরিমাথেয়া নগরের লোক এবং ঈশ্বরের রাজ্যের
৫২ প্রতীক্ষায় ছিলেন। পীলাতের নিকটে গিয়া তিনি যীশুর
৫৩ দেহ চাহিলেন; পরে তাহা নামাইয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে † জড়াইলেন, এবং পাথরে খনিত এক সমাধিতে তাঁহাকে রাখিলেন;
৫৪ তাহাতে পূর্ব্বে কাহাকেও রাখা হয় নাই। সেই দিন ছিল
৫৫ আয়োজনের দিন এবং বিশ্রামবার আগতপ্রায়। যে স্ত্রীলোকেরা গালীল হইতে যীশুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পিছনে পিছনে গিয়া সেই সমাধি দেখিলেন, ও কিভাবে তাঁহার
৫৬ দেহ রাখা হইল তাহাও দেখিলেন; আর ফিরিয়া গিয়া গন্ধ-দ্রব্য ও আতর প্রস্তুত করিলেন।

বিশ্রামবারে তাঁহারা বিধি অনুসারে বিশ্রাম করিলেন।

৫০-৫৬ মথি ২৭, ৫৭-৬১ মার্ক ১৫; ৪২-৪৭ যোঃ ১৯, ৩৮-৪২
৫১ লূক ২; ২৫, ৩৮
৫৬ যাত্রা ১২; ১৬। ২০; ১০
লেবীঃ ২৩; ৮

যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

২৪ কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন অতি প্রত্যূষে যে সমস্ত গন্ধ-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা লইয়া তাঁহারা ও তাঁহাদের
২ সঙ্গে অপর কেহ কেহ সমাধির নিকটে আসিলেন; আর দেখিতে পাইলেন, সমাধি হইতে পাথরখানা সরান হইয়াছে।
৩ কিন্তু তাঁহারা ভিতরে গিয়া দেহ দেখিতে পাইলেন না।
৪ তাঁহারা ইহাতে হতবুদ্ধি হইলেন, এমন সময় ঝলমল বস্ত্র

১-১২ মথি ২৮; ১-৮ মার্ক ১৬; ১-৮ যোঃ ২০; ১-১৩

* মথি ২০; ৩ দ্রঃ † মার্ক ১৫; ৪৬ দ্রঃ

৫ পরিহিত দুইজন পুরুষ তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহারা ভীত হইয়া অধোমুখে ভূমিতে পড়িলে সেই দুইজন তাঁহাদের বলিলেন, মৃতদের মধ্যে তোমরা জীবিতের অন্বেষণ
৬ কেন করিতেছ? তিনি এখানে নাই, কিন্তু উত্থাপিত হইয়াছেন। তিনি গালীলে থাকিতে থাকিতে তোমাদের কি
৭ বলিয়াছিলেন, স্মরণ কর; তিনি ত বলিয়াছিলেন, মনুষ্য-পুত্রকে পাপী মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইতে হইবে, ক্রুশ-বিদ্ধ হইতে ও তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হইতে হইবে।
৮ তখন তাঁহার সেই সমস্ত কথা তাঁহাদের স্মরণ হইল।
৯ তাঁহারা সমাধি হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই এগারোজনকে ও অন্য সকলকে এই সংবাদ দিলেন।

১০ ইঁহারা মগ্দলীনী মরিয়ম, যোহানা ও যাকোবের মাতা মরিয়ম, এবং ইঁহাদের সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোকেরাও প্রেরিতদের এই সকল
১১ কথা বলিলেন। কিন্তু এই সকল কথা তাঁহাদের কাছে প্রলাপ বলিয়া মনে হইল; তাঁহারা স্ত্রীলোকদের কথা বিশ্বাস করিলেন
১২ না। কিন্তু পিতর উঠিয়া দৌড়িয়া সমাধির নিকটে গেলেন এবং আনত হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে কেবল কাপড়ের বন্ধনীগুলি দেখিলেন; আর যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন।

১৩ তাঁহাদের দুইজন সেইদিন যিরূশালেম হইতে তিন-চারি
১৪ ক্রোশ * দূরবর্ত্তী ইম্মায়ূ নামক গ্রামে যাইতেছিলেন; ঐ সমস্ত ঘটনার বিষয় তাঁহারা নিজেদের মধ্যে আলাপ করিতে-
১৫ ছিলেন। তাঁহারা আলাপ-আলোচনা করিতেছেন এমন সময় যীশু স্বয়ং নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে
১৬ লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের চক্ষু রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহারা
১৭ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা চলিতে চলিতে নিজেদের মধ্যে কি বিষয় বলাবলি
১৮ করিতেছ? তাঁহারা ম্লান-মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাদের একজন যাহার নাম ক্লিয়পা, তিনি উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, আপনিই কি যিরূশালেমে একমাত্র প্রবাসী যিনি জানেন না
১৯ এই কয়েক দিনের মধ্যে সেখানে কি কি ঘটিয়াছে? তিনি তাহাদের বলিলেন, কি কি ঘটনা? তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, নাসরতীয় যীশু সম্পর্কিত ঘটনা; তিনি ঈশ্বরের ও সকল লোকের সাক্ষাতে কার্য্যে ও বাক্যে ক্ষমতাপন্ন ভাববাদী
২০ ছিলেন, এবং আমাদের প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা কিভাবে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার জন্য সমর্পণ

৭ মথি ১৭; ২২, ২৩
১০ লূক ৮; ২, ৩
[১৩-৩৫ মার্ক ১৬; ১২, ১৩]
১৬ যোঃ ২০; ১৪। ২১; ৪
১৯ মথি ২১; ১১

* (মূল) ৬০ ষ্টাদিয়ন: এক ষ্টাদিয়ন প্রায় ৪০০ হাত

২১ করিল ও ক্রুশ-বিদ্ধ করিল, এই সমস্ত ঘটনা। আমরা কিন্তু আশা করিতেছিলাম যে তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলকে মুক্তি দিবেন। কেবল তাহা নয়, কিন্তু আজ
২২ তিন দিন হইল এই সমস্ত ঘটিয়াছে। আবার আমাদের কয়েকজন স্ত্রীলোক আমাদের বিস্ময়াভিভূত করিয়াছে;
২৩ তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহার সমাধিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পায় নাই; আর ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে তাহারা স্বর্গদূতদেরও দর্শন পাইয়াছে; দূতেরা
২৪ বলিয়াছেন, তিনি জীবিত। আমাদের মধ্যে কয়েকজনও সমাধিতে গিয়া সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলিয়াছিল তেমনই
২৫ দেখিতে পাইল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিল না। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, অবোধ তোমরা এবং ভাববাদীরা যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন সেই সমস্তে বিশ্বাস করিতে শিথিল-চিত্তেরা,
২৬ খ্রীষ্টের পক্ষে কি আবশ্যক ছিল না যে তিনি এই সমস্ত দুঃখ-
২৭ ভোগ করিয়া আপন মহিমায় প্রবেশ করেন? তখন মোশি ও সমস্ত ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া শাস্ত্রে নিজের বিষয়ে যে সমস্ত কথা আছে,* তাহার অর্থ তিনি তাঁহাদের বুঝাইয়া দিলেন।

২৮ তাঁহারা যেখানে যাইতেছিলেন সেই গ্রামের নিকট উপস্থিত
২৯ হইলে, তিনি আরও দূরে যাইবার ভাব দেখাইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে সাধ্যসাধনা করিয়া বলিলেন, আমাদের সঙ্গে থাকুন, কারণ সন্ধ্যা আগতপ্রায়, দিন শেষ হইয়া আসিতেছে; তাহাতে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবার জন্য গৃহে প্রবেশ
৩০ করিলেন। তিনি যখন তাঁহাদের সঙ্গে আহারে বসিলেন, তখন রুটি লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া
৩১ তাঁহাদের দিলেন, আর তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল ও তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; আর তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

৩২ তখন তাঁহারা পরস্পর বলিলেন, পথের মধ্যে তিনি যখন আমাদের সহিত কথা বলিতেছিলেন ও আমাদের নিকট শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন আমাদের অন্তরে
৩৩ আমাদের চিত্ত কি তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল না? তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তে উঠিয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন আর দেখিতে পাইলেন সেই এগারোজন ও তাঁহাদের সঙ্গীরা সমবেত আছেন।
৩৪ ইঁহারা বলিলেন, সত্যই প্রভু উত্থাপিত হইয়াছেন এবং

২১ লূক ১; ৬৮। ৩৮। প্রেঃ ১
২৪ লূক ২৪, যোঃ ২০;
২৭ যোঃ ৫, ২৯ প্রেঃ ৮; ৩৫। ৩, ১৮
৩০ লূক ২২, ১৯
৩৪ ১করিঃ১৫; ৪,৫

* লূক ২৪; ৪৪ দ্রঃ

৩৫ শিমোনকে দেখা দিয়াছেন। তখন তাঁহারা পথে কি কি ঘটিয়াছিল এবং কিভাবে রুটি খণ্ড খণ্ড করিবার সময় তিনি তাঁহাদের নিকট আপন পরিচয় দিলেন এই সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহারা বলিলেন।

৩৬ তাঁহারা যখন এই সমস্ত কথা বলিতেছিলেন তখন তিনি আপনি তাঁহাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমাদের ৩৭ শান্তি হউক। তাঁহারা ভূত দেখিতেছেন ভাবিয়া ত্রাসযুক্ত ও ৩৮ মহাভীত হইলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা উদ্বিগ্ন হইতেছ কেন? তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন ৩৯ হইতেছে? আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি; আমাকে স্পর্শ করিয়া দেখ, আমার যেমন আছে দেখিতেছ, ৪০ ভূতের সেইপ্রকার অস্থি-মাংস নাই। এই বলিয়া তিনি ৪১ নিজের হাত ও পা তাঁহাদের দেখাইলেন। কিন্তু আনন্দের কারণে তাঁহারা তখনও অবিশ্বাস করিতেছিলেন এবং বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এইজন্য তিনি তাঁহাদের বলিলেন, ৪২ তোমাদের এখানে কি কিছু খাদ্য আছে? তাঁহারা তাঁহাকে ৪৩ এক টুক্‌রা ভাজা মাছ দিলেন; আর তিনি তাহা লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে আহার করিলেন।

৪৪ তখন তিনি তাঁহাদের বলিলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে আমি তোমাদের যে কথা বলিতাম তাহা এই, মোশির বিধি-ব্যবস্থায় ও ভাববাদীদের গ্রন্থে ও গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে ৪৫ যাহা লেখা আছে,* সে সমস্ত পূর্ণ হইতে হইবে। তখন তিনি তাঁহাদের বুদ্ধি-দ্বার খুলিয়া দিলেন যেন তাঁহারা শাস্ত্র ৪৬ বুঝিতে পারেন। তিনি আবার তাঁহাদের বলিলেন, এইরূপ লিখিত আছে যে খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিবেন এবং তৃতীয় দিনে ৪৭ মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত হইবেন; এবং যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বজাতির কাছে তাঁহারই নামে মন-৪৮ পরিবর্ত্তন ও পাপমোচনের কথা প্রচারিত হইবে। তোমরা ৪৯ এই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী; আর এখন আমি আমার পিতার

৩৬-৪৯ মার্ক ১৬; ১৪-১৮ যোঃ ২০; ১৯-২৩ ১ করিঃ ১৫; ৫
৩৭ মথি ১৪; ২৬
৪১ যোঃ ২১; ৫, ১০
৪৪ লূক ৯, ২২ ৪৪, ৪৫। ৩১-৩৩
৪৬ ১ তীমঃ ৩; ১৬ ৭, ২৬
৪৮ প্রেঃ ৫; ৩২
৪৯ যোঃ ১৪; ২৬। ১৫; ২৬। ১৬; ৭ প্রেঃ ১; ৪

* দৃষ্টান্তরূপে নিম্নলিখিত শাস্ত্র দ্রষ্টব্য :
আদি ৩; ১৫। ২২; ১৮। ২৬; ৪। ৪৯; ১০। গণনা ২১; ৯। দ্বিঃ বিঃ ১৮; ১৫
গীত ২। ১৬; ৮-১০। ২২। ৬৯। ৭২। ১১৮; ২২-২৬
২ শমূঃ ৭; ১৬। যিশাঃ ৭; ১৪। ৯, ৬-৮। ৪০; ১০। ৪২। ৫০; ৬। ৫২; ১৩। ৫৩। ৬১; ১-৩। যিরঃ ২৩; ৫, ৬। ৩৩; ১৪, ১৫। যিহিঃ ৩৪; ২৩। দাঃ ৭; ১৩, ১৪। ৯; ২৪-২৭। মীঃ ৫; ২। ৭; ২০। হগয় ২; ৭। সখঃ ৬; ১২। ৯; ৯। ১২; ১০। ১৩; ৭। মালাঃ ৩; ১। ৪; ২।

প্রতিজ্ঞাত সেই দান তোমাদের উপরে প্রেরণ করিতেছি; কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ্ব হইতে আগত শক্তি পরিহিত না হও, সে পর্য্যন্ত তোমরা এই নগরে থাক।

৫০ তিনি বৈথনিয়ার প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের লইয়া গেলেন, ৫১ এবং হাত তুলিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি তাঁহাদের হইতে পৃথক হইয়া স্বর্গে ৫২ উন্নীত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া মহানন্দে ৫৩ যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহারা প্রতিনিয়ত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিতেন।

[৫০-৫৩ মার্ক ১৬, ১৯ প্রেঃ ১ ; ৪-১৪]
৫২ মথি ২৮ ; ৯ যোঃ ১৪ ; ২৮। ১৬ ; ২২। ২০ ; ১৭

যোহনলিখিত সুসমাচার

শাশ্বত বাক্য, জীবন ও জ্যোতি

১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন,
২ এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের সহিত
৩ ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল এবং কোন
৪ কিছুই তাঁহা ছাড়া সৃষ্ট হয় নাই। যাহা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা
তাঁহার জীবনে জীবন্ত হইয়াছিল * এবং সেই জীবন ছিল
৫ মনুষ্যদের জ্যোতি। জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি দিতেছে,
আর অন্ধকার তাহা গ্রহণ † করে নাই।

৬ ঈশ্বর হইতে প্রেরিত এক ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন, তাঁহার
৭ নাম যোহন। তিনি সাক্ষ্য দিতে, জ্যোতিরই বিষয়ে সাক্ষ্য
দিতে আসিলেন, যেন সকলে তাঁহার দ্বারা বিশ্বাস করিতে
৮ পারে। তিনি সেই জ্যোতি ছিলেন না, কিন্তু জ্যোতির
বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিলেন।

৯ যে জ্যোতি প্রত্যেক মানুষকে দীপ্ত করে, সেই প্রকৃত
১০ জ্যোতি জগতে প্রবেশ করিতেছিলেন। তিনি জগতে ছিলেন,
তাঁহার দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল আর জগৎ তাঁহাকে চিনিল
১১ না। তিনি আপন গৃহে আসিলেন, আর তাঁহার নিজের
১২ লোকেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না; কিন্তু যত জন তাঁহার
নামে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল, তিনি তাহাদের
১৩ ঈশ্বরের সন্তান হইবার অধিকার দান করিলেন। তাহারা
রক্ত হইতে নয়, দৈহিক বাসনা বা মানুষের ইচ্ছা হইতে নয়,
কিন্তু ঈশ্বর হইতেই জাত।

১৪ বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন ‡ এবং আমাদের মধ্যে বাস
করিলেন। পিতা হইতে জাত একমাত্র পুত্রের মহিমার তুল্য
তাঁহার মহিমা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। তিনি অনুগ্রহ ও
সত্যে পূর্ণ ছিলেন।

১৫ যোহন তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,
ইনি সেই ব্যক্তি যাঁহার সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম, যিনি
আমার পরে আসিতেছেন তিনি আমার অগ্রবর্ত্তী, কারণ
তিনি আমার পূর্ব্বে ছিলেন।

১ ১ যোঃ ১; ১, ২ যোঃ ১৭; ৫ প্রঃ ১৯; ১৩
২ হিতোঃ ৮; ২২
৩ কলঃ ১; ১৬, ১৭ ১ করিঃ ৮; ৬ ইব্রীঃ ১; ২
৪ যোঃ ৫; ২৬
৫ যোঃ ৩; ১৯
৬ লূক ১; ১৩-১৭, ৫৭-৮০ মথি ৩; ১ মার্ক ১; ৪
৭ লূক ৩; ৩
৮ যোঃ ১; ২০
১০ যোঃ ১; ৩-৫
১২ গাঃ ৩; ২৬ ইফিঃ ১; ৫
১৩ যোঃ ৩; ৫, ৬
১৪ যিশাঃ ৭; ১৪ ৬০; ১। ২ পি ১; ১৬, ১৭ ১ যোঃ ১; ২ লূক ৯; ৩২
১৫ যোঃ ১; ২৭, ৩০ মথি ৩; ১১

* পাঠান্তর, ৩।...এবং যাহা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার কিছুই তাঁহা ছাড়া সৃষ্ট হয় নাই। ৪। তাঁহাতে জীবন ছিল, এবং...

† অথবা, দমন,

‡ অথবা, মানবদেহ গ্রহণ করিলেন

১৬ আমরা সকলে তাহার পূর্ণতার ভাগী হইয়াছি, এমন কি
১৭ অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ পাইয়াছি; কারণ মোশির দ্বারা বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্টের
১৮ দ্বারা উপস্থিত হইল। ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; সেই একমাত্র পুত্র যিনি স্বয়ং ঈশ্বর এবং পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

১৬ কলঃ ১; ১৯ ইফিঃ ৩; ১৯। ৪; ১৩
১৭ রোঃ ৬; ১৪। ১০; ৪ যাত্রা ২০; ১। ৩৪; ১ গীত ২৫; ১০। ৪০, ১০। ৮৫; ১০
১৮ যোঃ ৬; ৪৬ ১ যোঃ ৪; ১২ মথি ১১; ২৭ লূক ১০; ২২ কলঃ ১; ১৫ ১ তীমঃ ৬; ১৬

যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য

১৯ যোহনের সাক্ষ্য এই,—যখন যিহূদীরা যিরূশালেম হইতে কয়েকজন পুরোহিত ও লেবীয়কে তাঁহার নিকটে এই কথা
২০ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কে? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; আমি সেই খ্রীষ্ট* নই,
২১ ইহাই তিনি স্বীকার করিলেন। তাহারা তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি
২২ উত্তর দিলেন, না। তখন তাহারা তাঁহাকে বলিল, আপনি কে, বলুন; যাঁহারা আমাদের পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের যেন উত্তর দিতে পারি; আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন?
২৩ তিনি বলিলেন, ভাববাদী যিশাইয় যেরূপ বলিয়াছেন, আমি 'একজনের রব যে প্রান্তরে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর
২৪ পথ সরল কর।' আর ফরীশীদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে
২৫ পাঠান হইয়াছিল; তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নন, এলিয়ও নন, ভাববাদীও নন, তবে
২৬ বাপ্তিস্ম দিতেছেন কেন? যোহন উত্তরে তাহাদের বলিলেন, আমি অবশ্য জলে বাপ্তিস্ম দিতেছি; তোমাদের অপরিচিত একজন যিনি আমার পরে আসিতেছেন, তিনি তোমাদের
২৭ মধ্যেই দাঁড়াইয়া আছেন; আমি তাঁহার জুতার বন্ধন খুলিবারও যোগ্য নই।
২৮ যর্দ্দনের অপরতীরে বৈথনিয়াতে, যোহন যেখানে বাপ্তিস্ম দিতেছিলেন, সেখানে এই সমস্ত ঘটিয়াছিল।
২৯ পরদিন তিনি যীশুকে আপনার কাছে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপ-
৩০ রাশি বহিয়া লইয়া যান। ইনি সেই ব্যক্তি যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম, আমার পরে একজন মনুষ্য আসিতেছেন যিনি আমার অগ্রবর্ত্তী, কারণ তিনি আমার পূর্ব্বে ছিলেন।

১৯ লূক ৩; ১৫ যোঃ ৫; ৩৩
২০ প্রেঃ ১৩; ২৫
২১ মথি ১৭; ১০-১৩ দ্বিঃ বিঃ ১৮; ১৫ যোঃ ৬; ১৪। ৭; ৪০
২৩ যিশাঃ ৪০; ৩ মথি ৩; ৩ মার্ক ১, ৩ লূক ৩; ৪
২৫ মথি ২১; ২৫
২৬ মথি ৩; ১১ মার্ক ১; ৭, ৮
২৭ প্রেঃ ১৩; ২৫ মার্ক ১; ৭ লূক ৩; ১৬
২৮ মথি ৩; ৬, ১৩
২৯ যোঃ ১; ৩৬ যিশাঃ ৫৩; ৭ যাত্রা ১২; ৩
৩০ যোঃ ১; ১৫, ২৭

* অর্থাৎ, যিহূদীদের মশীহ। 'মশীহ' (ইব্রীয় ভাষায়) ও 'খ্রীষ্ট' (গ্রীক ভাষায়) উভয়ের অর্থ 'অভিষিক্ত'

৩১ আমি তাঁহাকে জানিতাম না, কিন্তু যেন তিনি ইস্রায়েলের নিকট প্রকাশিত হন এইজন্য আমি উপস্থিত হইয়া জলে বাপ্তিস্ম দিতেছি।

৩২ যোহন সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, আমি আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিয়া তাঁহার উপরে অবস্থান করিতে ৩৩ দেখিয়াছি; আমি তাঁহাকে জানিতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠাইয়াছেন তিনিই আমাকে বলিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবস্থান করিতে দেখিবে, ৩৪ তিনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন। আমি দেখিয়াছি, আর সাক্ষ্য দিয়াছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।

৩২ মথি ৩; ১৬ মার্ক ১; ১০ লূক ৩; ২২

৩৪ মথি ৩; ১৭ মার্ক ১; ১১ লূক ৩; ২২

শিষ্যদের আহ্বান

৩৫ পরদিন আবার যোহন ও তাঁহার শিষ্যদের মধ্য হইতে ৩৬ দুইজন দাঁড়াইয়া ছিলেন; যীশু বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় যোহন তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের ৩৭ মেষশাবক। সেই দুইজন শিষ্য তাঁহার কথা শুনিয়া যীশুর ৩৮ অনুসরণ করিলেন। যীশু ফিরিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে দেখিলেন এবং তাঁহাদের বলিলেন, তোমরা কিসের অন্বেষণ করিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, রব্বি (অর্থাৎ গুরু), আপনি ৩৯ কোথায় থাকেন? তিনি তাঁহাদের বলিলেন, এস, দেখিবে। তাহাতে তাঁহারা গিয়া তিনি যেখানে থাকেন দেখিলেন; আর সেইদিন তাঁহারা তাঁহার কাছে থাকিলেন। তখন বেলা প্রায় দশম ঘটিকা *।

৩৬ যোঃ ১; ২৯ যিশাঃ ৫৩; ৭

৪০ যোহনের কথা শুনিয়া যে দুইজন যীশুর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন শিমোন পিতরের ভ্রাতা ৪১ আন্দ্রিয়। তিনি প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমোনের দেখা পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমরা মশীহের (অর্থাৎ খ্রীষ্টের) দেখা ৪২ পাইয়াছি। তিনি তাঁহাকে যীশুর নিকটে আনিলেন। যীশু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি যোহনের পুত্র শিমোন, তোমাকে কৈফা বলা যাইবে। (এই নামের অর্থ পিতর) †।

[৪০-৪২ মথি ৪; ১৮-২২ মার্ক ১; ১৬-২০ লূক ৫; ২-১১]

৪১ ১ শমূঃ ২; ১০ গীত ২; ২

৪২ মথি ১৬; ১৮ মার্ক ৩; ১৬

৪৩ পরদিন তিনি গালীলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন আর তিনি ফিলিপের দেখা পাইলেন। তিনি তাঁহাকেও বলিলেন, ৪৪ আমার অনুসরণ কর। ফিলিপ বৈৎসৈদা-নিবাসী, আন্দ্রিয় ৪৫ ও পিতরের নগরের লোক ছিলেন। ফিলিপ নথনেলের দেখা পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, যাঁহার কথা মোশি

৪৫ দ্বিঃ বিঃ ১৮; ১৮ যিশাঃ ৭; ১৪। ৫৩; ২ যিরঃ ২৩; ৫ যিহিঃ ৩৪; ২৩

* অর্থাৎ, বৈকাল চারিটা। মথি ২০; ৩ দ্রঃ

† কৈফা (ইব্রীয় ভাষায়) ও পিতর (গ্রীক ভাষায় পেট্রস্) উভয়ের অর্থ 'পাথর'

বিধি-ব্যবস্থায় লিখিলেন এবং ভাববাদীরা লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহার দেখা পাইয়াছি ; তিনি নাসরতীয় যীশু, যোষেফের ৪৬ পুত্র। নথনেল তাঁহাকে বলিলেন, নাসরৎ হইতে কি কোন কিছু ভাল বাহির হওয়া সম্ভব? ফিলিপ তাঁহাকে বলিলেন, ৪৭ আসিয়া দেখ। যীশু নথনেলকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার বিষয়ে বলিলেন, দেখ, সে সত্যই ইস্রায়েলীয়, ৪৮ তাহার অন্তরে ছল নাই। নথনেল তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কেমন করিয়া আমাকে চিনিলেন? যীশু উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, ফিলিপ তোমাকে ডাকিবার পূর্ব্বে যখন তুমি সেই ডুমুর গাছের তলায় ছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া- ৪৯ ছিলাম। নথনেল তাঁহাকে উত্তর দিলেন, রব্বি, আপনিই ৫০ ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা। তাহাতে যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমি যে তোমাকে বলিলাম, সেই ডুমুর গাছের তলায় তোমাকে দেখিয়াছিলাম, সেইজন্য কি বিশ্বাস ৫১ করিলে? এই সকল হইতেও মহৎ বিষয় দেখিবে। আর তিনি তাঁহাকে বলিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের সকলকে বলিতেছি, তোমরা দেখিতে পাইবে স্বর্গ উন্মুক্ত এবং ঈশ্বরের দূতেরা মনুষ্য-পুত্রের উপর দিয়া উঠিতেছেন ও নামিতেছেন।

৪৬ যোঃ ৭ ; ৪১, ৫২
৪৭ গীত ৩২ ; ২। ৭৩, ১
আদি ২৫ ; ২৭
৪৯ যোঃ ৬ ; ৬৯
গীত ২, ৭
মথি ১৪ ; ৩৩। ১৬ ; ১৬
৫১ আদি ২৮ ; ১২
মথি ৪ ; ১১
মার্ক ১ ; ১৩

যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যারম্ভ

২ তৃতীয় দিবসে গালীলের কান্না নগরে একটি বিবাহ হইল; ২ যীশুর মাতা সেখানে ছিলেন ; সেই বিবাহে যীশু ও তাঁহার ৩ শিষ্যদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। পরে দ্রাক্ষারস ফুরাইয়া গেলে যীশুর মাতা তাঁহাকে বলিলেন, ইহাদের দ্রাক্ষারস নাই। ৪ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, নারি, আমার সঙ্গে তোমার কি কাজ? ৫ আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার মাতা ভৃত্যদের বলিলেন, তিনি তোমাদের যাহা কিছু বলিবেন ৬ তাহা করিও। যিহূদীদের প্রথানুসারে শুচিকরণের জন্য সেই স্থানে পাথরের ছয়টি জালা বসান ছিল, তাহার প্রত্যেক- ৭ টিতে দুই-তিন মণ জল ধরিত। যীশু তাহাদের বলিলেন, জালায় জল ভরিয়া দাও ; তাহারা সেগুলি কানায়-কানায় ৮ ভরিয়া দিল। তখন তিনি তাহাদের বলিলেন, এখন উহা হইতে কিছু তুলিয়া ভোজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাও ; ৯ তাহারা লইয়া গেল। ভোজাধ্যক্ষ দ্রাক্ষারসে পরিণত সেই জল আস্বাদ করিলেন এবং কোথা হইতে আসিল তাহা জানিতেন না ; কিন্তু যে ভৃত্যেরা জল তুলিয়াছিল তাহারাই জানিত। ১০ তিনি বরকে ডাকিয়া বলিলেন, প্রত্যেকে প্রথমে ভাল দ্রাক্ষারস

১ যোঃ ১, ৪৩
৪ মথি ১২ ; ৪৮
মার্ক ১ ; ২৪
যোঃ ৭ ; ৬, ৮, ৩০। ১৯ ; ২৬
লূক ২২ ; ৫৩
১ রাঃ ১৭ ; ১৮
৫ আদি ৪১ ; ৫৫
৬ মার্ক ৭ ; ৩, ৪

পরিবেশন করে, এবং লোকে যথেষ্ট পান করিবার পরেই অপেক্ষাকৃত মন্দ দ্রাক্ষারস দেয়; কিন্তু তুমি ভাল দ্রাক্ষারস এখন পর্য্যন্ত রাখিয়াছ।

১১ যীশু গালীলের কান্না নগরে আপনার লক্ষণের মধ্যে সূচনারূপে এই কার্য্য সাধন করিয়া আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন, আর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিলেন।

১২ পরে তিনি, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা এবং তাঁহার শিষ্যেরা কফরনাহূমে গেলেন, আর সেখানে অল্প কয়েক দিন থাকিলেন।

১১ যোঃ ১৪। ১১,
১২ মথি ৪; ১৩ যোঃ ৭; ৩

যিরূশালেমে যীশুর প্রবেশ

১৩ যিহূদীদের নিস্তার-পর্ব্ব নিকটবর্ত্তী হইলে যীশু যিরূশালেমে
১৪ গমন করিলেন। মন্দিরে তিনি দেখিতে পাইলেন লোকে গরু, মেষ ও কপোত বিক্রয় করিতেছে, পোদ্দারেরাও বসিয়া
১৫ আছে; তিনি দড়ির একটি চাবুক প্রস্তুত করিয়া গরু, মেষ সমস্তই মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং পোদ্দারদের টাকাকড়ি সকল ছড়াইয়া মেজগুলি উল্টাইয়া ফেলিলেন; আর
১৬ যাহারা কপোত বিক্রয় করিতেছিল, তিনি তাহাদের বলিলেন, এই স্থান হইতে এই সমস্ত লইয়া যাও; আমার পিতার গৃহকে
১৭ দোকানে পরিণত করিও না। তাঁহার শিষ্যদের মনে পড়িল যে, লেখা আছে, 'তোমার গৃহের প্রতি প্রীতি-অনুরাগ আমাকে গ্রাস করিবে'।

যোঃ ৪। ১১; ১৪-১৬ মথি ২১; ১২,১৩ মার্ক ১১; ৭ লূক
লূক ২;
গীত ৬৯,

১৮ তাহাতে যিহূদীরা উত্তরে তাঁহাকে বলিল, এই সকল কার্য্য সাধনের কারণস্বরূপ আপনি কি লক্ষণ আমাদের
১৯ দেখাইতে পারেন? যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, তোমরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর আমি তাহা তিন দিনে
২০ উঠাইব। তাহাতে যিহূদীরা বলিল, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছিল; তুমি কি তিন দিনে
২১ ইহা উঠাইবে? তিনি কিন্তু আপন দেহ-রূপ মন্দিরের কথা
২২ বলিতেছিলেন। এইজন্য তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলে পর, তাঁহার শিষ্যদের স্মরণ হইল যে, তিনি তাঁহাদের এই কথা বলিয়াছিলেন, আর তাঁহারা শাস্ত্রে ও যীশুর কথিত সেই বাক্যে বিশ্বাস করিলেন।

১৮ মথি ২১; ২৩ যোঃ ৬; ৩০। ৩; ২
১৯ মথি ২৬; ৬১। ২৭; ৪০ যোঃ ১০ ১৮
২১ ১ করিঃ ৬; ১৯

২৩ নিস্তার-পর্ব্বের সময় তিনি যখন যিরূশালেমে ছিলেন, তখন যে সমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছিলেন তাহা দেখিয়া
২৪ অনেকে তাঁহার নামে বিশ্বাস করিল। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে তাহাদের উপর যীশুর নিজের বিশ্বাস ছিল না,

২৫ কারণ তিনি সকলকে জানিতেন, এবং মনুষ্যের বিষয়ে কেহ যে সাক্ষ্য দেয় ইহাতে তাঁহার প্রয়োজন ছিল না; কারণ মনুষ্যের অন্তরে কি আছে তাহা তিনি নিজেই জানিতেন।

২৫ মার্ক ২, ৮ যোঃ ১৬, ৩০। ২১; ১৭

নীকদীমকে যীশুর শিক্ষা। অনন্ত জীবন পাইবার উপায়

৩ ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে এক ব্যক্তি ছিলেন; ২ তিনি যিহূদীদের একজন অধ্যক্ষ। তিনি রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, রব্বি, আপনি যে ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত গুরু তাহা আমরা জানি; কারণ আপনি এই যে সমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন ঈশ্বর সহবর্ত্তী না ৩ থাকিলে কেহ এমন কার্য্য করিতে পারে না। যীশু উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, পুনরায় জন্মগ্রহণ না করিলে কেহই ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে ৪ পায় না। নীকদীম তাঁহাকে বলিলেন, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে? সে কি দ্বিতীয়বার ৫ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে? যীশু উত্তরে বলিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, জল ও আত্মা হইতে জন্মগ্রহণ না করিলে কেহই ঈশ্বরের রাজ্যে ৬ প্রবেশ করিতে পারে না। দেহ হইতে যাহা জাত, তাহা ৭ দেহ; আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মা। আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের পুনরায় * জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক, ৮ ইহাতে বিস্মিত হইও না। বায়ু যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে বহে, আর তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু কোথা হইতে আসে ও কোথায় যায়, তাহা জান না; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক জন সেইরূপ।

১ যোঃ ৭; ৫০। ১৯, ৩৯
২ মথি ২২, ১৬
৩ মথি ১৮, ৩ লূক ১৭, ২১ ১ পিঃ ১, ২৩
৫ যিহিঃ ৩৬, ২৫-২৭ ইফিঃ ৫, ২৬ তীত ৩, ৫
৬ যোঃ ১; ১৩ ১করিঃ ১৫; ৫০ গীত ৫১; ৫
৮ মার্ক ৪; ৪১ উপঃ ১১; ৫

৯ নীকদীম উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, এই সমস্ত কেমন ১০ করিয়া ঘটিতে পারে? উত্তরে যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি ১১ ইস্রায়েলের গুরু হইয়া এই সমস্ত বিষয় কি বুঝ না? সত্য, সত্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, আমরা যাহা জানি তাহাই বলি ও যাহা দেখিয়াছি তাহারই বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, আর ১২ তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর না। আমি তোমাদের কাছে পার্থিব বিষয়ে কথা বলিলে যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গীয় বিষয়ে কথা বলিলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে?

১১ যোঃ ৩; ৩২। ৫; ১৯। ৭; ১৬। ৮; ২৬, ২৮। ১২; ৪৯
১২ লূক ২২; ৬৭

১৩ যিনি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই মনুষ্য-পুত্র ব্যতীত স্বর্গে কেহই আরোহণ করে নাই; আর তিনি স্বর্গে

১৩ হিতোঃ ৩০; ৪ ইফিঃ ৪; ৯

* অথবা, উর্দ্ধ হইতে

১৪ থাকেন। আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্প উত্তোলন করিয়াছিলেন, তেমনই মনুষ্য-পুত্রকে উত্তোলিত হইতে হইবে, ১৫ যেন, যে কেহ বিশ্বাস করে, সে তাঁহাতে অনন্ত জীবন পায়।

১৬ কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একমাত্র পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। ১৭ কারণ ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগত যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়। ১৮ যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার হয় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে; কারণ ঈশ্বরের সেই ১৯ একমাত্র পুত্রের নামে সে বিশ্বাস করে নাই। বিচারের ধারা এই, জগতে জ্যোতি আসিয়াছে এবং মানুষ জ্যোতি অপেক্ষা অন্ধকারকে অধিক ভালবাসিল, কারণ তাহাদের কর্ম্ম ২০ মন্দ ছিল। যে কেহ দুষ্কর্ম্ম করে, সে জ্যোতি ঘৃণা করে এবং জ্যোতির নিকট আসে না, পাছে তাহার কর্ম্মের দোষ ব্যক্ত ২১ হয়; কিন্তু যে সৎকর্ম্ম সাধন করে, সে জ্যোতির নিকট আসে যেন তাহার কর্ম্ম ঈশ্বরের সংযোগে সাধিত বলিয়া প্রকাশিত হয়।

১৪ গণনা ২১; ৮, ৯
১৬ রোঃ ৫; ৮। ৮; ৩২
১ যোঃ ৪; ৯
১৭ যোঃ ৫; ২২। ১২; ৪৭
লূক ১৯; ১০
প্রেঃ ১৭; ৩১
১৮ যোঃ ৩; ৩৬। ৫; ২৪। ১৬; ৯
১৯ যোঃ ১; ৫, ৯-১১। ১২; ৪৮
২০ ইফিঃ ৫; ১৩

যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য

২২ পরে যীশু তাঁহার শিষ্যদের সহিত যিহূদিয়া দেশে গেলেন। তিনি সেই স্থানে তাঁহাদের সহিত থাকিয়া বাপ্তিস্ম দিলেন। ২৩ আর যোহনও শালীমের নিকটবর্ত্তী ঐনোনে বাপ্তিস্ম দিতে-ছিলেন, কারণ সেখানে যথেষ্ট জল ছিল; আর লোকেরা ২৪ তাঁহার কাছে আসিয়া বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিত; তখনও যোহন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন নাই।

২৫ পরে শুচিকরণ সম্বন্ধে একজন যিহূদীর সহিত যোহনের ২৬ শিষ্যদের বিতর্কের সৃষ্টি হইল। তাহারা যোহনের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, রব্বি, যিনি যর্দ্দনের ওপারে আপনার সহিত ছিলেন ও যাঁহার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্যদান করিলেন, তিনি বাপ্তিস্ম দিতেছেন আর সকলে তাঁহার নিকটে যাই-২৭ তেছে। যোহন উত্তরে বলিলেন, স্বর্গ হইতে তাহাকে দেওয়া না হইলে কোন লোক কিছুই পাইতে পারে না। ২৮ তোমরাই আমার সাক্ষী যে আমি বলিয়াছি, আমি সেই খ্রীষ্ট ২৯ নই, আমি তাঁহার অগ্রে প্রেরিত হইয়াছি। বধূ যাহার, সেই বর; বরের বন্ধু দাঁড়াইয়া বরের কথা শুনে, ও তাহার কণ্ঠ

২২ যোঃ ৪; ১, ২
২৪ মথি ১৪; ৩
২৬ যোঃ ১; ২৬-৩৪
২৭ ইব্রীঃ ৫; ৪
২৮ যোঃ ১; ২০, ২৩, ২৭ মার্ক ১; ২
মথি ১১; ১০
২৯ মথি ৯; ১৫

শুনিয়া মহানন্দ লাভ করে। ইহাতে সেই আনন্দ আমার
৩০ পূর্ণ হইল। তাঁহাকে বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে।

৩১ যিনি ঊর্দ্ধ হইতে আসেন, তিনি সকলের ঊর্দ্ধে; যে পৃথিবী হইতে আসিয়াছে সে পৃথিবীর, সে পৃথিবীরই কথা বলে;
৩২ যিনি স্বর্গ হইতে আসেন তিনি সকলের ঊর্দ্ধে; তিনি যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহারই সাক্ষ্য দেন, কিন্তু কেহ
৩৩ তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করে না। যে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছে সে ইহাতে স্বাক্ষর দিয়া স্বীকার করিয়াছে যে,
৩৪ ঈশ্বর সত্য। ঈশ্বর যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরেরই কথা বলেন; কারণ ঈশ্বর আত্মাকে পরিমাণ করিয়া
৩৫ দেন না। পিতা পুত্রকে প্রেম করেন এবং তাঁহার হাতে
৩৬ সমস্তই দিয়াছেন। যে পুত্রে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে পুত্রে বিশ্বাস করে না সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে থাকে।

৩০ ২ শমূঃ ৩, ১
৩১ যোঃ ৮; ২৩
৩২ যোঃ ৩; ১১
৩৪ যোঃ ১; ৩৩, ৩৪
৩৫ যোঃ ৫; ২০। ১৭, ২
মথি ১১, ২৭
৩৬ যোঃ ৩, ১৮
১ যোঃ ৫; ১২
রোঃ ২, ৮

শমরীয় নারীর সহিত যীশুর কথোপকথন ও তাহার ফল

৪ প্রভু যীশু যখন জানিতে পারিলেন যে, ফরীশীরা শুনিয়াছে, যীশু যোহন অপেক্ষা অধিক শিষ্য করিতেছেন ও বাপ্তিস্ম
২ দিতেছেন (কিন্তু বাস্তবিক যীশু নিজে বাপ্তিস্ম দিতেন না,
৩ তাঁহার শিষ্যেরাই দিতেন), তখন তিনি যিহূদিয়া ছাড়িয়া
৪ আবার গালীলে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে শমরিয়ার মধ্য
৫ দিয়া যাইতে হইল। তাহাতে তিনি শুখর নামে শমরিয়ার এক নগরে উপস্থিত হইলেন; যাকোব আপন পুত্র যোষেফকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, এই নগর তাহার নিকটবর্ত্তী।
৬ সেই স্থানে যাকোবের কূপ ছিল; যীশু পথশ্রান্ত হওয়াতে সেই কূপের ধারে বসিলেন। তখন দিনের প্রায় ষষ্ঠ ঘটিকা *।

৭ শমরিয়ার একটি স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিল; যীশু তাহাকে
৮ বলিলেন, আমাকে পান করিবার একটু জল দাও। তাঁহার
৯ শিষ্যেরা তখন নগরে খাদ্য কিনিতে গিয়াছিলেন। শমরীয় স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে বলিল, আমি শমরীয় স্ত্রীলোক, আপনি যিহূদী হইয়া কেমন করিয়া আমার কাছে পান করিবার জল চাহিতেছেন? (যিহূদীরা শমরীয়দের সহিত মেলামেশা
১০ করিত না †।) যীশু উত্তরে তাহাকে বলিলেন, তুমি যদি

১ যোঃ ৩, ২২, ২৬
২ ১ করিঃ ১; ১৭
৪ লূক ৯, ৫২
৫ আদি ৪৮, ২২
যিহোঃ ২৪, ৩২
৯ লূক ৯; ৫৩
১০ যোঃ ৭; ৩৮, ৩৯

* অর্থাৎ, দ্বিপ্রহর। মথি ২০; ৩ দ্রঃ

† অথবা, যিহূদী ও শমরীয়দের মধ্যে জলচল ছিল না

জানিতে ঈশ্বরের দান কি এবং কে তোমাকে বলিতেছে "পান করিবার জল দাও", তবে তুমি তাহারই নিকট চাহিতে
১১ এবং সে তোমাকে জীবন্ত জল দিত। স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, আপনার বালতি নাই, কূপটিও গভীর; তবে
১২ সেই জীবন্ত জল কোথা হইতে পাইলেন? আপনি কি আমাদের পিতৃপুরুষ যাকোবের অপেক্ষা মহান? তিনিই আমাদের এই কূপ দিয়াছেন, উহার জল তিনি নিজে ও তাঁহার পুত্রগণ পান করিতেন, তাঁহার পশুপালও পান করিত।
১৩ যীশু উত্তরে তাহাকে বলিলেন, কেহ এই জল পান করিলে,
১৪ তাহার পুনরায় পিপাসা পাইবে; কিন্তু আমি যে জল দিব, তাহা যে কেহ পান করিবে কোনকালেই তাহার পিপাসা পাইবে না, বরং আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে জলের উৎস হইয়া অনন্ত জীবনে উৎসারিত হইবে।

১৫ স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, আমাকে সেই জল দিন, যেন আর আমার পিপাসা না পায় এবং জল তুলিতে
১৬ এত দূর আমাকে আসিতে না হয়। তিনি তাহাকে বলিলেন,
১৭ যাও, তোমার স্বামীকে ডাকিয়া লইয়া এস। স্ত্রীলোকটি উত্তরে তাঁহাকে বলিল, আমার স্বামী নাই। যীশু তাহাকে
১৮ বলিলেন, তুমি ঠিকই বলিয়াছ, আমার স্বামী নাই, কারণ তোমার পাঁচটি স্বামী হইয়া গিয়াছে, আর এখন তোমার সঙ্গে যে আছে সে তোমার স্বামী নয়; তুমি সত্য কথা
১৯ বলিয়াছ। স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, আমি দেখিতে
২০ পাইতেছি আপনি ভাববাদী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই পর্ব্বতে উপাসনা করিতেন; আর আপনারা বলিয়া থাকেন, যিরূশালেমই সেই স্থান যেখানে উপাসনা করা বিধেয়।

২১ যীশু তাহাকে বলিলেন, নারি, আমার কথা বিশ্বাস কর; এমন সময় আসিতেছে যখন তোমরা পিতার উপাসনা এই
২২ পর্ব্বতেও করিবে না, যিরূশালেমেও করিবে না। তোমরা যাহা জান না তাহার উপাসনা করিয়া থাক, আমরা যাহা জানি তাহারই উপাসনা করি, কারণ পরিত্রাণ যিহূদীদের
২৩ মধ্য হইতেই আসিয়াছে; কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, এমন কি এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করিবে, কারণ আপনার উপাসনা করিবার
২৪ জন্য পিতা এইপ্রকার লোকদেরই অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর আত্মা এবং যাহারা তাঁহার উপাসনা করে সকলকে আত্মায়
২৫ ও সত্যে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে বলিল, আমি জানি, মশীহ, যাঁহাকে খ্রীষ্ট বলে, তিনি

১২ যোঃ ৮; ৫৩
১৩ যোঃ ৬; ৫৮
১৪ যোঃ ৬; ২৭, ৩৫। ৭; ৩৭-৩৯
১৯ ১করিঃ১৪;২৪, ২৫ যোঃ ৯; ১৭
২০ দ্বিঃ বিঃ ১২; ৫ গীত ১২২; ১-৯
২১ সফঃ ২; ১১ মালাঃ ১; ১১ ১ তীমঃ ২; ৮
২২ ২রাঃ ১৭; ২৯-৪১ যিশাঃ ২; ৩ প্রেঃ ১৭; ২৩
২৪ রোঃ ১২; ১ ২ করিঃ ৩; ১৭
২৫ যোঃ ১; ৪১

আসিতেছেন ; তিনি যখন আসিবেন, তখন সমস্তই আমাদের
২৬ নিকট প্রকাশ করিবেন। যীশু তাহাকে বলিলেন, তোমার সহিত কথা বলিতেছি যে আমি, আমিই সেই।

২৬ যোঃ ৯ ; ৩৭

২৭ এই সময় তাঁহার শিষ্যেরা আসিয়া একটি স্ত্রীলোকের সহিত তিনি আলাপ করিতেছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ; তথাপি কেহই বলিলেন না, আপনি কি চাহিতেছেন? অথবা, আপনি উহার সহিত কেন আলাপ করিতেছেন?
২৮ তখন স্ত্রীলোকটি তাহার কলসী ফেলিয়া রাখিয়া নগরে
২৯ চলিয়া গেল এবং লোকদের বলিতে লাগিল, এস, একজনকে দেখ, যিনি আমি যাহা কিছু করিয়াছি, সকলই আমাকে
৩০ বলিয়া দিয়াছেন ; ইনি কি সেই খ্রীষ্ট নন? তাহারা নগর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল।

৩১ ইতিমধ্যে শিষ্যেরা তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বলিলেন,
৩২ রব্বি, আহার করুন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, আমার
৩৩ এমন খাদ্য আছে যাহার কথা তোমরা জান না। শিষ্যেরা তাহাতে বলাবলি করিতে লাগিলেন, কেহ কি তাঁহাকে কিছু
৩৪ আহার করিতে দিয়াছে? যীশু তাঁহাদের বলিলেন, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা পালন করা ও তাঁহার কার্য্য সাধন করাই আমার খাদ্য।

৩৪ যোঃ ৫ ; ৩০। ৬, ৩৮। ১৭; ৪

৩৫ তোমরা কি সাধারণতঃ বল না, এখনও চারি মাস আছে, পরে শস্যচ্ছেদনের সময় উপস্থিত হইবে? আমি তোমাদের বলিতেছি, চক্ষু খুলিয়া ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখ, তাহা
৩৬ শ্বেতবর্ণ হইয়া ছেদনের জন্য প্রস্তুত। যে শস্য ছেদন করে সে এখনও মজুরি পাইতেছে, এবং অনন্ত জীবনে আনিবার জন্য ফসল সংগ্রহ করিতেছে, যেন বীজবাপক ও শস্যচ্ছেদক
৩৭ উভয়ে একত্র আনন্দ পায়। ইহাতে সেই প্রবাদ বাক্য সত্য প্রমাণিত হয়, একজন বুনে, আর অপর একজন কাটে।
৩৮ আমি তোমাদের এমন শস্য ছেদন করিতে পাঠাইলাম যাহার জন্য তোমরা পরিশ্রম কর নাই ; অপরে পরিশ্রম করিয়াছে আর তোমরা তাহাদের শ্রমক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছ।

৩৫ মথি ৯ ; ৩৭ লূক ১০, ২

৩৭ মীঃ ৬; ১৫

৩৯ আমি যাহা কিছু করিয়াছি তিনি সকলই আমাকে বলিয়া দিলেন, স্ত্রীলোকটির এই সাক্ষ্যের বাক্য শুনিয়া সেই নগরের
৪০ অনেক শমরীয় তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। সেই শমরীয়েরা তাঁহার নিকট আসিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল যেন তিনি তাহাদের কাছে অবস্থান করেন ; আর তিনি দুইদিন সেই
৪১ স্থানে থাকিলেন। তাহাতে আরও অনেকে তাঁহার বাক্য

৪২ শুনিয়া বিশ্বাসী হইল; এবং স্ত্রীলোকটিকে বলিল, এখন যে আমরা বিশ্বাস করিতেছি, তাহা আর তোমার কথা শুনিয়া নয়, কিন্তু আমরা নিজেরাই শুনিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি যে ইনি সত্যই জগতের ত্রাণকর্ত্তা।

৪২ ১ যোঃ ৪; ১৪

গালীল দেশে রাজকর্ম্মচারী-পুত্রের আরোগ্যলাভ

৪৩ সেই দুইদিনের পর তিনি সেখান হইতে গালীলে চলিয়া ৪৪ গেলেন; কারণ যীশু নিজে সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছিলেন, ভাব- ৪৫ বাদী নিজের দেশে সম্মান পান না। আর তিনি যখন গালীলে আসিলেন, গালীলীয়েরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল; পর্ব্বের সময়ে তিনি যিরূশালেমে যাহা যাহা করিয়াছিলেন তাহারা সকলই দেখিতে পাইয়াছিল, কারণ তাহারাও সেই পর্ব্বে গিয়াছিল।

৪৩ মথি ৪; ১২
৪৪ মথি ১৩; ৫৭
মার্ক ৬; ৪
লূক ৪; ২৪
৪৫ যোঃ ২; ২৩

৪৬ পরে তিনি যেখানে জল দ্রাক্ষারসে পরিণত করিয়াছিলেন আবার গালীলের সেই কান্না নগরে আসিলেন। আর কফরনাহূমে একজন রাজকর্ম্মচারীর পুত্র অসুস্থ ছিল। ৪৭ যীশু যিহূদিয়া হইতে গালীলে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া অনুরোধ করিলেন যেন তিনি কফর-নাহূমে গিয়া তাঁহার পুত্রকে সুস্থ করেন, কারণ সে মরণাপন্ন ৪৮ হইয়াছিল। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, লক্ষণ ও অলৌকিক ক্রিয়া না দেখিলে তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করিবে না। ৪৯ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে বলিলেন, মহাশয় আমার ছেলেটি ৫০ মারা যাইবার পূর্ব্বেই আসুন। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, যাও, তোমার পুত্র বাঁচিল। তাহাতে তিনি যীশুর কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেলেন।

৪৬ যোঃ ২; ১, ৯
৪৭ লূক ৭; ২
মথি ৮; ৫
৪৮ যোঃ ২; ১৮
১ করিঃ ১; ২২

৫১ পথে যাইতে যাইতে তাঁহার দাসদের সহিত তাঁহার দেখা ৫২ হইলে তাহারা বলিল, বালকটি বাঁচিয়াছে। কোন ঘটিকায় সে ভাল হইতে আরম্ভ করিল এই কথা তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা তাঁহাকে বলিল, কাল, দিনের ৫৩ সপ্তম ঘটিকায়, তাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে পিতা বুঝিতে পারিলেন. যীশু সেই ঘটিকাতেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার পুত্র বাঁচিল; আর তিনি ও তাঁহার সমস্ত পরিজন বিশ্বাসী হইলেন।

৫৩ লূক ১৯; ৯
প্রেঃ ১৬; ১৫, ৩১

৫৪ . যিহূদিয়া হইতে গালীলে আসিবার পর যীশু এই দ্বিতীয় লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন।

৫৪ যোঃ ২; ১১

যিরূশালেমে বৈথেস্‌দা পুষ্করিণীর পাড়ে একজন রোগীর আরোগ্যলাভ

৫ ইহার পরে যিহূদীদের এক পর্ব্ব উপস্থিত হইল, তাহাতে ২ যীশু যিরূশালেমে গেলেন। যিরূশালেমে মেষ-দ্বারের নিকটে একটি পুষ্করিণী আছে, ইব্রীয় ভাষায় সেটির নাম বৈথেস্‌দা *; ৩ তাহার পাঁচটি চাঁদনি ঘাট; আর সেই সকল ঘাটে বিস্তর ৫ রোগী, অন্ধ, খঞ্জ, শুষ্কাঙ্গ পড়িয়া থাকিত। † সেখানে একটি ৬ লোক ছিল, যে আটত্রিশ বৎসর রোগগ্রস্ত। তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ও সে দীর্ঘকাল সেইভাবে রহিয়াছে জানিয়া ৭ যীশু তাহাকে বলিলেন, তুমি কি সুস্থ হইতে চাও? রোগীটি তাঁহাকে উত্তর দিল, জল যখন আলোড়িত হয়, তখন পুষ্করিণীতে নামাইয়া দিবার মত আমার কেহই নাই; আমি যাইতে যাইতে আর একজন আমার আগে নামিয়া পড়ে। ৮ যীশু তাহাকে বলিলেন, উঠ, তোমার খাটিয়া তুলিয়া লইয়া ৯ হাঁটিয়া বেড়াও। তখনই লোকটি সুস্থ হইল আর খাটিয়া তুলিয়া লইয়া হাঁটিতে লাগিল।

১০ সেই দিন বিশ্রামবার ছিল; অতএব যাহাকে সুস্থ করা হইয়াছিল, তাহাকে যিহূদীরা বলিল, আজ বিশ্রামবার, খাটিয়া ১১ তুলিয়া লওয়া তোমার পক্ষে বিধেয় নয়। সে তাহাদের উত্তর দিল, যিনি আমাকে সুস্থ করিলেন তিনিই আমাকে বলিলেন, তোমার খাটিয়া তুলিয়া লইয়া হাঁটিয়া বেড়াও। ১২ তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, খাটিয়া তুলিয়া লইয়া ১৩ হাঁটিয়া বেড়াও, একথা তোমাকে যে বলিল সে কে? কিন্তু সেখানে ভিড় ছিল বলিয়া যীশু সরিয়া গিয়াছিলেন, এইজন্য যে সুস্থ হইয়াছিল সে জানিত না, তিনি কে।

১৪ ইহার পরে যীশু মন্দিরে তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, দেখ, তুমি সুস্থ হইয়াছ; আর পাপ করিও না, পাছে তোমার ১৫ আরও মন্দ কিছু ঘটে। লোকটি গিয়া যিহূদীদের বলিল যে, যিনি তাহাকে সুস্থ করিয়াছেন তিনি যীশু।

১৬ বিশ্রামবারে যীশু এই সমস্ত কার্য্য করিতেন বলিয়া যিহূদীরা ১৭ তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে লাগিল। যীশু তাহাদের এই উত্তর দিলেন, আমার পিতা এখন পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেছেন,

৮ মথি ৯ ; ৬
৯ যোঃ ৯ ; ১৪
১০ যির: ১৭ ; ২১
লূক ৬ ২
১৪ যোঃ
১৬ মথি ১২ ; ১৪
যোঃ ৭ ; ১৯
১৭ যোঃ ৯ ; ৪

* অথবা, বৈৎজাথা

† কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এখানে এই কথা প্রক্ষিপ্ত—তাহারা জলসঞ্চলনের অপেক্ষায় থাকিত। ৪। কারণ কোন কোন সময়ে ঐ পুষ্করিণীতে প্রভুর এক দূত নামিয়া আসিতেন ও জল আলোড়িত করিতেন, যে কেহ সেই আলোড়ণের পরে পুষ্করিণীতে প্রথমে নামিত, তাহার যে কোন রোগ হউক, সে তাহা হইতে মুক্ত হইত।

১৮ আমিও করিতেছি। এই কারণে যিহূদীরা তাঁহাকে হত্যা করিতে আরও অধিক চেষ্টা করিল, কারণ তিনি যে কেবল বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিতেন তাহাই নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে আপন পিতা বলিয়া আপনাকে ঈশ্বরের সমতুল্য করিতেন।

১৮ যোঃ ৭; ৩০। ১০, ৩৩

পুত্রের অধিকার

১৯ তাহাতে যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, পুত্র পিতাকে যাহা করিতে দেখিয়াছেন তাহা ভিন্ন আর কোন কার্য্য আপনা হইতে করিতে পারেন না; কারণ পিতা যাহা যাহা করেন, পুত্রও ২০ তেমনই তাহা করেন। পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং আপনি যাহা যাহা করেন সকলই তাঁহাকে দেখান; আর ইহা অপেক্ষা এমন মহৎ মহৎ কার্য্য তাঁহাকে দেখাইবেন, ২১ যে তোমরা বিস্মিত হইবে। কারণ পিতা যেমন মৃতদের উত্থাপন করেন ও জীবন দান করেন, তেমনই পুত্রও যাহাদের ২২ ইচ্ছা করেন তাহাদের জীবন দান করেন। পিতা বাস্তবিক কাহারও বিচার করেন না; সমস্ত বিচার-ভার তিনি পুত্রকে ২৩ দিয়াছেন, যেন সকলে পুত্রকে সম্মান করে, যেমন পিতাকেও তাহারা সম্মান করিয়া থাকে। যে পুত্রকে সম্মান করে না, যিনি তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, সেই পিতাকেও সে সম্মান করে না।

২৪ সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, যে আমার বাক্য শুনে এবং যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, তাহার আর বিচার হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ২৫ সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের স্বর শুনিবে; আর যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত হইবে। ২৬ কারণ পিতার আপনার মধ্যে যেমন জীবন আছে, ২৭ পুত্রের মধ্যেও তেমনই জীবন থাকিতে দিয়াছেন; আর তিনি মনুষ্য-পুত্র হওয়াতে, পিতা তাঁহাকে বিচার করিবার ২৮ অধিকারও দিয়াছেন। ইহাতে বিস্মিত হইও না, এমন সময় আসিতেছে যখন সকল সমাহিত লোক তাহার স্বর ২৯ শুনিবে, আর বাহির হইয়া আসিবে; যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা জীবনের জন্য পুনরুত্থিত হইবে, ও যাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহারা বিচারের জন্য পুনরুত্থিত হইবে।

১৯ যোঃ ৩, ১১, ৩২
২০ যোঃ ৩, ৩৫
২২ দাঃ ৭, ১০, ১৩, ১৪ প্রেঃ ১৭; ৩১
২৩ ফিলিঃ ২, ১০, ১১। ১ যোঃ ২, ২৩ লূক ১০; ১৬ যোঃ ১৫, ২৩
২৪ যোঃ ৩, ১৬, ১৮ ৮; ৫১। ১১; ২৫, ২৬ ১ যোঃ ৩; ১৪
২৫ ইফিঃ ২; ৫, ৬
২৬ যোঃ ১; ৪। ১০; ১৮
২৭ দাঃ ৭, ১০, ১৪ যোঃ ৫; ২২
২৯ যোঃ ৬; ৪০। ১১; ২৪ দাঃ ১২; ২ লূক ১৪; ১৪ মথি ১৬; ২৭

যিহূদীদের অবিশ্বাস

৩০ আমি আপনা হইতে কিছুই করিতে পারি না ; যেমন শুনি তেমনই বিচার করি ; আর আমি নিজের ইচ্ছা নয় কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি, এজন্য আমার বিচার ন্যায্য।

৩১ আমি আপনার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে, আমার সাক্ষ্য সত্য ৩২ হইবে না ; আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন এমন আর একজন আছেন, আর আমি জানি তিনি আমার বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিতেছেন তাহা সত্য।

৩৩ তোমরা যোহনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে তিনি ৩৪ সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। আমি যে সাক্ষ্যগ্রহণ করি তাহা মানুষের নয়, কিন্তু এই সমস্ত বলিলাম, যেন তোমরা ৩৫ পরিত্রাণ পাও। তিনি সেই প্রজ্বলিত ও দীপ্তিমান প্রদীপ এবং তোমরা তাঁহার জ্যোতিতে কিছুকাল উৎফুল্ল হইতে ৩৬ চাহিয়াছিলে। কিন্তু যোহনের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমার আরও বড় সাক্ষ্য আছে ; কারণ পিতা আমাকে যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে দিয়াছেন, যে কার্য্য আমি করিতেছি, সে সমস্ত কার্য্যই আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দেয় যে পিতা ৩৭ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, সেই পিতা নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তোমরা কখনও তাঁহার স্বর শুন নাই, তাঁহার রূপও দেখ নাই ; ৩৮ তাঁহার বাক্য তোমাদের অন্তরে বিরাজ করে না ; কারণ তিনি যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাতে তোমরা বিশ্বাস ৩৯ কর না। তোমরা বিশেষভাবে শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তাহারই মধ্যে তোমরা মনে কর তোমরা অনন্ত জীবন ৪০ পাইয়াছ ; সেই শাস্ত্রই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তাহা সত্ত্বেও তোমরা জীবন পাইবার জন্য আমার নিকট আসিতে চাও না।

৪১ আমি যে মনুষ্যদের নিকট হইতে গৌরব গ্রহণ করিতেছি ৪২ তাহা নয়, কিন্তু তোমাদের জানি, তোমাদের অন্তরে ঈশ্বর-৪৩ প্রেম নাই। আমি আমার পিতার নামে আসিয়াছি আর তোমরা আমাকে গ্রহণ করিতেছ না ; অন্য কেহ নিজের ৪৪ নামে আসিলে, তাহাকে তোমরা গ্রহণ করিবে। তোমরা যখন পরস্পরের নিকট হইতে গৌরব গ্রহণ কর অথচ একমাত্র ঈশ্বরের নিকট হইতে যে গৌরব পাওয়া যায় তাহার অন্বেষণ কর না, তবে কি করিয়া তোমরা বিশ্বাস করিতে পার ? ৪৫ তোমরা মনে করিও না আমি পিতার নিকটে তোমাদের

৩০ যোঃ ৪ ; ৩৪। ৫ ; ১৯। ৬ ; ৩৮
৩১ যোঃ ৮ ; ১৪
৩২ যোঃ ৫ ; ৩৬, ৩৭। ৮, ১৮
১ যোঃ ৫ ; ৯
৩৩ যোঃ ১ ; ১৯-৩৪
৩৬ যোঃ ৪, ২৬। ৯, ৩৭। ১০, ২৫। ১৪ ; ১১
১ যোঃ ৫ ; ৯
৩৭ যোঃ ১ ; ১৮। ৬ ; ৪৬
৩৯ লূক ২৪ ; ২৭, ৪৪
২ তীমঃ ৩ ; ১৫-১৭
১ পিঃ ১ ; ১১
৪৩ মথি ২৪ ; ৫
৪৪ যোঃ ৭ ; ১৮। ১২ ; ৪৩
৪৫ দ্বিঃ বিঃ ৩১ ; ২৬

উপর দোষারোপ করিব, একজন তোমাদের উপর দোষ আরোপ করিবেন, তিনি মোশি, তোমরা যাঁহার উপর ভরসা
৪৬ রাখিয়াছ। কারণ মোশিতে যদি বিশ্বাস করিতে, তবে আমাতেও বিশ্বাস করিতে, কারণ তিনি আমারই বিষয়ে
৪৭ লিখিয়াছেন। কিন্তু তোমরা যদি তাঁহার শাস্ত্রে বিশ্বাস না কর, তবে আমার কথায় কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে?

৪৬ আদি ৩; ১৫। ৪৯; ১০ দ্বিঃ বিঃ ১৮; ১৫ যোঃ ৭; ১৯ লূক ১৬, ৩১

পাঁচ হাজার লোককে যীশুর আহারদান

৬ ইহার পরে যীশু গালীল-সাগরের, অর্থাৎ তিবিরিয়া-
২ সাগরের অপরপারে চলিয়া গেলেন। অসুস্থদের প্রতি সাধিত তাঁহার লক্ষণ সকল দেখিয়া বহু লোক তাঁহার অনুসরণ
৩ করিল। যীশু পর্ব্বতে উঠিয়া আপন শিষ্যদের সহিত
৪ সেখানে বসিলেন। তখন যিহূদীদের নিস্তার-পর্ব্ব নিকটবর্ত্তী
৫ হইয়াছিল। যীশু চাহিয়া দেখিলেন বহু লোক তাঁহার নিকটে আসিতেছে আর তিনি ফিলিপকে বলিলেন, ইহাদের
৬ আহারের জন্য আমরা কোথা হইতে রুটি কিনিব? তিনি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই কথা বলিলেন, কারণ
৭ কি করিবেন তাহা তিনি নিজে জানিতেন। ফিলিপ তাঁহাকে উত্তর দিলেন, ইহাদের প্রত্যেককে অল্প অল্প কিছু
৮ দিবার জন্য দুইশত দীনারের * রুটিও যথেষ্ট হইবে না। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একজন, শিমোন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয়,
৯ তাঁহাকে বলিলেন, এখানে একটি বালক আছে, তাহার কাছে পাঁচখানা যবের রুটি ও দুইটি মাছ আছে; কিন্তু
১০ তাহাতে এত লোকের কি হইবে? যীশু বলিলেন, লোকদের বসাইয়া দাও। সেইস্থানে প্রচুর ঘাস ছিল, আর পুরুষেরা,—
১১ সংখ্যায় অনুমান পাঁচ হাজার—বসিয়া গেল। যীশু সেই রুটি কয়খানা লইয়া ধন্যবাদ দিলেন এবং যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিলেন, এবং সেইভাবে মাছ হইতেও যে যত চাহিল সকলকে দিলেন।

১-১৫ মথি ১৪; ১৩-২১। ১৫; ৩২-৩৯ মার্ক ৬, ৩২-৪৪। ৮; ১-১০ লূক ৯; ১০-১৭
৪ যোঃ ২; ১৩। ১১ ৫৫ লূক ২২
৯ ২রাঃ ৪; ৪২-৪৪

১২ তাহারা তৃপ্ত হইলে, তিনি তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, অবশিষ্ট টুকরাগুলি সংগ্রহ করিয়া লও, কিছুই যেন নষ্ট না
১৩ হয়। তখন তাঁহারা সংগ্রহ করিলেন, এবং সেই পাঁচখানা যবের রুটির টুকরায় সেই লোকদের ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে বারো ডালা পূর্ণ করিলেন।
১৪ তিনি যে লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন তাহা দেখিয়া লোকেরা বলিতে লাগিল, ইনি সত্যই সেই ভাববাদী, জগতে যাঁহার

১৪ দ্বিঃ বিঃ ১৮; ১৫

* দীনার: মুদ্রাবিশেষ; মজুরের একদিনের বেতন। মথি ১৮; ২৪ দ্রঃ

১৫ আগমন হইবে। যীশু যখন বুঝিতে পারিলেন যে লোকেরা আসিয়া তাঁহাকে রাজা করিবার জন্য ধরিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তিনি একা আবার সেই পর্ব্বতে সরিয়া গেলেন।

১৫ যোঃ ১৮; ৩৬

সমুদ্রের জলের উপর দিয়া যীশুর গমন

১৬ সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা সাগরের তীরে গেলেন, ১৭ আর নৌকায় উঠিয়া কফরনাহূমে যাইবার জন্য সাগর পার হইতে লাগিলেন। তখন অন্ধকার হইয়াছিল আর যীশু ১৮ এপর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকটে আসেন নাই। প্রবল বায়ু ১৯ বহিতেছিল বলিয়া সাগরে ঢেউ উঠিতেছিল। দেড় বা দুই ক্রোশ বাহিয়া গেলে পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে যীশু সাগরের উপর দিয়া হাঁটিয়া নৌকার নিকটে আসিতে- ২০ ছেন, তাহাতে তাঁহারা ভয় পাইলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের ২১ বলিলেন, আমিই, ভয় নাই। তখন তাঁহারা উৎসুক হইয়া তাঁহাকে নৌকায় উঠাইয়া লইলেন আর তাঁহারা যেখানে যাইতেছিলেন নৌকা তখনই সেখানে পৌঁছিল।

১৬-২১ মথি ১৪; ২২-৩৩ মার্ক ৬; ৪৫-৫২

লক্ষণ দেখিবার জন্য লোকদের আগ্রহ। স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ জীবনময় খাদ্যের বিষয়ে যীশুর উপদেশ

২২ যে লোকেরা সাগরের অপরপারে রহিয়া গেল তাহারা পরদিন দেখিতে পাইয়াছিল যে একটি ছাড়া আর নৌকা ছিল না এবং যীশু আপন শিষ্যদের সহিত সেই নৌকায় ২৩ উঠেন নাই, শুধু তাঁহার শিষ্যেরাই গিয়াছেন। তবে যেস্থানে প্রভু ধন্যবাদ জানাইলে পর লোকে রুটি ভোজন করিয়াছিল, তিবিরিয়া হইতে কয়েকখানি নৌকা সেই স্থানের ২৪ নিকটে আসিয়াছিল। অতএব লোকেরা যখন দেখিল, যীশু সেখানে নাই, তাঁহার শিষ্যেরাও নাই, তখন তাহারা সেই নৌকাগুলিতে উঠিয়া যীশুর অন্বেষণে কফরনাহূমে আসিল। ২৫ সাগর পার হইয়া তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং ২৬ তাঁহাকে বলিল, রব্বি, এখানে কখন আসিয়াছেন? যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমরা লক্ষণ দেখিয়াছ বলিয়া যে আমার অন্বেষণ করিতেছ তাহা নয়, কিন্তু রুটি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছ বলিয়াই আমার অন্বেষণ করিতেছ।

যোঃ ৬; ১১

২৭ নশ্বর ভক্ষ্যের জন্য পরিশ্রম করিও না, কিন্তু যে ভক্ষ্য অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত স্থায়ী, যাহা মনুষ্য-পুত্র তোমাদের দান

২৭ যোঃ ৪; ১৪। ৫; ৩৭ যিশাঃ ৫৫; ২

করিবেন, সেই ভক্ষ্যের জন্য পরিশ্রম কর; কারণ পিতা ঈশ্বর মুদ্রাঙ্কন দ্বারা তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়াছেন।

২৮ তাহারা তাঁহাকে বলিল, ঈশ্বরের কার্য্য সাধন করিবার ২৯ জন্য আমরা কি করিব? যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, ঈশ্বরের কার্য্য এই, যাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন তোমরা যেন তাঁহাতেই বিশ্বাস কর।

৩০ তাহারা তাঁহাকে বলিল, আপনি এমন কি লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন যাহা দেখিয়া আমরা আপনাতে বিশ্বাস করিব? ৩১ আপনি কি করিতেছেন? লেখা আছে, 'তিনি তাহাদের আহারের জন্য স্বর্গ হইতে খাদ্য দিলেন,' এই বাক্য অনুসারে ৩২ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না * খাইয়াছিলেন। যীশু তাহাদের বলিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, মোশি স্বর্গ হইতে সেই খাদ্য তোমাদের দেন নাই, আমার ৩৩ পিতাই স্বর্গ হইতে প্রকৃত খাদ্য তোমাদের দেন; কারণ যে খাদ্য স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে ও জগতকে জীবন দান ৩৪ করে, তাহাই ঈশ্বর-দত্ত খাদ্য। তাহারা তাঁহাকে বলিল, ৩৫ মহাশয়, সেই খাদ্য সকল সময় আমাদের দিন। যীশু তাহাদের বলিলেন, আমিই সেই জীবন খাদ্য; যে আমার নিকটে আসে সে কখনও ক্ষুধিত হইবে না, যে আমাতে বিশ্বাস করে সে ৩৬ আর কখনও তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না। কিন্তু আমি তোমাদের ৩৭ বলিয়াছি, তোমরা আমাকে দেখিয়াও বিশ্বাস কর না। পিতা আমাকে যাহা কিছু দেন, সমস্তই আমার নিকটে আসিবে, এবং যে আমার নিকটে আসিবে তাহাকে আমি কোনমতেই ৩৮ বিতাড়িত করিব না। কারণ আমার নিজের ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য নয়, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা সাধন করিবার জন্যই আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া ৩৯ আসিয়াছি। আমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা এই যে, তিনি আমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহার কিছুই যেন ৪০ না হারাই বরং শেষদিনে সমস্তই উত্থাপিত করি। আমার পিতার ইচ্ছা এই, পুত্রকে যে কেহ দর্শন করে ও তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়; এবং শেষ দিনে আমি তাহাকে উত্থাপিত করিব।

৪১ আমি সেই খাদ্য যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে, এই কথায় যিহূদীরা তাঁহার বিষয়ে বচসা করিয়া বলিতে ৪২ লাগিল, এ কি যোষেফের পুত্র সেই যীশু নয়, যাহার

২৯ ১ যোঃ ৩; ২৩
৩০ যোঃ ২; ১৮ মার্ক ৮; ১১
৩১ যাত্রা ১৬; ১৩-১৬ গীত ৭৮; ২৪
৩২ যোঃ ৬; ৪৯
৩৩ যোঃ ৬; ৫১
৩৫ যোঃ ৪; ১৪। ৬; ৪৮। ৭; ৩৭
৩৭ যোঃ ১৭; ২, ৬-৮। ৬; ৪৪ মথি ১১, ২৮
৩৮ যোঃ ৪; ৩৪। ৫; ৩০ মথি ২৬, ৩৯
৩৯ যোঃ ১০; ২৮, ২৯। ১৭; ১২
৪০ যোঃ ৫; ২৯। ১১; ২৪ লূক ১৪; ১৪
৪২ লূক ৪; ২২

* মান্না: দিব্যান্ন, অলৌকিক খাদ্য। ইব্রীয় ভাষায় মান্নার অর্থ 'ইহাই বা কি?'

পিতামাতাকে আমরা জানি? তবে সে কেমন করিয়া বলে,
৪৩ আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছি? উত্তরে যীশু তাহাদের
৪৪ বলিলেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে বচসা করিও না। যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, সেই পিতা আকর্ষণ না করিলে কেহই আমার নিকটে আসিতে পারে না, আর আমি শেষদিনে
৪৫ তাহাকে উত্থাপিত করিব। ভাববাদী-গ্রন্থে লেখা আছে, 'তাহারা সকলে ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পাইবে'; পিতার কাছে শুনিয়া যে কেহ শিক্ষা পাইয়াছে, সে আমার নিকটে আসে।

৪৬ যিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন তিনি ব্যতীত আর কেহ পিতাকে দেখে নাই; তিনিই পিতাকে দেখিয়াছেন।
৪৭ সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, যে বিশ্বাস করে
৪৮ সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে। আমিই সেই জীবন খাদ্য।
৪৯ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়াছিলেন তথাপি
৫০ মরিয়া গিয়াছেন; এই দেখ সেই খাদ্য যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিযাছে যেন লোকে ইহা আহার করে ও মরিযা
৫১ না যায়। আমি সেই জীবনময় খাদ্য যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে; যে কেহ এই খাদ্য ভোজন করে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, আব আমি যে খাদ্য দিব তাহা জগতের জীবনের জন্য প্রদত্ত আমাব শরীর।

৫২ তাহাতে যিহূদীরা পবস্পব বাগ-বিতণ্ডা করিয়া বলিল, এই লোকটা কেমন কবিয়া নিজের শরীর আমাদের খাইতে
৫৩ দিবে? যীশু তাহাদেব বলিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, যদি মনুষ্য-পুত্রের শরীব ভোজন ও রক্ত পান না কর তবে তোমাদেব অন্তরে জীবন নাই।
৫৪ যে আমার শরীর ভোজন করে ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, আর আমি শেষদিনে তাহাকে
৫৫ উত্থাপিত করিব; কারণ আমার শরীর প্রকৃত খাদ্য ও আমার
৫৬ রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে আমার শরীর ভোজন ও রক্ত পান
৫৭ করে, সে আমাতে থাকে আব আমি তাহাতে থাকি। জীবন্ত পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহারই দ্বারা আমি জীবিত আছি, যে আমাকে ভোজন করে সেও তেমনই
৫৮ আমার দ্বারা জীবিত থাকিবে। পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা খাইয়াছিলেন তথাপি মরিয়া গিয়াছেন, ইহা সেই খাদ্য নয়; এই খাদ্য স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। যে ইহা খায় সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে।

৪৪ যোঃ ৬; ৬৫ যিরঃ ৩১; ৩ হোঃ ১১; ৪
৪৫ যিশাঃ ৫৪; ১৩ যিরঃ ৩৪
৪৬ যোঃ ১; ১৮
৪৭ যোঃ ৩; ১৬
৪৮ যোঃ ৬, ৩৫
৪৯ যোঃ ৬; ৩১, ৩২ ১ করিঃ ১০; ৩, ৫
৫১ ইব্রীঃ ১০; ৫, ১০
৫২ যোঃ ৬; ৬০
যোঃ ১৫, ৪ ১ যোঃ ৩; ২৪। ২, ২৪

শ্রোতাদের মধ্যে অবিশ্বাস। বারোজনের মুখপাত্র পিতরের স্বীকারোক্তি

৫৯ তিনি কফরনাহূমে সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিবার সময় এই ৬০ সকল কথা বলিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এই কথা শুনিয়া বলিল, এ কঠোর কথা, ইহা কে শুনিতে ৬১ পারে? তাঁহার শিষ্যেরা এই বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে, তাহা অন্তরে জানিতে পারিয়া যীশু তাঁহাদের ৬২ বলিলেন, ইহাতে কি তোমরা বিঘ্ন পাইতেছ? মনুষ্য-পুত্র পূর্ব্বে যেখানে ছিলেন, সেখানে তাঁহাকে আরোহণ করিতে ৬৩ দেখিলে তোমরা কি বলিবে? আত্মাই জীবন দান করে, দেহ কোন কাজের নয়; আমি তোমাদের যে সমস্ত কথা ৬৪ বলিয়াছি, তাহা আত্মাস্বরূপ, জীবনস্বরূপ। তথাপি তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে যাহারা বিশ্বাস করে না। কারণ কে কে বিশ্বাস করে না এবং কেই বা তাঁহাকে শত্রুহস্তে ৬৫ সমর্পণ করিবে, যীশু প্রথম হইতেই তাহা জানিতেন। তিনি বলিলেন, এইজন্য আমি তোমাদের বলিয়াছি যে, পিতার ক্ষমতা দত্ত না হইলে কেহই আমার কাছে আসিতে পারে না।

৬৬ তাহাতে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ফিরিয়া গেল, ৬৭ তাঁহার সঙ্গে আর চলাফেরা করিল না। অতএব যীশু সেই বারোজনকে বলিলেন, তোমরাও কি চলিয়া যাইতে ৬৮ চাও? শিমোন পিতর তাঁহাকে উত্তর দিলেন, প্রভু, আপনাকে ছাড়িয়া আমরা কাহার কাছে যাইব? অনন্ত ৬৯ জীবনের কথা আপনার কাছেই আছে; আর আমরা বিশ্বাস করিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি, আপনিই ঈশ্বরেব সেই ৭০ পবিত্র ব্যক্তি। যীশু তাঁহাদের উত্তর দিলেন, তোমাদের বারোজনকেই কি আমি মনোনীত করি নাই? আর ৭১ তোমাদের মধ্যে একজন দিয়াবল*। এই কথা তিনি শিমোন ইষ্কারিয়োতের পুত্র যিহূদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কারণ সে বারোজনের মধ্যে একজন হইলেও তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে।

যীশুর ভ্রাতাদের অবিশ্বাস

৭ ইহার পরে যীশু গালীলে ভ্রমণ করিলেন; কারণ যিহূদীরা তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করাতে তিনি যিহূদিয়ায় ভ্রমণ ২ করিতে চাহিলেন না। যিহূদীদের কুটীরবাস পর্ব্ব নিকটবর্ত্তী ৩ হইল। এজন্য তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে বলিলেন, এই

৬০ যোঃ ৬; ৫২
৬২ যোঃ ৩, ১৩
৬৩ ১ করিঃ ১৫, ৪৫; ২ করিঃ ৩; ৬; যোঃ ৬; ৬৮
৬৪ যোঃ ১০; ২৫। ১৩
৬৫ যোঃ ৬; ৪৪
৬৮ যোঃ ৬; ৬৩
৬৯ যোঃ ১, ৪৯। ১১; ২৭; মথি ১১; ২৭। ১৪; ৩৩। ১৬; ১৬
৭০ যোঃ ১৫; ১৬। ১৩; ১৮
১ মার্ক ৯; ৩০; লূক ৯; ৫১
২ লেবীঃ ২৩; ৩৪
৩-৫ যোঃ ২; ১২; মথি ১২; ৪৬। ১৩; ৫৫; প্রেঃ ১; ১৪

* অথবা, শয়তান

স্থান ছাড়িয়া যিহূদিয়ায় চলিয়া যাও, যেন তুমি যাহা করিতেছ ৪ তোমার শিষ্যেরাও তাহা দেখিতে পায় ; যে কেহ আপনাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে, সে গোপনে কিছু করে না। এই সকল কার্য্য যদি করিয়া থাক, তবে জগতের সম্মুখে ৫ আপনাকে প্রকাশ কর। কারণ তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহাতে বিশ্বাস ৬ করিতেন না। যীশু তাঁহাদের বলিলেন, আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তোমাদের সময় সর্ব্বদা উপস্থিত। ৭ জগত তোমাদের ঘৃণা করিতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে, কারণ আমি তাহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিই যে ৮ তাহার সমস্ত কার্য্য মন্দ। তোমরা পর্ব্বে যাও, আমি এখন এই পর্ব্বে যাইব না, কারণ আমার সময় এখনও পূর্ণ হয় ৯ নাই। এই কথা তাঁহাদের বলিয়া তিনি গালীলেই থাকিয়া গেলেন।

৬, ৮ যো ২, ৪। ৮, ।। ১৩;
৭ যো ১৫ : ১৮,
১ যো

১০ তাঁহার ভ্রাতারা পর্ব্বে গেলে পর, তখন প্রকাশ্যে নয়, ১১ কিন্তু একপ্রকার গোপনে তিনিও সেখানে গেলেন। পর্ব্বের সময় যিহূদীরা তাঁহার অন্বেষণ করিতেছিল ও বলিতেছিল, ১২ সে কোথায়? জনতার মধ্যে তাঁহার বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল ; কেহ কেহ বলিল, তিনি সৎ লোক, অন্যেরা বলিল, না, না, সে লোকদের বিপথে লইয়া যায়। ১৩ কিন্তু যিহূদীদের ভয়ে কেহই তাঁহার বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলিল না।

যো ৯, ২২। ৪২। ১৯;

কুটীরবাস পর্ব্বের সময় যীশুর উপদেশ

১৪ পর্ব্বের মধ্যভাগে যীশু মন্দিরে গিয়া শিক্ষা দিতে লাগি- ১৫ লেন। যিহূদীরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, এই ব্যক্তি শিক্ষা- ১৬ লাভ না করিয়া কিরূপে পণ্ডিত হইয়া উঠিল? উত্তরে যীশু তাহাদের বলিলেন, আমি যে শিক্ষা দিই তাহা আমার নয়, ১৭ যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহারই ; কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে চাহিলে সে এই শিক্ষার বিষয় জানিতে পারিবে যে, ইহা ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে, না ১৮ আমি আপনা হইতে কথা বলিতেছি। যে আপনা হইতে কথা বলে সে নিজের গৌরব অন্বেষণ করে ; কিন্তু যিনি তাহাকে পাঠাইয়াছেন, যে তাঁহারই গৌরব অন্বেষণ করে, সে সত্যনিষ্ঠ, তাহার অন্তরে কোন অধর্ম্ম নাই।

১৫ মথি ১৩, ৫৪
১৬ যোঃ ১২ : ৪৯
৮ যোঃ ৫ ; ৪১, ৪৪
৯ যোঃ ৫ : ১৬, ১৮, ৪৬, ৪৭
প্রেঃ ৭ ; ৫৩
রোঃ ২ ; ১৭-২৯

১৯ মোশি কি তোমাদের বিধি-ব্যবস্থা দেন নাই? আর তোমরা কেহই সেই ব্যবস্থা পালন কর না। কেন আমাকে

২০ হত্যা করিতে চেষ্টা করিতেছ? লোকেরা উত্তরে বলিল, তোমার মধ্যে মন্দ-আত্মা আছে; কে তোমাকে হত্যা করিতে ২১ চেষ্টা করিতেছে? যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, আমি একটি কাজ করিয়াছি আর তোমরা সকলে বিস্মিত হইতেছ। ২২ এইজন্য মোশি পরিচ্ছেদনের রীতি তোমাদের দিয়াছিলেন,—ইহা মোশির নিকট হইতে আসে নাই, পিতৃপুরুষদের নিকট হইতে আসিয়াছে,—আর বিশ্রামবারে তোমরা মানুষের পরি- ২৩ চ্ছেদন করিয়া থাক। মোশির বিধি-ব্যবস্থা যাহাতে লঙ্ঘন করা না হয়, সেইজন্য বিশ্রামবারে মানুষ যদি পরিচ্ছেদিত হয়, তবে আমি বিশ্রামবারে একটি মানুষকে সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থ করিয়াছি বলিয়া তোমরা কি আমার উপর রাগ করিতেছ? ২৪ বাহিরের আকার দেখিয়া বিচার না করিয়া ন্যায় বিচার কর।

২৫ তখন যিরূশালেমবাসীদের কয়েকজন বলিল, যাহাকে তাহারা হত্যা করিবার জন্য অন্বেষণ করিতেছে, ইনি কি ২৬ সেই নন? তিনি প্রকাশ্যে কথা বলিতেছেন, অথচ তাহারা তাঁহাকে কিছুই বলে না। ইহা কি সম্ভব যে অধ্যক্ষেরা ২৭ সত্যই জানিতে পারিয়াছে, ইনি সেই খ্রীষ্ট? কিন্তু ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন তাহা আমরা জানি; খ্রীষ্ট যখন আসিবেন, তখন কোথা হইতে আসিবেন কেহ তাহা জানিবে ২৮ না। পরে যীশু মন্দিরে শিক্ষা দিবার সময় উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, তোমরা অবশ্যই আমাকে জান এবং আমি কোথা হইতে আসিয়াছি তাহাও জান। কিন্তু আমি আপনা হইতে আসি নাই; আমাকে যিনি প্রেরণ করিয়াছেন তিনি সত্যময়; ২৯ তাঁহাকে তোমরা জান না, কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি, কারণ আমি তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি, আর তিনি আমাকে ৩০ প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই তাঁহার উপরে হস্ত ক্ষেপন করিল না, ৩১ কারণ তাঁহার সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই। লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া বলিল, খ্রীষ্ট যখন আসিবেন, ইনি যাহা করিতেছেন তাহা অপেক্ষা তিনি কি অধিক লক্ষণ প্রদর্শন করিবেন?

৩২ ফরীশীরা শুনিতে পাইল যে তাঁহার সম্বন্ধে লোকেরা এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছে; তাহাতে প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য কয়েকজন অনুচর ৩৩ পাঠাইয়া দিলেন। যীশু লোকদের বলিলেন, আর অল্প সময় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তাহার পর, যিনি আমাকে

২০ মার্ক ৩; ২১ যোঃ ৮; ৪৮, ৫২। ১০; ২০
২১ যোঃ ৫; ২-৯
২২ আদি ১৭; ১০-১২ লেবীঃ ১২; ৩
২৩ যোঃ ৫; ৯
২৪ যোঃ ৮; ১৫
২৬ (ক) যোঃ ১৮; ২০
২৬(খ) ২৭ যোঃ ৭; ৪১
২৯ মথি ১১; ২৭
৩০ যোঃ ৮; ২০। ১৩; ১ লূক ২২; ৫৩
৩১ যোঃ ৮; ৩০। ১০; ৪২। ১১; ৪৫। ১২; ৪২
৩৩ যোঃ ১৩; ৩৩। ১৬; ৫

৩৪ পাঠাইয়াছেন তাঁহারই নিকটে আমি চলিয়া যাইব। তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়াও আমার সন্ধান পাইবে না, কারণ আমি ৩৫ যেখানে থাকি সেখানে তোমরা আসিতে পার না। যিহূদীরা পরস্পর বলিতে লাগিল, এ কোথায় যাইবে যে আমরা তাহার সন্ধান পাইব না? এ কি গ্রীকদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত যিহূদীদের ৩৬ কাছে গিয়া গ্রীকদের শিক্ষা দিতে চায়? তোমরা আমাব অন্বেষণ করিয়াও আমার সন্ধান পাইবে না, আর, আমি যেখানে থাকি সেখানে তোমরা আসিতে পার না, এই যে কথা সে বলিল তাহার অর্থ কি?

৩৪ যোঃ ৮; ২১। ১৩, ৩৩। ১৭;

পর্ব্বের শেষদিনে যীশুর ঘোষণা। লোকদের এবং অধ্যক্ষদের মধ্যে মতভেদ

৩৭ শেষদিন, পর্ব্বের প্রধান দিন, যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে সে আমার কাছে ৩৮ আসিয়া পান করুক। যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রের কথামত তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে। ৩৯ যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস কবিবে তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, সেই আত্মার বিষয়ে তিনি এই কথা বলিলেন; কারণ যীশু তখনও মহিমান্বিত হন নাই বলিয়া আত্মা তখনও উপস্থিত ৪০ হন নাই। এই সকল কথা শুনিয়া লোকদের মধ্যে কয়েক-৪১ জন বলিতে লাগিল, সত্যই ইনি সেই ভাববাদী। আর কেহ কেহ বলিল, ইনি সেই খ্রীষ্ট। অন্যেরা বলিল, ইহা ৪২ কি সম্ভব যে খ্রীষ্ট গালীল হইতে আসিবেন? শাস্ত্র কি বলে নাই, 'দায়ূদের বংশ হইতে' এবং দায়ূদ যে গ্রামে থাকিতেন ৪৩ সেই 'বৈৎলেহেম হইতে খ্রীষ্ট আসিবেন'? এইভাবে লোকদের ৪৪ মধ্যে তাঁহার জন্য মতভেদ হইল। তাহাদের কোন কোন লোক তাঁহার উপরে হস্ত ক্ষেপন করিতে চাহিল, কিন্তু কেহই তাঁহার উপরে হস্ত ক্ষেপন করিল না।

৪৫ সেই অনুচরেরা প্রধান পুরোহিতদের ও ফরীশীদের কাছে ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা তাহাদের বলিলেন, তাহাকে আন ৪৬ নাই কেন? অনুচরেরা উত্তর দিল, এই ব্যক্তি যেভাবে কথা বলে, কোন মানুষ সেইভাবে কখনও কথা বলে নাই। ৪৭ ফরীশীরা তাহাদের উত্তর দিলেন, তোমরাও কি ভ্রান্ত হইয়াছ? ৪৮ অধ্যক্ষ কিংবা ফরীশীদেব মধ্যে কেহ কি তাহাতে বিশ্বাস ৪৯ করিয়াছেন? কিন্তু এই জনতা, ইহাদের শাস্ত্র-জ্ঞান নাই, ৫০ ইহারা অভিশপ্ত। নীকদীম, ফরীশীদের মধ্যে একজন, যিনি পূর্ব্বে তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের

৩৭ যোঃ ৪, ১০, ১৪ লেবীঃ ২৩, ৩৬ নহিঃ ৮, ১৮ প্রঃ ২২, ১৭
৩৮ যিশাঃ ৪৪, ৩। ৫৫; ১। ৫৮; ১১ যিহিঃ ৪৭, ১, ৯, ১২ যোয়েল ২; ২৮। ৩; ১৮ সখঃ ১৩, ১। ১৪, ৮ যোঃ ৪; ১০
৩৯ যোঃ ১৬; ৭ ২ করিঃ ৩; ১৭
৪০ যোঃ ৬; ১৪ দ্বিঃ বিঃ ১৮, ১৫
৪১ যোঃ ১; ৪৬
৪২ ২ শমূঃ ৭; ১২ মীঃ ৫, ২ মথি ২, ৫, ৬। ২২; ৪২ গীত ৮৯, ৩, ৪
৪৩ যোঃ ৯; ১৬
৪৪ যোঃ ৭; ৩০
৪৫ যোঃ ৭; ৩২
৪৬ মথি ৭; ২৮, ২৯
৪৮ যোঃ ১২; ৪২
৫০ যোঃ ৩; ১, ২

৫১ বলিলেন, প্রথমে তাহার নিজের কথা না শুনিয়া এবং সে কি করে তাহা না জানিয়া, আমাদের বিধি-ব্যবস্থা কি
৫২ কোন মানুষের বিচার করে? তাহারা উত্তরে তাঁহাকে বলিল, তুমিও কি গালীলীয়? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, গালীল হইতে কোন ভাববাদী আবির্ভূত হন না।
৫৩ আর তাহারা একে একে নিজের ঘরে গেল।

৫১ দ্বিঃ বিঃ ১; ১৬, ১৭। ১৯; ১৫
৫২ যোঃ ১; ৪৬। ৭; ৪১

ব্যভিচারে অভিযুক্ত স্ত্রীলোকের প্রতি যীশুর ব্যবহার

৮ কিন্তু যীশু জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। অতি প্রত্যূষে
২ তিনি আবার মন্দিরে প্রবেশ করিলে সমস্ত লোক তাঁহার নিকটে আসিল; আর তিনি বসিয়া তাহাদের শিক্ষা দিতে
৩ লাগিলেন। ধর্ম্মগুরু ও ফরীশীরা ব্যভিচারে ধৃত একটি স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকটে আনিল এবং তাহাকে মাঝখানে
৪ দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে বলিল, গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারে
৫ রত অবস্থায় ধরা পড়িয়াছে। মোশি বিধি-ব্যবস্থাতে আমাদের এরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, এইপ্রকার স্ত্রীলোক প্রস্তরাঘাতে
৬ মরুক; আপনি কি বলেন? তাহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই কথা বলিল, যেন তাঁহার নামে দোষারোপ করিবার সূত্র পাইতে পারে। যীশু আনত হইয়া অঙ্গুলি
৭ দ্বারা মাটিতে লিখিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সোজা হইয়া তাহাদের বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে ইহাকে প্রস্তরাঘাত
৮ করুক। পরে তিনি পুনরায় আনত হইয়া মাটিতে লিখিতে
৯ লাগিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া (এবং আপন আপন বিবেক-দ্বারা দোষীকৃত হইয়া), বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে শেষজন পর্য্যন্ত বাহিরে গেল; অবশেষে যীশু একা রহিলেন এবং মাঝখানে সেই স্ত্রীলোকটিও দাঁড়াইয়া রহিল।
১০ যীশু সোজা হইয়া (স্ত্রীলোকটিকে ছাড়া আর কাহাকেও না দেখিয়া) তাহাকে বলিলেন, নারি, (যাহারা তোমার নামে দোষারোপ করিয়াছিল) তাহারা কোথায়? কেহ কি তোমার
১১ দণ্ডবিধান করে নাই? সে বলিল, না প্রভু, কেহই করে নাই। যীশু বলিলেন, আমিও তোমার দণ্ডবিধান করিব না; যাও, আর কখনও পাপ করিও না। *

১ লূক ২১; ৩৭
৫ লেবীঃ ২০; ১০ দ্বিঃ বিঃ ২২; ২২-২৪
৬ মথি ২২; ১৫
৭ দ্বিঃ বিঃ ১৭; ৭ রোঃ ২; ২২
৯ মথি ২২; ২২
১১ যোঃ ৫, ১৪

* এই অংশ অর্থাৎ ৭; ৫৩—৮; ১১, বিশেষত বন্ধনীর মধ্যে কথাগুলি অধিকাংশ প্রামাণিক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন লিপিতে ইহা যোঃ ২১, ২৪ কিংবা লূক ২১; ৩৮ পদের পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

জগতের জ্যোতি যীশু

১২ যীশু আবার লোকদের এই কথা বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি; যে আমার অনুসরণ করে সে কিছুতে অন্ধকারে ১৩ ভ্রমণ করিবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাইবে। তাহাতে ফরীশীরা তাঁহাকে বলিল, নিজের বিষয়ে তুমি নিজে সাক্ষ্য ১৪ দিতেছ; তোমার সাক্ষ্য সত্য নয়। যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, যদিও নিজের বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষ্য দিই, তবুও আমার সাক্ষ্য সত্য, কারণ আমি কোথা হইতে আসিয়াছি কোথায়ই বা যাইতেছি, তাহা জানি; কিন্তু আমি কোথা হইতে আসি, কোথায়ই বা যাই তাহা তোমরা জান ১৫ না। তোমরা মানুষের বিচারে বিচার করিয়া থাক; আমি ১৬ কাহারও বিচার করি না; আর যদিও আমি বিচার করি, তবে আমার বিচার সত্য, কারণ আমি একা নই, কিন্তু আমি আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমরা উভয়েই ১৭ আছি। তোমাদের বিধি-ব্যবস্থায় লেখা আছে, দুইজনের ১৮ সাক্ষ্য সত্য; আমি আপনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন সেই পিতাও আমার বিষয়ে ১৯ সাক্ষ্য দেন। তাহারা তাঁহাকে বলিল, তোমার পিতা কোথায়? যীশু উত্তরে বলিলেন, তোমরা আমাকে জান না, আমার পিতাকেও জান না; যদি আমাকে জানিতে, আমার পিতাকেও জানিতে।

২০ তিনি মন্দিরের কোষাগারে শিক্ষা দিবার সময়ে এই সমস্ত কথা বলিলেন, এবং কেহ তাঁহাকে ধরিল না, কারণ তখনও তাঁহার সময় উপস্থিত হয় নাই।

আপন মৃত্যুর বিষয়ে যীশুর ভবিষ্যদ্‌বাণী

২১ তিনি পুনরায় তাহাদের বলিলেন, আমি চলিয়া যাইতেছি আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু তোমরা তোমাদের পাপে মরিবে; আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে তোমরা ২২ আসিতে পার না। তাহাতে যিহূদীরা বলিল, এ কি আত্মহত্যা করিবে, সেজন্য বলিতেছে, আমি যেখানে যাইতেছি ২৩ সেখানে তোমরা আসিতে পার না? তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরা নিম্নস্থান হইতে আর আমি উর্দ্ধ্ব স্থান হইতে আগত; ২৪ তোমরা এই জগতের; আমি এই জগতের নই। এইজন্য আমি তোমাদের বলিলাম তোমরা তোমাদের পাপে মরিবে; কারণ, আমি আছি*, ইহা যদি বিশ্বাস না কর, তবে

১২ যিশাঃ ৪৯; ৬ যোঃ ১; ৫, ৯। ১২; ৪৬
১৪ যোঃ ৫, ৩১
১৫ যোঃ ৭, ২৪। ১২, ৪৭
১৬ যোঃ ৮; ২৯
১৭ দ্বিঃবিঃ ১৭, ৬। ১৯; ১৫
১৮ যোঃ ৫; ৩২ ১ যোঃ ৫; ৯
১৯ যোঃ ১৪; ৭
২০ লূক ২১, ৫৩
২০(ক) মথি ২৬; ৫৫ যোঃ ৭, ১৪, ২৮। ১৮, ২০
২০(খ) যোঃ ২; ৪। ৭; ৬, ৮, ৩০। ১৩, ১
২১ যোঃ ৭; ৩৩, ৩৪। ১৩, ৩৩
২২ যোঃ ৭; ৩৫
২৩ যোঃ ৩; ৩১

* অথবা, আমি যে আছি, সেই আছি। যাত্রা ৩; ১৪ দ্রঃ

২৫ তোমাদের পাপে তোমরা মরিবেই। তাহারা তাঁহাকে বলিল, তুমি কে? যীশু তাহাদের বলিলেন, তোমাদের কাছে
২৬ কথাই বা বলি কেন? * তোমাদের বিষয়ে বলিবার ও বিচার করিবার অনেক কথা আমার আছে; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি সত্য এবং আমি তাঁহার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই জগতকে বলিতেছি।
২৭ তাহারা বুঝিল না যে তিনি পিতার বিষয় তাহাদের
২৮ বলিতেছিলেন। তখন যীশু তাহাদের বলিলেন, তোমরা যখন মনুষ্য-পুত্রকে উত্তোলিত করিবে, তখন তোমরা বুঝিতে পারিবে আমি আছি †, আর আমি আপনা হইতে কিছুই করি না, বরং পিতা যেভাবে আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন
২৯ সেইভাবে কথা বলি। যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি আমার সঙ্গে আছেন, তিনি আমাকে একাকী পরিত্যাগ করেন নাই, কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা প্রীতিজনক আমি সর্ব্বদা তাহাই করি।
৩০ তিনি এই সকল কথা বলিলে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস
৩১ করিল। অতএব যে যিহূদীরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল, যীশু তাহাদের বলিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক
৩২ তবে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; আর তোমরা সত্যকে জানিতে পারিবে ও সত্য তোমাদের মুক্ত করিবে।

২৬ যোঃ ৮; ৩৮। ১২; ৪৯
২৮ যোঃ ৩, ১৪। ১২; ৩২,৪৯
২৯ যোঃ ৮, ১৬। ১৬, ৩২ মথি ২৭, ৪৬
৩০ যোঃ ৭; ৩১। ১০; ৪২। ১১; ৪৫। ১২; ৪২
৩১ যোঃ ১৫, ১৪

যীশুর বিরুদ্ধে যিহূদীদের ষড়যন্ত্র

৩৩ তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল, আমরা অব্রাহামের বংশ, আমরা কখনও কাহারও দাসত্ব করি নাই; কেমন করিয়া
৩৪ বলিতেছ, তোমরা মুক্ত হইবে? যীশু তাহাদের উত্তর দিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, যে কেহ
৩৫ পাপ করে সে পাপের দাসত্ব করে; ক্রীতদাস চিরকাল
৩৬ গৃহে থাকে না, পুত্রই চিরকাল থাকে। যিনি পুত্র, তিনি
৩৭ তোমাদের মুক্ত করিলে তোমরা প্রকৃতই মুক্ত হইবে। তোমরা যে অব্রাহামের বংশ তাহা আমি জানি; কিন্তু তথাপি তোমরা আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছ, কারণ তোমাদের
৩৮ অন্তরে আমার বাক্য স্থান পায় না। আমি পিতার নিকটে যাহা যাহা দেখিয়াছি, সেই সমস্ত বিষয় বলিতেছি; তোমরাও আপনাদের পিতার নিকটে যাহা যাহা দেখিয়াছ, সেই সমস্ত
৩৯ করিতেছ। তাহারা উত্তরে তাঁহাকে বলিল, আমাদের পিতা অব্রাহাম। যীশু তাহাদের বলিলেন, তোমরা যদি অব্রাহামের

৩৩ মথি ৩; ৯ নহিঃ ৯; ৩৬
৩৪ রোঃ ৬, ১৬, ২০ ১যোঃ ৩; ৭,৮
৩৫ গাঃ ৪; ৩০
৩৬ রোঃ ৬, ১৮, ২২
৩৯ মথি ৩; ৯

* পাঠান্তর, (প্রশ্নসূচক চিহ্ন ছাড়া) তাহাই ত প্রথম হইতে তোমাদের বলিতেছি

† ২৪ পদ দ্রঃ

৪০ সন্তান হও, তবে অব্রাহামের কার্য্য কর। কিন্তু যে ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য শুনিয়া তাহা তোমাদের জানাইয়াছে এমন লোককে অর্থাৎ আমাকেই তোমরা হত্যা করিতে চেষ্টা ৪১ করিতেছ; অব্রাহাম এইপ্রকার কার্য্য করেন নাই। তোমরা তোমাদের পিতার কার্য্য করিতেছ। তাহারা তাঁহাকে বলিল, আমরা ত ব্যভিচারজাত নই, আমাদের একজনই পিতা ৪২ আছেন, তিনি ঈশ্বর। যীশু তাহাদের বলিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন, তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, কারণ আমি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি; কারণ আমি আপনা হইতে আসি নাই কিন্তু তিনি আমাকে প্রেরণ ৪৩ করিয়াছেন। আমার কথা তোমরা বুঝিতে পার না কেন? কারণ এই যে, তোমরা আমার বাক্য শুনিতে পার না।

৪৪ তোমরা তোমাদের পিতা সেই দিয়াবল* হইতে জাত, আর পিতার কামনা তোমরা পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক। সে আদি হইতেই নরঘাতক এবং সত্যের উপরে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে তখন নিজ স্বভাবসম্মত কথাই বলে, কারণ সে মিথ্যা-৪৫ বাদী ও সমস্ত মিথ্যার জন্মদাতা। কিন্তু আমি সত্য বলি, ৪৬ এজন্য তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না। তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপ সম্বন্ধে দোষী করিতে পারে? আমি সত্য ৪৭ বলিলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না কেন? যে কেহ ঈশ্বরের, সে ঈশ্বরের সমস্ত কথা শুনে; তোমরা যে শুন না তাহার কারণ, তোমরা ঈশ্বরের নও।

৪৮ তাহাতে যিহূদীরা উত্তরে তাঁহাকে বলিল, আমরা কি উপযুক্ত কথা বলি না যে তুমি শমরীয় আর তোমার মধ্যে ৪৯ মন্দ-আত্মা আছে? যীশু উত্তর দিলেন, আমার মধ্যে কোনও মন্দ-আত্মা নাই, কিন্তু আমি আপন পিতাকে সম্মান করি ৫০ আর তোমরা আমাকে অসম্মান কর। আমি আমার নিজের গৌরবের অন্বেষণ করি না; একজন আছেন, তিনি অন্বেষণ ৫১ করেন, তিনি বিচারও করেন। সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, কেহ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখিবে না।

৫২ তখন যিহূদীরা তাঁহাকে বলিল, এখন জানিতে পারিলাম যে তোমার মধ্যে মন্দ-আত্মা আছে; অব্রাহামের ও ভাববাদীদের মৃত্যু হইয়াছে, আর তুমি বলিতেছ, কেহ যদি আমার

৪১ হোঃ ২; ৪ দ্বিঃ বিঃ ৩২, ৬ যিশাঃ ৬৩, ১৬। ৬৪; ৮
৪২ ১ যোঃ ৫, ১
৪৩ যোঃ ৭, ১৭ ১ করিঃ ২, ১৪ যির: ৬, ১০
৪৪ ১ যোঃ ৩; ৮-১০। ২; ৪ আদি ৩, ৪ ২ করিঃ ১১, ৩
৪৫ লূক ২২, ৬৭ যোঃ ১০; ২৫
৪৬ ২ করিঃ ৫, ২১ ১ পিঃ ২; ২২
৪৭ যোঃ ১০, ২৭। ১৮, ৩৭ ১ যোঃ ৪, ৬
৪৮ যোঃ ৭, ২০ মার্ক ৩, ২১, ২২
৫০ যোঃ ৫, ৪১
৫১ যোঃ ৫, ২৪। ৬, ৪০, ৪৭। ১১; ২৫, ২৬

* অর্থাৎ, পাপাত্মা, শয়তান। মথি ৪; ১ দ্রঃ

বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যুর যন্ত্রণাভোগ করিবে *
৫৩ না। তুমি কি আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম অপেক্ষাও মহান? তিনি ত মরিয়াছেন, ভাববাদীরাও মরিয়াছেন;
৫৪ তুমি যে কে, সেই বিষয়ে কি বলিতে চাহিতেছ? যীশু উত্তর দিলেন, আমি যদি নিজেকে মহিমান্বিত করি, তবে আমার মহিমা কিছুই নয়; আমার পিতাই আমাকে মহিমান্বিত করিতেছেন, যাঁহার বিষয় তোমরা বলিয়া থাক যে, তিনি
৫৫ তোমাদের ঈশ্বর; তথাপি তোমরা তাঁহাকে জান নাই; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি; আর আমি যদি বলি যে তাঁহাকে জানি না, তবে আমি তোমাদেরই ন্যায় মিথ্যাবাদী হইব; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি এবং তাঁহার বাক্য পালন করি।
৫৬ তোমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম আমার দিন দেখিতে পাইবেন জানিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং তিনি দেখিয়াছেন ও
৫৭ আনন্দিত হইয়াছেন। যিহূদীরা তাঁহাকে বলিল, তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই; তুমি কি অব্রাহামকে
৫৮ দেখিয়াছ? † যীশু তাহাদের বলিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই আমি আছি।

৫৯ তখন তাহারা তাঁহার উপর ছুঁড়িয়া মারিবার জন্য পাথর তুলিয়া লইল, কিন্তু যীশু আত্মগোপন করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫৩ যোঃ ৪; ১২
৫৫ যোঃ ৭; ২৮
৫৯ যোঃ ১০, ৩১, ৩৯

একজন অন্ধের আরোগ্যলাভ

৯ তিনি পথে যাইতেছেন এমন সময় জন্মান্ধ একটি
২ লোককে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রব্বি, পাপ কে করিয়াছিল, যাহাতে লোকটি
৩ অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে, সে না তাহার পিতামাতা? যীশু উত্তর দিলেন, পাপ এ করে নাই, ইহার পিতামাতাও করে নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য যেন প্রকাশিত হয়,
৪ এই কারণে হইয়াছে। যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন দিন থাকিতে থাকিতে তাঁহার কার্য্যই আমাদের করিতে হইবে;
৫ রাত্রি আসিতেছে, তখন কেহ কার্য্য করিতে পারে না। যতদিন
৬ জগতে আছি, আমি জগতের জ্যোতি। এই কথা বলিয়া তিনি মাটিতে থুথু ফেলিয়া সেই থুথু দিয়া কাদা করিলেন; পরে লোকটির চক্ষুতে সেই কাদার প্রলেপ দিয়া

২ লূক ১৩, ২ যাত্রা ২০; ৫
৩ যোঃ ১১; ৪
৪ যোঃ ৫; ১৭, ২০। ১১; ৯
৫ যোঃ ৮; ১২। ১২; ৩৫, ৪৬
৬ মার্ক ৮; ২৩

* (মূল) মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না

† পাঠান্তর, 'অব্রাহাম কি তোমাকে দেখিয়াছেন?'

৭ তাহাকে বলিলেন, শীলোহ (অর্থাৎ প্রেরিত) নামের পুষ্করিণীতে যাও, ধুইয়া ফেল। তখন সে গিয়া ধুইয়া ফেলিল এবং চক্ষুতে দেখিতে দেখিতে আসিল।

৮ তখন প্রতিবাসীরা এবং সে ভিক্ষুক ছিল বলিয়া যাহারা পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, এ কি ৯ সেই নয় যে বসিয়া থাকিত ও ভিক্ষা চাহিত? কেহ কেহ বলিল, হাঁ, সেই; আবার কেহ কেহ বলিল, না, কিন্তু ১০ তাহারই মত একজন; সে বলিল, আমিই সে। তখন তাহারা তাহাকে বলিল, তবে কিভাবে তোমার চক্ষু উন্মিলিত ১১ হইল? সে উত্তরে বলিল, যীশু নামে আখ্যাত লোকটি কাদা করিয়া আমার চক্ষুতে প্রলেপ দিলেন, আর আমাকে বলিলেন, শীলোহে যাও, ধুইয়া ফেল; তাহাতে আমি গিয়া ১২ ধুইয়া ফেলিলে দৃষ্টিলাভ করিলাম। তাহারা তাহাকে বলিল, সে কোথায়? সে বলিল, তাহা জানি না।

১৩ তাহারা ভূতপূর্ব্ব অন্ধ লোকটিকে ফরীশীদের নিকটে ১৪ লইয়া গেল। যেদিন যীশু কাদা তৈরী করিয়া তাহার ১৫ চক্ষু উন্মিলিত করিলেন, সেইদিন বিশ্রামবার ছিল। এইজন্য ফরীশীরাও তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল সে কিরূপে দৃষ্টিলাভ করিল; সে তাহাদের বলিল, তিনি আমার চক্ষের উপরে কাদা দিলেন, পরে আমি ধুইয়া ফেলিলাম ও দেখিতে ১৬ পাইতেছি। তখন কয়েকজন ফরীশী বলিল, লোকটি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসে নাই, কারণ সে বিশ্রামবার পালন করে না। কেহ কেহ বলিল, যে পাপী সে কি করিয়া এই-প্রকার লক্ষণ দেখাইতে পারে? এইরূপে তাহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল।

১৪ যোঃ ৫; ৯

১৬ যোঃ ৩; ২। ৭; ৪৩। ৯ ৩১, ৩৩

১৭ পরে তাহারা আবার সেই অন্ধকে বলিল, তুমি তাহার বিষয়ে কি বল; কারণ সে তোমারই চক্ষু উন্মিলিত করিয়াছে? ১৮ সে বলিল, তিনি ভাববাদী। দৃষ্টিপ্রাপ্ত লোকের পিতামাতাকে না ডাকা পর্য্যন্ত, যিহূদীরা তাহার বিষয়ে বিশ্বাস করিল ১৯ না যে সে অন্ধ ছিল এবং দৃষ্টিলাভ করিয়াছে; তাহারা উহাদের জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তোমাদের পুত্র, যে অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছিল বলিতেছ? তবে এখন কেমন করিয়া ২০ দেখিতে পাইতেছে? তাহার পিতামাতা উত্তর দিল, আমরা ২১ জানি এ আমাদের পুত্র এবং অন্ধই জন্মিয়াছিল, কিন্তু এখন কেমন করিয়া দেখিতে পাইতেছে, তাহা জানি না, এবং কেই বা তাহার চক্ষু উন্মিলিত করিয়াছে তাহাও আমরা জানি না; এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন,

১৭ যোঃ ৪; ১৯

২২ এ নিজের বিষয় নিজেই বলিবে। তাহার পিতামাতা যিহূদীদের ভয় করিয়া একথা বলিল; কারণ যিহূদীরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল, কেহ যদি তাঁহাকে খ্রীষ্ট বলিয়া স্বীকার ২৩ করে, তবে সে সমাজচ্যুত হইবে; সেইজন্য তাহার পিতামাতা বলিল, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

২২ যোঃ ৭; ১৩। ১২; ৪২। ১৬; ২

২৪ অতএব তাহারা যে লোকটি অন্ধ ছিল তাহাকে দ্বিতীয়বার ডাকিয়া বলিল, ঈশ্বরের প্রশংসা কর; আমরা জানি যে সেই ২৫ লোকটি পাপী। সে উত্তরে বলিল, তিনি পাপী কিনা তাহা জানি না; একটি বিষয় জানি, আমি অন্ধ ছিলাম, ২৬ এখন দেখিতে পাইতেছি। তাহারা তাহাকে আবার বলিল, সে তোমার প্রতি কি করিয়াছিল? কেমন করিয়া তোমার ২৭ চক্ষু উন্মিলিত করিল? সে উত্তর দিল, আপনাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনারা শুনেন নাই; তবে আবার শুনিতে চাহেন কেন? আপনারাও কি তাঁহার শিষ্য হইতে চাহেন? ২৮ তখন তাহারা তাহাকে নিন্দা করিয়া বলিল, তুমি তাহার ২৯ শিষ্য; আমরা মোশির শিষ্য। আমরা জানি, ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু এ কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি না।

২৪ লূক ১৭; ১৮ প্রেঃ ৩; ৮

৩০ লোকটি উত্তরে তাহাদের বলিল, আশ্চর্য্যের কথা এই যে আপনারা জানেন না তিনি কোথা হইতে আসিলেন, তথাপি ৩১ তিনি আমার চক্ষু উন্মিলিত করিযাছেন। আমরা জানি, ঈশ্বর পাপীদের কথা শুনেন না, কিন্তু যদি কোন লোক ঈশ্বর-ভক্ত হয়, আর তাঁহার ইচ্ছা পালন করে, তিনি তাহারই ৩২ কথা শুনেন। কখনও শুনা যায় নাই যে, কেহ জন্মান্ধের ৩৩ চক্ষু উন্মিলিত করিয়াছে। তিনি যদি ঈশ্বর হইতে না ৩৪ আসিতেন, তবে কিছুই করিতে পারিতেন না। তাহারা উত্তরে তাহাকে বলিল, তুমি একেবারে পাপেই জন্মিয়াছ, আর তুমি আমাদের শিক্ষা দিতেছ? আর তাহারা তাহাকে বাহিরে তাড়াইয়া দিল।

৩১ যিশাঃ ১; ১৫ গীত ৩৪; ১৫ হিতোঃ ১৫; ২৯ প্রেঃ ১০; ৩৫
৩৩ যোঃ ৯; ১৬
৩৪ যোঃ ৯; ২ গীত ৫১; ৫

৩৫ যীশু শুনিলেন যে তাহারা তাহাকে বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছে; পরে তিনি তাহার দেখা পাইয়া তাহাকে বলিলেন, ৩৬ তুমি কি মনুষ্য-পুত্রে বিশ্বাস করিতেছ? সে উত্তরে বলিল, প্রভু, তিনি কে? আমি যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করি। ৩৭ যীশু তাহাকে বলিলেন, তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ; আর ৩৮ তিনিই তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। সে বলিল, প্রভু, বিশ্বাস করিতেছি, এবং সে তাঁহাকে প্রণিপাত করিল।

৩৭ যোঃ ৪; ২৬

৩৯ তখন যীশু বলিলেন, বিচারের জন্য আমি এই জগতে আসিয়াছি, যেন যাহারা দেখিতে পায় না, তাহারা দেখিতে পায়, এবং যাহারা দেখিতে পায়, তাহারা যেন অন্ধ হয়।
৪০ ফরীশীদের মধ্যে যাহারা তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল, আমরাও কি অন্ধ?
৪১ যীশু তাহাদের বলিলেন, যদি অন্ধ হইতে, তোমাদের পাপ থাকিত না; কিন্তু এখন তোমরা বলিয়া থাক, আমরা দেখিতে পাইতেছি; তোমাদের পাপ রহিয়াছে।

৩৯ মথি ১৩; ১৫
৪০ মথি ১৫; ১৪। ২৩; ২৬
৪১ যো:১৫;২২,২৪ হিব্রো: ২৬; ১২

যীশুই উত্তম মেষপালক

১০ সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, দ্বার দিয়া মেষের খোঁয়াড়ে প্রবেশ না করিয়া যে কেহ অন্য দিক-
২ দিয়া উঠিয়া ভিতরে যায়, সে চোর ও দস্যু। কিন্তু যে
৩ দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, সে মেষপালক। তাহার জন্য দ্বাররক্ষক দ্বার খুলিয়া দেয় এবং মেষেরা তাহার স্বর শুনে; আর সে নিজের মেষগুলিকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বাহিরে
৪ লইয়া যায়। নিজের সমস্ত মেষ বাহির করিবার পর সে সর্ব্বদা তাহাদের আগে আগে চলে আর মেষগুলি তাহার
৫ অনুসরণ করে, কারণ তাহারা তাহার স্বর জানে। কিন্তু অপরিচিত লোকের অনুসরণ কখনও করিবে না, বরং তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিবে, কারণ তাহারা অপরিচিত লোকের স্বর জানে না।
৬ এই উপমাটি যীশু তাহাদের বলিলেন; কিন্তু তিনি তাহাদের যে কি বলিলেন, তাহা তাহারা বুঝিল না।
৭ তাহাতে যীশু আবার তাহাদের বলিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, আমি মেষদের দ্বারস্বরূপ।
৮ যাহারা আমার পূর্ব্বে আসিয়াছে তাহারা সকলে চোর ও
৯ দস্যু; কিন্তু মেষেরা তাহাদের কথা শুনে নাই। আমি দ্বার, আমার মধ্য দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, তবে সে রক্ষা পাইবে, এবং ভিতরে আসিবে ও বাহিরে যাইবে, আর চারণভূমি পাইবে।
১০ চোর কেবল এইজন্য আসে, যেন চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করিতে পারে; আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায়,
১১ এমন কি প্রচুর পরিমাণে পায়। আমি উত্তম মেষপালক; উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য আপন প্রাণ অর্পণ করে।
১২ যে বেতনভোগী, নিজে মেষপালক নয় এবং মেষপালও তাহার নিজের নয়, সে নেকড়ে বাঘ আসিতে দেখিলে মেষ

৩,৫ যো: ১০, ২৭
৬ যো: ১২; ১৬। ১৬, ২৫ মার্ক ৯, ৩২
৭ গীত ১১৮; ২০ যো: ১৪; ৬ মথি ৭; ১৩,১৪
৮ যির: ২৩, ১, ২
৯ গীত ১১৮, ২০ যো: ১৪; ৬
১১ গীত ২৩; ১ লূক ১৫; ৪-৭ যিশা: ৪০; ১১ যিহি: ৩৪; ১১-৩১। ৩৭, ২৪ যো: ১৫; ১৩
১২ মথি ১০; ১৬ যিহি: ৩৪, ৫ প্রে: ২০; ২৯ তীত ১; ১১ ১ পি: ৫; ২, ৩

ফেলিয়া পলায়ন করে; তাহাতে নেকড়ে বাঘ তাহাদের
১৩ ছিনাইয়া লয় ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। লোকটি পলায়ন করে কারণ সে বেতনভোগী ও মেষদের দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

১৪ আমি উত্তম মেষপালক, যাহারা আমার, তাহাদের আমি
১৫ জানি, আর যাহারা আমার, তাহারা আমাকে জানে, যেমন পিতা আমাকে জানেন আর আমি পিতাকে জানি; এবং
১৬ মেষদের জন্য আমি আমার প্রাণ অর্পণ করিতেছি। যাহারা এই খোঁয়াড়ের নয় আমার এমন আরও মেষ আছে; তাহাদেরও আমাকে আনিতে হইবে ও তাহারা আমার স্বর শুনিবে; তাহাতে তখন এক মেষপাল ও এক মেষপালক হইবে।
১৭ পিতা আমাকে এইজন্য প্রেম করেন কারণ আমি আপন প্রাণ অর্পণ করিতেছি, যেন তাহা আমি পুনরায় গ্রহণ করিতে
১৮ পারি। আমার নিকট হইতে কেহ তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতে তাহা অর্পণ করি। তাহা অর্পণ করিবার ক্ষমতা আমার আছে; এবং তাহা আবার গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও আমার আছে; এই আদেশ আমি আপন পিতার নিকট হইতে পাইয়াছি।

১৯ এই সমস্ত কথার জন্য আবার যিহূদীদের মধ্যে মতভেদ
২০ সৃষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকে বলিল, তাহার মধ্যে মন্দ-আত্মা আছে, সে পাগল, তাহার কথা কেন শুন?
২১ অন্যেরা বলিল, এই কথা মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকের কথা নয়; মন্দ-আত্মা কি অন্ধের চক্ষু উন্মিলিত করিতে পারে?

১৪ ২তীমঃ ২; ১৯ যোঃ ১০; ১১
১৫ মথি ১১; ২৭
১৬ যিহিঃ ৩৭; ২৪। ৩৪; ২৩ যোঃ ১১; ৫২ ১পিঃ ২; ২৫ ইফিঃ ৪; ৫
১৭ ফিলিঃ ২; ৮, ৯
১৮ যোঃ ২; ১৯। ৫; ২৬
১৯ যোঃ ৭; ৪৩। ৯; ১৬
২০ যোঃ ৭; ২০। ৮; ৪৮ মার্ক ৩; ২১

প্রতিষ্ঠা-পর্ব্বে যীশুর ঈশ্বরের সহিত একত্বের দাবীতে যিহূদীদের ক্রোধ

২২ সেই সময় যিরূশালেমে প্রতিষ্ঠা-পর্ব্ব পালনের সময়।
২৩ তখন শীতকাল, আর যীশু মন্দিরে শলোমনের বারান্দায়
২৪ বেড়াইতেছিলেন। তাহাতে যিহূদীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিল, আর কত কাল আমাদের চিত্ত দোলায়মান রাখিবে? তুমি যদি খ্রীষ্ট হও, স্পষ্টভাবে আমাদের বল।
২৫ যীশু তাহাদের উত্তর দিলেন, আমি তোমাদের বলিয়াছি, আর তোমরা বিশ্বাস কর না; আমি যে সমস্ত কার্য্য আমার পিতার নামে করিতেছি সেই সমস্ত আমার বিষয়ে সাক্ষ্য
২৬ দিতেছে। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আমি যেমন তোমাদের বলিয়াছি, তোমরা আমার মেষদের মধ্যে নও।

২৩ প্রেঃ ৩; ১১। ৫; ১২
২৪, ২৫ লূক ২২; ৬৭
২৫, ২৬ যোঃ ৫; ৩৬। ৬; ৬৪। ৮; ৪৫। ১০; ৩৮। ১৪; ১১

২৭ আমার মেষেরা আমার স্বর শুনে, আর আমি তাহাদের জানি,
২৮ এবং তাহারা আমার অনুসরণ করে; আর আমি তাহাদের অনন্ত জীবন দান করি; তাহারা কখনই বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহই আমার হস্ত হইতে তাহাদের কাড়িয়া লইবে না।
২৯ আমার পিতা, যিনি তাহাদের সকলকে আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্; এবং কেহই আমার পিতার হস্ত হইতে
৩০ তাহাদের * কাড়িয়া লইতে পারে না। আমি ও পিতা, আমরা এক।

৩১ যিহূদীরা আবার তাঁহাকে মারিবার জন্য পাথর তুলিল।
৩২ তাহাতে যীশু তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনেক উত্তম কার্য্য তোমাদের দেখাইয়াছি, তাহার কোন্ কার্য্যের জন্য আমাকে প্রস্তরাঘাত কর।
৩৩ যিহূদীরা তাঁহাকে এই উত্তর দিল, উত্তম কার্য্যের জন্য তোমাকে প্রস্তরাঘাত করি তাহা নয়, কিন্তু ঈশ্বর-নিন্দার জন্য, এবং তুমি মানুষ হইয়া নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন
৩৪ করিতেছ, এইজন্য। যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, তোমাদের শাস্ত্রে কি লেখা নাই, 'আমি বলিলাম, তোমরা
৩৫ ঈশ্বর'? যাহাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের যদি তিনি ঈশ্বর বলিলেন—আর শাস্ত্র-বচন
৩৬ লোপ পাইতে পারে না—তবে পিতা যাঁহাকে পবিত্র বলিয়া এই জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে কেমন করিয়া এইভাবে বলিতে পার, তুমি ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছ, যখন
৩৭ আমি বলিলাম, আমি ঈশ্বরের পুত্র? আমার পিতার কার্য্য
৩৮ যদি না করি, তবে আমাতে বিশ্বাস করিও না। কিন্তু যদি তাহা করি, আমাতে বিশ্বাস না করিলেও, সেই কার্য্যে বিশ্বাস করিও; যেন তোমরা জানিতে পার ও বুঝিতে পার যে, পিতা আমাতে থাকেন, এবং আমি পিতাতে থাকি।

৩৯ তাহারা আবার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তাহাদের হাত এড়াইয়া চলিয়া গেলেন।

৪০ পরে তিনি আবার যর্দ্দনের অপরপারে যেখানে যোহন প্রথমে বাপ্তিস্ম দান করিতেন, সেইস্থানে গেলেন; এবং
৪১ সেখানে থাকিলেন। তাহাতে অনেকে তাঁহার কাছে আসিল এবং বলিল, যোহন কোন লক্ষণ দেখান নাই, কিন্তু ইঁহার বিষয়ে যোহন যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তই সত্য।
৪২ সেখানে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

২৭ যোঃ ৮; ৪৭। ১০; ৩, ৪। ১৮; ৩৭
২৮ যোঃ ৫; ২৮। ৬; ৩৯। ১৭ ১২। ১৮, ৯
২৯ যোঃ ১৪, ২৮
৩০ যোঃ ১২, ৪৫। ১৪; ৯। ১৭; ১১
৩১ যোঃ ৮, ৫৯
৩৩ যোঃ ৫; ১৮। ১৯; ৩ মথি ২৬; ৬৫
৩৪ গীত ৮২; ৬
৩৫ মথি ৫; ১৭, ১৮
৩৬ যোঃ ৫; ১৭-২০
৩৮ যোঃ ১০, ২৫
৩৯ যোঃ ৮; ৫৯ লূক ৪; ৩০
৪০ যোঃ ১; ২৮
২ যোঃ ৭; ৩১। ৮; ৩০। ১১; ৪৫। ১২; ৪২

* পাঠান্তর, আমার পিতা যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ; এবং কেহই আমার পিতার হস্ত হইতে তাহা . . .

মৃত লাসারকে জীবনদান

১১ বৈথনিয়াবাসী লাসার নামে এক ব্যক্তি অসুস্থ ছিলেন; তিনি মরিয়ম ও তাঁহার ভগ্নী মার্থার গ্রামের লোক। ২ যে স্ত্রীলোকটি প্রভুকে আতর মাখাইয়াছিলেন আর আপন কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মুছাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি এই ৩ মরিয়ম, এবং তাঁহারই ভ্রাতা লাসার অসুস্থ ছিলেন। অতএব ভগ্নীরা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, প্রভু, আপনি যাহাকে ৪ ভালবাসেন সে অসুস্থ হইয়াছে। যীশু ইহা শুনিয়া বলিলেন, এই অসুস্থতার পরিণাম মৃত্যু নয়, কিন্তু ইহা ঈশ্বরের মহিমার কারণ হইয়া উঠিবে, যেন ইহার দ্বারা মনুষ্য-পুত্র মহিমান্বিত ৫ হন। যীশু মার্থাকে ও তাঁহার ভগ্নীকে এবং লাসারকে ৬ প্রেম করিতেন; লাসারের অসুস্থতার কথা শুনিয়া, যীশু তখন যেখানে ছিলেন সেখানে আরও দুইদিন থাকিলেন।

৭ ইহার পরে তিনি শিষ্যদের বলিলেন, চল, আমরা আবার ৮ যিহূদিয়াতে যাই। শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন, রব্বি, এই ত সেদিন যিহূদীরা আপনাকে প্রস্তরাঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; আপনি কি আবার সেখানে যাইতেছেন? ৯ যীশু উত্তর দিলেন, দিনে কি বারো ঘণ্টা নাই? যদি কেহ দিনে চলে, উছোট খায় না, কারণ সে এই জগতের ১০ আলো দেখিতে পায়; কিন্তু যদি কেহ রাত্রিতে হাঁটে, তবে সে উছোট খায়, কারণ তাহার মধ্যে আলো নাই।

১১ এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাদের বলিলেন, আমাদের বন্ধু লাসার নিদ্রা গিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাকে নিদ্রা হইতে ১২ জাগাইতে যাইতেছি। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, সে যদি নিদ্রা গিয়া থাকে, তবে বাঁচিয়া উঠিবে। ১৩ যীশু তাঁহার মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন যে, ঘুমাইয়া বিশ্রাম করার কথা তিনি বলিতেছেন। ১৪ তাহাতে যীশু স্পষ্ট করিয়া তাঁহাদের বলিলেন, লাসারের ১৫ মৃত্যু হইয়াছে; আর আমি সেখানে ছিলাম না বলিয়া তোমাদের জন্যে আনন্দিত হইতেছি, যেন তোমরা বিশ্বাস ১৬ কর। কিন্তু এখন চল, আমরা তাহার কাছে যাই। তখন থোমা, যাঁহাকে দিদুমঃ বলে, * তিনি সহ-শিষ্যদের বলিলেন, চল আমরাও যাই, যেন তাঁহার সঙ্গে মরি।

১৭ যীশু উপস্থিত হইয়া জানিতে পাইলেন লাসার তখন ১৮ চারি দিন কবরে আছেন। বৈথনিয়া যিরূশালেমের

১ লূক ১০; ৩৮, ৩৯
২ যোঃ ১২; ৩
৪ যোঃ ৯; ৩
৮ যোঃ ৮; ৫৯। ১০, ৩১
৯ যোঃ ৯; ৪, ৫ ; যোঃ ২, ১০
১০ যোঃ ১২; ৩৫ ১ যোঃ ২; ১১
১১ মথি ৯; ২৪ লূক ৮; ৫২
১৬ মার্ক ১৪; ৩১

* 'থোমা' ও 'দিদুমঃ' উভয়ের অর্থ 'যমজ'

১৯ নিকটবর্ত্তী, প্রায় এক ক্রোশ দূরে * ; আর যিহূদীদের অনেকে মার্থা ও মরিয়মের নিকটে আসিয়াছিল, যেন তাঁহাদের ভ্রাতার ২০ মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিতে পারে। যীশু আসিতেছেন শুনিয়া মার্থা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরে বসিয়া রহিলেন।

২১ মার্থা যীশুকে বলিলেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে ২২ থাকিতেন, তবে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হইত না। এখনও আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের নিকট যাহা কিছু চাহিবেন, ২৩ তাহা তিনি আপনাকে দিবেন। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, ২৪ তোমার ভ্রাতা পুনরুত্থিত হইবে। মার্থা তাঁহাকে বলিলেন, আমি জানি, শেষদিনে পুনরুত্থানের সময়ে সে উত্থিত হইবে। ২৫ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে ২৬ আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত হইবে। আর যে কেহ জীবিত থাকিয়া আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও ২৭ মরিবে না। ইহা কি বিশ্বাস কর? তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হাঁ, প্রভু, জগতে যাঁহার আগমন হইবে, আপনি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ইহা আমি বিশ্বাস করিয়াছি।

২১ যো: ১১ ; ৩২
২৪ যো: ৫ ; ২৯। ৬, ৪০
লূক ১৪ ; ১৪
২৫,২৬ যো: ৫, ২৪। ৮ ; ৫১
২৭ যো: ৬ ৬৯

২৮ এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গিয়া আপন ভগ্নী মরিয়মকে ডাকিয়া গোপনে বলিলেন, গুরু আসিয়াছেন, ২৯ তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। ইহা শুনিয়া মরিয়ম শীঘ্র ৩০ উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। যীশু তখন পর্য্যন্ত গ্রামে প্রবেশ করেন নাই; যেখানে মার্থা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ৩১ করিয়াছিলেন, তখনও সেখানেই ছিলেন। যে যিহূদীরা গৃহে তাঁহার সঙ্গে ছিল ও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল, তাহারা মরিয়মকে শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে গেল; তাহারা বলিল, তিনি সমাধির নিকটে রোদন করিতে যাইতেছেন।

৩২ যীশু যেখানে ছিলেন, মরিয়ম সেখানে আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন আর তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকিতেন, তবে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হইত না। ৩৩ যীশু যখন দেখিলেন তিনি রোদন করিতেছেন এবং যে যিহূদীরা তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারাও রোদন করিতেছে, তিনি তখন অন্তরে ক্ষুব্ধ হইলেন ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ৩৪ তিনি বলিলেন, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ? তাহারা বলিল, ৩৫ প্রভু, আসুন, দেখিবেন। তখন যীশু কাঁদিতে লাগিলেন।

৩৩ যো: ১২ ; ২৭। ১৩; ২১। ১৭;
৩৫ লূক ১৯ : ৪১

* (মূল) পনের ষ্টাদিয়ন, মথি ১৪ ; ২৪ দ্রঃ

৩৬ তাহাতে যিহূদীরা বলিল, দেখ, ইনি তাহাকে কেমন ভাল-
৩৭ বাসিতেন ; কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ বলিল, অন্ধের চক্ষু
যিনি উন্মিলিত করিয়া দিলেন, তিনি কি এমন কিছু করিতে
পারিতেন না যাহাতে এই লোকের মৃত্যু না হইত?

৩৮ যীশু আবার অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া সমাধির নিকটে আসিলেন। তাহা ছিল একটি গুহা, আর তাহার উপরে একখানা পাথর
৩৯ বসান ছিল। যীশু বলিলেন, পাথরখানা সরাইয়া ফেল।
মৃত ব্যক্তির ভগ্নী মার্থা তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, চার দিন
৪০ হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এতক্ষণ দুর্গন্ধ হইয়া থাকিবে। যীশু
তাঁহাকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি
৪১ বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে? তখন
মৃত লোকটি যেখানে শায়িত ছিল লোকেরা সেখান হইতে
পাথরখানা সরাইয়া ফেলিল।

যীশু উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, পিতা, তুমি আমার
কথা শুনিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি ;
৪২ তুমি সর্ব্বদা আমার কথা শুনিয়া থাক ইহা আমি জানিতে
পারিয়াছি, কিন্তু যে লোকেরা চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে
তাহাদের জন্য আমি এই কথা বলিলাম, যাহাতে তাহারা
বিশ্বাস করিতে পারে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।

৪৩ একথা বলিবার পর তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন,
৪৪ লাসার, বাহিরে এস। আর মৃত ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন ;
তাঁহার হাত পা কাপড়ের ফালিতে বাঁধা ও তাঁহার মুখ
রুমালে জড়ান ছিল। যীশু লোকদের বলিলেন, ইহার
বন্ধন খুলিয়া ইহাকে যাইতে দাও।

৩৮ মথি ২৭ ; ৬০
৩৯ যোঃ ২০ ; ১
৪০ যোঃ ১১ ; ৪
৪২ যোঃ ১২ ; ৩০

ফরীশীদের ষড়যন্ত্র

৪৫ মরিয়মের নিকট যে যিহূদীরা আসিয়াছিল এবং যীশু
যাহা করিলেন তাহা দেখিয়াছিল, তাহাদের অনেকে তাঁহাতে
৪৬ বিশ্বাস করিল ; কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ ফরীশীদের
নিকটে গিয়া, যীশু যাহা করিয়াছিলেন তাহা তাহাদের
৪৭ বলিল। ইহার ফলে প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা
মহাসভা সমবেত করিয়া বলিলেন, আমরা কি করি? কারণ
৪৮ এই লোকটি অনেক লক্ষণ দেখাইতেছে ; আমরা তাহাকে এই-
ভাবে চলিতে দিলে সকলে তাহাতে বিশ্বাস করিবে এবং
রোমীয়েরা আসিয়া আমাদের স্থান ও জাতি উভয়ই অধিকার
৪৯ করিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন, কাইয়াফা, সেই
বৎসরের মহা-পরোহিত, তাহাদের বলিলেন, তোমরা কিছুই

৪৫ যোঃ ৭ ; ৩১। ৮ ; ৩০। ১০ ; ৪২। ১২, ৪২
৪৭ প্রেঃ ৪ ; ১৬

৫০ জান না ; সমস্ত জাতি বিনষ্ট হওয়া অপেক্ষা প্রজাবৃন্দের জন্য একজনের মৃত্যু হওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, তাহাও ৫১ তোমরা বিবেচনা কর না। এই কথা যে তিনি আপনা হইতে বলিলেন তাহা নয়, কিন্তু সেই বৎসরের মহা-পুরোহিত হওয়াতে তিনি ভবিষ্যদবাণী করিলেন যে, সেই জাতির জন্য ৫২ যীশুকে মরিতে হইবে ; আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যে সমস্ত সন্তান চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের ৫৩ সমবেত করিয়া এক করিবার জন্য তিনি মরিবেন। সেই দিন হইতে তাহারা তাঁহাকে বধ করিবার মনস্থ করিল।
৫৪ তাহাতে যীশু প্রকাশ্যভাবে যিহূদীদের মধ্যে আর যাতায়াত না করিয়া, সেই স্থান হইতে প্রান্তরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ইফ্রয়িম নামক নগরে চলিয়া গেলেন, আব সেখানে তাঁহার শিষ্যদের সহিত থাকিলেন।

৫৫ যিহূদীদের নিস্তার-পর্ব্ব সন্নিকট হইল ; অনেকে আপনাদের শুচি করিবার জন্য নিস্তার-পর্ব্বের পূর্ব্বে দেশের বিভিন্ন ৫৬ অঞ্চল হইতে যিরূশালেমে গেল। তাহারা যীশুর অন্বেষণ করিতেছিল আর মন্দিরে দাঁড়াইয়া বলাবলি করিতেছিল, তোমরা কি মনে কর? তিনি কি পর্ব্বে আসিবেন না? ৫৭ প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা আদেশ দিয়াছিলেন, তিনি কোথায় আছেন, কেহ তাহা জানিলে যেন সংবাদ দেয়, যাহাতে তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারে।

৫০ যো: ১৮ ; ১৪
৫২ যো ১০ ; ১৬
১ যো: ২ ; ২
মথি ১২ ; ৩০
৫৫ লূক ২২ ; ১
২ বংশা: ৩০ ; ১৭
প্রে: ২১, ২৪, ২৬

বৈথনিয়াতে যীশুর অভিষেক

১২ পরে নিস্তার-পর্ব্বের ছয় দিন পূর্ব্বে যীশু বৈথনিয়াতে আসিলেন ; সেখানে সেই লাসার ছিলেন, যাঁহাকে তিনি ২ মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেইস্থানে তাঁহার জন্য ভোজ প্রস্তুত করা হইল, ও মার্থা পরিচর্য্যা করিলেন, এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে আহারে বসিয়াছিল, ৩ লাসার তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তখন মরিয়ম আধ সের * বহুমূল্য বিশুদ্ধ † জটামাংসীর আতর আনিয়া যীশুর চরণে মাখাইয়া নিজের চুল দিয়া তাঁহার চরণ মুছাইয়া ৪ দিলেন, আর আতরের সুগন্ধে গৃহ পূর্ণ হইল। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একজন, যে তাঁহাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ ৫ করিবে, সেই যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ বলিল, এই আতর তিন শত দীনারে ‡ বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদের দেওয়া হইল না কেন?

[১-৮ মথি ২৬ ; ৬-১৩ মার্ক ১৪ ; ৩-৯]
১ যো: ১১ ; ১, ৪৩
২ লূক ১০ ; ৪০
৩ লূক ৭ ; ৩৭, ৩৮

* (মূল) এক 'লিত্রা', অনুমান ৩০ তোলা † মার্ক ১৪ ; ৩ দ্র:
‡ যো: ৬ ; ৭ দ্র:

৬ দরিদ্রদের বিষয়ে তাহার বিশেষ মমতা ছিল বলিয়া যে সে এই কথা বলিল তাহা নয়, কিন্তু সে চোর, আর টাকার বাক্স তাহার কাছে থাকিত বলিয়া যাহা ভিতরে রাখা হইত তাহা ৭ চুরি করিত। যীশু বলিলেন, তাহাকে থাকিতে দাও, আমার সমাধি-দিনের উদ্দেশে সে এই রীতি পালন করুক। ৮ কারণ দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু আমাকে সর্ব্বদা পাইতেছ না।

৬ যোঃ ১৩; ২৯

৮ দ্বিঃ বিঃ ১৫, ১১

৯ তিনি সেই স্থানে আছেন জানিতে পারিয়া যিহূদীদের বিস্তর লোক, কেবল যীশুর জন্যই নয়, কিন্তু যে লাসারকে তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাকেও ১০ দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রধান পুরোহিতেরা লাসারকেও হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন, ১১ কারণ তাঁহার জন্যই যিহূদীদের অনেকে চলিয়া গিয়া যীশুতে বিশ্বাস করিতেছিল।

যিরূশালেমে যীশুর প্রবেশ

১২ পরদিন পর্ব্বে আগত বিস্তর লোক যীশু যিরূশালেমে ১৩ আসিতেছেন শুনিয়া, খেজুর-পাতা লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেল, আর চীৎকার করিতে করিতে বলিল,

'হোশান্না ; যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন',
যিনি ইস্রায়েলের রাজা, 'তিনি ধন্য।'

১৪ তখন যীশু একটি গর্দ্দভ পাইয়া তাহার উপরে বসিলেন,—যেমন লেখা আছে,—

১৫ 'হে সিয়োনের কন্যা, ভয় করিও না,
এই তোমার রাজা আসিতেছেন,
গর্দ্দভ-শাবকে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন।'

১২-১৯ ২১; ১- মার্ক ১১; ১০ লূক ১ ২৯-৪০

৩ গীত ১১৮, ২৬

৪ সখঃ ৯; ৯

১৬ তাঁহার শিষ্যেরা প্রথমে এই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু যীশু যখন মহিমান্বিত হইলেন, তখন তাঁহাদের স্মরণ হইল যে, তাঁহার উদ্দেশে এই সমস্ত লিখিত হইয়াছিল এবং ১৭ লোকেরা তাঁহার প্রতি এই সমস্ত করিল। তাঁহার সঙ্গে যে লোকেরা ছিল তাহারা সাক্ষ্যদান করিতেছিল যে, তিনি লাসারকে সমাধি হইতে উঠিয়া আসিতে বলিয়া তাঁহাকে মৃতদের ১৮ মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন;* এবং সেইজন্য বিস্তর লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেল, কারণ

১৬ মার্ক ৯; লূক ৯; ৪৫। ১৮; ৩৪ যোঃ ৭;

* পাঠান্তর, তিনি যে সময় লাসারকে . . . উত্থাপন করিলেন সেই সময় যে লোকেরা তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা সাক্ষ্যদান করিতেছিল

তাহারা শুনিতে পাইয়াছিল যে তিনি এই লক্ষণ দেখাইয়াছেন।

১৯ তখন ফরীশীরা পরস্পর বলিল, তোমরা দেখিতেছ, তোমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল; দেখ, সমস্ত জগৎ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে।

১৯ যোঃ ১১; ৪৮

কতিপয় গ্রীকের অনুরোধ ও নিজ মৃত্যুবিষয়ে যীশুর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী

২০ যাহারা উপাসনা করিবার জন্য পর্ব্বে আসিয়াছিল, ২১ তাহাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীক ছিল; ইহারা গালীলের বৈৎসৈদা নিবাসী ফিলিপের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিল, মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখিতে ২২ চাই। ফিলিপ গিয়া আন্দ্রিয়কে বলিলেন, এবং আন্দ্রিয় ২৩ ও ফিলিপ আসিয়া যীশুকে বলিলেন। যীশু উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, মনুষ্য-পুত্রের মহিমান্বিত হইবার সময় উপস্থিত ২৪ হইয়াছে। সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়িয়া না মরে, তবে একটিমাত্র থাকে, ২৫ কিন্তু যদি মরে, তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে। যে আপন প্রাণ ভালবাসে, সে তাহা হারায়; আর যে এই জগতে আপন প্রাণ ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের জন্য তাহা রক্ষা করিবে। ২৬ যদি কেহ আমার সেবা করিতে চায় তবে সে আমার অনুসরণ করুক; আর আমি যেখানে থাকি, আমার সেবক সেখানেই থাকিবে; যদি কেহ আমার সেবা করে, তবে পিতা তাহাকে সম্মানিত করিবেন।

২০ যোঃ ৭, ৩৫
মার্ক ৭, ২৬
প্রেঃ ১৭, ৪
২১ যোঃ ১; ৪৪
লূক ৯; ৩।
২৪ ১ করিঃ ১৫; ৩৬
২৫ মথি ১০, ৩৯
মার্ক ৮, ৩৫
লূক ৯, ২৪।
১৪, ২৬; ১৭, ৩৩
২৬ যোঃ ১৪; ৩।
১৭; ২৪

২৭ এখন আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন, আমি কি বলি? পিতা, এই দুঃসময় হইতে আমাকে উদ্ধার কর; কিন্তু এইজন্যই ২৮ আমি এই সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছি। পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত কর। তখন স্বর্গ হইতে এই বাণী ধ্বনিত হইল, আমি তাহা মহিমান্বিত করিয়াছি এবং আবার ২৯ মহিমান্বিত করিব। যে লোকেরা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা শুনিয়া বলিল বজ্রধ্বনি হইল; অন্য কেহ কেহ বলিল, ৩০ কোন স্বর্গদূত ইঁহার সহিত কথা বলিলেন। যীশু উত্তরে বলিলেন, এই বাণী আমার উদ্দেশে নয় কিন্তু তোমাদেরই ৩১ উদ্দেশে ধ্বনিত হইল; এখন এই জগতের বিচার হইতেছে, এখন এই জগতের অধিপতিকে তাড়াইয়া বাহির করা ৩২ হইবে। আর আমি ভূতল হইতে উন্নীত হইলে সকলকে ৩৩ আমার নিকট আকর্ষণ করিব। এই কথা বলিয়া তাঁহার মৃত্যু কিপ্রকার হইবে তাহাই তিনি নির্দ্দেশ করিলেন।

২৭ যোঃ ১১, ৩৩।
১৩, ২১
গীত ৬, ৩।
৪২; ৫
মথি ২৬, ৩৮
২৮ যোঃ ৫, ৩৭
মথি ৩; ১৭।
১৭; ৫
মার্ক ১; ১১।
৯; ৭
লূক ৩; ২২।
৯; ৩৫
২৯ লূক ২২; ৪৩
৩০ যোঃ ১১; ৪২
৩১ যোঃ ১৪; ৩০।
১৬; ১১
লূক ১০; ১৮
ইফি: ২; ২। ৬; ১২
৩২ যোঃ ৮; ২৮

৩৪ তখন লোকেরা তাঁহাকে উত্তর দিল, আমরা শাস্ত্র হইতে শুনিয়াছি যে, খ্রীষ্ট চিরকাল থাকেন; তবে আপনি কি করিয়া বলিতেছেন যে মনুষ্য-পুত্রকে উন্নীত হইতে হইবে? ৩৫ সেই মনুষ্য-পুত্র কে? যীশু তাহাদের বলিলেন, আর অল্পকাল মাত্র জ্যোতি তোমাদের মধ্যে আছে। তোমাদের কাছে যতক্ষণ জ্যোতি থাকে ততক্ষণ ভ্রমণ কর যেন অন্ধকার তোমাদের আচ্ছন্ন না করে; যে অন্ধকারে ভ্রমণ করে, সে ৩৬ কোথায় যায় তাহা জানে না। তোমাদের কাছে যতক্ষণ জ্যোতি থাকে সেই জ্যোতিতে বিশ্বাস কর, যেন তোমরা জ্যোতির সন্তান হইতে পার।

৩৪ গীত ১১০; ৪ দাঃ ৭; ১৪ যিশাঃ ৯; ৭
৩৫ যোঃ ৮; ১২। ৯; ৫। ১১; ১০
৩৬ ইফিঃ ৫. ৮

যীশুর প্রতি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ফল

এই সকল কথা বলিয়া যীশু চলিয়া গেলেন ও তাহাদের ৩৭ নিকট হইতে আত্মগোপন করিলেন; কিন্তু যদিও তিনি তাহাদের সম্মুখে এতগুলি লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তথাপি ৩৮ তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল না, ভাববাদী যিশাইয় এই যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা যেন পূর্ণ হয়—

‘প্রভু, আমাদের বাণী শুনিয়া কে তাহা বিশ্বাস করিয়াছে,
আর প্রভুর বাহু * কাহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে?’

৩৯ এজন্য তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ যিশাইয় আবার বলিয়াছিলেন—

৪০ ‘তিনি তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন,
তাহাদের হৃদয় কঠিনীকৃত করিয়াছেন।
যাহাতে তাহারা চক্ষে না দেখে,
অন্তরে বুঝিতে না পারে
এবং আমার হাতে সুস্থতা লাভের জন্য ফিরিয়া না আসে।’

৪১ যিশাইয় এই সমস্ত বলিয়াছিলেন, কারণ তিনি তাঁহার মহিমা দেখিতে পাইয়া তাঁহারই কথা বলিলেন।

৪২ তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যেও অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল, তবে ফরীশীদের ভয়ে তাহারা স্বীকার করিল না, ৪৩ পাছে সমাজচ্যুত হয়; কারণ ঈশ্বরের নিকট হইতে মর্যাদা পাওয়া অপেক্ষা তাহারা বরং মনুষ্যদের নিকট হইতে মর্যাদা পাওয়া ভালবাসিত।

৪৪ যীশু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে আমাতে নয় কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহাতেই বিশ্বাস করে;

৪৫ এবং যে আমাকে দর্শন করে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন সে

৩৮ যিশাঃ ৫৩; ১ রোঃ ১০; ১৬
৪০ যিশাঃ ৬; ৯, ১০ মথি ১৩; ১৪, ১৫
৪১ যিশাঃ ৬; ১
৪২ যোঃ ৭; ১৩, ৩১, ৪৮। ৯; ২২। ১৬; ২
৪৩ যোঃ ৫; ৪৪
৪৪ মথি ১০; ৪০
৪৫ যোঃ ১৪; ৯। ১৭; ১১

* অর্থাৎ, শক্তি

৪৬ তাঁহাকেই দর্শন করে। আমি জ্যোতিস্বরূপ হইয়া এই জগতে আসিয়াছি, যেন যে কেহ আমাতে বিশ্বাস ৪৭ করে, সে অন্ধকারে না থাকে। যদি কেহ আমার কথা শুনিয়াও পালন না করে, আমি তাহার বিচার করি না, কারণ আমি জগতের বিচার করিতে নয়, কিন্তু জগতকে ৪৮ ত্রাণ করিতে আসিয়াছি। যে আমাকে অগ্রাহ্য করে আর আমার কথা গ্রহণ না করে, তাহার এক বিচারক আছে; আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই শেষদিনে তাহার বিচার ৪৯ করিবে। কারণ আমি আপনা হইতে বলি নাই, কিন্তু আমার বক্তব্য কি ও কি কি কথা বলিব সেই বিষয়ে পিতা যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি আমাকে আদেশ দিয়াছেন। ৫০ আমি জানি তাঁহার আদেশ অনন্ত জীবন। সুতরাং আমি যাহা বলি, তাহা পিতা আমাকে যেমন বলিয়াছেন, তেমনই বলি।

৪৬ যোঃ ৮; ১২। ১২; ৩৫
৪৭ যোঃ ৩, ১৭। ৮; ১৫
লূক ৯, ৫৬
৪৮ ইব্রীঃ ৪; ১২
১ফিঃ ১৭
প্রঃ ১৬।
২..
৪৯, ৫০ যোঃ ৭, ১৬। ৮; ২৬, ২৮।

শিষ্যদের প্রতি যীশুর দাসোচিত সেবা

১৩ নিস্তার-পর্ব্বের পূর্ব্বে, এই জগৎ হইতে পিতার নিকটে তাঁহার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া যীশু জগতে অবস্থিত তাঁহার নিজের যে লোকদের প্রেম করিতেন শেষ পর্য্যন্তও তিনি তাহাদের প্রেম করিলেন *।

২ তখন রাত্রিভোজের সময় হইল এবং তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প দিয়াবল ইতিমধ্যে শিমোনের ৩ পুত্র যিহূদা ঈষ্কারিয়োতের মনে প্রবিষ্ট করিয়াছিল; সেই সময় পিতা সমস্তই তাঁহার হাতে দিয়াছেন আর ঈশ্বর হইতে তিনি আসিয়াছেন এবং ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছেন জানিয়া, ৪ যীশু ভোজ হইতে উঠিলেন এবং উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিলেন আর একখানি গামছা লইয়া কোমরে জড়াইলেন। ৫ পরে তিনি পাত্রে জল ঢালিলেন ও শিষ্যদের পা ধোয়াইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন এবং কোমরে জড়ান গামছা দিয়া তাঁহাদের পা মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

৬ এইভাবে তিনি শিমোন পিতরের নিকটে আসিলেন; পিতর তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি কি আমার পা ধোয়াইয়া ৭ দিবেন? যীশু উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, আমি যাহা করিতেছি তাহা তুমি এখন জান না, কিন্তু ইহার পরে ৮ বুঝিতে পারিবে। পিতর তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কখনও আমার পা ধোয়াইয়া দিবেন না। যীশু উত্তরে তাঁহাকে

১ যোঃ ৭; ৩০। ৮; ২০। ১৫; ১৩। ১৭; ১১
গাঃ ২; ২০
১ যোঃ ৩; ১৬
২ লূক ২২; ৩
৩ যোঃ ৩; ৩৫। ১৬, ২৮। ১৭; ২
৪ মথি ২০; ২৭, ২৮
লূক ১২; ২৭
১ পিঃ ৫; ৫

* অথবা, তাঁহাদের প্রতি তিনি আপন প্রেমের চরম পরিচয় দিলেন

বলিলেন, আমি যদি তোমাকে ধৌত না করি, তবে আমার সহিত
৯ তোমার কোন সম্পর্ক নাই। শিমোন পিতর তাঁহাকে বলিলেন, তাহা হইলে, প্রভু, কেবল পা নয়, কিন্তু হাত ও মাথাও ধোয়াইয়া দিন।

১০ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, যে স্নান করিয়াছে, পা ভিন্ন তাহার আর কিছু ধুইবার প্রয়োজন নাই, সে সর্ব্বাঙ্গে শুচি;
১১ আর তোমরা শুচি, কিন্তু সকলে নও। কারণ কে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে, তাহা তিনি জানিতেন; এইজন্য বলিলেন, তোমরা সকলে শুচি নও।

১২ তিনি তাঁহাদের পা ধোয়াইয়া দিবার পর আপনার উপরের বস্ত্র পরিয়া আবার বসিলেন, এবং তাঁহাদের বলিলেন, আমি
১৩ তোমাদের প্রতি কি করিলাম, বুঝিলে কি? তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া থাক, আর ঠিকই বল, কারণ আমি
১৪ তাহাই। তোমাদের প্রভু ও গুরু আমি যখন তোমাদের পা ধোয়াইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত।
১৫ আমি তোমাদের আদর্শ দেখাইয়াছি, যেন তোমাদের প্রতি
১৬ আমি যেরূপ করিয়াছি, তোমরাও সেইরূপ কর। সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, দাস নিজের প্রভু হইতে বড় নয়, এবং যিনি তাহাকে পাঠাইয়াছেন, প্রেরিত তাঁহার
১৭ অপেক্ষা বড় নয়। এই সমস্ত জানিয়া তোমরা যদি তাহা পালন কর, তোমরা ধন্য।

১৮ আমি তোমাদের সকলের বিষয় বলিতেছি না; কাহাকে কাহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি আমি জানি; কিন্তু শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক, 'আমার সঙ্গে যে রুটি ভোজন
১৯ করে সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে।' তাহা ঘটিবার পূর্ব্বে, এখন হইতে আমি তোমাদের বলিয়া রাখিতেছি যেন ঘটিবার সময় তোমরা বিশ্বাস করিতে পার, আমিই তিনি *।
২০ সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, আমি যাহাকে পাঠাই তাহাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন তাঁহাকেই গ্রহণ করে।

বিশ্বাসঘাতকের সম্পর্কে যীশুর ইঙ্গিত

২১ এই কথা বলিবার পর যীশু আত্মাতে উদ্বিগ্ন হইলেন ও স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদের বলিলেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ

* অথবা, 'আমি আছি' যোঃ ৮; ২৪ দ্রঃ

১০ যোঃ ১৫; ৩
১১ যোঃ ৬; ৬৪, ৭০, ৭১
১৩ মথি ২৩; ৮, ১০
১৪ ১ তীমঃ ৫, ১০
১৫ ফিলিঃ ২; ৫, ৭ ১ পিঃ ২, ২১। ৫; ৩
১৬ মথি ১০; ২৪ যোঃ ১৫, ২০
১৭ মথি ৭; ২৪ যাকোব ১; ২৫
১৮ গীত ৪১; ৯ যোঃ ৬; ৭০। ১৫; ১৬
১৯ যোঃ ১৪, ২৯। ১৬; ১
২০ মথি ১০; ৪০
[২১-৩০ মথি ২৬; ২১-২৫ মার্ক ১৪; ১৮-২১ লূক ২২; ২১-২৩]
২১ যোঃ ১১; ৩৩। ১২; ২৭

২২ করিবে; তিনি কাহার কথা বলিতেছেন বুঝিতে না পারিয়া
২৩ শিষ্যেরা একজন অন্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একজন যাঁহাকে যীশু প্রেম করিতেন, তিনি যীশুর দক্ষিণ পার্শ্বে হেলান দিয়া আহার করিতেছিলেন;
২৪ শিমোন পিতর তখন তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, বল,
২৫ তিনি যাহার কথা বলিতেছেন, সে কে। তিনি সেইভাবে যীশুর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু,
২৬ সে কে? যীশু উত্তর দিলেন, সে সেই লোক, রুটির খণ্ড পাত্রে ডুবাইবার পর আমি তাহা যাহাকে দিব। পরে তিনি রুটির খণ্ড ডুবাইলেন এবং তাহা শিমোন ঈস্কারিয়োতের
২৭ পুত্র যিহূদাকে দিলেন। রুটির খণ্ডের পরে শয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন যীশু তাহাকে বলিলেন, যাহা
২৮ করিবে শীঘ্র কর। কিজন্য তিনি তাহাকে একথা বলিলেন, যাঁহারা আহারে বসিয়া ছিলেন তাঁহাদের কেহই জানিতেন না।
২৯ যিহূদার কাছে টাকার বাক্স থাকিত, এজন্য কেহ কেহ মনে করিল, যীশু তাহাকে বলিলেন, পর্ব্বের জন্য আমাদের যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা ক্রয় কর, অথবা দরিদ্রদের কিছু দিতে
৩০ বলিলেন। সে রুটির খণ্ড গ্রহণ করিল আর সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে গেল; তখন রাত্রি হইয়াছে।

২৩ যোঃ ১৮; ১৫। ১৯; ২৬। ২০; ২। ২১; ৭, ২০

২৭ যোঃ ১৩, ২

২৯ যোঃ ১২; ৬

যীশুর নূতন আদেশ ও দুঃসাহসী পিতরের প্রতিজ্ঞা

৩১ সে বাহিরে গেলে যীশু বলিলেন, এখন মনুষ্য-পুত্র মহিমান্বিত হইলেন এবং ঈশ্বর তাঁহাতে মহিমান্বিত হইলেন;
৩২ আর ঈশ্বর যখন তাঁহাতে মহিমান্বিত হইলেন, তখন ঈশ্বরও আপনাতে তাঁহাকে মহিমান্বিত করিবেন, এমন কি শীঘ্রই
৩৩ তাঁহাকে মহিমান্বিত করিবেন। বৎসেরা, এখনও অল্পকাল আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা আমার অন্বেষণ করিবে, আর আমি যেমন যিহূদীদের বলিয়াছিলাম, আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে তোমরা আসিতে পার না, এখন তোমাদেরও তেমনই বলিতেছি।
৩৪ এক নূতন আদেশ আমি তোমাদের দিতেছি,—তোমরা যেন পরস্পর প্রেম কর; অমি যেমন তোমাদের প্রেম করিয়াছি,
৩৫ তোমরা যেন তেমনই পরস্পরকে প্রেম কর। তোমাদের নিজেদের মধ্যে যদি প্রেম থাকে, তবে সকলেই জানিবে যে তোমরা
৩৬ আমার শিষ্য। শিমোন পিতর তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি কোথায় যাইবেন? যীশু তাঁহাকে উত্তর দিলেন, আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে তুমি এখন আমার অনুসরণ

৩২ যোঃ ১২, ২৩। ১৭, ১-৫

৩৩ যোঃ ৭; ৩৩। ৮; ২১

৩৪ যোঃ ১৫ ১২, ২৩
১ যোঃ ২; ৫-৮ ৩; ১১

৩৬-৩৮ মথি ২৬; ৩৩-৩৫ মার্ক ১৪; ২৯-৩১ লূক ২২; ৩১-৩৪

৩৬ যোঃ ৭; ৩৪। ২১; ১৮, ১৯

৩৭ করিতে পার না, পরে অনুসরণ করিবে। পিতর তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, কেন এখন আপনার অনুসরণ করিতে পারি না? আপনার জন্য আমি নিজের প্রাণ অর্পণ করিব।
৩৮ যীশু তাঁহাকে উত্তর দিলেন, আমার জন্য তুমি কি নিজের প্রাণ অর্পণ করিবে? সত্য, সত্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার না করিবে, সে পর্য্যন্ত মোরগ ডাকিবে না।

যীশুই পথ

১৪ তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, ২ আমাতেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে—যদি না থাকিত, তবে তোমাদের বলিয়া দিতাম—কারণ আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে ৩ যাইতেছি; আর আমি গিয়া তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিলে, আমি আবার আসিব এবং আপনার কাছে তোমাদের লইয়া যাইব যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে ৪ থাকিতে পার। আমি যে স্থানে যাইতেছি, তাহার পথ ৫ তোমরা জান। থোমা তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি কোথায় যাইতেছেন তাহা জানি না; পথ কেমন করিয়া ৬ জানিতে পারিব? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ, আমি সত্য ও জীবন। আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আসিতে পারে না।

৭ যদি তোমরা আমাকে জানিতে তবে আমার পিতাকেও জানিতে; এখন হইতে তোমরা তাঁহাকে জান, তাঁহাকে ৮ দেখিতে পাইয়াছ। ফিলিপ তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, পিতাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করুন, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।
৯ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, ফিলিপ, এতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তবু কি তুমি আমাকে জান নাই? যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করুন?
১০ তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে থাকি ও পিতা আমাতে থাকেন? আমি তোমাদের যে সমস্ত কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে থাকেন সেই ১১ পিতা সমস্ত কার্য্য করেন। আমাকে বিশ্বাস কর যে আমি পিতাতে থাকি ও পিতা আমাতে থাকেন নতুবা সেই সমস্ত কার্য্যের জন্যই বিশ্বাস কর।

১ যোঃ ১৪; ২৭
মার্ক ১১; ২২

৩ যোঃ ১২; ২৬। ১৪; ২৮। ১৭; ২৪

৬ ইব্রীঃ ৭; ২৫। ১০; ২০
মথি ১১; ২৭
যোঃ ১০; ৭
রোঃ ৫; ১, ২

৯ যোঃ ১২; ৪৫
ইব্রীঃ ১; ৩
মথি ১৭; ১৭

১০ যোঃ ১২; ৪৯

১১ যোঃ ৫; ৩৬। ১০; ২৫, ৩৮। ১৪; ২০। ১৭; ২১-২৩

১২ সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, আমাতে যে বিশ্বাস করে, যেসমস্ত কার্য্য আমি করিতেছি সেও তাহা করিবে, এবং তাহা অপেক্ষাও মহৎ কার্য্য করিবে, কারণ ১৩ আমি পিতার নিকটে যাইতেছি; আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচনা করিবে তাহা আমি সম্পাদন করিব, যেন ১৪ পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন; যদি আমার নামে আমার নিকট কিছু যাচনা কর, তবে আমি তাহা করিব।

১২ মার্ক ১৬; ১৭-২০
১৩, ১৪ যোঃ ১৫; ৭। ১৬: ২৩, ২৪
মার্ক ১১; ২৪
মথি ৭; ৭
১ যোঃ ৫; ১৪

সত্যময় আত্মার সহায়তাসম্বন্ধে শিষ্যদের প্রতি যীশুর আশ্বাস

১৫ তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর তবে আমার সমস্ত আদেশ ১৬ পালন করিবে; আর আমি পিতাকে অনুরোধ করিব এবং তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকিবার জন্য আর এক সহায় ১৭ তিনি তোমাদের দিবেন; তিনি সত্যময় আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের অন্তরে আছেন। ১৮ আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রাখিয়া যাইব না, আমি ১৯ তোমাদের নিকটে আসিতেছি। আর অল্পকাল পরে জগৎ আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবে; কারণ আমি জীবিত আছি এবং তোমরাও জীবিত ২০ থাকিবে। তোমরা সেই দিন জানিতে পাইবে যে আমি আমার পিতাতে, তোমরা আমাতে ও আমি তোমাদের অন্তরে ২১ বিদ্যমান। যে আমার সমস্ত আদেশ পাইয়া পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে; আর যে আমাকে প্রেম করে, সে আমার পিতার প্রীতিভাজন হইবে, আর আমি তাহাকে প্রেম করিব ও তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিব।

১৫ যোঃ ১৫; ১০
১ যোঃ ২; ৫। ৫; ২, ৩
১৬, ১৭ যোঃ ১৪; ২৬। ১৫; ২৬। ১৬; ৭, ১৩। ৭; ৩৯
১ যোঃ ২; ১
মথি ১০; ২০
রোঃ ৮; ২৬
১৯ যোঃ ১৬; ১৬
২০ যোঃ ১৪; ১১। ১৭; ২১
২১ ১ যোঃ ২; ৫। ৫; ২, ৩
যোঃ ১৭; ২৩
হিতোঃ ৮; ১৭

২২ তখন যিহূদা, ঈষ্কারিয়োৎ নয়, তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, এ কেমন কথা যে আপনি আমাদেরই নিকট আত্মপ্রকাশ ২৩ করিবেন, জগতের নিকট নয়? যীশু উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, কেহ যদি আমাকে প্রেম করে তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে, আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন এবং আমরা তাহার নিকট আসিব আর তাহার ২৪ সহিত বাস করিব। যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার বাক্য পালন করে না; আর যে বাক্য তোমরা শুনিতে পাইতেছ তাহা আমার নয় কিন্তু পিতারই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

২২ প্রেঃ ১০; ৪১
২৩ যোঃ ১৩; ৩৪। ১৪; ২১
২ করিঃ ৬; ১৬
২৪ ১ যোঃ ২; ৪
যোঃ ৭; ১৬

২৫ তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সমস্ত
২৬ কথা বলিলাম; কিন্তু সেই সহায়, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদের যাহা বলিয়াছি, সেই সমস্ত স্মরণ করাইয়া দিবেন।

২৭ শান্তি তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি, আমার শান্তিই তোমাদের দান করিতেছি; জগৎ যেভাবে দান করে, আমি সেইভাবে তোমাদের দান করিতেছি না। তোমাদের হৃদয়
২৮ উদ্বিগ্ন না হউক, ভয়গ্রস্ত না হউক। তোমরা শুনিয়াছিলে যে আমি তোমাদের এই কথা বলিয়াছি, আমি যাইতেছি, আবার তোমাদের কাছে আসিতেছি। তোমরা যদি আমাকে প্রেম করিতে তবে আমি পিতার নিকটে যাইতেছি বলিয়া তোমরা আনন্দ লাভ করিতে, কারণ আমার পিতা আমা অপেক্ষা
২৯ মহান। এসমস্ত ঘটিবার পূর্ব্বে, এখনই আমি তোমাদের বলিয়া দিলাম, যেন ঘটিবার পরে তোমরা বিশ্বাস করিতে পার।

৩০ তোমাদের সহিত আমি অধিক কথা আর বলিব না, কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে; আমার উপর তাহার
৩১ কোন দাবি নাই; কিন্তু জগৎ যেন জানিতে পারে আমি পিতাকে প্রেম করি, এইজন্য পিতা আমাকে যেমন আদেশ দিয়াছেন আমি তেমনই করি। উঠ, এই স্থান হইতে আমরা চলিয়া যাই।

২৬ যোঃ ১৪; ১৬। ১৬; ১৩ ১যোঃ২; ২০,২৭ ১ করিঃ ২; ১০-১৩
২৭ যোঃ ১৬; ৩৩ ফিলিঃ ৪; ৭ কলঃ ৩; ১৫ ইফিঃ ২; ১৭
২৮ যোঃ ১৪; ৩, ১৮। ১২; ২৬ লূক ২৪; ৫১, ৫২
২৯ যোঃ ১৩; ১৯। ১৬; ১
৩০ যোঃ ১২; ৩১। ১৬, ১১
৩১ যোঃ ১৭; ২৩ মথি ২৬; ৪৬ মার্ক ১৪; ৪২

যীশু দ্রাক্ষালতা, শিষ্যেরা শাখা

১৫ আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা এবং আমার পিতা কৃষক।
২ আমার যে কোন শাখায় ফল না ধরে, তাহা তিনি ফেলিয়া দেন, আর যে কোন শাখায় ফল ধরে, তাহা তিনি ছাঁটিয়া
৩ পরিষ্কার করেন যেন অধিক ফল ধরে। আমি তোমাদের যে বাক্য বলিয়াছি তাহার দ্বারা তোমরা এখন পরিষ্কৃত।
৪ আমি যেমন তোমাদের অন্তরে থাকি তেমনই তোমরা আমাতে অবস্থান করিও। দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে শাখা যেমন আপনা-আপনি ফল ধরিতে পারে না, তেমনই আমাতে অবস্থান না করিলে তোমরাও পার না।

৫ আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে অবস্থান করে এবং যাহাতে আমি অবস্থান করি, সে প্রচুর ফলে ফলবান হয়, কারণ আমাভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে
৬ পার না। যদি কেহ আমাতে অবস্থান না করে, তবে

১ যিরঃ ২; ২১ গীত ৮০; ৮
২ মথি ১৫; ১৩ যোঃ ১৩; ১০
৫ ১ করিঃ১২; ১২, ২৭ ২ করিঃ ৩; ৫
৬ মথি ৩; ১০। ১৩; ৪০

শাখার ন্যায় তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয় ও সে শুকাইয়া যায় ; সেসমস্ত কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়, আর তাহা পুড়িয়া যায়।

৭ যদি তোমরা আমাতে অবস্থান কর আর আমার বাক্য যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা ৮ যাচনা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা হইবে। তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হইলে, আমার পিতা মহিমান্বিত হন ৯ এবং তোমরা এইরূপে আমার শিষ্য হইবে। পিতা আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছেন, আমিও তেমনই তোমাদের প্রেম করিয়াছি ; ১০ তোমরা আমার প্রেমে অবস্থান কর। তোমরা যদি আমার সমস্ত আদেশ পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থান করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার সমস্ত আদেশ পালন করিয়াছি, এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থান করিতেছি।

১১ এই সকল কথা তোমাদের বলিলাম যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ ১২ হয়। আমার আদেশ এই, আমি যেমন তোমাদের প্রেম ১৩ করিয়াছি, তেমনই তোমরা পরস্পর প্রেম কর। যে কেহ বন্ধুদের নিমিত্ত নিজের প্রাণ অর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা ১৪ অধিক প্রেম কাহারও নাই। আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার ১৫ বন্ধু। আমি তোমাদের আর দাস বলি না কারণ প্রভু কি করেন দাস তাহা জানে না, কিন্তু তোমাদের বন্ধু বলিয়াছি, কারণ আমার পিতার নিকট হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছি, ১৬ তাহা তোমাদের জানাইয়াছি। তোমরা আমাকে মনোনীত কর নাই, আমিই তোমাদের মনোনীত করিয়াছি, আর তোমাদের নিযুক্তও করিয়াছি যেন তোমরা গিয়া ফলবান হও ও তোমাদের ফল যেন স্থায়ী হয়, এবং আমার নামে পিতার নিকট যাহা কিছু যাচনা করিবে তাহা যেন তিনি ১৭ তোমাদের দান করেন। আমি তোমাদের এই আদেশ দিতেছি, তোমরা পরস্পরকে প্রেম কর।

সত্যময় আত্মার প্রতি জগতের শত্রুতা

১৮ জগৎ যদি তোমাদের দ্বেষ করে, ইহা জানিও, তোমাদের দ্বেষ করিবার পূর্ব্বে সে প্রথমে আমাকে দ্বেষ করিয়াছে। ১৯ তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে যাহা তাহার নিজের, জগৎ তাহা ভালবাসিত, কিন্তু তোমরা জগতের নও, বরং জগতের মধ্য হইতে আমি তোমাদের মনোনীত করিলাম,

৭ যোঃ ১৪, ১৩। ১৬, ২৩
মার্ক ১১; ২৪
৮ মথি ৫, ১৬
১০ যোঃ ৮, ২৯। ১৪; ১৫
১১ যোঃ ১৭; ১৩
১২ যোঃ ১৩, ৩৪
১ যোঃ ২, ৮। ৩; ১১
মার্ক ১২, ৩১
১৩ যোঃ ১০, ১১, ১৫
১ যোঃ ৩, ১৬
১৪ যোঃ ৮, ৩১
মথি ১২, ৫০
১৬ যোঃ ৬, ৭০। ১৩, ১৮
১৮, ১৯ যোঃ ৭, ৭। ১৭, ১৪
১ যোঃ ৩; ১৩। ৪; ৫
লূক ৬; ২২

২০ এইজন্য জগৎ তোমাদের দ্বেষ করে। আমি তোমাদের যে কথা বলিয়াছি, তাহা স্মরণে রাখিও, দাস আপন প্রভু হইতে শ্রেষ্ঠ নয়; লোকে যখন আমাকে নির্য্যাতন করিয়াছে, তখন তোমাদেরও নির্য্যাতন করিবে; তাহারা যদি আমার কথা পালন করিয়া থাকে, তোমাদের কথাও পালন করিবে।
২১ কিন্তু তাহারা আমার নামের জন্য তোমাদের প্রতি এসমস্ত করিবে, কারণ আমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে তাহারা জানে না।
২২ আমি যদি না আসিতাম ও তাহাদের কাছে কথা না বলিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু এখন তাহাদের পাপের বিষয়ে দায়িত্ব অস্বীকার করিবার উপায়
২৩ তাহাদের নাই। যে আমাকে দ্বেষ করে, সে আমার পিতাকেও
২৪ দ্বেষ করে। যদি আমি তাহাদের মধ্যে আর কেহ কখনও করে নাই এমন কার্য্য না করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু এখন তাহারা সমস্তই দেখিয়াছে এবং আমাকে ও আমার পিতাকে, উভয়কে দ্বেষ করিয়াছে।
২৫ কিন্তু ইহা হইল, যেন তাহাদের শাস্ত্রে লেখা এই বাক্য
২৬ পূর্ণ হয়, 'তাহারা অকারণে আমাকে দ্বেষ করিয়াছে।' কিন্তু যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিব, সেই সহায়, পিতা হইতে আগত সেই সত্যময় আত্মা যখন আসিবেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্যদান
২৭ করিবেন। আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ প্রথম হইতে তোমরা আমার সঙ্গে রহিয়াছ।

২০ যোঃ ১৩; ১৬ মথি ১০; ২৪
২১ মথি ১০; ২২। ৫; ১১ মার্ক ১৩; ১৩ যোঃ ১৬; ৩
২২ যোঃ ৯; ৪১
২৩ যোঃ ৫; ২৩ লূক ১০; ১৬ ১ যোঃ ২; ২৩
২৪ যোঃ ১৪; ১১
২৫ গীত ৩৫; ১৯। ৬৯; ৪
২৬ যোঃ ১৪; ১৬, ২৬ লূক ২৪; ৪৮, ৪৯ প্রেঃ ৫; ৩২
২৭ লূক ১; ২ প্রেঃ ১; ৮। ৫; ৩২। ১০; ৪১

১৬

এই সকল কথা তোমাদের বলিলাম যেন তোমরা স্খলিত
২ না হও। লোকে তোমাদের সমাজচ্যুত করিবে; এমন কি, সময় আসিতেছে, যখন যে কেহ তোমাদের হত্যা করিবে, সে মনে করিবে ঈশ্বরের নিকটে আরাধনা নিবেদন
৩ করিতেছে। তাহারা পিতাকে জানে না, আমাকেও জানে না
৪ বলিয়া তোমাদের প্রতি তাহারা ইহা করিবে; কিন্তু এসমস্ত আমি তোমাদের বলিলাম যেন সময় উপস্থিত হইলে তোমরা স্মরণ করিতে পার, আমি তোমাদের এই কথা বলিয়াছিলাম। আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম বলিয়া প্রথম হইতে তোমাদের এসমস্ত বলি নাই।
৫ যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে আমি এখন যাইতেছি, অথচ "কোথায় যাইতেছেন?" এই কথা তোমাদের
৬ মধ্যে কেহই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না, বরং আমি

১ যোঃ ১৩; ১৯। ১৪; ২৯। ১৬; ৪
২ যোঃ ৯; ২২। ১২; ৪২ মথি ৫; ১১। ২৪; ৯ লূক ৬; ২২
৩ যোঃ ১৫; ২১
৪ যোঃ ১৩; ১৯। ১৪; ২৯। ১৬; ১। ১৭; ১২
৫ যোঃ ৭; ৩৩। ১৬; ১০, ১৭

এসমস্ত বলিলাম, সেইজন্য তোমাদের হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হইয়াছে।
৭ তথাপি আমি তোমাদের সত্য কথা বলিতেছি, আমার যাওয়াই তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না ; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে আমি তাঁহাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব।
৮ তিনি আসিয়া পাপসম্বন্ধে, ধার্ম্মিকতাসম্বন্ধে ও বিচারসম্বন্ধে
৯ জগতকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন,—তাহারা আমাতে বিশ্বাস
১০ করে না বলিয়া, পাপসম্বন্ধে ; আমি পিতার নিকটে যাইতেছি এবং তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইবে না বলিয়া,
১১ ধার্ম্মিকতাসম্বন্ধে ; এই জগতের অধিপতি বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া, বিচারসম্বন্ধে।
১২ তোমাদের আরও অনেক কথা আমার বলিবার আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেই সমস্ত সহ্য করিতে পারিবে না ;
১৩ তিনি, সেই সত্যময় আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া পূর্ণ সত্যে তোমাদের লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপনা হইতে কথা বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, সেসমস্ত বলিবেন, এবং যাহা ঘটিবে তাহাও তোমাদের
১৪ নিকট প্রকাশ করিবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন, কারণ যাহা আমার তাহাই লইয়া তিনি তোমাদের নিকট
১৫ প্রকাশ করিবেন। পিতার যাহা আছে, সমস্তই আমার ; সেইজন্য আমি বলিলাম, আমার যাহা তাহাই লইয়া তিনি তোমাদের নিকটে প্রকাশ করিবেন।

৭ যোঃ ৭ ; ৩৯। ১৪ ; ১৬, ২৬
৯ যোঃ ৩ ; ১৮ রোঃ ১ ; ১৮
১০ প্রেঃ ১৭ ; ৩১ যোঃ ১৬ ; ১৫, ১৭
১১ যোঃ ১২ ; ৩১। ১৪ ; ৩০
১২ ১ করিঃ ৩ ; ১
১৩ যোঃ ১৪ ; ২৬ ১ যোঃ ২ ; ২৭
১৫ যোঃ ১৭ ; ১০

যীশুর বিদায়কালীন আশ্বাস-বাণী

১৬ অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবে
১৭ না, আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে। ইহাতে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন বলাবলি করিতে লাগিলেন, ইনি আমাদের এ কি বলিতেছেন, "অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে", এবং "কারণ আমি পিতার
১৮ নিকটে যাইতেছি"? তাঁহারা বলিলেন, ইনি এ কি বলিতেছেন, এই 'অল্পকাল'? তিনি কি বলিতে চাহেন,
১৯ আমরা জানি না। তাঁহারা যে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে চাহেন, ইহা জানিয়া যীশু তাঁহাদের বলিলেন, আমি যে বলিয়াছি, "অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে" এই বিষয় কি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছ?

১৬ যোঃ ১৪ ; ১৯
১৭ যোঃ ১৬, ৫, ১০

২০ সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমরা রোদন ও বিলাপ করিবে, কিন্তু সমস্ত জগৎ আনন্দিত হইবে। তোমরা দুঃখার্ত্ত হইবে কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হইবে।
২১ প্রসবকালে স্ত্রীলোক দুঃখ পায়, কারণ তাহার সময় আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সন্তান জন্মদান করিবার পর, জগতে মানুষ জন্মিয়াছে এই আনন্দে তাহার ক্লেশ আর মনে
২২ থাকে না। তেমনই তোমরাও এখন দুঃখ পাইতেছ; কিন্তু আমি আবার তোমাদের দেখিব, আর তোমাদের অন্তঃকরণ আনন্দিত হইবে, এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেহই তোমাদের
২৩ নিকট হইতে হরণ করিবে না। সেই দিন আমার নিকট আর কোন প্রশ্ন তোমরা করিবে না।
সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, পিতার নিকটে যদি কিছু যাচনা কর তবে আমার নামে তিনি তাহাই তোমাদের
২৪ দিবেন। এখন পর্য্যন্ত আমার নামে তোমরা কিছুই যাচনা কর নাই; যাচনা কর, তাহাতে পাইবে, তোমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়।
২৫ আমি উপমাছলে তোমাদের এই সমস্ত কথা বলিয়াছি; এমন সময় আসিতেছে, যখন উপমাছলে তোমাদের আর কথা বলিব না, কিন্তু স্পষ্টভাবে পিতার বিষয় তোমাদের জানাইব।
২৬ সেই দিন তোমরা আমার নামে যাচনা করিবে আর আমি তোমাদের বলিতেছি না যে তোমাদের বিষয়ে পিতার নিকটে
২৭ অনুরোধ করিব; তোমরা আমাকে ভালবাসিয়াছ আর আমি যে ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছি তাহা বিশ্বাস করিয়াছ বলিয়া পিতা আপনি তোমাদের ভালবাসেন।
২৮ আমি পিতার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং জগতে উপস্থিত হইয়াছি; আবার জগৎ পরিত্যাগ করিতেছি এবং পিতার
২৯ নিকট যাইতেছি। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন, দেখুন, এখন আপনি স্পষ্টভাবে কথা বলিতেছেন, কোন
৩০ উপমা দিতেছেন না। এখন আমরা জানি আপনি সমস্ত জানেন, এবং কেহ যে আপনাকে প্রশ্ন করে আপনার পক্ষে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন।
৩১ যীশু তাঁহাদের উত্তর দিলেন, এখন কি বিশ্বাস কর?
৩২ দেখ, সময় আসিতেছে, এমন কি, উপস্থিত হইয়াছে, যখন তোমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে যাইবে এবং আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিবে; আমি কিন্তু একা নই, কারণ

২১ যিশাঃ ২৬; ১৭
২২ যিশাঃ ৬৬; ১৪
২৩, ২৪ যোঃ ১৪, ১৩, ১৪, ২০
১ যোঃ ৫; ১৪
মথি ৭; ৭
মার্ক ১১, ২৪
২৪ যোঃ ১৫; ১১
২৫ যোঃ ১০; ৬
২৭ যোঃ ১৪; ২১, ২৩। ১৭; ২৩
২৮ যোঃ ১৩; ৩
২৯ যোঃ ১৬; ২৫
৩০ যোঃ ২; ২৫
৩২ সখঃ ১৩; ৭
মথি ২৬; ৩১, ৪৫
মার্ক ১৪; ২৭
যোঃ ৮; ২

৩৩ পিতা আমার সঙ্গেই আছেন। এই সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলিলাম যেন তোমরা আমাতে শান্তি পাও ; জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ ; কিন্তু সাহসী হও, আমি জগৎ জয় করিয়াছি।

৩৩ যোঃ ১৪ ; ২৭ রোঃ ৮ ; ২৫, ৩৭ ১ যোঃ ৫ ; ৪

শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা

১৭ যীশু এই সমস্ত কথা বলিলেন ; আর স্বর্গের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, পিতা, সময় আসিয়াছে ; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, তোমার পুত্রও যেন তোমাকে ২ মহিমান্বিত করিতে পারেন ; কারণ তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে অধিকার দান করিলে, যেন যাহাদের তুমি তাঁহাকে দিয়াছ তিনি তাহাদের সকলকে অনন্ত জীবন দান করেন। ৩ ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পারে।

১ যোঃ ১১ ; ৪১। ১৩ ; ১
২ মথি ১১ ; যোঃ ১৩,
৩ ১ যোঃ ৫ , ২০ ১ থিষঃ ১ ; ৯

৪ পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি এবং * আমাকে যে ৫ কার্য্য করিতে দিয়াছ তাহা সমাপ্ত করিয়াছি। পিতা, জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে তোমার পার্শ্বে আমার যে মহিমা ছিল, সেই মহিমায় তুমি এখন তোমার পার্শ্বে আমাকে মহিমান্বিত কর।

৪ যোঃ ৪ , ৩৪
৫ যোঃ ১ ; ১। ১৭ ; ২৪ ফিলিঃ ২ ; ৬

৬ জগতের মধ্য হইতে যে লোকদের তুমি আমাকে দিয়াছ, আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি। তাহারা তোমারই ছিল এবং তাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ, ৭ আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করিয়াছে। তাহারা এখন জানিতে পারিয়াছে যে তুমি আমাকে যাহা কিছু দিয়াছ, ৮ সমস্তই তোমার নিকট হইতে প্রাপ্ত ; কারণ তুমি আমাকে যে সমস্ত বাণী দিয়াছ, তাহা তাহাদের দিয়াছি, আর তাহারা তাহা গ্রহণ করিয়া সত্যই জানিতে পারিয়াছে যে আমি তোমার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ তাহা বিশ্বাসও করিয়াছে।

৬ যোঃ ১৭ ; ৯ মথি ৬ ; ৯

৯ আমি তাহাদের জন্য অনুরোধ করিতেছি ; জগতের জন্য অনুরোধ করিতেছি না, কিন্তু যাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ, ১০ তাহাদেরই জন্য, কারণ তাহারা তোমারই। যাহা কিছু আমার, সমস্তই তোমার, ও যাহা তোমার, সমস্তই আমার ; আর তাহাদের অন্তরে আমি মহিমান্বিত হইয়াছি।

৯ যোঃ ৬ ; ৩৭, ৪৪। ১৭ ; ২০
১০ যোঃ ১৬ ; ১৫ লূক ১৫ ; ৩১

১১ আমি আর এই জগতে নাই, কিন্তু ইহারা জগতে আছে এবং আমি তোমার নিকটে আসিতেছি। পবিত্র পিতা, যে

যোঃ ১৩ ; ১। ১০ ; ৩০। ১২ ; ৪৫। ১৪ ; ৯। ১৭ ; ২২ মথি ৬ ; ১৩

* পাঠান্তর, কারণ

নাম তুমি আমাকে দিয়াছ, তোমার সেই নামের দ্বারা ইহাদের রক্ষা কর, যেন আমরা যেমন এক, তাহারাও তেমনই এক ১২ হয়। আমি যতক্ষণ তাহাদের সঙ্গে ছিলাম, তুমি আমাকে যে নাম দিয়াছ, তোমার সেই নামের দ্বারা তাহাদের রক্ষা করিয়াছি, প্রহরীরূপে সংরক্ষণ করিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে একজনও বিনষ্ট হয় নাই, কেবল সেই বিনাশের সন্তান হইয়াছে, যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়।

১৩ এখন আমি তোমার নিকটে আসিতেছি, আর ইহারা যাহাতে আমার আনন্দ আপন আপন অন্তরে পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্ত হয় এইজন্য জগতে থাকিতে আমি এই সকল কথা ১৪ বলিতেছি। আমি তোমার বাক্য তাহাদের দিয়াছি, আর জগৎ তাহাদের দ্বেষ করিয়াছে, কারণ আমি যেমন জগতের ১৫ নই, তাহারাও তেমনই জগতের নয়। জগতের মধ্য হইতে তাহাদের লইয়া যাইতে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি না, কিন্তু সেই মন্দ আত্মা হইতে * ইহাদের রক্ষা কর, ইহাই আমার ১৬ অনুরোধ। তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের ১৭ নই। তোমার সত্যে তাহাদের পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।

১৮ তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, আমিও ১৯ তেমনই তাহাদের জগতে প্রেরণ করিয়াছি; আর তাহাদের জন্য আমি পবিত্র উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করিতেছি যেন ২০ তাহারাও সত্য দ্বারা পবিত্র হয়। আমি কেবল ইহাদের জন্য অনুরোধ করিতেছি তাহা নয়, কিন্তু যাহারা ইহাদের কথা দ্বারা আমাতে বিশ্বাস করে তাহাদের জন্যও করিতেছি, ২১ যেন তাহারা সকলে এক হয়; পিতা, যেমন তুমি আমাতে থাক আর আমি তোমাতে থাকি, তাহারাও তেমনই যেন আমাদের অন্তরে থাকে এবং তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ ২২ জগৎ যেন তাহা বিশ্বাস করিতে পারে। যেন আমরা যেমন এক, তাহারা যাহাতে তেমনই এক হইতে পারে, সেইজন্য তুমি আমাকে যে মহিমা দান করিয়াছ সেই মহিমা আমি ২৩ তাহাদের দান করিয়াছি; আমি তাহাদের অন্তরে ও তুমি আমাতে, এইভাবে যেন তাহারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া এক হয় এবং জগৎ যেন জানিতে পারে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ আর আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছ, তুমিও যে তেমনই ইহাদের প্রেম করিয়াছ।

১২ যোঃ ৬; ৩৯ গীত ৪১; ৯। ১০৯; ৮ ২ থিষঃ ৩; ৩। ২; ৩
১৩ যোঃ ১৫, ১১
১৪ যোঃ ১৫; ১৯
১৫ ২ থিষঃ ৩; ৩ ১ যোঃ ৫; ১৮ মথি ৬, ১৩ লূক ১১; ৩১ যিহূদা ২৪
১৭ ২ থিষঃ ২; ১৩ ২ শমূঃ ৭; ২৮ গীত ১১৯; ১৬০
১৮ যোঃ ২০; ২১
১৯ ইব্রীঃ ১০; ১০ ১ করিঃ ১; ৩০। ৬; ১১
২০ যোঃ ১৭; ৯
২১ গাঃ ৩; ২৮ রোঃ ১২; ৫ ইফিঃ ৪; ৪ যোঃ ১৪; ১১, ২০
২২ প্রেঃ ৪; ২২ যোঃ ১৭; ১১
২৩ ১ করিঃ ৬; ১৭ যোঃ ১৪; ২১, ২৩, ৩১। ১৬; ২৭

* অথবা, কিন্তু মন্দ হইতে

২৪ পিতা, আমার ইচ্ছা এই, যাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ, তাহারা যেন আমি যেখানে থাকি সেখানে আমার সঙ্গে থাকে; যেন তুমি আমাকে যে মহিমা দান করিয়াছ তাহারা আমার সেই মহিমা দেখিতে পায়, কারণ জগৎ-পত্তনের ২৫ পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছিলে। ধর্ম্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে জানে নাই কিন্তু আমি তোমাকে জানিয়াছি, এবং তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ ইহারা তাহা জানি- ২৬ য়াছে। তোমার নাম ইহাদের নিকট আমি ব্যক্ত করিয়াছি এবং করিব; যে প্রেমে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছ, তাহা যেন তাহাদের অন্তরে থাকে আর আমি যেন তাহাদের অন্তরে থাকি।

২৪ যোঃ ১৪; ১৭; ইফিঃ ২৬। ২৮।

যীশু শত্রুহস্তে সমর্পিত

১৮ যীশু এই সমস্ত কথা বলিয়া শিষ্যদের সহিত কিদ্রোণ স্রোতের অপরপারে গেলেন; সেখানে যে উদ্যান ছিল তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২ যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, সেই যিহূদা স্থানটি জানিত, কারণ যীশু বারংবার আপনার শিষ্যদের ৩ সহিত সেখানে একত্র হইতেন। যিহূদা প্রধান পুরোহিত ও ফরীশীদের নিকট হইতে একদল সৈন্য ও অনুচরদের সংগ্রহ করিয়া প্রদীপ, মশাল ও অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইয়া ৪ সেখানে উপস্থিত হইল। আপনার প্রতি যাহা ঘটিতে যাইতেছে, সমস্তই জানিয়া যীশু বাহিরে আসিলেন এবং ৫ তাহাদের বলিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা উত্তর করিল, নাসরতীয় যীশুর। যীশু তাহাদের বলিলেন, আমিই সে। তাঁহাকে যে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, ৬ সেই যিহূদাও তাহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছিল। আমিই সে, তিনি তাহাদের এই কথা বলিলে তাহারা পিছনে ভূমিতে ৭ পড়িল। তিনি তাহাদের আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল, নাসরতীয় যীশুর। ৮ যীশু উত্তর দিলেন, আমি তোমাদের বলিলাম, আমিই সে; যদি আমারই অন্বেষণ করিতেছ, তবে ইহাদের যাইতে ৯ দাও; এইভাবে তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, যাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ তাহাদের একজনকেও হারাই নাই, তাহা পূর্ণ হইল।

১০ শিমোন পিতরের একটি খড়্গ ছিল, তিনি তাহা বাহির করিয়া মহা-পুরোহিতের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার

১ মথি ২৬; ৩৬ মার্ক ১৪; ৩২ লূক ২২; ৩৯ ২ শমূ ১৫; ২
২-১১ মথি ২৬; ৪৭-৫৪ মার্ক ১৪; ৪৩-৫২ লূক ২২; ৪৭-৫৩
২ লূক ২১; ৩৭
৪ যোঃ ১৯; ২৮
৯ যোঃ ১৭;

১১ ডান কান কাটিয়া ফেলিলেন। সেই দাসের নাম মল্ক। যীশু পিতরকে বলিলেন, তোমার খড়্গ কোষে রাখ; পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়াছেন, তাহা লইয়া কি পান করিব না?

১১ মথি ২৬; ৩৯

মহা-পুরোহিতের প্রাঙ্গণে যীশুর বিচারকালে পিতরের যীশুর সম্পর্ক অস্বীকার

১২ তখন সৈন্যদল এবং প্রধান সেনাপতি ও যিহূদীদের অনুচরেরা যীশুকে ধরিল ও তাঁহাকে বাঁধিল এবং প্রথমে ১৩ হাননের কাছে লইয়া গেল; যে কাইয়াফা সেই বৎসর ১৪ মহা-পুরোহিত ছিলেন, হানন তাঁহারই শ্বশুর। এ সেই কাইয়াফা, যিনি যিহূদীদের এই বলিয়া পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রজাবৃন্দের পক্ষে একজনের মৃত্যু হওয়া ভাল।

১২-২৭ মথি ২৬; ৫৭-৭৫ মার্ক ১৪; ৫৩-৭২ লূক ২২;

১৪ যোঃ ১১ ৫০

১৫ শিমোন পিতর এবং আর একজন শিষ্য যীশুর অনুসরণ করিলেন; সেই শিষ্য মহা-পুরোহিতের পরিচিত ছিলেন এবং যীশুর সঙ্গে মহা-পুরোহিতের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন, ১৬ কিন্তু পিতর বাহিরে দ্বার-দেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইজন্য মহা-পুরোহিতের পরিচিত সেই অন্য শিষ্য বাহিরে আসিয়া দ্বার-রক্ষিকাকে বলিয়া পিতরকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ১৭ দ্বার-রক্ষী দাসী পিতরকে বলিল, তুমিও না এই লোকের ১৮ শিষ্যদের একজন? তিনি বলিলেন, না। শীত পড়িয়াছিল বলিয়া দাস ও অনুচরেরা কাঠ-কয়লার আগুন জ্বালাইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আগুন পোহাইতেছিল; পিতরও তাহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আগুন পোহাইতেছিলেন।

১৫ যোঃ ১৩; ২৩। ১৯; ২৬। ২০; ২। ২১; ৭,

১৯ মহা-পুরোহিত যীশুকে তাঁহার শিষ্যদের ও তাঁহার শিক্ষার ২০ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। যীশু তাঁহাকে উত্তর দিলেন, আমি প্রকাশ্যে জগতের নিকটে কথা বলিয়াছি; যিহূদীরা সকলে যেখানে একত্র হয়, সেই সমাজ-গৃহে বা মন্দিরে আমি সর্ব্বদা শিক্ষা দিয়াছি ও গোপনে কোন কথা বলি নাই। ২১ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমার কথা যাহারা শুনিয়াছে তাহাদের জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাহাদের কি বলিয়াছি। ২২ আমি কি কি বলিয়াছি ইহারা জানে। তিনি এই কথা বলিলে অনুচরদের একজন যে নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, সে যীশুকে চড় মারিয়া বলিল, মহা-পুরোহিতকে এইভাবে উত্তর দিতেছ? ২৩ যীশু তাহাকে উত্তর দিলেন, যদি মন্দ বলিয়া থাকি তবে সেই মন্দের সাক্ষ্য দাও; কিন্তু যদি ভাল বলিয়া থাকি ২৪ কিজন্য আমাকে প্রহার কর? তখন হানন তাঁহাকে বাঁধা অবস্থায় মহা-পুরোহিত কাইয়াফার নিকটে প্রেরণ করিলেন।

২ লূক ২২; ৫৩ যোঃ ৭; ১৪, ২৬ মথি ২৬; ৫৫

২২ যোঃ ১৯; ৩ প্রেঃ ২৩;

২৫ শিমোন পিতর দাঁড়াইয়া আগুন পোহাইতেছিলেন। লোকে তাঁহাকে বলিল, তুমিও উহার শিষ্যদের একজন না কি? তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আমি ২৬ নই। মহা-পুরোহিতের দাসদের একজন, পিতর যাহার কান কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহারই এক আত্মীয় বলিল, ২৭ আমি কি বাগানে উহার সঙ্গে তোমাকে দেখি নাই? তাহাতে পিতর আবার তাহা অস্বীকার করিলেন, আর তখনই মোরগ ডাকিয়া উঠিল।

দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার

২৮ পরে লোকেরা যীশুকে কাইয়াফার নিকট হইতে দেশাধ্যক্ষের প্রাসাদে লইয়া গেল; তখন প্রাতঃকাল। তাহারা যেন কলুষিত না হইয়া নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ আহার করিতে পারে, এইজন্য তাহারা নিজেরা প্রাসাদে প্রবেশ করিল না। ২৯ অতএব পীলাত বাহিরে তাহাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, তোমরা এই লোকের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনয়ন করিতেছ? ৩০ তাহারা উত্তরে তাঁহাকে বলিল, এ যদি অপরাধী না হইত, ৩১ আমরা আপনার হাতে ইহাকে সমর্পণ করিতাম না। পীলাত তাহাদের বলিলেন, তোমরাই উহাকে লইয়া যাও, নিজেদের ব্যবস্থা-মতে উহার বিচার কর। যিহূদীরা তাঁহাকে বলিল, ৩২ কাহারও প্রাণনাশ করা আমাদের পক্ষে বিধেয় নয়; যেন যে কথা বলিয়া যীশু নিজের মৃত্যু কি প্রকার হইবে নির্দ্দেশ করিলেন, তাঁহার সেই কথা পূর্ণ হয়।

২৮-১৯; ১৫ মথি ২৭; ২, ১১-৩০ মার্ক ১৫; ১-১৯ লূক ২৩; ১-২৫

৩১ যোঃ ১৯, ৬, ৭ প্রেঃ ১৮, ১৫

৩২ মথি ২০; ১৯

৩৩ পীলাত আবার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং যীশুকে ডাকাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি যিহূদীদের ৩৪ রাজা? যীশু তাঁহাকে উত্তর দিলেন, আপনি কি আপনা হইতেই ইহা বলিতেছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে এই কথা ৩৫ আপনাকে বলিয়া দিল? পীলাত উত্তর করিলেন, আমি কি যিহূদী? তোমার স্বজাতীয়েরা ও প্রধান পুরোহিতেরা আমার হাতে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছে; তুমি কি করিয়াছ? ৩৬ যীশু উত্তর দিলেন, আমার রাজ্য এই জগতের নয়; আমার রাজ্য যদি এই জগতের হইত, তাহা হইলে যাহাতে আমি যিহূদীদের হাতে সমর্পিত না হই সেইজন্য আমার অনুচরেরা প্রাণপণে সংগ্রাম করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার রাজ্য ৩৭ এই স্থানের নয়। পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, তাহা হইলে তুমি কি রাজা? যীশু উত্তর দিলেন, আপনিই বলিতেছেন, আমি রাজা। সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্যই আমি

৩৪ মথি ১৬; ১৩

৩৫ যোঃ ১; ১১ মথি ২১; ৩৯

৩৬ যোঃ ৬; ১৫

৩৭ ১ তীমঃ ৬; ১৩ যোঃ ৮; ৪৭। ১ ২৭

জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং জগতে আসিয়াছি ; যে কেহ সত্যের
৩৮ অনুগত সে আমার স্বর শুনে। পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, সত্য কি ?

এই বলিয়া তিনি আবার বাহিরে যিহূদীদের নিকটে গেলেন ও তাহাদের বলিলেন, আমি ইহার কোনই দোষ
৩৯ পাইতেছি না ; তোমাদের এক রীতি আছে যে, নিস্তার-পর্ব্বের সময়ে আমি একজনকে মুক্ত করিয়া তোমাদের দিই ; তোমরা কি চাও যে আমি যিহূদীদের রাজাকে মুক্ত করিয়া
৪০ তোমাদের দিই ? তাহারা সকলে আবার চেঁচাইয়া বলিল, ইহাকে নয়, বর-আব্বাকে। সেই বর-আব্বা একজন দস্যু ছিল।

১৯

তখন পীলাত যীশুকে লইয়া গিয়া কোড়া প্রহার
২ করাইলেন। সৈন্যেরা কাঁটার একটি মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল এবং তাঁহাকে বেগুনী রংয়ের পোষাক পরাইল ;
৩ আর তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, যিহূদী-রাজ, জয় হউক, এবং তাঁহাকে চড় মারিতে লাগিল।

৩ যো: ১৮ ; ২২

৪ পীলাত আবার বাহিরে গিয়া লোকদের বলিলেন, দেখ, আমি ইহাকে তোমাদের নিকট বাহিরে আনিতেছি যেন তোমরা জানিতে পার, আমি ইহার কোনই দোষ পাইতেছি
৫ না। যীশু তখন কাঁটার মুকুট ও বেগুনী রংয়ের পোষাক পরিয়া বাহিরে গেলেন ; আর পীলাত লোকদের বলিলেন,
৬ এই দেখ, সেই মনুষ্য। তাঁহাকে দেখিয়া প্রধান পুরোহিতেরা ও অনুচরেরা চেঁচাইয়া বলিল, ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও। পীলাত তাহাদের বলিলেন, তোমরা নিজেরা ইহাকে লইয়া গিয়া ক্রুশ-বিদ্ধ কর ; কারণ ইহার কোনই দোষ আমি
৭ পাইতেছি না। যিহূদীরা তাঁহাকে উত্তর দিল, আমাদের এক বিধি-ব্যবস্থা আছে, আর আমাদের ব্যবস্থা অনুসারে তাহার মৃত্যু হওয়া উচিত কারণ এ আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

৭ যো: ৫ ; ১৮। ১০ ; ৩৩
মথি ২৬ ; ৬৫
লেবী: ২৪ ; ১৬

৮ পীলাত এই কথা শুনিয়া অধিকতর ভয়গ্রস্ত হইলেন ;
৯ তিনি আবার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া যীশুকে বলিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন
১০ উত্তর দিলেন না। ইহাতে পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলিবে না ? তুমি কি জান না, তোমাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা আমার আছে আর তোমাকে
১১ ক্রুশ-বিদ্ধ করিবার ক্ষমতাও আমার আছে ? যীশু তাহাকে

১১ রো: ১৩ ; ১

উত্তর দিলেন, ঊর্দ্ধ হইতে তোমাকে দেওয়া না হইলে, আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার কোন ক্ষমতাই তোমার থাকিত না ; এইজন্য যে তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছে, তাহারই পাপ বরং গুরুতর।

১২ ইহার পরে পীলাত তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যিহূদীরা চেঁচাইতে থাকিল, ইহাকে যদি মুক্তিদান করেন, তবে আপনি কৈসরের বন্ধু নন। যে কেহ আপনাকে ১৩ রাজা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সে কৈসরের বিরোধী। এই কথা শুনিয়া পীলাত যীশুকে বাহিরে আনিয়া, যে স্থানকে শিলাস্তরণ বলে (ইব্রীয় নাম 'গাব্বাথা') সেই স্থানে ১৪ বিচারাসনে বসিলেন। সেই দিন নিস্তার-পর্ব্বের আয়োজনের দিন, বেলা প্রায় ষষ্ঠ ঘটিকা* পীলাত তাহাদের বলিলেন, ১৫ এই দেখ, তোমাদের রাজা। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, দূর কর, উহাকে ক্রুশে দাও। পীলাত তাহাদের বলিলেন, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশ-বিদ্ধ করিব? প্রধান পুরোহিতেরা উত্তর দিল, কৈসর ব্যতীত আমাদের রাজা নাই। ১৬ তখন পীলাত তাঁহাকে ক্রুশ-বিদ্ধ হইবার জন্য তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। যীশুকে হাতে পাইয়া তাহারা তাঁহাকে লইয়া গেল।

১২ প্রেঃ

১ মথি ২৭, -৫০ মার্ক ১৫; লূক

যীশুর ক্রুশারোহণ ও মৃত্যু

১৭ তিনি নিজের ক্রুশ নিজে বহন করিয়া মাথার খুলির স্থান, যাহাকে ইব্রীয় ভাষায় গল্‌গথা বলে, সেই স্থানে উপস্থিত ১৮ হইলেন; তাহারা সেখানে তাঁহাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিল, এবং তাঁহার সহিত আর দুইজনকে, এক পার্শ্বে একজন ও অপর পার্শ্বে আর একজন, এবং মাঝখানে যীশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ ১৯ করিল। পীলাত একটি লিপি লিখাইয়া ক্রুশের উপর লাগাইয়া দিলেন; এই কথা লেখা হইল, নাসরতীয় যীশু, যিহূদীদের রাজা।

২০ যীশুকে যে স্থানে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হইয়াছিল, সেই স্থান নগরের নিকটবর্ত্তী এবং কথাটি ইব্রীয় ও রোমীয় ও গ্রীক ভাষায় লেখা, এইজন্য যিহূদীদের মধ্যে অনেকে সেই ২১ লিপি পড়িল। সুতরাং যিহূদীদের প্রধান পুরোহিতেরা পীলাতকে বলিল, যিহূদীদের রাজা, এই কথা লিখিবেন ২২ না, কিন্তু লিখুন, এ বলিত, আমি যিহূদীদের রাজা। পীলাত উত্তর দিলেন, যাহা লিখিয়াছি, তাহা লিখিয়াছি।

* অর্থাৎ, দ্বিপ্রহর; মথি ২০; ৩ দ্রঃ

২৩ যীশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিবার পরে, সৈন্যেরা তাঁহার বস্ত্র লইয়া প্রত্যেক সৈন্যের জন্য এক ভাগ হিসাবে চারি ভাগ করিল; জামাটিও লইল। সেই জামাতে সেলাই ছিল না, ২৪ উপর হইতে সমস্তই বোনা। তাহারা পরস্পর বলিল, ইহা ছিঁড়িব না; আমরা ভাগ্য-পরীক্ষা খেলা করিয়া দেখি ইহা কাহার হইবে, যেন শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হয়—

'তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র বিভাগ করিল,
আমার পরিচ্ছদের জন্য ভাগ্য-পরীক্ষা করিল।'

সৈন্যেরা তাহাই করিল।

২৫ তখন যীশুর ক্রুশের নিকট তাঁহার মাতা, তাঁহার মাতার ভগ্নী, ক্লোপার স্ত্রী মরিয়ম ও মগদলীনী মরিয়ম, এই কয়েকজন ২৬ দাঁড়াইয়া ছিলেন। মাতাকে এবং তাঁহার পার্শ্বে যে শিষ্যকে প্রেম করিতেন তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, যীশু আপন ২৭ মাতাকে বলিলেন, নারি, ঐ দেখ, তোমার পুত্র। পরে শিষ্যকে বলিলেন, ঐ দেখ, তোমার মাতা। সেই সময় হইতে সেই শিষ্য আপন গৃহে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

২৮ ইহার পর যীশু সমস্তই তখন সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া, শাস্ত্রের বচন যেন পূর্ণ হয় এইজন্য বলিলেন, 'আমার পিপাসা ২৯ পাইয়াছে'। সেই স্থানে সিরকায় পূর্ণ একটি পাত্র ছিল; তখন লোকেরা সিরকা-সিক্ত একটি স্পঞ্জ হিস্যোপ নলে ৩০ লাগাইয়া তাঁহার মুখের নিকট ধরিল। সিরকা গ্রহণ করিয়া যীশু বলিলেন, সমাপ্ত হইল; পরে মস্তক নত করিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

৩১ আয়োজনের দিন ছিল বলিয়া, বিশ্রামবারে দেহগুলি যাহাতে ক্রুশের উপরে না থাকে—কারণ সেই বিশ্রামবার বিশেষ দিন ছিল—এইজন্য যিহূদীরা পীলাতের নিকট অনুরোধ ৩২ করিল যেন পা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের সরান হয়। তাহাতে সৈন্যেরা আসিয়া সেই প্রথম জনের পা ভাঙ্গিল এবং যীশুর ৩৩ সহিত ক্রুশ-বিদ্ধ সেই অন্য জনেরও ভাঙ্গিল; তাহারা যীশুর নিকটে আসিয়া, তিনি ইতিমধ্যে মরিয়া গিয়াছেন দেখিয়া, ৩৪ তাঁহার পা ভাঙ্গিল না; কিন্তু সৈন্যদের একজন বর্শা দিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিল; আর তখনই রক্ত ও জল ৩৫ বাহির হইল। যে দেখিয়াছিল সে সাক্ষ্য দিয়াছে, আর তাহার সাক্ষ্য বিশ্বাস্য; এবং সে জানিতে পারিয়াছে তিনি সত্য কথা বলিতেছেন, যেন তোমরা বিশ্বাস করিতে পার। ৩৬ এসমস্ত ঘটিল যেন শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হয়, 'তাঁহার

২৪ গীত ২২; ১৮
২৬ যোঃ ৭; ২০। ১৩; ২৩। ১৮; ১৫। ২০; ২। ২১; ৭, ২০
২৮ যোঃ ১৮; ৪ গীত ২২; ১৫
২৯ গীত ৬৯; ২১
৩১ দ্বিঃ বিঃ ২১; ২৩
৩৬ যাত্রা ১২; ৪৬ গণনা ৯; ১২ গীত ৩৪; ২০

৩৭ একখানি অস্থিও ভগ্ন হইবে না'; আবার শাস্ত্রের আর একটি বচন এই, 'তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে'।

৩৭ সখঃ ১২; ১০ প্রঃ ১; ৭

যীশুর সমাধি

৩৮ পরে আরিমাথেয়ার যোষেফ,—তিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু যিহূদীদের ভয়ে গুপ্তভাবেই ছিলেন,—তিনি পীলাতকে অনুরোধ করিলেন যেন যীশুর দেহ লইয়া যাইতে পারেন; পীলাত অনুমতি দিলেন। তাহাতে তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে ৩৯ লইয়া গেলেন; কারণ যিনি প্রথমে রাত্রিকালে তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন, সেই নীকদীমও প্রায় এক মণ* গন্ধরস-৪০ মিশ্রিত অগুরু লইয়া আসিলেন। ইহারা যীশুর দেহ লইয়া, যিহূদীদের সমাধি দিবার প্রথানুসারে, সেই সুগন্ধি দ্রব্যের ৪১ সহিত কাপড়ের বন্ধনী দিয়া বাঁধিলেন। যে স্থানে তিনি ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেই স্থানে এক উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানে এক নূতন সমাধি ছিল, তাহার মধ্যে কাহাকেও ৪২ কখনও রাখা হয় নাই। সেই দিন যিহূদীদের আয়োজনের দিন এবং সমাধি-স্থানটি নিকটবর্ত্তী ছিল বলিয়া, তাঁহারা যীশুকে সেই স্থানে রাখিলেন।

[৩৮-৪২ মথি ২৭; ৫৭-৬১ মার্ক ১৫; ৪২-৪৭ লূক ২৩; ৫০-৫৫]
৩৮ যোঃ ৭; ১৩
৩৯ যোঃ ৩; ২ মথি ২; ১১

পুনরুত্থানে যীশুর মরণজয়

২০ সপ্তাহের প্রথম দিন প্রাতঃকালে অন্ধকার থাকিতে মগ্দলীনী মরিয়ম সমাধির নিকট আসিয়া দেখিলেন, ২ সমাধি হইতে পাথরখানা সরান হইয়াছে। তিনি দৌড়িয়া গিয়া শিমোন পিতর এবং যীশু যাঁহাকে ভালবাসিতেন সেই অন্য শিষ্যের নিকটে গিয়া তাহাদের বলিলেন, লোকে সমাধির ভিতর হইতে প্রভুকে লইয়া গিয়াছে, কোথায় ৩ তাঁহাকে রাখিয়াছে আমরা জানি না। তখন পিতর ও ৪ অন্য শিষ্যটি বাহির হইয়া সমাধির দিকে চলিলেন। দুইজন একসঙ্গে দৌড়িলেন, আর সেই অন্য শিষ্য পিতরের আগে আগে আরও দ্রুতবেগে দৌড়িয়া প্রথমে সমাধির নিকটে ৫ আসিয়া আনত হইয়া দেখিলেন, কাপড়ের বন্ধনীগুলি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তিনি সমাধির ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। ৬ শিমোন পিতর তাঁহার পিছনে পিছনে আসিয়া সমাধির ভিতরে প্রবেশ করিলেন; তিনিও দেখিলেন কাপড়ের বন্ধনী-৭ গুলি পড়িয়া আছে, আর যে রুমালখানি যীশুর মস্তকে

[১-১৮ মথি ২৮; ১-১০ মার্ক ১৬; ১-১১ লূক ২৪; ১-১২]
২ যোঃ ১৩; ২৩। ১৮, ১৫। ১৯; ২৬। ২১; ৭, ২০

* (মূল) ১০০ লিট্রা। যোঃ ১২; ৩ দ্রঃ

ছিল, তাহা বন্ধনীগুলির সঙ্গে নয়, কিন্তু পৃথক এক স্থানে
৮ জড়ান রহিয়াছে। পরে যিনি প্রথমে সমাধির নিকটে
পৌঁছিয়াছিলেন সেই অন্য শিষ্যও প্রবেশ করিলেন, আর
৯ তিনি দেখিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন; কারণ মৃতদের মধ্য
হইতে তাঁহার পুনরুত্থান আবশ্যক, এই শাস্ত্রীয় বচন তাঁহারা
তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই।

১ করিঃ ১৫; ৪
প্রেঃ ২; ২৪-৩২

১০ শিষ্যেরা তখন নিজেদের গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

মরিয়মের নিকট যীশুর আত্মপ্রকাশ

১১ মরিয়ম কিন্তু নিকটে সমাধির বাহিরে দাঁড়াইয়া রোদন
করিতেছিলেন; রোদন করিতে করিতে তিনি আনত হইয়া
১২ সমাধির ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন, শুভ্রবস্ত্র পরিহিত দুইজন
স্বর্গদূত যীশুর দেহ যেখানে শায়িত ছিল, সেখানে মাথার দিকে
১৩ একজন ও পায়ের দিকে একজন বসিয়া আছেন। তাঁহারা
তাঁহাকে বলিলেন, নারি, রোদন করিতেছ কেন? তিনি
তাঁহাদের বলিলেন, লোকে আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে, কোথায়
১৪ তাঁহাকে রাখিয়াছে আমি জানি না। এই বলিয়া তিনি পিছনে
ফিরিয়া দেখিলেন, যীশু দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু তিনি যে যীশু
১৫ তাহা জানিতে পারিলেন না। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, নারি,
রোদন করিতেছ কেন? কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তিনি
তাঁহাকে উদ্যানের মালি মনে করিয়া বলিলেন, মহাশয়, আপনি
যদি তাঁহাকে অন্যত্র সরাইয়া থাকেন, তবে কোথায় তাঁহাকে
১৬ রাখিয়াছেন আমাকে বলুন; আমি তাঁহাকে লইয়া যাইব। যীশু
তাঁহাকে বলিলেন, মরিয়ম। মরিয়ম ফিরিয়া ইব্রীয় ভাষায়
১৭ তাঁহাকে বলিলেন, রব্বুণি—ইহার অর্থ গুরুজী। যীশু তাঁহাকে
বলিলেন, আমাকে স্পর্শ করিও না,* কারণ আমি এখনও উর্দ্ধে
আমার পিতার নিকটে যাই নাই; বরং আমার ভ্রাতাদের নিকট
যাও ও তাহাদের বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা,
এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, আমি উর্দ্ধে তাঁহার
নিকট যাইতেছি।

১৭ ইব্রীঃ ২; ১১, ১২
রোঃ ৮; ২৯

১৮ মগদলীনী মরিয়ম শিষ্যদের নিকটে গিয়া এই সংবাদ
দিলেন, আমি প্রভুকে দেখিয়াছি; এবং তিনি তাঁহাকে যে
কথা বলিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন।

শিষ্যদের নিকট যীশুর আত্মপ্রকাশ

১৯ সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হইলে, শিষ্যেরা
যেখানে একত্র হইলেন, সেই স্থানের সমস্ত দরজা যখন

[১৯-২৩ মার্ক ১৬; ১৪-১৮ লূক ২৪; ৩৬-৪৯]

* অর্থান্তর, আমাকে ধরিয়া রাখিও না

১৯ যোঃ ২০; ২৫

যিহূদীদের ভয়ে বন্ধ ছিল, সেই সময় যীশু আসিয়া মধ্যস্থলে
২০ দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বলিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের আপনার দুই হস্ত ও পার্শ্বদেশ দেখাইলেন। তাহাতে শিষ্যেরা প্রভুকে দেখিতে পাইয়া
২১ আনন্দিত হইলেন। যীশু আবার তাঁহাদের বলিলেন, তোমাদের শান্তি হউক; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়া-
২২ ছেন, আমিও তেমনই তোমাদের পাঠাইতেছি। এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপরে ফুৎকার দিলেন, আর তাঁহাদের
২৩ বলিলেন, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে, তাহাদের পাপ মোচিত হইবে; যাহাদের পাপ ধরিয়া রাখিবে, তাহাদের পাপ ধরাই থাকিবে।

২১ যোঃ ১৭, ১৮
২২ আদি ২, ৭
২৩ মথি ১৬, ১৯। ১৮: ১৮

অবিশ্বাসী থোমার পূর্ণ বিশ্বাস লাভ

২৪ যীশু যখন আসিয়াছিলেন, তখন সেই বারোজনের একজন যাহাকে দিদুমঃ* বলে, সেই থোমা তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন
২৫ না। এজন্য অন্য সমস্ত শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, তাঁহার দুই হাতে পেরেকের দাগ না দেখিলে ও সেই পেরেকের স্থানে আমার অঙ্গুলি না দিলে এবং তাঁহার পার্শ্বদেশে আমার হাত না দিলে আমি কোন মতে বিশ্বাস করিব না।
২৬ আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যেরা পুনরায় গৃহে ছিলেন, এবং থোমাও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল, এমন সময় যীশু আসিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন ও
২৭ বলিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। পরে তিনি থোমাকে বলিলেন, এদিকে তোমার অঙ্গুলি দাও, আমার হাত দুখানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া আমার পার্শ্বদেশে রাখ;
২৮ অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাসী হও। থোমা উত্তরে তাঁহাকে
২৯ বলিলেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে দেখিয়াছ, সেইজন্য কি বিশ্বাস করিলে? যাহারা দেখে নাই অথচ বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা ধন্য।

২৪ যোঃ ১১; ১৬। ১৪: ৫
২৫ যোঃ ১৯; ৩৪
২৬ যোঃ ২০, ১৯।
২৯ ১ পিঃ ১; ৮ ২ করিঃ ৫; ৭

পুস্তকের উপসংহার ও উদ্দেশ্য

৩০ যীশু আপন শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; সেইগুলি এই পুস্তকে লেখা হয় নাই;
৩১ কিন্তু এইগুলি লেখা হইল যেন যীশুই যে খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, তাহা তোমরা বিশ্বাস কর এবং বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার নামে যেন জীবন লাভ কর।

৩১ ১ যোঃ ৫; ১৩ রোঃ ১; ১৭ যোঃ ৩; ১৬। ৫; ৪০। ১০;

গালীল দেশে সাতজন শিষ্যকে যীশুর আত্মপ্রকাশ

২১ এই সমস্ত ঘটনার পর যীশু তিবিরিয়া-সাগরের তীরে আবার শিষ্যদের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিলেন। ২ এইভাবে তিনি আপনাকে প্রকাশ করিলেন; শিমোন পিতর, থোমা, যাহাকে দিদুমঃ* বলে, গালীলের কান্নানিবাসী নথনেল, সিবদিয়ের দুই পুত্র, এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ৩ আর দুইজন, ইঁহারা একসঙ্গে ছিলেন। শিমোন পিতর তাঁহাদের বলিলেন, আমি মাছ ধরিতে যাইতেছি। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব। তাঁহারা বাহির হইয়া তখনই নৌকায় উঠিলেন, কিন্তু সেই রাত্রিতে কিছু ধরিতে পারিলেন না।

৪ পরে প্রভাত হইয়া আসিতেছে এমন সময় যীশু তীরে দাঁড়াইলেন, কিন্তু তিনি যে যীশু শিষ্যেরা তাহা জানিতে ৫ পারিলেন না। যীশু তাঁহাদের বলিলেন, বৎসেরা, মাছ ৬ কি কিছুই পাও নাই? তাঁহারা উত্তর দিলেন, না। তখন তিনি তাঁহাদের বলিলেন, নৌকার দক্ষিণপার্শ্বে জাল ফেল, মাছ পাইবে। তাঁহারা জাল ফেলিলেন, এবং মাছ বেশী হওয়াতে তাঁহারা আর তাহা টানিয়া তুলিতে পারিলেন না। ৭ যাঁহাকে যীশু প্রেম করিতেন, সেই শিষ্য পিতরকে বলিলেন, উনি প্রভু। তাহাতে, উনি প্রভু, এই কথা শুনিয়া শিমোন পিতর দেহে কাপড় জড়াইলেন, কারণ তিনি বিবস্ত্র ছিলেন, ৮ এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। অন্য শিষ্যেরা মাছের জাল টানিতে টানিতে নৌকাতে করিয়া আসিলেন; কারণ তাঁহারা স্থল হইতে দূরে ছিলেন না, অনুমান দুইশত হস্ত ৯ দূরে ছিলেন। স্থলে নামিয়া তাঁহারা দেখিলেন কাঠ-কয়লার আগুন রহিয়াছে ও তাহার উপরে মাছ আর রুটি ১০ আছে। যীশু তাঁহাদের বলিলেন, যে মাছ এখন ধরিলে ১১ তাহার কিছু আন। শিমোন পিতর নৌকায় উঠিয়া জাল ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিলেন, তাহা একশত তিপান্নটা বড় মাছে ১২ পূর্ণ ছিল, আর এত মাছেও জাল ছিঁড়িল না। যীশু তাঁহাদের বলিলেন, এস, আহার কর। শিষ্যদের কাহারও এমন সাহস হইল না যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কে?" কারণ তিনি যে প্রভু, তাহা তাঁহারা জানিতেন। ১৩ যীশু আসিয়া রুটি লইয়া তাঁহাদের দিলেন এবং সেইভাবে ১৪ মাছও দিলেন। মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইবার পর, শিষ্যদের নিকট যীশুর এই তৃতীয় আত্মপ্রকাশ।

২ যোঃ ১; ৪১, ৪৫ মার্ক ১; ১৬, ১৯ মথি ১০; ৩

৪ যোঃ ২০; ১৪ লূক ২৪; ১৬

৫ লূক ২৪; ৪১

৬ লূক ৫; ৪-৭

৭ যোঃ ১৩; ২৩। ১৮; ১৫। ১৯; ২৬। ২০; ৭। ২১; ২০

১৩ যোঃ ৬; ১১

১৪ যোঃ ২০; ১৯, ২৬

* যোঃ ১১; ১৬। ২০; ২৪ দ্রঃ

শিমোন পিতরকে যীশুর আদেশ

১৫ তাঁহারা আহার করিবার পর, যীশু শিমোন পিতরকে বলিলেন, যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে ইহাদের অপেক্ষা অধিক প্রেম কর? তিনি বলিলেন, হাঁ, প্রভু; আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি তাঁহাকে ১৬ বলিলেন, আমার মেষশাবকদের চরাও। তিনি দ্বিতীয়বার তাঁহাকে বলিলেন, যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম কর? তিনি বলিলেন, হাঁ, প্রভু; আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, ১৭ আমার মেষদের পালন কর। তিনি তৃতীয়বার তাঁহাকে বলিলেন, যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? পিতর দুঃখিত হইলেন যে তিনি তৃতীয়বার তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আর তিনি তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি সকলই জানেন; আপনি জানিতে পারিয়াছেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমার মেষদের চরাও।

১৫ যোঃ ১; ৪২
১৬ ১পিঃ ৫; ২, ৪
১৭ যোঃ ২; ২৫। ১৬. ৩০

১৮ সত্য, সত্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, যখন তুমি যুবা ছিলে, তখন তুমি নিজে কটি বন্ধন করিতে এবং যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে; কিন্তু যখন বৃদ্ধ হইবে, তখন তোমার হস্ত প্রসারিত করিবে, এবং আব একজন তোমার কটি বন্ধন করিয়া দিবে, ও যেখানে যাইতে তোমার ইচ্ছা ১৯ নাই, সেইখানে তোমাকে লইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া যীশু নির্দ্দেশ করিলেন, পিতর কি প্রকার মৃত্যুদ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবেন। এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমার অনুসরণ কর।

১৯ যোঃ ১৩; ৩৬

২০ পিতর মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, যীশু যাঁহাকে প্রেম করিতেন সেই শিষ্য তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছেন;—এ সেই শিষ্য যিনি রাত্রিভোজের সময় তাঁহার বুকের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন, প্রভু, যে আপনাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে ২১ সে কে?—তাঁহাকে দেখিয়া পিতর যীশুকে বলিলেন, প্রভু, ২২ ইহার কি হইবে? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমি যদি চাই এ আমার আগমন পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতে তোমার কি? তুমি আমার অনুসরণ কর।

২০ যোঃ ২১; ৭

২৩ এইজন্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই কথা রটিয়া গেল যে সেই শিষ্য মরিবেন না; কিন্তু যীশু তাঁহাকে বলেন নাই যে তিনি মরিবেন না; কিন্তু বলিয়াছিলেন, আমি যদি চাই এ আমার আগমন পর্য্যন্ত থাকে তাহাতে তোমার কি?

লেখকের সাক্ষ্য

২৪ সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন, এবং এই সমস্ত লিখিয়াছেন; আর আমরা জানি, তাঁহার সাক্ষ্য সত্য। ২৫ যীশুর সাধিত এমন আরও অনেক কার্য্য আছে; সেইগুলি যদি এক এক করিয়া লেখা হইত, তবে আমার বোধ হয়, এত পুস্তক লেখা হইত যে সারা জগতেও তাহা ধরিত না।

২৫ যোঃ ২০; ৩০

প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ

আভাষ। প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ

১ প্রথম যে প্রবন্ধ আমি রচনা করিয়াছিলাম, হে থিয়ফিল, তাহাতে সেই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়াছি যাহা যীশু সেই দিন পর্য্যন্ত করিতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ২ যেদিন তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা আপনার মনোনীত প্রেরিত- ৩ গণকে নির্দ্দেশ দিয়া উর্দ্ধে নীত হইলেন। তাঁহার দুঃখ-ভোগের পরে অনেক স্পষ্ট প্রমাণ দিয়া তিনি ইঁহাদের সম্মুখে আপনাকে জীবিত দেখাইলেন, এমন কি, চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাদের দেখা দিয়া ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলিলেন। ৪ তাঁহাদের সঙ্গে সমবেত হইয়া তিনি তাঁহাদের যিরূশালেম ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিলেন এবং এই আদেশ দিলেন, পিতার প্রতিশ্রুত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, ৫ তাহার অপেক্ষায় থাক। কারণ যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন, কিন্তু তোমরা অল্পকালের মধ্যে পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্ম পাইবে।

৬ তাহাতে তাঁহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু, আপনি কি এই সময় ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য পুনঃ- ৭ স্থাপন করিবেন? তিনি তাঁহাদের বলিলেন, যে সময় কি কাল পিতা নিজ অধিকারে রাখিয়াছেন, তাহা তোমাদের ৮ জানিবার বিষয় নয়। কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে অবতরণ করিলে তোমরা শক্তি পাইবে, যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তোমরা আমার পক্ষে সাক্ষী হইবে।

৯ এই কথা বলিবার পর তাঁহাদের সমক্ষে তিনি উর্দ্ধে নীত হইলেন এবং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে ১০ তুলিয়া লইল। তিনি যাইতেছেন আর তাঁহারা আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন এমন সময় শুভ্র বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাঁহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং তাঁহারা বলিলেন, ১১ হে গালীলীয় লোকেরা আকাশের দিকে চাহিয়া তোমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যীশু যিনি তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে নীত হইয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিয়াছ, সেইরূপে তিনি আসিবেন।

১২ তখন তাঁহারা জৈতুন নামক পর্ব্বত হইতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন। সেই পর্ব্বত যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী, এক

১ লূক ১. ; ২ লূক ৬, ১৩ ; ৪ যোঃ ১৫, ২৬ ; লূক ২৪, ৪৯ ; ৫ মথি ৩, ১১ ; ৬ লূক ২৪; ২১ ; প্রেঃ ৩, ২১ ; ৭ মার্ক ১৩, ৩২ ; মথি ২৪; ৩৬ ; ৮ প্রেঃ ১০, ৪১ ; ৯ মার্ক ১৬; ১৯ ; লূক ২৪; ৫১ ; যোঃ ৬; ৬২ ; ১০ লূক ২৪; ৪ ; ১১ মথি ২৬, ৬৪ ; লূক ২১; ২৭ ; ১ তীমঃ ১৬ ; প্রঃ ১; ৭ ; ১২ লূক ২৪; ৫০

১৩ বিশ্রামবারের পথ।* নগরে প্রবেশ করিয়া, পিতর ও যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমা, বর্থলময় ও মথি, আল্ফেয়ের পুত্র যাকোব ও উদ্যোগী দলের† শিমোন ও যাকোবের পুত্র যিহূদা, ইঁহারা যে উপরের কুঠরীতে থাকিতেন, ১৪ সেখানে গেলেন। ইঁহারা সকলে, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে, যীশুর ভ্রাতাদের ও তাঁহার মাতা মরিয়মের সঙ্গে একচিত্তে প্রার্থনায় নিবিষ্ট রহিলেন।

১৩ মথি ১০; ২-৪ মার্ক ৩; ১৪-১৯ লূক ৬, ১৩-১৬
১৪ প্রেঃ ২, ১ যোঃ ৭; ৩-৫ মথি ১৩, ৫৫

মত্তথিয়ের শিষ্যপদে নিয়োগ

১৫ সেই সময়ে একদিন পিতর ভ্রাতৃগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—অনুমান একশত কুড়িজন এক স্থানে ছিলেন,— ১৬ ভ্রাতারা, যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল, যে লোক তাহাদের পথ-প্রদর্শক ছিল, সেই যিহূদার বিষয় পবিত্র আত্মা অগ্রে দায়ূদের মুখ দিয়া যে শাস্ত্রীয় বচন প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ ১৭ হওয়া আবশ্যক ছিল; কারণ সে আমাদের সঙ্গে গণিত হইয়া ১৮ এই সেবাকার্য্যের ভারও কতক পাইয়াছিল। অধর্ম্মের পারিশ্রমিকরূপে সে যাহা পাইয়াছিল তাহা দিয়া সে একখণ্ড জমি সংগ্রহ করিল এবং পড়িয়া যাওয়াতে তাহার উদর বিদীর্ণ ১৯ হইয়া গেল ও তাহার অন্ত্রাদি বাহির হইয়া পড়িল; আর যিরূশালেম-নিবাসী সকলে ইহা জানিতে পারিয়াছিল, এজন্য তাহাদের ভাষায় ঐ জমি 'হকলদামা' অর্থাৎ রক্তক্ষেত্র, নামে ২০ খ্যাত। গীত-পুস্তকে যেমন লেখা আছে—

'তাহার নিবাস জনশূন্য হউক,
তাহাতে কেহই বাস না করুক'
এবং 'তাহার অধ্যক্ষ-পদ আর একজন গ্রহণ করুক'।

২১ সুতরাং ইহা আবশ্যক, যোহনের হস্তে বাপ্তিস্মের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের নিকট হইতে ঊর্দ্ধে নীত হওয়া পর্য্যন্ত, প্রভু যীশু আমাদের মধ্যে যতদিন যাতায়াত করিয়াছিলেন, ততদিন যাঁহারা আমাদের নিত্য সহচর ছিলেন, ২২ ইঁহাদেরই একজন যেন আমাদের সঙ্গে তাঁহার পুনরুত্থানের সাক্ষী হন।

২৩ তখন তাঁহারা বর্শাব্বা নামক যোষেফ, যিনি যুষ্ট নামে আখ্যাত, এবং মত্তথিয়, এই দুইজনকে উপস্থিত করিয়া, ২৪ এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, প্রভু, তুমি সকলের অন্তঃকরণ জান, যিহূদা নিজ স্থানে যাইবার জন্য এই যে সেবাকার্য্য ও

১৬ গীত ৪১; ৯
১৮ মথি ২৭; ৩-১০
২০ গীত ৬৯; ২৫। ১০৯; ৮
২১ যোঃ ১৫; ২৭
২৪ যোঃ ২; ২৪, ২৫। ৬; ৭০

* বিশ্রামবারের পথ—অর্থাৎ, দুই সহস্র হস্ত; যাত্রা ১৬; ২৯, গণনা ৩৫; ৫ দ্রঃ
† মথি ১০; ৪ দ্রঃ

২৫ প্রেরিত-পদ হইতে সরিয়া গিয়াছে, তাহাতে স্থান পাইবার জন্য তুমি এই দুইয়ের মধ্যে যাহাকে মনোনীত করিয়াছ,
২৬ তাহাকে দেখাইয়া দাও। পরে তাঁহাদের গুটিকা দেওয়া হইল, তাহাতে মত্তথিয়ের নামে গুটিকা পড়িল, আর তিনি বারোজন প্রেরিতের মধ্যে গণিত হইলেন।

২৬ হিতোঃ ১৬. ৩৩

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ

২ অবশেষে পঞ্চাশত্তমী পর্ব্বের দিন আসিলে, সকলে এক-
২ স্থানে সমবেত হইলেন। এমন সময় অকস্মাৎ আকাশ হইতে প্রবল বায়ু-প্রবাহের শব্দের ন্যায় এক শব্দ আসিয়া যে গৃহে
৩ তাঁহারা বসিযাছিলেন সমগ্র গৃহটি পূর্ণ করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি-জিহ্বার ন্যায় কি যেন তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, এই সমস্ত পৃথক পৃথক হইয়া তাঁহাদের এক একজনের উপরে
৪ অবস্থান করিল। তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন এবং আত্মা তাঁহাদের যেমন বাক্‌শক্তি দান করিলেন, সেই অনুসারে তাঁহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন।
৫ সেই সময়ে আকাশের নীচে প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে আগত ঈশ্বর-ভক্ত যিহূদী লোকেরা যিরূশালেমে বাস করিতে-
৬ ছিল। এই শব্দ হইতেই, জনসাধারণ সমবেত হইল এবং হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, কারণ প্রত্যেকে তাঁহাদের মুখে আপন
৭ আপন আঞ্চলিক ভাষায় কথা শুনিতেছিল। তখন সকলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইল ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পরকে বলিল, এই যে লোকেরা কথা বলিতেছে, ইহারা সকলে কি গালীলীয় নয়?
৮ তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেকজন আপন আঞ্চলিক
৯ ভাষায় কথা শুনিতেছি? পার্থীয়, মাদীয় ও এলমীয় লোক এবং যাহারা মিসপতামিয়া, যিহূদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও এশিয়া,
১০ ফরুগিয়া ও পাম্‌ফুলিয়া, মিসর এবং লুবিয়া দেশস্থ কুরীণীর
১১ নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে নিবাসী এবং প্রবাসী রোমীয়—কি যিহূদী কি যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী লোক—এবং ক্রীতীয় ও আরবীয় লোক যে আমরা, আমাদের নিজেদের ভাষায় ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কার্য্যের
১২ কথা উহাদের বলিতে শুনিতেছি। সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল
১৩ ও হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, ইহার অর্থ কি? কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিল, উহারা মিষ্ট দ্রাক্ষারসে মত্ত হইয়াছে।

লেবী ২৩; ১৫-
প্রেঃ ১, ১৯
প্রেঃ ৪; ৩১
মথি ৩, ১১
প্রেঃ ৪, ৩১। ১০, ৪৪-৪৬। ১৯. ৬
প্রেঃ ১৩; ২৬

পিতরের বক্তৃতা ও তাহার ফল

১৪ কিন্তু পিতর এগারজনের সহিত দাঁড়াইয়া তাহাদের কাছে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, যিহূদী লোকেরা, যিরূশালেম-নিবাসী সকলে, আপনারা জানিয়া রাখুন এবং আমার কথায়

১৫ কর্ণপাত করুন। আপনারা যে অনুমান করিতেছেন, ইহারা
১৬ মত্ত, তাহা নয়, কারণ এখন বেলা তৃতীয় ঘটিকা * মাত্র। কিন্তু ইহা সেই ঘটনা যাহার কথা ভাববাদী যোয়েল বলিয়াছিলেন—

১৭ শেষকালে 'এইপ্রকার হইবে', ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন,
'আমি আপন আত্মা মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে সেচন করিব,
আর তাহাদের পুত্র ও কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে,
যুবকেরা অলৌকিক দর্শন পাইবে ও প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে;
১৮ আর আমার দাসদের এবং আমার দাসীদের উপরে আমি আপন আত্মা সেচন করিব', আর তাহারা ভাববাণী বলিবে।
১৯ 'আমি ঊর্দ্ধে আকাশে নানা অলৌকিক ক্রিয়া,
আর নীচে পৃথিবীতে নানা পূর্ব্বলক্ষণ, রক্ত ও অগ্নি ও ধূম্রকুণ্ডলী দেখাইব।
২০ প্রভুর সেই মহৎ ও প্রভাময় দিন আগমনের পূর্ব্বে সূর্য্য অন্ধকারে ও চন্দ্র রক্তে পরিণত হইবে।
২১ আর এইরূপ হইবে, যে কেহ প্রভুর নামে ডাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।'

২২ হে ইস্রায়েলকুল, এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ কর; নানা পরাক্রম-কার্য্য, অলৌকিক ক্রিয়া ও লক্ষণদ্বারা তোমাদের নিকটে নাসরতীয় যীশু ঈশ্বরকর্ত্তৃক সমর্থিত মনুষ্য; তোমরা নিজেরাই জান, ঈশ্বর তাঁহারই দ্বারা তোমাদের মধ্যে সেই
২৩ সকল কার্য্য করিলেন। তিনি ঈশ্বরের নিরূপিত উদ্দেশ্য ও পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হইলে, তোমরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া অধর্ম্মীদের হস্তদ্বারা ক্রুশ-বিদ্ধ করিয়া হত্যা
২৪ করিলে। ঈশ্বর তাঁহাকে পাতালের † যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া উত্থাপিত করিয়াছেন, কারণ পাতালের † সাধ্য
২৫ ছিল না যে তাঁহাকে ধরিয়া রাখে। কারণ দায়ূদ তাঁহার উদ্দেশে বলেন,

'আমি প্রভুকে সতত আমার সম্মুখে দেখিতাম,
কারণ তিনি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে আছেন যেন আমি বিচলিত না হই।
২৬ এইজন্য আমার অন্তঃকরণ আমোদিত হইল ও আমি উল্লাসধ্বনি করিলাম;
আমার দেহও প্রত্যাশায় প্রবাসে অবস্থান করিবে।
২৭ কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করিবে না,
তোমার প্রীতিভাজনকে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে দিবে না।

১৬-২১ যোয়েল ২; ২৮-৩২
যিশাঃ ৪৪; ৩
যিহিঃ ৩৬; ২৭
২১ রোঃ ১০; ১৩
২২ যোঃ ৩; ২
২৩ প্রেঃ ৪; ২৮
১ পিঃ ১; ২০
২৪ প্রেঃ ৩; ১৫
ইব্রীঃ ২; ১৪
২ তীমঃ ১; ১০
২৫ গীত ১৬; ৮-১১
২৭ প্রেঃ ১৩; ৩৫

* মথি ২০; ৩ দ্রঃ † পাঠান্তর, মৃত্যুর

২৮ তুমি জীবনের পথ আমাকে জানাইয়াছ,
তোমার শ্রীমুখদ্বারা তুমি আমাকে আনন্দে পূর্ণ করিবে।’

২৯ ভ্রাতারা, সেই পিতৃকুলপতি দায়ূদের বিষয় আমি তোমাদের মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তিনি মৃত্যুভোগ করিয়াছেন, সমাধিপ্রাপ্তও হইয়াছেন, এবং তাঁহার সমাধি আজ পর্য্যন্ত ৩০ আমাদের নিকটে রহিয়াছে। তিনি ভাববাদী ছিলেন এবং জানিতেন যে ঈশ্বর ‘দিব্য করিয়া তাঁহার নিকটে এই শপথ করিয়াছেন যে, তাঁহার বংশজাত একজনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন।’

২৯ প্রে: ১৩; ৩৬ ১ রাঃ ২; ১০
৩০ গীত ৮৯; ৩, ৪ ২ শমূ: ৭; ১২, ১৩ গীত ১৩২, ১১

৩১ সুতরাং তিনি অগ্রে অবগত হইয়া খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয় বলেন যে, তাঁহাকে পাতালে পরিত্যাগ করা হইল না, ৩২ তাঁহার দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল না। এই যীশুকেই ঈশ্বর উত্থাপিত করিয়াছেন, আমরা সকলে এই বিষয়ের সাক্ষী; ৩৩ ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তদ্বারা উন্নীত হইয়া, এবং পিতার নিকট হইতে প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়া, এই সমস্ত তিনি সেচন করিয়াছেন; ইহাই তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ। ৩৪ কারণ দায়ূদ স্বর্গে আরোহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি নিজেই বলেন, ‘সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলিলেন, তুমি আমার দক্ষিণ ৩৫ পার্শ্বে বস, যে পর্য্যন্ত না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পাদপীঠে পরিণত করি।’

৩৩ প্রে: ১; ৪। ১০; ৪৫ ফিলি: ২, ৯
৩৪ গীত ১১০, ১

৩৬ অতএব সমস্ত ইস্রায়েলকুল নিশ্চয় জানুক যে, যাঁহাকে তোমরা ক্রুশ-বিদ্ধ করিয়াছিলে সেই যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট * করিয়াছেন।

৩৬ প্রে: ৫; ৩১

৩৭ এই কথা শুনিয়া তাহারা মর্ম্মাহত হইল, এবং পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদের বলিল, ভ্রাতৃগণ, আমরা কি করিব? ৩৮ পিতর তাহাদের বলিলেন, মনপরিবর্ত্তন কর এবং তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পাপের ক্ষমার নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান ৩৯ পাইবে। কারণ সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানদের জন্য এবং ‘দূরবর্ত্তী সকলের জন্য’; আমাদের ঈশ্বর ‘প্রভু যতজনকে ডাকিবেন’, তাহাদের সকলের জন্য।

৩৭ প্রে: ১৬; ৩০ লূক ৩; ১০
৩৮ প্রে: ৩; ১৯। ১০; ৪৮ লূক ২৪; ৪৭
৩৯ যোয়েল ২; ৩২ যিশা: ৫৭; ১৯

৪০ তিনি আরও অনেক কথায় সাক্ষ্য দিলেন ও তাহাদের অনুপ্রেরণা দিয়া বলিলেন, এই যুগের কুটিল লোকদের হইতে ৪১ নিজেদের রক্ষা কর। তখন যাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল তাহারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিল; আর সেই দিন অনুমান তিন হাজার লোক তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইল।

৪০ দ্বি: বি: ৩২, ৫ ফিলি: ২; ১৫
৪১ প্রে: ৪; ৪। ৫. ১৪

* অথবা, মশীহ

সমাজের ধর্ম্ম-জীবন

৪২ তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায়, সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় এবং ৪৩ প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল। প্রত্যেকের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল ; এবং প্রেরিতদের হস্তদ্বারা অনেক অলৌকিক ক্রিয়া ও ৪৪ লক্ষণ সাধিত হইল। সকল বিশ্বাসী একত্র থাকিত এবং ৪৫ তাহারা সকল দ্রব্য সাধারণের বলিয়া জমা রাখিত, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহা সকলের মধ্যে, যাহার ৪৬ যেমন প্রয়োজন, বিতরণ করিয়া দিত। তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে মন্দিরে উপস্থিত থাকিত এবং বাড়ীতে রুটি ভাঙ্গিয়া ৪৭ উল্লাসে ও সরল অন্তঃকরণে খাদ্য গ্রহণ করিত ; তাহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত ও সর্ব্বসাধারণের প্রীতি-ভাজন হইল। আর প্রতিদিন যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল এমন সকলকে প্রভু তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিলেন।

৪২ প্রেঃ ২০ ; ৭
৪৩ প্রেঃ ৫ ; ১২
৪৪ প্রেঃ ৪ , ৩১
৪৬ প্রেঃ ২ , ৪১
৪৭ প্রেঃ ৪ ; ৪। ৫ , ১৪। ৬ ; ১। ১১ ; ২১

একজন জন্মখঞ্জকে সুস্থতাদান

৩ পিতর ও যোহন নবম ঘটিকায়*, প্রার্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ২ সময়ে মন্দিরে যাইতেছিলেন ; আর লোকেরা একটি লোককে বহন করিয়া আনিতেছিল ; সে জন্ম হইতে খঞ্জ ছিল এবং প্রতিদিন তাহাকে মন্দিরের সুন্দর নামক দ্বারে রাখিয়া দেওয়া হইত, যেন সে মন্দিরে যতজন প্রবেশ করে তাহাদের ৩ নিকট ভিক্ষা চাহিতে পারে। পিতর ও যোহনকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া সে ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। ৪ পিতর যোহনের সহিত তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, ৫ আমাদের দিকে চাহিয়া দেখ। তাহাতে তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু পাইবে, এই আশায় সে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ৬ করিল। কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য ও স্বর্ণ আমার নাই, তবে আমার যাহা আছে তোমাকে দিতেছি ; নাসরতীয় যীশু ৭ খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও। তখন তিনি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন ; আর তখনই তাহার পা ও ৮ গোড়ালি সবল হইল ; আর সে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও হাঁটিতে লাগিল ; এবং হাঁটিতে হাঁটিতে, লাফ দিতে লাগিল ও ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে সে তাঁহাদের সঙ্গে ৯ মন্দিরে প্রবেশ করিল। সমস্ত লোক তাহাকে হাঁটিয়া ১০ বেড়াইতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে দেখিল ; মন্দিরের সুন্দর নামক দ্বারে যে ভিক্ষার জন্য বসিয়া থাকিত তাহারা

৬ প্রেঃ ৩ ; ১৬
৮ যোঃ ৯ ; ২৪ লূক ১৭ ; ১৮ যিশাঃ ৩৫ ; ৬

* মথি ২০ ; ৩ দ্রঃ

তাহাকে সেই লোক বলিয়া চিনিতে পারিল। আর তাহার যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল।

পিতর এবং যোহনের সাক্ষ্য ও কারাবাস

১১ সে পিতর ও যোহনকে ধরিয়া থাকাতে লোকেরা বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের নিকটে শলোমনের নামে আখ্যাত বারান্দায় ১২ দৌড়াইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া পিতর লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ইস্রায়েলকুলের লোকেরা, এই লোকের বিষয়ে কেন বিস্ময়ান্বিত হইতেছ? অথবা আমরা যে নিজের ক্ষমতা বা ভক্তির গুণে ইহাকে চলিবার শক্তি দিয়াছি, ইহা মনে করিয়া কেনই বা আমাদের দিকে একদৃষ্টে ১৩ চাহিয়া রহিয়াছ? 'অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, আপনার দাস যীশুকে মহিমান্বিত করিয়াছেন', তাঁহাকেই তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে, এবং পীলাত যখন তাঁহাকে মুক্ত করিতে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তখন পীলাতের সাক্ষাতে ১৪ তোমরা তাঁহাকে অস্বীকাব করিয়াছিলে। তোমরা সেই পবিত্র ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়াছিলে, এবং তোমাদের যেন একজন হত্যাকারীকে দেওয়া হয় এই বর চাহিয়াছিলে; ১৫ কিন্তু তোমরা জীবনের অধিপতিকে হত্যা করিয়াছিলে; তাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত করিয়াছেন, ১৬ আমরা ইহার সাক্ষী। এই যে লোকটিকে তোমরা দেখিতেছ ও যাহাকে তোমরা জান, যীশুরই নাম ইহাকে, সেই নামে বিশ্বাসদ্বারা, সবল করিয়াছে; তাঁহারই দেওয়া বিশ্বাস তোমাদের সকলের সম্মুখে তাহাকে এই পূর্ণ সুস্থতা দান করিয়াছে।

১৭ এখন, ভ্রাতৃগণ, আমি জানি যে, তোমাদের অধ্যক্ষদের ন্যায় তোমরাও অজ্ঞানতা বশতঃ সেই কাজ করিয়াছিলে। ১৮ কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার খ্রীষ্টের দুঃখভোগের বিষয়ে সকল ভাববাদীর মুখে পূর্ব্বে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সমস্তই এই- ১৯ ভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। এইজন্য তোমরা মনপরিবর্ত্তন কর ও প্রত্যাবৃত্ত হও, যেন তোমাদের পাপের মার্জ্জনা হয়; ২০ তাহাতেই যেন প্রভুর নিকট হইতে অনুপ্রেরনার সুযোগ উপস্থিত হয় আর তিনি তোমাদের জন্য নিরূপিত সেই খ্রীষ্টকে, ২১ যীশুকে, প্রেরণ করেন। ঈশ্বর তাঁহার সমস্ত পবিত্র ভাববাদীর মুখে সমস্ত বিষয় পুনঃসংস্থাপনের জন্য নিরূপিত যে কালের কথা বলিয়াছেন, সেই কাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত খ্রীষ্টকে ২২ স্বর্গে অবস্থান করিতে হইবে। মোশি বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের

যোঃ ১০
প্রেঃ ৫,
১ করিঃ

১৩ যাত্রা ৩, ৬
প্রেঃ ৪, ১০।
৫, ৩০
লূক ২৩, ২০, ২১
যিশাঃ ৫২, ১৩।
৫৩, ১১
প্রেঃ ২; ২৩
১৪ মথি ২৭; ২০, ২১
প্রেঃ ৭; ৫২।
১৫ প্রেঃ ১০।
৫;
ইব্রীঃ
১৭ লূক ২৩; ৩৪
১ তীমঃ ১; ১৩
১৮ লূক ২৪; ২৭, ৪৬
১ পিঃ ১; ১১
১৯ প্রেঃ ২; ৩৮
২২ দ্বিঃ বিঃ ১৮; ১৫
প্রেঃ ৭; ৩৭

প্রভু ঈশ্বর যেমন আমাকে উত্থিত করিলেন, তেমনই তিনি তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে এক ভাববাদীকে তোমাদের জন্য উত্থিত করিবেন; তিনি তোমাদের যাহা যাহা বলিবেন
২৩ সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে; আর এইরূপ হইবে, যে কেহ সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, সে প্রজাদের
২৪ মধ্য হইতে নিশ্চয় উচ্ছিন্ন হইবে।' আর শমূয়েল ও তাঁহার পরবর্ত্তী যতজন ভাববাদী কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাও এই
২৫ কালের কথা প্রচার করিয়াছেন। তোমরা ভাববাদীগণের সন্তান, আর সেই সন্ধি-নিয়মের সন্তান যাহা ঈশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত স্থাপন করিয়াছিলেন; তিনি ত অব্রাহামকে বলিয়াছিলেন, 'আর তোমার বংশে পৃথিবীস্থ সমস্ত পিতৃকুল আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।'
২৬ তোমাদের সমস্ত অধর্ম্ম হইতে তোমাদের প্রত্যেকজনকে ফিরাইয়া আনিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য, ঈশ্বর আপন দাসকে উত্থাপিত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন।

২৩ লেবী: ২৩; ২৯
২৫ আদি ১২; ৩। ১৮; ১৮। ২২; ১৮ গা: ৩; ৮
২৬ প্রে: ১৩; ৪৬

৪

তাঁহারা লোকদের নিকটে কথা বলিতেছেন এমন সময় প্রধান পুরোহিতেরা, মন্দিরের প্রধানরক্ষী এবং সদ্দূকীরা
২ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ইঁহারা অতিষ্ঠ হইয়াছিলেন কারণ তাঁহারা লোকসাধারণকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং যীশুর পুনরুত্থানের উদাহরণ দিয়া মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থানের
৩ কথা প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রেরিতদের উপরে হস্ত ক্ষেপন করিয়া পরদিন পর্য্যন্ত হাজতে রাখিলেন; কারণ
৪ তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা বাক্য শুনিয়াছিল তাহাদের অনেকে বিশ্বাস করিল; তাহাতে পুরুষদের সংখ্যা অনুমান পাঁচ হাজার হইয়া উঠিল।
৫ পরদিন যিরূশালেমবাসী অধ্যক্ষেরা ও প্রাচীনবর্গ এবং
৬ গুরুরা একত্র হইলেন, এবং মহা-পুরোহিত হানন ও কাইয়াফা, যোনাথন ও আলেক্সান্দর, আর মহা-পুরোহিতের গোষ্ঠির
৭ সকলে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা মধ্যস্থলে তাঁহাদের দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি শক্তিতে বা কি নামে এই কর্ম্ম করিয়াছ?
৮ তখন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া পিতর তাঁহাদের
৯ বলিলেন, যিহূদীদের অধ্যক্ষ ও প্রাচীনেরা, একজন অসুস্থ লোকের উপকার সাধন বিষয়ে যদি অদ্য আমাদের জেরা

৪ প্রে: ২; ৪৭
৭ মথি ২১; ২৩
৮ মথি ১০; ১৯, ২০

১০ করা হয়, কি প্রকারে এ সুস্থ হইয়াছে, তবে আপনারা সকলে ও সমস্ত ইস্রায়েল ইহা জানিয়া রাখুন, সেই নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামের গুণে, আপনারা যাঁহাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহারই নামের গুণে এই লোক আপনাদের
১১ সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে। তিনিই 'সেই প্রস্তর, যাহা গাঁথক যে আপনারা আপনাদের দৃষ্টিতে অবজ্ঞাত ছিল,
১২ যাহা কোণের প্রস্তর হইয়া উঠিল'। আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই,* কারণ আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামের গুণে আমাদের পরিত্রাণ পাইতে হইবে।

১৩ তখন পিতর ও যোহনের সাহস দেখিয়া এবং ইহারা যে অশিক্ষিত সাধারণ লোক, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহাদের যীশুর সঙ্গী বলিয়া
১৪ চিনিতে পারিলেন। আর সেই আরোগ্যপ্রাপ্ত লোকটি উহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া তাঁহারা প্রতিবাদে কিছুই
১৫ বলিতে পারিলেন না। সভা হইতে উহাদের বাহিরে যাইতে আদেশ দিয়া তাঁহারা পরস্পর এই বলিয়া আলোচনা করিতে
১৬ লাগিলেন, এই লোকদের বিষয় কি করা যায়? কারণ উহাদের দ্বারা যে এক বিশেষ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যিরূশালেম-নিবাসী সকলের নিকটে সুস্পষ্ট এবং আমরা এই
১৭ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু কথাটা যেন লোকদের মধ্যে আর রাষ্ট্র না হয়, এইজন্য আমরা উহাদের ভয় দেখাই, যেন তাহারা কোন লোককেই আর এই নামে
১৮ কিছু না বলে। পরে তাঁহারা উহাদের ডাকিয়া এই আদেশ দিলেন, তোমরা যীশুর নামে একেবারেই কোন কথা বলিও না, কোন শিক্ষাও দিও না।

১৯ কিন্তু পিতর ও যোহন উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, ঈশ্বরের কথা অপেক্ষা আপনাদের কথায় কর্ণপাত করা ঈশ্বরের
২০ সাক্ষাতে ন্যায্য কিনা, আপনারাই বিচার করুন; কারণ আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা না বলিয়া থাকিতে
২১ পারি না। পরে তাঁহারা উঁহাদের আরও ভয় দেখাইয়া ছাড়িয়া দিলেন; লোকভয়ে উঁহাদের দণ্ড দিবার উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না; কারণ যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে সকলে

১০ প্রেঃ ৩; ৬, ১৩-১৬
১১ মথি ২১; ৪২
১১৮; ২২
১ পিঃ ২; ৪, ৭
১২ মথি ১; ২১
১৬ যোঃ ১১; ৪৭
১৭, ১৮ প্রেঃ ৫; ২৮
১৯ প্রেঃ ৫; ২৯

* কোন কোন পাণ্ডুলিপি এই কথা এই স্থানে না দিয়া ১০ম পদে দেয়,—'অন্য কাহারও নয়, কেবল সেই নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামের দ্বারা . . .

২২ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেছিল। কারণ সেই আরোগ্য-দানরূপ চিহ্নকার্য্য যে লোকটিতে সাধিত হইয়াছিল তাহার বয়স চল্লিশ বৎসরেরও অধিক ছিল।

পিতর ও যোহন মুক্ত হইলে, বিশ্বাসী মণ্ডলীর আনন্দ ও প্রার্থনা

২৩ তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইলে পর তাঁহারা আপন সঙ্গীদের নিকটে গেলেন ও প্রধান পুরোহিতেরা ও প্রাচীনেরা তাঁহাদের যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত জানাইলেন।
২৪ তাহা শুনিয়া সকলে একচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, সর্ব্বাধিপতি, তুমি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেই সকলের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তই সৃষ্টি
২৫ করিয়াছ; তুমি তোমার দাস আমাদের পিতা দায়ূদের মুখে, পবিত্র আত্মা দ্বারা, এই কথা বলিয়াছিলে,

> ‘বিজাতিগণ কেন সদম্ভে পদক্ষেপ করিল,
> প্রজাবৃন্দ কেন সকলে অসার বিষয় কল্পনা করিল?
> ২৬ প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্তের বিরুদ্ধে
> পৃথিবীর রাজারা আসিয়া দাঁড়াইল,
> অধ্যক্ষেরা একত্র সমবেত হইল।’

২৭ কারণ সত্যই তোমার পবিত্র দাস যীশু যাঁহাকে তুমি অভিষিক্ত করিয়াছ, তাঁহার বিরুদ্ধে হেরোদ ও পন্তীয় পীলাত, বিজাতি ও ইস্রায়েলের প্রজাবৃন্দের সহিত, এই নগরে সমবেত হইয়া-
২৮ ছিল, যেন তোমার হস্ত ও তোমার সঙ্কল্পদ্বারা পূর্ব্বাবধি যে
২৯ সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহাই সম্পন্ন করে। আর এখন, প্রভু, উহাদের ভীতি-প্রদর্শন লক্ষ্য কর; তোমার দাসেরা যেন সম্পূর্ণ সাহসের সহিত তোমার বাক্য বলিতে
৩০ পারেন, এই আশীর্ব্বাদ দাও। আরোগ্যদানের জন্য তোমার হস্ত বিস্তার কর, এবং তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে লক্ষণ ও অলৌকিক ক্রিয়া সাধিত হউক।

৩১ তাঁহারা মিনতি করিলে, যেস্থানে তাঁহারা সমবেত ছিলেন সেই স্থান কাঁপিয়া উঠিল; এবং তাঁহারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন ও সাহসের সহিত ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রেমে সমাজের উদারতা

৩২ বিশ্বাসী সমাজের সকলে একচিত্ত ও একপ্রাণ ছিল; তাহাদের কেহই আপন সম্পত্তির কিছুমাত্র নিজের বলিত না; কিন্তু তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব সাধারণের বলিয়া জমা থাকিত।

২৪ যাত্রা ২০; ১১
গীত ১৪৬; ৬
যিশাঃ ৩৭; ১৬
২৫ গীত ২; ১, ২
২৮ প্রেঃ ২; ২৩
২৯ ইফিঃ ৬; ১৯
৩১ প্রেঃ ২; ২, ৪
৩২ প্রেঃ ২; ৪৪

৩৩ প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকিলেন এবং তাঁহাদের সকলের উপরে
৩৪ মহানুগ্রহ ছিল; এমন কি তাহাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত কেহই ছিল না, কারণ যাহারা জমির অথবা বাড়ীর অধিকারী ছিল, তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়া, বিক্রীত সম্পত্তির মূল্য
৩৫ আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিত; পরে যাহার যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রত্যেককে বিতরণ করা হইত।

৩৬ যোষেফ, যাঁহাকে প্রেরিতেরা বার্ণবা, অর্থাৎ প্রবোধের সন্তান, এই নাম দিয়াছিলেন,—তিনি লেবীয় এবং জাতিতে
৩৭ কুপ্রীয়,—তাঁহার একখণ্ড জমি থাকাতে তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিলেন।

৩৩ প্রেঃ ২; ৪৭
৩৪ প্রেঃ ২; ৪৫
৩৬ প্রেঃ ১১; ২২, ২৬। ১৩; ২। ১৫; ৩৯

অননিয় ও সাফীরার বিবরণ

৫ কিন্তু অননিয় নামে একজন ও তাহার স্ত্রী সাফীরা
২ একটি সম্পত্তি বিক্রয় করিল এবং সে স্ত্রীর জ্ঞাতসারে মূল্যের কতকাংশ রাখিয়া দিল আর কতকাংশ আনিয়া প্রেরিতদের
৩ চরণে রাখিল; তখন পিতর বলিলেন, অননিয়, শয়তান কেন তোমার মন এমনভাবে অধিকার* করিয়াছে যে তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলিলে এবং জমির মূল্য হইতে
৪ কতকাংশ রাখিয়া দিলে? সেই জমি থাকিতে কি তোমারই ছিল না? এবং বিক্রীত হইবার পর উহার মূল্য কি তখনও তোমার ছিল না? তবে কেনই বা এমন কার্য্য করিতে মনস্থ করিলে? তুমি মনুষ্যদের কাছে নয়, ঈশ্বরেরই কাছে
৫ মিথ্যা কথা বলিলে। এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র অননিয় পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; আর যাহারা তাহা শুনিল, সকলেই
৬ অত্যন্ত ভীত হইল। পরে যুবকেরা উঠিয়া তাহাকে কাপড়ে জড়াইল ও বাহিরে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করিল।

৭ প্রায় তিন ঘণ্টা অতীত হইলে তাহার স্ত্রীও উপস্থিত
৮ হইল, কিন্তু কি ঘটিয়াছিল, তাহা সে জানিত না। পিতর তাহাকে বলিলেন, আমাকে বল দেখি, তোমরা সেই জমি কি এত টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলে? সে বলিল, হাঁ, এত
৯ ছিল। তাহাতে পিতর তাহাকে বলিলেন, তোমরা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কেন একমত হইলে? দেখ, যাহারা তোমার স্বামীকে সমাধিস্থ করিয়াছে, তাহারা দ্বারে পদার্পণ করিতেছে এবং তোমাকে বাহিরে লইয়া যাইবে।
১০ সে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল;

২ প্রেঃ ৪, ৩৭
৩ যোঃ ১৩, ২, ২৭ লূক ২২; ৩

* (মূল) পূর্ণ

আর ঐ যুবকেরা ভিতরে আসিয়া তাহাকে মৃত দেখিল, এবং বাহিরে লইয়া গিয়া তাহার স্বামীর পার্শ্বে তাহাকে
১১ সমাধিস্থ করিল। তখন সমস্ত মণ্ডলী, এবং যত লোক এই
১২ কথা শুনিল, সকলেই অত্যন্ত ভীত হইল। আর প্রেরিতদের হস্তদ্বারা লোকদের মধ্যে অনেক লক্ষণ প্রদর্শিত হইত ও অলৌকিক ক্রিয়া সাধিত হইত।

তাঁহারা সকলে একচিত্তে শলোমনের বারান্দায় উপস্থিত
১৩ হইতেন। কিন্তু অন্যদের কাহারও সাহস হইত না যে তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করে, তথাপি লোকেরা তাঁহাদের
১৪ সম্মান করিত। ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রভুতে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইতে
১৫ লাগিল; এমন কি লোকেরা রোগগ্রস্ত লোককে বাহিরে রাস্তায় আনিয়া শয্যায় ও খাটিয়াতে রাখিয়া দিত, যেন পিতর আসিবার সময় অন্ততঃ তাঁহার ছায়া কাহারও কাহারও উপরে
১৬ পড়ে। চারিদিকের নগরসমূহ হইতেও অনেক লোক রোগীদের এবং অশুচি-আত্মাদ্বারা উৎপীড়িত লোকদের লইয়া যিরূশালেমে সমাগত হইত, আর তাহারা সকলেই সুস্থ হইত।

১২ প্রেঃ ২; ৪৩। ১৪; ৩। ১৯; ১১। ৩; ১১

১৪ প্রেঃ ২; ৪৭। ৫; ১৪। ৬; ৭। ২১; ২০

১৫ প্রেঃ ১৯; ১১, ১২
মার্ক ৬; ৫৬

পিতর ও যোহন মহাসভার সম্মুখে

১৭ পরে মহা-পুরোহিত এবং তাঁহার সঙ্গী সদ্দূকীরা উত্তেজিত
১৮ হইয়া উঠিলেন ও ঈর্ষাতে পূর্ণ হইলেন, এবং প্রেরিতদের
১৯ উপরে হস্ত ক্ষেপন করিয়া সরকারী হাজতে রাখিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে প্রভুর এক দূত কারাগারের দ্বার সকল খুলিয়া দিলেন, ও তাঁহাদের বাহিরে আনিয়া বলিলেন, তোমরা
২০ যাও, মন্দিরে দাঁড়াইয়া লোকদের এই নূতন জীবনের বিষয়ে
২১ সমস্ত কথা বল। ইহা শুনিয়া তাঁহারা প্রভাতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মহা-পুরোহিত ও তাঁহার সঙ্গীরা আসিয়া মহাসভাকে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনদের ডাকিয়া একত্র করিলেন, এবং তাঁহাদের আনাইতে কারাগারে লোক পাঠাই-
২২ লেন। কিন্তু যে অনুচরেরা গেল, তাহারা কারাগারে তাঁহাদের
২৩ পাইল না; তখন ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ দিল, আমরা দেখিলাম, কারাগার রুদ্ধ ও সুরক্ষিত, দ্বারে দ্বারে রক্ষকেরা দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু দ্বার খুলিয়া ভিতরে কাহাকেও
২৪ পাইলাম না। এই কথা শুনিয়া মন্দিরের পুরোহিত ও প্রধান-রক্ষী এবং প্রধান পুরোহিতেরা তাঁহাদের সম্বন্ধে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিলেন যে ইহার পরিণাম কি হইবে।

১৭ প্রেঃ ৪; ১, ৬

১৯ প্রেঃ ১২; ৭

২৫ ইতিমধ্যে কোন লোক আসিয়া তাঁহাদের সংবাদ দিয়া বলিল, দেখুন, আপনারা কারাগারে যে লোকদের রাখিয়াছিলেন,
২৬ তাহারা মন্দিরে দাঁড়াইয়া লোকদের শিক্ষা দিতেছে। তখন প্রধান-রক্ষী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে গিয়া তাঁহাদের লইয়া আসিলেন, কিন্তু বল-প্রয়োগে নয়, কারণ তাঁহারা লোকদের ভয় করিলেন, হয়ত তাহারা পাথর মারিবে।

২৭ পরে তাঁহারা মহাসভার মধ্যে তাঁহাদের আনিয়া দাঁড় করাইলেন, আর মহা-পুরোহিত তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন,
২৮ তোমাদের এই নামে শিক্ষা দিতে আমরা কি দৃঢ়ভাবে নিষেধ করি নাই? তথাপি দেখ, তোমরা আপনাদের শিক্ষায় যিরূশালেম পূর্ণ করিয়াছ, এবং সেই ব্যক্তির মৃত্যুর * জন্য আমাদের
২৯ দায়ী করিতে চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু পিতর ও অন্য প্রেরিতেরা উত্তরে বলিলেন, মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের
৩০ আদেশ পালন করা উচিত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সেই যীশুকে উত্থাপিত করিয়াছেন, যাঁহাকে আপনারা ক্রুশ-
৩১ কাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া হত্যা করিয়াছিলেন; আর তাঁহাকেই ঈশ্বর সর্ব্বাধিপতি ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা উন্নত করিয়াছেন, যেন তিনি ইস্রায়েলকে মনপরিবর্ত্তন ও
৩২ পাপের ক্ষমাদান করেন। এই সমস্ত ঘটনার আমরা সাক্ষী এবং যে আত্মা ঈশ্বর আপন আজ্ঞাবহদের দিয়াছেন, সেই পবিত্র আত্মাও সাক্ষী।

৩৩ এই কথা শুনিয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত হইলেন, ও উঁহাদের
৩৪ হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু গমলীয়েল নামে একজন ফরীশী, যিনি সমগ্র জাতির সম্মানিত বিধি-ব্যবস্থা-শিক্ষক ছিলেন, তিনি মহাসভায় উঠিয়া ঐ লোকদের কিছু-
৩৫ ক্ষণের জন্য বাহিরে রাখিবার আদেশ দিলেন। পরে তিনি সদস্যদের বলিলেন, ইস্রায়েল-লোকেরা, এই লোকদের বিষয়ে তোমরা কি করিতে উদ্যত হইয়াছ, সেই বিষয়ে সাবধান হও।
৩৬ কারণ ইতিপূর্ব্বে থুদা উঠিয়া আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া দাবি করিয়াছিল, এবং প্রায় চারিশত লোক তাহার সহিত যোগ দিয়াছিল; সে হত হইল এবং যাহারা তাহার মতে চলিয়াছিল, তাহারা সকলে ছিন্নভিন্ন ও বিলুপ্ত হইল।
৩৭ সেই লোকের পরে লোকগণনার সময় গালীলীয় যিহূদা উঠিয়া বহুলোককে আপনার অনুগামী হইবার জন্য আকর্ষণ করিল; সেও বিনষ্ট হইল এবং যত লোক তাহার মতে

২৮ মথি ২৭ ২৫
প্রেঃ ৪ ১৮।
৫, ৪০
২৯ প্রেঃ ৪; ১৯
দাঃ ৩; ১৮
৩০ দ্বিঃ বিঃ ২১, ২২
প্রেঃ ৩, ১৩
প্রেঃ ২, ৩৩।
৩; ১৫
ইব্রীঃ ২; ১০।
১২; ২
লূক ২৪; ৪৮
যোঃ ১৫; ২৬,
২৭
৩৩ প্রেঃ ৭, ৫৪
৩৪ প্রেঃ ২২; ৩
৩৬ প্রেঃ ২১; ৩৮
লূক ২; ২

* অথবা, রক্তপাতের

৩৮ সকলে ছত্রভঙ্গ হইল। এখন এই অবস্থায় আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমরা এই লোকদের হইতে দূরে থাক, তাহাদের ছাড়; কারণ এই সঙ্কল্প কিংবা এই কার্য্য যদি মনুষ্য হইতে ৩৯ হইয়া থাকে, তবে লোপ পাইবে: কিন্তু যদি ঈশ্বর হইতে হইয়া থাকে, তবে তাহাদের লোপ করা তোমাদের সাধ্য নয়; হয়ত, অবশেষে দেখা যাইবে যে, তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছ।

৪০ তখন তাঁহারা তাঁহার সহিত একমত হইলেন; আর তাঁহারা প্রেরিতদের ডাকিয়া আনিলেন ও প্রহার করিলেন, এবং যীশুর নামে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাদের ছাড়িয়া ৪১ দিলেন। তখন সেই নামের নিমিত্ত যে অপমানিত হইবার যোগ্যপাত্র গণিত হইয়াছেন এইজন্য আনন্দ করিতে করিতে ৪২ তাঁহারা মহাসভার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। আর তাঁহারা প্রতিদিন মন্দিরে ও বাড়ীতে শিক্ষা দিতেন, এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার প্রচার করিতে বিরত হইতেন না।

৩৮ বিলাপ ৩; ৩৭
৩৯ যিশাঃ ৮; ১০
২ বংশাঃ ১৩; ১২
৪০ প্রেঃ ৪; ১৮। ৫; ২৪
৪১ মথি ৫, ১০-১২
১ পিঃ ৪; ১৩, ১৬
৪২ প্রেঃ ১৮, ৫

সেবাকার্য্যে সাতজন পরিচারকের নিয়োগ

৬ আর এই সময়ে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন গ্রীক ভাষাবাদী * লোকেরা ইব্রীয় ভাষাবাদীদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, কারণ দৈনিক সেবাকার্য্যের সময় তাহাদের বিধবারা উপেক্ষিত হইতেছিল। ২ তখন সেই বারোজন শিষ্য-সম্প্রদায়কে ডাকিয়া বলিলেন, আমরা যে ঈশ্বরের বাক্য ত্যাগ করিয়া ভোজন সংক্রান্ত সেবা- ৩ কার্য্য করি, ইহা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়। ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে যাঁহারা সুখ্যাত এবং আত্মায় ও বিজ্ঞতায় পূর্ণ এমন সাতজনের সন্ধান কর; আমরা এই ৪ বিশেষ কার্য্যে তাঁহাদের নিযুক্ত করিব; কিন্তু আমরা প্রার্থনায় ৫ ও বাক্যের সেবায় নিবিষ্ট থাকিব। সমস্ত লোক এই কথা সমীচীন মনে করিল এবং তাহারা ইঁহাদের মনোনীত করিল; স্তিফান,—ইনি বিশ্বাসে ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন,—এবং ফিলিপ, প্রখর, নীকানর, তীমোন, পার্মিনা ও নিকলায়,— ৬ ইনি আন্তিয়খিয়াস্থ যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী লোক; তাহারা প্রেরিতদের সম্মুখে ইঁহাদের উপস্থিত করিল, আর তাঁহারা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলেন।

১ প্রেঃ ২; ৪৭। ৪, ৩৫
৩ ১ তীম ৩, ৭, ৮
৬ প্রেঃ ১; ২৪। ১৩, ৩। ১৪, ২৩। ১ তীমঃ ৪; ১৪। ৫, ২২

* (মূল) হেলেনিষ্ট; অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান সমাজের মধ্যে, অথবা বাহিরে, যাহারা গ্রীকজাতির ভাষা ও ভাব বজায় রাখিতে ইচ্ছা করিত

৭ আর প্রভুর বাক্য প্রসার লাভ করিল, এবং যিরূশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, তদেব মধ্যেও এক বৃহৎ দল বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইল।

৭ প্রেঃ ১২; ২৪।

স্তিফানের বিবরণ। তাঁহার বক্তৃতা ও মৃত্যু

৮ স্তিফান অনুগ্রহে ও শক্তিতে পূর্ণ হইয়া লোকদের মধ্যে মহা অলৌকিক ক্রিয়া ও লক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ৯ কিন্তু লিবর্‌টীন্‌দের * নামে আখ্যাত সমাজ-গৃহ হইতে কয়েকজন, আবার কুরীণী ও আলেক্সান্দ্রিয়া-নিবাসী কেহ কেহ এবং কিলিকিয়া ও এশিয়া প্রদেশের কয়েকজন দাঁড়াইয়া ১০ স্তিফানের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি যে বিজ্ঞতা ও আত্মাব বলে কথা বলিতেছিলেন, তাহার প্রতিরোধ ১১ করিতে তাহাদের সাধ্য হইল না। তখন তাহারা কয়েকজনকে এই কথা বলিতে প্ররোচনা দিল, আমরা ইহাকে মোশির ও ১২ ঈশ্ববেব নিন্দা করিতে শুনিযাছি। আর তাহারা জনসাধারণকে এবং প্রাচীনদের ও ধর্ম্মগুরুদের উত্তেজিত করিয়া তুলিল এবং ১৩ স্তিফানকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া মহাসভাতে লইয়া গেল; এবং মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করাইয়া দিল, যাহারা বলিল, এই লোক এই পবিত্র স্থানের ও বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলিতে বিরত ১৪ হয় না। কারণ আমরা ইহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সেই নাসরতীয় যীশু এই স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং মোশি আমাদের কাছে যে সমস্ত প্রথা দিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত ১৫ পরিবর্ত্তন করিবে। তখন যাহারা সভায় বসিয়াছিল, তাহারা সকলে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার মুখ স্বর্গ-দূতের মুখের অনুরূপ।

১০ লূক ২১; ১৫
১১ মথি ২৬, ৬০-৬৬
১৩ যির: ২৬, ১১
প্রে: ২১; ২৮

৭ তখন মহা-পুরোহিত বলিলেন, এই সমস্ত কি সত্য? তিনি বলিলেন,

২ ভ্রাতা ও পিতারা, শুনুন। আমাদের পিতা অব্রাহাম হারণে বাস করিবার পূর্ব্বে যখন মিসপতামিয়ায় ছিলেন, সেই সময় মহিমময় ঈশ্বর ‘তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন, ৩ তুমি স্বদেশ ও আপন আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হইতে বাহির হও, এবং যে দেশ আমি তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল’। ৪ তখন তিনি কল্‌দীয়দের দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়া হারণে বাস করিলেন; আর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই স্থান হইতে এই যে দেশে আপনারা এখন

২ গীত ২৯; ৩
আদি ১১; ৩১।
১৫; ৭
৩ আদি ১২; ১।
৪৮; ৪
৪ আদি ১১; ৩২।
১২; ৫

* অর্থাৎ, কৃতদাসত্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত, তাহাদের

৫ বাস করিতেছেন এই দেশে আনিলেন; কিন্তু এখানে তাঁহাকে উত্তরাধিকারস্বরূপ কিছুই দিলেন না, পাদ-পরিমাণ ভূমিও না; এবং যদিও তখন তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই, 'তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার পরে তাঁহার বংশকে অধিকারার্থে সেই

৬ দেশ দিবার' প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর ঈশ্বর এইরূপ বলিলেন যে, 'তাঁহার বংশ পরদেশে প্রবাসী হইয়া থাকিবে এবং লোকে তাহাদের দাসত্ব করাইবে ও তাহাদের উপর চারিশত বৎসর

৭ পর্য্যন্ত উৎপীড়ন করিবে'; ঈশ্বর আরও বলিলেন, 'তাহারা যে জাতির দাস হইবে, আমিই তাহার বিচার করিব, এবং পরে তাহারা সেই দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিবে ও এই

৮ স্থানে আমার আরাধনা করিবে'। পরে তিনি তাঁহাকে পরিচ্ছেদনের নিয়মদান করিলেন। সেই অনুযায়ী অব্রাহাম ইস্‌হাকের জন্মদান করিলেন এবং 'অষ্টম দিনে তাঁহার পরিচ্ছেদন করিলেন'; ইস্‌হাক আবার যাকোবের, এবং যাকোব সেই বারোজন পিতৃকুলপতির জন্মদান করিলেন।

৯ আর পিতৃকুলপতিরা 'যোষেফের প্রতি ঈর্ষা করিয়া তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া মিসরে পাঠাইলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে

১০ ছিলেন', এবং তাঁহার সমস্ত ক্লেশ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন, আর তাঁহাকে বিজ্ঞতা দান করিয়া 'মিসর-রাজ ফরৌণের অনুগ্রহ-ভাজন করিলেন। ইনি তাঁহাকে মিসরের ও আপন সমস্ত গৃহের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করিলেন'।

১১ 'পরে সমস্ত মিসর ও কনান দেশে দুর্ভিক্ষ' ও মহাক্লেশ উপস্থিত হইল, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোথাও খাদ্য-

১২ দ্রব্য খুঁজিয়া পাইলেন না। কিন্তু 'মিসরে খাদ্য-শস্য হইয়াছে শুনিয়া যাকোব' আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রথমে একবার

১৩ পাঠাইয়া দিলেন। পরে দ্বিতীয় বারে 'যোষেফ আপন ভ্রাতাদের নিকট আপন পরিচয় দিলেন', এবং যোষেফের

১৪ পরিজন ফরৌণের নিকট সুপরিচিত হইল। তখন যোষেফ আপন পিতা যাকোব ও আপনার সকল আত্মীয়-স্বজনকে

১৫ 'পঁচাত্তর প্রাণী', আপনার নিকট ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে যাকোব মিসরে গেলেন, আর তাঁহার ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের

১৬ মৃত্যু হইলে, তাঁহারা 'শিখিমে নীত হইলেন, এবং যে সমাধি অব্রাহাম শিখিমের হমোর-সন্তানদের নিকট হইতে নগদ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন', সেখানে তাঁহাদের সমাধি হইল।

১৭ অব্রাহামের নিকট ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইবার সময় যত সন্নিকট হইল, লোকেরা মিসরে ততই

৫ আদি ১২; ৭। ১৩; ১৫। ১৭; ৮। ৪৮; ৪ দ্বিঃ বিঃ ২; ৫
৬ আদি ১৫; ১৩, ১৪ যাত্রা ২, ২২। ১২; ৪০
৭ যাত্রা ৩, ১২
৮ আদি ১৭, ২০। ২১; ৪
১০ আদি ৩৭, ১১, ২৮। ৩৯; ১, ২, ২১। ৪১, ৩৮-৪৫। ৪৫; ৪ গীত ১০৫; ২১
১১ আদি ৪১, ৫৪। ৪২; ৫
১২ আদি ৪২; ২
১৩ আদি ৪৫, ৩, ১৬
১৪ আদি ৪৫; ৯-১১। ৪৬; ২৭ যাত্রা ১, ৫ দ্বিঃ বিঃ ১০; ২২
১৫ আদি ৪৬; ১। ৪৯; ৩৩ যাত্রা ১; ৬
১৬ আদি ২৩; ১৬, ১৭। ৩৩; ১৯ যিহোঃ ২৪; ৩২
১৭ যাত্রা ১; ৭

১৮ ‘বৃদ্ধি পাইয়া বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল’; অবশেষে ‘মিসরে এমন আর একজন রাজা হইলেন, যিনি যোষেফকে জানিতেন না’ *।
১৯ তিনি আমাদের ‘জাতির সহিত কুটিল ব্যবহার করিলেন’, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের শিশু-সন্তানদের বাহিরে ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য করিল যাহাতে
২০ তাহারা বাঁচিয়া না থাকে। ঠিক সেই সময় মোশির জন্ম হয়; তিনি পরম সুন্দর ও ঈশ্বরের প্রীতি-ভাজন ছিলেন, এবং তিন মাস পর্য্যন্ত পিতার বাড়ীতে পালিত হইলেন।
২১ পরে তাঁহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখা হইলে, ‘ফরৌণের কন্যা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আপন পুত্রের ন্যায় পালন করিলেন’।
২২ আর মোশি মিস্রীয়দের সমস্ত জ্ঞানে শিক্ষিত হইলেন এবং তিনি বাক্যে ও কার্য্যে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন।
২৩ তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, তাঁহার মনে ‘আপন ভ্রাতা ইস্রায়েল-সন্তানদের’ অবস্থা দেখিবার ইচ্ছা হইল।
২৪ একজনের প্রতি অন্যায় করা হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন, এবং উপদ্রুত লোকের পক্ষ লইয়া ‘সেই মিস্রীয়কে আঘাত করিয়া’ প্রতিশোধ লইলেন।
২৫ তিনি মনে করিলেন, তাঁহার ভ্রাতারা বুঝিতে পারিবে যে তাঁহার হস্তদ্বারা ঈশ্বর তাহাদের উদ্ধার করিতেছেন; কিন্তু
২৬ তাহারা তাহা বুঝিল না। পরদিন তাহারা মারামারি করিতেছে, এমন সময় তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে তাহাদের মিলন করাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, বন্ধুগণ, তোমরা একে অন্যের ভ্রাতা হইয়া পরস্পরের প্রতি অন্যায় করিতেছ
২৭ কেন? কিন্তু ‘প্রতিবাসীর প্রতি যে লোক অন্যায় কবিতে-ছিল, সে’ তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া ‘বলিল, আমাদের উপরে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তা পদে কে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছে?’
২৮ অথবা ‘কাল যেভাবে তুমি সেই মিস্রীয়কে হত্যা করিয়া-ছিলে, সেইভাবে কি আমাকেও হত্যা করিতে চাও’?
২৯ ‘এই কথা শুনিয়া মোশি পলায়ন করিলেন, এবং মিদিয়ন দেশে প্রবাসী হইলেন’; সেখানে তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম হয়।
৩০ আর চল্লিশ বৎসর অতীত হইলে, ‘সীনয় পর্ব্বতের প্রান্তরে জ্বলন্ত একটি ঝোপের অগ্নি-শিখায় একজন দূত তাঁহাকে
৩১ দর্শন দিলেন’। এই দৃশ্য দেখিয়া মোশি বিস্মিত হইলেন; বিষয়টি নিরীক্ষণ করিবার জন্য তিনি নিকটে গেলে,
৩২ তাঁহার প্রতি প্রভুর এক বাণী ধ্বনিত হইল, ‘আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও

১৮ যাত্রা ১; ৯-১৪, ২২
২০ যাত্রা ২; ২ ইব্রী: ১১; ২৩
২১ যাত্রা ২, ৫, ১০
২৩ যাত্রা ২; ১১
২৪ যাত্রা ২, ১১,১২
২৬ যাত্রা ২, ১৩
২৭ যাত্রা ২, ১৪ লূক ১২, ১৪
২৯ যাত্রা ২; ১৫, ২২। ১৮; ৩, ৪
যাত্রা ৩; ২ দ্বিঃ বিঃ ৩৩; ১৬
৩২ যাত্রা ৩; ৬

* পাঠান্তর, স্মরণ করিতেন না

যাকোবের ঈশ্বর'। তাহাতে মোশি ভয়ে কম্পমান হইয়া
৩৩ নিরীক্ষণ করিতে সাহস করিলেন না। 'তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, তোমার পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ যে
৩৪ স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভুমি। মিসরে স্থিত আমার প্রজাদের দুরবস্থা আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাদের আর্ত্তনাদ আমি শুনিয়াছি, আর তাহাদের উদ্ধার করিতে নামিয়া আসিয়াছি; এখন এস, আমি তোমাকে মিসরে প্রেরণ করি'।

৩৫ 'তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তা পদে কে নিযুক্ত করিয়াছে?' এই কথা বলিয়া যে মোশিকে তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, তাঁহাকেই ঈশ্বর স্বর্গদূতের হস্তদ্বারা অধ্যক্ষ ও মুক্তিদাতা করিয়া প্রেরণ করিলেন; সেই দূত ঝোপের মধ্য
৩৬ হইতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। 'তিনি মিসরে', লোহিত সমুদ্রে 'ও প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নানা অলৌকিক ক্রিয়া ও লক্ষণ' প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বাহির করিয়া
৩৭ আনিলেন। ইনি সেই মোশি যিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বর যেমন আমাকে উত্থিত করিয়াছেন তেমনই তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতাদের মধ্য হইতে
৩৮ এক ভাববাদীকে উত্থিত করিবেন'। যে দূত সীনয় পর্ব্বতে তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন, সেই দূতের সহিত এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত যিনি প্রান্তরে মণ্ডলীতে ছিলেন এবং আমাদের দিবার জন্য জীবনময় বাণী গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি।

৩৯ কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে চাহিলেন না, বরং তাঁহাকে অপসারণ করিলেন এবং 'তাঁহাদের
৪০ মনকে মিসরের দিকে ফিরাইয়া তাঁহারা হারোণকে বলিলেন, আমাদের অগ্রে চলিবার জন্য আমাদের জন্য দেবতা নির্ম্মাণ কর, কারণ এই মোশি যিনি মিসর দেশ হইতে আমাদের বাহির করিয়া আনিলেন, তাঁহার কি হইয়াছে আমরা
৪১ জানি না'। আর তাহারা সেই সময় একটি 'গোবৎস নির্ম্মাণ করিল', এবং সেই মূর্ত্তির উদ্দেশে 'বলি উৎসর্গ করিল', ও
৪২ আপনাদের হস্ত-নির্ম্মিত বস্তু লইয়া আমোদিত হইল। কিন্তু ঈশ্বর বিমুখ হইয়া, 'আকাশের বাহিনী' পূজা করিবার জন্য তাহাদের সমর্পণ করিলেন, যেমন ভাববাদীগণের গ্রন্থে লেখা আছে—

'হে ইস্রায়েল-কুল, প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তোমরা কি আমার উদ্দেশে যজ্ঞের পশু ও বলি উৎসর্গ না করিয়া',

৩৩ যাত্রা ৩; ৫
৩৪ যাত্রা ২; ২৪। ৩; ৭, ১০
৩৫ যাত্রা ২; ১৪
৩৬ গণনা ১৪; ৩৩ যাত্রা ৭; ৩, ১০। ১৪; ২১
৩৭ প্রেঃ ৩, ২২ দ্বিঃ বিঃ ১৮, ১৫
৩৮ প্রেঃ ৭, ৫৩ যাত্রা ১৯; ৩ দ্বিঃ বিঃ ৯; ১০
৩৯ গণনা ১৪; ৩
৪০ যাত্রা ৩২; ১, ২৩
৪১ যাত্রা ৩২; ৪, ৬
৪২ যিরঃ ৭; ২২। ১৯; ১৩ আমোষ ৫, ২৫-২৭

৪৩ পূজা করিবার জন্য 'সেই যে মূর্ত্তিদ্বয় তোমরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, সেই মোলকের তাম্বু, ও রিফন* দেবতার তারা কি তোমরা তুলিয়া ধরিলে না ?' 'এইজন্য আমি বাবিলের অপব পার্শ্বে তোমাদের নির্ব্বাসিত করিব'।

৪৪ তিনি যেমন আদেশ দিয়াছিলেন সেই অনুযায়ী সাক্ষ্যের তাঁবু প্রান্তরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে ছিল। 'তিনি মোশিকে বলিয়াছিলেন, তুমি যেরূপ আদর্শ দেখিলে, সেই ৪৫ অনুসারে উহা নির্ম্মাণ কর'। আবার যিহোশূয়ের সময় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উহা লাভ কবিয়া, ঈশ্বর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সম্মুখ হইতে যাহাদের বিতাড়িত কবিলেন সেই বিজাতিদের দেশ অধিকার করিবার সময় সেই তাঁবু ৪৬ আনিলেন, এবং দায়ূদের সময় পর্য্যন্ত তাহা রহিল। এই দায়ূদ ঈশ্বরের অনুগ্রহ-ভাজন হইলেন এবং 'যাকোবের ঈশ্বরের জন্য এক আবাস প্রস্তুত করিবার' অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ; ৪৭ কিন্তু শলোমন 'তাঁহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন'। ৪৮ তথাপি পবাৎপর হস্ত-নির্ম্মিত কোন গৃহে বাস কবেন না ; যেমন ভাববাদী বলেন—

৪৯ 'স্বর্গ আমার সিংহাসন, পৃথিবী আমার পাদপীঠ ;
প্রভু বলেন, তোমরা আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ কবিবে ?
অথবা আমার বিশ্রামের স্থান কোথায় ?
৫০ আমারই হস্ত কি এই সমস্ত নির্ম্মাণ করে নাই ?'

৫১ 'শক্তগ্রীব এবং অন্তঃকরণ ও কর্ণে পরিচ্ছেদন-বিহীন† লোকেরা' তোমরা সর্ব্বদা 'পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ করিয়া থাক'; তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন, তোমরাও তেমন। ৫২ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাববাদীদের মধ্যে কাহাকে না নির্য্যাতন করিয়াছে ? যাঁহারা সেই ধার্ম্মিকের আগমনের কথা পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও তাহারা হত্যা করিয়াছে এবং তোমরাই এক্ষণে সেই ধার্ম্মিকের সমর্পণকারী ৫৩ ও হত্যাকারী হইয়া উঠিয়াছ ; দূতগণেব নির্দ্দেশানুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা লাভ করিয়াও তোমরা তাহা পালন কর নাই।

৫৪ এই কথা শুনিয়া তাহারা মর্ম্মাহত হইল ও স্তিফানের ৫৫ বিরুদ্ধে ক্রোধে দন্তঘর্ষণ করিল। কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া স্বর্গেব দিকে একদৃষ্টে চাহিলেন এবং ঈশ্বরের মহিমা ও ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান যীশুকে দেখিতে ৫৬ পাইলেন, তিনি বলিলেন, দেখ, আমি দেখিতে পাইতেছি,

৪৪ যাত্রা ২৫, ৯০
৪৫ দ্বিঃ বিঃ ৩২, ৪৯ যিহোঃ ৩, ১৪। ১৮ ১
৪৬ ২ শমূঃ ৭ ; ২ গীত ১৩২, ৫
৪৭ ১ রাঃ ৬, ১
৪৮-৫০ ১ রাঃ ৮, ২৭ যিশাঃ ৬৬, ১, ২
৫১ যাত্রা ৩২ ; ৯ লেবীঃ ২৬, ৪১ গণনা ২৭, ১৪ যিরঃ ৬, ১০। ৯ ; ২৬ যিশাঃ ৬৩ ; ১০
৫২ প্রেঃ ৩ ; ১৪। ২২ ; ১৪ ২ বংশাঃ ৩৬ ; ১৬ মথি ২৩ ; ৩১
৫৩ যাত্রা ২০ ; ১-২৬ গাঃ ৩ ; ১৯ প্রেঃ ৭ ; ৩৮ ইব্রীঃ ২ ; ২
৫৪ প্রেঃ ৫ ; ৩৩
৫৫ লূক ২২ ; ৬৯

* পাঠান্তর, রম্ফা
† অর্থাৎ, বিধর্ম্মীদের ন্যায় অপবিত্র

স্বর্গ উন্মুক্ত এবং ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে মনুষ্য-পুত্র দণ্ডায়-
৫৭ মান। তাহাতে তাহারা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,
আপন আপন কর্ণ রুদ্ধ করিল, এবং একযোগে দৌড়িয়া
৫৮ গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আর তাঁহাকে নগর হইতে
বাহির করিয়া তাহারা পাথর মারিতে লাগিল; এবং সাক্ষীরা
আপন আপন বস্ত্র খুলিয়া শৌল নামক এক যুবকের পায়ের
৫৯ কাছে রাখিল। তাহারা স্তিফানকে পাথর মারিতেছে, এমন সময়
তিনি প্রভুকে ডাকিয়া বলিলেন, প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে
৬০ গ্রহণ কর। পরে তিনি নতজানু হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,
প্রভু, তাহাদের এই পাপ ধরিও না। এই বলিয়া তিনি
প্রাণত্যাগ করিলেন।

৫৮ প্রেঃ ২২; ২০
৫৯ গীত ৩১; ৫
লূক ২৩; ৪৬
৬০ লূক ২৩; ৩৪

বিশ্বাসীরা নির্য্যাতিত ও বিক্ষিপ্ত

৮ শৌল তাঁহার হত্যার অনুমোদন করিতেছিলেন।
সেই সময় যিরূশালেম-মণ্ডলীর উপর কঠোর নির্য্যাতন
আরম্ভ হইল, তাহাতে প্রেরিতেরা ব্যতীত অন্য সকলে
যিহূদিয়া ও শমরিয়ার অঞ্চল সমূহে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।
২ কয়েকজন ভক্তিমান লোক স্তিফানের দেহ সমাধিস্থ করিলেন
৩ ও তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শৌল
মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করিতে লাগিলেন, ঘরে ঘরে প্রবেশ
করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের টানিয়া লইয়া গিয়া কারাগারে
সমর্পণ করিলেন।

১ প্রেঃ ৭; ৫৮।
২২, ২০। ১১;
১৯
৩ প্রেঃ ৯; ১।
২২; ৪

শমরিয়ায় ফিলিপের প্রচার-কার্য্য

৪ যাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা চারিদিকে
৫ ভ্রমণ করিয়া সুসমাচারের বাণী প্রচার করিল। আর ফিলিপ
শমরিয়া নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে
৬ লাগিলেন। আর ফিলিপের কথা শুনিয়া এবং তাঁহার
প্রদর্শিত লক্ষণ দেখিয়া লোকেরা একচিত্তে তাঁহার বাক্যে
৭ মনোনিবেশ করিল। কারণ অশুচি-আত্মাবিষ্ট বহুলোক হইতে
সেই সমস্ত আত্মা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া দূর হইয়া গেল,
৮ এবং অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খঞ্জ সুস্থ হইল; তাহাতে সেই
নগরে বড়ই আনন্দ হইল।

৫ প্রেঃ ৬; ৫
৭ মার্ক ১৬; ১৭
৮ প্রেঃ ৮, ৩৯

যাদুকর শিমোন

৯ কিন্তু শিমোন নামে একজন ছিল, সে পূর্ব্ব হইতে সেই
নগরে যাদুক্রিয়া প্রদর্শন করিত এবং শমরীয় জাতিকে মুগ্ধ
১০ করিয়া আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া প্রচার করিত; তাহার

কথায় ক্ষুদ্র ও মহান সকলে মনোনিবেশ করিত ও বলিত, ঈশ্বরের যে শক্তি মহতী নামে আখ্যাত ইনিই সেই শক্তি।
১১ অনেক দিন হইতে সে আপন যাদুক্রিয়া দ্বারা তাহাদের মুগ্ধ করিয়া আসিতেছিল বলিয়া তাহারা তাহার কথায় মনো-
১২ নিবেশ করিত। কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্যের ও যীশু খ্রীষ্টের নামের সুসমাচার প্রচার করিলে, লোকে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরাও বাপ্তিস্ম
১৩ গ্রহণ করিল। শিমোন নিজেও বিশ্বাস করিল এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়া ফিলিপের সঙ্গে থাকিল; আর নানা লক্ষণ ও পরাক্রমের মহৎ কার্য্য সাধিত হইতেছে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল।

১২ মথি ২৮, ১৯
প্রেঃ ২, ৩।
২৮: ৩১

শমরিয়ায় পবিত্র আত্মার অবতরণ

১৪ যে প্রেরিতেরা যিরূশালেমে ছিলেন তাঁহারা যখন শুনিতে পাইলেন যে শমরীয় লোকেরা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা পিতর ও যোহনকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন;
১৫ তাঁহারা আসিয়া তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিলেন, যেন
১৬ তাহারা পবিত্র আত্মাকে পায়। কারণ তখনও পবিত্র আত্মা তাহাদের কাহারও উপরে অবতরণ করেন নাই; তাহারা
১৭ কেবল প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তখন তাঁহারা তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলেন, আর তাহারা পবিত্র আত্মাকে পাইল।

১৪ প্রেঃ ৮।
৮,

১৭ ১ তীমঃ
প্রেঃ ৯,
১৯, ৬
ইব্রী° ৬;

১৮ প্রেরিতেরা হস্তার্পণ করিলে সেই আত্মা দেওয়া হইতেছে দেখিয়া শিমোন তাঁহাদের নিকটে অর্থ আনিয়া বলিল,
১৯ আমাকেও এই ক্ষমতা দিন, যেন আমি যাহারই উপরে
২০ হস্তার্পণ করি, সে পবিত্র আত্মাকে পায়। কিন্তু পিতর তাহাকে বলিলেন, তোমার রৌপ্য তোমার সঙ্গে বিনষ্ট হউক, কারণ ঈশ্বরের দান তুমি অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে মনস্থ
২১ করিয়াছ। ইহাতে তোমার অংশ বা স্বত্ব কিছুই নাই;
২২ কারণ তোমার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সরল নয়। তোমার এই দুষ্টতা ত্যাগ করিয়া মনপরিবর্ত্তন কর, এবং প্রভুর কাছে মিনতি কর, যাহাতে, সম্ভব হইলে, তোমার অন্তঃ-
২৩ করণের এই কল্পনার জন্য তোমাকে ক্ষমা করা হয়। কারণ আমি দেখিতেছি, তোমার মন অতিশয় তিক্ত হইয়াছে ও
২৪ তুমি অধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছ। শিমোন উত্তরে বলিল, আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে মিনতি করুন, যেন আপনারা যাহা বলিলেন তাহার কিছুই আমার প্রতি না ঘটে।

গীত ৭৮;
ইফিঃ ৫;

২৩ দ্বিঃ বিঃ ২৯; ১৮
যিশাঃ ৫৮; ৬

২৫ পরে তাঁহারা সাক্ষ্য দিয়া প্রভুর বাক্য প্রচার করিয়া শমরীয়দের অনেক গ্রামে সুসমাচার প্রচাব করিতে করিতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন।

ফিলিপ ও ইথিয়পীয় নপুংসক

২৬ প্রভুর এক দূত ফিলিপকে এই কথা বলিলেন, উঠ, দক্ষিণ দিকে, যে পথ যিরূশালেম হইতে ঘসার দিকে গিয়াছে, ২৭ সেই পথে যাও; পথটি নির্জ্জন। তাহাতে তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন; ইথিয়পিয়া দেশের এক লোক, ইথিয়পীয়দের কান্দাকি রাণীর উচ্চপদস্থ একজন নপুংসক, যিনি রাণীর সমস্ত ধন-সম্পত্তির অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি উপাসনা করিবার ২৮ জন্য যিরূশালেমে গিয়াছিলেন; দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় নিজের রথে বসিয়া তিনি যিশাইয় ভাববাদীর গ্রন্থ ২৯ পাঠ করিতেছিলেন। আত্মা ফিলিপকে বলিলেন, নিকটে ৩০ যাও, ঐ রথের সঙ্গ ধর। তাহাতে ফিলিপ দৌড়িয়া নিকটে গিয়া তাঁহাকে যিশাইয় ভাববাদীর গ্রন্থ পাঠ করিতে শুনিলেন; ফিলিপ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যাহা পাঠ করিতেছেন, তাহা ৩১ কি বুঝিতে পারিতেছেন? তিনি বলিলেন, কেহ আমার নিকট ব্যাখ্যা না করিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব? পরে তিনি ফিলিপকে উঠিয়া তাঁহার কাছে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

২৭ যিশাঃ ৫৬, ৩-৭
২৯ প্রেঃ ১০; ১৯
৩১ যোঃ ১৬, ১৩

৩২ শাস্ত্রেব যে অংশ তিনি পাঠ করিতেছিলেন, তাহা এই—
‘তিনি হত হইবার জন্য মেষের ন্যায় নীত হইলেন,
এবং লোমচ্ছেদকের সম্মুখে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে,
তেমনই তিনি মুখ খুলেন না।
৩৩ অবনত অবস্থায় তিনি ন্যায়বিচারে বঞ্চিত হইলেন,
তাঁহার বংশের কথা কে বর্ণনা করিবে?
কারণ তাঁহার জীবন পৃথিবী হইতে ছিন্ন হইয়াছে।’

৩২ যিশাঃ ৫৩; ৭, ৮

৩৪ নপুংসক এই প্রসঙ্গে ফিলিপকে বলিলেন, মিনতি করি বলুন, ভাববাদী কাহার সম্বন্ধে এই কথা বলেন? নিজের ৩৫ সম্বন্ধে, না অন্য কাহারও সম্বন্ধে? তখন ফিলিপ সেই শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার নিকট যীশুর সুসমাচার ৩৬ প্রচার করিতে লাগিলেন। পরে পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা এক জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন; নপুংসক বলিলেন, এই দেখুন, জল আছে; আমার বাপ্তিস্ম গ্রহণ

৩৬ প্রেঃ ১০; ৪৭

৩৮ করিবার বাধা কি?* তাহাতে তিনি রথ থামাইতে বলিলেন, আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলে নামিলেন এবং ৩৯ ফিলিপ তাঁহাকে বাপ্তিস্ম দিলেন। তাঁহারা জলের মধ্য হইতে উঠিলে প্রভুর আত্মা ফিলিপকে অপসারিত করিলেন, এবং নপুংসক তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না, তিনি ৪০ প্রফুল্ল-চিত্তে আপন পথে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ফিলিপকে অস্‌দোদে দেখিতে পাওয়া গেল, পরে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া তিনি সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে শেষে কৈসরিয়াতে উপস্থিত হইলেন।

৩৯ ১ রা ১৮, ১২
২রা ২, ১১, ১৬
৪০ প্রে ২১ ৮

শৌলের মনপরিবর্ত্তন

৯ শৌল তখনও পর্য্যন্ত প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে ভীতি-প্রদর্শন ও তাঁহাদের হত্যা সাধনে অব্যাহতভাবে নিবিষ্ট ২ ছিলেন; তিনি মহা-পুরোহিতের নিকটে গিয়া দম্মেশকের বিভিন্ন সমাজ-গৃহের জন্য পত্র চাহিলেন যেন সেই পথাবলম্বী পুরুষ ও স্ত্রী যত লোককে পান তাঁহাদের বাঁধিয়া যিরূশালেমে ৩ আনিতে পারেন। পরে তিনি যাইতে যাইতে দম্মেশকের নিকটবর্ত্তী হইলে, হঠাৎ আকাশ হইতে আলোক তাঁহার ৪ চারিদিকে চমকিয়া উঠিল। তাহাতে তিনি ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং শুনিতে পাইলেন, তাঁহার প্রতি এই বাণী ধ্বনিত হইতেছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্য্যাতন ৫ করিতেছ? তিনি বলিলেন, প্রভু, আপনি কে? প্রভু বলিলেন, যাঁহাকে তুমি নির্য্যাতন করিতেছ, আমি সেই ৬ নাসরতীয় যীশু; কিন্তু তুমি উঠিয়া নগরে প্রবেশ কর, আর তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বলিয়া দেওয়া ৭ হইবে। তাঁহার সহযাত্রীরা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহারা সেই বাণী শুনিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল ৮ না। শৌল ভূমি হইতে উঠিলেন, কিন্তু চক্ষু খুলিলে তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, আর তাহারা তাঁহার হাত ৯ ধরিয়া তাঁহাকে দম্মেশকে আনিল। তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত চোখে দেখিতে পাইলেন না, এবং পানাহার করিলেন না।

[১-২৯ প্রে ২২, ৩-২১। ২৬, ৯-২০]
১ প্রে ৮, ৩
২ প্রে ১৯, ৯। ২২, ৪। ২৪, ১৪
৩ ১ করি ১৫, ৮

১০ দম্মেশকে অননিয় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দর্শন যোগে বলিলেন, অননিয়। তিনি বলিলেন,

১০ প্রে ১০, ৯-১৭। ১১, ৫। ১৬, ৯। ১৮, ৯

* এই স্থানে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ৩৭ পদরূপে এই কথা পাওয়া যায়—'ফিলিপ বলিলেন, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস করেন, তবে করিতে পারেন। তাহাতে তিনি উত্তরে বলিলেন, যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা আমি বিশ্বাস করি।'

১১ প্রভু, এই যে আমি। তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি উঠ, সরল নামক রাস্তায় যাও এবং যিহূদার বাড়ীতে তার্ষ
১২ নগরের শৌল নামে লোকটির অন্বেষণ কর; কারণ, সে প্রার্থনা করিতেছে; আর সে দর্শনযোগে দেখিতে পাইয়াছে, যেন সে আবার দেখিতে পায় এইজন্য অননিয় নামে একজন
১৩ আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করিতেছে। অননিয় উত্তর দিলেন, প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই লোকের বিষয় শুনিয়াছি যে, সে যিরূশালেমে আপনার পবিত্র লোকদের
১৪ প্রতি কতপ্রকার অন্যায় করিয়াছে; এই স্থানেও, যত লোক আপনার নামে ডাকে, সকলকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা সে
১৫ প্রধান পুরোহিতদের নিকট হইতে পাইয়াছে। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যাও, কারণ জাতিদের ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকট আমার নাম বহন করিবার
১৬ জন্য সে আমার মনোনীত পাত্র; কারণ আমি তাহার নিকট প্রকাশ করিব, আমার নামের জন্য তাহাকে কত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

১৭ তখন অননিয় চলিয়া গেলেন ও সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতা শৌল, তুমি যেন আবার দেখিতে পাও এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও সেইজন্য যিনি তোমার আসিবার পথে তোমাকে দর্শন দিলেন, সেই প্রভু, যীশু, আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
১৮ তৎক্ষণাৎ তাঁহার চক্ষু হইতে আঁশের মত কিছু পড়িয়া গেল, ও তিনি আবার চোখে দেখিতে পাইলেন এবং তখনই বাপ্তিস্ম
১৯ গ্রহণ করিলেন; পরে আহার করিয়া সবল হইলেন।

১১ প্রেঃ ১১; ২৫। ২১; ৩৯। ২২; ৩
১৪ ১ করিঃ ১; ২ প্রেঃ ২২; ১৬ ২ তীমঃ ২, ২২ রোঃ ১০; ১২, ১৩
১৫ রোঃ ১, ৫ প্রেঃ ১৮; ৯। ২২; ২১। ২৩; ১১। ২৫; ২৩। ২৭; ২৪। ২৮; ২৩ গাঃ ২; ৭ ২ করিঃ ৪, ৭
১৬ প্রেঃ ৯; ২৩। ১৩, ৫০। ১৪; ৫, ১৯। ১৬; ২২, ২৩। ২০; ২৩। ২১, ১১। ২৩, ১২-৩০ ২ করিঃ ১১; ২৩-২৮
১৭ প্রেঃ ৮; ১৭। ১৯; ৬

দম্মেশক ও যিরূশালেমে শৌলের প্রচার

তিনি কয়েক দিন শিষ্যদের সহিত দম্মেশকেই থাকিলেন;
২০ এবং বিলম্ব না করিয়া বিভিন্ন সমাজ-গৃহে যীশুর বিষয়
২১ ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। যাহারা তাঁহার কথা শুনিল, সকলে মুগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, এ কি সেই লোক নয় যে যিরূশালেমে যাহারা এই নামে ডাকে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিত, এবং তাহাদের বাঁধিয়া প্রধান পুরোহিতদের কাছে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই এখানে
২২ আসিয়াছিল? কিন্তু শৌল উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইলেন, এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট তাহা প্রমাণিত করিয়া দম্মেশক-নিবাসী যিহূদীদের নিরুত্তর করিলেন।

২১ প্রেঃ ৯; ১, ১৪। ২৬; ১০
২২ প্রেঃ ১৭; ৩। ১৮; ২৮

২৩ অনেক দিন গত হইলে যিহূদীরা তাঁহাকে হত্যা করিবার
২৪ মন্ত্রণা করিল; কিন্তু তাহাদের চক্রান্তেব বিষয় শৌলকে
জানান হইল। তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবাব উদ্দেশ্যে
২৫ নগর-দ্বার সমূহ দিবারাত্র পাহারা দিতেছিল। কিন্তু তাঁহার
শিষ্যগণ রাত্রিতে তাঁহাকে লইয়া গিযা একটি ঝুড়িতে কবিয়া
প্রাচীর দিয়া নামাইয়া দিল।

২৩-২৫ ২ করি: ১১, ৩৩
প্রে: ২৩, ১২-৩০

২৬ যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া তিনি শিষ্যদের সহযোগী
হইতে চেষ্টা করিলেন; সকলে তাঁহাকে ভয় করিল, কারণ
২৭ তিনি যে শিষ্য, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিল না। কিন্তু
বার্ণবা তাঁহার হাত ধরিয়া প্রেরিতদের নিকটে লইয়া গেলেন,
এবং পথের মধ্যে তিনি কিরূপে প্রভুকে দেখিতে পাইয়াছেন,
ও প্রভু যে তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন, এবং কিভাবে
তিনি দম্মেশকে যীশুর নামে সাহসের সহিত প্রচার কবিয়াছেন,
২৮ এসমস্ত তাঁহাদের কাছে বলিলেন। তিনি যিরূশালেমে
তাঁহাদের সঙ্গে গমনাগমন করিতেন ও প্রভুর নামে সাহসের
২৯ সহিত প্রচার করিতেন, আর গ্রীক ভাষাবাদী যিহূদীদের*
সহিত কথোপকথন ও বাদানুবাদ করিতেন; কিন্তু তাহারা
৩০ তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। ভ্রাতৃবৃন্দ ইহা জানিতে
পারিয়া তাঁহাকে কৈসরিয়াতে লইয়া গিয়া, পরে তার্ষ নগবে
পাঠাইয়া দিলেন।

২৬ গা: ১, ১৮
প্রে: ২২, ১৭
২৭ প্রে: ৪
প্রে: ১১, ২৫
গা: ১, ২১

৩১ তখন যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্ব্বত্র মণ্ডলী
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ও প্রভুর ভযে অগ্রসর হইয়া শান্তি পাইল এবং
পবিত্র আত্মার আশ্বাস লাভ কবিযা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইল।

লুদ্দা ও যাফোতে পিতরের আশ্চর্য্য কার্য্য

৩২ পিতর সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করিতে কবিতে এক সময় লুদ্দা-
৩৩ নিবাসী পবিত্র লোকদের নিকট গেলেন। সেই স্থানে
তিনি ঐনিয় নামে একজনের দেখা পাইলেন, সে পক্ষাঘাত-
৩৪ গ্রস্ত হইয়া আট বৎসর শয্যাশায়ী ছিল। পিতর তাহাকে
বলিলেন, ঐনিয়, যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করিতেছেন;
উঠ, তোমার বিছানা নিজে পাতিযা লও। সে তখনই
৩৫ উঠিয়া দাঁড়াইল। আর লুদ্দা ও শারোণ-নিবাসী সকলে
তাহাকে দেখিতে পাইল এবং তাহারা প্রভুর অনুগত হইল।
৩৬ যাফোতে টাবিথা নামে এক ভক্ত শিষ্যা ছিলেন; এই
নাম গ্রীক ভাষায় দর্কা, অর্থাৎ হরিণী; তিনি সৎকার্য্য ও

* (মূল) হেলেনিষ্ট্ দলের। প্রে: ৭; ১ দ্রঃ

৩৭ ভিক্ষাদানে সতত ব্যাপৃত ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় তিনি পীড়িত হইয়া মরিলেন; তখন লোকে তাঁহার দেহ
৩৮ ধৌত করিয়া উপরের এক কুঠরীতে রাখিয়া দিল। লুদ্দা যাফোর নিকটবর্ত্তী এবং শিষ্যেরা পিতর লুদ্দায় আছেন শুনিয়া তাঁহার কাছে দুইজন লোক পাঠাইয়া অনুরোধ করিল, আপনি দেরী না করিয়া আমাদের এই স্থানে আসুন।
৩৯ পিতর তখনই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন; তিনি উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে সেই উপরের কুঠরীতে লইয়া গেল, এবং বিধবা সকলে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া দর্কা তাহাদের সঙ্গে থাকিতে যে পোষাক-পরিচ্ছদ
৪০ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত তাঁহাকে দেখাইল। কিন্তু পিতর সকলকে বাহির করিয়া দিয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি মৃতদেহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, টাবিথা, উঠ। তাহাতে চক্ষু খুলিয়া তিনি পিতরকে দেখিয়া
৪১ উঠিয়া বসিলেন। তখন পিতর তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে উঠাইলেন এবং পবিত্র লোক ও বিধবাদের ডাকিয়া
৪২ তাঁহাকে জীবিত দেখাইলেন। এই কথা যাফোর সর্ব্বত্র
৪৩ প্রকাশ পাইল এবং অনেকে প্রভুতে বিশ্বাস করিল। পরে পিতর যাফোতে শিমোন নামে এক চর্ম্মকারের বাড়ীতে অনেক দিন থাকিলেন।

৪০ মাক ৫, ৪০, ৪১

৪৩ প্রেঃ ১০; ৬

কৈসরিয়ায় কর্ণীলিয়ের বাড়ীতে পিতরের প্রচার ও খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে পরজাতীয়দের প্রবেশ

১০ কৈসরিয়াতে কর্ণীলিয় নামে একজন ছিলেন, তিনি ইটালীয় নামে আখ্যাত এক সৈন্যদলের সেনাপতি।
২ তিনি ঈশ্বর-ভক্ত লোক ছিলেন, আর তিনি ও তাঁহার গৃহের সকলে ঈশ্বরকে ভয় করিতেন; তিনি জনসাধারণকে মুক্ত-হস্তে দান করিতেন এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা
৩ করিতেন। একদিন, অনুমান নবম ঘটিকায় * তিনি দর্শন-যোগে স্পষ্ট দেখিলেন, ঈশ্বরের এক দূত ভিতরে তাঁহার
৪ নিকটে আসিয়া বলিতেছেন, কর্ণীলিয়। তখন তিনি দূতের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ভীত হইয়া বলিলেন, বলুন, প্রভু। দূত তাঁহাকে বলিলেন, তোমার সমস্ত প্রার্থনা ও দানের কার্য্য ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের সম্মুখে স্মরণীয় উপহাররূপে উপস্থিত
৫ হইয়াছে। এখন তুমি যাফোতে লোক পাঠাইয়া পিতর
৬ নামে আখ্যাত শিমোনকে ডাকাইয়া আন; সে শিমোন নামে

৩ প্রেঃ ৯, ১০

৬ প্রেঃ ৯; ৪৩

* মথি ২০; ৩ দ্রঃ

এক চর্ম্মকারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, যাহার বাড়ী
৭ সমুদ্রের তীরে। তাঁহার সহিত যে দূত কথা বলিলেন,
তিনি চলিয়া গেলে, কর্ণীলিয় বাড়ীর চাকরদের দুইজনকে
ও যাহারা সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিত তাহাদের মধ্যে ঈশ্বর-
৮ ভক্ত একজন সেনাকে ডাকিলেন, আর তাহাদের নিকট
সমস্তই ব্যক্ত করিয়া তাহাদের যাফোতে পাঠাইয়া দিলেন।

৯ পরদিন তাহারা পথে যাইতে যাইতে যখন নগরের নিকট
উপস্থিত হইতেছিল, তখন পিতর অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকার সময়
১০ প্রার্থনা করিবার জন্য ছাদে উঠিলেন। তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া
আহার করিতে চাহিলেন; কিন্তু লোকেরা যখন খাদ্য প্রস্তুত
করিতেছিল, সেই সময় তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন,
১১ এবং দেখিতে পাইলেন, আকাশ উন্মুক্ত, আর একখানা বড়
পালের * মত কোন বস্তু তাঁহার নিকটে নামিয়া আসিতেছে,
তাহা চারি কোণে বাঁধিয়া পৃথিবীতে নামাইয়া দেওয়া
১২ হইতেছে, আর তাহার মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার চতুষ্পদ
জীব, বন্যপশু ও সরীসৃপ এবং আকাশের পক্ষী আছে।
১৩ পরে তাঁহার প্রতি এই বাণী ধ্বনিত হইল, উঠ, পিতর,
১৪ ইহাদের মারিয়া খাও। কিন্তু পিতর বলিলেন, না প্রভু,
তাহা হইবে না; আমি কখনও কোন অপবিত্র ও অশুচি
১৫ দ্রব্য আহার করি নাই। তখন দ্বিতীয়বার তাঁহার প্রতি
বাণী ধ্বনিত হইল, ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়াছেন, তুমি
১৬ তাহা অপবিত্র বলিও না। এইরূপ তিনবার হইল, পরে
ঐ বস্তু আবার আকাশে তুলিয়া লওয়া হইল।

১৭ পিতর যে দর্শন পাইয়াছিলেন তাহার অর্থ কি হইতে
পারে এই বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইলেন, ইতিমধ্যে
কর্ণীলিয়ের নিকট হইতে প্রেরিত † লোকেরা শিমোনের বাড়ীর
১৮ অনুসন্ধান করিয়া ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, পিতর নামে আখ্যাত শিমোন
১৯ সেখানে অতিথি হইয়া আছেন কি না। পিতর এই দর্শনের
বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় আত্মা
তাঁহাকে বলিলেন, দেখ, তিনজন লোক তোমার অন্বেষণ
২০ করিতেছে; কিন্তু তুমি উঠিয়া নীচে যাও, কিছুমাত্র দ্বিধা
না করিয়া তাহাদের সঙ্গে যাও, কারণ আমিই তাহাদের
২১ প্রেরণ করিয়াছি। তখন পিতর নামিয়া সেই লোকদের
নিকটে গিয়া বলিলেন, দেখ, তোমরা যাহার অন্বেষণ

৯-৩২ প্রে. ১১, ৫-১৮
১৪ যিহি ৪, ১৪ লেবী ১১, ১-৪৭
১৫ মথি ১৫, ১১ মার্ক ৭, ১৫ রোম ১৪, ১৪
১৭ প্রে ৯, ১০
১৯ প্রে ১১; ১২। ১৩; ২। ১৫, ২৮। ১৬, ৬, ৭। ২০, ২৩। ২১, ৪.

* অথবা, চাদরের

† পাঠান্তর, কর্ণীলিয়ের প্রেরিত

করিতেছ, আমিই সে; তোমাদের এখানে আসিবার কারণ
২২ কি? তাহারা বলিল, সেনাপতি কর্ণীলিয়, একজন ধার্ম্মিক
লোক, যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন ও সমগ্র যিহূদী-জাতির
মধ্যে সুখ্যাতিপন্ন, তাঁহার নিজের বাড়ীতে আহ্বান করিয়া
আপনার বক্তব্য শুনিবার জন্য পবিত্র দূতের দ্বারা তিনি
২৩ প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন। তখন তাহাদের ভিতরে ডাকিয়া
লইয়া পিতর তাহাদের আতিথ্য করিলেন।

পরদিন তিনি উঠিয়া তাহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন,
আর যাফো-নিবাসী ভ্রাতাদের কয়েকজনও তাঁহার সঙ্গে গেলেন।
২৪ পরবর্ত্তী দিনে তাঁহারা কৈসরিয়াতে প্রবেশ করিলেন;
তখন কর্ণীলিয় আপনার আত্মীয়-স্বজন ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের
একত্র করিয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।
২৫ পিতর যখন তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, কর্ণীলিয় তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিলেন।
২৬ কিন্তু, উঠিয়া দাঁড়ান, আমিও ত মানুষ, এই বলিয়া পিতর
২৭ তাঁহাকে উঠাইলেন; পরে তিনি তাঁহার সহিত আলাপ
করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অনেক
২৮ লোক সমবেত হইয়াছে। তখন তিনি তাহাদের বলিলেন,
আপনারা জানেন যে অন্য জাতীয় কোন লোকের সংসর্গে
থাকা বা তাহাদের কাছে আসা যিহূদী লোকের পক্ষে অবৈধ;
কিন্তু ঈশ্বর আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যেন আমি কোন
২৯ মনুষ্যকে অপবিত্র বা অশুচি না বলি। এইজন্য আমাকে
ডাকিবামাত্র কোন প্রতিবাদ না করিয়া আমি আসিয়াছি; এখন
জিজ্ঞাসা করি, আমাকে আপনাদের ডাকিয়া আনিবার কারণ কি?
৩০ কর্ণীলিয় বলিলেন, আজ চারি দিন হইল এত বেলা
পর্য্যন্ত আমার গৃহে বিকালের * প্রার্থনা করিতেছিলাম, তখন
হঠাৎ উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিয়া
৩১ দাঁড়াইলেন; তিনি বলিলেন, কর্ণীলিয়, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য
হইয়াছে আর তোমার ভিক্ষাদান ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্মরণ
৩২ করা হইয়াছে; এইজন্য যাফোতে লোক পাঠাইয়া পিতর
৩৩ নামে আখ্যাত শিমোনকে ডাকাইয়া আন। সুতরাং আমি
তখনই আপনার কাছে লোক পাঠাইলাম; আর আপনি
দয়া করিয়া আসিয়াছেন। প্রভু আপনাকে যে যে আদেশ
দিয়াছেন তাহা শুনিবার জন্য আমরা সকলে এখন ঈশ্বরের
সাক্ষাতে উপস্থিত আছি।

২৬ প্রে: ১৪; ১৫
প্র: ১৯; ১০

* (মূল) নবম ঘটিকার; মথি ২০; ৩ দ্রঃ

৩৪ তখন পিতর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আমি সত্যই বুঝিতে পারিলাম, ঈশ্বর পক্ষপাত করেন না;
৩৫ কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে ভয় করে ও
৩৬ ধর্ম্মকার্য্য সাধন করে, সে তাঁহার নিকট গ্রাহ্য হয়। ঈশ্বর ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকট বাণী প্রেরণ করিলেন, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা যেন শান্তির সুসমাচার প্রচারিত হয়; তিনি
৩৭ সকলের প্রভু। যোহন-প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর যে বাণী গালীল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র যিহূদিয়ায় ঘোষণা করা
৩৮ হইল সেই বাণী তোমরা জান; কিভাবে ঈশ্বর সেই নাসরতীয় যীশুকে পবিত্র আত্মায় ও মহাশক্তিতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী থাকায় তিনিও কিভাবে মঙ্গল সাধন করিয়া ও দিয়াবলের* দ্বারা নিপীড়িত সমস্ত লোককে সুস্থ করিয়া বেড়াইতেন, সেই কথাও তোমরা
৩৯ জান। তিনি যিহূদীদের দেশ ও যিরূশালেমের মধ্যে যে সমস্ত কার্য্য করিলেন আমরাই তাহার সাক্ষী; কিন্তু লোকে
৪০ তাঁহাকে ক্রুশ-কাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া হত্যা করিল; তাঁহাকেই ঈশ্বর তৃতীয় দিনে উত্থাপিত করিয়া প্রত্যক্ষ হইতে দিলেন;
৪১ যিহূদী-জাতির সকলের নিকটে নয় কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত সাক্ষীদের নিকটে আমরা, যাহারা মৃতদের মধ্য হইতে তাঁহার পুনরুত্থানের পরে তাঁহার সঙ্গে ভোজন-পান
৪২ করিয়াছি, আমাদের নিকটে তিনি প্রত্যক্ষ হইলেন। তিনি আদেশ দিলেন যেন আমরা জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করি ও সাক্ষ্য দিই যে ঈশ্বর তাঁহাকেই জীবিতদের ও
৪৩ মৃতদের বিচারকর্ত্তা বলিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। ভাববাদীরা সকলে তাঁহার বিষয় এই সাক্ষ্য দেন যে, তাঁহাতে যে কেহ বিশ্বাস করে, তাঁহার নামের গুণে তাহার পাপের ক্ষমা হয়।
৪৪ পিতর যখন এই সমস্ত কথা বলিতেছেন, তখন যত লোক সেই বাণী শুনিতেছিল, তাহাদের উপর পবিত্র আত্মা
৪৫ অবতীর্ণ হইলেন। বিজাতীয়দের উপরেও পবিত্র আত্মারূপ দান বর্ষিত হইল বলিয়া পিতরের সহিত আগত পরিচ্ছেদন-
৪৬ প্রাপ্ত বিশ্বাসী লোকেরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হইলেন। কারণ তাঁহারা শুনিলেন, উহারা নানা ভাষায় কথা বলিতেছে ও
৪৭ ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। তখন পিতর বলিলেন, যাহারা আমাদেরই ন্যায় পবিত্র আত্মাকে পাইয়াছে কেহ কি ইহাদের বাপ্তিস্মের জন্য জল ব্যবহার করিতে বাধা

৩৪ দ্বিঃ বিঃ ১০; ১৭; ১ শমূঃ ১৬; ৭; রোঃ ২; ১১
৩৫ যোঃ ৯, ৩১
৩৬ গীত ১০৭, ২০। ১৪৭, ১৮; যিশাঃ ৫২, ৭; নহূম ১, ১৫; ইফি: ২, ১৭
৩৭ মথি ৮, ১২-১৭
৩৮ যিশাঃ ৬১, ১; মথি ৩; ১৬
৩৯ দ্বিঃ বিঃ ২১, ২২
৪০, ৪১ ১ করিঃ ১৫; ৪-৭; যোঃ ১৪ ১৯, ২২। ১৫; ২৭; প্রেঃ ১; ৮
৪২ প্রেঃ ১৭; ৩১; রোঃ ১৪; ৯, ১০; ১ পিঃ ৪; ৫; ২ তীমঃ ৪; ১
৪৩ যিশাঃ ৩৩; ২৪। ৫৩; ৫, ৬; যির: ৩১; ৩৪; দাঃ ৯; ২৪; প্রেঃ ১৩; ৩৮
৪৬ প্রেঃ ২; ৪। ১৯; ৬; মার্ক ১৬; ১৭
৪৭ প্রেঃ ৮; ৩৬

* মথি ৪; ১ দ্রঃ

৪৮ দিতে পারে? আর প্রভুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণের আদেশ তিনি দিলেন। পরে তাহারা কয়েক দিন থাকিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল।

৪৮ প্রেঃ ২; ৩৮। ৮; ১৬

পরজাতীয়দের বিষয়ে যিরূশালেম-মণ্ডলীতে সমালোচনা

১১ পরে যে প্রেরিতেরা ও ভ্রাতারা যিহূদিয়ায় ছিলেন, তাঁহারা শুনিতে পাইলেন যে, বিজাতীয়েরাও ঈশ্বরের ২ বাক্য গ্রহণ করিয়াছে। পিতর যিরূশালেমে আসিলে পরিচ্ছেদন প্রথাবলম্বী লোকেরা তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া ৩ বলিলেন, তুমি পরিচ্ছেদনবিহীন লোকদের গৃহে প্রবেশ ৪ করিয়াছ ও তাহাদের সহিত আহার করিয়াছ। কিন্তু পিতর সমস্তই তাঁহাদের নিকটে আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন,

২ প্রেঃ ১০, ৪৫
৩ গাঃ ২; ১২ ইফিঃ ২, ১১

৫ আমি যাফো নগরে প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময় ভাবাবিষ্ট হইয়া দর্শনে দেখিলাম, একখানা বড় পালের * মত কোন বস্তু নামিয়া আসিতেছে, তাহা চারি কোণে বাঁধিয়া পৃথিবীতে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং তাহা আমার ৬ নিকট পর্য্যন্ত আসিল। আমি মনোযোগ দিয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাহাতে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার চতুষ্পদ জীব, বন্য পশু ৭ ও সরীসৃপ এবং আকাশের পক্ষী দেখিতে পাইলাম। আর শুনিতে পাইলাম আমার প্রতি এই বাণী ধ্বনিত হইল, ৮ উঠ, পিতর, ইহাদের মারিয়া খাও। কিন্তু আমি বলিলাম, না প্রভু, তাহা হইবে না; কারণ অপবিত্র বা অশুচি কোন ৯ দ্রব্য কখনও আমার মুখে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু আকাশ হইতে বাণী দ্বিতীয়বার ধ্বনিত হইয়া আমাকে উত্তর দিল, ঈশ্বর ১০ যাহা শুচি করিয়াছেন, তুমি তাহা অপবিত্র বলিও না। এইরূপ তিনবার হইল; পরে সমস্তই আবার আকাশে তুলিয়া লওয়া ১১ হইল। তখনই যে বাড়ীতে আমি ছিলাম তিনজন লোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহারা কৈসরিয়া হইতে আমার নিকট ১২ প্রেরিত হইয়াছিল। আত্মা আমাকে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাহাদের সঙ্গে যাইতে বলিলেন; আর এই ছয়জন ভ্রাতাও আমার সঙ্গে গেলেন। পরে আমরা সেই ব্যক্তির ১৩ বাড়ীতে প্রবেশ করিলে, তিনি কিভাবে এক দূতের দর্শন পাইয়াছিলেন তাহা আমাদের জানাইলেন; সেই দূত তাঁহার

৫-১৪ প্রেঃ ১০; ৯-৩২

* অথবা, চাদরের

গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যাফোতে লোক
১৪ পাঠাইয়া পিতর আখ্যাত শিমোনকে ডাকাইয়া আন; সে
তোমাকে এমন কথা বলিবে যাহাতে তুমি ও তোমার সমস্ত
১৫ পরিজন পরিত্রাণ পাইবে। আমি কথা বলিতে আরম্ভ
করিলে, পবিত্র আত্মা যেভাবে প্রথমে আমাদের উপরে
অবতরণ করিলেন, তাহাদের উপরেও সেইভাবে অবতীর্ণ
১৬ হইলেন। তখন প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, যোহন জলের
বাপ্তিস্ম দিতেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পাইবে,
১৭ সেই কথা আমার স্মরণ হইল। সুতরাং প্রভু যীশু খ্রীষ্টে
বিশ্বাসী হইয়া আমরা যে বর পাইয়াছি ঈশ্বর যখন তাহাদেরও
সেই একই বর দান করিলেন, তখন আমি কে, যে ঈশ্বরকে
বাধা দিতে পারি?

১৬ প্রেঃ ১; ৫

১৮ এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন, এবং এই
বলিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, ঈশ্বর তবে
বিজাতীয়দেরও জীবনদায়ী মনপরিবর্ত্তন দান করিয়াছেন।

১৮ প্রেঃ ১৩; ৪৮।
১৪; ২৭

আন্তিয়খিয়ায় মণ্ডলী-স্থাপন

১৯ ইতিমধ্যে স্তিফানকে উপলক্ষ করিয়া যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে যাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা
ফৈনীকিয়া, কুপ্র ও আন্তিয়খিয়া পর্য্যন্ত চারিদিকে ভ্রমণ
করিয়া আর কাহারও নিকটে নয়, কিন্তু কেবল যিহূদীদেরই
২০ নিকটে বাক্য প্রচার করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়েকজন কুপ্রীয় ও কুরীণীয় লোক ছিল; ইহারা আন্তিয়খিয়াতে
আসিয়া গ্রীকদের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের নিকটও
২১ প্রভু যীশুর সুসমাচার প্রচার করিল। প্রভুর হস্ত তাহাদের
সহবর্ত্তী ছিল, এবং বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করিয়া প্রভুর
২২ অনুগত হইল। যিরূশালেমের মণ্ডলী তাহাদের বিষয় এই
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলে, তাঁহারা বার্ণবাকে আন্তিয়-
২৩ খিয়ায় প্রেরণ করিলেন। তিনি সেখানে আসিয়া ঈশ্বরের
অনুগ্রহ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং সকলকে আশ্বাস
দিলেন, যেন তাহারা অন্তরে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া প্রভুতে অবস্থান
২৪ করে; কারণ তিনি একজন সৎলোক ছিলেন এবং পবিত্র
আত্মায় ও বিশ্বাসে পূর্ণ ছিলেন। আর অনেক লোক প্রভুর
সহিত সংযুক্ত হইল।
২৫ পরে বার্ণবা শৌলের অন্বেষণ করিতে তার্ষ নগরে গেলেন
২৬ এবং তাঁহাকে পাইয়া আন্তিয়খিয়ায় আনিলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ

১৯ প্রেঃ ৮; ১, ৪
২১ প্রেঃ ২; ৪৭
প্রেঃ ৪, ৩৬
প্রেঃ ১৩,
২৪ প্রেঃ ৫; ১৪
২৫ প্রেঃ ৯; ৩০
২৬ প্রেঃ ২৬; ২৮
১ পিঃ ৪; ১৬

এক বৎসর মণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া অনেক লোককে শিক্ষা দিলেন ; আর আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যগণ প্রথম ' খ্রীষ্টিয়ান ' নামে অভিহিত হইল।

বার্ণবা ও শৌলের যিরূশালেম যাত্রা

২৭ সেই সময় কয়েকজন ভাববাদী যিরূশালেম হইতে আন্তিয়-২৮ খিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে আগাব নামে একব্যক্তি আত্মার প্রেরণায় প্রকাশ করিলেন যে সমগ্র পৃথিবীতে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইবে, ক্লৌদিয়ের রাজত্বকালে ইহা ২৯ ঘটিয়াছিল। তাহাতে শিষ্যেরা প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্য অনুসারে যিহূদিয়া-নিবাসী ভ্রাতৃগণের সেবার জন্য সাহায্য ৩০ পাঠাইতে স্থির করিলেন ; এবং বার্ণবা ও শৌলের হাতে প্রাচীনদের নিকটে তাহা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

২৮ প্রেঃ ২১ ; ১০
২৯, ৩০ গাঃ ২ ; ১০ প্রেঃ ১২ ; ২৫। ২৪, ১৭ রোঃ ১৫, ২৬

মণ্ডলীর বিরুদ্ধে রাজা হেরোদের আক্রমণ এবং পিতরের অলৌকিক কারামুক্তি

১২ প্রায় সেই সময় রাজা হেরোদ মণ্ডলীর কয়েকজনকে ২ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যোহনের ভ্রাতা ৩ যাকোবকে খড়্গ দ্বারা হত্যা করিলেন। ইহাতে যিহূদীরা সন্তুষ্ট হইল দেখিয়া তিনি আবার পিতরকেও ধরিতে গেলেন। ৪ তখন খামিরবিহীন রুটির পর্ব্বের সময়। তিনি তাঁহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে রাখিলেন এবং তাঁহাকে পাহারা দিবার জন্য চারিজনে দল এমন চারি দল সৈন্যের নিকট সমর্পণ করিলেন ; মনে করিলেন, নিস্তার-পর্ব্বের পরে তাঁহাকে ৫ লোকদের কাছে আনিয়া উপস্থিত করিবেন। এই দিকে পিতর যখন কারারুদ্ধ, সে সময় মণ্ডলী তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকট একাগ্রভাবে প্রার্থনা করিতেছিল।

১ প্রেঃ ৪, ৩

৬ যেদিন হেরোদ তাঁহাকে বিচারের জন্য উপস্থিত করিবেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে পিতর দুইজন সৈন্যের মধ্যস্থলে দুই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া নিদ্রিত ছিলেন এবং রক্ষকেরা দ্বারে দাঁড়াইয়া ৭ কারাগার পাহারা দিতেছিল। হঠাৎ প্রভুর এক দূত আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কারাকক্ষ আলোকে উদ্ভাসিত হইল। তিনি পিতরের পার্শ্বদেশে আঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন, শীঘ্র উঠ। তখন তাঁহার হস্ত হইতে শৃঙ্খল ৮ খুলিয়া পড়িয়া গেল। পরে সেই দূত তাঁহাকে বলিলেন, কোমর বাঁধ ও তোমার পাদুকা পর। তিনি তাহা করিলেন।

৬ প্রেঃ ৫, ২২, ২৩
৭ প্রেঃ ৫, ১৯

দূত তাঁহাকে বলিলেন, চাদর গায়ে জড়াইয়া আমার অনুসরণ
৯ কর। তাহাতে তিনি বাহির হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে
লাগিলেন; আর দূত যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যে প্রকৃত
ঘটনা ইহা জানিতে পারিলেন না, বরং তাঁহার মনে হইল,
১০ দর্শন দেখিতেছেন। পরে তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরীদল
পশ্চাতে ফেলিয়া, নগরে যাইবার লৌহদ্বারের কাছে আসি-
লেন; সেই দ্বার তাঁহাদের সম্মুখে আপনা হইতে খুলিয়া
গেল, আর বাহির হইয়া তাঁহারা একটি রাস্তা পার হইবার
পর, দূত তখনই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

১১ তখন পিতর সচেতন হইয়া বলিলেন, এখন আমি নিশ্চিত-
রূপে জানিলাম, প্রভু নিজ দূতকে প্রেরণ করিয়া হেরোদের
হস্ত হইতে, এবং যিহূদী লোকেরা যাহা প্রতীক্ষা করিতেছে
১২ তাহা হইতেও আমাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। ইহা উপলব্ধি
করিয়া তিনি মার্ক নামে আখ্যাত যোহনের মাতা মরিয়মের
বাড়ীতে গেলেন, অনেকে সেখানে একত্র হইয়াছিল ও প্রার্থনা
১৩ করিতেছিল। তিনি বহির্দ্বারে করাঘাত করিলে রোদা
১৪ নামে এক দাসী সংবাদ লইতে আসিল, আর সে পিতরের
স্বর চিনিতে পারিয়া আনন্দের আতিশয্যে দ্বার খুলিল না,
কিন্তু ভিতরে দৌড়িয়া গিয়া সংবাদ দিল যে পিতর দ্বারে
১৫ দাঁড়াইয়া আছেন। তাহারা তাহাকে বলিল, তুমি পাগল,
কিন্তু সে দৃঢ়তার সহিত বলিতে থাকিল, হাঁ, তাহাই।
তখন তাহারা বলিল, তবে সে তাঁহার দূত হইবে।

১৬ কিন্তু পিতর করাঘাত করিতে থাকিলেন; তখন তাহারা
দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইল।
১৭ তিনি হস্তদ্বারা নীরব হইবার ইঙ্গিত করিয়া, প্রভু কিভাবে
তাঁহাকে কারাগার হইতে বাহিরে আনিয়াছেন তাহাদের
কাছে তাহার বিবরণ দিলেন, আর বলিলেন, তোমরা যাকোব
ও ভ্রাতৃগণের কাছে এই সংবাদ দাও; পরে তিনি বাহির
হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

১৮ প্রভাত হইবামাত্র পিতরের কি হইল এই বিষয় সৈন্যদের
১৯ মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হেরোদ তাঁহাকে অন্বেষণ
করিয়া সন্ধান না পাইয়া রক্ষীদের জেরা করিয়া আদেশ
দিলেন যেন তাহাদের প্রাণদণ্ড হয়।

পরে তিনি যিহূদিয়া হইতে কৈসরিয়া গিয়া সেখানে
২০ থাকিলেন। সেই সময় তিনি সোর ও সীদোনের লোকদের উপরে
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তাহারা একমতে তাঁহার কাছে

১২ প্রে ... ২৫
১৫ প্রে ২৬, ২৪
লূক ২৪, ১১
১৭ প্রে ১৫, ১৩। ২১, ১৮
গা° ১, ১৯। ২, ৯, ১২
১৮ প্রে ৫, ২১, ২২
১ রাঃ ৫; ২৫
যিহিঃ ২৭; ১৭

গিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজার গৃহাধ্যক্ষ ব্লাস্তকে স্বপক্ষে লইয়া শান্তি প্রার্থনা করিল, কারণ রাজার দেশ হইতেই
২১ তাহাদের দেশে খাদ্য আসিত। কোন এক নিরূপিত দিনে হেরোদ রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া বিচারাসনে বসিয়া তাহাদের
২২ কাছে ভাষণ দিলেন। তখন জনতা চীৎকার করিয়া বলিল, এ
২৩ দেবতার বাণী, মানুষের নয়। তিনি সেই গৌরব ঈশ্বরকে না দেওয়াতে তখনই প্রভুর এক দূত তাঁহাকে আঘাত করিলেন; আর তিনি কীট-দষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।
২৪ কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পাইল ও প্রসার লাভ করিল।
২৫ যিরূশালেমে তাঁহাদের সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিবার পর বার্ণবা ও শৌল যোহন মার্ককে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

২২ যিহি: ২৮, ২
২৩ দা: ৫, ২০
২৪ প্রে: ৬, ৭। ১৯, ২০ যিশা: ৫৫, ১১
২৫ প্রে: ১১, ৩০। ১২, ১২। ১৩, ৫, ১৩। ১৫, ৩৭ কল: ৪, ১০ ২ তীম: ৪; ১১ ফিলীম: ২৪

সুসমাচার প্রচারার্থে পৌলের প্রথম যাত্রা

১৩ সেই সময় আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে কয়েকজন ভাববাদী ও শিক্ষা-গুরু ছিলেন; তাঁহাদের নাম বার্ণবা, নীগের নামে আখ্যাত শিমোন, কুরীণীয় লুকিয়, সামন্তরাজ*
২ হেরোদের সহপালিত মনহেম, এবং শৌল। যখন তাঁহারা উপবাস সহকারে প্রভুর উপাসনা করিতেছিলেন, তখন পবিত্র আত্মা বলিলেন, আমি বার্ণবা ও শৌলকে যে কার্য্যে আহ্বান করিয়াছি, আমার সেই কার্য্যের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের
৩ পৃথক করিয়া দাও। তখন তাঁহারা উপবাস ও প্রার্থনার পর তাঁহাদের উপর হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন।

২ প্রে: ১০, ১৯। ৪ ৩১। ৯. ১৫
৩ প্রে: ৬, ৬। ১৪, ২৩ ১ তীম: ৪, ১৪। ৫; ২২

কুপ্রদ্বীপে প্রচার

৪ এইরূপে তাঁহারা পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত হইয়া সিলূকিয়াতে গেলেন, এবং সেই স্থান হইতে জলপথে কুপ্রদ্বীপে
৫ গেলেন। তাঁহারা সালামীতে উপস্থিত হইয়া যিহূদীদের নানা সমাজ-গৃহে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিলেন; তখন
৬ যোহন অনুচররূপে তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা সমগ্র দ্বীপটা পরিভ্রমণ করিয়া পাফো পর্য্যন্ত গেলেন এবং বর্-যীশু নামে একজন যিহূদী যাদুকর ও ভণ্ড ভাববাদীর সাক্ষাৎ
৭ পাইলেন; সে প্রদেশপাল সের্গিয় পৌলের সঙ্গে থাকিত, তিনি একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বার্ণবা ও শৌলকে কাছে ডাকিয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে চাহিলেন।
৮ কিন্তু ইলুমা, সেই যাদুকর,—কারণ ইহাই তাহার নামের অর্থ,—প্রদেশপালকে বিশ্বাসের পথ হইতে সরাইয়া লইবার

৪ প্রে: ১৫, ৩৯
৫ প্রে: ১২, ২৫
৮ ২ তীম: ৩, ৮

* মথি ১৪, ১ দ্রঃ

৯ চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। শৌল, যিনি পৌল নামেও আখ্যাত, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া তাহার
১০ প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, সর্ব্বপ্রকার শঠতা ও দুষ্টতায় পূর্ণ দিয়াবল-সন্তান * ও সর্ব্বপ্রকার ধার্ম্মিকতার শত্রু, তুমি প্রভুর সরল পথ বিকৃত করিতে কি ক্ষান্ত হইবে না?
১১ এখন দেখ, প্রভুর হস্ত তোমার উপরে রহিয়াছে, তুমি অন্ধ হইবে, কিছুদিন পর্য্যন্ত সূর্য্য দেখিতে পাইবে না। তখনই কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্ন করিল; তাহাতে সে তাহাকে হাতে ধরিয়া পথ দেখাইবার লোকের সন্ধানে
১২ ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। তখন সেই ঘটনা দেখিয়া ও প্রভুর শিক্ষায় চমৎকৃত হইয়া প্রদেশপাল বিশ্বাস করিলেন।

১০ হো ১৪, ৯
১১ প্রে ৯, ৮ যো ৯, ৩৯

পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় প্রচার

১৩ পরে পৌল ও তাঁহার সঙ্গীরা পাফো হইতে জাহাজ-যোগে যাত্রা করিয়া পাম্ফুলিয়ার পর্গা নগরে পৌঁছিলেন। তখন যোহন তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া
১৪ গেলেন, কিন্তু তাঁহারা পর্গা হইতে অগ্রসর হইয়া পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় গেলেন, এবং বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে প্রবেশ
১৫ করিয়া বসিলেন। বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদি-গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষেরা তাঁহাদের বলিয়া পাঠাইলেন, ভ্রাতৃগণ, লোকদের কাছে আপনাদের কোন আশ্বাস-বাণী যদি থাকে, বলুন।
১৬ তখন পৌল উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, ইস্রায়েল-লোকেরা, এবং যতজন ঈশ্বরকে
১৭ ভয় করেন, আপনারা শ্রবণ করুন। এই ইস্রায়েল-জাতির ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের মনোনীত করিয়াছিলেন, এবং এই জাতি যখন মিসর দেশে প্রবাস করিতেছিল, তখন তাঁহাদের উন্নীত করিলেন, ও 'মহাশক্তিতে † সেখান হইতে
১৮ বাহির করিয়া আনিলেন'। আর প্রান্তরে প্রায় 'চল্লিশ বৎসর
১৯ তিনি তাঁহাদের দুর্ব্যবহার সহ্য করিলেন ‡। পরে তিনি কনান দেশে সাত জাতিকে উচ্ছিন্ন করিয়া' সেই জাতিদের দেশ
২০ তাঁহাদের 'অধিকারস্বরূপ দিলেন'। এইভাবে প্রায় চারিশত পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল। পরে তিনি শমূয়েল ভাববাদীর সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের জন্য বিচারকর্ত্তাদের নিযুক্ত করিলেন।

১৩ প্রে ১২, ২৫। ১৫, ৩৮
১৫ প্রে ১৩, ৭। ৫ ..
১৭ যাত্রা ., ., । ১২, ৪১। ১৩, ১৪, ১৬। ১৪, ৮
১৮ যাত্রা ১৬, ৩৫ গণনা ১৪, ৩৪ দ্বিঃ বিঃ ১, ৩১
১৯ দ্বিঃ বিঃ ৭, ১ যিহো ১৪, ১, ৫। ১৯, ৫১
২০ বিচার ২, ১৬ ১ শমূঃ ৩, ২০

* মথি ৪; ১ দ্রঃ

† (মূল) উত্তোলিত বাহুদ্বারা

‡ পাঠান্তর, তাঁহাদের প্রতিপালন করিলেন

২১ ইহার পর তাঁহারা একজন রাজা চাহিলে, ঈশ্বর বিন্যামীন বংশজাত কীশের পুত্র শৌলকে চল্লিশ বৎসরের জন্য তাঁহাদের
২২ দিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দায়ূদকে তাহাদের রাজা হইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন; তাঁহার পক্ষে তিনি আবার সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, 'আমি' যিশয়ের পুত্র 'দায়ূদকে পাইলাম, সে আমাব মনোমত লোক আর
২৩ সর্ব্ববিষয়ে আমার ইচ্ছা পূর্ণ কবিবে'। তাঁহারই বংশ হইতে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের নিমিত্ত এক ত্রাণকর্ত্তাকে,
২৪ যীশুকে উপস্থিত কবিলেন, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে যোহন সমস্ত ইস্রাযেল-জাতিব কাছে মনপরিবর্ত্তন-সূচক বাপ্তিস্মেব
২৫ কথা প্রচার করিলেন। আর যোহন আপন জীবন-পথের শেষ-প্রান্তে উপনীত হইয়া বলিতেন, তোমরা আমাকে যাহা মনে কব আমি তাহা নই; কিন্তু আমার পরে একজন আসিতেছেন, যাঁহার পায়েব পাদুকা খুলিবাবও যোগ্যতা আমার নাই।

২৬ ভ্রাতৃগণ, অব্রাহাম-বংশের সন্তানেবা, ও উপস্থিত যতজন ঈশ্বরকে ভয় করেন, এই পরিত্রাণের বাক্য আপনাদেবই*
২৭ নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কারণ যিরূশালেম-নিবাসীবা ও তাহাদের অধ্যক্ষেরা, এই ব্যক্তিকে ও প্রতি বিশ্রামবারে পঠিত ভাববাদিগণের বাণী না জানাতে, তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সেই সমস্ত বাণী পূর্ণ করিয়াছিল।

২৮ প্রাণদণ্ডের কোন কারণ না পাইলেও তাহারা পীলাতের
২৯ নিকট তাঁহার হত্যার জন্য আবেদন জানাইল। তাঁহার সম্বন্ধে লেখা সমস্ত-কিছু সমাপ্ত করিবার পর তাহারা তাঁহাকে
৩০ ক্রুশ-কাষ্ঠ হইতে নামাইয়া সমাধিতে রাখিল। কিন্তু, ঈশ্বর
৩১ মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন। যাঁহারা গালীল হইতে তাঁহার সহিত যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখা দিলেন; তাঁহারাই এখন লোকসমাজের কাছে তাঁহার সাক্ষী।

৩২ আর আমরা এখন আপনাদের নিকট এই সুসমাচার প্রচার করিতেছি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে তাঁহার যে
৩৩ প্রতিশ্রুতি ছিল, যীশুকে উত্থাপিত করিয়া ঈশ্বর আমাদের সন্তানদের জন্যও তাহা পূর্ণ করিয়াছেন; এই সম্বন্ধে যেমন দ্বিতীয় গীতেও লেখা আছে, 'তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি
৩৪ তোমার জন্ম দান করিয়াছি'। ঈশ্বর যে তাঁহাকে মৃতদের

২১ ১ শমূঃ ৮; ৫। ১০, ২১, ২৪
২২ গীত ৮৯, ২০ ১ শমূঃ ১৩; ১৪। ১৬; ১২, ১৩
২৩ ২ শমূঃ ৭, ১২ যিশাঃ ১১, ১
২৪ লূক ৩, ৩
২৫ যোঃ ১, ২০, লূক ৩, ১৬ মার্ক ১, ৭
২৬ গীত ১০৭ প্রেঃ ১৩,
২৭ প্রেঃ ৩; ১৭। ১৩, ১৫। ১৫, ২১ যোঃ ১৬, ৩ লূক ২৪, ২০, ২৬
২৮ মথি ২৭; ২২, ২৩
২৯ মথি ২৭, ৫৯, ৬০
৩০, ৩১ প্রেঃ ৩, ১৫। ১ ৩
৩২ প্রেঃ ১৩; ২১
৩৩ গীত ২; ৭ ইব্রীঃ ১; ৫। ৫, ৫
৩৪ যিশাঃ ৫৫; ১

* পাঠান্তর, আমাদেরই

মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে যে আর ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতে হইবে না, এই সম্পর্কে ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন, 'দায়ূদের নিকট প্রতিশ্রুত সকল আশীর্ব্বাদ আমি তোমাদের ৩৫ দিব ; তাহা পবিত্র ও বিশ্বাসযোগ্য'। তিনি অন্য এক গীতেও বলেন, 'তুমি নিজ প্রীতিভাজনকে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে ৩৬ দিবে না'। দায়ূদ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী আপন সম-কালীন লোকদের মধ্যে তাঁহার সেবা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং নিজ পিতৃলোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলেন ৩৭ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে উত্থাপিত করিয়াছেন, তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত হন নাই।

৩৮ ভ্রাতৃগণ, আপনারা জানিয়া রাখুন, এই ব্যক্তির দ্বারা ৩৯ পাপের ক্ষমা আপনাদের নিকট প্রচারিত হইতেছে ; মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে আপনারা যে সমস্ত বিষয়ে ধার্ম্মিক গণ্য হইতে পারেন নাই, যে কেহ তাঁহাতেই বিশ্বাস করে, ৪০ সেই সমস্ত বিষয়ে সে ধার্ম্মিক গণ্য হয়। সুতরাং সাবধান, পাছে ভাববাদীদের পুস্তকে যাহা উক্ত আছে তাহা আপনাদের ৪১ উপরে আসিয়া পড়ে, 'অবজ্ঞাকারী লোকেরা, তোমরা দেখিয়া বিস্মিত হও ও অন্তর্হিত হও ; কারণ তোমাদের সময়ে আমি এক কার্য্য করিতেছি, সেই কার্য্যের কথা কেহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করিলেও তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করিবে না'।

৪২ তাঁহারা বাহির হইবার সময় লোকেরা অনুরোধ করিল, যেন পরবর্ত্তী বিশ্রামবারে এই সমস্ত কথা তাহাদের কাছে ৪৩ বলা হয়। সভাভঙ্গ হইলে পর, অনেক যিহূদী ও যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী যাহারা উপাসনায় যোগ দিত তাহাদের অনেকে, পৌল ও বার্ণবার অনুসরণ করিল ; তাঁহারা তাহাদের সহিত কথা বলিলেন, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকিতে তাহাদের প্রবর্ত্তনা দিলেন।

৪৪ পরবর্ত্তী বিশ্রামবারে নগরের প্রায় সমস্ত লোক প্রভুর বাণী ৪৫ শুনিবার জন্য একত্র হইল। কিন্তু যিহূদীরা লোকসমাগম দেখিয়া ঈর্ষাতে পূর্ণ হইল, এবং নিন্দা করিয়া পৌলের ৪৬ কথার প্রতিবাদ করিল। পৌল ও বার্ণবা সাহসের সহিত বলিলেন, প্রথমে আপনাদেরই নিকট ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু আপনারা যখন ইহা অগ্রাহ্য করিতেছেন, এবং অনন্ত জীবনের অনুপযুক্ত বলিয়া নিজেদের বিবেচনা করিতেছেন, তখন আমরা বিজাতীয়দের দিকে ৪৭ ফিরিতেছি ; কারণ প্রভু আমাদের এইরূপ আদেশ দিয়াছেন,

৩৫ প্রেঃ ২, ২
গীত ১৬ ;
৩৬ ১ রাঃ ২, ১০
বিচার: ২, ১০
প্রেঃ ২, ২৯
৩৮ প্রেঃ ১০, ৪৩
লূক ২৪, ৪৭
৩৯ রোঃ ৮, ৩।
১০, ৪
ইব্রী: ৯, ৯
৪০ হবক: ১, ৫
৪৩ প্রেঃ ১১, ২৩
৪৫ প্রেঃ ১৩, ৫০।
১৪ ; ২
৪৬ প্রেঃ ৩, ২৬।
১৮ ; ৬। ২৮ ;
২৮
মথি ১০ ; ৬
লূক ৭, ৩০
৪৭ যিশা: ৪৯ ; ৬

'আমি তোমাকে জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিয়াছি,
যেন তুমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিত্রাণ আনয়ন
করিতে পার।'

৪৮ ইহা শুনিয়া বিজাতীয়েরা আনন্দিত হইল ও প্রভুর বাণীর প্রশংসা করিল; এবং যত লোক অনন্ত জীবনের জন্য ৪৯ নিরূপিত হইয়াছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল। আর প্রভুর ৫০ বাণী সেই দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া গেল। কিন্তু যিহূদীরা উপাসনায় যোগদানকারী সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ও নগরের প্রধান প্রধান লোকদের উত্তেজিত করিয়া পৌলের ও বার্ণবার উপরে নির্য্যাতন সৃষ্টি করিল এবং আপনাদের সীমা হইতে ৫১ তাঁহাদের বাহির করিয়া দিল। তখন তাঁহারা তাহাদের ৫২ বিরুদ্ধে পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া ইকনিয়ে গেলেন। আর শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন।

৪৮ প্রেঃ ১১; ১৮।
১৪; ২৭

৫১ প্রেঃ ১৮; ৬
মথি ১০; ১৪

ইকনিয়, লুস্ত্রা ও দর্বীতে পৌল ও বার্ণবার প্রচার-কার্য্য

১৪ ইকনিয়ে তাঁহারা সেইভাবে* যিহূদীদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং এমনভাবে কথা বলিলেন, যে ২ যিহূদী ও গ্রীকদের বিস্তর লোক বিশ্বাস করিল। কিন্তু অবিশ্বাসী যিহূদীরা ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে বিজাতীয়দের মন ৩ উত্তেজিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিল। তাহাতে তাঁহারা সেই স্থানে আর অনেক দিন কাটাইলেন; প্রভুর সাহায্যে সাহসী হইয়া কথা বলিলেন; কারণ তিনি আপন অনুগ্রহের বাক্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন, ও তাঁহাদের দ্বারা নানা লক্ষণ ও ৪ অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শিত হইতে দিলেন। নগরের জনসাধারণ বিভক্ত হইল, একদল যিহূদীদের পক্ষ, অন্য দল ৫ প্রেরিতদের পক্ষ হইল। বিজাতীয়েরা ও যিহূদীরা তাহাদের অধ্যক্ষদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের লাঞ্ছনা করিতে ৬ ও পাথর মারিতে উদ্যত হইলে, অবস্থা বুঝিয়া তাঁহারা লুকায়নিয়ার লুস্ত্রা ও দর্বী নগরে এবং চতুর্দ্দিকের অঞ্চলে পলায়ন ৭ করিলেন; আর সেখানে সুসমাচার প্রচার করিতে রত থাকিলেন।

৮ লুস্ত্রায় এক জন্ম-খঞ্জ লোক বসিয়া থাকিত, তাহার পা ৯ অবশ ছিল, সে কখনও হাঁটিয়া বেড়ায় নাই। সে পৌলের কথা শুনিতেছিল; তিনি তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া, ১০ সুস্থ হইবার জন্য তাহার বিশ্বাস আছে দেখিয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, উঠ, সোজা হইয়া দাঁড়াও; সে লাফ দিয়া উঠিল

প্রেঃ ১৩; ৪৫

প্রেঃ ৫, ১২।
১৯; ১১
মার্ক ১৬; ২০
ইব্রী: ২, ৪

৫ প্রেঃ ১৪, ১৯
২ তীম: ৩; ১১

৬ মথি ১০; ২৩

৭ প্রেঃ ১১; ১৯,
২০

* অথবা, একসঙ্গে

১১ ও হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। পৌল যাহা করিলেন লোকেরা তাহা দেখিয়া উচচকণ্ঠে লুকায়নীয় ভাষায় বলিল, দেবতারা মানুষের সাদৃশ্যে আমাদের নিকট অবতীর্ণ হইযাছেন।
১২ আর তাহারা বার্ণবাকে জেউস্* নাম দিল, এবং প্রধান-
১৩ বক্তা বলিয়া পৌলকে হের্ম্মেস্* নাম দিল। তাহাদের নগরের সম্মুখে জেউসের যে মন্দিব ছিল, তাহার পুরোহিত নগরদ্বারে বৃষ এবং মালা আনিল ও লোকদের সহিত মিলিত হইয়া বলি উৎসর্গ করিতে চাহিল।

১৪ তাহা শুনিয়া বার্ণবা ও পৌল আপন আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া লোকদের মধ্যে ছুটিয়া গেলেন ও চীৎকার করিয়া বলিলেন,
১৫ বন্ধুরা, কেন ইহা করিতেছ? আমরাও তোমাদের মত সমপ্রকৃতির মানুষ; আমরা তোমাদের নিকট সুসমাচাব প্রচাব করিতেছি যেন তোমরা এই সমস্ত অসার বস্তু হইতে, যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেই সকলের মধ্যবর্ত্তী সমস্তই নির্ম্মাণ কবিযাছেন, সেই জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফির,
১৬ তিনি অতীত যুগে সমস্ত জাতিকে আপন আপন পথে
১৭ গমন করিতে দিয়াছেন; তথাপি তিনি আপনাকে সাক্ষ্য-বিহীন রাখেন নাই, কাবণ তিনি তোমাদেব মঙ্গল করিয়া আসিতেছেন; আকাশ হইতে বৃষ্টি ও ফলপ্রসূ ঋতু দান করিয়াছেন; খাদ্য দিয়াও প্রফুল্লতাদানে তিনি তোমাদেব হৃদয় তৃপ্ত করিয়াছেন।

১৮ এই বলিযা তাঁহারা বহুকষ্টে তাঁহাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করা হইতে লোকদের নিবৃত্ত করিলেন।

১৯ কিন্তু আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয় হইতে কয়েকজন যিহূদী আসিল; আব তাহারা লোকদের প্ররোচিত করিয়া পৌলকে পাথর মাবিল, এবং তিনি মরিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া
২০ নগরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু শিষ্যেরা তাঁহার চারিপার্শ্বে দাঁড়াইলে তিনি উঠিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। পরদিন তিনি বার্ণবার সহিত দর্বীতে চলিয়া গেলেন।

২১ সেই নগরে সুসমাচার প্রচার করিয়া এবং অনেক লোককে শিষ্য করিয়া তাঁহারা লুস্ত্রায়, ইকনিয়ে ও আন্তিয়খিয়ায়
২২ ফিরিয়া গেলেন; যাইতে যাইতে তাঁহারা শিষ্যদের মনে স্থিরতা দান করিলেন, আর অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে, এই বলিয়া
২৩ বিশ্বাসে স্থির থাকিতে তাহাদের উৎসাহিত করিলেন। তাঁহারা

১১ প্রেঃ ২৮ ; ৬
১৫ প্রেঃ ১০, ২৬ যাকোব ৫, ১৭ যাত্রা ২০, ১১ গীত ১৪৬, ৬ যিশা ৩৭, ১৬ যির ৩২, ১৭
১৬ প্রেঃ ১৭, ৩০
১৭ গীত ১৪৭, ৮ যিব ৫, ২৪
১৯ প্রেঃ ১৪, ৫ ২ করিঃ ১১, ২৫ ২ তীম ৩, ১১
২১ মথি ২৮, ১৯
২২ প্রেঃ ১১, ২৩ ১ থিষঃ ৩; ৩ মথি ৭; ১৪
২৩ প্রেঃ ১৩; ৩

* জেউস্, হের্ম্মেস্। রোমীয়দের ভাষায় এই দেবতাদের নাম জুপিতর ও মর্কুরিয়

তাহাদের জন্য প্রত্যেক মণ্ডলীতে প্রাচীনদের মনোনীত করিলেন, এবং প্রার্থনা ও উপবাস করিবার পর, যে প্রভুতে তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাঁহারই হস্তে তাহাদের অর্পণ করিলেন।

২৪ পরে তাঁহারা পিষিদিয়ায় ভ্রমণ করিয়া পাম্ফুলিয়ায় ২৫ পৌঁছিলেন। আর তাঁহারা পর্গাতে বাক্য প্রচার করিয়া ২৬ অত্তালিয়াতে চলিয়া গেলেন; সে স্থান হইতে তাঁহারা জাহাজে আন্তিয়খিয়ায় যাত্রা করিলেন; এইরূপে, যে কার্য্যের জন্য এই আন্তিয়খিয়া হইতেই তাঁহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ২৭ সমর্পিত হইয়াছিলেন, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাঁহারা আসিয়া মণ্ডলীর সকলকে সমবেত করিলেন, আর ঈশ্বর তাঁহাদের সহবর্ত্তী হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন ও কিভাবে তিনি বিজাতীয়দের প্রবেশের জন্য বিশ্বাসের দ্বার ২৮ খুলিয়া দিয়াছেন, এই সমস্ত বর্ণনা করিলেন। পরে তাঁহারা সেখানে শিষ্যদের সঙ্গে অনেক দিন কাটাইলেন।

২৬ প্রেঃ ১৩; ১, ২

২৭ ১ করিঃ ১৬; ৯ প্রেঃ ১১, ১৮। ১৩; ৪৮

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে যিহূদী ও পরজাতীয়দের সমতার মীমাংসা

১৫ তখন যিহূদিয়া হইতে কয়েকজন লোক আসিল এবং এই বলিয়া ভ্রাতৃবৃন্দকে শিক্ষা দিল, তোমরা যদি মোশির নিরূপিত প্রথা অনুসারে পরিচ্ছেদনপ্রাপ্ত না হও, তবে ২ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। তাহাতে তাহাদের সহিত পৌল ও বার্ণবার মত-বিরোধ ও বিস্তর তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইবার পর স্থির হইল যে, এই প্রশ্ন লইয়া পৌল ও বার্ণবা এবং ভ্রাতাদের মধ্যে আরও কয়েকজন যিরূশালেমে ৩ প্রেরিতদের ও প্রাচীনবর্গের নিকটে যাইবেন। অতএব মণ্ডলী তাঁহাদের পথ-যাত্রার সুব্যবস্থা করিলে তাঁহারা ফৈনিকিয়া ও শমরিয়া দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বিজাতীয়দের মন-পরিবর্ত্তনের বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন, এবং সমস্ত ভ্রাতাদের ৪ অতিশয় আনন্দিত করিলেন। যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা মণ্ডলী, প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাদের সহবর্ত্তী হইয়া যে সমস্ত ৫ কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিলেন। কিন্তু ফরীশী-দলের মধ্য হইতে যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছিল তাহাদের কয়েকজন উঠিয়া বলিল যে, সেই লোকদের পরিচ্ছেদন এবং মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালনের আদেশ দেওয়া আবশ্যক।

১ গাঃ ৫, ২। ২, ৪

২ প্রেঃ ১১; ৩০ গাঃ ২, ১

৪ প্রেঃ ১৪; ২৭

৬ এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরিতেরা ও প্রাচীন-
৭ বর্গ সমবেত হইলেন। আর বিস্তর তর্কবিতর্ক হইলে পিতর উঠিয়া তাঁহাদের বলিলেন,—ভ্রাতৃগণ, আপনারা জানেন, পূর্ব্বকাল হইতে ঈশ্বর আপনাদের মধ্য হইতে আমাকে এইভাবে মনোনীত করিয়াছিলেন, যাহাতে আমার মুখে বিজাতীয়েরা সুসমাচারের বাণী শুনিয়া বিশ্বাস করে।
৮ আর অন্তর্যামী ঈশ্বর আমাদের ন্যায় তাহাদেরও পবিত্র আত্মাকে দান করিয়া তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন;
৯ তিনি আমাদের ও তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নাই, কিন্তু বিশ্বাসদানে তাহাদের অন্তঃকরণ শুচি করিয়াছেন।
১০ সুতরাং এখন যাহার ভার আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অথবা আমরা বহন করিতে পারি নাই সেই জোয়াল শিষ্যদের কাঁধে চাপাইয়া, আপনারা কেন ঈশ্বরের পরীক্ষা করিতেছেন?
১১ বরং আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রভু যীশুর অনুগ্রহ দ্বারাই আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি, এবং সেইরূপে তাহারাও পাইয়াছে।
১২ তখন সমগ্র সভা নীরব হইয়া রহিল; আর ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্যে কি কি লক্ষণ ও অলৌকিক ক্রিয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রদর্শিত করিয়াছেন বার্ণবা ও পৌলের কাছে তাহার বৃত্তান্ত শুনিল।

১৩ তাঁহাদের কথা শেষ হইলে যাকোব উত্তর দিলেন, ভ্রাতৃগণ,
১৪ আমার কথা শুনুন। শিমোন বর্ণনা করিয়াছেন ঈশ্বর কিরূপে প্রথমে বিজাতীয়দের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে যেন যাহারা তাঁহার নামে ডাকিবে
১৫ এমন এক জাতিকে গ্রহণ করেন। আর ভাববাদীদের বাক্যের সহিত ইহার সঙ্গতি আছে, যেমন লেখা আছে,—

১৬ 'ইহার পরে আমি ফিরিয়া আসিব,
দায়ূদের পতিত আবাস পুনরায় গাঁথিব,
তাহার ধ্বংসাবশেষ পুনঃনির্ম্মাণ করিব,
আর তাহা পুনরায় স্থাপন করিব;
১৭ যেন অবশিষ্ট সকল মনুষ্য এবং আমার নামে আখ্যাত
বিজাতীয় সকলে প্রভুর অন্বেষণ করিতে পারে,
১৮ ইহা প্রভু বলেন; তিনি কালের আরম্ভ হইতে এই
সমস্ত জানাইয়া আসিতেছেন।'

১৯ এইজন্য আমার বিচার এই, বিজাতীয়দের মধ্য হইতে যাহারা ঈশ্বরের দিকে ফিরিতেছে তাহাদের আমরা যেন
২০ কষ্ট না দিই, বরং তাঁহাদের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাই, যেন তাহারা প্রতিমা সংক্রান্ত অশুচিতা ও লাম্পট্য হইতে,

৭ প্রেঃ ১০, ৪৪। ১১, ১৫
৯ প্রেঃ ১০, ৩৪
১০ গাঃ ৩, ১০। ৫, ১ মথি ১১; ৩০
১১ গাঃ ২, ১৬ ইফিঃ ২, ৪-১০
১৩ প্রেঃ ১২, ১৭। ২১; ১৮
১৪ প্রেঃ ১৫, ৭-৯ লূক ১, ৬৮। ২, ৩২ রোঃ ৯, ২৪-২৬
১৫ আমোস ৯, ১১, ১২
১৬ যির: ১২; ১৫
১৮ যিশাঃ ৪৫; ২১
আদি ৯; ৪ লেবীঃ ৩; ১৭। ৫; ২। ১৭; ১০-১৬

শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারা প্রাণীর মাংস এবং রক্তের সংস্রব হইতে
২১ দূরে থাকে। কারণ আদিপুরুষের সময় হইতে মোশির কথা প্রচার করে এমন লোক প্রতি নগরে আছে, এবং তাঁহার কথা প্রতি বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে পাঠ করা হইতেছে।

২১ প্রেঃ ১৩; ১৫, ২৭

ধর্ম্মসভায় গৃহীত নির্দ্দেশ বিজাতীয়দের সমীপে জ্ঞাপন

২২ তখন প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা, সমস্ত মণ্ডলীর সহযোগে, আপনাদের মধ্য হইতে লোককে মনোনীত করিয়া তাঁহাদের পৌল ও বার্ণবার সহিত আন্তিয়খিয়ায় পাঠান বিহিত মনে করিলেন; তাঁহারা ভ্রাতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য দুইজনকে, বর্শাব্বা নামে আখ্যাত যিহূদা এবং সীলকে নিযুক্ত করিলেন,
২৩ এবং তাঁহাদের হাতে এইভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন,—

আন্তিয়খিয়া, সুরিয়া ও কিলিকিয়া-নিবাসী বিজাতীয় ভ্রাতৃগণের সমীপে প্রেরিতদের, প্রাচীনদের ও ভ্রাতাদের
২৪ অভিনন্দন। আমরা শুনিতে পাইলাম যে, আমরা যাহাদের কোন আদেশ দিই নাই এমন কয়েকজন আমাদের মধ্য হইতে গিয়া নানা কথায় তোমাদের অস্থির করিয়াছে ও
২৫ তোমাদের চিত্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্য আমরা একচিত্তে সমবেত হইয়া বিহিত মনে করিলাম যে, আমাদের প্রিয় বার্ণবা ও পৌল যাঁহারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
২৬ নামের নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে মনোনীত
২৭ ব্যক্তিদের আমরা তোমাদের নিকটে প্রেরণ করি। এইজন্য যিহূদা ও সীলকে প্রেরণ করিলাম, ইঁহারা তোমাদের সেই
২৮ সকল বিষয় মৌখিক জানাইবেন। কারণ পবিত্র আত্মার এবং আমাদের ইহা সমীচীন মনে হইল যে, এই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অতিরিক্ত কোন বোঝা যেন তোমাদের
২৯ উপরে আরোপ না করি, অর্থাৎ প্রতিমার নিকট নিবেদিত বলি এবং রক্ত হইতে, শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারা প্রাণীর মাংস হইতে এবং লাম্পট্য হইতে যেন দূরে থাক; এই সমস্ত হইতে নিজেদের সযত্নে রক্ষা করিলে তোমাদের কুশল হইবে। তোমাদের মঙ্গল হউক।

২৪ প্রেঃ ১৫, ১
গাঃ ১, ৭

২৬ প্রেঃ ২০, ২৪
রোঃ ১৬, ৩, ৪
ফিলিঃ ২, ২৫, ৩০

২৮ মথি ২৩, ৪
প্রেঃ ১০, ১৯

২৯ ১ করিঃ ৮; ১, ৪, ১০ প্রেঃ ২, ১৪, ২০

৩০ তখন তাঁহারা বিদায় হইয়া আন্তিয়খিয়ায় গেলেন এবং লোকসমাজকে একত্র করিয়া পত্রখানি অর্পণ করিলেন।
৩১ তাহা পাঠ করিয়া তাহারা সেই আশ্বাসের কথায় আনন্দিত
৩২ হইল। আর যিহূদা ও সীল আপনারাও ভাববাদী ছিলেন বলিয়া নানা কথায় ভ্রাতৃগণকে উৎসাহ দান করিয়া সুস্থির

৩৩ করিলেন। কিছুকাল কাটাইবার পর, যাঁহারা তাঁহাদের পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে যাইবার জন্য তাঁহারা
৩৫ ভ্রাতাদের নিকট হইতে শান্তিতে বিদায় হইলেন।* কিন্তু পৌল ও বার্ণবা আন্তিয়খিয়াতে থাকিয়া অন্যান্য অনেকের সহিত প্রভুর বাণী শিক্ষা দিতে ও প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রচারার্থে পৌলের দ্বিতীয় যাত্রা

৩৬ কিছুদিন পরে পৌল বার্ণবাকে বলিলেন, এস, আমরা যে সকল নগরে প্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছি সেখানে ফিরিয়া গিয়া প্রত্যেক নগরে আমাদের ভ্রাতাদের তত্ত্বাবধান করিয়া
৩৭ দেখি তাহারা কেমন আছে। বার্ণবা মার্ক নামে আখ্যাত
৩৮ যোহনকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন; কিন্তু যে ব্যক্তি পাম্ফুলিয়াতে তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত কার্য্যে গমন করে নাই, এমন লোককে সঙ্গে লওয়া পৌলের উচিত মনে
৩৯ হইল না। ইহাতে মতবিরোধ এমন প্রবল হইল যে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেন, বার্ণবা মার্ককে সঙ্গে লইয়া জল-
৪০ পথে কুপ্রদ্বীপে গেলেন; কিন্তু পৌল সীলকে মনোনীত করিলেন এবং ভ্রাতাদের দ্বারা প্রভুর অনুগ্রহে সমর্পিত হইয়া
৪১ যাত্রা করিলেন; তিনি সুরিয়া ও কিলিকিয়া দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সমস্ত মণ্ডলীকে সুস্থির করিলেন।

১৬ তিনি দর্বী ও লুস্ত্রায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে তীমথিয় নামে এক শিষ্য ছিলেন; তিনি এক বিশ্বাসী
২ যিহূদী মহিলার পুত্র, কিন্তু তাঁহার পিতা গ্রীক; লুস্ত্রা ও
৩ ইকনীয় নিবাসী ভ্রাতারা তাঁহার সুখ্যাতি করিত। পৌল চাহিলেন যে ইনি তাঁহার সঙ্গে যান, আর তিনি ঐ সকল স্থানের যিহূদীদের জন্যই তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচ্ছেদন করিলেন, তাঁহার পিতা যে গ্রীক ছিলেন, ইহা সকলে জানিত।

৪ আর তাঁহারা নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া যিরূশালেমস্থ প্রেরিত ও প্রাচীনবর্গের স্থিরীকৃত নির্দেশগুলি রক্ষা করিবার
৫ জন্য ভ্রাতাদের হস্তে অর্পণ করিয়া গেলেন। এইরূপে সমস্ত মণ্ডলী ক্রমশঃ বিশ্বাসে সবল হইয়া দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইল।

৬ পবিত্র আত্মাদ্বারা এশিয়া দেশে বাক্য প্রচার করিতে নিবারিত হওয়াতে তাঁহারা ফরুগিয়া ও গালাতীয় দেশ দিয়া

৩৭ প্রে ১২, ২৫
৩৮ প্রেঃ ১৩, ১৩
৩৯ প্রেঃ ৪, ৩৬। ১৩; ৪
১ প্রে ১৭, ১৪। ১৯, ২২
২ তীমঃ ১; ৫
ফিলিঃ ২, ১৯-২২
৪ প্রে ১৫, ২৩-২৯
৬ প্রেঃ ১৮, ২৩
৬, ৭ প্রেঃ ১০, ১৯

*** কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই স্থলে ৩৪ পদরূপে এই কথা পাওয়া যায় –'কিন্তু সেই স্থানে থাকা সীলের সমীচীন বোধ হইল'**

৭ গেলেন ; মুশিয়া প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌছিয়া তাঁহারা বিথুনিয়ায় যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁহাদের যাইতে ৮ দিলেন না। তখন তাঁহারা মুশিয়া অতিক্রম করিয়া ত্রোয়াতে ৯ চলিয়া গেলেন। আর রাত্রিকালে পৌল এক দর্শন পাইলেন ; মাকিদনীয় এক পুরুষ দাঁড়াইয়া এই বলিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিতেছে, পার হইয়া মাকিদনিয়াতে আসিয়া আমাদের ১০ সাহায্য করুন। তিনি সেই দর্শন পাইবামাত্র আমরা অবিলম্বে মাকিদনিয়ায় যাইতে চেষ্টা করিলাম, কারণ বুঝিতে পারিলাম সেই স্থানের লোকদের নিকট সুসমাচার প্রচার করিতে প্রভু আমাদের আহ্বান করিয়াছেন।

৯ প্রেঃ ৯ ; ১০

ইউরোপ মহাখণ্ডে সুসমাচার প্রচার আরম্ভ ও ফিলিপীতে মণ্ডলী-স্থাপন

১১ আমরা ত্রোয়া হইতে জাহাজযোগে যাত্রা করিয়া সোজা ১২ সামথ্রাকীতে, এবং পরদিন নিয়াপলিতে গেলাম, সেখান হইতে ফিলিপীতে গেলাম, উহা মাকিদনিয়ার সেই জেলার প্রথম নগর, রোমীয় উপনিবেশ। সেই নগরে আমরা কিছু- ১৩ দিন কাটাইলাম। নদী-তীরে প্রার্থনা-স্থান আছে মনে করিয়া আমরা বিশ্রামবারে নগর-দ্বারের বাহিরে সেখানে গেলাম, আর আমরা বসিয়া সমবেত স্ত্রীলোকদের কাছে কথা বলিতে ১৪ লাগিলাম। আর শ্রোতাদের মধ্যে থুয়াতীরা নগরের লুদিয়া নামে একজন স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি বেগুনী বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন ; আর প্রভু তাঁহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া দিলেন, তাহাতে তিনি পৌলের কথায় মনো- ১৫ নিবেশ করিলেন। তিনি ও তাঁহার পরিজন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিবার পর তিনি অনুনয় করিয়া বলিলেন, আপনারা যদি আমাকে প্রভুতে বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে আমার গৃহে আসিয়া বাস করুন। তিনি আমাদের সাধ্য-সাধনা করিয়া লইয়া গেলেন।

১৬ একদিন আমরা সেই প্রার্থনা-স্থানে যাইতেছিলাম, আর দৈবজ্ঞের আত্মাদ্বারা আবিষ্ট এক দাসীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল ; সে দৈবজ্ঞের কার্য্য করিয়া তাহার মনিবদের ১৭ যথেষ্ট লাভবান করিত। সে পৌলের এবং আমাদের পিছনে পিছনে চলিয়া চেঁচাইয়া বলিল, এই লোকেরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, ইঁহারা তোমাদের নিকটে পরিত্রাণের পথ ১৮ প্রচার করিতেছেন। সে অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে

১৬ প্রেঃ ১৯, ২৪
১৭ মার্ক ১; ২৪, ৩৪
১৮ প্রেঃ ১৯ ; ১৩ মার্ক ১৬ ; ১৭

থাকিল। কিন্তু অতিষ্ঠ হইয়া পৌল মুখ ফিরাইয়া সেই আত্মাকে বলিলেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আদেশ দিতেছি, তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া যাও; আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই আত্মা বাহির হইয়া গেল।

পৌল ও সীলের কারাবাস ও উদ্ধার

১৯ তাহাদের লাভের আশা চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া, দাসীর মনিবেরা পৌল ও সীলকে ধরিয়া নগর-কেন্দ্রে অধ্যক্ষদের সম্মুখে ২০ টানিয়া লইয়া গেল; পরে শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে তাঁহাদের উপস্থিত করিয়া তাহারা বলিল, এই লোকেরা আমাদের নগর অতিশয় বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে; ইহারা যিহূদী, ২১ তাহারা এমন প্রথা প্রচার করিতেছে, যাহা আমরা যাহারা রোমীয়, আমাদের গ্রহণ কি পালন করা বিধেয় নয়। ২২ তাহাতে লোকেরা একযোগে তাঁহাদের বিরুদ্ধে উঠিল, এবং শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদের বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও তাঁহাদের ২৩ বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দিলেন, বিস্তর বেত্রাঘাতের পর তাহারা তাঁহাদের কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন আর সতর্ক-ভাবে তাঁহাদের পাহারা দিতে কারারক্ষককে আদেশ দিলেন। ২৪ এই আদেশ পাইয়া ভিতরের কারাকক্ষে তাঁহাদের নিক্ষেপ করিয়া সে তাঁহাদের পা হাড়িকাঠে আবদ্ধ করিল।

২৫ মধ্যরাত্রিতে পৌল ও সীল প্রার্থনা করিতে করিতে ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তোত্র গান করিতেছিলেন, আর বন্দীরা কান ২৬ পাতিয়া গান শুনিতেছিল; তখন হঠাৎ এমন প্রবল ভূমিকম্প হইল যে কারাগৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল; আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দ্বার খুলিয়া গেল ও সকলের বন্ধন মুক্ত ২৭ হইল। তাহাতে কারারক্ষক নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া, ও কারাগৃহের দ্বার সকল খুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে করিল বন্দীরা পলায়ন করিয়াছে; আর খড়্গ বাহির করিয়া আত্ম-২৮ হত্যা করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পৌল উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, নিজের অনিষ্ট করিও না, কারণ আমরা সকলেই ২৯ এই স্থানে আছি। তখন সে আলো আনিতে বলিয়া ভিতরে ছুটিয়া গেল ও কাঁপিতে কাঁপিতে পৌল ও সীলের চরণে ৩০ পতিত হইল; আর তাঁহাদের বাহিরে আনিয়া বলিল, মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাকে কি করিতে ৩১ হইবে? তাঁহারা বলিলেন, প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তুমি ও তোমার পরিজন সকলেই পরিত্রাণ পাইবে।

২০ প্রেঃ ১৭, ৬
১ রাঃ ১৮, ১৭

২২ ২ করি. ১১, ২৫
ফিলি: ১, ২৯, ৩০
১ থিষঃ ২, ২

৩০ প্রেঃ ২, ৩৭

৩২ পরে তাঁহারা তাহাকে ও তাহার গৃহের সকলকে প্রভুর
৩৩ বাক্য বলিলেন। সেই রাত্রিতে তখনই তাঁহাদের লইয়া সে তাঁহাদের প্রহারের ক্ষত ধৌত করিল; পরে সে নিজে ও
৩৪ তাহার পরিজনবর্গ অবিলম্বে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিল। পরে সে উপরে আপন গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আহার্য্য রাখিল; এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছে বলিয়া পরিজনবর্গের সহিত উৎফুল্ল হইল।

৩৫ প্রভাত হইবামাত্র, শাসনকর্ত্তারা বেত্রধরদের দ্বারা বলিয়া
৩৬ পাঠাইলেন, সেই লোকদের মুক্ত করিয়া দাও। তাহাতে কারারক্ষক পৌলকে এই সংবাদ দিল, আপনাদের মুক্ত করিবার জন্য শাসনকর্ত্তারা লোক পাঠাইয়াছেন; সুতরাং
৩৭ আপনারা এখন বাহির হইয়া শান্তিতে চলিয়া যান। কিন্তু পৌল তাহাদের বলিলেন, আমরা যে রোমীয়, তাঁহারা বিনা বিচারে আমাদের প্রকাশ্যে প্রহার করাইয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন, এখন কি গোপনে আমাদের বাহির করিয়া দিতেছেন? তাহা কখনও হইবে না; বরং তাঁহারা নিজেরা
৩৮ আসিয়া আমাদের বাহিরে লইয়া যান। তখন বেত্রধরেরা শাসনকর্ত্তাদের এই কথা জানাইল। তাহাতে তাঁহারা যে
৩৯ রোমীয়, এ কথা শুনিয়া শাসনকর্ত্তারা ভীত হইলেন, এবং আসিয়া তাহাদের অনুনয় করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন
৪০ এবং নগর হইতে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তখন তাঁহারা কারাগার হইতে বাহির হইয়া লুদিয়ার গৃহে প্রবেশ করিলেন; আর ভ্রাতৃগণের সঙ্গে দেখা হইলে পর তাহাদের উৎসাহ দান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩৭ প্রেঃ ২২; ২৫। ২৩; ২৭

৩৯ মথি ৮; ৩৪

থিষলনীকী ও বিরয়া হইয়া আথীনীতে পৌলের গমন

১৭ পরে তাঁহারা আম্ফিপলি ও আপল্লোনিয়ার মধ্য দিয়া থিষলনীকীতে আসিলেন। সেখানে যিহূদীদের এক
২ সমাজ-গৃহ ছিল; পৌল আপনার রীতি অনুযায়ী তাহাদের কাছে গেলেন, এবং তিনি বিশ্রামবারে শাস্ত্র লইয়া তাহাদের
৩ সহিত আলোচনা করিলেন; প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন এবং মশীহের* মৃত্যুভোগ ও মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থান যে আবশ্যক ছিল ইহার প্রমাণ উপস্থিত করিয়া বলিলেন, এই যে যীশুকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করিতেছি,

১ ১ থিষঃ ২; ২

৩ লূক ২৪; ২৬, ২৭, ৪৫, ৪৬ প্রেঃ ৯; ২২। ১৮; ২৮

* অথবা, খ্রীষ্টের

৪ তিনিই মশীহ *। তাহাতে তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সম্মতি দান করিল এবং পৌল ও সীলের সহিত যোগদান করিল ; আর ঈশ্বরভক্ত গ্রীকদের এমন বহুলোক এবং প্রধান মহিলাদেরও অনেকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন।

৫ কিন্তু যিহূদীরা ঈর্ষা-পরবশ হইয়া, বাজারের কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা দুষ্ট লোককে লইয়া ভিড় জমাইয়া নগরে গোলযোগ বাঁধাইয়া দিল, এবং যাসোনের বাড়ী আক্রমণ করিয়া জনসাধারণের কাছে আনিবার জন্য প্রেরিতদের খোঁজ করিল।

৬ তাঁহাদের না পাইয়া তাহারা যাসোন ও কয়েকজন ভ্রাতাকে নগরাধ্যক্ষদের সম্মুখে টানিয়া লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, এই যে লোকেরা সমস্ত জগতকে উলোট-পালোট

৭ করিয়া ফেলিয়াছে, ইহারা এই স্থানেও উপস্থিত ; যাসোন ইহাদের আশ্রয় দিয়াছে। ইহারা সকলে কৈসরের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বলে, যীশু নামে স্বতন্ত্র এক রাজা

৮ আছেন। এই সকল কথা শুনাইয়া তাহারা জনতাকে ও

৯ নগরাধ্যক্ষদের উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তখন তাঁহারা যাসোনের ও অন্য সকলের জামিন লইয়া তাঁহাদের ছাড়িয়া দিলেন।

১০ তখনই ভ্রাতৃগণ পৌলকে ও সীলকে রাত্রির মধ্যে বিরয়াতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা

১১ যিহূদীদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। থিষলনীকীর যিহূদীদের অপেক্ষা ইহারা উদার প্রকৃতি ছিল ; কারণ ইহারা সম্পূর্ণ আগ্রহ সহকারে বাক্য গ্রহণ করিল ও তাহা বাস্তবিক কিনা জানিবার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র অনুসন্ধান

১২ করিতে থাকিল। ফলে তাহাদের মধ্যে অনেকে, এবং গ্রীকদের মধ্যেও অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ বিশ্বাস

১৩ করিলেন। কিন্তু থিষলনীকীর যিহূদীরা যখন জানিতে পাইল যে বিরয়াতেও পৌলের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তখন তাহারা আসিয়া সেখানেও লোকদের উত্তেজিত ও

১৪ বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। তখন ভ্রাতৃগণ অবিলম্বে পৌলকে সমুদ্রের দিকে যাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু সীল ও

১৫ তীমথিয় সেখানেই থাকিয়া গেলেন। আর যাহারা পৌলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে আথীনী পর্য্যন্ত লইয়া গেল ; পরে, সীল ও তীমথিয় যেন অতি সত্বর পৌলের কাছে আসেন, এই আদেশ দিতে তাহারা চলিয়া গেল।

৪ যোঃ ১২ ; ২০
৫ রোঃ ১৬, ২১
৬ প্রেঃ ১৬, ২০
৭ লূক ২৩ ; ২
যোঃ ১৯ ; ১২
৮ ১ থিষঃ ২, ১৪
প্রেঃ ১৭, ১৩
১১ যোঃ ৫, ৩৯
১৩ প্রেঃ ১৭ ; ৮
১৪ প্রেঃ ১৬, ১

* অথবা, খ্রীষ্ট

গ্রীকদের সঙ্গে সমালোচনা ও পৌলের বক্তৃতা

১৬ পৌল যখন আথীনীতে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, তখন সেই নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া তিনি
১৭ আত্মাতে ক্ষুব্ধ হইলেন। এইজন্য তিনি সমাজ-গৃহে যিহূদী ও ঈশ্বরভক্ত লোকদের কাছে, এবং যাহারা কখনও কখনও নগর-কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিত, প্রতিদিন তাহাদের সহিত
১৮ ধর্ম্মালোচনা করিতেন। আবার ইপিকূরীয় ও স্তোয়িকীয় কয়েকজন দার্শনিক তাঁহার সহিত বিতর্ক করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ বলিল, এই বাচাল কি বলিতে চায়? অন্য কেহ কেহ বলিল, উহাকে বিদেশীয় দেবতাদের প্রচারক বলিয়া বোধ হয়। কারণ তিনি তাহাদের কাছে যীশু ও
১৯ পুনরুত্থানের কথা প্রচার করিতেন। পরে তাহারা তাঁহার হাত ধরিয়া আরেয়পাগে* লইয়া গিয়া বলিল, এই যে নূতন শিক্ষা আপনি দিতেছেন, ইহা কিপ্রকার আমরা জানিতে
২০ পারি কি? কারণ আপনি কতকগুলি অদ্ভুত কথা আমাদের কাছে তুলিতেছেন; অতএব এই সমস্ত কথার মর্ম্ম কি, আমরা জানিতে চাই।
২১ —আথীনীয় লোকেরা ও সেখানে প্রবাসী বিদেশী সকলে আর কিছুই না করিয়া কেবল নূতন নূতন বিষয়ে কথা বলিয়া ও শুনিয়া অবসর যাপন করিত—
২২ তখন পৌল আরেয়পাগের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিলেন,
আথীনী নিবাসীরা, আমি দেখিতে পাইতেছি, তোমরা
২৩ সর্ব্বতোভাবে অত্যন্ত দেবভক্ত। কারণ নগরে পরিভ্রমণকালে তোমাদের উপাস্য বস্তু সকল লক্ষ্য করিতে করিতে একটি বেদী দেখিতে পাইলাম, তাহাতে ক্ষোদিত আছে, "অজ্ঞাত দেবের উদ্দেশে"। অতএব তোমরা অজ্ঞাতসারে যাঁহার আরাধনা করিতেছ, তাঁহাকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করি।
২৪ জগতের ও তাহার মধ্যে 'সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু', তিনি হস্ত-নির্ম্মিত মন্দিরে বাস করেন না;
২৫ কোনও প্রকার অভাব বশতঃ মানুষের হস্তদ্বারা সেবিতও হন না, কারণ তিনিই সকলকে জীবন ও প্রাণবায়ু ও সমস্ত কিছু
২৬ দান করেন। তিনি সমগ্র মানব জাতিকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তাহারা ভূপৃষ্ঠে বাস করে, তাহাদের

১৮ ১ করি: ৪; ১০। ১৫: ১২ প্রে: ৪; ২
২৩ যোঃ ৪; ২২
২৪ ১ রাঃ ৮; ২৭ যিশাঃ ৪২; ৫ মথি ১১; ২৫ প্রেঃ ৭; ৪৮
২৫ গীত ৫০; ১০-১২
২৬ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ৮

* অর্থাৎ, রণ-দেবতার নামে আখ্যাত পর্ব্বতবিশেষ। এই স্থানে আদালত ও পৌরসভার অধিবেশন হইত

জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল ও বসতির সীমা পূর্ব্ব হইতেই নিরূপণ
২৭ করিয়াছিলেন; তাহারা যেন ঈশ্বরের অন্বেষণ করে এবং যাহাতে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাঁহাব সন্ধান করে ও সম্ভব হইলে, তাঁহার উদ্দেশ পায়, যদিও তিনি আমাদের কাহারও
২৮ হইতে দূরবর্ত্তী নন। কারণ, তাঁহাতেই আমাদের জীবন, ও গতি ও সত্তা; যেমন তোমাদের কবিদের মধ্যে কয়েকজনও
২৯ বলিয়াছেন, আমরাও তাঁহার বংশ। অতএব আমরা ঈশ্বরের বংশ হওয়াতে, ঈশ্বরের স্বরূপকে মানুষের শিল্পকৌশল ও কল্পনাশক্তি প্রসূত ক্ষোদিত স্বর্ণ কি রৌপ্য কি প্রস্তরের
৩০ অনুরূপ মনে করা আমাদের উচিত নয়। ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার যুগ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্ব্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মনপরিবর্ত্তন করিতে আদেশ দিতে-
৩১ ছেন; কারণ তিনি একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তির দ্বারা 'ন্যায়পরতায় পৃথিবীস্থ সকলের বিচার করিবেন'; এবং তাঁহাকে মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত করিয়া সকলের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন।

৩২ মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনিয়া কেহ কেহ উপহাস করিল; কিন্তু অন্য কেহ কেহ বলিল, এই বিষয়ে আপনার
৩৩ কথা আমরা আবার শুনিব। তখন পৌল তাহাদের মধ্য
৩৪ হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু কোন কোন লোক তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিল ও বিশ্বাস করিল; তাহাদের মধ্যে আরেয়পাগীয় দিয়নুষিয়, এবং দামারিস্ নামে একজন স্ত্রীলোক, ও তাহাদের সহিত আর কয়েকজন ছিল।

২৭ যিশা: ৫৫; ৬ গীত ১৪৫; ১৮ যির: ২৩, ২৩
২৮ ইয়োব ১২; ১০ দা: ৫, ২৩ ১ শমূ: ২৫, ২৯ কল: ১, ১৭
২৯ আদি ১, ২৭ যিশা: ৪০, ১৮-২০ হবক্ ২, ১৮-২০ প্রে: ১৯, ২৬ ১ করি: ১২, ২
৩০ প্রে: ১৪; ১৬। ১৭, ২৩। ২৬, ২০
৩১ গীত ৯, ৮। ৯৬; ১৩ যো: ৫; ২২ প্রে: ১০; ৪২ রো: ২; ১৬

করিন্থে পৌলের প্রচার

১৮ তাহার পর পৌল আথীনী হইতে যাত্রা করিয়া
২ করিন্থে আসিলেন। আর তিনি আকিলা নামে এক যিহূদীর দেখা পাইলেন; ইনি পন্ত প্রদেশের অধিবাসী এবং আপন স্ত্রী প্রিষ্কিল্লার সহিত ইটালী হইতে সদ্য আগত; কারণ ক্লৌদিয় সমস্ত যিহূদীকে রোম হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ
৩ দিয়াছিলেন। পৌল তাঁহাদের কাছে গেলেন; তিনি সমব্যবসায়ী হওয়াতে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলেন ও তাঁহারা একত্র কার্য্য করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁবু-নির্ম্মাণ তাঁহাদের
৪ ব্যবসা ছিল। প্রতি বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে ধর্ম্মালোচনা করিতেন, এবং যিহূদী ও গ্রীকদের স্বমতে আনিতে প্রয়াস পাইতেন।

২ রো: ১৬; ৩ প্রে: ১৮; ১৮, ২৬
৩ প্রে: ২০; ৩৪ ১ করি: ৪; ১২। ৯; ১২

৫ যখন সীল ও তীমথিয় মাকিদনিয়া হইতে আসিলেন, সেই সময় পৌল বাক্য-প্রচারে নিবিষ্ট থাকিয়া যীশুই যে খ্রীষ্ট যিহূদীদের নিকটে এই সাক্ষ্যদান করিতেছিলেন। ৬ তাহারা প্রতিরোধ ও নিন্দাবাদ করিতে থাকায় তিনি কাপড় ঝাড়িয়া তাহাদের বলিলেন, তোমাদের রক্তের দায় তোমাদেরই মস্তকে, এখন হইতে আমি বিজাতীয়দের কাছে যাইব; ৭ এই বিষয়ে আমি নির্দ্দোষ। পরে তিনি সেখান হইতে চলিয়া গিয়া তিতিয় যুষ্ট নামে একজনের বাড়ীতে গেলেন; ইনি ঈশ্বরভক্ত লোক ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ী সমাজ-৮ গৃহের পাশে ছিল। সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষ ক্রীস্প ও তাঁহার সমস্ত পরিজন প্রভুতে বিশ্বাস করিলেন; এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেকে শুনিয়া বিশ্বাস করিল ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিল। ৯ আর প্রভু রাত্রিকালে দর্শনযোগে পৌলকে বলিলেন, ভয় ১০ করিও না, বরং কথা বলিতে থাক, নীরব হইও না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার অনিষ্ট হয় এমন ভাবে কেহই তোমাকে আক্রমণ করিবে না; কারণ আমার মনোনীত বহুসংখ্যক লোক এই নগরে আছে।

১১ পরে তিনি তাহাদের মধ্যে দেড় বৎসর থাকিয়া ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিলেন।

দেশাধ্যক্ষ গাল্লিয়োর সম্মুখে পৌলের বিরুদ্ধে যিহূদীদের অভিযোগ

১২ আর গাল্লিয়ো যখন আখায়ার দেশাধ্যক্ষ, তখন যিহূদীরা একযোগে পৌলের বিপক্ষে উঠিল ও তাঁহাকে বিচারাসনের ১৩ সম্মুখে আনিয়া বলিল, এই লোকটি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে মনুষ্যদের যেভাবে প্ররোচিত করে তাহা বিধি-ব্যবস্থার ১৪ বিরুদ্ধ। কিন্তু পৌল মুখ খুলিতে উদ্যত হইলে গাল্লিয়ো যিহূদীদের বলিলেন, যিহূদীগণ, কোনও প্রকার অন্যায় বা গুরুতর দুষ্কর্ম্ম সম্পর্কিত ব্যাপার হইলে, তবে তোমাদের প্রতি ১৫ সহিষ্ণুতা দেখান আমার পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত হইত; কিন্তু বিশেষ বাক্য বা নাম সম্পর্কিত অথবা তোমাদের নিজেদের বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্ন যদি হয়, তবে তাহা তোমাদেরই দেখিবার কথা; আমি সেই সকল বিষয়ের বিচারক হইতে ১৬ চাই না। তিনি বিচারাসনের সম্মুখ হইতে তাহাদের ১৭ তাড়াইয়া দিলেন। তাহাতে সকলে সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষ সোস্থিনিকে ধরিয়া বিচারাসনের সম্মুখে প্রহার করিল; আর গাল্লিয়ো সে সকল ব্যাপার ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

৫ প্রেঃ ১৭, ১৪, ১৫। ৫ ; ৪২
৬ প্রেঃ ১৩ ; ৪৬, ৫১। ২০, ২৬
৮ ১ করিঃ ১ ১৪
৯ ১ করিঃ ২, ৩ প্রেঃ ৯, ১০, ১৫। ২৩, ১১। ২৭, ২৪
১০ যিহোঃ ১, ৫, ৯ ১ রাঃ ১৯, ১৮ যিশাঃ ৪১, ১০। ৪৩, ৫ যিরঃ ১, ৮ রোঃ ১১, ৪
১৪, ১৫ প্রেঃ ২৫ ; ১৮-২০ যোঃ ১৮ ; ৩১

১৮ পৌল আরও অনেক দিন থাকিবার পর ভ্রাতাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, প্রিস্কিল্লা ও আকিলার সহিত জলপথে সুরিয়া দেশে গেলেন; মানত ছিল বলিয়া তিনি কিংক্রিয়াতে ১৯ মস্তক-মুণ্ডন করিয়াছিলেন; পরে তাঁহারা ইফিষে উপস্থিত হইলেন, তিনি তাঁহাদের সেখানে ছাড়িলেন এবং নিজে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া যিহূদীদের সহিত ধর্ম্মালোচনা ২০ করিলেন। তাহারা আপনাদের নিকটে আরও কিছুদিন থাকিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি সম্মত হইলেন না; ২১ কিন্তু এই বলিয়া তাহাদের কাছে বিদায় লইলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব। পরে তিনি ইফিষ হইতে জাহাজ খুলিয়া কৈসরিয়াতে ২২ গেলেন; সেখান হইতে যিরূশালেমে * গিয়া তিনি মণ্ডলীকে অভিবাদন করিলেন, পরে আন্তিয়খিয়ায় চলিয়া গেলেন।

১৮ প্রেঃ ২১, ২৪ গণনা ৬, ২, ১৮
২১ ১ করিঃ ১৯ যাকোব ১৫ রোঃ ১;
২২ প্রেঃ ২১, ১৫

প্রচার নিমিত্তে পৌলের তৃতীয় যাত্রা

২৩ সেখানে কিছুকাল কাটাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং ক্রমে গালাতীয় দেশ ও ফরুগিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে শিষ্য সকলকে সুস্থির করিলেন।

প্রেঃ ১৬,

আপল্লোর বিবরণ

২৪ আপল্লো নামে একজন যিহূদী ইফিষে আসিলেন; তিনি জাতিতে আলেক্সান্দ্রিয়ার অধিবাসী, একজন সুবক্তা, এবং ২৫ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রভুর পথের বিষয়ে সুশিক্ষিত, এবং আত্মাতে উত্তপ্ত হওয়াতে তিনি যীশুর বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে বক্তৃতা দিতেন ও শিক্ষা দিতেন; কিন্তু তিনি ২৬ কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের কথা জানিতেন। তিনি সমাজ-গৃহে মুক্ত-কণ্ঠে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন প্রিস্কিল্লা ও আকিলা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে আপনা-দের কাছে আনিলেন এবং ঈশ্বরের পথের কথা আরও ২৭ সূক্ষ্মরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। পরে তিনি আখায়াতে যাইতে মনস্থ করিলে ভ্রাতৃগণ উৎসাহ দান করিলেন, আর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে শিষ্যদের নিকটে পত্র লিখিলেন; তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া যাহারা অনুগ্রহদ্বারা বিশ্বাস করিয়া-২৮ ছিল, তাহাদের বিস্তর উপকার করিলেন; কারণ যীশুই যে

২৪ ১ করিঃ ১, ৩, ৪, ৬। ৬। ১৬, তীত ৩, ১৩
২৫ রোঃ ১২, ১১ প্রে ৩, ১৫
২৭ ২ করিঃ ৩, ১ রোঃ ১৬, ১ কলঃ ৪, ১০
২৮ প্রেঃ ৯; ২২। ১৭: ৩

* মূল গ্রীকে যিরূশালেমের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কেবল 'উপরে' লেখা আছে; কিন্তু মানে যিরূশালেম, ইহাতে সন্দেহ নাই

খ্রীষ্ট, ইহা শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা প্রমাণিত করিয়া তিনি আগ্রহের সহিত লোকসাধারণের সম্মুখে যিহূদীদের সকল যুক্তি খণ্ডন করিলেন।

ইফিষে পৌলের প্রচার

১৯ আপল্লো যে সময় করিন্থে ছিলেন, সেই সময়ে পৌল পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া ইফিষে আসিলেন। ২ সেখানে কয়েকজন শিষ্যের দেখা পাইয়া তিনি তাহাদের বলিলেন, বিশ্বাসী হইয়া তোমরা কি পবিত্র আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে? তাহারা তাঁহাকে বলিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, ৩ তাহাও আমরা শুনি নাই। তিনি তাহাদের বলিলেন, তবে কিসে তোমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়াছিলে? তাহারা ৪ বলিল, যোহনের বাপ্তিস্মে। পৌল বলিলেন, যোহনের বাপ্তিস্ম মনপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম ছিল, তিনি ত লোকদের বলিতেন, যিনি আমার পরে আসিবেন, তাঁহাতে অর্থাৎ ৫ যীশুতে, তাহাদের বিশ্বাস করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া তাহারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিল। ৬ আর পৌল তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপরে আসিলেন এবং তাহারা বিভিন্ন ভাষায় ৭ কথা বলিতে লাগিল ও ভাববাণী করিল। তাহারা সর্ব্বসমেত বারোজন পুরুষ ছিল।

৮ পরে তিনি সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং তিন মাস পর্য্যন্ত মুক্ত-কণ্ঠে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা আলোচনা ৯ করিয়া তাহা গ্রহণের প্রবৃত্তি দিতে থাকিলেন। কিন্তু লোকসাধারণের সাক্ষাতে কয়েকজন সেই পথের দুর্নাম করিয়া অনমনীয় ও অবিশ্বাসী হওয়াতে তিনি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন ও শিষ্যদের পৃথক করিয়া প্রতিদিন তুরান্ন নামক একজনের বিদ্যালয়ে ধর্ম্মালোচনায় নিরত ১০ থাকিলেন। এইরূপে দুই বৎসর চলিল; তাহাতে এশিয়ার অধিবাসী সকলে, গ্রীক ও যিহূদী, প্রভুর বাক্য শুনিতে ১১ পাইল। ঈশ্বর পৌলের হস্তদ্বারা অসাধারণ পরাক্রমকার্য্য ১২ সাধন করিতেন; এমন কি তাঁহার গাত্র হইতে রুমাল কি গায়ের কাপড় পীড়িত লোকদের নিকট আনিলে তাহারা রোগমুক্ত হইত ও তাহাদের মধ্য হইতে মন্দ-আত্মারা দূর হইয়া যাইত।

১ প্রেঃ ১৮, ২৪
২ প্রেঃ ২; ৩৮। ১০, ৪৪। ১১; ১৫
৪ মথি ৩; ১১
৬ প্রেঃ ২, ৪। ৮; ১৭। ৯; ১৭। ১০, ৪৪, ৪৬
৯ প্রেঃ ৯; ২। ১৯; ২৩। ২২; ৪, ১৯। ২৪; ১৪, ২২ ২ করিঃ ৬; ১৭
১১, ১২ প্রেঃ ২; ৪৩। ৫; ১২, ১৫। ১৪; ৩

১৩ আর যিহূদীদের কয়েকজন ভ্রাম্যমাণ ওঝাও মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকদের কাছে প্রভু যীশুর নাম উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিল, পৌল যাঁহাকে প্রচার করেন আমরা সেই ১৪ যীশুর নামে দিব্য দিয়া তোমাদের বলিতেছি। যিহূদীয় মহা-পুরোহিত স্কিবার সাতজন পুত্রও সেইরূপ করিত। ১৫ তাহাতে মন্দ-আত্মা উত্তর দিয়া বলিল, যীশুকে আমি জানি, ১৬ পৌলের বিষয়ও আমি জানি, কিন্তু তোমরা কে? তখন সেই মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোক তাহাদের উপরে লাফাইয়া পড়িল এবং তাহাদের দুইজনকে পরাভূত করিয়া তাহাদের উপরে এমন শক্তি প্রকাশ করিল যে তাহারা বিবস্ত্র ও ক্ষতবিক্ষত ১৭ হইয়া সেই গৃহ হইতে পলায়ন করিল। ইফিষ-নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই ইহা জানিতে পারিয়া ভীত হইল ১৮ এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হইল। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছিল তাহাদের অনেকে আসিয়া আপনাদের কার্য্যকলাপ ১৯ স্বীকার করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। আর যাহারা যাদুবিদ্যা অভ্যাস করিত তাহাদের অনেকে আপন আপন পুস্তকগুলি একত্র করিয়া সকলের সাক্ষাতে পোড়াইয়া ফেলিতে লাগিল; সেই সকলের মূল্য হিসাব করিলে দেখা ২০ গেল, পঞ্চাশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা। এইরূপে প্রভুর বাক্য সপরাক্রমে বৃদ্ধি পাইতে ও প্রবল হইতে থাকিল।

২১ এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর পৌল আত্মায় সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি মাকিদনিয়া ও আখায়া হইয়া যিরূশালেমে যাইবেন। তিনি বলিলেন, সেখানে যাইবার পর আমাকে ২২ রোম নগরও দেখিতে হইবে। যাঁহারা তাঁহার সেবা করিতেন তাঁহাদের দুইজনকে, তীমথিয় ও ইরাস্তকে, মাকিদনিয়ায় পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে কিছুকাল এশিয়ায় কাটাইলেন।

১৩ মার্ক ৯, ৩৮; লূক ৯, ৪৯
১৫ মার্ক ১, ৩৪; লূক ৪, ৪১
১৭ প্রেঃ ৫; ৫, ১
২০ প্রেঃ ৬; ৭। ১২, ২৪
২১ প্রেঃ ২৩, ১১; রোঃ ১; ১০, ১৩। ১৫; ২৪-২৮
২২ রোঃ ১৬; ২৩; ২ তীমঃ ৪, ২০

রৌপ্যকারদের আন্দোলন

২৩ সেই সময়ে এই পথের বিষয় প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি ২৪ হইল। কারণ দীমীত্রিয় নামে এক রৌপ্যকার আর্তেমিসের * মন্দিরের রৌপ্যময় প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া শিল্পীদের প্রভূত ২৫ লাভবান করিত। সে তাহাদের ও সমব্যবসায়ী কারিগরদের একত্র করিয়া বলিল, মহাশয়েরা, আপনারা জানেন, ২৬ এই ব্যবসায়ের দ্বারা আমাদের ধনাগম হয়। আপনারা ইহাও দেখিতেছেন ও শুনিতে পাইতেছেন যে, কেবল

২৩ প্রেঃ ১৯, ৯; ২ করিঃ ১, ৮, ৯
২৪ প্রেঃ ১৬, ১৬
২৬ প্রেঃ ১৭; ২৯

* রোমীয়দের ভাষায় এই দেবী দীয়ানা নামে আখ্যাত

ইফিষে নয়, প্রায় সমস্ত এশিয়ায়ও এই পৌল বহু লোককে এই বলিয়া প্ররোচনা দিয়া ফিরাইয়াছে যে, হস্ত-নির্ম্মিত
২৭ দেবতারা দেবতাই নয়। ইহাতে কেবল আমাদের এই ব্যবসার অপযশ হইবার আশঙ্কা আছে তাহা নয়, কিন্তু মহাদেবী আর্ত্তেমিস্, যাঁহাকে সমস্ত এশিয়া ও জগৎ-সংসার উপাসনা করে, তাঁহার মন্দির অবজ্ঞাত হইবে এবং তাঁহারও মাহাত্ম্য হ্রাস পাইবে।

২৮ এই কথা শুনিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া চেঁচাইয়া বলিল,
২৯ ইফিষীয়দের আর্ত্তেমিস্ই মহান! তাহাতে সমগ্র নগর কোলাহলে পূর্ণ হইল; লোকেরা পৌলের সহযাত্রী মাকিদনিয়ার গাইয় ও আরিষ্টার্খকে ধরিয়া লইয়া একযোগে রঙ্গভূমিতে
৩০ ধাবিত হইল। তখন পৌল জনতার মধ্যে যাইতে ইচ্ছা
৩১ করিলে শিষ্যেরা তাঁহাকে যাইতে দিল না; এশিয়া প্রদেশের অধ্যক্ষদের মধ্য হইতে কয়েকজন যাহারা তাঁহার বন্ধু ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়া অনুনয় করিলেন যেন তিনি রঙ্গভূমিতে আপনার বিপদ ঘটাইতে না যান।
৩২ তখন বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন কথা বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, কারণ সভা কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছিল এবং অধিকাংশ লোক জানিত না কি কারণে তাহারা সমবেত হইয়াছিল।
৩৩ যিহূদীরা আলেকসান্দারকে সম্মুখে দাঁড় করাইলে জনতার মধ্য হইতে লোকেরা তাহাকেই পরামর্শ দিল; তখন আলেক্সান্দার হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া লোকদের কাছে পক্ষসমর্থন
৩৪ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে যে যিহূদী, ইহা যখন তাহারা জানিতে পারিল, তখন তাহারা সকলে একযোগে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এই বলিয়া চীৎকার করিল, ইফিষীয়দের আর্ত্তেমিস্ই মহান।

২৯ রো: ১৬; ২৩
প্রে: ২০, ৪।
২৭, ২
কল: ৪; ১০
ফিলী: ২৪

৩৫ অবশেষে নগরাধ্যক্ষ জনতাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, ইফিষীয় লোকেরা, মনুষ্যদের মধ্যে কে না জানে যে ইফিষীয়দের নগর মহাদেবী আর্ত্তেমিসের ও আকাশ হইতে পতিত
৩৬ সেই মূর্ত্তির মন্দির-রক্ষক? সুতরাং এই সকল কথার যখন প্রতিবাদ করা যায় না তখন তোমাদের উচিত শান্ত হওয়া
৩৭ এবং হঠকারীর ন্যায় কার্য্য না করা। কারণ এই যে লোকদের তোমরা এই স্থানে আনিয়াছ, ইহারা মন্দির-
৩৮ লুণ্ঠনকারী নয়, তোমাদের দেবীর নিন্দাও করে নাই। যদি দীমীত্রিয় ও তাহার সঙ্গী কারিগরদের কোন কথা কাহারও বিরুদ্ধে থাকে, তবে আদালতের বৈঠক চলিতেছে,

দেশাধ্যক্ষগণও আছেন ; তাহারা পরস্পরের অভিযোগ করুক।
৩৯ কিন্তু যদি তোমরা ইহার অতিরিক্ত কিছু অনুসন্ধান করিতে চাও, তবে বিধিমত সভায় তাহা নিষ্পত্তি করা যাইবে।
৪০ বাস্তবিক আজিকার ব্যাপারের জন্য আমাদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে ; কারণ এই জন-সমাগমের বিষয়ে কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ আমরা দেখাইতে পারিব না। এই কথা বলিয়া তিনি সভা ভঙ্গ করিলেন।

মাকিদনিয়া ও গ্রীস দেশে ভ্রমণ

২০ সেই গোলমাল থামিলে পর পৌল শিষ্যদের ডাকিয়া পাঠাইয়া উৎসাহ দান করিলেন এবং অভিবাদন করিয়া
২ মাকিদনিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে সেই অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক কথায় শিষ্যদের উৎসাহ দান
৩ করিয়া গ্রীস দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিন মাস কাটাইয়া তিনি জাহাজে করিয়া সুরিয়া দেশে যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তখন যিহূদীরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাতে তিনি মাকিদনিয়া হইয়া ফিরিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন।
৪ বিরয়া নগরের পুর্হের পুত্র সোপাত্র, থিষলনীকীয় আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, দর্ব্বী নগরের গাইয়, তীমথিয়, এবং এশিয়ার
৫ তুখিক ও ত্রফিম তাঁহার সঙ্গে গেলেন ; কিন্তু তাঁহারা অগ্রে
৬ গিয়া ত্রোয়াতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিলেন। খামি-বিহীন রুটির পর্ব্বের সময় অতীত হইলে আমরা ফিলিপী হইতে জলপথে যাত্রা করিয়া পাঁচ দিনে ত্রোয়াতে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলাম ; সেখানে সাত দিন কাটাইলাম।

৩ প্রেঃ ২০ ; ১৯
৪ রোঃ ১৬ ; ২১(?) প্রেঃ ১৯ ; ২৯
৫ প্রেঃ ১৬ ; ৮

ত্রোয়াতে পৌলের প্রচার

৭ সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি ভাঙ্গিবার জন্য একত্র হইলে পৌল পরদিন চলিয়া যাইতে উদ্যত ছিলেন বলিয়া লোকদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিলেন ও মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত
৮ বক্তৃতা করিলেন। আমরা উপরের যে কুঠরীতে একত্র
৯ হইয়াছিলাম, সেখানে অনেক প্রদীপ ছিল। উতুখ নামে একজন যুবক জানালায় বসিয়া ছিল ; সে গভীর নিদ্রাভিভূত হইল, এবং পৌল আরও অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিতে থাকিলে সে নিদ্রাভিভূত অবস্থায় তেতালা হইতে নীচে পড়িয়া গেল ;
১০ এবং তাহাকে মৃত অবস্থায় তুলিয়া লওয়া হইল। তখন পৌল নামিয়া গিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, আর

৭ ১ করিঃ ১৬ ; ২ প্রেঃ ২ ; ৪২, ৪৬
১০ ১ রাঃ ১৭ ; ২১

তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সকলকে বলিলেন, তোমরা কোলাহল করিও না, কারণ এখনও ইহার প্রাণ আছে।
১১ পরে তিনি উপরে গিয়া রুটি ভাঙ্গিয়া আহার করিলেন এবং অনেকক্ষণ, এমন কি, প্রভাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা বলিবার পর
১২ চলিয়া গেলেন। আর তাহারা ছেলেটিকে জীবিত অবস্থায় লইয়া গিয়া যারপরনাই আশ্বাসিত হইল।

মিলীতে গিয়া ইফিষ-মণ্ডলীর প্রাচীনদের নিকট পৌলের বিদায়গ্রহণ

১৩ আর আমরা অগ্রে গিয়া জাহাজে উঠিয়া আসস অভিমুখে যাত্রা করিলাম; সেখান হইতে পৌলকে তুলিয়া লইব মনস্থ করিলাম, কারণ তিনি স্থলপথে সেখানে যাইবেন স্থির
১৪ করিয়াছিলেন। পরে তিনি আসসে আমাদের সঙ্গ ধরিলে আমরা তাঁহাকে তুলিয়া লইলাম ও মিতুলীনীতে আসিলাম।
১৫ সেখান হইতে জাহাজে চড়িয়া পরদিন খীয় দ্বীপের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম; দ্বিতীয় দিনে পার হইয়া সামঃ দ্বীপে
১৬ পৌঁছিয়া পরদিন মিলীতে আসিলাম। যাহাতে এশিয়ায় তাঁহার বিলম্ব না হয় এইজন্য পৌল ইফিষ পার্শ্বে ফেলিয়া যাইতে স্থির করিয়াছিলেন; তিনি ত্বরা করিতেছিলেন, যেন সম্ভব হইলে পঞ্চাশত্তমীর দিন যিরূশালেমে উপস্থিত থাকিতে পারেন।

১৬ প্রেঃ ১৮ ২১

১৭ মিলীত হইতে তিনি ইফিষে লোক পাঠাইয়া মণ্ডলীর
১৮ প্রাচীনবর্গকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের বলিলেন,

১৮ প্রেঃ ১৮; ১৯। ১৯; ১০

তোমরা জান, এশিয়া দেশে আসা অবধি আমি প্রথম দিন হইতে তোমাদের সঙ্গে সর্ব্বদা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি,
১৯ সম্পূর্ণ নম্রতা ও অশ্রুপাতের সহিত এবং যিহূদীদের ষড়যন্ত্র হইতে উৎপন্ন নানা পরীক্ষার মধ্যেও দাসের ন্যায় প্রভুর
২০ সেবা করিয়াছি; কুণ্ঠিত না হইয়া, যাহা যাহা হিতকর সকলই তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি এবং জনসাধারণের
২১ সাক্ষাতে অথবা গৃহে গৃহে তোমাদের শিক্ষা দিয়াছি; ঈশ্বরের প্রতি মনপরিবর্ত্তন ও আমাদের প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করিবার বিষয়ে যিহূদী ও গ্রীকদের নিকটে সাক্ষ্যদান করিয়া আসি-
২২ তেছি। এখন আমি আত্মার নির্দ্দেশের বাধ্য হইয়া যিরূশালেমে যাইতেছি; সেখানে আমার প্রতি কি ঘটিবে, তাহা
২৩ জানি না; কেবল ইহা জানি, প্রতি নগরে পবিত্র আত্মা আমার কাছে এই বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছেন যে, বন্ধন ও ক্লেশ

১৯ প্রে ২০, ৩

২৩ প্রেঃ ৯, ১৬। ১০ ১১। ২১; ১১

২৪ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু নিজের প্রাণকে আমি কিছুরই মধ্যে গণ্য করি না, অথবা তাহা প্রিয় জ্ঞান করি না, যেন নিরূপিত পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িতে পারি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার যে সেবা-ব্রত প্রভু যীশু হইতে পাইয়াছি, তাহা সমাপন করিতে পারি।

২৫ এখন আমি জানি যে, তোমরা সকলে যাহাদের মধ্যে আমি সেই রাজ্য প্রচার করিতে করিতে ভ্রমণ করিয়াছি, ২৬ তোমরা আমার মুখ আর দেখিতে পাইবে না; এইজন্য অদ্য তোমাদের নিকটে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, সকলের রক্তের ২৭ দায় সম্পর্কে আমি নির্দ্দোষ; কারণ আমি কুণ্ঠিত না হইয়া ঈশ্বরের সমস্ত সঙ্কল্প তোমাদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছি। ২৮ তোমরা নিজেদের এবং সমগ্র পালের সম্বন্ধে সাবধান হও; তাহাদের মধ্যে পবিত্র আত্মাদ্বারা তোমরা অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হইয়াছ, 'প্রভুর সেই মণ্ডলীকে' পালন কর যাহা ২৯ তিনি নিজ রক্তদ্বারা 'ক্রয় করিয়াছেন'*। কারণ ইহা আমি জানি, আমার প্রস্থানের পর হিংস্র কেন্দুয়া তোমাদের ৩০ মধ্যে প্রবেশ করিবে, মেষপালকে নিষ্কৃতি দিবে না; এবং তোমাদের মধ্য হইতেও লোকেরা উঠিবে এবং শিষ্যদের বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাদের পশ্চাতে লইবার জন্য বিকৃত ৩১ শিক্ষা দিবে। সুতরাং জাগিয়া থাক ও স্মরণে রাখ যে আমি তিন বৎসর ধরিয়া দিবারাত্র প্রত্যেককে অশ্রুপাতের সহিত চেতনাদানে বিরত হই নাই।

৩২ এখন ঈশ্বরের ও তাঁহার অনুগ্রহের বাক্যের নিকটে তোমাদের সমর্পণ করি, তাহা তোমাদের গাঁথিয়া তুলিতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে উত্তরাধিকার দিতে সমর্থ। ৩৩ আমি কাহারও রৌপ্য, কি স্বর্ণ, কি বস্ত্র আকাঙ্ক্ষা করি ৩৪ নাই; তোমরা নিজেরাই জান, আমার এই হস্তদ্বয় আমার প্রয়োজনের জন্য ও আমার সঙ্গীদের জন্য সর্ব্বপ্রকার সেবা- ৩৫ কার্য্য করিয়াছে। আমি তোমাদের দেখাইয়া দিয়াছি যে, এইপ্রকারে পরিশ্রম করিয়া দুর্ব্বলদের সাহায্য করা এবং প্রভু যীশুর বাক্য স্মরণ করা তোমাদের উচিত; তিনি বলিয়াছিলেন, গ্রহণ করা অপেক্ষা দান করা আশীর্ব্বাদ-জনক।

৩৬ এই কথা বলিয়া তিনি নতজানু হইয়া সকলের সহিত ৩৭ প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে সকলে অত্যন্ত রোদন করিলেন

২৪ প্রে: ১৫; ২৬। ২১; ১৩
২৫ প্রে: ৮, ১২। ২৮, ৩১
২৬ প্রে: ১৮, ৬
২৮ গীত ৭৮, ২ ১পি: ৫, ২
২৯ মথি ৭, ১৫ ১০, ১৬ যো: ১০; ১২
৩০ ১যো: ২; ১৯ ১করি: ১১, ১৯
৩১ মার্ক ১৩, ৩৫, ৩৭। ১থিষ: ২, ১১ কল: ১, ২৮ প্রে: ১৯; ১০
৩২ প্রে: ২৬; ১৮ কল: ১; ১২
৩৩-৩৫ ১শমূ: ১২; ৩ প্রে: ১৮; ৩ ১করি: ৪, ১২। ৯, ১২ ১থিষ: ২, ৫, ৯। ৫, ১৪ ইফি: ৪; ২৮
৩৬, ৩৭ প্রে: ২১; ৫, ৬ রো: ১৬; ১৬ ১পি: ৫: ১৪

* অথবা, আপন করিয়া লইয়াছেন

এবং পৌলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন ;
৩৮ তাঁহারা তাঁহার মুখ আর দেখিতে পাইবেন না, তাঁহার এই কথার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ করিলেন। পরে জাহাজ পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহারা তাঁহাকে জলযাত্রায় প্রেরণ করিলেন।

প্রেঃ ২০ ; ২৫

সোর ও কৈসরিয়া হইয়া পৌলের যিরূশালেমে প্রবেশ

২১ তাঁহাদের নিকট হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ও জাহাজ খুলিয়া আমরা সোজা পথে কো দ্বীপ হইয়া পরদিন রোদঃ দ্বীপে আসিলাম এবং সেখান হইতে পাতারায়
২ উপস্থিত হইলাম। সমুদ্র পার হইয়া ফৈনিকিয়ায় যাইবে এমন একটি জাহাজ পাইয়া আমরা তাহাতে উঠিয়া রওনা হইলাম।
৩ পরে কুপ্রদ্বীপ দেখিতে পাইয়া তাহা বাম দিকে রাখিয়া আমরা সুরিয়া দেশে পৌছিয়া সোরে নামিলাম ; কারণ সেখানে
৪ জাহাজের মাল নামাইবার কথা ছিল। সেস্থানের শিষ্যদের সন্ধান লইয়া আমরা সাত দিন তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থান করিলাম ; তাঁহারা আত্মার আবেশে পৌলকে বলিলেন যেন তিনি
৫ যিরূশালেমের অভিমুখে অগ্রসর না হন। সেই কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর আমরা সেখান হইতে যাত্রা করিলাম ; তখন তাঁহারা সকলে স্ত্রীপুত্র সঙ্গে লইয়া পথ-যাত্রায় আমাদের প্রেরণ করিবার জন্য নগরের বাহির পর্য্যন্ত
৬ আসিলেন ; সমুদ্র-তীরে আমরা নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলাম এবং পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম ; আমরা জাহাজে উঠিলে পর তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

৪ প্রেঃ ১০ ; ১৯
৫ প্রেঃ ২০ ; ৩৩

৭ পরে সোর ছাড়িয়া আমরা জলযাত্রা শেষ করিয়া তলি-মায়িতে উপস্থিত হইলাম, এবং ভ্রাতাদের অভিবাদন করিয়া
৮ একদিন তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলাম। পরদিন আমরা যাত্রা করিয়া কৈসরিয়াতে আসিলাম, এবং সুসমাচার-প্রচারক ফিলিপ, যিনি সেই সাতজনের একজন, তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া
৯ তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিলাম। তাঁহার চারিজন কুমারী
১০ কন্যা ছিলেন, তাঁহারা ভাববাণী বলিতেন। সেখানে আমরা কয়েক দিন অবস্থান করিলাম, সেই সময় যিহূদিয়া হইতে
১১ আগাব নামে একজন ভাববাদী উপস্থিত হইলেন। আর তিনি আমাদের নিকটে আসিয়া পৌলের কটিবন্ধ লইয়া নিজের হাত পা বাঁধিয়া বলিলেন, পবিত্র আত্মা এই কথা বলিতেছেন, এই কটিবন্ধ যাহার, তাহাকে যিহূদীরা যিরূশালেমে

৮ প্রেঃ ৮ ; ৪০
৯ প্রেঃ ২ ; ১৭
১০ প্রেঃ ১১ ; ২৮
১১ প্রেঃ ১০ ; ১৯। ৯ ; ১৬। ২০ ২৩

এইভাবে বাঁধিবে, এবং [illegible] হস্তে সমর্পণ করিবে।
১২ তাহা শুনিয়া আমরা ও স্থানীয় সকলে পৌলকে অনুরোধ করিলাম যেন তিনি যিরূশালেম অভিমুখে অগ্রসর না হন।
১৩ তখন পৌল উত্তরে বলিলেন, তোমরা ক্রন্দন করিয়া ও আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া এই কি করিতেছ? কারণ আমি প্রভু যীশুর নামের জন্য যিরূশালেমে কেবল বন্দী হইতে নয়, বরং
১৪ মরিতেও প্রস্তুত আছি। তিনি যখন আমাদের কথায় সম্মত হইলেন না, আমরা নিরস্ত হইয়া বলিলাম, প্রভুরই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১২ মথি ১৬; ২২
১৩ প্রেঃ ১৫; ২৬। ২০; ২৪ যোঃ ২১, ১৮
১৪ মথি ৬; ১০

১৫ এই কয়দিন অতিবাহিত হইলে, আমরা আমাদের জিনিস-পত্র গুছাইয়া লইয়া যিরূশালেমের দিকে অগ্রসর হইলাম।
১৬ কৈসরিয়া হইতে কয়েকজন শিষ্য আমাদের সঙ্গে চলিলেন এবং ম্নাসোন নামে কুপ্রদ্বীপের একজন আদি শিষ্যকে তাঁহারা সঙ্গে আনিলেন; তাঁহার বাড়ীতে আমাদের অতিথি হইবার কথা ছিল।

প্রচার সম্বন্ধে আপত্তিকারীদের সঙ্গে আপস করিবার পৌলের চেষ্টা

১৭ যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে ভ্রাতৃগণ সানন্দে আমাদের
১৮ গ্রহণ করিলেন। পরদিন পৌল আমাদের সহিত যাকোবের নিকটে গেলেন; সেখানে প্রাচীনবর্গের সকলে উপস্থিত
১৯ হইলেন। পরে তিনি তাঁহাদের অভিবাদন করিয়া তাঁহার সেবার দ্বারা ঈশ্বর যে কার্য্য করিয়াছেন এক এক করিয়া
২০ সমস্তই তাঁহাদের জানাইলেন; তাহা শুনিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিলেন এবং পৌলকে বলিলেন, ভ্রাতা, তুমি দেখিতে পাইতেছ যিহূদীদের মধ্যে কত সহস্র লোক বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহারা সকলে বিধি-ব্যবস্থার সমর্থনে বিশেষ
২১ উদ্যোগী। তোমার বিষয়ে তাহারা এই সংবাদ পাইয়াছে যে, তুমি বিজাতীয়দের মধ্যে প্রবাসী সমস্ত যিহূদীকে মোশির ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়া থাক, যেন তাহারা শিশুদের পরিচ্ছেদন না করে ও বিবিধ প্রথা অনুসারে
২২ আচরণ না করে; এখন কি করা যায়? বহুলোক অবশ্য একত্র হইবে, কারণ তাহারা শুনিতে পাইবেই যে তুমি
২৩ আসিয়াছ। সুতরাং আমরা তোমাকে যাহা বলি, তাহাই কর। মানত করিয়াছে এমন চারিজন পুরুষ আমাদের মধ্যে
২৪ আছে; তুমি তাহাদের লইয়া গিয়া তাহাদের সহিত আপনাকেও শুচি কর, এবং তাহাদের মস্তক-মুণ্ডনের

১৮ প্রেঃ ১২, ১৭। ১৫, ১৩
২০, ২১ প্রেঃ ৫, ১৪। ১৫, ১। ১৬, ৩ রোঃ ১০; ৪ গাঃ ৬; ১২-১৫
২৪ প্রেঃ ১৮; ১৮

ব্যয়ভার গ্রহণ কর। তাহাতে সকলে জানিবে, তোমার বিষয়ে তাহারা যে সংবাদ পাইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সত্য নাই, বরং তুমি নিজে বিধি-ব্যবস্থা পালন করিয়া সেই পথে
২৫ চলিতেছ। কিন্তু যে বিজাতীয়েরা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদের বিষয়ে আমরা বিচার করিয়া লিখিয়াছি যে প্রতিমার নিকট নিবেদিত বলি এবং রক্ত ও শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারা প্রাণীর মাংস এবং লাম্পট্য হইতে যেন তাহারা দূরে থাকে।

২৫ প্রেঃ ১৫ ২৯

২৬ তখন পৌল সেই কয়েকজনকে লইয়া গিয়া পরদিন তাহাদের সহিত শুচি হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এবং শুচিকরণ কার্য্য কোন্ দিনে সম্পূর্ণ হইবে এবং কোন্ সময়ে প্রত্যেকের নিমিত্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হইবে, তাহা জানাইয়া দিলেন।

২৬ গণনা ৬ ১৩-১৭ ১ করিঃ ৯, ২০

সহরে হুলস্থুল ও মন্দিরে পৌলের গ্রেপ্তার

২৭ সেই সাত দিন প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় এশিয়া দেশের যিহূদীরা মন্দিরের ভিতর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জনতাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল এবং তাঁহার উপরে
২৮ হস্ত ক্ষেপন করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, ইস্রায়েলীয়েরা, সাহায্য কর; এ সেই ব্যক্তি যে সর্ব্বত্র সকলকে আমাদের জাতির ও বিধি-ব্যবস্থার এবং এই স্থানের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেয়, এ আবার গ্রীকদেরও মন্দিরের ভিতরে আনিয়া এই পবিত্র
২৯ স্থান অপবিত্র করিয়াছে। কারণ তাহারা পূর্ব্বে নগরের মধ্যে ইফিষীয় ত্রফিমকে পৌলের সঙ্গে দেখিয়াছিল বলিয়া মনে করিল পৌল তাহাকে মন্দিরের ভিতরে আনিয়াছেন।

২৮ প্রেঃ ৬ ১৩ যিহিঃ ৪৪ ৭

২৯ প্রেঃ ২০ ২ তীম ৪

৩০ তখন সমগ্র নগর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, যিহূদীরা একযোগে দৌড়িয়া আসিল ও পৌলকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল, এবং তখনই সমস্ত দ্বার
৩১ রুদ্ধ করা হইল। এইরূপে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতির নিকটে সংবাদ
৩২ আসিল যে সমগ্র যিরূশালেমে হুলস্থুল উপস্থিত। অবিলম্বে তিনি সৈন্যদল ও সেনাপতিদের লইয়া তাহাদের নিকটে দৌড়িয়া আসিলেন; তাহাতে লোকেরা প্রধান সেনাপতিকে ও সৈন্যদের দেখিতে পাইয়া পৌলকে প্রহার করিতে বিরত
৩৩ হইল। তখন প্রধান সেনাপতি নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ও দুইটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন, এবং এই লোকটি কে, এবং কি করিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা

৩৩ প্রেঃ ২১; ১১। ২৩

৩৪ করিলেন। তাহাতে জনতার মধ্য হইতে চেঁচাইয়া কেহ কেহ একপ্রকার, কেহ কেহ অন্যপ্রকার কথা বলিল; আর তিনি গোলমালের জন্য প্রকৃত ব্যাপার জানিতে না পারিয়া তাঁহাকে দুর্গে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।
৩৫ সোপানের উপর উঠিলে, জনতার বল-প্রয়োগহেতু সৈন্যেরা
৩৬ বস্তুতঃ তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া গেল; কারণ জনতা পিছনে পিছনে চলিতেছিল, আর চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, উহাকে শেষ করিয়া ফেল।

৩৭ তাহারা তাঁহাকে লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিতেছে এমন সময় পৌল প্রধান সেনাপতিকে বলিলেন, আপনাকে কি
৩৮ কিছু বলিতে পারি? তিনি বলিলেন, তুমি কি গ্রীক জান? কিছুদিন পূর্ব্বে যে মিস্রীয় বিপ্লব ঘটাইয়া গুপ্তঘাতকদের মধ্যে চারি সহস্রজনকে প্রান্তরে লইয়া গিয়াছিল, তুমি কি
৩৯ তবে সেই লোক নও? তখন পৌল বলিলেন, আমি যিহূদী, কিলিকিয়া প্রদেশের তার্ষ নগরের অধিবাসী; সামান্য নগরের নাগরিক নই, আপনাকে অনুরোধ করি, লোকদের কাছে
৪০ কথা বলিতে আমাকে অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলে পৌল সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া হস্তদ্বারা লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন, আর সকলে নিস্তব্ধ হইলে তিনি ইব্রীয় ভাষায় তাহাদের এই অভিভাষণ দিলেন,—

৩৬ প্রেঃ ২২, ২২। ২৮
লূক ২৩
৩৮ প্রেঃ
৩৯ প্রেঃ

যিহূদীদের উদ্দেশে পৌলের বক্তৃতা

২২ ভ্রাতৃগণ ও পিতৃগণ, এখন আপনাদের কাছে আমি
২ যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি, তাহা শুনুন। তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায় তাহাদের কাছে কথা বলিতেছেন শুনিয়া তাহারা আরও শান্ত হইল। পরে তিনি বলিলেন, আমি
৩ যিহূদী, কিলিকিয়ার তার্ষ নগরে আমার জন্ম; কিন্তু আমি এই নগরে প্রতিপালিত হইয়াছি, গমলীয়েলের চরণতলে পিতৃ-পুরুষদের বিধি-ব্যবস্থা সযত্নে পালন করিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, আপনারা সকলে আজ যেমন ঈশ্বরের
৪ পক্ষে উদ্যোগী, আমিও তেমনই ছিলাম; কারণ আমি এই পথাবলম্বীদের নির্য্যাতন করিয়া প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতাম।
৫ এই বিষয়ে মহা-পুরোহিত ও সমস্ত প্রাচীন আমার সাক্ষী; তাঁহাদের নিকট হইতে আমি ভ্রাতাদের উদ্দেশে পত্র লইয়া দম্মেশকে যাইতেছিলাম, যাহাতে সেখানে যাহারা ছিল, তাহাদেরও বন্দী-অবস্থায় যিরূশালেমে আনিতে পারি এবং

১ প্রেঃ ৭, ২
২ প্রেঃ ২১, ৪০
৩-২১ প্রেঃ ৯, ১-২৯। ২৬, ৯-২০
৩ প্রেঃ ৫, ৩৪। ২৩, ৬
রোঃ ১০, ২
৪ প্রেঃ ৮; ৩। ৯, ২। ১৯, ৯; ২২, ১৯। ২৪, ১৪ ২২

৬ তাহাদের যেন শাস্তি হয়। যাইতে যাইতে দম্মেশকের নিকট উপস্থিত হইলে দ্বিপ্রহরে হঠাৎ আকাশ হইতে মহা-আলোক ৭ আমার চারিদিকে চমকিয়া উঠিল। তাহাতে আমি ভূমিতে পড়িয়া গেলাম ও শুনিতে পাইলাম, আমার প্রতি এই বাণী ধ্বনিত হইতেছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্য্যাতন ৮ করিতেছ? আমি উত্তর দিলাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি আমাকে বলিলেন, যাঁহাকে তুমি নির্য্যাতন করিতেছ, আমি ৯ সেই নাসরতীয় যীশু। যাহারা আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা সেই আলোক দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইল, কিন্তু যিনি আমার সহিত কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার বাণী শুনিতে ১০ পাইল না। পরে আমি বলিলাম, প্রভু, আমি কি করিব? প্রভু আমাকে বলিলেন, উঠিয়া দম্মেশকে যাও, তোমাকে যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া নিরূপিত আছে, তাহা ১১ সেখানেই তোমাকে বলিয়া দেওয়া হইবে। সেই আলোকের প্রভায় আমি দৃষ্টিহীন হইলাম বলিয়া আমার সঙ্গীরা হাত ধরিয়া আমাকে দম্মেশকে লইয়া গেল।

১২ বিধি-ব্যবস্থানুসারে ভক্তিমান এবং স্থানীয় যিহূদী অধিবাসী-দের মধ্যে খ্যাতিসম্পন্ন অননিয় নামে একজন ছিলেন; ১৩ তিনি আমার নিকটে আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন ও আমাকে বলিলেন, ভ্রাতা শৌল, পুনরায় দৃষ্টিপ্রাপ্ত হও। তাহাতে আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া সেই মুহূর্ত্তেই দৃষ্টিপ্রাপ্ত হইলাম। ১৪ পরে তিনি বলিলেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, যেন তাঁহার ইচ্ছা জানিতে পার, এবং সেই ধর্ম্মময়কে দেখিতে ও তাঁহার মুখ-নিস্থত বাণী ১৫ শুনিতে পাও; কারণ যাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, সে বিষয়ে সমস্ত মানুষের নিকটে তুমি তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। ১৬ এখন আর বিলম্ব কেন? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।

১৭ তাহার পর আমি যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিয়া একদিন প্রার্থনা করিতেছিলাম এমন সময় ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১৮ দেখিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, শীঘ্র কর, বিলম্ব না করিয়া যিরূশালেম হইতে বাহির হও, কারণ আমার বিষয়ে ১৯ তোমার সাক্ষ্য এই লোকেরা গ্রাহ্য করিবে না। আমি বলিলাম, প্রভু, তাহারা জানে যে, যাহারা তোমাতে বিশ্বাস করিত আমি প্রতি সমাজ-গৃহে গিয়া তাহাদের কারারুদ্ধ ২০ করিতাম, এবং প্রহারও করিতাম; যখন তোমার সাক্ষী

১৪ প্রে: ১৪। ৫২

১৬ প্রে: ৯; ১৪
২ তীম: ২; ২২
রো: ১০; ১২, ১৩

১৭, ১৮ প্রে: ৯; ২৬, ২৮-৩০

১৯ প্রে: ২২; ৪

২০ প্রে: ৭; ৫৮। ৮; ১

স্তিফানের রক্তপাত করা হইয়াছিল, তখন আমি নিকটে দাঁড়াইয়া তাহা অনুমোদন করিতেছিলাম, ও যাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতেছিল তাহাদের বস্ত্র রক্ষা করিতেছিলাম।
২১ কিন্তু তিনি আবার আমাকে বলিলেন, চলিয়া যাও, কারণ আমি তোমাকে দূরে বিজাতীয়দের কাছে প্রেরণ করিব।

২১ প্রে: ৯, ১৫

২২ এতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকেরা তাঁহার কথা শুনিতেছিল কিন্তু এই কথায় তাহারা উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এইরূপ লোককে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দাও, তাহার জীবিত থাকা সঙ্গত ২৩ নয়। তাহারা চেঁচাইয়া বস্ত্র উড়াইয়া আকাশে ধূলা ছড়াইতে ২৪ লাগিল; তাহাতে প্রধান সেনাপতি পৌলকে দুর্গের ভিতরে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন, এবং লোকে কেন এইভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে চেঁচাইতেছে তাহা জানিবার জন্য কোড়া ২৫ প্রহার করিয়া তাঁহার পরীক্ষা করিতে বলিলেন। তাহারা চর্ম্ম-রজ্জু দিয়া তাঁহাকে বাঁধিযাছে এমন সময়ে যে সেনাপতি পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, পৌল তাঁহাকে বলিলেন, যে ব্যক্তি রোমীয় তাহাকে বিনা বিচারে কোড়া প্রহার করা কি ২৬ আপনার পক্ষে উচিত? ইহা শুনিয়া সেই সেনাপতি প্রধান সেনাপতির নিকটে গিয়া এই বলিয়া সংবাদ দিলেন, আপনি ২৭ কি করিতেছেন? এ যে রোমীয়*! তাহাতে প্রধান সেনাপতি নিকটে আসিয়া বলিলেন, বল দেখি, তুমি কি ২৮ রোমীয়? তিনি বলিলেন, হাঁ। প্রধান সেনাপতি উত্তর দিলেন, বহু অর্থের বিনিময়ে এই পৌরাধিকার আমি লাভ করিয়াছি। পৌল বলিলেন, আমি কিন্তু সেই অধিকারে ২৯ জন্মিয়াছিলাম। অতএব যাহারা তাঁহার পরীক্ষা করিতে উদ্যত ছিল, তাহারা তখনই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, এবং পৌল যে রোমীয় ইহা বুঝিতে পারিয়া এবং তিনি নিজে তাঁহাকে বাঁধিয়াছিলেন জানিয়া প্রধান সেনাপতিও ভীত হইলেন।

২২ প্রে: ২১, ৩৬

২৫, ২৯ প্রে: ১৬, ৩৭, ৩৮। ২৩, ২৭

মহাসভায় পৌলের বিচার

৩০ কিন্তু পরদিন যিহূদীরা কি কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে তাহা নিশ্চিতভাবে জানিবার ইচ্ছায় প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে বন্ধন-মুক্ত করিলেন, ও তাহাদের প্রধান পুরোহিতদের ও সমস্ত মহাসভাকে একত্র হইতে আদেশ দিলেন, এবং পৌলকে লইয়া গিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

* অর্থাৎ, রোমীয় পৌরাধিকারপ্রাপ্ত

২৩ পৌল মহাসভার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ, অদ্য পর্য্যন্ত আমি আমার বিবেক-অনুসারে ঈশ্বরের প্রজার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে সম্পূর্ণ সৎভাবে আচরণ ২ করিয়া আসিতেছি। তখন মহা-পুরোহিত অননিয় পৌলের পার্শ্ববর্ত্তী লোকদের তাঁহার মুখে আঘাত করিতে আদেশ ৩ দিলেন। তখন পৌল তাঁহাকে বলিলেন, শুক্লীকৃতগাঁথনি, ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করিবেন; তুমি বসিয়া বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে আমার বিচার করিতেছ, আর বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন ৪ করিয়া আমাকে আঘাত করিতে আদেশ দিতেছ? তাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলিল, তুমি কি ঈশ্বরের মহা-পুরোহিতকে ৫ অপমান করিতেছ? পৌল বলিলেন, ভ্রাতৃগণ, আমি জানিতাম না যে উনি মহা-পুরোহিত; কারণ লেখা আছে, 'তুমি ৬ স্বজাতীয় লোকদের অধ্যক্ষকে দুর্ব্বাক্য বলিও না'। পৌল যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের একাংশ সদ্দূকী ও একাংশ ফরীশী, তখন মহাসভার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি ফরীশী ও ফরীশীর সন্তান; এক বিশেষ প্রত্যাশা এবং মৃতগণের পুনরুত্থান সম্বন্ধেই আমার বিচার ৭ হইতেছে। তিনি এই কথা বলিবামাত্র ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল, সমবেত লোক দুই ভাগে ৮ বিভক্ত হইল। কারণ সদ্দূকীরা বলে, পুনরুত্থান নাই, স্বর্গদূত বা আত্মা নাই; কিন্তু ফরীশীরা এসমস্ত আছে ৯ বলিয়া স্বীকার করে। তখন প্রবল কলরব উত্থিত হইল, এবং ফরীশী সম্প্রদায়ের কয়েকজন গুরু উঠিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, আমরা এই লোকটির কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না; হয়ত কোন আত্মা কিংবা দূত ইহার সহিত ১০ কথা বলিয়াই থাকেন। বিরোধ গুরুতর হইয়া উঠিলে, পাছে তাহারা পৌলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, এই ভয়ে প্রধান সেনাপতি সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন, যেন তাহারা গিয়া লোকদের মধ্য হইতে পৌলকে ছিনাইয়া দুর্গে লইয়া ১১ যায়। পরবর্ত্তী রাত্রিতে প্রভু পৌলের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, সাহস কর, কারণ যিরূশালেমে যেমন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছ, তেমনই রোমেও তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে।

১ প্রেঃ ২৪; ১৬
২ যোঃ ১৮, ২২, ২৩
৩ মথি ২৩, ২৭ যিহিঃ ১৩, ১০-১৫ লেবীঃ ১৯, ১৫
৫ যাত্রা ২২, ২৮
৬ প্রেঃ ২২, ৩। ২৬, ৫। ২৪, ২১
৮ মথি ২২; ২৩
৯ প্রেঃ ২২; ৭। ২৫, ২৫
১১ প্রেঃ ৯, ১৫ ১৮; ৯। ১৯; ২১। ২৭; ২৪। ২৮; ১৬

পৌলকে হত্যা করিবার যিহূদীদের ষড়যন্ত্র

১২ প্রভাত হইলে যিহূদীদের কয়েকজন ষড়যন্ত্র করিয়া নিজেদের শাপাবদ্ধ করিয়া শপথ করিল যে পৌলকে হত্যা না করা পর্য্যন্ত তাহারা খাদ্য কি পানীয় গ্রহণ করিবে না।

১২, ১৪ যোঃ ১৬, ২, ৩ প্রেঃ ৯; ২৩। ২০; ৩, ১৯

১৩ যাহারা এই চক্রান্ত করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা চল্লিশের
১৪ অধিক। তাহারা প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনদের নিকটে
গিয়া বলিল, আমরা নিজেদের শাপাবদ্ধ করিয়া শপথ
করিয়াছি যে, পৌলকে হত্যা না করা পর্য্যন্ত কিছুতে আহার
১৫ করিব না। এইজন্য আপনারা আরও সূক্ষ্মভাবে তাহার
বিষয় তদন্ত করিবেন, এই অজুহাতে আপনারা এখন মহা-
সভার সহিত প্রধান সেনাপতিকে আবেদন করুন তিনি
যেন পৌলকে আপনাদের কাছে আনেন; আর সে নিকটে
উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাহাকে হত্যা করিতে
প্রস্তুত রহিলাম।

১৬ কিন্তু পৌলের ভাগিনেয় তাহাদের ওত পাতিয়া থাকার
কথা শুনিতে পাইল এবং চলিয়া গিয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়া
১৭ পৌলকে জানাইল। তখন পৌল একজন সেনাপতিকে
কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এই যুবককে প্রধান সেনাপতির
কাছে লইয়া যান, তাঁহাকে ইহার কিছু জানাইবার আছে।
১৮ তাহাতে তিনি তাহাকে প্রধান সেনাপতির নিকটে লইয়া
গিয়া বলিলেন, আমাকে কাছে ডাকিয়া বন্দী পৌল এই
যুবককে আপনার নিকট আনিতে অনুরোধ করিল, কারণ
১৯ আপনার কাছে তাহার কিছু বলিবার আছে। তখন প্রধান
সেনাপতি তাহার হাত ধরিয়া নিভৃতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
২০ আমাকে তোমার কি জানাইবার আছে? সে বলিল, যিহূদীরা
স্থির করিয়াছে আপনার কাছে এই অনুরোধ করিবে, যেন
কল্য আরও সূক্ষ্মভাবে পৌলের বিষয় অনুসন্ধান করিবেন,
এই অজুহাতে আপনি তাহাকে মহাসভার কাছে লইয়া যান।
২১ আপনি তাহাদের কথায় সম্মত হইবেন না। কারণ তাহাদের
মধ্যে চল্লিশজনের অধিক লোক তাঁহার জন্য ওত পাতিয়া
রহিয়াছে; তাহারা নিজেদের শাপাবদ্ধ করিয়াছে, তাঁহাকে
হত্যা না করা পর্য্যন্ত তাহারা খাদ্য কি পানীয় গ্রহণ করিবে
না; তাহারা প্রস্তুত হইয়া আপনার প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায়
২২ আছে। তখন প্রধান সেনাপতি সেই যুবককে এই আদেশ
দিয়া বিদায় করিলেন, তুমি যে এই সকল কথা আমাকে
জানাইয়াছ তাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করিও না।

কৈসরিয়াতে পৌলের কারাবাস

২৩ পরে তিনি দুইজন সেনাপতিকে ডাকাইয়া বলিলেন,
রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময়ে কৈসরিয়া যাইবার জন্য দুইশত
সৈন্য ও সত্তরজন অশ্বারোহী এবং দুইশত বর্শাধারী প্রস্তুত

২৪ রাখিও। আর বাহনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন, যেন পৌলকে চড়াইয়া তাহারা তাঁহাকে নিরাপদে দেশাধ্যক্ষ
২৫ ফীলিক্সের নিকটে উপস্থিত করিতে পারে। পরে তিনি এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন,

২৬ মহামহিম দেশাধ্যক্ষ ফীলিক্সের সমীপে ক্লৌদীয় লুসিয়ের
২৭ অভিবাদন; এই লোকটিকে যিহূদীরা ধরিয়াছিল এবং তাহারা ইহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল এমন সময়ে আমি সৈন্যদলসহ উপস্থিত হইয়া ইহাকে উদ্ধার করিয়াছি,
২৮ কারণ জানিতে পারিলাম যে সে রোমীয়। পরে তাহারা কি কারণে ইহার উপরে দোষারোপ করিতেছে তাহা জানিবার
২৯ ইচ্ছায় ইহাকে তাহাদের মহাসভাতে লইয়া গেলাম। তাহাতে আমি জানিতে পারিলাম, তাহাদের বিধি-ব্যবস্থাসম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন লইয়া ইহাকে দোষী করা হইয়াছে, কিন্তু প্রাণদণ্ড অথবা কারাদণ্ডের যোগ্য কোন অভিযোগ করা
৩০ হয় নাই। এই লোকটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া আমি অবিলম্বে ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদেরও আপনার সাক্ষাতে ইহার সম্পর্কে কথা বলিতে আদেশ দিলাম।

৩১ সৈন্যদল আদেশ অনুসারে পৌলকে রাত্রিকালে আন্তি-
৩২ পাত্রিতে লইয়া গেল। পরদিন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অশ্বারোহীদের রাখিয়া তাহারা দুর্গে ফিরিয়া
৩৩ গেল। অশ্বারোহীরা কৈসরিয়াতে পেঁ ৌছিয়া দেশাধ্যক্ষের হাতে পত্রখানা দিয়া পৌলকেও তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত
৩৪ করিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন পৌল কোন্ প্রদেশের লোক। পৌল কিলিকিয়া প্রদেশের
৩৫ লোক ইহা জানিতে পারিয়া দেশাধ্যক্ষ বলিলেন, যাহারা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে তাহারা আসিলে আমি তোমার কথা শুনিব। পরে তিনি হেরোদের রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন।

২৭ প্রেঃ ২১, ৩১-৩৩। ২১ ১৫
২৮ প্রেঃ ২২.
২৯ প্রেঃ ১৮, ১৪, ১৫। ২৩, ৯, ২৯। ২৬, ৩১
৩০ প্রেঃ ২৪, ৮
৩৪ প্রেঃ ২২, ৩

দেশাধ্যক্ষ ফীলিক্সের সম্মুখে পৌলের বিচার

২৪ পাঁচ দিন পরে মহা-পুরোহিত অননিয় কয়েকজন প্রাচীন ও তর্ত্তুল্ল নামে একজন উকীলকে লইয়া আসিলেন এবং পৌলের বিরুদ্ধে আপনাদের বক্তব্য দেশাধ্যক্ষকে
২ জানাইলেন। পৌলকে ডাকা হইলে, তর্ত্তুল্ল তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল, মহামহিম ফীলিক্স, আপনার অনুগ্রহে আমরা পরম শান্তিতে আছি,

এবং আপনার দূরদর্শিতায় এই জাতির মঙ্গলজনক নানা
৩ সংস্কার সাধিত হইতেছে; আমরা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে
ইহাতে অত্যন্ত বাধিত হইয়া ধন্যবাদ প্রকাশ করিতেছি।
৪ কিন্তু যেন আপনার অধিক সময় নষ্ট না হয়, এইজন্য
অনুরোধ করি, আপনি দয়া করিয়া আমাদের অল্প কয়েকটি
৫ কথা শুনুন। আমরা দেখিতে পাইতেছি, এই লোকটি
এক উপদ্রববিশেষ, পৃথিবীর সমস্ত যিহূদীর মধ্যে বিবোধ
সৃষ্টি কবিযা বেড়াইতেছে, এবং সে নাসবতীযদের দলের অগ্রণী,
৬ আব মন্দিবও অপবিত্র করিতে চেষ্টা করিযাছে। আমরা
৮ ইহাকে ধবিযাছি।* আমবা যে সকল বিষয়ে তাহার নামে
অভিযোগ কবিতেছি, আপনি নিজে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ
করিলে সমস্তই জানিতে পারিবেন।

৯ তাহাতে যিহূদীবাও এই অভিযোগে যোগদান কবিয়া,
এই সকল কথা যে সত্য, তাহা ঘোষণা করিল।

১০ পরে দেশাধ্যক্ষ পৌলকে কথা বলিবার জন্য ইঙ্গিত
করিলে তিনি বলিলেন, আপনি অনেক বৎসর এই জাতির
বিচাব কবিযা আসিতেছেন জানিযা আমি সানন্দে আত্মপক্ষ
১১ সমর্থন করিতেছি। আপনি জানিতে পারিবেন, বারো
দিনেব অধিক হয নাই, আমি উপাসনা করিবার জন্য
১২ যিরূশালেমে গিযাছিলাম। মন্দিরে, কোন সমাজ-গৃহে অথবা
নগরেব কোথাও ইহারা আমাকে কাহারও সহিত বাদবিতণ্ডা
১৩ করিতে, অথবা জনতার উপদ্রব ঘটাইতে দেখে নাই। এখন
তাহারা আমার নামে যে সকল অভিযোগ করিতেছে,
১৪ আপনার কাছে তাহা প্রমাণ করিতে পারে না। কিন্তু আমি
আপনার নিকটে স্বীকার করি যে, ইহারা যাহাকে দল বলে,
সেই পথ অনুসারে আমি পিতৃ-পুরুষদের ঈশ্বরের আরাধনা
করিয়া থাকি, বিধি-ব্যবস্থাসম্মত এবং ভাববাদি-গ্রন্থে লিখিত
১৫ সর্ব্ব বিষয়ে আমি বিশ্বাস করি। তাহারা যেমন প্রতীক্ষা
করিয়া থাকে, তেমনই আমি ঈশ্বরে এই প্রত্যাশা করি যে
১৬ ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের পুনরুত্থান হইবে। এই বিষয়ে আমিও
ঈশ্বরের ও মনুষ্যের সাক্ষাতে বিবেককে নির্দ্দোষ রাখিতে নিরন্তর
চেষ্টা করি।

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই কথা এই স্থানে পাওয়া যায় 'আর আমরা আমাদের বিধি-ব্যবস্থানুসারে তাহার বিচার করিতাম। ৭। কিন্তু প্রধান সেনাপতি লুষিয় আসিয়া বলপূর্ব্বক আমাদের হস্ত হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইলেন ৮। এবং অভিযোগকারীদের আপনার সম্মুখে আসিতে আদেশ দিলেন।'

৫ প্রেঃ ১৭; ৬। ২৪; ১৪। ২৮, ২২ লূক ২৩; ২ মথি ২, ২৩
৬ প্রেঃ ২১, ২৭-২৯
৮ প্রেঃ ২৩, ৩০
১৪ প্রেঃ ১৯, ৯। ২৪, ৫
১৫ প্রেঃ ২৬, ৬-৮ দাঃ ১২; ২ যোঃ ৫; ২৮-২৯
১৬ প্রেঃ ২৩; ১ ১করিঃ ১০; ৩২ ফিলিঃ ১, ১০ ইব্রী: ১৩, ১৮

১৭ বহু বৎসর পরে আমি আমার জাতির কাছে দান দিতে ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে আসিয়াছিলাম; ১৮ এই উপলক্ষে লোকেরা আমার শুচিকরণের পরে মন্দিরে আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল; জনতাও হয় নাই, গোলমালও হয় নাই; ১৯ কিন্তু সেখানে এশিয়া দেশের কয়েকজন যিহূদী উপস্থিত ছিল; আমার বিরুদ্ধে তাহাদের কোন কথা থাকিলে, অভিযোগ করিবার জন্য আপনার নিকটে তাহাদের আসা উচিত ছিল। ২০ অথবা এই উপস্থিত লোকেরাই বলুক, যখন আমি মহাসভার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম তখন তাহারা আমার কি অপরাধ পাইয়াছিল, ২১ তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া কেবল এই একটিমাত্র কথা উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলাম, মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে অদ্য আপনাদের সম্মুখে আমার বিচার হইতেছে।

১৭ রো: ১৫; ২৫, ২৬, ৩১। ১ করি: ১৬; ১। ২ করি: ৮; ৪। ৯; ১। গা: ২; ১০

১৮ প্রে: ২১; ২৭

২১ প্রে: ২৩; ৬

২২ ফীলিক্স সেই পথের কথা অতি সূক্ষ্মভাবে জানিতেন বলিয়া তখনকার মত তাহাদের এই বলিয়া বিদায় করিলেন, প্রধান সেনাপতি লুসিয় আসিলে আমি তোমাদের বিচারের নিষ্পত্তি করিব।

২২ প্রে: ১৯; ৯। ২৩; ২৬

২৩ তিনি সেনাপতিকে আদেশ দিলেন যেন তাঁহাকে পাহারাধীনে অথচ স্বচ্ছন্দ-অবস্থায় রাখে এবং তাঁহার কোন আত্মীয়কে তাঁহার সেবা করিতে বাধা না দেয়।

২৩ প্রে: ২৭; ৩। ২৮, ১৬

২৪ কয়েক দিন পরে ফীলিক্স তাঁহার স্ত্রী দ্রুষিল্লার সহিত আসিয়া পৌলকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন,—দ্রুষিল্লা জাতিতে যিহূদী ছিলেন; তাঁহারা পৌলের মুখে খ্রীষ্টে বিশ্বাসের বিষয় ২৫ শুনিলেন। ন্যায়পরায়ণতা, ইন্দ্রিয়-সংযম ও আগামী বিচারের বিষয় পৌল বর্ণনা করিলে ফীলিক্স ভীত হইয়া উত্তর দিলেন, এখনকার মত যাও, সুযোগ হইলে আমি তোমাকে ২৬ ডাকাইয়া আনিব। তিনি আশা করিয়াছিলেন পৌল তাঁহাকে অর্থ দিবেন; এইজন্য বার বার তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন ২৭ ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইলে পর্কীয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদ প্রাপ্ত হইলেন; আর ফীলিক্স যিহূদীদের প্রীতিপাত্র হইবার ইচ্ছায় পৌলকে বন্দী-অবস্থায় রাখিয়া গেলেন।

দেশাধ্যক্ষ ফীষ্টের সম্মুখে পৌলের বিচার

২৫ সেই প্রদেশে উপস্থিত হইবার তিন দিন পরে ফীষ্ট ২ কৈসরিয়া হইতে যিরূশালেমে গেলেন। তাহাতে প্রধান পুরোহিতেরা এবং যিহূদীদের প্রধান প্রধান লোক তাঁহার নিকটে পৌলের বিরুদ্ধে তাঁহাদের যে বক্তব্য ছিল তাঁহাকে

৩ জানাইলেন। তাঁহারা পৌলের বিরুদ্ধে ফীষ্টের অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া বিশেষ অনুরোধ করিলেন যেন তিনি তাঁহাকে যিরূশালেমে ডাকিয়া পাঠান ; কারণ তাঁহারা পথিমধ্যে পৌলকে হত্যা করিবার জন্য ওত পাতিয়া থাকিবার অভিপ্রায় ৪ করিয়াছিলেন। তখন ফীষ্ট উত্তর দিলেন যে, পৌলকে কৈসরিয়ায় আটক রাখা হইয়াছে আর তিনি নিজে শীঘ্রই ৫ সেখানে যাইতেছেন। তিনি বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তাঁহারা আমার সহিত সেখানে গিয়া, সেই লোকের কোন অনাচার থাকিলে, তাহার নামে অভিযোগ করুন।

৩ প্রেঃ ২৩ ; ১৫, ২১

৬ আট-দশ দিন মাত্র তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তিনি কৈসরিয়াতে গেলেন এবং পরদিন বিচারাসনে বসিয়া পৌলকে ৭ আনিতে আদেশ দিলেন। তাঁহাকে হাজির করা হইলে যিরূশালেম হইতে আগত যিহূদীরা চারিদিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার উপরে এমন অনেক গুরুতর দোষারোপ করিলেন ৮ যাহার প্রমাণ দেখাইতে পারিলেন না। তখন পৌল নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, যিহূদীদের বিধি-ব্যবস্থার কিংবা মন্দিরের অথবা কৈসরেরও বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধ ৯ করি নাই। কিন্তু ফীষ্ট যিহূদীদের প্রীতিপাত্র হইবার ইচ্ছায়, পৌলকে উত্তরে বলিলেন, তুমি কি যিরূশালেমে গিয়া সেখানে আমার সাক্ষাতে এই সমস্ত বিষয়ে বিচারিত ১০ হইতে চাও? পৌল বলিলেন, আমি কৈসরের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, সেখানেই আমার বিচার হওয়া উচিত। আমি যিহূদীদের প্রতি কোন অন্যায় করি নাই, ইহা আপনি ১১ নিজে ভালরূপে জানেন। তবে আমি যদি অপরাধী হই এবং প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছু করিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা করি না ; কিন্তু তাহারা আমার নামে যে সমস্ত অভিযোগ করিতেছে, তাহা অমূলক হইলে তাহাদের হাতে আমাকে সমর্পণ করিবার অধিকার কাহারও নাই ; আমি কৈসরের নিকটে পুনর্ব্বিচারের জন্য ১২ আবেদন করি। তখন ফীষ্ট মন্ত্রণা-সভার সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তরে বলিলেন, তুমি কৈসরের নিকটে পুনর্ব্বিচারের জন্য আবেদন করিলে ; কৈসরের কাছেই যাইবে।

দেশাধ্যক্ষের প্রাসাদে রাজা আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী

১৩ কিছুদিন পরে রাজা আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী কৈসরিয়ায় ১৪ উপস্থিত হইলেন, এবং ফীষ্টকে অভিনন্দন জানাইলেন।

১৩ প্রেঃ ৯, ১৫ ; ২৫ ; ২৩

১৪ প্রেঃ ২৪ ; ২৭

তাঁহারা অনেক দিন সেখানে থাকিবার পর, ফীষ্ট রাজার সম্মুখে পৌলের বিষয় উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন, এখানে একজন লোক আছে যাহাকে ফীলিক্স বন্দী রাখিয়া গিয়াছেন।
১৫ আমি যখন যিরূশালেমে ছিলাম তখন যিহূদীদের প্রধান পুরোহিতেরা ও প্রাচীনবর্গ তাহার বিষয় জানাইয়া তাহার
১৬ বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিল। আমি তাহাদের এই উত্তর দিয়াছিলাম, কেহ অভিযুক্ত হইলে, সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অভিযোগকারীদের সম্মুখে অভিযোগসম্বন্ধে আত্মপক্ষসমর্থনের সুযোগ না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে অপরের হস্তে
১৭ সমর্পণ করা রোমীয়দের প্রথা নয়। পরে তাহারা একসঙ্গে এখানে আসিলে আমি বিলম্ব না করিয়া পরদিনই বিচারাসনে
১৮ বসিয়া সেই লোকটিকে আনিতে আদেশ দিলাম। আমি তাহার বিরুদ্ধে যেপ্রকার দোষের কথা অনুমান করিয়াছিলাম, অভিযোগকারীরা দাঁড়াইয়া সেইপ্রকারের কোন
১৯ অভিযোগ উত্থাপন করিল না; কিন্তু যে কয়েকটি বিতর্কমূলক বিষয় লইয়া পৌলের বিরুদ্ধে তাহাদের বক্তব্য ছিল, সেইগুলি তাহাদের ধর্ম্মমত-সম্পর্কীয়, এবং যীশু নামে কোন মৃত ব্যক্তি যাহাকে জীবিত বলিয়া পৌল ঘোষণা করে,
২০ তাহারই বিষয়ে। এই সমস্ত বিষয়সম্বন্ধে কিভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যিরূশালেমে গিয়া সেখানে এই বিষয়ে
২১ বিচারিত হইতে চায় কি না। পৌল মহামান্য সম্রাটের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ রক্ষিত হইবার জন্য আবেদন করাতে, আমি যতদিন তাহাকে কৈসরের নিকটে পাঠাইতে না পারি ততদিন তাহাকে যেন আটক রাখা হয় সেই আদেশ
২২ দিলাম। তখন আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বলিলেন, আমিও সেই ব্যক্তির কথা শুনিতে চাহিয়াছিলাম। ফীষ্ট বলিলেন, কাল শুনিতে পাইবেন।

২৩ পরদিন আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী মহা-আড়ম্বরে আসিলেন এবং সেনাপতিদের ও নগরের প্রধান লোকদের সহিত সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন, ফীষ্টের আদেশে পৌলকে সেখানে আনা
২৪ হইল। তখন ফীষ্ট বলিলেন, রাজা আগ্রিপ্প এবং সমবেত মহোদয়মণ্ডলী, এই লোকটিকে দেখিতেছেন, ইহার বিষয়ে যিহূদীদের জনসাধারণ যিরূশালেমে ও এই স্থানে আমার নিকট আবেদন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, তাহার
২৫ আর জীবিত থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমি জানিতে

১৯ প্রে: ১৮, ১৫
২২ লূক ২৩; ৮
২৩ মথি ১০; ১৮ প্রে: ৯; ১৫
২৪ প্রে: ২১; ৩৬। ২২; ২২

পারিলাম এ প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কার্য্য করে নাই, তথাপি লোকটি মহামান্য সম্রাটের নিকটে পুনর্ব্বিচারের জন্য আবেদন করাতে তাহাকে তাঁহার কাছে পাঠাইতে
২৬ স্থির করিয়াছি। মাননীয় সম্রাটের* কাছে উহার বিষয় লিখিতে পারি এমন নিশ্চিত কিছুই নাই, সেইজন্য আপনাদের সকলের কাছে, বিশেষতঃ রাজা আগ্রিপ্প, আপনার কাছে ইহাকে হাজির করিলাম, যেন অনুসন্ধানের পর
২৭ লিখিবার কিছু সূত্র পাই। কারণ বন্দী পাঠাইবার সময় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণ না দেওয়া আমার যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

রাজা আগ্রিপ্পের সম্মুখে পৌলের আত্মপক্ষসমর্থন

২৬ তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বলিলেন, স্বপক্ষে কথা বলিবার অনুমতি তোমাকে দেওয়া হইল। পৌল হস্ত প্রসারণ করিয়া আত্মপক্ষসমর্থন করিতে আরম্ভ করিলেন,—

২ রাজা আগ্রিপ্প, যিহূদীরা আমার উপরে যেসমস্ত দোষারোপ করে, সেইসম্বন্ধে আজ যে আমি আপনার সম্মুখে আত্মপক্ষসমর্থন করিতে পারিতেছি এইজন্য আমি নিজেকে ধন্য
৩ মনে করি, কারণ যিহূদীদের মধ্যে যেসমস্ত প্রথা ও বিতর্কমূলক প্রশ্ন আছে, তাহা আপনি বিশেষভাবে অবগত আছেন; এইজন্য মিনতি করি, ধৈর্য্যসহকারে আমার কথা শুনুন।

৪ বাল্যকাল হইতে আমি কিভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছি এবং প্রারম্ভ হইতে আমার স্বজাতীয়দের মধ্যে যিরূশালেমে কিভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে,
৫ তাহা যিহূদীরা সকলেই জানে। আমি পূর্ব্ব হইতে তাহাদের সুপরিচিত এবং ইচ্ছা করিলে তাহারা এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমাদের ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়ের নিয়ম-অনুসারে আমি ফরীশীর জীবনই যাপন করিতাম।
৬ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন তাহাতে প্রত্যাশা করি বলিয়া এখন আমার
৭ বিচার হইতেছে; আমাদের দ্বাদশ বংশ দিবারাত্র একাগ্রতার সহিত ঈশ্বরের সেবা করিয়া সেই প্রতিশ্রুতির পূর্ণতালাভের প্রত্যাশী; মহারাজ, সেই প্রত্যাশার বিষয়েই যিহূদীরা আমার
৮ উপরে দোষারোপ করিতেছে। ঈশ্বর যদি মৃতদের উত্থাপিত করিয়া থাকেন, তবে তাহা আপনাদের বিচারে কেন অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়?

৪ গাঃ ১ ; ১৩
৫ প্রেঃ ২৩ ; ৬
২ করিঃ ১১ ; ২২
ফিলিঃ ৩ ; ৫
৬,৭ প্রেঃ ২৪ ; ১৫।
২৮ : ২০

* (মূল) প্রভু

৯ আমি অবশ্য নিজেই মনে করিতাম যে নাসরতীয় যীশুর
১০ নামের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করা আমার কর্ত্তব্য। আর আমি যিরূশালেমে তাহাই করিয়াছিলাম ; প্রধান পুরোহিতদের নিকট হইতে ক্ষমতা লাভ করিয়া পবিত্র লোকদের অনেককে আমি কারারুদ্ধ করিতাম ও তাঁহাদের হত্যার সময় তাঁহাদের
১১ বিপক্ষে ভোট দিতাম ; সমস্ত সমাজ-গৃহে বার বার শাস্তি দিয়া তাঁহাদেব ঈশ্বর-নিন্দা করাইতাম, এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বিদেশে বিভিন্ন নগরে গিয়াও তাঁহাদের নির্য্যাতন কবিতাম।

১২ প্রধান পুবোহিতদের নিকট হইতে ক্ষমতা ও হুকুম-নামা
১৩ লইয়া আমি এই উদ্দেশে দম্মেশকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে মধ্যাহ্নকালে, মহারাজ, আমি দেখিলাম, সূর্য্য অপেক্ষাও তেজোময় আলোক আকাশ হইতে আমার ও আমার সহ-
১৪ যাত্রীদের চারিদিকে দীপ্যমান হইল। আমরা সকলে মাটিতে পড়িয়া গেলে আমি শুনিলাম, ইব্রীয় ভাষায় আমার প্রতি এক বাণী ধ্বনিত হইতেছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্য্যাতন করিতেছ? অঙ্কুশের মুখে পদাঘাত করা তোমার
১৫ পক্ষে দুষ্কর। আমি বলিলাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি সেই যীশু, যাঁহাকে তুমি নির্য্যাতন করিতেছ।
১৬ কিন্তু তুমি উঠ, উঠিয়া দাঁড়াও ; আমি তোমাকে দর্শন দিলাম যেন যে যে ঘটনায় তুমি আমাকে দেখিয়াছ ও পরেও যে যে ঘটনায় আমি তোমাকে দেখা দিব, তাহার সেবক ও
১৭ সাক্ষীরূপে তোমাকে নিযুক্ত করিতে পারি। 'আমি যাহাদের নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি,' সেই প্রজালোক ও 'বিজাতীয়দের মধ্য হইতে তোমাকে পৃথক করিয়া লইব,'
১৮ যেন তুমি তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দাও, তাহারা 'অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে,' এবং শয়তানের কর্ত্তৃত্ব হইতে ঈশ্বরের দিকে ফিরে, এবং আমাতে বিশ্বাস করিয়া তাহারা পাপের মোচন ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত হয়।

১৯ এইজন্য, রাজা আগ্রিপ্প, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের
২০ অবাধ্য হইলাম না ; কিন্তু প্রথমে দম্মেশকের লোকদের কাছে ও পরে যিরূশালেমে ও যিহূদিয়ার সমস্ত দেশে, এবং বিজাতীয়দের কাছে প্রচার করিতে লাগিলাম, তাহারা যেন মন-পরিবর্ত্তন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ফিরে ও মনপরিবর্ত্তনের
২১ উপযোগী কার্য্য করে। এজন্য যিহুদীরা মন্দিরে আমাকে

৯-২০ প্রেঃ ৯ ; ১-২৯। ২২ ; ৩-২১

১৬ যিহিঃ ২ ; ১, ৩ দাঃ ১০ ; ১১

১৭ যিরঃ ১ ; ৭, ৮, ১৯

১৮ যিশাঃ ৩৫ ; ৫। ৪২ ; ৭, ১৬ প্রেঃ ২০ ; ৩২ ইব্রীঃ ২ ; ১৪ ১ যোঃ ৩ ; ৮ কলঃ ১ ; ১২-১৪ ১ পিঃ ২ ; ৯

১৯ গাঃ ১ ; ১৬

২০ মথি ৩ ; ৮ প্রেঃ ১৭ ; ৩০

২১ প্রেঃ ২১ ; ৩০, ৩১

২২ ধরিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের সহায়তায় আমি আজ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছি, ক্ষুদ্র কি মহান সকলের কাছে সাক্ষ্য দিতেছি; মোশি ও ভাববাদিগণ যাহা ঘটিবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত ২৩ কিছুই বলি না; তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টকে যাতনা ভোগ করিতে হইবে এবং তিনি মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত সকলের প্রথম হইয়া প্রজালোক ও বিজাতীয় উভয়ের নিকটে জ্যোতির বাণী ঘোষণা করিবেন।

২২ লূক ২৪; ৪৯-৪৭
২৩ ১ করি ১৫, ২০ প্রে: ২৬, ১৮

২৪ এইভাবে তিনি যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, তখন ফীষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, পৌল, তুমি পাগল, অতিরিক্ত ২৫ বিদ্যা তোমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। তিনি উত্তরে বলিলেন, হে মহামান্য ফীষ্ট, আমি পাগল নই; বরং সত্য ২৬ ও যুক্তিসঙ্গত কথা ব্যক্ত করিতেছি। রাজা এসমস্তই জানেন, আর তাঁহারই সাক্ষাতে আমি মুক্ত-কণ্ঠে কথা বলিতেছি; আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে ইহার কিছুই তাঁহার অবিদিত নয়, কারণ এই সমস্ত গৃহের কোণে সম্পন্ন হয় নাই। ২৭ রাজা আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদীদের বিশ্বাস করেন? ২৮ আমি জানি যে আপনি বিশ্বাস করেন। আগ্রিপ্প পৌলকে বলিলেন, তুমি অল্পেতে আমাকে খ্রীষ্টিয়ান করিবার জন্য ২৯ স্বমতে আনিতে চাও। পৌল বলিলেন, অল্পেই হউক আর অধিকেই হউক, ঈশ্বর করুন যেন, কেবল আপনি নন কিন্তু অন্য যাহারা আজ আমার কথা শুনিতেছেন সকলেই এই বন্ধনব্যতীত অন্য বিষয়ে আমারই মত হইতে পারেন।

২৬ যোঃ ১৮; ২০
২৮ প্রেঃ ১১; ২৬ ১ পিঃ ৪; ১৬

৩০ তখন রাজা, দেশাধ্যক্ষ, বর্ণীকী ও তাঁহাদের সঙ্গে উপবিষ্ট ৩১ সকলে উঠিয়া, নিভৃতে গিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এ প্রাণদণ্ড বা বন্ধনের যোগ্য কোন কিছু করিতেছে না। ৩২ আর আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বলিলেন, এই লোকটি যদি কৈসরের নিকটে পুনর্ব্বিচারের জন্য আবেদন না করিত, তাহা হইলে তাহাকে মুক্ত করা সম্ভব হইত।

৩১, ৩২ প্রেঃ ২৫ ২৯। ২৫; ১১

রোম অভিমুখে জলযাত্রা

২৭ যখন স্থির হইল যে জলপথে আমাদের ইটালিয়ায় যাইতে হইবে, তখন আগস্তীয় সৈন্যদলের যুলিয়-নামক সেনাপতির হস্তে পৌল ও অন্য কয়েকজন বন্দীকে সমর্পণ ২ করা হইল। আমরা আদ্রামুত্তীয় বন্দরের এক জাহাজে উঠিয়া জলযাত্রা করিলাম; জাহাজখানা এশিয়া প্রদেশের

১ প্রেঃ ২৫; ১২
২ প্রেঃ ১৯; ২৯। ২০; ৪

উপকূলস্থ নানা স্থানে যাইবে। মাকিদনিয়ার থিষলনীকী-
৩ নিবাসী আরিষ্টার্খ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পরদিন আমাদের জাহাজ সীদোনে ভিড়িল; যুলিয় পৌলের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে অনুমতি দিলেন যেন তিনি বন্ধু-
৪ বান্ধবের কাছে গিয়া আপ্যায়িত হন। পরে আমরা সেখান হইতে জাহাজ খুলিয়া, বাতাস প্রতিকূল হওয়াতে, কুপ্রদ্বীপের
৫ আড়ালে আড়ালে চলিলাম। পরে পনর দিনে কিলিকিয়া ও পাম্ফুলিয়ার সম্মুখস্থ সমুদ্র পার হইয়া আমরা লুকিয়া দেশে মুরা নগরে উপস্থিত হইলাম।

৩ প্রেঃ ২৪; ২৩। ২৮, ১৬

৬ সেই স্থানে ইটালীয়া-গামী আলেকসান্দ্রীয় এক জাহাজ দেখিতে পাইয়া সেনাপতি আমাদের সেই জাহাজে তুলিয়া
৭ দিলেন। অনেক দিন ধীরে ধীরে চলিয়া বহু কষ্টে ক্নিদোন নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে বাতাস প্রতিকূল হওয়াতে আমরা আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া সল্‌মোনীর পার্শ্ব
৮ দিয়া ক্রীতি দ্বীপের আড়ালে আড়ালে চলিলাম। বহু কষ্টে এই উপকূলের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে সুন্দর-পোতাশ্রয় নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম, ইহার অনতিদূরেই লাসেয়া নগর।

৯ এইভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হইল, আর উপবাস-পর্ব্ব ইতিমধ্যে অতীত হওয়াতে, জলযাত্রা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল বলিয়া, পৌল তাহাদের পরামর্শ দিয়া বলিলেন,
১০ মহাশয়েরা, আমি দেখিতে পাইতেছি যে এই জলযাত্রা কেবল মালপত্র ও জাহাজের নয়, আমাদের জীবনের পক্ষেও
১১ বিপজ্জনক ও অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। কিন্তু সেনাপতি পৌলের কথা অপেক্ষা জাহাজের কাপ্তেন ও তাহার মালিকের
১২ কথা অধিক মান্য করিলেন। পোতাশ্রয়টি শীতকাল কাটাই-বার অনুপযুক্ত হওয়াতে অধিকাংশ লোকও সেই স্থান হইতে যাত্রা করিবার পরামর্শ দিল যেন, যে কোন প্রকারে হউক, ফৈণীকে পেঁৗছিয়া সেখানে শীতকাল কাটাইতে পারা যায়। সেই স্থানটি ক্রীতি দ্বীপের এক পোতাশ্রয়, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অভিমুখীন ছিল।

৯ ২ করিঃ ১১; ২৫, ২৬ লেবীঃ ১৬, ২৯

ঝড়-ঝঞ্ঝা

১৩ যখন মৃদুমন্দ দক্ষিণ-বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল মনে করিয়া নঙ্গর তুলিয়া
১৪ ক্রীতির উপকূলের নিকট দিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছু পরেই কূল হইতে উরাকুলো নামে প্রচণ্ড ঝড়

১৫ বহিতে লাগিল। জাহাজ সেই ঝড়ে আক্রান্ত হইয়া বাতাসের সম্মুখীন হইতে না পারাতে আমরা বাধ্য হইয়া
১৬ তাহা বাতাস দ্বারা চালিত হইতে দিলাম। ক্লৌদা নামে এক ক্ষুদ্র দ্বীপের আড়ালে চলিবার সময়ে আমরা বহু কষ্টে জাহাজের ডিঙ্গিখানা আপনাদের বশে আনিতে
১৭ সমর্থ হইলাম। মাল্লারা ডিঙ্গিখানি তুলিয়া লইলে রজ্জু দিয়া জাহাজের খোলটা শক্ত করিয়া বাঁধিল, আর পাছে সুর্ত্তী-নামক চড়ায় গিয়া পড়ে, এই ভয়ে পাল নামাইয়া
১৮ জাহাজটি বাতাস দ্বারা চালিত হইতে দিল। পরদিন আমরা প্রবল ঝটিকায় বিপর্য্যস্ত হওয়াতে তাহারা জাহাজের মাল
১৯ জলে ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিল। তৃতীয় দিনে আমরা স্বহস্তে জাহাজের সরঞ্জাম ফেলিয়া দিলাম।

২০ অনেক দিন পর্য্যন্ত সূর্য্য কি নক্ষত্র কিছুই দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে এবং ঝড়ের বেগ প্রচণ্ড থাকায় আমাদের রক্ষা পাইবার সামান্যতম যে আশা ছিল তাহা দূর হইল।

২১ তাহারা দীর্ঘকাল অনাহারে ছিল বলিয়া পৌল তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, মহাশয়েরা আমার কথা গ্রাহ্য করিয়া যাহাতে এই বিপদ ও ক্ষতি আপনাদের না হয় এইজন্য ক্রীতি হইতে জাহাজ না ছাড়া আপনাদের উচিত
২২ ছিল। এখন আমি এই পরামর্শ দিই, আপনারা আশ্বস্ত হউন, কারণ আপনাদের কাহারও প্রাণের হানি হইবে না,
২৩ কেবল জাহাজেরই হইবে। কারণ আমি যে ঈশ্বরের দাস এবং যাঁহার আরাধনা করি, সেই ঈশ্বরের দূত
২৪ গত রাত্রিতে আমার নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, পৌল, ভয় করিও না; তোমাকে কৈসরের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। জানিও, ঈশ্বর তোমার এই সমস্ত সহযাত্রীকে অনুগ্রহ-
২৫ দানস্বরূপ তোমাকে দিয়াছেন। অতএব মহাশয়েরা, আশ্বস্ত হউন, কারণ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, আমাকে যেমন
২৬ বলা হইয়াছে তেমনই ঘটিবে। কিন্তু আমরা কোন দ্বীপের উপরে নিক্ষিপ্ত হইব।

২৪ প্রেঃ ২৩, ১১। ৯, ১৫
২৬ প্রেঃ ২৮, ১

মিলিতা উপকূলে নৌকা-ভঙ্গ

২৭ আমরা চতুর্দ্দশ রাত্রি আদ্রিয়া সাগরে ইতস্ততঃ চালিত হইতে হইতে প্রায় মধ্যরাত্রিতে নাবিকদের মনে হইল যে
২৮ তাহারা কোন স্থলভাগের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তাহারা জল মাপিয়া দেখিল, সেখানে কুড়ি বাঁও জল; একটু পরে
২৯ আবার মাপিয়া পনর বাঁও জল পাইল। প্রস্তরময় স্থানে

গিয়া পড়িবার ভয়ে তাহারা জাহাজের পশ্চাদভাগ হইতে
৩০ চারিটি নঙ্গর ফেলিয়া দিনের প্রতীক্ষায় রহিল। নাবিকেরা
জাহাজ হইতে পলায়নের চেষ্টায় জাহাজের অগ্রভাগ হইতে
৩১ নঙ্গর ফেলিবার ছলে ডিঙ্গিটা জলে নামাইয়া দিল, এজন্য
পৌল সেনাপতি ও সৈন্যদের বলিলেন, উহারা জাহাজে না
৩২ থাকিলে আপনারা রক্ষা পাইতে পারিবেন না। তখনই
সৈন্যেরা ডিঙ্গিটার দড়ি কাটিয়া তাহা জলে পড়িতে দিল।

৩৩ প্রভাত হইয়া আসিতেছে এমন সময় পৌল তাহাদের
সকলকে আহার করিতে অনুনয় করিয়া বলিলেন, আজ
চৌদ্দ দিন ব্যাকুল হইয়া আপনারা অনাহারে রহিয়াছেন,
৩৪ কিছুই গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং অনুনয় করি আপনারা
আহার করুন, কারণ আপনাদের প্রাণরক্ষার জন্য ইহা
আবশ্যক ; আপনাদের কাহারও মস্তকের একটি কেশও নষ্ট
৩৫ হইবে না। এই বলিয়া পৌল রুটি লইলেন ও সকলের
সম্মুখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন ও
৩৬ আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সকলে আশ্বস্ত হইয়া
৩৭ আহার করিল। জাহাজে আমরা সর্ব্বসমেত দুইশত ছিয়াত্তর-
৩৮ জন ছিলাম। সকলে আহারে তৃপ্ত হইবার পর, সমস্ত
গম তাহারা সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া জাহাজের ভার লাঘব
করিল।

৩৯ দিন হইলে তাহারা স্থলভাগটি চিনিতে পারিল না।
কিন্তু বালুকাময় তটবিশিষ্ট এক খাঁড়ি দেখিতে পাইয়া তাহারা
মনস্থ করিল যে, সম্ভব হইলে, জাহাজ সেই তীরের উপর
৪০ তুলিয়া দিবে। এজন্য নঙ্গরগুলি কাটিয়া সমুদ্রে ছাড়িয়া
দিয়া হালের বন্ধন খুলিয়া দিল এবং বাতাসের মুখে সম্মুখের
৪১ পাল তুলিয়া সেই তীরের দিকে অগ্রসর হইল। দুই
সমুদ্রের সঙ্গম স্থানে আসিয়া জাহাজ চড়ায় আটকাইয়া গেল
এবং অগ্রভাগ বসিয়া যাওয়াতে অচল হইয়া পড়িল, কিন্তু
পশ্চাদভাগ ঢেউয়ের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

৪২ সৈন্যেরা বন্দীদের হত্যা করিবার পরামর্শ করিল পাছে
৪৩ কেহ সাঁতার দিয়া পলায়ন করে। কিন্তু সেনাপতি পৌলকে
রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাহাদের সংকল্প হইতে নিরস্ত করিয়া
আদেশ দিলেন, যাহারা সাঁতার জানে তাহারা প্রথমেই জাহাজ
৪৪ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ও অন্যান্য সকলে তক্তা কিংবা
জাহাজের অন্য কিছু ধরিয়া স্থলে গিয়া উঠুক। এইভাবে
সকলে স্থলে উঠিয়া রক্ষা পাইল।

৩৪ ১ শমূ: ১৪ ; ৪৫
২ শমূ: ১৪, ১১
মথি ১০, ৩০

৩৫ যোঃ ৬, ১১
লূক ২২, ১৯
১ তীম: ৪, ৪

৪১ ২ করি: ১১, ২৫

৪৪ প্রে: ২৭ ; ২২

মিলিতা দ্বীপে তিন মাসের অবকাশ

২৮ আমরা রক্ষা পাইবার পর জানিতে পারিলাম যে সেই ২ দ্বীপের নাম মিলিতা। আর সেই স্থানের অধিবাসীরা * আমাদের প্রতি অসামান্য সদয় ব্যবহার করিল, এমন কি বৃষ্টি হওয়াতে ঠাণ্ডা লাগিতেছিল বলিয়া তাহারা আগুন ৩ জ্বালিয়া আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা করিল। পৌল এক বোঝা জ্বালানি কাঠ এক সঙ্গে বাঁধিয়া আগুনের উপর দিলে, উত্তাপ বশতঃ বিষাক্ত একটি সাপ বাহির হইয়া তাঁহার হাত ৪ জড়াইয়া ধরিল। তখন অধিবাসীরা তাঁহার হাতে সরীসৃপটি ঝুলিতেছে দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, এই ব্যক্তি নিশ্চয় খুনী, সমুদ্র হইতে রক্ষা পাইলেও পরম-ন্যায়কর্ত্তা ইহাকে ৫ বাঁচিতে দিলেন না। কিন্তু তিনি হাত ঝাড়িয়া সরীসৃপটিকে আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন, তাঁহার কোনই অনিষ্ট ৬ হইল না। তাহারা ভাবিতেছিল যে তাঁহার শরীর ফুলিয়া উঠিবে, অথবা তিনি হঠাৎ মরিয়া যাইবেন, কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার প্রতি অস্বাভাবিক কিছুই ঘটিল না দেখিয়া তাহারা মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিল, ইনি দেবতা।

২ ২ করিঃ ১১, ২৭
৫ মার্ক ১৬, ১৮
লূক ১০, ১৯
৬ প্রেঃ ১৪, ১১

৭ পুব্লিয় নামে সেই দ্বীপের প্রধান লোকের ভূসম্পত্তি সেই স্থানের নিকটে ছিল, তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত সাদরে আমাদের আতিথ্য করিলেন। ৮ সেই সময় পুব্লিয়ের পিতা জ্বর ও আমাশয় রোগে শয্যাগত ছিলেন। পৌল ভিতরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিলেন ও তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে সুস্থ ৯ করিলেন। এই ঘটনার পর অন্য যত রোগী ঐ দ্বীপে ১০ ছিল, তাহারা আসিয়া সুস্থ হইল; তাহারা অনেক উপহার দানে আমাদের সমাদর করিল, পরে জাহাজ ছাড়িবার সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী বোঝাই করিয়া দিল।

নিরাপদে রোম পর্য্যন্ত গমন

১১ তিন মাসের পর, আমরা যমজ-দেবের মূর্ত্তি-চিহ্নিত আলেক্সান্দ্রীয় একটি জাহাজে উঠিয়া যাত্রা করিলাম; সেই ১২ জাহাজ ঐ দ্বীপে শীতকালে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। পরে ১৩ সুরাকূষে ভিড়িলে সেখানে তিন দিন থাকিলাম। সে স্থান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রীগিয়তে পৌঁছিলাম; একদিন পরে

* (মূল) বর্ব্বর; রোঃ ১; ১৪। ১ করিঃ ১৪, ১১। কলঃ ৩; ১১

দক্ষিণ বাতাস উঠিল, আর দ্বিতীয় দিনে পূতিয়লীতে উপস্থিত
১৪ হইলাম। সেখানে কয়েকজন ভ্রাতার দেখা পাইলাম; আর
তাঁহারা আমাদের অনুনয় করাতে সাত দিন তাঁহাদের সঙ্গে
থাকিলাম; এইরূপে আমরা শেষে রোমে আসিয়া পৌঁছাইলাম।
১৫ সেই স্থান হইতে ভ্রাতৃগণ আমাদের সংবাদ পাইয়া আমাদের
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আপ্পিয়ের হাট ও তিন-সরাই পর্য্যন্ত
আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের দেখিয়া পৌল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানাইয়া সাহসপ্রাপ্ত হইলেন।
১৬ আমরা রোমে উপস্থিত হইলে, পৌল তাঁহার প্রহরী সৈনিকের সহিত স্বতন্ত্র থাকিবার অনুমতি পাইলেন। ১৬ প্রেঃ ২৭, ৩

রোমে পৌলের অবস্থিতি ও প্রচার

১৭ তিন দিন পরে তিনি যিহূদীদের প্রধান প্রধান লোককে
ডাকাইয়া একত্র করিলেন। তাঁহারা সমবেত হইলে তিনি
তাঁহাদের বলিলেন ভ্রাতৃগণ, যদিও আমি যিহূদী জাতির
কিংবা পৈতৃক প্রথার বিরুদ্ধে কিছুই করি নাই, তথাপি
যিরূশালেম হইতে বন্দীরূপে রোমীয়দের হস্তে সমর্পিত
১৮ হইয়াছিলাম। আর তাহারা আমার বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া
প্রাণদণ্ডের কোন কারণ না পাওয়াতে আমাকে মুক্ত করিতে
১৯ চাহিয়াছিল, কিন্তু যিহূদীরা প্রতিবাদ করায় আমি কৈসরের নিকটে পুনর্ব্বিচারের জন্য আবেদন করিতে বাধ্য হইলাম; ১৯ প্রেঃ ২৫, ১১
আমার জাতির উপরে দোষারোপ করিবার কোন কথা আমার
২০ ছিল না। সেইজন্য আমি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিবার জন্য অনুনয় করিলাম; কারণ ইস্রায়েলের ২০ প্রেঃ ২৬, ৬, ৭
২১ প্রত্যাশার জন্যই আমি এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাঁহারা
তাঁহাকে বলিলেন, আমরা যিহূদিয়া হইতে আপনার বিষয়ে
কোনই পত্র পাই নাই, অথবা ভ্রাতাদের মধ্যেও কেহ
এখানে আসিয়া আপনার বিষয়ে মন্দ কোন কথা জানায়
২২ নাই বা বলে নাই। কিন্তু আপনার মতামত কি তাহা আপনার মুখেই শুনিতে চাই; কারণ এই সম্প্রদায়ের ২২ প্রেঃ ২৪, ৫, ১৪
বিষয়ে আমরা জানি যে, সর্ব্বত্র ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
করা হয়।
২৩ পরে তাঁহারা তাঁহার জন্য একটি দিন স্থির করিলেন; আর অনেকে সেই দিন তাঁহার বাসস্থানে তাঁহার কাছে ২৩ প্রেঃ
আসিলেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাদের
কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া সাক্ষ্য দিলেন,

এবং মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের গ্রন্থের দ্বারা যীশু
সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন। ২৪ তাহাতে
তাঁহার কথায় কেহ কেহ বিশ্বাস করিলেন, আবার কেহ
কেহ অবিশ্বাস করিলেন। ২৫ এইভাবে তাঁহাদের মধ্যে মতের
অমিল হওয়াতে তাঁহারা বিদায় লইলেন; তাহাতে পৌল
এই একটি কথা বলিলেন, যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা পবিত্র
আত্মা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের উপযুক্ত কথাই বলিয়া-
ছিলেন,—

২৬ ‘এই লোকদের নিকট গিয়া বল,
তোমরা শুনিতে থাকিবে, কিন্তু কিছুতেই বুঝিবে না,
দেখিতে থাকিবে, কিন্তু কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিবে না;
২৭ কারণ এই লোকদের অন্তঃকরণ অসাড় হইয়াছে,
তাহাদের শ্রবণশক্তি স্থূল হইয়াছে,
তাহারা চক্ষুও মুদ্রিত করিয়াছে,
পাছে চক্ষে দেখে, কর্ণে শুনে, অন্তরে বুঝিতে পারে,
এবং ফিরিয়া আসে, ও আমি তাহাদের সুস্থ করি।’

২৮ এইজন্য আপনারা জানিয়া রাখুন, বিজাতীয়দের কাছে
ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হইল; তাহারাই শুনিবে। *

৩০ পৌল সম্পূর্ণ দুই বৎসর নিজের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিলেন
আর যত লোক তাঁহার কাছে আসিত, তিনি সকলকেই
৩১ গ্রহণ করিয়া অতি প্রকাশ্যে ও বিনা বাধায় ঈশ্বরের রাজ্যের
কথা ঘোষণা করিতেন ও প্রভু যীশুর বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

২৬ যিশাঃ ৬, ১০
মথি ১৩, ১৪
মার্ক ৪; ১২
যোঃ ১২,
রোঃ ১১,

২৮ গীত ৬৭; ২। ৯৮; ৩
লূক ৩; ৬
প্রেঃ ১৩, ৪৬ ৪৭

৩১ প্রেঃ ১, ৩। ৮, ১২। ২০, ২৫। ২৮, ২৩

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই স্থলে ২৯ পদরূপে এই কথা পাওয়া যায়, ‘তাঁহার এই কথার পর যিহুদীরা পরস্পরের মধ্যে বহু তর্কবিতর্ক করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।’

রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অভিবাদন

১ পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর দাস, প্রেরিত হইবার জন্য আহূত, ২ ঈশ্বরের সুসমাচারের উদ্দেশে পৃথক্‌কৃত,—ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁহার ভাববাদীদের দ্বারা এই সুসমাচার দান ৩ করিতে পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; তাহা তাঁহার সেই পুত্রের বিষয়ে যিনি দেহসম্পর্কে দায়ূদের বংশজাত, যিনি ৪ পবিত্রতার আত্মাসম্পর্কে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত ৫ হইয়া, সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; তিনি যীশু খ্রীষ্ট, আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার নামের পক্ষে সমস্ত জাতির মধ্যে বিশ্বাসের প্রতি বশ্যতাস্থাপনের উদ্দেশে তাঁহার ৬ দ্বারা অনুগ্রহ ও প্রেরিত-পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যীশু খ্রীষ্টের আহূত লোক যে তোমরা, তোমরাও তাহাদের মধ্যে ৭ আছ;—রোম-নিবাসী ঈশ্বরের প্রীতিভাজনেরা, যাঁহারা পবিত্র হইবার জন্য আহূত, তাঁহাদের সকলের সমীপে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টপ্রদত্ত অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক।

১ প্রে. ৯, ১৫। ১৩, ২ গাঃ ১, ১৫
২ তীত ১, ২ রোঃ ১৬, ২৫, ২৬
৩ রোঃ ৯, ৫ ২ শমূঃ ৭, ১২ মথি ২২, ৪২ ২ তীম: ২, ৮
৪ প্রেঃ ১৩, ৩৩
৫ প্রে: ২৬, ১৬ ১৮। ৯ ১৫ রোঃ ১৫, ১৮। ১৬, ২৬ গাঃ ২, ৭, ৯
৭ ১ করিঃ ১, ২, ৩ ২ করিঃ ১, ২ গাঃ ১, ৩ ইফি: ১, ২ ফিলি: ১, ২ গণনা ৬, ২৫, ২৬

রোম-নিবাসী বিশ্বাসীদের দেখিবার জন্য পৌলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

৮ প্রথমে আমি যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা তোমাদের সকলের জন্য আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তোমাদের বিশ্বাস ৯ সমগ্র জগতে কীর্ত্তিত হইতেছে। কারণ তাঁহার পুত্রের সুসমাচারপ্রচার দ্বারা যে ঈশ্বরের আরাধনা আমি নিজের আত্মাতে করিয়া থাকি, তিনিই আমার সাক্ষী যে, প্রতিনিয়ত ১০ আমি তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা আমার প্রার্থনা-কালে মিনতি করি যেন অবশেষে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি কোন প্রকারে তোমাদের নিকট যাইবার বিষয়ে সফলকাম ১১ হই। কারণ আমি তোমাদের দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যেন তোমাদের মধ্যে যাহাতে তোমরা সুস্থির হও, আত্মার ১২ কোন দান বিতরণ করিতে পারি,—অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইলে তোমাদের ও আমার, উভয় পক্ষের বিশ্বাস দ্বারা আমি যেন আশ্বাস পাই।

৮ ফিলিঃ ১; ৩ রোঃ ১৬; ১৯ ১ থিষঃ ১, ৮
৯ ফিলিঃ ১, ৮ ইফিঃ ১, ১৬ কলঃ ১, ৩ ১ থিষঃ ১, ২
১০ প্রেঃ ১৯, ২১ রোঃ ১৫, ২৩, ৩২
১১ রোঃ ১৫, ২৯ প্রেঃ ২৮; ৩১
১২ ২ পিঃ ১, ১

১৩ ভ্রাতারা, আমি চাই যে তোমরা এই বিষয়ে অবগত হও, অন্যান্য বিজাতীয়দের মধ্যে যেমন, তোমাদের মধ্যেও তেমনই কোন ফল লাভ করিবার জন্য কতবার আমি তোমাদের নিকট যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, আর এখন পর্য্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত
১৪ হইয়াছি। গ্রীক ও বর্ব্বর,* জ্ঞানী ও নির্ব্বোধ, সকলের
১৫ নিকট আমি ঋণী। সেইভাবে, আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব, রোম-নিবাসী তোমাদের নিকটও সুসমাচার প্রচার করিতে আমি উৎসুক।

১৩ যোঃ ১৫ ; ১৬
১৪ প্রেঃ ২৮
২ করি ১৮
কলঃ ৩ ১১

সুসমাচারের গৌরব

১৬ সুসমাচার আমার নিকট লজ্জার বিষয় নয়, কারণ যে কেহ বিশ্বাস করে ইহা তাহার জন্য পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ, প্রথমে যিহূদীর, ও পরে গ্রীকের জন্য।
১৭ সুসমাচারের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের যে ধার্ম্মিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমন লেখা আছে, ‘যে বিশ্বাসে ধার্ম্মিক সে বাঁচিবে’।

১৬ গীত ১১৯
১ করি ১৮,
১৪ প্রেঃ ১৩, ৪৬
১৭ রোঃ
হবক ২, ৪
ইব্রী ১০ ৩৮
গাঃ ৩, ১১

বিধর্ম্মীদের পাপাবস্থা

১৮ যাহারা অধার্ম্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে, তাহাদের ভক্তিহীনতা ও অধার্ম্মিকতার প্রতি স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত
১৯ হইতেছে, ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জানা সম্ভব, তাহা তাহাদের নিকট সুপ্রকাশিত, কারণ ঈশ্বর তাহাদের নিকট তাহা প্রকাশ
২০ করিয়াছেন। তাঁহার অদৃশ্য গুণ, তাঁহার চিরস্থায়ী পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব জগতের সৃষ্টির সময় হইতে তাঁহার রচিত সমস্ত বস্তুর মধ্যে স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে; এজন্য তাহাদের উত্তর দিবার
২১ পথ নাই; কারণ ঈশ্বরকে জানিলেও তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করে নাই বা তাঁহাকে ধন্যবাদ দেয় নাই, কিন্তু নিজেদের বিতর্কের অসারতায় লিপ্ত হইয়াছে
২২ এবং তাহাদের অবোধ মন অন্ধকার হইয়াছে। নিজেদের জ্ঞানী প্রতিপন্ন করাতে তাহারা বরং মূর্খ বলিয়া প্রমাণিত
২৩ হইয়াছে, এবং নশ্বর মনুষ্যের, পক্ষীর, চতুষ্পদ জন্তুর ও সরীসৃপের প্রতিমূর্ত্তির ‘সাদৃশ্যের’ সহিত অবিনশ্বর ঈশ্বরের ‘গৌরব বিনিময় করিয়াছে’।

২৪ সুতরাং তাহাদের হৃদয়ের কু-অভিলাষের জন্য ঈশ্বর তাহাদের এমন অশুচিতার বশে সমর্পণ করিলেন যে, তাহাদের দেহ
২৫ পরস্পরের মধ্যে অসম্মানিত হয়, কারণ মিথ্যার সহিত ঈশ্বরের

১৮ রোঃ ৫, ৯
যোঃ ১৬ ; ৮
ইফিঃ ৫, ৬
কলঃ ৩, ৬
২ থিষ
১৯-২৪ প্রেঃ ১৪
১৫-১৭ ; ১৭,
২৪-২৮
২০ গীত ১৯ ১
ইব্রী ১১, ৩
ইযোব ১২, ৭-৯
২১ ইফিঃ ৪, ১৭, ১৮
প্রঃ ১৪ ; ৫
২২ যির ১০, ১৪
১ করিঃ ১, ২০
২৩ গীত ১০৬, ২০
দ্বিঃ বিঃ ৪, ১৫-১৮
২৪ প্রেঃ ১৪, ১৬
২৫ রোঃ ৯, ৫

* বর্ব্বর (অনুকার শব্দ); যাহারা অদ্ভুত ভাষা বলিত, গ্রীকভাষাবাদী তাহাদের ‘বর্ব্বর’ অর্থাৎ অসভ্য বলিত

সত্যকে বিনিময় করাতে তাহারা সেই সৃষ্টবস্তুরই পূজা ও আরাধনা করিয়াছে, সৃষ্টিকর্ত্তার নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য, আমেন।

২৬ এজন্য ঈশ্বর তাহাদের সকলকে জঘন্য কামনার বশে সমর্পণ করিলেন; তাহাদের স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক ব্যবহারের পরি-
২৭ বর্ত্তে অস্বাভাবিক ব্যবহার করিত; এবং পুরুষেরাও সেই-ভাবে স্ত্রীলোকের সহিত স্বাভাবিক ব্যবহার ত্যাগ করিয়া পরস্পর কামানলে প্রজ্বলিত হইয়া, পুরুষ পুরুষের সহিত অসঙ্গত আচরণ করাতে তাহারা নিজেদের ভ্রষ্টতার উপযুক্ত
২৮ প্রতিফল নিজেদের শরীরে পাইয়াছে। তাহারা ঈশ্বরকে নিজেদের জ্ঞানে স্থান পাইবার যোগ্য মনে না করাতে ঈশ্বর তাহাদেরও ভ্রষ্ট মতির বশে সমর্পণ করিলেন; এইভাবে
২৯ বিবিধ অনুচিত ক্রিয়া করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বপ্রকার অধার্ম্মিকতা, লাম্পট্য, দুষ্টতা, লোভ ও হিংসায় পরিপূর্ণ এবং ঈর্ষা, নরহত্যা, বিবাদ, ছল ও দুষ্প্রবৃত্তিতেও পূর্ণ
৩০ হইল; তাহারা কুৎসা-রচনাকারী, অপবাদক, ঈশ্বর-বিদ্বেষী, উদ্ধত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, কুকার্য্যের উদ্ভাবক, পিতামাতার
৩১ অবাধ্য, অবোধ, বিশ্বাসঘাতক, স্নেহরহিত ও নির্দ্দয় হইল।
৩২ যদিও তাহারা ঈশ্বরের এই সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াছে যে, যাহারা এইপ্রকার আচরণ করে, তাহারা মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য, তথাপি তাহারা সেইরূপ আচরণ করে, কেবল তাহা নয়, কিন্তু সেই-প্রকার আচরণকারীদের অনুমোদনও করে।

২৭ লেবী: ১৮; ২২। ২০; ১৩
২৯ ২তীম: ৩; ২
৩২ রো: ৬; ২১

যিহূদীরাও সমভাবে অভিযোজ্য

২ সুতরাং মনুষ্য, অপরের বিচার করিতেছ যে তুমি, তোমার উত্তর দিবার পথ নাই; যে বিষয়ে তুমি অপরের বিচার করিতেছ, সেই বিষয়ে আপনাকেই দোষী করিতেছ; কারণ তুমি বিচারক হইয়াও একই প্রকারের কার্য্য করিতেছ।
২ কারণ আমরা জানি, যাহারা সেইরূপ আচরণ করে, তাহাদের
৩ বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহারা সেইপ্রকার আচরণ করে, তাহাদের বিচার করিতেছ যে তুমি, অথচ নিজে সেইপ্রকার সমস্ত কার্য্যই করিতেছ, তুমি কি মনে করিতেছ যে, ঈশ্বরের বিচার হইতে নিষ্কৃতি
৪ পাইবে? অথবা তাঁহার সদয়ভাব, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতা-রূপ ধন তুমি কি অবজ্ঞা করিতেছ? তুমি কি জান না, ঈশ্বরের সেই সদয়ভাব মনপরিবর্ত্তনের পথে তোমাকে পরিচালিত করে?
৫ কিন্তু তোমার কঠোর ও অপরিবর্ত্তিত অন্তঃকরণের জন্য ঈশ্বরের

১ মথি ৭; ২ যো: ৮; ৭
৪ ২পি: ৩; ১৫ রো: ৩; ২৫। ৯; ২২

ন্যায়-বিচার যেদিন প্রকাশিত হইবে, সেই ক্রোধের দিনের
৬ উদ্দেশে তুমি নিজের জন্য ক্রোধ সঞ্চয় করিতেছ; কারণ
তিনি 'প্রত্যেককে তাহার কার্য্যের উপযুক্ত ফল দিবেন';
৭ যাহারা সৎকার্য্যে ধৈর্য্য ধরিয়া মহিমা, সম্মান ও অবিনশ্বরতার
৮ অন্বেষণ করে, তাহাদের অনন্ত জীবন দিবেন; কিন্তু যাহারা
স্বার্থান্বেষণে প্রবৃত্ত, সত্যের অবাধ্য ও অধার্ম্মিকতার বাধ্য,
৯ তাহাদের উপরে ক্রোধ ও রোষ নামিয়া আসিবে, এবং
প্রথমে যিহূদী ও পরে গ্রীক কদাচারী প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে
১০ ক্লেশ ও সঙ্কট আসিয়া পড়িবে; কিন্তু প্রথমে যিহূদী
ও পরে গ্রীক সদাচারী প্রত্যেকের জীবনে গৌরব, সম্মান ও
১১ শান্তি হইবে। কারণ ঈশ্বরের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব নাই।
১২ বিধি-ব্যবস্থাবিহীন অবস্থায় যত লোক পাপ করিয়াছে,
তাহারা বিধি-ব্যবস্থাবিহীন অবস্থায় বিনষ্ট হইবে; আর
বিধি-ব্যবস্থার অধীনে থাকিয়া যত লোক পাপ করিয়াছে,
১৩ তাহাদের বিচার বিধি-ব্যবস্থা দ্বারাই করা হইবে; কারণ
যাহারা ব্যবস্থার বাক্য শ্রবণ করে, তাহারা যে ঈশ্বরের
দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক, তাহা নয়, কিন্তু যাহারা ব্যবস্থাসম্মত
১৪ কার্য্য করে, তাহারাই ধার্ম্মিক-গণ্য হইবে। যাহাদের কোন
ব্যবস্থা নাই, সেই বিজাতীয়েরা যখন স্বভাবতঃ ব্যবস্থাসঙ্গত
কার্য্য করে, তখন তাহারা কোন ব্যবস্থা না পাইলেও
১৫ আপনারাই নিজেদের ব্যবস্থাস্বরূপ হয়; কারণ বিধি-ব্যবস্থা
অনুযায়ী যাহা করণীয় তাহা তাহারা নিজেদের হৃদয়ে
লিখিত বলিয়া প্রকাশ করে; তাহাদের বিবেকও সেইসঙ্গে
সাক্ষ্য দেয় এবং তাহাদের পরস্পরের বিতর্ক হয় তাহাদের
দোষারোপ করে, না হয় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে।
১৬ এই সমস্ত সেই দিন ঘটিবে, যেদিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার
অনুসারে খ্রীষ্ট যীশু দ্বারা মনুষ্যদের সকল গুপ্ত বিষয়ের
১৭ বিচার করিবেন। তুমি হয়ত যিহূদী নামে আখ্যাত, বিধি-
ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতেছ, ঈশ্বরসম্বন্ধে গর্ব্ব করিতেছ;
১৮ তুমি তাঁহার ইচ্ছা জান; বিধি-ব্যবস্থা হইতে সৎশিক্ষা
১৯ পাওয়াতে যাহা শ্রেয়ঃ তাহা অনুমোদন করিতেছ; তুমি
দৃঢ়-প্রত্যয় করিতেছ যে, তুমি অন্ধদের পথপ্রদর্শক ও অন্ধকার-
২০ বাসীদের জ্যোতিস্বরূপ, এবং বিধি-ব্যবস্থায় জ্ঞান ও সত্যের
তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়া তুমি অবোধদের উপদেষ্টা ও
২১ শিশুদের শিক্ষক। তাহা হইলে অপরকে শিক্ষা দিতেছ
যে তুমি, তুমি কেন নিজেকে শিক্ষা দাও না? চুরি করিতে
নাই বলিয়া প্রচার করিতেছ যে তুমি, তুমি কি চুরি কর?

৬ গীত ৬২; ১২ যিরো: ২৪, ১২ মথি ১৬; ২৭ যো: ৫, ২৯ ২ করি: ৫; ১০ দ্বির: ৩২, ১৯ প্র: ২, ২৩। ২২; ১২
৮ ২ থিষ: ১, ৮। ২; ১২ যো: ৩; ৩৬
৯ রো: ১; ১৬। ৩; ৯
১১ দ্বি: বি: ১০; ১৭ প্রে: ১০; ৩৪ ১ পি: ১; ১৭
১৩ মথি ৭, ২১, ২৪ ১ যো: ৩; ৭ যাকোব ১; ২২-২৫
১৪ প্রে: ১০, ৩৫
১৫ যির: ৩১, ৩৩
১৬ ১ তীম: ১; ১১ ২ তীম: ২, ৮ রো: ১৬, ২৫
১৭ রো: ২, ২৩ যিশা: ৪৮; ২ মী: ৩; ১১ যাকোব ২, ১৯
১৮ ফিলি: ১, ১০
১৯ মথি ১৫; ১৪ লূক ১৮; ৯ যো: ৯; ৩৯-৪১ ইয়োব ২৯; ১৫
২১ গীত ৫০; ১৬-২১ মথি ১৫, ৭। ২৩; ৩,

২২ ব্যভিচার করিতে নাই বলিতেছ যে তুমি, তুমি কি ব্যভিচার কর? প্রতিমা ঘৃণা করিতেছ যে তুমি, তুমি কি মন্দিরের
২৩ দেবস্ব অপহরণ কর? তুমি যে বিধি-ব্যবস্থাসম্বন্ধে গর্ব্ব করিতেছ, তুমি বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন দ্বারা কি ঈশ্বরের অসম্মান
২৪ কর? কারণ যেমন লেখা আছে, তেমনই 'তোমাদের জন্য বিজাতীয়দের মধ্যে ঈশ্বরের নাম নিন্দিত হইতেছে'।
২৫ পরিচ্ছেদন অবশ্য লাভজনক, যদি বিধি-ব্যবস্থা পালন কর; কিন্তু যদি বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, তবে তোমার
২৬ পরিচ্ছেদন অপরিচ্ছেদনে পরিণত হয়; তেমনই অপরিচ্ছেদিত লোক যদি ব্যবস্থার সকল বিধি রক্ষা করিয়া চলে, তবে তাহার অপরিচ্ছেদন কি পরিচ্ছেদন বলিয়া গণ্য
২৭ হইবে না? আর স্বাভাবিক অপরিচ্ছেদিত অবস্থার লোক যদি বিধি-ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করে, তবে লিখিত শাস্ত্র ও পরিচ্ছেদন-রীতি থাকা সত্ত্বেও বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেছ যে তুমি, সে কি তোমার বিচার করিবে না? কারণ
২৮ বাহ্যিকভাবে যে যিহূদী, সে যিহূদী নয়, এবং বাহ্যিকভাবে
২৯ দৈহিক যে পরিচ্ছেদন, তাহা পরিচ্ছেদনই নয়; কিন্তু অন্তরে যে যিহূদী, সেই প্রকৃত যিহূদী, এবং যাহা আক্ষরিক নয় কিন্তু আত্মিক, হৃদয়ের সেই পরিচ্ছেদনই পরিচ্ছেদন। এইপ্রকার লোক মনুষ্যদের কাছে নয় কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রশংসা পায়।

২৩ রোঃ ২; ১৭
২৪ যিশাঃ ৫২, ৫ যিহিঃ ৩৬, ২০
২৫ যির: ৪; ৪। ৯, ২৪, ২৫
২৬ প্রাঃ ৫; ৬
৭ রোঃ ২; ২৯। ৭, ৬ ২ করিঃ ৩, ৬
৮ রোঃ ৯, ৬-৮ যো ৮, ১৫, ৩৯। ৭, ২৪
৯ দ্বিঃ বিঃ ৩০, ৬ কলঃ ২, ১১ প্রেঃ ৭, ৫১ ফিলিঃ ৩ ৩

পাপাধীনতায় সার্ব্বত্রিক দুরাবস্থা

৩ তবে যিহূদী অতিরিক্ত কি সুবিধা পাইয়াছে? পরি-
২ চ্ছেদনেই বা লাভ কি? তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রচুর। প্রথমতঃ
৩ ঈশ্বরের বাণী তাহাদের হস্তে গচ্ছিত হইয়াছে। কেহ কেহ যদি অবিশ্বস্ত হইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি? তাহাদের অবিশ্বস্ততা কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে নিষ্ফল করিবে? কখনও
৪ না, বরং 'মনুষ্যমাত্র মিথ্যাবাদী হয়' হউক, কিন্তু ঈশ্বর সত্য প্রতিপন্ন হউন; যেমন লেখা আছে,—

'তুমি যেন তোমার বাক্যে ধর্ম্মময় প্রতিপন্ন হও,
এবং তোমার বিচারকালে যেন জয় লাভ কর'।

৫ কিন্তু আমাদের অধার্ম্মিকতা দ্বারা যদি ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা সমর্থিত হয়, তবে কি বলিব? ক্রোধে প্রতিফল দিলে ঈশ্বর কি অন্যায় করেন?—সাধারণ মানুষের মত কথা
৬ বলিতেছি—কখনও নয়; তাহা হইলে ঈশ্বর কেমন করিয়া
৭ জগতের বিচার করিবেন? কিন্তু আমার মিথ্যাতে যদি ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠতা তাঁহার মহিমার উদ্দেশে উৎকর্ষ লাভ

২ রোঃ ৯, ৪ দ্বিঃ বিঃ ৪, ৭, ৮ গীত ১৪৭, ১৯ ২০ প্রেঃ ৭, ৩৮ ১ পিঃ ৪, ১১
৩ রোঃ ৬, ৯। ১০, ১৬ ২ তীমঃ ২ ১৩
৪ গীত ১১৬, ১১। ৫১, ৪

করে, তবে পাপী বলিয়া আমার বিচার হয় কেন?
৮ সেইভাবে কেহ কেহ আমাদের অপবাদ দিয়া বলে যে আমরাই একথা বলিয়া থাকি, এস, কুকর্ম্ম করি যেন সুফল ফলে, তাহাদের দণ্ড হওয়া ন্যায্য।

৯ তবে কি? আমরা কি অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? কিছুতেই নয়, কারণ ইতিপূর্ব্বে যিহূদী ও গ্রীক সকলেই পাপের অধীন বলিয়া
১০ তাহাদের উপরে দোষারোপ করিয়াছি যেমন লেখা আছে,—
'ধার্ম্মিক কেহই নাই, একজনও নাই,
১১ বুঝিতে পারে এমন কেহই নাই, ঈশ্বরের অন্বেষণ করে এমন কেহই নাই।
১২ সকলেই বিপথে গিয়াছে, তাহারা একসঙ্গে বিকৃত হইয়াছে, সৎকর্ম্ম করে এমন কেহই নাই, একজনও নাই।
১৩ তাহাদের কণ্ঠ উন্মুক্ত সমাধিস্বরূপ, তাহারা জিহ্বাতে ছলনা করিয়াছে, তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নে কালসর্পের বিষ থাকে,
১৪ তাহাদের মুখ অভিশাপ ও কটুবাক্যে পূর্ণ,
১৫ তাহাদের চরণ রক্তপাতের জন্য ত্বরান্বিত।
১৬ তাহাদের পথে পথে সর্ব্বনাশ ও দুর্দ্দশা,
১৭ এবং শান্তির পথ তাহারা জানে নাই;
১৮ ঈশ্বর-ভয় তাহাদের চক্ষুর অগোচর।'

১৯ আমরা জানি, বিধি-ব্যবস্থা যাহা কিছু বলে, তাহা বিধি-ব্যবস্থার অধীন লোকদের বলে, যেন প্রত্যেক মুখ রুদ্ধ এবং
২০ সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের বিচারের অধীন হয়। বিধি-ব্যবস্থা-সম্মত কার্য্যের ফলে 'কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্ম্মিক-গণ্য হইবে না', কারণ ব্যবস্থা দ্বারা পাপসম্বন্ধে অনুভূতি জন্মে।

৮ রোঃ ৬ : ১,
৯ রোঃ ১ : ১৮-
২ : ২৪।
১০, ১১
গাঃ ৩ : ২২
১০ গীত ১৪ : ১-
৫৩ : ২-৪
১৩ গীত ৫ : ৯।
১৪০ : ৩
যাকোব ৩ : ৮
১৪ গীত ১০ : ৭
১৫ যিশাঃ ৫৯ : ৭
হিতো ১ : ১৬
১৮ গীত ৩৬ : ১
১৯ রোঃ ২ : ১২-
১৩, ৯
২০ গীত ১৪৩ : ২
রোঃ ৪ : ১৫।
৭ : ৭-১০
গাঃ ২ : ১৬

যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই ধার্ম্মিকতালাভ

২১ কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত ঈশ্বর-দত্ত ধার্ম্মিকতা এখন বিধি-ব্যবস্থা হইতে স্বতন্ত্রভাবে
২২ প্রকাশিত হইয়াছে; ঈশ্বর-দত্ত সেই ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে স্থিত বিশ্বাস দ্বারা উদ্ভূত এবং তাহা সমস্ত বিশ্বাসীর নিমিত্তই,
২৩ কারণ প্রভেদ নাই, সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের
২৪ মহিমা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এবং তাঁহারই অনুগ্রহে খ্রীষ্ট যীশুতে যে মুক্তি পাওয়া যায় তাহার দ্বারা সকলে বিনা-
২৫ মূল্যে ধার্ম্মিক-গণ্য হয়। ঈশ্বর তাঁহাকেই নিজ রক্তে সাধিত ও বিশ্বাসে গ্রহণীয় প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, যেন ঈশ্বর আপন ধার্ম্মিকতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন,

২১ প্রেঃ ১০ : ৪৩
রোঃ ১ : ১৭
২৩ রোঃ ৩ : ৯, ১৯।
৫ : ১, ১২
২৪ রোঃ ৫ : ১
ইফি ২ : ৮
প্রেঃ ১৫ : ১১
২৫ রোঃ ২ : ৪
ইব্রী ৪ : ১৬
ইফিঃ ১ : ৭
১ যোঃ ২ : ২

কারণ ঈশ্বরের সহনশীলতার গুণে পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ
২৬ গণ্য করা হয় নাই। যেন তিনি নিজে ধার্ম্মিক থাকিতে পারেন ও যে যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্ম্মিক-গণ্য করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি বর্ত্তমান কালে আপন ধার্ম্মিকতা প্রতিপন্ন করিতেছেন।
২৭ গর্ব্ব তবে কোথায় রহিল? তাহা ব্যাহত হইল। কোন্ নীতিতে? কর্ম্মগত নীতিতে? না, কিন্তু বিশ্বাসগত
২৮ নীতিতে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বিধি-ব্যবস্থা-সম্মত কার্য্য বিনা, বিশ্বাস দ্বারাই মনুষ্য ধার্ম্মিক-গণ্য হয়
২৯ ঈশ্বর কি কেবল যিহূদীদের ঈশ্বর, বিজাতীয়দের কি নন?
৩০ হাঁ, বিজাতীয়দেরও ঈশ্বর, কারণ বাস্তবিক ঈশ্বর এক, আর তিনি পরিচ্ছেদিত প্রত্যেকজনকে বিশ্বাসে এবং অপরিচ্ছেদিত প্রত্যেকজনকে তাহার বিশ্বাস দ্বারাই ধার্ম্মিক-
৩১ গণ্য করিবেন। তবে কি আমরা বিশ্বাস দ্বারা বিধি-ব্যবস্থা নিষ্ফল করিতেছি? কখনও নয়; বরং বিধি-ব্যবস্থাকে সংস্থাপন করিতেছি।

২৭ ১ করি: ১ ; ২৯-৩১ ইফি: ২ ৯
২৮ গা: ২, ১৬ রো: ৩, ২৪
২৯ রো: ৩, ২২। ,১২ রো: ৪ ; ১১, ১২
৩১ রো: ৮ ; ৪ মথি ৫ ; ১৭

অব্রাহাম আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ

৪ যিনি দেহসম্পর্কে আমাদের আদিপুরুষ, তাঁহার বিষয়ে কি
২ বলিব? অব্রাহাম যদি কার্য্যের ফলে ধার্ম্মিক-গণ্য হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার গর্ব্বের কারণ আছে; কিন্তু ঈশ্বরের
৩ কাছে নয়। কারণ শাস্ত্র কি বলে? 'অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন, এবং তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত
৪ হইল'। যে কার্য্য করে, তাহার বেতন তাহার জন্য দয়ার
৫ দান বলিয়া নয়, কিন্তু প্রাপ্য বলিয়া গণিত হয়। যে কার্য্য করে না, তথাপি যিনি ভক্তিহীনকে ধার্ম্মিক-গণ্য করেন তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিশ্বাস তাহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া
৬ গণিত হয়। এই বিষয়ে, কর্ম্ম ছাড়াও ঈশ্বর যাহাকে ধার্ম্মিক গণনা করেন, দায়ূদও তাহাকে ধন্য উল্লেখ করিয়া এই কথা বলেন,—
৭ 'যাহাদের অধর্ম্ম ক্ষমা করা হইয়াছে, যাহাদের পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহারা ধন্য;
৮ যাহার পক্ষে প্রভু পাপ গণনা করেন না, সেই ধন্য।'
৯ এই 'ধন্য' উক্তিতে যে আশীর্ব্বাদ বুঝায়, তাহা কি পরিচ্ছেদিত লোকদেরই জন্য, না অপরিচ্ছেদিতদেরও জন্য? কারণ আমরা বলি, 'অব্রাহামের বিশ্বাসই তাঁহার পক্ষে
১০ ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইয়াছিল'; তবে কোন্ অবস্থায়

৩ আদি ১৫ ; ৬ গা: ৩ ; ৬ যাকোব ২ ; ২৩
৪ রো: ১১ ; ৬ মথি ২০ ; ৭, ১৪
৬ গীত ৩২, ১, ২
৯ আদি ১৫ ; ৬

গণিত হইয়াছিল? পরিচ্ছেদিত অবস্থায়, না অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়? অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় হইয়াছিল, পরিচ্ছেদিত ১১ অবস্থায় নয়। অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় তাঁহার যে বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসজনিত ধার্ম্মিকতার মুদ্রাঙ্কনস্বরূপ তিনি 'পরিচ্ছেদন-চিহ্ন' গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেন তিনি এইভাবে যাহারা অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় বিশ্বাসী হয়, তাহাদের সকলের পিতা হন, এবং তাহাদের পক্ষে সেই ধার্ম্মিকতা গণিত ১২ হয়; এবং তিনি যেন পরিচ্ছেদিতদেরও পিতা, অর্থাৎ যাহারা পরিচ্ছেদিত কেবল তাহাদের নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আমাদের পিতা অব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসে যাহারা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাহাদেরও ১৩ পিতা হন। কারণ বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতা দ্বারা অব্রাহামের অথবা তাঁহার বংশের প্রতি জগতের দায়াধিকারী হইবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ১৪ কারণ যাহারা বিধি-ব্যবস্থাবলম্বী, তাহারা যদি উত্তরাধিকারী হয়, তবে বিশ্বাসকে ব্যর্থ করা হইল এবং সেই প্রতিশ্রুতিকে ১৫ নিষ্ফল করা হইল। বিধি-ব্যবস্থার ফলে ক্রোধের সঞ্চার হয়, কিন্তু যেখানে ব্যবস্থা নাই, সেখানে ব্যবস্থালঙ্ঘনও ১৬ নাই। অনুগ্রহ অনুসারে হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতির ফল বিশ্বাস দ্বারা পাওয়া যায়, যেন সেই প্রতিশ্রুতি সমস্ত বংশের পক্ষে, কেবল বিধি-ব্যবস্থাবলম্বী বংশের নয়, কিন্তু অব্রাহামের বিশ্বাসাবলম্বী বংশের পক্ষেও অটল থাকে; কারণ তিনি ১৭ আমাদের সকলের পিতা; যেমন লেখা আছে, 'আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করিয়াছি'। ইহা সেই ঈশ্বর বলেন যাঁহাকে তিনি বিশ্বাস করিতেন, যিনি মৃতদের সঞ্জীবিত করেন, এবং যাহা নাই, তাহা হউক বলিয়া আহ্বান করেন। ১৮ প্রত্যাশার কিছু না থাকিলেও অব্রাহাম প্রত্যাশাযুক্ত হইয়া বিশ্বাস করিলেন যেন 'বহু জাতির পিতা হন'; কারণ তাঁহাকে ১৯ বলা হইয়াছিল, 'তোমার বংশ এইরূপ হইবে'। কিন্তু তাঁহার বয়স প্রায় একশত বৎসর বলিয়া নিজের শরীর যে তখনই মৃতপ্রায়, এবং সারা যে বন্ধ্যা, ইহা বিবেচনা করা সত্ত্বেও ২০ তিনি বিশ্বাসে দুর্ব্বল হইলেন না, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি অবিশ্বাসবশতঃ দ্বিধা করিলেন না, কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্‌ হইলেন, ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন ২১ করিলেন, এবং ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা সফল ২২ করিতেও পারেন ইহা তিনি নিশ্চিত জানিলেন। এইজন্য

১১ আদি ১৭, ১০, ১১
১৩ আদি ১৮, ১৮; ২২ ১৭, ১৮
১৫ রোঃ ৫, ১৩, ৭ ৮ ১; ২ করিঃ ৩, ৭,
১৬ গাঃ ৩, ৯
১৭ আদি ১৭ ৫; ইব্রীঃ ১১ ১৯
১৮ আদি ১৫, ৫
১৯ আদি ১৭, ১৭
২২ আদি ১৫; ৬

২৩ 'তাঁহার পক্ষে তাহা ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণনা করা হইল'। 'তাঁহার পক্ষে গণনা করা হইল', এই কথা যে কেবল তাঁহার ২৪ জন্য লেখা হইয়াছে, তাহা নয়, কিন্তু আমাদের জন্যও হইয়াছে; যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত করিয়াছেন আমরা তাঁহারই উপরে বিশ্বাস করিতেছি বলিয়া, আমাদের পক্ষেও ধার্ম্মিকতা গণনা করা হইবে। ২৫ সেই যীশু 'আমাদের অপরাধের জন্য সমর্পিত হইলেন', এবং উত্থাপিত হইলেন, যেন আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হই।

২৩ রোঃ ১৫; ৪
২৪ ১ করিঃ ৯; ১০
১ পিঃ ১; ২১
২৫ যিশাঃ ৫৩; ৪, ৫
ইব্রীঃ ৯, ২৮
রোঃ ৮; ৩২। ৫; ১৮
১ করিঃ ১৫, ১৭

বিশ্বাসের ফল

৫ এইজন্য বিশ্বাসের ফলে ধার্ম্মিক-গণ্য হওয়াতে, এস, আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরেব সাক্ষাতে ২ শান্তি লাভ করি *; আমরা খ্রীষ্টের দ্বারাই এই অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছি এবং তাহার মধ্যে আমবা দাঁড়াইয়াও আছি; এইজন্য এস, আমরা ঈশ্বরের মহিমার ৩ প্রত্যাশায় গর্ব্বও করি †। কেবল তাহা নয়, কিন্তু এস, আমরা সকল ক্লেশের মধ্যেও গর্ব্ব করি †, কাবণ আমরা ৪ জানি, ক্লেশ ধৈর্য্যকে উৎপন্ন করে, ধৈর্য্য পরীক্ষা-সিদ্ধতাকে ৫ এবং পরীক্ষা-সিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; এবং প্রত্যাশা লজ্জা দেয় না, কারণ যে পবিত্র আত্মাকে আমাদের দেওয়া হইয়াছে তাঁহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের অন্তঃকরণে বর্ষিত হইয়াছে।

১ রোঃ ৩; ২৪, ২৮। ৪; ২৪
যিশাঃ ৫৩, ৫
২ ইফিঃ ২; ১৮। ৩; ১২ রোঃ ৩; ২৩। ৮; ১৮। ১২; ১২
ইব্রীঃ ৩, ৬
১ পিঃ ৩, ১৮
৩ যাকোব ১, ২, ৩
১ পিঃ ১, ৬, ৭
মথি ৫; ১২
২ করিঃ ১২, ১০
৫ গীত ২২; ৫। ২৫; ২০। ১১৯; ১১৬ ইব্রীঃ ৬; ১৮, ১৯

খ্রীষ্টের মৃত্যুতে প্রদর্শিত ঈশ্বরের অনুগ্রহ

৬ যখন আমরা শক্তিহীন অবস্থায়, তখন খ্রীষ্ট নিরূপিত ৭ সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মরিলেন; ধার্ম্মিকের জন্য প্রায় কেহই মরিতে চায় না, সজ্জনের জন্য হয়ত কেহ সাহস করিয়া ৮ মরিলেও মরিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি আপন প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন, কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম ৯ তখনও খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরিলেন। সুতরাং এখন, তাঁহার রক্তে যখন ধার্ম্মিক-গণ্য হইয়াছি, তখন কত না অধিকরূপে আমরা তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে ১০ পরিত্রাণ পাইব। আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন যদি তাঁহার পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলাম, তবে পুনর্ম্মিলিত হইয়া আমরা কত না অধিকরূপে তাঁহার

৮ যোঃ ৩; ১৬
১ যোঃ ৪; ১০
৯ রোঃ ১, ১৮। ২, ৫, ৮
১০ রোঃ ৮; ৭
কলঃ ১; ২১
২ করিঃ ৫; ১৮-২০

* (পাঠান্তরে, 'এস' না দিয়া) আমরা . . . লাভ করিয়াছি
† (পাঠান্তরে, 'এস' না দিয়া) আমরা . . . গর্ব্বও করিতেছি

১১ জীবন দ্বারা পরিত্রাণ পাইব। কেবল তাহা নয়, কিন্তু যাঁহার দ্বারা আমরা এখন সেই পুনর্ম্মিলনের অধিকারী হইয়াছি, আমাদের সেই প্রভু যীশু দ্বারা ঈশ্বরের বিষয়ে গর্ব্ব করি।

আদমের অপরাধের ফল ও যীশুর ধার্ম্মিকতার ফল

১২ সুতরাং যেমন একটি মানুষের দ্বারা পাপ, ও পাপের দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল,—আর এইভাবে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে মৃত্যু বিস্তৃত হইল; কারণ সকলেই পাপ ১৩ করিয়াছে। বিধি-ব্যবস্থার পূর্ব্বেও জগতে পাপ ছিল, কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ কখনও ধার্য্য হয় না। ১৪ তথাপি যাহারা আদমের ন্যায় আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া পাপ করে নাই, আদম হইতে মোশি পর্য্যন্ত, তাহাদের উপরে মৃত্যু রাজত্ব করিয়াছিল, এবং যিনি আসিবেন, আদম ১৫ তাঁহারই প্রতিরূপ ছিলেন। কিন্তু অপরাধ যেপ্রকার, অনুগ্রহদান সেইপ্রকার নয়, কারণ সেই একজনের অপরাধে যখন অনেকে মরিল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সেই এক মনুষ্য, যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে দত্ত যে দান, তাহা বহু লোকের প্রতি ১৬ আরও অধিক উপচাইয়া পড়িল। একজনের পাপের ফল যেপ্রকার, এই দান সেইপ্রকার নয়; কারণ সেই এক অপরাধের বিচারে দণ্ডাজ্ঞা উপস্থিত হইল, কিন্তু অনেক অপরাধপ্রযুক্ত যে অনুগ্রহদান, তাহার ফলে ধার্ম্মিকগণনার ১৭ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কারণ একজনের অপরাধে যখন মৃত্যু সেই একজনের মাধ্যমে রাজত্ব করিল, তখন যাহারা সেই অনুগ্রহ ও ধার্ম্মিকতাদান প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছে, তাহারা একজন, খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা, কত না অধিকরূপে ১৮ জীবনে রাজত্ব করিবে।—সুতরাং এক অপরাধের ফলে যেমন সকল মনুষ্যের উপর দণ্ডাজ্ঞা উপস্থিত হইল, তেমনই ধার্ম্মিকতার এক কার্য্যের ফলে সকল মনুষ্যের জন্য জীবনপ্রদ ১৯ ধার্ম্মিকগণনা উপস্থিত হইল। যেমন এক মানুষের অবাধ্যতার দ্বারা অনেকে পাপী প্রতিপন্ন হইল, তেমনই সেই আর একজনের বাধ্যতা দ্বারা অনেকে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন হইবে। ২০ এই পর্য্যায়ে বিধি-ব্যবস্থা উপস্থিত হইল যেন অপরাধের প্রাচুর্য্য হয়; কিন্তু যেখানে পাপের প্রাচুর্য্য হইল, সেখানে ২১ অনুগ্রহ আরও উপচাইয়া পড়িল; তাহাতে পাপ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করিয়াছে, তেমনই অনুগ্রহও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ধার্ম্মিকতার প্রভাবে রাজত্ব করিবে।

১২ আদি ২, ১৭। ৩; ১৯ রোঃ ৩, ৯, ১৯, ২৩। ৬, ২৩
১৩ রোঃ ৪, ১৫
১৪ হোঃ ৬, ৭ ১ করিঃ ১৫, ২১, ২২, ৪৫
১৭ রোঃ ৫; ২১
১৮ ১ করিঃ ১৫; ২২
১৯ যিশাঃ ৫৩; ১১ ফিলিঃ ২; ৮
২০ রোঃ ৪; ১৫। গাঃ ৩; ১৯ ১ তীমঃ ১; ১৪
২১ রোঃ ৫, ১৭। ৬; ১৫, ২৩

খ্রীষ্টের অনুগত বিশ্বাসীর আচরণ

৬ তবে কি বলিব? যেন অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য হয় এইজন্য ২ কি পাপ করিতে থাকিব? অসম্ভব। পাপসম্বন্ধে মৃত যে আমরা, আমরা কেমন করিয়া এখনও পাপে জীবনযাপন করিব? ৩ তোমরা কি জান না যে, আমরা যতজন খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ ৪ করিয়াছি? তবে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করাতে আমরা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইলাম, যেন খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত ৫ হইলেন, আমরাও তেমনই জীবনের নূতনতায় চলি। কারণ যদি আমরা তাঁহার অনুরূপ মৃত্যুতে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহার অনুরূপ পুনরুত্থানেও ৬ একীভূত হইব। আমরা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্যকে তাঁহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছে যেন পাপসত্তা লুপ্ত হয় ও আমরা পাপের দাস আর না থাকি; ৭ কারণ যে মরিয়াছে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ৮ আমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত মরিয়া থাকি, তবে বিশ্বাস করি যে, ৯ তাঁহার সহিত জীবনপ্রাপ্তও হইব। কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়া খ্রীষ্ট আর মরিবেন না, ১০ তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর কর্তৃত্ব নাই। তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে তিনি পাপের সম্বন্ধে একবারই মরিলেন, এবং তাঁহার যে জীবন আছে, তাহাতে তিনি ঈশ্বরের ১১ উদ্দেশে জীবিত আছেন। তোমরাও সেইভাবে আপনাদের পাপ সম্বন্ধে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত বলিয়া বিবেচনা কর।

১২ সুতরাং পাপ তোমাদের মর্ত্ত্য দেহে আর রাজত্ব না করুক, যেন তাহা তোমাদের দৈহিক অভিলাষের আজ্ঞাবহ না করে। ১৩ আর আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে সমর্পণ করিও না, কিন্তু মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত বলিয়া আপনাদের ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর, এবং ধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর। ১৪ কারণ পাপ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে না; কারণ তোমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীন নও, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন।

ক্রীতদাস-প্রথা হইতে উদ্ধৃত একটি উদাহরণ

১৫ তবে বিধি-ব্যবস্থার অধীন নই কিন্তু অনুগ্রহের অধীন ১৬ বলিয়া কি আমরা পাপ করিব? কখনও নয়। তোমরা কি

১ রোঃ ৩; ৫-৮
২ ১ পিঃ ২, ২৪
কলঃ ২; ২০। ৩; ৩
৩ গাঃ ৩, ২৭
৪ রোঃ ৭ ৬
কলঃ ২, ১২, ১৩
৫ ২ করিঃ ৪; ১০
ফিলিঃ ৩, ১০, ১১
৬ গাঃ ৫, ২৪। ৬, ১৪
৭ ১ পিঃ ৪, ১
১০ ইব্রীঃ ৭; ২৭। ৯; ২৬-২৮
১ পিঃ ৩; ১৮
১১ রো ৬; ২
২ করিঃ ৫; ১৪, ১৫
গাঃ ২; ১৯
১ পিঃ ২; ২৪
১২ আদি ৪, ৭
গীত ১৯; ১৩। ১১৯; ১৩৩
১৩ রো ১২ ১
ইফিঃ ২ ৫। ৫, ১৪
১ পিঃ ২, ২৪। ৪; ১
১৪ রো ৬, ১২। ৮; ২, ১২
১৫ রোঃ ৫, ১৭, ২১
১৬ মথি ৬; ২৪
যোঃ ৮, ৩৪
২ পিঃ ২; ১৯

জান না যে, আদেশ পালনের জন্য যাহার নিকট দাসরূপে আপনাদের সমর্পণ কর, যাহার আদেশ পালন কর, তোমরা তাহারই দাস; হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, নয় ধার্ম্মিকতা-
১৭ জনক আদেশপালনের দাস? কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, তোমরা যদিও পাপের দাস ছিলে, তথাপি তোমরা শিক্ষার যে আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হইয়াছ, অন্তঃকরণের সহিত
১৮ তাহারই বাধ্য হইয়াছ, এবং পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তোমরা
১৯ ধার্ম্মিকতার দাসত্বে আবদ্ধ হইয়াছ। তোমাদের দৈহিক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত আমি সাধারণ মানুষের মত কথা বলিতেছি, তোমরা যেমন অধর্ম্মের উদ্দেশে আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দাসরূপে অশুচিতার ও অধর্ম্মের বশে সমর্পণ করিয়াছিলে, তেমনই এখন পবিত্রতার উদ্দেশে আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
২০ দাসরূপে ধার্ম্মিকতার বশে সমর্পণ কর। কারণ পাপের দাস থাকিতে তোমরা ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধে স্বাধীন ছিলে,
২১ সেই সময় তোমরা কি ফল পাইতে? যে সমস্ত বিষয়ে তোমাদের এখন লজ্জাবোধ হইতেছে, তাহাই কি নয়?
২২ বাস্তবিক সেইগুলির পরিণাম মৃত্যু। কিন্তু এখন পাপ হইতে স্বাধীন হইয়াছ এবং ঈশ্বরের দাস হইয়া তোমরা পবিত্রতার উদ্দেশে ফলপ্রাপ্ত হইতেছ, এবং ইহার পরিণাম অনন্ত জীবন।
২৩ কারণ পাপের প্রতিফল* মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।

১৮ যো
২১ রো: ১, ৩২। ৭; ৫। ৮ ৬, ১৩
যিহি: ১৬, ৬৩
হিতো: ১৪; ১২
২ করি: ৪; ২
২২ ১ পিঃ ১, ৯
১ করি: ৭, ২২
২৩ রো: ৫, ১২, ২১। ২, ৭

বিবাহ-বন্ধন হইতে উদ্ধৃত একটি উদাহরণ

৭ ভ্রাতারা,—যাহারা বিধি-ব্যবস্থা জানে তাহাদের বলি,—তোমরা কি বুঝ না, মনুষ্য যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন
২ ব্যবস্থা তাহার উপরে কর্ত্তৃত্ব করে? যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, সধবা স্ত্রী ততদিন ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহার কাছে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু স্বামী মরিলে, স্বামী সম্পর্কীয় ব্যবস্থা হইতে
৩ সে নিষ্কৃতি পায়, সেইভাবে স্বামী জীবিত থাকিতে, সে যদি অন্য পুরুষকে গ্রহণ করে তবে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলা হইবে, কিন্তু স্বামী মরিলে সে সেই বিধি-ব্যবস্থা হইতে স্বাধীন হয় বলিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিলেও সে ব্যভিচারিণী
৪ হইবে না। সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, যিনি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের দেহ দ্বারা বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তোমাদেরও মৃত্যু হইয়াছে, যেন তোমরা সেই অন্য ব্যক্তিরই হও, এইরূপে আমরা সকলে যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে

২ ১ করি: ৭; ৩৯
৪ কল: ২, ১৪

* (মূল) বেতন

৫ ফলপ্রসূ হই। আমরা যখন দেহের অধীন ছিলাম তখন বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা জাগরিত হইয়া, বিবিধ পাপকামনা মৃত্যুর উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করিবার জন্য আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ৬ মধ্যে কার্য্যকর ছিল; কিন্তু এখন বিধি-ব্যবস্থা হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইয়াছি; যাহাতে আমরা আবদ্ধ ছিলাম তাহার সম্বন্ধে আমরা মৃত; তাহাতে আমরা অক্ষরের প্রাচীনতায় নয়, কিন্তু আত্মার নূতনতায় দাস্যকর্ম্ম করিতে পারি।

৫ রোঃ ৬; ২১
৬ রোঃ ৬; ২, ৪। ৮; ১, ২ গাঃ ২; ১৯ রোঃ ২; ২৭

পাপ মোচনের জন্য বিধি-ব্যবস্থার অক্ষমতা

৭ তবে কি বলিব? বিধি-ব্যবস্থা কি পাপ? কখনও না; বরং পাপ কি, তাহা বিধি-ব্যবস্থা বিনা জানিতে পারিতাম না; লোভ করিও না, বিধি-ব্যবস্থা যদি এই কথা না বলিত, ৮ তবে লোভ কি, তাহাও জানিতাম না। কিন্তু পাপ সেই আজ্ঞাতে সুযোগ পাইয়া আমার অন্তরে সর্ব্বপ্রকার লোভ সঞ্চার করিল; কারণ বিধি-ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ মৃত ৯ থাকে। আমি পূর্ব্বে বিধি-ব্যবস্থা বিনা জীবিত ছিলাম, কিন্তু আজ্ঞা উপস্থিত হইবামাত্র পাপ জীবিত হইয়া উঠিল, ১০ আর আমার মৃত্যু হইল; জীবনদায়ক যে আজ্ঞা, তাহাই আমার ১১ মৃত্যুর কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল; এইভাবে সেই পাপ আজ্ঞার দ্বারা সুযোগ পাইয়া আমাকে প্রতারণা করিল, ও ১২ তাহার দ্বারা আমার প্রাণনাশ করিল। সুতরাং বিধি-ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞাও পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম।

১৩ তবে যাহা উত্তম, তাহা কি আমার মৃত্যুস্বরূপ হইল? কখনও নয়; বরং যাহা উত্তম তাহারই দ্বারা আমার মৃত্যু সাধনে পাপ তখনই পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইল; তাহাতে আজ্ঞার দ্বারাই পাপ আরও অধিক পাপময় হইয়া উঠিয়াছে।

৭ যাত্রা ২০; ১৭ দ্বিঃ বিঃ ৫; ২১ রোঃ ৩; ২০। ১৩; ৯
৮ রোঃ ৫; ১৩ ১ করিঃ ১৫, ৫৬
১০ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ৪৬, ৪৭ লেবীঃ ১৮; ৫ যাকোব ১; ১৫
১১ ইব্রীঃ ৩; ১৩
১২ গীত ১৯; ৮, ৯ ১ তীমঃ ১; ৮ ২ পিঃ ২; ২১
১৩ রোঃ ৫; ২০

মানব-স্বভাবে নৈতিক অশান্তি

১৪ আমরা জানি, বিধি-ব্যবস্থা আত্মিক, কিন্তু আমি দৈহিক, ১৫ পাপের অধীনে বিক্রীত। কারণ আমি যাহা সাধন করি তাহা জানি না; যাহা ইচ্ছা করি, তাহা আমি করি ১৬ না, বরং যাহা ঘৃণা করি, তাহাই করি। কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি না, তাহা যখন করি, তখন বিধি-ব্যবস্থা ১৭ যে উত্তম ইহা স্বীকার করি। এই অবস্থায় সেই কার্য্য আর আমি সাধন করি না, কিন্তু আমাতে অবস্থিত পাপ তাহা ১৮ করে; কারণ আমি জানি, আমাতে অর্থাৎ আমার দেহে, উত্তম কিছুই অবস্থান করে না; আমার ইচ্ছা রহিয়াছে,

১৪ ১ রাঃ ২১; ২০, ২৫ ২ রাঃ ১৭; ১৭ গীত ৫১; ৫ যোঃ ৩; ৬
১৮ আদি ৬; ৫। ৮; ২১

১৯ কিন্তু উত্তম কার্য্য সাধনের ক্ষমতা নাই। যে উত্তম কার্য্য করিতে আমি ইচ্ছা করি, তাহা করি না, বরং যে মন্দ
২০ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না, তাহা করিয়া থাকি; যাহা করিতে ইচ্ছা করি না, তাহা যখন করি, তবে তাহা আর আমি সাধন করি না, কিন্তু আমাতে অবস্থিত পাপ তাহা করে।

২১ সুতরাং আমি এই নীতি দেখিতে পাইতেছি যে, উত্তম কিছু করিতে ইচ্ছা করিলেও, মন্দ আমার নিকট উপস্থিত।
২২ অন্তরতম সত্তায়* আমি ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা সানন্দে অনুমোদন
২৩ করি, কিন্তু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অন্যপ্রকার এক নীতি দেখিতে পাইতেছি যাহা আমার মনোগত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে এবং পাপের যে ব্যবস্থা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে
২৪ রহিয়াছে তাহার বন্ধনে আমাকে বন্দী করিতেছে। দুর্ভাগ্য মনুষ্য আমি! এই মৃত্যুময় দেহ হইতে কে আমাকে উদ্ধার
২৫ করিবে? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। সুতরাং আমি আপন অন্তরে ঈশ্বরের ব্যবস্থার দাসত্ব করি, কিন্তু দেহে পাপের ব্যবস্থার দাসত্ব করি।

২২ ২ করিঃ ৪; ১৬
ইফিঃ ৩; ১৬
১ পিঃ ৩; ৪
২৩ গাঃ ৫; ১৭
যাকোব ৪; ১
১ পিঃ ২; ১১
২৫ ১ করিঃ ১৫; ৫৭

যীশুর দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ; আমাদের অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মার পরিচালনায় জীবন লাভ

৮ যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রিত, তাহাদের উপর এখন
২ কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই। খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার ব্যবস্থা তোমাকে† পাপ ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে স্বাধীন করিয়াছে।
৩ কারণ মানব স্বভাবের ফলে দুর্ব্বল হওয়াতে বিধি-ব্যবস্থা যাহা করিতে পারে নাই, ঈশ্বর তাহা করিয়াছেন; তিনি আপন পুত্রকে পাপময় দেহের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে প্রেরণ করিয়া মর্ত্ত্য দেহে পাপের দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন,
৪ যেন আমরা যাহারা দেহের বশে নয় কিন্তু আত্মার বশে চলি, আমাদের জীবনে ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি পূর্ণভাবে পালিত হয়।
৫ যাহারা দেহের বশে আছে তাহারা দৈহিক বিষয়ে মনোযোগী; কিন্তু যাহারা আত্মার বশে আছে, তাহারা আত্মিক বিষয়ে
৬ মনোযোগী। দৈহিক মনোভাব মৃত্যুস্বরূপ, কিন্তু আত্মিক
৭ মনোভাব জীবন ও শান্তিস্বরূপ; কারণ দৈহিক মনোভাব ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বৈরিতাস্বরূপ, এইপ্রকার মনোভাব ঈশ্বরের

২ রোঃ ৩; ২৭। ৬; ১৪। ৭; ২৩, ২৫
১ করিঃ ১৫; ৪৫
২ করিঃ ৩; ৬, ১৭
৩ যোঃ ১; ১৪
প্রেঃ ১৩; ৩৮, ৩৯। ১৫; ১০
২ করিঃ ৫; ২১
ফিলিঃ ২; ৭
ইব্রীঃ ২; ১৭।
৪, ৫ রোঃ ৩; ৩১
গাঃ ৫; ১৬-২৫
৬ রোঃ ৬; ২১
৭ ১ করিঃ ২; ১৪
যাকোব ৪; ৪

* (মূল) অন্তরের মানুষে
† পাঠান্তর, আমাকে

৮ বিধি-ব্যবস্থার বশবর্ত্তী হয় না এবং হইতেও পারে না। আর যাহারা দেহের অধীনে থাকে, তাহারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

৯ তোমাদের অন্তরে যখন ঈশ্বরের আত্মা অধিষ্ঠান করেন, তোমরা দেহের অধীনে নও, কিন্তু আত্মার অধীনে আছ। ১০ খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নাই, সে খ্রীষ্টের নয়। খ্রীষ্ট যদি তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে দেহ পাপের ফলে মৃত হইলেও আত্মা ধার্ম্মিক-গণ্য হইবার ফলে জীবনবিশিষ্ট হয়। ১১ যিনি মৃতদের মধ্য হইতে যীশুকে উত্থাপন করিলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে অধিষ্ঠান করেন, তবে যিনি মৃতদের মধ্য হইতে খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে অবস্থিত আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও সঞ্জীবিত করিবেন।

১২ সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, আমরা ঋণী, কিন্তু দেহের নিকট নয় ১৩ যে, দেহের বশে জীবন ধারণ করিব। যদি দেহের বশে জীবন ধারণ কর, তবে তোমরা নিশ্চয় মরিবে, কিন্তু যদি আত্মা দ্বারা দেহের সমস্ত ক্রিয়া মৃত্যুসাৎ কর, তবে জীবিত থাকিবে।

ঈশ্বরের পুত্র হইবার অধিকার ও ভবিষ্যৎ মহিমা-প্রাপ্তির বিষয়ে শিক্ষা

১৪ কারণ যতলোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ১৫ ঈশ্বরের পুত্র। তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রের আত্মা পাইয়াছ, ১৬ যাহা দ্বারা আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকি। আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ১৭ ঈশ্বরের সন্তান; আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারী হইয়াছি, ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ও খ্রীষ্টের সহ-অধিকারী, অবশ্য যদি তাঁহার সহিত দুঃখভোগ করিয়া তাঁহার সহিত ১৮ মহিমাপ্রাপ্তও হই। আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের প্রতি যে মহিমা প্রকাশিত হইবে, তাহার সঙ্গে এই বর্ত্তমান ১৯ যুগের নানা দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়। কারণ সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বরের পুত্রদের আবির্ভাবের প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীবভাবে ২০ প্রতীক্ষা করিতেছে। সৃষ্টি অসারতার বশীভূত হইল, নিজের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু তাঁহারই দ্বারা হইল যিনি তাহা বশীভূত ২১ করিলেন, এই প্রত্যাশায়, সৃষ্টি যে নিজে ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানদের মহিমাযুক্ত স্বাধীনতা লাভ

৯ ১ করিঃ ৩; ১৬। ৬; ১৯
২ করিঃ ৬; ১৬
২ তীমঃ ১; ১৪
১ পিঃ ৪; ৬
১০ গাঃ ২; ২০। ৪; ১৯
ফিলিঃ ১; ২১
১১ ১ করিঃ ৬; ১৪
১২ গাঃ ৬; ৮
১৩ কলঃ ৩; ৫
ইফিঃ ৪; ২২-২৪
১৪ গাঃ ৫; ১৮। ৩; ২৬
১৫ ২ তীমঃ ১; ৭
গাঃ ৪; ৫, ৬, ২৪
১ যোঃ ৩, ২। ৪; ১৮
১৬ ১ যোঃ ৩; ১, ২, ২৪
২ করিঃ ১; ২২। ৫; ৫
ইফিঃ ১; ১৪
১৭, ১৮ গাঃ ৪; ৭
প্রঃ ২১; ৭
রোঃ ৫; ২, ৩
২ করিঃ ৪; ১৭
১ পিঃ ১; ৫-৭। ৪; ১৩। ৫; ১
২০ উপঃ ১; ২
আদি ৩; ১৭-১৯। ৫; ২৯
২১ প্রেঃ ৩; ২১
২ পিঃ ৩; ১৩
১ যোঃ ৩; ২

২২ করিবে। আমরা জানি, সমগ্র সৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত একসঙ্গে কাতরোক্তি করিতেছে, একসঙ্গে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করি-
২৩ তেছে। কেবল তাহা নয়, কিন্তু আত্মার প্রথম ফল পাইয়াছি যে আমরা, আমরাও * দেহের মুক্তির অপেক্ষা করিতে
২৪ করিতে অন্তরে কাতরোক্তি করিতেছি। কারণ প্রত্যাশায় আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি; কিন্তু যে প্রত্যাশা প্রত্যক্ষ তাহা প্রত্যাশাই নয়। কারণ যে যাহা দেখিতে পায়, সে তাহার
২৫ জন্য ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যাশা কেন করিবে? কিন্তু যাহা দেখিতে পাই না, আমরা যদি তাহার প্রত্যাশা করি, তবে
২৬ ধৈর্য্যের সহিত তাহার প্রতীক্ষায় থাকি। সেইভাবে আমাদের দুর্ব্বলতায় আত্মাও আমাদের সাহায্য করেন, কারণ কি প্রার্থনা করিব সেই বিষয়ে আমাদের উপযুক্ত জ্ঞান নাই; কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্ত্তস্বরে আমাদের পক্ষে
২৭ আবেদন জানান। আর যিনি সমস্ত হৃদয় অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার মনোভাব কি, কারণ তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই পবিত্রগণের পক্ষে আবেদন জানান।

২৮ আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সমস্ত কিছু
২৯ একযোগে মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতেছে †। কারণ তিনি যাহাদের পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, তাহাদের আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বেই নিরূপণ করিলেন, যেন অনেক ভ্রাতার মধ্যে তিনি প্রথমজাত প্রতিপন্ন হন।
৩০ তিনি যাহাদের পূর্ব্বেই নিরূপণ করিলেন, তাহাদের আহ্বানও করিলেন; আর যাহাদের আহ্বান করিলেন, তাহাদের ধার্ম্মিক-গণ্যও করিলেন; আর যাহাদের ধার্ম্মিক-গণ্য করিলেন, তাহাদের মহিমান্বিতও করিলেন।

ঈশ্বরের প্রেম

৩১ ইহাতে কি বলিব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষ,
৩২ তখন কে আমাদের বিপক্ষ? যে ঈশ্বর নিজ পুত্রকে নিষ্কৃতি দিলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি কি মুক্তহস্তে তাঁহার সহিত সমস্তই
৩৩ আমাদের দান করিবেন না? ঈশ্বরের মনোনীতদের বিরুদ্ধে কে অভিযোগ করিবে? ঈশ্বরই ধার্ম্মিক-গণ্য করেন;
৩৪ কে দোষী করিবে? খ্রীষ্ট মরিলেন, আর তিনি উত্থাপিতও

২২ যিরঃ ১২; ৪, ১১
২৩ যিশাঃ ২৫; ৯ ২ করিঃ ৫; ২ গাঃ ৫; ৫
২৪ ২ করিঃ ৪; ১৮। ৫; ৭ ইব্রীঃ ১১; ১
২৫ ১ থিষঃ ১; ৩
২৬ ইফিঃ ৬; ১৮
২৭ গীত ১৩৯; ১ যিরঃ ১৭; ১০ ১ বংশাঃ ২৮; ৯ ১ করিঃ ৪; ৫ ১ থিষঃ ২; ৪
২৮ ১ করিঃ ১; ৯ ২ তীমঃ ১; ৯
২৯ ইফিঃ ১; ৫, ১১ ফিলিঃ ৩; ২১ ১ পিঃ ১; ২ কলঃ ১; ১৫, ১৮ ইব্রীঃ ১; ৬ ১ করিঃ ১৫; ৪৯
৩০ যোঃ ১৭; ২২ রোঃ ৯; ২৩ ১ করিঃ ৬; ১১ ইব্রীঃ ২; ১০
৩১ গণনা ১৪; ৯ ২ রাঃ ৬; ১৬ গীত ১১৮; ৬ ১ যোঃ ৪; ৪
৩২ যোঃ ৩; ১৬ রোঃ ৪; ২৫
৩৩ যিশাঃ ৫০; ৮
৩৪ গীত ১১০; ১ মার্ক ১৬; ১৯ ১ যোঃ ২; ১ ইব্রীঃ ৭; ২৫

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে, 'সেই দত্তকপুত্রাধিকার এবং' এই স্থানে পাওয়া যায়

† অথবা, তাহাদের পক্ষে তিনি সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতেছেন

হইলেন, তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে আছেন এবং আমাদের
৩৫ পক্ষে আবেদন জানাইতেছেন। খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিবে? কি ক্লেশ? কি দুর্গতি? কি নির্য্যাতন? কি দুর্ভিক্ষ? কি বস্ত্রহীনতা? কি সঙ্কট?
৩৬ কি খড়্গ? যেমন লেখা আছে,—

'তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন নিহত হইতেছি;
আমরা বধ্য মেষের ন্যায় গণ্য হইলাম।'

৩৭ কিন্তু যিনি আমাদের প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হই।
৩৮ কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি সমস্ত আধিপত্য, কি বর্ত্তমান বিষয়, কি ভবিষ্যৎ বিষয়,
৩৯ কি সমস্ত পরাক্রম, কি ঊর্দ্ধলোক, কি অধোলোক, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

৩৬ গীত ৪৪ ; ২২
১ করিঃ ১৫ ; ৩১
২ করিঃ ৪ ; ১১
৩৭ যোঃ ১৬ ; ৩৩

স্বজাতীয়দের অবিশ্বাসের জন্য পৌলের গভীর দুঃখ

৯ খ্রীষ্টে থাকিয়া আমি সত্য বলিতেছি, মিথ্যা বলিতেছি না, আমার বিবেকও পবিত্র আত্মার সহিত আমার পক্ষে
২ সাক্ষ্য দিতেছে যে, আমি অন্তরে গভীর দুঃখ ও প্রতিনিয়ত
৩ যন্ত্রণা ভোগ করি। এমন কি, আমার ভ্রাতাদের জন্য, যাহারা রক্তে আমার স্বজাতীয় তাহাদের মঙ্গলের জন্য, আমি খ্রীষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অভিশপ্ত হইবার ইচ্ছা
৪ করিতে পারিতাম। তাহারা ত ইস্রায়েলীয়; দত্তকপুত্রের অধিকার, মহিমা, সন্ধি-নিয়মসকল, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থা, মন্দিরের আরাধনা এবং প্রতিজ্ঞাসমূহ, এসমস্তই তাহাদের;
৫ পিতৃপুরুষেরা তাহাদের, এবং সেই অভিষিক্ত ব্যক্তি * যিনি তাহাদের বংশজাত তিনিও তাহাদের; তিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর, যুগে যুগে ধন্য, আমেন।

৩ যাত্রা ৩২ ; ৩২
৪ যাত্রা ৪ ; ২২।
৪০ ; ৩৪
দ্বিঃ বিঃ ৭ ; ৬।
১৪ ; ১, ২।
২৯ ; ১৪
১ শমূঃ ৪ ; ২২
প্রেঃ ৩ ; ২৫
গাঃ ৪ ; ২৪
ইফিঃ ২ ; ১২
ইব্রীঃ ৯ ; ১
৫ মথি ১ ; ১
যোঃ ১ ; ১
রোঃ ১ ; ২৫

আপন প্রতিশ্রুতি-রক্ষণে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা

৬ ঈশ্বরের বাক্য যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা নয়, কারণ যাহারা ইস্রায়েলবংশে জাত, তাহারা সকলে ইস্রায়েল বলিয়া গণ্য
৭ নয়; আর অব্রাহামের বংশ বলিয়াই সকলে তাঁহার সন্তান নয়, কিন্তু 'ইস্‌হাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে।'
৮ এই কথার অর্থ এই, যাহারা প্রকৃতিজাত সন্তান, তাহারা

৬ রোঃ ২ ; ২৮
গণনা ২৩ ; ১৯
৭ আদি ২১ ; ১২
ইব্রীঃ ১১ ; ১৮
গাঃ ৩ ; ২৯
৮ গাঃ ৪ ; ২৩, ২৮

* অথবা, খ্রীষ্ট

ঈশ্বরের সন্তান নয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞাজাত সন্তানেরাই বংশধর
৯ বলিয়া গণ্য হয়; কারণ, 'নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি আসিব, তখন
সারা একটি সন্তান লাভ করিবেন', ইহাই প্রতিজ্ঞার বাক্য।
১০ কেবল তাহাই নয়, কিন্তু রিবিকাও একজন পুরুষের দ্বারা,
আমাদের পিতৃপুরুষ ইস্‌হাকের দ্বারা, গর্ভবতী হইলেন;
১১ তখনও সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হয় নাই এবং ভাল-মন্দ কিছুই
করে নাই; যাহা কার্য্যের ফল নয় কিন্তু আহ্বানকারীর
ইচ্ছাসম্মত, ঈশ্বরের সেই মনোনয়নের উদ্দেশ্য যেন অটল
১২ থাকে, এইজন্য তাঁহাকে বলা হইল, 'জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাসত্ব
১৩ করিবে'; যেমন লেখা আছে, 'আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি,
কিন্তু এষৌকে ঘৃণা করিয়াছি'।
১৪ তাহা হইলে আমরা কি বলিব? ঈশ্বরের মধ্যে কি
১৫ অবিচার আছে? কিছুতে নয়। কারণ তিনি মোশিকে
বলেন, 'আমি যাহার প্রতি দয়া করি, তাহার প্রতি দয়া
করিব ও যাহার প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি করুণা
১৬ করিব'। সুতরাং যে ইচ্ছা করে কিংবা উদ্যমী হয়, ইহা
তাহার হস্তে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের হস্তে যিনি দয়া করিয়া
১৭ থাকেন। শাস্ত্রে ফরৌণকে এই কথা বলা হয়, 'আমি এই
উদ্দেশ্যেই তোমাকে উন্নত করিয়াছি, যেন তোমার মধ্য
দিয়া আমার পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারি, ও সমস্ত পৃথিবীতে
১৮ আমার নাম ঘোষিত হয়'। এইজন্য তিনি যাহাকে ইচ্ছা,
তাহার প্রতি দয়া করেন; এবং যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে
১৯ কঠিন করেন। ইহাতে তুমি আমাকে বলিবে, তবে তিনি
আবার দোষ ধরেন কেন? কারণ এমন কে আছে যে
২০ তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে পারে? মনুষ্য, তুমি কে
যে ঈশ্বরের কথার প্রতিবাদ করিতেছ? 'নির্ম্মিত বস্তু কি
নির্ম্মাতাকে বলিতে পারে', আমাকে এইপ্রকারে কেন নির্ম্মাণ
২১ করিলে? অথবা, 'কর্দ্দমের উপরে কি কুম্ভকারের' এমন
অধিকার নাই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে আদরণীয় একটি
২২ পাত্র ও অনাদরণীয় আর একটি পাত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে?
ইহা কি সম্ভবপর নয় যে, ঈশ্বর আপন ক্রোধ প্রদর্শন করিতে
ও আপন পরাক্রম প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া, বিনাশ-
যোগ্য ক্রোধের পাত্রদের প্রতি এমন বিপুল সহিষ্ণুতায় ধৈর্য্য
২৩ ধারণ করিলেন, যেন সেই কৃপাপাত্রদের নিকটে আপন
প্রতাপ-ধন জ্ঞাত করিতে পারেন, যাহাদের তিনি পূর্ব্ব হইতে
২৪ মহিমাপ্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন? আমরাই সেই

৯ আদি ১৮; ১০, ১৪
১০ আদি ২৫; ২১
১২ আদি ২৫; ২৩
১৩ মালা: ১; ২, ৩
১৪ দ্বি: বি: ৩২; ৪
২ বংশা: ১৯; ৭
ইয়োব ৩৪; ১০
গীত ৯২; ১৫
১৫ যাত্রা ৩৩; ১৯
১৬ ইফি: ২; ৮
১৭ যাত্রা ৯; ১৬
১৮ যাত্রা ৪; ২১। ৭; ৩। ৯; ১২। ১৪; ৪, ১৭
২০ যিশা: ২৯; ১৬। ৪৫; ৯
২১ যিশা: ৬৪; ৮
যির: ১৮; ৬
২ তীম: ২; ২০
২২ রো: ২; ৪, ৫
হিব্রো: ১৬; ৪
১ যিহ: ৫; ৯
২৩ ইফি: ১; ১১, ১২। ৩; ১৬
রো: ২; ৪।

কৃপার পাত্র, যাহাদের তিনি কেবল যিহূদীদের মধ্য হইতে নয় কিন্তু বিজাতীয়দের মধ্য হইতেও আহ্বান করিয়াছেন;

২৫ হোশেয়ের পুস্তকেও তিনি যেমন বলিয়াছেন,—

'যাহারা আমার প্রজা নয়, তাহাদের আমি "নিজ প্রজা" আখ্যা দিব,

এবং যে প্রিয়তমা ছিল না, তাহাকে "প্রিয়তমা" আখ্যা দিব।

২৬ আর যে স্থানে তাহাদের বলা হইয়াছিল, তোমরা আমার প্রজা নও, সেই স্থানেই তাহাদের "জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান" আখ্যা দেওয়া হইবে।'

২৭ যিশাইয় ইস্রায়েলের বিষয়ে এই কথা উচ্চকণ্ঠে বলেন,—

'ইস্রায়েল-সন্তানদের সংখ্যা যদি সমুদ্রের বালুকার ন্যায়ও হয়, তথাপি কেবল একটি অবশিষ্টাংশই পরিত্রাণ পাইবে;

২৮ কারণ প্রভু পৃথিবীতে বিচারোক্তি সফল করিবেন, এবং তাহা সংক্ষেপও করিবেন।'

২৯ যিশাইয় যেমন পূর্ব্বেও বলিয়াছিলেন,—

'বাহিনীগণের প্রভু যদি আমাদের জন্য একটি বংশ অবশিষ্ট না রাখিতেন, তবে আমরা সদোমের তুল্য হইতাম ও ঘমোরার সদৃশ হইতাম।'

২৫ হোঃ ২; ২৩
১ পিঃ ২; ১০
২৬ হোঃ ১; ১০
২৭ যিশাঃ ১০; ২২, ২৩ রোঃ ১১; ৫
২৯ যিশাঃ ১; ৯

ইস্রায়েলের ত্রুটি

৩০ তাহা হইলে আমরা কি বলিব? বিজাতীয়েরা, যাহারা ধার্ম্মিকতার অনুধাবন করিত না, তাহারা সেই ধার্ম্মিকতা-প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা বিশ্বাসমূলক ধার্ম্মিকতা; ৩১ কিন্তু ধার্ম্মিকতা-মূলক বিধি-ব্যবস্থার অনুধাবন করিয়াও ইস্রায়েল সেই ধার্ম্মিকতামূলক বিধি-ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পেঁছায় নাই। ৩২ কারণ কি? কারণ এই, তাহারা বিশ্বাস দ্বারা নয়, কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা যেন চলিত। তাহারা সেই ব্যাঘাতজনক প্রস্তরে ৩৩ ব্যাঘাত পাইল; যেমন লেখা আছে,—

'দেখ, আমি সিয়োনে ব্যাঘাতজনক প্রস্তর ও প্রতিবন্ধক পাষাণ স্থাপন করিতেছি;

আর যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হইবে না।'

১০ ভ্রাতৃগণ, আমার অন্তরের সুবাসনা এবং ঈশ্বরের নিকট তাহাদের জন্য আমার মিনতি এই, তাহারা যেন পরিত্রাণ ২ পায়। আমি তাহাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঈশ্বরের বিষয়ে তাহাদের উদ্যোগ আছে কিন্তু তাহা

৩০ রোঃ ১০; ২০
৩১ রোঃ ১০; ২, ৩। ১১; ৭
৩২ যিশাঃ ৮; ১৪, ১৫
১ পিঃ ২; ৮
মথি ২১; ৪৪
১ করিঃ ১; ২৩
৩৩ যিশাঃ ২৮; ১৬
মথি ২১; ৪২
১ পিঃ ২; ৬
২ প্রেঃ ২২; ৩

৩ জ্ঞানসঙ্গত নয়। কারণ ঈশ্বরদত্ত ধার্ম্মিকতা না জানায়, এবং নিজেদের ধার্ম্মিকতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করায়, তাহারা ঈশ্বরদত্ত ধার্ম্মিকতার বশবর্ত্তী হয় নাই।

৩ রোঃ ৯; ৩১, ৩২

সকলের জন্য ধার্ম্মিকতালাভের নূতন একটি পথ

৪ প্রত্যেক বিশ্বাসীর ধার্ম্মিকতালাভের জন্য খ্রীষ্টই বিধি-৫ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি। মোশি বলেন, 'যে কেহ' বিধি-ব্যবস্থাসঙ্গত ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান 'সাধন করে, সে তাহা দ্বারা ৬ জীবন ধারণ করিবে'; কিন্তু বিশ্বাস-লব্ধ ধার্ম্মিকতা এরূপ বলে, মনে মনে 'বলিও না, কে স্বর্গে আরোহণ করিবে?'—অর্থাৎ খ্রীষ্টকে অবতরণ করাইবার জন্য; অথবা, 'কে পাতালে অবতরণ ৭ করিবে?'—অর্থাৎ খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য হইতে উর্দ্ধে উত্তোলন ৮ করিবার জন্য। বরং তাহা কি এরূপ বলে না, 'সেই বাণী তোমার নিকটবর্ত্তী, তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে আছে'? ইহা বিশ্বাসের সেই বাণী যাহা আমরা ঘোষণা করি। ৯ কারণ তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতদের মধ্য ১০ হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে। কারণ হৃদয়ে বিশ্বাস করিলে ধার্ম্মিকতার লাভ হয়, এবং মুখে ১১ স্বীকার করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কারণ শাস্ত্র বলে, 'যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হইবে না'। ১২ যিহূদী ও গ্রীকে কিছুই প্রভেদ নাই, কারণ সকলের একই প্রভু; যাহারা তাঁহাকে ডাকে, তাহাদের প্রতি তিনি দয়া-১৩ ধনে ধনবান। কারণ 'যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে ১৪ পরিত্রাণ পাইবে'। তবে তাহারা যাঁহাতে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে? আর যাঁহার কথা শুনিতে পায় নাই, কেমন করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে? আর ১৫ প্রচারক না থাকিলে কেমন করিয়া শুনিবে? আর প্রেরিত না হইলে কেমন করিয়া প্রচার করিবে? যেমন লেখা আছে,—'যাহারা মঙ্গলের সুসমাচার প্রচার করে, তাহাদের চরণ কেমন শোভা পায়'।

৪ মথি ৫; ১৭ যোঃ ৩; ১৬-১৮ গাঃ ৩; ২৪ ইব্রীঃ ৮; ১৩
৫ লেবীঃ ১৮; ৫ গাঃ ৩; ১২
৬ রোঃ ৯; ৩০ দ্বিঃ বিঃ ৩০; ১২, ১৩
৮ দ্বিঃ বিঃ ৩০; ১৪
৯ ১ করিঃ ১২; ৩ ২ করিঃ ৪; ৫ ফিলিঃ ২, ১২
১১ যিশাঃ ২৮; ১৬
১২ প্রেঃ ১০; ৩৪। ১৫; ৯ রোঃ ৩; ২২, ২৯
১৩ যোয়েল ২; ৩২ প্রেঃ ২; ২১। ৯; ১৪ ১ করিঃ ১; ২
১৪ প্রেঃ ৮; ৩১, ৩৫
১৫ যিশাঃ ৫২; ৭ ইফিঃ ৬; ১৫

১৬ কিন্তু সকলে সুসমাচারের বাধ্য হয় নাই। কারণ যিশাইয় বলেন,—

'প্রভু, আমাদের বাণী কে বিশ্বাস করিয়াছে?'

১৭ সুতরাং বিশ্বাস সেই প্রচারিত বাক্যের ফলে উৎপন্ন, এবং ১৮ প্রচারিত বাক্য খ্রীষ্টের বাণীসাপেক্ষ। কিন্তু আমি বলি, তাহারা

১৬ যিশাঃ ৫৩; ১ যোঃ ১২; ৩৮
১৭ যোঃ ১৭; ২০ গাঃ ৩; ২, ৫
১৮ গীত ১৯; ৪ ১ থিষঃ ১; ৮

কি বাস্তবিক শুনিতে পায় নাই? নিশ্চয় পাইয়াছে, কারণ
'তাহাদের স্বর ব্যাপ্ত হইল সমস্ত পৃথিবীতে,
তাহাদের বাক্য জগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত।'

১৯ আমি আবার বলি, ইস্রায়েল কি জানিতে পায় নাই? প্রথমতঃ মোশি বলেন,—
'যাহারা জাতি বলিয়া গণ্য নয়, তাহাদের দ্বারা তোমাদের ঈর্ষা জন্মাইব,
অবোধ জাতির দ্বারা তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব।'

২০ পরে যিশাইয় আরও সাহস করিয়া বলেন,—
'যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই, তাহারা আমাকে পাইয়াছে,
যাহারা আমার অনুসন্ধান করে নাই, তাহাদের নিকট আমি আত্ম-প্রকাশ করিয়াছি।'

২১ কিন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমি সমস্ত দিন অবাধ্য ও প্রতিবাদকারী প্রজাবৃন্দের দিকে হস্ত বিস্তার করিয়া রহিলাম'।

১৯ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ২১
২০ যিশাঃ ৬৫; ১ রোঃ ৯; ৩০
২১ যিশাঃ ৬৫; ২

অনুগ্রহের দ্বারা মনোনীত অবশিষ্টাংশের কথা

১১ আমি বলি, 'তবে কি ঈশ্বর আপনার উত্তরাধিকারকে* দূরে সরাইয়া দিয়াছেন'? কখনও নয়। আমি একজন ইস্রায়েলীয়, অব্রাহামের বংশ ও বিন্যামীনের গোষ্ঠিজাত; ২ ঈশ্বর যে প্রজাবৃন্দকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন, 'তাহাদের দূরে সরাইয়া দেন নাই'। অথবা, এলিয়ের বৃত্তান্তে শাস্ত্র যাহা বলে তাহা কি তোমরা জান না? তিনি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ৩ ঈশ্বরের নিকট এইভাবে অভিযোগ করেন,—'প্রভু, তাহারা তোমার ভাববাদীদের হত্যা করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদিসকল উচ্ছেদ করিয়াছে; আর আমি, একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম, আর তাহারা আমার প্রাণনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে।' ৪ কিন্তু ঈশ্বরের বাণী তাঁহাকে কি বলিল? 'যাহারা বালদেবের সম্মুখে নত-জানু হয় নাই, এমন সাত সহস্র পুরুষকে আমি ৫ আপনার উদ্দেশে অবশিষ্ট রাখিয়াছি'। সেইপ্রকারে অনুগ্রহের দ্বারা মনোনীত অবশিষ্ট একটি অংশ এই বর্ত্তমান কালেও ৬ রহিয়াছে। তাহা যদি অনুগ্রহে হইয়া থাকে, তবে তাহা আর কর্ম্মের ফলে হয় নাই, হইলে, অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই নয়। ৭ তবে কি? ইস্রায়েল যাহার অন্বেষণ করিয়াছে, তাহা পায় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের মনোনীত লোকেই তাহা পাইয়াছে;

১ গীত ৯৪; ১৪ ১ শমূঃ ১২; ২২ যিরঃ ৩১; ৩৭ ২ করিঃ ১১; ২২ ফিলিঃ ৩; ৫
২ ১ রাঃ ১৯; ১০, ১৪
৪ ১ রাঃ ১৯; ১৮
৫ রোঃ ৯; ২৭
৬ রোঃ ৪; ৪ গাঃ ৩; ১৮
৭ রোঃ ৯; ৩১

* পাঠান্তর, প্রজাবৃন্দকে

৮ অন্য সকলে জড়তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, যেমন লেখা আছে,—'ঈশ্বর তাহাদের অসাড়তার আত্মা দিয়াছেন; এমন চক্ষু দিয়াছেন যাহা দেখিতে পায় না, এমন কর্ণ দিয়াছেন যাহা শুনিতে পায় না; অদ্য পর্য্যন্ত সেইরূপ আছে'।

৮ যিশাঃ ২৯ ; ১০
দ্বিঃ বিঃ ২৯ ; ৪

৯ দায়ূদও বলেন,

'তাহাদের ভোজনোৎসব তাহাদের পক্ষে ফাঁদ ও পাশ-
স্বরূপ হউক,
তাহা প্রতিবন্ধক ও প্রতিফলস্বরূপ হউক।

১০ যেন দেখিতে না পায়, এজন্য তাহাদের চক্ষু অন্ধ-
কারাচ্ছন্ন হউক;
তুমি তাহাদের পৃষ্ঠ সর্ব্বদা কুব্জ করিয়া রাখ।'

৯ গীত ৬৯ ; ২২, ২৩। ৩৫ ; ৮

১১ তবে আমি বলি, তাহারা কি এমন উচোট খাইয়াছে যে পতিত হইবে? কখনই না; বরং তাহাদের অপরাধের ফলে বিজাতীয়দের পরিত্রাণ হইয়াছে, যেন ইস্রায়েলের ১২ উদ্যোগ জাগ্রত হয়। তাহাদের অপরাধে যখন জগতের ধনলাভ হইল, এবং তাহাদের ত্রুটিতে যখন বিজাতীয়দের ধনলাভ হইল, তখন তাহাদের পূর্ণতালাভে আরও কত না অধিক ফল হইবে।

১১ রোঃ ১০ ; ১৯। ১১ ;
প্রেঃ ১৩ ; ৪৬

কলম গাছের তুল্য পরজাতীয়দের পরিত্রাণ

১৩ এখন বিজাতীয়েরা, আমি তোমাদের বলিতেছি; আমি বিজাতীয়দের নিকট প্রেরিত বলিয়া আমার সেবাকার্য্যের ১৪ গৌরব রক্ষা করিতেছি, যদি কোন প্রকারে স্বজাতীয়দের উদ্যোগ জাগ্রত করিয়া তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের পরিত্রাণ ১৫ সাধন করিতে পারি। তাহারা অগ্রাহ্য হইলে যদি জগতের পক্ষে সম্মিলনের উপায় হয়, তবে তাহারা গ্রাহ্য হইলে মৃতদের মধ্য হইতে জীবনলাভ ব্যতীত আর কি হইবে?

১৩ রোঃ ১৫ ; ১৬
১৪ ১ করিঃ ৯ ; ২২
১ তীমঃ ৪ ; ১৬

১৬ ময়দার অগ্রিমাংশ যদি পবিত্র হয়, তবে সমগ্র তালও পবিত্র; অথবা, মূল যদি পবিত্র হয়, তবে শাখাগুলিও পবিত্র।

১৬ গণনা ১৫ ; ১৭-২১

১৭ কিন্তু কতকগুলি শাখা যখন বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, এবং তুমি বন্য জলপাইগাছের চারা হইলেও তোমাকে যখন তাহাদের স্থলে কলমরূপে লাগান হইয়াছে, এবং সেইভাবে ১৮ তুমি জলপাইগাছের মূল ও রসের সহভাগী হইয়াছ, তখন শাখাগুলির বিরুদ্ধে গর্ব্ব করিও না; আর যদি কর, তবে মনে রাখিও, তুমি মূলের অবলম্বন নও, কিন্তু মূলই তোমার ১৯ অবলম্বন। হয়ত তুমি বলিবে, আমাকে কলমরূপে লাগাইবার

১৭ যির: ১১ ; ১৬
ইফিঃ ২ ; ১২, ১৩

২০ জন্য কতকগুলি শাখা বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। ভাল, অবিশ্বাসের জন্য তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং বিশ্বাসের জন্যই তুমি স্থান পাইয়াছ। আপনার বিষয়ে উচ্চ ধারণা ২১ পোষণ করিও না, বরং ভয় কর; ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলিকে নিষ্কৃতি দেন নাই, তখন তোমাকেও কোন ক্রমে নিষ্কৃতি দিবেন না।

২০ রোঃ ১২; ৩, ১৬ ১ তীমঃ ৬; ১৭ ফিলিঃ ২; ১২ যিশাঃ ৬৬; ২ ২ করিঃ ১; ২৪

২২ ঈশ্বরের সদয়ভাব ও কঠোরভাব লক্ষ্য কর; যাহারা পতিত হইল তাহাদের প্রতি কঠোরভাব, কিন্তু তোমার প্রতি ঈশ্বরের সদয়ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, অবশ্য যদি সেই সদয়ভাবের শরণাপন্ন থাক; নতুবা তুমিও বিচ্ছিন্ন হইবে।

২২ যোঃ ১৫; ২, ৪ ইব্রীঃ ৩; ১৪

২৩ তথাপি তাহারা যদি অবিশ্বাসে না থাকে, তবে তাহাদেরও কলমরূপে লাগান হইবে, কারণ ঈশ্বর তাহাদের পুনরায় ২৪ কলমরূপে লাগাইতে সমর্থ। বন্যপ্রকৃতি জলপাইগাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তোমাকে যখন অস্বাভাবিকভাবে ক্ষেত্রজ জলপাইগাছে লাগান হইল, তখন ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, যাহারা স্বভাবতঃ সেই জলপাইগাছের শাখা তাহাদের পুনরায় লাগান হইবে।

২৩ ২ করিঃ ৩; ১৬

ঈশ্বরের করুণাময় উদ্দেশ্য-পূর্ত্তিতে ধন্যবাদ

২৫ ভ্রাতৃগণ, তোমরা যেন আপনাদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে না কর, এইজন্য আমি চাই যে তোমরা এই নিগূঢ়তত্ত্ব-সম্বন্ধে অবগত থাক; ইস্রায়েল আংশিকভাবে জড়তাগ্রস্ত হইয়াছে যে পর্য্যন্ত না বিজাতীয়েরা পূর্ণসংখ্যায় প্রবেশ ২৬ করে; কিন্তু পরে সেইভাবে সমগ্র ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাইবে; যেমন লেখা আছে,—

২৫ রোঃ ১২; ১৬ লূক ২১; ২৪

‘সিয়োন হইতে উদ্ধারকারী আসিবেন,
তিনি যাকোব হইতে ভক্তিহীনতা দূর করিবেন;
২৭ আমি তাহাদের পাপ হরণ করিব,
তাহাতে আমার স্থাপিত সন্ধি-নিয়ম তাহাদের পক্ষে
পূর্ণ হইবে।’

২৬ গীত ১৪; ৭ যিশাঃ ৫৯; ২০। ২৭; ৯

২৭ রোঃ ৯; ৪ যিরঃ ৩১; ৩৩, ৩৪ যিশাঃ ২৭; ৯

২৮ সুসমাচারের নীতি-অনুসারে তোমাদের হিতের জন্য তাহারা শত্রুরূপে গণিত, কিন্তু ঈশ্বরের মনোনয়নের নীতি-অনুসারে ২৯ তাহারা পিতৃপুরুষদের জন্য তাঁহার প্রিয়পাত্র। কারণ ঈশ্বরের সকল অনুগ্রহদান ও তাঁহার আহ্বান প্রত্যাহার করা ৩০ যায় না। তোমরা যেমন পূর্ব্বে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন তাহাদের অবাধ্যতার সময়ে দয়া পাইয়াছ, ৩১ তেমনই তাহারাও এখন অবাধ্য হইয়াছে যেন তোমাদের

৩০ রোঃ ১৫; ৯

৩২ সেই দয়াপ্রাপ্তিতে তাহারাও এখন দয়াপ্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সকলের প্রতি দয়া করিবার উদ্দেশ্যে সকলকে অবাধ্যতার
৩৩ অধীনে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার বুদ্ধি কেমন অগাধ! তাঁহার সঙ্কল্প সকল কেমন বুদ্ধির অতীত, তাঁহার পথসকল কেমন সন্ধানের
৩৪ অতীত! কারণ
'প্রভুর মন কে বুঝিতে পারিয়াছে?
কে বা তাঁহার পরামর্শদাতা?
৩৫ অথবা, কে প্রতিদান পাইবার জন্য প্রথমে তাঁহাকে কিছু দান করিয়াছে?'
৩৬ কারণ সকল কিছুই তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা হইয়াছে ও তাঁহারই প্রাপ্য। যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক। আমেন।

৩২ রোঃ ৩, ১৯
গাঃ ৩; ২২
১ তীমঃ ২; ৪
৩৩ রোঃ ৯; ২৩। ১০, ১২
ইয়োব ১১; ৭
দ্বিঃ বিঃ ২৯; ২৯
যিশাঃ ৪৫; ১৫
৩৪ যিশাঃ ৪০, ১৩
যিরঃ ২৩; ১৮
ইয়োব ১৫; ৮
১ করিঃ ২; ১৬
৩৬ ১ করিঃ ৮, ৬

ধর্ম্মাচরণসম্বন্ধে নানা বিধি

১২ সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের সমস্ত করুণার অনুরোধে আমি তোমাদের অনুনয় করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর; ইহাই তোমাদের পক্ষে চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা।
২ এই যুগধারার অনুরূপ হইও না, কিন্তু তোমাদের মনের নূতনীকরণ দ্বারা রূপান্তরিত হও, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, এবং যাহা উত্তম, প্রীতিজনক ও শ্রেষ্ঠ, তাহা তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার।
৩ আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হইয়াছে, সেই অনুসারে আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেকজনকে বলিতেছি, নিজের বিষয়ে যেমন ধারণা করা উচিত, তাহা অপেক্ষা উচ্চ ধারণা কাহারও না থাকুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন, প্রত্যেকের সেইপ্রকার সুসঙ্গত
৪ ধারণা থাকুক। কারণ আমাদের এক দেহে যেমন অনেক
৫ অঙ্গ অথচ সকল অঙ্গের একই প্রকার কার্য্য নয়, তেমনই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ, এবং প্রত্যেকে
৬ পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হইয়াছে, সেই অনুসারে বিভিন্ন বর যখন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন সেই বর যদি ভাববাণী হয়, তবে এস, বিশ্বাসের
৭ পরিমাণ অনুযায়ী তাহা ব্যবহার করি; অথবা তাহা যদি সেবাকার্য্য হয়, তবে সেবাকার্য্যেই তাহা ব্যবহার করি;
৮ অথবা কেহ যদি শিক্ষা দেয়, তবে সে শিক্ষাদানে, অথবা কেহ যদি আশ্বাস দান করে, তবে সে আশ্বাসদানে নিবিষ্ট

১ রোঃ ৬; ১৩, ১৯
১ করিঃ ৬; ২০
১ পিঃ ২; ৫
যোঃ ৪; ২৩
২ ইফিঃ ৪; ২৩। ৫; ১০, ১৭
গাঃ ১; ৪
ফিলিঃ ১; ১০
১ পিঃ ১; ১৪
৩ রোঃ ১১; ২০। ১২; ১৬
৪ ১করিঃ১২; ১২-১৪
৫ ১ করিঃ ১২; ২০-২৭
যোঃ ১৭; ১১, ২১
ইফিঃ ১; ২৩। ৪; ৪, ১২, ১৬ ২৫
৬, ৭ ১ করিঃ ৭; ৭। ১২; ৪, ৮-১০
১ পিঃ ৪; ১০, ১১
৮ মথি ৫; ৪২। ৬; ৩
২ করিঃ ৮; ২। ৯; ৭
১ তীমঃ ৫; ১৭

থাকুক; কেহ যদি দান করে, তবে উদারহস্তে, কেহ যদি তত্ত্বাবধান করে, তবে আগ্রহের সহিত, যদি দয়া করে, তবে হৃষ্টচিত্তে করুক।

৯ প্রেম অকপট হউক। যাহা মন্দ তাহা নিতান্তই ঘৃণা
১০ কর, যাহা ভাল তাহাতে অনুরক্ত হও। ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সম্মানপ্রদর্শনে একজন অন্যকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা
১১ কর; যেখানে আগ্রহ প্রয়োজন, শিথিল হইও না; আত্মায়
১২ উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর দাসত্ব কর, প্রত্যাশায় আনন্দিত হও,
১৩ ক্লেশে ধৈর্য্য ধারণ কর, প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক, পবিত্রগণের
১৪ অভাবের সহভাগী হও, অতিথি-সেবায় যত্নবান হও। যাহারা তোমাদের নির্য্যাতন করে, তাহাদের আশীর্ব্বাদ কর; আশীর্ব্বাদ
১৫ কর, অভিশাপ দিও না। যাহারা আনন্দিত, তাহাদের সহিত আনন্দিত হও; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত
১৬ রোদন কর। তোমরা পরস্পরের প্রতি একই মনোভাব-বিশিষ্ট হও, উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবিও না, কিন্তু অবনতদের সহিত চল*। 'আপনাদের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হইও না'।
১৭ অপকারের প্রতিদানে কাহারও অপকার করিও না; সকল মনুষ্যের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম তাহা করিতে মনোযোগী হও।
১৮ সম্ভব হইলে, তোমাদের যতদূর সাধ্য, মনুষ্যমাত্রের সহিত
১৯ শান্তিতে থাক; প্রীতিভাজনেরা, তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, বরং ঈশ্বরের ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দাও, কারণ লেখা আছে,—

'প্রতিশোধ লওয়া আমারই কার্য্য,
আমি প্রতিফল দিব, ইহা প্রভু বলেন।...'

২০ বরং, 'তোমার শত্রু ক্ষুধিত হইলে, তাহাকে আহার করিতে দাও,
তৃষিত হইলে, তাহাকে পান করিতে দাও;
কারণ তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তকে জ্বলন্ত অঙ্গার
স্তূপীকৃত করিয়া রাখিবে।'

২১ তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় কর।

কর্ত্তৃপক্ষদের প্রতি খ্রীষ্টিয়ানের কর্ত্তব্য

১৩ প্রত্যেকজন নেতৃস্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অধীন থাকুক; কারণ এমন কোন কর্ত্তৃত্ব নাই যাহা ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত নয়; এবং যেসমস্ত কর্ত্তৃপক্ষ আছেন তাঁহারা ঈশ্বর দ্বারা
২ নিযুক্ত। সুতরাং যে কেহ কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধী হয়, সে

৯ ১ পিঃ ১; ২২ ১ তীম: ১, ৫ আমোষ ৫; ১৫
১০ ২ পিঃ ১; ৭ ফিলিঃ ২; ৩ ইব্রীঃ ১৩; ১
১১ প্রঃ ৩; ১৫ প্রেঃ ১৮; ২৫
১২ রোঃ ৫; ২ ইব্রীঃ ৩; ৬। ১০; ৩৬ ১ থিষঃ ৫; ১৭
১৩ ইব্রীঃ ১৩; ২, ১৬ মথি ২৫; ৩৫
১৪ মথি ৫; ৪৪ প্রেঃ ৭; ৫৯, ৬০ ১ করিঃ ৪; ১২ ১ পিঃ ৩; ৯
১৫ ইয়োব ৩০; ২৫ ১ করিঃ ১২; ২৬
১৬ রোঃ ১৫; ৫। ১১; ২০ ২ করিঃ ১৩; ১১ ফিলিঃ ২; ২ ১ পিঃ ৩; ৮ ১ করিঃ ১; ১০ হিতোঃ ৩; ৭। ২৬; ১২
১৭ যিশাঃ ৫; ২১ ২ করিঃ ৮; ২১ ১ থিষঃ ৫; ১৫ ১ পিঃ ৩;
১৮ মার্ক ৯; (রোঃ ১৪: ১৯ ইব্রীঃ ১২; ১৪
১৯ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ৩৫ লেবীঃ ১৯; ১৮ মথি ৫; ৩৯ ১ থিষঃ ৪; ৬ ২ থিষঃ ১; ৬, ৭ রোঃ ১৩; ৪ ইব্রীঃ ১০; ৩০
২০ যাত্রা ২৩; ৪, ৫ ২ রাঃ ৬; ২২ হিতোঃ ২৫; ২১, ২২ মথি ৫; ৪৪
১ তীত ৩; ১ যোঃ ১৯; ১১ হিতোঃ ৮; ১৫

* অথবা, অবনত কার্য্যে রত থাক

ঈশ্বরের নির্দ্দেশের প্রতিরোধ করে; আর যাহারা প্রতিরোধী
৩ তাহারা নিজেরা দণ্ডাজ্ঞা পাইবে। কারণ শাসনকর্ত্তারা
সৎকার্য্যের বিষয়ে নয়, কিন্তু মন্দ কার্য্যের বিষয়েই ভয়ের
কারণ। তুমি কি কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে নির্ভয় হইতে চাও?
সৎকার্য্য কর, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে প্রশংসা পাইবে।
৪ কারণ মঙ্গলের জন্য তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরের সেবক।
কিন্তু যদি মন্দ কার্য্য কর, তবে ভীত হও, কারণ তিনি
বৃথা খড়্গ ধারণ করেন না। তিনি ঈশ্বরের সেবক,
প্রত্যেক দুষ্কর্ম্মকারীর উপরে ঈশ্বরের ক্রোধের উদ্দেশে
৫ প্রতিফল-দাতা। কেবল ক্রোধের ভয়ে নয়, কিন্তু বিবেকের
৬ অনুরোধেও অধীন হওয়া আবশ্যক। এইজন্য তোমরা
করও দিয়া থাক; কারণ কর্ত্তৃপক্ষেরা ঈশ্বরের সেবকরূপে
৭ সেই কার্য্যে ব্যাপৃত। যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা
দাও। কর যাঁহার প্রাপ্য, তাঁহাকে কর দাও; শুল্ক যাঁহার
প্রাপ্য, তাঁহাকে শুল্ক দাও; যাঁহাকে ভয় করা উচিত,
তাঁহাকে ভয় কর; যাঁহাকে সম্মান করা উচিত, তাঁহাকে
সম্মান কর।

প্রেমের উৎকর্ষ

৮ কাহারও নিকট কোন বিষয়ে ঋণী থাকিও না, কেবল
পরস্পর প্রেমসম্পর্কে ঋণী থাকিও; কারণ অপরকে যে প্রেম
৯ করে, সে বিধি-ব্যবস্থা পূর্ণভাবে পালন করিয়াছে। কারণ
'ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না,
মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, লোভ করিও না' এবং অন্য যে কোন
আজ্ঞা থাকুক, সেই সমস্তের সারমর্ম্ম 'তোমার প্রতিবাসীকে
১০ আপনার মত প্রেম করিও' এই বাক্যে পূর্ণ হইয়াছে। প্রেম
প্রতিবাসীর অনিষ্ট করে না, সুতরাং প্রেমই বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণ
পরিণতি।

প্রভুর দিন নিকটবর্ত্তী

১১ ইহা ছাড়াও, তোমরা কালের অবস্থা জান, এখন তোমাদের
নিদ্রা হইতে জাগিবার সময় উপস্থিত; কারণ আমরা যখন
বিশ্বাস করিয়াছিলাম তখনকার অপেক্ষা এখন পরিত্রাণ
১২ আমাদের আরও নিকটবর্ত্তী। রাত্রি প্রায় অতিক্রান্ত, দিন
আগতপ্রায়; সুতরাং এস, আমরা অন্ধকারের ক্রিয়া সকল ত্যাগ
১৩ করিয়া, দীপ্তির যুদ্ধসজ্জা পরিধান করি। ভোজনবিলাস ও
মত্ততায় নয়, যৌনসম্ভোগ ও ভ্রষ্টাচারে নয়, বিবাদ ও ঈর্ষাতে

৩-৭ ১ পিঃ ২; ১৩, ১৪। ৩; ১৩
৪ রোঃ ১২; ১৯
৭ মথি ২২; ২১ লূক ২৩; ২
৮, ৯ গাঃ ৫; ১৪ ১ তীমঃ ১; ৫ যাত্রা ২০; ১৩-১৭ লেবীঃ ১৯; ১৩, ১৮ দ্বিঃ বিঃ ৫; ১৭-২১
১০ মথি ২২; ৩৯, ৪০
১১ ইফিঃ ৫; ১৪ ১ থিষঃ ৫; ৬, ৭ যিশাঃ ৫৬; ১ লূক ২১; ২৮
১২ ১ যোঃ ২; ৮ ইফিঃ ৫; ১১ ২ তীমঃ ১; ১০ ১ থিষঃ ৫; ৫, ৮
১৩ লূক ২১; ৩৪ গাঃ ৫; ২১ ইফিঃ ৫; ৮, ১৫, ১৮ ১ থিষঃ ৪; ১২ যাকোব ৩; ১৬

১৪ নয়, কিন্তু দিবসের উপযোগী ও শোভনীয় ভাবে চলি; তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর, নিজেদের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য দৈহিক বিষয়ে আয়োজন করিও না।

১৪ গাঃ ৩; ২৭। ৫; ১৬ ইফি: ৪; ২৪ কল: ৩; ১০

দুর্ব্বল-বিশ্বাসী ভ্রাতাদের প্রতি কর্ত্তব্য

১৪ বিশ্বাসে যে দুর্ব্বল, তাহাকে গ্রহণ কর, কিন্তু মতামত-২ সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে নয়। একজন বিশ্বাস করে যে, সে সকল দ্রব্যই আহার করিতে পারে, কিন্তু যে ৩ বিশ্বাসে দুর্ব্বল সে নিরামিষাশী। যে যাহা আহার করে, সে তাহাকে তুচ্ছ না করুক যে তাহা আহার করে না; এবং যে আহার করে না, সে তাহারই বিচার না করুক যে আহার ৪ করে; কারণ ঈশ্বর তাহাকে গ্রাহ্য করিয়াছেন। তুমি কে, যে অপরের ভৃত্যের বিচার কর? সে স্থির থাকে কি পড়িয়া যায়, তাহা তাহার নিজের প্রভুই দেখিবেন। বরং তাহাকে স্থির রাখা হইবে, কারণ প্রভু তাহাকে স্থির রাখিতে ৫ সমর্থ। একজন একটি দিন অন্য দিন হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে; আর একজন সকল দিনই শ্রেষ্ঠ মনে করে; প্রত্যেকে নিজের ৬ মনে এই বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হউক। দিন যে পালন করে, সে প্রভুর উদ্দেশে পালন করে; যে আহার করে, সে প্রভুরই উদ্দেশে আহার করে, কারণ সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়; যে আহার হইতে বিরত থাকে, সে প্রভুরই উদ্দেশে তাহা ৭ হইতে বিরত থাকে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। কারণ আমাদের মধ্যে কেহ আপনার জন্য জীবন ধারণ করে না, ৮ এবং আপনার জন্য কেহ মরে না। যদি আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুরই জন্য জীবিত থাকি; এবং যদি আমরা মরি, তবে প্রভুরই জন্য মরি। সুতরাং জীবনে কি মরণে ৯ আমরা প্রভুরই। কারণ এই উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট মরিলেন ও জীবিত হইলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হন। ১০ কিন্তু তুমি কেন তোমার ভ্রাতার বিচার কর? তুমিই কেনই বা তোমার ভ্রাতাকে তুচ্ছ কর? আমরা সকলেই ১১ ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইব। কারণ লেখা আছে,—

'প্রভু বলিতেছেন, আমার জীবনের দিব্য, আমার সম্মুখে
প্রত্যেক জানু নত হইবে,
এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিবে।'

১২ সুতরাং আমাদের প্রত্যেকজন ঈশ্বরের নিকট আপনার বিষয়ে হিসাব দিবে।

১ রো: ১৫; ১ ১ করি: ৮; ৯-১১। ৯; ২২
২ আদি ১; ২৯। ৯; ৩
৩ কল: ২; ১৬
৪ মথি ৭; ১ যাকোব ৪; ১১ ১২
৫ গাঃ ৪; ১০
৬ ১ তীম: ৪; ৩, ৪ ১ করি: ১০; ৩০
৭ ফিলি: ১; ২০ ২ করি: ৫; ১৫
৮ গাঃ ২; ২০ ১ থিষ: ৫; ১০ লূক ২০; ৩৮
৯ ফিলি: ২; ১২
১০ প্রে: ১০; ৪২। ১৭; ৩১ ২ করি: ৫; ১০
১১ যিশা: ৪৫; ২৩ ফিলি: ২; ১০, ১১
১২ মথি ১২; ৩৬ গাঃ ৬; ৫ ১ পি: ৪; ৫

১৩ তবে, এস, আমরা আর পরস্পরের বিচার না করি; তোমরা বরং বিচারে স্থির কর যে, ভ্রাতার পথে ব্যাঘাত-
১৪ জনক বা প্রতিবন্ধক কিছু রাখা উচিত নয়। আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে আমার দৃঢ় প্রতীতি এই, কোন বস্তুই স্বভাবতঃ অপবিত্র নয়; যে যাহা অপবিত্র বলিয়া মনে করে
১৫ কেবল তাহারই পক্ষে তাহা অপবিত্র। খাদ্যদ্রব্যের বিষয়ে তোমার ভ্রাতা যদি ক্ষুব্ধ হয়, তবে তুমি আর প্রেমের বশে চলিতেছ না। যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিলেন, তাহাকে
১৬ তোমার খাদ্যদ্রব্য দ্বারা বিনষ্ট করিও না। তোমাদের যাহা
১৭ ভাল তাহা যেন নিন্দিত না হয়। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য পান-আহারে নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মাতে লব্ধ ধার্ম্মিকতা,
১৮ শান্তি এবং আনন্দেই বিদ্যমান। এইভাবে যে খ্রীষ্টের দাসত্ব করে, সে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র এবং মনুষ্যদের
১৯ সাক্ষাতে যোগ্য প্রমাণিত হয়। সুতরাং যাহা শান্তিপ্রদ, যাহা পরস্পরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমরা যেন সেই সকল
২০ বিষয়ের অনুধাবন করি; তোমরা খাদ্যদ্রব্যের জন্য ঈশ্বরের কার্য্য ধ্বংস করিও না। সমস্ত বস্তুই শুচি, কিন্তু যাহা আহার করিলে কেহ কাহারও ব্যাঘাত জন্মায়, যে তাহা
২১ আহার করে তাহার পক্ষে তাহা মন্দ। মাংসভক্ষণ বা মদ্যপান বা যাহাতে তোমার ভ্রাতা ব্যাঘাত কি বিঘ্ন পায়
২২ অথবা দুর্ব্বলতায় পড়ে এমন কিছু না করাই ভাল। তোমার যে বিশ্বাস আছে তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমারই জন্য রাখ। ধন্য সেই, যে নিজে যাহা অনুমোদন করে, তাহাতে
২৩ নিজের বিচার করিবার সূত্র পায় না; কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া যে আহার করে, সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কারণ তাহার কার্য্য বিশ্বাসমূলক নয়, এবং যাহা বিশ্বাসমূলক নয় তাহাই পাপ।

১৫ বিশ্বাসে বলবান যে আমরা, আমাদের উচিত যেন দুর্ব্বলদের দুর্ব্বলতা বহন করি, আত্ম-তোষণ না করি।
২ আমাদের প্রত্যেকজন আপন প্রতিবাসীর সন্তোষের জন্য তাহার মঙ্গল করি, যেন সে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।
৩ কারণ খ্রীষ্টও আত্ম-তোষণ করিলেন না, বরং যেমন লেখা আছে, ‘যাহারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের সমস্ত তিরস্কার
৪ আমার উপরে পড়িল’। পূর্ব্বকালে যাহা লিখিত হইয়াছে, সমস্তই আমাদের শিক্ষার জন্য পূর্ব্ব হইতে লিখিত হইয়াছে, যেন ধৈর্য্য দ্বারা ও শাস্ত্র-লব্ধ আশ্বাস দ্বারা আমরা প্রত্যাশা-
৫ প্রাপ্ত হই। ধৈর্য্য ও আশ্বাসদাতা ঈশ্বর এই বর তোমাদের

১৩ ১ করিঃ ৮; ১৩। ১০; ৩২
১৪ মথি ১৫, ১১ প্রেঃ ১০, ১৫ তীত ১; ১৫
১৫ ১ করিঃ ৮; ১১-১৩ রোঃ ১৪; ২০
১৬ ১ করিঃ ১০, ২৯, ৩০
১৭ ১ করিঃ ৮; ৮
১৯ রোঃ ১২; ১৮। ১৪; ১৯। ১৫; ২ ইব্রীঃ ১২; ১৪
২০ রোঃ ১৪; ১৫
২১ ১ করিঃ ৮; ১৩। ১০: ২৩
২৩ তীত ১; ১৫ রোঃ ১৪, ৫
১ রোঃ ১৪; ১
২ রোঃ ১৪; ১৯ ১ করিঃ ৯; ১৯। ১০; ২৪, ৩৩ ফিলিঃ ২; ৪
৩ যোঃ ৬; ৩৮ গীত ৬৯; ৯
৪ রোঃ ৪; ২৩, ২৪ ১ করিঃ ১০; ১১ ২ তীমঃ ৩; ১৬ গীত ১১৯; ৫০
৫ রোঃ ১২; ১৬ ২ করিঃ ১; ৩

দান করুন, যেন তোমরা যীশু খ্রীষ্টের অনুসরণে পরস্পর
৬ একই মনোভাববিশিষ্ট হইতে পার, যেন একচিত্তে, একবাক্যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার মহিমা প্রচার করিতে পার।

৭ খ্রীষ্ট যেমন তোমাদের গ্রহণ করিলেন, তেমনই তোমরাও
৮ একজন অন্যকে ঈশ্বরের মহিমার জন্য গ্রহণ কর। কারণ আমি বলি, ঈশ্বরের সত্যরক্ষার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট পরিচ্ছেদনপ্রাপ্ত সকলের সেবক হইলেন, যেন তিনি পিতৃপুরুষদের নিকট
৯ দত্ত প্রতিশ্রুতি বলবৎ করেন, এবং বিজাতীয়েরাও যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্য তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে, যেমন লেখা আছে,—

‘এইজন্য আমি সকল জাতির মধ্যে তোমার ধন্যবাদ করিব,
তোমার নামের উদ্দেশে স্তবগান করিব।’

১০ আবার,

‘জাতিগণ, তাঁহার প্রজাদের সহিত আমোদ-আহ্লাদ কর।’

১১ আবার,

‘সমস্ত জাতি, প্রভুর প্রশংসা কর,
সমস্ত লোকবৃন্দ তাঁহার প্রশংসাগান করুক।’

১২ যিশাইয় আবার বলেন,

‘যিশয়ের মূল থাকিবে,
আর জাতিগণের উপরে আধিপত্য করিতে একজনের
উত্থান হইবে,
তাঁহারই উপরে জাতিগণ প্রত্যাশা করিবে।’

১৩ প্রত্যাশাদাতা ঈশ্বর তোমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে সর্ব্বপ্রকার আনন্দ ও শান্তিতে তোমাদের পূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রমে তোমরা প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ হও।

উপসংহার

১৪ আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সম্বন্ধে আমার নিজেরই দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তোমরা নিজেরা সদ্‌গুণে পূর্ণ, সমস্ত জ্ঞানের
১৫ পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং পরস্পরকে সতর্ক করিতে সমর্থ। তথাপি আমি স্থানে স্থানে তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য অধিকতর সাহসের সহিত তোমাদের নিকট লিখিয়াছি; কারণ ঈশ্বরের নিকট হইতে আমাকে এই অনুগ্রহ দত্ত
১৬ হইয়াছে, যেন বিজাতীয়দের নিকটে খ্রীষ্ট যীশুর স্বেচ্ছা-সেবক হইয়া আমি ঈশ্বরের সুসমাচারের পৌরোহিত্য করি,

৮ মথি ১৫; ২৪
প্রেঃ ৩; ২৫
২ করিঃ ১; ২০

৯ রোঃ ১১; ৩০
গীত ১৮; ৪৯
২ শমূঃ ২২; ৫০

১০ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ৪৩

১১ গীত ১১৭; ১

১২ যিশাঃ ১১; ১০
প্রঃ ৫; ৫

১৬ রোঃ ১১; ১৩
মালাঃ ১; ১১

যেন বিজাতীয়েরা পবিত্র আত্মাতে পবিত্রীকৃত উপহাররূপে
১৭ গ্রাহ্য হয়। এইজন্য খ্রীষ্ট যীশুতে, ঈশ্বর-সম্পর্কিত বিষয়ে আমার কার্য্যের জন্য গর্ব্ব করিবার আমার অধিকার আছে।
১৮ বিজাতীয়দের আজ্ঞাবহ করিবার জন্য আমার দ্বারা খ্রীষ্ট যাহা সাধন করিয়াছেন, তাহাব্যতীত আর কোন বিষয় উল্লেখ করিতে আমি সাহস করি না; তিনি তাহা বাক্যে
১৯ ও কার্য্যে, নানা লক্ষণ ও অলৌকিক কার্য্যের প্রভাবে এবং পবিত্র আত্মার পরাক্রমে এইভাবে সাধন করিয়াছেন যে, যিরূশালেম হইতে পরিভ্রমণ করিয়া ইল্লুরিকা পর্য্যন্ত আমি
২০ খ্রীষ্টের সুসমাচার পূর্ণরূপে প্রচার করিয়াছি। আর আমার লক্ষ্য এই, খ্রীষ্টের নাম যে স্থানে কখনও উচ্চারিত হয় নাই, এমন স্থানে যেন সুসমাচার প্রচার করি, অপরের স্থাপিত ভিত্তির
২১ উপরে যেন নির্ম্মাণ না করি, বরং যেমন লেখা আছে,—

'তাঁহার বিষয়ে যাহাদের সংবাদ দেওয়া হয় নাই, তাহারা দেখিতে পাইবে;
এবং যাহারা কখনও শুনে নাই, তাহারা বুঝিতে পারিবে।'

২২ এইজন্যই তোমাদের নিকটে যাইতে অনেকবার বাধাপ্রাপ্ত
২৩ হইয়াছি। কিন্তু এখন এই সকল অঞ্চলে আমার আর কার্য্যস্থল নাই, এবং অনেক বৎসর ধরিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছি স্পেন দেশে যাইবার সময় তোমাদের ওখানে
২৪ যাইব; আমি আশা করি, যাইবার পথে তোমাদের দেখিব এবং প্রথমে তোমাদের সঙ্গলাভে আমি কিছুকাল তৃপ্ত হইলে পর তোমরা আমাকে সেখানে যাইবার সুব্যবস্থা করিতে
২৫ পারিবে। কিন্তু এখন পবিত্রগণের সেবা-উপলক্ষে আমি
২৬ যিরূশালেমে যাইতেছি। কারণ যিরূশালেমনিবাসী পবিত্রগণের মধ্যে যাহারা দীন-দরিদ্র, তাহাদের জন্য মাকিদনিয়া ও আখায়ার লোকেরা সানন্দে সহভাগিতাসূচক কিছু চাঁদা
২৭ সংগ্রহ করিয়াছে। বাস্তবিক তাহারা সানন্দে তাহা করিয়াছে; তাহারা উহাদের নিকট ঋণে আবদ্ধ, কারণ সেই বিজাতীয়েরা যখন আত্মিক বিষয়ে তাহাদের সহভাগী হইয়াছে, তখন তাহারা সাংসারিক বিষয়েও তাহাদের সেবা করিতে বাধ্য।
২৮ সংগৃহীত অর্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিবার কার্য্য সম্পন্ন হইলে, আমি তোমাদের নিকট হইয়া স্পেন
২৯ দেশে যাইব। আমি জানি, যখন তোমাদের নিকট যাইব, তখন খ্রীষ্টের পূর্ণ আশীর্ব্বাদসহ উপস্থিত হইব।

৩০ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে এবং আত্মার প্রেমের অনুরোধে আমি তোমাদের অনুনয় করিতেছি, তোমরা আমার

১৮ প্রেঃ ১৫; ১২। ২১; ১৯
২ করিঃ ৩; ৫
গাঃ ২; ৮
১৯ ২ করিঃ ১২; ১২
২০ ২ করিঃ ১০; ১৩, ১৫, ১৬
২১ যিশাঃ ৫২; ১৫
২২ রোঃ ১; ১০-১৩
২৪ ১ করিঃ ১৬; ৬
২৫ প্রেঃ ১৯; ২১। ২০; ২২। ২৪; ১৭
২৬ ১ করিঃ ১৬; ১
২ করিঃ ৮; ১। ৯; ২, ১২, ১৩
২৭ রোঃ ৯; ৪
১ করিঃ ৯; ১১
২৯ রোঃ ১; ১১
৩০ ২ করিঃ ১; ১১
ফিলিঃ ১; ২৭
কলঃ ১; ৮। ৪; ৩

সহিত একমত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে আমার জন্য প্রার্থনায়
৩১ একাগ্র হও, যেন যিহূদিয়া-বাসী অবিশ্বাসীদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাই এবং যিরূশালেমে আমার সেবাকার্য্য যেন পবিত্র-
৩২ গণের নিকট গ্রহণীয় হয়; তাহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যেন সানন্দে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তোমাদের
৩৩ সহিত বিশ্রাম-আনন্দ লাভ করি। শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউন। আমেন।

৩১ ২ থিষঃ ৩; ১, ২
৩৩ ২ করিঃ ১৩; ১১ ফিলিঃ ৪; ৯ ১ থিষঃ ৫; ২৩ ইব্রীঃ ১৩; ২০

ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিকট পৌলের অভিবাদন

১৬ আমাদের ভগ্নী, কিংক্রিয়াস্থ মণ্ডলীর পরিচারিকা, ফৈবীকে যোগ্য বলিয়া তোমাদের সহিত পরিচিত করি-
২ তেছি, তোমরা প্রভুর নামে, পবিত্রগণের যোগ্যরূপে তাঁহাকে গ্রহণ কর, এবং তোমাদের নিকট তাঁহার কোন বিষয়ে প্রয়োজন হইলে তাঁহার সাহায্য করিও; কারণ তিনি নিজে অনেকের, এবং আমারও সাহায্য করিয়াছেন।

৩ খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহকর্ম্মী, প্রিষ্কা ও আকিলাকে
৪ অভিবাদন জানাও; তাঁহারা আমার প্রাণরক্ষার জন্য আপনাদের জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন; কেবল আমিই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ, এমন নয়, কিন্তু বিজাতীয়দের সমস্ত মণ্ডলীও কৃতজ্ঞ;
৫ তাঁহাদের গৃহস্থিত মণ্ডলীকে অভিবাদন জানাও। খ্রীষ্টের পক্ষে এশিয়া দেশের প্রথম ফলস্বরূপ, আমার সেই প্রীতিভাজন
৬ ইপেনিতকে অভিবাদন জানাও। যিনি তোমাদের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, সেই মরিয়মকে অভিবাদন জানাও।
৭ আমার স্বজাতীয় ও সহবন্দী আন্দ্রনীক ও যূনিয়কে অভিবাদন জানাও; তাঁহারা প্রেরিতবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট এবং
৮ আমার পূর্ব্বে খ্রীষ্টাশ্রিত হইয়াছেন। প্রভুতে আমার প্রীতি-
৯ ভাজন আম্প্লিয়াতকে অভিবাদন জানাও; প্রভুতে আমাদের সহকর্ম্মী উর্ব্বাণকে এবং আমার প্রীতিভাজন স্তাখিস্‌কে
১০ অভিবাদন জানাও। খ্রীষ্টাশ্রিত সেই যোগ্যপাত্র আপিল্লিস্‌কে অভিবাদন জানাও। আরিষ্টবুলের পরিজনকে অভিবাদন
১১ জানাও। আমার স্বজাতীয় হেরোদিয়োনকে অভিবাদন জানাও। নার্কিসের পরিবারের মধ্যে যাঁহারা প্রভুর আশ্রিত
১২ তাঁহাদের অভিবাদন জানাও। ত্রুফেণা ও ত্রুফোষাকে অভিবাদন জানাও; তাঁহারা প্রভুর জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। যিনি প্রভুর জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, সেই প্রিয়
১৩ পর্ষিস্‌কে অভিবাদন জানাও। প্রভুর বিশিষ্ট সেবক রূফকে, আর তাঁহার মাতাকে, যাহাকে আমিও মা বলি, অভিবাদন

৩ প্রেঃ ১৮; ২, ১৮, ২৬
৪ প্রেঃ ১৫; ২৬
৫ ১ করিঃ ১৬; ১৫, ১৯
১৩ মার্ক ১৫; ২১(?)

১৪ জানাও। অসুঙ্ক্রিত, ফ্লিগোন, হের্ম্মেস, পাত্রোবাস, হের্ম্মাস
১৫ এবং তাঁহাদের সঙ্গী ভ্রাতাদের অভিবাদন জানাও। ফিললগ ও যুলিয়া, নীরিয় ও তাঁহার ভগ্নী এবং ওলুম্প ও তাঁহাদের
১৬ সঙ্গী সমস্ত পবিত্র লোককে অভিবাদন জানাও। তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পর অভিবাদন জানাও। খ্রীষ্টের মণ্ডলীসমূহ তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছে।

১৭ ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের অনুনয় করিতেছি, তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে যাহারা বিভেদ ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, তাহাদের উপরে দৃষ্টি রাখ ও তাহাদের
১৮ হইতে দূরে থাক। কারণ এইপ্রকার লোকেরা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের দাসত্ব করে না, কিন্তু আপন আপন উদরের দাসত্ব করে, এবং মধুর ও চাটু ভাষণ দ্বারা সরল লোকদের
১৯ মন ভুলায়। তোমাদের বাধ্যতার কথা সকলের কর্ণগোচর হইয়াছে। সেইজন্য তোমাদের বিষয়ে আমি আনন্দিত; কিন্তু আমি চাই যেন তোমরা উত্তম বিষয়ে জ্ঞানবান, ও
২০ মন্দ বিষয়ে অমায়িক হও। শান্তির ঈশ্বর শীঘ্রই শয়তানকে তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন। আমাদের প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

২১ আমার সহকর্ম্মী তীমথিয় এবং আমার স্বজাতীয় লূকিয়, যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছেন।
২২ (এই পত্রলেখক আমি, তর্ত্তিয়, প্রভুতে তোমাদের অভিবাদন
২৩ জানাইতেছি।) আমার এবং সমগ্র মণ্ডলীর আতিথ্যকারী গাইয় তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছেন। এই নগরের কোষাধ্যক্ষ ইরাস্ত ও ভ্রাতা কার্ত্ত তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছেন। *

১৬ ১ করিঃ ১৬; ২০
২ থিষঃ ৫; ২৬
১ পিঃ ৫; ১৪
১৭ কলঃ ২; ৮
২ থিষঃ ৩; ৬
২ তীমঃ ৩; ৫
তীত ৩; ১০
২ যোঃ ১; ১০
১৮ ফিলিঃ ৩; ১৯
কলঃ ২; ৪
২ পিঃ ২; ৩
১৯ রোঃ ১; ৮
মথি ১০; ১৬
১ করিঃ ১৪; ২০
২০ রোঃ ১৫; ৩৩
আদি ৩; ১৫
১ করিঃ ১৬; ২৩
গাঃ ৬; ১৮
২১ প্রেঃ ১৬; ১। ১৯; ২২
ফিলিঃ ২; ১৯
[? প্রেঃ ১৩; ১। ১৭; ৫। ২০; ৪]
২৩ প্রেঃ ১৯; ২৯
১ করিঃ ১; ১৪

প্রার্থনা ও ধন্যবাদ

২৫ যিনি আমার সুসমাচার ও যীশু খ্রীষ্টসম্বন্ধীয় প্রচার-
২৬ অনুসারে তোমাদের সুস্থির করিতে সমর্থ,—তাহা এমন এক নিগূঢ় তত্ত্ব যাহা অনাদিকাল হইতে অপ্রকাশিত ছিল, কিন্তু ভাববাদীদের গ্রন্থগুলি দ্বারা, অনাদি-অনন্ত ঈশ্বরের আদেশানুসারে, এখন প্রত্যাদেশ-অনুযায়ী বিশ্বাসমূলক বাধ্যতার
২৭ উদ্দেশে সর্ব্বজাতির নিকট জ্ঞাত করা হইয়াছে,—যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা সেই একমাত্র জ্ঞানময় ঈশ্বরের মহিমা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে হউক। আমেন।

২৫ যিহূদা ২৪
রোঃ ২; ১৬
ইফিঃ ১; ৯। ৩; ৫, ৯, ২০
কলঃ ১; ২৬, ২৭
১ করিঃ ২; ৭
২৬ ২ তীমঃ ১; ১০
তীত ১; ৩
১ পিঃ ১; ২০
রোঃ ১; ৫
২৭ ১ তীমঃ ১; ১৭
যিহূদা ২৫

* এই স্থলে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ২৪ পদরূপে এই কথা পাওয়া যায়,—আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র

আভাষ ও ধন্যবাদ

১ ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিতরূপে আহূত পৌল এবং
২ ভ্রাতা সোস্থিনি, করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলী সমীপে, এবং
খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত লোকেরা, আহূত পবিত্র সমাজ ও
যাহারা যে কোন স্থানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে
ডাকে,—তিনি তাহাদের এবং আমাদের প্রভু,—তাহাদের
৩ সর্ব্বজন সমীপে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টপ্রদত্ত
অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক।

৪ খ্রীষ্ট যীশুতে যে অনুগ্রহ তোমাদের দেওয়া হইয়াছে, তাহার
জন্য আমি তোমাদের বিষয়ে নিয়ত আমার ঈশ্বরের কাছে
৫ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি; কারণ তাঁহার দ্বারা তোমরা
সর্ব্ববিষয়ে, সকলপ্রকার বাক্যে ও সকলপ্রকার জ্ঞানে ধনবান
৬ হইয়াছ, এবং ইহাতেই খ্রীষ্টসম্বন্ধে সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে
৭ দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হইয়াছে; এইজন্য, যখন তোমরা আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আত্ম-প্রকাশের প্রতীক্ষায় আছ, তোমাদের
৮ কোন আত্মিক বরের অভাব হইতেছে না। আর তিনি শেষ
পর্য্যন্ত তোমাদের অটল করিয়া, আমাদের প্রভু যীশুর দিনে
৯ অনিন্দনীয় রাখিবেন। তোমরা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতালাভের জন্য যাঁহার দ্বারা আহূত
হইয়াছ, সেই ঈশ্বর বিশ্বস্ত।

২ রোঃ ১; ৭। ১০; ১৩
১ করিঃ ৬; ১১
প্রেঃ ২; ২১। ৯; ১৪
৩ রোঃ ১; ৭
৫ ২ করিঃ ৮; ৭
৭ লূক ১৭; ৩০
২ থিষঃ ১; ৭
তীত ২; ১৩
৮ ফিলিঃ ১; ৬
১ থিষঃ ৩; ১৩। ৫; ২৩
৯ রোঃ ৮; ২৮
১ থিষঃ ৫; ২৪
১ যোঃ ১; ৩

করিন্থীয় মণ্ডলীতে দলাদলি

১০ ভ্রাতৃগণ, আমি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদের
অনুনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল,
তোমাদের মধ্যে দলাদলি না থাকুক, কিন্তু তোমরা একমনে
১১ ও একই সিদ্ধান্তে সম্মিলিত হও; কারণ আমার ভ্রাতৃগণ,
ক্লোয়ীর পরিজনের দ্বারা তোমাদের বিষয়ে আমি এই সংবাদ
১২ পাইয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে নানা বিবাদ আছে। আমি
ইহাই বলিতে চাই, তোমাদের এক একজন বলিয়া থাক,
আমি পৌলের, আমি আপল্লোর, আমি কৈফার, আর আমি
১৩ খ্রীষ্টের। খ্রীষ্ট কি তবে বিভক্ত? পৌল কি তোমাদের

১০ ফিলিঃ ১; ২৭। ২; ২ রোঃ ১২; ১৬
১২ প্রেঃ ১৮; ২৪,২৭
১ করিঃ ৩; ৪। ১১; ১৮। ১৬;
১২ যোঃ ১; ৪২

নিমিত্ত ক্রুশ-বিদ্ধ করা হইয়াছিল? অথবা তোমরা কি
১৪ পৌলের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাদের মধ্যে ক্রীষ্প ও গাইয় ব্যতীত আর কাহাকেও যে বাপ্তিস্ম দিই
১৫ নাই, সেইজন্য আমি কৃতজ্ঞ; কেহ যেন না বলে যে তোমরা
১৬ আমার নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়াছ। হাঁ, স্তিফানের পরিজনকেও বাপ্তিস্ম দিয়াছি, ইহা ছাড়া অন্য কাহাকেও
১৭ বাপ্তিস্ম দিয়াছি কিনা, তাহা জানি না। বাপ্তিস্ম দিবার জন্য খ্রীষ্ট আমাকে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন; তাহা বিজ্ঞতার বাক্যে নয়, যেন খ্রীষ্টের ক্রুশ শক্তিহীন করা না হয়।

১৪ প্রেঃ ১৮; ৮
রোঃ ১৬; ২৩
১৭ মার্ক ১৬; ১৫
যোঃ ৪; ২
২ করিঃ ১; ১২

খ্রীষ্টের ক্রুশ-সম্বন্ধীয় সুসমাচারের উৎকর্ষ

১৮ যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের কাছে সেই ক্রুশের কথা মূর্খতা কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা, আমাদের
১৯ কাছে তাহা ঈশ্বরের পরাক্রম-স্বরূপ। কারণ লেখা আছে,—

'আমি জ্ঞানবানদের জ্ঞান নষ্ট করিব,
বিজ্ঞদের বিজ্ঞতা ব্যর্থ করিব।'

২০ 'জ্ঞানবান কোথায়? ধর্ম্মগুরু কোথায়?' এই যুগের তর্ক-বাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি এই জগতের 'জ্ঞান মূর্খতায়
২১ পরিণত করেন' নাই? কারণ, ঈশ্বরের বিজ্ঞতার নিরূপণ-ক্রমে, জগৎ আপন জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের পরিচয় পায় নাই, এইজন্য প্রচারের মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করিতে
২২ ঈশ্বরের হিত-সঙ্কল্প হইল। যিহূদীরা লক্ষণ দেখিতে চায়
২৩ এবং গ্রীকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে, কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি; ইহা যিহূদীদের কাছে বিঘ্নজনক
২৪ ও গ্রীকদের কাছে মূর্খতা-স্বরূপ, কিন্তু যিহূদী কি গ্রীক আহূত সকলের কাছে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের
২৫ জ্ঞান-স্বরূপ; কারণ ঈশ্বরের যে মূর্খতা তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবিশিষ্ট এবং ঈশ্বরের যে দুর্ব্বলতা তাহা
২৬ মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক সবল। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের আহ্বানের বিষয় বিবেচনা কর; সাংসারিক বিচারে জ্ঞানবান অনেক নাই, ক্ষমতাপন্ন অনেক নাই, উচ্চবংশীয় অনেক
২৭ নাই; কিন্তু ঈশ্বর জগতের মূর্খ বিষয় মনোনীত করিয়াছেন যেন জ্ঞানবানদের লজ্জা দেন এবং জগতের দুর্ব্বল বিষয় মনোনীত করিয়াছেন যেন শক্তিমান বিষয়গুলিকে লজ্জা দেন,
২৮ আর জগতের নীচ ও তুচ্ছ বিষয়সকল, এমন কি বলিতে গেলে অস্তিত্ববিহীন এমন বিষয়ও ঈশ্বর মনোনীত করিয়াছেন

১৮ ১ করিঃ ১, ২৪
২ করিঃ ২; ১৫।
৪; ৩
২ থিষঃ ২; ১০
রোঃ ১; ১৬
১৯ যিশাঃ ২৯; ১৪
২০ ইয়োব ১২; ১৭
যিশাঃ ১৯, ১২।
৩৩; ১৮। ৪৪; ২৫
২১ মথি ১১; ২৫
লূক ৮; ১২
২২ মথি ১২; ৩৮
যোঃ ৪; ৪৮
প্রেঃ ১৭; ১৮, ৩২
২৩ ১ করিঃ ২; ১৪
গাঃ ৫; ১১
রোঃ ৯; ৩২
২৪ ১ করিঃ ১; ১৮,
৩০ কলঃ ২; ৩
২৫ ২ করিঃ ১৩; ৪
২৬ মথি ১১; ২৫
যোঃ ৭; ৪৮
২৭ যাকোব ২; ১-৫

২৯ যেন যাহা আছে তাহা তিনি নিষ্ফল করিতে পারেন, কোন ৩০ মানুষই যেন ঈশ্বরের সম্মুখে গৰ্ব্ব না করে। যিনি আমাদের নিমিত্ত ঈশ্বর-দত্ত জ্ঞানস্বরূপ, এবং ধাৰ্ম্মিকতা, পবিত্রতা ও মুক্তির মূল্যস্বরূপ হইয়াছেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা যে অবস্থান করিতেছ তাহা ঈশ্বর হইতেই হইয়াছে। এজন্য ৩১ যেমন লেখা আছে, 'যে গৰ্ব্ব করে সে প্রভুর বিষয়ে গৰ্ব্ব করুক'।

মানুষের জ্ঞান ও ঐশ্বরিক জ্ঞান

২ ভ্রাতৃগণ, তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া আমি যখন তোমাদের কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধে সাক্ষ্য জ্ঞাপন করিতেছিলাম, তখন যে আমি তাহা বাক্য কি জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা অনুসারে ২ করিয়াছিলাম এমন নয়; কেবল যীশু খ্রীষ্টকে, এবং তাঁহাকেও ক্রুশে হত বলিয়া জানা ছাড়া আমি তোমাদের মধ্যে আর ৩ কিছুই জানিব না বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। আর আমি তোমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া দুৰ্ব্বলতা, ভয় ও মহা- ৪ কম্পগ্রস্ত ছিলাম, আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক কথাতে নয়, কিন্তু আত্মার ও পরাক্রমের দ্বারা ৫ সপ্রমাণ ছিল; যেন তোমাদের বিশ্বাস মানুষের জ্ঞানে নয় কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬ পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে আমরা জ্ঞানের কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান এই যুগের নয়, এই যুগের অধ্যক্ষদেরও ৭ নয়; তাঁহারা লোপ পাইতেছেন। কিন্তু নিগূঢ়তত্ত্বরূপে ঈশ্বরের জ্ঞানের কথাই আমরা বলিতেছি, সেই জ্ঞান গুপ্ত থাকিলেও ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য তাহা যুগপর্য্যায়ের ৮ পূৰ্ব্ব হইতে নিরূপণ করিয়াছিলেন; এই যুগের অধ্যক্ষদের মধ্যে কেহই তাহা জানেন নাই; যদি জানিতেন, তবে প্রতাপের ৯ প্রভুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিতেন না। তথাপি, যেমন লেখা আছে,

'চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই,'
এবং মনুষ্যের হৃদয়ে যাহা জাগে নাই,
'এবং ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন,'

১০ ঈশ্বর আপন আত্মা দ্বারা আমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

সেই আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গূঢ় বিষয়ও ১১ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। মনুষ্যের বিষয় মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মাই জানে।

২৯ বিচার: ৭; ২
রোঃ ৩; ২৭
ইফি: ২, ৯
৩০ যির: ২৩; ৫, ৬। ৩৩; ১৬
১ করি: ৬; ১১
২ করি: ৫; ২১
যো: ১৭; ১৯
৩১ যির: ৯; ২৩, ২৪
১ করি: ১০; ১৭
গা: ৬, ১৪
১ ১ করি: ১; ১৭
২ গা: ৬; ১৪
৩ প্রে: ১৮; ৯
২ করি: ১০; ১
৪, ৫ ১ করি: ৪, ২
ইফি: ১; ১৭
১ থিষ: ১; ৫
২ করি: ৪, ৭। ১০; ৪
৬ ফিলি: ৩, ১৫
৭ রো: ১৬, ২৫
৮ লূক ২৩; ৩৪
যাকোব ২; ১
৯ যিশা: ৬৪, ৪
১০-১৩ মথি ১৩, ১১
যো: ১৪; ২৬
২ করি: ১; ২২

তেমনই ঈশ্বরের বিষয় কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের
১২ আত্মা জানেন। আমরা কিন্তু জগতের আত্মা নয়, ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি।
১৩ এই সকল বিষয়ের কথা আমরা মানবীয় শিক্ষার অনুরূপ বাক্যে নয় কিন্তু আত্মার শিক্ষার অনুরূপ বাক্যে বলিতেছি; আমরা আধ্যাত্মিক লোকদের নিকট আধ্যাত্মিক বিষয় ব্যাখ্যা
১৪ করি। জড়-মানব ঈশ্বরের আত্মার বিষয় গ্রহণ করে না, কারণ তাহা তাহার কাছে মূর্খতা, আর তাহা সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আধ্যাত্মিকভাবে বিচারিত হয়।
১৫ কিন্তু যে আধ্যাত্মিক, সে সমস্ত বিষয় বিচার করে, আর সে
১৬ নিজে কাহারও দ্বারা বিচারিত হয় না। 'কে প্রভুর মন বুঝিতে পারিয়াছে যে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে পারে'? কিন্তু প্রভুর মন আমরা পাইয়াছি।

১৩ ১ করিঃ ২; ১,
১৪ যোঃ ৮; ৪৭। ১৪, ১৭ রোঃ ৮; ৭
১৫ ১ যোঃ ২; ২০, ২৭ গাঃ ৬; ১
১৬ রোঃ ১১; ৩৪ যিশাঃ ৪০; ১৩

মণ্ডলীর অনৈক্যের জন্য পৌলের অনুযোগ

৩ ভ্রাতৃগণ, আধ্যাত্মিক লোকদের যেভাবে সম্ভাষণ করা উচিত আমি অবশ্য তোমাদের সেইভাবে সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, কিন্তু তোমরা পার্থিব মনুষ্য বলিয়া, খ্রীষ্টাশ্রিত শিশু
২ বলিয়া, এইভাবে তোমাদের সম্ভাষণ করিয়াছি; আমি তোমাদের দুগ্ধ পান করিতে দিয়াছি; অন্ন দিই নাই, কারণ
৩ তখন তোমাদের যথেষ্ট শক্তি ছিল না। আর এখনও যথেষ্ট নয়, কারণ তোমরা এখনও পার্থিব বিষয়ে লিপ্ত; বাস্তবিক যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ রহিয়াছে, তখন তোমরা কি পার্থিব বিষয়ে লিপ্ত নও, এবং নিতান্ত সাধারণ মানুষের
৪ ন্যায় কি আচরণ করিতেছ না? কারণ তোমাদের একজন যখন বলে, আমি পৌলের, আর একজন, আমি আপল্লোর,
৫ তখন কি তোমরা নিতান্ত সাধারণ মানুষ নও? আপল্লো কি? আর পৌলই বা কি? যাহাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হইয়াছ তাহারা সেবক মাত্র, প্রভু যাহাকে যেমন
৬ দিয়াছেন। আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো জল সেচন
৭ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধিদান করিলেন; সুতরাং রোপণকারী কিছুই নয়, সেচনকারীও কিছুই নয় কিন্তু বৃদ্ধিদাতা
৮ ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা। রোপণকারী ও সেচনকারী এক, এবং
৯ প্রত্যেকে নিজের পরিশ্রম অনুসারে মজুরী পাইবে। আমরা একযোগে ঈশ্বরের সহকার্য্যকারী; তোমরা ঈশ্বরের ক্ষেত্র, ঈশ্বরেরই গাঁথনি।

১ যোঃ ১৬; ১২
২ ১ পিঃ ২; ২ ইব্রীঃ ৫; ১২, ১৩
৩ ১ করিঃ ১; ১০-১২। ১১; ১৮ গাঃ ৫; ২০
৬ প্রেঃ ১৮; ৪, ১১
৭ ২ করিঃ ১২; ১১
৯ ২ করিঃ ৬; ১ মথি ১৩; ৩-৯ ইফিঃ ২; ২০

মণ্ডলীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা গাঁথকদের কর্ত্তব্য

১০ আমাকে দত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারে আমি একজন বিজ্ঞ গাঁথকের ন্যায় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি; আর তাহার উপর আর একজন গাঁথিতেছে; প্রত্যেকজন দেখুক, সে ১১ তাহার উপর কেমন করিয়া গাঁথে। যাহা স্থাপিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তি কেহ স্থাপন করিতে পারে না; ১২ সেই ভিত্তি যীশু খ্রীষ্ট। কিন্তু এই ভিত্তির উপর স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য প্রস্তর, কাষ্ঠ, খড় ও বিচালি দিয়া যদি কেহ ১৩ গাঁথে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্ম প্রকাশ পাইবে। সেই দিনে তাহা প্রকাশ্য হইবে, কারণ সেই দিন অগ্নিসহ আসিবে, এবং প্রত্যেকের কর্ম্ম কিপ্রকার, সেই অগ্নিই ১৪ তাহা পরীক্ষা করিবে। যে যাহা গাঁথিয়াছে, তাহার সেই ১৫ কার্য্য যদি স্থায়ী হয়, তবে সে মজুরী পাইবে; যাহার কর্ম্ম অগ্নিতে নষ্ট হয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কিন্তু অগ্নির মধ্য হইতে রক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় সে নিজে পরিত্রাণ পাইবে।

১৬ তোমরা কি জান না যে তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ১৭ ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন? যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে বিনষ্ট করিবেন, কারণ ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির তোমরাই।

১৮ কেহ আত্ম-প্রতারণা না করুক; তোমাদের মধ্যে কেহ যদি আপনাকে এই যুগে জ্ঞানবান বলিয়া মনে করে, তবে সে ১৯ জ্ঞানবান হইবার জন্য মূর্খ হউক। কারণ এই জগতের জ্ঞান ঈশ্বরের নিকট মূর্খতা; লেখা আছে, 'তিনি জ্ঞানবানদের ২০ তাহাদের ধূর্ত্ততার ফাঁদে ধরেন'; আবার 'প্রভু জ্ঞানবানদের ২১ সকল বিতর্ক অসার বলিয়া জানেন'। সুতরাং কেহ ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে গর্ব্ব না করুক; কারণ সকলই ২২ তোমাদের; পৌল কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি জীবন, কি মৃত্যু, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবিষ্যৎ বিষয়, ২৩ সকলই তোমাদের; আর তোমরা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

১১ ১ পিঃ ২; ৪-৬ ইফিঃ ২; ২০-২২
১৩ ১ করিঃ ৪; ৫ ২ থিষঃ ১; ৮
১৬ রোঃ ৮; ৯ ১ করিঃ ৬, ১৯ ২ করিঃ ৬; ১৬
১৮ ১ করিঃ ৮; ২
১৯ ইয়োব ৫; ১২, ১৩
২০ গীত ৯৪; ১১
২৩ গাঃ ৩; ২৯

প্রেরিতগণের দায়িত্ব ও তাঁহাদের দীর্ঘসহিষ্ণুতা

৪ লোকে আমাদের এরূপ বিবেচনা করুক যে, আমরা খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্বরূপ ধনের অধ্যক্ষ। ২ এই ক্ষেত্রে ধনাধ্যক্ষের এই গুণ চাই, যেন তাহাকে বিশ্বস্ত ৩ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোমাদের দ্বারা বা মানুষের বিচার-সভায় যে আমার বিচার করা হয়, তাহা আমার

১ তীত ১; ৭ ১ করিঃ ৯; ১৭ ১ পিঃ ৪; ১০
২ লূক ১২; ৪২

নিকট অতি ক্ষুদ্র বিষয়; এমন কি আমিও আপনার বিচার
৪ করি না; আমি আমার নিজের বিরুদ্ধে কিছু জানি না, তথাপি ইহাতে আমি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হই না। যিনি
৫ আমার বিচার করেন, তিনি প্রভু। এইজন্য, যিনি অন্ধকারের গুপ্ত বিষয় সকল আলোকিত করিবেন এবং হৃদয়ের মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন, সেই প্রভু যত দিন না আসেন ততদিন, নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে, তোমরা বিচার করিও না; সেই সময় প্রত্যেকজন ঈশ্বর হইতেই আপন আপন প্রশংসা পাইবে।

৬ ভ্রাতৃগণ, আমি আপনার ও আপল্লোর উদাহরণ দিয়া তোমাদের উপকারের জন্য এই সকল কথা বলিয়াছি, যেন আমাদের আদর্শ হইতে তোমরা এই শিক্ষা পাও যে, যাহা লিখিত আছে, তাহা অতিক্রম করিতে নাই; তোমরা কেহ যেন একজনের পক্ষে অন্য জনের বিপক্ষে গর্ব্বস্ফীত না হও।
৭ কে তোমাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে? আর তোমার এমন কি আছে যাহা তুমি দানরূপে পাও নাই? আর যখন পাইযাছ, তখন তাহা পাও নাই বলিযা কেন গর্ব্ব করিতেছ?

৮ তোমরা এখন পরিতৃপ্ত; তোমরা এখন ধনবান; আমাদের বাদ দিয়াই তোমরা রাজত্ব করিতেছ! অবশ্য তোমরা রাজত্ব করিলে ভালই হইত, তাহাতে আমরাও তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে
৯ রাজত্ব করিতে পারিতাম। আমার মনে হয় যে, প্রেরিত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদের মৃত্যু-দণ্ডিত লোকদের ন্যায় শেষের স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন; কারণ আমরা জগতের নিকটে,
১০ দূতগণ ও মনুষ্যদের নিকটে, কৌতুকাস্পদ হইয়াছি। আমরা খ্রীষ্টের নিমিত্ত মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে বুদ্ধিমান; আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু তোমরা বলবান; তোমরা গৌরবান্বিত, আমরা
১১ অনাদৃত। এখন পর্য্যন্ত আমরা ক্ষুধিত ও তৃষিত ও বস্ত্রহীন, আমাদের চপেটাঘাত করা হইতেছে, স্থায়ী বাসস্থানও আমাদের
১২ নাই; আমরা স্বহস্তে কার্য্য করিয়া পরিশ্রম করিতেছি; অপমানিত হইলে আশীর্ব্বাদ করি, নির্য্যাতিত হইলে সহ্য
১৩ করি, তিরস্কৃত হইলে সবিনয়ে আবেদন জানাই; অদ্য পর্য্যন্ত যেন আমরা জগতের আবর্জ্জনা, সকল বস্তুর জঞ্জাল হইয়া রহিয়াছি।

পিতার তুল্য পরামর্শদান ও সতর্কীকরণ

১৪ আমি তোমাদের লজ্জা দিবার জন্য নয়, কিন্তু তোমরা আমার প্রিয় সন্তান বলিয়া তোমাদের চেতনা দিবার জন্য

৪ গীত ১৪৩; ২
৫ ১ করিঃ ৩, ১৩
২ করিঃ ১০, ১৮
রোঃ ২, ২৯
৭ রোঃ ১২, ৬
৮ প্রঃ ৩, ১৭ ২১
৯ ইব্রীঃ ১০, ৩৩
১০ ১ করিঃ ৩; ১৮
২ করিঃ ১৩; ৯
১১ ২ করিঃ ৬; ৪, ৫। ১১; ২৩-২৮
১২ প্রেঃ ১৮, ৩। ২০; ৩৪
১ থিষঃ ২; ৯
২ থিষঃ ৩; ৮
রোঃ ১২; ১৪
১ করিঃ ৯; ১২, ১৫
গীত ১০৯; ২৮
১৩ যিশাঃ ৬৪; ৬
বিলাপ ৩; ৪৫

১৫ এসমস্ত লিখিতেছি; যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের অসংখ্য প্রতিপালক থাকে, তথাপি তোমাদের পিতা অনেক নাই; কারণ সুসমাচার দ্বারা আমিই খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দান করিয়াছি।
১৬ সুতরাং তোমাদের অনুনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী
১৭ হও। এইজন্য আমি তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে পাঠাইলাম; তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান; খ্রীষ্টে অবলম্বিত আমার সমস্ত পন্থা আমি কিরূপে সকল স্থানে সমস্ত মণ্ডলীতে শিক্ষা দিয়া থাকি তাহা তিনি তোমাদের স্মরণ করাইবেন।
১৮ আমি তোমাদের নিকট আসিব না মনে করিয়া কেহ কেহ
১৯ গর্ব্বস্ফীত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু প্রভু যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি অবিলম্বে তোমাদের নিকটে আসিব, এবং যাহারা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের কথা নয়, কিন্তু তাহাদের
২০ পরাক্রম জানিয়া লইব। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য কথায় নয়,
২১ কিন্তু পরাক্রমে। তোমরা কি চাও? আমি কি বেত্র লইয়া তোমাদের নিকটে আসিব, না প্রেমে ও মৃদুতার আত্মায় আসিব?

১৫ গাঃ ৪; ১৯ ফিলীমঃ ১০
১৬ ১ করিঃ ১১; ১ ফিলিঃ ৩; ১৭। ৪; ৯ ১ থিষঃ ১; ৬ ২ থিষঃ ৩; ৭, ৯
১৭ ফিলিঃ ২; ২০-২২ ১ করিঃ ১৬; ১০
১৯ প্রেঃ ১৮; ২১ যাকোব ৪; ১৫
২০ ১ করিঃ ২; ৪ লূক ১৭; ২০
২১ ২ করিঃ ২; ১। ১০; ২। ১৩; ২

মণ্ডলী-শাসনের কথা

৫ বস্তুতঃ শোনা যাইতেছে যে, তোমাদের মধ্যে এমন লাম্পট্য আছে যাহা বিজাতীয়দের মধ্যেও নাই, এমন কি একজন আপন পিতার স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছে।
২ তবুও তোমরা গর্ব্বস্ফীত হইতেছ! বরং বিলাপ করা কি উচিত ছিল না, যেন এই কার্য্য যে করিয়াছে তাহাকে
৩ তোমাদের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়? দেহে অনুপস্থিত হইলেও আমি আত্মাতে উপস্থিত থাকিয়া, যে লোক এইপ্রকারে সেই কার্য্য করিয়াছে, উপস্থিত একজনের ন্যায় আমি ইতিপূর্ব্বে তাহার বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি;
৪ প্রভু যীশুর নামে তোমরা যখন একত্র হইবে এবং আমার আত্মাও উপস্থিত থাকিবে, তখন প্রভু যীশুর পরাক্রম-পরিহিত
৫ হইয়া সেই লোককে শরীরের বিনাশার্থে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করা আবশ্যক, যেন তাহার আত্মা প্রভুর দিনে পরিত্রাণ পায়।
৬ গর্ব্ব করা তোমাদের শোভা পায় না। তোমরা কি জান না যে, অল্প খামিতে ময়দার সমস্ত তাল মাতিয়া উঠে?
৭ পুরাতন খামি নিঃশেষ করিয়া সমস্ত শুচি কর, যেন তোমরা খামিবিহীন অবস্থায় থাকিয়া নূতন তাল হইতে পার; কারণ আমাদের নিস্তার-পর্ব্বের মেষশাবককে আমাদের জন্য বলি

১ লেবীঃ ১৮; ৭, ৮
৩ কলঃ ২; ৫
৪ মথি ১৬; ১৯। ১৮, ১৮ যোঃ ২০; ২৩ ২ করিঃ ১০; ৮। ১৩; ১০
৫ ১ তীমঃ ১; ২০ ১ পিঃ ৪; ৬
৬ গাঃ ৫; ৯ ১ করিঃ ১৫; ৩৩ (?)
৭ যাত্রা ১২; ৩-৬, ২১। ১৩; ৭ যিশাঃ ৫৩; ৭ দ্বিঃ বিঃ ১৬; ১-৮ ১ পিঃ ১; ১৯

৮ দেওয়া হইয়াছে, তিনি খ্রীষ্ট। সুতরাং এস, আমরা পুরাতন খামিতে নয়, হিংসা ও দুষ্টতার খামিতে নয়, কিন্তু সরলতা ও সত্যের খামিবিহীন রুটি দিয়া পর্ব্বটি পালন করি।

৮ যাত্রা ১২; ১৫, ১৯, ২০

৯ আমার পত্রে আমি তোমাদের লিখিয়াছিলাম যে, লম্পটা-

৯ ২ থিষঃ ৩; ৬

১০ চারী লোকদের সংসর্গে থাকিতে নাই; এই জগতের লম্পট কি লোভী ও অপহারক, কি প্রতিমাপূজকদের সংসর্গ একেবারে ছাড়িতে হইবে তাহা নয়, কারণ তাহা হইলে তোমাদের

১১ জগতের বাহিরে যাওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তোমাদের নিকট আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা এই, ভ্রাতা নামে আখ্যাত কোন ব্যক্তি যদি লম্পট কি লোভী কি প্রতিমাপূজক কি অপবাদকারী কি মাতাল কি অপহারক হয়, তবে তাহার সংসর্গে থাকিতে নাই, এমন কি এইপ্রকার

১১ ২ থিষঃ ৩; ৬, ১৪

১২ লোকের সঙ্গে আহার করিতেও নাই। কারণ বাহিরের লোকদের বিচারের জন্য কি আমি দায়ী? ভিতরের

১২ মার্ক ৪; ১১

১৩ লোকদের কি তোমরা বিচার কর না? বাহিরের লোকদের বিচার ঈশ্বরই করিবেন। 'তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে সেই মন্দ লোককে বাহির করিয়া দাও'।

১৩ দ্বিঃ বিঃ ১৩; ৫। ১৭; ৭। ২২; ২৪

বিবাদ ও ব্যভিচারসম্বন্ধে কথা

৬ তোমাদের মধ্যে কাহারও কি এমন সাহস হয় যে, অপর একজনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে, সে পবিত্র সমাজের সাক্ষাতে নয়, কিন্তু অধার্ম্মিক লোকদের

১ মথি ১৮; ১৭

২ সাক্ষাতে বিচারপ্রার্থী হয়? অথবা তোমরা কি জান না, পবিত্রগণ জগতের বিচার করিবেন? আর জগতের বিচার যখন তোমাদের দ্বারা হয়, তখন তোমরা কি সামান্য বিষয়েব

২ দাঃ ৭; ২২
মথি ১৯; ২৮

৩ বিচার করিবার অযোগ্য? তোমরা কি জান না, আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করিব; তবে পার্থিব বিষয়ের বিচার

৪ কেন করিব না? আর পার্থিব বিষয় যদি তোমাদের বিচারাধীন থাকে, তবে মণ্ডলীর দৃষ্টিতে যাহারা তুচ্ছ তাহাদের

৫ কি তোমরা বিচারাসনে বসাইয়া থাক? তোমাদের লজ্জার জন্য এই কথা বলিতেছি। বাস্তবিক তোমাদের মধ্যে কি এমন একজন জ্ঞানীও নাই, যে আপন ভ্রাতাদের মধ্যে

৬ প্রত্যেকের বিবাদ নিষ্পন্ন করিয়া দিতে পারে? কিন্তু তোমাদের মধ্যে কি ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতা বিচারালয়ে বাদী

৭ হয়, তাহা আবার অবিশ্বাসীদের সাক্ষাতে? তোমরা যে পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা কর, ইহাতে তোমাদের

৭ মথি ৫; ৩৯, ৪০

সবিশেষ ত্রুটি* হইতেছে; বরং অন্যায় সহ্য কর না কেন?
৮ প্রবঞ্চিত হও না কেন? কিন্তু তোমরাই অন্যায় করিতেছ, প্রবঞ্চনা করিতেছ, আবার তাহা ভ্রাতাদের প্রতিই করিতেছ!
৯ তোমরা কি জান না, অধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না? ভ্রান্ত হইও না; যাহারা লম্পট কি প্রতিমা-
১০ পূজক কি ব্যভিচারী কি স্ত্রীবৎ-আচারী কি পুংগামী, কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি অপবাদকারী কি অপহারক,
১১ তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। তোমরা কেহ কেহ সেরূপ ছিলে; কিন্তু প্রভু যীশুর নামে এবং ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা আপনাদের ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিক-গণ্য হইয়াছ।

৯, ১০ গাঃ ৫; ১৯-২১
ইফিঃ ৫, ৫
তীত ৩; ৩-৭
যোঃ ১৭, ১৯
রোঃ ৮; ৩০

১২ সকলই আমার পক্ষে বিধেয় কিন্তু সকলই যে হিতকর তাহা নয়; সকলই আমার পক্ষে বিধেয় কিন্তু আমি কিছুরই
১৩ কর্ত্তৃত্বাধীন হইব না। খাদ্য উদরের জন্য, এবং উদর খাদ্যের জন্য, কিন্তু ঈশ্বর উভয়ই লুপ্ত করিবেন। দেহ লাম্পট্যের
১৪ জন্য নয় কিন্তু প্রভুর জন্য, এবং প্রভু দেহের জন্য। ঈশ্বর প্রভুকে উত্থাপন করিয়াছেন, আপন পরাক্রমের দ্বারা আমাদেরও
১৫ উত্থাপন করিবেন। তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ, ইহা কি তোমরা জান না? তবে কি আমি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া
১৬ গিয়া তাহা গণিকার অঙ্গ করিব? কখনও না। অথবা তোমরা কি জান না, যে কেহ গণিকার সহিত সম্মিলিত হয় সে তাহার সহিত একই দেহে সংযুক্ত? কারণ শাস্ত্র বলে,
১৭ 'সেই দুইজন একদেহ হয়'। কিন্তু যে কেহ প্রভুর সহিত
১৮ সম্মিলিত হয়, সে তাঁহার সহিত একাত্মা হয়। তোমরা লাম্পট্য হইতে পলায়ন কর। মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা দেহের বাহিরে; কিন্তু যে লম্পটাচরণ করে
১৯ সে নিজের দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে। তোমরা কি জান না, তোমাদের দেহ তোমাদের অন্তরে বাসকারী সেই পবিত্র আত্মার মন্দির, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে
২০ পাইয়াছ? তোমরা নিজের নও, মূল্য দ্বারা তোমাদের ক্রয় করা হইয়াছে; সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ কর।

১২ ১ করিঃ ১০, ২৩
১৩ ১ থিষঃ ৪; ৩-৫
কলঃ ২; ২২
১৪ ১করিঃ ১৫, ১৫, ২০-২৩, ৫৭
২ করিঃ ৪; ১৪
রোঃ ৮; ১১
১৫ রোঃ ১২, ৫
১ করিঃ ১২; ২৭
ইফিঃ ৫; ৩০
১৬ আদি ২; ২৪
মথি ১৯, ৫
ইফিঃ ৫; ৩১
১৭ যোঃ ১৭; ২১-২৩
১৯ ১ করিঃ ৩; ১৬
২০ ১পিঃ ১; ১৮, ১৯
রোঃ ১২; ১
১ করিঃ ৭; ২৩
ফিলিঃ ১; ২০

বিবাহসম্বন্ধে কথা

৭ তোমরা আমাকে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছ, তাহার বিষয়ে,—অবশ্য স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা পুরুষের ভাল;

* অর্থান্তর, পরাজয়

২ কিন্তু লাম্পট্যে প্রচলিত হয় বলিয়া প্রত্যেক পুরুষের নিজের স্ত্রী থাকুক এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের স্বামী থাকুক। ৩ স্বামী স্ত্রীকে তাহার প্রাপ্য দিক; আর সেইরূপে স্ত্রীও ৪ স্বামীকে দিক। নিজ শরীরের উপরে স্ত্রীর অধিকার নাই, কিন্তু স্বামীরই আছে; সেইরূপে নিজ শরীরের উপরে স্বামীর ৫ অধিকার নাই, কিন্তু স্ত্রীরই আছে। তোমরা পরস্পর একমত হইয়া উপবাস ও প্রার্থনার নিমিত্ত কিছুকাল পৃথক থাকিতে পার, ইহা ছাড়া অন্য কারণে তোমরা একজন অন্যকে বঞ্চিত করিও না; পরে পুনরায় একত্র হইবে, যেন শয়তান তোমাদের অসংযমপ্রযুক্ত তোমাদের পরীক্ষায় না ফেলে। ৬ কিন্তু আদেশরূপে নয়, কেবল অনুমতিরূপেই এই কথা ৭ বলিতেছি; আমি চাই যেন সকল মনুষ্যই আমার মত হয়; কিন্তু প্রত্যেকজন ঈশ্বরের নিকট হইতে বিশিষ্ট অনুগ্রহ-দান পাইয়াছে, একজন একপ্রকার, অন্যজন অন্যপ্রকার।

৮ অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদের নিকট আমার কথা এই, আমি যে অবস্থায়, তাহারা যদি সেই অবস্থায় থাকে, ৯ তবে তাহাদের পক্ষে তাহাই ভাল, কিন্তু তাহারা যদি আত্ম-সংযম করিতে না পারে, তবে বিবাহ করুক; কারণ কামানলে ১০ দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা বিবাহ করা ভাল। বিবাহিত লোকদের এই আদেশ দিই,—আমি দিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু প্রভুই দিতেছেন,—স্ত্রী যেন স্বামী হইতে পৃথক না ১১ হয়; আর যদি পৃথক হয়, তাহা হইলে সে আর বিবাহ না করুক অথবা স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হউক; স্বামীও যেন স্ত্রীকে ত্যাগ না করে।

১২ অন্য সকলকে আমি বলি, প্রভু নয়; যদি কোন ভ্রাতার অবিশ্বাসী স্ত্রী থাকে, আর সেই স্ত্রী তাহার সহিত বাস করিতে সম্মত হয়, তবে সে তাহাকে ত্যাগ না করুক; ১৩ আর যে স্ত্রীর অবিশ্বাসী স্বামী আছে, আর সেই স্বামী তাহার সহিত বাস করিতে সম্মত হয়, তবে সে সেই স্বামীকে ত্যাগ ১৪ না করুক। কারণ অবিশ্বাসী স্বামী সেই স্ত্রীতে পবিত্রীকৃত হয় এবং অবিশ্বাসী স্ত্রী সেই ভ্রাতাতে পবিত্রীকৃত হয়; নতুবা তোমাদের সন্তানেরা অশুচি হইত; কিন্তু বাস্তবিক ১৫ তাহারা পবিত্র। তথাপি যে অবিশ্বাসী সে যদি পৃথক হইতে চায়, তবে পৃথক হউক; এরূপ ক্ষেত্রে সেই বিশ্বাসী ভ্রাতা কি ভগ্নী দাসত্বে আবদ্ধ নয়। ঈশ্বর শান্তির জন্যই ১৬ তোমাদের আহ্বান করিয়াছেন। স্ত্রী, তুমি কি করিয়া জান তোমার স্বামীকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে কি না? অথবা

৭ মথি ১৯, ১১, ১২
রোঃ ১২, ৬
১ করিঃ ৭, ১
৯ ১ তীমঃ ৫,
মথি
১৫ রোঃ ১৪, ১৯
কলঃ ৩, ১৫
১৬ ১ পিঃ ৩,

স্বামী, তুমি কি করিয়া জান স্ত্রীকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে
১৭ কি না? কেবল প্রভু যাহার জন্য যেমন নিরূপণ করিয়াছেন, প্রভু যাহাকে যেমন আহ্বান করিয়াছেন, সে তেমনই চলিতে থাকুক। এইপ্রকার আদেশ আমি সমস্ত মণ্ডলীতেই দিয়া
১৮ থাকি। পরিচ্ছেদনপ্রাপ্ত অবস্থায় কেহ কি আহূত হইয়াছে? সে পরিচ্ছেদন বিলুপ্ত না করুক। অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় কেহ কি আহূত হইয়াছে? তাহার পরিচ্ছেদন না হউক।
১৯ পরিচ্ছেদন কিছুই নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছুই নয়, কিন্তু ঈশ্বরের
২০ আদেশ পালনই মূল বিষয়। আহ্বানের সময়ে যে কেহ যে
২১ অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায় থাকুক। দাসের অবস্থায় থাকিতে তুমি কি আহূত হইয়াছিলে? চিন্তিত হইও না, কিন্তু যদি কোন প্রকারে স্বাধীনতা লাভ করিতে পার, তবে
২২ সেই সুযোগ গ্রহণ কর। কারণ প্রভুতে আহূত যে দাস, সে প্রভুর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত লোক; সেইরূপে আহূত যে স্বাধীন,
২৩ সে খ্রীষ্টের দাস। তোমরা মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ, মানুষের
২৪ দাস হইও না। ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেক জন যে অবস্থায় আহূত হইয়াছ, সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সেই অবস্থায় থাকুক।

২৫ অবিবাহিতদের বিষয়ে আমি প্রভুর কোন আদেশ পাই নাই, কিন্তু প্রভুর দয়াতে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির ন্যায় আমি
২৬ আমার অভিমত প্রকাশ করিতেছি। সঙ্কট আসন্ন বলিয়া ইহাই ভাল মনে করি, যে অবস্থায় যে আছে সেই অবস্থায়
২৭ থাকা তাহার পক্ষে শ্রেয়। তুমি কি স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ? মুক্তির চেষ্টা করিও না; তুমি কি স্ত্রীর বন্ধন হইতে মুক্ত?
২৮ স্ত্রীলাভের চেষ্টা করিও না। বিবাহ করিলেই তোমার পাপ হয় না; আর কুমারী যদি বিবাহ করে, তবে তাহারও পাপ হয় না। তথাপি এইরূপ লোকদেরই দৈহিক ক্লেশ হইবে; কিন্তু তাহা হইতে আমি তোমাদের নিষ্কৃতি দিতে চাই।

২৯ ভ্রাতৃগণ, এই কথা বলিতেছি, কারণ সময় সঙ্কুচিত; যাহাদের স্ত্রী আছে, তাহাদের আচরণে প্রতীয়মান হউক যে
৩০ তাহাদের স্ত্রী নাই; এবং যাহারা রোদন করিতেছে, তাহারা যেন রোদন করিতেছে না, যাহারা আনন্দ করিতেছে, তাহারা যেন আনন্দ করিতেছে না, যাহারা ক্রয় করিতেছে, তাহাদের হাতে যেন কিছুই নাই বলিয়া প্রতীয়মান হউক; এই জগতের
৩১ বিষয়-বস্তুতে যাহারা জড়িত, তাহারা যেন অতিমাত্রায় জড়িত না হয়; কারণ এই জগতের রূপধারা লোপ পাইতেছে।
৩২ কিন্তু আমার ইচ্ছা, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। যে অবিবাহিত, সে প্রভুর বিষয়ে চিন্তা করে, কিভাবে প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবে;

১৭ ১ করিঃ ৭; ৭, ২০, ২৪
১৯ গাঃ ৫; ৬। ৬; ১৫
২২ ইফিঃ ৬, ৬
ফিলীমঃ ১৬
রোঃ ৬; ২২
২৩ ১ করিঃ ৬; ২০
২৫ ১ তীমঃ ১; ১২, ১৩
২ করিঃ ৪; ১
২৯ ১ করিঃ ৯; ১১
১ পিঃ ৪; ৭
৩১ ১ যোঃ ২; ১৭

৩৩ কিন্তু যে বিবাহিত, সে সাংসারিক বিষয়ে চিন্তা করে, কিভাবে ৩৪ স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবে; সেইরূপে বিবাহিত স্ত্রীও বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হয়। অবিবাহিত কন্যা প্রভুর বিষয়ে চিন্তা করে, যেন দেহ ও আত্মায় উভয়েতে পবিত্র হয়; কিন্তু যে বিবাহ করিয়াছে, সে সাংসারিক বিষয়ে চিন্তা করে, কিভাবে স্বামীকে ৩৫ সন্তুষ্ট করিবে। এই কথা আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য বলিতেছি, তোমাদের বন্ধনে রাখিবার জন্য নয়, কিন্তু তোমরা যেন শিষ্টাচরণ কর এবং অনন্যচিত্তে প্রভুর অনুগত থাক।

৩৬ *যদি কেহ মনে করে যে, সে আপনার কুমারীর প্রতি সঙ্গত আচরণ করিতেছে না, যদি তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আর যদি তাহার প্রয়োজন মনে হয়, তবে সে যাহা ইচ্ছা করে তাহা করুক; ইহাতে তাহার পাপ নাই, বরং বিবাহ হউক। ৩৭ কিন্তু যে হৃদয়ে স্থির-সঙ্কল্প, প্রয়োজনের বশে নয়, কিন্তু আপন ইচ্ছায় সংযত, সে যদি তাহাকে কুমারী রাখিতে ৩৮ হৃদয়ে স্থির করিয়া থাকে, তবে সে ভাল করে। অতএব যে আপন কুমারীকে বিবাহ করে, সে ভাল করে, এবং যে না করে, সে আরও ভাল করে।

৩৯ স্বামী যতদিন জীবিত থাকে, স্ত্রী ততদিন বাধা থাকে; কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলে সে স্বাধীন হইয়া যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কেবল প্রভুর আশ্রয়েই তাহা ৪০ করুক। তথাপি আমার অভিমত এই, সে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকিলে সে আরও ধন্য; আমি মনে করি আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পাইয়াছি।

৩৩ লূক ১৪, ২০
ইফি: ৫; ২৯

৩৯ রোঃ ৭; ২
২ করিঃ ৬, ১৪

প্রতিমার প্রসাদসম্বন্ধে শিক্ষা

৮ প্রতিমার নিকট নিবেদিত বলি সম্বন্ধে কথা এই,— আমরা জানি সকলের জ্ঞান আছে। অথচ জ্ঞান গর্ব্বস্ফীত ২ করিয়া তুলে, কিন্তু প্রেম গাঁথিয়া তুলে। যদি কেহ মনে করে, সে কিছু জানে, তবে যেভাবে জানা উচিত সেইভাবে ৩ সে এখনও কিছুই জানে না; কিন্তু যদি কেহ ঈশ্বরকে ৪ প্রেম করে, তবে সে তাঁহার জানা লোক।—প্রতিমার নিকট নিবেদিত বলি ভোজনসম্বন্ধে আমরা জানি, জগতে প্রতিমা কিছুই নয়, এবং ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই; কারণ ৫ দেবতা নামে খ্যাত কিছু যদিও স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে

১ প্রেঃ ১৫; ২৯
২ ১ করিঃ ৩; ১৮
গাঃ ৬; ৩
৩ গাঃ ৪; ৯
৪ ১ করিঃ ১০; ১৯
দ্বিঃ বিঃ ৪; ৩৫, ৩৯। ৬; ৪
প্রঃ ২; ১৪, ২০
৫ ২ থিষঃ ২; ৪
প্রেঃ ১৭; ১৬

* ৩৬-৩৮ পদে যে যে স্থানে 'কুমারী' দেওয়া হইয়াছে, সেখানে 'কুমারী-কন্যা' গৃহীত হইতে পারে। তাহা হইলে ৩৮ পদে 'কুমারীকে বিবাহ করে . . . না করে' এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'কুমারী-কন্যার বিবাহ দেয় . . . না দেয়' থাকিবে

থাকে,—লোকে যেমন বলে, দেবতা অনেক, প্রভুও অনেক,—
৬ তথাপি আমাদের একমাত্র ঈশ্বর আছেন, তিনি পিতা, তাঁহা হইতে সকলই হইয়াছে ও আমরা তাঁহারই জন্য; এবং একমাত্র প্রভু আছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছিল ও আমাদের স্থিতি তাঁহারই দ্বারা হইয়াছে।
৭ কিন্তু সকলের সেই জ্ঞান নাই; কেহ কেহ প্রতিমার সংস্রবে থাকায় এখনও পর্য্যন্ত প্রতিমার নিকটে নিবেদিত জানিয়াও সেই বলি ভোজন করে, এবং তাহাদের বিবেক দুর্ব্বল বলিয়া
৮ কলুষিত হয়। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমাদের গ্রহণযোগ্য করে না; ভোজন না করিলে আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না, ভোজন করিলেও আমাদের কিছু লাভ হয় না।
৯ কিন্তু সাবধান, তোমাদের এই স্বাধীনতা যেন কোনপ্রকারে
১০ দুর্ব্বলদের ব্যাঘাতজনক না হয়। কারণ জ্ঞানপ্রাপ্ত যে তুমি, তোমাকে যদি কেহ প্রতিমার মন্দিরে আহারে বসিতে দেখে, তবে সে দুর্ব্বল বলিয়া তাহার বিবেক কি প্রতিমার নিকট
১১ নিবেদিত বলি ভোজন করিতে সাহস পাইবে না? তোমার জ্ঞান দ্বারা সেই দুর্ব্বল ব্যক্তি, যাহার জন্য খ্রীষ্ট মরিয়াছেন,
১২ সেই ভ্রাতা বিনষ্ট হয়। এইভাবে ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে পাপ করিয়া ও তাহাদের সেই দুর্ব্বল বিবেকে আঘাত দিয়া,
১৩ তোমরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পাপ কর। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যে যদি আমার ভ্রাতা বিঘ্ন পায়, তবে আমি আর কখনও মাংস ভোজন করিব না, যেন আমি আমার ভ্রাতার বিঘ্নের কারণ না হই।

৬ মালা: ২; ১০
কল: ১; ১৬
রো: ১১; ৩৬
১ করি: ১২; ৫, ৬
ইব্রী: ২; ১০
ইফি: ৪, ৫, ৬
৭ ১ করি: ১০, ২৫-২৮
৮ রো: ১৪, ১৭
৯ রো: ১৪; ১
গা: ৫; ১৩
১১ রো: ১৯; ১৫
১৩ রো: ১৪, ১৩, ২১

পৌলের প্রেরিতত্ব সম্বন্ধে কথা

৯ আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিত নই? আমাদের প্রভু যীশুকে কি আমি দেখি নাই? তোমরা
২ কি প্রভুতে আমার কৃত কর্ম্ম নও? যদিও অন্যদের পক্ষে আমি প্রেরিত নই, তথাপি তোমাদের পক্ষে আমি প্রেরিত, কারণ প্রভুতে তোমরাই আমার প্রেরিত-পদের স্বাক্ষরিত প্রমাণ।
৩ যাহারা আমার পরীক্ষা করে তাহাদের কাছে ইহাই
৪ আমার উত্তর; পানাহারের অধিকার কি আমাদের
৫ নাই? অন্য প্রেরিতেরা ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ ও কৈফা যেমন, আমরা কি বিশ্বাসী ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে সঙ্গে
৬ লইয়া সেইরূপে ভ্রমণ করিবার অধিকার পাই নাই? অথবা পরিশ্রম হইতে বিরত হইবার অধিকার কি কেবল আমার

১ ১ করি: ১৫; ৮
প্রে: ৯; ৩, ১৭। ২৬; ১৬। ২২; ১৭
২ ২ করি: ৩; ২, ৩
৪ লূক ১০; ৭, ৮
২ থিষ: ৩; ৯
৫ মথি ৮; ১৪

৭ ও বার্ণবারই নাই? কে কখন নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া সৈন্যদলে যোগ দেয়? কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করে, আর তাহার ফল খাইতে পায় না? অথবা কে পাল চরায় আব
৮ পালের দুগ্ধ খাইতে পায় না? আমি কি মানুষের ন্যায় এই কথা বলিতেছি? বিধি-ব্যবস্থাতেও কি এই কথা
৯ নাই? কারণ লেখা আছে, 'যে বলদ শস্য মাড়িতেছে তাহার মুখে জালতি বাঁধিও না'। ঈশ্বর কি বলদেরই
১০ বিষয় চিন্তা করেন? অথবা আমাদেরই জন্য ইহা বলেন? নিশ্চয় আমাদেরই জন্য ইহা লেখা হইয়াছে, কারণ ফল-ভোগের প্রত্যাশাতে চাষীর চাষ করা উচিত এবং আপন
১১ অংশের প্রত্যাশাতে মর্দ্দনকারীর শস্য মাড়া উচিত। আমরা যখন তোমাদের কাছে আত্মিক বিষয় বপন করিয়াছি, তখন যদি তোমাদের পার্থিব ফল সংগ্রহ করি, তবে তাহা
১২ কি গুরুতর বিষয়? অন্য লোকে তোমাদের উপরে এই সকল অধিকার ভোগ করিতে পারিলে, তাহা কি অধিক পরিমাণে আমাদের প্রাপ্য নয়?

কিন্তু আমরা সেই অধিকার উপভোগ করি নাই, বরং সকলই সহ্য করিতেছি, যেন খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন
১৩ বাধা না জন্মাই। তোমরা কি জান না, যাহারা মন্দিরের কার্য্য করে তাহারা মন্দির হইতে আহার পায়, এবং যাহারা যজ্ঞবেদির পরিচর্য্যা করে তাহারা যজ্ঞবেদির নিবেদিত বলির
১৪ অংশ পায়। সেইভাবে প্রভু সুসমাচার-প্রচারকদের জন্য এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, সুসমাচার হইতেই যেন তাহাদের
১৫ জীবিকার্জ্জন হয়। কিন্তু আমি ইহা কিছুই উপভোগ করি নাই, আর আমার সম্বন্ধে যেন এরূপ ব্যবস্থা করা হয়, সেই-জন্য ইহা লিখিতেছি না। কেহ যে আমার গর্ব্ব নিষ্ফল
১৬ করিবে, তাহা অপেক্ষা বরং আমার মরণ ভাল। আমি যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তাহাতে আমার গর্ব্ব করিবার কোন কারণ নাই, কারণ অবশ্য বহনীয় এক ভার আমার উপরে রহিয়াছে; দুর্ভাগ্য আমি, যদি সুসমাচার প্রচার না করি।
১৭ আমি যদি স্ব-ইচ্ছায় ইহা করি, তবে আমি পুরস্কার পাই, কিন্তু যদি স্ব-ইচ্ছায় নাও করি, তথাপি আমার উপরে
১৮ দায়িত্বের ভার অর্পিত হইয়াছে বলিয়াই তাহা করি। তবে আমার পুরস্কার কি? তাহা এই যে, সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে আমি যেন সেই সুসমাচার বিনামূল্যে প্রাপ্য বলিয়া দেখাই, এবং সুসমাচার সম্বন্ধে আমার যে অধিকার আছে, তাহা যেন উপভোগ না করি।

৯ দ্বিঃ বিঃ ২৫, ৪
১ তীমঃ ৫, ১৮
১০ ২ তীমঃ ২; ৬
১১ রোঃ ১৫; ২৭
গাঃ ৬; ৬
১২ প্রেঃ ১৮; ৩।
২০, ৩৪, ৩৫
১ করিঃ ৪, ১২।
১৩, ৭
২ করিঃ ১১, ৭,
৯। ১২; ১৩
১৩ গণনা ১৮; ৮-
২০, ৩১
দ্বিঃ বিঃ ১৮; ১-৩
১৪ লূক ১০, ৭
গাঃ ৬; ৬
১৫ ১ করিঃ ৪; ১২।
৯; ১২
২ করিঃ ১১; ১০
১৬ যিরঃ ২০, ৯
১৭ ১ করিঃ ৪; ১
১৮ ১ করিঃ ৯; ৯,
১২

১৯ যদিও আমি কাহারও অধীন নই, তথাপি সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম, যেন অনেককে লাভ করিতে পারি। ২০ আমি যিহূদীদের লাভ করিবার জন্য তাহাদের নিকটে যিহূদীর ন্যায় হইলাম; বিধি-ব্যবস্থাধীন লোকদের জন্য আমি ব্যবস্থাধীন হইলাম যেন ব্যবস্থাধীন লোকদের লাভ ২১ করি। আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিহীন নই, বরং খ্রীষ্টের ব্যবস্থার অনুগত রহিয়াছি, তথাপি ব্যবস্থাবিহীন লোকদের লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাবিহীনদের নিকট ব্যবস্থাবিহীনের ২২ ন্যায় হইলাম। দুর্ব্বলদের লাভ করিবার জন্য আমি দুর্ব্বলদের নিকট দুর্ব্বল হইলাম; যে কোন প্রকারে কতকগুলি লোকে আমা দ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পারে, সেইজন্য আমি সকল ২৩ মনুষ্যের নিকট সর্ব্ববিধ হইলাম। আমি সমস্তই সুসমাচারের জন্য করি, যেন তাহার কার্য্যের সহভাগী হই।

২৪ তোমরা কি জান না যে, রঙ্গক্ষেত্রে যাহারা দৌড়ায়, তাহারা সকলে দৌড়ায়, কিন্তু কেবল একজনই পুরস্কার পায়? ২৫ তোমরা এইরূপে দৌড়াও, যেন পুরস্কার পাও। রঙ্গভূমিতে যে প্রতিযোগিতা করে, সে সর্ব্বতোভাবে আত্মসংযম করে; তাহারা নশ্বর মুকুট পাইবার জন্য তাহা করে, কিন্তু আমরা ২৬ অবিনশ্বর মুকুট পাইবার জন্য করি। সুতরাং আমি যেভাবে দৌড়াইতেছি তাহা লক্ষ্যহীন নয়; আমি যে মুষ্টিযুদ্ধ করিতেছি ২৭ তাহা শূন্যে আঘাতমাত্র নয়। বরং আমি নিজ দেহকে নিপীড়ন করিয়া দাসত্বে রাখিতেছি, পাছে অন্য লোকদের কাছে ঘোষণা করিবার পর আমি নিজে কোনক্রমে অযোগ্য প্রতিপন্ন হই।

১৯ মথি ২০; ২৬, ২৭
২০ প্রেঃ ১৬; ৩। ২১; ২০-২৬
২১ গাঃ ২; ৩
২২ রোঃ ১৪, ১। ১১, ১৪
১ করিঃ ১০; ২৪, ৩৩
২ করি ১১, ২৯
২৪ ২ তীমঃ ৪, ৭
ফিলিঃ ৩, ১৪
ইব্রীঃ ১২; ১
২৫ ২ তীমঃ ২, ৪, ৫। ৪; ৮
১ পিঃ ৫; ৪
যাকোব ১, ১২
২৭ পরমঃ ১

মন্দ হইতে পৃথক থাকা

১০ ভ্রাতৃগণ, আমি চাই যে তোমরা এই বিষয় অবগত হও,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নীচে ২ ছিলেন, ও সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন; সকলে মেঘের মধ্যে ও সমুদ্রের মধ্যে মোশির উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ ৩ করিয়াছিলেন, এবং সকলে একই আধ্যাত্মিক খাদ্য গ্রহণ ৪ করিয়াছিলেন, সকলে একই আধ্যাত্মিক পানীয় পান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনুসরণকারী এক আধ্যাত্মিক শৈল হইতে ৫ তাঁহারা পান করিতেন; আর সেই শৈল খ্রীষ্ট। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন ছিলেন ৬ না; কারণ তাঁহারা প্রান্তরে মারা পড়িলেন। আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তরূপে এই সমস্তই ঘটিয়াছিল, যেন তাঁহারা যেমন করিয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ মন্দ বিষয়ের অভিলাষ না

১ যাত্রা ১৩; ২১। ১৪; ২২
৩, ৪ যাত্রা ১৬; ৪, ১৫, ৩৫। ১৭; ৬
দ্বিঃ বিঃ ৮, ৩
যোঃ ৬; ৪৯
গীত ৭৮; ২০, ২৪
৫ গণনা ১৪; ২০-৩৫
গীত ১০৬; ২৬। ৯৫; ১০
৬ গণনা ১১; ৪, ৩৪
গীত ৭৮; ১৮। ১০৬; ১৪

করি। তাঁহাদের কেহ কেহ যেমন করিয়াছিল, তোমরা সেইরূপ প্রতিমাপূজা করিও না; কারণ লেখা আছে, ‘লোকেরা ভোজন-পান করিতে বসিল, পরে নৃত্য করিতে
৮ উঠিল’। তাঁহাদের কেহ কেহ যেমন লম্পটাচরণ করিয়া একদিনে তেইশ হাজার লোক মারা গেল, আমরা যেন
৯ তেমন লম্পটাচরণ না করি। তাঁহাদের কেহ কেহ যেভাবে প্রভুর পরীক্ষা করিয়া সর্পের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল, আমরা
১০ যেন সেইভাবে তাঁহার পরীক্ষা না করি। তাঁহাদের কেহ কেহ যেরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, এবং সংহারকের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল, তোমরা সেরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিও না।

১১ এই সমস্তই তাঁহাদেব প্রতি দৃষ্টান্তরূপে ঘটিয়াছিল, এবং আমাদেরই সতর্ক করিবার জন্য লেখা হইল; কারণ আমাদের
১২ নিকট যুগকলাপের অন্ত উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং যে মনে করে, আমি দাঁড়াইয়া আছি, সে সাবধান হউক, পাছে
১৩ পড়িয়া যায়। মানুষের জীবনে যাহা সাধারণ, তাহা ছাড়া আর কোন পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত, তিনি তোমাদের শক্তির অতীত পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটিতে দিবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তারের পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার।

১৪ সুতরাং, আমার প্রীতিভাজনেরা, প্রতিমাপূজা হইতে
১৫ পলায়ন কর। আমি তোমাদের বুদ্ধিমান জানিয়া বলিতেছি;
১৬ আমি যাহা বলি বিবেচনা কর। আশীর্ব্বাদের যে পানপাত্রটি আমরা আশীর্ব্বাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি খণ্ড খণ্ড করি, তাহা কি খ্রীষ্টের
১৭ শরীরের সহভাগিতা নয়? অনেকে যে আমরা, আমরা এক রুটি, এক শরীর; আমরা সকলে সেই একই রুটির অংশ গ্রহণ করি।

১৮ দেহ সম্পর্কে যাহারা ইস্রায়েল তাহাদের বিষয় বিবেচনা কর; যাহারা বলির মাংস ভোজন করে তাহারা কি যজ্ঞ-
১৯ বেদির সহভাগী নয়? তবে ইহার অর্থ কি? তাহা এই, প্রতিমার কাছে নিবেদিত বলি কি কিছুরই মধ্যে গণ্য?
২০ অথবা প্রতিমা কি কিছুর মধ্যে গণ্য? না, কিন্তু লোকে * যে-সমস্ত বলি উৎসর্গ করে, ‘তাহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নয় কিন্তু মন্দ-আত্মাদের উদ্দেশে তাহা উৎসর্গ করে’; আর মন্দ-আত্মাদের সহিত তোমাদের সহভাগিতা থাকে ইহা আমি চাই না।

৭ যাত্রা ৩২; ৪-৬
৮ গণনা ২৫; ১, ৯
১ করি: ৬; ১৮
৯ গণনা ২১; ৫, ৬
১০ গণনা ১৪; ২, ৩৬
ইব্রী: ৩; ১১, ১৭
১১ রো: ১৫; ৪
১ পি: ৪; ৭
১ যো: ২; ১৮
১৪ ১ যো: ৫; ২১
১৬ মথি ২৬; ২৬, ২৭
প্রে: ২; ৪২
১৭ রো: ১২; ৫
১ করি: ১২; ১২, ২৭
ইফি: ৫; ৩০
১৮ লেবী: ৭; ৬, ১৪
১৯ ১ করি: ৮; ৪
২০ লেবী: ১৭; ৭
দ্বি: বি: ৩২; ১৭
গীত ১০৬; ৩৭
প্র: ৯; ২০

* পাঠান্তর, বিজাতীয়েরা

২১ প্রভুর পানপাত্র ও মন্দ-আত্মাদের পানপাত্র, তোমরা এই উভয় পাত্রে পান করিতে পার না; প্রভুর মেজ ও মন্দ-আত্মাদের মেজ, তোমরা এই উভয় মেজের অংশ গ্রহণ করিতে পার না।
২২ ইহাতে 'আমরা কি প্রভুর অন্তর্জ্বালা জন্মাইব'? আমরা কি তাঁহা অপেক্ষা বলবান?
২৩ সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু সকলই যে হিতকর তাহা নয়; সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু সকলই যে
২৪ গাঁথিয়া তুলে তাহা নয়। কেহই নিজের মঙ্গল চেষ্টা না
২৫ করুক, বরং প্রত্যেকজন অপরের মঙ্গল চেষ্টা করুক। যে কোন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হয়, বিবেকের অনুরোধে কিছু
২৬ অনুসন্ধান না করিয়া তাহা আহার কর; কারণ 'পৃথিবী ও
২৭ তাহার প্রাচুর্য্য প্রভুরই'। অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেহ যদি তোমাদের নিমন্ত্রণ করে, আর তোমরা যাইতে চাও, তবে তোমাদের সম্মুখে যাহা কিছু দেওয়া হয়, বিবেকের অনুরোধে
২৮ কিছু অনুসন্ধান না করিয়া তাহা আহার কর। কিন্তু যদি কেহ তোমাদের বলে, ইহা দেবতার কাছে নিবেদিত বলি, তবে যে জানাইল তাহার জন্য বিবেকের অনুরোধে তাহা
২৯ আহার করিও না। যে বিবেকের কথা আমি বলিতেছি, তাহা তোমার নয়, কিন্তু তাহা সেই অন্য ব্যক্তির। কারণ আমার স্বাধীনতা পরের বিবেকের দ্বারা বিচারিত হইলে
৩০ লাভ কি? যদি ধন্যবাদ সহকারে কিছু গ্রহণ করি, তবে যাহার জন্য আমি ধন্যবাদ দিই তাহার বিষয়ে কেন আমার
৩১ অপবাদ করা হয়? সুতরাং তোমরা আহার কর কি পান কর, অথবা যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য
৩২ কর। কি যিহূদী, কি গ্রীক, কি ঈশ্বরের মণ্ডলী, কাহারও
৩৩ বিঘ্নের কারণ হইও না; যেমন আমিও সমস্ত বিষয়ে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করি, নিজের মঙ্গল নয় কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল চেষ্টা করি, যেন তাহারা পরিত্রাণ পায়।

২১ ২ করিঃ ৬; ১৫, ১৬ মালাঃ ১; ৭, ১২
২২ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ২১
২৩ ১ করিঃ ৬; ১২
২৪ রোঃ ১৫; ২ ফিলিঃ ২; ৪, ২১
২৬ গীত ২৪; ১
২৭ লূক ১০; ৮
২৮ ১ করিঃ ৮; ৭
৩০ রোঃ ১৪; ৬, ১৬ ১ তীমঃ ৪; ৪
৩১ কলঃ ৩; ১৭ ১ পিঃ ৪; ১১
৩২ রোঃ ১৪, ১৩, ২১ ১ করিঃ ৮; ১৩
৩৩ ১ করিঃ ৯; ২০-২২। ১০; ২৪

১১ আমি যেমন খ্রীষ্টের অনুকারী, তোমরাও তেমনই আমার অনুকারী হও।

১ ১ করিঃ ৪; ১৬ ফিলিঃ ৩; ১৭

মণ্ডলীর উপাসনা-সভা এবং প্রভুর ভোজের পদ্ধতি

২ আমি তোমাদের প্রশংসা করিতেছি যে, তোমরা সমস্ত বিষয়ে আমাকে স্মরণ করিয়া থাক, এবং যেভাবে সকল প্রথা তোমাদের নিকট সমর্পণ করিয়াছি, সেইভাবেই তাহা
৩ রক্ষা করিতেছ। কিন্তু আমার ইচ্ছা এই, যেন তোমরা

৩ ইফিঃ ৪; ১৫। ৫; ২৩ আদি ৩; ১৬ ১ করিঃ ৩; ২৩

জানিতে পার যে খ্রীষ্ট প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ, এবং পুরুষ স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ, আর ঈশ্বর খ্রীষ্টের মস্তকস্বরূপ।
৪ যে কোন পুরুষ মস্তক আবৃত রাখিয়া প্রার্থনা করে, কি
৫ ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। কিন্তু যে কোন্ স্ত্রীলোক অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা করে কিংবা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে; কারণ তাহাতে সে মস্তক মুণ্ডিতা স্ত্রীলোকের তুল্য হইয়া পড়ে।
৬ ভাল, স্ত্রীলোক যদি মস্তক আবৃত না রাখে, সে চুলও কাটিয়া ফেলুক; কিন্তু চুল কাটিয়া ফেলিলে কিংবা মস্তক মুণ্ডন করিলে যদি স্ত্রীলোকের অপমান হয়, তবে সে মস্তক আবৃত
৭ রাখুক। বাস্তবিক পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁহার গৌরবযুক্ত বলিয়া, মস্তক আবরণ করা তাহার উচিত নয়; কিন্তু স্ত্রী পুরুষের
৮ গৌরবযুক্ত। কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক হইতে নয়, বরং স্ত্রীলোক
৯ পুরুষ হইতে উৎপন্ন। স্ত্রীর জন্য পুরুষ সৃষ্ট হয় নাই,
১০ কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রী সৃষ্ট। সুতরাং স্বর্গদূতদের জন্য,
১১ মস্তকে কর্ত্তৃত্বের চিহ্ন রাখা স্ত্রীর কর্ত্তব্য। তথাপি প্রভুতে স্ত্রী পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র নয়, আবার পুরুষও স্ত্রী হইতে
১২ স্বতন্ত্র নয়। কারণ যেমন পুরুষ হইতে স্ত্রী উৎপন্ন, তেমনই আবার স্ত্রী দ্বারা পুরুষের জন্ম হয়, কিন্তু সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে।

১৩ তোমরা নিজেরাই বিচার কর, অনাবৃত মস্তকে ঈশ্বরের
১৪ কাছে প্রার্থনা করা কি স্ত্রীলোকের শোভা পায়? প্রকৃতিই কি তোমাদের শিক্ষা দেয় না যে, পুরুষ যদি লম্বা চুল রাখে,
১৫ তবে তাহাতে তাহার অগৌরব হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক যদি লম্বা চুল রাখে, তবে তাহাতে তাহার গৌরব হয়? কারণ
১৬ সেই চুল আবরণরূপে তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেহ যদি এই বিষয়ে বিবাদ করিতে চায়, তবে সেইপ্রকার ব্যবহার আমাদের মধ্যে নাই, ঈশ্বরের মণ্ডলীসমূহের মধ্যেও নাই।

১৭ ইহার পরে আমি তোমাদের যে আদেশ দিতে চাই, তাহাতে আমি তোমাদের প্রশংসা করি না, কারণ তোমাদের
১৮ সম্মেলন শুভকর না হইয়া বরং ক্ষতিকর হয়। প্রথমতঃ, শুনিতে পাইতেছি, যখন তোমরা মণ্ডলীতে সম্মিলিত হও, তখন তোমাদের মধ্যে দলাদলি হইয়া থাকে, এবং ইহা
১৯ কতকটাও বিশ্বাস করিতেছি। বাস্তবিক তোমাদের মধ্যে দলভেদ আবশ্যক, যেন তোমাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির প্রকাশ

৪ ১ করিঃ ১২; ১০। ১৪; ১
৭ আদি ১, ২৬, ২৭। ৫; ১
৮ আদি ২, ২২, ২৩
১ তীমঃ ২, ১৩
৯ আদি ২; ১৮
১০ আদি ৬; ২
১৮ ১ করিঃ ১; ১০-১২। ৩; ৩, ৪
১৯ ১ যোঃ ২; ১৮, ১৯
প্রেঃ ২০; ৩০
১ তীমঃ ৪; ১
দ্বিঃ বিঃ ১৩; ৩

২০ হইতে পারে। তোমরা যখন একস্থানে সমবেত হও,
২১ তখন প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা হয় না ; আহারের সময়ে প্রত্যেকে নিজের খাদ্য গ্রহণ করিতে ব্যস্ত থাকে, তাহাতে
২২ একজন ক্ষুধিত থাকে, আর একজন মত্ত হয়। যেখানে পানাহার করিতে পার এমন গৃহ কি তোমাদের নাই? অথবা তোমরা কি এইরূপে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে তুচ্ছ করিতেছ, এবং যাহাদের কিছু নাই, তাহাদের অপমান করিতেছ? আমি তোমাদের কি বলিব? এই বিষয়ে কি তোমাদের প্রশংসা করিতে পারি? আমি প্রশংসা করি না।

২৩ কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদের নিকট সমর্পণও করিয়াছি যে, প্রভু যীশু যে রাত্রিতে শত্রুহস্তে সমর্পিত হইলেন, সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন,
২৪ এবং ধন্যবাদ দিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন ও বলিলেন, ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য ; আমার স্মরণার্থে
২৫ ইহা করিও। সেইরূপে তিনি আহারের পর পানপাত্রও লইয়া বলিলেন, এই পানপাত্র আমার রক্তে সাধিত নূতন সন্ধি-নিয়ম ; তোমরা যতবার পান করিবে, আমার স্মরণার্থে
২৬ ইহা করিও। কারণ যতবার তোমরা এই রুটি আহার কর, এবং এই পানপাত্রে পান কর, ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্য্যন্ত তিনি না আসেন।

২৭ অতএব যে কেহ অযোগ্যভাবে প্রভুর রুটি আহার করিবে কিংবা তাঁহার পানপাত্রে পান করিবে, সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের
২৮ দায়ী হইবে। কিন্তু মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক, এবং এইরূপে সেই রুটি গ্রহণ করুক ও সেই পানপাত্র হইতে
২৯ পান করুক। কারণ যে কেহ আহার ও পান করে, সে যদি সেই শরীরের মর্ম্ম না বুঝে, তবে সেই পানাহারে
৩০ তাহার নিজেরই দণ্ডাজ্ঞা হয়। এইজন্য তোমাদের মধ্যে বিস্তর লোক দুর্ব্বল ও পীড়িত, এবং অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।
৩১ আমরা যদি আপনাদের চিনিতাম, তবে বিচারিত হইতাম না ;
৩২ কিন্তু আমরা যখন বিচারিত হই, তখন প্রভুর দ্বারা আমরা
৩৩ শাসিতও হই, যেন জগতের সহিত দণ্ডিত না হই। সুতরাং, আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা যখন আহার করিবার জন্য সমবেত
৩৪ হও, তখন একজন অন্যের জন্য অপেক্ষা করিও। কেহ ক্ষুধিত হইলে সে বাড়ীতে আহার করুক ; সমবেত হওয়ার ফলে তোমরা যেন দণ্ডিত না হও। অন্য সমস্ত বিষয়ে, যখন আমি আসিব, তখন আদেশ দিব।

২২ যাকোব ২ ; ৫,৬
২৩ মথি ২৬ ; ২৬-২৮ মার্ক ১৪ ; ২২-২৪ লূক ২২ ; ১৯,
২৫ যাত্রা ২৪ ; ৮ সখ: ৯ ; ১১ ২ করি: ৩ ; ৬
২৬ মথি ২৬ ; ২৯
২৭ ইব্রী: ১০ ; ২৯
২৮ ২ করি: ১৩ ; ৫ গা: ৬ ; ৪
৩০ রো: ১৩ ; ১১ ১ করি: ১৫ ; ২০ ইফি: ৫ ; ১৪ ১ থিষ: ৫ ; ৬
৩২ ইব্রী: ১২ ; ৫,৬ হিতো: ৩ ; ১১

পবিত্র আত্মাপ্রদত্ত বিবিধ অনুগ্রহ

১২ ভ্রাতৃগণ, আমি চাই না যে তোমরা বিবিধ আধ্যাত্মিক ২ বরের বিষয়ে অজ্ঞ থাক। তোমরা জান যে, যখন তোমরা বিজাতীয় লোক ছিলে, তখন কিরূপে আকৃষ্ট হইয়া মূক ৩ প্রতিমার দিকে চালিত হইতে; এইজন্য আমি তোমাদের জানাইতেছি যে, ঈশ্বরের আত্মার আবেশে কথা বলিলে, কেহ বলে না, "যীশু শাপগ্রস্ত" এবং পবিত্র আত্মার আবেশ ব্যতিরেকে কেহ বলিতে পারে না, "যীশু প্রভু"।

৪ অনুগ্রহদান বিভিন্ন প্রকার, কিন্তু আত্মা এক; এবং ৫ সেবাকার্য্য বিভিন্ন প্রকার, কিন্তু প্রভু এক; এবং ক্রিয়া- ৬ সাধক শক্তি বিভিন্ন প্রকার, কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলের ৭ অন্তরে সেই শক্তি সর্ব্বতোভাবে সক্রিয় করেন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আত্মার আবির্ভাব কল্যাণের উদ্দেশ্যে ৮ প্রদত্ত হয়। কারণ একজনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য প্রদত্ত হয়, আর একজনকে সেই একই আত্মানুসারে ৯ জ্ঞানের বাক্য, আর একজনকে সেই একই আত্মা দ্বারা বিশ্বাস, আর একজনকে সেই একই আত্মা দ্বারা আরোগ্য ১০ সাধনের নানা অনুগ্রহদান, আর একজনকে পরাক্রম-কার্য্য- সাধক শক্তি, আর একজনকে ভাববাণী, আর একজনকে আত্মাদের পরীক্ষা করিবার শক্তি, অন্য একজনকে নানা- বিধ ভাষা, এবং অন্য একজনকে বিভিন্ন ভাষার অর্থ ১১ করিবার শক্তি প্রদত্ত হয়; এই সকল কার্য্য সেই একমাত্র আত্মাই সাধন করেন; তিনি আপন ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহা বিভাগ করিয়া দেন।

২ হবক্‌: ২; ১৮, ১৯
১ থিষ: ১; ৯
৩ মথি ৭; ২১
মার্ক ৯; ৩৯
রো: ১০, ৯
১ যো: ৪; ২, ৩
৪ রো: ১২; ৬, ৭
ইব্রী: ২; ৪
৫ ইফি: ৪; ১১
১ করি: ৮; ৬
৬ ইফি: ৪; ৬
ফিলি: ২; ১৩
৭ ১ করি: ১৪; ২৬
৮ রো: ১২; ৬
১১ ইফি: ৪; ৭
১ করি: ৭; ৭

মণ্ডলী খ্রীষ্টের দেহস্বরূপ

১২ কারণ যেমন দেহ এক, আর তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক, এবং সেই একই দেহের অঙ্গগুলি অনেক হইলেও, তাহা ১৩ এক দেহ, খ্রীষ্টও সেইরূপ। কারণ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই একই আত্মার দ্বারা একই দেহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং আমাদের সকলকে ১৪ একই আত্মা হইতে পান করিতে দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক ১৫ দেহ একটি অঙ্গ নয়, অনেক। চরণ যদি বলে, আমি হস্ত নই, সুতরাং দেহের অংশ নই, সেজন্য তাহা যে দেহের ১৬ অংশ নয়, এমন নয়। আর কর্ণ যদি বলে, আমি চক্ষু নই, সুতরাং দেহের অংশ নই, সেজন্য তাহা যে দেহের ১৭ অংশ নয়, এমন নয়। সমস্ত দেহ যদি চক্ষু হইত, তবে

১২ রো: ১২; ৪
১ করি: ১০; ১৭
১৩ গাঃ ৩; ২৮

শ্রবণ কোথায় থাকিত? এবং সমস্তই যদি কর্ণ হইত, তবে
১৮ ঘ্রাণ কোথায় থাকিত? কিন্তু ঈশ্বর অঙ্গ সকল এক এক করিয়া দেহের মধ্যে যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন সেইরূপে
১৯ স্থাপিত করিয়াছেন। নতুবা সমস্তই যদি একটি অঙ্গ হইত,
২০ তবে দেহ কোথায় থাকিত? এখন, অঙ্গ অনেক, কিন্তু
২১ দেহ এক। আর চক্ষু হস্তকে বলিতে পারে না, তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই; আবার মস্তক চরণকে বলিতে পারে
২২ না, তোমাদের আর আমার প্রয়োজন নাই; বরং দেহের যে সকল অঙ্গকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয়, সেইগুলিই
২৩ অধিক প্রয়োজনীয়। আমরা দেহের যে সকল অঙ্গকে অপেক্ষাকৃত অনাদরণীয় বলিয়া মনে করি, সেইগুলিকে অধিক আদরে ভূষিত করি, এবং আমাদের যে অঙ্গগুলি
২৪ শ্রীহীন, সেইগুলি অধিকতর শ্রীবিশিষ্ট হয়; কিন্তু আমাদের যে অঙ্গগুলি সুশ্রী, তাহাদের সেই প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরই দেহ সংগঠিত করিয়াছেন, এবং যে অঙ্গ নিকৃষ্ট, তাহা
২৫ অধিকতর সম্মানিত করিয়াছেন, যেন দেহের মধ্যে বিভেদ না হয়, বরং অঙ্গ সকল যেন পরস্পরের জন্য সমভাবে চিন্তা
২৬ করে। আর এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই দুঃখ পায়, এবং এক অঙ্গ গৌরবান্বিত হইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই আনন্দিত হয়।

২৭ তোমরা খ্রীষ্টের দেহ এবং সেই দেহে তোমরা এক একটি
২৮ অঙ্গ। ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রথমতঃ প্রেরিত, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদী, তৃতীয়তঃ শিক্ষকদের স্থাপন করিয়াছেন; পরে নানাবিধ পরাক্রমকার্য্য সাধনের শক্তি, পরে আরোগ্যসাধক অনুগ্রহ-দান, সাহায্যদানে তৎপরতা, পরিচালনার ক্ষমতা, ও নানাবিধ
২৯ ভাষা দিয়াছেন। সকলেই কি প্রেরিত? সকলেই কি ভাববাদী? সকলেই কি শিক্ষক? সকলেই কি পরাক্রম-
৩০ কার্য্য করিবার শক্তি পাইয়াছে? সকলেই কি আরোগ্য-সাধক অনুগ্রহদান পাইয়াছে? সকলেই কি নানাবিধ ভাষা
৩১ বলে? সকলেই কি অর্থ বুঝাইয়া দেয়? তোমরা শ্রেষ্ঠ দানসকল প্রাপ্ত হইতে উদ্যোগী হও। আর এখন আমি তোমাদের আরও উৎকৃষ্ট এক পথ দেখাইতেছি।

২৬ রোঃ ১২; ১৫
২৭ রোঃ ১২; ৫
১করিঃ ৬; ১৫, ১০; ১৭
ইফিঃ ৫; ৩০
২৮ ইফিঃ ৪; ১১, ১২
৩১ ১ করিঃ ১৪; ১, ৫

প্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট আত্মিকদান

১৩ যদি আমি মনুষ্যদের, এবং দূতগণেরও ভাষায় কথা বলি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি নিনাদকারী
২ ঘণ্টা অথবা ঝনঝনকারী করতালমাত্র। আর যদি ভাববাণী

২ মথি ৭; ২২। ১৭; ২০

বলিতে সক্ষম হই ও সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্বে ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে পারদর্শী হই, এবং পর্ব্বত স্থানান্তরিত করিবার জন্য যদি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, অথচ আমার প্রেম না থাকে, ৩ তবে আমি কিছুই নই। আমার যথাসর্ব্বস্ব যদি দরিদ্রদের আহারের জন্য বণ্টন করিয়া দিই, এবং দগ্ধ হইবার জন্য আপন দেহ সমর্পণ করি, অথচ আমার প্রেম না থাকে, তবে আমার কিছুই লাভ নাই।

৩ মথি ৬; ২

৪ প্রেম দীর্ঘসহিষ্ণু, প্রেম সদয়, প্রেম ঈর্ষা করে না, দম্ভ ৫ প্রকাশ করে না, গর্ব্বস্ফীত হইয়া উঠে না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থচেষ্টা করে না, সহজে বিরক্ত হয় না, অপকার ৬ গণনা করে না, অধার্ম্মিকতা দেখিয়া আনন্দিত হয় না, ৭ কিন্তু সত্যের সঙ্গে আনন্দিত হয়; সকলই সহ্য করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকল অবস্থায় ধৈর্য্য ধরে।

৫ ফিলিঃ ২; ৪
৬ রোঃ ১২; ৯
৭ ১ করিঃ ৯; ১২

৮ প্রেম কখনও নিঃশেষিত হয় না; কিন্তু যদি ভাববাণী থাকে, তাহা বিলুপ্ত হইবে; যদি নানা ভাষা থাকে, তাহা ৯ শেষ হইবে; যদি জ্ঞান থাকে, তাহা বিলুপ্ত হইবে। কারণ আমরা আংশিকভাবে জানি, এবং আংশিকভাবে ভাববাণী ১০ বলি; কিন্তু পূর্ণতা যখন আসিবে, তখন যাহা অংশমাত্র তাহা ১১ বিলুপ্ত হইবে। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর ন্যায় কথা বলিতাম, শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম, শিশুর ন্যায় বিচার করিতাম; এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আমি শিশু-স্বভাব ১২ ত্যাগ করিয়াছি। কারণ এখন আমরা দর্পণে অস্পষ্ট* দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তখন সামনাসামনী হইয়া দেখিব; এখন আমি আংশিকভাবে জানিতে পাই কিন্তু আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি, তখন তেমনই পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত ১৩ হইব। এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম এই তিনটি বিদ্যমান, কিন্তু প্রেমই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১২ ২ করিঃ ৩, ১৮। ৫, ৭
যাকোব ১; ২৩
প্রঃ ২২; ৪
১৩ ১ থিষঃ ১; ৩

মণ্ডলীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আত্মিক-দানের প্রয়োগ

১৪ তোমরা প্রেমের অনুধাবন কর, এবং আধ্যাত্মিক বর-লাভের জন্যও উদ্‌যোগী হও, বিশেষতঃ যেন ভাববাণী ২ বলিতে পার। কারণ যে কেহ অপর ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছেই বলে; কারণ

১ ১ করিঃ ১২; ৩১

* অথবা, দর্পণে প্রতিফলিত বিভ্রান্তিজনক কিছু

কেহ তাহা বুঝিতে পারে না, সে আত্মার আবেশে নিগূঢ়-
৩ তত্ত্বের বিষয় বলে। কিন্তু যে কেহ ভাববাণী বলে, সে
মানুষের কাছে তাহাদের গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও
৪ সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলে। যে অপর ভাষায় কথা বলে,
সে আপনাকে গাঁথিয়া তুলে, কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে
৫ মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলে। আমি চাই, যেন তোমরা সকলে
নানাবিধ ভাষায় কথা বলিতে পার, কিন্তু আরও অধিকরূপে
ইচ্ছা করি, যেন ভাববাণী বলিতে পার; কারণ যে ব্যক্তি
নানা ভাষায় কথা বলে, সে মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য
যদি অর্থ বুঝাইয়া না দেয়, তবে যে ভাববাণী বলে সে
সেই ব্যক্তির অপেক্ষা মহান্।

৬ এখন, ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের নিকটে আসিয়া যদি
নানা ভাষায় কথা বলি, অথচ তোমাদের কাছে প্রত্যাদেশ
কিংবা জ্ঞান কিংবা ভাববাণী কিংবা শিক্ষার কথা না বলি,
৭ তবে আমি তোমাদের কি উপকার করিতে পারি? বাঁশী
হউক, কি বীণা হউক, নিষ্প্রাণ বাদ্যযন্ত্রও যদি সুরের
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না করে, তবে কিরূপে জানা যাইবে
৮ বাঁশীতে বা বীণাতে কি বাজিতেছে? আবার, তূরীর ধ্বনি
যদি অস্পষ্ট হয়, তবে কে আপনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
৯ করিবে? তেমনই সহজে বুঝা যায় এমন কথা তোমরা যদি
জিহ্বা দ্বারা না বল, তবে তোমরা কি বলিতেছ তাহা
কিরূপে জানা যাইবে? বরং তোমাদের কথা শূন্যেই বলা
১০ হইবে। জগতে যতপ্রকার ভাষা আছে, সেগুলির মধ্যে
১১ একটিও অর্থহীন নয়। ভাল, আমি যদি ভাষা বিশেষের
মর্ম্ম না বুঝিতে পারি, তবে আমার নিকট সেই বক্তা এবং
১২ তাহার নিকট আমি উভয়েই বর্ব্বর* প্রতিপন্ন হই। সেই-
রূপে, তোমরাও যখন বিবিধ আধ্যাত্মিক বরের জন্য উদ্যোগী,
তখন চেষ্টা কর যেন মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য আরও
১৩ উৎকর্ষ লাভ করিতে পার। এইজন্য যে কেহ অপর ভাষায়
কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝাইয়া দিতে
১৪ পারে। যদি আমি অপর ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার
আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে।
১৫ তবে উপায় কি? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, বুদ্ধিতেও
প্রার্থনা করিব; আত্মাতে স্তবগান করিব, বুদ্ধিতেও স্তবগান
১৬ করিব। নতুবা তুমি যদি আত্মার আবেশে ধন্যবাদ কর,
তবে যে ব্যক্তি সাধারণ লোকের স্থান পূর্ণ করে, সে কেমন

৫ গণনা ১১; ২৯
৬ ইফি: ১; ১৭
৮ যিশা: ৫৮, ১
যিহি: ৩৩; ৩-৬
১১ প্রে: ২৮; ২
রো: ১; ১৪
কল: ৩; ১১
১৫ ইফি: ৫; ১৯
কল: ৩; ১৬
১৬ গীত ১০৬; ৪৮

* রো: ১; ১৪ দ্র:

করিয়া তোমার ধন্যবাদে 'আমেন' বলিবে? কারণ তুমি কি
১৭ বলিতেছ, তাহা সে জানে না। তুমি সুন্দররূপে ধন্যবাদ
দিতেছ, কিন্তু তাহাতে সেই অন্য লোককে গাঁথিয়া তোলা
১৮ হয় না। আমার ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ দিই যে তোমাদের
সকলের অপেক্ষা আমি অধিক ভাষায় কথা বলিয়া থাকি;
১৯ কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে, অপর ভাষায় দশসহস্র কথা অপেক্ষা,
বরং বুদ্ধি দ্বারা পাঁচটি কথা বলিতে চাই, যাহাতে অন্য
লোকদেরও শিক্ষা দিতে পারি।

২০ ভ্রাতৃগণ, চিন্তাধারায় বালকের ন্যায় হইও না, বরং
দুষ্টতা সম্পর্কে শিশুদের ন্যায় হও, কিন্তু চিন্তাধারায় পূর্ণ-
২১ বয়স্ক হও। বিধি-ব্যবস্থায় লেখা আছে, 'আমি ভিন্ন ভাষায়
ও অপরের ওষ্ঠ দ্বারা এই জাতির কাছে কথা বলিব, তাহা
হইলেও তাহারা আমার কথা শুনিবে না, ইহা প্রভু বলেন'।
২২ অতএব সেই নানাবিধ ভাষা বিশ্বাসীদের জন্য নয়, বরং
অবিশ্বাসীদেরই জন্য চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু ভাববাণী অবিশ্বাসীদের
২৩ জন্য নয়, বরং বিশ্বাসীদেরই জন্য। সুতরাং সমস্ত মণ্ডলী
এক স্থানে সমবেত হইলে যদি সকলে নানা ভাষায় কথা
বলে, এবং কয়েকজন সাধারণ কি অবিশ্বাসী লোক সেখানে
প্রবেশ করে, তবে তাহারা কি বলিবে না যে, তোমরা
২৪ পাগল? কিন্তু সকলে যদি ভাববাণী বলে, আর কোন
অবিশ্বাসী কি সাধারণ লোক প্রবেশ করে, তবে সে সকলের
২৫ দ্বারা দোষীকৃত হয়, সে সকলের দ্বারা বিচারিত হয়, তাহাতে
তাহার হৃদয়ের গুপ্ত ভাব সকল প্রকাশ পায়; এবং সেইজন্য
সে ঈশ্বরের উদ্দেশেই সাষ্টাঙ্গে 'প্রণিপাত করিবে' ও ঘোষণা
করিবে, 'ঈশ্বর বাস্তবিক তোমাদের মধ্যবর্ত্তী'।

২৬ ভ্রাতৃগণ, তবে কি বলিব? তোমরা যখন সমবেত হও,
তখন তোমাদের কাহারও গীত থাকে, কাহারও শিক্ষা
থাকে, কাহারও প্রত্যাদেশ থাকে, কাহারও অপর ভাষা
থাকে, কাহারও অর্থ-ব্যাখ্যা থাকে, সেই সমস্তই গাঁথিয়া
২৭ তুলিবার জন্য করা হউক। যদি কেহ অপর ভাষায় কথা
বলে, তবে দুইজন, কিংবা অধিক হইলে তিনজন বলুক,
এক একজন করিয়া বলুক ও একজন অর্থ বুঝাইয়া দিক।
২৮ কিন্তু অর্থকারক না থাকিলে সেই ব্যক্তি মণ্ডলীতে নীরব
থাকুক, কেবল আপনার ও ঈশ্বরের উদ্দেশে কথা বলুক।
২৯ আর ভাববাদীরা দুই কিংবা তিনজন কথা বলুক, অন্য
৩০ সকলে বিবেচনা করুক। কিন্তু সেই স্থানে বসিয়া রহিয়াছে
এমন কাহারও কাছে যদি কিছু প্রকাশিত হয়, তবে প্রথম

২০ ইফি: ৪ ; ১৪
ইব্রী: ৫ ; ১২-১৪
২১ দ্বি: বি: ২৮, ৪৯
যিশা: ২৮, ১১, ১২
২৩ প্রে: ২, ১৩
২৪ ২৫ প্রে: ৪ ; ১৩
ইব্রী: ৪ ; ১২
যো: ১৬ ; ৮
যিশা: ৪৫ ; ১৪
দা: ২ ; ৪৭
সখ: ৮ ; ২৩
২৬ ১ করি: ১২ ; ৮, ১০
ইফি: ৪ ; ১২
২৯ ১ থিষ: ৫ ; ২০, ২১
প্রে: ১৭ ; ১১

৩১ বক্তা নীরব থাকুক। কারণ তোমরা সকলে এক এক করিয়া ভাববাণী বলিতে পার, যেন সকলেই শিক্ষা পায়,
৩২ ও সকলেই আশ্বস্ত হয়। আর ভাববাদীদের আত্মা ভাব-
৩৩ বাদীদের বশবর্ত্তী; কারণ ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার ঈশ্বর নন, কিন্তু শান্তির ঈশ্বর।

৩২ প্রঃ ২২; ৬

৩৪ পবিত্রগণের সমস্ত মণ্ডলীতে যেমন হইয়া থাকে, তোমাদের স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে সেইরূপ নীরব থাকুক, কারণ কথা বলিবার অনুমতি তাহাদের দেওয়া যায় না, বরং যেমন বিধি-ব্যবস্থাও বলে, তাহারা বশীভূত হইয়া থাকুক।
৩৫ আর যদি তাহারা কিছু জানিতে চায়, তবে গৃহে নিজ নিজ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ মণ্ডলীতে কথা বলা
৩৬ স্ত্রীলোকের লজ্জার বিষয়। ঈশ্বরের বাক্য কি তোমাদের মধ্য হইতেই নির্গত হইয়াছিল, অথবা তাহা কি কেবল
৩৭ তোমাদের নিকট পোঁছিয়াছে? কেহ যদি আপনাকে ভাববাদী কি আধ্যাত্মিক বলিয়া মনে করে, তবে সে বুঝুক, আমি তোমাদের কাছে যাহা যাহা লিখিলাম, তাহা প্রভুরই
৩৮ আদেশ। কেহ যদি ইহা উপেক্ষা করে, তবে সেও উপেক্ষিত
৩৯ হইবে। সুতরাং আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভাববাণী বলিবার জন্য উদ্যোগী হও, অথচ নানা ভাষায় কথা বলিতে বারণ
৪০ করিও না। কিন্তু সকলই শোভনীয় ও সুশৃঙ্খলাভাবে করা হোক।

৩৪ ১ তীমঃ ২; ১২
তীত ২; ৫
ইফিঃ ৫, ২২
আদি ৩; ১৬

৩৭ ১ যোঃ ৪; ৬

৪০ কলঃ ২; ৫

বিশ্বাসীদের শেষকালীন পুনরুত্থান

১৫ ভ্রাতৃগণ, সেই সুসমাচারের বিষয়ে তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে সুসমাচার তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি, যাহা তোমরা গ্রহণ করিয়াছ ও যাহাতে তোমরা
২ দাঁড়াইয়া আছ; আর তাহারই দ্বারা আমি তোমাদের নিকট যে বাক্য প্রচার করিয়াছি, তাহা যদি ধরিয়া রাখ তবে পরিত্রাণও পাইতেছ; নতুবা তোমরা বৃথা বিশ্বাস করিয়াছ।

৩ আমি নিজে যাহা গ্রহণ করিয়াছি, মুখ্য বিষয়রূপে তাহা তোমাদের কাছে সমর্পণও করিয়াছি; বিষয়টি এই, শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন ও সমাধিপ্রাপ্ত
৪ হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারেই তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত
৫ হইয়াছেন; তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারোজনকে দেখা
৬ দিলেন; তাহার পর একবারে পাঁচ শতের অধিক ভ্রাতাদের দেখা দিলেন, তাহাদের অধিকাংশ লোক এখনও বর্ত্তমান
৭ রহিয়াছে, কিন্তু কাহারও কাহারও মৃত্যু হইয়াছে। তাহার

৩ যিশাঃ ৫৩; ৮, ৯
গাঃ ১; ৪
৪ গীত ১৬; ১০
হোঃ ৬; ২
মথি ১২; ৪০
যোনা ১; ১৭
যোঃ ২; ১৯-২২
৫ মার্ক ১৬; ১৪
লূক ২৪; ৩৪
৭ লূক ২৪; ৫০

পর তিনি যাকোবকে, পরে সকল প্রেরিতকে দেখা দিলেন।
৮ সকলের শেষে আমার মত অকাল-জাতকেও তিনি দেখা দিলেন।
৯ কারণ প্রেরিতদের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, বরং প্রেরিত নামে আখ্যাত হইবার অযোগ্য, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে
১০ নির্য্যাতন করিতাম। কিন্তু এখন আমি যাহা, তাহা আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহেই হইয়াছি; এবং আমার প্রতি প্রদত্ত তাঁহার অনুগ্রহ নিরর্থক হয় নাই, বরং তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা আমি অধিক পরিশ্রম করিয়াছি; অথচ আমিই যে করিয়াছি, তাহা নয়, কিন্তু আমার সহবর্ত্তী ঈশ্বরের অনুগ্রহই তাহা
১১ করিয়াছে; সুতরাং আমি করি অথবা তাঁহারাই করেন, আমরা এইরূপ প্রচার করি, এবং তোমরা এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছ।
১২ ভাল, খ্রীষ্ট যখন এই বলিয়া প্রচারিত হইতেছেন যে, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তখন তোমাদের কেহ কেহ কেমন করিয়া বলিতেছ যে, মৃতদের পুনরুত্থান
১৩ নাই? মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত
১৪ হন নাই। আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও
১৫ বৃথা। ইহা ছাড়া ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমরা যে মিথ্যা সাক্ষী, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে; কারণ আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়াছি যে, তিনি খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু যদি মৃতদের উত্থাপন না হয়, তাহা হইলে তিনি
১৬ তাঁহাকে উত্থাপন করেন নাই। কারণ মৃতদের উত্থাপন
১৭ যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত হন নাই। আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অসার, তোমরা এখনও নিজেদের পাপে মগ্ন রহিয়াছ।
১৮ সুতরাং খ্রীষ্টে আশ্রিত হইয়া যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাহারাও
১৯ বিনষ্ট হইয়াছে। এই জীবনের জন্য খ্রীষ্টের উপরে প্রত্যাশা রাখি এবং ইহার অতিরিক্ত কিছু যদি আমাদের না থাকে, তবে আমরা সকল মনুষ্যের মধ্যে অধিক দুর্ভাগা।
২০ কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত
২১ হইয়াছেন, তিনি মৃতদের মধ্যে প্রথম ফল। কারণ মনুষ্য দ্বারা যেমন মৃত্যু আসিয়াছে, তেমনই মনুষ্য দ্বারা আবার মৃতদের
২২ পুনরুত্থান আসিয়াছে। কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনই খ্রীষ্টেই আবার সকলকে সঞ্জীবিত করা হইবে।
২৩ কিন্তু প্রত্যেকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী অনুসারে; অগ্রে খ্রীষ্ট প্রথম ফলরূপে, পরে তাঁহার আগমনকালে খ্রীষ্টের

৮ ১ করিঃ ৯; ১
৯ ইফিঃ ৩; ৮
১ তীমঃ ১; ১৫
১০ ২ করিঃ ১১; ৫, ২৩। ৩; ৫। ১২, ১১
১৫, ১৬ প্রেঃ ১; ২২। ৩০-৩২
১ করিঃ ৬, ১৪
২০ কলঃ ১, ১৮
১ করিঃ ১১; ৩০
২১, ২২ আদি ৩; ১৭-১৯
রোঃ ৫; ১২, ১৮
২৩ ১ থিষঃ ৪; ১৬

২৪ সকল লোক। তাহার পর অন্তিমকাল আসিবে; তখন সমস্ত আধিপত্য এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত করিবার পর তিনি পিতা ঈশ্বরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিবেন।
২৫ কারণ 'যে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সমস্ত শত্রুকে তাঁহার পদতলে
২৬ না রাখিবেন' তাঁহাকে রাজত্ব করিতে হইবে। শেষ শত্রু
২৭ যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হইবে। কারণ 'তিনি সকলই তাঁহার পদতলে বশীভূত করিয়া রাখিলেন'। কিন্তু যখন বলা হয় যে, সকলই বশীভূত করা হইয়াছে, তখন স্পষ্ট দেখা যায়, যিনি সকলই তাঁহার বশীভূত করিলেন, কেবল তাঁহাকে
২৮ বাদ দিয়াই এইরূপ করা হইয়াছে। সকলই তাঁহার বশীভূত করা হইলে, পুত্র আপনিও তাঁহারই বশীভূত হইবেন, যিনি সকলই তাঁহার বশে রাখিয়াছিলেন, যেন ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা হন।

২৯ আবার, মৃতদের পক্ষে যাহারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তাহারা কি করিবে? মৃতেরা যদি একেবারেই উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে মৃতদের পক্ষে তাহারা কেন বাপ্তিস্ম
৩০ গ্রহণ করে? আর আমরাই বা কেন প্রতি ঘণ্টায় বিপদের
৩১ সম্মুখীন হই? ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে তোমাদের সম্বন্ধে আমার যে গর্ব্ব করিবার কারণ রহিয়াছে, তাহার বলে শপথ করিয়া
৩২ বলিতেছি, আমি প্রতিদিন মরিতেছি। মনে কর, আমি ইফিষে,—লোকে যেমন বলে,—পশুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার কি লাভ হইয়াছে? মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে বরং 'এস, আমরা ভোজন-
৩৩ পান করি, কারণ কল্য মরিব'। ভ্রান্ত হইও না, কুসংসর্গ
৩৪ শিষ্টাচার নষ্ট করে। ভাবাবেশ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণ কর, পাপ করিও না, কারণ কেহ কেহ ঈশ্বরের পরিচয় পায় নাই; এই কথা তোমাদের লজ্জা দিবার জন্য বলিতেছি।

৩৫ কিন্তু কেহ বলিবে, মৃতেরা কিভাবে উত্থাপিত হয়?
৩৬ কিপ্রকার দেহ ধারণ করিয়াই বা আসে? নির্ব্বোধ তুমি, তুমি যাহা বপন কর, তাহা না মরিলে জীবিত করা যায় না।
৩৭ আর যাহা বপন কর, তাহাতে যে দেহ উৎপন্ন হইবে, তাহা তুমি বপন কর না; বরং গমেরই হউক, কি অন্য
৩৮ কিছুরই হউক, বীজ একটিমাত্র বপন করিতেছ; কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে যে দেহ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই তিনি দেন;
৩৯ তিনি প্রত্যেক বীজকে তাহার নিজস্ব দেহ দেন। সকল মাংস একই প্রকারের নয়; কিন্তু মানুষের মাংস একপ্রকার, পশুর মাংস অন্যপ্রকার, পক্ষীর মাংস অন্যপ্রকার,

২৪ দাঃ ২; ৪৪। ৭; ১৪
২৫ গীত ১১০; ১ মথি ২২; ৪৪
২৬ ২ তীম: ১; ১ প্রঃ ২০; ১৪। ২১; ৪
২৭ গীত ৮; ৬ ইফি: ১; ২২
৩১ রোঃ ৮; ৩৬ ২ করি: ৪; ১১
৩২ যিশা: ২২; ১ লূক ১২; ১৯ ২ করি: ১; ৮
৩৪ রোঃ ১৩; ১১ ইফি: ৫; ১৪
৩৫ যিহি: ৩৭; ৩
৩৬ যোঃ ১২; ২৪
৩৮ আদি ১; ১১

৪০ ও মৎস্যের অন্যপ্রকার। স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয় প্রকারের দেহ আছে; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলির প্রভা একপ্রকার ও
৪১ পার্থিব দেহগুলির প্রভা ভিন্নপ্রকার। সূর্য্যের একপ্রকার প্রভা, চন্দ্রের অন্যপ্রকার ও নক্ষত্রদের আর এক প্রকার প্রভা; কারণ প্রভাসম্বন্ধে একটি নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্র
৪২ ভিন্ন। মৃতদের পুনরুত্থানও সেইরূপ। যাহা বপন করা হয় তাহা নশ্বর, যাহা উত্থাপন করা হয় তাহা অবিনশ্বর।
৪৩ অনাদরে বপন করা হয়, গৌরবে উত্থাপন করা হয়; দুর্ব্বলতায়
৪৪ বপন করা হয়, শক্তিতে উত্থাপন করা হয়; জড়দেহ বপন করা হয়, আত্মিক দেহ উত্থাপন করা হয়। যখন জড়দেহ
৪৫ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে। এইরূপ লেখাও আছে, প্রথম 'মনুষ্য' আদম 'সজীব প্রাণী হইল'; শেষ আদম
৪৬ জীবনদায়ক আত্মা হইলেন। কিন্তু যাহা আত্মিক, তাহা প্রথম নয়, বরং যাহা জড়, তাহাই প্রথম; যাহা আত্মিক
৪৭ তাহা পরবর্ত্তী। প্রথম 'মনুষ্য মৃত্তিকা হইতে, মৃন্ময়';
৪৮ দ্বিতীয় মনুষ্য স্বর্গ হইতে। মৃন্ময় ব্যক্তিরা সেই মৃন্ময়ের
৪৯ তুল্য, এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিরা সেই স্বর্গীয়ের তুল্য। আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি, তেমনই সেই স্বর্গীয় মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তিও ধারণ করিব *।

৫০ আমি এই বলি, ভ্রাতৃগণ, রক্ত-মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না; এবং নশ্বরতা অবিনশ্বরতার
৫১ অধিকারী হইতে পারে না। দেখ, আমি তোমাদের এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমাদের সকলের মৃত্যু হইবে না, কিন্তু
৫২ সকলে রূপান্তরিত হইব; এক মুহূর্ত্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে তাহা হইবে; কারণ তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অবিনশ্বর হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং
৫৩ আমরা রূপান্তরিত হইব। কারণ এই নশ্বরকে অবিনশ্বরতা পরিধান করিতে হইবে, এবং এই মর্ত্ত্যকে অমরতা পরিধান
৫৪ করিতে হইবে। আর এই নশ্বর যখন অবিনশ্বরতা পরিহিত হইবে, এবং এই মর্ত্ত্য যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা লেখা আছে, 'মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল',
৫৫ তাহা সফল হইবে। 'মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? মৃত্যু,
৫৬ তোমার জয় কোথায়'? মৃত্যুর হুল পাপ, ও পাপের বল
৫৭ বিধি-ব্যবস্থা। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের জয়দান করেন। সুতরাং,

৪৩ ফিলি: ৩; ২০, ২১
কল: ৩, ৪
৪৫ আদি ২, ৭
যোঃ ৬, ৩৩, ৪০, ৬৩
২ করি: ৩, ১৭
রোঃ ৮, ২, ১০
৪৭ আদি ২, ৭
যোঃ ৩, ৩১
৪৯ আদি ৫, ৩
রোঃ ৮; ২৯
২ করি: ৩; ১৮
৫১ ফিলি: ৩; ২১
১ থিষ: ৪, ১৫, ১৭
৫২ মথি ২৪; ৩১
১ থিষ: ৪; ১৬
৫৩ ২ করি: ৫; ৪
৫৪ ২ তীম: ১; ১০
যিশা: ২৫; ৮
৫৫ হোঃ ১৩; ১৪
৫৬, ৫৭ রোঃ ৪: ১৫। ৫; ১৩। ৬; ১৪। ৭; ৮, ১৩, ২৫

* পাঠান্তর, এস আমরা সেই স্বর্গীয় মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তিও ধারণ করি

৫৮ আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্থির হও, অটল হও, প্রভুর কার্য্যে সর্ব্বদা উৎকর্ষ লাভ কর, কারণ তোমরা জান যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

৫৮ ২ বংশাঃ ১৫ ; ৭
প্রঃ ১৪ ; ১৩
গাঃ ৬ ; ৯

অর্থদানের বিধি

১৬ পবিত্রগণের জন্য অর্থদান সম্বন্ধে, আমি গালাতিয়া দেশস্থ মণ্ডলী সকলকে যে আদেশ দিয়াছি, তোমরাও ২ সেইরূপ কর। তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ সঙ্গতি লাভ অনুসারে অর্থ সঞ্চয় করিয়া প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে আপনার নিকট তাহা রাখিও, যেন আমি যখন আসিব, ৩ কেবল তখনই অর্থ সংগ্রহ করা না হয়। পরে আমি উপস্থিত হইলে, যিরূশালেমে তোমাদের সেই উপহার লইয়া যাইবার জন্য তোমরা যাহাদের যোগ্য মনে করিবে, আমি ৪ পত্র দিয়া তাহাদের পাঠাইয়া দিব। যদি আমারও যাওয়া উপযুক্ত হয়, তবে তাহারা আমার সঙ্গে যাইবে।

১ প্রেঃ ১১ ; ২৯।
২৪ ; ১৭
গাঃ ২ ; ১০
২ করিঃ ৮ ; ১৯
২ প্রেঃ ২০ ; ৭

পত্রের উপসংহার; আশ্বাস ও অভিবাদন

৫ মাকিদনিয়া দেশভ্রমণ সমাপ্ত হইলেই আমি তোমাদের ওখানে যাইব, কারণ আমি মাকিদনিয়া দেশ হইয়া যাইতে চাই। ৬ আমি হয়ত তোমাদের নিকট কিছুদিন অবস্থান করিব, কি জানি, শীতকালও যাপন করিব ; তাহা হইলে আমি যে কোনও স্থানে যাই, তোমরা আমার পথ-যাত্রার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে ৭ পারিবে। আমি চাই না যে, এবার কেবল পথিমধ্যেই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় ; কারণ আমার প্রত্যাশা এই যে, যদি প্রভুর অনুমতি হয়, আমি তোমাদের কাছে কিছুকাল ৮ থাকিব। কিন্তু পঞ্চাশত্তমীর দিন পর্য্যন্ত আমি ইফিষে ৯ থাকিব ; কারণ এক বৃহৎ ও ফলপ্রসূ দ্বার আমার সম্মুখে খোলা রহিয়াছে, এবং বিপক্ষ অনেক।

১০ তীমথিয় যদি আসেন, তবে দেখিও, যেন তিনি তোমাদের মধ্যে নিরাপদে থাকিতে পারেন, কারণ আমি যেমন, তেমনই ১১ তিনিও প্রভুর কার্য্য করিতেছেন ; অতএব কেহ তাঁহাকে তুচ্ছজ্ঞান না করুক। কিন্তু তিনি যেন আমার নিকটে আসিতে পারেন, এইজন্য তোমরা তাঁহাকে শান্তিতে যাত্রা-পথে প্রেরণ করিও, কারণ আমি ভ্রাতাদের সহিত তাঁহার ১২ অপেক্ষা করিতেছি। ভ্রাতা আপল্লোর বিষয়ে বলিতেছি ; আমি তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম, যেন তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাদের কাছে যান ; কিন্তু এখন তিনি

৫ প্রেঃ ১৯ ; ২১
২ করিঃ ১ ; ১৬
৬ রোঃ ১৫ ; ২৪
তীত ৩ ; ১২
৭ প্রেঃ ২০ ; ২।
১৮ ; ২১
৮ প্রেঃ ১৯ ; ১, ১০
৯ প্রেঃ ১৪ ; ২৭
২ করিঃ ২ ; ১২
কলঃ ৪ ; ৩
প্রঃ ৩ ; ৮
১০ ১ করিঃ ৪ ; ১৭
ফিলিঃ ২ ; ২০
১১ ১ তীমঃ ৪ ; ১২
তীত ২ ; ১৫
১২ ১ করিঃ ১ ; ১২।
৩ ; ৬

কিছুতেই যাইতে সম্মত হইলেন না ; পরে সুযোগ পাইলেই
১৩ যাইবেন। তোমরা জাগিয়া থাক, বিশ্বাসে স্থির থাক,
১৪ সাহসী ও বলীয়ান হও। তোমাদের সকল কার্য্য প্রেমে
সাধিত হউক।

১৫ ভ্রাতৃগণ, তোমাদের অনুরোধ করিতেছি, তোমরা স্তিফানের
পরিজনকে জান, তাঁহারা আখায়া দেশের প্রথম ফল, এবং
১৬ পবিত্রগণের সেবাকার্য্যে নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছেন ; তোমরা
এইপ্রকার লোকদের এবং সহকারী ও পরিশ্রমী অন্য সকল
১৭ লোকের অনুগত থাক। স্তিফানের, ফর্তুনাতের ও আখায়িকের
আগমনে আমি আনন্দিত, কারণ তোমরা না থাকাতে আমার
যে অভাব ছিল তাহা তাঁহারা পূর্ণ করিয়াছেন ; তাঁহারা আমার
১৮ এবং তোমাদেরও প্রাণ তৃপ্ত করিয়াছেন। অতএব তোমরা
এইপ্রকার লোকদের শ্রদ্ধা করিও।

১৯ এশিয়ার মণ্ডলীসকল তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছে।
আকিলা ও প্রিস্কা তাঁহাদের গৃহস্থিত মণ্ডলীসহ প্রভুর নামে
২০ তোমাদের বিশেষ অভিবাদন জানাইতেছেন। ভ্রাতৃগণ সকলে
তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছেন। তোমরা পবিত্র চুম্বনে
পরস্পরের অভিবাদন কর।

২১ এই অভিবাদন আমার, ইহা আমি নিজ হস্তে লিখিলাম,—পৌল।

২২ কেহ যদি প্রভুকে ভাল না বাসে, তবে সে অভিশপ্ত
২৩ হউক। মারাণা থা *। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমা-
২৪ দের সহবর্ত্তী হউক। খ্রীষ্ট যীশুতে আমার প্রেম তোমাদের
সকলের সহবর্ত্তী হউক।

১৩ গীত ৩১ ; ২৪
ফিলিঃ ১ ; ২৭
২ থিষঃ ২ ; ১৫
২ শমূঃ ১০ ; ১২
ইফিঃ ৬ ; ১০
১৫ রোঃ ১৬ ; ৫
১ করিঃ ১, ১৬
১৬ ১ থিষঃ ৫ ; ১২
১৭ ২ করিঃ ১১, ৯
১৮ ফিলিঃ ২ ; ২৯
১৯ প্রেঃ ১৮, ২, ১৮, ২৬
রোঃ ১৬ ; ৩, ৫
২০ রোঃ ১৬ ; ১৬
২ করিঃ ১৩, ১২
১ পিঃ ৫, ১৪
২১ কলঃ ৪ ; ১৮
২ থিষঃ ৩ ১৭
গাঃ ৬ ; ১১
ফিলীমঃ ১৯
২২ গাঃ ১, ৮, ৯
ফিলিঃ ৪ ; ৫
যাকোব ৫ ; ৮
ইব্রীঃ ১০, ৩৭
২৩ রোঃ ১৬, ২০

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

আভাষ ও ধন্যবাদ

১ ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত পৌল এবং ভ্রাতা
তীমথিয়, করিন্থে ঈশ্বরের যে মণ্ডলী ও তাহাদের সহিত
আখায়া দেশে যত পবিত্র লোক আছেন, তাঁহাদের সকলের
২ সমীপে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রদত্ত
অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক।

২ রোঃ ১ ; ৭

* অর্থাৎ, আমাদের প্রভু, এস। অথবা, মারাণ আথা।— অর্থাৎ, প্রভু
আসিতেছেন

৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি করুণা-নিধান পিতা এবং সর্ব্বপ্রকার সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বর; ৪ তিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দান করেন, যেন ঈশ্বরের দ্বারা আমরা যে সান্ত্বনায় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই, তাহা দ্বারা নানাভাবে ক্লিষ্ট লোকদের সান্ত্বনা দান করিতে ৫ পারি। কারণ খ্রীষ্টের দুঃখভোগ যেমন আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে আসিয়া পড়িয়াছে, তেমনই খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের ৬ সান্ত্বনাও প্রচুর। আমরা যদি ক্লিষ্ট, তবে তাহা তোমাদের সান্ত্বনা ও পরিত্রাণের জন্য; অথবা আমরা যদি সান্ত্বনা-প্রাপ্ত হই, তবে তাহা তোমাদেরই সান্ত্বনার জন্য; আমরা যে দুঃখে দুঃখিত হই, তোমরাও যদি সেইরূপ দুঃখে ধৈর্য্য ৭ ধারণ কর, সান্ত্বনাও তোমাদের মধ্যে সক্রিয় হইবে। তোমাদের বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা দৃঢ়; কারণ আমরা জানি, তোমরা যেমন দুঃখভোগের, তেমনই সান্ত্বনারও সহভাগী হইয়াছ।

৩ ইফিঃ ১; ৩
১ পিঃ ১; ৩
রোঃ ১৫; ৫

৫,৬ গীত ৯৪; ১৯। ৩৪; ১৯
২ করিঃ ৪; ১৫, ১৭

৮ ভ্রাতৃগণ, আমরা চাই যে, এশিয়ায় আমাদের যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে তোমরা অবগত হও; আমরা অত্যধিক পরিমাণে, শক্তির অতিরিক্ত ভারে ভারগ্রস্ত হইয়াছিলাম, ৯ এমন কি জীবনের আশাও ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; মনে হইয়াছিল আমাদের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে; এইরূপ হইয়াছিল যেন নিজেদের উপরে আস্থা না রাখি, কিন্তু যিনি মৃতদের উত্থাপন ১০ করেন, সেই ঈশ্বরের উপরে রাখি। তিনিই এমন ভয়ানক মৃত্যু হইতে আমাদের উদ্ধার করিয়াছেন, এখনও উদ্ধার করিবেন।* তাঁহার উপরে আমাদের এই প্রত্যাশা রহিয়াছে ১১ যে, ইহার পরেও তিনি উদ্ধার করিবেন, এবং তোমরা ইতিমধ্যে আমাদের জন্য প্রার্থনা করিয়া আমাদের সহায়তা করিবে, যেন অনেকের প্রার্থনার ফলে আমরা যে অনুগ্রহ লাভ করি, তাহার জন্য অনেকের দ্বারা আমাদের পক্ষে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

৮ প্রেঃ ১৯, ২৩
১ করিঃ ১৫; ৩২

১০ ২ তীমঃ ৪; ১৮

১১ ২ করিঃ ৪; ১৫

করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌলের সরল ব্যবহার ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা

১২ আমাদের গর্ব্ব এই, আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা যেমন জগতের মধ্যে তেমনই বিশেষরূপে তোমাদের সম্মুখে পার্থিব জ্ঞানে নয়, বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আমরা ১৩ অনন্যচিত্তে ঈশ্বরদত্ত সরলতায় আচরণ করিয়াছি; তোমরা যাহা পাঠ করিতে অথবা বুঝিতে পার, তাহা ছাড়া অন্য কিছুই

১২ ২ করিঃ ২; ১৭
ইব্রীঃ ১৩; ১৮
১ করিঃ ১; ১৭

* পাঠান্তর, করিতেছেন

তোমাদের নিকট লিখিতেছি না, আর আশা করি তোমরা
১৪ সেইরূপে শেষ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিবে, যেমন এখন কতক পরিমাণে আমাদের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, প্রভু যীশুর দিনে তোমরা যেমন আমাদের, আমরাও তেমনই তোমাদের গর্ব্বের
১৫ বিষয় হইব। এই প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকাতে আমার ইচ্ছা ছিল প্রথমে তোমাদের নিকটে যাইব, যেন তোমরা দ্বিতীয়বার অনুগ্রহ-
১৬ প্রাপ্ত হও, পরে তোমাদের দেশ পরিভ্রমণ করিয়া মাকিদনিয়া যাইব; আবার মাকিদনিয়া হইতে তোমাদের নিকট আসিব, এবং তোমরা আমার যিহূদিয়ার পথ-যাত্রার উপযুক্ত ব্যবস্থা
১৭ করিবে। এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কি আমি চপলতা করিয়াছি? অথবা আমার সঙ্কল্প কি নিতান্ত সাধারণ মানুষের সঙ্কল্পমাত্র, যাহাতে আমার কথায় হাঁ হাঁ আবার
১৮ না নাও হয়? ঈশ্বর যেরূপ বিশ্বস্ত, সেইরূপ তোমাদের প্রতি
১৯ আমাদের কথা "হাঁ", আবার "না" হয় নাই। কারণ যাঁহাকে আমরা, অর্থাৎ আমি, সীলবান ও তীমথিয় তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি, ঈশ্বরের পুত্র সেই যীশু খ্রীষ্টে "হাঁ" আবার "না" হয় নাই, বরং তাঁহাতেই "হাঁ" হইয়া থাকে।
২০ ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা, সকলই তাঁহাতে "হাঁ" হয় বলিয়া আমরা তাঁহারই দ্বারা "আমেন"ও বলি, যেন ঈশ্বরের মহিমা হয়।
২১ আর যিনি তোমাদের সহিত খ্রীষ্টে আমাদের দৃঢ় করিয়াছেন, এবং আমাদের অভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর; আর তিনি
২২ আমাদের মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং আমাদের অন্তঃকরণে অগ্রিমাংশরূপে আত্মাকে দান করিয়াছেন।
২৩ কিন্তু আমি আমার প্রাণের বিষয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী মানিয়া বলিতেছি যে, কেবল তোমাদের নিষ্কৃতি দিবার জন্যই এখন
২৪ পর্য্যন্ত আমি করিন্থে আসি নাই। আমরা যে তোমাদের বিশ্বাসের উপরে প্রভুত্ব করি, তাহা নয়, বরং আমরা তোমাদের আনন্দের জন্যই তোমাদের সহকর্ম্মী, কারণ বিশ্বাসেই তোমরা স্থির হইয়া আছ।

২ আমি স্থির করিয়াছিলাম, পুনরায় তোমাদের নিকটে
২ যাওয়া যেন দুঃখপ্রদ না হয়। কারণ আমি যদি তোমাদের দুঃখদান করি, তবে যে আমার দ্বারা দুঃখ পায়, কেবল সে
৩ ছাড়া আর কে আমাকে আনন্দ দিতে পারে? আর সেই কথা আমি তোমাদের লিখিলাম, যেন উপস্থিত হইলে যাহাদের নিকট হইতে আমার আনন্দ পাওয়া উচিত, তাহাদের দ্বারা দুঃখ না পাই, কারণ তোমাদের সকলের সম্বন্ধে

১৪ ২ করিঃ ৫; ১২ ফিলিঃ ২, ১৬
১৬ ১ করিঃ ১৬, ৫ ৬
১৯ ১ থিষ, ১, ১
রোঃ ১৫, ৮ প্রঃ ৩, ১৪
১ যোঃ ২; ২০ ২৭
২ করিঃ ৫, ৫ রোঃ ৮; ১৬ ইফিঃ ১; ১৩, ১৪
১ করিঃ ২; ১
২৩ রোঃ ১; ৯ ফিলিঃ ১; ৮ ১ থিষঃ ২; ৫
২৪ রোঃ ১১; ২০ ১ পিঃ ৫; ৩
১,৩ ২ করিঃ ৭; ১৬। ১২; ২১। ১৩; ২, ১০ ১ করিঃ ৪; ২১

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমার আনন্দে তোমাদের
৪ সকলেরই আনন্দ হয়। অনেক ক্লেশ ও মনোবেদনার মধ্যে অনেক অশ্রুপাত করিতে করিতে তোমাদের নিকট লিখিলাম, তোমাদের দুঃখ দিবার জন্য নয়, কিন্তু যেন তোমাদের প্রতি আমার প্রেম যে কত অধিক, তাহা জানিতে পার।

৪ প্রে° ২০; ১৯, ৩১। ২ করি° ৭, ৮

দোষী ব্যক্তির প্রতি মণ্ডলীর কর্ত্তব্য

৫ কেহ যদি দুঃখ দিয়া থাকে, তবে সে আমাকেই দুঃখ দেয় নাই,—অতি কঠোরভাবে বলিতে চাই না,—কিন্তু সে কতক
৬ পরিমাণে তোমাদের সকলকেই দুঃখ দিয়াছে। অধিকাংশ লোকের দ্বারা এরূপ ব্যক্তিকে যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে,
৭ তাহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট। অতএব এখন তোমরা বরং ক্ষমাশীল হইয়া তাহাকে আশ্বাসদান করিলে ভাল হয়, যেন
৮ সে অতিশয় দুঃখে অভিভূত না হয়। এইজন্য তোমাদের অনুরোধ করি, তাহার প্রতি প্রেমের স্পষ্ট প্রমাণ দাও।
৯ তোমরা সমস্ত বিষয়ে বাধ্য কিনা, সেই সম্বন্ধে সবিশেষ প্রমাণ
১০ পাইবার জন্য লিখিলাম। যাহার প্রতি কোন ব্যাপারে তোমরা ক্ষমাশীল, আমিও তাহার প্রতি ক্ষমাশীল; কারণ কোন বিষয়ে আমি যখন ক্ষমাশীল হইয়াছি,—যদি ক্ষমাশীল হইয়াই থাকি,—তবে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তাহা তোমাদেরই
১১ জন্য হইয়াছি, যেন আমরা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত না হই, কারণ আমরা তাহার কৌশল ভালরূপে জানি।

৫ ১ করি° ৫, ১, ২
৯ ২ করি° ৭; ১৫। ১০, ৬
লূক ২২; ইফি° ৪ ২৭। ৬; ১১

ঈশ্বরের মহানুগ্রহে সুসমাচার-প্রচারকের পরিতোষ ও বিজয়

১২ আমি যখন খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য ত্রোয়াতে গিয়াছিলাম, আর প্রভুর সেবার জন্য একটি দ্বার আমার সম্মুখে
১৩ উন্মুক্ত হইয়াছিল, তখন আমার ভ্রাতা তীতকে না পাওয়াতে আমার প্রাণে কোন স্বস্তি পাই নাই; আমি সেই স্থানের লোকদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাকিদনিয়ায় চলিয়া
১৪ গেলাম। কিন্তু ধন্য ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বদা খ্রীষ্টে সম্পন্ন জয়োৎসবের শোভাযাত্রায় আমাদের পরিচালিত করেন, এবং আমাদের দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সুগন্ধ সর্ব্বস্থানে
১৫ পরিব্যাপ্ত করেন; কারণ যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছে ও যাহারা বিনাশ পাইতেছে, উভয়ের কাছে ঈশ্বরের পক্ষে
১৬ আমরা খ্রীষ্টের সৌরভ, এক পক্ষের প্রতি মৃত্যুর জন্য মৃত্যুমূলক গন্ধ, অন্যদের পক্ষে জীবনের জন্য জীবনমূলক

১২ প্রে° ১৪ ২৭ ১ করি° ১৬; ৯
১৩ ২ করি° ৭; ৫ প্রে° ২০; ১
১৫ ১ করি° ১; ১৮
১৬ ২ করি° ৩; ৫, ৬

১৭ গন্ধ। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য উপযুক্ত কে? আমরা যে সেই অনেকের ন্যায় লাভের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের বাক্য বিকৃত করি, তাহা নয়, কিন্তু সরলভাবে ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে খ্রীষ্টেই আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে কথা বলি।

৩ আমরা কি আবার আত্ম-প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিয়াছি? অথবা অন্য কাহারও কাহারও ন্যায় আমাদেরও কি তোমাদের কাছে অথবা তোমাদের হস্ত হইতে প্রশংসা-পত্র ২ প্রয়োজন? তোমরাই আমাদের পত্র, আমাদের অন্তঃকরণে ৩ লিখিত পত্র, যাহা সকল মনুষ্য জানে ও পাঠ করে; আর তোমরা খ্রীষ্টের পত্র বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছ, এবং আমাদের দ্বারা সেই পত্র বিতরণ করা হইতেছে; তাহা কালির দ্বারা নয় কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা, 'প্রস্তর-ফলকে নয়' কিন্তু 'মনুষ্যদের হৃদয়-ফলকেই লিখিত' হইয়াছে।

নূতন সন্ধি-নিয়মের উৎকৃষ্টতা

৪ খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এইরূপ দৃঢ়প্রত্যয় ৫ হইয়াছে; আমরা যে নিজেরাই নিজগুণে কোন কিছু সাধন করিবার যোগ্য, ইহা নয়, কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ৬ ঈশ্বর হইতেই উদ্ভূত; যাহা আক্ষরিক নয় কিন্তু আত্মিক এমন এক নূতন সন্ধি-নিয়মের সেবক হইবার জন্য তিনিই আমাদের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন; কারণ অক্ষর ৭ মৃত্যুজনক কিন্তু আত্মা জীবনদায়ক। যে মৃত্যুসাধক বিধানের কথা প্রস্তরে লিখিত ও ক্ষোদিত ছিল, যদি তাহার সেবা এমন তেজোময় হইল যে, ইস্রায়েল-সন্তানেরা 'মোশির মুখের তেজের জন্য' একদৃষ্টে চাহিতে পারিল না,— যদিও সেই ৮ তেজ লুপ্তপ্রায় ছিল,— তবে আত্মাদায়ক সেবা কেন আরও ৯ অধিক তেজোময় হইবে না? কারণ যদি দণ্ডাজ্ঞার সেবা তেজযুক্ত হইল, তবে ধার্ম্মিকতাদায়ক সেবা তেজে কত ১০ না অধিক তেজযুক্ত হইবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে 'যাহা তেজোময় করা হইয়াছিল', এক অধিকতর মহা তেজ ১১ হইয়াছে বলিয়া তাহা 'তেজ-রহিত হইয়াছে'; যাহা লুপ্ত-প্রায় তাহা যদি তেজোময় হইয়া থাকে, তবে যাহা স্থায়ী তাহা বরং অধিক তেজোময় প্রতীয়মান হইবে।

১২ এরূপ প্রত্যাশা আছে বলিয়া আমরা নির্ভীকভাবে কথা ১৩ বলি; মোশির মত করি না, কারণ 'তিনি আপন মুখ আবৃত করিলেন', যেন ইস্রায়েল-সন্তানেরা একদৃষ্টে চাহিয়া

১৭ ২ করিঃ ১; ১২। ৪, ২। ১১; ১৩
১ থিষঃ ২; ৩-৫

১ ২ করিঃ ৫; ১২। ১০; ১২
রোঃ ১৬; ১
প্রেঃ ১৮, ২৭
২ ১ করিঃ ৯, ২
৩ যাত্রা ২৪; ১২। ৩১; ১৮। ৩৪; ১
হিতোঃ ৩, ৩। ৭, ৩
যিহিঃ ১১; ১৯। ৩৬; ২৬
যিরঃ ৩১; ৩৩
ইব্রীঃ ৮; ১০

৫ ২ করিঃ ২, ১৬

৬ যিরঃ ৩১, ৩১
১ করিঃ ১১, ২৫
রোঃ ৭, ৬। ৮; ২
যোঃ ৬; ৬৩
৭ যাত্রা ৩৪; ২৯-৩৫
রোঃ ৪, ১৫

৯ দ্বিঃ বিঃ ২৭, ২৬
ইব্রীঃ ১২; ১৮-২১
রোঃ ১, ১৭। ৩; ২১
ইব্রীঃ ১২; ২২-২৪

১৩ যাত্রা ৩৪; ৩৩, ৩৫

১৪ যাহা লুপ্তপ্রায় তাহার অন্তর্দ্ধান না দেখে। কিন্তু তাহাদের মন কঠিনীকৃত হইয়াছিল। কারণ অদ্য পর্য্যন্ত পুরাতন সন্ধি-নিয়মের কথা যখন পাঠ করা হয়, তখন সেই আবরণ থাকে ; তাহা উন্মোচিত হয় না, কারণ কেবল খ্রীষ্টেই তাহা ১৫ লুপ্ত হয় ; কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে মোশির গ্রন্থ পাঠ করা হয়, তখন তাহাদের হৃদয়ের উপরে আবরণ ১৬ থাকে। কিন্তু কেহ 'যখন প্রভুর প্রতি ফিরে, তখন আবরণ ১৭ তুলিয়া লওয়া হয়'। আর প্রভুই সেই আত্মা ; এবং যেখানে ১৮ প্রভুর আত্মা, সেখানে স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে দর্পণে প্রতিফলিত প্রভুর মহিমা নিরীক্ষণ করিতে করিতে * মহিমার উপরে মহিমাপ্রাপ্ত হইয়া আমরা সেই আত্মারূপ প্রভুর প্রভাবে সেই মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতেছি।

ধর্ম্ম-প্রচারকের সরলতা ও সাহস

৪ এইজন্য ঈশ্বরের দয়ায় এই সেবা-ব্রত প্রাপ্ত হওয়াতে ২ আমরা নিরুৎসাহ হই না ; কিন্তু লজ্জাজনক গুপ্ত বিষয় সকল পরিহার করি, ধূর্ত্ততায় চলি না, ঈশ্বরের বাক্য বিকৃত করি না, কিন্তু সত্য প্রকাশ করিয়া আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রত্যেক মনুষ্যের বিবেকের কাছে নিজেদের যোগ্য পাত্র ৩ দেখাইতেছি। কিন্তু আমাদের সুসমাচার যদি আবৃত থাকে, তবে যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদেরই কাছে আবৃত ৪ থাকে। সেই অবিশ্বাসীদের মনকে এই যুগের দেবতা অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার মহিমামণ্ডিত সুসমাচারের দীপ্তি তাহাদের নিকট প্রতিভাত ৫ না হয়। আমরা আপনাদের নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টকেই প্রভু বলিয়া এবং আমরা যীশুর উদ্দেশে তোমাদের দাস ৬ বলিয়া প্রচার করিতেছি। কারণ যে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, অন্ধকারের মধ্য হইতে দীপ্তি প্রকাশিত হইবে, তিনিই আমাদের হৃদয়ে আপন দীপ্তি প্রকাশ করিলেন, যেন ঈশ্বরের মহিমাযুক্ত জ্ঞান-দীপ্তি খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হয়।

মৃন্ময় পাত্রে গচ্ছিত স্বর্গীয় ধন ও জীবন

৭ কিন্তু এই সম্পদ আমরা মৃন্ময় পাত্রে ধারণ করিতেছি, যেন সেই পরাক্রমের উৎকর্ষ আমাদের নয় কিন্তু ঈশ্বরেরই ৮ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আমরা সর্ব্বপ্রকারে ক্লিষ্ট হইতেছি,

১৪ রোঃ ১১ ; ২৫, ২৭
১৬ রোঃ ১১, ২৩, ২৬
যাত্রা ৩৪, ৩৪
যিশাঃ ২৫, ৭
১৭ যো ৭ ৩৯। ৮, ৩৬
রো ৮ ২
১ করিঃ ১৫, ৪৫
২ করিঃ ৩, ৬
১৮ যাত্রা ১৬, ৭। ২৪ ; ১৬, ১৭
লেবীঃ ৯ ; ২৩
রোঃ ৮ ; ২৯
১ করিঃ ১৩, ১২। ১৫, ৪৯
২ করিঃ ৪, ৬
১ ১ করিঃ ৭ ; ২৫
২ করিঃ ৩ ; ৬
২ ২ করিঃ ২ ; ১৭। ৫ ; ১১
১ থিষঃ ২ ; ৩-৫
রোঃ ৬ ; ২১
৩ ১ করিঃ ১ ; ১৮
৪ ইব্রীঃ ১ ; ৩
ইফিঃ ২ ; ২
২ থিষঃ ২ ; ১১
কলঃ ১ ; ১৫
৫ ২ করিঃ ১ ; ২৪
৬ ২ করিঃ ৩ ; ১৮
আদি ১ ; ৩
২ পিঃ ১ ; ১৯
৭ ২ করিঃ ৫ ; ১
১ থিষঃ ৪ ; ৪
প্রেঃ ৯ ; ১৫
১ করিঃ ২ ; ৫
৮ ২ করিঃ ১ ; ৮। ৭ ; ৫

* অথবা, দর্পণে প্রভুর মহিমা প্রতিফলিত করিতে করিতে

কিন্তু বিপন্ন হই না ; হতবুদ্ধি হইতেছি, কিন্তু হতাশ হই না ;
৯ নির্য্যাতিত হইতেছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না ; অধঃক্ষিপ্ত
১০ হইতেছি, কিন্তু বিনষ্ট হই না। আমরা সর্ব্বদা যীশুর মৃত্যু এই দেহে বহন করিয়া বেড়াইতেছি, যেন যীশুর জীবনও
১১ আমাদের দেহে প্রকাশিত হয়। কারণ আমরা জীবিত হইয়াও যীশুর জন্য সর্ব্বদাই মৃত্যুমুখে সমর্পিত হইতেছি, যেন আমাদের মর্ত্ত্য দেহে যীশুর জীবনও প্রকাশিত হয়।
১২ এইভাবে আমাদের অন্তরে মৃত্যু, কিন্তু তোমাদের অন্তরে জীবন
১৩ সক্রিয় হইতেছে। বিশ্বাসের সেই আত্মা আমাদের আছে, যেরূপ লেখা হইয়াছিল, 'আমি বিশ্বাস করিলাম, সেইজন্য কথাও বলিলাম'; তেমনই আমরা বিশ্বাস করিতেছি, কথাও
১৪ বলিতেছি; কারণ আমরা জানি, যিনি যীশুকে উত্থাপন করিয়াছেন, *তিনি যীশুর সহিত আমাদেরও উত্থাপন করিয়া* তোমাদের সহিত আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত করিবেন।
১৫ কারণ সমস্তই তোমাদের জন্য, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ যত অধিক লোকের মধ্যে প্রকাশিত হয়, ঈশ্বরের মহিমার জন্য কৃতজ্ঞতার পরিমাণও যেন তাহা দ্বারা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

৯ ইব্রীঃ ১৩ ; ৫
১০,১১ ১করিঃ ১৫ ৩১। ২ করিঃ ৬ ; ৯ রোঃ ৬, ৫। ৮ ; ৩৬ ২তীমঃ ২ ; ১ গাঃ ৬, ১৭
১৩ গীত ১১৬, ১০
১৪ ১ করিঃ ৬ ; ১৪ ১ থিষঃ ৪ ; ১৪ যিহূদা ২৪
১৫ ২ করিঃ ১ ; ৩-৬। ১২

ক্ষণস্থায়ী ক্লেশে চিরস্থায়ী প্রত্যাশা

১৬ এইজন্য আমরা নিরুৎসাহ হই না; কিন্তু আমাদের কায়িক মনুষ্য যদিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তথাপি আমাদের আত্মিক
১৭ মনুষ্য দিন দিন নূতন হইয়া উঠিতেছে। কারণ আমাদের আপাত লঘু ক্লেশভার আমাদের জন্য উত্তরোত্তর অনন্তকাল-
১৮ স্থায়ী প্রতাপ-ধন সঞ্চিত করিতেছে, যদি আমরা দৃশ্য বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া অদৃশ্য বিষয়ে লক্ষ্য রাখি; কারণ দৃশ্য বিষয়গুলি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু অদৃশ্য বিষয় সকল চিরস্থায়ী।

৫ কারণ আমরা জানি, যদি আমাদের এই পার্থিব আবাস-রূপ তাঁবু ভাঙ্গিয়া যায় তবে ঈশ্বরপ্রদত্ত এক বাসগৃহ আমাদের আছে, সেই গৃহ হস্ত-নির্ম্মিত নয়, তাহা চিরস্থায়ী
২ ও স্বর্গে অবস্থিত। কারণ বাস্তবিক আমরা এই তাঁবুর মধ্যে থাকিয়া আর্ত্তস্বর করিতেছি এবং আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যেন ইহার উপরে স্বর্গীয় আবাসে আচ্ছাদিত হইতে পারি;
৩ সেইরূপে আচ্ছাদিত হইলে আমাদের আর বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা
৪ যাইবে না। আর এই তাঁবুতে থাকিয়া ভারাক্রান্ত হওয়াতে আমরা আর্ত্তস্বর করিতেছি, কারণ আমরা যে বস্ত্রহীন হইতে চাই তাহা নয়, কিন্তু আমরা আচ্ছাদিত হইতে চাই, যেন

১৬ ইফিঃ ৩ ; ১৬ রোঃ ৭, ২২। ১২, ২ যিশাঃ ৪০ ; ৩০, ৩১
১৭ রোঃ ৮ ; ১৭, ১৮ ইব্রীঃ ১২ ; ১১ ১ পিঃ ১ ; ৬
১৮ ইব্রীঃ ১১ ; ১, ৩ রোঃ ৮ ; ২৪ ২ করিঃ ৫ ; ৭
১ ইয়োব ৪ ; ১৯ ২ পিঃ ১ ; ১৩, ১৪
২ রোঃ ৮ ; ২৩
৪ ১ করিঃ ১৫ ; ৫৩ ৫৪

৫ যাহা মর্ত্ত্য তাহা জীবনের দ্বারা কবলিত হয়। যিনি ইহারই জন্য আমাদের প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি ৬ অগ্রিমাংশরূপে আত্মাকে আমাদের দান করিয়াছেন। এইজন্য আমরা সর্ব্বদা উৎসাহিত হইতেছি; আমরা জানি যে যত দিন এই দেহে বাস করিতেছি, ততদিন প্রভু হইতে দূরে ৭ প্রবাস করিতেছি; কারণ আমরা প্রত্যক্ষ বিষয় দ্বারা নয়, ৮ বিশ্বাস দ্বারাই চলি। আমরা সাহস করিতেছি, এবং দেহ হইতে দূরে প্রবাস ও প্রভুর নিকটে বাস করা অধিক বাঞ্ছনীয় ৯ মনে করি। এইজন্য আমরা এই উচ্চাভিলাষ করিয়াছি যে, নিবাসে থাকি কি প্রবাসে থাকি, আমরা যেন তাঁহারই প্রীতির ১০ পাত্র হই। কারণ সৎকর্ম্ম হউক কি অসৎকর্ম্ম হউক, প্রত্যেকে আপন আপন দেহে যাহা সাধন করিয়াছে সেই অনুসারে প্রতিদান পাইবার জন্য, আমাদের সকলকে খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রদর্শিত হইতে হইবে।

৫ ২ করিঃ ১ ; ২২ ইফিঃ ১ ; ১৩, ১৪ রোঃ ৮; ১৬, ২৩
৬ ইব্রীঃ ১১ ; ১৩, ১৪
৭ ১করিঃ ১৩ ; ১২ ২ করিঃ ৪ ; ১৮
৮ ফিলিঃ ১ ; ২৩
৯ কলঃ ১ ; ১০ ১ থিষঃ ৪ ; ১
১০ প্রেঃ ১০ ; ৪২। ১৭ ; ৩১ রোঃ ২ ; ১৬। ১৪ ; ১০

খ্রীষ্টে নূতন সৃষ্টি ও পুনর্ম্মিলনের বার্ত্তা

১১ সুতরাং প্রভুকে ভয় করার অর্থ জানিয়া, আমরা মনুষ্যের নিকট আমাদের আবেদন জানাইতেছি, কিন্তু আমাদের মনোভাব ঈশ্বরের নিকট প্রকাশিত; আশা করি তাহা ১২ তোমাদের বিবেকের নিকটেও প্রকাশিত। আমরা পুনরায় তোমাদের নিকটে আত্ম-প্রশংসা করিতেছি না, বরং আমাদের বিষয়ে গর্ব্ব করিবার সুযোগ তোমাদের দিতেছি, যেন যাহারা অন্তরের বিষয় নয় কিন্তু বাহিরের দৃশ্য বিষয় লইয়া গর্ব্ব ১৩ করে, তাহাদের উত্তর দিতে পার। কারণ যদি আমরা হতবুদ্ধি হইয়া থাকি, তবে তাহা ঈশ্বরেরই জন্য; যদি ১৪ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকি, তবে তাহা তোমাদের জন্য। কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদের সংযত রাখিয়াছে; কারণ আমরা এরূপ বিচার করিয়াছি যে, যখন একজন সকলের জন্য ১৫ মরিলেন, তখন সকলেই মরিল; আর তিনি সকলের জন্য মরিলেন, যেন, যাহারা জীবিত আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাঁহারই উদ্দেশে জীবন-ধারণ করে, যিনি ১৬ তাহাদের জন্য মরিলেন ও উত্থাপিত হইলেন। সুতরাং এখন হইতে আমরা কোন মনুষ্যকে দৈহিক আকারে চিনি না; যদিও এক সময় খ্রীষ্টকে দৈহিক আকারে চিনিতাম ১৭ কিন্তু এখন আর তাঁহাকে সেইভাবে চিনি না। কেহ যদি খ্রীষ্টে অবস্থান করে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়-গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সমস্তই নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

১১ ২ করিঃ ৪ ; ২
১২ ২করিঃ ১ ; ১৪। ৩ ; ১। ১০ ; ১২
১৪, ১৫ ১ তীমঃ ২ ; ৬ রোঃ ১৪ ; ৭, ৮। ৬ ; ১১
১৭ রোঃ ৮ ; ১। ৬ ; ৪ ইফিঃ ২ ; ১৫ গাঃ ৬ ; ১৫ প্রঃ ২১ ; ৫ যিশাঃ ৪৩ ; ১৮। ৬৫ ; ১৭

১৮ সমস্তই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে; তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার সহিত আমাদের পুনর্ম্মিলিত করিয়াছেন, পুনর্ম্মিলনের সেবা-
১৯ ব্রত আমাদের দিয়াছেন; অর্থাৎ ঈশ্বর খ্রীষ্টে আপনার সহিত জগতের পুনর্ম্মিলন সাধন করিলেন, মনুষ্যদের অপরাধ তাহাদের বিরুদ্ধে গণনা করিলেন না; আর তিনি সেই পুনর্ম্মিলনের বার্ত্তা আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।
২০ এইজন্য খ্রীষ্টের পক্ষেই আমরা রাজদূতের কার্য্য করিতেছি, মনে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের দ্বারা অনুনয় করিতেছেন, আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে এই মিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের
২১ সহিত পুনর্ম্মিলিত হও। যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের জন্য পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হই।

১৮, ১৯ রোঃ ৫; ১০, ১১। ৩; ২৪, ২৫
কলঃ ১, ১৯-২১
গীত ৩২; ২
২০ যিশাঃ ৫২, ৭
ইফিঃ ৬, ২০
গাঃ ৪, ১৪
২১ যোঃ ৮, ৪৬
ইব্রীঃ ৪; ১৫
১ পিঃ ২, ২২
রোঃ ৮, ৩
গাঃ ৩, ১৩
১ করিঃ ১, ৩০
ফিলিঃ ৩; ৯

প্রেরিতদের দুঃখভোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের ধৈর্য্য ও আনন্দ

৬ আমরা তাঁহার সহকর্ম্মী বলিয়া তোমাদের অনুনয় করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথাই গ্রহণ করিও না।
২ কারণ তিনি বলেন,

'আমি অনুগ্রহের সময়ে তোমার প্রার্থনা শুনিলাম,
এবং পরিত্রাণের দিনে তোমাকে সাহায্য করিলাম।'

দেখ, এখনই 'অনুগ্রহের সময়'; এখন 'পরিত্রাণের দিন'।
৩ সেই সেবা-ব্রতের দুর্নাম যেন না হয় সেইজন্য আমরা
৪ কাহারও কোন ব্যাঘাত জন্মাই না, বরং ঈশ্বরের সেবক বলিয়া আমরা এই সমস্ত বিষয়ে আপনাদের যোগ্য প্রতিপন্ন করি,—বিপুল ধৈর্য্যে, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশে, অনাটনে, সঙ্কটে,
৫ প্রহারে, কারাবাসে, বিপ্লবে, কঠোর পরিশ্রমে, অনিদ্রায়,
৬ অনাহারে; শুদ্ধতায়, জ্ঞানে, দীর্ঘ-সহিষ্ণুতায়, সহৃদয়তায়,
৭ পবিত্র আত্মার আবেশে, অকপট প্রেমে, সত্যের বাক্যে, ঈশ্বরের পরাক্রমে; দক্ষিণ ও বাম হস্তে ধার্ম্মিকতার অস্ত্রশস্ত্র
৮ চালনায়, গৌরব ও অগৌরবে, অখ্যাতি ও সুখ্যাতিতে;
৯ আমরা প্রবঞ্চকের ন্যায়, অথচ সত্যনিষ্ঠ; যেন অপরিচিত, অথচ সুপরিচিত; 'যেন মুমূর্ষু, অথচ জীবিত; যেন শাসিত,
১০ অথচ নিহত নই'; যেন দুঃখার্ত্ত, অথচ সর্ব্বদা আনন্দিত; যেন দরিদ্র, কিন্তু অনেককে ধনবান করি; আমাদের যেন কিছুই নাই, অথচ আমরা সমস্ত কিছুর অধিকারী।
১১ করিন্থবাসীরা, তোমাদের প্রতি আমরা মন খুলিয়া কথা
১২ বলিতেছি, আমাদের হৃদয় প্রশস্ত রহিয়াছে; আমাদের অন্তর

১ ১ করিঃ ৩, ৯
২ করিঃ ৫, ২০
মার্ক ১৬; ২০
২ যিশাঃ ৪৯, ৮
লূক ৪; ১৯
৩, ৪ ২ করিঃ ৪, ২। ১১; ১০, ১২
২ তীমঃ ৩, ১০, ১১
৪, ৫ ২ করিঃ ১১; ২৩-২৮
৬ ১ তীমঃ ৪; ১২
রোঃ ১৫; ১৯। ১২; ৯
৭ ১ করিঃ ২; ৪
ইফিঃ ১; ১৩। ৬; ১১-১৭
৯ ২ করিঃ ৪; ১০
গীত ১১৮; ১৮
১০ ফিলিঃ ৪; ১২, ১৩
১১ গীত ১১৯; ৩২
২ করিঃ ৭; ৩। ১১; ১১।
১২; ১৫

যে তোমাদের প্রতি সঙ্কুচিত, তাহা নয়, কিন্তু তোমাদেরই
১৩ স্নেহ সঙ্কুচিত। সন্তান-জ্ঞানে আমি তোমাদের বলিতেছি, প্রতিদানে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত হউক।

১৩ ১ করিঃ ৪; ১৪

মন্দের সহিত বিশ্বাসীদের আপস নিষিদ্ধ

১৪ তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত অসঙ্গত মিলন-সূত্রে আবদ্ধ হইও না; কারণ ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের কি সহযোগিতা?
১৫ অন্ধকারের সহিত দীপ্তিরই বা কি সহভাগিতা? আর বলীয়ালের * সহিত খ্রীষ্টের কি ঐক্য থাকিতে পারে? অবিশ্বাসীর সহিত বিশ্বাসীরই বা কি অংশ থাকিতে পারে?
১৬ প্রতিমার সহিত ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কিপ্রকার সঙ্গতি থাকিতে পারে? আমরাই জীবিত ঈশ্বরের মন্দির, যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন,—

'আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব ও গমনাগমন করিব,
এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে।'

১৭ সুতরাং 'তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া এস
ও পৃথক হও, ইহা প্রভু বলেন,
এবং অশুচি বস্তুর সংস্পর্শে আসিও না;
তাহাতে আমিই তোমাদের গ্রহণ করিব',

১৮ এবং 'আমি তোমাদের পিতা হইব ও তোমরা আমার পুত্রকন্যা হইবে,
সর্ব্বশক্তিমান প্রভু ইহা বলেন।'

৭ প্রীতিভাজনেরা, আমরা যখন এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন এস, আমরা দেহের ও আত্মার সমস্ত মালিন্য হইতে নিজেদের শুচি করি, ঈশ্বর-ভয়ে সম্পূর্ণ পবিত্রতা সাধন করি।

১৪ দ্বিঃ বিঃ ৭; ৩
বিহোঃ ২৩; ১২
ইষ্রাঃ ৯; ১, ২
১ করিঃ ৭; ৩৯
ইফিঃ ৫; ৭, ১১
১৫ ১ করিঃ ১০; ২১
১৬ ১ করিঃ ৩; ১৬
যাত্রা ৬; ৭
লেবীঃ ২৬; ১২
যিরঃ ৩১; ৩৩
যিহিঃ ১১, ২০। ৩৭; ২৬, ২৭
সখঃ ৮; ৮
প্রঃ ২; ১। ২১; ৩
১৭ যিহিঃ ২০, ৩৪, ৪১
যিশাঃ ৫২; ১১
প্রঃ ১৮; ৪
১৮ ২ শমূঃ ৭; ৮
যিশাঃ ৪৩; ৬
যিরঃ ৩১; ৯। ৩২; ৩৮
হোঃ ১; ১০
প্রঃ ২১; ৭

তীতের আগমন ও তাহার ফল

২ আমরা যেন তোমাদের হৃদয়ে স্থান পাই; আমরা কাহারও প্রতি অন্যায় করি নাই, কাহারও হানি করি নাই, কাহাকেও
৩ ক্ষতিগ্রস্ত করি নাই। দোষারোপের উদ্দেশ্যে যে আমি এই কথা বলিতেছি, তাহা নয়; কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমরা আমাদের হৃদয়ে এমনভাবে রহিয়াছ যে জীবনে মরণে
৪ আমরা অভিন্ন। তোমাদের সম্বন্ধে আমার দৃঢ়প্রত্যয় আছে;

২ ২ করিঃ ১২; ১৭, ১৮
প্রেঃ ২০; ৩৩
৩ ২ করিঃ ৬; ১১-১৩
ফিলিঃ ১; ৭
৪ ২ করিঃ ৭; ১৪। ৮; ২৪। ৯; ৩
২ থিষঃ ১; ৪

* অর্থাৎ, শয়তানের

তোমাদের সম্বন্ধে আমার গর্ব্বও যথেষ্ট ; আমি পূর্ণ মাত্রায় আশ্বাস পাইয়াছি এবং আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যেও আমার আনন্দ উপচাইয়া পড়িতেছে।

৫ কারণ আমরা যখন মাকিদনিয়াতে আসিয়াছিলাম, তখনও শারীরিক বিশ্রাম আমাদের কিছুমাত্র হয় নাই ; কিন্তু আমরা সর্ব্বদিকে ক্লিষ্ট হইতেছিলাম ; বাহিরে বিরোধ, অন্তরে ভয় ৬ ছিল। তথাপি ঈশ্বর, যিনি ম্রিয়মানদের আশ্বাস দিয়া থাকেন, তিনি তীতের আগমন দ্বারা আমাদের আশ্বাস ৭ দান করিলেন ; আর কেবল তাঁহার আগমন দ্বারা নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে গিয়া তিনি যে আশ্বাসে আশ্বস্ত হইলেন, তাহা দ্বারাও আশ্বাস দান করিলেন ; কারণ তিনি তোমাদের অনুরাগ, তোমাদের বিলাপ ও আমার পক্ষে তোমাদের উদ্যম সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দিলেন, তাহাতে আমি আরও আনন্দিত ৮ হইলাম। যদিও আমার পত্রদ্বারা তোমাদের দুঃখ দিয়াছিলাম, তথাপি এখন অনুশোচনা করি না,—যদিও পূর্ব্বে অনুশোচনা করিয়াছিলাম—কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি, সেই পত্র অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্য তোমাদের দুঃখ দিয়া- ৯ ছিল ; এখন, তোমাদের দুঃখ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া নয় কিন্তু তোমাদের সেই দুঃখ অনুতাপের সৃষ্টি করিয়াছে এইজন্যই আনন্দিত হইয়াছি ; কারণ ঈশ্বর-অভিপ্রেত দুঃখ তোমাদের দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে আমাদের দ্বারা কোনরূপে তোমরা ১০ ক্ষতিগ্রস্ত না হও। ঈশ্বর-অভিপ্রেত যে দুঃখ তাহা এমন অনুতাপ সাধন করে যাহার ফলে পরিত্রাণ হয়, এবং তাহাতে অনুশোচনার প্রয়োজন থাকে না ; কিন্তু জগৎ যে দুঃখ দেয় ১১ তাহা মৃত্যু সাধন করে। কারণ দেখ, ঈশ্বর-অভিপ্রেত তোমাদের এই দুঃখ কত আগ্রহ উৎপন্ন করিয়াছে, বলিতে কি, কত না আত্মপক্ষ-সমর্থন, কত না বিরাগ, কত না ভয়, কত না অনুরাগ, কত না উদ্যোগ ও কঠোর শাসন ; তোমরা সেই বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আপনাদের শুদ্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছ। ১২ সুতরাং যদিও আমি তোমাদের কাছে লিখিয়াছিলাম, তাহা অন্যায়কারীর জন্য কিংবা যাহার বিরুদ্ধে অন্যায় করা হইয়াছে, তাহার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে তোমাদের যে আগ্রহ আছে, তাহা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের ১৩ নিকট প্রকাশিত হয় এইজন্য লিখিয়াছিলাম। সেইজন্য আমরা আশ্বাসপ্রাপ্ত হইলাম, আর আমাদের সেই আশ্বাসের উপরে আমরা তীতের আনন্দে আরও প্রচুর আনন্দ পাইলাম,

৫ প্রেঃ ২০ ; ১, ২ ২ করিঃ ২ ; ১৩। ৪ . ৮
৬ ২ করিঃ ১ ; ৩, ৪। ২ ; ১৩। ৭ : ১৩ গীত ১৩৮ ; ৬ ১ থিষঃ ৩ . ৭
৮ ২ করিঃ ২ ; ৪
১০ ২ শমূঃ ১২ ; ১৩ মথি ২৭ ; ৩-৫ ইব্রীঃ ১২ ; ১৭ প্রেঃ ১১ ; ১৮
১৩ ২ করিঃ ৭ ; ৬

কারণ তোমাদের সকলের দ্বারা তাঁহার প্রাণ তৃপ্ত হইয়াছে;
১৪ এবং তাঁহার সম্মুখে তোমাদের বিষয়ে যাহা কিছু গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে আমি লজ্জিত হই নাই; বরং আমরা যেমন তোমাদের নিকটে সকলই সত্যভাবে বলিয়াছি, তেমনই তীতের সম্মুখেও আমাদের গর্ব্ব সত্য বলিয়া প্রতি-
১৫ পন্ন হইয়াছে। আর তোমরা সকলে কেমন বাধ্য ছিলে, কেমন সভয়ে ও সকম্পে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ করিয়া তোমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রচুর পরিমাণে
১৬ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি ইহাতে আনন্দিত হইলাম যে, আমি তোমাদের উপরে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতে পারি।

১৪ ২ করিঃ ৭,
১৫ ২ করিঃ ২; ৯। ১০; ৬
১৬ ২ করিঃ ২; ৩

যিরূশালেম-মণ্ডলীর প্রতি অন্যান্য মণ্ডলীর দানশীলতা

৮ ভ্রাতৃগণ, মাকিদনিয়া দেশের বিভিন্ন মণ্ডলীকে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তাহা আমরা তোমাদের জানাই-
২ তেছি। ক্লেশরূপ মহাপরীক্ষার মধ্যেও তাহাদের আনন্দের প্রাচুর্য্য হইয়াছে এবং তাহাদের অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে
৩ বদান্যতারূপ ধন উপচাইয়া পড়িয়াছে। কারণ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাহারা যতদূর সাধ্য, এমন কি সাধ্যের অতিরিক্ত
৪ পরিমাণে স্ব-ইচ্ছায় দান করিয়াছিল, এবং বিস্তর অনুনয় সহকারে তাহারা আমাদের নিকটে এই অনুগ্রহ পাইবার জন্য মিনতি করিয়াছিল, যেন তাহারা পবিত্রগণের জন্য এই
৫ সেবাকার্য্যে সহভাগী হইতে পারে। ইহাতে তাহারা যে কেবল আমাদের আশানুরূপ কার্য্য করিল, তাহা নয়, বরং প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রভুর উদ্দেশে এবং আমাদের
৬ উদ্দেশে নিজেদের অর্পণ করিল। সেইজন্য আমরা তীতকে অনুরোধ করিলাম, তিনি যে অনুগ্রহ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্যে গিয়া তাহা যেন সমাপ্ত করেন।
৭ তোমরা যেমন সর্ব্ববিষয়ে, বিশ্বাসে, বাক্যে, জ্ঞানে, সর্ব্বপ্রকার আগ্রহে এবং আমাদের দ্বারা তোমাদের অন্তরে যে প্রেম জাগ্রত হইয়াছে, তাহাতে উৎকর্ষ লাভ করিতেছ, তেমনই এই অনুগ্রহ-কার্য্যেও উৎকর্ষ লাভ কর।
৮ আদেশরূপে নয়, কিন্তু অপরের আগ্রহের দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমাদের প্রেমের অকৃত্রিমতা সপ্রমাণ করিতে চাই, এজন্য এই কথা বলিলাম।

১ রোঃ ১৫; ২৬
২ রোঃ ১২; ৮ মার্ক ১২; ৪৪
৪ ২ করিঃ ৯; ১ প্রেঃ ১১; ২৯
৭ ১ করিঃ ১; ২ করিঃ ৯;

প্রভু যীশুর আদর্শ

৯ কারণ তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জান; তিনি ধনবান হইলেও তোমাদের জন্য দরিদ্র হইলেন, যেন তোমরা
১০ তাঁহার দারিদ্র্যে ধনবান হও। এবিষয়ে আমি আমার অভিমত জানাইতেছি; তোমাদের পক্ষে ইহা হিতকর, কারণ তোমরা কেবল কার্য্য করিতে নয়, কিন্তু এক বৎসর পূর্ব্বেও সেই বিষয়ে
১১ ইচ্ছা করিতেও আরম্ভ করিয়াছ। এখন তবে কার্য্যটি সম্পন্ন কর; যেমন ইচ্ছা করিবার বিষয়ে আগ্রহ ছিল, তেমনই
১২ প্রত্যেকের সঙ্গতি অনুসারে কার্য্য সমাপ্ত হউক। কারণ যদি আগ্রহ থাকে, তবে প্রত্যেকের সঙ্গতি অনুসারেই তাহা গ্রাহ্য হয়; তাহার যাহা নাই, সেই অনুসারে হয় না।
১৩ অন্য সকলে স্বচ্ছন্দে থাকিবে আর তোমরাই কষ্ট পাইবে
১৪ একথা বলি না; বরং সামঞ্জস্য রাখিয়া, বর্ত্তমান সময়ে তোমাদের প্রাচুর্য্যে উহাদের অভাব পূরণ হউক, যেন আবার উহাদের প্রাচুর্য্যে তোমাদের অভাব পূরণ হয়; এইভাবে
১৫ যেন সমাঞ্জস্য রক্ষিত হয়; যেমন লেখা আছে, 'যে অধিক সংগ্রহ করিল, তাহার উদ্বৃত্ত থাকিল না; এবং যে অল্প সংগ্রহ করিল, তাহার অভাব হইল না।'

মথি ৮; ২০। ২০; ২৮
ফিলিঃ ২; ৬, ৭
১২ হিতোঃ ৩; ২৭, ২৮
মার্ক ১২; ৪৪
১৪ ২ করিঃ ৯; ১২
প্রেঃ ৪; ৩৪
১৫ যাত্রা ১৬; ১৮

অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য ভ্রাতৃগণের নিয়োগ

১৬ কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, তিনি তীতের হৃদয়ে তোমাদের
১৭ উদ্দেশে সেইপ্রকার আগ্রহ প্রদান করিয়াছেন; তীত আমাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন কেবল তাহা নয়, কিন্তু অধিকতর আগ্রহের সহিত স্ব-ইচ্ছায় তোমাদের নিকটে চলিয়া গেলেন।
১৮ আমরা তাঁহার সঙ্গে সেই ভ্রাতাকে পাঠাইলাম, সুসমাচার সম্বন্ধে যাঁহার প্রশংসা সমস্ত মণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইয়াছে;
১৯ কেবল তাহাই নয়, কিন্তু তিনি আমাদের সেবায় সম্পন্ন এই অনুগ্রহ-কার্য্যে প্রভুর গৌরবের উদ্দেশে ও আমাদের প্রবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ আমাদের সহযাত্রী হইবার জন্য, বিভিন্ন মণ্ডলী
২০ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা সতর্ক হইতেছি পাছে এই বহুমূল্য দানের পরিচালনা ও বণ্টনসম্বন্ধে কেহ আমাদের
২১ অপবাদ করে। কারণ কেবল প্রভুর সাক্ষাতে নয়, মনুষ্যদের সাক্ষাতে যাহা উত্তম, সেই বিষয়েও আমরা মনোযোগী।
২২ আর তাঁহাদের সহিত আমাদের সেই ভ্রাতাকে পাঠাইলাম, যাঁহাকে আমরা অনেকবার অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আগ্রহান্বিত দেখিতে পাইয়াছি, এবং এবার তোমাদের প্রতি

১৯ ১ করিঃ ১৬; ৩,
গাঃ ২; ১০
২১ হিতোঃ ৩; ৪
রোঃ ১২; ১৭।
১৪; ১৮

২৩ তাঁহার দৃঢ়প্রত্যয়ের ফলে তিনি আরও আগ্রহান্বিত। তবে তীতের পরিচয় এই, তিনি আমার সহযোগী ও তোমাদের পক্ষে আমার সহকর্ম্মী; আমাদের ভ্রাতৃগণের পরিচয় এই, তাঁহারা মণ্ডলীসমূহ দ্বারা প্রেরিত, খ্রীষ্টের গৌরবস্বরূপ।
২৪ সুতরাং তাঁহাদের নিকটে এবং বিভিন্ন মণ্ডলীর সাক্ষাতে তোমাদের প্রেম ও তোমাদের বিষয়ে আমাদের গর্ব্ববোধের প্রমাণ প্রদর্শন কর।

২৩ ২ করিঃ ৭; ৬, ১৩। ১২; ১৮
২৪ ২ করিঃ ৭; ৪, ১৪।

দাতাদের নিকট পরামর্শ

৯ পবিত্রগণের সাহায্যের জন্য সেই সেবাকার্য্যের বিষয়ে ২ তোমাদের নিকট আমার লেখা বাহুল্য; কারণ আমি তোমাদের আগ্রহ জানি এবং সেই সম্বন্ধে মাকিদনীয়দের নিকট তোমাদের বিষয়ে এই গর্ব্ব করিয়া থাকি যে, গত বৎসর হইতে আখায়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, আর তোমাদের উদ্যোগের কথা ৩ তাহাদের অধিকাংশ লোককে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কিন্তু আমি সেই ভ্রাতাদের পাঠাইয়াছি, যেন তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের গর্ব্ব বর্ত্তমানে বৃথা না হয়, বরং যেন আমার ৪ কথামত তোমরা প্রস্তুত হইয়া থাক; নতুবা মাকিদনীয় কোন কোন লোক আমার সঙ্গে আসিয়া যদি তোমাদের অপ্রস্তুত দেখিতে পায়, তবে দৃঢ়প্রত্যয়-জনিত গর্ব্বের ফলে আমাদের,—বলিতে চাই না যে তোমাদেরও,—লজ্জায় পড়িতে ৫ হইবে। এইজন্য আমি ভ্রাতৃগণকে এই অনুরোধ করা আবশ্যক মনে করিলাম, যেন তাঁহারা প্রথমে তোমাদের নিকটে যান এবং পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত তোমাদের আশীর্ব্বাদযুক্ত দান যথাসময়ে সংগ্রহ করেন; তাহা হইলে জোরপূর্ব্বক সংগৃহীত ৬ নয়, কিন্তু আশীর্ব্বাদযুক্ত দানস্বরূপ তাহা প্রস্তুত থাকিবে। মনে রাখিও, যে অল্প পরিমাণে বীজ বপন করে, সে অল্প পরিমাণে শস্যও কাটিবে; আর যে আশীর্ব্বাদের সহিত ৭ বপন করে, সে আশীর্ব্বাদের সহিত শস্যও কাটিবে। প্রত্যেকে আপন মনে যেমন সঙ্কল্প করিয়াছে, সেইরূপে দান করুক, মনোদুঃখ বা বাধ্যবাধকতার বশে দান না করুক; কারণ ৮ ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভালবাসেন। ঈশ্বর তোমাদের সর্ব্ব-প্রকার অনুগ্রহদান প্রচুর পরিমাণে দিতে সমর্থ; যেন সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার প্রাচুর্য্য থাকায় তোমরা সর্ব্বপ্রকার ৯ সৎকর্ম্মে উৎকর্ষ লাভ কর। যেমন ধার্ম্মিকের বিষয়ে লেখা আছে,

'সে ছড়াইয়া দিয়াছে, দরিদ্রদের দান করিয়াছে,
তাহার বদান্যতা চিরস্থায়ী।'

১ ২ করিঃ ৮; ৪, ২০
৩ ২ করিঃ ৭; ৪
৬ হিতোঃ ১১; ২৪, ২৫। ১৯; ১৭। ২২; ৯ মালাঃ ৩; ১০ লূক ৬; ৩৮
৭ রোঃ ১২; ৮ ফিলীমঃ ১৪ দ্বিঃ বিঃ ১৫; ১০ যাত্রা ২৫; ২ ১ বংশাঃ ২৯; ১৭
৮ ২ করিঃ ৮; ৭ ফিলিঃ ৪; ১৯
৯ গীত ১১২; ৯

১০ ‘যিনি বপনকারীকে বীজ ও আহারের জন্য খাদ্য’ যোগাইয়া থাকেন, তিনি তোমাদের বীজ যোগাইবেন ও তাহার বৃদ্ধি দান করিবেন; তাঁহার দ্বারা ‘তোমাদের বদান্যতার ১১ ফল’ বর্দ্ধিত হইবে। এইভাবে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রকার দানশীলতার জন্য তোমাদের ধনবান করা হইবে, আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ১২ সম্পন্ন করে। কারণ এই সেবাকার্য্যের সম্পাদনে কেবল যে পবিত্রগণের অভাব পূর্ণ হয় তাহা নয়, বরং ঈশ্বরের উদ্দেশে অনেক ধন্যবাদ দ্বারা তাহা উপচাইয়া পড়ে। ১৩ এই সেবাকার্য্যে তোমাদের যোগ্যতার প্রমাণ পাইয়া অনেকে খ্রীষ্টের সুসমাচারসম্বন্ধে তোমাদের অনুরাগ ও বাধ্যতার জন্য, এবং তাহাদের প্রতি ও অন্যান্য সকলের প্রতি তোমাদের সহানুভূতি ও বদান্যতার জন্য ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিবে; ১৪ আর তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহের জন্য তাহারা প্রার্থনায় তোমাদের স্মরণ করিবে ও তোমাদের দেখিবার ১৫ আকাঙ্ক্ষা করিবে। ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের জন্য তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

১০ যিশাঃ ৫৫; ১০
হোঃ ১০; ১২

১১ ২ করিঃ ১; ১১। ৪, ১৫

১২ ২করিঃ ৮, ১৪। ৪; ১৫

পৌলের প্রেরিতত্ব ও ক্ষমতা

১০ খ্রীষ্টের বিনয় ও সৌজন্যের নামে আমি পৌল তোমাদের অনুনয় করিতেছি,—আমি নাকি সাক্ষাতে তোমাদের মধ্যে নিরীহ, কিন্তু অসাক্ষাতে তোমাদের বিষয়ে সাহসী,— ২ যাহারা মনে করে আমরা পার্থিবভাবে চলি, এমন কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে যে সাহস দেখান আবশ্যক মনে করি, আমি অনুরোধ করি, সাক্ষাৎ হইলে আমাকে ৩ যেন সেইভাবে সাহস দেখাইতে না হয়। কারণ যদিও আমরা পার্থিব জীবনযাপন করি, তথাপি আমরা পার্থিব ৪ রীতি অনুসারে যুদ্ধযাত্রা করি না; আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও পার্থিব নয়, কিন্তু দুর্গ-প্রাকারাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ৫ জন্য ঈশ্বরের পক্ষে শক্তিশালী। আমরা সমস্ত বিতর্ক এবং ঈশ্বরের প্রজ্ঞার প্রতিরোধে উত্থাপিত সমস্ত গর্ব্বোদ্ধত বিষয় উচ্ছেদ করিতেছি, এবং মনের প্রত্যেক চিন্তা বন্দি ৬ করিয়া খ্রীষ্টের বাধ্য করিতেছি। আর তোমাদের বাধ্যতা সম্পূর্ণ হইলে, আমরা সমস্ত অবাধ্যতার উপযুক্ত দণ্ড দিতে প্রস্তুত।

৭ যাহা চোখের সম্মুখে আছে, তোমরা তাহাই দেখ; কেহ যদি নিজের উপর আস্থা রাখিয়া মনে মনে বলে যে, সে খ্রীষ্টেরই লোক, তবে সে আবার নিজের বিষয়ে ইহা বিবেচনা

১ সখঃ ৯, ৯
মথি ১১; ২৯
১ করিঃ ২; ৩

২ ১ করিঃ ৪, ২১

৪ ইফিঃ ৬; ১১-১৭। ১ করিঃ ২; ৫
যির: ১; ১০

৫ যিশাঃ ২; ১১, ১২

৬ ২ করিঃ ২; ৯

করুক, সে যেমন খ্রীষ্টের, আমরাও তেমনই খ্রীষ্টের লোক।
৮ প্রভু তোমাদের উচ্ছেদ করিবার জন্য নয়, কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে অধিকার আমাদের দিয়াছেন তাহার বিষয়ে
৯ কিঞ্চিৎ অধিক গর্ব্ব করিলেও লজ্জিত হইব না। পত্রগুলি দ্বারা আমি যে তোমাদের ভয় দেখাইতেছি এমন আভাস
১০ দিতে চাই না। কেহ কেহ বলে, তাঁহার পত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও তীব্র, কিন্তু সাক্ষাতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল এবং তাঁহার বাক্য নগণ্য।

৮ ২করিঃ ১২; ৬। ১৩; ১০ ১করিঃ ৫; ৪, ৫

করিন্থীয়দের প্রতি শেষ নিবেদন ও উপদেশ

১১ এইপ্রকার প্রত্যেক লোক বিবেচনা করুক, আমরা অসাক্ষাতে পত্রের দ্বারা বাক্যে যেরূপ, সাক্ষাতেও কার্য্যে
১২ সেইরূপ। যাহারা আত্ম-প্রশংসা করে তাহাদের কাহারও কাহারও সহিত নিজেদের গণনা করিতে কি তুলনা করিতে আমরা সাহস করি না; কিন্তু তাহারা যখন নিজেদের পরিমাণে নিজেদের পরিমাণ করে ও নিজেরা পরস্পর তুলনা
১৩ করে তখন তাহারা নির্ব্বোধ। কিন্তু আমরা অতিরিক্ত গর্ব্ব করিব না, বরং ঈশ্বর যে কার্য্যক্ষেত্র আমাদের জন্য নিরূপণ করিয়াছেন, যাহা তোমাদের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেই
১৪ ক্ষেত্রের পরিমাণ অনুসারেই করিব। সেই ক্ষেত্রে তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পারি নাই বলিয়া আমরা যে অগ্রসর হইতে উদ্‌গ্রীব হইতেছি তাহা নয়, কারণ খ্রীষ্টের সুসমাচার লইয়া আমরা সকলের পূর্ব্বেই তোমাদের নিকট উপস্থিত
১৫ হইয়াছিলাম। অপরে যেখানে পরিশ্রম করিয়াছে সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে আমরা গর্ব্ব করি না, কিন্তু প্রত্যাশা করি যে তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইলে তোমাদের মধ্যে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র আরও পর্য্যাপ্তরূপে বিস্তারিত হইবে;
১৬ তাহাতে অপরের ক্ষেত্রে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে, সে বিষয়ে গর্ব্ব না করিয়া আমরা তোমাদের হইতে দূরবর্ত্তী অঞ্চলেও
১৭ সুসমাচার প্রচার করিতে পারিব। 'যে গর্ব্ব করে, সে প্রভুর
১৮ বিষয়ে গর্ব্ব করুক'। কারণ যে আত্ম-প্রশংসা করে সে নয়, কিন্তু প্রভু যাহার প্রশংসা করেন সেই যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন।

১১ ২করিঃ ১৩; ২, ১০
১২ ২করিঃ ৩, ১। ৫; ১২
১৫ রোঃ ১৫; ২০
১৬ প্রেঃ ১৯; ২১
১৭ যিরঃ ৯; ২৩, ২৪। ১ করিঃ ১; ৩১
১৮ ১ করিঃ ৪; ৫ রোঃ ২; ২৯

১১ আমার ইচ্ছা, তোমরা যেন সামান্য নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয়ে আমার প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাও; আর তোমরা বাস্তবপক্ষে
২ আমার প্রতি তাহা করিতেছ। কারণ ঐশ্বরিক অন্তর্জ্বালায় তোমাদের জন্য আমার অন্তর্জ্বালা হইতেছে, কারণ আমি

২ ইফিঃ ৫; ২৬, ২৭ কলঃ ১; ২২ যোঃ ২; ১৯, ২০

তোমাদের সতী কন্যা বলিয়া এক বরের হস্তে অর্পণ করিবার
৩ জন্য বাগ্‌দান করিয়াছি, আর খ্রীষ্টই সেই বর। কিন্তু
আমার ভয় হয়, পাছে সর্প যেমন আপন ধূর্ত্ততায় হবাকে
প্রতারণা করিয়াছিল, তেমনই খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা * হইতে
৪ তোমাদের মনও ভ্রষ্ট হয়। যদি কেহ আসিয়া অপর এক
যীশুকে প্রচার করে যাহাকে আমরা প্রচার করি নাই,
অথবা তোমরা যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছ তাঁহাব্যতীত অন্য
কোন আত্মাকে কিংবা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তাহাব্যতীত
অন্য কোন সুসমাচার যদি তোমরা প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে
৫ বিলক্ষণ সহিষ্ণুতা দেখাইয়া থাক। আমার বিবেচনায় সেই
প্রেরিত-প্রবরদের তুলনায় আমি কোন প্রকারে নিকৃষ্ট নই।
৬ কিন্তু যদিও আমি বক্তৃতায় দক্ষ নই তথাপি জ্ঞানে দক্ষ;
ইহা আমরা সর্ব্বপ্রকারে ও সকল বিষয়ে তোমাদের কাছে
৭ প্রকাশ করিয়াছি। বিনামূল্যে তোমাদের নিকট ঈশ্বরের
সুসমাচার প্রচার করিয়া আমি যে তোমাদের উন্নতির জন্য
আপনাকে অবনত করিলাম, ইহাতে কি আমি পাপ করিয়াছি?
৮ তোমাদেরই সেবা করিবার জন্য আমি অন্যান্য মণ্ডলীর
নিকট ভরণ-পোষণ গ্রহণ করিয়া তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি;
৯ এবং যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম, তখন আমার অভাব
হইলেও কাহারও ভারস্বরূপ হই নাই, কারণ মাকিদনিয়া
হইতে ভ্রাতৃগণ আসিয়া আমার অভাব পূরণ করিলেন।
হাঁ, আমি যাহাতে কোন বিষয়ে তোমাদের ভারস্বরূপ না
হই, নিজেকে সেইভাবে রক্ষা করিয়াছি, এবং রক্ষা করিব।
১০ খ্রীষ্টের যে সত্য আমার অন্তরে আছে, তাহার নামে বলিতেছি,
আখায়ার কোন অঞ্চলে কেহ আমার এই গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে
১১ পারিবে না। কেন? আমি যে তোমাদের প্রেম করি না,
১২ সেইজন্য কি? ঈশ্বর জানেন। আমি যাহা করি, তাহা
করিতে থাকিব যেন যাহারা আমাদের সমকক্ষ বলিয়া দাবি
করে এবং তাহাতে গর্ব্ববোধ করে, আমি তাহাদের দাবি
১৩ খণ্ডন করিতে পারি। এইপ্রকার লোকেরা ভণ্ড-প্রেরিত,
প্রবঞ্চক কর্ম্মী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের রূপ ধারণ করে।
১৪ ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, কারণ শয়তান নিজে দীপ্তিময়
১৫ দূতের রূপ ধারণ করে। সুতরাং তাহার সেবকেরা ধার্ম্মিকতার
সেবকদের রূপ ধারণ করিলে তাহা অসাধারণ বিষয় নয়।
তাহাদের পরিণাম তাহাদের কার্য্যানুসারেই হইবে।

৩ আদি ৩; ৪, ১৩
কল: ২; ৪, ৮
১ তীম: ২; ১৪
৪ গাঃ ১; ৬-৯
৫ ২করি: ১২; ১১
১করি: ১৫; ১০
গাঃ ২; ৬, ৯
৬ ১ করি: ২; ১, ২, ১৩
ইফি: ৩; ৪
৭ ১ করি: ৯; ১২, ১৮
৮, ৯ ফিলি: ৪; ১০, ১৫
২করি: ১২; ১৩, ১৪
১করি: ১৬; ১৭
১০ ১ করি: ৯; ১৫
১১ ২ করি: ৭; ৩
১৩ ২ করি: ২; ১৭
ফিলি: ৩; ২
প্র: ২; ২

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে—সরলতা ও শুদ্ধতা

খ্রীষ্টের জন্য পৌলের ক্লেশভোগ

১৬ আমি আবার বলিতেছি, কেহ আমাকে নির্ব্বোধ মনে না করুক; কিন্তু তোমরা যদি বা কর, তবে আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়াই গ্রহণ কর, যেন আমিও একটু গর্ব্ব করিতে পারি।
১৭ যাহা বলিতেছি, তাহা প্রভুর কথানুসারে নয়, কিন্তু দৃঢ়প্রত্যয়-জনিত গর্ব্বের সহিত, একপ্রকার নির্ব্বুদ্ধিতায়
১৮ বলিতেছি। অনেকে যখন পার্থিব বিষয়ে গর্ব্ব করে,
১৯ তখন আমিও করিব। কারণ তোমরা নিজেরা বুদ্ধিমান বলিয়া নির্ব্বোধদের প্রতি আনন্দের সহিত সহিষ্ণুতা দেখাইয়া
২০ থাক। কেহ যদি তোমাদের বন্দী করে, কেহ যদি তোমাদের গ্রাস করে, কেহ যদি তোমাদের ধরিয়া লয়, কেহ যদি দর্প করে, কেহ যদি তোমাদের গালে চড় মারে, তবে তোমরা সহিষ্ণু
২১ থাক। আমি লজ্জার সহিত স্বীকার করি যে, আমরা তাহা হইলে দুর্ব্বল হইয়াছি; তথাপি যে বিষয়ে অন্য কেহ সাহস করে,—নির্ব্বোধের ন্যায় বলিতেছি,—আমিও সেই বিষয়ে
২২ সাহস করি। উহারা কি ইব্রীয়? আমিও তাহাই। তাহারা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও তাহাই। তাহারা কি
২৩ অব্রাহামের বংশধর? আমিও তাহাই। তাহারা কি খ্রীষ্টের সেবক? নির্ব্বোধের ন্যায় বলিতেছি—আমি অধিকতর পরিমাণে তাহাই; অধিকতর পরিশ্রমে, অধিকতর কারাবাসে,
২৪ অতিরিক্ত প্রহারে, অনেকবার প্রাণ-সংশয়ে। যিহূদীদের নিকট
২৫ হইতে পাঁচবার উনচল্লিশ আঘাত পাইয়াছি। তিনবার বেত্রাঘাত, একবার প্রস্তরাঘাত, তিনবার জাহাজডুবি সহ্য করিয়াছি, অগাধ সমুদ্রে একদিন ও রাত্রি কাটাইয়াছি;
২৬ পথ-যাত্রায় অনেকবার, নদীসঙ্কটে, দস্যুসঙ্কটে, স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, বিজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, প্রান্তরসঙ্কটে,
২৭ সমুদ্রসঙ্কটে, ভণ্ড ভ্রাতৃগণের মধ্যে ঘটিত সঙ্কটে, পরিশ্রমে ও আয়াসে, অনেকবার অনিদ্রায়, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, অনাহারে
২৮ অনেকবার, শীতে ও বস্ত্রাভাবে। এই সকল বাহিরের বিষয় ছাড়াও, প্রতিদিন মণ্ডলীসমূহের জন্য চিন্তা করিবার দায়িত্ব-
২৯ ভার আমার উপরে রহিয়াছে। কে দুর্ব্বল হইলে আমি দুর্ব্বল না হই? কে বিঘ্ন পাইলে আমার অন্তর্জ্জ্বালা না
৩০ হয়? যদি গর্ব্ব করিতে হয়, তবে আমার নানা দুর্ব্বলতার
৩১ বিষয়েই গর্ব্ব করিব। প্রভু যীশুর ঈশ্বর ও পিতা, যিনি যুগে যুগে ধন্য, তিনি জানেন যে, আমি মিথ্যা বলিতেছি না।
৩২ দম্মেশকে রাজা আরিতার নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা আমাকে ধরিবার

১৬ ২ করিঃ ১২ ; ৬
২২ ফিলিঃ ৩ ; ৫ রোঃ ১১ ; ১ প্রেঃ ২৬ ; ৫
২৩-২৮ প্রেঃ ৯ ; ১৬ ১ করিঃ ৪ ; ১১ ২ করিঃ ৬ ; ৪, ৫
২৩ ১ করিঃ ১৫ ; ১০
২৪ দ্বিঃ বিঃ ২৫ ; ৩
২৫ প্রেঃ ১৬ ; ২২। ১৪ ; ১৯
২৬ প্রেঃ ২০ ; ১৯-২১
২৯ ১ করিঃ ৯ ; ২২
৩০ ২ করিঃ ১২ ; ৫, ৯
৩২, ৩৩ প্রেঃ ৯ ; ২৩-২৫

চেষ্টায় দম্মেশকীয়দের নগরে পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিলেন;
৩৩ তখন জানালা দিয়া ঝুড়িতে করিয়া প্রাচীরের নীচে আমাকে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এইভাবে তাঁহার হস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম।

পৌলের স্বর্গীয় দর্শন

১২ গর্ব্ব করিতে আমি বাধ্য; তাহা হিতকর না হইলেও আমি প্রভুর প্রদত্ত নানা দর্শন ও প্রত্যাদেশের বিষয় উল্লেখ
২ করিব। খ্রীষ্টে আশ্রিত এক ব্যক্তিকে আমি জানি; চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে—সশরীরে কি না জানি না, অশরীরে কি না জানি না, ঈশ্বর জানেন—সে তৃতীয় স্বর্গ পর্য্যন্ত নীত
৩ হইয়াছিল। সেই ব্যক্তির বিষয়ে আমি জানি—সশরীরে কি
৪ অশরীরে তাহা জানি না, ঈশ্বর জানেন—সে পরমদেশে নীত হইয়া, যাহা বলিতে পারা যায় না এবং মানুষের উচ্চারণ করা বিধেয় নয়, এমন কথা শুনিতে পাইল।
৫ এইপ্রকার ব্যক্তির বিষয়ে আমি গর্ব্ব করিব, কিন্তু আমার দুর্ব্বলতার বিষয়ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমি নিজের বিষয়ে
৬ গর্ব্ব করিব না। অবশ্য আমার গর্ব্ব করিবার ইচ্ছা হইলে আমি নির্ব্বোধ হইব না, কারণ সত্য কথাই বলিব; কিন্তু ক্ষান্ত রহিলাম, যেন কেহ আমাকে যেপ্রকার দেখে অথবা আমার মুখে যেপ্রকার কথা শুনিতে পায়, আমাকে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে না করে।

৪ লূক ২৩; ৪৩ প্রঃ ২:
৫ ২করিঃ ১১; ৩০। ১২; ৯
৬ ২করিঃ ; ৮। ১১

পৌলের নিজ দুর্ব্বলতা ও যীশু-প্রদত্ত বল

৭ সেই অসাধারণ প্রত্যাদেশের জন্য, আমি যেন গর্ব্বোন্নত না হই, আমার দেহে এক কণ্টক, আমাকে মুষ্ট্যাঘাত করিবার জন্য
৮ শয়তানের এক দূত দত্ত হইল, পাছে আমি গর্ব্বোন্নত হই। আর এই বিষয়ে তিনবার আমি প্রভুর কাছে অনুনয় করিলাম, যেন
৯ উহা আমার নিকট হইতে দূর হয়। তিনি আমাকে বলিলেন, আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কারণ যেখানে দুর্ব্বলতা সেখানে আমার শক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমি বরং অধিকতর আনন্দের সহিত নানা দুর্ব্বলতায় গর্ব্ব করিব
১০ যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থান করে। সুতরাং খ্রীষ্টের জন্য নানা দুর্ব্বলতা, অপমান, অনাটন, নির্য্যাতন ও সঙ্কটের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকি, কারণ যখন আমি দুর্ব্বল, তখনই আমি বলবান।

৭ গণনা ৩৩; ৫৫ যিহিঃ ২৮; ২৪ ইয়োব ২; ৬
৯ যিশাঃ ৪০; ২৯-৩১ ২করিঃ ১১; ৩০
১০ রোঃ ৫; ৩ ফিলিঃ ৪; ১৩

করিন্থীয়দের প্রতি শেষ নিবেদন ও উপদেশ

১১ আমি নির্ব্বোধ হইলাম; এই বিষয়ে তোমরাই আমাকে বাধ্য করিলে; কারণ তোমাদেরই উচিত ছিল আমার প্রশংসা করা। যদিও আমি কিছুই নই, তথাপি সেই প্রেরিত-১২ প্রবরদের অপেক্ষা আমি কোন প্রকারে নিকৃষ্ট নই। সম্পূর্ণ ধৈর্য্য, নানা লক্ষণ ও অলৌকিক ক্রিয়া ও পরাক্রম-কার্য্য দ্বারা প্রেরিতের পরিচয়-সূচক সমস্ত চিহ্ন তোমাদের মধ্যে ১৩ দেখান হইয়াছে। অন্য সমস্ত মণ্ডলীর তুলনায় তোমরা কিসে অপকৃষ্ট? আমি নিজে তোমাদের ভারস্বরূপ হই নাই, কেবল ইহাতেই কি নয়? আমার এই অন্যায় ক্ষমা ১৪ কর। দেখ, এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের নিকটে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি, আর আমি তোমাদের ভারস্বরূপ হইব না; আমি তোমাদের বিষয়-সম্পদ নয়, কিন্তু তোমাদেরই পাইতে চাই; কারণ পিতামাতার জন্য ধন সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্ত্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য তাহা পিতামাতার কর্ত্তব্য। ১৫ আমার সর্ব্বস্ব আমি অতীব আনন্দের সহিত তোমাদের প্রাণের জন্য ব্যয় করিব এবং আমি নিজেও নিঃশেষে ব্যয়িত হইব। আমি যদি তোমাদের অত্যধিক প্রেম করি, তবে কি তোমাদের কাছে ১৬ অল্প প্রেম পাইব? ধরিয়া লইলাম, আমি তোমাদের ভারস্বরূপ হই নাই, কিন্তু ধূর্ত্ত বলিয়া না কি আমি ছলে তোমাদের ১৭ ধরিয়াছি! আমি তোমাদের কাছে যাহাদের পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের কাহারও দ্বারা কি তোমাদের প্রবঞ্চনা করিয়াছি? ১৮ আমি তীতকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার সঙ্গে সেই ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছিলাম; তীত কি তোমাদের প্রবঞ্চনা করিয়াছেন? আমরা দুইজন কি একই আত্মার বশে একই পদচিহ্ন দিয়া চলি নাই?

১৯ তোমরা এপর্য্যন্ত মনে করিয়া আসিতেছ যে, আমরা তোমাদের নিকটে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি। ঈশ্বরের সম্মুখে খ্রীষ্টে অবস্থান করিয়াই আমরা কথা বলিতেছি; প্রীতি-ভাজনেরা, সকলই তোমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ২০ বলিতেছি। কারণ আমার আশঙ্কা এই যে, আমি তোমাদের যে রূপে দেখিতে চাই, হয়ত উপস্থিত হইয়া তোমাদের সেই রূপে দেখিতে পাইব না, এবং তোমরা আমাকে যে রূপে দেখিতে চাও না, সেই রূপে দেখিতে পাইবে; হয়ত নানা বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, স্বার্থান্বেষণ,* অপবাদ, কুৎসা, গর্ব্বস্ফীতি

১১ ২ করিঃ ১২; ৬। ১১; ৫ ১ করিঃ ৩; ৭। ১৫; ৯
১২ রোঃ ১৫; ১৯
১৩ ২ করিঃ ১১; ৭; ৯। ১ করিঃ ৯; ১২
১৪ ২ করিঃ ১৩; ১ ১ করিঃ ৪; ১৪, ১৫ যিহিঃ ৩৪; ২
১৫ ২ করিঃ ২; ৪। ৬; ১১ ফিলিঃ ২; ১৭ ১ থিষঃ ২; ৮ ২ তীমঃ ২; ১০
১৭, ১৮ ২ করিঃ ৭; ২। ৮; ৬; ১৬-১৮

* অথবা, প্রতিযোগিতা

২১ ও বিশৃঙ্খলতা দেখিতে পাইব। আমি যখন আবার যাইব, হয়ত তখন ঈশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে অবনত করিবেন, এবং যাহারা পূর্ব্বে পাপ করিয়া নিজেরা সেই সমস্ত অশুচি ক্রিয়া, লাম্পট্য ও ভ্রষ্টাচারের বিষয়ে অনুতাপ করে নাই এমন অনেকের জন্য আমাকে বিলাপ করিতে হইবে।

২১ ২ করিঃ ২; ১। ১৩: ২

১৩ এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যাইতেছি। 'দুই কিংবা তিন সাক্ষীর কথায় প্রত্যেক ব্যাপারে ২ নিষ্পত্তি হইবে'। যাহারা পূর্ব্বে পাপ করিয়াছিল, তাহাদের এবং অন্য সকলকে আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং এখন পূর্ব্বেই আবার বলিতেছি, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার উপস্থিত থাকিয়া যেমন বলিয়াছিলাম, তেমনই এখন অনুপস্থিত থাকিয়া বলিতেছি ৩ যে, যদি আবার আসি কাহাকেও নিষ্কৃতি দিব না; কারণ যিনি আমার অন্তরে কথা বলেন, সেই খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমরা প্রমাণের অন্বেষণ করিতেছ; তিনি তোমাদের পক্ষে ৪ দুর্ব্বল নন, বরং তোমাদের মধ্যে শক্তিমান। কারণ তিনি দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত ক্রুশ-বিদ্ধ হইলেও ঈশ্বরের শক্তিপ্রযুক্ত জীবিত আছেন। আর তাঁহাতে অবস্থান করিয়া আমরাও দুর্ব্বল হইতে পারি, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের শক্তিপ্রযুক্ত ৫ তাঁহার সঙ্গে জীবন ধারণ করিব। নিজেদের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা বিশ্বাসে অটল কি না; বিচার করিয়া দেখ। তোমরা কি জান না যে যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে আছেন, অবশ্য যদি তোমরা অযোগ্য প্রতিপন্ন না ৬ হও? কিন্তু আশা করি, তোমরা জানিতে পারিবে যে, ৭ আমরা অযোগ্য প্রতিপন্ন হই নাই। আমরা ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি, যেন তোমরা কোন মন্দ কার্য্য না কর, আমরা যেন যোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হই, সেইজন্য নয়, বরং আমরা অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইলেও তোমরাই যেন ৮ সৎকর্ম্ম কর। কারণ সত্যের বিপক্ষে কিছুই করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, কেবল সত্যের পক্ষেই আমাদের ক্ষমতা ৯ আছে। বাস্তবিক আমরা যখন দুর্ব্বল, অথচ তোমরা বলবান, তখন আমরা আনন্দিত হই; আর ইহার জন্য প্রার্থনাও ১০ করি, যেন তোমরা পরিপক্ক হও। এইজন্য আমি অনুপস্থিত থাকিয়া এই সমস্ত লিখিলাম, যেন আমি যখন উপস্থিত হইব, তখন উচ্ছেদ করিবার জন্য নয়, কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রভু আমাকে যে অধিকার দিয়াছেন, সেই অধিকার অনুসারে কঠোরভাব অবলম্বন করিতে না হয়।

দ্বিঃ বিঃ ১৯; ১৫
মথি ১৮; ১৬
১ তীমঃ ৫; ১৯
২ করিঃ ২; ১
১ করিঃ ৪; ২১

ফিলিঃ ২; ৭, ৮
১ পিঃ ৩; ১৮
রোঃ ৬; ৪, ৮
ইফিঃ ১; ১৯, ২০

১ করিঃ ১১; ২৮
রোঃ ৮; ১০
গাঃ ৪; ১৯

৯ ১ করিঃ ৪; ১০

১০ ২ করিঃ ২; ১, ৩। ১০; ৮, ১১। ১৩; ২

১১ শেষকথা, ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মঙ্গল হউক; পরিপক্ক হও, আশ্বস্ত হও, একই মনোভাববিশিষ্ট হও, শান্তি রক্ষা কর; তাহাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী হইবেন।

১২, ১৩ পবিত্র চুম্বনে পরস্পর অভিবাদন কর। সমস্ত পবিত্র লোক তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছেন।

১৪ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

১১ লূক ৬: ; রোঃ ১২; ১৬। ১৫; ৩৩ ; মার্ক ৯; ৫০
১২ ১ করিঃ ১৬, ২০

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

আভাষ

১ পৌল, মনুষ্যদের হইতে বা মনুষ্য দ্বারা নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা, এবং যিনি মৃতদের মধ্য হইতে তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়াছেন, সেই পিতা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত প্রেরিত, ২ এবং আমার সহবর্ত্তী সকল ভ্রাতা, গালাতিয়ার সকল মণ্ডলীর ৩ সমীপে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রদত্ত ৪ অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক। খ্রীষ্ট আমাদের সমস্ত পাপের জন্য আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছানুসারে এই বর্ত্তমান ৫ মন্দ যুগ হইতে আমাদের উদ্ধার করেন। যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে ঈশ্বরেরই মহিমা হউক। আমেন।

১ গাঃ ১, ১১, ১২
৩ রোঃ ১; ৭
৪ গাঃ ২; ২০ ; ১ করিঃ ১৫; ৩ ; ১ তীমঃ ২; ৬ ; তীত ২; ১৪ ; ১ যোঃ ৫; ১৯
যোঃ ১৫; ১৯

গালাতীয়েরা পশ্চাৎপদ হওয়ায় পৌলের দুঃখ

৬ আমি বিস্মিত হইতেছি যে, যিনি অনুগ্রহে তোমাদের আহ্বান করিয়াছিলেন, এত শীঘ্র তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তোমরা অন্যপ্রকার সুসমাচারের প্রতি মনোনিবেশ করিতেছ।

৭ অন্য সুসমাচার বলিতে কিছু নাই, বরং এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা তোমাদের বিচলিত করিতেছে এবং ৮ খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত করিতে চায়। কিন্তু তোমাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে, আমরাই করি কিংবা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক, তবে সে অভিশপ্ত হউক।

৯ যেমন আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম সেইভাবে এখন আবার

৬-৯ ১ তীমঃ ৬; ৩
৭ গাঃ ৪; ১৭। ৫; ১০ ; প্রেঃ ১৫; ১, ২৪
৮ ২ করিঃ ১১; ৪ ; ১ করিঃ ১৬; ২২

বলি, তোমরা যাহা পাইয়াছিলে, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ তোমাদের কাছে প্রচার করে, তবে সে অভিশপ্ত হউক।

১০ তবে আমি কি এখন মানুষকে, না ঈশ্বরকে, স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিতেছি? অথবা আমি কি মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি? যদি এখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করিতাম তাহা হইলে খ্রীষ্টের দাস হইতাম না।

১০ ১ থিষ: ২, ৪

পৌলের সুসমাচারের উৎপত্তিস্থান

১১ ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের জানাইতেছি যে আমার দ্বারা ১২ যে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে তাহা মানবীয় নয়। বাস্তবিক আমি ইহা মানুষের নিকট হইতে গ্রহণও করি নাই বা শিক্ষাও করি নাই; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ দ্বারা ১৩ পাইয়াছি। যিহূদী-ধর্ম্মে আমার পূর্ব্ব আচরণের কথা তোমরা শুনিয়াছ, আমি কিভাবে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অতিশয় নির্য্যাতন করিতাম ও তাহার উচ্ছেদসাধনে তৎপর ছিলাম; ১৪ এবং পৈতৃক প্রথাপালনে অতিমাত্রায় উদ্যোগী হওয়ায় যিহূদী-ধর্ম্মে স্বজাতীয় সমবয়স্ক অনেকের অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী ১৫ হইতেছিলাম। যিনি আমাকে 'আমার মাতার গর্ভ হইতে' পৃথক করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে 'আহ্বান করিয়া- ১৬ ছিলেন', তিনি তাঁহার পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করিতে হিতসঙ্কল্প করিলেন, যেন আমি বিজাতীয়দের মধ্যে তাঁহাকে প্রচার করি; তাহাতে মানুষের* সঙ্গে পরামর্শ করিলাম না ১৭ বা যিরূশালেমে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতদের কাছে গেলাম না, কিন্তু অবিলম্বে আরবদেশে চলিয়া গেলাম এবং পুনরায় ১৮ দম্মেশকে ফিরিয়া আসিলাম। পরে তিন বৎসর অতীত হইলে কৈফার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যিরূশালেমে ১৯ গেলাম এবং পনর দিন তাঁহার কাছে থাকিলাম। কিন্তু কেবল প্রভুর ভ্রাতা যাকোব ভিন্ন অন্য কোন প্রেরিতকে ২০ দেখি নাই। আমি তোমাদের কাছে যাহা লিখিতেছি, ২১ দেখ, ঈশ্বরের সাক্ষাতে বলিতেছি, তাহা মিথ্যা নয়। তাহার পর আমি সুরিয়ার ও কিলিকিয়ার অঞ্চলসমূহে গেলাম। ২২ কিন্তু যিহূদিয়ার খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগুলির নিকট প্রত্যক্ষভাবে ২৩ অপরিচিতই রহিলাম। তাহারা কেবল শুনিতে পাইল, যে লোক পূর্ব্বে আমাদের নির্য্যাতন করিত এবং পূর্ব্বে যে

১১ ১ থিষ: ২; ১৩
১৩, ১৪ প্রে: ২৬; ৪, ৫। ২২; ৩
১ তীম: ১; ১৩
১৫ রোম: ১; ১
যির: ১; ৫
যিশা: ৪৯; ১
১৬ গা: ২; ৭, ৯
ইফি: ৩; ৮
১৮ প্রে: ৯, ২৬
১৯ মথি ১৩; ৫৫
প্রে: ১২; ১৭
২১ প্রে: ৯; ৩০

* (মূল) রক্তমাংসের

বিশ্বাস উচ্ছেদসাধন করিত, এখন সেই লোক একই বিশ্বাসের
২৪ সুসমাচার প্রচার করিতেছে; তাহারা আমার উপলক্ষে ঈশ্বরের
মহিমা কীর্ত্তন করিল।

পৌলের প্রেরিতত্বে যিরূশালেম-মণ্ডলীর অনুমোদন

২ চৌদ্দ বৎসর পরে বার্ণবার সঙ্গে আমি আবার যিরূশালেমে
২ গেলাম এবং তীতকেও সঙ্গে লইলাম। প্রত্যাদেশ অনুসারেই
গেলাম; যে সুসমাচার আমি বিজাতীয়দের মধ্যে প্রচার
করি তাহা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, অথচ গণ্য-
মান্যদের নিকটে বিরলে করিলাম, পাছে আমি যে বৃথাই
৩ দৌড়িতেছি বা দৌড়িয়াছি তাহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু
আমার সঙ্গী তীতকে, গ্রীকজাতির লোক হইলেও, পরিচ্ছেদিত
৪ হইতে বাধ্য করা হয় নাই। গোপনে আনীত সেই কপট
ভ্রাতাদের জন্য এইরূপ হইল; খ্রীষ্টে আমাদের যে স্বাধীনতা
আছে তাহার বিষয় গোপন অনুসন্ধান করিবার জন্য তাহারা
প্রবেশ করিয়াছিল যেন আমাদের বন্দী করিতে পারে।
৫ আমরা বশ্যতা স্বীকার করিয়া ক্ষণেকের জন্যও তাহাদের
অনুগত হই নাই যেন সুসমাচারের সত্য সর্ব্বদা তোমাদের
৬ নিকট থাকে। যাঁহারা কোন বিশেষ কারণে গণ্যমান্য—
তাঁহারা পূর্ব্বে কিপ্রকার লোক ছিলেন, ইহাতে আমার
কিছুই আসে যায় না, ঈশ্বর মানুষের বাহ্যিক রূপ দেখিয়া
বিচার করেন না,—তাঁহারা, সেই গণ্যমান্যেরা, আমাকে
৭ নূতন কিছুই জানান নাই। পক্ষান্তরে বরং যখন তাঁহারা
দেখিলেন যে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে যেমন পিতরের উপরে
তেমনই অপরিচ্ছেদিতদের মধ্যে আমার উপরে সুসমাচারের
৮ ভার অর্পিত হইয়াছে—কারণ পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে প্রেরিত-
কার্য্যের জন্য যিনি পিতরের অন্তরে সক্রিয় হইলেন, তিনিই
৯ বিজাতীয়দের জন্য আমার অন্তরে সক্রিয় হইলেন—তখন
আমাকেও যে অনুগ্রহ দেওয়া হইয়াছে তাহা জানিতে পাইয়া,
যাকোব, কৈফা ও যোহন, যাঁহারা স্তম্ভরূপে গণ্যমান্য,
তাঁহারা আমাকে ও বার্ণবাকে সহভাগিতার চিহ্নস্বরূপ দক্ষিণ
হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলেন; তাহাতে ইহা স্থির হইল যে আমরা
বিজাতীয়দের মধ্যে যাইব ও তাঁহারা পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে
১০ যাইবেন; তাঁহারা কেবল চাহিলেন আমরা যেন দরিদ্রদের
স্মরণে রাখি; আমি অবশ্য তাহাই করিতে উৎসুক ছিলাম।

১ প্রেঃ ১৫; ২
২ গাঃ ৪; ১১
ফিলিঃ ২; ১৬
৩ প্রেঃ ১৬; ৩
১ করিঃ ৯; ২১
৪ প্রেঃ ১৫; ১, ২৪
৭ প্রেঃ ৯; ১৫। ১৫; ১২। ২২; ২১
৯ যোঃ ১; ৪২
১ করিঃ ১; ১২
১০ প্রেঃ ১১; ৩০। ২৪; ১৭

আন্তিয়খিয়ায় পিতরের ত্রুটি

১১ কিন্তু কৈফা যখন আন্তিয়খিয়ায় আসিলেন, তখন আমি তাঁহার সম্মুখে তাঁহার প্রতিবাদ করিলাম, কারণ তিনি নিজেই ১২ দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। যাকোবের নিকট হইতে কয়েকজনের আগমনের পূর্ব্বে তিনি বিজাতীয় ভ্রাতাদের সহিত আহারাদি করিতেন; কিন্তু উহারা আসিবার পর তিনি পরিচ্ছেদিতদের দলের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া আপনাকে ১৩ পৃথক করিলেন। তাঁহার সহিত অন্য যিহূদী ভ্রাতারাও কপট আচরণ করিল, এমন কি বার্ণবাও তাহাদের কপট ১৪ আচরণের দ্বারা বিচলিত হইলেন। যখন দেখিলাম তাহারা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সরল পথে চলে না তখন আমি সকলের সাক্ষাতে কৈফাকে বলিলাম, তুমি নিজে যিহূদী হইয়া যদি যিহূদীদের ন্যায় নয় কিন্তু বিজাতীয়দের ন্যায় জীবনযাপন কর, তবে তুমি কেন বিজাতীয়দের যিহূদীদের ন্যায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য করিতেছ?

১২ প্রে: ১১; ৩

পরিত্রাণে বিধি-ব্যবস্থার অক্ষমতা

১৫ ১৬ আমরা জন্মেই যিহূদী, পাপী বিজাতীয় নই; আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, মানুষ বিধি-ব্যবস্থাসম্মত কর্ম্মের ফলে নয় কিন্তু কেবল খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ধার্ম্মিক-গণ্য হয়; আমরা খ্রীষ্ট যীশুতে এইজন্য বিশ্বাস করিয়াছি যেন বিধি-ব্যবস্থাসম্মত কর্ম্মের ফলে নয় কিন্তু বিশ্বাসের ফলে ধার্ম্মিক-গণ্য হই, কারণ বিধি-ব্যবস্থাসম্মত কর্ম্মের ফলে 'কোন মনুষ্যই ১৭ ধার্ম্মিক-গণ্য হইবে না'। এখন খ্রীষ্টে ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টাতে যদি আমরা পাপী প্রতিপন্ন হই, তবে খ্রীষ্ট কি ১৮ পাপের সেবক? অসম্ভব! যাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি তাহা যদি আমি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করি তাহা হইলে আপনাকেই ১৯ অপরাধী প্রতিপন্ন করি। বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা বিধি-ব্যবস্থার উদ্দেশে আমার মৃত্যু হইয়াছে, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবন ২০ ধারণ করি। আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, খ্রীষ্টই আমাতে জীবন ধারণ করেন; এখন দেহে আমার যে জীবন, আমি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস দ্বারা সেই জীবন যাপন করি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন ২১ এবং আমার জন্য আপনাকে প্রদান করিলেন। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যর্থ করি না, কারণ যদি ধার্ম্মিকতা বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা হইত তাহা হইলে খ্রীষ্ট অনর্থক মরিলেন।

১৬ প্রে: ১৫, ১০, ১১
ইফি: ২; ৮, ৯
রো: ৩; ২০, ২৮। ৪, ৫। ১১; ৬
গীত ১৪৩; ২

১৯ রো: ৭; ৬। ৬; ১১

২০ যো: ১৩; । ১৫; ১৩
১ যো: ৩; ১৬
গা: ১; ৪
রো: ১৪; ৮
ইফি: ৫; ২
ফিলি: ১; ২১
কল: ২; ২০। ৩; ৩, ৪

বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ লাভ

৩ নির্ব্বোধ গালাতীয়েরা, কে তোমাদের মুগ্ধ করিল? তোমাদের চক্ষুর সম্মুখেই যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশ-বিদ্ধরূপে ২ তোমাদের মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছিলেন। তোমাদের কাছে কেবল একটি বিষয় জানিতে চাই, তোমরা কি বিধি-ব্যবস্থা-সম্মত কর্ম্মের ফলে আত্মাকে পাইয়াছিলে, না বিশ্বাসের বাণী-৩ শ্রবণে? তোমরা কি এতই নির্ব্বোধ? আত্মার বশে আরম্ভ করিয়া, সমাপ্তির জন্য এখন কি দেহের বশে চলিতেছ? ৪ তোমরা কি বৃথাই এত দুঃখ ভোগ করিয়াছ? যদি অবশ্য ৫ ইহা বৃথাই হইয়া থাকে। যিনি তোমাদের জন্য আত্মাকে যোগাইয়া থাকেন, এবং তোমাদের মধ্যে পরাক্রম-কার্য্য সাধন করেন, তিনি কি বিধি-ব্যবস্থাসম্মত কর্ম্ম দেখিয়া তাহা করেন, না তোমাদের বিশ্বাসের বাণী শুনিয়া তাহা ৬ করেন? সেইভাবে অব্রাহাম 'ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এবং তাহাই তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণ্য হইয়া-৭ ছিল'। এইজন্য জানিয়া রাখ, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী তাহারাই ৮ অব্রাহামের সন্তান। ঈশ্বর বিশ্বাসের ফলে বিজাতীয়দের ধার্ম্মিক-গণ্য করেন, শাস্ত্র ইহা পূর্ব্বে দেখিয়া অব্রাহামের কাছে এই সুসমাচার ঘোষণা করিয়াছিল, 'তোমাতেই সমস্ত ৯ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে'। অতএব যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারা বিশ্বাসী অব্রাহামের সহিত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত ১০ হয়। বিধি-ব্যবস্থাসম্মত কর্ম্ম যাহাদের অবলম্বন তাহারা সকলে অভিশাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, 'যে কেহ বিধি-ব্যবস্থায় লিখিত সমস্ত বিষয় পালন করিবার জন্য তাহাতে ১১ স্থির না থাকে, সে অভিশপ্ত'। আবার ইহা সুস্পষ্ট যে, কেহই বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্ম্মিক-গণ্য হয় না, 'কারণ ১২ বিশ্বাস দ্বারা যে ধার্ম্মিক সেই বাঁচিবে'*। বিধি-ব্যবস্থা বিশ্বাস-মূলক নয়, বরং 'যে কেহ এই সমস্ত পালন করে, ১৩ সে এই সমস্ত দ্বারাই বাঁচিবে। যেমন লেখা আছে, 'যে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলে সে অভিশপ্ত', তেমনই খ্রীষ্ট, আমাদের জন্য অভিশপ্ত হইয়া, মুক্তির মূল্য দিয়া বিধি-ব্যবস্থার অভিশাপ ১৪ হইতে আমাদের মুক্ত করিয়াছেন; সেই খ্রীষ্ট যীশুতে যেন অব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদ বিজাতীয়েরা প্রাপ্ত হয়, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা প্রতিশ্রুত আত্মাকে পাই।

৬ আদি ১৫; ৬ রোঃ ৪; ৩ যাকোব ২, ২৩
৮ আদি ১২; ৩। ১৮; ১৮। ২২; ১৮ প্রেঃ ৩; ২৫
৯ রোঃ ৪; ১৬
১০ দ্বিঃ বিঃ ২৭; ২৬
১১ হবকূ ২; ৪ রোঃ ১; ১৭ ইব্রীঃ ১০; ৩৮
১২ লেবীঃ ১৮; ৫ রোঃ ১০; ৫
১৩ দ্বিঃ বিঃ ২১; ২৩ ২ করিঃ ৫; ২১ গাঃ ৪; ৫

* অথবা, ধার্ম্মিক বিশ্বাস দ্বারা বাঁচিবে

১৫ ভ্রাতৃগণ, মনুষ্য-জীবনের উদাহরণের কথা বলি। মানুষের হইলেও কোন চুক্তি-পত্র যখন অনুমোদিত হয়, তখন কেহ তাহা বাতিল করে না, বা নূতন কোন কথা তাহাতে যোগ ১৬ করে না। এখন এই সকল প্রতিজ্ঞা অব্রাহাম 'আর তাঁহার বংশধরের প্রতি' উক্ত হইয়াছিল। যেন বহুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে সেইভাবে বংশধরদের প্রতি বলা হয় নাই, কিন্তু একজনকে লক্ষ্য করিয়া 'আর তোমার বংশধরের ১৭ প্রতি' বলা হইল, এবং সেই একজন খ্রীষ্ট। সুতরাং আমি ইহা বলি, যে সন্ধি-নিয়ম ঈশ্বর পূর্ব্বে অনুমোদন করিয়াছিলেন, 'চারিশত ত্রিশ বৎসর' পরে রচিত ব্যবস্থা তাহা ব্যর্থ ১৮ করিতে পারে না যাহাতে প্রতিজ্ঞা বিফল হয়। উত্তরাধিকার যদি বিধি-ব্যবস্থা-প্রসূত হয়, তবে আর উহা প্রতিজ্ঞা-প্রসূত নয়; কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা দ্বারাই তাহা অব্রাহামকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

১৬ আদি ১২; ৭। ১৩; ১৫। ১৭; ৭। ২২; ১৮। ২৪; ৭
১৭ যাত্রা ১২; ৪০
১৮ রোমঃ ১১, ৬

বিধি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

১৯ তাহা হইলে বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হইল কেন? যাহার কাছে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল সেই বংশধর না আসা পর্য্যন্ত অপরাধরাশির কারণে বিধি-ব্যবস্থা যোগ করা হইয়াছিল। এবং একজন মধ্যস্থের হস্তে দূতদের মাধ্যমে ইহা প্রদত্ত হইল। ২০ একজনের কোনও মধ্যস্থ হইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর এক। ২১ তবে বিধি-ব্যবস্থা কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাসমূহের প্রতিকূল? কখনও না। যদি জীবনদানে সমর্থ কোন ব্যবস্থা দেওয়া হইত, তাহা হইলে ধার্ম্মিকতা বাস্তবিক বিধি-ব্যবস্থা-প্রসূত ২২ হইত। কিন্তু শাস্ত্র সমস্তকিছু পাপের অধীনতায় কারাবদ্ধ করিয়াছে, যেন যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের কারণে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিল তাহা বিশ্বাসীদের দেওয়া যায়।

১৯ ইব্রীঃ ২; ২ প্রেঃ ৭; ৩৮, ৫৩
২১ রোমঃ ৮; ২-৪ গাঃ ২; ২১
২২ রোমঃ ৩, ৯-১৯। ১১; ৩২

বিশ্বাসের বহুমূল্য ফল

২৩ বিশ্বাস আসিবার পূর্ব্বে, যতক্ষণ সেই বিশ্বাস প্রকাশিত না হয় আমরা কারাবদ্ধ হইয়া বিধি-ব্যবস্থার রক্ষণাধীন ২৪ ছিলাম। সুতরাং খ্রীষ্টের নিকট লইয়া যাইবার জন্য* বিধান আমাদের অভিভাবক ছিল, যেন আমরা বিশ্বাসের ২৫ ফলে ধার্ম্মিক-গণ্য হই। কিন্তু বিশ্বাসের আগমন হইয়াছে ২৬ বলিয়া আমরা আর অভিভাবকের অধীন নই। কারণ খ্রীষ্ট ২৭ যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র; তোমরা

২৩ গাঃ ৪; ৩ ১ পিঃ ১; ৫
২৪, ২৫ রোমঃ ১০; ৪
২৬ যোঃ ১; ১২ রোমঃ ৮; ১৪-১৭ গাঃ ৪; ৫
২৭ রোমঃ ৬; ৩। ১৩; ১৪

* অথবা, যতক্ষণ খ্রীষ্ট না আসিলেন ততক্ষণ . . .

যতজন খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়াছ, সকলেই
২৮ খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ। যিহূদী আর গ্রীকে, দাস আর স্বাধীনে, নর আর নারীতে প্রভেদ আর নাই; কারণ খ্রীষ্ট
২৯ যীশুতে তোমরা সকলেই এক। যদি তোমরা খ্রীষ্টের হও, তবে তোমরা অব্রাহামের বংশধর এবং প্রতিজ্ঞা অনুসারে উত্তরাধিকারী।

২৮ ১ করিঃ ১২; ১৩ কলঃ ৩; ১১ ইফিঃ ২; ১৪ যোঃ ১৭; ২১
২৯ রোঃ ৯, ৭ ১ করিঃ ৩; ২৩ গাঃ ৪; ৭, ২৩

বিশ্বাস দ্বারা পুত্রত্ব লাভ

৪ আমার বক্তব্য এই, উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক থাকে, সর্ব্বস্বের মালিক হইলেও তাহাতে ও দাসে কোন
২ পার্থক্য থাকে না; কিন্তু পিতার দ্বারা নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত
৩ সে প্রতিপালক ও গৃহাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। সেইভাবে আমরাও যখন নাবালক ছিলাম, আমরা জগতের আদিম
৪ সংস্কারের দাসত্বে আবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু কাল পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপনার পুত্রকে প্রেরণ করিলেন, তিনি স্ত্রীলোক হইতে জাত, বিধি-ব্যবস্থার অধীনেই জাত
৫ হইলেন; যেন তিনি মূল্য দিয়া বিধি-ব্যবস্থার অধীন লোকদের
৬ মুক্ত করেন, আমরা যেন দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হই। আর তোমরা পুত্র বলিয়া তিনি তাঁহার পুত্রের আত্মাকে আপনার নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন—আর ইনি
৭ আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকেন। এইজন্য তুমি আর দাস নও, কিন্তু পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের নিযুক্ত উত্তরাধিকারীও হইয়াছ।

৩ গাঃ ৩, ২৩। ৪, ৯। ৫; ১ কলঃ ২; ২০
৪ মার্ক ১, ১৫ ইফিঃ ১; ১০
৫ গাঃ ৩; ১৩, ২৫
৬ রোঃ ৮, ১৫
৭ গাঃ ৩, ২৯ রোঃ ৮, ১৬, ১৭

অবিশ্বাসের দিকে না ফিরিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহে থাকিতে বিনীত অনুরোধ

৮ তথাপি পূর্ব্বকালে ঈশ্বরকে না জানাতে, যাহারা প্রকৃত
৯ ঈশ্বর নয়, তোমরা তাহাদের দাস ছিলে; কিন্তু এখন ঈশ্বরের পরিচয় পাইয়াছ, বরং ঈশ্বরের দ্বারা পরিচিত হইয়াছ। তবে কেমন করিয়া আবার সেই দুর্ব্বল ও অকিঞ্চিৎকর আদিম সংস্কারের দিকে ফিরিয়া যাইতেছ, এবং আবার পূর্ব্বের
১০ ন্যায় সেইগুলির দাস হইতে চাহিতেছ? তোমরা বিশেষ-
১১ ভাবে দিন, মাস, ঋতু ও বৎসর পালন করিতেছ। তোমাদের বিষয় আমার ভয় হইতেছে, হয় ত তোমাদের জন্য বৃথা পরিশ্রম করিয়াছি।
১২ ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের অনুরোধ করিতেছি, তোমরা আমার মত হও, কারণ আমি তোমাদেরই মত। তোমরা

৯ ১ করিঃ ৮; ৩ গাঃ ৪, ৩
১০ রোঃ ১৪; ৫ কলঃ ২; ১৬
১১ গাঃ ২; ২ ফিলিঃ ২; ১৬ ১ থিষঃ ৩; ৫ ২ যোঃ ১; ৮

১৩ আমার প্রতি কোন অন্যায় কর নাই। তোমরা জান যে শারীরিক অসুস্থতার জন্যই প্রথমবার আমি তোমাদের কাছে
১৪ সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম; এবং আমার শারীরিক অবস্থার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ যাহা কিছু তোমাদের প্রতি ঘটিয়াছিল, তোমরা তাহা অবজ্ঞা বা ঘৃণা কর নাই, বরং যেন আমি ঈশ্বরের এক দূত অথবা স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু এই-
১৫ ভাবে আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলে। তোমরা যে নিজেদের ধন্য বিবেচনা করিতে, সেই ভাব কোথায় গেল? আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছি যে, সম্ভব হইলে তোমাদের
১৬ চক্ষুও উৎপাটিত করিয়া আমাকে দিতে। তবে তোমাদের কাছে সত্য বলাতে কি আমি তোমাদের শত্রু হইয়াছি?
১৭ কেহ কেহ তোমাদের অনুগ্রহ লাভ করিতে উৎসুক কিন্তু তাহা সদুদ্দেশ্যে নয়, বরং তোমাদের এমনভাবে পৃথক রাখিতে চায়, যেন তোমরা তাহাদের অনুগ্রহলাভে উৎসুক
১৮ হও। কেবল যখন আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত থাকি তখনই নয়, সর্ব্বদাই সদুদ্দেশ্যে অনুগ্রহলাভে উৎসুক হওয়া
১৯ ভাল; বৎসেরা, খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যে মূর্ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আবার তোমাদের লইয়া প্রসব-বেদনা ভোগ করিতেছি।
২০ আমার ইচ্ছা এখন তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া অন্য স্বরে কথা বলি, কারণ তোমাদের বিষয়ে আমি ব্যাকুল হইয়াছি।

১৩ প্রেঃ ১৬; ৬
১ করিঃ ২; ৩
১৪ ২ করিঃ ৫, ২০
১৬ আমোষ ৫; ১০
১৭ গাঃ ১; ৭
১৯ ১ করিঃ ৪, ১৫

দাসীর পুত্র এবং স্বাধীনার পুত্রের দৃষ্টান্ত

২১ তোমরা যাহারা বিধি-ব্যবস্থার অধীন থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমাকে বল দেখি, তোমরা কি বিধি-
২২ ব্যবস্থার কথা শুন না? লেখা আছে যে, অব্রাহামের দুই পুত্র ছিল, একজন দাসীর পুত্র, একজন স্বাধীনার পুত্র।
২৩ যে দাসীর পুত্র সে দৈহিক বাসনায় জাত, কিন্তু যে স্বাধীনার
২৪ পুত্র সে প্রতিজ্ঞানুসারে জাত। ইহাতে রূপক অর্থ আছে। এই দুই স্ত্রী দুইপ্রকার সন্ধি-নিয়ম নির্দ্দেশ করে; একটি সীনয় পর্ব্বত হইতে দত্ত, যেন দাসত্বের উদ্দেশে সন্তান প্রসব
২৫ করে; সে হাগার। সেই হাগার আরবদেশের সীনয় পর্ব্বত, সে বর্ত্তমান যিরূশালেমের অনুরূপ; কারণ সে তাহার সন্তানদের
২৬ সঙ্গে দাসত্বেই আছে। কিন্তু ঊর্দ্ধস্থ যিরূশালেম স্বাধীন,
২৭ সে আমাদের মাতা। কারণ লেখা আছে,—

'বন্ধ্যা হইয়া সন্তান প্রসব কর নাই যে তুমি, তুমি আনন্দিত হও,

২২ আদি ১৬; ৫,
১৫। ২১; ২
২৩ গাঃ ৩; ২৯
রোঃ ৯; ৭-৯
আদি ১৭; ১৬
২৪ গাঃ ৫; ১
রোঃ ৮; ১৫
২৬ ইব্রী: ১২; ২২
২৭ যিশাঃ ৫৪; ১

প্রসব-বেদনা ভোগ কর না যে তুমি, উচ্চকণ্ঠে চীৎকার কর,
কারণ সধবার সন্তান অপেক্ষা বরং পরিত্যক্তার সন্তান
অধিক।'

২৮ ভ্রাতৃগণ, তোমরাই ইস্‌হাকের ন্যায় প্রতিজ্ঞার সন্তান।
২৯ কিন্তু সেই সময় যেমন দৈহিক বাসনায় যে জাত সে আত্মানুসারে জাতকে নির্য্যাতন করিত, এখনও তেমনই হইতেছে।
৩০ কিন্তু শাস্ত্র কি বলে? 'দাসীকে ও তাহার পুত্রকে বাহির করিয়া দাও; কারণ দাসীব পুত্র কোন মতে স্বাধীনার পুত্রের
৩১ সহিত উত্তরাধিকারী হইবে না'। সুতরাং ভ্রাতৃগণ, আমরা দাসীর সন্তান নই, কিন্তু স্বাধীনার সন্তান।

আদি ২১ ; ১০, ১২
যোঃ ৮ ; ৩৫

৫ স্বাধীনতার জন্যই খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করিয়াছেন; সুতরাং অটল থাক, পুনরায় দাসত্ব-জোয়ালের অধীনস্থ হইও না।

গাঃ ৪ ; ৩, ২৪, ৩১
প্রেঃ ১৫ : ১০

বিধি-ব্যবস্থার অনুগত না হইয়া খ্রীষ্টাশ্রিত হওয়া প্রয়োজন

২ দেখ, আমি পৌল তোমাদের বলিতেছি, যদি তোমরা পরিচ্ছেদন প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে খ্রীষ্ট তোমাদের
৩ কোন উপকার করিতে পারিবেন না। আমি প্রত্যেক পরিচ্ছেদনপ্রাপ্ত লোককে পুনরায় বিশেষভাবে বলিতেছি যে,
৪ সে সমগ্র বিধি-ব্যবস্থা পালন করিতে বাধ্য। তোমরা যাহারা বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা ধার্ম্মিক-গণ্য হইতে চাও, তোমরা খ্রীষ্ট
৫ হইতে বিচ্ছিন্ন, অনুগ্রহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছ। কারণ আমরা আত্মার দ্বারা বিশ্বাসসহকারে ধার্ম্মিকতার প্রত্যাশা-
৬ সিদ্ধির অপেক্ষা করিতেছি। যেখানে খ্রীষ্ট সেখানে পরিচ্ছেদনের কোন শক্তি নাই, অপরিচ্ছেদনেরও নাই, কিন্তু
৭ প্রেমে কার্য্যসাধক যে বিশ্বাস তাহাই শক্তিযুক্ত। তোমরা সুন্দর দৌড়িতেছিলে; কে তোমাদের বাধা দিল যে তোমরা
৮ সত্যের অনুবর্ত্তী হইতেছ না? যিনি তোমাদের ডাকিয়াছেন,
৯ এই প্রবর্ত্তনা তাঁহা হইতে নয়। অল্প খামিতে ময়দার সমস্ত
১০ তাল মাতিয়া উঠে। তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুতে আমার এই দৃঢ়প্রত্যয় আছে যে, তোমরা অন্যপ্রকার মনোভাব পোষণ করিবে না; কিন্তু যে তোমাদের বিচলিত করে, সে যেই
১১ হউক, বিচারে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু ভ্রাতৃগণ, যদি আমি এখনও পরিচ্ছেদন ঘোষণা করি, তবে আর নির্য্যাতিত হই

৩ রোঃ ২ ; ২৫
৪ ইব্রীঃ ১২ ; ১৫
৫ রোঃ ৮ ; ২৩, ২৫
৬ গাঃ ৬ ; ১৫
১ করিঃ ৭ ; ১৯
কলঃ ৩ ; ১১
১ তীমঃ ১ ; ৫
যাকোব ২ ; ১৮
৮ গাঃ ১ ; ৬
৯ ১ করিঃ ৫ ; ৬
১০ গাঃ ১ ; ৭
১১ ১ করিঃ ১

কেন? তাহা হইলে ক্রুশে যাহা বিঘ্নস্বরূপ তাহা লুপ্ত
১২ হইয়াছে। যাহারা তোমাদের বিপর্য্যস্ত করিতেছে, তাহারা
নিজেদের নপুংসক করুক।

প্রেম-নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ভোগে আহ্বান

১৩ ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বাধীনতার জন্য আহূত হইয়াছ; কেবল
সাবধান, সেই স্বাধীনতাকে দৈহিক অভিলাষপূরণের সুযোগে
পরিণত করিও না, বরং প্রেমের বশে একজন অন্যের দাস
১৪ হও। কারণ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা এই একটি বাক্যে পূর্ণ
হয়, 'তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিও'।
১৫ কিন্তু যদি তোমরা একজন অপরকে দংশন ও গ্রাস কর, তবে
সাবধান, যেন পরস্পরের দ্বারা বিনষ্ট না হও।

১ করিঃ ৮, ১ পিঃ ২, ১
১৪ লেবী রোঃ

আত্মা-প্রসূত ফল

১৬ আমি বলি, আত্মার বশে চল, তাহা হইলে দৈহিক অভিলাষ
১৭ পূর্ণ করিবে না। দেহ আত্মা-বিরুদ্ধ অভিলাষ করে, এবং
আত্মা দেহ-বিরুদ্ধ অভিলাষ করে; কারণ আত্মা ও দেহ এই
দুই-ই পরস্পরবিরোধী, সেইজন্য তোমরা যাহা ইচ্ছা কর,
১৮ তাহা কর না। কিন্তু যদি আত্মার দ্বারা চালিত হও, তবে
১৯ তোমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীন নও। দেহের কার্য্যসকল
সুস্পষ্ট; সেগুলি এই, ব্যভিচার, লাম্পট্য, অশুচিতা, ভ্রষ্টাচার,
২০ প্রতিমাপূজা, যাদুবিদ্যা, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, স্বার্থান্বেষণ,
২১ বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, হিংসা, নরহত্যা, মত্ততা, ভোজনবিলাস
এবং এইপ্রকার অন্যান্য বিষয়; আমি যেমন তোমাদের
ইতিপূর্ব্বে সতর্ক করিয়াছিলাম, এখনও পূর্ব্বেই সতর্ক করি,
যাহারা এইপ্রকার আচরণ করে তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যের
২২ অধিকারী হইবে না। কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ,
২৩ শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, সদয়ভাব, সদ্ব্যবহার, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা,
২৪ আত্ম-সংযম; এই সকলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নাই। যাহারা
খ্রীষ্টের, তাহারা দেহকে, তাহার কামনা ও অভিলাষসহ,
২৫ ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছে। আমরা যদি আত্মার উদ্দেশে জীবন
২৬ ধারণ করি, তাহা হইলে এস, আত্মার বশে চলি; আমরা
যেন বৃথা দর্প না করি, নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি না
করি বা পরস্পর ঈর্ষা না করি।

১৬ রোঃ ১৩, ১৪
১৭ রোঃ ৭ ; ১৫, ২৩
যাকোব ৪ ; ৫
১ পিঃ ২ ; ১১
১৮ রোঃ ৮, ১৪
১৯ ১ করিঃ ৬, ৯, ১০
২০ ১ করিঃ ৩, ৩
২১ রোঃ ১৩ ; ১৩
ইফিঃ ৫ ; ৫
প্রঃ ২২ ; ১৫
২২ ইফিঃ ৫ ; ৯
২৩ ১ তীমঃ ১ ; ৯
২৪ রোঃ ৬ ; ৬
গাঃ ৬ ; ১৪
কলঃ ৩ ; ৫
২৫ রোঃ ৮ ; ৪
২৬ ফিলিঃ ২ ; ৩

বিবিধ অনুরোধ ও পত্রের উপসংহার

৬ ভ্রাতৃগণ, যদি কোন লোক কোন অপরাধে ধরা পড়ে,
তবে তোমরা যাহারা আত্মিক, সেইপ্রকার লোককে

১ মথি ১৮ ; ১৫
যাকোব ৫ ; ১৯

মৃদুভাবে সংশোধন কর; এবং প্রত্যেকে নিজের বিষয় সতর্ক
২ হও, পাছে তুমিও পরীক্ষিত হও। তোমরা একজন অপরের
ভার বহন কর, এইভাবে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন
৩ কর। কারণ যদি কেহ নগণ্য হইয়াও নিজেকে গণ্য লোক
৪ মনে করে, তবে সে আপনাকে প্রতারণা করে। প্রত্যেকে
নিজের কার্য্য পরীক্ষা করুক, তাহা হইলে তাহার গর্ব্ব কেবল
আপনার বিষয়ে হইবে, আপনার প্রতিবাসীর তুলনায় হইবে
৫ না। কারণ প্রত্যেককে নিজের ভার বহন করিতে হইবে।
৬ যে ধর্ম্মবাক্য বিষয়ে শিক্ষা পায় সে ধর্ম্মগুরুর সহিত সকল-
৭ প্রকার উত্তম বিষয়ে সহভাগী হউক। ভ্রান্ত হইও না,
ঈশ্বরের সহিত উপহাস করা যায় না; কারণ মানুষ যাহা-
৮ কিছু বপন করে, তাহাই কাটিবে। যে আপন দেহের
উদ্দেশে বপন করে, সে দেহগত নশ্বরতারূপ শস্য কাটিবে।
যে আত্মার উদ্দেশে বপন করে, সে আত্মা-দত্ত অনন্ত জীবনরূপ
৯ শস্য কাটিবে। আমরা উত্তম কার্য্য করিতে করিতে যেন
নিরুৎসাহ না হই; কারণ অবসন্ন না হইলে যথাসময়ে ফসল
১০ পাইব। এইজন্য এস, আমরা যেমন সুযোগ পাই, তেমনই
সকলের প্রতি, বিশেষতঃ যাঁহারা বিশ্বাস-গৃহের পরিজন,
তাঁহাদের প্রতি সৎকর্ম্ম সাধন করি।

১১ এই দেখ, আমি নিজের হাতে কত বড় অক্ষরে লিখিলাম।
১২ যাহারা বাহ্যিকভাবে ধার্ম্মিক সাজিতে চায়, তাহারাই পরিচ্ছেদন
গ্রহণ করিতে তোমাদের বাধ্য করিতেছে; তাহাদের একমাত্র
উদ্দেশ্য যেন খ্রীষ্টের ক্রুশের জন্য তাহাদের প্রতি নির্য্যাতন
১৩ না ঘটে। কারণ যাহারা পরিচ্ছেদন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা
নিজেরা বিধি-ব্যবস্থা পালন করে না, কিন্তু চায় যে তোমরা
পরিচ্ছেদন প্রাপ্ত হও, যেন তোমাদের দেহসম্পর্কে তাহারা
১৪ গর্ব্ব করিতে পারে। কিন্তু এমন যেন না হয় যে আমি
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশব্যতীত অন্য কিছুতে গর্ব্ব
করি, কারণ তাহা দ্বারাই আমি জগতের পক্ষে, আর জগৎ আমার
১৫ পক্ষে, ক্রুশ-বিদ্ধ। পরিচ্ছেদন কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু
১৬ নয়, নূতন সৃষ্টিই সার। যতজন এই সূত্র ধরিয়া চলিবে,
তাহাদের উপর, ঈশ্বরের 'ইস্রায়েলের উপর, শান্তি' ও দয়া
বিরাজ করুক।

১৭ এখন হইতে কেহ আমাকে উত্যক্ত না করুক, কারণ
আমি যীশুর ক্রীতদাসের পরিচয়-চিহ্ন দেহে ধারণ করিতেছি।

১৮ ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার
সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

৩ ১ করিঃ ৮; ২
৪ ১করিঃ ১১; ২৮
২ করিঃ ১৩; ৫
৫ রোঃ ১৪; ১২
৬ ১ করিঃ ৯; ১১, ১৪
৮ হোঃ ৮; ৭
রোঃ ৮; ১২, ১৩
যাকোব ৩; ১৮
যোঃ ৬, ৬৩।
৩; ৬
৯ ২ থিষঃ ৩; ১৩
১করিঃ ১৫; ৫৮
১০ ইফিঃ ২; ১৯
২ পিঃ ১; ৭
১১ ১করিঃ ১৬; ২১
কলঃ ৪; ১৮
২ থিষঃ ৩; ১৭
ফিলীমঃ ১৯
১২ গাঃ ৫; ১১
ফিলিঃ ৩; ১৮
১৪ রোঃ ৬; ৬
১ করিঃ ১; ৩১।
২; ২
গাঃ ৫; ২৪
১৫ গাঃ ৫; ৬
১ করিঃ ৭; ১৯
২ করিঃ ৫; ১৭
ফিলিঃ ৩; ৩
১৬ গীত ১২৫; ৫।
১২৮; ৬
ফিলিঃ ৩; ১৬
১৭ ২ করিঃ ৪; ১০
১৮ ফিলীমঃ ২৫
ফিলিঃ ৪; ২৩
রোঃ ১৬; ২০

ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অভিবাদন

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত, ইফিষ-নিবাসী * পবিত্রগণ ও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বস্ত সকলের সমীপে;
২ আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টপ্রদত্ত অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক।

১, ২ রোঃ ১; ১, ৭
কলঃ ১; ১, ২
১ করিঃ ১; ১, ২

ঈশ্বরের প্রশংসা

৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, তিনি খ্রীষ্টে স্বর্গীয় স্থানে সর্ব্বপ্রকার আত্মিক আশীর্ব্বাদে আমাদের
৪ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। সেইরূপে তিনি জগৎ-পত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদের মনোনীতও করিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে যেন
৫ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই,—এমনই তাঁহার প্রেম, যে তিনি পূর্ব্ব হইতে আপনার প্রীতিপূর্ণ ইচ্ছা অনুসারে আমাদের বিষয় নিরূপিত করিয়াছিলেন যেন যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আপন দত্তক-
৬ পুত্ররূপে আমাদের গ্রহণ করেন, এবং সেই প্রীতি-পাত্রে তিনি আমাদের যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অনুগ্রহের
৭ প্রতাপের প্রশংসা হয়। তাঁহার অনুগ্রহ-ধন অনুসারে আমরা সেই প্রীতি-পাত্রেতেও, তাঁহার রক্তের গুণে, মুক্তি এবং সকল
৮ অপরাধের ক্ষমা পাই। সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দানেও সেই অনুগ্রহ তিনি আমাদের প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন;
৯ কারণ তাঁহার প্রীতি অনুসারে তিনি আপন ইচ্ছার নিগূঢ়-তত্ত্ব
১০ আমাদের নিকট ব্যক্ত করিলেন,—সমস্তই, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু যেন খ্রীষ্টে সংগৃহীত হয়, যুগ-কলাপের পূর্ণতা-কালে সেই পরিকল্পনা সাধন করিবার জন্য তিনি খ্রীষ্টেতে
১১ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যিনি আপন ইচ্ছার উদ্দেশ্য অনুসারে সমস্তই সাধন করেন, তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আমরা পূর্ব্ব হইতে নিরূপিত হইয়া সেই খ্রীষ্টেই উত্তরাধিকারের ভাগী
১২ হইয়াছি; উদ্দেশ্য এই, পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করিয়াছি যে আমরা, আমাদের মধ্য দিয়া যেন ঈশ্বরের প্রতাপের
১৩ প্রশংসা হয়; খ্রীষ্টেই তোমরাও সত্যের বাক্য, তোমাদের

৩ ইফিঃ ২; ৬
৪ যোঃ ১৫; ১৬।
১৭; ২৪
২ থিষঃ ২; ১৩
ইফিঃ ৫; ২৭
৫ যোঃ ১; ১২
রোঃ ৮; ২৯
ইফিঃ ১; ১১
৬ মথি ৩; ১৭
কলঃ ১; ১৩
৭ রোঃ ৩; ২৫
ইফিঃ ২; ৭
৩; ৮, ১৬
কলঃ ১ ১৪,
২০
৮ কলঃ ১ ৯
৯ ইফিঃ ৩ ৯
রোঃ ১৬ ২৫
১০ গাঃ ৪;
কলঃ ১৬
১১ কলঃ ১২
রোঃ ৮; ২৯
১৩ ২ করিঃ ৬; ৭
ইফিঃ ৪; ৩০
কলঃ ১; ৫, ৬

* ইফিষ-নিবাসী, কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ইহা বাদ দেওয়া হইল

পরিত্রাণের সুসমাচার শুনিয়া ও খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়া, সেই
১৪ প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। সেই আত্মা ঈশ্বরের নিজস্বের মুক্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার জন্য আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিমাংশস্বরূপ।

১৩, ১৪ ২ করিঃ ১; ২২। ৫; ৫

ঐশ্বরিক জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা

১৫ এই কারণে, তোমাদের মধ্যে প্রভু যীশুর উপর যে বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্র লোকের প্রতি যে প্রেম আছে, তাহা শুনিয়া,
১৬ আমিও আমার প্রার্থনায় তোমাদেব নামোল্লেখ করিয়া তোমাদের
১৭ জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতে ক্ষান্ত হই না। আমার প্রার্থনা এই, যেন আমাদেব প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, প্রতাপের পিতা, আপনার পরিচয় লাভের নিমিত্ত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির আত্মা
১৮ তোমাদের প্রদান করেন; তিনি তোমাদের অন্তরের চক্ষুও এমন আলোকিত করুন যেন তাঁহার আহ্বানের প্রত্যাশা, পবিত্রলোকদের মধ্যে তাঁহার দত্ত সেই উত্তরাধিকারের গৌরব-
১৯ ধন, এবং বিশ্বাসী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অসীম মহত্ত্ব, এই সকল যে কি তাহা তোমরা জানিতে পাও। এই সমস্তই তাঁহার ক্রিয়াশক্তির প্রবল প্রভাব অনুসারে হইল;
২০ তিনি খ্রীষ্টেতে তাহা সক্রিয় করিয়া তুলিলেন—,
যখন তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত
২১ করিলেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে, সমস্ত আধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের ঊর্দ্ধে এবং ইহযুগে ও পরযুগেও যত নাম উল্লেখ করা যায়, সেই সকলের অনেক ঊর্দ্ধে, 'আপনার দক্ষিণ
২২ পার্শ্বে, তাঁহাকে বসাইলেন।' তিনি 'সকলই তাঁহার পদতলে বশবর্ত্তী করিলেন,' এবং তাঁহাকে সর্ব্বোচচ মস্তকস্বরূপ
২৩ করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন; যিনি সমস্ত কিছু সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, মণ্ডলীই তাঁহার দেহ, তাঁহার পূর্ণতা।

১৫ কলঃ ১, ৪
১৬ রোঃ ১, ৯
কলঃ ১, ৩, ৯
১৭ কলঃ ১, ১০
১ করিঃ ১৪; ৬
১৮ কলঃ ১; ৫, ১১, ১২, ২৭
১৯ ২ করিঃ ১৩; ৪
কলঃ ১; ১১। ২, ১২
২০ গীত ১১০; ১
১ পিঃ ৩; ২১
২১ কলঃ ১; ১৬। ২; ১০
ফিলিঃ ২; ৯
২২ গীত ৮; ৬
মথি ২৮; ১৮
১ করিঃ ১৫; ২৭
ইফিঃ ৪; ১৫। ৫; ২৩
কলঃ ১; ১৮
২৩ রোঃ ১২; ৫
কলঃ ১; ১৯
১ করিঃ ১২; ২৭
ইফিঃ ৪; ১০। ৫. ৩০

ঈশ্বরের অনুগ্রহেই পরিত্রাণ

২ নিজেদের অপরাধে ও পাপে মৃত যে তোমরা,
২ এই জগতের যুগধারা অনুযায়ী তোমরা এক সময় পাপেই জীবনযাপন করিতে, আকাশের কর্ত্তৃত্বের অধিপতি, অর্থাৎ এখন অবাধ্য সন্তানদের মধ্যে সক্রিয় যে আত্মা, তাহারই প্রভাবে
৩ বিচরণ করিতে। সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্ব্বে নিজেদের দৈহিক অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, এবং দেহ ও মনের বিবিধ কামনা পূর্ণ করিয়া অন্য সকলের

১ কলঃ ১; ২১। ২; ১৩
২, ৩ ইফিঃ ৬; ১২। ৫; ৬
তীত ৩; ৩
যোঃ ১২; ৩১
কলঃ ৩; ৫, ৬
১ পিঃ ১; ১৪। ৪; ২, ৩

৪ ন্যায় আমরা স্বভাবতঃ ক্রোধের পাত্র * ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর, যিনি দয়া-ধনে ধনবান, তাঁহার যে মহাপ্রেম আমাদের প্রতি ৫ ছিল সেই প্রেমের কারণে তিনি আমাদের, এমন কি অপরাধে মৃত আমাদের, খ্রীষ্টের সহিত সঞ্জীবিত করিলেন,—অনুগ্রহেই ৬ তোমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ—আর তিনি আমাদের তাঁহার সহিত উত্থাপিত করিলেন ও খ্রীষ্ট যীশুতে স্বর্গীয় স্থানে ৭ তাঁহার সহিত বসাইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি প্রকাশিত তাঁহার সদয়ভাব অনুসারে যেন তিনি আগামী যুগপর্য্যায়ে তাঁহার সেই অসীম অনুগ্রহ-
৮ ধন প্রকাশ করিতে পারেন। কারণ অনুগ্রহেই তোমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ; ইহা তোমাদের নিজেদের ৯ দ্বারা হয় নাই, বরং ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্ম্মেরও ফল ১০ নয়, যেন কেহ গর্ব্ব করিতে না পারে। কারণ আমরা তাঁহার দ্বারা রচিত, আমরা খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; ঈশ্বর সেই সমস্ত পূর্ব্বে প্রস্তুত করিলেন যেন আমরা সেই সৎক্রিয়ার পথে চলি।

৫ লূক ১৫; ২৪
রোঃ ৬; ১৩
ইফিঃ ২; ১।
৫; ১৪
৬ ইফিঃ ১; ২০
৭ ইফিঃ ১; ৭
তীত ৩; ৪
৮ প্রেঃ ১৫; ১১
রোঃ ৩; ২৪
গাঃ ২; ১৬
২ তীমঃ ১; ৯
৯ রোঃ ৩; ২৭
১ করিঃ ১; ২৯
১০ কলঃ ১; ১০
তীত ২; ১৪

মণ্ডলীতে যিহূদী ও বিজাতীয় মিলন

১১ অতএব স্মরণ কর পূর্ব্বে তোমরা দৈহিকভাবে বিজাতীয় ছিলে; যাহারা 'পরিচ্ছেদন', অর্থাৎ দেহে মনুষ্য-হস্তকৃত পরিচ্ছেদন নামে আখ্যাত, তাহাদের দ্বারা তোমরা অপরি-
১২ চ্ছেদন নামে আখ্যাত ছিলে; এবং সেই সময়ে তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন, ইস্রায়েলের প্রজাধিকার হইতে দূরীভূত এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত বিবিধ সন্ধি-নিয়মের সহিত সম্পর্করহিত ছিলে, তোমাদের আশা ছিল না, তোমরা জগতের মধ্যে ১৩ ঈশ্বরবিহীন ছিলে। কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্ব্বে 'দূরবর্ত্তী' যে তোমরা, খ্রীষ্টের রক্তের গুণে তোমরা 'নিকট-
১৪ বর্ত্তী' হইয়াছ। তিনিই আমাদের শান্তি; তিনি উভয়কে এক করিয়াছেন; যাহা শত্রুতাস্বরূপ ছিল, সেই মধ্যবর্ত্তী ১৫ প্রাচীর তিনি নিজ দেহে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, বিধিবদ্ধ আজ্ঞাকলাপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়াছেন, যেন, উভয়কে লইয়া আপনারই মধ্যে এক নূতন মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া, ১৬ শান্তি স্থাপন করেন, এবং ক্রুশে শত্রুতাকে নাশ করিয়া সেই ক্রুশ দ্বারা উভয়কে এক দেহে ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলিত ১৭ করেন; আর তিনি আসিয়া 'দূরবর্ত্তী' যে তোমরা তোমাদের 'কাছে শান্তি, ও নিকটবর্ত্তীদের কাছেও শান্তি ঘোষণা

১২ রোঃ ৯; ৪
ইফিঃ ৪; ১৮
১ থিষঃ ৪; ১
১৩ যিশাঃ ৫২; ৭
৫৭; ১৯
ইফিঃ ৫; ৮
কলঃ ১; ২০
১৪ যিশাঃ ৯; ৬
মীঃ ৫; ৫
সখঃ ৯; ১০
গাঃ ৩; ২৮
কলঃ ২; ১৪
১৫ ২ করিঃ ৫; ১৭
১৬ কলঃ ১; ২০, ২২
১৭ যিশাঃ ৫৭; ১৯
সখঃ ৯; ১০

* অথবা, সন্তান

১৮ করিয়াছেন।' এইজন্য তাঁহারই দ্বারা আমরা উভয়ে এক
১৯ আত্মায় পিতার নিকট প্রবেশের অধিকার পাইয়াছি। সুতরাং তোমরা আর বিদেশী * ও প্রবাসী নও, কিন্তু পবিত্র লোকদের
২০ সহপ্রজা, ঈশ্বরের গৃহের লোক। প্রেরিত ও ভাববাদীদের ভিত্তিমূলের উপরে তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছ; তাহার 'কোণের
২১ প্রস্তর' স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু; খ্রীষ্টেই সমগ্র গাঁথনি সন্নিবদ্ধ হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে;
২২ আর আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার জন্য তোমরাও তাঁহাতে অন্য সকলের সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছ।

ঈশ্বরের নিগূঢ়-তত্ত্ব প্রকাশার্থেই পৌল নিয়োজিত

৩ এইজন্য আমি পৌল, বিজাতীয় যে তোমরা, তোমাদের
২ নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশুর বন্দী হইয়াছি, তোমাদের নিমিত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে পরিচর্য্যা-ভার আমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহার
৩ বিষয় তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ; প্রত্যাদেশ যোগে সেই নিগূঢ়-তত্ত্ব যে আমাকে জানান হইয়াছে ইহা আমি ইতি-
৪ পূর্ব্বে সংক্ষেপে লিখিয়াছি। তোমরা তাহা পাঠ করিলে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় নিগূঢ়-তত্ত্বে আমার অভিজ্ঞতা বুঝিতে পারিবে।
৫ সেই নিগূঢ়-তত্ত্ব এখন পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদীদের নিকট যেভাবে আত্মা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, অতীতে পুরুষানুক্রমে তাহা মনুষ্য-সন্তানদের নিকট সেইভাবে জানান হয় নাই;
৬ অর্থাৎ খ্রীষ্ট যীশুতে বিজাতীয়েরা সুসমাচারের দ্বারা যেন একই উত্তরাধিকারের অংশী, একই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, একই
৭ প্রতিজ্ঞার সহভাগী হয়। ঈশ্বরের পরাক্রমের ক্রিয়াশক্তিতে আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হইয়াছে সেই অনুসারে আমি
৮ সুসমাচারের সেবক নিযুক্ত হইয়াছি। সকল পবিত্র লোকের মধ্যে ক্ষুদ্রতম অপেক্ষাও ক্ষুদ্র যে আমি, আমাকে এই অনুগ্রহ দেওয়া হইয়াছে, যেন যে ধনের সন্ধান কেহই করিতে পারে না আমি সেই ধনের বিষয় বিজাতিদের কাছে প্রচার করি,
৯ এবং যে নিগূঢ়-তত্ত্ব আদি হইতে সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে, তাহার পরিকল্পনা কি তাহা প্রকাশ করি:
১০ তাহাতে এখন যেন মণ্ডলীর দ্বারা স্বর্গীয় স্থানের সমস্ত আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্বের নিকট ঈশ্বরের বহুবিধ বিজ্ঞতা প্রদর্শিত
১১ হয়; ইহা সেই অনন্তকালীন উদ্দেশ্য অনুসারে যাহা তিনি
১২ আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই

১৮ রোঃ ৫; ২
ইফিঃ ৩; ১২
ইব্রীঃ ৭; ২৫
১৯ ইফিঃ ৩; ৬
গাঃ ৬; ১০
ফিলিঃ ৩; ২০
ইব্রীঃ ৩; ৬।
১২; ২২, ২৩
২০ যিশাঃ ২৮; ১৬
মথি ১৬; ১৮
১করিঃ ৩; ১১
১পিঃ ২; ৪-৬
২১ ইফিঃ ৪; ১৬
কলঃ ২; ১৯
২২ ইফিঃ ৩; ১৭
১পিঃ ২; ৫
১ ফিলিঃ ১; ৭, ১৩
কলঃ ১; ২৪
ফিলীমঃ ১
২ কলঃ ১; ২৫
৩ ইফিঃ ১; ৯, ১০।
৩; ৯
কলঃ ১; ২৬
৪ ২করিঃ ১১; ৬
৫ ইফিঃ ৩; ৯
৬ ইফিঃ ২; ১৯
৭ কলঃ ১; ২৫,
২৯
৮ ১করিঃ ১৫; ৯,
১০
ইফিঃ ১; ৭
গাঃ ১; ১৬
৯ রোঃ ১৬; ২৫
ইফিঃ ১; ৯।
৩; ৫
কলঃ ১; ২৬,
২৭
১০ ১পিঃ ১; ১২
ইফিঃ ৬; ১২
কলঃ ১; ২৬
১২ রোঃ ১৪; ৬
রোঃ ৫; ২
ইফিঃ ২; ১৮
ইব্রীঃ ৪; ১৬।
৭; ২৫

* অথবা, নিঃসম্পর্ক

খ্রীষ্টে থাকাতে, তাঁহার উপর বিশ্বাস দ্বারা আমরা দৃঢ়প্রত্যয়
১৩ করিয়া নির্ভীকভাবে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছি। অতএব আমার অনুরোধ এই, তোমাদের নিমিত্ত আমার যেসকল ক্লেশ হইতেছে, তাহা যেন নৈরাশ্যের কারণ না হয়, কারণ তাহা তোমাদের গৌরব।

১৩ কল: ১; ২৪

সুসমাচার হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রার্থনা

১৪ এইজন্য, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত পিতৃবর্গ যাঁহার নামে
১৫ আখ্যাত, সেই পিতার সম্মুখে আমি নতজানু হইতেছি,
১৬ তিনি যেন আপন গৌরব-ধন অনুসারে তোমাদের এই বর দেন যাহাতে অন্তরের মানুষে তাঁহার আত্মার দ্বারা তোমরা শক্তিতে
১৭ বলীয়ান হও, বিশ্বাসপ্রযুক্ত খ্রীষ্ট যেন তোমাদের অন্তঃকরণে
১৮ বাস করেন; প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত হইয়া, তোমরা তাহার প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা ও গভীরতা কি তাহা যেন সমস্ত
১৯ পবিত্র লোকের সহিত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হও; এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম তাহা উপলব্ধি করিতে পার, যেন ঈশ্বরের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হও।
২০ যিনি আমাদের মধ্যে সক্রিয় শক্তি অনুসারে আমাদের সমস্ত যাচনা ও কল্পনার একান্ত অতিরিক্ত কর্ম্মও সাধন করিতে
২১ পারেন, মণ্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যুগে যুগে সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহারই মহিমা হউক। আমেন।

১৬ রো: ৭; ২২ ইফি: ১; ৭। ৬; ১০ কল: ১; ১১, ২৭
১৭ যো: ১৪; ২৩ ইফি: ২; ২২ কল: ১; ২৩। ২; ৭
১৮ কল: ২; ২, ৩
১৯ ফিলি: ৪; ৭ কল: ২; ৯, ১০
২০ কল: ১; ২৯

ভক্তদের একতা প্রয়োজন

৪ সুতরাং প্রভুতে বন্দী আমি, তোমাদের অনুনয় করিতেছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ তাহার যোগ্যভাবে চল;
২ সম্পূর্ণ নম্রতা ও বিনয়ভাবে, দীর্ঘসহিষ্ণুতা সহকারে প্রেমে
৩ পরস্পরের প্রতি সহনশীল হও। মিলনের বন্ধনে আত্মার
৪ একতা রক্ষা করিতে সবিশেষ চেষ্টা কর। দেহ এক, আত্মা এক; তেমনই তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার
৫ প্রত্যাশাও এক; প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক;
৬ সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের প্রধান, সকলের
৭ মধ্যে ব্যাপ্ত ও সকলের অন্তরে বিরাজমান। কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণ অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ
৮ দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য উক্ত আছে, 'তিনি উর্দ্ধে উঠিয়া বন্ধনকারীদের* বন্দী করিলেন, মনুষ্যদের নানা বর' দান
৯ করিলেন। 'তিনি উঠিলেন' ইহার অর্থ কি এই নয় যে

১ ফিলি: ১; ২৭ কল: ১; ১০ ১ থিষ: ২; ১২
২, ৩ কল: ৩; ১২-১৪
৪ যো: ১৭; ২১ রো: ১২; ৫ কল: ৩; ১৫
৫ যো: ১০; ১৬ ১ করি: ৮; ৬
৬ ১ করি: ১২; ৬
৭ ১ করি: ১২; ১১
৮ গীত ৬৮; ১৮ কল: ২; ১৫
৯ যো: ৩; ১৩

* অথবা, বন্দিত্ব

১০ তিনি পৃথিবীর নিম্নতর স্থানে নামিয়াছিলেন? যিনি নামিয়াছিলেন তিনিই সমস্ত পূর্ণ করিবার জন্য আবার সকল স্বর্গের ১১ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন। আর সেবাকার্য্যের জন্য ও খ্রীষ্টের দেহ ১২ গাঁথিয়া তুলিবার জন্য পবিত্র লোকেরা যাহাতে পরিপক্ব হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজনকে প্রেরিত, কয়েকজনকে ভাববাদী, কয়েকজনকে সুসমাচার-প্রচারক ও কয়েকজনকে ১৩ পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন; যেন আমরা সকলে ক্রমশঃ বিশ্বাস ও ঈশ্বরের পুত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানের একত্ব পর্য্যন্ত, সিদ্ধপুরুষের অবস্থা পর্য্যন্ত, এমন কি খ্রীষ্টের পূর্ণতার ১৪ পূর্ণ পরিমাণ পর্য্যন্ত পোঁছাইতে পারি; তাহা হইলে আমরা আর বালক থাকিব না, মানুষের প্রবঞ্চনা ও ছলনা দ্বারা ভ্রান্তিকর চাতুরীতে পড়িয়া আমরা যে কোন শিক্ষা-বায়ুতে ১৫ তরঙ্গাহত ও ইতস্ততঃ চালিত হইব না। বরং প্রেমে সত্যনিষ্ঠ হইয়া, যিনি মস্তকস্বরূপ, অর্থাৎ খ্রীষ্ট, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাতেই ১৬ বৃদ্ধি পাইব; যাঁহা হইতে সমস্ত দেহ, পরিপোষণের গ্রন্থিসমূহের দ্বারা সন্নিবদ্ধ ও সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক অংশ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুযায়ী সক্রিয় হওয়াতে দৈহিক বৃদ্ধি সাধন করে, এইরূপে আপনাকে প্রেমভাবেই গাঁথিয়া তুলে।

১০ ইফিঃ ১ ; ২৩
১১ ১ করিঃ ১২ ; ৫, ৮-১১, ২৮ প্রেঃ ২১ ; ৮ ২ তীমঃ ৪ ; ৫
১২ ১ পিঃ ২ ; ৫ ২ তীমঃ ৩ ; ১৭ ১ করিঃ ১৪ ; ২৬
১৩ কলঃ ১ ; ২৮
১৪ মথি ১১ ; ৭ ১ করিঃ ১৪, ২০ যাকোব ১ ; ৬ ইব্রীঃ ১৩ ; ৯। ৫ ; ১২
১৫ ইফিঃ ১ ; ২২। ৫ ; ২৩ কলঃ ১ ; ১৮
১৬ ইফিঃ ২ ; ২১ কলঃ ২ ; ১৯

নূতন ও পুরাতন জীবন

১৭ অতএব ইহা বলিতেছি ও প্রভুর নামে দৃঢ় আদেশ দিতেছি, বিজাতীয়েরা নিজেদের মনের অসারতায় যেরূপ চলে, তোমরা ১৮ আর সেইরূপ চলিও না; তাহাদের অন্তরের চক্ষু অন্ধীভূত; তাহাদের হৃদয়ের কঠিনতা তাহাদের মনে এমন অজ্ঞতা সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহারা ঐশ্বরিক জীবন হইতে দূরীভূত হইয়াছে। ১৯ তাহারা অসাড় হইয়া লোভবশতঃ সর্ব্বপ্রকার অশুচি ক্রিয়া ২০ করিবার জন্য ভ্রষ্টাচারে আপনাদের সমর্পণ করিয়াছে; কিন্তু ২১ তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে এইপ্রকার শিক্ষা পাও নাই; তাঁহার বাক্য অবশ্য শুনিয়া থাকিবে এবং যে সত্য যীশুতে আছে সেই ২২ অনুসারে তাঁহাতেই এই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবে যে, যাহা পূর্ব্বকালীন আচরণ-সংশ্লিষ্ট, যাহা প্রতারণামূলক বিবিধ অভিলাষে দূষিত সেই পুরাতন মনুষ্যকে তোমাদের ত্যাগ করা উচিত; ২৩ আর তোমাদের অন্তরের আত্মায় নূতনীকৃত হইয়া, ২৪ যে নূতন মনুষ্য সত্যমূলক ধার্ম্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট, তাহাই তোমাদের পরিধান করা উচিত।

১৭ রোঃ ১ ; ২১ কলঃ ২ ; ৬। ৩ ; ৭ ১ পিঃ ৪ ; ৩। ১ ; ১৮
১৮ ইফিঃ ২ ; ১২ কলঃ ১ ; ২১ ১ পিঃ ১ ; ১৪
১৯ ইফিঃ ৫ ; ৩
২০ মথি ১১ ; ২৯ ফিলিঃ ২ ; ৫ ১ যোঃ ২ ; ৬
২২ রোঃ ৮ ; ১৩ কলঃ ৩ ; ৯
২৩ রোঃ ১২ ; ২
২৪ আদি ১ ; ২৬ রোঃ ১৩ ; ১৪ কলঃ ৩ ; ১০

দৈনিক জীবনের জন্য নীতিসূত্র

২৫ তাহা হইলে, যাহা মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিয়া, 'প্রত্যেকে নিজের প্রতিবাসীর নিকট সত্য কথা বলিও,' কারণ আমরা পরস্পর ২৬ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। 'ক্রুদ্ধ হইলেও পাপ করিও না'; তোমাদের ২৭ উত্তেজনা থাকিতেই যেন সূর্য্য অস্ত হইয়া না যায়; আর ২৮ দিয়াবলকে স্থান দিও না। চোর আর চুরি না করুক, বরং স্বহস্তে সৎকার্য্যে পরিশ্রম করুক, যেন অভাবগ্রস্তকে বিতরণ ২৯ করিবার জন্য তাহার কিছু থাকে। তোমাদের মুখ হইতে কোনপ্রকার অশ্লীল কথা নয় কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে গাঁথিয়া তুলিবার উপযুক্ত কথা বাহির হউক, যেন যাহারা শুনে তাহারা ৩০ তাহাতে অনুগ্রহ পাইতে পারে। আর ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না, যাঁহার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের উদ্দেশ্যে ৩১ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। সর্ব্বপ্রকার কটুবাক্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ, অপবাদ, এবং সর্ব্বপ্রকার হিংসাও তোমাদের হইতে দূরীকৃত ৩২ হউক। তোমরা পরস্পর সদয় ও করুণচিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টেতে তোমাদেব ক্ষমা করিয়াছেন।

৫ সুতরাং প্রিয় বৎসদের ন্যায় তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও।

২ খ্রীষ্ট যেমন তোমাদের প্রেম করিলেন, এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের 'সৌরভের নিমিত্ত, নৈবেদ্য ও বলিরূপে' আপনাকে ৩ উৎসর্গ করিলেন তোমরাও তেমনই প্রেমের পথে চল। কিন্তু পবিত্র লোকদের পক্ষে যেমন উপযুক্ত, লাম্পট্য ও সর্ব্বপ্রকার অশুচিতার অথবা লোভের উল্লেখও তোমাদের মধ্যে যেন না ৪ হয়; এবং যাহা শোভন নয় এমন কুৎসিত ব্যবহার এবং প্রলাপ কিংবা অশ্লীল রসালাপ নয়, বরং ধন্যবাদ থাকুক। ৫ কারণ ইহা নিশ্চয় জান যে, যে কেহ লম্পট, কি অশুদ্ধাচারী কি লোভী—সে ত প্রতিমাপূজক—এমন কাহারও খ্রীষ্টের ও ৬ ঈশ্বরের রাজ্যে কোন অধিকারই নাই। অনর্থক বাক্য দ্বারা কেহ যেন তোমাদের প্রতারিত না করে, কারণ এই সকল দোষপ্রযুক্ত সেই অবাধ্য সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ ৭ উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহাদের সহভাগী হইও না; ৮ কারণ তোমরা পূর্ব্বে অন্ধকার ছিলে কিন্তু এখন প্রভুতে দীপ্তি ৯ হইয়াছ; দীপ্তির সন্তানদের ন্যায় চল; কারণ সর্ব্বপ্রকার সততায়, ন্যায়পরায়ণতায় ও সত্যেই জ্যোতির ফল দৃষ্ট হয়। ১০ প্রভুর প্রীতিজনক কি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ।

২৫ সখ: ৮ ; ১৬
রোঃ ১২ ; ৫
কলঃ ৩ ; ৯
২৬ গীত ৪ ; ৪
কলঃ ৩ ; ৮
যাকোব ১ ; ১৯, ২০
২৭ ২ করিঃ ২ ; ১১
২৮ ১ থিষঃ ৪ ; ১১
তীত ৩ ; ১৪
২৯ ইফিঃ ৫ ; ৪
কলঃ ৩ ; ৮। ৪ ; ৬
৩০ ইফিঃ ১ ; ১৩
যিশা: ৬৩ ; ১০
১ থিষঃ ৫ ; ১৯
৩১ কলঃ ৩ ; ৮
৩২ মথি ৬ ; ১৪। ১৮ ; ২২-৩৫
কলঃ ৩; ১২,১৩
১ মথি ৫ ; ৪৮
২ গাঃ ২ ; ২০
কলঃ ৩; ১২,১৩
ইব্রীঃ ১০ ; ১০
গীত ৪০ ; ৬
যাত্রা ২৯ ; ১৮
লেবীঃ ১ ; ৯
যিহিঃ ২০ ; ৪১
৩ ইফিঃ ৪ ; ১৯
কলঃ ৩ ; ৫
৪ ইফিঃ ৪ ; ২৯
কলঃ ৩ ; ৮
৫ ১ করিঃ ৬ ; ৯, ১০
গাঃ ৫ ; ১৯-২১
কলঃ ৩ ; ৫
প্রেঃ ৮ ; ২১
৬ রোঃ ১ ; ১৮
২ করিঃ ১১ ; ৩
ইফিঃ ২ ; ২
কলঃ ২ ; ৪, ৮। ৩ ; ৬
৮ ইফিঃ ২ ; ১৩
রোঃ ১৩ ; ১৩
১ পিঃ ২ ; ৯
লূক ১৬ ; ৮
যোঃ ১২ ; ৩৬
যিশা: ২ ; ৫
৯ গাঃ ৫, ২২
ফিলিঃ ১ ; ১১
১০ রোঃ ১২ ; ২

১১ অন্ধকারের ফলহীন কর্ম্মসকলের সহভাগী হইও না, বরং সেই
১২ সমস্ত কর্ম্মের দোষ ব্যক্ত কর; কারণ উহাদের যেসকল কর্ম্ম গোপনে
১৩ হয়, তাহা বর্ণনা করাও লজ্জাজনক। কিন্তু দীপ্তি দ্বারা ব্যক্ত
হইলে সমস্তই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কারণ যাহা প্রকাশিত
১৪ হয়, তাহাই দীপ্তি হইয়া উঠে। এইজন্য উক্ত আছে,
নিদ্রাগত ব্যক্তি, তুমি জাগিয়া উঠ, মৃতদের মধ্য হইতে উঠ,
আর খ্রীষ্ট তোমার উপরে দীপ্যমান হইবেন।

১৫ তোমরা কিভাবে চলিতেছ সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হও,
১৬ অজ্ঞানের ন্যায় নয়, জ্ঞানবানের ন্যায় চলিয়া, সুযোগ থাকিতে
তাহা আপনাদের জন্য ক্রয় করিয়া লও, কারণ এই যুগ মন্দ।
১৭ সুতরাং বুদ্ধিহীন হইও না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি তাহা বুঝিয়া
১৮ লও। 'মদ্যপানে মত্ত হইও না,' তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে;
১৯ কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও; গীত ও স্তোত্র ও আত্মিক
সঙ্কীর্ত্তনে নিজেদের মধ্যে আলাপ কর এবং প্রভুর উদ্দেশে
তোমাদের হৃদয়ে গীত-বাদ্য কর; আর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের
২০ জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ দাও।

খ্রীষ্টীয় পরিবার

২১ খ্রীষ্টের প্রতি ভয়ে পরস্পরের বশবর্ত্তী হও।

২২ বিবাহিত নারীরা, তোমরা যেমন প্রভুর বশবর্ত্তী, তেমনই
২৩ আপন আপন স্বামীর বশবর্ত্তী হও; কারণ স্বামী তাহার স্ত্রীর
মস্তকস্বরূপ, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ, আর তিনি
২৪ সেই দেহের ত্রাণকর্ত্তা; কিন্তু মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশবর্ত্তী,
তেমনই স্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে আপন স্বামীর বশবর্ত্তী হউক।
২৫ পুরুষেরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে প্রেম কর, খ্রীষ্টও
মণ্ডলীকে যেমন প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে
২৬ সমর্পণ করিলেন, যেন তিনি বাক্যেতে জলস্নান দ্বারা শুচি
২৭ করিয়া তাহাকে পবিত্র করিতে পারেন, এবং আপনি সেই
মণ্ডলীকে গৌরবান্বিত অবস্থায় আপনার সম্মুখে উপস্থিত
করিতে পারেন, তাহার কোন কলঙ্ক বা বিকৃতি বা এইপ্রকার
কোন কিছু যেন না থাকে, বরং তাহা যেন পবিত্র ও
২৮ নিষ্কলঙ্ক হয়। এইভাবে স্বামীর উচিত তাহার স্ত্রীকে আপন
দেহ বলিয়া প্রেম করা; বস্তুতঃ স্ত্রীকে যে প্রেম করে সে
২৯ আপনাকেই প্রেম করে; কেহ কখনও নিজের শরীরে ঘৃণা
করে না, বরং সে তাহা পোষণ করে ও সযত্নে রক্ষা করে,
৩০ যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীর প্রতি করিতেছেন, কারণ আমরা তাঁহারই

১১ যোঃ ১৬; ৮
১ তীম: ৫; ২০
লেবী: ১৯; ১৭
১৩ যোঃ ৩; ২০, ২১
১৪ যিশা: ২৬; ১৯। ৬০; ১
রোঃ ১৩; ১১। ৬; ১৩
১ করিঃ ১১; ৩০
১ থিষ: ৫; ৬
১৫ মথি ১০; ১৬
১৫, ১৬ কল: ৪; ৫
১৭ রোঃ ১২; ২
১৮ হিতো: ২৩; ৩১
লূক ২১; ৩৪
রোঃ ১৩; ১৩
১৯ কল: ৩; ১৬, ১৭
গীত ৩৩; ২, ৩
২০ গীত ৩৪; ১
কল: ৩; ১৭
১ থিষ: ৫; ১৮
২১ ১ পিঃ ৫; ৫
২২ আদি ৩; ১৬
১ করিঃ ১৪; ৩৪
কল: ৩; ১৮
১ পিঃ ৩; ১
তীত ২; ৫
২৩ ১ করিঃ ১১; ৩
ইফি: ১; ২২। ৪; ১৫
কল: ১; ১৮
২৫ কল: ৩; ১৯
২৬ তীত ৩; ৫
২৭ গীত ৪৫; ১৩
পরম: ৪; ৭
২ করিঃ ১১; ২
কল: ১; ২২
৩০ ১ করিঃ ৬; ১৫। ১০; ১৭। ১২; ২৭
ইফি: ১; ২৩
আদি ২; ২৩

৩১ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ‘এইজন্য পুরুষ পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে আর তাহারা দুইজনেই
৩২ একদেহ হইবে।’ এই নিগূঢ়-তত্ত্ব অতি মহৎ, কিন্তু ইহা
৩৩ আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবেও তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্ত্রীকে আপনার মত প্রেম কর, আর স্ত্রীরও উচিত যেন স্বামীকে ভয় করে।

৬ সন্তানেরা, প্রভুতে তোমাদের পিতামাতার বাধ্য হও,
২ কারণ তাহা ন্যায্য। ‘তোমার পিতাকে ও মাতাকে সম্মান
৩ কর’—ইহা প্রতিজ্ঞা-সহযুক্ত প্রথম আজ্ঞা; ‘যেন তোমার
৪ মঙ্গল হয় এবং পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘায়ু হও’। তোমরা যাহারা পিতা, তোমাদের সন্তানদের বিরক্তি জন্মাইও না, বরং প্রভুর শাসনে ও সতর্কীকরণে তাহাদের পোষণ কর।

৫ যাহারা দাস, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের বাধ্য, তেমনই সভয়ে ও সকম্পে এবং অন্তঃকরণের সরলতায় তোমাদের ইহলোকের
৬ কর্ত্তাদেরও বাধ্য হও; বাহ্যিক সেবায় যাহারা মনুষ্যকে তুষ্ট করে তাহাদের ন্যায় নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের দাসরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে
৭ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন কর; মনুষ্যের নয়, কিন্তু প্রভুরই জন্য করিতেছ জানিয়া তোমরা সেইরূপ সন্তুষ্ট মনে দাস্য কর্ম্ম কর;
৮ জানিও, যে কোন সৎকর্ম্ম করিলে, প্রত্যেকজন, দাস কি স্বাধীন, আমাদের প্রভু হইতে তাহার প্রতিদান পাইবে।
৯ যাহারা কর্ত্তা, তোমরা উহাদের প্রতি সেইরূপ কর; ভয়-প্রদর্শন হইতে বিরত হও; জানিও যে উহাদের ও তোমাদের উভয়েরই প্রভু স্বর্গে আছেন ও তাঁহার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব নাই।

খ্রীষ্টিয়ানের যুদ্ধসজ্জা

১০ শেষকথা এই, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার প্রবল শক্তিতে
১১ পরাক্রান্ত হও। ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান কর, যেন
১২ দিয়াবলের সকল চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার। কেননা আমাদের সংগ্রাম রক্ত-মাংসের বিরুদ্ধে নয়; কিন্তু আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকলের বিরুদ্ধে, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের বিরুদ্ধে, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টাত্মাদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিতেছি।
১৩ এইজন্য তোমরা ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ কর, যেন সেই কুদিনে প্রতিরোধ করিতে পার, এবং সকলই সম্পন্ন করিবার
১৪ পরও দাঁড়াইয়া থাকিতে পার। এইজন্য ‘সত্যের দ্বারা কটি
১৫ বন্ধন করিয়া ধার্ম্মিকতার বুকপাতা পরিহিত হও’, ‘মিলনের সুসমাচারের আয়োজন পাদুকারূপে চরণে দিয়া’ দাঁড়াইয়া

৩১ আদি ২; ২৪ মথি ১৯; ৫
৩২ প্রঃ ১৯, ৭
১ কলঃ ৩; ২০
২ যাত্রা ২০; ১২
৩ দ্বিঃ বিঃ ৫; ১৬
৪ আদি ১৮; ১৯ দ্বিঃ বিঃ ৪; ৯। ৬; ৭, ২০-২৫ গীত ৭৮; ৪ হিতোঃ ৩; ১১, ১২। ১৯; ১৮ কলঃ ৩; ২১
৫ কলঃ ৩; ২২-২৫ ১ তীমঃ ৬; ১ তীত ২; ৯, ১০ ১ পিঃ ২; ১৮
৬ ১ করিঃ ৭; ২২
৮ ২ করিঃ ৫; ১০
৯ কলঃ ৪; ১ দ্বিঃ বিঃ ১০; ১৭ ২ বংশাঃ ১৯; ৭ প্রেঃ ১০; ৩৪ যাকোব ২; ১, ৯
১০ ১ করিঃ ১৬; ১৩ ১ যোঃ ২; ১৪ ইফিঃ ৩; ১৬
১১ ২ করিঃ ২; ১১। ৬; ৭। ১০; ৪ ১ পিঃ ৫; ৮, ৯
১২ যোঃ ১৪; ৩০ ইফিঃ ২; ২। ৩; ১০ কলঃ ১; ১৩ লূক ২২; ৫৩
১৪ যিশাঃ ১১; ৫। ৫৯; ১৭ ১ পিঃ ১; ১৩ ১ থিষঃ ৫; ৮ লূক ১২; ৩৫
১৫ যিশাঃ ৫২; ৭। ৪০. ৩ ৯

১৬ থাক ; এই সকলের উপর বিশ্বাসের ঢাল গ্রহণ কর, যাহা দ্বারা তোমরা সেই মন্দ-আত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ নির্ব্বাণ করিতে
১৭ পারিবে ; এবং 'পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ' এবং 'আত্মার খড়্গ'
১৮ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর। সর্ব্ববিধ প্রার্থনায় ও মিনতিসহকারে আত্মাতে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা কর ; এবং ইহার জন্য সম্পূর্ণ অধ্যবসায় ও সমস্ত পবিত্রলোকের জন্য মিনতি-
১৯ সহকারে জাগ্রত থাক ; আর আমার নিমিত্ত মিনতি কর যেন আমার কথা বলিবার সময় এমন বাণী আমাকে দত্ত হয় যাহা দ্বারা আমি যে সুসমাচারের পক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াও
২০ রাজদূতের কর্ম্ম করিতেছি, সেই সুসমাচারের নিগূঢ়-তত্ত্ব মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে পারি ; সেই বিষয়ে যেন আমার যেমন উচিত, নির্ভয়ে কথা বলিতে পারি।

১৬ ১ পিঃ ৫ ; ৯
১ যোঃ ৫ ; ৪
১৭ ১ থিষঃ ৫ ; ৮
হোঃ ৬ ; ৫
ইব্রীঃ ৪ ; ১২
যিশাঃ ৫৯ ; ১৭। ১১ ; ৪। ৪৯ ; ২
১৮ মথি ২৬ ; ৪১
রোঃ ৮ ; ২৬
কলঃ ৪ , ২, ৩
১ তীমঃ ২ ; ১
ফিলিঃ ৪ ; ৬
১৯ কলঃ ৪ ; ৩
২ থিষঃ ৩ ; ১
প্রেঃ ৪ ; ২৯
২০ ২ করিঃ ৫ ; ২০
কলঃ ৪ ; ৪

উপসংহার

২১ আমার বর্ত্তমান অবস্থা, আমার কেমন চলিতেছে তাহা যেন তোমরাও জানিতে পার, এইজন্য প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা ও বিশ্বস্ত
২২ সেবক তুখিক তোমাদের সকলই জানাইবেন। আমি তাঁহাকে তোমাদের কাছে সেইজন্যই পাঠাইলাম, যেন তোমরা আমাদের বিষয় জানিতে পার, আর তিনি তোমাদের হৃদয়ে উৎসাহ দান করেন।

২৩ পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টপ্রদত্ত শান্তি এবং বিশ্বাসের সহিত প্রেম ভ্রাতৃগণের উপরে বিরাজ করুক।
২৪ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যাহাদের প্রেম অবিনশ্বর, অনুগ্রহ তাহাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

২১ প্রেঃ ২০ ; ৪
কলঃ ৪ ; ৭
২ তীমঃ ৪ ; ১২
২২ কলঃ ৪ ; ৮

ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

আভাষ

১ পৌল ও তীমথিয়, খ্রীষ্ট যীশুর দাস, ফিলিপী-নিবাসী যে সমস্ত পবিত্রলোক খ্রীষ্ট যীশুতে আশ্রিত, তাঁহাদের এবং
২ তাঁহাদের অধ্যক্ষ ও পরিচারকদের সমীপে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টপ্রদত্ত অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক।

১ ১ তীমঃ ৩; ১, ৮
২ রোঃ ১ ; ৭

ফিলিপীয়দের জন্য পৌলের ধন্যবাদ ও প্রার্থনা

৩ যখনই প্রার্থনায় তোমাদের নামোল্লেখ করি, তখনই আমার ৪ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই,—ও সর্ব্বদায় তোমাদের সকলের জন্য আমার সমস্ত মিনতিতে আনন্দের সহিত মিনতি করি,— ৫ কারণ প্রথমদিন হইতে এখন পর্য্যন্ত সুসমাচারে তোমাদের ৬ সহভাগিতা আছে। এই বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন তিনি খ্রীষ্ট যীশুর ৭ দিনে তাহা সমাপ্ত করিবেন। তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এইপ্রকার মনোভাব পোষণ করা ন্যায্য কারণ তোমরা আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছ* এবং আমার বন্ধন-দশায় এবং সুসমাচারের পক্ষসমর্থনে ও তাহার সুপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তোমরা ৮ সকলে আমার সহিত অনুগ্রহের সহভাগী হইয়াছ। ঈশ্বর আমার সাক্ষী যে, খ্রীষ্ট যীশুর স্নেহবশে তোমাদের সকলকে ৯ দেখিবার জন্য আমি কেমন আকাঙ্ক্ষী। আমি এই প্রার্থনাও করি, তোমাদের প্রেম যেন পূর্ণজ্ঞানে ও সর্ব্বপ্রকার সুবিবেচনায় ১০ উত্তরোত্তর এমন বৃদ্ধি পায়, যাহাতে যাহা শ্রেয় তোমরা সেই সকলের যথার্থ বিচার করিতে পার এবং খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত ১১ সরল ও নির্দ্দোষ থাকিতে পার, এবং খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা ধার্ম্মিকতার যে ফল পাওয়া যায়, তাহাতে পূর্ণ হও; যেন ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা হয়।

৩ রোঃ ১, ৮
৬ ফিলিঃ ২, ১৩
১ করিঃ ১, ৬-৮
৭ ফিলিঃ ১ ১৩
২ করিঃ ৭; ৩
৮ রোঃ ১; ৯, ১১
২ করিঃ ১, ২৩
১ থিষঃ ২, ৫
৯ ১ থিষঃ ৩, ১২
১০ রোঃ ২, ১৮।
১২; ২
১ থিষঃ ৩, ১৩
ইব্রীঃ ৫; ১৪
১১ ইফিঃ ৫; ৯।
১, ৬.
যো:

কারাবাসে পৌলের প্রচার-কার্য্যের বৃদ্ধিলাভ

১২ ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের জানাইতে চাই যে, আমার বর্ত্তমান ১৩ অবস্থার ফলে বরং সুসমাচারের কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে, এমন কি সমস্ত রাজকীয় সৈন্যদল ও অন্যান্য সকলের নিকট, ১৪ আমার বন্ধন যে খ্রীষ্টেরই জন্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে; এবং আমার বন্ধন-দশার ফলে অধিকাংশ ভ্রাতারা প্রভুতে আস্থা স্থাপন করিয়া নির্ভীকভাবে ঈশ্বরের বাক্য বলিতে অধিকতর ১৫ সাহসী হইয়াছে। কেহ কেহ অবশ্য হিংসা ও বিবাদবশতঃ, আবার কেহ কেহ সদিচ্ছাপ্রযুক্ত খ্রীষ্টকে প্রচার করিতেছে; ১৬ ইহারা প্রেমের কারণে প্রচার করে, তাহারা জানে যে ১৭ সুসমাচারের পক্ষসমর্থনের জন্য আমি নিযুক্ত; উহারা কিন্তু স্বার্থান্বেষণের কারণে খ্রীষ্টকে প্রচার করে, বিশুদ্ধভাবে নয়; তাহারা মনে করে আমার বন্ধন-দশায় ক্লেশ সৃষ্টি করিতে ১৮ পারিবে। তাহাতে কি আসিয়া যায়? যে কোন প্রকারেই

১২ ২ তীমঃ ২; ৯
১৩ ফিলিঃ ১; ৭,
১৭। ৪; ২২
ইফিঃ ৩; ১

* অর্থান্তর, আমি তোমাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি

হউক, ছলে হউক, বা সত্যে হউক, খ্রীষ্ট যে প্রচারিত হইতেছেন ইহাতে আমি আনন্দ করিতেছি, এবং আনন্দ
১৯ করিতে থাকিব। কারণ আমি জানি, তোমাদের মিনতি দ্বারা ও যীশু খ্রীষ্টপ্রদত্ত আত্মার পুষ্টিসাধন দ্বারা সমস্তই আমার
২০ পক্ষে পরিত্রাণের কারণ হইয়া উঠিবে। এইভাবে আমি উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রত্যাশা করি যে, আমি কিছুতে লজ্জিত হইব না, বরং যেমন সর্ব্বদা হইয়াছেন তেমনই এখনও অতি প্রকাশ্যে, জীবন দ্বারা হউক, কি মৃত্যু দ্বারা হউক, খ্রীষ্ট
২১ আমার দেহে মহিমান্বিত হইবেন। কারণ আমার পক্ষে
২২ জীবন খ্রীষ্ট এবং মরণও লাভ। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে জীবন ধারণ করা, তাহাই যদি আমার পরিশ্রমের ফল হয়, তাহা হইলে কোন্‌টি মনোনীত করিব তাহা বলিতে পারি না।

১৯ ২ করিঃ ১ ; ১১
২০ ২ তীমঃ ২ ; ১৫
১ পিঃ ৪ ; ১৬
১ করিঃ ৬ ; ২০
রোঃ ১৪ ; ৭, ৮
২১ গাঃ ২ ; ২০
কলঃ ৩ ; ৪

জীবন এবং মৃত্যু, কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ?

২৩ আমি এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি ; আমার বাসনা যে প্রস্থান করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কারণ তাহা অধিকতর শ্রেয়,
২৪ কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে থাকা তোমাদের জন্য অধিক
২৫ প্রয়োজনীয়। এই বিষয় আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি বাঁচিয়া থাকিব, এমন কি বিশ্বাসে তোমাদের উন্নতি ও
২৬ আনন্দের জন্য তোমাদের সকলের কাছে থাকিব, যেন তোমাদের নিকটে আমার প্রত্যাগমনের ফলে, আমার বিষয়ে খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের গর্ব্ব করিবার কারণ অধিক হয়।

২৩ ২ করিঃ ৫ ; ৮

বিশ্বাসীদের স্থিরতাবিষয়ে পরামর্শ

২৭ কেবল খ্রীষ্টের সুসমাচারের পক্ষে যেমন উপযুক্ত সেইভাবে তাঁহার প্রজাদের মত আচরণ কর ; আমি আসিয়া তোমাদের দেখি বা আমি অনুপস্থিত থাকি, যেন তোমাদের বিষয় শুনিতে পাই তোমরা এক আত্মাতে স্থির আছ, এবং এক প্রাণে সুসমাচারের বিশ্বাসের পক্ষে একযোগে সংগ্রাম করিতেছ,
২৮ আর বিপক্ষদের সম্মুখে কোন বিষয়ে শঙ্কিত হইতেছ না। এসমস্ত যে করিতেছ, তাহা উহাদের জন্য ধ্বংসের, অথচ তোমাদের পরিত্রাণের প্রমাণস্বরূপ ; ইহাও ঈশ্বরের নিকট
২৯ হইতে প্রাপ্ত। কারণ খ্রীষ্টের নিমিত্ত তোমাদের এই অনুগ্রহ দান করা হইয়াছে, যে, কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে তাহা
৩০ নয়, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত দুঃভোগও করিবে ; আমাকে যেরূপে করিতে দেখিয়াছ এবং এখনও করিতেছি বলিয়া শুনিতেছ, তোমরাও যেন সেইরূপে প্রাণপণ কর।

২৭ ১ করিঃ ১ ; ১০।
১৬ ; ১৩
ইফিঃ ৪ ; ১
ফিলিঃ ৪ ; ২, ৩
কলঃ ১ ; ১০
১ থিষঃ ২ ; ১২
৩০ প্রেঃ ১৬ ; ২২
কলঃ ১ ; ২৯।
২ ; ১
ইব্রীঃ ১০ ; ৩২

নম্রতা ও ঐক্যবিষয়ে শিক্ষাদান

২ অতএব খ্রীষ্টে যদি কোন আশ্বাস, প্রেমের কোন প্রবোধ, আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি কোন করুণা ও স্নেহ থাকে, ২ তবে তোমরা আমার আনন্দ এইভাবে পূর্ণ করিও,—একই মনোভাব বিশিষ্ট, একই প্রেমে প্রেমিক হও, একপ্রাণ ও ৩ একচিত্ত হও; স্বার্থান্বেষণ বা বৃথা দর্পের বশে কিছু করিও না, বরং নম্রভাবে একজন অন্যকে আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ৪ বলিয়া বিবেচনা কর, ও প্রত্যেকে নিজের বিষয় নয় কিন্তু পরের বিষয়ও লক্ষ্য রাখ।

যীশুর ত্যাগস্বীকারের চূড়ান্ত আদর্শ

৫ খ্রীষ্ট যীশুতে যে মনোভাব ছিল তাহাই তোমাদের অন্তরে* ৬ থাকুক; তিনি স্বরূপে ঈশ্বর হইলেও ঈশ্বরের সমান থাকা ৭ সাগ্রহে ধারণ করিবার বিষয় বিবেচনা করিলেন না, কিন্তু আপনাকে রিক্ত করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন ও ৮ মানুষের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং মানুষের আকৃতিতে প্রত্যক্ষ হইয়া, তিনি আপনাকে অবনত করিলেন ও মৃত্যু পর্য্যন্ত, ৯ এমন কি ক্রুশে মৃত্যু পর্য্যন্ত, বাধ্য হইলেন। এই কারণে ঈশ্বর তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে উন্নীত করিলেন এবং সকল নাম ১০ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে প্রদান করিলেন, যেন স্বর্গ, মর্ত্ত্য ১১ ও পাতালে 'প্রত্যেক জানু' যীশুর নামেই 'পাতিত হয়, এবং প্রত্যেক জিহ্বা' যীশু খ্রীষ্ট প্রভু 'এই স্বীকারোক্তিতে' পিতা ঈশ্বরের গৌরব করে।

পরিত্রাণ-প্রদ সুচরিত্র গঠনে ঈশ্বরপ্রদত্ত সাহায্য

১২ সুতরাং, আমার প্রীতিভাজনেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন বাধ্য হইয়াছ, কেবল আমার সাক্ষাতে নয়, বরং এখন অধিকতর-ভাবে আমার অসাক্ষাতেও, সভয়ে ও সকম্পে নিজ নিজ ১৩ পরিত্রাণ সাধন কর। বাস্তবিক তোমাদের ইচ্ছা ও কার্য্য যেন তাঁহার সন্তোষজনক হয়, সেইজন্য ঈশ্বরই তোমাদের ১৪ অন্তরে কার্য্য সাধন করিতেছেন। বিনা বচসায় ও বিনা ১৫ তর্কে সকল কার্য্য কর, যেন তোমরা নির্দ্দোষ ও অমায়িক হও, 'এই যুগের কুটিল ও পথভ্রষ্ট লোকদের মধ্যে' ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও; ইহাদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতিষ্কের

২ রোঃ ১২; ১৬ ফিলিঃ ৪; ২
৩ গাঃ ৫, ২৬ রোঃ ১২; ১০
৪ রোঃ ১৫; ২ ১ করিঃ ১০; ২৪, ৩৩
৫ যোঃ ১৩; ১৫
৬ যোঃ ১; ১, ২। ১৭; ৫
৭ যিশাঃ ৪২; ১। ৫৩; ৩ রোঃ ৮; ৩ ২ করিঃ ৮; ৯ ইব্রীঃ ২; ১৪, ১৭
৮ ইব্রীঃ ২; ৯। ৫; ৮। ১২; ২ যোঃ ১০; ১৭
৯ প্রেঃ ২; ৩৩ ইফিঃ ১; ২১ ইব্রীঃ ১; ৩, ৪
১০ যিশাঃ ৪৫; ২৩ যোঃ ৫; ২৩ প্রঃ ৫; ১২, ১৩
১২ গীত ২; ১১ রোঃ ১০; ৯। ১৪; ৯
১৩ ফিলিঃ ১; ৬ ২ করিঃ ৩; ৫ ১ করিঃ ১২; ৬ ইব্রীঃ ১৩; ২১
১৪ ১ পিঃ ৪; ৯
১৫ মথি ৫; ১৪ ফিলিঃ ১; ১০ ইফিঃ ৫; ৮ প্রেঃ ২; ৪০ দ্বি. বিঃ ৩২; ৫

* অথবা, নিজেদের মধ্যে

১৬ ন্যায় দীপ্ত হইতেছ, জীবনের বাক্য ধারণ করিয়া আছ; তাহাতে খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত ইহাই আমার গর্ব্বের কারণ হইবে যে, আমি বৃথা দৌড়াই নাই, 'বৃথা পরিশ্রমও করি ১৭ নাই।' এমন কি, তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞ ও উৎসর্গের উপরে যদি আমি সিঞ্চিত নৈবেদ্যের ন্যায় উৎসৃষ্ট হই, তথাপি আমি আনন্দ করিতেছি, তোমাদের সকলের সঙ্গেই আনন্দ ১৮ করিতেছি; সেইপ্রকারে তোমরাও আনন্দ কর, আমার সঙ্গেই আনন্দ কর।

১৬ ১ থিষঃ ২; ১৯। ৩; ৫
গাঃ ২; ২
২ করিঃ ১; ১৪
যিশাঃ ৪৯; ৪। ৬৯; ২৩
১৭ ২ করিঃ ১২; ১৫
২ তীমঃ ৪; ৬
১৮. ফিলিঃ ৩; ১। ৪; ৪

তীমথিয় ও ইপাফ্রদীতের বিষয়

১৯ প্রভু যীশুতে আমি আশা করি যে তীমথিয়কে শীঘ্রই তোমাদের কাছে পাঠাইব, যেন তোমাদের বিষয় জানিতে ২০ পারিয়া আমিও আশ্বস্ত হই। তোমাদের জন্য প্রকৃতই ২১ চিন্তিত হইবে এমন সদৃশমনা আমার আর কেহই নাই; কারণ সকলে খ্রীষ্ট যীশুর বিষয় নয়, কিন্তু নিজেদের বিষয় অন্বেষণ ২২ করে; কিন্তু ইঁহারই যোগ্যতার প্রমাণ তোমরা জান, যে পিতার সহিত পুত্রের ন্যায় তিনি আমার সহিত সুসমাচারের নিমিত্ত ২৩ দাসের ন্যায় পরিশ্রম করিয়াছেন। আমার কি হয় দেখিতে পাইলেই, আশা করি তাঁহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইব। ২৪ আর প্রভুতে আমার দৃঢ়প্রত্যয় এই যে, আমি আপনি শীঘ্রই আসিব।

২০ ১ করিঃ ৪; ১৭। ১৬; ১০
২১ ২ তীমঃ ৩; ২। ৪; ১০
১ করিঃ ১০; ২৪

২৫ ইহা সত্ত্বেও আমি আমার ভ্রাতা, সহকর্ম্মী ও সহযোদ্ধা, এবং আমার অভাব পূরণের জন্য তোমাদের প্রেরিত সেচ্ছা-সেবক ইপাফ্রদীতকে তোমাদের কাছে পাঠান প্রয়োজন মনে ২৬ করিলাম; কারণ তিনি তোমাদের সকলকে দেখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন এবং তোমরা তাঁহার অসুস্থতার কথা ২৭ শুনিয়াছ বলিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। আর বাস্তবিক তিনি অসুস্থ হইয়া প্রায় মরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়া করিলেন, শুধু তাঁহারই প্রতি নয়, আমারও প্রতি করিলেন, যেন আমি দুঃখের উপর দুঃখ না পাই। ২৮ এইজন্য আমি অধিক আগ্রহের সহিত তাঁহাকে পাঠাইলাম, যেন তাঁহাকে দেখিয়া তোমরা আবার আনন্দিত হও ও আমারও ২৯ দুঃখের লাঘব হয়। অতএব অতি আনন্দের সহিত প্রভুতে তাঁহাকে গ্রহণ কর, ও এইপ্রকার লোকদের সম্মান কর; ৩০ কারণ তিনি খ্রীষ্টের কাজের জন্য মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া-ছিলেন, এবং আমার প্রতি তোমাদের সেবাকার্য্যে যাহা অপূর্ণ ছিল তিনি তাহা পূরণ করিবার জন্য জীবন বিপন্ন করিলেন।

২৫ ফিলিঃ ৪; ১৮
২৯ ১ করিঃ ১৬; ১৮
১ থিষঃ ৫; ১২, ১৩
১ তীমঃ ৫; ১৭
৩০ প্রেঃ ১৫; ২৬

সর্ব্বসম্পদের বিনিময়ে খ্রীষ্টলাভই পরম লাভ

৩ অবশেষে, আমার ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে আনন্দ কর। তোমাদের কাছে একই কথা বারবার লেখা আমার পক্ষে বিরক্তিকর নয়, আর তোমাদের নিরাপত্তার জন্যই তাহা করি। ২ ঐ কুকুরদের বিষয়ে সাবধান, ঐ দুষ্ট কার্য্যকারীদের বিষয়ে ৩ সাবধান, ঐ অঙ্গচ্ছেদকদের বিষয়ে সাবধান। আমরাই প্রকৃত পরিচ্ছেদনপ্রাপ্ত, যাহারা ঈশ্বরের আত্মায় আরাধনা করি এবং খ্রীষ্ট যীশুতে গৌরব বোধ করি, ঐহিক বিষয়ে আস্থা রাখি ৪ না; আমি অবশ্য ঐহিক বিষয়ে আস্থা রাখিতে পারিতাম। যদি অন্য কেহ মনে করে ঐহিক বিষয়ে আস্থা রাখিতে ৫ পারে, তবে আমি আরও অধিক রাখিতে পারি। আমি অষ্টমদিনে পরিচ্ছেদনপ্রাপ্ত, আমি জাতিতে ইস্রায়েলীয়, বিন্যামীন বংশে জাত, ইব্রীয় কুলের ইব্রীয়, বিধি-ব্যবস্থাসম্বন্ধে ফরীশী, ৬ ধর্ম্মোদ্যমসম্বন্ধে মণ্ডলীর নির্য্যাতক, বিধি-ব্যবস্থাগত ধার্ম্মিকতায় ৭ নির্দ্দোষ ছিলাম। কিন্তু যাহা কিছু আমার লাভজনক ছিল ৮ খ্রীষ্টের নিমিত্ত তাহা ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিলাম। বাস্তবিক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতাপ্রযুক্ত আমি সমস্তই ক্ষতি বলিয়া গণ্য করি; যাহাতে খ্রীষ্টকে লাভ করিতে পারি, এইজন্য তাঁহার নিমিত্ত সর্ব্বস্বের ক্ষতি সহ্য করিলাম; তাহা এখনও আবর্জ্জনা বলিয়া মনে করিতেছি তাঁহাতে ৯ যেন আমাকে দেখিতে পাওয়া যায়, বিধি-ব্যবস্থাগত আমার নিজস্ব ধার্ম্মিকতা নয় কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাসজনিত ধার্ম্মিকতা, ঈশ্বরদত্ত সেই বিশ্বাসমূলক ধার্ম্মিকতা যেন আমার হয়, ১০ যেন তাঁহাকে, তাঁহার পুনরুত্থানের শক্তি ও তাঁহার দুঃখ-ভোগের সহভাগিতা আমি জানিতে পাই এবং তাঁহার মৃত্যুর ১১ অনুরূপ হই; কোনমতে যদি মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থান ১২ পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারি। আমি যে এখনই পাইয়াছি কিংবা এখনই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নয়, কিন্তু যাহার জন্য খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা ধৃত হইয়াছি কোনক্রমে তাহা ধরিবার ১৩ চেষ্টায় অগ্রসর হইতেছি! ভ্রাতৃগণ, আমি যে ধরিয়াছি এখন এমন বিবেচনা করি না, তবে একটি কাজ করি,—পশ্চাতের বিষয় ভুলিয়া গিয়া সম্মুখের বিষয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ১৪ আমি লক্ষ্যের অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি, যেন আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের উর্দ্ধস্থ আহ্বান পুরস্কাররূপে পাইতে পারি। ১৫ সুতরাং আমরা যাহারা পরিপক্ক, সকলে এইপ্রকার মনোভাব পোষণ করি, আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা অন্যপ্রকার

১ ফিলিঃ ২; ১৮। ৪, ৪
২ গীত ২২; ১৬ প্রঃ ২২; ১৫
৩ রোঃ ২; ২৯ গাঃ ৬; ১৫ যোঃ ৪; ২৩
৪, ৫ ২ করিঃ ১১; ১৮, ২২ প্রেঃ ২৬, ৫ রোঃ ১১, ১
৭ মথি ১৩; ৪৪, ৪৬ লূক ১৪; ৩৩
৯ রোঃ ১; ১৭। ৩; ২১, ২২ ২ করিঃ ৫; ২১
১০ রোঃ ৬, ৩-৫। ৮; ১৭ ১ পিঃ ৪, ১৩ গাঃ ৬; ১৭
১১ প্রেঃ ২৬; ৭ প্রঃ ২০; ৬
১২ ১ তীমঃ ৬; ১২
১৩ লূক ৯; ৬২ ইব্রীঃ ৬; ১
১৪ ১ করিঃ ৯, ২৪, ২৫ ২ তীমঃ ৪; ৭
১৫ ১ করিঃ ২; ৬

মনোভাব পোষণ কর, তবে ঈশ্বর তাহাও তোমাদের কাছে
১৬ প্রকাশ করিবেন। কেবল আমরা যে স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি সেই অনুসারে চলি।

১৬ গাঃ ৬; ১৬

ক্রুশের শত্রু ও স্বর্গপুরীর প্রজা

১৭ ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকলে আমার অনুসরণ কর এবং আমাদের জীবনে যে আদর্শ দেখিয়াছ সেই অনুসারে যাহারা চলে,
১৮ তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ। কারণ অনেকেই এমনভাবে চলে, যাহাদের বিষয় আমি তোমাদের বারবার বলিয়াছি ও এখন আবার রোদন করিতে করিতে বলিতেছি যে, তাহারা খ্রীষ্টের
১৯ ক্রুশের শত্রু; ধ্বংসই তাহাদের পরিণাম, উদর তাহাদের ঈশ্বর, আপনাদের ঘৃণার্হ আচরণে তাহারা গৌরব বোধ করে,
২০ তাহারা সাংসারিক-মনা। কারণ আমরা স্বর্গ-পুরীর প্রজা; এবং সেই স্থান হইতে আমরা ত্রাণকর্ত্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
২১ আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি; তিনি যে ক্রিয়াশক্তিতে সমস্তই আপনার বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ তাহা দ্বারা তিনি আমাদের এই অবনতিপ্রাপ্ত দেহ রূপান্তরিত করিয়া আপন মহিমান্বিত দেহের অনুরূপ করিবেন।

১৭ ১করিঃ ৪; ১৬।
১থিষঃ ১; ৭
২থিষঃ ৩; ৭
১পিঃ ৫; ৩
১৮ ১করিঃ ১ ২৩
১৯ রোঃ ১৬;
২০ ইফিঃ ২; ১৯
তীত ২; ১৩
কলঃ ৩; ১
ইব্রীঃ ১২; ২২।
৯; ২৮
২১ ১করিঃ ১৫; ৪৩,
৪৯, ৫১, ৫৩
রোঃ ৮; ২৯

বিবিধ নিবেদন ও আশ্বাসদান

৪ সুতরাং, আমার প্রীতি ও আকাঙ্ক্ষার পাত্র, আমার আনন্দ ও শিরোভূষণ, পরম-প্রিয় ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে এইভাবে অটল হইয়া থাক।
২ আমি উবদিয়াকে অনুনয় করিতেছি ও সুন্তখীকেও অনুনয় করিতেছি যেন তাঁহারা দুইজন প্রভুতে একই মনোভাববিশিষ্ট
৩ হন; আমার প্রকৃত সহযোগী *, তোমাকেও অনুরোধ করি, তাঁহাদের সাহায্য কর, কারণ তাঁহারা আমার সহিত সুসমাচারের পক্ষে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং ক্লীমেন্ত ও আমার অন্যান্য সহকর্ম্মীও তাহা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম জীবন-পুস্তকে লিখিত।
৪ তোমরা প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দ কর; পুনরায় বলিব, আনন্দ
৫ কর। তোমাদের শান্তস্বভাব মনুষ্যমাত্রের বিদিত হউক।
৬ প্রভু নিকটবর্ত্তী। কোন বিষয়ে চিন্তিত হইও না, বরং সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও মিনতি দ্বারা ধন্যবাদসহকারে তোমাদের

১ ২করিঃ ১; ১৪
১থিষঃ ২; ১৯,
২০
২ ফিলিঃ ২; ২
৩ গীত ৬৯; ২৮
লূক ১০; ২০
৪ ফিলিঃ ২; ১৮।
৩; ১
১থিষঃ ৫; ১৬
৫ ১করিঃ ১৬; ২২
ইব্রীঃ ১০; ৩৭
যাকোব ৫; ৮, ৯
৬ মথি ৬; ২৫-৩৪
ইফিঃ ৬; ১৮
কলঃ ৪; ২
১তীমঃ ২; ১
১পিঃ ৫; ৭
গীত ১৪৫; ১৮

* (মূল) যে একই জোয়ালে সংবদ্ধ সে

৭ যাচনা ঈশ্বরকে জানাও। তাহাতে ঈশ্বরের যে শান্তি সমস্ত বুদ্ধির অতীত, তাহা তোমাদের হৃদয় ও তোমাদের চিত্তকে খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।

৮ অবশেষে, ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা শিষ্ট, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা খ্যাতিকর, যদি কোন সদ্‌গুণ, যদি কোন প্রশংসা ৯ থাকে, সেই সমস্ত বিবেচনা কর। তোমরা আমার কাছে যাহা শিখিয়াছ, পাইয়াছ, শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ, সেই সমস্ত অনুশীলন কর। তাহাতে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন।

৭ যোঃ ১৪ ; ২৭
ইফিঃ ৩ ; ১৯
কলঃ ৩ ; ১৫
যিশাঃ ২৬ ; ৩

৯ ১ করিঃ ৪ ; ১৬।
১৪ ; ৩৩
১ থিষঃ ৪ ; ১।
৫ ; ২৩
রোঃ ১৬ ; ২০
ফিলিঃ ৪ ; ৭

ফিলিপীয়দের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন

১০ প্রভুতে আমার অতি আনন্দ যে অবশেষে এখন আমার জন্য তোমাদের চিন্তা তোমরা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছ। চিন্তা অবশ্য ১১ তোমাদের ছিল, কিন্তু সুযোগ ঘটে নাই। অনটনসম্বন্ধে কথা বলিতেছি না, কারণ যে অবস্থাতে থাকি তাহাতে সন্তুষ্ট ১২ থাকিতে শিখিয়াছি। আমি অবনত হইতে জানি, উপচয় ভোগ করিতেও জানি। আমি সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তৃপ্ত হইতে বা ক্ষুধিত হইতে, উপচয় ভোগ করিতে বা অপচয় ভোগ ১৩ করিতে দীক্ষিত হইয়াছি। যিনি আমাকে শক্তি দান করেন, ১৪ তাঁহাতে আমি সমস্তই করিতে সমর্থ। তথাপি তোমরা ১৫ আমার ক্লেশে অংশী হইয়া ভালই করিয়াছ। ফিলিপীনিবাসীরা, তোমরাও জান যে, সুসমাচারের কার্য্যের আরম্ভে আমি মাকিদনিয়া হইতে চলিয়া আসিবার পর, কোন মণ্ডলী দেনা-পাওনা বিষয়ে আমার সহভাগী হয় নাই, কেবল তোমরাই ১৬ হইয়াছিলে; এমন কি থিষলনীকিতে আমার অভাব-মোচনের জন্য তোমরা একবার নয় বরং দুইবার সাহায্য পাঠাইয়াছিলে। ১৭ আমি দান-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি না, কিন্তু সেই ফলের প্রত্যাশা করি যাহা ক্রমানুয়ে তোমাদের হিসাবে বৃদ্ধি সাধন করিবে। ১৮ সমস্তই আমার আছে, এমন কি উপচয়ও আছে। তোমাদের নিকট হইতে ইপাফ্রদীতের হাতে যাহা পাইয়াছি তাহাতে আমার অভাব পূরণ হইয়াছে; তাহা সৌরভস্বরূপ, ঈশ্বরের ১৯ প্রীতিজনক গ্রাহ্য বলি; আর আমার ঈশ্বর, মহিমায় সঞ্চিত খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁহার ধন অনুসারে, তোমাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ ২০ করিবেন। আমাদের ঈশ্বর ও পিতার মহিমা যুগে যুগে হউক। আমেন।

১০ ২ করিঃ ১১ ; ৯
১১ ১ তীমঃ ৬ ; ৬, ৮
১২ ২ করিঃ ৬ ; ১০
১৩ ২ করিঃ ১২ ; ৯, ১০
২ তীমঃ ৪ ; ১৭
১৫ ২ করিঃ ১১ ; ৯
১৭ ১ করিঃ ৯ ; ১১
১৮ ফিলিঃ ২ ; ২৫
আদি ৮ ; ২১
যাত্রা ২৯ ; ১৮
ইব্রীঃ ১৩ ; ১৬
১৯ ২ করিঃ ৯ ; ৮

অভিবাদন ও বিদায়কালীন প্রার্থনা

২১ খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যেক পবিত্র লোককে অভিবাদন জানাও। আমার সঙ্গী ভ্রাতৃগণ তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছেন। ২২ পবিত্রগণ সকলে, বিশেষতঃ যাঁহারা কৈসরের বাটীর লোক, তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছেন।

২৩ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

২২ ফিলিঃ ১ ; ১৩
২৩ গাঃ ৬ ; ১৮ ফিলীমঃ ২৫

কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

আভাষ

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত, ও ভ্রাতা ২ তীমথিয়, কলসী-নিবাসী খ্রীষ্টাশ্রিত সমস্ত পবিত্র লোক ও বিশ্বস্ত ভ্রাতাদের সমীপে; আমাদের পিতা ঈশ্বরপ্রদত্ত অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক।

১ ইফিঃ ১ ; ১
২ রোঃ ১ ; ৭ ইফিঃ ১ ; ২

কলসীয়দের জন্য পৌলের ধন্যবাদ ও প্রার্থনা

৩ তোমাদের জন্য প্রার্থনাকালে আমরা সর্ব্বদা আমাদের ৪ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বিশ্বাসের বিষয় এবং সমস্ত পবিত্র লোকের ৫ প্রতি তোমাদের প্রেমের বিষয় আমরা শুনিয়াছি। এই বিশ্বাস ও প্রেম সেই প্রত্যাশার ফল যাহা তোমাদের জন্য গচ্ছিত এবং যাহার কথা তোমরা পূর্ব্বে সুসমাচারের সত্যের বাক্যে ৬ শুনিয়াছিলে; সেই সুসমাচার তোমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছে এবং যে দিন তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা শুনিয়া ইহার সত্য প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলে, তখন হইতে যেমন সমস্ত জগতে তেমনই তোমাদের মধ্যেও তাহা ফলবান ৭ হইতেছে ও বৃদ্ধি পাইতেছে; তোমরা আমাদের প্রিয় ইপাফ্রার কাছে সেইভাবে শিক্ষা পাইয়াছ; তিনি তোমাদের নিমিত্ত ৮ খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সেবক, এবং পবিত্র আত্মায় তোমাদের যে প্রেম আছে, তাহা তিনি আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। ৯ এইজন্য, যে দিন সেই সংবাদ শুনিয়াছি, সেই দিন হইতে আমরাও তোমাদের জন্য এই মিনতি করিয়া প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হই না, যেন তোমরা সর্ব্বপ্রকার আত্মিক জ্ঞানবুদ্ধিতে

৩ ইফিঃ ১ ; ১৬ ১ থিষঃ ১ ; ২
৪ ইফিঃ ১ ; ১৫
৪, ৫ ১ করিঃ ১৩ ; ১৩
৫ ১ পিঃ ১ ; ৪ ইফিঃ ১ ; ১৩, ১৮ ২ তীমঃ ৪ ; ৮
৬ ইফিঃ ১ ; ১৩
৭ কলঃ ৪ ; ১২ ফিলীমঃ ২৩
৯ ইফিঃ ১ ; ৮, ৯, ১৫-১৭ ফিলিঃ ১ ; ৯

১০ তাঁহার ইচ্ছাসম্বন্ধে পরিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া, সর্ব্বতোভাবে প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য তাঁহার যোগ্য আচরণ কর, এবং সকল উত্তম কার্য্যে ফলবান হইয়া ঈশ্বর-বিষয়ক পরিজ্ঞানে উন্নতি ১১ লাভ কর; তাঁহার মহিমাপ্রকাশের প্রভাবে পূর্ণ শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া আনন্দের সহিত সর্ব্বপ্রকার সহিষ্ণুতা ও ১২ ধৈর্য্য অবলম্বন কর; এবং সেই পিতাকে ধন্যবাদ দাও, যিনি দীপ্তির আবাসে পবিত্রলোকদের উত্তরাধিকারের অংশী হইবার যোগ্যতা তোমাদের দিয়াছেন।

আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং আপন স্বরূপে খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য

১৩ তিনি আমাদের অন্ধকারের কর্ত্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার ১৪ প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাতেই আমরা ১৫ মুক্তি ও পাপের ক্ষমা পাই। ইনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে জাত, কারণ ইঁহাতে সমস্তই সৃষ্ট হইল, ১৬ স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যাহা কিছু আছে, সর্ব্বপ্রকার সিংহাসন, কি প্রভুত্ব, কি আধিপত্য, কি কর্ত্তৃত্ব, সমস্তই ১৭ ইঁহার দ্বারাই ও ইঁহার জন্যই হইয়াছে। সমস্তকিছুর পূর্ব্বে ১৮ তিনি আছেন ও সমস্তই তাঁহাতে সংসক্ত, এবং তিনি দেহের মস্তক, মণ্ডলীরই মস্তক; তিনি আদি, মৃতদের মধ্য হইতে ১৯ প্রথমজাত, যেন তিনি সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য হন। কারণ ইহাতে ঈশ্বরের পরম সন্তোষ হইল, সমস্ত পূর্ণতা যেন ২০ তাঁহাতেই অধিষ্ঠান করে, এবং তাঁহার ক্রুশের রক্তে শান্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহারই দ্বারা, কি পৃথিবীতে কি স্বর্গে সমস্তই ২১ আপনার সহিত পুনর্মিলিত করেন। তোমরা এক সময় ২২ মন্দকার্য্যবশতঃ বিচ্ছিন্ন ও শত্রু-ভাবাপন্ন হইয়াছিলে, কিন্তু এখন তোমাদের তিনি খ্রীষ্টের মানবীয় দেহে ও তাঁহার মৃত্যুদ্বারা, পুনর্মিলিত করিয়াছেন, যেন তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ করিয়া আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত ২৩ করেন, অবশ্য যদি তোমরা বিশ্বাস-ভিত্তিতে সংস্থাপিত ও অটল থাকিয়া, যে সুসমাচারের বিষয় তোমরা শুনিয়াছ এবং যাহা আকাশ-তলে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, সেই সুসমাচারের প্রত্যাশা হইতে বিচলিত না হও; আমি পৌল সেই একই সুসমাচারের সেবক হইয়াছি।

১০ ইফিঃ ১; ১৭। ২; ১০। ৪; ১ ফিলিঃ ১; ২৭
১১ ইফিঃ ১; ১৮, ১৯। ৩; ১৬
১২ প্রেঃ ২৬; ১৮ ইফিঃ ১; ১১, ১৮ ১ পিঃ ১; ৪
১৩ লূক ২২; ৫৩ ইফিঃ ৬; ১২। ১; ২ পিঃ ১; ১১
১৪ ইফিঃ ১; ৭
১৫ ইব্রীঃ ১; ৩ রোঃ ৮; ২৯ ২ করিঃ ৪; ৪ ১ তীমঃ ১; ১৭। ৬; ১৬ যোঃ ১; ১৮
১৬ যোঃ ১; ৩, ১০ ইফিঃ ১; ১০, ২১ ১ করিঃ ৮; ৬
১৭ যোঃ ৮; ৫৮
১৮ ইফিঃ ১; ২২। ৪; ১৫। ৫; ২৩ প্রেঃ ২৬; ২৩ রোঃ ৮; ২৯ প্রঃ ১; ৫
১৯ ইফিঃ ১; ২৩ কলঃ ২; ৯ ২ করিঃ ৫; ১৯ যোঃ ১; ১৬
২০ ইফিঃ ১; ৭, ১০। ২; ১৩ ১ যোঃ ২; ২
২১ ইফিঃ ২; ১, ৫, ১২। ৪; ১৮ রোঃ ৫; ১০
২২ ইফিঃ ২; ১৬। ৫; ২৭
২৩ মার্ক ১৬; ১৫ ইফিঃ ৩; ১৭ ইব্রীঃ ৩; ৬, ১৪

খ্রীষ্টের সহকর্ম্মী পৌলের দুঃখভোগ ও অবিরাম চেষ্টা

২৪ এখন তোমাদের জন্য আমার যে দুঃখভোগ, তাহাতে আমি আনন্দ পাইতেছি, এবং খ্রীষ্টের ক্লেশভোগে যাহা অপূর্ণ রহিয়াছে তাঁহারই দেহরূপ মণ্ডলীর নিমিত্ত আপন শরীরে ২৫ আমি নিজে তাহা পূরণ করিতেছি। তোমাদের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট আমি যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি, সেই অনুসারে আমি মণ্ডলীর সেবক হইয়াছি, যেন ঈশ্বরের বাক্য, ২৬ অর্থাৎ সেই নিগূঢ়-তত্ত্ব, আমি পূর্ণভাবে প্রচার করি, যাহা যুগে যুগে ও পুরুষে পুরুষে গুপ্ত ছিল, কিন্তু এখন তাঁহার ২৭ পবিত্র লোকদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ বিজাতিদের মধ্যে এই নিগূঢ়-তত্ত্বের গৌরব-ধন কি, তাহা ঈশ্বর পবিত্র লোকদের জানাইতে স্থির করিলেন; খ্রীষ্ট যে তোমাদের মধ্যবর্ত্তী, মহিমাপ্রকাশের প্রত্যাশা-ভূমি, ইহা সেই তত্ত্ব। ২৮ তাঁহাকেই আমরা প্রচার করি, প্রত্যেক মনুষ্যকে সতর্ক করি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে সর্ব্ববিধ জ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তুলি, যেন খ্রীষ্টে প্রত্যেক মনুষ্যকে পরিপক্ক করিয়া উপস্থিত করি; ২৯ সেই অভিপ্রায়ে, তাঁহার যে ক্রিয়াশক্তি আমার মধ্যে প্রবলভাবে সক্রিয় হইতেছে সেই শক্তি অনুসারে আমি প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছি।

২৪ ইফি: ৩; ১, ১৩
২৫ ইফি: ৩; ২, ৭, ৮
২৬ রোঃ ১৬; ২৫, ২৬
ইফি: ৩; ৩, ৫, ৯, ১০
২৭ ১ তীম: ১; ১
রোঃ ১৬; ২৫
ইফি: ৩; ৯, ১৬। ১ ১৮
২৮ ইফি: ৪; ১৩
প্রে: ২০; ৩১
২৯ ফিলি: ১; ৩০। ৪; ১৩
ইফি: ৩; ৭, ২০

প্রভুতে স্থির থাকিতে নিবেদন

২ কারণ আমার ইচ্ছা, তোমরা যেন জানিতে পাও যে, তোমাদের এবং লায়দিকেয়া-নিবাসীদের ও যাহারা দেহগতভাবে আমার মুখ দেখে নাই, সেই সকলের জন্য আমি ২ কতদূর প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছি; যেন তাহাদের হৃদয় প্রেমে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া অনুপ্রাণিত হয়, এবং বুদ্ধিমূলক পূর্ণনিশ্চয়তারূপ ধন প্রাপ্ত হইয়া, তাহারা ঈশ্বরের নিগূঢ়-৩ তত্ত্বের, অর্থাৎ খ্রীষ্টের, পূর্ণ পরিচয় লাভ করে; তাঁহার মধ্যে ৪ 'সমস্ত বিজ্ঞতা' ও জ্ঞানের 'মহাধন নিহিত' আছে। এই কথা বলি যেন চিত্তাকর্ষক যুক্তির দ্বারা কেহ তোমাদের ভ্রান্ত না ৫ করে; কারণ যদিও আমি দেহে অনুপস্থিত, তথাপি আত্মায় তোমাদের সঙ্গে আছি, এবং তোমাদের সুশৃঙ্খলাভাব ও খ্রীষ্টে তোমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া আনন্দ পাইতেছি।

১ ফিলি: ১; ৩০
২ কল: ১; ২৬, ২৭
ইফি: ৩; ১৮
৩ যিশা: ১১; ২। ৪৫; ৩
হিতো: ২; ৩, ৪
১ করি: ১; ২৪, ৩০
৪ রোঃ ১৬; ১৮
২ করি: ১১; ৩
ইফি: ৪; ১৭। ৫; ৬
৫ ১ করি: ৫; ৩। ১৪; ৪০
১ থিষ: ২; ১৭

৬ সুতরাং সেই খ্রীষ্টকে, প্রভু যীশুকে, যেমন গ্রহণ করিয়াছ ৭ তেমনই তাঁহাতেই জীবন যাপন কর, তাঁহাতেই দৃঢ়মূল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমাদের প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হও ও কৃতজ্ঞতায় উৎকর্ষ লাভ কর।

৬ ১ থিষঃ ৪ ; ১
৭ ইফিঃ ৩ ; ১৭। ২ ; ২০, ২২ যিহূদা ২০

খ্রীষ্টের সহিত সংযোগের শুভফল

৮ সাবধান, মানুষের গতানুগতিক প্রথা অনুসারে, জগতের আদিম সংস্কার অনুসারে, অর্থাৎ খ্রীষ্টের অনুসারে নয়, কেহ যেন দর্শনের নামে এবং নিরর্থক প্রতারণা-পাশে তোমাদের ৯ বদ্ধ করিয়া লইয়া না যায়; কারণ তাঁহাতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত ১০ পূর্ণতা শরীরীরূপে অবস্থান করে; আর তাঁহাতেই তোমরা পূর্ণতা লাভ করিয়াছ, যিনি সর্ব্বপ্রকার আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্বের ১১ মস্তকস্বরূপ। খ্রীষ্টের নামে পরিচ্ছেদনপ্রাপ্ত হইয়া, মানবীয় দেহ বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া, তোমরা অহস্তকৃত পরিচ্ছেদনে ১২ পরিচ্ছেদিত হইয়াছ। তোমরা বাপ্তিস্মে তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছ এবং যিনি তাঁহাকে মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন সেই ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তির গুণে বিশ্বাস ১৩ দ্বারাই তাঁহার সহিত উত্থাপিত হইয়াছ। অপরাধে ও পরিচ্ছেদনবিহীন অবস্থায় তোমরা মৃত ছিলে, কিন্তু খ্রীষ্টের সহিত তিনি তোমাদের সঞ্জীবিত করিয়াছেন; তিনি আমাদের সকল ১৪ অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমাদের প্রতিকূল যে বিধি-বদ্ধ হস্তলিপি আমাদের বিরুদ্ধে ছিল তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন এবং ক্রুশকাষ্ঠে পেরেকে বিদ্ধ করিয়া তাহা দূর করিয়াছেন। ১৫ সর্ব্বপ্রকার আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব তিনি নিরস্ত করিলেন এবং প্রকাশ্যে তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া তিনি ক্রুশেই বিজয়োৎসবের শোভাযাত্রায় তাহাদের লইয়া গেলেন।

৮ ইফিঃ ৫ ; ৬
৯ কলঃ ১ ; ১৯ ইফিঃ ৩ ; ১৯ যোঃ ১; ১৪, ১৬
১০ ইফিঃ ১ ; ২১। ৩ ; ১৯
১১ ১ পিঃ ৩ ; ২১ রোঃ ২ ; ২৯
১২ কলঃ ৩ ; ১ রোঃ ৬ ; ৪ ইফিঃ ১ ; ১৯, ২০
১৩ ইফিঃ ২ ; ১, ৫
১৪ রোঃ ৭ ; ৪ ইফিঃ ২ ; ১৪, ১৫ ১ পিঃ ২ ; ২৪
১৫ ইফিঃ ৪ ; ৮

১৬ এইজন্য কি খাদ্য কি পানীয়, কি উৎসব-দিন, কি অমাবস্যা, কি বিশ্রামবার, এসমস্ত সম্বন্ধে কেহ তোমাদের ১৭ বিচার না করুক। যাহা প্রত্যাশিত এসমস্ত তাহার প্রতিবিম্ব ১৮ মাত্র কিন্তু সার বস্তু খ্রীষ্টের। কৃচ্ছ্রসাধন ও দূত-পূজায় আসক্ত কোন লোক তোমাদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা না করুক; সে দর্শনে যাহা দেখিয়াছে তাহাতে আস্থা স্থাপন করে, মানবীয় মনের বশে সে বৃথাই গর্ব্বস্ফীত হইয়া উঠে, ১৯ কিন্তু সেই মস্তককে সে ধারণ করে না, যাঁহা হইতে সমস্ত দেহ, গ্রন্থি ও বন্ধনী দ্বারা পুষ্ট ও সংযুক্ত হইয়া, ঐশ্বরিক বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পায়।

১৬ রোঃ ১৪; ১ ১২ গাঃ ৪ ; ১০
১৭ ইব্রীঃ ৮ ; ৫। ১০ ; ১
১৯ ইফিঃ ২ ; ২১। ৪ ; ১৫, ১৬

খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা আমাদের নূতন জীবন

২০ তোমরা যদি জগতের আদিম সংস্কার ছাড়িয়া খ্রীষ্টের সহিত মরিয়া থাক, তবে জগতে জীবিত থাকে এমন লোক-দের ন্যায় তোমরা কেন নানা বিধির অধীনস্থ হইতেছ,
২১ যেমন "স্পর্শ করিও না, আস্বাদন করিও না, ধারণ করিও
২২ না"? ঐ বিধি-নিষেধগুলি ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হয়; এসমস্ত কেবল 'মানুষের আদেশ ও শিক্ষা' হইতে উদ্ভূত।
২৩ এই বিধিগুলি কঠোর-সাধ্য অর্চ্চনা, নম্রতা ও শরীরনিগ্রহ ঘটায় বলিয়া জ্ঞান নামে কীর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির প্রতিরোধে এইগুলির কোন মূল্য নাই।

৩ তোমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন সেই ঊর্দ্ধস্থানের বিষয়ে সচেষ্ট হও যেখানে খ্রীষ্ট 'ঈশ্বরের
২ দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট'। ঊর্দ্ধস্থ বিষয়ে মনোযোগী হও,
৩ পৃথিবীস্থ বিষয়ে নয়; কারণ তোমাদের মৃত্যু হইয়াছে এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে নিহিত রহিয়াছে।
৪ যিনি আমাদের জীবন, সেই খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন তোমরাও তাঁহার সহিত সগৌরবে প্রকাশিত হইবে।

৫ এইজন্য পার্থিব সমস্ত বিষয়, লাম্পট্য, অশুচিতা, কামভাব, কু-অভিলাষ এবং লোভ—যাহা প্রতিমাপূজার সমান—সেই
৬ সমস্ত মৃত্যুসাৎ কর; কারণ এসমস্তের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ
৭ আসিয়া উপস্থিত হয়। এক সময় তোমরা যখন এই সমস্তের মধ্যে জীবন ধারণ করিতে, তখন তোমরা এইভাবে আচরণ
৮ করিতে; কিন্তু এখন তোমরা ক্রোধ, রোষ, হিংসা, অপবাদ ও কুৎসিত আলাপ, এই সকল তোমাদের মুখ হইতে দূর কর।
৯ তোমরা একজন অন্যজনের কাছে মিথ্যা কথা বলিও না; কারণ তোমরা পুরাতন মনুষ্যকে তাহার কার্য্যের সহিত
১০ বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছ এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান করিয়াছ যে নিজ 'সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি' অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান
১১ লাভের জন্য নূতনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে; এই স্থলে গ্রীক কি যিহূদী, পরিচ্ছেদন কি অপরিচ্ছেদন, বর্ব্বর*, স্কুথীয়, দাস কি স্বাধীন বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু খ্রীষ্টই সর্ব্বেসর্ব্বা।

১২ তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত, পবিত্র ও প্রীতিপাত্র হওয়াতে আন্তরিক করুণা, সদয়ভাব, নম্রতা, বিনীতভাব, দীর্ঘসহিষ্ণুতা,
১৩ এসমস্ত পরিধান কর। তোমরা পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা

২০ রোঃ ৬ ; ২
গাঃ ৪ ; ৩, ৯
২২ যিশাঃ ২৯ ; ১৩
মথি ১৫ ; ৯
১ করিঃ ৬ ; ১৩
২৩ রোঃ ১৩ ; ১৪
১ তীমঃ ৪ ; ৮
১ গীত ১১০ ; ১
কলঃ ২ ; ১২
ফিলিঃ ৩ ; ২০
২ মথি ৬ ; ৩৩।
১৬ ; ২৩
৩ রোঃ ৬ ; ২
৪ ফিলিঃ ১ ; ২১
গাঃ ২, ২০
১ করিঃ ১৫ ; ৪৩
৫ রোঃ ৬ ; ৬।
৮ ; ১৩
গাঃ ৫ ; ২৪
ইফিঃ ৪, ১৯।
৫, ৩, ৫
৬ ইফিঃ ২ ; ২, ৩।
৫ ; ৬
৮ ইফিঃ ৪ ; ২৫-
৩১। ৫ ; ৪
৯ ইফিঃ ৪ ; ২২,
২৫
১০ রোঃ ১৩ ; ১৪
ইফিঃ ৪ ; ২৪
আদি ১ ; ২৭
১১ রোঃ ১০ ; ১২
গাঃ ৩ ; ২৮।
৫ ; ৬। ৬, ১৫
১ করিঃ ১২ ; ১৩
১২ ১ পিঃ ২ ; ৯
ইফিঃ ৪ ; ২, ৩২।
৫ ; ২
১৩ মথি ৬ ; ১৪
ইফিঃ ৪ ; ৩২।
৫ ; ২

* রোঃ ১ ; ১৪ দ্রঃ

দেখাও আর কাহারও বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে, পরস্পরকে ক্ষমা কর; প্রভু তোমাদের যেমন ক্ষমা ১৪ করিয়াছেন তোমরাও তেমনই কর। এই সমস্তের উপরে ১৫ প্রেম পরিধান কর, তাহাই সিদ্ধির যোগ-বন্ধন। খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের অন্তরে কর্ত্তৃত্ব করুক; এই শান্তির উদ্দেশে তোমরা এক দেহ হইবার জন্য আহূত হইয়াছ; আর তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

১৬ খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুর পরিমাণে তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা সর্ব্ববিধ জ্ঞানে পরস্পরকে শিক্ষা দান কর ও সতর্ক কর এবং কৃতজ্ঞতার সহিত গীত, স্তোত্র ও আধ্যাত্মিক স্তব-স্তুতিতে আপন আপন মনে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর। ১৭ বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর; এবং তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে করিতে তাহা কর।

১৪ ইফি: ৪ ; ৩
১৫ ইফি: ৪ ; ৪
ফিলি: ৪ ; ৭
১৬ ইফি: ৫ ; ১৯
যাকোব ৫ ; ১৩
১৭ ১ করি: ১০ ; ৩১
ইফি: ৫ ; ২০

খ্রীষ্টীয় পরিবার

১৮ বিবাহিত নারীগণ, প্রভুতে যেমন উচিত তেমনই তোমরা ১৯ আপন আপন স্বামীর বশবর্ত্তী হও। পুরুষেরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে প্রেম কর, তাহাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার ২০ করিও না। সন্তানেরা, প্রভুতে যেমন প্রীতিজনক তেমনই ২১ সর্ব্ববিষয়ে পিতামাতার বাধ্য হও। যাহারা পিতা, তোমাদের সন্তানদের উত্যক্ত করিও না, পাছে তাহারা নিরুৎসাহ হয়। ২২ যাহারা দাস, লোক-দেখান সেবায় যাহারা মনুষ্যকে তুষ্ট করে, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না, কিন্তু অন্তঃকরণের সরলতায়, প্রভুকে সম্ভ্রম করিয়া, সর্ব্ববিষয়ে তোমাদের ইহলোকের ২৩ কর্ত্তাদের বাধ্য হও। যাহা কিছু কর, মনুষ্যের নয় বরং প্রভুরই জন্য কার্য্য করিতেছ বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা ২৪ কর; জানিও, প্রভু হইতে তোমরা উত্তরাধিকাররূপ পূর্ণ প্রতিদান পাইবে। তোমরা প্রভু খ্রীষ্টেরই দাসত্ব করিতেছ; ২৫ যে অন্যায় করে, সে তাহার অন্যায় কার্য্যের প্রতিফল পাইবে; প্রভুর নিকট পক্ষপাতিত্ব নাই।

১৮ ইফি: ৫ ; ২২-৬, ৯
১৯ ১ পি: ৩ ; ৭

৪ যাহারা কর্ত্তা, তোমরা দাসদের প্রতি ন্যায় ও সাম্য-ব্যবহার কর; জানিও, স্বর্গে তোমাদের এক প্রভু আছেন।

২ তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে জাগিয়া ৩ থাক; সেইসঙ্গে আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর যেন খ্রীষ্টের যে নিগূঢ়-তত্ত্বের কারণে আমি বন্দী, তাহার কথা বলিবার জন্য

১ লেবী: ২৫ ; ৪৩, ৫৩
২ ১ থিষ: ৫ ; ১৭
ইফি: ৬ ; ১৮
ফিলি: ৪ ; ৬
৩ রো: ১৫ ; ৩০
ইফি: ৬ ; ১৮, ১৯
২ থিষ: ৩ ; ১
১ করি: ১৬ ; ৯

ঈশ্বর আমাদের জন্য বাক্যপ্রচারের প্রবেশদ্বার খুলিয়া দেন,
৪ আর আমার যেভাবে বলা উচিত, যেন সেইভাবে তাহা ব্যক্ত
৫ করিতে পারি। বাহিরের লোকদের প্রতি তোমাদের আচার-ব্যবহার জ্ঞানবানের ন্যায় হউক; সুযোগ থাকিতে তাহা আপনাদের
৬ জন্য ক্রয় করিয়া লও। তোমাদের আলাপ সর্ব্বদা মধুর, লবণের দ্বারা স্বাদযুক্ত হউক, যেন কাহাকে কি উত্তর দিতে হয় তাহা তোমরা জানিতে পার।

৪ ইফি: ৬ ; ২০
৫ ইফি: ৫ ; ১৫, ১৬
১ থিষ: ৪ ; ১২
৬ ইফি: ৪ ; ২৯
মার্ক ৯ ; ৫০
১ পি: ৩ ; ১৫

অভিবাদন ও উপসংহার

৭ প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা, বিশ্বস্ত সেবক ও সহদাস যে তুখিক;
৮ তিনি আমার সমস্ত বিষয় তোমাদের জানাইবেন; তাঁহাকে এজন্য তোমাদের কাছে পাঠাইলাম, যেন আমাদের অবস্থা তোমরা জানিতে পার এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে উৎসাহ
৯ দান করেন। তাঁহার সঙ্গে বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভ্রাতা ওনীষিমকেও পাঠাইলাম; তিনি তোমাদেরই একজন। তাঁহারা এস্থানের সমস্ত সংবাদ জানাইবেন।

১০ আমার সহবন্দী আরিষ্টার্খ তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছেন; এবং বার্ণবার আত্মীয় সেই মার্ক, যাঁহার বিষয়ে তোমরা আদেশ পাইয়াছ যে তিনি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইলে
১১ তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিও, তিনি এবং যুষ্ট নামে আখ্যাত যীশু তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছেন। পরিচ্ছেদিত লোকদের মধ্যে কেবল এই কয়েকজন ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে আমার সহকর্ম্মী; তাঁহাদের উপস্থিতি আমার পক্ষে সান্ত্বনাদায়ক
১২ হইয়াছে। ইপাফ্রা, তোমাদেরই একজন, তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছেন; তিনি খ্রীষ্ট যীশুর দাস এবং সর্ব্বদা তোমাদের নিমিত্ত বিশেষ উদ্যমসহকারে প্রার্থনা করিতেছেন যেন তোমরা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও কৃতনিশ্চয় হইয়া ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছায় স্থির হইয়া
১৩ থাক; কারণ আমি তাঁহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে তোমাদের জন্য এবং লায়দিকেয়া ও হিয়রাপলিতে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের জন্যও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন।
১৪ লূক, সেই প্রিয় চিকিৎসক, এবং দীমা তোমাদের অভিবাদন
১৫ জানাইতেছেন। তোমরা লায়দিকেয়া-নিবাসী ভ্রাতাদের এবং নুম্ফাকে ও তাঁহার গৃহস্থিত মণ্ডলীকে অভিবাদন জানাও।

১৬ তোমাদের মধ্যে এই পত্র পঠিত হইবার পর, যাহাতে লায়দিকেয়া-মণ্ডলীতেও ইহা পাঠ করা হয় এবং তোমরাও যাহাতে লায়দিকেয়া হইতে যে পত্রখানা পাইবে তাহাও পাঠ

৭ ইফি: ৬ ; ২১
৮ ইফি: ৬ ; ২২
৯ ফিলীম:
প্রে: ১২ ; ২৫। ১৯ ; ২৯। ২৭ ; ২
ফিলীম: ২৪
২ তীম: ৪ ; ১১
১২ কল: ১ ; ৭
ফিলীম: ২৩
১৪ ২ তীম: ৪ ; ১০,
ফিলীম: ২৪

১৭ করিতে পার, এমন ব্যবস্থা কর। আর্খিপ্পকে বল, তুমি প্রভুতে যে পরিচর্য্যা-ভার পাইয়াছ, তাহা যেন পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিতে পার এই বিষয়ে সতর্ক হও।

১৮ এই অভিবাদন আমার, ইহা আমি নিজ হস্তে লিখিলাম—পৌল। আমার বন্ধন স্মরণ করিও।

অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

১৭ ফিলীমঃ ২

১৮ ১ করিঃ ১৬ ; ২১
২ থিষঃ ৩ ; ১৭
গাঃ ৬ ; ১১
ফিলীমঃ ১৯
১ তীমঃ ৬ ; ২১

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র

আভাষ। থিষলনীকীতে সুসমাচার-প্রচারের উত্তম ফলের জন্য ধন্যবাদ

১ পৌল ও সীলবান* ও তীমথিয়, পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত থিষলনীকীয়দের মণ্ডলী সমীপে; অনুগ্রহ ২ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক। আমাদের প্রার্থনার সময়ে তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া আমরা তোমাদের সকলের জন্য সর্ব্বদাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া থাকি। ৩ তোমাদের বিশ্বাসজনিত কার্য্য, প্রেমজনিত পরিশ্রম এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রত্যাশাজনিত ধৈর্য্য আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সাক্ষাতে আমরা প্রতিনিয়ত স্মরণ ৪ করিয়া থাকি। ঈশ্বরের প্রীতিপাত্র ভ্রাতৃগণ, আমরা জানি ৫ যে তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত; কারণ আমাদের সুসমাচার, কেবল কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে ও পবিত্র আত্মার প্রভাবে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তোমরা জান যে তোমাদের মধ্যে থাকিতে আমরা তোমাদের ৬ জন্য কিপ্রকার লোক ছিলাম। পবিত্র আত্মাপ্রদত্ত আনন্দের সহিত সেই বাক্য বহু ক্লেশের মধ্যে গ্রহণ করিয়া আমাদের ৭ এবং প্রভুরও অনুকারী হইয়াছ। এইরূপে তোমরা মাকিদনিয়া ও আখায়াবাসী সমস্ত বিশ্বাসীদের আদর্শস্থানীয় হইয়াছ; ৮ কারণ প্রভুর বাক্য তোমাদের নিকট হইতে কেবল মাকিদনিয়া ও আখায়াতেই ধ্বনিত হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের কথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সেই বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই;

১ প্রেঃ ১৫ ; ২২, ৪০। ১৭, ১
২ থিষঃ ১ ; ১
২ করিঃ ১ ; ১৯
২ ২ থিষঃ ১ ; ১১
৩ ১ করিঃ ১৩ ; ১৩
কলঃ ১ ; ৪, ৫
রোঃ ৮ ; ২৪, ২৫
৫ ১ করিঃ ২ ; ৫
৬ ১ করিঃ ৪ ; ১৬
প্রেঃ ১৭ ; ৫, ১০। ১৩ ; ৫২
২ থিষঃ ৩ ; ৯
৭ ১ থিষঃ ৪ ; ১০
ফিলিঃ ৩ ; ১৭
১ পিঃ ৫ ; ৩
৮ রোঃ ১ ; ৮

* অর্থাৎ, সীল

৯ কারণ তাহারা নিজেরাই আমাদের বিষয়ে ঘোষণা করিতেছে যে তোমাদের নিকটে আমরা কিভাবে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা কিভাবে প্রতিমা হইতে ফিরিয়া ঈশ্বরের নিকট আসিয়াছ যাহাতে জীবন্ত ও সত্যময় ঈশ্বরের সেবা করিতে ১০ পার, এবং যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, যিনি আগামী ক্রোধ হইতে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা, স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের সেই পুত্র যীশুর আগমনের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতে পার।

৯ যোঃ ১৭ ; ৩
১ করিঃ ১২ ; ২
১০ ১ থিষঃ ৫ ; ৯
২ থিষঃ ১ ; ৭
তীত ২ ; ১৩

স্বীয় কার্য্যপ্রণালীর সমর্থনে পৌলের বিবৃতি

২ ভ্রাতৃগণ, তোমরা নিজেরাই জান যে তোমাদের নিকটে ২ আমাদের গমন নিষ্ফল হয় নাই, বরং তোমরা যেমন জান, আমরা যদিও পূর্ব্বে ফিলিপীতে দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলাম, তথাপি আমাদের ঈশ্বরের সাহায্যে সাহসপ্রাপ্ত হইয়া আমরা তোমাদের নিকট ঈশ্বরের সুসমাচারের বাক্য বিশেষ ৩ প্রাণপণ করিয়া প্রচার করিয়াছিলাম। আমাদের উপদেশ ভ্রান্তিমূলক নয়, অশুচিতামূলকও নয়, অথবা শঠতাপ্রণোদিতও ৪ নয় ; কিন্তু আমাদের যোগ্য মনে করিয়া ঈশ্বর যেমন সুসমাচারের ভার আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, আমরা তেমনই কথা বলিতেছি, মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয় কিন্তু ঈশ্বরকে, যিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন, তাঁহাকেই সন্তুষ্ট ৫ করিবার জন্য বলিতেছি। কারণ তোমরা জান, আমরা কখনও তোষামোদ-বাক্য ব্যবহার করি নাই এবং লোভজনক গুপ্ত কোন অভিপ্রায়ও আমাদের ছিল না, ঈশ্বর ইহার সাক্ষী ; ৬ আর তোমাদের নিকটে অথবা অন্য কাহারও নিকটে আমরা ৭ সম্মানের অন্বেষণ করি নাই, যদিও খ্রীষ্টের প্রেরিত হইয়া আমরা তোমাদের উপর দুরূহ ভার দিতে পারিতাম ; কিন্তু জননী যেমন আপন সন্তানদের সযত্নে রক্ষা করে, আমরা তোমাদের ৮ মধ্যে তেমনই স্নেহময় হইয়াছিলাম। এইরূপে তোমাদের স্নেহ করাতে, কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার নয়, কিন্তু নিজেদের প্রাণও তোমাদের জন্য দান করিতে আমরা পরম সন্তোষ লাভ ৯ করি, কারণ তোমরা আমাদের প্রীতিভাজন হইয়াছ। ভ্রাতৃগণ, আমাদের পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকারের কথা তোমাদের স্মরণে আছে ; দিবারাত্র কার্য্য করিয়া আমরা তোমাদের নিকট ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, যেন তোমাদের মধ্যে ১০ কাহারও ভারস্বরূপ না হই। বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের

১ ১ থিষঃ ১ ; ৫, ৯
২ প্রেঃ ১৬ ; ২০–২৪। ১৭ ; ১–৫
৪ যিরঃ ১১ ; ২০
১ তীমঃ ১ ; ১১
গাঃ ১ ; ১০
রোঃ ৮ ; ২৭
৫ প্রেঃ ২০ ; ৩৩
২ করিঃ ১ ; ২৩
ফিলিঃ ১ ; ৮
২ পিঃ ২ , ৩
৬ যোঃ ৫ ; ৪১, ৪৪
৯ ১ করিঃ ৪ ; ১২
২ থিষঃ ৩ ; ৮
প্রেঃ ২০ ; ৩৪

মধ্যে আমাদের জীবন কেমন পবিত্র, ধার্ম্মিক ও নির্দ্দোষ ছিল,
১১ তোমরা তাহার সাক্ষী, ঈশ্বরও সাক্ষী। তোমরা ইহাও জান যে, পিতা যেমন আপন সন্তানদের প্রতি করেন তেমনই আমরা তোমাদের প্রত্যেকজনকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দান করিতাম,
১২ এবং দৃঢ়ভাবে আদেশ দিতাম যেন তোমরা ঈশ্বরের যোগ্যরূপে আচরণ কর, যিনি আপন রাজ্যে ও মহিমায় তোমাদের আহ্বান করিতেছেন।

১১ প্রে: ২০ ; ৩১
১২ ইফি: ৪ ; ১ ফিলি: ১ ; ২৭ ২ থিষ: ১ ; ৫ ১ পি: ৫ ; ১০

নির্য্যাতনের সময়ে থিষলনীকীয়দের স্থিরতার জন্য পৌলের আনন্দ

১৩ এইজন্য আমরা অবিরত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি যে ঈশ্বরের যে বাণী তোমরা আমাদের নিকট হইতে শুনিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা মনুষ্যদের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছ; তাহা প্রকৃতই ঈশ্বরের বাক্য এবং বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের অন্তরে তাহা কার্য্যকরী।
১৪ বাস্তবিক, ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের যেসকল মণ্ডলী যিহূদিয়ায় আছে, তোমরা তাহাদের অনুকারী হইয়াছ; কারণ তাহারা যিহূদীদের হস্তে যেপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়াছে, তোমরাও তোমাদের স্বজাতীয় লোকদের হস্তে সেইপ্রকার
১৫ দুঃখ ভোগ করিয়াছ; যিহূদীরা প্রভু যীশুকে এবং আপন ভাববাদীদের হত্যা করিয়াছিল, আমাদেরও বিশেষ নির্য্যাতন করিয়াছিল; তাহারা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে এবং সমস্ত মানুষের
১৬ বিরোধিতা করে; বিজাতিদের পরিত্রাণের জন্য তাহাদের নিকট কথা বলিতে তাহারা আমাদের নিষেধ করে; এইরূপে তাহাদের পাপের পরিমাণ তাহারা সর্ব্বদাই পূর্ণ করিতেছে, কিন্তু পরিণামে মহা-ক্রোধ তাহাদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে।

১৩ ১ থিষ: ১ ; ২। ৪ : ৮ গা: ১ ; ১১ ২ থিষ: ২ , ১৩
১৪ প্রে: ৫ ; ৮
১৫, ১৬ প্রে: ২ ; ২৩। ৭ ; ৫২ মথি ২৩ , ৩১-৩৪

স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌলের স্নেহ ও মমতা

১৭ কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আমরা অল্প সময়ের জন্য হৃদয়ে নয়, কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবে, তোমাদের সঙ্গহারা হওয়াতে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তোমাদের মুখ দেখিবার জন্য বিশেষ
১৮ উৎসুক ছিলাম। কারণ আমরা, বিশেষতঃ আমি পৌল, বারবার তোমাদের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু
১৯ শয়তান আমাদের বাধা দিয়াছিল; কারণ আমাদের প্রভু যীশুর আগমনের সময় তাঁহার সাক্ষাতে তোমরা কি আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের আনন্দ, আমাদের গর্ব্বের মুকুটই নও?
২০ তোমরাই আমাদের গৌরব ও আমাদের আনন্দ।

১৭ ১ করি: ৫ ; ৩ কল: ২ ; ৫ রো: ১ ; ১১, ১৩
১৯, ২০ ফিলি: ২ ; ১৬। ৪ ; ১ ২ থিষ: ১ ; ৪। ২ : ১

তীমথিয়ের উপর অর্পিত কার্য্যের ভার ও তাহার শুভফল

৩ এইজন্য আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া আথীনীতে ২ একাকী থাকিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের পক্ষে ঈশ্বরের সেবক আমাদের ভ্রাতা তীমথিয়কে পাঠাইয়াছিলাম, যেন তিনি তোমাদের সংস্থাপন করেন ও বিশ্বাস-৩ সম্বন্ধে তোমাদের উৎসাহিত করেন, এই সমস্ত ক্লেশের মধ্যে কেহ যেন বিচলিত না হয়; কারণ তোমরা নিজেরা জান, ৪ আমাদের জন্য ইহা নিরূপিত। তোমাদের নিকটে থাকিতে পূর্ব্বেই আমরা তোমাদের বলিয়াছিলাম যে আমাদের ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে; আর তোমরা জান যে সেইরূপই ঘটিয়াছে। ৫ এইজন্য আমিও আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া তোমাদের বিশ্বাসসম্পর্কে জানিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম, কারণ আমার আশঙ্কা হইয়াছিল যে পরীক্ষক হয়ত কোনভাবে তোমাদের পরীক্ষা করিয়াছে, আর আমাদের পরিশ্রম ৬ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে; কিন্তু এখন তীমথিয় তোমাদের নিকট হইতে আমাদের কাছে আসিয়া তোমাদের বিশ্বাস ও প্রেম-সম্পর্কে শুভ-সংবাদ আমাদের দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তোমরা সর্ব্বদা সদয়ভাবে আমাদের স্মরণ করিতেছ এবং আমরা যেমন তোমাদের দেখিতে চাই তেমনই তোমরা আমাদের ৭ দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। এইজন্য, ভ্রাতৃগণ, আমাদের সমস্ত সঙ্কট ও ক্লেশের মধ্যেও, তোমাদের বিশ্বাসের কথা ৮ শুনিয়া আমরা তোমাদের বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়াছি; কারণ ৯ তোমরা প্রভুতে স্থির থাকিলেই আমরা বাঁচি। তোমাদের জন্য আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে আনন্দ আমরা উপভোগ করি, তাহার প্রতিদানে তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কিরূপ ১০ ধন্যবাদ দিতে পারি? কারণ আমরা দিবা-রাত্র ঐকান্তিক মিনতি করিতেছি যেন আমরা সামনাসামনি তোমাদের দেখিতে পাই এবং তোমাদের বিশ্বাসের অভাব পূরণ করিতে পারি। ১১ আমাদের ঈশ্বর পিতা আপনি এবং আমাদের প্রভু যীশু তোমাদের নিকট যাইবার জন্য আমাদের পথ পরিষ্কার করুন। ১২ প্রভু করুন যেন তোমাদের প্রতি আমাদের প্রেমের ন্যায় তোমাদের প্রেমও পরস্পরের প্রতি, এমন কি সকলের প্রতি, ১৩ বৃদ্ধি পাইয়া উপচাইয়া পড়ে; প্রভু যীশু যখন তাঁহার সমস্ত পবিত্রব্যক্তিদের লইয়া আগমন করিবেন, তখন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সম্মুখে তোমাদের অন্তঃকরণ যেন পবিত্রতায় ও নির্দ্দোষরূপে সংস্থাপিত থাকে।

১ প্রেঃ ১৭; ১৫, ১৬
২ প্রেঃ ১৬; ১-৩ ফিলিঃ ২; ১৯
৩, ৪ ২ তীমঃ ৩; ১২ প্রেঃ ১৪; ২২
৫ ফিলিঃ ২; ১৬
৬ প্রেঃ ১৮; ৫
৭ ২ থিষঃ ১; ৪
১১ ২ থিষঃ ২; ১৬
১২ ফিলিঃ ১; ৯ ২ থিষঃ ১; ৩
১৩ ১ করিঃ ১; ৮ ফিলিঃ ১; ১০ ২ থিষঃ ১; ৭, ১০ যাকোব ৫; ৮ যিহূদা ১৪

ধর্ম্মাচরণের পরামর্শ ও মিনতি

৪ অবশেষে, ভ্রাতৃগণ, কিরূপে চলিয়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায়, এই বিষয়ে আমাদের নিকটে যে শিক্ষা পাইয়াছ, প্রকৃতপক্ষে তোমরা সেই অনুসারে চলিতেছ; এখন প্রভু যীশুর নামে আমরা তোমাদের অনুরোধ করিতেছি এবং পরামর্শও দিতেছি যে সেই বিষয়ে আরও উৎকর্ষ লাভ কর। ২ প্রভু যীশুর দ্বারা আমরা তোমাদের কি কি আদেশ দিয়া- ৩ ছিলাম তাহা তোমরা জান; ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা যে তোমরা ৪ পবিত্র হও; তোমরা যেন লাম্পট্য হইতে দূরে থাক, ৫ তোমাদের প্রত্যেকজন যেন 'যাহারা ঈশ্বরকে জানে না সেই বিজাতিদের ন্যায়' কামাভিলাষে নয়, কিন্তু কিরূপে পবিত্রতায় ও সমাদরে নিজ দেহ* রক্ষা করা উচিত, তাহা যেন জানিতে ৬ পারে; কেহ যেন অসংযমের বশবর্ত্তী হইয়া আপন ভ্রাতাকে এই বিষয়ে প্রবঞ্চনা না করে। কারণ আমরা পূর্ব্বেই তোমাদের বলিয়াছি ও সতর্ক করিয়াছি যে, 'প্রভুই' এইসকল ৭ বিষয়ে 'প্রতিফলদাতা'। কারণ অশুচিতার জন্য নয়, কিন্তু পবিত্রতার উদ্দেশেই ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করিয়াছেন; ৮ সুতরাং সেই আহ্বান যে অগ্রাহ্য করে, সে মনুষ্যকে নয় কিন্তু 'যিনি তোমাদের অন্তরে' নিজ পবিত্র 'আত্মাকে দান করেন', সেই ঈশ্বরকেই অগ্রাহ্য করে।

৯ ভ্রাতৃপ্রেমসম্বন্ধে তোমাদের কিছু লেখা অনাবশ্যক, কারণ তোমরা নিজেরা পরস্পরকে প্রেম করিতে ঈশ্বরের নিকট ১০ শিক্ষালাভ করিয়াছ; আর বাস্তবিক সমস্ত মাকিদনিয়া দেশস্থ ভ্রাতাদের প্রতি সেইরূপই করিতেছ। তবে, ভ্রাতৃগণ, তোমাদের আদেশ দিতেছি, প্রেমে আরও উৎকর্ষ লাভ কর; ১১ আর শান্তভাবে জীবনযাপন করিতে, নিজের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে এবং আমরা তোমাদের যেমন আদেশ দিয়াছি সেই- ১২ ভাবে স্বহস্তে পরিশ্রম করিতে উচ্চাশা রাখ, যেন বাহিরের লোকদের সম্মুখে তোমাদের আচরণ শোভনীয় হয় এবং তোমাদের কোন বিষয়ে অভাব না হয়।

১ ২ থিষঃ ৩; ৬ কলঃ ২; ৬
৩ ১ থিষঃ ৫; ২৩ ইব্রীঃ ১০; ১০ ১ পিঃ ১; ২, ১৫, ১৬
৪ ১ করিঃ ৬; ১৩, ১৫ ২ করিঃ ৪, ৭
৫ যির: ১০; ২৫ গীত ৭৯; ৬ ১ পিঃ ৪; ৩
৬ যিশাঃ ৩৫; ৬ যির: ৫১, ৫৬ রোঃ ১২; ১৯। ১৩; ৪
৭ ২ থিষঃ ২; ১৩, ১৪
৮ লূক ১০; ১৬ যিহিঃ ৩৬; ২৭। ৩৭;
৯ যোঃ ৬; ১৩; ৩৪ যির: ৩১; ৩৩, ৩৪
১১ ইফিঃ ৪; ২৮ ২ থিষঃ ৩; ১০, ১২
১২ কলঃ ৪; ৫ রোঃ ১৩; ১৩ ১ করিঃ ৫; ১২, ১৩

প্রভুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও পুনরাগমনের দ্বারা পরকালের জন্য সান্ত্বনা

১৩ ভ্রাতৃগণ, আমরা চাহি না যে তোমরা মৃতদের বিষয়ে অজ্ঞ থাক, পাছে যাহাদের প্রত্যাশা নাই সেই অন্য লোকদের মত

১৩ ইফিঃ ২; ১২

* (মূল) পাত্র

১৪ তোমরাও দুঃখার্ত্ত হও। আমরা যখন বিশ্বাস করি যে যীশু মরিয়াছিলেন ও পুনরুত্থিত হইয়াছেন, তখন ঈশ্বর যীশুর দ্বারা সেইরূপে সকল মৃতকে তাঁহার সঙ্গে আনয়ন করিবেন।
১৫ কারণ প্রভুর বাক্য অনুসারে ইহা তোমাদের বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোনমতে সেই মৃত লোকদের
১৬ অগ্রগামী হইব না; প্রভু স্বয়ং আহ্বান-ধ্বনিসহ, প্রধান দূতের রব এবং ঈশ্বরের তূরীধ্বনিসহ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবেন আর খ্রীষ্টাশ্রিত সমস্ত মৃতেরা প্রথমে পুনরুত্থিত
১৭ হইবে। ইহার পরেই আমরা, যাহারা জীবিত ও অবশিষ্ট থাকিব, আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাদের সহিত একসঙ্গে আমাদেরও মেঘের মধ্যে তুলিয়া লওয়া
১৮ হইবে; আর এইরূপে সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিব। সুতরাং এই সমস্ত কথায় তোমরা একজন অন্যকে আশ্বাস দান কর।

১৪ ১ করিঃ ১৫; ৩, ৪, ১২
১৫ ১ করিঃ ১৫; ৫১
১৬ ১ করিঃ ১৫; ৫২ ২ থিষঃ ১; ৭
১৭ যোঃ ১২; ২৬। ১৭; ২৪

জাগ্রত থাকা প্রয়োজন

৫ ভ্রাতৃগণ, বিশেষ বিশেষ সময় ও কালের বিষয় তোমাদের
২ কাছে কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই; কারণ তোমরা নিজেরা বিশেষভাবে জান যে রাত্রিকালে চোর যেমন আসে, প্রভুর
৩ দিন তেমনই আসিবে। শান্তি হইল, ভয়ের কিছু নাই, এই কথা যখন লোকে বলিবে, তখন গর্ভবতীর যেমন প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাদের তেমনই আকস্মিক বিনাশ উপস্থিত হইবে, আর তাহারা কিছুতেই রক্ষা পাইবে
৪ না। ভ্রাতৃগণ, তোমরা কিন্তু এমন অন্ধকারে নাই যে সেই দিন চোরের ন্যায় তোমাদের উপরে আসিয়া পড়িবে।
৫ তোমরা সকলে জ্যোতির সন্তান ও দিবসের সন্তান। আমরা
৬ রাত্রির বা অন্ধকারেরও লোক নই। এস, আমরা অন্য সকলের ন্যায় নিদ্রা না যাই, বরং জাগ্রত থাকি ও সংযত
৭ হই। যাহারা নিদ্রা যায়, তাহারা রাত্রিতেই নিদ্রা যায়,
৮ এবং যাহারা মত্ত হয়, তাহারা রাত্রিতেই মত্ত হয়। কিন্তু আমরা দিবসের লোক বলিয়া, এস, সংযত হই; বিশ্বাস ও প্রেমরূপ 'বক্ষবর্ম্ম পরিধান করি' এবং 'পরিত্রাণের'
৯ প্রত্যাশারূপ 'শিরস্ত্রাণ' মস্তকে দিই; কারণ ঈশ্বর ক্রোধের জন্য আমাদের নিরূপিত করেন নাই, কিন্তু আমাদের প্রভু

১ মথি ২৪, ৩৬ প্রেঃ ১; ৭
২ মথি ২৪; ৪২-৪৪ ২ পিঃ ৩; ১০ প্রঃ ৩; ৩। ১৬; ১৫
৩ যিরঃ ৬, ১৪ যিশাঃ ১৩; ৮ মথি ২৪; ৩৯ লূক ২১; ৩৪, ৩৫ যোঃ ১৬; ২১
৫ লূক ১৬; ৮ রোঃ ১৩; ১২ ইফিঃ ৫; ৮, ৯
৬ ১ করিঃ ১১; ৩০ ইফিঃ ৫; ১৪ ১ পিঃ ৫; ৮
৮ রোঃ ১৩; ১২ ইফিঃ ৬; ১৪-১৭ যিশাঃ ৫৯; ১৭
৯ ১ থিষঃ ১; ১০ ২ থিষঃ ২; ১৪ রোঃ ৯; ২২ ইব্রীঃ ১০; ৩৯

যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পরিত্রাণলাভের জন্যই নিরূপিত করিয়াছেন।
১০ তিনি আমাদের জন্য মরিলেন যেন, জাগ্রত থাকি বা নিদ্রা
১১ যাই, আমরা তাঁহার সঙ্গেই জীবিত থাকি। সুতরাং তোমরা যেমন করিয়া থাক, সেইরূপে পরস্পরকে আশ্বাস দান কর এবং একজন অন্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

১০ রোঃ ১৪ ; ৮, ৯
২ তীমঃ ২ ; ১১
১১ যিহূদা ২০

শেষ পরামর্শ ও বিদায়

১২ ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের অনুরোধ করি, যাঁহারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন, প্রভুতে তোমাদের তত্ত্বাবধান করেন ও
১৩ তোমাদের সতর্ক করেন, তাঁহাদের সম্মান কর, তাঁহাদের কার্য্যের জন্য প্রেমের সহিত তাঁহাদের অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া
১৪ বিবেচনা কর; তাঁহাদের লইয়া শান্তিতে থাক। ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের অনুনয় করি, যাহারা শ্রমবিমুখ,* তাহাদের সতর্ক কর, ক্ষীণপ্রাণদের উৎসাহ দান কর, দুর্ব্বলদের সাহায্য
১৫ কর, সকলের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হও। সাবধান, অপকারের প্রতিশোধে কেহ কাহারও অপকার করিও না; কিন্তু পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিতে সচেষ্ট
১৬, ১৭ হও। সকল সময়ে আনন্দ কর, প্রতিনিয়ত প্রার্থনা কর,
১৮ সকল অবস্থায় কৃতজ্ঞ হও, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের
১৯ জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা। আত্মাকে নির্ব্বাপিত করিও না;
২০, ২১ ভাববাণী তুচ্ছ করিও না। বরং সকল বিষয় পরীক্ষা
২২ করিয়া দেখ ও যাহা ভাল তাহা ধরিয়া থাক; 'সকলপ্রকার
২৩ মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক'। আর শান্তির ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের সম্পূর্ণ আত্মা, প্রাণ ও দেহ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের সময়ে
২৪ নির্দ্দোষভাবে রক্ষিত হউক; তোমাদের আহ্বানকারী বিশ্বস্ত, তিনি তাহাই করিবেন।
২৫ ভ্রাতৃগণ, আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর।
২৬ সকল ভ্রাতাকে পবিত্র চুম্বনে অভিবাদন জানাও।
২৭ প্রভুর দিব্য দিয়া বলিতেছি, সকল ভ্রাতার কাছে এই পত্র যেন পাঠ করা হয়।
২৮ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

১২ ১ করিঃ ১৬ ; ১৬, ১৮
ফিলিঃ ২, ২৯
১ তীমঃ ৫ ; ১৭
১৪ যিশাঃ ৩৫ ; ৪
প্রেঃ ২০ ; ৩৫
২ থিষঃ ৩ ; ৬, ১৫
১৫ হিতোঃ ২০ ; ২২
রোঃ ১২ ; ১৭
১ পিঃ ৩ ; ৯
১৬ ফিলিঃ ৪ ; ৪
১৭ লূক ১৮ ; ১
রোঃ ১২ ; ১২
কলঃ ৪ ; ২
১৮ ইফিঃ ৫ ; ২০
১৯ ইফিঃ ৪ ; ৩০
২০ ১ করিঃ ১৪ ; ১, ২৯, ৩০, ৩৯
২৩ ১ থিষঃ ৪ ; ৩
২ থিষঃ ৩ ; ১৬
১ করিঃ ১ ; ৮
ফিলিঃ ১ ; ১০
২৪ ১ করিঃ ১ ; ৯
২ থিষঃ ৩ ; ৩
২৫ ২ থিষঃ ৩ ; ১
২৬ রোঃ ১৬ ; ১৬
১ করিঃ ১৬ ; ২০
১ পিঃ ৫ ; ১৪

* অথবা, উচ্ছৃঙ্খল

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

আভাষ ও ধন্যবাদ

১ পৌল ও সীলবান* ও তীমথিয়, আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত থিষলনীকীয়দের মণ্ডলী সমীপে; ২ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টপ্রদত্ত অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক।

৩ ভ্রাতৃগণ, তোমাদের জন্য সর্ব্বদাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে আমরা বাধ্য, আর তাহা সঙ্গত; কারণ তোমাদের বিশ্বাস অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পরস্পরের প্রতি তোমাদের ৪ প্রত্যেকের প্রেম উৎকর্ষ লাভ করিতেছে; ইহার ফলে সকল নির্য্যাতন ও ক্লেশের মধ্যেও তোমাদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা নিজেরা ঈশ্বরের মণ্ডলীসমূহের মধ্যে তোমাদের ৫ বিষয়ে গর্ব্ব অনুভব করিতেছি; ইহাতে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের চিহ্ন যে তোমরা ঈশ্বরের সেই রাজ্যের যোগ্য বলিয়া গণ্য হও, যাহার জন্য তোমরা দুঃখভোগও করিতেছ।

১ ১ থিষঃ ১; ১
২ রোঃ ১; ৭
৩ ১ থিষঃ ১; ২, ৩। ৩; ১২
২ থিষঃ ২; ১৩
৪ ২ করিঃ ৭; ৪, ১৪ প্রঃ ১; ৯
১ থিষঃ ২; ১৯। ৩; ৭
৫ ১ থিষঃ ২; ১২
ফিলিঃ ১; ২৮
লূক ২০; ৩৫। ২১

প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় বিশ্বাসীবর্গের আচরণ

৬ কারণ ঈশ্বরের নিকট ইহা ন্যায্য যে যাহারা তোমাদের ক্লেশ ৭ দেয়, তিনি তাহাদেরও প্রতিদানে ক্লেশ দিবেন; এবং ক্লিষ্ট যে তোমরা, তোমাদের তিনি আমাদের সহিত বিশ্রাম দান করিবেন; তখনই করিবেন, যখন প্রভু যীশু স্বর্গ হইতে আপনার পরাক্রান্ত ৮ দূতদের সহিত 'প্রচণ্ড অগ্নিশিখাতে' প্রকাশিত হইবেন এবং 'যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা' আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের 'বাধ্য হয় নাই', তাহাদের তিনি উপযুক্ত শাস্তি ৯ দিবেন। তাহারা 'প্রভুর সম্মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে' বহিষ্কৃত হইয়া অনন্তকালীন বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ ১০ করিবে; 'ইহা সেই দিন ঘটিবে, যে দিন তিনি আপনার পবিত্র-লোকদের মধ্যে মহিমান্বিত হইবার জন্য আসিবেন' এবং তোমাদের নিকট আমাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, বিশ্বাসী লোকদেরও 'চমৎকৃত করিবার জন্য আসিবেন'।

৬ প্রঃ ১৮; ৬
রোঃ ১২; ১৯
৭ মথি ২৫; ৩১
১ থিষঃ ১ ১০। ৩; ১৩। ৪; ১৬
৮ রোঃ ২; ৮
যিশাঃ ৬৬, ১৫
যির: ১০; ২৫
১ পিঃ ৪; ১৭
৯ যিশাঃ ২; ১০ ১৯, ২১
১০ ১ থিষঃ ৩ ১৩
গীত ৮৯; ৭
যিশাঃ ৪৯. ৩

* অর্থাৎ, সীল

১১ এইজন্য আমরা তোমাদের জন্য সর্ব্বদাই এই প্রার্থনাও করিতেছি, যেন আমাদের ঈশ্বরের যে আহ্বান তোমরা পাইয়াছ, তিনি যেন তোমাদের তাহার যোগ্য বলিয়া গণ্য করেন, এবং নিজ পরাক্রমের দ্বারা তোমাদের অন্তরে সমস্ত সদ্‌বাসনা ও বিশ্বাসের কার্য্য সম্পূর্ণ ১২ করেন; যেন আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টপ্রদত্ত অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের প্রভু যীশুর 'নাম তোমাদের অন্তরে মহিমান্বিত হয়' এবং তোমরাও যেন তাঁহাতে মহিমান্বিত হও।

১১ ১ থিষঃ ১; ২,৩
১২ যিশাঃ ৬৬; ৫ মালাঃ ১; ১১

প্রভুর আগমনবিষয়ে ভ্রান্ত-ধারণার সংশোধন

২ ভ্রাতৃগণ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আমাদের সম্মেলনসম্বন্ধে তোমাদের এই ২ অনুরোধ করিতেছি; প্রভুর দিন আসন্ন, এই মর্ম্মে আমাদের লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান কোন পত্র, কোন আত্মা দ্বারা, বা কোন বাক্যের দ্বারা তোমরা সহজে মনের স্থিরতা হইতে ৩ বিচলিত বা ব্যাকুল হইও না। কেহ কোন প্রকারেই যেন তোমাদের প্রতারিত না করে; কারণ প্রথমে ধর্ম্মভ্রষ্টতা উপস্থিত হইবে এবং অধর্ম্মের* পুরুষ, সেই বিনাশ-সন্তান ৪ প্রকাশিত হইবে; সে প্রতিরোধী হইবে ও ঈশ্বর নামে আখ্যাত অথবা উপাস্য সমস্তকিছুর উর্দ্ধে আপনাকে উন্নত করিবে, এমন কি 'ঈশ্বরের ন্যায় ঈশ্বরের মন্দিরে বসিয়া' ৫ সে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিবে। আমি যখন তোমাদের নিকটে ছিলাম তখন এই সমস্ত তোমাদের বলিয়া- ৬ ছিলাম, ইহা কি তোমাদের মনে পড়ে না? সে যেন নিরূপিত সময়েই প্রকাশিত হয়, এইজন্য বর্ত্তমানে যে বাধা আছে, ৭ তাহাও তোমরা জান। কারণ অধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব এখনই সক্রিয় হইতেছে, কিন্তু কেবল সেই বাধাদানকারী অপসারিত ৮ না হওয়া পর্য্যন্তই তাহা সক্রিয় থাকিবে। তখন 'সেই অধর্ম্মী' প্রকাশিত হইবে, এবং প্রভু 'আপন মুখের নিশ্বাস দ্বারা তাহাকে সংহার করিবেন' ও আপন আগমনের প্রতাপে ৯ তাহাকে বিনষ্ট করিবেন। শয়তানের ক্রিয়াশক্তি অনুসারে, মিথ্যার সমস্ত পরাক্রম ও নানা লক্ষণ ও অলৌকিক ক্রিয়া- ১০ সহযোগে সেই ব্যক্তির আগমন হইবে; তাহা বিনাশের পাত্রদের মধ্যে অধার্ম্মিকতার সর্ব্বপ্রকার প্রতারণাসহযোগে হইবে, কারণ পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহাদের অন্তরে সত্যের ১১ প্রতি প্রেম ছিল না। ঈশ্বর সেইজন্য তাহাদের মধ্যে ভ্রান্তির

১ ১ থিষঃ ২; ১৯
৩ ১ তীমঃ ৪; ১ ২ থিষঃ ২; ৮ ১ যোঃ ২; ১৮। ৪; ৩
৪ দাঃ ১১; ৩৬ যিহিঃ ২৮; ২
৭ প্রেঃ ২০; ২৯
৮ যিশাঃ ১১; ৪ ইয়োব ৪; ৯ ২ থিষঃ ২; ৩ প্রঃ ১৯; ১৫, ২১
৯ মথি ২৪; ২৪ প্রঃ ১৩; ১১-১৩
১০ ১ করিঃ ১; ১৮ ২ করিঃ ২; ১৫। ৪; ৩
১১ ২ করিঃ ৪; ৪ ২ তীমঃ ৪; ৪

* পাঠান্তর, পাপের

এক ক্রিয়া-শক্তি পাঠাইতেছেন যেন তাহারা সেই মিথ্যায়
১২ বিশ্বাস করে, এবং সত্যে বিশ্বাস না করিয়া যাহারা অধার্ম্মিকতায় সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তাহারা সকলে যেন বিচার-দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

১২ রোঃ ২ ; ৮

প্রভুতে স্থির থাকিতে নিবেদন

১৩ কিন্তু 'প্রভুর প্রীতি-ভাজন' ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের জন্য সর্ব্বদাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য ; কারণ ঈশ্বর তোমাদের প্রথম হইতেই মনোনীত করিয়াছিলেন যেন পবিত্র আত্মাপ্রদত্ত পবিত্রতায় ও সত্যে অবলম্বিত বিশ্বাসে তোমরা পরিত্রাণ
১৪ পাইতে পার ; সেই অভিপ্রায়ে তিনি আমাদের সুসমাচার দ্বারা তোমাদের আহ্বানও করিয়াছেন, যেন তোমরা আমাদের প্রভু
১৫ যীশু খ্রীষ্টের গৌরব পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হও। সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, স্থির থাক, এবং আমাদের বাক্য অথবা পত্র দ্বারা যেসমস্ত
১৬ শিক্ষা পাইয়াছ, তাহা ধারণ করিয়া থাক। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনি, ও আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদের প্রেম করিয়াছেন, এবং আপন অনুগ্রহে চিরস্থায়ী আশ্বাস ও
১৭ উত্তম প্রত্যাশা দান করিয়াছেন, তিনি তোমাদের অন্তঃকরণে সান্ত্বনা দান করুন এবং সমস্ত উত্তম কার্য্যে ও বাক্যে তোমাদের সংস্থাপিত করুন।

১৩ যোঃ ১৭ ; ১৭
ইফিঃ ১ ; ৪
দ্বিঃ বিঃ ৩৩ ; ১২
১ থিষঃ ২ ; ১৩।
৪ ; ৭
২ থিষঃ ১ ; ৩
১৪ ১ থিষঃ ৪ ; ৭।
৫ ; ৯
১৫ ১ করিঃ ১৬ ; ১৩
১৬ ১ থিষঃ ৩ ; ১১-

বিদায়কালীন আশ্বাস ও আশীর্ব্বাদদান

৩ শেষকথা এই, ভ্রাতৃগণ, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন প্রভুর বাক্য দ্রুতগতিতে ব্যাপ্ত ও মহিমান্বিত হয়,—
২ যেমন তোমাদের মধ্যে হইতেছে,—আর আমরা যেন অশিষ্ট ও দুষ্ট লোকদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাই ; সকলেরই যে বিশ্বাস
৩ আছে, তাহা নয়। কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত ; তিনি তোমাদের
৪ সংস্থাপিত করিবেন ও মন্দ * হইতে রক্ষা করিবেন। তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুতে আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় এই যে, আমরা তোমাদের যাহা করিতে আদেশ দিয়াছি তাহা তোমরা পালন করিতেছ
৫ ও করিতে থাকিবে। প্রভু তোমাদের অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রেমের পথে ও খ্রীষ্টের ধৈর্য্যের পথে পরিচালিত করুন।
৬ ভ্রাতৃগণ, আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদের আদেশ দিতেছি, যদি কোন ভ্রাতা শ্রমবিমুখ † হইয়া চলে, এবং যেসকল নীতি তোমরা আমাদের নিকট হইতে পাইয়াছ সেই
৭ সকল অনুসারে না চলে, তবে তাহার সঙ্গ ত্যাগ কর ; তোমরা

১ ১ থিষঃ ৫ ; ২৫
ইফিঃ ৬ ; ১৯
কলঃ ৪ ; ৩
৩ যোঃ ১৭ ; ১২,
১৫
১ থিষঃ ৫ ; ২৪
৬ মথি ১৮ ; ১৭
১ করিঃ ৫ ; ৯,
১১
রোঃ ১৬ ; ১৭
১ থিষঃ ৫ ; ১৪।
৪ ; ১
২ যোঃ ১০
৭ ফিলিঃ ৩ ; ১৭
১ থিষঃ ২ ; ১।
১ ; ৬
১ করিঃ ৪ ; ১৬

* অথবা, সেই মন্দ-আত্মা † অথবা, উচ্ছৃঙ্খল

নিজেরা জান, তোমাদের কিরূপে আমাদের অনুকারী হওয়া উচিত, কারণ আমরা তোমাদের মধ্যে শ্রমবিমুখ* ছিলাম না, ৮ বিনামূল্যে আমরা কাহারও গৃহে অন্নগ্রহণ করি নাই, বরং যাহাতে তোমাদের কাহারও ভারস্বরূপ না হই সেইজন্য আমরা পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার করিয়া দিবারাত্র কার্য্য করিতাম। ৯ অধিকার যে আমাদের নাই, তাহা নয়; কিন্তু তোমরা যেন আমাদের অনুকরণ কর এইজন্য তোমাদের নিকট আপনাদের ১০ আদর্শস্বরূপ দেখাইতে চাহিলাম; কারণ আমরা তোমাদের কাছে থাকিতে তোমাদের এই আদেশ দিতাম, যদি কেহ ১১ কার্য্য করিতে না চায়, তবে সে আহারও না করুক; বাস্তবিক আমরা শুনিতে পাইতেছি, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রমবিমুখ* হইয়া চলিতেছে; কর্ত্তব্য কার্য্য না করিয়া অনধিকার- ১২ চর্চ্চা করিতেছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে এইপ্রকার লোকদের আমি আদেশ ও পরামর্শ দিই, তাহারা শান্তভাবে ১৩ কার্য্য করিয়া নিজেদের অন্ন গ্রহণ করুক। ভ্রাতৃগণ, তোমরা ১৪ সৎকর্ম্মে ক্লান্ত হইও না। আর যদি কেহ আমাদের এই পত্রে লিখিত কথা না মানে, তবে তাহাকে চিনিয়া রাখ, এবং তাহার সংসর্গে থাকিও না, যেন সে লজ্জিত হয়; ১৫ অথচ তাহাকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিও না, কিন্তু ভ্রাতা ১৬ বলিয়া তাহাকে সতর্ক কর। শান্তির প্রভু আপনি সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে তোমাদের শান্তি দান করুন। প্রভু তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউন।

১৭ এই অভিবাদন আমার, ইহা আমি নিজ হস্তে লিখিলাম, পৌল; প্রত্যেক পত্রে ইহাই চিহ্ন, আমি এইভাবে লিখিয়া থাকি। ১৮ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

৮ ১ করিঃ ৪; ১২ ১ থিষঃ ২; ৯
৯ মথিঃ ১০; ১০ লূক ১০; ৭, ৮ ১ করিঃ ৯; ৪ ১ থিষঃ ১; ৬, ৭
১০ আদি ৩; ১৯ ১ থিষঃ ৪; ১১
১১ ১ থিষঃ ৫; ১৪ ১ তীমঃ ৫; ১৩
১২ ১ থিষঃ ৪; ১১
১৩ গাঃ ৬; ৯
১৪ ১ করিঃ ৫; ৯, ১১
১৫ ১ থিষঃ ৫; ১৩, ১৪
১৬ ১ থিষঃ ৫; ২৩
১৭ ১ করিঃ ১৬; ২১ কলঃ ৪; ১৮ ফিলীমঃ ১৯ গাঃ ৬; ১১

তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র

আভাষ। মিথ্যা শিক্ষাসম্বন্ধে সতর্কীকরণ

১ পৌল আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রত্যাশাভূমি খ্রীষ্ট যীশুর আদেশ অনুসারে খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত, ২ বিশ্বাসে আমার প্রকৃত সন্তান তীমথিয়ের সমীপে। আমাদের

১ কলঃ ১; ২৭ ২ তীমঃ ১; ৯
২ তীত ১; ৪

* অথবা, উচ্ছৃঙ্খল

পিতা ঈশ্বর ও প্রভু খ্রীষ্ট যীশুপ্রদত্ত অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি
৩ তোমার উপরে বিরাজ করুক। মাকিদনিয়া যাইবার সময়ে আমি তোমাকে ইফিষে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম যেন কতকগুলি লোককে তুমি এই নির্দ্দেশ দিতে পার যে
৪ তাহারা বিপরীত শিক্ষা না দেয়, এবং গল্প-কথা ও অসীম বংশ-তালিকায় মন সংযোগ না করে, কারণ তাহা বিশ্বাসে নিহিত ঈশ্বরের হিতসঙ্কল্প প্রকাশ না করিয়া নানাবিধ বিতণ্ডার
৫ সৃষ্টি করে। শুচি অন্তঃকরণ, শুদ্ধ বিবেক ও অকপট
৬ বিশ্বাসে জাত প্রেমই এই নির্দ্দেশের একমাত্র লক্ষ্য। কেহ কেহ এই সকল বিষয় হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অসার তর্ক-
৭ বিতর্কের পথ ধরিয়াছে। তাহারা বিধি-ব্যবস্থার শিক্ষক হইতে চায় কিন্তু যাহা বলে অথবা যে বিষয়ে দৃঢ়মত প্রকাশ
৮ করে তাহা বুঝে না। আমরা জানি বিধি-ব্যবস্থা উত্তম,
৯ যদি লোকে বিধি-সঙ্গতভাবে তাহা ব্যবহার করে, আর ইহাও জানে যে, বিধি-ব্যবস্থা ধার্ম্মিকের জন্য নয় কিন্তু যাহারা যথেচ্ছাচারী ও অবাধ্য, ভক্তিহীন ও পাপী, কলুষিত ও
১০ অপবিত্র, পিতৃঘাতক ও মাতৃঘাতক, নরহন্তা, লম্পট, ভ্রষ্টাচারী, মনুষ্য-অপহরণকারী, মিথ্যাবাদী, মিথ্যা শপথকারী, এবং আর যাহাকিছু সারগর্ভ শিক্ষা-বিরুদ্ধ, এই সকলের জন্যই
১১ বিধি-ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। সেই সারগর্ভ শিক্ষা পরম ধন্য ঈশ্বরের গৌরব-প্রদ সুসমাচার অনুসারে উদ্ভূত, ও সেই সুসমাচার আমার নিকট বিশ্বাসভরে অর্পিত হইয়াছে।

৩ প্রেঃ ২০; ১
৪ ১ তীমঃ ৪; ৭
৫ রোঃ ১৩; ৮, ১০। ১২; ৯
২ তীমঃ ২; ২২
গাঃ ৫; ৬
৬ ১ তীমঃ ৬; ৪, ২০, ২১
৮ রোঃ ৭; ১২
৯ গাঃ ৫; ২৩
১০ ১ তীমঃ ৬; ৩
২ তীমঃ ৪; ৩
১১ ১ তীমঃ ৬; ১৫

পৌলের প্রতি যীশুর প্রেমের মহত্ত্ব

১২ যিনি আমাকে শক্তি দান করিয়াছেন আমাদের সেই প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, কারণ তিনি আমাকে
১৩ বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, যদিও আমি পূর্ব্বে ধর্ম্মনিন্দক, নির্য্যাতনকারী ও অবমাননাকারী ছিলাম, কিন্তু আমি না জানিয়া অবিশ্বাসের বশে সেইরূপ
১৪ কার্য্য করিতাম বলিয়া দয়া পাইয়াছি, এবং খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ
১৫ প্রচুর পরিমাণে আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে। এই কথা বিশ্বাস-যোগ্য ও পূর্ণরূপে গ্রহণীয় যে, খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করিবার জন্যই জগতে আসিয়াছেন; আর পাপীদের মধ্যে
১৬ আমিই অগ্রগণ্য; কিন্তু এইজন্য দয়া পাইয়াছি, যেন অগ্রগণ্য এই যে আমি, আমার মধ্য দিয়া যীশু খ্রীষ্ট আপন দীর্ঘ-

১২, ১৩ ১ করিঃ ৭; ২৫
১২ প্রেঃ ৯; ১৫
১৩ প্রেঃ ৩; ১৭
গাঃ ১; ১৩-১৬
১৪ রোঃ ৫; ২০
১৫ লূক ১৯; ১০
১ করিঃ ১৫; ৯, ১০

সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে পারেন; এবং যাহারা অনন্ত জীবন লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, আমি যেন তাহাদের
১৭ পক্ষে উদাহরণস্বরূপ হইতে পারি। যিনি যুগপর্য্যায়ের রাজা, অবিনশ্বর অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই সম্মান ও মহিমা হউক। আমেন।

১৭ রোঃ ১৬; ২৭ কলঃ ১; ১৫ ইব্রীঃ ১১; ২৭

তীমথিয়কে দত্ত পৌলের বিবিধ আদেশ

১৮ বৎস তীমথিয়, তোমার বিষয়ে উক্ত পূর্ব্বের সমস্ত ভাববাণী অনুসারে এই নির্দ্দেশ তোমার নিকট অর্পণ করিলাম,
১৯ যেন সেই সমস্ত দ্বারা তুমি উত্তম যুদ্ধে সংগ্রাম কর, বিশ্বাস ও শুদ্ধ বিবেক যেন রক্ষা কর; কেহ কেহ বিবেকের শুদ্ধতা পরিহার করাতে তাহাদের বিশ্বাস-তরী বিনষ্ট হইয়াছে।
২০ তাহাদের মধ্যে হুমিনায় ও আলেক্সান্দার রহিয়াছে; আমি শয়তানের হস্তে তাহাদের সমর্পণ করিলাম, যেন তাহারা শাসিত হইয়া ধর্ম্মনিন্দা ত্যাগ করিতে শিক্ষা পায়।

১৮ ১ তীমঃ ৬; ১২ যিহূদা ৩
১৯ ১ তীমঃ ৩; ৯। ৬; ৯, ১০
২০ ২ তীমঃ ২; ১৭। ৪; ১৪ ১ করিঃ ৫; ৫

২ আমার সর্ব্বপ্রথম অনুরোধ এই, সকল মনুষ্যের জন্য যেন মিনতি, প্রার্থনা, নিবেদন ও ধন্যবাদ করা হয়; অধি-
২ পতিদের ও উচ্চপদস্থ সকলের জন্যও যেন করা হয়, যাহাতে আমরা সম্পূর্ণ ভক্তিতে ও শিষ্টতায় নিরুপদ্রব ও প্রশান্ত জীবন
৩ যাপন করিতে পারি; তাহা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের
৪ দৃষ্টিতে উত্তম ও গ্রহণীয়, কারণ সকল মনুষ্য যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে পারে, ইহাই
৫ তাঁহার ইচ্ছা। একমাত্র ঈশ্বর আছেন, আর ঈশ্বর ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য,
৬ খ্রীষ্ট যীশু, তিনি সকলের জন্য মুক্তির মূল্যরূপে আপনাকে প্রদান করিলেন; এই বিষয়ে উপযুক্ত সময়ে সাক্ষ্য দেওয়া
৭ হইয়াছে। ইহারই জন্য আমি প্রচারক ও প্রেরিত নিযুক্ত হইয়াছি,—সত্যই বলিতেছি, মিথ্যা বলিতেছি না,—আমি বিশ্বাস ও সত্যসম্বন্ধে বিজাতীয়দের শিক্ষক।
৮ অতএব আমার ইচ্ছা, সর্ব্বস্থানে বিনা ক্রোধে ও বিনা তর্কে পুরুষেরা শুচি হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রার্থনা করুক।
৯ সেইরূপেই স্ত্রীলোকেরা শোভন পরিচ্ছদে, সলজ্জ ও সংযতভাবে আপনাদের ভূষিত করুক; বেণী-বন্ধন অথবা স্বর্ণ কি
১০ মুক্তা কি বহুমূল্য পোষাকে নয়, বরং ঈশ্বরে ভক্তির দাবী রাখে এমন স্ত্রীলোকের উপযুক্ত সৎক্রিয়াতে তাহারা ভূষিত
১১ হউক। স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ বশ্যতাসহকারে শান্তভাবে শিক্ষা

১ ইফিঃ ৬; ১৮ ফিলিঃ ৪; ৬
৩ ১ তীমঃ ১; ১। ৪; ১০
৪ যিহিঃ ১৮; ২৩ ২ তীমঃ ২; ২৫। ৩; ৭ ইব্রীঃ ১০; ২৬ ২ পিঃ ৩; ৯
৫ ইব্রীঃ ৯; ১৫। ১২; ২৪ ১ যোঃ ২; ২
৬ মথি ২০; ২৮ ২ করিঃ ৫; ১৪, ১৫ গাঃ ১; ৪। ২; ২০ তীত ২; ১৪
৭ ২ তীমঃ ১; ১১ গাঃ ২; ৭, ৮
৮ গীত ২৪; ৪। ৬৩; ৪ যিশাঃ ১; ১৫
৯ ১ পিঃ ৩; ৩-৫
১০ ১ তীমঃ ৫; ১০
১১ ইফিঃ ৫; ২২ তীত ২; ৫

১২ গ্রহণ করুক; শিক্ষা দিবার, অথবা পুরুষের উপর প্রভুত্ব করিবার অনুমতি আমি স্ত্রীলোককে দিই না, বরং তাহাকে ১৩ শান্তভাবে থাকিতে বলি। কারণ প্রথমে আদম, আদমের ১৪ পরে হবা নির্ম্মিত হইয়াছিলেন। আর আদম প্রবঞ্চিত হন নাই, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিত হইয়া অপরাধে পতিত হইয়া- ১৫ ছিল; তথাপি আত্ম-সংযমের সহিত বিশ্বাসে, প্রেমে ও পবিত্রতায় স্থির থাকিলে স্ত্রীজাতি সন্তানপ্রসবের ফলে পরিত্রাণ পাইবে।

১২ ১ করিঃ ১৪; ৩৪
আদি ৩; ১৬
১৩ আদি ১; ২৭।
২; ৭, ৮, ২২
১ করিঃ ১১; ৮, ৯
১৪ আদি ৩; ৬
২ করিঃ ১১; ৩

অধ্যক্ষ ও পরিচারকদের দায়িত্ব

৩ এই কথা বিশ্বাসযোগ্য, যদি কেহ অধ্যক্ষপদের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়, তবে সে উত্তম কার্য্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। ২ তাহা হইলে অধ্যক্ষের অনিন্দনীয়, স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত স্বামী *, মিতাচারী, আত্ম-সংযমী, শ্রদ্ধার পাত্র, অতিথিসেবক, ৩ শিক্ষাদানে পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু তিনি যেন মদ্যপায়ী কিংবা উগ্রপ্রকৃতি না হন, বরং শান্তস্বভাব, নির্ব্বিবাদ ৪ ও অর্থলোভশূন্য হন, উত্তমরূপে আপন পরিবারের তত্ত্বাবধান করেন এবং সম্পূর্ণ শিষ্টতার সহিত সন্তানদের শাসন করেন। ৫ যদি কেহ আপন পরিবারের তত্ত্বাবধান করিতে না জানে, তবে সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের মণ্ডলী প্রতিপালন করিবে? ৬ তিনি আবার নূতন শিষ্য না হউন, পাছে গর্ব্বে স্ফীত ৭ হইয়া দিয়াবলের ন্যায় দণ্ডের ভাগী হন। বাহিরের লোকদের নিকট খ্যাতিপন্ন হওয়া তাঁহার পক্ষে আবশ্যক, পাছে দুর্নাম প্রাপ্ত হইয়া দিয়াবলের ফাঁদে পড়েন।

৮ সেইরূপেই পরিচারকদের আবশ্যক যেন তাঁহারা শিষ্টাচারী হন, যেন এক কথার মানুষ হন, বহু মদ্যপানে আসক্ত না ৯ হন, অসৎলাভে লোলুপ না হন, কিন্তু তাঁহারা যেন নির্দ্দোষ ১০ বিবেক রাখিয়া বিশ্বাসের নিগূঢ়-তত্ত্ব ধারণ করেন। প্রথমে তাঁহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক, পরে তাঁহারা নির্দ্দোষ ১১ প্রতিপন্ন হইলে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। সেইরূপেই স্ত্রীলোকেরাও শিষ্ট হউন, কুৎসাকারী নয় বরং ১২ মিতাচারী ও সর্ব্ববিষয়ে বিশ্বস্ত হউন। পরিচারকেরা প্রত্যেকে আপন স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত হউন *, এবং সন্তানদের ১৩ ও পরিজনদের উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করুন; কারণ যাঁহারা

১ প্রেঃ ২০; ২৮
ফিলিঃ ১; ১
২ তীত ১; ৬, ৭
৩ ইব্রীঃ ১৩; ৫
৪ ১ শমূঃ ২; ১২
৭ ২ তীমঃ ২; ২৬
৮ ফিলিঃ ১; ১
প্রেঃ ৬; ৩
৯ ১ তীমঃ ১; ১৯
১১ তীত ২; ৩

* অথবা, এক স্ত্রীর স্বামী

উত্তমরূপে পরিচারকের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠা এবং খ্রীষ্ট যীশুতে নিজেদের বিশ্বাসের কথা বলিতে অতিশয় সাহস লাভ করিবেন।

১৪ আমার প্রত্যাশা এই, আমি শীঘ্রই তোমার নিকটে আসিব;
১৫ তাহা হইলেও আমি এই সমস্ত লিখিলাম যেন আমার যদি বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তুমি জানিতে পার ঈশ্বরের গৃহমধ্যে কিপ্রকার আচরণ মনুষ্যদের করা উচিত; সেই গৃহ জীবন্ত
১৬ ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ। ইহা সর্ব্ব-সম্মত যে, আমাদের ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব অতি মহৎ;
যিনি দেহ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইলেন,
আত্মাতে তিনি ধর্ম্মময প্রতিপন্ন হইলেন,
দূতদের নিকট দেখা দিলেন,
জাতিসমূহের মধ্যে প্রচারিত,
জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত,
ও সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন।

১৫ ইফিঃ ২; ১৯-২২
১৬ যোঃ ১; ১৪, ৩২
রোঃ ১; ৪
১ পিঃ ৩; ১৮
১ যোঃ ১; ২।
৫; ৬
মার্ক ১৬; ১৯
প্রেঃ ১; ২

ধর্ম্মভ্রষ্ট শিক্ষকদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার

৪ আত্মা স্পষ্টভাবে বলেন, উত্তরকালে কতক লোক ভ্রান্তিকর আত্মাদের কথায় ও মন্দ-আত্মাদের শিক্ষায় মনো-
২ নিবেশ করিয়া বিশ্বাস হইতে স্খলিত হইবে। ইহা এমন কতকগুলি মিথ্যাবাদী লোকের কপটতার ফলে ঘটিবে যাহাদের
৩ বিবেক তাপ-দগ্ধ হইয়া অসাড় হইয়াছে; তাহারা বিবাহ করিতে নিষেধ করে এবং বিবিধ খাদ্য পরিহার করিতে বলে, যাহা ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যাহারা বিশ্বাসী ও সত্যের তত্ত্বপ্রাপ্ত তাহারা সকলে ধন্যবাদের সহিত
৪ তাহা গ্রহণ করে। কারণ ঈশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা উত্তম, আর ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করা হইলে কিছুই
৫ বর্জ্জনীয় নয়; কারণ ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনা দ্বারা তাহা পবিত্র করা হয়।
৬ ভ্রাতৃগণের নিকট এই সকল কথার অবতারণা করিলে, তুমি খ্রীষ্ট যীশুর যোগ্য পরিচারক হইবে, এবং তুমি যে বিশ্বাস ও সৎশিক্ষার অনুকারী হইয়া আসিতেছ তাহার বাক্য
৭ দ্বারা তুমি পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে; কিন্তু অশুচি ও অসার গল্প-কথা বর্জ্জন কর; ভক্তিতে পরিপক্ক হইবার জন্য আধ্যাত্মিক
৮ বিষয়ের চর্চ্চা কর। শরীর-চর্চ্চা কতক পরিমাণে ফলপ্রদ, কিন্তু ভক্তি বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিশ্রুতিযুক্ত
৯ বলিয়া পূর্ণ পরিমাণে ফলপ্রদ। এই কথা বিশ্বাসযোগ্য ও

১ ২ তীমঃ ৩; ১
২ থিষঃ ২; ৩
২ পিঃ ২; ১।
৩; ৩
যিহূদা ১৮
৩ আদি ১; ২৯।
৯; ৩
রোঃ ১৪; ৬
৪ আদি ১; ৩১
মথি ১৫; ১১
প্রেঃ ১০; ১৫
১ করিঃ ১০; ৩০, ৩১
তীত ১; ১৫
৭ ১ তীমঃ ১; ৪।
৬; ২০
২ তীমঃ ২; ১৬, ২৩
তীত ১; ১৪।
৩; ৯
৮ ১ তীমঃ ৬; ৬
কলঃ ২; ২৩

১০ পূর্ণরূপে গ্রহণীয়; ইহারই জন্য আমরা পরিশ্রম করি ও উদ্যমী * হই, কারণ যিনি সমস্ত মনুষ্যের, বিশেষতঃ বিশ্বাসীদের, ত্রাণকর্ত্তা, আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের উপরে প্রত্যাশা রাখিয়াছি।

১০ ১ তীমঃ ২; ৩,৪

তীমথিয়ের কর্ত্তব্যবিষয়ে পৌলের পরামর্শ

১১ এই সমস্ত বিষয়ে নির্দ্দেশ দাও ও শিক্ষাদান কর।
১২ তুমি যুবক বলিয়া কেহ তোমাকে অবজ্ঞা না করুক, কিন্তু বাক্যে ও আচার-ব্যবহারে, প্রেমে ও আধ্যাত্মিকভাবে, বিশ্বস্ততায় † ও বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসীদের আদর্শ হও।
১৩ আমি না আসা পর্য্যন্ত তুমি শাস্ত্রপাঠে, প্রচারে ‡ ও
১৪ শিক্ষাদানে নিবিষ্ট থাক। ভাববাণীর মাধ্যমে প্রাচীনবর্গের হস্তার্পণসহযোগে তোমাকে যে অনুগ্রহদান দেওয়া হইয়াছিল, তোমার অন্তরস্থ সেই অনুগ্রহদান উপেক্ষা করিও না।
১৫ এই সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দাও, তাহাতে নিবিষ্ট থাক, যেন
১৬ তোমার উন্নতি সকলের প্রত্যক্ষ হয়। নিজের সম্বন্ধে ও তোমার শিক্ষাসম্বন্ধে সতর্ক হইয়া সমস্ত বিষয়ে অধ্যবসায়ী হও, কারণ ইহা করিলে তুমি আপনার ও যাহারা তোমার কথা শুনে তাহাদেরও পরিত্রাণ করিবে।

১২ তীত ২; ৭,১৫
২ করিঃ ৬; ৬

১৪ ১ তীমঃ ৫; ২২
২ তীমঃ ১; ৬
প্রেঃ ৬; ৬।
৮: ১৭

১৬ প্রেঃ ২০; ২৮
রোঃ ১১; ১৪

৫ কোন প্রাচীনকে ভর্ৎসনা করিও না, কিন্তু পিতৃতুল্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কর; সেইভাবে
২ যুবকদের ভ্রাতার তুল্য, প্রাচীনাদের মাতার তুল্য ও যুবতীদের সম্পূর্ণ শুদ্ধতার সহিত ভগ্নীর তুল্য বিবেচনা কর।

১ লেবীঃ ১৯; ৩২
তীত ২; ২

মণ্ডলীস্থ বিধবাদের বিষয়ে ব্যবস্থা

৩ যাহারা প্রকৃতপক্ষে বিধবা, সেই বিধবাদের সম্মান কর;
৪ কিন্তু যদি কোন বিধবার পুত্রকন্যা বা নাতি-নাতিনী থাকে, তবে তাহারাই প্রথমে নিজেদের পরিজনের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে ও তাহাদের মাতাপিতার উপকারের প্রতিদান দিতে
৫ শিক্ষা করুক; কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ইহাই গ্রাহ্য। যে প্রকৃতপক্ষে বিধবা এবং একাকী পরিত্যক্ত, সে প্রভু ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখিয়া দিবারাত্রি মিনতি ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকে;
৬ কিন্তু যে ভোগ-বিলাসে জীবন কাটায়, সে জীবিত অবস্থাতেই
৭ মৃত। এই সমস্ত বিষয়েও নির্দ্দেশ দান কর, যাহাতে তাহারা
৮ অনিন্দনীয় হয়। যদি কেহ আপনার স্বজনের, বিশেষতঃ

৫ যিরঃ ৪৯; ১১
লূক ২; ৩৭।
১৮; ৭

* পাঠান্তর, নিন্দিত † অথবা, বিশ্বাসে ‡ অথবা, আশ্বাসে

আপনার পরিজনের জন্য চিন্তা না করে, তবে সে বিশ্বাস অস্বীকার করিয়াছে এবং অবিশ্বাসী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ৯ বিধবা বলিয়া কেবল তাহাকেই তালিকা-ভুক্ত করা হউক যাহার বয়স ষাট বৎসরের কম নয়, ও যে স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত স্ত্রী* ছিল, ১০ এবং যে সন্তান-প্রতিপালন, অতিথি-সৎকার, পবিত্রগণের পদ ধৌত করা, ক্লিষ্টদের সাহায্য-দান ও সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মে যোগদান প্রভৃতি বিবিধ উত্তম কার্য্যের জন্য সুখ্যাত হইয়াছে। ১১ কিন্তু যুবতী বিধবাদের প্রত্যাখ্যান কর, কারণ ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া খ্রীষ্ট হইতে পরাঙ্মুখ হইলে তাহারা বিবাহ করিতে চায়; ১২ এইরূপে তাহাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করায় তাহারা দণ্ডযোগ্য হয়। ১৩ ইহা ছাড়া তাহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অলস হইতে শিখে, এবং কেবল অলস হওয়া নয়, কিন্তু গুজব রটাইতে ও অনধিকারচর্চ্চা করিতে এবং যাহা বলা উচিত নয় এমন কথা বলিতে শিখে। ১৪ সুতরাং আমার ইচ্ছা এই, অল্পবয়স্কা বিধবারা বিবাহ করুক ও সন্তান প্রসব করুক, গৃহস্থালির কার্য্য করুক, এবং প্রতি-রোধীকে অপবাদ করিবার কোন সূত্র না দিক। ১৫ কারণ ইতিমধ্যে কেহ কেহ শয়তানের পিছনে পিছনে বিপথে গিয়াছে। ১৬ পুরুষ কিংবা স্ত্রী, যে কোন বিশ্বাসীর বাড়ীতে বিধবারা থাকে, সেই তাহাদের সাহায্য করুক; যেন মণ্ডলী ভারগ্রস্ত না হইয়া যাহারা প্রকৃতপক্ষে বিধবা তাহাদেরই সাহায্য করিতে পারে।

১০ ইব্রী: ১৩; ২; যোঃ ১৩; ১৪
১৩ ২ থিষ: ৩; ১১
১৪ ১ করি: ৭; ৯

মণ্ডলীর প্রাচীনসম্বন্ধে ব্যবস্থা

১৭ যে প্রাচীনেরা সুষ্ঠুভাবে কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন, বিশেষতঃ যাহারা বাক্য-প্রচারে ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁহারা দ্বিগুণ সমাদরের যোগ্য গণিত হউন। ১৮ কারণ শাস্ত্রে বলে, 'যে বলদ শস্য মাড়িতেছে, তাহার মুখে জাল্‌তি বাঁধিও না', এবং নিজের বেতন পাওয়া কর্ম্মীর পক্ষে উপযুক্ত। ১৯ 'দুই কি তিনজন সাক্ষী উপস্থিত' না থাকিলে কোন প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করিও না। ২০ যাহারা পাপ করে সকলের সাক্ষাতে তাহাদের অনুযোগ কর, যেন অন্য লোকেও ভয় পায়। ২১ ঈশ্বরকে ও খ্রীষ্ট যীশুকে এবং মনোনীত দূতদের সাক্ষী করিয়া আমি তোমাকে দৃঢ় আদেশ দিতেছি, পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচার না করিয়া এই সমস্ত পালন কর,

১৭ রো: ১২; ৮; ফিলি: ২; ২৯
১৮ লেবী: ১৯; ১৩; দ্বি: বি: ২৫; ৪। ২৪; ১৫; ১ করি: ৯; ৯; লূক ১০; ৭
১৯ দ্বি: বি: ১৯; ১৫; মথি ১৮; ১৬; ২ করি: ১৩; ১
২০ দ্বি: বি: ১৩; ১১; ইফি: ৫; ১১

* অথবা, এক স্বামীর স্ত্রী

২২ পক্ষপাতের বশে কিছুই করিও না। অতি সত্বর কাহারও উপর হস্তার্পণ করিও না, অপরের পাপের সহভাগী হইও না ;
২৩ আপনাকে শুদ্ধভাবে রক্ষা কর। এখন হইতে কেবলমাত্র জলপান আর না করিয়া হজমের জন্য, ও বিশেষতঃ তোমার বারবার অসুখ হয় বলিয়া, কিছু দ্রাক্ষারস ব্যবহার কর।
২৪ কোন কোন লোকের পাপ এত স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, তাহাদের পূর্ব্বেই তাহার বিচার হয় ; কিন্তু কোন কোন লোকের পাপ
২৫ তাহাদের অনুবর্ত্তী হয়। সেইরূপে বিবিধ সৎক্রিয়াও স্পষ্ট প্রতীয়মান, আর যেগুলি সেই প্রকারের নয় তাহা গুপ্ত থাকিতে পারে না।

২২ ১ তীমঃ ৪ ; ১৪
২ যোঃ ১১

মণ্ডলীস্থ দাসদের বিষয়ে

৬ যাহারা দাসত্ব-জোয়ালে আবদ্ধ তাহারা আপন আপন কর্ত্তাদের সম্পূর্ণরূপে সমাদরের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করুক, যেন ঈশ্বরের নাম অথবা শিক্ষার সঙ্কলন নিন্দিত না হয় ;
২ আর যাহাদের কর্ত্তা বিশ্বাসী, তাহারা কর্ত্তাদের বিশ্বাস-ভ্রাতা বলিয়া অবজ্ঞা না করুক, বরং তাহারা আরও যত্নে দাস্য-কর্ম্ম করুক, কারণ যাঁহারা তাহাদের সুৎসেবায় উপকৃত হইতেছেন তাঁহারা বিশ্বাসী ও প্রীতিভাজন। এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান কর ও প্রচার কর।

১ ইফিঃ ৬ ; ৫
তীত ২ ; ৯, ১০
১ পিঃ ২ ; ১৮
২ ফিলীমঃ ১৬

মিথ্যা শিক্ষা ও ধনাসক্তির বিষয়ে পরামর্শ

৩ যদি কেহ বিপরীত শিক্ষা দেয় এবং সারগর্ভ বাক্য, অর্থাৎ আমাদের যীশু খ্রীষ্টের বাক্য ও ভক্তিসঙ্গত শিক্ষার অনুগত না
৪ হয়, তবে সে গর্ব্বস্ফীত, সে কিছুই জানে না, কিন্তু তাহার মন সেই সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ও বাগ্‌যুদ্ধের বিষয়ে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, যাহার ফলে ঈর্ষা, বিবাদ, অনেকপ্রকার অপবাদ ও কুৎসিৎ
৫ সন্দেহ উৎপন্ন হয়, এবং বিকৃতমনা ও সত্যবিরহিত লোকদের মধ্যে তুমুল কলহের সৃষ্টি হয় ; এইপ্রকার লোকেরা ভক্তিকে
৬ লাভের উপায় মনে করে। হৃদয়ের তুষ্টির সহিত মিলিত হইলে
৭ ভক্তি অবশ্য মহালাভের উপায় ; কারণ আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে আনি নাই, আর আমরা নিশ্চয় কিছুই সঙ্গে করিয়া
৮ লইয়া যাইতে পারিব না, অন্নবস্ত্র পাইলে আমরা তাহাতে
৯ সন্তুষ্ট থাকিব। যাহারা ধনী হইতে ইচ্ছুক, তাহারা পরীক্ষার ফাঁদে এবং নানাবিধ নিরর্থক ও ক্ষতিকর প্রলোভনে পতিত হয়, যাহা লোককে বিনাশে ও সর্ব্বনাশে নিমজ্জিত করে।

৩ গাঃ ১ ; ৬-৯
১ তীমঃ ১ ; ১০
২ তীমঃ ১ ; ১৩
তীত ২ ; ১
৪ ২ তীমঃ ২ ; ১৪
৫ ২ তীমঃ ৩ ; ৮।
৪ ; ৪
তীত ১ ; ১১, ১৪
৬ ১ তীমঃ ৪ ; ৮
গীত ৩৭ ; ১৬
ফিলিঃ ৪ ; ১১, ১২
ইব্রীঃ ১৩ ; ৫
৭ উপঃ ৫ ; ১৫
গীত ৪৯ ; ১৭
ইয়োব ১ ; ২১
৮ হিতোঃ ৩০ ; ৮
আদি ২৮ ; ২০
৯, ১০ হিতোঃ ২৩ ; ৪। ২৮ ; ২২
১ তীমঃ ১ ; ১৯

১০ ধনাসক্তি সকল অনর্থের মূল; ধনলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া কেহ কেহ বিশ্বাস হইতে বিপথে চালিত হইয়াছে, এবং বহু যন্ত্রনায় আপনাদের শেলবিদ্ধ করিয়াছে।

শেষ উপদেশ ও বিদায়

১১ কিন্তু ঈশ্বরের লোক তুমি, এসমস্ত হইতে পলায়ন কর এবং ধার্ম্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য্য, কোমলতা, এই সমস্তের ১২ অনুধাবন কর। বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ কর, অনন্ত জীবন ধরিয়া রাখ; তাহারই উদ্দেশে তুমি আহূত হইয়াছ এবং অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে বিশ্বাসের উত্তম স্বীকৃতি দান ১৩ করিয়াছ। সকলের জীবনদাতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং পন্তীয় পীলাতের সম্মুখে উত্তম স্বীকৃতিদানকারী খ্রীষ্ট যীশুর ১৪ সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই নির্দ্দেশ দিতেছি, যে আদেশ তুমি পাইয়াছ তাহা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাব পর্য্যন্ত ১৫ নিখুঁত ও অনিন্দনীয়ভাবে পালন কর; পরমধন্য একমাত্র অধিপতি, যিনি রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই ১৬ সেই আবির্ভাব উপযুক্ত সময়ে সম্ভব করিবেন। যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, অগম্য দীপ্তি-নিবাসী, যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহই কখনও দেখে নাই, দেখিতে পারেও না, সম্মান ও অনন্ত পরাক্রম তাঁহারই হউক। আমেন।

১৭ যাহারা এই জগতে ধনবান তাহাদের এই নির্দ্দেশ দাও, যেন তাহারা গর্ব্বিত না হয়, এবং ধনের ন্যায় অনিশ্চিত বস্তুর উপরে নয় কিন্তু যিনি উপভোগের জন্য সকলই আমাদের প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের উপরেই ভরসা রাখে; ১৮ যেন পরের উপকার করে, সৎকর্ম্মরূপ ধনে ধনবান হয়, দানশীল হয় এবং সর্ব্ববিষয়ে অপরের সহিত সহভাগী হয়। ১৯ এইরূপে যাহা ভবিষ্যতে দৃঢ়ভিত্তি হইয়া উঠিবে এমন ধন আপনাদের জন্য সঞ্চয় করিয়া, তাহারা যেন সেই প্রকৃত ২০ জীবন ধরিয়া রাখিতে পারে। তীমথিয়, তোমার নিকট যাহা গচ্ছিত হইয়াছে তাহা রক্ষা কর; তথাকথিত জ্ঞানের অশুচি ও অর্থহীন বাচালতা ও বাদপ্রতিবাদ হইতে দূরে ২১ থাক; সেই জ্ঞানে পারদর্শিতার দাবি করিয়া কেহ কেহ বিশ্বাসসম্বন্ধে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে।

অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

১১ ২ তীম: ২; ২২। ৩; ১৭
১২ ১ করি: ৯; ২৫, ২৬
১ তীম: ১; ১২
২ তীম: ৪; ৭
যিহূদা ৩
১৩ যোঃ ১৮; ৩৬, ৩৭। ১৯; ১১
১৫ ১ তীম: ১; ১১
প্র: ১৭; ১৪
দ্বিঃ বিঃ ১০; ১৭
১৬ যাত্রা ৩৩; ২০
কল: ১; ১৫
যোঃ ১; ১৮
১৭ গীত ৬২; ১০
লূক ১২; ২০
প্রে: ১৪; ১৭
১৮ তীত ৩; ১৪
১৯ মথি ৬; ২০
২০ ১ তীম: ৪; ৭
২ তীম: ১; ১৪। ২; ১৬
২১ ১ তীম: ১; ৬
২ তীম: ২; ১৮
কল: ৪; ১৮

প্রেরিত
পৌলের দ্বিতীয় পত্র

আভাষ ও ধন্যবাদ

১ পৌল খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত জীবনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে
২ ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত, আমার প্রিয় সন্তান তীমথিয়ের সমীপে; পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুপ্রদত্ত অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি তোমার উপরে বিরাজ করুক।

৩ রাত্রিতে ও দিনে আমার মিনতিতে প্রতিনিয়ত আমি যখন তোমার নামোল্লেখ করি তখন পূর্বপুরুষদের অনুকরণে, শুদ্ধ বিবেকে আমি যাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি, সেই
৪ ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; তোমার অশ্রুপাত স্মরণ করিয়া আমি তোমাকে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি,
৫ যেন আনন্দে পূর্ণ হই। যে অকপট বিশ্বাস তোমার অন্তরে আছে, তাহা স্মরণ করিতেছি; তাহা পূর্ব্বে তোমার মাতামহী লোয়ীর ও তোমার মাতা উনীকীর অন্তরে ছিল, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার অন্তরেও আছে।

৩ প্রে: ২২; ৩। ২৪; ১৪ রো: ১; ৯
৫ প্রে: ১৬; ১

উদ্যোগ, সাহস ও স্থিরতাসম্বন্ধে পৌলের উৎসাহদান

৬ এইজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, ঈশ্বরের যে অনুগ্রহদান আমার হস্তার্পণ দ্বারা তোমার অন্তরে রহিয়াছে, তাহা
৭ উদ্দীপিত কর। কারণ ঈশ্বর ভীরুতার আত্মা আমাদের দেন নাই,- কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও আত্মসংযমের আত্মা দিয়াছেন।
৮ সুতরাং আমাদের প্রভুর জন্য সাক্ষ্যদানে, অথবা তাঁহার বন্দী যে আমি আমার বিষয়ে সাক্ষ্যদানে, লজ্জিত হইও না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি অনুসারে সুসমাচারের জন্য দুঃখভোগের অংশ
৯ গ্রহণ কর। তিনিই আমাদের পরিত্রাণ সাধন করিয়াছেন এবং আমাদের কার্য্যানুসারে নয়, কিন্তু নিজ অভিপ্রায় ও অনুগ্রহ অনুসারে পবিত্র আহ্বানে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন; সেই অনুগ্রহ যুগপর্য্যায়ের পূর্ব্বকালে খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের
১০ দেওয়া হইয়াছিল, এবং এখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশুর আবির্ভাব দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি

৬ ১ থিষ: ৫; ১৯ ১ তীম: ৪; ১৪
৭ রো: ৮; ১৫
৮ ২ তীম: ১; ১৬। ২; ৩। ৪; ৫
৯ ১ তীম: ১; ১ তীত ৩; ৪, ৫ রো: ৮; ২৮ ইফি: ২; ৮
১০ রো: ১৬; ২৬ ইব্রী: ২; ১৪,১৫ ১করি: ১৫; ৫৪

মৃত্যুকে বিলুপ্ত করিয়াছেন এবং সুসমাচারের দ্বারা জীবন
১১ ও অবিনশ্বরতাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন। সেই সুসমাচারের উদ্দেশে আমি রাজকীয় ঘোষক, প্রেরিত ও শিক্ষকরূপে নিযুক্ত
১২ হইয়াছি। এইজন্য এত দুঃখভোগও করিতেছি, তথাপি লজ্জিত হই না, কারণ যাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছি তাঁহাকে জানি, এবং আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমার নিকট যাহা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে,* তাহা তিনি সেই দিন পর্য্যন্ত
১৩ রক্ষা করিতে সমর্থ। খ্রীষ্ট যীশুতে স্থাপিত বিশ্বাস ও প্রেম অবলম্বন করিয়া তুমি আমার কাছে যাহা শুনিয়াছ সেই
১৪ সমস্ত সারগর্ভ বাক্য আদর্শরূপে গ্রহণ কর। যিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন, সেই পবিত্র আত্মার শক্তিতে তোমার
১৫ নিকটে গচ্ছিত উত্তম ধন রক্ষা কর। তুমি জান, এশিয়াতে যাহারা আছে, তাহারা আমার নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়াছে;
১৬ তাহাদের মধ্যে ফুগিল্ল ও হর্ম্মগিনি আছে। প্রভু অনীষিফরের পরিজনকে দয়া করুন, কারণ তিনি বারবার আমার প্রাণ উৎসাহিত করিয়াছেন, এবং আমার শৃঙ্খলের বিষয়ে লজ্জা
১৭ বোধ করেন নাই; বরং তিনি রোমে উপস্থিত হইলে সাগ্রহে
১৮ অনুসন্ধান করিয়া আমার সাক্ষাৎ পাইলেন,—প্রভু তাঁহাকে এই বর দিন যেন তিনি সেই দিনে প্রভুর দয়া প্রাপ্ত হন,—আর তিনি ইফিষে কত সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা তুমি বিশেষভাবে জান।

১১ ১ তীম: ২; ৭
১৩ ১ তীম: ৬; ৩ তীত ২; ১
১৪ ১ তীম: ৬; ২০ রো: ৮; ৯
১৫ ২ তীম: ৪; ১৬
১৬ ২ তীম: ১; ৮
১৮ ইব্রী: ৬; ১০

খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার কর্ত্তব্য

২ বৎস আমার, তুমি খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত অনুগ্রহে শক্তিশালী
২ হও। আর অনেক সাক্ষীর সমক্ষে আমার কাছে যাহা শুনিয়াছ, সেসমস্ত এমন বিশ্বস্ত লোকদের নিকট সমর্পণ
৩ কর, যাহারা অন্যদেরও শিক্ষা দিবার যোগ্য হইবে। তুমি খ্রীষ্ট যীশুর সুযোগ্য সৈনিকের ন্যায় দুঃখভোগের অংশী
৪ হও। কেহ সৈন্যদলে ভুক্ত হইয়া, যিনি তাহাকে ভর্ত্তি করিলেন তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলে সাংসারিক ব্যাপারে
৫ আপনাকে জড়িত করে না; আর যদি কেহ ক্রীড়ায় প্রতিযোগিতা করে, তবে সে নিয়মানুযায়ী প্রতিযোগিতা না
৬ করিলে মুকুটে ভূষিত হয় না। যে কৃষক কঠিন পরিশ্রম
৭ করে, সেই প্রথমে ফলের অংশী হয়, তাহাই উপযুক্ত। আমি যাহা বলি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ; প্রভু অবশ্য সর্ব্ববিষয়ে তোমাকে বিজ্ঞতা দান করিবেন।

৩ ১ তীম: ১; ১৮ ২তীম: ১; ৮। ৪; ৫
৪ ২ পিঃ ২; ২০
৫ ২ তীম: ৪; ৮ ১ করি: ৯; ২৫
৬ ১ করি: ৯; ৭, ১০

* অথবা, আমি তাঁহার কাছে যাহা গচ্ছিত রাখিয়াছি

৮ যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ কর; আমার দ্বারা প্রচারিত সুসমাচার অনুসারে তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত, দায়ূদের বংশ-
৯ জাত; সেই সুসমাচারসম্বন্ধে আমি দুষ্কৃতকারীর ন্যায় ক্লেশ, এমন কি বন্ধনও ভোগ করিতেছি; কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বন্ধনযুক্ত
১০ নয়। এই কারণে মনোনীতদের জন্য আমি সর্ব্বাবস্থায় ধৈর্য্য অবলম্বন করি, যেন খ্রীষ্ট যীশুতে যে পরিত্রাণ আছে, তাহা
১১ তাহারাও অনন্ত গৌরবের সহিত প্রাপ্ত হয়। এই কথা বিশ্বাসযোগ্য,—

আমরা যখন তাঁহার সহিত মরিয়াছি,
তখন তাঁহার সহিত জীবিতও হইব;
১২ যদি ধৈর্য্য অবলম্বন করি, তবে তাঁহার সহিত রাজত্বও করিব;
যদি তাঁহাকে অস্বীকার করি, তবে তিনিও আমাদের অস্বীকার করিবেন;
১৩ আমরা যদিও অবিশ্বস্ত হই, তথাপি তিনি বিশ্বস্ত থাকেন;
কারণ তিনি আপনাকে অস্বীকার করিতে পারেন না।

৮ রোঃ ১; ৩। ২; ১৬
১ করিঃ ১৫; ৪, ২০
২ শমূঃ ৭; ১২
৯, ১০ ইফিঃ ৩; ১, ১৩
ফিলিঃ ১; ১২-১৪
কলঃ ১; ২৪
১১ ২ করিঃ ৪; ১০, ১১
১ থিষঃ ৫; ১০
১২ মথি ১০; ৩৩
১৩ রোঃ ৩; ২, ৩
গণনা ২৩; ১৯

অনর্থক বিতর্কের নিষেধ

১৪ এই সমস্ত কথা লোকদের স্মরণ করাইয়া দাও, প্রভুর সাক্ষাতে তাহাদের সতর্ক কর, যেন বাগ্‌যুদ্ধ না করে, কারণ তাহাতে কোনই লাভ নাই, বরং শ্রোতাদের সর্ব্বনাশই হয়।
১৫ ঈশ্বরের নিকট আপনাকে যোগ্য বলিয়া উপস্থিত করিতে সবিশেষ চেষ্টা কর; এমন কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য সরলভাবে প্রয়োগ
১৬ করে। অশুচি বাচালতা হইতে দূরে থাক; কারণ তাহার ফলে লোকে ক্রমশঃ ভক্তি-বিরুদ্ধ পথে অধিকতর অগ্রসর
১৭ হইবে, এবং তাহাদের শিক্ষা দুষ্টক্ষতের ন্যায় উত্তরোত্তর ক্ষয় করিতে থাকিবে। হুমিনায় ও ফিলীত তাহাদের মধ্যে
১৮ অন্যতম; তাহারা সত্যের সম্বন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, বলিতেছে, পুনরুত্থান হইয়া গিয়াছে; এই কথায় তাহারা কাহারও কাহারও বিশ্বাস উল্টাইয়া ফেলিতেছে।
১৯ তথাপি ঈশ্বর-স্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থির রহিয়াছে, তাহার উপরে এই বাক্য মুদ্রিত আছে,—
'প্রভু জানেন, কে কে তাঁহার';
এবং 'যে কেহ প্রভুর নাম গ্রহণ করে,' সে অধার্ম্মিকতা
২০ হইতে দূরে থাকুক। কোন বৃহৎ বাটীতে কেবল স্বর্ণের ও রৌপ্যের পাত্র নয়, কাষ্ঠের ও মৃত্তিকার পাত্রও থাকে;

১৪ ১ তীমঃ ৬; ৪
তীত ৩; ৯
১৫ লূক ১২; ৪২
ফিলিঃ ১; ২০
১৬ ১ তীমঃ ৪; ৭। ৬; ২০
১৭ ১ তীমঃ ১; ২০
১৯ গণনা ১৬; ৫, ২৬
যোঃ ১০; ১৪
যিশাঃ ২৬; ১৩। ২৮; ১৬, ১৭
২০ রোঃ ৯; ২১

২১ তাহার কতকগুলি সমাদরের, কতকগুলি অনাদরের। সুতরাং যদি কেহ আপনাকে এই সমস্ত হইতে শুচি করে, তবে সে সমাদরের পাত্র, পবিত্রীকৃত, প্রভুর কার্য্যের উপযোগী, সমস্ত সৎকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

২২ কিন্তু তুমি যৌবনের অভিলাষ হইতে পলায়ন কর; এবং যাহারা শুচি হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে, তাহাদের সহিত ধার্ম্মিকতা, ২৩ বিশ্বাস, প্রেম ও শান্তির অনুধাবন কর। কিন্তু নির্ব্বোধ ও নিরর্থক বিতর্ক পরিহার কর; সেইগুলি যে বাদ-বিতণ্ডা উৎপন্ন ২৪ করে, তাহা তুমি জান। আর বাদ-বিতণ্ডা করা প্রভুর দাসের উপযুক্ত নয়; কিন্তু সকলের প্রতি অমায়িক, শিক্ষাদানে ২৫ পারদর্শী, সহনশীল হইয়া, বিনীতভাবে বিরোধীদের শাসন করা তাঁহার উচিত; ঈশ্বর হয়ত তাহাদের মন ফিরাইবার সুযোগ দান করিবেন যাহাতে তাহারা সত্যের পূর্ণ পরিচয় ২৬ পাইতে পারে, এবং আবেশ ত্যাগ করিয়া, দিয়াবলের যে ফাঁদে তাহার ইচ্ছা পালনের জন্য তাহারা বন্দী তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে *।

২১ ২ তীমঃ ৩; ১৭
২২ ১ তীমঃ ৬; ১১ প্রেঃ ৯; ১৪
২৩ ১ তীমঃ ৪; ৭
২৪ তীত ১; ৭
২৫ ১ তীমঃ ২; ৪
২৬ ১ তীমঃ ৩; ৭

শেষকালের অধর্ম্মের আগমন

৩ কিন্তু ইহা জানিও, শেষকালে দুর্ব্বহ সময় উপস্থিত ২ হইবে; কারণ লোকে আত্মপরায়ণ, অর্থপ্রিয়, দাম্ভিক, উদ্ধত, কুৎসাকারী, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, কলুষিত, স্নেহরহিত, ৩ সম্মিলন-বিরোধী, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, অসভ্য, সদ্‌বিদ্বেষী, ৪ বিশ্বাসঘাতক, হঠকারী, গর্ব্বস্ফীত হইবে, এবং ঈশ্বর-প্রেমী ৫ নয়, বরং বিলাসপ্রিয় হইবে; লোকে ভক্তির অবয়বধারী হইয়াও তাহার শক্তি অস্বীকার করিবে; এইপ্রকার লোক ৬ হইতে সরিয়া যাও; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া, পাপে ভারাক্রান্ত ও বহুবিধ অভিলাষের দ্বারা ৭ পরিচালিত নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকদের করায়ত্ত করে, যাহারা সর্ব্বদা শিক্ষা গ্রহণ করিলেও কখনও সত্যের পূর্ণ পরিচয় লাভ ৮ করিতে পারে না। যান্নি ও যাম্ব্রি যেমন মোশির প্রতিরোধ করিয়াছিল এই ব্যক্তিরা তেমনই মনে ভ্রষ্ট এবং বিশ্বাস-সম্পর্কে অনুপযুক্ত হইয়া সত্যের প্রতিরোধ করিতেছে। ৯ কিন্তু তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবে না; কারণ উহাদেরও ন্যায় ইহাদের মূঢ়তা সকলের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

১ ১ তীমঃ ৪; ১
২ রোঃ ১; ২৯
৪ ফিলিঃ ৩; ১৯
৫ মথি ৭; ১৫ রোঃ ২; ২০। ১৬; ১৭ তীত ১;
৬ তীত ১;
৭ ১ তীমঃ ২ ২ তীমঃ ২;
৮ যাত্রা ৭; ২২ ১ তীমঃ ৬

* অথবা, দিয়াবলের ফাঁদ হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা ঈশ্বরের দ্বারা, তাঁহারই ইচ্ছা পালনের জন্য বন্দী হইতে পারে

ঈশ্বরের শাস্ত্র আমাদের রক্ষার স্থান

১০ কিন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, ১১ দীর্ঘসহিষ্ণুতা, প্রেম, ধৈর্য্য, নানাবিধ নির্য্যাতন ও দুঃখভোগ, এই সমস্ত বিষয়ে তুমি আমার অনুকারী হইয়াছ; আন্তিয়খিয়াতে, ইকনিয়ে, লুস্রায় আমার প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল এবং যেপ্রকার নির্য্যাতনও আমি সহ্য করিয়াছিলাম, তাহাও তুমি জান। আর সেই সমস্ত হইতে প্রভু আমাকে উদ্ধার করিয়া- ১২ ছেন। যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের অবশ্যই নির্য্যাতন সহ্য করিতে ১৩ হইবে। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও প্রবঞ্চকেরা, অপরকে পথভ্রষ্ট করিয়া ও নিজেরা পথভ্রষ্ট হইয়া মন্দ হইতে আরও মন্দের দিকে অগ্রসর হইবে।

১৪ কিন্তু তুমি যে যে বিষয় শিখিয়াছ ও নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে অবস্থান কর; কারণ কাহাদের নিকট ১৫ হইতে শিখিয়াছ, তুমি তাহা জান, এমন কি শৈশব হইতে তুমি পবিত্র শাস্ত্রলিপি অবগত আছ, তাহা তোমাকে খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণলাভের জ্ঞান দিতে পারে। ১৬ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রত্যেক শাস্ত্র শিক্ষা, অনুযোগ, সংশোধন, ধর্ম্মসম্বন্ধে নিয়মিত শিক্ষাদানের জন্যও উপকারী, ১৭ যেন ঈশ্বরের লোক পারদর্শী হয় ও সমস্ত সৎকার্য্যের জন্য সুসজ্জিত হয়।

৪ আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে এবং যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করিবেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে, তাঁহার আবির্ভাবের দিন ও তাঁহার রাজ্যের দোহাই দিয়া, তোমাকে ২ দৃঢ় আদেশ দিতেছি, বাক্য ঘোষণা কর, সময়ে অসময়ে কার্য্যে তৎপর হও, এবং সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতাসহকারে ও বিবিধ শিক্ষাদানে দোষ দেখাইয়া দাও, অনুযোগ কর, অনুনয়-বিনয় ৩ কর। কারণ সেই দিন আসিতেছে, যখন লোকে সারগর্ভ শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কৌতূহল বশতঃ তাহারা নিজেদের অভিলাষ অনুসারে আপনাদের জন্য বহু গুরু ৪ সমাবেশ করিবে; ফলে সত্যের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া তাহারা বিপথে, গল্পকথার দিকে, যাইবে।

শেষ পরামর্শ, অনুরোধ ও বিদায়

৫ কিন্তু তুমি সর্ব্ববিষয়ে আত্মসংযমী হও, ক্লেশভোগ স্বীকার কর, সুসমাচার প্রচারকের কার্য্য কর, তোমার সেবাকার্য্য সুসম্পন্ন

১০ ২ করি: ৬; ৪
১১ প্রে: ১৩; ৫০। ১৪: ৫, ১৯
২ তীম: ৪; ১৭, ১৮
২ করি: ১; ১০
গীত ৩৪; ১৯
১২ মথি ১৬; ২৪
প্রে: ১৪; ২২
১ থিষ: ৩; ৩, ৪
১ পি: ৫; ৯
১৪ ২ তীম: ১; ১৩
১৫ যো: ৫; ৩৯
গীত ১৯; ৭। ১১৯; ১১
১৬ ২ পি: ১; ১৯-২১
রো: ১৫; ৪
১৭ ১ তীম: ৬; ১১
২ তীম: ২; ২১
ইফি: ৪; ১২
১ প্রে: ১০; ৪২
১ পি: ৪; ৫
রো: ১৪; ৯, ১০
২ প্রে: ২০; ২০, ৩১
৩ ১ তীম: ১; ১০। ৪; ১
২ তীম: ১; ১৩
তীত ১; ৯
৪ ২ থিষ: ২; ১১
৫ ২ তীম: ১; ৮। ২; ৩
ইফি: ৪; ১১

৬ কর; কারণ এখন আমি পেয় নৈবেদ্যের ন্যায় উৎসৃষ্ট হইতেছি,
৭ আর আমার প্রস্থানের সময় নিকটবর্ত্তী। আমি উত্তম যুদ্ধে
প্রাণপণ করিয়াছি, নিরূপিত পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িয়াছি;
৮ বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি। এখন হইতে আমার জন্য ধার্ম্মিক-
তার সেই মুকুট রক্ষিত আছে, যাহা প্রভু, সেই ধর্ম্মময়
বিচারকর্ত্তা, সেই দিন কেবল আমাকে নয় কিন্তু যতজন
তাঁহার আবির্ভাব-দিন কামনা করে, তাহাদেরও দান করিবেন।
৯ তুমি শীঘ্র আমার কাছে আসিতে সবিশেষ চেষ্টা কর;
১০ কারণ দীমা বর্ত্তমান যুগের প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে
ত্যাগ করিয়া থিষলনীকীতে গিয়াছে; ক্রীস্কেন্ত গালাতিয়াতে
১১ ও তীত দালমাতিয়াতে গিয়াছেন; একা লূক মাত্র আমার
সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে লইয়া এস; কারণ
১২ সেবাকার্য্যের জন্য তিনি আমার বড় উপকারী। আমি
১৩ তুখিককে ইফিষে প্রেরণ করিয়াছি। ত্রোয়াতে কার্পের
কাছে যে পোষাক রাখিয়া আসিয়াছি, তুমি আসিবার সময়
সেটি এবং পুস্তকগুলি, বিশেষতঃ চর্ম্মের পুস্তক কয়খানি,
১৪ সঙ্গে করিয়া আনিও। কাঁসারী আলেক্‌সান্দার আমার প্রতি
অত্যন্ত হিংসা প্রকাশ করিয়াছে; প্রভু তাহাকে 'তাহার
১৫ কার্য্য অনুযায়ী প্রতিফল দিবেন'। তুমিও সেই লোকের
বিষয়ে সতর্ক হও, কারণ সে আমাদের কথার প্রবল প্রতিবাদ
১৬ করিয়াছিল। প্রথমবার আমি যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করি,
তখন কেহই আমার পার্শ্বে দাঁড়াইল না, বরং সকলে আমাকে
ত্যাগ করিল; ইহা তাহাদের বিরুদ্ধে গণিত না হউক।
১৭ কিন্তু প্রভু আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমাকে শক্তি দান করিলেন,
যেন আমার দ্বারা প্রচারকার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে ও সমস্ত
জাতি তাহা শুনিতে পায়; আর সিংহের মুখ হইতে আমি
১৮ রক্ষা পাইলাম। প্রভু আমাকে সমস্ত মন্দ কার্য্য হইতে রক্ষা
করিবেন এবং নিরাপদে তাঁহার স্বর্গীয় রাজ্যে আনিবেন।
যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক। আমেন।
১৯ প্রিস্কা ও আকিলাকে এবং অনীষিফরের পরিজনকে অভিবাদন
২০ জানাও। ইরাস্ত করিন্থে থাকিয়া গিয়াছেন, এবং ত্রফিমকে
২১ পীড়িত অবস্থায় মিলীতে রাখিয়া আসিলাম। শীতকালের
পূর্ব্বে আসিতে সবিশেষ চেষ্টা কর। উবুল, পুদেন্ত, লীন,
ক্লৌদিয়া এবং সমস্ত ভ্রাতারা তোমাকে অভিবাদন জানাইতে-
২২ ছেন। প্রভু তোমার আত্মার সহবর্ত্তী হউন। অনুগ্রহ
তোমাদের সহবর্ত্তী হউন।

৬ ফিলি: ২ ; ১৭
৭ ১ করি: ৯ ; ২৪
১ তীম: ৬ ; ১২
ফিলি: ৩ ; ১৪
৮ ২ তীম: ২ ; ৫
১ করি: ৯ ; ২৪, ২৫
কল: ১ ; ৫
১ পি: ৫ ; ৪
প্র: ২ ; ১০। ২২ ; ২০
৯ ২ তীম: ১ ; ৪
১০ কল: ৪ ; ১৪
১১ প্রে: ১২ ; ২৫
কল: ৪ ; ১০
১২ প্রে: ২০ ; ৪
ইফি: ৬ ; ২১
কল: ৪ ; ৭
তীত ৩ ; ১২
১৪ ১ তীম: ১ ; ২০
২ শমূ: ৩ ; ৩৯
গীত ২৮ ; ৪। ৬২ ; ১২
হিতো: ২৪ ; ১২
১৬ ২ তীম: ১ ; ১৫
১৭ গীত ২২ ; ২১
দা: ৬ ; ২১-২৮
প্রে: ২৩ ; ১১। ২৭ ; ২৩
ফিলি: ৪ ; ১৩
২ তীম: ৩ ; ১১
১৮ ২ করি: ১ ; ১০
১৯ প্রে: ১৮ ; ২
২ তীম: ১ ; ১৬
২০ প্রে: ১৯ ; ২২। ২০ ; ৪। ২১ ; ২৯
২২ ১ তীম: ৬ ; ২১
কল: ৪ ; ১৮

তীতের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

আভাষ

১ পৌল, ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের মনোনীতগণের বিশ্বাস অনুসারে এবং যে সত্য ভক্তিসঙ্গত ও অনন্ত জীবনের প্রত্যাশাযুক্ত তাহার পূর্ণ পরিচয় অনুসারে খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত,— ২ মিথ্যাভাষণে অসমর্থ ঈশ্বর কালের পূর্ব্ব হইতে সেই অনন্ত ৩ জীবন দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে যে প্রচারকার্য্য আমার নিকট অর্পিত হইয়াছে, তিনি তাহার মধ্য দিয়া আপন ৪ বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন,—সমবিশ্বাসে আমার প্রকৃত সন্তান, তীতের সমীপে। পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশুপ্রদত্ত অনুগ্রহ ও শান্তি তোমার উপরে বিরাজ করুক।

২ ইব্রীঃ ৬; ১৮
তীত ৩; ৭
৩ ১ তীমঃ ১; ১, ১১
রোঃ ১৬; ২৫, ২৬
২ করিঃ ৪; ৪
৪ ১ তীমঃ ১; ২

প্রাচীন ও অধ্যক্ষদের নিয়োগ-প্রণালী

৫ আমি তোমাকে এই উদ্দেশ্যে ক্রীতী দ্বীপে রাখিয়া আসিয়াছি যেন তুমি অসম্পূর্ণ বিষয়গুলির সুব্যবস্থা করিতে পার, এবং আমি যেমন তোমাকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম, তুমি সেই অনুসারে প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদের নিযুক্ত করিতে ৬ পার; যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ, স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত স্বামী*, যাঁহার সন্তানেরা উচ্ছৃঙ্খলতার দোষে অভিযুক্ত কিংবা অবাধ্য নয় কিন্তু ৭ বিশ্বাসী, তাঁহাকে নিযুক্ত কর। কারণ ইহা আবশ্যক যে, যিনি অধ্যক্ষ তিনি ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ বলিয়া নির্দ্দোষ হন, স্বেচ্ছাচারী কি কোপনস্বভাব কি মদ্যপায়ী কি উগ্রপ্রকৃতি কি ৮ অসৎ লাভে লোলুপ না হন, কিন্তু অতিথিসেবক, সদ্‌বিষয়ে অনুরক্ত, আত্মসংযমী, ন্যায়পরায়ণ, নিষ্কলঙ্ক ও জিতেন্দ্রিয় ৯ হন, শিক্ষাসঙ্গত বিশ্বাসযোগ্য বাণীর অনুরক্ত, যেন সারগর্ভ শিক্ষাদানে অনুনয়-বিনয় করিতে ও প্রতিবাদকারীদের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন।

৬ ১ তীমঃ ৩; ২-৪
৭ ১ করিঃ ৪; ১
১ পিঃ ৫; ২
২ তীমঃ ২; ২৪
৯ তীত ২; ১
১ তীমঃ ১; ১০
২ তীমঃ ৪; ৩

ধর্ম্মভ্রষ্ট শিক্ষকদের সম্বন্ধে

১০ কারণ অনেকে অবশ্য আছে যাহারা অবাধ্য, অসার আলোচনায় আসক্ত ও প্রতারক, বিশেষতঃ পরিচ্ছেদনকারী

* অথবা, এক স্ত্রীর স্বামী

১১ লোকদের দলে আছে। তাহাদের মুখ বন্ধ করা প্রয়োজন; এমন লোক অসৎ লাভের অনুরোধে অনুচিত শিক্ষা দিয়া ১২ গৃহে গৃহে সমগ্র পরিবারকে বিপর্য্যস্ত করে। তাহাদেরই একজন ভাববাদী বলিয়াছেন যে, ক্রীতীয়েরা নিয়ত মিথ্যাবাদী, ১৩ হিংস্র জন্তুর তুল্য, অলস ও পেটুক। এই সাক্ষ্য সত্য; এইজন্য তুমি তাহাদের তীব্রভাবে অনুযোগ কর, যেন ১৪ তাহারা বিশ্বাসে স্বস্থ থাকে, যিহূদীদের গল্প-কথায় ও সত্য হইতে পরাঙ্মুখ মনুষ্যদের আদেশে যেন মনোনিবেশ না ১৫ করে। যাহারা শুচি, তাহাদের পক্ষে সকলই শুচি; কিন্তু যাহারা কলুষিত ও যাহাদের বিশ্বাসের অভাব আছে, তাহাদের পক্ষে কিছুই শুচি নয়, বরং তাহাদের মন ও বিবেক ১৬ উভয়ই কলুষিত। তাহারা ঈশ্বরকে জানে বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু কার্য্যে তাঁহাকে অস্বীকার করে; তাহারা ঘৃণাস্পদ ও অবাধ্য এবং কোন সৎকর্ম্মের যোগ্য নয়।

১১ ২ তীম: ৩; ৬ বো: ১০; ১২ ১ পি: ৫; ২
১৩ ২ তীম: ৪; ২
১৪ ১ তীম: ৪; ৭
১৫ মথি ১৫; ১১ লূক ১১; ৪১ রো: ১৪; ১৪ ২৩ ১ তীম: ৪; ৪
১৬ ২ তীম: ৩; ৫

ভিন্ন ভিন্ন লোকের কর্ত্তব্য

২ তুমি কিন্তু সারগর্ভ শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত কথা বল। ২ বৃদ্ধদের মিতাচারী, শিষ্ট, আত্মসংযমী, এবং বিশ্বাস, প্রেম ও ৩ ধৈর্য্যে স্বস্থ থাকিতে বল; সেইরূপে বৃদ্ধারা যেন আচার-ব্যবহারে শ্রদ্ধাবান হন, কুৎসাকারী কি অতিরিক্ত মদ্য-পানাসক্ত যেন না হন, কিন্তু তাঁহারা যেন সৎশিক্ষা দান ৪ করেন, যাহাতে তাঁহারা বধূদের নিজ নিজ স্বামী ও পুত্র- ৫ কন্যাদের ভালবাসিতে, এবং আত্মসংযমী, শুদ্ধ, গৃহকার্য্যে পরিশ্রমী, সচ্চরিত্র ও নিজ নিজ স্বামীর অনুগত থাকিতে পরামর্শ দিতে পারেন, যেন ঈশ্বরের বাক্য নিন্দিত না হয়। ৬ সেইরূপে যুবকদের সর্ব্ববিষয়ে আত্মসংযমী হইতে অনুনয়- ৭ বিনয় কর; তুমি আপনাকে উত্তম কার্য্যের সম্পর্কে আদর্শ-স্থানীয় বলিয়া দেখাও; তোমার শিক্ষায় সাধুতা ও শিষ্টতা ৮ দেখাও, এবং মার্জ্জিত ও অদূষণীয় ভাষা ব্যবহার কর, যাহাতে আমাদের বিষয়ে মন্দ বলিবার সূত্র না পাওয়াতে ৯ বিরোধী দলের লোক লজ্জিত হয়। দাসদের বল, যেন তাহারা সর্ব্ববিষয়ে নিজেদের কর্ত্তার বশবর্ত্তী থাকে ও ১০ তাঁহাদের প্রীতির পাত্র হয়; যেন প্রত্যুত্তর না করে, কিছুই আত্মসাৎ না করে, বরং সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততা উত্তমরূপে প্রদর্শন করে; এইপ্রকারে যেন তাহারা সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের শিক্ষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে।

১ ১ তীম: ৬; ৩ ২ তীম: ১; ১৩
২ ১ তীম: ৫; ১
৩ ১ তীম: ৩; ১১
৫ ১ করি: ১৪; ৩৪ ইফি: ৫; ২২ ১ তীম: ২; ১১ ১ পি: ৩; ১, ২
৭ ১ তীম: ৪; ১২ ১ পি: ৫; ৩
৮ ১ পি: ২; ১৫। ৩; ১৬
৯ ইফি: ৬; ৫ ১ তীম: ৬; ১ ১ পি: ২; ১৮

সমস্ত অধর্ম্ম হইতে খ্রীষ্টে আমাদের মুক্তি

১১ কারণ সকল মনুষ্যের পরিত্রাণ সাধন করিবার জন্য ঈশ্বরের
১২ অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা আমাদের শিক্ষা দিতেছে যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও পার্থিব অভিলাষ অস্বীকার করিয়া সংযত, বিশুদ্ধ ও ভক্তিভাবে এই বর্ত্তমান যুগে জীবন ধারণ
১৩ করি, এবং যাহা আমাদের পরমধন্য প্রত্যাশা, অর্থাৎ আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের আবির্ভাব,
১৪ তাহার প্রতীক্ষায় থাকি। তিনি আমাদের জন্য আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন সমস্ত অধর্ম্ম হইতে মূল্য দিয়া আমাদের মুক্ত করেন, এবং আপনার জন্য সৎকর্ম্মে উদ্যোগী নিজস্ব
১৫ এক প্রজাবৃন্দকে শুচি করেন। এই সকল কথা বল, এবং অনুনয়-বিনয় কর, সম্পূর্ণ ক্ষমতার সহিত অনুযোগও কর; কেহ তোমাকে অবজ্ঞা না করুক।

৩ তুমি তাহাদের স্মরণ করাইয়া দাও, যেন তাহারা আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের অধীন হয়, বাধ্য হয়, এবং
২ সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মের জন্য যেন প্রস্তুত থাকে, কাহারও অপবাদ না করে, নির্ব্বিরোধ ও শান্তস্বভাব হয়, সকল মনুষ্যের প্রতি
৩ সম্পূর্ণ বিনয় প্রদর্শন করে। কারণ আমরাও পূর্ব্বে অবোধ, অবাধ্য, ভ্রান্ত ছিলাম, নানাপ্রকার অভিলাষ ও সুখভোগের দাসত্ব করিতাম, হিংসাতে ও ঈর্ষাতে জীবনযাপন করিতাম, আমরা ঘৃণার যোগ্য হইলেও পরস্পরকে ঘৃণা করিতাম।
৪ কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের সদয়ভাব ও মানবের
৫ প্রতি তাঁহার প্রেম প্রকাশিত হইল, তখন যেসমস্ত ধর্ম্মকার্য্য আমরা সাধন করিয়াছি তাহার জন্য নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে পুনর্জ্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মায় নূতনীকরণ
৬ দ্বারা তিনি আমাদের পরিত্রাণ করিলেন; সেই আত্মাকে তিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের উপরে প্রচুর
৭ পরিমাণে সেচন করিলেন; যেন তাঁহার অনুগ্রহে ধার্ম্মিক-গণ্য হইয়া আমরা প্রত্যাশায় অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী
৮ হই। এই কথা বিশ্বাসযোগ্য এবং আমি চাই যেন তুমি এই সকল বিষয়ে দৃঢ়মত প্রকাশ কর; যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছে তাহারা যাহাতে সৎকর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে প্রয়াসী হয়। এই সমস্ত বিষয় মনুষ্যদের পক্ষে উত্তম ও ফলপ্রদ।

শেষ পরামর্শ, আদেশ ও বিদায়

৯ অথচ নির্ব্বোধ বিতর্ক ও বংশ-তালিকা, বিবাদ ও বিধি-ব্যবস্থা-সংক্রান্ত বাগ্‌যুদ্ধ হইতে দূরে থাক; কারণ এসমস্ত ফলহীন

১২ ১ পিঃ ৪; ২
১ যোঃ ২; ১৬
১৩ রোঃ ৫; ২
১ করিঃ ১; ৭
ফিলিঃ ৩; ২০
১ থিষঃ ১; ১০
১৪ গাঃ ১; ৪
১ তীমঃ ২; ৬
তীত ৩; ৮, ১৪
ইফিঃ ২; ১০
গীত ১৩০; ৮
যাত্রা ১৯; ৫
দ্বিঃ বিঃ ১৪; ২
যিহিঃ ৩৭; ২৩
১ পিঃ ১; ১৮। ২; ৯। ৩; ১৩
১৫ ১ তীমঃ ৪; ১১
১ রোঃ ১৩; ১
১ পিঃ ২; ১৩
২ ইফিঃ ৪; ৩১
ফিলিঃ ৪; ৫
৩ ১ করিঃ ৬; ১১
ইফিঃ ২; ২
১ পিঃ ৪; ৩
৪, ৫ ২ তীমঃ ১, ৯
তীত ২; ১১
ইফিঃ ২; ৭-৯। ৫; ২৬
যোঃ ৩; ৫
৬ যোয়েল ২; ২৮
প্রেঃ ২; ৩৩। ১০; ৪৫
৭ তীত ১; ২
রোঃ ৩; ২৪। ৮; ১৭
৮ তীত ২; ১৪। ৩; ১৪
৯ ১ তীমঃ ৪; ৭
২ তীমঃ ২; ১৪

১০ ও অসার। যে কেহ বিভেদ সৃষ্টি করে, তাহাকে দুই
১১ একবার সতর্ক করিবার পর বর্জ্জন কর, কারণ জানিও এই-প্রকার লোক বিকৃত-মনা ও পাপিষ্ঠ হওয়াতে সে আপনিই আপনাকে দোষী প্রতিপন্ন করে।

১২ আমি আর্ত্তিমা বা তুখিককে তোমার নিকটে পাঠাইবামাত্র তুমি নীকপলিতে আমার কাছে আসিতে সবিশেষ চেষ্টা করিও; কারণ সেই স্থানে আমি শীতকাল যাপন করিতে স্থির
১৩ করিয়াছি। আইনজ্ঞ সীনা এবং আপল্লোর যাত্রা-পথের সুব্যবস্থা করিতে যত্ন কর, তাঁহাদের যেন কোন বিষয়ে অভাব না হয়।
১৪ আমাদের লোকেরা যেন ফলহীন না হয়, সেইজন্য তাহারা বিশেষ বিশেষ অভাবের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সৎকর্ম্মে ব্যাপৃত
১৫ থাকিতে অভ্যাস করুক। যাঁহারা আমার সঙ্গে আছেন তাঁহারা সকলে তোমাকে অভিবাদন জানাইতেছেন। যাঁহারা বিশ্বাসে আমাদের ভালবাসেন তাঁহাদের প্রত্যেককে অভিবাদন জানাও।

অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

১০ ২ যোঃ ১; রোঃ ১৬; ১৭
১১ ১ তীমঃ ৬, ৪, ৫
১২ ২ তীমঃ ৪, ১২
১৩ প্রেঃ ১৮; ১ করিঃ ৩;
১৪ ১ তীমঃ ৬ ১৮ তীত ২; ১৪। ৩, ৮
মথি ৭; ১
ইফিঃ ৪;

ফিলীমনের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

আভাষ ও ধন্যবাদ

১ পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর বন্দী এবং ভ্রাতা তীমথিয়,—আমাদের
২ প্রীতিভাজন ও সহকর্ম্মী ফিলীমন, ভগ্নী আপ্পিয়া ও আমাদের সহযোদ্ধা আর্খিপ্প এবং তোমার গৃহস্থিত মণ্ডলী সমীপে।
৩ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টপ্রদত্ত অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক।

৪ আমার প্রার্থনায় আমি তোমার নামোল্লেখ করিয়া প্রতি-নিয়ত আমার ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া থাকি,
৫ কারণ প্রভু যীশুর প্রতি ও সমস্ত পবিত্র লোকদের প্রতি যে তোমার প্রেম ও বিশ্বাস আছে, তাহা শুনিতে পাইতেছি,
৬ এবং প্রার্থনা করি যাহাতে আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের উদ্দেশে যে সকল উত্তম বিষয়ের জ্ঞান আছে, তাহা দ্বারা তোমার
৭ বিশ্বাসের সহভাগিতা উৎকর্ষ লাভ করে। ভ্রাতা, তোমার প্রেমে আমি প্রচুর আনন্দ ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি, কারণ তোমার দ্বারা পবিত্র লোকদের প্রাণ শীতল হইয়াছে।

১ ইফিঃ ৩,
২ কলঃ ৪; ২ তীমঃ ২
৩ রোঃ ১;
৭ ২ করিঃ ১৩

পলাতক দাস ওনীষিমের বিষয়ে পৌলের অনুরোধ

৮ এইজন্য, যদিও তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য করিবার আদেশ ৯ দিতে খ্রীষ্টে আমার যথেষ্ট সাহস আছে, তথাপি প্রেমের বশে আমি বরং অনুনয় করিতেছি,—আমাকে সেই বৃদ্ধ পৌল, ও ১০ এখন খ্রীষ্ট যীশুর বন্দী বলিয়া গণ্য কর—বন্দী-দশায় যাহাকে জন্ম দান করিয়াছি, আমার সেই পুত্র ওনীষিমের জন্য ১১ তোমাকে অনুনয় করিতেছি। সে পূর্ব্বে তোমার পক্ষে অকর্ম্মণ্য ছিল, কিন্তু এখন তোমার ও আমার উভয়েরই পক্ষে ১২ উপকারী। যাহাকে আমি প্রাণতুল্য মনে করি, তাহাকেই ১৩ আমি তোমার কাছে ফিরাইয়া পাঠাইতেছি। আমি তাহাকে আমার কাছে রাখিতে চাহিয়াছিলাম, যেন সুসমাচারের জন্য আমার বন্দী-দশায় তোমার হইয়া সে আমার সেবা করিতে ১৪ পারে। কিন্তু তোমার সম্মতি বিনা কিছু করিতে চাহিলাম না, যেন তোমার সৌজন্য বাধ্যবাধকতাবশতঃ না হইয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ১৫ হয়। হয় ত এইজন্যই সে অল্প সময়ের জন্য তোমার নিকট হইতে পৃথক হইয়াছিল, যেন তুমি চিরকালের জন্য তাহাকে ১৬ ফিরিয়া পাইতে পার; দাস বলিয়া আর নয়, কিন্তু দাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রিয় ভ্রাতার ন্যায় পাইতে পার; সে আমার অতি প্রিয়, এবং দৈহিক সম্পর্কে এমন কি খ্রীষ্টেতেও, তোমার ১৭ কত না প্রিয়। সুতরাং যদি আমাকে তোমার অংশীদার বলিয়া জান, তবে আমাকে যেমন গ্রহণ করিতে, তাহাকে তেমনই ১৮ গ্রহণ করিও। যদি সে তোমার প্রতি কোন অন্যায় করিয়া থাকে, বা কোন বিষয়ে ঋণী থাকে, তবে তাহা আমার হিসাবে ১৯ ধরিও; আমি পৌল, স্বহস্তে একথা লিখিলাম, আমিই পরিশোধ করিব—তুমি যে নিজের বিষয়ে আমার কাছে ঋণে আবদ্ধ, ২০ একথা তোমাকে বলিতে চাহি না। হাঁ, ভ্রাতা, প্রভুর সাক্ষাতে তোমার নিকট হইতে আমি কিছু উপকার আশা করি। তুমি খ্রীষ্টে আমার প্রাণ শীতল কর।

১০ গাঃ ৪; ১৯
কলঃ ৪; ৯
১ করিঃ ৪; ১৫

১৪ ২ করিঃ ৯; ৭
১ পিঃ ৫; ২

১৬ ১ করিঃ ৭; ২২
১ তীমঃ ৬; ২

১৯ ১ করিঃ ১৬; ২১
গাঃ ৬; ১১
কলঃ ৪; ১৮
২ থিষঃ ৩; ১৭

উপসংহার

২১ তোমার বাধ্যতাসম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়া আমি তোমাকে লিখিলাম; জানি, আমি যাহা বলিলাম তুমি ২২ তাহার অতিরিক্তও করিবে; সেই সঙ্গে আমার জন্য বাসস্থান প্রস্তুত করিও, কারণ আমি আশা করি, তোমাদের প্রার্থনার ফলে আমি তোমাদের নিকট প্রদত্ত হইব।

২৩ খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহ-বন্দী ইপাফ্রা তোমাকে অভিবাদন ২৪ জানাইতেছেন; মার্ক, আরিষ্টার্খ, দীমা ও লূক, আমার এই সহ-কর্ম্মীরাও সেইরূপ করিতেছেন।

২৩ কল: ১; ৭। ৪; ১২
২৪ কল: ৪; ১০, ১৪

২৫ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

যীশু খ্রীষ্ট সর্ব্বপ্রধান মধ্যস্থ

১ ঈশ্বর পূর্ব্বকালে আংশিকভাবে ও বিভিন্ন প্রকারে ভাব- ২ বাদীদের দ্বারা পূর্ব্বপুরুষদের নিকট কথা বলিয়া, এই শেষ-কালে পুত্রের দ্বারা আমাদের নিকট কথা বলিয়াছেন, তাঁহাকেই তিনি সর্ব্ববিষয়ের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন, ৩ তাঁহারই দ্বারা তিনি বিশ্বভূমণ্ডলও রচনা করিলেন। তাঁহাতেই ঈশ্বরের মহিমা প্রতিভাত হইতেছে, তাঁহার স্বরূপও তাঁহাতে স্পষ্টভাবে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, এবং নিজ পরাক্রমের বাক্য দ্বারা তিনি সমস্ত সৃষ্টি ধারণ করিতেছেন; আপনার দ্বারা আমাদের পাপপ্রক্ষালনের ব্যবস্থা করিবার পর, তিনি ঊর্দ্ধলোকে ঐশ্বরিক ৪ মহিমার 'দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন'। এইরূপে যে নামের অধিকারী হইয়াছেন, স্বর্গদূতদের নামের অপেক্ষা তাহা যেমন মহত্তর, তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা সেই অনুপাতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

২ গীত ২; ৮
যোঃ ১; ৩
কল: ১; ১৬
মথি ২১; ৩৮
৩, ৪ গীত ১১০; ১
মার্ক ১৬; ১৯
যো: ১৪; ৯
২ করি: ৪; ৪
ফিলি: ২; ৯
কল: ১; ১৫, ১৭
ইব্রী: ৯; ১৪, ২৬

স্বর্গদূতদের অপেক্ষা খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠতা

৫ কারণ দূতদের মধ্যে কাহাকেও কি ঈশ্বর কখনও বলিয়াছেন, 'তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে জন্মদান করিয়াছি,' আবার, 'আমি তাঁহার পিতা হইব ও তিনি আমার পুত্র ৬ হইবেন'? আবার, যখন তিনি প্রথমজাতকে পৃথিবীতে আনয়ন করিলেন, তখন বলেন,

'ঈশ্বরের সমস্ত দূত তাঁহার উপাসনা করুক।'

৭ আর দূতদের বিষয়ে তিনি বলেন,

'তিনি তাঁহার দূতদের বায়ুস্বরূপ করেন,
তাঁহার সেবকদের অগ্নি-শিখাস্বরূপ করেন।'

৮ কিন্তু পুত্রের বিষয়ে তিনি বলেন,

'ঈশ্বর, যুগে যুগে তোমার সিংহাসন,
তাঁহার রাজ্যের রাজদণ্ড ন্যায়পরতার রাজদণ্ড।

৫ গীত ২; ৭
২ শমূ: ৭; ১৪
ইব্রী: ৫; ৫
প্রে: ১৩; ৩৩
৬ রো: ৮; ২৯
গীত ৯৭; ৭
৭ গীত ১০৪; ৪
৮ গীত ৪৫; ৬, ৭

৯ তুমি ধার্ম্মিকতাকে প্রেম করিয়াছ ও অধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়াছ;
সুতরাং ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন,
তোমাকে তোমার সহচরদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে
আনন্দ-তৈলে অভিষিক্ত করিয়াছেন।'

১০ আরও বলেন,
'প্রভু, তুমিই আদিতে পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছ,
আকাশমণ্ডলও তোমার হস্তে রচিত।

১১ সেসমস্ত বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমিই চিরস্থায়ী;
সেসমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে,

১২ তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় সেসকল জড়াইবে,
সেসমস্ত বস্ত্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইবে,
কিন্তু তুমি সেই একই আছ,
এবং তোমার বৎসর সকল শেষ হইবে না।'

১৩ কিন্তু দূতদের মধ্যে কাহাকেও কি কখনও বলিয়াছেন,
'তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হও,
যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পাদপীঠে
পরিণত করি'?

১৪ তাঁহারা সকলেই কি সেবাকারী আত্মা নন? যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে তাহাদের সেবার জন্য কি তাঁহারা প্রেরিত নন?

২ এইজন্য যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাতে অধিকতর মনোযোগী হওয়া আমাদের উচিত, পাছে তাহা হইতে দূরে ভাসিয়া যাই।
২ কারণ দূতদের দ্বারা উক্ত বাক্য যখন দৃঢ় প্রতিপন্ন হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক আজ্ঞালঙ্ঘন ও অবাধ্যতার জন্য ন্যায্য প্রতিফল
৩ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইলে আমরা এমন মহৎ এই পরিত্রাণ উপেক্ষা করিলে কেমন করিয়া নিস্তার পাইতে পারি? কারণ প্রভুর উক্তি দ্বারাই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল এবং যাহারা শুনিয়াছিল তাহাদের দ্বারা ইহা আমাদের নিকট দৃঢ় হইল;
৪ নানা লক্ষণ, অলৌকিক ক্রিয়া ও নানাপ্রকার পরাক্রম-কার্য্য দ্বারা, নিজ ইচ্ছানুসারে পবিত্র আত্মার বর দান করিয়া ঈশ্বর এই বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিলেন।
৫ আমরা যে ভাবী জগতের কথা বলিতেছি, তাহা তিনি
৬ দূতদের অধীন করেন নাই। শাস্ত্রে কোন স্থানে কেহ সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন,
'মনুষ্য কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর?
মনুষ্য-সন্তানই বা কি যে তুমি তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর?

১০ গীত ১০২; ২৫-২৭
১২ ইব্রী: ১৩; ৮
১৩ গীত ১১০; ১
ইব্রী: ১০; ১৩
১৪ দা: ৩; ২৮।
৬; ২২
গীত ৩৪; ৭।
৯১: ১১।
১০৩; ২০, ২১
প্রে: ১২; ৭,
১১
২ প্রে: ৭; ৩৮, ৫৩
গা: ৩; ১৯
৩ ইব্রী: ১০; ২৯।
১২; ২৫
মথি ২২; ৫
৪ মার্ক ১৬; ২০
১ করি: ১২; ৪,
১১
প্রে: ১৪; ৩
৬ গীত ৮; ৪-৬

৭ তুমি দূতদের অপেক্ষা তাহাকে অল্পই নিম্নে রাখিয়াছ,
গৌরব ও সম্মান তাহার শিরোভূষণ করিয়াছ ; *
৮ সমস্তই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ।'
যখন সমস্তই তাহার অধীন করিয়াছেন তখন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই যাহা তাহার বশবর্ত্তী নয়। তাহা হইলেও আমরা কিন্তু এপর্য্যন্ত সমস্তই তাহার অধীন দেখিতে পাইতেছি ৯ না ; কিন্তু সেই যীশুকেই দেখিতে পাইতেছি, তাঁহাকে দূতদের অপেক্ষা অল্পই নিম্নে রাখা হইল এবং যেন তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলের পক্ষে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করেন † এইজন্য তিনি মৃত্যু বরণ করিয়া 'গৌরব ও সম্মানের মুকুটে' বিভূষিত হইয়াছেন।

৮ ১ করিঃ ১৫; ২৭
ইফিঃ ১; ২২
৯ ফিলিঃ ২; ৮, ৯

ত্রাণকর্ত্তার অপূর্ব্ব আত্মদান

১০ কারণ, যাঁহার উদ্দেশে ও যাঁহার দ্বারা সমস্ত হইয়াছে, ইহা উপযুক্ত যে তিনি যখন অনেক পুত্রকে মহিমায় উন্নীত করেন, তখন তাহাদের পরিত্রাণের অগ্রনায়ককে বহু দুঃখভোগ দ্বারা ১১ সর্ব্বগুণে পূর্ণ করেন। যিনি পবিত্র করেন ও যাহারা পবিত্রীকৃত, সকলেই এক হইতে উৎপন্ন ; এইজন্য তিনি তাহাদের 'ভ্রাতা' ১২ বলিয়া সম্বোধন করিতে লজ্জিত হন না। তিনি বলেন,
'আমি আমার ভ্রাতাদের কাছে তোমার নাম প্রচার করিব,
মণ্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসা-গান করিব।'
১৩ আবার বলেন,
'তাঁহাতেই আমি আস্থা স্থাপন করিব,'
এবং পরে বলেন,
'এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাহাদের আমাকে দিয়াছেন।'
১৪ অতএব 'সেই সন্তানেরা' যখন রক্তমাংসের সহভাগী, তিনি আপনিও একই ভাবে তাহার অংশগ্রহণ করিলেন, যেন মৃত্যুর শক্তি যাহার হস্তে রহিয়াছে তাহাকে, সেই দিয়াবলকে, ১৫ তিনি আপন মৃত্যু দ্বারা বিলুপ্ত করিতে পারেন, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে চিরজীবন দাসত্বের অধীন ছিল তাহাদের মুক্ত ১৬ করিতে পারেন। কারণ বাস্তবিক তিনি দূতদের নয় কিন্তু ১৭ 'অব্রাহামের বংশধরদের' সহিত সম্বন্ধ রাখেন। এজন্য সর্ব্বতোভাবে আপন ভ্রাতাদের সদৃশ হওয়া তাঁহার পক্ষে

১০ প্রেঃ ৩; ১৫
রোঃ ৮; ৩০।
১১; ৩৬
১ করিঃ ৮; ৬
ইব্রীঃ ১২; ২
১১ মথি ২৫; ৪০
মার্ক ৩, ৩৪, ৩৫
যোঃ ২০; ১৭
১২ গীত ২২; ২২
১৩ যিশাঃ ৮; ১৭
১৮। ১২; ২
২ শমূঃ ২২; ৩
১৪ মথি ২৫; ৪১
যোঃ ১২; ৩১
১ করিঃ ১৫; ৫৪-৫৬
ফিলিঃ ২, ৭
২ তীমঃ ১; ১০
প্রঃ ১২; ১০
১৬ যিশাঃ ৪১; ৮, ৯
১৭ গীত ২২; ২২
ফিলিঃ ২; ৭

* কোন কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এই স্থলে এই কথা পাওয়া যায়—'এবং তোমার হস্তরচিত সমস্ত বস্তুর উপরে তাহাকে স্থাপন করিয়াছ'

† (মূল) মৃত্যু আস্বাদন করেন

আবশ্যক ছিল, যেন তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে সমস্ত বিষয়ে দয়াবান ও বিশ্বস্ত মহা-পুরোহিত হন এবং জাতির পাপের ১৮ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারেন। কারণ তিনি আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া, যাহারা পরীক্ষিত হয় তিনি তাহাদের সকলের সাহায্য করিতে পারেন।

১৮ ইব্রীঃ ৪ ; ১৫
লূক ২২ ; ২৮

মোশি অপেক্ষা যীশুর শ্রেষ্ঠতা

৩ সুতরাং, পবিত্র ভ্রাতৃগণ, স্বর্গীয় আহ্বানে অংশগ্রাহী যে তোমরা, আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসারে যিনি প্রেরিত ও মহা-পুরোহিত তোমরা সেই যীশুর বিষয় বিবেচনা কর ; ২ 'মোশি' যেমন 'ঈশ্বরের সমগ্র গৃহের উপরে বিশ্বস্ত ছিলেন,' তিনিও তেমনই তাঁহার নিয়োগকর্ত্তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। ৩ বাস্তবিক গৃহ-নির্ম্মাতা যে পরিমাণে গৃহ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইয়া থাকেন, সেই অনুপাতে যীশু মোশি অপেক্ষা ৪ অধিক মহিমার যোগ্য গণ্য হইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহ কাহারও না কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত, কিন্তু যিনি সমস্তই ৫ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর। পরবর্ত্তীকালে যাহা বলা হইবে, সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার উদ্দেশে মোশি সেবকরূপেই ৬ ঈশ্বরের সমগ্র গৃহের উপরে বিশ্বস্ত ছিলেন ; কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁহার গৃহের উপরে পুত্ররূপে বিশ্বস্ত ছিলেন ; আর আমরাই তাঁহার গৃহ যদি সাহস এবং প্রত্যাশার শ্লাঘা পোষণ করিয়া ৭ থাকি। সুতরাং, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন,—

'অদ্য যদি তোমরা তাঁহার স্বর শ্রবণ কর,
৮ তবে তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিও না,
যেমন সেই বিদ্রোহ-দিনে
প্রান্তরে সেই পরীক্ষার দিনে ঘটিয়াছিল ;
৯ সেখানে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার বিচার ও পরীক্ষা করিল,
এবং চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমার কার্য্য দেখিল ;
১০ এইজন্য আমি সেই যুগের লোকদের প্রতি রুষ্ট হইলাম,
আর বলিলাম, ইহারা সর্ব্বদা তাহাদের অন্তরে ভ্রান্ত হয় ;
তাহারা আমার পথ জানিতে পারিল না,
১১ তখন আমি আমার ক্রোধে এই শপথ করিলাম,
ইহারা কখনও আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিবে না।'

১ ইব্রীঃ ৪ ; ১৪
২ গণনা ১২ ; ৭
৫ গণনা ১২ ; ৭
৬ রোঃ ১২ ; ১২
ইফিঃ ২ ; ১৯
কলঃ ১ ; ২৩
৭ গীত ৯৫ ; ৭-১১
ইব্রীঃ ৪ ; ৭
৮ যাত্রা ১৭ ; ৭
গণনা ২০ ; ২-৫, ১৩
১১ গণনা ১৪ ; ২১-২৩
দ্বিঃ বিঃ ১ ; ৩৪, ৩৫
১করিঃ ১০ ; ১০

অবাধ্যতা ও সরিয়া পড়ার আশঙ্কা

১২ সাবধান, ভ্রাতৃগণ, পাছে এমন মন্দ অবিশ্বাসী অন্তঃকরণ তোমাদের কাহারও থাকে, যাহার দ্বারা তোমরা জীবিত ১৩ ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া যাও; বরং প্রতিদিন, যতক্ষণ সেই অদ্য নামে আখ্যাত সময় থাকে, তোমরা পরস্পর উৎসাহ দান কর, যেন তোমাদের মধ্যে কেহ পাপের প্রতারণায় কঠিন ১৪ হইয়া না যায়। কারণ আমরা খ্রীষ্টের জীবনের ভাগী, যদি আমরা আমাদের প্রথম প্রত্যয় শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়ভাবে ১৫ ধারণ করি, যেমন উক্ত হইয়াছে,—

‘অদ্য যদি তোমরা তাঁহার স্বর শ্রবণ কর,
তবে তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিও না,
যেমন সেই বিদ্রোহ-দিনে ঘটিয়াছিল।’

১৬ কাহারা শুনিয়া বিদ্রোহ করিল? যাহারা মোশির সাহায্যে মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই ১৭ কি নয়? কাহাদের প্রতিই বা তিনি ‘চল্লিশ বৎসর ধরিয়া রুষ্ট হইলেন?’ যাহাদের ‘শব প্রান্তরে পড়িয়া রহিল,’ সেই ১৮ পাপী লোকদের প্রতি কি নয়? তিনি কাহাদের বিরুদ্ধেই বা ‘শপথ করিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার বিশ্রামে প্রবেশ ১৯ করিবে না’? অবাধ্যদের বিরুদ্ধে কি নয়? ইহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে অবিশ্বাসের জন্যই তাহারা প্রবেশ করিতে পারিল না।

৪ এইজন্য আমাদের ভয় থাকা উচিত, কারণ তাঁহার বিশ্রামে প্রবেশ করিবার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও, হয়ত তোমাদের মধ্যে ২ কেহ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কারণ তাহাদের নিকটে যেমন, তেমনই আমাদের নিকটেও সুসংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা যে বাণী শুনিয়াছিল তাহাতে তাহাদের কোন উপকার হইল না, কারণ শ্রোতাদের অন্তরে সেই বাণী ৩ বিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত ছিল না। আমরা বিশ্বাস করিয়াছি যে, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি; যেমন তিনি বলিয়াছেন,

‘তখন আমি আমার ক্রোধে এই শপথ করিলাম,
ইহারা কখনও আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিবে না’,

যদিও তাঁহার কর্ম্ম জগতের পত্তনাবধি সমাপ্ত হইয়াছিল।
৪ তিনি এক স্থানে সপ্তম দিনের বিষয় এই কথা বলিয়াছেন, ‘সপ্তম দিনে ঈশ্বর তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লইলেন।’

১৩ ইব্রীঃ ১০; ২৫
১৪ ইব্রীঃ ৬; ১১। ১১, ১
কলঃ ১; ২৩
১৫ গীত ৯৫; ৮
১৬ যাত্রা ১৭; ১
১৭ গণনা ১৪; ২৯
১ করিঃ ১০; ১০
১৮ গণনা ১৪; ২২, ২৩
দ্বিঃ বিঃ ১; ৩৪, ৩৫
১ গীত ৯৫; ১১
৩ গণনা ১৪; ২১-২৩
৪ আদি ২; ২

৫ অথচ এই স্থানে আবার বলেন,

‘তাহারা কখনও আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিবে না।’

৬ এই উদ্দেশ্য রহিয়াছে যে, কেহ কেহ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে অথচ যাহাদের নিকট সুসংবাদ পূর্ব্বকালে প্রচারিত হইয়াছিল তাহারা যখন অবাধ্যতার জন্য প্রবেশ ৭ করিতে পারে নাই, তখন তিনি আবার একটি দিন নিরূপণ করিয়া দায়ূদের গ্রন্থে এতকাল পরে বলেন অদ্য,—যেমন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

‘অদ্য যদি তোমরা তাঁহার স্বর শ্রবণ কর,

তবে তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিও না।’

৮ কারণ যদি যিহোশূয় তাহাদের বিশ্রাম দিতেন, তবে ঈশ্বর ৯ পরবর্ত্তী আর একদিনের কথা বলিতেন না। সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের জন্য বিশ্রামের কাল বাকী রহিয়াছে; ১০ কারণ, ঈশ্বর আপন কার্য্য হইতে যেমন বিশ্রাম লইয়াছিলেন, তেমনই যে তাঁহার বিশ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, সেও নিজের কার্য্য হইতে বিশ্রাম পাইয়াছে।

১১ তবে এস, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করি, যেন কেহ সেই একইপ্রকার অবাধ্যতায় পতিত না ১২ হয়। ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়, তাহা উভয় পার্শ্বে ধারবিশিষ্ট খড়্গ অপেক্ষাও খরধার এবং তাহা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা ভেদ করিয়া বিভক্ত করে, এবং অন্তঃকরণের ১৩ চিন্তা ও মনোভাবের সূক্ষ্ম বিচার করে। কোন সৃষ্ট বস্তু তাঁহার সম্মুখে অদৃশ্য থাকিতে পারে না, কিন্তু যাঁহার নিকট আমাদের হিসাব দিতে হইবে, তাঁহার দৃষ্টিতে সকলই প্রকাশিত ও অনাবৃত।

৭ ইব্রীঃ ৩; ৭
৮ দ্বিঃ বিঃ ৩১; ৭
যিহোঃ ২২; ৪
১০ প্রঃ ১৪; ১৩
২ যির: ২৩; ২৯
যিশা: ৪৯; ২
যোঃ ১২; ৪৮
ইফি: ৬; ১৭
১ করিঃ ১৪; ২৪, ২৫

যীশু সর্ব্বপ্রধান মহা-পুরোহিত

১৪ আমরা যখন শ্রেষ্ঠ এক মহা-পুরোহিতকে ঈশ্বরের পুত্র যীশুকে পাইয়াছি, যিনি আকাশমণ্ডলের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছেন, তখন এস, আমরা ধর্ম্ম-সাক্ষ্য দৃঢ়ভাবে ধারণ করি। ১৫ কারণ আমাদের মহা-পুরোহিত এমন নন যিনি আমাদের বিবিধ দুর্ব্বলতায় সমব্যথী হইতে পারেন না, বরং তিনি সর্ব্বতোভাবে আমাদেরই ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, অথচ ১৬ পাপ করেন নাই। এজন্য এস, আমরা সাহসের সহিত অনুগ্রহ-সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হই, যেন দয়া প্রাপ্ত হই এবং সময়োপযোগী সাহায্যপ্রদ অনুগ্রহ লাভ করি।

১৪ ইব্রীঃ ৩, ১। ৬; ২০। ৭; ২৬। ৮; ১। ৯; ১১। ১০; ২৩
১৫ ইব্রীঃ ২; ১৭। ৫; ২
২ করিঃ ৫; ২১
যিশা: ৫৩; ৩
১৬ ১ যোঃ ৩; ২১
রোঃ ৩; ২৫
ইফি: ৩; ১২

৫ মনুষ্যদের মধ্য হইতে মনোনীত প্রত্যেক মহা-পুরোহিত এইজন্য মনুষ্যের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিযুক্ত যেন, ২ উপহার ও পাপার্থক বলি উৎসর্গ করেন; তিনি অজ্ঞ ও পথ-ভ্রষ্ট সকলের প্রতি মৃদু ব্যবহার করিতে পারেন, কারণ তিনি ৩ নিজে দুর্ব্বলতা পরিবেষ্টিত। সেই দুর্ব্বলতার বশতঃ তিনি যেমন প্রজাদের নিমিত্ত, তেমনই আপনার জন্যও, পাপার্থক ৪ বলি উৎসর্গ করিতে বাধ্য। এইপ্রকার সম্মানিত পদ কেহ নিজে অধিকার করে না, বরং হারোণের ন্যায় তিনি ঈশ্বরের ৫ দ্বারাই আহূত হন। সেইরূপে খ্রীষ্টও মহা-পুরোহিত হইবার জন্য নিজে আপনাকে মহিমান্বিত করিলেন না, কিন্তু যিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

'তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে জন্মদান করিয়াছি'
তাঁহারই দ্বারা নিযুক্ত হইলেন।

৬ অন্য স্থানে তিনি এই কথা বলেন,

'তুমি চিরকালের জন্য মল্‌কীষেদকের পর্য্যায়ে নিযুক্ত পুরোহিত।'

৭ যিনি তাঁহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ, তাঁহারই নিকটে যীশু তাঁহার পার্থিব জীবনে প্রবল আর্ত্তনাদ ও অশ্রুপাত করিতে করিতে মিনতি ও নিবেদন উৎসর্গ করিলেন ৮ এবং তাঁহার ভক্তির জন্য সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। পুত্র হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দুঃখভোগ দ্বারা তিনি বাধ্যতা শিক্ষা ৯ করিলেন; এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী ১০ সকলের পক্ষে 'অনন্ত পরিত্রাণের' কারণ হইলেন, কারণ 'মল্‌কীষেদকের পর্য্যায়ে' মহা-পুরোহিত বলিয়া ঈশ্বর তাঁহাকে আখ্যাত করিলেন।

যীশুতে স্থির থাকায় খ্রীষ্টীয় জীবনে উৎকর্ষলাভ

১১ তাঁহার বিষয়ে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা ব্যাখ্যা করা কঠিন, কারণ তোমাদের শ্রবণশক্তি স্থূল ১২ হইয়াছে। কারণ যে ক্ষেত্রে এত দিনে তোমাদের শিক্ষক হওয়া উচিত ছিল, সেই ক্ষেত্রে এখন তোমাদের প্রয়োজন হইয়াছে, যেন কেহ ঈশ্বরের শাস্ত্রীয় বচনের বর্ণমালা তোমাদের পুনরায় শিক্ষা দেয়; তোমাদের এমন অবস্থা হইয়াছে যে ১৩ দুগ্ধই তোমাদের প্রয়োজন, শক্ত খাদ্য নয়। যে দুগ্ধপোষ্য সে ধার্মিকতার বাক্যে অনভিজ্ঞ, কারণ সে শিশুমাত্র। ১৪ কিন্তু শক্ত খাদ্য সেই পূর্ণবয়স্কদের জন্য যাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় অনুশীলনের দ্বারা ভাল ও মন্দ বিচারে অভ্যস্ত হইয়াছে।

২ ইব্রীঃ ৪; ১৫। ৭, ২৮
৩ লেবীঃ ৯; ৭। ১৬; ৬
৪ যাত্রা ২৮; ১
৫ গীত ২; ৭
প্রেঃ ১৩; ৩৩
ইব্রীঃ ১; ৫.
৬ ইব্রীঃ ৭; ১, ১৭। ৬; ২০
গীত ১১০; ৪
৭, ৮ মথি ২৬; ৩৯-৪৬
ফিলিঃ ২; ৮
৯ যিশাঃ ৪৫; ১৭
১২ ১করিঃ ৩; ১-৩
১ পিঃ ২; ২
১৩ ১করিঃ ১৪; ২০
ইফিঃ ৪; ১৪
১৪ ফিলিঃ ১; ১০
রোঃ ১৬; ১৯
আদি ২; ১৭
১ রাঃ ৩; ৯

৬ সুতরাং এস, খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষার কথা ছাড়িয়া আমরা পূর্ণতাপ্রাপ্তির চেষ্টায় অগ্রসর হই ; প্রাণহীন অনুষ্ঠান হইতে মনপরিবর্ত্তন, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ২ বিভিন্ন বাপ্তিস্ম-প্রথা সম্পর্কে শিক্ষা, হস্তার্পণ, মৃতদের পুনরুত্থান ও অনন্তকাল-সূচক বিচার এই সমস্ত বিষয় লইয়া ৩ যেন আমরা পুনরায় ভিত্তিস্থাপন না করি। অবশ্য ঈশ্বরের ৪ অনুমতি হইলে তাহাই করিব। কারণ যাহারা একবার আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছে, স্বর্গীয় অনুগ্রহদানের রস আস্বাদ করি- ৫ য়াছে ও পবিত্র আত্মার অংশভাগী হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের বাক্যের উৎকর্ষের ও ভাবী যুগের বিবিধ পরাক্রমের রস ৬ আস্বাদন করিয়াছে, তাহারা যদি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, তবে কেহই তাহাদের পুনরায় নূতন করিয়া মনপরিবর্ত্তন করাইতে পারিবে না ; কারণ তাহারা নিজের উদ্দেশে ঈশ্বরের পুত্রকে ৭ পুনরায় ক্রুশ-বিদ্ধ করে ও প্রকাশ্যে নিন্দিত করে। যে ভূমি পুনঃ পুনঃ পতিত বৃষ্টিধারা শোষণ করে এবং যাহাদের জন্য চাষ করা হইয়াছে তাহাদের উপযোগী শাক-সব্জী উৎপন্ন করে, সেই ভূমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয় ; ৮ কিন্তু তাহা যদি 'কণ্টকলতা ও শিয়ালকাঁটা উৎপন্ন করে', তবে তাহা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে, এবং 'অভিশাপ' তাহার নিকটবর্ত্তী হয় ; দগ্ধ হওয়াই তাহার পরিণাম।

৯ কিন্তু প্রীতিভাজনেরা, এইরূপ কথা বলিলেও তোমাদের অবস্থা যে ইহা অপেক্ষা উত্তম ও পরিত্রাণের অনুকূল হইবে, ১০ এমন দৃঢ়প্রত্যয় আমাদের আছে। কারণ ঈশ্বর এমন অন্যায়াচারী নন যে, তোমরা পবিত্র লোকদের যে সেবা করিয়াছ, এবং এখনও করিতেছ, আর তাহা দ্বারা তাহার নামের প্রতি যে প্রেম প্রদর্শন করিয়াছ তাহা তিনি ভুলিয়া ১১ যাইবেন। তোমাদের প্রত্যেকে প্রত্যাশার পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য শেষ পর্য্যন্ত একই প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন করুক, ইহাই আমরা ১২ কামনা করি ; তোমরা যেন শিথিল না হও কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রতিশ্রুত আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইয়াছেন যেন তাঁহাদের অনুকারী হও।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা-প্রসূত ভরসা

১৩ কারণ ঈশ্বর যখন অব্রাহামের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন মহত্তর কোন ব্যক্তির নামে শপথ করিতে পারিলেন না ১৪ বলিয়া 'আপনার নামেই শপথ করিলেন, বলিলেন, আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তোমার বংশ

১ ফিলিঃ ৩ ; ১৩; ইব্রীঃ ৯ ; ১৪
৪ ইব্রীঃ ১০ ; ২৬, ২৭; মথি ১২ ; ৩১; ১ যোঃ ৫ ; ১৬; ২ পিঃ ২ ; ২১
৫ ১ পিঃ ২ ; ৩
৭ আদি ১ ; ১১, ১২
৮ আদি ৩ ; ১৭, ১৮
১০ ইব্রীঃ ১০ ; ৩২-৩৪; ২ তীমঃ ১ ; ১৮
১১ ইব্রীঃ ৩ ; ১৪; ফিলিঃ ১ ; ৬
১২ ইব্রীঃ ১০ ; ৩৬। ১৩ ; ৭
১৩ আদি ২২ ; ১৬, ১৭

১৫ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিব’। তাহাতে অব্রাহাম ধীরভাবে অপেক্ষা করিবার পর প্রতিশ্রুত বিষয়টি প্রাপ্ত হইলেন।
১৬ মনুষ্যেরা আপনাদের অপেক্ষা মহত্তর একজনের নামে শপথ করে এবং তাহাদের সেই শপথে সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের
১৭ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। এইজন্য ঈশ্বর যখন প্রতিশ্রুত বিষয়ের উত্তরাধিকারীদের নিকট আপন অভিপ্রায় অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি শপথ
১৮ সহকারে আসিয়া বিষয়টি নিষ্পত্তি করিলেন; আমরা যাহারা আশ্রয় পাইবার জন্য পলায়ন করিয়াছি, যেন সম্মুখস্থ প্রত্যাশা অবলম্বন করিবার জন্য দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই, এইজন্য ঈশ্বর, যে বিষয়ে মিথ্যা বলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, এমন দুইটি
১৯ অপরিবর্ত্তনীয় বিষয়ে শপথ করিলেন। আমাদের এই প্রত্যাশা আছে, তাহা আমাদের প্রাণ-তরির নঙ্গররূপে নিরাপদ ও দৃঢ়
২০ নিবদ্ধ; তাহা ‘তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে’, যেস্থানে আমাদের অগ্রদূতরূপে যীশু প্রবেশ করিয়াছেন, ‘চিরকালের জন্য মল্কীষেদকের পর্য্যায়ে’ মহা-পুরোহিত হইয়াছেন।

১৬ যাত্রা ২২; ১০, ১১
১৮ গণনা ২৩; ১৯ ১ শমূ: ১৫; ২৯ রোঃ ৫; ৫ তীত ১; ২
১৯ লেবী: ১৬; ২, ১২, ১৫ মথি ২৭; ৫১
২০ ইব্রী: ৪; ১৪। ৫; ৬

মল্কীষেদকের পৌরোহিত্য

৭ ‘অব্রাহাম যখন রাজাদের সংহার করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন শালেমের রাজা এবং পরাৎপর ঈশ্বরের পুরোহিত এই মল্কীষেদকই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
২ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাঁহাকেই অব্রাহাম সর্ব্বস্বের দশমাংস দিলেন’। তাঁহার নামের অর্থ প্রথমতঃ ধর্ম্মময়
৩ রাজা, পরে ‘শালেমের রাজা’, অর্থাৎ শান্তি-রাজ; তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, বংশতালিকাও নাই; আয়ুষ্কালের আরম্ভ কি জীবনের শেষ নাই, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত
৪ হইলেন বলিয়া, চিরকাল পুরোহিতই থাকেন। যাঁহাকে কুলপতি ‘অব্রাহাম’ অধিকৃত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের ‘দশমাংশই দান করিয়াছিলেন’, তিনি কেমন মহান, ইহা বিবেচনা কর।
৫ অবশ্য লেবির সন্তানদের মধ্যে যাহারা পুরোহিত-পদপ্রাপ্ত হয়, তাহারা বিধি-ব্যবস্থানুযায়ী ইস্রায়েল জাতির, অর্থাৎ নিজ ভ্রাতাদের নিকট হইতে দশমাংশ গ্রহণ করিবার আদেশ
৬ পাইয়াছে, যদিও তাহারা অব্রাহামের বংশ-জাত; কিন্তু ঐ যে ব্যক্তি তাহাদের বংশতালিকাভুক্ত নন, তিনি অব্রাহামের নিকট হইতে দশমাংশ গ্রহণ করিয়া প্রতিশ্রুতির অধিকারীকেই
৭ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। হীনতর পাত্র শ্রেষ্ঠতর পাত্রের দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়, ইহা সমস্ত বাদ-প্রতিবাদ বহির্ভূত।

১ আদি ১৪; ১৭-২০
৫ গণনা ১৮; ২১

৮ এই ক্ষেত্রে মর্ত্ত্য মনুষ্যেরা দশমাংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তিনিই গ্রহণ করিলেন, যাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য ৯ দেওয়া হইয়াছে যে তিনি নিত্যজীবী। বলিতে কি, দশমাংশ-গ্রহণকারী লেবিও অব্রাহামের মাধ্যমে দশমাংশ প্রদান করিয়া-১০ ছিলেন, কারণ 'মল্কীষেদক যখন অব্রাহামের সহিত সাক্ষাৎ করেন', তখনও লেবি তাঁহার পিতৃপুরুষের কটিতে ছিলেন।

১১ সুতরাং যে পৌরোহিত্যের ভিত্তিতেই ইস্রায়েল-জাতি বিধি-ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই লেবীয় পৌরোহিত্য দ্বারা যদি পূর্ণতালাভ সম্ভব হইত, তবে আবার কি প্রয়োজন ছিল যে মল্কীষেদকের সমপর্য্যায়ে অন্যপ্রকার এক পুরোহিত উৎপন্ন ১২ হইবেন যিনি হারোণের পর্য্যায়ভুক্ত নন? কারণ পৌরো-হিত্য যখন পরিবর্ত্তিত হয়, তখন বিধি-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন ১৩ হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত কথা যাঁহার উদ্দেশে উক্ত, তিনি অপর এক বংশভুক্ত; সেই বংশের কেহই যজ্ঞবেদির পরিচর্য্যা ১৪ করে নাই। কারণ ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে আমাদের প্রভু যিহূদা বংশীয়; কিন্তু সেই বংশের লোক যে পুরোহিত হইবে, ১৫ ইহা মোশি উল্লেখ করেন নাই। বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয় যখন মল্কীষেদকের সাদৃশ্যে অপর এক পুরোহিত ১৬ উত্থিত হইয়াছেন, যিনি পার্থিব বিধির কোন ব্যবস্থা অনুসারে নয় কিন্তু অবিনশ্বর জীবনীশক্তি অনুসারে নিযুক্ত। ১৭ কারণ তাঁহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে,—

'তুমি চিরকালের জন্য মল্কীষেদকের পর্য্যায়ে নিযুক্ত
পুরোহিত।'

১৮ পূর্ব্বকালীন নির্দ্দেশ হীনবল ও নিষ্ফল হওয়াতে তাহা বাতিল ১৯ করা হইয়াছে, কারণ বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা কিছুই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই; কিন্তু এমন এক শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, যাহা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে ২০ পারি। আবার ইহা বিনা শপথে হয় নাই; অন্যেরা বিনা ২১ শপথে পুরোহিত পদে নিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু ইনি তাঁহারই দ্বারা শপথ-প্রয়োগে নিযুক্ত, যিনি তাঁহার বিষয়ে বলেন,

'প্রভু এই শপথ করিয়াছেন, আর তিনি অনুশোচনা
করিবেন না, তুমি চিরকালীন পুরোহিত;'

২২ এইরূপে যীশু কত অধিক শ্রেষ্ঠ এক সন্ধি-নিয়মের প্রতিভূ* হইয়াছেন।

১৪ আদি ৪৯ ; ১০
প্রকাশিত বাক্য ৫ ; ৫ (বিশাঃ ১১ ; ১)
লূক ১ ; ৭৮

১৭ ইব্রীঃ ৫ ; ৬

১৯ ইব্রীঃ ৯ ; ৯। ১০ ; ১
গাঃ ২ ; ১৬

২২ ইব্রীঃ ৮ ; ৬। ১২ ; ২৪

* অথবা, জামিন

২৩ অন্য যাহারা পুরোহিত হইয়াছে, তাহারা সংখ্যায় অনেক, কারণ মৃত্যু তাহাদের স্থায়ী হইবার পথে বাধাস্বরূপ হইল। ২৪ কিন্তু তিনি চিরস্থায়ী বলিয়া তাঁহার পৌরোহিত্য হস্তান্তরিত হয় না। ২৫ এইজন্য যাহারা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি তাহাদের সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তিনি সর্ব্বদা তাহাদের জন্য আবেদন করিবার উদ্দেশে জীবিত আছেন। ২৬ বাস্তবিক এইপ্রকার একজন মহা-পুরোহিত আমাদের জন্য উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পবিত্র, সরল, নিষ্কলুষ, পাপী মনুষ্যদের নিকট হইতে পৃথকীকৃত এবং সমস্ত স্বর্গ অপেক্ষা উন্নীত। ২৭ অন্যান্য পুরোহিতদের ন্যায় প্রতিদিন প্রথমতঃ নিজের পাপ, পরে জাতির পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল না; কারণ আপনাকে উৎসর্গ করিয়া তিনি তাহা একবার চিরকালের জন্য সমাপ্ত করিয়াছেন। ২৮ বিধি-ব্যবস্থা যে মহা-পুরোহিতদের নিযুক্ত করে, তাহারা দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট মনুষ্য, কিন্তু বিধি-ব্যবস্থার পরবর্ত্তী ঐ শপথের বাক্য যাঁহাকে নিযুক্ত করে, তিনি 'চিরকালের জন্য' পূর্ণতাপ্রাপ্ত 'পুত্র'।

২৫ রোঃ ৫ ; ২। ৮ ; ৩৪ যোঃ ১৪ ; ৬ ১ যোঃ ২ ; ১ ইফি: ৩ ; ১২ ইব্রীঃ ১১ ; ৬
২৬ ইব্রীঃ ৪ ; ১৪
২৭ লেবীঃ ১৬ ; ৬, ১৫ রোঃ ৬ ; ১০ ইব্রীঃ ৯ ; ২৬-২৮
২৮ ইব্রীঃ ৫ ; ১, ২

যীশুর পৌরোহিত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী

৮ আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার সার কথা এই; আমাদের এমন এক মহা-পুরোহিত আছেন যিনি স্বর্গে ২ মহিমা-সিংহাসনের 'দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট', তিনি পবিত্র স্থানের এবং প্রকৃত তাঁবুর সেবক; সেই তাঁবু মনুষ্যদের দ্বারা ৩ নয় কিন্তু প্রভুর দ্বারা স্থাপিত। প্রত্যেক মহা-পুরোহিত উপহার ও বলি উৎসর্গ করিবার জন্য নিযুক্ত হন; সেই জন্য তাঁহারও উৎসর্গ করিবার জন্য কিছু থাকা আবশ্যক। ৪ তিনি যদি পৃথিবীতে থাকিতেন, তবে তিনি একেবারেই পুরোহিত হইতেন না, কারণ বিধি-ব্যবস্থানুসারে উপহার ৫ উৎসর্গ করে এমন পুরোহিত এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহারা যাহার আরাধনা করে তাহা স্বর্গীয় বিষয়ের প্রতিকৃতি ও প্রতিবিম্ব মাত্র; মোশি তাঁবু নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইলে যেমন নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, 'সাবধান, পর্ব্বতে তোমাকে যে আদর্শ দেখান হইল, সেই আদর্শ অনুসারে ৬ সমস্তই করিও'। কিন্তু এইক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতির উপরে বিধিবদ্ধ যে সন্ধি-নিয়মের মধ্যস্থ তিনি হইয়াছেন, তাহা যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, সেই পরিমাণে উৎকৃষ্টতর সেবকপদও তিনি

১ ইব্রীঃ ৪ ; ১৪
৫ ইব্রীঃ ৯ ; ২৩। ১০ ; ১ কলঃ ২ ; ১৭ যাত্রা ২৫ ; ৪০
৬ ইব্রীঃ ৭ ; ২২ ১২ ; ২৪ ২ করিঃ ৩ ; ৬

৭ এখন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই প্রথম সন্ধি-নিয়ম যদি দোষ-বিহীন হইত, তবে দ্বিতীয় একটির জন্য স্থান অন্বেষণ করা
৮ হইত না। কারণ এই কথাতে তিনি লোকদের দোষী করেন,—

‘প্রভু বলেন, দেখ, সময় আসিতেছে,
যখন আমি ইস্রায়েল-কুলের ও যিহূদা-কুলের সহিত নূতন এক সন্ধি-নিয়ম স্থাপন করিব;

৯ ইহা সেই সন্ধি-নিয়মের মত হইবে না, যাহা আমি মিসর দেশ হইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাহির করিয়া আনিবার জন্য তাহাদের হস্ত ধারণের দিনে তাহাদের সহিত স্থির করিয়াছিলাম;
তাহারা আমার সন্ধি-নিয়ম মানিয়া চলিল না,
আর আমি তাহাদের উপেক্ষা করিলাম, ইহা প্রভু বলেন।

১০ এজন্য প্রভু বলেন, সেই সকল দিনের শেষে আমি ইস্রায়েল-কুলের সহিত যে সন্ধি-নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা এই,—
আমি আমার সমস্ত বিধি তাহাদের চিত্তে রাখিব,
তাহাদের অন্তরে তাহা খোদিত করিব,
এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব,
এবং তাহারা আমার প্রজা হইবে।

১১ আর তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন সহ-প্রজাকে,
অথবা প্রত্যেকে আপন ভ্রাতাকে এই বলিয়া শিক্ষা দিবে না, প্রভুর পরিচয় প্রাপ্ত হও;
কারণ তাহারা সকলে, ক্ষুদ্রতম হইতে শ্রেষ্ঠতম পর্য্যন্ত, আমার পরিচয় পাইবে।

১২ আমি তাহাদের সমস্ত অধার্ম্মিকতার প্রতি ক্ষমাশীল হইব,
এবং তাহাদের পাপ ও তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা আর কখনও স্মরণ করিব না।’

১৩ এই সন্ধি-নিয়ম নূতন বলাতে তিনি প্রথমটি পুরাতন প্রতিপন্ন করিয়াছেন; আর যাহা পুরাতন ও জীর্ণ হইতেছে, তাহা লুপ্তপ্রায়।

৮-১২ যির: ৩১; ৩১-৩৪
ইব্রী: ১০; ১৬, ১৭
৯ যাত্রা ১৯; ৫, ৬
১২ ইব্রী: ৮; ৮
১৩ রো: ১০; ৪

পুরাতন সন্ধি-নিয়ম, সমাগম-তাঁবু ও যজ্ঞবেদী অপেক্ষা খ্রীষ্টদত্ত বিধানের উৎকৃষ্টতা

৯ আরাধনা সংক্রান্ত নানা ধর্ম্মবিধি ও পার্থিব এক
২ ধর্ম্ম-মন্দির সেই প্রথম সন্ধি-নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ একটি তাঁবু নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার পুরোভাগে দীপাধার, মেজ ও প্রদর্শনী-রুটি থাকিত; সেই স্থানের নাম পবিত্র স্থান।

১ রো: ৯; ৪
২ যাত্রা ২৫; ২৩, ৩০, ৩১

৩ দ্বিতীয় তিরস্করিণীর পশ্চাতে মহা-পবিত্র স্থান নামে ৪ আখ্যাত তাঁবু ছিল। তাহার মধ্যে স্বর্ণময় ধূপবেদি এবং সমগ্রভাবে স্বর্ণমণ্ডিত সন্ধি-নিয়মের সিন্দুক ছিল; সিন্দুকে মান্না-পূর্ণ স্বর্ণঘট, হারোণের মঞ্জরিত যষ্টি ও সন্ধি-নিয়মের ৫ দুই প্রস্তর-ফলক থাকিত; সিন্দুকের উপরে মহিমা-সূচক দুই করূব ছিল, যাহারা প্রায়শ্চিত্ত-স্থানের * উপরে ছায়া করিত; এখন এই সমস্ত সামগ্রীর বিস্তারিত বর্ণনা করা যায় না।

৬ এই সমস্ত এইভাবে সজ্জিত হইলে পুরোহিতেরা আরাধনার সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সেই প্রথম তাঁবুতে বার ৭ বার প্রবেশ করে; কিন্তু দ্বিতীয় তাম্বুতে বৎসরের মধ্যে একবার মহা-পুরোহিত একাকী প্রবেশ করেন; তিনি আবার রক্ত না লইয়া প্রবেশ করেন না, তিনি আপনার জন্য ও প্রজালোকদের অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য সেই রক্ত উৎসর্গ ৮ করেন। এইভাবে পবিত্র আত্মা ব্যক্ত করিতেছেন যে, তাঁবুর পুরোভাগ যতদিন স্থায়ী থাকে, ততদিন মহা-পবিত্র ৯ স্থানে প্রবেশের পথ প্রকাশিত হইতে পারে না; সেই তাম্বু বর্ত্তমান সময়ের জন্য একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ; ইহাতে বোঝা যায়, উৎসর্গীকৃত উপহার ও বলি আরাধনাকারীকে বিবেকসম্মত ১০ পূর্ণতা দান করিতে পারে না; কারণ সেসমস্ত কেবল খাদ্য, পেয় ও বিবিধ বাপ্তিস্ম সম্পর্কিত, এবং সংশোধনের সময় পর্য্যন্ত পালনীয় দেহসম্বন্ধীয় ধর্ম্মবিধি।

১১ কিন্তু আগত উত্তম উত্তম বিষয়ের মহা-পুরোহিতরূপে খ্রীষ্ট উপস্থিত হইলেন, এবং যে মহত্তর ও উৎকৃষ্টতর তাঁবু হস্তনির্ম্মিত নয়—অর্থাৎ এই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়—তাহার ১২ মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলেন, ছাগের ও গোবৎসের রক্তের গুণে নয়, কিন্তু নিজের রক্তের গুণেই পবিত্র স্থানে একবার চিরকালের ১৩ জন্য প্রবেশ করিয়া চিরন্তন মুক্তি অর্জ্জন করিলেন। কারণ ছাগের ও বৃষের রক্ত অথবা সেই গাভী-ভস্ম যাহা অশুচি লোকদের উপরে ছিটান হইত তাহা যদি দৈহিক শুচিতাসাধন করিয়া ১৪ তাহাদের পবিত্র করে, তবে যিনি চিরজীবী আত্মার প্রভাবে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক বলিরূপে ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত কত অধিক পরিমাণে আমাদের বিবেককে প্রাণহীণ আচার-অনুষ্ঠান হইতে এমন শুচি করিবে যাহাতে আমরা জীবিত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারি।

৩ যাত্রা ২৬; ৩৩
৪ যাত্রা ১৬; ৩৩। ২৫; ১০, ১৬, ২১ গণনা ১৭; ১০
৫ যাত্রা ২৫; ১৮। ২৬; ৩৪
৬ গণনা ১৮; ৩, ৪
৭ যাত্রা ৩০; ১০ লেবীঃ ১৬; ২, ১৪, ১৫
৮ ইব্রীঃ ১০; ২০
৯ ইব্রীঃ ৭; ১৯। ১০; ১, ২
১০ লেবীঃ ১১; ২। ১৫; ১৮ গণনা ১৯; ১৩ ইব্রীঃ ১৩; ৯। ৭; ১৬
১১ ইব্রীঃ ৪; ১৪। ৬; ২০। ১০; ১
১৩ লেবীঃ ১৬; ৩, ১৪, ১৫ গণনা ১৯; ২, ৯, ১৭
১৪ ইব্রীঃ ৬; ১ ১ পিঃ ১; ১৮, ১৯ ১ যোঃ ১; ৭ প্রঃ ১; ৫

* অথবা 'পাপাবরণের' (—যেখানে পাপার্থক রক্ত ছিটান হইত); ইংরেজীতে 'Mercy Seat'-ও প্রচলিত (অর্থাৎ 'কৃপাবরণী', 'কৃপার আসন')। লেবীঃ ১৬; ১৫ দ্রঃ

১৫ এইজন্য তিনি এক নূতন সন্ধি-নিয়মের মধ্যস্থ হইয়াছেন যেন যাহারা আহূত হইয়াছে তাহারা চিরন্তন উত্তরাধিকার-স্বরূপ প্রতিশ্রুত ফল প্রাপ্ত হয়, কারণ প্রথম সন্ধি-নিয়মের অনুসারে কৃত সমস্ত অপরাধ হইতে তাহাদের মুক্তি দান
১৬ করিবে এমন এক মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে ইচ্ছাপত্র থাকে, সেই ক্ষেত্রে দলিলকারীর মৃত্যুর প্রমাণ
১৭ আবশ্যক; মৃত্যু হইলেই ইচ্ছাপত্র বলবৎ হয়, কারণ দলিল-কারী জীবিত থাকিতে তাহা কখনও কার্য্যকর হয় না।
১৮ সেইজন্যই সেই প্রথম সন্ধি-নিয়ম রক্ত ব্যতিরেকে প্রবর্ত্তিত
১৯ হয় নাই; সমস্ত লোকসমাজের নিকট বিধি-ব্যবস্থা সঙ্গত প্রত্যেক আজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া মোশি বৃষ ও ছাগের রক্ত এবং তাহার সঙ্গে জল লইয়া রক্তবর্ণ মেষলোম ও এক গুচ্ছ হিস্যোপ্ * ঘাস দ্বারা তিনি তাহা গ্রন্থখানির উপরে ও সমস্ত
২০ লোকসমাজের উপরে তাহা ছিটাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'যাহা ঈশ্বর তোমাদের জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন, এ সেই সন্ধি-
২১ নিয়মের রক্ত'। সেইভাবে তিনি তাঁবুর উপরে ও সেবা-
২২ কার্য্যের সমস্ত পাত্রের উপরে রক্ত ছিটাইয়া দিলেন। বলিতে কি, বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত বস্তু রক্ত দ্বারা শুচীকৃত হয়, এবং রক্তসেচন ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না।
২৩ যাহা স্বর্গীয় বস্তুর নিদর্শন, তাহা উক্ত প্রণালীতে শুচি করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু যাহা প্রকৃতই স্বর্গীয়, তাহা শুচি করার
২৪ জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলি আবশ্যক। কারণ, যাহা প্রকৃত বস্তুর প্রতিকৃতি মাত্র সেই হস্তনির্ম্মিত পবিত্র স্থানে খ্রীষ্ট প্রবেশ করেন নাই, কিন্তু এখন আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য তিনি স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন।
২৫ মহা-পুরোহিত যেমন বৎসরের পর বৎসর পরের রক্ত লইয়া পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন, সেইভাবে খ্রীষ্ট যে বার বার
২৬ আপনাকে উৎসর্গ করিবেন, তাহা নয়; কারণ তাহা হইলে জগৎ-সৃষ্টির সময় হইতে অনেকবার তাঁহাকে মৃত্যু ভোগ করিতে হইত। কিন্তু এখন তিনি যুগপর্য্যায়ের অবসানকালে একবারই আত্ম-বলিদান দ্বারা পাপ লোপ করিবার জন্য
২৭ প্রকাশিত হইয়াছেন। যেমন মনুষ্যদের জন্য একবার মৃত্যু
২৮ ও পরে বিচার নিরূপিত আছে, তেমনই খ্রীষ্টকেও 'অনেকের পাপভার বহন করিবার জন্য' একবার উৎসর্গ করা হইয়াছে,

১৫ ইব্রী: ১২; ২৪
১ তীম: ২; ৫
১৯ যাত্রা ২৪; ৩, ৮
লেবী: ১৪; ৪
গণনা ১৯; ৬, ১৮
গীত ৫১; ৭
২০ যাত্রা ২৪; ৬-৮
মথি ২৬; ২৮
২১ লেবী: ৮; ১৫, ১৯
২২ লেবী: ১৭; ১১
ইফি: ১; ৭
২৩ ইব্রী: ৮; ৫
২৪ রো: ৮; ৩৪
১ যো: ২; ১
২৬ গা: ৪; ৪, ৫
২৭ আদি ৩; ১৯
২৮ যিশা: ৫৩; ১২
ফিলি: ৩; ২০
ইব্রী: ৭; ২৭। ১০; ১০
২ তীম: ৪; ৮
রো: ৬; ১০
১ পি: ২; ২৪। ৩; ১৮

* যাত্রা ১২; ২২। যোহন ১৯; ২৯

এবং দ্বিতীয়বার, পাপ মোচনের জন্য নয় কিন্তু যাহারা তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে তাহাদের নিকট, পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে, তিনি দর্শন দিবেন।

খ্রীষ্টের মৃত্যু চিরকালের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিদান

১০ কারণ বিধি-ব্যবস্থায় ভাবী উত্তম বিষয়ের ছায়া থাকিলেও তাহা প্রকৃত বিষয়ের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি নয়; বৎসরের পর বৎসর একই প্রকারে যেসমস্ত বলি উৎসর্গ করা হয়, তাহা দ্বারা, যাহারা নিকটে উপস্থিত হয়, বিধি-ব্যবস্থা তাহাদের কখনও চিরকালের জন্য পূর্ণতাদান করিতে ২ পারে না; যদি তাহা করিতে পারিত, তবে সেই বলি উৎসর্গ করা কি বন্ধ হইত না? কারণ আরাধনাকারীরা একবার চিরতরে শুচি হইলে পাপসম্বন্ধে কোন চেতনা তাহাদের ৩ আর থাকিত না। কিন্তু ঐ সমস্ত বলিদানের দ্বারা বৎসরের ৪ পর বৎসর পাপ স্মরণ করা হয়; কারণ বৃষের কি ছাগের ৫ রক্ত যে পাপ হরণ করিবে, ইহা অসম্ভব। এজন্য জগতে প্রবেশ করিবার সময় তিনি বলেন,

‘বলি ও নৈবেদ্য তুমি চাহ নাই,
কিন্তু আমার জন্য এক দেহ প্রস্তুত করিয়াছ;
৬ আহুতি ও পাপার্থক বলিদানে তুমি সন্তুষ্ট নও।
৭ তখন আমি বলিলাম, এই যে আমি, আমার বিষয়ে পুস্তকে যেরূপ লেখা হইয়াছে,—
আমি আসিয়াছি, হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা যেন পালন করি।’

৮ প্রথমে তিনি বলেন, ‘বলি, নৈবেদ্য, আহুতি ও পাপার্থক বলি তুমি চাহ নাই, তুমি তাহাতে সন্তুষ্ট হও নাই’,—যদিও ৯ এই সমস্ত ব্যবস্থা অনুসারে উৎসর্গ করা হয়; পরে তিনি বলিলেন, ‘আমি আসিয়াছি, তোমার ইচ্ছা যেন পালন করি’। তিনি প্রথম বিষয়টি লুপ্ত করেন যেন দ্বিতীয় বিষয়টি স্থাপন ১০ করিতে পারেন। সেই ইচ্ছা অনুসারেই, একবার চিরকালের জন্য যীশু খ্রীষ্টের দেহ উৎসর্গ করা হইয়াছে বলিয়া আমরা ১১ পবিত্রীকৃত হইলাম। প্রত্যেক মহা-পুরোহিত প্রতিদিন দাঁড়াইয়া সেবাকার্য্যে রত হয়, এবং যে বলি কখনও পাপ মোচন করিতে পারে না সেই একই প্রকার বলি পুনঃ পুনঃ ১২ উৎসর্গ করে। কিন্তু ইনিই পাপার্থক একটিমাত্র বলি চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ‘ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে ১৩ উপবিষ্ট হইলেন’, এবং তখন হইতে তিনি অপেক্ষা করিতেছেন,

১ ইব্রীঃ ৮; ৫। ৭; ১৯। ৯; ৯ কলঃ ২; ১৭
৩ লেবীঃ ১৬; ৩৪
৫ গীত ৪০; ৬-৮
১০ ইব্রীঃ ৯; ১২, ২৮ যোঃ ৬; ৫১ ১ পিতঃ ৪; ৩
১১ যাত্রা ২৯; ৩৮ গণনা ২৮, ৩
১৩ গীত ১১০; ১ ইব্রীঃ ১; ১৩

'যে পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুদের তাঁহার পাদপীঠে পরিণত
১৪ করা না হয়।' কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হইতেছে, একটি-
মাত্র নৈবেদ্য দ্বারা তিনি তাহাদের চিরকালের জন্য পূর্ণতা
১৫ দান করিয়াছেন। পবিত্র আত্মাও এই বিষয়ে আমাদের
কাছে সাক্ষ্য দিতেছেন, কারণ তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,
১৬ 'সেই কালের পর, প্রভু বলেন,
আমি তাহাদের সহিত যে সন্ধি-নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা
এই,—
আমি তাহাদের অন্তরে আমার সমস্ত বিধি রাখিব,
আর তাহাদের চিত্তে তাহা খোদিত করিব',—
১৭ আর তাহার পর তিনি বলেন,—
'এবং তাহাদের পাপ ও উচ্ছৃঙ্খলতা আমি আর কখনও স্মরণ
করিব না।'
১৮ তবে যেস্থলে এসমস্তের মোচন হয়, সেস্থলে পাপার্থক নৈবেদ্য
আর উৎসর্গ করা হয় না।

১৬ ইব্রী: ৮; ৮-১১। ১০; ১৪
যির: ৩১; ৩৩
১৭ ইব্রী: ৮; ১২
যির: ৩১; ৩৪

বিচার-দিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস, ভয় ও ধৈর্য্য প্রয়োজন

১৯ সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্য সেই তিরস্করিণী দিয়া,
২০ অর্থাৎ আপন দেহের মধ্য দিয়া, যে নূতন ও জীবন্ত পথ খুলিয়া
দিয়াছেন, সেই পথ দিয়া যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ
২১ করিবার সাহস যখন আমরা লাভ করিয়াছি, এবং ঈশ্বরের গৃহের
২২ উপরে নিযুক্ত আমাদের মহান এক পুরোহিত যখন আছেন, তাহা
হইলে এস, আমাদের হৃদয় রক্ত-সিঞ্চিত হইয়া মন্দ বিবেক হইতে
মুক্ত এবং আমাদের শরীর শুচি জলে ধৌত বলিয়া আমরা সরল
২৩ অন্তঃকরণে ও পূর্ণ বিশ্বাসে অগ্রসর হই; এবং আমাদের প্রত্যাশার
স্বীকারোক্তি অবিচলিতভাবে ধরিয়া থাকি, কারণ যিনি
২৪ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তিনি বিশ্বস্ত; আর কিভাবে প্রেম ও
সৎক্রিয়া সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিতে পারি, তাহা
২৫ বিবেচনা করি। কাহারও কাহারও যেমন অভ্যাস, তাহাদের
মত আমরা যেন একত্র সম্মিলিত হওয়া পরিত্যাগ না করি,
বরং পরস্পর উৎসাহ দান করি, আর সেই দিন যত নিকটবর্ত্তী
হইতে দেখিতেছ, ততই এই বিষয়ে অধিক উৎসাহ দান করিতে
থাকি।
২৬ সত্যের পরিচয় লাভের পর যদি আমরা স্বেচ্ছায় পাপ
২৭ করি, তবে পাপার্থক আর কোন বলি অবশিষ্ট থাকে না। কিন্ত

১৯ মথি ২৭; ৫১
২০ ইব্রী: ৯; ৮
২২ যিহি: ৩৬; ২৫
১ করি: ৬; ১১
ইফি: ৫; ২৬
২৩ ইব্রী: ৪; ১৪
২৪ ইব্রী: ১৩; ১
২৫ ইব্রী: ৩; ১৩
রো: ৮; ৩৪
২৬-২৯ ইব্রী: ৬; ৪-৮
২ পি: ২; ২১
১ যো: ৫; ১৬
২৭ যিশা: ২৬; ১১

বিচারের ভয়াবহ প্রতীক্ষা এবং ‘বিরুদ্ধাচারীদের গ্রাস করিতে
২৮ উদ্যত অগ্নির প্রখরতা’ অবশিষ্ট থাকে। মোশির বিধি-
ব্যবস্থা যে অমান্য করে, ‘দুই বা তিন সাক্ষীর কথায়’ নির্দ্দয়-
২৯ ভাবে তাহাকে মৃত্যুভোগ করিতে হয়; যে কেহ ঈশ্বরের
পুত্রকে পদদলিত করিয়াছে, এবং যে রক্তে সে পবিত্রীকৃত
হইয়াছে ‘সন্ধি-নিয়মের সেই রক্ত’ অপবিত্র জ্ঞান করিয়া
অনুগ্রহের আত্মার অপমান করিয়াছে, ভাবিয়া দেখ, সে কত
৩০ অধিক নিদারুণ দণ্ডের যোগ্য না হইবে। কারণ আমরা
তাঁহাকে জানি, যিনি এই কথা বলিলেন, ‘প্রতিশোধ লওয়া
আমারই অধিকার, আমিই প্রতিফল দিব’; তিনি আবার
৩১ বলিলেন, ‘প্রভুই আপন প্রজাবৃন্দের বিচার করিবেন’। জীবিত
ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়াবহ বিষয়।

৩২ তোমরা বরং পূর্ব্বতন সেই সময় স্মরণ কর, যখন তোমরা
আলোকপ্রাপ্ত হইবার পর নানা ক্লেশভোগরূপ কঠোর সংগ্রামে
৩৩ ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলে, কখনও সাধারণের নানা দুর্নাম ও
ক্লেশে কৌতুকের পাত্র হইয়াছিলে, কখনও বা সেইপ্রকার
৩৪ অবস্থায় পতিত লোকদের সহযোগী হইয়াছিলে। তোমরা
বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলে, এবং উৎকৃষ্টতর
ও স্থায়ী সম্পত্তি তোমাদের আছে জানিয়া তোমাদের সম্পত্তির
৩৫ অপহরণ আনন্দের সহিত সহ্য করিয়াছিলে। তবে তোমাদের
সেই সাহস হারাইও না, কারণ তাহার পুরস্কার অতি মহান,
৩৬ এবং ধৈর্য্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা
পালন করিয়া প্রতিশ্রুত ফল প্রাপ্ত হও।
৩৭ কারণ ‘আর অতি অল্পকাল পরে,
যিনি আসিতেছেন, তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন,
বিলম্ব করিবেন না।
৩৮ কিন্তু আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস দ্বারাই বাঁচিবে,
আর যদি কেহ পশ্চাৎপদ হয়, তবে আমার প্রাণ তাহাতে
সন্তুষ্ট নয়।’
৩৯ কিন্তু আমরা এমন লোক নই যে পশ্চাৎপদ হইয়া বিনষ্ট হইব,
বরং প্রাণ রক্ষার জন্য বিশ্বাসের লোক।

২৮ গণনা ১৫; ৩০। ৩৫; ৩০
দ্বিঃ বিঃ ১৭; ৬
২৯ যাত্রা ২৪; ৮
১ করিঃ ১১; ২৭
ইব্রীঃ ২; ৩। ১২; ২৫
৩০ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ৩৫, ৩৬
রোঃ ১২; ১৯
গীত ১৩৫; ১৪
৩২ ফিলিঃ ১; ৩০
৩৩ ১ করিঃ ৪; ৯
৩৪ মথি ৬; ২০
৩৫ ইব্রীঃ ১১; ৬, ২৬
৩৬ ইব্রীঃ ৬; ১২। ১২; ১
লূক ২১; ১৯
রোঃ ১২; ১২
৩৭ হবক্‌ঃ ২; ৩
১ করিঃ ১৬, ২২
ফিলিঃ ৪; ৫
যাকোব ৫; ৮
৩৮ হবক্‌ঃ ২; ৪
রোঃ ১; ১৭
গাঃ ৩; ১১
৩৯ ১ থিষঃ ৫; ৯

বিশ্বাসের অনেকবিধ দৃষ্টান্ত

১১ বিশ্বাসের অর্থ প্রত্যাশিত বিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য
২ বিষয়ে প্রমাণজনিত প্রত্যয়। বিশ্বাস ছিল বলিয়া প্রাচীনেরা
৩ সুখ্যাত হইয়াছিলেন। বিশ্বাস দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি

১ ইব্রীঃ ৩; ১৪
২ করিঃ ৫; ৭
রোঃ ৮; ২৪
৩ আদি ১; ১

বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের উক্তি দ্বারা রচিত হইয়াছিল, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি
৪ হয় নাই। বিশ্বাস দ্বারা হেবল ঈশ্বরের নিকট কয়িন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলি উৎসর্গ করিলেন, তাহা দ্বারা তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং 'ঈশ্বর তাঁহার উপহার সম্বন্ধে' সাক্ষ্যদান করিলেন; বিশ্বাস দ্বারাই, তিনি মৃত
৫ হইলেও, এখনও কথা বলিতেছেন। বিশ্বাস দ্বারা হনোক লোকান্তরে নীত হইলেন যেন মৃত্যুভোগ না করেন; 'ঈশ্বর তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া যাওয়াতে তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন'। লোকান্তরে নীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল যে,
৬ তিনি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন; অথচ, বিশ্বাস না থাকিলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ যে কেহ ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে তিনি তাহাদের
৭ পুরস্কার দিয়া থাকেন। বিশ্বাস দ্বারা, যাহা তখনও অদৃশ্য ছিল সেই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া, নোহ ভক্তিভাবে আপন পরিজনকে রক্ষা করিবার জন্য এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন; তাঁহার বিশ্বাস দ্বারা তিনি জগতকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং বিশ্বাসজনিত ধার্ম্মিক-
৮ তার অধিকারী হইলেন। বিশ্বাস দ্বারা অব্রাহাম আহূত হইয়া অধিকারের জন্য যে স্থান তিনি প্রাপ্ত হইবেন সেই স্থানে যাইবার আদেশ পালন করিলেন, আর কোথায় যাইতে-
৯ ছেন তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন। বিশ্বাস দ্বারা, তিনি বিদেশে ন্যায় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবাসী হইলেন; সেই প্রতিশ্রুতির সম-উত্তরাধিকারী ইস্‌হাক ও যাকোবের সঙ্গে
১০ তিনি তাঁবুতে বাস করিলেন; কারণ তিনি সেই স্থায়ী ভিত্তি-বিশিষ্ট নগরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন যাহার প্রতিষ্ঠাতা ও
১১ নির্ম্মাণকর্ত্তা ঈশ্বর। বিশ্বাস দ্বারা সারা বন্ধ্যা হইলেও গর্ভধারণ করিবার শক্তি পাইলেন এবং বয়স পার হওয়া সত্ত্বেও তিনি সন্তান প্রসব করিলেন, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাঁহাকে
১২ তিনি বিশ্বস্ত বিবেচনা করিলেন। এইজন্য এক ব্যক্তি হইতে, এমন কি মৃতকল্প এক ব্যক্তি হইতে, 'আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় বহুসংখ্যক ও সমুদ্রতটস্থ বালুকার ন্যায় গণনাতীত বংশধর উৎপন্ন হইল।'
১৩ বিশ্বাস অনুযায়ী ইঁহারা সকলে মরিলেন; তাঁহারা প্রতিশ্রুত বিষয় প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া

৪ আদি ৪; ৪ মথি ২৩; ৩৫
৫ আদি ৫; ২৪
৬ ইব্রী: ৭; ২৫। ১০; ৩৫
৭ আদি ৬; ৮, ৯, ১৩-২২। ৭; ১ রো: ৩; ২২। ৪; ২০
৮ আদি ১২; ১, ৪
৯ আদি ২৩; ৪। ২৬; ৩৫; ১২ ৮৭; ১
১১ আদি ১৭; ১৯। ২১; ২
১২ আদি ১৫; ৫। ২২; ১৭। ৩২; ১২ রো: ৪; ১৯
১৩ গীত ৩৯; ১২ ১ বংশা: ২৯; ১৫ আদি ১২; ৮। ২৩; ৪। ৪৭; ৯ ১ পি: ১; ১। ২; ১১

সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছিলেন, এবং আপনারা যে 'পৃথিবীতে
১৪ বিদেশী ও প্রবাসী', ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কারণ
যাঁহারা এইরূপ কথা বলেন, তাঁহারা পিতৃভূমির অন্বেষণ
১৫ করিতেছেন ইহাই স্পষ্ট প্রকাশ করেন; আর তাঁহারা যে
দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, সেই দেশের কথা
যদি মনে করিতেন, তবে সেখানে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ
১৬ তাঁহারা পাইতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা উদগ্রীব হইয়া
শ্রেষ্ঠতর এক দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের জন্য আকাঙ্ক্ষা
করিতেছিলেন। সেইজন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঈশ্বর বলিয়া
আখ্যাত হইতে, তাঁহাদের বিষয়ে লজ্জিত নহেন; কারণ তিনি
তাঁহাদের জন্য এক নগর প্রস্তুত করিয়াছেন।

১৬ যাত্রা ৩, ৬
মার্ক ১২; ২৬,
২৭

১৭ বিশ্বাস দ্বারা 'অব্রাহাম যখন পরীক্ষিত হইলেন তখন
ইস্‌হাককে উৎসর্গ করিলেন'; তিনি সকল প্রতিশ্রুতি সানন্দে
গ্রহণ করিয়াও সেই 'একমাত্র পুত্রকেই' উৎসর্গ করিলেন,
১৮ যাঁহার বিষয়ে বলা হইয়াছিল, 'ইস্‌হাকেই তোমার বংশ আখ্যাত
১৯ হইবে'; কারণ তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, ঈশ্বর
মনুষ্যকে মৃতদের মধ্য হইতেও উত্থাপন করিতে সমর্থ;
উপমাছলে বলিতে পারা যায়, সেই স্থান হইতেই তিনি তাঁহাকে
২০ ফিরিয়া পাইলেন। বিশ্বাস দ্বারা ইস্‌হাক ভবিষ্যতের উদ্দেশে
২১ যাকোব ও এষৌকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বাস দ্বারা
যাকোব তাঁহার মৃত্যুর সময় যোষেফের উভয় পুত্রকে আশীর্ব্বাদ
করিলেন এবং 'আপন যষ্টির অগ্রভাগে ভর করিয়া ঈশ্বরকে
২২ প্রণিপাত করিলেন'। বিশ্বাস দ্বারা যোষেফ অন্তিমকালে
ইস্রায়েল-সন্তানদের বহির্গমনের কথা উল্লেখ করিলেন এবং
২৩ আপনার অস্থি সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিলেন। বিশ্বাস দ্বারা
মোশির জন্মের পরে তাঁহার পিতামাতা 'তিন মাস পর্য্যন্ত
তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিলেন', কারণ তাঁহারা 'দেখিলেন', শিশুটি
'সুন্দর' এবং রাজার আদেশে তাঁহারা ভীত হইলেন না।
২৪ বিশ্বাস দ্বারা 'মোশি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে' ফরৌণের কন্যার
২৫ পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইতে অস্বীকার করিলেন, পাপজনিত
ক্ষণিক সুখভোগ অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের প্রজাদের সহিত
২৬ উৎপীড়িত হওয়া তিনি মনোনীত করিলেন। তিনি মিসরের
সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুর্নাম মহাসম্পদ জ্ঞান
করিলেন, কারণ তাঁহার দৃষ্টি পুরস্কার দানের প্রতি নিবদ্ধ
২৭ ছিল। বিশ্বাস দ্বারা তিনি মিসর ত্যাগ করিলেন, রাজার
ক্রোধে ভীত হন নাই; কারণ যিনি অদৃশ্য তাঁহাকে যেন

১৭ আদি ২২; ১
যাকোব ২; ২২
১৮ আদি ২১; ১২
রোঃ ৯; ৭
১৯ রোঃ ৪; ১৭
২০ আদি ২৭; ২৭-২৯, ৩৩, ৩৯, ৪০
২১ আদি ৪৭, ৩১। ৪৮; ১৫-২০
২২ আদি ৫০; ২৪
২৩ যাত্রা ২; ২, ৩
২৪ যাত্রা ২; ১০, ১১
২৬ ইব্রীঃ ১৩; ১৩। ১০; ৩৪, ৩৫
২৭ যাত্রা ২; ১৫। ১০; ২৮, ২৯। ১২; ৫১
১ তীমঃ ১; ১৭
১ পিঃ ১; ৮

দেখিতে পাইতেছেন এইভাবে তিনি ধৈর্য্যধারণ করিলেন।
২৮ বিশ্বাস দ্বারা তিনি 'নিস্তার-পর্ব্ব' এবং 'রক্ত' সেচনের বিধি পালন করিলেন, যেন প্রথমজাতদের সংহারকারী তাঁহাদের
২৯ স্পর্শ না করেন *। বিশ্বাস দ্বারা, তাঁহারা যেন শুষ্কভূমি পার হইতেছেন এইভাবে লোহিত সমুদ্র অতিক্রম করিলেন, কিন্তু মিস্রীয়েরা এরূপ চেষ্টা করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া গেল।
৩০ যিরীহোর প্রাচীর, বিশ্বাসের ফলেই, সাত দিন প্রদক্ষিণ করা
৩১ হইলে পর, পড়িয়া গেল। বিশ্বাস দ্বারা গণিকা রাহব, শান্তিভাবে গুপ্তচরদের অভ্যর্থনা করাতে, অবাধ্যদের সহিত বিনষ্ট হইল না।
৩২ আর কি বলিব? গিদিয়োন, বারক, শিম্‌শোন, যিপ্তহ, এবং দায়ূদ ও শমূয়েল ও ভাববাদীদের বিষয়ে বর্ণনা করিতে
৩৩ গেলে আমার সময়ের অভাব হইবে। বিশ্বাস দ্বারা ইঁহারা নানা রাজ্য পরাজয় করিলেন, ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করিলেন, বিবিধ প্রতিশ্রুতির ফলপ্রাপ্ত হইলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ
৩৪ করিলেন, অগ্নির প্রখরতা নির্ব্বাপণ করিলেন, খড়্গের গ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে শক্তিমান হইলেন, যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন করিলেন, বিজাতীয় সেনাদল তাড়াইয়া
৩৫ দিলেন। স্ত্রীলোকেরা আপন আপন মৃতদের পুনরুত্থিত অবস্থায় পাইলেন; অন্যেরা প্রহারিত হইয়া মরিলেন; শ্রেষ্ঠ পুনরুত্থানের ভাগী হইবার আশায় তাঁহারা মুক্তি গ্রহণ করিতে
৩৬ চাহিলেন না। অন্যেরা বিদ্রূপ ও কোড়াপ্রহার, এমন কি,
৩৭ বন্ধন ও কারাবাস সহ্য করিলেন; তাঁহারা প্রস্তরাঘাতে হত, করাত দ্বারা কর্ত্তিত ও খড়্গ দ্বারা নিহত হইলেন; নিঃস্ব, ক্লিষ্ট, উৎপীড়িত অবস্থায় তাঁহারা মেষের ও ছাগের চর্ম্ম
৩৮ পরিধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন; এই জগৎ তাহাদের যোগ্য স্থান ছিল না,—তাঁহারা প্রান্তরে ও পর্ব্বতে, গুহায়
৩৯ গুহায় ও পৃথিবীর গহ্বরে গহ্বরে বিচরণ করিতেন। বিশ্বাসের দ্বারা তাঁহারা সকলেই সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তথাপি
৪০ তাঁহারা প্রতিশ্রুতির ফল প্রাপ্ত হন নাই, কারণ ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ বিষয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন, যেন আমাদের হইতে পৃথকভাবে তাঁহারা পূর্ণতালাভ না করেন।

২৮ যাত্রা ১২; ১২, ১৩, ২১-৩০
২৯ যাত্রা ১৪; ২১-৩০
৩০ যিহোঃ ৬; ২০
৩১ যিহোঃ ২; ১১, ১২। ৬; ১৭, ১৩
যাকোব ২; ২৫
৩২ বিচারঃ ৬, ১১। ৪; ৬। ১৩; ২৪। ১৫; ২০। ১২; ১-৭
১ শমূঃ ৩; ২০। ১৬; ১৩
৩৩ বিচারঃ ১৪; ৬
দাঃ ৬, ২২
১ শমূঃ ১৭, ৩৪, ৩৫
৩৪ দাঃ ৩; ২৩-২৫
৩৫ ১ রাঃ ১৭; ২৩
২ রাঃ ৪, ৩৫, ৩৬
৩৬ যিরঃ ২০; ২। ৩৭; ১৫
৩৭ ১ রাঃ ২১; ১৩
২ বংশাঃ ২৪; ২১

বিশ্বাসের অগ্রনায়ক যীশু

১২ এইজন্য বৃহৎ মেঘের ন্যায় এই সাক্ষীবৃন্দ পরিবৃত হওয়াতে, এস, আমরাও সমস্ত বোঝা এবং সহজ বাধাজনক পাপ

১ ইব্রীঃ ১০; ৩৬
রোঃ ৭; ২১
১ করিঃ ৯; ২৪

* অর্থান্তর, যেন সংহারকারী দূত তাহাদের প্রথমজাতদের স্পর্শ না করেন

পরিত্যাগ করিয়া, ধৈর্য্য সহকারে আমাদের সম্মুখস্থ প্রতি-
২ যোগিতা-ক্ষেত্রে দৌড়াই, বিশ্বাসের উৎপাদক* ও উৎকর্ষ-
দানকারী যীশুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি; তিনি আপনার
সম্মুখস্থ আনন্দের জন্য ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান উপেক্ষা
করিলেন, এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের 'দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট
৩ হইয়াছেন'। আপনার বিরুদ্ধে পাপীদের এত প্রতিবাদে
যিনি ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই বিষয় পর্য্যালোচনা
৪ কর, যেন প্রাণের ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত না হও। পাপের
সহিত তোমাদের যুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত তোমরা এমনভাবে
প্রতিরোধ কর নাই, যাহাতে তোমাদের রক্তপাত হইতে পারে।

২ ইব্রীঃ ২ ; ১০
গীত ১১০ ; ১
প্রেঃ ৩ ; ১৫
ফিলিঃ ২, ৮

৩ মথি ১০ ; ২৪
লূক ২ ; ৩৪
প্রঃ ২, ৩

শাসনের উদ্দেশ্য

৫ তোমরা সেই আশ্বাস-বাক্য ভুলিয়া গিয়াছ, যাহা পুত্রজ্ঞানে
তোমাদের উদ্দেশে বলিয়া থাকে,—
'বৎস আমার, প্রভুর শাসন সামান্য জ্ঞান করিও না,
তাঁহার দ্বারা অনুযুক্ত হইলে অবসন্ন হইও না ;
৬ কারণ প্রভু যাহাকে প্রেম করেন তাহাকেই শাসন করেন,
যাহাকে তিনি পুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাকেই প্রহার
করেন।'
৭ তোমরা যে ধৈর্য্যধারণ কর তাহা তোমাদের শাসনের জন্য;
পুত্রদের সহিত ঈশ্বর যেমন ব্যবহার করেন তোমাদের সহিত
তেমনই করিতেছেন, কারণ এমন কোন্ পুত্র আছে যাহাকে
৮ পিতা শাসন না করেন? কিন্তু সকলে যে শাসনের ভাগী
হইয়াছে, তোমরা যদি সেই শাসনবিহীন থাক, তবে তোমরা
৯ জারজ, পুত্র নও। তাহা ছাড়া আমাদের স্বাভাবিক পিতারা
আমাদের শাসন করিতেন, আর আমরা তাঁহাদের সম্মান
করিতাম; তাহা হইলে যিনি আত্মা সকলের পিতা, আমরা
কি অধিকতর পরিমাণে তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া জীবন ধারণ
১০ করিব না? স্বভাবিক পিতারা অল্প দিনের জন্য তাঁহাদের
বিবেচনা অনুসারে শাসন করিতেন, কিন্তু তিনি আমাদের
মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই শাসন করেন যেন আমরা তাঁহার পবিত্র-
১১ তার অংশী হইতে পারি। যে কোনও প্রকার শাসন আপাত
আনন্দের বিষয় না হইয়া বরং দুঃখের বিষয় বলিয়া বোধ
হয়, অথচ যাহারা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্য
তাহা পরবর্ত্তীকালে ধার্ম্মিকতাজনিত যে ফল, সেই শান্তিময়

৫ হিতোঃ ৩ ; ১১, ১২
১ করিঃ ১১ ; ৩২

৬ প্রঃ ৩, ১৯
হিতোঃ ১৩ ; ২৪
গীত ৯৪ ; ১২

৭ দ্বিঃ বিঃ ৮ ; ৫
২ শমূঃ ৭ ; ১৪

৮ গীত ৭৩ ; ১৪, ১৫

৯ গণনা ১৬ ; ২২

১১ ২ করিঃ ৪ ; ১৭
যাকোব ৩ ; ১৭, ১৮

* অথবা, অগ্রনায়ক। ইব্রীঃ ২ ; ১০ দ্রঃ

১২ ফল দান করে। সুতরাং 'দুর্ব্বল বাহু ও অবশ জানু সবল
১৩ কর', এবং আপন আপন 'চরণের জন্য সরল পথ প্রস্তুত কর', যেন যাহা খঞ্জ, তাহা স্থানচ্যুত না হইয়া সুস্থ হয়।

১২ যিশাঃ ৩৫ ; ৩
১৩ হিতোঃ ৪ ; ২৬, ২৭
যাকোব ৫ ; ১৬

শান্তিভাব ও শুচিতা প্রয়োজন

১৪ সকলের সহিত 'শান্তিতে থাকিতে সচেষ্ট হও', এবং যে পবিত্রতা ব্যতীত কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, তাহা লাভ
১৫ করিতে 'চেষ্টা কর'; সতর্ক দৃষ্টি রাখ যেন কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত না হয়, পাছে 'তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া উৎপাতের কারণ হয়', এবং তাহার ফলে
১৬ অনেকে কলুষিত হয়; কেহ আবার যেন এষৌর ন্যায় ভ্রষ্ট কিংবা অপবিত্র না হয়; তিনি একবারের খাদ্যের জন্য আপন
১৭ 'জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিয়াছিলেন'। তোমরা জান, পরে অশ্রুপাত করিতে করিতে আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইতে চাহিলেও তাঁহাকে অগ্রাহ্য করা হইল, কারণ তিনি মনপরিবর্ত্তনের সুযোগ পাইলেন না।

১৪ গীত ৩৪ ; ১৪
মথি ৫ ; ৮
রোঃ ১২ ; ১৮। ১৪ ; ১৯
২ তীমঃ ২ ; ২২
১৫ গাঃ ৫ ; ৪
দ্বিঃ বিঃ ২৯ ; ১৮
প্রেঃ ৮ ; ২৩
১৬ আদি ২৫ ; ৩৩, ৩৪
১৭ আদি ২৭ ; ৩০-৪০

পার্থিব এবং স্বর্গীয় সিয়োন পর্ব্বতের তুলনা

১৮ তোমরা কোন স্পৃশ্য বস্তুর নিকট, 'কি প্রজ্বলিত অগ্নির,
১৯ কি গভীর অন্ধকার বা ঝটিকা, কি তূরীধ্বনি ও কণ্ঠস্বরের নিকট' উপস্থিত হও নাই; সেই কণ্ঠস্বর যাহারা শুনিয়াছিল, তাহারা অনুরোধ করিয়াছিল যেন তাহাদের কাছে আর
২০ কথা বলা না হয়; কারণ, 'যদি কোন পশুও সেই পর্ব্বত স্পর্শ করে, তবে তাহা প্রস্তরাঘাতে হত হইবে', এই যে আদেশ দেওয়া হইল, তাহা তাহারা সহ্য করিতে পারিল না।
২১ আর সেই দৃশ্য এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি বলিলেন,
২২ 'আমি অত্যন্ত ভীত' ও কম্পিত হইতেছি। কিন্তু তোমরা এই সকলের নিকট উপস্থিত হইয়াছ,—সিয়োন পর্ব্বত, জীবিত ঈশ্বরের নগরী, স্বর্গীয় যিরূশালেম, সহস্র সহস্র দূত এবং
২৩ উৎসব-সভা, যাহাদের নাম স্বর্গের তালিকাভুক্ত সেই প্রথম-জাতদের মণ্ডলী, সকলের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর, ধার্ম্মিক লোকদের
২৪ পূর্ণতাপ্রাপ্ত আত্মা, নূতন সন্ধি-নিয়মের মধ্যস্থ যীশু; এবং সেই সিঞ্চিত রক্ত যাহা হেবলের রক্ত অপেক্ষাও উত্তম বাণী
২৫ ঘোষণা করে। সাবধান, যিনি কথা বলিতেছেন তাঁহার কথা শুনিতে অসম্মত হইও না; কারণ যিনি পৃথিবীতে আপন প্রত্যাদেশ দান করিলেন, তাঁহার কথা শুনিতে অসম্মত হইয়া সেই অপর লোকেরা যখন রক্ষা পাইল না, তখন যিনি

১৮ যাত্রা ১৯ ; ১২, ১৬, ১৮
দ্বিঃ বিঃ ৪ ; ১১
২ করিঃ ৩ ; ৯
১৯ যাত্রা ১৯ ; ১৯। ২০ ; ১৯
দ্বিঃ বিঃ ৫ ; ২৩
২০ যাত্রা ১৯ ; ১৩
২১ দ্বিঃ বিঃ ৯ ; ১৯
২২ প্রঃ ১৪ ; ১। ২১ ; ২। ৫ ; ১১ গাঃ ৪ ; ২৬
২ করিঃ ৩ ; ৯
ফিলিঃ ৩ ; ২০
ইফিঃ ২ ; ১৯
২৩ লূক ১০ ; ২০
২৪ ইব্রীঃ ৭ ; ২২। ৯ ; ১৫
আদি ৪ ; ১০
১ পিঃ ১ ; ২
২৫ ইব্রীঃ ২ ; ৩। ১০ ; ২৮, ২৯

স্বর্গ হইতে কথা বলেন তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়াছি যে আমরা, আমাদের অবস্থা কত অধিক গুরুতর হইবে।
২৬ তখন তাঁহার স্বর পৃথিবীকে কম্পিত করিয়াছিল, কিন্তু এখন তিনি এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, 'আমি আর একবার কেবল পৃথিবীকে নয়, কিন্তু আকাশমণ্ডলকেও কম্পমান করিব'।
২৭ 'আর একবার' এই শব্দটি দ্বারা ইহা নির্দ্দেশ করা হয় যে যাহা যাহা কম্পমান, সেসমস্ত সৃষ্ট বলিয়া স্থানান্তরিত হইবে,
২৮ যেন যাহা যাহা অকম্পমান তাহা স্থায়ী হয়। সুতরাং কম্পিত হইতে পারে না এমন রাজ্য প্রাপ্ত হওয়াতে, এস, আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং ভক্তি ও সম্ভ্রমের সহিত ঈশ্বরের
২৯ প্রীতিজনক আরাধনা করি ; কারণ আমাদের ঈশ্বর সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিস্বরূপ।

২৬ হগয় ২ ; ৬

২৯ যিশা: ৩৩ ; ১৪ দ্বি: বি: ৪ ; ২৪। ৯ ; ৩। ২ থিষ: ১ ; ৮

ভ্রাতৃপ্রেম ও বিশ্বাসাদি সম্বন্ধে নিবেদন

১৩ ভ্রাতৃপ্রেম স্থায়ী হউক। অতিথিসেবা ভুলিয়া যাইও না,
২ কারণ তাহা দ্বারা কেহ কেহ অজ্ঞাতসারে স্বর্গদূতদের আতিথ্য
৩ করিয়াছেন। আপনাদের সহবন্দী জানিয়া বন্দীদের স্মরণ কর, আপনাদের দেহধারী জানিয়া নিপীড়িতদের স্মরণ কর।
৪ সমস্ত লোক বিবাহকে মর্য্যাদা দান করুক এবং বিবাহ-শয্যা বিমল হউক ; লম্পট ও ব্যভিচারী লোকদের বিচার ঈশ্বর
৫ করিবেন। তোমাদের আচরণ অর্থলোভহীন হউক ; তোমাদের যাহা আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক ; কারণ তিনি বলিয়াছেন, 'আমি কোনমতে তোমাকে ছাড়িব না, ও কিছুতে তোমাকে
৬ পরিত্যাগ করিব না'। সুতরাং আমরা স্থিরবিশ্বাসে বলিতে পারি,

'প্রভু আমার সহায়, আমি ভীত হইব না ;
মনুষ্য আমার কি করিবে ?'

৭ যাঁহারা ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের বলিয়া গিয়াছেন, তোমাদের সেই পরিচালকদের স্মরণ কর, এবং তাঁহাদের জীবনের পরিণতি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের
৮ বিশ্বাসের অনুকরণ কর। কল্য, অদ্য, এমন কি চিরকাল,
৯ যীশু খ্রীষ্ট একই আছেন। বিবিধ ও বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা বিপথে চালিত হইও না ; কারণ অনুগ্রহ দ্বারাই অন্তঃকরণ দৃঢ় হওয়া ভাল, খাদ্যবিশেষের দ্বারা নয়, কারণ যাহারা খাদ্যের উপরে নির্ভর করিয়া চলিত, তাহাতে তাহাদের
১০ কোন উপকার হয় নাই। বলিদানের জন্য আমাদের এক বেদি আছে, তাঁবুর সেবকদের সেই বেদি হইতে ভোজন

১ ইব্রী: ১০ ; ২৪ যোঃ ১৩ ; ৩৪ রো: ১২ ; ১০ ১ তীম: ৫ ; ১০ ২ পি: ১ ; ৭
২ রো: ১২ ; ১৩ ১ পি: ৪ ; ৯ আদি ১৮ ; ৩। ১৯ ; ২, ৩
৩ মথি ২৫ ; ৩৬
৪ গা: ৫ ; ১৯, ২১ ইফি: ৫ ; ৫
৫ দ্বি: বি: ৩১ ; ৬, ৮ যিহো: ১ ; ৫ ২ করি: ৪ ; ৯ ১ তীম: ৩ ; ৩। ৬ ; ৬-৮
৬ গীত ১১৮ ; ৬। ২৭ ; ১
৭ ইব্রী: ৬ ; ১২। ১৩ ; ১৭, ২৪
৮ ইব্রী: ১ ; ১২ প্র: ১ ; ৪, ৮
৯ ইব্রী: ৯ ; ১০ ইফি: ৪ ; ১৪
১০ ১ করি: ৯ ; ১৩, ১০ ; ১৮

১১ করিবার অধিকার নাই; কারণ 'পাপার্থক বলিরূপে' যেসমস্ত প্রাণীর রক্ত মহা-পুরোহিতের দ্বারা 'পবিত্র স্থানে আনীত হয়' তাহাদের দেহ 'শিবিরের বাহিরে পোড়াইয়া দেওয়া হয়'।

১২ এজন্য যীশুও তাঁহার নিজের রক্ত দ্বারা প্রজাবৃন্দকে পবিত্র করিবার জন্য, নগর-দ্বারের বাহিরে দুঃখভোগ করিলেন।

১৩ সুতরাং এস, আমরা তাঁহার দুর্নামের বোঝা বহন করিতে

১৪ করিতে 'শিবিরের বাহিরে' তাঁহার নিকটে যাই। এই স্থানে স্থায়ী নগর আমাদের নাই, কিন্তু আমরা সেই ভাবী নগরের

১৫ অন্বেষণ করি। এস, আমরা তাঁহারই দ্বারা 'ঈশ্বরের নিকট প্রশংসার বলি', অর্থাৎ তাঁহার নাম স্বীকারকারী 'ওষ্ঠাধরের

১৬ ফল নিয়ত উৎসর্গ করি।' উপকার করিতে ও সহভাগিতার কার্য্য করিতে ভুলিও না, কারণ সেইপ্রকার সমস্ত বলিদানে ঈশ্বর প্রীত হন।

১৭ তোমরা তোমাদের পরিচালকদের বাধ্য হও, তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার কর; কারণ হিসাব দিতে হইবে বলিয়া তাঁহারাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করিতে জাগ্রত থাকেন। তাঁহারা যেন আনন্দের সহিত ইহা করিতে পারেন, দুঃখিত-ভাবে না করেন, কারণ ইহা তোমাদের পক্ষে লাভজনক নয়।

বিদায় আশীর্ব্বাদ

১৮ আমাদের জন্য প্রার্থনা কর; আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় আছে যে আমাদের বিবেক বিশুদ্ধ, কারণ সর্ব্ববিষয়ে আমরা উত্তম

১৯ আচরণ করিতে চাই। আমি যেন আরও শীঘ্র তোমাদের সহিত আবার মিলিত হইতে পারি, সেইজন্য আরও বিশেষ-ভাবে প্রার্থনা করিতে তোমাদের অনুনয় করিতেছি।

২০ শান্তির ঈশ্বর, যিনি চিরস্থায়ী সন্ধি-নিয়মের রক্ত দ্বারা মেষদের সেই মহান পালককে, আমাদের প্রভু যীশুকে,

২১ মৃতদের মধ্য হইতে উন্নয়ন করিলেন; তিনি তাঁহার ইচ্ছা পালন করিবার জন্য সমস্ত উত্তম বিষয়ে তোমাদের পারদর্শী করুন, আপনার দৃষ্টিতে যাহা প্রীতিজনক, তাহা যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন; যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক; আমেন।

২২ ভ্রাতৃগণ, তোমাদের অনুনয় করি, এই আশ্বাস-বাক্য ধীরভাবে শ্রবণ কর; কারণ আমি অতি সংক্ষেপে তোমাদের

২৩ পত্র লিখিলাম। জানিও আমাদের ভ্রাতা তীমথিয় কারামুক্ত হইয়াছেন; তিনি যদি শীঘ্র আসেন, তবে আমি তাঁহার সহিত তোমাদের দেখিতে যাইব।

১১ লেবীঃ ১৬; ২৭
১২ মথি ২১; ৩৯
১৩ ইব্রীঃ ১১; ২৬।
১২; ২
১ পিঃ ৪; ১৪
১৪ ইব্রীঃ ১১; ১৬।
১২; ২২, ২৮
১৫ লেবীঃ ৭; ১২
গীত ৫০; ১৪, ২৩
যিশাঃ ৫৭; ১৯
হোঃ ১৪; ২
১৬ মীঃ ৬; ৭, ৮
রোঃ ১২; ১৩
ফিলিঃ ৪; ১৮
১৭ ইব্রীঃ ১৩; ৭, ২৪
যিহিঃ ৩; ১৭।
৩৪; ১০
১ থিষঃ ৫; ১২
১৮ ২ করিঃ ১; ১২
প্রেঃ ২৪; ১৬
২০ যিশাঃ ৬৩; ১১।
৫৪; ১০।
৫৫; ৩
সখঃ ৯; ১১
যির: ৩২; ৪০
যিহিঃ ৩৭; ২৬
যোঃ ১০; ১১
রোঃ ১৫; ৩৩
১ করিঃ ১১; ২৫
১ পিঃ ২; ২৫।
৫; ৪
২১ ফিলিঃ ২; ১২, ১৩
২২ ১ পিঃ ৫; ১২

২৪ তোমাদের সকল পরিচালককে ও সকল পবিত্র লোককে অভিবাদন জানাও। ইটালি দেশের লোকেরা তোমাদের অভিবাদন জানাইতেছে।

২৫ অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

২৪ ইব্রীঃ ১৩; ৭, ১৭

যাকোবের পত্র

জীবন-পদ্ধতির জন্য বিবিধ পরামর্শ

১ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত দ্বাদশ বংশের সমীপে, ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস যাকোবের অভিবাদন।

২ ভ্রাতৃগণ, যখন তোমরা নানাবিধ পরীক্ষায় পড়, তখন তাহা সর্ব্বতোভাবে আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করিও; ৩ জানিও যে তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা ধৈর্য্য উৎপন্ন করে। ৪ আর সেই ধৈর্য্যের কার্য্য সিদ্ধ হউক যেন তোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হও, কোন বিষয়ে তোমাদের অভাব না থাকে।

৫ যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে যিনি তিরস্কার না করিয়া মুক্তহস্তে সকলকে দিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের নিকট সে যাচনা করুক; আর তাহা তাহাকে দেওয়া ৬ হইবে। *কিন্তু কিছু সন্দেহ না করিয়া সে বিশ্বাসসহকারে* যাচনা করুক; কারণ যে সন্দেহ করে সে বায়ুতাড়িত-বিলোড়িত ৭ সমুদ্র-তরঙ্গতুল্য। সে যে প্রভুর নিকট হইতে কিছু পাইবে. ৮ সেই ব্যক্তি এমন মনে না করুক; সে দ্বিধাগ্রস্ত লোক, সে সতত চলার পথে অস্থির।

৯ যে ভ্রাতা অবনত সে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে গর্ব্ব করুক, ১০ যে ভ্রাতা ধনবান সে আপন অবস্থার অবনতিতে গর্ব্ব করুক, ১১ কারণ সে 'তৃণ-পুষ্পের ন্যায়' লুপ্ত হইবে। কারণ সূর্য্য সতাপে উদিত হইয়া 'তৃণ শুষ্ক করে' এবং তাহার 'পুষ্প ঝরিয়া পড়ে', তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপে ধনবানও আপনার অভীষ্ট পথে ম্লান হইবে।

১২ পরীক্ষায় যে ধৈর্য্য ধারণ করে সেই ধন্য, কারণ যোগ্য-প্রতিপন্ন হইলে সে জীবন-মুকুট পাইবে; তাহা যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে প্রভু তাহাদের দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

১৩ পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক যে, ঈশ্বরের দ্বারা আমার পরীক্ষা হইতেছে, কারণ মন্দের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা হইতে

১ ১ পিঃ ১ প্রেঃ ২; ৯-১১। ১৫: ২
২ রোঃ ৫; ১ পিঃ ৬। ৪; ১৩
৩ ১ পিঃ
৫ ১ রাঃ ৩; ১২ হিতোঃ ২
৬ মার্ক ১১; ইফিঃ ৪;
৯ যাকোব ২;
১০ ১ পিঃ ১;
১১ যিশাঃ ৪০;
১২ দাঃ ১২; ১২ ২ তীমঃ ৪; ৮ ১ পিঃ ৫; ৪ ১ করিঃ ৯; ২ প্রঃ ২: ১০

১৪ পারে না, আর তিনি কাহারও পরীক্ষা করেন না। কিন্তু প্রত্যেকজন নিজ অভিলাষ দ্বারা আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ হইয়াই ১৫ পরীক্ষিত হয়। পরে অভিলাষ গর্ভবতী হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং সেই পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যু উৎপন্ন করে। ১৬ প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত হইও না।

১৭ সমস্ত উত্তম দান ও সকল উৎকৃষ্ট বর ঊর্দ্ধ হইতে, সমস্ত জ্যোতির সেই পিতা হইতে নামিয়া আসে, যাঁহাতে পরিবর্ত্তন ১৮ নাই, আবর্ত্তনজনিত ছায়াও নাই। তিনি নিজের ইচ্ছায় সত্যের বাক্য দ্বারা আমাদের জন্ম দান করিয়াছেন, যেন আমরা তাঁহার সৃষ্ট সকল জীবের একপ্রকার প্রথম ফলস্বরূপ হই।

১৪, ১৫ রোঃ ৭; ৭-১৪
১৭ ১ যোঃ ১; ৫ মথি ৭; ১১ মালাঃ ৩; ৬
১৮ যোঃ ১; ১৩ ১ পিঃ ১; ৩, ২৩

শুচি ও বিমল ধর্ম্মের বর্ণনা

১৯ প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা ইহা জান। তবে প্রত্যেকজন ২০ শ্রবণে সত্বর, কথায় ধীর, ক্রোধেও ধীর হউক। কারণ মানুষের ক্রোধে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ২১ এইজন্য সর্ব্বপ্রকার অশুচিতা ও দুষ্টতার বাহুল্য ত্যাগ করিয়া, যাহা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, বিনীতভাবে ২২ সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ কর; আত্ম-প্রতারণা করিয়া কেবল শ্রোতামাত্র হইও না, কিন্তু বাক্যানুসারে কার্য্য কর। ২৩ কারণ কেহ যদি বাক্যের অনুযায়ী কার্য্য না করিয়া শ্রোতামাত্র হয় সে এমন লোকের তুল্য যে দর্পণে নিজের স্বাভাবিক ২৪ মুখ নিরীক্ষণ করে; সে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া যায় এবং সে কিপ্রকার লোক তাহা তখনই ভুলিয়া যায়। ২৫ কিন্তু যে কেহ স্বাধীনতার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থায় মনোযোগ-পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করে ও তাহাতে নিবিষ্ট থাকে, সে অমনোযোগী শ্রোতার ন্যায় না ভুলিয়া কার্য্য করে, এবং সে সেই কার্য্যে ধন্য হইবে।

২৬ যদি তোমাদের মধ্যে কেহ আপনাকে ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া মনে করে অথচ আপন জিহ্বা বল্‌গা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে না বরং আপন হৃদয়কে প্রতারণা করে, তবে তাহার ধর্ম্ম অসার। ২৭ পিতৃমাতৃহীন ও বিধবাদের ক্লেশের সময় তাহাদের তত্ত্বাবধান করা এবং সংসার হইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করাই পিতা ঈশ্বরের সম্মুখে শুচি ও বিমল ধর্ম্ম।

১৯ উপঃ ৭; ৯ হিতোঃ ১৪; ২৯
২০ ইফিঃ ৪; ২৬
২১ কলঃ ৩; ৮ ১ পিঃ ২; ১
২২ মথি ৭; ২১, ২৪, ২৬ যাকোব ২; ১৪ রোঃ ২; ১৩
২৫ যাকোব ২; ১২ রোঃ ৮; ২ যোঃ ১৩; ১৭
২৬ যাকোব ৩; ২ গীত ৩৪; ১৩। ১৪১; ৩ ১ পিঃ ৩; ১০

ধনী ও দরিদ্রের প্রতি ব্যবহার

২ ভ্রাতৃগণ, আমাদের মহিমময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টে তোমাদের ২ যে বিশ্বাস আছে তাহা যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। যদি

১ ১ করিঃ ২; ৮

তোমাদের সমাজ-গৃহে কোন ব্যক্তি সোনার আংটি ও জাঁকাল পোশাক পরিয়া আসে, আর মলিন বস্ত্র পরিয়া কোন দরিদ্র
৩ ব্যক্তিও যদি আসে, তাহাতে সেই জাঁকাল পোশাকপরা ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া যদি তোমরা তাহাকে বল, আপনি এই উত্তম স্থানে বসুন, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিকে যদি বল, তুমি ওখানে দাঁড়াও বা এখানে আমার পায়ের কাছে বস,
৪ তাহা হইলে অবস্থা কি এই নয় যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ করিয়াছ এবং মন্দ অভিপ্রায়বিশিষ্ট বিচারক হইয়াছ?
৫ প্রিয় ভ্রাতৃগণ, শ্রবণ কর, সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি তাহাদের মনোনীত করেন নাই, যেন তাহারা বিশ্বাস-ধনে ধনী হয় এবং তিনি যে রাজ্য তাঁহার প্রেমিকদের দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহারা যেন তাহার অধিকারী হয়?
৬ কিন্তু তোমরা সেই দরিদ্রের অবমাননা করিয়াছ। ধনীরাই কি তোমাদের পীড়ন করে না? তাহারাই কি তোমাদের
৭ বিচারালয়ে টানিয়া লইয়া যায় না? যে উত্তম নামে তোমরা
৮ আখ্যাত, তাহারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না? 'তুমি তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিও', শাস্ত্রের এই বচন অনুযায়ী যদি তোমরা রাজকীয় ব্যবস্থা যথাযথ পালন
৯ কর, তবে ভালই করিতেছ। কিন্তু যদি মুখাপেক্ষা কর তবে তোমরা পাপ করিতেছ এবং সেই ব্যবস্থা তোমাদের
১০ ব্যবস্থা-লঙ্ঘনকারী বলিয়া দোষী করে। কারণ যে কেহ সমগ্র বিধি-ব্যবস্থা পালন করিয়াও কেবল একটি বিষয়ে
১১ উচোট খায়, সে সমস্ত ব্যবস্থা-লঙ্ঘনের দায়ী হয়। যিনি বলিলেন, 'ব্যভিচার করিও না', তিনিই আবার বলিলেন, 'নরহত্যা করিও না'; তুমি যদি ব্যভিচার না করিয়া নর-
১২ হত্যা কর, তাহা হইলে তুমি ব্যবস্থা-লঙ্ঘনকারী। তোমরা এমন লোকের ন্যায় কথা বল ও কার্য্য কর যাহারা স্বাধীনতার
১৩ ব্যবস্থা দ্বারা বিচারিত হইবে। কারণ যে দয়ার কার্য্য করে নাই তাহার প্রতি বিচারেও দয়া নাই; দয়াই বিচারের উপরে জয়োল্লাস করে।

৫ ১ করিঃ ১ ; ২৭। ১১ ; ২২ লূক ১২ ; ২১
৬ ১ করিঃ ১১ ; ২২
৭ যিশাঃ ৬৩ ; ১৯ প্রেঃ ১৫ ; ১৭
৮ লেবীঃ ১৯ ; ১৮
৯ দ্বিঃ বিঃ ১ ; ১৭
১০ মথি ৫ ; ১৯
১১ যাত্রা ২০ ; ১৩, ১৪ দ্বিঃ বিঃ ৫ ; ১৭
১২ যাকোব ১ ; ২৫
১৩ মথি ৫ ; ৭। ১৮ ; ৩০-৩৪। ২৫ ; ৪৫, ৪৬

বিশ্বাস ও কর্ম্মের পারস্পরিক সম্পর্ক

১৪ ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ বলে আমার বিশ্বাস আছে, অথচ তাহার কার্য্য না থাকে, তাহাতে কি লাভ? সেই বিশ্বাস
১৫ কি তাহার পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে? কোন ভ্রাতা কি ভগ্নী বস্ত্রহীন হইলে ও দৈনিক খাদ্যে তাহার অভাব

১৪ মথি ৭ ; ২১, ২৪ যাকোব ১ ২২

১৬ হইলে, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তাহাদের বলে, যাও, তোমাদের শান্তি হউক, তপ্ত হও, তৃপ্ত হও, কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় বস্তু তাহাদের না দেয়, তবে তাহাতে কি লাভ?
১৭ সেইরূপে, যদি কার্য্য না থাকে, তবে বিশ্বাস নিজে মৃত।
১৮ কেহ বলিবে, তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কার্য্য আছে; তোমার কার্য্যবিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও এবং আমি তোমাকে আমার কার্য্যের মাধ্যমে আমার বিশ্বাস
১৯ দেখাইব। তুমি বিশ্বাস কর, ঈশ্বর এক; ভালই করিতেছ,
২০ মন্দ-আত্মাও তাহা বিশ্বাস করে ও ভয়ে কাঁপে। নির্ব্বোধ তুমি, কার্য্যবিহীন বিশ্বাস যে নিষ্ফল, ইহা কি তুমি জানিতে
২১ চাও? আমাদের পিতা 'অব্রাহাম' যখন 'আপন পুত্র ইস্‌হাককে যজ্ঞবেদির উপর উৎসর্গ করিলেন' তখন কি সেই
২২ কার্য্যের ফলে ধার্ম্মিক-গণ্য হইলেন না? তুমি দেখিতে পাইতেছ, বিশ্বাস তাঁহার কার্য্যের সহকারী হইল এবং কার্য্যের
২৩ ফলে বিশ্বাস সিদ্ধ হইল; তাহাতে শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হইল, 'অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন এবং তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল', এবং তাঁহাকে
২৪ 'ঈশ্বরের বন্ধু' এই নাম দেওয়া হইল। সুতরাং তোমরা দেখিতেছ, কার্য্যের ফলে মানুষ ধার্ম্মিক-গণ্য হয়, কেবল
২৫ বিশ্বাসের ফলে নয়। সেইভাবেই গণিকা রাহব কি আপন কার্য্যের ফলে ধার্ম্মিক-গণ্য হইল না? সে গুপ্তচরদের নিজের গৃহে আশ্রয় দিল এবং অন্য পথ দিয়া বিদায়
২৬ করিল। শ্বাসবিহীন* দেহ যেমন মৃত, কার্য্যবিহীন বিশ্বাসও তেমনই মৃত।

১৬ ১ যোঃ ৩ ; ১৭, ১৮
১৭ যাকোব ২ ; ২৬
১৮ যাকোব ৩ ; ১৩ গাঃ ৫ ; ৬
১৯ মথি ১ ; ২৪। ৫ ; ৭ প্রেঃ ১৬ ; ১৭
২১ আদি ২২ ; ৯, ১২, ১৬-১৮
২২ ইব্রীঃ ১১ ; ১৭
২৩ আদি ১৫ ; ৬ রোঃ ৪ ; ৩ গাঃ ৩ ; ৬ ২ বংশাঃ ২০, ৭ যিশাঃ ৪১ ; ৮
২৪ যোঃ ৮ ; ৩৯ রোঃ ৪ ; ১২
২৫ ইব্রীঃ ১১ ; ৩১ যিহোঃ ২ ; ৪, ১৫। ৬ ; ১৭, ২৩
২৬ যাকোব ২ ; ১৭

জিহ্বা দমন করিবার আবশ্যকতা

৩ ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকলে শিক্ষাগুরু হইও না; তোমরা
২ জান, বিচারে আমরা আরও অধিক দণ্ড পাইব। কারণ আমরা সকলে প্রায়ই উচোট খাই। যদি কেহ বাক্যে উচোট না খায় তবে সে সিদ্ধপুরুষ, বল্‌গা দ্বারা সে সমস্ত শরীরকে
৩ নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। অশ্বদের বাধ্য রাখিতে আমরা যদি উহাদের মুখে বল্‌গা দিই তবে তাহাদের সমস্ত শরীরও
৪ ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারি। দেখ, জাহাজগুলিও অতি প্রকাণ্ড, এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত হইলেও একটি ক্ষুদ্র হাল দ্বারা কর্ণধারের যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে জাহাজ ঘুরান যায়।

২ যাকোব ১ ; ২৬

* অথবা, আত্মাবিহীন

৫ সেইরূপে জিহ্বা একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ হইলেও মহাদম্ভের কথা বলে। দেখ, কত অল্প অগ্নি কত বৃহৎ বনকে প্রজ্বলিত ৬ করে। জিহ্বা অগ্নিস্বরূপ; দুষ্টতাপূর্ণ জগতের তুল্য জিহ্বা আমাদের অঙ্গসমূহের মধ্যে স্থান পাইয়া সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে ও প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে এবং আপনিও নরকাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হয়।

৬ মথি ১৫; ১১, ১৮, ১৯। ১২; ৩৬, ৩৭

৭ পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও সামুদ্রিক প্রাণীর বিবিধ জাতি ৮ মানব-জাতির বশীভূত হয় এবং হইয়াছে; কিন্তু জিহ্বাকে বশ করা কোনও মানুষের সাধ্য নয়; উহা অশান্ত ও মন্দ, ৯ মারাত্মক বিষে পূর্ণ। উহার দ্বারাই আমরা প্রভু ও পিতার ধন্যবাদ করি, আবার উহার দ্বারাই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট ১০ মনুষ্যকে শাপ দিই। একই মুখ হইতে ধন্যবাদ ও অভিশাপ ১১ বাহির হয়। ভ্রাতৃগণ, এইরূপ হওয়া উচিত নয়। উৎস কি একই ছিদ্র হইতে মিষ্ট ও তিক্ত জলের স্রোত বাহির ১২ করে? ভ্রাতৃগণ, ডুমুরগাছে কি জলপাই অথবা দ্রাক্ষালতায় কি ডুমুর ধরিতে পারে? সেইরূপে লবণাক্ত জল মিষ্ট জল দিতে পারে না।

৮ গীত ১১ রোঃ ৩; ১৩

৯ আদি ১; ২৭

প্রকৃত জ্ঞানের বর্ণনা

১৩ তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ কে? সে সদাচরণ দ্বারা জ্ঞানযুক্ত বিনয়ের সহিত আপনার কার্য্যসকল প্রদর্শন করুক। ১৪ কিন্তু যদি তোমাদের অন্তরে তিক্ত ঈর্ষা ও স্বার্থান্বেষণ থাকে, তবে সত্যের বিরুদ্ধে গর্ব্ব করিও না মিথ্যাও বলিও না। ১৫ সেই জ্ঞান এমন নয় যাহা ঊর্দ্ধ্ব হইতে নামিয়া আসে, বরং ১৬ তাহা পার্থিব, জড় ও মন্দ-আত্মা হইতে উদ্ভূত। কারণ যেখানে ঈর্ষা ও স্বার্থান্বেষণ, সেখানেই বিশৃঙ্খলতা ও সর্ব্বপ্রকার ১৭ দুষ্কর্ম্ম থাকে। কিন্তু যে জ্ঞান ঊর্দ্ধ্ব হইতে নামিয়া আসে, তাহা প্রথমতঃ শুদ্ধ, পরে শান্তিপ্রিয়, নমনীয়, সহজে অনুনীত, দয়া ও উত্তম উত্তম ফলে পূর্ণ, তাহা নিরপেক্ষ* এবং ১৮ অকপট। যাহারা শান্তি স্থাপন করে, তাহাদের জন্য ধার্ম্মিকতার বীজ শান্তিতে উপ্ত ও ফলবান হয়।

১৩ যাকোব ২; ১৮ ১ পিঃ ২; ১২

১৫ যাকোব ১; ৫, ১৭

১৬ রোঃ ১৩; ১৩

১৭ ইব্রীঃ ১২; ১১

১৮ যিশাঃ ৩২; ১৭ মথি ৫; ৯ গাঃ ৬, ৮

বিবাদ, অহঙ্কার ও দুঃসাহসের বিষয়ে শিক্ষা

৪ তোমাদের মধ্যে বিরোধ কোথা হইতে আসে, বাদ-বিতণ্ডাই বা কেন হয়? তাহা কি সমস্ত সুখাভিলাষ

১ রোঃ ৭; ২৩ ১ পিঃ ২; ১১

* অর্থান্তর, সন্দেহমুক্ত (যাকোব ১; ৬ দ্রঃ)

হইতে উৎপন্ন নয় যাহা তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যুদ্ধ করে?
২ তোমরা কামনা কর, এবং পাও না; তোমরা নরহত্যা ও ঈর্ষা কর, এবং লাভবান হও না; তোমরা বাদবিতণ্ডা ও বিরোধ করিয়াও কিছু পাও না, কারণ তোমরা যাচনা কর না;
৩ তোমরা যাচনা করিয়াও পাও না; কারণ তোমরা মন্দ উদ্দেশ্যে, তোমাদের সুখাভিলাষপূরণের জন্য, যাচনা করিয়া থাক।
৪ ভ্রষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ, তোমরা কি জান না যে, জগতের সহিত বন্ধুত্ব ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা? সুতরাং যে কেহ জগতের বন্ধু হইতে ইচ্ছা করে সে আপনাকে ঈশ্বরের
৫ শত্রুতে পরিণত করে। অথবা তোমরা কি মনে কর শাস্ত্র বৃথাই বলিতেছে যে, তিনি যে আত্মা আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠান করাইলেন সেই আত্মার জন্য তিনি আগ্রহের সহিত
৬ আকাঙ্ক্ষা করেন? কিন্তু তিনি মহত্তর অনুগ্রহ দান করেন, এজন্য শাস্ত্র বলে,

'ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন,
কিন্তু নম্রদের অনুগ্রহ দান করেন।'

৭ সুতরাং তোমরা ঈশ্বরের বশবর্ত্তী হও। দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিবে।
৮ ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হও, তাহাতে তিনিও তোমাদের নিকট আসিবেন। পাপীরা, তোমাদের হস্ত শুচি কর;
৯ দ্বিধাগ্রস্ত লোকেরা, তোমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ কর। সন্তপ্ত হও, বিলাপ ও রোদন কর। তোমাদের হাস্য বিলাপে এবং
১০ আনন্দ বিষাদে পরিণত হউক। প্রভুর সাক্ষাতে নত হও তাহাতে তিনি তোমাদের উন্নত করিবেন।

১১ ভ্রাতৃগণ, পরস্পরের অপবাদ করিও না; যে কেহ ভ্রাতার অপবাদ করে এবং ভ্রাতার বিচার করে, সে বিধি-ব্যবস্থার অপবাদ করে ও বিচার করে। কিন্তু তুমি যদি বিধি-ব্যবস্থার বিচার কর, তাহা হইলে তুমি ব্যবস্থা পালন করিতেছ
১২ না, কিন্তু ব্যবস্থার বিচারকর্ত্তা হইতেছ। তিনিই একমাত্র ব্যবস্থাপক ও বিচারক যিনি পরিত্রাণ করিতে ও বিনাশ করিতে সমর্থ। তুমি কে যে প্রতিবাসীর বিচার কর?

১৩ শ্রবণ কর, তোমরা যাহারা বল, আজ কি কাল আমরা অমুক নগরে গিয়া সেখানে এক বৎসর কাটাইয়া ব্যবসা
১৪ করিব ও অর্থ উপার্জ্জন করিব; অথচ তোমরা জান না আগামী কল্য কি ঘটিবে অথবা তোমাদের জীবন বা কিপ্রকার হইবে, কারণ তোমরা বাষ্পমাত্র, যাহা ক্ষণিকের জন্য

৪ মথি ৬; ২৪
লূক ৬; ২৬
রোঃ ৮; ৭
১ যোঃ ২; ১৫
৫ ১ করিঃ ৬, ১৯
২ করিঃ ৬; ১৬
গাঃ ৫; ১৭
৬ হিতোঃ ৩; ৩৪
ইয়োব ২২, ২৯
মথি ২৩, ১২
১ পিঃ ৫; ৫
৭ ইফিঃ ৪; ২৭।
৬; ১১
১ পিঃ ৫; ৮, ৯
৮ সখঃ ১; ৩
মালাঃ ৩; ৭
যিশাঃ ১; ১৬
১০ ১ পিঃ ৫; ৬
১১ মথি ৭; ১
১২ মথি ১০; ২৮
রোঃ ২; ১।
১৪; ৪
১৩ হিতোঃ ২৭; ১
১৪ লূক ১২; ২০
গীত ৩৯; ৫, ১১

১৫ দেখা যায় ও পরে অদৃশ্য হয়। সেইরূপ না বলিয়া তোমাদের ইহা বলা উচিত,—প্রভু যদি ইচ্ছা করেন, তবে বাঁচিয়া থাকিব ১৬ এবং এই কার্য্য বা সেই কার্য্য করিব। কিন্তু এখন তোমাদের দাম্ভিকতায় তোমরা গর্ব্ব করিতেছ; এইরূপ সমস্ত গর্ব্ব ১৭ মন্দ। সুতরাং যে কেহ সৎকর্ম্ম করিতে জানে অথচ করে না, তাহার পক্ষে ইহা পাপ।

১৫ প্রেঃ ১৮ ; ২১ ১ করিঃ ৪ ; ১৯
১৭ লূক ১২ ;

অত্যাচারী ধনীদের অনুযোগ

৫ ধনবানেরা, শ্রবণ কর, তোমাদের উপর যে দুর্দ্দশা ২ আসিতেছে তাহার জন্য রোদন ও হাহাকার কর। তোমাদের ধন ক্ষয় পাইয়াছে, তোমাদের বস্ত্র কীট-ভক্ষিত হইয়াছে; ৩ তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যে মরিচা ধরিয়াছে, এবং সেই মরিচা তোমাদের নিকট সাক্ষ্যস্বরূপ হইবে ও অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস গ্রাস করিবে। শেষ কালের জন্যই তোমরা ধন সঞ্চয় ৪ করিয়াছ। দেখ, তোমাদের ক্ষেত্রে ছেদনকারীদের যে মজুরি তোমরা পরিশোধ কর নাই তাহা যেন 'চীৎকার করিতেছে'; শস্যচ্ছেদকদের সেই আর্ত্তনাদ 'বাহিনীগণের প্রভুর কর্ণে' ৫ প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসে ও ইন্দ্রিয়-সেবায় জীবন যাপন করিয়াছ; 'বলির জন্য নিরূপিত দিনে' যেমন করা হয়, তোমরা আপন আপন হৃদয় তেমনই ৬ পুষ্ট করিয়াছ। তোমরা ধার্ম্মিককে দোষী করিয়াছ, হত্যা করিয়াছ, সে তোমাদের প্রতিরোধ করে না।

১ লূক ৬ ;
১ মথি ৬ ; ১৯, ২০ ইয়োব ৩ ; ২৮ যিশাঃ ৫
৩ মথি ৬
৪ লেবীঃ ১৯ ; ১৩ মালাঃ ৩ ; ৫ দ্বিঃ বিঃ ২৪, ১৪, ১৫ ইয়োব ২৪, ১০। ৩১ ; ৩৮-৪০
৫ লূক ১৬ . ১৯. ২৫ যির: ১

দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও প্রার্থনাসম্বন্ধে আশ্বাসদান

৭ এইজন্য, ভ্রাতৃগণ, প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত দীর্ঘসহিষ্ণু হও। দেখ, কৃষক ক্ষেত্রের বহুমূল্য ফসলের অপেক্ষা করে এবং যতদিন উহা প্রথম ও শেষ বর্ষা না পায়, ততদিন তাহার ৮ সম্পর্কে দীর্ঘসহিষ্ণু থাকে। তোমরাও দীর্ঘসহিষ্ণু হও, তোমাদের অন্তঃকরণ সুস্থির কর, কারণ প্রভুর আগমন নিকটবর্ত্তী। ৯ ভ্রাতৃগণ, তোমরা একজন অন্যের বিরুদ্ধে আক্ষেপ করিও না, যেন দোষী সাব্যস্ত না হও। দেখ, বিচারক দ্বারে দাঁড়াইয়া ১০ আছেন। ভ্রাতৃগণ, যে ভাববাদীরা প্রভুর নামে কথা বলিয়াছেন, ক্লেশভোগ ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তরূপে তাঁহাদের ১১ গ্রহণ কর। দেখ, 'যাহারা ধৈর্য্য ধারণ করে তাহাদের আমরা ধন্য বলি'; তোমরা ইয়োবের ধৈর্য্যের কথা শুনিয়াছ, এবং পরিণামে প্রভু কি করিলেন তাহাও দেখিয়াছ, প্রভু কেমন স্নেহশীল ও করুণাময়।

লূক ২১ ; ১ ইব্রীঃ ১০ ; দ্বিঃ বিঃ ১১ যোয়েল ২ ; সখঃ ১০ ; যির: ৫ ; ৪
৮ ১ করিঃ ১৬. ২২ ফিলিঃ ৪ ; ১ থিষঃ ৩ ; ইব্রীঃ ১০ ; ৩৭
১০ মথি ৫ ; ১
১১ ইয়োব ১ ; ২১, ২২। ২ ; ১০। ৪২ ; ১০, ১২ যিহিঃ ১৪ ; ২০ গীত ১০৩ ; ৮। ১১১ ; ৪

১২ ভ্রাতৃগণ, সর্ব্বপ্রধান কথা এই, তোমরা শপথ করিও না, স্বর্গের কি পৃথিবীর কি অন্য কিছুরই শপথ করিও না। বরং তোমাদের হাঁ যেন হাঁ, এবং তোমাদের না যেন না হয়, পাছে বিচারের দায়ে পড়।

১৩ তোমাদের মধ্যে কেহ কি ক্লেশভোগ করিতেছে? সে প্রার্থনা করুক। কেহ কি প্রফুল্ল-চিত্ত? সে স্তুতিগান করুক।

১৪ তোমাদের মধ্যে কেহ কি অসুস্থ? সে মণ্ডলীর প্রাচীনদের আহ্বান করুক এবং তাঁহারা তাহাকে প্রভুর নামে তৈলাভিষিক্ত

১৫ করিয়া তাহার জন্য প্রার্থনা করুন; তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, প্রভু তাহাকে উঠাইবেন, এবং সে যদি পাপ করিয়া থাকে তবে তাহার

১৬ মোচন হইবে। তোমরা একজন অন্যের নিকট আপন আপন পাপ স্বীকার কর ও একজন অন্যের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্ম্মিকের মিনতি কার্য্য-

১৭ সাধনে মহাশক্তিযুক্ত। এলিয় আমাদের প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্য ছিলেন; তিনি একাগ্রতার সহিত প্রার্থনা করিলেন যেন বৃষ্টি না হয়, এবং তিন বৎসর ছয় মাস ভূমিতে বৃষ্টি হইল না;

১৮ পরে আবার তিনি প্রার্থনা করিলেন এবং আকাশ বারিবর্ষণ করিল আর ভূমি ফল উৎপন্ন করিল।

১৯ ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি সত্যভ্রষ্ট হয় এবং

২০ অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনে, তবে জানিও*, যে কেহ পাপীকে ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবে, সে তাহার প্রাণ মৃত্যু হইতে বাঁচাইবে, এবং তাহার 'পাপরাশি আচ্ছাদন করিবে'।

১২ মথি ৫ ; ৩৪-৩৭
১৩ গীত ৫০ ; ১৫ কলঃ ৩ ; ১৬
১৪ মার্ক ৬ ; ১৩
১৫ মার্ক ১৬ ; ১৮
১৬ ইব্রীঃ ১২ ; ১৩
১৭ ১ রাঃ ১৭ ; ১ লূক ৪ ; ২৫ প্রেঃ ১৪ ; ১৫
১৮ ১ রাঃ ১৮ ; ৪২, ৪৫
১৯, ২০ মথি ১৮ ; ১৫ গাঃ ৬ ; ১ গীত ৫১ ; ১৩। ৩২ ; ১। ৮৫ ; ২ হিতোঃ ১০ ; ১২ ১ পিঃ ৪ ; ৮

পিতরের প্রথম পত্র

আভাষ ও মঙ্গলবাদ

১ পিতর, যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত,—যাঁহারা পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়া দেশে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত

২ যিহূদীদের মধ্যে নির্ব্বাসিত আছেন, যাঁহারা পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুযায়ী মনোনীত হইয়াছেন এবং যীশু

১ যাকোব ১ ; ১
২ রোঃ ৮ ; ২৯ ১ থিষঃ ৪ ; ৩ ইব্রীঃ ১০ ; ২২। ১২ ; ২৪

* পাঠান্তর, জানুক

খ্রীষ্টের আনুগত্য ও তাঁহার রক্ত-সিঞ্চনের উদ্দেশে আত্মা দ্বারা যাঁহাদের পবিত্র করা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের সমীপে ;

অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর পরিমাণে তোমাদের উপর বিরাজ করুক।

বিশ্বাসীর প্রত্যাশা ও আনন্দ

৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা ; তিনি আপনার মহাদয়া অনুসারে, মৃতদের মধ্য হইতে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, প্রাণবন্ত প্রত্যাশার উদ্দেশে আমাদের পুনরায় ৪ জন্মদান করিয়াছেন, যেন আমরা এমন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হই, যাহা অবিনশ্বর ও নিষ্কলুষ ও অম্লান ; তাহা তোমাদের ৫ জন্য স্বর্গে সংরক্ষিত, কারণ যে পরিত্রাণ অন্তিমকালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহারই উদ্দেশে তোমরা বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিতে রক্ষিত হইতেছ। ৬ ইহাতে তোমরা উল্লাস কর, যদিও অল্প সময়ের জন্য এখন ৭ নানাবিধ পরীক্ষায় তোমাদের দুঃখার্ত্ত হইতে হয়, যেন যে স্বর্ণ ক্ষয়ণীয় হইলেও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষাও বহুমূল্য তোমাদের বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবকালে প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানজনক বলিয়া প্রতীয়- ৮ মান হয়। তোমরা তাঁহাকে না দেখিয়াও প্রেম করিতেছ; এখন দেখিতে না পাইলেও তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া ৯ অনির্ব্বচনীয় ও গৌরবযুক্ত আনন্দে উল্লসিত হইতেছ, এবং তোমাদের বিশ্বাসের পরিণতিস্বরূপ প্রাণের পরিত্রাণ প্রাপ্ত ১০ হইতেছ। তোমাদের প্রতি প্রদর্শিত অনুগ্রহ সম্বন্ধে যে ভাববাদীরা ভাবোক্তি করিতেন, তাঁহারা সেই পরিত্রাণের বিষয়ে ১১ অন্বেষণ ও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্তরে অবস্থানকারী খ্রীষ্টের আত্মা পূর্ব্বে যখন খ্রীষ্টের সমস্ত দুঃখভোগ ও পরবর্ত্তী সমস্ত গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও* কিপ্রকার সময় নির্দ্দেশ ১২ করিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহারা অনুসন্ধান করিলেন। তাঁহাদের নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা আপনাদের জন্য নয় কিন্তু তোমাদেরই জন্য এই সমস্ত বিষয়ের সেবক ছিলেন; আর এখন, স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার দ্বারা যাঁহারা

৩ যাকোব ১ ; ১৮
৪ কল: ১ ; ৫,১২
৫ যো: ১৭ ; ১১
১ করি: ২ , ৫
গা: ৩ ; ২৩
ইফি: ২ ; ৮
৬ ১ পি: ৫ ; ১০
রো: ৫ ; ৩, ৪।
৮ ; ১৮
২ করি: ৪ ; ১৭
যাকোব ১ ; ২
৭ দ্বিতো: ১৭ ; ৩
ইয়োব ২৩ ; ১০
সখ: ১৩ ; ৯
মালা: ৩ ; ৩
রো: ২ ; ৭, ১০
যাকোব ১ ; ৩
প্র: ৩ ; ১৮
৮ যো: ২০ ; ২৯
২ করি: ৫ ; ৭
ইব্রী: ১১ ; ২৭
১ যো: ৪ ; ২০
৯ রো: ৬ ; ২২
১০ মথি ১৩ ; ১৭
লূক ১০ ; ২৪
২ পি: ১ ; ১৯
১১ লূক ২৪ ; ২৬, ২৭
যো: ৫ ; ৩৯
প্রে: ৩ ; ১৮
যিশা: ৫২ ; ১৩।
৫৩ ; ১২
১২ লূক ২ ; ১৩
ইফি: ৩ ; ১০

* অথবা, কাহাকে এবং

তোমাদের নিকট সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন তাঁহারাই সেই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। সেই সকল বিষয় স্বর্গদূতেরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন।

খ্রীষ্টের মুক্তির প্রতিদানে খ্রীষ্টিয়ানের পবিত্রতা ও প্রেম

১৩ সুতরাং আপন আপন মনে বদ্ধপরিকর হইয়া মিতাচারী হও, এবং যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবে যে অনুগ্রহ তোমাদের জন্য আনীত ১৪ হইবে, পূর্ণরূপে তাহার প্রত্যাশা কর। বাধ্য সন্তানের ন্যায় তোমাদের পূর্ব্বের জড়তাগ্রস্ত অবস্থার অভিলাষ অনুসারে ১৫ জীবন গঠিত করিও না, কিন্তু যিনি তোমাদের আহ্বান করিয়াছেন তিনি যেমন পবিত্র, তোমরাও তোমাদের সমস্ত ১৬ আচার-ব্যবহারে পবিত্র হও; কারণ লেখা আছে, 'তোমরা ১৭ পবিত্র হইবে, কারণ আমি পবিত্র'। যিনি পক্ষপাতিত্ব না করিয়া প্রত্যেকের কার্য্য অনুসারে বিচার করেন, 'তাঁহাকে যদি পিতা বলিয়া ডাক', তবে সভয়ে তোমাদের প্রবাসকাল ১৮ যাপন কর। তোমরা জান যে, পিতৃপুরুষ দ্বারা সমর্পিত অসার আচার-ব্যবহার হইতে তোমরা স্বর্ণ বা রৌপ্যের ন্যায় ১৯ নশ্বর বস্তুর দ্বারা মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ। ২০ জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বেই তিনি পূর্ব্বলক্ষিত ছিলেন, কিন্তু নিরূপিত সময়ের শেষে তোমাদের নিমিত্ত তিনি প্রকাশিত হইলেন, ২১ কারণ তাঁহারই দ্বারা তোমরা সেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছ, যিনি মৃতদের মধ্য হইতে তাঁহাকে উত্থাপন করিলেন ও মহিমান্বিত করিলেন, যেন তোমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা ২২ ঈশ্বরের অভিমুখী হয়। তোমরা সত্যের বাধ্য হইয়া অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দেশে আপনাদের প্রাণ বিশুদ্ধ কর এবং অন্তর ২৩ হইতে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর; কারণ তোমরা নশ্বর বীজ হইতে নয়, কিন্তু অবিনশ্বর বীজ হইতে, ঈশ্বরের প্রাণবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য * দ্বারা তোমরা পুনর্জাত হইয়াছ, ২৪ কারণ 'মর্ত্ত্যমাত্র তৃণের সদৃশ
এবং তাহার সমস্ত প্রভা তৃণপুষ্পের তুল্য;
তৃণ শুষ্ক হইল, আর পুষ্প ঝরিয়া পড়িল,
২৫ কিন্তু প্রভুর বাক্য চিরস্থায়ী।'

আর এই বাক্যই সেই সুসমাচার যাহা তোমাদের নিকট প্রচারিত হইয়াছে।

১৩ লূক ১২ ; ৩৫
ইফি: ৬ ; ১৪
১৪ রো: ১২ ; ২
ইফি: ২ ; ৩।
৪ ; ১৭, ১৮
১৬ লেবী: ১১ ; ৪৪
১৯ ; ২। ২০ ;
৭
১ থিষ: ৪ ; ৩
১৭ যির: ৩ ; ১৯
মালা: ১ ; ৬
মথি ৬ ; ৯ ,
রো: ২ ; ১১
১৮ যিশা: ৫২ ; ৩
১ করি: ৬ ; ২০।
৭ ; ২৩
তীত ২ ; ১৪
১ পি: ১ ; ১
প্র: ১ ; ৫
১৯ যাত্রা ১২ ; ৫
যিশা: ৫৩ ; ৭
প্রে: ২০ ; ২৮
ইব্রী: ৯ ; ১৪
প্র: ১৩ ; ৮
২০ রো: ১৬ ; ২৫,
২৬
২১ রো: ৪ ; ২৪।
১০ ; ৯
ইব্রী: ২ ; ৯
২২ ১ পি: ৪ ; ৮
রো: ১২ ; ৯
১ যো: ৫ ; ১
২৩ যো: ১ ; ১৩
ইব্রী: ৪ ; ১২
যাকোব ১ ; ১৮
২৪ যিশা: ৪০ ; ৬, ৭
যাকোব ১ ; ১০,
১১
২৫ যিশা: ৪০ ; ৮,
৯

* অথবা, জীবন্ত ও চিরস্থায়ী ঈশ্বরের বাক্য

২ সুতরাং সর্ব্বপ্রকার হিংসা, সমস্ত ছল-চাতুরী, ভণ্ডামী ও ঈর্ষা এবং সমস্ত অপবাদ ত্যাগ কর। ২ নবজাত শিশুর ন্যায় আত্মিক অবিমিশ্র দুগ্ধের আকাঙ্ক্ষা কর, যেন তাহার গুণে পরিত্রাণের উদ্দেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, ৩ 'যদি তোমরা এমন আস্বাদ পাইয়া থাক যে, প্রভু সদয়।'

খ্রীষ্টেই মণ্ডলীর ভিত্তি ও গৌরব

৪ মনুষ্যের দ্বারা বর্জ্জিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্য* সেই জীবন্ত প্রস্তরের নিকটে আসিয়া ৫ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরের ন্যায়, আত্মিক গৃহরূপে গঠিত হইতেছ, যেন পবিত্র পৌরহিত্য লাভ করিয়া যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের গ্রাহ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করিতে পার। ৬ এইজন্য শাস্ত্রে এই কথা পাওয়া যায়,—

'দেখ, আমি সিয়োনে এক প্রস্তর স্থাপন করি, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর, মনোনীত ও মহামূল্য*,
আর যে কেহ তাঁহার উপর বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হইবে না।'

৭ বিশ্বাসী যে তোমরা, সেই 'মূল্য'† তোমাদেরই জন্য, কিন্তু অবিশ্বাসীদের পক্ষে,

'যে প্রস্তর গাঁথকেরা বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাই কোণের প্রস্তর হইয়া উঠিয়াছে,'

৮ এমন কি তাহা 'এক ব্যাঘাতস্বরূপ প্রস্তর ও প্রতিবন্ধকস্বরূপ শৈল' হইয়া উঠিয়াছে। কারণ বাক্যের অবাধ্য হওয়াতে তাহারা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়, আর তাহারা এইজন্যই নিযুক্ত। ৯ কিন্তু তোমরা 'মনোনীত বংশ, রাজকীয় পুরোহিত-সঙ্ঘ, পবিত্র জাতি, তাঁহার নিজস্ব প্রজা, যেন তাঁহারই মহৎ ক্রিয়া সকল সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতে পার', যিনি অন্ধকার হইতে আপনার অপূর্ব্ব দীপ্তির মধ্যে তোমাদের আহ্বান করিয়াছেন; ১০ তোমরা এক সময়ে 'প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ, তোমরা দয়াপ্রাপ্ত ছিলে না, কিন্তু এখন দয়া পাইয়াছ।'

১১ প্রীতিভাজনেরা, তোমরা প্রবাসী ও নির্ব্বাসিত বলিয়া তোমাদের অনুনয় করি, দৈহিক অভিলাষ হইতে দূরে থাক,

* অথবা, সম্মানিত † অথবা, 'সম্মান'

১ ইফিঃ ৪, ২২, ২৫, ৩১; কলঃ ৩; ৮; যাকোব ১; ২১
২ ১ করিঃ ৩; ২; ইব্রীঃ ৫; ১২,১৩; মথি ১৮; ৩
৩ গীত ৩৪, ৮; ইব্রীঃ ৬, ৫
৪ গীত ১১৮; ২২; যিশাঃ ২৮; ১৬; মথি ২১; ৪২; প্রেঃ ৪; ১১; ১ করিঃ ৩, ১১
৫ ইফিঃ ২; ২০-২২। ৪; ১২; রোঃ ১২, ১
৬ যিশাঃ ২৮, ১৬; রোঃ ৯, ৩৩
৭ গীত ১১৮; ২২; মথি ২১, ৪২; প্রেঃ ৪, ১১
৮ যিশাঃ ৮; ১৪; রোঃ ৯, ৩২
৯ যাত্রা ১৯, ৬; যিশাঃ ৪৩; ২০, ২১; প্রেঃ ২৬, ১৮; ২ করিঃ ৪; ৬; ইফিঃ ৫, ৮; ফিলিঃ ২, ১৫; কলঃ ১, ১২; তীত ২; ১৪; প্রঃ ১; ৬
১০ হোঃ ১; ৬, ৯, ১০। ২; ১,২৩; রোঃ ৯; ২৫
১১ গীত ৩৯, ১২; রোঃ ৭; ২৩। ১৩; ১৪; গাঃ ৫; ১৭,২৪; ইফিঃ ২; ১৯; ইব্রীঃ ১১; ১৩; যাকোব ৪; ১

১২ তাহা প্রাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বিজাতীয়দের মধ্যে তোমাদের আচার-ব্যবহার উত্তমরূপে রক্ষা কর, যেন লোকে তোমাদের দুষ্কর্ম্মকারী বলিয়া পরিবাদ করিলেও, স্বচক্ষে তোমাদের সৎকর্ম্ম দেখিলে সেই কৃপাদৃষ্টির দিনে ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন করে।

১২ যিশাঃ ১০ ; ৩
মথি ৫ ; ১৬
যাকোব ৩ ; ১৩
১ পিঃ ২ ; ১৫। ৩ ; ১৬

শাসনকর্ত্তাদের প্রতি কর্ত্তব্য

১৩ প্রভুর নামে তোমরা মানব-গঠিত শাসনতন্ত্রের বশবর্ত্তী হও ;
১৪ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া কি সম্রাটের, অথবা দুষ্টের শাস্তি ও শিষ্টের প্রশংসার জন্য তাঁহার দ্বারা প্রেরিত বলিয়া শাসনকর্ত্তাদের বশবর্ত্তী
১৫ হও ; কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, সৎকর্ম্ম করিয়া তোমরা
১৬ [illegible] অজ্ঞতা নিরুত্তর করিবে ; আপনাদের স্বাধীন জানিয়া স্বাধীনতাকে দুষ্টতার আবরণস্বরূপ করিও না,
১৭ কিন্তু আপনাদের ঈশ্বরের দাস বলিয়া জান। সকলকে শ্রদ্ধা কর ; ভ্রাতৃসমাজকে প্রেম কর ; 'ঈশ্বরকে ভয় কর ; সম্রাটকে সম্মান কর'।

১৩ রোঃ ১৩ ; ১-৭
তীত ৩ ; ১
১৫ ১ পিঃ ২ ; ১২। ৩ ; ১৬
তীত ২ ; ৮
১৬ গাঃ ৫ ; ১৩
১৭ রোঃ ১২ ; ১০
হিতোঃ ২৪ ; ২১
মথি ২২ ; ২১

দাস-দাসী ও স্ত্রী-পুরুষদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য

১৮ ভৃত্যেরা, সম্পূর্ণ ভয়ের সহিত তোমাদের কর্ত্তাদের বশবর্ত্তী হও, কেবল সৎ ও শান্ত-স্বভাব কর্ত্তাদের নয়, কিন্তু রূঢ়
১৯ কর্ত্তাদেরও বশবর্ত্তী হও। কারণ কেহ যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া অন্যায়ভাবে দুঃখভোগ করিলেও তাহা সহ্য
২০ করে, তাহা প্রীতিকর ; পাপ করিয়া চপেটাঘাত যদি সহ্য কর, তবে তাহাতে কি ? কিন্তু সৎকর্ম্ম করিয়া যদি ধৈর্য্যসহকারে
২১ দুঃখভোগ কর, তাহাই ঈশ্বরের নিকট প্রীতিকর। তোমরা এই উদ্দেশ্যেই আহূত হইয়াছ, কারণ খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য দুঃখভোগ করিয়া তোমাদের জন্য এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
২২ তিনি 'পাপ করেন নাই, এবং তাঁহার মুখে কোনও ছলের কথা
২৩ পাওয়া যায় নাই'। তিনি নিন্দিত হইলে প্রতিনিন্দা করেন নাই, দুঃখভোগ করিলে ভয় দেখান নাই, কিন্তু যিনি ন্যায়-বিচার করেন, তাঁহার হস্তে বিষয়টি সমর্পণ করিলেন ;
২৪ আমাদের 'পাপসমূহ তিনি' আপন শরীরে ক্রুশ-কাষ্ঠের উপরে 'বহন করিলেন', যেন পাপ সম্বন্ধে আমাদের মৃত্যু হয় ও ধার্ম্মিকতার উদ্দেশে আমরা জীবনধারণ করি ;

১৮ ইফিঃ ৬ ; ৫
কলঃ ৩ ; ২২
১ তীমঃ ৬ ; ১
তীত ২ ; ৯
২০ ১ পিঃ ৩ ; ১৪, ১৭। ৪ ; ১৩, ১৪
মথি ৫ ; ১০
২১ মথি ১৬ ; ২৪
যোঃ ১৩ ; ১৫
২২ যিশাঃ ৫৩ ; ৯
যোঃ ৮ ; ৪৬
২ করিঃ ৫ ; ২১
ইব্রীঃ ৪ ; ১৫
১ যোঃ ৩ ; ৫
২৩ যিশাঃ ৫৩ ; ৭
ইব্রীঃ ১২ ; ৩
১ পিঃ ৩ ; ৯
২৪ যিশাঃ ৫৩ ; ১২
রোঃ ৬ ; ২, ১১
কলঃ ২ ; ১৪
ইব্রীঃ ৯ ; ২৮
১ যোঃ ৩ ; ৫

২৫ 'তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা সুস্থ হইয়াছ'। কারণ তোমরা 'মেষের ন্যায় বিপথগামী হইয়াছিলে', কিন্তু এখন তোমাদের প্রাণের পালক ও রক্ষকের নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছ।

৩ সেইরূপে, বিবাহিত নারীরা, তোমরা আপন আপন স্বামীর বশবর্ত্তী হও, যেন কেহ যদিও বাক্যের অবাধ্য হয়, ২ তথাপি তাহারা তোমাদের সভয় বিশুদ্ধ আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া বাক্য ছাড়াই স্ত্রীর ব্যবহার দ্বারা তাহাদের পুনরায় লাভ করা যায়।

৩ কেশবিন্যাস ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার বা জমকালো পোষাক পরিধানরূপ বাহ্যিক আভরণ যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে, ৪ বরং যাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য সেই প্রশান্ত ও মৃদু আত্মার অবিনশ্বর আভরণ দ্বারা তোমাদের অন্তরের গুপ্ত জীবন ৫ শোভিত হউক। কারণ পূর্ব্বকালের পবিত্র নারীগণ, যাঁহারা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখিতেন, তাঁহারা আপন আপন স্বামীর বশবর্ত্তী হইয়া এইভাবেই আপনাদের ভূষিত করিতেন, ৬ যেমন সারা অব্রাহামের বাধ্য হইলেন, 'তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন'; তোমরা যদি সৎকর্ম্ম কর ও কোনপ্রকার ভয়েই ভীত না হও, তবে তোমরা তাঁহার সন্তান হইয়া উঠিয়াছ।

৭ সেইরূপে, পুরুষেরা, বুদ্ধিবিবেচনার সহিত আপন আপন স্ত্রীর সঙ্গে বাস কর; স্ত্রীলোক তোমাদের অপেক্ষা দুর্ব্বলপাত্র বলিয়া তাহাদের সম্মান কর, কারণ তোমাদের সহিত তাহারাও জীবনরূপ অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী; তোমাদের প্রার্থনা যেন ব্যাহত না হয়।

প্রেম, ক্ষমা ও সহানুভূতির কথা

৮ শেষকথা এই, তোমরা সকলে একমত, সমব্যথী, ভ্রাতৃ-৯ বৎসল, করুণ-হৃদয় ও বিনম্রচিত্ত হও, অপকারের প্রতিদানে অপকার করিও না, বা নিন্দার প্রতিদানে নিন্দা করিও না, তাহার পরিবর্ত্তে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, কারণ আশীর্ব্বাদের উত্তরাধিকারী হইবার জন্যই তোমরা আহূত, ইহা তোমরা জান।

১০ কারণ 'যে কেহ জীবন ভালবাসিতে চায়
এবং মঙ্গলের দিন দেখিতে চায়,
সে মন্দ হইতে আপন জিহ্বাকে
এবং ছলনার বাক্য হইতে আপন ওষ্ঠকে নিবৃত্ত করুক;
১১ সে মন্দ হইতে ফিরিয়া সৎকর্ম্ম করুক,

২৫ যিশা: ৫৩ ; ৬
যিহি: ৩৪ ; ৫, ৬
যো: ১০ ; ১৬
১ পি: ৫ ; ৪
১ ১ করি: ৭ , ১৬
ইফি: ৫ ; ২২
তীত ২ ; ৫
৩ যিশা: ৩ ; ১৮-২৪
১ তীম: ২ ; ৯
৬ আদি ১৮ ; ১২
হিব্রো: ৩ ; ২৫
৭ ইফি: ৫ ; ২৫
কল: ৩ ; ১৯
৮ রোম: ১২ ; ১৬
৯ ১ পি: ২ ; ২৩
মথি ৫ ; ৪৪
রোম: ১২ ; ১৪, ১৭
১ থিষ: ৫ ; ১৫
১০ গীত ৩৪ ; ১২-১৬
যাকোব ১ ; ২৬

শান্তির অন্বেষণ ও তাহার অনুধাবন করুক;
১২ কারণ ধার্ম্মিকদের উপরে প্রভুর দৃষ্টি নিবদ্ধ
এবং তাঁহার কর্ণ তাহাদের প্রার্থনা শুনিবার জন্য অবারিত,
কিন্তু প্রভুর মুখ দুষ্কর্ম্মকারীদের বিরোধী।'

ধৈর্য্য ধারণে খ্রীষ্টের আদর্শ

১৩ যাহা উত্তম তোমরা যদি তাহার জন্য উদ্যোগী হও, তবে ১৪ কে তোমাদের অনিষ্ট করিবে? কিন্তু যদি ধার্ম্মিকতার জন্য দুঃখভোগ কর, তবে তোমরা ধন্য। 'তোমরা উহাদের ১৫ ভয়ে ভীত হইও না, বিচলিত হইও না'; কিন্তু তোমাদের অন্তরে 'প্রভু' খ্রীষ্টকে 'পবিত্র বলিয়া মান্য কর'। যে কেহ তোমাদের অন্তরের প্রত্যাশার সঙ্গত কারণ জানিতে চায়, ১৬ তাহাকে উত্তর দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক, অথচ বিনয় ও ঈশ্বর-ভীতি সহযোগে এবং নির্দ্দোষ বিবেক রক্ষা করিয়া উত্তর দিও, যেন, যখন তোমাদের অপবাদ করা হয়, যাহারা তোমাদের খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় সৎ আচরণের কুৎসা করে, তাহারা ১৭ তখন লজ্জিত হয়। দুষ্কর্ম্মের জন্য দুঃখভোগ করা অপেক্ষা বরং,—তাহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়—সৎকর্ম্মের জন্য ১৮ দুঃখভোগ আরও ভাল। কারণ অধার্ম্মিকদের জন্য ধার্ম্মিক ব্যক্তি খ্রীষ্টও পাপের জন্য একবারই দুঃখভোগ করিলেন, যেন তোমাদের ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত করেন; তিনি ১৯ দেহে হত হইলেন ও আত্মায় সঞ্জীবিত হইলেন; আবার আত্মাতেই তিনি কারারুদ্ধ সেই আত্মাদের কাছে গিয়া প্রচার ২০ করিলেন, যাহারা পূর্ব্বকালে, নোহের সময়ে জাহাজ প্রস্তুতকালে, যখন ঈশ্বর দীর্ঘসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন অবাধ্য হইয়াছিল; সেই জাহাজে কয়েকজন অর্থাৎ আটটি ২১ প্রাণী, জলের মধ্য হইতে নিরাপদে রক্ষিত হইল। আর এই জল সেই বাপ্তিস্মের নিদর্শন যাহা এখন তোমাদেরই রক্ষা করে। বাপ্তিস্ম দেহের মালিন্য অপসারণ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট নির্দ্দোষ বিবেকের নিবেদন; আর ইহা সেই ২২ যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, যিনি স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট; দূতেরা এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও পরাক্রম তাঁহারই বশবর্ত্তী।

১৩ রোঃ ১৩; ৩
গীত ২; ১৪
১৪ ১ পিঃ ২; ২০। ৩; ৬
মথি ৫; ১০
যিশাঃ ৮; ১২
১৫ ১ পিঃ ১; ৩, ১৩
যিশাঃ ৮; ১৩।
২৯; ২৩
কলঃ ৪; ৬
১৬ ১ পিঃ ২; ১২, ১৫
গীত ২; ৮
১৭ ১ পিঃ ২, ২০-২৪
১৮ রোঃ ৪; ৫। ৫; ২। ৬, ১০
২ করিঃ ১৩; ৪
ইফিঃ ২; ১৮
ইব্রীঃ ৯; ২৮। ১০; ১০
১৯ ১ পিঃ ৪; ৬
২০ আদি ৬; ৫, ১৩। ৭; ৭
ইব্রীঃ ১১; ৭
২১ ইফিঃ ৫; ২৬
কলঃ ২; ১১, ১২
ইব্রীঃ ১০; ২২
২২ গীত ১১০; ১
ইফিঃ ১; ২০, ২১

শুচিতা, সংযম ও দুঃখভোগের কথা

৪ সুতরাং খ্রীষ্ট দেহে দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া তোমরাও সেই একই মনোভাবে আপনাদের সুসজ্জিত কর—কারণ দেহে

১ রোঃ ৬; ৭

যে দুঃখভোগ করিয়াছে, সে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে—
২ যেন আর মানুষের অভিলাষ পূরণের জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করিয়া দেহধারণের অবশিষ্টকাল যাপন করিতে
৩ পার। ভ্রষ্টাচার, কু-অভিলাষ, মত্ততা, ভোজন-বিলাস, পানোৎসব এবং অবৈধ প্রতিমাপূজার পথে চলিয়া বিজাতীয়দের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য আমাদের জীবনের যে কাল অতীত হইয়াছে
৪ তাহাই যথেষ্ট। আর তোমরা যখন তাহাদের সহিত এক-যোগে সেইরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খলতার পথে দৌড়াও না, তখন বিস্মিত হইয়া তাহারা তোমাদের অপবাদ করে।
৫ যিনি জীবিত ও মৃত সকলের বিচার করিতে উদ্যত, তাঁহারই
৬ কাছে তাহাদের হিসাব দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই মৃতদের নিকট সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল, যেন দেহে সাধারণ মনুষ্যদের ন্যায় বিচারিত হইলেও তাহারা আত্মাতে ঈশ্বরের জীবনে জীবিত থাকে।

৭ কিন্তু সকল বিষয়ের পরিণাম নিকটবর্ত্তী; সুতরাং প্রার্থনার
৮ নিমিত্ত সুস্থির ও সংযত হও। সর্ব্বোপরি একাগ্রভাবে পরস্পর প্রেম কর, কারণ 'প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে'।
৯ অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া পরস্পর আতিথ্য কর।
১০ তোমাদের প্রত্যেকে যেমন অনুগ্রহদান পাইয়াছ, সেই অনুসারে ঈশ্বরের বহুমুখী অনুগ্রহের উত্তম অধ্যক্ষের ন্যায় পরস্পর সেবা
১১ কর। যদি কেহ কথা বলে, এমনভাবে বলুক, যেন ঈশ্বরের বাণী বলিতেছে; যদি কেহ সেবা করে, এমনভাবে করুক, যেন ঈশ্বরদত্ত শক্তি অনুসারে করিতেছে, সর্ব্ববিষয়ে যীশু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন; মহিমা ও পরাক্রম যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই। আমেন।

১২ প্রীতিভাজনেরা, তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে অগ্নি-পরীক্ষা তোমাদের হইতেছে, তাহা অস্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া বিস্মিত হইও
১৩ না; কিন্তু যে পরিমাণে তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখভোগের অংশী, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, যেন তাঁহার মহিমা প্রকাশকালে উল্লাসের
১৪ সহিত আনন্দ করিতে পার। তোমরা যদি খ্রীষ্টের নামের জন্য অপমানিত হও, তবে তোমরা ধন্য; কারণ তাহা হইলে মহিমা ও পরাক্রমের আত্মা, এমন কি 'ঈশ্বরের আত্মা' তোমাদের উপরে 'অধিষ্ঠান করেন'। অন্যদের পক্ষে
১৫ তিনি নিন্দিত; তোমাদের পক্ষে তিনি মহিমান্বিত। তোমাদের মধ্যে কেহই যেন হত্যাকারী, কি চোর, কি দুষ্কর্ম্মকারী, কি
১৬ অনধিকারচর্চ্চাকারী বলিয়া দুঃখভোগ না করে; কিন্তু কেহ

২ তীত ২; ১২
১ যোঃ ২; ১৬, ১৭
ইফিঃ ২; ২, ৩। ৪; ১৭
১ থিষঃ ৪; ৫
তীত ৩; ৩
৫ প্রেঃ ১০; ৪২
রোঃ ১৪; ১০, ১২
২ তীমঃ ৪; ১
৬ ১ পিঃ ৩; ১৯
১ করিঃ ৫; ৫
৭ ১ করিঃ ১০; ১১। ৭; ২৯, ৩১
১ যোঃ ২; ১৮
৮ হিতোঃ ১০; ১২
১ পিঃ ১; ২২
যাকোব ৫; ২০
৯ ফিলিঃ ২; ১৪
ইব্রীঃ ১৩; ২
১০ লূক ১২; ৪২
১ করিঃ ৪; ১
১১ রোঃ ৩; ২। ১২; ৭
১ করিঃ ১০; ৩১
১২ ১ পিঃ ১; ৬, ৭
১৩ প্রেঃ ৫; ৪১
রোঃ ৮; ১৭
ফিলিঃ ৩; ১০
যাকোব ১; ২
১৪ ১ পিঃ ২; ২০
যিশাঃ ১১; ২
গীত ৮৯; ৫০, ৫১
মথি ৫; ১১
ইব্রীঃ ১৩; ১৩
১৬ প্রেঃ ১১; ২৬
ফিলিঃ ১; ২০

যদি খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া দুঃখভোগ করে, তবে সে যেন লজ্জিত না হয়। বরং সেই নামে সে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করুক।
১৭ বিচারের নিরূপিত সময় উপস্থিত ও ঈশ্বরের গৃহ হইতেই আরম্ভ হইতেছে; আর যদি তাহা প্রথমে আমাদের হইতেই আরম্ভ হয়, তবে যাহারা ঈশ্বরের সুসমাচারের অবাধ্য,
১৮ তাহাদের পরিণাম কি হইবে? 'ধার্ম্মিকের পরিত্রাণই যদি আয়াসসাধ্য হয়, তবে ভক্তিহীন ও পাপী কোথায় থাকিবে'?
১৯ সুতরাং যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুঃখভোগ করে, তাহারা সৎকর্ম্মে রত থাকুক এবং সেই বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট আপন আপন প্রাণ গচ্ছিত রাখুক।

প্রাচীন ও সর্ব্বসাধারণের প্রতি উপদেশাবলী

৫ তোমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহাদের সহ-প্রাচীন ও খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সাক্ষী এবং যে মহিমা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে তাহারও সহভাগী রূপে আমি তাঁহাদের
২ অনুনয় করিতেছি; ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের মধ্যে আছে তাহা পালন কর*; তাহা প্রয়োজন বশে নয় কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরের অভিমতে কর, অসৎ লাভের জন্য নয়
৩ কিন্তু আগ্রহের সহিত কর; অর্পিত অধিকারের প্রতি প্রভুত্ব-কারীদের ন্যায় নয়, কিন্তু পালের আদর্শ হইয়া সেই কাজ
৪ কর। তাহাতে প্রধান পালক যখন আবির্ভূত হইবেন,
৫ তখন তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট প্রাপ্ত হইবে। সেইরূপে, যুবকেরা, তোমরাও প্রাচীনদের বশবর্ত্তী হও। তোমরা সকলে বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরের সেবার জন্য নম্রতায় কটিবন্ধন কর, কারণ 'ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদের
৬ অনুগ্রহ দান করেন'। সুতরাং, ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে অবনত হও, যেন তিনি নিরূপিত সময়ে তোমাদের
৭ উন্নত করেন। 'তোমাদের সকল ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেলিয়া দাও', কারণ তোমাদের বিষয়ে তাঁহার চিন্তা
৮ আছে। মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক; কারণ তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল† গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস
৯ করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ কর, জানিও যে এই একই প্রকার দুঃখভোগ জগতে অবস্থিত তোমাদের ভ্রাতাদের প্রতিও

১৬ যিহি: ৯; ৬
যির: ২৫; ২৯
২ থিষ: ১; ৮
১৮ হিতো: ১; ৩১
লূক ২৩; ৩১
১৯ গীত ৩১; ৫

১ ২ যো: ১
৩ যো: ১
রো: ৮; ১৭
প্র: ১; ৯
২ যো: ১০; ১২।
২১; ১৬
ফিলীম: ১৪
তীত ১; ৭, ১১
প্রে: ২০; ২৮, ২৯
১ তীম: ৩; ২-৭
৩ যো: ১৩; ১৫
২ করি: ১; ২৪
ফিলি: ৩; ১৭
১ থিষ: ১; ৭
তীত ২; ৭
৪ ১ পি: ২; ২৫
১ করি: ৯; ২৫
২ তীম: ৪; ৮
ইব্রী: ১৩; ২০
যাকোব ১; ১২
৫ মথি ২৩, ১২
যো: ১৩; ৪, ১৪
ইফি: ৫; ২১
যাকোব ৪; ৬
হিতো: ৩; ৩৪
গীত ১৩৮;
৬ ইয়োব ২২; ২৯
যাকোব ৪; ১০
৭ গীত ৫৫; ২২
মথি ৬; ২৫
ফিলি: ৪; ৬
৮ ১ থিষ: ৫; ৬
যাকোব ৪; ৭
ইফি: ৬; ১১-১৩
৯ ২ তীম: ৩; ১২

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই কথাও পাওয়া যায়, 'অধ্যক্ষের কার্য্য কর'

† ।

১০ ঘটিতেছে। সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টে আপনার অনন্ত মহিমা তোমাদের প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, তিনিই তোমাদের ক্ষনস্থায়ী দুঃখভোগের পর তোমাদের পরিপক্ব করিবেন, সুস্থির করিবেন, সবল করিবেন, তোমাদের
১১ সংস্থাপিত করিবেন। যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই পরাক্রম হউক। আমেন।

১০ ১ পিঃ ১; ৬
১ থিষ: ২; ১২

বিদায় অভিনন্দন

১২ সীলের * দ্বারা, যাঁহাকে আমি বিশ্বস্ত ভ্রাতা বলিয়া গণ্য করি, তোমাদের উৎসাহ দিবার জন্য ও ইহাই যে ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য আমি তোমাদের নিকটে সংক্ষেপে এই পত্র লিখিলাম; তোমরা তাহাতে
১৩ স্থির থাক। তোমাদের সেই সহ-মনোনীতা যিনি † বাবিলে আছেন, তিনি তোমাদের অভিবাদন করিতেছেন এবং আমার
১৪ পুত্র মার্কও করিতেছেন। প্রেম-চুম্বনে পরস্পর অভিবাদন কর।
তোমরা যাহারা খ্রীষ্টে আছ, সকলের উপরে শান্তি বিরাজ করুক।

১২ ইব্রী: ১৩; ২২
৩ প্রেঃ ১২; ১২,২৫
২ তীম: ৪; ১১
৪ রোঃ ১৬; ১৬
১ করি: ১৬; ২০
১ থিষ: ৫; ২৬

পিতরের দ্বিতীয় পত্র

আভাষ ও মঙ্গলবাদ

১ শিমোন পিতর, যীশু খ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিত, যাঁহারা আমাদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রদত্ত ধার্ম্মিকতায় আমাদের সহিত সমভাবে বহুমূল্য বিশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছেন,
২ তাঁহাদের সমীপে। ঈশ্বরের ও আমাদের প্রভু যীশুর তত্ত্বজ্ঞানলাভে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর পরিমাণে তোমাদের উপরে বিরাজ করুক।

২ যিহূদা ২

খ্রীষ্টিয়ানের অধিকার ও কর্ত্তব্য

৩ যিনি নিজ মহিমা ও মহত্ত্বের উদ্দেশে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা ঈশ্বরের মহা শক্তি আমাদের নিকট জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে;
৪ এবং সেই মহিমা ও মহত্ত্বের দ্বারা আমাদের নিকট মহামূল্য ও অতি মহৎ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে, যেন তাহার

* অথবা, সীল্‌বানের † সম্ভবতঃ 'যে মণ্ডলী'

দ্বারা তোমরা কু-অভিলাষজনিত যে ক্ষয় সংসারে আছে তাহা হইতে পলায়ন করিয়া তোমরা ঈশ্বরের প্রকৃতির সহভাগী ৫ হও। এইজন্যই তোমরা সবিশেষ চেষ্টা করিয়া তোমাদের ৬ বিশ্বাসের সহিত সদ্‌গুণ, সদ্‌গুণের সহিত জ্ঞান, জ্ঞানের সহিত আত্মসংযম, আত্মসংযমের সহিত ধৈর্য্য, ধৈর্য্যের সহিত ভক্তি, ৭ ভক্তির সহিত ভ্রাতৃ-স্নেহ, এবং ভ্রাতৃ-স্নেহের সহিত প্রেম ৮ সংযুক্ত কর। কারণ এসমস্ত তোমাদের অন্তরে থাকিয়া বৃদ্ধি পাইলে তাহা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তত্বজ্ঞানের বিষয়ে তোমাদের নিষ্ক্রিয় থাকিতে দিবে না, ফলহীনও ৯ হইতে দিবে না; কিন্তু এসমস্ত যাহার নাই সে অদূরদর্শী, সে অন্ধ, এবং তাহার পূর্ব্ব-পাপসমূহের মার্জ্জনা ভুলিয়া ১০ গিয়াছে। এইজন্য, ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে আহূত ও মনোনীত সেই বিষয়ে সুনিশ্চিত হইতে আরও অধিক চেষ্টা কর; কারণ এই সমস্ত কার্য্য করিলে তোমরা কখনও উচোট ১১ খাইবে না। এইরূপে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রশস্তভাবে প্রবেশাধিকার তোমাদের দেওয়া হইবে।

৭ রোঃ ১২; ১০
গাঃ ৬; ১০
১১ যোঃ ৩; ৫
কলঃ ১; ১৩

পুরাকালের ভাববাদীদের দৃষ্টান্ত অনুসারে বৃদ্ধ পিতরের সাক্ষ্যদান

১২ এইজন্য আমি তোমাদের এই সমস্ত স্মরণ করাইয়া দিতে কখনই অবহেলা করিব না, যদিও তোমরা এসমস্তই জান, এবং বর্ত্তমানে যে সত্য তোমাদের মধ্যে রহিয়াছে তোমরা ১৩ তাহাতে সংস্থাপিত আছ। আমি যতদিন এই দেহরূপ তাঁবুতে থাকি, ততদিন এই কথা স্মরণ করাইয়া তোমাদের ১৪ জাগ্রত রাখা উচিত মনে করি। কারণ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ইহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া, আমি জানি, আমাকে শীঘ্রই এই তাঁবু পরিত্যাগ করিতে হইবে। ১৫ আর সবিশেষ চেষ্টা করিব যেন আমার প্রয়াণের পরে তোমরা প্রতিনিয়ত এসমস্ত স্মরণ করিতে পার।

১৬ কোন কৌশল-কল্পিত গল্প-কথা অনুসরণে আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও পুনরাগমনের বিষয় তোমাদের জানাই নাই, বরং আমরা তাঁহার মহিমার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। ১৭ কারণ তিনি যখন পিতা ঈশ্বর হইতে সম্মান ও গৌরবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং 'ইনিই আমার পুত্র, আমার একমাত্র পুত্র, তাঁহাতে আমার পরম সন্তোষ', যখন এই মহিমাযুক্ত

১২ যিহূদা ৫
১৩ ২ করিঃ ৫; ১
২ পিঃ ৩; ১
১৪ যোঃ ২১; ১৮, ১৯
১৭, ১৮ মথি ১৭; ১-৫

১৮ প্রতাপের বাণী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আমরা তাঁহার সহিত পবিত্র পর্ব্বতে ছিলাম, ও স্বর্গ হইতে আগত ১৯ সেই বাণী শুনিতে পাইয়াছিলাম। তাহাতে ভাববাণীর যে বাক্য আমাদের নিকট আছে তাহা আরও দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হইয়াছে, তাহা অন্ধকারে দীপ্তিদায়ী প্রদীপের তুল্য বিবেচনা করিয়া, যে পর্য্যন্ত দিনের আরম্ভ না হয় ও প্রভাতীয় তারা তোমাদের হৃদয়াকাশে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাতে ২০ মনোনিবেশ করিয়া তোমরা ভালই করিতেছ। প্রথমে ইহাও জানিয়া রাখ, শাস্ত্রের কোন ভাববাণী কাহারও নিজস্ব ব্যাখ্যার ২১ বিষয় নয়; কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছানুসারে উক্ত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত কথা বলিয়াছেন।

১৯ ২ করি: ৪ ; ৬
১ পিঃ ১ ; ১০
২ তীম: ৩ ; ১৬, ১৭

বর্ত্তমান ও পুরাকালের ধর্ম্মভ্রষ্ট শিক্ষকদের কথা

২ যেমন লোকসমাজের মধ্যে ভণ্ড ভাববাদীরাও উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপে তোমাদের মধ্যেও ভণ্ড শিক্ষকেরা উপস্থিত হইবে; তাহারা গুপ্তভাবে বিনাশজনক মতভেদ উপস্থিত করিবে এবং যিনি তাহাদের ক্রয় করিয়াছেন সেই প্রভুকেই তাহারা অস্বীকার করিয়া আপনাদের উপর দ্রুত বিনাশ ২ আনয়ন করিবে। আর অনেকে তাহাদের ভ্রষ্টাচারের অনুগামী হইবে; তাহাদের দ্বারা সত্যের পথ নিন্দিত হইবে। ৩ লোভের বশে তাহারা কৃত্রিম বাক্য দ্বারা তোমাদের নিকট হইতে অর্থলাভ করিবে; অতীতের দণ্ডাদেশ তাহাদের বিষয়ে ৪ নিষ্ক্রিয় নয় এবং তাহাদের বিনাশ স্থগিত হয় নাই। কারণ যে দূতেরা পাপ করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহাদের নিষ্কৃতি না দিয়া নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন, এবং বিচারের উদ্দেশ্যে রক্ষিত হইবার জন্য অন্ধকারময় গহ্বরে সমর্পণ করিলেন; ৫ তিনি অধর্ম্মীদের জগতে জলপ্লাবন আনিবার সময় প্রাচীনকালের জগতকে নিষ্কৃতি দিলেন না, কিন্তু অন্য সাতজনের ৬ সহিত ধার্ম্মিকতার প্রচারক নোহকে রক্ষা করিলেন, তিনি সদোম ও ঘমোরা নগর ভস্মীভূত করিয়া উৎসাদন দণ্ডের আদেশ দিলেন, এবং যাহারা ভক্তি-বিরুদ্ধ আচরণ করিবে ৭ তাহাদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহা স্থাপন করিলেন। আর স্বেচ্ছাচারীদের ভ্রষ্টাচারে ক্লিষ্ট সেই ধার্ম্মিক লোটকে তিনি ৮ উদ্ধার করিলেন; কারণ সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে অবস্থানকালে তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া প্রতি

১ মথি ২৪ ; ১১
১ তীম: ৪ ; ১
দ্বি: বি: ১৩ ; ১।
১৮ ; ২২
যির: ২৩ ; ১৬
যিহূদা ৪
১ পিঃ ১ ; ১৮
১ করি: ৬ ; ২০

৩ রো: ১৬ ; ১৮
১ থিষ: ২ ; ৫

৪ আদি ৬ ; ১
যিহূদা ৬
প্র: ২০ ; ১

৫ ২ পিঃ ৩ ; ৬
যিহূদা ১৫
আদি ৮ ; ১৮
৬ আদি ১৯ ; ২৪
যিহূদা ৭

৭ আদি ১৯ ; ১৬

৯ দিন তাঁহার ধর্ম্মশীল প্রাণে ব্যথা পাইতেন। ইহাতে বুঝিতে পারি, প্রভু পরীক্ষা হইতে ভক্তদের উদ্ধার করিতে এবং বিচার-দিন পর্য্যন্ত অধার্ম্মিকদের দণ্ডিত অবস্থায় ১০ রাখিতে জানেন। বিশেষতঃ যাহারা দেহের বশবর্ত্তী হইয়া অপবিত্র অভিলাষে চলে ও প্রভুত্বকে তুচ্ছ করে, তাহাদের দণ্ড হইবে। তাহারা দুঃসাহসী ও স্বেচ্ছাচারী; যাঁহারা গৌরবের পাত্র তাঁহাদের নিন্দা করিতে ভয় করে না; ১১ কিন্তু স্বর্গদূতেরা, বলে ও পরাক্রমে অপেক্ষাকৃত মহান হইলেও, প্রভুর নিকট উঁহাদের বিরুদ্ধে অপবাদজনক অভিযোগ ১২ আরোপ করেন না। যে বিচার-বুদ্ধিহীন জীবজন্ত স্বভাবতঃ ধৃত ও বিনষ্ট হইবার জন্য উৎপন্ন হয় এই লোকেরা সেই-গুলির ন্যায়; তাহারা যাহা জানে না, তাহার নিন্দা করে এবং যেমন ঐ পশুরা বিনষ্ট হয় তাহারাও সেইরূপ বিনষ্ট ১৩ হইবে; এইরূপে অধর্ম্মের পুরস্কার হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে।* তাহারা দিবসে ভোগ-বিলাস পরিতোষের বিষয় মনে করে; তাহারা ক্লেদ ও কলঙ্কস্বরূপ, তোমাদের সহিত ভোজন-পান করিতে করিতে তাহারা আপনাদের ভোগ-বিলাসে ১৪ রত হয়†। তাহাদের দৃষ্টি ব্যভিচারজড়িত ও পাপ হইতে তাহারা বিরত হয় না; তাহারা অস্থিরমতি লোকদের প্রলোভন দেখায়; তাহাদের অন্তঃকরণ লোভে অভ্যস্ত; তাহারা অভিশাপের ১৫ পাত্র‡। তাহারা সরল পথ ত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে; বিয়োরের পুত্র বিলিয়মের পথ অনুসরণ করিয়াছে; সে ১৬ অধার্ম্মিকতার পুরস্কার ভালবাসিত; কিন্তু সে তাহার অপরাধের জন্য অনুযুক্ত হইয়াছিল; বাক্‌শক্তিহীন এক গর্দ্দভ মনুষ্য-কণ্ঠে উক্তি করিয়া সেই ভাববাদীর বুদ্ধিভ্রষ্টতা নিবারণ করিয়া-ছিল।

১৭ এই লোকেরা জলহীন কূপের সদৃশ, বাত্যাতাড়িত কুজ্‌ঝটিকার ন্যায়, তাহাদের জন্য ঘোর অন্ধকার সংরক্ষিত ১৮ আছে। কারণ যাহারা বিপথগামীদের সংসর্গ হইতে সদ্য পলায়ন করিয়াছে, সেই লোকদের নিকট তাহারা অসার দম্ভোক্তি করিয়া, দেহগত কু-অভিলাষে ও ভ্রষ্টাচারে তাহাদের ১৯ প্রলুব্ধ করে। তাহারা তাহাদের নিকট স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ আপনারাই ক্ষয়ের দাস; কারণ যে যাহার দ্বারা ২০ পরাভূত, সে তাহার দাসত্বেও আবদ্ধ। আমাদের প্রভু ও

৯ যিহুদা ৬
১ করিঃ ১০; ১৩
প্রঃ ৩, ১০
১০ যিহুদা ৭, ৮, ১৬
১১ যিহুদা ৯
১২ যিহুদা ১০
১৩ যিহুদা ১২
১৫ যিহুদা ১১
গণনা ২২; ৭
প্রঃ ২; ১৪
১৬ গণনা ২২; ২৮
১৭ যিহুদা ১২, ১৩
১৮ যিহুদা ১৬
১৯ যোঃ ৮; ৩৪
রোঃ ৬; ১৬
২০ মথি ১২; ৪৫
২ তীমঃ ২; ৪

* পাঠান্তর, অধর্ম্মের সম্পূর্ণ বেতন পাইবে † পাঠান্তর, প্রেম-ভোজে বিলাস করে
‡ (মূল) সন্তান

ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে জগতের অপবিত্রতা হইতে পলায়ন করিবার পর যদি তাহারা আবার এই সমস্ত বিষয়ে জড়িত হইয়া পরাভূত হয়, তবে তাহাদের ২১ প্রথম দশা অপেক্ষা শেষ দশা আরও মন্দ হইবে। ধার্ম্মিকতার পথ জানিবার পরও তাহাদের নিকট সমর্পিত পবিত্র আদেশ হইতে ফিরিয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং সেই পথ না জানিলেই ২২ তাহাদের পক্ষে ভাল হইত। এই সত্য প্রবাদ-বাক্য তাহাদের বিষয়ে পূর্ণ হইয়াছে,—

'কুকুর নিজের বমির কাছে ফিরিয়া যায়',
ধৌত হইলেও শূকর কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিতে চায়।

২১ ইব্রী: ৬; ৪-৬। ১০; ২৬, ২৭ লূক ৯; ৬২। ১২; ৪৭, ৪৮
২২ হিতো: ২৬; ১১

প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় জাগ্রত ও অনিন্দনীয় থাকা

৩ প্রীতিভাজনেরা, ইহা তোমাদের নিকটে লিখিত আমার দ্বিতীয় পত্র; উভয় পত্রেই তোমাদের স্মারকরূপে ২ তোমাদের সরল চিত্ত জাগ্রত করিতেছি; যেন পবিত্র ভাববাদীরা পূর্ব্ব হইতে যেসমস্ত কথা বলিয়াছেন, এবং প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তার যে সকল আদেশ প্রেরিতেরা তোমাদের* বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা তাহা স্মরণ কর।

৩ প্রথমে জানিয়া রাখ যে, শেষকালে আপনাদের কু-অভিলাষের অনুবর্ত্তী হইয়া বিদ্রূপকারীরা উপস্থিত হইয়া ৪ বিদ্রূপ করিবে, বলিবে, কোথায় তাঁহার আগমনের প্রতিশ্রুতি? কারণ পূর্ব্বপুরুষদের মৃত্যুর† সময় হইতে সৃষ্টির আরম্ভে ৫ যেমন ছিল, সমস্তই এখনও তেমনই আছে। তাহারা ইচ্ছা করিয়া এই কথা উপেক্ষা করে যে, ঈশ্বরের বাক্যের গুণে বহুকাল পূর্ব্বে আকাশমণ্ডল বিদ্যমান ছিল, এবং জল হইতে ৬ ও জল দ্বারা সংগঠিত এক পৃথিবীও ছিল, তাহার দ্বারা তখনকার জগৎ জলে প্লাবিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল; ৭ কিন্তু বর্ত্তমান আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সেই একই বাক্য দ্বারা অগ্নির উদ্দেশে সঞ্চিত রহিয়াছে, ভক্তিহীন মনুষ্যদের বিচার ও বিনাশের দিন পর্য্যন্ত সংরক্ষিত হইতেছে।

৮ প্রীতিভাজনেরা, এই একটি কথা উপেক্ষা করিও না যে, 'প্রভুর নিকট' একদিন সহস্রবৎসরের তুল্য এবং 'সহস্র-৯ বৎসর একদিনের তুল্য'। প্রভু তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্ব করেন না, যেমন কেহ কেহ মনে করেন তিনি বিলম্ব

১ ২ পিঃ ১; ১৩
২ যিহূদা ১৭ লূক ১; ৭০ প্রে: ৩; ২১
৩ যিহূদা ১৮ ১ তীম: ৪; ১
৪ যিশা: ৫; ১৯ যির: ১৭; ১৫ যিহি: ১২; ২২, ২৭
৫ গীত ২৪; ২ আদি ১; ২, ৬, ৯
৬ ২ পিঃ ২; ৫ আদি ৭; ২১, ২৪
৮ গীত ৯০; ৪
৯ হবক: ২; ৩ ১ তীম: ২; ৪

* পাঠান্তর, আমাদের † (মূল) নিদ্রাগত হইবার

করেন; তিনি তোমাদের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু; কেহ যে বিনষ্ট হয় ইহা তাঁহার ইচ্ছা নয়, কিন্তু সকলে যেন মন পরিবর্ত্তন

১০ করে ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে; সেই দিন আকাশমণ্ডল হু হু শব্দ করিয়া লুপ্ত হইবে, সমস্ত মৌলিক পদার্থ অগ্নিদাহে লুপ্ত হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যস্থ সমস্ত কার্য্য প্রকাশিত হইবে*।

১১ এইভাবে সমস্তই যখন লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, অথচ যখন

১২ তোমরা ঈশ্বরের দিনের প্রতীক্ষা করিতেছ ও তাহা যেন শীঘ্রই আসে তাহার জন্য সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তখন পবিত্র আচরণে ও ভক্তিতে তোমাদের কিপ্রকার লোক হওয়া উচিত? সেই দিন আকাশমণ্ডল অগ্নিতে লুপ্ত হইবে এবং সমস্ত মৌলিক পদার্থ অগ্নিদাহে গলিয়া যাইবে।

১০ মথি ২৪; ২৯, ৩৫
১ থিষঃ ৫; ২, ৩
প্রঃ ২০; ১১

১২ যিহূদা ৫
যিশাঃ ৩৪; ৪
২ পিঃ ৩; ১০

উপসংহার

১৩ কিন্তু তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা 'এক নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবীর' প্রতীক্ষা করিতেছি, যেখানে ধার্ম্মিকতা বিরাজ করে।

১৪ এইজন্য প্রীতিভাজনেরা, এই সমস্তের প্রতীক্ষায় তোমরা সবিশেষ চেষ্টা কর, যেন তাঁহার সম্মুখে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ

১৫ অবস্থায় শান্তিতে উপস্থিত হইতে পার। আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণ বলিয়া বিবেচনা কর; আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পৌলকে যে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তিনিও সেই জ্ঞান অনুসারে তোমাদের নিকট সেইভাবেই লিখিয়াছেন;

১৬ তাঁহার সমস্ত পত্রেই এই প্রসঙ্গে তিনি একই কথা বলেন। পত্রগুলির মধ্যে কোন কোন কথা দুর্ব্বোধ্য; অজ্ঞ ও অস্থিরমতি লোকেরা যেমন অন্যান্য শাস্ত্রীয় কথার বিকৃত অর্থ করে, তেমনই তাঁহার কথাগুলিরও বিকৃত অর্থ করিয়া আপনাদের বিনাশ সাধন করে।

১৭ সুতরাং, প্রীতিভাজনেরা, এসমস্ত পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছ বলিয়া আপনাদের বিষয়ে সাবধান হও, পাছে স্বেচ্ছাচারীদের ভ্রান্তিতে আকৃষ্ট হইয়া নিজেদের স্থিরতা হইতে স্খলিত

১৮ হও; কিন্তু আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বৃদ্ধি পাইতে থাক। এখন ও চিরদিন তাঁহারই মহিমা হউক।

১৩ যিশাঃ ৬৫; ১৭। ৬৬; ২২
প্রঃ ২১; ১, ২৭

১৪ ১ করিঃ ১; ৭, ৮
যিহূদা ২৪
ফিলিঃ ১; ১০। ২; ১৫
১ থিষঃ ৩; ১৩। ২৩

১৫ রোঃ ২; ৪
১ করিঃ ৩; ১০

১৭ মার্ক ১৩; ৫, ৯, ৩৩

১৮ যিহূদা ২৫

* পাঠান্তর, দগ্ধ হইবে

যোহনের প্রথম পত্র

খ্রীষ্টে অনন্ত জীবন ও তাহার শুভফল

১ যাহা আদি হইতে ছিল, আমরা যাহা শুনিয়াছি, যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং আমাদের হস্ত যাহা স্পর্শ করিয়াছে, জীবনের সেই বাক্যের বিষয় ২ লিখিতেছি,—সেই জীবন প্রকাশিত হইল; আমরা তাহা দেখিয়াছি ও সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছি; যাহা পিতার কাছে ছিল ও আমাদের কাছে প্রকাশিত হইল, সেই অনন্ত জীবনের কথাই তোমাদের কাছে ঘোষণা করিতেছি,— ৩ আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা তোমাদের কাছেও ঘোষণা করিতেছি, যেন আমাদের সহিত তোমাদেরও সহভাগিতা হয়। আর পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিতই আমাদের সহভাগিতা। এই সমস্ত আমরা লিখি- ৪ তেছি যেন আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

১,২ যোঃ ১; ১, ৪, ১৪
৩ ১ করিঃ ১; ৯
৪ যোঃ ১৫; ১১। ১৬; ২৪
২ যোঃ ১২

ঈশ্বরের দীপ্তিতে পাপের প্রতিকার

৫ আমরা যে সংবাদ তাঁহার কাছে শুনিয়া তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতি, এবং তাঁহার ৬ মধ্যে বিন্দুমাত্র অন্ধকার নাই। যদি আমরা বলি যে তাঁহার সহিত আমাদের সহভাগিতা আছে, অথচ অন্ধকারে চলি, ৭ তবে আমরা মিথ্যাবাদী, সত্য আচরণ করি না। কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনই জ্যোতিতে চলি, তবে আমাদের পরস্পর সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত সমস্ত পাপ হইতে আমাদের ৮ শুচি করে। যদি আমরা বলি, আমাদের পাপ নাই, তবে আমরা আত্ম-প্রতারণা করি, এবং সত্য আমাদের অন্তরে ৯ নাই। আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মময় বলিয়া আমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং ১০ সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে আমাদের শুচি করিবেন। যদি আমরা বলি, আমরা পাপ করি নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি এবং তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে স্থান পায় না।

৫ যাকোব ১; ১৭
৬ যোঃ ৩; ২১
১ যোঃ ২; ৪
৭ ইব্রীঃ ৯; ১৪
প্রঃ ১; ৫। ৭; ১৪
৯ হিতোঃ ২৮; ১৩

২ বৎসগণ, এই সমস্ত তোমাদের লিখিতেছি, যেন তোমরা পাপ না কর; যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের সমর্থক একজন সহায়* আছেন, তিনি সেই ধর্ম্মময় ২ যীশু খ্রীষ্ট। তিনিই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এবং কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

১ যোঃ ১৪ ; ১৬
রোঃ ৮ ; ৩৪
ইব্রী: ৭ ; ২৫
২ যোঃ ১১ ; ৫২
রোঃ ৩ ; ২৫
কলঃ ১ ; ২০
১ যোঃ ৪ ; ১০

খ্রীষ্টের আদেশ পালনই ভক্ত জীবনের প্রমাণ

৩ যদি তাঁহার সকল আদেশ পালন করি, তবে বুঝিতে পারি ৪ যে আমরা তাঁহাকে জানি। যে বলে, আমি তাঁহাকে জানি, অথচ তাঁহার আদেশ পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী এবং ৫ সত্য তাহার অন্তরে নাই। কিন্তু যে তাঁহার বাক্য পালন করে ঈশ্বর-প্রেম তাহার অন্তরে প্রকৃতই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহাতেই আমরা জানিতে পারি যে আমরা তাঁহাতে আছি; ৬ যে বলে, আমি তাঁহাতে অবস্থান করি, তিনি যেরূপ আচরণ করিতেন, তাহারও সেইরূপ আচরণ করা উচিত।

৭ প্রীতিভাজনেরা, আমি যে নূতন এক আদেশ তোমাদের জন্য লিখিতেছি তাহা নয়, বরং এমন এক পুরাতন আদেশ লিখিতেছি, যাহা আদি হইতে তোমরা পাইয়াছ; যে বাক্য তোমরা ৮ আদি হইতে শুনিয়াছ, তাহাই এই পুরাতন আদেশ। তথাপি আমি তোমাদের জন্য নূতন এক আদেশ লিখিতেছি, তাহা খ্রীষ্টেতে যেমন, তেমনই তোমাদের জীবনেও সত্য; কারণ অন্ধকার ঘুচিয়া যাইতেছে, এবং প্রকৃত জ্যোতি দীপ্তি দিতে ৯ আরম্ভ করিয়াছে। যে বলে, আমি জ্যোতিতে আছি, অথচ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারে আছে। ১০ যে আপন ভ্রাতাকে ভালবাসে, সে জ্যোতিতে অবস্থান করে, ১১ এবং তাহার মধ্যে বিঘ্ন পাইবার কারণ থাকে না। কিন্তু যে আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে রহিয়াছে এবং অন্ধকারেই চলে; সে জানে না কোথায় যাইতেছে, কারণ ১২ অন্ধকার তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়াছে। বৎসগণ, তোমাদের লিখিতেছি, কারণ তাঁহার নামের গুণে তোমাদের সমস্ত পাপ ১৩ ক্ষমা করা হইয়াছে। পিতারা, তোমাদের লিখিতেছি, কারণ যিনি আদি হইতে আছেন তোমরা তাঁহাকে জান। যুবকেরা, তোমাদের লিখিতেছি, কারণ তোমরা সেই মন্দ-আত্মাকে জয় ১৪ করিয়াছ। শিশুরা, তোমাদের লিখিলাম, কারণ তোমরা পিতাকে জান। পিতারা, তোমাদের লিখিলাম, কারণ যিনি

৪ ১ যোঃ
৫ যোঃ ১৪ ; ২১, ২৩
১ যোঃ ৫ ; ৩।
৪ ; ১২
৬ যোঃ ১৩ ; ১৫।
১৫ ; ৪, ৫
৭ যোঃ ১৩ ; ৩৪
১ যোঃ ৩ ; ১১
২ যোঃ ৫
৮ যোঃ ১৩ ; ৩৪।
১৫ ; ১০, ১২
রোঃ ১৩ ; ১২
৯ ১ যোঃ ৪ ; ২০
১০ যোঃ ১১ ; ৯
রোঃ ১৪ ; ১৩, ১৫
১১ যোঃ ১১ ; ১০।
১২ ; ৩৫
১২ লূক ২৪ ; ৪৭
প্রেঃ ১০ ; ৪৩।
১৩ ; ৩৮
১৩ ১ যোঃ ১ ; ১
১৪ ইফি: ৬ ; ১০

* (গ্রীক, পারাক্লীত) পক্ষসমর্থনকারীরূপে আগত ব্যক্তি

আদি হইতে আছেন, তোমরা তাঁহাকে জান। যুবকেরা, তোমাদের লিখিলাম, কারণ তোমরা বলবান এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে থাকে, আর তোমরা সেই মন্দ-আত্মাকে
১৫ জয় করিয়াছ। তোমরা জগত এবং জগতে অবস্থিত কোন কিছুই প্রেম করিও না। জগতকে যে প্রেম করে,
১৬ পিতার প্রেম তাহার অন্তরে থাকে না। কারণ জগতে যাহা কিছু আছে—দৈহিক অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ ও সংসার-সংক্রান্ত অলীক গর্ব্ব—এই সমস্ত পিতা হইতে নয় কিন্তু জগত
১৭ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। জগত ও তাহার অভিলাষ লোপ পাইতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে চির-স্থায়ী।

১৫ যাকোব ৪ ; ৪
১৬ উপঃ ৪ ; ৮।
৫ ; ১১
রোঃ ১৩ ; ১৪
ইফিঃ ২ ; ৩
তীত ২ ; ১২
১ পিঃ ৪ ; ২
২ পিঃ ২ ; ১৮
১৭ মথি ৭, ২১
১ করিঃ ৭ ; ৩১
১ পিঃ ৪ ; ২

ধর্ম্মভ্রষ্টতাসম্বন্ধে সতর্কতা

১৮ শিশুগণ, শেষকাল উপস্থিত, আর যেমন তোমরা শুনিয়াছ, খ্রীষ্টারি আসিতেছে, তেমনই ইতিমধ্যে অনেক খ্রীষ্টারি আসিয়া গিয়াছে : আর ইহাতেই আমরা জানি যে, শেষকাল
১৯ উপস্থিত। তাহারা আমাদের মধ্য হইতেই বাহির হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাহারা আমাদের লোক ছিল না ; যদি আমাদের হইত, তাহা হইলে তাহারা আমাদের সঙ্গেই থাকিত ; কিন্তু তাহারা সকলেই যে আমাদের নয় তাহা যেন প্রকাশ হইয়া পড়ে এইজন্য তাহারা বাহির হইয়া
২০ গিয়াছে। কিন্তু তোমরা সেই পবিত্রতম দ্বারা অভিষিক্ত
২১ হইয়াছ এবং তোমাদের সকলের জ্ঞান আছে*। তোমরা সত্য জান না বলিয়া নয়, বরং তাহা জান বলিয়া, এবং মিথ্যা কখনও সত্য হইতে জন্মে না বলিয়াই আমি ইহা
২২ তোমাদের লিখিলাম। যীশুই যে খ্রীষ্ট, তাহা যে অস্বীকার করে, সে ব্যতীত আর কে মিথ্যাবাদী? খ্রীষ্টারি সেই, যে
২৩ সেই পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার করে। যে পুত্রকে অস্বীকার করে, সে পিতাকে পায় নাই। পুত্রকে যে স্বীকার
২৪ করে, সে পিতাকেও পাইয়াছে। আদি হইতে তোমরা যাহা শুনিয়াছ, তাহা যেন তোমাদের অন্তরে থাকে ; আদি হইতে তোমরা যাহা শুনিয়াছ, তাহা যদি তোমাদের অন্তরে থাকে,
২৫ তবে তোমরাও পুত্র ও পিতাতে অবস্থান করিবে। ইহা অনন্ত জীবনের সেই প্রতিশ্রুতি যাহা তিনি আমাদের দিতে
২৬ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। যাহারা তোমাদের বিপথে লইয়া

১৮ মথি ২৪ ; ৫, ২৪
১ করিঃ ১০ ; ১১। ১১ ; ১৯
১ পিঃ ৪ ; ৭
১ যোঃ ৪ ; ৩
২ যোঃ ৭
১৯ প্রেঃ ২০ ; ৩০
১ করিঃ ১১ ; ১৯
২০ ১ করিঃ ২ ; ১৪ ১৫
২ করিঃ ১ ; ২১
১ যোঃ ২ ; ২৭
২২ ১ যোঃ ৪ ; ৩
২৩ যোঃ ৫ ; ২৩। ১৫ ; ২৩
১ যোঃ ৪ ; ১৫। ৫ ; ১
২ যোঃ ৯

* পাঠান্তর, তোমরা সকল বিষয় জান

যাইতে চায়, তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদের এই সমস্ত লিখিলাম।
২৭ তোমরা তাঁহার নিকট হইতে যে অভিষেক পাইয়াছ তাহা তোমাদের অন্তরে রহিয়াছে, এবং কেহ যে তোমাদের শিক্ষা দেয়, ইহাতে তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই অভিষেক সর্ব্ববিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিতেছে; এবং তাহা সত্য, মিথ্যা নয়; এইজন্য তাহা তোমাদের যেমন শিক্ষা দিয়াছে, তেমনই তোমরা তাঁহাতে অবস্থান করিও।
২৮ এখন, বৎসগণ, তাঁহাতেই অবস্থান কর, যেন তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা ভরসা পাই ও তাঁহার আগমনে তাঁহা হইতে লজ্জায় আমাদের মুখ লুকাইতে
২৯ না হয়। তোমরা যদি জান যে তিনি ধর্ম্মময়, তবে ইহাও নিশ্চয় জান *, যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহা হইতে জাত।

২৭ যোঃ ১৪ ; ২৬। ১৬ ; ১৩
১ যোঃ ২ ; ২০
যির: ৩১ ; ৩৪
২৮ ১ যোঃ ৪ ; ১৭
২৯ ১ যোঃ ৩ ; ৭, ১০

ঈশ্বরের প্রেমের চরম প্রকাশ ও তাহার ফল

৩ দেখ, পিতা আমাদের কেমন প্রেম বিতরণ করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই; আর আমরা তাহাই। এইজন্য জগত আমাদের জানে না, কারণ
২ সে তাঁহাকে জানে নাই। প্রীতিভাজনেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান; পরে কি হইব তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন তখন আমরা তাঁহার সদৃশ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন,
৩ তাঁহাকে তেমনই দেখিব। যে তাঁহাতে এই প্রত্যাশা রাখে, সে আপনাকে বিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি বিশুদ্ধ। যে কেহ
৪ পাপাচরণ করে সে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে; পাপই উচ্ছৃঙ্খলতা।
৫ আর তোমরা জান, আমাদের পাপরাশি যেন বহিয়া লইয়া যান এইজন্য তিনি প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাতে পাপ
৬ নাই। যে তাঁহাতে অবস্থান করে সে পাপ করে না; যে পাপ করে, সে তাঁহাকে দেখে নাই এবং জানেও নাই।
৭ বৎসগণ, কেহ যেন তোমাদের বিপথে লইয়া না যায়; যে
৮ ধর্ম্মাচরণ করে সে ধর্ম্মময়, যেমন তিনি ধর্ম্মময়। যে পাপ করে, সে দিয়াবলের লোক; কারণ দিয়াবল আদি হইতেই পাপ করিয়া আসিতেছে; দিয়াবলের কার্য্য ধ্বংস করিবার
৯ জন্যই ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হইলেন। যে ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপ করে না, কারণ তাঁহার প্রকৃতি তাহার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ করিতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর

১ যোঃ ১ ; ১২, ১৩। ১৬ ; ৩
২ রোঃ ৮ ; ১৫, ১৭
২ করিঃ ৩ ; ১৮
ফিলিঃ ৩ ; ২১
কলঃ ৩ ; ৪
প্রঃ ২২ ; ৪
৪ ১ যোঃ ৫ ; ১৭
৫ যিশাঃ ৫৩ ; ৪, ১১, ১২
যোঃ ১ ; ২৯। ৮ ; ৪৬
১ পিঃ ২ ; ২২, ২৪
৬ ৩ যোঃ ১১
৭ ১ যোঃ ২ ; ২৯। ৩ ; ১০
৮ যোঃ ৮ ; ৪৪
৯ ১ যোঃ ৫ ; ৪, ১৮
৩ যোঃ ১১

* অথবা, জানিও

১০ হইতে জাত। কাহারা ঈশ্বরের সন্তান ও কাহারা দিয়াবলের সন্তান তাহা ইহাতেই প্রকাশ পায়; যে ধর্ম্মাচরণ করে না এবং যে আপন ভ্রাতাকে ভালবাসে না সে ঈশ্বরের লোক ১১ নয়। কারণ তোমরা আদি হইতেই যে বাণী শুনিয়াছ, ১২ তাহা এই যে, আমাদের পরস্পর প্রেম করা উচিত; কয়িন যেমন সেই মন্দ-আত্মার লোক ছিল এবং আপন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিল, আমরা যেন তেমন না হই। সে কেন তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল? কারণ, তাহার নিজের কার্য্য মন্দ, কিন্তু তাহার ভ্রাতার কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত ছিল।

১০ ১ যোঃ ২; ২৯। ৩; ৭
১১ যোঃ ১৩; ২৪। ৭; ৭। ১৫; ১২
১ যোঃ ২; ৭। ৪; ৭
২ যোঃ ৫
১২ আদি ৪; ৮

ভ্রাতৃপ্রেমের বর্ণনা

১৩ ভ্রাতৃগণ, জগত যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তাহাতে বিস্মিত ১৪ হইও না। আমরা যে মৃত্যু হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি, আমাদের ভ্রাতাদের প্রেম করি বলিয়া তাহা জানি; যে কেহ প্রেম ১৫ করে না সে মৃত্যুতে অবস্থান করে। যে আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে সে নরঘাতক; এবং তোমরা জান, অনন্ত জীবন কোন ১৬ নরঘাতকের অন্তরে অবস্থান করে না। তিনি আমাদের জন্য নিজ প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন ইহাতেই আমরা প্রেমের পরিচয় পাইয়াছি; এইজন্য আমাদের কর্ত্তব্য যেন ভ্রাতাদের ১৭ জন্য আমরাও আপন আপন প্রাণ অর্পণ করি। যদি কাহারও জাগতিক সম্পদ থাকে, আর কোন ভ্রাতাকে অভাব-গ্রস্ত দেখিয়াও তাহার সম্মুখে আপনার হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করে, তবে ঈশ্বর-প্রেম কেমন করিয়া তাহার অন্তরে থাকে? ১৮ বৎসগণ, এস, আমরা কেবল কথায় ও জিহ্বাতে নয়, ১৯ কিন্তু কার্য্যে ও সত্যে প্রেম করি। তাহাতে আমরা জানিব যে আমরা সত্যের লোক এবং আমরা তাঁহার সাক্ষাতে আপনাদের অন্তঃকরণকে এই প্রবোধ দিতে পারিব যে, ২০ আমাদের অন্তঃকরণ কোন বিষয়ে আমাদের দোষী করিলেও তথাপি ঈশ্বর আমাদের অন্তঃকরণ অপেক্ষা মহান, এবং ২১ তিনি সকলই জানেন। প্রীতিভাজনেরা, আমাদের অন্তঃকরণ যদি আমাদের দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের সম্মুখে আমরা ২২ ভরসা পাই; এবং যাহা কিছু যাচনা করি, তাহা আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাই; কারণ আমরা তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন করি, ও তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা প্রীতিজনক ২৩ তাহাই করি। আমরা যেন তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি, এবং তিনি যেমন আমাদের আদেশ দিয়াছেন তেমনই যেন আমরা পরস্পর প্রেম করি, ইহাই তাঁহার

১৩ মথি ৫; ১১
যোঃ ৭; ৭। ১৫; ১৮, ১৯। ১৭; ১৪
১৪ যোঃ ৫; ২৪
১৫ মথি ৫; ২১, ২২
১৬ যোঃ ১৩; ১। ১৫; ১৩
গাঃ ২; ২০
১৭ দ্বিঃ বিঃ ১৫; ৭
যাকোব ২; ১৫, ১৬
১ যোঃ ৪; ২০
১৮ যাকোব ১; ২২
২১ ১ করিঃ ৪; ৪
ইব্রীঃ ৪; ১৬
১ যোঃ ৫; ১৪
২২ মথি ৭; ৭
মার্ক ১১; ২৪
যোঃ ৮; ২৯। ১৫; ১৭। ১৬; ২৩
২৩ যোঃ ৬; ২৯

২৪ আদেশ। যে তাঁহার সকল আদেশ পালন করে, সে তাঁহাতে অবস্থান করে ও তিনি তাহাতে অবস্থান করেন; আর যাঁহাকে তিনি আমাদের প্রদান করিয়াছেন সেই আত্মারই দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন।

২৪ যোঃ ৬; ৫৬ ১ যোঃ ৪; ১৩ রোঃ ৮; ৯

সৎ এবং অসৎ শিক্ষার নির্ণয়

৪ প্রীতিভাজনেরা, সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মাদের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহারা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে কিনা; কারণ অনেক ভণ্ড ভাববাদী জগতে ২ বাহির হইয়াছে। ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার; যে কোনও আত্মা স্বীকার করে, যীশু খ্রীষ্ট মানব- ৩ দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, সে ঈশ্বরের; যে কোনও আত্মা যীশুকে অস্বীকার করে *, সে ঈশ্বরের নয়; এ সেই খ্রীষ্টারির আত্মা, যাহার বিষয়ে তোমরা শুনিয়াছ যে সে আসিতেছে, ৪ আর এখনই সে জগতে উপস্থিত আছে। বৎসগণ, তোমরা ঈশ্বরের লোক; আর তোমরা তাহাদের জয় করিয়াছ; কারণ যিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন, তিনি জগতের মধ্য- ৫ বর্ত্তী ব্যক্তি অপেক্ষা মহান। তাহারা জগতের লোক, এইজন্য তাহারা জগতের কথা বলে, আর জগত তাহাদের ৬ কথা শুনে। আমরা ঈশ্বরের লোক; ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের কথা শুনে; যে ঈশ্বরের লোক নয়, সে আমাদের কথা শুনে না। ইহাতেই আমরা সত্যের আত্মা ও ভ্রান্তির আত্মা চিনিতে পারি।

১ মথি ৭; ১৫। ২৪; ১১ ১ থিষঃ ৫; ২১
২ ১ করিঃ ১২; ৩
৩ যোঃ ৮; ১৭ ১ যোঃ ২; ১৮, ২২ ২ যোঃ ৭
৪ মথি ১২; ২৯ রোঃ ৮; ৩১ ১ যোঃ ৫; ৫
৫ যোঃ ৩; ৩১। ৮; ২৩। ১৫; ১৯
৬ যোঃ ৮; ৪৭। ১৪; ১৭ ১ করিঃ ২; ১২

প্রেমসম্পর্কে মণ্ডলীর নিকট অনুরোধ

৭ প্রীতিভাজনেরা, এস, আমরা পরস্পর প্রেম করি, কারণ প্রেম ঈশ্বরের দান; এবং যে প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে ৮ জাত ও সে ঈশ্বরকে জানে। যে প্রেম করে না, সে ৯ ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম। ঈশ্বর যে আপনার একমাত্র পুত্রকে এই জগতে প্রেরণ করিলেন, যেন আমরা তাঁহার দ্বারা জীবিত থাকি, ইহাতেই ঈশ্বরের প্রেম আমাদের ১০ মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতেই প্রেম, আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়, কিন্তু তিনিই আমাদের প্রেম করিলেন এবং তাঁহার পুত্রকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত- ১১ স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। প্রীতিভাজনেরা, ঈশ্বর যখন আমাদের এমন প্রেম করিয়াছেন, তখন আমাদেরও পরস্পর

৭ ১ যোঃ ২; ২৯। ৩; ১১
৯ যোঃ ৩; ১৬
১০ ১ যোঃ ২; ২। ৪; ১৯
১১ মথি ১৮; ৩৩

* পাঠান্তর, যীশুর সত্তা বিভক্ত বা ধ্বংসিত করে

১২ প্রেম করা উচিত। ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; যদি আমরা পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে থাকেন এবং তাঁহার প্রেম আমাদের মধ্যে ১৩ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। ইহাতেই আমরা জানি যে আমরা তাঁহাতে অবস্থিত ও তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন, কারণ তিনি আপন আত্মা হইতে আমাদের গ্রহণ করিতে দিয়াছেন। ১৪ আমরা দেখিয়াছি ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, পিতা পুত্রকে ১৫ জগতের পরিত্রাণকর্ত্তারূপে প্রেরণ করিয়াছেন। যে কেহ স্বীকার করে যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর তাহার অন্তরে ১৬ থাকেন, এবং সে ঈশ্বরে অবস্থান করে। ঈশ্বরের যে প্রেম আমাদের অন্তরে আছে, সেই প্রেম আমরা জানি ও বিশ্বাস করিয়াছি। ঈশ্বরই প্রেম, আর প্রেমে যে অবস্থান করে সে ঈশ্বরে অবস্থান করে, এবং ঈশ্বর তাহাতে অবস্থান করেন। ১৭ বিচার-দিনে যেন আমরা সাহস পাই এইজন্য প্রেম আমাদের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে; কারণ তিনি যেমন আছেন, ১৮ আমরাও এই জগতে তেমনই আছি। প্রেমে ভয় নাই, বরং পূর্ণ প্রেম ভয়কে দূর করিয়া দেয়; কারণ ভয়ের সহিত শাস্তি জড়িত, আর যে ভয় করে, সে প্রেমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ১৯ হয় নাই। আমরা তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ তিনিই ২০ প্রথমে আমাদের প্রেম করিয়াছেন। যদি কেহ বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, অথচ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী; কারণ যাহাকে দেখিয়াছে, আপনার সেই ভ্রাতাকে যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে, যাঁহাকে দেখে নাই, তাঁহাকে ২১ প্রেম করিতে পারে না। আর আমরা তাঁহার নিকট হইতে এই আদেশ পাইয়াছি, ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক।

১২ যো: ১; ১৮
১ তীম: ৬; ১৬
১ যো: ২; ৫
১৩ ১ যো: ৩; ২৪
১৪ যো: ৩; ১৭
১৫ ১ যো: ৫; ১
১৭ ১ যো: ২; ২৮
১৯ ১ যো: ৪; ১০
২০ ১ পি: ১; ৮
১ যো: ২; ৯-১১
২১ মার্ক ১২; ২৯-৩১

খ্রীষ্টে বিশ্বাস ও অনন্ত জীবন

৫ যে কেহ বিশ্বাস করে যে যীশুই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর হইতে জাত; এবং যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম করে, সে ২ তাঁহা হইতে জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে। যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি ও তাঁহার সকল আদেশ পালন করি, তখনই আমরা ৩ জানি যে ঈশ্বরের সন্তানদেরও প্রেম করি। আমরা তাঁহার সকল আদেশ পালন করি, ইহাই ঈশ্বর-প্রেম; আর তাঁহার ৪ আদেশ দুর্ব্বহ নয়; কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, তাহা জগতকে জয় করে; এবং যাহা জগতের উপর জয়ী

১ যো: ১; ১৩
১ পি: ১; ২২, ২৩
১ যো: ৪; ১৫, ১৬
৩ মথি ১১; ৩০
যো: ১৪; ১৫, ২৩, ২৪
১ যো: ২; ৩, ৫
৪ যো: ১৬; ৩৩
১ যো: ৩; ৯

৫ হইয়াছে, তাহা আমাদের সেই বিজয়ী বিশ্বাস। কে জগতকে জয় করে? সে কি নয়, যে বিশ্বাস করে যে যীশু ঈশ্বরের ৬ পুত্র? তিনি সেই যীশু খ্রীষ্ট, যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়া আসিয়াছিলেন; কেবল জলে নয়, কিন্তু জলে এবং রক্তে। আত্মা সত্যস্বরূপ বলিয়া আত্মাও ইহার সাক্ষী ৭ হইয়াছেন। আর তিনে মিলিয়া সাক্ষ্য দান করেন,— ৮ আত্মা ও জল ও রক্ত,—এবং এই তিনই একমত। ৯ যদি আমরা মানুষের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য মহত্তর; আর তিনি আপনার পুত্রের বিষয়ে ঐ যে সাক্ষ্য দিযাছেন, ১০ তাহাই ঈশ্বরের সাক্ষ্য। ঈশ্বরের পুত্রে যে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য তাহার অন্তরে আছে, ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করে না, সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিযাছে, কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা সে বিশ্বাস ১১ করে নাই। আর সেই সাক্ষ্য এই যে, ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দান করিয়াছেন এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রেই ১২ আছে। পুত্রকে যে পাইয়াছে সে সেই জীবন পাইয়াছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই, সে সেই জীবন পায় নাই।

৫ ১ যোঃ ৪ : ৪
৬ যোঃ ১৯ : ৩৫
৯ যোঃ ৫ ; ৩২, ৩৬। ৮ : ১৮
১০ রোঃ ৮ : ১৬
১ করি ১৫ :
১২ যোঃ ৩ : ৩৬

শেষ পরামর্শ ও পত্রের উপসংহার

১৩ তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ, তোমাদের আমি এই সমস্ত লিখিলাম, যেন তোমরা জানিতে ১৪ পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ। তাঁহার নিকটে আমরা এই ভরসা পাইযাছি যে, তাঁহার ইচ্ছানুসারে যদি ১৫ কিছু যাচনা করি, তবে তিনি আমাদের কথা শুনেন। যদি জানি যে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেন, তবে ইহাও জানি যে, তাঁহার নিকট প্রার্থনায় যাহা কিছু চাই আমরা তাহা ১৬ পাই। যদি কেহ আপন ভ্রাতাকে এমন পাপ করিতে দেখে যাহা মৃত্যুজনক নয়, তবে সে যাচনা করুক, আর তিনি তাহাকে জীবন দিবেন,—ইহা যাহারা মৃত্যুজনক পাপ করে নাই তাহাদেরই জন্য। একপ্রকার পাপ আছে যাহা মৃত্যুজনক; সেই বিষয়ে যে কাহাকেও প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা ১৭ আমি বলি না। সমস্ত অধার্ম্মিকতাই পাপ; কিন্তু এমন পাপ আছে, যাহা মৃত্যুজনক নয়।

১৮ আমরা জানি, যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত হইয়াছে, সে পাপ করে না, কিন্তু যিনি ঈশ্বর হইতে জাত তিনিই তাহাকে রক্ষা করেন*, এবং সেই মন্দ-আত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না।

১৩ যোঃ ১ ; ১২। ২০ , ৩১
১৪ যোঃ ১৪ ; ১৩। ১৬ ; ২৩
১ যোঃ ৩ ; ২১, ২২
১৬ মথি
ইব্রী ৪-৬। ১০
১৭ ১ যোঃ ৩ ৪
১৮ যোঃ ১৭ ; ১৫
১ যোঃ ৩ ; ৯

* পাঠান্তর, যে ঈশ্বর হইতে জাত সে আপনাকে রক্ষা করে

১৯ আমরা জানি, আমরা ঈশ্বরের লোক ; সমস্ত জগত সেই মন্দ-
২০ আত্মার অধীনে রহিয়াছে। আমরা জানি যে, ঈশ্বরের পুত্র আসিয়াছেন এবং আমাদের এমন বুদ্ধি দিয়াছেন যাহাতে সেই সত্যময় ঈশ্বরকে জানি। যিনি সত্যময়, আমরা তাঁহাতে, তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টে অবস্থান করি। তিনিই
২১ সত্যময় ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন। বৎসেরা, তোমরা প্রতিমা হইতে আপনাদের রক্ষা কর।

১৯ লূক ৪ ; ৬ গাঃ ১ ; ৪
২০ যোঃ ১৭ ; ৩ ১ যোঃ ৫ ; ১১-১৩ প্রঃ ৩ ; ৭
২১ ১ করিঃ ১০ ; ৭, ১৪

যোহনের দ্বিতীয় পত্র

১ আমি, প্রাচীনপদপ্রাপ্তদের মধ্যে এই প্রাচীন, ঈশ্বরের সেই মনোনীতা মহিলা ও তাঁহার সন্তানদের সমীপে, যাঁহাদের আমি অন্তরের সহিত প্রেম করি, আর কেবল আমি করি তাহা
২ নয়, কিন্তু যত লোক সত্য জানে তাহারাও করে ; আমার অভিবাদন সেই সত্যপ্রযুক্ত যাহা আমাদের অন্তরে আছে ও অনন্তকাল
৩ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকিবে। পিতা ঈশ্বর ও সেই পিতার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নিকট হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি, সত্যে ও প্রেমে আমাদের সঙ্গে থাকিবে।

৪ তোমার সন্তানদের কেহ কেহ আমরা পিতার নিকট হইতে যেরূপ আদেশ পাইয়াছি সেই অনুসারে সত্যভাবে আচরণ করিতেছে দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।
৫ শ্রীমতী, এখন আমি তোমাকে অনুরোধ করি, কোন নূতন আদেশ তোমাকে লিখিতেছি, তাহা নয়, বরং যাহা আমরা আদি হইতেই পাইয়াছি তাহাই লিখিতেছি, আমরা যেন
৬ পরস্পর প্রেম করি। ইহাই প্রেম, যে আমরা তাঁহার আদেশ অনুসারে আচরণ করি ; আদেশটি এই, যাহা তোমরা আদি হইতে শুনিয়া আসিতেছ, যেন তোমরা সেই পথে চল।
৭ কারণ অনেক প্রবঞ্চক জগতে বাহির হইয়াছে ; যীশু খ্রীষ্ট মানবদেহধারণ করিয়া আসিয়াছেন ইহা তাহারা স্বীকার
৮ করে না ; এইপ্রকার লোকই প্রবঞ্চক ও খ্রীষ্টারি। তোমরা নিজেরা সাবধান হও ; আমাদের পরিশ্রমের ফল যেন না
৯ হারাও, কিন্তু যেন পূর্ণ পুরস্কার লাভ কর। যে কেহ খ্রীষ্টের শিক্ষায় না থাকিয়া সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, সে ঈশ্বরকে পায় নাই ; যে সেই শিক্ষায় স্থির থাকে, সে পিতা ও পুত্র
১০ উভয়কেই পাইয়াছে। যদি কেহ এই শিক্ষা না লইয়া

১ ১ পিঃ ৫ ; ১ ৩ যোঃ ১
৫ ১ যোঃ ২ ; ৭। ৩ ; ১১
৭ ১ যোঃ ২ ; ১৮, ২২। ৪ ; ১-৩
৮ গাঃ ৪ ; ১১
৯ ১ যোঃ ২ ; ২৩
১০ রোঃ ১৬ ; ১৭ গাঃ ১ ; ৮, ৯ ২ থিষ ৩ ; ৬ তীত ৩ ; ১০ ৩ যোঃ ৮

তোমাদের কাছে আসে, তবে তাহাকে গৃহে গ্রহণ করিও না
১১ বা তাহার মঙ্গল কামনা করিও না। কারণ যে তাহার মঙ্গল কামনা করে, সে তাহার দুষ্কর্ম্মের ভাগী হয়।

১২ তোমাদের কাছে অনেক কথা লিখিবার ছিল, কিন্তু কালি ও কাগজে তাহা লিখিতে চাহি না। কিন্তু আশা করি, তোমাদের কাছে গিয়া মুখামুখি হইয়া আলাপ করিব, যাহাতে
১৩ আমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়। যিনি ঈশ্বরের মনোনীতা তোমার সেই ভগ্নীর সন্তানেরা তোমাকে অভিবাদন জানাইতেছে।

১১ ১ তীম: ৫; ২২
১২ ১ যো: ১; ৪
৩ যো: ১৩

যোহনের তৃতীয় পত্র

১ আমি, প্রাচীনপদপ্রাপ্তদের মধ্যে এই প্রাচীন, আমি যাঁহাকে সত্যে প্রেম করি সেই প্রীতিভাজন গাইয়ের সমীপে।

২ প্রীতিভাজন, তোমার প্রাণ যেমন কুশলে আছে, প্রার্থনা করি, সর্ব্ববিষয়ে তেমনই তোমার কুশল হউক ও তুমি সুস্থ
৩ থাক। ভ্রাতারা আসিয়া তোমার অন্তরের সত্যের বিষয়ে ও তুমি কিরূপে সত্যে চলিতেছ সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন
৪ বলিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত। আমার সন্তানেরা সত্যে চলিতেছে শুনিলে যে আনন্দ হয়, তাহার অপেক্ষা অধিক
৫ আনন্দ আমার নাই। প্রীতিভাজন, ভ্রাতাদের ও বিদেশী লোকদের জন্য তুমি যে পরিশ্রম করিতেছ, তাহা বিশ্বস্ততার
৬ সহিত করিতেছ। তাঁহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে তোমার প্রেমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন, ঈশ্বরের যোগ্যরূপে তুমি তাঁহাদের
৭ পথ-যাত্রার সুব্যবস্থা করিলে ভালই করিবে। কারণ তাঁহারা তাঁহার নামে বাহির হইয়াছেন, বিজাতীয়দের নিকট হইতে
৮ কিছু গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং এইপ্রকার লোকদের ভরণপোষণ করিতে আমরা বাধ্য, যেন সত্যে তাঁহাদের সহকর্ম্মী হইতে পারি।

৯ মণ্ডলীকে আমি কিছু লিখিয়াছি, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে প্রাধান্যপ্রিয়, সেই দিয়ত্রিফেস্ আমাদের গ্রাহ্য করে না।
১০ এইজন্য আমি যখন আসিব, আমাদের বিপক্ষে কু-কথা বলিয়া ও বাচালতা করিয়া সে যাহা করিতেছে, তাহা স্মরণ করাইব, আর এই কার্য্যেও সন্তুষ্ট না হইয়া সে নিজেও ভ্রাতাদের গ্রহণ করে না, এবং যাহারা গ্রহণ করিতে চায় তাহাদেরও বারণ করে এবং মণ্ডলীচ্যুত করে।

১ ২ যো: ১
৬ তীত ৩; ১৩
৭ প্রে: ২০; ৩৪, ৩৫
১ করি: ৯; ১২, ১৫
৮ ইব্রী: ১৩; ২
২ যো: ১০

১১ প্রীতিভাজন, মন্দের অনুকরণ না করিয়া উত্তমের অনুকরণ কর। যে সৎকর্ম্ম করে, সে ঈশ্বরের লোক, যে দুষ্কর্ম্ম করে, ১২ সে ঈশ্বরকে দেখে নাই। দীমীত্রিয়ের পক্ষে সকলে, এমন কি, স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়াছে, আমরাও সাক্ষ্য দিতেছি, আর তুমি জান, আমাদের সাক্ষ্য সত্য।

১৩ লিখিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু তাহা কালি-কলমে ১৪ তোমাকে লিখিতে ইচ্ছা হইল না। আশা করি, শীঘ্রই তোমাকে দেখিতে পাইব, তখন মুখামুখি হইয়া আলাপ ১৫ করিব। তোমার শান্তি হউক। বন্ধুবর্গ তোমাকে অভিবাদন জানাইতেছেন। প্রত্যেকের নাম করিয়া বন্ধুগণকে অভিবাদন জানাও।

১১ ১ যোঃ ৩; ৬, ৯
১২ যোঃ ১৯; ৩৫। ২১; ২৪
১৩ ২ যোঃ ১২

যিহূদার পত্র

আভাষ

১ যিহূদা, যীশু খ্রীষ্টের দাস, এবং যাকোবের ভ্রাতা, যাঁহারা পিতা ঈশ্বরে আশ্রিত প্রীতিপাত্র এবং যীশু খ্রীষ্টের শরণাপন্ন ২ ও আহূত, তাঁহাদের সমীপে। অনুগ্রহ, শান্তি ও প্রেম প্রচুর পরিমাণে তোমাদের উপরে বিরাজ করুক।

১ মথি ১৩; ৫৫
২ ২ পিঃ ১, ২

ভ্রষ্ট শিক্ষকদের বিষয়ে সতর্কতা

৩ প্রীতিভাজনেরা, আমরা সকলে যে পরিত্রাণ সমানভাবে লাভ করিয়াছি তাহার বিষয় তোমাদের নিকট লিখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, পবিত্র ব্যক্তিদের নিকট যে বিশ্বাস একবার চিরতরে সমর্পিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে প্রাণপণ করিবার জন্য তোমাদের উৎসাহদান করিযাও ৪ কিছু লেখা আবশ্যক। কারণ, কয়েকজন লোক গুপ্তভাবে তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে যাহাদের দণ্ডাদেশের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা ভক্তিহীন, আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাহারা ভ্রষ্টাচারের সুযোগে পরিণত করে, এবং আমাদের একমাত্র অধিপতি ও প্রভু, যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে *।

৫ যদিও তোমরা একবারেই সমস্ত জানিতে পারিয়াছ, তথাপি আমি তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, মিসরদেশ

৩ ১ তীমঃ ১; ১৮। ৬; ১২
৪ গাঃ ২; ৪ ২ পিঃ ২; ১
৫ গণনা ১৪; ৩৫ ১ করিঃ ১০; ৫ ২ পিঃ ১; ১২। ৩; ১২

* পাঠান্তরে, একমাত্র অধিপতি ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে

হইতে লোকদের নিস্তার করিয়াও পরবর্ত্তীকালে যাহারা
৬ বিশ্বাস করে নাই প্রভু তাহাদের বিনষ্ট করিয়াছিলেন। আর যে স্বর্গদূতেরা তাহাদের অধিকার রক্ষা না করিয়া আপনাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল, মহা-বিচারদিনে বিচারের জন্য তিনি তাহাদের চিরস্থায়ী বন্ধন-দশায় ঘোর অন্ধকারে
৭ রাখিয়াছেন। সেইরূপে সদোম ও ঘমোরা এবং তাহার চতুর্দ্দিকের নগরগুলি ইহাদের ন্যায় লাম্পট্যে আসক্ত ও অস্বাভাবিকভাবে দেহপরবশ হইয়া চলিত এবং তাহারা চিরস্থায়ী অগ্নিরূপ দণ্ডভোগ করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ
৮ রহিয়াছে। তথাপি এই লোকেরা সেইরূপে স্বপ্ন দেখে ও নিজ নিজ দেহকে কলুষিত করে, কর্ত্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে; এবং
৯ যাঁহারা গৌরবের পাত্র তাঁহাদের নিন্দা করে। কিন্তু মোশির দেহ সম্পর্কে বাদানুবাদ করিয়া মহাদূত মীখায়েলও যখন দিয়াবলের সহিত তর্ক করিলেন তখন, তাহার উপরে অপবাদের অভিযোগ আরোপ করিতে সাহস না করিয়া,
১০ বলিলেন, প্রভু তোমাকে অনুযোগ করুন। কিন্তু এই লোকেরা যাহা জানে না, তাহারই নিন্দা করে এবং বিচার-বুদ্ধিহীন পশুদের ন্যায় সহজাত প্রবৃত্তিবশতঃ যাহা জানিতে
১১ পারে, তাহারই দ্বারা বিনষ্ট হয়। ধিক তাহাদের; কারণ তাহারা কয়িনের পথে গমনাগমন করিয়াছে; এবং পুরস্কারের লোভে বিলিয়মের ভ্রান্তিতে আপনাদের নিমজ্জিত করিয়াছে, এবং কোরহের ন্যায় প্রতিবাদ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে।
১২ তোমাদের প্রেম-ভোজ ইহাদের দ্বারা কলঙ্কিত *, কারণ তাহারা দুঃসাহসের সহিত দল বাঁধিয়া ভোজন-পান করে, কেবল নিজেদের তুষ্ট করে; তাহারা বায়ুতাড়িত জলহীন মেঘ, হেমন্ত ঋতুর ফলহীন বৃক্ষ, উপর্য্যুপরি মৃত ও উন্মূলিত;
১৩ তাহারা নিজেদের লজ্জারূপ ফেনা উৎক্ষেপকারী উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গ; ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্র; তাহাদের জন্য ঘোরতর অন্ধকার চিরকালের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে।

১৪ আদমের বংশের সপ্তম পুরুষ যে হনোক, তিনি ইহাদেরই উদ্দেশে ভাবোক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, প্রভু আপনার
১৫ সহস্র সহস্র পবিত্রলোকের সহিত আসিলেন, যেন সমস্ত লোকের বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করেন, এবং ভক্তিহীনতায় যে সমস্ত ভক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য তাহারা করিয়াছে, তাহার জন্য সমস্ত ভক্তিহীনদের, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যেসমস্ত কঠোর

৬ আদি ৬; ১
২ পিঃ ২; ৪, ৯
৭ আদি ১৯; ৪-২৫
২ পিঃ ২; ৬, ১০
৮ ২ পিঃ ২; ১০
৯ দাঃ ১০; ১৩।
১২; ১
সখঃ ৩; ২
২ পিঃ ২; ১১
প্রঃ ১২; ৭
১০ ২ পিঃ ২; ১২
১১ আদি ৪; ৮
গণনা ৩১; ১৬।
১৬; ১-৩, ৩১-৩৫
প্রেঃ ২; ১৪
২ পিঃ ২; ১৫
১২ যিহিঃ ৩৪; ২, ৮, ১০
২ পিঃ ২; ১৩
১৩ যিশাঃ ৫৭; ২০
২ পিঃ ২; ১৭
১৪ আদি ৫; ১৮, ২১
দ্বিঃ বিঃ ৩৩; ২
দাঃ ৭; ১০
সখঃ ১৪; ৫
১ থিষঃ ৩; ১৩
১৫ মথি ২৫; ৩১
২ পিঃ ২; ৫

* অথবা, তোমাদের প্রেম-ভোজে ইহারা জলাচ্ছন্ন শৈলস্বরূপ

কথা ভক্তিহীন পাপীরা বলিয়াছে তাহার জন্য তাহাদেরও
১৬ দোষী করেন। তাহারা সর্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং নিজেদের ভাগ্যের দোষ দিয়া তাহারা আপন আপন অভিলাষের অনুগামী হয়; তাহাদের মুখ মহাদম্ভের কথা বলে, এবং লাভের আশায় তাহারা লোকের তোষামোদ করিয়া থাকে।

১৭ কিন্তু প্রীতিভাজনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা ইতিপূর্ব্বে যেসমস্ত কথা বলিয়াছেন, তোমরা
১৮ তাহা স্মরণ কর; তাঁহারা তোমাদের বলিতেন, শেষকালে বিদ্রূপকারীরা উপস্থিত হইবে, যাহারা আপনাদের ভক্তি-
১৯ বিরুদ্ধ অভিলাষের অনুগামী হইবে। ঐহিক ও আত্মা-
২০ বিহীন, তাহারা বিভেদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু প্রীতিভাজনেরা, তোমরা তোমাদের পরম-পবিত্র বিশ্বাসের উপর নিজেদের
২১ সুপ্রতিষ্ঠিত কর; পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা কর; ঈশ্বরের প্রেমে আপনাদের সুস্থির রাখ; অনন্ত জীবন লাভের জন্য
২২ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়ার প্রতীক্ষায় থাক। যাহারা নিজেদের বিষয়ে সন্দিগ্ধমনা, এইরূপ কোন কোন লোকের
২৩ প্রতি দয়া প্রদর্শন কর *; কোন কোন লোককে অগ্নি হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাদের উদ্ধার কর; কোন কোন লোকের প্রতি সভয়ে দয়া প্রদর্শন কর; দেহের দ্বারা কলঙ্কিত বস্ত্রও ঘৃণা কর।

২৪ যিনি তোমাদের পদস্খলন হইতে রক্ষা করিতে এবং তাঁহার মহিমার সাক্ষাতে নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত
২৫ করিতে পারেন, সেই একমাত্র ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যুগকলাপের পূর্ব্ব হইতে, এখন, এবং সমস্ত যুগে তাঁহারই গৌরব, মহিমা, পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব হউক। আমেন।

১৬ ২ পিঃ ২; ১০, ১৮
১৭ ২ পিঃ ৩; ২
১৮ ১ তীমঃ ৪; ১ ২ পিঃ ৩; ৩
২০ কলঃ ২; ৭ ১ থিষঃ ৫; ১১
২৩ আমোষ ৪; ১১ সখঃ ৩; ২, ৪ প্রঃ ৩; ৪
২৪ যোঃ ১৭; ১৫ ফিলিঃ ১; ১০ ১ থিষঃ ৫; ২৩ ২ পিঃ ৩; ১৪
২৫ রোঃ ১৬; ২৭ ১ তীমঃ ১; ১৭ ২ পিঃ ৩; ১৮

যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য

লেখকের উদ্দেশ্য

১ যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য, যাহা ঈশ্বর তাঁহাকে দান করিলেন যেন যাহা অবশ্যই শীঘ্র ঘটিবে সেই সমস্ত বিষয়

১ দাঃ২; ২৮, ২৯

* পাঠান্তরে ২২ পদ,—বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত কোন কোন লোককে দয়া প্রদর্শন কর

আপন দাসদের নিকট প্রকাশ করেন; আর তিনি আপনার দূতের দ্বারা তাহা প্রেরণ করিয়া তাঁহার দাস যোহনের নিকট ২ বর্ণনা করিলেন। সেই যোহন ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের বিষয়ে, যাহা যাহা দেখিলেন, ৩ সেই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই ভাববাণীর সমস্ত বাক্য যে পাঠ করে সে ধন্য, ও তাহা শুনিয়া যাহারা ইহাতে লিখিত সমস্ত কথা পালন করে, তাহারাও ধন্য; কারণ সময় নিকটবর্ত্তী।

মঙ্গলবাদ ও যীশুকে প্রশংসাদান

৪ যোহন, এশিয়াদেশস্থ সপ্ত মণ্ডলীর সমীপে। যিনি আছেন, ও যিনি ছিলেন ও যিনি আসিতেছেন, তাঁহার নিকট হইতে, এবং তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী সপ্ত ৫ আত্মার নিকট হইতে, এবং যিনি 'বিশ্বস্ত সাক্ষী', মৃতদের মধ্য হইতে 'প্রথমজাত' এবং পৃথিবীর রাজাদের অধিপতি', সেই যীশু খ্রীষ্টের নিকট হইতে, অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বিরাজ করুক। যিনি আমাদের প্রেম করেন ও নিজের রক্তে আমাদের 'পাপ হইতে' আমাদের 'মুক্ত ৬ করিয়াছেন', এবং আমাদের সকলকে এক রাজ্যস্বরূপ ও আপন ঈশ্বর ও পিতার জন্য পুরোহিত করিয়াছেন, যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম হউক। আমেন।

৭ দেখ, তিনি 'মেঘযোগে আসিতেছেন', আর প্রত্যেক চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, যাহারা তাঁহাকে 'বিদ্ধ করিয়াছিল' তাহারাও দেখিবে; আর 'পৃথিবীর সমস্ত বংশ তাঁহার জন্য বিলাপ করিবে'। হাঁ, আমেন।

৮ আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা, ইহা প্রভু ঈশ্বর বলেন, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন ও যিনি আসিতেছেন, যিনি সর্ব্ব-শক্তিমান।

যোহনের দর্শনলাভ

৯ আমি যোহন, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের সহিত যীশুতে একই ক্লেশ, একই রাজ্য ও ধৈর্য্যের সহভাগী; আমি ঈশ্বরের বাক্য ও যীশুর পক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্য পাট্‌মনামক দ্বীপে ১০ ছিলাম। আমি প্রভুর দিনে আত্মা দ্বারা অভিভূত হইলাম, এবং আমার পশ্চাতে তূরীধ্বনির ন্যায় এক উচ্চ স্বর শুনিলাম। ১১ কেহ বলিলেন, তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা পুস্তকে লিখ,

২ প্রঃ ১; ৯। ৬; ৯
৩ প্রঃ ২২; ৭, ১
৪ যাত্রা ৩; ১৪, যিশাঃ ৪১; ৪ ইব্রীঃ ১৩; ৮ প্রঃ ১; ৮। ৩; ১। ৪; ৫। ৫; ৬। ১১; ১৭
৫ গীত ৮৯; ২৭, ৩৭। ১৩০; ৮ যোঃ ১৮; ৩৭ রোঃ ৮; ৩৭ কলঃ ১; ১৮ ইব্রীঃ ৯; ১৪ ১ পিঃ১; ১৮, ১৯ ১ যোঃ ১; ৭ প্রঃ ৩; ১৪। ৭; ১৪। ১৯; ১৬
৬ প্রঃ ৫; ১০ ১ পিঃ ২; ৫, ৯ যাত্রা ১৯; ৬ যিশাঃ ৬১; ৬
৭ দাঃ ৭; ১৩। সখঃ ১২; ১০-১৪ যোঃ ১৯; ৩৭
৮ যাত্রা ৩; ১৪ যিশাঃ ৪১; ৪ ইব্রীঃ ১৩; ৮ প্রঃ।৪; ৮। ২১; ৬। ২২; ১৩
৯ ১ পিঃ ৫; ১ প্রঃ ১; ২
১০ প্রঃ ৪; ১, ২

এবং ইফিষ, স্মুর্ণা, পর্গাম, থুয়াতীরা, সার্দ্দি, ফিলাদিল্‌ফিয়া ও লায়দিকেয়া, এই সাতটি মণ্ডলীর নিকট পাঠাইয়া দাও।
১২ কোন্‌ স্বর আমার সহিত কথা বলিতেছে তাহা বুঝিবার জন্য আমি পশ্চাতে ফিরিয়া সপ্ত স্বর্ণময় দীপাধার দেখিলাম,
১৩ আর সেই সপ্ত দীপাধারের মধ্যস্থলে 'মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, তিনি আপাদলম্বিত বস্ত্র পরিহিত'
১৪ এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল 'স্বর্ণ মেখলা বেষ্টিত'; তাঁহার 'মস্তক ও কেশ শুভ্র মেষলোমের ন্যায় ও তুষারের ন্যায় শুভ্র',
১৫ এবং তাঁহার 'চক্ষু অগ্নিশিখার ন্যায়'; 'তাঁহার চরণ' অগ্নিকুণ্ডে পরিশুদ্ধ করা 'উজ্জ্বল পিত্তলের সদৃশ', আর 'তাঁহার
১৬ স্বর জলের কল্লোলের ন্যায়'। তিনি দক্ষিণ হস্তে সাতটি তারা ধারণ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার মুখ হইতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ নির্গত হইতেছিল ও তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণতেজে
১৭ দীপ্ত সূর্য্যের তুল্য ছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি মৃতের ন্যায় তাঁহার চরণে পতিত হইলাম; তাহাতে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমার উপরে স্থাপন করিয়া বলিলেন,
১৮ 'ভীত হইও না, আমিই প্রথম ও শেষ', আমি চিরজীবন্ত; আমার মৃত্যু হইয়াছিল, আর দেখ, এখন আমি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবিত; আমার হস্তে মৃত্যু ও পাতালের চাবি আছে।
১৯ এইজন্য তুমি যাহা দেখিলে, যাহা আছে, এবং 'ইহার পরে
২০ যাহা ঘটিবে', সেই সমস্তই লিখ। আমার দক্ষিণ হস্তে যে সাতটি তারা দেখিলে তাহার, এবং সাতটি স্বর্ণ দীপাধারের নিগূঢ়-তত্ত্ব এই; সেই সাতটি তারা সপ্ত মণ্ডলীর দূত, এবং সাতটি দীপাধার সপ্ত মণ্ডলী।

১২ যাত্রা ২৫; ৩৭ সখ: ৪; ২
১৩ দা: ৭; ১৩। ১০; ৫ প্র: ১৪; ১৪
১৪ দা: ৭; ৯। ১০; ৬ প্র: ২; ১৮। ১৯; ১২
১৫ যিহি: ১; ৭, ২৪। ৪৩; ২
১৬ যিশা: ৪৯, ২ প্র: ১; ২০। ২, ১২, ১৬। ১৯; ১৫
১৭ যিশা: ৪১; ৪। ৪৪; ৬। ৪৮; ১২ দা: ৮, ১৭, ১৮। ১০; ১৫-১৯ মথি ১৭; ৭
১৮ রো: ৬; ৯
১৯ যিশা: ৪৮; ৬ দা: ২; ২৯
২০ প্র: ১; ১৬

এশিয়ার সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি প্রভুর আদেশ

২ ইফিষ মণ্ডলীর দূতকে লিখ,—
যিনি নিজ দক্ষিণ হস্তে সপ্ত তারা ধারণ করেন, যিনি সেই সপ্ত স্বর্ণময় দীপাধারের মধ্য দিয়া গমনাগমন করেন,
২ তিনি এই কথা বলেন; তোমার সমস্ত কার্য্য, তোমার পরিশ্রম, ও তোমার ধৈর্য্য, সমস্তই আমি জানি; আর আমি জানি যে তুমি দুষ্টদের সহ্য করিতে পার না, এবং প্রেরিত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেও যাহারা প্রেরিত নয়, তাহাদের তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ এবং ভণ্ড বলিয়া জানিতে
৩ পারিয়াছ; তোমার ধৈর্য্য আছে, আর তুমি আমার নামের
৪ জন্য ভার বহন করিয়াছ, শ্রান্ত হও নাই। তথাপি তোমার

১ ২ করি: ৬; ১৬
২ ২ করি: ১১; ১৩ ১ যোঃ ৪; ১
৩ ইব্রী: ১২; ৩ যো: ১৫; ২১
৪ যির: ২; ২

বিরুদ্ধে আমার কথা এই, তুমি তোমার প্রথম প্রেম পরিত্যাগ
৫ করিয়াছ। এই অবস্থায় স্মরণ কর, তুমি কোথা হইতে পতিত হইয়াছ, এবং মনপরিবর্ত্তন কর, আর প্রথমে তুমি যে সমস্ত কার্য্য করিতে তাহাই কর; নতুবা, যদি মন-পরিবর্ত্তন না কর, আমি তোমার নিকটে আসিব ও তোমার
৬ দীপাধার স্থানান্তরিত করিব। কিন্তু একটি গুণ তোমার আছে; নীকলায়তীয়দের যে কায্য আমি ঘৃণা করি, তুমিও
৭ তাহা ঘৃণা করিয়া থাক। যাহার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীসকলকে কি বলিতেছেন। যে বিজয়ী হয়, তাহাকে আমি 'পরমদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত জীবন-বক্ষের ফল ভোজন করিতে দিব'।

৮ আর স্মুর্ণা মণ্ডলীর দূতকে লিখ,—

যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মরিয়াছিলেন, আর জীবিত
৯ হইলেন, তিনি এই কথা বলেন। তোমার ক্লেশ ও দারিদ্র্য আমি জানি, তথাপি তুমি ধনবান; আর যিহূদী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেও যাহারা যিহূদী নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ, তাহারা যে নিন্দাবাদ করে তাহাও আমি জানি।
১০ তুমি যেসমস্ত দুঃখভোগ করিবে তাহাতে ভীত হইও না। দেখ, তোমাদের পরীক্ষা করিবার জন্য দিয়াবল তোমাদের কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত, আর দশ দিন ধরিয়া তোমাদের ক্লেশ পাইতে হইবে। তুমি মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাক, তাহাতে আমি তোমাকে জীবনের
১১ মুকুট* দিব। যাহার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলী-সকলকে কি বলিতেছেন। যে বিজয়ী হয়, দ্বিতীয় মৃত্যু তাহার অনিষ্ট করিবে না।

১২ আর পর্গাম মণ্ডলীর দূতকে লিখ,—

যিনি তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ ধারণ করেন, তিনি এই কথা
১৩ বলেন; আমি জানি তুমি কোথায় বাস করিতেছ; সেখানে শয়তানের সিংহাসন আছে। আর তুমি আমার নাম ধারণ করিয়া আছ, আমার প্রতি বিশ্বাস তুমি অস্বীকার কর নাই, এমন কি, তোমাদের মধ্যে, যেখানে শয়তান বাস করে সেখানে যখন আমার সাক্ষী ও আমার বিশ্বস্ত লোক আন্তিপাস্
১৪ নিহত হইয়াছিল, তখনও কর নাই। তথাপি তোমার বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি কথা আছে, কারণ সেখানে তোমার কাছে বিলিয়মের শিক্ষাবলম্বী কয়েকজন লোক আছে; সেই ব্যক্তি

* অথবা, জয়মালা

৫ ইব্রীঃ ১০; ৩২
৬ গীত ১৩৯; ২১
৭ প্রঃ ২২; ২ আদি ২; ৯। ৩; ২২, ২৪ যিহিঃ ৩১; ৮ লূক ২৩; ৪৩ ২ করিঃ ১২; ৪
৮ যিশাঃ ৪৪; ৬। ৪৮; ১২
৯ ১ তীমঃ ৬; ১৮ ইব্রীঃ ১১; ২৬ যাকোব ২; ৫ ২করিঃ ১১; ১৪, ১৫ প্রঃ ৩; ৯
১০ মথি ১০; ২৮ দাঃ ১; ১২, ১৪ ২ তীমঃ ৪; ৮ যাকোব ১; ১২ প্রঃ ১২; ১১। ৩; ১১
১১ প্রঃ ২০; ৬, ১৪। ২১; ৮
১২ যিশাঃ ৪৯; ২ ইব্রীঃ ৪; ১২ প্রঃ ১; ১৬। ২; ১৬। ১৯; ১৫
১৪ গণনা ২৫; ১, ২। ৩১; ১৬ প্রেঃ ১৫; ২৯ ১ করিঃ ৮; ৪, ১০ ২ পিঃ ২; ১৫ যিহূদা ১১

বালাককে ইস্রায়েল-সন্তানদের সম্মুখে প্রতিবন্ধক স্থাপন করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, 'যেন তাহারা প্রতিমার নিকট ১৫ নিবেদিত বলি ভোজন করে ও লম্পটাচরণ করে'। সেইরূপে নিকলায়তীয়দের শিক্ষাবলম্বী কয়েকজনও তোমার কাছে ১৬ আছে। সুতরাং মনপরিবর্ত্তন কর, নতুবা আমি শীঘ্র তোমার নিকটে আসিব এবং আমার মুখের খড়্গ দ্বারা তাহাদের ১৭ সহিত যুদ্ধ করিব। যাহার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীসকলকে কি বলিতেছেন। যে বিজয়ী হয়, তাহাকে আমি গুপ্ত মান্নার অংশ দিব; এবং একখণ্ড শ্বেত প্রস্তর তাহাকে দিব; সেই প্রস্তরের উপরে এক নূতন নাম লেখা আছে, যাহা আর কেহই জানে না, কেবল যে গ্রহণ করে, সেই জানে।

১৬ প্রঃ ২; ১২

১৭ গীত ৭৮, ২৪ যিশাঃ ৬২; ২। ৬৫; ১৫ যোঃ ৬; ৪৮-৫০ প্রঃ ৩; ১২

১৮ আর থুয়াতীরা মণ্ডলীর দূতকে লিখ,—

যিনি ঈশ্বরের পুত্র, 'যাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার ন্যায় ও যাঁহার চরণ উজ্জ্বল পিত্তলের ন্যায়', তিনি এই কথা বলেন, ১৯ আমি জানি তোমার সমস্ত কার্য্য, জানি তোমার প্রেম, বিশ্বাস, সেবা ও ধৈর্য্য; আর তোমার প্রথম কার্য্যাবলি অপেক্ষা ২০ পরবর্ত্তী কার্য্য যে অধিক তাহাও আমি জানি। তথাপি তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা এই, তুমি ঈষেবল নামে সেই স্ত্রীলোককে প্রশ্রয় দিতেছ; সে আপনাকে ভাববাদিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া আমার দাসদের 'লম্পটাচরণ করিতে এবং প্রতিমার নিকট নিবেদিত বলি ভোজন করিতে' শিক্ষা দিয়া ২১ বিপথে লইয়া যাইতেছে। আমি তাহাকে মনপরিবর্ত্তন করিতে সময় দিয়াছিলাম, কিন্তু সে নিজের ভ্রষ্টাচার হইতে ২২ মনপরিবর্ত্তন করিতে চায় নাই। আমি তাহাকে শয্যাশায়ী করিব, এবং যাহারা তাহার সহিত ভ্রষ্টাচরণ করে, তাহারা যদি তাহার কার্য্য হইতে মন ফিরাইতে না চায়, তাহাদের ২৩ মহাক্লেশে নিক্ষেপ করিব; আর আমি তাহার সন্তানদের আঘাত করিয়া হত্যা করিব; তাহাতে সকল মণ্ডলী জানিতে পারিবে যে আমিই 'মর্ম্ম ও হৃদয় পরীক্ষা করিয়া থাকি', এবং তোমাদের 'প্রত্যেককে' আমি তোমাদের 'কার্য্য ২৪ অনুসারে ফল দিব' কিন্তু তোমাদের এবং থুয়াতীরা-নিবাসী অন্যান্য লোককে যাহারা এই শিক্ষা গ্রহণ করে নাই, এবং শয়তানের তথাকথিত গভীর তত্ত্ব যাহারা জানে নাই, তাহাদের সকলকে আমি বলিতেছি, তোমাদের উপর আমি অন্য ২৫ কোন ভার অর্পণ করি না, কেবল যাহা তোমাদের আছে

১৮ দাঃ ১০; ৬

২০ প্রঃ ২; ১৪ ১ রাঃ ১৬; ৩১ ২ রাঃ ৯; ৭, ২২

২৩ গীত ৭; ৯। ২৬; ২। ৬২; ১২ যির: ১১; ২০। ১৭; ১০। ২০; ১২ ইয়োব ৩৪; ১১ মথি ১৬; ২৭ রোঃ ২; ৬ ২ করিঃ ৫; ১০ প্রঃ ২২; ১২

২৫ প্রঃ ৩; ১১

২৬ তাহা আমার আগমন পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া থাক। যে বিজয়ী হয় ও আমার সমস্ত আদেশ শেষ পর্য্যন্ত পালন করিয়া কার্য্য করে, আমি নিজে আমার পিতার নিকট হইতে যেমন কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছি, তাহাকে সেইরূপে জাতিবৃন্দের উপরে ২৭ কর্ত্তৃত্ব দিব ; তাহাতে 'কুম্ভকারের পাত্রগুলি যেরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ ২৮ হয়, সেইভাবে লৌহদণ্ড দ্বারা সে তাহাদের শাসন করিবে' ; আর ২৯ আমি প্রভাতীয় তারা তাহাকে দিব। যাহার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীসকলকে কি বলিতেছেন।

২৬ গীত ২ ; ৮
২৭ গীত ২ ; ৯
যিশাঃ ৩০ ; ১৪
যিরঃ ১৯ ; ১১
প্রঃ ১২ ; ৫

৩ আর সার্দ্দি মণ্ডলীর দূতকে লিখ,—

যিনি ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা এবং সাতটি তারা ধারণ করেন, তিনি এই কথা বলেন ; আমি তোমার সমস্ত কার্য্যকলাপ জানি ; তুমি জীবিত বলিয়া পরিচিত, অথচ তুমি মৃত। ২ জাগিয়া থাক, এবং অবশিষ্ট যে সকল বিষয় মৃতকল্প, তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত কর ; কারণ তোমার কোন কার্য্যই আমি আমার ৩ ঈশ্বরের সাক্ষাতে সুসম্পন্ন হইতে দেখি নাই। তুমি কি রূপে পাইয়াছ ও শুনিয়াছ, তাহা স্মরণ কর ও সকলই রক্ষা করিয়া মন পরিবর্ত্তন কর। যদি জাগিয়া না থাক, তবে আমি চোরের ন্যায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইব ; কোন্ মুহূর্ত্তে তোমার নিকটে আসিব, তাহা তুমি কিছুতেই ৪ জানিতে পারিবে না। তথাপি সার্দ্দিতেও তোমার এমন কয়েকটি লোক আছে, যাহারা নিজেদের বস্ত্র মলিন করে নাই ; তাহারা শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া আমার সহিত গমনাগমন ৫ করিবে ; কারণ তাহারা যোগ্য। যে বিজয়ী হয় সে শুভ্র-বস্ত্র পরিহিত হইবে ; আমি তাহার নাম জীবন-পুস্তক হইতে কিছুতেই মুছিয়া ফেলিব না ; কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁহার দূতদের সাক্ষাতে আমি তাহার নাম ৬ স্বীকার করিব। যাহার কান আছে সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীসকলকে কি বলিতেছেন।

৭ আর ফিলাদিল্‌ফিয়া মণ্ডলীর দূতকে লিখ,—

যিনি পবিত্র, যিনি সত্যময়, 'যাঁহার হাতে দায়ূদের চাবি আছে, যিনি খুলিলে কেহ আর রুদ্ধ করে না, বা রুদ্ধ করিলে কেহ আর খোলে না', তিনি এই কথা বলেন ; ৮ আমি তোমার সমস্ত কার্য্যকলাপ জানি ; আমি তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত একটি দ্বার রাখিলাম, তাহা রুদ্ধ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই ; আমি জানি, তোমার শক্তি অল্প হইলেও তুমি আমার কথা রক্ষা করিয়াছ, আমার নাম অস্বীকার

১ প্রঃ ৫ ; ৬।
১ ; ৪, ১৬
৩ মথি ২৪ ; ৪৩
১ থিষঃ ৫ ; ২
প্রঃ ১৬ ; ১৫
৪ যিহূদা ২৩
৫ যাত্রা ৩২ ; ৩২, ৩৩
গীত ৬৯ ; ২৮
প্রঃ ৪ ; ৪। ৬ ; ১১। ৭ ; ৯। ১৭ ; ৮। ২১ ; ২৭
ফিলিঃ ৪ ; ৩
মথি ১০ ; ৩২
৭ ইয়োব ১২ ; ১৪
যিশাঃ ২২ ; ২২
প্রঃ ৬ ; ১০। ১৯ ; ১১
৮ ১ করিঃ ১৬ ; ৯
২ করিঃ ২ ; ১২
কলঃ ৪ ; ৩

৯ কর নাই। শয়তানের সমাজের যে লোকেরা, যিহূদী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেও যাহারা যিহূদী নয় কিন্তু মিথ্যাবাদী, তাহাদের কি হইবে দেখ; আমি তাহাদের 'তোমার পায়ের কাছে আসিয়া প্রণিপাত করিতে' বাধ্য করিব, এবং আমি যে তোমাকে প্রেম করিয়াছি, তাহা তাহাদের জানাইব। ১০ তুমি আমার ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এইজন্য, পৃথিবীবাসীদের পরীক্ষা করিবার জন্য সমগ্র জগতে যে পরীক্ষাকাল উপস্থিত হইবে, আমি তোমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিব। ১১ আমি শীঘ্রই আসিতেছি; তোমার যাহা আছে তাহা ধারণ করিয়া থাক, যেন কেহ তোমার মুকুট* অপহরণ না ১২ করে। যে বিজয়ী হয়, তাহাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরের স্তম্ভস্বরূপ করিব, সে আর কখনও সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইবে না; আর তাহার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখিব, এবং আমার ঈশ্বরের যে নূতন নগরী যিরূশালেম স্বর্গ হইতে, আমার ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা নামিয়া আসিতেছে, তাহার নাম এবং আমার নূতন নামও লিখিব। ১৩ যাহার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীসকলকে কি বলিতেছেন।

১৪ আর লায়দিকেয়া মণ্ডলীর দূতকে লিখ,—

যিনি আমেন, যিনি বিশ্বস্ত ও সত্যময় সাক্ষী, যিনি ১৫ ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি এই কথা বলেন; আমি তোমার কার্য্যকলাপ জানি, তুমি না শীতল না উষ্ণ; তুমি ১৬ হয় শীতল, নয় উষ্ণ হইলেই ভাল হইত। তুমি কদুষ্ণ, না উষ্ণ না শীতল, এইজন্য আমি আমার মুখ হইতে তোমাকে ১৭ বমন করিয়া ফেলিব। তুমি বলিতেছ, আমি ধনবান, ধনসঞ্চয় করিয়াছি, আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু জান না যে তুমিই দুর্ভাগা, কৃপাপাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও নগ্ন; ১৮ এইজন্য আমি তোমাকে পরামর্শ দিতেছি, তুমি আমার নিকট এই সকল দ্রব্য ক্রয় কর,—অগ্নি দ্বারা পরিশুদ্ধ স্বর্ণ, যেন ধনবান হও; শুক্লবস্ত্র, যেন তাহা পরিধান করিলে তোমার নগ্নতার লজ্জা প্রকাশ না পায়; এবং চক্ষুতে লেপন করিবার ১৯ জন্য অঞ্জন, যেন দেখিতে পাও। আমি 'যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের সকলকে অনুযোগ ও শাসন করি'; সুতরাং ২০ উদ্যোগী হইয়া মন পরিবর্ত্তন কর। দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি ও করাঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার

* অথবা, জয়মাল্য

৯ যিশাঃ ৪৩; ৪। ৪৫; ১৪। ৪৯; ২৩। ৬০; ১৪। ৬৬; ২৩ প্রঃ ২; ৯
১০ ইব্রীঃ ১০; ৩৬ ২ পিঃ ২; ৯ লূক ২১; ১৯
১১ প্রঃ ২; ২৫। ২২; ৭ ১২, ২০
১২ যিশাঃ ৬২; ২। ৬৫; ১৫ যিহিঃ ৪৮; ৩৫ প্রঃ ১৪; ১। ২২, ৪। ২১; ২ গাঃ ২; ৯
১৪ গীত ৮৯; ৩৭ যোঃ ১; ২, ৩ ২ করিঃ ১; ২০ কলঃ ১, ১৫, ১৮ প্রঃ ১; ৫
১৫ প্রঃ ২; ২ রোঃ ১২; ১১
১৭ গণনা ১২; ৮ হোঃ ১২; ৮ মথিঃ ১১; ৫ যোঃ ৯; ৩৯-৪১ ১ করিঃ ৩; ১৮। ৪; ৮
১৮ যিশাঃ ৫৫; ১ ইফিঃ ১; ১৮ ১ পিঃ ১, ৭ প্রঃ ১৬, ১৫। ১৯; ৮
১৯ হিতোঃ ৩; ১১, ১২ ১ করিঃ ১১; ৩২ ইব্রীঃ ১২; ৬
২০ পরমগীত ৫; ২ লূক ১২; ৩৬। ২২; ২৯, ৩০। ২৪; ২৯, ৩০ যোঃ ১৪; ২৩

স্বর শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি ভিতরে তাহার নিকটে গিয়া তাহার সহিত পানাহার করিব এবং সেও
২১ আমার সহিত পানাহার করিবে। আমি যেমন নিজে বিজয়ী হইয়াছি এবং আমার পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছি, তেমনই যে বিজয়ী হয়, তাহাকে আমি আমার
২২ সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে দিব। যাহার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীসকলকে কি বলিতেছেন।

২১ মথি ১৯; ২৮ ২ তীমঃ ২; ১২

৪ ইহার পর আমি চাহিয়া দেখিলাম, আর দেখ, স্বর্গে একটি দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, এবং আমি যে ধ্বনিকে প্রথমে তূরীধ্বনির ন্যায় আমার সহিত কথা বলিতে শুনিয়াছিলাম, সেই ধ্বনি বলিতেছে, তুমি উর্দ্ধে এই স্থানে এস; ইহার পর
২ যাহা যাহা অবশ্য ঘটিবে তাহা তোমাকে দেখাই। আমি তখনই আত্মা দ্বারা অভিভূত হইলাম; আর স্বর্গে এক সিংহাসন স্থাপিত দেখিলাম, সেই সিংহাসনের উপরে এক ব্যক্তি
৩ বসিয়া আছেন। যিনি বসিয়া আছেন, তিনি দেখিতে সূর্য্যকান্ত ও সার্দ্দীয়* মণির তুল্য; এবং 'সেই সিংহাসনের চারিদিকে এক মেঘধনু', যাহা দেখিতে মরকত মণির তুল্য।

১ যাত্রা ১৯; ১৬ দাঃ ২; ২৯ প্রঃ ১; ১০, ১৯
২ প্রঃ ১; ১০ গীত ১১; ৪। ৪৭; ৮। ১০৩; ১৯ যিশাঃ ৬; ১। ৬৬; ১ যিহিঃ ১; ২৬। ১০; ১ মথি ৫; ৩৪। ২৩; ২২
৩ যিহিঃ ১; ২৬-২৮

স্বর্গীয় আরাধনার দর্শন

৪ সেই সিংহাসনের চারিদিকে চব্বিশটি সিংহাসন, এবং সেই সকল সিংহাসনে চব্বিশজন প্রাচীন বসিয়া আছেন, তাঁহারা শুক্লবস্ত্র পরিহিত এবং তাঁহাদের মস্তকে সুবর্ণ মুকুট।
৫ সেই সিংহাসন হইতে 'বিদ্যুৎ-প্রভা, নিনাদ ও বজ্রধ্বনি বাহির হইতেছে', এবং সিংহাসনের সম্মুখে যে অগ্নিময় সপ্ত প্রদীপ
৬ জ্বলিতেছে, তাহা ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। মনে হয় সিংহাসনের সম্মুখে যেন স্ফটিকের ন্যায় কাচের এক সমুদ্র রহিয়াছে, এবং 'সিংহাসনের বেষ্টনীর মধ্যে সেই সিংহাসনের চারিদিকে চারি প্রাণী' আছেন; তাঁহারা সম্মুখে ও পশ্চাতে চক্ষুতে
৭ পরিপূর্ণ। প্রথম প্রাণী 'সিংহের তুল্য', দ্বিতীয় প্রাণী 'গোবৎসের তুল্য', তৃতীয় প্রাণীর 'মুখমণ্ডল মনুষ্যের তুল্য', এবং চতুর্থ প্রাণী উড্ডীয়মান 'ঈগল পক্ষীর
৮ তুল্য'। সেই চারি প্রাণীর প্রত্যেকের ছয়টি পক্ষ এবং তাঁহাদের চারিদিকে ও তাঁহাদের অভ্যন্তরে তাহারা

৪ প্রঃ ৩; ৪, ৫। ৪; ১০। ১১; ১৬
৫ যাত্রা ১৯; ১৬ সং ৪; ২ প্রঃ ৮; ৫। ১১; ১৯। ১৬; ১৮
৬ যিশাঃ ৬; ১ যিহিঃ ১; ৫, ২২, ২৬। ১০; ১, ১২
৭ যিহিঃ ১; ১০। ১০; ১৪
৮ যিশাঃ ৬; ২, ৩ যিহিঃ ১; ১৮। ১০; ১২ প্রঃ ১; ৪, ৮। ১১; ১৭

* লোহিতবর্ণের মূল্যবান প্রস্তর

চক্ষুতে পরিপূর্ণ; তাঁহারা দিবারাত্রি অবিরাম এই কথা বলেন,

'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান,
যিনি ছিলেন ও যিনি আছেন ও যিনি আসিতেছেন।'

৯ সেই সকল প্রাণী যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, যিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবিত, তাঁহারই মহিমা ও সম্মান ১০ ও ধন্যবাদ যখনই প্রকাশ করেন, তখনই যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন তাঁহার সম্মুখে সেই চব্বিশজন প্রাচীন ভূমিষ্ঠ হইয়া যিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবিত তাঁহাকে প্রণিপাত করেন, এবং আপনাদের মুকুট সিংহাসনের সম্মুখে ১১ নিক্ষেপ করিয়া বলেন, প্রভু আমাদের, ঈশ্বর আমাদের, তুমিই গৌরব ও সম্মান ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কারণ তুমি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছ এবং তোমার ইচ্ছায় সমস্তই বিদ্যমান ছিল এবং সমস্তই সৃষ্ট হইয়াছিল।

৯, ১০ গীত ৪৭ ; ৮ যিশা: ৬ ; ১ দা: ৪ ; ৩৪। ৬; ২৬। ১২; ৭ প্র: ৪ ; ৪। ৫ ; ৮, ১৪

১১ প্র: ৫ ; ১১। ১০; ৬। ১৪; ৭ আদি ১ ; ১ প্রে: ১৪ ; ১৫

ঈশ্বরের মেষশাবকের মহিমা

৫ যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে 'একখানি পুস্তক' দেখিলাম, 'তাহা ভিতরে ও ২ বাহিরে লিখিত' ও সাতটি মোহরে 'মুদ্রাঙ্কিত' ছিল। পরে আমি একজন শক্তিমান দূতকে দেখিলাম, তিনি উচ্চকণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করিতেছেন, ঐ পুস্তক খুলিবার ও তাহার ৩ মোহর ভাঙ্গিবার যোগ্য কে? কিন্তু স্বর্গে কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর নিম্নে কাহারও সেই পুস্তক খুলিবার অথবা তাহা ৪ দেখিবার সাধ্য হইল না। তখন পুস্তকখানি খুলিবার বা তাহা দেখিবার যোগ্যতাবিশিষ্ট কাহাকেও পাওয়া গেল না ৫ বলিয়া আমি অত্যন্ত রোদন করিলাম। তাহাতে প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমাকে বলিলেন, রোদন করিও না; দেখ, যিনি 'যিহূদাবংশের সিংহ' ও দায়ূদের 'মূলের অঙ্কুর', তিনি বিজয়ী হইয়াছেন, যেন তিনি ঐ পুস্তক ও তাহার ৬ সপ্ত মোহর ভাঙ্গিয়া তাহা খুলিতে ও পাঠ করিতে পারেন। পরে আমি দেখিলাম, সিংহাসনের বেষ্টনীর মধ্যে এবং চারি প্রাণী ও প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক মেষশাবক দাঁড়াইয়া আছেন, মনে হয় তিনি হত হইয়াছেন; তাঁহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু; সেই চক্ষু সমগ্র পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত ৭ আত্মা। তিনি আসিয়া, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে পুস্তকখানি গ্রহণ করিলেন। ৮ তিনি পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে চারি প্রাণী ও চব্বিশজন

১ যিশা: ২৯ ; ১১ যিহি: ২, ৯, ১০ দা: ১২ ; ৪ প্র: ৪ ; ২

৫ আদি ৪৯ ; ৯ যিশা: ১১ ; ১, ১০ রো: ১৫ ; ১২ প্র: ২২; ১৬

৬ যিশা: ৫৩ ; ৭ সখ: ৪ ; ১০ যো: ১; ২৯, ৩৬ প্র: ১ ; ৪। ৩; ১। ৪; ৫। ৭; ১৭

৮ গীত ১৪১ ; ২ প্র: ১৪ ; ২। ১৫; ২। ৮; ৩, ৪

প্রাচীন মেষশাবকের সম্মুখে প্রণিপাত করিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে একটি বীণা ও সুগন্ধি ধূপে পূর্ণ স্বর্ণময় পাত্র ছিল; সেই ধূপ পবিত্র লোকদের প্রার্থনাস্বরূপ।

৯ তাঁহারা এই কথা বলিয়া একটি নূতন গীত গাহিলেন,—

ঐ পুস্তক গ্রহণ করিবার ও তাহার মোহর খুলিবার তুমিই যোগ্য; কারণ তুমি হত হইয়াছিলে, এবং নিজের রক্ত দ্বারা সমস্ত বংশ, ভাষা, লোকসমাজ ও জাতি হইতে ঈশ্বরের জন্য লোকদের * ক্রয় করিয়াছ;

১০ এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে তাহাদের * এক রাজ্য ও পুরোহিতবর্গে পরিণত করিয়াছ; তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে †।

১১ পরে আমি চাহিয়া দেখিলাম, এবং সেই সিংহাসনের ও প্রাণীদের ও প্রাচীনবর্গের চারিদিকে অনেক দূতের স্বর শুনিলাম; তাঁহাদের সংখ্যা ছিল অযুত অযুত ও সহস্র সহস্র, আর তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,

১২ 'মেষশাবক, যিনি হত হইয়াছিলেন', পরাক্রম, ধন ও বিজ্ঞতা, শক্তি ও সম্মান, গৌরব ও ধন্যবাদ গ্রহণ করিবার তিনিই যোগ্য;

১৩ আমি আরও শুনিলাম, স্বর্গে ও পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নিম্নে ও সমুদ্রে যেসমস্ত সৃষ্ট বস্তু, এবং তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই এই কথা বলিতেছে,

'যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন', তাঁহার প্রতি ও মেষশাবকের প্রতি ধন্যবাদ ও সম্মান, গৌরব ও শক্তি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে হউক।

১৪ তাহাতে সেই চারি প্রাণী বলিলেন, আমেন; এবং সেই প্রাচীনেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন।

৯ গীত ৩৩; ৩। ৯৬, ১। ১৪৯; ৯ প্রঃ ১৪; ৩। ১৫; ৩
১০ যাত্রা ১৯; ৬। যিশাঃ ৬১; ৬ প্রঃ ১; ৬। ২০; ৬। ২২; ৫
১১ ১ রাঃ ২২; ১৯ দাঃ ৭, ১০
১২ ১ বংশাঃ ২৯; ১১ যিশাঃ ৫৩; ৭ ফিলিঃ ২; ৮-১০ প্রঃ ৪; ১১
১৩ গীত ১৪৫; ২১। ১৫০; ৬। ৪৭; ৮ ফিলিঃ ২; ১০
১৪ প্রঃ ৪; ১০। ৭; ১১, ১২। ৪

সাতটি মোহরে মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের উদ্ঘাটন

৬ পরে মেষশাবক যখন সেই সপ্ত মোহরের একটি খুলিলেন, তখন আমি দেখিলাম, এবং সেই চারি প্রাণীর একজনকে

২ বজ্রধ্বনির ন্যায় বলিতে শুনিলাম, এস, দেখ। আমি দেখিতে পাইলাম, এক শুভ্রবর্ণ অশ্ব, আর তাহার উপরে যে বসিয়া আছে, সে ধনুর্ধারী; তাহাকে একটি মুকুট দেওয়া হইল, এবং সে জয়লাভ করিতে করিতে জয়যাত্রায় বাহির হইল।

২ সখঃ ৬; ১-৩ প্রঃ ১৪; ১৪

* পাঠান্তর, আমাদের † পাঠান্তর, আমরা ... করিব

৩ তিনি যখন দ্বিতীয় মোহর খুলিলেন তখন আমি দ্বিতীয় ৪ প্রাণীকে বলিতে শুনিলাম এস, দেখ। পরে অন্য এক অশ্ব বাহির হইল, তাহা লোহিতবর্ণ, এবং তাহার উপরে যে বসিয়া ছিল তাহাকে ক্ষমতা দেওয়া হইল, যেন সে পৃথিবী হইতে শান্তি অপহরণ করে, আর যেন মানুষেরা পরস্পরকে হত্যা করে; একটি প্রকাণ্ড খড়্গও তাহাকে দেওয়া হইল।

৫ পরে তিনি যখন তৃতীয় মোহর খুলিলেন, তখন আমি তৃতীয় প্রাণীকে বলিতে শুনিলাম, এস, দেখ। আর আমি দেখিতে পাইলাম, এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব, এবং তাহার উপবে ৬ যে বসিয়া আছে, তাহার হাতে এক তুলাযন্ত্র। আর আমি যেন সেই চারি প্রাণীর মধ্য হইতে এই বাণী শুনিতে পাইলাম, এক সের গমের দাম এক দীনার ও তিন সের যবের দাম এক দীনার; এবং তুমি তৈল ও দ্রাক্ষারস নষ্ট করিও না।

৭ পরে তিনি যখন চতুর্থ মোহর খুলিলেন, তখন আমি ৮ চতুর্থ প্রাণীর এই বাণী শুনিলাম, এস, দেখ। আমি চাহিয়া দেখিলাম, এক পাণ্ডুবর্ণ অশ্ব; যে তাহার উপরে বসিয়া ছিল তাহার নাম 'মৃত্যু', এবং 'পাতাল' তাহার অনুসরণ করিতেছিল; পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের উপরে তাহাদের ক্ষমতা দেওয়া হইল, যেন তাহারা 'খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মারী দ্বারা এবং পৃথিবীর বন্য পশু দ্বারা লোকদের প্রাণ-নাশ করে'।

৯ পরে তিনি যখন পঞ্চম মোহর খুলিলেন, তখন আমি দেখিলাম, যাঁহারা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য হত হইয়াছিলেন তাঁহাদের আত্মা বেদির ১০ নীচে রহিয়াছে। তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, পবিত্র ও সত্যময় সর্ব্বাধিপতি, বিচার করিতে ও আমাদের রক্তের জন্য পৃথিবীবাসীদের প্রতিফল দিতে তুমি আর কত-১১ কাল বিলম্ব করিবে? তখন তাঁহাদের প্রত্যেককে শুভ্রবস্ত্র দেওয়া হইল, আর তাঁহাদের বলা হইল, তাঁহাদের যে সহদাস ও ভ্রাতারা তাঁহাদের ন্যায় হত হইবেন, এই সকলের সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন তাঁহারা আরও কিছুকাল বিশ্রাম করেন।

১২ পরে আমি দেখিলাম, তিনি যখন ষষ্ঠ মোহর খুলিলেন, তখন মহাভূমিকম্প হইল; সূর্য্য কালো কম্বলের ন্যায়

৪ সখঃ ১, ৮। ৬; ৩
মথি ২৪ : ৬

৮ সখঃ ৬, ৩
যির: ১৫; ৩
যিহি: ৫, ১২। ১৪; ২১। ২৯; ৫। ৩৩; ২৭। ৩৪; ২৮

৯ প্রঃ ১, ২। ৮; ৫। ১৪ : ১৮। ১৬; ৭। ২০; ৪

১০ গীত ৭৯; ১০। ৯৪; ৩
আদি ৪; ১০
দ্বিঃ বিঃ ৩২; ৪৩
২ রাঃ ৯; ৭
সখঃ ১ : ১২

১১ প্রঃ ৩; ৪, ৫। ৭; ৯
মথি ২৩; ৩২
ইব্রীঃ ১১; ৩৭-৪০

১২ যিশাঃ ১৩; ১০। ৫০; ৩
যিহিঃ ৩২; ৭, ৮
যোয়েল ২; ৩০, ৩১
মথি ২৪; ২৯
লূক ২১; ২৫

১৩ কৃষ্ণবর্ণ হইল ও পূর্ণচন্দ্র রক্তের ন্যায় হইল; প্রবল বায়ুতে কম্পিত হইয়া যেরূপে ডুমুরগাছের অপক্ব ফল পড়িয়া যায় সেইরূপে আকাশের নক্ষত্ররাজি পৃথিবীতে পতিত হইল;
১৪ গুটাইয়া রাখা পাণ্ডুলিপির ন্যায় আকাশমণ্ডলও অপসারিত হইল, এবং প্রত্যেক পর্ব্বত ও প্রত্যেক দ্বীপ স্থানান্তরিত
১৫ হইল। 'পৃথিবীর সমস্ত রাজা ও সম্ভ্রান্তলোক' এবং প্রধান সেনাপতি ও ধনবানেরা ও বীরপুরুষ, দাস ও স্বাধীন সকলে 'পর্ব্বতের গুহাতে ও শৈলে আপনাদের লুক্কায়িত রাখিল,
১৬ এবং 'পর্ব্বত ও শৈলশ্রেণীকে বলিতে লাগিল, আমাদের উপরে পতিত হও', এবং যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখ হইতে ও মেষশাবকের ক্রোধ হইতে 'আমাদের
১৭ লুকাইয়া রাখ'; কারণ তাঁহার 'ক্রোধের মহাদিন' আসিয়া উপস্থিত, আর 'তাহাতে কে দাঁড়াইতে পারে'?

১৩ যিশাঃ ৩৪; ৪। ১৩; ১০
১৪ যিশাঃ ৫৪; ১০ প্রঃ ১৬; ২০। ২০; ১১
১৫ গীত ৪৮; ৪-৬। ২; ২ যিশাঃ ২৪; ২১। ৩৪; ১২। ২; ১০, ১৯, ২১ যির: ৪; ২৯
১৬ হোঃ ১০; ৮ লূক ২৩; ৩০
১৭ যোয়েল ২; ১১, ৩১ ইষ্রা ৯; ১৫ সফঃ ১; ১৪, ১৮ গীত ৭৬; ৭ মালাঃ ৩; ২ রোঃ ২; ৫ লূক ২১; ৩৬

ঈশ্বরের দাসদের মুদ্রাঙ্কন ও স্বর্গীয় সুখের বর্ণনা

৭ তাহার পর আমি দেখিলাম, পৃথিবীর চারি কোণে চারিজন দূত দাঁড়াইয়া পৃথিবীর চারি বায়ু রোধ করিতেছেন, যেন পৃথিবীর কি সমুদ্রের কি কোন বৃক্ষের উপরে বায়ু
২ প্রবাহিত না হয়। পরে দেখিলাম, আর একজন দূত সূর্য্যের উদয়-স্থান হইতে উঠিয়া আসিতেছেন, তাঁহার কাছে জীবিত ঈশ্বরের সীলমোহর আছে; আর যাহারা পৃথিবীর ও সমুদ্রের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই চারিজন দূতকে
৩ তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, আমরা যে পর্য্যন্ত আমাদের ঈশ্বরের দাসদের ললাট মুদ্রাঙ্কিত না করি, সে পর্য্যন্ত তোমরা
৪ পথিবীর কি সমুদ্রের, কি বৃক্ষের অনিষ্ট করিও না। পরে আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের সংখ্যা শুনিলাম; ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত বংশের এক লক্ষ চুয়াল্লিশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত—

৫ যিহূদা-বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত;
রূবেণ-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
গাদ-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
৬ আশের-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
নপ্তালি-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
মনঃশি-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
৭ শিমিয়োন-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
লেবি-বংশের দ্বাদশ সহস্র;

১ যির: ৪৯; ৩৬ যিহিঃ ৭; ২। ৩৭; ৯ দাঃ ৭; ২ সখঃ ৬; ৫ মথি ২৪; ৩১
৩ যিহিঃ ৯; ৪, ৬ প্রঃ ৯; ৪। ১৪; ১
৪ প্রঃ ১৪; ১, ৩

ইষাখর-বংশের দ্বাদশ সহস্র ;
৮ সবূলূন-বংশের দ্বাদশ সহস্র ;
যোষেফ-বংশের দ্বাদশ সহস্র ;
বিন্যামীন-বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত ;

৯ ইহার পর আমি দেখিতে পাইলাম, প্রত্যেক জাতির ও বংশের, লোক-সমাজের ও ভাষার বিস্তর লোক, তাহাদের সংখ্যা কেহই গণনা করিতে পারিল না ; তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষশাবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ; তাহারা শুভ্র-
১০ বস্ত্র পরিহিত ও হস্তে খর্জ্জুর-পত্র লইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছে,

পরিত্রাণের জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট আমাদের ঈশ্বর এবং
মেষশাবকের প্রশংসা হউক।

১১ দূতেরা সকলে সিংহাসনের ও প্রাচীনবর্গের ও চারি প্রাণীর চারিদিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন ; তাঁহারা সিংহাসনের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,

১২ আমেন। প্রশংসা ও গৌরব ও বিজ্ঞতা, ধন্যবাদ ও সম্মান,
পরাক্রম ও শক্তি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরকে
অর্পিত হউক। আমেন।

১৩ আর প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, শুভ্রবস্ত্র পরিহিত এই যে লোকেরা, ইঁহারা কে ও
১৪ কোথা হইতে আসিলেন? আমি তাঁহাকে বলিলাম, প্রভু আমার, তাহা আপনিই জানেন। তিনি আমাকে বলিলেন, ইঁহারা সেই লোক যাঁহারা মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছেন, এবং মেষশাবকের রক্তে আপনাদের বস্ত্র ধৌত করিয়া শুক্লবর্ণ
১৫ করিয়াছেন ; এইজন্য তাঁহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছেন, এবং তাঁহারা দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে তাঁহার আরাধনা করেন, আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন তিনি তাঁহাদের উপরে আবরণস্বরূপ হইয়া বাস করিবেন।
১৬ 'তাঁহারা আর কখনও ক্ষুধিত হইবেন না, তৃষ্ণার্ত্তও হইবেন না, এবং তাঁহাদের গায়ে রৌদ্র বা কোন তাপ লাগিবে না' ;
১৭ কারণ যিনি সিংহাসনের বেষ্টনীর মধ্যে আছেন, সেই মেষশাবক 'তাঁহাদের পালন করিবেন এবং জীবনদায়ক উৎসের জলের নিকটে তাঁহাদের চালনা করিবেন ; আর ঈশ্বর তাঁহাদের সমস্ত অশ্রু মুছাইয়া দিবেন।'

৯, ১০ প্রঃ ৬ ; ১১। ১২ ; ১০। ১৯ ; ১ যোঃ ১২ ; ১৩ গীত ৩ ; ৮
১১, ১২ প্রঃ ৫ ; ১১-১৪। ১১ ১৬। ১৯ ; ৪
১৪ মথি ২৪ ; ২১ ইব্রীঃ ৯ ; ১৪ ১ যোঃ ১ ; ৭ প্রঃ ১ ; ৫। ২২ ; ১৪
১৫ যিহিঃ ৩৭ ; ২৭ প্রঃ ২১ ; ৩, ২২। ২২ ; ৩
১৬ গীত ১২১ ; ৬ যিশাঃ ৪৯ ; ১০
১৭ গীত ২৩ ; ২। ৩৬ ; ৮, ৯ যিশাঃ ২৫ ; ৮ যিরঃ ২ ; ১৩। ৩১ ; ১৬ যিহিঃ ৩৪ ; ২৩ যোঃ ১০ ; ১১ প্রঃ ৫ ; ৬। ২১ ; ৪

তূরীবাদক সপ্ত দূতের দর্শন

৮ মেষশাবক সেই সপ্তম মোহর খুলিলে স্বর্গ প্রায় অর্দ্ধ ২ ঘণ্টাকাল নিঃশব্দ রহিল। পরে, যাঁহারা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন, সেই সপ্ত দূতকে আমি দেখিলাম, তাঁহাদের ৩ হাতে সপ্ত তূরী দেওয়া হইল। অন্য এক দূত আসিয়া বেদির নিকটে দাঁড়াইলেন, তাঁহার হাতে সুবর্ণ এক ধূপাধার ছিল। সিংহাসনের সম্মুখস্থ স্বর্ণ-বেদির উপরে সমস্ত পবিত্র লোকের প্রার্থনার সহিত মিশ্রিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ৪ প্রচুর ধূপ দেওয়া হইল। তাহাতে পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্ত হইতে ধূপের ধূম ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ৫ উঠিল। পরে সেই দূত ধূপাধার লইয়া তাহা বেদির অগ্নিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে 'মেঘ-৬ গর্জ্জন, নিনাদ, বিদ্যুৎ-প্রভা ও ভূমিকম্প' হইল। সপ্ত তূরীধারী সপ্ত দূত তূরী বাজাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

৭ প্রথম দূত তূরী বাজাইলেন এবং শিলাবৃষ্টি ও অগ্নি রক্ত-মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাতে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ, বৃক্ষরাজির এক-তৃতীয়াংশ ও সমস্ত নূতন ৮ তৃণও দগ্ধ হইল। দ্বিতীয় দূত তূরী বাজাইলে অগ্নি-প্রজ্বলিত মহাপর্ব্বতের ন্যায় কোন একটি বস্তু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ৯ হইল; তাহাতে সমুদ্রের এক-তৃতীয়াংশ রক্তে পরিণত হইল এবং সমুদ্রবাসী প্রাণবিশিষ্ট সমস্ত সৃষ্ট জীবের এক-তৃতীয়াংশ মরিয়া গেল, এবং সমস্ত জাহাজের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস ১০ হইল। তৃতীয় দূত তূরী বাজাইলে নদ-নদীর এক-তৃতীয়াংশের উপরে ও জলের সমস্ত উৎসের উপরে মশালের ন্যায় জ্বলন্ত ১১ একটি বৃহৎ 'নক্ষত্র আকাশ হইতে পতিত হইল'। সেই নক্ষত্রের নাম সোমরাজ;* তাহাতে সমস্ত জলের এক-তৃতীয়াংশ সোমরাজের ন্যায় তিক্ত হইল, এবং সমস্ত জল দূষিত হওয়াতে বহুলোক তাহা পান করিয়া মরিয়া গেল।

১২ চতুর্থ দূত তূরী বাজাইলে সূর্য্যের এক-তৃতীয়াংশ ও চন্দ্রের এক-তৃতীয়াংশ, ও সমস্ত নক্ষত্রের এক-তৃতীয়াংশ আঘাত-প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ অন্ধকার হইয়া গেল, দিবসের এক-তৃতীয়াংশ আলোকবিহীন হইল, আর রাত্রিরও সেই অবস্থা ঘটিল।

১৩ পরে আমি চাহিয়া দেখিলাম, এবং আকাশের মধ্যপথে উড্ডীয়মান এক ঈগল পক্ষীকে উচ্চকণ্ঠে বলিতে শুনিলাম,

১ হবক্‌ঃ ২ ; ২০ সখঃ ২ ; ১৩
৩ আমোষ ৯ ; ১ প্রঃ ৫ ; ৮। ৯ ; ১৩
৪ গীত ১৪১ ; ২
৫ যাত্রা ১৯ ; ১৬ লেবীঃ ১৬ ; ১২ যিহিঃ ১০ ; ২ প্রঃ ৪ ; ৫
৭ যিহিঃ ৩৮ ; ২২ যোয়েল ২ ; ৩০ গীত ১৮ ; ১৩ যাত্রা ৯ ; ২৩-২৬
৮ যাত্রা ৭ ; ১৮-২১ যিরঃ ৫১ ; ২৫
১০ যিশাঃ ১৪ ; ১২ দাঃ ৮ ; ১০
১১ যাত্রা ১৫ ; ২৩ দ্বিঃ বিঃ ২৯ ; ১৮ যিরঃ ৯, ১৫। ২৩ ; ১৫
১২ যাত্রা ১০ ; ২১ প্রঃ ৬ ; ১২
১৩ প্রঃ ৯ ; ১২। ১১ ; ১৪। ১২ ; ১২

* চিরাতাজাতীয় তিক্ত মূল

অবশিষ্ট যে তিন দূত তূরী বাজাইতে উদ্যত, তাঁহাদের তূরীধ্বনি হইলে, পৃথিবীবাসীদের সন্তাপ, সন্তাপ, সন্তাপ হইবে।

৯ পরে পঞ্চম দূত তূরী বাজাইলে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত এক তারা আমি দেখিতে পাইলাম; রসাতলের ২ কূপের চাবি সেই তারার নিকট দেওয়া হইল। সে রসাতলের কূপ উন্মুক্ত করিল, আর সেই কূপ হইতে বৃহৎ অগ্নি-কুণ্ডের ধূমের ন্যায় ধূম উত্থিত হইল; তাহাতে কূপ হইতে ৩ উত্থিত ধূমে সূর্য্য ও বায়ুমণ্ডল অন্ধকার হইয়া গেল। তখন ঐ ধূম হইতে পঙ্গপাল বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিল, এবং পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা তাহাদের ৪ দেওয়া হইল; তাহাদের বলা হইল, যেন তাহারা পৃথিবীর তৃণ কি নবীন শস্য কি কোন বৃক্ষের অনিষ্ট না করিয়া, কেবল যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের মোহরের ছাপ নাই সেই লোকদেরই ৫ অনিষ্ট করে। সেই লোকদের হত্যা নয়, কিন্তু কেবল পাঁচ মাস ধরিয়া তাহাদের যন্ত্রণা দিবার অনুমতি তাহাদের দেওয়া হইল; তাহারা যে যন্ত্রণা দিবে তাহা মনুষ্য-দেহে বৃশ্চিকের ৬ দংশনের ন্যায়। সেই দিন লোকে মৃত্যু অন্বেষণ করিলেও তাহার উদ্দেশ পাইবে না, তাহারা মরিতে আকাঙ্ক্ষা করিবে, ৭ কিন্তু মৃত্যু তাহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিবে। সেই পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধের জন্য সজ্জিত অশ্বদের তুল্য, ও তাহাদের মস্তকে স্বর্ণ মুকুটের ন্যায় একপ্রকার মুকুট ছিল, ৮ ও তাহাদের মুখ মানুষের মুখের সদৃশ; তাহাদের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের সদৃশ আর তাহাদের দন্ত সিংহ দন্তের সদৃশ ৯ ছিল। তাহাদের বক্ষঃবর্ম্ম লৌহময় বক্ষঃবর্ম্মের সদৃশ, ও তাহাদের পক্ষের শব্দ যুদ্ধে ধাবমান বহু অশ্বযুক্ত রথের শব্দের ১০ তুল্য। বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাদের লেজ ও হুল আছে; এবং পাঁচ মাস পর্য্যন্ত মনুষ্যদের অনিষ্ট করিবার যে ক্ষমতা ১১ তাহাদের আছে, তাহা ঐ লেজেই বিদ্যমান। ঐ পঙ্গপালের রাজা রসাতলের দূত, ইব্রীয় ভাষায় তাহার নাম আবদ্দোন, ১২ ও গ্রীক ভাষায় আপল্লুয়োন।* প্রথম সন্তাপ অতীত হইল; ইহার পরে আরও দুই সন্তাপ আসিতেছে।

১৩ পরে ষষ্ঠ দূত তূরী বাজাইলে আমি ঈশ্বরের সম্মুখস্থ স্বর্ণ-১৪ বেদির চারি শৃঙ্গ হইতে এক বাণী শুনিতে পাইলাম, যাহা ষষ্ঠ তূরীধারী দূতকে আদেশ করিল, ইউফ্রেটিস্ মহানদীর

১ প্রঃ ৮ ; ১০। ২০ ; ১
২ আদি ১৯ ; ২৮
যাত্রা ১৯ ; ১৮
যোয়েল ২ ; ২, ১০
৩ যাত্রা ১০ ; ১২,
৪ যিহিঃ ৯ ; ৪
প্রঃ ৭ ; ৩
৬ ইয়োব ৩ ; ২১। ৭ ; ১৫, ১৬
যির঱ঃ ৮ ; ৩
৭ যোয়েল ২ ; ৪
৮ যোয়েল ১ ; ৬
৯ যিরঃ ৮ ; ৬
যোয়েল ২ ; ৫
১১ ইয়োব ২৬ ; ৬
১২ প্রঃ ৮ ; ১৩। ১১ ; ১৪
১৩ যাত্রা ৩০ ; ১-৩
প্রঃ ৮ ; ৩
১৪ আদি ১৫ ; ১৮
দ্বিঃ বিঃ ১ ; ৭
যিহোঃ ১ ; ৪
প্রঃ ১৬ ; ১২

* অর্থাৎ, বিনাশকারী

নিকটে যে চারিজন দূত আবদ্ধ আছেন, তাঁহাদের মুক্ত কর।
১৫ তখন মনুষ্য-জাতির এক-তৃতীয়াংশ সংহার করিবার জন্য যে চারিজন দূতকে সেই ঘটিকা ও দিন, মাস ও বৎসরের উদ্দেশে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাঁহাদের মুক্ত করা হইল।
১৬ আমি শুনিতে পাইলাম সেই অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা দুই
১৭ সহস্র লক্ষ। আমি আমার দর্শনে সেই অশ্ব ও অশ্বারোহীদের দেখিলাম যে তাহাদের বক্ষঃবর্ম্ম অগ্নি, নীল ও গন্ধক বর্ণের মত দেখিতে ছিল, এবং অশ্বগুলির মস্তক সিংহের মস্তকের ন্যায়, ও তাহাদের মুখ হইতে অগ্নি, ধূম ও গন্ধক নির্গত
১৮ হইতেছে। তাহাদের মুখ হইতে নির্গত অগ্নি, ধূম ও গন্ধক, এই তিন আঘাত দ্বারা মনুষ্য-জাতির এক-তৃতীয়াংশের
১৯ মৃত্যু হইল। সেই অশ্বদের শক্তি তাহাদের মুখে ও লাঙ্গুলে নিহিত; কারণ তাহাদের লাঙ্গূল সর্পের ন্যায় ও মস্তক-
২০ বিশিষ্ট; তাহার সাহায্যেই তাহারা ক্ষতি করে। এই সমস্ত আঘাতে যাহাদের মৃত্যু হইল না, সেই অবশিষ্ট লোকেরা নিজেদের হস্তকৃত কর্ম্ম হইতে মন ফিরাইল না; মন্দ-আত্মার পূজা করিতে অথবা 'যেসকল প্রতিমা দেখিতে শুনিতে বা চলিতে অক্ষম, সেই স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, প্রস্তর ও কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত প্রতিমাগণের' পূজা করিতে নিবৃত্ত হইল না;
২১ যে নরহত্যা, যাদু বিদ্যা, লাম্পট্য ও চৌর্য্যে তাহারা লিপ্ত ছিল, তাহা হইতেও মন ফিরাইল না।

১৫ প্রঃ ৮; ৭-১২। ১২; ৪
২০ যিশাঃ ২; ৮, ২০। ১৭; ৮ দাঃ ৫; ৪ গীত ১১৫; ৪-৭। ১৩৫; ১৫-১৮ ১করিঃ ১০; ২০ প্রঃ ১৬; ৯, ১১, ২১
২১ যিশাঃ ৪৭; ৯, ১২ গাঃ ৫; ২০ ১ করিঃ ৬; ৯, ১০ প্রঃ ২১; ৮। ২২; ১৫

শক্তিমান দূত ও ক্ষুদ্র পুস্তকের বর্ণন।

১০ পরে আমি একজন শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম; তিনি মেঘ পরিবেষ্টিত, তাঁহার মস্তকের উপরে মেঘধনু, তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহার চরণ অগ্নি-
২ স্তম্ভের সদৃশ, তাঁহার হস্তে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক খোলা ছিল। তিনি তাঁহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রে ও বাম চরণ স্থলে রাখিলেন।
৩ তিনি সিংহগর্জ্জনের ন্যায় উচ্চনাদে চীৎকার করিলেন; আর তিনি চীৎকার করিলে সপ্ত বজ্র নিজ নিজ স্বর ধ্বনিত
৪ করিল; সপ্ত বজ্র ধ্বনিত হইলে আমি লিখিতে উদ্যত হইলাম; আর স্বর্গ হইতে এক স্বর শুনিলাম, আমাকে বলা হইল, ঐ সপ্ত বজ্রধ্বনি যাহা বলিল, তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া
৫ রাখ, লিখিও না। পরে যে দূতকে আমি সমুদ্রের উপরে ও স্থলের উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তিনি
৬ 'তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বর্গের দিকে তুলিলেন, আর যিনি

১ যিহিঃ ১; ২৮ প্রঃ ৪; ৩। ৫; ২
৩ যিরঃ ২৫; ৩০ হোঃ ১১; ১০ যোয়েল ৩; ১৬ আমোষ ১; ২
৪ দাঃ ৮; ২৬। ১২; ৪, ৯ প্রঃ ২২; ১০
৫ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ৪০
৬ আদি ১৪; ১৯, ২২ যাত্রা ২০; ১১ নহিঃ ৯; ৬ গীত ১৪৬; ৬ দাঃ ১২; ৭

যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবিত, যিনি আকাশমণ্ডল ও তাহার মধ্যে যাহাকিছু আছে, পৃথিবী ও তাহার মধ্যে যাহাকিছু আছে, এবং সমুদ্র ও তাহার মধ্যে যাহাকিছু আছে, সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নামে শপথ করিয়া ইহা বলিলেন',—আর ৭ বিলম্ব হইবে না ; বরং যে দিন সপ্তম দূতের ধ্বনি শোনা যাইবে, তিনি যখন তূরী বাজাইবেন, তখন, ঈশ্বর আপনার সেবক ভাববাদীদের নিকট যেরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, সেইরূপে তাঁহার নিগূঢ়-তত্ত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে।

৮ পরে, স্বর্গ হইতে যে স্বর শুনিয়াছিলাম, তাহা আবার আমাকে এই কথা বলিল, যাও, সমুদ্রের উপরে ও স্থলের উপরে যে দূত দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার হস্ত হইতে খোলা ৯ পুস্তকখানি লও। তখন আমি সেই দূতের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, পুস্তকখানি আমাকে দিন। তিনি আমাকে বলিলেন, লও, খাইয়া ফেল ; ইহা তোমার উদরকে তিক্ত করিয়া তুলিবে, কিন্তু তোমার মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট বোধ ১০ হইবে। তখন আমি দূতের হস্ত হইতে 'পুস্তকখানি লইয়া খাইয়া ফেলিলাম ; তাহা আমার মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট বোধ হইল'; কিন্তু খাইবার পর তাহা আমার উদরকে তিক্ত করিয়া ১১ তুলিল। পরে আমাকে বলা হইল, অনেক 'লোকসমাজ ও জাতি, ভাষা ও রাজার উদ্দেশে' তোমাকে আবার 'ভাববাণী বলিতে হইবে'।

ঈশ্বরের দুই সাক্ষীর বর্ণনা

১১ তখন যষ্টির ন্যায় এক মানদণ্ড আমাকে দেওয়া হইল ; আর এই বাণী হইল, উঠ, ঈশ্বরের মন্দির ও যজ্ঞবেদি ও যাহারা সেই স্থানে আরাধনা করে, সমস্তই পরিমাপ কর। ২ কিন্তু মন্দিরের বাহিরে যে প্রাঙ্গণ আছে, তাহা ছাড়িয়া দাও, পরিমাপ করিও না, কারণ তাহা বিজাতীয়দের দেওয়া হইয়াছে, তাহারা বেয়াল্লিশ মাস পবিত্র নগরটি পদদলিত ৩ করিবে। আমি আমার দুই সাক্ষীকে চট পরিয়া এক সহস্র দুইশত ষাট দিন ভাববাণী বলিবার ক্ষমতা দান করিব। ৪ তাঁহারা শাস্ত্রে উল্লিখিত সেই দুই তৈলবৃক্ষ ও দুই দীপাধার- ৫ রূপে সমগ্র পৃথিবীর প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আর যদি কেহ তাঁহাদের ক্ষতি করিতে চায়, তবে মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাঁহাদের শত্রুদের গ্রাস করে ; কেহ কখনও তাঁহাদের ক্ষতি করিতে চাহিলে সে নিশ্চয় এইভাবে হত ৬ হইবে। তাঁহাদের ভাববাণীর নির্দ্দিষ্ট সময়ে যেন বৃষ্টি না

৭ আমোষ ৩ ; ৭
দাঃ ৯ ; ৬, ১০
সখঃ ১ ; ৬
প্রেঃ ৩ ; ২১
প্রঃ ১১ ; ১৫

৯ যিহিঃ ২ ; ৮।
৩ ; ১-৩

১১ যির঱ঃ ১ ; ১০
দাঃ ৭ ; ১৪

১ যিহিঃ ৪০ ; ৩
সখঃ ২ ; ১, ২
২ করিঃ ৬ ; ১৬
প্রঃ ২১ ; ১৫
২ গীত ৭৯ ; ১
যিশাঃ ৬৩ ; ১৮
যিহিঃ ৪০ ; ১৭
লূক ২১ ; ২৪
দাঃ ৮ ; ১০
২, ৩ প্রঃ ১২ ; ৬,
১৪। ১৩ ; ৫
৪ সখঃ ৪ ; ৩, ১১-
১৪
৫ গণনা ১৬ ; ৩৫
২ রাঃ ১ ; ১০
যির঱ঃ ৫ ; ১৪
৬ যাত্রা ৭ ; ১৭,
১৯, ২০
১ শমূঃ ৪ ; ৮
১ রাঃ ১৭ ; ১
লূক ৪ ; ২৫

হয়, সেইজন্য আকাশ রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে; জল রক্তে পরিণত করিবার জন্য জলরাশির উপরে তাঁহাদের ক্ষমতা আছে, এবং যতবার ইচ্ছা পৃথিবীকে সর্ব্বপ্রকার আঘাত দ্বারা পীড়ন করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের আছে। ৭ তাঁহাদের সাক্ষ্যদান সমাপ্ত হইলে পর 'রসাতল হইতে যে পশু উঠিবে সে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে ও তাঁহাদের ৮ পরাস্ত করিয়া' তাঁহাদের হত্যা করিবে। তাঁহাদের মৃতদেহ রূপকভাবে যে নগরকে সদোম ও মিসর বলে সেই মহানগরের রাজপথে পড়িয়া থাকিবে; সেই স্থানে তাঁহাদের ৯ প্রভুও ক্রুশে হত হইয়াছিলেন। তখন লোকসমাজ ও বংশ ও ভাষা ও জাতি হইতে আগত মনুষ্যেরা সাড়ে তিন দিন তাঁহাদের মৃতদেহ দেখিবে, এবং তাহারা সেই মৃতদেহ ১০ সমাধিস্থ করিবার অনুমতি দিবে না। পৃথিবীবাসীরা তাঁহাদের মৃত্যুতে আনন্দিত হইবে, আমোদ-আহ্লাদ করিবে ও পরস্পর উপহার পাঠাইবে, কারণ এই দুই ভাববাদী পৃথিবীবাসীদের ১১ যন্ত্রণা দিতেন। সাড়ে তিন দিন পরে, ঈশ্বরের নিকট হইতে 'প্রাণবায়ু তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিল, তাহাতে তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন', এবং যাহারা তাঁহাদের দেখিল, ১২ 'তাহারা মহাভয়ে আচ্ছন্ন হইল'। পরে তাঁহারা শুনিলেন, স্বর্গ হইতে এক বাণী উচ্চকণ্ঠে তাঁহাদের বলিতেছে, ঊর্দ্ধে এই স্থানে এস; তখন তাঁহাদের শত্রুদের চক্ষুর সম্মুখেই ১৩ তাঁহারা মেঘযোগে ঊর্দ্ধে স্বর্গে গমন করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে মহাভূমিকম্প হইল, আর নগরের দশমাংশ পড়িয়া গেল; সেই ভূমিকম্পে সপ্ত সহস্র মনুষ্যের মৃত্যু হইল এবং অবশিষ্ট সকলে ভীত হইয়া স্বর্গের ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিল।

১৪ দ্বিতীয় সন্তাপ অতীত হইল; দেখ, তৃতীয় সন্তাপ আগতপ্রায়।

সপ্তম দূতের তূরীধ্বনি

১৫ সপ্তম দূত তূরী বাজাইলে স্বর্গে উচ্চকণ্ঠে এই বাণী ধ্বনিত হইল,—

'জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল,
এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন।'

১৬ পরে সেই চব্বিশজন প্রাচীন, যাঁহারা ঈশ্বরের সম্মুখে তাঁহাদের

৭ দাঃ ৭; ৩, ২১
প্রঃ ১৩; ১, ৭।
১৭; ৮
৮ যিশাঃ ১ : ১০।
৩; ৯
যিহিঃ ২৩; ১৯,
২৭
লূক ১৩; ৩৪
১০ ১ রাঃ ১৮, ১৭
১১ আদি ২ : ৭
যিহিঃ ৩৭; ৫,
১০
১২ ২ রাঃ ২ : ১১
১৪ প্রঃ ৮; ১৩।
৯; ১২
১৫ যাত্রা ১৫; ১৮
গীত ২; ২।
১০; ১৬।
২২; ২৮
দাঃ ২; ৪৪।
৭; ১৪, ২৭
ওবদিয় ১; ২১
সখঃ ১৪; ৯
প্রঃ ১২; ১০
১৬ প্রঃ ৪; ৪, ১০।
৭; ১১

সিংহাসনে বসিয়া থাকেন, তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,

১৭ 'প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান, তুমি আছ,' পূর্ব্বেও ছিলে, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি কারণ তুমি আপন
১৮ মহাপরাক্রম ধারণ করিয়া 'রাজত্ব করিয়াছ। জাতিগণ ক্রুদ্ধ হইলে তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইল' এবং মৃত লোকদের বিচার করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আসিল; তোমার সেবক ভাববাদী, পবিত্র লোক এবং যাহারা তোমার নাম ভয় করে, তাহাদের ক্ষুদ্র ও মহান সকলকে পুরস্কার দিবার সময় আসিল, এবং যাহারা পৃথিবী বিনষ্ট করিতেছে তাহাদের বিনাশের সময়ও উপস্থিত হইল।

১৯ তখন স্বর্গে ঈশ্বরের যে মন্দির আছে, তাহা উন্মুক্ত হইল, তাহাতে তাঁহার 'মন্দিরের মধ্যে সন্ধি-নিয়মের সিন্দুক দেখা গেল, এবং বিদ্যুৎ-প্রভা ও নিনাদ ও মেঘগর্জ্জন, ভূমিকম্প ও মহাশিলাবৃষ্টি হইল।

১৭ প্রঃ ১ ; ৪, ৮। ৪, ৮। ১৬; ৫। ১৮; ৮
১৮ গীত ২ ; ১, ৫, ১২। ১১৫; ১৩ দাঃ ৭ ; ১০ আমোষ ৩ ; ৭ রোঃ ২, ৫ প্রঃ ১৯ ; ৫
১৯ যাত্রা ২৫ ; ১৯। ২৬ ; ৩৩। ৯ : ২৪। ১৯ ; ১৬ ১ রাঃ ৮ ; ১, ৬ ২ বংশাঃ ৫ ; ৭ ইব্রীঃ ৯ ; ৪ প্রঃ ৪ ; ৫। ১৫ ; ৫। ১৬ ; ২১

সূর্য্যপরিহিত স্ত্রীলোক ও গ্রাসকারী নাগের বর্ণনা

১২ স্বর্গে একটি মহান লক্ষণ দেখা গেল, একটি স্ত্রীলোক, সে সূর্য্য-পরিবেষ্টিত, তাহার পদতলে চন্দ্র এবং তাহার
২ মস্তকে দ্বাদশ নক্ষত্রবিশিষ্ট একটি মুকুট ছিল, সে গর্ভবতী অবস্থায় প্রসব-বেদনায় চীৎকার করিতেছে ও সন্তান প্রসবের
৩ অপেক্ষায় যন্ত্রণা পাইতেছে। স্বর্গে আর একটি লক্ষণ দেখা গেল, একটি প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ নাগ, তাহার সাতটি মস্তক ও দশটি শৃঙ্গ এবং ঐ সাতটি মস্তকে সাতটি রাজমুকুট ছিল;
৪ তাহার লাঙ্গূল আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলের এক-তৃতীয়াংশ আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল। যে স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করিতে উদ্যত ছিল, সেই নাগ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল যেন স্ত্রীলোকটি প্রসব করিবামাত্র তাহার সন্তানকে সে গ্রাস
৫ করিতে পারে। পরে স্ত্রীলোকটি 'একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল, যিনি লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন করিবেন'; তৎক্ষণাৎ তাহার সন্তানটিকে তুলিয়া লইয়া ঈশ্বরের ও তাঁহার
৬ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত করা হইল। পরে স্ত্রীলোকটি প্রান্তরে পলায়ন করিল, সেখানে তাহাকে এক সহস্র দুই শত ষাট দিন প্রতিপালন করিবার জন্য ঈশ্বরের নির্ম্মিত তাহার একটি স্থান আছে।

২ যিশাঃ ৬৬ ; ৭ মীঃ ৪ ; ১০
৩ দাঃ ৭ ; ৭
৪ দাঃ ৮ ; ১০
৫ গীত ২ ; ৯ যিশাঃ ৬৬ ; ৭ প্রঃ ১৯ ; ১৫
৬ প্রঃ ১১ ; ২, ৩

৭ পরে স্বর্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; মীখায়েল ও তাঁহার দূতেরা সরীসৃপের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইলেন। আর ৮ সেই নাগ ও তাহার দূতেরাও যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু জয়ী হইতে পারিল না এবং স্বর্গে তাহাদের জন্য আর স্থান ৯ পাওয়া গেল না। সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই আদিকালের সর্প, যাহাকে দিয়াবল ও শয়তান বলা হয়, সে সমগ্র জগতকে বিপথে লইয়া যায়; সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতেরাও তাহার সহিত নিক্ষিপ্ত হইল। ১০ তখন আমি স্বর্গে এই উচ্চধ্বনি শুনিলাম,—

এখন পরিত্রাণ ও পরাক্রম, আমাদের ঈশ্বরের রাজত্ব
ও তাঁহার খ্রীষ্টের কর্ত্তৃত্ব উপস্থিত; কারণ আমাদের
ভ্রাতাদের উপরে সেই দোষারোপকারী, দিবারাত্রি যে
আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাহাদের নামে দোষারোপ
করে, সে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে;

১১ মেষশাবকের রক্তের গুণে ও নিজ নিজ সাক্ষ্যের বাক্য
দ্বারা তাহারা তাহাকে পরাজিত করিয়াছে; তাহারা
মৃত্যু পর্য্যন্তও নিজেদের প্রাণ প্রিয়জ্ঞান করে নাই।

১২ এইজন্য, 'স্বর্গ ও স্বর্গবাসী সকলে, তোমরা উৎফুল্ল হও';
হায়, পৃথিবীর ও সমুদ্রের সন্তাপ, কারণ তোমাদেরই
নিকট দিয়াবল মহাক্রোধে নামিয়া গিয়াছে, কারণ
সে জানে তাহার সময় অল্প।

১৩ পরে যখন ঐ নাগ দেখিল সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তখন যে স্ত্রীলোকটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছিল, সে তাহার ১৪ পশ্চাদ্ধাবন করিল। তখন স্ত্রীলোকটিকে বৃহৎ ঈগল পক্ষীর দুই পক্ষ দেওয়া হইল, যেন সে প্রান্তরে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে উড়িয়া যাইতে পারে, এবং সেখানে নাগের দৃষ্টি হইতে দূরে থাকিয়া সে 'এক কাল ও দুই কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত' ১৫ প্রতিপালিত হয়। পরে সেই সর্প স্ত্রীলোকটিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আপনার মুখ হইতে নদীর ন্যায় জল- ১৬ স্রোত তাহার পশ্চাৎ উৎক্ষেপ করিল। কিন্তু পৃথিবী স্ত্রী- লোকটিকে সাহায্য করিল ও মুখ খুলিয়া নাগের মুখ হইতে ১৭ উৎক্ষিপ্ত নদী গ্রাস করিল। তাহাতে নাগ স্ত্রীলোকটির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বংশের অবশিষ্ট লোকদের সহিত, যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ পালন ও যীশুর পক্ষে সাক্ষ্যদান করেন, ১৮ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেল, এবং সমুদ্রতীরের বালুকার উপরে দাঁড়াইল।

৭ দাঃ ১০; ১৩, ২১। ১২; ১ যিহূদা ৯
৯ আদি ৩; ১, ১৪ লূক ১০; ১৮ যোঃ ৮; ৪৪। ১২; ৩১ ইফিঃ ৬; ১১ প্রঃ ২০; ২, ৩
১০ প্রঃ ১১; ১৫। ১৯; ১ ইয়োব ১; ৯-১১ সখঃ ৩; ১ লূক ২২; ৩১
১১ রোঃ ৮; ৩৭ প্রঃ ৭; ১৪
১২ যিশাঃ ৪৪; ২৩। ৪৯; ১৩ প্রঃ ৮; ১৩
১৪ যাত্রা ১৯; ৪ দাঃ ৭; ২৫। ১২; ৭
১৭ প্রঃ ১; ২। ৬; ৯। ১৩; ৭। ১৪; ১২। ১৯; ১০। ২০; ৪ ১ যোঃ ২; ৩ আদি ৩; ১৫

দুইটি অদ্ভুত পশুর দর্শন

১৩ আর আমি দেখিলাম, 'সমুদ্রের মধ্য হইতে একটি পশু উঠিতেছে; তাহার দশটি শৃঙ্গ' ও সাতটি মস্তক; এবং তাহার শৃঙ্গগুলিতে দশটি রাজমুকুট, এবং তাহার মস্তক-২ গুলিতে ঈশ্বরনিন্দাসূচক বিভিন্ন নাম। যে পশুটিকে আমি দেখিলাম, সে চিতাবাঘের সদৃশ, আর তাহার পা ভল্লুকের পায়ের ন্যায় ও তাহার মুখ সিংহের মুখের ন্যায়; আর সেই নাগ নিজ পরাক্রম, সিংহাসন ও মহাকর্ত্তৃত্ব সেই পশুটিকে ৩ দিল। মনে হইল, তাহার সপ্ত মস্তকের একটি মৃত্যুজনক আঘাতে আহত, আর তাহার সেই মৃত্যুজনক আঘাত সুস্থ করা হইল। তাহাতে সমগ্র পৃথিবী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ৪ সেই পশুর অনুসরণ করিল। লোকেরা নাগকে প্রণিপাত করিল, কারণ সে পশুটিকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছিল; আর তাহারা পশুটিকেও প্রণিপাত করিয়া বলিল, এই পশুর তুল্য কে? ৫ কে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? দর্প ও ঈশ্বরনিন্দা করিবার জন্য একটি মুখ তাহাকে দেওয়া হইল, এবং বেয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত তাহাকে সেই কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ৬ তাহাতে সে ঈশ্বরনিন্দা করিবার জন্য, এবং তাঁহার নাম, তাঁহার তাঁবু ও স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করিবার জন্য মুখ ৭ খুলিল। 'পবিত্র লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাঁহাদের পরাজিত করিবার' অনুমতি তাহাকে দেওয়া হইল, এবং সমস্ত বংশ, লোকসমাজ, ভাষা ও জাতির উপরেও কর্ত্তৃত্ব ৮ দেওয়া হইল। পৃথিবীবাসী সকলে, যাহাদের নাম জগৎ সৃষ্টির সময় হইতে 'হত মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লিখিত' ৯ হয় নাই, তাহারা তাহাকে প্রণিপাত করিবে। যদি কাহারও কান থাকে সে শুনুক।

১০ 'যদি কেহ অপরকে বন্দিত্বে লইয়া যায়* তবে সে নিজে
বন্দিত্বে উপনীত হইবে;
যদি কেহ খড়্গ দ্বারা হত্যা করে, তবে তাহাকে খড়্গ দ্বারা
হত হইতে হইবে।'

এক্ষেত্রে পবিত্র লোকদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস প্রয়োজন।

১১ পরে আমি আর এক পশুকে দেখিলাম, সে পৃথিবীর গর্ভ হইতে উঠিল, এবং মেষশাবকের ন্যায় তাহার দুই শৃঙ্গ ছিল, ১২ আর সে সরীসৃপের ন্যায় কথা বলিত। প্রথম পশুটির সমস্ত কর্ত্তৃত্ব সে তাহারই সম্মুখে প্রয়োগ করে, এবং পৃথিবী

১ দাঃ ৭; ৩, ৭ প্রঃ ১২; ৩। ১৭; ৩, ৯, ১২
২ দাঃ ৭; ৪-৬
৩ প্রঃ ১৭; ৮
৫ দাঃ ৭; ৮, ১১, ২০, ২৫। ১১; ৩৬ প্রঃ ১১; ২। ১২; ৬
৭ প্রঃ ১১; ৭। ১২; ১৭ দাঃ ৭; ২১
৮ দাঃ ১২; ১ গীত ৬৯; ২৮ ১ পিঃ ১; ১৯ ২০ প্রঃ ৩; ৫। ১৭; ৮
১০ আদি ৯; ৬ যির: ১৫; ২। ৪৩; ১১ মথি ২৬; ৫২ প্রঃ ১৪; ১২
১১ প্রঃ ১৬; ১৩

* অথবা, যদি কেহ বন্দিত্বের জন্য নিরূপিত

ও পৃথিবীবাসী সকলকে সে ঐ প্রথম পশু, যাহার মৃত্যুজনক আঘাত সুস্থ করা হইয়াছিল, তাহাকে প্রণিপাত করিতে ১৩ বাধ্য করে। সে মহৎ মহৎ লক্ষণ প্রদর্শন করে, এমন কি, মনুষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অগ্নি নামাইয়া ১৪ আনিতে পারে। এইরূপে সেই পশুর সাক্ষাতে যেসমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রভাবে সে পৃথিবীবাসীদের বিপথে লইয়া যায়; যে পশু খড়্গ দ্বারা আহত হইয়াও বাঁচিয়াছিল, তাহার এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে সে পৃথিবীবাসীদের আদেশ দেয়। ১৫ সেই পশুর প্রতিমার মধ্যে প্রাণ-বায়ু সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতাও তাহাকে দেওয়া হইল যেন প্রতিমাটি কথা বলিতে পারে; যাহারা পশুর প্রতিমাকে প্রণিপাত করিবে না, সে ১৬ তাহাদের হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিবে। ক্ষুদ্র ও মহান, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস, সকলকেই সে দক্ষিণ হস্তে ১৭ অথবা ললাটে চিহ্নধারণ করিতে বাধ্য করে, যেন যে কেহ ঐ পশুর নামবাচক অথবা নামের সংখ্যাবাচক চিহ্নে চিহ্নিত ১৮ না হয়, সে ক্রয়-বিক্রয় করিতে না পারে। এক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োজন; যে বুদ্ধিমান, সে ঐ পশুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করুক, কারণ তাহা মনুষ্যের সংখ্যা, এবং সেই সংখ্যা ছয়শত ছেষট্টি।

১৩ ১ রাঃ ১৮ ; ৩৮
২ রাঃ ১ ; ১২
মথি ২৪ ; ২৪
২ থিষ ২ ; ৯, ১০
১৪ দ্বিঃ বিঃ ১৩ ; ২-৪
প্রঃ ১৯ ; ২০
১৫ দাঃ ৩ ; ৫, ৬
১৬ গাঃ ৬ ; ১৭
প্রঃ ১৯, ২০
১৮ প্রঃ ১৫ ; ২।
১৭, ৯

মেষশাবকের সাক্ষাতে তাঁহার ক্রীত পবিত্রগণের স্তবগান

১৪ পরে আমি চাহিয়া দেখিলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে একশত চুয়াল্লিশ সহস্র লোক, তাহাদের ললাটে তাঁহার নাম ২ ও তাঁহার পিতার নাম লিখিত। আর স্বর্গ হইতে জল-কল্লোল ও প্রবল মেঘগর্জ্জনের শব্দের ন্যায় ধ্বনি শুনিলাম; এমন ধ্বনি শুনিলাম যেন বীণাবাদকেরা তাহাদের বীণা ৩ বাজাইতেছে; মনে হইল তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও সেই চারি প্রাণীর সম্মুখে ও প্রাচীনবর্গের সম্মুখে একটি নূতন গীত গাহিতেছে; পৃথিবী হইতে ক্রীত সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ সহস্র লোক ব্যতীত আর কেহ সেই গীত শিখিতে ৪ পারিল না। ইহারা কেহই স্ত্রীলোকের সংসর্গে কলুষিত হয় নাই, কারণ তাহারা কুমারীর ন্যায় শুদ্ধ। মেষশাবক যে কোন স্থানে গমন করেন, তাহারা সেই স্থানে তাঁহার

১ প্রঃ ৭ ; ৩, ৪।
৩ ; ১২
গীত ২ ; ৬
যিহিঃ ৯ ; ৪
ইব্রীঃ ১২ ; ২২
২ যিহিঃ ১ ; ২৪।
৪৩ ; ২
প্রঃ ১ ; ১৫।
৫ ; ৮। ১৫ ;
২
৩ গীত ৩৩ ; ৩।
৪০ ; ৩। ৯৬ ;
১। ৯৮ ; ১।
১৪৪ ; ৯।
১৪৯ ; ১
যিশাঃ ৪২ ; ১০
প্রঃ ৫ ; ৯
৪ ২ করিঃ ১১ ; ২
ইফিঃ ৫ ; ২৭

অনুসরণ করে। তাহারা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের জন্য
৫ প্রথম ফলস্বরূপ মনুষ্যদের মধ্য হইতে ক্রীত। আর তাহাদের 'মুখে কোন মিথ্যা কথা পাওয়া যায় নাই'; তাহারা নিষ্কলঙ্ক।

তিনজন স্বর্গদূতের বাণী

৬ পরে আমি আর এক দূতকে দেখিলাম, তিনি মধ্য-আকাশে উড়িতেছেন, তাঁহার কাছে চিরন্তন সুসমাচার আছে, যেন তিনি পৃথিবীবাসীদের নিকট, প্রত্যেক জাতি, বংশ, ভাষা ও লোকসমাজের নিকট সুসমাচার প্রচার করেন;
৭ তিনি উচ্চকণ্ঠে এই কথা বলিলেন, ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার মহিমা প্রচার কর, কারণ তাঁহার বিচার করিবার সময় উপস্থিত; যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সমস্ত জলের উৎস
৮ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই প্রণিপাত কর। তাঁহার পরে দ্বিতীয় এক দূত আসিয়া বলিলেন, 'পড়িল, পড়িল সেই মহতী বাবিল', যে আপনার লাম্পট্য-ক্রিয়ার রোষ-মদিরা সমস্ত জাতিকে পান করাইয়াছে।

৯ পরে তৃতীয় এক দূত তাঁহাদের অনুসরণে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, কেহ যদি সেই পশুকে ও তাহার প্রতিমাকে প্রণিপাত করে এবং ললাটে অথবা হস্তে তাহার
১০ চিহ্ন ধারণ করে, তবে সেও ঈশ্বরের রোষরূপ 'মদিরা পান করিবে, যাহা তাঁহার ক্রোধের পানপাত্রে অমিশ্রিত অবস্থায় ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে', এবং পবিত্র দূতদের ও মেষশাবকের
১১ সম্মুখে অগ্নি ও গন্ধক দ্বারা যন্ত্রণা পাইবে। তাহাদের যন্ত্রণা-সূচক ধূম যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে ঊর্দ্ধগামী হয়; যাহারা সেই পশুকে ও তাহার প্রতিমাকে প্রণিপাত করে এবং যে কেহ তাহার নামের চিহ্ন ধারণ করে, তাহারা কি দিবসে, কি
১২ রাত্রিতে বিশ্রাম পায় না। যাহারা ঈশ্বরের আদেশ ও যীশুর উপর বিশ্বাস রক্ষা করে, এক্ষেত্রে সেই পবিত্র লোকদের ধৈর্য্য প্রয়োজন।

১৩ পরে আমি স্বর্গ হইতে এই বাণী শুনিলাম, তুমি লিখ, যাহারা এখন হইতে প্রভুতে প্রাণত্যাগ করে, সেই মৃতেরা ধন্য। হাঁ, আত্মা বলেন, তাহাদের শ্রম হইতে তাহারা বিশ্রাম পাইবে; কারণ তাহাদের সমস্ত কার্য্য তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়।

জগৎ-ক্ষেত্রে শস্য ও দ্রাক্ষাছেদন

১৪ পরে আমি দেখিলাম, শুভ্রবর্ণ এক মেঘ, আর 'সেই মেঘের উপরে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি' বসিয়া আছেন,

৫ গীত ৩২, ২
যিশাঃ ৫৩ ; ৯।
৬৩ : ৮
সফঃ ৩ ; ১৩
যোঃ ১ ; ৪৭
৬ প্রঃ ৮ : ১৩
৭ যাত্রা ২০, ১১
গীত ১৪৬ ; ৬
মথি ১০, ২৮
৮ যিশাঃ ২১ . ৯
যির: ৫১ ; ৭, ৮
দাঃ ৪ ; ৩০
প্রঃ ১৭ ; ২।
১৮ ; ২
৯ প্রঃ ১৩ ; ১২-১৭
০ ইয়োব ২১ ; ২০
গীত ৭৫ ; ৮
যিশাঃ ৫১ ; ১৭
যিহিঃ ৩৮ ; ২২
আদি ১৯ ; ২৪
যির: ২৫ , ১৫
প্রঃ ১৬ ; ১৯
১ যিশাঃ ৩৪ ; ৯, ১০
প্রঃ ১৯ ; ৩
২ প্রঃ ১২ ; ১৭।
১৩ ; ১০
৩ ১ করিঃ ১৫ ; ১৮
১ থিষঃ ৪ ; ১৬
ইব্রীঃ ৪ ; ১০
যিশাঃ ৫৭ ; ২
১৪ দাঃ ৭ ; ১৩।
১০ ; ১৬
প্রঃ ১ ; ১৩
মথি ১৩ ; ৩৯, ৪১

১৫ তাঁহার মস্তকে স্বর্ণমুকুট ও তাঁহার হস্তে তীক্ষ্ণ কাস্তে। পরে মন্দির হইতে আর এক দূত বাহির হইয়া, যিনি মেঘের উপরে বসিয়া ছিলেন, উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনার কাস্তে চালনা করুন, শস্যচ্ছেদন করুন; কারণ শস্যচ্ছেদনের সময় উপস্থিত, পৃথিবীর শস্য পূর্ণপক্ব ১৬ হইয়াছে *। তাহাতে, যিনি মেঘের উপরে বসিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার কাস্তে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন, ও পৃথিবীর শস্যচ্ছেদন করা হইল।

১৭ পরে স্বর্গের মন্দির হইতে আর এক দূত বাহির হইয়া ১৮ আসিলেন; তাঁহার হস্তেও এক তীক্ষ্ণ কাস্তে ছিল। আর যজ্ঞবেদি হইতে অন্য এক দূত বাহির হইয়া আসিলেন, অগ্নির উপরে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ছিল; যাঁহার হস্তে তীক্ষ্ণ কাস্তে ছিল তাঁহাকে তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার তীক্ষ্ণ কাস্তে চালনা কর, পৃথিবীর দ্রাক্ষালতার সমস্ত গুচ্ছ ১৯ সংগ্রহ কর, কারণ তাহার সমস্ত আঙ্গুর পাকিয়াছে। তাহাতে সেই দূত তাঁহার কাস্তে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত আঙ্গুর সংগ্রহ করিলেন, আর ঈশ্বরের রোষের মহাকুণ্ডে ২০ নিক্ষেপ করিলেন। পরে নগরের বাহিরে দ্রাক্ষা-কুণ্ডে তাহা পেষণ করা হইল; তাহাতে দ্রাক্ষা-কুণ্ড হইতে এত রক্ত নির্গত হইল যে প্রায় একশত ক্রোশ † ব্যাপিয়া অশ্বদের বলগা পরিমাণ উচ্চ হইল।

১৫ যির: ৫১ ; ৩৩ যোয়েল ৩ ; ১৩
১৮ যোয়েল ৩ ; ১৩
১৯ প্র: ১৯ ; ১৫
২০ যিশা: ৬৩ ; ৩ বিলাপ ১ ; ১৫ যোয়েল ৩ ; ১৩ ইব্রী: ১৩ ; ১২

অন্তিমকালের সপ্ত আঘাত ও রোষে পূর্ণ সপ্ত পাত্র

১৫ স্বর্গে আমি মহৎ ও বিস্ময়কর আর এক লক্ষণ দেখিলাম; সপ্ত দূত সপ্ত আঘাত লইয়া দেখা দিলেন; ঐগুলি অন্তিম আঘাত, কারণ তাহা দ্বারা ঈশ্বরের রোষের পরিসমাপ্তি হইল।

২ আর আমি দেখিলাম, যেন অগ্নি-মিশ্রিত কাচের এক সমুদ্র; যাহারা সেই পশু, তাহার প্রতিমা, তাহার চিহ্ন ও নামের সংখ্যার উপরে বিজয়ী হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের বীণা হস্তে ৩ লইয়া ঐ কাচের সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশাবকের গীত গাহিতে গাহিতে বলিল,

'সর্ব্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, তোমার সমস্ত কার্য্য মহৎ ও বিস্ময়কর;

১ লেবীঃ ২৬ ; ২১ প্র: ৬ ; ১৭
২ প্র: ৪ ; ৬। ৫ ; ৮। ১৩ ; ১৫, ১৮। ১৪ ; ২
৩ দ্বি: বি: ৩১ ; ৩০। ৩২ ; ৪ যিহো: ১৪ ; ৭ যাত্রা ১৫ ; ১, ১১। ৩৪ ; ১০ ইয়োব ৩৭ ; ৫ গীত ১১১ ; ২। ১৩৯ ; ১৪। ১৪৫ ; ১৭ যির: ১০ ; ৬, ৭ প্র: ৫ ; ৯। ১৬ ; ৭। ১৯ ; ২

* অথবা, শুকাইয়া গিয়াছে

† (মূল) এক সহস্র ছয়শত ষ্টাডিয়ন। মথি ১৪ ; ২৪ দ্র:

তুমি জাতিগণের রাজা, তোমার সমস্ত পথ ন্যায়সঙ্গত ও
সত্যসিদ্ধ।

৪ প্রভু, তোমাকে কে না ভয় করিবে?
তোমার নামের মহিমা কে না প্রচার করিবে?
কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র,
সমস্ত জাতি আসিয়া তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করিবে',
কারণ তোমার সমস্ত ন্যায়-বিচার প্রকাশিত হইয়াছে।

৫ তাহার পর আমি দেখিলাম, স্বর্গস্থ সাক্ষ্য-তাঁবুরূপ মন্দির
৬ উন্মুক্ত হইল ; সপ্ত আঘাতধারী সেই সপ্ত দূত মন্দির হইতে
বাহিরে আসিলেন, তাঁহারা শুচি ও উজ্জ্বল ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত
৭ ছিলেন, তাঁহাদের বক্ষঃস্থল সুবর্ণ মেখলা বেষ্টিত। পরে চারি
প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণী ঐ সপ্ত দূতকে সাতটি স্বর্ণপাত্র
দিলেন, সেগুলি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবিত ঈশ্বরের রোষে
৮ পরিপূর্ণ। তখন ঈশ্বরের মহিমা ও পরাক্রম হইতে যে ধূম নির্গত
হইল, মন্দির তাহাতে পূর্ণ হইল ; এবং সপ্ত দূতের সপ্ত আঘাত
সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

১৬

পরে আমি মন্দির হইতে এক উচ্চ বাণী শুনিলাম,
তাহা সেই সপ্ত দূতকে বলিল, তোমরা যাও, ঈশ্বরের
রোষের সপ্ত পাত্র উপুড় করিয়া পৃথিবীতে ঢালিয়া দাও।

২ প্রথম দূত গিয়া পৃথিবীর উপরে আপন পাত্র উপুড় করিয়া
ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে যাহারা সেই পশুর চিহ্ন ধারণ
করিয়া তাহার প্রতিমাকে প্রণিপাত করে, তাহাদের গায়ে
বিষাক্ত ও দুষ্ট ক্ষত হইল।

৩ দ্বিতীয় দূত সমুদ্রের উপরে তাঁহার পাত্র ঢালিয়া দিলেন,
তাহাতে তাহা মৃত লোকের রক্তের তুল্য হইল, এবং সমুদ্রের
সমস্ত জীবিত প্রাণী মরিয়া গেল।

৪ তৃতীয় দূত নদনদী ও জলের সমস্ত উৎসের উপরে তাঁহার
পাত্র ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে সেসমস্ত রক্তে পরিণত হইল।
৫ তখন আমি জলের উপরে কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন দূতকে এই কথা
বলিতে শুনিলাম,—

'তুমি আছ, তুমি ছিলে, তুমি পবিত্র,
তুমি ন্যায়পরায়ণ', কারণ তুমি বিচারে এইরূপ সিদ্ধান্ত
করিয়াছ ;

৬ 'যাহারা পবিত্র লোকদের ও ভাববাদীদের রক্তপাত করিল
তাহাদের তুমি রক্ত পান করিতে দিয়াছ'; ইহা তাহাদের
পক্ষে উপযুক্ত।

৪ গীত ৮৬ ; ৯
মালা: ১ ; ১১।
২ ; ২
প্রঃ ১৬ ; ৫

৫ যাত্রা ৩৮ ; ২১
গণনা ১ ; ৫০
প্রঃ ১১ ; ১৯
৬ লেবীঃ ২৬ ; ২১
যিহিঃ ২৮ ; ১৩
৭ প্রঃ ৪ ; ৬-৮।
১৪ ; ১০
৮ যাত্রা ৪০ ; ৩৪,
৩৫
১ রাঃ ৮ ; ১০
যিশাঃ ৬ ; ৪
যিহিঃ ৪৪ ; ৪
হগয় ২ ; ৭
১ গীত ৭৯ ; ৬
যিশাঃ ৬৬ ; ৬
যির: ১০ ; ২৫
সফঃ ৩ ; ৮
২ যাত্রা ৯ ; ১০,
১১
দ্বিঃ বিঃ ২৮ ; ৩৫
৩ যাত্রা ৭ ; ১৭-২১
প্রঃ ৮ ; ৮, ৯

৪ যাত্রা ৭ ; ১৯-
২৪
গীত ৭৮ ; ৪৪
৫ গীত ১১৯ ; ৩৭।
১৪৫ ; ১৭
যির: ১২ ; ১
দ্বিঃ বিঃ ৩২ ; ৪
যিশাঃ ৪১ ; ৪
প্রঃ ১১ ; ১৭।
১৫ ; ৪
৬ গীত ৭৯ ; ৩
যিশাঃ ৪৯ ; ২৬

৭ আর আমি যজ্ঞবেদি হইতে এই বাণী শুনিলাম,—
সত্যই, 'সর্ব্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, তোমার সমস্ত বিচারের সিদ্ধান্ত সত্য ও ন্যায়সঙ্গত।'

৮ চতুর্থ দূত সূর্য্যের উপরে আপন পাত্র ঢালিয়া দিলেন; তাহাতে সূর্য্যকে অগ্নিতে মনুষ্যদের দগ্ধ করিবার ক্ষমতা ৯ দেওয়া হইল; দারুণ উত্তাপে মনুষ্যেরা দগ্ধ হইল এবং যিনি এই সমস্ত আঘাতের উপরে কর্ত্তৃত্ব করেন সেই ঈশ্বরের নামের নিন্দা করিল, মনপরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নামের মহিমা প্রচার করিল না।

১০ পঞ্চম দূত সেই পশুর সিংহাসনের উপরে তাঁহার পাত্র ঢালিয়া দিলেন; তাহাতে তাহার রাজ্য অন্ধকারময় হইল, লোকেরা বেদনায় তাহাদের জিহ্বা দংশন করিতে লাগিল; ১১ এবং তাহাদের বেদনা ও ক্ষতের জন্য স্বর্গের ঈশ্বরের নিন্দা করিল, তাহাদের কার্য্যকলাপ হইতে মন ফিরাইল না।

১২ ষষ্ঠ দূত ইউফ্রেটিস মহানদীতে পাত্র ঢালিয়া দিলেন। তাহাতে নদীর জল শুকাইয়া গেল যেন পূর্ব্বদেশের* ১৩ রাজাদের জন্য পথ প্রস্তুত হইতে পারে। তখন আমি দেখিলাম, সেই নাগ ও পশু ও ভণ্ড ভাববাদীর মুখ হইতে ভেকের ন্যায় ১৪ তিনটি অশুচি আত্মা বাহির হইল; তাহারা মন্দ-আত্মার প্রভাবে নানা লক্ষণ প্রদর্শন করে, এবং পৃথিবীর রাজাদের ও সমগ্র জগতের নিকটে গিয়া সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহাদিনের যুদ্ধের ১৫ উদ্দেশে তাহাদের একত্র করে।—দেখ, আমি চোরের ন্যায় আসিতেছি; ধন্য সেই ব্যক্তি, যে জাগিয়া থাকে এবং আপন বস্ত্র সুরক্ষা করে, যেন তাহাকে বিবস্ত্র হইয়া ভ্রমণ করিতে না হয়, এবং লোকে তাহার লজ্জা দেখিতে না পায়।— ১৬ পরে তাহারা ইব্রীয় ভাষায় যাহাকে হর্‌মাগিদোন বলে সেই স্থানে তাহাদের একত্র করিল।

১৭ সপ্তম দূত আকাশের উপরে তাঁহার পাত্র ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে মন্দিরের মধ্য হইতে এক মহাধ্বনি সিংহাসন হইতে ১৮ নির্গত হইয়া বলিল, সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে বিদ্যুৎ-প্রভা, নিনাদ, মেঘগর্জ্জন এবং এক মহাভূমিকম্প হইল, পৃথিবীতে মনুষ্যের উৎপত্তির সময় হইতে এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প আর ১৯ কখনও হয় নাই। তাহাতে মহানগরী তিন ভাগে বিভক্ত হইল, জাতিবৃন্দের নগর সকল পতিত হইল; আর মহতী বাবিলের কথা ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্মরণ করা হইল যেন ঈশ্বরের

৭ গীত ১৯; ৯। ১১৯; ১৩৭
প্রঃ ৯; ১৩। ১৬; ৫। ১৯; ২
৯ দাঃ ৫; ২২
প্রঃ ১১; ২১। ৯; ২০, ২১
১০ যাত্রা ১০; ২১
যিশাঃ ৮; ২১, ২২
১২ আদি ১৫; ১৮
দ্বিঃ বিঃ ১; ৭
যিহোঃ ১; ৪
যিশাঃ ১১; ১৫
৪১; ২। ৪৪; ২৭
যিরঃ ৫০; ৩৮
প্রঃ ৯; ১৪
১৩ যাত্রা ৮; ৩
প্রঃ ১২; ৯। ১৩; ১, ১১
১৪ প্রঃ ১৯; ১৯
১ রাঃ ২২; ২১-২৩
১৫ প্রঃ ২; ৩। ৩; ১৮
১ থিষঃ ৫; ২
মথি ২৪; ৪২
১৬ বিচারঃ ৫; ১৯, ৩১
সখঃ ১২; ১১
২ রাঃ ৯; ২৭। ২৩; ২৯
১৮ যাত্রা ১৯; ১৬
দাঃ ১২; ১
প্রঃ ৪; ৫। ৮; ৫। ১১; ১৯
১৯ যিশাঃ ৫১; ১৭
যিরঃ ২৫; ১৫
দাঃ ৪; ৩০
প্রঃ ১৪; ৮, ১০। ১৭; ৪। ১৮; ৫, ৬

* অথবা, সূর্য্যোদয় স্থানের

২০ প্রচণ্ড ক্রোধের মদিরা-পাত্র তাহাকে দেওয়া হয়। প্রত্যেক দ্বীপ পলায়ন করিল, পর্ব্বতগুলির আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না।
২১ আকাশ হইতে মনুষ্যদেব উপরে এক এক তালন্ত * ওজনের বৃহৎ শিলা পতিত হইল ; এই শিলাবৃষ্টির আঘাত হওয়াতে মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিন্দা করিল, কারণ সেই আঘাত অত্যন্ত প্রচণ্ড ছিল।

২০ যিশাঃ ৫৪ ; ১০ প্রঃ ৬ ; ১৪। ২০ ; ১১
২১ যাত্রা ৯ , ২৩ প্রঃ ১১ , ১৯

মহাগণিকা ও রক্তবর্ণ পশুর বর্ণনা

১৭ যাঁহাদের হস্তে সপ্ত পাত্র ছিল সেই সপ্ত দূতের মধ্যে একজন আসিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন, এস, জলরাশির উপরে বসিয়া আছে যে মহাগণিকা, তাহার কি
২ দণ্ড হইয়াছে তাহা আমি তোমাকে দেখাইব ; এ সেই, যাহার সহিত পৃথিবীর রাজারা লম্পটাচরণ করিয়াছে, যাহার লাম্পট্য-
৩ রূপ মদিরা পান করিয়া পৃথিবীবাসীরা মত্ত হইয়াছে। আমি আত্মাতে অভিভূত হইলে তিনি আমাকে প্রান্তরে লইয়া গেলেন ; আর আমি ঘোর রক্তবর্ণ পশুর উপরে বসিয়া আছে এমন একজন স্ত্রীলোককে দেখিলাম ; পশুটির উপর ধর্ম্ম-নিন্দাসূচক বহু নাম, এবং সে সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ বিশিষ্ট।
৪ স্ত্রীলোকটি বেগুনী ও রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিহিত, এবং স্বর্ণ ও বহুমূল্য মণি-মুক্তায় ভূষিত ; তাহার হস্তে স্বর্ণময় এক পান-পাত্র, ইহা ঘৃণ্য দ্রব্যে ও তাহার লম্পটাচরণের অশুচি
৫ দ্রব্যে পূর্ণ। তাহার ললাটে গূঢ় অর্থসূচক একটি নাম লেখা ছিল,—

'মহতী বাবিল', পৃথিবীর গণিকাদের ও ঘৃণার্হ সমস্ত বস্তুর জননী।

৬ পরে আমি দেখিলাম, সেই স্ত্রীলোক পবিত্র লোকদের এবং যীশুর সাক্ষীদের রক্তপানে মত্ত হইল। তাহাকে দেখিয়া
৭ আমি মহাবিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। তখন সেই দূত আমাকে বলিলেন, তুমি বিস্মিত হইলে কেন? সেই স্ত্রীলোকের, এবং সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গবিশিষ্ট যে পশু তাহাকে বহন
৮ করে, তাহার গূঢ়তত্ত্বের কথা আমি তোমাকে বলিব। তুমি যে পশুকে দেখিলে, সে ছিল, কিন্তু এখন নাই ; সে রসাতল হইতে উঠিয়া বিনাশের পথে যাইবে। আর পৃথিবীবাসী যত লোকের নাম জগতের সৃষ্টি হইতে জীবনপুস্তকে লেখা হয় নাই, তাহারা পশুকে দেখিয়া বিস্মিত হইবে, কারণ

১ যির: ৫১ ; ১৩
২ যিশাঃ ২৩ ; ১৭ প্রঃ ১৪ ; ৮। ১৮ ; ৩, ৯
৩ দাঃ ৭ ; ৭, ২৪ প্রঃ ১৩ ; ১। ১৭, ৯, ১২
৪ যির: ৫১ ; ৭ প্রঃ ১৬ ; ১৯। ১৮ ; ৬, ১৬
৫ ২ থিষ: ২ ; ৭ দাঃ ৪ ; ৩০ প্রঃ ১৪ ; ৮। ১৬ ; ১৯
৬ প্রঃ ১৮ ; ২৪
৮ গীত ৬৯ ; ২৮ প্রঃ ১৩ ; ১-৩। ৩ ; ৫। ২১ ; ২৭

* অর্থাৎ, এক মণের অধিক

৯ সে ছিল, এখন নাই, এবং পরে উপস্থিত হইবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞতাযুক্ত মনের প্রয়োজন। সেই সাতটি মস্তক সাতটি ১০ পর্ব্বতস্বরূপ, স্ত্রীলোকটি তাহাদের উপরে বসিয়া আছে; সেই সাতটি মস্তক সপ্ত রাজা; পাঁচজন পতিত হইয়াছে একজন আছে, অন্য একজন এখনও আসে নাই; সে আসিলে অল্প ১১ কালই থাকিতে পাইবে। যে পশু ছিল, এখন নাই, সে ঐ সাতজনের একজন হইলেও সে নিজে অষ্টম, আর সে ১২ বিনাশের পথে যাইবে। তুমি যে দশটি শৃঙ্গ দেখিলে, তাহারা দশজন রাজা; তাহারা এখন পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকার পায় নাই, কিন্তু একটি ঘণ্টার জন্য সেই পশুর সঙ্গে রাজার ন্যায় কর্ত্তৃত্ব ১৩ পাইবে; তাহারা একমত হইয়া পশুকে তাহাদের পরাক্রম ও ১৪ কর্ত্তৃত্ব দান করিবে। তাহারা মেষশাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, আর মেষশাবক তাহাদের পরাজিত করিবেন, কারণ 'তিনিই প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা'; তাঁহার সহবর্ত্তী আহূত ও মনোনীত ও বিশ্বস্ত লোকেরাও বিজয়ী হইবেন।

১৫ তখন তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি যে জল দেখিলে, যাহার উপরে সেই গণিকা বসিয়া আছে, সেই জল বিবিধ ১৬ লোকসমাজ ও লোকারণ্য ও জাতি ও ভাষা বুঝায়। তুমি যে দশটি শৃঙ্গ দেখিলে তাহারা এবং সেই পশু গণিকাকে ঘৃণা করিবে, তাহাকে উৎসন্ন ও অনাবৃত করিবে, তাহার মাংস ১৭ ভক্ষণ করিবে, এবং তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া দিবে; কারণ ঈশ্বর তাহাদের অন্তঃকরণে এইরূপ অভিরুচি দিয়াছেন, যেন তাহারা তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করে এবং যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য পূর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত যেন একমত হইয়া ১৮ পশুকে তাহাদের রাজ্যদান করে। আর তুমি যে স্ত্রী-লোকটিকে দেখিলে, সেই ঐ মহানগরী, যাহা পৃথিবীর রাজাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে।

মহতী বাবিলের বিনাশ

১৮ ইহার পর আমি স্বর্গ হইতে আর এক দূতকে নামিয়া আসিতে দেখিলাম, তিনি মহাক্ষমতাপন্ন এবং তাঁহার ২ প্রতাপে পৃথিবী আলোকিত হইল। তিনি সজোরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'পড়িল, পড়িল, মহতী বাবিল, মন্দ-আত্মাদের আবাস', সমস্ত অশুচি-আত্মার কারাগার ও সমস্ত অশুচি ও ৩ ঘৃণার্হ পক্ষীর পিঞ্জর; কারণ সমস্ত জাতি তাহার লম্পটাচরণের

৯ প্রঃ ১৩; ১, ১৮। ১৭; ৩
১২ দাঃ ৭; ২০,২৪ প্রঃ ১৭; ১৬
১৪ দ্বিঃ বিঃ ১০; ১৭ দাঃ ২; ৪৭ ১ তীমঃ ৬; ১৫ প্রঃ ১৯; ১৬
১৫ যিশাঃ ৮; ৭ যির: ৪৭; ২
১৬ প্রঃ ১৭; ১২। ১৮; ৮
১৮ প্রঃ ১৬; ১৯। ১৮; ১০
১ যিহিঃ ৪৩; ২
২ দাঃ ৪; ৩০ প্রঃ ১৪; ৮ যিশাঃ ১৩; ২১। ২১; ৯। ৩৪; ১১ যির: ৯; ১১। ৫০; ৩৯। ৫১; ৮
৩ প্রঃ ১৭; ২ যিশাঃ ২৩; ১৭ যির: ২৫; ১৫, ২৭। ৫১; ৭ নহূম ৩; ৪

রোষ-মদিরা পান করিয়াছে এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার সহিত লম্পটাচরণ করিয়াছে এবং পৃথিবীর বণিকেরা তাহার বিলাস-ব্যসনের ফলে ধনবান হইয়াছে।

৪ পরে স্বর্গ হইতে আর এক বাণী শুনিলাম, আমার প্রজা-বর্গ, তাহা হইতে বাহির হইয়া এস, যেন তোমরা তাহার পাপরাশির সহভাগী না হও, এবং তাহার প্রাপ্য সমস্ত আঘাতের কিছুই যেন তোমাদের ভোগ করিতে না হয়। ৫ তাহার পাপ পুঞ্জীভূত হইয়া স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছে, এবং ঈশ্বর ৬ তাহার সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়াছেন। যেরূপে সে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিয়াছে, সেইরূপে তাহাকে প্রতিফল দাও; তাহার সমস্ত ক্রিয়ানুপাতে দ্বিগুণ প্রতিফল তাহাকে দাও; যে পানপাত্রে সে পেয় মিশ্রিত করিত, সেই পাত্রেই ৭ তাহার জন্য দ্বিগুণ পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া দাও; সে যত আত্ম-গরিমা ও বিলাস-ব্যসন করিত, তাহাকে সেই পরিমাণ যাতনা ও শোক ভোগ করাও। কারণ 'সে নিজের মনে বলিতেছে, আমি রাণী হইয়া বসিয়া আছি, আমি বিধবা নই, ৮ কিছুতেই শোকের দিন দেখিব না'। এইজন্য এক দিনেই তাহার সমস্ত আঘাত, মৃত্যু ও শোক ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে এবং তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে; কারণ যে প্রভু ঈশ্বর তাহার বিচার করিয়াছেন, তিনি শক্তিমান। ৯ 'পৃথিবীর সেই রাজারা, যাহারা তাহার সহিত লম্পটাচরণ ও বিলাস-ব্যসন করিত', তাহারা যখন তাহার দাহের ধূম দেখিবে ১০ তখন তাহার জন্য 'রোদন ও শোক-প্রকাশ করিবে'; তাহার যন্ত্রণায় ভীত হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া তাহারা বলিবে, হায়, হায়, মহানগরী, পরাক্রান্ত নগরী বাবিল, তোমার দুর্ভাগ্য! কারণ ১১ মুহূর্ত্তের মধ্যেই তোমার বিচার উপস্থিত হইল। পৃথিবীর বণিকেরাও তাহার জন্য রোদন ও শোক করে, কারণ কেহই ১২ তাহাদের পণ্যদ্রব্য আর ক্রয় করে না;—স্বর্ণ, রৌপ্য, বহু-মূল্য মণি-মুক্তা, মসৃণ কাপড়, বেগুনীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র ও লোহিতবস্ত্রের পণ্যদ্রব্য; অথবা সর্ব্বপ্রকার গন্ধকাষ্ঠ, হস্তি-দন্তের সর্ব্বপ্রকার পাত্র, বহুমূল্য কাষ্ঠ ও পিত্তল, লৌহ ও ১৩ মর্ম্মর প্রস্তরের সর্ব্বপ্রকার পাত্র, এবং দারুচিনি, এলাচি, সুগন্ধি ধূপ, সুগন্ধি আতর, কুন্দুরু, মদ্য, তৈল, ময়দা ও গম, ১৪ পশু ও মেষ; অশ্ব ও রথ, দাস ও 'মানুষের প্রাণ'। তোমার প্রাণের অভিলষিত ফল তোমার নিকট হইতে দূর হইয়াছে, তোমার সমস্ত উপভোগ্য মনোরমদ্রব্য লুপ্ত হইয়াছে; লোকে

৪ যিশাঃ ৪৮; ২০। ৫২; ১১ যির: ৫০; ৮। ৫১; ৬, ৯, ৪৫ ২ করিঃ ৬; ১৭
৫ আদি ১৮; ২০, ২১ যিরঃ ৫১; ৯ প্রঃ ১৬; ১৯
৬ গীত ১৩৭; ৮ যির: ৫০; ১৫, ২৯ ২ থিষঃ ১; ৬ প্রঃ ১৬; ৯। ১৭; ৪
৭ যিশাঃ ৪৭; ৭, ৮ যিরঃ ৫০; ২৯ যিহিঃ ২৮; ২-৮ সফঃ ২; ১৫
৮ যিশাঃ ৪৭; ৯ যিরঃ ৫০; ৩৪ প্রঃ ১৭; ১৬
৯ যিশাঃ ২৩; ১৭। ৫০; ৪৬ যিহিঃ ২৬; ১৬। ২৭; ৩০-৩৫ প্রঃ ১৭; ২
১০ যিহিঃ ২৬; ১৭ দাঃ ৪; ৩০ যিশাঃ ২১; ৯ যিরঃ ৫১; ৮ প্রঃ ১৪; ৮। ১৬; ১৯। ১৮; ১৭, ১৯
১১ যিহিঃ ২৭; ৩১, ৩৬
১২ যিহিঃ ২৭; ১২, ১৩, ২২
১৩ যিহিঃ ২৭; ১৩

১৫ আর কখনও তাহার উদ্দেশ পাইবে না। ঐ সমস্ত দ্রব্যের বণিকেরা যাহারা তাহার নিকট হইতে ধনলাভ করিয়াছিল, তাহারা তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া ভীত হইবে, দূরে দাঁড়াইয়া

১৬ রোদন ও শোক করিয়া বলিবে, হায়, হায়, মসৃণ কাপড়, বেগুনীবস্ত্র ও লোহিতবর্ণবস্ত্র পরিহিত এবং স্বর্ণ ও বহুমূল্য

১৭ মণি-মুক্তায় ভূষিত সেই মহানগরীর দুর্ভাগ্য! কারণ মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই মহাধন-সম্পত্তি উৎসন্ন হইল।

তখন জাহাজের অধ্যক্ষেরা, এবং জলপথে যাত্রীরা, এবং

১৮ নাবিকেরা ও সমুদ্রে বাণিজ্যকারী সকলে দূরে দাঁড়াইল, এবং তাহার দাহের ধূম দেখিতে পাইয়া তাহারা চীৎকার করিয়া

১৯ বলিল, কোন নগর এই মহানগরীর তুল্য? 'তাহারা মস্তকে ধূলা দিয়া রোদন ও শোক করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিল', হায়, হায়, যে স্থানে 'সমুদ্রগামী জাহাজের মালিকেরা তাহার ঐশ্বর্য্য হইতে ধনবান হইত' সেই মহানগরীর দুর্ভাগ্য! কারণ মুহূর্ত্তের মধ্যেই 'সে উৎসন্ন হইয়া গেল'।

২০ 'স্বর্গ', তাহার বিষয়ে 'আনন্দিত হও', পবিত্র লোকেরা, প্রেরিতেরা, ভাববাদীরা, তোমরাও আনন্দিত হও; কারণ ঈশ্বর বিচার করিয়া তোমাদের পক্ষে তাহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

২১ তখন শক্তিমান এক দূত বৃহৎ জাঁতার তুল্য এক প্রস্তর তুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,

এইপ্রকার প্রবল বেগে মহানগরী বাবিল নিক্ষিপ্ত হইবে,
তাহার উদ্দেশ আর কখনও পাওয়া যাইবে না;

২২ বীণাবাদক, গায়ক, বংশীবাদক ও তূরীবাদকদের ধ্বনি
তোমার মধ্যে আর কখনও শোনা যাইবে না,
শিল্পদক্ষ কোন শিল্পী তোমার মধ্যে আর কখনও পাওয়া
যাইবে না, এবং জাঁতার শব্দ তোমার মধ্যে আর কখনও
শোনা যাইবে না;

২৩ প্রদীপের আলোক তোমার মধ্যে আর কখনও দীপ্তি দিবে না,
এবং বর ও বধূর স্বর তোমার মধ্যে আর কখনও শোনা
যাইবে না;
কারণ তোমার বণিকেরা পৃথিবীর সম্ভ্রান্ত লোক ছিল, আর
তোমার যাদুবিদ্যা দ্বারা সমস্ত জাতি পথভ্রষ্ট হইত;

২৪ এবং ভাববাদীদের ও পবিত্র লোকদের, এমন কি,
পৃথিবীতে হত সমস্ত লোকের রক্তই তাহার মধ্যে
পাওয়া গেল।

১৫ যিহিঃ ২৭; ৩১, ৩৬
১৬ প্রঃ ১৭; ৪
১৭ প্রঃ ১৮; ১০, ১৯
যিহিঃ ২৭; ২৭-২৯
১৮ যিহিঃ ২৭; ৩২
যিশাঃ ৩৪; ১০
১৯ যিহিঃ ২৬; ১৯। ২৭; ৩০-৩৪
প্রঃ ১৮; ১০, ১৭
২০ দ্বিঃ বিঃ ৩২; ৪৩
যিরঃ ৫১; ৪৮
২১ যিহিঃ ২৬,
দাঃ ৪, ৩০
যির° ৫১; ৬৩, ৬৪
২২ যিশাঃ ২৪, ৮
যিরঃ ২৫; ১০
যিহিঃ ২৬, ১৩
২৩ যিশাঃ ২৩; ৮। ৪৭, ৯
যিরঃ ৭; ৩৪। ১৬; ৯। ২৫; ১০
২৪ যিরঃ ৫১; ৪৯
মথি ২৩, ৩৫
প্রঃ ৬; ১০। ১৭; ৬। ১৯; ২

রাজাধিরাজ যীশুর বিজয়যাত্রা ও তাঁহার শত্রুদের নাশ

১৯ ইহার পর আমি যাহা শুনিলাম তাহাতে মনে হইল স্বর্গে বৃহৎ লোকারণ্যের উচ্চধ্বনি হইতেছে,—তাহারা

'হাল্লিলূয়া'*, পবিত্রাণ ও মহিমা ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই ;
২ 'কারণ তাঁহার সমস্ত বিচার সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়সিদ্ধ';
যে মহাগণিকা নিজের লাম্পট্যদ্বারা পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করিত, তিনিই তাহার বিচার করিয়াছেন, 'তাহার উপরই তিনি আপনার দাসদের রক্তের প্রতিশোধ লইয়াছেন।'

৩ তাহারা দ্বিতীয়বার বলিল, 'হাল্লিলূয়া।
তাহার দাহের ধূম যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে উঠিতেছে।'

৪ তখন সেই চব্বিশজন প্রাচীন ও চারি প্রাণী সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন, আমেন,
৫ হাল্লিলূয়া ; তাহাতে সিংহাসন হইতে এই বাণী নির্গত হইল,
'ঈশ্বরের দাসগণ, তোমরা যাহারা তাঁহাকে ভয় কর, তোমাদের ক্ষুদ্র কি মহান সকলে আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা কর।'

৬ আর আমি লোকারণ্যের কলরব, জলকল্লোল ও প্রবল মেঘ-গর্জ্জনের ধ্বনির ন্যায় এই বাণী শুনিলাম,
'হাল্লিলূয়া, কারণ প্রভু ঈশ্বর, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিলেন।
৭ এস, আমরা আনন্দিত ও উল্লসিত হই' এবং তাঁহার মহিমা প্রচার করি, কারণ মেষশাবকের বিবাহের সময় হইয়াছে, এবং তাঁহার স্ত্রী আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে ;
৮ আর তাহাকে এই বর দান করা হইল যেন, সে উজ্জ্বল ও শুদ্ধ মসৃণবস্ত্রে আপনাকে সজ্জিত করে।
মসৃণবস্ত্র পবিত্র লোকদের ধর্ম্মাচরণ প্রকাশ করে।

৯ পরে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি লিখ, যাহারা মেষ-শাবকের বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রিত, তাহারা ধন্য। তিনি ১০ বলিলেন, এসমস্তই ঈশ্বরের সত্য বাক্য। তখন আমি তাঁহাকে প্রণিপাত করিবার জন্য তাঁহার চরণতলে পতিত হইলাম। তাহাতে তিনি আমাকে বলিলেন, ক্ষান্ত হও,

১ গীত ১০৪, ৩৫। ১০৬, ১ প্রঃ ১৯ ; ৩, ৬। ১১ ; ১০
২ গীত ১৯ ; ৯। ১১৯, ১৩৭ ২ রাঃ ৯, ৭ দ্বিঃ বিঃ ৩২ ; ৪৩ প্রঃ ১৫ ; ৩। ১৬, ৭
৩ প্রঃ ১৪, ১১। ১৮ ; ৯, ১৮। ১৯, ১ যিশাঃ ৩৪ ; ১০
৪ প্রঃ ৫ ; ১৪ যিশাঃ ৬ ; ১ গীত ৪৭, ৮। ১০৬ ; ৪৮
৫ গীত ২২ ; ২৩। ১১৫ ; ১৩। ১৩৪ ; ১। ১৩৫ ; ১ প্রঃ ১, ১৮
৬ প্রঃ ; ১৫। ১৫। ১৯ যিহিঃ ১ ; ২৪। ৪৩ ; ২ দাঃ ১০ ; ৬ গীত ৯৩ ; ১। ৯৭ ; ১। ৯৯ ; ১
৭ মথি ২২ ; ২। ২৫ ; ১০ ইফিঃ ৫ ; ৩২ প্রঃ ২১ ; ২, ৯ যিশাঃ ৫৪ ; ৫ হোঃ ২ ; ১৯, ২০
৮ গীত ৪৫ ; ১৪ যিশাঃ ৬১ ; ১০ যিহিঃ ১৬ ; ১০
৯ লূক ১৪ ; ১৫
১০ প্রেঃ ১০ ; ২৫, ২৬। ১৪ ; ১৩ ১৫ প্রঃ ১২ ; ১১। ২২ ; ৮, ৯

* অর্থাৎ, 'প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা কর'

আমি তোমার সহদাস, এবং যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী তোমার সেই ভ্রাতাদেরও সহদাস; ঈশ্বরকেই প্রণিপাত কর। কারণ যীশুর বিষয়ে যে সাক্ষ্য, তাহাই ভাববাণী অনুপ্রাণিত করে।

১১ পরে আমি দেখিলাম, স্বর্গ উন্মুক্ত হইল আর সেখানে শ্বেতবর্ণ একটি অশ্ব; তাহার উপরে আরূঢ় ব্যক্তি "বিশ্বস্ত ও সত্যময়" নামে আখ্যাত, এবং তিনি ধার্ম্মিকতায় বিচার ও ১২ যুদ্ধ করেন। তাঁহার চক্ষু অগ্নি-শিখা সদৃশ, তাঁহার মস্তকে অনেক রাজমুকুট; একটি নাম তাঁহার উপরে লিখিত আছে, ১৩ তাহার বিষয় তিনি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। তিনি রক্ত-রঞ্জিতবস্ত্র পরিহিত, এবং "ঈশ্বরের বাক্য" নামে আখ্যাত। ১৪ আর শ্বেত ও শুচি মসৃণবস্ত্র পরিহিত স্বর্গস্থ সেনাদল শুক্লবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করে। ১৫ জাতিবৃন্দকে আঘাত করিবার জন্য তাঁহার মুখ হইতে তীক্ষ্ণ খড়্গ নির্গত হইতেছে। তিনি লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদের শাসন করিবেন, এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের ১৬ মদিরা-কুণ্ড দলন করিবে। 'রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু' এই নাম তাঁহার বস্ত্রে ও উরুদেশে লেখা আছে।

১৭ পরে আমি দেখিলাম, একজন দূত সূর্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, আর তিনি উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া মধ্য-আকাশে উড্ডীয়মান সমস্ত পক্ষীদের বলিলেন, এস, ঈশ্বরের মহা- ১৮ ভোজের জন্য একত্র হও; রাজা, প্রধান সেনাপতি ও বীর-পুরুষদের মাংস, অশ্ব ও অশ্বারোহীদের মাংস, এবং স্বাধীন কি দাস, ক্ষুদ্র কি মহান, সকল মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ কর।

১৯ পরে আমি দেখিলাম, ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি ও তাঁহার সেনাদের সহিত সেই পশু ও পৃথিবীর রাজারা ও তাহাদের ২০ সেনাবাহিনী যুদ্ধ করিবার জন্য একত্র হইল। তাহাতে সেই পশু ধরা পড়িল, এবং যে ভণ্ড ভাববাদী তাহার সাক্ষাতে লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া পশুর চিহ্নধারী ও তাহার প্রতিমাকে প্রণিপাত-কারী সকলকে পথভ্রষ্ট করিত, সেও তাহার সঙ্গে ধরা পড়িল; তাহারা উভয়ে জীবন্ত অবস্থায় গন্ধকময় প্রজ্বলিত অগ্নিহ্রদে ২১ নিক্ষিপ্ত হইল। আর অবশিষ্ট সকলে সেই অশ্বারোহী ব্যক্তির মুখ হইতে নির্গত খড়্গ দ্বারা হত হইল; এবং 'সমস্ত পক্ষী তাহাদের মাংসে তৃপ্ত হইল'।

১১ গীত ৯৬; ১৩
যিশাঃ ১১; ৪
যিহিঃ ১; ১
প্রঃ ৩; ১৪
১২ দাঃ ১০; ৬
প্রঃ ১; ১৪।
২; ১৮।
৩; ১২
১৩ যিশাঃ ৬৩; ১-৩
যোঃ ১; ১
১৫ যিশাঃ ১১; ৪।
৬৩; ৩
২ থিষঃ ২; ৮
প্রঃ ১২; ৫।
১৪; ১৯, ২০
১৬ দ্বিঃ বিঃ ১০; ১৭
১ তীমঃ ৬; ১৫
প্রঃ ১; ৫।
১৭; ১৪।
১৯; ১২
১৭ যিরঃ ১২; ৯
যিহিঃ ৩৯; ৪,
১৭-২০
১৯ গীত ২; ২
প্রঃ ১১; ৭।
১৩; ১।
১৬; ১৬
২০ প্রঃ ১৩; ১১-
১৭। ১৪; ১০।
২০; ১০।
২১; ৮
দাঃ ৭; ১১, ২৬
২১ যিহিঃ ৩৯; ১৭,
২০

শয়তানের পরিণাম

২০ পরে আমি একজন দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম, তাঁহার হস্তে রসাতলের চাবি ও বড় এক শৃঙ্খল

১ ২ পিঃ ২; ৪
যিহূদা ৬
প্রঃ ৯; ১

২ ছিল। আদিকালের সর্প, যাহাকে দিয়াবল ও শয়তান বলে, সেই নাগকে তিনি ধরিলেন, এবং তাহাকে সহস্র বৎসরের জন্য ৩ বাঁধিয়া রাখিলেন; এবং তাহাকে রসাতলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং উপরে সেই স্থানের মুখ বন্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন, যেন ঐ সহস্র বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সে জাতিবৃন্দকে আর কখনও পথভ্রষ্ট করিতে না পারে; ঐ সময়ের পর ইহা নিরূপিত আছে যে সে অল্পকালের জন্য মুক্ত হইবে।

৪ পরে আমি কয়েকটি সিংহাসন দেখিলাম; যাঁহারা তাহাতে বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের উপর বিচারের ভার দেওয়া হইল। আর যীশুর পক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্য ও ঈশ্বরের বাক্যের জন্য যাহাদের শিরশ্ছেদ করা হইয়াছিল, এবং যাহারা সেই পশুকে ও তাহার প্রতিমাকে প্রণিপাত করে নাই, নিজেদের ললাটে ও হস্তে তাহার চিহ্ন ধারণ করে নাই, তাহাদের আত্মা দেখিতে পাইলাম; তাহারা জীবিত হইয়া সেই সহস্র ৫ বৎসর কাল খ্রীষ্টের সহিত রাজত্ব করিল; কিন্তু সেই সহস্র বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা জীবিত হইল ৬ না। ইহা প্রথম পুনরুত্থান। যে এই প্রথম পুনরুত্থানের ভাগী হয়, সে ধন্য ও পবিত্র; এইপ্রকার লোকদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন ক্ষমতা নাই; কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের পুরোহিত হইবে, এবং সেই সহস্র বৎসর তাঁহার সহিত রাজত্ব করিবে।

৭ যখন সেই সহস্র বৎসর পূর্ণ হইবে, তখন শয়তানকে ৮ তাহার কারাগার হইতে মুক্ত করা হইবে; তাহাতে সে পৃথিবীর চারি কোণে স্থিত জাতিবৃন্দকে, গোগ ও মাগোগকে পথভ্রষ্ট করিবার এবং যুদ্ধের উদ্দেশে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে; সেই জাতিবৃন্দের সংখ্যা সমুদ্রতীরের বালুকার ৯ সংখ্যার তুল্য। তাহারা বিস্তীর্ণ পৃথিবীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল ও পবিত্র লোকদের শিবির এবং প্রিয় নগরটি অবরোধ করিল; তাহাতে ঈশ্বরের নিকট হইতে ‘স্বর্গ হইতে অগ্নি ১০ নামিয়া তাহাদের গ্রাস করিল’; আর তাহাদের ভ্রান্তকারী দিয়াবল অগ্নি ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল, যে স্থলে সেই পশু ও ভণ্ড ভাববাদীও পূর্ব্ব হইতে আছে; আর তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে দিবারাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

পুনরুত্থান ও মহাবিচারের কথা

১১ পরে আমি শ্বেতবর্ণ এক বৃহৎ সিংহাসন ও যিনি তাহাতে বসিয়া ছিলেন তাঁহাকে দেখিলাম; তাঁহার সম্মুখ হইতে

২ আদি ৩; ১
প্রঃ ৯; ১। ১২; ৯
৩ ২ থিষঃ ২; ৯,
৪ দাঃ ৭; ৯, ২২, ২৭
লূক ২২; ৩০
১ করিঃ ৬; ২
প্রঃ ৬; ৯
৫ ১ করিঃ ১৫; ২৩
১ থিষঃ ৪; ১৬
৬ যিশাঃ ৬১; ৬
প্রঃ ১; ৬। ৫; ১০
৮ যিহিঃ ৭; ২। ৩৮; ২, ৯, ১৬। ৩৯; ১
৯ হবক্‌ঃ ১; ৬
২ রাঃ ১; ১০
যিহিঃ ৩৮; ৯, ১৬, ২২। ৩৯; ৬
১০ আদি ১৯; ২৪
প্রঃ ১৯; ২০
১১ দাঃ ২; ৩৫
মথি ২৫; ৩১-৪৬
২ পিঃ ৩; ১০
প্রঃ ৬; ১৪। ১৬; ২০। ২১; ১

পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পলায়ন করিল, তাহাদের জন্য আর
১২ স্থান পাওয়া গেল না। আমি দেখিলাম, সিংহাসনের সম্মুখে ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত লোক দণ্ডায়মান আছে; পরে 'কয়েকখানি পুস্তক খোলা হইল'; এবং অন্য আর একখানি পুস্তক, অর্থাৎ জীবন-পুস্তক, খোলা হইল; আপন আপন কার্য্যানুসারে মৃতদের সেই পুস্তকগুলিতে যাহা যাহা লিখিত
১৩ ছিল তাহা দ্বারা বিচার হইল। আর সমুদ্র তাহার মধ্যবর্ত্তী মৃতদের ফিরাইয়া দিল, মৃত্যু এবং পাতালও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী মৃতদের ফিরাইয়া দিল, এবং তাহাদের প্রত্যেকের আপন
১৪ আপন কার্য্যানুসারে বিচার হইল। পরে মৃত্যু এবং পাতালও অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল; এই অগ্নিহ্রদই দ্বিতীয়
১৫ মৃত্যু। যাহার নাম জীবন-পুস্তকে লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।

নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবীর বর্ণনা

২১ পরে আমি 'এক নূতন আকাশমণ্ডল ও এক নূতন পৃথিবী' দেখিলাম, কারণ প্রথম আকাশমণ্ডল ও প্রথম পৃথিবী অন্তর্হিত হইল, এবং সমুদ্রের আর অস্তিত্ব রহিল না।
২ আমি দেখিলাম, পবিত্র নগরী, নূতন যিরূশালেম, স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিয়া আসিতেছে; সে স্বামীর
৩ জন্য বিভূষিতা বধূর ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে আমি সিংহাসন হইতে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত এই কথা শুনিলাম,

'দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে, এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন।

৪ আর তিনি তাহাদের চক্ষু হইতে প্রতিটি অশ্রু বিন্দু মুছাইয়া দিবেন'; মৃত্যু আর থাকিবে না, শোক, আর্ত্তনাদ বা বেদনাও আর থাকিবে না; কারণ সমস্ত প্রথম বিষয় অতীত হইল।

৫ 'যিনি সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, দেখ, আমি সকলই নূতন করিতেছি'। পরে তিনি আমাকে বলিলেন,
৬ লিখ, কারণ এই সমস্ত কথা বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য। পরে তিনি বলিলেন, সম্পন্ন হইয়াছে; আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা, আদি এবং অন্ত; যে তৃষিত তাহাকে আমি জীবন-জলের উৎস
৭ হইতে বিনামূল্যে পান করিতে দিব। যে বিজয়ী হয়, সে

১২ দাঃ ৭, ১০ মথি ১৬; ২৭ রোঃ ২; ৬। ১৪; ১০ ২ করিঃ ৫; ১০ ফিলিঃ ৪; ৩ প্রঃ ৩; ৫
১৩ যোঃ ৫; ২৮, ২৯ প্রঃ ৬; ৮
১৪ ১করিঃ ১৫; ২৬, ৫৫
১৫ দাঃ ১২; ১ মথি ১৩; ৪২, ৫০। ২৫; ৪১
১ যিশাঃ ৬৫; ১৭। ৬৬; ২২ ২ পিঃ ৩; ১৩ প্রঃ ২০; ১১
২ যিশাঃ ৫২; ১। ৬১; ১০ ইব্রীঃ ১১; ১০ প্রঃ ১৯; ৭। ২২; ১৯
৩ সখঃ ২; ১০ লেবীঃ ২৬; ১১, ১২ ২ করিঃ ৬; ১৬, ১৮ মথি ১; ২৩ যিশাঃ ৮; ৮, ১০
৪ প্রঃ ৭; ১৭ যিশাঃ ৩৫; ১০। ৬৫; ১৯ যিরঃ ৩১; ১৬
৫ প্রঃ ৪; ২। ৫; ১। ২২; ৬ ২ করিঃ ৫; ১৭ গীত ৪৭; ৮
৬ প্রঃ ১; ৮। ২২; ১৩, ১৭ যিশাঃ ৫৫; ১ সখঃ ১৪; ৮
৭ ২ শমূঃ ৭; ১৪ রোঃ ৮; ১৭ ২ করিঃ ৬; ১৮ প্রঃ ২১; ৩

এই সমস্তের অধিকারী হইবে; এবং 'আমি তাহার ঈশ্বর
৮ হইব ও সে আমার পুত্র হইবে'। কিন্তু যাহারা ভীরু, অবিশ্বাসী, ঘৃণ্য, নরঘাতক, লম্পট, মায়াবী ও প্রতিমা-পূজক, তাহারা এবং সমস্ত মিথ্যাবাদী সেই প্রজ্বলিত অগ্নি ও গন্ধকময়-হ্রদের অংশী হইবে; ইহা সেই দ্বিতীয় মৃত্যু।

৮ ইব্রী: ১০; ৩৮, ৩৯ প্র: ২২; ১৫। ২০: ১৪

স্বর্গীয় যিরূশালেমের সৌন্দর্য্য

৯ যে সপ্ত দূতের কাছে শেষ সপ্ত আঘাতে পূর্ণ সাতটি পাত্র ছিল, তাঁহাদের মধ্যে একজন আসিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন, এস, আমি তোমাকে সেই বধূ, মেষশাবকের ভার্য্যাকে
১০ দেখাইব। পরে আমি আত্মাতে অভিভূত হইলে তিনি আমাকে উচ্চ এক মহাপর্ব্বতে লইয়া গেলেন, এবং আমাকে সেই মহতী পবিত্র নগরী যিরূশালেম দেখাইলেন, তাহা স্বর্গ
১১ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছিল; তাহা ঈশ্বরের মহিমামণ্ডিত ছিল। তাহার জ্যোতি বহুমূল্য মণির তুল্য,
১২ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ সূর্য্যকান্তমণির তুল্য। সেই নগরে দ্বাদশ দ্বারযুক্ত একটি বৃহৎ ও উচ্চ প্রাচীর আছে; আর সেই সমস্ত দ্বারে দ্বাদশজন দূত থাকেন; সেই দ্বারগুলির উপরে যে বিভিন্ন নাম লিখিত আছে তাহা 'ইস্রায়েলসন্তানদের
১৩ দ্বাদশ বংশের নাম; পূর্ব্বদিকে তিনটি দ্বার, উত্তরদিকে তিনটি, দক্ষিণদিকে তিনটি ও পশ্চিমদিকে তিনটি দ্বার আছে'।
১৪ আর নগরের প্রাচীরের দ্বাদশ ভিত্তি-প্রস্তর ছিল, সেই প্রস্তর-গুলির উপর মেষশাবকের দ্বাদশ প্রেরিতের দ্বাদশ নাম আছে।
১৫ যিনি আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার হস্তে ঐ নগর, তাহার দ্বারগুলি ও তাহার প্রাচীর পরিমাপ করিবার জন্য
১৬ একটি সুবর্ণ মানদণ্ড ছিল। নগরটি চতুষ্কোণ, তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। তিনি তাঁহার মানদণ্ড দ্বারা নগর পরিমাপ করিলে প্রায় আট শত ক্রোশ* হইল; তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও
১৭ উচ্চতা সমান। পরে তাহার প্রাচীরের উচ্চতা পরিমাপ করিলে, মনুষ্যের অর্থাৎ দূতের পরিমাপ অনুসারে, একশত
১৮ চুয়াল্লিশ হস্ত হইল। তাহার প্রাচীর ছিল সূর্য্যকান্তমণির দ্বারা নির্ম্মিত, এবং নগরটি নির্ম্মল কাচের ন্যায় বিশুদ্ধ
১৯ স্বর্ণময়। নগরের প্রাচীরের ভিত্তি-প্রস্তর সর্ব্বপ্রকার মূল্যবান মণিতে শোভিত; প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর সূর্য্যকান্তমণির, দ্বিতীয়টি
২০ নীলকান্তমণির, তৃতীয়টি তাম্রমণির, চতুর্থটি মরকতের, পঞ্চম

৯ লেবী: ২৬; ২১ প্র: ১৫; ১। ১৭; ১
১০ যিশা: ৫২; ১ যিহি: ৪০; ২
যিশা: ৫৮; ৮। ৬০; ১, ২, ১৯ যিহি: ৪৩; ২-৫ প্র: ২১; ২৩। ২২; ৫
১২ যিহি: ৪৮; ৩১-৩৫
১৫ যিহি: ৪০; ৩, ৫ প্র: ১১; ১
১৬ যিহি: ৪৩; ১৬। ৪৮; ১৬, ১৭
১৯ যিশা: ৫৪; ১১, ১২ যাত্রা ২৮; ১৭-২১

* (মূল) দ্বাদশ সহস্র ষ্টাডিয়ন। এক ষ্টাডিয়ন ৪০০ হাত

বৈদূর্য্যের, ষষ্ঠ সার্দ্দীয়মণির, সপ্তম স্বর্ণমণির, অষ্টম ফিরোজামণির, নবম পোখরাজের, দশম গোমেদমণির, একাদশ শম্বুলমণির

২১ এবং দ্বাদশ পিঙ্গলমণির। আর দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশটি মুক্তা, এক এক দ্বার এক এক মুক্তায় নির্ম্মিত; এবং নগরের রাজপথ স্বচ্ছ কাচের তুল্য বিশুদ্ধ স্বর্ণময়।

২২ আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না, কারণ সর্ব্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দির।

২৩ সেই নগরে দীপ্তি দান করিবার জন্য সূর্য্যের বা চন্দ্রের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ঈশ্বরের মহিমা তাহা আলোকিত করে

২৪ এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার প্রদীপ। 'সমস্ত জাতি তাহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা নিজেদের

২৫ প্রতাপ ও সম্মান সেই নগরের মধ্যে লইয়া আসিবে। নগরের দ্বারগুলি দিবসে কখনও রুদ্ধ হইবে না'; সেখানে রাত্রি

২৬ হইবে না। সমস্ত জাতির প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য তাহার মধ্যে

২৭ আনীত হইবে। 'অপবিত্র কোন বস্তু' অথবা যাহারা ঘৃণার্হ ও মিথ্যা আচরণ করে, তাহাদের কেহই তাহার মধ্যে 'প্রবেশ করিতে পারিবে না'; কেবল মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে যাহাদের নাম লেখা আছে, তাহারাই প্রবেশ করিবে।

২৩ যিশাঃ ২৪; ২৩। ৬০; ১-২০
প্রঃ ২১; ১১। ২২; ৫
২৪ যিশাঃ ৬০; ৩, ৫
২৫ প্রঃ ২২; ৫
যিশাঃ ৬০; ১১
সখঃ ১৪; ৭
২৭ যিশাঃ ৩২; ৮। ৫২; ১
দাঃ ১২; ১
যোয়েল ৩; ১৭
প্রঃ ২২; ১৫। ৩; ৫। ১৭; ৮

২২ পরে তিনি আমাকে 'জীবন-জলের নদী' দেখাইলেন, তাহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষ-

২ শাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত হইতেছে; নগরের রাজপথের মধ্যস্থলে প্রবাহিত নদীর উভয় তীরে 'জীবন-বৃক্ষ' আছে, তাহা দ্বাদশবার ফল উৎপন্ন করে, প্রতি মাসে নূতন ফল দান করে; সেই বৃক্ষের পত্র জাতিবৃন্দের পক্ষে আরোগ্য-

৩ দায়ক। কোন 'অভিশপ্ত বিষয় আর থাকিবে না।'

ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন নগরের মধ্যে থাকিবে;

৪ তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে, তাহারা তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিবে, এবং তাঁহার নাম তাঁহাদের ললাটে থাকিবে।

৫ সেখানে আর রাত্রি হইবে না, এবং প্রদীপের আলোক বা সূর্য্যের আলোক প্রয়োজন হইবে না, কারণ 'প্রভু ঈশ্বর তাহাদের উপরে দীপ্তি দান করিবেন; আর তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে।'

১ গীত ৪৬; ৪
যিহিঃ ৪৭; ১
সখঃ ১৪; ৮
২ যিহিঃ ৪৭; ১২
প্রঃ ২১; ২১। ২২; ১৪, ১৯
৩ সখঃ ১৪; ১১
প্রঃ ৭; ১৫
৪ মথি ৫; ৮
১করিঃ ১৩; ১২
১ যোঃ ৩; ২
প্রঃ ৩; ১২
৫ প্রঃ ২১; ২৩, ২৫। ৫; ১০
দাঃ ৭; ১৮, ২৭

উপসংহার; পরামর্শ ও আশ্বাসবাণী

৬ পরে তিনি আমাকে বলিলেন, এই সমস্ত কথা বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য; যাহা যাহা অবশ্যই শীঘ্র ঘটিবে তাহা আপন

৬ প্রঃ ১; ১। ২১; ৫
১করিঃ ১৪; ৩২

দাসদের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য, প্রভু ঈশ্বর, যিনি ভাববাদীদের অনুপ্রাণিত করেন, তিনি তাহার দূতকে প্রেরণ
৭ করিয়াছেন। আর দেখ, আমি শীঘ্রই আসিতেছি; যে এই পুস্তকের ভাববাণীর সমস্ত বাক্য পালন করে, সেই ধন্য।
৮ আমি যোহন এই সমস্ত শুনিলাম ও দেখিলাম। আর এই সমস্ত দেখিবার ও শুনিবার সময়ে, যে দূত আমাকে সমস্ত দেখাইতেছিলেন, আমি তাঁহার চরণতলে প্রণিপাত করিবার
৯ জন্য পতিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, ক্ষান্ত হও; আমি তোমার ও তোমার ভ্রাতা ভাববাদীদের সহদাস, এবং যাহারা এই পুস্তকের সমস্ত বাক্য পালন করে, তাহাদেরও সহদাস; ঈশ্বরকেই প্রণিপাত কর।
১০ তিনি আমাকে বলিলেন, এই পুস্তকের ভাববাণীর বাক্যসমূহ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বন্ধ করিও না; কারণ ইহার সময়
১১ সন্নিকট। যে অধর্ম্মাচারী, সে ইহার পরে অধর্ম্মাচরণ করুক; যে কলুষিত, সে ইহার পরে কলুষিত থাকুক; যে ধার্ম্মিক, সে ইহার পরে ধর্ম্মাচরণ করুক, এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরে
১২ পবিত্রই থাকুক। দেখ, 'আমি শীঘ্র আসিতেছি', এবং আমি যে পুরস্কার দিব তাহা আমার সঙ্গে আনিতেছি, 'যেন প্রত্যেককে
১৩ তাহার কার্য্যানুসারে ফল দিই'। আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা,
১৪ প্রথম ও শেষ, আদি এবং অন্ত। ধন্য তাহারা, যাহারা নিজেদের বস্ত্র ধৌত করিয়াছে, যেন তাহারা জীবন-বৃক্ষের অধিকারী হয় এবং দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে পারে।
১৫ সমস্ত কুকুর, মায়াবী, লম্পট, নরঘাতক ও প্রতিমা-পূজক, এবং যাহারা মিথ্যা কথা ভালবাসে ও রচনা করে তাহারা সকলেই বাহিরে আছে।
১৬ আমি যীশু আপন দূতকে পাঠাইলাম যেন সে মণ্ডলীসমূহের মধ্যে তোমাদের কাছে এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে। আমি দায়ূদের মূলের অঙ্কুর এবং বংশধর, আমি উজ্জ্বল প্রভাতীয় তারা।
১৭ আত্মা ও বধূ বলিতেছেন, এস। যে শুনে, সেও বলুক, এস। আর যে তৃষিত, সে আসুক; যাহার ইচ্ছা হয়, সে বিনামূল্যে জীবন-জল পান করুক।
১৮ যাহারা এই পুস্তকের ভাববাণীর সমস্ত বাক্য শুনে, তাহাদের প্রত্যেকের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত আর কিছু যোগ দেয়, তবে ঈশ্বর এই পুস্তকে উল্লিখিত সমস্ত আঘাত সেই ব্যক্তির জীবনে যুক্ত

৭ প্রঃ ৩; ১১। ১; ৩। ২২; ১২, ২০
৮ প্রঃ ১৯; ১০
১০ দাঃ ৮; ২৬। ১২; ৪ প্রঃ ১০; ৪। ১; ৩
১১ দাঃ ১২; ১০
১২ গীত ২৮; ৪। ৬২; ১২ যিশাঃ ৪০; ১০। ৬২; ১১ যিরঃ ১৭; ১০ রোঃ ২; ৬ প্রঃ ২; ২৩। ৩; ১১
১৩ যিশাঃ ৪৪; ৬। ৪৮; ১২ ইব্রীঃ ১৩; ৮ প্রঃ ১; ৮, ১১, ১৭। ২১; ৬
১৪ আদি ২; ৯। ৩; ২২ প্রঃ ২২; ২, ১৯
১৫ ১ করিঃ ৬; ৯, ১০ গাঃ ৫; ১৯-২১ প্রঃ ২১; ৮, ২৭
১৬ গণনা ২৪; ১৭ যিশাঃ ১১; ১, ১০। ৬০; ৩ মথি ২; ২ লূক ১; ৭৮ প্রঃ ১; ১, ২। ৫; ৫
১৭ সখঃ ১৪; ৮ যিশাঃ ৫৫; ১ যোঃ ৭; ৩৭ প্রঃ ২১; ২, ৬, ৯
১৮ দ্বিঃ বিঃ ৪; ২। ১২; ৩২। ২৯; ২০ প্রঃ ১৫; ১, ৬

১৯ করিবেন ; আর যদি কেহ এই ভাববাণী-পুস্তকের বাক্য হইতে কিছু বিয়োগ করে, তবে ঈশ্বর এই পুস্তকে উল্লিখিত জীবন-বৃক্ষে ও পবিত্র নগরে তাহার যে অংশ আছে, তাহা বিয়োজিত করিবেন।

২০ যিনি এই সমস্ত সাক্ষ্য সমর্থন করেন, তিনি বলিতেছেন, হাঁ, আমি শীঘ্রই আসিতেছি। আমেন ; প্রভু যীশু, এস।

২১ প্রভু যীশুর অনুগ্রহ সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন।
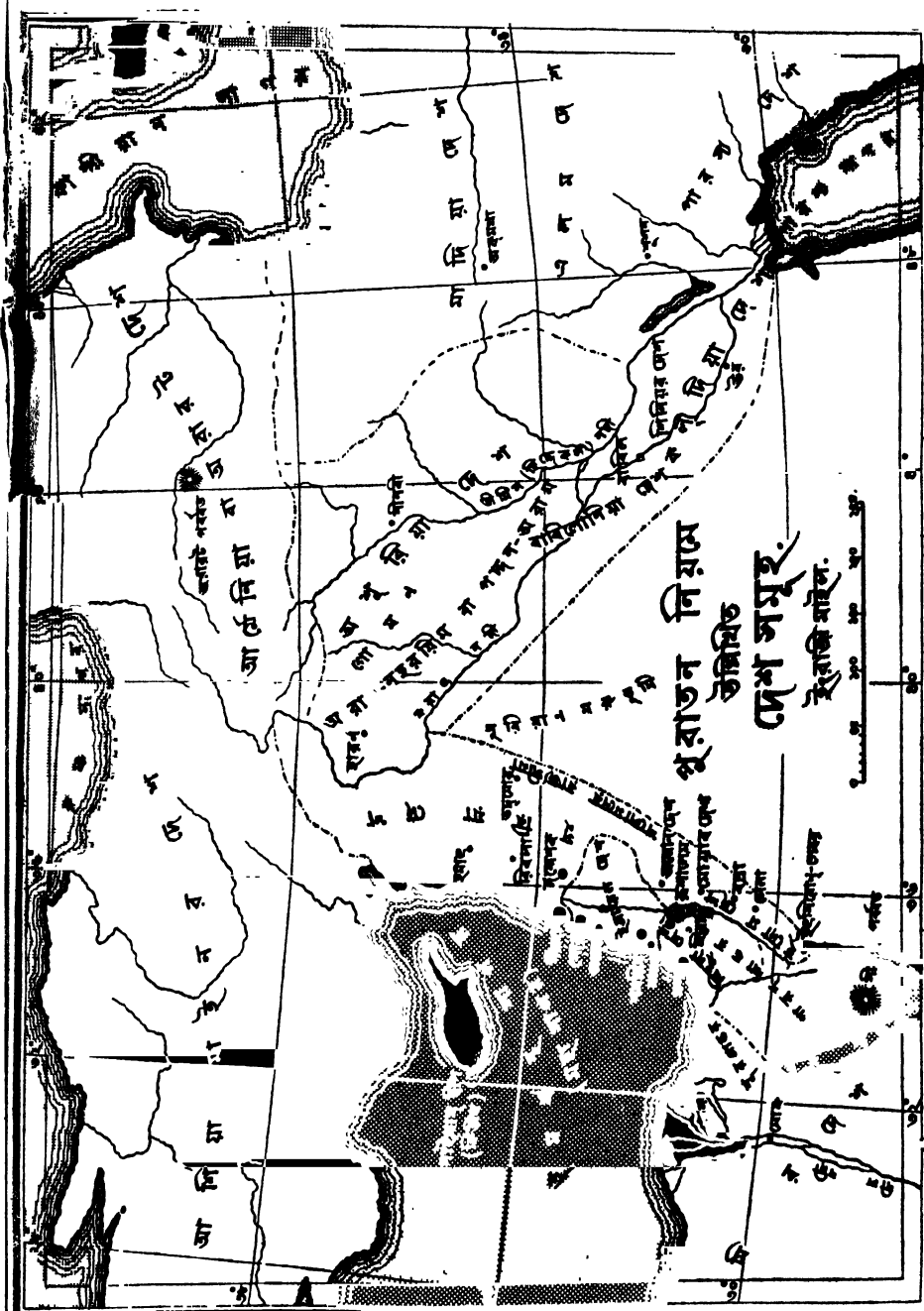
১৯ আদি ২ ; ৯। ৩ ; ২২ প্রঃ ২১ ; ২। ২২ ; ২, ১৪

২০ প্রঃ ৩ ; ১১ ২ তীমঃ ৪ ; ৮

Printed in India at The Ganges Printing Company Limited, Calcutta
for the Bible Society of India, 20 Mahatma Gandhi Road,
Bangalore, India

পুরাতন নিয়মে
উল্লিখিত
দেশ সমূহ.
ইংরাজি মাইল.
আর্মেনিয়া বা অরারট দেশ
অরারট পর্ব্বত
মাদিয়া দেশ
এলম দেশ
নীনবী
অহ্মথা
পারস্য
দামাস্কস
যিরূশালেম
মোয়াব দেশ
অম্মোন দেশ
ইস্রায়েল দেশ
সীনয় পর্ব্বত

কনান দেশের ম্যাপ
পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী
ইংরাজী মাইল

যিরূ   লম নগরী

নীল নদ।
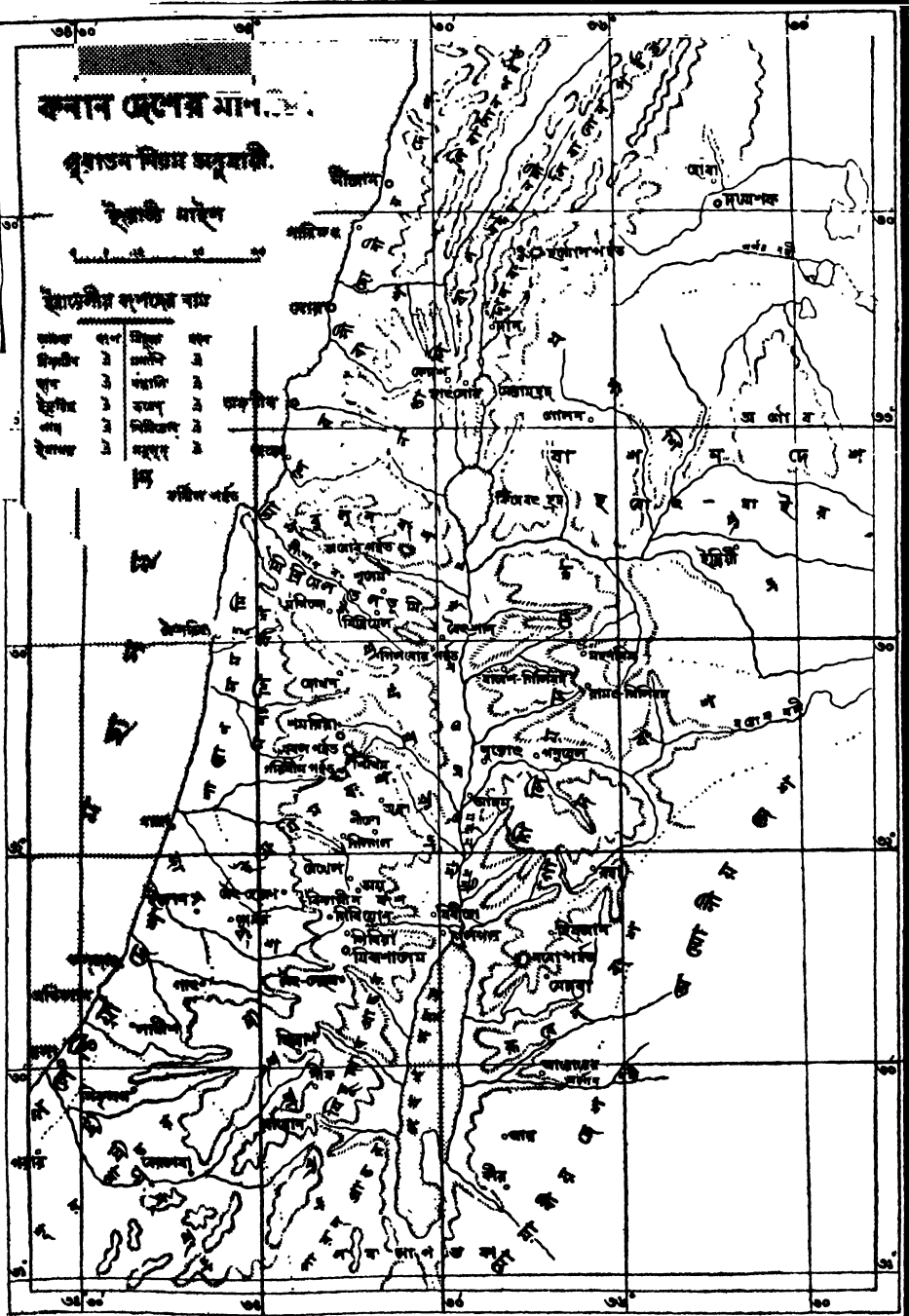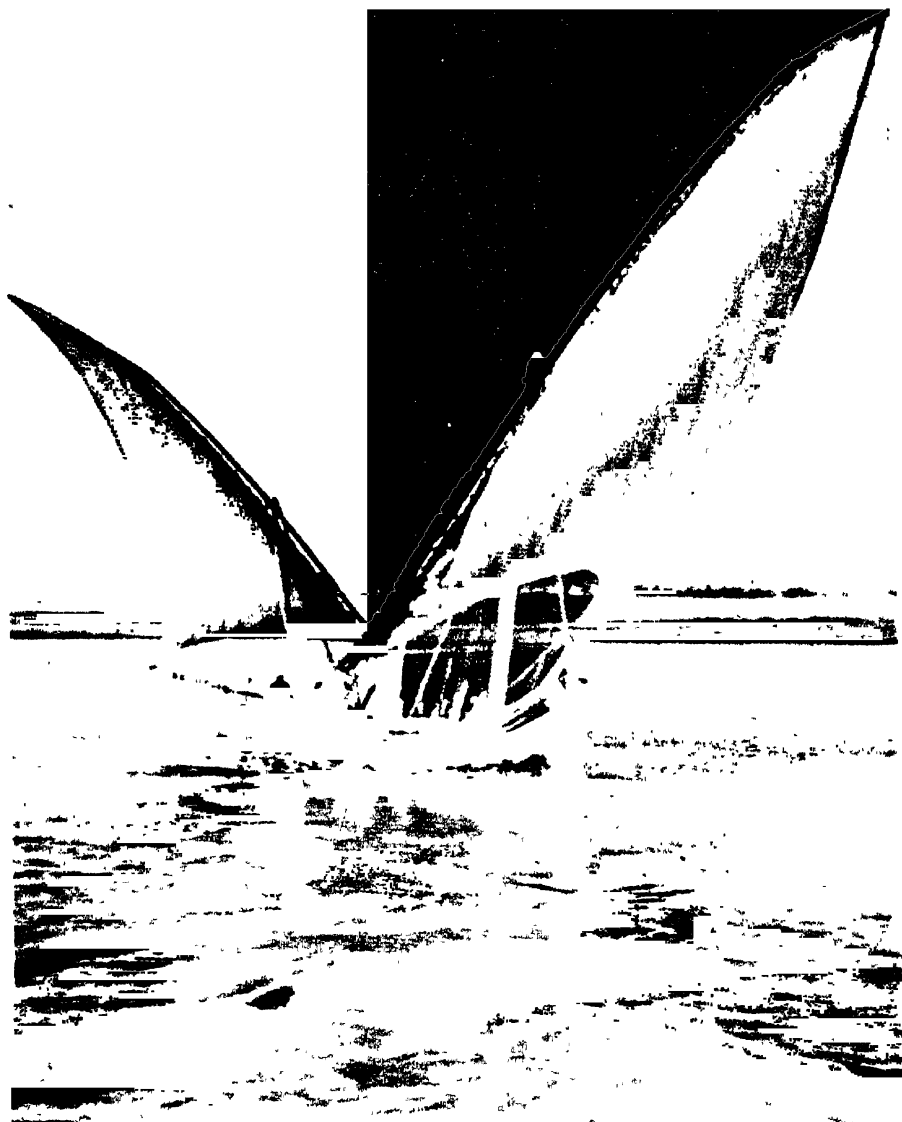
ইহুদী জনতা ও টাইটাস্ কর্তৃক অধিকৃত যিরূশালেম মন্দিরের উপাসনায় ব্যবহৃত সাজ সরঞ্জাম।